

আর্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথমহারাজকৃতবঙ্গভাষাবাদসহিতম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য
সরকারমহোদয়ের অর্থাভুকুল্যে এই পুস্তক মূলতমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কচাৰ্য্য * শ্রীশ্রীজীবন্তট্টাচার্য্যব্যায়তীং

সহ-সম্পূজক সম্ভ

- শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাক্ষরণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

সহাধিকারী :-

শ্রীসত্যশ্রমপ্রচারসঙ্ঘ

(অরুণক সন্দ্রহার)

যুগ্ম-কর্মকর্তার :-

কিঙ্কর বিমলানন্দ

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,

ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

কাব্যালয় :-

৩৮ সি, বিধানসভা (স্বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

[বার্ষিক মূল্য সড়াক ১৫.০০ টাকা]

প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা

নিয়মাবলী

১। আৰ্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ববঙ্গে সড়াক ১৫০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১৫০ নং পঃ; অগ্রত্বে বার্ষিক সড়াক ২০০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ; শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আৰ্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে “সম্পূজক আৰ্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫” এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি “সঞ্চালক আৰ্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬” এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর স্পষ্টভাবে লিখিবেন, ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আৰ্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাণ্ডুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ বাতীত কাৰ্যালয়ে আসিয়া বা অত্র কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আৰ্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়

৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড

কলিকাতা—৩৫

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଶ୍ରୀମଂସୀତାରାମଦାସଓକ୍କାରନାଥପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଆର୍ଯ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର

ମହାଭାରତାନ୍ତର୍ଗତ-

ଭୀଷ୍ମପର୍ବୋକ୍ତ-

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାପର୍ଚ୍ଚିନି

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା ।

୧୫

ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରପାରମ୍ପତ-ପରମାଚାର୍ଯ୍ୟ-ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଧରସ୍ଵାମିକୃତ-ସୁବୋଧନୀଟିକା-ସହିତା

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଶ୍ରୀମଂସୀତାରାମଦାସଓକ୍କାରନାଥମହାରାଜକୃତବସ୍ତୁଭାଷାଭୁବଦ-ବିଭୂଷିତା

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো

দীনবন্ধো জগৎপতে !

গোপেশ গোপিকাকান্ত

রাধাকান্ত নমোহস্ত তে ॥

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো

হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো !

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম

হা হা কদা হু ভবিতাসি পদং দৃশ্যোর্মি ।

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতম্

একো দেবো দেবকীপুত্র এব ।

একো মন্ত্রস্তস্ম নামানি যানি

কর্মাপ্যেকং তস্ম দেবস্ম সেবা ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

[শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত-‘স্ববোধনী’টীকা সমলঙ্কতা ।]

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাপাঠক্রমঃ

অস্মা শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতামালামহুশ্চ শ্রীভগবান্ বেদব্যাস-
ঋষিরমুঠু প্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা “অশোচ্যা-
নবশোচন্তুঃ প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে” ইতি বীজম্ “সর্বধৰ্ম্মান্
পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” ইতি শক্তিঃ “অহং ভ্যাং
সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ” ইতি কীলকং
শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থপাঠে বিনিয়োগঃ ।

“নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ”
ইত্যপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ । “ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন
শোষয়তি মারুতঃ” ইতি তর্জুনীভ্যা স্বাহা । “অচ্ছেতোহ-
য়মদাহোহয়মক্লেতোহশোষ্য এব চ” ইতি মধ্যমাভ্যাং
বষট্ । “নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ”
ইত্যনামিকাভ্যাং হুম্ । “পশু মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ

সহস্রশঃ” ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । “নানাবিধানি
দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ” ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায়
ফট্ । ইতি করন্তাসঃ ।

“নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ” ইতি
হৃদয়ায় নমঃ । “ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি
মারুতঃ” ইতি শিরসে স্বাহা । অচ্ছেতোহয়মদাহোহয়-
মক্লেতোহশোষ্য এব চ” ইতি শিখায়ৈ বষট্ । “নিত্যঃ
সর্বগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ” ইতি কবচায় হুম্ ।
“পশু মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ” ইতি নেত্র-
ত্রয়ায় বৌষট্ । “নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি
চ” ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্ । ইতি অঙ্গন্তাসঃ ।

অথ ধ্যানম্

পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যমহাভারতম্ ।
অদ্বৈতায়ুতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী-
মহু স্বামমূলমধামি ভগবদ্‌গীতে ভবদ্বৈষিণীম্ ॥ ১
নমোহস্ত তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে

ফুল্লারবিন্দায়ত-পত্রেনৈত্র ।

যেন স্বয়া-ভারততৈলপূর্ণঃ

প্রজ্জালিতো জ্ঞানময়প্রদীপঃ ॥ ২

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে ।

জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতায়ুতত্বহে নমঃ ॥ ৩

সর্বোপনিষদো গাবো দোক্ষা গোপাল-নন্দনঃ ।

পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা হৃৎ গীতায়ুতং মহৎ ॥ ৪

বসুদেবস্মৃতং দেবং কংসচাপূরমর্দনম্ ।

দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্বৈশ্বকম্ ॥ ৫

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা,

শল্যাগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা ।

অশ্বখাম-বিকর্ণঘোরমকরা হৃষ্যোধনাবস্তিনী,
সৌভীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্তকঃ কেশবঃ ॥ ৬
পারার্ষ্যাবচঃসরোজমমলং গীতার্গন্ধোৎকটং,
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্ ।
লোকে সজ্জনষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং যুদা,
ভূয়াদ্ ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ৭

মৃকং করোতি বাচালং পশুং লজ্জয়তে গিরিমে ।
যংকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৮
যং ব্রহ্মা বরুণেশ্বরুদ্রমরুতশ্চরুদ্রি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
বেদৈঃ সাক্ষপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।
ধ্যানাবস্থিত-তদগতেন মনসা পশুন্তি যং যোগিনো
যন্তান্তং ন বিজুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৯

ধ্যান-শ্লোকানাম্ আয়্যিকী ব্যাখ্যা

(ওঙ্কারনাথসেবক—শ্রীরামরজমকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতা)

অশ্ব (হে জননি) ভগবদগীতে ! ভগবতা (ষট্‌ঋষ্যা-
শালিনা) নারায়ণেন স্বয়ং (সাক্ষাৎ) পার্থায়
(অর্জুনায়) প্রতিবোধিতাম্ (উপদিষ্টাং) পুরাণমুনিনা
(প্রাচীনমুনিনা) ব্যাসেন (বেদব্যাসেন) মধ্যো-
মহাভারতম্ (মহাভারতস্ত মধ্যো [ভীষ্মপর্বণঃ ২৫
অধ্যায়াৎ ৪২ অধ্যায়পর্য্যন্তমিত্যষ্টাদশাধ্যায়োক্ত সপ্তশত-
শ্লোকৈরিত্যি শেষঃ] গ্রন্থিতাম্ (সন্নিবদ্ধাম্), অদ্বৈতামৃত-
বর্ষণীম্ (অদ্বৈততত্ত্বরূপামৃতবর্ষণীম্), ভবদেষণীম্
(সংসারনাশিনীম্), অষ্টাদশাধ্যায়িনীম্ (অষ্টাদশাধ্যায়-
বিভক্তাং) ভগবতীং স্বাম্ অনুসন্দধামি ধ্যায়ামি ॥ ১

বিশালবুদ্ধে (বিশালা অগাধা বুদ্ধিযশ্চ সঃ, তৎ
সম্বোধনে ; হে মহামতে !) ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র
(ফুল্লস্ত বিকসিতস্ত অরবিন্দস্ত পদ্মস্ত আয়তে বিষ্ণুতে যে
পত্রে তদ্বৎ নেত্রে নয়নে যশ্চ সঃ, তৎসম্বোধনে ; হে
বিকসিতপদ্মপত্রসদৃশবিষ্ণুতনয়ন !) ব্যাস (ব্যাসদেব
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন !) যেন স্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ (ভারতং
মহাভারতমেব তৈলং তেন পূর্ণঃ) জ্ঞানময়ঃ (তত্ত্বজ্ঞান-
ময়ঃ) প্রদীপঃ প্রজ্জালিতঃ, তে তুভ্যঃ নমঃ অস্তু ॥ ২

প্রপন্নপারিজাতায় (প্রপন্নস্ত শরণাগতস্ত পারিজাতঃ
কল্পবৃক্ষঃ ইব যঃ তস্মৈ), তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে (তোত্রম্
খলীনম্ [লাগাম ইতি ভাষা] বেত্রম্ অশ্বতাড়নদণ্ডঃ চ
একপাণৌ একহস্তে যশ্চ স তস্মৈ), জ্ঞানমুদ্রায়

(জ্ঞানমেব মুদ্রা যশ্চ তস্মৈ), কৃষ্যায় (স্বয়ং ভগবতে
শ্রীকৃষ্যায়) নমঃ ॥ ৩

সর্বোপনিষদঃ—গাবঃ (ধেনুতুলাঃ ইত্যর্থঃ), দোক্ষা
(দোহনকর্তা)—গোপালনন্দনঃ (গোপালকপুত্রঃ স্বয়ং
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ), পার্থঃ—(পৃথাপুত্রঃ তৃতীয়ঃ পাণ্ডবঃ
অর্জুনঃ)—বৎসঃ (সন্তানঃ), সুধীঃ (সুবুদ্ধিসম্পন্নঃ জনঃ
বিবেকী ইত্যর্থঃ)—ভোক্তা (পানকর্তা), গীতায়তং
(গীতারূপমমৃতং)—মহৎ (অতি স্থতং) হৃদম্ ॥ ৪

বশুদেবশ্রুতং (বশুদেবপুত্রং শ্রীকৃষ্ণং), কংস-
চাণুরমর্দনম্ (কংসস্ত চাণুরশ্চ চ দৈত্যদ্বয়শ্চ মর্দনং
নাশনম্); দেবকীপরমানন্দং (জনৈঃ দেবকৌ পরমা-
নন্দপ্রদং) জগদগুরুং (জগতো মায়াময়সংসারস্য গুরুম্
উদ্ধারকর্তারম্) দেবং (স্বয়ং ভগবন্তং) কৃষ্ণং বন্দে ॥ ৫

ভীষ্ম-দ্রোণতটা (ভীষ্মো দ্রোণশ্চ তটং তীরং যন্তাঃ
সা ইতি রণনদীবিশেষণম্), জয়দ্রথজলা (জয়দ্রথ এব
জলং যন্তাঃ সা), গান্ধারনৌলোৎপলা (গান্ধারনৃপঃ শকুনিঃ
এব নীলম্ উৎপলং যন্তাঃ সা), শল্যাগ্রাহবতী (শল্যা এব
গ্রাহঃ অবহারঃ [হস্তর ইতি ভাষা] যন্তাঃ সা), কৃপেণ
কৃপাচার্য্যেণ বহনৌ (তীক্ষ্ণপ্রবাহা), কর্ণেন বেলাকুলা
(তীরপ্লাবি-তরঙ্গা), অশ্বখাম-বিকর্ণঘোরমকরা (অশ্ব-
খামা বিকর্ণশ্চ এব ঘোরো ভয়ঙ্করো মকরো যন্তাঃ সা),
হৃষ্যোধনাবস্তিনী (হৃষ্যোধনরূপঃ আবর্তঃ জলভ্রমঃ [ঘূর্ণী]

অস্তা অস্তীতি) সা (প্রসিদ্ধা কুরুক্ষেত্রসম্ভবা) রণনদী
(রণ এব নদী) খলু (নিশ্চিতম্) পাণ্ডবৈঃ (পাণ্ডুপুত্রৈঃ
যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ পঞ্চভিঃ) উত্তীর্ণা (পারং গত) ; (যত-
স্তেষাং) কৈবৰ্ত্তকঃ (কর্ণধারঃ) কেশবঃ (স্বয়ং
ভগবান্) ॥ ৬

পারাশর্য্যাবচঃসরোজম্ (পরাশরস্য অপত্যং পুমান্
ইতি পারাশর্য্যঃ, তস্য পরাশরপুত্রস্য বচ এব সরঃ সরো-
বরং, তস্যাজ্জাতম্ উৎপন্নম্ । বেদব্যাসস্য বাগ্‌রূপ-
সরোবরোৎপন্নম্), নানাখ্যানককেশরম্ (বিবিধাখ্যান-
রূপকেশরযুক্তম্), হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্ (হরিবিষয়ক-
কথাপ্রসঙ্গেন সমুদ্ভাসিতম্, অথবা হরিকথয়া সম্বোধনং
সম্যক্ বিকাশ (চৈতন্য)-সম্পাদনম্, তেন আবোধিতম্
আ সমস্তাং (সৰ্ব্বত্র) বোধিতম্ উৎফুল্লীকৃতম্), লোকে
(জগতি) মুদা (হর্ষণ) অহরহঃ (প্রতিদিনং) সজ্জনষট্-
পদৈঃ (সজ্জনা বিবেকিন এব ষট্‌পদা ভ্রমরাঃ, তৈঃ)
পেপীয়মানং (যস্য ভারতপঙ্কজস্য মধু পুনঃ পুনঃ
পীয়ন্তে ইতি), তৎ (প্রসিদ্ধং) কলিমলপ্রধ্বংসি
(কলিকলুষাপহারি), গীতার্থগন্ধোৎকটম্ (গীতায়
অর্থ এব গন্ধঃ তেন উৎকটম্ উদ্ভিকৃতম্, সৰ্বত্র প্রকটিত-

তাদৃশগন্ধমিত্যর্থঃ । অথবা গীতারূপতীব্রগন্ধযুক্তম্),
অমলম্ (নির্মলম্—পবিত্রম্) ভারতপঙ্কজম্ (ভারতং
মহাভারতমেব পঙ্কজং পদ্মম্) নঃ অশ্বাকং শ্রেয়াসে
(কল্যাণায়) ভূয়াৎ ॥ ৭

যৎকৃপা (যস্য কৃপা) মূকং (বচনশক্তিহীনং জনং)
বাচালং (বাকপটুং বাগ্মিনম্) করোতি, পঙ্গুং (চলন-
শক্তিহীনং জনং) গিরিং (পর্বতং) লজ্জয়তে (উস্তা-
রয়তি), তং (সুপ্রসিদ্ধং) পরমানন্দমাধবম্ (পরমানন্দ-
শ্চাসৌ মাধবশ্চেতি তং পরমানন্দস্বরূপং মাধবং শ্রীকৃষ্ণম্)
অহং বন্দে ॥ ৮

ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র-মরুতঃ (বরুণশ্চ, ইন্দ্রশ্চ, মরুৎ পবনশ্চ
তে) দিব্যৈঃ (অলৌকিকৈঃ বেদোক্তৈঃ) স্তবৈঃ যং স্তুয়ন্তি
(স্তবন্তি), সামগাঃ (সামবেদগায়কাঃ সাজ্জপদক্রমো-
পনিষদৈঃ (অঙ্গ-পদক্রমোপনিষদযুক্তৈঃ বেদৈঃ) যং
গায়ন্তি (যস্য গুণগানং কুর্বন্তি), যোগিনঃ ধ্যানাবস্থিত-
তদগতেন (ধ্যানযোগনিমগ্নেন) মনসা (চিন্তেন) যং
পশ্যন্তি, সুরাসুরগণাঃ যস্য অস্ত্যং [চরমং তত্ত্বং] ন বিচ্ছঃ
(জানন্তি), তস্মৈ (প্রসিদ্ধায়) দেবায় (ভগবতে
শ্রীকৃষ্ণায়) নমঃ ॥ ৯

মহাভারতম্

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্তানাম্ মধ্যে প্রধান-প্রধান-বীরানামুল্লেখঃ, শত্রুধ্বনিবর্ণনম্, স্বজনবধপাপস্য ভয়েন ভীতস্য
অৰ্জুনস্য বিষাদশচ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।

মামকাঃ পাণ্ডবান্শৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১

প্রথম অধ্যায় ।

শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতা টীকা

শেষাশেষমুখ্যাত্মাচার্য্যঃ স্বৈকবক্তৃতাঃ ।

দধানমন্তুতং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ১

শ্রীমাধবং প্রণমোমামাধবং বিশেষমাধবঃ ।

তদ্বক্তৃত্বম্ভিত্তিঃ কুর্বে গীতাব্যাখ্যাং সুবোধিনীম্ ॥ ২

ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাভূগিরস্তথা ।

যথামতি সমালোকা গীতাব্যাখ্যাং সমারভে ॥ ৩

গীতা ব্যাখ্যায়তে যন্তাঃ পাঠমাত্রপ্রয়াগতঃ ।

সেয়ং সুবোধনী টীকা সদা ধোয়া মনীষিভিঃ ॥ ৪

ইহ খলু সকললোকহিতাবতারঃ পরমকারুণিকঃ
ভগবান্ দেবকীনন্দনস্তত্ত্বজ্ঞানবিজুস্তিতশোকমোহভ্রংশিত-
বিবেকতয়া নিজধর্মপরিভ্যাগপূর্বক-পরধর্মাসিন্ধিন-
মজ্জুনং ধর্মজ্ঞানরহস্তোপদেশপ্লবেন তস্মাচ্ছোক-মোহ-
সাগরাহুদধার । তমেব ভগবত্পদদ্বৈতমর্থং কৃষ্ণদৈপায়নঃ
সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিবন্ধ । তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণ-
মুখাঙ্ঘ্রিনিঃসৃতানৈব শ্লোকানলিখৎ, কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে
স্বয়ঞ্চ ব্যরচয়ৎ । যথোক্তং গীতামাহাত্ম্যো- গীতা সুগীতা
কর্তব্য্য কিমশ্চেঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ । যা স্বয়ং পদ্মনাভস্ত
মুখপদ্মাঙ্ঘ্রিনিঃসৃতা ইতি ॥

মহাভারত

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথম অধ্যায় ।

[উভয়পক্ষের সৈন্যগণের মধ্যে প্রধান প্রধান বীরদিগের উল্লেখ,
শত্রুধ্বনি বর্ণন এবং স্বজনবধের পাপে ভীত হইয়া অর্জুনের বিষাদ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে সঞ্জয়! যুদ্ধেচ্ছা আমার পক্ষীয়গণ ও

সঞ্জয় উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যাঢ়ং হৃদ্যোধনস্তদা ।

আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

তত্র তাবদ্ধর্মক্ষেত্রে ইত্যাদিনা বিষীদন্নিদমব্রবীদিত্যন্তেন
গ্রন্থেন শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদপ্রস্তাবায় কথা নিরূপ্যতে, ততঃ
পরম্ আসমাপ্তেস্তয়োর্ধর্মজ্ঞানার্থসংবাদঃ । তত্র ধর্মক্ষেত্রে
ইত্যাদিনা শ্লোকেন ধৃতরাষ্ট্রেণ হস্তিনাপুরস্থিতং স্বসারথিং
সমীপস্থং সঞ্জয়ং প্রতি কুরুক্ষেত্রবৃত্তান্তে পৃষ্টে সঞ্জয়ো
হস্তিনাপুরস্থিতোহপি ব্যাসপ্রসাদাশ্রয়কদিবাচক্ষুঃ কুরুক্ষেত্র—
বৃত্তান্তং সাক্ষাৎ পশুন্নিব ধৃতরাষ্ট্রায় নিবেদয়ামাস—দৃষ্ট্বা তু
পাণ্ডবানীকমিত্যাদিনা ।

টীকা—অত্র তাবদ্ ধর্মক্ষেত্রে ইত্যাদিনা বিষীদন্নিদম-
ব্রবীদিত্যন্তেন গ্রন্থেন কৃষ্ণার্জুনসংবাদপ্রস্তাবায় কথা
নিরূপ্যতে,—ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি । ধর্মক্ষেত্রে ইত্যাদি ।
ভোঃ সঞ্জয়! ধর্মভূমৌ কুরুক্ষেত্রে ইতি কুরুক্ষেত্র-
বিশেষণম্ । এষামাদিপুরুষঃ কশ্চিৎ কুরুনামা বভূব, তস্য
কুরোধর্মস্থানে, মামকাঃ মৎপুত্রাঃ পাণ্ডুপুত্রাশ্চ যুযুৎসবো
যোদ্ধু মিচ্ছন্তঃ সমবেতাঃ মিলিতাঃ সন্তঃ কিম্ অকুর্বত
কিং কৃতবন্তঃ ? ১

টীকা—সঞ্জয় উবাচ—দৃষ্ট্বা ত্যাদি । পাণ্ডবানামনীকং
সৈন্তং ব্যাঢ়ং ব্যাহরচনয়া অশিষ্ঠিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণাচার্য্যস্যসমীপং
গত্বা রাজা হৃদ্যোধনো বক্ষ্যমাণং বচনমুবাচ ॥ ২

পাণ্ডবসকল গুণক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি
করিয়াছিল ? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—তখন রাজা হৃদ্যোধন পাণ্ডবসৈন্যকে ব্যাহ-
রচনায় অশিষ্ঠিত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করত বক্ষ্যমাণ
বাক্য বলিলেন ॥ ২

পশ্চৈত্যাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চম্ ।
 ব্যাচাং ক্রপদপুত্রেন তব শিষ্ণোণ ধীমতা ॥ ৩
 অত্র শূরা মহেষ্ণা ভীমার্জুনসমা যুধি ।
 যুযধানো বিরাটশ্চ ক্রপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪
 ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫
 যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমোজাশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথঃ ॥ ৬
 অস্মাকং তু বিশষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম ।

টীকা—তদেব বচনমাহ—পশ্চৈতামিত্যাदिভির্নবভিঃ
 শ্লোকৈঃ। পশ্চৈত্যাदि। হে আচার্য্য, পাণ্ডবানাং মহতীং
 বিততাং চম্ সেনাং পশু, তব শিষ্ণোণ ধীমতা ক্রপদপুত্রেন
 ধৃষ্টহ্যয়েন ব্যাচাং বাহরচনয়াহিষ্টিতাম্ ॥ ৩

টীকা—অত্রৈত্যাदि। অত্র অস্তাং চম্। ইযবো
 বাণা অস্তান্তে ক্রিপ্যন্তে এভিরিতি ইষ্ণাঃ ধনুঃ, মহাস্ত
 ইষ্ণায়া যেষাং তে মহেষ্ণাঃ। ভীমার্জুনৌ তাবদত্রাতি-
 প্রসিকৌ যোদ্ধারৌ, তাভ্যাং সমাঃ শূরাঃ শৌর্য্যেণ
 ক্ষাত্রধর্ম্মেণোপেতাঃ সন্তি। তানেব নামভিনির্দিশতি—
 যুযধান ইতি। যুযধানঃ সাত্যকিঃ। কিঞ্চ ধৃষ্টকেতুরিতি।
 চেকিতানো নাম একো রাজা। নরপুঙ্গবঃ নরশ্রেষ্ঠঃ
 শৈব্যঃ। যুধামন্যুরিতি। বিক্রান্তো যুধামন্যুর্নামৈকঃ।
 সৌভদ্রোহভিমন্যুঃ, দ্রৌপদেয়াঃ দ্রৌপত্যাং পঞ্চভ্যো
 যুধিষ্ঠিরাদিভ্যো জাতাঃ পুত্রাঃ প্রতিবিক্যাদয়ঃ পঞ্চ।
 মহারথাদীনাং লক্ষণম্—“একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্
 যন্ত ধ্বিনাম্। শত্রুশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ॥
 অমিতান্ যোধয়েদ্ যন্ত সংপ্রোক্তোহতিরথশ্চ সঃ —”

হে আচার্য্য! আপনার শিষ্য বৃদ্ধিমান্ ক্রপদতনয় ধৃষ্টহ্যয়
 কর্তৃক বাহ রচনায় অবস্থিত পাণ্ডবগণের এই মহান্ সৈন্তসমূহ
 দর্শন করুন ॥ ৩

এই পাণ্ডবসেনাতে মহাবীর্য্যর যুদ্ধে ভীম-অর্জুনের সমকক্ষ
 যুযধান, সাত্যকি, বিরাট, মহারথ, ক্রপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান,
 মহাবলবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য,
 পরাক্রমশালী যুধামন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র (৩ ভীমতনয় ঘটোটকচ)
 প্রকৃতি ইহারা সকলেই মহারথ ॥ ৪-৬

হে দ্বিজোত্তম! আর আমাদের পক্ষীয় বাহারা প্রধান সৈন্ত-
 গণের নায়ক তাঁহাদিগকে বিদিত হউন। আপনার সম্যক
 বোধের জন্য তাঁহাদের নাম বলিতেছি ॥ ৭

নায়কা মম সৈন্তস্ত সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭
 ভবান্ ভীমশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিজয়ঃ।
 অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদন্তির্জয়ত্ৰথঃ ॥ ৮
 অস্ত্রে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
 নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯
 অপৰ্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীম্যভিরক্ষিতম্।
 পর্য্যাপ্তং দ্বিদমেতেষাং বলং ভীম্যভিরক্ষিতম্ ॥ ১০
 অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
 ভীম্যমেবাভিরক্ষন্ত ভবন্তুঃ সর্ব এব হি ॥ ১১

চৈকেন যো যুধ্যেৎ তন্নানোহর্জরথঃ স্মৃতঃ ॥ ৪-৬

টীকা—অস্মাকমিতি। নিবোধ ব্রূহস্ব। নায়কা
 নেতারঃ। সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ। তানেবাহ—
 ভবানিতি দ্ব্যভ্যাম্। ভবান্ দ্রোণঃ। সমিতিং সংগ্রামং
 জয়তীতি তথা। সৌমদন্তিঃ সৌমদন্তস্ত পুত্রো কুরিষ্রবাঃ।
 অস্ত্রে চেতি মদর্থে মংপ্রয়োজনার্থং জীবিতং ত্যক্তুমধ্য-
 বসিতা ইত্যর্থঃ। নানা অনেকানি শস্ত্রাণি প্রহরণসাধনানি
 যেষাং তে যুদ্ধে বিশারদাঃ নিপুণা ইত্যর্থঃ ॥ ৭-৯

টীকা—ততঃ কিম্, অত আহ—অপর্য্যাপ্তমিত্যাदि।
 তৎ তথাভূতৈবীরৈর্যুক্তমপি ভীম্যেণাভিরক্ষিতমপি অস্মাকং
 বলং সৈন্তম্ অপর্য্যাপ্তং তৈঃ সহ যোদ্ধুম্ অসমর্থং ভাতি।
 ইদম্ এতেষাং পাণ্ডবানাং বলং সৈন্তং ভীম্যভিরক্ষিতং সং
 পর্য্যাপ্তং সমর্থং ভাতি, ভীম্যস্তোভয়পক্ষপাতিভ্যাং ॥ ১০

টীকা—তস্মাৎ ভবন্তিরেবং বস্তিতব্যমিত্যাহ—অয়নে-
 স্থিতি। অয়নেষু বাহপ্রবেশমার্গেষু যথাভাগং বিস্তৃত্যং স্বাং
 স্বাং রণভূমিম্ অপরিভ্যজ্য অবস্থিতাঃ সন্তুঃ সর্বে ভীম্যমেব
 অভিরক্ষন্ত। যথাহৈত্বেষু ধামানঃ পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হস্তেত,
 তথা রক্ষন্ত। ভীম্যবলেনৈবাস্মাকং জীবনমিতি ভাবঃ ॥ ১১

আপনি, ভীম, কর্ণ, সংগ্রামজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বখামা, বিকর্ণ,
 সৌমদন্তপুত্র কুরিষ্রবা ও জয়ত্ৰথ ॥ ৮

বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী অপর বীরসমূহ আছেন, আমার জন্য
 জীবনত্যাগে সকলেই কৃতসঙ্কল্প, তাঁহারা সকলেই যুদ্ধকুশল ॥ ৯

তজ্জপ বীরগণযুক্ত ভীম কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত আমাদের
 সৈন্ত তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ মনে হইতেছে, আর
 পাণ্ডবগণের ভীম-রক্ষিত সৈন্তবল সমর্থ, কারণ, ভীম উভয়
 পক্ষপাতী—ভীম এক পক্ষপাতী ॥ ১০

আপনারা সকলেই সমস্ত বাহ প্রবেশপথে নির্দিষ্ট স্ব স্ব স্থান
 ত্যাগ না করিয়া অবস্থান পূর্বক সেনাপতি ভীমকেই সকল দিকে
 রক্ষা করুন ॥ ১১

তস্য সঞ্জয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।
 সিংহনাদং বিনভোচ্চৈঃ শঙ্খং দধৌ প্রতাপবান্ ॥ ১০
 ততঃ শঙ্খাশ্চ ভৈর্যাশ্চ পণবানক-গোমুখাঃ ।
 সহসৈবাভ্যহস্তস্ত স শঙ্কস্তমুলোহভবৎ ॥ ১১
 ততঃ শ্বেতৈর্হৈয়ৈর্যুজ্ঞৈঃ মহতি স্তন্দনে স্থিতৌ ।
 মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধাতুঃ ॥ ১৪
 পাঞ্চজন্ত্যং হ্রবীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
 পৌণ্ড্রং দধৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫
 অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

টীকা—তদেবং বহুমানযুক্তং রাজ্ঞো দুর্ঘোষনস্ত বাকাং
 ঞ্জয়া ভীষ্মঃ কিং কৃতবান, তদাহ—তস্তেত্যাদি। তস্য
 রাজ্ঞো হর্ষং সঞ্জয়ন্ কুরুবন্ পিতামহো ভীষ্ম উচ্চৈর্মহাস্তঃ
 সিংহনাদং বিনভ কৃৎ শঙ্খং দধৌ বাদিতবান্ ॥ ১২

টীকা—তদেবং সেনাপতেভীষ্মস্ত যুদ্ধোৎসবমালোকা
 সর্ব্বতো যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ—তত ইত্যাদিনা।
 পণবা মর্দলাঃ আনকা গোমুখাশ্চ বাতবিশেষাঃ সহসা
 তৎক্ষণমেবাভ্যহস্তস্ত বাদিতাঃ। স চ শঙ্খাদিশঙ্কস্তমুলো
 মহানভুৎ ॥ ১৩

টীকা—পাণ্ডবসৈন্যেঃ প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ—তত
 ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ। ততঃ কৌরবসৈন্যবাচকোলাহলা-
 নস্তরং মহতি স্তন্দনে রথে স্থিতৌ শ্রীকৃষ্ণার্জুনৌ দিব্যৌ
 শঙ্খৌ প্রকর্ষণে দধতুর্বাদয়ামাসতুঃ ॥ ১৪

টীকা—তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্নাহ—পাঞ্চজন্ত্যমিতি।
 পাঞ্চজন্ত্যাদীনি শ্রীকৃষ্ণাদিশঙ্খানাং নামানি। ভীমং ঘোরং

প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্ঘোষনের আনন্দবর্জন
 করত মহান সিংহনাদ পূর্বক শঙ্খ বাদিত করিলেন ॥ ১২

সেনাপতি ভীষ্মের যুদ্ধোৎসবদর্শনে শঙ্খ, ভৈরী, পণব (মাদল),
 আনক (ঢাকা নাগরা), গোমুখ (শূল প্রভৃতি) বাতসমূহ সহসা
 বাদিত হইল। সেই শব্দ একত্র মিলিত হইয়া তুমুল হইয়া
 উঠিল ॥ ১৩

অনন্তর শ্বেতবর্ণ অশ্রুযুক্ত মহান রথে অবস্থিত শ্রীভগবান্
 কৃষ্ণচন্দ্র ও অর্জুন উভয়ে দুইটি অলৌকিক শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১৪

হ্রবীকেশ পাঞ্চজন্ত্য শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্তনামক শঙ্খ, ভীমকর্মা
 ভীষ্ম পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাদিত করিলেন। কুন্তীতনয় রাজা
 যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামে, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক

নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬
 কাশ্যশ্চ পরমেধাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।
 ধৃষ্টদ্যাম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭
 দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে ।
 সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধাৎ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮
 স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ।
 নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলোহভ্যহুনাদয়ন্ ॥ ১৯
 গ্রথ বাস্তিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।
 প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুত্তম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০

কর্ম্ম যস্য সঃ। বৃকবৃদ্ধরং যস্য স বৃকোদরো মহাশঙ্খং
 পৌণ্ড্রং দধাবিতি। অনন্তেতি। নকুলঃ সুঘোষং নাম
 শঙ্খং দধৌ, সহদেবো মণিপুষ্পকং নাম ॥ ১৫-১৬

টীকা—কাশ্যশ্চেতি। কাশ্যঃ কাশীরাজঃ। কথন্তুতঃ ?
 পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ ইদ্যাসো ধনুর্ধর্যস্য সঃ। দ্রুপদ ইতি। হে
 পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র ! ॥ ১৭-১৮

টীকা—স চ শঙ্খানাং নাদস্তদীহানাং মহাভয়ং জনয়া-
 মাসেত্যাহ—স ঘোষ ইত্যাদি। ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদীয়ানাং
 হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ বিদারিতবান্। কিং কুরুবন্ ?
 নভশ্চ পৃথিবীকৈব তুমুলোহভ্যহুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভি-
 রাপূরয়ন্ ॥ ১৯

টীকা—এতস্মিন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণমর্জুনৌ বিজ্ঞাপয়ামাসে-
 ত্যাহ—অথেত্যাদিভিঃ শব্দভিঃ শ্লোকৈঃ। অথেতি
 অথানন্তরং বাবস্তিতান্ যুদ্ধোদযোগেন স্থিতান্। কপি-
 ধ্বজোহর্জুনঃ ॥ ২০

নামক শঙ্খ বাজাইলেন; আর শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ
 শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যাম্ন ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং মহাবাহু হুভঙ্গানন্দন
 অহিমত্যা সকলেই স্ব স্ব পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১৫-১৮

ঘোরতর সেই শঙ্খধ্বনি আকাশ ও পৃথিবীকে বিশেষভাবে
 প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের হৃদয়সকল বিদীর্ণ
 করিল ॥ ১৯

হে ভূপতে! অনন্তর শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্ত হইলে কপিধ্বজ অর্জুন
 ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে যুদ্ধে সম্যক্ অবস্থিত দেখিয়া গাভীর উত্তোলন
 পূর্বক হ্রবীকেশ (ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা) শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য
 বলিলেন ॥

হ্রবীকেশঃ তদা বাক্যমিহমাহ মহীপতে ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১

যাবদেতান্ নিরীক্ষেহং যোদ্ধু কামানবস্থিতান্ ।

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমগ্নিন্ রণসমুত্তমে ॥ ২২

যোঃশুমানানবেক্ষেহং য এতেহত্র সমাগতাঃ ।

ধার্তরাষ্ট্রস্ত হ্রবুর্দেযুর্দে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তো হ্রবীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪

ভীষ্ম-দ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ।

টীকা—তদেব বাক্যমাহ—সেনয়োরিত্যাदि যাবদেতা-
নिति । নমু হং যোদ্ধা, ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকস্তত্রাহ—
কৈর্ময়েত্যাদি । কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্ ॥ ২১-২২

টীকা—যোঃশুমানানিতি । ধার্তরাষ্ট্রস্ত হ্রযোধনস্য
প্রিয়ং কর্তুমিচ্ছবো যে ইহ সমাগতাঃ, তানহং দ্রক্ষ্যামি
যাবৎ, তাবত্তভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে মে মম রথং স্থাপয়েত্যা-
ষয়ঃ ॥ ২৩

টীকা—ততঃ কিং বৃত্তম্ ইত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—
এবমুক্ত ইত্যাদি । গুড়াকা নিজা তস্যা ঈশেন
জিতনিজেন অর্জুনেন এবমুক্তঃ সন । হে ভারত ! হে
ধৃতরাষ্ট্র ! সেনয়োর্মধ্যে রথানামুত্তমং রথং হ্রবীকেশঃ
স্থাপিতবান্ । ভীষ্মদ্রোণ ইতি । মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাং চ
প্রমুখতঃ সমুখে রথং স্থাপয়িত্বা । হে পার্থ ! এতান্
কুরুন্ পশ্যেতি শ্রীভগবানুবাচ ॥ ২৪-২৫

অর্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত অচকল ! আমি যতক্ষণ যুদ্ধ-
কামনায় অবস্থিত ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই যুদ্ধ উত্তোগে
কাহাদিগের সহিত আমি যুদ্ধ করিব,—রণস্থলে হ্রবুর্দে ধৃতরাষ্ট্র-
পুত্রের প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায় বাঁহারা এইস্থানে উপস্থিত
হইয়াছেন, সেই যুদ্ধকামিগণকে যাবৎ দর্শন করি, তাবৎ উভয়-
সেনার মধ্যে তুমি আমার রথ স্থাপন কর ॥ ২০-২৩

সঞ্জয় বলিলেন,—হে ভারত ! অর্জুন অন্তর্ধ্যামী শ্রীকৃষ্ণকে ইহা
বলিলে, তিনি উভয়সেনার মধ্যে ভীষ্ম-দ্রোণপ্রমুখ সমস্ত রাজ-
গণের সমুখে উত্তম রথ স্থাপনা করিয়া ‘হে পার্থ, এই সববেত
কুরুগণকে দেখ’ এই কথা বলিলেন ॥ ২৪-২৫

উবাচ পার্থ পশ্চৈতান্ সমবেতান্ কুরুনিতি ॥ ২৫

তত্রাপশ্রুং স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।

আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্

পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥ ২৬

শুশ্রূরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োঁরপি ।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান বন্ধুনবস্থিতান্ ॥ ২৭

কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদম্নিদমত্রবীং ।

অর্জুন উবাচ ।

দৃষ্ট্বে মং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্ ॥ ২৮

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিস্তম্ভ্যতি ।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৯

টীকা—ততঃ কিং কৃতমিত্যাহ—তত্রৈত্যাদি । পিতৃন
পিতৃব্যানিত্যর্থঃ । পুত্রান্ পৌত্রানিতি হ্রযোধনাদীনাং
যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তানিত্যর্থঃ । সখীন্ মিত্রাণি । সুহৃদঃ
কৃতোপকারাশ্চ অপশ্রুং ॥ ২৬

টীকা—ততঃ কিং কৃতবান্ ইত্যাহ—তানিতি । সেনয়ো-
রুভয়োঁরং সমীক্ষ্য কৃপয়া মহত্যা আবিষ্টঃ বিষয়ঃ সন
ইদমর্জুনোহব্রবীং । ইত্যন্তরস্যাঙ্কশ্লোকস্য বাক্যার্থঃ ।
আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ ॥

টীকা—কিমব্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ—দৃষ্ট্বে মানিত্যাদি
যাবদধায়সমাপ্তি ! হে কৃষ্ণ ! যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ সমাগ-
বস্থিতান্ স্বজনান্ বন্ধুজনান্ দৃষ্ট্বা মদীয়ানি গাত্রাণি কর-
চরণাদীনি সীদন্তি বিশীর্ণ্যন্তে । কিঞ্চ বেপথুশ্চেতি ।
বেপথুঃ কম্পঃ । রোমহর্ষো রোমাঞ্চঃ । অংসতে নিপততি ।

অনন্তর অর্জুন সেই স্থানে স্থিত উভয় দলের সেনাগণের মধ্যে
পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র এবং সখা,
শুশ্রূ ও সুহৃৎসমূহকে দেখিলেন ॥

কুন্তীতনয় সেই সমস্ত বন্ধুগণকে অবস্থিত দর্শন করিয়া অত্যন্ত
কৃপাবিষ্ট ও বিষয় হইয়া এই কথা বলিলেন ॥

অর্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ ! যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক এই
আত্মীয়গণকে সমুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার গাত্র শীর্ণ ও মুখ
শুক হইতেছে । আমার শরীরে কম্প এবং রোমহর্ষ
হইতেছে ॥ ২৬-২৯

গাণ্ডীবং ব্রহ্মসতে হস্তাং বৃক্ তৈব পরিদহতে ।

ন চ শক্রোন্মাবস্থাভুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ॥ ৩০

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ।

ন চ শ্রেয়োহমুপশ্যামি হৃদা স্বজনমাহবে ॥ ৩১

ন কাজ্জক্ বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ॥ ৩২

যেষামর্থো কাজ্জিকং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ।

ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্তা ধনানি চ ॥ ৩৩

পরিদহতে সর্বতঃ সন্তপ্যতে অপি চ ন শক্রোন্মীত্যাদি ।
বিপরীতানি নিমিত্তানি অনিষ্টসূচকানি শকুনাদীনি
পশ্যামি ॥

টীকা—কিঞ্চ ন চেত্যাদি । আহবে যুদ্ধে স্বজনং হৃদা
শ্রেয়ঃ ফলং ন পশ্যামি । বিজয়াদিকং ফলং কিং ন
পশ্যসীতি, চেৎ, তত্রাহ—ন কাজ্জক্ ইতি ॥ ৩১

টীকা—এতদেব প্রপঞ্চয়তি কিং নো রাজ্যেন
ইত্যাদি—সার্কধ্বয়েন ত ইমে ইতি । যদর্থমস্মাকং
রাজ্যাদিকমপেক্ষিতং, তে এতে প্রাণধনানি ত্যক্তা
ভ্যাগমঙ্গীকৃত্য যুদ্ধার্থমবস্থিতাঃ । অতঃ কিমস্মাকং
রাজ্যাদিভিঃ কৃত্যমিত্যর্থঃ । নহু যদি কৃপয়া স্বমেতান্ ন
হংসি, তর্হি স্বামেতে রাজ্যলোভেন হনিষ্যন্ত্যেব, অতঃস্বমে-
বৈতান্ হৃদা রাজ্যং ভুঞ্জেক্ ইতি তত্রাহ—এতানিত্যাди
সার্কেন । স্মতোহপি অস্মান্ মারয়তোহপি এতান্ ।
অপীতি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্বাপি হেতোঃ তৎপ্রাপ্ত্যর্থমপি হস্ত-
নেচ্ছামি ; কিং পুনর্নহীমাত্রপ্রাপ্তয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৭-৩৫

আমার হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে, বৃক্ যেন দধ
হইয়া বাইতেছে, আমি আর অবস্থান করিতে পারিতেছি না,
আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে ॥ ৩০

হে কেশব ! আমি বিপরীত অনিষ্টসূচক শকুনসকল
দেখিতেছি । যুদ্ধে স্বজনকে হত্যা করিয়া কল্যাণ দেখিতেছি
না ॥ ৩১

হে কৃষ্ণ ! আমি বিজয় আকাঙ্ক্ষা করি না, রাজ্যসুখও
আকাঙ্ক্ষা করি না । হে গোবিন্দ ! যিহাদের জন্ত রাজ্যভোগ
ও স্বস্থসমুদয় আকাঙ্ক্ষিত, সেই আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র ও
পিতামহ, মাতুল, শশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সহকিনকল ধনপ্রাণ
ভ্যাগ স্বীকার পূর্বক যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন । এজন্য

আচার্য্যঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ।

মাতুলাঃ শশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালকঃ সহকিনকল ॥ ৩৪

এতান্ ন হস্তমিচ্ছামি স্মতোহপি মধুসূদন ।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্তু হেতোঃ কিং হু মহীকৃতে ॥ ৩৫

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ শ্রাজ্জনর্দন ।

পাপমেবাপ্রয়েদস্মান্ হৃষ্টেতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬

তস্মার্মাহাঁ বয়ং হস্তং ধার্তরাষ্ট্রান্ স বান্ধবান্ ।

স্বজনং হি কথং হৃদা সুখিনঃ স্তাম মাধবঃ ॥ ৩৭

টীকা—নহু চ “অগ্নিদো গরদশৈব শস্ত্রপাণিধনাপহঃ ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়্ভেতে হাততায়িনঃ” ॥ ইতি
শ্রবণাদগ্নিদাহাদিভিঃ ষড়্ভির্হেতুভিরেতে তাবদাত-
তায়িনঃ ; আততায়িনাঞ্চ বধো যুক্ত এব, “আততায়িন-
মায়ান্তং হৃদাদেবাবিচারয়ন্ । নাততায়িবধে দোষো
হস্তর্ভবতি কশ্চন” ইতি বচনাৎ । তত্রাহ—পাপ-
মেবেত্যাদি সার্কেন । “আততায়িনমায়ান্তম্” ইত্যাদিক-
মর্থশাস্ত্রং, তঞ্চ ধর্মশাস্ত্রাতু চূর্বলম্ । যথোক্তং যাজ্ঞ-
বল্ক্যেন, “স্মৃত্যোর্বিরোধে স্তায়ন্ত বলবান্ ব্যবহারতঃ ।
অর্থশাস্ত্রাচ্চ বলবদ্ধর্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ॥” ইতি ।
তস্মাদাততায়িনামপি এতেষামাচার্য্যাদীনাং বধেহস্মাকং
পাপমেব ভবেৎ অগ্ন্যায়হাৎ অধর্ম্যাত্মাচ্চৈতদ্বদম্ভস্য ।
অমুত্র চেহ বা ন সুখং স্যাদিত্যাহ—স্বজনং হীতি ॥ ৩৬-৩৭

টীকা—নহু চ তেষামপি বন্ধুবধদোষে সমানে
যথৈবৈতে বন্ধুবধদোষমঙ্গীকৃত্যপি যুদ্ধে প্রবর্তন্তে, তথৈব
ভবানপি প্রবর্ততাং, কিমনেন বিষাদেনেত্যত আহ—

আমাদের রাজ্যে ভোগসমূহে অথবা জীবনে কি প্রয়োজন ?
হে মধুসূদন ! পৃথিবীর জন্ত কেন ত্রিভুবনরাজ্যের নিমিত্তও
আমাদের নিহত করিলেও ইহাদের বিনাশ করিতে ইচ্ছা
করি না ॥ ৩২-৩৫

হে জনার্দন ! ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুৰ্যোধন প্রকৃতিকে নিহত
করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে ? এই সমস্ত আততায়িগণকে
বিনাশ করিলে আমাদের পাপই হইবে ॥ ৩৬

তজ্জন্ত আমরা নিজ বান্ধব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বিনষ্ট করিব
না, যেহেতু হে মাধব ! স্বজনগণকে বিনাশ করিয়া কি প্রকারে
সুখী হইব ? ৩৭

যত্নপ্যেতে ন পশুস্তি লোভোপহতচেতসঃ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিহ্রজোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৮

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশুস্তির্জনাদন ॥ ৩৯

কুলক্ষয়ে প্রপশুস্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ ।

ধর্মে নষ্টে কুলাং কুৎসমধর্মোহভিভবত্যুত ॥ ৪০

অধর্মাভিভবাং কৃষ্ণ প্রহৃষ্যস্তি কুলজিয়ঃ ।

দ্রীষু হৃষ্টাষু বাক্ষ্যেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪১

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলস্নানং কুলশ্চ চ ।

যত্নপীতি দ্বাভ্যাম্ । রাজ্যলোভেনোপহতঃ ভ্রষ্টবিবেকং চেতো যেবাং তে এতে হৃষ্যোথনাদয়ো যত্নপি দোষং ন পশুস্তি, তথাপি অস্মাভির্দোষং প্রপশুস্তিঃস্মাং পাপাং নিবর্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ং নিবৃত্তাবেব বুদ্ধিঃ কর্তব্যোত্যর্থঃ ॥ ৩৮-৩৯

টীকা—তমেব দোষং দর্শয়তি—কুলক্ষয় ইত্যাদি । সনাতনাঃ পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ উত অপি অবশিষ্টং কুৎসমপি কুলম্ অধর্মোহভিভবতি ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৪০

টীকা—ততশ্চ অধর্মাভিভবাদিত্যাди এবং সতি সঙ্কর এবাং কুলস্নানং পিতরঃ পতন্তি, হি যস্মাং লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ যেবাং তে তথা ॥ ৪১-৪২

টীকা—উক্তদোষমুপসংহরতি—দোষৈরিতি দ্বাভ্যাম্ । উৎসান্তস্তে লুপ্যন্তে । জাতিধর্ম্যাঃ, কুলধর্ম্যাশ্চেতি

হে জনাধীন! যদিও ইহারা লোভের দ্বারা হতচিহ্ন হইয়া কুলক্ষয়কৃত দোষ ও মিহ্রজোহজনিত পাতক দেখিতেছে না, তথাপি কুলক্ষয়-দোষ-অবলোকনকারী আমরা এই পাপ হইতে কেন প্রতিনিবৃত্ত হইব না? ৩৮-৩৯

কুলক্ষয় হইলে পরম্পরাপ্রাপ্ত কুলধর্মসকল একেবারে নষ্ট হইয়া যায় । ধর্ম নষ্ট হইলে অধর্ম অবশিষ্ট সম্পূর্ণ কুলকে আচ্ছন্ন করে ॥ ৪০

হে কৃষ্ণ! অধর্মের প্রাচুর্য্যে কুলজীর্ণ ব্যভিচারিণী হয় । হে বৃষ্ণি-বংশধর! রমণীগণ ব্যভিচারিণী হইলে বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে ॥ ৪১

বর্ণসঙ্কর কুলনাশকারীসমূহের ও কুলের নরকের জন্মই হয় ।

পতন্তি পিতরো হ্রেবাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪২

দোষৈরিতৈঃ কুলস্নানং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।

উৎসান্তস্তে জাতিধর্ম্যাঃ কুলধর্মাশ্চ শাস্বতাঃ ॥ ৪৩

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মহুশ্চাপাং জনাদন ।

নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যমুশুভ্রম ॥ ৪৪

অহো বত মহৎ পাপং কতুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।

যদ্ রাজ্যস্বখলোভেন হস্তং স্বজনমুত্ততাঃ ॥ ৪৫

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।

ধার্তরাষ্ট্রা রণে হমুস্তয়ে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬

চকারাদাশ্রমধর্মাদয়োহপি গৃহান্তে । উৎসন্নৈতি উৎসন্নঃ কুলধর্ম্যা যেবামিতি উৎসন্নজাতিধর্ম্যাदीनामपुणलक्षणम् । অমুশুভ্রম শ্রুতবস্তো বয়ম্ । “প্রায়শ্চিত্তমকুর্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ । অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপা নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্ ॥” ইত্যাদিবচনভ্যাঃ ॥ ৪৩-৪৪

টীকা—বন্ধুবধাধ্যবসায়েন সমুপ্যমান আহ—অহো বতেত্যাদি । স্বজনং হস্তমুত্ততা ইতি, তৎ এতদমহং পাপং কর্তুমধ্যবসায়ং কৃতবস্তো বয়ম্, অহো বত মহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫

টীকা—এবং সমুপ্তঃ সন্মুখ্যমেবাংশংসমান আহ—যদি মামিত্যাदि । অকৃতপ্রতীকারং তুষ্টীমুপবিষ্টং মাং যদি হনিষ্যন্তি, তর্হি তদ্ধননং মম ক্ষেমতরম্ অত্যন্তং হিতং ভবেৎ পাপানিন্শস্তেঃ ॥ ৪৬

কুলবিনাশকগণের পিতৃগণ পিণ্ডদান ও উদকক্রিয়া লোপ হওয়ার পতিত হইয়া থাকে ॥ ৪২

কুলনাশকগণের এই বর্ণসঙ্করকারক দোষ সকলের দ্বারা চিরজ্ঞান বর্ণধর্ম, কুলধর্ম ও আশ্রমধর্মসমূহের বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪৩

হে জনাধীন! বিনষ্টকুলধর্ম মানবগণের অবশ্রুতাবী নরকে বাস হয়—ইহা আমরা ভবিষ্যি ॥ ৪৪

হায় মহাকষ্ট, আমরা ভীষণ পাপ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি । যেহেতু রাজ্যস্বখলোভে আত্মীয়সমূহকে বিনাশ করিতে সমুত্ত হইয়াছি ॥ ৪৫

যদি শত্রুধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, প্রতিকারবিমুখ নীরবে উপবিষ্ট নিরস্ত্র আমাকে বধ করে, তবে তাহা আমার হিতকর হইবে ॥ ৪৬

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাविषং ।

বিস্মজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭

টীকা—তত্ত্ব কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—
এবমুক্তে ত্যাদি । সংখ্যে সংগ্রামে রথোপস্থে রথসোপরি
উপাविषং উপবিবেশ । শোকেন সংবিগ্নং প্রকল্পিতং

সঞ্জয় বলিলেন—অর্জুন এইরূপ বাক্যসকল বলিয়া যুদ্ধে

ইতি শ্রীমহাভারতে বেদব্যানবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপর্বাস্তগত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞাবিষয়ক
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে অর্জুনবিবাদযোগ নামক প্রথম অধ্যায়

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্যিক্যাং

ভীষ্মপর্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-

ন্যূপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-

সংবাদে অর্জুনবিবাদযোগো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥

ভীষ্মপর্বনি তু পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

মানসং চিন্তং যস্য সঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতসুবোধনী-
টীকায়াং প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১

শরসম্বিহিত গাণ্ডীব ধনুঃ পরিত্যাগ পূর্বক শোককল্পিত-মানসে
রথের উপর উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৭

ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ)

সাম্ব্যযোগঃ ।

[যুদ্ধার্থার্জুনমুৎসাহিতঃ কুর্ব্বতা ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন নিত্যানিত্যবস্তুবিবেচনাপূর্বকং সাম্ব্যযোগ-কর্মযোগ-
স্থিতপ্রজ্ঞানাং তত্ত্ববর্ণনম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমক্ষপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।

বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥

টীকা—“দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমজ্জুনং ব্রহ্মবিজ্ঞায়া ।
প্রতিবোধ্য হরিচ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্ ॥” ততঃ
কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—তং তথেষ্ট্যাদি ।
অক্ষভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যন্ত তং তথা উক্তপ্রকারেণ

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

[যুদ্ধের জন্য অর্জুনকে উৎসাহপ্রদানকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ
কর্তৃক নিত্যানিত্যবস্তুবিবেচনাপূর্বক সাম্ব্যযোগ, কর্মযোগ
ও স্থিতপ্রজ্ঞের তত্ত্ববর্ণন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—উক্ত প্রকার রূপাবিষ্ট অক্ষপূর্ণ চকিতনয়ন

শ্রীভগবান্মুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।

অনার্যজুষ্টমশ্বর্গ্যমকীর্তিকরমজ্জুন ॥ ২

বিষীদন্তমজ্জুনং প্রতি মধুসূদনঃ ইদং বাক্যমুবাচ ॥ ১

টীকা—তদেব বাক্যমাহ—শ্রীভগবান্মুবাচ কুত ইতি ।
কুতো হেতোস্ত্বা স্বাং বিষমে সঙ্কটে ইদং কশ্মলমুপস্থিতম্
অয়ং মোহঃ প্রাপ্তঃ । যত আর্ষ্যৈরসেবিতম্, অশ্বর্গ্যম্
অশশ্রাম্, অশশ্রবরঞ্চ ॥ ২

বিবাদপ্রস্তুত অর্জুনের প্রতি মধুসূদন এই বাক্য বলিলেন ॥ ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জুন! এরূপ বিপৎসময়ে কিজন
তোয়ার অনার্য্য-আচরিত স্বর্গ-প্রতিবন্ধক অশশ্রবর মোহ উপস্থিত
হইল ? ২

ক্লেব্যং মা শ্চ গমঃ পার্থ নৈতৎ স্ব্যাপপত্ততে ।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তে দ্বিভিঃ পরস্তপ ॥ ৩

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে জ্যোগঞ্চ মধুসূদন ।

ইযুভিঃ প্রতিযোংস্তামি পূজার্হাবরিসুদন ॥ ৪

গুরুনহবা হি মহামুভাবান্—

জ্যোয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমগীহলোক

টীকা—ক্লেব্যং মাস্ম গম ইতি । তস্মাৎ হে পার্থ ! ক্লেব্যং কাতর্ধ্যং মাস্ম গমঃ ন প্রাপ্নুহি । যতস্তয়ি এতন্নোপপত্ততে যোগ্যং ন ভবতি । ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং কাতর্ধ্যং স্বত্বা যুদ্ধায় উত্তিষ্ঠ হে পরস্তপ ! শক্রতাপন ! ॥ ৩

টীকা—নাহং কাতরসেন যুদ্ধাৎ উপরতোহস্মি । কিন্তু যুদ্ধস্ত অস্ত্রায্যবাদধর্ম্যাচ্চাচেত্যাহ—অর্জুন উবাচ কথমিতি । ভীষ্ম-জ্যোগৌ পূজার্হৌ পূজাযোগৌ, তৌ প্রতি কথমহং যোংস্তামি, তত্রাপি ইযুভিঃ, যত্র বাচাপি যোংস্তামীত্যর্থঃ বক্তুমমুচিতং, তত্র বার্তনঃ কথং যোংস্তামীত্যর্থঃ । হে অরিসুদন ! শক্রমর্দন ! ॥ ৪

টীকা—তর্হি তান্ অহবা ভব দেহযাত্রাপি ন স্যাদিতি চেৎ, তত্রাহ—গুরুনিতি । গুরুন্ জ্যোগা-চার্যাদীন্ অহবা পরলোকবিরুদ্ধং গুরুবধমকৃৎ ইহ লোকে ভৈক্ষ্যং ভিক্ষারমপি ভোক্তুং জ্যেয়ঃ উচিতম্ । বিপক্ষে তু ন কেবলং পরত্র দুঃখং, কিন্তুইহৈব চ নরকদুঃখ-মহুভবেয়মিত্যাহ—হথেতি । গুরুন্ হবা ইহৈব তু

হে অর্জুন ! ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না । ইহা তোমাতে উপযুক্ত হয় না । হে শক্রতাপিন ! তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্বলতা পরিত্যাগপূর্বক যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্বিগ্ন হও ॥ ৩

অর্জুন কহিলেন—হে অরিসুদন মধুসূদন ! আমি কি প্রকার সময়ে পূজাযোগ্য পিতামহ ভীষ্ম আচার্য্য জ্যোগের প্রতি পরসমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিব ? ঐহাদের বাক্যের দ্বারাও যুদ্ধ করিব বলা অকর্তব্য, ঐহাদের সহিত বাণের দ্বারা যুদ্ধ করিলে করিব ? ৪

হব্যর্থকামাংস্ত গুরুনিহেব

ভূজীয় ভোগান্ কধিরপ্রদিকান্ ॥ ৫

ন চৈতদ্ বিদ্যাঃ কতরন্নো গরীয়ো

যদ্ বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ ।

যানেব হবা ন জিজীবিষাম—

স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

কধিরেণ প্রদিকান্ প্রকর্ষণেণ লিপ্তান্ অর্থকামাস্তকান্ ভোগানহং ভূজীয় অস্মীয়াম্ । যদ্বা অর্থকামানিতি গুরুণাং বিশেষণম্ । অর্থতৃষ্ণাকুলদ্বাদেতে তাবৎ যুদ্ধায় নিবর্তেরন, তস্মাদেতদবধঃ প্রসজ্যেতৈবেত্যর্থঃ । তথাচ যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেণোক্তম্,—“অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্তর্থো ন কস্যাচিৎ । ইতি সত্যং মহারাজ বক্তো-হস্যর্থেন কোরবৈঃ ।” ইতি ॥ ৫

টীকা—কিঞ্চ যত্তপ্যধর্মমঙ্গীকরিত্যাম্, তথাপি কিমস্ম্যকং জয়ঃ পরাজয়ো বা গরীয়ান্ ভবেদিতি ন জায়ত ইত্যাহ—ন চৈতদিত্যাदि । এতদ্ব্যয়োর্মধ্যে নোহস্ম্যকং কতরং কিং নাম গরীয়োহধিকতরং ভবিষ্যতীতি ন বিদ্যাঃ । তদেব দ্বয়ং দর্শয়তি । যদ্বা এতান্ বয়ং জয়েম জেয্যামঃ, যদি বা নোহস্মানেতে জয়েয়ুর্জেয্যন্তীতি । কিঞ্চাস্ম্যকং জয়োহপি কলতঃ পরাজয় এবত্যাহ—যানিতি । যানেব হবা জীবিতুং নেচ্ছামস্ত এবৈতে সম্মুখেহবস্থিতাঃ ॥ ৬

মহাপ্রভাব গুরুগণকে বধ না করিয়া যদি এ জগতে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিতে হয়, তবে তাহাও প্রেমকর, কিন্তু গুরুসকলকে বিনষ্ট করত ইহালোকেই ঐহাদের শোণিতসিক্ত অর্থকাম ভোগ করিব ? ৫

এই যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মধ্যে আমাদের অধিকতর গরীয়ান্ কোনটি, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কেননা ঐহাদের বিনাশ করত আমরা জীবন ধারণে ইচ্ছা করি না, সেই প্রত্যাপ্ত-তনয়গণ সম্মুখে অবস্থান করিতেছে ॥ ৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি হাং ধর্মসমুচ্চতোঃ ।

যচ্ছৈয়ঃ স্তান্নিশ্চিতং ক্রাহি তন্মে—

শিশ্র্যন্তেহং শাধি মাং হাং প্রপন্নম্ ॥ ৭

ন হি প্রপশ্যামি মমাপন্নত্বাদ্

যচ্ছোকমুচ্ছাষণমিল্লিয়াগাম্ ।

অবাণ্য ভূমাবসপত্তমুদ্বং

রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

টীকা—উপদেশগ্রহণে স্বাধিকারং সূচয়তি—
কার্পণ্যেত্যাদি। তস্মাৎ কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ,
এতান্ হবা কথং জীবিস্যাম ইতি কার্পণ্যং, দোষশ্চ
অকুলক্ষয়কৃতঃ, তাভ্যামুপহতোহভিভূতঃ স্বভাবঃ
শৌধ্যাদিলক্ষণে যস্ত সোহহং হাং পৃচ্ছামি; তথা ধর্মো
সমুচ্চং চেতো যস্ত সঃ, যুদ্ধং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাটনমপি
ক্লিষ্যস্ত ধর্মোহধর্মো বেতি সন্দ্বিগ্ধচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ।
অতো মে নিশ্চিতং যং শ্রেয়ঃ যুক্তং স্তাৎ, তদ্ ক্রাহি।
কিঞ্চ তেহং শিষ্যঃ শাসনাইং, অতস্ত্বাং শরণাগতং মাং
শাধি শিক্ষয় ॥ ৭

টীকা—স্বমেব বিচার্য যদ্ যুক্তং, তৎ কুর্বিতি চেৎ,
তত্রাহ—ন হি প্রপশ্যামীতি। ইল্লিয়াগামুচ্ছাষণমতি-
শেষণকরং মদীয়ং শোকং যৎ কর্ম অপন্নত্বাৎ অপনয়েৎ,
তদহং ন প্রপশ্যামীতি। যতপি ভূমৌ নিষ্কটকং সমুদ্বং
রাজ্যং প্রাপ্স্যামি, তথা সুরেন্দ্রকর্মপি যদি প্রাপ্স্যামি,
এবমভীষ্টং তত্ত্বং সর্বমবাপ্স্যামি শোকাপনোদনোপায়ং ন

কাতরতা ও অকুলক্ষয়জনিত দোষহেতু শৌধ্যাদি স্বভাবতঃ
অভিভূত হইয়াছে, আমার চিত্ত ধর্মনির্ণয়ে অক্ষম, এইজন্য
তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাচাতে আমার কল্যাণ হয়
তাহা আমাকে নিশ্চয়পূর্বক বল। আমি তোমার শিষ্য,
তোমার শরণাগত, আমাকে শিক্ষা প্রদান কর ॥ ৭

পৃথিবীতে নিষ্কটক সমুদ্র রাজ্যে এবং দেবেশ্বর প্রাপ্ত
হইলেও আমার ইল্লিয়গণের অতিশেষণকর শোক অপনীত
হইবে তাহা দেখিতেছি না ॥ ৮

সঞ্জয় কহিলেন,—শত্রুতাপন জিতনিজ অর্জুন হ্রবীকেশ

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হ্রবীকেশঃ শুড়াকেশঃ পরস্তপ ।

ন যোংস্ত ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা ভূকীং বভূব হ ॥ ৯

তমুবাচ হ্রবীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিবীদস্তমিদং বচঃ ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানবশোচন্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।

গতান্নগতাস্থংশ্চ নান্নশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

প্রপশ্যামীত্যম্বয়ঃ ॥ ৮

টীকা—এবমুক্ত্বা জুনঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং
সঞ্জয় উবাচ—এবমিত্যাди স্পষ্টার্থঃ ॥ ৯

টীকা—ততঃ কিং বর্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—
তমুবাচেতি। প্রহসন্নিব প্রসন্নমুখঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১০

টীকা—দেহাত্মনোরবিবেকাদস্ত্রৈবং শোকো ভবতীতি
তদবিবেকদর্শনার্থং শ্রীভগবানুবাচ—অশোচ্যানিত্যাदि
শোকস্ত অবিষয়ীভূতানিব বন্ধুন্ স্বম্ অবশোচঃ
অনুশোচিতবানসি “দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ” ইত্যাদিনা।
তত্র “কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্” ইত্যাদিনা
ময়া বোধিতোহপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্
শব্দান্ “কথং ভীষ্মমহং সন্তে” ইত্যাদীন্ কেবলং ভাষসে,
ন তু পণ্ডিতোহসি যতঃ গতান্নং গতপ্রাণান্ বন্ধুন্
অগতাস্থংশ্চ জীবতোহপি বন্ধুহীনা এতে কথং
জীবিস্যন্তীতি নান্নশোচন্তি পণ্ডিতা বিবেকিনঃ ॥ ১১

শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ কথনান্তর ‘আমি যুদ্ধ করিব না’ গোবিন্দকে
বলিয়া নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৯

হে ভারত। হ্রবীকেশ সহাস্তবদনে উভয় সেনার মধ্যে
বিবাদঘণ্ট অর্জুনকে এই বাক্য কহিলেন ॥ ১০

শ্রীভগবানু বলিলেন,—তুমি শোকের অবিষয়ীভূত বন্ধুগণের
ভ্রম শোক করিতেছ এবং পণ্ডিতগণের স্তায় কথা বলিতেছ।
পণ্ডিতসমূহ যত অথবা জীবিত কাহারও ভ্রম শোক করেন
না ॥ ১১

ন যোবাং জাহু নাসং ন ঞ্ নেমে জনাধিপাঃ ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সৰ্বে বয়মন্তঃপরম্ ॥ ১২

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরন্তত্র ন মুহুতি ॥ ১৩

মাত্রাপ্পর্শাস্ত কৌন্তেয় শীতোষ্ণ-সুখদুঃখদাঃ ।

টীকা—অশোচ্যে হেতুমাহ—ন যোবাহমিতি । যথাং পরমেশ্বরো জাহু কদাচিৎ লীলাবিগ্ৰহস্তাবির্ভাব-
তিরোত্তাবেহপি নাসমিতি তু নৈব, অপি স্বাসমেব
অনাদিহাং ; ন চ ঞ্ নাসীঃ নাভুঃ, অপি স্বাসীরেব ; ইমে
বা জনাধিপা নৃপা নাসমিতি ন অপি তু আসন্নৈব
মদংশহাং ; তথাঃপরম্ ইত উপর্যাপি ন ভবিষ্যামো ন
স্থাস্যাম ইতি চ নৈব, অপি তু স্থাস্যাম এবৈতি, জন্ম-
মরণশূন্ত্যাদশোচ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১২

টীকা—নদীশ্বরস্য তব জন্মাদিশূন্ত্যং সত্যমেব ;
জীবানাস্ত জন্মমরণে প্রসিদ্ধে, তত্রাহ—দেহিন ইত্যাদি ।
দেহিনো দেহাভিমানিনো জীবন্ত যথাস্মিন্ স্থলদেহে
কৌমারাত্তবস্থাস্তদেহনিবন্ধনা এব, ন তু স্বতঃ, পূর্বাবস্থা-
নাশেহবস্থাস্তরোৎপত্তাবপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাং
তথৈব এতদেহনাশে দেহান্তরপ্রাপ্তিরপি লিঙ্গদেহ-
নিবন্ধনৈব । ন তু তাদবাস্তানো নাশঃ, জাতমাত্রস্ত পূর্ব-
সংস্কারেণ স্তম্বপানাদৌ প্রবৃত্তির্দর্শনাং । অতো ধীরো
ধীমান্ তত্র তয়োর্দেহনাশোৎপত্ত্যোৰ্ন মুহুতি, আশ্রয়
মুতো জাতশ্চেতি ন মুহুতে ॥ ১৩

টীকা—নহু গতানগতানহং ন শোচামি, কিন্তু তদ্-
বিয়োগাদিত্রুঃখভাজনম্ আত্মানমেবেতি চেত্তত্রাহ মাত্রা-

আমি কখনও ছিলাম না, এমন নহে ; তুমিও ছিলে না, এরূপ
নয় এবং এই নৃপতিসমূহ ছিলেন না ; ইহাও নহে, দেহান্তর
হইলেও আমরা থাকিব না এমতও নহে ॥ ১২

যেমন দেহাভিমানী জীবের স্থল দেহে কৌমার, যৌবন ও জরা
উপস্থিত হয়, তদ্রূপ এই দেহনাশে অস্তদেহ প্রাপ্তি হইয়া থাকে,
সে বিষয়ে বুদ্ধিমান মোহিত হন না ॥ ১৩

হে পার্শ্ব ! শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ বিষয়গণকেসহ সজিত শ্রোত্র
শব্দ চক্ষু জিহ্বা ভ্রূণ এই ইন্দ্রিয়গণের সংযোগই শীত উষ্ণ
এবং দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে, তাহা কখন উৎপন্ন কখন বিনষ্ট

আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪

যং হি ন ব্যাধয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষবর্ত ।

সমদুঃখসুখং ধীরং স্তোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫

নাসতো বিত্ততে ভাবো নাভাবো বিত্ততে সতঃ ।

উভয়োরপি দৃষ্টোহস্তদ্বনয়োস্তদ্বদর্শিতিঃ ॥ ১৬

স্পর্শা ইতি । মীয়ন্তে জায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা
ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ তাসাং স্পর্শাঃ বিষয়েষু সম্বন্ধাঃ, তে শীতোষ্ণাদি-
প্রদা ভবন্তি, তে বাগমাপায়িত্বাদনিত্যা অস্থিরাঃ ;
অতস্তান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব ; যথা জলাতপাদিসংসর্গাস্তত্তৎ-
কালকৃতাঃ স্বভাবতঃ শীতোষ্ণাদি প্রযচ্ছন্তি, এবমিষ্ট-
সংযোগবিয়োগা অপি সুখদুঃখাদি প্রযচ্ছন্তি, তেষাং
চাস্থিরহাং সহনং তব ধীরস্যোচিতং, ন তু তন্নিমিস্ত-
হর্ষবিবাদপারবশ্চমিত্যর্থঃ ॥ ১৪

টীকা—তৎপ্রতীকারপ্রযত্নাদপি তৎসহনমেবোচিতং
মহাফলত্যাগিত্যাহ—যং হীত্যাগি । এতে মাত্রাস্পর্শা যং
পুরুষং ন ব্যাধয়ন্তি নাভিভবন্তি, সমে দুঃখসুখে যন্ত স
তম্ । স তৈরবিক্ষিপ্যমাণো ধর্মজ্ঞানদ্বারা অমৃতত্বায়
মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৫

টীকা—নহু তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিদুঃসহং কথং
সোঢ়বাম্, অত্যন্ত তৎসহনে চ কদাচিদাত্মনো নাশঃ
স্তাদিত্যাশঙ্ক্য তদ্বিচারতঃ সর্বং সোঢ়ং শক্যমিত্যাশয়ে-
নাহ—নাসতো বিত্ততে ইতি । অসতোহনাত্মবশ্মবাদ-
বিত্তমানস্য শীতোষ্ণাদেবাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিত্ততে, তথা
সতঃ সংস্রবাত্মানোহভাবো নাশো ন বিত্ততে ;
এবমুভয়োঃ সদসত্যোরন্তো নির্ণয়ো দৃষ্টঃ, কৈঃ তদ্বদর্শিতিঃ,
বস্ত্ত্বার্থাবিদর্শিতিঃ । এবমুভববিকেন সহস্বৈত্যর্থঃ ॥ ১৬

হয়, তজ্জন্ত অনিত্য অস্থির । হে ভারত ! সে সমুদয় সহ
কর ॥ ১৪

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এই মাত্রাস্পর্শকল স্বধুঃখে একরূপে
অবস্থিত যে শাস্ত পুরুষকে ব্যথিত না করে, তিনি মোক্ষ লাভ
করিবার যোগ্য হন ॥ ১৫

অসৎ অনিত্য বস্ত্ত্বসমূহের সত্তা নাই আর নিত্য বস্ত্ত্বের নান
নাই । বস্ত্ত্বার্থাবিদগ্গণই নিত্য ও অনিত্যের নির্ণয় দর্শন
করিয়াছেন ॥ ১৬

অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্ ।
 বিনাশমব্যয়শ্চাস্ত্য ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তৃমৰ্হতি ॥ ১৭
 অস্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যশ্চোক্তাঃ শরীরিণঃ ।
 অনাশিনোহপ্রমেয়স্ত তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮
 য এনং বেদ্বি হস্তারং যশ্চৈতনং মন্যতে হতম্ ।
 উভৌ তৌ ন বিজ্ঞানীতৌ নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

টীকা—তত্র সদ্ভাবমবিনাশি বস্তু সামাশ্চেনোক্তং, বিশেষতো দর্শয়তি—অবিনাশি স্থিতি। যেন সর্বমিদ-
 মাগমাপায়ধর্ম্মস্বকং দেহাদিকং ততং সাক্ষিহেন ব্যাপ্তং, তস্তু আত্মস্বরূপম্ অবিনাশি বিনাশশূন্যং বিদ্ধি জানীহি।
 তত্র হেতুমাহ—বিনাশমিতি ॥ ১৭

টীকা—আগমাপায়ধর্ম্মসদৃশ দর্শয়তি—অস্তবস্ত ইতি।
 অস্তৌ বিনাশৌ বিদ্যতে যেবাং তে অস্তবস্তঃ। নিত্যস্য
 সর্বদৈকরূপস্য, শরীরিণঃ শরীরবতঃ অতএব অনাশিনো
 বিনাশরহিতস্য অপ্রমেয়স্য অপরিচ্ছিন্নস্য আত্মন ইমে
 সুখদুঃখাদিধর্ম্মকা দেহা উক্তান্তত্বদিশিভিঃ। যস্মাদেবা-
 ন্মনো ন বিনাশঃ ন চ সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ, তস্মান্মোহজং
 শোকং ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব স্বধর্ম্মং মা ত্যাক্ষীরিত্যর্থঃ ॥ ১৮

টীকা—তদেবং ভীষ্মাদিয়তুনিমিত্ত-শোকো নিবারিতঃ
 যচ্চাত্মনো হস্ত্যত্বনিমিত্তং দুঃখমুক্তম্ “এতান্ন হস্ত-
 মিচ্ছামি” ইত্যাদিনা, তদপি তদ্বদেব নিমিত্তমিত্যাহ—
 য এনমিতি। এনমাশ্রয়নম্। আত্মনো হননক্রিয়ায়াং
 কর্ম্মবৎ কৰ্ত্তৃধর্ম্মপি নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্নায়মিতি ॥ ১৯

টীকা—ন হন্যত ইত্যেতদেব বড়্ ভাববিকারশূন্যত্বেন
 জটয়তি—নেতি, ন জায়ত ইত্যাদি। ন জায়ত ইতি
 জন্মপ্রতিষেধঃ, ন ত্রিয়ত ইতি বিনাশপ্রতিষেধঃ। বাশকৌ

যাহার দ্বারা এই চরাচর জগৎ ও দেহাদি আচ্ছন্ন, তিনিই
 বিনাশবিহীন জানিবে। কেহ সর্ববিকারশূন্য পরমাত্মাকে
 বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৭

সর্বদা একরূপে স্থিত বিনাশবিরহিত অপরিচ্ছন্ন অব্যবহীত
 জীবাত্মার এই শরীরসমূহ অস্তবিশিষ্ট নাশশীল বলিয়া কথিত
 হয়। হে ভারত! অতএব যুদ্ধ কর ॥ ১৮

যিনি এই জীবাত্মাকে হননকারী বলিয়া জানেন ও যিনি
 ইহাকে নিহত হন মনে করেন, তাঁহার উভয়ে অবগত নছেন যে

ন জায়তে ত্রিয়তে বা কদাচি—

ন্নাং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং বাতয়তি হস্তি কম্ ॥ ২১

চার্ধে। ন চায়ং ভূত্বা উৎপত্ত ভবিতা ভবতি, অস্তিত্বং
 ভজতে, কিন্তু প্রাগেব স্বতঃ সজ্জপ ইতি জন্মানন্তরাস্তিত্ব-
 লক্ষণদ্বিতীয়বিকারপ্রতিষেধঃ। তত্র হেতুঃ—যস্মাদজঃ।
 যো হি জায়তে স হি জন্মানন্তরমস্তিত্বং ভজতে; ন তু যঃ
 স্বত এবাস্তি স ভূয়োহপ্যন্তদস্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ। নিত্যঃ
 সর্বদৈকরূপ ইতি বুদ্ধিপ্রতিষেধঃ, শাস্বতঃ শব্দন্তব ইত্য-
 পক্ষ্যপ্রতিষেধঃ। পুরাণ ইতি বিপরিণামপ্রতিষেধঃ।
 পুরাণি নব এব। ন তু পরিণামতো রূপান্তরং প্রাপ্য
 নবো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা ন ভবিতেত্যস্তানুযজ্ঞং কৃৎস্না
 ভূয়োহধিকং যথা ভাবতেতি তথা ন ভবতীতি বুদ্ধিপ্রতি-
 ষেধঃ। অজো নিত্য ইতি চোভয়বৃদ্ধ্যাত্তভাবে হেতুরিতি
 ন পৌনরুক্ত্যম্। তদেবং জায়তে অস্তি বর্জ্যতে বিপরি-
 গমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতীত্যেবং যাস্কাদিভির্বেদ-
 বাদিভিরুক্তাঃ যদ্ভাববিকারা নিরস্তাঃ। যদর্থমেতে
 বিকারা নিরস্তান্তং প্রস্তুতং বিনাশাভাবমুপসংহরতি—ন
 হন্যতে হন্যমানে শরীর ইতি ॥ ২০

টীকা—অতএব হস্তৃত্বাভাবোহপি পূর্বোক্তঃ
 প্রতিষিদ্ধ ইত্যাহ—বেদাবিনাশিনামিত্যাদি। নিত্যং
 বুদ্ধিশূন্যম্। অব্যয়ম্ অপক্ষয়শূন্যম্। অজম্ অবিনাশিনঞ্চ
 যো বেদ, স পুরুষঃ কং হস্তি কথং বা হস্তি? এবম্ভূতস্য

এই আত্মা কাহাকেও বিনাশ করেন না বা বিনষ্ট হন না ॥ ১৯

এই জীবাত্মা কখন জন্মগ্রহণ করেন না অথবা মরেন না,
 বারংবার উৎপন্ন বা বর্জিত হন না। ইনি জন্মবিহীন নিত্য
 (ত্ৰাসবুদ্ধিশূন্য) শাস্বত (ক্ষয়বিহীন) ও পুরাণ পরিণামশূন্য,
 শরীর হন্যমান (বিনষ্ট) হইলেও ইনি হত হন না ॥ ২০

হে অর্জুন! যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী অক্ষয় নিত্য অজ
 বলিয়া জানেন, সেই পুরুষ কি প্রকারে কাহাকে বিনাশ
 করাইবেন অথবা কাহাকে ধ্বংস করিবেন? ২১

বাসানি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্ণতি নরোহপরাপি ।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা-

শ্রুতানি সংযতি নবানি দেহী ॥ ২২

মৈনং হিন্দস্তি শত্ৰুণি নৈনং দহতি পাৰকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩

অচ্ছেত্তো যমদাত্তোহয়মক্লেত্তোহশোশ্য এব চ ।

বধে সাধনাভাবাৎ । তথা স্বয়ং প্রয়োজকো ভূত্বা অশ্রেন
কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি ? ন কিঞ্চিদপি । ন
কথঞ্চিদঙ্গীত্যর্থঃ । অনেন ময়াপি প্রয়োজকত্বাদোষদৃষ্টিং
মা কার্যীরিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২১

টীকা—নশাস্থনোহবিনাশেহপি তদীয়শরীরনাশং
পর্যালোচ্য শোচামীতি চেৎ তত্রাহ—বাসাংসীত্যাদি ।
কস্মিনিবন্ধনভূতানাং দেহানামবশ্যস্তাবিশ্যাৎ ন তজ্জীর্ণ-
দেহনাশে শোকাবকাশ ইত্যর্থঃ ॥ ২২

টীকা—কথং হস্তি ইত্যনেনোক্তং বধসাধনাভাবং
দর্শয়ন্ অবিনাশিনমাত্মনঃ স্মৃটীকরোতি—নৈনমিত্যাदि ।
আপো নৈনং ক্লেদয়ন্তি যত্নকরণেন শিথিলং ন
॥ ২৩

১—তত্র হেতুনাহ—অচ্ছেত্ত ইত্যাদিনা সার্জন ।
নিরবয়বত্বাৎ অচ্ছেত্তোহয়মক্লেত্তশ্চ । অমৃতত্বাদদাত্তঃ,
দ্রবত্বাভাবাদশোষ ইতি ভাবঃ । অতশ্চ ছেদাদিযোগ্যো
ন ভবতি, যতো নিত্যঃ অবিনাশী সর্বগতঃ সর্বত্রগতঃ ।
স্থাগুঃ স্থিরত্বাভাবঃ রূপান্তরাপত্তিশূন্যঃ । অচলঃ পূর্বরূপা-

যেমন মানব পুরাতন বস্ত্রসকল পরিত্যাগপূর্বক অপর নূতন
বসনসমূহ পরিধান করে, সেইরূপ আত্মা জর্জরিত দেহ ত্যাগ
করত অন্ত নূতন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ২২

অঙ্গসকল এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, অনল
ইহাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, জল ইহাকে আর্জ করিতে পারে
না ও বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে সক্ষম হয় না ॥ ২৩

এই আত্মা ছেদনযোগ্য নহেন, ইহাকে দগ্ধ করিতে পারা
যায় না, ইনি আর্জ হন না ও ইনি শোষণযোগ্য নহেন । ইনি
সর্বত্র একরূপ, সর্বত্র অবস্থিত, স্থিরত্বাত—রূপান্তর প্রাপ্ত হন
না, অচল পূর্বরূপঅপরিত্যাজী ও অনামি ॥ ২৪

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪

অব্যাক্তোহয়মচিস্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নাত্মশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মনুসে যতম্ ।

তথাপি যং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬

জাতস্য হি ক্রবো যত্নাক্রবং জন্ম যতস্ত চ ।

তস্মাদপরিহার্যোহর্থে ন যং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭

পরিত্যাগী । সনাতনোহনাদিঃ । কিঞ্চ অব্যাক্তশ্চক্ষুরাত্ত-
বিষয়ঃ । অচিস্ত্যঃ মনসোহপ্যবিষয়ঃ । অবিকার্যঃ
কর্মেজিয়োগামপাগোচর ইত্যর্থঃ । উচ্যতে ইতি-
নিত্যত্বাদাবভিযুক্তোক্তিং প্রমাণয়তি ॥ ২৪

টীকা—উপসংহরতি—তস্মাদেবমিত্যাदि । তদেব-
মাত্মনো জন্মবিনাশাভাবায় শোকঃ কার্য ইত্যুক্তম্ ॥ ২৫

টীকা—ইদানীং দেহেন মহাত্মনো জন্ম, তদ্বিনাশেন
চ বিনাশমঙ্গীকৃত্যপি শোকো ন কার্য ইত্যাহ—অথ
চৈনমিত্যাदि । অথ চ যত্নপি এনমাত্মানং সর্বদা
তত্ত্বদেহে জাতে জাতং মনুসে তথা তত্ত্বদেহে যতে যতঞ্চ
মনুসে, পুণ্যপাপয়োন্তৎফলভূতয়োশ্চ জন্মমরণয়োরাশ্র-
গামিত্বাৎ ; তথাপি যং শোচিতুং নাইসি ॥ ২৬

টীকা—কুত ইত্যত আহ—জাতস্য ইত্যাদি । হি
যস্মাজাতস্ত স্বারম্ভককর্মক্ষেপে যত্নাক্রবো নিশ্চিতঃ,
যতস্ত চ তত্ত্বদেহকৃতেন কর্মণা জন্ম্যপি ক্রবমেব ;
তস্মাদেবমপরিহার্যোহর্থেহবশ্যস্তাবিনি জন্মমরণলক্ষণে অর্থে
যং বিদ্বান্ শোচিতুং নাইসি যোগ্যো ন ভবসি ॥ ২৭

ইনি চক্ষু প্রভৃতি ইঞ্জিরের অগোচর, ইনি অচিন্তনীয়—
মনেরও অজ্ঞেয়, ইনি কর্মেজিয়সমূহেরও অবিষয় বলিয়া কথিত
হন । অতএব এই আত্মাকে এবিধ অবগত হইরা অহুশোচনা
ত্যাগ কর ॥ ২৫

আর যদি ইহাকে নিত্যজাত অথবা নিত্যমৃত জনন-মরণশীল
মনে কর, তথাপি হে মহাবাহো ! তুমি ইহার জন্ম অহুশোচনা
করিতে পার না ॥ ২৬

যেহেতু উৎপন্ন প্রাণী জীবের মৃত্যু নিশ্চিত ও যতজীবের
জন্ম ক্রম স্থির, অতএব অবশ্যজ্ঞাবী জন্মমরণ বিষয়ে তুমি শোক
করিতে পার না ॥ ২৭

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।

অব্যক্তনিধনাগ্ৰেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

আশ্চর্য্যবৎ পশুতি কশ্চিদেন—

মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চাত্তঃ ।

আশ্চর্য্যবচৈনমন্তঃ শৃণোতি

শ্রদ্ধাপোনং বেদ ন চৈব কশ্চিং ॥ ২৯

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বশ্চ ভারত ।

টীকা—কিঞ্চ দেহাদীনাং চ স্বভাবঃ পর্যালোচ্য তদুপাধিক আত্মনো জন্মমরণে শোকো ন কার্য্য ইত্যত আহ—অব্যক্তাদীনীত্যাदि। অব্যক্তঃ প্রধানঃ, তদেবাদি উৎপত্তে: পূর্বরূপং যেষাং তানি অব্যক্তাদীনি ভূতানি শরীরানি কারণাত্মনাপি স্থিতানামেবোৎপত্তে:। তথা ব্যক্তম্ অভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণান্তরালস্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি ব্যক্তমধ্যানি; অব্যক্তে নিধনং লয়ো যেষাং তানীমাগ্ৰেবন্তু তাত্ত্বেব, তত্র তেষু কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ। প্রতিবুদ্ধশ্চ স্বপ্নদৃষ্টবস্তুস্বিব ন শোকো যুক্ত্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৮

টীকা—কুতস্ততি- বিদ্বাসমোহপি লোকে শোচন্তি আত্মজ্ঞানাদেব ইত্যশয়েনাত্মনো দুর্বিজ্ঞেয়তামাহ— আশ্চর্য্যবদিত্যাदि। কশ্চিদেনমাত্মনাং শাস্ত্রাচার্য্যোপ- দেশাভ্যাং পশুন্নাস্চর্য্যবৎ পশুতি, সর্বগতশ্চ নিত্যজ্ঞানা- নন্দস্বভাবস্তাত্মনোহলৌকিকত্বাদৈল্লজ্জালিকবদ্ ঘটমানং পশুন্নিব বিশ্বয়েন পশুতি অসম্ভাবনাভিভূতত্বাৎ। তথা আশ্চর্য্যবদেবাগ্ৰো বদতি চ শৃণোতি চাত্তঃ কশ্চিং পুনর্বিপরীতভাবনাভিভূতঃ শ্রদ্ধাপি নৈব বেদ। চশকা-

হে ভারত! প্রাণীসকল প্রথমে অব্যক্ত—অপ্রকাশিত, যথো অভিব্যক্ত ইঞ্জিয়গ্রাহ্য, আর মরণের পরও অব্যক্ত, সে বিষয়ে শোকনিমিত্ত বিলাপ কেন করিবে? ২৮

কেহ এই জীবাত্মাকে বিশ্বয়ের সহিত দেখেন, তদ্রূপ অপর ব্যক্তিও বিশ্বয়ের সহিত বলেন এবং অল্প ব্যক্তি বিশ্বয়ের সহিত জ্ঞাপন করেন, আবার কেহ শুনিয়াও, ইহাকে জানিতে পায়েন না ॥ ২৯

হে ভারত! এই জীবাত্মা সকল প্রাণীর শরীরে নিয়ত

তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন হং শোচিভুমহঁসি ॥ ৩০

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিভুমহঁসি ।

ধর্ম্যাঙ্কি যুদ্ধাচ্ছে য়োহন্ত্যং ক্ষত্রিয়শ্চ ন বিত্ততে ॥ ৩১

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ।

সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২

অথ চেৎ স্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিস্যসি।

ততঃ স্বধর্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিষ্টা পাপমবাপ্যসি ॥ ৩৩

হুত্বাহপি দৃষ্ট্বাহপি ন সমায়েদেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৯

টীকা—তদেবমবধ্যাত্মানঃ সংক্ষেপেণোপদিশন্ অশোচ্যভূমুপসংহরতি—দেহীত্যাदि স্পষ্টার্থঃ ॥ ৩০

টীকা—যচ্চোক্তমজ্জুনে “বেপথুশ্চ শরীরে মে” ইত্যাদি তদপায়ুক্তমিত্যাহ—স্বধর্ম্মমিতি। আত্মনো নাশাভাবাদেবৈতেষাং হননেহপি বিকম্পিতুং নাইসি, কিঞ্চ স্বধর্ম্মমপ্যাবেক্ষ্য বিকম্পিতুং নাইসীতি সস্বকঃ। যথোক্তং “ন চ শ্রেয়োহল্পপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহব” ইতি তত্রাহ—ধর্ম্মাদিতি। ধর্ম্মাদনপেতাগ্ন্যাযাদ্ যুদ্ধাদন্যৎ ॥ ৩১

টীকা—কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপস্থিতে সতি কুতো বিকম্পসে ইত্যাহ—যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়াপ্রাথিত- মেবোপপন্নং প্রাপ্তমীদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ সভাগ্যা এব লভন্তে, যতো নিরাবরণং স্বর্গদ্বারমেবৈতৎ। যদ্বা য এবাবিধং যুদ্ধং লভন্তে, ত এব সুখিন ইত্যর্থঃ। এতেন “স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্ত্যাম মাধব” ইতি যদৃচ্ছং, তন্নিরস্তং ভবতি ॥ ৩২

টীকা—বিক্ষেপে দোষমাহ—অথ চেদিত্যাदि ॥ ৩৩

অবধ্যরূপে অবাস্তত, সেইজন্য নিখিল ভূতের জন্ত শোক করা কর্তব্য নহে ॥ ৩০

আর ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম যুদ্ধ, তাহা দর্শন করত তুমি কম্পিত হইতে পার না—যেহেতু ক্ষত্রিয়ের ধর্মযুক্ত যুদ্ধ ভিন্ন অল্প মঙ্গল- জনক আর কিছু নাই ॥ ৩১

হে পার্থ! সৌভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়গণই অপ্রাথিতরূপে প্রাপ্ত অনর্গল স্বর্গদ্বার এরূপ যুদ্ধ লাভ করেন ॥ ৩২

আর যদি তুমি এই ধর্মযুক্ত সংগ্রাম না কর, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগপূর্বক পাপী হইবে ॥ ৩৩

অকীৰ্ত্তিকাপি কৃতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্ ।

সম্ভাবিতস্ত চাকীৰ্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

ভয়াদ্ রণাচ্চপরতং মংস্তন্তে ষাং মহারথঃ ।

যেষাঞ্চ ষাং বহুমতো ভূত্বা যাস্তসি লাঘবম্ ॥ ৩৫

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্ বদিস্যন্তি তবাহিতাঃ ।

নিদ্রস্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬

হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গং জিহ্বা বা ভোক্ত্যসে মহীম্ ।

টীকা—কিঞ্চ অকীৰ্ত্তিমিত্যাदि- অব্যয়ং শাস্ত্রতীম্ ।

সম্ভাবিতস্য বহমানিতস্য । অকীৰ্ত্তির্মরণাৎ অতিরিচ্যতে
অধিকতরা ভবতি ॥ ৩৪

টীকা—কিঞ্চ ভয়াদিতি । যেষাং বহুগুণত্বেন ত্বং পুং
সম্মতোহভূস্ত এব ভয়েন সংগ্রামাৎ ত্বাং নিবৃত্তং মন্তোরন,
ততশ্চ বহুমতো ভূত্বা লাঘবং লঘুতাং যাস্যসি ॥ ৩৫

টীকা—কিঞ্চ অবাচ্যবাদাংশ্চত্যাदि । অবাচ্যান্ বাদান্
বচনানহান্ শব্দান্ তবাহিতাঃ তচ্ছব্রবো বদিস্যন্তি ॥ ৩৬

টীকা—যত্বাং “ন চৈতদ্ বিদ্বাঃ” ইতি তত্রাহ—হতো
বেত্যাदि । পক্ষদ্বয়েহপি তব লাভ এবৈত্যাং ॥ ৩৭

টীকা—যদপ্যুক্তং “পাপমেবাত্ময়েদস্মান্” ইতি তত্রাহ—
সুখ-দুঃখে ইত্যাদি । সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা, তথা তয়োশ্চ
কারণভূতৌ যৌ লাভালাভৌ অপি তয়োরাপি কারণভূতৌ
জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্বা, এতেষাং সনত্বে কারণং হর্ষ-
বিষাদরাহিত্যম্ । যুক্ত্যশ্চ সমদ্বৌ ভব । সুখদুঃখাত্তি-
লাষং হিত্বা স্বধর্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানঃ পাপং ন প্রাপ্যসীত্যর্থঃ ॥

আরও প্রাণীসমূহ তোমার অক্ষয় (চিরকাল) অকীৰ্ত্তি
কীৰ্ত্তন করিবে । বহুজনপুঞ্জিত ব্যক্তির অকীৰ্ত্তি মরণ হইতে
অধিকতর হয় ॥ ৩৪

মহরথগণ তোমাকে ভয়হেতু যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত মনে
করিবেন । যে দুর্ব্যোধানাদির নিকট তুমি বহু সমানিত,
তাহাদের কাছে অগৌরব প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৫

তোমার শত্রুসমূহ তোমার সামর্থ্যের নিদ্রাপূর্বক বহু কুৎসিত
বচন বলিবেই, তাহা হইতে অধিকতর দুঃখ আর কি আছে ? ৩৬

তুমি যদি এই যুদ্ধে নিহত হও, তাহা হইলে সমুখ সংগ্রামে
মরণজন্য স্বর্গলাভ করিবে, আর যদি জয়ী হও ত সমগ্র ভূমণ্ডল
ভোগ করিবে, সেইহেতু হে কৌন্তেয় ! যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয়
হইয়া উত্তিত হও ॥ ৩৭

ভস্মাত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭

সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।

ততো যুদ্ধায় যুক্ত্যশ্চ নৈবং পাপমবাপ্যসি ॥ ৩৮

এবা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে জিমাং শৃণু ।

বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্তসি ॥ ৩৯

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যাবায়ো ন বিজ্ঞতে ।

স্বল্পমপ্যস্ত ধর্মস্তা ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০

টীকা—উপদিষ্ট জ্ঞানযোগমুপসংহরন্ তৎসাধনং
কর্মযোগং প্রস্তোতি—এবেত্যাदि । সম্যক্ খ্যায়তে
প্রকাশ্যতে বস্ত্ততত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সমাগ্ জ্ঞানম্ । তস্মিন্
প্রকাশমানমাত্ত্বং সাংখ্যম্ । তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা
তবাবিহিতা ; এবমভিহিতায়ামপি সাংখ্যবুদ্ধৌ তব
চেদাত্মতত্ত্বমপরোক্ষং ন সম্ভবতি, তহি অস্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা
আত্মতত্ত্বাপরোক্ষার্থং কর্মযোগে জিমাং বুদ্ধিং শৃণু । যয়া
বুদ্ধ্যা যুক্তঃ পরমেশ্বরপি তৎকর্মযোগেন শুদ্ধান্তঃকরণঃ
সন্ তৎপ্রসাদপ্রাপ্তাপরোক্ষজ্ঞানেন কর্মাত্মকং বন্ধং প্রকর্ষণে
হাস্তসি তজ্যসি ॥ ৩৯

টীকা—নমু কৃষাদিবং কর্মণাং কদাচিদ্ বিঘ্নবাহু-
লোন ফলে ব্যভিচারান্নত্নাত্ত্ববৈগুণ্যেন চ প্রত্যবায়সম্ভবাৎ
কৃতঃ কর্মযোগেন কর্মবন্ধপ্রহাণম্ তত্রাহ—নেহেত্যাदि ।
ইহ নিকামকর্মযোগেহভিক্রমস্য প্রারম্ভস্য নাশো নিষ্ফ-
লত্বং নাস্তি, প্রত্যবায়শ্চ ন বিজ্ঞতে । ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব
বিঘ্নবৈগুণ্যাত্ত্বসম্ভবাৎ । কিঞ্চাসা ধর্মসা ঈশ্বরারাধনার্থ-

সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় সমান করত তদনন্তর
যুদ্ধের জন্য উদযুক্ত হও, এরূপ করিলে তোমাকে পাপভাগী
হইতে হইবে না ॥ ৩৮

সম্যক্ জ্ঞানে প্রকাশমান আত্মতত্ত্বে পূর্বকথিত বুদ্ধি
তোমাকে উপদেশ করিলাম । চিন্তাশুদ্ধির জন্য ঈশ্বরারাধনার্থ
কর্মযোগে সমাদিযোগে বক্ষ্যমান জ্ঞান অবগন কর । হে পার্থ !
এই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া পরমেশ্বরে অপি তৎকর্মযোগের দ্বারা শুদ্ধান্তঃ-
করণ হও ত যাতায়াতমূলক কর্মবন্ধন উত্তমরূপে ত্যাগে সমর্থ
হইবে ॥ ৩৯

এই নিকাম কর্মযোগে আরক্ত কার্যের (আরক্তের) নিষ্ফলত্ব
নাই। ঈশ্বর-আরাধনার্থ দুঃখজনক দোষও নাই । এই ঈশ্বর-আরাধনার্থ

ব্যবসায়্যাত্মিকা বুদ্ধিরেকৈহ কুরুনন্দন ।

বহুশাখা হ্রনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নাত্তদন্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জ্ঞানকর্মফলপ্রদাম্ ।

কর্মযোগস্য স্বল্পমগুপক্রমমাত্রমপি কৃতং মহতো ভয়াৎ
সংসারলক্ষণাং ত্রায়তে রক্ষতি, ন তু কাম্যকর্মবৎ কিঞ্চিদ-
জবৈগুণ্যাদিনা নৈফল্যমসৌত্যর্থঃ ॥ ৪০

টীকা—কৃত ইত্যপেক্ষায়ামুভয়োবৈষম্যমাহ—ব্যবসা-
য়াত্মিকেত্যাদি। ইহ ঈশ্বরারাদনলক্ষণে কর্মযোগে
ব্যবসায়্যাত্মিকা ঈশ্বরভক্ত্যৈব ক্রবৎ তরিত্রায়মীতি
নিশ্চয়াত্মিকা এতৈব একনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি। অব্যবসা-
য়িনাস্ত ঈশ্বরারাদনবহির্মুখাণাং কামিনাং কামানামানন্ত্যা-
দনস্তাস্তত্রাপি হি কর্মফলগুণফলাদিপ্রকারভেদাদ্ বহু-
শাখাশ্চ বুদ্ধয়ো ভবন্তি, ঈশ্বরারাদনার্থং হি নিত্যং
নৈমিত্তিকঞ্চ কর্ম কিঞ্চিদজবৈগুণ্যোনাপি ন নশ্চতি, যথা
শরুয়াং তথা কুখ্যাদিতি হি তদ্ বিধীয়তে, ন চ
বৈগুণ্যমপি ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বৈগুণ্যোপশমাৎ, ন তু তথা
কাম্যং কর্ম ‘অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ,’ ‘দগ্নেজ্জিয়-
কামো জুহুয়াৎ’ ইতি অতো মহদবৈষম্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪১

টীকা—নহু কামিনোহপি কষ্টান্ কামান্ বিহায়
ব্যবসায়্যাত্মিকামেব বুদ্ধিঃ কিমিতি ন কুবন্তি তত্রাহ—
যামিমামিত্যাদি। যামিমাং পুষ্পিতাং বিষলতাবদা-
পাততো রমণীয়াং প্রকৃষ্টাং পরমার্থফলপর্যায়মেব বদন্তি,
‘বাচং স্বর্গাদিকলক্রুতিং যে তেষাং তস্মা বাচাপহৃতচেতসাং
কর্মযোগের অত্যন্ত অল্পও অল্পাধিত হইলে সংসারগতিরূপ মহাভয়
হইতে পরিজ্ঞান করে ॥ ৪০

হে কুরুনন্দন! ভগবদারাদন-লক্ষণ কর্মযোগে ‘পরমেশ্বরের
ভক্তির দ্বারা আমি অবশ্যই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব,’ এই
নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠাই হয়, আর কামিগণের বুদ্ধি কামনার
অনন্তত্ব-হেতু বহুভেদবিশিষ্টা ও অনন্তা হইয়া থাকে ॥ ৪১

অবিদ্বান্, বেদে স্বর্গাদিপ্রাপক কর্মের প্রশংসামূলক বাক্যে
অহুরক্ত স্বর্গ পদ আদি ফলসাধন ভিন্ন অন্য কর্ম নাই এরূপ কথন-
কল্পণ এই যে ‘চাতুর্মান্তযাজীর অক্ষয় স্থলাভ হয়,’ সোমপানে
অমর হইবে ইত্যাদি বিষলতার দ্বায় আপাতরমণীয় বাক্য বলেন.

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রাপ্তি ॥ ৪৩

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।

ব্যবসায়্যাত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবাজুর্ন ।

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসব্ধো নির্যোগক্ষেম আশ্রয়ান্ ॥ ৪৫

ব্যবসায়্যাত্মিকা বুদ্ধির্ন সমাধৌ বিধীয়ত ইতি তৃতীয়েনা-
হয়ঃ। কিমিতি তথা বদন্তি, যতোহপিশ্চিতো মুক্তান্তত্র
হেতুঃ—বেদবাদরতা ইতি,। বেদে যে বাদা অর্থবাদাঃ
“অক্ষয়াং হ বৈ চাতুর্মান্তযাজিনঃ শ্রুতং ভবতি”, তথা
“অপাম সোমমমৃত্য অভূম” ইত্যাদ্যাঃ। তেষেব রতাঃ
শ্রীতাঃ, অতএব অতঃপরমন্ত্রদীশ্বরতৎ প্রাপ্য নাস্তীতি
বচনশীলাঃ। অতএব কামাত্মান ইতি—কামাকুলিত-
চিত্তাঃ, অতঃ স্বর্গ এব পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে। জ্ঞান চ
তত্র কর্ম্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি তথা তাং
ভোগৈশ্বর্য্য-গতিং প্রাপ্তিং প্রাপ্তি সাধনভূতা যে ক্রিয়া-
বিশেষাস্তে বহুলা যস্তাং তাং প্রবদন্তীত্যম্বয়ঃ। ততশ্চ
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানামিত্যাদি। ভোগৈশ্বর্য্যায়োঃ প্রসক্তা-
নামভিনিবিষ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচা অপহৃতমাকৃষ্টং
চেতো যেষাম্। তেষাম্ সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্রাং পরমেশ্বরা-
ভিমুখম্বমিতি যাবৎ, তস্মিন্নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিস্ত ন
বিধীয়তে। কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ। সা নোৎপদ্যত ইতি
ভাবঃ ॥ ৪২-৪৪

টীকা—নহু চ যদি স্বর্গাদিকং পরমং ফলং ন ভবতি,
তর্হি কিমিতি বেদৈস্তৎসাধনতয়া কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে ?
তত্রাহ—ত্রৈগুণ্যবিষয়া ইতি। ত্রৈগুণ্যাত্মিকাঃ সকামা

তাহারা কামনার অত্যাসক্ত স্বর্গপ্রদান জ্ঞানকর্ম্মফলপ্রদ ভোগ-
ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির প্রাপ্তি সাধনভূত অধিক ক্রিয়াবিশেষ বিষয়ক বাক্য
বলিয়া থাকেন ॥ ৪২-৪৩

সেই বাক্যে আকৃষ্টচিত্ত ভোগ-ঐশ্বর্য্যে অত্যন্ত আসক্তগণের
সমাধিতে ঈশ্বরভিমুখে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না ॥ ৪৪

কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদক বেদভাগ ত্রিগুণাত্মক, সকাম, অধিকারি-
গণের কর্ম্মফলপ্রতিপাদক। হে অর্জুন! তুমি ত্রিগুণাত্মীত
নিকায় শীতোকাদি-বস্ত্ররহিত নিত্যসব্ধগুণাধিত যোগক্ষেম-রহিত
(অপ্রাপ্তের স্বীকার, প্রাপ্তের রক্ষা বিরহিত) অবিচকল অপ্রমত্ত
৪৫ ॥ ৪৫

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সঙ্গুতোদকে ।

তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্ত বিজ্ঞানতঃ ॥ ৪৬

কর্মণ্যোবাধিকারস্তে মা কলেষু কদাচন ।

মা কর্মফলহেতুর্ভূমা তে সঙ্গোহস্তকর্মণি ॥ ৪৭

যেহিকারিণীদ্বিষয়াস্তেবাং কর্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদক।
বেদাঃ। বস্ত নিত্নৈগুণ্যো নিকামো ভব। তত্রোপায়মাহ
—নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখশীতোষ্ণাদিযুগলানি দ্বন্দ্বানি তদ্রহিতো
ভব, তানি সহস্ব ইত্যর্থঃ। কথমিত্যত আহ—নিত্য-
সম্বন্ধঃ সন্ ধৈর্যমবলম্ব্যোত্যর্থঃ। তথা নির্যোগক্ষেমঃ
অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ, প্রাপ্তপরিপালনং ক্ষেমঃ তদ্রহিতঃ,
আশ্রয়ানশ্রমস্তঃ, নহি দ্বন্দ্বাকুলস্ত যোগক্ষেমব্যাপ্তস্ত চ
প্রমাদিনৈগুণ্যাতিক্রমঃ সম্ভবতীতি ॥ ৪৫

টীকা—নহু বেদোক্তনানাকলপরিত্যাগেন নিকামতয়া
ঈশ্বরারাদনবিষয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিস্ত কুবুদ্ধিরেবেত্যা-
শঙ্ক্যাহ—যাবানিতি। উদকং পীয়তেহস্মিৎসুতদপানং
বাপীকুপতড়াগাদি, তস্মিন্ স্বল্লোদকে একত্র কুংসার্ষস্তা-
সম্বাং তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নান-
পানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি, তাবান্ সর্বোহপ্যর্থঃ
সর্বতঃ সঙ্গুতোদকে মহাহুদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং
যাবান্ সর্বেষু বেদেষু তত্ত্বকর্মফলরূপোহর্থঃ তাবান্
সর্বোহপি বিজ্ঞানতো ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিযুক্তস্ত ব্রাহ্মণস্ত
ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব; ব্রহ্মানন্দে স্কৃত্তানন্দানামন্তর্ভাবাৎ,
'এতসৌবানন্দস্যাত্মানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি' ইতি
জ্ঞাতেঃ। তস্মাদিয়মেব বুদ্ধিঃ স্বেবুদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৬

টীকা—তর্হি সর্বাণি কর্মফলানি পরমেশ্বরারাদনাদেব

ভিন্ন ভিন্ন বাপী কুপ তড়াগাদি স্বল্লোদকে স্নানপানাদি
প্রয়োজন সাধিত হয়, একমাত্র মহাহুদে সে সমস্ত বিষয় সিদ্ধ হইয়া
থাকে; এরূপ সকল বেদে যে প্রয়োজন নিশ্চায়িত হয়, সে সকলই
নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠগণের হইয়া থাকে। (বেহেতু
স্কৃত্তানন্দ ব্রহ্মানন্দের অন্তর্ভুক্ত) ॥ ৪৬

কথ্যেতেই তোমার অধিকার, কখন কলে যেন অধিকার না
হয়, অতএব তোমার কর্মফল যেন কর্মকরণের হেতু না হয়, আর
কর্ম অকরণেও তোমার নিষ্ঠা না হউক ॥ ৪৭

যোগস্থঃ কুরু কর্মণি সঙ্গং তাক্রুা ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূষা সমং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮

দূরেণ হবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয় ।

বুদ্ধৌ শরণমসিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

ভবিষ্যন্তীত্যভিসন্ধায় প্রবর্ততে, কিং কর্মণেত্যাশঙ্ক্য তদ-
বারয়মাহ—কর্মণ্যেবেতি। তে তব তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ
কর্মণ্যোবাধিকারঃ, তৎফলেষু বন্ধহেতুযু অধিকারঃ কামো
মা অস্ত। নহু কর্মণি কৃতে তৎফলং স্যাদেব, ভোজনে
কৃতে তৃপ্তিবদিত্যাশঙ্ক্যাহ—মেতি। মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ
কর্মফলং প্রবর্ত্তিহেতুর্ভূসা স তথাভূতো মা ভূঃ, কাম্য-
মানসৌব স্বর্গাদেনিযোজ্যবিশেষণহেন ফলবাদকামিতং
ফলং ন সাদিতি ভাবঃ। অতএব ফলং বন্ধকং
ভবিষ্যতীতি, ভয়াদকর্মণি কর্মাকরণেহপি তব সঙ্গো
নিষ্ঠা মাশ্চ ॥ ৪৭

টীকা—কিং তর্হি—যোগস্থ ইতি। যোগঃ
পরমেশ্বরৈকপরতা, তত্র স্থিতঃ কর্মাণি কুরু, তথা সঙ্গং
কর্তৃভাভিনিবেশং তাক্রুা কেবলমীশ্বরাত্ময়েণৈব কুরু,
তৎফলস্য জ্ঞানসাপি সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূষা কেবল-
মীশ্বরার্পণেনৈব কুরু, যত এবভূতং সমস্তমেব যোগ উচ্যতে
সন্তিস্চিন্তসমাধানরূপত্বাৎ ॥ ৪৮

টীকা—কাম্যস্ত কর্ম অতিনির্কষ্টমিত্যাহ—ত্বরেণেতি।
বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া কৃতঃ কর্মযোগো বুদ্ধিযোগো বুদ্ধি-
সাধনভূতো বা, তস্মাৎ সকাশাদন্তং সাধনভূতং কাম্য
কর্ম দূরেণ অবরম্ অত্যন্তমপকৃষ্টং হি যস্মাৎ এবং তস্মাদ্
বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণমাত্রায় কর্মযোগম্ অসিচ্ছাহুতিষ্ঠ, যদ্

হে ধনঞ্জয়! তুমি কর্তৃব্ধের অভিমান ভাগ পূর্বক অনন্তভাবে
পরমেশ্বরপরায়ণ ও সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সম হইয়া কর্মসকল ভগবৎ-
শ্রীতির জন্ত কর। এরূপ ঈশ্বরার্পরূপ সমস্তকেই লাগুণ যোগ
বলিয়া থাকেন ॥ ৪৮

হে ধনঞ্জয়! যেহেতু সমস্তবুদ্ধিযোগ হইতে কর্মসমুদয়
অতিশয় নিকট, তজ্জন্ত নিকাম কর্মযোগের আচরণ কর।
ফলকামী মানবগণ অতি দীন ॥ ৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুস্কৃতে ।
 তস্মাদ্ যোগায় যুক্ত্যশ্চ যোগঃ কৰ্ম্মশ্চ কৌশলম্ ॥ ৫০
 কৰ্ম্মকং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ ।
 জন্ম-বন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যানাময়ম্ ॥ ৫১
 যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিৰ্য্যতিতরিস্যতি ।
 তদা গন্ত্যসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্তা শ্রুতস্তা চ ॥ ৫২

বা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীশ্বরমাশ্রয়েত্যর্থঃ । ফলহেতবস্ত
 সকামাঃ নরাঃ কৃপণা দীনাঃ “যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা
 গার্গ্যস্মাল্লোকাং প্রৈতি, স কৃপণঃ” ইতি শ্রুতে: ॥ ৪৯

টীকা—বুদ্ধিযোগযুক্তস্ত শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—বুদ্ধিযুক্ত
 ইতি । সুকৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকং, দুস্কৃতং নিরয়াদিপ্রাপকং তে
 উভে ইহৈব জন্মনি পরমেশ্বরপ্রসাদেন জহতি ত্যজতি,
 তস্মাদ্ যোগায় তদর্থায় কৰ্ম্মযোগায় যুক্ত্যশ্চ ঘটশ্চ, যতঃ
 কৰ্ম্মশ্চ যৎ কৌশলং বন্ধকানামপি তেষামীশ্বরারাধনেন
 মোক্ষপরম্পাদনচাতুর্য্যং স এব যোগঃ ॥ ৫০

টীকা—কৰ্ম্মণাং মোক্ষসাধনরূপপ্রকারমাহ—কৰ্ম্ম-
 জমিতি । কৰ্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনার্থমেব
 কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বাণা মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূষা জন্মরূপেণ বন্ধন
 বিনিমুক্তাঃ সন্তঃ অনাময়ং সৰ্ব্বোপজ্বরহিতং বিষ্ণোঃ পদং
 মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি ॥ ৫১

টীকা—কদা তৎপদমহং প্রাপ্সামীত্যপেক্ষায়ামাহ
 —যদেতি দ্বাভ্যাম্ । মোহো দেহাদিষ্মাভিবুদ্ধিস্তদেব
 কলিলং গহনম্ “কলিলং গহনং বিহুঃ” ইত্যভিধানকোষ-
 স্মৃতে: । ততশ্চায়মর্থঃ,—এবং পরমেশ্বরারাধনে ক্রিয়মাণে

বুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কৰ্ম্মাহুষ্ঠানকারী ইহজন্মেই স্বর্গাদিপ্রাপক
 সুকৃত, নরকাদি-প্রাপক দুস্কৃত উভয়ই ত্যাগ করে; তজ্জন্য
 নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগের নিমিত্ত ষড়ঙ্গীল হও—যেহেতু কৰ্ম্মে যে ঈশ্বর
 আরাধনরূপ কৌশল, তাহাই যোগ ॥ ৫০

সমস্ত-বুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিমানগণ নিষ্কাম কৰ্ম্ম অহুষ্ঠানহেতু
 কৰ্ম্মজনিত ফল ত্যাগপূর্বক জন্মবন্ধন হইতে বিশেষরূপে মুক্ত
 হইয়া সমস্ত উপদ্রব-বিরহিত বিষ্ণুপদে গমন করেন ॥ ৫১

যখন তোমার বুদ্ধি দুৰ্গম দেহাস্মাভিমান বিশেষরূপে অতিক্রম
 করিবে, তৎকালে শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে ।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন। তে যদা স্বাস্থ্যতি নিশ্চলা ।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্যসি ॥ ৫৩

অৰ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্তা কা ভাবা সমাধিস্থস্ত কেশব ।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজ্ঞেত কিম্ ॥ ৫৪

যদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধিদেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং
 গহনং দুৰ্গমং বিশেষণাতিতরিস্যতি, তদা শ্রোতব্যস্যা
 শ্রুতস্যার্থস্য নির্বেদং বৈরাগ্যং গন্ত্যসি প্রাপ্স্যসি ।
 তয়োরনুপাদেয়ত্বেন জিজ্ঞাসাং ন করিস্যসীত্যর্থঃ ॥ ৫২

টীকা—ততশ্চ শ্রুতীতি । শ্রুতিভিন্নানালৌকিক-
 বৈদিকার্থশ্রবণৈবপ্রতিপন্ন। ইতঃ পূর্বং বিক্লিপ্তা সতী
 তে তব বুদ্ধির্যদা সমাধৌ স্থাস্যতি । সমাধীযতে
 চিন্তমস্মিন্মিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরস্তস্মিন্মিশ্রল্লা বিক্ষেপ-
 ব্যাপ্তিবিষয়াস্তরৈরনাকৃষ্টা অতএব অচলা অভ্যাসপাটবেন
 তত্রৈব স্থিরা লয়ব্যাপ্তিঃ সতী, তদা যোগং যোগফলং
 তদ্বজ্ঞানমবাপ্যসি ॥ ৫৩

টীকা—পূর্বলোকোক্তস্যাশ্রুতব্রজ্ঞস্য লক্ষণং জিজ্ঞাসু-
 রৰ্জুন উবাচ—স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেতি । স্বাভাবিকে
 সমাধৌ স্থিতস্য, অতএব স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য,
 তস্য ভাবা কা ? ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণমিতি
 যাবৎ । স কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ইত্যর্থঃ,
 তথা স্থিতধীঃ কিং কথং ভাষণমাসনং ব্রজ্ঞনঞ্চ
 কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪

দেহাস্মাভিমান দূর করিবার জন্য শাস্ত্র শ্রবণ প্রয়োজন । তাহা
 দূর হইলে শ্রুত শ্রবণীয়ের কোন প্রয়োজন থাকিবে না ॥ ৫২

যে সময়ে বিবিধ লৌকিক বৈদিক বিষয় শ্রবণে বিক্লিপ্তা বুদ্ধি
 পরমেশ্বরে অচলা হইয়া অবস্থান করিবে, তখন যোগফল প্রাপ্ত
 হইবে ॥ ৫৩

অৰ্জুন বলিলেন—হে কেশব ! স্বাভাবিক সমাধিতে যিনি
 অবস্থান করেন, তাহার লক্ষণ কি ? স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপ বাক্যলাভ
 করেন, কি প্রকারে অবস্থান করেন ও তাহার গতি কি
 প্রকার ? ৫৪

ঐক্যগবাস্তবাহ

প্রজহাতি যদা কামান্ কর্ণান্ পার্শ্ব মনোগতান্ ।

আক্কেবান্না তুষ্টিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫

হৃৎখেদহৃদ্বিগ্নমনাঃ সূখেষু বিগতস্পৃহাঃ ।

বীতরাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিতধীমূনিরুচ্যতে ॥ ৫৬

যঃ সর্বত্রানভিন্নেহক্কেব তৎ প্রাপ্য শুভান্ততম্ ।

টীকা—অত্র চ যানি সাধকস্ত জ্ঞানসাধনানি, তাশ্চেব স্বাভাবিকানি সিদ্ধস্ত লক্ষণানি, অতঃ সিদ্ধস্ত লক্ষণস্য লক্ষণানি ; কথয়ন্তেব অন্তরঙ্গাণি জ্ঞানসাধনানি—বাবদ-ধ্যায়সমাপ্তি । তত্র প্রথমপ্রশ্নস্তোত্তরমাহ—প্রজহাতীতি দ্বাভ্যাম্ ।

ঐক্যগবাস্তবাহ । মনসি স্থিতান্ কামান্ যদা প্রকর্ষেণ জহাতি । ত্যাগে হেতুমাহ—আত্মনৌতি । আত্মশ্চেব স্বশ্লিষ্মেব পরমান্দরূপে আত্মনা স্বয়মেব তুষ্টি ইত্যাত্মারামঃ সন্ যদা কুদ্ভবিষয়াভিলাষান্ত্যজতি, তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৫৫

টীকা—কিচ্ছ হৃৎখেদ্বিগ্ন । হৃৎখেদে প্রাপ্তেষু অহৃদ্বিগ্ন-মকুণ্ঠিতং মনো যন্ত সঃ । সূখেষু বিগতা স্পৃহা যন্ত সঃ । তত্র হেতুঃ—বীতা অপগতা রাগভয়ক্রোধা যন্তাঃ । তত্র রাগঃ প্রীতিঃ । স মুনিঃ স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যুচ্যতে ॥ ৫৬

টীকা—কথং প্রভাষেতেত্যস্তোত্তরমাহ—য ইতি । যঃ সর্বত্র পুত্রমিত্রাদিষপি অনভিন্নেহঃ স্নেহশূন্যঃ, অতএব বাধিতান্নবৃত্ত্যা তত্ত্বজ্ঞানমহুকুলং প্রাপ্য নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি, অন্তঃ প্রতিকূলং প্রাপ্য ন হেষ্টি ন নিন্দতি

ঐক্যগবান্ বলিলেন,—হে পার্শ্ব ! যে সময়ে যো মনোগত কামনাসকল উত্তমরূপে ত্যাগ করেন, পরমাত্মার স্বরূপে অরংই তুষ্টি কর্ণাৎ আত্মারাম হইয়া কু-ভিলাষ ত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ নামে হন ॥ ৫৫

যিনি হৃৎখণ্ডনযুগে অকুণ্ঠিতচিত্ত, স্বধনকলে একে-বিবর্জিত, অহরাগ ভয় এবং ক্রোধ-পরিশুদ্ধ, সেই মুনি বলিয়া কথিত হন ॥ ৫৬

যিনি নিষ্ক-দেখু ও কাল সকল বিষয়ে স্নেহশূ-বৃত্তিতে সেই সেই অহুকুল প্রতিকূল বিষয় প্রাপ্ত ।

নাভিনন্দতি ন হেষ্টি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোহকানীব সর্বধঃ ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্ত দেহিনঃ ।

রসবর্জং রসোহপ্যস্ত পরং দৃষ্ট্ৱ নিবর্ততে ॥ ৫৯

কিন্তু কেবলমুদাসীন এব ভাষতে, তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতে ত্যর্থঃ ॥ ৫৭

টীকা—কিঞ্চ যদেতি । যদা চায়ং যোগী ইন্দ্রিয়া-র্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি সংহরতে প্রত্যাহারি অনায়াসেন । সংহারে দৃষ্টান্তমাহ—কূর্ম ইতি । অজা-করচরণাদীনি কূর্মো যথা স্বভাবেনৈবাকর্ষতি তদ্বৎ ॥ ৫৮

টীকা—নহু নেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ে অপ্রবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ-লক্ষণং ভবিতুমর্হতি । জড়ানামাতুরাণামুপবাসপরাণাং বিষয়েষু প্রবৃত্তের বিশেষাৎ তত্রাহ—বিষয়া ইতি । ইন্দ্রিয়ৈ-বিষয়াণামাহরণং গ্রহণমাহারঃ । নিরাহারস্ত ইন্দ্রিয়ৈ-বিষয়গ্রহণমকর্ষতো দেহিনো দেহাভিমানিনোহজ্ঞ-বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্তন্তে তদনুভবো নিবর্তত ইত্যর্থঃ কিন্তু রসো রাগোহভিলাষস্তবজ্জন্ম অভিলাষন্ত ন নিবর্ততে ইত্যর্থঃ । রসোহপি রাগোহপি পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট-অস্ত স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্বতো নিবর্ততে নশ্চতীত্যর্থঃ । যথ নিরাহারস্য উপবাসপরস্য বিষয়াঃ প্রায়শো নিবর্তন্তে কুধাসক্তপুস্য শব্দস্পর্শাভ্যপেক্ষাদ্যভাবাৎ, কিন্তু রসবর্জ-সম্পদস্য তু ন নিবর্তত ইত্যর্থঃ । শেষং সমানম্ ॥ ৫৯

ংসা বা নিন্দা করেন না, তাঁহার বুদ্ধি হুহিরা হইয়া-ইতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৭

যখন এই জীবগুণ্ড পুরুষ কূর্ম যেমন অজসকলকে অ-চত করে, তদ্রূপ বিষয়সকল হইতে ইন্দ্রিয়গণ-করেন, তখন তাঁহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৮

বাসপরাগ মানবগণ ইন্দ্রিয়ের শক্তিহীনতার জন্ত শব্দা-হণ করিতে সমর্থ হয় না, সে কারণে বিষয়সকল নি-বর্ত, কিন্তু বিষয়ে অহরাগ থাকিয়া যায় । যখন সর্ব-পরমাত্মা নানা সাঙ্গে বিরাজ-করিতেছেন এইভাবে আদর্শনে সমর্থ হন, তখন বিষয়ের রস নিবর্তিত হইয়া পর-হসিত হন ॥ ৫৯

যততো হৃপি কৌন্তেয় পুরুষস্ত বিপশ্চিতঃ ।

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।

বশে হি যন্তেইন্দ্রিয়াণি তন্তু প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষু পজায়তে ।

সঙ্গাৎ সজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২

ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।

টীকা—ইন্দ্রিয়সংযমং বিনা তু স্থিতপ্রজ্ঞতান সন্তুভতি, অতঃ সাধকবাহ্যায় তত্র মহান্ প্রযত্নঃ কর্তব্য ইত্যাহ— যততো হৃপিতি দ্বাভ্যাম্ । যততো মোক্ষার্থং প্রযতমানস্য বিপশ্চিতো বিবেকিনোহপি মনঃ ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং বলাকরন্তি, যতঃ ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি প্রকোভকণীত্যর্থঃ ॥ ৬০

টীকা—যস্মাদেবং তস্মাৎ তানীতি । যুক্তো যোগী তানি ইন্দ্রিয়াণি সংযম্য মৎপরঃ সন্ আসীত, যস্য বশে বশবর্তীনি ইন্দ্রিয়াণি । এতেন চ কথমাসীতেতি প্রশ্নস্য বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্ আসীতেত্যন্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬১

টীকা—বাহেইন্দ্রিয়সংযমাবাবে দোষমুক্তা মনঃসংযমাবাবে দোষমাহ—ধ্যায়ত ইয়ি দ্বাভ্যাম্ । গুণবুদ্ধ্যা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসস্তেষু সঙ্গ আসক্তির্ভবতি, আসক্ত্যা চ তেষাং কামো ভবতি । কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি ॥ ৬২

টীকা—কিঞ্চ ক্রোধাদিতি । ক্রোধাৎ সম্মোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকাত্যাহঃ, ততঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থস্বাতে-

হে পার্থ ! মুক্তির জন্য চেষ্টাকারী বিবেকী পুরুষেরও অত্যন্ত কোভকারক ইন্দ্রিয়গণ সবলে মনকে হরণ করিয়া থাকে ॥ ৬০

সমাহিত যোগী আমার একান্ত ভক্ত হইয়া অবস্থান করিবে, যেহেতু বাহার ইন্দ্রিয়গণ বশবর্তী তাঁহার প্রজ্ঞা উত্তমরূপে স্থিতি-
তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৬১

শব্দাদি বিষয়সমূহ চিন্তাকারী পুরুষের বিষয়ে আসক্তি জন্মে, অহুরাগ হইতে অভিলাষ উৎপন্ন হয়, কামনা কোনরূপে প্রতিহত হইলে কোষরূপে পরিণত হয় ॥ ৬২

ক্রোধ হইতে কার্য্যাকার্য্য বিবেক নষ্ট হয়, অবিবেক হইতে
বুদ্ধিভ্রম-শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ-বিস্মৃতি—হইয়া থাকে ।
বুদ্ধিভ্রম হইলে বুদ্ধির (চেতনার) নাশ হয়, বুদ্ধিনাশ হইলে

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্চিতঃ ॥ ৬৩

রাগদ্বেষধিব্যুত্থৈস্ত বিষয়ানিহ্নৈরৈশ্চরন্ ।

আত্মবশৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্তোপজায়তে ।

প্রসন্নচেতসো হ্যাত্ম বুদ্ধিঃ পর্য্যবর্তিষ্ঠতে ॥ ৬৫

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্ত ন চাযুক্তস্ত ভাবনা ।

ন চাতাবয়তঃ শাস্তিরশাস্তস্ত কৃতঃ স্বধম্ ॥ ৬৬

বিভ্রমো বিচলনং ভ্রংশঃ, ততো বুদ্ধেচ্চেতনায়া বিনাশঃ, বুদ্ধাদিষ্মিবাভিভবঃ । ততঃ প্রণশ্চতি মৃততুল্যো ভবতি ॥ ৬৩

টীকা—নহিইন্দ্রিয়াণাং বিষয়প্রবণস্বভাবানাং নিরোধ-
মশক্যবাদয়ং দোষো হৃষ্মিরিহ ইতি স্থিতপ্রজ্ঞঃ কথং
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশ ইতি দ্বাভ্যাম্ । রাগদ্বেষধিব্যুত্থৈ-
বিগতদর্পৈরিহ্নৈরিষ্যয়াংশ্চরন্ পভুজ্ঞানোহপি প্রসাদং
শাস্তিঃ প্রাপ্নোতি । রাগদ্বেষধিরাহিত্যমেবাহ—আত্মেতি ।
আত্মনো মনসো বশৈরিহ্নৈরিষ্যেয়া বশবর্তী আত্মা
মনো যস্যোতি, অনেনৈব কথং ব্রজেত ভূজীতেত্যস্যা
চতুর্থপ্রশ্নস্য স্বাধীনৈরিহ্নৈরিষ্যয়ান্ অধিগচ্ছতি ইত্যা-
ন্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬৪

টীকা—প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যাহ—প্রসাদ
ইতি । প্রসাদে সতি সর্বদুঃখানাশস্ততশ্চ প্রসন্নচেতসো
বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৫

টীকা—ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য স্থিতপ্রজ্ঞতাসাধনং ব্যতিরেক-
মুখেনোপপাদয়তি—নাস্তীতি । অযুক্তস্বাবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য
বিনষ্ট হয়—মৃত্যুতুল্য হইয়া থাকে ॥ ৬৩

অহুরাগ-দ্বেষ-বিবর্জিত, আপনার বশীকৃত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা
বিষয় সকল ভোগ করিয়া বশীকৃতচিত্ত পুরুষ প্রসন্নতা প্রাপ্ত
হন ॥ ৬৪

প্রসন্নতা লাভ হইলে এই যতির আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক
আধিদৈবিক সকল দুঃখের বিনাশ হইয়া থাকে, আর প্রসন্নচিত্ত
ব্যক্তিরই সত্ত্বর বুদ্ধি আত্মরূপে নিশ্চল হইয়া থাকে ॥ ৬৫

অসমাহিতচিত্ত ব্যক্তির আত্মাহ্বান-অভিসাবিনী বুদ্ধি নাই,
অজিতেজস্বের ধ্যান করিবার সামর্থ্য নাই, জ্ঞানধ্যান যিনি করেন
না, তাঁহার আত্মায় চিত্তের উপরতি হয় না, অস্থিরচিত্তের স্থখ বা
মোক্ষানন্দ কোথায় ? ৬৬

ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং বহ্ননোহমুবিধীয়তে ।

তদন্ত হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাভুসি ॥ ৬৭

তস্মাদ্ যন্ত মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্তাং জাগর্তি সংযমী ।

নাস্তি বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাচার্যোপদেশাভ্যামান্ববিষয়া বুদ্ধিঃ
প্রৈজ্যেব নোৎপত্ততে, কৃতস্তত্তাঃ প্রতিষ্ঠা বার্তা বা ইত্যত্রাহ
—ন চেতি । ন চাযুক্তস্ত ভাবনা ধ্যানং, ভাবনয়া হি
বুদ্ধেরান্বনি প্রতিষ্ঠা ভবতি । সা চাযুক্তস্ত যতো নাস্তি ।
ন চাভাবয়ত আন্বধানমকুর্বতঃ শাস্তিঃ আন্বনি চিন্তো-
পরমঃ । অশাস্তস্ত কৃতঃ মুখং মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬

টীকা—নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্যেত্যত্র হেতুমাহ—ইন্দ্রিয়া-
ণামিতি । ইন্দ্রিয়গামবশীকৃতানাং স্বৈরং বিষয়েষু চরতাং
মধ্যে যদৈবৈকমিদ্ভিঃ মনোহমুবিধীয়তেহবশীকৃতং সদি-
ন্দ্রিয়েণ সহ গচ্ছতি, তদৈবৈকমিদ্ভিঃ মনস্য মনসঃ পুরুষস্য
বা প্রজ্ঞাং হরতি বিষয়বিক্ৰিপ্তাং করোতি, কিমুত বক্তব্যং
বহুনি প্রজ্ঞাং হরন্তীতি । যথা প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য নাবং
বায়ুঃ সমুদ্রে সর্বতঃ পরিভ্রাময়তি তদ্বদिति ॥ ৬৭

টীকা—ইন্দ্রিয়সংযমস্ত স্থিতপ্রজ্ঞে সাধনং লক্ষণ-
কোক্তমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । সাধনদ্বোপসংহারে তন্ত
প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ, লক্ষণদ্বোপসংহারে তন্ত
প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যেত্যর্থঃ । মহাবাহো ইতি সম্বো-
ধনং বৈরিনিগ্রহে সমর্থস্ত তবাত্রাপি সামর্থ্যং ভবেদिति
অনুহতি ॥ ৬৮

বেহেতু স্ব-ব বিষয়ে বিরচণশীল ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন অংশী
কৃত হইয়া যদি একটি ইন্দ্রিয়েরও অঙ্গগমন করে, তাহা হইলে
সেই একটি ইন্দ্রিয়ই পুরুষের প্রজ্ঞাকে, যেমন প্রমত্ত কর্ণধারঃ
নৌকাকে বায়ু সমুদ্রে চতুর্দিকে ভ্রমণ করায়, তজ্জপ নাশ করিয়
থাকে ॥ ৬৭

হে মহাবাহো! অতএব বাহার ইন্দ্রিয়সকল বিষয়সমূহ
হইতে উত্তমরূপে নিগৃহীত হইয়াছে, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত—
তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন ॥ ৬৮

সমস্ত অজ্ঞান প্রাণিগণের বাহা নিশাধরূপে সেই আন্বনিষ্ঠায়ে
ব্রহ্মজানী আগরিত থাকেন, যে বিষয়-নিষ্ঠার দ্বাভাগে অজ্ঞান

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনেঃ ॥ ৬৯

আপূর্য্যামাপচলপ্রতিষ্ঠঃ

সমুদ্রমাণঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব

স শাস্তিমাশ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

টীকা—নহু ন কচ্চিদপি প্রমুগ্ত ইব দর্শনাদিব্যাপার-
শূন্তঃ সর্বান্বনা নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো লোকে দৃশ্যতে, অতো-
হসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যা নিশেতি ।
সর্বেষাং ভূতানাং যা নিশা, নিশেব নিশা আন্বনিষ্ঠা,
আন্বজ্ঞানধ্বাস্তাবৃতমতীনাং তস্তাং দর্শনাদিব্যাপারাবাৎ
তস্তামান্বনিষ্ঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো জাগর্তি প্র-
বৃধ্যতে, যস্যাং তু বিষয়নিষ্ঠায়াং বিষয়বুদ্ধ্যা ভূতানি জাগ্রতি
প্রবৃধ্যন্তে, সা আন্বতদ্বং পশ্যতো মূনের্নিশা, তস্যাং দর্শনা-
দিব্যাপারস্তস্য নাস্তীত্যর্থঃ । এতদ্বক্তং ভবতি, যথা
দিবাক্তানামূল্যাদীনাং রাজ্যাবেবদর্শনং ন তু দিবসে এবং
ব্রহ্মজস্যোন্নীলিতাক্ষস্যাপি ব্রহ্মণ্যেব দৃষ্টির্ন তু বিষয়েষু,
অতো নাসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিতি ॥ ৬৯

টীকা—নহু বিষয়েষু দৃষ্ট্যভাবে কথমসৌ তান্ ভূক্ত
ইত্যপেক্ষায়ামাহ—আপূর্য্যামাপমিতি । নানানদীভিরাপূর্য্য-
মাণমপ্যচলপ্রতিষ্ঠমনতিক্রান্তমধ্যাদমেব সমুদ্রং পুনরপ্যত্র
আপঃ যথা প্রবিশন্তি, তথা কামা বিষয়া যং মূনিমন্ত-
দৃষ্টিং ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব প্রারককর্মভিরাঙ্কিপ্তাঃ
সন্তঃ প্রবিশন্তি, স শাস্তিঃ কৈবল্যম্ প্রাপ্নোতি । ন তু
কামকামী ভোগকামনাশীলঃ ॥ ৭০

অন্ধকারে আবৃতমতি বিষয়িগণ জাগ্রত থাকে, সেই বিষয়-নিষ্ঠ
আন্বতদ্বদর্শনশীল মূনির রাজিষ্করণ ॥ ৬৯

যেমন জলের দ্বারা সমাক্রুপে পরিপূর্ণ হইলেও, মধ্যাদা-রক্ষক
মধ্যাদা-অনতিক্রমশীল সমুদ্রে অস্ত্র নদীসকল প্রবেশ করে
তাহাতে সমুদ্র স্থির-ভাবেই থাকে, তজ্জপ সমস্ত বিষয়সকল
মূনিতে অব্যাহে প্রবেশ করে, তিনি তাহাতে দৃষ্টিপাতও করে-
না—সেই মূনি পরমানন্দ লাভে সমর্থ হন । আর যিনি ভোগের
কামনা করেন, তিনি কোনরূপে শান্তিলাভ করিতে
পারেন না ॥ ৭০

বিহায় কামান্ যঃ সর্ধান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহতি

স্থিৎস্যামস্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥ ৭২

টীকা—যস্মাদেবং, তস্মাৎ—বিহায়েতি । প্রাপ্তান্ কামান্ বিহায় ত্যক্তা উপেক্ষা অপ্ৰাপ্তেষু চ নিঃস্পৃহঃ, যতো নিরহঙ্কারঃ অতএব তন্তোগসাধনেষু নির্মমঃ সন্নস্ত-দৃষ্টিভূত্বা যশ্চরতি প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙ্ক্রে, যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা স শাস্তিং প্রাপ্নোতি ॥ ৭১

টীকা—উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্তবমুপসংহরতি—এবেতি । ব্রাহ্মীস্থিতিব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এষা এবংবিধা, এনাং পরমে-

যে পুরুষ বিষয়সকল উপেক্ষা করিয়া স্পৃহা-বিরহিত এবং 'আমি কর্তা' এই অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্বক মমত্বশূন্য হইয়া প্রারব্ধবশে যে ভোগ আশিয়া উপস্থিত হয়, তাহা ভোগ করেন— তিনি পরমানন্দলাভে সমর্থ হন ॥ ৭১

ইতি শ্রীমহাবিবেকচন্দ্রিকায়াং শতসাহস্রাং সংহিতায়াং মহাভারতে ভীষ্মপর্বোক্তং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে

ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগনামক তৃতীয় অধ্যায় ।

মহাভারতের ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং তৃতীয়োহধ্যায়ঃ)

[জ্ঞানযোগ-কর্মযোগাদিনানাবিধসাধনানুসারেণ কৰ্তব্যকর্মণামনুষ্ঠানসাবশ্যকতাঃ প্রতিপাদ্য

স্বধর্মচরণমাহাভ্যাস্য কামনিরোধোপায়স্য বর্ণনম্ ।]

অর্জুন উবাচ ।

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনাধন ।

টীকা—এব তাবৎ 'অশোচ্যানয়শোচন্তুমিত্যাদিনা প্রথমং মোক্ষসাধনত্বেন দেহাত্মবিবেকবুদ্ধিরুক্তা । তদনন্তরম্ 'এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে তিমাং শৃণ্বি'ত্যাদিনা কর্ম চোক্তম্ । ন চ তয়োত্তরংপ্রধানভাবঃ স্পষ্টঃ দর্শিতঃ । তত্র বুদ্ধিযুক্তস্ত স্থিতপ্রজস্য নিকামত্বনিয়তেঙ্গিয়ত্বনির-

তৃতীয় অধ্যায় ।

[জ্ঞানযোগ-কর্মযোগাদি নানাবিধ সাধন অনুসারে কৰ্তব্য কর্মসমূহের অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা প্রতিপাদনপূর্বক স্বধর্মপালনের মাহাত্ম্য ও কামনিরোধ-উপায়ের বর্ণন]

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্ষিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-

সুপনিংসু ব্রহ্মবিজ্ঞান্যং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬

স্বরাদ্বৈতেন বিমুক্তান্তঃকরণঃ পুমান্ প্রাপ্য ন বিমুহতি পুনঃ সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি । যতোহস্তকালে মৃত্যুসময়েহপি অস্যাং ক্ষণমাত্রমপি স্থিত্বা ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মণি লয়মুচ্ছতি প্রাপ্নোতি ; কিং পুনর্বক্তব্যং বাল্যমারভ্য স্থিত্বা প্রাপ্নোতীতি ॥ ৭২

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতসুবোধনী-

টীকায়াং সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২

হে অর্জুন ! ব্রাহ্মী স্থিতি এই প্রকার । ইহা লাভ করিলে মাহাত্ম্য আর সংসার-মোহ প্রাপ্ত হয় না, মরণ সময়েও এই ব্রাহ্মী-স্থিতিতে ক্ষণকাল অবস্থান করিয়াও ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭২

তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১

হঙ্কারত্যাগভিধানাদেব ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্বেতি সপ্রশংস-মুপসংহারাদ্ বুদ্ধিকর্মণোর্মধ্যে বুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠত্বং ভগবতো-হভিপ্রোক্তং মদ্বানোহর্জুন উবাচ—জ্যায়সী চেদিতি । কর্মণঃ সকাশান্মোক্ষাস্তরঙ্গত্বেন বুদ্ধিজ্যায়ন্তরিকতরা শ্রেষ্ঠা চেত্তব সম্যতা, তহি কিমর্থং তদযুধ্যস্বেতি তস্মাত্ত্বিষ্ঠেতি

অর্জুন বলিলেন,—হে জনাধন ! হে কেশব ! কর্ম হইতে জ্ঞান অধিকতর শ্রেষ্ঠ ইহা যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আমাকে হিংসাত্মক যুদ্ধে নিয়োজিত করিতেছ ॥ ১

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যোন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ ।

লোকেহশ্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩

চ বারংবারং বদন্ যোরে হিংসাত্মকে কর্মণি মাং নিয়ো-
জয়সি প্রবর্তয়সি ॥ ১

টীকা—নমু ‘ধর্ম্যাঙ্কি যুদ্ধাচ্ছে যোহশ্মৎ ক্ষত্রিয়স্য ন
বিদ্বতে’ ইত্যাদিনা কর্মণোহপি শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ
—ব্যামিশ্রেণেতি । কচিং কর্মপ্রশংসা কচিচ্ছ জ্ঞান-
প্রশংসেত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব যদ্বাক্যং
তেন মে মম বুদ্ধিং মতিমুভয়ত্র দোলায়িতাং কুর্বন্ মোহ-
য়সীব । পরমকারুণিকস্য তব মোহকং নাস্ত্যেব,
তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতীতীবশদেনোক্তম্ । অত
উভয়োশ্চ যদ্ ভজং তদেকং নিশ্চিত্য বদেতি । যদ্বা—
ইদমেব শ্রেয়ঃ সাধনমিতি নিশ্চিত্য যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো
মোক্ষমহমাপ্নুয়াং প্রাপ্ স্যামি তদেবৈকং নিশ্চিত্য
বদেত্যর্থঃ ॥ ২

টীকা—অত্রোত্তরঃ শ্রীভগবানুবাচ—লোকেহশ্মিন্নিতি ।
অয়মর্থঃ—যদি ময়া পরম্পরনিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন
কর্মজ্ঞাননিষ্ঠাদ্বয়মুক্তং স্যাৎতাহি দ্বয়োশ্চ যদ্বজ্রং
স্যাৎতদেকং বদেতি বদীয়ঃ প্রশ্নঃ সংগচ্ছতে । ন তু ময়া
তথোক্তম্ । কিন্তু দ্বাভ্যামেকৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা । গুণ-
প্রধানভূতয়োস্তয়োঃ স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ । একস্যা
এব তু প্রকারভেদমাত্রমধিকারিভেদেনোক্তমিতি ।
অশ্লিষ্টদ্বাশুদ্ধাস্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকেহধিকারিভেদে

কখন কর্মের কখন জ্ঞানের প্রশংসা—এইরূপ সন্দেহজনক
বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধি যেন মোহিত করিতেছে । সেই জ্ঞান
ও কর্মের মধ্যে একটি নিশ্চয় করিয়া বল, বাহার আচরণে আমি
মোক্ষলাভে সমর্থ হইব ॥ ২

শ্রীভগবানু বলিলেন,—হে নিশাপ ! আমি পূর্বাধ্যায়ের জ্ঞান
ও কর্মরূপ দ্বিবিধা নিষ্ঠা শুদ্ধচিত্ত ও অশুদ্ধচিত্ত অধিকারীর জন্য
বলিয়াছি, তন্মধ্যে শুদ্ধাস্তঃকরণ জ্ঞানিগণের জ্ঞানযোগ অর্থাৎ
ধ্যানাদি, আর অশুদ্ধচিত্তগণের নিকাম কর্ম অহুষ্ঠান কর্তব্য ॥ ৩

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈকরম্যং পুরুষোহশ্ম তে ।

ন চ সংশ্রাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।

কার্য্যতে হ্রবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈশ্চৈতৈঃ ॥ ৫

দ্বৈ বিধে প্রকারো যস্যাঃ সা—দ্বিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষপরতা
পূর্বাধ্যায়ের ময়া সর্বজ্ঞেন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা ।
প্রকারদ্বয়মেব নির্দিশতি জ্ঞানযোগেনেত্যাदि । সাংখ্যানাং
শুদ্ধাস্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকামাক্রান্তানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং
জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতোক্তা—‘তানি
সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মতপর’ ইত্যাদিনা ।
সাংখ্যভূমিকামাক্রান্তানাং দ্ব্যস্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তদারোহার্থং
তত্পায়ভূতকর্মযোগাধিকারিণাং যোগিনাং কর্মযোগেন
নিষ্ঠোক্তা ‘ধর্ম্যাঙ্কি যুদ্ধাচ্ছে যোহশ্মৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্বতে’
ইত্যাদিনা । অতএব চিত্তশুদ্ধিশুদ্ধিরূপাবস্থাভেদেনৈব
দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্তা ‘এবা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিবোধে
ধিমাং শৃণ্বিতি’ ॥ ৩

টীকা—অতঃ সম্যক্চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানোৎপত্তিপরিপাক্যন্তং
বর্ণ্যপ্রমোচিতানি কর্মণি কর্তব্যানি । অন্তথা চিত্তশুদ্ধা-
ভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তিরিত্যাহ—ন কর্মণামিতি । কর্মণা-
মনারম্ভাদনুষ্ঠানান্নৈকরম্যং জ্ঞানং নাপ্নুতে ন প্রাপ্নোতি ।
নমু চৈবমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তীতি
ঋত্যা সংশ্রাসস্য মোক্ষাঙ্গব্রহ্মতেঃ সংশ্রাসাদেব মোক্ষো
ভবিষ্যতি । কিং কর্মভিঃ ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং ন চেতি ।
চিত্তশুদ্ধিঃ বিনা কৃতাং সংশ্রাসনাদেব জ্ঞানশূন্যং সিদ্ধিং
মোক্ষং ন সমধিগচ্ছতি ন প্রাপ্নোতি ॥ ৪

টীকা—কর্মণাং চ সংশ্রাসস্তেধ্বনাসক্তিমাত্রম্ । ন তু

পুরুষ নিকাম কর্মের অহুষ্ঠান না করিয়া অশুদ্ধচিত্ত-হেতু
নৈকরম্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না । চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেবল-
মাত্র সন্ন্যাস বা কর্মত্যাগের দ্বারা কেহ মোক্ষ লাভ করিতে
পারে না ॥ ৪

কেহ কখনও ক্ষণমাত্র কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না,
যেহেতু প্রকৃতিসত্ত্ব সর্ব-রজঃ-তমোগুণের দ্বারা সকলে অবশ
হইয়া কর্ম করিয়া থাকে । বাহার বৈরূপ প্রকৃতি তাহাকে

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আন্তে মনসা স্মরন্ ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন ।

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিশ্রুতে ॥ ৭

নিয়তং কুরু কর্ম স্বং কর্ম জ্যায়ো হুকর্মণঃ ।

স্বরূপেণ । অশকাঙ্কাদিতি । আহ—ন হি কশ্চিদিতি । জাতু কস্যাঞ্চিদন্যবস্থায়ং ক্ষণমাত্রমপি কশ্চিদপি জ্ঞাতৃজ্ঞানো বাহকর্মকৃৎ কর্মণাকুর্বাণো ন তিষ্ঠতি । তত্র হেতুঃ প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবপ্রভবৈ রাগদ্বৈষাদিভির্গুণৈঃ সর্বোহপি জনঃ কর্ম কাধ্যতে । কর্মণি প্রবর্ততে । অবশোহিব্যতন্ত্রঃ সন্ ॥ ৫

টীকা—অতোহজ্ঞঃ কর্মত্যাগিনং নিন্দতি—কশ্চে-
ন্দ্রিয়াণীতি । বাকৃপাণ্যাদীনি কশ্চেন্দ্রিয়াণি সংযম্য নিগৃহ
যো মনসা ভগবদ্ব্যনচ্ছলেন ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়ান্ স্মরন্তে
অবিশুদ্ধতয়া মনসা আত্মনি স্বেচ্ছাভাবাৎ স মিথ্যাচারঃ
কপটাচারো দাস্তিক উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬

টীকা—এতদ্বিপরীতঃ কর্মকর্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—
যস্ত্বিন্দ্রিয়ানীতি । যস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য
ঈশ্বরপরাণি কৃষ্য কশ্চেদ্রিয়ৈঃ কর্মরূপং যোগমুপায়-
মারভতে অমুতিষ্ঠতি । অসক্তঃ ফলাভিলাষরহিতঃ সন্
স বিশিশ্রুতে বিশিষ্টো ভবতি, চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্
ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭

টীকা—নিয়তমিতি । যস্মাদেবং তস্মান্নিয়তং নিত্যং
সদ্যোপাসনাদি কর্ম কুরু, হি যস্মাৎ অকর্মণঃ সর্ব-

তদ্রূপ কর্ম অন্ততন্ত্র হইয়া অমুষ্ঠান করিতে হয়, কারণ প্রকৃতির
রাজ্য কাহারও স্থির থাকিবার উপায় নাই ॥ ৫

যে ব্যক্তি বাকৃ পাণি পাদ পাশু উপহাদি কশ্চেদ্রিয় সংযত
করিয়া মনের দ্বারা বিষয়সকল চিন্তা করিতে থাকে, সেই
বিমূঢ়চিত্ত কপটাচারী বলিয়া কথিত হয় ॥ ৬

হে অর্জুন! আর যিনি ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা নিয়মিত
করত অনাসক্ত হইয়া কশ্চেদ্রিয় সকলের দ্বারা কর্মযোগের অমুষ্ঠান
করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ প্রাপ্ত হন ॥ ৭

তুমি সদ্ধা উপাসনাদি নিত্য কর্মসকল কর, যেহেতু কর্ম

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যোদকর্মণঃ ॥ ৮

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিশ্বক্শমেয বোহস্তিষ্টকামধুক্ ॥ ১০

কর্মণোহকরণাৎ সকাশাৎ কর্মকরণং জ্যায়োহধিকতরম্ ।
অন্যথা অকর্মণঃ সর্বকর্মশূন্যত্ব তব শরীরযাত্রা শরীর-
নির্ব্বহোহপি ন প্রসিদ্ধোহন্যত্র ভবেৎ ॥ ৮

টীকা—সাংখ্যাস্ত্র সর্বমপি কর্ম বন্ধকর্ত্ত্বান্ কার্যা-
মিত্যাহস্তম্মিরাকুর্বন্নাহ—যজ্ঞার্থাদিতি । যজ্ঞোহত্র বিষ্ণুঃ
“যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ” ইতি শ্রুতেঃ । তদারাদনার্থাৎ
কর্মণোহন্যত্র তদেকং বিনা লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ
কর্মভিবর্ধনো, ন স্বীকরাদনার্থেন কর্মণা অন্তস্তদর্থং
বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কর্ম সমাগাচর ॥ ৯

টীকা—প্রজাপতিবচনাদপি কর্মকর্ত্ত্বৈব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ
—সহযজ্ঞা ইতি চতুর্ভিঃ যজ্ঞেন সহ বর্ত্তন্ত ইতি সহযজ্ঞাঃ
যজ্ঞাধিকৃত্য ব্রাহ্মণাচ্চাঃ প্রজাঃ পুরা সর্গাদৌ সৃষ্টেদমুবাচ
ব্রহ্মা—অনেন যজ্ঞেন প্রসবিশ্বক্শমে প্রসবো বৃদ্ধিঃ,
উত্তরোত্তরামভিবৃদ্ধিঃ লভস্বমিত্যর্থঃ । তত্র হেতুঃ—এষ
যজ্ঞো বো মুখ্যকামিষ্টকামধুক্ । ইষ্টান্ কামান্ দোকীতি
তথা অভীষ্টভোগপ্রদোহস্তিত্যর্থঃ । অত্র চ যজ্ঞগ্রহণ-
মাবশ্যককশ্মোপলক্ষণার্থম্ । কামাকর্মপ্রশংসা তু
প্রকরণেহসঙ্গতাপি সামান্যতোহকর্মণঃ কর্ম শ্রেষ্ঠমিত্যেত-
দর্থমিত্যাদোষঃ ॥ ১০

না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ । তাহা না করিলে গম্য
কর্মশূন্য তোমার শরীরনির্ব্বাহও হইবে না ॥ ৮

যজ্ঞ অর্থ ব্রীভগবান্—ভাঁহার আরাধনার জন্ত কর্ম করা
ব্যতীত অন্য প্রয়োজনে কর্ম করিলে লোক কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয় ।
হে কৌন্তেয়! এই নিমিত্ত ভগবৎপ্রীত্যর্থ নিষ্কাম হইয়া কর্মসকল
অমুষ্ঠান কর ॥ ৯

পূর্বে সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত ব্রাহ্মণাদি
প্রজাবর্গ সৃজন করিয়া কহিলেন,—তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধি
প্রাপ্ত হও, আর এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ফলপ্রদ হউক ॥ ১০

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাক্য্যথ ॥ ১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো বো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিঞ্চিধৈঃ ।

টীকা—কথমিষ্টকামদোষা যজ্ঞো ভবেদিত্যত্রাহ—
দেবানিতি । অনেন যজ্ঞেন যুয়ং দেবান্ ভাবয়ত
হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত, তে চ দেবা বো যুয়ান্ সংবর্দ্ধয়ন্ত
বৃত্তাদিনা অন্নোৎপত্তিদ্বারেণ, এবমছোতাং সংবর্দ্ধয়ন্তো
দেবাশ্চ যুয়ঞ্চ পরম্পরং শ্রেয়োহভীষ্টমর্থং প্রাপ্যাত ॥ ১১

টীকা—এতদেব স্পটীকূর্বন্ কৰ্ম্মাকরণে দোষমাহ—
ইষ্টানিতি । যজ্ঞভাবিতাঃ সন্তো দেবা বৃত্তাদিদ্বারেণ বো
যুয়ভাং ভোগান্ দাস্যন্তি, হি অতো দেবৈর্দত্তানন্নাদীনেভ্যো
দেবেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদ্বা বো ভুঙ্ক্তে, স তু স্তেনঃ
চোর এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২

টীকা—অতশ্চ যজ্ঞন্ত এব শ্রেষ্ঠাঃ, নেতরা ইত্যাহ—
যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি । বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টং যেহশ্নন্তি
তে পঞ্চসূনাদিকৃতৈঃ সর্কৈঃ কিঞ্চিধৈর্মুচ্যন্তে । পঞ্চসূনাশ্চ
স্বতাবুজাঃ,—“কণুনী পেযণী চুল্লী উদকুন্তী চ মার্জ্জনী ।
পঞ্চসূনা গৃহস্থশ্চ তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি ।” যে স্বাত্মনো
ভোজনার্থমেবাগ্নং পচন্তি, ন তু বৈশ্বদেবাত্ত্বং, তে পাপা
ছুরাচারে অধমেব ভুঞ্জতে ॥ ১৩

টীকা—জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুহাদপি কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যমিত্যাহ

এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা ইজাদি স্রসকলকে হবির্ভাগ প্রদান
পূর্বক সংবর্দ্ধিত কর । যজ্ঞতৃপ্ত দেবগণও তোমাদের যথাকালে
বর্ষণ করিয়া সম্যক বর্দ্ধিত করুন । এইরূপ পরস্পর পরস্পরকে
আপ্যায়িত করত তোমরা অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হও ॥ ১১

যজ্ঞতৃপ্ত দেবগণ তোমাদের ইষ্ট ভোগসকল দান করিবেন,
এইহেতু সেই দেবগণের দত্ত অন্নাদি উহারিগকে পঞ্চযজ্ঞাদির
দ্বারা প্রদান না করিয়া যে স্বয়ং ভোজন করে, সে চোর ॥ ১২

বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞের অবশিষ্টভোজনকারী সাধুগণ পঞ্চসূনাজনিত
নিষিদ্ধ পাপ হইতে বিমুক্ত হন, আর বাহারা কেবল আপনার

ভুঞ্জতে তে স্বয়ং পাপা যে পচন্ত্যান্নকারণাং ॥ ১৩

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পৰ্জ্জ্ঞাদন্নসম্ভবঃ ।

যজ্ঞাদ্ ভবতি পৰ্জ্জ্ঞো যজ্ঞঃ কৰ্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪

কৰ্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।

তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫

—অন্নাদিতি ত্রিভিঃ । অন্নচ্ছ্রুশোণিতরূপেণ পরিণতাদ্
ভূতান্যুৎপত্তান্তে । অন্নশ্চ চ সম্ভবঃ পৰ্জ্জ্ঞাদ্ বৃষ্টেঃ, স চ
পৰ্জ্জ্ঞো যজ্ঞোদ্ভবতি, স চ যজ্ঞঃ কৰ্ম্মসমুদ্ভবঃ, কৰ্ম্মণা
যজ্ঞমানাদিব্যাপারেণ সম্যক্ সম্পত্ত্বত ইত্যর্থঃ । “অগ্নৌ
প্রাস্তাহতিঃ সমাগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জায়তে
বৃষ্টির্বৃষ্টিরন্নং ততঃ প্রজাঃ” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৪

টীকা—তথা কৰ্ম্মেতি । তচ্চ যজ্ঞমানাদিব্যাপাররূপং
কৰ্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি, ব্রহ্ম বেদন্তস্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি,
তচ্চ বেদাখ্যং ব্রহ্মাক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূতং বিদ্ধি ।
“অশ্ব মহতো ভূতশ্চ নিঃস্রিসিতমেতদ্ অথেনো যজুর্বেদঃ
সামবেদঃ” ইতি শ্রুতেঃ । যত এবমক্ষরাদেব যজ্ঞপ্রবৃত্তে-
রভ্যন্তমভিপ্রোতো যজ্ঞস্তস্মাৎ সর্বগতমপ্যক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং
সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং যজ্ঞেনোপায়ভূতেন প্রাপ্যত ইতি
যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমুচ্যতে ইতি “উত্তমস্থা সদা লক্ষ্মীঃ”
ইতিবং । যদ্বা যস্মাজ্জগচ্চক্রশ্চ মূলং কৰ্ম্ম, তস্মাৎ সর্বগতং
মন্ত্রার্থবাদৈঃ সর্কৈষু সিদ্ধার্থপ্রতিপাদকেষু ভূতার্থাখ্যানা-
দিষু গতং স্থিতমপি বেদাখ্যং ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে তাৎপর্য-
রূপেণ প্রতিষ্ঠিতম্, অতো যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৫

ভোক্ত্রনের ভক্ত পাক করে, সেই ছুরাচারগণ পাপই ভোজন করিয়া
থাকে ॥ ১৩

ভূতসকল অন্ন হইতে অর্থাৎ শুক্রশোণিতরূপে পরিণত
ভুক্তদ্রব্য হইতে সঞ্চারিত হয়, আর মেঘ হইতে অন্ন সমুৎপন্ন হইয়া
থাকে । যজ্ঞ হইতে মেঘ হয় এবং যজ্ঞমানাদির ব্যাপাররূপ কৰ্ম্ম
হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৪

সেই যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন এবং বেদ পরমাত্মা
হইতে সমুদ্ভূত, তজ্জন্ম সাংক্যং পরমাত্মা হইতে সম্ভূত হওয়ার
নিমিত্ত সর্বদ্রব্যাপী অক্ষর পরমাত্মা সর্বদা যজ্ঞে সন্নিবিষ্ট
আছেন ॥ ১৫

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।

অঘায়ুরিঙ্গিয়্যারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬

যন্ত্যশ্বরতিরেব স্যাদাত্ততুগুশ্চ মানবঃ ।

আত্মশ্বেব চ সন্তুষ্টস্য কার্য্যং ন বিচ্যতে ॥ ১৭

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনৈহ কশ্চন ।

টীকা—যস্মাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুরুষার্থ-
সিদ্ধয়ে কৰ্ম্মাদিচক্রং প্রবর্তিতং, তস্মাস্তদকুৰ্ব্বতো বৃথৈব
জীবতিমিত্যাহ—এবমিতি । পরমেশ্বরবাক্যভূতাদ্বেদা-
খ্যাদ্ ব্রহ্মণঃ পুরুষাণাং কৰ্ম্মণি প্রবর্তিস্ততঃ কৰ্ম্মনিষ্পত্তিস্ততঃ
পৰ্জ্জগন্ততোহন্নং ততো ভূতানি । ভূতানাঞ্চ পুনস্তথৈব
কৰ্ম্মণি প্রবত্তিরিত্যেবং প্রবর্তিতং চক্রং যো নানুবর্তয়তি
নানুভীত্বতি, সঃ অঘায়ুঃ অঘং পাপরূপমায়ুৰ্যন্ত সঃ ।
যতঃ ইন্দ্রিয়ৈববিষয়েষেব রমতে ন স্বীকরারাদনার্থে কৰ্ম্মণি,
অতো মোঘং বার্থং স জীবতি ॥ ১৬

টীকা—তদেবং “ন কৰ্ম্মণামনারস্তাৎ” ইত্যাদিনা
অজ্ঞস্তান্তঃকরণশুদ্ধার্থং কৰ্ম্মযোগমুক্তা জ্ঞানিনঃ কৰ্ম্মানু-
যোগমাহ—যন্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্ । আত্মশ্বেব রতিঃ শ্রীতির্থন্ত
সঃ ততশ্চাত্মশ্বেব তপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নিবৃত্তঃ, অতএবা-
ত্মশ্বেব সন্তুষ্টো ভোগাপেক্ষারহিতো যন্তস্য কৰ্ত্তব্যং কৰ্ম্ম
নাস্তীতি ॥ ১৭

টীকা—তত্র হেতুমাহ—নৈবেতি । কৃতেন কৰ্ম্মণা
তন্ত্যর্থঃ পুণ্যং নৈবাস্তি, ন চাকৃতেন কশ্চন কোহপি
প্রত্যবায়োহস্তি । নিরহঙ্কারেণ বিধি-নিষেধাতীত্বাৎ ।
তথাপি “তস্মাৎ স্বদেবাং তন্ন প্রিয়ং যদেত্তম্নমুহ্মা বিহঃ” ইতি
ঋতেন্মোক্ষে দেবকৃতবিঘ্নসম্ভবাং তৎপরিহারার্থং কৰ্ম্মভি-

জগতে পূৰ্ব্বকথিত দৈশ্বর্য কৰ্ত্তব্য সঞ্চালিত কৰ্ম্মচক্রে যে অহুবৰ্ত্তন
করে না, হে পার্থ! সেই পাপময় জীবন-বিশিষ্ট ইঞ্জিয়পরাধণ
ব্যক্তি অনর্থক জীবন ধারণ করে ॥ ১৬

এবং যে আত্মজ্ঞানী মানব আত্মায় অনন্তনিষ্ঠ, আত্মাতেই
পরিভূট, আত্মাতেই পূর্ণানন্দ হন, তাঁহার কোন কৰ্ত্তব্য আর
নাই ॥ ১৭

ইহলোকে তাহার কৃতকৰ্ম্মের দ্বারা পুণ্য হয় না অথবা কৰ্ম্ম
না করিলেও পাপ হয় না । তাঁহাকে মোক্ষের জন্ত ব্রহ্ম হইতে

ন চাস্য সৰ্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর ।

অসক্তো হ্যচরন্ কৰ্ম্ম পরমাত্মোতি পুরুষঃ ॥ ১৯

কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাশ্ৰিতাঃ জনকাদয়ঃ ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পাদ্যন্ কৰ্ত্তুমর্হসি ॥ ২০

দেবাঃ সেব্যা ইত্যশঙ্কোক্তং সৰ্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থা-
বরাস্তেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ঃ এব ব্যাপাশ্রয়ঃ ।
অর্থো নোক্ষ আশ্রয়ণীয়োহস্ত্য নাস্তীত্যর্থঃ । বিঘ্নাভাবন্ত
ঋতৈব্যোক্তত্বাৎ । তথাচ ঋতিঃ—“তস্ম হ ন দেবাশ্চ
নাতুত্যা ঈশতে আত্মা হোযাং স ভবতি” ইতি । হ-
নেভ্যব্যয়মপার্থে, দেবা অপি তস্মাত্ততঃস্বজন্ত্য অভূতো
ব্রহ্মভাবপ্রতিবন্ধায় নেশতে ন শরুরস্বীতি ঋতেরর্থঃ ।
দেবকৃতান্ত্র বিঘ্নাঃ সমাগ্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগেব “যদেতদ্
ব্রহ্ম মনুষ্যা বিদুস্তদেবাং দেবানাং ন প্রিয়ম্” ইতি ঋত্বা
ব্রহ্মজ্ঞানসৌবাশ্রিয়ত্বোক্ত্যা তত্রৈব বিঘ্নকৰ্ত্তব্যসা-
মুচিতত্বাৎ ॥ ১৮

টীকা—যস্মাদেবভূতস্য জ্ঞানিন এব কৰ্ম্মানুপযোগো
নান্যস্য, তস্মাত্ত্বং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বিত্যাহ—তস্মাদিতি । অসক্তঃ
ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কার্য্যমবশ্যকৰ্ত্তব্যতয়া বিহিতং নিত্য-
নৈমিত্তিকং কৰ্ম্ম সমাগাচর, হি যস্মাদসক্তঃ কৰ্ম্মাচরন্
পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধিজ্ঞানদ্বারা প্রাপ্নোতি ॥ ১৯

টীকা—অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—কৰ্ম্মণৈবেতি ।
কৰ্ম্মণৈব শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ সংসিদ্ধিং সমাগ্ জ্ঞানম্ আশ্রিতাঃ
প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ । যত্বপি স্বং সমাগ্ জ্ঞানিনমেবাশ্রানং
মন্ত্যসে, তথাপি কৰ্ম্মাচরণং ভজ্যমেবেত্যাহ—লোকসংগ্রহ-

স্বাবর পর্য্যন্ত কাহারও আশ্রয় লইতে হয় না ॥ ১৮

তজ্জন্ত আসক্তিশূণ্য হইয়া নিয়ত কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম উত্তমরূপে
আচরণ কর, যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কৰ্ম্ম অহুষ্ঠান করত পুরুষ
মোক্ষলাভ করেন ॥ ১৯

জনকাদি রাজগণ কৰ্ম্মের দ্বারা ই শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া মোক্ষলাভে
সমর্থ হইয়াছিলেন । তুমি যদি আপনাকে জানী বলিয়া মনে
কর, তথাপি লোকসকলের স্বার্থে প্রবর্তনের প্রতি দৃষ্টিপাত করত
কৰ্ম্মত্যাগ করিবে না ॥ ২০

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তৎ তদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ১১

ন মে পার্থাস্তি কৰ্তব্যং ত্রিষু লোকেষু দ্বিধনঃ ।

নানবাপ্তমবাপ্তবাং বৰ্ত এব চ কৰ্মণি ॥ ১২

যদি হহং ন বৰ্তেয়ং জাতু কৰ্মণ্যতল্লিতঃ ।

মম বন্ধানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্বশঃ ॥ ১৩

মিত্যাদি । লোকস্য সংগ্রহঃ স্বধৰ্মে প্রবর্তনঃ, ময়া কৰ্মণি কৃতে জনঃ সৰ্বোহপি কবিষ্যতি । অন্যথা জ্ঞানিদৃষ্টান্তেনাজ্ঞো নিজধৰ্মঃ নিত্যং কৰ্ম তাজ্ঞপতে-
দিত্যেব লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনঃ পশ্যন্ কৰ্ম কৰ্ত্তৃমেবাহসি ন তাকু মিত্যর্থঃ ॥ ১০

টীকা—কৰ্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা স্তাং তথাহ—
যদ্ যদেতি । ইতরঃ প্রাকৃতোহপি জনস্তত্তদেবাচরতি । স
শ্রেষ্ঠো জনঃ কৰ্মশাস্ত্রং তদ্বিরুদ্ধিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং
কুরুতে মনুতে, তদেব লোকোত্তপানুসরতি ॥ ১১

টীকা—অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ ত্রিভিঃ—ন মে
পার্থেতি । হে পার্থ ! মে কৰ্তব্যং নাস্তি, যতস্ত্রিধাপি
লোকেষু অনবাপ্তমপ্রাপ্তং সং অবাপ্তবাং প্রাপ্য নাস্তি ;
তথাপি কৰ্মগ্রাহং বৰ্ত্তে কৰ্ম করোমোবেত্যর্থঃ ॥ ১২

টীকা—অকরণে লোকস্য নাশং দর্শয়তি—যদি
হহমিতি । জাতু কদাচিদতল্লিতোহনলসঃ সন্ যদি
কৰ্মণি ন বৰ্তেয়ং কৰ্ম নান্ততিষ্ঠেয়ং, তদ্বি মমৈব বন্ধা মার্গঃ

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে কৰ্মের আচরণ করেন, অপর লোকও সেই
সেই কৰ্ম করিয়া থাকে । সেই প্রধান ব্যক্তি কৰ্ম অথবা মোক্ষ
যাহা প্রধান বলিয়া গ্রহণ করেন, লোক অধিকারী না হইলেও
শ্রেষ্ঠের অনুসরণ করে, অতএব লোকরক্ষার জগৎ তোমার কৰ্ম
করা কৰ্তব্য ॥ ১১

হে অৰ্জুন ! আমার কৰ্তব্যকৰ্ম কিছুই নাই, ত্রিভুবনে
অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্য কিছুই নাই, তথাপি আমি লোকরক্ষার জন্ত
কৰ্মাচরণ করিতেছি ॥ ১২

হে পার্থ ! যদি আমি কখন আলস্যপরিণুত হইয়া কৰ্মের
অনুষ্ঠান না করি, তখন নিশ্চিতই মানবসকল সৰ্বপ্রকারে আমার
মার্গানুসরণ করিবে । এইজন্য লোকস্থিতি-হেতু অবশ্যই কৰ্ম করা
বিধেয় ॥ ১৩

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাৎ কৰ্মচেদহম্ ।

সঙ্করস্ত চ কৰ্তা স্তামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ১৪

সক্তাঃ কৰ্মণ্যবিদ্যাসো যথা কুৰ্বন্তি ভারত ।

কুর্যাদ্ বিদ্যাংস্তথাসক্তশ্চিকীৰ্শুলোকসংগ্রহম্ ॥ ১৫

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্মসঙ্গিনাম্ ।

জোষয়েৎ সৰ্বকৰ্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ১৬

মনুষ্যা অনুবর্তন্তেহনুবর্তেরনিত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা—ততঃ কিমত আহ—উৎসীদেয়ুরিতি । উৎ-
সীদেয়ুঃ কৰ্মলোপেন নশ্বেয়ঃ । ততশ্চ যো বৰ্ণসঙ্করো
ভবেৎ তসাপাহমেব কৰ্তা স্তাং ভবেয়ম্, এবমহমেব প্রজা
উপহন্যাং মলিনীকুর্যামিতি ॥ ১৪

টীকা—তন্মাদানুবিদ্যাপি লোকসংগ্রহার্থঃ তৎকৃপয়া
কৰ্ম কাৰ্য্যমেবেভ্যুপসংহরতি—সক্তা ইতি । কৰ্মণি
সক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তো যথাহজ্ঞাঃ কৰ্মাণি কুৰ্বন্তি,
অসক্তাঃ সন্ বিদ্বানপি তথৈব কুর্য্যালোকসংগ্রহং
কৰ্ত্তুমিচ্ছন্তঃ ॥ ১৫

টীকা—নমু কৃপয়া 'তত্ত্বজ্ঞানমেবোপদেষ্টুঃ যুক্তঃ
নেত্যাহ—ন বুদ্ধিভেদমিতি । অজ্ঞানামতএব কৰ্মসঙ্গিনাং
কৰ্মাসক্তানাংকর্ত্র্যাপদেশেন বুদ্ধিভেদমন্তথাৎ ন
জনয়েৎ । বৰ্ণগঃ সকাশাদ্ বুদ্ধিবিচালনং ন কুর্যাৎ ।
অপি তু জোষয়েৎ সেবয়েৎ । জুযী শ্রীতি-সেবনয়োঃ,
অজ্ঞান্ কৰ্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ । কথম্ ? যুক্তোহবহিতো

যদি আমি কৰ্ম না করি, তাহা হইলে এই লোকসকল আমার
দৃষ্টান্তে কৰ্ম না করিয়া লোপহেতু বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা
হইলে আমিই বর্ণসঙ্করের কৰ্তা হইব—এরূপ আচরণে আমিই
লোকসকলকে মলিন কবিব ॥ ১৪

হে ভারত ! কৰ্মে অতাসক্ত অজ্ঞানিগণ যদ্রূপ কৰ্মাচরণ
করে, লোকসকলকে স্বয়ং প্রবর্তিত করিতে ইচ্ছক বিদ্বান্ তদ্রূপ
করিবেন । জ্ঞানীর আপনার কৰ্ম না থাকিলেও লোকসংগ্রহের
জন্ত কৰ্ম করা কৰ্তব্য ॥ ১৫

কৰ্মে অভিনিবিষ্ট অজ্ঞগণের বুদ্ধি 'আত্মা অকৰ্তা' এরূপ
উপদেশের দ্বারা বিচালন করিবে না, পরন্তু বিদ্বান্ অল্পরাগের
সহিত সমস্ত কৰ্ম উত্তমরূপে আচরণ করত অজ্ঞানীকে কৰ্মে
প্রবর্তিত করিবেন ॥ ১৬

প্রকৃতে: ক্রিয়মাণানি গুণৈ: কৰ্মাণি সৰ্বশ: ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ১৭

তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়ো: ।

গুণা গুণেষু বর্তন্তু ইতি মহা ন সজ্জতে ॥ ১৮

প্রকৃতেগুণসম্মুঢ়া: সজ্জন্তে গুণকর্মসু ।

তানকুৎস্নবিদো মন্দান্ কুৎস্নবিরি বিচালয়েৎ ॥ ১৯

ভূহা স্বয়মাচরন্ সন্, বুদ্ধিবিচালনে কৃতে সাত বশ্যম্
অন্ধানিবর্ত্তেজ্ঞানস্মা চানুৎপন্তেস্তেবামুভয়ভ্রংশ: সাদিদি
ভাব: ॥ ১৬

টীকা—নমু বিহুমাপি চেৎ কর্ম কর্তব্যং, তহি বিদদ
বিভূষো: কো বিশেষ ইত্যাহঙ্কারো ন্যোবিশেষণং দর্শয়তি—
প্রকৃতেরিতি দাভ্যাম্ । প্রকৃতেগুণৈ: প্রকৃতিকার্মা-
রিন্দ্রিয়ে: সর্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি নানি কৰ্মাণি
তান্নহমেব কর্তা করোমীতি মন্যতে । সন্ হেতুঃ—
অহঙ্কারেতি । অহঙ্কারেণেন্দ্রিয়াদিস্বাভাৱাসেন বিমূঢ়
বুদ্ধি: সন্ ॥ ১৭

টীকা—বিদ্বাংস্তু তথা ন মন্যত ইত্যাহ তত্ত্ববিদিতি ।
নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্য আখ্যনো বিভাগঃ, ন মে
কৰ্ম্মাণীতি কৰ্ম্মভোহপ্যাখ্যনো বিভাগঃ, তয়োহুণকর্ম-
বিভাগয়ো: যন্তস্তু বেদিত স তু ন সজ্জতে কর্তব্যভিবেশ-
ন করোতি । তত্র হেতুঃ—গুণা ইতি । গুণো ইন্দ্রিয়ানি
গুণেষু বিষয়েষু বর্ত্তন্তে নাহমিতি মন্য ॥ ১৮

টীকা—ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদিহুৎপসংহরতি
প্রকৃতেরিতি । যৈ: প্রকৃতেগুণৈ: সম্মুঢ়া:

লৌকিক ও বৈদিক কর্মসকল প্রকৃতির দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা
সর্বপ্রকারে ক্রিয়মাণ হয়, অহঙ্কার বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি আমি কর্ম
সমূহ করিতেছি ইহা মনে করে ॥ ১৭

হে মহাবাহো! আর সম্বাদি গুণ ও কর্ম হইতে আত্মা
বিভিন্ন এই উভয়ের তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহে
প্রবর্ত্তিত হয়, আমার সত্ত্বিত কোন সম্বন্ধ নাই—ইহা অসংগত হইয়া
আসক্ত হন না ॥ ১৮

প্রকৃতির সম্বাদিগুণের দ্বারা বিমূঢ় ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ে এবং
অবগাদি কর্মে আসক্ত হয়—সেই অসম্যগদর্শিগণকে সর্বজ
বিচলিত করিবেন না ॥ ১৯

ময়ি সর্বাণি কৰ্মাণি সংস্রাত্মাধ্যাত্মচেতসা

নিরাশীনির্মমো ভূহা যুধ্যস্ব বিগতজ্বর: ॥ ৩০

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবা: ।

শ্রদ্ধাবস্তোহনসূয়স্তো মুচাক্ষে তেহপি কর্মভি: ॥ ৩১

যে ত্বেতদভ্যাসূয়স্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।

সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতস: ॥ ৩২

সজ্জা গুণেষু ইন্দ্রিয়েষু তৎকর্মসু চ সজ্জন্তে, বয়ং কর্ম
কুশ্ব ইতি, তান্ অকুৎস্নবিদো মন্দমতীন্ কুৎস্নবিৎ
সর্বভ্রো ন বিচালয়েৎ ॥ ১৯

টীকা—তদেবং তত্ত্ববিদাপি কর্ম কর্তব্যং, তন্তু নাছাপি
তত্ত্ববিৎ, অতঃ কশ্মৈব কুর্বিত্যাহ—ময়ীতি । সর্বাণি
কৰ্ম্মাণি ময়ি সম্যস্র সমপ্য অধ্যাত্মচেতসা অন্তর্য্যাম্য-
ধীনোহহং কর্ম করোমীতি দৃষ্ট্যা নিরাশীনির্মমোহতএব
মৎকলসাধনং মদর্থমিদং বশ্মেতোবং মমতাশূন্যশ্চ ভূহা
বিগতজ্বরস্তাক্ষোবশ্চ ভূহা যুধ্যস্ব ॥ ৩০

টীকা—এবং কর্ম্যানুষ্ঠানে গুণমাত—যে মে মতমিতি ।
যদ্বাকো শ্রদ্ধাবস্তোহনসূয়স্তো দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি
প্রবর্ত্তয়তীতি দোষদৃষ্টিমকুর্কমশ্চ । যে মে মদীয়মিদং
মতমনুতিষ্ঠন্তি, তেহপি শনৈ: কর্ম্ম কুর্কবাণা: সমাগ
জ্ঞানিবৎ কর্ম্মাভিমুচাক্ষে ॥ ৩১

টীকা—বিপক্ষে দোষমাহ—যে ত্বেতদিতি । যে তু
মে মতমীধরার্থ: কর্ম্ম কর্তব্যমিত্যুশাসনমভ্যাসূয়স্তো
দ্রিষন্তো নানুতিষ্ঠন্তি, তান্ অচেতসো বিবেকশূন্যান্ অতএব

লৌকিক বৈদিক আদি কর্মসমূহ আমাতে সমর্পণ পূর্বক,
আমি হাদীন নহি, অন্তর্য্যামীর অধীন হইয়া কর্ম করিতেছি,
এইরূপ দৃষ্টিসহায়ে নিজাম মমতাশূন্য হইয়া শোক পরিত্যাগপূর্বক
যুদ্ধ কর ॥ ৩০

বিশ্বাসী শ্রদ্ধাবান্ আমার দুঃখাত্মক কর্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছে
কপ দোষদৃষ্টি-বিরহিত যে মনুষ্যসকল আমার পূর্বকথিত মত
নিত্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও কর্মসকল হইতে কর্মকারী
জ্ঞানীর স্থায় মুক্ত হন ॥ ৩১

কিন্তু বাহ্যরা আমার এই মতে দোষারোপ করত উহা
অনুষ্ঠান করে না, অবিবেকী নিপিল কর্ম ও ত্রুৎ বিষয়ে বিমূঢ় সেই
ব্যক্তিদিগকে নাশপ্রাপ্ত বলিয়া জানিবে ॥ ৩২

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি ।

প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩

ইন্দ্রিয়স্যেन्द्रিয়সার্থে রাগ-দ্বेषৌ বাবাস্তৌ ।

তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হস্য পরিপস্থিনৌ ॥ ৩৪

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বহুষ্টিতাৎ ।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

সর্বশ্মিন্ কশ্মপি ব্রহ্মবিষয়ে চ যজ্জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ান্
নষ্টান্ বিদ্ধি ॥ ৩২

টীকা--নহু তর্হি মহাকলহাদিপ্রিয়াণি নিগৃহ্য
নিষ্কামাঃ সন্তঃ সর্বেরূপি স্বধর্মমেব কিং নাস্মৃতির্ভূতি
তত্রাহ -সদৃশমিতি । প্রকৃতিঃ প্রাচীনকর্মসংসারাদীন-
স্বভাবঃ স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশমহু-
রূপমেব গুণদোষজ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুনর্বক্তবা-
মভ্যশ্চেষ্টত ইতি, তস্মাদ্ভূতানি সর্বেরূপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিঃ
যাস্তি অহুবর্তন্তে, এবঞ্চ সত্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি
প্রকৃতের্বলীয়ত্বাদিতার্থঃ ॥ ৩৩

টীকা নহেবাং প্রকৃত্যধীনৈব চেৎ পুরুষস্য
প্রবৃত্তিস্তি বিধিনিষেধশাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যং প্রাপ্তমিত্যাঙ্কাত
—ইন্দ্রিয়সোতি । ইন্দ্রিয়সোন্দ্রিয়সোতি বীপ্সয়া প্রত্যেকঃ
সর্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রত্যেকমিত্যুক্তম্ । অথে স্বস্ববিষয়ে
অনুকূলে রাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষশ্চ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ
বাবাস্তৌ অবশ্যস্তাবিনৌ, ততশ্চ ওদনুরূপা প্রবৃত্তিরিতি
ভূতানাং প্রকৃতিঃ, তথাপি তয়োর্বশবস্তী ন ভবেদিতি
শাস্ত্রেণ নিয়ম্যতে । হি যস্মাদস্য মুমুক্শোস্তৌ পরিপস্থিনৌ
প্রতিপক্ষৌ । অয়ং ভাবঃ- বিবয়স্মরণাদিনা রাগদ্বেষা-
বৃৎপাত্ত অনবহিতং পুরুষমনর্থেরূপি গন্তীরে স্রোতসীং
প্রকৃতির্বলাৎ প্রবর্তয়তি, শাস্ত্রং তু ততঃ প্রাগেব বিষয়েসু

জ্ঞানবান্ আপনার প্রকৃতির বা প্রাচীন কর্মসংস্কারের অধীন
স্বভাবের অরূপ কার্য করেন, যেহেতু প্রাণিগণ স্বকীয় স্বভাব
অনুসারে কাম্যাহুষ্ঠান-ভংগ হই, এতজ্ঞাত ইন্দ্রিয়নিগ্রহ
করিবে ॥ ৩৩

সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের স্ব-স্ব অনুরূপ শব্দাদি বিষয়সমূহে অহুরাগ
ও দ্বেষ অবশ্যজ্ঞাবী, তথাপি সেই রাগদ্বেষের বশ্যতাপন্ন হইবে না,
কারণ মুমুক্ ব্যক্তির রাগদ্বেষ প্রতিপক্ষ ॥ ৩৪

অতি উত্তমরূপে অহুষ্টিত পরধর্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দোষযুক্তও

অজুন উবাচ ।

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ ।

অনিচ্ছন্নপি বাঞ্ছ্যে বলাদেব নিযোজিতঃ ॥ ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপ্য বিদ্যেদ্যনমিত বৈরিণম্ ॥ ৩৭

রাগদ্বেষপ্রতিবন্ধকে পরমেশ্বরভক্তনাদৌ প্রবর্তয়তি ।
ততশ্চ গন্তীরস্রোতঃপাতাৎ পূর্বমেব নাবমাশ্রিত ইব
নানর্থং প্রাপ্নোতীতি ॥ ৩৪

তদেবং স্বাভাবিকো পশাদিসদৃশীঃ প্রকৃতিং ত্যক্ত্বা
স্বধর্মো প্রবর্তিতবামিত্যুক্তম্ । তর্হি স্বধর্মস্য যুদ্ধাদেহুঃ-
রূপস্য যথাবৎ কল্পমশকাহাৎ পরধর্মস্য চাহিংসাদেঃ
সুকরহাক্ষর্যাবিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ
শ্রেয়ানিতি । কিঞ্চিদঙ্গহীনোহপি স্বধর্ম্যঃ শ্রেয়ান
প্রশস্ততরঃ । অহুষ্টিতাৎ সকলান্গসম্পূর্ত্যা কৃতাদপি
পরধর্ম্যং সকাশাৎ । তত্র হেতুঃ,—স্বধর্মো যুদ্ধাদৌ
প্রবর্তমানস্ত নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠে স্বর্গাদিপ্রাপকত্বাৎ,
পরধর্মস্ত স্বস্যা ভয়াবহো নিবিদ্ধদেহেন নরকপ্রাপকত্বাৎ ॥ ৩৫

টীকা—তয়োর্ন বশমাগচ্ছেদিত্যুক্তং, তদেতদশকার
মবানোহজুন উবাচ—অর্থোতি । বৃক্ষের্বাংশেবতীর্ণো
বাঞ্ছ্যে, তে বাঞ্ছ্যে ! অনর্থরূপং পাপং কল্পমনিচ্ছন্নপি
কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোহয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি ?
কামক্রোধো বিবেকবলেন নিরুদ্ধতোহপি পুরুষস্ত পুনঃ
পাপে প্রবৃত্তিদর্শনাৎ অস্ত্রোহপি তয়োর্মূলভূতঃ কশিৎ
প্রবর্তকো ভবেদিতি সন্তাবনায়াং প্রশ্নঃ ॥ ৩৬

টীকা—তত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম এষ ক্রোধ
এষ ইত্যাদি । যস্তয়া পৃষ্ঠো হেতুরেষ কাম এষ, নহু
স্বধর্ম প্রেরয়ক, যেহেতু স্বধর্মে নিধনও মঙ্গল, কিন্তু পরধর্ম
ভয়জনক ॥ ৩৫

অজুন বলিলেন,—হে বৃক্ষকূলতিলক ! পাপ কারতে
অনিচ্ছাকারী এই পুরুষ কাহার দ্বারা প্রেরিত ও বলপূর্বক যেন
নিয়ন্ত্রিত হইয়া পাপাহুষ্ঠান করিতে থাকে ॥ ৩৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—এই কাম বা ইষ্টবিষয়ক অভিলাষ,
এই ক্রোধ বা রোষ—অনিষ্ট বিষয়দর্শনাদি-হেতু মনোবিকার,
কামিতার্থ-বিঘাত জন্ম মনোকোভ, রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন,

ধূমেনাপ্রিয়তে বহির্বিখাদশো মলেন চ ।
যথোদ্বেনাবৃতো গৰ্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।
কামপেণ কৌন্তেয় ছুপ্পুরেণানলেন চ ॥ ৩৯
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।

ক্রোধোহপি পূৰ্ব্বং ত্রয়োক্তঃ “ইন্দ্রিয়স্তোন্দ্রিয়স্তার্থঃ” ইত্যত্র
সত্যম্ । নাসৌ ততঃ পৃথক্, কিন্তু ক্রোধোহপোষ কাম এব
হি, কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধায়না পরিণমতে; অতঃ
পূৰ্ব্বং পৃথক্হেনোক্তোহপি ক্রোধঃ কামজ্জ এৱ ইত্যভি-
প্রায়েণ কামেনৈকীকৃত্যোচ্যতে । রজোগুণাং সমুদ্ভ-
বতীতি তথা, অনেক সত্ত্বরূপা রজসি ক্ষয়ঃ নীতে সতি
কামোহপি ক্ষীয়তে ইতি স্মৃচিতম্ । এনং কামমিত
মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধি; অয়ঞ্চ বক্ষ্যমাণক্রমেণ হস্তবা
এব, যতো নাসৌ দানেন সন্ধাতুং শকা ইত্যাহ -- মহাশনো
মহৎ অর্শনং যস্য স ছুপ্পুর ইত্যর্থঃ, ন চ সারা সন্ধাতুং
শক্যো যতো মহাপাপ্মা অভ্যাগ্ৰঃ ॥ ৩৭

টীকা - কামস্য বৈরিণং দর্শয়তি -- বৃমেনেতি । যথা
ধূমেন সহজেন বহিরাপ্রিয়ত আচ্ছাদিতে, যথা বাদশো
মলেন আগন্তুকেন, যথা চোলেন গৰ্ভবেষ্টেন চক্ষুণা গৰ্ভঃ
সর্বতো নিরুদ্ধাবৃতস্তথা প্রকারত্রেয়োগপি তেন
কামেনাবৃতমিদম্ ॥ ৩৮

টীকা -- ইদং শব্দনির্দিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিণং স্মৃটয়তি -
আবৃতমিতি । ইদন্ত বিবেকজ্ঞানম্ এতেনাবৃতম্; অজ্ঞাসা
খলু ভোগসময়ে কামঃ সুখহেতুরেব পরিণামে তু বৈরিতাং
প্রতিপত্ততে, জ্ঞানিনঃ পুনস্তৎকালমপানর্থানুসন্ধানাদুঃখ-
ছুপ্পুরণীয় ও অত্যন্ত উগ্র -- এই কামকে মুক্তিমাগে অরতি বলিয়া
অবগত হইবে ॥ ৩৭

যেৰূপ অগ্নি ধূমের দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে, মলের দ্বারা যেৰূপ দর্পণ
আবৃত থাকে, যেমন গৰ্ভ জরায়ুর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, তজ্জপ সেই
কামের দ্বারা এই বিবেকজ্ঞান আচ্ছাদিত ॥ ৩৮

হে কৌন্তেয়! নিত্যরিপু কামরূপ অপূরণীয় এই বহির
দ্বারা জ্ঞানসমূহের জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া আছে ॥ ৩৯

ইন্দ্রিয়গণ, সঙ্কল-বিকল্পাত্মক মন, নিশ্চয়াগ্নিকা বুদ্ধি এই
কামের আশ্রয় স্থান । কাম ইহাদের আশ্রয় করিয়া অবস্থান

এতৈবিমোহয়ত্যেব জ্ঞানমাবৃত্তা দেহিনম্ ॥ ৪০
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।
পাপপ্লানং প্রজহি হেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।
মনসন্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতন্তু সঃ ॥ ৪২

হেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তম্ । কিঞ্চ বিষয়ে:
পৃথমাণোহপি যো ছুপ্পুরোহপৃথামাণস্ত শোকসস্তাপ-
হেতুত্বাদনলতুল্যঃ, অনেক সর্বান প্রতি নিত্যবৈরিণ-
মুক্তম্ ॥ ৩৯

টীকা - ইদানীং তস্মাদিষ্ঠানং কথয়ন্ জয়োপায়মাহ --
ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্ । বিষয়দর্শনশ্রবণাদিভিঃ সঙ্কল্পেনাধ্য-
বসায়েন চ কামস্তাবিভাবাদিন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চাত্মা-
ধিষ্ঠানমুচ্যতে, এতৈরিন্দ্রিয়াদিভির্দর্শনাদিবাণ্যাপারবহিরা-
শ্রয়ভূতৈবিববেকজ্ঞানমাবৃত্তা দেহিনং বিমোহয়তি ॥ ৪০

টীকা -- যস্মাদেবং তস্মাদ্বিমিতি । তস্মাদাদৌ বিমোহাৎ
পূৰ্ব্বমেবোন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঞ্চ নিয়মা পাপপ্লানং পাপ-
রূপমেনং কামং হি স্মৃটং প্রজহি ঘাতয়, যদ্বা প্রজহিতি
পরিত্যজ । জ্ঞানমাব্রবিষয়ং বিজ্ঞানং সাক্ষীকং তয়োনাশ-
কম্ । যদ্বা জ্ঞানং শাস্ত্রাচাৰ্য্যোপদেশজং, বিজ্ঞানং নিদিষ্টা-
সনজম্ “তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বীত” ইতি
শ্রুতে: ॥ ৪১

টীকা -- অথাত্ৰ প্রসঙ্গতয়া চিত্তপ্রণিবানেনোন্দ্রিয়াণি
নিয়ন্তুং শক্যন্তে, তদাত্মরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য
দর্শয়তি -- ইন্দ্রিয়াণীতি । ইন্দ্রিয়াণি দেহাদিভ্যো গ্রাহেভ্যঃ
পরাণি শ্রেষ্ঠাত্মাহঃ । সূক্ষ্মাণ্যং প্রকাশকত্বাচ্চ, অতএব
করে বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে । এই কাম ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির
দ্বারা বিবেকজ্ঞান আচ্ছাদিত করিয়া দেহিগণকে বিমোহিত
করিয়া থাকে ॥ ৪০

হে ভারতপ্রধান! তজ্জন্ম তুমি সর্বপ্রথমে নিখিল ইন্দ্রিয়
নিয়মিত করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান (আজ্ঞাজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞান)-বিনাশকারী
সংসারের সকল দুঃখের একমাত্র কারণ পাপ কামকে উত্তমরূপে
সংহার কর, বিন্দুমাত্র কাম থাকিলে যন্ত্রণাভোগ অনিবাধ্য ॥ ৪১

শরীরাদি হইতে ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ, মন অখিল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধি মন হইতে প্রধান । যিনি বুদ্ধিরও শ্রেষ্ঠ, তিনিই
আত্মা ॥ ৪২

এবং বুদ্ধে: পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমায়না ।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং ছুরাসদম্ ॥ ৪৩

তদ্ব্যতিরিক্তমপ্যর্থাহুক্তং ভবতি । ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ সঙ্কল্লাগ্নকঃ
মনঃ পরং তৎপ্রবর্তকথাৎ । মনসস্ত নিশ্চয়াগ্নিকো বুদ্ধিঃ পরা,
নিশ্চয়পূর্বকথাৎ সঙ্কল্লাগ্ন । যন্ত বুদ্ধে: পরতঃ তৎসাক্ষিহেনা-
বস্থিতঃ সর্বাস্তরঃ স আত্মা ; তং বিমোহয়তি দোহনমিতি
দোহিশদোক্ত আত্মা স ইতি পরামৃশতে ॥ ৪২

টীকা—উপসংহরতি—এবামিতি । বুদ্ধেরেব বিষয়ে-
শ্রিয়াদিজ্ঞা: কামাদিবিজ্ঞায়া: । আত্মা তু নির্বিকার-
স্তৎসাক্ষীত্যেবং বুদ্ধে: পরমাত্মানং বুদ্ধা আয়না এবমুতয়া

হে মহাবাহো! এতরূপ বুদ্ধির অপেক্ষা অতি প্রশস্ত বুদ্ধির
দ্রষ্টা আত্মাকে অবগত হইয়া সত্ত্বপ্রধান বুদ্ধি দ্বারা রচঃপ্রধান

ইতি শ্রীমহাভারতম্ পদব্যাসবিরচিতং শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাজুনসংবাদে
কর্মযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২৭

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় চতুর্থোহধ্যায়ঃ)

[সত্ত্বাস্য ভগবতঃ প্রভাবঃ, নিকামকর্মযোগং যোগযুক্তমহাপুরুষাণামাচারং, মাহাত্ম্যঞ্চ বর্ণয়তা ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন
বিবিধযজ্ঞানাং জ্ঞানস্য চ মহিম্নো কথনম্ ।]

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।

বিবস্বান্মনবে শ্রাহ মনুরিঙ্কাকবেহব্রবীৎ ॥ ১

চতুর্থোহধ্যায়ঃ

টীকা—আবিভাব-তিরোভাবাবিকল্পং স্বয়ং হরিঃ ।

তত্ত্বপদবিবেকার্থং কর্মযোগং প্রশংসতি ॥

এবং তাবদধ্যায়দ্বয়েন কর্মযোগোপায়ো জ্ঞানযোগো-
পায়শ্চ মোক্ষসাধনত্বেনোক্তস্তমেব ব্রহ্মার্পণাদিগুণবিধানেন
তত্ত্বপদার্থবিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িত্বান্ প্রথমং তাবৎ

চতুর্থ অধ্যায় ।

[সত্ত্বা শ্রীভগবানের প্রভাব, নিকাম কর্মযোগ, যোগযুক্ত
মহাপুরুষগণের আচার ও মাহাত্ম্যের বিষয় বর্ণনাকারী ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিবিধযজ্ঞসমূহ এবং জ্ঞানের মহিমা কথন ।]

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাজুনসংবাদে
কর্মযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

শ্রীমহাভারতে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭

নিশ্চয়াগ্নিকয়া বুদ্ধ্যা আত্মানং মনঃ সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃৎ
কামরূপিনং শত্রুং জাহ মারয় ছুরাসদং ছুঃখেনাসদনীয়ং
হুবিভ্জয়গতিমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩

স্বপক্ষেণ যনারাশ তন্ত্র্যা মুক্তিমিতা বৃথা: ।

ও কৃষ্ণ পরমানন্দ তোষয়েৎ সর্বকস্মভিঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়ঃ

কর্মযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩

মনকে উত্তমরূপে আশ্রিত করত কামরূপ হুবিভ্জয়গতি সংসারপ্রদ
মহান্ অরিকে সংহার কর ॥ ৪৩

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরস্তপ ॥ ২

পরম্পরাপ্রাপ্তয়েন স্তবন্ শ্রীভগবানুবাচ—ইমমিতি ত্রিভিঃ ।
অব্যয়ফলহাদব্যয়ম্ ইমং যোগং পুরা অহং বিবস্বতে
আদিভ্যায় কথিতবান্, স চ স্বপুত্রায় মনবে শ্রাদ্ধদেবায়
শ্রাহ । স চ মনুঃ স্বপুত্রায় ইঙ্কাকবেহব্রবীৎ ॥ ১

টীকা—এবমিতি । এবং রাজানশ্চ ত স্বয়শ্চেতি ।
অন্তেহপি রাজর্ষয়ো নিমিপ্রমুখাঃ স্বপুত্রাদিভিরিঙ্কাকু-

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমি ভুবনভাস্কর স্বয়ং এই
সর্ববিকারশূণ্য অক্ষয় যোগ বর্ণিয়াছিলাম । আদিত্য তাঁহার
পুত্র মনুকে ও মনু তাঁহার পুত্র ইঙ্কাকুকে বলিয়াছিলেন ॥ ১

এবং বিদ্বিঃ অবিচ্ছিন্ন দ্বারাপ্রাপ্ত এই যোগ নিমি প্রভৃতি রাজর্ষি-

স এবায়াং ময়া তেহু যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।
 ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হেতুত্বমম ॥ ৩
 অর্জুন উবাচ ।
 অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।
 কথমেতদ্ বিজানীয়াৎ হৃমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪
 শ্রীভগবানুবাচ ।
 বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন ।

অর্থঃ—প্রোক্তমিমাং যোগং বিহুজ্ঞানস্তি স্ম । অততনানা-
 মজ্ঞানে কারণমাহ—হে পরম্পর ! শক্রতাপন ! স যোগঃ
 কালবশাদিহ লোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নঃ ॥ ২

টীকা—স এবায়মিতি । স এবায়াং যোগোহুত
 বিচ্ছিন্নে সম্প্রদায়ে সতি পুনশ্চ ময়া তে তুভ্যামুক্তঃ, যতন্ত্বং
 মম ভক্তোহসি সখা চেতি । অতশ্চৈব ময়া নোচ্যতে, হি
 যস্মাৎ এতদুত্তমং রহস্যম্ ॥ ৩

টীকা—ভগবতো বিবস্বন্তং প্রতি যোগোপদেশাসম্ভবঃ
 পশুন্নর্জুন উবাচ—অপরমিতি । অপরম্ অর্কবাচীনং তব
 জন্ম, পরং প্রাকালীনং বিবস্বতো জন্ম । তস্মাৎ তবাপু-
 নিকহাৎ চিরন্তনায় বিবস্বতে হৃমাদৌ যোগং প্রোক্তবা-
 নিতি, এতৎ কথমহং বিজানীয়াৎ জ্ঞাতুং শক্যম্ ॥ ৪

টীকা—ইতি পৃষ্টবস্তুমজ্ঞানং রূপান্তরেণোপদিষ্টবানি-
 ত্যভিপ্রায়েণোত্তরং—শ্রীভগবানুবাচ বহুনীতি । মম বহুনি
 জন্মানি তব চ ব্যতীতানি ; তাগ্ৰহং সর্বাণি বেদ জ্ঞানানি,
 অলুপ্তবিদ্যাশক্তিস্বাৎ । তন্ত ন বেথ ন বেৎসি অবিদ্যা-
 বৃত্তস্বাৎ ॥ ৫

গণ অবগত ছিলেন । হে শক্রতাপন ! অধুনা ইহজগতে সেই
 যোগ কালবশে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে ॥ ২

তুমি আমার সেবক ও সখা একত্র আমি সেই পুরাতন যোগ
 অত তোমাকেই বলিলাম, যেহেতু ইহা অত্যন্ত গোপনীয় ॥ ৩

অর্জুন বলিলেন,—তোমার জন্ম সৃষ্টির জন্মের পর,
 আদিভ্যের জন্ম পূর্ব সর্গে, আদিতে তুমি তাহাকে এই যোগ
 বলিয়াছ, এ বিষয় আমি কি প্রকারে অবগত হইব ? ৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পরম্পর অর্জুন ! আমার ও
 তোমার অনেক জন্ম অতিক্রান্ত হইয়াছে । আমি সেই সমস্ত
 জন্ম ত্রোত আছি, আর তুমি অবিদ্যাবৃত্ত বলিয়া জান না ॥ ৫

তাগ্ৰহং বেদ সর্বাণি ন স্বং বেথ পরম্পর ॥ ৫
 অজোহপি সন্নব্যায়ান্না ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।
 প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাম্মায়য়া ॥ ৬
 যদা যদা হি ধর্মস্ত গ্ৰানির্ভবতি ভারত ।
 অভ্যুত্থানমধর্মস্ত তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭
 পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
 ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে ॥ ৮

টীকা—নমু অনাদেস্তুব কুতো জন্ম ? অবিদ্যামিনশ্চ
 কথং পুনর্জন্ম—যেন বহুনি মে ব্যতীতানি ইত্যাচ্যতে ?
 এবামীশ্বরস্ত তব পুণ্যপাপবিহীনস্ত কথং বা জীববজ্জগ্মে-
 ত্যত আহ—অজোহপৌতি । সত্যমেবং, তথাপি অজোহপি
 জন্মশৃণোহপি সন্নহং তথাহব্যায়ান্নাপি অনশ্বরস্বভাবোহপি
 সন্, তথা ভূতানাম্ ঈশ্বরোহপি কশ্মপারতন্ত্র্যরহিতোহপি
 সন্ স্বমায়য়া সন্তবামি সমাগপ্রচ্যুতজ্ঞানবলবীৰ্য্যাদিশক্ত্যেব
 ভবামি । নমু তথাপি ষোড়শকলায়কলিঙ্গদেহশূন্যস্ত চ
 তব কুতো জন্ম ইত্যাহ উক্তং—স্বাং শুক্লস্বাদ্বিক্রিয়া
 প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বাকৃত্য বিদ্যুদ্বোজ্জিতসব্দমৃত্যুা শ্বেচ্ছ্যা-
 বতরামীত্যর্থঃ ॥ ৬

টীকা—কদা সন্তবসীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদা যদেতি
 গ্ৰানির্হানিধম্মস্ত । অধম্মস্ত অভ্যুত্থানমাধিক্যম্ ॥ ৭

টীকা—কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ — পরিত্রাণায়েতি ।
 সাধুনাং স্বধর্মবর্ত্তিনাং রক্ষণায় । দুষ্টং কশ্ম কুর্বন্তীতি
 দুষ্কৃতন্তেষাং বধায় চ, এবং ধর্মস্ত সংস্থাপনার্থায়, সাধুরক্ষ-
 ণেন দুষ্টবধেন চ ধর্মং স্থিরীকর্তুং যুগে যুগে তত্তদবসরে

আমি জন্মবিরহিত অবিদ্যারস্বভাব ব্রহ্মাদি শুদ্ধ পদার্থ
 প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় শুক্লস্বাদ্বিক্রিয়া প্রকৃতিকে স্বীকার
 করিয়া আত্মমায়ানহায়ে আবির্ভূত হই ॥ ৬

হে ভারত ! এ সংসারে যে যে সময়ে বর্ণ ও আশ্রম ধর্মের
 হানি হয় ও অধর্মের বৃদ্ধি হয়, সেই সেই সময়ে আমি প্রাকৃতকৃত
 হই ॥ ৭

সন্মার্গে অবস্থিত মৎপরায়ণ ভক্তগণের রক্ষার ও দুষ্কৃতকারি-
 সমূহের বিনাশের জন্ত এবং উত্তমরূপে বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত
 করিবার নিমিত্ত যুগে যুগে আমি লভৃত হই ॥ ৮

জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
তাক্ৰুণা দেহং পুনৰ্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন
বীতরাগভয়ক্ৰোধা মনয়া মামুপাশ্রিতাঃ ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মন্তাবমাগতাঃ ॥ ১০
যে যথা মাং প্রপদন্তে তাস্তথৈব ভজামাহম্ ।

সম্ভবামীত্যর্থঃ । ন চৈবং দৃষ্টনিগ্রহং কুৰ্বতোহপি নৈর্ঘৃণ্যঃ
শঙ্কনীয়ম্ । যথাক্তঃ,—“লালনে তাড়নে মাতৃনাকারুণ্যং
যথার্ভকে । তদ্বদেব মহেশস্ত নিয়ন্তুগুণদোষয়োঃ”
ইতি ॥ ৮

টীকা—এবংবিধানামীশ্বরজন্মকৰ্ম্মণাং জ্ঞানে ফলমাহ—
জন্মেতি । যেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম, কৰ্ম্ম চ ধৰ্ম্মপালনরূপং
দিব্যমলৌকিকং তত্ত্বতঃ পরানুগ্রহার্থমেবেতি যো বেত্তি,
স দেহাভিমানং তাক্ৰুণা পুনৰ্জন্ম সংসারং ন এতি ন
প্রাপ্নোতি, কিন্তু মামেব প্রাপ্নোতি ॥ ৯

টীকা—কথং জন্মকৰ্ম্মজ্ঞানেন তৎপ্রাপ্তিঃ স্মাদিত্যত
আহ—বীতরাগেতি । অহং শুদ্ধসত্ত্বাবতারৈঃ ধৰ্ম্মপরিপালনং
করোমীতি মদীয়ং পরমকারুণিকঃ জ্ঞাত্বা বীতা বিগতা
রাগভয়ক্ৰোধা যেভ্যন্তে চিত্তবিক্ষেপাভাবান্মনয়া মদেক-
চিন্তা ভূত্বা মামেবোপাশ্রিতাঃ সন্তো মৎপ্রসাদলব্ধং যদানু-
জ্ঞানঞ্চ তপশ্চ তৎপরিপাকহেতুঃ সধৰ্ম্মঃ । তয়োদ্বৈত-
কবদ্বাবঃ । তেন জ্ঞানতপসা পূতাঃ শুদ্ধাঃ নিরস্তাজ্ঞান-
তৎকার্য্যমলাঃ সন্তো মন্তাবং মৎসামুজ্যং প্রাপ্তা বহবঃ, ন
ঋধুনৈব প্রবৃত্তোহয়ং মন্তুক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ । তদেবং তান্ত্রহং
বেদ সৰ্ব্বাণাত্যাদিনা বিভাহবিভোপাধিভ্যাং তত্ত্বং পদার্থী-
বীশ্বরজীবো প্রদর্শ্য ঈশ্বরস্ত চাবিভাভাবেন নিত্যশুদ্ধত্বা-

হে অর্জুন! যিনি আমার এবিধি অপ্রাকৃত জন্ম ও ধর্ম্ম-
সংস্থাপন সংরক্ষণ আদি কৰ্ম্ম স্বরূপতঃ অবগত আছেন, তিনি
শরীরত্যাগান্তে পুনর্বার আর জন্মগ্রহণ করেন না—আমাকেই
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯

সংসারে অজরাগ, ভয় ও রোববিরহিত, মদেকমানস অনেক
মানব আমাকে উত্তমরূপে আশ্রয় করত জ্ঞান ও তপস্তার দ্বারা
নিপাণ ও পরিভূক্ত হইয়া আমার সামুজ্য লাভ করিয়াছেন ॥ ১০

ধাঁহারা ধেরূপে আমাকে কায়-মন-বাক্যের দ্বারা সেবা করেন
তাঁহাদিগকে আমি সেই প্রকারই অজগ্রহ করিয়া থাকি । হে

মম বন্ধারূপবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১
কাক্ষস্তুঃ কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ।
ক্ষিপ্রং হি মানুবে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কৰ্ম্মজা ॥ ১২
চাতুর্ভুগ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্যাকর্তারমবায়ম্ ॥ ১৩

জীবন্ত চেশ্বরপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনাঙ্গাননিবৃত্তে: শুদ্ধস্ত স্বত-
শ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১০

টীকা—নহু তর্হি কিং ভয়াপি বৈষম্যমস্তি, যস্মাদেবং
ভূদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি, নাত্মেবাং সকামানামি-
ত্যত আহ—যে ইতি । যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া
নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি, তানহং তথৈব তদপেক্ষিত-
ফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্যামি, ন তু সকামা মাং বিহার
ইন্দ্রাদীনেব ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যম্ । যতঃ
সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বস্ত্র
ভজনমার্গমনুবর্তন্তে ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেবাভ্যাং ॥ ১১

টীকা—তর্হি মোক্ষার্থমেব কিমিতি সর্বে ভ্যাং ন
ভজন্তীত্যত আহ—কাক্ষস্তু ইতি । কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং কৰ্ম্ম-
ফলং কাক্ষস্তুঃ প্রায়েণ ইহ মনুষ্যলোকে ইন্দ্রাদিদেবতা
এব যজন্তে, ন তু সাক্ষান্মামেব । হি যস্মাৎ কৰ্ম্মজা সিদ্ধিঃ
কৰ্ম্মজং ফলং শীঘ্রং ভবতি, ন তু জ্ঞানফলং কৈবল্যং,
দুপ্রাপ্যত্বজ্ঞানস্ত ॥ ১২

টীকা—নহু কেচিৎ সকামতয়া প্রবর্তন্তে কেচিন্নিষ্কাম-
তয়েতি কৰ্ম্মবৈচিত্র্যং তৎকর্তৃণাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনামুত্তমমধ্য-
মাদিবৈচিত্র্যং কুৰ্ব্বতস্তব কথং বৈষম্যং নাস্তীত্যশঙ্ক্যাহ—
চাতুর্ভুগ্যমিতি । চত্বারো বর্ণা এবতি চাতুর্ভুগ্যম্, স্বার্থে
পার্থ! যিনি যাহাই করুন না কেন আমারই ভজনমার্গের
অনুবর্তন করিয়া থাকেন ॥ ১১

যেহেতু মনুষ্যলোকে কৰ্ম্মজনিত সিদ্ধি সম্ভব হইয়া থাকে
তজ্জন্ত কৰ্ম্মফলাকাঙ্ক্ষিগণ কৰ্ম্মফল অভিলাষ করত ইহলোকে
ইন্দ্রাদি শীঘ্রফলদাতা দেবগণের অর্চনা করেন ॥ ১২

আমি গুণ এবং কৰ্ম্মের বিভাগ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি চারিটি বর্ণ
স্বজন করিয়াছি । সৃষ্টব্যাপারে কর্তা হইলেও সর্ববিকার-
বিরহিত আমাকে অকর্তাই অবগত হইবে ॥ ১৩

ন মাং কর্মণি লিম্পস্মি ন মে কর্মফলে স্পৃহা ।

ইতি মাং যোঃ ভিজানাতি কর্মভিন্নং স বধ্যতে ॥ ১৪

এবং জ্ঞাত্ব কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্শুভিঃ ।

কুক কৰ্মৈব তস্মাদ্ভ্যং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম ॥ ১৫

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহতাঃ ।

যুক্তপ্রত্যয়ঃ । অয়মর্থঃ—সত্ত্বপ্রধানা বান্ধবাস্থেয়া
শমদমাদীনি কৰ্ম্মাণি, সত্ত্বরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিযাস্থেযাঃ
শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কৰ্ম্মাণি, বজ্রন্তমঃপ্রধানা বৈশ্যাস্থেযাঃ
কৃষিবাণিজ্যাদীনি কৰ্ম্মাণি, তমঃপ্রধানা শূন্যাস্থেযাঃ
ত্রেণবিককৃষ্ণাষণাদানি কৰ্ম্মাণীভ্যেব, শূন্যানা কৰ্ম্মাণাঞ্চ
বিভাগৈশ্চাতুর্কৰ্ণাঃ মথৈব সৃষ্টিমিতি সত্যং, তথাপোবং,
তস্মৈ কৰ্ত্তাবমপি যন্ততোহকর্ভাবমেব মাং বিদ্ধি, তত্র
হেতুরব্যয়ম্, আনন্দবাহিতোহন শ্রমবতি নাসাদি
রহিতম্ ॥ ১৩

টীকা—তদেব দর্শয়রাত—ন মামিহ । কৰ্ম্মাণি বিশ্ব
সৃষ্টাদীন্তপি মাং ন লিম্পস্মি আসক্ত ন কুর্বাতি, নি
হঙ্কারাদাপ্তকাম্যেন মম বন্ধনেন স্পৃহাভাবাদ মাং ন
লিম্পস্মিতি কিং বক্তব্যম । যতঃ কৰ্ম্মফলে স্পৃহা হইতেন
মাং যোঃ ভিজানাতি, সোহপি বর্ষভিন্নং বধ্যতে, মম
নির্লেপকারণং নিরহঙ্কারত্বেন স্পৃহাদিক জ্ঞানতন্তুস্তা
প্যহঙ্কারাদিশৈথিল্যাৎ ॥ ১৪

টীকা—যে যথা মামিতাদি চতুর্ভিঃ শোভৈঃ প্রাসঙ্গিক
মীশ্ববস্ত্র বৈষম্য পরিভুক্ত্য পুরোক্তমেব কৰ্ম্মযোগং
প্রপঞ্চয়িতুমশ্কারয়তি—এবমিতি । অহঙ্কারাদিবাতি-
তোন কৃতং কর্ম বন্ধকং ন ভবতীতোবা জ্ঞাত্ব পূর্বৈ

সৃষ্টি স্থিতি নাশ প্রভৃতি কৰ্ম্মফলে আমাংক আসক্ত কারণে
পার না, বর্ষফলে আমার আভ্যাস না, ইহা জানি জ্ঞাত
আছেন, তিনি কর্মের দ্বারা বদ্ধ হন না ॥ ১৪

অহঙ্কার-রহিত হইয়া কর্ম করিলে কর্ম বন্ধনের কাবল হয় না,
ইহা জানিয়া পূর্বতন জনকাদি মুমুক্শুসকল ইন্দ্রিয় কর্ম
করিয়াছেন । যুগান্তরে জনকাদি মুক্তকামিগণের দ্বারা সত্ত্ব রজঃ
জ্ঞান নিষ্কাম কর্ম অর্পিত হইয়াছে, অতএব তুমিও পারম কর্ম
কর ॥ ১৫

কি কর্ম আর কি অকর্ম এ বিষয়ে বিবেকীসমূহও মোহিত
পাঠকেন । যাহা অবগত হইয়া সংসার চর্চাতে মুক্ত হইবে

৩৭ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞাত্ব মোক্ষ্যসেহ শুভাৎ ॥ ১৬

কর্মণো হাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ ।

অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্চাদকর্মণি চ কর্ম যঃ ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যত্নঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮

জনকাদিভির্বপি মুমুক্শুভিঃ সত্ত্বশুদ্ধার্থং পূর্বতরং যুগান্তরে-
রপি কৃতং, তস্মাদ্ভ্যং ইমপি প্রথম কৰ্ম্মৈব কুক ॥ ১৫

টীকা—তচ্চ তদ্বিদ্ধিঃ সহ বিচার্য্য কৰ্ত্তব্যং ন লোক-
পরম্পবানাত্রেণেত্যাহ—কিং কৰ্ম্মোতি । কিং কর্ম ? কীদৃশং
কর্মকরণ, বিমকর্ম ? কীদৃশং কর্মাকরণম্ ? ইত্যশ্লিষ্টার্থে
বিবেকিনোহপি মোহিতাঃ, অতো যজ্ঞজ্ঞাত্বা যং অমুষ্ঠায়
অশুভাৎ সংসারামোক্ষ্যসে যুক্তো ভবিষ্যসি, তৎ কর্মাকর্ম
চ তুভ্যমহং প্রবক্ষ্যামি, তৎ শৃণু ॥ ১৬

টীকা—নল্প লোক প্রাসঙ্গ্যমেব কর্ম দেহাদি ব্যাপাব
গ্রহণ, অকর্ম চ তদব্যাপাবগ্রহণ, অতঃ কথমুচ্যতে
কবয়োহপ্যত্র মোহ প্রাপ্তা ইতি, তত্রাহ কর্মণ ইতি ।
কর্মণো নিহিতব্যাপারস্তাপি তৎ বোদ্ধব্যমস্মি, ন তু
লোক প্রাসঙ্গ্যমেব । অকর্মণোহপিতব্যাপারস্তাপি
তৎ বোদ্ধব্যমস্মি, যতঃ কর্মণো গতির্গহনা । কর্মণ
ইত্যপলক্ষনার্থম্, কর্মাকর্ম বিকর্মণাং তৎ বোদ্ধব্যমস্মি
যতো দুর্বিবেচ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭

টীকা—তদেব কর্মাদীনাং দুর্বিবেচ্যত্বং দর্শয়রাত—
কর্মণীতি । পরমেশ্বরাদ্বন্দলক্ষণে কর্মণি কর্মবিষয়ে
অকর্ম কর্মদেহ ন ভবতীতি যঃ পশ্চাত্তস্য জ্ঞানহেতুত্বেন
বন্ধকত্বাভাবাৎ, অকর্মণ চ বিহিতাকরণে কর্ম যঃ ।
সেই কর্মের কথা তোমায় বলিব ॥ ১৬

শাস্ত্রবিহিত কর্মেরও জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে, আর নিষিদ্ধ
ব্যাপারেরও জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে, আর কর্ম না করিয়া তক্ষীজ্ঞাবে
অবস্থানেরও জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে, যেহেতু কর্মের গতি
চর্চাজেয়া ॥ ১৭

যিনি ঈশ্বর আরাধনার জন্ত কৃতকর্মে “ইহা কর্ম নয়” অর্থাৎ
ইহার দ্বারা কর্মবন্ধন হয় না এরূপ দেখেন আর বিহিত কর্মের
অকরণে প্রত্যাবায়হেতু তাহা কর্ম বলিয়া দেখিয়া থাকেন, তিনি
কর্মকারী মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনি যোগী, তিনি নিখিল
কর্মকারী ॥ ১৮

যন্ত সৰ্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবৰ্জিতাঃ ।

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকৰ্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং বৃধাঃ ॥ ১৯

ভ্যক্তু। কৰ্মফলাসঙ্গং নিত্যভূপ্তো নিরাশ্রয়ঃ

কৰ্মণাভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিং কৰোতি সঃ ॥ ২০

পশ্চেৎ, তন্তু প্রত্যবায়োৎপাদকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ ; মনুষ্যেষু
কৰ্ম কুৰ্ব্বাণেষু স বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিমন্তাক্ষেপ্তঃ ।
তং প্রস্তোতি; স যুক্তো যোগী, তেন কৰ্মণা জ্ঞানযোগা-
বাণ্ডে; ; স এব কৃৎস্নকৰ্মকর্তা চ ; সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতো-
দকস্থানীয়ে চ তস্মিন্ কৰ্মণি সৰ্বকৰ্মফলানামন্তৰ্ভূতত্বাৎ ।
তদেবমাকরুক্ষোঃ কৰ্মযোগাধিকারাবস্থায়াং “ন কৰ্মণাম-
নারম্ভাৎ” ইত্যাদিনোক্ত এবং কৰ্মযোগঃ স্পষ্টীকৃতস্তৎ-
প্রপঞ্চরূপত্বাচ্চ প্রকরণন্ত ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ, অনেনৈব
যোগাক্রটাবস্থায়াং “যন্তাশ্রয়তিরেব স্যাৎ” ইত্যাদিনা যঃ
কৰ্মানুপযোগ উক্তস্তস্যাপ্যৰ্থাৎ প্রপঞ্চকৃতো বেদিতব্যঃ ;
যদাকরুক্ষোরপি কৰ্ম বন্ধকং ন ভবতি, তদাক্রটস্য কৃতো
বন্ধকং সাদিত্যত্রোপি শ্লোকো যুক্ত্যতে । যদা কৰ্মণি
দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে বৰ্ত্তমানেন্ধ্যাত্মনো দেহাবিতির-
কানুভবেন অকৰ্ম স্বাভাবিকং নৈকৰ্ম্যমেব যঃ পশ্চেৎ, তথা
অকৰ্মণি চ জ্ঞানরহিতে হুঃখবুধ্য কৰ্মণাং ভাগে কৰ্ম যঃ
পশ্চেৎ, তস্য প্রতিবন্ধকত্বেন মিথ্যাচারত্বাৎ । তদ্বক্তং
“কৰ্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য” ইত্যাদিনা । য এবম্ভূতঃ স তু
সৰ্বেষু মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ, তত্র হেতু যতঃ কৃৎস্নানি
সৰ্ব্বাণি যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তানি আহারাদীনি কৰ্মাণি কুৰ্ব্বন্নি
স যুক্ত এব অকৰ্ত্তব্যজ্ঞানেন সমাধিস্থ এবত্যর্থঃ ।
অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বভাবাদাপন্নঃ কলঞ্জভক্ষণাদিকং ন
দোষায়, অঙ্গস্য তু রাগতঃ কৃতং দোষায়েতি বিকৰ্মণো-
হপি তত্ত্বং নিরূপিতং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৮

ধাহার লৌকিক বৈদিক অখিল কৰ্ম কামনা ও সঙ্কল্পশূন্য,
জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধকৰ্ম্ম তাঁহাকে বিহ্বান্গণ পণ্ডিত বলিয়া
থাকেন ॥ ১৯

তিনি কৰ্ম্ম এবং তাহার ফলে অহুৰাগ পরিত্যাগ পূৰ্বক
আত্মানন্দে পূৰ্ণকাম যোগক্ষেমের দ্বারা আশ্রয়ণীয়াবিরহিত হইয়া
স্বাভাবিক অথবা শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন

নিরাশীৰ্যতচিত্তাত্মা ভ্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ ।

শারীরং কেবলং কৰ্ম কুৰ্ব্বন্নাপ্নোতি কিঞ্চিৎ ॥ ২১

যদৃচ্ছালাভসম্ভট্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ ।

সমঃ সিদ্ধাবসিকৌ চ কৃষ্ণাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২

টীকা—কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্চেদিত্যানেনম্ প্রত্যর্থার্থা-
পত্তিভ্যাং যত্নকৰ্মর্থদ্বয়ং, তদেব স্পষ্টয়তি—যস্যোতি
পঞ্চভিঃ । সমাগারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ কৰ্মাণি, কাম্যত
ইতি কামঃ ফলং, তৎসঙ্কল্পেন বৰ্জিতা যস্য ভবন্তি, তং
পণ্ডিতমাতঃ, তত্র হেতুঃ । যতঃ স্তৈঃ সমারম্ভৈঃ শুদ্ধচিত্তে সতি
জ্ঞাতেন জ্ঞানাগ্নি দগ্ধানি অকৰ্মতাং নীতানি কৰ্মাণি
যস্য তম্ ; আক্রটাবস্থায়াং তু কামঃ ফলহেতুবিষয়ঃ,
তদর্থমিদং কৰ্ত্তব্যমিতি কৰ্মবিষয়ঃ সঙ্কল্পস্তাভ্যাং বৰ্জিতঃ ।
শেষং স্পষ্টম্ ॥ ১৯

টীকা—কিঞ্চ ত্যক্তেহপি । কৰ্মণি তৎফলে চাসক্তিং
ভ্যক্তু। নিত্যেন নিত্যানন্দেন তৃপ্তঃ, অতএব যোগক্ষেমার্থ-
মাশ্রয়ণীয়রহিতঃ, এবম্ভূতো যঃ স স্বাভাবিকে বিহিতে
বা কৰ্মণি অভিতঃ প্রবৃত্তোহপি কিঞ্চিদপি নৈব কৰোতি,
তস্য কৰ্ম অকৰ্মতামাপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২০

টীকা—কিঞ্চ নিরাশীরিতি । নির্গতা আশিষঃ কামনা
যস্যাৎ, যতং নিয়তং চিত্তমাত্মা শরীরঞ্চ যন্ত, ভ্যক্তাঃ সৰ্বে
পরিগ্রহা যেন সঃ, শারীরং শরীরমাত্রনির্বৰ্ত্ত্য কৰ্ত্তৃভাভি-
নিবেশরহিতং কৰ্ম কুৰ্ব্বন্নি কিঞ্চিৎ বন্ধনং ন প্রাপ্নোতি,
যোগাক্রটপক্ষে শরীরনির্বাহমাত্রোপযোগি স্বাভাবিকং
ভিক্ষাটনাদি কৰ্ম কুৰ্ব্বন্নি কিঞ্চিৎ বিহিতাকরণনিমিত্ত-
দোষং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২১

টীকা—কিঞ্চ যদৃচ্ছালাভেতি । অপ্ৰার্থিতোপস্থিতো
লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সম্ভট্টঃ, দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীন-

না—তাঁহার অছটিত কৰ্ম্ম অকৰ্ম্ম হইয়া যায় ॥ ২০

নিষ্কাম, শরীর ও চিত্তসংযমকারী, সমস্ত পরিগ্রহ-পরিত্যাগী
শরীরনির্বাহের মাত্র উপযোগী কৰ্ম্ম করিয়া পাপগ্রস্ত হন না ॥ ২১

অপ্ৰার্থিত-লাভে পূৰ্ণকাম, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসমূহে অবিরহচিত্ত,
অবিরহরহিত, কৰ্ম্মের সফলতায় বিফলতায় হর্ষবিষাদবিহীন যোগী
কৰ্ম্ম করিয়াও বন্ধ হন না ॥ ২২

গতসঙ্গস্ত মুক্তস্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কৰ্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হৃতম্ ।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্মসমাধিনা ॥ ২৪

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পৰ্য্যাপাসতে ।

অতোহতিক্রান্তস্তৎসহনশীল ইত্যর্থঃ, বিমৎসরো নিৰ্বেৰঃ, যদৃচ্ছালাভস্তাপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমো হর্ষবিষাদরহিতঃ, যঃ এবস্তূতঃ স পূর্বোক্তরত্নমিকয়োৰ্ধ্বাযথং বিহিতং স্বাভাবিকং বা কৰ্ম কৃত্বাপি বন্ধং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২২

টীকা—কিঞ্চ গতেতি । গতসঙ্গস্ত নিষ্কামস্ত রাগ-দেবাদিভিমুক্তস্ত, জ্ঞানেহবস্থিতং চেতো যস্ত, যজ্ঞায় পরমেশ্বরারাধনার্থং কৰ্ম আচরতঃ সতঃ সমগ্রং সবাশনং কৰ্ম প্রবিলীয়তে অকৰ্মভাবমাপন্নতে । আকৃত্যোগপক্ষে যজ্ঞায়েতি যজ্ঞরক্ষণার্থং লোকসংগ্রহার্থমেব কৰ্ম কুৰ্বত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩

টীকা—তদেবং পরমেশ্বরারাধনলক্ষণং কৰ্ম জ্ঞানহেতু-
ত্বেন বন্ধকত্বাভাবাদকৰ্মৈব । আকৃত্যবস্থায়াম্ অকৰ্মাত্মজ্ঞানেন
বাধিতত্বাৎ স্বাভাবিকমপি কৰ্ম অকৰ্মৈবেতি “কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ
পশ্যেৎ” ইত্যেনেনোক্তঃ কৰ্মপ্রবিলয়ঃ প্রপঞ্চিতঃ । ইদানীং
কৰ্মণি তদঙ্গেষু চ ব্রহ্মৈবানুসৃত্যতঃ পশ্যতঃ কৰ্মপ্রবিলয়মাহ
—ব্রহ্মার্পণমিতি । অৰ্প্যতেহেনেনেতৰ্পণং স্রবাদি তদপি,
ব্রহ্মৈব, অৰ্পমাণং হবিরপি দ্রুতাদিকং ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মৈবাগ্নি-
স্তস্মিন্ ব্রহ্মণা কত্রা হৃতং হোমোহগ্নিশ্চ কৰ্ত্তা চ ক্রিয়া
ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ । এবং ব্রহ্মণোব কৰ্মাত্মকে সমাধিশ্চিহ্নৈ-
কাগ্রাং যস্ত তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্যং, ন তু ফলাস্তর-
মিত্যর্থঃ ॥ ২৪

কামনাশূন্য, অমুরাগ দ্বেষ প্রভৃতি-রহিত, সতত জ্ঞানে
অবস্থিতচিত্ত যোগীর পরমেশ্বরের আরাধনার জন্ত কৰ্ম আচরণ
করিলেও সমস্ত কৰ্ম অকৰ্মভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩

স্রবাদি (হাতা) ব্রহ্ম, হবনীয় দ্রুতাদি ব্রহ্ম, অনল ব্রহ্ম এবং
যিনি হোমকর্ত্তা তিনিও ব্রহ্ম—এইরূপ কৰ্মাত্মক ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত
হোমকারী সেই ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৪

অপর কৰ্মযোগীসমূহ ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতির ঐগনজনক যজ্ঞই
প্রকার, সতত আচরণ করেন । অত্ৰ জ্ঞানযোগীগণ ব্রহ্মরূপ
অগ্নিতে ব্রহ্মার্পণ ব্রহ্মহবি ইত্যাদি প্রকারে যজ্ঞাদি নিখিল কৰ্ম

ব্রহ্মায়াবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যগ্নৌ সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।

শব্দাদীন বিষয়ানন্ত ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬

সর্বাণীন্দ্রিয়কৰ্মাণি প্রাণকৰ্মাণি চাপরে ।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭

টীকা—এতদেব যজ্ঞত্বেন সম্পাদিতং সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন-
লক্ষণং জ্ঞানং সর্বযজ্ঞোপায়প্রাপাত্বাৎ সর্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠ-
মিত্যেবং স্তোতুমধিকারিভেদেন জ্ঞানোপায়ভূতান্ বহূন্
যজ্ঞানাং—দৈবমিত্যাदिভিরষ্টভিঃ । দেবা ইন্দ্রবরুণাদয়
ইজ্যাস্তে যস্মিন্ । এবকারেণেন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং
দর্শিতম্ । তং দৈবমেব যজ্ঞমপরে কৰ্মযোগিনঃ
পৰ্য্যাপাসতে ব্রহ্মায়ানুতিষ্ঠন্তি । অপরে তু জ্ঞান-
যোগিনো ব্রহ্মরূপেহগ্নৌ যজ্ঞেনৈবোপায়েন ব্রহ্মার্পণ-
মিত্যাশ্রিত্যপ্রকারেণ যজ্ঞমুপজুহ্বতি যজ্ঞাদিসর্বকৰ্মণি
প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ, সোহয়ং জ্ঞানযজ্ঞঃ ॥ ২৫

টীকা—শ্রোত্রাদীনীতি । অগ্নৌ নৈষ্টিকব্রহ্মচারিণস্তত্ত্ব-
দিন্দ্রিয়সংযমরূপেষুগ্নিষু শ্রোত্রাদীনী জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি ।
ইন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য সংযমপ্রধানান্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ; ইন্দ্রিয়াণো-
বাগ্নয়ন্তেষু শব্দাদীন্যে গৃহস্থা জুহ্বতি বিষয়ান্ । বিষয়-
ভোগসময়েহপানাসক্তাঃ সন্তোহগ্নিত্বেন ভাবিতেষু
ইন্দ্রিয়েষু হবিষ্টেভ্যে ভাবিতান্ শব্দাদীন প্রক্ষিপন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬

টীকা—কিঞ্চ সর্ব্বাণীতি । অপরে ধ্যাননিষ্ঠা বুদ্ধী-
ন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীন্যাং কৰ্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনী, কশ্মে-
ন্দ্রিয়াণাং বাকৃপাণাদীন্যাং কৰ্মাণি বচনোপাদানাদীনী চ,
প্রাণানাঞ্চ দশানাং কৰ্মাণি প্রাণস্ত বহির্গমনম্ অপানস্তা-
প্রবিলাপিত করেন ॥ ২৭

আমরগ গুরুগৃহবাসী নৈষ্টিক ব্রহ্মচারিগণ সংযম অগ্নিতে
শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ আহুতি দেন, গৃহস্থগণ শব্দাদি বিষয়সমূহ
শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-অগ্নিতে হোম করেন ॥ ২৬

অপর ধ্যাননিষ্ঠ যোগীগণ জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলের শ্রবণাদি কৰ্ম-
সমূহ, কৰ্মেজ্ঞিয়—বাকৃ পাণি পাণাদি ইন্দ্রিয়ের কৰ্ম বচন প্রদান
আদান প্রভৃতি প্রাণাদি দশ বায়ুর কৰ্মসমূহ ধ্যেয় বিষয় দ্বারা
উত্তমরূপে বিদিত হইয়া তাহাতে মনঃসংযমপূর্বক সেই সমস্ত কৰ্ম
হইতে উপরত হন ॥ ২৭

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে ।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাস্ত যতয়ঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ২৮

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে

প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯

ধোনয়নম্ । ব্যানস্ত ব্যানয়নাকৃৎনপ্রসারণাদি, সমানস্তা-
শিতপীতাদীনাং সমুন্নয়নম্ । উদানস্ত উর্দ্ধনয়নম্ । “উদগারে
নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম উন্নীলনে স্মৃতঃ । কুকরঃ কৃতকৃ-
জ্ঞয়ো দেবদন্তো বিজৃম্বণে । ন জহাতি যতঞ্চাপি সর্ব-
ব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ” ইত্যেবং রূপাণি জুহ্বতি । ক আত্মনি
সংযমো ধ্যানৈকাগ্র্যম্ স এব যোগঃ, স এবাগ্নিস্তস্মিন্
জ্ঞানেন ধ্যেয়বিষয়েণ দীপিতে প্রজ্জ্বলিতে ধ্যেয়ঃ সমাগ-
জ্ঞাত্বা তস্মিন্মনঃ সংযম্য তানি সর্বাণি কৰ্ম্মাণি উপরময়ন্তী-
ত্যর্থঃ ॥ ২৭

টীকা—কিঞ্চ দ্রব্যযজ্ঞা ইত্যাদি । দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো
যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ । কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপ এব যজ্ঞো
যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ । যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ
সমাধিঃ স এব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ । স্বাধ্যায়েন
বেদেন শ্রবণমননাদিনা যন্তদর্থজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং
তে । যদ্বা বেদপাঠযজ্ঞাস্তদর্থজ্ঞানযজ্ঞাস্তেতি দ্বিবিধা
যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ সম্যক্ শিতং নিশিতং তীক্ষ্ণীকৃতং
ব্রতং যেষাং তে ॥ ২৮

টীকা—কিঞ্চ অপানে ইতি । অপানেহধোবৃত্তৌ
প্রাণমূর্ধ্ববৃত্তিঃ পুরকেণ জুহ্বতি । পুরককালে প্রাণম-
পানেনৈকীকূৰ্ব্বন্তি তথা কুস্তকেন প্রাণাপানয়োরুদ্ধা-
ধোগতী রুদ্ধা রেচককালেহপানং প্রাণে জুহ্বতি । এবং
পুরককুস্তকরেচকৈঃ প্রাণায়ামপরায়ণা অপরে ইত্যর্থঃ ।
কিঞ্চ অপরে ইতি । অপরে আহারসঙ্কোচনমভ্যাস্ততঃ

কেহ কেহ দ্রব্যদানরূপ, কেহ কেহ তপোরূপ, কেহ কেহ
যোগরূপ, কেহ কেহ স্বাধ্যায়রূপ এবং দৃঢ়ব্রত যতিদিগের কেহ
কেহ জ্ঞানরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন ॥ ২৮

অন্ত প্রাণায়ামপরায়ণ হঠযোগিগণ অধোগমনশীল অপান
বায়ুতে উর্দ্ধগমনশীল প্রাণবায়ুকে আহতি দেন অর্থাৎ পুরক
করেন । অনন্তর প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া কুস্তক
করেন, পরে অপানকে প্রাণে আহতি দেন অর্থাৎ রেচক করেন ।
হঠযোগিগণ এরূপ পূর্বক কুস্তক রেচক প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণ-

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ।

সর্বহপ্যোত যজ্ঞবিদো যজ্ঞকপিতকল্মষাঃ ॥ ৩০

যজ্ঞশিষ্টায়তভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

নায়ং লোকাহস্ত্যযজ্ঞস্ত কুতোহগ্ন্যঃ কুরুসন্তম ॥ ৩১

স্বয়মেব জীর্ঘ্যমাণেষ্বিল্লিয়েষু তত্তদিল্লিয়বৃত্তিলয়ং হোমং
ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ, যদ্বা “অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং
তথাপরে” ইত্যনেন পুরকরেচকয়োরাবর্তমানয়োহঁসঃ
সোহহমিত্যনুলোমতঃ প্রতিলোমতশ্চাভিব্যাক্যমানো-
হজ্ঞপামস্ত্রেণ তত্পদার্থেকাং ব্যতীহারেণ ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ ।
তত্বজ্ঞং যোগশাস্ত্রে, “সকারণে বহির্ঘাতি হকারেণ বিশেষং
পুনঃ । প্রাণস্তত্র স এবাহং হংস ইত্যনুচিন্তয়েৎ ॥”
ইতি । প্রাণাপানগতী রুদ্ধেতানেন শ্লোকেন প্রাণায়াম-
যজ্ঞা অপরৈঃ কথ্যস্তে । তত্রায়মর্থঃ,—“দ্বৌ ভাগৌ
পুরয়েদগ্নৈর্জ্বলেনৈকং প্রপূরয়েৎ । মারুতস্ত প্রচারার্থং
চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥” ইত্যেবমাদিবচনোক্তো নিয়ত-
আহারো যেষাং তে । কুস্তকেন প্রাণাপানগতী রুদ্ধা
প্রাণসংযমনপরায়ণাঃ সন্তঃ প্রাণানিল্লিয়াণি প্রাণেষু
জুহ্বতি ; কুস্তকেন হি সর্বৈ প্রাণা একীভবন্তি, তত্রৈব
লীয়মানেষ্বিল্লিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ । তত্বজ্ঞং
যোগশাস্ত্রে—“যথা যথা সদাভ্যাসান্মনসঃ স্থিরতা তবেৎ ।
বায়ুবাৎকায়দৃষ্টীনাং স্থিরতা চ তথা তথা ॥” ইতি ॥ ২৯

টীকা—তদেবযুক্তানাং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ—
সর্বহপ্যোত ইতি । যজ্ঞান্ বিন্দন্তি লভন্ত ইতি যজ্ঞবিদো
যজ্ঞা ইতি বা, যজ্ঞৈঃ কপিতং নাশিতং কল্মষং যৈঃ তে ॥
যজ্ঞশিষ্টেতি । যজ্ঞান্ কৃদ্বাবশিষ্টকালেহনিষিক্তমন্নমুত্তরূপং
ভুঞ্জত ইতি তথা তে সনাতনং নিত্যং ব্রহ্ম জ্ঞানদ্বারেণ
বায়ুকে জয় করত কেবলীকুস্তকে স্থিতিলাভ করিয়া থাকেন ।
অপর সংযমী যোগিগণ আহারসঙ্কোচ অভ্যাস করত স্বয়ং জীর্ঘ্য-
মাণ ইঞ্জিয়সমূহে সেই সেই ইঞ্জিয়বৃত্তির লয়রূপ হোম ভাবনা
করেন ॥ ২৯

ইহারা সকলেই যজ্ঞনিপুণ, যজ্ঞের দ্বারা পাপক্ষয় করত যজ্ঞে
অবশিষ্ট অমৃত ভোজনপূর্বক নিত্যসিদ্ধ পুরাতন ব্রহ্মকে লাভ
করেন । হে কুরুপ্রবীর ! যে ব্যক্তি কোনরূপ যজ্ঞ করে না
তাহার পরলোক তো দূরের কথা ইহলোকেই কোনরূপ
শ্রেয়োলাভ হয় না ॥ ৩০-৩১

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বান্বেং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩
তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

প্রাপ্নু বন্তি । তদকরণে দোষমাহ—নায়মিতি । অয়মল্প-
মুখোহপি মনুষ্যালোকোহযজ্ঞস্য যজ্ঞানুষ্ঠানরহিতস্য নাস্তি,
কুতোহন্যো বহুমুখঃ পরলোকঃ? অতো যজ্ঞাঃ সর্বথা
কর্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩০।৩১

টীকা—জ্ঞানযজ্ঞঃ স্তোতুমুক্তান্ যজ্ঞানুপসংহরতি—
এবং বহুবিধা ইতি । ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে বিততা বেদেন
সাক্ষাদ্বিহিতা ইত্যর্থঃ । তথাপি তান্ সর্বান্ বাঙ্মনঃকায়-
কর্মজনিতানাশ্বরূপসংস্পর্শরহিতান্ বিদ্ধি জানীহি ।
আত্মনঃ কর্মণোগোচরত্বাৎ, এবং জ্ঞাত্বা জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্
সংসারাদ্ বিমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩২

টীকা—কর্মযজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—
শ্রেয়ানিতি । দ্রব্যময়াদনাশ্ব্যাপারজগ্গাদৈবাদিযজ্ঞাজ্-
জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ । যতপি জ্ঞানযজ্ঞস্যাপি মনোব্য-
পারাদীনত্বমন্ত্যেব, তথাপ্যাশ্বরূপস্য জ্ঞানস্য পরিণামে
অভিব্যক্তিমাত্রং ন তজ্জগৎসমিতি দ্রব্যময়াদ্বিশেষঃ,
শ্রেষ্ঠত্বে হেতুমা—সর্বং কর্মাখিলং ফলসহিতং জ্ঞানে
পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ । “সর্বং তদভিসমেতি যৎ
কিঞ্চিৎ প্রজ্ঞা সাধু কুর্ক্বন্তি” ইতি শ্রুতে: ৩৩

বেদে এইরূপ বহু যজ্ঞের কথা বর্ণিত হইয়াছে । সেই
বেদোক্ত কর্মসকলকে কর্মজাত জানিবে । এইরূপ অবগত হইয়া
অর্থাৎ বাক্য মন শরীর-সম্বৃত কর্মসকলের সহিত আত্মার কোন
সংস্পর্শ নাই, ইহাদের দ্বারা সাক্ষাৎ আত্মলাভের সম্ভাবনা নাই,
তবে নিকামভাবে অহুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধি প্রদান করত জ্ঞান-
লাভের যোগ্য করে, এইরূপ জানিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া সংসার
হইতে বিমুক্ত হইবে ॥ ৩২

হে শক্রতাপন! দ্রব্যময় যজ্ঞসমূহ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ অতি
প্রশস্ত; হে পার্থ! যেহেতু সমস্ত কর্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত হয়
অর্থাৎ সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, জানেই সমস্ত কর্মের
উত্তমরূপে অবসান হয় ॥ ৩৩

উপদেক্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তদ্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪
যজ্ঞজ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যান্ত্যসি পাণ্ডব ।
যেন ভূতাত্মশেষেণ দ্রব্যাত্মাত্মত্বো ময়ি ॥ ৩৫
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বৈভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সস্তরিশ্যসি ॥ ৩৬

টীকা—এবমুত্তাত্মজ্ঞানে সাধনমাহ—তদিতি । তদ্-
বিদ্ধি জানীহি প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ । জ্ঞানিনাং প্রণিপাতেন
দণ্ডবৎ নমস্কারেণ, ততঃ পরিপ্রশ্নেন ‘কুতোহয়ং মম
সংসারঃ, কথং বা নিবর্ততে’ ইতি মনঃপরিপ্রশ্নেন, সেবয়া
গুরুশ্রদ্ধায়া চ জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ তদ্বদর্শিনোহপারোক্ষানু-
ভবসম্পন্নাস্ত তে ভূতাত্ম জ্ঞানমুপদেশেন
সম্পাদয়িষ্যন্তি ॥ ৩৪

টীকা—জ্ঞানফলমাহ—যজ্ঞজ্ঞাত্বা ইতি সাক্ষৈশ্চিতি:
যজ্ঞজ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য পুনর্বন্ধুবধাদিনিমিত্তং মোহং ন
প্রাপ্যসি; তত্র হেতুর্যেন জ্ঞানেন ভূতানি অশেষাণি
পিতৃপুত্রাদীনি স্বাবিচারচিত্তানি আত্মশ্রোবাভেদেন
দ্রব্যাসি । অথো অনন্তরম্ আত্মানং ময়ি পরমাশ্রো-
বাভেদেন দ্রব্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৫

টীকা—কিঞ্চ অপি চেদেতি । সর্বৈভ্যোহপি পাপ-
কারিভ্যো যতপাতিশয়েন পাপকারী ত্বমসি, তথাপি
সর্বং পাপসমুদ্রং জ্ঞানপ্লবেনৈব জ্ঞানপোতেনৈব
সমাগনায়াসেন তরিষ্যসি ॥ ৩৬

দণ্ডবৎ প্রণাম, কোথা হইতে আমার সংসার আসিয়াছে
কিরূপে সংসারের নিবৃত্তি হইবে এবমিধ প্রশ্ন এবং সেবার দ্বারা
শাস্ত্রজ্ঞ ও তদ্বদর্শনকারী—তত্ত্বের প্রত্যক্ষ অহুভবসম্পন্ন জ্ঞানিগণ
—তোমায় প্রকৃত জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ ৩৪

হে পাণ্ডব! যে জ্ঞান অবগত হইয়া পুনর্বার বন্ধুবধাদি
নিমিত্ত মোহপ্রাপ্ত হইবে না, যে জ্ঞানের দ্বারা অশেষ ভূতগণকে
স্বকীয় আত্মার সহিত অভেদ দেখিবে, অনন্তর আত্মাতে আমাকে
পরমাশ্রোকে অভেদ দেখিবে ॥ ৩৫

যদি তুমি সমস্ত পাপিগণ হইতেও অধিকতর পাপকারী হও,
তথাপি সমুদ্র পাপসমুদ্র জ্ঞানরূপ ভেলার দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া
যাইবে ॥ ৩৬

যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নিৰ্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্বকৰ্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্বতে ।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮

শ্রদ্ধাবান্ভভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

টীকা—সমুদ্রবৎ স্থিতসৈব পাপস্যা অতিলজ্জনমাত্রঃ
ন তু পাপস্যা নাশ ইতি ভাস্তিঃ দৃষ্টান্তেন বারয়মাহ—
যথৈধাংসীতি । এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদীপ্তোহগ্নিঃ যথা ভস্মী-
ভাবং নয়তি, তথাত্মজ্ঞানস্বরূপোহগ্নিঃ প্রারককৰ্মফল-
ব্যতিরিক্তানি সৰ্বাণি কৰ্মাণি ভস্মীকরোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭

টীকা—অত্র হেতুমাহ—ন হীতি । পবিত্রং শুদ্ধিকরম্
ইহ তপোযোগাদিষু মধো জ্ঞানত্বলাং নাস্ত্যেব । তস্মি
সার্বব্ধিপি কিমতি আত্মজ্ঞানমেব নাভ্যাস্যন্তীত্যত আহ—
তৎ স্বয়মিতি সাক্ষেন । তদাত্মবিষয়ং জ্ঞানং কালেন
মহতা কৰ্মযোগেন সংসিদ্ধো যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্
স্বয়মেবানায়াসেন লভতে ন তু কৰ্মযোগং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮

টীকা—কিঞ্চ শ্রদ্ধাবানিতি । শ্রদ্ধাবান্ গুরুপদেষ্টে
অৰ্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্ তৎপরস্তদেকনিষ্ঠঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ
তজ্জ্ঞানং লভতে নাশ্রঃ, অতঃ শ্রদ্ধাদিসম্পর্ক্যা জ্ঞান-
লাভাৎ প্রাক্ কৰ্মযোগ এব শুদ্ধার্থমনুষ্ঠেয়ঃ । জ্ঞানলাভা-
নন্তরন্ত ন তস্য কিঞ্চিং কর্তব্যমিত্যাহ—জ্ঞানং লব্ধ্বা তু
অচিরেণ পরাং শাস্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯

হে অর্জুন ! যেৰূপ সমাক্ প্রজলিত অগ্নি কাষ্ঠসকল ভস্মীভূত
করে, তজ্ৰূপ জ্ঞানরূপ অনল প্রারক কৰ্মফল ব্যতীত সমস্ত কৰ্ম
ভস্মসাৎ করিয়া থাকে ॥ ৩৭

তপশ্চা যোগাদির মধো জ্ঞানের দ্বায় পাপবিনির্গমনকারণ
(শুদ্ধিকর) কিছু নাই । বহুকাল নিকাম কৰ্মযোগের দ্বারা
যোগ্যতা লাভ করিলে সে জ্ঞান অনায়াসে লাভ হয়—স্বয়ং
আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৩৮

গুরু উপদিষ্ট অৰ্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্, গুরুসেবায় অনভিনিষ্ঠ ও
জিতেজ্জিৎ সেই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন—জ্ঞানলাভের পর

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

অজ্ঞশ্চাশ্রদধানশ্চ সংশয়ায়া বিনশ্যতি ।

নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০

যোগসংগ্ৰাস্তকৰ্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্ ।

আত্মবস্তুং ন কৰ্মাণি নিবরন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১

টীকা—জ্ঞানাদিকারিণমুক্ত্য । তদ্বিপরীতমনধিকারিণ-
মাহ—অজ্ঞশ্চৈতি । অজ্ঞো গুরুপদেষ্টার্থানভিজ্ঞঃ কথঞ্চি-
জ্জ্ঞানে জ্ঞাতেহপি তত্র অশ্রদধানশ্চ জাতায়ামপি
শ্রদ্ধায়াং মমেদং সিধ্যের বেতি সংশয়াক্রান্তচিত্তশ্চ
বিনশ্যতি, স্বার্থাদ্ ভ্রশ্যতি । এতেষু ত্রিষপি সংশয়ায়া
সৰ্বথা নশ্যতি, যতস্তস্যায়ং লোকো নাস্তি ধনাজ্জন-
বিবাহাত্মসিদ্ধেঃ । ন চ পরলোকো ধৰ্ম্মস্যানিষ্পত্তেঃ । ন চ
সুখং সংশয়েনৈব ভোগস্যাপ্যাসম্ভবাৎ ॥ ৪০

টীকা—অধ্যায়দ্বয়োক্তাং পূৰ্বাপরভূমিকাভেদেন কৰ্ম-
জ্ঞানময়ীং দ্বিবিধাং ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি—যোগেতি
দ্বাভ্যাম্ । যোগেন পরমেশ্বরাদানরূপেণ তস্মিন্ সং-
স্তানি সমপিতানি কৰ্মাণি যেন তং পুরুষং কৰ্মাণি
স্বফলৈনিবরন্তি, অতশ্চ জ্ঞানেন আত্মবোধেন কর্ত্ত্বা
সংচ্ছিন্নঃ সংশয়ো দেহাত্তভিমানলক্ষণো यस্য তমাত্মবস্তুম-
প্রমাদিনং কৰ্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি স্বাভাবিকানি বা ন
নিবরন্তি ॥ ৪১

আত্মনীত্র মোক্ষ প্রাপ্ত ইন ॥ ৩৯

গুরু-উপদিষ্ট বিষয়ে অনাভিজ্ঞ, অশ্রদ্ধাবান্ উভয় কোটিজ্ঞান-
সম্পন্ন ; ইহা হইবে কি না হইবে এরূপ সন্দেহাক্রান্তচিত্তের ইহ
জগতে সুখও নাই ॥ ৪০

হে ধনঞ্জয় ! ভগবৎ-আরাধনারূপ যোগের দ্বারা শ্রীভগবানে
কৰ্মসমর্পণকারী আত্মজ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সন্দেহবর্জিত,
প্রমাদশূন্য, দেহাভিমান-বিরহিত কৰ্ম্মকে লৌকিক বৈদিক কৰ্ম
সকল বন্ধ করিতে পারে না ॥ ৪১

তস্মাদজ্ঞানসমুত্তং হংসং জ্ঞানাসিনাশ্রয়ঃ ।

হিঁসৈনং সংশয়ং যোগমাতীষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২

টীকা—তত আহ—তস্মাদজ্ঞানেতি, যস্মাদেবং তস্মা-
দাশ্রয়নোহজ্ঞানেন সমুত্তং হৃদি স্থিতমেনং সংশয়ং শোকা-
দিনিমিত্তং দেহাশ্রয়বিবেকজ্ঞানখণ্ডেণ হিঁস্বা পরমাত্ম-
জ্ঞানোপায়ভূতং কৰ্মযোগমাতীষ্ঠ আশ্রয়। তত্র চ

অতএব অজ্ঞান-সমুৎপন্ন এই শোকাদি-নিমিত্ত সংশয়কে
আশ্রয়জ্ঞানের দ্বারা ছেদন করত কর্মযোগ অমুষ্ঠান কর। হে

ইতি শ্রীমদ্বিবেকচিন্মাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতমধ্যে ভীষ্মপর্বাস্তগত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাউপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞাবিষয়ক যোগ-
শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে জ্ঞানবিভাগযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায়।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুপনিষৎসু
ব্রহ্মবিজ্ঞাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
জ্ঞানকর্মসম্বাসযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বণি তু অষ্টাষিংশোহধ্যায়ঃ ॥

প্রথমং প্রস্তুতায় যুদ্ধায়োজিত। হে ভারত! ইতি
ক্ষত্রিয়ত্বেন যুদ্ধস্য স্বধর্মস্বং দশিতম্ ॥৪২

পূর্ববস্থাভিভেদেন কর্মজ্ঞানময়ী দ্বিধা।

নিষ্ঠোক্তা যেন তং বন্দ শৌরিং সংশয়সংছিদম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরশ্রামিকৃতটীকায়াং
জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪

ভারত! অধুনা যুদ্ধ করিবার জন্ত উঠ ॥ ৪২

একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং পঞ্চমোহধ্যায়ঃ)

[সাংখ্যানিক্যাম-কর্ম-জ্ঞানযোগানাং সম্বন্ধি-ধ্যানযোগস্য চ বর্ণনম্ ।]

অর্জুন উবাচ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

সম্বাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগকং সংশসি ।

সম্বাসং কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ ।

যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ক্রহি স্তুনিশ্চিতম্ ॥ ১

তয়োস্তু কর্ম সম্বাসাং কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

সম্ভবতঃ বিরুদ্ধস্বরূপত্বাং, তস্মাদেতয়োরেকশ্চিন্নমুষ্ঠাতব্যে

টীকা—নিবার্য সংশয়ং জিহ্বাঃ কৰ্মসম্বাসযোগয়োঃ ।

সতি মম যৎ শ্রেয়ঃ স্তুনিশ্চিতং তদেকং ক্রহি ॥১

জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতে: পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীৎ ॥

টীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—সম্বাস ইতি ।

অজ্ঞানসমুত্তং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা হিঁস্বা কর্মযোগ-
মাতীষ্ঠেত্যুক্তং, তত্র পূর্বাপরবিরোধং মহানোহর্জুন উবাচ
—সংস্থাসমিতি । “যস্তাশ্রয়তিরেকস্তাং” ইত্যাদিনা “সর্বং
কৰ্মাখিলং পার্থ” ইত্যাদিনা চ জ্ঞানিনঃ কৰ্মসংস্থাসং
কথয়সি, “জ্ঞানাসিনা সংশয়ং হিঁস্বা যোগমাতীষ্ঠ” ইতি
পুনর্যোগকং কথয়সি । ন চ কৰ্মসম্বাসঃ কৰ্মযোগশ্চৈকদৈব

অয়ম্ভাবঃ,—ন হি বেদান্তবেদান্ততত্ত্বজ্ঞং প্রতি কর্মযোগমহং
ব্রবীমি, যতঃ পূর্বোক্তেন সম্বাসেন বিরোধঃ স্তাং, অপি তু
দেহাশ্রয়ভিমানিনং স্বাং বন্ধুবধাদিনিমিত্তশোকমোহাদিকৃত-
মেনং সংশয়ং দেহাশ্রয়বিবেকজ্ঞানাসিনা হিঁস্বা পরমাত্ম-
জ্ঞানোপায়ভূতং কর্মযোগমাতীষ্ঠেতি ব্রবীমি । কর্মযোগেন
শুদ্ধচিত্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞাতে সতি তৎপরিপাকার্থং

পঞ্চম অধ্যায় ।

ত্যাগের কথা বলিয়া পুনর্বার কর্মযোগের কথা কহিতেছ ।

[সাংখ্যোক্ত নিষ্কামকর্ম ও জ্ঞানযোগসমূহ এবং ভক্তির
সহিত ধ্যানযোগের বর্ণন ।]

কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ এতদ্ব্যবহার মধ্যে বাহা আমার শ্রেয়স্বর
সেই একটি স্থির করিয়া বল ॥ ১

অর্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! কর্মসমূহের বিধিপূর্বক পরি-

গবান্ বলিলেন,—শুদ্ধচিত্তের পক্ষে কর্মত্যাগ আর

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩
সাংখ্যযোগো পৃথগ্ বাল্যঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োৰ্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪

জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গধেন সন্ন্যাসঃ পূর্বমুক্তঃ । এবং সত্যঙ্গ-
প্রধানয়োবিকল্পযোগাৎ সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চেত্যেতা-
বুভাবপি ভূমিকাভেদেন সমুচিতাবেব নিঃশ্রেয়সঃ
সাধয়তঃ ; তথাপি তু তয়োর্মধ্যে কর্মসন্ন্যাসাৎ সকাশাৎ
কর্মযোগো বিশিষ্টো ভবতীতি ॥ ২

টীকা—কুত ইতাপেক্ষায়াঃ সন্ন্যাসিধেন কর্মযোগঃ
স্ববাস্তবশ্চ শ্রেষ্ঠত্বং দর্শয়তি—জ্ঞেয় ইতি । রাগদ্বेषাদি-
রাহিত্যেন পরমেশ্বরার্থং কর্মাণি যোহনুতিষ্ঠতি, স নিত্যঃ
কর্মানুষ্ঠানকালেহপি হি সন্ন্যাসীত্যেব জ্ঞেয়ঃ । তত্র হেতুঃ,
—নির্দ্বন্দ্বো রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্যো শুদ্ধচিত্তো জ্ঞানদ্বারা
সুখমনায়াসেনৈব বন্ধাৎ সংসারাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

টীকা—যস্মাদেবমঙ্গপ্রধানধেনোভয়োরবস্থাভেদেন
ক্রমসমুচ্চয়ঃ । অতো বিকল্পমঙ্গীকৃত্য উভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠ
ইতি প্রশ্নেহজ্ঞানামেবোচিতঃ, ন বিবেকিনামিত্যাহ—
সাংখ্যযোগাবিতি । সাংখ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গং
সন্ন্যাসং লক্ষয়তি । সন্ন্যাসকর্মযোগাবেকফলো সন্তো
পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বাল্য অজ্ঞা এব প্রবদন্তি ন তু পণ্ডিতাঃ
তত্র হেতুঃ—অনয়োরেকমপি সমাগাস্থিত আশ্রিতবানু-
ভয়োঃ ফলমাপ্নোতি । তথা হি কর্মযোগঃ সমাগনুতিষ্ঠন্
শুদ্ধচিত্তঃ সন্ জ্ঞানদ্বারা যত্নভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দ-

অশুদ্ধচিত্তের দৈবর আরাধনার জন্য কর্মানুষ্ঠান—হুইটিই মোক্ষ
প্রদান করিয়া থাকে । তাহার মধ্যে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ
শ্রেষ্ঠ ॥ ২

যিনি রাগদ্বেষবিরহিত তিনি কর্মানুষ্ঠান করিয়াও সন্ন্যাসী,
যেহেতু শীত-উষ্ণ, স্থখ-দুঃখ এবং অহরাগ-বিরাগবিহীন বিদ্বান্
স্থখে অক্লেশে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥ ৩

মূর্খলকল সন্ন্যাস ও কর্মযোগ—বিভিন্ন বলিয়া থাকে । বিচার
পূর্বক সিদ্ধান্ত-সমর্থ বিশেষজ্ঞগণ তাহা বলেন না । জ্ঞান ও
কর্মযোগের উভয়ের মধ্যে একটির আশ্রয় গ্রহণপূর্বক উভয়ের

যৎ সাংখ্যোঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে ।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫
সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ।
যোগযুক্তো মুনিত্র ক্কা নচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

তীতি । সন্ন্যাসঃ সমাগাস্থিতোহপি পূর্বমনুষ্ঠিতস্ত কর্ম-
যোগস্তাপি পরম্পরয়া জ্ঞানদ্বারা যৎ উভয়োঃ ফলং
কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি ন পৃথক্ফলস্বমনয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৪

টীকা—এতদেব স্মৃটয়তি—যৎ সাংখ্যৈরিতি । সাংখ্য-
জ্ঞাননিষ্ঠেঃ সন্ন্যাসিভিধং স্থানং মোক্ষাখ্যং প্রতর্কেণ
সাক্ষাদবাপ্যতে, যোগৈরিতি অর্থ আদিত্যাদ্বর্ষীয়োহচ্
প্রত্যয়ো দৃষ্টব্যস্তেন কর্মযোগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেন
গম্যতেহবাপ্যতে ইত্যর্থঃ । অতঃ সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চৈক-
ফলধেনৈকং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি ॥ ৫

টীকা—যদি কর্মযোগিনোহপ্যস্ততঃ সন্ন্যাসেনৈব
জ্ঞাননিষ্ঠা, তহি আদিত এব সন্ন্যাসঃ কর্তৃং যুক্ত ইতি
মন্তমানং প্রত্যাহ—সংস্থাঃ সঙ্ঘিতি । অযোগতঃ কর্মযোগঃ
বিনা সংস্থাঃ প্রাপ্তুং দুঃখং দুঃখহেতুরশক্য ইত্যর্থঃ,
চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ । যোগযুক্তস্ত
শুদ্ধচিত্ততয়া মুনিঃ সন্ন্যাসী ভূষা অচিরেণ ব্রহ্মাধিগচ্ছতি
অপরোক্সং জ্ঞানতি । অতশ্চিত্তশুদ্ধেঃ প্রাক্ কর্মযোগ
এব সন্ন্যাসাদ্ বিশিয়াত ইতি পূর্বোক্তং সিদ্ধম্ । তদুক্তং
বার্ত্তিকবৃষ্টিঃ—“প্রমাদিনো বহিষ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎ-
স্রুকাঃ । সন্ন্যাসিনোহপি দৃশ্যস্তে দৈবসংদূষিতাশয়াঃ”
ইতি ॥ ৬

ফল কৈবল্য প্রাপ্ত হন । কর্মযোগ দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞান
দ্বারা মোক্ষ লাভ করেন ॥ ৪

জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ মোক্ষনামক যে স্থান সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন
কর্মযোগিগণও সেই স্থানই লাভ করিয়া থাকেন । চিত্তশুদ্ধির পর
জ্ঞানদ্বারা সেই স্থান প্রাপ্ত হন । যিনি সাংখ্য ও কর্মযোগকে
একরূপ দেখেন, তিনি ষথার্থ দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৫

হে মহাবাহো ! কর্মযোগ অনুষ্ঠান না করিয়া সর্বকর্মত্যাগরূপ
সন্ন্যাসে অধিকার লাভ করা দুঃখকর অর্থাৎ লাভ করা যায় না ।
কিন্তু কর্মযোগের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত মুনি অতি সহজ ব্রহ্মকে আত্ম-
স্বরূপে প্রাপ্ত হন ॥ ৬

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭

নৈব ক্লিষ্টং করোমীতি যুক্তো মন্ত্ৰেত তত্ত্ববিৎ ।

পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিহ্বল্লগ্নং গচ্ছন্ স্বপন্ স্বসন্ ॥ ৮

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ শ্লিষন্নিমিষন্পি ।

ইন্দ্রিয়গীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯

টীকা—কর্মযোগাদিক্রমেণ ব্রহ্মাধিগমে সত্যপি তদুপকৃতেনৈব কর্মণা বন্ধঃ স্মাদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ যোগযুক্ত ইতি । যোগেন যুক্তঃ, অতএব বিশুদ্ধ আত্মা চিত্তং যন্ত, অতএব বিজিত আত্মা শরীরং যেন অতএব বিজিতা-নীন্দ্রিয়াণি যেন । ততশ্চ সর্বেষাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা যন্ত স লোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে তৈর্ন বধ্যতে ॥ ৭

টীকা—কর্ম কুর্বন্নপি ন লিপ্যত ইত্যেতদ্বিরুদ্ধমিত্যা-শঙ্ক্য কর্তৃভাবমানাভাবান্ন বিরুদ্ধমিত্যাহ—নৈবেতি ভাভ্যাম্ । কর্মযোগেন যুক্তঃ ক্রমেণ তত্ত্ববিদ্ ভূত্বা দর্শনশ্রবণাদৌ কুর্বন্নপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধা নিশ্চিত্য কিঞ্চিদপ্যহং ন করোমীতি মন্ত্ৰেত মন্ত্ৰেত । তত্র দর্শন-শ্রবণ-স্পর্শনাবজ্ঞানানি চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ—গতিঃ পাদয়োঃ, স্বাপো বুদ্ধেঃ, শ্বাসঃ শ্বাসন্ত, প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়ন্ত, বিসর্গঃ পানুপস্থয়োঃ, গ্রহণং হস্তয়োঃ, উন্মেষানিমিষণে কুর্মাখ্য-প্রাণমন্ত্ৰেতি বিবেকঃ । এতানি কর্মাণি কুর্বন্নপি অনভি-

কর্মযোগযুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, দেহস্থ পঞ্চদোষ শূন্য, ইন্দ্রিয়জয়কারী যাহার আত্মা নির্মল জীবগণের আত্মরূপ, তিনি লোকসংগ্রহের জন্য বৈদিক লৌকিক কর্ম করিয়াও সেই কর্মসমূহের দ্বারা বদ্ধ হন না ॥ ৭

কর্মযোগযুক্ত চিত্তশুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞ হইয়া দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আভ্রাণ, ভোজন, প্ৰমদ, শয়ন, শ্বাসভাগ, কথোপকথন, ভাগ (মলমূত্রাদি), গ্রহণ (জব্যাদি), উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও ইন্দ্রিয়-গণ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে ইহা বুঝির দ্বারা নিশ্চয় করত আমি কিছুই করিতেছি না ইহা মনে করেন । ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করিতেছে—আমি এষ্টা মাত্র ॥ ৮ ৯

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ১০

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।

যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ত্ত্বশুদ্ধয়ে ॥ ১১

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাশ্নোতি নৈটিকীম্ ।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২

মানাং ব্রহ্মবিৎ ন লিপ্যতে । তথাচ পারমর্ষং সূত্রং—
“তদধিগমে উত্তরপূর্বার্থায়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্যাপদেশাৎ”
ইতি ॥ ৮-৯

টীকা—তচ্চি যন্ত করোমীতি ভাবমানোহস্তি তন্ত কর্মলেপো ছবারং, অবিশুদ্ধচিত্তত্বাৎ সন্ন্যাসোহপি নাস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণীতি । ব্রহ্মণ্যাধায় পরমেশ্বরে সমর্প্য তৎফলে চ সঙ্গং ত্যক্ত্বা যঃ কর্মাণি করোতি, অসৌ পাপেন বন্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্য-পাপাত্মকেন কর্মণা ন লিপ্যতে যথা পদ্মপত্রমস্তিসি স্থিতমপি তেনাস্তস্যা ন লিপ্যতে তদ্বৎ ॥ ১০

টীকা—বন্ধকত্বাভাবযুক্ত্বা মোক্ষহেতুত্বং সদাচারেণ দর্শয়তি কায়েনৈতি । কায়েন স্নানাদি, মনসা ধ্যানাদি, বুদ্ধ্যা তত্ত্বনিশ্চয়াদি, কেবলৈঃ কর্মভিনিবেশরহিতৈ-রিন্দ্রিয়ৈঃ শ্রবণকৌর্তনাদিলক্ষণং কর্মফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা চিত্তশুদ্ধয়ে কর্মযোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি ॥ ১১

টীকা—নন্তু কথং তেনৈব কর্মণা কশ্চিন্দ্রুচ্যতে কশ্চিদ্রুচ্যতে ইতি বাবস্থাকথমত আহ—যুক্ত ইতি ।

যিনি পরমেশ্বরে কর্ম সমর্পণপূর্বক তাহার ফলে অমুরাগী না হইয়া লৌকিক বৈদিক কর্মসকল অমুষ্ঠান করেন, তিনি জলস্থিত পদ্মপত্রের দ্বারা পাপের দ্বারা স্পৃষ্ট হন না ॥ ১০

কর্মযোগিগণ আত্মশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধির জন্য শরীর, মন, বুদ্ধি ও কর্মভিনিবেশরহিত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা কর্মফলে আশঙ্কিত হইয়া শ্রবণাদি কর্ম করেন ॥ ১১

পরমেশ্বরপরায়ণ কর্মফল পরিত্যাগ পূর্বক কর্মসকল অমুষ্ঠান করত আত্মশুদ্ধি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন । আর বহির্মুখ ব্যক্তি কামনা পরবশে ফলে আশক্ত হইয়া নিবদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১২

সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্তান্তে সূখং বশী ।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩

ন কত্বং ন কর্মাণি লোকস্ত সৃজতি প্রভুঃ ।

ন কর্মকলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৪

পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ সন্ কৰ্ম্মণাং ফলং ত্যক্ত্ব। কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্ব-
নাত্যস্তিকীং শাস্তিঃ মোক্ষং প্রাপ্নোতি, অযুক্তস্ত বহির্মুখঃ
কামকারেণ কামতঃ প্রবৃত্ত্য ফলে আসক্তো নিতরাং বন্ধং
প্রাপ্নোতি ॥ ১২

এবং তাবৎ চিন্তাশুদ্ধিশূন্য সন্ন্যাসাৎ কৰ্ম্মযোগো
বিশিষ্টতে ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্। ইদানীং শুদ্ধচিন্তা
সন্ন্যাসঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সর্বকৰ্ম্মাণীতি। বশী যতচিন্তাঃ।
সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি বিক্ষেপকাণি মনসা বিবেকযুক্তেন
সংগ্ৰহাৎ সূখং যথা ভবতি এবং জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ আস্তে।
কাস্ত ইত্যত আহ নবদ্বারে, নেত্রে নাসিকে কর্ণে
মুখধেতি সপ্ত শিরোগতানি, অধোগতে দ্বৈ পায়ুপস্থরূপে
ইত্যেবং নব দ্বারাণি যস্মিন্তস্মিন্ পুরে পুরব-
দহকারশৃঙ্গে দেহে দেহী অবতিষ্ঠতে। অহকারভাবাদেব
স্বয়ং তেন দেহেন নৈব কুৰ্ব্বন্ মমকারাভাবাচ্চ ন কারয়-
ম্নিতি অশুদ্ধচিন্তাদ্বারবৃত্তিক্রান্তা, অশুদ্ধচিন্তো হি সংগ্ৰহা
পুনঃ কৰোতি কারয়তি চ। ন স্বয়ং তথা, অতঃ সূখমাস্ত
ইত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা—নহু “এষ এষ সাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং
যমেভ্যো লোকেভ্য উল্লিনীষত এষ এবাসাধু কৰ্ম্ম
কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যোহধো নিনীষতে”
ইত্যাদিভ্রুতে: পরমেশ্বরেণৈব শুভাশুভফলেষু কৰ্ম্মসু

জিতেন্দ্রিয় যোগী বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা কৰ্ম্মসমূহ পরিত্যাগ
পূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ ও পায়ুপস্থরূপ
নবদ্বারবিশিষ্ট শরীরে কৰ্ম্মসকল না করাইয়া স্থখে অবস্থান করিয়া
থাকেন ॥ ১৩

ঈশ্বর লোকের কর্তৃত্ব ও কর্মসকল সৃজন করেন না, কর্মকলের
সংযোগ সৃষ্টি করেন না—অনাদি অবিচ্ছিন্ন কর্তৃত্বাদিরূপে প্রবৃত্ত
হয় ॥ ১৪

আপ্তকাম পরমেশ্বর কাহারও পাপ এবং সুকৃত বা পুণ্য গ্রহণ

নাদন্তে কস্তচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহুন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।

তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ১৬

কর্তৃত্বেন প্রযুক্ত্যমানোহস্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ কথং তানি কৰ্ম্মাণি
ত্যাজেৎ ? ঈশ্বরেণৈব জ্ঞানমার্গে প্রযুক্ত্যমানঃ শুভাশু-
ভাভানি চ ত্যক্ত্যতীতি চেৎ এবং সতি বৈষম্যানৈর্ধৃগ্যাভ্যা-
মীশ্বরস্তাপি প্রয়োজককর্তৃত্বাৎ পুণ্যপাপসম্বন্ধঃ স্মাদিত্যা-
শক্যাহ—ন কর্তৃত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। প্রভুরীশ্বরো জীব-
লোকস্ত কর্তৃত্বাদিকং ন সৃজতি, কিন্তু জীবস্ত স্বভাবো-
হবিষ্টেব কর্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ততে। অনাত্মবিজ্ঞাকামবশাৎ
প্রবৃত্তিস্বভাবমেব লোকমীশ্বরঃ কৰ্ম্মসু নিযুক্ত্তে, ন স্বয়-
মেব কর্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৪

টীকা—যস্মাদেবং তস্মান্নাদন্ত ইতি। প্রয়োজকোহপি সন্
প্রভুঃ কস্তচিৎ পাপং সুকৃতঞ্চ নৈবাদন্তে ন ভজতে। তত্র
হেতুঃ—বিভুঃ পরিপূর্ণঃ, আপ্তকাম ইত্যর্থঃ। যদি হি স্বার্থ-
কামনয়া কারয়েত্তহি তথা স্মাৎ, ন চেতদস্মি। আপ্তকাম-
শ্রৈবাচিন্ত্যানিজমায়য়া তত্ত্বৎপূর্বকৰ্ম্মানুসারেণ প্রবর্তকত্বাৎ।
নহু ভক্তানমুগৃহ্যতোহভক্তান্নিগৃহ্যতচ্চ বৈষম্যোপলব্ধাৎ
কথমাপ্তকামহমিত্যত আহ—অজ্ঞানেনেতি। নিগ্রহো-
হপি দণ্ডরূপোহনুগ্রহ এবোত্যেবমজ্ঞানেন সর্বত্র সমঃ পর-
মেশ্বর ইত্যেবভূতং জ্ঞানমাবৃতম্। তেন হেতুনা জন্তবো
জীবা মুহুন্তি। ভগবতি বৈষম্যং মনস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫

টীকা—জ্ঞানিনস্ত ন মুহুন্তীত্যাহ—জ্ঞানেনেতি।
আত্মনো ভগবতো জ্ঞানেন যেষাং তদ্বৈষম্যোপলব্ধক-

করেন না। যদি বল ভক্তগণকে অনুগ্রহ ও অভক্তগণকে নিগ্রহ
করায় তো বৈষম্য দেখা যায়—তিনি আপ্তকাম কিরূপে ? তজ্জন্ত
বলিতেছেন, নিগ্রহ হইল দণ্ডরূপ অনুগ্রহই—ইহা না জানায়
পরমেশ্বর সর্বত্র সমান এই জ্ঞান আবৃত থাকে, সেইজন্ত জীবগণ
ভগবানে বৈষম্য মনে করিয়া থাকে ॥ ১৫

পরমাত্মা শ্রীভগবানের জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ নিগ্রহ অনুগ্রহ
সবই তাঁহার রূপা—এই জ্ঞানের দ্বারা বৈষম্যউপলব্ধিকারক অজ্ঞান
বাহাদের বিনাশিত হইয়াছে, তাহাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ ঈশ্বররূপ
ভুবনভাস্করের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ১৬

তদ্ বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তংপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরারুতিং জ্ঞাননিধুতকল্যাণাঃ ॥১৭

বিভাবিনয়সম্পন্নৈ ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮

ইহৈব তৈজ্জিতঃ সর্গো যেবাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।

জ্ঞানং নাশিতম্ তজ্জ্ঞানং তেষামজ্ঞানং নাশয়িত্বা
তৎপরং পরিপূর্ণমীশ্বরস্বরূপং প্রকাশয়তি, যথা দিত্যন্তমো
নিরস্ত সমস্তং বস্তুজাতং প্রকাশয়তি তদ্বৎ ॥ ১৬

টীকা—এবমুত্তেত্বরোপাসকানাং ফলমাহ—তদিত্তি ।
তস্মিন্বেব বুদ্ধিনিশ্চয়াত্মিকা যেসাম্, তস্মিন্বেব আত্মা মনো
যেসাম্ । তস্মিন্বেব নিষ্ঠা তাৎপর্যাং যেসাম্, তদেব পর-
ময়নমাত্ময়ো যেসাম্ । ততশ্চ তৎপ্রসাদলক্ষেনাত্মজ্ঞানেন
নিধুতং নিরস্তং কল্যাণং যেবাং তেহপুনরারুতিং মুক্তিং
যাস্তি ॥ ১৭

টীকা—কৌদৃশাস্তে জ্ঞানিনো যেহপুনরারুতিং মুক্তিং
গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ—বিভোতি । বিষমেষপি সমং
ব্রহ্মৈব ব্রহ্মুং শীলং যেবাং তে পণ্ডিতা জ্ঞানিনঃ ইত্যর্থঃ ।
তত্র বিভাবিনয়াভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে চ । শুনো যঃ পচতি
তস্মিন্ স্বপাকে চেতি কর্মণা বৈষম্যম্ । ‘গবি হস্তিনি শুনি
চে’তি জাতিভেদে বৈষম্যং দর্শিতম্ ॥ ১৮

টীকা—নহু বিষমেষু সমদর্শনং নিষিদ্ধং কুর্ব্বন্তোহপি
কথং তে পণ্ডিতাঃ ? যথাহ গৌতমঃ—“সমাসমাভ্যাং
বিষমসমে পূজাতঃ” ইতি । অস্বার্থঃ—সময়া পূজয়া বিষমে

শ্রীভগবানে যাহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তাঁহাতেই মনের
প্রযত্ন, তাঁহাতেই ভক্তি, তিনিই যাহাদের একমাত্র আশ্রয়, তাঁহার
প্রসাদলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা পাপ-সম্পর্কশূন্য পরম ভাগবতগণ পরমপদ
প্রাপ্ত হন ॥ ১৭

বিচারপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠাপনে সমর্থ শাস্ত্রবেত্তাগণ বিভা-
বিনয়-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর, চণ্ডাল—সকলকেই তুল্য-
ভাবে দর্শন করেন । একমাত্র শ্রীভগবান্ নানা আকার ধারণ
করিয়া আছেন, এই দৃষ্টি তাঁহাদের উন্মীলিত হইয়া থাকে ॥ ১৮

। যাহাদের মন সময়ে অবস্থিত, ইহলোকেই তাঁহারা সংসারকে
জয় করিয়াছেন । কেন না ব্রহ্ম সর্বদেহত-বৈষম্য-নিমুক্ত,

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯

ন প্রহৃষ্টোৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজোৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।

স্থিরবুদ্ধিরসমুদ্রো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০

বাহুস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১

প্রকারে কৃতে সতি বিষমায় চ সমে প্রকারে কৃতে,
সতি স পূজক ইহলোকাৎ পরলোকাচ্চ হীয়ত ইতি ।
তত্রাহ—ইহৈবেতি । ইহৈব জীবন্তিরেব তৈঃ, স্ফূট্যত
ইতি সর্গঃ সংসারো জিতো নিরস্তঃ । কৈঃ ? যেবাং
মনঃ সাম্যে সময়ে স্থিতম্ । তত্র হেতুঃ হি যস্মাদ্ ব্রহ্ম
সমং নির্দোষঞ্চ তস্মাস্তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতাঃ
ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ । গৌতমোহস্ত দেষো ব্রহ্মভাব-
প্রাপ্তে: পূর্বমেব পূজাত ইতি পূজকাবস্থাশ্রবণাং ॥ ১৯

টীকা—ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য লক্ষণমাহ—ন প্রহৃষ্টোদিত্তি ।
ব্রহ্মবিদ্ ভূত্বা ব্রহ্মণ্যেব যঃ স্থিতঃ স প্রিয়ং প্রাপ্য ন
প্রহৃষ্টোৎ ন প্রহৃষ্টো হৃষবান্ স্ম্যৎ, অপ্ৰিয়ং চ প্রাপ্য ন
নোদ্বিজোৎ ন বিষদতীত্যর্থঃ, যতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ স্থিরা নিশ্চলা
বুদ্ধির্যস্য । তৎ কৃতঃ ? যতোহসমুদ্রঃ নিবৃত্তমোহঃ ॥ ২০

টীকা—মোহনিবৃত্ত্যা বুদ্ধিস্থৈর্যাহেতুমাহ—বাহোতি ।
ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শা । বিষয়া: বাহেদ্রিয়বিষয়েষ-
সক্তাত্মা অনাসক্তচিত্তঃ । আত্মগুণ্যকরণে যতুপশমাত্মকং
সাত্বিকং সুখং তদ্বিন্দতি লভতে । স চোপশমসুখং
লব্ধ্বা ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যং প্রাপ্ত আত্মা
যস্য সৌহৃদ্যঃ সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২১

রাগদ্বेष-মোহ-বিবজ্জিত, সেই হেতু তাঁহারা ব্রহ্মে স্থিতলাভে
সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১৯

ব্রহ্মে স্থিত, নিশ্চলবুদ্ধিসম্পন্ন, মোহবিবজ্জিত ব্রহ্মবেত্তা মনের
অমূল্য পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হন না ও অপ্ৰিয় লাভ
করিয়া উদ্বিগ্ন হন না ॥ ২০

বাহু-ইন্দ্রিয়গণের শব্দাদি বিষয়সকলে আসক্তিবহীনচিত্ত
যোগী অন্তঃকরণে উপশমাত্মক সাত্বিক সুখ লাভ করেন, অনন্তর
যোগের দ্বারা ব্রহ্মে একীভূত হইয়া অসীম ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া
থাকেন ॥ ২১

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা ক্লেশযোনয় এব তে ।
 আভ্যন্তরন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বৃধঃ ॥ ২২
 শক্লোতীহৈব যঃ সোঢ়ং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণং ।
 কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩
 যোহন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথাস্তজ্যোতিরেব যঃ ।
 স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪

টীকা—নহু প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তে: কথং
 মোক্ষ: পুরুষার্থ: স্তান্তব্রাহ্ম—যে হীতি । সংস্পৃশ্যন্ত
 ইতি সংস্পর্শা বিষয়াস্তেভ্যো জ্ঞাতা যে ভোগা: সুখানি
 তে হি বর্তমানকালেহপি স্পর্শাদিসূয়াদিব্যাণ্ডবাদু:খৈশ্চৈব
 যোনয়: কারণভূতা: । তথা দিমস্তোহন্তবস্তৃশ্চ অতো
 বিবেকী তেষু ন রমতে ॥ ২২

টীকা—তস্মাৎমোক্ষ এব পরম: পরমপুরুষার্থস্তস্মা চ
 কামক্রোধবেগোহতিপ্রতিপক্ষোহন্তস্তৎসহনসমর্থ এব
 মোক্ষভাগিত্যাহ—শক্লোতীতি । কামাং ক্রোধোচ্ছোদভবতি
 যো বেগ: মনোনেত্রাদিক্ষোভলক্ষণস্তমিহৈব তদুদ্ভবসময় এব
 যো নর: সোঢ়ং প্রতিরোদ্ধুং শক্লোতি তদপি ন ক্ষণমাত্রং,
 কিন্তু শরীরবিমোক্ষণং প্রাক্ যাবদ্ দেহপাতমিত্যর্থ: ।
 য: এবভূত: স এব যুক্ত: সমাহিত: সুখী চ ভবতি নাস্ত: ।
 যদ্বা মরণাদৃদ্ধং বিলপন্তীভিযুর্বতীভিরালিঙ্গ্যমানোহপি
 পুত্রাদিভির্দেহমানোহপি যথা প্রাণশূন্য: কামক্রোধবেগং
 সহতে, তথা মরণং প্রাগপি জীবন্মৈব য: সহতে, স এব
 যুক্ত: সুখী চেত্যর্থ: । তদ্বক্তং বশিষ্ঠেন—প্রাণে গতে যথা
 দেহ: সুখং দুখং ন বিন্দতি । তথা চেৎ প্রাণযুক্তোহপি

হে অর্জুন! বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে উৎপন্ন যে সমস্ত
 দর্শন স্পর্শন আদি ভোগ, তাহারা আদি ও অন্তবান্—অত্যন্ত
 ক্ষণস্থায়ী, যন্ত্রণাদায়ক । যথার্থ বিধান্ তাহাতে অহুরাগী হন
 না ॥ ২২

যিনি যতক্ষণ দেহপাত না হয়, তাবৎকাল কাম ক্রোধ ইহিতে
 উৎপন্ন প্রবল ইচ্ছাকে সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যুক্ত এবং সেই
 মানবই সুখী হন ॥ ২৩

যিনি আত্মাকে লাভ করিয়া তাঁহার দর্শন প্রবণে হইল, যিনি
 জ্যোতির্ময় নাদাত্মক আত্মাকে লইয়া ক্রীড়াশীল, যিনি অন্তরে
 জ্যোতির্ময় আত্মাকে দর্শন করেন, সেই ব্রহ্মে অবস্থিত যোগীই

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্ভয়: ক্ষীণকল্মষা: ।
 ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মনা: সর্বভূতহিতে রতা: ॥ ২৫
 কাম-ক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।
 অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬
 স্পর্শান্ কৃৎস্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবাস্তরে ভ্রাবো: ।
 প্রাণাপানৌ সমৌ কৃৎস্বা নাসান্ত্যস্তরচারিণৌ ॥ ২৭

স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ [কৈবল্যাশ্রয়ো ভবেৎ] ইতি ॥ ২৩

টীকা—ন কেবলং কামক্রোধবেগসংহরণমাত্রেন মোক্ষঃ
 প্রাপ্নোতি, অপি তু যোহন্তঃসুখ ইতি অন্তরাশ্রয়েব সুখং
 যন্ত ন তু বিষয়েষু, অন্তরেবারাম: ক্রীড়া যন্ত ন বহিঃ,
 অন্তরেব জ্যোতির্দৃষ্টিযন্ত ন গীতনৃত্যাদিষু, স এব ব্রহ্মণি
 ভূত: স্থিত: সন্ ব্রহ্মণি নির্বাণং লয়মধিগচ্ছতি
 প্রাপ্নোতি ॥ ২৪

টীকা—কিঞ্চ লভন্ত ইতি । ঋষয়: সমাগ্ দর্শিন: ক্ষীণঃ
 কল্মষ: যেসাম্, ছিন্নং দ্বৈধং সংশয়ো যেসাম্, যত: সংযত
 আত্মা চিত্তং যেবাং, সর্বেষাং ভূতানাং হিতে রতা যে
 কৃপালবস্তে ব্রহ্মনির্বাণং মোক্ষং লভন্তে ॥ ২৫

টীকা—কিঞ্চ কামেত্যাদি । কামক্রোধাত্মাং
 বিযুক্তানাং যতীনাং সংশ্রাসিনাং সংযতচিত্তানাং জ্ঞাতা-
 ত্তত্ত্বানামভিত: উভয়তো জীবতাং নৃত্যানাঞ্চ, ন কেবলং
 দেহান্তর এব তেবাং ব্রহ্মণি লয়:, অপি তু জীবতামপি
 বর্তত ইত্যর্থ: ॥ ২৬

টীকা—স যোগী ব্রহ্মনির্বাণমিত্যাদিষু যোগী মোক্ষ-
 মাপ্নোতীত্যুক্তং, তমেব যোগং সংক্ষেপেণাহ—স্পর্শানিতি

ব্রহ্মেই বুল-স্বপ্ন-কারণ-দেহত্রয়ের নির্বাণ (লয়) প্রাপ্ত হন ॥ ২৪

পাপ-পরিশূন্য, আত্মদর্শনে আত্মার অস্তিত্ব নাস্তিত্ববিষয়ে
 সংশয়বিহীন, চিত্তজয়ী, সমস্ত জীবের মঙ্গলকারী ঋষিগণ
 (অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী, জ্ঞানসংসারপারগামী) ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া
 থাকেন ॥ ২৫

কামক্রোধবিযুক্ত, সংযতচিত্ত আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসিগণের ইহ ও
 পরলোকে পরম শান্তি বিরাজ করে ॥ ২৬

শব্দাদি বিষয়সমূহের চিন্তা না করিয়া চক্ষুকে ব্রহ্মের মধ্যে
 নিবদ্ধ করত নাসা-অভ্যন্তরে বিচরণকারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে
 কৃত্রিম করিয়া সংযত-মন-বুদ্ধিসম্পন্ন মোক্ষাহুরাগী ইচ্ছা-ভয়-

যতেঙ্গিয়মনোবুদ্ধিমূর্নিমোক্ষপরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্ৰোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮

ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্ব মাং শাস্তিমুচ্ছতি ॥ ২৯

দ্বাভ্যাম্ । বাহ্য এব স্পর্শা রূপরসাদয়ো বিষয়াশ্চিস্তিতাঃ
সন্তোহন্তঃ প্রবিশস্তি । তাংস্তচ্চিস্তিতাত্যাগেন বহিরেব কৃৎস্না
চক্ষুর্ভবোরস্তরে ক্রমধ্যে এব কৃৎস্না অত্যন্তং নেত্রয়োনিমী-
লনে নিদ্রয়া মনো লীয়তে । উদ্বীলনে চ বহিঃ প্রসপতি,
তত্ত্বভয়দোষপরিহারার্থমর্দ্ধনিমীলনে ক্রমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়ে-
ত্যর্থঃ । উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসরূপেণ নাসিকায়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ
প্রাণাপানাব্যুদ্বাধোগতিনিরোধেন সমৌ কৃৎস্না কুন্তকং
কৃৎস্নেত্যর্থঃ । যদ্বা প্রাণোহুয়ং যথা ন বহিনির্ঘাতি, যথা
চাপানোহন্তর্ন প্রবিশতি, কিন্তু নাসামধ্য এব দ্বাবপি যথা
চরতস্তথা মন্দাভ্যামুচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাভ্যাং সমৌ কৃৎস্নেতি ।
যত ইতি । অনেনোপায়েন যতাঃ সংযতা ইন্দ্রিয়মনো-
বুদ্ধয়ো যস্ত, মোক্ষ এব পরময়নং প্রাপাং যস্ত, অতএব
বিগতা ইচ্ছাভয়ক্ৰোধা যস্ত এবভূতো যো মুনিঃ স সদা

ক্ৰোধশূন্ত মুনি স্থিতধী ঋষি নিয়ত মুক্ত হইয়াই অবস্থান
করেন ॥ ২৭-২৮

নিখিল যজ্ঞ-তপস্কার ভোক্তা, ভূ-ভুবরাদি চতুর্দশ লোকের

শ্রীমদ্ভগবদগীতা শতসাহস্রী সংহিতামহাভারতের ভীষ্মপর্বাগত শ্রীমদ্ভগবদগীতাপর্বের একোনত্রিংশ

অধ্যায়ের অন্তিম সন্ধ্যা ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞা যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে কর্মসন্ন্যাসযোগনামক পঞ্চম অধ্যায় ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদগীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদগীতান্মুপনিষৎসু

ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

কর্মসন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥

ভীষ্মপর্বণি তু একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯

জীবন্মুপি মুক্ত এবত্যর্থঃ ॥ ২৭-২৮

টীকা—নশ্বেবমিন্দ্রিয়াদিসংযমমাত্রেন কথং মুক্তিঃ স্মার
তাবমাত্রেন কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণেত্যাহ—ভোক্তারমিতি ।
যজ্ঞানাং তপসাক্ষেপ মম ভক্তেঃ সমর্পিতানাং যদৃচ্ছয়া
ভোক্তারং পালকমিতি বা সর্বেষাং লোকানাং মহাস্তমীশ্বরং
সর্বেষাং ভূতানাং সুহৃদং নিরপেক্ষোপকারিণমন্তর্যামিণং
মাং জ্ঞাত্ব মৎপ্রসাদেন শাস্তিং মোক্ষমুচ্ছতি মোক্ষং
প্রাপ্নোতি ॥ ২৬

বিকল্পলক্ষ্যাপোহেন যেনৈবং সাংখ্যযোগয়োঃ ।

সমুচ্চয়ঃ ক্রমেণোক্তঃ সর্বজ্ঞং নোমি তং হরিম্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিভাঃ
টীকায়াং পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫

মহেশ্বর, নিখিলজীবের নিরপেক্ষ উপকারী, অন্তর্যামী আমাকে
অবগত হইয়া আমার প্রসাদে পরমা শাস্তি বা মুক্তি লাভ
করেন ॥ ২৯

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ)

[নিকাম-কর্মযোগঃ প্রতিপাদয়তা ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন আত্মোদ্ধারায় প্রেরণদানস্য মনোনিগ্রহপূর্বকং ধ্যানযোগস্য যোগভট্টস্য গতেশ্চ বর্ণনম্ ।]

শ্রীভগবানুবাচ ।

অনাস্রিতঃ কর্মফলং কার্য্যং কর্ম করোতি যঃ ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।

ন হ্যসংযতসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২

টীকা—চিন্তে শুদ্ধেহপি ন ধ্যানং বিনা সন্ন্যাসমাত্রতঃ ।

মুক্তিঃ স্তাদিতি ষষ্ঠেহস্মিন্ ধ্যানযোগো বিতস্ততে ॥

পূর্বধ্যায়ান্তে সংক্ষেপেণোক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতুং ষষ্ঠাধ্যায়রম্ভঃ । তত্র তাবৎ “সর্বকর্মাণি মনসা সংযতাস্তে” ইত্যারম্ভ্য সন্ন্যাসপূর্বিকার্যা জ্ঞাননিষ্ঠায়াস্তাৎপর্য্যেণাভিধানাদ্দুঃখস্বরূপত্বাচ্চ কর্মণঃ সহসা সন্ন্যাসাতিপ্রসঙ্গং প্রাপ্তং বারয়িতুং সন্ন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কর্মযোগঃ স্তোতি শ্রীভগবানুবাচ—অনাস্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্ । কর্মফলমনাস্রিতোহনপেক্ষমাণঃ অবশ্যং কর্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম যঃ করোতি স এব সন্ন্যাসী যোগী চ, ন তু নিরগ্নিরগ্নিসাধ্যো-ষ্ট্যাখ্যকর্মত্যাগী, ন চাক্রিয়োহনগ্নিসাধ্যপূর্তকর্মত্যাগী চ ॥ ১

টীকা—কৃত ইত্যপেক্ষায়াং কর্মযোগশ্চৈব সন্ন্যাসত্বং প্রতিপাদয়ন্নাহ—যমিতি । যং সন্ন্যাসং প্রাহুঃ প্রকর্ষণেণ শ্রেষ্ঠত্বেনাহুঃ । “সংযতাস এবাত্যরেচয়ৎ” ইত্যাদি ঞ্জতেঃ । কেবলাৎ ফলসংযতাসাঙ্কেতোর্যোগমেব তং জানীহি । কৃত ইত্যপেক্ষায়ামিতি শব্দোক্তো হেতুর্যোগেহপ্যাস্তীত্যাহ—ন হীতি । ন সংযতঃ ফলসঙ্কল্পো যেন স কর্মনিষ্ঠো

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

[নিকামকর্মযোগঃ প্রতিপাদন করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক আত্মোদ্ধারের জন্ত প্রেরণাদান, মনোনিগ্রহপূর্বক ধ্যানযোগ এবং যোগভট্টের গতির বর্ণন ।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যিনি কর্মফলের অপেক্ষা না করিয়া লক্ষ্য, অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্মের অহুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী । অগ্নিসাধ্য যজ্ঞাদি কর্মত্যাগী সন্ন্যাসীও নহেন যোগীও নহেন ॥ ১

হে পাণ্ডব ! যাহা সন্ন্যাস বলিয়া কথিত হয়, তাহাই যোগ

আকরক্ষ্যমুনেযোগং কর্ম কারণমুচ্যতে ।

যোগারূঢ়স্ত তশ্চৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩

যদা হি নৈশ্চিয়ার্থেষু ন কর্মস্বল্পযজ্ঞতে ।

সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪

জ্ঞাননিষ্ঠো বা কশ্চিদপি যোগী ন হি ভবতি, অতঃ ফলসঙ্কল্পত্যাগসাম্যাৎ সংযতাসাং সন্ন্যাসী চ, ফলসঙ্কল-ত্যাগাদেব চিন্তাবিক্ষেপাতাবাদ্ যোগী চ ভবত্যেব স ইত্যর্থঃ ॥ ২

টীকা—তহি যাবজ্জীবং কর্মযোগ এব প্রাপ্ত ইত্যাক্ষ্য তস্তাবধিমাহ—আকরক্ষ্যোরিতি । জ্ঞানযোগমারোঢ়ুং প্রাপ্তুমিচ্ছাঃ পুংসস্তদারোহে কারণং কর্ম উচ্যতে । চিন্তাশুদ্ধিকরত্বাৎ জ্ঞানযোগমারূঢ়স্ত তু তশ্চৈব ধ্যাননিষ্ঠস্ত শমঃ সমাধিশ্চিন্তাবিক্ষেপকর্মোপরমো জ্ঞানপরিপাক কারণমুচ্যতে ॥ ৩

টীকা—কীদৃশোহসৌ যোগারূঢ়ো যস্ত শমঃ কারণ-মুচ্যতে ইত্যত্রাহ—যদেতি । ইন্দ্রিয়ার্থেষুশ্চিয়ার্থোপযোগ্য শব্দাদিষু তৎসাধনেষু চ কর্মসু যদা নানুস্বজ্ঞতে আসক্তিং ন করোতি । তত্র হেতুঃ আসক্তিমূলভূতান্ সর্বান্ ভোগ-বিষয়ান্ কর্মবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্পান্ সন্ন্যাসিতুং ত্যক্তুং শীলং যস্ত সঃ । তদা যোগারূঢ় উচ্যতে ॥ ৪

বলিয়া বিদিত হইবে ; কারণ, কর্মনিষ্ঠ বা জ্ঞাননিষ্ঠ যিনি ফলসংকল্প পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি পরমার্থ যোগী হইতে পারেন না ॥ ২

জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছা মূর্খের চিন্তাশুদ্ধির জন্ত কর্মই উপায় । আর যিনি যোগে আরোহণ করিয়াছেন, তাহার সমস্ত কর্ম হইতে নিবৃত্তিই সমাধিলাভের সাধন ॥ ৩

যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দাদি বিষয়ে এবং তাহার সাধন কর্মসকলে অহুঁরাগী হন না, তখন সমস্ত সঙ্কল্প-ত্যাগীসেই ব্যক্তি যোগারূঢ় বলিয়া উক্ত হন ॥ ৪

উদ্ধরেদাশ্বনাশ্বানং নাশ্বানমবসাদয়েৎ ।
 আশ্বৈব হ্যশ্বানো বন্ধুরাশ্বৈব রিপুনাশ্বানঃ ॥৫
 বন্ধুরাশ্বানন্তস্ত যেনাশ্বৈবানাজিতঃ ।
 অনাশ্বনস্ত শত্রুশ্চ বর্তেতাশ্বৈব শত্রুবাং ॥ ৬
 জিতাশ্বনঃ প্রশাস্তস্ত পরমাত্মা সমাহিতঃ ।
 শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

টীকা—অতো বিষয়াসক্তিত্যাগে মোক্ষং, তদাসক্তৌ
 চ বন্ধুঃ পর্যালোচ্য রাগাদিশ্চ ভাবং ত্যজেদিত্যাহ—
 উদ্ধরেদিতি । আশ্বানো বিবেকযুক্তেনাশ্বানং সংসারাহঙ্করেৎ
 ন শ্ববসাদয়েৎ ; অথো ন নয়ৎ । হি যশ্বাং আশ্বৈব
 মনঃসঙ্গাহপরতঃ আশ্বনঃ স্বস্ত বন্ধুরূপকারকঃ
 রিপুরূপকারকশ্চ ॥ ৫

টীকা—কথন্তুতস্তাশ্বৈব বন্ধুঃ, কথন্তুতস্ত চাশ্বৈব
 রিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ—বন্ধুরিতি । যেনাশ্বনৈবাত্মা কার্য-
 কারণসম্ভাবরূপো জিতো বশীকৃতস্তস্য তথাভূতস্যাশ্বন
 আশ্বৈব বন্ধুঃ । অনাশ্বনোহজিতাশ্বনস্ত আশ্বৈবানঃ
 শত্রুশ্চ শত্রুবদপকারিষ্বে বর্তেত ॥ ৬

টীকা—জিতাশ্বনঃ স্বস্মিন্ বন্ধুঃ স্ফুটয়তি—জিতাশ্বন
 ইতি । জিত আত্মা যেন তস্ত প্রশাস্তস্ত রাগাদিরহিতস্যৈব
 পরং কেবলমাত্মা শীতোষ্ণাদিষু সংস্বপি সমাহিত
 আশ্বনিষ্ঠো ভবতি, নাশ্বস্ত । যদা তস্ত হৃদি পরমাত্মা
 সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি ॥ ৭

টীকা—যোগারূঢ়স্ত লক্ষণং শ্রেষ্ঠ্যং চোক্তমুপপাত্তোপ-
 সংহরতি—জ্ঞানেতি । জ্ঞানমোপদেশিকম্, বিজ্ঞানমপ-
 রোক্তমুভবঃ, তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাজ্ঞ আত্মা চিন্ত্য

বশীকৃত-চিন্তের দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করিবে ।
 অজিতেন্দ্রিয় হইয়া আপনাকে অধঃপাতিত করিবে না, যেহেতু
 বশীভূতচিত্তই আপনার স্বহৃদ, অবশীভূতচিত্তই আত্মার বৈরী ॥ ৫

যিনি বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা স্বভাবকে জয় করিয়াছেন
 আত্মা সেই আত্মার বন্ধু, অজিতচিন্তের আত্মা আত্মার শত্রুর
 দ্বায় অপকারে প্রযুক্ত হয় ॥ ৬

জিতেন্দ্রিয়, সর্বত্র সমবুদ্ধিহেতু রাগদ্বेषশূন্য, প্রশান্ত যোগীরই
 কেবল আত্মা শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ এবং মান অপमानে আত্ম-
 নিষ্ঠভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হন ॥ ৭

জ্ঞানবিজ্ঞানে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ অমুভবে সন্তুষ্টচিত্ত, বিষয়-

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 যুক্ত ইত্যাচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮
 সুহৃদ্বিত্রার্থদাসীনমধ্যস্থদ্বেষাবন্ধুশ্চ ।
 সাধুষ্পি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিশ্রুতে ॥ ৯
 যোগী যুজীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ ।
 একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০

যসা, অতঃ কূটস্থো নির্বিকারঃ, অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি
 যেন, অতএব সমানি লোষ্ট্রাদীনি যস্ত, যুৎপিণ্ডপাষণ-
 সুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ সঃ যুক্তো যোগারূঢ়
 ইত্যাচ্যতে ॥ ৮

টীকা—সুহৃদ্বিত্রাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্ত ততোহপি শ্রেষ্ঠ
 ইত্যাহ—সুহৃদিতি । সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাশংসী ।
 মিত্রং স্নেহবশেনোপকারকঃ । অরিধাতুকঃ । উদাসীনো
 বিবদমানয়োরুভয়োরপ্যাপেক্ষকঃ । মধ্যস্থো বিবদমান-
 য়োরপি হিতাশংসী । দ্বেষ্যঃ দ্বেষবিষয়ঃ । বন্ধুঃ সখ্যকী ।
 সাধবঃ সদাচারঃ । পাপা চুরাচারঃ । এতেষু সমা রাগ-
 দ্বেষাদিশূন্য বুদ্ধির্যশ্চ স তু বিশিষ্টঃ ॥ ৯

টীকা—এবং যোগারূঢ়লক্ষণমুক্তা ইদানীং তস্ত সাক্ষং
 যোগং বিধত্তে যোগীত্যাदि—স যোগী পরমো মত
 ইত্যন্তেন গ্রন্থেন যোগীতি । যোগী যোগারূঢ় আত্মানং
 মনো যুজীত সমাহিতং কুয়াৎ । সততং নিরন্তরং রহসি
 একান্তে স্থিতঃ সন্, একাকী সঙ্গশূন্যঃ । যতং সংযতং
 চিত্তমাত্মা দেহশ্চ যস্ত, নিরাশীর্নিরাকাজ্ঞো নিরাহারো বা,
 অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যশ্চ ॥ ১০

সাম্রাধানেও বিকারবিহীন, বিশেষভাবে ইন্দ্রিয়জয়কারী, মাটি,
 পাষণ, স্বর্ণে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন, ত্যাজ্য-গ্রাহ বুদ্ধিশূন্য ও যুক্ত যোগী
 যোগারূঢ় বলিয়া কীৰ্ত্তিত হন ॥ ৮

সুহৃৎ (স্বভাবতঃ হিতাকাজ্ঞী), মিত্র (স্নেহবশে উপকারক),
 অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষভাজন, বন্ধু (সখ্যকী), সদাচার-
 চুরাচারগণের প্রতিও রাগদ্বেষশূন্য যোগী শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত
 হন ॥ ৯

সংযতচিত্ত, দোষশূন্যশরীর, আকাজ্ঞা-বিবর্জিত, পরিগ্রহবিহীন
 যোগারূঢ় ব্যক্তি অলক্ষণ একান্তে নিঃসঙ্গ অবস্থিত হইয়া মনকে
 যুক্ত করিবেন ॥ ১০

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।
 নাভ্যুক্তিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১
 তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎষা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
 উপবিশ্বাসেন যুজ্যাদ যোগমাশ্রয়িত্বক্ৰয়ে ॥ ১২
 সমং কায়শীরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।
 সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩
 প্রশান্তাত্মা বিগতভীত্বাক্ষচারিব্রতে স্থিতঃ ।

টীকা—আসননিয়মং দর্শয়ন্মাহ—শুচাবিতি দ্বাভ্যাম্ ।
 শুদ্ধে স্থানে আত্মনঃ স্বস্ত আসনং স্থাপয়িত্বা । কৌদশম্ ?
 স্থিরম্ অচলং নাভ্যুক্তিতং নাতি চোল্লভ্যম্ ন চাতিনীচং,
 চৈলং বজ্রম্ অজিনং ব্যাত্রাদিচর্ম, চৈলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে
 যশ্বিন্ । কুশানামুপরি চর্ম তদুপরি বজ্রমাস্ত্রীর্ঘ্যেত্যর্থঃ ।
 তত্র তশ্বিন্মাসনে উপবিশ্বা একাগ্রং বিক্ষেপরহিতং মনঃ
 কৃৎষা যোগং যুজ্যাত্ অভ্যাসেৎ । যতাঃ সংযতাঃ চিত্তস্ত
 ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া যস্তা সং, আত্মনো মনসো বিস্তৃক্ৰয়ে
 উপশান্তয়ে ॥ ১১-১২

টীকা—চিত্তৈকাগ্রোপযোগিনীং দেহাদিধারণাং দর্শয়-
 ম্মাহ—সমমিতি দ্বাভ্যাম্ । কায় ইতি দেহস্ত মধ্যভাগো
 বিবক্ষিতঃ, কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবম্
 মূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধাগপর্য্যন্তং সমমবক্রম্ অচলং নিশ্চলং
 ধারয়ন্ স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বৈত্যর্থঃ । স্বকীয়ং নাসিকাগ্রং
 সম্প্রেক্ষ্য চাক্ষুনিম্নলিতেনৈত্র ইত্যর্থঃ । ইতস্ততো দিশ্চা-
 নবলোকয়ন্নাসীতেত্যন্তরেণাশ্রয়ঃ । প্রশান্তেতি—প্রশান্ত
 আত্মা চিত্তং যস্তা । বিগতা ভীর্ভয়ং যস্তা, ব্রহ্মচারিব্রতে

মাত্র দেহরক্ষার জন্য বিষয়গ্রহণকারী সংযতচিত্ত যোগী পবিত্র
 প্রদেশে আপনার অচঞ্চল অতি উচ্চ অথবা অতি নীচ নয়,
 ক্রমাগ্রে কুশ, যুগচর্ম ও বজ্রবিরচিত আসন বিস্তৃত করিয়া
 তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া মনকে লয় বিক্ষেপবিহীনপূর্বক মনের বজ্র
 তম গুণ দূর করিবার জন্য যোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ১১-১২

শরীর, মস্তক, গ্রীবা মূলাধার হইতে মস্তকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত
 সরল নিশ্চলভাবে ধারণ করত দৃষ্টিকে সকল দিক্ হইতে আকর্ষণ-
 পূর্বক আপনার নাসিকাগ্রে স্থাপন করিয়া নির্জিতচিত্ত,
 ভয়বিহীন, ব্রহ্মচর্যব্রতে অবস্থিত মনকে প্রত্যাহার করত
 হৃদয়স্থিত অন্তর্ধ্যামী আমাতে স্থাপনপূর্বক মৎপরায়ণ যোগী
 যুক্ত হইয়া অবস্থান করিবেন ॥ ১৩-১৪

মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪
 যুঞ্জন্নৈবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ ।
 শান্তিং নির্বাণপরমং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫
 নাভ্যন্ততস্ত যোগোহস্থিত ন চৈকান্তমনস্ততঃ ।
 ন চাতিশ্বপশীলস্ত জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬
 যুক্তাহারবিহারস্ত যুক্তচেষ্টস্ত কর্মসু ।
 যুক্তস্বপ্নাববোধস্ত যোগো ভবতি তুঃখহা ॥ ১৭

ব্রহ্মচর্যে স্থিতঃ সন্ মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য, মযোব চিত্তং
 যস্ত অহমেব পরঃ পুরুষার্থো যস্ত স মৎপরঃ এবং যুক্তো
 ভূত্বা আসীত তিষ্ঠেৎ ॥ ১৩-১৪

টীকা—যোগাভ্যাসফলমাহ—যুঞ্জন্নৈবমিতি । এবমুক্ত-
 প্রকারেণ সদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ সমাহিতং কু ন,
 নিয়তং নিকঙ্কং মানসং চিত্তং যস্ত সঃ । শান্তিং সংসারো-
 পরতিং প্রাপ্নোতি । কথন্তুতাং নির্বাণং পরমং প্রাপ্য
 যস্তাং তাং মৎসংস্থাম্ মজ্রপেণাবস্থিতাম্ ॥ ১৫

টীকা—যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্থাহারাদিনিয়মমাহ—নাভ্য-
 ন্তত ইতি দ্বাভ্যাম্ । অত্যন্তমধিকং ভুজ্ঞানস্ত একান্তমত্য-
 ন্তমভুজ্ঞানস্যাপি যোগঃ সমাধিঃ ন ভবতি, তথাতিনিদ্রা-
 শীলস্য অতিজাগ্রতস্ত যোগো নৈবাস্তি ॥ ১৬

টীকা—তর্হি কথন্তুতস্য যোগো ভবতীত্যত আহ—
 যুক্তাহারেতি । যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারঃ গতিশ্চ
 যস্য, কর্মসু কার্যেষু যুক্তো নিয়তো এব চেষ্টা যস্য, যুক্তো
 নিয়তো স্বপ্নাববোধো নিদ্রাজাগরৌ যস্য, তস্য তুঃখনি-
 বর্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি ॥ ১৭

পূর্বোক্ত প্রকারে নিরন্তর মনকে হৃদয়স্থ অন্তর্ধ্যামীতে যুক্ত
 করত বশীকৃতচিত্ত যোগী আমার সাক্ষ্যমুক্তিরূপা পরমা শান্তি
 লাভে সমর্থ হন ॥ ১৫

হে অর্জুন! অধিক ভোজনকারীর ও অতিশয় অনাহারীর
 যোগ হয় না ও অতিনিদ্রা এবং অত্যন্ত জাগরণশীলেরও যোগ
 হয় না ॥ ১৬

শাস্ত্রবিহিত আহার-বিহারকারীর, লৌকিক বৈদিক কাথ্য-
 সকলে নিয়মিত চেষ্টাবিশিষ্ট, সংযত নিদ্রাজাগরণশীলের
 আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ তুঃখের অত্যন্ত
 শান্তিকর যোগ সিদ্ধ হয় ॥ ১৭

যদা বিনিয়তং চিন্তমাশ্রম্যেবাবতিষ্ঠতে ।

নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যাচ্যতে তদা ॥ ১৮

যথা দীপো নিবাতশ্চো নেক্ষতে সোপমা স্মৃতা ।

যোগিনো যতচিন্তস্ত যুঞ্জতো যোগমাশ্রয়ঃ ॥ ১৯

যত্রোপরমতে চিন্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।

যত্র চৈবান্নান্যানং পশুন্নান্নি তুশ্রুতি ॥ ২০

টীকা—কদা নিষ্পন্নযোগঃ পুরুষো ভবতীত্যপেক্ষায়া-
মাহ—বদেতি । বিনিয়তং বিশেষণ নিরুদ্ধং সৎ চিন্তমা-
শ্রম্যেব যদা নিশ্চলং তিষ্ঠতি । কিঞ্চ সর্বকামেভ্য ঐহি-
কামুদ্বিকভোগেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ বিগততৃষ্ণো ভবতি,
তদা যুক্তঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যাচ্যতে । আত্মৈকাকারতয়া-
বস্থিতস্য চিন্তাসোপমানমাহ—যথেন্তি । বাতশূন্যে দেশে
স্থিতো দীপো যথা নেক্ষতে ন চলতি, সা উপমা দৃষ্টান্তঃ ।
কস্য আত্মবিষয়ং যোগং যুঞ্জতোহভ্যাসতো যোগিনঃ ।
যতং নিয়তং চিন্তং যস্য । তস্য নিরুদ্ধপতয়া প্রকাশতয়া
চ অচঞ্চলং যচ্চিন্তং তদ্বিস্তৃষ্ণতীত্যর্থঃ ॥ ১৮-১৯

টীকা—“যং সন্ন্যাসমিতি প্রার্জয়োগং তং বিদ্ধি
পাণ্ডব” ইত্যাদৌ কশ্মৈব যোগশব্দেনোক্তং, “নাত্যশ্রুতস্ত
যোগোহস্তি” ইত্যাদৌ তু সমাধির্যোগশব্দেনোক্তস্তত্র
মুখ্যো যোগঃ ক ইত্যপেক্ষায়াং সমাধিমেব স্বরূপতঃ
ফলতঃ লক্ষয়ন্ স এব মুখ্যো যোগ ইত্যাহ—যত্রৈতি
সাক্ষীজিভিঃ । যত্র যশ্মিন্নবস্থা বিশেষে যোগাভ্যাসেন
নিরুদ্ধং চিন্তমূপরতং ভবতীতি যোগস্ত স্বরূপং লক্ষণমুক্তম্ ।
তথাচ পাতঞ্জলসূত্রং—“যোগশ্চিন্তরত্তিনিরোধঃ” ইতি ।
ইষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণেন ফলেন তমেব লক্ষয়তি । তত্র চ
যশ্মিন্নবস্থা বিশেষে আত্মনা শুদ্ধেন মনসা আত্মানমেব

যে সময় বিশেষভাবে বশীকৃতচিত্ত হৃদয়স্থ আত্মাতেই নিশ্চল-
ভাবে অবস্থিত হয়, তখন ইহলোক পরলোকের সমস্ত ভোগ
হইতে তৃষ্ণা একেবারে বিগলিত হইয়া যায়, তখন সেই নিরুদ্ধ
যোগী যুক্ত বলিয়া কথিত হন ॥ ১৮

যেদূর নির্বাসিত প্রদেশে স্থিত প্রদীপ স্থিরভাবে থাকে, কম্পিত
হয় না—আত্মবিষয়ক যোগ-অভ্যাসী সংযতচিত্ত যোগীর তাহাই
দৃষ্টান্ত বলিয়া শ্রবণের বিষয় হয় ॥ ১৯

যে অবস্থায় যোগাভ্যাস প্রভাবে নিশ্চলচিত্ত বিষয়সকল
হইতে উপরত হয়, যে সময় বিস্তৃত মনের দ্বারা আত্মাকে দর্শন

সুখমাত্যস্তিকং যতদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তদ্বতঃ ॥ ২১

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।

যশ্মিন্ স্থিতো ন হুঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে ॥ ২২

তং বিভাদ্ হুঃখসংযোগবিরোগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনিবিগ্নচেতসা ॥ ২৩

পশুতি, ন তু দেহাদি, পশুংশ্চাত্মন্যেব তুশ্রুতি ন তু
বিষয়েষু । যত্রৈত্যাदिना यच्छब्दानां तं योगसंज्ञितं
विद्यादिति चतुर्थेनावयः ॥ ২০

টীকা—আত্মন্যেব তোষে হেতুমাহ—সুখমিতি । যত্র
যশ্মিন্নবস্থা বিশেষে যত্নং কিমপি নিরতিশয়মাত্যস্তিকং
নিত্যং সুখং বেত্তি । নহু তদা বিষয়োন্নিয়সম্বন্ধাভাবাৎ
কুতঃ সুখং স্যাত্তত্রাহ—অতীন্দ্রিয়ং বিষয়োন্নিয়সম্বন্ধাতীতং
কেবলং বুদ্ধিবাত্মাকারতয়া গ্রাহ্যম্, অতএব চ যত্র স্থিতঃ
সন্ তদ্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি । অচলত্বমেবোপ-
পাদয়তি—যমিতি । যমাত্মসুখরূপং লাভং লব্ধ্বা
ততোহধিকম্ অপরং লাভং ন মন্যতে ন চিন্তয়তি তস্মৈব
নিরতিশয়সুখত্বাৎ । যশ্মিন্ স্থিতো মহতাপি শীতোষ্ণাদি-
হুঃখেন ন বিচালাতে নাভিভুয়তে, এতেনানিষ্টনিবৃতি-
ফলেনাপি যোগস্ত লক্ষণমুক্তং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২১-২২

টীকা—য এবমুত্তোহবস্থা বিশেষস্তমাহ—তং হুঃখ-
সংযোগবিরোগং যোগসংজ্ঞিতং বিভাদ্ । হুঃখশব্দেন হুঃখ-
মিশ্রিতত্বাৎ বৈষয়িকং সুখমপি গৃহ্যতে, হুঃখসা সংযোগেন
সংস্পর্শমাত্রেনাপি বিরোগো যশ্মিন্ তম্ অবস্থা বিশেষঃ
যোগসংজ্ঞিতং যোগশব্দবাচ্যং জানীয়াৎ । পরমাত্মনা
ক্ষেত্রজস্য যোজনং যোগঃ । যদ্বা হুঃখসংযোগেন
করত আত্মাতেই পরমানন্দ লাভ করে—তাহাই যোগ ॥ ২০

যে সময় বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণীয় বিষয় ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের অতীত
নিরতিশয় বা নিত্য সুখ অহুভব করেন ও বাহ্যতে অবস্থান
করিয়া আত্মস্বরূপ হইতে কখন বিচলিত হন না, তাহাই
যোগ ॥ ২১

যে আত্মসুখ স্বরূপকে লাভ করিয়া তাহা হইতে অতিশয়
উত্তম অপর কোন লাভকে মনে করেন না, বাহ্যতে অবস্থিত
হইয়া গুরুতর শীত উষ্ণাদি হুঃখের দ্বারা বিচলিত হন না ॥ ২২

হুঃখসংযোগ মাজ্জৈ বিরোগ হয়, এইরূপ অবস্থা বিশেষকে

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্তু। সর্বানশেষতঃ।

মনসৈবেপ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥ ২৪

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃৎস্না ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চকলমস্থিরম্।

ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মশ্চেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬

বিয়েগ এব শূরে কাতরশব্দবদ্বিকল্পলক্ষণয়া যোগ উচ্যতে, কর্মণি তু যোগশব্দস্তুপায়বাদোপচারিক এবেতি ভাবঃ। যস্মাদেবং মহাফলো যোগস্তস্মাৎ স এব যন্ততো-
হভ্যাসনীয় ইত্যাহ—স ইতি সাক্ষেন। স যোগো নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্যোপদেশজনিতেন যোক্তব্যোহ-
ভ্যাসনীয়ঃ। যত্বপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি, তথাপানিবিব্রলেন নির্বেদরহিতেন চেতসা যোক্তব্যঃ। হ্রঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্নশৈথিল্যং নির্বেদঃ। কিঞ্চ সঙ্কল্পেতি। সঙ্কল্পাৎ প্রভবো যেযাং তান্ যোগপ্রতিকূলান্ সর্বান্ কামান-
শেষতঃ সবাসনাংস্ত্যক্তু। মনসৈব বিষয়দোষদর্শনা সর্বতঃ প্রসরন্তুমিঙ্গ্রিয়সমূহং বিশেষেণ নিয়ম্য যোগী যোক্তব্য ইতি পূর্বেণাশয়ঃ ॥ ২৩-২৪

টীকা—যদি তু প্রাক্তনকর্মেসংস্কারেণ মনো বিচলেৎ তর্হি ধারণয়া স্থিরীকৃত্যাদিত্যাহ—শনৈরতি। ধৃতিধারণা তয়া গৃহীতয়া বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা আত্মসংস্থম্ আত্মশ্চেব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং মনঃ কৃৎস্না উপরমেৎ। তচ্চ শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ, ন তু সহসা। উপরমশ্বরূপমাহ—“ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ”, নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমান-
পরমানন্দস্বরূপো ভূত্বা আত্মধ্যানাদপি ন নিবর্তেত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫

যোগ বলিয়া অবগত হইবে। নির্বেদবিরাহিতচিত্তের দ্বারা সঙ্কল্পসমুদ্ভূত যোগপ্রতিকূল সমুদয় ইচ্ছা বাসনার সহিত পরিত্যাগ-
পূর্বক বিষয়দোষদর্শী মনের দ্বারা সকলদিকে সকল বিষয়ে প্রশারিত ইঙ্গ্রিয়সমূহকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে ॥ ২৩-২৪

ধারণাবশীকৃত বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মায় স্থাপিত করত ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হইবে, কিছুই চিন্তা করিবে না ॥ ২৫

স্বভাবতঃ অতিচকল অধীর মন যে যে বিষয়ে গমন করিবে

প্রশান্তমনসং হেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।

উপৈতি শাস্ত্ররজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭

যুঞ্জন্তেবং সদাশ্রানং যোগী বিগতকল্মষঃ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮

সর্বভূতস্থমাশ্রানং সর্বভূতানি চাত্মনি

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯

—এবমপি রজোগুণবশাদ্ যদি মনঃ প্রচলেৎ, তর্হি পুনঃ প্রত্যাহ্বরেণ বশীকৃত্যাদিত্যাহ—যত ইত্যাদি। স্বভাবতঃচকলং ধার্যমাণমপ্যাস্তরং মনো যং যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি, ততস্ততঃ প্রত্যাহ্বত্যা আত্মশ্চেব স্থিরং কৃত্যৎ ॥ ২৬

টীকা—এবং প্রত্যাহ্বারাদিভিঃ পুনঃ পুনর্মনো বশী-
কুর্বন্তং রজোগুণক্লেয়ে সতি যোগস্থঃ প্রাপ্নোতীত্যাহ—
প্রশান্তমনসমিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ শাস্ত্রং রজো যন্ত তম্, অতএব প্রশান্তং মনো যন্ত তম্ এনং নিষ্কল্মষং ব্রহ্মং প্রাপ্তং যোগিনম্ উত্তমং সুখং সমাধিসুখং স্বয়-
মেবোপৈতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৭

টীকা—ততশ্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—যুঞ্জন্তিতি এব-
মনেন প্রকারেণ সর্বদা আশ্রানং মনো যুঞ্জন্ বশীকুর্বন্
বিশেষেণ সর্বাত্মনা বিগতং কল্মষং যন্ত সঃ যোগী সুখেন অনায়াসেন ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শোহবিচ্ছানিবর্তকঃ। সাক্ষাৎকার-
স্তদেবাত্যন্তং সর্বোত্তমং সুখমশ্নুতে জীবন্তুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮

টীকা—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারমেব দর্শয়তি—সর্বভূতস্থ-
মিতি। যোগেনাভ্যাস্তমানেন যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ
সর্বত্র সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি সমদর্শনঃ। তথা স স্বমা-
সেই সেই চিন্তা হইতে মনকে প্রত্যাহরণ করত আত্মাতেই স্থির করিবে ॥ ২৬

রজোগুণবিহীন, প্রশান্তচিত্ত, পাপরহিত ব্রহ্মভূত এই যোগীকে উত্তম, নিশ্চিন্ত সমাধিস্থ স্বয়ংই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৭

এবপ্রকারে নিয়ত মনকে আত্মাতে যুক্ত করত বশীকৃত করিয়া নিষ্পাপ যোগী ব্রহ্মসন্মিলনরূপ পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮

যোগের ঐতিহ্যে নিশ্চলচিত্ত সকলদিগ্-দেশ-কালে ও সকল

যো মাং পশুতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশুতি ।

তস্তাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশুতি ॥ ৩০

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকচ্ছমাস্থিতঃ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১

আত্মোপম্যেন সর্বত্র সমং পশুতি যোহর্জুন ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২

শ্রানমবিভাকৃতদেহাদিপরিচ্ছেদশূন্যং সর্বভূতেশু ব্রহ্মাদি-
স্বাবরাস্তেধবস্থিতং পশুতি, তানি চ আত্মভেদেন পশুতি
॥ ২৯

টীকা—এবভূতাত্মজ্ঞানস্যা সর্বভূতাত্মতয়া মহুপাসনং
মুখ্যং কারণমিত্যাহ—যো মামিতি । মাং পরমেশ্বরং
সর্বত্র ভূতমাত্রৈ যঃ পশুতি, সর্বঞ্চ প্রাণিমাত্রং ময়ি
যঃ পশুতি । তস্তাহং ন প্রণশ্যামি অদৃশ্যো ন ভবামি ।
স চ মে প্রণশুতি স চ মামদৃশ্যো ন ভবতি । প্রত্যক্ষো
ভূত্বা কৃপাদৃষ্টা তং বিলোক্যান্নগৃহ্মামীত্যর্থঃ ॥ ৩০

টীকা—ন চৈবভূতো বিধিকিঙ্করঃ সাদিত্যাহ—সর্ব-
ভূতস্থিতমিতি সর্বভূতেশু স্থিতং মামভেদেন আস্থিত
আস্থিতো যো ভজতি, স যোগী জ্ঞানী সন্ সর্বথা
কল্পপরিভ্রাত্যেগেনাপি বর্তমানো ময়োব বর্ততে মুচ্যতে ন তু
ভ্রান্ততীত্যর্থঃ ॥ ৩১

টীকা—এবঞ্চ মাং ভজতাং যোগিনাং মধ্যে সর্বভূতা-
নুকল্পী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—আত্মোপম্যেনেতি । আত্মো-
পম্যেন স্বসাদৃশ্যেন । যথা মম সুখং প্রিয়ং দুঃখঞ্চাপ্রিয়ং
বিষয়ে সমান দর্শনকারী (ব্রহ্মদর্শী) স্বীয় আত্মাকে সর্বভূতে স্থিত
ও সর্বভূতকে আপনার আত্মায় একীভূত দেখেন ॥ ২৯

যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন ও আমাতে নিখিল ভূতকে
দর্শন করেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না—তিনি আমার অদৃশ্য
হন না ॥ ৩০

যিনি সকল জীবে অবস্থিত আমাকে অভেদভাবে শরগাগত
অর্থাৎ আত্মাশ্বরূপ আমাতে সম্মিলিত হইয়া ভজন করেন সেই
যোগী, জ্ঞানী হওত যে কোন প্রকারে বর্তমান থাকিলেও, কর্ম
পরিভ্রাত্যগ করিলেও আমাতেই বিত্তমান থাকেন ॥ ৩১

হে অর্জুন! যিনি আপনার সুখদুঃখের মত সকলের সুখদুঃখ

অর্জুন উবাচ ।

যোহয়ং যোগস্তয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।

এতস্তাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্ ।

তস্তাহং নিগ্রহং মত্তো বায়োরিব স্নহৃক্ষরম্ ॥ ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো হুর্নিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫

তথা অশ্রোষামপীতি সর্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্বেষাং
যো বাঞ্ছতি, ন তু কস্যাপি দুঃখম্, স যোগী শ্রেষ্ঠো
মমাভিমত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২

টীকা—উক্তলক্ষণস্য যোগসাসম্ভবং মদ্বানোহর্জুন
উবাচ—যোহয়মিতি । সাম্যেন মনসো লয়বিক্ষেপশূন্যতয়া
কেবলাত্মাকারাবস্থানেন যোহয়ং যোগস্তয়া প্রোক্তঃ,
এতস্য যোগস্য স্থিরাং দীর্ঘকালীনাং স্থিতিং ন পশ্যামি
মনসশ্চঞ্চলত্বাৎ ॥ ৩৩

টীকা—এতৎ স্মৃটয়তি—চঞ্চলমিতি । চঞ্চলং স্বভাবে-
নৈব চপলম্ । কিঞ্চ প্রমাথি প্রমথনশীলং দেহেন্দ্রিয়-
ক্ষোভকরমিত্যর্থঃ । কিঞ্চ বলবদ্বিচারেণাপি জেতুমশক্যম্ ।
কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনান্নবদ্ধিতয়া দুর্ভেদম্, অতো যথা
আকাশে দোষুয়মানস্য বায়োঃ কুস্তাদিষু নিরোধনমশক্যং
তথাহং তস্য মনসোহপি নিগ্রহং নিরোধং স্নহৃক্ষরং সর্বথা
কর্তুমশক্যং মত্তো ॥ ৩৪

টীকা—তদুক্তং চঞ্চলাদিকমঙ্গীকৃত্বৈব মনোনিগ্রহো-
পায়ং শ্রীভগবানুবাচ—অসংশয়মিতি । চঞ্চলত্বাদিনা মনো
অস্থত্ব করেন, তিনি আমার মতে পরম যোগী ॥ ৩২

অর্জুন বলিলেন,—হে মধুসূদন! তুমি লয়বিক্ষেপশূন্য মনের
কেবল আত্মাকারে অবস্থানরূপ যে যোগ বলিলে, মনের চঞ্চলত্বের
কারণ যোগের বহুকাল স্থায়ী স্থিতি দেখিতেছি না ॥ ৩৩

হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর,
বলবান্, দৃঢ়, কঠিন । আমি এই মনের নিগ্রহ বায়ুকে নিরোধ
করিয়া কুস্তাদিতে স্থির রাখার জ্ঞান অসম্ভব মনে করি ॥ ৩৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে মহাবাহো! মনকে নিরোধ করা
কঠিন আর চঞ্চল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । হে কৌন্তেয়!
অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সে মনকে বলীভূত করা যায় ॥ ৩৫

অসংযতাত্মনা যোগো দুপ্রাপ ইতি মে মতিঃ ।

বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোহবাণ্ডুপায়তঃ ॥ ৩৬

অৰ্জুন উবাচ ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টঃ ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি ।

নিরোদ্ধুমশক্যমিতি যদ্বদসি, এতন্নিঃসংশয়মেব । তথাপি তু অভ্যাসেন পরমাত্মাকারপ্রত্যয়বৃত্ত্যা বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেন চ গৃহ্যতে নিগৃহ্যতে । অভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাদ্ভৈরাগ্যোণ চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধাদুপরতবৃত্তকং সং পরমাত্মাকারেণ পরিণতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । তদুক্তং যোগশাস্ত্রে,—মনসো বৃতিশূণ্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ । যা অসম্প্রজ্ঞাতনামাসো সমাধিরভিধীয়তে ॥” ইতি ॥ ৩৫

টীকা—এতাব্যংস্থিহ নিশ্চয় ইত্যাহ—অসংযতেতি । অসংযতাত্মনা উক্তপ্রকারেণাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাসমসংযত আত্মা চিন্ত্য যস্য তেন স্বরূপেণ অয়ং যোগঃ দুপ্রাপঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ । অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যো বশবন্তী আত্মা চিন্ত্য যস্য তেন পুরুষেণ পুনশ্চানেনৈবোপায়েন প্রশস্তং কুৰ্ব্বতা যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ ॥ ৩৬

টীকা—অভ্যাস-বৈরাগ্যাভাবেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসম্যাগ্-জ্ঞানঃ কিং ফলং প্রাপ্নোতীত্যৰ্জুন উবাচ—অযতিরिति । প্রথমং শ্রদ্ধয়োপেত এব যোগে প্রবৃত্তঃ, ন তু মিথ্যাচার-তয়া । ততঃ পরন্তু অযতিঃ সমাক্ ন যততে শিথিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ । তথা যোগাচ্চলিতং মানসং বিষয়প্রবণং চিন্ত্য যস্য মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ । এবমভ্যাস-বৈরাগ্যশৈথিল্যাদ্

অসংযতচিত্ত ব্যক্তির যোগলাভ অসম্ভব । অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা বাহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, প্রবৃত্তকারী সেই জিতেজিয় পুরুষ যোগলাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ৩৬

অৰ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ ! প্রথমে শ্রদ্ধাবান হইয়া যোগে প্রবৃত্ত ব্যক্তি পরে বিষয়প্রবণতা-হেতু যোগভ্রষ্ট হইলে তিনি কিরূপ গতি প্রাপ্ত হন ? ৩৭

হে মহাবাহো ! ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে সমাক্ বিমোহিত হইয়া

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেদ্তুমর্হ্যশেষতঃ ।

বদন্ত্যঃ সংশয়শ্চাস্ত ছেত্তা ন হু পপত্ততে ॥ ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্ত বিদ্বতে ।

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০

যোগস্য সংসিদ্ধিং ফলং জ্ঞানমপ্রাপ্য কাং গতিং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৭

টীকা—প্রশ্নাভিপ্রায়ং বিবৃণোতি—কচ্চিদিতি । কৰ্ম্ম-ণামীশ্বর্যাপিতত্বাদনমুষ্ঠানাত্তাবৎ ন কৰ্ম্মফলং স্বর্গাদিকং প্রাপ্নোতি । যোগানিষ্পত্তেষ্ট মোক্ষং ন প্রাপ্নোতি । এবমুভয়স্বাদ্ভ্রষ্টঃ অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ অতএব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্ত্যপায়ে পথি মার্গে বিমূঢ়ঃ সন্ কচ্চিং কিং নশ্যতি কিংবা ন নশ্যতীত্যর্থঃ । নাশে দৃষ্টান্তঃ যথা—ছিন্নমভ্রং পূৰ্ব্বস্বাৎ অভ্রাছিন্নিষ্টমভ্রাস্তুরমপ্রাপ্তং সং মধ্য এব বিলীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৮

টীকা—অন্যৈব সর্বক্ষেণায়ং মম সন্দেহো নিরসনীয়ঃ, ততোহন্যস্ত এতৎসন্দেহনিবর্তকো নাস্তীত্যাহ—এতদিতি এতন্ম ইতি । এতৎ এনং, ছেত্তা নিবর্তকঃ । স্পষ্টমন্ত্যং ॥ ৩৯

টীকা—অত্রোক্তরং শ্রীভগবানুবাচ—পার্থেতি সাক্ষৈ-শ্চতুর্ভিঃ । ইহ লোকে বিনাশঃ উভয়ভ্রংশাৎ পাতিতাম্ । অমুত্র পরলোকে বিনাশো নরকপ্রাপ্তিস্তদুভয়ং তস্ত নাশস্ত্যেব । যতঃ কল্যাণকৃৎ শুভকারী কশ্চিদপি দুর্গতিং ন গচ্ছতি । অয়ঞ্চ শুভকারী শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তত্বাৎ । তাতেতি লোকরীত্যা উপলালয়ন্ সম্বোধয়তি ॥ ৪০

নিরাশ্রয় কর্ম ও জ্ঞানমার্গ হইতে বিচ্যুত সেই যোগভ্রষ্ট ছিন্নমেঘের মত নষ্ট হয় না কি ? ৩৮

হে কৃষ্ণ ! আমার এই সংশয় উত্তমরূপে ছেদন কর । তুমি ব্যতীত এই সংশয়ের ছেদনকারী আর কাহাকেও দেখিতেছি না ॥ ৩৯

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ ! ইহলোকে সেই যোগভ্রষ্টের বিনাশ নাই, পরলোকেও নরক প্রাপ্তি হয় না । যেহেতু কল্যাণ-কারী ব্যক্তি কোনরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হন না ॥ ৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকাহুবিষা শাস্তীঃ সমাঃ ।
 শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥ ৪১
 অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।
 এতচ্ছি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২
 তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ ।
 যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩

টীকা—তর্হি কিমসৌ প্রাপ্যোভীত্যপেক্ষায়ামাহ—
 প্রাপ্যোতি । পুণ্যকৃতাং পুণ্যকারিণামশ্রমেধাদিযাজিনাং
 লোকান্ প্রাপ্য তত্র শাস্তীঃ সমাঃ বহুন্ সংবৎসরান্
 উষিষা বাসসুখমুভূত্ব শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং
 ধনিনাং গেহে স যোগভ্রষ্টো জন্ম প্রাপ্যোতি ॥ ৪১

অল্পকালভ্যস্তযোগভ্রংশে গতিরয়মুক্তা চিরাভ্যস্ত-
 যোগভ্রংশে পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি । যোগনিষ্ঠানাং
 ধীমতাং জ্ঞানিনামেব কুলে জায়তে, ন তু পূর্বোক্তানামনা-
 রুচ্যোগানাং কুলে জায়তে । এতজ্জন্ম স্তৌতি—ঈদৃশং
 যং জন্ম । এতচ্ছি লোকে দুর্লভতরং মোক্ষহেতুত্বং ॥ ৪২

টীকা—ততঃ কিমত অহ—তত্রৈতি সাক্ষেন । স তত্র
 দ্বিঃপ্রকারেহপি জন্মনি পূর্বদেহে ভবং পৌর্বদেহিকং
 তমেব ব্রহ্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং লভতে, ততশ্চ
 ভূয়োহধিকং সংসিদ্ধৌ মোক্ষে প্রযত্নং करोति । তত্র
 হেতুঃ—পূর্বৈতি । তেনৈব পূর্বদেহকৃতাভ্যাসেনা-
 বশোহপি কুতশ্চিদন্তরাযাদনিচ্ছন্নপি সংহ্রিয়তে বিষয়েভ্যঃ
 পরাবৃত্ত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে । তদেবং পূর্বাভ্যাসবশেন

যোগভ্রষ্ট পুণ্যকারী অশ্রমেধাদি যাজিগণের লোকসকল প্রাপ্ত
 হইয়া সেই স্থানে বহু সংবৎসরকাল পরম সুখে বাস করিয়া
 সদাচার-সম্পন্ন ধনিগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১

অথবা বুদ্ধিমান্ যোগিগণের কুলেই সম্ভূত হন । এইরূপ জন্ম
 নিশ্চয়ই এইলোকে অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ৪২

সেই যোগীবংশে পূর্বাশ্রমীয় সমুৎপন্ন ব্রহ্মবিষয়িণী বুদ্ধি সম্প্রাপ্ত
 হন । অনন্তর হে কুরুনন্দন ! মোক্ষলাভের জন্ত অধিকতর ভাবে
 সাধনানুপ্রবৃত্ত করেন ॥ ৪৩

সেই পূর্ব অভ্যাস কোন অন্তরায় নিমিত্ত ইচ্ছা না করিলেও

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হবশোহপি সঃ ।
 জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মান্তিবর্ততে ॥ ৪৪
 প্রযত্নাদ্ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধাক্ষিধিষঃ ।
 অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫
 তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ ।
 কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবাজুন ॥ ৪৬

প্রযত্নং কুর্বন্ শনৈর্মুচ্যতে ॥ ইতীমমর্থং কৈমুত্যাগ্যেন
 ক্ষুটয়তি—জিজ্ঞাসুরিতি সাক্ষেন । যোগস্য স্বরূপং
 জিজ্ঞাসুরেব কেবলং, ন তু প্রাপ্তযোগঃ । এবভূতযোগে
 প্রবিষ্টমাত্রোহপি পাপবশাদ্ যোগভ্রষ্টোহপি শব্দব্রহ্ম
 বেদমতিবর্ততে বেদোক্তকর্মফলাশ্রুতিক্রামতি তেভ্যোহ-
 ধিকফলং প্রাপ্য মুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩-৪৪

টীকা—প্রযত্নাদিতি যদেবং মন্দপ্রযত্নোহপি যোগী
 পরাং গতিং যাতি, তদা যন্ত যোগী প্রযত্নাহুত্তরোত্তরমধিকং
 যোগে যতমানো যত্নং কুর্বন্ যোগেনৈব সংশুদ্ধাক্ষিধিবো
 বিধূতপাপঃ সোহনেকেষু জন্মসু উপচিন্তেন যোগেন
 সংসিদ্ধঃ সমাগ্ জ্ঞানী ভূত্ব ততঃ শ্রেষ্ঠাং গতিং যাতিতি
 কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫

টীকা—যস্মাদেবং, তস্মাদুপস্বিভ্য ইতি । তপস্বিভ্যঃ
 কৃচ্ছ্রাশ্রয়ণাদিতপোনিষ্ঠেভ্যোহপি । জ্ঞানিভ্যঃ শাস্ত্রজ্ঞান-
 বিদ্যোহপি ; কর্মিভ্যঃ ইষ্টাপূর্তাদিকর্মকারিভ্যোহপি
 যোগী শ্রেষ্ঠো মমতিমতঃ ; তস্মাদ্ যোগী ভব ॥ ৪৬

বিষয় হইতে আকর্ষণ করত ব্রহ্মনিষ্ঠ করিয়া থাকেন । যোগের
 স্বরূপ জিজ্ঞাসু হইলেই শব্দব্রহ্ম বেদকে অতিক্রম করেন । ইহার
 অর্থান্তর, ঠাকারের নাদময় মকারপদে সুপ্রতিষ্ঠিত হন ॥ ৪৪

তখন উত্তরোত্তর অধিক যোগে যত্ন করত যোগের দ্বারাই
 বিধূতপাপ সেই যোগী অনেক জন্মসঞ্চিত যোগে অশুদ্ধি সম্যক্
 জ্ঞানী হইয়া শ্রেষ্ঠা গতি পরমপদ লাভ করেন ॥ ৪৫

যোগী তপস্বীসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ হইতেও অধিক
 ও সমৃদ্ধ কর্মী অপেক্ষা প্রধান ইহা মনে করি ; তজ্জন্ত হে অর্জুন !
 তুমি যোগী হও ॥ ৪৬

যোগিনামপি সৰ্বেষাং মদগতেনাস্তরাশ্বনা ।

ঐক্যবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

-যোগিনামপি যমনিয়মাদিপরায়ণানাং মধ্যে
মন্তকঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যোগিনামপীতি । মদগতেন
ময্যাসক্তেনাস্তরাশ্বনা মনসা যো মাং পরমেশ্বরং বাসুদেবং
ঐক্যযুক্তঃ সন্ ভজতে, স যোগযুক্তোক্তোক্তো মম
সম্মতঃ, অতো মন্তকো ভবেতি ভাবঃ ॥ ৪৭

শুক-বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসসম্পন্ন যিনি আমাতে অত্যন্ত
আসক্ত, মনের দ্বারা পরমেশ্বর বাসুদেব আমাকে ভজন করেন

ইতি শ্রীমহাভারতে বেদব্যাঙ্গবিরচিত শতসহস্র-সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপৰ্ব্বাঙ্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ক যোগ-
শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে অভ্যাসযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় ।

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং সপ্তমোহধ্যায়ঃ)

[সবিজ্ঞানস্ত জ্ঞানসা, ভগবতো বিভূত্বসা, তদগ্ৰদেবানামুপাসনাফলাপকর্ষসা চ বর্ণনং কৃৎয়া প্রভাবশালিনং ভগবন্ত-
মজানতাং নিন্দা, তং জ্ঞানতাঞ্চ মহিমকথনম্ ।]

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্তসি তচ্ছৃণু ॥ ১

টীকা—বিজ্ঞেয়মাশ্রয়নস্তত্ত্বং সযোগং সমুদীরিতম্ ।

ভজনীয়মগ্ৰদানীমেশ্বরং রূপমীর্ষাতে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে মদগতেনাস্তরাশ্বনা যো মাং ভজতে, স মে
যুক্ততমো মত ইত্যুক্তং, তত্র কৌশলং যন্ত ভক্তিঃ কৰ্তব্যো-
তাপেক্ষায়াং স্ব-স্বরূপং নিরূপায়ন্তান্ শ্রীভগবানুবাচ—
ময়ীতি । ময়ি পরমেশ্বরে আসক্তমভিনিবিষ্টং মনো যন্ত
সঃ মদাশ্রয়োহহমেবাত্ময়ো যন্ত । অনন্তশরণঃ সন্ যোগং
যুঞ্জন্ত্যন্তরঙ্গশয়ং যথা ভবত্যেবং মাং সমগ্রং বিভূতি-

সপ্তম অধ্যায় ।

[বিজ্ঞানসহ জ্ঞান, শ্রীভগবানের বিভূত্ব (ব্যাপকত্ব) এবং তদভিন্ন
দেবগণের উপাসনার ফলাপকর্ষ বর্ণনা করিয়া প্রভাবশালী ভগবানের
সম্বন্ধে অজ্ঞানিগের নিন্দা ও তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞানিগের মহিমাকথন ।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জুন ! আমাতে একান্ত অহরহ-
চিন্তা অনন্তশরণ হইয়া যোগাভ্যাস করিতে করিতে বিভূতি, বল,

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপৰ্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপৰ্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুপনিষৎসু

ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

আত্মসংযমযোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥

ভীষ্মপৰ্বণি তু ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

আত্মযোগমবোচন্ যো ভক্তিরযোগশিরোমণিম্ ।

তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্তসেবধিম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াম্

অভ্যাসযোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬

তিনি অখিল যোগীর মধ্যে অধিকতর শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৭

জ্ঞানং তেহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।

যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োহগ্ৰজ্জাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২

বলৈশ্বৰ্য্যাদিসহিতং যথা জ্ঞাস্তসি তদিদং ময়া বক্ষ্যমাণং
শৃণু ॥ ১

টীকা—বক্ষ্যমাণং স্তোতি—জ্ঞানমিতি । জ্ঞানং

শাস্ত্রীয়ং, বিজ্ঞানমহুভবস্তৎসহিতমিদং মদ্বিষয়মশেষতঃ
সাকলোন বক্ষ্যামি । যজ্জ্ঞাত্বা ইহ শ্রেয়োমার্গে
বর্তমানস্ত পুনরগ্ৰজ্জাতব্যম্ অবশিষ্টং ন ভবতি তেনৈব
কৃতার্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২

শক্তি, ঐশ্বৰ্য্যাদি গুণসম্পন্ন আমাকে সংশয়-বিরহিত ভাবে যেরূপে
অবগত হইবে তাহা শ্রবণ কর ॥ ১

আমি তোমাকে শাস্ত্রীয় এবং অহুভবের সহিত মদ্বিষয়ক এই
জ্ঞান অশেষপ্রকারে বলিব, যাহা বিদিত হইয়া শ্রেয়োমার্গে বর্তমান
তোমার পুনরায় অস্ত্র জানিবার যোগ্য আর কিছুই অবশিষ্ট
 থাকিবে না—ইহার দ্বারাই কৃতার্থ হইবে ॥ ২

মহুগ্ৰাণাং সহস্ৰেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩
ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়াং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪
অপরেয়মিতত্ত্বগ্ৰাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

টীকা—মন্তুজিং বিনা তু মজ্জ্ঞানং তুল্লভমিত্যাহ—
মহুগ্ৰাণামিতি। অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে মহুগ্ৰা-
ব্যতিরিক্তানাং শ্রেয়সি প্রযুক্তিরেবেহ নাস্তি : মহুগ্ৰাণাস্তু
সহস্ৰেষু মধ্যে কশ্চিদেব প্রকৃষ্টপুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে আত্ম-
জ্ঞানায় প্রযততে, প্রযত্নং কুর্ক্বতামপি সহস্ৰেষু কশ্চিদেব
প্রকৃষ্টপুণ্যবশাদাত্মজ্ঞানং বেত্তি, তাদৃশানাঞ্চাত্মজ্ঞানসিদ্ধানাং
সহস্ৰেষু কশ্চিদেব মাং পরমাত্মানং মৎপ্রসাদেন তত্ত্বতো
বেত্তি, তদেবমতিতুল্লভমপ্যাত্মতত্ত্বমপি মজ্জ্ঞানং তুভ্যমহং
বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩

টীকা—এবং শ্রোতারমভিমুখীকৃত্যোদানীং প্রকৃতিদ্বারা
সৃষ্টাদিকর্তৃত্বেনেতরং প্রতিজ্ঞাতং নিরূপয়িষ্যন্ পরাপর-
ভেদেন প্রকৃতিদ্বয়মাহ—ভূমিরিতি দ্বাভ্যামু। [ভূম্যাদি-
শব্দৈঃ পঞ্চগন্ধাদিত্যাত্মমপুচ্চাতে] মনঃশব্দেন তৎকারণ
ভূতোহহঙ্কারঃ, বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণভূতং মহত্ত্বম্,
অহঙ্কারশব্দেন তৎকারণমবিজ্ঞা ইত্যেবমষ্টধা ভিন্না।
যদ্বা ভূম্যাदिशब्दैः पञ्चमहाभूतानि सूक्ष्मेः सैहकौकृत्या
गृह्यन्ते, अहङ्कारशब्देनैवाहङ्काराद्वैतैव तत्कार्याणी-
न्द्रियाण्यपि गृह्यन्ते। बुद्धिरिति महत्त्वं, मनःशब्देन
तु मनसैवोन्नेयमव्याक्तस्वरूपं प्रधानमितीत्यनेन प्रकारेण
मे प्रकृतिर्मायायाः शक्तिरष्टधा भिन्ना विभागं प्राप्ता।
चतुर्विंशतिभेदभिन्नाप्यष्टैश्वेवान्तर्भावविवक्षयाष्टधा भिन्ने-
तुक्तम्। तथा च वक्ष्यामण्येकैवाध्याये इमामेव प्रकृतिं

সহস্র মহুগ্ৰেণ মধ্যে কোন ব্যক্তি পুণ্যবশে আত্মকল্যাণের
জন্ত যত্ন করেন। সেই যত্নবান্ সিদ্ধগণেরও মধ্যে কেহ আমাকে
যথার্থরূপে অবগত হইতে পারে ॥ ৩

আমার প্রকৃতি পৃথিবী, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি
ও অহঙ্কার এই অষ্টপ্রকারে বিভক্তা ॥ ৪

ইহা অপর। নিকট। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অস্ত্র জীবরূপা
আমার মায়া নারী প্রকৃতি জানিবে। হে মহাবাহো! যে
চেতনাত্মিক। ক্ষেত্রজরূপা এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছে ॥ ৫

জীবভূতাং মহাবাহো যদেদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৫
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীতু্যপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬
মন্তঃ পরতরং নাহুৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭

চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্মনা প্রপঞ্চয়িষ্যতি, “মহাভূতাত্মহঙ্কারো
বুদ্ধিরব্যাক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়-
গোচরাঃ ॥” ইতি ॥ অপরািমিমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্
পরং প্রকৃতিমাহ—অপরেয়মিতি। অষ্টধা যা প্রকৃতি-
রুক্তা ইয়মপরা নিকট। জড়ত্বং পরার্থত্বাচ্চ, ইতঃ সকা-
শাং পরং প্রকৃষ্টমাত্মাং জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি
জানীহি। পরে হেতুঃ—যদা চেতনয়া ক্ষেত্রজস্বরূপয়া
স্বকশ্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্যতে ॥ ৪-৫

টীকা—অনয়োঃ প্রকৃতিত্বং দর্শয়ন্ স্বস্ত তদ্বারা
সৃষ্টাদিকারণমাহ—এতদিতি। এতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজরূপে
প্রকৃতি যোনী কারণভূতে যেযাং তানি এতদ্যোনীনি
স্বাবরজঙ্গমাত্মকানি সর্বাণি ভূতানীতি উপধারয় বৃধাস্ব।
তত্র জড়া প্রকৃতিদেহরূপেণ পরিণমতে, চেতনা তু মদঃশ-
ভূতা ভোক্তৃত্বেন দেহেযু প্রবিষ্টা স্বকশ্মদ্বারা তানি ধারয়তি,
তে চ মদীয়ে প্রকৃতি, মন্তঃ সন্তুতে, অতোহহমেব কৃৎস্নস্ত
মপ্রকৃতিকস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রকষণে ভবত্যস্মাদিতি
প্রভবঃ পরং কারণমহমিত্যর্থঃ। তথা প্রলীয়েতেহেনেনেতি
প্রলয়ঃ সংহর্তাপ্যহমেবেত্যর্থঃ ॥ ৬

টীকা—যস্মাদেবং তস্মাত্মন্ত ইতি। মন্তঃ সকাশাৎ
পরতরং শ্রেষ্ঠং জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণং
কিঞ্চিদপি নাস্তি, স্থিতিহেতুরপ্যহমেবেত্যাহ—ময়ীতি,

চরাচরসমুদয় ভূতগণের এই প্রকৃতিত্ব ক্ষেত্র ক্ষেত্রজরূপ
কারণভূত জড়া প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হয়, আর চেতনা আমার
অংশভূতা জীবরূপে স্বকর্মের দ্বারা তাহা ধারণ করিয়া থাকে ইহ
অবগত হও, আমি সমগ্র জগতের পরম কারণ (প্রথম প্রকাশ ও
সংহারকারী) ॥ ৬

হে ধনঞ্জয়! আমি হইতে এ সংসারে শ্রেষ্ঠ, সৃষ্টি সংহারের
স্বতন্ত্র কারণ নাই। সূত্রে মণিগণের মত এই নিখিল সংসারে
আমাতে গ্রথিত আছে ॥ ৭

রসোহহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশি-সুধ্যয়োঃ ।

প্রণবঃ সর্ববেদেষু শকঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজস্চাস্মি বিভাবসৌ ।

জীবনং সর্বভূতেষু তপস্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।

বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তুজস্বিনামহম্ ॥ ১০

ময়ি সর্বমিদং জগৎ প্রোতং গ্রথিতমাক্রিতমিত্যর্থঃ ।

দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ ॥ ৭

টীকা—জগতঃ স্থিতিহেতুত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—রসো হহমিতি পঞ্চাভিঃ । অপ্সু রসোহহং রসতন্মাত্রস্বকপতয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেনাপ্সু স্থিতোহহমিত্যর্থঃ, তথা শশি-সুধ্যয়োঃ প্রভাস্মি । চন্দ্রে সূর্য্যে চ প্রকাশরূপয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেন স্থিতোহহমিত্যর্থঃ, উত্তরত্রাপি এবং দ্রষ্টব্যম্ । সর্বেষু বেদেষু বৈখরীকপেষু তন্মূলভূতঃ প্রণব ওঙ্কারোহস্মি, খে আকাশে শকঃ শব্দতন্মাত্রকপোহস্মি, নৃষু পুরুষেষু পৌরুষযুগ্মোহস্মি । উক্তমে হি পুরুষাস্তিষ্ঠতি ॥ ৮

টীকা—কিঞ্চ পুণ্য ইতি । পুণ্যোহবিকৃতো গন্ধো গন্ধতন্মাত্রঃ পৃথিব্যাশ্রয়ভূতোহহমিত্যর্থঃ, যদ্বা বিভূতি-কপেণাশ্রয়ত্বাৎ বিবক্ষিতত্বাৎ সুরভিগন্ধসৌবোৎকৃষ্টতয়া বিভূতিত্বাৎ পুণ্যো গন্ধ ইত্যুক্তম্, তথা বিভাবসৌ অগ্নৌ যন্তেজঃ সহজা [হুঃসহা] দীপিস্তদহং সর্বভূতেষু জীবনং প্রাণধাবণবায়ুরহমিত্যর্থঃ, তপস্বিষু বানপ্রস্থাদিষু দন্দসহন-কপং তপোহস্মি ॥ ৯

টীকা—কিঞ্চ বীজমিতি । সর্বব্যাং চরাচরাণাং ভূতানাং বীজং সজাতীয়ব্যর্থোৎপাদনসামর্থ্যং সনাতনং

হে কৌন্তেয় । আমি অলে রসস্বরূপ, নিশাকরে ও ভাধরে দীপ্লয় প্রকাশ, চতুর্বেদে ওঙ্কার, আকাশে শব্দতন্মাত্ররূপ আমি এবং মানবসকলে উত্তমপরাক্রম পুরুষপ্রযুক্ত ॥ ৮

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধতন্মাত্র, অনলে হুঃসহ দীপ্ল নিখিল জীবে আমি জীবন প্রাণধারণ বায়ু ও বানপ্রস্থাদি তপস্বী সমূহে দন্দসহনরূপ তপস্বী ॥ ৯

হে পার্থ । আমাকে সর্বভূতের সনাতন, নিত্য, শাস্ত, চিরস্থায়ী বীজ বলিয়া জানিবে । আমি বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি ও তেজস্বীদিগের পরাক্রম ॥ ১০

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্ ।

ধর্মাবিকঙ্কো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১

যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাত্ত্ব্যমসাশ্চ যে ।

মত্ত এবৈতি তান্ বিদ্ধি ন ব্ৰহ্ম তেষু তে ময়ি ॥ ১২

ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভাঃ পরমবায়ম্ ॥ ১৩

নিত্যম্ উত্তরোত্তরসকলব্যাপদনুশ্রুতং তদেবং বীজং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, ন তু প্রতিতিব্যক্তিবিনশ্চং, তথা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ প্রভাহমস্মি, তেজস্বনাং প্রগল্ভানাং তেজঃ, প্রাগলভ্যমহম্ ॥ ১০

টীকা—কিঞ্চ বলমিতি । কামোহপ্রাপ্তে বস্তুজ্ঞা তিলাবো রাজসঃ । নাগঃ পুনর্ভিলষিতেহর্থে প্রাপ্তেহপি পুনর্বপিকংগে চিত্তবজ্ঞনাত্মকস্বকপার্থায়াস্তামসঃ, তাভ্যাং বিবর্জিতং, বলবতাঃ বলমস্মি, সাত্বিকং স্বধর্ম্মানুষ্ঠান-সামর্থ্যমহমিত্যর্থঃ । ধর্ম্মোপবিবুদ্ধঃ স্বদাবেষু পুত্রাৎপাদন-মাত্রোপযোগী কামোহমিতি । ১১

টীকা—কিঞ্চ যে চৈবেতি । যে চাত্রেহপি সাত্বিকা ভাবাঃ শমদমাদয়ঃ, রাজসাত্ত্ব্য দেষদর্পাদয়ঃ, তামসাত্ত্ব্য শোকমোহাদয়ঃ । প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাচ্ছায়ন্তে, তান্ সর্বান্ মত্ত এব জানানিতি বিদ্ধি মদীয়প্রকৃতিগুণত্রয়-কাগ্যত্বাৎ । এবমপি তেষু ন বর্ত্তে জীবনং তদধীনোহহং ন ভবামিত্যর্থঃ, তে তু মদধীনাঃ সন্তো ময়ি বর্ত্তন্তে ॥ ১২

টীকা—এবমুতং ভ্যাং পবনেশ্বরময়ং জনঃ কিমিতি ন জানাতীত্যত আহ ত্রিভিরিতি । ত্রিভিগুণবিধৈরেভিঃ পুণ্ড্রৈগুণময়ৈঃ কামলোভাদিভিগুণবিকারৈর্ভাবৈঃ

৩ ভরতর্ষভ । আমি কামবাগবিহীন বল (সাত্বিক স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান সামর্থ্য) এবং আমি স্বীয় ধর্মপত্নীতে পুত্রোৎপাদনমাত্র-উপযোগী কাম ॥ ১১

যে সমস্ত সাত্বিক শমদমাদি, রাজস দেষ দর্পাদি, তামস শোক মোহাদি, ভাব জীবগণের স্বীয় কর্মবশে জন্মায় সে সকল আমি হইতেই সজ্জত ইহা অবগত হইবে । সেই ভাবসকলের আমি অধীন নহ—তাহারাই আমার অধীন ॥ ১২

ত্রিবিধ গুণবিকার স্বভাবের দ্বারা এই অখিল সংসার বিমোহিত হইয়া ভাবসমূহ হইতে শ্রেষ্ঠ, ত্রিগুণাতীত, আত্মস্বরূপিত, সর্ববিকারশূন্য আমাকে কোনরূপে ভানিতে সমর্থ হই না ॥ ১৩

দৈবী হেবা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যা।
মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪
ন মাং হৃদ্ধিতনো মৃঢ়াঃ প্রপত্তস্তে নরাধমাঃ।
মায়াপহৃতজ্ঞানা আশ্রয়ং ভাবমাস্রিতাঃ ॥ ১৫
চতুर्वিধা ভজন্তে মাং জনাঃ শ্রুতিনোহজুন

স্বভাবৈর্মোহিতমিদং জগৎ ; অতো মাং নাভিজানাতি।
কথন্তুতম্ ? এভ্যো ভাবেভ্যঃ পরম্ এভিরসংস্পৃষ্টম্,
অত এবাব্যয়ং নির্বিকারমিত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা—কে তর্হি বাং জ্ঞানস্বীত্যত আহ—দৈবীতি
দৈবী অলৌকিকী অত্যন্তুতেত্যর্থঃ, গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণ-
বিকারাত্মিকা মম পরমেশ্বরস্ত শক্তিমায়া দুরত্যা দুরতরা
হি প্রসিক্রমেতত্ত্বথাপি মামেবেতোবকারেণাব্যভিচারিণ্যা
ভক্ত্যা যে প্রপত্তস্তে ভজন্তি, তে মায়ামেতাং সুহস্তরামপি
তরন্তি। ততো মাং জ্ঞানস্বীতি ভাবঃ ॥ ১৪

টীকা—যত্তেবাং [কিমিতি] তর্হি সর্বে ভামেব ন
ভজন্তীত্যত আহ—ন মামিতি। নরেষু যেহমাতে মাং
ন প্রপদ্যন্তে ন ভজন্তি। অধমত্বে হেতুঃ—মৃঢ়া বিবেক
শূন্যাঃ, তৎ কৃতঃ ? হৃদ্ধিতনঃ পাপশীলাঃ, অতো মায়াপ-
হৃতং নিরন্তং শাস্ত্রাচার্যোপদেশোভ্যাং জ্ঞাতমপি জ্ঞানং
যেষাং তে তথা ; “অতএব দস্তো দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ
পারুণ্যমেব চ” ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণমাশ্রয়ং ভাবং স্বভাবং
প্রাপ্তাঃ সন্তো ন মাং ভজন্তি ॥ ১৫

টীকা—শ্রুতিনস্ত মাং ভজন্ত্যেব। তে চ শ্রুততর-
তমোন চতুर्वিধা ইত্যাহ—চতুर्वিধা ইতি। পূর্ব্বজন্ম

এই ত্রিগুণাত্মিকা অলৌকিকী আমার অষ্টন ঘটনপটীয়সী
মায়াশক্তি দুরতরা। ষাঁহারা কায়মনোবাক্যে আমার শরণাপন্ন
হইয়া ভজনা করেন, তাঁহারা ই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন
(মায়ায় পারগামী হন) ॥ ১৪

দুর্কর্মকারী, মূর্খ, জড়, মায়ায় দ্বারা অপরূপতজ্ঞান, নিরুপ্ত, কুংগিত
মানবগণ আশ্রয়িক দস্তদর্পাদি ভাব অবলম্বন করত আমাকে ভজনা
করে না ॥ ১৫

হে ভরতর্ষভ অর্জুন ! (রোগাদির দ্বারা অভিভূত) আর্জ,
জিজ্ঞাসু (আমার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক), অর্থার্থী (ভোগসাধনভূত

আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্টতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ষাঐব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮

যে কৃতপুণ্যা জনাস্তে মাং ভজন্তি, তে তু চতুर्वিধাঃ—
আর্তো রোগাভিভূতঃ, স যদি পূর্ব্বং কৃতপুণ্যস্তর্হি মাং
ভজতি, অথবা ক্ষুদ্রদেবতাভজনে সংসরতি, এবমুত্তর-
ত্রাপি জ্ঞেয়াম্। জিজ্ঞাসুরাত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ। অর্থার্থী অত্র
বা পরত্র বা ভোগসাধনভূতার্থলিপ্সুঃ, জ্ঞানী চাত্মবিৎ।
তেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—তেষামিতি তেষাং
মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্টঃ, তত্র হেতবঃ—নিত্যযুক্তঃ সদা মল্লিষ্টঃ,
একস্মিন ম্যেব ভক্তির্ষস্তু সঃ। জ্ঞানিনো দেহাভিমানা-
ভাবেন চিত্তবিক্ষেপাভাবান্নিত্যযুক্তত্বমেকান্তভক্তি তৎ সস্ত-
বতি নান্যস্ত, অতএব তস্তাহমত্যন্তং প্রিয়ঃ স চ মম।
তস্মাদেতেনিত্যযুক্তাদিভিচ্চতুর্ভির্হেতুভিঃ স * উত্তম
ইত্যর্থঃ ॥ ১৬।১৭

টীকা—তর্হি কিম্ ইতরে ত্রয়ভূতভক্তাঃ সংসরন্তি
নহি ? নহীত্যাহ—উদারা ইতি সর্ব্বোপপোতে উদারা
মহাপুঃ মোক্ষভাজ এবৈত্যর্থঃ, জ্ঞানী তু পুনরাঐবেতি মে
মতং নিশ্চয়ঃ। হি যস্মাং স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদেকচিত্তঃ
সন্ ন বিভ্রতে উত্তমা যস্তাস্তামনুত্তমাং সর্ব্বোত্তমাং গতিং
মামেবাস্থিতঃ আশ্রিতবান্ মহাত্মিরিচ্ছমন্তং ফলং ন মন্ততে
ইত্যর্থঃ ॥ ১৮

অর্থকারী) ও জ্ঞানী এই চারিপ্রকার পুণ্যকারী আমাকে ভজনা
করেন ॥ ১৬

তাঁহাদের মধ্যে সত্তত মদগতিচিহ্ন, অনন্তভক্তিমান জ্ঞানীই
শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীদিগের নিরতিশয় বরদ (অভিপ্সিত) এবং
জ্ঞানীও আমার বাঞ্ছিত ॥ ১৭

ইহারা সকলেই সাধু মহাত্মা, কিন্তু সাক্ষাৎ আত্মাই—ইহা
আমার নিশ্চয় ; যেহেতু সেই জ্ঞানী আমাতে একচিত্ত হইয়া
সর্ব্বোত্তম গতি আমাকেই আশ্রয় করেন ॥ ১৮

নাহং প্রকাশঃ সর্বশ্চ যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
 যুগোহয়ং নাভিজানাতী লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫
 বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ।
 ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬
 ইচ্ছাদেবসমুখেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।

মাং ব্যক্তিং মনুষ্যমংস্যকুর্মাদিভাবং প্রাপ্তমগ্নবুদ্ধয়ো
 মন্তস্তে । তত্র হেতুঃ—মম পরং ভাবং স্বরূপম্ অজানন্তঃ ।
 কথন্তুতম্? অব্যয়ং নিত্যং, ন বিজ্ঞতে উত্তমো ভাবো
 যশ্মাং তং মদভাবম্, অতো জগদ্রক্ষণার্থং লীলয়াবিকৃত-
 নানাবিশুদ্ধোজ্জিতসমুদ্ভূতিং মাং পরমেশ্বরং স্বকর্মনিশ্চিত-
 ভৌতিকদেহং দেবতাস্তরং সমং পশ্যন্তো মন্দমতয়ো মাং
 নাভীবাদ্রিয়ন্তে, প্রত্যুত ক্ষিপ্ৰফলদং দেবতাস্তরমেব
 ভজন্তি, তে চোক্তপ্রকারেণাস্তবং ফলং প্রাপ্নুবন্তী-
 তার্থঃ ॥ ২৪

টীকা—তেষাং স্বাজ্ঞানে হেতুমাহ—নাহমিতি । সর্বশ্চ
 লোকস্য নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবামি, কিন্তু মন্তস্তা-
 নামেব । যতো যোগমায়া সমাবৃতঃ, যোগো যুক্তির্দীয়ঃ
 কোহপ্যচিন্ত্যপ্রজ্ঞাবিলাসঃ, স এব মায়া অঘটমানঘটনা
 চার্জুন্যম্ অনয়া সঞ্জ্ঞম্ অতএব মৎস্বরূপজ্ঞানে যুগঃ
 সন্নয়ং লোকোহজমব্যয়ঞ্চ মাং ন জানাতীতি ॥ ২৫

টীকা—সর্বোত্তমং মৎস্বরূপমজানন্ত ইত্যুক্তম্; তদেব
 স্বস্যা সর্বোত্তমত্বমনাবৃতজ্ঞানশক্তিধেন দর্শয়ন্ত্যেবাম-
 জ্ঞানমেবাহ—বেদাহমিতি । সমতীতানি বিনষ্টানি বর্ত-
 মানানি ভবিষ্যাণি চ ত্রিকালবর্তীনি ভূতানি স্থাবর-জঙ্গ-
 মানি সর্বাণ্যহং বেদ জানামি, মায়াশ্রয়ত্বান্মম তস্যাঃ
 স্বাশ্রয়ব্যামোহকত্বাভাবাদিতি প্রসিদ্ধং; মাং তু কোহপি

আমি আমার অচিন্ত্য প্রজ্ঞাবিলাসরূপ যোগমায়ায় দ্বারা
 সমাজয় হইয়া সকলের সমুখে ব্যক্ত (প্রকট) হই না, তজ্জন্ম
 জড়বুদ্ধি-লোকসকল অনাবির্ভূত সর্ববিকারশূন্য আমাকে অবগত
 হইতে পারে না । ২৫

কদ্রেহ অর্জুন । আমি সম্যকরূপে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত
 হেৎক বিদিত আছি; কিন্তু কেহই আমাকে জানেনা । ২৬
 জিজ্ঞাসু শত্রুতাপন ভারত । দেহ ধারণ করিলে নিখিল প্রাণী
 অভিলাষ প্রতিকূলে দেবসমুদ্ভূত শীতোষ্ণ সূত্র-দুঃখাদি

সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যাস্তি পরস্তপ ॥ ২৭
 যেষাং হস্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
 তে দ্বন্দ্বমোহনিমুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮
 জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে ।
 তে ব্রহ্ম তদ্ বিহুঃ কুংস্রমধ্যাত্ম্য কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯

ন বেত্তি মন্যায়ামোহিতত্বাং, প্রসিদ্ধং হি লোকে মায়ায়াঃ
 স্বাশ্রয়াধীনত্বমশ্রমোহকত্বঞ্চোক্তি ॥ ২৬

টীকা—তদেবং মায়াবিষয়ত্বেন জীবানাং পরমেশ্বরা-
 জ্ঞানমুক্তম্, তস্যােবাজ্ঞানস্ত দৃঢ়ত্ব কারণমাহ—ইচ্ছতি ।
 সৃজ্যত ইতি সর্গঃ, সর্গে স্থলদেহোৎপত্তৌ সভ্যং তদমুকূলে
 ইচ্ছা তৎপ্রতিকূলে চ দেবস্তাভ্যাং সমুখঃ সমুদ্ভূতো যঃ
 শীতোষ্ণসূত্রদুঃখাদিদ্বন্দ্বনিমিত্তো মোহো বিবেকভ্রংশস্তেন
 সর্বাণি ভূতানি সম্মোহং যাস্তি অহমেব সূত্রী দুঃখী চেতি
 গাঢ়তরমভিনিবেশং প্রাপ্নুবন্তি, অতস্তানি মজ্জ্ঞান-
 ভাবাত্মাং ন জানন্তীতি ভাবঃ । কুতস্তত্রি কেচন ত্বাং
 ভজন্তো দৃশ্যন্তে তত্রাহ—যেষামিতি । যেষাং পুণ্যচরণ-
 শীলানাং সর্বং প্রতিবন্ধকং পাপম্ অন্তগতং নষ্টম্, তে
 দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন বিনিমুক্তা দৃঢ়ব্রতা একান্তিনঃ
 সন্তো মাং ভজন্তে ॥ ২৭-২৮

টীকা—এবঞ্চ মাং ভজন্তস্তে সর্বং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায়
 কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ,—জরেতি । জরামরণয়োর্মোক্ষায়
 নিরসনার্থং মামাশ্রিত্য যে প্রযতন্তে, তে তৎ পরং ব্রহ্ম
 বিহুঃ, কুংস্রমধ্যাত্ম্যক বিহুঃ, যেন তৎ প্রাপ্তব্যং তৎ দেহাদি-
 ব্যতিরিক্তং শুদ্ধমাশ্রানঞ্চ জানন্তীত্যর্থঃ, তৎসাধনভূত-
 মখিলং সরহস্ত্যং কর্ম চ জানন্তি ॥ ২৯

দ্বন্দ্বজনিত বিবেকভ্রংশের দ্বারা ‘আমি সূত্রী, আমি দুঃখী’ এইরূপ
 প্রগাঢ় অভিনিবেশ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৭

কিন্তু পুণ্যকর্মকারী যে সকল জনগণের পাপ নিঃশেষ হইয়াছে
 দ্বন্দ্বমোহপরিশূন্য তাহারা কলোদয় পর্যন্ত কার্য্যকারী হইয়া
 আমাকে ভজনা করেন ॥ ২৮

ধাহারা জরা মরণ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত আমাকে
 একান্তভাবে আশ্রয় করত দ্বন্দ্বশীল হন, তাহারা সেই পরম ব্রহ্ম

সাধিভূতাদিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিহুঃ ।

প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিহুবৃক্ষচেতসঃ ॥ ৩০

টীকা—ন চৈবভূতানাং যোগভ্রংশশঙ্কাপীত্যাহ—
সাধিভূতেতি । অধিভূতাদিশব্দানামর্থঃ শ্রীভগবানে-
বোত্তরাধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্তি । অধিভূতেনাধিদৈবেন চ
সহ অধিযজ্ঞেন চ সহিতং মাং যে ভজন্তি, তে বৃক্ষচেতসো
মম্যাসক্তমনসঃ প্রয়াণকালেহপি মরণসময়েহপি মাং
বিহর্জ্যানন্তি, ন তু তদাপি ব্যাকুলীভূয় মাং বিস্মরন্তি ।

সমগ্র আধ্যাত্মবিষয় ও নিখিল কর্মও বাদিত হইয়া থাকেন ॥ ২৯

ধাহারা আমাকে অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞের সহিত

ইতি শ্রীময়হি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্কাস্তমোঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্কে

শ্রীভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান-

যোগ নামক সপ্তম অধ্যায় ।

শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্কে একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ অষ্টমোহধ্যায়ঃ)

[ব্রহ্মাধ্যাত্মকশ্মাদিবিষয়ানাধিকৃত্য অর্জুনশ্রদ্ধাশ্রোতরদানপ্রসঙ্গে ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণেন ভক্তির্যোগস্ত শুক্ল-
কৃষ্ণমার্গয়োশ্চ নিরূপণম্ ।]

অর্জুন উবাচ ।

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম ।

অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১

টীকা—ব্রহ্মকশ্মাদিভূতাদি বিহুঃ কৃষ্ণকচেতসঃ ।

ইত্যুক্তং ব্রহ্মকশ্মাদি স্পষ্টমষ্টম উচ্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে ভগবতোপকৃষ্টানাং ব্রহ্মাধ্যাত্মাদিসপ্তানাং
পদার্থানাং তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরর্জুন উবাচ—কিং তদ্ব্রহ্মেতি
ভাষ্যাম্ । স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ১

টীকা—কিঞ্চ অধিযজ্ঞ ইতি । অত্র দেহে যো যজ্ঞো

অধ্যায় ।

[ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কশ্মাদি বিষয়সমূহ উপলক্ষ্য করিয়া
অর্জুনের কৃত প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কতক
ভক্তির্যোগ এবং শুক্ল ও কৃষ্ণমার্গদ্বয়ের নিরূপণ ।]

অর্জুন বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম ! সেই ব্রহ্ম কি ? অধ্যাত্ম

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্কি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্কি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু

ব্রহ্মবিজ্ঞানাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

অতো মন্তন্তানাং ন যোগভ্রংশশঙ্কেতি ভাবঃ ॥ ৩০

কৃষ্ণভক্তৈরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাধ্যতে ।

ইতি বিজ্ঞানযোগাধ্যৈ সপ্তমে সম্প্রকাশিতম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ শ্রীশ্রীধরশ্বামীকৃতটীকায়াম্

বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭

অবগত হন, আমাতে অতুরক্তমনা তাঁহারা মরণকালেও আমাকে

স্মরণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৩০

অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্ মধুসূদন ।

প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২

বর্ততে, তস্মিন্ কোহধিযজ্ঞোহধিষ্ঠাতা প্রযোজকঃ ফলদাতা

চ ক ইত্যর্থঃ । স্বরূপং পৃষ্টাধিষ্ঠানপ্রকারং পৃচ্ছতি—কথং

কেন প্রকারেণ অসাবস্মিন্ দেহে স্থিতঃ, যজ্ঞমধিষ্ঠিতী-

ত্যর্থঃ । যজ্ঞগ্রহণং সর্বকর্মণামুপলক্ষণার্থম্ । অন্তকালে চ

নিয়তচিত্তৈঃ পুরুষৈঃ কথং কোনোপায়েন জ্ঞেয়োহসি ? ২

কি ও অধিভূত কাহাকে বলে আর অধিদৈব কাহার নাম ? ১

হে মধুসূদন ! এই দেহে অধিযজ্ঞ কি এবং কিরূপে এই

শরীরে অবস্থিত আর মরণসময়ে নিয়তচিত্তগণের দ্বারা কিরূপে

তুমি জ্ঞাত হও ? ২

শ্রীভগবানুবাচ ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে ।

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কৰ্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩

অধিভূতং করো ভাবঃ পুরুষচাধিদৈবতম্ ।

অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বর ॥ ৪

টীকা—প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরং শ্রীভগবান্ উবাচ—

অক্ষরমিতি ত্রিভিঃ । ন ক্ষরতি ন চলতীত্যক্ষরং, নহু
জীবোহিপ্যক্ষরস্তত্রাহ পরমিতি । পরমং যদক্ষরং জগতঃ
মূলকারণং তদব্রহ্ম, “এতদৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা
অভিবদন্তি” ইতি শ্রুতে: । স্বশ্চৈব ব্রহ্মণ এবাংশতয়া
জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ স এবাত্মানং দেহমধিকৃত্য
ভোক্তৃভ্বেন বর্তমানোহধ্যাত্মশব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ ।
ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাবঃ সত্তা উৎপত্তিঃ, উদ্ভবশ্চ
উৎকৃষ্টত্বেন ভবনমুদ্ভবঃ “অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সমাগাদিত্য-
মুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্ধৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥”
ইত্যুক্তক্রমেণ বুদ্ধিঃ ভৌ ভূতভাবোদ্ভবো কৰোতি যো
বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন অব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ, সর্বকৰ্ম্মণা-
মূলক্ষণমেতৎ, স চ কৰ্ম্মশব্দবাচ্যঃ ॥ ৩

টীকা—কিঞ্চ অধিভূতমিতি । করো বিনশ্বরো ভাবো
দেহাদিপদার্থঃ, ভূতং প্রাণিমাত্রমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূত-
মুচ্যতে । পুরুষো বৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্তী, স্বাংশভূত-
সর্বদেবতানামধিপতিরধিদৈবতমুচ্যতে । অধিদৈবত-
মধিষ্ঠাত্রী দেবতা, “স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ
উচ্যতে । আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্তত ॥”
ইতি শ্রুতে: । অত্রাস্মিন্ দেহে অস্ত্র্যামিভ্বেন স্থিতোহহ-
মেবাধিযজ্ঞো যজ্ঞস্থাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞাদিকৰ্ম্মপ্রবর্তক-

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—জগতের মূল কারণ পরম অক্ষর ঐক্য
ব্রহ্ম । সেই ব্রহ্মের অংশক্রমে জীবরূপে উৎপত্তি স্বভাব, তাহাই
দেহ অধিকার করত ভোক্তৃত্বে বর্তমান অধ্যাত্ম আর জীবগণের
উৎপত্তি ও বুদ্ধিজনক দেবোদ্দেশে অব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ এবং সমস্ত
কৰ্ম্মার্ণ কৰ্ম্ম বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩

হে দেহগণের প্রধান ! বিনশ্বর দেহাদি পদার্থ অধিভূত,
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষ অধিদৈব, এই শরীরে এবং ক্রিয়াকমলে

অন্তকালে চ মামেব অরন্ মুক্ত্য কলেবরম্ ।

যঃ প্রয়াতি স মন্তাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫

যং যং বাপি অরন্ ভাবং ত্যজত্যস্তে কলেবরম্ ।

তং তমেবৈতি কোন্তেয় সদা তদ্বাবভাবিতঃ ॥ ৬

স্বংফলদাতা চ, কথমিত্যশ্রুত্যাশ্রয়মনেনৈবোক্তং ব্রষ্টব্যম্ ;
অস্ত্র্যামিগোহসঙ্গবাদিভিঃ গৈর্জীবৈলক্ষণেণ দেহাস্ত-
বর্ত্তিত্বস্ত প্রসিদ্ধত্বাৎ ; তথাচ শ্রুতিঃ,—“হা সুপর্ণা
সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।
তয়োরেকঃ পিপ্লবঃ স্বাদন্ত্যনশ্লগ্নগোহভিচাকশীতি ॥”
দেহভূতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইতি সম্বোধয়ন্ স্বামপোবভূতমস্ত-
র্য্যামিগং পরাধীনস্বপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যধ্বব্যতিরেকাভ্যাং বোদ্ধু-
মর্হসীতি সূচয়তি ॥ ৪

টীকা—প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসীত্যনেন
পৃষ্টমন্তকালে জ্ঞানোপায়ং তৎফলঞ্চ দর্শয়তি—অন্তকাল
ইতি । মামেবোক্তলক্ষণমস্ত্র্যামিরূপং পরমেশ্বরং অরন্
দেহং ত্যক্ত্বা যঃ প্রকর্ষণে অচ্চিরাদিমার্গেণ উত্তরায়ণপথা
যাতি, স মন্তাবং মদ্রূপতাং যাতি, অত্র সংশয়ো নাস্তি ।
অরণং জ্ঞানোপায়ো মন্তাবাপত্তিশ্চ ফলমিত্যর্থঃ ॥ ৫

টীকা—ন কেবলং মাং অরন্ মদ্রূপতাং প্রাপ্নোতীতি
নিয়মঃ, কিং তহি—যং যমিতি । যং যং ভাবং দেবতাস্তরং
বা অশ্রমপি বা অন্তকালে অরন্ দেহং ত্যজতি, তং তমেব
অর্য্যমাণং ভাবং প্রাপ্নোতি । অন্তকালে ভাববিশেষ-
অরণে হেতুঃ সদা তদ্বাবভাবিত ইতি । সর্বদা তস্ম
ভাবো ভাবনালুচিস্তনং তেন ভাবিতো বাসিতচিত্তঃ ॥ ৬

অস্ত্র্যামিরূপে আমিই যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ৪

যত্নসময়ে আমাকেই অরণপূর্বক শরীর পরিত্যাগ করিয়া
যিনি উত্তরায়ণে অচ্চিরাদি মার্গে গমন করেন, তিনি নিঃসংশয়ে
আমার পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫

হে কোন্তেয় ! অন্তিমকালে যে যে ভাব অরণ করত জীব
শরীর ত্যাগ করে, সতত সেই পদার্থে বাসিতচিত্ত সেই সেই
বাহিত ভাবই জ্ঞানান্তরে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।

ময্যাপিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈব্রাহ্মণ্যসংশয়ঃ ॥ ৭

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নাস্তুগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থাহুচিস্তয়ন্ ॥ ৮

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ ।

সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ॥ ৯

টীকা—যস্মাৎ পূর্ববাসনৈবাস্তকালে স্মৃতিহেতুর্ন তু তদা বিবশস্ত স্মরণোত্তমঃ সম্ভবতি—তস্মাদিতি । তস্মাৎ সর্বদা মামনুস্মর অহুচিস্তয়, সততং স্মরণং হি চিন্ত্তুংকিং বিনা ন ভবতি, অতো সর্বদা মামনুস্মর যুধ্য চ যুধ্যস্ব । চিন্ত্তুংক্যর্থং যুদ্ধাদিকং স্বধর্ম্মমুত্তীর্ণার্থঃ, এবং ময্যাপিতং মনঃ সঙ্কল্পাশ্রকং বুদ্ধিচ্চ ব্যবসায়াত্মিকা তেন ত্বয়া, স ত্বমনায়াসেন মামেব প্রাপ্যসি । অসংশয়ঃ সংশয়োহত্র নাস্তি ॥ ৭

টীকা—সন্ততস্মরণস্ত চাভ্যাসোস্মরণস্বাধনমিতি দর্শয়গ্নাহ—অভ্যাসযোগেতি । অভ্যাসঃ সজাতীয়প্রত্যয়-প্রবাহঃ, স এব যোগ উপায়স্তেন যুক্তেনৈকাগ্রেণ, অতএব নাস্তং বিষয়ং গন্তুং শীলং যস্ত, তেন চেতসা দিব্যং ত্রোত-নাশ্রকং পরমং পুরুষং পরমেশ্বরমহুচিস্তয়ন্, হে পার্থ! তমেব যাতিতি ॥ ৮

টীকা—পুনরপ্যহুচিস্তনীয়ং পুরুষং বিশিনষ্টি—কবি-মিতি দ্বাভ্যাম্ । কবিং সর্বজ্ঞং সর্ববিজ্ঞানিস্মাতারং পুরাণমনাদিসিদ্ধম্, অনুশাসিতারং নিয়ন্তারম্, অণোঃ

পূর্ববাসনাই অস্তিমকালে স্মরণের হেতু হয়, তজ্জন্ত সকল সময়ে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যুদ্ধ কর । তুমি আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণপূর্বক আমাকেই প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৭

হে পার্থ! যোগী ধ্যেয়বিষয়ে চিন্তের স্থিরীকরণের জন্য যত্নরূপ উপায়বিশিষ্ট হইয়া অত্র বিষয়ে গমনবিরতচিন্তের দ্বারা আলৌকিক পরম পুরুষ পুরুষোত্তমকে অনন্তভাবে চিন্তা করত তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৮

যিনি সর্ববিজ্ঞানিস্মাতা, অনাদিসিদ্ধ, পুরাতন, জড় ও চেতন-সমুদয়ের শাসনকর্তা, স্মর্য হইতে অতিশুদ্ধ, আকাশ, কাল;

প্রয়াণকালে মনসাচলেন

ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।

ক্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি

বিশাস্ত যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি

তন্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১

স্মাদিপ্যাণীয়াংসমতিস্মান্ম আকাশকালদিগ্ভ্যোহপ্যতি-স্মাতরং, সর্বশ্চ ধাতারং পোষকম্ অপরিমিতমহিমত্বাদ-চিন্ত্যরূপং মলীমসয়োর্মনোবুদ্ধোরগোচরম্ আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশাত্মকো বর্ণঃ স্বরূপং যস্ত তং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাবর্ত্তমানং “বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং” ইতি ক্রতেঃ ॥ ৯

টীকা—সপ্রপঞ্চপ্রকৃতিং তিষ্ঠা যন্তিষ্ঠতি, এবমুতং পুরুষম্ অস্তকালে ভক্তিয়ুক্তো নিশ্চলেন বিক্ষেপরহিতেন মনসা যোহনুস্মরেৎ, মনোনৈশ্চল্যে হেতুঃ—যোগবলেন সম্যক্ সুষুম্নামার্গেণ ক্রবোর্মধ্যে প্রাণানাবেশ্য ইতি । স তং পরং পুরুষং পরমাত্মস্বরূপং দিব্যং ত্রোতনাশ্রকং প্রাপ্নোতি ॥ ১০

টীকা—কেবলাদভ্যাসযোগাদপি প্রণবাধারমভ্যাস-মস্তরজং বিধিৎসুঃ প্রতিজানীতে—যদক্ষরমিতি । যদক্ষরং বেদার্থজ্ঞা বদন্তি । “এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি সূধ্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ” ইতি ক্রতেঃ । বীতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগাঃ যতয়ঃ প্রযত্নবন্তো যদ্বিশন্তি যচ্চ

দিক্‌সকল অপেক্ষাও অত্যন্ত সূক্ষ্মতর, নিখিল জীবের পোষণকর্তা পালক, নিরতিশয় মহিমত্বহেতু অচিন্তনীয়, মলিনচিন্ত ব্যক্তির মনোবুদ্ধির অগোচর, ভুবন-ভাস্কর-সদৃশ, আপনার এবং অপরের প্রকাশাত্মকস্বরূপ, প্রকৃতির উপরে বিদ্যমান, যিনি প্রপঞ্চের সহিত প্রকৃতিকে ভেদ করিয়া অবস্থিত, এবিধ পুরুষকে অস্তিম-কালে ভক্তিসহকারে এবং যোগবলে সম্যক্ সুষুম্নামার্গে ক্রবোর মধ্যে প্রাণবায়ুকে স্থাপিত করিয়া উত্তমরূপে চিন্তা করেন তিনি সেই জ্যোতির্ময় পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১০

বেদবেত্তাসকল ধাঁহাকে অক্ষর ওকার পরপ্রণব বলেন, অহুরাগবিহীন যতীসকল ধাঁহাতে প্রবীষ্ট হন, ধাঁহাকে জানিবার

সৰ্বদ্বাৰাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ ।
মূৰ্ধ্যাধায়াশ্বনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামহুস্মরন্ ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩
অনন্তচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো গুরুকূলে ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি, তন্তে তুভ্যাং
পদং পত্নতে গম্যতে ইতি পদং প্রাপ্য সংগ্রহেণ
সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১১

টীকা — প্রতিজ্ঞাতমুপায়ং সাদ্ভমাহ — সৰ্ব্বোতি
দ্বাভ্যাম্ । সৰ্ব্বাণীশ্বিয়দ্বাৰাণি সংযম্য প্রত্যাহতা চক্ষু-
রাদিভির্বাছবিষয়গ্রহণমকুৰ্ব্বন্নিত্যর্থঃ । মনশ্চ হৃদি নিরুধ্য
বাহ্যবিষয়স্মরণমপাকুৰ্ব্বন্নিত্যর্থঃ । মূৰ্ধ্যি ভ্রংণমধ্যে
প্রাণমাধায় যোগশ্চ ধারণাং স্থৈৰ্যমাস্থিতঃ আশ্রিতবান্
সন্ ॥ ১২

টীকা—ওমিতি । ওমিত্যেকং যদক্ষরং তদেব ব্রহ্ম-
বাচকত্বাদ্ বা, প্রতিমাদিবদ্ ব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্ একং, তদ্বাহ-
রন্মুচ্চারয়ন্ তদ্বাচ্যঞ্চ মামহুস্মরন্নেবং দেহং ত্যজন্ যঃ
প্রকর্ষণেণ যাতি অচিরাদিমার্গেণ, স পরমাং শ্রেষ্ঠাং মদ-
গতিং যাতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৩

টীকা—এবং চান্তকালে ধারণয়া মৎপ্রাপ্তিনিতিভাষ্য-
বশত এব ভবতি, নান্যাসোতি পূৰ্ব্বোক্তমেবাশ্বস্মরয়তি—
অনন্তোতি । নাস্ত্যশ্বস্মিন্ চেতো যন্ত তথাভূতঃ সন্ যো
মাং সততং নিরন্তরং নিত্যশঃ প্রতিদিনং স্মরতি, তস্মৈ
নিত্যযুক্তস্ত সমাহিতস্তাহং সুখেন লভ্যোহস্মি
নাস্ত্যেবেতি ॥ ১৪

অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মচারী গুরুকূলে বাস করত নৈতিক ব্রহ্মচর্য
ব্রতচরণ করেন, আমি তোমাকে সেই বাঞ্ছিততম প্রাপ্তব্য
সংক্ষেপে বলিতেছি ॥ ১১

যিনি ইন্দ্রিয়ধারণসকল সংযত অর্থাৎ চক্ষু আদি হৃদয়ে নিরোধ-
পূর্বক ভ্রূয়ুগলমধ্যে প্রাণকে স্থাপনানন্তর যোগধারণা স্থৈৰ্য্যে
আশ্রিত হইয়া ‘ওঁ’ এই একাক্ষর ব্রহ্ম স্মরণ করিতে করিতে শরীর
পরিভ্রমণপূর্বক মহাপ্রস্থান করেন, তিনি মোক্ষলাভ করিয়া
ধাকেন ॥ ১২-১৩

তস্যাহং শূলভঃ পার্শ্ব নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪
মামুপেত্য পুনর্জন্ম হুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাগ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫
আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬

টীকা—যত্তপোবৎ স্বঃ শূলভোহসি, ততঃ কিমত
আহ—মামিতি । উক্তলক্ষণা মহাত্মানো মন্তুস্তা মাং
প্রাপ্য পুনর্হুঃখালয়মনিত্যঞ্চ জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি, যতন্তে
পরমাং সম্যক্ সিদ্ধিং মোক্ষমেব প্রাপ্তাঃ পুনর্জন্মনো
হুঃখানাঞ্চালয়ং স্থানং তে মামুপেত্য ন প্রাপ্নুবন্তীতি বা ॥ ১৫

টীকা এতদেব সর্বেরূপি লোকেষু পুনরাবর্তি-
দর্শয়ন্ নিদ্বায়তি—আ ব্রহ্মভুবনাদিতি । ব্রহ্মণো ভুবনং
বাসস্থানং ব্রহ্মলোকস্তমভিযাপ্য সর্বৈ লোকাঃ পুনরা-
বর্তনশীলাঃ ব্রহ্মলোকস্তাপি বিনাশিত্বাৎ । তৎপ্রাপ্তানা-
মহুঃপন্নজ্ঞানানামবশ্যস্তাবি পুনর্জন্ম । যে এবং ক্রমযুক্তি-
কলাভিক্রপাসনাভিঃ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎ-
পন্নজ্ঞানানং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো নাশ্বেষাম্ । তথাচ—
“ব্রহ্মণা সহ তে সর্বৈ সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে । পরস্যাস্তে
কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥” পরস্যাস্তে ব্রহ্মণঃ
পরমায়ুষোহস্তে কৃতাত্মানো ব্রহ্মভাবাপাদিতমনোবৃত্তয়ঃ,
কশ্মদ্বারেন যেষাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিস্তেষাং ন মোক্ষ ইতি
পরিনিষ্ঠিতিঃ । মামুপেত্য বর্তমানানাস্ত
নাস্ত্যেবেতি ॥ ১৬

হে পার্শ্ব ! যিনি অতীত্বে পরিভ্রমণপূর্বক মদাতচিত্ত হইয়া
প্রত্যহ অবিরত আমাকে স্মরণ করেন, সেই সমাহিত যোগী
আমাকে সুখে লাভ করিয়া ধাকেন ॥ ১৪

আমাকে লাভ করিয়া পরমপদপ্রাপ্ত উদারচিত্ত মহাপুরুষগণ
পুনরায় আর হুঃখের আধার অনিত্য জন্ম পরিগ্রহ করেন না ॥ ১৫

হে অর্জুন ! জীবগণ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকে গমন
করত পুণ্যক্ৰমে মর্ত্যলোকে পুনরাগত হয়, কিন্তু আমাকে ঘাঁহারা
প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না ॥ ১৬

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্ষন্ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।

রাজিঃ যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূষা ভূষা প্রলীয়তে ।

টীকা—নমু চ “তপশ্বিনো দানশীলা বীতরাগাস্তিত-
ক্ষবঃ । ত্রৈলোক্যস্যোপরি স্থানং লভন্তে শোকবর্জিতম ॥”
ইত্যাদিপূরণবাক্যৈঃ ত্রৈলোক্যস্য সকাশাৎ মহর্লোকাদীনা-
মুৎকৃষ্টং গম্যতে । বিনাশিত্ব চ সর্বেষামবিশিষ্টে কথমসৌ
বিশেষঃ স্যাতিত্যাশঙ্ক্য বহুকল্পকালাবস্থায়িষ্মনিমিত্তোহসৌ
বিশেষ ইত্যশয়েন স্বমানেন শতবর্ষায়ুষো ব্রহ্মণোহহম-
হনি ত্রৈলোক্যস্যোৎপত্তিনিশি নিশি চ প্রলয়ো ভবতীতি
দর্শয়িষ্যন্ ব্রহ্মণোহহোরাত্রয়োঃ প্রমাণমাহ—সহশ্রেতি ।
সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তোহবসানং যস্য তদ্ব্রহ্মণো যদহস্তদ-
যে বিদুঃ । যুগসহস্রমন্তো যস্যান্তাং রাজিঞ্চ যোগবলেন
বিদুস্ত এব সর্বজ্ঞা জনা অহোরাত্রবিদঃ, যেযান্ত কেবলং
চন্দ্রাদিত্যগতৈব জ্ঞানং, তে তথাহোরাত্রবিদো ন ভবন্তি,
অল্পদর্শিত্বাং । যুগশ্চেনোত্র চতুষ্পূর্ণমভিপ্রোক্তম্ । “চতু-
যুগসহস্রন্ত ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে” ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তেঃ ।
ব্রহ্মণ ইতি চ মহর্লোকাদিবাসিনামপূর্ণলক্ষণার্থম্ ।
তত্রায়ং কালগণনাপ্রকারঃ—মনুষ্যাণাং যদ্বর্ষং তদেবানাম-
হোরাত্রং তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিকল্পনয়া দ্বাদশ-
ভিক্রবর্ষসহশ্রেণ্যচতুষ্পূর্ণং ভবতি । চতুষ্পূর্ণসহস্রন্ত ব্রহ্মণো
দিনম্, তাবৎ পরিমাণৈব রাজিস্তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষ-
মাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমাযুরিতি ॥ ১৭

টীকা—ততঃ কিমত আহ—অব্যক্তাদিতি । কার্য-
ন্তাব্যাক্তরূপং কারণাত্মকং তস্মাদব্যক্তাং কারণরূপাং

সহস্রযুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে দিবস এবং সহস্রযুগ অবধি রাজি
বাহারা অবগত আছেন, তাঁহারা বথার্থ বেত্তা ॥ ১৭

[ব্রহ্মার একদিনের (১২ ঘণ্টা) পরিমাণ মানবীয় একসহস্র
চারিযুগ ।]

ব্রহ্মার দিবসাগমে কারণাত্মক মায়াতত্ত্ব হইতে সমস্ত ভূত
প্রাণীভূত হয় এবং রাজি উপস্থিত হইলে সেই অব্যক্ত নামক
মায়াতত্ত্বই প্রলীন হইয়া যায় ॥ ১৮

হে পার্থ! সেই ভূতবৃক্ষ পুনঃপুনঃ সজ্জ হইয়া রাজি আসিলে

রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯

পরন্তু স্মাতু ভাবোহ্যন্তোহব্যক্তোহব্যক্তাদ্ সনাতনঃ ।

যঃ স সর্বষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাতঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

ব্যক্ত্যন্তে ইতি ব্যক্তয়শ্চরাচরাণি, ভূতানি প্রাণীভবন্তি ;
কদা? অহরাগমে ব্রহ্মণো দিবসস্তোপক্রমে, তথা
রাত্রেরাগমে ব্রহ্মশয়নে তস্মিন্নেবাব্যক্তসংজ্ঞকে কারণরূপে
প্রলয়ং যাস্তি । যদ্বা তেহহোরাত্রবিদ ইত্যেতন্ন বিধীয়তে
কিন্তু তে প্রসিদ্ধা অহোরাত্রবিদো জনা ব্রহ্মণো যদহর্বিদু-
স্তস্তাফু আগমে অব্যক্তাব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি । যাঞ্চ রাজিঃ
বিদুস্তস্তা রাত্রেরাগমে প্রলীয়ন্তে ইতি দ্বয়োরদ্বয়ঃ ॥ ১৮

টীকা—তত্র চ কৃতনাশাকৃতভাগমশঙ্ক্যং বারয়ন্
বৈরাগ্যার্থঃ সৃষ্টিপ্রলয়প্রবাহস্তাবিচ্ছেদং দর্শয়তি—ভূত-
গ্রাম ইতি । ভূতানাং চরাচরপ্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহঃ
যঃ প্রাগাসীৎ, স এবায়মহরাগমে ভূষা রাত্রেরাগমে
প্রলীয়তে ; প্রলীয় প্রলীয় পুনরপ্যহরাগমেহবশঃ কৰ্ম্মা-
দিপরতন্ত্রঃ সন্ প্রভবতি নাত্ম ইত্যর্থঃ ॥ ১৯

টীকা—লোকানামনিত্যং প্রপঞ্চ্য পরমেশ্বরস্বরূপস্ত
নিত্যং প্রপঞ্চয়তি—পর ইতি দ্বাভ্যাম্ । তস্মাচ্চরাচর-
কারণভূতাদব্যক্তাং পরস্তথাপি কারণভূতো যোহহমন্ত-
দ্বিলক্ষণোহব্যক্তচক্ষুরাত্মগোচরো ভাবঃ সনাতনোহনাদিঃ,
স তু সর্বেষু কার্যাকারণলক্ষণেষু ভূতেষু নশ্যৎসপি ন
বিনশ্যতি ॥ ২০

টীকা—অবিনাশে প্রমাণং দর্শয়ন্নাহ—অব্যক্ত ইতি ।
যো ভাবোহব্যক্তোহতীন্দ্রিয়ঃ, অক্ষরঃ প্রবেশনাশশূন্য ইতি
তথা “অক্ষরাং সম্ভবতীহ বিশ্বম্” ইত্যাদি ঋতিদ্বক্ষর
বিলীন হয়, পুনর্ব্বার দিনাগমে কৰ্ম্মাদি পরতন্ত্র হইয়া সজাত হইয়া
থাকে ॥ ২১

কিন্তু পূর্ব্বকথিত চরাচর কারণভূত অব্যক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের
অগোচর; প্রাচীন নিত্যসিদ্ধ যে সত্তা অক্ষরনামক পরমব্রহ্ম
তিনি সমুদয় ভূত নষ্ট হইলেও বিনষ্ট হন না। যে অব্যক্ত
অতীন্দ্রিয় অক্ষর বলিয়া কথিত হইয়াছে তাঁহাকে সর্বোৎকৃষ্ট গতি
বলেন। যাহা প্রাপ্ত হইয়া সুসারে আর নিবর্তিত হয় না, তাহা
আমার পরমস্বরূপ ॥ ২০-২১

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যন্তনশ্চয়া ।
 যশ্চাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২২
 যত্র কালে অনাবৃতিমাবৃতিং চৈব যোগিনঃ ।
 প্রযাতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩

ইত্যুক্তঃ । তং পরমাং গতিং গম্যং পুরুষার্থমাহঃ—
 “পুরুষায় পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ, ইত্যাদি-
 শ্রুতয়ঃ । পরমগতিষ্মেবাহ—যং প্রাপ্য ন পুননিবর্তন্ত
 ইতি তচ্চ মমৈব ধামশ্বরূপম্ । মমেতু্যপচারে যষ্টী,
 রাহোঃ শির ইতিবৎ । অতোহহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ
 ॥ ২১

টীকা—তৎপ্রাপ্তৌ চ ভক্তিরন্ত্রদোপায় ইত্যুক্তমেবে-
 ত্যাহ—পুরুষ ইতি । স চাহং পরঃ পুরুষোহনশ্চয়া ন
 বিজ্ঞতেহঃ শরণেহন যশ্চাস্তয়া একান্তরভক্তৌব লভ্যো
 নাস্তথা, পরষ্মেবাহ যস্য কারণভূতশ্চাস্তর্মধো ভূতানি
 স্থিতানি, যেন চ কারণভূতেন সর্বমিদং জগৎ ততং
 ব্যাপ্তম্ ॥ ২২

টীকা—তদেবং পরমেশ্বরোপাসকাস্তৎপদং প্রাপ্য ন
 নিবর্তন্তে । অস্তে স্বাবর্তন্তে ইত্যুক্তং, তত্র কেন মার্গেণ গতা
 নাবর্তন্তে ? কেন বা গতাশ্চাবর্তন্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—
 যত্রোতি । যত্র যস্মিন্ কালে প্রযাতা যোগিনোহনাবৃতিং
 যাস্তি যস্মিন্শ্চ কালে প্রযাতা আবৃতিং যাস্তি তং কালং
 বক্ষ্যামীত্যর্থঃ । অত্র চ ‘রশ্ম্যানুসারী ‘অতশ্চায়নৈহপি
 দক্ষিণ’ ইতি সূচিতশ্রায়েনোত্তরায়ণাদিকালবিশেষস্মরণশ্চ
 বিবক্ষিতত্বাৎ কালশব্দেন কালভিমানিনীভিরাতিবাহি-
 কীভিদেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে । অতোহয়-
 মর্থঃ যস্মিন্ কালভিমানিদেবতৌপলক্ষিতে মার্গে প্রযাতা
 যোগিন উপাসকাঃ কাম্মিণশ্চ যথাক্রমমনাবৃতিমাবৃতিঞ্চ

হে পার্থ ! ভূতসকল ধাঁহার মধ্যে অবস্থান করিতেছে, যিনি
 এই চরাচর নিখিল জগৎ সমাচ্ছন্ন করত বিরাজমান, সেই
 সর্বোত্তম পুরুষ আমি । তচ্চ অনন্তভক্তির দ্বারা আমাকে
 প্রিয়তমরূপে প্রাপ্ত হয় ॥ ২২

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! যে কালে প্রয়াণকারী যোগিগণ অনাবৃতি
 আবৃতি প্রাপ্ত হন, তোমাকে সেই কালের কথা বলিব ॥ ২৩

যোগিগণ দেহত্যাগান্তে অর্চি অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত

অগ্নিজ্যোতিরহঃ শুক্লঃ যগ্নাসা উত্তরায়ণম্ ।
 তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪
 ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ যগ্নাসা দক্ষিণায়নম্ ।
 তত্র চাল্লমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫

যাস্তি, তং কালভিমানিদেবতৌপলক্ষিতং মার্গং কথয়িত্বা-
 মীতি । অগ্নিজ্যোতিষোঃ কালভিমানিনীভাবোহপি ভূয়সা-
 মহরাদিশকোক্তানাং কালভিমানিনীভাৎ, তৎসাহচর্যাদা-
 শ্রবনমিত্যাদিবৎ কালশব্দেনোপলক্ষণমবিরুদ্ধম্ ॥ ২৩

টীকা—তত্রানাবৃতিমার্গমাহ—অগ্নিরিতি । অগ্নি-
 জ্যোতিঃশব্দাভ্যাং “তেহর্চিসমভিসম্ভবন্তি” ইতি শ্রুত্যা-
 ক্তিরভিমানিনী দেবতৌপলক্ষ্যতে, অহরিতি দিবসভি-
 মানিনী, শুক্ল ইতি শুক্লপক্ষাভিমানিনী, উত্তরায়ণরূপাঃ
 যগ্নাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী, এতচ্চান্যাসামপি শ্রুত্যা-
 ক্তানাং সংবৎসরদেবলোকাদিদেবতানামুপলক্ষণার্থম্ । এব-
 ভূতো যো মার্গস্তত্র প্রযাতা গতা ভগবতুপাসকা জনা
 ব্রহ্ম প্রাপুবন্তি, যতস্তে ব্রহ্মবিদাঃ । তথাচ শ্রুতিঃ,—
 তেহর্চিসমভিসম্ভবন্তি অর্চিষোহহরহ আপূর্য্যমাণপক্ষমা-
 পূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ যগ্নাসানুদঙ্গাদিত্য এতি মাসেভ্যো
 দেবলোকমিতি । নহি সত্তোমুক্তিভাজাং সম্যগ্দর্শন-
 নিষ্ঠানাং গতির্বা কচিদস্তি “দ তস্মৈ প্রাণা উৎক্রামন্তি”
 ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৪

টীকা—আবৃতিমার্গমাহ—ধূম ইতি । ধূমভিমানিনী
 দেবতা রাত্রাদিশব্দৈশ্চ পূর্ব্বদেব রাত্রিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়ন-
 রূপযগ্নাসাভিমানিনীভাবোহপি দেবতা উপলক্ষ্যতে, এতাভি-
 দেবতাভিরূপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রযাতঃ কৰ্ম্মযোগী
 চাল্লমসং জ্যোতিঃস্থতুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্রেষ্টা-
 পূর্ভকর্ম্মফলং ভুক্ত্বা পুনরাবর্ততে । অত্রাপি শ্রুতিঃ—

হন, পর দিবসভিমানিনী দেবতা, শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা,
 উত্তরায়ণ, যগ্নাস-অভিমানিনী দেবতা, সংবৎসর অভিমানিনী
 দেবতা—এই মার্গে গমনকারী ব্রহ্মজগৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ॥ ২৪

ধূমভিমানিনী দেবতা, রাত্র্যভিমানিনী দেবতা, কৃষ্ণপক্ষা-
 ভিমানিনী দেবতা, দক্ষিণায়ন, যগ্নাসঅভিমানিনী দেবতা সেই
 মার্গে যত যোগী চক্রোপলক্ষিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যকর্মে
 ফিরিয়া আসেন ॥ ২৫

শুক্র-কৃষ্ণে গভী হৃদে জগতঃ শাস্তে মতে ।

একয়া বাত্যানাবৃন্তিমজ্জয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬

নৈতে স্ততী পার্থ জানন্ যোগী মুহুতি কশ্চন ।

তস্মাৎ সৰ্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজুন ॥ ২৭

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব

দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিশ্ঠম্ ।

অভ্যোতি তৎ সৰ্বমিদং বিদিশা

যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাত্মম্ ॥ ২৮

“তে ধুমমভিসম্ভবন্তি, ধূমাদ্ রাত্রিঃ রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষ-
মপক্ষীয়মাণপক্ষাং যান্ বগ্নাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি
মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাং চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্য
অন্নং ভবন্তি” ইত্যাদি । তদেব, নিবৃত্তিকৰ্ম্মসহিতোপাসনয়া
ক্রমমুক্তিঃ, কামাকৰ্ম্মভিচ্চ স্বৰ্গভোগানন্তরমাবৃন্তিঃ, নিবিক্-
কৰ্ম্মভিচ্চ নরকভোগানন্তরমাবৃন্তিঃ ক্ষুদ্রকৰ্ম্মণাস্ত জন্তুনাং
অত্রৈব পুনঃ পুনর্জন্মেতি জটব্যম্ ॥ ২৫ .

টীকা—উক্তো মার্গাবুপসংহরতি—শুক্রেতি । শুক্রা-
চ্চিরাদিগতিঃ প্রকাশময়ত্বাৎ, কৃষ্ণা ধূমাদিগতিস্তমোময়ত্বাৎ,
এতে গভী মার্গো জ্ঞানকৰ্ম্মাধিকারিণো জগতঃ শাস্তে
অনাদী সম্মতে সংসারস্যানাদিত্বাৎ, তয়োরেকয়া শুক্রয়া
অনাবৃন্তিঃ মোক্ষং যাতি, অত্যা কৃষ্ণয়া তু
পুনরাবর্ততে ॥ ২৬

টীকা—মার্গজ্ঞানফলং দর্শয়ন্ ভক্তিযোগমুপসংহরতি
—নৈতে ইতি । এতে স্ততী মার্গো, হে পার্থ । মোক্ষ-

জগতের শুক্র কৃষ্ণ দেবদান ও পিতৃদান এই দুইটি মার্গ নিত্য ।
একটির দ্বারা অনাবৃন্তি আর অপরটির দ্বারা পুনর্বার প্রত্যাবর্তন
হয় ॥ ২৬

হে পার্থ । এই দুইটি অবগত হইয়া কোন যোগী
বিমোহিত হন না, তজ্জন্ত হে অর্জুন ! তুমি অহঙ্কণ যোগযুক্ত
হও ॥ ২৭

শ্রীমদ্রহসিবিদ্যাসংগ্রহীত শতসাহস্রীসংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্কান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে

ব্রহ্মবিজ্ঞানকৃত শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মবোগনামক অষ্টম অধ্যায়ের অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥

মহাভারতে ভীষ্মপর্কে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুপনিষৎসু

ব্রহ্মবিজ্ঞানঃ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

অক্ষরব্রহ্মযোগো নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥

শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্বণি তু দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

সংসারপ্রাপকৌ জানন্ কশ্চিদপি যোগী ন মুহুতি, মুখবুদ্ধ্যা
স্বর্গাদিকলং ন কাময়তে, কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব
ভবভীত্যর্থঃ । স্পষ্টমন্তঃ ॥ ২৭

টীকা—অধ্যায়ার্থমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়ঃ সফলমুপসংহরতি—
বেদেষু ইতি । বেদেষু অধ্যায়নাদিভিঃ, যজ্ঞেষু অমুষ্ঠান-
াদিভিঃ, তপঃসু কায়শোষণাদিভিঃ, দানেষু সংপাত্রেঃপর্ণা-
দিভিঃ, যৎ পুণ্যফলমুপদিশ্ঠং শাস্ত্রেষু তৎ সৰ্বমভ্যোতি,
ততোহপি জ্যেষ্ঠং যোগৈশ্বৰ্য্যং প্রাপ্নোতি । কিং কৃষ্ণা ?
ইদমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়েনোক্তং তৎ বিদিশা, ততশ্চ যোগী
জ্ঞানী ভূবা পরমুক্তম্ আত্মং জগদ্মূলভূতং স্থানং বিষ্ণোঃ
পরং পদং প্রাপ্নোতি ॥ ২৮

অষ্টমেহষ্টবিশিষ্টেসম্পূর্ণার্থনির্ণয়ঃ ।

অষ্টমমুখ্য প্রশ্নাঃ স্পষ্টিতাষ্টমবয়বানি ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত-টীকায়াম্
অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

বেদ সকলে, যজ্ঞসমূহে, নিখিল তপস্ব্য ও সমুদয় দানে যে
পুণ্যফল উপদিশ্ঠ হইয়াছে, এই অর্চিরাদির গতির কথা অবগত
হইয়া ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ সেই সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন
আর জগতের মূলভূত স্থান বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন ॥ ২৮

ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং নবমোহধ্যায়ঃ)

[জ্ঞানস্ত, বিজ্ঞানস্ত, জগদ্ভবস্ত, দৈবাসুরসম্পত্তিমতাম্, সকাম-নিকামোভয়বিধোপাসনয়া ভগবদ্ভক্তের্মহিমন্ত বর্ণনম্ ।]

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যননুযবে ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্ঞজ্ঞানো মোক্ষ্যসেহুভাং ॥ ১

রাজবিজ্ঞা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং শ্রুতং কতুর্মব্যয়ম্ ॥ ২

টীকা—পরেণঃ প্রাপ্যতে গুহ্যভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে ।

নবমে তু তদৈশ্বর্যমত্যাশ্চর্যং প্রপঞ্চ্যতে ॥

এবং তাবৎ সপ্তমষ্টময়োঃ স্বকীয়ং পারমেশ্বরং তৎ
ভক্ত্যেব সুলভং, নাত্মথেষ্ট্যুক্তমিদানীমচিন্ত্যং স্বকীয়মৈশ্বর্যং
ভক্ত্যেচ্ছাসাধারণং প্রভাবং প্রপঞ্চয়িত্বান্ শ্রীভগবানুবাচ—
ইদংস্থিতি । বিশেষণ জ্ঞায়তে অনেনেনতি বিজ্ঞানমুপাসনং
তৎসহিতং জ্ঞানমীশ্বরবিষয়কমিদং তু তেহননুযবে পুনঃ
পুনঃ স্বমাহাত্ম্যমেবোপদিশতীত্যেবং পরমকারণিকে ময়ি
দোষদৃষ্টিরহিতায় তে তুভ্যং বক্ষ্যামি ! তুশাকো
বৈশিষ্ট্যে । তদেবাহ—গুহ্যতমমিত্যাদিনা । গুহ্যং
ধর্মজ্ঞানং ততো দেহাদি ব্যতিরিক্তজ্ঞানং গুহ্যতরং,
ততোহপি পরমাত্মজ্ঞানমতিরহস্তত্বাদ্-গুহ্যতমং যজ্ঞজ্ঞানো-
হুভাং সংসারবন্ধোন্মোক্ষসে সত্ত্ব এব মুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ১

টীকা—কিঞ্চ রাজবিজ্ঞেতি । ইদং জ্ঞানং রাজবিজ্ঞা
জ্ঞানানাং রাজা, রাজগুহ্যং গুহ্যানাঞ্চ রাজা বিজ্ঞাসু
গোপ্যেযু চাতিরহস্তং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ । রাজদত্তাদিছাছপ-
সর্জনস্তাপি পরমম্ । রাজ্ঞাং বিজ্ঞা, রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি
বা । উত্তমং পবিত্রমিদমত্যন্তপাবনং জ্ঞানিনাং প্রত্যক্ষাব-
নবম অধ্যায় ।

[জ্ঞান, বিজ্ঞান, জগতের উৎপত্তি, দৈব-আসুর সম্পত্তি-যুক্ত,
সকাম-নিকাম—দ্বিবিধ উপাসনা ও ভগবদ্ভক্তির মতিমবর্ণন ।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—গুহ্য ধর্মজ্ঞান, গুহ্যতর দেহাদি ব্যতিরিক্ত
আত্মজ্ঞান, তাহা হইতেও অতিগুহ্যতম এই পরমাত্মজ্ঞান
উপাসনার সহিত পরম কারণিক আমাতে দোষদৃষ্টিশূন্য তোমাকে
বলিব, যাহা অবগত হইয়া সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে ॥ ১

এই জ্ঞান বিজ্ঞান রাজা, অতি উৎকৃষ্ট, অতি গোপনীয়, পরম
পবিত্র, দৃষ্টকল ধর্ম্যগুহ্য, হুখে অচুটান করিতে পারা যায় ও

অজ্ঞানদানাঃ পুরুষা ধর্মশাস্ত্র পরম্পর ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবন্ধনি ॥ ৩

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

মংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেহবস্থিতঃ ॥ ৪

গমঞ্চ প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোহবগমো বোধো যস্য তং প্রত্যক্ষাব-
গমং দৃষ্টকলম্ ইত্যর্থঃ, ধর্ম্যং ধর্ম্যাদনপেতং বেদোক্তসর্ব-
ধর্মফলত্বাৎ, কতুর্মঞ্চ শ্রুতং শ্রুতেন কতুর্ম্ শক্যমিত্যর্থঃ,
অব্যয়ঞ্চাক্ষয়ফলত্বাৎ ॥ ২

টীকা—নহেবমপ্যতিশুকরহে কো নাম সংসারিণঃ
শ্রুস্তত্রাহ—অজ্ঞানদানা ইতি । অস্ম ভক্তিসহিতজ্ঞান-
লক্ষণস্ত ধর্ম্যশ্রেতি কল্পণি যষ্টী । ইমং ধর্মমজ্ঞানদানাঃ
আন্তিক্যোনাশীকুর্বন্ত উপায়ান্তরৈঃ মংপ্রাপ্তয়ে অপি
মামপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবন্ধনি নিমিত্তে নিবর্তন্তে
মৃত্যুব্যাপ্তে সংসারমার্গে পরিভ্রমন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩

টীকা—তদেবং বক্তব্যক্তয়া প্রস্তুতস্ত জ্ঞানস্ত স্তুত্যা
প্রোতারমভিমুখীকৃত্য তদেব জ্ঞানং কথয়তি ময়েতি—
দ্বাভ্যাম্ । অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্তিঃ স্বরূপং যস্য
তাদৃশেন ময়া কাবণভূতেন সর্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তং
“তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাণবিশং” ইত্যাদি শ্রুতৈঃ । অতএব
কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠতীতি মংস্থানি সর্বানি ভূতানি
চরাচরাণি এবমপি ঘটাদিষু কার্ষ্যেযু মূর্তিকেব তেষু
ভূতেষু নাহমবস্থিত আকাশবদসজ্জাৎ ॥ ৪

অব্যয়, আচলমহিত ও অক্ষয় ॥ ২

হে পরম্পর ! এই ধর্ম্যে অজ্ঞানাবিশিষ্ট পুরুষসকল আমাকে
প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুসমাচ্ছন্ন সংসারপথে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ
করিয়া থাকে ॥ ৩

অতীন্দ্রিয়রূপ কারণভূত আমি এই স্বাবয়বজন্মান্বক জগৎ
আচ্ছন্ন করিয়া আছি । সকল ভূত আমাতে অবস্থিত, আমি
বাস্তবদেব প্রাণিসমূহে আশ্রিত নই ॥ ৪

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ।
 ভূতভূম চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫
 যথাকালস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্ ।
 তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্বাপধারয় ॥ ৬
 সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম্ ।
 কল্পকয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিস্মজাম্যহম্ ॥ ৭

টীকা—কিঞ্চ ন চেতি । ন চ ময়ি স্থিতানি ভূতানি
 অসঙ্গবাদেব মম । নহু তর্হি ব্যাপকত্বমাত্রয়ত্বঞ্চ পূর্বোক্তং
 বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পশ্যেতি । মে ঐশ্বরমসাধারণং
 যোগং যুক্তিম্ অঘটনঘটনাচাতুর্যমিদং পশু মদীয়যোগ-
 মায়াবৈভবশ্চাবিতর্ক্যত্বাৎ কিঞ্চিদ্ বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ।
 অশুদ্ধপ্যাশ্চর্য্যং পশ্যেত্যাহ—ভূতৌতি । ভূতানি বিভর্তি
 ধারয়তীতি ভূতভূম্ । ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি
 ভূতভাবনঃ, এবম্ভূতোহপি মমাত্মা পরং স্বরূপং ভূতস্থো ন
 ভবতীতি । অয়ং ভাবঃ—যথা দেহঃ বিভ্রং পালয়ন্ত
 জীবোহহঙ্কারেণ তৎসংশ্লিষ্টস্তিষ্ঠতি, এবমহং ভূতানি
 ধারয়ন্ পালয়ন্তি ন তেষু তিষ্ঠামি নিরহঙ্কারত্বাদিত্যি ॥ ৫

টীকা—অসংশ্লিষ্টয়োরাপ্যাদারাধেয়ভাবঃ দৃষ্টান্তেনাহ—
 যথেষতি । অবকাশঃ বিনা অবস্থানানুপপত্তেনিতিমা-
 কাশস্থিতো বায়ুঃ সর্বত্রগোহপি মহানপি নাকাশেন
 সংশ্লিষ্টতে নিরবয়বত্বেন সংশ্লেষাযোগাৎ, তথা সর্বাণি
 ভূতানি ময়ি স্থিতানি জানীহি ॥ ৬

টীকা—তদেবমসঙ্গশ্চৈব যোগমায়য়া স্থিতিহেতুত্বমুক্তং
 ত্যৈব সৃষ্টিপ্রলয়হেতুত্বক্যাহ—সর্বেতি । কল্পকয়ে প্রলয়-
 কালে সর্বাণি ভূতানি মদীয়ং প্রকৃতিং যাস্তি, ত্রিগুণাত্মি-

নিখিলভূত আমাতে সংশ্লিষ্ট নহে । আমার অসাধারণ
 অঘটনঘটনাচাতুর্য্য দেখ । আমার যোগমায়ার প্রভাব তর্কের
 অপোচর, একমুখ কিছু বিরুদ্ধ নয় । আমি ভূতগণের ধারণ এবং
 পালনকর্তা, কিন্তু আমি তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট নহি ॥ ৫

সর্বত্র বিচরণশীল বায়ু যেমন আকাশে অবস্থিত হইয়াও
 আহার সহিত সংশ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ ভূতসমূহ আমার
 অবস্থিত জানিবে ॥ ৬

হে কৌন্তেয় ! ভূতসকল প্রলয়কালে আমার ত্রিগুণাত্মিক
 মায়ার লীন হয় । পুনর্বার আমি করের আদিত্যে প্রাণিগণকে
 সৃষ্টি করি ॥ ৭

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিস্মজামি পুনঃ পুনঃ ।
 ভূতগ্রামমিমাং কুৎস্রমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮
 ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবরন্তি ধনঞ্জয় ।
 উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯
 ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্ ।
 হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপর্য্যবর্ততে ॥ ১০

কায়াং মায়ায়াং লীয়ন্তে পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে তানি
 বিস্মজামি বিশেষেণ স্মজামি ॥ ৭

টীকা—নহুসঙ্গো নিক্সিকারশ্চ স্বং কথং সৃজসীত্য-
 পেক্ষায়ামাহ—প্রকৃতিমিত্যাदि দ্ব্যাভ্যাম্ । স্বাং স্বাধীনাং
 প্রকৃতিমবষ্টভ্য অধিষ্ঠায় প্রলয়ে লীনং সন্তং চতুর্বিধমিমাং
 সর্বভূতগ্রামং কর্ম্মাদিপরবশং পুনঃ পুনর্বিবিধং স্মজামি
 বিশেষেণ স্মজামীতি বা । কথং ? প্রকৃতের্বশাৎ
 প্রাচীনকর্ম্মনিমিত্ত-তত্ত্বংস্বভাববশাৎ ॥ ৮

টীকা—নহেবং নানাবিধানি কর্ম্মাণি কুর্ক্বতস্তব
 জীববদ্বন্ধঃ কথং ন স্মাদিত্যত আহ—ন চ মামিতি ।
 তানি বিশ্বসৃষ্টাদীনি কর্ম্মাণি মাং ন নিবরন্তি । কর্ম্মা-
 সক্তিহি বন্ধহেতুঃ, সা চাপ্তকামজ্ঞানম নাস্তি, অতস্তানি
 উদাসীনবদ্বর্তমানশ্চ মে বন্ধনং নোৎপাদয়ন্তি । উদাসীনত্বে
 কর্ত্ত্বানুপপত্তেঃ কর্ত্ত্বা চোদাসীনত্বানুপপত্তেরুদাসীনবৎ
 স্থিতিমিত্যুক্তম্ ॥ ৯

টীকা—তদেবোপপাদয়তি—ময়েতি । ময়া অধ্যাক্ষেণ
 অধিষ্ঠাত্রা নিমিত্তভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং বিশ্বং সূর্যতে
 জনয়তি, অনেক মদধিষ্ঠানেন হেতুনা ইদং জগদ্বিপর্য-

আমি স্বাধীন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাচীন কর্ম্মনিমিত্ত
 তত্ত্বংস্বভাব বলে এই সমস্ত কর্ম্মাদিপরবশ চতুর্বিধ ভূতসমূহ
 বিবিধ প্রকারে সৃজন করিয়া থাকি ॥ ৮

হে ধনঞ্জয় ! সেই সৃষ্টি-স্থিতি ও নাশাদি কর্ম্মসকলে আসক্তি-
 পরিশূন্য নিঃস্বন্ধ তটস্থ মধ্যস্থের জ্ঞান অবস্থিত আমাকে বন্ধন
 করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৯

নিমিত্তভূত অধ্যক্ষ ব্যবস্থাপক আমার অধিষ্ঠানমাত্র লাভ
 করত প্রকৃতি স্বাবয়বজন্মাত্মক বিশ্ব সৃজন করে । হে কৌন্তেয় !
 আমার অবস্থান নিমিত্ত এই জগৎ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইতেছে ॥ ১০

অবজানন্তি মাং মৃঢ়া মাহুবাং তন্মুখাশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১

মোখাশ্রা মোখকর্মাণো মোখজ্ঞানা বিচেতসঃ ।

রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২

মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।

ভজন্ত্যমশ্রমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩

বর্ততে পুনঃ পুনর্জায়তে । সন্নিধিমাশ্রোণাধিষ্ঠাতৃদ্বাং
কর্তৃমুদাসীনবক্ষ্যাবিক্রমমিতি ভাবঃ ॥ ১০

টীকা—নষেবভূতং পরমেশ্বরং জ্ঞাং কিমিতি কেচিন্মা-
দ্রিয়ন্তে, তত্রাহ—অবজানন্তীতি দ্বাভ্যাম্ । সর্বভূত-
মহেশ্বররূপং মদীয়ং পরং ভাবং তত্ত্বমজানন্তো মৃঢ়া মূর্খা
মামবজানন্তি মামবমশ্রুন্তে, অবজানহেতুঃ শুদ্ধসম্ময়ীমপি
তন্মুং ভক্তেচ্ছাবশাংমুখ্যাকারমাশ্রিতবস্তমিতি ॥ ১১

টীকা—কিঞ্চ মোখাশ্রা ইতি । মন্তোহম্মদেবতাস্ত্বরং
ক্ষিপ্ৰং ফলং দাস্ততীত্যেবভূতাত্মা মোখা নিষ্ফলৈবোখা যেষাং
তে, অতএব মদ্বিমুখদ্বান্মোখানি নিষ্ফলানি কৰ্ম্মাণি যেষাং
তে, মোখমেব নানাকৃতকীর্ষিতং শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তে,
অতএব বিচেতসো বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ ; সর্বত্র হেতুঃ—রাক্ষসীং
তামসীং হিংসাদিপ্রচুরাম্ আসুরীং রাজসীং কামদর্পাদি-
বহলাং মোহিনীং বুদ্ধিভ্রংশকরীং প্রকৃতিং স্বভাবঃ শ্রিতাঃ
আশ্রিতাঃ সন্তো মামবজানন্তীতি পূর্বেণাশ্রয়ঃ ॥ ১২

টীকা—কে তহি ত্বামাশ্রয়ন্তীত্যত আহ—মহাত্মান
ইতি । মহাত্মানঃ কামাত্মনভিভূতচিত্তা অতএব “অভয়ঃ,
সৎসংসুদ্ধি”রিত্যাदिনা বক্ষ্যমাণাং দৈবীং প্রকৃতিং স্বভাব-

সর্বভূতমহেশ্বর আমার পরম প্রধান তত্ত্ব না জানিয়া মূর্থসকল
শুদ্ধসত্ত্বময় লীলা মাহুবেদেধারী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া
থাকে ॥ ১১

আমি অপেক্ষা অল্প দেবতা গীত্র ফলদান করিবেন, এরূপ বৃথা
আশাবিশিষ্ট নিরর্থক কৰ্ম্মকারী নিষ্ফল জ্ঞানসম্পন্ন বিক্ষিপ্তচিত্ত
বুদ্ধিভ্রংশকারী রাক্ষসী, তামসী, আসুরী, রাজসী প্রকৃতি (স্বভাব)
আশ্রয় করত আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥ ১২

হে পার্থ! মহাত্মাসকল দৈবীপ্রকৃতি স্বভাব আশ্রয়পূর্বক
একমাত্র আমাতেই যন লম্পণপূর্বক ভূতসকলের পরম কারণ
আমাকে ভজনা করেন ॥ ১৩

কেহ কেহ অহংকার ভক্তিসহকারে আসক্ত হইয়া নামগুণ

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তুশ্চ দৃঢ়ভ্রতাঃ ।

নমস্তন্তুশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যগ্নে যজন্তো মামুপাসতে ।

একত্বেন পৃথক্ ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।

মন্তোহহমহমেবাক্যমহমগ্নিরহং হৃতম্ ॥ ১৬

মাশ্রিতাঃ, অতএব মদ্ব্যতিরেকণে নাস্ত্যাশ্রয়শ্রয়নো যেষাং,
তে তু ভূতাদিঃ জগৎকারণম্ অব্যয়ং নিত্যঞ্চ মাং জ্ঞাত্বা
ভজন্তি ॥ ১৩

টীকা—তেষাং ভজনপ্রকারমাহ—সততমিতি
দ্বাভ্যাম্ । সততং সর্বদা স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ কীর্তয়ন্তুঃ
কেচিন্মামুপাসতে সেবন্তে, দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মা যেষাং
তাদৃশাঃ সন্তো যতন্তুশ্চেশ্বরপূজাদিষু ইন্দ্রিয়োপসংহারাদিষু
চ প্রযত্নং কুর্ষন্তুঃ, কেচিন্তুজ্ঞা নমস্তন্তুশ্চ প্রণমন্তুঃ, অগ্নে
নিত্যযুক্তা অনবরতমবহিতা সর্বৈ সেবন্তে ভক্ত্যেতি
নিত্যযুক্তা ইতি চ কীর্তনাদিষুপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ জ্ঞানোতি । বাসুদেবঃ সর্বমিতোবাং
সর্বাত্মবদর্শনং জ্ঞানং, তদেব যজ্ঞস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন মাং
যজন্তুঃ পূজয়ন্তোহগ্নেহপু্যুপাসতে, তত্রাপি কেচিদেকত্বেন
একমেব পরং ব্রহ্মেতি পরমার্থদর্শনরূপাভেদভাবনয়া,
কেচিং পৃথক্ ত্বেন দাসোহহমিতি পৃথগ্ভাবনয়া, কেচিন্তু
বিশ্বতোমুখং সর্বাত্মকং মাং বহুধা ব্রহ্মরূপাদিরূপেণো-
পাসতে ॥ ১৫

টীকা—সর্বাত্মহং প্রপঞ্চয়তি—অহং ক্রতুরিতি
চতুর্ভিঃ । ক্রতুঃ শ্রোতোহয়িতোমাদিঃ ; যজ্ঞঃ স্মার্তঃ

স্তোত্রাদি কীর্তন করত সেবা করেন । কেহ কেহ দৃঢ়সংকল্প হইয়া
জ্ঞানাদিতে ও ইন্দ্রিয়জয়ে প্রযত্ন পূর্য্যসর ভক্তির সহিত অবিরত
মনোযোগী হইয়া উপাসনা করেন । অপর নিত্যযুক্তগণ অনবরত
অবহিত হইয়া সেবা করেন ॥ ১৪

অল্প জ্ঞানিসকল “সমস্ত বাসুদেব” এই সর্বাত্মজ্ঞানরূপ যজ্ঞের
দ্বারা পূজা করেন, কেহ “একমাত্র পরম ব্রহ্ম” এই পরমার্থদর্শনরূপ
অভেদ ভাবনাপূর্বক, কেহবা “আমি দাস” এই পৃথক্ ভাবনা-
সহকারে উপাসনা করেন । কেহ সর্বাত্মক আমাকে ব্রহ্ম-
রূপাদিরূপে ভজনা করেন ॥ ১৫

আমি বৈদিক অগ্নিষ্টোমাদি ক্রতু, পঞ্চযজ্ঞাদি স্মার্তব্যজ্ঞ, আমি

পিতাহমহং জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।
বেষ্টং পবিত্রমোক্ষার ঋক্-সাম-যজুর্বেদ চ ॥ ১৭
গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্মাম্যংসৃজামি চ ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমজুন ॥ ১৯

পঞ্চযজ্ঞাদিঃ, স্বধা পিতৃর্ধ্বং জ্ঞানাদিঃ, ঐশ্বর্যম্ ঐশ্বর্যপ্রভব-
মহং ভেষজং বা, মন্ত্রো যাজ্ঞপুৰোহোবাক্যাদিঃ, আজ্যং
হোমাদিসাধনম্, অগ্নিরাহবনীয়াদিঃ, হৃতং হোমম্—এতৎ
সর্বমহমেব ॥ ১৬

টীকা—কিঞ্চ পিতাহমন্তেতি । ধাতা কর্মফলবিধাতা
বেষ্টং জ্ঞেয়ং বস্তু, পবিত্রং শোধকং প্রায়শ্চিত্তাদ্বয়ং বা,
ওক্ষারঃ প্রণবঃ, ঋগেদাদয়ো বেদাশ্চাহমেব ।
স্পষ্টমন্ত্ৰং ॥ ১৭

টীকা—কিঞ্চ গতিরिति । গম্যত ইতি গতিঃ ফলং,
ভর্তা পোষণকর্তা, প্রভুঃ নিয়ন্তা, সাক্ষী শুভাশুভপ্রদা,
নিবাসো ভোগস্থানং, শরণং রক্ষকঃ, সুহৃৎ হিতকর্তা,
প্রকর্ষণে ভবত্যতেনেতি প্রভবঃ স্রষ্টা, প্রলীয়তেহনেনেতি
প্রলয়ঃ সংহর্তা, তিষ্ঠত্যশ্লিষিতি স্থানমাধারঃ, নিধীয়তে-
হশ্লিষিতি নিধানং লয়স্থানং, বীজং কারণং, তথাপ্যব্যয়ম-
বিনাশি ন তু ত্রীহাদিবীজবহ্নিশ্রমিত্যর্থঃ ॥ ১৮

টীকা—কিঞ্চ তপাম্যহমিতি । আদিত্যাগ্নিনা
স্থিতত্বাৎ নিদাঘকালে তপামি জগতস্তাপং করোমি,
বৃষ্টিসময়ে চ বর্ষম্যংসৃজামি বিমুক্তামি, কদাচিৎ বর্ষং
নিগৃহ্মামি আক্ৰামি, অমৃতং জীবনং, মৃত্যুশ্চ নাশঃ, সৎ
কৃত উদ্দেশ্যে দীক্ষমান অন্ন, আমি ঐশ্বর্যপ্রভব যবাদি অন্ন, আমি
মন্ত্র, আমি স্মৃত, আমি অগ্নি, আমি হোম ॥ ১৯

আমি এই জগতের পিতা-মাতা, ধাতা-পিতামহ; জাতব্য
বস্তু, পবিত্র শোধক ওক্ষার প্রণব । ঋক্ সাম ও যজুঃ এ সমস্তই
আমি ॥ ১৭

আমি গতি ভর্তা প্রভু নিয়ামক সাক্ষী কর্তৃকশূন্য স্রষ্টা, নিবাস-
শরণ আশ্রয় সুহৃৎ প্রভব প্রলয়স্থান নিধান এবং অক্ষয় বীজ ॥ ১৮

হে অজুন ! আমি আদিত্যরূপে গ্রীষ্মকালে তাপ দান করি,
আমি বর্ষাকালে বৃষ্টি বর্ষণ করি, আমি কখন বা বৃষ্টি আকর্ষণ

ত্রৈবিজ্ঞা মাং সোমপাঃ পুতপাপা
যজ্ঞৈরিত্ত্বা স্বর্গতিঃ প্রার্থয়ন্তে ।
তে পুণ্যমাসাত্ম সুরেন্দ্রলোক-
মশ্রুস্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশস্তি ।
এবং ত্রয়োধর্মমুপ্রপন্ন
গতাগতং কামাকামা লভন্তে ॥ ২১

স্থূলং দৃশ্যম্, অসচ্চ সূক্ষ্মদৃশ্যম্ এতৎ সর্বমহমেবেতি ।
এবং মত্বা মামেব বহুধোপাসতে ইতি পূর্ববৈগোচরঃ ॥ ১৯
টীকা—তদেবম্ “অবজানন্তি মাং মৃত্যুঃ” ইত্যাদি
শ্লোকদ্বয়েন ক্ষিপ্ৰফলাশয়া দেবতাস্তরং ভজন্তো মাং
নাজিযন্ত ইত্যভক্তা দর্শিতাঃ, “মহাত্মানস্ত মাং পার্থ”
ইত্যাদিনা চ ভক্তা উক্তান্তত্রেকত্বেন পৃথক্বেদ বা যে
পরমেশ্বরং ন ভজন্তি, তেষাং জন্মমৃত্যুপ্রবাহো দুর্ব্বার
ইত্যাহ—ত্রৈবিজ্ঞা ইতি দ্বাভ্যাম্ । ঋগ্ যজুঃসামলক্ষণা-
স্তিস্রো বিজ্ঞা যেষাং তে ত্রিবিদ্যাঃ, ত্রিবিদ্যাঃ এব ত্রৈবিদ্যাঃ
স্বার্থেহণ । তিস্রো বিদ্যা অধীয়ন্তে জ্ঞানন্তীতি বা
ত্রৈবিদ্যাঃ বেদত্রয়োক্তকর্মতৎপর্ণা ইত্যর্থঃ । বেদত্রয়বিহিতৈ-
যজ্ঞৈর্ম্যমিত্ত্বা মমৈব রূপং দেবতাস্তরমিত্যজ্ঞানস্তোহপি
বস্তুতঃ ইন্দ্রাদিরূপেণ মাম্ এবেষ্টা সম্পূজ্য যজ্ঞশেষং সোমং
পিবন্তীতি সোমপান্তেনৈব পুতপাপাঃ শোধিতকল্মষাঃ
সন্তঃ স্বর্গতিং স্বর্গং প্রীতি গতিং যে প্রার্থয়ন্তে, তে পুণ্যফল-
রূপং সুরেন্দ্রলোকং স্বর্গমাসাদ্য প্রাপ্য দিবি স্বর্গে দিব্যাহুস্ত-
মান্ দেবানাং ভোগান্ অশ্রুস্তি ভুক্ততে ॥ ২০

টীকা—ততশ্চ তে তমিতি । তে স্বর্গকামাস্তং
প্রার্থিতং বিপুলং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা ভোগপ্রাপকে পুণ্যে
করি । জীবন-মরণ স্থূল-সূক্ষ্ম দৃশ্যাদৃশ্য সকলই আমি এইরূপ
মনে করিয়া আমাকে বহু প্রকারে উপাসনা করে ॥ ১৯

ঋক্-যজুঃ-সামজ্ঞ বাজিকসকল যজ্ঞের দ্বারা আমাকে উত্তমরূপে
আমার পূজা করত সোমপানের দ্বারা শোধিতপাপ (নিষাপ)
হইয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করে । তাঁহারা পবিত্র ইন্দ্রলোকে গমন
পূর্বক স্বর্গে উত্তম দেবগণের ভোগসকল উপভোগ করিয়া
থাকেন ॥ ২০

তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ও তাঁহাদের সুখভোগ করত
স্বর্গপ্রাপক কর্মকর্ম হইলে মর্ত্যালোকে পুনরাগমন করেন এইরূপ

অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পশু্যুপাসতে ।
 তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগ-ক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২
 যেহপ্যশ্রুদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধায়াধিতাঃ ।
 তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৩
 অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

ক্ষীণে সতি মর্ত্যালোকং বিশন্তি, পুনরপোষমেব বেদত্রয়-
 বিহিতং ধর্ম্মমনুগতাঃ কামকামা ভোগান্ কাময়মানা
 গতাগতং যাতায়াতং লভন্তে ॥ ২১

টীকা—মন্ত্ৰজ্ঞান মৎপ্রসাদেন কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ—
 অনন্তা ইতি । অনন্তা নাস্তি মদ্যতিরেকেণাশ্রুং কাম্যং
 ভজনীয়ং দেবতাস্তরং যেবাং তে তথাভূতা যে জনা মাং
 চিন্তয়ন্তঃ সেবন্তে, তেষাস্ত নিত্যভিযুক্তানাং সর্বথা মদেক-
 নিষ্ঠানাং যোগং ধনাদিলাভং ক্ষেমঞ্চ তৎপালনং, মোক্ষং
 বা, তৈরপ্রার্থিতমপি অহমেব বহামি প্রাপয়ামি ॥ ২২

টীকা—নহু চ তদ্ব্যতিরেকেণ বস্তুতো দেবতাস্তরস্তা-
 ভাবাদিস্রাদিসেবিনোহপি বস্তুভা এবেতি কথং তে গতা-
 গতং লভেরন তত্রাহ—যেহপীতি । শ্রদ্ধয়োপেতাঃ ভক্তাঃ
 সন্তো যেহপি জনা যজ্ঞে অশ্রুদেবতা ইন্দ্রাদিরূপা যজন্তে,
 তেহপি মামেব যজন্তীতি সত্যম্ ; কিন্তু অবিধিপূর্বকং
 মোক্ষপ্রাপকং বিধি বিনা যজন্ত, অতস্তে পুনরাবর্তন্তে ॥

টীকা—এতদেব বিবরণোক্ত—অহমিতি । সর্বেষাং
 যজ্ঞানাং তত্তদেবতারূপেণাহমেব ভোক্তা প্রভুশ্চ স্বামী
 কলদাতাপ্যাহমেবেত্যর্থঃ, এবম্ভূতং মাং তে তন্মেন যথাবন-

বেদবিহিত ধর্ম্ম অহুসরণপূর্বক ভোগকামী হইয়া পুনঃপুনঃ
 যাতায়াত করিতে থাকেন ॥ ২১

অজ্ঞকামনা বিরহিত আমাকে চিন্তা করিতে করিতে যে
 সমস্ত ভক্ত আমার সেবা করেন, সর্বপ্রকারে আমাতে একনিষ্ঠ
 তাঁহাদের যাহা নাই—তাহা আনয়ন এবং যাহা আছে তাহা রক্ষা
 করিয়া থাকি ॥ ২২

হে কৌন্তেয় ! শ্রদ্ধাসম্পন্ন যে ভক্তসকল ইন্দ্রাদি অপর
 দেবতাগণকে পূজা করেন, তাঁহারাও মোক্ষপ্রাপক বিধিব্যতীত
 আমাকেই আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ২৩

বেহেতু অখিল যজ্ঞের আমিই ভোক্তা এবং স্বামী । বরুণও
 তাহা জানে না, তজ্জন্ত পুনরাগত হয় । বাহারা সকল দেবতায়

ন তু মামভিজানন্তি তন্মেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪
 যাস্তি দেবত্রতা দেবান্ পিতৃন যাস্তি পিতৃত্রতাঃ ।
 ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যাস্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ॥
 পত্রং পুষ্পং ফলং ত্রোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
 তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্রামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬

নাভিজানন্তি, অতশ্চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে পুনরাবর্তন্তে যে তু
 সর্বদেবতাসু মামেবাস্ত্যামিণং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু
 নাবর্তন্তে ॥ ২৪

টীকা—তেদেবোপপাদয়তি—যাস্তীতি । দেবেষিস্রা-
 দিষু ব্রতং নিয়মো যেবাং তে দেবত্রতা দেবান্ যাস্তি অতঃ
 পুনরাবর্তন্তে, পিতৃষু ব্রতং যেবাং শ্রদ্ধাদিক্রিয়াপরায়াণানাং
 তে পিতৃন যাস্তি, ভূতেষু বিনায়কমাতৃগণাদিষু ইজ্যা পূজা
 যেবাং তে ভূতেজ্যা ভূতানি যাস্তি, মাং যষ্টুং নীলং যেবাং
 তে মদ্যাজিনস্তে তু মামক্ষয়ং পরমানন্দস্বরূপং নারায়ণং
 যাস্তি ॥ ২৫

টীকা—তদেবং স্বভক্তানামক্ষয়ফলমুক্তা অনায়াসত্বঞ্চ
 স্বভক্তের্দর্শয়তি—পত্রমিতি । পত্রপুষ্পাদিমাত্রমপি মহ্যং
 ভক্ত্যা প্রীত্যা যঃ প্রযচ্ছতি, তস্য প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধচিত্তস্ত-
 নিকামভক্তস্ত তৎ পত্রপুষ্পাদিকং ভক্ত্যা তেনোপহৃতং
 সমপিতমহমশ্রামি প্রাপ্যামি প্রীত্যা গৃহ্ণামি । ন হি মহা-
 বিভূতিপতে: পরমেশ্বরস্ত মম ক্ষুদ্রদেবতানামিব বহুবিক্ত-
 সাধ্যায়াগাদিভিঃ পরিতোষ: স্ত্রাং ; কিন্তু ভক্তিমাত্রেন,
 আমাকে অন্তর্ধ্যামিরূপে দেবিয়া অর্চনা করেন তাঁহাদের
 যাতায়াত নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৪

যজ্ঞকারী দেবত্রতনিষ্ঠগণ দেবগণকে, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি
 ক্রিয়ারত পিতৃব্রতরত সকল পিতৃগণকে, বিনায়কাদি ভূতসেবকগণ
 তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হন—আর আমার অর্চনাকারিগণ আমাকেই
 প্রাপ্ত হন ॥ ২৫

যে ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র পুষ্প ফল জল প্রদান
 করেন, আমি সেই সংযতচিত্তের ভক্তির সহিত (উপহৃত) অর্পিত
 সে সকল প্রীতির সহিত গ্রহণ করি—আশ্রয়ণ ভোজন করি ।
 যেমন ভুক্তদ্রব্য ভোক্তার সহিত একীভূত হইয়া যায়, তজ্জপ
 শুদ্ধচিত্ত ভক্তের দত্ত সামান্য উপহারও আমি আমাতে পরিণত
 করিয়া লই ॥ ২৬

যং করোষি যদদাসি যজ্জুহোষি দদাসি যং ।

যত্পত্নসি কৌন্তেয় তং কুরুষ মদর্পণম্ ॥ ২৭

শুভাশুভকলৈরেষং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ ।

সন্ন্যাসযোগযুক্তায়া বিমুক্তো মামুপৈশ্ব্যসি ॥ ২৮

সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বৈত্বোহস্মি ন মে প্রিয়ঃ

অতো ভক্তেন সমর্পিতং যৎকিঞ্চিৎ পত্নাদিমাশ্রমপি তদনু-
গ্রহার্থমেবান্মামীতি ভাবঃ ॥ ২৬

টীকা—ন চ পঞ্চপুঙ্গবাদিকমপি যজ্ঞার্থপশুসোমাদি-
দ্রব্যবন্দ্যদর্শমেবোক্তমৈরাপাত্ত সমর্পণীয়ম্, কিং তর্হি যং
করোষীতি—যতাবতঃ শাস্ত্রতো বা যৎকিঞ্চিৎ কর্ম
করোষি, তথা যদদাসি, যজ্জুহোষি, যদদাসি, যচ্চ
তপত্নসি, তপঃ করোষি, তং সর্বং ময্যর্পিতং যথা ভবতি
এবং কুরুষ ॥ ২৭

টীকা—এবং যং ফলং প্রাপ্যসি তচ্ছূণু ইত্যাহ—
শুভাশুভেতি । এবং কুরুষ কৰ্মবন্ধনৈঃ কর্মনির্মিতৈরিষ্টা-
নিষ্টকলৈর্মুক্তো ভবিষ্যসি । কর্মণাং ময়ি সমর্পিতত্বেন তব
তৎফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ । তৈশ্চ বিমুক্তঃ সন্ সন্ন্যাসযোগ-
যুক্তায়া সন্ন্যাসঃ কর্মণাং মদর্পণং স ত্রয় যোগন্তেন যুক্ত
আত্মা চিত্তং যন্ত তথাভূতং মাং প্রাপ্যসীত্যর্থঃ ॥ ২৮

টীকা—যদি তু ভক্তেভ্য এব মোক্ষং দদাসি, নাভ-
ক্তেভ্যস্তর্হি তবাপি কিং রাগদ্বेषাদিকৃতং বৈষম্যমস্মি ?
নৈত্যাহ—সমোহমিতি । সর্বেষুপি ভূতেষুং সমঃ,
অতো মম প্রিয়শ্চ দ্বৈতশ্চ নাস্ত্যেব । এবং সত্যপি যে মাং
ভজন্তি, তে ভক্তা ময়ি বর্তন্তে । অহমপি তেষুগ্রাহকতয়া
বর্তে । অয়ং ভাবঃ—যথাগ্নেঃ স্বসেবকেষু তমঃশীতাদি-
দুঃখমপাকুর্বতোহপি ন বৈষম্যং, যথা বা কল্লবাক্ষত্বে,

হে কৌন্তেয় ! তুমি যে কর্মচারণ কর, বাহা ভোজন কর,
বাহা হোম কর, বাহা দান কর, যে তপস্তা কর, সেই সমস্ত
আমাতে সমর্পণপূর্বক করিবে । এইরূপ করিলে মঙ্গল অমঙ্গল
কলগ্রন্থ কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে—মুক্তিলাভ করত যোগযুক্ত-
চিত্ত তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৭-২৮

আমি সমুদয় ভূতে পক্ষপাতরহিত, ভক্তগণ অপ্রিয় শত্রু অথবা
প্রিয় হস্ত বন্ধন কেহ নাই । বাহারা আমাকে ভক্তি সহকারে
ভজনা করেন, তাহারা আমাতে আশ্রিত হন আর আমিও সেই
ভক্তগণকে নিবিষ্ট হই । অগ্নি ও কল্লভকর সেবকগণই তাপ ও

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যাহম্ ॥ ২৯

অপি চেৎ সূত্মরাচারো ভজতে মামনন্তভাক্ ।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্মান্মা শব্দচ্ছাস্তিঃ নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় প্রতিজ্ঞানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি ॥ ৩১

তথৈব ভক্তপক্ষপাতিনোহপি মম বৈষম্যং নাস্ত্যেব, কিন্তু
মন্তক্টেরেবারং মহিমতি ॥ ২৯

টীকা—অপি চ মন্তক্টেরেবায়মবিতর্ক্যঃ প্রভাব ইতি
দর্শয়ন্তাহ—অপি চেদিতি । অত্যন্তসূত্মরাচারোহপি যন্তপা-
পৃথক্ ত্বেন পৃথগ্ দেবতাপি বাশুদেব এবৈতি বুধ্যা নরো
দেবতাস্তরভক্তিমকুর্বন্ মামেব পরমেশ্বরং ভজতে, তর্হি
সাধু শ্রেষ্ঠ এব স মন্তব্যঃ, যতোহসৌ সম্যগ্ ব্যবসিতঃ
পরমেশ্বরভক্তনৈব কৃতার্থো ভবিষ্যামীতি শোভনমধ্য-
বসায়ং কৃতবান্ ॥ ৩০

টীকা—নমু কথং সমীচীনাদ্যবসায়মাত্রেণ সাধু-
র্মন্তব্যস্তাহ—ক্ষিপ্ৰমিতি । সূত্মরাচারোহপি মাং ভজন্ শীঘ্রং
ধর্মচিন্তো ভবতি । ততশ্চ শব্দচ্ছাস্তিঃ শাস্ত্রতীমুপশাস্তিঃ
চিত্তোপপ্লবোপরমরূপাং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি
প্রাপ্নোতি । কুতর্ককর্ষণাদিনো নৈতদ্ব্যন্তেরগ্নিতি শব্দাকুল-
চিত্তমজ্জুনং প্রোৎসাহয়তি—হে কৌন্তেয় ! পটহাদিমহা-
ঘোষপূর্বকং বিবদমানানাং সভাং গদ্য বাহুযুক্তিপ্য
নিঃশব্দং প্রতিজ্ঞানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু । কথম্ ? মে
পরমেশ্বরস্ত ভক্তঃ সূত্মরাচারোহপি ন প্রণশ্চতি, অপি তু
কৃতার্থ এব ভবতীতি, ততশ্চ তে তৎপ্রোচিবিজ্ঞান্দ
বিশ্বংসিতকৃতর্কাঃ সন্তো নিঃশয়ং ত্বামেব গুরুদ্বৈন্য-
জ্ঞয়েন্ ॥ ৩১

অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্ত হয় । অগ্নি ও কল্লভকর বৈষম্য নাই ॥ ২৯

নিরতিশয় দুষ্টিচারসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি অনন্তশরণ হইয়া
একমাত্র আমাকে ভজনা করেন, তাহা হইলে তাহাকে
সম্মান বলিয়া অবগত হইবে; কেননা, তিনি উত্তম অধ্যবসায়
করিয়াছেন ॥ ৩০

তিনি অতিসম্বর ধর্মপরায়ণ হইয়া অবিরত শাস্ত্রাভ্যাসে সমর্থ
হন । হে কৌন্তেয় ! আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না, তুমি
সকলের নিকট হস্তোত্তলনপূর্বক প্রতিজ্ঞা করত বলিবে ॥ ৩১

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবন্তথা ।

মন্তাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

সৌহবিকম্পেন যোগেন যুক্ত্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭

অহং সর্বশ্চ প্রভবো মন্তঃ সর্বঃ প্রবর্ততে ।

অযশো হুকীর্তিঃ,—এতে বুদ্ধিজ্ঞানাদয়স্তদ্বিপরীতাশ্চা-
বুদ্ধাদয়ো নানাবিধা ভাবাঃ প্রাণিনাং মন্তঃ সকাশাদেব
ভবন্তি ॥ ৪-৫

টীকা—কিঞ্চ মহর্ষয় ইতি । সপ্ত মহর্ষয়ো ভূবাদয়ঃ,
“সপ্ত ব্রাহ্মণা ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ” ইত্যাদি
পুরাণপ্রসিদ্ধান্তেভ্যোহপি পূর্বেহহ্মে চত্বারো মহর্ষয়ঃ
সনকাদয়ন্তথা মনবঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ো মন্তাবা মদীয়ো ভাবঃ
প্রভাবো যেষু তে হিরণ্যগর্ভাশ্চনো মমৈব মনসঃ সঙ্কল্প-
মাত্রাজ্জাতাঃ । প্রভাবমেবাহ—যেষামিতি । যেষাং
ভূবাদীনাং সনকাদীনাং মনূনাঞ্চ ইমা ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে
বর্দ্ধমানা যথাযথং পুত্রপৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্যপ্রশিষ্যাদি-
রূপাশ্চ প্রজাঃ জাতা বর্ত্তন্তে ॥ ৬

টীকা—যথোক্তবিভূত্যা দিতত্ত্বজ্ঞানশ্চ ফলমাহ—এতা-
মিতি । এতাং ভূবাদিলক্ষণাং মম বিভূতিং যোগকৈশ্বর্য্য-
লক্ষণং তত্ত্বতো যো বেত্তি, সঃ অবিকম্পেন নিঃসংশয়েন
যোগেন সমাগ্দ্দর্শনেন যুক্তো ভবতি—নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৭

টীকা—যথা চ বিভূতিযোগয়োজ্ঞানে সমাগ্দ্জ্ঞানা-

(সংকীর্তি), অযশঃ (হুকীর্তি), এই সকল বুদ্ধি জ্ঞানাদি, তাহার
বিপরীত অবুদ্ধি অজ্ঞানাদি নানাবিধ ভাব প্রাণিসকলের আমা
হইতেই হইয়া থাকে ॥ ৪-৫

পুরাণপ্রসিদ্ধ ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ
সপ্ত মহর্ষি, তৎপূর্বে সনক, সনাতন, সনম্বন, সনৎকুমার চারিজন
মহর্ষি, স্বায়ম্ভুবা দি চতুর্দশ মহু আমার প্রভাবসম্পন্ন। ইহারা হিরণ্য-
গর্ভরূপী আমারই মনের সঙ্কল্পমাত্রে উৎপন্ন। জগতে ব্রাহ্মণাদি
প্রজাসকল তাঁহাদেরই সন্তান-সন্ততি ॥ ৬

যিনি ভৃগু প্রভৃতি আমার বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যলক্ষণ যোগ স্বার্থ
অবগত হন, তিনি উত্তমরূপে জ্ঞানলাভে সমর্থ হন—এ সম্বন্ধে
কোন সংশয় নাই। “বাহুদেবঃ সর্বঃ” এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত
হন ॥ ৭

ইতি মহা ভক্তন্তে মাং বুধা ভাবসমম্বিতাঃ ॥ ৮

মচ্চিন্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্ ।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্ণান্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯

তেষাং সততযুক্তানাং ভক্ততাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ ১০

বাণিস্তদর্শয়তি—অহমিত্যা দি চতুর্ভিঃ । অহং সর্বশ্চ
জগতঃ প্রভবো ভূবাদি-মন্তাদিরূপবিভূতিদ্বারেণোং-
পত্তিহেতুঃ । মন্ত এব চ অস্ত সর্বশ্চ “বুদ্ধিজ্ঞানমসম্মোহ”
ইত্যাদি সর্বং প্রবর্ত্ততে, ইত্যেবাং মহা অববুধা বুধা
বিবেকিনো ভাবসমম্বিতাঃ প্রীতিযুক্তা মাং ভক্তন্তে ॥ ৮

টীকা—প্রীতিপূর্বকং ভজনমেবাহ মচ্চিন্তা ইতি ।
ময্যেব চিন্তা যেষাং তে মচ্চিন্তাঃ, মামেব গতাঃ প্রাপ্তাঃ
প্রাণা ইন্দ্রিয়গণি যেষাং তে মদগতপ্রাণাঃ ময্যর্পিতজীবনা
ইতি বা । এবম্ভূতান্তে বুধা অন্তোন্তং মাং স্মারোপেতৈঃ
ঋত্যা দিপ্রমাণৈর্বোধয়ন্তো বুদ্ধ্যা চ মাং কথয়ন্তঃ সংকীর্ত-
য়ন্তঃ সন্তঃ নিত্যং তুষ্ণান্তি অহুমোদনেন তুষ্টিং যাস্তি, রমন্তি
চ নিবৃত্তিং যাস্তি ॥ ৯

টীকা—এবম্ভূতানাঞ্চ সমাগ্দ্জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ—
তেষামিতি । এবং সততযুক্তানাং ময্যাসক্তচিত্তানাং
প্রীতিপূর্বকং ভক্ততাং তেষাং তং বুদ্ধিরূপং যোগমুপায়ং
দদামি । তমিতি কম্ ? যেনোপায়েন তে মন্তুতা মাং
প্রাপ্তবন্তি ॥ ১০

আমি সমস্ত জগতের ভৃগু-আদি ও মহু-আদি দ্বারে উৎপত্তি-
হেতু । আমা হইতেই এই সকলের বুদ্ধি-অবুদ্ধি জ্ঞান-অজ্ঞান
প্রভৃতি সঞ্চালিত (প্রবর্ত্তিত) হয়, ইহা বিশেষরূপে বুঝিয়া
বিবেকিগণ প্রেমসম্পন্ন হইয়া আমাকে ভজনা করেন ॥ ৮

আমার ভক্তগণ আমাতে একান্তভাবে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া
আমার সেবায় ইন্দ্রিয়সকল ও প্রাণকে সমর্পিত করত আমার
স্বরূপ, লীলা, বিলাস প্রভি ও লীলাগ্রহ হইতে পরস্পর পরস্পরকে
বুঝাইয়া বুঝিয়া আর নিরন্তর আমার নামলীলার গুণ সঙ্কীর্তন-
পূর্বক আনন্দিত ও অভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯

এবম্বিধ আমাতে আগতচিত্ত, প্রণয়পূর্বক ভজনকারী
তাঁহাদের সকলকে “বাহুদেবই সব” এই জ্ঞান দান করি, যে
জ্ঞান লাভের দ্বারা আমাকে আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১০

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যগ্ন্যভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাষতা ॥ ১১

অর্জুন উবাচ ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষং শাস্তং দিব্যমাদিদেবমজ্ঞং বিভূম্ ॥ ১২

আহুত্বান্ময়ঃ সৰ্বে দেবর্ষিনারদন্তথা ।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩

টীকা—বুদ্ধিযোগং দ্বা চ তন্ত্রানুভবপর্যায়ং তমা-
বিকৃত্য অবিকৃত্যং সংসারং নাশয়ামীত্যাহ—তেষামিতি ।
তেষামনুকম্পার্থমগ্রহার্থমেবাজ্ঞানাজ্ঞাতং তমঃ সংসা-
রাখ্যং নাশয়ামি । কুত্র স্থিতঃ সন্ কেন বা সাধনেন তমো
নাশয়ামীত্যত আহ—আগ্ন্যভাবস্থো বুদ্ধির্তৌ স্থিতঃ সন্
ভাষতা বিস্মুরতা জ্ঞানলক্ষণেন দীপেন নাশয়ামি ॥ ১১

টীকা—সংক্ষেপেণোক্তাং বিভূতিং বিস্তরেণ জিজ্ঞাসু-
র্ভগবন্তং স্তবমর্জুন উবাচ—পরং ব্রহ্মেতি সপ্তভিঃ । পরং
ব্রহ্ম পরং ধাম চ আশ্রয়ঃ, পরমঞ্চ পবিত্রং ভবানেব ;
কুত ইত্যত আহ—যতঃ শাস্তং নিত্যং পুরুষং তথা দিব্যং
ছোতনাগ্নকং স্বয়ম্প্রকাশম্ । আদিশ্চাসৌ দেবশ্চেতি তং
দেবানামাদিভূতমিত্যর্থঃ, তথা অজম্ অজ্ঞানং বিভূঞ্চ
ব্যাপকং স্বামেবাহুঃ । কে ত ইত্যাহ—আহুরিতি ঋষয়ো
ভৃগাদয়ঃ সৰ্বে, দেবর্ষিষ্চ নারদঃ, অসিতশ্চ, দেবলশ্চ,
ব্যাসশ্চ, স্বয়ং তমেব সাক্ষাৎ মহং ব্রবীষি ॥ ১২-১৩

টীকা—অতো মমেদানীং স্বদীয়েষ্যেহসম্ভাবনা নিবৃত্তে-

তাঁহাদের অহুগ্রহ করিবার নিমিত্তই আমি অন্তঃকরণস্থিত
হইয়া জ্যোতির্ষ্ময় জ্ঞানদীপের দ্বারা অজ্ঞানসমূহ অহং, মম ও
সংসারনামক অন্ধকার দূরীভূত করিয়া থাকি ॥ ১১

অর্জুন বলিলেন,—তুমি পরব্রহ্ম, সকলের পরম আশ্রয় ও পরম
বিভূত । সমস্ত ঋষি, দেবর্ষি নারদ ও অসিত, দেবল, ব্যাস আদি
মুনিগণ তোমাকে সৰ্বা একরূপ সনাতন পুরুষ জ্যোতির্ষ্ময় নিখিল
দেবতার আদি কারণ, জন্মরহিত ও সর্বব্যাপক বলিয়া থাকেন—
তুমিও স্বয়ং আমাকে তাহা বলিতেছ ॥ ১২-১৩

হে কেশব ! আমাকে বাহা বলিলে এই সকল আমি সত্য

সর্বমেতদুতং মন্ত্রে যন্মাং বদসি কেশব ।

ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিহুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪

স্বয়মেবানুমান্যানং বেথ স্বং পুরুষোত্তম ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫

বক্তুমহিস্তমেষেণ দিব্যা হ্যগ্ন্যবিভূতয়ঃ ।

যাভির্বিভূতিভিলোকানিমাংস্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬

ত্যাহ—সর্বমেতদ্বিতি । এতদ্ব্যনেনব পরং ব্রহ্মেত্যাদি .
সর্বমপি ঋতং সত্যং মন্ত্রে, যন্মাং প্রতি স্বং কথয়সি “ন মে
বিহুঃ সুরগণাঃ” ইত্যাদি, তদপি সত্যমেব মন্ত্রে ইত্যাহ—
ন হীতি । হে ভগবন্তব ব্যক্তিং দেবা ন বিহুঃ, অস্মদ-
মুগ্রহার্থমিয়মভিব্যক্তিরিতি ন জানন্তি, দানবাশ্চ অগ্নি-
গ্রহার্থমিতি ন বিহুরেবেতি ॥ ১৪

টীকা—কিং তর্হি স্বয়মিতি । স্বয়মেব স্বমান্যানং বেথ
জ্ঞানাসি নাত্মং, তদপ্যাগ্নান্যে শ্বেনৈব বেথ ন সাধনাস্তরেণ ।
অত্যাধরেণ বহুধা সম্বোধয়তি—হে পুরুষোত্তম ! পুরু-
ষোত্তমত্বে হেতুগর্ভাণি বিশেষণানি সম্বোধনানি—হে ভূত-
ভাবন ! ভূতোংপাদক ! ভূতানামীশ নিয়ন্তা ! দেবানামাদি-
ত্যাধীনাং দেব প্রকাশক ! জগৎপতে বিশ্বপালক ॥ ১৫

টীকা—যস্মাত্ত্বাভিব্যক্তিং স্বমেব বেৎসি ন দেবাদয়-
স্তস্মাদ্বক্তুমহিসীতি । যা আত্মনস্তব দিব্যা অত্যদুভূতা
বিভূতয়স্তাঃ সৰ্ব্বাঃ বক্তুং স্বমেবাহঁসি, যোগ্যোহঁসি
যাভিরিতি বিভূতীনাং বিশেষণং স্পষ্টার্থম্ ॥ ১৬

বলিয়া বোধ করি, কারণ হে ভগবন্ ! তোমার প্রকাশ
আবির্ভাব নিখিল দেবতা ও অখিল দানব অবগত
নহেন ॥ ১৪

হে পুরুষোত্তম ! হে ভূতজনক ! হে ভূতেশ্বর ! দেবদেব !
আদিত্যাদি দেবগণেরও প্রকাশক ! বিশ্বপালক ! তুমি স্বয়ং
আপনাকে আপনিই অবগত আছ ॥ ১৫

যে বিভূতিলম্বের দ্বারা তুমি এই লোক সমাচ্ছন্ন করিয়া
অবস্থান করিতেছ, সেই অত্যদুভূত তোমার বিভূতিলকল অশেষ-
ভাবে বল ॥ ১৬

কথং বিত্তামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিস্তয়ন্ ।
 কেষু কেষু চ ভাবেষু চিস্ত্যোহসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭
 বিস্তরেণাশ্রনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনাৰ্দ্দন ।
 ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেহয়তম্ ॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ ।

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যশ্ববিভূতয়ঃ ।
 প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরশ্চ মে ॥ ১৯

টীকা—কথনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রার্থয়তে—কথমিতি
 দ্বাভ্যাম্ । হে যোগিন্ ! কথং কৈবিভূতিভেদৈঃ সদা
 পরিচিস্তয়মহং স্বাং বিত্তাং জানীয়াম্ ; বিভূতিভেদেন
 চিস্ত্যোহসি স্বং কেষু কেষু পদার্থেষু ময়া চিস্তনীয়োহসি ॥ ১৭

টীকা—তদেবং বহিমুখেহপি চিন্তে তত্র তত্র বিভূতি-
 ভেদেন তচ্চিস্তেব যথা ভবেত্তথা বিস্তরেণ কথয়েত্যাহ—
 বিস্তরেণেতি । আশ্রনস্তব যোগং সর্বজ্ঞত্বসর্বশক্তিমত্বা-
 দিলক্ষণং যোগৈশ্বর্য্যং বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ পুনঃ কথয়,
 যতস্তব বাক্যমমৃতরূপং শৃণ্বতো মম তৃপ্তিরলং বুদ্ধিনাস্তি
 ॥ ১৮

টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—হস্তেতি ।
 হস্তেত্যমুকম্পাসম্বোধনম্ । দিব্যা যা মদ্বিভূতয়স্তাঃ
 প্রাধান্যেন তুভ্যং কথয়িষ্যামি, যতোহবাস্তরশ্চ বিভূতি-
 বিস্তরশ্চ মদীয়স্তান্তো নাস্তি, অতঃ প্রধানভূতাঃ
 কতিচিদ্ধর্ষয়িষ্যামি ॥ ১৯

টীকা—তত্র প্রথমমৈশ্বর্য্যং রূপং কথয়তি—অহমিতি ।
 হে গুড়াকেশ ! সর্বেষাং ভূতানামাশয়েষন্তঃকরণেষু
 সর্বজ্ঞত্বাদিগুণৈর্নয়ন্তু ত্বেনাবস্থিতঃ পরমাত্মাহম্, আদির্জ্ঞান,

হে ষোগেশ্বর ! অতুল্য তোমাকে চিন্তাপূরক বিরূপে
 তোমাকে অবগত হইব, আমি কোন্ কোন্ পদার্থসমূহে তোমাকে
 চিন্তা করিব ? ১৭

হে জনাৰ্দ্দন ! তোমার স্বীয় সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্ব আদি
 লক্ষণ যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি বিস্তারপূরক পুনর্বার বল, যেহেতু
 তোমার বচনায়ত অবগপটে পান করত তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইতেছে
 না ॥ ১৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে কুরুসন্তম ! অলৌকিকী আমার
 প্রধানভূত বিভূতিসকল তোমাকে বলিব, যেহেতু আমার অবাস্তর
 বিভূতিসকলের শেষ নাই ॥ ১৯

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতায়স্থিতঃ ।

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ ॥ ২০

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।

মরীচির্মরুতামগ্নি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১

বেদানাং সামবেদোহগ্নি দেবানামগ্নি বাসবঃ ।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাগ্নি ভূতানামগ্নি চেতনা ॥ ২২

মধ্যং স্থিতিঃ, অন্তঃ সংহারঃ, সর্বভূতানাং জন্মাদিহেতুশ্চা-
 হমেবেত্যর্থঃ ॥ ২০

টীকা—ইদানীং বিভূতীঃ কথয়তি—আদিত্যানামিতি
 যাবদধ্যায়সমাপ্তি । আদিত্যানাং দ্বাদশাদিত্যানাং
 মধ্যে বিষ্ণুর্ভূতানোহহম্, জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং
 মধ্যে অংশুমান্ বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুক্তো রবিঃ সূর্য্যোহহম্ ।
 মরুতাং দেববিশেষাণাং [বায়ুনাং] মধ্যে মরীচিনা-
 মাহমগ্নি, যদ্বা সপ্ত মরুদগণা বায়বস্তেষাং মধ্যে,
 তে চ আবহঃ, প্রবহঃ, বিবহঃ, পরাবহঃ, উদ্বহঃ, সংবহঃ,
 পরিবহঃ ইতি মরুদগণাঃ । নক্ষত্রাণাং মধ্যে চন্দ্রোহহম্ ।
 (অত্র আদিত্যানামহং বিষ্ণুরিত্যাদিষু প্রায়শো নির্ধারণে
 ষষ্ঠী, কচিচ্চ ভূতানামগ্নি চেতনেন্ত্যাদিষু সপ্তম্ ষষ্ঠী, তচ্চ
 তত্র তত্রৈব দর্শয়িষ্যামঃ) । বিষ্ণুরিত্যাদিষবতারেষপি
 প্রভাবাতিশয়মাত্রা বিবক্ষ্যা বিভূতিভেদে নির্দিষ্টতে । অতঃ
 পরঞ্চাধ্যায়শ্চ স্পষ্টার্থেষেহপি কচিৎ কিঞ্চিদ্ভাষ্যাত্ম্যামঃ ॥ ২১

টীকা—বেদানামিতি । বাসব ইন্দ্রঃ । ভূতানাং
 সখ্যক্ষিনী চেতনা জ্ঞানশক্তিরহমগ্নি ॥ ২২

হে জিতেন্দ্র অর্জুন ! আমি নিখিল প্রাণীর অন্তঃকরণে
 অবস্থিত আত্মা, ভূতসমূহের আদি মধ্য অন্ত (জন্ম-স্থিতি-সংহার)
 আমিই ॥ ২০

আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, প্রকাশকসমূহের মধ্যে
 বিশ্বব্যাপী রশ্মিগম্যিত ভূবনভাস্বর, বায়ুসকলের মধ্যে মরীচি,
 আমি নক্ষত্রদিগের মধ্যে শশধর ॥ ২১

আমি বেদসকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে দেবরাজ
 সুরেন্দ্র, ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে আমিই মন এবং অখিল ভূতে জ্ঞান-
 শক্তি চেতনাও আমি ॥ ২২

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষ-রক্ষসাম্ ।
 বসুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩
 পুরোধসাম্ মুখ্যঃ মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।
 সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪
 মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্ ।
 যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫
 অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাম্ নারদঃ ।
 গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬

টীকা—রুদ্রাণামিতি । যক্ষ-রক্ষসানামপি ক্রুরত্বাদি-
 সাম্যাং যজ্ঞঃ সঠৈকীকৃত্য নির্দেশঃ, তেষাং মধ্যে বিত্তেশঃ
 কুবেরোহস্মি, পাবকোহস্মি, শিখরিণাং শিখরবতা-
 মুচ্ছিতানাং মধ্যে মেরুঃ ॥ ২৩

টীকা—পুরোধসামিতি । পুরোধসাং মধ্যে দেবপুরো-
 হিতহানুখ্যং বৃহস্পতিঃ মাং বিদ্ধি ; সেনানীনাং সেনাপ-
 তীনাং মধ্যে দেবসেনাপতিঃ স্কন্দোহহমস্মি, সরসাং স্থির-
 জলাশয়ানাং মধ্যে সমুদ্রোহস্মি ॥ ২৪

টীকা—মহর্ষীণামিতি । গিরাং বাচাং পদাস্থিকানাং
 মধ্যে একমক্ষরমোক্ষারাত্ম্যং পদমস্মি । যজ্ঞানাং শ্রোত-
 স্মাষ্ঠানাং মধ্যে জপরূপো যজ্ঞোহহমস্মি ॥ ২৫

টীকা—অশ্বথ ইতি । দেবা এব সন্তো যে মন্ত্রদর্শনে
 ঋষিভ্যং প্রাপ্তান্তেষাং মধ্যে নারদোহস্মি ; সিদ্ধানাং-
 পন্থিত এবাধিগতপরমার্থতত্ত্বানাং মধ্যে কপিলাখ্যো
 মুনিরস্মি ॥ ২৬

আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ-রক্ষ সকলের মধ্যে কুবের,
 বসুগণের মধ্যে পাবক, পক্ষতগণের মধ্যে মেরু আমি ॥ ২৩

হে পার্থ ! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান পুরোহিত
 বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে, সেনাপতিগণের মধ্যে দেবসেনাপতি
 কান্দিবে, স্থির জলাশয়সকলের মধ্যে আমি সমুদ্র ॥ ২৪

আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বায়সকলের মধ্যে একাক্ষর
 ওকার । যজ্ঞসমূহের মধ্যে জপযজ্ঞ ও স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় ॥ ২৫

আমি বৃক্ষসকলের মধ্যে অশ্বথ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ,
 গন্ধর্বাদিগণের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধসমূহের মধ্যে কপিল মুনি ॥ ২৬

আমি অশ্বগণের মধ্যে অশ্বতমহনসমুত্ত উচৈঃশ্রবা, হস্তি-

উচৈঃশ্রবসমখানাং বিদ্ধি মামমৃতোত্তমম্ ।
 ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাম্ নরাধিপম্ ॥ ২৭
 আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধুক্ ।
 প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮
 অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।
 পিতৃণামধ্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯
 প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
 মৃগাণাম্ মৃগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০

টীকা—উচৈঃশ্রবসমিতি । অমৃতার্থা ক্ষীরোদধিমর্ধনা-
 দুদভূতম্ উচৈঃশ্রবসং নামাশ্বং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, অমৃতোত্ত-
 মমিতোত্তদৈরাবতেহপি সম্বধ্যতে, নরাধিপং রাজানাং মাং
 বিদ্ধি ॥ ২৭

টীকা—আয়ুধানামিতি । আয়ুধানাং মধ্যে বজ্রমস্মি,
 কামান্ দোক্ষীতি কামধুক্ ; প্রজনঃ প্রজ্ঞোৎপত্তিহেতুঃ
 কন্দর্পঃ কামোহস্মি । ন কেবলং সন্তোগমাত্রপ্রধানঃ কামো-
 মদ্বিভূতিরশাঙ্গীয়ত্বাৎ । সর্পাণাং রাজা বাসুকিরস্মি ॥ ২৮

টীকা—অনন্ত ইতি । নাগানাং নিবিষাণাং রাজা
 অনন্তঃ শেযোহস্মি, যাদসাং জলচরাণাং মধ্যে রাজা
 বরুণোহস্মি, পিতৃণাং রাজা অধ্যমাস্মি, সংযমতাং নিয়মং
 কুর্ষ্বতাং মধ্যে যমোহস্মি ॥ ২৯

টীকা—প্রহ্লাদ ইতি । কলয়তাং বশীকুর্ষ্বতাং
 গণয়তাং বা মধ্যে কালোহহমস্মি । মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ ;
 পক্ষিণাং মধ্যে বৈনতেয়ঃ গরুড়োহস্মি ॥ ৩০

সমূহের মধ্যে ঐরাবত, মানবসকলের মধ্যে আমাকে রাজা বলিয়া
 জানিবে ॥ ২৭

আমি অমৃতসমূহের মধ্যে বজ্র, ধেনুসমূহের মধ্যে কামধেনু,
 উৎপত্তির কারণ কামদেব আমি, সর্ষপ সর্পসমূহের মধ্যে বাসুকি
 আমি ॥ ২৮

নির্বিশ ভুজগগণের মধ্যে আমি অনন্ত ও জলজন্তুসকলের
 মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অধ্যমা, নিয়মকারিসমূহের মধ্যে
 আমি যম ॥ ২৯

আমি দৈত্যসমূহের মধ্যে প্রহ্লাদ, গণনাকারিগণের মধ্যে
 কাল, আমি মৃগসকলের মধ্যে পশুরাজ সিংহ ও পক্ষিদিগের মধ্যে
 গরুড় ॥ ৩০

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শত্রুভূতামহম্ ।
 ঋষাণাং মকরশ্চাস্মি শ্রোতসামস্মি জাহুবী ॥ ৩১
 সর্গাণামাদিরম্ভশ্চ মধ্যং চৈবাহমজুর্ন ।
 অধ্যাত্মবিজ্ঞা বিজ্ঞানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২
 অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকশ্চ চ ।
 অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩

-পবন ইতি । পবতাং পাবয়িতৃণাং বেগবতাং
 বা মধ্যে বায়ুরহমস্মি, শত্রুভূতাং বীরাণাং মধ্যে রামো
 দাশরথিঃ যদ্বা রামঃ পরশুরামঃ ; ঋষাণাং মন্ত্রানাং মধ্যে
 মকরনামা মন্ত্রজ্ঞাতবিশেষস্তিমিত্তিলোহম্ ; শ্রোতসাং
 প্রবাহোদকানাং মধ্যে ভাগীরথী ॥ ৩১

টীকা—সর্গাণামিতি । সৃজ্যন্ত ইতি সর্গা আকাশা-
 দয়ন্তেষামাদিরম্ভশ্চ মধ্যকৈবাহম্ ; ‘অহমাদিশ্চ মধ্যক’
 ইত্যত্র সৃষ্টাদিকর্তৃত্বং পারমৈখর্য্যমুক্তম্ । অত্র তে সৃষ্টি-
 স্থিতিপ্রলয়া মদ্বিভূতিষ্ণে ধ্যেয়া ইত্যুচ্যত ইতি বিশেষঃ ।
 অধ্যাত্মবিদ্যা আত্মবিদ্যা, প্রবদতাং বাদিনাং সম্বন্ধিষ্ঠো
 বাদজল্লবিতগুণ্যাস্তিশ্রঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাস্তাসাং মধ্যে
 বাদোহম্, যত্র দ্বাভ্যামপি প্রমাণতন্তর্কতশ্চ স্বপক্ষঃ
 স্থাপ্যতে, পরপক্ষশ্চলজ্ঞাতিনিগ্রহস্থানৈদূষ্যতে স জল্পো
 নাম । যত্র ত্বেকঃ স্বপক্ষং স্থাপয়তি, অগ্রস্ত ললজ্ঞাতি-
 নিগ্রহস্থানৈস্তৎপক্ষং দূষয়তি ন তু স্বপক্ষং স্থাপয়তি সা
 বিতণ্ডা নাম কথা ; তত্র জল্লবিতগুণে বিজিগীষমাগয়ো-
 বাদিনোঃ শক্তিপরীক্ষামাত্রফলে, বাদস্তু বীতরাগয়োঃ
 শিষ্যাচার্য্যায়োরনুযোৰ্বা তত্ত্বনিরূপণফলশ্চ, অতোহসৌ
 শ্রেষ্ঠত্বাদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩২

টীকা—অক্ষরাণামিতি । অক্ষরাণাং বর্ণানাং মধ্যে
 অকারোহস্মি তস্ত সর্ববাহুয়ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ, তথাচ ঋতিঃ

আমি পবিত্রকারিদিগের মধ্যে বায়ু, শত্রুদারী বীরসকলের মধ্যে
 দাশরথি রাম, মন্ত্রগণের মধ্যে মকর (তিমিজিল), শ্রোতবিন-
 গণের মধ্যে আমি ভাগীরথী গঙ্গা ॥ ৩১

সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে আদি, অন্ত ও মধ্য আমিই; আমি
 নিখিল বিজ্ঞার মধ্যে আত্মবিজ্ঞা, বাদিগণের মধ্যে আমি বাদ ॥ ৩২

অক্ষরসকলের মধ্যে আদি অক্ষর অকার আমি, সমাসের মধ্যে
 উভয়পদ প্রধান দ্বন্দ্বসমাস আমি, আমিই চিরস্থায়ী কাল আর
 কর্তৃকল বিধাতাগণের মধ্যে বিশ্বতোমুখ কর্তৃকল বিধাতা
 আমি ॥ ৩৩

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।
 কীর্তিঃ কীর্ত্যাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মোহা ধৃতিঃ ক্রমা ॥ ৩৪
 বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।
 মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমৃতুনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫
 দ্যুতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
 জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সত্ত্বঃ সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬

“অকারো বৈ সর্বা বাক্, সৈষা স্পর্শোঽপ্যভির্ব্যাজ্যমানী
 বহ্নী নানারূপা ভবতি” ইতি । সামাসিকশ্চ সমাসসমূহস্ত
 মধ্যে দ্বন্দ্বঃ রামকৃষ্ণাবিত্যাদিসমাসোহস্মি, উভয়পদপ্রধান-
 ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ । অক্ষয়ঃ প্রবাহরূপঃ কালোহহমস্মি, ‘কালঃ’
 কলয়তামহম্ ইত্যত্রায়ুর্গণনাশ্রকঃ সংবৎসরশতাভ্যায়ুঃ-
 স্বরূপঃ কাল উক্তঃ, স চ তস্মিন্নায়ুষি ক্ষীণে সতি ক্ষীয়েতে,
 অত্র তু প্রবাহাত্মকোহক্ষয়ঃ কাল উচ্যতে ইতি বিশেষঃ ।
 কর্তৃফলবিধাতৃণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখো ধাতা সর্বকর্ম-
 ফলবিধাতাহমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩

টীকা—মৃত্যুরিতি সংহারকাণাং মধ্যে সর্বহরো মৃত্যু-
 রহং, ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানাং প্রাণিনামুদ্ভবোহুদ্ভাদয়ো-
 হহম্ ; নারীণাং মধ্যে কীর্ত্যাভ্যাঃ সপ্ত দেবতারূপাঃ জিয়ো-
 হহম্ । যাসামাভাসমাত্রযোগেন প্রাণিনঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তীতি
 তাঃ কীর্ত্যাভ্যাঃ জিয়ো মদ্বিভূতয়ঃ ॥ ৩৪

টীকা—বৃহৎসামেতি । “হামিদ্ধি হবামহে”
 ইত্যস্তান্ ঋচি গীয়মানং বৃহৎসামাহং, তেন চেন্দ্রঃ সর্বে-
 স্বরত্বেন জুয়ত ইতি শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শিতম্ । ছন্দোবিশিষ্টানাং
 মন্ত্রাণাং মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রোহহম্, দ্বিজ্ঞাপাদকত্বেন সোম-
 হরণেন চ শ্রেষ্ঠত্বাৎ । কুসুমাকরো বসন্তঃ ॥ ৩৫

টীকা—দ্যুতমিতি । ছলয়তামস্তোত্ত্ববঞ্চনপরাণাং
 সম্বন্ধি দ্যুতমস্মি ; তেজস্বিনাং প্রভাবতাং তেজঃ প্রভাবো-

আমি সর্বসংহারকগণের মধ্যে মৃত্যু, ভাবী মঙ্গললাভযোগ্য
 প্রাণীদিগের উদ্ভাদয়, নারীসমূহের মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাক্ স্মৃতি,
 মেধা, ধৃতি ও ক্রমা এই সমস্ত দেবতারূপী রমণী আমিই ॥ ৩৪

আমি সামসমূহের মধ্যে বৃহৎসাম, ছন্দঃসকলের মধ্যে গায়ত্রী,
 সমস্ত মাসের মধ্যে অগ্রহারণ, ঋতুগণের মধ্যে কুসুমাকর বসন্ত
 আমি ॥ ৩৫

আমি পরস্পর বঞ্চনাকারিদিগের দ্যুত, প্রভাবসম্পন্নগণের
 মধ্যে প্রভাব, জেতৃসকলের আমি জয়, উত্তম-বিশিষ্টসমূহের উত্তম
 ও সত্ত্বসম্পন্নগণের সত্ত্বা ॥ ৩৬

বৃক্ষীনাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
মুনীনাংপ্যহং ব্যাসঃ কবীনাংমুশনা কবিঃ ॥ ৩৭
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।
মৌনং চৈবাস্মি গুহানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮
যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন ।
ন তদস্তি বিনা যৎ শ্রায়য়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯
নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ ।
এব তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতেবিস্তরো ময়া ॥ ৪০

ইস্মি, জ্ঞেতৃণাং জয়োহস্মি, ব্যবসায়িনামুত্তমবতাং ব্যবসায়
উত্তমোহস্মি, সত্তবতাং সাত্বিকানাং সত্তমহম্ ॥ ৩৬

টীকা—বৃক্ষীনামিতি । বাসুদেবো যোহহং ঙ্গামুপদি-
শামি ; ধনঞ্জয়স্তমেব মদ্বিভূতিঃ । মুনীনাং বেদার্থমনন-
শীলানাং বেদব্যাসোহহমস্মি, কবীনাং কাব্যাদিশিনাং মধ্যে
উশনা নাম কবিঃ শুক্রঃ ॥ ৩৭

টীকা—দণ্ড ইতি । দময়তাং দমনকর্তৃণাং সম্বন্ধী
দণ্ডোহস্মি, যেনাসংযতা অপি সংযতা ভবন্তি স দণ্ডো
মদ্বিভূতিঃ । জ্ঞেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধিনী সামান্যপায়রূপা
নীতিরস্মি, গুহানাং গোপ্যানাং গোপনহেতুর্মৌনবচন-
মহমস্মি, ন হি তৃক্ষীং স্থিতশ্রুতিপ্রায়ো জ্ঞায়তে । জ্ঞান-
বতাং তত্ত্বজ্ঞানীনাং যজ্ঞজ্ঞানং তদহমস্মি ॥ ৩৮

টীকা—যচ্চাপীতি । যদপি সর্বভূতানাং বীজং
প্ররোহকারণং তদহম্, তত্র হেতুঃ—ময়া বিনা যৎ শ্রাস্ত-
বেৎ, তচ্চরাচরং ভূতং নাস্ত্যেবেতি ॥ ৩৯

টীকা — প্রকরণার্থমুপসংহরতি — নাস্ত্যোহস্মীতি ।

আমি বৃষ্টিগণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবকলের মধ্যে
ধনঞ্জয়, মুনিবৃন্দের মধ্যে বেদব্যাস, কবিগণের মধ্যে আমি কবি
শুক্রাচার্য্য ॥ ৩৭

আমি দমন কর্তাগণের দণ্ড, জয়েচ্ছুদিগের নীতি, গোপনীয়
সকলের মধ্যে গোপনের হেতু মৌনবচন আমি, জ্ঞানিগণের
আমি জ্ঞান ॥ ৩৮

হে অর্জুন ! সর্বভূতের বীজ যাহা, তাহাও আমি । আমি
ভিন্ন চরাচর ভূত আর নাই ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমদ্রহস্যি বেদব্যাসবিরচিত মহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপর্বাস্তমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে বিভূতিযোগ নামক দশম অধ্যায় ॥ ১০

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সৎ শ্রীমদর্জিতমেব বা ।
তৎ তদেবাবগচ্ছ স্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥ ৪১

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুপনিষৎসু
ব্রহ্মবিজ্ঞান্যঃ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
বিভূতিযোগো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বনি তু চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অনন্তবাহিভূতীনাং তাঃ সাকল্যেন বক্তুং ন শক্যন্তে, এষ
তু বিভূতেবিস্তরঃ উদ্দেশতঃ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ । পুনশ্চ
সাকাল্যং প্রতি কথঞ্চিৎ সাকল্যেন কথয়তি—যদ্যদিতি ।
বিভূতিমদৈর্ঘ্যযুক্তং, শ্রীমৎ সম্পত্তিযুক্তম্ । উজ্জিতং
কেনাপি প্রভাববলাদিনা গুণেনাতিশয়িতং যদ্ তৎ সৎ
বস্তুমাত্রং ভবেৎ, তত্তদেব মম তেজসঃ প্রভাবশ্রাংশেন
সমুতম্ জানীহি ॥ ৪০-৪১

টীকা — অথবা কিমেতেন পরিচ্ছিন্নবিভূতিজ্ঞানেন
‘সর্বত্র সম [মদ]-দৃষ্টিমেব কুর্বিভ্যাহ—অথবেতি । বহুনা
পৃথগ্জ্ঞাতেন কিং তব কার্য্যম্, যস্মাদিদং সর্বং জগদেকাং-
শেনৈকদেশমাত্রাণ বিষ্টভ্য ধৃক্ বা ব্যাপ্যোতি বা অহমেবাব-
স্থিতঃ । ন মদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদতি “পাদোহস্ত—বিশ্ব-
ভূতানি”তি ক্রতে ॥ ৪২

ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিন্তে বহির্ধাবতি সত্যপি ।

ঈষদ্দৃষ্টিবিধানায় বিভূতীর্দশমেহব্রবীৎ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ঃ শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়ঃ
বিভূতিযোগো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০

হে পরস্তপ ! আমার লোকাভীত বিভূতিসকলের শেষ
নাই । এই বিভূতি আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম ॥ ৪০

ঐশ্বর্য্যসম্বিত, সম্পত্তিসম্পন্ন, কোন প্রভাব-বলাদি গুণের
দ্বারা শ্রেষ্ঠ যে যে বস্তুমাত্র আছে, সেই সেই সমস্ত পদার্থ আমার
তেজের অংশে সমুৎপন্ন ইহা অবগত হইবে ॥ ৪১

অথবা হে অর্জুন ! তোমার বহু জ্ঞানিবার কি প্রয়োজন ?
আমি এই চরাচর সমগ্র জগৎ একাংশের দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া
অবস্থান করিতেছি ॥ ৪২

পঞ্চত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদগীতায়ামেকাদশোঃধ্যায়ঃ)

[বিশ্বরূপং প্রদর্শয়িত্বং পার্থস্য প্রার্থনা, ভগবতা, সঞ্জয়েন চ বিশ্বরূপস্ত বর্ণনম্, অর্জুনেন ভগবদ্বিশ্বরূপদর্শনম্, ভয়ভীতেন পার্থেন ভগবতঃ স্তুতিঃ ; ভগবতা বিশ্বরূপ-চতুর্ভূজরূপয়োদর্শনমহিমানমুবর্ণ্য কেবলয়ানশ্চয়া ভক্ত্যৈব স্বপ্রাপ্তেঃ প্রতিপাদনঞ্চ ।]

অর্জুন উবাচ ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।

যং য়োক্তং বচস্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম ॥ ১

ভবাপ্যায়ো হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।

ঋতঃ কমলপত্রাক্ষঃ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২

টীকা—“বিকৃতিবৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ ।

দিদৃক্ষোরজ্জুনস্তাথ বিশ্বরূপমদর্শয়ং ॥”

পূর্বাধ্যায়াস্তে “বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ” ইতি বিশ্বাত্মকং পারমেশ্বররূপমুপক্ষিপ্তং, তদিদৃক্ষুঃ পূর্বোক্তমভিনন্দনজ্জুন উবাচ মদনুগ্রহায়েতি চতুর্ভিঃ । মমাহুগ্রহায় শোকনিবৃত্তয়ে পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং গুহ্যং গোপ্যমপি অধ্যাত্মসংজ্ঞিতমাত্মানাত্মবিবেকবিষয়ং যন্ত- যোক্তং বচঃ “অশোচ্যানশোচন্তম্” ইত্যাদি ষষ্ঠাধ্যায়পর্ধ্যন্তং যদ্বাকাং, তেন মমাং মোহঃ—“অহং হস্তা, এতে হস্তান্ত” ইত্যাদিলক্ষণো ভ্রমো বিগতো বিনষ্টঃ আত্মনঃ কর্তৃত্বাত্ত- ভাবোক্তেঃ ॥ ১

টীকা—কিঞ্চ ভবাপ্যাবিতি । ভূতানাং ভবাপ্যায়ো ভূতঃ সকাশাদেব ভবত ইতি শ্রুতৌ ময়া “অহং কৃৎস্নস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা” ইত্যাদৌ বিস্তরশঃ পুনঃ পুনঃ । কমলসপত্রে ইব সুপ্রসরে বিশালে অক্ষিণী যন্ত হে কমলপত্রাক্ষ ! মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ অক্ষয়ং শ্রুতং বিশ্ব- সৃষ্টাদিকর্তৃত্বেহপি সর্বনিয়ন্তেহপি শুভাশুভকর্মকার-

একাদশ অধ্যায় ।

[বিশ্বরূপ-দর্শন করাইবার জন্ত পার্থের প্রার্থনা, শ্রীভগবান্ ও সঞ্জয় দ্বারা বিশ্বরূপের বর্ণনা । অর্জুনকর্তৃক শ্রীভগবদ্বিশ্বরূপের দর্শন, ভয়ভীত পার্থে দ্বারা শ্রীভগবানের স্তুতি । শ্রীভগবান্ কর্তৃক চতুর্ভূজ ও বিশ্বরূপদর্শনের মহিমা বর্ণনা করিয়া কেবল অন্ত্যভক্তি দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি প্রতিপাদন ।]

অর্জুন বলিলেন—আমার প্রতি কৃপাপূর্বক শোক-নিবৃত্তির জন্ত অতিশয় গোপনীয় আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ক যে কথাসকল তুমি বলিলে, তাহার দ্বারা আমার “আমি হস্তা, ইহারা হস্ত হইবে” এরূপ ভ্রম বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ১

এবমেতদ্ যথাথ স্বমাত্মানং পরমেশ্বরম্ ।

ঐষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩

মন্ত্রাসে যদি তচ্ছকাং ময়া ঐষ্টুমিতি প্রভো

যোগেশ্বর ততো মে স্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

যিত্ত্বেহপি বন্ধমোক্ষাদিবিচিত্রফলাদাত্ত্বেহপি অবিকারা- বৈষম্যাসন্ধোদাসীদ্ধাদিলক্ষণমপরিমিতং মহত্বঞ্চ শ্রুতম্ “অব্যক্তং ব্যক্তিমাশ্রয়ঃ মন্ত্রাস্তে মামবুদ্ধয়ঃ” ইতি, “ময়া ততমিদং সর্বমিতি “ন চ মাং তানি কর্মাণী”তি, “সমো- হং সর্বভূতেষিত্যাদিনা চ, অতন্তৎপরতত্ত্বাদপি জীবানা- মং কণ্ঠেত্যাदि মদীয়ো মোহো বিগত ইতি ভাবঃ ॥ ২

টীকা—কিঞ্চ এবমেতদিতি । “ভবাপ্যায়ো হি ভূতানাং- মিত্যাदि, ময়া শ্রুতং যথা চেদানীমাত্মানং স্বমাত্ম “বিষ্ট- ভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ” ইত্যেবং কথ- য়সি, হে পরমেশ্বর ! এতদেবমেব অত্রাপ্যাবিশ্বাসো মম নাস্তি ; তথাপি হে পুরুষোত্তম ! তবৈশ্বর্য জ্ঞানৈশ্বর্য- শক্তিবীর্ঘাদিভিঃ সম্পন্নং স্বরূপং কোতুহলাদহং ঐষ্টুমিচ্ছামি । ন চাহং ঐষ্টুমিচ্ছামীত্যেতাবতৈব স্বয়া তদ্রূপং দর্শয়িতব্যং কিং তহি মন্ত্রাস ইতি । যোগিন এব যোগাস্তেষামীশ্বর ! ময়াজ্জুনেন তদ্রূপং ঐষ্টুং শক্যমিতি যদি মন্ত্রাসে, ততস্তহি স্বরূপং পরমাত্মানমব্যয়ং নিত্যং মম দর্শয় ॥ ৩-৪

হে কমলপত্রাক্ষ ! তোমার নিকটে প্রার্থিগণের উৎপত্তি ও নাশও আমি বিস্তারপূর্বক শুনিয়াছি—আত্মস্তরহিত অক্ষয় মহিমাও শুনিলাম ॥ ২

হে পরমেশ্বর ! যে রূপ তুমি আমাকে (আপনার প্রভাব) বলিলে তাহা এইরূপ ইহাতে আমার অবিশ্বাস নাই । তথাপি হে পুরুষোত্তম ! তোমার ঐশ্বর্যজ্ঞান, ঐশ্বর্যশক্তি ও বীর্ঘাদিসম্পন্ন রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩

যদি সেইরূপ আমি দেখিবার যোগ্য মনে কর, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর ! তুমি আমাকে তোমার অবিদ্যার নিত্যরূপ প্রদর্শন কর ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

পশু মে পার্থ রূপাণি শতশোহং সহস্রশঃ ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতানি চ ॥ ৫

পশাদিত্যান্ বসূন্ রক্তানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ।

বহুদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাস্চর্যাণি ভারত ॥ ৬

ইহৈকস্থং জগৎ কুৎসং পশ্যাত্ত সচরাচরম্ ।

মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চাত্তদ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭

টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সমস্তদ্রব্যভূতঃ রূপং দর্শয়িষ্যন সাবধানো ভবেত্যেবমর্জুনমভিমুখীকরোতি—শ্রীভগবানুবাচ—পশ্যেতি চতুর্ভিঃ । রূপৈস্তকদেহপি নানাবিধত্বাদ-রূপাণীতি বহুবচনম্, নানাবিধানি অপরিমিতানি অনেক-প্রকারাণি দিব্যাশ্চলৌকিকানি মম রূপাণি পশু, বর্ণাঃ শুক্ল-কৃষ্ণাদয়ঃ আকৃতয়ঃ অবয়বসম্মিশ্রবিশেষাঃ, নানা অনেক বর্ণা আকৃতয়শ্চ যेषাং তানি নানাবর্ণাকৃতানি ॥ ৫

টীকা—তাগ্রেবাহ—পশ্যেতি । আদিত্যাदीন্ মম দেহে পশু, মরুত একোনপঞ্চাশদেবতাবিশেষান্, অদৃষ্ট-পূর্বাণি ত্বয়া বাঞ্ছন বা পূর্বমদৃষ্টানি বা রূপাণি আশ্চর্যাণ্যত্যদ্রুতানি ॥ ৬

টীকা—কিঞ্চ ইহৈকস্থমিতি । তত্র তত্র পরিভ্রমতা বর্ষকোটিভিরপি দ্রষ্টুমশক্যং কুৎসমপি চরাচরসম্বিতং জগদিহাস্মিন্ মম দেহেহবয়বরূপেণৈকত্র স্থিতমদ্যাধুনৈব পশু । যচ্চাত্তজগদাত্ময়কৃতং কারণস্বরূপং জগতশ্চাবস্থা-বিশেষাদিকং জয়পরাজয়াদিকঞ্চ যচ্চ যদপ্যাত্তদ্রষ্টুমিচ্ছসি তৎ সর্বং পশু ॥ ৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ ! আমার অলৌকিক অনেক প্রকার বহু অবয়ববিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপসকল দেখ ॥ ৫

হে ভারত ! ষাটশ আদিত্য, ষট্ বহু, একাদশ রক্ত, অশ্বিনী-হুমারয়ুগল, মরুৎগণ ও অনেক অদৃষ্টপূর্ব অতি আশ্চর্যজনক বস্তুও দর্শন কর ॥ ৬

হে ধর্ম্মকেন্দ্রপারগ ! আমার এই শরীরে সমগ্র স্বাবয়বজন্মান্বক জগৎ এবং অস্ত্র বাহ্য কিছু দেখিতে অভিলাষী হও, সে সমস্ত দর্শন কর ॥ ৭

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমেনৈব স্বচক্ষুযা ।

দিব্যাং দদামি তে চক্ষুঃ পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।

দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯

অনেকবক্ত নয়নমনেকাস্তুতদর্শনম্ ।

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোত্তমায়ুধম্ ॥ ১০

টীকা—যদুক্তমর্জুনেন “মমাসে যদি তচ্ছক্যম্” ইতি তত্রাহ—ন তু মামিতি । অনেনৈব তু স্বকীয়েন চক্ষু-চক্ষুযা মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে শক্তো ন ভবিষ্যসি । অতোহহং দিব্যমলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং চক্ষুস্তভ্যং দদামি মৈশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিমঘটিতঘটনাসামর্থ্যং পশু ॥ ৮

টীকা—এবমুক্ত্বা ভগবানর্জুনায স্বরূপং দর্শিতবাঃস্তচ্চ রূপং দৃষ্ট্বাৰ্জুনঃ শ্রীকৃষ্ণং বিজ্ঞাপিতবানিতীমমর্থং ষড়্ভিঃ শ্লোকৈধ্ব তরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্তেতি । হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র ! মহাশ্চামৌ যোগেশ্বরশ্চ হরিঃ পরমৈশ্বর্য-রূপং দর্শিতবান্ ॥ ৯

টীকা—কথম্ভূতং তদিত্যত্রাহ—অনেকবক্ত নয়নমিতি । অনেকানি বক্তাণি নয়নানি চ যস্মিন্স্থং, অনেকেষামদ্ভুতানাং দর্শনং যস্মিন্স্থং, অনেকানি দিব্যাভরণানি যস্মিন্স্থং, দিব্যাশ্চনেকানি উত্তমানি আয়ুধানি যস্মিন্স্থং । কিঞ্চ দিব্যেতি । দিব্যানি মায়াশ্চত্বরাণি চ ধারয়তীতি তৎ, তথা দিব্যো গন্ধো যস্ত ভাদৃশমমুলেপনং যস্ত তৎ, সর্বশ্চর্য্যময়মনেকাশ্চর্য্যপ্রায়ং দেবং জ্যোতনাশ্চকম্,

তোমায় প্রাকৃতনয়নের দ্বারা আমার অপ্রাকৃত-রূপ দর্শনে সমর্থ হইবে না, তজ্জন্ত তোমাকে অতীন্দ্রিয়দর্শী নেত্র প্রদান করিতেছি, তুমি আমার অসাধারণ অঘটনঘটনসমর্থ ঐশ্বরিকরূপ অবলোকন কর ॥ ৮

সঞ্জয় বলিলেন,—হে নরবর ! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ কথনানন্তর অর্জুনকে অপ্রাকৃত ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করাইলেন ॥ ৯

অনেক মুখ ও নয়ন, বহু আশ্চর্য্য দর্শন, নানাবিধ মনোহর আভরণযুক্ত, অলৌকিক বহু উত্তোলিত অস্ত্র, অপ্রাকৃত মালাবসন

দিব্যমালাধরধরং দিব্যগন্ধাভূষণনম্ ।

সর্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনস্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১

দিবি সূর্য্যসহস্রস্ত ভবেদ্ যুগপহুখিতা ।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্তাদ্ ভাসস্তস্ত মহান্মনঃ ॥ ১২

তত্রৈকস্বং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা ।

অপশ্যদ্ দেবদেবস্ত শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩

ততঃ স বিশ্বয়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাজ্জলিরভাষত ॥ ১৪

অৰ্জুন উবাচ ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে

সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসজ্জান্ ।

অনন্তমপরিচ্ছিন্নং, বিশ্বতঃ সর্বতোমুখানি যস্মিন্শস্তং ।
বিশ্বরূপদীপ্তেনিরূপমত্মমাহ—দিবি সূর্য্যোতি । দিবি
আকাশে সূর্য্যসহস্রস্ত যুগপহুখিতস্ত যদি যুগপহুখিতা
ভাঃ প্রভা ভবেত্তর্হি সা তদা মহান্মনো বিশ্বরূপস্ত ভাসঃ
প্রভায়াঃ কথঞ্চিৎ সদৃশী স্তাৎ, অত্মোপমা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ ।
তথাভূতং রূপং দর্শয়ামাসেতি পূর্বেণৈবায়য়ঃ । ততঃ কিং
বৃহত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তত্রৈতি । অনেকধা প্রবিভক্তং
নানাবিভাগেনাবস্থিতং কৃৎস্নং জগৎ দেবদেবস্ত শরীরে
তদবয়বেষ্টন একত্র ব্যবস্থিতং তদা পাণ্ডবোহৰ্জুনঃ
অপশ্যৎ ॥ ১০-১৩

টীকা—এবং দৃষ্ট্বা কিং কৃতবানিত্যত্রাহ—তত ইতি ।
ততো দর্শনানন্তরং বিশ্বয়েনাবিষ্টো ব্যাপ্তঃ সন্ হৃষ্টানি উৎ-
পুলকিতানি রোমাণি যস্ত স ধনঞ্জয়ঃ দেবং তমেব শিরসা
পরিহিত, স্বর্গীয় গন্ধ-অভূষণনযুক্ত, সর্বাশ্চর্য্যময়, জ্যোতির্ময়,
অনন্তর ও সকলদিকে মুখবিরাজিত রূপ দর্শন করাইলেন ॥ ১০-১১

যদি আকাশে সহস্র সূর্য্যের জ্যোতি সমকালে সমুদিত হয়
তাহা হইলে সেই নিরতিশয় জ্যোতি সেই মাহাত্ম্য বিশ্বরূপধারীর
অপরিমিত জ্যোতির উপমা হইতে পারে । ইহা ব্যতীত সে
রূপের উপমা নাই ॥ ১২

তখন অৰ্জুন সেই দেহে দেবভাগের দেবতা নানাবিভাগে
অবস্থিত সম্পূর্ণ জগৎ একত্র বিরাজমান দেখিলেন ॥ ১৩

অতঃপর ধনঞ্জয় বিশ্ববিমুগ্ধচিত্তে রোমাঞ্চিতকলেবরে
জ্যোতির্ময় বিশ্বরূপকে মস্তকেয় দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক কৃতাজ্জলি
হইয়া বলিলেন ॥ ১৪

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-

মূবীংশ্চ সর্বাভূষণাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫

অমেকবাহুদরবক্ত নৈত্রং

পশ্যামি হাং সর্বভোহনস্তরূপম্ ।

নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং

পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ

তেজোরশিং সর্বভো দীপ্তিমন্তম্ ।

পশ্যামি হাং হুনিরীক্ষ্য সমস্তা-

দীপ্তানলার্কহ্যতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭

প্রণম্য কৃতাজ্জলিঃ সম্পূটীকৃতহস্তো ভূষা অভাষত
উক্তবান্ ॥ ১৪

টীকা—ভাষণমেবাহ—পশ্যামীতি সপ্তদশভিঃ । হে
দেব ! তব দেহে দেবান্ আদিত্যাদীন পশ্যামি, তথা
সর্বান ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাণ্ডজাদীনঃ সজ্জাংশ্চ, তথা
দিব্যান্ ঋষীন বশিষ্ঠাদীন, উরগাংশ্চ তক্ষকাদীন, তথা
তেষাং দেবাদীনামীশং স্বামিনং ব্রহ্মাণঞ্চ, কথঞ্চুতং ?
কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মকর্ণিকায়াং মেরৌ স্থিতমিত্যর্থঃ,
যদ্বা তন্নাভিপদ্মাসনস্থমিতি ॥ ১৫

টীকা—কিঞ্চ অনেকানি বাহ্যাদীন যস্ত তাদৃশং হাং
পশ্যামি, অনন্তানি রূপাণি যস্ত তং হাং সর্বতঃ পশ্যামি,
তব তু অস্তং মধ্যমাদিঞ্চ ন পশ্যামি সর্বগতত্বাৎ ॥ ১৬

টীকা—কিঞ্চ কিরীটিনমিতি । কিরীটিনং মুকুটবস্ত্রং,

অৰ্জুন বলিলেন,—হে দেব ! তোমার শরীরে নিখিল দেবতা
ও জরায়ুজ অণ্ডজাদি-ভূতসকল, ঋষিগণকে, সমুদয় সর্পকে ও
পৃথিবী-পদ্মকর্ণিকাস্থিত স্ট্রীকর্ত্তা ব্রহ্মাকে দেখিতেছি ॥ ১৫

হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ! অনেক বাহু, উদর, নয়ন অপরিচ্ছিন্ন
তোমাকে সকলদিকে দেখিতেছি, কিন্তু অন্ত-মধ্য-আদি কিছুই
দেখিতে পাইতেছি না ॥ ১৬

মস্তকে কিরীট, হস্তে গদা ও চক্র, সকল দিকে প্রভাসম্পন্ন,
জ্যোতিঃপুঞ্জ, চূর্ণশর্শ, অলিত অনল ও সূর্য্যের দ্বায় দীপ্তিযুক্ত,
'এইরূপ ইহা' নিশ্চয় করিতে অশক্য, অবিষয়ীভূত তোমাকে
সকল দিকে দেখিতেছি ॥ ১৭

স্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং

স্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্ ।

স্বমব্যয়ঃ শাস্ততর্ধমগোপ্তা

সনাতনস্তং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮

অনাদিমধ্যান্তমনস্তবীৰ্য্য-

মনস্তবাহুঃ শশিসূর্য্যনেত্রম্ ।

পশামি হ্যং দীপ্তহতাশবজ্রঃ

স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্তম্ ॥ ১৯

জ্বাপৃথিব্যোরিদমস্তরং হি

ব্যাপ্তং স্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ ।

গদিনং গদাবস্তং, চক্রিং চক্রবস্তং, সর্বতোদীপ্তিমস্তং
তেজঃপুঞ্জরূপং তথা হুনিরীক্ষ্যং ঐষ্টমশক্যং, তত্র হেতুঃ—
দীপ্তয়োজনলার্কয়োহ্যুতিরিব হ্রাতিস্তেজো যস্ত তম্ । অত
এব অশ্রমেয়ম্ এবজুত ইতি নিশ্চেষ্টমশক্যং হ্যং সমস্ততঃ
পশ্যামি ॥ ১৭

টীকা—স্বম্মাদেবং তবাতর্ক্যমৈশ্বর্য্যং তস্মাৎস্বমিতি ।
স্বমেব অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম । কথন্তুতম্? বেদিতব্যং
মুমুকুভিজ্ঞাতব্যং স্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং
নিধীয়তেহস্মিন্নিতি নিধানং প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ, অত এব স্বমব্যয়ো
নিতাঃ, শাস্ততস্য ধর্ম্মস্য গোপ্তা পালকঃ, সনাতনশ্চিরন্তনঃ
পুরুষো মতো মে মম সন্মতোহসি ॥ ১৮

টীকা—কিঞ্চ অনাদীতি । অনাদিমধ্যান্তম্ উৎপত্তি-
স্থিতিলায়রহিতম্ । অনন্তং বীৰ্য্যং প্রভাবো যস্য তম্,
অনন্তবাহুম্ অনন্তা বাহবো যস্য তং, শশি-সূর্য্যৌ নেত্রে

তুমি মুখগুণের জাতব্য অক্ষর ওকার পরম ব্রহ্ম, তুমি এই
বিশ্বের প্রধান আশ্রয়, তুমি : আন্তস্তরহিত, সর্ববিকারশূন্য;
নিত্যধর্ম্মের রক্ষক, তুমি চিরস্থায়ী পুরুষ বলিয়া আমি মনে
করি ॥ ১৮

উৎপত্তি-স্থিতি-বিবজ্জিত, অপরিমিত প্রভাশম্পন্ন, অসংখ্য
বাহুবিস্তৃত, চক্র-সূর্য্য তোমার নয়ন যুগল, প্রদীপ্ত অগ্নির জ্বালা
তোমার মুখ, তুমি স্বকীয় তেজের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে সমস্তপূ
করিতেছ, এরূপ তোমাকে ধর্শন করিতেছি ॥ ১৯

হে মহাত্মন! স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ, একমাত্র তোমার
দ্বারা পূর্ণ ও দিকলকল আচ্ছন্ন হইয়াছে । আশ্চর্য্যজনক তোমার

ঐচ্ছিকতঃ রূপমুগ্রং তবেদং

লোকত্রয়ং প্রব্যধিতং মহাত্মন ॥ ২০

অমী হি হ্যং সুরসজ্জা বিশস্তি

কেচিদ্ ভীতাঃ প্রাজ্জলয়ো গুণস্তি ।

স্বস্তীহ্যুক্তা মহাবিনিক্সজ্জা:

স্ববস্তি হ্যং স্বতিভিঃ পুঙ্কলাভিঃ ॥ ২১

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা

বিশ্বেহস্মিনো মরুতশ্চোন্নপাশ্চ ।

গন্ধর্ব্ব-যক্ষাসুর-সিদ্ধসজ্জা

বীক্ষন্তে হ্যং বিন্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২

যস্য তাদৃশং হ্যং পশ্যামি ; তথা দীপ্তো ছত্যাশোহগ্নিকর্ব্ব-
ক্রেষু যস্য তং, স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপস্তং সম্ভাপয়ন্তং
পশ্যামি ॥ ১৯

টীকা—কিঞ্চ জ্বাপৃথিব্যোরিতি । জ্বাপৃথিব্যো-
রিদমস্তরমস্তরীক্ষং স্বয়ৈকেন ব্যাপ্তং দিশশ্চ সর্বা
ব্যাপ্তাঃ, অদ্ভুতমদৃষ্টপূর্ব্বং স্বদীয়মিদমুগ্রং ঘোরং রূপং
দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যধিতমতিভীতঃ পশ্যামীতি পূর্ব্বস্মৈ-
বাহুযজঃ ॥ ২০

টীকা—কিঞ্চ অমী হীতি । অমী সুরসজ্জা ভীতাঃ
সমুদ্ভাং বিশস্তি, শরণং প্রবিশস্তি, তেষাং মধ্যে কেচিদতি-
ভীতা দূরত এব স্থিত্বা কৃতসম্পূটকরযুগলাঃ সন্তো গুণস্তি
জয় জয় রক্ষ রক্ষতি প্রার্থয়ন্তে । স্পষ্টমগ্রং ॥ ২১

টীকা—কিঞ্চ রুদ্রেতি । রুদ্রাশ্চ, আদিত্যাশ্চ,
বসবশ্চ যে চ সাধ্যা নাম দেবাঃ, বিশ্বে বিশ্বেদেবাঃ,

এই ভীষণ রূপ দেখিয়া জিলোক প্রদীড়িত দেখিতেছি ॥ ২০

এই সুরসমূহ ও তোমার শরণগ্রহণ করিতেছেন, কেহ অতি-
ভীত হইয়া দূরে অবস্থানপূর্ব্বক কৃতাজলিপুটে স্তব করিতেছেন,
মহাবিনিক্স “স্বস্তি” এই কথা উচ্চারণ করত অতি শোভন স্ততির
দ্বারা তোমাকে স্তব করিতেছেন ॥ ২১

রুদ্র ও আদিত্যসকল, বহুগণ ও সাধ্যসমূহ, সমুদয় বিশ্বেদেব,
অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুৎগণ, পিতৃনিবহ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অশ্বর,
সিদ্ধনিবহ সকলেই বিশ্বদ্রাপয় হইয়া তোমাকেই নিরীক্ষণ
করিতেছেন ॥ ২২

রূপং মহং তে বহুবক্ত নৈত্রং

মহাবাহো বহুবাহুরূপাদম্ ।

বহুদরং বহুদন্তা করালং

দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং

ব্যস্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।

দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতাস্তরাশ্চ

ধৃতিং ন বিন্দ্য়ামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি

দৃষ্ট্বেব কালানলসন্নিভানি ।

অশ্বিনৌ দেবৌ, মরুতো মরুদগণাশ্চ, উদ্রাণং পিবন্তী-
ত্বাশ্বপাঃ পিতরঃ । “উদ্রভাগা হি পিতরঃ” ইতি ঋতেঃ ।
স্মৃতিশ্চ—“যাবহুক্ষঃ ভবেদন্নং যাবদশ্রুতি বাগ্ যতাঃ ।
তাবদশ্রুতি পিতরো যাবল্লোক্তা হবির্গুণাঃ ॥” গন্ধর্ব্বাশ্চ,
যক্ষাশ্চ, অসুরাশ্চ বিরোচনাদয়ঃ, সিদ্ধসজ্জাঃ সিদ্ধানাং
সজ্জাশ্চ সর্ব্ব এব বিস্মিতাঃ সন্তঃ ত্বাং বীক্ষন্ত ইত্যশ্বয়ঃ ॥ ২২

টীকা—কিঞ্চ রূপমিতি । হে মহাবাহো ! মহদ-
ভূজিহ্বং তব রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ সর্ব্বে প্রব্যথিতা
অতিভীতাঃ, তথাহঞ্চ প্রব্যথিতোহস্মি । কীদৃশং রূপং
দৃষ্ট্বা ? বহুনি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্মিংশ্চ, বহবো
বাহব উরবঃ পাদাশ্চ যস্মিন্ তৎ, বহুহৃদরাণি যস্মিংশ্চ,
বহুবীর্ভির্দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতং রৌদ্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৩

টীকা—ন কেবলং ভীতোহহমেতাবদেব অপি তু
নভঃস্পৃশমিতি । নভঃ স্পৃশতীতি নভঃস্পৃক্ তম্ অন্তরীক্ষ-
ব্যাপিনমিত্যর্থঃ । দীপ্তং তেজোযুক্তম্, অনেকে বর্ণা যস্ত
তম্ অনেকবর্ণম্ । ব্যস্তানি বিরতানি আননানি যস্ত তম্ ।
দীপ্তানি বিশালানি নেত্রাণি যস্ত তম্ । এবম্ভূতং হি ত্বাং

হে মহাবাহো ! অনেক বদন, নদন, বহু বাহু, উরু, চরণ,
বহু উদর, অনেক ভয়ঙ্কর দন্তবিশিষ্ট তোমার বিশাল রূপ দেখিয়া
লোকসমূহ ও আমি প্রপীড়িত হইয়াছি ॥ ২৩

হে বিষ্ণো ! গগনস্পর্শী, জলিত, নানাবর্ণবিশিষ্ট, ব্যাদিত বদন,
তেজোময়যুক্ত বিপুল লোচন তোমাকে দর্শন করত প্রপীড়িত
অস্তঃকরণ আমি ধৈর্য ও উপশম পাইতেছি না ॥ ২৪

হে দেবেশ ! ভয়ঙ্কর দর্শনসম্পন্ন প্রলয়কালের সংবর্ত্তক
অনলের তুল্য আশ্রয়সমূহ দর্শন করিয়াই আমি দিক্‌সকল ব্যুজিতেছি

দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম

প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রাঃ

সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসজ্জৈঃ ।

ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ

সহান্সদীয়েরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশস্তি

দংষ্ট্রা করালানি ভয়ানকানি ।

কেচিদ্ বিলগ্না দশনাস্তরেষু

সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাজৈঃ ॥ ২৭

দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতোহস্তরাশ্চ মনো যস্ত সোহহং ধৃতিং
ধৈর্য্যমুপশমঞ্চ ন লভে ॥ ২৪

টীকা—কিঞ্চ দংষ্ট্রেতি । হে দেবেশ ! তব মুখানি
দৃষ্ট্বা ভয়াবেশেন দিশো ন জানামি । শস্য চ স্ত্বং ন
লভে, ভো জগন্নিবাস ! প্রসন্নো ভব । কীদৃশানি মুখানি
দৃষ্ট্বা দংষ্ট্রাভিঃ করালানি এবং কালানলঃ প্রলয়াগ্নিস্তৎ-
সদৃশানি ॥ ২৫

টীকা—যচ্চাত্তদ্রষ্টুমিচ্ছসীত্যেনেদ্যস্মিন্ সংগ্রামে
ভাবিজয়পরাজয়াদিকং মম দেহে পশ্যেতি যন্তগবতোক্তং
তদিদানীং পশ্যন্ আহ—অমী চেতি পক্ষভিঃ । অমী
ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রাঃ দ্রুঘোধনাদয়ঃ সর্ব্বে, অবনিপালানাং
জয়দ্রথাদীনাং রাজ্ঞাঃ সজ্জৈঃ সমূহৈঃ সহৈব তব বক্ত্রাণি
বিশস্তীভূতোরেনাশ্বয়ঃ । তথা ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চাসৌ সূতপুত্রঃ
কর্ণশ্চ, ন কেবলং ত এব বিশস্তি অপি তু প্রতিযোদ্ধারো-
হান্সদীয়া যে যোধমুখ্যৈঃ শিখণ্ডি-ধৃষ্টদ্যুমানাদয়স্তেঃ সহ
বক্ত্রাণীতি । এতে সর্ব্বে ত্বরমাণা ধাবন্তস্তব দংষ্ট্রাভিঃ
করালানি বিকৃতানি ভয়ঙ্করাণি বক্ত্রাণি বিশস্তি, তেষাং
না, দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে এবং স্ত্বং পাইতেছি না । হে জগন্নিবাস !
প্রসন্ন হও ॥ ২৬

নরপতিগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসকল ও ভীষ্ম, দ্রোণ
সূতপুত্র কর্ণ এবং আমাদের প্রধান যোদ্ধাসমূহ সহ অতিবেগে
ধাবিত হইয়া ভয়াবহ দন্তযুক্ত বিকট বদনসমূহে প্রবেশ করিতেছে,
কাহারও চূর্ণিতমস্তক তোমার দশনসন্ধিতে সংলগ্ন দেখা
হাইতেছে ॥ ২৬-২৭

যথা নদীনাং বহবোহম্মুবেগাঃ

সমুদ্রমেবাভিমুখা ভবন্তি ।

তথা তবামী নরলোকবীর্য

বিশন্তি বক্তাণ্যভিবিজ্ঞসন্তি ॥ ২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা

বিশন্তি নাশায় সমুদ্রবেগাঃ ।

তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-

স্তবাপি বক্তাণি সমুদ্রবেগাঃ ॥ ২৯

লেলিহসে গ্রাসমানঃ সমস্তা-

ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলন্তিঃ ।

মধ্যে কেচিচ্চূণিতৈরুত্তমাতৈঃ শিরোভিরূপলক্ষিতা দন্ত-
সন্ধিষু সংল্লিষ্টাঃ সন্দৃশ্যন্তে ॥ ২৬-২৭

টীকা—প্রবেশমেব দৃষ্টান্তমাহ—যথেন্তি । নদীনাম-
নেকমার্গপ্রবৃত্তানাং বহবোহম্মুনাং বারীণাং বেগাঃ প্রবাহাঃ
সমুদ্রাভিমুখাঃ সন্তঃ যথা সমুদ্রমেব ভবন্তি বিশন্তি, তথা
অমী যে নরলোকবীর্যস্বেভিঃতো জ্বলন্তি সর্বতঃ প্রদী-
পামানানি তব বক্তাণি প্রবিশন্তি ॥ ২৮

টীকা—অবশেষেন প্রবেশে নদীবৈগদৃষ্টান্ত উক্তঃ ।
বুদ্ধিপূর্বকপ্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ—যথেন্তি । প্রদীপ্তং জ্বলন্ত-
পতঙ্গাঃ শলভাঃ বুদ্ধিপূর্বকঃ সমুদ্রো বেগো যেষাং তে
যথা নাশায় মরণায়ৈব বিশন্তি, তথৈব লোকা এতে জনা
অপি তব মুখানি প্রবিশন্তি ॥ ২৯

টীকা—ততঃ সমস্তাং কিমত আহ—লেলিহস ইতি ।
গ্রাসমানোহপি গিলন অপি সন্ সমগ্রান্ লোকান্ সর্বা-

ধেরূপ নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রে
প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ এই মর্ত্য বীরগণ সকলদিকে প্রজ্বলিত
তোমার ভয়ানক বদন-বিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে ॥ ২৮

যেমন পতঙ্গগণ অতিশয় বেগে মরণের জন্ত জ্বলন্ত অনলে
প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ লোকসকলও বিনষ্ট হইবার নিমিত্ত অতিশয়
বেগে তোমার আননসমূহে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯

প্রদীপ্ত বদনসকলের দ্বারা অখিল লোককে গ্রাসকরত
চতুর্দিকে অতিশয় ভোজন করিতেছে । হে বিষ্ণো ! নীতিসমূহের
দ্বারা অশেষ জগৎ আপুরিত করত তোমার ভীষণ তাপ সকলকে
সম্ভাপিত করিতেছে ॥ ৩০

তেজোভিরাপূর্যা জগৎ সমগ্রং

ভাগন্তবোত্রাঃপ্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০

আখ্যাহি মে কো ভবান্নগ্ররূপো

নমোহস্ত তে দেববর প্রসাদ ।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তুমাণ্ডং

ন হি প্রজ্ঞানামি তব প্রবৃত্তি ॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ ।

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবুদ্ধো

লোকান্ সমাহতুঁমিহপ্রবৃত্তঃ ।

ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সৰ্বে

যেহবাস্ততাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২

নেতান্ বীরান্ সমস্তাং সর্বতো লেলিহসে অতিশয়েন
ভক্ষয়সি । বৈঃ, জ্বলন্তিবদনৈঃ । কিঞ্চ হে বিষ্ণো ! তব
ভাসো দীপ্তয়ন্তেজোভিবিষ্ফুরণৈঃ সমগ্রং জগদ্রূপা তীত্রাঃ
সত্যঃ প্রতপন্তি সম্ভাপয়ন্তি ॥ ৩০

টীকা—যত এবং তস্মাৎ—আখ্যাহীতি । ভবান্নগ্র-
রূপঃ ক ইত্যখ্যাহি কথয় । তে তুভ্যং নমোহস্ত । হে
দেববর ! প্রসাদ প্রসন্নো ভব । ভবন্তুমাণ্ডং পুরুষঃ বিশেষণ
জ্ঞাতুমিচ্ছামি । যতস্তব প্রবৃত্তিঃ চেষ্টাঃ কিমর্থমেবং
প্রবৃত্তোহসীতি ন জ্ঞানানি, এবম্ভূতস্ত তব প্রবৃত্তিঃ
বার্তামপি ন জ্ঞানামীতি বা ॥ ৩১

টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—কাল
ইতি ত্রিভাঃ । লোকানাং ক্ষয়কর্তা প্রবুদ্ধোহত্যাংকটঃ
কালোহস্মি । লোকান্ প্রাণনঃ সংহতুঁমিহ লোকে
প্রবৃত্তোহস্মি । অতঃ ঋতে ত্বাং হস্তারং বিনাপি এতে ন

হে ভয়ঙ্কর রূপধারী, তুমি কে ? ইহা আমাকে বল, তোমাকে
নমস্কার । হে দেববর ! প্রসন্ন হও, আদিপুরুষ তোমাকে
বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করি, কিজ্ঞান একরূপ প্রবৃত্ত হইয়াছে
তাহা জানি না ॥ ৩১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমি লোকক্ষয়কর বিবুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত
কাল, সমুদয় লোককে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তুমি
ব্যতীত সমস্ত সৈন্তগণের মধ্যে যে যোদ্ধাগণ অবস্থিত, তাহারা
সকলেই নিহত হইবে, কেহই থাকিবে না ॥ ৩২

তস্মাৎ তমুদ্ভিষ্ট যশো লভস্ব

জিহ্বা শত্রুন্ ভুক্ত্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূৰ্বমেব

নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ

কর্ণং তথাশ্রানপি যোধবীরান্ ।

ময়া হতাস্তং জহি মা ব্যথিষ্ঠা

যুধ্যস্ব জৈতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪

সঞ্জয় উবাচ ।

ভবিষ্যন্তি জীবিশ্যন্তি । যত্নপি যয়া ন হস্তব্যঃ এতে, তথাপি ময়া কালাশ্রনা প্রস্থাঃ সন্তো মরিশ্যন্ত্যেব । কে তে, প্রত্যানীকেষু অনীকানি অনীকানি প্রতি ভীষ্মদ্রোণাদীনাং সর্বাশু সেনাশু যে যোদ্ধারোহবস্থিতাস্তে সর্বেহপি ॥ ৩২

টীকা—তস্মাদিতি । যস্মাদেবং তস্মাৎ যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ । দৈবৈরপি চুক্তয়া ভীষ্মাদয়োহর্জুনেন নির্জিতা ইত্যেবমুত্তং যশো লভস্ব প্রাপ্নুহি, অযত্নতঃ শত্রুন্ জিহ্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুক্ত্ব । এতে চ তব শত্রবস্তদীয়যুদ্ধাৎ পূৰ্বমেব ময়ৈব কালাশ্রনা নিহতপ্রায়ান্তথাপি ঙ্গ নিমিত্তমাত্রং ভব । হে সব্যসাচিন্ ! সর্বোদ্যমেন হস্তেন সাচিৎ শরান্ সদ্ধাতুং শীলং যন্তেতি ব্যুৎপত্ত্যা বামেনাপি বাণক্ষেপাৎ সব্যসাচীত্যাচ্যতে ॥ ৩৩

টীকা—“ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরম্মো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েমু”রিত্তি আশঙ্কা সাপি ন কাৰ্য্যোত্যাহ—দ্রোণমিতি । যেভ্যস্তং শক্সে তান্ দ্রোণাদীন ময়ৈব হতান্ ঙ্গ জহি ঘাতয় । মা ব্যথিষ্ঠাঃ শোকং মা কাৰ্ষ্যঃ,

অতএব তুমি যুদ্ধ করিবার জন্য উঠ, অযত্নমূলভ কৌশিলাভ কর, অরাতিনিকরকে জয় করত পন, ঐশ্বধ্যাদি সমৃদ্ধিমান রাজ্য ভোগ কর । আমি ইহাদের অগ্রেই বিনাশ করিয়াছি, হে সব্যসাচিন্ ! মাত্র তুমি নিমিত্ত হও ॥ ৩৩

দ্রোণ, জয়দ্রথ এবং ভীষ্ম ও কর্ণ তদ্রূপ অন্তান্ত আমাকর্ষক নিহিত যোদ্ধাবর্গকে তুমি বিনাশ কর, ব্যথিত হইও না । সমরে অরাতীগণকে জয় করিবে, যুদ্ধ কর ॥ ৩৪

এতচ্ছৃণ্বা বচনং কেশবস্ত

কৃতাজ্জলিবেপমানঃ কিরীটি ।

নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণঃ

সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

অর্জুন উবাচ ।

স্থানে হ্রবীকেশ তব প্রকীর্ত্যা

জগৎ প্রহৃষ্যতানুরজ্যতে চ ।

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো অবন্তি

সর্বে নমস্তস্তি চ সিদ্ধসজ্জাঃ ॥ ৩৬

সপত্নান্ শত্রুন্ রণে যুদ্ধে নিশ্চিতং জৈতাসি জৈশ্যসি ॥ ৩৪

টীকা—ততো যদুত্তং তদেব ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এতদিতি । পূৰ্ব্বশ্লোকত্রয়াশ্রকং কেশবস্ত বচনং ক্রুত্বা বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটী অর্জুনঃ কৃতাজ্জলিঃ সম্পূটীকৃতহস্তঃ কৃষ্ণঃ নমস্কৃত্য পুনরপ্যাহ উক্তবান্ । কথমাহ, ভয়হর্ষাচ্ছাবেশবশাদ্ গদগদেন কণ্ঠকম্পনেন সহ বর্তত ইতি সগদগদং যথা স্মৃত্যথা । কিঞ্চ ভীতাদপি ভীতঃ সন্ প্রণম্য অবনতো ভূষা আহ ॥ ৩৫

টীকা—স্থান ইত্যেকাদশভিরর্জুনোক্তিঃ । স্থান ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যশ্লিষ্টার্থে । হে হ্রবীকেশ ! যত এবং তমুদ্ভুত-প্রভাবো ভক্তবৎসলশ্চ, অতস্তব প্রকীর্ত্যা মাহাত্ম্যাসংকীর্ণনে ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যামীতি, কিন্তু জগৎ সর্বং প্রহৃষ্যতি প্রকর্ষণে হর্ষং প্রাপ্নোতি । এতদু স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ, তথা জগদনুরজ্যতে চ অনুরাগমুপৈতি ইতি যৎ, তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশঃ প্রতি অবন্তি পলায়ন্তে ইতি যৎ । সর্বে যোগতপোমন্ত্রাদিসিদ্ধানাং সজ্জা নমস্তস্তি প্রণমন্তীতি যৎ এতচ্ছ স্থানে যুক্তমেব ন চিত্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬

সঞ্জয় বলিলেন,—কেশবের এই কথা শ্রবণ করত অর্জুন কম্পিতকলেবরে, কৃতাজ্জলিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কারপূর্বক ভীত হইয়া পুনরায় গদগদবচনে বলিলেন ॥ ৩৫

অর্জুন বলিলেন,—হে হ্রবীকেশ ! তোমার মাহাত্ম্য-সংকীর্ণনের দ্বারা জগৎ আনন্দিত ও অহরহ হইতেছে, রাক্ষসগণ ভীত হইয়া দিকে দিকে পলায়ন করিতেছে, সিদ্ধসজ্জা নমস্কার করিতেছেন, ইহা যুক্তিযুক্তই—আশ্চর্য্য নহে ॥ ৩৬

কস্মাক্ তে ন নমেরন্ মহাত্মন
 গরীয়সে ব্রহ্মণোহ্যাদিকর্ত্রে ।
 অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
 হৃদয়ং সদনন্তং পরং যৎ ॥ ৩৭
 হৃদাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
 জ্ঞমন্ত বিশ্বন্ত পরং নিধানম্ ।
 বেত্তাসি বেত্তঞ্চ পরঞ্চ ধাম
 ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮
 বায়ুর্মোহগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
 প্রজাপতিশ্চ প্রপিতামহশ্চ ।

৭—তত্র হেতুমাহ—কস্মাদিতি । হে মহাত্মন ।
 হে অনন্ত ! দেবেশ ! জগন্নিবাস ! সর্বের কস্মাদ্ভেতোঃ তে
 তুভ্যাং ন নমেরন্ ন নমস্কারং কুৰ্য্যঃ, কথন্তুতায়, ব্রহ্মণো-
 হপি গরীয়সে গুরুতরায় আদিকর্ত্রে চ ব্রহ্মণোহপি
 জনকায়, কিঞ্চ সদ্যন্তম্ অসদব্যক্তঞ্চ তাভ্যাং পরং মূল-
 কারণং যদক্ষরং ব্রহ্ম তৎ স্বমেব । এতৈর্নবভির্হেতুভিঃ
 সর্বের নমস্তস্মীতি ন চিত্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭

টীকা—কিঞ্চ হৃদাদিদেবেতি । হৃদম্ আদিদেবো দেবা-
 নামাদিঃ, যতঃ পুরাণোহনাদিঃ পুরুষন্তম্ ; অত এব হৃদমন্ত
 বিশ্বন্ত পরং নিধানং লয়স্থানং তথা বিশ্বন্ত বেত্তা জ্ঞাতা
 হৃদম্, যচ্চ বেত্তাং বস্তুজাতং পরঞ্চ ধাম বৈকবং পদং তদপি
 হৃদমেবাসি ; অত এব হে অনন্তরূপ ! স্বয়ৈবেদং বিশ্বং
 ততং ব্যাপ্তম্, এতৈশ্চ সগুভির্হেতুভিঃস্বমেব নমস্কার্য
 ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮

টীকা—ইতশ্চ সর্বৈশ্চস্বমেব নমস্কার্যঃ সর্বদেবাত্ম-
 কস্মাদিতি স্তবন্ স্বয়মপি নমস্করোতি—বায়ুরিতি ।

হে উদারচিত্ত ! হে দেশকাল পরিচ্ছেদশূন্য ! হে দেবেশ্বর !
 হে জগদালয় ! ব্রহ্ম হইতেও গুরুতর আদি বিধাতা তোমাকে
 সকলে কেবল নমস্কার করিবে না—সং-অসত্তের মূল কারণ যে
 অক্ষর ওকার পরপ্রণব, তাহাতেও তুমি । ৩৭

হে অনবধিক রূপ ! তুমি আদিদেব, পুরাতন পুরুষ, বিশ্বের
 লয়স্থান এবং তত্ত্বজ জ্ঞেয় ও পরমপদ এই হেতু তোমাকর্তৃক বিশ্ব
 সমাচ্ছন্ন ॥ ৩৮

তুমি বায়ু; যম, অগ্নি, শশাঙ্ক, প্রজাপতি ও প্রপিতামহ

নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃৎ
 পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯
 নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
 নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব ।
 অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমশ্চ
 সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ ॥ ৪০
 সখেতি মম্বা প্রসভং যজ্ঞকং
 হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
 অজ্ঞানতা মহিমানং তবেদং
 ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

বায়ুাদিরূপত্বমিতি । সর্বদেবাত্মকত্বোপলক্ষণার্থমুক্তম্,
 প্রজাপতিঃ পিতামহস্ত্যাপি জনকত্বাৎ প্রপিতামহস্তম্,
 অতস্তে তুভ্যাং সহস্রশো নমোহস্ত । পুনঃ সহস্রকৃৎ
 নমোহস্ত, ভূয়োহপি পুনরপি সহস্রকৃৎ নমো নম
 ইতি ॥ ৩৯

টীকা—ভক্তিপ্রদাতাভয়াতিশয়েন নমস্কারেষু তৃপ্তিমন-
 ধিগচ্ছন্ পুনরপি বহুশঃ প্রণমতি—নম ইতি । হে সর্ব !
 সর্বাত্মন । তব পুরস্তাদগ্রে অথ অনন্তরং পৃষ্ঠতঃ নমঃ, এবং
 সর্বাত্ম দিক্শু তুভ্যাং নমোহস্ত । সর্বাত্মকত্বমুপপাদয়ম্মাহ—
 অনন্তঃ বীৰ্য্যং সামর্থ্যং যন্ত তথা অমিতো বিক্রমঃ
 পরাক্রমো যন্ত স এবন্তুতস্তঃ সর্বং বিশ্বং সমাগন্তুর্বহিষ্ণু
 সমাপ্নোষি ব্যাপ্নোষি । সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদিশ্চকার্য্যঃ
 ব্যাপ্য বর্ভসে ; ততঃ সর্বরূপোহসি ॥ ৪০

টীকা—ইদানীং ভগবন্তুঃ ক্ষমাপয়তি—সখেতি
 দ্বাত্ম্যাম্ । স্বাং প্রাকৃতঃ সখেতি মম্বা প্রসভং হঠেন
 ভিরস্বারেণ যজ্ঞকং, তৎ ক্রাময়ে স্বামিত্যন্তরেণাধয়ঃ । কিং

অতএব তোমাকে সহস্রবার নমস্কার, পুনরায় নমস্কার, পুনর্বার
 নমস্কার, পুনর্বার তোমাকে প্রণাম ॥ ৩৯

হে পূর্ণ অখণ্ড ! তোমার সমুখ পশ্চাতে নমস্কার—তোমার
 সকল দিকেই নমস্কার করি । হে অপরিণীম বলসম্পন্ন ! অপরিমিত
 পরাক্রমশালিন ! তুমি সমগ্র বিশ্ব আচ্ছন্ন করিয়াছ, সেই হেতু
 সর্বরূপ তোমার এই বিশ্বরূপ মহিমা না জানিয়া আমি অসবধানতা-
 নিমিত্ত অথবা প্রেমবশে সখা মনে করিয়া হে কৃষ্ণ ! হে যাদব !
 হে সখে ! ইত্যাদি হঠতাপূর্বক বাহা বলিয়াছি, হে বিনাশবিহীন !

যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোহসি

বিহারশয্যালনভোজনেষু ।

একোহধ্বাপ্যচ্যুত তৎ সমক্ষঃ

তৎ কাময়ে স্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২

পিতাসি লোকস্ত চরাচরস্ত

ত্বমস্ত পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্ ।

ন স্বং সমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কৃতোহস্ত্রো

লোকত্রয়েহপ্যশ্রুতিমপ্রভাব ॥ ৪৩

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং

প্রসাদয়ে স্বামহমীশমীডাম ।

তৎ, হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি চ । সন্ধিরার্থঃ ।
প্রসভোক্তৌ হেতুঃ—তব মহিমানমিদঞ্চ বিশ্বরূপমজানতা
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন স্নেহেন বা যদুক্তমিতি । কিঞ্চ
যচ্চেতি । হে অচ্যুত ! যচ্চ পরিহাসার্থং ক্রীড়াदिषু
তিরস্কৃতোহসি, একঃ কেবলঃ সখীন্ বিনা রহসি স্থিতঃ
ইত্যর্থঃ । অথবা তৎসমক্ষঃ তেষাং পরিহসতাং সখীনাং
সমক্ষঃ পুরতোহপি, তৎসর্বমপরাধজাতং স্বামপ্রমেয়ম্
অচিন্ত্যপ্রভাবং কাময়ে কমাং কারয়ামি ॥ ৪১-৪২

টীকা—অচিন্ত্যপ্রভাবম্বেবাহ—পিতেতি । ন বিজ্ঞতে
প্রতিমা উপমা যস্ত সোহপ্রতিমস্তথাবিধঃ প্রভাবো যস্ত
তব হে অশ্রুতিমপ্রভাব ! ত্বমস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা
জনকোহসি ; অতএব পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ গুরোরপি গরীয়াশ্চ
গুরুতরঃ ; অতো লোকত্রয়েহপি স্বংসম এব তাবদস্ত্রো
নাস্তি । পরমেশ্বরস্তাত্মস্যাভাবাৎ স্ততোহভ্যধিকং পুনঃ কৃতঃ
স্যাৎ । যস্মাদেবং তস্মাদিতি । তস্মাদ্বামীশং জগতঃ
স্বামিনম্ ঈড্যং প্রসাদয়ে প্রসাদয়ামি । কথম, কায়ং

বিহার শয্যা আসন ভোজনকালে সকলের সমক্ষে অথবা একাকী
পরিহাসের জন্ত যে অনাদর করিয়াছি, তজ্জন্ত অচিন্ত্যপ্রভাবসম্পন্ন
তোমার নিকট কমা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪০-৪২

হে নিরূপম জ্যোতি ! তুমি স্বাবর-জন্ম লোকসকলের পিতা
এইজন্ত পূজনীয় ও গুরুতর । জিজ্ঞাসবনে তোমার সমতুল্য কেহ
নাই—তোমা হইতে অধিক অস্ত্র আর কোথায় থাকিবে ? ৪৩

হে জ্যোতির্ধর ! আমি ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণমনীয়, পূজ্য,
স্ততিযোগ্য তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি । পিতা যেমন পুত্রের,
সখা যেমন সখার, বজ্রত যেমন প্রিয়তমার অপরাধ কমা করেন,

পিত্তেব পুত্রস্ত সখেব সখ্যাঃ

প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহসি দেব সোচুম্ ॥ ৪৪

অদৃষ্টপূর্বং হ্রষিতোহস্মি দৃষ্টা

ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং

প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-

মিচ্ছামি স্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন

সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬

প্রণিধায় দণ্ডবল্লিপাত্য প্রণম্য প্রাকর্ষণেণ নম্রা, অতস্ত্বং
মমাপরাধং সোচুং ক্ষম্তমহসি । কস্য ক ইব পুত্রস্যাপরাধং
কুপয়া পিতা যথা সহতে, সখ্যামিস্যাপরাধং সখা
নিরূপাধিবদ্ধুর্থং সহতে, প্রিয়শ্চ প্রিয়ায়া অপরাধং
তৎপ্রিয়ার্থং যথা তদৎ ॥ ৪৩-৪৪

টীকা—এবং ক্রমাপয়িত্বা—প্রার্থয়তে—অদৃষ্টেতি
দ্বাভ্যাম্ । হে দেব ! পূর্বমদৃষ্টং তব রূপং দৃষ্টা হ্রষিতো
হস্টোহস্মি, তথা ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং প্রচলিতং,
তস্মাদ্ভয়ং ব্যথানিবৃত্তয়ে তদেব রূপং দর্শয় । হে দেবেশ !
হে জগন্নিবাস ! প্রসন্নো ভব ॥ ৪৫

টীকা—তদেব রূপং বিশেষয়ন্নাহ—কিরীটিনমিতি ।
কিরীটবস্ত্রং গদাবস্ত্রং চক্রহস্তঞ্চ স্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি । পূর্বং
যথা দৃষ্টবানস্মি তথৈব, অতঃ হে সহস্রবাহো ! হে
বিশ্বমূর্তে ! ইদং বিশ্বরূপম্ উপসংজ্ঞ্য তেনৈব কিরীটা-
দियুক্তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব আবির্ভব । তদনেন
ত্রীকৃষ্ণমর্জুনঃ পূর্বমপি কিরীটাदि-যুক্তমেব পশ্যতীতি

তদ্রূপ ভূমি আমার অপরাধ কমা কর ॥ ৪৪

হে দেব ! যে রূপ অগ্রে কখনও দেখি নাই, তাহা দেখিয়া
আমি পুলকিত (জট) হইতেছি । ত্রাসে আমার মন ভীত, তজ্জন্ত
আমার স্বধর সেই রূপ আমাকে প্রদর্শন করাও । হে দেবাধিপ !
হে বিশ্ব-নিলায় ! তুমি প্রসন্ন হও ॥ ৪৫

আমি কিরীটবিভূষিত, হস্তে গদা ও চক্র হস্তোদ্ভিত
তোমাকে দেখিতে অভিলাষ করিতেছি । হে সহস্রবাহো
বিশ্বরূপ ! সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর ॥ ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়া প্রসন্নেন তবাজুর্নৈদং

রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ ।

তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমাত্তং

যস্মৈ হৃদন্তেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭

ন বেদ-যজ্ঞাধ্যয়নৈন দানৈ-

ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ ।

এবংরূপঃ শক্য অহং নুলোকে

দৃষ্টুং হৃদন্তেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়তাবো

দৃষ্ট্ৱা রূপং ঘোরমীদৃচ্ছমমেদম্ ।

গম্যতে । যন্তু পূর্বমুক্তং বিশ্বরূপদর্শনে “কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ পশ্যামী”তি তদ্বৎকিরীটাচ্ছভিপ্রায়েণ । যদ্বা এতাবন্তু কালং যং হং কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ স্প্রসন্নমপশ্যাম্, তমেবেদানীং তেজোরাশিং হুনিরীক্ষ্য পশ্যামীত্যেব তত্র বহুবচনব্যক্তিরিত্যবিরোধঃ ॥ ৪৬

টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্ তমাশাসয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ—ময়েতি ত্রিভিঃ । হে অর্জুন ! কিমিতি হং বিভেষি ? যতো ময়া প্রসন্নেন রূপয়া তবেদং পরমুত্তমং রূপং দর্শিতম্ ; আত্মনো মম যোগাদ্ যোগমায়াসামর্থ্যাৎ । পরহমেবাহ—তেজোময়ং বিশ্বং বিশ্বাত্মকমনস্তমাত্তঞ্চ যন্তম রূপং হৃদন্তেন হৃদাশাস্ত্রজাদন্তেন ন পূর্বং দৃষ্টং তৎ ॥ ৪৭

টীকা—এতদর্শনমতিচূর্ণভং লব্ধ্বা হং কৃতার্থোহ-সীত্যাহ—ন বেদেতি । বেদাধ্যয়নব্যতিরেকেণ যজ্ঞা-ধ্যয়নস্তাভাবাৎ, যজ্ঞশব্দেন যজ্ঞবিভাগঃ কল্পসূত্রোক্তা লক্ষ্যতে । বেদানাং যজ্ঞবিদ্যানাঞ্চাধ্যয়নৈরিত্যর্থঃ । ন চ দানৈঃ, ন চ ক্রিয়াভির্নগ্নিহোত্রাদিভিঃ, ন চোগ্রৈস্তপো-

৪৭বান্ বলিলেন,—আমি প্রসন্ন হইয়া যোগমায়াবলে তোমার নিকটে এই ক্রোড়িখ্য সীমাস্ত্র প্রথম অভূতম বিশ্বরূপ দেখাইলাম । তুমি ভিন্ন অন্য কেহ আর এ রূপ দর্শন করে নাই ॥ ৪৭

হে কুরুসত্তম ! বেদপাঠ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ও কঠোর তপস্তার দ্বারা ও তুমি ব্যতীত মনুজলোকে কেহ আমাকে দেখিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪৮

ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনঃ

তদেব মে রূপমিদং প্রপশু ॥ ৪৯

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা

স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং

ভৃষা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০

অর্জুন উবাচ ।

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনাৰ্দন ।

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

ভিশ্চাল্পায়ণাদিভিরেবংরূপোহং হৃদোহন্তেন মনুজলোকে দৃষ্টুং শক্যঃ । অপি তু স্বমেব কেবলং মৎপ্রসাদেন দৃষ্ট্ৱা কৃতার্থোহসি ॥ ৪৮

টীকা—এবমপি চেত্তবেদং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্ৱা ব্যথা ভবতি, তর্হি তদেব রূপং দর্শয়ামীত্যাহ—মা তে ইতি । ঈদৃক্ ঈদৃশং ঘোরং মদীয়ং রূপং দৃষ্ট্ৱা তে ব্যথা মান্ত, বিমূঢ়ঞ্চ মান্ত । বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনঃ তদেবেদং মম রূপং প্রকর্ষণে পশু ॥ ৪৯

টীকা—এবমুক্ত্বা প্রোক্তনমেব রূপং দর্শিতবানিতি সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি । শ্রীবাসুদেবোহর্জুনমেবমুক্ত্বা, যথা পূর্বমাসীত্তথৈব কিরীটগদাদিযুক্তং চতুর্ভূজং স্বীয়ং রূপং পুনর্দর্শয়ামাস । এনমর্জুনং ভীতমেব প্রসন্নবপুর্ভৃষা পুনরপ্যাশ্বাসিতবান্ । মহাত্মা বিশ্বরূপঃ রূপালুরিতি বা ॥ ৫০

টীকা—ততো নির্ভয়ঃ সন্নর্জুন উবাচ—দৃষ্টেদমিতি ।

এবমিধ ভীষণ উগ্র আমার এই রূপ দর্শনে তোমার পীড়া ও বিমূঢ়তাব দূর হউক । তুমি সন্তুষ্টচিত্তে আমার চতুর্ভূজরূপ অবলোকন কর ॥ ৪৯

সঞ্জয় বলিলেন,—বাসুদেব অর্জুনকে এই কথা বলিয়া আপনার চতুর্ভূজ রূপ দর্শন করাইলেন । অনন্তর বাসুদেব শাস্তমুর্তি হইয়া পুনর্বীর অর্জুনকে প্রবোধিত করিলেন ॥ ৫০

অর্জুন বলিলেন,—হে জনাৰ্দন ! তোমার এই সদাপ্রসন্ন

শ্রীভগবানুবাচ ।

সুহৃদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম ।

দেবা অপ্যস্তু রূপস্তু নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫২

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্জয়া ।

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩

ভক্ত্যা হনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরস্তপ ॥ ৫৪

সচেতাঃ প্রসন্নচিত্ত ইদানীং সংব্রুতো জাতোহস্মি ; প্রকৃতিং
স্বান্ধ্যাঞ্চ প্রাপ্তোহস্মি । শেষং স্পষ্টম্ ॥ ৫১

টীকা — স্বকৃতশ্রামগ্রহশ্রুতিতুল্যভাঙ্গ দর্শয়ন
শ্রীভগবানুবাচ—সুহৃদর্শমিতি । যন্মম বিশ্বরূপং দৃষ্টবানসি
ইদং সুহৃদর্শমত্যন্তং দ্রষ্টুমশক্যম্ । অতো দেবা অপ্যস্তু
রূপস্তু নিত্যং সর্বদা দর্শনমিচ্ছন্তি কেবলং ন পুনরিদং
পশ্যন্তি ॥ ৫২

টীকা—তত্র হেতুমাহ—নাহমিতি । স্পষ্টার্থঃ ॥ ৫৩

টীকা—তর্হি কেনোপায়েন দ্রষ্টুং শক্য ইতি তত্রাহ
ভক্ত্যা হিতি । অনন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া ভক্ত্যা তু এবমুতো
বিশ্বরূপোহহং, তত্বেন পরমার্থতো জ্ঞাতুং শক্যঃ, শাস্ত্রতো

মাহুযরূপ দর্শন করিয়া অধুনা আমি স্ফুটচিত্ত ও স্বাভাবিক অবস্থা
প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৫১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমার এই অত্যন্ত দুর্নিরীক্ষ্য যে রূপ
তুমি দেখিলে, দেবগণও নিত্য এই রূপ দর্শন করিবার অভিলাষ
করেন ॥ ৫২

তুমি যে রূপ দর্শন করিলে এ রূপ কেহ বেদপাঠ, তপশ্শা,
দান, যজ্ঞ প্রভৃতির দ্বারা দেখিতে সমর্থ হয় না ॥ ৫৩

শ্রীময়্যহমি বেদব্যাগবিরচিত শতসাহস্রা সংচিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্কাস্তগত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে
ব্রহ্মবিজ্ঞাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

মৎকর্ম্মকৃৎপরমো মন্তুজ্ঞঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু

ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

বিশ্বরূপদর্শনযোগো নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥

ভীষ্মপর্বণি তু পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

দ্রষ্টুং, প্রত্যক্ষতঃ প্রবেষ্টুঞ্চ তাদাত্মো ন শক্যো নাস্তৈ-
রূপায়েঃ ॥ ৫৪

টীকা—অতঃ সর্বশাস্ত্রার্থসারং পরমং রহস্যং শৃণ্বিত্যাহ
—মৎকর্ম্মকৃদিতি । মদর্থং কর্ম্ম করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ,
অহমেব পরমঃ পুরুষার্থো যস্ত সং, মমৈব ভক্তো মামে-
বাশ্রিতঃ, পুত্রাদিষু সঙ্গবর্জিতঃ, নির্বৈরশ্চ সর্বভূতেষু,
এবমুতো যঃ স মাং প্রাপ্নোতি নাস্ত ইতি ॥ ৫৫

দেবৈরপি সুহৃদর্শং তপোযজ্ঞাদিকোটিভিঃ ।

ভক্তায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ং ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াম্
বিশ্বরূপদর্শনং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১

হে পরস্তপ অর্জুন ! আমাতে একনিষ্ঠা ভক্তির দ্বারাই এই
রূপ পরমার্থতঃ অবগত হইতে, দেখিতে এবং প্রবেশ করিতে
সমর্থ হয় ॥ ৫৪

হে পাণ্ডব ! যিনি আমার জন্ত কর্ম্ম করেন, আমাতে অত্যন্ত
আসক্তচিত্ত, আমার ভক্ত, পুত্রকলত্রাদি বিষয়সঙ্গ-বিরহিত,
সকলভূতে বৈরতাবর্জিত, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৫৫

ষট্টিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমন্তগবদগীতায়াং দ্বাদশোহধ্যায়ঃ)

[সাকার-নিরাকারোপাসকানাং শ্রেষ্ঠত্বনির্ণয়ঃ, ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়স্ত, ভগবৎপ্রাপ্তপুরুষলক্ষণানাঞ্চ বর্ণনম্ ।]

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্তাং পর্যুপাসতে ।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিন্দমাঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময্যাবেশে মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাশ্চে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২

-নিষ্ঠাগোপাসনশ্চৈব সগুণোপাসনস্য চ ।

শ্রেয়ঃ কতরদিত্যেতদ্বর্ণিতং দ্বাদশোদ্যমঃ ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে “মৎকর্ম্মকৃৎপরমো মন্তুঃ” ইত্যেবং ভক্তি-
নিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্, ‘কৌন্তেয়! প্রতিজ্ঞানীহি’ ইত্যাদিনা
চ তত্র তস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বং নির্ণীতম্, তথা “তেষাং জ্ঞানী
নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে” ইত্যাদিনা, “সর্বং জ্ঞান-
প্রবেনৈব বৃজ্জিনং সন্তুরিষ্যসি” ইত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠস্য
শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্। এবমুভয়োঃ শ্রৈষ্ঠ্যেহপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া
ভগবন্তঃ প্রতি অর্জুন উবাচ—এবমিতি । এবং সর্ব-
কর্ম্মার্পণাদিনা সততং যুক্তান্তর্নিষ্ঠাঃ সন্তো যে ভক্তাস্তাং
বিশ্বরূপং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিং পর্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি । যে
চাপ্যক্ষরং ব্রহ্মাব্যক্তং নিবিশেষমুপাসতে, তেষামুভয়েষাং
মধ্যে কেহতিশয়েন যোগবিদোহতিশ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ ॥ ১

টীকা—তত্র প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যন্তরং শ্রীভগবানুবাচ
—ময়ীতি । ময়ি পরমেশ্বরে সর্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্টে

দ্বাদশ অধ্যায় ।

[সাকার-উপাসক ও নিরাকার উপাসকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়
এবং ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় ও ভগবৎপ্রাপ্ত পুরুষগণের লক্ষণবর্ণন ।]

অর্জুন বলিলেন,—এইরূপ নিরন্তর তোমাতে আসক্ত হইয়া
যে ভক্তগণ তোমাকে সর্বতোভাবে আরাধনা করেন, আর
ঐহারা নিবিশেষ অক্ষর ব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের
মধ্যে কাহারো অতিশয় প্রধান ? ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমাতে মন আবিষ্ট করত নিত্য
অমরুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধাসম্পন্ন ঐহারা আমাকে সেবা করেন,
তাঁহারা ই যুক্ততম (শ্রেষ্ঠতম) এই আমার অভিমত ॥ ২

যে স্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে ।

সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতিহুঃখং দেহবন্তিরবাপ্যতে ॥ ৫

মন আবেশ্য একাগ্রং কৃৎস্না নিত্যযুক্তা মদর্থকর্ম্মানুষ্ঠানাদিনা
মগ্নিষ্ঠাঃ সন্তোঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তা যে মাং আরাধয়ন্তি, তে
যুক্ততমা মমাভিমতাঃ ॥ ২

টীকা—তর্হীতরে কিং ন শ্রেষ্ঠা ইত্যত আহ—যে
স্থিতি দ্বাভ্যাম্। যে স্বক্ষরং পর্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি, তেহপি
মামেব প্রাপ্নুবন্তীতি দ্বয়োঃ ধ্রুবঃ । অক্ষয়স্ত লক্ষণমাহ
অনির্দেশ্যমিত্যাদি । অনির্দেশ্যশব্দেন নির্দেশ্যমশক্যং
যতোহব্যক্তং রূপাদিহীনং, সর্বত্রগং সর্বব্যাপি অব্যক্ত-
ত্বাদেবাচিন্ত্যং কূটস্থং কূটে মায়াপ্রপঞ্চে স্থিতমধিষ্ঠানশ্চে-
নাবস্থিতম্ অচলং স্পন্দনরহিতম্ অতএব ধ্রুবং নিত্যং
বুদ্ধাদিরহিতম্ । স্পষ্টমন্তঃ ॥ ৩-৪

টীকা—নহু চ তেহপি চেৎ স্বামেব প্রাপ্নুবন্তি
তর্হীতরেষাং যুক্ততমত্বং কুত ইত্যপেক্ষায়াঃ ক্লেশাক্লেশ-
কৃতং বিশেষমাহ — ক্লেশ ইতি ত্রিভিঃ । অব্যক্তে
নিবিশেষেহক্ষরে আসক্তং চেতো যেষাং তেষাং ক্লেশো-

এবং সর্বত্র সমবুদ্ধি, সকল স্থানে, সকল দিকে, সকল বিষয়ে
একমাত্র আমি আছি, ‘বাসুদেব সমস্ত’ এইরূপ সমান বুদ্ধিসম্পন্ন,
ঐহারা ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া অবর্ণনীয়, রূপাদি বিদ্রহিত,
সর্বব্যাপী, অভাবনীয় অধিষ্ঠানরূপে মায়াপ্রপঞ্চে স্থিত, স্পন্দন—
পরিশূন্য, ধ্রুব, নিত্য বুদ্ধাদি রহিত, অক্ষরকে ধ্যান করেন—
সর্বভূত কল্যাণকামী তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৩-৪

সেই নিষ্ঠগব্রহ্মে আসক্তচিত্তগণের নিরতিশয় পীড়া ও হুঃখ
হয়, যেহেতু দেহাভিমানিগণের অব্যক্তনিষ্ঠা কষ্টের সহিতই লাভ
হয় ॥ ৫

যে তু সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংশ্ৰুস্ত মৎপরাঃ ।
 অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬
 তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।
 ভবামি নচিরাং পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭
 ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
 নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

ইধিকতরঃ, হি যস্মাদব্যক্তবিষয়া গতির্নিষ্ঠা দেহাভিমানিভি-
 হুঃখং যথা ভবতি এবমবাপ্যতে । দেহাভিমানিনাং
 নিত্যং প্রত্যক্প্রবণত্বস্তু দুর্ঘটত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫ মন্তুস্তানাস্ত
 মৎপ্রসাদাদন্যাসেনৈব সিদ্ধির্ভবতীত্যাহ — যে স্থিতি
 জ্ঞাত্যাম্ । যে ময়ি পরমেশ্বরে সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সংশ্ৰুস্ত
 সমর্প্য মৎপরা ভূত্বা মাং ধ্যায়ন্তঃ অনন্তেন ন বিচ্ছতেহস্তো
 ভজনীয়ো যস্মিন্শ্চেনৈবৈকান্তভক্তিযোগেনোপাসত
 ইত্যর্থঃ ॥ ৬ তেষামিতি এবং ময্যাবেশিতং চেতো যৈস্তেষাং
 মৃত্যুযুক্তাং সংসারসাগরাদহং সমাগ্ধ্বর্ত্তা অচিরেণৈব
 ভবামি ॥ ৭

টীকা—যস্মাদেবং তস্মান্ময্যেবেতি । ময্যেব সঙ্কল্প-
 বিকল্পাত্মকং মন আধৎস্ব স্থিরীকুরু ; বুদ্ধিমপি ব্যবসায়-
 আশ্রিত্যং ময্যেব নিবেশয় । এবং কুর্ব্বন্ মৎপ্রসাদেন
 লব্ধজ্ঞানঃ সন্ অত উদ্ধং দেহান্তে মরণান্তরং ময্যেব
 নিবসিষ্যসি নিবৎস্বসি মদান্না বাসং করিষ্যসি ; নাত্র
 সংশয়ঃ । তথাচ শ্রুতিঃ ;—“দেহান্তে দেবস্তারকং পরং
 ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে” ইতি ॥ ৮

টীকা—অত্রাশঙ্কং প্রতি শৃঙ্গমোপায়মাহ—অথেতি ।

আর যাহারা আমাতে লৌকিক বৈদিক নিখিলকর্ম্ম সমর্পণ-
 পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিযোগের সহিত আমাকে
 ধ্যানপূর্ব্বক সেবা করেন, হে পার্থ! আমাতে আবিষ্টচিত্ত
 তাঁহাদের মৃত্যুগ্রস্ত সংসার-সাগর হইতে অতিগত্বর সমাগ্রূপে
 উদ্ধার করি ॥ ৬-৭

অতএব আমাতেই সংকল্প বিকল্পাত্মক মন স্থির কর, আমাতে
 ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নিবেশ কর, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতেই
 নিবাস করিবে ॥ ৮

হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে চিত্ত স্থিরভাবে সমাধান করিতে

অথ চিন্তাংসমাধাতুং ন শক্লোষি ময়ি স্থিরম্ ।
 অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপুং ধনঞ্জয় ॥ ৯
 অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মৎকর্ম্মপরমো ভব ।
 মদর্থমপি কৰ্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্যসি ॥ ১০
 অথৈতদপ্যাশক্তোহসি কতুং মদযোগমাত্মিতঃ ।
 সর্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যত্নান্ববান্ ॥ ১১

স্থিরং যথা ভবত্যেবং ময়ি চিন্তাং ধারয়িতুং যদি শক্তো ন
 ভবসি, তর্হি বিক্ষিপ্তং চিন্তাং পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদমু-
 শ্রবণলক্ষণে যোহভ্যাসযোগন্তেন মাং প্রাপু মিচ্ছ প্রযত্নং
 কুরু ॥ ৯

টীকা—যদি পুনর্নৈবং তত্রাহ—অভ্যাস ইতি । যদি
 পুনরভ্যাসেহপ্যসক্তোহসি, তর্হি মৎপ্রীত্যর্থানি যানি কৰ্ম্মাণি
 একাদশ্যুপবাসব্রতপূজাপরিচর্য্যানামসংকীর্ণনাদীনি তদমু-
 ষ্টানমেব পরমং যত্ন তাদৃশো ভব, এবমুতানি কৰ্ম্মাণ্যপি
 মদর্থং কুর্ব্বন্ মোক্ষং প্রাপ্যসি ॥ ১০

টীকা — অত্যন্তং ভগবদ্ব্যঙ্গপরিনিষ্ঠায়ামপ্যাশক্তস্ত
 পক্ষান্তরমাহ—অথেতি । যত্তেতদপি কতুং ন শক্লোষি,
 তর্হি মদযোগং মদেকশরণত্বমাত্মিতঃ সন্ সর্ব্বেষাং দৃষ্টা-
 দৃষ্টার্থানামাবশ্যকানাঞ্চাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণাং ফলানি নিয়ত-
 চিন্তো ভূত্বা পরিত্যজ । এতদ্ব্যক্তং ভবতি, ময়া তাবদী-
 শ্রাজ্ঞয়া যথাশক্তি কৰ্ম্মাণি কৰ্ত্তব্যানি । ফলং তাবৎ
 পুনর্দৃষ্টমদৃষ্টং বা পরমেশ্বরাধীনমিত্যেবং ময়ি ভারমারোপ্য
 ফলাসক্তিং পরিত্যজ্য বর্ত্তমানো যদি তর্হি মৎপ্রসাদেন
 কৃতার্থো ভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ১১

না পার, তাহা হইলে নাম জপ, নামকীর্ণনের অভ্যাসের দ্বারা
 আমাকে লাভ করিতে প্রযত্ন কর ॥ ৯

যদি ইহাতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমার প্রীতির অঙ্গ
 যজ্ঞ দান তপস্যা কর! আমার প্রীতিপ্রদ একাদশীর উপবাস,
 ব্রত, পূজা, পরিচর্যা সেবা নামকীর্ণনাদি কর্ম্ম সকল একান্তভাবে
 করিতে থাক—ইহার দ্বারাও মুক্তিলাভ করিবে ॥ ১০

যদি ইহাও না করিতে পার, তাহা হইলে আমার শরণ-
 আশ্রয়পূর্ব্বক সংযতচিত্ত হইয়া দৃষ্টাদৃষ্ট অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্ম্মের
 ফল পরিত্যাগ কর ॥ ১১

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদধ্যানং বিশিষ্টতে ।

ধ্যানং কর্মফলভ্যাগভ্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২

অদ্বৈষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

ময্যাপিতমনোবুদ্ধির্যো মন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪

টীকা—তমিমং ফলভ্যাগং স্তৌতি—শ্রেয় ইতি ।

সমাগ্জ্ঞানরহিতাদভ্যাসাদযুক্তিসহিতোপদেশপূর্বকং জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং, তস্মাদপি তৎপূর্বকং ধ্যানং বিশিষ্টং ভবতি । “ততস্ততং পশুতি নিকলং ধায়মানঃ” ইতি শ্রুতেঃ । তস্মাদপ্যুক্তলক্ষণঃ কর্মফলভ্যাগঃ শ্রেষ্ঠঃ, তস্মাদেবভূতাং কর্মফলভ্যাগাং কর্মসু কৃতফলেষু চাসক্তিনিবৃত্ত্যা মৎপ্রসাদেন সমনস্তরমেব সংসারশান্তির্ভবতি ॥ ১২

টীকা—এবভূতস্ত ভক্তস্য ক্ষিপ্ৰমেব পরমেশ্বর-প্রসাদহেতুর্ন ধর্ম্মানাহ—অদ্বৈষ্টেত্যষ্টভিঃ । সর্বভূতানাং যথাযথমদ্বৈষ্টা মৈত্রঃ করুণশ্চ,—উত্তমেষু দ্বৈষশূন্যঃ সমেষু মিত্রতয়া বর্ততে ইতি মৈত্রঃ, হীনেষু কৃপালুরিত্যর্থঃ । নির্মমো নিরহঙ্কারশ্চ কৃপালুত্বাদেবাষ্টৈঃ সহ সমে সুখ-দুঃখে যস্য সঃ, ক্ষমী ক্ষমাশীলঃ । সন্তুষ্ট ইতি । সততং লাভেহলাভে চ সন্তুষ্টঃ সুপ্রসন্নচিত্তঃ যোগী অপ্রমত্তঃ যতাত্মা সংযতস্বভাবঃ দৃঢ়ো মদ্বিষয়ে নিশ্চয়ে যস্ত, ময্যাপিতে মনো-বুদ্ধী যেন এবভূতো যো মন্তুক্তঃ, স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৩-১৪

সমাগ্জ্ঞান রহিত অভ্যাস অপেক্ষা যুক্তিসহিত উপদেশপূর্বক জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান অপেক্ষা কর্মফল ভ্যাগ প্রধান, ভ্যাগের পরেই শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১২

সর্বভূতে উত্তমেষু দ্বৈষশূন্য, সমানগণের সহিত মিত্রতা, হীনে কৃপালু, ‘আমার আমার’ এ মমতা রহিত, অহঙ্কার (আমি কর্তা এই অভিমান) বর্জিত, সুখদুঃখে সমান ক্ষমাশীল, সতত লাভ অলাভে সুপ্রসন্নমনা, যোগপরায়ণ, সংযতচিত্ত, আমার বিবয়ে যার দৃঢ়নিশ্চয় অর্থাৎ ভগবদ্ আরাধনার দ্বারা আমি নিশ্চয়ই সংসার-সমুদ্র পার হইয়া পরমানন্দ লাভ করিব এরূপ নিশ্চয়বিশিষ্ট, আমাতে অপিত মনবুদ্ধি যে ভক্ত, তিনি আমার প্রিয় । (অর্থাৎ সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনের দ্বারা আমার লীলাচিন্তাকারী এবং নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধির দ্বারা ধ্যানপরায়ণ) ॥ ১৩-১৪

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকে লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।

হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগমুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।

সর্বান্নস্তপরিত্যাগী যো মন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬

যো ন হ্রস্বতি ন দ্বৈষ্টি ন শোচতি ন কাজ্জতি ।

যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

টীকা—কিঞ্চ যস্মাদিতি । যস্মাৎ সকাশাৎ লোকে জনঃ নোদ্বিজতে ভয়শঙ্কয়া সংকোভং ন প্রাপ্নোতি, যশ্চ লোকাৎ নোদ্বিজতে যশ্চ স্বাভাবিকৈর্হর্ষাদিভিমুক্তঃ, তত্র হর্ষঃ যস্ত ইষ্টার্থলাভে উৎসাহঃ, অমর্ষঃ পরস্ত লোভে অসহনং, ভয়ং ভ্রাসং, উদ্বৈগো ভয়াদিনিমিত্তচিত্তকোভঃ, এতৈর্বিমুক্তো যো মন্তুক্তঃ, স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

টীকা—কিঞ্চ অনপেক্ষ ইতি । অনপেক্ষো যদৃচ্ছয়ো-পস্থিতেহপ্যর্থ নিঃস্পৃহঃ, শুচির্বাভ্যাস্তরশৌচসম্পন্নঃ, দক্ষোহনলসঃ, উদাসীনঃ পক্ষপাতরহিতঃ, গতব্যথঃ আধিশূন্যঃ সর্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থান্ আরন্তানুত্তমান্ পরিত্যক্তুং শীলঃ যস্ত সঃ এবভূতঃ সন্ যো মন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬

টীকা—কিঞ্চ য ইতি । প্রিয়ং প্রাপ্য যো ন হ্রস্বতি, অপ্রিয়ং প্রাপ্য যো ন দ্বৈষ্টি, ইষ্টার্থনাশে সতি যো ন শোচতি, অপ্রাপ্তমর্থং যো ন কাজ্জতি, শুভাশুভে পুণ্য-পাপে পরিত্যক্তুং শীলঃ যস্ত সঃ, এবভূতো ভূত্বা যো মন্তুক্তিমান্, স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

যাহা হইতে লোক উৎকণ্ঠিত হয় না, যিনি লোক কর্তৃক ভীত হন না এবং যিনি উদ্ভাস, বিদ্বৈষ, ভ্রাস ও উৎকণ্ঠা মুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৫

যিনি নিঃস্পৃহ, বাহ্যভাস্তর শৌচসম্পন্ন, অনলস, পক্ষপাত-বিরহিত, আধিশূন্য, দৃষ্ট অদৃষ্ট সমস্ত উত্তমপরিত্যাগী (সংসার বিষয়ে ; ভগবৎসেবা-লোককল্যাণাদিতে নয়) যিনি আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৬

যিনি প্রিয় প্রাপ্ত হইয়া ক্ষেপ্ত হন না, অপ্রিয় প্রাপ্ত হইলেও ভেদ করেন না, ইষ্টার্থ নাশেও শোক করেন না, অপ্রাপ্ত অর্থ আকাজ্জা করেন না, পুণ্য পাপ পরিত্যাগপরায়ণ—এরূপ হইয়া যিনি আমাতে ভক্তিমান্, তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮

তুল্যানিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়া নরঃ ॥ ১৯

যে তু ধর্মায়তমিদং যথোক্তং পশ্যুপাসতে ।

অন্ধধানা মৎপরমা ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০

টীকা—কিঞ্চ সম ইতি । শত্রৌ চ মিত্রে চ সম একরূপঃ মানাপমানযোরপি তথা সম এব হর্ষবিষাদশূন্য ইত্যর্থঃ, শীতোষ্ণয়োঃ সুখ-দুঃখয়োশ্চ সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ কচিদপ্য-নাসক্তঃ । কিঞ্চ তুল্যা নিন্দা স্তুতিশ্চ যন্ত সং । মৌনী সংযতবাক্, যেন কেনচিৎ যথালঙ্কেন সন্তুষ্টঃ অনিকেতো নিয়তবাসশূন্যঃ, স্থিরমতিঃ ব্যবস্থিতচিত্তঃ, এবন্ততো মন্তুক্তিমান্ যঃ, স নরো মম প্রিয়ঃ ॥ ১৮-১৯

টীকা—উক্তং ধর্মজাতং সফলমুপসংহরতি যে দ্বিতি ।

মান সত্তম কিছুতেই চিত্ত আসক্ত নয়, স্ততি নিন্দায় সমান ভাবগ্রহণকারী, যৌনব্রতী, যথালভে সন্তুষ্ট, নির্দিষ্ট বাসস্থান-শূন্য, আমাতে উত্তমরূপে নিবিষ্টচিত্ত ভক্তিমান্ মানব আমার প্রিয় ॥ ১৮-১৯

ইতি ভীষ্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী-সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্বাস্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞাবিষয়ক

যোগশাস্ত্রে ভক্তিযোগনামক দ্বাদশ অধ্যায়ঃ ॥

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ)

[জ্ঞানসহিতক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ কথনম্, প্রকৃতি-পুরুষয়োশ্চ নিরূপণম্ ।]

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে

টীকা—“ভক্তানামহমুদ্বর্ত্তা সংসারাদিত্যবাদি যৎ ।

ত্রয়োদশেহং তৎসিদ্ধৌ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্ঘাতে ॥

“তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ । ভবামি নচিরাং পার্থঃ” ইতি পূর্বং প্রতিজ্ঞাতং ; ন চাত্মজ্ঞানং বিনা সংসারোদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতি-পুরুষবিবেকাদ্যায় আরম্ভ্যতে ; তত্র যৎ সপ্তমাধ্যায়ে

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[জ্ঞানের সহিত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় কথন এবং প্রকৃতি ও পুরুষের নিরূপণ ।]

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যং ভীষ্মপর্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুপনিষৎ

ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥

ভীষ্মপর্বনি তু ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

যথোক্তমুক্তপ্রকারং ধর্মমেবামৃতম্ অমৃতত্বসাধনত্বাৎ, ধর্ম্যা-মৃতমিতি কেচিৎ পঠন্তি । যে তত্বপাসতে অমৃততিষ্ঠন্তি, অন্ধাং কুব্বন্তো মৎপরমাশ্চ সন্তো মন্তুক্তান্তেহতীব মে প্রিয়া ভবন্তি ইতি ॥ ২০

দুঃখমবাক্তবৈশ্বৈতদ্বহুবিষ্মমতো বৃধেঃ ।

সুখং কৃষ্ণপদান্তোজ্জভক্তিসংপথমাশ্রয়েৎ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরশ্রামিকৃতটীকায়াং

ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২

যাহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ এই ধর্মায়ত শ্রবণপুটে পান করেন, প্রকাবিশিষ্ট, আমাতে অত্যন্ত আসক্ত সেই ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ২০

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাজ্ঞঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১

অপরা পরা চেতি প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং তয়োর্বিবেকাজীব-ভাবমাপন্নস্ত চিদংশস্তায়াং সংসারঃ, যাভ্যাক জীবোপ-ভোগার্থমীশ্বরস্ত সৃষ্টাদিষু প্রবৃত্তিস্তদেব প্রকৃতিদ্বয়ং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞশব্দবাচ্যং পরস্পরবিবিক্তং তদ্বতো নিরূপয়িত্বান্ শ্রীভগবানুবাচ — ইদমিতি । ইদং ভোগায়তনশরীরং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে সংসারস্ত প্ররোহভুমিষাৎ, এতদ্ যো

‘অর্জুন বলিলেন—হে কেশব ! প্রকৃতি পুরুষ এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ ও জ্ঞান জ্ঞেয় কি ? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১

ক্ষেত্রজ্ঞঃ চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োৰ্জ্ঞানং যৎ তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ২

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ ।

স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩

বেত্তি অহং মমেতি মন্ততে, তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রোক্তঃ, কৃষীবল-
বন্তং ফলভোক্তৃৎ ৷; তদ্বিৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রয়োৰ্বিবেকজ্ঞাঃ ॥ ১

টীকা—তদেবং সংসারিণঃ স্বরূপমুক্তিমিদানীং তত্শ্রব-
পারমার্থিকসংসারিস্বরূপমাহ—ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। তৎ কঃ স্বঃ
সংসারিণং জীবং বস্ততঃ সর্বক্ষেত্রেষুগতং মামেব বিদ্ধি
“তত্ত্বমসি” ইতি ঋতুপলক্ষিতেন চিদংশেন মঙ্গ্রপশ্রোক্ত-
ত্বাৎ । আদরার্থমেতজ্জ্ঞানং স্তোতি—ক্ষেত্রক্ষেত্রয়ো-
ৰ্যদ্বৈলক্ষণেন জ্ঞানং তদেব মোক্ষহেতুত্বাৎ জ্ঞানমিতি
মম মতম্ ; অন্তত্বু বৃথা পাণ্ডিত্যং বন্ধনহেতুত্বাদিত্যর্থঃ ।
তদ্বক্তং,—তৎ কৰ্ম যন্ন বন্ধায় সা বিজ্ঞা যা চ মুক্তয়ে ।
আয়াসায়াপরং কৰ্ম বিজ্ঞাত্যা শিল্পনৈপুণ্যম্ । ইতি ॥ ২

টীকা—অত্র যত্ত্বপি চতুর্বিংশতিভেদভিন্না প্রকৃতিঃ
ক্ষেত্রমিত্যভিপ্রোক্তং, তথাপি দেহরূপেণৈব পরিণতায়ামেব
তত্ত্বামহংভাবেন অবিবেকঃ স্মৃতি ইতি তদ্বিবেকার্থম্ “ইদং
শরীরং ক্ষেত্রজম্” ইত্যুক্তম্ ; তদেব প্রপঞ্চয়িত্বান্ প্রতি-
জ্ঞানীতে—তদ্বিতি। যদ্বক্তং ময়া ক্ষেত্রং তৎ ক্ষেত্রং
স্বরূপতো জড়ং দৃষ্টাদিস্বভাবং, যাদৃক্ যাদৃশং চেচ্ছাদি-
ধর্মকং, যদ্বিকারি যৈরিল্লিয়াদিকারৈর্ঘৃক্তং, যতশ্চ
প্রকৃতিপুরুষসংযোগান্তবতি, যদ্বিতি যৈঃ প্রকারৈঃ স্বাবর-
জজমানিভেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ, স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যঃ স্বরূপতঃ
যৎপ্রভাবঞ্চ অচিন্ত্যস্বার্থাযোগেন যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নস্তৎ
সর্বং সত্ত্বরূপতো মন্তঃ শৃণু ॥ ৩

টীকা—কৈঃ বিস্তরেণোক্তস্তায়ং সংক্ষেপ ইত্যপেক্ষা-
য়ামাহ—ঋষিভিরিতি । ঋষিভির্বিশিষ্টাদিভির্যোগশাস্ত্রেষু

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে কৌন্তেয় ! এই শরীর ক্ষেত্র বলিয়া
কথিত হইয়া থাকে—ইহা যিনি অবগত আছেন, তাঁহাকে
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিশেষিণ ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন ॥ ২

হে ভারত ! নিখিল ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ জানিবে ।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান, তাহা আমার লক্ষ্য ॥ ৩

সেই ক্ষেত্র স্বরূপতঃ জড় দৃষ্টাদিস্বভাব, যাদৃশ ইচ্ছাদি ধর্মক,

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪

মহাত্মাত্মহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যাক্তমেব চ ।

ইল্লিয়াগি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেল্লিয়গোচরাঃ ॥ ৫

ধ্যানধারণাদিবিষয়ত্বেন বৈরাজাদিরূপেণ বহুধা গীতং
নিরূপিতম্ । বিবিধৈর্বিচিত্রৈর্নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যকর্মাদি-
বিষয়েষু ছন্দোভির্বেদৈর্নানাপুঞ্জীয়দেবতারূপেণ গীতং, ব্রহ্মণঃ
সূত্রৈঃ পদৈশ্চ ব্রহ্ম সূত্র্যাতে সূচ্যতে এভিরিতি ব্রহ্মসূত্র্যাগি
“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদীনি ওটঙ্ক-
লক্ষণপরাগি উপনিষদাক্যানি তথা ব্রহ্ম পণ্ডতে গম্যতে
সাক্ষাৎ জায়তে এভিরিতি পদানি স্বরূপলক্ষণপরাগি
“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদীনি তৈশ্চ বহুধা গীতম্ ।
কিঞ্চ হেতুমন্তিঃ “সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ, কথমসতঃ
সজ্জায়তে” ইতি । “তথা কো হেবাশ্রাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্রাৎ এষ হেবানন্দয়তি”
ইত্যাদিষু ক্রিমন্তিঃ । অশ্রাৎ অপানচেষ্টাৎ কঃ কূর্ঘ্যাৎ,
প্রাণ্যাৎ প্রাণব্যাপারং বা কঃ কূর্ঘাদিতি ইতিপদয়োর্থঃ ।
বিনিশ্চিতৈরুপক্রমোপসংহারৈরেকবাক্যাত্মা অসন্দ্বিগ্ধার্থ-
প্রতিপাদকৈরিত্যর্থঃ । তদেবমেতৈর্বিস্তরেণোক্তং দুঃসং-
গ্রহং সংক্ষেপতন্তুভ্যাং কথয়িত্বামি তৎ শৃণ্বিত্যর্থঃ । যদ্বা
“অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” ইত্যাদীনি ব্রহ্মসূত্র্যাগি গৃহ্যন্তে ;
তাশ্চৈব ব্রহ্ম পণ্ডতে নিশ্চর্যতে এভিরিতি পদানি
তৈর্হেতুমন্তিঃ “ঈক্ষতের্নাশকম্ আনন্দময়োহভ্যাসাৎ”
ইত্যাদিষু ক্রিমদভির্বিনিশ্চিতার্থৈঃ । শেষং সমানম্ ॥ ৪

টীকা—অত্র ক্ষেত্রস্বরূপমাহ—মহাত্মানীতি
দ্বাভ্যাম্ । মহাত্মানি ভূমাদীনি পঞ্চ, অহঙ্কারস্তংকারণ-
ভূতঃ, বুদ্ধিজ্ঞানাত্মকং মহত্ত্বম্, অব্যাক্তং মূলপ্রকৃতিঃ,
ইল্লিয়াগি দশ বাহ্যানি জ্ঞানকর্মেল্লিয়াগি, “জ্যোত্ৰ-

বেরূপ ইল্লিয়াগি বিকারযুক্ত প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন হয়
স্বাবর-জজমানি ভেদের দ্বারা ভিন্ন এবং বেরূপ প্রভাবসম্পন্ন, আমার
নিকট সংক্ষেপে তাহা জ্ঞাপন কর ॥ ৪

বিশিষ্টাদি ঋষিগণ যোগশাস্ত্রে ধ্যান-ধারণাদি বিষয়স্থ পুরস্কারে
বিরাটাদিরূপের বহু প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন । বিবিধ বিচিত্র
নিত্য-নৈমিত্তিক কাম্য-কর্ম বিষয়ে বিভিন্ন বেদ নানা পুঞ্জীয়

ইচ্ছা হেথঃ স্থখং দুঃখং সজ্জাতশ্চেতনাদ্বিতিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬

অমানিষ্মদস্তিষ্মমহিংসা কাস্তিরার্জবম্ ।

আচার্যোপাসনং শৌচং স্বেধ্যমাশ্বিনিগ্রহঃ ॥ ৭

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিহুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮

স্বপ্ন-জাগ-দৃগ্-জিহ্বা-বাগ্-দোর্মোটাজি-পায়বঃ” ইতি ।
একঞ্চ মনঃ । ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ পঞ্চ তন্মাত্ররূপা এব । শব্দাদয়
আকাশাদি বিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্ত ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ
তদেব চতুর্বিংশতিতত্ত্বানুক্রান্তানি । ইচ্ছতি । ইচ্ছাদয়ঃ
প্রসিদ্ধাঃ, সজ্জাতঃ শরীরং, চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ,
ধৃতিঃ ধৈর্যম্—এতে চেষ্টাদয়ো দৃষ্টত্বান্নাত্মত্বা অপি তু
মনোধর্ম্মা এব; অতঃ ক্ষেত্রাস্ত্রঃপাতিন এব, উপলক্ষণকৈতৎ
সঙ্কল্পাদীনাম্ । তথাচ ঋতিঃ “কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা
প্রজ্ঞাহিংস্রা ধৃতিরধৃতিহ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব”
ইতি । অনেন যাদৃগ্গতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মা দর্শিতাঃ ।
এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারমিন্দ্রিয়াদিবিকারসহিতং সংক্ষেপেণ
তুভ্যং মযোক্তমিতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ ॥ ৫-৬

টীকা—ইদানীমুক্তলক্ষণং ক্ষেত্রাদতিরিক্ততয়া জ্ঞেয়ং
শুদ্ধং ক্ষেত্রজং বিস্তরেণ বর্ণয়িত্ব তত্ত্বজ্ঞানসাধনাত্মক—
অমানিষ্মমিতি পঞ্চভিঃ । অমানিষ্মং স্বগুণপ্রাধারাহিত্যম্,
অদস্তিষ্মং দন্তরাহিত্যম্, অহিংসা পরপীড়াবর্জনম্, কাস্তিঃ
সহিষ্মত্বম্, আর্জবম্ অবক্রতা, আচার্যোপাসনং সৎগুরু-
সেবা, শৌচং বাহ্যমভ্যন্তরঞ্চ, তত্র বাহ্যং যজ্ঞলাদিনা,
আভ্যন্তরঞ্চ রাগাদিমলকালনম্ । তথাচ স্মৃতিঃ—শৌচঞ্চ
দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমভ্যন্তরং তথা । যজ্ঞলাভ্যাং স্মৃতং
বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্থতাস্তরম্ ॥” ইতি । স্বেধ্যং সন্ন্যাসার্গে

দেবতারূপে গীত হইয়াছে, নিশ্চিত অর্থ প্রতিপাদক মুক্তিযুক্ত
ব্রহ্মসূচক তটস্থলক্ষণপর উপনিষদ্বাক্যসকল ও স্বরূপ লক্ষণ-
বিষয়ক ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম’ ইত্যাদি পদের দ্বারা বহু প্রকারে
কথিত হইয়াছে ॥ ৫

ক্ৰিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাদ্রুত ;
অহঙ্কার বুদ্ধি অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি) প্রোক্ত অক চক্ষু জিহ্বা ভ্রাণ
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক পাণি পাদ পাদ্য উপহ্ব পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন

অসক্তিরনভিসঙ্গঃ পুত্র-দার-গৃহাদিষু ।

নিত্যঞ্চ সমচিন্ত্যমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯

ময়ি চানন্ত্রযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

বিবিক্তদেশসেবিস্মমরতির্জনসংসদি ॥ ১০

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।

এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহনুত্থা ॥ ১১

প্রবৃত্তস্ত তদেকনিষ্ঠতা, আশ্বিনিগ্রহঃ শরীরসংযমঃ,
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমিতি পঞ্চমেনাশ্বয়ঃ । কিঞ্চ
ইন্দ্রিয়ার্থেস্থিতি । জন্মাদিষু হুঃখদোষায়োরনুদর্শনং পুনঃ
পুনরালোচনং হুঃখরূপস্ত দোষস্তানুদর্শনমিতি বা ।
স্পষ্টমন্ত্রং । কিঞ্চ অসক্তিরিতি । অসক্তিঃ পুত্রদারাদি-
পদার্থেষু প্রীতিভ্যাগঃ, অনভিষঙ্গঃ পুত্রাদীনাং স্বেথ বা
হুঃখে অহমেব সুখী হুঃখী চ ইত্যাদ্যাশাতিরেকাভাবঃ ।
ইষ্টানিষ্টয়োরুপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যং সর্ব্বদা সমচিন্ত্যম্ ।
কিঞ্চ ময়ীতি । ময়ি পরমেশ্বরেহনন্ত্রযোগেন সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা
অব্যভিচারিণী একান্তা ভক্তিঃ, বিবিক্তঃ শুদ্ধচিত্তপ্রসাদ-
করস্তং দেশং সেবিতুং শীলং যন্ত তন্ত ভাবস্তৎ
প্রাকৃতানাং জনানাং সংসদি সভায়ামরতীঃ রত্যাভাবঃ ।
কিঞ্চ অধ্যাত্মেতি । আত্মানমধিকৃত্য বর্তমানমধ্যাত্মজ্ঞানং
তস্মিন্মিত্যৎ নিত্যভাবঃ । স্বপদার্থবুদ্ধিনিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ
তত্ত্বজ্ঞানস্বার্থং প্রয়োজনং মোক্ষস্তস্য দর্শনং মোক্ষস্ত
সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বালোচনমিত্যর্থঃ, এতদমানিষ্মদস্তিষ্মমিত্যাদি-
বিংশতিসংখ্যকং যছুক্তমেতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তং বিশিষ্টাদিভি-
জ্ঞানসাধনত্বাৎ; অতোহনুত্থা অশ্বদিপরীতং মানিষ্মাদি
যত্তদজ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ; অতঃ সর্ব্বথা
ত্যাগ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৭-১১

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বিষয়পঞ্চক—এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ।
ইচ্ছা হেথঃ স্থখং দুঃখং শরীর চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি ধৈর্য এই
ইন্দ্রিয়াদি বিকারসহিত ক্ষেত্র তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম ॥ ৬-৭

আত্মপ্রাধারাহিত্য, শঠতাহীনতা, অহিংসা, ক্রমা, সরলতা,
গুরুসেবা, বাহ্য যজ্ঞলাদি ও আন্তর মৈত্র করুণা মুমিতা উপেক্ষাদি
ভাবশুদ্ধিরূপ শৌচ, স্বেধ্য, সংপথে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে
একনিষ্ঠতা, শরীর সংযম, বিষয়বৈরাগ্য, অহঙ্কারপরিবর্জন

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞানমৃতমম্ব তে ।

অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সং তন্নাসহ্যচ্যতে ॥ ১২

সর্বতঃ পাপিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষি-শিরো-মুখম্ ।

সর্বতঃ ক্রটিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩

টীকা—এভিঃ সাধনৈর্যজ্ঞজ্ঞেয়ং তদাহ—জ্ঞেয়মিতি
যজ্ঞজ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি । শ্রোতুরাদরসিক্যে
জ্ঞানকলং দর্শয়তি । যজ্ঞক্ষ্যমাণং জ্ঞান অমৃতং মোক্ষং
প্রাপ্নোতি । কিং তৎ—অনাদিমং । আদিমন্ত ভবতীত্য-
নাদিমং । পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম । অনাদীত্যোতাবতৈব বহু-
ত্রীহিণা অনাদিমবে সিক্বেপি পুনর্নতুপ্ প্রত্যয়চ্ছান্দসঃ ।
যজ্ঞা অনাদীতি মংপরক্ষেতি পদদ্বয়ম্ । মম বিক্ষোঃ পরং
নির্বিশেষরূপং ব্রহ্মজ্ঞার্থঃ । তদেবাহ—ন সং ন চাস-
হ্যচ্যতে ; বিধিযুগ্মেন প্রমাণস্ত বিষয়ঃ সচ্ছকেনোচ্যতে ।
নিষেধস্ত বিষয়স্তসচ্ছকেনোচ্যতে । ইদন্ত তদুভয়বিলক্ষণম-
বিষয়দ্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১২

টীকা—নষেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণেষে সতি “সর্বং খণ্ডিদং
ব্রহ্ম” “ব্রহ্মেবেদং সর্বম্” ইত্যাদি ক্রটিভিবিরুদ্ধোতে-
ত্যাশঙ্ক্য “পরাস্ত শক্তিবিবৈধেব জ্ঞয়তে স্বাভাবিকী
জ্ঞানবলক্রিয়া চ” ইত্যাদিক্রটিপ্রসিক্য়্যা অচিন্ত্যশক্ত্যা
সর্বাত্মতাং তসা দর্শয়ম্বাহ—ইতি পঞ্চভিঃ । সর্বতঃ সর্বত্র
পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ, সর্বতোহক্ষীণি শিরাংসি মুখানি
চ যস্য তৎ, সর্বতঃ ক্রটিমং প্রবণেন্দ্রিয়ৈর্যুক্তং সং লোকে
সর্বমাবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি । সর্বপ্রাণিপ্রবৃত্তিভিঃ পাণ্যা-
দিভিরূপাদিভিঃ সর্বব্যবহারাস্পদেষেণ তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা—কিঞ্চ সর্বেন্দ্রিয়েতি । সর্বেষাং চক্ষুরাদীনামি-
জ্ঞ-মুত্বা-জরা-ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ ও দোষের বারংবার আলোচনা,
আসক্তি (পুত্রাদিতে প্রীতিপরিহার), অনভিষঙ্গ (স্ত্রী-পুত্রাদির হৃথ
দুঃখে আপনি স্থায়ী হুঃখী না হওয়া), ইষ্ট অনিষ্ট (অমূল
প্রতিকূল)-লাভে সতত সমচিত্ততা ও আঘাতে সর্বাত্মদৃষ্টিতে
ঐকান্তিক ভক্তি, শুদ্ধ নির্জনস্থানে নিয়ত অবস্থান, জনসমাজে
বিরাগ, আত্মজ্ঞানে অন্তস্ত অহরাগ, তত্ত্বজ্ঞানার্ধ দর্শন মোক্ষের
সর্বোৎকৃষ্ট আলোচনা—মৎকথিত এই অমানিষাদি বিংশতি-
সংখ্যক জ্ঞান ইহার বিপরীত মানিষ দৃষ্টিবাদি অজ্ঞান, একান্ত
তাহা সর্বপ্রকারে ভ্রান্ত ॥ ৮-১২

যাহা জানিবার বোধ্য, তাহা বলিতেছি প্রবণ কর,—যে

সর্বেন্দ্রিয়গুণাত্মসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।

অসক্তং সর্বভূতৈব নিগুণং গুণভোক্ চ ॥ ১৪

বহিরন্তশ্চ ভূতানাং চরং চরমেব চ ।

মুন্মহাং তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চাস্তিকে চ তৎ ॥ ১৫

শ্রিয়্যাণাং গুণেষু রূপাত্মাকারাস্থ বৃত্তিষু তত্তদাকারেণ
ভাসতে ইতি তথা । সর্বেন্দ্রিয়ানি গুণাঃশ্চ তত্তদ্বিষয়ান্
আভাসয়তীতি বা । সর্বৈরিন্দ্রিয়ৈবিবর্জিতম্ । তথা চ
ক্রটিঃ—“অপাণিপাদো জবনোহগ্রহীতা পশ্চাত্যচক্ষুঃ স
শৃণোত্যাকর্ণঃ” ইত্যাদি । অসক্তং সঙ্গশূন্যম্ তথাপি সর্বং
বিভর্তীতি সর্বভূৎ সর্বসাধারণভূতম্ । তদেব নিগুণং
সবাদিগুণরহিতং গুণভোক্ চ গুণানাং সবাদীনাম্
ভোক্ পালকম্ ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ বহিরিতি । ভূতানাং চরাচরাণাং
স্বার্থ্যাণাং বহিঃশাস্তশ্চ তদেব মুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদীনাম্
জলতরঙ্গাণামস্তর্ববিজলমিব অচরং স্থাবরং চরং জঙ্গমং
যদ্ভূতজাতং তদেব কারণাত্মকস্বার্থ কার্য্যস্য । এবমপি
মুন্মহাং রূপাদিহীনস্বাত্তদবিজ্ঞেয়ম্ ইদং তদিতি । স্পষ্ট-
জ্ঞানার্হং ন ভবতি । অতএব অবিদ্বাং যোজনলক্ষাস্ত-
রিতমিব দূরস্থঞ্চ সবিকারায়ঃ প্রকৃতেঃ পরস্বার্থঃ । বিদ্বাং
পুনঃ প্রত্যগাত্মবাদাস্তিকে চ তৎ নিত্যং সন্নিহিতম্ ।
তথা চ মন্তঃ—“তদেজ্জতি তন্নৈজ্জতি তদদূরে তদন্তিকে ।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ” ইতি । এজ্জতি
চলতি । নৈজ্জতি ন চলতি । তৎ উ অস্তিকে ইতি
চ্ছেদঃ ॥ ১৫

বিষয় জাত হইয়া অমৃত (মোক্ষ) লাভ করিবে । আদিশূন্য,
উৎপত্তিবিরহিত, নির্বিশেষ পরব্রহ্মই জ্ঞাতব্য । তিনি সং কিঞ্চ
অসং নন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৩

সকল দিকে সকল দেশে হস্তপদ, সকল দিক্ দেশে চক্ষু শির
ও মুখ, সর্বত্র প্রবণেন্দ্রিয়সম্পন্ন তিনি সম্পূর্ণ জগৎকে আবৃত
করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৪

তিনি ইন্দ্রিয়গণকে ও তাহাদের বিষয়সমূহকে প্রকাশ করিয়া
থাকেন—সমস্ত ইন্দ্রিয়পরিশূন্য, অনাসক্ত, চতুর্দশভুবনের আধার-
রূপ, সবাদি গুণরহিত ও সবাদিগুণের ভোক্তা পালক ॥ ১৫

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।

ভূতভৰ্ত্তৃ চ তজ্জ্যেয়ং এসিঞ্চ প্রভবিঞ্চ চ ॥ ১৬

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্যেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সৰ্বশ্চ বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭

টীকা—কিঞ্চ অবিভক্তমিতি । ভূতেষু স্থাবরজঙ্গ-
মাশ্চকেষুবিভক্তং কারণাশ্রনাহভিন্নং, কার্যাশ্রনা বিভক্তং
ভিন্নমিব স্থিতং চ । সমুদ্রাজ্ঞাতং, কেনাদি সমুদ্রাদভিন্ন
ভবতি । তং স্বরূপমেবোক্তং তদ্ জ্যেয়ম্ । ভূতানাং
ভৰ্ত্তৃ চ পোষকং স্থিতিকালে, প্রলয়কালে চ এসিঞ্চ
এসনশীলং, সৃষ্টিকালে চ প্রভবিঞ্চ নানা কার্যাশ্রনা
প্রভবনশীলম্ ॥ ১৬

টীকা—কিঞ্চ জ্যোতিষামপীতি । জ্যোতিষাং সূর্যা-
দীনাংপি তং জ্যোতিঃ প্রকাশকং ততো “যেন সূর্যাস্তপতি
তেজসেজঃ” “ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা
বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ । তমেব ভাস্তমমুভাতি সৰ্বং
তস্য ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি” ইত্যাদিঃ প্রকৃতেঃ । অতএব
তমসোহজ্ঞানাং পরং তেনাসংস্পষ্টমুচ্যতে “আদিত্যবর্ণং
তমসঃ পরস্তাং” ইত্যাদিঃ প্রকৃতেঃ । জ্ঞানঞ্চ তদেব বুদ্ধি-
বৃত্তাবভিব্যক্তং, তদেব রূপাঙ্ঘ্যাকারেণ জ্যেয়ঞ্চ জ্ঞানে গম্যঞ্চ
তদেব অমানিত্বাদিলক্ষণেন পূর্বোক্তজ্ঞানসাধনেণ প্রাপ্য-
মিত্যর্থঃ । জ্ঞানগম্যং বিশিনষ্টি—সৰ্বশ্চ প্রাপিমাংস্তস্য হৃদি
বিষ্ঠিতং বিশেষণাপ্রচ্যুতস্বরূপেণ নিয়ন্তৃতয়া স্থিতম্ ।
‘বিষ্ঠিতমি’তি পাঠে অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৭

কারণরূপ তিনি স্বকার্যভূত ভূতসমূহের অন্তরে বাহিরে বলয়-
কুণ্ডলে স্ববর্ণের জ্বায়, তরঙ্গে জলের জ্বায় অবস্থান করিতেছেন ।
স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু সব তিনি । সূক্ষ্মসূহেতু স্পষ্টরূপে
তাঁহাকে জানা যায় না । তিনি অবিদ্যানগণের প্রত্যগাত্ম-হেতু
অতি নিকটে আছেন ॥ ১৫

স্থাবর-জঙ্গমাশ্চ ভূতসকলের কারণরূপে অতিয় হইলেও
কার্যরূপে বিভিন্নের মত দৃষ্ট হন । বস্তুতঃ যেমন সমুদ্রজাত
কেনাদি সমুদ্র ভিন্ন অশ্র কিছু নহে, তজ্জপ জগতে যাহা কিছু
স্তিমি । তিনি স্থিতিকালে ভূতগণের পোষক, প্রলয়কালে

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্যেয়ং চোক্তং সমাসতঃ ।

মন্তুক্ত এতদ্ বিজ্ঞায় মন্তাবায়োপপত্ততে ॥ ১৮

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্বানদী উভাবপি ।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯

— উক্তং ক্ষেত্রাদিকমধিকারিফলসহিতমুপসং-
হরতি—ইতীতি । ইতোবাং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তং,
তথা জ্ঞানঞ্চ অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনাস্তং, জ্যেয়ঞ্চ
অনাদিমং পরং ব্রহ্মেত্যাদি বিষ্ঠিতমিত্যন্তং বশিষ্ঠাদিভি-
বিস্তরেণোক্তং, সৰ্বমপি ময়া সংক্ষেপেণোক্তম্ । এতচ্চ
পূর্বাধ্যায়োক্তলক্ষণো মন্তুক্তো বিজ্ঞায় মন্তাবায়
ব্রহ্মহায়োপপত্ততে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৮

টীকা—তদেবং ‘তং ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চে’ত্যোতাবৎ
প্রপঞ্চিতম্ । ইদানীন্ত ‘যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ । স চ যো
যৎপ্রভাবশ্চে’ত্যোতৎ পূর্বপ্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ
সংহারহেতুঃ কথনে প্রপঞ্চয়তি প্রকৃতিমিতি পঞ্চভিঃ ।
অত্র প্রকৃতিপুরুষয়োরাদিমদ্বয়ে তয়োরপি প্রকৃত্যন্তরেণ
ভাব্যমিত্যনবস্থাপত্তিঃ স্মাদতস্তাবুভাবনাদী বিদ্ধি । অনা-
দেদৌশ্বরশ্চ শক্তিভ্যাং প্রকৃतेৱনাদিহম্ পুরুষোহপি তদং-
শত্বাদনাদিরেব ! তত্র চ পরমেশ্বরশ্চ তচ্ছক্তীনাঞ্চ
অনাদিত্বং নিত্যত্বঞ্চ শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্ভাষ্যকৃষ্ণিরতি-
প্রবন্ধেনোপপাদিতমিতি গ্রন্থবাল্ল্যল্যাস্মাভিঃ প্রপঞ্চ্যতে ।
বিকারাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন, গুণাংশ্চ গুণপরিণামান্
সুখদুঃখমোহাদীন প্রকৃতেঃ সম্ভূতান্ বিদ্ধি ॥ ১৯

গ্রাসকারী ও সৃষ্টিকালে নাম-রূপে উৎপত্তিশীল তিনি ব্রহ্ম ॥ ১৬

তিনি সূর্য-চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কগণের প্রকাশক, অন্ধকারের
(অজ্ঞানের) পরপারে স্থিত । তিনিই বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিয্যাপ্ত
জ্ঞান, তিনিই রূপাদি আকারে জ্ঞাতব্য এবং জ্ঞানসাধনের দ্বারা
লভ্য সমস্ত ভূতের হৃদয়ে অপ্রচ্যুতস্বরূপে নিয়ন্তারূপে
বিরাজমান ॥ ১৭

এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্যেয় তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম ।
আমার ভক্ত ইহা অবগত হইয়া ব্রহ্ম ল্যভ করেন
(মুক্ত হন) ॥ ১৮

কার্য্য-কারণ-কর্তৃষে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে ।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃষে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০

পুরুষঃ প্রকৃতিহো হি ভুঙ্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

• কারণং গুণসঙ্গোহস্ত সদসদ্যোনিজগম্ ॥ ২১

টীকা—বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবং দর্শয়ন্ পুরুষস্ত
সংসারহেতুং দর্শয়তি — কার্য্যোতি । কার্য্যং শরীরম্,
কারণানি সুখদুঃখসাধনানীজিয়াণি, তেষাং কর্তৃষে তদা-
কারণপরিণামে প্রকৃতির্হেতুরুচ্যতে কপিলাদিভিঃ । পুরুষো
জীবন্ত তৎকৃতসুখদুঃখানাং ভোক্তৃষে হেতুরুচ্যতে ।
অয়ং ভাবঃ — যজ্ঞপ্যচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্তৃৎ
ন সম্ভবতি, তথা পুরুষস্যাপ্যবিকারিণো ভোক্তৃঃ ন
সম্ভবতি, তথাপি কর্তৃৎ নাম ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকত্বম্, তচ্চ
চেতনস্যপি চেতনাদৃষ্টবশাৎ চৈতন্ত্যধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি,
বহ্নেরূপজ্বলনং বায়োস্তিথ্যাগ্গমনম্, বৎসাদৃষ্টবশাৎ স্তম্ভ-
পয়সঃ ক্ষরণমিত্যাदि । অতঃ পুরুষসন্নিধানাং প্রকৃতেঃ
কর্তৃত্বমুচ্যতে, ভোক্তৃত্বঞ্চ সুখদুঃখসংবেদনম্, তচ্চ চেতন-
শস্য এবেতি প্রকৃতিসন্নিধানাং পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমুচ্যতে
ইতি ॥ ২০

টীকা—তথাপ্যবিকারিণো জন্মরহিতস্য চ ভোক্তৃৎ
কথমিত্যত্রাহ—পুরুষ ইতি হি । যস্মাৎ প্রকৃতিস্থস্তৎকার্য্য-
দেহে তাদাত্ম্যোন স্থিতঃ পুরুষঃ, অতস্তজ্জানিতান্ সুখদুঃখা-
দীন্ ভুঙ্তে । অস্যা চ পুরুষস্য সতীষু দেবাদিযোনিষু,
অসতীষু তিথ্যাগাদিযোনিষু, যানি জন্মানি তেষু গুণসঙ্গো

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে । দেহ
ইজ্রিয়াদি বিকার সকলকে গুণপরিণাম, সুখ-দুঃখ মোহাদি প্রকৃতি-
সমুৎ অংগত হইবে ॥ ১৯

কার্য্য—শরীর, কারণ—সুখদুঃখাদি সাধন ইজ্রিয়বর্গ । তাহাদের
কর্তৃষে তদাকারণপরিণামে প্রকৃতি হেতু, আর পুরুষ জীব তাহার
কৃত সুখদুঃখ ভোক্তৃষে কারণ বলিয়া জানিবে । চৈতন্যের
অধিষ্ঠিতত্বহেতু যেমন অগ্নির উর্জ্জ্বলন, বায়ুর তিথ্যাগ্গ গমন,
বৎসের অদৃষ্টবশে স্তন হইতে দুগ্ধক্ষরণ, এবমিধ পুরুষের
সন্নিধানে প্রকৃতির কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব—সুখদুঃখ সংবেদন বাহা তাহা
চেতন ধর্ম্মই ; তাই প্রকৃতির সন্নিধানহেতু পুরুষের ভোক্তৃত্ব ॥ ২০

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাশ্রুতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২

য এবং বেত্তি পুরুষঃ প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥ ২৩

গুণৈঃ শুভাশুভকর্ম্মকারিভিরিঙ্গিয়ৈঃ সঙ্গঃ কারণ-
মিত্যর্থঃ ॥ ২১

টীকা—তদনেন প্রকারেণ প্রকৃত্যবिवেকাদেব পুরুষস্ত
সংসারো ন তু স্বরূপত ইত্যশয়েন তস্ত স্বরূপমাহ—
উপদ্রষ্টেতি । অস্মিন্ প্রকৃতিকার্য্যে দেহে বর্তমানোহপি
পুরুষঃ পরো ভিন্ন এব ন তদগুণৈর্যুজ্যতে ইত্যর্থঃ । তত্র
হেতবঃ,—যস্মাদুপদ্রষ্টা পৃথগ্ভূত এব সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা
সাক্ষীত্যর্থঃ, তথা অনুমন্তা—অনুমোদিতোব সন্নিধি-
মাত্রেণানুগ্রাহকঃ । “সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ”
ইত্যাদি শ্রুতেঃ । তথা ঐশ্বরেণ রূপেণ ভর্তা বিধায়কঃ
চোক্তঃ ভোক্তা পালক ইতি চ, মহাশাস্ত্রাসাবীশ্বরশ্চেতি স
ব্রহ্মাদীনামধিপতিরिति চ পরমাত্মা অন্তর্ধ্যামী চেতাক্তঃ
শ্রুত্যা । তথা চ শ্রুতিঃ,—“এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাদি-
পতিরেষ লোকপালঃ” ইত্যাদি ॥ ২২

টীকা—এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনং স্তৌতি—
য এবমিতি । এবমুপদ্রষ্টৃহাদিরূপেণ পুরুষঃ যো বেত্তি
প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সুখদুঃখাদিপরিণামৈঃ সহিতাং যো বেত্তি
স পুরুষঃ সর্বথা বিধিমভিলক্ষ্য বর্তমানোহপি পুনর্নাভি-
জায়তে । মুচ্যত এবৈত্যর্থঃ ॥ ২৩

অতএব পুরুষ (প্রকৃতি) কার্য্য-দেহে অবস্থিত হইয়া
প্রকৃতিসমুৎ সুখদুঃখাদি ভোগ করেন আর এই পুরুষের দেব
ও তিথ্যাগাদি যোনিতে জন্মবিষয়ে শুভাশুভ কর্ম্মকারী ইজ্রিয়-
গণের সঙ্গই কারণ ॥ ২১

এই (প্রকৃতি) কার্য্যশরীরে বর্তমান পুরুষ ভিন্ন অর্থাৎ
প্রকৃতির গুণে যুক্ত হন না । উপদ্রষ্টা, (সমীপে সাক্ষীর মত
দর্শন করেন) ও অনুমন্তা সন্নিধিমায়ে অনুগ্রাহক এবং ঐশ্বরিক-
রূপে থাকিয়া বিধায়ক ও পালক—ব্রহ্মাদির অধিপতি আর
অন্তর্ধ্যামী ॥ ২২

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাশ্রয়ান্ ।
 অশ্রে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪
 অশ্রে ভেদমজ্ঞানন্তঃ শ্রদ্ধাত্তোভ্য উপাসতে ।
 তেহপি চাভিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫
 যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চৎ সৎ স্বাবর-জঙ্গমম্ ।

টীকা — এবম্ভূতবিবিক্তাত্মজ্ঞানসাধনবিকল্পানাহ —
 ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাম্ । ধ্যানেনাত্মাকারপ্রত্যয়াবৃত্তা
 আত্মনি দেহ এব আত্মনা মনসা এনমাশ্রয়ানং কেচিৎ
 পশ্যন্তি, অশ্রে তু সাংখ্যেন প্রকৃতিপুরুষবৈলক্ষণ্যালোচনেন
 যোগেনাষ্টাঙ্গেন, অপরে চ কর্মযোগেন পশ্যন্তীতি
 সর্বত্রাশ্রয়ঃ । এতেষাঞ্চ ধ্যানাদীনাং যথাযোগঃ ক্রম-
 সমুচ্চয়ে সত্যপি তত্ত্বনিষ্ঠাভেদাভিপ্রায়েণ বিকলোক্তিঃ ॥ ২৪

টীকা—অতিমন্দাধিকারিণাং নিস্তারোপায়মাহ—
 অশ্রে দ্বিতি । অশ্রে তু সাংখ্যযোগাদিমার্গেণ এবম্ভূতমুপ-
 শ্রুত্বাদিলক্ষণমাশ্রয়ানং সাক্ষাৎকর্তৃমজ্ঞানস্তোহশ্রেভ্য
 আচার্য্যোভ্য উপদেশতঃ শ্রদ্ধা উপাসতে ধ্যায়ন্তি । তেহপি
 চ শ্রদ্ধয়া উপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তো মৃত্যুং সংসারং
 শনৈরতিতরন্ত্যেব ॥ ২৫

টীকা—তত্র কর্মযোগশ্চ তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চমেযু
 প্রপঞ্চিতত্বাং ধ্যানযোগশ্চ চ ষষ্ঠাষ্টময়োঃ প্রপঞ্চিতত্বাং
 ধ্যানাদেশ্চ সাংখ্যবিবিক্তাত্মবিষয়ত্বাং সাংখ্যামেব
 প্রপঞ্চয়মাহ—যাবদিত, যাবদধ্যায়সমাপ্তি । যাবৎ যৎ

যিনি এইরূপ পুরুষকে এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে অবগত
 আছেন, তিনি সর্বপ্রকার শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করত বর্তমান
 থাকিলেও মুক্তিলাভ করেন । অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষত্ব
 সাক্ষাৎকার হইলে ‘আমি দেহ হইতে ভিন্ন, আত্মা জ্যোতির্ময়
 নাদাত্মক ওকার’ এরূপভাবে অহঙ্কণ ওকার নাদে অবস্থিত—
 তাঁহার পক্ষে কোন বিধি-নিষেধ নাই । তিনি নিত্যমুক্ত
 ব্রহ্মসংস্কারমুক্তত্বমেতি ॥ ২৪

কেহ ধ্যানাবলম্বনে যনের দ্বারা হৃদয়কমলস্থিত আত্মাকে
 দর্শন করেন, অগ্রে কেহ কেহ ‘প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন’
 এই বিচার ও অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা আত্মদর্শন করেন, আর অন্য
 কর্মযোগগণ (নিকাম কর্মযোগগণ) কর্মযোগের দ্বারা আত্মাকে
 দেখিয়া থাকেন ॥ ২৪

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজসংযোগাৎ তদ্ বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬
 সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
 বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭
 সমং পশ্যন্ত্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।
 ন হিনস্ত্যাশ্রয়ানাশ্রয়ং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮

কিঞ্চিৎ বস্তুমাত্রং সমুৎপত্ততে তৎ সর্বং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজয়ো-
 র্যোগাদবিবেককৃতাত্তাদাত্মাধ্যাসান্তবতীতি জানীহি ॥ ২৬

টীকা—অবিবেককৃতং সংসারোদ্ভবমুক্ত্য তন্নিবৃত্তয়ে
 বিবিক্তাত্মবিষয়ং সমাগদর্শয়মাহ—সমমিতি । স্বাবর-
 জঙ্গমাত্মকেষু ভূতেষু নির্বিশেষং সঙ্গ্রপেণ সমং যথা
 ভবতি এবং তিষ্ঠন্তং পরমাশ্রয়ং যঃ পশ্যতি, অতএব তেষু
 বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি
 নাশ ইত্যর্থঃ ॥ ২৭

টীকা—কুত ইত্যত আহ—সমং পশ্যন্তি । সর্বত্র
 ভূতমাত্রে সমং সমবস্থিতং সমাগপ্রচ্যুতস্বরূপেণাবস্থিতং
 পরমাশ্রয়ং পশ্যন্ত্ হি যস্মাদাত্মনা যেনৈবাত্মনং ন হিনস্তি
 অবিভ্রায়া সচ্চিদানন্দরূপমাশ্রয়ং তিরস্কৃত্য ন বিনাশয়তি,
 ততশ্চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, যন্তেবং ন পশ্যতি, স
 হি দেহাত্মদর্শী দেহেন সহাত্মানং হিনস্তি, তথাচ শ্রুতিঃ,—
 “অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃত্তাঃ । তাংস্তে
 প্রোত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥” ইতি ॥ ২৮

আর অপর কেহ এই সমস্ত না জানিয়া আচার্য্যগণের মুখে
 আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করত আত্মাকে উপাসনা করেন । তাঁহারাও
 শ্রদ্ধাসহকারে উপদেশ শ্রবণ-পরায়ণ হইয়া মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ
 হন ॥ ২৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! স্বাবর জঙ্গম যাহা কিছু বস্তুমাত্র সমুৎপন্ন
 হয়, তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের অবিবেককৃত অভেদ অধ্যাস-
 (আরোপ, এক বস্তুতে অন্য বস্তুজ্ঞান) হেতু হইয়া থাকে—বিদিত
 হইবে ॥ ২৬

চরাচরাত্মক সমুৎপত্তে, নিখিলেষু সদ্রূপে সমভাবে অবস্থিত
 বিনাশী নিখিল বস্তুতে বিনাশবিহীন পরমেশ্বরকে যিনি দর্শন
 করেন, তিনিই যথার্থ দেখিয়া থাকেন ॥ ২৭

প্রকৃত্যেব চ কৰ্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্বশঃ ।

যঃ পশ্যতি তথাহ্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ২২

যদা ভূতপৃথগ্ ভাবমেকস্মমুপশ্যতি ।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্প্রত্যতে তদা ॥ ৩০

অনাদিছান্নিগুণং পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।

টীকা—নহু শুভাশুভকৰ্মকৰ্ত্ত্বেন বৈষম্যে দৃশ্যমানে
কথমাশ্বনঃ সমবসিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রকৃত্যেবেতি । প্রকৃত্যেব
দেহেন্দ্রিয়াকারেণ পরিণতয়া সৰ্বশঃ সৰ্বৈঃ প্রকারৈঃ
ক্রিয়মাণানি কৰ্মাণি যঃ পশ্যতি, তথাহ্মানমকর্তারং
দেহাভিমানেনৈবাত্মনঃ কৰ্ত্ত্বং ন স্বত ইত্যেবং যঃ পশ্যতি,
স এব সম্যক্ পশ্যতি, নাশ্চ ইত্যর্থঃ ॥ ২২

টীকা—ইদানীং তু ভূতানামপি প্রকৃতিতাবদ্ব্যাহ্বেনা-
ভেদাদ্ভূতভেদকৃতমপ্যাশ্বনো ভেদমপশ্যন্ ব্রহ্মহমুপৈতী-
ত্যাহ—যদেতি । যদা ভূতানাং স্বাবর-জ্ঞমানাং পৃথগ্-
ভাবং ভেদম্ পৃথক্ হম্ একস্মম্ একস্মামেবেশ্বরশক্তিরূপায়াং
প্রকৃতৌ প্রলয়ে স্থিতমুপশ্যতি আলোচয়তি । তত
এব তস্মা এব প্রকৃতে: সকাশাভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়ে
অনুপশ্যতি, তদা প্রকৃতিতাবদ্ব্যাহ্বেন ভূতানামপ্যভেদং
পশ্যন্ পরিপূর্ণং ব্রহ্ম সম্প্রত্যতে, ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০

টীকা—তথাপি পরমেশ্বরস্ত সংসারাবস্থায়াং দেহ-

সকল দিক্, দেশ ও কালে এবং সকল বিষয়ে সমানভাবে
উত্তমরূপে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া অবিচার দ্বারা
সচ্চিদানন্দরূপ আত্মাকে আচ্ছাদিত করত বিনাশ করেন না,
অতঃপর, মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮

যিনি নিখিল কর্ম প্রকৃতির দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে
ও আত্মা কোন কর্ম করেন না—ব্রহ্মমাত্র অকর্তা এইরূপ দর্শন
করেন, তিনিই বথার্থ নিরীক্ষণ করেন ॥ ২২

যখন স্বাবর জন্ম ভূতগণের প্রভেদ একমাত্র ঈশ্বর শক্তিরূপা
প্রকৃতিতে প্রলয়কালে হিত আলোচনা করেন এবং পুনরায়
সৃষ্টিকালে সেই প্রকৃতি হইতে ভূতসমূহের বিস্তার দেখেন, তখন
যাহা কিছু সমস্তই প্রকৃত স্বৰ্ণ বলয় হুণ্ডলাদি স্বৰ্ণ দর্শনের

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১

যথা সৰ্বগতং সৌন্দর্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।

সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাহ্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কুংসঃ লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুংসঃ প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩

সম্বন্ধনিমিত্তৈঃ কৰ্ম্মভিস্তং ফলৈশ্চ স্নেহদুঃখাদিভির্বৈষম্যং
ছম্পরিহরমিতি কুতঃ সমদর্শনং তত্রাহ—অনাদিছাদিতি ।
যদ্বৎপশ্চিমং তদেব হি ব্যোতি বিনাশমেতি, যচ্চ গুণবদ্বস্ত
তস্মা গুণনাশে ব্যয়ো ভবতি, অয়ং তু পরমাত্মা অনাদি-
নিগুণশ্চ ; অতোহব্যয়ঃ অবিকারীত্যর্থঃ । তস্মাৎ শরীরে
স্থিতোহপি ন কিঞ্চিৎ করোতি, ন চ কৰ্ম্মফলৈ-
লিপ্যত ইতি ॥ ৩১

টীকা—তত্র হেতুঃ সদৃষ্টান্তমাহ—যথেনিতি । যথা
সর্বত্র পদ্মাদিষপি স্থিতমাকাশং সৌন্দর্যাদসঙ্গত্যাং
পদ্মাদিভিন্নোপলিপ্যতে, তথা সর্বত্র উত্তমে মধ্যমেহধমে
বা দেহে স্থিতোহপ্যাহ্মা নোপলিপ্যতে দৈহিকৈর্দোষ-
গুণৈর্ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২

টীকা—অসঙ্গস্থানেপো নাস্তীত্যাকাশদৃষ্টান্তেন দর্শিতং
প্রকাশকত্বাচ্চ প্রকাশ্যধর্মেণ যুজ্যতে ইতি রবিদৃষ্টান্তেনাহ
—যথা প্রকাশয়তীতি স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ৩৩

ন্যায় ভূতসকলের অভেদ অবলোকনপূর্বক ব্রহ্ম হইয়া বান ॥ ৩০

হে কৌন্তেয় ! অনাদি (আদিশূন্য), নিগুণ (স্বেচ্ছাদিগুণ
রহিত) হেতু এই অবয়ব সর্বাধিকারশূন্য আত্মা শরীরে অবস্থান
করিয়াও কিছুই করেন না এবং কর্মফলের দ্বারা লিপ্ত হন না ॥ ৩১

যেদ্বয় সর্বব্যাপী পদ্মাদিতে হিত আকাশ স্নেহ ও অসঙ্গ-
হেতু পদ্মাদির দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ উত্তম, মধ্যম বা অধম
দেহে অবস্থিত আত্মা দৈহিক দোষ-গুণের দ্বারা সংগঠিত
হয় না ॥ ৩২

হে ভারত ! যেদ্বয় একমাত্র আদিত্য অখিল লোক
প্রকাশিত করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রী পরমাত্মা সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশিত
করিয়া থাকেন ॥ ৩৩

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ বসন্তরং জ্ঞানচক্ষুযা ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং যে বিহ্ব্যস্তি তে পরম্ ॥ ৩৪

টীকা—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ ইতি ।
এবমুক্তপ্রকারেণ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ স্তরং ভেদং বিবেক-
জ্ঞানলক্ষণেন, চক্ষুযা যে বিহ্ব্যঃ, তথা চেয়মুক্তা ভূতানাং
প্রকৃতিস্তুত্যাঃ সকাশাং মোক্ষং মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ
যে বিহ্ব্যস্তে পরং পদং যাস্তি ॥ ৩৪

উক্ত প্রকার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং প্রাণিগণের প্রকৃতি
সকাশ হইতে মোক্ষের উপায় ধ্যান সাংখ্যযোগ, নিকাম কর্ম-

শ্রীমদ্রহস্য বেদব্যাসবিচারিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্বোক্তং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে
ব্রহ্মবিজ্ঞাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।
মহাভারতে ভীষ্মপর্বে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং চতুর্দশোহধ্যায়ঃ)

[জ্ঞানমহিমাকথনম্, প্রকৃতি-পুরুষাভ্যাং জগদুৎপত্তেঃ, সত্ত্ব-রজস্তমসাং গুণত্রয়াণাং, ভগবৎপ্রাপ্তৈরুপায়সু
গুণাতীতস্য লক্ষণানাঞ্চ বর্ণনম্ ।]

শ্রীভগবানুবাচ ।

পর ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানযুক্তমম্ ।

যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বৈঃ পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১

টীকা—পুস্ত্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ ।

প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দশে ॥

‘যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিং সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ । ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-
সংযোগান্তদ্বিদ্ধি ভরতধ্বজ’ ইত্যুক্তং স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ
সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাতন্ত্র্যেণ, কিন্তু
ঈশ্বরেচ্ছয়ৈবেতি কথনপূর্বকং “কারণং গুণসঙ্গোহস্ত
সদসদ্যোনিষ্কল্পম্” ইত্যনেনোক্তং সত্ত্বাদিগুণকৃতং সংসার-
বৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়িত্বান্নেবভূতং বক্ষ্যমাণমর্থং স্তোতি—
শ্রীভগবানুবাচ পরং ভূয় ইতি দ্ব্যভ্যাম্ । পরং পরমাত্ম-
নিষ্ঠং জ্ঞায়তেহনেনোতি জ্ঞানমুপদেশং ভূয়োহপি তুভ্যং

চতুর্দশ অধ্যায়

[জ্ঞানমহিমাকথন, প্রকৃতি-পুরুষকর্তৃক জগতের উৎপত্তি, সত্ত্ব,
রজ ও তম এই গুণত্রয়, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় এবং গুণাতীতের
লক্ষণসমূহের বর্ণন ।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জুন ! পুনরায় তোমাকে তপস্তা

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্ষিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুপনিষৎসু
ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বণি তু সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

বিবিক্তৌ যেন তদ্বেন মিশ্রৌ প্রকৃতি-পুরুষৌ ।

তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমীশ্বরম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩

যোগাদি যাহারা অবগত আছেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া
থাকেন ॥ ৩৫

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ ॥ ২

প্রকষণে বক্ষ্যামি । কথং ভূতম্ ? জ্ঞানানাং তপঃ-কর্মাদি-
বিষয়াণাং মধ্যে উত্তমং মোক্ষহেতুত্বাৎ । তদেবাহ—
যজ্জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মুনয়ো মননশীলাঃ সর্বৈঃ ইতো দেহ-
বন্ধনাং পরাং সিদ্ধিং মোক্ষং গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ১

টীকা—কিঞ্চ ইদমিতি । ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞান-
মুপাশ্রিত্য জ্ঞানসাধনমুষ্ঠায় মম সাধর্ম্যং মজপত্নং প্রাপ্তাঃ
সন্তুঃ সর্গেহপি ব্রহ্মাদিষু উৎপত্তমানেষপি নোৎপত্ত্যন্তে,
তথা প্রলয়েহপি ন ব্যথস্তি প্রলয়-দুঃখানি নানুভবন্তি
পুনর্নাবর্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২

কর্মাদিবিষয়ক জ্ঞান হইতে উত্তম প্রধান পরমাত্মনিষ্ঠ জ্ঞান উপদেশ
করিব, যাহা অবগত হইয়া সংলীন-মানস মুনিগণ মরণের পর
মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ॥ ১

এই জ্ঞানসাধন অহুষ্ঠানপূর্বক তাঁহারা আমার স্বাক্ষরপালাভ
করিয়াছেন, সৃষ্টিকালেও আর সমুৎপন্ন হন না এবং প্রলয়ের দুঃখ
অভূতব করেন না ॥ ২

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গৰ্ভং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সৰ্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩

সৰ্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি য়াঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪

সদৃশং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।

টীকা—তদেবঃ প্রশংসয়া শ্রোতারভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাদীনয়োঃ প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ সৰ্বভূতোৎপত্তিং প্রতি হেতুং, ন তু স্বতন্ত্রয়োঃ রীতিম্ বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি—মমেতি । দেশতঃ কালতশ্চানবচ্ছিন্নদ্বন্দ্বতঃ, বৃহৎসং স্বকার্য্যাণাং বৃদ্ধিত্তেত্বাদ্ বা ব্রহ্ম প্রকৃতি-রিত্যর্থঃ । তদ্ব্যবহৃত্বাদ্ মম পরমেশ্বরস্ত যোনির্গর্ভাধান-স্থানং, তস্মিন্নহং গৰ্ভং জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং দধামি নিক্ষিপামি । প্রলয়ে ময়ি লীনঃ সম্ভববিভাকামকর্মাশ্চ-শয়বন্তং ক্ষেত্রজং সৃষ্টিসময়ে ভোগেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়া-মীত্যর্থঃ । ততো গর্ভাধানাং সৰ্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভব উৎপত্তির্ভবতি ॥ ৩

টীকা—ন কেবলং সৃষ্ট্যপক্রম এব মদধিষ্ঠানেনাভ্যাং প্রকৃতি-পুরুষাভ্যাময় ভূতোৎপত্তিপ্রকাঃ, অপি হু সৰ্বদৈবেত্যাহ—সৰ্ব্বৈতি । সৰ্ব্বাষু যোনিষু মনুষ্যাভ্যশ্চ যা মূর্তয়ঃ স্থাবর-জঙ্গমাশ্চিকা উৎপত্তিস্তে তাসাং মূর্তীনাং মহদ্ব্রহ্ম প্রকৃতির্ঘোনির্মাভূতানীয়া, অহং বীজপ্রদঃ গর্ভাধানকর্তা পিতা ॥ ৪

টীকা—তদেবঃ পরমেশ্বরাদীনভ্যাং প্রকৃতি-পুরুষাভ্যাং সৰ্বভূতোৎপত্তিং নিক্ষিপা ইদানীং প্রকৃতিসঞ্জন পুরুষস্ত

হে ভারত ! মহদ্ ব্রহ্ম প্রকৃতি আমার গর্ভাধান স্থান, তাহাতে আমি জগদ্বিস্তারহেতু চিদাভাস নিক্ষেপ করি, তারপর ব্রহ্মাদি নিখিল ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩

হে কৌন্তেয় ! মনুষ্যাदि সকল যোনিতে স্থাবরজঙ্গমাশ্চিকা যে সমস্ত মূর্তি (কাষ) সমুৎপন্ন হয়, সেই কাষসকলের মায়ানারী আমার প্রকৃতি যোনি—কারণ, মাতৃস্থানীয়া আর আমি গর্ভাধান-কর্তা পিতা ॥ ৪

হে মহাবাহো ! সব রজ তম এই প্রকৃতিসজাত গুণত্রয় গুণসাম্য প্রকৃতি তাহার নিকট হইতে পৃথকভাবে অভিযুক্ত হইয়া প্রকৃতি কার্য্য শরীরে অভেদভাবে স্থিত আত্মা চিদংশকে

নিবদন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫

তত্র সৎ নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্ ।

সুখসঞ্জন বদ্বাতি জ্ঞানসঞ্জন চানব ॥ ৬

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।

তন্নিবদ্বাতি কৌন্তেয় কর্মসঞ্জন দেহিনম্ ॥ ৭

সংসারং প্রপঞ্চয়তি—স্বমিত্যাদিভিচ্চতুর্দশভিঃ । সৎসং রজস্তম ইত্যেব সংজ্ঞকাঃ ত্রয়ো গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ প্রকৃতেঃ সম্ভবঃ উদ্ভবো যেবাং তে তথোক্তাঃ । গুণসাম্যং প্রকৃতিস্তম্ভাঃ সকাশাৎ পৃথক্বেদনাভিযুক্তাঃ সম্ভাঃ প্রকৃতি-কার্য্যে দেহে তাদাত্মান স্থিতং দেহিনং চিদংশং বস্তৃতো-হব্যয়ং নিবিকারমেব সম্ভ নিবদন্তি, স্বকার্য্যৈঃ সুখদুঃখ-মোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫

টীকা—তত্র সৎসং লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারকাহ—তত্রৈতি । তত্র তেষাং গুণানাং মধ্যে সৎ নির্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ ক্ষটিকবৎ প্রকাশকং ভাস্বরম্ অনাময়ঞ্চ নিকপ-ত্রবং শাস্তমিত্যর্থঃ । অতঃ শাস্তত্বাৎ স্বকার্য্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বদ্বাতি, প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্য্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বদ্বাতি । হে অনঘ ! নিষ্পাপ ! অহং সুখী জ্ঞানী চেতি মনোধর্ম্মাস্তদভিমানিনি ক্ষেত্রজৈঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৬

টীকা—রজসো লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারকাহ—রজ ইতি । রজঃসংজ্ঞকং গুণং রাগাত্মকমমুরঞ্জনকপং বিদ্ধি ; অতএব তৃণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ । তৃণা অপ্রাপ্তেহর্থে অভিলাষঃ, সঙ্গঃ প্রাপ্তেহর্থে প্রীতিবিশেষাসক্তিহেতুঃ স্বকাসঙ্গয়োঃ সমুদ্-বাস্তবিক নিবিকার থাকিলেও বন্ধন করে অর্থাৎ স্বকার্য্য সুখদুঃখ মোহাদির দ্বারা সংযোজিত করে ॥ ৫

সেই গুণসকলের মধ্যে নির্মলত্ব স্বচ্ছত্বহেতু ক্ষটিকের স্তায় প্রকাশক, ভাস্বর, অনাময় উপত্রবশ্চ, শাস্ত, শাস্তত্বহেতু সুখে যে সঙ্গ তাহার দ্বারা প্রকাশকত্ব হেতু, জানে যে সঙ্গ তাহার দ্বারা বন্ধন করে অর্থাৎ ‘আমি সুখী জানী’ এই মনোধর্ম্মসকল ক্ষেত্রজৈঃ সংযোজিত করে ॥ ৬

হে কৌন্তেয় ! অহুরাগজনক রজোগুণ অপ্রাপ্ত অর্থে অভিলাষ ও প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তি হইতে সমুৎপন্ন জানিবে । কর্মের আসক্তি দেহীকে কর্মে সংযোজিত করিয়া থাকে ॥ ৭

তমস্তজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্ ।
 প্রমাদালস্ত-নিজাভিস্তম্ভিধাতি ভারত ॥ ৮
 সৎ সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত ।
 জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যা ॥ ৯
 রজস্তমশ্চাভিভূয় সৎ ভবতি ভারত ।

ভবোহস্মাৎ তত্রজ্ঞো দেহিনঃ দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্মসু সঙ্গেনা-
 সক্ত্যা নিতরাং বধ্যতি ; তৃষ্ণাসঙ্গাভ্যাং হি কর্মস্বাসক্তি-
 ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৭

টীকা—তমসো লক্ষণং বন্ধকত্বগাহ—তম ইতি ।

তমস্ত অজ্ঞানাজ্ঞাতম্ আবরণশক্তিপ্রধানাং প্রকৃতাং-
 শাহুদৃত্যং বিদ্ধীত্যর্থঃ । অতঃ সর্বেষাং দেহিনাং মোহনং
 ভ্রান্তিজনকম্ ; অতএব প্রমাদেন আলস্তেন নিজ্যা চ
 তত্তমো দেহিনঃ নিবধ্যতি । তত্র প্রমাদোহনবধানম্,
 আলস্তমমৃত্যম্, নিজ্যা চিত্তস্তাবসাদালয়ঃ ॥ ৮

টীকা—সদ্বাদীনামেবং স্বস্বকার্যকরণে সামর্থ্যাতি-
 শয়মাহ—সত্ত্বমিতি । সৎ সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি ।
 হৃৎশোকাদিকারণে সত্যপি সুখাভিমুখমেব দেহিনঃ
 করোতীত্যর্থঃ ; এবং সুখাদিকারণে সত্যপি রজঃ কর্মণ্যেব
 সঞ্জয়তি, তমস্ত মহৎসঙ্গেনোৎপত্তমানমপি জ্ঞানমাবৃত্য
 আচ্ছাদ্য প্রমাদে সঞ্জয়তি, মহত্তিরুপদিষ্টমানস্বার্থস্থান-
 বধানে যোজয়তি, উত অপি আলস্তাদাবপি সংযোজয়-
 তীত্যর্থঃ ॥ ৯

টীকা—তত্র হেতুমাং—রজ ইতি । রজস্তমশ্চেতি

হে ভারত ! তমোগুণ অজ্ঞানসম্বৃত দেহিগণের মোহজনক
 জানিবে । সেই তমঃ প্রমাদ (অকর্তব্যে কর্তব্যাবুদ্ধিতে প্রবৃত্তি),
 আলস্ত (সামর্থ্য সন্বেগে কর্মে অপ্রবৃত্তি) ও নিজ্যার দ্বারা দেহীকে
 নিবেশিত বদ্ধ করে ॥ ৮

হে ভারত ! সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখে সত্ত্বপরিণামরূপ
 শ্রীত্যাশ্রয় চিত্তবৃত্তিবিশেষে সংযোজিত করে, রজোগুণ কর্মে
 ও তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত্ত করিয়া কর্তব্যে অকর্তব্যাবুদ্ধিতে তাহা
 হইতে নিবৃত্তিরূপ অনবধানে প্রযোজিত করে ॥ ৯

হে ভারত ! সত্ত্বগুণ রজ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া

রজঃ সৎ তমশ্চৈব তমঃ সৎ রজস্তথা ॥ ১০

সর্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।

জ্ঞানং যদা তদা বিভাদ্ বিবুদ্ধং সত্ত্বমিত্যা ॥ ১১

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা ।

রজস্তেতানি জায়ন্তে বিবুদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২

গুণদ্বয়মভিভূয় তিরস্কৃত্য সৎ ভবতি অদৃষ্টবশাহুদভবতি,
 ততঃ স্বকার্যে সুখে জ্ঞানাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ । এবং
 রজোহপি সৎ তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয় উদভবতি ।
 ততঃ স্বকার্যে তৃষ্ণাকর্মাণ্যদৌ সংযোজয়তি । এবং
 তমোহপি সৎ রজশ্চোভাবপি গুণাবভিভূয় উদভবতি,
 ততঃ স্বকার্যে প্রমাদালস্তাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০

টীকা—ইদানীং সদ্বাদীনাম্ রজানাম্ লিজ্যাত্মাহ—
 ত্রিভিঃ । সর্বদ্বারেষু অস্মিন্নাস্মিনো ভোগায়তনে দেহে
 সর্বেষাপি দ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা শব্দাদিজ্ঞানাত্মকঃ
 প্রকাশ উপজায়তে উৎপত্ততে, তদানেন প্রকাশলিঙ্গেন
 সৎ বিবুদ্ধং বিভাদ্ জানীয়াৎ । উৎসর্গাৎ সুখাদিলিঙ্গে-
 নাপি জানীয়াদিত্যুক্তম্ ॥ ১১

টীকা—কিঞ্চ লোভ ইতি । লোভো ধনাগ্ধাগমে
 জায়মানেহপি পুনঃ পুনর্বন্ধমানোহভিলাষঃ, প্রবৃত্তিনির্ভা-
 কুর্বেদ্রপতা, কর্মণামারম্ভো গৃহাদিনির্মাণোদ্যমঃ, অশম
 ইদং কৃৎসেদং করিষ্যামীত্যাদিসঙ্কল্পবিকল্পানুপরমঃ, স্পৃহা
 উচ্চাবচেষু দৃষ্টমাত্রেষু বস্তৃষু ইত্যন্ততো জিঘৃক্ষা, রজসি
 বিবুদ্ধে সতি এতানি লিজ্যানি জায়ন্তে এতৈর্লিঙ্গৈ রজো-
 গুণস্ত বুদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১২

অদৃষ্টবশে উদ্বৃত্ত হয়, রজও সৎ এবং তমোগুণকে, তমোগুণ সৎ
 ও রজকে অভিভূত করিয়া উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১০

যখন শরীরে শ্রোত্রাদি সকল দ্বারে জ্ঞানাত্মক প্রকাশ উৎপন্ন
 হয়, তখন সত্ত্বগুণ বিবর্তিত হইয়াছে জানিবে ॥ ১১

হে ভরতর্ষভ ! লোভ (অতি তৃষ্ণা—প্রাপ্ত বিষয়ে অলং-
 বুদ্ধি রাহিত্য), প্রবৃত্তি (রাগজন্ত রাগবিষয়ক গুণ) গৃহাদি
 কর্মারম্ভ, ইহার ইহা করিব কেবল এইরূপ সংকল্প-বিকল্প কারণ
 ও দৃষ্টবস্ত্র মাত্র গ্রহণেচ্ছা রজোগুণ বর্তিত হইলে এই চিহ্নসকল
 সজাত হইয়া থাকে ॥ ১২

অপ্রকাশোহপ্রবৃতিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ।
তমস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩
যদা সৰ্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং বাতি দেহভূং ।
তদোক্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপত্ততে ॥ ১৪
রজসি প্রলয়ং গম্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে ।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫

টীকা—কিঞ্চ অপ্রকাশ ইতি । অপ্রকাশো বিবেক-
ভ্রংশঃ, অপ্রবৃত্তিরমুগ্ধমঃ, প্রমাদঃ কর্তব্যার্থানুসন্ধান-
রাহিত্যম্, মোহো মিথ্যাভিনিবেশঃ, তমসি বিবৃদ্ধে
সত্যেতানি লিঙ্গানি চিহ্নানি জায়ন্তে । এতৈস্তমসো বুদ্ধিং
জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা—মরণসময় এব বুদ্ধানাং সঙ্গাদীনাং ফলবিশেষ-
মাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্ । সৰ্বে প্রবৃদ্ধে সতি যদা জীবো
মৃত্যুং প্রাপ্নোতি, তদা উত্তমান্ হিরণ্যগর্ভাদীন্ বিদন্তি
উপাসত ইত্যুক্তমবিদন্তেষাং যে অমলাঃ প্রকাশময়া
লোকাঃ সুখোপভোগস্থানবিশেষান্তান্ প্রতিপত্ততে
প্রাপ্নোতি ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ রজসীতি । রজসি প্রবৃদ্ধে সতি মৃত্যুং
প্রাপ্য কর্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে, তথা তমসি বিবৃদ্ধে
সতি প্রলীনো মৃতো মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫

টীকা—ইদানীং সঙ্গাদীনাং স্বানুরূপকর্মদ্বারেন বিচিত্র-
ফলহেতুত্বমাহ—কর্মণ ইতি । শূকৃতস্ত সাত্বিকস্ত কর্মণঃ
সাত্বিকং সর্বপ্রধানং, নির্মলং প্রকাশবহুলং সুখং ফলমাহঃ
কপিলাদয়ঃ । রজস ইতি । রাজসস্ত কর্মণ ইত্যর্থঃ ;

হে কুরুনন্দন ! বিবেকভ্রংশ, অমুগ্ধম, কর্তব্য অর্থে
অনুসন্ধানরাহিত্য, মিথ্যাভিনিবেশ তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে এইসব
চিহ্ন প্রকাশ হয় ॥ ১৩

মরণসময়ে যদি সত্ত্বগুণ বিবর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে জীব
হিরণ্যগর্ভাদি উপাসকগণের গম্য প্রকাশময় লোকসকল প্রাপ্ত
হয় ॥ ১৪

এবং রজোগুণ বিবর্দ্ধিত হইলে দেহভোগকারী মনুষ্যলোকে
উৎপন্ন হইয়া থাকে, আর তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে যে দেহভোগ
করে, সে ব্যক্তি পশু-বাদিতে জরগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ১৫

কর্মণঃ শূকৃতস্তাত্ত্বিকং সাত্বিকং নির্মলং ফলম্ ।
রজসস্ত ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬
সদ্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।
প্রমাদ-মোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭
উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধো তিষ্ঠন্তি রাজস্যাঃ ।
জঘন্ত্যশুণবৃতিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামস্যাঃ ॥ ১৮

কর্মফলকথনস্ত প্রাকৃতত্বাৎ তস্ত দুঃখং ফলমাহঃ,—তমস
ইতি তামসস্য কর্মণ ইত্যর্থঃ, তস্যা জ্ঞানং মূঢ়ং ফলমাহঃ,
—সাত্বিকাদিকর্মফলক্ষণক “নিয়তং সঙ্গরহিতম্” ইত্যাদি-
নাষ্টাদশাধ্যায়ে বক্ষ্যতি ॥ ১৬

টীকা—তত্রৈব হেতুমাহ—সদ্বাদিতি । সদ্বাজ্জ্ঞানং
সঞ্জায়তে, অতঃ সাত্বিকস্ত কর্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং
ভবতি । রজসো লোভো জায়তে তস্ত চ দুঃখহেতুত্বাস্ত-
পূর্বকস্য কর্মণো দুঃখং ফলং ভবতি । তমসস্ত প্রমাদ-
মোহাজ্ঞানানি ভবন্তি, ততস্তামসস্য কর্মণোহজ্ঞানপ্রাপকং
ফলং ভবতীতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭

টীকা—ইদানীং সঙ্গাদিবৃত্তিশীলানাং ফলভেদমাহ—
উর্দ্ধমিতি । সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্বপ্রবৃত্তিশ্রধানা উর্দ্ধং গচ্ছন্তি,
সদ্বাৎ কর্তৃতারতম্যাভূতরোক্তরশতগুণানন্দান্ মনুষ্যগন্ধর্ব-
পিতৃদেবাদিলোকান্ সত্যলোকপর্যন্তান্ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ।
রাজসাস্ত তৃষ্ণাতাকুলা মধো তিষ্ঠন্তি মনুষ্যালোক এবোৎ-
পত্তন্তে । জঘন্ত্যো নিকৃষ্টস্তমোগুণস্তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদ-
মোহাদিঃ, তত্র স্থিতা অধো গচ্ছন্তি, তমসো বৃত্তিতারত-
ম্যাত্মমিশ্রাদিষু নিরয়েষু উৎপত্তন্তে ॥ ১৮

বিদ্বান্গণ সাত্বিক কর্মের ফল প্রকাশবহুল সুখ বলিয়া
থাকেন, আর রাজস কর্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্মের ফল
অজ্ঞান মোহ ॥ ১৬

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজোগুণ হইতে লোভ এবং
তমোগুণ হইতে অজ্ঞান প্রমাদ মোহ সন্মুৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৭

সত্ত্বগুণই মানবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সত্যলোক পর্যন্ত গমন
করেন, রাজসিকগণ মনুষ্যালোক প্রাপ্ত হয়, নিকৃষ্ট তমোগুণের
মোহাদিতে স্থিত তামসিকগণ তমোবৃত্তির তারতম্য অনুসারে
তামিলাদি নরকে গমন করিয়া থাকে ॥ ১৮

নাশ্চ গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা ত্রীভূতপশ্চতি ।
 গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ ১৯
 গুণানন্তানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।
 জন্মমৃত্যুজরাতুঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে ॥ ২০
 অর্জুন উবাচ ।
 কৈলিঙ্গৈত্রীন্ গুণানন্তানতীত্যো ভবতি প্রভো ।

টীকা—তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গকৃতং সংসারং প্রপঞ্চমুক্ত্বা ।
 ইদানীং তদ্বিবেকতো মোক্ষং দর্শয়তি—নাশ্চমিতি । যদা
 তু ত্রীণ্য বিবেকী ভূষা বুদ্ধ্যাত্মাকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যো-
 হস্তাং কর্তারং নাশ্চপশ্চতি, অপি তু গুণা এব কর্ম্মাণি
 কুর্বন্তীতি পশ্চতি । গুণেভ্যশ্চ পরং ব্যতিরিক্তং
 তৎসাক্ষিগম্যত্বানং বেত্তি, স তু মন্তাবং ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি
 প্রাপ্নোতি ॥ ১৯

টীকা—ততশ্চ গুণকৃতসর্বানর্থবৃত্ত্যা কৃতার্থো ভবতী-
 ত্যাহ—গুণানিতি । দেহাত্মাকারঃ সমুদ্ভবঃ পরিণামো
 যেবাং তে দেহসমুদ্ভবাস্তানন্তান্ ত্রীণি গুণানতীত্যা-
 তিক্রম্য তৎকৃতৈর্জন্মাদিভির্বিমুক্তঃ সন্নমৃতম্ অশ্নুতে
 পরমা [ব্রহ্মা]-নন্দং প্রাপ্নোতি ॥ ২০

টীকা—গুণানন্তানতীত্য অমৃতমশ্নুত ইত্যোতচ্ছৃৎ
 গুণাতীতস্য লক্ষণং তদাচারং গুণাত্যয়োপায়ঞ্চ সমাগ-
 বুভুংসুরর্জুন উবাচ—কৈরিতি । হে প্রভো! কৈলিঙ্গৈঃ
 কীদৃশৈরাশ্রম্যাপন্নৈঃ চিহ্নৈর্গুণাতীত্যো দেহী ভবন্তীতি
 লক্ষণপ্রশ্নঃ, ক আচারো যস্যোতি কিমাচারঃ কথং বর্তত
 ইত্যর্থঃ । কথঞ্চ কেনোপায়েনৈতাংত্রীণি গুণানতীত্য
 বর্ততে, তৎ কথয়েত্যর্থঃ ॥ ২১

যখন বিষান্ বুদ্ধাদি আকারে পরিণত গুণসকল হইতে কার্যের
 অপর কর্তা দর্শন করেন এবং গুণসমূহ হইতে অতিরিক্ত সাক্ষি-
 স্বরূপ আত্মাকে বিদিত হন, তখন তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া
 থাকেন, আর দেহসমুহ হইতে এই সমুদয় গুণকে উল্লঙ্ঘন করত
 জন্মমৃত্যুজরা দুঃখ হইতে বিশেষরূপে মুক্তিলাভপূর্বক দেহী
 ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন ॥ ১৯-২০

অর্জুন বলিলেন,—হে প্রভো! কি চিহ্নের দ্বারা জানা
 যায় যে, জীব জিগুণকে অতিক্রম করিয়াছে? তাহার আচার

কিমাচারঃ কথং চৈতাংত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১
 ত্রীভগবানুবাচ ।
 প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।
 ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাজ্জলতি ॥ ২২
 উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যোগো ন বিচাল্যতে ।
 গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোহবতিষ্ঠতি নৈঙ্গতে ॥ ২৩

টীকা—আনৃতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা ইত্যাদিনা দ্বিতীয়া-
 ধ্যায়ে পৃষ্টমপি দত্তোত্তরমপি পুনর্বিবেশেষবুভুংসয়া পৃচ্ছতীতি
 জ্ঞাষা প্রকারান্তরেণ তস্য লক্ষণাদিকং ত্রীভগবানুবাচ—
 প্রকাশঞ্চত্যাগি যড়্ভিঃ । তত্রৈকেন লক্ষণমাহ—
 প্রকাশমিতি । প্রকাশঞ্চ সর্বদ্বারেষু দেহেহশ্মিন্নিতি
 পূর্বোক্তং সত্বকার্যম্, প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃকার্যম্, মোহঞ্চ
 তমঃকার্যম্, উপলক্ষণার্থমেতৎ সত্বাদীনাম্ সর্বগাণ্যপি
 কার্য্যাণি যথাযথং সম্প্রবৃত্তানি স্বতঃপ্রাপ্তানি সন্তি ;
 দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি নিবৃত্তানি চ সন্তি সুখবুদ্ধ্যা যো ন
 কাজ্জলতি, গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি চতুর্থেনাশ্রয়ঃ ॥ ২২

টীকা—তদেবং স্বসংবেদ্যং তস্য গুণাতীতস্ত লক্ষণমুক্ত্বা
 পরসংবেদ্যং তস্য লক্ষণং বক্তুং দ্বিতীয়প্রশ্নস্ত কিমাচার
 ইত্যোতস্তোত্তরমাহ—উদাসীন ইতি ত্রিভিঃ । উদাসীনবৎ
 সাক্ষিতয়া আসীনঃ স্থিতঃ সন্ গুণৈর্গুণকার্যৈঃ সুখদুঃখা-
 দিভির্যোগো ন বিচাল্যতে স্বরূপার প্রচ্যাবতে, অপি তু গুণা
 এব স্বকার্যেষু বর্তন্তে এতৈর্মম সম্বন্ধ এব নাস্তীতি
 বিবেকজ্ঞানেন যত্নক্ষীমবতিষ্ঠতি । পরশ্চৈপদমার্থম্ ।
 নৈঙ্গতে ন চলতি ॥ ২৩

কি প্রকার? এবং কিভাবে তিনি এই তিন গুণকে অতিক্রম
 করেন? ২১

ত্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পাণ্ডব! জানাত্মক প্রকাশরূপ
 সত্ব কার্য ও সতত কার্যচেষ্টারূপ রজঃকার্য ও মমত্ব-বুদ্ধিরূপ
 তমঃকার্য সকল সমুদয় হইলে, যিনি দুঃখ বুদ্ধিতে ঘেব করেন
 না, এ সকল নিবৃত্ত হউক—সুখ বুদ্ধিতে এরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন
 না, যিনি নিরুৎসাহ পক্ষপাতশূন্যভাবে উপবিষ্ট, অহম্ময়োগী হইয়া
 গুণসকল কর্তৃক বিচালিত (বিকৃত, স্বরূপচ্যুত) হন না, আরও

সমুৎখংখঃ স্বহঃ সমলোষ্টাশ্চাকাখনঃ ।

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরন্তলানিন্দাস্বসংস্তুতিঃ ॥ ২৪

মানাপমানয়োন্তল্যন্তল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ।

সর্বারন্তপরিভ্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫

মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬

টীকা—অপি চ সমেতি । সমে সুখদুঃখে যন্ত, যতঃ স্বহঃ স্বরূপ এব স্থিতঃ, অতএব সমানি লোষ্টাশ্চাকাখনানি যন্ত, তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃগেহেভূভূতে যন্ত । ধীরো ধীমান্, তুল্যা নিন্দা চ আত্মনঃ সংস্তুতিশ্চ যন্ত ॥ ২৪

টীকা—অপি চ মানেনি, মানে অপমানে চ তুল্যঃ, মিত্রপক্ষে অরিপক্ষে চ তুল্যঃ । সর্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানা-রন্তানুদ্যমান্ পরিভ্যাকুং শীলং যন্ত স এবভূতাচারযুক্তো গুণাতীত উচ্যতে ॥ ২৫

টীকা — কথঞ্চৈতাংগীন্ গুণানতিবর্তত ইত্যন্ত প্রশস্যোত্তরমাহ — মাঞ্চতি । চশকোহব্যধারণার্থঃ । মামেব পরমেশ্বরমব্যভিচারেণ একান্তেন ভক্তিয়োগেন যঃ সেবতে, স এতান্ গুণান্ সমতীতা সমাগতিক্রম্য ব্রহ্ম-ভূয়ায় ব্রহ্মভাবেয় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ২৬

‘গুণসকল স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে ইহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই’—এই বিবেক দ্বারা নীরবে থাকেন, কোন রূপ চাক্ষু্য প্রকাশ করেন না, যিনি সুখদুঃখ সমান, স্বরূপে অবস্থিত, মুখও শ্রুতির ও স্ববর্ণে এবং সুখদুঃখের হেতুভূত প্রিয় অপ্রিয় সমজ্ঞানসম্পন্ন, ধীর ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমান, গম্ভীর, স্বীয় নিন্দা-স্তুতিতে, মান-অপমানে, শত্রু এবং মিত্র উভয় পক্ষে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন, দৃষ্ট অদৃষ্ট—ইহলোক পরলোক সম্বন্ধীয় সমস্ত উত্তম পরিভ্যাগী, তিনি গুণাতীত বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া

শ্রীমদ্বর্ষি বেদব্যাণবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতামহাভারতেমধ্যে ভায়পকস্ভার্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিশয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক চতুর্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

মহাভারতে ভীষ্মপক্ষে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্তাব্যয়ন্ত চ ।

শাস্ততস্ত চ ধর্মস্তা সুখশ্চৈকান্তিকস্ত চ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু

ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥

ভীষ্মপর্বণি তু অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

—তত্র হেতুমাহ—ব্রহ্মণো হীতি । হি যস্মাদ্

ব্রহ্মণোহহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রহ্মবাহং যথা ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলঃ তদ্বদেবেত্যর্থঃ । তথা অব্যয়স্য নিত্যস্য অমৃতস্য মোক্ষস্য চ নিত্যমুক্তত্বাৎ, তথা তৎসাধনস্য শাস্ততস্য ধর্মস্য চ শুদ্ধসংস্কারত্বাৎ । তথা একান্তিকস্য অখণ্ডিতস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠাহং পরমানন্দ-রূপত্বাৎ । অতো মৎসেবিনো মন্তাবস্যাব্যস্তাবিহাদ্ যুক্তমেবোক্তং ‘ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে’ ইতি ॥ ২৭

কৃষ্ণাধীনগুণাসঙ্গপ্রসঙ্গিতভবাসুধিম্ ।

সুখং তরতি তন্তুস্ত ইত্যভাষি চতুর্দশে ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াম্ গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪

থাকেন । গুণাতীত এবাধি লক্ষণাক্রান্ত হন ॥ ২২—২৫

যিনি আমাকেই একান্তিক ভক্তিয়োগের দ্বারা ভজনা করেন তিনি এই গুণসমূহ উত্তমরূপে অতিক্রমপূর্বক মোক্ষলাভ করেন, যেহেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিমূর্তি—আকৃতি, আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম, ঘনীভূত প্রকাশ, সর্ব বিকারশূন্য, আগন্তরহিত মোক্ষের ও পুনরুৎপাদনশূন্য ধর্মের এবং পরিপূর্ণ সুখের প্রতিমা (ছবি, প্রতিরূপ) ॥ ২৩২৭

একোনচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং পঞ্চদশোধ্যায়ঃ)

[সংসারবৃক্ষস্য, ভগবৎপ্রাপ্তরূপায়স্য, জীবাত্মনঃ, স্বপ্রভাবস্য পরমেশ্বরস্য, ক্ষরাক্ষরয়োঃ পুরুষোত্তমস্য চ বর্ণনম্ ।]

শ্রীভগবানুবাচ ।

অধশ্চোদ্ধঃ প্রসূতাস্তস্ম শাখা

উদ্ধমূলমধঃশাখমশ্বখং প্রাহুরব্যয়ম্ ।

শুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।

ছন্দাংসি যস্ত পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১

অধশ্চ মূলান্ভুসন্ততানি

কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যালোকে ॥ ২

টীকা—বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্মৃটম্ ।

বৈরাগ্যোপস্কৃতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেদিশং ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে ‘মাঞ্চ যোহবাভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে’ ইত্যাদিনা পরমেশ্বরমেকান্তভক্ত্যা ভজতস্তৎ-প্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবো ভবতি ইত্যুক্তম্, ন চৈকান্ত-ভক্তিজ্ঞানং বা বিরক্তস্ত সম্ভবতীতি বৈরাগ্যপূর্বকং জ্ঞানমুপদেশ্য কামঃ প্রথমং তাবৎ সাদ্বিশ্লোকভ্যাং সংসার-স্বরূপং বৃক্ষরূপকালঙ্কারেণ বর্ণয়ন—শ্রীভগবানুবাচ উদ্ধ-মূলমিতি । উদ্ধমূলমঃ ক্ষরাক্ষরভাভ্যামৃকষ্টঃ পুরুষোত্তমঃ মূলং যস্ত তম্ । অধ ইতি । ততোহর্বাচীনঃ কার্যো-পাধ্যয়ো হিরণ্যগর্ভাদয়ো গৃহ্যন্তে । তে তু শাখা ইব শাখা যস্ত তং বিনশ্বরহেন স্বঃপ্রভাতপর্যন্তমপি ন স্থাস্ততীতি বিশ্বাসানর্হবাদশ্বখং প্রাহঃ । প্রবাহরূপেণা-বিচ্ছেদাদব্যয়ঞ্চ প্রাহঃ । “উদ্ধমূলোহবাক্ষাখ এষোহশ্বখঃ সনাতন” ইত্যাত্মাঃ শ্রুতয়ঃ । ছন্দাংসি বেদা যস্ত পর্ণানি ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারেণ ছায়াস্থানীয়ৈঃ কশ্মলৈঃ সংসারবৃক্ষস্ত সর্বজীবাত্মীয়ত্বপ্রতিপাদনাং পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ । যস্তমেবজ্ঞতমশ্বখং বেদ স এব বেদার্থবিৎ । সংসারপ্রপঞ্চবৃক্ষস্য মূলশরীরঃ শ্রীনারায়ণঃ ব্রহ্মাদয়স্তদংশাঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়

[সংসারবৃক্ষের ভগবৎপ্রাপ্তি-উপায়ের, জীবাত্মার, তেজোময় পরমেশ্বরের ও ক্ষর-অক্ষরযুক্ত পুরুষোত্তমের বর্ণন ।]

শ্রীভগবানু কহিলেন—সংসার-প্রপঞ্চের মূল—ঈশ্বর শ্রীপুরুষোত্তম নারায়ণ । ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তাঁহার শাখাস্থানীয় । সেই সংসার-বৃক্ষ বিনশ্বর প্রবাহরূপে নিত্যও বটে । বেদসমূহ তাহার পত্র; সেই অশ্বখ বৃক্ষকে যিনি জানেন তিনি বেদবিৎ । শ্রীনারায়ণ সংসার-বৃক্ষের মূল, তাঁহাকে বেদোক্ত কর্ম্মের দ্বারা অর্চনা করা

শাখাস্থানীয়াঃ, স চ সংসারবৃক্ষো বিনশ্বরঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যশ্চ বেদোক্তৈঃ কশ্মলৈঃ সেব্যতামাপাদিতশ্চ ইত্যোত-বানেব হি বেদার্থঃ অতএব বিদ্বান্ বেদবিদिति স্মৃতে ॥ ১

টীকা—কিঞ্চ অধশ্চেতি । হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্যো-পাধ্যয়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়হেনোক্তানেষু চ যে তৃষ্ণা-নন্তেহধঃ পশ্বাদিযোনিষু প্রসূতাঃ বিস্তারঃ গতাঃ, সূক-তিনশ্চোদ্ধঃ দেবাদিযোনিষু প্রসূতাঃ তস্ত সংসারবৃক্ষস্ত শাখাঃ । কিঞ্চ শুণৈঃ সত্বাদিবৃত্তিভিজ্জলসেচনৈরিব যথাযথং প্রবৃদ্ধা বৃদ্ধিঃ প্রাপ্তাঃ । কিঞ্চ বিষয়াঃ রূপাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ ; প্রশাখাস্থানীয়াভি-রিত্তিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তাঃ । কিঞ্চ অধশ্চ চশব্দাদুদ্ধঞ্চ মূলানি ভুসন্ততানি বিরূটানি মুখ্যং মূলমীশ্বর এক এব । ইমানি হবান্তরমূলানি তত্তত্তোগবাসনালক্ষণানি তেষাং কার্যমাহ—মনুষ্যালোকে কশ্মানুবন্ধীনি ইতি । কশ্ম এব অনুবন্ধি অনন্তরভাবে যেষাং তানি উদ্ধাধোলোকেষু উপভূক্তং তত্তদভোগবাসনাদিভিহি কশ্মল্যে মনুষ্যালোকং প্রাপ্তানাং তত্তদনুরূপেষু কশ্মল্যে প্রবৃত্তিভবতি ; এতন্নিয়মেব হি কশ্মাধিকারো নাশ্চেষু লোকেষু । অতো মনুষ্যালোকে ইত্যুক্তম্ ॥ ২

কর্তব্য ইহা বুঝিয়া যিনি ভগবদ্ আরাধনার জন্ত কশ্মানুষ্ঠান করেন তিনিই যথার্থ বেদবেত্তা ॥ ১

সেই অশ্বখ বৃক্ষের সত্বাদি বৃত্তির দ্বারা (জল সেচনের দ্বারা) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রূপাদি বিষয় পল্লব । ইন্দ্রিয়বৃত্তি শাখা অধোদিকে ও উদ্ধদিকে বিস্তারপ্রাপ্ত হইয়াছে । মনুষ্যালোকে কশ্মানুবর্তি মূল-সকল অধোদিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছে ॥ ২

ন রূপমন্ত্বেহ তথোপলভ্যতে

নাস্তো ন চাদিন চ সম্প্রতিষ্ঠা ।

অখথমেদং সুবিক্রমূল-

মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিদ্ৰা ॥ ৩

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং

যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ

তমেব চাত্তং পুরুষং প্রপত্তে

যতঃ প্রবৃন্তিঃ প্রসৃত্য পুরাণী ॥ ৪

টীকা—কিঞ্চ ন রূপমিতি । ইহ সংসারে স্থিতৈঃ
প্রাণিভিরস্তু সংসারকৃষ্ণ তথা উৎকৃষ্টমূল্যাদিপ্রকারেণ রূপং
নোপলভ্যতে, ন চাস্তোহবসানমপর্যাস্তৃহাৎ, ন চাদিরনা-
দিহাৎ, ন চ সম্প্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ কথং তিষ্ঠতীতি নোপ-
লভ্যতে । যস্মাদেবভূতোহয়ং সংসারবৃক্ষো দুঃখবচ্ছেদ্যো-
হনর্থকরশ্চ, তস্মাদেনং দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ শস্ত্রেণ ছিদ্ৰা
তত্ত্বজ্ঞানে যতেতেত্যাহ — অখথমেদমিতি সাক্ষেন ।
এনমখথং সুবিক্রমূলম্ অত্যন্তং বদ্ধমূলং সন্তম্ অসঙ্গঃ
সঙ্গরাহিত্যম্ অহংমমতাত্যাগস্তেন শস্ত্রেণ দৃঢ়েন সম্যগ্-
বিচারেণ ছিদ্ৰা পৃথক্কৃত্য । তত ইতি । ততস্তস্মাৎ
মূলভূতং তৎ পদং বস্তু বৈষ্ণবং পদং পরিমার্গিতব্যম্,
অশেষ্যম্ । কীদৃশম্ ? যস্মিন্ গতা যৎপদং প্রাপ্তাঃ
সন্তো ভূয়ো ন নিবর্তন্তি নাবর্তন্ত ইত্যর্থঃ । অশেষণ-
প্রকারমেবাহ—তমেবেতি । যত এষা পুরাণী চিরন্তনী
সংসারপ্রবৃন্তিঃ প্রসৃত্য বিস্তৃতা, তমেব চাত্তং পুরুষং
প্রপত্তে শরণং ব্রজামি ইত্যেবমেকান্তভক্ত্যা অশেষ্য-
মিত্যর্থঃ ॥ ৩-৪

ইহলোকে এই সংসার-বৃক্ষের রূপ উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ
তাহার অস্ত (শেষ), আদি ও স্থিতির প্রতীতি হয় না । অতিশয়
বদ্ধমূল এই সংসাররূপ অখথ বৃক্ষকে অহং মমতা ত্যাগরূপ শস্ত্রের
(সম্যগ্ বিচারের) দ্বারা ছেদন-পূর্বক তাহার মূলভূত সেই
বৈষ্ণবপদ অশেষণ করা কর্তব্য । যেখানে গমন করিলে পুনরায়
কেহ প্রত্যাবৃত্ত হয় না, যেখানে হইতে এই সংসারপ্রবৃন্তি বিদ্যুত
হইয়াছে, সেই আদিত্ব পুরুষের শরণাগত হই, এইরূপ একান্ত
ভক্তিসহকারে অশেষণ করিতে হয় ॥ ৩-৪

অহঙ্কার মিথ্যাভিনিবেশবিরহিতঃ পুত্রকলজাদি সঙ্গরূপ

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা

অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।

দ্বৈশ্চৈবিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞ-

গচ্ছন্ত্যমৃতাঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাকো ন পাবকঃ ।

যদ্ গতা ন নিবর্তন্তে তদ্ ধাম পরমং মম ॥ ৬

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃবষ্ঠানীশ্চিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥ ৭

টীকা—তৎপ্রাপ্তৌ সাধনাস্তুরাণি দর্শয়ন্তাহ—নির্মা-
নেতি । নির্গতো মান-মোহো অহঙ্কার-মিথ্যাভিনিবেশো
যেভ্যস্তে, জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপো দোষো যৈস্তে, অধ্যাত্মে
আত্মজ্ঞানে নিত্যাঃ পরনিষ্ঠিতাঃ । বিশেষেণ নিবৃত্তঃ
কামো যেভ্যস্তে, সুখদুঃখহেতুহাৎ সুখদুঃখসংজ্ঞানি শীতো-
ক্ষাদীনি দ্বন্দ্বানি তৈবিমুক্তাঃ, অত এবামৃতা নিবৃত্তাবিদ্যাঃ
সন্তস্তদব্যয়ং পদং বৈষ্ণবং গচ্ছন্তি । তদেব গন্তব্যং পদং
বিশিনষ্টি—ন তদিত্তি । যৎ পদং সূর্য্যাদয়ো ন
প্রকাশয়ন্তি, যৎ প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে যোগিনস্তদ্ধাম স্বরূপং
পরমং মম, অনেন সূর্য্যাদিপ্রকাশবিষয়ত্বেন জড়-
শীতোক্ষাদিদোষপ্রসঙ্গো নিরস্তঃ ॥ ৫-৬

টীকা—নহু চ দ্বীয়ং ধাম প্রাপ্তাঃ সন্তো যদি ন
নিবর্তন্তে, তর্হি “সতি সম্পদ্য ন বিহুঃ সতি সম্পদ্যামহে”
ইত্যাদি জ্ঞতেঃ । সুখুপ্তিপ্রলয়সময়ে তৎপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বোপা-
মস্তীতি কো নাম সংসারী স্যাদিত্যাশঙ্ক্য সংসারিণং
দর্শয়তি—মমৈবেতি পঞ্চভিঃ । মমৈবাংশো যোহয়ম-
বিদ্যায়া জীবভূতঃ সনাতনঃ সর্ব্বদা সংসারিণেন প্রসিদ্ধঃ

দোষবিহীন, আত্মজ্ঞানে অত্যাসক্ত, কামনাপরিশূন্য, সুখদুঃখরূপ
দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত অবিজ্ঞাবিহীন হইয়া সেই সর্ব্ববিকার-
বিবর্জিত পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫

যে পরমপদে গমন করত যোগিগণ প্রত্যাবৃত্ত হন না, সূর্য্য
চন্দ্র ও অগ্নি বাহা প্রকাশিত করিতে পারেন না, তাহাই আমার
পরম ধাম ॥ ৬

আমারই এই নিত্যসিদ্ধ অংশ অবিজ্ঞা কর্তৃক জীবরূপে পরিণত
হইয়া সুখুপ্তি ও প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীনভাবে স্থিত মন ও পঞ্চ
ইন্দ্রিয়কে সংসারে আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৭

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীত্বরঃ ।
 গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮
 শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ভ্রাণমেব চ ।
 অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯
 উৎক্রামন্তঃ স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণাশ্রিতম্ ।

অসৌ সুষুপ্তি-প্রলয়য়োঃ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি মনঃ
 বর্ষণং যেষাং তানীন্দ্রিয়াণি পুনর্জীবলোকে সংসারে
 ভোগার্থমাকর্ষতি । এতচ্চ কশ্মেন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য
 চোপলক্ষণার্থম্ ! অয়ন্তাবঃ—সত্যং সুষুপ্তিপ্রলয়য়োরপি
 মদংশতাং সর্বস্যাপি জীবমাত্রস্য ময়ি লয়াদস্তোব মৎ-
 প্রাপ্তিস্থতাপ্যবিদ্যাবৃত্তস্য সানুশয়স্য সপ্রকৃতিকে ময়ি
 লয়ো ন তু শুদ্ধে । তদুক্তম্—“অব্যাক্তাদ্যুক্তয়ঃ সর্বাঃ
 প্রভবন্তি” ইত্যাদিনা । অতশ্চ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছন্ন-
 বিদ্বান্ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি স্বোপাধিভূতানী-
 ন্দ্রিয়ান্যাকর্ষতি, বিদুষাস্ত শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তেনাবৃত্তিরিতি ॥ ৭

টীকা—ভাষ্যাকৃত্য কিং করোতীত্যাহ—শরীরমিতি ।
 যৎ যদা শরীরান্তরং কল্পবশাদবাপ্নোতি যতশ্চ শরীরাত্ত-
 ক্রামতি ঈশ্বরো দেহাদীনাং স্বামী, তদা পূর্বস্যাৎ শরীর-
 দেতানি গৃহীত্বা তচ্ছরীরান্তরং সমাগ্ য়াতি । শরীরে
 সত্যপি ইন্দ্রিয়গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ—আশয়াৎ স্বস্থানাৎ
 কুশুমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্ গন্ধবতঃ সূক্ষ্মানংশান্ গৃহীত্বা
 বায়ুর্গন্ধা গচ্ছতি তদ্বৎ ॥ ৮

টীকা—ভাষ্যেবেন্দ্রিয়াণি দর্শয়ন্ যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছতি
 তদাহ—শ্রোত্রমিতি । শ্রোত্রাদীনি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি মনশ্চা-
 স্তঃকরণমধিষ্ঠায় আশ্রিত্য শব্দাদীন বিষয়ানয়ং জীব

এই ঈশ্বর যে শরীর প্রাপ্ত হন, যে শরীর হইতে উৎক্রান্ত
 হন, তখন বায়ু যেমন কুশুমাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্ম অংশ-
 সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে, তদ্রূপ পূর্বশরীর হইতে
 মন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়কে গ্রহণপূর্বক গমন করিয়া থাকেন ॥ ৮

এই জীব শ্রোত্র চক্ষু স্বর্ক রসনা ও ভ্রাণেন্দ্রিয়ে এবং মনে
 অধিষ্ঠিত হইয়া শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহ উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৯

অবिवেকী বিমুগ্ধগণ দেহ হইতে দেহান্তর গমনকারী, সেই
 দেহেই স্থিত অথবা বিষয়ভোগ নিরত, ইন্দ্রিয়াদিমুক্ত জীবকে

বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুঃ ॥ ১০
 যতস্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।
 যতস্তোহপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১
 যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেহখিলম্ ।
 যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২

উপভুক্তে ॥ ৯

টীকা—নহু কাৰ্য্য-কাৰণসজ্জাতব্যতিরেকেণ এবভূত-
 মাত্মানং সৰ্বেহপি কিং ন পশ্যন্তি তত্রাহ—উৎক্রামন্ত-
 মিতি । উৎক্রামন্তঃ দেহাদেহান্তরং গচ্ছন্তঃ তস্মিন্নেব
 দেহে স্থিতং বা বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণাশ্রিতমিন্দ্রিয়াদি-
 যুক্তং জীবং বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি নালোকয়ন্তি । জ্ঞানমেব
 চক্ষুর্ধেযাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি ॥ ১০

টীকা—ভূজ্যেয়শ্চায়ং যতো বিবেকিষপি কেচিদেব
 পশ্যন্তি, কেচিন্ন পশ্যন্তীত্যাহ—যতস্ত ইতি । যতস্তো
 ধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানাঃ যোগিনঃ কেচিদিনমাত্মা-
 নমাত্মনি দেহেহবস্থিতং বিবিক্তং পশ্যন্তি, শাস্ত্রাভ্যা-
 সাদিভিঃ প্রযত্নং কুৰ্ব্বাণা অপ্যকৃতাত্মানোহবিশুদ্ধচিত্তা
 অত এবাচেতসো মন্দমতয় এনং ন পশ্যন্তি ॥ ১১

টীকা—তদেবং ‘ন তদ্বাসয়তে সূর্য্যঃ’ ইত্যাদিনা
 পারমেশ্বরং পরং ধামোক্তং তৎপ্রাপ্তানাঞ্চাপুনরাবৃত্তিরুক্তা ।
 তত্র চ সংসারিণোহভাবমাশঙ্ক্য সংসারিস্বরূপং দেহাদিব্যতি-
 রিক্তং দর্শিতম্ । ইদানীং তদেব পারমেশ্বরং রূপমনস্ত-
 শক্তিস্থেন নিরূপয়তি—যদিত্যাদি-চতুর্ভিঃ । আদিত্যাদিশু
 স্থিতং যদনেকপ্রকারং তেজো বিশ্বং প্রকাশয়তি, তৎ সর্বং
 তেজো মদায়মেব জানীহি ॥ ১২

দেখিতে পায় না; জ্ঞানরূপ চক্ষুবিশিষ্ট বিবেকিসকল দর্শন
 করেন ॥ ১০

প্রযত্নকারী যোগিসমূহই এই আত্মাকে শরীরে অবস্থিত
 দেখিতে পান । কিন্তু অবিশুদ্ধ চিত্ত অজ্ঞানিগণ যত্ববান হইয়াও
 এই আত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না ॥ ১১

আদিত্যে অবস্থিত যে তেজ, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ সমগ্র
 জগৎ প্রকাশিত করিতেছে, সে তেজ আমার-ই অবগত
 হইবে ॥ ১২

গামাবিশ্চ চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।

পুঞ্চামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূষা রসান্মকঃ ॥ ১৩

অহং বৈশ্বানরো ভূষা প্রাণিনাং দেহমাত্রিতঃ ।

প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যঃ চতুর্বিধম্ ॥ ১৪

সর্বশ্চ চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ ।

টীকা—কিঞ্চ গামিতি । গাং পৃথিবীমোজসা বলে-
নাধিতায় অহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি, অহমেব চ
রসময়ঃ সোমো ভূষা ত্রীহাত্তোষধীঃ সর্বাঃ সংবর্দ্ধয়ামি ॥ ১৩

টীকা—অহমিতি । বৈশ্বানরো ঋঠায়িভূষা প্রাণিনাং
দেহশাস্তঃ প্রবিষ্টা প্রাণাপানাত্মাঞ্চ তদুদীপকাত্মা
সহিতঃ প্রাণিভিভূক্তং, তক্ষ্যং ভোজ্যং, লেহ্যং চেতি
চতুর্বিধমন্নং পচামি । তত্র যদন্তৈরবখণ্ড্যাবখণ্ড্য তক্ষ্যাতে
অপুপাদি তন্তক্ষ্যং, যন্তু কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য
নিগীর্ধ্যতে পায়সাদি তন্তোজ্যং, যন্তু জিহ্বায়াঃ নিক্ষিপ্য
রসান্বাদেন ক্রমশো নিগীর্ধ্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি, তল্লেহম্ ।
যন্তু দংষ্ট্রাভিনিষ্পীডা রসাংশং নিগীর্ধ্যাবশিষ্টং ত্যজ্যত
ইক্ষুদণ্ডাদি তচ্চোষ্মমিতি চতুর্বিধভেদঃ ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ সর্বশ্চৈতি । সর্বশ্চ প্রাণিজাতশ্চ হৃদি
সম্যগন্তর্য্যামিরূপেণ প্রবিষ্টোহহম্ । অতশ্চ মত্ত এব
হেতোঃ প্রাণিমাাত্রশ্চ পূর্বান্নভূতার্থবিষয়া স্মৃতির্ভবতি ।
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞয়েজ্জিয়সংযোগজং ভবতি, অপোহনঞ্চ তয়োঃ
প্রমোষো ভবতি । বেদৈশ্চ সর্বৈশ্চ তদেবতাদিরূপেণাহ-
মেব বেত্তঃ, বেদান্তকুং তৎসম্প্রদায়প্রবর্তকশ্চ জ্ঞানদো

আমি বলের দ্বারা এই ধরণীতে অধিষ্ঠান করিয়া ভূত-সকলকে
ধারণ করিয়া আছি এবং রসময় নিশাকর হইয়া ঔষধীসকল
সংবর্দ্ধিত করি ॥ ১৩

আমি ঋঠায়ি (বৈশ্বানর) হইয়া প্রাণিগণের শরীর মধ্যে
স্থিত হইয়া তাহার উদীপক প্রাণ ও অপানের সহিত ভূতগণের
ভুক্ত চর্বা, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্বিধ ভক্ষ্য অন্ন পরিপাক করিয়া
 থাকি ॥ ১৪

আমি সমস্ত ভূতের হৃদয়ে সম্যগ্ অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট
এইজন্ত আমি হইতে প্রাণিমাাত্র পূর্বান্নভূতি অর্থ বিধিগণী স্মৃতি
ও বিজ্ঞয়েজ্জিয় সংযোগ উৎপন্ন জ্ঞানও হয় এবং উভয়ের অভাবও

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেত্তো

বেদান্তকুদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫

দ্বাবিমৌ পুঞ্চাষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬

উত্তমঃ পুরুষস্তমঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্চ বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭

গুরুরহমিত্যর্থঃ, বেদবিদেব চ বেদার্থবিদহমেব ॥ ১৫

টীকা—উদানীং 'তদ্ধাম পরমং মম' ইতি যত্নশ্চ
স্বকীয়ং সর্বোত্তমত্বং তৎ দর্শয়তি—দ্বাবিতি ত্রিভিঃ ।
ক্ষরশ্চ অক্ষরশ্চেতি দ্বাবিমৌ পুঞ্চাষৌ লোকে প্রসিদ্ধৌ ।
তাবেবাহ—তত্র ক্ষরঃ পুঞ্চাষৌ নাম সর্বাণি ভূতানি
ব্রহ্মাদিস্বাবরাস্তানি শরীরানি, অবিবেকিলোকশ্চ
শরীরেষেব পুরুষপ্রসিদ্ধেঃ । কূটঃ শিলারানিঃ ।
পর্বত ইব দেহেষু নশ্চাস্থপি নির্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি
কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা স অক্ষরঃ পুরুষঃ ইত্যুচ্যতে
বিবেকিভিঃ ॥ ১৬

টীকা—যদর্থমেতো লক্ষিতৌ তমাহ—উত্তম ইতি
এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যামাত্মো বিলক্ষণ উত্তমঃ পুরুষঃ ।
বৈলক্ষণ্যমেবাহ—পরমশাসাবাত্মা চেতি । উদাহৃত
উক্তঃ ঋতিভিঃ । আত্মত্বেন ক্ষরাদচেতনাদ্বিলক্ষণঃ ।
পরমত্বেনাক্ষরাচেতনাদ্ ভোক্তুর্বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ ।
পরমাত্মত্বমেব দর্শয়তি—যো লোকত্রয়মিতি । য ঈশ্বর
ঈশনশীলঃ অব্যয়শ্চ নির্বিকার এব সন্ লোকত্রয়ং কুংসং
হৃদয়মাবিশ্চ বিভর্তি পালয়তি ॥ ১৭

হইয়া থাকে, সকল বেদের দ্বারা সেই সেই দেবতারূপে আমিই
জাতব্য ; বেদান্তকুং বেদান্ত-সম্প্রদায় প্রবর্তক জ্ঞানদাতা গুরু
আমিই এবং আমিই বেদার্থকর্তা ॥ ১৫

ক্ষর ও অক্ষর নামক দুইটা পুরুষ জগতে বিখ্যাত । তন্মধ্যে
ক্ষর পুরুষ ব্রহ্মাদি স্বাবরাস্ত সকলের শরীর, আর দেহ নষ্ট হইলেও
পর্বতের স্থায় নির্বিকারভাবে অবস্থিত কূটস্থ চেতন ভোক্তাই
অক্ষর পুরুষ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হন ॥ ১৬

এবং অল্প উত্তম পুরুষ পরমাত্মা নামে উক্ত হন, যিনি ঈশ্বর
ও সর্ববিকার বিরহিত হইয়া লোকত্রয়ে সমস্ত হৃদয়ে আবেশপূর্বক
(আবিষ্ট হইয়া) পালন করিয়া থাকেন ॥ ১৭

যশ্মাং ক্রমভীতোহহমক্রাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮

যো মামেবমসম্মুঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।

স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ।

এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্তাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০

টীকা—এবভূতং পুরুষোত্তমমহমাশ্রমো নামনির্বচনেন দর্শয়তি—যশ্মাদিতি । যশ্মাং ক্রমঃ জড়বর্গমতিক্রান্তোহহং নিত্যমুক্তহাং, অক্রাদেচেনবর্গাদপ্যুক্তমশ্চ নিয়ন্তৃহাং, অতো লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাতোহস্মি । তথাচ ভ্রুতিঃ,—“স বা অয়মাশ্রা সর্বস্ব বশী সর্বস্যোশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ সর্বমিদং প্রশান্তি” ইত্যাদি ॥ ১৮

টীকা—এবভূতেশ্বরস্য জ্ঞাতুঃ ফলমাহ—য ইতি । এবম্ উক্তপ্রকারেণাসম্মুঢ়ো নিশ্চিতমতিঃ সন্ যো মাং পুরুষোত্তমং জানাতি, স সর্বভাবেন সর্বপ্রকারেণ মামেব ভজতি । ততশ্চ সর্ববিৎ সর্বজ্ঞো ভবতি ॥ ১৯

যেহেতু আমি ক্রম জড়বর্গ হইতে অতিক্রান্ত এবং অক্রাদেচেন বর্গ হইতেও উত্তম, এইজন্য লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত ॥ ১৮

হে ভারত ! যিনি এইরূপ মোহবিরহিত হইয়া পুরুষোত্তম আমাকে বিদিত হন, তিনি কায়মনোবাক্যদ্বারা সর্বপ্রকারে

শ্রীমদ্রহস্য শতসাহস্রী সংহিতামহাভারতেমধ্যে ভীষ্মপর্বাস্তবর্গে শ্রীভগবদ্গীতাপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞাবিষয়ক

যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং

ভীষ্মপর্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-

নৃপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-

সংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥

ভীষ্মপর্বনি তু একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

টীকা—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ইতীতি । ইত্যনেন সংক্ষেপপ্রকারেণ গুহ্যতমমতিরহস্যং সম্পূর্ণ শাস্ত্রমেব ময়োক্তং, ন তু পুনর্বিংশতিশ্লোকমধ্যায়মাত্রম্ । হে অনঘ ! ব্যসনশূন্য ! অতএবৈতদ্রহস্যং শাস্ত্রং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ সম্যগ্-জ্ঞানী স্যাৎ, কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ—যোহপি কোহপি । হে ভারত ! ত্বং কৃতকৃত্যোহসীতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২০

সংসারশাখিনং ছিদ্ভা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভূঃ ।

পুরুষোত্তমযোগাখ্যে পরং পদমুপাদিশৎ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫

আমাকে ভজনা করেন, অনন্তর সর্বজ্ঞ হইয়া থাকেন ॥ ১৯

হে নিম্পাপ ভারত ! এই সংক্ষেপে গুহ্যতম অতি রহস্যপূর্ণ শাস্ত্র আমি বলিলাম (মাত্র এই অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোক নহে), অতএব মৎকথিত ইহা অবগত হইলে যে কেহ বুদ্ধিমান্ ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকে ॥ ২০

চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ ।

(ঐমন্তগবদগীতায়ঃ বোড়শোধ্যায়ঃ)

[কলসহিতদৈবাসুর-সম্পদাং বর্ণনম্, শাস্ত্রবিপরীতচরণানাং ত্যাগায়, তদমুকূলাচরণামমুষ্ঠানায় চ ভগবতঃ ঐক্যকস্য প্রেরণা]

ঐভগবানুবাচ ।

অভয়ং সবলং শুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনম্ ।

দয়া ভূতেষলোলুপ্তং মর্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২

টীকা—আশুরীং সম্পদং ত্যক্ত্৷

দৈবীমেবাক্রীতা নরাঃ ।

মুচ্যন্ত ইতি নির্ণেতুঃ

তদ্বিবেকোহথ বোড়শে ॥”

পূর্বাধ্যায়ান্তে “এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত” ইত্যুক্তম্, তত্র ক এতত্ত্বং বুধ্যতে । কো বা ন বুধ্যতে ইত্যপেক্ষায়াং তত্ত্বজ্ঞানেহধিকারিণোহনধিকারিণশ্চ বিবেকার্থং বোড়শোধ্যায়স্যারম্ভঃ । নিরূপিতে হি কার্যার্থে চাধিকারিজিজ্ঞাসা ভবতি । তত্শব্দং ভট্টেঃ,—“ভারো যো যেন বোচব্যঃ স প্রাগান্দোলিতো যদা । যদা কস্তস্য বোচেতি শক্যং কর্তুং নিরূপণম্ ॥” ইতি । তত্রাধিকারিণিশেষণীভূতাং দৈবীং সম্পদমাহ—ঐভগবানুবাচ অভয়মিতি ত্রিভিঃ । অভয়ং ভয়াভাবঃ, সবল্য চিত্তস্য সংগুহিঃ সুপ্রসন্নতা, জ্ঞানযোগে আত্মজ্ঞানোপায়ে ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠা । দানং স্বভোজ্যস্যান্নাদেহধোচিতং সংবিভাগঃ । দমো বাহেজ্রিয়সংযমঃ, যজ্ঞো যথাধিকারং দর্শপৌর্ণমাঙ্গাদিঃ । স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞাদির্জপযজ্ঞঃ বা । তপ উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণং শরীরাদি, আর্জবমবক্রতা ।

বোড়শ অধ্যায়

[কলের সহিত দৈব ও আশুরসম্পদসমূহের বর্ণন এবং শাস্ত্র-বিপরীত আচরণসকলের ত্যাগের জন্য ও তদমুকূল আচরণসকলের অনুষ্ঠানের জন্য ভগবান্ ঐক্যকর প্রেরণা ।]

ঐভগবান্ বলিলেন—হে ভারত ! অভয়, চিত্তের সুপ্রসন্নতা, আত্মজ্ঞানোপায়ে সম্যগ্ অবস্থিতি—পরিনিষ্ঠা, দান, বাহেজ্রিয়-নিগ্রহ ও যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (যোকশাস্ত্র পাঠ), তপস্তা, সারলা, কারয়নোবাক্যে হিংসা পরিত্যাগ, বর্ষার্থ ভাবণ, লোকহিত, রোষণাহিত্য, ঔদার্য, শাস্তি—উপরতি, পরদোষ কখন পরিহার, কৃতগণে দয়া, লোলুপ্ততা, যুদ্ধ, অকার্য্যে লজ্জা, চাপল্যরহিত,

তেজঃ ক্রমা ধৃতিঃ শৌচমজ্রোহো নাতিমানিতা ।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩

দন্তো দর্পোহতিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুহ্যমেব চ ।

অজ্ঞানং চাভিজাতস্ত পার্থ সম্পদমানুরীম্ ॥ ৪

কিঞ্চ অহিংসেতি । অহিংসা পরপীড়াবর্জনম্ । সত্যং নথাদৃষ্টার্থভাষণম্, অক্রোধস্তাভিতস্যাপি চিত্তে ক্রোধামুৎপত্তিঃ, ত্যাগ ঔদার্যম্, শাস্তিশ্চিন্তোপরতিঃ, পৈশুনং পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশনং তদ্বর্জনমপৈশুনং, ভূতেষু দীনেষু দয়া, অলোলুপ্তং লোভাভাবঃ । অবর্ণলোপস্তার্থঃ । মর্দবং যুদ্ধম্ অক্রুরতা, হ্রীরকার্য্যপ্ররত্তৌ লোকলজ্জা, অচাপল্যং বার্থক্রিয়রাহিত্যম্ । কিঞ্চ তেজঃ ইতি । তেজঃ প্রাগলভ্যং, ক্রমা পরিভবাদিষ্পপত্ত্যমানেষু ক্রোধ-প্রতিবন্ধঃ, ধৃতির্হুঃখাদিভিরবসীদতশ্চিত্তস্ত স্থিরীকরণম্, শৌচং বাহ্যভ্যন্তরগুহিঃ, অজ্রোহো জিঘাংসারাহিত্যম্, অতিমানিতা আত্মশ্রুতিপূজ্যত্বাভিমানস্তদভাবো নাতিমানিতা ; এতান্নভয়াদিনী যদ্বিংশতিপ্রকারাণি লক্ষণানি দৈবীং সম্পদমভিজাতস্ত ভবন্তি । দেবযোগ্যাং সাম্বিকীং সম্পদমভিলক্ষ্য তদাভিমুখোহন জাতস্ত ভাবিকল্যাণস্ত পুংসো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১-৩

টীকা—আশুরীং সম্পদমাহ—দন্ত ইতি । দন্তো ধর্ম্মধ্বজিহ্বম্ । দর্পো ধনবিজ্ঞাদিনিমিত্তং চিত্তশ্রোৎসুক্যম্, অভিমানো ব্যাঘাত এব, ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ, পারুহ্যং বার্থক্রিয়া ত্যাগ, তেজঃশ্রিতা, ক্রমা, ধৈর্য্য, বাহ্যভ্যন্তর গুহি, অনিষ্টাচরণ না করা, আপনার পূজ্যত্ব অভিমানহীনতা, বাহারা দৈবী সম্পদ লক্ষ্য করত জয়গ্রহণ করেন, সেই ভাবী কল্যাণময় পুরুষের এই যদ্বিংশতি প্রকার দৈবী সম্পদ লাভ হইয়া থাকে ॥ ১-৩

হে পার্থ ! ধর্ম্মধ্বজিহ্ব (ধর্ম বিজ্ঞাদি নিমিত্ত চিত্তের ঔৎসুক্য, ‘আমি জেত’ এই বুদ্ধি), কোপ, নিরুদ্ধ, অবিবেক এই আশুরী সম্পদ লক্ষ্য করিয়া বাহারা জয়গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারা এই সকল প্রাপ্ত হয় ॥ ৪

দৈবী সম্পদবিমোক্ষায় নিবন্ধায়ানুরী মতা ।
 মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব ॥ ৫
 দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আশুর এব চ ।
 দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আশুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬
 প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিছরাসুরাঃ ।

নিষ্ঠুরত্বম্ । অজ্ঞানমবিবেকঃ, আশুরীমিত্যুপলক্ষণম্ ।
 অশুরাণাং রাক্ষসানাঞ্চ যা সম্পৎ তামাশুরীমভিলক্ষ্য
 জাতস্তেতানি দম্ভাদীনি ভবন্তি ॥ ৪

টীকা—এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্যং দর্শয়ন্নাহ—
 দৈবীতি । দৈবী যা সম্পৎ তয়া যুক্তো ময়োপদিষ্টে
 তত্ত্বজ্ঞানেহধিকারী, আশুর্যা সম্পদা যুক্তস্ত নিত্যং
 সংসারীত্যর্থঃ । এতৎ শ্রদ্ধা কিমহমত্রাধিকারী ন বেতি
 সন্দেহবাক্যলিঙ্গমর্জুনমাশ্বাসয়তি—হে পাণ্ডব ! মা শুচঃ
 শোকং মা কার্ষ্যঃ, যতন্তং দৈবী সম্পদমভিজাতোহসি ॥ ৫

টীকা—আশুরী সম্পৎ সর্বাত্মনা বর্জয়িতব্যোত্যোত-
 দর্শমাশুরী সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ—দ্বাবিতি । দ্বৌ
 দ্বিপ্রকারৌ ভূতানাং সর্গৌ মে মদ্বচনাচ্ছৃণু । আশুর-
 রাক্ষসপ্রকৃত্যোরেকীকরণেন দ্বাবিত্যুক্তম্ । অতো ‘রাক্ষ-
 সীমাশুরীণেব প্রকৃতিঃ মোহিনীঃ শ্রিতা’ ইত্যাদিনা
 নবমাধ্যায়োক্তপ্রকৃতিত্রৈবিধ্যেনাবিরোধঃ । স্পষ্টমন্ত্য ॥ ৬

টীকা—আশুরীঃ বিস্তরশো নিরূপয়তি—প্রবৃত্তিঞ্চ-
 ত্যাদিদ্বাদশভিঃ । ধর্ম্মে প্রবৃত্তিমধর্ম্মান্নিবৃত্তিঞ্চাসুরস্বভাবা
 জনা ন জানন্তি, অতঃ শৌচমাচারঃ সত্যঞ্চ তেব
 নাস্ত্যেব ॥ ৭

টীকা—নহু বেদোক্তয়োধর্ম্ময়োঃ প্রবৃত্তিঃ নিবৃত্তিঞ্চ

দৈবী সম্পদ—দেবযোগ্য সাধিকী সম্পদ মোক্ষের হেতু আর
 আশুর সম্পদ সংসারের কারণ । হে পাণ্ডব ! শোক করিও না
 যেহেতু তুমি দৈবী সম্পদ লক্ষ্য করিয়া জয়গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৫

হে পার্থ ! ইহলোকে দৈব ও আশুর—সৃষ্টি এই দুই প্রকার ।
 উভয়ো দৈব বিস্তারপূর্ব্বক বলিয়াছি, আশুর সৃষ্টির কথা আমার
 নিকট প্রবণ কর ॥ ৬

আশুর-প্রকৃতি জনগণ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি বা অধর্ম্মে নিবৃত্তি অবগত
 নয়, তাহাদের শৌচ মলনিরসন করচরণাদি প্রকালনাদি

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেবু বিত্ততে ॥ ৭
 অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহরনীশ্বরম্ ।
 অপরম্পরসমুত্তং কিমন্ত্যং কামহৈতুকম্ ॥ ৮
 এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাআনোহন্নবুদ্ধয়ঃ ।
 প্রভবন্ত্যত্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯

কথং ন বিছঃ ? কুতো বা ধর্মাধর্ম্ময়োঃ নঙ্গীকারে জগতঃ
 সুখদুঃখাদিব্যবস্থা স্যাৎ । কথং বা শৌচাচারাদি-
 বিষয়ামীশ্বরাজ্ঞামতিবর্ত্তেরন, ইশ্বরানঙ্গীকারে চ কুতো
 জগৎপত্তিঃ স্যাদত আহ—অসত্যমিতি । নাস্তি সত্যং
 বেদপুরাণাদিপ্রমাণং যস্মিন্ স্তাদৃশং জগদাহঃ । বেদাদীনাং
 প্রামাণ্যং ন মন্যন্ত ইত্যর্থঃ । তদুক্তং—“ত্রয়ো বেদস্য
 কর্ত্তারো ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ” ইত্যাদি । অতএব নাস্তি
 ধর্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাহেতুর্হস্য তৎ, স্বাভাবিকং
 জগদ্বৈচিত্র্যমাহরিত্যর্থঃ । অতএব নাস্তীশ্বরঃ কর্ত্তা
 ব্যবস্থাপকশ্চ यस্য তাদৃশং জগদাহঃ । তহি কুতোহস্য
 জগত উৎপত্তিঃ বদন্তীত্যত আহ—অপরম্পরসমুত্তমিতি ।
 অপরম্পর পরশ্চেতি অপরম্পরম্ অপরম্পরতোহশ্রোতাতঃ
 জ্ঞীপুংসয়োর্মিথুনান্ সমুত্তং জগৎ । কিমন্ত্যং কারণমস্য ?
 নাস্ত্যন্ত্যং কিঞ্চিৎ, কিন্তু কামহৈতুকমেব জ্ঞীপুংসয়োরুভয়োঃ
 কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরসেত্যাহরিত্যর্থঃ ॥ ৮

টীকা—কিঞ্চ এতামিতি । এতাং লোকাযতিকানাং
 দৃষ্টিং দর্শনমাত্রিত্য নষ্টাআনো মলীমসচিত্তাঃ সন্তোহন্ন-
 বুদ্ধয়ো দৃষ্টার্থমাত্রমতয়ঃ, অতএবোত্রং হিংস্রং কর্ম্ম যেযাং
 তে, অহিতা বৈরিণো ভূত্বা জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি
 উদ্ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯

ব্যাহাস্তর শুদ্ধি নাই, শাস্ত্রবাহিত আচার নাই এবং যথার্থ ভাষণ
 ভূতহিতরূপ সত্য নাই ॥ ৭

তাহারা বলে—জগৎ অসত্য, ধর্মাধর্ম্মরূপ প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থার হেতু
 নাই, জগৎ বৈচিত্র্য স্বাভাবিক, ইহার কোন কর্ত্তা নাই, জ্ঞী-পুরুষের
 মিথুন হইতে সমুত্ত, অত্ৰ কোন কারণ নাই—জ্ঞী-পুরুষ উভয়ের
 কামই প্রবাহরূপে ইহার হেতু ॥ ৮

অন্নবুদ্ধি আশুরপ্রকৃতিসম্পন্নগণ এইরূপ নাস্তিক দর্শন আশ্রয়
 করিয়া বিমলিনচিত্ত, হিংস্রকর্মা, সকলের শত্রু হইয়া জগতের
 বিনাশের জন্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৯

কামমাজিত্য হুপ্পূরং দন্ত-মান-মদাহিতাঃ ।
 মোহাদ্ গৃহীতাসদগ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহশুচিত্রতাঃ ॥ ১০
 চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়াস্তায়ুপাজিতাঃ ।
 কামোপভোগপরমা এতাবদিত্তি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১
 আশাপাশশতৈর্বন্ধাঃ কাম-ক্রোধপরায়ণাঃ ।
 ইহন্তে কামভোগার্থমন্ত্রায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২
 ইদমন্ত ময়া লক্ষ্মিমং প্রাপ্ত্বন্তে মনোরথম্ ।

টীকা—অপি চ কামমাজিত্যেতি । হুপ্পূরয়িতু-
 মশক্যং কামমাজিত্য দন্তাদিভিযুক্তাঃ সন্তঃ ক্ষুদ্রদেবতা-
 রাধনাদৌ প্রবর্তন্তে । কথম্, অসদগ্রাহান্ গৃহীত্বা, অনেন
 মন্ত্রেণৈতৎ দেবতামাশ্রয় মহানিধীন্ সাধয়িত্বাম ইত্যাদি
 হরাগ্রহান্ মোহমাত্রেন স্বীকৃত্য প্রবর্তন্তে । অশুচিত্রতাঃ
 অশুচীন মন্ত-মাংসাদিবিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে ॥ ১০

টীকা—কিঞ্চ চিন্তামিত্তি । প্রলয়ো মরণমেবাস্তো
 যস্তাস্তামপরিমেয়াং পরিমাতুমশক্যং চিন্তামাজিতাঃ ।
 নিত্যচিন্তাপরায়ণা ইত্যর্থঃ । কামোপভোগ এব পরমো
 যেষাং তে । এতাবদিত্তি কামোপভোগ এব পরমঃ
 পুরুষার্থো নাশ্বদন্তীতি কৃতনিশ্চয়া অর্থসঞ্চয়ানীহন্ত
 ইত্যন্তরেণাহ্বয়ঃ । তথাচ বার্ষ্পত্যং সূত্রঃ—“কাম এবৈকঃ
 পুরুষার্থ” ইতি, “চৈতন্যবিশিষ্টঃ কামঃ পুরুষ” ইতি চ ।
 অতএব আশেতি । আশা এব পাশাস্তেষাং শতানি তৈর্বন্ধা
 ইত্যন্তত আকৃষ্টমাণাঃ । কামক্রোধপরায়ণাঃ কামক্রোধো
 পরময়নমাত্রয়ো যেষাং তে, কামভোগার্থমন্ত্রায়েন
 চৌর্যাদিনার্থানাং সঞ্চয়ান্ রাশীনীহন্ত ইচ্ছন্তি ॥ ১১-১২

টীকা—তেষাং মনোরথং কথয়ন্ নরকপ্রাপ্তিমাহ—

দুঃখে পুরণীয় কাম আশ্রয় করত দর্প-মান-গর্বযুক্ত হইয়া চিন্তা-
 বৈকল্য হেতু অন্তর আগ্রহ গ্রহণপূর্বক মন্ত্রমাংসাদি সহকারে ক্ষুদ্র
 দেবতাগণের আরাধনা করে ॥ ১০

মরণাবধি নিরতিশয় চিন্তা আশ্রয়পূর্বক কাম উপভোগই পরম
 পুরুষার্থ ইহা নিশ্চয় করিয়া শত আশাপাশে বদ্ধ হইয়া কাম
 ক্রোধে অতিশয় আসক্ত, কাম ভোগের নিমিত্ত চৌর্য দ্বাতাদি
 দ্বারা অর্থরানি অভিলাষ করিয়া থাকে ॥ ১১-১২

অন্ত আমি ইহা পাইয়াছি, এই মনোরথ ইচ্ছিত বস্তু পাইব,
 ইহা আছে, পুনরায় আমার এই ধর হইবে, এই শত্রুকে আমি

ইদমন্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩
 অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিম্নে চাপরানপি ।
 ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪
 আঢ্যোহভিজ্ঞবানস্মি কোহন্তোহস্তি সদৃশো ময়া ।
 যক্ষ্যে দাস্তামি মোদিত্ব ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫
 অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ।
 প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ ॥ ১৬

ইদমন্তেতি চতুর্ভিঃ । প্রাপ্যে প্রাপ্যামি । মনোরথং মনসঃ
 প্রিয়ম্ । স্পষ্টমন্ত্ৰং । এতেষাঞ্চ ত্রয়াণাং শ্লোকানা-
 মিত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তীতি চতুর্থ-
 নাহ্বয়ঃ ॥ ১৩

টীকা—কিঞ্চ অসাধিত । সিদ্ধঃ কৃতকৃত্যঃ । স্পষ্টমন্ত্ৰং ।
 ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ আঢ্য ইতি । আঢ্যো ধনাদিসম্পন্নঃ ।
 অভিজ্ঞবান্ কুলীনঃ । যক্ষ্যে যাগান্ত্রকুষ্ঠানেনাপি
 দীক্ষিতাস্তরেভাঃ সকাশান্নহতীং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্যামি ।
 দাস্তামি স্তাবকেভ্যশ্চ । মোদিত্ব ইহং প্রাপ্যামি
 ইত্যেবমজ্ঞানেন বিমোহিতা মিথ্যাভিনিবেশং প্রাপিতাঃ
 ॥ ১৫

টীকা—এবন্তুতা যং প্রাপ্নুবন্তি তচ্ছণু—অনেকেতি ।
 অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিন্তম্ অনেকচিত্তং
 তেন বিভ্রান্তা বিক্ষিপ্তাঃ তেনৈব মোহময়েন জালেন
 সমাবৃতাঃ, মন্ত্রা ইব সূত্রময়েন জালেন যন্তিতাঃ । এবং
 কামভোগেষু প্রসক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তঃ অশুচৌ কশ্মলে
 নরকে পতন্তি ॥ ১৬

বিনাশ করিয়াছি, অপর অরাতিগণকেও হনন করিব, আমি ঈশ্বর
 (কর্তা), আমি জীবযুক্ত, কৃতকৃত্য, বলবান্, সুখী ও আমি ধনাঢ্য
 কুলীন । আমার মত আর কে আছে, আমি বন্ধ করিয়া অপরের
 অপেক্ষা মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, আমি শুভকারিগণকে দান
 করিব, হর্ষপ্রাপ্ত হইব, এই অজ্ঞান কর্তব্যাকর্তব্যাদি বিষয়-বিবেক
 অভাবের দ্বারা বিমোহিত বিবিধ কামনার ভ্রমাবিতচিত্ত,
 হিতাহিত বুদ্ধিশূন্যরূপ জালে সমাবৃত, অশাস্ত্রীয় ভোগে
 অভিনিবিষ্ট হইয়া ঘৃণিত নরকে পতিত হয় ॥ ১৩-১৬

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধন-মান-মদাধিতাঃ ।
 যজ্ঞস্তে নামযজ্ঞস্তে দন্তেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭
 অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ
 মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোহভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮
 তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
 ক্রিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু ॥ ১৯

টীকা—যক্ষ্য ইতি চ । যন্তেষাং মনোরথ উক্তঃ,
 স কেবলং দন্তাহঙ্কারাদিপ্রধান এব ন তু সাত্ত্বিক ইত্যভি-
 প্রায়েণাহ—আত্মেতি দ্বাভ্যাম্ । আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ
 পূজ্যতাং নীতাঃ, ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ । অতএব স্তব্ধা
 অনভ্যাঃ ধনেন যো মানো মদশ্চ তাভ্যাং সমন্বিতাঃ সন্তুঃ
 নামমাত্রাণে যে যজ্ঞাস্তে নামযজ্ঞাঃ, যদ্বা ‘দীক্ষিতঃ
 সোমযাজী’ ত্যেবমাদিনা নামমাত্রপ্রসিক্ষয়ে যে যজ্ঞাস্তে-
 যজ্ঞস্তে । কথম্ ? দন্তেন ন তু শ্রদ্ধয়া অবিধিপূর্বকঞ্চ যথা
 ভবতি তথা ॥ ১৭

টীকা—অবিধিপূর্বকত্বমেব প্রপঞ্চয়তি অহঙ্কারমিতি ।
 অহঙ্কারাদীনু সংশ্রিতাঃ সন্তুঃ আত্মপরদেহেষু আত্মদেহে
 পরদেহেষু চ চিদংশেন স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তো যজ্ঞস্তে ।
 দন্তযজ্ঞেষু শ্রদ্ধয়া অভাবাদাত্মনো বৃথৈব গীড়া ভবতি,
 তথা পশ্বাদীনামপ্যবিধিনা হিসায়াং চৈতত্ত্বদ্রোহমাত্র-
 মবশিষ্ট্যত ইতি প্রদ্বিষন্ত ইত্যুক্তম্ । অভ্যসূয়কাঃ
 সন্ন্যাসবর্জিতানাং গুণেষু দোষারোপকাঃ ॥ ১৮

টীকা — তেষাঞ্চ কদাচিদপ্যাসুরস্বভাবপ্রচ্যুতিন্

আমি সকলের পূজনীয়, এরূপ অভিমানবিশিষ্ট বিনয়-বিহীন
 ধনমানে অহঙ্কারী হইয়া তাহারা স্বকীয় মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্ত
 নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা অশাস্ত্রীয় ভাবে যজন করে ॥ ১৭

ইহারা অহঙ্কার, শারীরিক বল, দর্প, কাম, ক্রোধ আশ্রয়-
 পূর্বক আপনার এবং অপর প্রাণীর শরীরে অন্তর্ধ্যামিক্রমে
 অবস্থিত আমার ঘেব করত সাধুগণের গুণে দোষারোপ করিয়া
 থাকে ॥ ১৮

আমি আমার ঘেবকারী হিংসাপরায়ণ নরাধম মূর্খমান
 অমঙ্গলগণকে সংসারে ব্যাজ সর্প প্রভৃতি আত্মরী যোনিতে
 বারংবার নিক্ষেপ করিয়া থাকি ॥ ১৯

আসুরীং যোনিমাপন্ন মুঢ়া জন্মনি জন্মনি ।
 মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো বাস্তুধমাং গতিম্ ॥ ২০
 ত্রিবিধং নরকশ্রেণং দ্বারং নাশনমাশ্বনঃ ।
 কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১
 এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভিন্নরঃ ।
 আচরত্যশ্বনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২

ভবভীত্যাহ তানীতি দ্বাভ্যাম্ । তানহং মাং দ্বিষতঃ
 ক্রুরান্ সংসারেষু জন্মমৃত্যুমার্গেষু তত্রাপ্যাসুরীষেবাতি-
 ক্রুরং ব্যাজসর্পাদিয়োনিষজস্রমনবরতং ক্রিপামি, তেষাং
 পাপকর্ম্মণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ ॥ ১৯

টীকা—কিঞ্চ আসুরীমিতি । তে চ মামপ্রাপ্যৈ-
 বেত্যেবকারণে মংপ্রাপ্তিশঙ্ক্যপি কুতস্তেষাম্ ? মংপ্রাপ্ত্যু-
 পায়ং সন্ন্যাসমপ্রাপ্য ততোহপ্যধমাং কৃমিকীটাদিয়োনিং
 যাস্তীতুক্তম্ । শেষং স্পষ্টম্ ॥ ২০

টীকা—উক্তানামাসুরদোষাণাং মধ্যে সকলদোষমূল-
 ভূতং দোষত্রয়ং সর্ব্বথা বর্জনীয়মিত্যাহ—ত্রিবিধমিতি ।
 কামঃ ক্রোধো লোভশ্চ ইতীদং ত্রিবিধং নরকশ্চ দ্বারম্,
 অতএবাশ্বনো নাশনং নীচযোনিপ্রাপকম্ তস্মাদেতৎ-
 ত্রয়ং সর্ব্বাশ্বনা ত্যজেৎ ॥ ২১

টীকা — ত্যাগে চ বিশিষ্টং ফলমাহ — এতৈরিতি ।
 তমসো নরকস্য দ্বারভূতৈস্ত্রিভিঃ কামাদিভির্বিমুক্তো নর
 আশ্বনঃ শ্রেয়সাধনং তপোযোগাদিকমাচরতি ততশ্চ
 মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২২

হে কৌন্তেয় ! মূর্থ বিবেকহীনগণ জন্মে জন্মে আত্মরী যোনি
 লাভ করত আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া তদপেক্ষা নিকট কৃমিকীটাদি
 যোনিতে গমন করে ॥ ২০

কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের উৎস দ্বার,—
 অতএব আত্মবিনাশক এই তিনটিকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ
 করিবে ॥ ২১

হে কৌন্তেয় ! এই তিনটি তমোদ্বার হইতে মুক্তিলাভ করত
 মনুষ্য স্বকীয় নিকাম কর্ম্ম তপসাদি মঙ্গলজনক কর্ম্মাহুতানপূর্ব্বক
 শুদ্ধচিত্ত হইয়া জানলাভান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২২

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন মুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩
তস্মাদ্ভ্রাতঃ প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম কৰ্তৃমিহাহঁসি ॥ ২৪

টীকা—কামাদিত্যাগশ্চ স্বধৰ্ম্মাচরণং বিনা ন সম্ভ-
বতীত্যাহ — য ইতি । শাস্ত্রবিধিং বেদবিহিতং ধৰ্ম্ম-
মুৎসৃজ্য যঃ কামকারতো যথেষ্টং বর্ততে, স সিদ্ধিং তদ্ব-
জ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি, ন চ মুখমুপশমং, ন চ পরাং গতিং
মোক্শং প্রাপ্নোতি ॥ ২৩

টীকা—ফলিতমাহ—তস্মাদিতি । ইদং কার্য্যমিদ-
মকার্য্যমিত্যস্তাং ব্যবস্থায়াং তে তব শাস্ত্রং ক্রতি-স্মৃতি-

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূৰ্ব্বক বেচ্ছানুসারে অবস্থিত
হয়, সে সিদ্ধি, মুখ, পরমগতি কিছুই লাভ করিতে পারে
না ॥ ২৩

শ্রীমদ্বহি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপৰ্ব্বস্তম্ভগত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপৰ্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে
ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে দৈবানুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোহধ্যায় সম্পূর্ণ ॥
মহাভারতে ভীষ্মপৰ্বে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং সপ্তদশোহধ্যায়ঃ)

[ত্রিবিধশ্রদ্ধাবর্ণনপ্রসঙ্গেন ভদ্রাশ্বক-তপ-আহার-যজ্ঞ-দানানাং পৃথক্পৃথক্ভেদকথনম্, 'ওঁ তৎ সৎ'
ইতি শব্দানাং প্রয়োগস্য চ ব্যাখ্যা ।]

অৰ্জুন উবাচ ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজ্ঞস্তে শ্রদ্ধয়ায়িতাঃ ।

টীকা—উক্তাধিকারহেতুনাং শ্রদ্ধা মুখ্য চ সাত্ত্বিকী ।

ইতি সপ্তদশে গৌণশ্রদ্ধাভেদস্ত্রিধোচ্যতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে “যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি” ইত্যনেন শাস্ত্রোক্তবিধিমুৎসৃজ্য
কামকারেণ বর্তমানস্ত জ্ঞানেহধিকারো নাস্তীত্বাঙ্কম্ । তত্র
শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামকারং বিনা শ্রদ্ধয়া বর্তমানানাং
কিমধিকারোহস্তি নাস্তি বেতি বুভুৎসয়া অৰ্জুন উবাচ—
য ইতি । অত্র চ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজ্ঞস্ত ইত্যনেন

সপ্তদশ অধ্যায় ।

[ত্রিবিধশ্রদ্ধাবর্ণনপ্রসঙ্গে ভদ্রাশ্বক তপ, আহার যজ্ঞ ও দান-
সমূহের পৃথক পৃথক ভেদ বর্ণন এবং 'ওঁ তৎ সৎ' এই শব্দসমূহের
ও তাহার প্রয়োগের ব্যাখ্যা ।]

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপৰ্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপৰ্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
দৈবানুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপৰ্বণি তু চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

পুরাণাদিকমেব প্রমাণম্ । অতঃ শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম
জ্ঞাত্বা ইহ কৰ্ম্মাধিকারে বর্তমানঃ যথাধিকারং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তু-
মহঁসি, তন্মূলত্বাং সত্ত্বত্বদ্বিসম্যগ্ জ্ঞানমুক্তীনামিত্যর্থঃ ॥ ২৪
দেব-দৈতেয়সম্পত্তিসংবিভাগেন ষোড়শে ।

তত্ত্বজ্ঞানেহধিকারস্ত সাত্ত্বিকস্তেতি দর্শিতম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং
দৈবানুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬

অতএব কাৰ্য্যাকার্য্য ব্যবহাতে তোমার শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি
শাস্ত্রসকল কৰ্ত্তব্যনির্ণায়ক, এইজন্ত শাস্ত্রবিধানোক্ত কৰ্ম্ম অবগত
হইয়া আপনার অধিকার অনুসারে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিবে ॥ ২৪

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ

শাস্ত্রার্থং বুদ্ধা তমুল্লভ্য বর্তমানাস্চ গৃহ্যন্তে ; তেষাং শ্রদ্ধয়া
যজ্ঞানামুপপত্তেঃ । আস্তিক্যবুদ্ধির্হি শ্রদ্ধা, ন চাসৌ
শাস্ত্রবিরুদ্ধেহর্থে শাস্ত্রজ্ঞানবতাং সম্ভবতি, তানেবাধিকৃত্য
“ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা” “যজ্ঞস্তে সাত্ত্বিকা দেবান্”
ইত্যাত্মান্তরানুপপত্তেঃ ; অতো নাত্র শাস্ত্রাতিলজ্জিনো
গৃহ্যন্তে, অপি তু ক্লেশবুদ্ধ্যা আলস্তাধ্বর্ষশাস্ত্রার্থজ্ঞানে
প্রযত্নমকৃৎস্বা কেবলমাচারপরম্পরাবশেন শ্রদ্ধয়া কচি-
দেবতারাদিনাদৌ প্রবর্তমানা গৃহ্যন্তে, অতোহয়মর্থঃ—যে

অৰ্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ ! বাহারা শাস্ত্রবিধি অনাদরপূৰ্ব্বক
শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহাদের শ্রদ্ধা কি সাত্ত্বিকী,
রাজসী অথবা তামসী ? ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।

সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি ত্রাং শৃণু ॥ ২

শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য হুংখবুজ্যা আলম্ব্যাদ বা অনাদৃতা, কেবল-
মাচারপ্রামাণ্যেন শ্রদ্ধয়াষিতা: স:স্তা যজন্তে তেষাম্ভ কা
নিষ্ঠা? কা স্থিতি: ? ক আশ্রয়: ? তামেব বিশেষণ
পৃচ্ছতি, —কিং সত্বম্? আহো কিং রজ: ? অথবা তম
ইতি; তেষাং তাদৃশী দেবপূজাদিশ্রুতি: কিং সত্ব-
সংশ্রিতা? রজ:সংশ্রিতা? তম:সংশ্রিতা বেতার্থ: ?
শ্রদ্ধায়া: সাত্ত্বিকত্বাং ক্লেশবুজ্যা আলম্ব্যেন চ শাস্ত্রানাদরন্ত
রাজসতামসত্বাশ্রেধা সন্দেহ: । যদি সত্বসংশ্রিতা, তহি
তেষামপি সাত্ত্বিকত্বাদ্ যথোক্তাশ্রদ্ধানেহধিকার: স্যাদন্থথা
নেতি প্রশ্নতাৎপর্যার্থ: ॥ ১

টীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ — ত্রিবিধেতি ।
অয়মর্থ:—শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানত: প্রবর্তমানানাং পরমেশ্বরপূজা-
বিষয়া সাত্ত্বিকী একবিধৈব ভবতি শ্রদ্ধা । লোকাচার-
মাত্রেন তু প্রবর্তমানানাং দেহিনাং যা শ্রদ্ধা, সা তু
সাত্ত্বিকী রাজসো তামসী চেতি ত্রিবিধা ভবতি । অত্র
হেতু:—স্বভাবজা; স্বভাব: পূর্বকামসংস্কারস্তম্বাজ্ঞাতা,
স্বভাবমগ্ধা কৰ্ত্ত্ব সমর্থং হি শাস্ত্রোক্তং বিবেকজ্ঞানম্;
তন্তু তেষাং নাস্তি, অত: কেবলং পূর্বস্বভাবেনৈব
ভবতীতি শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি । তামিমাং ত্রিবিধাং
শ্রদ্ধাং শৃণ্বতি, তদুক্তং—‘ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈহ
কুরুনন্দন’ ইত্যাদিনা ॥ ২

টীকা—নহু চ শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকোব সত্বকাৰ্য্যভেদেন ত্রয়ৈব
শ্রীভগবতা উক্তং প্রতি নিদৃষ্টত্বাং, যথোক্তং,—“শমো
দমস্তিতিক্ষেজ্যা তপ: সত্যং দয়া স্মৃতি: । তুষ্টিস্ত্যাগো-

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—দেহিগণের, সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং
তামসী ত্রিবিধা শ্রদ্ধা পূর্বসংস্কার হইতে উৎপন্ন, তাহা আমার
নিকট প্রবণ কর ॥ ২

হে ভারত! সকলের শ্রদ্ধাই সত্বানুগামিনী। এই পুরুষ
শ্রদ্ধাময় (শ্রদ্ধার বিকার) জন্মন্তরে যিনি যেৰূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন
ছিলেন, তিনি তজ্জপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন। (শ্রদ্ধাসংস্কারের বৃত্তি

সত্বানুরূপা সৰ্বশ্চ শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ।

শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যজ্জন্ম: স এব স: ॥ ৩

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষ-রক্ষাংসি রাজসা: ।

প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চাত্তে যজন্তে তামসা জনা: ॥ ৪

হম্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীদিয়াদি: স্বনিৰ্ভূতি: । ইত্যেতা: সত্বসা
বৃত্তয়:” ইতি । অত: কথং তস্যাত্ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে? সত্যং,
তথাপি রজস্তমোযুক্তপুরুষাশ্রয়ত্বেন রজস্তমোমিশ্রিতত্বেন
সত্বসা ত্রৈবিধ্যাং শ্রদ্ধায়া অপি ত্রৈবিধ্যাং ঘটত ইত্যাহ—
সদ্বৈতি । সত্বানুরূপা সত্বভারতম্যানুসারিণী সৰ্ব্বস্য
বিবেকিনোহবিবেকিনো বা লোকস্য শ্রদ্ধা ভবতি;
তস্মাদয়ং পুরুষো লৌকিক: শ্রদ্ধাময়: শ্রদ্ধাবিকার:,
ত্রিবিধ্যা শ্রদ্ধয়া বিক্রিয়ত ইত্যর্থ: । তদেবাহ—যো
যজ্জন্ম: যাদৃশী শ্রদ্ধা যস্য, স এব স: তাদৃশ্যা শ্রদ্ধয়া যুক্ত:
এব স ইতি । য: পূর্বং সত্ত্বোৎকর্ষণে সাত্ত্বিকশ্রদ্ধয়া যুক্ত:
পুরুষ:, স পুনস্তাদৃশসত্বসংস্কারেন সাত্ত্বিকশ্রদ্ধয়া, যুক্ত এব
ভবতি । যন্ত রজস উৎকর্ষণে রাজসশ্রদ্ধাযুক্ত: স
পুনস্তাদৃশ এব ভবতি, যন্ত তমস উৎকর্ষণে তামসশ্রদ্ধয়া
যুক্ত:, স পুনস্তাদৃশ এব ভবতীতি । লোকাচারমাত্রেন
প্রবর্তমানেষেব সাত্ত্বিক-রাজস-তামসশ্রদ্ধাব্যবস্থা শাস্ত্র-
জনিতবিবেকজ্ঞানযুক্তানাং তু স্বভাববিজয়েন সাত্ত্বিকী
একৈব শ্রদ্ধেতি প্রকরণার্থ: ॥ ৩

টীকা—সাত্ত্বিকাদিভেদমেব কাৰ্য্যভেদেন প্রপঞ্চয়তি
—যজন্ত ইতি । সাত্ত্বিকা জনা: সত্বপ্রকৃতীন্ দেবানেব
যজন্তে পূজয়ন্তি । রাজসাস্ত রজ:প্রকৃতীন্ যক্ষান্
রাজসাংশ্চ যজন্তে, এতেভ্যোহন্তে বিলক্ষণাস্তামসা
জনাস্তামসানেব প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে । সত্বাদি-
প্রকৃতীনাং তত্তদেবাদীনাং তু পূজার্চতিস্তত্ত্বপূজকানাং
সাত্ত্বিকত্বাদি জ্ঞাতব্যমিত্যর্থ: ॥ ৪

হইলেও রজস্তমোযুক্ত পুরুষের আশ্রয়হেতু রজস্তমোমিশ্রিতত্ব
সত্বগুণের ত্রৈবিধ্য হেতু শ্রদ্ধাও ত্রিবিধা) ॥ ৩

সাত্ত্বিকগণ দেবতাসকলকে অর্চনা করেন, রাজসিকগণ যক্ষ ও
রাক্ষসদিগকে, তামস প্রকৃতি লোকসমুদয় প্রেত ও ভূতগণকে
পূজা করিয়া থাকে ॥ ৪

অশান্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।

দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাধিতাঃ ॥ ৫

কর্শয়ন্তঃশরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।

মাং চৈবাস্তঃশরীরস্থং তান্ বিজ্ঞাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬

আহারস্তপি সর্বস্ত ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।

টীকা — রাজস-তামসেষপি পুনর্বিশেষাস্তুরমাহ — অশান্ত্রবিহিতমিতি দ্বাভ্যাম্ । শান্ত্রবিধিমজ্ঞানস্তোহপি কেচিৎ প্রাচীনপুণ্যসংস্কারেণোত্তমাঃ সাত্ত্বিকা এব ভবন্তি, কেচিন্নধ্যমা রাজসা ভবন্তি, অধমাস্ত তামসা ভবন্তি । যে পুনরত্যস্তং মন্দভাগ্যাস্তে গতানুগত্যা পাষণ্ডসঙ্গেন চ তদাচারানুবর্তিনঃ সন্তোহশান্ত্রবিহিতং ঘোরং ভয়ঙ্করং তপস্তপ্যন্তে কুর্বন্তি । তত্র হেতবঃ, দস্তাহঙ্কারাভ্যাং সংযুক্তাঃ, তথা কামোহভিলাষঃ, রাগ আসক্তিঃ, বলমাগ্রহঃ, ঐতর্যধিতাঃ সন্তঃ, তানাসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্বীত্বাস্তরেণাঘয়ঃ । কিঞ্চ কর্শয়ন্ত ইতি । শরীরস্থং প্রারম্ভকক্ষেন দেহে স্থিতং ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কর্শয়ন্তো রুথৈবোপবাসাদিভিঃ কৃশং কুর্বতোহ-চেতসোহবিবেকিনঃ মাঞ্চ অন্তর্ধ্যামিতয়া অন্তঃশরীরস্থং দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্জালজ্বলেনৈব কর্শয়ন্তঃ এবং যে তপশ্চরন্তি, তানাসুরনিশ্চয়ান্ আসুরোহতিক্রুরো নিশ্চয়ো যেষাং তান্ বিদ্ধি ॥ ৫-৬

টীকা—আহারাদিভেদাদপি সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতু-মাহ—আহারস্তিত্যাদি ত্রয়োদশভিঃ । সর্বস্তাপি জনস্ত য় আহারোহিহাদিঃ, স তু যথাযথং ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি,

বঞ্চকতা 'আমি কর্তা এই অভিমান'বৃত্ত ইচ্ছা, অহুরাগ বল আভ্যঙ্গসম্পন্ন হইয়া যে বিবেকহীন জনসকল শরীরস্থ ক্ষিত্যাদি পঞ্চকৃতকে বৃথা উপবাসাদির দ্বারা এবং অন্তর্ধ্যামিরূপে জন্ম-কমলস্থিত আমাকে আমার আজ্জালজ্বলনের দ্বারা কর্ণ করত শান্ত্রবিধিবিহিত ভয়ানক তপস্তা করে, তাহাদিগকে আসুর বভাব বলিয়া অবগত হইবে ॥ ৫-৬

আহারও লোকের গুণভেদে তিন প্রকার প্রিয় হইয়া থাকে । সেইরূপ যজ্ঞ, তপস্তা এবং দানও ত্রিবিধ । ইহাদের প্রভেদ জ্ঞাপন কর ॥ ৭

জীবন, উৎসাহ, শক্তি, রোগশূন্যতা, চিত্তের প্রশস্ততা,

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭

আয়ুঃ সত্বলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ ।

রস্তাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

কটু ম্লবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।

আহারো রাজসস্যেষ্টো দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

তথা যজ্ঞতপোদানানি ত্রিবিধানি প্রিয়াণি ভবন্তি । তেষাং চ বক্ষ্যমাণং ভেদমিমং শৃণু । এতচ্চ রাজস-তামসাহার-জাদিপরিভ্যাগেন সাত্ত্বিকাহারয়জ্ঞাদিসেবয়া সত্ববুদ্ধৌ যত্নঃ কর্তব্য ইত্যেতদর্থং কথ্যতে ॥ ৭

টীকা—তত্রাহারত্রৈবিধ্যমাহ—আয়ুরিতি ত্রিভিঃ । আয়ুর্জীবিতম্, সত্বমুৎসাহঃ, বলং শক্তিঃ, আরোগ্যং রোগ-রাহিত্যং, সুখং চিত্তপ্রসাদঃ, প্রীতিরভিরুচিঃ, আয়ুরাদীনাং বিবর্ধনাঃ বিশেষণে বুদ্ধিকরাঃ তে চ রস্তা রসবস্তঃ, স্নিগ্ধাঃ স্নেহযুক্তাঃ, স্থিরা দেহে সারংশেন চিরকালাবস্থায়িনঃ, হৃদ্যাঃ দৃষ্টমাত্রা এব হৃদয়ঙ্গমাঃ এবম্ভূতী আহারো ভক্ষ্যা-ভেজ্যাদয়ঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

টীকা—তথা কটুতি । অতিশব্দঃ কটুাদিষু সপ্তষপি সম্বধ্যতে, তেন অতিকটুনিষাদিঃ, অত্যল্লোহতিম্লবণেহ-ত্যাঞ্চ প্রসিদ্ধাঃ, অতিতীক্ষ্ণা মরিচাদিঃ, অতিরুক্ষাঃ কটুকোজ্রবাদিঃ, অতিবিদাহী সর্ষপাদিঃ, অতিকটুদয় আহারো রাজসস্যেষ্টাঃ প্রিয়াঃ, দুঃখং তাৎকালিকং হৃদয়-সন্তাপাদি, শোকঃ পশ্চাত্ত্বাবিদোর্ম্মনস্তম্, আময়ো রোগঃ এতান্ প্রদদতি প্রযচ্ছন্তীতি ॥ ৯

রুচিবিবর্ধক, রসময়, স্নেহযুক্ত, স্থির শরীরে সারংশের দ্বারা চিরকাল স্থায়ী (অভীপ্সিত) ভক্ষ্য ভোজ্যাদি সাত্ত্বিকগণের বাহিত ।

অতি কটু (নিষাদি), অতি অম্ল, অতি ম্লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ (মরিচ প্রভৃতি), অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী (সর্ষপাদি) দুঃখ-শোক-রোগ জনক আহার ভক্ষ্য ভোজ্য রাজসিকগণের প্রীতিজনক ।

এক প্রহর পূর্বে পাক করা, অতি শীতল, গতরস—যার সার নিপীড়ন করিয়া লওয়া হইয়াছে, এরূপ দ্রব্য, দুর্গন্ধযুক্ত বাসি,

যাতযামং গতরসং পুতি পয্যুষিতঞ্চ যৎ ।
 উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০
 অফলাকাজ্জিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে ।
 যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্বিকঃ ॥ ১১
 অভিসন্ধায় তু ফলং দত্তার্থমপি চৈব যৎ ।
 ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২
 বিধিহীনমসৃষ্টাঙ্গং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।

টীকা—তথা যাতযামমিতি । যাতো যামঃ প্রহরো যন্ত পক্ষস্ত ওদনাদেঃ তদ্ যাতযামং শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্ত-
 মিত্যর্থঃ, গতরসং নিম্পীড়িতসারং, পুতি দুর্গন্ধং, পয্যুষিতং
 দিনাস্তরপক্ষম্, উচ্ছিষ্টম্ অগ্নভুক্তাবশিষ্টম্, অমেধ্যং
 অভক্ষ্যম্ কলঞ্জাদি এবভূতং ভোজনং ভোজ্যং তামসস্ত
 প্রিয়ম্ ॥ ১০

টীকা—যজ্ঞোহপি ত্রিবিধস্তত্র সাত্বিকং যজ্ঞমাহ—
 অফলাকাজ্জিভির্যুক্তি ত্রিভিঃ । ফলাকাজ্জারহিতৈঃ পুরুষৈ-
 র্বিধিনা দিষ্ট আবশ্যকতয়া বিহিতো যো যজ্ঞ ইজ্যতে
 অমুণীয়তে, স সাত্বিকো যজ্ঞঃ । কথমিজ্যতে, যষ্টব্য-
 মেবেতি যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্যং নাগ্নং ফলং সাধনীয়-
 মিতেবং মনঃ সমাধায়ৈকাগ্রং কৃত্ত্বার্থঃ ॥ ১১

টীকা—রাজসং যজ্ঞমাহ—অভিসন্ধায়েতি । ফলমভি-
 সন্ধায় উদ্দিষ্ট যন্তু ইজ্যতে যজ্ঞঃ ক্রিয়তে । দত্তার্থঞ্চ
 স্বমহত্ত্ব্যাপনায় তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ ১২

টীকা—তামসং যজ্ঞমাহ—বিধীতি । বিধিহীনং
 শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্যম্ । অসৃষ্টাঙ্গং ব্রাহ্মণাদিভ্যো ন সৃষ্টং ন
 গুরুজন ভিন্ন অস্ত্রের ভুক্তাবশিষ্ট, অপবিত্র যে ভক্ষ্য ভোজ্য
 তামসিক প্রভৃতিগণের প্রীতিপ্রদ ॥ ৮-১০

যজ্ঞ করা কর্তব্য—এই বোধে ফলাকাজ্জাবিরহিত পুরুষ
 একাগ্রমনে বিধিবিহিত যে যজ্ঞ করেন, তাহা সাত্বিক যজ্ঞ ॥ ১১

আর ফললাভের উদ্দেশ্য করত ও নিজের মহত্ত্ব প্রচার
 করিবার জন্য যে যজ্ঞ অমুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজসং ॥ ১২

শাস্ত্রোক্ত বিধিবিবক্ষিত, ব্রাহ্মণাদিকে অন্নদানরহিত, মন্ত্রহীন,
 যথোক্ত দক্ষিণারহিত, ব্রহ্মশূন্য যজ্ঞকে শিষ্টগণ তামস যজ্ঞ
 বলেন ॥ ১৩

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু তত্ত্বজগণের অর্চনা, শৌচ (অভক্ষ্য
 দ্রব্ধন), অনিন্দিত ব্যক্তির সঙ্গ এবং স্বধর্মে বিশেষভাবে অবস্থানের

ব্রহ্মাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩
 দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ ।
 ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শরীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪
 অনুদ্বৈগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ ।
 স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চৈব বাঙময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫
 মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যঃ মৌনমাস্রবিনিগ্রহঃ ।
 ভাবসংযুক্তিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬

নিম্পাদিতমগ্নং যস্মিন্তং মন্ত্রহীনং যথোক্তদক্ষিণারহিতং
 ব্রহ্মশূন্যঞ্চ যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ ॥ ১৩

টীকা—তপসঃ সাত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমঃ
 তাবচ্ছারীরাদিভেদেন তস্ত ত্রৈবিধ্যমাহ দেবদ্বিজাদিভিঃ
 ত্রিভিঃ । অত্র শরীরমাহ—দেবেতি । প্রাজ্ঞা গুরুবাতি-
 রিক্তা অগ্নেহপি তত্ত্ববিদঃ, দেবব্রাহ্মণাদিপূজনং শৌচাদি-
 কঞ্চ শরীরং শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং তপ উচ্যতে ॥ ১৪

টীকা—বাচিকং তপ আহ—অনুদ্বৈগকরমিতি ।
 উদ্বৈগং ভয়ং ন করোতীত্যনুদ্বৈগকরং বাক্যং সত্যং জ্ঞাতুঃ
 প্রিয়ং হিতঞ্চ পরিণামে সুখকরং স্বাধ্যায়াভ্যাসনং বেদা-
 ভ্যাসশ্চ বাঙময়ং বাচ্য নির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৫

টীকা—মানসং তপ আহ—মন ইতি । মনসঃ প্রসাদঃ
 স্বস্থতা, সৌম্যমক্রুরতা, মৌনং মুনৈর্ভাবো মননমিত্যর্থঃ,
 আস্রবো মনসো বিনিগ্রহো বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ,
 ভাবসংযুক্তিঃ ব্যবহারে মায়াবাহিত্যমিত্যেতন্মানসং তপঃ
 উচ্যতে ॥ ১৬

নাম শৌচ), সারল্য, কায়মনোবাক্যে সকল অবস্থাতে, সকল
 স্থানে মৈথুন ত্যাগরূপ ব্রহ্মচর্য্য, বাক্য-মন-শরীরের দ্বারা
 সর্ব্বভূতের দ্রোহ না করা রূপ অহিংসা—শারীরিক তপস্তা বলিয়া
 কথিত হইয়া থাকে ॥ ১৪

অভয়প্রদ, সত্য, যথাদৃষ্টত, প্রিয় ও হিতজনক বাক্য,
 মোক্ষশাস্ত্রাভ্যাস বাঙম তপস্তা বলিয়া উক্ত হয় ॥ ১৫

মনের প্রশমতা, অক্রুরতা, মনন বা মৌনব্রত, মনের সংযম,
 ভাবসংযুক্তি, সর্ব্বত্র ভগবদর্শন, অর্থাৎ জড় চেতন সমস্ত ভগবানের
 শরীর মনে করিয়া প্রণাম অভ্যাস—মানস তপ বলিয়া কথিত
 হইয়া থাকে ॥ ১৬

অঙ্কয়া পরয়া তপ্তং তপস্তং ত্রিবিধং নরৈঃ ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুতৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭
সংকারমানপূজার্থং তপো দস্তেন চৈব যৎ ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমশ্রবম্ ॥ ১৮
মূঢ়গ্রাহেণাশ্বনো যং পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।
পরস্তোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯

টীকা — তদেবং শরীরবাস্থনোভিনির্ব্বর্ত্ত্যং ত্রিবিধং
তপো দর্শিতম্ । তস্মৈ ত্রিবিধস্তাপি তপসঃ সাত্বিকাদি-
ভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ — অঙ্কয়েত্যাদি ত্রিভিঃ । তৎ
ত্রিবিধস্যপি তপঃ শ্রেষ্ঠয়া অঙ্কয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈর্যুতৈ-
রেকাগ্রচিভৈর্নরৈস্তপ্তং সাত্বিকং কথয়ন্তি ॥ ১৭

টীকা—রাজসমাহ—সংকারোত । সংকারঃ সাধুকারঃ
সাধুরয়মিতি, তাপসোহয়মিতি, তাপসোহয়মিত্যাदि-
বাক্পূজা । মানঃ প্রত্যাখানাভিবাদনাদিঃ, দৈহিকী পূজা
অর্থলাভাদিঃ, এতদর্থং দস্তেন চ যৎ তপঃ ক্রিয়তে অতএব
চলমনিয়তম্ অশ্রবঞ্চ ক্ষণিকং যদেবভূতং তপস্তদিহ
রাজসং প্রোক্তম্ ॥ ১৮

টীকা—তাপসং তপ আহ—মূঢ়েতি । মূঢ়গ্রাহেণা-
বিবেককৃতেন হুগ্রাহেণাশ্বনঃ পীড়য়া যন্তপঃ ক্রিয়তে
পরস্তোৎসাদনার্থং বা অস্মৈ বিনাশার্থমভিচাররূপং
তস্তামসমুদাহৃতং কথিতম্ ॥ ১৯

টীকা—পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতমেব দানস্ত ত্রৈবিধ্যমাহ—

ফলকামনা পরিশূন্ত, একাগ্রচিত্ত মানবগণ কর্তৃক পরম শ্রদ্ধার
সহিত আচরিত পূর্ব্বকথিত ত্রিবিধ তপস্তাকে জানিসকল সাত্বিক
তপস্তা বলেন ॥ ১৭

সাধুবাদ, সন্মান এবং লোকসমাজে পূজা লাভ করিবার
অভিপ্রায়ে আড়ম্বরসহ লোকবঞ্চনার জন্য যে তপস্তা অহুষ্ঠিত হয়,
চকল অসত্য সেই তপস্তা রাজস নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১৮

অবিবেককৃত হুগ্রাহের দ্বারা আত্মাকে পীড়িত করিয়া বা
অপরের বিনাশের নিমিত্ত যে তপস্তা অহুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস
বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ১৯

দান করা কর্তব্য—ইহা মনে করিয়া কুক্কেতাদি পবিত্র ক্ষেত্রে,

দাতব্যমিতি যদ্ দানং দীয়তেহমুপকারিণে ।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্ দানং সাত্বিকং শ্রুতম্ ॥ ২০
যন্তু প্রত্যাপকারার্থং ফলমুদ্दिश्य বা পুনঃ ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্ দানং রাজসং শ্রুতম্ ॥ ২১
অদেশকালে যদ্ দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ।
অসংকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

দাতব্যমিতি । দাতব্যমেবেত্যেবং নিশ্চয়েন যদানং
দীয়তে অমুপকারিণে প্রত্যাপকারাসমর্থায়, দেশে কু-
ক্ষেত্রাদৌ, কালে গ্রহণাদৌ, পাত্রে চেতি দেশকালাদি-
সাহচর্যাং সপ্তমী প্রযুক্তা, পাত্রে পাত্রভূতায় তপঃশ্রুতা-
দিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণ্যেত্যর্থঃ, যদা চতুর্থ্যেবৈবা পাত্রে ইতি
তৃভুতং রক্ষকায় ইত্যর্থঃ । স হি সর্ব্বস্বাদাপদগণাদাতারং
পাতীতি পাতা । তন্মৈ যদেবভূতং দানং তৎ সাত্বিকম্ ॥ ২০

রাজসং দানমাহ—যদিতি । কালান্তরেহয়ং মাং প্রত্যা-
পকারং করিষ্যতীত্যেবমর্থং ফলং বা স্বর্গাদিকমুদ্दिश्य যৎ
পুনর্দানং দীয়তে পরিক্লিষ্টং চিত্তক্লেশযুক্তং যথা
ভবত্যেবভূতং তৎ দানং রাজসমুদাহৃতং কথিতম্ ॥ ২১

তামসং দানমাহ—অদেশেতি । অদেশে অশুচিস্থানে,
অকালে অশৌচাদি-সময়ে, অপাত্রেভ্যো বিটনটাদিভ্যো
যদানং দীয়তে, তৎ দেশকালপাত্রসম্পত্তাবপি অসংকৃতং
পাদপ্রক্ষালনাদিসংকারশূন্যম্ । অবজ্ঞাতং তিরস্কারযুক্তম্
এবভূতং দানং তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

গ্রহণাদি পুণ্যকালে, তপঃশ্রুতাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ও অমুপকারীকে
যে দান করা হয়, সেই দান সাত্বিক ॥ ২০

যে দান প্রত্যাপকার নিমিত্ত অথবা ফললাভের কামনায়
বিস্ত্রাণহেতু ক্লেশযুক্তচিত্তে অহুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম রাজস
দান ॥ ২১

অপবিত্র স্থানে, অশৌচাদি সময়ে, নট-নর্তক আদি
অপাত্রগণকে যে দান করা হয় এবং দেশকালপাত্র ও পাদপ্রক্ষাল-
নাদি সংকারশূন্যভাবে, অবজ্ঞা, তিরস্কার করিয়া দত্ত দান—
তামস নামে কথিত ॥ ২২

ওঁ তৎ সদिति নির্দেশো ব্রাহ্মণদ্বিবিধঃ স্মৃতঃ ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩

তস্মাদোমিত্যাদাহত্যা যজ্ঞ-দান-তপঃ-ক্রিয়াঃ ।

প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রাহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪

তদিত্যানভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞ-তপঃ-ক্রিয়াঃ ।

টীকা—নবেবং বিচার্যমাণে সর্বমপি যজ্ঞতপো-
দানাদি রাজসতামসপ্রয়মেবেতি ব্যর্থো যজ্ঞাদিপ্রয়াস
ইত্যাশঙ্ক্য তথাবিধস্তাপি সাত্ত্বিকছোপপাদনপ্রকারং
দর্শয়িতুমাহ—ওমিতি । ওম্ তৎসদिति ত্রিবিধো ব্রাহ্মণঃ
পরমাত্মনো নির্দেশো নাম ব্যাপদেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টৈঃ । তত্র
তাবৎ ওমিতি “ত্রিবিদ্ ব্রাহ্ম” ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ
ওমিতি ব্রাহ্মণো নাম, জগৎকারণত্বেন অতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ
অবিচ্ছবাৎ পরোক্ষত্বাচ্চ । তচ্ছব্দোহপি ব্রাহ্মণো নাম ।
পরমার্থসম্বন্ধসাধুত্বপ্রশস্ত্বাদিতি । সচ্ছব্দোহপি ব্রাহ্মণো
নাম “সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ । অয়ং
ত্রিবিধোহপি নামনির্দেশো বিগুণমপি সগুণীকর্তৃং সমর্থ
ইত্যাশয়েন স্তোতি—তেন ত্রিবিধেন ব্রাহ্মণো নির্দেশেন
ব্রাহ্মণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা সৃষ্ট্যাদৌ বিহিতা বিধাত্ৰা
নির্মিতাঃ সগুণীকৃতা ইতি বা । যদ্বা যস্তাং ত্রিবিধো
নির্দেশাস্তেন পরমাত্মনা ব্রাহ্মণাদয়ঃ পবিত্রতমাঃ সৃষ্টাশ্চ
তস্মাদুস্তায়াং ত্রিবিধো নির্দেশোহতিপ্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩

টীকা — ইদানীং প্রত্যেকমোক্ষারাদীনাম্ প্রাশস্ত্যং
দর্শয়িত্বাৎ ওঙ্কারস্ত তদেবাহ—তস্মাদিতি । যস্মাদেবং ব্রাহ্মণো
নির্দেশঃ প্রশস্তস্তস্মাৎ ওমিত্যাদাহত্যা তত্চুচ্চার্য্য কৃতা

ওঁ তৎ সৎ—পরমাত্মার এই ত্রিবিধ নাম, এই ত্রিবিধ ব্রাহ্মণের
নির্দেশের দ্বারা সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞসকল
নির্মাণ করিয়াছেন ॥ ২৩

সেই হেতু ব্রাহ্মণদিগের “ওঁ” ইহা বলিয়া যজ্ঞ, দান ও
তপস্ক্রিয়া আরম্ভ হয় ॥ ২৪

মোক্ষার্থিগণ ফল উদ্দেশ না করিয়া ‘তৎ’ শব্দ উচ্চারণপূর্বক
নানাবিধ যজ্ঞ তপঃক্রিয়া ও দানক্রিয়া করিয়া থাকেন ॥ ২৫

হে পার্শ্ব! সম্ভাবে—অস্তিত্বে (দেবদত্তের পুত্রাদি আছে এই
অর্থে) ও সাধুভাবে—সাধুত্বে (দেবদত্তের পুত্রাদি শ্রেষ্ঠ এই অর্থে)
এইরূপ অস্তিত্বে এবং সাধুত্বে ‘সৎ’ এই পদ প্রযুক্ত হয়; প্রশস্ত—

দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিত্তিঃ ॥ ২৫

সম্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুক্ত্যতে ।

প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুক্ত্যতে ॥ ২৬

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদिति চোচ্যতে ।

কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭

বেদবাদিনাং যজ্ঞাত্মাঃ শাস্ত্রোক্তাশ্চ ক্রিয়াঃ সততং সর্বদা
অঙ্গবৈকল্যোহপি প্রকর্ষণে বর্তন্তে সগুণা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪

টীকা—কিঞ্চ দ্বিতীয়ং নাম স্তোতি—তদिति । উদা-
হতোতি পূর্বস্থানুযজ্ঞঃ । তদিত্যাদাহত্যা উচ্চার্য্য শুদ্ধ-
চিন্তৈর্মোক্ষকাঙ্ক্ষিত্তিঃ পুরুষৈঃ ফলাভিসন্ধিমকৃৎ যজ্ঞাত্মাঃ
ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তে, অতশ্চিন্ত্যশোধনদ্বারেন ফলসঙ্কল্পত্যাগেন
মুমুক্শুঃসম্পাদকত্বাভিচ্ছদনির্দেশঃ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫

টীকা—সচ্ছব্দস্য প্রাশস্ত্যমাহ—সম্ভাব ইতি দ্বাভ্যাম্ ।
সম্ভাবে অস্তিত্বে । দেবদত্তস্ত পুত্রাদিকমন্তীত্যান্মিন্নর্থ
সাধুভাবে চ সাধুত্বে । দেবদত্তস্ত পুত্রাদি শ্রেষ্ঠমিত্যান্মিন্নর্থ
সদিত্যেতৎ পদং প্রযুক্ত্যতে । প্রশস্তে মাতুলিকে বিবাহাদি
কর্মণি চ সদিত্যং কথ্যেতি সচ্ছব্দো যুক্ত্যতে প্রযুক্ত্যতে
সঙ্গচ্ছত ইতি বা । কিঞ্চ যজ্ঞ ইতি । যজ্ঞাদিষু বা স্থিতি-
স্তাৎপর্যোগ্যবস্থানং তদপি সদিত্যুচ্যতে । যস্ত চৈদং
নামত্রয়ং স এব পরমাত্মা অর্থঃ ফলং যস্ত তত্তদর্থং কর্ম
পূজোপহারগৃহার্জনপরিমার্জনোপলেনপনাজমাতুলিকাদি-
ক্রিয়া, তৎসিদ্ধয়ে যদগ্ৰং কর্ম ক্রিয়তে উত্তানশালিক্ষেত্র-
ধনার্জননাদিবিষয়ং তৎকর্ম তদর্থীয়ম্ । তচ্চাতিবাবহিতমপি
সদিত্যেবাভিধীয়তে । যস্মাদেবমতিপ্রশস্তমেতন্মাত্রয়ং,
মাতুলিক অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহাদি কর্মে ‘এই কর্ম সৎ’
শব্দ প্রযুক্ত হয় ।

ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশে যজ্ঞ, দান, তপস্যায় যে অবস্থান
তাহাও সৎ এবং শ্রীভগবানের জন্ত কৃতকর্ম পূজা উপহার, গৃহ
অর্জন পরিমার্জন, উপলেনন আদি এবং সেই কর্মসিদ্ধির জন্ত কৃষি
বাণিজ্য ইত্যাদি অতিবাহিত কর্মও তদর্থীয় কর্ম—তাহাও সৎ ।
মুখ্য গোণ যে কোনভাবে ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া যে কর্মের
অনুষ্ঠান করা হইবে, তাহাই তদর্থীয়, পূজা অর্পণ হউক অথবা
সেবানির্ব্বাহের জন্ত দাসত্বই হউক সকলই তদর্থীয় কর্ম । যেহেতু
এই নামত্রয় অতি প্রশস্ত, তজ্জন্ত সমস্ত কর্মই সর্বাঙ্গীন করা
কর্তব্য ॥ ২৬-২৭

অশ্রদ্ধয়া হৃতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

তস্মাদেতৎ সর্বকৰ্মসাদৃশ্যার্থং সংকীৰ্ত্তয়েদিতি তাৎ-
পর্যার্থঃ । অত্র চার্যবাদানুপপত্ত্যা বিধিঃ কল্প্যতে, ‘বিধেয়ং
ভূয়তে বস্তু’ ইতি জ্ঞায়াৎ । অপরে তু “প্রবর্তন্তে
বিধানোক্তাঃ” “ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজিহিঃ” ইত্যাদি
বর্তমানোপদেশঃ সমিধো যজ্ঞতীত্যাদিবদ্ধিভিত্তয়া পরিণম-
নীয় ইত্যাহঃ । তত্ত্ব সন্ভাবে চেত্যাदिषু প্রাপ্ত্যর্থহার
সঙ্গচ্ছত ইতি পূর্বোক্তক্রমেণ বিধিকল্পনৈব জ্ঞায়সী
॥ ২৬-২৭

টীকা—ইদানীং সর্বকৰ্মসু শ্রদ্ধয়েব প্রবৃত্ত্যর্থমশ্রদ্ধয়া

অশ্রদ্ধাসংকারে হবন, দান, তপস্তা আর অন্যান্য কৰ্মসমূহ

শ্রীময়হি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা (লক্ষ্মণোক্তক) শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে
যোগশাস্ত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥
মহাভারতে ভীষ্মপর্বে একচত্বারিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ)

[ত্যাগস্য মহিমকথনম্ তথা সাংখ্যসিদ্ধান্তসা, ফলসহিতবর্ণধর্মস্যা, উপাসনাসহিতজ্ঞাননিষ্ঠায়া, ভক্তিসহিত-
নিষ্কামকর্মযোগস্য, গীতামাহাত্ম্যাস্য চ বর্ণনম্ ।]

অর্জুন উবাচ ।

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।

টীকা—জ্ঞাসত্যাগবিভাগেন সর্বগীতার্থসংগ্রহম্ ।

স্পষ্টমষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থবিনির্গয়ে ॥

অত্র চ “সর্বকর্মাণি মনসা সংযতাস্তে সুখং বশী ।”
“সংযতাসযোগবৃত্তায়া” ইত্যাদিষু কর্মসংযতাস উপদিষ্টঃ ।
তথা “তত্ত্বা কৰ্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ । সর্ব-
কর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যত্নবান্” ইত্যাদিষু চ ফলমাত্র-
ত্যাগেন কর্ম্মমুচ্যমানমুপদিষ্টম্, ন চ পরস্পরবিরুদ্ধং সর্বভঃ

অষ্টাদশ অধ্যায়

[ত্যাগের মহিমা কথন এবং সাংখ্যসিদ্ধান্ত, ফলের সহিত বর্ণ-
ধর্ম, উপাসনার সহিত জ্ঞাননিষ্ঠা, ভক্তিসহ নিষ্কাম কর্মযোগ ও
গীতামাহাত্ম্য বর্ণন ।]

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুপনিষৎসু
ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বে তু একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

কৃতং সর্বং নিন্দতি—অশ্রদ্ধয়েতি । হৃতং হবনং দত্তং দানং
তপস্তপ্তং নিকর্ষিতং যচ্চাত্তদপি কৃতং কর্ম, তৎ সর্বমস-
দিত্যুচ্যতে । যতস্তৎ প্রেত্য লোকান্তরে ন ফলতি
বিগুণত্বাৎ, নো ইহ ন চাস্মিন্ লোকে ফলতি অযশস্কর-
ত্বাৎ ॥ ২৮

রজস্তমোময়ীং তত্ত্বা শ্রদ্ধাং সত্ত্বময়ীং শ্রিতঃ ।

তত্ত্বজ্ঞানেহধিকারী স্মাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াম্

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭

কৃত হইলে তাহা অসৎ বলিয়া কথিত ; ইহলোক পরলোক—
কোন স্থানেই তাহা সুফল দান করে না ॥ ২৮

ত্যাগস্ত চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষদন ॥ ১

পরমকারণিকো ভগবানুপদেশে । অতঃ কর্মসংযতাসস্য
তদনুষ্ঠানস্ত চাবিরোধপ্রকারং বুভুৎসুরজ্জুন উবাচ—
সংযতাস্তেতি । ভো হৃষীকেশ ! সর্বেন্দ্রিয়নিয়ামক ! হে
কেশিনিষদন ! হে কেশিনায়ো মহতো হর্যাকৃতেদৈত্যস্য
যুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্ষিতুমিচ্ছতোহত্যন্তং ব্যান্তে মুখে
বামবাহুং প্রবেশ্য তৎক্ষণমিব বিরুদ্ধেন তেনৈব স্ববাহুনা
ককটিকাফলবত্ত্বং বিদায়া নিষ্পদিতবান, অতএব হে

অর্জুন বলিলেন—হে মহাবাহো হৃষীকেশ কেশিনিষদন !

সন্ন্যাসের ও ত্যাগের তত্ত্ব বিশেষভাবে বিদিত হইতে ইচ্ছা
করি ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম্যানাং কর্মণাং শ্রাসং সন্ধ্যাসং কবয়ো বিহুঃ ।

সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

মহাবাহো ! ইতি সম্বোধনং, সংশ্রাসস্য ত্যাগস্য চ তৎপ্ৰ-
পঞ্চক্ বিবেকেন বেদিতুমিচ্ছামি ॥ ১

টীকা—তত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম্যানামিতি ।

কাম্যানাং ‘পুত্রকামো যজ্ঞেত’ ‘স্বর্গকামো যজ্ঞেত’ ইত্যাদি-
কামোপবন্ধেন বিহিতানাং কর্মণাং শ্রাসং পরিত্যাগং
সংশ্রাসং কবয়ো বিহুঃ । সম্যক্ ফলৈঃ সহ সর্বকর্মণামপি
শ্রাসং সংশ্রাসং পণ্ডিতা বিহুঃ, জানন্তীত্যর্থঃ । সর্বেষাং
কাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিকানাঞ্চ কর্মণাং ফলমাত্রত্যাগং
বিচক্ষণা নিপুণাঃ । ন তু স্বরূপতঃ কর্মত্যাগম্ । নহু
নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফলপ্রবণাদবিহুমানশ্চ ফলস্য কথং
ত্যাগঃ স্যাৎ, নহি বন্ধায়াঃ পুত্রত্যাগঃ সম্ভবতি । উচ্যতে,
যন্তপি স্বর্গকামঃ পশুকামঃ ইত্যাদিৎ “অহরহঃ সন্ধ্যা-
মুপাসীত” “যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি” ইত্যাদিষু
ফলবিশেষো ন শ্রীয়েত, তথাপ্যপুরুষার্থব্যাপারে প্রেক্ষাবস্তু
প্রবর্তয়িতুমশক্যম্, বিধিঃ “বিশ্বজিতা যজ্ঞেত” ইত্যাদিষু
সামান্যতঃ কিমপি ফলমাক্ষিপত্যেব । ন চাতীত্ব গুরুমতঃ
প্রকৃত্য স্বসিদ্ধিরেবং বিধেঃ প্রয়োজনং মন্তব্যং, পুরুষ-
প্রবৃত্ত্যানুপপত্তেহুঁপরিহরত্বাৎ । শ্রীয়েত চ নিত্যাদাবপি
ফলং “সর্বৈ এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি” ইতি “কর্মণা
পিতৃলোকঃ” ইতি “ধর্মেণ পাপমপমুদতি” ইত্যাদিষু ।
তন্মাদ্ যুক্তমুক্তং “সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচ-
ক্ষণাঃ” ইতি । নহু ফলত্যাগেন পুনরপি নিষ্ফলেষু কর্মসু
প্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ, তন্ন । সর্বেষাং কর্মণাং সংযোগ-
পৃথক্ত্বেন বিবিদিষার্থতয়া বিনিয়োগাৎ । তথাচ শ্রুতিঃ—
“তমেতমাশ্বানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন
দানেন তপসাহনাশকেন” ইতি, ততশ্চ শ্রুতিপদোক্তং
সর্বং ফলং বন্ধকত্বেন ত্যক্ত্বা বিবিদিষার্থং সর্বকর্মাত্মকানাং
যতত এব । বিবিদিষা চ নিত্যানিত্যবস্তুবিরেবেকেন নিবৃন্ত-

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পণ্ডিতগণ কাম্য কর্মসমূহের পরি-
ত্যাগকে সন্ধ্যাস বলিয়া জানেন ও জানিগণ নিখিল কর্মের
ফলত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া থাকেন ॥ ২

ত্যাগ্যং দোষবদিত্যেকৈ কর্ম প্রাহ্মর্মনীষিণঃ ।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩

দেহাত্মভিমানতয়া বুদ্ধেঃ প্রত্যক্প্রবণতা । তাবৎ পর্য্যন্তক
সদ্ব্যবহার্যং জ্ঞানাবিরুদ্ধং যথোচিতমাবশ্যকং কর্ম কুর্বতস্তৎ
ফলত্যাগ এব কর্মত্যাগো নাম, ন স্বরূপেণ । তথাচ
শ্রুতিঃ—“কুর্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ”
ইতি । ততঃ পরন্তু সর্বকর্মনিবৃত্তিঃ স্বত এব ভবতি ।
তত্বে নৈকর্ম্ম্যসিদ্ধৌ,—প্রত্যক্প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্ম্মাণ্যুৎ-
পাত্ত শুদ্ধিতঃ । কৃতার্থা শ্রুন্তমায়ান্তি প্রাবৃড়ন্তে ঘনা ইব ॥”
উক্তক ভগবতা—“যজ্ঞায়রতিরেষ শ্রাৎ” ইত্যাদি । বশিষ্ঠেন
চোক্তং—“ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কর্ম্মভিত্ত্যাজ্যতে
হসৌ” ইতি । জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বমালক্ষ্য ত্যজেহা ।
তত্বে শ্রীভগবতা “তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বাণীত ন
নিব্বিভেত যাবতা । মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন
জায়তে ॥ জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মন্ত্রকো বাহনপেক্ষকঃ ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥” ইত্যাদি ।
অলমতিপ্রসঙ্গে প্রকৃতমহুসরামঃ ॥ ২

টীকা—অবিহুঃ ফলত্যাগমাত্রমেব ত্যাগশব্দার্থো ন
কর্ম্মত্যাগ ইতি । এতদেব মতান্তর-নিরাসেন দৃষ্টকর্তৃ-
মতভেদং দর্শয়াত—ত্যাগ্যমিতি । দোষবন্ধিনাদিদোষ-
বস্তেন বন্ধকমিতি হেতোঃ সর্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমিত্যেকৈ
সাংখ্যাঃ প্রাহ্মর্মনীষিণ ইতি । অস্ত্রায়ং ভাবঃ—“মা
হিংস্তাং সর্বভূতানি” ইতি নিবেদ্যঃ পুরুষস্থানর্থহেতু-
হিংসেত্যাহ, “অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত”—ইত্যাদি-
প্রাকরণিকো বিধিস্ত হিংসায়াঃ ক্রতুপকারকত্বমাহ ;
অতো ভিন্নবিষয়ত্বেন সামান্যবিশেষশ্রায়াগোচরত্বাৎ বাধ্য-
বাধকতা নাস্তি । দ্রব্যসাধ্যোষু চ সর্বেষাপি কর্ম্মসু
হিংসাদেঃ সম্ভবাৎ সর্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমেবেতি । তত্বে,
“দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হবিশুদ্ধিক্রিয়াতিশয়যুক্ত ইতি ॥”
অন্ত্যর্থঃ—উপায়ো জ্যোতিষ্টমাদিঃ সোহপি দৃষ্টোপায়বদ্

সাংখ্যবেত্তাসকল ‘কর্ম্ম দোষবিশিষ্ট’ এই হেতু পরিত্যগ করা
কর্তব্য বলেন । মীমাংসকগণ ‘যজ্ঞ, দান ও তপস্শ্রীকর্ম্ম পরিত্যাজ্য
নহে’ ইহা বলিয়া থাকেন ॥ ৩

নিশ্চয়ং শৃণু মে ভক্ত ত্যাগে ভরতসন্তম ।

ত্যাগো হি পুরুষব্যায় ত্রিবিধঃ সম্প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪

যজ্ঞ-দান-তপঃকর্ম ন ত্যাক্যং কার্যমেব তৎ ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫

এতান্তুপি তু কর্মণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।

গুরুপাঠাদ্ অনুশ্রুয়ত ইত্যনুশ্রবো বেদস্তদ্বোধিতঃ ।
তত্রাবিশুদ্ধির্হিঃসা তয়া ক্ষয়ো বিনাশঃ । অগ্নিহোত্র-
জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্ঞং স্বর্গেষু তারতম্যং চ বর্ততে, পরোৎ-
কর্ষন্ত, সর্বান হুঃখীকরোতি । অপরে তু মীমাংসকা
যজ্ঞাদিকং কর্ম ন ত্যাক্যমেবেতি প্রাহুঃ । অয়ং ভাবঃ—
ক্রোধখাপি সতীয়াং হিংসা পুরুষেণ কর্তব্য, সা চাত্মো-
দ্দেশেনাপি কৃতা পুরুষস্য প্রত্যবায়হেতুরেব, তথাহি
বিধিবিধেয়স্ত তদুদ্দেশেনানুষ্ঠানং বিধন্তে, তাদর্থ্যলক্ষণস্বা-
ত্তচ্ছেষস্ত ন হেবং নিষেধো নিষেধস্ত তদর্থ্যমপেক্ষতে
প্রাপ্তিমাাত্রাপেক্ষিতত্বাৎ, অন্তথা অজ্ঞানপ্রমাদাদিকৃতে
দোষাভাবপ্রসঙ্গাৎ, তদেবং সমানবিষয়ত্বেন সামান্ত্রশাস্ত্রস্ত
বিশেষেণ বাধামাস্তি দোষবত্বম্, অতো নিত্যং যজ্ঞাদি
কর্ম ন ত্যাক্যমিতি অনেন বিধিনিষেধয়োঃ সমানবলতা
বাধ্যতে সামান্ত্রবিশেষত্বায়াং সম্পাদয়িতুম্ ॥ ৩

টীকা—এবং মতভেদমুপপত্ত্যন্ত স্বমতঃ কথয়িতুমাহ—
নিশ্চয়ং শৃণুতি । তত্রৈবং বিপ্রতিপন্নৈ ত্যাগে নিশ্চয়ং
মে বচনাচ্ছৃণু । ত্যাগস্য লোকপ্রসিদ্ধাৎ কিমত্র
শ্রোতব্যমিতি মাযমংস্থা ইত্যাহ—হে পুরুষব্যাত্ত !
পুরুষশ্রেষ্ঠ ! ত্যাগোহয়ং দুর্বোধো হি যস্মাদয়ং কস্মত্যাগ-
স্তব্বিভিক্তিস্তামসাদিভেদেন ত্রিবিধঃ সম্যগ্বেবেকেন

হে ভরতপ্রধান পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এই ত্যাগবিষয়ে আমার বাক্য
হইতে নির্ণয় প্রবণ কর,—ত্যাগও ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪

যজ্ঞ, দান ও তপস্কারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, তাহা
করা অবশ্য কর্তব্য, কেননা যজ্ঞ-দান-তপস্কা জানিগণের পবিত্রতা-
বিধায়ক ॥ ৫

হে পার্থ ! এই কর্মসকল আসক্তি ও ফল-কামনা ত্যাগ
করিয়া অহুতান করা উচিত । ইহা আমার নিশ্চিত সর্বোৎকৃষ্ট
অভিमत ॥ ৬

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬

নিয়তস্ত তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপত্ততে ।

মোহাৎ তস্ত পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৭

হুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ ।

স কৃষা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮

প্রকীৰ্ত্তিতঃ । ত্রৈবিধ্যাক্ষ—নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণ
ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি ॥ ৪

টীকা—প্রথমঃ তাবল্লিচ্ছয়মাহ—যজ্ঞেতি স্বাভ্যাম্ ।
মনীষিণাং বিবেকিনাং পাবনানি চিন্তাশুদ্ধিকরাণি । যেন
প্রকারেণ কৃতাশ্চেতানি পাবনানি ভবন্তি তৎপ্রকারং
দর্শয়মাহ—এতান্তুপীতি । যানি যজ্ঞাদীনি কর্মণি ময়া
পাবনানীত্যান্তানি এতান্তুপ্যেবং কর্তব্যানি । কথম্ ? সঙ্গং
কর্তৃহাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাদনতয়া
কর্তব্যানি, ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্তব্যানীতি নিশ্চিতং মে
মতম্ ; অতএবোত্তমম্ ॥ ৫-৬

টীকা—প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগস্য ত্রৈবিধ্যমিদানীং দর্শয়তি
—নিয়তস্যোতি ত্রিভিঃ । কাম্যস্ত কর্মণো বন্ধকত্বাৎ
সংস্থাসো যুক্তঃ ; নিয়তস্ত তু নিত্যস্ত পুনঃ কর্মণঃ
সংস্থাসস্ত্যাগো নোপপত্ততে সত্ত্বশুদ্ধিয়ারা মোক্ষহেতুত্বাৎ ।
অতস্তস্ত পরিত্যাগ উপাদেয়ত্বেনপি ত্যাক্যমিত্যেবং
লক্ষণান্মোহাদেব ভবেৎ ; স চ মোহস্য তামসত্বাত্তামসঃ
পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৭

টীকা—রাজসং ত্যাগমাহ—হুঃখমিতি । যঃ কর্তা
আত্মবোধং বিনা কেবলং হুঃখমিত্যেবং মত্বা শরীরায়াস-
ভয়ান্নিত্যং কর্ম ত্যজেদिति যস্তাদৃশস্ত্যাগো রাজসো

মত্বা প্রকৃতি নিত্যকর্ম ত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত নহে ;
অজ্ঞানবশে তাহার পরিত্যাগ তামস বলিয়া কথিত হইয়া
থাকে ॥ ৭

যে কর্তা আত্মজ্ঞান ব্যতীত কর্ম করা হুঃখকর বলিয়া
শরীরের আয়াস-ভয়ে নিত্যকর্ম ত্যাগ করে, (হুঃখ রাজস) সে
অজ্ঞান্য রাজস ত্যাগ করত জাননিষ্ঠ-লক্ষণ ত্যাগফল লাভ
করে না ॥ ৮

কার্যামিত্যেব যৎ কৰ্ম নিয়তং ক্রিয়তেহজুঁন ।

সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯

ন দ্বেষ্টীকুশলং কৰ্ম কুশলে নানুসজ্জতে ।

ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী হিঙ্গ্রসংশয়ঃ ॥ ১০

ন হি দেহভূতা শক্যাং ত্যক্ত্বা কৰ্মাণ্যশেষতঃ ।

দুঃখস্য রাজস্বাৎ, অতস্তৎ রাজস্যং ত্যাগং কৃৎস্বা স রাজসঃ
পুৰুষস্ত্যাগস্য ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভত
ইত্যর্থঃ ॥ ৮

টীকা—সাত্ত্বিকঃ ত্যাগমাহ—কাৰ্য্যামিতি । কাৰ্য্য-
মিত্যেবং বুদ্ধা নিয়তমবশ্যকর্তব্যতয়া বিহিতং কৰ্ম্ম সঙ্গং
ফলঞ্চ ত্যক্ত্বা ক্রিয়ত ইতি যস্তাদৃশস্ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো
মতঃ ॥ ৯

টীকা—এবমুত্তমাত্ত্বিকত্যাগপরিণিষ্ঠিতস্ত লক্ষণমাহ—
ন দ্বেষ্টীত্যাদি । সত্ত্বসমাবিষ্টঃ সত্ত্বেন সংব্যাপ্তঃ সাত্ত্বিক-
ত্যাগী । অকুশলং দুঃখাবহং শিশিরে প্রাতঃস্নানাদিকং
কৰ্ম্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে চ সুখকরে কৰ্ম্মণি নিদাঘে
মধ্যাহ্নস্নানাদৌ নানুসজ্জতে প্রীতিং ন কৰোতি । তত্র
হেতুঃ—মেধাবী স্থিরবুদ্ধিঃ । যত্র পরপরিভবাদি মহদপি
দুঃখং সহতে স্বর্গাদিসুখঞ্চ ত্যজতি ; তত্র কিয়দেতত্ত্বাৎ-
কালিকং সুখং দুঃখক্ষেত্রেণৈবমনুসন্ধানবানিত্যার্থঃ । অতএব
হিঙ্গ্রঃ সংশয়ো মিথ্যাজ্ঞানং দৈহিকসুখদুঃখয়োৰূপাদিসা-
পরিজিহ্বীষালক্ষণং যন্ত সং ॥ ১০

টীকা—নৈবেদ্যভূতাং কৰ্ম্মফলত্যাগাদ্ বরং সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-
ত্যাগস্তথা সতি কৰ্ম্মবিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠা সুখং
সম্প্রাপ্ততে, তত্রাহ—ন হীতি । দেহভূতা দেহাভ্যুভ-

হে অজুঁন ! কৰ্ম্মে অহুরাগ ও ফলত্যাগপূৰ্ব্বক, অবশ্যকর্তব্য
—ইহা বোধ করত যে নিত্যকৰ্ম্ম অহুষ্ঠিত হয়, সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক
ইহা আমার মত ॥ ৯

সত্ত্বগুণসম্পন্ন, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান্, সন্দেহরহিত ত্যাগী দুঃখপ্রদ
কৰ্ম্মে ঘেব করেন না, মঙ্গলকৰ্ম্মেও অহুযুক্ত হই না ॥ ১০

দেহধারী সম্পূর্ণভাবে নিখিল কৰ্ম্মত্যাগ করিতে সমর্থ হই না,
পরন্তু তিনি কৰ্ম্মফল ত্যাগপূৰ্ব্বক কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করেন, তিনি ত্যাগী
হলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১১

যন্ত কৰ্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কৰ্ম্মণঃ ফলম্ ।

ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ॥ ১২

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাম্ ॥ ১৩

মানবতা নিঃশেষেণ সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ত্যক্ত্বা ন হি শক্যম্ ।
তত্বক্তং, “ন হি কচিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃতং”
ইত্যাদিনা । তস্মাদ্ যন্ত কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্নপি কৰ্ম্মফলত্যাগী
স এব মুখ্যঃ ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১

টীকা—এবমুত্তম কৰ্ম্মফলত্যাগস্ত ফলমাহ—অনিষ্ট-
মিতি । অনিষ্টঃ নারকিভূতম্, ইষ্টং দেবভূতম্, মিশ্রং মনুষ্যভূতম্
এবং ত্রিবিধং পাপস্ত চোভয়মিশ্রস্ত চ কৰ্ম্মণো যৎ ফলং
প্রসিদ্ধং, তৎ সৰ্ব্বমত্যাগিনাং সাকামানামেব প্রেত্য পরত্র
ভবতি ; তেষামেব ত্রিবিধকৰ্ম্মসম্ভবাৎ ; ন তু সন্ন্যাসিনাং
কচিদপি ভবতি । সন্ন্যাসিনশব্দেনাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ
প্রকৃতাঃ কৰ্ম্মফলত্যাগিনো গৃহ্যন্তে, “অনাস্তিতঃ কৰ্ম্মফলং
কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম কৰোতি যঃ । স সন্ন্যাসী চ যোগী চ”
ইত্যেবমাদৌ কৰ্ম্মফলত্যাগিণ্যু সংশ্রাসিশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ
তেষাং সাত্ত্বিকানাং পাপাসম্ভাবাদীশ্বর্যপর্ণেন চ পুণ্যফলস্ত
ত্যাক্ত্বাৎ, ত্রিবিধমপি কৰ্ম্মফলং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২

টীকা—নমু কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বতঃ কৰ্ম্মফলং কথং ন ভবে-
দিত্যাশঙ্ক্য সঙ্গত্যাগিনো নিরহঙ্কারস্য সতঃ কৰ্ম্মফলে
লেপো নাস্তীত্যুপপাদয়িতুমাহ—পঞ্চৈতি পঞ্চভিঃ ।
সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে ইমানি বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ
কারণানি মে মম বচনান্নিবোধ জানীহি । আত্মনঃ কৰ্ত্তৃ-

সকাম ব্যক্তিগণের পরলোকগমনের পর অনিষ্ট (নারকিভূত),
ইষ্ট (দেবভূত) ও মিশ্র (মনুষ্যভূত) এই ত্রিবিধ কৰ্ম্মের ফল হইয়া
থাকে, কিন্তু সন্ন্যাসিগণের হয় না । সন্ন্যাসী শব্দের অর্থ এখানে
বাহারা প্রকৃত কৰ্ম্মত্যাগী সাত্ত্বিকপ্রকৃতি, তাহাদের পাপ-
অহুষ্ঠান অসম্ভব আর ঈশ্বরে অৰ্পণের দ্বারা পুণ্যফল ত্যাগ হেতু
ত্রিবিধ কৰ্ম্মফল হয় না ॥ ১২

হে মহাবাহো ! বেদান্তসিদ্ধান্তে সমস্ত কৰ্ম্মের সিদ্ধির জন্য
এই পাঁচটি কারণ আমার নিকট অবগত হও ॥ ১৩

অধিষ্ঠানং তথা কৰ্তা করণঞ্চ পৃথগ্ধৰ্ম্ম।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪
শরীর-বাঙ্-মনোভিৰ্ঘং কৰ্ম প্রারভতে নরঃ।
জ্ঞায্য বা বিপরীতং বা পঠেতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫
তত্রৈবং সতি কৰ্তারমাখ্যানং কেবলং তু যঃ।

জ্ঞাতিমাননিবৃত্তার্থমবশ্যমেতানি জ্ঞাতব্যানীত্যেবং তেবাং
জ্ঞাতার্থমেবাহ—সাংখ্য ইতি। সমাক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে
পরমাত্মা অনেনেতি সাংখ্যং তদজ্ঞানম্। প্রকাশমান
আত্মবোধঃ সাংখ্যম্, তস্মিন্ কৃতং কৰ্ম তস্মাস্তঃ সমাপ্তি-
রশ্মিমিতি কৃতাস্তস্তস্মিন্ বেদান্তসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা,
সাংখ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তদ্বাশ্মিমিতি সাংখ্যং, কৃতোহন্তো
নির্ণয়োহশ্মিমিতি কৃতাস্তঃ সাংখ্যাত্মমেব তস্মিন্
প্রোক্তানি অতঃ সমাক্ নিবোধেত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা — তাত্ত্বমেবাহ — অধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানং
শরীরং, কৰ্তা চিদচিদ্গুণিরহঙ্কারঃ, পৃথগ্ধৰ্ম্মনৈকপ্রকারম্।
করণং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি, বিবিধাঃ কাৰ্য্যতঃ স্বরূপতঃ পৃথগ্-
ভূতাস্চেষ্টাঃ প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারাঃ; অত্র চ এতেষেব
পঞ্চমং দৈবঞ্চ কারণং চক্ষুরাদ্যানুগ্রাহকমাদিত্যাদিসৰ্ব-
প্রেরকোহন্তুৰ্য্যামী বা ॥ ১৪

টীকা—এতেষামেব সৰ্ব্বকৰ্ম্মহেতুঃ সমাহ—শরীরেতি।
যথোক্তং পঞ্চভিঃ প্রারভ্যমাণং কৰ্ম্ম ত্রিষেবাস্তুৰ্ভাব্যম্,
শরীরবাহ্মনোভিরিত্যুক্তম্। শরীরং বাচিকং মানসঞ্চ
ত্রিবিধং কৰ্ম্মেতি প্রসিদ্ধেঃ। শরীরাদিভিৰ্ঘং কৰ্ম্ম ধৰ্ম্ম্য-
মধৰ্ম্ম্যং বা কৰোতি নরস্তস্মৈ কৰ্ম্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ ॥ ১৫

টীকা—ততঃ কিমত আহ তত্রৈতি। তত্র সৰ্ব্বশ্মিন্

শরীর ও কৰ্তা (অহঙ্কার), ভিন্ন ভিন্ন ইঞ্জিয়, বহিঃস্থ চেষ্টা,
আর পঞ্চম দৈব অথবা চক্ষু আদি প্রেরক আদিত্য প্রভৃতি
সকলের প্রেরক অন্তর্য্যামী ॥ ১৪

মহন্তু কার্যমনোবাক্যের দ্বারা যে যোগ্য বা অযোগ্য কৰ্ম্ম-
জ্ঞান করে, এই পাঁচটি তাহার কারণ ॥ ১৫

অখিল কৰ্ম্মে শরীর, অহঙ্কার, চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়, বিবিধ পৃথক্
পৃথক্ চেষ্টা আদি দৈব—এই পাঁচটি হেতু হইলেও নিরূপাধি, অসঙ্গ
আত্মাকে যে কৰ্ত্তারূপে দর্শন করে, শাস্ত্রাচার্য্য-সেবা যিহুৎ সেই
দুৰ্ভূক্তি দেখিতে পায় না—সে সত্যদর্শনে বঞ্চিত ॥ ১৬

পশুতাকৃতবুদ্ধিহীন স পশুতি দুর্মতিঃ ॥ ১৬
যন্ত নাহঙ্কতো ভাবো বুদ্ধিৰ্যন্ত ন লিপাতে।
হত্বাপি স ইমাম্লোকায় হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কৰ্মচোদনা।
করণং কৰ্ম কৰ্তেতি ত্রিবিধঃ কৰ্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮

কৰ্ম্মণি এতে পঞ্চ হেতব ইত্যেবং সতি কেবলং নিরূপাধিক-
মসঙ্গমাখ্যানং যঃ কৰ্ত্তারং পশুতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশত্যাগে-
নাসংস্কৃতবুদ্ধিহাং দুর্মতিরসৌ সমাক্ ন পশুতি ॥ ১৬

টীকা—কন্তুহি স্মৃতিৰ্যন্ত কৰ্ম্মলেপো নাস্তীত্যুক্ত-
মিত্যপেক্ষ্যামাহ — যন্তেতি। যদ্বা অহমিতি কুতো-
হহঙ্কর্তেত্যেবভূতো ভাবোহভিপ্রায়ো যন্ত নাস্তি, অহঙ্ক-
তোহহঙ্কারস্ত ভাবঃ, স্বভাবঃ কৰ্ত্তৃভাবিনিবেশো যন্ত
নাস্তি শরীরাদীনাংমেব কৰ্ম্মকৰ্ত্তৃলোচনাদিত্যর্থঃ, অতএব
যন্ত বুদ্ধির্ন লিপ্যতে ইষ্টানিষ্টবুদ্ধী কৰ্ম্মসু ন সজ্জতে, স
এবভূতো দেহাদিবি্যতিরিক্তাশ্চদর্শী ইমান্ লোকান্ সৰ্ব্বানপি
প্রাণিনো লোকদৃষ্টা হত্বাপি বিবিক্তয়া স্বদৃষ্টা ন হস্তি,
ন চ তৎফলেনিবিধ্যতে বন্ধং ন প্রাপ্নোতি। কিং পুনঃ
সত্ত্বস্তদ্ধিহারা পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিহেতুভিঃ কৰ্ম্মভিস্তস্য-
বন্ধশক্তেত্যর্থঃ। তদুক্তং — “ব্রহ্মণ্যধায় কৰ্ম্মণি সঙ্গং
তাক্ত্বা কৰোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্র-
মিবাস্তসা” ইতি ॥ ১৭

টীকা—হত্বাপি ন হস্তি ন নিবধ্যতে—ইত্যেতদেবো-
পপাদয়িত্বং কৰ্ম্মচোদনায়াঃ কৰ্ম্মাজ্ঞায়ন্ত চ কৰ্ম্মকলাদীনাঞ্চ
ত্রিগুণাত্মকদ্ব্যগ্নিগুণস্ত আত্মনস্তৎসম্বন্ধো নাস্তীত্যভি-
প্রায়েণ কৰ্ম্মচোদনাং কৰ্ম্মাজ্ঞয়ঙ্কাহ—জ্ঞানমিতি। জ্ঞান-

ধাহার “আমি কৰ্তা” এইরূপ স্বভাব নয়, ধাহার বুদ্ধি ইষ্ট
অনিষ্ট বুদ্ধিতে কৰ্ম্মে আসক্ত হয় না, তিনি সমস্ত প্রাণিগণকে
লোকদৃষ্টিতে হনন করিলেও অসম্পূর্ণ স্বকীয় দৃষ্টির দ্বারা
কাহাকেও বিনাশ করেন না বা তাহার ফলে নিবদ্ধ হন
না ॥ ১৭

জ্ঞান—ইহা ইষ্টসাধন এই বোধ, জ্ঞেয়—ইষ্টসাধন কৰ্ম্ম,
পরিজ্ঞাতা—এই জ্ঞানের আশ্রয়, এই ত্রিবিধ কৰ্ম্মপ্রভৃতির কারণ।
আর করণ সাধকতম, কৰ্ম্ম কৰ্ত্তার দৈপ্তিতম, কৰ্ত্তা ক্রিয়ানিবর্তক
এই করণাদি ত্রিবিধ কারক ক্রিয়ার আশ্রয় ॥ ১৮

জ্ঞানং কৰ্ম চ কৰ্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।
 প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছূণ্তাত্তপি ॥ ১৯
 সৰ্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে ।
 অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০
 পৃথক্স্থেন তু যজ্ঞজ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্ ।

মিষ্টসাধনমেতদিতি বোধঃ, জ্ঞেয়মিষ্টসাধনং কৰ্ম, পরিজ্ঞাতা
 এবজ্ঞতজ্ঞানাত্মনঃ, এবং ত্রিবিধা কৰ্মচোদনা চোক্ততে
 প্রবর্ত্যতেহনয়েতি চোদনা জ্ঞানাদিত্রিতয়ং কৰ্মপ্রবৃত্তিহেতু-
 রিত্যর্থঃ । যদ্বা চোদনেতি বিধিকৃত্যতে, তদ্ব্যক্তং ভট্টৈঃ,
 —“চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশৈচকার্যবাচিনঃ” ইতি ।
 ততশ্চায়মর্থঃ—উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিত্রয়মব-
 লম্ব্য কৰ্মবিধিঃ প্রবর্তত ইতি । তদ্ব্যক্তং—ত্রৈগুণ্যবিষয়া
 বেদা’ ইতি । তথা করণং সাধকতমং, কৰ্ম চ কৰ্ত্তৃ-
 রীপ্সিততমম্ । কৰ্ত্তা ক্রিয়ানির্ব্বৰ্ত্তকঃ, কৰ্ম সংগৃহ্যতেহ-
 শ্মিন্নিতি কৰ্মসংগ্রহঃ ; করণাদিত্রিবিধং কারকং ক্রিয়াত্ময়
 ইত্যর্থঃ । সম্প্রদানাদি-কারকত্রয়স্ত পরম্পরয়া ক্রিয়া-
 প্রবর্তকমেব কেবলং, ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ ।
 অতঃ করণাদিত্রয়মেব ক্রিয়াত্ময় ইত্যুক্তম্ । ততঃ কিমত
 আহ—জ্ঞানমিতি । গুণাঃ সম্যক্ কার্যভেদেন খ্যায়ন্তে
 প্রতিপাত্তন্ত্বেশ্মিন্নিতি গুণসংখ্যানং সাংখ্যশাস্ত্রম্, তস্মিন্
 জ্ঞানঞ্চ কৰ্ম চ কৰ্ত্তা চ প্রত্যেকং সত্ত্বাদিগুণভেদেন
 ত্রিধৈবেচ্যতে, তাত্তপি জ্ঞানাদীনি বক্ষ্যমাণানি
 যথাবচ্ছূণ্ । ত্রিধৈবেত্যেবকারো গুণত্রয়োপাধিব্যাতির-
 কেণাত্মনঃ স্বতঃ কৰ্ত্তৃবাদিপ্রতিষেধার্থঃ, চতুর্দশাধ্যায়ে
 ‘তত্র, সত্ত্বং নিৰ্ম্মলত্বাৎ’ ইত্যাদিনা । গুণানাং বন্ধকত্ব-
 প্রকারো নিরূপিতঃ, সপ্তদশাধ্যায়ে ‘যজ্ঞন্তে সাত্ত্বিকা
 দেবান্’ ইত্যাদিনা গুণকৃতত্রিবিধস্বভাবনিরূপণেন

সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কৰ্ম ও কৰ্ত্তা সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়
 ভেদে তিন প্রকার কথিত হয়, তাহাও যথার্থরূপে প্রবণ কর ॥ ১৯

যে জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মাদি স্বাবরাস্ত বিভিন্ন ভূতসকলে অভিন্ন
 এক অব্যয় নির্বিকার পরমাত্ম-তত্ত্ব আলোচিত হয়, সেই জ্ঞান
 সাত্ত্বিক জ্ঞান জানিবে ॥ ২০

ভিন্নস্বভেদে যে জ্ঞান প্রাদিসকলে বিবিধ আত্মাকে নানাভাবে
 জ্ঞাত হুইয়া যায়, সেই জ্ঞান রাজস বলিয়া জানিবে ॥ ২১

বেত্তি সৰ্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১
 যত্ত্ব কৃৎস্নবদেকাত্মন কাৰ্য্যে সত্ত্বমহৈতুকম্ ।
 অতদ্ব্যর্থবদল্লক্ষ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২
 নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদেষতঃ কৃতম্ ।
 অফলপ্রাপ্সুনা কৰ্ম যত্তং সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

রজস্তমঃস্বভাবং পরিত্যজ্য সাত্ত্বিকাহারাদিসেবয়া সাত্ত্বিক-
 স্বভাবঃ সম্পাদনীয় ইত্যুক্তম্ । ইহ তু ক্রিয়াকারক-
 ফলাদীনামাত্মসম্বন্ধো নাস্তীতি দর্শয়িতুং সৰ্ব্বেষাং
 ত্রিগুণাত্মকত্বমুচ্যতে ইতি বিশেষো জ্ঞাতব্যঃ ॥ ১৮-১৯

টীকা—তত্র জ্ঞানস্ত সাত্ত্বিকাদিত্রৈবিধ্যমাহ—সৰ্ব্বেতি
 ত্রিভিঃ । সৰ্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্বাবরাস্তেষু বিভক্তেষু
 পরম্পরং ব্যাবৃত্তেষু অবিভক্তমন্তশ্চাত্তম্ একমব্যয়ং
 নির্বিকারং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বং যেন জ্ঞানেনৈক্যতে
 আলোচয়তি, তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্বীতি ॥ ২০

টীকা—রাজসং জ্ঞানমাহ—পৃথক্স্থেনেতি । পৃথক্স্থেন
 তু যৎ জ্ঞানমিত্যশ্চৈব বিবরণং সৰ্ব্বেষু ভূতেষু দেহেষু
 নানাভাবান্ বস্তত এবানেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান পৃথগ্বিধান্
 সুখিহ্নঃখিত্বাদিরূপেণ বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি, তৎ
 জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি ॥ ২১

টীকা—তামসং জ্ঞানমাহ—যদিতি । একস্মিন্ কাৰ্য্যে
 দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্নবৎ পরিপূৰ্ণবৎ সত্ত্বম্
 এতাবানেকাত্মা ঈশ্বরো বেত্যভিনিবেশযুক্তম্ । অহৈতুকং
 নিরূপপত্তিকম্, অতদ্ব্যর্থবৎ পরমার্থাবলম্বনশূন্যম্ অত-
 এবাল্লং তুচ্ছম্ অল্পবিষয়ত্বাৎ অল্পফলত্বাচ্চ । যদেবজ্ঞতং
 জ্ঞানং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

টীকা—ইদানীং ত্রিবিধং কৰ্ম্মাহ — নিয়তমিতি
 ত্রিভিঃ । নিয়তং নিত্যতয়া বিহিতং সঙ্গরহিতমভি-

এবং যে জ্ঞান এক শরীরে অথবা প্রতিমাদিতে পরিপূর্ণের
 ‘ইহাই আত্মা বা ঈশ্বর’ এই প্রণিধানযুক্ত, যুক্তিহীন, পরমার্থ
 অবলম্বনরহিত, তুচ্ছ সেই জ্ঞান তামস নামে ভাবিত হয় ॥ ২২

নিষ্কাম ব্যক্তির দ্বারা নিত্য আগ্রহবিরহিত, অহর্যাগ বিরাগ
 বিবর্জিতভাবে অহুষ্ঠিত যে-কৰ্ম, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হইয়া
 থাকে ॥ ২৩

যন্তু কামেন্সুনা কর্ম সাহকারেণ বা পুনঃ ।

ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্ রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

অমুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্ ।

মোহাদারভ্যাতে কর্ম যন্তুং তামসমুচ্যতে ॥ ২৫

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যংসাহসমধিতঃ ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যানিবিকারঃ কর্তা সাধ্বিক উচ্যতে ॥ ২৬

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুলুর্কো হিংসাত্মকোহশুচিঃ ।

নিবেশশৃঙ্খম, অরাগদ্বেষতঃ পুত্রাদিপ্ৰীত্যা বা শত্রুদ্বেষণ বা যৎ কৃতং ন ভবতি ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতীতি ফল-
প্রেপ্সুস্তদ্বিলক্ষণেন নিষ্কামেণ কর্তা যৎ কৃতং কর্ম তৎ
সাধ্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

টীকা—রাজসং কর্ম্যাহ — যদিতি । যন্তু কর্ম
কামেন্সুনা ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতা সাহকারেণ বা মৎসমঃ
কোত্তমঃ শ্রোত্রিয়োহস্তীতোবাং নিকৃটাহঙ্কারযুক্তেন চ
ক্রিয়তে । যচ্চ পুনর্বহুলায়াসমতিক্রমবৃত্তং তৎ কর্ম্য
রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

টীকা—তামসং কর্ম্যাহ—অমুবন্ধমিতি । অমুবধ্যত
ইত্যমুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবি ভুভাভুভং, ক্ষয়ং বিস্তক্ষয়ং বিস্তব্যং,
হিংসাং পরপীড়াং, পৌরুষঞ্চ স্বসামর্থ্যামনপেক্ষ্য অপর্থা-
লোচ্য কেবলং মোহাদেব যৎ কর্ম্য আরভ্যাতে
তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২৫

টীকা—কর্তারং ত্রিবিধমাহ—মুক্তসঙ্গ ইতি ত্রিভিঃ ।
মুক্তসঙ্গস্তাক্তাভিনিবেশঃ, অনহংবাহী গর্বোক্তিরহিতঃ,
ধৃতির্ধৈর্যম্, উৎসাহ উত্তমস্তাভ্যাং সমধিতঃ সংযুক্তঃ ।
আরক্শু কর্মণঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ নিবিকারো হর্ষবিষাদ-

সকাম পুরুষ 'আমি কর্তা' এই অহঙ্কার সহ অত্যন্ত ক্লেশকর
যে কর্ম আচরণ করে, তাহা রাজস বলিয়া কথিত হইয়া
থাকে ॥ ২৪

ভাবি-মঙ্গলামঙ্গল, ধনক্ষয়, পরপীড়ন ও স্বকীয় সামর্থ্য
পর্যালোচনা করিয়া অজ্ঞানবশে যে কর্ম আরম্ভ করা হয়, তাহা
তামস কর্ম নামে উদাহৃত হয় ॥ ২৫

আগ্রহ-বিবজ্জিত, গর্বোক্তিবিশীন, ধৈর্য, উত্তমসংযুক্ত, সিদ্ধি
ও অসিদ্ধিতে হর্ষ-বিষাদশূন্য কর্তা সাধ্বিক বলিয়া উক্ত হন ॥ ২৬

পুত্রাদিতে অমুরাগসম্পন্ন, কর্মফলকামী, পরস্ব অভিলাষী,
মারক-অভাব, শত্রুবিহিত শৌচাচার-বিবজ্জিত, আনন্দ-হৃৎ
সমধিত কর্তা রাজস বলিয়া পরিকীর্তিত হয় ॥ ২৭

হর্ষশোকাস্থিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোহলসঃ ।

বিষাদী দীর্ঘমুত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতত্ত্বিবিধং শৃণু ।

প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ধেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যো ভয়াভয়ে ।

বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাধ্বিকী ॥ ৩০

শৃণুঃ স এবমুত্তঃ কর্তা সাধ্বিক উচ্যতে ॥ ১৬

রাজসং কর্তারমাহ—রাগীতি । রাগী পুত্রাদিপ্ৰীতিমান,
কর্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্মফলকামী, লুন্সঃ পরস্বাভিলাষী,
হিংসাত্মকো মারকস্বভাবঃ, অশুচিঃ বিহিতশৌচশূন্যঃ,
লাভাভাভয়োহর্ষশোকাভ্যাং সমধিতঃ কর্তা রাজসঃ
পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭

তামসং কর্তারমাহ—অযুক্ত ইতি । অযুক্তোহনবহিতঃ,
প্রাকৃতো বিবেকশূন্যঃ, স্তব্ধোহনম্রঃ, শঠঃ শক্তিগৃহনকারী,
নৈষ্কৃতিকঃ পরাপমানী, অলসোহনুভূতমশীলঃ, বিষাদী
শোকশীলঃ, যদচ্চ বা খো বা কর্তব্যং তদ্ব্যাসেনাপি ন
সম্পাদয়তি যঃ, স দীর্ঘমুত্রী এবমুত্তঃ কর্তা তামসঃ । কর্তৃ-
ত্বৈবিধ্যেনৈব জাতুরপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং ভবতি, কর্মত্বৈ-
বিধোন চ জ্ঞেয়স্তাপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং বেদিতব্যম্ । বুদ্ধে-
ত্বৈবিধোন করণস্তাপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং ভবিষ্যতি ॥ ২৭-২৮

টীকা—ইদানীং বুদ্ধেধ্বং তে চ ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে
বুদ্ধের্ভেদমিতি । স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ২৯

টীকা—অত্র বুদ্ধেত্বৈবিধ্যমাহ—প্রবৃত্তিমিতি ত্রিভিঃ ।
প্রবৃত্তিঃ ধর্ম্যে, নিবৃত্তিমধর্ম্যে, যন্মিন্ দেশে কালে চ যৎ

অমনোযোগী, বিবেকহীন, নম্রতাপশূন্য, শঠ, গোপনে অনিষ্ট-
কারী, পরাপমানী, উত্তমবিহীন, বিষাদসম্পন্ন শোকশীল, চিরকারী
(এক দিনের কর্ম যে এক মাসেও সম্পন্ন করে না) কর্তা তামস
বলিয়া উক্ত হয় ॥ ২৮

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি এবং ধৃতির সাধ্বিকাদি গুণাহ্বসারে তিন
প্রকার ভিন্নত্ব-হেতু সমগ্ররূপে কথ্যমান প্রভেদ প্রবণ কর ॥ ২৯

হে ধনঞ্জয়! ধর্ম্যে প্রবৃত্তি, অধর্ম্যে নিবৃত্তি দেশ ও কালে
যে কার্য্য এবং অকার্য্য, কার্য্যাকার্য্য নিমিত্ত অর্থ ও অনর্থ, বন্ধ
কি এবং মোক্ষ কি প্রকার—যে বুদ্ধি (অন্তঃকরণ) অবগত হয়,
তাহা সাধ্বিকী বুদ্ধি ॥ ৩০

যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্য্যাকাংক্ষা কার্য্যমেব চ ।

অযথাবৎ প্রজ্ঞানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১

অধর্মঃ ধর্মমিতি যা মন্ততে তমসাবৃত্তা ।

সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

যয়া তু ধর্ম-কামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেহজুর্ন ।

কার্য্যমকার্য্যঞ্চ, তয়াভয়ে কার্য্যাকাংক্ষানিমিত্তৌ অর্থানর্থৌ
কথং বন্ধঃ, কথং বা মোক্ষ ইতি যা বুদ্ধিরন্তঃকরণং বেত্তি,
সা সাত্ত্বিকী । যয়া পুমান্ বেত্তীতি বক্তব্যে করণে
কর্তৃছোপচারঃ কাষ্ঠানি পচন্তীতিবৎ ॥ ৩০

টীকা—রাজসীঃ বুদ্ধিমাহ—যয়েতি । অযথাবৎ
সন্দেহাস্পদম্বেনেত্যর্থঃ । স্পষ্টমন্তঃ ॥ ৩১

টীকা—তামসীঃ বুদ্ধিমাহ—অধর্মমিতি । বিপরীত-
গ্রাহিণী বুদ্ধিস্তামসীত্যর্থঃ । বুদ্ধিরন্তঃকরণং পূর্ব্বোক্তং,
জ্ঞানস্ত তদবৃত্তিঃ, ধৃতিরপি তদবৃত্তিরেব । যদ্বা, অন্তঃকরণস্ত
ধর্ম্মিণো বুদ্ধিরপ্যাধ্যবসায়লক্ষণা বৃত্তিরেব । ইচ্ছাদ্বৈবাদীনাং
তদবৃত্তীনাং বহুত্বেনপি ধর্ম্মাধর্ম্মভয়সাধনত্বেন প্রাধান্যাদে-
তাসাং ত্রৈবিধ্যমুক্তম্ । উপলক্ষণকৈতদন্ত্যাসাম্ ॥ ৩২

টীকা—ইদানীং ধৃতেত্রেবিধ্যমাহ—ধৃত্যেতি ত্রিভিঃ ।
যোগেন চিঠৈকাগ্রোণ হেতুনাব্যভিচারিণ্যা বিষয়াস্তর-
মধারণন্ত্যা যয়া ধৃত্যা মনসঃ প্রাণস্ত ইন্দ্রিয়গাঞ্চ ক্রিয়া
ধারণতে নিযচ্ছতি, সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী । ৩৩

রাজসীঃ ধৃতিমাহ—যয়া ভিত্তি । যয়া তু ধৃত্যা

হে পার্থ! যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কার্য্য-অকার্য্য
সন্দেহাস্পদ বলিয়া বিদিত হয়, তাহা রাজসী বুদ্ধি ॥ ৩১

হে পার্থ! যে বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম বলিয়া বোধ করে ও সকল
অর্থ বিপরীতভাবে মনে বিবেচনা করিয়া থাকে, অজ্ঞান অন্ধকারে
সমাহরণ সে বুদ্ধি তামসী ॥ ৩২

হে পার্থ! চিত্তের একাগ্রতা-হেতু বিষয়াস্তর ধারণ না
করিয়া যে ধৃতির দ্বারা মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সকলের ক্রিয়া
নিয়মিত হয়, সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

হে অজুর্ন! ধৃতির দ্বারা ধর্ম কাম অর্থসমূহ প্রধানভাবে

প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ ।

ন বিমুক্ততি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫

সুখং হৃদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ।

অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখাস্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্ ।

তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্ৰসাদজম্ ॥ ৩৭

ধর্ম্মার্থকামান্ প্রাধান্যেন ধারয়তে ন বিমুক্ততি, তৎপ্রসঙ্গেন
ফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি সা রাজসী ধৃতিঃ । ৩৪

তামসীঃ ধৃতিমাহ—যয়েতি । দুষ্টা অব্যবহালা
মেধা যন্ত স দুর্মেধাঃ পুরুষো যয়া ধৃত্যা স্বপ্নাদীন ন
বিমুক্ততি পুনঃপুনরাবর্তয়তি । স্বপ্নোহত্র নিদ্রা । সা
ধৃতিস্তামসী ॥ ৩৫

টীকা—[ইদানীং] সুখস্ত ত্রৈবিধ্যং প্রতিক্ষানীতে
অর্ধেন—সুখস্থিতি । স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ৩৬

টীকা—তত্র সাত্ত্বিকং সুখমাহ—অভ্যাসাদিতি
সাত্ত্বিকেন । যত্র যস্মিন্ সুখে অভ্যাসাদতিপরিচয়াদ্ রমতে
ন তু বিষয়সুখ ইব সহসা রতিং প্রাপ্নোতি । যস্মিন্
রমমাণশ্চ দুঃখাস্তমবসানং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ।
কীদৃশং তৎ? যন্তঃ কিমপি অগ্রে প্রথমং বিষমিব
মনঃসংযমাধীনত্বাদ্ দুঃখাবহমিব ভবতি, পরিণামে মৃত-
সদৃশম্ আত্মবিষয়া বুদ্ধিরাশ্রয়বুদ্ধিস্তম্ভাঃ প্রসাদো
রজস্তমোমলত্যাগেন স্বচ্ছতয়াবস্থানং ততো জাতং যৎ
সুখং তৎ সাত্ত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ ॥ ৩৭

ধৃত হয়, ত্যাগ করে না, তৎ প্রসঙ্গক্রমে ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া
থাকে, তাহা রাজসী ধৃতি ॥ ৩৪

হে পার্থ! দুর্বুদ্ধি পুরুষ যে ধৃতির দ্বারা নিদ্রা, ভয়, কোপ,
বিষন্নতা এবং মদ (গর্ব) ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না সেই ধৃতি
তামসী ॥ ৩৫

হে ভরতর্ষভ! অধুনা ত্রিবিধ সুখও আমার নিকট প্রবণ
কর—যে সুখস্বভবে অভ্যাসনিমিত্ত আসক্ত হয় এবং দুঃখের
অবসানও হয়, তাহা প্রথমে বিষের তুল্যা, পরিণামে অমৃতের সদৃশ,
আত্মবিষয়ী বুদ্ধির প্রসঙ্গত হইতে জাত সেই সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া
কথিত হয় ॥ ৩৬-৩৭



বিষয়েজিয়সংযোগাদ্ যন্তদগ্রেহমুতোপমম্ ।
 পরিণামে বিষমি ব তং সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮
 যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাগ্ননঃ ।
 নিজালস্তপ্রমাদোখং তন্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯
 ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।
 সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্ম্যং ত্রিভিষ্ঠৈঃ ॥ ৪০

টীকা—রাজসং সুখমাহ — বিষয়েতি । বিষয়াণামি-
 জিয়াণাঞ্চ সংযোগাৎ যন্তং প্রসিদ্ধং জীসংসর্গাদিসুখম্,
 অমৃতমুপমা যন্ত তাদৃশং ভবতি অগ্রে প্রথমং, পরিণামে
 চ বিষতুল্যম্ ইহামুত্র চ হুঃখহেতুভ্যাং তং সুখং রাজসং
 স্মৃতম্ ॥ ৩৮

টীকা—তামসং সুখমাহ—যদিতি । অগ্রে প্রথমরূপে
 অনুবন্ধে চ পশ্চাদপি যং সুখমাগ্ননো মোহকরং তদেবাহ ।
 নিজা চালস্তঞ্চ প্রমাদশ্চ কর্তব্যার্থাবধানরাহিত্যেন মনো-
 রাজ্যমেতেভ্য উত্তিষ্ঠতি যং সুখং তন্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

টীকা—অমুক্তমপি সংগৃহ্ণ প্রকরণার্থমুপসংহরতি ন—
 তদন্তীতি ত্রিভিঃ । এভিঃ প্রকৃতিসত্ত্বৈঃ সত্ত্বাদিত্রিভি-
 র্গুণৈর্মুক্তং হানং সত্ত্বং প্রাণিজাতম্ অন্তরা যং স্ম্যন্তং
 পৃথিব্যাং মনুষ্যাदिषু দিবি দেবেষু চ কাপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০

টীকা—নমু যদেবং সর্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং
 প্রাণিজাতঞ্চ ত্রিগুণাশ্রকমেব, তর্হি কথমস্য মোক্ষ
 ইত্যপেক্ষায়াং স্বস্বাধিকারবিহিতৈঃ কশ্চিভিঃ পরমেশ্বরা-
 রাধনাত্তৎপ্রসাদলক্কজ্ঞানেনেত্যেবং সর্বগীতার্থসারং সংগৃহ্য
 প্রদর্শয়িতুং প্রকারান্তরমারভতে—ব্রাহ্মণেত্যাদি যাবদ-
 ধ্যায়সমাপ্তি । হে পরম্পর ! হে শক্রতাপন ! ব্রাহ্মণানাং

বিষয় ও ইজিয়গণের সংযোগ নিমিত্ত যে সুখ প্রথমে অমৃতের
 মত এবং শেষে বিষের দ্বায় বজ্রাদায়ক, সেই সুখ রাজস বলিয়া
 স্মৃত হয় ॥ ৩৮

নিজা, আলস্ত, অনবধান সজাত যে-সুখ প্রথমে এবং পরে
 আশ্রয় মোহজনক, তাহা তামস সুখ নামে কথিত ॥ ৩৯

পৃথিবীতে, স্বর্গলোকে অথবা দেবগণের মধ্যেও এই প্রকৃতি-
 সত্ত্বব সত্ত্বাদিগুণহীন প্রাণিজাত বা অস্ত কিছু নাই ॥ ৪০

হে শক্রতাপন ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্তব্যসমূহ

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাঃ শূদ্রাণাঞ্চ পরম্পর ।
 কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈষ্ঠৈঃ ॥ ৪১
 শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
 জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২
 শৌধ্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।
 দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩

ক্ষত্রিয়াণাং বৈশ্যানাং শূদ্রাণাঞ্চ কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি
 প্রকরণে বিভাগতো বিহিতানি । শূদ্রাণাং স্বভাবাৎ পৃথক্-
 করণং দ্বিজস্বভবেন বৈলক্ষণ্যং । বিভাগোপলক্ষণমাহ—
 স্বভাবঃ সাত্ত্বিকরাজসাদিঃ প্রভবতি প্রাহুর্ভবতি যেভ্যস্তৈ-
 র্গুণৈরুপলক্ষণভূতৈঃ । যদ্বা, স্বভাবপ্রভবৈঃ পূর্বজন্ম-
 সংস্কারপ্রাহুভূতৈরিত্যর্থঃ । তত্র সবপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ,
 সর্বোপসর্জনরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ, তম উপসর্জনরজঃ-
 প্রধানা বৈশ্যাঃ, রজঃ-উপসর্জনরজঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ ॥ ৪১

টীকা—তত্র ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ—
 শম ইতি । শমশ্চিত্তোপরমঃ, দমো বাহেজিয়োপরমঃ,
 তপঃ পূর্বোক্তঃ শারীরাদি, শৌচং বাহ্যভ্যন্তরং, ক্ষান্তিঃ
 ক্ষমা, আজ্ঞবমবক্রতা, জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্ ; বিজ্ঞানমহুভবঃ,
 আস্তিক্যমস্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ, এতচ্ছমাদি
 ব্রাহ্মণস্য স্বভাবাজাতং কর্ম্ম ॥ ৪২ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং
 কর্ম্মাহ — শৌধ্যমিতি । শৌধ্যং পরাক্রমঃ, তেজঃ
 প্রাগলভ্যং, ধৃতিঃ ধৈর্য্যং, দাক্ষ্যং কৌশলং, যুদ্ধে চাপ্য-
 পলায়নম্ অপরাধুত্বা, দানমোদায়াম্, ঈশ্বরভাবো
 নিয়মনশক্তিঃ, এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম ॥ ৪৩

বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কর্ম্মাহ—কৃষীতি । কৃষিঃ কর্ণণং, গাঃ রক্ষ-
 পূর্বজন্মসংস্কার প্রাহুভূত গুণলব্ধের দ্বারা প্রভেদ অর্থাৎ উত্তম-
 রূপে বিভাগক্রমে বিহিত হইয়াছে ॥ ৪১

শম (চিত্তের উপরম), দম (বাহ্যেজিয় দমন), শারীর বাচিক
 মানস তপস্শা, শৌচ (মলনিরসন শরীর মনের শুদ্ধি), ক্ষমা,
 সরলতা, জ্ঞান (শাস্ত্রীয়), বিজ্ঞান (অহুভব), আস্তিক্য (পরলোক
 আছে ইহা নিশ্চয়) ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম ॥ ৪২

শৌধ্য (বল, সাহস), তেজঃ (প্রতাপ, পৌরুষ প্রয়োগ সকলে
 অমুচতা), ধৈর্য্য, কৌশল, যুদ্ধে অপরাধুত্বা, দান ওদায়্য, ঈশ্বর-
 ভাব (নিয়মনশক্তি) ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম ॥ ৪৩

কৃষি-গোরক্ষ্য-বাণিজ্যং বৈশ্বকর্ম স্বভাবজম্ ।
 পরিচর্যাশ্রকং কর্ম শূদ্রশ্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪
 স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।
 স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫
 যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।
 স্বকর্মণা তমভ্যাস্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬

ভীতি গোরক্ষস্তস্য ভাবো গোরক্ষ্যং পাশুপাল্যমিত্যর্থঃ ।
 বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়াদি, এতদ্বৈশ্বশ্চ স্বভাবিকং কর্ম ।
 ত্রৈবর্ণিকপরিচর্যাশ্রকং শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং কর্ম ॥ ৪৪

টীকা—এবমুভয়স্যাপি ব্রাহ্মণাদিকর্মণো জ্ঞানহেতুত্ব-
 মাহ—স্বে স্বে ইতি । স্বস্বাধিকারবিহিতে কর্মণ্যভিরতঃ
 পরিচরিতো নরঃ সংসিদ্ধিং জ্ঞানযোগ্যতাং লভতে ।
 কর্মণা জ্ঞানপ্রাপ্তিকারমাহ—স্বকর্মেতি সাক্ষেন । স্বকর্ম-
 পরিচরিতো যথা যেন প্রকারেণ তত্তজ্ঞানং লভতে, তং
 প্রকারং শৃণু ॥ ৪৫

টীকা—তমেবাহ—যত ইতি । যতোহস্তর্য্যামিণঃ
 পরমেশ্বরাদুদ্ভূতানাং প্রাণিনাং প্রবৃত্তিঃ চেষ্টা ভবতি ।
 যেন প্রকারেণাত্মনা সর্বমিদং বিদ্যং ততং ব্যাপ্তম্, তমীশ্বরং
 স্বকর্মণাহভ্যাস্য পূজয়িত্ব সিদ্ধিং লভতে মনুষ্যঃ ॥ ৪৬

টীকা—স্বকর্মণেতি বিশেষণশ্চ ফলমাহ—শ্রেয়ানিতি ।
 বিগুণোহপি স্বধর্মঃ সমাগমুচ্চিহিতাদপি পরধর্মাৎ শ্রেয়ান্
 শ্রেষ্ঠঃ, ন চ বন্ধবধাদিযুক্তাদ্ যুদ্ধাদেঃ স্বধর্মাস্তিক্কাটিনাদি-
 পরধর্মঃ শ্রেষ্ঠ ইতি মন্তব্যম্ । যতঃ স্বভাবেন পূর্বোক্তেন
 নিয়তং নিয়মেনোক্তং কর্ম কুর্বন্ কিস্বিধং নাপ্নোতি ॥ ৪৭

টীকা—যদি পুনঃ সাংখ্যাদৃষ্ট্যা স্বধর্মে হিংসালক্ষণং
 দোষং মত্বা পরধর্মং শ্রেষ্ঠং মন্ত্যসে, তর্হি সদোষঃ

কৃষি, গোরক্ষণ, পাশুপালন, ক্রয় বিক্রয় আদি বাণিজ্য
 ইহা বৈশ্বের স্বভাবিক কর্ম । ত্রৈবর্ণিক পরিচর্যা (সেবা) শূদ্রের
 স্বভাবপঞ্জাত কর্ম । ৪৪

স্ব স্ব অধিকারবিহিত কর্মে নিযুক্ত লভ্য মানব জ্ঞান-
 যোগ্যতা লাভ করেন । আপন আপন কর্মে অমরত মানব
 যেক্রমে সিদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন, তাহা প্রবণ কর ॥ ৪৫

যে অন্তর্ধ্যামী পরমেশ্বর হইতে প্রাণিগণের প্রবৃতি (চেষ্টা)
 হয়, বাহা দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব সমাচ্ছন্ন মানব স্বীয় কর্মের দ্বারা
 সেই ঈশ্বরকে পূজা করত সিদ্ধি (জ্ঞানযোগ্যতা) লাভ করেন ॥ ৪৬

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ অমুচ্চিহিতাং ।
 স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্ নাপ্নোতি কিস্বিধম্ ॥ ৪৭
 সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।
 সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃত্তাঃ ॥ ৪৮
 অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ।
 নৈধর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

পরধর্মেহপি তুল্যমিত্যাশয়েনাহ—সহজমিতি । সহজং
 স্বভাববিহিতং কর্ম সদোষমপি ন ত্যজেৎ । হি যস্মাৎ
 সর্বেহপ্যারম্ভা দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি সর্বাণ্যপি কস্মাণি দোষেণ
 কেনচিদাবৃত্তা ব্যাপ্তা এব, যথা সহজেন ধূমেনাগ্নিরাবৃত্ত-
 ত্বং; অতো যথায়েধূমরূপং দোষমপাকৃত্য প্রতাপ এব
 তমশীতাদিনিবৃত্তয়ে সেব্যতে, তথা কর্মণোহপি দোষাংশং
 বিহায় গুণাংশ এব সত্বশুদ্ধয়ে সেব্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮

টীকা—নহু কথং কর্মণি ক্রিয়মাণে দোষাংশপ্রহাণেন
 গুণাংশ এব সম্পদ্যত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অসক্তবুদ্ধিরিতি ।
 অসক্তা সঙ্গশূণ্য বুদ্ধিযশ্চ, জিতাত্মা নিরহঙ্কারঃ বিগতা
 স্পৃহা ফলবিষয়েচ্ছা যস্মাৎ স এবভূতেন, “সঙ্গং তক্ত্বা
 ফলকৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ” ইত্যেবং পূর্বোক্তেন
 কর্মশক্তিতৎফলয়োস্ত্যাগলক্ষণেন সংস্থাসেন নৈধর্ম্যসিদ্ধিং
 সর্বকর্ম্মনিবৃত্তিলক্ষণাং সত্বশুদ্ধিমধিগচ্ছতি । যতপি সঙ্গ-
 ফলয়োস্ত্যাগেন কর্ম্মমুষ্ঠানমপি নৈধর্ম্যমেব কর্ত্তব্যভিনি-
 বেশাভাবাৎ । তদ্বক্তং—“নৈব কিস্বিৎ করোমীতি যুক্তো
 মথোত তত্ত্ববিৎ” ইত্যাদি শ্লোকচতুষ্টয়েন, তথাপ্যনেনোক্ত-
 লক্ষণেন সন্ন্যাসেন পরমাং নৈধর্ম্যসিদ্ধিং “সর্বকর্ম্মাণি মনসা
 সংস্থাস্তাস্তে স্মৃৎ বশী” ইত্যেবং লক্ষণং পারমহংস্তাপর-
 পথ্যায়ান্ প্রাপ্নোতি ॥ ৪৯

অসহীন স্বধর্ম ও উত্তমরূপে অমুচ্চিত পরধর্ম হইতে অতি
 প্রশস্ত, স্বভাববলীভূত কর্ম করিয়া অপরাধী হয় না ॥ ৪৭

হে কৌন্তেয় ! দোষযুক্ত ও স্বভাববিহিত কর্ম ত্যাগ করিবে
 না, যেহেতু দৃষ্টাদৃষ্ট সকল কর্ম কোন না কোন দোষের দ্বারা সহজ
 ধূমের অগ্নির দ্বারা আচ্ছাদিত দেখা যায় ॥ ৪৮

সকল বিষয়ে অনাসক্ত বুদ্ধি, অহঙ্কারবিহীন, সকল ইচ্ছা-
 বিহীন, সন্ন্যাসের দ্বারা অমৃতত্ব সর্বকর্ম্মনিবৃত্তিলক্ষণা চিত্তশুদ্ধি
 লাভ করেন ॥ ৪৯

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্রোতি নিবোধ মে ।

সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত যা পরা ॥ ৫০

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।

শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগ-দ্বেষৌ ব্যাদস্ত চ ॥ ৫১

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্ কায়মানসঃ ।

ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২

টীকা—এবন্তুতস্ত পরমহংসস্ত জ্ঞাননিষ্ঠয়া ব্রহ্মভাব-
প্রকারমাহ—সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি বড়্ ভিঃ । নৈকর্য্যাসিদ্ধিং
প্রাপ্তঃ সন্ যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি, তথা তং
প্রকারং সংক্ষেপেণৈব মে বচনান্নিবোধ । প্রতিষ্ঠিতা যা
ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তামিমাং তথা দর্শয়িতুমাহ—নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত বা
পরেতি । নিষ্ঠা পর্য্যবসানং পরিসমাপ্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫০

টীকা—তদেবাহ—বুদ্ধোতি । উক্তেন প্রকারেণ
বিশুদ্ধয়া পূর্ব্বোক্তয়া সাধিক্যা বুদ্ধ্যা যুক্তো ধৃত্য সাধিক্যা
স্বাত্মানং কার্য্য-কারণশমজ্যাতরূপাং তামেব বুদ্ধিং নিয়ম্য
নিশ্চলাং কৃৎবা শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা তদ্বিষয়ো রাগ-
দ্বেষৌ চ ব্যাদস্য বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্ত ইত্যাদীনাং ব্রহ্মভূয়ায়
কল্পত ইতি তৃতীয়েনাধয়ঃ ॥ ৫১ কিঞ্চ বিবিক্তেতি । বিবিক্ত-
সেবী শুদ্ধদেশাবস্থায়ী, লঘ্বাশী মিতভোজী, এতৈরুপা-
রৈর্ষতবাক্ কায়মানসঃ সংযতবাগ্ দেহচিন্তো ভূহা নিত্যং সর্ব্বদা
ধ্যানেন যো যোগো ব্রহ্মসংস্পর্শস্তংপরঃ সন্ ধ্যানাবিচ্ছে-
দার্থঃ পুনঃ পুনর্দৃঢ়ং বৈরাগ্যং সম্যগুপাশ্রিতো ভূহা ॥ ৫২

কিঞ্চ অহঙ্কারমিতি । ততশ্চ বিরক্তোহহমিত্যাগ্ হঙ্কারং

হে কৌন্তেয় ! চিত্তশুদ্ধি লাভের পর যেরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হওয়া
যায়, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট অবগত হও এবং জ্ঞানের
পারসমাপ্তি তাহাও জ্ঞাত হও ॥ ৫০

পূর্ব্বকথিত সাধিকী বুদ্ধিসম্পন্ন, সাধিকী ধৃতির দ্বারা আত্মাকে
কাধ্যাকারণ সত্ত্ব সেই বুদ্ধিকে নিশ্চলা করিয়া শব্দাদি বিষয়সমূহ
পরিভ্যাগপূর্ব্বক তদ্বিষয়ক অমুরাগ-বিরাগ ত্যাগ করত শুদ্ধ
নির্জনদেশে অবস্থানকারী, মিতভোজী, বাক্য, শরীর, চিত্ত
সংযত করিয়া ধ্যানযোগে পরম আসক্ত, উত্তমরূপে বৈরাগ্য
আশ্রিত, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ পরিগ্রহ বিশেষভাবে
বিসৃক্ত হইয়া মমতাবিহীন শমস্তপসম্পন্ন ‘ব্রহ্মাহং’ এইরূপ নিশ্চল-

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।

বিমুচ্য নির্মমঃ শাস্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মান শোচতি ন কাজ্জক্তি ।

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মন্তজিঃ লভতে পরাম্ ॥ ৫৪

ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানাতি যাবান্ যচ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাহা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

বলং হুরাগ্রহং দর্পং যোগবলাহুর্ন্যার্গপ্রবৃত্তিলক্ষণং প্রারব্ধ-
বশাং প্রাপ্যামাণেষপি বিষয়েষু কামং ক্রোধং পরিগ্রহক
বিমুচ্য বিশেষেণ ত্যক্ত্বা বলাদাপন্নেষু নির্মমঃ সন্ শাস্তং
পরমায়ুপশাস্তিং প্রাপ্তো ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যে-
নাবস্থানায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ৫৩

টীকা—ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানস্ত ফলমাহ—
ব্রহ্মোতি ! ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ প্রসন্নচিত্তঃ নষ্টং ন
শোচতি ন চাপ্রাপ্তং কাজ্জক্তি দেহাত্মভিমানাভাবাৎ !
অতএব সর্ব্বেষপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগদ্বেষাদিকৃত-
বিক্ষেপাভাবাৎ । সর্ব্বভূতেষু মন্তাবনালক্ষণাং পরমাং
মন্তজিঃ লভতে ॥ ৫৪

টীকা—ততশ্চ ভক্ত্যোতি । তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা
তত্ত্বতো মামভিজ্ঞানাতি, কথন্তুতম্, যাবান্ সর্ব্বব্যাপী
যচ্চাস্মি সচ্চিদানন্দঘনস্তথাভূতঃ, ততশ্চ মামেবং তত্ত্বতো
জ্ঞাহা তদনন্তরং তস্ত জ্ঞানস্তোপরমে সতি মাং বিশতে
পরমানন্দরূপো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫

ভাবে অবস্থানে সমর্থ হন ॥ ৫১-৫৩

ব্রহ্মপ্রাপ্ত প্রকৃষ্টচিত্ত কোন বিষয়ে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত
কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, সকলভূতে সমভাবেপন্ন হইয়া আমার
প্রেমলক্ষণা পরা ভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪

সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘনরূপ আমাকে পরা ভক্তির দ্বারা স্বরূপতঃ
অবগত হয়, অনন্তর আমাকে যথাধৃতঃ অর্থাৎ একমাত্র অমর
তিনিই মায়াবলধনে বিধে সৃষ্টি স্থিতি নাশ করেন, একমাত্র পরম
জ্যোতি অমরজ্ঞানই পরম সত্য এইভাবে অবগত হইয়া আমাতে
প্রবিষ্ট হন ॥ ৫৫

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্যপাশ্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদপ্নোতি শাস্ত্বতঃ পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্ত মৎপরঃ ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্ছিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭

মচ্ছিত্তঃ সর্বভূগাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিশ্যসি ।

অথ চেৎ স্বমহাক্ষারান শ্রোশ্যসি বিনঙক্ষ্যসি ॥ ৫৮

টীকা—সকর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাদনাত্তত্ত্বং মোক্ষপ্রকার-
মুপসংহরতি — সর্বকর্ম্মাণীতি । সর্বাণি নিত্যানি
নৈমিত্তিকানি কাম্যানি চ কর্ম্মাণি পূর্বোক্তক্রমেণ
মদ্যপাশ্রয়ঃ সন্ সর্বদাঃ কুর্বাণঃ অহমেব ব্যাপাশ্রয়ঃ
আশ্রয়ণীয়ো ন তু স্বর্গাদিকলং যন্ত স মম প্রসাদাৎ
শাস্ত্বতমনাদি অব্যয়ং নিত্যং সর্বোৎকৃষ্টং বৈষ্ণবং পদং
প্রাপ্নোতি ॥ ৫৬

টীকা—যস্মাদেবং তস্মাৎ — চেতসেতি । সর্বাণি
কর্ম্মাণি চেতসা ময়ি সংশ্লিষ্ট্য সমর্প্য, মৎপরঃ অহমেব পরঃ
প্রাপ্যঃ পুরুষার্থো यस্য স ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগ-
মুপাশ্রিত্য সততং কর্ম্মানুষ্ঠানকালেহপি এক্ষার্পণং এক্ষ
হবিরিত্যে চিত্তায়েন মযোর চিত্তং यस্য স তথাভূতো
ভব ॥ ৫৭

টীকা — ততো যন্তবিশ্রুতি তচ্ছৃণু—মচ্ছিত্ত ইতি ।
মচ্ছিত্তঃ সন্ মৎপ্রসাদাৎ সর্বাণ্যপি ভূগাণি ভুস্তরাণি
সাংসারিকানি দুঃখানি তরিশ্যতি । বিপক্ষে দোষমাহ,
অথ চেৎ যদি পুনস্তমহাক্ষারাৎ জাতৃত্বাভিমানাৎ মহত্ত্বমেবং
ন শ্রোশ্যসি, তর্হি বিনঙক্ষ্যসি ॥ ৫৮

সতত সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও একমাত্র আমাকে অনন্ত-
ভাবে আশ্রয় করত আমার প্রসাদে শাস্ত্বত (সদা একরূপ) অব্যয়
আনন্দভরহিত, সর্ববিকারশূন্য, সর্বোৎকৃষ্ট পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া
থাকে ॥ ৫৬

চিত্তের দ্বারা নিখিল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ
হইয়া ব্যবসায়াত্মিক অর্থাৎ ভগবদারাদনে আমি অবশ্যই কৃতার্থ
হইব এই বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করত সতত নিখিল কর্ম্মানুষ্ঠানকালে
মদগতচিত্ত হও ॥ ৫৭

তুমি সতত আমাতে সমর্পিতচিত্ত হইয়া আমার অন্তর্গত
হস্তর সাংসারিক দুঃখসমূহ উত্তীর্ণ হইবে । আর যদি তুমি “আমি
কর্ত্তা জ্ঞাতা” এই অভিমানবশে আমার বাক্য গ্রহণ না কর, তাহা

যদহঙ্কারমাজ্জিত্য ন যোংস্ত ইতি মজ্জসে ।

মিথৈব ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিজ্ঞাং নিযোক্যতি ॥ ৫৯

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবন্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা ।

কতুং নেচ্ছসি যদ্যোহাৎ করিশ্যাস্যবশোহপি তৎ ॥ ৬০

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেজুর্ন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১

টীকা—কামং বিনঙক্ষ্যামি, ন তু বন্ধুভিষুংকং করিশ্যামি-
মীতি চেত্তত্রাহ—যদিতি । মহত্ত্বমনাদৃত্য কেবলমহাক্ষার-
মবলম্ব্য যুদ্ধং ন করিশ্যামীতি স্বঃ যদ্যন্তসে অধবশ্যসি,
এষ তে অধ্যবসায়ো মিথৈবাস্বতন্ত্বাস্তব । তদেবাহ—
প্রকৃতিজ্ঞাং রজোগুণরূপেণ পরিণতা সতী নিযোক্যতি
যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িষ্যতোব ॥ ৫৯

টীকা—কিঞ্চ স্বভাবোতি । স্বভাবঃ কৃত্রিয়হেতুঃ
পূর্বকর্ম্মসংস্কারস্তস্মাজ্জাতেন স্বীয়েন কর্ম্মণা শৌধ্যাদিনা
পূর্বোক্তেন নিবন্ধো যন্তিতত্ত্বং মোহাৎ যৎ কর্ম্ম যুদ্ধলক্ষণং
কতুং নেচ্ছসি, অবশোহপি তৎ কর্ম্ম করিশ্যাস্যেব ॥ ৬০

টীকা—তদেবং শ্লোকদ্বয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতি-
পারতন্ত্র্যং স্বভাবপারতন্ত্র্যং চোক্তম্ ; ইদানীং স্বমতমাহ—
ঈশ্বর ইতি দ্বাভ্যাম্ । সর্বভূতানাং হৃদ্যেশে হৃদয়মধ্যে
ঈশ্বরোহস্তধ্যামী তিষ্ঠতি । কিং কুর্বন্ ? সর্বাণি
ভূতানি মায়য়া নিজশক্ত্যা ভ্রাময়ন্তঃকর্ম্মশু প্রবর্ত্তয়ন্,
যথা দারুযন্তমারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারো
লোকে ভ্রাময়তি তদ্বদিত্যর্থঃ । যদ্বা, যন্তাণি শরীরানি
আরূঢ়ানি ভূতানি দেহাভিমানিনো জীবান্ ভ্রাময়ন্তিত্যর্থঃ ।

হইলে পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে ॥ ৫৮

যদি তুমি অহঙ্কার আশ্রয়পূর্বক “আমি যুদ্ধ করিব না” মনে কর,
তবে তোমার সে নিশ্চয় মিথ্যাই ; কেন না তুমি স্বাধীন নহ—
তোমার ক্ষাত্র প্রকৃতি তোমাকে অবশ্যই যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে ॥ ৫৯

হে কৌন্তেয় ! অজ্ঞানতাগ্রযুক্ত বাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ
না, তোমার জ্ঞানান্তরীয় কর্ম্মজাতস্বভাব উৎপন্ন স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা
নিয়ন্ত্রিত তুমি অবশভাবে সেই যুদ্ধই করিবে ॥ ৬০

• হে অর্জুন ! সকলভূতের হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর সমস্ত ভূতকে
নিজশক্তি দ্বারা দারুযন্তারূঢ় কাঠপুতলিকাগণকে যেমন
সূত্রধার ভ্রমণ করায়, তজ্রূপ ভ্রমণ করাইয়া অর্থাৎ তৎ তৎ কর্ম্মে
প্রবর্ত্তিত করত অবস্থান করিতেছেন ॥ ৬১

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শান্ততম্ ॥৬২

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া ।

বিমৃশৌতদশেষেণ যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৬৩

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্তঃ, “একো দেবঃ সর্বভূতেষু
গৃঢ়ঃ, সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তরাণা। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাদি-
বাসঃ, সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ” ॥ ইতি
অন্তর্ধ্যামিব্রাহ্মণঞ্চ, “য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরা যময়তি
যমাত্মানং বেদ যম্যাত্মা শরীরম্ এষ তে অন্তর্ধ্যাম্যমৃত”
ইত্যাদি ॥ ৬১

টীকা—তমিতি—যস্মাদেবং সর্বৈ জীবাঃ পরমেশ্বরপর-
তন্ত্রাস্তস্মাদহঙ্কারঃ পরিত্যজ্য সর্বভাবেন সর্বাত্মনা তমী-
শ্বরমেব শরণং গচ্ছ, ততশ্চ তশ্চৈব প্রসাদাৎ পরামুত্তমাং
শান্তিং স্থানঞ্চ পারমেশ্বরং শান্তং নিত্যং প্রাপ্যসি ॥ ৬২

টীকা—সর্বগীতার্থমুপসংহরন্নাহ—ইতীতি । ইত্যানেন
প্রকারেণ তে তুভ্যং সর্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া
জ্ঞানমাখ্যাতমুপদিষ্টম্ । কথন্তুতম, গুহ্যং গোপাৎ
রহস্যমন্ত্রযোগাদিজ্ঞানাদপি গুহ্যতরম্, এতন্ময়োপদিষ্টং
গীতাশাস্ত্রমশেষতো বিমৃশ্য পর্যালোচ্য পশ্চাদ্ যথেষ্টসি
তথা কুরু । এতন্মিন্ পর্যালোচিতে সতি তব মোহো
নিবর্তিষ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ৬৩

টীকা—অতিগভীরং গীতাশাস্ত্রমশেষতঃ পর্যালোচয়ি-
তুমশরুুবতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি—

হে ভারত! কারমনোবাক্যে সর্বপ্রযত্নে সেই অন্তর্ধ্যামী
ঈশ্বরেরই শরণ গ্রহণ কর । তাঁহার প্রসাদে পরমা শান্তি এবং
নিত্য পরমেশ্বর স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২

এই গুহ্য হইতে অর্থাৎ রহস্যমন্ত্র যোগাদি জ্ঞান হইতেও
গুহ্যতর তোমাকে উপদেশ করিলাম । আমার উপদিষ্ট এই
গীতাশাস্ত্র অশেষভাবে পর্যালোচনা করত অনন্তর বাহা ইচ্ছা হয়
তাহা কর ॥ ৬৩

তুমি আমার সর্বগুহ্যতম পরমবাক্য পুনরাব প্রবণ কর—
আমার অত্যন্ত প্রিয় তুমি, তজ্জ্ঞান তোমার হিত আবার
বলিতেছি ॥ ৬৩

ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪

মম্বনা ভব মন্ত্ৰকো মদ্যজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥ ৬৫

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং স্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬

সর্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ । সর্বৈভ্যোহপি গুহ্যেভ্যো
গুহ্যতমং মে বচস্তত্র তত্রোক্তমপি ভূয়ঃ পুনরপি বক্ষ্যমাণং
শৃণু । পুনঃ পুনঃ কথনে হেতুমাং—দৃঢ়মত্যন্তং মে মম
ঐমিষ্টঃ প্রিয়োহসীতি মত্বা তত এব হেতোস্তে হিতং
বক্ষ্যামি ; যদ্বা স্বং মমেষ্টোহসি ময়া বক্ষমাণং চ দৃঢ়ং
সর্বপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিত্য ততস্তে বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ।
দৃঢ়মতিরিতি কেচিৎ পঠন্তি ॥ ৬৩

টীকা—তদেবাহ—মম্বনা ইতি । মম্বনা মচ্ছিত্তো
ভব, মন্ত্ৰকো মন্ত্ৰজননীলো ভব, মদ্যজী মদ্যজননীলো
ভব, মামেব নমস্কুরু, এবং বর্তমানস্বং মৎপ্রসাদাৎ লব্ধ-
জ্ঞানেন মামেবৈষ্যসি প্রাপ্যসি, অত্র চ সংশয়ং মা কার্ষ্যিঃ ।
ত্বং হি মে প্রিয়োহসি, অতঃ সত্যং যথা ভবত্যেবং তুভ্যমহং
প্রতিজ্ঞানে প্রতিজ্ঞাং করোমি । ততোহপি গুহ্যতম-
মাহ—সর্বৈতি মন্ত্ৰকোব সর্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন
বিধিকৈঙ্কর্য্যং তাক্রু, মদেকশরণো ভব । এবং বর্তমানঃ
কর্মত্যাগনিমিত্তঃ পাপং স্মাদিতি মা শুচঃ শোকং মা
কার্ষ্যিঃ, যতস্ত্বা স্বাং মদেকশরণং সর্বপাপেভ্যোহহং
মোক্ষয়িষ্যামি মোচয়িষ্যামি ॥ ৬৫-৬৬

তুমি মচ্ছিত্ত হও, আমার ভজনপরাধ হও, আমার মজননীল
হও, আমাকে নমস্কার কর—এরূপ করিলে আমার অন্তঃপ্রহলাদ
জ্ঞানের দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হইবে । সংশয় করিও না—
যেহেতু তুমি আমার প্রিয়, তজ্জ্ঞান আমি তোমায় সত্য প্রতিজ্ঞা
করিয়া বলিতেছি ॥ ৬৫

সর্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও ।
আমার ভক্তি দ্বারাই সমস্ত হইবেই এই দৃঢ় বিশ্বাসে বিধি কৈঙ্কর্য্য
ত্যাগ করত মদেকশরণ হও । এরূপ করিলে কর্মত্যাগজনিত
পাপ হইবে এরূপ অন্তঃপ্রহলাদ করিও না, যেহেতু একমাত্র আমার
শরণাগত তোমাকে আমি সমস্ত-পাপ হইতে মুক্ত করিব ॥ ৬৬

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন ।
 ন চাশুক্রযবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি ॥ ৬৭
 য ইমং পরমং গুহ্যং মন্তুক্তেষুভিধাশ্রুতি ।
 ভক্তিং ময়ি পরাং কৃতা মামেবৈশ্রুতাসংশয়ঃ ॥ ৬৮
 ন চ তস্মান্নম্নুশ্রোষু কশ্চিৎশ্রেয় প্রিয়কৃত্তমঃ ।

টীকা—এবং গীতার্থতত্ত্বমুপদিশ্য তৎসম্প্রদায়প্রবর্তনে
 নিয়মমাহ—ইদমিতি । ইদং গীতার্থতত্ত্বং তে হুয়া
 অতপস্কায় স্বধর্মানুষ্ঠানহীনায় ন বাচ্যম্, ন চ অভক্তায়
 গুরাবীশ্বরে চ ভক্তিশৃঙ্খায় কদাচিদপি ন বাচ্যম্, ন
 চাশুক্রযবে পরিচর্য্যামকুর্বতে শ্রোতুমনিচ্ছতে বা বাচ্যম্,
 মাং পরমেশ্বরং যোহভ্যসূয়তি মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষারোপেণ
 নিন্দতি, তস্মৈ ন চ বাচ্যম্ ॥ ৬৭

টীকা—এতৈর্দোষৈর্বিবর্তিতোভ্যো গীতাশাস্ত্রোপদেশে:
 ফলমাহ—য ইমমতি । মন্তুক্তেষুভিধাশ্রুতি মন্তুক্তেভ্যো
 যো বক্ষ্যতি স ময়ি পরাং ভক্তিং করোতি, ততো
 নিঃসংশয়ঃ সন্ মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮

টীকা—কিঞ্চ ন চেতি—তস্মান্নম্নুশ্রোভ্যো গীতাশাস্ত্র-
 ব্যাখ্যাতুঃ সকাশাদন্যো মনুষ্যোষু মধ্যে কশ্চিদপি মম
 প্রিয়কৃত্তমোহত্যন্তং পরিতোষকর্তা নাস্তি, ন চ কালান্তরে
 ভবিতা ভবিষ্যতি । মমাপি তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোহধুনা
 ভুবি তাবল্লাস্তি, ন চ কালান্তরেহপি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ।
 পঠতঃ ফলমাহ—অধ্যোষ্যত ইতি । আবয়ো:

এই গীতার্থ তত্ত্ব স্বধর্ম-অনুষ্ঠানহীনকে বলিবে না । আর
 গুরু এবং ঈশ্বরে ভক্তিশৃঙ্খাকে বলিবে না, যে শুক্রযাকারী নহে
 তাহাকে বলিবে না এবং পরমেশ্বর আমাকে যে মনুষ্যদৃষ্টিতে নিন্দা
 করে, তাহাকে বলিবে না ॥ ৬৭

যিনি পরম গোপনীয় আমার এই গীতাশাস্ত্র আমার ভক্ত-
 গণকে বলিবেন, তিনি আমাতে প্রেমলক্ষণা ভক্তিশ্রীভ করত
 নিশ্চয়ই আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬৮

অতএব আপনার ভক্তগণের নিকট গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যাতা
 হইতে মনুষ্যগণের মধ্যে কেহই আমার নিরতিশয় পরিতোষকর্তা
 নাই, কালান্তরেও হইবে না, আমারও তাহা হইতে অন্য প্রিয়তর
 অধুনা সংসারে নাই—কালান্তরেও হইবে না ॥ ৬৯

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯
 অধ্যোষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ ।
 জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ শ্রামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০
 শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।
 সোহপি মুক্তঃ শুভাংলোকান প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ৭১

শ্রীকৃষ্ণাজ্জুনয়োরিমং ধর্ম্যং ধর্মানপেতং সংবাদং
 যোহধ্যোষ্যতে জপরূপেণ পঠিষ্যতি, তেন পুংসা সর্ব-
 যজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন জ্ঞানযজ্ঞেন অহমিষ্টঃ শ্রাং ভবেয়মিতি
 মে মতিঃ । যত্নপ্যাসৌ গীতার্থমবুধ্যমান এব কেবলং
 জপতি, তথাপি মম তচ্ছ্রুত্বো মামেবাসৌ প্রকাশয়তীতি
 বুদ্ধির্ভবতি । যথা লোকে যদৃচ্ছয়পি যদা কশ্চিৎ
 কদাচিৎ কস্তচিন্নাম গৃহ্নতি, তদাসৌ মামেবায়মাস্রয়তীতি
 মত্বা তৎপার্ষমাগচ্ছতি, তথাহমপি তস্য সন্নিহিতো
 ভবেয়ম্, অতএব অজামিলক্ষত্রবন্ধপ্রমুখাণাং কথঞ্চিন্মা-
 মোচ্চারণমাত্রেণ প্রসন্নোহস্মি, তথৈবাস্মাপি প্রসন্নো
 ভবেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৬৯-৭০

টীকা—অন্যন্ত জপতো যোহন্যঃ কশ্চিচ্ছ্রুণোতি
 তস্মাপি ফলমাহ—শ্রদ্ধাবানিতি । যো নরঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ
 কেবলং শৃণুয়াদপি । শ্রদ্ধাবানপি যঃ কশ্চিৎ কিমর্থময়-
 মুচ্ছৈজ্জপতি অসম্বন্ধং বা জপতীতি দোষদৃষ্টিং করোতি
 তদ্ব্যবস্থার্থমাহ—অনসূয়শ্চাসূয়ারহিতো যঃ শৃণুয়াৎ,
 সোহপি সর্বৈঃ পাপৈর্মুক্তঃ সন্নম্নমেধাদিপুণ্যকৃত্তাং
 লোকান প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১

এবং যিনি আমাদের এই ধর্মযুক্ত সংবাদ পাঠ করিবেন, তাহার
 দ্বারা আমি সর্বযজ্ঞের শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা অর্চিত হইব ।
 যদি কেহ গীতার্থ না বুঝিয়াও পাঠ করে, তাহা হইলেও আমি
 তাহার প্রতি প্রসন্ন হইব । যেমন কেহ কাহাকেও যদৃচ্ছাক্রমে
 নাম ধরিয়া আশ্রয় করিলে সে তাহার নিকট উপস্থিত হয়, তজ্জপ
 গীতাপাঠকারী আমাকেই আশ্রয় করিতেছে মনে করিয়া তাহার
 নিকট উপস্থিত হইব ॥ ৭০

শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও শুণে দোষাবিকারহীন যে মানব কেবলমাত্র
 শ্রবণও করিবেন, তিনিও সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অশ্রমেণ
 যজ্ঞকারিগণের লোকসমূহ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৭১

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ভয়ৈকাগ্রেণ চেতসা ।

কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

অৰ্জুন উবাচ ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লজ্জা স্বপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিস্তে বচনং তব ॥ ৭৩

সঞ্জয় উবাচ ।

ইতাহং বাসুদেবস্ত পার্থস্ত চ মহাঅনঃ ।

টীকা — সম্যগ্ বোধানুপপত্তৌ পুনরুপদেশ্যামীত্যা-
শয়েনাহ—কচ্চিদিতি । কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থঃ । অজ্ঞান-
সম্মোহস্তবজ্ঞানকৃতো বিপর্যয়ঃ । স্পষ্টমন্ত্ৰঃ ॥ ৭২

টীকা — কৃতার্থঃ সমৰ্জ্জুন উবাচ — নষ্ট ইতি ।
আত্মবিষয়ো মোহো নষ্টঃ, যতোহয়মহমস্মীতি স্বরূপানু-
সন্ধানরূপা স্মৃতিস্বপ্রসাদান্ময়া লজ্জা; স্থিতোহস্মি,
যুদ্ধায়োস্থিতোহস্মি । গতঃ ধর্মবিষয়ঃ সন্দেহো যন্ত
সোহহং তবাজ্ঞাং করিস্তে ইতি ॥ ৭৩

টীকা—তদেবং ধৃতরাষ্ট্রঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদঃ
প্রস্তুতাং কথামনুসন্দধানঃ সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি । রোম-
হর্ষণং রোমাঞ্চকরং সংবাদমশ্রৌষং শ্রুতবানহম্ ।
স্পষ্টমন্ত্ৰঃ ॥ ৭৩

আত্মনস্তস্য শ্রবণে সম্ভাবনামাহ—বাসপ্রসাদাদিতি ।
ভগবতা ব্যাসেন দিব্যং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি মহা দত্তম্, অতো
বাসস্য প্রসাদাদেতৎ অহং শ্রুতবানস্মি । কিং
তদিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরং যোগম্ । পরম্মাধিকারোতি
—যোগেশ্বরাং শ্রীকৃষ্ণাং স্বয়মেব সাক্ষাৎ কথয়তঃ
শ্রুতবানিতি ॥ ৭৫

টীকা—কিঞ্চ—রাজস্নিতি । হ্রয়ামি রোমাঞ্চিতো

হে পার্থ! তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিয়াছ তো?
হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানকৃত ব্যতিক্রম উত্তমরূপে ধনু
হইয়াছে ত? ৭২

অৰ্জুন বলিলেন,—হে অচ্যুত! আমার আত্মবিষয়ক মোহ
(অজ্ঞান) নষ্ট হইয়াছে । তোমার প্রসাদে আমি স্বরূপ অনুসন্ধান-
রূপী স্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমি যুদ্ধের লজ্জা প্রস্তুত হইয়াছি,
আমার ধর্মবিষয়ক সংশয় আর নাই, আমি তোমার আজ্ঞা পালন
করিব ॥ ৭৩

সঞ্জয় বলিলেন,—আমি ভগবান্ বাসুদেব এবং মহাত্মা অৰ্জুনের

সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্বুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪

বাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্ ।

যোগং যোগেশ্বরাং কৃষ্ণাং সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্বুতম্ ।

কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হ্রয়ামি চ মুহুমূর্ছঃ ॥ ৭৬

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্বুতং হরেঃ ।

বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হ্রয়ামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭

ভবামি হর্ষণং প্রাপ্নোমীতি বা । স্পষ্টমন্ত্ৰঃ ॥ ৭৬

টীকা—কিঞ্চ—তচ্চেতি । তদিতি বিশ্বরূপং নির্দিশতি ।
স্পষ্টমন্ত্ৰঃ ॥ ৭৭

টীকা—অতঃ পুত্রাণাং রাজ্যাংশিহাং পরিত্যজ্যেত্যা-
শয়েনাহ—যত্রৈতি । যত্র চ যেবাং পাণ্ডবানাং পক্ষে
যোগেশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণো বর্ততে, যত্র চ পার্থো গাণ্ডীব-
ধনুর্ধরস্তত্রৈব চ শ্রীঃ রাজলক্ষ্মীস্তত্রৈব চ বিজয়স্তত্রৈব চ
ভূতিরুত্তরোত্তরাভিরুদ্ধিচ্চ । নীতিন্যয়োহপি তত্রৈব ।
ক্ৰবা সর্বত্র নিশ্চিতৈতি সম্বন্ধাতে ইতি মম মতিনিশ্চয়ঃ ।
অত ইদানীমপি তাবৎ সপুত্রস্বং শ্রীকৃষ্ণং শরণমুপেত্য
পাণ্ডবান্ প্রসাদ সর্বস্বঞ্চ তেভ্যো নিবেত পুত্রপ্রাণরক্ষাং
কুর্বিতি ভাবঃ । তথাহি—“পুরুষঃ স পবঃ পার্থ ভক্ত্যা
লভ্যস্তনুশয়া ।” “ভক্ত্যা জনশ্রয়া শক্যস্বহমেবংবিধো-
হৰ্জুন ॥” ইত্যাদৌ ভগবন্তুকেশ্বোক্ষং প্রতি সাধক-
তমত্বশ্রবণান্তদেকান্তভক্তিবেব তপঃপ্রসাদোখজ্ঞানাবাস্তর-
বাপারমাত্মযুক্তা মোক্ষহেতুরিতি স্মৃটং প্রতীয়তে । জ্ঞানস্য
চ ভক্ত্যবাস্তরবাপারকমেব যুক্তম্ । “তেবাং সততযুক্তানাং
ভজতাং শ্রীতিপূর্বকম্ । দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন

এই রোমাঞ্চকর বিষয়জনক এই সংবাদ শ্রবণ করিলাম ॥ ৭৪

আমি ভগবান্ ব্যাসের কৃপায় এই নিরতিশয় গোপনীয়
যোগকথনকারী সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে
শুনিলাম ॥ ৭৫

হে রাজন্! কেশব ও অৰ্জুনের এই বিশুদ্ধ বিষয়জনক বৃত্তান্ত
পুনঃ পুনঃ উত্তমরূপে শ্রবণ করত বারংবার পুলকিত হইতেছি ॥ ৭৬

হে রাজন্! হরির সেই বিষয়জনক বিশ্বরূপ শ্রবণ করিয়া,
শ্রবণ করিয়া মহান্ বিষয় হইতেছে, আমি বারংবার আহ্লাদিত
হইতেছি ॥ ৭৭

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধর্মধরঃ ।

তত্র ত্রিবিজয়ো ভূতিত্র্যম্বা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮

মামুপযাস্তি তে ॥” “মন্তুক্ত এতদ্বিজায় মন্তাবায়োপত্ততে” ইত্যাদি বচনাৎ, ন তত্ত্বজ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যুক্তম্, “সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তুক্তিং লভতে পরাম্ । ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানান্তি যাবান্ যচ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ॥” ইত্যাদৌ ভেদদর্শনাৎ । ন চৈবং সতি “তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নাশ্চঃ পশ্চা বিজ্ঞতেহয়নায়” ইতি ঋতিবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, ভক্ত্যবাস্তুরব্যাপারহাৎ জ্ঞানস্যা । ন হি কাঠৈঃ পচতীত্যাঙ্কে জ্বালা-নামসাধনত্বমুক্তং ভবতি কিঞ্চ, “যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ । তস্মৈতে কথিতা হৃথ্যাঃ প্রকাশন্তে মহাশ্বনঃ ॥” “দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে” “যমেবৈষ বণুতে তেন লভ্যঃ” ইত্যাদি ঋতিস্মৃতিপুরাণ-বচনাগ্বেবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি, তস্মাস্তগবদভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্ ॥ ৭৮

যে পাণ্ডবগণের পক্ষে স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান, যে পক্ষে গাণ্ডীব ধর্মধর অর্জুন, সেখানেই রাজালক্ষ্মী ও সেখানেই বিজয় এবং উত্তর উত্তর অভিবৃদ্ধি নীতি ও নীত্যা ইহাই আমার নিশ্চয় ।

ইতি শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসবিরচিত শতসহস্র-সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপর্বাস্তগত শ্রীমন্তগদগীতা উপনিষদে

ব্রহ্মবিজ্ঞাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে কৃষ্ণার্জুনসংবাদে মোক্ষসন্ন্যাসযোগ নামক

অষ্টাদশ অধ্যায় ॥

অনন্তশ্রীসমলঙ্কৃত শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওকারনাথদেবকৃত

শ্রীমদভগবদ্গীতার অমূল্যবাদ সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

শ্রীমন্তগবদগীতাসুপনিষদসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে মোক্ষসন্ন্যাসযোগো নামাষ্টাদশোহ-

ধ্যায়ঃ ॥ ভীষ্মপর্বণি তু দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

শ্রীমদভগবদ্গীতা সমাপ্তা

তেনৈব দন্তয়া মত্যা তদগীতাবিবৃতিঃ কৃতা ।

স এব পরমানন্দন্তয়া শ্রীণাতু মাধবঃ ॥

পরমানন্দপাদাজরজঃ-শ্রীধারিণাধুনা ।

শ্রীধরস্বামিযতিনা কৃতা গীতা-সুবোধিনী ॥

স্বপ্রাগল্ভাবলাদ্বিলোভ্য ভগবদ্গীতাং তদন্তর্গতঃ

তত্ত্বং প্রেক্ষু কুপৈতি কিং গুরুকৃপাপীষ্মদৃষ্টিং বিনা ।

অহং স্বাঞ্জলিনা নিরস্ত জলধেরাদিৎসুরস্তুর্মণী-

নাবর্জেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সংকর্ণধারং বিনা ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিযতিকৃতয়াং শ্রীমন্তগবদ্গীতাটীকায়াং

সুবোধিষ্ঠাং পরমার্থনির্ণয়ো (মোক্ষযোগঃ) নাম

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮

অধুনা আপনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া পাণ্ডবগণকে প্রসন্ন করত সর্কষ তাঁহাদের নিবেদনপূর্বক পুত্রগণের প্রাণরক্ষা করুন ॥ ৭৮

শ্রীমদভগবদ্গীতা সম্পূর্ণ

(গীতাপাঠের পূর্বে যথাবিহিত সঙ্কল্প, অঙ্গস্নান, করস্নান ও ধ্যানান্তে পূজাপূর্বক এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকগুলি পাঠ করিতে হয়।)

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার্থাঃ প্রারম্ভঃ

মঙ্গলাচরণম্।

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।

তৎপদং দশিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

য আদিনাথো ভগবাননাদি-

ভূর্নানুখিঃ স্বাস্থ্যরতিমহাত্মা।

শ্রীদেশিকেন্দ্রঃ করুণানুপ্রাশি-

নানাস্বরূপৈশ্চর্যভীত লোকে ॥

শ্রীহর্যগোবায় নমঃ

গুক্রাস্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভূজম্।

প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্নোপশান্তয়ে ॥ ১

বাগীশাচ্ছাঃ শ্রুমনসঃ সর্বার্থানামুপক্রমে।

যং মম্বা কৃতকৃত্যোঃ স্রাস্তং নমামি গজাননম্ ॥ ২

নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।

ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্ম্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্ ॥ ৩

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈকৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীকৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ৪

বাসং বশিষ্ঠনগুরং শক্রেঃ পৌত্রমকল্মষম্।

পরশরামজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্ ॥ ৫

বাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে।

নমো বৈ ব্রহ্মবিধয়ে বাশিষ্ঠায় নমো নমঃ ॥ ৬

অচতুর্ভুজদনো ব্রহ্মা দ্বিবাছরপরো হরিঃ।

অভাললোচনঃ শঙ্কুভগবান্ বাদরায়ণিঃ ॥ ৭

গীতামাহাত্ম্যম্

ধরোবাচ।

ভগবন্ পরমেশান ভক্তিরবাভিচারিণী।

প্রারকঃ ভূজমানস্ত কথং ভবতি হে প্রভো ॥ ১

শ্রীবিষ্ণুরূবাচ।

প্রারকঃ ভূজমানো হি গীতাভ্যাসরতঃ সদা।

স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে ॥ ২

মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যানং করোতি চেৎ।

কৃচিং স্পর্শং ন কুর্ক্বন্তি নলিনীদলমম্মুবৎ ॥ ৩

শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্য

অহুবাদক—শ্রীশ্রীকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব।

শ্রীধরাদেবী বলিলেন—হে ভগবন্ পরমেশ্বর! হে প্রভো!

প্রারক ভোগকারীর অব্যভিচারিণী অনন্তা নিশ্চলা ভক্তি কি প্রকারে হয়? ১

শ্রীভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন—হে দেবি! সর্বদা যে মানব গীতাভ্যাসে রত প্রারক ভোগ করিলেও তিনি মুক্ত, জগতে তিনি স্থবী এবং কোন কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হন না ॥ ২

গীতায়োঃ পুস্তকং যত্র যত্র পাঠঃ প্রবর্ততে।

তত্র সর্বগাণি তীর্থানি শ্রয়াগাদীনী ভূতলে ॥ ৪

সর্বো দেবাস্চ ঋষয়ো যোগিনঃ পরগাস্চ যে।

গোপালা গোপিকা বাপি নারদোদ্ধবপার্ষদৈঃ ॥

সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ততে ॥ ৫

যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্।

ত গ্রাহং নিশ্চিতং পৃথি নিবসামি সদৈব হি ॥ ৬

যেমন পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন হয় না, তজ্জল যিনি গীতাধ্যান করেন, তাঁহাকে মহাপাপ অতিপাপ সকল কখনও স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৩

যে স্থানে গীতাপুস্তক থাকে, যে স্থলে গীতা পাঠ হয়, সেখানে শ্রয়াগ আদি নিখিল তীর্থ বর্তমান থাকে ॥ ৪

যে স্থলে গীতা পাঠ অহুষ্ঠিত হয়, তথায় সমস্ত দেবতা ঋষিলম্ব, যোগিগণ, পরগ সকল, গোপালকৃষ্ণ, গোপিকায়ুথ, নারদ, উদ্ধব আদি পার্শ্বলম্বসহ সহস্র সহায় হন ॥ ৫

হে ৭য়ণি! যেখানে গীতা বিচার, পাঠ, পাঠন, শ্রবণ হয়, আমি নিশ্চিত সততই সে স্থলে নিবাস করি ॥ ৬

গীতাশ্রয়েহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্ ।
 গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীলোকান্ পালয়াম্যহম্ ॥ ৭
 গীতা মে পরমা বিত্তা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ ।
 অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যা স্বানির্ব্বাচ্যপদাঙ্কিকা ॥ ৮
 চিদানন্দেন কৃষ্ণেন শ্রোক্তা স্বসুখতোহর্জুনম্ ।
 বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানসংযুতা ॥ ৯
 যোহষ্টাদশ জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ ।
 জ্ঞানসিদ্ধিং স লভতে ততো যাতি পরং পদম্ ॥ ১০
 পাঠেহসমর্থঃ সম্পূর্ণে ততোহর্ধং পাঠমাচরেৎ ।
 তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১
 ত্রিভাগং পঠমানস্ত গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ।
 ষড়ংশং জপমানস্ত সোমযাগফলং লভেৎ ॥ ১২
 একাধ্যায়ং তু যো নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ ।
 রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ১৩
 অধ্যায়ং শ্লোকপাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে নরঃ ।

গীতাকে আশ্রয় করিয়া আমি অবস্থান করি, গীতা আমার
 উত্তম গৃহ, উত্তমরূপে গীতাজ্ঞান আশ্রয় করত আমি ত্রিভুবন
 পালন করি ॥ ৭

গীতা আমার অর্দ্ধমাত্রা অক্ষরা নিত্যা অনীকচনীয়া পদাঙ্কিকা
 ব্রহ্মরূপা পরমা বিত্তা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৮

চিদানন্দময় কৃষ্ণ স্বমুখে বেদত্রয়ী ত্রিবেদধরূপিণী পরানন্দা
 তত্ত্বার্থজ্ঞানসংযুতা এই গীতা অর্জুনকে বলিয়াছিলেন ॥ ৯

যে মানব আগ্রহচিহ্নে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা নিত্য পাঠ করেন
 তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন এবং অনন্তর পরমপদ প্রাপ্ত
 হন ॥ ১০

সম্পূর্ণ পাঠ করিতে অসমর্থ হইলে অর্ধেক পাঠ করিবেন,
 তাহাতে গোদান-জনিত পুণ্য লাভ করিবেন—এবিষয়ে কোন
 সংশয় নাই ॥ ১১

গীতা ত্রিভাগ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয়, ষড়্ভাগ
 পাঠে সোমযাগের ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ১২

যিনি ভক্তি সহকারে নিত্য এক অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি
 দেহান্তে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং রুদ্র-গণ হইয়া চিরকাল তথায়
 বাস করিয়া থাকেন ॥ ১৩

হে বহুব্রহ্মণে! যে মানব নিত্য গীতার এক অধ্যায় অথবা

স যাতি নরতাং যাবন্মমন্তরং বসুন্ধরে ॥ ১৪

গীতায়োঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ।

দ্বৌ ত্রীনেকং তদধং বা শ্লোকানানং যঃ পঠেন্নরঃ ॥ ১৫

চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্ ।

গীতাপাঠসমায়ুক্তো যুতো মানুষতাং ব্রজেৎ ॥ ১৬

গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃৎবা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ।

গীতেত্বাচ্চারসংযুক্তো ত্রিয়মাণঃ গতিং লভেৎ ॥ ১৭

গীতার্থশ্রবণাসক্তো মহাপাপযুতোহপি বা ।

বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ১৮

গীতার্থং ধ্যায়তে নিত্যং কৃৎবা কক্ষ্মাণি ভূরিশঃ ।

জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো দেহান্তে পরমং পদম্ ॥ ১৯

গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভূজো জনকাদয়ঃ ।

নির্ধৃতকল্মষা লোকে গীতা যাতা পরং পদম্ ॥ ২০

গীতায়োঃ পঠনং কৃৎবা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ ।

বৃথা পাঠো ভবেত্তশু শ্রম এব হ্যাদাহতঃ ॥ ২১

অধ্যায়ের চতুর্থ অংশ পাঠ করেন, তিনি মহন্তরকাল নরজন্ম লাভ
 করিয়া থাকেন ॥ ১৪

যে মানব গীতার দশটি সাতটি পাচটি চারটি কিম্বা দুইটি
 তিনটি একটি অধিক কি অর্দ্ধ শ্লোকও পাঠ করেন ॥ ১৫

তিনি নিশ্চিত অযুত বর্ষ কাল চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন । গীতা-
 পাঠনিরত যুত মানব নরজন্ম লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৬

পুনঃ পুনঃ গীতা অভ্যাস করত উত্তমা মুক্তি লাভ করেন,
 মরণ কালে “গীতা” এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেহত্যাগ
 করিলে পরমা গতি প্রাপ্ত হন ॥ ১৭

মহাপাপযুক্ত ব্যক্তিও যদি গীতার্থ শ্রবণে আসক্ত হন, তাহা
 হইলে বৈকুণ্ঠে গমন করত বিষ্ণুর সহিত আনন্দে অবস্থান
 করেন ॥ ১৮

বহুকক্ষ্মাশ্রিত্য করিয়াও যিনি নিত্য গীতার অর্থ চিন্তা করেন
 তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া জানিবে, দেহান্তে তিনি পরমপদ প্রাপ্ত
 হইয়া থাকেন ॥ ১৯

সংসারে জনক প্রভৃতি বহু নরপতি গীতাকে আশ্রয় করিয়া
 বিগতপাপ বলিয়া কথিত হইয়া অস্তে পরমপদ লাভ
 করিয়াছেন ॥ ২০

যিনি গীতা পাঠ করত মাহাত্ম্য পাঠ করেন না, তাঁহার পাঠ
 বৃথা শ্রমযাজ্ঞ বলিয়া কথিত হয় ॥ ২১

স্মৃত উবাচ ।

এতমাহাত্ম্যাসংযুক্তং গীতাভ্যাসং করোতি যঃ ।

মাহাত্ম্যমেতদ্ গীতায়া ময়া প্রোক্তং সনাতনম্ ।

স তৎফলমবাপ্নোতি দুর্লভং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২২

গীতাস্তে চ পঠেদ্ যন্ত যত্নতঃ তৎ ফলং লভেৎ ॥ ২৩

ইতি শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্ ॥

যিনি এই মাহাত্ম্যসহ গীতা অভ্যাস করেন, তিনি যথোক্ত
ফল লাভ করেন এবং অস্ত্রে দুর্লভ গতি প্রাপ্ত হন ॥ ২২

পাঠের পর ইহা পাঠ করেন, তিনি কথিত ফল লাভ করিয়া
থাকেন ॥ ২৩

আমি গীতার এই সনাতন মাহাত্ম্য বলিলাম; যিনি গীতা

অনন্তশ্রীবিভূষিত শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওকারনাথদেবকৃত
শ্রীগীতামাহাত্ম্যের অহুবাদ সমাপ্ত ॥

অথ দ্বিতীয়মাহাত্ম্যম্

গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্ ।

ভারতামৃতসর্বস্বং বিষ্ণোর্বক্তৃদৃ বিনিঃসৃতম্ ।

বিষ্ণোঃ পদমবাপ্নোতি ভয়শোকাদিবর্জিতঃ ॥ ১

গীতাগঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিভ্রতে ॥ ৫

গীতাধ্যয়নশীলস্ত প্রাণায়ামপরস্ত চ ।

সর্বোপনিষদো গাবো দোক্ষা গোপালনন্দনঃ ।

নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্বজন্মকৃতানি চ ॥ ২

পার্থো বৎসঃ সুধীভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৬

মলনিমোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে ।

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীত-

সকৃদ্ গীতাস্তসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ॥ ৩

মেকো দেবো দেবকীপুত্র এব ।

গীতা সুগীতা কর্তব্য্য কিমশেষঃ শাস্ত্রবিস্তারৈঃ ।

একো মন্ত্রস্তস্ত নামানি যানি

যা স্বয়ং পদ্মনাভস্ত মুখপদ্মাদৃ বিনিঃসৃতা ॥ ৪

কম্প্যপ্যেকং তস্ত দেবস্ত সেবা ॥ ৭

ীয় মাহাত্ম্য

অহুবাদক—অনন্তশ্রীবিভূষিত শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস
ওকারনাথদেব ।

যে গীতা স্বয়ং পদ্মনাভ বাহুদেবের মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত
হইয়াছে, তাহাই উত্তমরূপে অভ্যাস করা কর্তব্য, অস্ত্র বিস্তার
শাস্ত্রে কি প্রয়োজন ॥ ৪

যে সংযত পুরুষ এই পবিত্র গীতাশাস্ত্র পাঠ করেন, তিনি
ভয়শোকাদিবিহীন বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১

মহাভারতরূপ অমৃতের সর্বস্ব বিষ্ণুর শ্রীমুখ হইতে বিনির্গত
গীতা-গঙ্গাজল পান করিলে পুনর্জন্ম হয় না ॥ ৫

গীতাধ্যয়নশীল ও প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তির পূর্বজন্মকৃত পাপ
থাকিতে পারে না ॥ ২

নিখিল উপনিষদ্ গাভী, দোহনকর্তা নন্দনন্দন কৃষ্ণ, অর্জুন
বৎস, দুগ্ধ মহৎ গীতামৃত, সুধীগণ ইহার ভোক্তা ॥ ৬

পুরুষের প্রতিদিন জলের দ্বারা স্নানে গাত্রমল দূরীভূত হয়—
একবার মাত্র গীতারূপ পরম পাবনবারিতে স্নান করিলে সংসার-
মল নাশ হইয়া থাকে ॥ ৩

দেবকীপুত্র-কথিত গীতাই একমাত্র শাস্ত্র, একমাত্র দেবতা
দেবকীপুত্র, একমাত্র মন্ত্র হইল তাঁহার নাম—তাঁহার সেবাই
একমাত্র কর্ম ॥ ৭

অনন্তশ্রীবিভূষিত শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাস ওকারনাথদেবকৃত

শ্রীগীতামাহাত্ম্যের অহুবাদ সমাপ্ত ।

অথ তৃতীয়মাহাত্ম্যম্ ।

ঋষিরূবাচ ।

গীতায়াম্বেচ মাহাত্ম্যং যথাবৎ স্মৃত ! মে বদ ।

পুরা নারায়ণ-ক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্ ॥ ১

স্মৃত উবাচ ।

ভক্তং ভগবতা পৃষ্টং যদ্বি শুণুতমং পরম্ ।

শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ২

কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীশ্রুতঃ ফলম্ ।

ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোহথ মৈথিলঃ ॥ ৩

অগ্নে শ্রবণতঃ শ্রদ্ধা লেশং সংকীৰ্ত্তয়ন্তি চ ।

তস্মাৎ কিঞ্চিদদাম্যত্র ব্যাসস্তাস্তাস্ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোক্ষা গোপালনন্দনঃ ।

পার্ব্যো বৎসঃ সুধীভোক্তা হৃৎকঃ গীতামৃতং মহৎ ॥ ৫

সারথ্যমর্জুনস্তাদৌ কুর্ব্বন গীতামৃতং দদৌ ।

লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণায়নৈ নমঃ ॥ ৬

সংসারসাগরং ঘোরং তৰ্জু মিচ্ছতি যো নরঃ ।

অথ তৃতীয়মাহাত্ম্যম্ ।

অনুবাদক—শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক শ্রীরামরঞ্জনকাব্যাকরণতীর্থ ।

ঋষি বলিলেন,—হে স্মৃত ! পূর্ব্বকালে নারায়ণক্ষেত্রে মহর্ষি ব্যাস-কথিত গীতার মাহাত্ম্য আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ॥ ১

স্মৃত কহিলেন,—ভগবন্ ! আপনি উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । যাহা পরম গোপনীয়সমূহের মধ্যেও গোপনীয়, সেই উত্তম গীতামাহাত্ম্য কোন ব্যক্তি বর্ণনা করিতে পারেন ? ২

একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহা সম্যক্ অবগত আছেন ; কুন্তী-নন্দন অর্জুন ইহার কিঞ্চিৎ ফল জানেন এবং ব্যাস, ব্যাসপুত্র শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য ও মিথিলাধিপতি জনক কিছু কিছু অবগত আছেন ॥ ৩

অস্ত্রাশ্র ব্যক্তিগণ পরম্পরের মুখে শ্রবণ করিয়া ইহার লেশমাত্র কীৰ্ত্তন করেন । অতএব আমি ব্যাসদেবের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ কীৰ্ত্তন করিতেছি ॥ ৪

সমস্ত উপনিষদ্ দেহরূপ ; নন্দনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দোহন-কর্ত্তা, কুন্তীপুত্র অর্জুন বৎস, জানী ভোক্তা এবং এই গীতারূপ অমৃত উত্তম দ্রব্য ॥ ৫

যিনি অর্জুনের সারথ্যকার্য্যে ব্রতী হইয়া লোকত্রয়ের উপকারার্থ গীতারূপ অমৃত দান করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রশংসা করি ॥ ৬

যে মানব ঘোর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি

গীতানাবৎ সমাসাশ্র পারং যাতি স্মথেন সঃ ॥ ৭

গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সর্দৈবাভ্যাসযোগতঃ ।

মোক্ষমিচ্ছতি যুঢ়াশ্বা যাতি বালকহাস্ততাম্ ।

যে শৃংখলি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্ ।

ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥ ৮

গীতাজ্ঞানেন সংহোধঃ কৃষ্ণঃ প্রাহার্কুনায় বৈ

ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাধ নিগুণম্ ॥ ১০

সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভুক্তিমুক্তিসমুচ্ছিতৈঃ ।

ক্রমশ্চিহ্নতশুদ্ধিঃ স্ত্রাং প্রেমভক্ত্যাদিকর্ম্মসু ॥ ১১

সাধোগীতাস্তসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ।

শ্রদ্ধাহীনস্ত তৎ কাধ্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥ ১২

গীতায়াম্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্ ।

স এব মানুষে লোকে মোক্ষকর্ম্মকরো ভবেৎ ॥ ১৩

তস্মাদ্ গীতাং ন জানাতি নাধমস্তংপরো জনঃ ।

ধিক্ তস্ত মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥ ১৪

গীতারূপ নৌকা লাভ করিয়া অনায়াসে উহা পার হইতে সমর্থ হন ॥ ৭

যে যুঢ়্যাক্তি সর্বদা অভ্যাসযোগের দ্বারা গীতাজ্ঞান শ্রবণ করে নাই, অথচ মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছা করে, সে বালকের উপ-হাস্যম্পদ হয় ॥ ৮

যাহারা দিবারাত্র গীতাশাস্ত্র শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাহার মনুষ্য নহেন ; দেবতুল্য—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৯

শ্রীকৃষ্ণ গীতাজ্ঞান দ্বারাই সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্মলব্ধীয় পরম ভক্তিতত্ত্ব অর্জুনের বোধোৎপাদনের জন্য তাহার নিকট কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ১০

ভুক্তিমুক্তিসম্বলিত অষ্টাদশ অধ্যায়রূপ সোপান(সিঁড়ি)-বিশিষ্ট এই গীতা দ্বারা ক্রমে প্রেমভক্ত্যাদি সকল কাধ্যে চিত্তশুদ্ধি জন্মে ॥ ১১

এই গীতারূপ সলিলে স্নান করিলে সাধুজনের সংসারমল নাশ হয় ; কিন্তু শ্রদ্ধাবিহীন মানবের পক্ষে এই স্নানকার্য্য হস্তিনানের স্তায় বৃথাই পর্য্যবসিত হয় ॥ ১২

যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্রের পাঠ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অবগত নহে, মনুষ্যলোকে তাদৃশ ব্যক্তি বৃথা কর্ম্মকারী অর্থাৎ তাহার সকল কর্ম্মই বিফল হইয়া থাকে ॥ ১৩

অতএব যে ব্যক্তি গীতা শাস্ত্র অবগত নহে, তদপেক্ষা অধম আর নাই । তাহার মাহুদেহে ধিক্, তাহার শাস্ত্রপাঠজনিত বিজ্ঞানে এবং কুলশীলতাতেও ধিক্ ॥ ১৪

গীতার্থং ন বিজানাতি নাথমন্তংপরো জনঃ ।

ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবন্তদৃগ্হাঙ্গমম্ ॥ ১৫

জ্ঞং ন জানাতি নাথমন্তংপরো জনঃ ।

ধিক্ প্রারক্য প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং দানং মহত্তমম্ ॥ ১৬

গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্বং তদ্বিকল্পং জ্ঞতঃ ।

ধিক্ তস্ত জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ ॥ ১৭

গীতার্থপঠনং নাস্তি নাথমন্তংপরো জনঃ ।

গীতাগীতং ন যজ্ঞজ্ঞানং তদ্বিক্যাসুরসম্মতম্ ।

তদ্রোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগহিতম্ ॥ ১৮

তদ্রাক্ষসময়ী গীতা সর্বজ্ঞানপ্রযোজিকা ।

সর্বশাস্ত্রসারভূতা বিগুচ্ছা সা বিশিষ্টাতে ॥ ১৯

যোহধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে ।

স্বপন্ জাগ্রৎ চলন্ তিষ্ঠন্ শক্রভির্ন স হীয়তে ॥ ২০

শালগ্রাম-শিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে ।

তীর্থে নজ্যাং পঠেকগীতাং সৌভাগ্যং লভতে ক্রবম্ ॥ ২১

দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি ।

যে ব্যক্তি গীতার অর্থ অবগত নহে, তাহার অপেক্ষা অধম আর নাই ; তাহার মনোহর দেহে ধিক্, তাহার উৎকৃষ্ট চরিত্রে ধিক্, তাহার উত্তম বিভবে ধিক্ এবং তাহার সুখময় গৃহাঙ্গমেও ধিক্ ॥ ১৫

যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র অবগত নহে, তদপেক্ষা অধম আর নাই ; তাহার প্রারকে ধিক্, প্রতিষ্ঠায় ধিক্, পূজায় ধিক্, দানে ধিক্ ও মহাশ্বে ধিক্ ॥ ১৬

গীতাশাস্ত্রে বাহার মতি নাই, তাহার সমস্তই নিষ্ফল বলিয়া কীর্ষিত হয় ; তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রত, নিষ্ঠা ও তপস্তায় ধিক্, তাহার যশেও ধিক্ ॥ ১৭

যে ব্যক্তি গীতার অর্থই পাঠ না জানে, তদপেক্ষা অধম আর নাই । যে জ্ঞান গীতায় উক্ত হয় নাই, তাহা আত্মর জ্ঞান বলিয়া জানিবে ; তাহা বিকল ধর্ম্মহীন এবং বেদবেদান্তে নিষিদ্ধ ॥ ১৮

অতএব ধর্ম্মময়ী গীতা সকল জ্ঞানেরই কারণস্বরূপা, ইহা সর্ব-শাস্ত্রের সারভূতা ও বিগুচ্ছা বলিয়া প্রশংসিতা ॥ ১৯

যিনি বিষ্ণুপর্ব্বদিনে ও শ্রীহরিবাসরে গীতা অধ্যয়ন করেন, নিদ্রাবস্থায়, আগ্নিরিতাবস্থায়, গমনকালে বা অবস্থান কালে তিনি শক্রকর্তৃক পরাকৃত হন না ॥ ২০

যিনি শালগ্রামশিলা-সমীপে, দেবালয়ে, শিবমন্দিরে, তীর্থে ও

যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ২২

গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা ।

বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ ॥ ২৩

যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সংসভাস্থ চ ।

যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্ত্যাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪

গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে ।

ক্রতবো বাজিমেষাচ্ছাঃ কৃতান্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫

যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্ ।

জীবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স শ্রেয়াতি পরং পদম্ ॥ ২৬

গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোহ্পর্য্যত্যেব সাদরাং ।

বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্ত ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭

যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ।

দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্বতু ॥ ২৮

অভিচারোন্তবং দুঃখং বর-শাপাগতঞ্চ যৎ ।

নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্কচনং গৃহে ॥ ২৯

নদীতীরে গীতা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই সৌভাগ্যলাভ করেন ॥ ২১

দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেক্ষণ সম্ভাব লাভ করেন, বেদপাঠ, দান, যজ্ঞাহুতান, তীর্থপর্য্যটন ও ব্রত প্রভৃতি দ্বারা লেক্ষণ সম্ভট হন না ॥ ২২

যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত মনে গীতা অধ্যয়ন করেন, তৎকর্তৃক সমুদয় বেদ, নিখিলশাস্ত্র ও পুরাণ—এ সমস্তই সর্ব্বগ্রন্থকারে অধীত হয় ॥ ২৩

যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে, শালগ্রামশীলার সম্মুখে, সন্ধানগণের সভায়, যজ্ঞে এবং বিষ্ণুভক্তসমীপে গীতা পাঠ করিলে পরম সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ২৪

যিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তৎকর্তৃক দক্ষিণাস্থ অশ্বমেধ প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়া থাকে ॥ ২৫

যিনি গীতার অর্থ শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করেন, কিংবা অস্ত্র ব্যক্তিকে শ্রবণ করান, তাঁহার পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২৬

যিনি আদরসহকারে যথাবিধি ভক্তিভাবে কাহাকেও বিত্ত্ব গীতাপুস্তক দান করেন, তাঁহার পত্নী প্রিয়তমা হয় ॥ ২৭

তিনি যশ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই এবং পত্নীর প্রিয়তমা হইয়া পরম সুখ লাভ করেন ॥ ২৮

যে গৃহে প্রতিদিনই গীতার অর্চনা হয়, তথায় অভিচারজাত দুঃখ অথবা কঠোর শাপজাত ক্লেশ উপস্থিত হয় না ॥ ২৯

তাপত্রয়োস্তবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ কচিৎ ।
 ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতিনরকং ন চ ॥ ৩০
 বিস্ফোটিকাদয়ো দেহে ন বাধস্তে কদাচন ।
 লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্ত্যং ভক্তিকাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১
 জায়তে সততং সখ্যং সর্বজীবগণৈঃ সহ ।
 প্রারব্ধং ভুঞ্জতে বাপি গীতাভ্যাসরতস্ত চ ॥ ৩২
 স মুক্তঃ স সুখী লোকে কৰ্ম্মণা নোপলিপ্যতে ।
 মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ ।
 ন কিঞ্চিং স্পৃশ্যতে তস্ত নলিনীদলমন্তসা ॥ ৩৩
 অনাচারোস্তবং পাপমবাচ্যাদিকৃতঞ্চ যৎ ।
 অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পৃশ্যস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪
 জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিল্পয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ ।
 তৎ সর্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫
 সর্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্বশঃ ।
 গীতাপাঠং প্রকুর্বাণো ন লিপ্যেত কদাচন ॥ ৩৬
 রত্নপূর্ণাং মহীং সর্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ ।

তথায় আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ
 তাপজাত পীড়া হয় না ; শাপ, পাপ, দুর্গতি বা নরকের সম্ভাবনা
 থাকে না ॥ ৩০

সেই গৃহে বিস্ফোটিকাদি কাহারও দেহে পীড়া উৎপাদন
 করিতে পারে না ; সেই গৃহস্থিত জনগণ কৃষ্ণপদে দাস্ত্য ও
 অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ করেন ॥ ৩১

যে ব্যক্তি গীতাভ্যাসে রত থাকেন, তিনি প্রারব্ধবশে স্থখ দুঃখ
 ভোগ করিলেও সর্বজীবগণের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত
 হয় ॥ ৩২

গীতাধ্যয়নকারী ব্যক্তি সতত মুক্ত ও সুখী, তিনি মহাপাতক
 বা অতিপাতক করিলেও যেমন পদ্মপত্রের জল লিপ্ত হয় না,
 সেইরূপ তিনিও সকাম বা নিষ্কাম কোন কষ্টেই লিপ্ত হন না ॥ ৩৩

অনাচার-জনিত, অবাচ্যবাক্য-প্রয়োগজাত, অভক্ষ্য-ভক্ষণজাত
 অস্পৃশ্য-স্পর্শজনিত, জ্ঞানাজ্ঞানকৃত এবং প্রাত্যহিক ইন্দ্রিয়সন্তোষজ
 সর্ববিধ পাপই গীতাপাঠে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৪-৩৫

সর্বত্র ভোজনকারী এবং সর্ববিধ দানগ্রহণকারী গীতা পাঠ
 করিলে, কদাপি পাপে লিপ্ত হয় না ॥ ৩৬

অবিধিপূর্বক রত্ন-পূর্ণা সমগ্র পৃথিবী প্রতিগ্রহ করিয়াও যে
 ব্যক্তি একবারমাত্র গীতা পাঠ করেন, তিনি বিত্তক ফটিকবৎ
 নিকলঙ্ক হইয়া যান ॥ ৩৭

গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭
 যন্তান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াম্ রমতে সদা ।
 স সাক্ষিকঃ সদা জ্ঞাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮
 দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি ।
 স এব যাজ্ঞিকো যাজ্ঞী সর্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯
 গীতায়াম্ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ততে ।
 তত্র সর্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনী ভূতলে ॥ ৪০
 নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেষপি সর্বদা ।
 সর্বৈ দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥ ৪১
 গোপালো বালকৃষ্ণোহপি নারদ-ঋষপার্ষদৈঃ ।
 সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ততে ॥ ৪২
 যত্র গীতা-বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা ।
 মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাখয়া সহ ॥ ৪৩
 শ্রীভগবানুবাচ ।

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ । গীতা মে সারমুত্তমম্ ।
 গীতা মে জ্ঞানমতুগ্ৰং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪৪

যাহার চিত্ত প্রত্যহ নিয়ত গীতায় নিরত থাকে, এই ভূতলে
 তিনিই সাক্ষিক, তিনিই ক্রিয়ানীল ও তিনিই পণ্ডিত ॥ ৩৮

তিনি দর্শনীয়, তিনি ধনবান, তিনি যোগী, তিনি জ্ঞানবান,
 তিনিই যাজ্ঞিক, তিনিই যাজ্ঞী এবং তিনিই সমুদয় বেদার্থ-
 পারদর্শী ॥ ৩৯

যে স্থানে প্রত্যহ গীতা পুস্তক থাকে এবং অধীত হয়, ভূতলে
 সেই স্থানেই প্রয়াগাদি সকল তীর্থই সর্বদা বিরাজিত থাকেন ॥ ৪০

গীতাপাঠকের দেহে এবং এমন কি দেহশেষেও সর্ব দেবতা
 এবং যোগিগণ দেহরক্ষকরূপে বাস করেন ॥ ৪১

যে স্থানে গীতাপাঠ হয়, তথায় বালকৃষ্ণবেশী শ্রীগোপাল,
 তৎক্ষণাৎ নারদাদি (অথবা নারদ ও ঋষ প্রভৃতি) নিত্য-পার্ষদগণের
 সহিত সহায়রূপে উপস্থিত হন ॥ ৪২

যেখানে গীতার বিচার, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হয়, তথায়
 শ্রীরাধিকার সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিরতিশয় আনন্দ লাভ
 করেন ॥ ৪৩

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! গীতাই আমার হৃদয়,
 গীতাই আমার উত্তম সার-রূপ, গীতাই আমার অতুগ্ৰ জ্ঞান
 এবং গীতাই আমার অকল্প জ্ঞান ॥ ৪৪

মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্ ।
 গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥ ৪৫
 গীতাজ্ঞয়েহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্ ।
 গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্ ॥ ৪৬
 গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ ।
 অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যমনির্বাচ্যপদাশ্রিত্য ॥ ৪৭
 গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব ।
 কীর্তনাত্ সর্বপাপানি বিলয়ং যাস্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮
 গঙ্গা গীতা চ সাবিজী সীতা সত্য পতিব্রতা ।
 ব্রহ্মাবলি ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসঙ্খ্যা মুক্তিগেহিনী ॥ ৪৯
 অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবয়ী ব্রাহ্মিনাশিনী ।
 বেদজয়ী পরানন্দা তদ্ব্যর্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥ ৫০
 ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ ।
 জ্ঞানসিদ্ধিঃ লভেন্নিত্যং তথাস্তে পরমং পদম্ ॥ ৫১
 পাঠেইসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্কঃ পাঠমাচরেৎ ।

গীতা আমার উত্তম স্থান, গীতা আমার পরম পদ, গীতা আমার পরম গুহ্য বস্তু এবং এমন কি গীতাই আমার পরম গুরু ॥ ৪৫ ।

আমি গীতার আশ্রয়েই অবস্থান করি ; গীতা আমার পরম গৃহ এবং এই গীতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিভুবন পালন করিয়া থাকি ॥ ৪৬

গীতাই আমার সর্বোত্তমা ব্রহ্মরূপা বিদ্যা,—ইহাতে কোনও সম্বেহ নাই ; উহা পরম অনির্বাচ্য-পদাশ্রিত্য (বাক্যের অগোচর) অর্দ্ধমাত্রাব্রহ্মরূপা ॥ ৪৭

হে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ! গীতার গুহ্য নামসকল কীর্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর । এই নামসমূহের কীর্তনে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৮

গঙ্গা, গীতা, সাবিজী, সীতা, সত্য, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসঙ্খ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবয়ী, ব্রাহ্মিনাশিনী, বেদজয়ী, পরানন্দা, তদ্ব্যর্থজ্ঞানমঞ্জরী—যিনি একাগ্রচিত্তে প্রত্যহ এই সকল নাম জপ করেন, তিনি জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করেন এবং অস্তে পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৪৯-৫১

প্রত্যহ সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ ব্যক্তি গীতার অর্ধেক অংশ পাঠ করিবেন । তাহাতে তিনি নিঃসন্দেহে গোদানজ পুণ্য লাভ করিবেন ॥ ৫২

তদা গোজ্ঞানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২
 ত্রিভাগং পঠমানস্ত সোমবাগকলং লভেৎ ।
 ষড়ংশং জপমানস্ত গঙ্গান্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩
 তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্ ।
 ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদুৎকৃষ্টম্ ॥ ৫৪
 একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ ।
 রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫
 অধ্যায়ার্দ্ধকং পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ ।
 প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥ ৫৬
 গীতায়ঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ।
 ত্রি-দ্ব্যেকমর্কমথবা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ ।
 চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা ॥ ৫৭
 গীতার্দ্ধমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ ।
 স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮

যিনি তিন ভাগের এক ভাগ পাঠ করেন, তিনি সোমবাগের ফল এবং ছয় ভাগের এক ভাগ পাঠ করিলে গঙ্গান্নানের ফল লাভ করেন ॥ ৫৩

যিনি সাবধানতার সহিত শুদ্ধভাবে প্রত্যহ ইহার দুইটিমাত্র অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ইন্দ্রলোক লাভ করেন এবং সেখানে এককল্পকাল বাস করেন ॥ ৫৪

যিনি ভক্তিসংযুক্ত হইয়া প্রত্যহ একটিমাত্র অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি রুদ্রলোকে গমন করেন এবং ভগবান্ শঙ্করের গণমধ্যে পরিগণিত হইয়া বহুকাল তথায় বাস করেন ॥ ৫৫

যে ব্যক্তি প্রত্যহ ইহার অর্দ্ধ অধ্যায় বা অধ্যায়ের চারি ভাগের এক ভাগ পাঠ করেন, তিনি রবিলোক প্রাপ্ত হন এবং শত মন্বন্তর কাল তথায় অবস্থান করেন ॥ ৫৬

যিনি প্রত্যহ গীতার দশটি, সাতটি, পাঁচটি, তিনটি, দুইটি, একটি বা অর্দ্ধ শ্লোকমাত্র একাগ্রচিত্তে পাঠ করেন, তিনি চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং অযুত বর্ষকাল তথায় বাস করিয়া থাকেন ॥ ৫৭

যে ব্যক্তি গীতার অর্দ্ধ, একপাদ, একটি শ্লোক বা একটি অধ্যায় স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫৮

গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ ।
 মহাপাতকযুক্তোহপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥ ৫৯
 গীতাপুস্তক-সংযুক্তঃ প্রাণান্ত্যক্তা। প্রয়াতি যঃ ।
 স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬০
 গীতাধ্যায়সমায়ুক্তো যতো মানুষ্যতাং ব্রজেৎ ।
 গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃৎস্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥ ৬১
 গীতেত্যাচার-সংযুক্তো ত্রিয়মাণো গতিং লভেৎ ॥ ৬২
 যদ্যং কৰ্ম চ সৰ্বত্র গীতাপাঠপ্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 তন্ত্ৰং কৰ্ম চ নির্দোষং ভূষা পূৰ্ণমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৩
 পিতৃহৃদ্দিষ্টা যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি ।
 সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্মৈ নিরয়াদ্ যাস্তি স্বর্গতিম্ ॥ ৬৪
 গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রদ্ধিতপিতাঃ ।
 পিতৃলোকং প্রয়াস্ত্যেব পুত্রাশীর্বাদতৎপরঃ ॥ ৬৫
 গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমঘৃতিম্ ।
 কৃৎস্বা চ তদ্দিনে সমাক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥ ৬৬
 পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ ।

যে ব্যক্তি অন্তকালে গীতার অর্থ, পাঠ বা শ্রবণ করেন, মহা-
 পাতকী হইলেও তিনি মুক্তিভাগী হন ॥ ৫৯

যে ব্যক্তি গীতাগ্রন্থসংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি
 বৈকুণ্ঠে গমন করেন এবং বিষ্ণুর সহিত আনন্দে বাস করেন ॥ ৬০

গীতার একটি অধ্যায় সংযুক্ত হইয়া মরিলে মহাশয় প্রাপ্ত
 হইয়া পুনরায় গীতাভ্যাস পূৰ্ব্বক মুক্তি লাভ করেন ॥ ৬১

“গীতা” এই শব্দ উচ্চারণ পূৰ্ব্বক যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করেন,
 তাঁহার পরমা গতি লাভ হয় ॥ ৬২

সৰ্বত্র গীতা পাঠ করিয়া যে কৰ্ম অহুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্ত
 নির্দোষ ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৩

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের উদ্দেশে গীতা পাঠ করেন,
 তাঁহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া নরক হইতে স্বর্গে গমন করেন ॥ ৬৪

শ্রাদ্ধে গীতাপাঠ দ্বারা তৃপ্তিপ্রাপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃগণ
 পুত্রকে আশীর্বাদ করিতে করিতে স্বর্গলোকে গমন করেন ॥ ৬৫

ধেনুপুচ্ছ (চামর) সমঘৃতি গীতাপুস্তক দান করিলে, সেই
 দিনেই মানব সমাক্ কৃতার্থ হন ॥ ৬৬

যিনি স্বর্ণসংযুক্ত গীতাপুস্তক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন,
 তাঁহাকে আর পুনর্বার ভুলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৬৭

দয়া বিপ্রায় বিহবে জায়তে ন পুনর্ভবম্ ॥ ৬৭
 শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ ।
 স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবুত্তিষ্ঠত্বম্ ॥ ৬৮
 গীতাদানপ্রভাবেণ সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ ।
 বিষ্ণুলোকমবাপ্যাস্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬৯
 সমাক্ শ্রদ্ধা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ ।
 তস্মৈ শ্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৭০
 দেহং মানুষ্যমাশ্রিত্য চাতুৰ্বর্ণ্যেষু ভারত ।
 ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্ ।
 হস্তাত্যক্তা যতঃ প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্রুতে ॥ ৭১
 জনঃ সংসারদুঃখার্থো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ ।
 গীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥ ৭২
 গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ ।
 নিপু তকল্যাণা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥ ৭৩
 গীতাস্ত ন বিশেষোহস্তি জনৈষ্যচ্চাবচেষু চ ।
 জ্ঞানেষেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৭৪

যে ব্যক্তি একশত গীতাগ্রন্থ দান করেন, তাঁহার ব্রহ্মধামে
 গতি হয় এবং আর মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৬৮

গীতাদানের প্রভাবে বিষ্ণুলোকে সপ্তকল্প পরিমিতকাল
 অবস্থান পূৰ্ব্বক বিষ্ণুর সহিত বাস করিয়া আনন্দ লাভ করা
 যায় ॥ ৬৯

গীতার সমাক্ শ্রবণ পূৰ্ব্বক যে ব্যক্তি ঐ গ্রন্থ দান করেন,
 ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ
 করেন ॥ ৭০

চতুৰ্বর্ণ্যমধ্যে শাস্ত্রপাঠোপযোগী মানুষ দেহধারণ করিয়া যে
 ব্যক্তি অমৃতরূপিণী গীতা শ্রবণ বা পাঠ না করে, সে হস্তপ্রাপ্ত
 অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ ভক্ষণ করে ॥ ৭১

সংসার-দুঃখে একান্ত কাতর ব্যক্তি গীতাজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া
 গীতামৃত পান পূৰ্ব্বক জগতে কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবে ও সুখী
 হইবে ॥ ৭২

ইহলোকে জনকাদি বহু রাজা গীতার আশ্রয়গ্রহণে নিষ্পাপ
 হইয়া পরমপদ লাভ করিয়াছেন ॥ ৭৩

গীতাজ্ঞানসম্বন্ধে উচ্চ নীচ জনসমূহে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ।
 সমগ্র জ্ঞানের মধ্যে গীতাজ্ঞানই নিবিশেষ এবং গীতাই
 ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৭৪

যোহিতিমানেন গৰ্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ ।
 স যাতি নরকং ধোয়ং যাবদাহুতসংগ্রহম্ ॥ ৭৫
 অহঙ্কারেণ মূঢ়ায়া গীতার্থং নৈব মন্যতে ।
 কুন্তীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৬
 গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমাসতঃ ।
 স শূকরভবাং বোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৭
 চৌর্য্যং কৃষ্ণা চ গীতায়্যাঃ পুস্তকং য সমানয়েৎ ।
 ন তস্মৈ সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৮
 যঃ শ্রদ্ধা নৈব গীতাঞ্চ মোদতে পরমার্থতঃ ।
 নৈব তস্মৈ ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥ ৭৯
 গীতাং শ্রদ্ধা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টবস্ত্রং তথা ।
 নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং শ্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৮০
 বাচকং পূজয়েন্তুত্যা জব্য-বস্ত্রাহ্বাপঙ্কজৈঃ ।

যে ব্যক্তি অভিমান বা গৰ্ব্বভরে গীতার নিন্দা করে, যতদিন
 প্রলয়কাল উপস্থিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সে ঘোর নরকে
 অবস্থান করিয়া থাকে ॥ ৭৫

যে মূঢ়ায়া ব্যক্তি অহঙ্কারবশতঃ গীতার্থ মানে না, সে যতদিন
 কল্পক্ষয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কুন্তীপাক-নরকে পচিতে থাকে ॥ ৭৬

গীতার্থ সম্যক ব্যাখ্যাত হইতে থাকিলেও যে ব্যক্তি তাহা
 শ্রবণ না করে, সে বহুবার শূকরযোনি প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৭

যে ব্যক্তি গীতাগ্রন্থ চুরি করিয়া আনে, তাহার কিছুই সফল
 হয় না এবং পাঠও বৃথা হয় ॥ ৭৮

যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে আনন্দ বোধ
 করে না, প্রমত্ত ব্যক্তির পরিশ্রমের স্তায় ইহলোকে তাহার সমস্তই
 বিফল হয় ॥ ৭৯

গীতা শ্রবণ পূর্ব্বক পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীতিসাধনার্থ

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক শ্রীরামরঞ্জন-কাব্য-ব্যাकरणতীর্থকৃত শ্রীবৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারোক্ত-শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-

মাহাত্ম্যের অম্ববাদ সমাপ্ত ।

অনেকৈর্বহুধা শ্রীত্যা তুষাতাং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৮১
 সূত উবাচ ।

মাহাত্ম্যমেতদগীতায়্যাঃ কৃষ্ণাপ্রোক্তং পুরাতনম্ ।
 গীতাস্থে পঠতে যস্ত যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ৮২
 গীতায়্যাঃ পঠনং কৃষ্ণা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ ।
 বৃথা পাঠফলং তস্মৈ শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮৩
 এতন্মাহাত্ম্যাসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ ।
 শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমান্শ্রুয়াৎ ॥ ৮৪
 শ্রদ্ধা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ ।
 তস্মৈ পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়-তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-
 মাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্ ।

ব্রাহ্মণাদিকে দিবার জন্ত হবর্ণ ভোজ্য ও পট্টবস্ত্র নিবেদন
 করিবে ॥ ৮০

ভগবান্ শ্রীহরির শ্রীতির জন্ত গীতাপাঠককে ভক্তিসহকারে
 পূজা করিয়া নানাবিধ দ্রব্য; বস্ত্র ও উপকরণ প্রদান করিবে ॥ ৮১

সূত বলিলেন,—যে ব্যক্তি গীতাপাঠাস্থে শ্রীকৃষ্ণপ্রোক্ত এই
 পুরাতন গীতামাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনি যথোক্ত ফল লাভ
 করিয়া থাকেন ॥ ৮২

গীতা-পাঠাস্থে যে ব্যক্তি মাহাত্ম্য পাঠ না করেন, তাহার পাঠ
 বৃথা ও পরিশ্রমমাত্রই সার হয় ॥ ৮৩

যে ব্যক্তি এই মাহাত্ম্য-সম্বন্ধিত গীতা পাঠ করেন, বা শ্রদ্ধা-
 সহকারে শ্রবণ করেন, তাহার পরমা গতি লাভ হয় ॥ ৮৪

যে ব্যক্তি অর্থযুক্ত গীতা ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিয়া এই মাহাত্ম্য
 শ্রবণ করেন, তাহার পুণ্যফল সর্ব্বসুখের কারণ হইয়া থাকে ॥ ৮৫

বংশীবিস্তৃষিতকরাগ্নবনীরাভাং গীতাস্বরাদরুণবিশ্বকলাধরোষ্ঠাং ।

পূর্ণেন্দুশুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্র্যাং কৃষ্ণাং পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে

৯ম বর্ষ বৈশাখমাस ১৩৭৮
জ্যৈষ্ঠমাस

মহাভারত—৩৫-৩৬
একাবল ও দ্বাদশ সংখ্যা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওস্কারনাথপ্রবী

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাসোস্কারনাথমহারাডকৃতবঙ্গভাষাবুবাদসহিতম্

৩ তীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাব অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামাঙ্গ
সরকারমহোদায়ব অর্থায়নকালো এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কচাৰ্য্য * শ্রীশ্রীজীবন্তট্টাচাৰ্য্যব্যায়তীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীঘনুনাথ কাব্য-বাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনাবায়ণ তর্ক-বেদ-বাকরণতীর্থ

শ্রীরামবল্লভ কাব্য-বাকরণতীর্থ

চত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ

(অন্নপুর্ণ সঙ্গদায়)

যুগ্ম-কর্মকর্তার :—

কিঙ্কর বিমলানন্দ

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,

ডি. ও. এম. এস, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্. (লণ্ডন)।

এফ.আর.এস্.টি.এম্. এণ্ড এইচ্. (লণ্ডন)

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরগী (বিবেকানন্দ বোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫.০০ টাকা]

প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্ধ্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বধারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ববঙ্গে সডাক ১৫.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নং পঃ, অম্মত্র বার্ষিক সডাক ১০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু তুল্য স্মৃতিগ্রন্থ, ত্রীবাঙ্গীক-বামায়ণ, ত্রীবিষ্ণুপুবাণ ও ত্রীমহাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ধমানের মহাভাবত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আর্ধ্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে “সম্পূজক আর্ধ্যশাস্ত্র, ত্রীসীতাবাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, বোড, কলিকাতা-৩৫” এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি “সকালক আর্ধ্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সবাণী, কলিকাতা ৬” এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নান, ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বা লামাসব মতো অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল বস্তু শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্ধ্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাণ্ডল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ বাতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আর্ধ্যশাস্ত্র

ত্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়

৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড

কলিকাতা—৩৫

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଶ୍ରୀମଂସୀତାରାମଦାସଓକ୍କାରନାଥପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଆର୍ଯ୍ୟାଶାସ୍ତ୍ର

ମହାଭାରତାନ୍ତର୍ଗତ-

ଭୀଷ୍ମପର୍ବୋକ୍ତ-

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାପର୍ବ୍ବିନି

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା ।

ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରପାରମ୍ପତ-ପରମାଚାର୍ଯ୍ୟ-ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଧରସ୍ଵାମିକୃତ-ସୁବୋଧନୀଟିକା-ସହିତା ।

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁର ଶ୍ରୀମଂସୀତାରାମଦାସଓକ୍କାରନାଥମହାରାଜକୃତବସ୍ତୁଭାଷାଂବଦ-ବିଭୂଷିତା

হে কৃষ্ণ করুণাসিকো

দীনবন্ধো জগৎপতে !

গোপেশ গোপিকাকান্ত

রাধাকান্ত নমোহস্ত তে ॥

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো

হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিকো ।

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম

হা হা কদা হু ভবিতাসি পদং দৃশোমে ।

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতম্

একো দেবো দেবকীপুত্র এব ।

একো মন্ত্ৰস্তস্ম নামানি যানি

কৰ্মাপোকং তস্ম দেবস্ম সেবা ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

[শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত-‘স্ববোধনী’টীকা সমলঙ্কতা ।]

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাপাঠক্রমঃ

অস্মা শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতামালামমুস্মা শ্রীভগবান্ বেদবাস-
স্মিষিরমুষ্টিপ্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা “অশৌচ্যা-
নন্বশৌচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে” ইতি বীজম্ “সর্বধৰ্ম্মান্
পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” ইতি শক্তিঃ “অহং স্বাং
সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ” ইতি কীলকং
শ্রীকৃষ্ণশ্রীতীর্থপাঠে বিনিয়োগঃ ।

“নৈনং ছিন্দন্তি শাস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ”
ইত্যদ্ব্যুচ্চাভ্যাং নমঃ । “ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি
মারুতঃ” ইতি তর্জ্জনীভ্যা স্বাহা । “অচ্ছেত্তোহয়মদোহোহয়-
মদোহোহয়মক্রেত্তোহশোষ্য এব চ” ইতি মধ্যমাভ্যাং
বষট্ । “নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ”
ইত্যনামিকাভ্যাং হুম্ । “পশু মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ

সহস্রশঃ” ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । “নানাবিধানি
দিবাণি নানাবর্ণাকৃতীনি চ” ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায়
ফট্ । ইতি করন্ত্যাসঃ ।

“নৈনং ছিন্দন্তি শাস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ” ইতি
হৃদয়ায় নমঃ । “ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি
মারুতঃ” ইতি শিরসে স্বাহা । “অচ্ছেত্তোহয়মদোহোহয়-
মক্রেত্তোহশোষ্য এব চ” ইতি শিখায়ৈ বষট্ । “নিত্যঃ
সর্বগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ” ইতি কবচায় হুম্ ।
“পশু মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ” ইতি নেত্র-
ত্রয়ায় বৌষট্ । “নানাবিধানি দিবাণি নানাবর্ণাকৃতীনি
চ” ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্ । ইতি অঙ্গন্ত্যাসঃ ।

অথ ধ্যানম্

পার্थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्युः
व्यासेन अधितां पुराणमुनिना मध्यमहाभारतम् ।
अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनी-
मम हामनुसन्धामि भगवद्‌गीते भवद्वेषिणीम् ॥ १
नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे

फुल्लारविन्दायत-पत्रनेत्र ।

येन ह्येता भारततैलपूरुषः

प्रज्जालितो ज्ञानमयप्रदीपः ॥ २

प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेदैकपाणये ।

ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतहृहे नमः ॥ ३

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल-नन्दनः ।

पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥ ४

वसुदेवसूतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् ।

देवकौपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्‌गुरुम् ॥ ५

भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गाङ्गारनौलोत्पला,

शल्यग्राहवती कृपेण बहनी कर्णेन बेलाम्बुला ।

অশ্বখাম-বিকর্ণঘোরমকরা ছুর্যোধনাবন্তিনী,
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ বণনদী কৈবর্তকঃ কেশবঃ ॥ ৬

পারার্ষ্যাবচঃসরোজমমলং গীতার্গক্কোৎকটং,
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্ ।

লোকে সজ্জনষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীযমানং মুদা,
ভূয়াদ্ ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ৭

মকং কবোতি বাচালং পঙ্কং লজ্জয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৮

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্রকৃত্রমরুতশ্চবন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
বেদৈঃ সাক্ষপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।

ধানাবস্থিত-তদগতেন মনসা পশুন্তি যং যোগিনো
যন্তাস্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৯

ধান-শ্লোকানাম্ আন্বয়িকী ব্যাখ্যা

(ওঙ্কারনাথসেবক—শ্রীরামরজমকাব্য-ব্যাकरणভীর্থকৃত)

অশ্ব (হে জননি) ভগবদগীতে । ভগবতা (ষড়ৈশ্বর্য-
শালিনা) নাবাযণেন স্বয়ং (সাক্ষাৎ) পার্থায
(অর্জুনায়) প্রতিবোধিতাম্ (উপদিষ্টাং) পুবাণমুনিনা
(প্রাচীনমুনিনা) ব্যাসেন (বেদব্যাসেন) মধো
মহাভারতম্ (মহাভারতস্ত মধো [ভীষ্মপবণঃ ২৫
অধ্যায়াৎ ৪২ অধ্যায়পর্য্যন্তমত্যাষ্টাদশাধ্যায়োক্ত সপ্তশত-
শ্লোকৈরিত্যি শেষঃ] গ্রহিতাম্ (সন্নিবদ্ধাম্), অদ্বৈতায়ত
বর্ষণীম (অদ্বৈততত্ত্বকপাশতবর্ষণীম্), ভবদেবীণীম
(সংসাবনাশনীম্), অষ্টাদশাধ্যায়িনীম্ (অষ্টাদশাধ্যায়
বিভক্তাং) ভগবতীং হাম্ অনুসন্দধামি ধ্যায়ামি ॥ ১

বিশালবুদ্ধে (বিশালা অগাধা বুদ্ধিযশ্চ সং, তৎ
সম্বোধনে, হে মহামতে ।) ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র
(ফুল্লস্ত বিকসিতস্ত অরবিন্দস্ত পদ্মস্ত আয়তে বিস্তৃতে যে
পত্রে তদ্বৎ নেত্রে নয়নে যশ্চ সং, তৎসম্বোধনে, হে
বিকসিতপদ্মপত্রসদৃশবিস্তৃতনয়ন ।) ব্যাস (ব্যাসদেব
কৃষ্ণদৈপায়ন ।) যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ (ভারত
মহাভারতমেব তৈলং তেন পূর্ণঃ) জ্ঞানময়ঃ (তত্ত্বজ্ঞান-
ময়ঃ) প্রদীপঃ প্রজ্জ্বলিতঃ, তে তূভ্যঃ নমঃ অস্তু ॥ ২

প্রপন্নপারিজাতায় (প্রপন্নস্ত শরণাগতস্ত পাবিজাতঃ
ফলবৃক্ষঃ ইব যঃ তস্মৈ), তোত্রবেত্রকপাণয়ে (তোত্রম্
লীনম্ [লাগাম ইতি ভাষা] বেত্রম্ অশ্বত্যাড়নদণ্ডঃ চ
একপাণৌ একহস্তে যশ্চ স তস্মৈ), জ্ঞানমুদ্রায়

(জ্ঞানমেব মুদ্রা যশ্চ তস্মৈ), কৃষ্ণায় (স্বয়ং ভগবতে
শ্রীকৃষ্ণায়) নমঃ ॥ ৩

সর্বোপনিষদঃ গাং (ধেনুতুলাঃ হতাথঃ), দোক্ষা
(দোহনকর্তা) গোপালনন্দনঃ (গোপালকপুত্রঃ স্বয়ং
ভগবান শ্রীকৃষ্ণঃ), পার্থ (পৃথাপুত্রঃ তৃতীয়ঃ পাণ্ডবঃ
অর্জুনঃ)—বৎসঃ (সন্তান), সুধী (সুবুদ্ধিসম্পন্নঃ জনঃ
বিবেকী ইত্যর্থঃ) ভোক্তা (পানকর্তা), গীতামৃতং
(গীতাকপমমৃতং) মহৎ (অতি দৃঢ়) দুগ্ধম্ ॥ ৪

বসুদেবস্তুতং (বসুদেবপুত্রং শ্রীকৃষ্ণং), কংস
চাপূরমদনম্ (কংসস্ত চাপূরস্ত চ দৈত্যদ্বয়স্ত মদনং
নাশনম্), দেবকীপবমানন্দং (জনশ্চৈ দেবক্যা পরমা
নন্দপ্রদং) জগদুগ্ধকং (জগতো মায়াময়সংসারস্য গুরুম
উদ্ধারকর্তাবম্) দেবং (স্বয়ং ভগবন্তং) কৃষ্ণং বন্দে ॥ ৫

ভীষ্ম-দ্রোণতট (ভীষ্মো দ্রোণশ্চ তটং তীরং যন্তাঃ
স ইতি বণনদাবিশেষণম্), জয়দ্রথজলা (জয়দ্রথ এব
জলং যন্তাঃ সা), গান্ধারনীলোৎপলা (গান্ধারনৃপঃ শকুনিঃ
এব নীলম্ উৎপলং যন্তাঃ সা), শল্যাগ্রাহবতী (শল্য এব
গ্রাহঃ অবহারঃ [হস্তর ইতি ভাষা] যন্তাঃ সা), কৃপেণ
কৃপাচার্য্যেণ বহনৌ (ভীষ্মপ্রবাহা), কর্ণেন বেলাকুলা
(তীরপ্লাবি-তরঙ্গা), অশ্বখাম-বিকর্ণঘোরমকরা (অশ্ব-
খামা বিকর্ণশ্চ এব ঘোরৌ ভয়ঙ্করৌ মকরৌ যন্তাঃ সা),
ছুর্যোধনাবন্তিনী (ছুর্যোধনরূপঃ আবর্তঃ জলভ্রমঃ [ঘূর্ণী]

অস্তা অস্তীতি) সা (প্রসিদ্ধা কুরুক্ষেত্রসম্ভবা) রণনদী
(রণ এব নদী) খলু (নিশ্চিতম্) পাণ্ডবৈঃ (পাণ্ডুপুত্রৈঃ
যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ পঞ্চভিঃ) উত্তীর্ণা (পারং গত) ; (যত-
স্তেবাং) কৈবর্তকঃ (কর্ণধারঃ) কেশবঃ (স্বয়ং
ভগবান্) ॥ ৬

পারাশর্যাবচঃসরোজম্ (পরাশরস্যা অপত্যং পুমান্
ইতি পাৰাশর্যঃ, তস্য পরাশরপুত্রস্য বচ এব সরঃ সরো-
বরং, তস্যাজ্জাতম্ উৎপন্নম্ । বেদব্যাসস্য বাগ্ৰূপ-
সরোবরোৎপন্নম্), নানাখানককেশরম্ (বিবিধাখান-
রূপকেশরযুক্তম্), হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্ (হরিবিষয়ক-
কথাশ্রমজ্ঞেন সমুদ্ভাসিতম্, অথবা হরিকথয়া সম্বোধনং
সম্যক্ বিকাশ (চৈতন্য)-সম্পাদনম্, তেন আবোধিতম্
আ সমস্তাং (সৰ্বত্র) বোধিতম্ উৎফুল্লীকৃতম্), লোকে
(জগতি) মুদা (হর্ষণ) অহরহঃ (প্রতিদিনং) সজ্জনষট্-
পদৈঃ (সজ্জনা বিবেকিন এব ষট্‌পদা ভ্রমরাঃ, তৈঃ)
পেপীয়মানং (যসা ভারতপঙ্কজস্য মধু পুনঃ পুনঃ
পীয়ন্তে ইতি), তৎ (প্রসিদ্ধং) কলিমলপ্রধ্বংসি
(কলিকলুষাপহারি), গীতার্থগন্ধোৎকটম্ (গীতায়
অর্থ এব গন্ধঃ তেন উৎকটম্ উদ্ভিক্তম্, সৰ্বত্র প্রকটিত-

তাদৃশগন্ধমিত্যর্থঃ । অথবা গীতারূপতীব্রগন্ধযুক্তম্),
অমলম্ (নির্মলম্—পবিত্রম্) ভারতপঙ্কজম্ (ভারতঃ
মহাভারতমেব পঙ্কজং পদ্মম্) নঃ অস্মাকং শ্রেয়সে
(কল্যাণায়) ভূয়াৎ ॥ ৭

যৎকৃপা (যস্য কৃপা) যুকং (বচনশক্তিহীনং জনং)
বাচালং (বাকপটুং বাগ্মিনম্) করোতি, পঙ্গুং (চলন-
শক্তিহীনং জনং) গিরিং (পর্বতং) লজ্জয়তে (উদ্ভা-
রয়তি), তং (সুপ্রসিদ্ধং) পরমানন্দমাধবম্ (পরমানন্দ-
শ্চাসৌ মাধবশ্চেতি তং পরমানন্দস্বরূপং মাধবং শ্রীকৃষ্ণম্)
অহং বন্দে ॥ ৮

ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র-মরুতঃ (বরুণশ্চ, ইন্দ্রশ্চ, মরুৎ পবনশ্চ
তে) দিব্যৈঃ (অলৌকিকৈঃ বোদোক্তৈঃ) স্তবৈঃ যং স্তুবন্তি
(স্তবন্তি), সামগাঃ (সামবেদগায়কাঃ সাম্পদক্রমো-
পনিষদৈঃ (অঙ্গ-পদক্রমোপনিষদযুক্তৈঃ বেদৈঃ) যং
গায়ন্তি (যসা গুণগানং কুর্বন্তি), যোগিনঃ ধ্যানাবস্থিত-
তদগতেন (ধ্যানযোগনিমগ্নেন) মনসা (চিন্তেন) যং
পশ্যন্তি, সুরাসুরগণাঃ যসা অমৃতং [চরমং তত্ত্বং] ন বিহুঃ
(জানন্তি), তস্মৈ (প্রসিদ্ধায়) দেবায় (ভগবতে
শ্রীকৃষ্ণায়) নমঃ ॥ ৯

মহাভারতম্

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্তানাম্ মধ্যে প্রধান-প্রধান-বীরাণামুল্লেখঃ, শঙ্খাধ্বনিবর্ণনম্, স্বজনবধপাপসা ভয়েন ভীতস্য অর্জুনস্য বিষাদশ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।

মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১

প্রথম অধ্যায়ঃ ।

শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতা টীকা

শেষাশেষমুখব্যাখ্যাচাতুয়াং হেববক্ত তঃ ।

দধানমদ্বুতং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ১

শ্রীমাধবং প্রণমোমাধবং বিশেষমাদরাৎ ।

তদ্বক্তৃত্বমিত্যুতঃ কুর্বে গীতাব্যাখ্যাং সুবোধিনীম্ ॥ ২

ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাং গিরস্তথা ।

যথামতি সমালোকা গীতাব্যাখ্যাং সমারভে ॥ ৩

গীতা ব্যাখ্যায়তে যন্তাঃ পাঠমাত্রপ্রযত্নতঃ ।

সেয়ং সুবোধনী টীকা সদা ধোয়া মনীব্রিভিঃ ॥ ৪

ইহ খলু সকললোকহিতাবতারঃ পরমকারণিকো

ভগবান্ দেবকীনন্দনস্তত্ত্বজ্ঞানবিজ্ঞানশোকমোহভ্রংশিত-

বিবেকতয়া নিজধর্মপরিভ্যাগপূর্বক-পরধর্মাভিসন্ধিন-

মজ্জুং ধর্মজ্ঞানরহস্তোপদেশপ্লবেন তস্মাচ্ছোক-মোহ-

সাগরাহুদধার । তমেব ভগবদুপদিষ্টমর্থং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ

সমুত্তিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ । তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণ-

মুখাধিনিঃসৃতানৈব শ্লোকানলিখৎ, কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে

স্বয়ং ব্যাচয়ৎ । যথোক্তং গীতামাহাশ্রো—গীতা স্তগীতা

কর্তব্য্য কিমন্তোঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য

মুখপদ্মাধিনিঃসৃতা ইতি ॥

মহাভারত

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ঃ ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথম অধ্যায়ঃ ।

[উভয়পক্ষের সৈন্যগণের মধ্যে প্রধান প্রধান বীরদিগের উল্লেখ, শঙ্খাধ্বনি বর্ণন এবং স্বজনবধের পাপে ভীত হইয়া অর্জুনের বিষাদ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে সঞ্জয় ! যুদ্ধেচ্ছু আমার পক্ষীয়গণ ও

সঞ্জয় উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যাঢ়ং হৃষ্যোদনস্তদা ।

আচার্য্যমুপসঙ্গমা রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

তত্র তাবদধর্মক্ষেত্রে ইত্যাদিনা বিবীদল্লিদমব্রবীদিত্যন্তেন গ্রন্থেন শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদপ্রস্তাবায় কথা নিরূপাতে, ততঃ পরম্ আসমাগ্নেস্তুয়োর্থর্মজ্ঞানার্থসংবাদঃ । তত্র ধর্মক্ষেত্রে ইত্যাদিনা শ্লোকেন ধৃতরাষ্ট্রেণ হস্তিনাপুরস্তিভং স্বসারথিং সমীপস্থং সঞ্জয়ং প্রতি কুরুক্ষেত্রবৃত্তান্তে পৃষ্টে সঞ্জয়ো হস্তিনাপুরস্তিতোহপি ব্যাসপ্রসাদান্নকদিবাচক্ষুঃ কুরুক্ষেত্রে—বৃত্তান্তং সাক্ষাৎ পশ্যন্নিব ধৃতরাষ্ট্রায় নিবেদয়ামাস—দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকমিত্যাদিনা ।

টীকা—অত্র তাবদ ধর্মক্ষেত্রে ইত্যাদিনা বিবীদল্লিদম-ব্রবীদিত্যন্তেন গ্রন্থেন কৃষ্ণার্জুনসংবাদপ্রস্তাবায় কথা নিরূপাতে, —ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি । ধর্মক্ষেত্রে ইত্যাদি ভোগে সঞ্জয় ! ধর্মভূমৌ কুরুক্ষেত্রে ইতি কুরুক্ষেত্র-বিশেষণম্ । এবামাদিপুরুষঃ কশ্চিৎ কুকনামা বভূব, তস্য কুরোধর্মস্থানে, মামকাঃ মৎপুত্রাঃ পাণ্ডুপুত্রাশ্চ যুযুৎসবো যোদ্ধৃমিচ্ছন্তঃ সমবেতাঃ মিলিতাঃ সন্তঃ কিম অকুর্বত কিং কৃতবন্তঃ ? ১

টীকা—সঞ্জয় উবাচ—দৃষ্টেত্যাদি । পাণ্ডবানামনীকঃ সৈন্তাং ব্যাঢ়ং ব্যাহরচনয়া অধিষ্ঠিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণাচার্য্যসমীপং গচ্ছা রাজা হৃষ্যোদনো বক্ষ্যমাণং বচনমুবাচ ॥ ২

পাণ্ডবসকল পুণ্যক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল ? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—তখন রাজা, হৃষ্যোদন পাণ্ডবসৈন্যকে বাহু রচনায় অধিষ্ঠিত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করত বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন ॥ ২

পশ্চৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমুং ।

ব্যুত্ৰাং ক্রপদপুত্রৈঃ তব শিষ্যৈঃ ধীমতা ॥ ৩

অত্র শূরা মহেষ্ণাসা ভীমার্জুনসমা যুধি ।

যুযুধানো বিরাটশ্চ ক্রপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।

পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উৰ্ত্তমোজাশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।

সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথঃ ॥ ৬

অস্ম্যাকং তু বিাশষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম !

টীকা—তদেব বচনমাহ—পশ্চৈতামিত্যাদিভিন্নবভিঃ
শ্লোকৈঃ। পশ্চৈতাদি। হে আচার্য্য, পাণ্ডবানাং মহতীং
বিততাং চমুং সেনাং পশু, তব শিষ্যৈঃ ধীমতা ক্রপদপুত্রৈঃ
ধৃষ্টদ্রাঘেন ব্যুত্ৰাং বাহরচনয়াহিষ্টিতাম্ ॥ ৩

টীকা—অত্রৈতাদি। অত্র অস্তাং চমুং। ইষবো
বাণা অস্তান্তে ক্ষিপান্তে এভিরিতি ইধাসাঃ ধনুঃ, মহাস্ত
ইধাসা যেবাং তে মহেষ্ণাসাঃ। ভীমার্জুনৌ তাবদত্রাতি-
প্রসিদ্ধৌ যোদ্ধারৌ, তাভ্যাং সমাঃ শূরাঃ শৌর্য্যেণ
ক্ষাত্রধর্ম্মেণোপেতাঃ সন্তি। তান্বেব নামভিনির্দিশতি—
যুযুধান ইতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ। কিঞ্চ ধৃষ্টকেতুরিতি।
চেকিতানো নাম একো রাজা। নরপুঙ্গবঃ নরশ্রেষ্ঠঃ
শৈব্যঃ। যুধামন্যুরিতি। বিক্রান্তো যুধামন্যুরানৈকঃ।
সৌভদ্রোহভিন্নম্নাঃ, দ্রৌপদেয়াঃ দ্রৌপত্যাং পঞ্চভো
যুধিষ্ঠিরাদিভ্যো জাতাঃ পুত্রাঃ প্রতিবিক্যাদয়ঃ পঞ্চ।
মহারথাদীনাং লক্ষণম্—“একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্
যন্ত ধয়িনাম্। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ॥
অমিতান্ যোধয়েদ্ যন্ত সংপ্রোক্তোহতিরথশ্চ সঃ

হে আচার্য্য! আপনার শিষ্য বুদ্ধিমান্ ক্রপদতনয় ধৃষ্টদ্রাঘ
কর্তৃক বাহ রচনায় অবস্থিত পাণ্ডবগণের এই মহান্ সৈন্যসমূহ
দর্শন করুন ॥ ৩

এই পাণ্ডবসেনাতে মহাযুধর যুদ্ধে ভীম-অর্জুনের সমকক্ষ
যুযুধান, সাত্যকি, বিরাট, মহারথ, ক্রপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান,
মহাবলবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য,
পরাক্রমশালী যুধামন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র (৩ ভীমতনয় ঘটোৎকচ)
প্রভৃতি ইহারা সকলেই মহারথ ॥ ৪-৬

হে দ্বিজোত্তম! আর আমাদের পক্ষীয় বাহারা প্রধান সৈন্য-
গণের নায়ক তাঁহাদিগকে বিদিত হউন। আপনার সম্যক
বোধের জন্য তাঁহাদের নাম বলিতেছি ॥ ৭

নায়কা মম সৈন্যস্ত সংজ্ঞার্থং তান্ ত্রবীমি তে ॥ ৭

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিজ্ঞয়ঃ ।

অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮

অশ্বে চ বহবঃ শূরা মদর্থে তাক্তজীবিতাঃ ।

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

অপর্য্যাপ্তং তদস্ম্যাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।

পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্ত ভবন্তুঃ সর্ব এব হি ॥ ১১

চৈকেন যো যুধ্যেৎ তন্মুনোহর্দ্ররথঃ স্মৃতঃ ॥ ৪-৬

টীকা—অস্ম্যাকমিতি। নিবোধ বুধ্যস্ব। নায়কা
নেতারঃ। সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ। তানেবাহ—
ভবানিতি দ্বাভ্যাম্। ভবান্ দ্রোণঃ। সমিতিং সংগ্রামং
জয়তীতি তথা। সৌমদত্তিঃ সৌমদত্তস্ত পুত্রো ভুরিশ্রবাঃ।
অশ্বে চেতি মদর্থে মংপ্রয়োজনার্থং জীবিতং তাক্তুমধ্য-
বসিতা ইত্যর্থঃ। নানা অনেকানি শস্ত্রাণি প্রহরণসাধনানি
যেষাং তে যুদ্ধে বিশারদাঃ নিপুণা ইত্যর্থঃ ॥ ৭-৯

টীকা—ততঃ কিম্, অত আহ—অপর্য্যাপ্তমিত্যাদি।
তৎ তথাভূতৈবীরৈর্যুক্তমপি ভীষ্মেণাভিরক্ষিতমপি অস্ম্যাকং
বলং সৈন্যম্ অপর্য্যাপ্তং তৈঃ সহ যোদ্ধুম্ অসমর্থং ভাতি।
ইদম্ এতেষাং পাণ্ডবানাং বলং সৈন্যং ভীমাভিরক্ষিতং সং
পর্য্যাপ্তং সমর্থং ভাতি, ভীষ্মস্তোভয়পক্ষপাতিভ্যাং ॥ ১০

টীকা—তস্মাৎ ভবন্তিরেব বস্তিতব্যমিত্যাহ—অয়নে-
স্থিতি। অয়নেষু বাহপ্রবেশমার্গেষু যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং
স্বাং রণভূমিম্ অপরিত্যজ্য অবস্থিতাঃ সন্তুঃ সর্বে ভীষ্মেব
অভিরক্ষন্ত। যথাহগ্নৈর্যুধামানঃ পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্তেত,
তথা রক্ষন্ত। ভীষ্মবলে নৈবাস্ম্যাকং জীবনমিতি ভাবঃ ॥ ১১

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, সংগ্রামভয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বখামা, বিকর্ণ,
সৌমদত্তপুত্র ভুরিশ্রবা ও জয়দ্রথ ॥ ৮

বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী অপর বীরসমূহ আছেন, আমার জন্য
জীবনত্যাগে সকলেই কৃতসঙ্কল্প, তাঁহারা সকলেই যুদ্ধকুশল ॥ ৯

তজ্জপ বীরগণযুক্ত ভীষ্ম কতক সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত আমাদের
সৈন্য তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ মনে হইতেছে, আর
পাণ্ডবগণের ভীষ্ম-রক্ষিত সৈন্যবল সমর্থ, কারণ, ভীষ্ম উভয়
পক্ষপাতী—ভীষ্ম এক পক্ষপাতী ॥ ১০

আপনারা সকলেই সমস্ত বাহ প্রবেশপথে নির্দিষ্ট স্ব স্ব স্থান
ত্যাগ না করিয়া অবস্থান পূর্বক সেনাপতি ভীষ্মকেই সকল দিকে
রক্ষা করুন ॥ ১১

তস্ম সঞ্জয়ন হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।
 সিংহনাদং বিনত্বোচ্চৈঃ শঙ্খং দধৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২
 ততঃ শঙ্খাশ্চ ভৈর্যাশ্চ পণবানক-গোমুখাঃ ।
 সহসৈবাত্যহস্তাস্ত স শব্দস্তমুলোহভবৎ ॥ ১৩
 ততঃ শ্বেতৈর্হৈয়ৈর্যুজ্ঞৈঃ মহতি স্তন্দনে স্থিতৌ ।
 মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধাতুঃ ॥ ১৪
 পাঞ্চজন্ত্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
 পৌণ্ড্রং দধৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫
 অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

টীকা—তদেবং বহুমানযুক্তং রাজ্ঞো দুয়োধনস্ত বাকাং
 শ্রদ্ধা ভীষ্মঃ কিং কৃতবান, তদাহ--তস্তেতাদি। তস্ম
 রাজ্ঞো হর্ষং সঞ্জয়ন কুরুবন্ পিতামহো ভীষ্ম উচ্চৈর্মহাস্ত-
 সিংহনাদং বিনত্ব কৃৎ শঙ্খং দধৌ বাদিতবান্ ॥ ১২

টীকা—তদেবং সেনাপতেভীষ্মস্ত যুদ্ধোৎসবমালোকা
 সর্ব্বতো যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ--তত ইত্যাদিনা।
 পণবা মাদ্রিলাঃ আনকা গোমুখাশ্চ বাতবিশেষাঃ সহসা
 তৎক্ষণমেবাত্যহস্তাস্ত বাদিতাঃ। স চ শঙ্খাদিশব্দস্তমুলো
 মহানভুৎ ॥ ১৩

টীকা—পাণ্ডবসৈন্যৈঃ প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ--তত
 ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ। ততঃ কৌরবসৈন্যবাতকোলাহলা-
 নস্তরং মহতি স্তন্দনে রথে স্থিতৌ শ্রীকৃষ্ণাচ্ছুনৌ দিব্যৌ
 শঙ্খৌ প্রকর্ষণেণ দধাতুর্বাদয়ামাসতুঃ ॥ ১৪

টীকা—তদেব বিভাগেন দর্শয়ম্নাত -পাঞ্চজন্ত্যমিতি।
 পাঞ্চজন্ত্যাদীনি শ্রীকৃষ্ণাদিশঙ্খানাং নামানি। ভীমঃ ঘোরঃ

প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুয়োধনেন আনন্দবর্দ্ধন
 করত মহান সিংহনাদ পূর্ব্বক শঙ্খ বাদিত করিলেন ॥ ১২

সেনাপতি ভীষ্মের যুদ্ধোৎসবদর্শনে শঙ্খ, ভৈরী, পণব (মাদ্রিলা),
 আনক (ঢকা নাগরা), গোমুখ (শব্দ প্রভৃতি) বাতসমূহ সহসা
 বাদিত হইল। সেই শব্দ একত্র মিলিত হইয়া তুমুল হইয়া
 উঠিল ॥ ১৩

অনন্তর শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত মহান রথে অবস্থিত শ্রীভগবান্
 কৃষ্ণচন্দ্র ও অর্জুন উভয়ে দুইটি অলৌকিক শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১৪

হৃষীকেশ পাঞ্চজন্ত্য শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্তনামক শঙ্খ, ভীমকর্মা
 ভীম পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাদিত করিলেন। কুন্তীতনয় রাজা
 যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামে, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক

নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬
 কাশ্যশ্চ পরমেধাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।
 ধৃষ্টদ্যায়ো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭
 দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে ।
 সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮
 স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ।
 নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলোহভ্যমুনাদয়ন্ ॥ ১৯
 অথ বাস্তিতান্ দৃষ্টা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।
 প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে দম্বরুণম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০

কর্ম্ম যস্য সঃ। বৃকবত্বদরং যস্য স বৃকোদরো মহাশঙ্খং
 পৌণ্ড্রং দধ্যাবিতি। অনন্তেতি। নকুলঃ সুঘোষং নাম
 শঙ্খং দধৌ, সহদেবো মণিপুষ্পকং নাম ॥ ১৫-১৬

টীকা—কাশ্যশ্চৈতি। কাশ্যঃ কাশীরাজঃ। কথন্তুতঃ ?
 পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ ইষামো দম্বরুণস্য সঃ। দ্রুপদ ইতি। হে
 পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র ! ॥ ১৭-১৮

টীকা স চ শঙ্খানাং নাদস্তদীযানাং মহাভয়ং জনয়া-
 মাসেত্যাহ--স ঘোষ ইত্যাদি। ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানাং
 হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ বিদারিতবান্। কিং কুরুবন্ ?
 নভশ্চ পৃথিবীকৈব তুমুলোহভ্যমুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভি-
 রাপূরয়ন্ ॥ ১৯

টীকা এতস্মিন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণমর্জুনো বিজ্ঞাপয়ামাসে-
 ত্যাহ--অথৈতাদিভিঃ শব্দভিঃ শ্লোকৈঃ। অথৈতি
 অথানন্তরং ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদযোগেন স্থিতান্। কপি-
 ধ্বজোহর্জুনঃ ॥ ২০

নামক শঙ্খ বাজাইলেন, আর শ্রেষ্ঠ দম্বরুণ কাশীরাজ, মহারথ
 শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যায় ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং মহাবাহু সুভদ্রানন্দন
 অভিমত্যা সকলেই স্ব স্ব পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১৫-১৮

ঘোরতর সেই শঙ্খধ্বনি আকাশ ও পৃথিবীকে বিশেষভাবে
 প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের হৃদয়সকল বিদীর্ণ
 করিল ॥ ১৯

হে ভূপতে ! অনন্তর শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্ত হইলে কপিধ্বজ অর্জুন
 ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে যুদ্ধে সম্যক্ অবস্থিত দেখিয়া গাভীর উত্তোলন
 পূর্ব্বক হৃষীকেশ (ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা) শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য
 বলিলেন ॥

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ।

অৰ্জুন উবাচ ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১

যাবদেতান্ নিরীক্ষেহং যোদ্ধু কামানবস্থিতান্ ।

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যামস্মিন্ রণসমুচ্চমে ॥ ২২

যোঃশ্রুমানানবেক্ষেহং য এতেহত্র সমাগতাঃ ।

ধার্তরাষ্ট্রশ্চ দুৰ্ব্বৃদ্ধেষু ক্লে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িষ্য রথোত্তমম্ ॥ ২৪

ভীষ্ম-দ্রোণপ্রমুখতঃ সৰ্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ।

টীকা—তদেব বাক্যমাহ—সেনয়োরিত্যাदि যাবদেতানিতি । নমু ঙং যোদ্ধা, ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকস্তত্রাহ—কৈর্ময়েত্যাদি । কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যাম্ ॥ ২১-২২

টীকা—যোঃশ্রুমানানিতি । ধার্তরাষ্ট্রশ্চ দুৰ্য্যোধনস্য প্রিয়ং কৰ্ত্তুমিচ্ছবো যে ইতঃ সমাগতাঃ, তানহং দ্রক্ষ্যামি যাবৎ, তাবচ্ছবোঃ সেনয়োর্মধ্যে মে মম রথং স্থাপয়েত্যবয়ঃ ॥ ২৩

টীকা—ততঃ কিং বৃত্তম্ ইত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত ইত্যাদি । গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণ অৰ্জুনেন এবমুক্তঃ সন্ । হে ভারত ! হে ধৃতরাষ্ট্র ! সেনয়োর্মধ্যে রথানামুত্তমং রথং হৃষীকেশঃ স্থাপিতবান্ । ভীষ্মদ্রোণ ইতি । মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাং চ প্রমুখতঃ সমুখে রথং স্থাপয়িষ্য । হে পার্থ ! এতান্ কুরুন্ পশ্যেতি শ্রীভগবানুবাচ ॥ ২৪-২৫

অৰ্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত অচঞ্চল ! আমি যতক্ষণ যুদ্ধ কামনায় অবস্থিত ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই যুদ্ধ উদ্যোগে কাহাদিগের সহিত আমি যুদ্ধ করিব,—রণস্থলে দুৰ্ব্বুদ্ধ পুত্ররাষ্ট্র-পুত্রের প্রিয়কাম্য করিবার ইচ্ছায় যাহারা এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, সেই যুদ্ধকামিগণকে যাবৎ দর্শন করি, তাবৎ উভয় সেনার মধ্যে তুমি আমার রথ স্থাপন কর ॥ ২০-২৩

সঞ্জয় বলিলেন,—হে ভারত ! অৰ্জুন অন্তর্ধামী শ্রীকৃষ্ণকে ইহা বলিলে, তিনি উভয়সেনার মধ্যে ভীষ্ম-দ্রোণপ্রমুখ সমস্ত রাজ-গণের সমুখে উত্তম রথ স্থাপনা করিয়া ‘হে পার্থ, এই সমবেত কুরুগণকে দেখ’ এই কথা বলিলেন ॥ ২৪-২৫

উবাচ পার্থ পশ্যেতান্ সমবেতান্ কুরুনিতি ॥ ২৫

তত্রাপশ্যং স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।

আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্

পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥ ২৬

শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োৱপি ।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান বন্ধুনবস্থিতান্ ॥ ২৭

কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুয়ংসুঃ সমুপস্থিতম্ ॥ ২৮

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুশ্রুতি ।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৯

টীকা—ততঃ কিং কৃতমিত্যাহ—তত্রৈত্যাদি । পিতৃন পিতৃব্যানিতার্থঃ । পুত্রান্ পৌত্রানিতি দুৰ্য্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তানিতার্থঃ । সখীন মিত্রাণি । সুহৃদঃ কৃতোপকারাশ্চ অপশ্যং ॥ ২৬

টীকা—ততঃ কিং কৃতবান্ ইত্যাহ—তানিতি । সেনয়োরুভয়োৱেবং সমীক্ষ্য কৃপয়া মহত্যা আবিষ্টঃ বিষণ্ণঃ সন্ । ইদমৰ্জুনোহব্রবীৎ । ইত্যন্তরস্যাক্লেশ্লোকস্য বাক্যার্থঃ । আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ ॥

টীকা—কিমব্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ—দৃষ্ট্বেমানিত্যাदि যাবদধ্যায়সমাপ্তি ! হে কৃষ্ণ ! যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ সমাগ-বস্থিতান্ স্বজনান্ বন্ধুজনান্ দৃষ্ট্বে মদীয়ানি গাত্রাণি কর-চরণাদীনি সীদন্তি বিশীযান্তে । কিঞ্চ বেপথুশ্চেতি । বেপথুঃ কম্পঃ । রোমহর্ষো রোমাঞ্চঃ । অংসতে নিপততি ।

অনন্তর অৰ্জুন সেই স্থানে স্থিত উভয় দলের সেনাগণের মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র এবং সখা, শ্বশুর ও সুহৃৎসমূহকে দেখিলেন ॥

কুন্তীতনয় সেই সমস্ত বন্ধুগণকে অবস্থিত দর্শন করিয়া অত্যন্ত রূপাবিষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া এই কথা বলিলেন ॥

অৰ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ ! যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক এই আত্মীয়গণকে সমুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার গাত্র নীর্ণ ও মুখ শুষ্ক হইতেছে । আমার শরীরে কম্প এবং রোমহর্ষ হইতেছে ॥ ২৬-২৯

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাविशं ।

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭

টীকা—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—
এবমুক্ত্বাত্মাদি । সংখ্যে সংগ্রামে রথোপস্থে রথস্যোপরি
উপাविशং উপবিবেশ । শোকেন সংবিগ্নঃ প্রকম্পিতঃ

সঞ্জয় বলিলেন—অর্জুন এইরূপ বাক্যসকল বলিয়া যুদ্ধে

ইতি শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপর্বাস্তগত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞাবিষয়ক
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে অর্জুনাবিষাদযোগ নামক প্রথম অধ্যায় ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-

স্বপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-

সংবাদে অর্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥

ভীষ্মপর্বনি তু পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

মানসং চিন্তং যস্য সঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতস্ববোধনী-

টীকায়াং প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১

শরসমস্থিত গাওীব ধনু পরিত্যাগ পূর্বক শোককম্পিত-মানসে
রথের উপর উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৭

ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সান্ধ্যযোগঃ ।

[যুদ্ধার্থার্জুনমুংসাহিতং কুব্জতা ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন নিত্যানিত্যবস্তুবিবেচনপূর্বকং সান্ধ্যযোগ-কর্মযোগ-
স্থিতপ্রজ্ঞানাং তত্ত্ববর্ণনম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্

বিযীদন্তুমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।

অনার্য্যজুষ্টমশ্রুগামকৌতিকরমর্জুন ॥ ২

টীকা—“দ্বিতীয়ে শোকসম্প্রপ্তমর্জুনং ব্রহ্মবিজ্ঞয়া ।
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্ত লক্ষণম্ ॥” ততঃ
কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—তং তথৈতাদি ।
অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যন্ত তং তথা উক্তপ্রকারেণ

বিযীদন্তুমর্জুনং প্রতি মধুসূদনঃ ইদং বাক্যমুবাচ ॥ ১

টীকা—তদেব বাক্যমাহ—শ্রীভগবানুবাচ কুত ইতি ।
কুতো হেতোস্ত্বা স্বাং বিষমে সঙ্কটে ইদং কশ্মলমুপস্থিতম্
অয়ং মোহঃ প্রাপ্তঃ । যত আশ্রয়রসেবিতম্, অশ্রুগাম
অশ্রুদ্যম্, অশ্রুস্বরূপ ॥ ২

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

[যুদ্ধের জন্ত অর্জুনকে উৎসাহপ্রদানকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ
কর্তৃক নিত্যানিত্যবস্তুবিবেচনাপূর্বক সান্ধ্যযোগ, কর্মযোগ
ও স্থিতপ্রজ্ঞের তত্ত্ববর্ণন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—উক্ত প্রকার কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণ চকিতনয়ন

বিষাদগ্রস্ত অর্জুনের প্রতি মধুসূদন এই বাক্য বলিলেন ॥ ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জুন ! এরূপ বিপৎসময়ে কিজন্ত
তোমার অনার্য্য-আচরিত স্বর্গ-প্রতিবন্ধক অশ্রুস্বরূপ মোহ উপস্থিত
হইল ? ২

ক্ৰৈব্যাং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ স্ব্যুপপত্ততে ।

ক্ষুদ্ৰং হৃদয়দৌৰ্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরস্তপ ॥ ৩

অৰ্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ।

ইষুভিঃ প্রতিযোন্ত্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

গুরুনহহা হি মহামুভাবান্—

শ্রোয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে ।

টীকা—ক্ৰৈব্যাং মা স্ম গম ইতি । তস্ম্যাং হে পার্থ ! ক্ৰৈব্যাং কাৰ্থ্যাং মা স্ম গমঃ ন প্রাপ্তুহি । যতস্তয়ি এতন্নোপপত্ততে যোগ্যং ন ভবতি । ক্ষুদ্ৰং তুচ্ছং হৃদয়দৌৰ্বল্যং কাৰ্থ্যাং ত্যক্তুং যুদ্ধায় উত্তিষ্ঠ । হে পরস্তপ ! শক্রতাপন ! ॥ ৩

টীকা—নাহং কাতরস্বেন যুদ্ধাং উপরতোহস্মি । কিন্তু যুদ্ধস্ত অস্ত্রাযাশ্বাদধন্যাদ্বাদ্যেত্যাহ—অৰ্জুন উবাচ কথমিতি । ভীষ্ম-দ্রোণৌ পূজার্হৌ পূজাযোগৌ, তৌ প্রতি কথমহং যোন্ত্যামি, তত্রাপি ইষুভিঃ, যত্র বাচাপি যোন্ত্যামীত্যর্থঃ বক্তৃমমুচিতং, তত্র বাণৈঃ কথং যোন্ত্যামীত্যর্থঃ । হে অরিসূদন ! শক্রমর্দন ! ॥ ৪

টীকা—তর্হি তান্ অহহা তব দেহযাত্রাপি ন স্যাদিতি চেৎ, তত্রাহ—গুরুনিতি । গুরুন্ দ্রোণা-চার্যাদীন্ অহহা পরলোকবিরুদ্ধং গুরুবধমকৃৎ ইহ লোকে ভৈক্ষ্যং ভিক্ষান্নমপি ভোক্তুং শ্রোয়ঃ উচিতম্ । বিপক্ষে তু ন কেবলং পরত্র দুঃখং, কিন্তু ইহৈব চ নরকদুঃখ-মমুভবেয়মিত্যাহ—হহেতি । গুরুন্ হহা ইহৈব তু

হে অৰ্জুন ! ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না । ইহা তোমাতে হয় না । হে শক্রতাপিন্ ! তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্বলতা পরিত্যাগপূর্বক যুদ্ধ করিবার জন্ত উত্তিত হও ॥ ৩

অৰ্জুন কহিলেন—হে অরিসূদন মধুসূদন ! আমি কি প্রকার সময়ে পূজাযোগ্য পিতামহ ভীষ্ম আচার্য্য দ্রোণের প্রতি শরশমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিব ? ইহাদের বাক্যের দ্বারাও যুদ্ধ করিব বলা অকর্তব্য, ইহাদের সহিত বাণের দ্বারা যুদ্ধ কিরূপে করিব ? ৪

হৃদ্যর্থকামাংস্ত গুরুনিহব

ভুঞ্জীয় ভোগান্ কধিরপ্রদিকান্ ॥ ৫

ন চৈতদ্ বিদ্যাঃ কতরম্নো গরীয়ো

যদ্ বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ ।

যানেব হহা ন জিজীবিষাম—

স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

কধিরেণ প্রদিকান্ প্রকর্ষণে লিপ্তান্ অর্থকামাশ্চকান্ ভোগানহং ভুঞ্জীয় অনীয়াম্ । যদ্বা অর্থকামানিতি গুরুণাং বিশেষণম্ । অর্থতৃষ্ণাকুলত্বাদেতে তাবৎ যুদ্ধায় নিবর্তেরন, তস্মাদেতদবধঃ প্রসজ্যোতৈবেত্যর্থঃ । তথাচ যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেণোক্তম্,—“অর্থস্যা পুরুষো দাসো দাসস্তর্থে ন কস্যাচিৎ । ইতি সত্যং মহারাজ বন্ধো-হস্ম্যর্থেন কোরবৈ ইতি ॥ ৫

টীকা—কিঞ্চ যতপ্যধর্ম্মমঙ্গীকরিত্যামঃ, তথাপি কিমস্ম্যকং জয়ঃ পরাজয়ো বা গরীয়ান্ ভবেদিতি ন জ্ঞায়ত ইত্যাহ—ন চৈতদিত্যাदि । এতদ্বদ্যোর্মধ্যে নোহস্ম্যকং কতরং কিং নাম গরীয়োহধিকতরং ভবিষ্যতীতি ন বিদ্যাঃ । তদেব দ্বয়ং দর্শয়তি । যদ্বা এতান্ বয়ং জয়েম জেষ্যামঃ, যদি বা নোহস্মানেতে জয়েয়ুর্জেষ্যন্তীতি । কিঞ্চাস্ম্যকং জয়োহপি ফলতঃ পরাজয় এবত্যাহ—যানিতি । যানেব হহা জীবিতুং নেচ্ছামস্ত এবৈতে সন্মুখেহবস্থিতাঃ ॥ ৬

মহাপ্রভাব গুরুগণকে বধ না করিয়া যদি এ জগতে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিতে হয়, তবে তাহাও শ্রেয়স্কর, কিন্তু গুরুসকলকে বিনষ্ট করত ইহালোকেই তাঁহাদের শোণিতসিক্ত অর্থকাম ভোগ করিব ? ৫

এই যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মধ্যে আমাদের অধিকতর গরীয়ান্ কোনটি, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কেননা ইহাদের বিনাশ করত আমরা জীবন ধারণে ইচ্ছা করি না, সেই গুত্তরাষ্ট্র-তনয়গণ সন্মুখে অবস্থান করিতেছে ॥ ৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি হ্যং ধর্মসমুচ্চতোঃ ।

যচ্ছৈয়ঃ স্মান্নিচ্ছিতং ক্রহি তন্মে

শিষ্যস্তেহহং শাশি মাং হ্যং প্রপন্নম্ ॥৭

ন হি প্রপশ্যামি মমাপন্নতাদ্

যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিচ্ছিয়াণাম্ ।

অবাপ্য ভূমাবসপত্তমুদ্বং

রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপতাম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপ ।

ন যোঃস্ত ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তৃষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানশ্বশোচন্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।

গতাস্মনগতাস্মংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

টীকা—উপদেশগ্রহণে স্বাধিকারঃ সূচয়তি -- কার্পণ্যোত্যাদি । তস্যাং কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ, এতান্ হৃষী কথং জীবিস্যাম ইতি কার্পণ্যং, দোষশ্চ স্বকুলক্ষয়কৃতঃ, তাভ্যামুপহতোহভিভূতঃ স্বভাবঃ শৌর্য্যাদিলক্ষণো যস্ত মোহহং হ্যং পৃচ্ছামি ; তথা ধর্ম্মে সমুচ্চং চেতো যস্ত সং, যুদ্ধং তাক্ত্বা ভিক্ষাটনমপি ক্ষত্রিয়স্ত ধর্ম্মোহধর্ম্মো বেতি সন্দিগ্ধাচক্ৰঃ সন্নিত্যর্থঃ । অতো মে নিশ্চিতং যং শ্রেয়ঃ যুক্তং স্ম্যং, তদ্ ক্রহি । কিঞ্চ তেহহং শিষ্যঃ শাসনাইঃ, অতস্ত্বং শব্দাগতং মাং শাশি শিক্ষয় ॥ ৭

টীকা—ত্বমেব বিচার্য্য যদ্ যুক্তং, তং কুব্বিতি চেৎ, তত্রাহ—ন হি প্রপশ্যামীতি । ইচ্ছিয়াণামুচ্ছোষণমতি-শোষণকরং মদীয়ং শোকং যং কস্য অপন্নত্বাৎ অপনয়েৎ, তদহং ন প্রপশ্যামীতি । যতপি ভূমৌ নিষ্কটকং সমুদ্রং রাজ্যং প্রাপ্যামি, তথা সুরেন্দ্রত্বমপি যদি প্রাপ্যামি, এবমভীষ্টং ততৎ সর্ব্বমবাপ্যামি শোকাপনোদনোপায়ং ন

কাতরতা ও প্রকুলক্ষয়জনিত দোষহেতু শৌর্য্যাদি স্বভাবতঃ অভিভূত হইয়াছে, আমার চিত্ত ধর্ম্মনির্ণয়ে অক্ষম, এইজন্ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহাতে আমার কলাপ হই তাহা আমাকে নিশ্চয়পূর্ব্বক বল । আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমাকে শিক্ষা প্রদান কর ॥ ৭

পৃথিবীতে নিষ্কটক সমুদ্র রাজ্যে এবং দেবেন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও আমার ইচ্ছিয়াগণের অতিশোষণকর শোক অপনীত হইবে তাহা দেখিতেছি না ॥ ৮

সঞ্জয় কহিলেন,—শক্রতাপন জিতনিদ্র অর্জুন হৃষীকেশ

প্রপশ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৮

টীকা—এবমুক্ত্বা জুনঃ কিং কৃতবানিত্যাপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমিত্যাदि স্পষ্টার্থঃ ॥ ৯

টীকা—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাপেক্ষায়ামাহ— তমুবাচোত । প্রহসন্নিব প্রসন্নমুখঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১০

টীকা—দেহাঙ্গনোরবাবেকাদিস্তেৎ শোকো ভবতীতি তদাবাবেকদর্শনার্থং শ্রীভগবানুবাচ—অশোচ্যানিত্যাदि । শোকস্ত অবিষয়ীভূতানিব বন্ধুন্ স্বম্ অশ্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি “দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ” ইত্যাদিনা । তত্র “কৃতস্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্” ইত্যাদিনা ময়া বোধিতোহপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাঃ পণ্ডিতানাং বাদান্ শব্দান্ “কথং ভাষ্যমহং সচ্ছো” ইত্যাদান্ কেবলং ভাষসে, ন তু পণ্ডিতোহসি যতঃ গতাস্মন্ গতপ্রাণান্ বন্ধুন্ অগতাস্মংশ্চ জীবতোহপি বন্ধুহীনা এতে কথং জীবিস্যন্তীতি নানুশোচন্তি পণ্ডিতা বিবেকিনঃ ॥ ১১

শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ কথনান্তর ‘আমি যুদ্ধ করিব না’ গোবিন্দকে বলিয়া নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৯

হে ভারত ! হৃষীকেশ মহাশত্রুদনে উভয় সেনার মধ্যে যাদগ্রস্ত অর্জুনকে এই বাক্য কহিলেন ॥ ১০

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—তুমি শোকের অবিষয়ীভূত বন্ধুগণের জন্ত শোক করিতেছ এবং পণ্ডিতগণের শ্রায় কথা বলিতেছ । পণ্ডিতসমূহ যত অথবা জীবিত কাহারও জন্ত শোক করেন না ॥ ১১

ন য়োহং জাতু নাশং ন হং নেমে জনাধিপাঃ ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সৰ্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরন্তত্র ন মুহুতি ॥ ১৩

মাত্রাস্পর্শাস্ত কৌন্তেয় শীতোষ্ণ-সুখদুঃখদাঃ ।

টীকা- অশোচ্যে হেতুমাং—ন য়োহমিতি ।
যথাহং পরমেশ্বরো জাতু কদাচিৎ লীলাবিগ্রহস্তাবির্ভাব-
তিরোভাবোহপি নাসমিতি তু নৈব, অপি স্বাসমেব
অনাদিহাং ; ন চ হং নাসীঃ নাভুঃ, অপি স্বাসীরেব ; ইমে
বা জনাধিপা নৃপা নাসমিতি ন অপি তু আসন্নৈব
মদংশহাং ; তথাঃপরম্ ইত উপধাপি ন ভবিষ্যামো ন
স্থাস্যাম ইতি চ নৈব, অপি তু স্থাস্যাম এবতি, জন্ম-
মরণশূন্যদশোচ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১২

টীকা—নরীশ্বরস্য তব জন্মাদিশূন্যং সত্যমেব ;
জীবানাস্ত জন্মমরণে প্রসিদ্ধে, তত্রাহ—দেহিন ইত্যাদি ।
দেহিনো দেহাভিমানিনো জীবন্ত যথাস্মিন্ স্থলদেহে
কৌমারান্তবস্থান্তদেহনিবন্ধনা এব, ন তু স্বতঃ, পূর্বাবস্থা-
নাশেবস্থান্তরোৎপত্তাবপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানং
তথৈব এতদেহনাশে দেহান্তরপ্রাপ্তিরপি লিঙ্গদেহ-
নিবন্ধনৈব । ন তু তাৎকালিকো নাশঃ, জাতমাত্রস্ত পূর্ব-
সংস্কারেণ স্তম্ভপানাদৌ প্রবৃদ্ধির্দর্শনাৎ । অতো ধীরো
ধীমান্ তত্র তয়োর্দেহনাশোৎপত্ত্যোৰ্ন মুহুতি, আত্মৈব
মুতো জাতশ্চেতি ন মুহুতে ॥ ১৩

টীকা—নমু গতানগতানহং ন শোচামি, কিন্তু তদ-
বিয়োগাদিদুঃখভাজনম্ আত্মানমেবেতি চেত্তত্রাহ মাত্রা-

আমি কখনও ছিলাম না, এমন নহে ; তুমিও ছিলে না, একপ
নয় এবং এই নৃপতিসমূহ ছিলেন না ; ইহাও নহে, দেহান্তর
হইলেও আমরা থাকিব না এমতও নহে ॥ ১২

যেমন দেহাভিমानी জীবের স্থল দেহে কৌমার, যৌবন ও জরা
উপস্থিত হয়, তদ্রূপ এই দেহনাশে অন্তদেহ প্রাপ্তি হইয়া থাকে,
সে বিষয়ে বুদ্ধিমান্ মোহিত হন না ॥ ১৩

হে পার্থ ! শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ বিষয়পঞ্চকের সহিত শ্রোত্র
স্বক্ চক্ষু জিহ্বা জ্ঞান এই ইন্দ্রিয়গণের সংযোগই শীত উষ্ণ সুখ
এবং দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে, তাহা কখন উৎপন্ন কখন বিনষ্ট

আগমাপায়িনোহনিত্যাস্ত্যাস্তিতিক্ষ্ম ভারত ॥ ১৪

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষবর্ষভ ।

সমদুঃখসুখং ধীরং শ্রোতৃহৃদভ্যায় কল্পতে ॥ ১৫

নাসতো বিত্ততে ভাবো নাভাবো বিত্ততে সতঃ ।

উভয়োরপি দৃষ্টোহস্তত্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

স্পর্শা ইতি । মীয়েন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা
ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ তাসাং স্পর্শাঃ বিষয়েষু সন্দ্বন্ধাঃ, তে শীতোষ্ণাদি-
প্রদা ভবন্তি, তে স্বাগমাপায়িত্বাদনিত্যা অস্থিরাঃ ;
অতস্তান্ তিতিক্ষ্ম সহস্ব ; যথা জলাতপাদিসংসর্গাস্তত্ত্ব-
কালকৃতাঃ স্বভাবতঃ শীতোষ্ণাদি প্রযচ্ছন্তি, এবমিষ্ট-
সংযোগবিয়োগা অপি সুখদুঃখাদি প্রযচ্ছন্তি, তেষাং
চাস্থিরহাং সহনং তব ধীরস্যোচিতং, ন তু তন্নিমিত্ত-
হর্ষবিষাদপারবশ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৪

টীকা—তৎপ্রতীকারপ্রযত্নাদপি তৎসহনমেবোচিতং
মহাফলত্যাগিত্যাহ—যং হীত্যাতি । এতে মাত্রাস্পর্শা যং
পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি নাভিবন্তি, সমে দুঃখসুখে যন্ত স
তম্ । স তৈরবিক্রিয়মাণো ধর্মজ্ঞানদ্বারা অমৃতভ্যায়
মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৫

টীকা—নমু তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিদুঃসহং কথং
সোচ্যাম্, অত্যন্তং তৎসহনে চ কদাচিদাশ্রয়নো নাশঃ
স্তাদিত্যাশঙ্ক্য তদ্বিচারতঃ সর্বং সোচ্যং শক্যমিত্যাশয়ে-
নাত—নাসতো বিত্ততে ইতি । অসতোহনাত্মদ্বন্দ্বাদ-
বিজ্ঞানস্য শীতোষ্ণাদেরান্নি ভাবঃ সত্তা ন বিত্ততে, তথা
সতঃ সংস্রভাবস্তানোহভাবো নাশো ন বিত্ততে ;
এবমুভয়োঃ সদসত্যোরন্তো নির্ণয়ো দৃষ্টঃ, কৈঃ তত্ত্বদর্শিভিঃ,
বস্ত্ত্বার্থার্থবিদ্ভিঃ । এবমুভবাবেকেন সহস্বত্যর্থঃ ॥ ১৬

হয়, তদন্ত অনিত্য অস্থির । হে ভারত ! সে সমুদয় সহ
কর ॥ ১৪

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এই মাত্রাস্পর্শসকল সুখদুঃখে একরূপে
অবস্থিত যে শাস্ত পুরুষকে ব্যথিত না করে, তিনি মোক্ষ লাভ
করিবার যোগ্য হন ॥ ১৫

অসৎ অনিত্য বস্ত্ত্বসমূহের সত্তা নাই আর নিত্য বস্ত্ত্বের নাশ
নাই । বস্ত্ত্বার্থার্থবিদগণই নিত্য ও অনিত্যের নির্ণয় দর্শন
করিয়াছেন ॥ ১৬

অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্ ।
 বিনাশমব্যয়শ্চাস্ত ন কশ্চিৎ কতুর্মহতি ॥ ১৭
 অস্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যশ্চোক্তাঃ শরীরিণঃ ।
 অনাশিনোহপ্রমেয়শ্চ তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভীরত ॥ ১৮
 য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্ ।
 উভৌ তৌ ন বিজানীতো নাযং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

টীকা—তত্র সদ্ভাবমবিনাশি বস্তু সামান্যেনোক্তং, বিশেষতো দর্শয়তি—অবিনাশি হিতি । যেন সর্বমিদ-
 মাগমাণায়ধর্ম্মাশ্রয়কং দেহাদিকং ততং সাক্ষিক্তেন বাপ্তং, তত্ত্ব আশ্রয়রূপম্ অবিনাশি বিনাশশৃণুং বিদ্ধি জানীতি ।
 তত্র হেতুমাহ—বিনাশমিতি ॥ ১৭

টীকা—আগমাণায়ধর্ম্মমসদৃশ দর্শয়তি—অস্তবস্ত ইতি ।
 অস্তো বিনাশো বিহ্বাতে যেষাং তে অস্তবস্তাঃ । নিতাসা
 সর্বদৈকরূপস্য, শরীরিণঃ শরীরবতঃ অতএব অনাশিনো
 বিনাশরহিতস্য অপ্রমেয়স্য অপরিচ্ছিন্নস্য আত্মন ইমে
 স্মৃৎস্বঃখাদিসম্বন্ধা দেহা উক্তান্তবদশিভিঃ । যস্মাদেবা-
 ত্মনো ন বিনাশঃ ন চ স্মৃৎস্বঃখাদিসম্বন্ধঃ, তস্মান্মোহজং
 শোকং ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব স্বধর্ম্মং মা ত্যাক্ষীরিতার্থঃ ॥ ১৮

টীকা—তদেবং ভীষ্মাদিত্যনিমিত্ত-শোকো নিবারিতঃ
 যচ্চাত্মনো হস্ত, হনিমিত্তং দুঃখমুক্তম্ “এতান্ন হস্ত-
 মিচ্ছামি” ইত্যাদিনা, তদপি তদেব নিমিত্তমিত্যাহ—
 য এনমিতি । এনমাশ্রয়নম্ । আত্মনো হননক্রিয়ায়াং
 কর্ম্মবৎ কৰ্ত্তৃমপি নাস্তীতিার্থঃ । তত্র হেতুর্নায়মিতি ॥ ১৯

টীকা—ন হন্যত ইত্যোক্তদেব ষড়্ভাববিকারশৃণুত্বেন
 দ্রুতয়তি—নেতি, ন জায়ত ইত্যাদি । ন জায়ত ইতি
 জন্মপ্রতিষেধঃ, ন ত্রিয়ত ইতি বিনাশপ্রতিষেধঃ । বাশকৌ

যাহার দ্বারা এই চরাচর জগৎ ও দেহাদি আচ্ছন্ন, তিনিই
 বিনাশবিহীন জানিবে । কেহ সর্ববিকারশৃণু পরমাত্মাকে
 বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৭

সর্বদা একরূপে স্থিত বিনাশবিরহিত অপরিচ্ছিন্ন অব্যয়ীভূত
 জীবাত্মার এই শরীরসমুদয় অস্তবিশিষ্ট নাশশীল বলিয়া কথিত
 হয় । হে ভীরত ! অতএব যুদ্ধ কর ॥ ১৮

যিনি এই জীবাত্মাকে হননকারী বলিয়া জানেন ও যিনি
 ইহাকে নিহত হন মনে করেন, তাহার উভয়ে অবগত নহেন যে

ন জায়তে ত্রিয়তে বা কদাচি—

ন্নাযং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্ ॥ ২১

চার্থে । ন চায়ং ভূত্বা উৎপত্ত্ব ভবিতা ভবতি, অস্তিত্বং
 ভজতে, কিন্তু প্রাগেব স্বতঃ সজ্জপ ইতি জন্মানন্তরাস্তিত্ব-
 লক্ষণদ্বিতীয়বিকারপ্রতিষেধঃ । তত্র হেতুঃ—যস্মাদজঃ ।
 যো হি জায়তে স হি জন্মানন্তরমস্তিত্বং ভজতে ; ন তু যঃ
 স্বত এবাস্তি স ভূয়োহপ্যগ্গদস্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ । নিত্যঃ
 সর্বদৈকরূপ ইতি বুদ্ধিপ্রতিষেধঃ, শাস্বতঃ শশ্বন্তব ইত্য-
 পক্ষ্যপ্রতিষেধঃ । পুরাণ ইতি বিপরিণামপ্রতিষেধঃ ।
 পুরাপি নব এব । ন তু পরিণামতো রূপান্তরং প্রাপ্য
 নবো ভবতীতিার্থঃ । যদ্বা ন ভবিতেত্যাত্মানুযজং কৃৎ
 ভূয়োহর্ধ্বধিকং যথা ভাবতেতি তথা ন ভবতীতি বুদ্ধিপ্রতি-
 ষেধঃ । অজ্ঞো নিত্য ইতি চোভয়বুদ্ধ্যাগ্গভাবে হেতুরিতি
 ন পোনরুক্ত্যম্ । তদেবং জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরি-
 ণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতীত্যেবং যাস্বাদিভির্বেদ-
 বাদিভিরুক্তাঃ ষড়্ভাববিকারা নিরস্তাঃ । যদর্থমেতে
 বিকারা নিরস্তাস্তং প্রস্তুতং বিনাশাভাবমুপসংহরতি—ন
 হন্যতে হন্যমানে শরীর ইতি ॥ ২০

টীকা—অতএব হস্তৃত্বাভাবোহপি পূর্বোক্তঃ
 প্রতিষিদ্ধ ইত্যাহ—বেদাবিনাশিনামিত্যাদি । নিত্যং
 বুদ্ধিশূণ্যম্ । অব্যয়ম্ অপক্ষয়শূণ্যম্ । অজম্ অবিনাশিনঞ্চ
 যো বেদ, স পুরুষঃ কং হস্তি কথং বা হস্তি ? এবম্ভূতস্য

এই আত্মা কাহাকেও বিনাশ করেন না বা বিনষ্ট হন না ॥ ১৯

এই জীবাত্মা কখন জন্মগ্রহণ করেন না অথবা মরেন না,
 বারংবার উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হন না । ইনি জন্মবিহীন নিত্য
 (হ্রাসবুদ্ধিশূণ্য) শাস্বত (ক্ষয়বিহীন) ও পুরাণ পরিণামশূণ্য,
 শরীর হন্যমান (বিনষ্ট) হইলেও ইনি হত হন না ॥ ২০

হে অর্জুন ! যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী অক্ষয় নিত্য অজ
 বলিয়া জানেন, সেই পুরুষ কি প্রকারে কাহাকে বিনাশ
 করাইবেন অথবা কাহাকে বধ করিবেন ? ২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি ।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা-

জ্ঞানানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

নৈনং ছিন্দন্তি শত্ৰ্বাণি নৈনং দহতি পাৰকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩

অচ্ছেদ্যো যমদাহোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ ।

বধে সাধনাভাবাৎ । তথা স্বয়ং প্রয়োজকো ভূত্বা অশ্বেন
কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি ? ন কিঞ্চিদপি । ন
কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ । অনেন ময্যাপি প্রয়োজকত্বাদ্দোষদৃষ্টিং
মা কার্ষীরিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২১

টীকা—নবান্ননোহবিনাশেহপি তদীয়শরীরনাশং
পর্যালোচ্য শোচামীতি চেৎ তত্রাহ—বাসাংসীত্যাदि ।
কর্ষনিবন্ধনভূতানাং দেহানামবশ্যস্তাবিধাৎ ন তজ্জীর্ণ-
দেহনাশে শোকাবকাশ ইত্যর্থঃ ॥ ২২

টীকা—কথং হিষ্টি ইত্যনেনোক্তং বধসাধনাভাবং
দর্শয়ন্ অবিনাশিনমায়নঃ স্মৃটীকরোতি—নৈনমিত্যাदि ।
আপো নৈনং ক্লেদয়ন্তি মৃতকরণেন শিথিলং ন
কুর্কন্তি ॥ ২৩

টীকা—তত্র হেতুনাহ—অচ্ছেদ্য ইত্যাদিনা সাক্ষেন ।
নিরবয়বধাৎ অচ্ছেদ্যোহয়মক্লেদ্যশ্চ । অমৃতবাদদাহঃ,
দ্রবত্বাভাবাদশোষ্য ইতি ভাবঃ । অতশ্চ ছেদাদিযোগো
ন ভবতি, যতো নিত্যঃ অবিনাশী সর্বগতঃ সর্বত্রগতঃ ।
স্বাগুঃ স্থিরস্বভাবঃ রূপান্তরাপত্তিশূন্যঃ । অচলঃ পূর্বরূপা-

যেমন মানব পুরাতন বস্ত্রসকল পরিত্যাগপূর্বক অপর নূতন
বস্ত্রসমূহ পরিধান করে, সেইরূপ আত্মা জর্জরিত দেহ ত্যাগ
করত অন্ত নূতন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ২২

অস্ত্রসকল এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, অনল
ইহাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে
না ও বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে সক্ষম হয় না ॥ ২৩

এই আত্মা ছেদনযোগ্য নহেন, ইহাকে দগ্ধ করিতে পারা
যায় না, ইনি আর্দ্র হন না ও ইনি শোষণযোগ্য নহেন । ইনি
সর্বত্র একরূপ, সর্বত্র অবস্থিত, স্থিরস্বভাব—রূপান্তর প্রাপ্ত হন
না, অচল পূর্বরূপপরিত্যাগী ও অনাদি ॥ ২৪

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্বাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪

অব্যাক্ত্যোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্ ।

তথাপি হং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬

জাতস্ত হি ক্রবো মৃত্যুর্ক্ৰবং জন্ম মৃতস্ত চ ।

তস্মাদপরিহার্যোহর্থেন ন হং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭

পরিত্যাগী । সনাতনোহনাদিঃ । কিঞ্চ অব্যক্তশ্চক্ষুরাত্ত-
বিষয়ঃ । অচিন্ত্যঃ মনসোহপ্যবিষয়ঃ । অবিকার্যঃ
কশ্চেন্দ্রিয়ানাংপাপাগোচরং ইত্যর্থঃ । উচ্যতে ইতি
নিত্যত্বাদাবভিযুক্তোক্তিঃ প্রমাণয়তি ॥ ২৪

টীকা—উপসংহরতি—তস্মাদেবমিত্যাदि । তদেব-
মাশ্বনো জন্মবিনাশাভাবান্ন শোকঃ কার্য ইত্যুক্তম্ ॥ ২৫

টীকা—ইদানীং দেহেন সহায়নো জন্ম, তদ্বিনাশেন
চ বিনাশমঙ্গীকৃত্যপি শোকো ন কার্য ইত্যাহ—অথ
চৈনমিত্যাदि । অথ চ যতপি এনমাশ্বানং সর্বদা
তত্তদেহে জাতে জাতং মন্যসে তথা তত্তদেহে মৃতে মৃতঞ্চ
মন্যসে, পুণাপাপয়োস্তৎকলভূতয়োশ্চ জন্মমরণয়োরাশ্ব-
গামিভাৎ ; তথাপি হং শোচিতুং নাইসি ॥ ২৬

টীকা—কৃত ইত্যত আহ—জাতসা ইত্যাদি । হি
যস্মাজাতস্ত স্বারম্ভককর্মক্ষয়ে মৃত্যুর্ক্ৰবো নিশ্চিতঃ,
মৃতস্ত চ তত্তদেহকৃতেন কর্মণা জন্ম্যপি ক্রবমেব ;
তস্মাদেবমপরিহার্যোহর্থেনবশস্ত্যাবিনি জন্মমরণলক্ষণে অর্থেন
হং বিদ্বান্ শোচিতুং নাইসি যোগ্যো ন ভবসি ॥ ২৭

ইনি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, ইনি অচিন্তনীয়—
মনেরও অজ্ঞেয়, ইনি কশ্চেন্দ্রিয়সমূহেরও অবিষয় বলিয়া কথিত
হন । অতএব এই আত্মাকে এবস্থি অবগত হইয়া অনুশোচনা
ত্যাগ কর ॥ ২৫

আর যদি ইহাকে নিত্যজাত অথবা নিত্যমৃত জনন-মরণশীল
মনে কর, তথাপি হে মহাবাহো ! তুমি ইহার জন্ত অনুশোচনা
করিতে পার না ॥ ২৬

যেহেতু উৎপন্ন প্রাণী জীবের মৃত্যু নিশ্চিত ও মৃতজীবের
জন্ম ঐব স্থির, অতএব অবশ্যস্বাবী জন্মমরণ বিষয়ে তুমি শোক
করিতে পার না ॥ ২৭

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।

অব্যক্তনিধনাশ্চৈব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

আশ্চর্য্যাবৎ পশুতি কশ্চিৎ—

মাশ্চর্য্যাবদ্ বদতি তথৈব চাশ্চঃ ।

আশ্চর্য্যবচেনমন্তঃ শৃণোতি

ঋত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯

দেহী নিত্যমবধোহয়ং দেহে সর্বশ্চ ভারত ।

টীকা—কিঞ্চ দেহাদীনাং চ স্বভাবঃ পথ্যালোচ্য তদুপাধিক আত্মনো জন্মমরণে শোকো ন কার্য্য ইত্যত আহ—অব্যক্তাদীনীত্যাদি । অব্যক্তঃ প্রধানঃ, তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপং যেষাং তানি অব্যক্তাদীনি ভূতানি শরীরানি কারণাত্মানপি স্থিতানামেবোৎপত্তেঃ । তথা ব্যক্তম্ অভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণান্তরালস্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি ব্যক্তমধ্যানি ; অব্যক্তে নিধনং লয়ো যেষাং তানীমাশ্চৈবন্তু তাত্শ্চৈব, তত্র তেষু কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ । প্রতিবুদ্ধশ্চ স্বপ্নদৃষ্টবস্তুশ্চৈব ন শোকো যুজ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৮

টীকা—কুতস্তস্মি বিদ্বাংসোহপি লোকে শোচন্তি আত্মজ্ঞানাদেব ইত্যাশয়েনাত্মনো দুর্বিবজ্জয়তামাহ—আশ্চর্য্যবদিত্যাদি । কশ্চিৎদেনমাশ্চানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং পশুন্মাশ্চর্য্যাবৎ পশুতি, সর্ববগতশ্চ নিত্যজ্ঞানানন্দস্বভাবাত্মনোহলৌকিকত্বাদৈন্দ্রজালিকবদ্ ঘটমানং পশুন্নিব বিস্ময়েন পশুতি অসম্ভাবনাভিভূতত্বাৎ । তথা আশ্চর্য্যবদেবাত্মো বদতি চ শৃণোতি চাশ্চঃ কশ্চিৎ পুনর্বিপরীতভাবনাভিভূতঃ ঋত্বাপি নৈব বেদ । চশকা-

হে ভারত ! প্রাণীসকল প্রথমে অব্যক্ত—অপ্রকাশিত, মধ্যো অভিব্যক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আর মরণের পরও অব্যক্ত, সে বিষয়ে শোকনিমিত্ত বিলাপ কেন করিবে ? ২৮

কেহ এই জীবাত্মাকে বিস্ময়ের সহিত দেখেন, তদ্রূপ অপর ব্যক্তিও বিস্ময়ের সহিত বলেন এবং অল্প ব্যক্তি বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন, আবার কেহ অনিয়াও ইহাকে জানিতে পারেন না ॥ ২৯

হে ভারত ! এই জীবাত্মা সকল প্রাণীর শরীরে নিয়ত

তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন স্ব শোচিকুমর্হসি ॥ ৩০

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।

ধর্ম্যাঙ্কি যুদ্ধাচ্ছে যোহশ্চৎ কত্রিয়স্ত ন বিস্ততে ॥ ৩১

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ।

সুখিনঃ কত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২

অথ চেৎ স্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।

ততঃ স্বধর্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিষা পাপমবাপ্যসি ॥ ৩৩

হস্তাহপি দৃষ্টাহপি ন সমায়েদেতি ঋত্ব্যম্ ॥ ২৯

টীকা—তদেবমবধ্যক্তমাশ্চনঃ সংক্ষেপেণোপদিশন্ অশোচ্যত্বমুপসংহরতি—দেহীত্যাди স্পষ্টার্থঃ ॥ ৩০

টীকা—যচ্চোক্তমজ্ঞুর্নেন “বেপথুশ্চ শরীরে মে” ইত্যাদি তদপ্যযুক্তমিত্যাহ—স্বধর্ম্মমিতি । আত্মনো নাশাভাবাদেবৈতেষাং হননেহপি বিকম্পিতুং নাইসি, কিঞ্চ স্বধর্ম্মমপ্যাবেক্ষ্য বিকম্পিতুং নাইসীতি সপ্তকঃ । যথোক্তং “ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে” ইতি তত্রাহ—ধর্ম্মাদিতি । ধর্ম্মাদনপেতান্নায়াদ্যাদ যুদ্ধাদন্যৎ ॥ ৩১

টীকা—কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপস্থিতে সতি কুর্তো বিকম্পসে ইত্যাহ—যদৃচ্ছয়েতি । যদৃচ্ছয়াপ্রার্থিতমেবোপপন্নং প্রাপ্তমীদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ সভাগ্যা এব লভন্তে, যতো নিরাবরণং স্বর্গদ্বারমেবৈতৎ । যদ্বা য এবংবিধং যুদ্ধং লভন্তে, ত এব সুখিন ইত্যর্থঃ । এতেন “স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ শ্রাম মাধব” ইতি যদৃক্তং, তন্নিরস্তং ভবতি ॥ ৩২

টীকা—বিপক্ষে দোষমাহ—অথ চেদিত্যাди ॥ ৩৩

অবধ্যরূপে অবস্থিত, সেইজন্য নিখিল ভূতের জন্য শোক করা কর্তব্য নহে ॥ ৩০

আর কত্রিয়ের স্বধর্ম্ম যুদ্ধ, তাহা দর্শন করত তুমি কম্পিত হইতে পার না—যেহেতু কত্রিয়ের ধর্ম্মযুক্ত যুদ্ধ ভিন্ন অল্প মঙ্গলজনক আর কিছু নাই ॥ ৩১

হে পার্থ ! সৌভাগ্যবান্ কত্রিয়গণই অপ্রার্থিতরূপে প্রাপ্ত অনর্গল স্বর্গদ্বার এক্ষণ যুদ্ধ লাভ করেন ॥ ৩২

আর যদি তুমি এই ধর্ম্মযুক্ত সংগ্রাম না কর, তাহা হইলে কত্রিয়ের স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপী হইবে ॥ ৩৩

অকীৰ্ত্তিঞ্চাপি কৃতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্ ।

সম্ভাবিতস্ত চাকীৰ্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

ভয়াদ্ রণাহুপরতং মংস্তস্তে ষাং মহারথাঃ ।

যেষাঞ্চ ষাং বহুমতো ভূত্বা যাস্তসি লাঘবম্ ॥ ৩৫

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্ বদিষ্যন্ত তবাহিতাঃ ।

নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬

হতো বা প্রাপ্যসি স্বৰ্গং জিহ্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।

টীকা—কিঞ্চ অকীৰ্ত্তিমিত্যাদি--অব্যয়ং শাস্তবীম্ ।

সম্ভাবিতস্য বহমানিতস্য । অকীৰ্ত্তির্মরণং অতিরিচ্যতে অধিকতর ভবতি ॥ ৩৪

টীকা—কিঞ্চ ভয়াদিতি । যেষাং বহুগুণত্বেন ত্বং পূৰ্বং সম্মতোহকৃত্ত এব ভয়েন সংগ্রামাৎ ত্বাং নিবৃত্তং মংগেরন, ততশ্চ বহুমতো ভূত্বা লাঘবং লঘুত্বং যাস্যসি ॥ ৩৫

টীকা—কিঞ্চ অবাচ্যবাদাংশ্চেত্যাদি । অবাচ্যান্ বাদান্ বচনানহান্ শব্দান্ তবাহিতাঃ তচ্ছব্রবো বদিষ্যন্তি ॥ ৩৬

টীকা—যতুক্তং “ন চৈতদ্ বিদুঃ” ইতি তত্রাহ—হতো বেত্যাদি । পক্ষদ্বয়েহপি তব লাভ এবৈত্যর্থঃ ॥ ৩৭

টীকা—যদপ্যুক্তং “পাপমেবাত্ময়েদম্মান্” ইতি তত্রাহ—সুখ-দুঃখে ইত্যাদি । সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা, তথা তয়োশ্চ কারণভূতৌ যৌ লাভালাভৌ অপি তয়োরাপি কারণভূতৌ জয়াজয়বিপি সমৌ কৃত্বা, এতেষাং সন্দেহ কারণং হব-বিষাদরাহিত্যম্ । যুজ্যস্ব সন্নকৌ ভব । সুখদুঃখাভি-লাষং হিহা স্বধর্মবুদ্ধ্যা যুধামানঃ পাপং ন প্রাপ্যসীত্যর্থঃ ॥

আরও প্রাণীসমূহ তোমার অক্ষয় (চিরকাল) অকীৰ্ত্তি কীর্ত্তন করিবে । বহুজনপুঞ্জিত ব্যক্তির অকীৰ্ত্তি মরণ হইতে অধিকতর হয় ॥ ৩৪

মহরথগণ তোমাকে ভয়হেতু যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত মনে করিবেন । যে দুর্ধ্যোধনাদির নিকট তুমি বহু সম্মানিত, তাহাদের কাছে অগৌরব প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৫

তোমার শক্রসমূহ তোমার সামর্থের নিন্দাপূর্বক বহু কুৎসিত বচন বলিবেই, তাহা হইতে অধিকতর দুঃখ আর কি আছে ? ৩৬

তুমি যদি এই যুদ্ধে নিহত হও, তাহা হইলে সখ্য সংগ্রামে মরণশ্রম স্বর্গলাভ করিবে, আর যদি জয়ী হও ত: সমগ্র ভূমণ্ডল ভোগ করিবে, সেইহেতু হে কোন্ডেয় ! যুদ্ধের জন্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া উন্নিত হও ॥ ৩৭

ভস্মাহুতিষ্ঠ কোন্ডেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭

সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্যসি ॥ ৩৮

এবা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে হিমাং শৃণু ।

বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্তসি ॥ ৩৯

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।

স্বল্পমপ্যস্ত ধর্মস্তা ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০

টীকা—উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরন্ তৎসাধনং কর্মযোগং প্রস্তোতি--এযেতাদি । সম্যক্ খ্যায়েতে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সমাগ্ জ্ঞানম্ । তস্মিন্ প্রকাশমানমাত্ত্বং সাংখ্যম্ । তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা তবাভিহিতা ; এবমভিহিতায়ামপি সাংখ্যবুদ্ধৌ তব চেদাত্তত্ত্বমপরোক্ষং ন সম্ভবতি, তহি অস্ত্যকরণশুদ্ধিধারা আত্মতত্ত্বাপরোক্ষার্থং কর্মযোগে হিমাং বুদ্ধিং শৃণু । যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ পরমেস্বর্যাপিতকর্মযোগেন শুদ্ধান্ত্যকরণঃ সন্ তৎ প্রসাদপ্রাপ্তাপরোক্ষজ্ঞানেন কর্মাত্মকং বন্ধং প্রকার্ষণ হ্যাস্তসি তক্ষ্যসি ॥ ৩৯

টীকা—নমু কৃত্বাদিবং কর্মণাং কদাচিদ্ বিঘ্নবাহ-লোন ফলে বাভিচারাত্মস্বাভাববৈশিষ্ট্যেন চ প্রত্যবায়সম্ভবাং কৃতঃ কর্মযোগেন কর্মবন্ধপ্রহাণম্ তত্রাহ--নেহেত্যাদি । ইহ নিকামকর্মযোগেহভিক্রমস্য প্রারম্ভস্য নাশো নিষ্ফ-লত্বং নাস্তি, প্রত্যবায়শ্চ ন বিদ্যতে । ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বিঘ্নবৈশিষ্ট্যাত্মসম্ভবাং । কিঞ্চাসা ধর্মসা ঈশ্বরারাধনার্থ-

সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় সমান করত তদনন্তর যুদ্ধের জন্ত উৎযুক্ত হও, এরূপ করিলে তোমাকে পাপভাগী হইতে হইবে না ॥ ৩৮

সম্যক্ জানে প্রকাশমান আত্মতত্ত্বে পূর্বকথিত বুদ্ধি তোমাকে উপদেশ করিলাম । চিত্তশুদ্ধির জন্ত ঈশ্বরারাধনার্থ কর্মযোগে সমাধিযোগে বক্ষ্যমাণ জ্ঞান ভ্রবণ কর । হে পার্থ ! এই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া পরমেশ্বরের অপিচ কর্মযোগের দ্বারা শুদ্ধান্ত্যকরণ হওত বাতায়াত্মলক কর্মবন্ধন উত্তমরূপে ত্যাগে সমর্থ হইবে ॥ ৩৯

এই নিকাম কর্মযোগে আরক কার্যের (আরম্ভের) নিফলত্ব নাই ও আগামী দুঃখজনক দোষও নাই । এই ঈশ্বর-আরাধনার্থ

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈহ কুরুনন্দন ।

বহুশাখা হনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নাশ্চদন্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্ ।

কর্মযোগস্য স্বল্পমপ্যুপক্রমমাত্রমপি কৃতং মহতো ভয়াং
সংসারলক্ষণং ত্রায়তে রক্ষতি, ন তু কাম্যকর্মবৎ কিঞ্চিদ-
জবৈগুণ্যাদিনা নৈফল্যমসৌত্যর্থঃ ॥ ৪০

টীকা—কৃত ইত্যপেক্ষায়ামুভয়োবৈষম্যমাহ—ব্যবসা-
য়াত্মিকত্যাাদি । ইহ ঈশ্বরারাদনলক্ষণে কর্মযোগে
ব্যবসায়াত্মিকা ঈশ্বরভক্ত্যেব ধ্রুং তরিত্যামীতি
নিশ্চয়াত্মিকা একৈব একনিষ্ঠৈব বুদ্ধিভবতি । অব্যবসা-
য়িনাস্ত ঈশ্বরারাদনবহিমুখাণাং কামিনাং কামানামানন্ত্যা-
দনস্তাস্তত্রাপি হি কর্মফলগুণফলাদিপ্রকারভেদাদ্ বহু-
শাখাশ্চ বুদ্ধয়ো ভবন্তি, ঈশ্বরারাদনার্থং হি নিত্যং
নৈমিত্তিকঞ্চ কর্ম কিঞ্চিদজবৈগুণ্যেনাপি ন নশ্চতি, যথা
শরুয়াং তথা কুর্ধ্যাদিতি হি তদ্ বিধীয়তে ; ন চ
বৈগুণ্যমপি ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বৈগুণ্যোপশমাং, ন তু তথা
কাম্যং কর্ম ‘অগ্নিহোত্রং জুহুয়াং স্বর্গকামঃ,’ ‘দগ্নৈন্দ্রিয়-
কামো জুহুয়াৎ’ ইতি অতো মহদ্বৈষম্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪১

টীকা—নহু কামিনোহপি কষ্টান্ কামান্ বিহায়
ব্যবসায়াত্মিকামেব বুদ্ধিং কিমিতি ন কুর্বন্তি তত্রাহ—
যামিমামিত্যাাদি । যামিমাং পুষ্পিতাং বিষলতাবদা-
পাততো রমণীয়াং প্রকৃষ্টাং পরমার্থফলপরামেব বদন্তি,
বাচং স্বর্গাদিফলজ্ঞাতিং যে তেষাং তয়া বাচাপহৃতচেতসাং

কর্মযোগের অত্যন্ত অল্পও অল্পপ্তিত হইলে সংসারগতিরূপ মহাভয়
হইতে পরিজ্ঞান করে ॥ ৪০

হে কুরুনন্দন ! ভগবদারাদন-লক্ষণ কর্মযোগে ‘পরমেশ্বরের
ভক্তির দ্বারা আমি অবশ্যই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব,’ এই
নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠাই হয়, আর কামিগণের বুদ্ধি কামনার
অনন্ত-হেতু বহুভেদবিশিষ্টা ও অনস্তা হইয়া থাকে ॥ ৪১

অবিদ্বান্, বেদে স্বর্গাদিপ্রাপক কর্মের প্রশংসামূলক বাক্যে
অহুরক্ত স্বর্গ পুত্র আদি ফলাধন ভিন্ন অন্য কর্ম নাই এরূপ কথন-
শীলগণ এই যে ‘চাতুর্শাস্ত্রযাজীর অকয় স্থখলাভ হয়,’ সোমপানে
অমর হইব ইত্যাদি বিষলতার দ্বায় আপাতরমণীয় বাক্য বলেন,

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিং প্রীতি ॥ ৪৩

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিত্বৈগুণ্যো ভবাজুর্ন ।

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসদৃশো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ন সমাধৌ বিধীয়ত ইতি তৃতীয়েনা-
শ্বয়ঃ । কিমিতি তথা বদন্তি, যতোহপিশ্চিতো মূঢ়াস্তত্র
হেতুঃ—বেদবাদরতা ইতি । বেদে যে বাদা অর্থবাদঃ
“অক্ষয়াং হ বৈ চাতুর্শাস্ত্রযাজিনঃ শূকৃতং ভবতি”, তথা
“অপাম সোমমমৃতা অভূম” ইত্যাদ্যাঃ । তেষেব রতাঃ
প্রীতাঃ, অতএব অতঃপরমহাদীশ্বরভক্ত্যং প্রাপ্য নাস্তীতি
বচনশীলাঃ । অতএব কামাত্মান ইতি—কামাকুলিত-
চিত্তাঃ, অতঃ স্বর্গ এব পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে । জন্ম চ
তত্র কর্ম্মণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি তথা তাং
ভোগৈশ্বর্য্য-গতিং প্রাপ্তিং প্রীতি সাধনভূতা যে ক্রিয়া-
বিশেষান্তে বহুলা যন্তাং তাং প্রবদন্তীত্যনুযজঃ । ততশ্চ
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানামিত্যাাদি । ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তা-
নামভিনিবিশ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচা অপহৃতমাকৃষ্টং
চেতো যেষাম্ । তেষাম্ সমাধিশ্চিষ্টৈকাগ্রাং পরমেশ্বরা-
ভিমুখমিতি যাবৎ, তস্মিন্নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিস্ত ন
বিধীয়তে । কর্ম্মকর্ত্তরি প্রাযোগঃ । সা নোৎপদ্যত ইতি
ভাবঃ ॥ ৪২-৪৪

টীকা—নহু চ যদি স্বর্গাদিকং পরমং ফলং ন ভবতি,
তহি কিমিতি বেদৈস্তৎসাধনতয়া কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে ?
তত্রাহ—ত্রৈগুণ্যবিষয়া ইতি । ত্রৈগুণ্যাত্মিকাঃ সকামা
তাহারা কামনায় অত্যাসক্ত স্বর্গপ্রধান জন্মকর্ম্মফলপ্রদ ভোগ-
ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির প্রীতি সাধনভূত অধিক ক্রিয়াবিশেষ বিষয়ক বাক্য
বলিয়া থাকেন ॥ ৪২-৪৩

সেই বাক্যে আকৃষ্টচিত্ত ভোগ-ঐশ্বর্য্যে অত্যন্ত আসক্তগণের
সমাধিতে ঈশ্বরভিমুখে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না ॥ ৪৪

কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদক বেদভাগ ত্রিগুণাত্মক, সকাম, অধিকারি-
গণের কর্ম্মফলপ্রতিপাদক । হে অর্জুন ! তুমি ত্রিগুণাত্মীত
নিষ্কাম শীতোষ্ণাদি-বদ্ব্যবহিত নিত্যসদৃশগুণপ্রিত বোগক্ষেম-রহিত
(অপ্রাপ্তের স্বীকার, প্রাপ্তের রক্ষা বিরহিত) অবিকল্প-অগ্রমন্ত
হও ॥ ৪৫

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সন্নুতোদকে ।
 তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণশ্চ বিজ্ঞানতঃ ॥ ৪৬
 কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।
 মা কর্মফলহেতুর্ভূমা তে সঙ্গোহস্তকর্মণি ॥ ৪৭

যেহিকারিগন্তদ্বিষয়াস্তেষাং কর্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদক।
 বেদাঃ । বস্তু নিস্ত্রেণুগো নিকামো ভব । তত্রোপায়মাত
 —নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখশীতোষ্ণাদিযুগলানি দ্বন্দ্বানি তদ্রহিতো
 ভব, তানি সহস্ব ইত্যর্থঃ । কথমিত্যত আহ—নিত্য-
 সম্বন্ধঃ সন্ ধৈর্যমবলম্ব্যোত্যর্থঃ । তথা নির্যোগক্ৰমঃ
 অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ, প্রাপ্তপরিপালনং ক্রমঃ তদ্রহিতঃ,
 আত্মবানপ্রমত্তঃ, নহি দ্বন্দ্বাকুলশ্চ যোগক্ৰমব্যাপ্তশ্চ চ
 প্রমাদিনস্ত্রেণুগাতিক্রমঃ সম্ভবতীতি ॥ ৪৫

টীকা—নহু বেদোক্তনানাকলপরিভাষ্যে নিষ্কামতয়া
 ঈশ্বরারাদনবিষয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিস্ত কুবুদ্ধিরেবেত্যা-
 শঙ্ক্যাহ—যাবানিতি । উদকং পীয়তেহস্মিন্তুতদপানং
 বাপীকূপতড়াগাদি, তস্মিন্ স্বল্পোদকে একত্র কুৎসার্বস্থা-
 সম্ভবাৎ তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নান-
 পানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি, তাবান্ সর্বোহপ্যর্থঃ
 সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাত্তদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং
 যাবান্ সর্বেষু বেদেষু তত্ত্বকর্মফলরূপোহর্থঃ তাবান্
 সর্বোহপি বিজ্ঞানতো ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিযুক্তশ্চ ব্রাহ্মণশ্চ
 ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব ; ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভাবাৎ,
 'এতসৌবানন্দস্যাত্মানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি' ইতি
 শ্রুতেঃ । তস্মাদিয়মেব বুদ্ধিঃ স্তবুদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৬

টীকা—তর্হি সর্বগণি কর্মফলানি পরমেশ্বরারাদনাদেব

ভিন্ন ভিন্ন বাপী কূপ তড়াগাদি স্বল্পোদকে স্নানপানাদি
 প্রয়োজন সাধিত হয়, একমাত্র মহাত্তদে সে সমস্ত বিষয় সিদ্ধ হইয়া
 থাকে ; এরূপ সকল বেদে যে প্রয়োজন নিশ্চায়িত হয়, সে সকলই
 নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠগণের হইয়া থাকে । (যেহেতু
 ক্ষুদ্রানন্দ ব্রহ্মানন্দের অন্তর্ভুক্ত) ॥ ৪৬

কর্মোতেই তোমার অধিকার, কখন ফলে যেন অধিকার না
 হয়, অতএব তোমার কর্মফল যেন কর্মকরণের হেতু না হয়, আর
 কর্ম অকরণেও তোমার নিষ্ঠা না হউক ॥ ৪৭

যোগস্থঃ কুরু কর্মগণি সঙ্গং তাক্রূ ধনঞ্জয় ।
 সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমো ভূষা সমঃ যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮
 দূরেণ হ্রবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয় ।
 বুদ্ধৌ শরণমঘিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

ভবিষ্যন্তীত্যভিসঙ্কায় প্রবর্ততে, কিং কর্মণেত্যশঙ্ক্য তদ-
 বারয়ম্নাহ—কর্মণ্যেবেতি । তে তব তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ
 কর্মণ্যেবাধিকারঃ, তৎফলেষু বন্ধহেতুযু অধিকারঃ কামো
 মা অন্ত । নহু কর্মণি কৃতে তৎফলং সাাদেব, ভোজনে
 কৃতে তৃপ্তিবদিত্যাশঙ্ক্যাহ—মেতি । মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ
 কর্মফলং প্রস্তুতির্হেতুর্ভূস্য স তথাভূতো মা ভূঃ, কাম্য-
 মানসৌব স্বর্গাদেনিযোজ্যবিশেষণেদেন ফলবাদকামিতং
 ফলং ন সাাদিতি ভাবঃ । অতএব ফলং বন্ধকং
 ভবিষ্যতীতি, ভয়াদকর্মণি কর্মাকবণেহপি তব সঙ্গো
 নিষ্ঠা মাশ্চ ॥ ৪৭

টীকা—কিং তর্হি—যোগস্থ ইতি । যোগঃ
 পরমেশ্বরৈকপরতা, তত্র স্থিতঃ কর্মগণি কুরু, তথা সঙ্গং
 কর্তৃভাবিনিবেশঃ তাক্রূ কেবলমৌশ্বরাত্ম্যেণৈব কুরু,
 তৎফলস্য জ্ঞানসাপি সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমো ভূষা কেবল-
 মৌশ্বরার্পণেনৈব কুরু, যত এবমুতং সমস্তমেব যোগ উচ্যতে
 সন্তুষ্টিচিন্তসমাধানরূপত্বাৎ ॥ ৪৮

টীকা—কাম্যান্ত কর্ম অতিনিকৃষ্টমিত্যাহ—হ্রবরেনেতি ।
 বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া কৃতঃ কর্মযোগো বুদ্ধিযোগো বুদ্ধি-
 সাধনভূতো বা, তস্মাৎ সকাশাদন্তঃ সাধনভূতং কাম্যং
 কর্ম দূরেণ অবরম্ অত্যন্তমপকৃষ্টং হি যস্মাৎ এবং তস্মাদ্
 বুদ্ধৌ স্তানে শরণমাত্ময়ং কর্মযোগম্ অঘিচ্ছান্তিষ্ঠ, যদ্

হে ধনঞ্জয় ! তুমি কর্তৃব্ধের অতিমান ভাগ পূর্বক অনন্তভাবে
 পরমেশ্বরপরাধ ও সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সম হইয়া কর্মসকল ভগবৎ-
 শ্রীতির জন্ত কর । এরূপ ঈশ্বরার্পরূপ সমস্তকেই সাধুগণ যোগ
 বলিয়া থাকেন ॥ ৪৮

হে ধনঞ্জয় ! যেহেতু সমস্তবুদ্ধিযোগ হইতে কর্মসমুদয়
 অতিশয় নিকৃষ্ট, তজ্জন্ত নিকাম কর্মযোগের আচরণ কর ।
 ফলকামী মানবগণ অতি দীন ॥ ৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতিহ উভে স্কৃত-দ্রুতঃ ।

তস্মাদ্ যোগায় যুক্ত্যশ্চ যোগঃ কৰ্ম্মশু কৌশলম্ ॥ ৫১

কৰ্ম্মলং বুদ্ধিযুক্তো হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ ।

জন্ম-বন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫২

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিৰ্ব্যতিতিরযাতি ।

তদা গন্ত্যসি নির্বেদং শ্রোতব্যং শ্রুতং চ ॥ ৫৩

বা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীশ্বরমাশ্রয়েত্যর্থঃ । ফলহেতবস্ত
সকামাঃ নরাঃ কৃপণা দীনাঃ “যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা
গার্গ্যশ্রোত্বা কাং প্রৈতি, স কৃপণঃ” ইতি শ্রুতে: ॥ ৪৯

টীকা—বুদ্ধিযোগযুক্তস্ত শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—বুদ্ধিযুক্ত
ইতি । স্কৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকং, দ্রুতং নিরয়াদিপ্রাপকং তে
উভে ইহৈব জন্মনি পরমেশ্বরপ্রসাদেন জহাতি ত্যজতি,
তস্মাদ্ যোগায় তদর্থায় কৰ্ম্মযোগায় যুক্ত্যশ্চ ঘটশ্চ, যতঃ
কৰ্ম্মশু যৎ কৌশলং বন্ধকানামপি তেষামীশ্বরারাধনেন
মোক্ষপরম্পাদনচাতুর্য্যং স এব যোগঃ ॥ ৫০

টীকা—কৰ্ম্মণাং মোক্ষসাধনরূপপ্রকারমাহ—কৰ্ম্ম-
জমিতি । কৰ্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনার্থমেব
কৰ্ম্ম কুর্বাণা মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন
বিনিমুক্তাঃ সন্তঃ অনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং
মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি ॥ ৫১

টীকা—কদা তৎপদমহং প্রাপ্স্যামীতাপেক্ষায়ামাহ
—যদেতি স্বাভ্যাম্ । মোহো দেহাদিষ্মা বুদ্ধিস্তদেব
কলিলং গহনম্ “কলিলং গহনং বিদুঃ” ইত্যভিধানকোষ-
স্মৃতে: । ততশ্চায়মর্থঃ,—এবং পরমেশ্বরারাধনে ক্রিয়মাণে

বুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কৰ্ম্মাহুষ্ঠানকারী ইহজন্মেই স্বর্গাদিপ্রাপক
স্কৃত, নরকাদি-প্রাপক দ্রুত উভয়ই ত্যাগ করে; তজ্জন্য
নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগের নিমিত্ত বৃত্তশীল হও—যেহেতু কৰ্ম্মে যে লেশ্বর
আরাধনরূপ কৌশল, তাহাই যোগ ॥ ৫০

সম্য-বুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিমান্গণ নিষ্কাম কৰ্ম্ম অহুষ্ঠানহেতু
কৰ্ম্মজনিত ফল ত্যাগপূর্ব্বক জন্মবন্ধন হইতে বিশেষরূপে মুক্ত
হইয়া সমস্ত উপদ্রব-বিরহিত বিষ্ণুপদে গমন করেন ॥ ৫১

যখন তোমার বুদ্ধি দুর্গম দেহাশ্মাভিমান বিশেষরূপে অতিক্রম
করিবে, তৎকালে শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে ।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্নো তে যদা স্বাস্থ্যস্তি নিশ্চলা ।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব ।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজ্জৈত কিম্ ॥ ৫৪

যদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধিদেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং
গহনং দুর্গং বিশেষণাতিতিরযতি, তদা শ্রোতব্যস্য
শ্রুতস্যার্থস্য নির্বেদং বৈরাগ্যং গন্ত্যসি প্রাপ্স্যসি ।
তয়োরনুপাদেয়ত্বেন জিজ্ঞাসাং ন করিষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৫২

টীকা—ততশ্চ শ্রুতীতি । শ্রুতিভির্নানালৌকিক-
বৈদিকার্থশ্রবণৈবপ্রতিপন্নো । ইতঃ পূর্ব্বং বিক্লিপ্তা সতী
তে তব বুদ্ধির্যদা সমাধৌ স্থাস্থ্যতি । সমাধীযতে
চিন্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরস্তস্মিন্নিশ্চলা বিক্ষেপ-
ব্যাপ্তিবিষয়াস্তুরৈরনাকৃষ্টা অতএব অচলা অভ্যাসপাটবেন
তত্রৈব স্থিরা লয়ব্যাপ্তিঃ সতী, তদা যোগং যোগফলং
তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

টীকা—পূর্ব্বলোকোক্তস্যাত্তত্ত্বজ্ঞস্য লক্ষণং জিজ্ঞাসু-
রর্জুন উবাচ—স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেতি । স্বাভাবিকে
সমাধৌ স্থিতস্য, অতএব স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য,
তস্য ভাষা কা ? ভাষাতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণমিতি
যাবৎ । স কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ইত্যর্থঃ,
তথা স্থিতধীঃ কিং কথং ভাষণমাসনং ব্রজ্জনঞ্চ
কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪

দেহাশ্মাভিমান দূর করিবার জন্য শাস্ত্র শ্রবণ প্রয়োজন । তাহা
দূর হইলে শ্রুত শ্রবণীয়েব কোন প্রয়োজন থাকিবে না ॥ ৫২

যে সময়ে বিবিধ লৌকিক বৈদিক বিষয় শ্রবণে বিক্লিপ্তা বুদ্ধি
পরমেশ্বরে অচলা হইয়া অবস্থান করিবে, তখন যোগফল প্রাপ্ত
হইবে ॥ ৫৩

অর্জুন বলিলেন—হে কেশব ! স্বাভাবিক সমাধিতে যিনি
অবস্থান করেন, তাঁহার লক্ষণ কি ? স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপ বাক্যলাভ
করেন, কি প্রকারে অবস্থান করেন ও তাঁহার গতি কি
প্রকার ? ৫৪

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান পার্থ মনোগতান্ ।

আত্মশ্চেবাশ্বনা তুষ্টে স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫

হৃৎখেদমুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিতবীমুনিক্রুচ্যতে ॥ ৫৬

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহন্তঃ তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।

টীকা—অত্র চ যানি সাধকস্ত জ্ঞানসাধনানি, তাগ্ৰেব স্বাভাবিকানি সিদ্ধস্ত লক্ষণানি, অতঃ সিদ্ধস্ত লক্ষণস্য লক্ষণানি ; কথয়ন্তেব অন্তরঙ্গাণি জ্ঞানসাধনানি—যাবদ-ধ্যায়সমাপ্তি। তত্র প্রথমপ্রশ্নস্তোত্তরমাহ—প্রজহাতিতি দ্বাভ্যাম্ ।

শ্রীভগবানুবাচ । মনসি স্থিতান্ কামান্ যদা প্রকর্ষণে প্রজহাতি । ত্যাগে হেতুমাহ—আত্মনৌতি । আত্মশ্চেব স্বস্মিন্নেব পরমানন্দরূপে আত্মনা স্বয়মেব তুষ্টে ইত্যাত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষান্ত্যজতি, তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৫৫

টীকা—কিচ্চ হৃৎখেদমুদ্বিগ্ন-মকৃতিতং মনো যন্ত সঃ । সুখেষু বিগতঃ স্পৃহা যন্ত সঃ । তত্র হেতুঃ—বীতা অপগতা রাগভয়ক্রোধা যন্তাঃ । তত্র রাগঃ প্রীতিঃ । স মুনিঃ স্থিতবীঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যুচ্যতে ॥ ৫৬

টীকা—কথং প্রভাবেতেত্যস্তোত্তরমাহ—য ইতি । যঃ সর্বত্র পুত্রমিত্রাদিষপি অনভিস্নেহঃ স্নেহশূন্যঃ, অতএব বাধিতামুদ্বিগ্নত্যা তন্তচ্ছুভমমুকুলং প্রাপ্য নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি, অন্তঃ প্রতিকূলং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ন নিন্দতি,

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! যে সময়ে যোগী সমস্ত মনোগত কামনাসকল উত্তমরূপে ত্যাগ করেন, আপনার পরমাত্মার স্বরূপে স্বয়ংই তুষ্ট অর্থাৎ আত্মারাম হইয়া ক্ষুদ্র বিষয়াভিলাষ ত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন ॥ ৫৫

বিনি হৃৎখেসমুদে অকৃতিতচিত্ত, হৃৎখেসকলে একেবারে স্পৃহা-বিবর্জিত, অহরাগ ভয় এবং ক্রোধ-পরিপূর্ণ, সেই মুনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন ॥ ৫৬

বিনি নিক্ দেশ ও কাল সকল বিষয়ে স্নেহশূন্য, বাধিতামুদ্বিগ্নত্যা সেই সেই অমুকুল প্রতিকূল বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষ

নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মেহঙ্গানীব সর্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।

রসবর্জং রসোহপ্যন্ত পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯

কিন্তু কেবলমুদাসীন এব ভাষতে, তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতে-তার্থঃ ॥ ৫৭

টীকা—কিঞ্চ যদেতি । যদা চায়ং যোগী ইন্দ্রিয়া-র্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি সংহরতে প্রত্যাহরতি অনায়াসেন । সংহারে দৃষ্টান্তমাহ—কূর্ম ইতি । অঙ্গানি করচরণাদীনি কূর্মো যথা স্বভাবেনৈবাকর্ষতি তদ্বৎ ॥ ৫৮

টীকা—নহু নেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ে অপ্রবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং ভবিতুমর্হতি । জড়ানামাতুরাণামুপবাসপরাণাঞ্চ বিষয়েষু প্রবৃত্তেরবিশেষাৎ তত্রাহ—বিষয়া ইতি । ইন্দ্রিয়ে-বিষয়াণামাহরণং গ্রহণমাহারঃ । নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ে-বিষয়গ্রহণমকূর্বতো দেহিনো দেহাভিমানিনোহজ্ঞস্ত বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্তন্তে তদনুভবো নিবর্তত ইত্যর্থঃ । কিন্তু রসো রাগোহভিলাষস্তদ্বর্জম্ অভিলাষন্ত ন নিবর্ততে ইত্যর্থঃ । রসোহপি রাগোহপি পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বা তন্ত স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্বতো নিবর্ততে নশ্চতীত্যর্থঃ । যথা নিরাহারস্য উপবাসপরস্য বিষয়াঃ প্রায়শো নিবর্তন্তে । ক্ষুধাসন্তপ্তস্য শব্দস্পর্শাদিপেক্ষাদ্যভাবাৎ, কিন্তু রসবর্জং রসাপেক্ষা তু ন নিবর্তত ইত্যর্থঃ । শেষং সমানম্ ॥ ৫৯

পূর্বক প্রশংসা বা নিন্দা করেন না, তাঁহার বুদ্ধি স্থিরা হইয়াছে—তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৭

এবং যখন এই জীবমুক্ত পুরুষ কূর্ম যেমন অঙ্গসকলকে অতি সহজ সমুচিত করে, তদ্রূপ বিষয়সকল হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহরণ করেন, তখন তাঁহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৮

উপবাসপরায়ণ মানবগণ ইন্দ্রিয়ের শক্তিহীনতার জন্য শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, সে কারণে বিষয়সকল নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু বিষয়ে অহরাগ থাকিয়া যায় । যখন সর্বত্র একমাত্র পরমাত্মা নানা সাজে বিরাজ করিতেছেন এইভাবে পরমাত্মদর্শনে সমর্থ হন, তখন বিষয়ের রস নিবর্তিত হইয়া পরম রসে রসিত হন ॥ ৫৯

যততো হপি কৌন্তেয় পুরুষস্ত বিপশ্চিতঃ ।
 ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০
 তানি সৰ্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।
 বশে হি যন্তে ইন্দ্রিয়াণি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১
 ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষু পজায়তে ।
 সঙ্গাং সঞ্জায়তে কামঃ কামাং ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২
 ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাং স্মৃতিবিস্রমঃ ।

টীকা—ইন্দ্রিয়সংযমং বিনা তু স্থিতপ্রজ্ঞতা ন সম্ভবতি, অতঃ সাধকাবস্থায়াম্ তত্র মহান্ প্রযত্নঃ কৰ্তব্য ইত্যাহ—
 যততো হপি ইতি দ্বাভ্যাম্ । যততো মোক্ষার্থং প্রযতমানস্য
 বিপশ্চিতো বিবেকিনোহপি মনঃ ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং
 বলাদ্ধরন্তি, যতঃ ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি
 প্রক্ষোভকাণীত্যর্থঃ ॥ ৬০

টীকা—যস্মাদেবং তস্মাৎ তানীতি । যুক্তো যোগী
 তানি ইন্দ্রিয়াণি সংযম্য মৎপরঃ সন্ আসীত, যস্য বশে
 বশবর্তীনি ইন্দ্রিয়াণি । এতেন চ কথমাসীতেতি প্রশ্নস্য
 বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্ আসীতেত্যন্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬১

টীকা—বাতেন্দ্রিয়সংযমাভাবে দোষমুক্তা মনঃসংযমা-
 ভাবে দোষমাহ—ধ্যায়ত ইয়ি দ্বাভ্যাম্ । গুণবুদ্ধ্যা
 বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসস্তেষু সঙ্গ আসক্তিৰ্ভবতি, আসক্ত্যা চ
 তেষধিকঃ কামো ভবতি । কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাং
 ক্রোধো ভবতি ॥ ৬২

টীকা—কিঞ্চ ক্রোধাদিতি । ক্রোধাং সম্মোহঃ
 কার্যাকার্য্যবিবেকাভাবঃ, ততঃ শাস্ত্রাচার্যোপদিষ্টার্থস্বভাৱে

হে পার্থ । মুক্তির জন্ত চেষ্টাকারী বিবেকী পুরুষেরও অত্যন্ত
 ক্ষোভকারক ইন্দ্রিয়গণ সবলে মনকে হরণ করিয়া থাকে ॥ ৬০

সমাহিত যোগী আমার একান্ত ভক্ত হইয়া অবস্থান করিলে,
 যেহেতু গাহার ইন্দ্রিয়গণ বশবর্তী তাঁহার প্রজ্ঞা উত্তমরূপে স্থির—
 তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৬১

শব্দাদি বিষয়সমূহচিন্তাকারী পুরুষের বিষয়ে আসক্তি জন্মে,
 অহুয়াগ হইতে অভিলাষ উৎপন্ন হয়, কামনা কোনরূপে প্রতিহত
 হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয় ॥ ৬২

ক্রোধ হইতে কার্য্যাকার্য্য বিবেক নষ্ট হয়, অবিবেক হইতে
 স্মৃতিভ্রম—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ-বিস্মৃতি—হইয়া থাকে ।
 স্মৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধির (চেতনার) নাশ হয়, বুদ্ধিনাশ হইলে

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাং প্রণশ্ৰুত ॥ ৬৩
 রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তে বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ ।
 আত্মবশৈবিশ্বেদেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪
 প্রসাদে সৰ্বভুতানাং হানিরস্তোপজায়তে ।
 প্রসন্নচেতসো হ্যাত্ত বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫
 নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্ত ন চাযুক্তস্ত ভাবনা ।
 ন চাভাবয়তঃ শাস্ত্রিরশাস্তস্ত কৃতঃ স্মৃৎ ॥ ৬৬

বিস্রমো বিচলনং ভ্রংশঃ, ততো বুদ্ধেচ্চেতনায়া বিনাশঃ,
 বুদ্ধাদিধিব্যভিভবঃ । ততঃ প্রণশ্ৰুতি মৃততুল্যো ভবতি
 ॥ ৬৩

টীকা—নস্মিন্দ্রিয়াণাং বিষয়প্রবণস্বভাবানাং নিরোদ্ধু-
 মণকাহাদয়ঃ দোষো হুম্পরিহর ইতি স্থিতপ্রজ্ঞঃ কথং
 শ্রাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—রাগদ্বেষ ইতি দ্বাভ্যাম্ । রাগদ্বেষরহিতৈ-
 বিগতদপৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াংশ্চরন্ পভুঞ্জানোহপি প্রসাদং
 শাস্তিঃ প্রাপ্নোতি । রাগদ্বেষরাহিত্যমেবাহ—আত্মেতি ।
 আত্মনো মনসো বশৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিধেয়ো বশবর্তী আত্মা
 মনো যস্যেতি, অনেনৈব কথং ব্রজেত ভুঞ্জীতেত্যস্য
 চতুর্থপ্রশ্নস্য স্বাদীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ান্ অধিগচ্ছতি ইত্যা-
 ন্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬৪

টীকা—প্রসাদে সতি কিং সাদিত্যাত্মাহ—প্রসাদ
 ইতি । প্রসাদে সতি সৰ্বভুতানাশস্ততশ্চ প্রসন্নচেতসো
 বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৫

টীকা—ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্ত স্থিতপ্রজ্ঞতাসাধনং ব্যতিরেক-
 মুখেনোপপাদয়তি—নাস্তীতি । অযুক্তস্তাবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য
 বিনষ্ট হয়—মৃত্যুতুল্য হইয়া থাকে ॥ ৬৩

অন্তরাগ-দ্বেষ-বিবর্জিত, আপনার বশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা
 বিষয় সকল ভোগ করিয়া বশীকৃতচিত্ত পুরুষ প্রসন্নতা প্রাপ্ত
 হন ॥ ৬৪

প্রসন্নতা লাভ হইলে এই যতির আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক
 আধিদৈবিক সকল দুঃখের বিনাশ হইয়া থাকে, আর প্রসন্নচিত্ত
 ব্যক্তিরই সত্ত্বর বুদ্ধি আত্মস্বরূপে নিশ্চলা হইয়া থাকে ॥ ৬৫

অসমাহিতচিত্ত ব্যক্তির আত্মাহ্বলদান-অভিলাষী বুদ্ধি নাই,
 অজ্ঞিতেন্দ্রিয়ের ধ্যান করিবার সামর্থ্য নাই, আত্মধ্যান যিনি করেন
 না, তাঁহার আত্মায় চিত্তের উপরতি হয় না, অস্থিরচিত্তের স্থখ বা
 মোক্ষানন্দ কোথায় ? ৬৬

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্ননোহনুবিধীয়তে ।
 তদন্ত হরতি প্রজ্ঞাঃ বায়ুর্নাবমিবান্তসি ॥ ৬৭
 তস্মাদ্ যন্ত মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ ।
 ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮
 যা নিশা সর্বভূতানাং তস্তাং জাগতি সংযমী ।

নাস্তি বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাচার্যোপদেশাভ্যামানুবিষয়া বুদ্ধিঃ
 প্রজ্ঞেব নোৎপত্ততে, কুতস্তস্তাঃ প্রতিষ্ঠা বার্তা বা ইত্যত্রাহ
 —ন চেতি । ন চাযুক্তস্ত ভাবনা ধ্যানং, ভাবনয়া হি
 বুদ্ধেরাত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি । সা চাযুক্তস্ত যতো নাস্তি ।
 ন চাভাবয়ত আত্মধ্যানমকুর্বতঃ শাস্তিঃ আত্মনি চিত্তো-
 পরমঃ । অশাস্তস্ত কুতঃ সুখং মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬

টীকা—নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্যোত্যত্র হেতুমাহ—ইন্দ্রিয়া-
 গামিতি । ইন্দ্রিয়াণামবশীকৃতানাং স্বৈরং বিষয়েষু চরতাং
 মধ্যে যদৈবৈকমিদ্ভিন্নং মনোহনুবিধীয়তেহবশীকৃতং সদি-
 দ্ভিন্নেণ সহ গচ্ছতি, তদৈবৈকমিদ্ভিন্নমস্য মনসঃ পুরুষস্য
 বা প্রজ্ঞাং হরতি বিষয়বিক্শিপ্তাং করোতি, কিমুত বক্তব্যং
 বহুনি প্রজ্ঞাং হরন্তীতি । যথা প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য নাবং
 বায়ুঃ সমুদ্রে সর্বতঃ পরিভ্রাময়তি তদ্বদिति ॥ ৬৭

টীকা—ইন্দ্রিয়সংযমস্ত স্থিতপ্রজ্ঞেষু সাধনং লক্ষণ-
 কোক্তমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । সাধনত্বোপসংহারে তন্ত
 প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ ; লক্ষণত্বোপসংহারে তন্ত
 প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যোত্যর্থঃ । মহাবাহো ইতি সম্বো-
 ধনং বৈরিনিগ্রহে সমর্থস্ত তবাত্মাপি সামর্থ্যং ভবেদिति
 সূচয়তি ॥ ৬৮

যেহেতু স্ব-স্ব বিষয়ে বিরচনশীল ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন অবশী-
 কৃত হইয়া যদি একটি ইন্দ্রিয়েরও অঙ্গগমন করে, তাহা হইলে
 সেই একটি ইন্দ্রিয়ই পুরুষের প্রজ্ঞাকে, যেমন প্রমত্ত কর্ণধারের
 নৌকাকে বায়ু সমুদ্রে চতুর্দিকে ভ্রমণ করায়, তদ্রূপ নাশ করিয়া
 থাকে ॥ ৬৭

হে মহাবাহো! অতএব বাহার ইন্দ্রিয়সকল বিষয়সমূহ
 হইতে উত্তমরূপে নিগৃহীত হইয়াছে, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত—
 তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন ॥ ৬৮

সমস্ত অজ্ঞান প্রাণিগণের বাহা নিশাধরূপ সেই আত্মনিষ্ঠাতে
 ব্রহ্মজ্ঞানী জাগরিত থাকেন, যে বিষয়-নিষ্ঠারূপ দিবাক্ষেপে অজ্ঞান-

যস্যো জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনেঃ ॥ ৬৯
 আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে

স শাস্তিমাশ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

টীকা—নহু ন কশ্চিদপি প্রাপ্ত ইব দর্শনাদিব্যাপার-
 শূন্যঃ সর্বাত্মনা নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো লোকে দৃশ্যতে, অতো-
 হসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যা নিশেতি ।
 সর্বেষাং ভূতানাং যা নিশা, নিশেব নিশা আত্মনিষ্ঠা,
 আত্মজ্ঞানস্বাস্ত্যাবৃতমতীনাং তস্তাং দর্শনাদিব্যাপারাতাবাং
 তস্তামাত্মনিষ্ঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো জাগতি প্র-
 বাধাতে, যস্যো তু বিষয়নিষ্ঠায়াং বিষয়বুদ্ধ্যা ভূতানি জাগ্রতি
 প্রবৃদ্ধান্তে, সা আত্মতত্ত্বং পশ্যতো মূনের্নিশা, তস্যো দর্শনা-
 দিব্যাপারস্তস্য নাস্তীত্যর্থঃ । এতচ্ছবং ভবতি, যথা
 দিবাক্ষানামূল্যকাদীনাং রাত্রাবেবদর্শনং ন তু দিবসে এবং
 ব্রহ্মজ্ঞস্যোদয়ীলিতাক্ষস্যাপি ব্রহ্মণ্যেব দৃষ্টির্ন তু বিষয়েষু,
 অতো নাসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিতি ॥ ৬৯

টীকা—নহু বিষয়েষু দৃষ্ট্যভাবে কথমসৌ তান্ ভুঙ্ক-
 ইত্যপেক্ষ্যামাহ—আপূর্য্যমাণমিতি । নানানদীভিরাপূর্য্য-
 মাণমপাচলপ্রতিষ্ঠমনতিক্রান্তমর্য্যাদমেব সমুদ্রং পুনরপাত্যা
 আপঃ যথা প্রবিশন্তি, তথা কামা বিষয়া যং মুনিমন্ত-
 দৃষ্টিং ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব প্রারব্ধকর্ম্মভিরাক্শিপ্তাঃ
 সন্তঃ প্রবিশন্তি, স শাস্তিঃ কৈবল্যম্ প্রাপ্নোতি । ন তু
 কামকামী ভোগকামনাশীলঃ ॥ ৭০

অন্ধকারে আবৃতমতি বিষয়িণ জাগ্রত থাকে, সেই বিষয়-নিষ্ঠা
 আত্মতত্ত্বদর্শনশীল মুনির রাজিহরূপ ॥ ৬৯

যেমন জলের দ্বারা সম্যকরূপে পরিপূর্ণ হইলেও, মধ্যাদা-রক্ষক
 মধ্যাদা-অনতিক্রমশীল সমুদ্রে অস্ত্র নদীসকল প্রবেশ করে
 তাহাতে সমুদ্র স্থির-ভাবেই থাকে, তদ্রূপ সমস্ত বিষয়সকল যে
 মুনিতে অবাদে প্রবেশ করে, তিনি তাহাতে দৃষ্টিপাতও করেন
 না—সেই মুনি পরমানন্দ লাভে সমর্থ হন । আর যিনি ভোগের
 কামনা করেন, তিনি কোনরূপে শান্তিলাভ করিতে
 পারেন না ॥ ৭০

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান পুমান্শ্চরতি নিঃস্পৃহঃ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহুতি

স্থিতিস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥ ৭২

টীকা—যস্যাদেবং, তস্যাং—বিহায়েতি । প্রাপ্তান্ কামান্ বিহায় ত্যক্ত্বা উপেক্ষ্য অপ্ৰাপ্তেষু চ নিঃস্পৃহঃ, যতো নিরহঙ্কারঃ অতএব তদ্বোগসাধনেষু নির্মমঃ সন্ত-দৃষ্টিৰ্ভূত্বা যশ্চরতি প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙ্তে, যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা স শাস্তিঃ প্রাপ্নোতি ॥ ৭১

টীকা—উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্তব্ধমপসংহরতি—এষেতি । ব্রাহ্মীস্থিতিব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এষা এবংবিধা, এনাং পরমে-

যে পুরুষ বিষয়সকল উপেক্ষা করিয়া স্পৃহা-বিরহিত এবং 'আমি কর্ত্তা' এই অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্বক মমত্বশূন্য হইয়া প্রারব্ধবশে যে ভোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা ভোগ করেন— তিনি পরমানন্দলাভে সমর্থ হন ॥ ৭১

ইতি শ্রীমদ্বিষ্মবেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রাং সংহিতা মধ্যে মহাভারতে ভীষ্মপর্বাস্তমোঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে

ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানসংবাদে সাংখ্যযোগনামক দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ।

মহাভারতের ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং তৃতীয়োহধ্যায়ঃ)

[জ্ঞানযোগ-কর্মযোগাদিনানাবিধসাধনানুসারেণ কর্তব্যকর্মণামনুষ্ঠানস্যাবশ্যকতাং প্রতিপাদ্য স্বধর্মাচরণমাহাভ্যাস্য কামনিরোধোপায়স্য বর্ণনম্ ।]

অর্জুন উবাচ ।

জ্ঞায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনাটন ।

টীকা—এবং তাবৎ 'অশোচ্যানঘশোচস্তুমিত্যাদিনা প্রথমং মোক্ষসাধনত্বেন দেহাত্মবিবেকবুদ্ধিরুক্তা । তদনন্তরম্ 'এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে তিমাং শৃণ্বি'ত্যাদিনা কর্ম চোক্তম্ । ন চ তয়োগুণপ্রধানভাবঃ স্পষ্টঃ দর্শিতঃ । তত্র বুদ্ধিযুক্তস্ত স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিকামত্বনিয়তেপ্রিয়ত্বনির-

অধ্যায়ঃ ।

[জ্ঞানযোগ-কর্মযোগাদি নানাবিধ সাধন অনুসারে কর্তব্য কর্মসমূহের অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা প্রতিপাদনপূর্বক স্বধর্মপালনের মাহাত্ম্য ও কামনিরোধ-উপায়ের বর্ণন]

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-

নুপনিষৎ ব্রহ্মবিজ্ঞানায়ঃ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানসংবাদে

সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে ষড়্‌বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬

স্বরারামেনেব বিমুক্তাস্তঃকরণঃ পুমান্ প্রাপ্য ন বিমুহুতি পুনঃ সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি । যতোহন্তকালে মৃত্যুসময়েহপি অস্যাং ক্লণমাত্রমপি স্থিতি ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মণি লয়মুচ্ছতি প্রাপ্নোতি ; কিং পুনর্বক্তব্যং বাল্যমারম্ভা স্থিতি প্রাপ্নোতীতি ॥ ৭২

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতনুবোধনী-টীকায়াং সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২

হে অর্জুন ! ব্রাহ্মী স্থিতি এই প্রকার । ইহা লাভ করিলে মাহুদ আর সংসার-মোহ প্রাপ্ত হয় না, মরণ সময়েও এই ব্রাহ্মী-স্থিতিতে ক্লণকাল অবস্থান করিয়াও ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭২

তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১

হঙ্কারতত্ত্বভিধানাদেষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্বেতি সপ্রশংস-যুপসংহারাদ্ভ বুদ্ধিকর্মণোর্মধ্যে বুদ্ধেঃ প্রেষ্ঠাং ভগবতো-হভিপ্রেতং মদ্যানোহর্জুন উবাচ—জ্ঞায়সী চেদিতি । কর্মণঃ সকাশাশ্রমোক্ষাস্তরঙ্গত্বেন বুদ্ধির্জ্ঞায়শ্রুতিকতরা প্রেষ্ঠা চেত্তব সম্যতা, তর্হি কিমর্থং তদ্ব্যুদ্যেষেতি তস্মাদ্ভিহিতৈতি

অর্জুন বলিলেন,—হে জনাৰ্দ্ধন ! হে কেশব ! কর্ম হইতে জ্ঞান অধিকতর প্রেষ্ঠ ইহা যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আমাকে হিংসাত্মক যুদ্ধে নিয়োজিত করিতেছ ॥ ১

ব্যামিঞ্জৈণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন জ্ঞেয়োহহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ ।

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩

চ বারংবারং বদন্ যোরে হিংসাত্মকে কর্মণি মাং নিয়ো-
জয়সি প্রবর্তয়সি ॥ ১

টীকা—নমু ‘ধর্ম্যাঙ্কি যুদ্ধাক্ষেয়োহশ্রুৎ ক্ষত্রিয়স্য ন
বিভ্রতে’ ইত্যাদিনা কর্মণোহপি জ্যেষ্ঠত্বমুত্তমবেত্যাশঙ্ক্যাহ
—ব্যামিঞ্জৈণেতি । কচিং কর্মপ্রশংসা কচিচ্ছ জ্ঞান-
প্রশংসেত্যেবং ব্যামিঞ্জাং সন্দেহোৎপাদকমিব যদ্‌বাক্যঃ
তেন মে মম বুদ্ধিং মতিমুন্ময়ত্র দোলায়িতাং কুর্বন্ মোহ-
য়সীব । পরমকারুণিকস্য তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব,
তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতীভীষণকেনোক্তম্ । অত
উভয়োর্মধ্যে যদ্ ভদ্রং তদেকং নিশ্চিত্য বদেতি । যদ্বা—
ইদমেব জ্ঞেয়ঃ সাধনমিতি নিশ্চিত্য যেনানুষ্ঠিতেন জ্ঞেয়ো
মোক্শমহমাপ্নুয়াং প্রাপ্‌স্যামি তদেবৈকং নিশ্চিত্য
বদেত্যর্থঃ ॥ ২

টীকা—অত্রোত্তরঃ শ্রীভগবানুবাচ—লোকেহস্মিন্নিতি ।
অয়মর্থঃ—যদি ময়া পরম্পরনিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন
কর্মজ্ঞাননিষ্ঠাভয়মুক্তং স্যাত্তিহি দ্বয়োর্মধ্যে যদ্বদ্রং
স্যান্তদেকং বদেতি ঋদীয়ঃ প্রশ্নঃ সংগচ্ছতে । ন তু ময়া
তথোক্তম্ । কিন্তু দ্বাভ্যামেকৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা । গুণ-
প্রধানভূতয়োস্তয়োঃ স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ । একস্যা
এব তু প্রকারভেদমাত্রমধিকারিভেদেনোক্তমিতি ।
অস্মিৎস্বাক্ষ্যশ্রুতাস্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকেহধিকারিজনেন

কখন কর্ণের কখন জ্ঞানের প্রশংসা—এইরূপ সন্দেহজনক
বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধি যেন মোহিত করিতেছে । সেই জ্ঞান
ও কর্ণের মধ্যে একটি নিশ্চয় করিয়া বল, বাহার আচরণে আমি
মোক্শলাভে সমর্থ হইব ॥ ২

শ্রীভগবানু বলিলেন,—হে নিশ্যাপ ! আমি পূর্বাধ্যায়ের জ্ঞান
ও কর্মরূপ দ্বিবিধা নিষ্ঠা উক্তচিত্ত ও অন্তঃকর্ত্ত অধিকারীর জন্ত
বলিয়াছি, তন্মধ্যে শুদ্ধাভ্যাসের জ্ঞানিগণের জ্ঞানযোগ অর্থাৎ
ধ্যানাদি, দ্বার অন্তঃকর্ত্তগণের নিকাম কর্ম অহর্মান কর্তব্য ॥ ৩

ন কর্মণামনারস্তান্নৈকর্য্যং পুরুষোহস্ম তে ।

ন চ সংশ্রাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ

কার্য্যতে হুবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈশ্চৈগৈঃ

দে বিধে প্রকারো যস্যাঃ সা—দ্বিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষপরতা
পূর্বাধ্যায়ের ময়া সর্বজ্ঞেন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা ।
প্রকারদ্বয়মেব নির্দিশতি জ্ঞানযোগেনেত্যাদি । সাংখ্যানাং
শুদ্ধাস্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং
জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতোক্তা—‘তানি
সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মতপর’ ইত্যাদিনা ।
সাংখ্যভূমিকামারূক্ষণাং স্বস্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তদারোহার্থং
তদুপায়ভূতকর্মযোগাধিকারিণাং যোগিনাং কর্মযোগেন
নিষ্ঠোক্তা ‘ধর্ম্যাঙ্কি যুদ্ধাক্ষেয়োহশ্রুৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিভ্রতে’
ইত্যাদিনা । অতএব চিত্তশুদ্ধাশুদ্ধিরূপাৎস্বাভেদেনৈব
দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্তা ‘এবা তেহতিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিযোগে
দ্বিমাং শৃণ্বি’তি ॥ ৩

টীকা—অতঃ সম্যক্‌চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানোৎপত্তিপথাস্তং
বর্ণ্যপ্রমোচিতানি কমাণি কর্তব্যানি । অন্তথা চিত্তশুদ্ধা-
ভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ—ন কর্মণামিতি । কর্মণা-
মনারস্তাদননুষ্ঠানান্নৈকর্য্যং জ্ঞানং নাপ্নুতে ন প্রাপ্নোতি ।
নমু চৈবমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তীতি
ঋত্যা সংশ্রাসস্য মোক্ষাভ্যুৎকৃতেঃ সংশ্রাসাদেব মোক্ষো
ভবিষ্যতি । কিং কর্মভিঃ ইত্যশঙ্ক্যোক্তং ন চেতি ।
চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাং সংশ্রাসনাদেব জ্ঞানশূন্যং সিদ্ধিং
মোক্শং ন সমধিগচ্ছতি ন প্রাপ্নোতি ॥ ৪

টীকা—কর্মণাং চ সংশ্রাসস্তেঘনাসক্তিমাত্রম্ । ন তু

পুরুষ নিকাম কর্ণের অহর্মান না করিয়া অন্তঃকর্ত্ত-হেতু
নৈকর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না । চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেবল-
মাত্র সম্যাস বা কর্তব্যাগের দ্বারা কেহ মোক্ষ লাভ করিতে
পারে না ॥ ৪

কেহ কখনও ক্ষণমাত্র কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না,
যেহেতু প্রকৃতিসত্ত্ব সর্ব-রজঃ-তমোগুণের দ্বারা সকলে অবশ
হইয়া কর্ম করিয়া থাকে । বাহার বৈরূপ প্রকৃতি তাহাকে

কর্মেজিয়াণি সংযম্য য আন্তে মনসা স্মরন্ ।

ইজিয়াণান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬

যজ্ঞিজিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন ।

কর্মেজিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

নিয়তং কুরু কর্ম যঃ কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ ।

স্বরূপেণ । অশকাঙ্ঘাদিতি । আহ—ন হি কশ্চিদিতি । জাতু কস্যাক্ষিপ্যবস্থায়্যঃ ক্ষণমাত্রমপি কশ্চিদপি জ্ঞাতৃজ্ঞানো বাহকর্মকৃৎ কর্মণ্যকুর্বাণো ন তিষ্ঠতি । তত্র হেতুঃ প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবপ্রভবৈ রাগদ্বेषাদিভির্গুণৈঃ সর্বোহপি জনঃ কর্ম কার্য্যতে । কর্মণি প্রবর্ততে । অবশোহিস্বতন্ত্রঃ সন্ ॥ ৫

টীকা—অতোহজ্ঞঃ কর্মভাগিনঃ নিন্দতি—কর্মেজিয়াণীতি । বাকৃপাণ্যাদীনি কর্মেজিয়াণি সংযম্য নিগৃহ্য যো মনসা ভগবদ্ধানচ্ছলেন ইজিয়াণান্ বিষয়ান্ স্মরন্তে অবিশুদ্ধতয়া মনসা আত্মনি স্বের্ঘ্যাভাবাৎ স মিথ্যাচারঃ কপটাচারো দাস্তিক উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬

টীকা—এতদ্বিপরীতঃ কর্মকর্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যজ্ঞিজিয়াণীতি । যন্ত জ্ঞানেজিয়াণি মনসা নিয়ম্য ঈশ্বরপরাণি কৃষ্য কর্মেজিয়ৈঃ কর্মরূপং যোগমুপায়-মারভতে অহুতিষ্ঠতি । অসক্তঃ ফলাভিলাষরহিতঃ সন্ স বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি, চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭

টীকা—নিয়তমিতি । যস্মাদেবং তস্মান্নিয়তং নিত্যং সাক্ষ্যোপাসনাদি কর্ম কুরু, হি যস্মাৎ অকর্মণঃ সর্ব-

ভূতপ কর্ম অস্বতন্ত্র হইয়া অহুষ্ঠান করিতে হয়, কারণ প্রকৃতির রাজ্য কাহারও স্থির থাকিবার উপায় নাই ॥ ৫

যে ব্যক্তি বাকৃ পাণি পাদ পায় উপহাদি কর্মেজিয় সংযত করিয়া মনের দ্বারা বিষয়সকল চিন্তা করিতে থাকে, সেই বিষুদ্ভূতি কপটাচারী বলিয়া কথিত হয় ॥ ৬

হে অর্জুন ! আর যিনি ইজিয়গণকে মনের দ্বারা নিয়মিত করত অনাসক্ত হইয়া কর্মেজিয় সকলের দ্বারা কর্মযোগের অহুষ্ঠান করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ প্রাপ্ত হন ॥ ৭

তুমি সদ্ধায় উপাসনাদি নিত্য কর্মসকল কর, যেহেতু কর্ম

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যোদকর্মণঃ ॥ ৮

যজ্ঞার্থং কর্মণোহগ্ন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিষ্মধ্বমেব বোহস্তিষ্টকামধুক্ ॥ ১০

কর্মণোহকরণং সকাশাৎ কর্মকরণং জ্যায়োহধিকতরম্ । অগ্ন্যা অকর্মণঃ সর্বকর্মশূণ্যত্ব তব শরীরযাত্রা শরীর-নির্ব্বাহোহপি ন প্রসিদ্ধোহ্য ভবেৎ ॥ ৮

টীকা—সাংখ্যাস্ত সর্বমপি কর্ম বন্ধকষায় কার্য্য-মিত্যাহস্তমিরাকুর্বাণাহ—যজ্ঞার্থাদিতি । যজ্ঞোহত্র বিষ্ণুঃ “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ” ইতি শ্রুতেঃ । তদারাদনার্থাৎ কর্মণোহগ্ন্যত্র তদেকং বিনা লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ কর্মভিবর্ধ্যতে, ন স্বীশ্বরারাদনার্থেন কর্মণা অতন্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিকামঃ সন্ কর্ম সমাগাচর ॥ ৯

টীকা—প্রজাপতিবচনাদপি কর্মকর্তেব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সহযজ্ঞা ইতি চতুর্ভিঃ যজ্ঞেন সহ বর্তন্ত ইতি সহযজ্ঞাঃ যজ্ঞাধিকৃতা ব্রাহ্মণাঃ প্রজাঃ পুরা সর্গাদৌ সৃষ্টেদমুবাচ ব্রহ্মা—অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্মধ্বং প্রসূয়ধ্বম্ । প্রসবো বৃদ্ধিঃ, উত্তরোত্তরামভিবৃদ্ধিঃ লভধ্বমিত্যর্থঃ । তত্র হেতুঃ—এব যজ্ঞো বো যুস্মাকমিষ্টকামধুক্ । ইষ্টান্ কামান্ দোকীতি তথা অভীষ্টভোগপ্রদোহস্তিত্যর্থঃ । অত্র চ যজ্ঞগ্রহণ-মাবশ্যককর্মোপলক্ষণার্থম্ । কাম্যকর্মপ্রশংসা তু প্রকরণেহসঙ্গতাপি সামান্যতোহকর্মণঃ কর্ম শ্রেষ্ঠমিত্যেত-দর্থমিত্যাদোষঃ ॥ ১০

না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ । তাহা না করিলে সমস্ত কর্মশূন্য তোমার শরীরনির্ব্বাহও হইবে না ॥ ৮

যজ্ঞ অর্থ ক্রীড়গবান্—তাহার আরাধনার জন্য কর্ম করা ব্যতীত অন্য প্রয়োজনে কর্ম করিলে লোক কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয় । হে কৌন্তেয় ! এই নিমিত্ত ভগবৎপ্রীত্যর্থ নিকাম হইয়া কর্মসকল অহুষ্ঠান কর ॥ ৯

পূর্বে সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত ব্রাহ্মণাদি প্রজাবর্গ সৃজন করিয়া কহিলেন,—তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, আর এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ফলপ্রদ হউক ॥ ১০

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ জ্ঞেয়ঃ পরমবাপ্যথ ॥ ১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্বে স্তেন এব সঃ ॥ ১২

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ধকিষিবেঃ ।

টীকা—কথমিষ্টকামদোদ্ধা যজ্ঞো ভবেদিত্যত্রাহ—
দেবানিতি । অনেন যজ্ঞেন যুগং দেবান্ ভাবয়ত
হবির্ভাগৈঃ সংবর্জয়ত, তে চ দেবা বো যুগ্মান্ সংবর্জয়ন্ত
বৃষ্টাদিনা অয়োৎপত্তিহারেণ, এবমশ্রোত্বং সংবর্জয়ন্তো
দেবাশ্চ যুগ্ম পরম্পরং জ্ঞেয়োহভীষ্টমর্থং প্রাপ্যথ ॥ ১১

টীকা—এতদেব স্পটীকুর্বন্ কৰ্মাকরণে দোষমাহ—
ইষ্টানিতি । যজ্ঞৈর্ভাবিতাঃ সন্তো দেবা বৃষ্টাদিহারেণ বো
যুগ্মভ্যাং ভোগান্ দাস্যন্তি, হি অতো দেবৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো
দেবেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদবা যো ভুঙ্ক্বে, স তু স্তেনঃ
চোর এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২

টীকা—অতশ্চ যজ্ঞন্ত এব শ্রেষ্ঠাঃ, নেতরা ইত্যাহ—
যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি । বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টং যেহশ্রুস্তি
তে পঞ্চসূনাদিকৃতৈঃ সর্বৈঃ কিষিষৈর্মুচ্যন্তে । পঞ্চসূনাশ্চ
স্বভাবুকাঃ,—“কণুনী পেযশী চুল্লী উদকুন্তী চ মার্জ্জনী ।
পঞ্চসূনা গৃহস্থস্তা তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি ।” যে স্বাত্মনো
ভোজনার্থমেবাগ্নং পচন্তি, ন তু বৈশ্বদেবাত্ত্বং, তে পাপা
হরাচারী অঘমেব ভুঞ্জতে ॥ ১৩

টীকা—জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি কৰ্ম কৰ্ত্তব্যমিত্যাহ

এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা ইজাদি স্বরূপকলকে হবির্ভাগ প্রদান
পূর্বক সংবর্জিত কর । যজ্ঞতৃপ্ত দেবগণও তোমাদের বথাকালে
বর্ষণ করিয়া সম্যক বর্জিত করুন । এইরূপ পরস্পর পরস্পরকে
আপ্যায়িত করত তোমরা অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হও ॥ ১১

যজ্ঞতৃপ্ত দেবগণ তোমাদের ইষ্ট ভোগসকল দান করিবেন,
এইহেতু সেই দেবগণের দত্ত অন্নাদি ঔহাদিগকে পঞ্চযজ্ঞাদির
দ্বারা প্রদান না করিয়া যে স্বয়ং ভোজন করে, সে চোর ॥ ১২

বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞের অবশিষ্টভোজনকারী লাধুগ্ণ পঞ্চসূনাভিনিত
নিখিল পাপ হইতে বিরুদ্ধ হন, আর দ্বাহারা কেবল আপনাদি

ভুঞ্জতে তে স্বয়ং পাপা যে পচন্ত্যশ্রুকারণাং ॥ ১৩

অন্নাদ্ ভবন্তি তুতানি পর্জন্তাদন্নসম্ভবঃ ।

যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্তো যজ্ঞঃ কৰ্মসম্ভবঃ ॥ ১৪

কৰ্ম ব্রহ্মোত্তবং বিদ্ধি ব্রহ্মাকরসমুদ্ভবম্ ।

তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫

—অন্নাদিতি ত্রিভিঃ । অন্নাক্রুরশোণিতরূপেণ পরিণতাদ্
তুতান্যৎপত্তান্তে । অন্নস্ত চ সম্ভবঃ পর্জন্তাদ্ বৃষ্টেঃ, স চ
পর্জন্তো যজ্ঞোভবতি, স চ যজ্ঞঃ কৰ্মসমুদ্ভবঃ, কৰ্ম্মণা
যজ্ঞমানাদিব্যাপারেণ সম্যক্ সম্পত্তত ইত্যর্থঃ । “অন্নো
প্রাস্তাহতিঃ সমাগাদিত্যমুপভিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জায়তে
বৃষ্টিবৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৪

টীকা—তথা কৰ্ম্মেতি । তচ্চ যজ্ঞমানাদিব্যাপাররূপং
কৰ্ম্ম ব্রহ্মোত্তবং বিদ্ধি, ব্রহ্ম বেদস্তস্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি,
তচ্চ বেদাশ্চ ব্রহ্মাকরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূতং বিদ্ধি ।
“অস্ত মহতো ভূতস্ত নিঃশ্বসিতমেতদ্ স্বযেদো যজুর্বেদঃ
সামবেদঃ” ইতি শ্রুতেঃ । যত এবমক্ষরাদেব যজ্ঞপ্রবৃত্তে-
রভ্যন্তমভিপ্রোতো যজ্ঞস্তস্মাৎ সর্বগতমপ্যক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং
সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং যজ্ঞেনোপায়ভূতেন প্রাপ্যত ইতি
যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমুচ্যতে ইতি “উত্তমস্থা সদা লক্ষ্মীঃ”
ইতিবং । যদ্বা যস্মাজ্জগচ্চক্রস্ত মূলং কৰ্ম্ম, তস্মাৎ সর্বগতং
মদ্বার্থবাদৈঃ সর্বেষু সিদ্ধার্থপ্রতিপাদকেসু ভূতার্থাখ্যানা-
দিষু গতং স্থিতমপি বেদাশ্চ ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে তাৎপর্য-
রূপেণ প্রতিষ্ঠিতম্, অতো যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৫

ভোক্তার ভক্ত থাক করে, সেই হরাচারগণ পাপই ভোজন করিয়া
থাকে ॥ ১৩

ভূতসকল অন্ন হইতে অর্থাৎ জরুরশোণিতরূপে পরিণত
ভুজ্ঞত্বা হইতে সজাত হয়, আর মেঘ হইতে অন্ন সমুৎপন্ন হইয়া
থাকে । যজ্ঞ হইতে মেঘ হয় এবং যজ্ঞমানাদির ব্যাপাররূপ কৰ্ম্ম
হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৪

সেই যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন এবং বেদ পরমাত্মা
হইতে সমুদ্ভূত, তজ্জন্ম সাধাৎ পরমাত্মা হইতে সত্ত্বত হওয়ার
নিমিত্ত সর্বত্রব্যাপী অক্ষর পরমাত্মা সর্বদা যজ্ঞে সন্নিবিষ্ট
আছেন । ১৫

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।

অঘায়ুরিঞ্জিয়রামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬

যন্তাশ্বরতিরেব স্যাদাত্তত্পুষ্ণ মানবঃ ।

আত্মশ্বেব চ সন্তুষ্টস্য কার্য্যং ন বিত্ততে ॥ ১৭

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনৈহ কশ্চন ।

টীকা—যস্মাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুরুষার্থ-
সিদ্ধয়ে কৰ্ম্মাদিচক্রং প্রবর্তিতং, তস্মাদনুকূলতো বৃথৈব
জীবিতমিত্যাহ—এবমিতি । পরমেশ্বরব্যাক্যভূতাদ্ বেদা-
খ্যাদ্ ব্রহ্মণঃ পুরুষাণাং কৰ্ম্মণি প্রবৃত্তিস্ততঃ কৰ্ম্মনিষ্পত্তিস্ততঃ
পৰ্জ্জন্তস্ততোহয়ং ততো ভূতানি । ভূতানাঞ্চ পুনস্তথৈব
কৰ্ম্মণি প্রবৃত্তিরিত্যেবং প্রবর্তিতং চক্রং যো নানুবর্তয়তি
নানুভিষ্ঠতি, সঃ অঘায়ুঃ অঘং পাপরূপমায়ুর্যন্ত সঃ ।
যতঃ ইন্দ্রিয়ৈকিয়য়েষেব রমতে ন স্বীশ্বরারাধনার্থে কৰ্ম্মণি,
অতো মোঘং বার্থং স জীবতি ॥ ১৬

টীকা—তদেবং “ন কৰ্ম্মণামনারম্ভাৎ” ইত্যাদিনা
অজ্ঞস্তান্তঃকরণশুদ্ধার্থং কৰ্ম্মযোগমুক্তা জ্ঞানিনঃ কৰ্ম্মানু-
যোগমাহ—যন্তিতি দ্বাভ্যাম্ । আত্মশ্বেব রতিঃ প্রীতির্যন্ত
সঃ ততশ্চাত্মশ্বেব তৃপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নিবৃত্তঃ, অতএবা-
ত্মশ্বেব সন্তুষ্টো ভোগাপেক্ষারহিতো যন্তস্ত কৰ্ত্তব্যং কৰ্ম্ম
নাস্তীতি ॥ ১৭

টীকা—তত্র হেতুমাহ—নৈবেতি । কৃতেন কৰ্ম্মণা
তন্তার্থঃ পুণ্যং নৈবাস্তি, ন চাকৃতেন কশ্চন কোহপি
প্রত্যবায়োহস্তুি । নিরহঙ্কারেণ বিধি-নিষেধাতীত্বাৎ ।
তথাপি “তস্মাৎ স্বদেবাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মুখ্যা বিদুঃ” ইতি
ঋতেশ্রোক্ষে দেবকৃতবিদ্বসস্তবাং তৎপরিহারার্থং কৰ্ম্মভি-

জগতে পূৰ্ব্বকথিত দৈশ্ব কৰ্ত্তৃক সঞ্চালিত কৰ্ম্মচক্র যে অহুবৰ্ত্তন
করে না, হে পার্থ! সেই পাপময় জীবন-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়পরাধণ
ব্যক্তি অনর্থক জীবন ধারণ করে ॥ ১৬

এবং যে আত্মজানী মানব আত্মায় অনন্তনিষ্ঠ, আত্মাতেই
পরিভূষ্ট, আত্মাতেই পূর্ণানন্দ হন, তাঁহার কোন কৰ্ত্তব্য আর
নাই ॥ ১৭

ইহলোকে তাহার কৃতকৰ্ম্মের দ্বারা পুণ্য হয় না অথবা কৰ্ম্ম
না করিলেও পাপ হয় না । তাঁহাকে মোক্ষের জন্ত ব্রহ্ম হইতে

ন চাস্য সৰ্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর ।

অসক্তো হ্যচরন্ কৰ্ম্ম পয়মাদ্যোতি পুরুষঃ ॥ ১৯

কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ জনকাদয়ঃ ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্চন্ কতুর্মহসি ॥ ২০

দেবাঃ সেব্যা ইত্যশঙ্কোক্তং সৰ্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থা-
বরাস্তেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ঃ এব ব্যাপাশ্রয়ঃ ।
অর্থো মোক্ষ আশ্রয়ণীয়োহস্তু নাস্তীত্যর্থঃ । বিদ্বাভাবস্ত
ঋতৌবোক্তত্বাৎ । তথাচ ঋতিঃ—“তস্ম হ ন দেবাশ্চ
নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হোবাং স ভবতি” ইতি । হ-
নেতাব্যয়মপার্থে, দেবা অপি তস্মাত্ততঃস্বজ্ঞস্ত অকৃতৌ
ব্রহ্মভাবপ্রতিবন্ধায় নেশতে ন শরুরস্বীতি ঋতেরর্থঃ ।
দেবকৃতান্ত বিদ্বাঃ সমাগ্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাণেব “যদেতদ্
ব্রহ্ম মনুষ্যা বিদুস্তদেবাং দেবানাং ন প্রিয়ম্” ইতি ঋত্বা
ব্রহ্মজ্ঞানসৈবাপ্রিয়ত্বোক্ত্যা তত্রৈব বিদ্বকৰ্ত্তব্যসা-
মুচিতত্বাৎ ॥ ১৮

টীকা—যস্মাদেবভূতস্য জ্ঞানিন এব কৰ্ম্মানুপযোগো
নাশ্রয়ঃ, তস্মাৎ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বিত্যাহ—তস্মাদিতি । অসক্তঃ
ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কার্য্যমবশ্যকৰ্ত্তব্যাতয়া বিহিতং নিত্য-
নৈমিত্তিকং কৰ্ম্ম সমাগাচর, হি যস্মাদসক্তঃ কৰ্ম্মাচরন্
পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধিজ্ঞানদ্বারা প্রাপ্নোতি ॥ ১৯

টীকা—অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—কৰ্ম্মণৈবেতি ।
কৰ্ম্মণৈব শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তুঃ সংসিদ্ধিং সমাগ্ জ্ঞানম্ আস্থিতাঃ
প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ । যতাপি স্বং সমাগ্ জ্ঞানিনমেবাত্মানং
মচ্ছাসে, তথাপি কৰ্ম্মাচরণং ভদ্রমেবেত্যাহ—লোকসংগ্রহ-

দ্বাবর পর্যাশ্রয় কাহারও আশ্রয় লইতে হয় না ॥ ১৮

তজ্জন্ত আসক্তিশূণ্য হইয়া নিয়ত কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম উত্তমরূপে
আচরণ কর, যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কৰ্ম্ম অহুষ্ঠান করত পুরুষ
মোক্ষলাভ করেন ॥ ১৯

জনকাদি রাজগণ কৰ্ম্মের দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া মোক্ষলাভে
সমর্থ হইয়াছিলেন । তুমি যদি আপনাকে জানী বলিয়া মনে
কর, তথাপি লোকসকলের স্বার্থে প্রবর্তনের প্রতি দৃষ্টিপাত করত
কৰ্ম্মত্যাগ করিবে না ॥ ২০

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তৎ তদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২

যদি হ্রহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতস্মিতঃ ।

মম বজ্রানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩

মিত্যাদি । লোকস্ত সংগ্রহং স্বধর্মে প্রবর্তনং, ময়া কর্মণি কৃতে জনঃ সর্বোহপি করিষ্যতি । অন্যথা জ্ঞানদৃষ্টান্তেনাজ্ঞো নিজধর্মং নিত্যং কর্ম ত্যজন্ পতে-
দিত্যেব লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনং পশুন্ কর্ম কর্তৃমেবাহঁসি ন ত্যক্তুমিত্যর্থঃ ॥ ২০

টীকা—কর্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা স্তাং তথাহ—
যদ্ যদেতি । ইতরঃ প্রাকৃতোহপি জনস্তত্তদেবাচরতি । স শ্রেষ্ঠো জনঃ কর্মশাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং কুরুতে মনুতে, তদেব লোকোহপ্যনুসরতি ॥ ২১

টীকা—অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ ত্রিভিঃ—ন মে পার্থেতি । হে পার্থ ! মে কর্তব্যং নাস্তি, যতন্ত্রিষুপি লোকেষু অনবাপ্তমপ্রাপ্তং সৎ অবাপ্তব্যং প্রাপ্যং নাস্তি ; তথাপি কর্মণ্যহং বর্তে কর্ম করোম্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২২

টীকা—অকরণে লোকস্ত নাশং দর্শয়তি—যদি হ্রহমিতি । জাতু কদাচিদতস্মিতোহনলসঃ সন্ যদি কর্মণি ন বর্তেয়ং কর্ম নানুতিষ্ঠেয়ং, তহি মমৈব বজ্রমার্গঃ

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে কর্মের আচরণ করেন, অপর লোকও সেই সেই কর্ম করিয়া থাকে । সেই প্রধান ব্যক্তি কর্ম অথবা মোক্ষ যাহা প্রধান বলিয়া গ্রহণ করেন ; লোক অধিকারী না হইলেও শ্রেষ্ঠের অনুসরণ করে, অতএব লোকরক্ষার জন্তও তোমার কর্ম করা কর্তব্য ॥ ২১

হে অর্জুন ! আমার কর্তব্যাকর্ম কিছুই নাই, ত্রিভুবনে অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্য কিছুই নাই, তথাপি আমি লোকরক্ষার জন্ত কর্মাচরণ করিতেছি ॥ ২২

হে পার্থ ! যদি আমি কখন আলস্তপরিশৃঙ্খ হইয়া কর্মের অনুষ্ঠান না করি, তখন নিশ্চিতই মানবসকল সর্বপ্রকারে আমার মার্গানুসরণ করিবে । এইজন্য লোকহিত-হেতু অবশ্যই কর্ম করা বিধেয় ॥ ২৩

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্মচেদহম্ ।

সঙ্করস্ত চ কর্তা শ্রামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত ।

কুর্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুলোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ ।

জ্যোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬

মনুষ্যা অনুবর্তন্তেহনুবর্তেরমিত্যর্থঃ ॥ ২৩

টীকা—ততঃ কিমত আহ—উৎসীদেয়ুরিতি । উৎ-
সীদেয়ুঃ কর্মলোপেন নশ্বেয়ুঃ । ততশ্চ যো বর্ণসঙ্করো ভবেৎ তস্যাপ্যাহমেব কর্তা স্তাং ভবেয়ম্, এবমহমেব প্রজা উপহন্তাং মলিনীকুর্যামিতি ॥ ২৪

টীকা—তস্মাদাত্মবিদাপি লোকসংগ্রহার্থং তৎকৃপয়া কর্ম কার্যামেবেতু্যপসংহরতি—সক্তা ইতি । কর্মণি সক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তো যথাহজ্ঞাঃ কর্মাণি কুর্বন্তি, অসক্তাঃ সন্ বিদ্বানপি তথৈব কুর্য্যালোকসংগ্রহং কর্তৃমিচ্ছুঃ ॥ ২৫

টীকা—নহু কৃপয়া তত্ত্বজ্ঞানমেবোপদেষ্টুং যুক্তং নেতাহ—ন বুদ্ধিভেদমিতি । অজ্ঞানামতএব কর্মসঙ্গিনাং কর্মাসক্তানাংকর্ত্র্যোপদেশেন বুদ্ধিভেদমশ্রুতাহং ন জনয়েৎ । কর্মণঃ সকাশাদ্ বুদ্ধিবিচালনং ন কুর্যাৎ । অপি তু জ্যোষয়েৎ সেবয়েৎ । জুযী শ্রীতি-সেবনয়োঃ, অজ্ঞান্ কর্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ । কথম্ ? যুক্তোহবহিতো

যদি আমি কর্ম না করি, তাহা হইলে এই লোকসকল আমার দৃষ্টান্তে কর্ম না করিয়া ধর্মলোপহেতু বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা হইলে আমিই বর্ণসঙ্করের কর্তা হইব—এরূপ আচরণে আমিই লোকসকলকে মলিন করিব ॥ ২৪

হে ভারত ! কর্মে অত্যাসক্ত অজ্ঞানিগণ যদ্রূপ কর্মাচরণ করে, লোকসকলকে স্বপক্ষে প্রবর্তিত করিতে উচ্ছুক বিদ্বান্ তদ্রূপ করিবেন । জ্ঞানীর আপনার কর্ম না থাকিলেও লোকসংগ্রহের জন্ত কর্ম করা কর্তব্য ॥ ২৫

কর্মে অভিনিবিষ্ট অজ্ঞগণের বুদ্ধি ‘আত্মা অকর্তা’ এরূপ উপদেশের দ্বারা বিচালন করিবে না, পরন্তু বিদ্বান্ অন্তরাগের সহিত সমস্ত কর্ম উত্তমরূপে আচরণ করত অজ্ঞানীকে কর্মে প্রবর্তিত করিবেন ॥ ২৬

প্রকৃতে: ক্রিয়মাণানি গুণৈ: কর্ম্মাণি সর্ব্বশ: ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭

তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়ো: ।

গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮

প্রকৃতে গুণসম্মুঢ়া: সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু ।

তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিদ্ব বিচালয়েৎ ॥ ২৯

ভূষা স্বয়মাচরন্ সন্, বুদ্ধিবিচালনে কৃতে সতি কর্ম্মসু
শ্রদ্ধানিবৃত্তেজ্ঞানসু চানুৎপত্তেস্তেষামুভয়ভ্রংশ: স্যাদিতি
ভাব: ॥ ২৬

টীকা—নম্ব বিছাপি চেৎ কর্ম্ম কর্তব্যং, তর্হি বিদ্বদ-
বিছাষো: কো বিশেষ ইত্যশঙ্কোভয়োর্বিশেষং দর্শয়তি—
প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্ । প্রকৃতে গুণৈ: প্রকৃতিকার্যো-
রিন্দ্রিয়ৈ: সর্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি যানি কর্ম্মাণি
তাত্ত্বহমেব কর্ত্তা করোমীতি মন্যতে । অত্র হেতু:—
অহঙ্কারেতি । অহঙ্কারেণেন্দ্রিয়াদিষা আধ্যাসেন বিমূঢ়-
বুদ্ধি: সন্ ॥ ২৭

টীকা—বিদ্বাংস্তু তথা ন মন্যত ইত্যাহ তত্ত্ববিদিতি ।
নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভা আত্মনো বিভাগ:, ন মে
কর্ম্মণীতি কর্ম্মভ্যোহপ্যাত্মনো বিভাগ:, ত্যোগুণকর্ম্ম-
বিভাগয়ো: যন্তুং বেত্তি স তু ন সজ্জতে কর্ত্ত্বাভিনিবেশং
ন করোতি । তত্র হেতু:—গুণা ইতি । গুণা ইন্দ্রিয়াণি
গুণেষু বিষয়েষু বর্ত্তন্তে নাহমিতি মত্বা ॥ ২৮

টীকা—ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদিত্যুপসংহরতি—
প্রকৃতেরিতি । যৈ: প্রকৃতে গুণৈ: সজ্জাদিভি: সম্মুঢ়া:

লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মসকল প্রকৃতির কার্য্য ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা
সর্ব্বপ্রকারে ক্রিয়মাণ হয়, অহঙ্কার-বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি আমি কর্ম্ম
সমূহ করিতেছি ইহা মনে করে ॥ ২৭

হে মহাবাহো! আর সত্যাদি গুণ ও কর্ম্ম হইতে আত্মা
বিভিন্ন এই উভয়ের তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহে
প্রবর্ত্তিত হয়, আমার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই—ইহা অবগত হইয়া
আসক্ত হন না ॥ ২৮

প্রকৃতির সত্যাদিগুণের দ্বারা বিমূঢ় ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ে এবং
শ্রবণাদি কর্ম্মে আসক্ত হয়—সেই অসম্যগ্‌দর্শিগণকে সর্ব্বজ্ঞ
বিচলিত করিবেন না ॥ ২৯

ময়ি সর্বাণি কর্ম্মাণি সংশ্রুত্যাধ্যাত্মচেতসা ।

নিরাশীর্নির্মমো ভূষা যুধ্যস্ব বিগতজ্বর: ॥ ৩০

যে মে মতমিদং নিত্যমনুষ্ঠিত্তি মানবা: ।

শ্রদ্ধাবন্তোহনশ্রয়ন্তো মুচ্যন্তে তেহপি কর্ম্মভি: ॥ ৩১

যে হেতদভ্যাস্রয়ন্তো নানুষ্ঠিত্তি মে মতম্ ।

সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতস: ॥ ৩২

সন্তো গুণেষু ইন্দ্রিয়েষু তৎকর্ম্মসু চ সজ্জন্তে, বয়ং কর্ম্ম
কর্ম্ম ইতি, তান্ অকৃৎস্নবিদো মন্দমতীন কৃৎস্নবিৎ
সর্ব্বজ্ঞো ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯

টীকা—তদেবং তত্ত্ববিদাপি কর্ম্ম কর্তব্যং, তন্ত নাট্যাপি
তত্ত্ববিৎ, অত: কর্ম্মেব কুর্বিত্যাহ—ময়ীতি । সর্বাণি
কর্ম্মাণি ময়ি সম্যস্তু সমর্প্য অধ্যাত্মচেতসা অন্তর্ধ্যাত্ম-
ধীনোহহং কর্ম্ম করোমীতি দৃষ্ট্যা নিরাশীর্নির্মমোহতএব
মৎফলসাধনং মদর্থমিদং কর্ম্মেত্যেবং মমতাশূন্যচ ভূষা
বিগতজ্বরস্ত্যক্তশোকশচ ভূষা যুধ্যস্ব ॥ ৩০

টীকা—এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে গুণমাহ—যে মে মতমিতি ।
মদ্বাকো শ্রদ্ধাবন্তোহনশ্রয়ন্তো ভূষাত্মকে কর্ম্মাণি
প্রবর্ত্তয়তীতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্তুচ । যে মে মদীয়মিদং
মতমনুষ্ঠিত্তি, তেহপি শনৈ: কর্ম্ম কুর্বাণা: সমাগ
জ্ঞানিবৎ কর্ম্মভিমুচ্যন্তে ॥ ৩১

টীকা—বিপক্ষে দোষমাহ—যে হেতদিতি । যে তু
মে মতমীশ্বরার্থং কর্ম্ম কর্তব্যমিত্যনুশাসনমভ্যাস্রয়ন্তো
দ্বিষন্তো নানুষ্ঠিত্তি, তান্ অচেতসো বিবেকশূন্যান্ অতএব

লৌকিক বৈদিক আদি কর্ম্মসমূহ আমাতে সমর্পণ পূরক,
আমি স্বাধীন নহি, অন্তর্ধ্যাত্মীর অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি,
এইরূপ দৃষ্টিসহায়ে নিকাম মমতাশূন্য হইয়া শোক পরিত্যাগপূরক
যুক্ত কর ॥ ৩০

বিশ্বাসী শ্রদ্ধাবান্ আমায় ভূষাত্মক কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছে
এরূপ দোষদৃষ্টি-বিরহিত যে মনুজসকল আমার পূরককথিত মত
নিত্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও কর্ম্মসকল হইতে কর্ম্মকারী
জ্ঞানীর জ্ঞায় মুক্ত হন ॥ ৩১

কিন্তু যাহারা আমার এই মতে দোষারোপ করত উহা
অনুষ্ঠান করে না, অবিবেকী নিখিল কর্ম্ম ও ব্রহ্ম বিষয়ে বিমূঢ় সেই
ব্যক্তিদ্বিগকে নাশপ্রাপ্ত বলিয়া জানিবে ॥ ৩২

সদৃশং চেষ্টতে স্বম্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি ।

প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩

ইন্দ্রিয়স্যেन्द्रিয়সার্থে রাগ-দ্বेषৌ ব্যাবস্থিতৌ ।

তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হস্য পরিপস্থিনৌ ॥ ৩৪

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিপ্লবঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

সর্বস্মিন্ কৰ্ম্মণি ব্রহ্মবিষয়ে চ যজ্ঞজ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ান্
নষ্টান্ বিদ্ধি ॥ ৩২

টীকা—নহু তর্হি মহাকলঙ্কাদিঙ্গিয়াণি নিগৃহ্য
নিষ্কামাঃ সন্তঃ সর্বৈহপি স্বধর্মমেব কিং নানুভিষ্ঠন্তি
তত্রাহ—সদৃশমিতি । প্রকৃতিঃ প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারাধীন-
স্বভাবঃ স্বস্তাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশমহু-
রূপমেব গুণদোষজ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুনর্বক্তব্য-
মজ্ঞশ্চেষ্টত ইতি, তস্মাদ্ভূতানি সর্বৈহপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং
যাস্তি অনুবর্তন্তে, এবং সতীন্দ্রিয়নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি
প্রকৃতেৰ্ভলীয়স্তাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩

টীকা—নহেবং প্রকৃত্যধানৈব চেৎ পুরুষস্য
প্রবৃত্তিস্তর্হি বিশিনিবেশশাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ
—ইন্দ্রিয়স্যেতি । ইন্দ্রিয়স্যেन्द्रিয়স্যেতি বীপস্যা প্রত্যেকং
সর্বৈষামিঙ্গিয়াণাং প্রত্যেকমিত্যুক্তম্ । অর্থে স্ববিষয়ে
অনুকূলে রাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষশ্চ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ
ব্যাবস্থিতৌ অবশ্যস্তাবিনৌ, ততশ্চ তদনুরূপা প্রবৃত্তিরিতি
ভূতানাং প্রকৃতিঃ, তথাপি তয়োর্বশবন্তী ন ভবেদिति
শাস্ত্রেণ নিয়ম্যতে । হি যস্মাদস্য মুমুক্শোস্তৌ পরিপস্থিনৌ
প্রতিপক্ষৌ । অয়ং ভাবঃ—বিষয়স্মরণাদিনা রাগদ্বেষা-
বুৎপাদ্য অনবহিতং পুরুষমনর্থেহপি গন্তীরে শ্রোতসীব
প্রকৃতিৰ্ভলাৎ প্রবর্তয়তি, শাস্ত্রং তু ততঃ প্রাগেব বিষয়েষু

জ্ঞানবান্ও আপনার প্রকৃতির বা প্রাচীন কর্ম্মসংস্কারের অধীন
স্বভাবের অনুরূপ কার্য করেন, যেহেতু প্রাণিগণ স্বকীয় স্বভাব
অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান-তৎপর হয়, এইজন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ
করিবে ॥ ৩৩

সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের স্ব-অনুরূপ শব্দাদি বিষয়সমূহে অহুরাগ
ও দ্বেষ অবজ্ঞাতাবী, তথাপি সেই রাগদ্বেষের বশ্যতাপন্ন হইবে না,
কারণ মুমুক্ ব্যক্তির রাগদ্বেষ প্রতিপক্ষ ॥ ৩৪

অতি উত্তমরূপে অহুষ্টিত পরধর্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দোষযুক্তও

অর্জুন উবাচ ।

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ ।

অনিচ্ছন্নপি বাঞ্ছ্যে বলাদেব নিষোদ্ধিতঃ ॥ ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপা নিদ্রানমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭

রাগদ্বেষপ্রতিবন্ধকে পরমেশ্বরভজনাদৌ প্রবর্তয়তি ।
ততশ্চ গন্তীরশ্রোতঃপাতাৎ পূর্বমেব নাবমাশ্রিত ইব
নানর্থং প্রাপ্নোতীতি ॥ ৩৪

তদেবং স্বাভাবিকীং পশাদিসদৃশীং প্রকৃতিং ত্যক্ত্বা
স্বধর্মে প্রবর্তিতব্যমিত্যুক্তম্ । তর্হি স্বধর্মস্য যুদ্ধাদেহুঃ-
রূপস্য যথাবৎ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্মস্য চাহিংসাদে-
শু করত্বাদ্ধর্মহাবিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ
শ্রেয়ানিতি । কিঞ্চিদঙ্গহীনোহপি স্বধর্মঃ শ্রেয়ান্
প্রশস্ত্যতঃ । স্বনুষ্ঠিতাৎ সকলাঙ্গসম্পূর্ত্ত্যা কৃতাদপি
পরধর্মাৎ সকাশাৎ । তত্র হেতুঃ,—স্বধর্মে যুদ্ধাদৌ
প্রবর্তমানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং স্বর্গাদিপ্রাপকত্বাৎ,
পরধর্মস্তু স্বস্ত ভয়াবহো নিষিদ্ধেহন নরকপ্রাপকত্বাৎ ॥ ৩৫

টীকা—তয়োর্ন বশমাগচ্ছেদিত্যুক্তং, তদেতদশকাং
মম্বানোহর্জুন উবাচ—অধেতি । বৃক্ষেবংশেহবতীর্ণো
বাঞ্ছ্যঃ, হে বাঞ্ছ্য ! অনর্থরূপং পাপং কর্ত্তুমনিচ্ছন্নপি
কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোহয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি ?
কামক্রোধৌ বিবেকবলেন নিরুদ্ধতোহপি পুরুষস্য পুনঃ
পাপে প্রবৃত্তিদশনাৎ অথোহপি তয়োর্মূলভূতঃ কশ্চিৎ
প্রবর্তকো ভবেদिति সম্ভাবনায়াং প্রশ্নঃ ॥ ৩৬

টীকা—তত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম এষ ক্রোধ
এষ ইত্যাদি । যজ্ঞয়া পৃষ্টো হেতুরেষ কাম এব, নহু
স্বধর্ম শ্রেয়স্কর, যেহেতু স্বধর্মে নিধনও মঙ্গল, কিন্তু পরধর্ম
ভয়জনক ॥ ৩৫

অর্জুন বলিলেন,—হে বৃক্ষকূলভিলক ! পাপ কারতে
অনিচ্ছাকারী এই পুরুষ কাহার দ্বারা প্রেরিত ও বলপূর্বক যেন
নিয়ন্ত্রিত হইয়া পাপানুষ্ঠান করিতে থাকে ॥ ৩৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—এই কাম বা ইষ্টবিষয়ক অভিলাষ,
এই ক্রোধ বা রোষ—অনিষ্ট বিষয়দর্শনাদি-হেতু মনোবিকার,
কামিতার্থ-বিঘাত, জন্ত মনোক্ষোভ, রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন,

ধূমেনাব্রিয়তে বহির্থাদর্শো মলেন চ ।

যথোন্মেনাবৃত্তো গৰ্ভস্তথা তেনেদমাবৃত্তম্ ॥ ৩৮

আবৃত্তং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।

কামঃ পৈণ কোন্তেয় ছ্পূরৈণানলেন চ ॥ ৩৯

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।

ক্রোধোহপি পূৰ্ণং ত্রয়োক্তঃ “ইন্দ্রিয়শ্চোন্দ্রিয়স্থার্থঃ” ইত্যত্র সত্যম্ । নাসৌ ততঃ পৃথক্, কিন্তু ক্রোধোহপ্যেষ কাম এব হি, কেনাচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধাস্থনা পরিণমতে; অতঃ পূৰ্ণং পৃথক্বেনোক্তোহপি ক্রোধঃ কামজ এব ইত্যভি-
প্রায়েণ কামেনৈকীকৃত্যোচ্যতে । রজোগুণাং সমুদ্ভ-
বতীতি তথা, অনেন সত্ত্বক্কা রজসি ক্ষয়ঃ নীতে সতি
কামোহপি ক্ষীয়তে ইতি সূচিতম্ । এনং কামমিহ
মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধি; অয়ঞ্চ বক্ষ্যমাণক্রমেণ হস্তবা
এব, যতো নাসৌ দানেন সন্ধাতুং শক্য ইত্যাহ—মহাশনো
মহৎ অশনং যস্য স ছ্পূর ইত্যর্থঃ, ন চ সান্না সন্ধাতুং
শক্যো যতো মহাপাপা অত্যাগ্রঃ ॥ ৩৭

টীকা - কামস্ত বৈরিণং দর্শয়তি—ধূমেনতি । যথা
ধূমেন সহজেন বহিরাব্রিয়ত আচ্ছাদিতে, যথা বাদর্শো
মলেন আগন্তুকেন, যথা চোন্মেন গৰ্ভবেষ্টেনচক্ষুণা গৰ্ভঃ
সর্বতো নিরুদ্ধাবৃত্তস্তথা প্রকারত্রেয়োগাপি তেন
কামেনাবৃত্তমিদম্ ॥ ৩৮

টীকা—ইদং শব্দনির্দিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিণং স্মৃতিয়তি—
আবৃত্তমিতি । ইদন্ত বিবেকজ্ঞানম্ এতেনাবৃত্তম্; অজ্ঞস্য
খলু-ভোগসময়ে কামঃ সুখহেতুরেব পরিণামে তু বৈরিতাং
প্রতিপত্তিতে, জ্ঞানিনঃ পুনস্তৎকালমপানর্থান্নসন্ধানাদুঃখ-
ছ্পূরীয় ও অত্যন্ত উগ্র—এই কামকে মুক্তিমার্গে অরতি বলিয়া
অবগত হইবে ॥ ৩৭

ধেৰূপ অগ্নি ধূমের দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে, মলের দ্বারা ধেৰূপ দৰ্পণ
আবৃত্ত থাকে, যেমন গৰ্ভ জরায়ুর দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, তজ্জপ সেই
কামের দ্বারা এই বিবেকজ্ঞান আচ্ছাদিত ॥ ৩৮

তে কোন্তেয়! নিত্যরিপু কামরূপ অপূরীয় এই বহির
দ্বারা জ্ঞানিসমূহের জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া আছে ॥ ৩৯

ইন্দ্রিয়গণ, সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন, নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি এই
কামের আশ্রয় স্থান । কাম ইহাদের আশ্রয় করিয়া অবস্থান

এতৈবিমোহয়তোষ জ্ঞানমাবৃত্ত্য দেহিনম্ ॥ ৪০

তস্মাৎ ঈমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতৰ্ভত ।

পাপ্পানং প্রজহি হেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসন্ত পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধে: পরতন্ত সঃ ॥ ৪২

হেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যাঙ্কম্ । কিঞ্চ বিষয়ে:
পূৰ্ণমাণোহপি যো ছ্পূরোহপূৰ্ণমাণস্ত শোকসস্তাপ-
হেতুত্বাদনলতুল্যঃ, অনেন সর্বান্ প্রতি নিত্যবৈরিণ-
মুক্তম্ ॥ ৩৯

টীকা—ইদানীং তস্মাদিষ্ঠানং কথয়ন্ জয়োপায়মাহ—
ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্ । বিষয়দর্শনশ্রবণাদিভিঃ সঙ্কল্পেনাধ্য-
বসায়েন চ কামস্তাবির্ভাবাদিন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চাস্তা-
ধিষ্ঠানমুচ্যতে, এতৈরিন্দ্রিয়াদিভির্দর্শনাদিব্যাপারবস্তুরা-
শ্রয়ভূতৈবিবেকজ্ঞানমাবৃত্ত্য দেহিনং বিমোহয়তি ॥ ৪০

টীকা—যস্মাদেবং তস্মাস্তমিতি । তস্মাদাদৌ বিমোহাৎ
পূৰ্ব্বমেবেন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঞ্চ নিয়ম্য পাপ্পানং পাপ-
রূপমেনং কামং হি স্মৃটং প্রজহি ঘাতয়, যদ্বা প্রজহিহি
পরিত্যজ । জ্ঞানমাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং তয়োর্নাশ-
কম্ । যদ্বা জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্যোপদেশজং, বিজ্ঞানং নিদিধ্যা-
সনজম্ “তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুবীরীত” ইতি
শ্রুতে: ॥ ৪১

টীকা—অথাত্র প্রসঙ্গদ্বয়া চিত্তপ্রণিধানেনেন্দ্রিয়াণি
নিয়ন্তুং শক্যন্তে, তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য
দর্শয়তি—ইন্দ্রিয়াণীতি । ইন্দ্রিয়াণি দেহাদিভ্যো গ্রাহেভ্যঃ
পরাণি শ্রেষ্ঠাশ্রয়ঃ । সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাচ্চ, অতএব
করে বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে । এই কাম ইন্দ্রিয়, মন ও
দ্বারা বিবেকজ্ঞান আচ্ছাদিত করিয়া দেহিগণকে বিমোহিত
করিয়া থাকে ॥ ৪০

হে ভারতপ্রধান! তজ্জপ তুমি সৰ্বপ্রথমে নিখিল ইন্দ্রিয়
নিয়মিত করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান (আত্মজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞান)-বিনাশকারী
সংসারের সকল দুঃখের একমাত্র কারণ পাপ কামকে উত্তমরূপে
সংহার কর; বিন্দুমাত্র কাম থাকিলে বহুপাতোপ অনিবার্য ॥ ৪১

শরীরাত্মি হইতে ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ, মন অখিল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধি মন হইতে প্রধান । যিনি বুদ্ধিও শ্রেষ্ঠ, তিনিই
আত্মা ॥ ৪২

এবং বুদ্ধে: পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাননা ।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং ছুরাসদম্ ॥ ৪৩

তদ্ব্যতিরিক্তমপার্থীত্বজ্ঞং ভবতি । ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ সঙ্কল্লাত্মকং
মনঃ পরং তৎপ্রবর্তকত্বাৎ । মনসস্ত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি: পরা,
নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ সঙ্কল্লত্বাৎ । যন্ত বুদ্ধে: পরত: তৎসাক্ষিহেনা-
বস্থিত: সর্বাস্তর: স আত্মা ; তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি
দেহিশব্দোক্ত আত্মা স ইতি পরামৃশ্ততে ॥ ৪২

টীকা—উপসংহরতি—এবমিতি । বুদ্ধেরেব বিষয়ে-
দ্রিগাদিজ্ঞাতা: কামাদিবিক্রিয়া: । আত্মা তু নিবিকার-
স্তৎসাক্ষীত্যেবং বুদ্ধে: পরমাঙ্গানং বুদ্ধা আত্মনা এবমুতয়া

হে মহাবাহো ! এইরূপ বুদ্ধির অপেক্ষা অতি প্রশস্ত বুদ্ধির
প্রটা আত্মাকে অবগত হইয়া সত্ত্বপ্রধানা বুদ্ধি দ্বারা রজ:প্রধান

ইতি শ্রীমদহমি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রাং সংহিতায়াং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ক যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মযোগনামক তৃতীয় অধ্যায় ।

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং চতুর্থোহধ্যায়ঃ)

[সগুণস্য ভগবত: প্রভাবঃ, নিকামকর্মযোগং যোগযুক্তমহাপুরুষাণামাচারং, মাহাত্ম্যক বর্ণয়তা ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন
বিবিধযজ্ঞানানাং জ্ঞানস্য চ মহিম্নো কথনম্ ।]

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।

বিবস্বান্ননবে প্রাহ মনুরিঙ্কাকবেহব্রবীৎ ॥ ১

চতুর্থোহধ্যায়ঃ

টীকা- -আবির্ভাব-তিরোভাবাবাবিধকর্তৃং স্বয়ং হরি: ।

তত্ত্বপদবিবেকার্থং কর্মযোগং প্রশংসতি ॥

এবং তাবদধ্যায়দ্বয়েন কর্মযোগোপায়ো জ্ঞানযোগো-
পায়শ্চ মোক্ষসাধনত্বেনোক্তস্তমেব ব্রহ্মার্পণাদিগুণবিধানেন
তত্ত্বপদার্থবিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িত্বান্ প্রথমং তাবৎ

অধ্যায় ।

[সগুণ শ্রীভগবানের প্রভাব, নিকাম কর্মযোগ, যোগযুক্ত
মহাপুরুষগণের আচার ও মাহাত্ম্যের বিষয় বর্ণনাকারী ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিবিধযজ্ঞসমূহ এবং জ্ঞানের মহিমাকথন ।]

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বাণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বাণি শ্রীভগবদ্গীতানুপনিষৎসু

ব্রহ্মবিজ্ঞানায়ং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

কর্মযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

শ্রীমহাভারতে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭

নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা আত্মানং মনঃ সংস্তভ্য নিশ্চলং কুত্বা
কামরূপিণং শত্রুং জহি মারয় । ছুরাসদং ছু:খেনাসদনীয়ং
হুর্বিভ্জয়গতিমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩

স্বধর্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধা: ।

তং কৃষ্ণং পরমানন্দং ভোষয়েৎ সর্বকর্মশ্রিভি: ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং

কর্মযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩

মনকে উত্তমরূপে শৃঙ্খিত করত কামরূপ হুর্বিভ্জয়গতি সংসারপ্রদ
মহান্ অরিকে সংহার কর ॥ ৪৩

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ে বিহু: ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্ট: পরম্পর ॥ ২

পরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন স্তবন্ শ্রীভগবানুবাচ—ইমমিতি ত্রিভি: ।
অব্যয়ফলবাদবায়ম্ ইমং যোগং পুরা অহং বিবস্বতে
আদিত্যায় কথিতবান্, স চ স্বপুত্রায় মনবে ব্রাহ্মদেবায়
প্রাহ । স চ মনু: স্বপুত্রায় ইঙ্কাকবেহব্রবীৎ ॥ ১

টীকা—এবমিতি । এবং রাজানশ্চ ত স্বয়শ্চেতি ।

অন্ত্রেহপি রাজর্ষয়ো নিমিপ্রমুখা: স্বপুত্রাদিভিরিঙ্কাকু-

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমি কুবনভাস্কর স্বয়াকে এই
সর্ববিকারশূন্য অক্ষয় যোগ বলিয়াছিলাম । আদিত্য তাঁহার
পুত্র মনুকে ও মনু তাঁহার পুত্র ইঙ্কাকুকে বলিয়াছিলেন ॥ ১

এবমিধ অবিচ্ছিন্ন ধায়াপ্রাপ্ত এই যোগ নিমি প্রভৃতি রাজর্ষি-

স এবায়ং ময়া তেহু যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।
 ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হোতব্ধমম ॥ ৩
 অর্জুন উবাচ ।
 অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।
 কথমেতদ্ বিজানীয়াৎ জ্ঞানদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪
 শ্রীভগবানুবাচ ।
 বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন ।

প্রমুখৈঃ প্রোক্তমিমাং যোগং বিহুজ্জনস্তি স্ম । অদ্যতনানা-
 মজ্ঞানে কারণমাহ—হে পরম্পর ! শক্রতাপন ! স যোগঃ
 কালবশাদিহ লোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নঃ ॥ ২

টীকা—স এবায়ং যোগোহুত
 বিচ্ছিন্নে সম্প্রদায়ে সতি পুনশ্চ ময়া তে তুভ্যমুক্তঃ, যতন্তু
 মম ভক্তোহসি সখা চেতি । অতঃ পরং ময়া নোচ্যতে, হি
 যস্মাৎ এতদ্ব্যক্তং রহস্যম্ ॥ ৩

টীকা—ভগবতো বিবস্বন্তু প্রতি যোগোপদেশাসম্ভবং
 পশ্যমর্জুন উবাচ—অপরমিতি । অপরম্ অর্কচীতীনং তব
 জন্ম, পরং প্রাকালীনং বিবস্বতো জন্ম । তস্মাৎ তবাপু-
 নিকত্বাৎ চিরন্তনায় বিবস্বতে জ্ঞানদৌ যোগং প্রোক্তবা-
 নিতি, এতৎ কথমহং বিজানীয়াৎ জ্ঞাতুং শক্যম্ ॥ ৪

টীকা—ইতি পৃষ্টবস্তুমজ্জুনং রূপান্তরেণোপদিষ্টবানি-
 ত্যভিপ্রায়েণোত্তরং—শ্রীভগবানুবাচ বহুনীতি । মম বহুনি
 জন্মানি তব চ ব্যতীতানি ; তাগ্ৰহং সর্বগাণি বেদ জ্ঞানামি,
 অলুপ্তবিভাশক্তিহাৎ । বস্তু ন বেথ ন বেৎসি অবিভা-
 বৃতত্বাৎ ॥ ৫

গণ অবগত ছিলেন । হে শক্রতাপন ! অধুনা ইহাঙ্গতে সেই
 যোগ কালবশে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে ॥ ২

তুমি আমার সেবক ও সখা একজ্ঞ আমি সেই পুরাতন যোগ
 অগ্ৰ তোমাকেই বলিলাম, যেহেতু ইহা অত্যন্ত গোপনীয় ॥ ৩

অর্জুন বলিলেন,—তোমার জন্ম সূর্যের জন্মের পর,
 আদিভ্যের জন্ম পূর্ব সর্গে, আদিতে তুমি তাহাকে এই যোগ
 বলিয়াছ, এ বিষয় আমি কি প্রকারে অবগত হইব ? ৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পরম্পর অর্জুন ! আমার ও
 তোমার অনেক জন্ম অতিক্রান্ত হইয়াছে । আমি সেই সমস্ত
 জন্ম জ্ঞাত আছি, আর তুমি অবিভাবৃত বলিয়া জান না ॥ ৫

তাগ্ৰহং বেদ সর্বাণি ন তং বেথ পরম্পর ॥ ৫
 অজ্ঞোহপি সন্নব্যয়ান্না ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।
 প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাম্মায়য়া ॥ ৬
 যদা যদা হি ধর্মশ্চ গ্রানির্ভবতি ভারত ।
 অভ্যুত্থানমধর্মশ্চ তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭
 পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
 ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

টীকা—নহু অনাদেস্তুব কুতো জন্ম ? অবিদ্যামিশ্র
 কথং পুনর্জন্ম—যেন বহুনি মে ব্যতীতানি ইত্যুচ্যতে ?
 এবামীশ্বরশ্চ তব পুণ্যপাপবিহীনশ্চ কথং বা জীববজ্জন্মে-
 ত্যত আহ—অজ্ঞোহপৌতি । সত্যমেবং, তথাপি অজ্ঞোহপি
 জন্মশৃণোহপি সন্নহং তথাব্যয়ান্নাপি অনশ্বরস্বভাবোহপি
 সন্, তথা ভূতানাম্ ইশ্বরোহপি কর্মপারতন্ত্র্যরহিতোহপি
 সন্ স্বমায়য়া সম্ভবামি সমাগপ্রচ্যুতজ্ঞানবলবীৰ্য্যাদিশক্ত্যেব
 ভবামি । নহু তথাপি ষোড়শকলাত্মকলিঙ্গদেহশূন্যশ্চ চ
 তব কুতো জন্ম ইত্যাহ উক্তং—স্বাং শুক্লস্বাদ্বিক্রাং
 প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বাকৃত্য বিমুক্তোজ্জিতসম্মুখ্যায় শ্বেচ্ছ্যা-
 বতরামীত্যর্থঃ ॥ ৬

টীকা—কদা সম্ভবমীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদা যদেতি
 গ্রানির্হানিধর্মশ্চ । অধর্মশ্চ অভ্যুত্থানমাধিক্যম্ ॥ ৭

টীকা—কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ — পরিত্রাণায়ৈতি ।
 সাধুনাং স্বধর্মবর্ত্তিনাং রক্ষণায় । দুষ্টঃ কশ্ম কুর্ব্বন্তীতি
 দুষ্কৃতস্তেবাং বধায় চ, এবং ধর্মশ্চ সংস্থাপনার্থায়, সাধুরক্ষ-
 ণেন দুষ্টবধেন চ ধর্মঃ স্থিরীকর্তুং যুগে যুগে তদবসরে

আমি জন্মবিরহিত অবিদ্যারস্বভাব ব্রহ্মাদ শুদ্ধ পঞ্চ
 প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় শুক্লস্বাদ্বিক্র প্রকৃতিকে স্বীকার
 করিয়া আত্মমায়্যাপহারে আবির্ভূত হই ॥ ৬

হে ভারত ! এ সংসারে যে যে সময়ে বর্ণ ও আশ্রম ধর্মের
 হানি হয় ও অধর্মের বৃদ্ধি হয়, সেই সেই সময়ে আমি প্রাদুর্ভূত
 হই ॥ ৭

সন্ন্যাসার্থে অবস্থিত যৎপরায়ণ ভক্তগণের রক্ষার ও দুষ্কৃতকারি-
 সমূহের বিনাশের জন্য এবং উত্তমরূপে বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত
 করিবার নিমিত্ত যুগে যুগে আমি সন্মত হই ॥ ৮

জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেব যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

তাক্ত্বা দেহং পুনৰ্জন্ম নৈতি মামেতি সোহৰ্জুন ॥ ৯

বীতরাগভয়ক্ৰোধা মনুষ্যা মামুপাশ্রিতাঃ ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মন্তাবমাগতাঃ ॥ ১০

যে যথা মাং প্রপজন্তে তাস্ত্বৈব ভজাম্যহম্ ।

সম্ভবামীত্যর্থঃ । ন চৈবং হৃষ্টনিগ্রহং কুৰ্বতোহপি নৈর্গুণ্যঃ
শক্নীয়ম্ । যথাক্তঃ,—“লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং
যথার্থকে । তদেব মহেশস্ত নিয়ন্তুগ্ৰনদোষয়োঃ”
ইতি ॥ ৮

টীকা—এবংবিধানামীশ্বরজন্মকৰ্ম্মণাং জ্ঞানে ফলমাহ—
জন্মেতি । স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম, কৰ্ম্ম চ ধৰ্ম্মপালনরূপং
দিব্যমলৌকিকং তত্ত্বতঃ পরামুগ্রহার্থমেবেতি যো বেত্তি,
স দেহাভিমানং তাক্ত্বা পুনৰ্জন্ম সংসারং ন এতি ন
প্রাপ্নোতি, কিন্তু মামেব প্রাপ্নোতি ॥ ৯

টীকা—কথং জন্মকৰ্ম্মজ্ঞানেন তৎপ্রাপ্তিঃ স্মাদিত্যত
আহ—বীতরাগেতি । অহং শুদ্ধসত্ত্বাবতারৈঃ ধৰ্ম্মপরিপালনং
করোমীতি মদীয়ং পরমকারুণিকং জ্ঞাত্বা বীতা বিগতা
রাগভয়ক্ৰোধা যেভ্যস্তে চিত্তবিক্ষেপাভাবানুশ্রুয়া মদেক-
চিত্তা ভূষা মামেবোপাশ্রিতাঃ সন্তো মৎপ্রসাদলব্ধং যদাত্ম-
জ্ঞানঞ্চ তপশ্চ তৎপরিপাকহেতুঃ সধৰ্ম্মঃ । তয়োদ্বৈন্দ্র-
কবন্তাবঃ । তেন জ্ঞানতপসা পূতাঃ শুদ্ধাঃ নিরস্তাজ্ঞান-
তৎকার্যমলাঃ সন্তো মন্তাবং মংসাযুজ্যং প্রাপ্তা বহবঃ, ন
অধুনৈব প্রবৃত্তোহয়ং মন্তুক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ । তদেব তাস্ত্বহং
বেদ সৰ্ব্বাণাত্যাদিনা বিজ্ঞাহবিজ্ঞোপাধিভ্যাং তৎ পদার্থা-
বীশ্বরজীবো প্রদর্শ্য ঈশ্বরস্ত চাবিজ্ঞাভাবেন নিত্যশুদ্ধা-

হে অৰ্জুন ! যিনি আমার, এবধিখ অপ্রাকৃত জন্ম ও ধৰ্ম্ম-
সংস্থাপন সংরক্ষণ আদি কৰ্ম্ম স্বরূপতঃ অবগত আছেন, তিনি
শরীরত্যাগান্তে পুনৰ্জন্ম আর জন্মগ্রহণ করেন না—আমাকেই
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯

সংসারে অহুরাগ, ভয় ও রোষবিরহিত, মদেকমানস অনেক
মানব আমাকে উত্তমরূপে আশ্রয় করত জ্ঞান ও তপস্তার দ্বারা
নিপাণ ও পরিভুক্ত হইয়া আমার সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন ॥ ১০

ধাৱারা বেক্রপে আমাকে কায়-মন-বাক্যের দ্বারা সেবা করেন
তাঁহাদিগকে আমি সেই প্রকারই অহুগ্রহ করিয়া থাকি । হে

মম বন্ধা হুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্বশঃ ॥ ১১

কাক্ষস্তুঃ কৰ্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ।

ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধিৰ্ভবতি কৰ্মজা ॥ ১২

চাতুৰ্বর্ণ্যং যয়া সৃষ্টং গুণকৰ্মবিভাগশঃ ।

তস্য কৰ্তারমপি মাং বিদ্যাকৰ্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩

জীবন্ত চেশ্বরপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনাঙ্গাননিবৃত্তেঃ শুদ্ধস্ত স্বত-
শ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১০

টীকা—নহু তর্হি কিং য্যাপি বৈষম্যমস্তি, যস্মাদেবং
ভূদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি, নাভ্যোষাং সকামানামি-
ত্যত আহ—যে ইতি । যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া
নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি, তানহং তথৈব তদপেক্ষিত-
ফলদানেন ভজ্যামি অনুগ্রহ্যামি, ন তু সকামা মাং বিহায়
ইন্দ্রাদীনৈব ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যম্ । যতঃ
সৰ্বশঃ সৰ্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বস্ত্র
ভজনমার্গমহুবর্তন্তে ইন্দ্রাদিক্রপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ ॥ ১১

টীকা—তর্হি মোক্ষার্থমেব কিমিতি সৰ্বের ভাং ন
ভজন্তীত্যত আহ—কাক্ষস্তু ইতি । কৰ্মণাং সিদ্ধিং কৰ্ম্ম-
ফলং কাক্ষস্তুঃ প্রায়েণ ইহ মনুষ্যালোকে ইন্দ্রাদিদেবতা
এব যজন্তে, ন তু সাক্ষান্নামেব । হি যস্মাং কৰ্ম্মজা সিদ্ধিঃ
কৰ্ম্মজং ফলং শীঘ্রং ভবতি, ন তু জ্ঞানফলং কৈবল্যং,
দ্রষ্টাপাদ্বাজ্ঞানস্ত ॥ ১২

টীকা—নহু কেচিং সকামতয়া প্রবর্তন্তে কেচিন্নিষ্কাম-
তয়েতি কৰ্ম্মবৈচিত্র্যং তৎকর্তৃগাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনামুক্তমধ্য-
মাদিবৈচিত্র্যং কুৰ্ব্বতস্তন কথং বৈষম্যং নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—
চাতুৰ্বর্ণ্যমিতি । চত্বারো বর্ণা এবতি চাতুৰ্বর্ণ্যম্, স্বার্থে
পার্থ ! যিনি যাহাই করুন না কেন আমারই ভজনমার্গের
অনুবর্তন করিয়া থাকেন ॥ ১১

যেহেতু মনুষ্যালোকে কৰ্ম্মজনিত সিদ্ধি সত্ত্বর হইয়া থাকে
তজ্জন্ত কৰ্ম্মফলাকাজিগণ কৰ্ম্মফল অভিলাষ করত ইহলোকে
ইন্দ্রাদি শীঘ্রফলদাতা দেবগণের অর্চনা করেন ॥ ১২

আমি গুণ এবং কৰ্ম্মের বিভাগ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি চারিটি বর্ণ
স্বজন করিয়াছি । সৃষ্টিব্যাপারে কর্তা হইলেও সৰ্ব্ববিকার-
বিরহিত আমাকে অকর্তাই অবগত হইবে ॥ ১৩

ন মাং কৰ্মাণি লিম্পস্তু ন মে কৰ্মফলে স্পৃহা ।

ইতি মাং যোহভিজ্ঞানাতি কৰ্মভিন্নং স বধ্যতে ॥ ১৪

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কৰ্ম পূৰ্বেৱপি মুমুক্শুভিঃ ।

কুরু কৰ্মৈব তস্মাৎ পূৰ্বে পূৰ্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫

কিং কৰ্ম কিমকৰ্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ ।

শ্রুৎপ্রত্যয়ঃ । অয়মর্থঃ—সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাস্তেযাং শমদমাদীনি কৰ্মাণি, সত্ত্বরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেযাং শৌর্যযুদ্ধাদীনি কৰ্মাণি, রজস্তমঃপ্রধানা বৈশ্যাস্তেযাং কৃষিবাণিজ্যাদীনি কৰ্মাণি, তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাস্তেযাং ত্রৈবর্ণিকশুল্কশ্রমাদীনি কৰ্মাণীত্যেবং গুণানাং কৰ্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চাতুৰ্বর্ণ্যং ময়ৈব সৃষ্টমিতি সত্যং, তথাপ্যেবং, তস্ম কৰ্ত্তারমপি ফলতোহকৰ্ত্তারমেব মাং বিদ্ধি, তত্র হেতুরব্যয়ম্, আসক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতং নাশাদি-
রহিতম্ ॥ ১৩

টীকা—তদেব দর্শয়ন্মাহ—ন মামিতি । কৰ্মাণি বিশ্ব সৃষ্টাদীশ্চপি মাং ন লিম্পস্তু আসক্তং ন কুৰ্ব্বস্তু, নির-
হঙ্কারবাদাপ্তকামত্বেন মম কৰ্মফলে স্পৃহাভাবাচ্চ মাং ন লিম্পস্তু ইতি কিং বক্তব্যম্ । যতঃ কৰ্মফলে স্পৃহারাহিত্যেন মাং যোহভিজ্ঞানাতি, সোহপি কৰ্মভিন্নং বধ্যতে, মম নিৰ্লেপকারণং নিরহঙ্কারত্বনিঃস্পৃহাদিকং জানতস্তস্মা-
প্যহঙ্কারাদিশৈথিল্যাৎ ॥ ১৪

টীকা—যে যথা মামিত্যাদি চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ প্রাসঙ্গিক মৌখরশ্চ বৈষম্যং পরিহৃত্য পূৰ্ব্বোক্তমেব কৰ্মযোগং প্রপঞ্চয়িতুমমুস্মারয়তি—এবমিতি । অহঙ্কারাদিরাহি-
ত্যেন কৃতং কৰ্ম বদ্ধকং ন ভবতীত্যেবং জ্ঞাত্বা পূৰ্বে-

সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ প্রভৃতি কৰ্মসকল আমাকে আসক্ত কারণে
পারেনা; কৰ্মফলে আমার অভিলষ নাই, ইহা যিনি জ্ঞাত
আছেন, তিনি কৰ্মের দ্বারা বদ্ধ হন না ॥ ১৪

অহঙ্কার-রহিত হইয়া কৰ্ম করিলে কৰ্ম বন্ধনের কারণ হয় না,
ইহা জানিয়া পূৰ্বতন জনকাদি মুমুক্শুসকলও নিকাম কৰ্ম
করিয়াছেন । যুগান্তরে জনকাদি মুক্তিকামিগণের দ্বারা সত্ত্বত্বের
জন্ত নিকাম কৰ্ম অহুষ্টিত হইয়াছে, অতএব তুমিও প্রথমে কৰ্মই
কর ॥ ১৫

কি কৰ্ম আর কি অকৰ্ম এ বিষয়ে বিবেকীসমূহও মোহিত
হইয়া থাকেন । যাহা অবগত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইবে

তৎ তে কৰ্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ ১৬

কৰ্মণো হপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকৰ্মণঃ ।

অকৰ্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কৰ্মণো গতিঃ ॥ ১৭

কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্যেদকৰ্মণি চ কৰ্ম যঃ ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকৰ্মকৃৎ ॥ ১৮

জনকাদিভিরপি মুমুক্শুভিঃ সত্ত্বশুদ্ধার্থং পূৰ্বতরং যুগান্তরে-
ষপি কৃতং, তস্মাৎ ইমপি প্রথমং কৰ্মৈব কুরু ॥ ১৫

টীকা—তচ্চ তত্ত্ববিদ্বিঃ সহ বিচার্য কৰ্ত্তব্যং ন লোক-
পরম্পরামাত্রেনেত্যাহ—কিং কৰ্মেতি । কিং কৰ্ম ? কীদৃশং
কৰ্মকরণং, কিমকৰ্ম ? কীদৃশং কৰ্মাকরণম্ ? ইত্যশ্মিন্নর্থৈ
বিবেকিনোহপি মোহিতাঃ, অতো যজ্ঞজ্ঞাত্বা যৎ অনুষ্ঠায়
অশুভাৎ সংসারান্মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যসি, তৎ কৰ্মাকৰ্ম
চ তুভ্যমহং প্রবক্ষ্যামি, তৎ শৃণু ॥ ১৬

টীকা—ননু লোকপ্রসিদ্ধমেব কৰ্ম দেহাদিব্যাপার-
ায়কম্, অকৰ্ম চ তদব্যাপারায়কম্, অতঃ কথমুচ্যতে
কবয়োহপ্যত্র মোহং প্রাপ্তা ইতি ; তত্রাহ—কৰ্মণ ইতি ।
কৰ্মণো বিহিতব্যাপারস্তাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তু, ন তু
লোকপ্রসিদ্ধমাত্রমেব । অকৰ্মণোহবিহিতব্যাপারস্তাপি
তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তু, যতঃ কৰ্মণো গতির্গহনা । কৰ্মণ
'ইত্যুপলক্ষণার্থম্, কৰ্মাকৰ্ম বিকৰ্মণাং তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তু
যতো হুৰ্ব্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৭

টীকা—তদেব কৰ্মাদীনাং হুৰ্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়ন্মাহ—
কৰ্মণীতি । পরমেশ্বরাদ্রাধনলক্ষণে কৰ্মণি কৰ্মবিষয়ে
অকৰ্ম কৰ্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেদশ্চ জ্ঞানহেতুত্বেন
বদ্ধকত্বাভাবাৎ ; অকৰ্মণি চ বিহিতাকরণে কৰ্ম যঃ
সেই কৰ্মের কথা তোমায় বলিব ॥ ১৬

শাস্ত্রবিহিত কৰ্মেরও জাতব্য তত্ত্ব আছে, আর নিষিদ্ধ
ব্যাপারেরও জাতব্য তত্ত্ব আছে, আর কৰ্ম না করিয়া তুষ্ণীভাবে
অবস্থানেরও জাতব্য তত্ত্ব আছে, যেহেতু কৰ্মের গতি
তুষ্ণীজ্ঞেয়া ॥ ১৭

যিনি ঈশ্বর আরাধনার জন্ত কৃতকৰ্মে “ইহা কৰ্ম নয়” অর্থাৎ
ইহার দ্বারা কৰ্মবন্ধন হয় না এরূপ দেখেন আর বিহিত কৰ্মের
অকরণে প্রত্যাঘাতহেতু তাহা কৰ্ম বলিয়া দেখিয়া থাকেন, তিনি
কৰ্মকারী মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনি যোগী, তিনি নিষিদ্ধ
কৰ্মকারী ॥ ১৮

যশ্চ সৰ্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ ।

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯

তাত্ত্বা কৰ্মফলাসংগং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ

কৰ্মণাভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিং কৰোতি সঃ ॥ ২০

পশ্চেৎ, তস্মৈ প্রত্যাবায়োংপাদকঙ্কেন বন্ধহেতুত্বাৎ ; মনুষ্যেষু
কৰ্ম কুৰ্ব্বাণেষু স বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিমহাচ্ছেষ্টঃ ।
তং প্রস্তোতি, স যুক্তো যোগী, তেন কৰ্মণা জ্ঞানযোগা-
বাণ্ডেঃ ; স এব কৃৎস্নকৰ্মকৰ্ত্তা চ ; সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতো-
দকস্থানীয়ে চ তস্মিন্ কৰ্মণি সৰ্বকৰ্মফলানামস্তভূতত্বাৎ ।
তদেবমাকরুক্ষোঃ কৰ্মযোগাধিকারাবস্থায়াঃ “ন কৰ্মণাম-
নারম্ভাৎ” ইত্যাদিনোক্ত এবং কৰ্মযোগঃ স্পষ্টীকৃতস্তৎ-
প্রপঞ্চরূপছাচ্চাত্ম প্রকরণশ্চ ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ, অনেনৈব
যোগারূঢ়াবস্থায়াং “যস্তাশ্রয়তিরেব স্যাৎ” ইত্যাদিনা যঃ
কৰ্মানুপযোগ উক্তস্তস্যাপ্যার্থাৎ প্রপঞ্চকৃতো বেদিতব্যঃ ;
যদাকরুক্ষোরপি কৰ্ম বন্ধকং ন ভবতি, তদারূঢ়স্য কৃতো
বন্ধকং স্যাদিত্যত্রাপি শ্লোকো যুক্ত্যতে । যদা কৰ্মণি
দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে বর্তমানেন্ধ্যাত্মনো দেহাব্যতিরেক-
কানুভবেন অকৰ্ম স্বাভাবিকং নৈকৰ্ম্যমেব যঃ পশ্চেৎ, তথা
অকৰ্মণি চ জ্ঞানরহিতে দুঃখবুধ্য কৰ্মণাং ত্যাগে কৰ্ম যঃ
পশ্চেৎ, তস্য প্রতিবন্ধকঙ্কেন মিথ্যাচারত্বাৎ । তদ্বক্তং
“কৰ্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য” ইত্যাদিনা । য এবম্ভূতঃ স তু
সৰ্বেষু মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ, তত্র হেতু যতঃ কৃৎস্নানি
সৰ্বাণি যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তানি আহাৰাদীনী কৰ্মাণি কুৰ্ব্বন্নপি
স যুক্ত এব অকৰ্ত্তৃত্বজ্ঞানেন সমাধিস্থ এবৈতার্থঃ ।
অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বভাবাদাপন্নং কলঞ্জভক্ষণাদিকং ন
দোষায়, অজ্ঞস্য তু রাগতঃ কৃতং দোষায়েতি বিকৰ্মণো-
হপি তদ্বৎ নিরূপিতং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৮

ঐহার লৌকিক বৈদিক অখিল কৰ্ম কামনা ও সঙ্কল্পশূন্য,
জ্ঞানায়িত্ত্ব দ্বারা দগ্ধকৰ্ম্ম। ঐহাকে বিদ্বান্গণ পণ্ডিত বলিয়া
ধাকেন ॥ ১৯

তিনি কৰ্ম্ম এবং তাহার ফলে অহরহ পৰিত্যাগ পূৰ্ব্বক
আত্মানন্দে পূৰ্ণকাম যোগক্ষেমের জন্ত আশ্রয়ণীয়বিবাহিত হইয়া
স্বাভাবিক অথবা শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন

নিরাশীৰ্যতচিত্তাত্মা তাত্ত্বসর্বপরিগ্রহঃ ।

শারীরং কেবলং কৰ্ম কুৰ্ব্বন্নাপ্নোতি কিঞ্চিৎ ॥ ১১

যদৃচ্ছালাভসম্ভট্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ ।

সমঃ সিদ্ধাবসিকৌ চ কৃৎস্নাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২

টীকা—কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্চেদিত্যনেন ঐত্যর্থার্থা-
পত্তিভ্যাং যতুক্তমর্থদ্বয়ং, তদেব স্পষ্টয়তি—যস্যোতি
পঞ্চভিঃ । সমাগারভাস্ত ইতি সমারম্ভাঃ কৰ্মাণি, কামাত
ইতি কামঃ ফলং, তৎসঙ্কল্লেন বর্জিতা যস্য ভবন্তি, তং
পণ্ডিতমাহঃ, তত্র হেতুঃ । যতঃ সমারম্ভেঃ শুদ্ধচিত্তে সতি
জ্ঞাতেন জ্ঞানায়িনা দগ্ধানি অকৰ্মতাং নীতানি কৰ্মাণি
যস্য তম্ ; আকৃঢ়াবস্থায়াং তু কামঃ ফলহেতুবিষয়ঃ,
তদর্থমিদং কৰ্ত্তব্যমিতি কৰ্মবিষয়ঃ সঙ্কল্পস্তাভ্যাং বর্জিতঃ ।
শেষং স্পষ্টম্ ॥ ১৯

টীকা—কিঞ্চ ত্যক্তেহপি । কৰ্মণি তৎফলে চাসক্তিং
তাত্ত্বা নিত্যেন নিত্যানন্দেন তৃপ্তঃ, অতএব যোগক্ষেমার্থ-
মাশ্রয়ণীয়রহিতঃ, এবম্ভূতো যঃ স স্বাভাবিকে বিহিতে
বা কৰ্মণি অভিতঃ প্রবৃত্তোহপি কিঞ্চিদপি নৈব কৰোতি,
তস্য কৰ্ম অকৰ্মতামাপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২০

টীকা—কিঞ্চ নিরাশীরতি । নির্গতা আশিষঃ কামনা
যস্মাৎ, যতং নিয়তং চিত্তমাত্মা শরীরঞ্চ যশ্চ, তাত্ত্বাঃ সৰ্ব্ব
পরিগ্রহ যেন সঃ, শারীরং শরীরমাত্রনির্বর্ত্ত্য কৰ্ত্তব্যভি-
নিবেশরহিতং কৰ্ম কুৰ্ব্বন্নপি কিঞ্চিৎ বন্ধনং ন প্রাপ্নোতি,
যোগারূঢ়পক্ষে শরীরনির্ব্বাহমাত্রোপযোগি স্বাভাবিকং
ভিক্ষাটনাদি কৰ্ম কুৰ্ব্বন্নপি কিঞ্চিৎ বিহিতাকরণনিমিত্ত-
দোষং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২১

টীকা—কিঞ্চ যদৃচ্ছালাভেতি । অপ্রার্থিতোপস্থিতো
লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সম্ভট্টঃ, দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীন-

না—ঐহার অহুষ্ঠিত কৰ্ম্ম অকৰ্ম্ম হইয়া যায় ॥ ২০

নিষ্কাম, শরীর ও চিত্তসংযমকারী, সমস্ত পরিগ্রহ-পৰিত্যাগী
শরীরনির্ব্বাহের মাত্র উপযোগী কৰ্ম্ম করিয়া পাপগ্রস্ত হন না ॥ ২১

অপ্রার্থিত-লাভে পূৰ্ণকাম, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসমূহে অবিশেষচিত্ত,
অবিবাহিত, কৰ্ম্মের সফলতায় বিফলতায় হৃদবিবাদবিহীন যোগী
কৰ্ম্ম করিয়াও বন্ধ হন না ॥ ২২

গতসঙ্গস্ত মুক্তস্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।
 যজ্ঞায়াচরতঃ কৰ্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩
 ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণ হুতম্ ।
 ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্মসমাধিনা ॥ ২৪
 দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পৰ্য্যাপাসতে ।

অতোহতিক্রান্তস্তৎসহনশীল ইত্যর্থঃ, বিমৎসরো নিকৈবরঃ, যদৃচ্ছালাভস্থাপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমো হর্ষবিষাদরহিতঃ, যঃ এবমুভূতঃ স পূর্বোত্তরভূমিকয়োর্থযথং বিহিতং স্বাভাবিকং বা কৰ্ম কৃৎষাপি বন্ধং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২২

টীকা—কিঞ্চ গতেতি । গতসঙ্গস্ত নিষ্কামস্ত রাগ-দেবাদিভিমুক্তস্ত, জ্ঞানেহবস্থিতং চেতো যস্ত, যজ্ঞায় পরমেশ্বরারাধনার্থং কৰ্ম আচরতঃ সতঃ সমগ্রং সবাসনং কৰ্ম প্রবিলীয়তে অকৰ্মভাবমাপত্ততে । আকুটযোগপক্ষে যজ্ঞায়েতি যজ্ঞরক্ষণার্থং লোকসংগ্রহার্থমেব কৰ্ম কুৰ্ব্বত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩

টীকা—তদেবং পরমেশ্বরারাধনলক্ষণং কৰ্ম জ্ঞানেহতু-
 য়েণ বন্ধকর্ত্তাবাদকর্মৈব । আকুটবস্থায়াম্ অকৰ্মাজ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ স্বাভাবিকমপি কৰ্ম অকর্মৈবেতি “কৰ্মণাকৰ্ম যঃ পশ্যেৎ” ইত্যেনেনোক্তঃ কৰ্মপ্রবিলয়ঃ প্রপঞ্চিতঃ । ইদানীং কৰ্মণি তদঙ্গেষু চ ব্রহ্মৈবাত্মসূত্যাং পশ্যতঃ কৰ্মপ্রবিলয়মাহ—ব্রহ্মার্পণমিতি । অর্পাতেহেনেনেত্যর্পণং স্রবাদি তদপি, ব্রহ্মৈব, অর্পমাণং হবিরপি যুতাদিকং ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মৈবাগ্নি-
 স্তস্মিন্ ব্রহ্মণা কৰ্ত্তা হুতং হোমোহগ্নিস্চ কৰ্ত্তা চ ক্রিয়া ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ । এবং ব্রহ্মণ্যেব কৰ্মাত্মকে সমাধিস্চিষ্টে-
 কাগ্রাং যস্ত তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্যং, ন তু ফলাস্তুর-
 মিত্যর্থঃ ॥ ২৪

কামনাশূন্য, অহুরাগ দেষ প্রভৃতি-রহিত, সতত জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত যোগীর পরমেশ্বরের আরাধনার জন্ত কৰ্ম আচরণ করিলেও সমস্ত কৰ্ম অকৰ্মভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩

স্রবাদি (হাতা) ব্রহ্ম, হবনীয় যুতাদি ব্রহ্ম, অনল ব্রহ্ম এবং যিনি হোমকর্ত্তা তিনিও ব্রহ্ম—এইরূপ কৰ্মাত্মক ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত

কর ॥ ১ হোমকারী সেই ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৪

কি কৰ্ম অপর কৰ্মযোগীসমূহ ইজ্ঞ বরুণ প্রভৃতির প্রাণনজনক যজ্ঞই থাকেন । যত আচরণ করেন । অজ্ঞ জ্ঞানযোগিগণ ব্রহ্মরূপ

পূর্ণ ব্রহ্মহবি ইত্যাদি প্রকারে যজ্ঞাদি নিখিল কৰ্ম

ব্রহ্মাণ্যাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যগ্নৌ সংযমাগ্নিস্থ জুহ্বতি ।

শব্দাদীন বিষয়ানগ্না ইন্দ্রিয়াগ্নিস্থ জুহ্বতি ॥ ২৬

সর্বাণীন্দ্রিয়কৰ্মাণি প্রাণকৰ্মাণি চাপরে ।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭

টীকা—এতদেব যজ্ঞত্বেন সম্পদিতং সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন-
 লক্ষণং জ্ঞানং সর্বযজ্ঞোপায়প্রাপ্যত্বাৎ সর্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠ-
 মিতোবাং স্তোতুমধিকারিভেদেন জ্ঞানোপায়ভূতান্ বহুন্
 যজ্ঞানাঙ্ক—দৈবমিত্যাদিভিরষ্টভিঃ । দেবা ইন্দ্রবরুণাদয়
 ইজ্যন্তে যস্মিন্ । এবকারেণেন্দ্রাদিস্থ ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যাং
 দর্শিতম্ । তং দৈবমেব যজ্ঞমপরে কৰ্মযোগিনঃ
 পৰ্য্যাপাসতে শ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্তি । অপরে তু জ্ঞান-
 যোগিনো ব্রহ্মরূপেণাগ্নৌ যজ্ঞেনৈবোপায়েন ব্রহ্মার্পণ-
 মিত্যাভ্যুক্তপ্রকারেণ যজ্ঞমুপজুহ্বতি যজ্ঞাদিসর্বকৰ্মণি
 প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ, সোহয়ং জ্ঞানযজ্ঞঃ ॥ ২৫

টীকা—শ্রোত্রাদীনীতি । অগ্নৌ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণস্তত্ত-
 দীন্দ্রিয়সংযমরূপেষুগ্নিস্থ শ্রোত্রাদীনী জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি ।
 ইন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য সংযমপ্রদানাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ; ইন্দ্রিয়াণো-
 বাগ্নয়ন্তেষু শব্দাদীনগ্নৌ গৃহস্থা জুহ্বতি বিষয়ান্ । বিষয়-
 ভোগসময়েহপ্যনাসক্তাঃ সন্তোহগ্নিত্বেন ভাবিতেষু
 ইন্দ্রিয়েষু হবিস্টে ন ভাবিতান্ শব্দাদীন প্রাক্ষিপন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬

টীকা - কিঞ্চ সর্বাণীতি । অপরে ধ্যাননিষ্ঠা বুদ্ধী-
 ন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনীং কৰ্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনী, কৰ্ম্মে-
 ন্দ্রিয়াণাং বাকৃপাণাদীনীং কৰ্মাণি বচনোপাদানাদীনী চ,
 প্রাণানাঞ্চ দশানাং কৰ্মাণি প্রাণস্ত বহির্গমনম্ অপানস্তা-
 প্রবিলাপিত করেন ॥ ২৫

আমরণ গুরুগৃহবাসী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ সংযম অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ আর্হতি দেন, গৃহস্থগণ শব্দাদি বিষয়সমূহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-অগ্নিতে হোম করেন ॥ ২৬

অপর ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ জ্ঞানেন্দ্রিয়কলের শ্রবণাদি কৰ্ম-
 সমূহ, কৰ্ম্মেজ্ঞিয়—বাকৃ পাণি পাণাদি ইন্দ্রিয়ের কৰ্ম বচন প্রদান
 আদান প্রভৃতি প্রাণাদি দশ বায়ুর কৰ্মসমূহ ধ্যেয় বিষয় দ্বারা
 উত্তমরূপে বিদিত হইয়া তাহাতে মনঃসংযমপূর্বক সেই সমস্ত কৰ্ম
 হইতে উপরত হন ॥ ২৭

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্থাপরে ।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে

প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯

ধোনয়নম্ । ব্যানশ্চ ব্যানয়নাকুক্ষনপ্রসারণাদি, সমানশ্চা-
শিতপীতাদীনাং সমুন্নয়নম্ । উদানশ্চ উদ্ধনয়নম্ । “উদগারে
নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম উন্নীলনে শ্বতঃ । ককরঃ ক্ষুতকৃজ্-
জ্ঞেয়ো দেবদন্তো বিজ্ঞপ্তগে । ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব-
ব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ” ইত্যেবং রূপাণি জুহ্বতি । ক আত্মনি
সংযমো ধ্যানৈকাগ্রাম্ স এব যোগঃ, স এবাগ্নিস্তস্মিন
জ্ঞানেন ধোয়বিষয়েণ দীপিতে প্রজ্জ্বলিতে ধোয়ঃ সমাগ-
জ্ঞাত্বা তস্মিন্মনঃ সংযম্য তানি সর্বাণি কশ্মাণি উপরময়ন্তী-
ত্যর্থঃ ॥ ২৭

টীকা—কিঞ্চ দ্রব্যযজ্ঞা ইত্যাদি । দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো
যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ । কুচ্ছচান্দ্রায়ণাদি তপ এব যজ্ঞো
যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ । যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ
সমার্ধঃ স এব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ । স্বাধ্যায়েন
বেদেন শ্রবণমননাদিনা যদুদর্থজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং
তে । যদ্বা বেদপাঠযজ্ঞাস্তদর্থজ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি দ্বিবিধা
যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ সম্যক্ শিতং নিশিতং তীক্ষ্ণকৃতং
ব্রতং যেষাং তে ॥ ২৮

টীকা—কিঞ্চ অপানে ইতি । অপানেহধোবৃত্তৌ
প্রাণমূর্দ্ধবৃত্তিঃ পূরকেণ জুহ্বতি । পূরককালে প্রাণম-
পানেনৈকীকুর্ষ্বন্তি তথা কুন্তকেন প্রাণাপানয়োরাুদ্ধা-
ধোগতী রুদ্ধা রেচককালেহপানং প্রাণে জুহ্বতি । এবং
পূরককুন্তকরেচকৈঃ প্রাণায়ামপরায়ণা অপর ইত্যর্থঃ ।
কিঞ্চ অপরে ইতি । অপরে আহারসঙ্কোচনমভ্যাস্ততঃ

কেহ কেহ দ্রব্যদানরূপ, কেহ কেহ তপোরূপ, কেহ কেহ
যোগরূপ, কেহ কেহ স্বাধ্যায়রূপ এবং দৃঢ়ব্রত যতিদিগের কেহ
কেহ জ্ঞানরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন ॥ ২৮

অস্ত্র প্রাণায়ামপরায়ণ হঠযোগিগণ অধোগমনশীল আপান
বায়ুতে উর্দ্ধগমনশীল প্রাণবায়ুকে আহতি দেন অর্থাৎ পূরক
করেন । অনন্তর প্রাণ ও আপানের গতি রোধ করিয়া কুন্তক
করেন, পরে আপানকে প্রাণে আহতি দেন অর্থাৎ রেচক করেন ।
হঠযোগিগণ এরূপ পূরক কুন্তক রেচক প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণ-

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ।

সর্বৈহপোত্যেত যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥ ৩০

যজ্ঞশিষ্টীমৃতভূজো যাস্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

নায়াং লোকাহন্ত্যযজ্ঞস্ত কুতোহিহ্মঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১

স্বয়মেব জীযামাণেহিহ্মিয়েষু তত্তদিস্মিয়বৃত্তিলয়ং হোমং
ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ, যদ্বা “অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং
তথাপরে” ইত্যনেন পূরকরেচকয়োরাবর্তমানয়োহঁসঃ
সোহহমিত্যনুলোমতঃ প্রতিলোমতশ্চাভিব্যজ্যমানো-
হজ্ঞপামস্ত্রেণ তত্পদার্থকাং ব্যতীহারেণ ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ ।
তত্শুক্তং যোগশাস্ত্রে, “সকারণে বহির্ঘাতি হকারণে বিশেষ
পুনঃ । প্রাণস্তত্র স এবাহং হংস ইত্যনুচিন্তয়েৎ ॥”
ইতি । প্রাণাপানগতী রুদ্ধেত্যনেন শ্লোকেন প্রাণায়াম-
যজ্ঞা অপরৈঃ কথ্যাস্তে । তত্রায়মর্থঃ,—“দ্বৌ ভাগৌ
পূরয়েদনৈর্জ্জ্বলেনৈকং প্রপূরয়েৎ । মারুতশ্চ প্রচারার্থঃ
চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥” ইত্যেবমাদিবচনোক্তৌ নিয়ত-
আহারো যেষাং তে । কুন্তকেন প্রাণাপানগতী রুদ্ধা
প্রাণসংযমনপরায়ণাঃ সন্তুঃ প্রাণানিস্মিয়াণি প্রাণেষু
জুহ্বতি ; কুন্তকেন হি সর্বৈ প্রাণা একীভবন্তি, তত্রৈব
লীযমানেহিহ্মিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ । তত্শুক্তং
যোগশাস্ত্রে—“যথা যথা সদাভ্যাসান্মনসঃ স্থিরতা তবেৎ ।
বায়ুবাঙ্ককায়দৃষ্টীনাং স্থিরতা চ তথা তথা ॥” ইতি ॥ ২৯

টীকা—তদেবমুক্তানাম্ দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ—
সর্বৈহপোত্যেত ইতি । যজ্ঞান্ বিন্ধন্তি লভন্ত ইতি যজ্ঞবিদো
যজ্ঞা ইতি বা, যজ্ঞৈঃ ক্ষপিতং নাশিতং কল্মষং যৈঃ তে ॥
যজ্ঞশিষ্টীতি । যজ্ঞান্ কৃৎষাবশিষ্টকালেহনিষিদ্ধমন্নমৃভরূপং
ভূজত ইতি তথা তে সনাতনং নিত্যং ব্রহ্ম জ্ঞানদ্বারেণ
বায়ুকে জঘ্ন করত কেবলীকুন্তকে স্থিতিলাভ করিয়া থাকেন ।
অপর সংযমী যোগিগণ আহারসঙ্কোচ অভ্যাস করত স্বয়ং জীযা-
মাণ ইন্দ্রিয়সমূহে সেই সেই ইন্দ্রিয়বৃত্তির লয়রূপ হোম ভাবনা
করেন ॥ ২৯

ইহার। সকলেই যজ্ঞনিপুণ, যজ্ঞের দ্বারা পাপক্ষয় করত যজ্ঞে
অবশিষ্ট অমৃত ভোজনপূর্বক নিত্যসিদ্ধ পুরাতন ব্রহ্মকে লাভ
করেন । হে কুরুপ্রবীর! যে ব্যক্তি কোনরূপ যজ্ঞ করে না
তাহার পরলোক তো দূরের কথা ইহলোকেই কোনরূপ
শ্রেয়োলাভ হয় না ॥ ৩০-৩১

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বান্বেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষাসে ॥ ৩২
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩
তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

প্রাপ্নু বস্তি । তদকরণে দোষমাহ—নায়মিতি । অয়মল্প-
শ্লথোহপি মনুষ্যলোকোহযজ্ঞস্য যজ্ঞানুষ্ঠানরহিতসা নাস্তি,
কুতোহন্যো বহুশ্লথঃ পরলোকঃ? অতো যজ্ঞাঃ সর্বথা
কর্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩০।৩১

টীকা—জ্ঞানযজ্ঞঃ স্তোতুমুক্তান্ যজ্ঞানুপসংহরতি—
এবং বহুবিধা ইতি । ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে বিততা বেদেন
সাক্ষাদ্বিহিতা ইত্যর্থঃ । তথাপি তান্ সর্বান্ বাঙ্মনঃকায়-
কর্মজ্ঞানিতানাশ্বরূপসংস্পর্শরহিতান্ বিদ্ধি জানীহি ।
আত্মনঃ কর্মণোগোচরত্বাৎ, এবং জ্ঞাত্বা জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্
সংসারাদ্ বিমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩২

টীকা—কর্মযজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞস্ত শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—
শ্রেয়ানিতি । দ্রব্যময়াদন্যব্যাপারজ্ঞানাদৈবাদিয়জ্ঞাজ্-
জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ । যতপি জ্ঞানযজ্ঞস্যাপি মনোব্যা-
পারাধীনত্বমন্ত্যেব, তথাপ্যাত্মস্বরূপস্য জ্ঞানস্য পরিণামে
অভিব্যক্তিমাত্রং ন তজ্জ্ঞানমিতি দ্রব্যময়াদ্বিশেষঃ,
শ্রেষ্ঠত্বে হেতুমাহ—সর্বং কর্মাখিলং ফলসহিতং জ্ঞানে
পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ । “সর্বং তদভিসমেতি যৎ
কিঞ্চিৎ প্রজ্ঞা সাধু কুর্বস্তু” ইতি শ্রুতে: ॥ ৩৩

বেদে এইরূপ বহু যজ্ঞের কথা বর্ণিত হইয়াছে । সেই
বেদোক্ত কর্মসকলকে কর্মজ্ঞাত জানিবে । এইরূপ অবগত হইয়া
অর্থাৎ বাক্য মন শরীর-সমূহ কর্মসকলের সহিত আত্মার কোন
সংস্পর্শ নাই, ইহাদের দ্বারা সাক্ষাৎ আত্মাভেদের সম্ভাবনা নাই ;
তবে নিষ্কামভাবে অহুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধি প্রদান করত জ্ঞান-
লাভের যোগ্য করে, এইরূপ, জানিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া সংসার
হইতে বিমুক্ত হইবে ॥ ৩২

হে শক্রতাপন! দ্রব্যময় যজ্ঞসমূহ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ অতি
প্রশস্ত; হে পার্থ! যেহেতু সমস্ত কর্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত হয়
অর্থাৎ সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, জ্ঞানেই সমস্ত কর্মের
উত্তমরূপে অবসান হয় ॥ ৩৩

উপদেক্ষ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪
যজ্ঞজ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাত্তসি পাণ্ডব ।
যেন ভূতাত্মশেষেণ দ্রব্যাত্মাত্মথো ময়ি ॥ ৩৫
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বৈভ্যঃ পাপকৃতমঃ ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বুদ্ধিনং সন্তুরিষ্যসি ॥ ৩৬

টীকা—এবমুত্তাত্মজ্ঞানে সাধনমাহ—তদ্বিতি । তদ্-
বিদ্ধি জানীহি প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ । জ্ঞানিনাং প্রণিপাতেন
দণ্ডবৎ নমস্কারেণ, ততঃ পরিপ্রশ্নেন ‘কুতোহয়ং মম
সংসারঃ, কথং বা নিবর্ততে’ ইতি মনঃপরিপ্রশ্নেন, সেবয়া
গুরুশ্রদ্ধায়া চ জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ তত্ত্বদর্শিনোহপরোক্ষানু-
ভবসম্পন্নাস্তে তে তুত্যাং জ্ঞানমুপদেশেন
সম্পাদয়িষ্যস্তি ॥ ৩৪

টীকা—জ্ঞানফলমাহ—যজ্ঞজ্ঞাত্বৈতি সাদৈক্সিত্তিভিঃ
যজ্ঞজ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য পুনর্বন্ধুবধাদিনিমিত্তং মোহং ন
প্রাপ্যসি; তত্র হেতুর্যেন জ্ঞানেন ভূতানি অশেষাণি
পিতৃপুত্রাদীনি স্বাবিচারচিত্তানি আত্মশ্বেবাভেদেন
দ্রব্যসি । অথো অনন্তরম্ আত্মানং ময়ি পরমাশ্বে-
বাভেদেন দ্রব্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৫

টীকা—কিঞ্চিৎ অপি চেদেতি । সর্বৈভ্যোহপি পাপ-
কারিভ্যো যজ্ঞপাতিশয়েন পাপকারী ত্বমসি, তথাপি
সর্বং পাপসমুদ্রং জ্ঞানপ্লবেনৈব জ্ঞানপোতেনৈব
সমাগনায়াসেন তুরিষ্যসি ॥ ৩৬

দণ্ডবৎ প্রণাম, কোথা হইতে আমার সংসার আসিয়াছে
কিরূপে সংসারের নিবৃত্তি হইবে এবাধি প্রশ্ন এবং সেবার দ্বারা
শাস্ত্রজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শনকারী—তত্ত্বের প্রত্যক্ষ অহুভবসম্পন্ন জ্ঞানিগণ
—তোমায় প্রকৃত জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ ৩৪

হে পাণ্ডব! যে জ্ঞান অবগত হইয়া পুনর্বার বন্ধুবধাদি
নিমিত্ত মোহপ্রাপ্ত হইবে না, যে জ্ঞানের দ্বারা অশেষ ভূতগণকে
স্বকীয় আত্মার সহিত অভেদ দেখিবে, অনন্তর আত্মাতে আমাকে
পরমাশ্বেকে অভেদ দেখিবে ॥ ৩৫

যদি তুমি সমস্ত পাপিগণ হইতেও অধিকতর পাপকারী হও,
তথাপি সমুদ্র পাপসমুদ্র জ্ঞানরূপ ভেলার দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া
যাইবে ॥ ৩৬

যথৈধাংসি সমিক্ছোহগ্নিৰ্ভস্যাং কুরুতেহর্জুন ।

জ্ঞানান্নিঃ সৰ্বকৰ্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্বতে ।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮

শ্রদ্ধাবান্ভভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

টীকা—সমুদ্রবৎ স্থিতস্যৈব পাপস্য অতিলজ্জনমাশ্রয়ঃ ন তু পাপস্য নাশ ইতি ভ্রান্তিঃ দৃষ্টান্তেন বারয়ন্মাহ—যথৈধাংসীতি । এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদীপ্তোহগ্নিৰ্যথা ভস্মীভাবং নয়তি, তথাত্মজ্ঞানস্বরূপোহগ্নিঃ প্রারককৰ্মফলব্যতিরিক্তানি সৰ্বাণি কৰ্মাণি ভস্মীকরোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭

টীকা—অত্র হেতুমাং—ন হীতি । পবিত্রং শুদ্ধিকরম্ ইহ তপোযোগাদিষু মধ্যে জ্ঞানতুল্যং নাস্ত্যেব । তহি সৰ্ব্বেহপি কিমিতি আত্মজ্ঞানমেব নাভ্যাস্যন্তীত্যত আহ—তৎ স্বয়মিতি সাক্ষেন । তদাত্মবিষয়ং জ্ঞানং কালেন মহতা কৰ্মযোগেন সংসিদ্ধো যোগাত্মা প্রাপ্তঃ সন্ স্বয়মেবানায়াসেন লভতে ন তু কৰ্মযোগং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮

টীকা—কিঞ্চ শ্রদ্ধাবানিতি । শ্রদ্ধাবান্ গুরুপদেষ্টে অৰ্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্ তৎপরস্তদেকনিষ্ঠঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ তজ্জ্ঞানং লভতে নাশ্রুঃ, অতঃ শ্রদ্ধাদিসম্পত্ত্যা জ্ঞানলাভাৎ প্রাক্ কৰ্মযোগ এব শুদ্ধার্থমমুঠেয়ঃ । জ্ঞানলাভানন্তরন্ত ন তস্য কিঞ্চিং কৰ্তব্যমিত্যাহ—জ্ঞানং লব্ধ্বা তু অচিরেণ পরাং শাস্তিঃ মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯

হে অর্জুন ! যেৰূপ সম্যক্ প্রজ্জলিত অগ্নি কাষ্ঠসকল ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ জ্ঞানরূপ অনল প্রারক কৰ্মফল ব্যতীত সমস্ত কৰ্ম ভস্মসাৎ করিয়া থাকে ॥ ৩৭

তপস্তা যোগাদির মধ্যে জ্ঞানের জ্ঞায় পাপবিনির্গমনকারণ (শুদ্ধিকর) কিছু নাই । বহুকাল নিষ্কাম কৰ্মযোগের দ্বারা যোগাত্মা লাভ করিলে সে জ্ঞান অনায়াসে লাভ হয়—স্বয়ং আবিস্কৃত হইয়া থাকে ॥ ৩৮

গুরু উপদিষ্ট অৰ্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্, গুরুসেবার অনন্তনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় সেই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন—জ্ঞানলাভের পর

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

অজ্ঞশ্চাশ্রদধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ।

নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০

যোগসংগ্ৰাস্তকৰ্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্ ।

আত্মবন্তং ন কৰ্মাণি নিবদন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১

টীকা—জ্ঞানাধিকারিণমুক্ত্বা তদ্বিপরীতমনধিকারিণমাহ—অজ্ঞশ্চেতি । অজ্ঞো গুরুপদেষ্টার্থানভিজ্ঞঃ কথঞ্চিজ্জ্ঞানে জাতেহপি তত্র অশ্রদধানশ্চ জাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং মমেদং সিধ্যম্ বেতি সংশয়াক্রান্তচিত্তশ্চ বিনশ্যতি, স্বার্থাদ্ ভ্রশ্যতি । এতেষু ত্রিষপি সংশয়াত্মা সৰ্ব্বথা নশ্যতি, যতস্তস্যায়ং লোকো নাস্তি ধনার্জনবিবাহাত্মসিদ্ধিঃ । ন চ পরলোকো ধৰ্মস্যানিষ্পত্তেঃ । ন চ সুখং সংশয়েনৈব ভোগস্যাপ্যসম্ভবাৎ ॥ ৪০

টীকা—অধ্যায়দ্বয়োক্তাং পূৰ্বাপরভূমিকাভেদেন কৰ্মজ্ঞানময়ীং দ্বিবিধাং ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি—যোগেতি দ্বাভ্যাম্ । যোগেন পরমেশ্বরারাদনরূপেণ তস্মিন্ সংগ্ৰস্তানি সমপিতানি কৰ্মাণি যেন তং পুরুষং কৰ্মাণি স্বফলৈনিবদন্তি, অতশ্চ জ্ঞানেন আত্মবোধেন কৰ্ত্ত্বা সংচ্ছিন্নঃ সংশয়ো দেহাত্মভিমানলক্ষণো যস্য তমাত্মবন্তমপ্রমাদিনং কৰ্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি স্বাভাবিকানি বা ন নিবদন্তি ॥ ৪১

অতিশীঘ্র মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৯

গুরু-উপদিষ্ট বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অশ্রদ্ধাবান্ উভয় কোটিজ্ঞানসম্পন্ন; ইহা হইবে কি না হইবে এরূপ সন্দেহাক্রান্তচিত্তের ইহ জগতে স্থখও নাই ॥ ৪০

হে ধনঞ্জয় ! ভগবৎ-আরাধনারূপ যোগের দ্বারা শ্রীভগবানে কর্মসমর্পণকারী আত্মজ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সন্দেহবর্জিত, প্রমাদশূন্য, দেহাভিমান-বিরহিত কর্মীকে লৌকিক বৈদিক কর্ম সকল বন্ধ করিতে পারে না ॥ ৪১

তস্মাদজ্ঞানসমুত্তং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাশ্রয়ঃ ।

হিতৈবং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠেতিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২

টীকা—তত আহ—তস্মাদজ্ঞানেতি, যস্মাদেবং তস্মাদ-
দাশ্রনোহজ্ঞানেন সমুত্তং হৃদি স্থিতমেনং সংশয়ং শোকা-
দিনিমিত্তং দেহাশ্রবাবেকজ্ঞানখণ্ডেন হিত্বা পরমাত্ম-
জ্ঞানোপায়ভূতং কৰ্মযোগমাতিষ্ঠ আশ্রয়। তত্র চ

অতএব অজ্ঞান-সমুৎপন্ন এই শোকাদ-নিমিত্ত সংশয়কে
আত্মজ্ঞানের দ্বারা ছেদন করত কর্মযোগ অনুষ্ঠান কর। ৩৬

ইতি শ্রীমদ্বিবেকচিন্মাসপ্রণীত শতসাহস্রাং সংহিতায়াং মহাভারতমধ্যে ভীষ্মপর্বাস্তগত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাউপনিষদে একবিংশোবিষয়ক যোগ-
শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে জ্ঞানবিভাগযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায়ঃ ।

একোত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং পঞ্চমোহধ্যায়ঃ)

[সাংখ্যানিকাম-কর্ম-জ্ঞানযোগানাং সম্ভক্তি-ধ্যানযোগস্য চ বর্ণনম্ ।]

অর্জুন উবাচ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

সন্ন্যাসঃ কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগকঃ সংশয়ঃ ।

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ ।

যজ্জেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রাহ্ম স্তুনিশ্চিতম্ ॥ ১

তয়োস্তু কর্ম সন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষাতে ॥২

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

সম্ভবতঃ বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ, তস্মাদেতয়োরেকস্মিন্নুষ্ঠাতব্যো
সতি মম যৎ শ্রেয়ঃ স্তুনিশ্চিতং তদেকং ব্রাহ্ম ॥১

টীকা—নিবার্য সংশয়ং জিহ্বাঃ কৰ্মসন্ন্যাসযোগয়োঃ ।

জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীৎ ॥

টীকা—অত্রোক্তং শ্রীভগবানুবাচ—সন্ন্যাস ইতি ।

অজ্ঞানসমুত্তং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা হিত্বা কৰ্মযোগ-
মাতিষ্ঠেত্যুক্তং, তত্র পূর্বাপরবিরোধং মদ্যানোহজ্ঞান উবাচ
—সংগ্ৰাসমিতি । “যত্নাশ্রতিরেব স্যাৎ” ইত্যাদিনা “সর্বং
কৰ্মাখিলং পার্থ” ইত্যাদিনা চ জ্ঞানিনঃ কৰ্মসংগ্ৰাসং
কথয়সি, “জ্ঞানাসিনা সংশয়ং হিত্বা যোগমাতিষ্ঠ” ইতি
পুনর্যোগকং কথয়সি । ন চ কৰ্মসন্ন্যাসঃ কৰ্মযোগশ্চৈকদৈব

অযন্তাবৎ,—ন হি বেদান্তবেদান্ততত্ত্বজ্ঞং প্রতি কৰ্মযোগমহং
ব্রবীমি, যতঃ পূর্বোক্তেন সন্ন্যাসেন বিরোধঃ স্যাৎ, অপি তু
দেহাশ্রাবিমানিনং হ্যং বন্ধুবধাদিনিমিত্তশোকমোহাদিকৃত-
মেনং সংশয়ং দেহাশ্রবাবেকজ্ঞানাসিনা হিত্বা পরমাত্ম-
জ্ঞানোপায়ভূতং কৰ্মযোগমাতিষ্ঠেতি ব্রবীমি । কৰ্মযোগেন
শুদ্ধচিত্তম্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞাতে সতি তৎপরিপাকার্থং
ত্যাগের কথা বলিয়া পুনর্বার কর্মযোগের কথা কহিতেছ ।
কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আমার শ্রেয়স্কর
সেই একটি স্থির করিয়া বল ॥ ১

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ।

[সাংখ্যোক্ত নিকামকর্ম ও জ্ঞানযোগসমূহ এবং ভক্তির
সহিত ধ্যানযোগের বর্ণন ।]

অর্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! কর্মসমূহের বিধিপূর্বক পরি-

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—তদ্বচিত্তের পক্ষে কর্মত্যাগ আর

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন ঘেষ্টি ন কাক্ষতি ।

নির্বন্দো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

সাংখ্যযোগো পৃথগ্ বাল্যঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগ্ভয়োবিন্দতে ফলম্ ॥ ৪

জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গেন সন্ন্যাসঃ পূর্বমুক্তঃ । এবং সত্য-
প্রধানয়োবিকল্পযোগাৎ সন্ন্যাসঃ কৰ্মযোগশ্চেত্যোতা-
বুভাবপি ভূমিকাভেদেন সমুচিতাবেব নিঃশ্রেয়সং
সাধয়তঃ ; তথাপি তু তয়োর্মধ্যে কৰ্মসন্ন্যাসাৎ সকাশাৎ
কৰ্মযোগো বিশিষ্টো ভবতীতি ॥২

টীকা—কুত ইত্যপেক্ষায়াঃ সন্ন্যাসিহেন কৰ্মযোগং
স্ববাস্তব্যং শ্রেষ্ঠং দর্শয়তি—জ্ঞেয় ইতি । রাগদ্বेषাদি-
রাহিত্যেন পরমেশ্বরার্থং কৰ্মাণি যোহনুতিষ্ঠতি, স নিত্যঃ
কৰ্মানুষ্ঠানকালেহপি হি সন্ন্যাসীভ্যেব জ্ঞেয়ঃ । তত্র হেতুঃ,
—নির্বন্দো রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্যো শুদ্ধচিত্তো জ্ঞানদ্বারা
সুখমনায়াসেনৈব বন্ধাৎ সংসারাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

টীকা—যস্মাদেবমঙ্গপ্রধানত্বেনোভয়োরবস্থাভেদেন
ক্রমসমুচ্চয়ঃ । অতো বিকল্পমঙ্গীকৃত্য উভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠ
ইতি প্রশ্নেহজ্ঞানামেবোচিতঃ, ন বিবেকিনামিত্যাহ—
সাংখ্যযোগাবিতি । সাংখ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গং
সন্ন্যাসং লক্ষয়তি । সন্ন্যাসকৰ্মযোগাবেকফলো সন্তো
পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বাল্যং অজ্ঞা এব প্রবদন্তি ন তু পণ্ডিতাঃ
তত্র হেতুঃ—অনয়োরেকমপি সম্যগাস্থিত আশ্রিতবানু-
ভয়োঃ ফলমাপ্নোতি । তথা হি কৰ্মযোগং সম্যগানুষ্ঠিত্ব
শুদ্ধচিত্তঃ সন্ জ্ঞানদ্বারা যত্নভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দ-

অশুদ্ধচিত্তের ইন্দ্র আরামনার জন্ত কর্মানুষ্ঠান—হুইটিই মোক্ষ
প্রদান করিয়া থাকে । তাহার মধ্যে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ
শ্রেষ্ঠ ॥ ২

যিনি রাগদ্বেষবিরহিত তিনি কর্মানুষ্ঠান করিয়াও সন্ন্যাসী,
যেহেতু শীত-উষ্ণ, স্থ-দুঃস্থ এবং অহুরাগ-বিরাগবিহীন বিদ্বান্
স্থখে অক্লেপে সংসার বন্ধন, ইহাতে মুক্ত হন ॥ ৩

মূৰ্খলক সন্ন্যাস ও কর্মযোগ—বিভিন্ন বলিয়া থাকে । বিচার
পূর্বক সিদ্ধান্ত-সমর্থ বিশেষজ্ঞগণ তাহা বলেন না । জ্ঞান ও
কর্মযোগের উভয়ের মধ্যে একটির আশ্রয় গ্রহণপূর্বক উভয়ের

যৎ সাংখ্যোঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈল্পপি গম্যতে ।

একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ।

যোগযুক্তো মুনিরক্ষ ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

তীতি । সন্ন্যাসং সম্যগাস্থিতোহপি পূর্বমভুষ্ঠিতস্ত কৰ্ম-
যোগশ্চাপি পরস্পরয়া জ্ঞানদ্বারা যৎ উভয়োঃ ফলং
কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি ন পৃথক্ফলভ্রমনয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৪

টীকা—এতদেব স্মৃটয়তি—যৎ সাংখ্যোঃ প্রাপ্যতে । সাংখ্য-
জ্ঞাননিষ্ঠেঃ সন্ন্যাসিভিঃ স্থানং মোক্ষাখ্যং প্রাকর্ষণেণ
সাক্ষাদবাপ্যতে, যোগৈরিতি অর্থ আদিত্যন্বর্থীয়োহচ্-
প্রত্যয়ো ত্রুষ্টব্যস্তেন কৰ্মযোগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেণ
গম্যতেহব্যাপ্যতে ইত্যর্থঃ । অতঃ সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চৈক-
ফলভেনৈকং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি ॥ ৫

টীকা—যদি কৰ্মযোগিনোহপ্যাস্থিতঃ সন্ন্যাসেনৈব
জ্ঞাননিষ্ঠা, তহি আদিত্য এব সন্ন্যাসঃ কর্তব্যং যুক্ত ইতি
মন্তমানং প্রত্যাহ—সংন্যাসস্থিতি । অযোগতঃ কৰ্মযোগং
বিনা সংন্যাসঃ প্রাপ্তং দুঃখং দুঃখহেতুরশক্য ইত্যর্থঃ,
চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ অসম্ভবাৎ । যোগযুক্তস্ত
শুদ্ধচিত্ততয়া মুনিঃ সন্ন্যাসী ভূত্বা অচিরেণ ব্রহ্মাধিগচ্ছতি
অপবোক্ষ্য জ্ঞানতি । অতশ্চিত্তশুদ্ধিঃ প্রাক্ কৰ্মযোগ
এব সন্ন্যাসাদ্ বিশিষ্যত ইতি পূর্বোক্তং সিদ্ধম্ । তদুক্তং
বার্ত্তিকবৃদ্ধিঃ—“প্রমাদিনো বহিষ্চিত্তাঃ পিতৃনাঃ কলহোৎ-
স্রুকাঃ । সন্ন্যাসিনোহপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশয়াঃ”
ইতি ॥ ৬

ফল কৈবল্য প্রাপ্ত হন । কর্মযোগ দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞান
দ্বারা মোক্ষ লাভ করেন ॥ ৪

জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ মোক্ষনামক যে স্থান সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন
কর্মযোগিগণও সেই স্থানই লাভ করিয়া থাকেন । চিত্তশুদ্ধির পর
জ্ঞানদ্বারা সেই স্থান প্রাপ্ত হন । যিনি সাংখ্য ও কর্মযোগকে
একরূপ দেখেন, তিনি যথার্থ দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৫

৫ মহাবাহো ! কর্মযোগ অনুষ্ঠান না করিয়া সর্বকর্মত্যাগরূপ
সন্ন্যাসে অধিকার লাভ করা দুঃখকর অর্থাৎ লাভ করা যায় না ।
কিন্তু কর্মযোগের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত মুনি অতি সত্ত্বর ব্রহ্মকে আত্ম-
রূপে প্রাপ্ত হন ॥ ৬

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭

নৈব ক্লিষ্টং করোমীতি যুক্তো মন্ত্রেত তত্ত্ববিৎ ।

পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পর্শন্ জিহ্বন্নশ্বন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ গ্নিষন্নিমিষন্নিপি ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯

টীকা—কর্মযোগাদিক্রমেণ ব্রহ্মাধিগমে সত্যপি তদুপরিতনেন কর্মণা বন্ধঃ স্মাদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যোগযুক্ত ইতি । যোগেন যুক্তঃ, অতএব বিশুদ্ধ আত্মা চিত্তং যন্ত, অতএব বিজিত আত্মা শরীরং যেন । অতএব বিজিতা-নৌন্দ্রিয়াণি যেন । ততশ্চ সর্বেষাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা যন্ত স লোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে তৈর্ন বধ্যতে ॥ ৭

টীকা—কর্ম কুর্বন্নপি ন লিপ্যত ইত্যেতদ্বিরুদ্ধমিত্যা-শঙ্ক্য কর্তৃত্বাভিমানাভাবান্ন বিরুদ্ধমিত্যাহ—নৈবেতি দ্বাভ্যাম্ । কর্মযোগেন যুক্তঃ ক্রমেণ তত্ত্ববিদ্ ভূতানামাত্মভূত আত্মা যন্ত স লোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে তৈর্ন বধ্যতে । তত্র দর্শন-শ্রবণ-স্পর্শনাবজ্ঞানানি চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারঃ—গতিঃ পাদয়োঃ, স্বাপো বুদ্ধেঃ, শ্বাসঃ প্রাণশ্বাস, প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়শ্বাস, বিসর্গঃ পায়ুপস্থয়োঃ, গ্রহণং হস্তয়োঃ, উন্মেষনিমিষণে কুর্মাখ্যা-প্রাণশ্বাসেতি বিবেকঃ । এতানি কর্মাণি কুর্বন্নপি অনভি-

কর্মযোগযুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, দেহস্থ পঞ্চদোষ-শূন্য, ইন্দ্রিয়জয়কারী যাহার আত্মা নিখিল জীবগণের আত্মাধরূপ, তিনি লোকসংগ্রহের জন্ত বৈদিক লৌকিক কর্ম করিয়াও সেই কর্মসমূহের দ্বারা বন্ধ হন না ॥ ৭

কর্মযোগযুক্ত চিত্তশুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞ হইয়া দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আভ্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, শ্বাসত্যাগ, কথোপকথন, ত্যাগ (মলমূত্রাদি), গ্রহণ (ঔষ্যাদি), উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও ইন্দ্রিয়-গণ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে ইহা বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করত আমি কিছুই করিতেছি না ইহা মনে করেন । ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করিতেছে—আমি জ্ঞেয় মাত্র ॥ ৮-৯

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ১০

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।

যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বা তত্ত্বজ্ঞয়ে ॥ ১১

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাশ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২

মানাং ব্রহ্মবিৎ ন লিপ্যতে । তথাচ পারমর্ষং সূত্রং—
“তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বার্থায়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ”
ইতি ॥ ৮-৯

টীকা—তচ্চ যন্ত করোমীত্যভিমানোহস্তি তন্ত কর্মলেপো দুর্বারঃ, অবিশুদ্ধচিত্তত্বাৎ সম্যাসোহপি নাস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণীতি । ব্রহ্মণ্যাধায় পরমেশ্বরে সমর্প্য তৎফলে চ সঙ্গং ত্যক্ত্বা যঃ কর্মাণি করোতি, অসৌ পাপেন বন্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্য-পাপাত্মকেন কর্মণা ন লিপ্যতে যথা পদ্মপত্রমস্তিসি স্থিতমপি তেনাস্তসা ন লিপ্যতে তদ্বৎ ॥ ১০

টীকা—বন্ধকত্বাভাবমুক্ত্বা মোক্ষহেতুত্বং সদাচারেণ দর্শয়তি কায়েনেতি । কায়েন স্নানাদি, মনসা ধ্যানাদি, বুদ্ধ্যা তত্ত্বনিশ্চয়াদি, কেবলৈঃ কর্মাভিনিবেশরহিতৈ-রিন্দ্রিয়ৈঃ শ্রবণকীর্তনাদিলক্ষণং কর্মফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা চিত্তশুদ্ধয়ে কর্মযোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি ॥ ১১

টীকা—নন্তু কথং তেনৈব কর্মণা কশ্চিন্মুচ্যতে কশ্চিদ্বধ্যতে ইতি ব্যবস্থাকথমত আহ—যুক্ত ইতি ।

যিনি পরমেশ্বরে কর্ম সমর্পণপূর্ব্বক তাহার ফলে অমৃত্যুগামী না হইয়া লৌকিক বৈদিক কর্মসকল অমুষ্ঠান করেন, তিনি জলস্থিত পদ্মপত্রের স্থায় পাপের দ্বারা স্পৃষ্ট হন না ॥ ১০

কর্মযোগীগণ আত্মশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধির জন্ত শরীর, মন, বুদ্ধি ও কর্মাভিনিবেশরহিত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা কর্মফলে আসক্তিশূন্য হইয়া শ্রবণাদি কর্ম করেন ॥ ১১

পরমেশ্বরপরায়ণ কর্মফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্মসকল অমুষ্ঠান করত আত্মজিকী মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন । আর বহিমূখ ব্যক্তি কামনা পরবশে ফলে আসক্ত হইয়া নিবদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১২

সর্বকর্মাণি মনসা-সম্যগ্জ্ঞাস্তে সুখং বশী ।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩

ন কতৃষ্ণং ন কর্মাণি লোকস্ত সৃজতি প্রভুঃ ।

ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৪

পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ সন্ কৰ্ম্মণাং ফলং ত্যক্ত্ব। কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্ব-
ম্নাত্যস্তিকীং শাস্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, অযুক্তস্ত বহিমূৰ্খঃ
কামকারেণ কামতঃ প্রবৃত্ত্য। ফলে আসক্তো নিতরাং বন্ধং
প্রাপ্নোতি ॥ ১২

এবং তাবৎ চিত্তশুদ্ধিশূন্য সম্যাসাৎ কৰ্ম্মযোগো
বিশিষ্টতে ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্। ইদানীং শুদ্ধচিত্তস্য
সম্যাসঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সর্বকৰ্ম্মাণীতি। বশী যতচিত্তঃ।
সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি বিক্ষেপকাণি মনসা বিবেকযুক্তেন
সংগ্ৰহ্য সুখং যথা ভবতি এবং জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ আস্তে।
কাস্ত ইত্যত আহ নবদ্বারে, নেত্রে নাসিকে কর্ণে
মুখধেতি সপ্ত শিরোগতানি, অধোগতে ছে পাশুপস্বরূপে
ইত্যেবং নব দ্বারাণি যস্মিন্স্থস্মিন্ পুরে পুরব-
দহঙ্কারশূন্যে দেহে দেহী অবতিষ্ঠতে। অহঙ্কারভাবাদেব
স্বয়ং তেন দেহেন নৈব কুৰ্ব্বন্ মমকারাভাবাচ্চ ন কারয়-
ম্নিতি অশুদ্ধচিত্তাদ্বারবৃত্তিক্রতা, অশুদ্ধচিত্তো হি সংগ্ৰহ্য
পুনঃ কৰোতি কারয়তি চ। ন স্বয়ং তথা, অতঃ সুখমাস্ত
ইত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা—নহু “এষ এব সাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং
যমেভ্যো লোকেভ্য উল্লিনীষত এষ এবাসাধু কৰ্ম্ম
কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যোহপো নিলীষতে”
ইত্যাদিশ্রুতে: পরমেশ্বরেণৈব শুভাশুভফলেষু কৰ্ম্মসু

জিতেজিয় যোগী বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা কর্মসমূহ পরিত্যাগ
পূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ ও পাশুপস্বরূপ
নবদ্বারবিশিষ্ট শরীরে কর্মসকল না করাইয়া স্থখে অবস্থান করিয়া
থাকেন ॥ ১৩

ঈশ্বর লোকের কর্তৃত্ব ও কর্মসকল সৃজন করেন না, কর্মফলের
সংযোগ সৃষ্টি করেন না—অনাদি অবিচ্ছিন্ন কর্তৃত্বাদিরূপে প্রবৃত্ত
হয় ॥ ১৪

আপ্তকাম পরমেশ্বর কাহারও পাপ এবং স্কৃত বা পুণ্য গ্রহণ

নাদন্তে কস্তচিৎ পাপং ন চৈব স্কৃতং বিভুঃ ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহাস্তি জন্তবঃ ॥ ১৫

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমায়নঃ ।

ভেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ১৬

কর্তৃহেন প্রযুক্ত্যমানোহস্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ কথং তানি কৰ্ম্মাণি
ত্যাজেৎ? ঈশ্বরেণৈব জ্ঞানমার্গে প্রযুক্ত্যমানঃ শুভাশু-
ভানি চ তাক্যতীতি চেৎ এবং সতি বৈষম্যনৈর্ঘ্যাভা-
মীশ্বরস্তাপি প্রয়োজককর্তৃত্বাৎ পুণ্যাপানসম্বন্ধঃ সাদিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—ন কর্তৃত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। প্রভুরীশ্বরো জীব-
লোকস্ত কর্তৃত্বাদিকং ন সৃজতি, কিন্তু জীবস্ত স্বভাবো-
হবিচ্ছৈব কর্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ততে। অনাত্মবিজ্ঞানকামবশাৎ
প্রবৃত্তিস্বভাবমেব লোকমীশ্বরঃ কৰ্ম্মসু নিযুক্তো, ন স্বয়ং
মেব কর্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৪

টীকা—যস্মাদেবং তস্মাদাদন্ত ইতি। প্রয়োজকোহপি সন্
প্রভুঃ কস্তচিৎ পাপং স্কৃততঞ্চ নৈবাদন্তে ন ভজতে। তত্র
হেতুঃ—বিভুঃ পরিপূর্ণঃ, আপ্তকাম ইত্যর্থঃ। যদি হি স্বার্থ-
কামনয়া কারয়েত্ত্বি তথা স্মাৎ, ন হেতদস্তু। আপ্তকাম-
শ্রৈবাচিত্তানি জন্মায়য়া তন্তুৎপূর্বকৰ্ম্মানুসারেণ প্রবর্তকত্বাৎ।
নহু ভক্তাননুগৃহীতোহভক্তান্নিগৃহীতশ্চ বৈষম্যোপলভ্যত্বাৎ
কথমাপ্তকামহমিত্যত আহ—অজ্ঞানেনেতি। নিগ্রহো-
হপি দণ্ডরূপোহনুগ্রহ এবোত্যেবমজ্ঞানেন সর্বত্র সমঃ পর-
মেশ্বর ইত্যেবমুতং জ্ঞানমাবৃতম্। তেন হেতুনা জন্তবো
জীবা মুহাস্তি। ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫

টীকা—জ্ঞানিনস্ত ন মুহাস্তীত্যাহ—জ্ঞানেনেতি।
আত্মনো ভগবতো জ্ঞানেন যেষাং তদৈষম্যোপলভ্যক-

করেন না। যদি বল ভক্তগণকে অনুগ্রহ ও অভক্তগণকে নিগ্রহ
করায় তো বৈষম্য দেখা যায়—তিনি আপ্তকাম কিরূপে? তজ্জগৎ
বলিতেছেন, নিগ্রহ হইল দণ্ডরূপ অনুগ্রহই—ইহা না জানায়
পরমেশ্বর সর্বত্র সমান এই জ্ঞান আবৃত থাকে, সেইজন্ত জীবগণ
ভগবানে বৈষম্য মনে করিয়া থাকে ॥ ১৫

পরমাত্মা শ্রীভগবানের জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ নিগ্রহ অনুগ্রহ
সবই তাঁহার রূপ—এই জ্ঞানের দ্বারা বৈষম্যউপলব্ধিকারক অজ্ঞান
বাহাদের বিনাশিত হইয়াছে, তাহাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ ঈশ্বরস্বরূপ
ভুবনভাস্করের স্মার প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ১৬

তদ্ বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরারুত্তিঃ জ্ঞাননিধুতকল্যাণাঃ ॥ ১৭

বিভাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেবাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।

জ্ঞানং নাশিতম্ তজ্জ্ঞানং তেষামজ্ঞানং নাশয়িষ্য
তৎপরং পরিপূর্ণমীশ্বরস্বরূপং প্রকাশয়তি, যথা দিত্যন্তমো
নিরস্ত্র সমস্তং বস্তুজাতং প্রকাশয়তি তদং ॥ ১৬

টীকা—এবন্তু তে স্বরোপাসকানাং ফলমাহ—তদিতি ।
তস্মিন্নেব বুদ্ধিনিশ্চয়াত্মিকা যেসাম্, তস্মিন্নেব আত্মা মনো
যেসাম্ । তস্মিন্নেব নিষ্ঠা তাৎপর্যাং যেসাম্, তদেব পর-
ময়নমাশ্রয়ো যেসাম্ । ততশ্চ তৎপ্রসাদলক্ষেনাত্মজ্ঞানেন
নিধুতং নিরস্ত্রং কল্যাণং যেবাং তেহপুনরারুত্তিঃ মুক্তিঃ
যাস্তি ॥ ১৭

টীকা—কীদৃশাস্তে জ্ঞানিনো যেহপুনরারুত্তিঃ মুক্তিঃ
গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ—বিভেতি । বিষমেষপি সমং
ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেবাং তে পণ্ডিতা জ্ঞানিনঃ ইত্যর্থঃ ।
তত্র বিভাবিনয়ভাভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে চ । শুনো যঃ পচতি
তস্মিন্ স্বপাকে চেতি কৰ্ম্মণা বৈষম্যম্ । ‘গবি হস্তিনি শুনি
চে’তি জ্ঞাতিতো বৈষম্যং দর্শিতম্ ॥ ১৮

টীকা—নতু বিষমেষু সমদর্শনং নিষিদ্ধং কুর্ক্বন্তোহপি
কথং তে পণ্ডিতাঃ ? যথাহ গৌতমঃ—“সমাসমভ্যাং
বিষয়সমে পূজাতঃ” ইতি । অস্ম্যর্থঃ—সময়া পূজয়া বিষমে

শ্রীভগবানে যাহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তাঁহাতেই মনের
প্রবৃত্তি, তাঁহাতেই ভক্তি, তিনিই যাহাদের একমাত্র আশ্রয়, তাঁহার
প্রসাদলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা পাপ-সম্পর্কশূন্য পরম ভাগবতগণ পরমপদ
প্রাপ্ত হন ॥ ১৭

বিচারপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠাপনে সমর্থ শাস্ত্রবেত্তাগণ বিভা-
বিনয়-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর, চণ্ডাল—সকলকেই তুল্য-
ভাবে দর্শন করেন । একমাত্র শ্রীভগবান্ নানা আকার ধারণ
করিয়া আছেন, এই দৃষ্টি তাঁহাদের উন্নীলিত হইয়া থাকে ॥ ১৮

যাহাদের মন সমস্তে অবস্থিত, ইহলোকেই তাঁহারা সংসারকে
জয় করিয়াছেন । কেন না ব্রহ্ম সর্বদ্বৈত-বৈষম্য-নিষ্পত্ত,

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯

ন প্রহস্যাৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজ্যেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।

স্থিরবুদ্ধিরসম্মুঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০

বাহুস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১

প্রকারে কৃতে সতি বিষমায় চ সমে প্রকারে কৃতে
সতি স পূজক ইহলোকাৎ পরলোকাচ্চ হীয়ত ইতি ।
তত্রাহ—ইহৈবেতি । ইহৈব জীবন্তিরেব তৈঃ, সৃজ্যত
ইতি সর্গঃ সংসারো জিতো নিরস্ত্রঃ । কৈঃ ? যেবাং
মনঃ সাম্যে সমবে স্থিতম্ । তত্র হেতুঃ হি যস্মাদ্ ব্রহ্ম
সমং নির্দোষঞ্চ তস্মাস্তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতাঃ
ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ । গৌতমোহস্ত দেবে ব্রহ্মভাব-
প্রাপ্তে: পূর্বমেব পূজাত ইতি পূজকবস্ত্রাশ্রবণাৎ ॥ ১৯

টীকা—ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য লক্ষণমাহ—ন প্রহস্যেদিতি ।
ব্রহ্মবিদ্ ভূত্বা ব্রহ্মণ্যেব যঃ স্থিতঃ স প্রিয়ং প্রাপ্য ন
প্রহস্যেৎ ন প্রহস্টো হর্ষবান্ স্ম্যৎ, অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন
নোদ্বিজ্যেৎ ন বিবীদতীত্যর্থঃ, যতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ স্থিরা নিশ্চলা
বুদ্ধির্যস্য । তৎ কৃতঃ ? যতোহসম্মুঢ়ঃ নিবৃত্তমোহঃ ॥ ২০

টীকা—মোহনিবৃত্ত্যা বুদ্ধিৈশ্বর্যাহেতুমাহ—বাহেতি ।
ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শা বিষয়া: বাহেন্দ্রিয়বিষয়েষ-
সক্তাত্মা অনাসক্তচিত্তঃ । আত্মগতঃ করণে যদুপশমাশ্রয়-
সাধিকং সুখং তদ্বিন্দতি লভতে । স চোপশমসুখং
লব্ধ্বা ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যং প্রাপ্ত আত্মা
যস্ত সৌহৃদ্যং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২১

রাগদ্বেষ-মোহ-বিবর্জিত, সেই হেতু তাঁহারা ব্রহ্মে স্থিতিলাভে
সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১৯

ব্রহ্মে স্থিত, নিশ্চলবুদ্ধিসম্পন্ন, মোহবিবর্জিত ব্রহ্মবেত্তা মনের
অহুকূল পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হন না ও অপ্রিয় লাভ
করিয়া উদ্বিগ্নও হন না ॥ ২০

বাহু-ইন্দ্রিয়গণের শৃঙ্গাদি বিষয়সকলে আসক্তিবিহীনচিত্ত
যোগী অন্তঃকরণে উপশমাশ্রয় সাধিক সুখ লাভ করেন, অনন্তর
যোগের দ্বারা ব্রহ্মে একীভূত হইয়া অসীম ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া
থাকেন ॥ ২১

যে হি সম্পর্শজা ভোগাঃ স্থখ্যোনয় এব তে ।
 আন্তস্তবন্তঃ কোন্তেয় ন তেষু রমতে বৃধঃ ॥ ২২
 শক্ৰোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ ।
 কামক্ৰোধোন্তবৎ বেগং স যুক্তঃ স স্ত্রী নরঃ ॥ ২৩
 যোহন্তঃস্থখোহন্তরারামস্তথাস্ত্যজ্যোতিরেব যঃ ।
 স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪

টীকা—নমু প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তেঃ কথং
 মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ স্যাদব্রাহ্ম—যে হীতি । সম্পৃশ্যন্ত
 ইতি সম্পর্শা বিষয়ান্তেভ্যো জ্ঞাতা যে ভোগাঃ স্থখানি
 তে হি বর্তমানকালেহপি স্পর্শাস্বাদ্যাদিযাপ্তবাদুঃখৈশ্চৈব
 যোনয়ঃ কারণভূতাঃ । তথা দিমন্তোহন্তবন্তশ্চ অতো
 বিবেকী তেষু ন রমতে ॥ ২২

টীকা—তস্মান্মোক্ষ এব পরমঃ পরমপুরুষার্থস্তস্য চ
 কামক্ৰোধবেগোহতিপ্রাপ্তির্কোহন্তস্তৎসহনসমর্থ এব
 মোক্ষভাগিত্যহ—শক্ৰোতীতি । কামাৎ ক্রোধোচ্ছোদভবতি
 যো বেগঃ মনোনেত্রাদিক্ষোভলক্ষণস্তমিহৈব তদন্তবসময় এব
 যো নরঃ সোঢ়ুং প্রতিরোদ্ধুং শক্ৰোতি তদপি ন ক্ষণমাত্রং,
 কিন্তু শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ যাবদ্ দেহপাতমিত্যর্থঃ ।
 যঃ এবভূতঃ স এব যুক্তঃ সমাহিতঃ স্ত্রী চ ভবতি নাশ্র্যঃ ।
 যদ্বা মরণাদৃক্ষং বিলপস্তুভিযুর্বতীভিরালিঙ্গ্যমানোহপি
 পুত্রাদিভির্দহমানোহপি যথা প্রাণশূন্যঃ কামক্ৰোধবেগঃ
 সহতে, তথা মরণাৎ প্রাণপি জীবন্তেব যঃ সহতে, স এব
 যুক্তঃ স্ত্রী চেত্যর্থঃ । তদ্বক্তঃ বশিষ্ঠেন—প্রাণে গতে যথা
 দেহঃ স্থখং দুঃখং ন বিলতি । তথা চেৎ প্রাণযুক্তোহপি

হে অজুন! বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে উৎপন্ন যে সমস্ত
 দর্শন স্পর্শন আদি ভোগ, তাহার আদি ও অন্তবান—অত্যন্ত
 ক্ষণস্থায়ী, যন্ত্রণাদায়ক । যথার্থ বিদ্বান্ তাহাতে অহুরাগী হন
 না ॥ ২২

যিনি যতক্ষণ দেহপাত না হয়, তাবৎকাল কাম ক্রোধ হইতে
 উৎপন্ন প্রবল ইচ্ছাকে সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যুক্ত এবং সেই
 মানবই স্ত্রী হন ॥ ২৩

যিনি আত্মাকে লাভ করিয়া তাহার দর্শন প্রাপ্তি হই, যিনি
 জ্যোতির্ময় নানাস্বক আত্মাকে লইয়া ক্রীড়াশীল, যিনি অন্তরে
 জ্যোতির্ময় আত্মাকে দর্শন করেন, সেই ব্রহ্মে অবস্থিত যোগীই

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমুখ্যঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।
 ছিন্নদৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫
 কাম-ক্ৰোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।
 অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬
 স্পর্শান্ কৃৎস্না বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবাস্তরে ক্রবোঃ ।
 প্রাণাপানৌ সমৌ কৃৎস্না নাসাত্মন্তরচারিণৌ ২৭

স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ [কৈবল্যাশ্রয়ো ভবেৎ] ইতি ॥ ২৩

টীকা—ন কেবলং কামক্ৰোধবেগসংহরণমাত্রেন মোক্ষং
 প্রাপ্নোতি, অপি তু যোহন্তঃস্থখ ইতি অন্তরাশ্রমোহন্তঃস্থখঃ
 যন্ত ন তু বিষয়েষু, অন্তরেবারামঃ ক্রীড়া যন্ত ন বহিঃ,
 অন্তরেব জ্যোতির্দৃষ্টিযন্ত ন গীতনৃত্যাদিষু, স এব ব্রহ্মনি
 ভূতঃ স্থিতঃ সন্ ব্রহ্মনি নির্বাণং লয়মধিগচ্ছতি
 প্রাপ্নোতি ॥ ২৪

টীকা—কিঞ্চ লভন্ত ইতি । ঋষয়ঃ সমাগ্ দর্শিনঃ ক্ষীণঃ
 কল্মষঃ যেসাম্, ছিন্নং দৈধং সংশয়ো যেসাম্, যতঃ সংযত
 আত্মা চিত্তং যেষাং, সর্বেষাং ভূতানাং হিতে রতা যে
 কৃপালবস্তে ব্রহ্মনির্বাণং মোক্ষং লভন্তে ॥ ২৫

টীকা—কিঞ্চ কামেত্যাদি । কামক্ৰোধাত্মাঃ
 বিযুক্তানাং যতীনাং সংশ্রাসিনাং সংযতচিত্তানাং জ্ঞাতা-
 ত্তত্ত্বানামভিতঃ উভয়তো জীবতাং যত্নানাক্ষ, ন কেবলং
 দেহান্তর এব তেষাং ব্রহ্মনি লয়ঃ, অপি তু জীবতামপি
 বর্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬

টীকা—স যোগী ব্রহ্মনির্বাণমিত্যাদিষু যোগী মোক্ষ-
 মাপ্নোতীত্যুক্তং, তমেব যোগং সংক্ষেপেণাহ—স্পর্শানিতি

ব্রহ্মেই স্থল-সূক্ষ্ম-কারণ-দেহত্রয়ের নির্বাণ (লয়) প্রাপ্ত হন ॥ ২৪

পাপ-পরিশূন্য, আত্মদর্শনে আত্মার অস্তিত্ব নাশ্চিৎসবিষয়ে
 সংশয়বিহীন, চিত্তজয়ী, সমস্ত জীবের মঙ্গলকারী ঋষিগণ
 (অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী, জ্ঞানসংসারপারগামী) ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া
 থাকেন ॥ ২৫

কামক্ৰোধবিযুক্ত, সংযতচিত্ত আত্মজ্ঞানী সম্যগধিগণের ইহ ও
 পরলোকে পরম শান্তি বিরাজ করে ॥ ২৬

শব্দাদি বিষয়সমূহের চিন্তা না করিয়া চক্ষুকে ব্রহ্মের মধ্যে
 নিবদ্ধ করত নাসা-অভ্যন্তরে বিচরণকারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে
 কৃৎস্নক করিয়া সংযত-মন-বুদ্ধিসম্পন্ন মোক্ষাহুরাগী ইচ্ছা-ভয়-

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিমূর্নির্মোক্শপরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮

ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্ব মাং শাস্তিমুচ্ছতি ॥ ২৯

দ্বাভ্যাম্ । বাহ্য এব স্পর্শা রূপরসাদয়ো বিষয়াশ্চিস্তিতাঃ
সন্তোহন্তঃ প্রবিশন্তি । তাংস্তচ্চিস্তিত্যাগেন বহিরেব কৃৎস্না
চক্ষুর্ভবোরস্তরে ভ্রমধ্যে এব কৃৎস্না অত্যন্তং নেত্রয়োনিমী-
লনে নিদ্রয়া মনো লীয়তে । উন্মীলনে চ বহিঃ প্রসপতি,
তত্ভয়দোষপরিহারার্থমর্দ্ধনিমীলনে ভ্রমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়ে-
ত্যর্থঃ । উচ্ছ্বাসনিঃস্বাসরূপেণ নাসিকায়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ
প্রাণাপানাবুদ্ধাধোগতিনিরোধেন সমৌ কৃৎস্না কুন্তকং
কৃৎস্নেত্যর্থঃ । যদ্বা প্রাণোহয়ং যথা ন বহির্নিধাতি, যথা
চাপানোহন্তরং প্রবিশতি, কিন্তু নাসামধ্য এব দ্বাবপি যথা
চরতস্তথা মন্দাভ্যামুচ্ছ্বাসনিঃস্বাসাভ্যাং সমৌ কৃৎস্নেতি ।
যত ইতি । অনেনোপায়েন যতাঃ সংযতা ইন্দ্রিয়মনো-
বুদ্ধয়ো যন্ত, মোক্ষ এব পরময়নং প্রাপ্য যন্ত, তত্বেব
বিগতা ইচ্ছাভয়ক্রোধা যন্ত এবভূতো যো মুনিঃ স সদা
ক্ৰোধশূন্য মুনি স্থিতধী ঋষি নিয়ত মুক্ত হইয়াই অবস্থান
করেন ॥ ২৭-২৮

নিখিল যজ্ঞ-তপস্শাং ভোক্তা, ভূ-ভুবরাদি চতুর্দশ লোকের

শ্রীমদ্রহস্য বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতামহাভারতের ভীষ্মপর্বাগত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বো একোনত্রিংশ

অধ্যায়ের অন্তর্বাদ সমাপ্ত ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞা যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে কাম্যদ্যাসযোগনামক পঞ্চম অধ্যায়

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুপনিষৎসু

ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

কাম্যদ্যাসযোগো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥

ভীষ্মপর্বণি তু একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯

ভীষ্মপি মুক্ত এবত্যর্থঃ ॥ ২৭-২৮

টীকা—নশ্বেবমিন্দ্রিয়াদিসংযমমাত্রেন কথং মুক্তিঃ স্ত্যজ
তাবমাত্রেন কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণেত্যাহ—ভোক্তারমিতি ।
যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব মম ভক্তেঃ সমপিতানাং যদৃচ্ছয়া
ভোক্তারং পালকমিতি বা সর্বেষাং লোকানাং মহাস্তমীশ্বরং
সর্বেষাং ভূতানাং সুহৃদং নিরপেক্ষোপকারিণমন্তর্যামিণং
মাং জ্ঞাত্বা মৎপ্রসাদেন শাস্তিং মোক্ষমুচ্ছতি মোক্ষং
প্রাপ্নোতি ॥ ২৬

বিকল্পশঙ্কাপোহেন যেনৈব সাংখ্যযোগয়োঃ ।

সমুচ্চয়ঃ ক্রমেণোক্তঃ সর্বজ্ঞঃ নোমি তং হরিম্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিষ্ঠাং
টীকায়াং পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫

মহেশ্বর, নিখিলজীবের নিরপেক্ষ উপকারী, অন্তর্যামী আমাকে
অবগত হইয়া আমার প্রসাদে পরমা শাস্তি বা মুক্তি লাভ

করেন ॥ ২৯

ত্রিশোহধ্যায়ঃ

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ)

[নিকাম-কর্মযোগঃ প্রতিপাদয়তা ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন আত্মোদ্ধারায় প্রেরণদানস্য মনোনিগ্রহপূর্বকং ধ্যানযোগস্য যোগভ্রষ্টস্য গতেচ্চ বর্ণনম্ ।]

শ্রীভগবানুবাচ ।

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কাযাং কর্ম করোতি যঃ ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুযোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।

ন হ্যসংযতসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২

টীকা—চিন্তে শুদ্ধেহপি ন ধ্যানং বিনা সন্ন্যাসমাত্রতঃ ।

মুক্তিঃ স্মাদিতি ষষ্ঠেহগ্নির্ন ধ্যানযোগো বিতত্বতে ॥

পূর্বধ্যায়ান্তে সংক্ষেপেণোক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতুং যত্নাধায়ারম্ভঃ । তত্র তাবৎ “সর্বকর্মাণি মনসা সংযতাস্তে” ইত্যারম্ভ্য সন্ন্যাসপূর্বকায় জ্ঞাননিষ্ঠায়াস্তাৎপর্যোণাভিধানাদ্দুঃখস্বরূপত্বাচ্চ কশ্মলঃ সহসা সন্ন্যাসাতিপ্রসঙ্গং প্রাপ্তং বারয়িতুং সন্ন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কশ্মযোগঃ স্তৌতি শ্রীভগবানুবাচ—অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্ । কশ্মফলমনাশ্রিতোহনপেক্ষমাণঃ অবশ্যং কর্তব্যতয়া বিহিতং কশ্ম যঃ করোতি স এব সন্ন্যাসী যোগী চ, ন তু নিরগ্নিরগ্নিসাধো-ষ্ট্যাপ্যকশ্মত্যাগী, ন চাক্রিয়োহ্নগ্নিসাধাপূর্ভকশ্মত্যাগী চ ॥ ১

টীকা—কুত ইত্যপেক্ষায়াং কশ্মযোগেষ্ঠৈব সন্ন্যাসহঃ প্রতিপাদয়ম্ভাহ—যমিতি । যং সন্ন্যাসং প্রাহুঃ প্রকষণে শ্রেষ্ঠত্বেনাহুঃ । “সংযতাস এবাত্যরেচয়ৎ” ইত্যাদি ক্রতেঃ । কেবলাং ফলসংযতাসাংক্লেতার্থেযোগমেব তং জানীহি । কুত ইত্যপেক্ষায়ামিতি শব্দোক্তো হেতুযোগেহপ্যস্তীতাহ—ন ইতি । ন সংযতঃ ফলসঙ্কল্পো যেন স কশ্মনিষ্ঠো

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

[নিকামকর্মযোগঃ প্রতিপাদন করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ কর্তক আত্মোদ্ধারের জন্ত প্রেরণাদান, মনোনিগ্রহপূর্বক ধ্যানযোগ এবং যোগভ্রষ্টের গতির বর্ণন ।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যিনি কর্মফলের অপেক্ষা না করিয়া শক্ত্যা, অগ্নিহোতাদি নিত্যকর্মের অল্পটান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী । অগ্নিসাধ্য যজ্ঞাদি কর্মত্যাগী সন্ন্যাসীও নহেন যোগীও নহেন ॥ ১

হে পাণ্ডব ! বাহা সন্ন্যাস বলিয়া কথিত হয়, তাহাই যোগ

আকরুক্ষ্যেহ্মনৈযোগং কর্ম কারণমুচ্যতে ।

যোগারুঢ়স্ত তত্শিব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বল্পষজ্জতে ।

সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারুঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪

জ্ঞাননিষ্ঠো বা কশ্চিদপি যোগী ন হি ভবতি, অতঃ ফলসঙ্কল্পত্যাগসাম্যাং সংযতাসাং সন্ন্যাসী চ, ফলসঙ্কল্প-ত্যাগাদেব চিন্তাবিক্ষেপাভাবাদ্ যোগী চ ভবত্যেব স ইত্যর্থঃ ॥ ২

টীকা—তর্হি যাবজ্জীবং কশ্মযোগ এব প্রাপ্ত ইত্যশঙ্ক্য তস্মাবধিমাহ—আকরুক্ষ্যেহ্মরিতি । জ্ঞানযোগমারোঢ়ং প্রাপ্তুমিচ্ছাঃ পুংসস্তদারোহে কারণং কশ্ম উচ্যতে । চিন্তাশুদ্ধিকরত্বাৎ জ্ঞানযোগমারুঢ়স্ত তু তত্শিব ধ্যাননিষ্ঠস্ত শমঃ সমাধিশ্চিন্তাবিক্ষেপকশ্মোপরমো জ্ঞানপরিপাকো কারণমুচ্যতে ॥ ৩

টীকা—কীদৃশোহ্মসৌ যোগারুঢ়ো যস্ত শমঃ কারণ-মুচ্যতে ইত্যম্ভাহ—যদেতি । ইন্দ্রিয়ার্থেষু নেন্দ্রিয়ভোগেষু শব্দাদিসু তৎসাধনেষু চ কশ্মসু যদা নানুষজ্জতে আসক্তিং ন করোতি । তত্র হেতুঃ আসক্তিমূলভূতান্ সর্বান্ ভোগ-বিষয়ান্ কশ্মবিষয়াংচ্চ সঙ্কল্পান্ সন্ন্যাসিতুং তাক্সুং শীলং যস্ত সঃ । তদা যোগারুঢ় উচ্যতে ॥ ৪

বলিয়া বিদিত হইবে ; কারণ, কর্মনিষ্ঠ বা জ্ঞাননিষ্ঠ যিনি ফলসংকল্প পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি পরমার্থ যোগী হইতে পারেন না ॥ ২

জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছা মূর্খের চিন্তাশুদ্ধির জন্ত কর্মই উপায় । আর যিনি যোগে আরোহণ করিয়াছেন, তাহার সমস্ত কর্ম হইতে নিবৃত্তিই সমাধিলাভের সাধন ॥ ৩

যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দাদি বিষয়ে এবং তাহার সাধন কর্মসকলে অহুরাগী হন না, তখন সমস্ত সঙ্কল্প-ত্যাগীসেই ব্যক্তি যোগারুঢ় বলিয়া উক্ত হন ॥ ৪

উদ্ধরেদাত্মনা আনিং না আনিমবসাদয়েৎ ।

আটাইব হ্যাঅনো বন্ধুরাটাইব রিপুৰাঅনঃ ॥৫

বন্ধুরা আশ্রয়নস্তম্ভ যেনাতৈবাত্মনাজিতঃ ।

অনাঅনন্ত শক্রং বর্তেতাঐব শক্রবৎ ॥ ৬

জিতাশ্বনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্ম। সমাহিতঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

টীকা—অতো বিবয়্যাসক্তিত্যাগে মোক্ষং, তদাসক্তৌ
চ বন্ধং পর্যা্যালোচ্য রাগাদিশ্চভাবং ত্যজ্জেদিত্যাহ—
উদ্ধরেদিতি । আত্মনা বিবেকযুক্তেনাত্মানং সংসারাহুঙ্করেৎ
ন হবসাদয়েৎ ; অথো ন নয়েৎ । হি যশ্যং আত্মৈব
মনঃসঙ্গাহুপরতঃ আত্মনঃ স্বশ্চ বন্ধুরূপকারকঃ
রিপুরপকারকশ্চ ॥ ৫

টীকা—কথভূতস্ত্যাইব বন্ধুঃ, কথভূতস্ত্য চাইব
 रिपुरित्यपेक्षायामाह—बन्धुरिति । येनाग्रनैवात्रा कार्य-
 कारणसंज्ञातरूपे। जिते। वशीकृतस्तसा तथाभूतस्याग्र
 आहैव बन्धुः। अनाग्रनोहजिताग्रनस्त आहैवाग्रनः
 शत्रुश्चे शत्रुवदपकारिश्चे वर्तेत ॥ ७

টীকা—জিতাশ্বনঃ স্বশ্বিন্ বন্ধুঃ। ফুটয়তি—জিতাশ্বন
 ইতি । জিত আত্মা যেন তস্মা প্রশাস্তস্ত রাগাদিরহিতম্যেব
 পরং কেবলমাত্মা শীতোষ্ণাদিস্থ সংস্থাপি সমাহিত
 আত্মনিষ্ঠো ভবতি, নাশ্রস্ত । যদ্বা তস্মা হৃদি পরমাত্মা
 সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি ॥ ৭

টাকা—যোগারূঢ়স্থ লক্ষণং শ্রৈষ্ঠ্যং চোক্তমুপপাতোপ-
সংহরতি—জ্ঞানেতি । জ্ঞানমোপদেশিকম্, বিজ্ঞানমপ-
রোক্ষানুভবঃ, তাভ্যাং তুণ্ডো নিরাকাজ্জক আত্মা চিত্তং

বশীভূত-চিত্তের দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করিবে।
 অজিতেন্দ্রিয় হইয়া আপনাকে অধঃপাতিত করিবে না, যেহেতু
 বশীভূতচিত্তই আপনার স্বহৃদ, অবশীভূতচিত্তই আত্মার বৈরী। ৫৫

যিনি বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা স্বভাবকে জয় করিয়াছেন
 আত্মা সেই আত্মার বন্ধু, অজিতচিত্তের আত্মা আত্মার শত্রুর
 দ্বায় অপকারে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৬

জিতেদ্রিয়, সর্বত্র সমবুদ্ধিহেতু রাগভেষ্মশূন্য, প্রশান্ত যোগীরই
কেবল আত্মা শীত, উষ্ণ, স্থব, দুঃখ এবং মান অপमानে আত্ম-
নিষ্ঠভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হন ॥ ৭

জ্ঞানবিজ্ঞানে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ অমুভাবে সমুচিত্ত, বিষয়-

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তায়া কুটস্থে। বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

যুক্ত ইত্যাচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্লকাধনঃ ॥ ৮

ਸੁਕ੍ਰਸ਼ਿਤਾਰਥ ਦਾਸੀਨਮਧਾਸੁਦੇਵਾਭਕ੍ਤੁਬੂ ।

সাধুস্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিर्विशिष्यते ॥ २

যোগী যୁକ୍ତଃ ସତତମାତ୍ମନଃ ରହସି ସ୍ଥିତଃ ।

একাকী যতচিন্তায়া। নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০

যসা, অতঃ কূটস্থো নির্বিকারঃ, অতএব বিজ্ঞিতানীজিয়াণি
 যেন, অতএব সমানি লোষ্ট্রাদীন যন্ত, যৎপিণ্ডপাষণ-
 সুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশৃণুঃ সঃ যুক্তো যোগাক্রুত
 ইত্যুচ্যতে ॥ ৮

টীকা—সুহৃদগিহাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্ত ততোহপি শ্রেষ্ঠ
ইত্যা—সুহৃদিতি । সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাংশসী ।
মিত্রং স্নেহবশেনোপকারকঃ । অরিধাতুকঃ । উদাসীনো
বিবদমানয়োক্ৰভয়োরপ্যাপেক্ষকঃ । মধ্যস্থো বিবদমান-
য়োরপি হিতাংশসী । দ্বেষ্যঃ দ্বেষবিষয়ঃ । বন্ধুঃ সহকী ।
সাধবঃ সদাচারঃ । পাপা ছরাচারঃ । এতেষু সমা রাগ-
দ্বেষাদিশুশ্রী বুদ্ধিৰ্যস্তু স তু বিশিষ্টঃ ॥ ৯

টীকা—এবং যোগাক্রটলক্ষণযুক্ত্বা ইদানীং তস্য সঙ্গঃ
যোগং বিধন্তে যোগীত্যাदि—স যোগী পরমো মত
ইত্যন্তেন গ্রন্থেন যোগীতি । যোগী যোগাক্রট আত্মানং
মনো যুঞ্জীত সমাহিতঃ কুর্ধ্যাৎ । সততঃ নিরন্তরঃ রহসি
একান্তে স্থিতঃ সন্, একাকী সঙ্গশূন্যঃ । যতং সংযতঃ
চিত্তমাত্মা দেহশ্চ যশ্চ, নিরাশীনিরাকাজ্জেক। নিরাহারো বা,
অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যশ্চ ॥ ১০

সম্মিধানেও বিকারবিহীন, বিশেষভাবে ইন্দ্রিয়জয়কারী, মাটা, পাষণ, স্বর্ণে তুলাস্তানসম্পন্ন, ত্যাজ্য-গ্রাহ্য বুদ্ধিশূন্য ও যুক্ত যোগী যোগারূঢ় বলিয়া কীর্তিত হন ॥ ৮

বৃহৎ (স্বভাবতঃ হিতাকাঙ্ক্ষী), মিত্র (স্নেহবশে উপকারক),
অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, ঘেৰভাজন, বন্ধু (সখ্যকী), সদাচার-
চর্যচারগণের প্রতিও রাগদ্বেষণুজ্ঞ যোগী শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত
হন ॥ ২

সংযতচিত্ত, দোষশূন্যশরীর, আকাঙ্ক্ষা-বিবর্জিত, পরিগ্রহবিহীন
যোগারূঢ় ব্যক্তি অমূল্য একান্তে নিঃসঙ্গ অবস্থিত হইয়া মনকে
যুক্ত করিবেন ॥ ১০

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।
 নাত্যুক্তিতং নাভিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১
 তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
 উপবিশ্বাসনে যুজ্যাদ্ যোগমাশ্ববিশুদ্ধয়ে ॥ ১২
 সমং কায়লীরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।
 সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩
 প্রশাস্তাত্মা বিগতভীৰ্দ্ধাক্ষারিব্রতে স্থিতঃ ।

টীকা—আসননিয়মং দর্শয়ন্মাহ—শুচাবিতি দ্বাভ্যাম্ ।
 শুদ্ধে স্থানে আশ্রয়ঃ যস্ত আসনং স্থাপয়িত্বা । কৌদৃশম্ ?
 স্থিরম্ অচলং নাত্যুক্তিতং নাতি চোন্নতম্ ন চাতিনীচং,
 চৈলং বজ্রম্ অজিনং ব্যাজাদিচর্ম, চৈলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে
 যশ্বিন্ । কুশানামুপরি চর্ম তদুপরি বজ্রমাস্ত্রীর্ঘ্যেত্যর্থঃ ।
 তত্র তশ্মিন্মাসনে উপবিশ্ব একাগ্রং বিক্ষেপরহিতং মনঃ
 কৃৎস্না যোগং যুজ্যাত্ অভ্যাসেৎ । যতাঃ সংযতাঃ চিত্তস্ত
 ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া যস্ত সঃ, আশ্রনো মনসো বিশুদ্ধয়ে
 উপশাস্তয়ে ॥ ১১-১২

টীকা—চিত্তৈকাগ্রোপযোগিনীং দেহাদিধারণাং দর্শয়-
 ম্নাহ—সমমিতি দ্বাভ্যাম্ । কায় ইতি দেহস্ত মধ্যভাগো
 বিবক্ষিতঃ, কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবম্
 মূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধাগ্রপর্য্যন্তং সমমবক্রম্ অচলং নিশ্চলং
 ধারয়ন্ স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বোত্যর্থঃ । স্বকীয়ং নাসিকাগ্রং
 সম্প্রেক্ষ্য চার্কনিমোলিতনেত্র ইত্যর্থঃ । ইতস্ততো দিশশ্চা-
 নবলোকয়ন্নাসীতেত্যন্তরেণাশ্রয়ঃ । প্রশাস্তেতি—প্রশান্ত
 আত্মা চিত্তং যস্ত । বিগতা ভীর্ভয়ং যস্ত, ব্রহ্মচারিব্রতে

মাত্র দেহরক্ষার জন্ত বিষয়গ্রহণকারী সংযতচিত্ত যোগী পবিত্র
 প্রদেশে আপনার অচঞ্চল অতি উচ্চ অথবা অতি নীচ নয়,
 ক্রমাঘ্নে কুশ, মৃগচর্ম ও বজ্রবিরচিত আসন বিস্তৃত করিয়া
 তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া মনকে লয় বিক্ষেপবিহীনপূর্বক মনের রজ-
 তম গুণ দূর করিবার জন্ত যোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ১১-১২

শরীর, মস্তক, গ্রীবা মূলাধার হইতে মস্তকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত
 সরল নিশ্চলভাবে ধারণ করত দৃষ্টিকে সকল দিক্ হইতে আকর্ষণ-
 পূর্বক আপনার নাসিকাগ্রে স্থাপন করিয়া নির্জিতচিত্ত,
 ভয়বিহীন, ব্রহ্মচর্য্যব্রতে অবস্থিত মনকে প্রত্যাহার করত
 হৃদয়স্থিত অন্তর্ধ্যামী আমাতে স্থাপনপূর্বক মৎপরায়ণ যোগী
 যুক্ত হইয়া অবস্থান করিবেন ॥ ১১-১২

মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪
 যুঞ্জন্নৈবং সদাশ্রানং যোগী নিয়তমানসঃ ।
 শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫
 নাত্যশ্নতস্ত যোগোহস্তি ন চৈকাস্তমনশ্চতঃ ।
 ন চাতিশ্বপ্নলীলস্ত জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬
 যুক্তাহারবিহারস্ত যুক্তচেষ্টস্ত কর্মসু ।
 যুক্তশ্বপ্নাববোধস্ত যোগো ভবতি হৃৎখহা ॥ ১৭

ব্রহ্মচার্য্যো স্থিতঃ সন্ মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য, মযোব চিত্তং
 যস্ত অহমেব পরঃ পুরুষার্থো যস্ত স মৎপরঃ এবং যুক্তো
 হৃৎ আসীত তিষ্ঠেৎ ॥ ১৩-১৪

টীকা—যোগাভ্যাসফলমাহ—যুঞ্জন্নৈবমিতি । এবমুক্ত-
 প্রকারেণ সদা আশ্রানং মনো যুঞ্জন্ সমাহিতং কু ন,
 নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং চিত্তং যস্ত সঃ । শান্তিং সংসারো-
 পরতিং প্রাপ্নোতি । কথমুতং নির্বাণং পরমং প্রাপ্য
 যস্তাং তাং মৎসংস্থাম্ মজ্রপেণাবস্থিতাম্ ॥ ১৫

টীকা—যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্থাহারাদিনিয়মমহ—নাত্য-
 শ্নত ইতি দ্বাভ্যাম্ । অত্যন্তমধিকং ভুজ্ঞানস্ত একান্তমতা-
 স্তমভুজ্ঞানস্যাপি যোগঃ সমাধিঃ ন ভবতি, তথাতিনিদ্রা-
 শীলস্য অতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি ॥ ১৬

টীকা—তর্হি কথমুতস্য যোগো ভবতীত্যত আহ—
 যুক্তাহারেতি । যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারঃ গতিশ্চ
 যস্য, কর্মসু কার্য্যেষু যুক্তা নিয়তা এব চেষ্টা যস্য, যুক্তো
 নিয়তো স্বপ্নাববোধো নিদ্রাজাগরো যস্য, তস্য হৃৎখনি-
 বর্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি ॥ ১৭

পূর্বোক্ত প্রকারে নিরন্তর মনকে হৃদয়স্থ অন্তর্ধ্যামীতে যুক্ত
 করত বশীকৃতচিত্ত যোগী আমার সারূপ্যমুক্তিরূপা পরমা শান্তি
 লাভে সমর্থ হন ॥ ১৫

হে অর্জুন! অধিক ভোজনকারীর ও অতিশয় অনাহারীর
 যোগ হয় না ও অতিনিদ্রা এবং অত্যন্ত জাগরণশীলেরও যোগ
 হয় না ॥ ১৬

শাস্ত্রবিহিত আহার-বিহারকারীর, লৌকিক বৈদিক কার্য্য-
 সকলে নিয়মিত চেষ্টাবিশিষ্ট, সংযত নিদ্রাজাগরণশীলের
 আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ হৃৎখের অত্যন্ত
 শান্তিকর যোগ সিদ্ধ হয় ॥ ১৭

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মশ্চেবাবতিষ্ঠতে ।

নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যাচ্যতে তদা ॥ ১৮

যথা দীপো নিবাতশ্চো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা ।

যোগিনো যতচিন্তস্ত যুঞ্জতো যোগমাশ্রয়ঃ ॥ ১৯

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।

যত্র চৈবাত্মনাশ্রয়ং পশুন্নাত্মনি তুহ্যতি ॥ ২০

টীকা—কদা নিস্পন্নযোগঃ পুরুষো ভবতীত্যপেক্ষায়া-
মাহ—যদেতি । বিনিয়তং বিশেষণ নিরুদ্ধং সং চিত্তমা-
ত্মশ্চেব যদা নিশ্চলং তিষ্ঠতি । কিঞ্চ সর্বকামেভ্য ঐতি-
কামুশ্লিকভোগেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ বিগতভ্রমো ভবতি,
তদা যুক্তঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যাচ্যতে । আত্মৈকাকারতয়া-
বস্থিতস্য চিত্তস্যোপমানমাহ—যথেতি । বাতশ্চো দেশে
স্থিতো দীপো যথা নেঙ্গতে ন চলতি, সা উপমা দৃষ্টান্তঃ ।
কস্য আত্মবিষয়ং যোগং যুঞ্জতোহভাসতো যোগিনঃ ।
যতং নিয়তং চিত্তং যস্য । তস্য নিঃস্পৃহতয়া প্রকাশতয়া
চ অচঞ্চলং যচ্চিত্তং তদ্বিত্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৮-১৯

টীকা—“যং সন্নাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি
পাণ্ডব” ইত্যাদৌ কশ্মৈব যোগশব্দেনোক্তং, “নাত্মশতস্ত
যোগোহস্তি” ইত্যাদৌ তু সমাধির্যোগশব্দেনোক্তস্তত্র
মুখ্যো যোগঃ ক ইত্যপেক্ষায়াং সমাধিমেব স্বরূপতঃ
ফলতশ্চ লক্ষয়ন্ স এব মুখ্যো যোগ ইত্যাহ—যত্রৈতি
সাদৈক্যমিতিঃ । যত্র যশ্চিন্নবস্থা বিশেষে যোগাভ্যাসেন
নিরুদ্ধং চিত্তম্পরতং ভবতীতি যোগস্ত স্বরূপং লক্ষণমুক্তম্ ।
তথাচ পাতঞ্চলসূত্রং—“যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ” ইতি ।
ইষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণেন ফলেন তমেব লক্ষয়তি । তত্র চ
যশ্চিন্নবস্থা বিশেষে আত্মনা শুদ্ধেন মনসা আত্মানমেব

যে সময় বিশেষভাবে বশীকৃতচিত্ত হৃদয়স্থ আত্মাতেই নিশ্চল-
ভাবে অবস্থিত হয়, তখন ইহলোক পরলোকের সমস্ত ভোগ
হইতে তৃষ্ণা একেবারে বিগলিত হইয়া যায়, তখন সেই নিরুদ্ধ
যোগী যুক্ত বলিয়া কথিত হন ॥ ১৮

যেৰূপ নির্বাত প্রদেশে স্থিত প্রদীপ স্থিরভাবে থাকে, কম্পিত
হয় না—আত্মবিষয়ক যোগ-অভ্যাসী সংযতচিত্ত যোগীর তাহাই
দৃষ্টান্ত বলিয়া স্মরণের বিষয় হয় ॥ ১৯

যে অবস্থায় যোগাভ্যাসন প্রভাবে নিশ্চলচিত্ত বিষয়সকল
হইতে উপরত হয়, যে সময় বিস্তৃত মনের দ্বারা আত্মাকে দর্শন

সুখমাত্যস্তিকং যতদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্বতঃ ॥ ২১

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাশ্বিকং ততঃ ।

যশ্চিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে ॥ ২২

তং বিজ্ঞাদ্ দুঃখসংযোগবিরোগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনিবিগ্নচেতসা ॥ ২৩

পশ্যতি, ন তু দেহাদি, পশুংশ্চাত্মশ্চেব তুহ্যতি ন তু
বিষয়েষু । যত্রৈত্যাদিনা যচ্চকানাং তং যোগসংজ্ঞিতং
বিজ্ঞাদিতি চতুর্থেনাশ্রয়ঃ ॥ ২০

টীকা—আত্মশ্চেব তোষে হেতুমাহ—সুখমিতি । যত্র
যশ্চিন্নবস্থা বিশেষে যতঃ কিমপি নিরতিশয়মাত্যস্তিকং
নিত্যং সুখং বেত্তি । নতু তদা বিষয়োন্দ্রিয়সম্বন্ধাভাবাৎ
কৃতং সুখং স্যান্তত্ৰাহ—অতীন্দ্রিয়ং বিষয়োন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতং
কেবলং বুদ্ধৌবাখ্যাকারতয়া গ্রাহ্যম্, অতএব চ যত্র স্থিতঃ
সন্ তত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি । অচলঃসেবোপ-
পাদয়তি—যমিতি । যমাত্মসুখরূপং লাভং লব্ধ্বা
ততোহধিকম্ অপরং লাভং ন মন্যতে ন চিন্তয়তি তস্মৈব
নিরতিশয়সুখহাৎ । যশ্চিন্ স্থিতো মহতাপি শীতোষ্ণাদি-
দুঃখেন ন বিচালাতে নাভিভূয়তে, এতেনানিষ্টনিবৃদ্ধি-
ফলেনাপি যোগস্ত লক্ষণমুক্তং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২১-২২

টীকা—য এবমুতোহবস্থা বিশেষস্তমাহ—তং দুঃখ-
সংযোগবিরোগং যোগসংজ্ঞিতং বিজ্ঞাৎ । দুঃখশব্দেন দুঃখ-
মিশ্রিতহাৎ বৈষয়িকং সুখমপি গৃহ্যতে, দুঃখস্য স যোগেন
সংস্পর্শনাত্রেণাপি বিরোগো যশ্চিন্ তন্ অবস্থা বিশেষঃ
যোগসংজ্ঞিতং যোগশব্দবাচ্যং জ্ঞানীয়াৎ । পরমাত্মনা
ক্ষেত্রজস্য যোজনং যোগঃ । যদ্বা দুঃখসংযোগেন
করত আত্মাতেই পরমানন্দ লাভ করে—তাহাই যোগ ॥ ২০

যে সময় বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণীয় বিষয় ইন্দ্রিয়ার সম্বন্ধের অতীত
নিরতিশয় বা নিত্য সুখ অর্জিত করেন ও বাহ্যতে অবস্থান
করিয়া আত্মস্বরূপ হইতে কখন বিচলিত হন না, তাহাই
যোগ ॥ ২১

যে আত্মসুখ স্বরূপকে লাভ করিয়া তাহা হইতে অতিশয়
উত্তম অপর কোন লাভকে মনে করেন না, বাহ্যতে অবস্থিত
হইয়া গুরুতর শীত উষ্ণাদি দুঃখের দ্বারা বিচলিত হন না ॥ ২২

দুঃখসংযোগ যাত্রেই বিরোগ হয়, এইরূপ অবস্থা বিশেষকে

সকলপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্তা সর্বানশেষতঃ ।

মনসৈবেল্লিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥ ২৪

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃৎস্না ন কিক্খদপি চিস্তয়েৎ ॥ ২৫

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চকলমস্থিরম্ ।

ততস্ততো নিয়ম্যোতদাত্মশ্চেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬

বিয়োগ এব শূরে কাতরশব্দবদ্বিরুদ্ধলক্ষণয়া যোগ উচ্যতে, কৰ্ম্মণি তু যোগশব্দস্তদুপায়দ্বাদৌপচারিক এবতি ভাবঃ । যস্মাদেবং মহাফলো যোগস্তস্মাৎ স এব যত্নতো-
হভ্যসনীয় ইত্যাহ—স ইতি সার্দ্ধেন । স যোগো নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্যোপদেশজ্ঞানিতেন যোক্তব্যোহ-
ভ্যসনীয়ঃ । যতপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি, তথাপানিবিব্রেন নির্বেদরহিতেন চেতসা যোক্তব্যঃ । হুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্নশৈথিল্যং নির্বেদঃ । কিক্খ সঙ্কলেতি । সঙ্কল্যাং প্রভবো যেস্যাং তান্ যোগপ্রতিকূলান্ সর্বান্ কামান-
শেষতঃ সবাসনাংস্ত্যক্তা মনসৈব বিষয়দোষদর্শিনা সর্বতঃ প্রসন্নমুদ্রিয়সমূহং বিশেষণে নিয়ম্য যোগী যোক্তব্য ইতি পূর্বেণাদয়ঃ ॥ ২৩-২৪

টীকা—যদি তু প্রাক্তনকৰ্ম্মসংস্কারেণ মনো বিচলেৎ তর্হি ধারণয়া স্থিরীকুর্যাদিত্যাহ—শনৈরिति । ধৃতিধারণা তয়া গৃহীতয়া বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা আত্মসংস্থম্ আত্মশ্চেব সমাক্ স্থিতং নিশ্চলং মনঃ কৃৎস্না উপরমেৎ । তচ্চ শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ, ন তু সহসা । উপরমস্বরূপমাহ—“ন কিক্খদপি চিস্তয়েৎ” নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমান-
পরমানন্দস্বরূপো ভূহা আত্মধ্যানাদপি ন নিবর্তেত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫

যোগ বলিয়া অবগত হইবে । নির্বেদবিরহিতচিত্তের দ্বারা সকলসমুদ্ভূত যোগপ্রতিকূল সমুদয় ইচ্ছা বাসনার সহিত পরিত্যাগ-
পূর্বক বিষয়দোষদর্শী মনের দ্বারা সকলদিকে সকল বিষয়ে প্রসারিত ইন্দ্রিয়সমূহকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে ॥ ২৩-২৪

ধারণাবশীকৃত বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মায় স্থাপিত করত ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হইবে, কিছুই চিন্তা করিবে না ॥ ২৫

অভাবতঃ অতিচকল অধীর মন যে যে বিষয়ে গমন করিবে

প্রশান্তমনসং হেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।

উপৈতি শাস্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭

যুঞ্জন্নৈবং সদাশ্রানং যোগী বিগতবল্মষঃ ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যস্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮

সর্বভূতসুমাশ্রানং সর্বভূতানি চাত্মনি

ঐক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯

টীকা—এবমপি রজোগুণবশাদ যদি মনঃ প্রচলেৎ, তর্হি পুনঃ প্রত্যাহারেণ বশীকুর্যাদিত্যাহ—যত ইত্যাদি । স্বভাবতশ্চকলং ধার্যমাণমপ্যস্থিরং মনো যং যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি, ততস্ততঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মশ্চেব স্থিরং কুর্য্যৎ ॥ ২৬

টীকা—এবং প্রত্যাহারাদিভিঃ পুনঃ পুনর্মনো বশী-
কুর্য্যন্তং রজোগুণক্লেয়ে সতি যোগসুখং প্রাপ্নোতীত্যাহ—
প্রশান্তমনসমিতি । এবমুক্তপ্রকারেণ শাস্তং রজো যন্ত তম্, অতএব প্রশান্তং মনো যন্ত তম্ এনং নিষ্কল্মষং ব্রহ্মহং প্রাপ্তং যোগিনম্ উত্তমং সুখং সমাধিসুখং স্বয়-
মেবোপৈতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৭

টীকা—ততশ্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—যুঞ্জন্নिति এব-
মনেন প্রকারেণ সর্বদা আশ্রানং মনো যুঞ্জন্ বশীকুর্য্যন্
বিশেষেণ সর্বাত্মনা বিগতং কল্মষং যন্ত সঃ যোগী সুখেন
অনায়াসেন ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শোহবিচ্ছানিবর্তকঃ সাক্ষাৎকার-
স্তদেবাত্যস্তং সর্বোত্তমং সুখমশ্নুতে জীবন্মুক্তো
ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮

টীকা—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারমেব দর্শয়তি—সর্বভূতসু-
মিতি । যোগেনাভ্যাস্তমানেন যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ
সর্বত্র সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি সমদর্শনঃ । তথা স স্বমা-
সেই সেই চিন্তা হইতে মনকে প্রত্যাহরণ করত আত্মাতেই স্থির
করিবে ॥ ২৬

রজোগুণবিহীন, প্রশান্তচিত্ত, পাপরহিত ব্রহ্মভূত এই
যোগীকে উত্তম, নিশ্চিন্ত সমাধিসুখ স্বয়ংই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৭

এবপ্রকারে নিয়ত মনকে আত্মাতে যুক্ত করত বশীভূত
করিয়া নিম্পাপ যোগী ব্রহ্মসম্মিলনরূপ পরমানন্দ লাভ করিয়া
থাকেন ॥ ২৮

যোগের প্রভাবে নিশ্চলচিত্ত সকলদিগ্-দেশ-কালে ও সকল

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।

তস্মাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১

আত্মোপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২

আনর্মাণ্ডাকৃতদেহাদিপরিস্ফেদশূন্যঃ সর্বভূতেষু ব্রহ্মাদি-
স্বাবরাস্তেষবস্থিতং পশ্যতি, তানি চ আত্মস্থভেদেন পশ্যতি
॥ ২৯

টীকা—এবভূতাত্মজ্ঞানস্যা সর্বভূতাত্মতয়া মহাপাসনং
মুখ্যং কারণমিত্যাহ—যো মামিতি । মাং পরমেশ্বরং
সর্বত্র ভূতমাত্রৈ যঃ পশ্যতি, সর্বঞ্চ প্রাণিমান্ত্রং ময়ি
যঃ পশ্যতি । তস্মাহং ন প্রণশ্যামি অদৃশ্যো ন ভবামি ।
স চ মে প্রণশ্যতি স চ মামদৃশ্যো ন ভবতি । প্রত্যক্ষো
ভূত্বা কুপাদৃষ্টো তং বিলোক্যানুগৃহ্যমীত্যর্থঃ ॥ ৩০

টীকা—ন চৈবভূতো বিধিকঙ্করঃ স্মাদিত্যাহ—সর্ব-
ভূতস্থিতমিতি সর্বভূতেষু স্থিতং মামভেদেন আস্থিত
আশ্রিতো যো ভজতি, স যোগী জ্ঞানী সন্ সর্বথা
কর্মপরিত্যাগেনাপি বর্তমানো মযোব বর্ততে মূচ্যতে ন তু
ভ্রাণ্ডতীত্যর্থঃ ॥ ৩১

টীকা—এবঞ্চ মাং ভজতাং যোগিনাং মধ্যে সর্বভূতা-
নুকম্পী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—আত্মোপম্যেনেতি । আত্মো-
পম্যেন স্বসাদৃশ্যেন । যথা মম সুখং প্রিয়ং দুঃখঞ্চাপ্রিয়ং
বিষয়ে সমান দর্শনকারী (ব্রহ্মদর্শী) স্বীয় আত্মাকে সর্বভূতে স্থিত
ও সর্বভূতকে আপনার আত্মায় একীভূত দেখেন ॥ ৩২

যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন ও আমাতে নিখিল ভূতকে
দর্শন করেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না—তিনি আমার অদৃশ্য
চন না ॥ ৩০

যিনি সকল জীবের অবস্থিত আমাকে অভেদভাবে শরণাগত
অর্থাৎ আত্মাকরূপ আমাতে সম্মিলিত হইয়া ভজন করেন সেই
যোগী জ্ঞানী হওত যে কোন প্রকারে বর্তমান থাকিলেও, কর্ম
পরিত্যাগ করিলেও আমাতেই বিद्यমান থাকেন ॥ ৩১

হে অর্জুন! যিনি আপনার সুখদুঃখের মত সকলের সুখদুঃখ

অর্জুন উবাচ ।

যোহয়ং যোগন্তয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।

এতস্মাহং ন পশ্যামি চঞ্চলচ্ছাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্ ।

তস্মাহং নিগ্রহং মত্তো বায়োরিব স্তুত্করম্ ॥ ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো হুর্নিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে ॥ ৩৫

তথা অন্তোষামপীতি সর্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্বেষাং
যো বাজতি, ন তু কস্যাপি দুঃখম্, স যোগী শ্রেষ্ঠো
মমাভিমত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২

টীকা—উক্তলক্ষণস্য যোগস্যাসম্ভবং মনানোহর্জুন
উবাচ—যোহয়মিতি । সাম্যেন মনসো লয়বিক্ষেপশূন্যতয়া
কেবলাত্মাকারাবস্থানেন যোহয়ং যোগন্তয়া প্রোক্তঃ,
এতস্য যোগস্য স্থিরাং দীর্ঘকালীনাং স্থিতিং ন পশ্যামি
মনসচ্চঞ্চলচ্ছাৎ ॥ ৩৩

টীকা—এতৎ স্মৃটয়তি—চঞ্চলমিতি । চঞ্চলং স্বভাবে-
নৈব চপলম্ । কিঞ্চ প্রমাথি প্রমথনশীলং দেহেন্দ্রিয়-
ক্ষোভকরমিত্যর্থঃ । কিঞ্চ বলবদ্বিচারেণাপি জেতুমশক্যম্ ।
কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনানুবন্ধিতয়া দুর্ভেদ্যম্, অতো যথা
আকাশে দোষুয়মানস্য বায়োঃ কুস্তাদিষু নিরোধনমশক্যং
তথাহং তস্য মনসোহপি নিগ্রহং নিরোধং স্তুত্করং সর্বথা
কর্ত্তুমশক্যং মত্তো ॥ ৩৪

টীকা—তদুক্তং চঞ্চলাদিকমঙ্গীকৃতৌব মনোনিগ্রহো-
পায়ং শ্রীভগবানুবাচ—অসংশয়মিতি । চঞ্চলচ্ছাদিনা মনো
অস্তভব করেন, তিনি আমার মতে পরম যোগী ॥ ৩২

অর্জুন বলিলেন,—হে মধুসূদন! তুমি লয়বিক্ষেপশূন্য মনের
কেবল আত্মাকারে অবস্থানরূপ যে যোগ বলিলে, মনের চঞ্চলত্বের
কারণ যোগের বহুকাল স্থায়ী স্থিতি দেখিতেছি না ॥ ৩৩

হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর,
বলবান্, দৃঢ়, কঠিন । আমি এই মনের নিগ্রহ বাহুকে নিরোধ
করিয়া কুস্তাদিতে স্থির রাখার জায় অসম্ভব মনে করি ॥ ৩৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে মহাবাহো! মনকে নিরোধ করা
কঠিন আর চঞ্চল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । হে কৌন্তেয়!
অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সে মনকে বশীভূত করা যায় ॥ ৩৫

অসংযতাত্মনা যোগো দুপ্রাপ ইতি মে মতিঃ ।

বশ্যাশ্রমো তু যততা শক্যোহবাণ্ডু মুপায়তঃ ॥ ৩৬

অর্জুন উবাচ ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭

কচ্চিন্নোভয়বিত্রষ্টশ্চিন্নাভ্রমিব নশ্যতি ।

নিরোদ্ধুমশক্যমিতি যদ্বদসি, এতন্নিঃসংশয়মেব । তথাপি তু অভ্যাসেন পরমাত্মাকারপ্রত্যয়বৃত্ত্যা বিষয়বৈতৃষ্ণোন চ গৃহ্যতে নিগৃহ্যতে । অভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাদ্বৈরাগ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধাদুপরতবৃত্তিকং সং পরমাত্মাকারেণ পরিণতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । তদ্বক্তব্যং যোগশাস্ত্রে,—মনসো বৃত্তিশৃঙ্খলা ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ । যা অসম্প্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে ॥” ইতি ॥ ৩৫

টীকা—এতাবাংব্রহ্ম নিশ্চয় ইত্যাহ—অসংযতেতি । অসংযতাত্মনা উক্তপ্রকারেণাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাসংযত আত্মা চিন্ত্য যন্ত তেন স্বরূপেণ অয়ং যোগঃ দুপ্রাপঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ । অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাসঃ বশ্যো বশবন্তী আত্মা চিন্ত্য যন্ত তেন পুরুষেণ পুনশ্চানেনৈবোপায়েন প্রযত্নং কুর্ব্বতা যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ ॥ ৩৬

টীকা—অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাসেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসমাগ্-জ্ঞানঃ কিং ফলং প্রাপ্নোতীত্যজ্জুন উবাচ—অযতিরिति । প্রথমং শ্রদ্ধয়োপেত এব যোগে প্রবৃত্তঃ, ন তু মিথ্যাচার-তয়া । ততঃ পরন্তু অযতিঃ সম্যক্ ন যততে শিথিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ । তথা যোগাচ্চলিতং মানসং বিষয়প্রবণং চিন্ত্য যস্য মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ । এবমভ্যাস-বৈরাগ্যাশৈথিল্যাদ্

অসংযতচিত্ত ব্যক্তির যোগলাভ অসম্ভব । অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ষাঁহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, প্রযত্নকারী সেই জিতেজ্জিয় পুরুষ যোগলাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ৩৬

অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ ! প্রথমে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যোগে প্রবৃত্ত ব্যক্তি পরে বিষয়প্রবণতা-হেতু যোগভ্রষ্ট হইলে তিনি কিরূপ গতি প্রাপ্ত হন ? ৩৭

হে মহাবাহো ! ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে সম্যক্ বিমোহিত হইয়া

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেতুর্মহিশ্রশেষতঃ ।

ঐদন্তঃ সংশয়স্তাস্ত্র ছেত্তা ন হ্যুপপত্ততে ॥ ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্ত্র বিত্ততে ।

নহি কল্যাণকুং কচ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০

যোগসা সংসিদ্ধিং ফলং জ্ঞানমপ্রাপ্য কাং গতিং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৭

টীকা—প্রশ্নাতিপ্রায়ং বিবৃণোতি—কচ্চিদতি । কশ্ম-ণামীশ্বর্যাপিতত্বাদনুষ্ঠানাত্ম তাবৎ ন কশ্মফলং স্বর্গাদিকং প্রাপ্নোতি । যোগানিষ্পত্ত্যেচ্চ মোক্ষং ন প্রাপ্নোতি । এবমুভয়স্বাদ্ ভ্রষ্টঃ অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ অতএব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্ত্য পায়ৈ পথি মার্গে বিমূঢ়ঃ সন্ কচ্চিং কিং নশ্যতি কিংবা ন নশ্যতীত্যর্থঃ । নাশে দৃষ্টান্তঃ যথা—হিন্নমভ্রং পূর্ব্বস্মাৎ অভ্রাদ্বিল্লিষ্টমভ্রাস্তুরমপ্রাপ্তং সং মধ্য এব বিলীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৮

টীকা—ঐদন্তঃ সর্ব্বজ্ঞেনায়াং মম সন্দেহো নিরসনীয়ঃ, স্বত্তোহুস্ত্র এতৎসন্দেহনিবর্ত্তকো নাস্তীত্যাহ—এতদিতি এতন্ম ইতি । এতৎ এনং, ছেত্তা নিবর্ত্তকঃ । স্পষ্টমক্যং ॥ ৩৯

টীকা—অত্রোক্তরং শ্রীভগবানুবাচ—পার্থেতি সাক্ষৈ-শ্চতুভিঃ । ইহ লোকে বিনাশঃ উভয়ভ্রংশাৎ পাতিতাম্ । অমুত্র পরলোকে বিনাশো নরকপ্রাপ্তিস্তদুভয়ং তস্ত্র নাস্ত্যেব । যতঃ কল্যাণকুং শুভকারী কচ্চিদপি দুর্গতিং ন গচ্ছতি । অয়ঞ্চ শুভকারী শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তত্বাৎ । তাতেতি লোকরীত্যা উপলালয়ন্ সম্বোধয়তি ॥ ৪০

নিরাশ্রয় কর্ম ও জ্ঞানমার্গ হইতে বিচ্যুত সেই যোগভ্রষ্ট ছিন্নমেধের মত নষ্ট হয় না কি ? ৩৮

হে কৃষ্ণ ! আমার এই সংশয় উত্তমরূপে ছেদন কর । তুমি ব্যতীত এই সংশয়ের ছেদনকারী আর কাহাকেও দেখিতেছি না ॥ ৩৯

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ ! ইহলোকে সেই যোগভ্রষ্টের বিনাশ নাই, পরলোকেও নরক প্রাপ্তি হয় না । যেহেতু কল্যাণ-কারী ব্যক্তি কোনরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হন না ॥ ৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুযিষ্য শাস্তীঃ সমাঃ ।
 শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥ ৪১
 অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।
 এতন্ধি হ্রলভতরং লোকে জন্ম যদিদৃশম্ ॥ ৪২
 তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ ।
 যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩

টীকা—তর্হি কিমসৌ প্রাপ্যোত্তীত্যপেক্ষায়ামাহ—
 প্রাপ্যেতি । পুণ্যকৃতাং পুণ্যকারিণামশ্বমেধাদিযাজিনাং
 লোকান্ প্রাপ্য তত্র শাস্তীঃ সমাঃ বহুন্ সংবৎসরান্
 উষিষ্য বাসসুখমন্তুভূয় শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং
 ধনিনাং গেহে স যোগভ্রষ্টো জন্ম প্রাপ্যেতি ॥ ৪১

অগ্নিকালান্তযোগভ্রংশে গতিরয়মুক্ত্যু চিরাভ্যস্ত-
 যোগভ্রংশে পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি । যোগনিষ্ঠানাং
 ধীমতাং জ্ঞানিনামেব কুলে জায়তে, ন তু পূর্বোক্তানামনা-
 রুঢ়যোগানাং কুলে জায়তে । এতজ্জন্ম স্তৌতি—ঈদৃশং
 যং জন্ম । এতন্ধি লোকে হ্রলভতরং মোক্ষহেতুহাং ॥ ৪২

—ততঃ কিমত আহ—তত্রৈতি সাদ্ধেন । স তত্র
 দ্বিঃপ্রকারেহপি জন্মনি পূর্বদেহে ভবং পৌর্বদেহিকং
 তমেব ব্রহ্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং লভতে, ততশ্চ
 ভূয়োহধিকং সংসিদ্ধৌ মোক্ষে প্রযত্নং करोতি । তত্র
 হেতুঃ—পূর্বৈতি । তেনৈব পূর্বদেহকৃতাভ্যাসেনা-
 বশোহপি কুতশ্চিদন্তরায়াদনিচ্ছন্নপি সংহ্রিয়তে বিষয়েভ্যঃ
 পরাবৃত্ত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে । তদেবং পূর্বভ্যাসবশেন

যোগভ্রষ্ট পুণ্যকারী অশ্বমেধাদি যাজিগণের লোকসকল প্রাপ
 হইয়া সেই স্থানে বহু সংবৎসরকাল পরম স্বখে বাস করিয়া
 সদাচার-সম্পন্ন ধনিগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১

অথবা বুদ্ধিমান যোগিগণের কুলেই সম্ভূত হন । এইরূপ জন্ম
 নিশ্চয়ই এলোকে অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ৪২

সেই যোগীবংশে পূর্বশরীর সমুৎপন্ন ব্রহ্মবিষয়িণী বুদ্ধি সম্প্রাপ্ত
 হন । অনন্তর হে কুরুনন্দন ! মোক্ষলাভের জন্ত অধিকতর ভাবে
 সাবধানে প্রযত্ন করেন ॥ ৪৩

সেই পূর্ব অভ্যাস কোন অন্তরায় নিমিত্ত ইচ্ছা না করিলেও

পূর্বভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হবশোহপি সঃ ।
 জিজ্ঞাসুরপি যোগস্ত শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪
 প্রযত্নাদ্ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধিকিঞ্চিৎ ।
 অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫
 তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ ।
 কমিত্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬

প্রযত্নং কুর্বন্ শনৈর্মুচ্যতে ॥ ইতীমমর্থং কৈমুত্যান্ধায়েন
 ফুটয়তি—জিজ্ঞাসুরিতি সাদ্ধেন । যোগস্ত স্বরূপং
 জিজ্ঞাসুরেব কেবলং, ন তু প্রাপ্তযোগঃ । এবভূতযোগে
 প্রবিষ্টমাত্রোহপি পাপবশাদ্ যোগভ্রষ্টোহপি শব্দব্রহ্ম
 বেদমতিবর্ততে বেদোক্তকস্মৎফলাস্তিতিক্রামতি তেভ্যোহ-
 ধিকফলং প্রাপ্য মুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪-৪৫

টীকা—প্রযত্নাদিতি যদৈবং মন্দপ্রযত্নোহপি যোগী
 পরাং গতিং যাতি, তদা যস্ত যোগী প্রযত্নাচ্ছুরোত্তরমধিকং
 যোগে যতমানো যত্নং কুর্বন্ যোগেনৈব সংশুদ্ধিকিঞ্চিৎ
 বিধূতপাপঃ সোহনেকেষু জন্মসু উপচিন্তেন যোগেন
 সংসিদ্ধঃ সমাগ্ জ্ঞানী ভূহা ততঃ শ্রেষ্ঠাং গতিং যাতীতি
 কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫

টীকা—যস্মাদেবং, তস্মাদ্তপস্বিভ্য ইতি । তপস্বিভ্যঃ
 কৃচ্ছ্রচাত্মায়ণাদিতপোনিষ্ঠেভ্যোহপি । জ্ঞানিভ্যঃ শাস্ত্রজ্ঞান-
 বিদ্যোহপি ; কস্মিভ্যঃ ইষ্টাপূর্তাদিকস্মৎকারিভ্যোহপি
 যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ ; তস্মাদ্ যোগী ভব ॥ ৪৬

বিষয় হইতে আকর্ষণ করত ব্রহ্মনিষ্ঠ করিয়া থাকেন । যোগের
 স্বরূপ জিজ্ঞাসু হইলেই শব্দব্রহ্ম বেদকে অতিক্রম করেন । ইহার
 অর্থান্তর, ঠিকারের নাদময় মকারপদে স্থপ্রতিষ্ঠিত হন ॥ ৪৪

তখন উত্তরোত্তর অধিক যোগে যত্ন করত যোগের দ্বারাই
 বিধূতপাপ সেই যোগী অনেক জন্মসঞ্চিত যোগে অসংখ্য সম্যক
 জ্ঞানী হইয়া শ্রেষ্ঠ গতি পরমপদ লাভ করেন ॥ ৪৫

যোগী তপস্বীসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ হইতেও অধিক
 ও সমুদয় কর্মী অপেক্ষা প্রধান ইহা মনে করি ; তজ্জন্ত হে অর্জুন !
 তুমি যোগী হও ॥ ৪৬

যোগিনামপি সৰ্বেষাং মদগতেনাস্তুরাশ্বনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

টীকা—যোগিনামপি যমনিয়মাদিপরায়ণানাং মধ্যে
মন্তকঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যোগিনামপীতি । মদগতেন
ময্যাসক্তেনাস্তুরাশ্বনা মনসা যো মাং পরমেশ্বরং বাসুদেবং
শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে, স যোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো মম
সম্মতঃ, অতো মন্তকো ভবেতি ভাবঃ ॥ ৪৭

শুদ্ধ-বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসসম্পন্ন যিনি আমাতে অত্যন্ত
আসক্ত, মনের দ্বারা পরমেশ্বর বাসুদেব আমাকে ভজন করেন

ইতি শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসবিরচিত শতসহস্র-সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপর্কাস্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ক যোগ-
শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে অভ্যাসযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় ।

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং সপ্তমোহধ্যায়ঃ)

[সবিজ্ঞানস্ত জ্ঞানসা, ভগবতো বিভূত্বসা, তদন্তদেবানামুপাসনাফলাপকঞ্চসা চ বর্ণনং কৃৎ প্রভাবশালিনং ভগবন্ত
মজানতাং নিন্দা, তং জ্ঞানতাক মহিমকথনম্ ।]

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুজন্ মদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্তাসি তচ্ছৃণু ॥ ১

টীকা—বিজ্ঞেয়মাত্মনস্তত্ত্বং সযোগং সমুদীরিতম্ ।

ভজনীয়মথেনানীমেশ্বরং রূপমীযাতে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে মদগতেনাস্তুরাশ্বনা যো মাং ভজতে, স মে
যুক্ততমো মত ইত্যুক্তং, তত্র কৌদৃশং যস্ত ভক্তিঃ কঠবো-
তাপেক্ষায়াং স্ব-স্বরূপং নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—
ময়াতি । ময়ি পরমেশ্বরে আসক্তমভিনিবিষ্টং মনো যস্ত
সঃ মদাশ্রয়াহমেবোশ্রয়ো যস্ত । অনন্তশরণঃ সন্ যোগং
যুজন্তাস্তন্নসংশয়ং যথা ভবত্যেবং মাং সমগ্রং বিভূতি-

সপ্তম অধ্যায় ।

[বিজ্ঞানসহ জ্ঞান, শ্রীভগবানের বিভূত্ব (ব্যাপকত্ব) এবং তদ্বিষয়
দেবগণের উপাসনার ফলাপকর্ণ বর্ণনা করিয়া প্রভাবশালী ভগবানের
সম্বন্ধে অজ্ঞানিগের নিন্দা ও তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞানিগের মহিমাকথন ।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জুন ! আমাতে একান্ত অহরন্ত-
চিন্তা অনন্তশরণ হইয়া যোগাভ্যাস করিতে করিতে বিভূতি, বল,

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু

ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

আত্মসংযমযোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥

ভীষ্মপর্বনি তু ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

আত্মযোগমবোচদ্ যো ভক্তিয়োগশিরোমণিम् ।

তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্তসেবধিम् ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াম্

অভ্যাসযোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬

তিনি অখিল যোগীর মধ্যে অদিকতর শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৭

জ্ঞানং তেহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।

যজ্জ্ঞাধা নেহ ভূয়োহন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্ট্যতে ॥ ২

বলৈশ্বর্যাদিসহিতং যথা জ্ঞাস্তাসি তদ্বদং ময়া বক্ষ্যমাণং
শৃণু ॥ ১

টীকা—বক্ষ্যমাণং স্তোতি—জ্ঞানমিতি । জ্ঞানং
শাস্ত্রীয়ং, বিজ্ঞানমন্তুবন্তংসহিতমিদং মদ্বিষয়মশেষতঃ
সাকলোন বক্ষ্যামি । যজ্জ্ঞাধা ইহ শ্রেয়োমার্গে
বর্তমানস্ত পুনরন্যজ্জ্ঞাতব্যম্ অবশিষ্টং ন ভবতি তেনৈব
কৃতার্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২

শক্তি, ঐশ্বর্যাদি গুণসম্পন্ন আমাকে সংশয়-বিরহিত ভাবে যেরূপে
অবগত হইবে তাহা শ্রবণ কর ॥ ১

আমি তোমাকে শাস্ত্রীয় এবং অমূল্যবের সহিত মদ্বিষয়ক এই
জ্ঞান অশেষপ্রকারে বলিব, যাহা বিদিত হইয়া শ্রেয়োমার্গে বর্তমান
তোমার পুনরায় অগ্র জানিবার যোগ্য আর কিছুই অবশিষ্ট
 থাকিবে না—ইহার দ্বারাই কৃতার্থ হইবে ॥ ২

মহুগ্ৰাণাং সহশ্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।
 যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিমাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩
 ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
 অহঙ্কার ইতীযং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪
 অপরেয়মিতত্ত্বগ্ৰাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

টীকা—মন্তুক্তিং বিনা তু মজ্জ্ঞানং দুর্লভমিত্যাহ—
 মহুগ্ৰাণামিতি । অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে মহুগ্ৰা-
 ব্যতিরিক্তানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তিরেবেহ নাস্তি ; মহুগ্ৰাণাং
 সহশ্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব প্রকৃষ্টপুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে আত্ম-
 জ্ঞানায় প্রযততে, প্রযত্নং কুর্ব্বতামপি সহশ্রেষু কশ্চিদেব
 প্রকৃষ্টপুণ্যবশাদাত্মানং বেত্তি, তাদৃশানাঞ্চাত্মজ্ঞানসিদ্ধানাং
 সহশ্রেষু কশ্চিদেব মাং পরমাাত্মানং মৎপ্রসাদেন তত্ত্বতো
 বেত্তি, তদেবমতিদুর্লভমপ্যাত্মতত্ত্বমপি মজ্জ্ঞানং তুভ্যমহং
 বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩

টীকা—এবং শ্রোতারমভিমুখীকৃতোদানীং প্রকৃতিদ্বারা
 সৃষ্টাদিকর্ভুত্বেনৈব প্রতিজ্ঞাতং নিরূপয়িষ্যন্ পরাপর-
 ভেদেন প্রকৃতিদ্বয়মাহ—ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্ । [ভূম্যাদি-
 শব্দৈঃ পঞ্চগন্ধাদিত্যাত্মমপুচ্যাতে] মনঃশব্দেন তৎকারণ-
 ভূতোহহঙ্কারঃ, বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণভূতং মহত্ত্বম্,
 অহঙ্কারশব্দেন তৎকারণমবিজ্ঞা ইত্যেবমষ্টধা বিদ্যা ।
 যদ্বা ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চমহাভূতানি সৃষ্টাঃ সৈহকীকৃতা
 গৃহ্যন্তে, অহঙ্কারশব্দেনৈবাহঙ্কারাত্তেনৈব তৎকাষ্যাদী-
 দ্রিয়গাণ্যপি গৃহ্যন্তে । বুদ্ধিরিতি মহত্ত্বং মনঃশব্দেন
 তু মনসৈবোন্মেষমব্যক্তস্বরূপং প্রধানমিত্যনেন প্রকারেণ
 মে প্রকৃতির্মায়াখ্যা শক্তিরষ্টধা ভিন্না বিভাগং প্রাপ্তা ।
 চতুর্বিংশতিভেদভিন্নাপ্যষ্টশ্বেবাস্তবাবিবক্ষ্যাষ্টধা ভিন্নে-
 ত্যুক্তম্ । তথা চ বক্ষ্যমাণক্ষেত্রাধ্যায়ে ইমামেব প্রকৃতিং

সহস্র মহুগ্ৰেণ মধ্যে কোন ব্যক্তি পুণ্যবশে আত্মকল্যাণের
 জন্ত যত্ন করেন । সেই যত্নবান্ সিদ্ধিগণেরও মধ্যে কেহ আমাকে
 স্বার্থরূপে অবগত হইতে পারে ॥ ৩

আমার প্রকৃতি পৃথিবী, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি
 ও অহঙ্কার এই অষ্টপ্রকারে বিভক্তা ॥ ৪

ইহা অপরা নিকৃষ্টা । ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টা অজ্ঞ জীবস্বরূপা
 আমার মায়া নামী প্রকৃতি জানিবে । হে মহাবাহো ! যে
 চেতনাত্মিক ক্ষেত্রজস্বরূপা এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছে ॥ ৫

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫
 এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীতুপধারয় ।
 অহং কৃৎসন্স জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬
 মন্তঃ পরতরং নাশ্র্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।
 ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭

চতুরিংশতিভূতাত্মনা প্রপঞ্চয়িষ্যতি, “মহাভূতাগ্ৰহঙ্কারো
 বুদ্ধিরবাক্তমেব চ । ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়-
 গোচরাঃ ॥” ইতি ॥ অপরািমমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্
 পরাং প্রকৃতিমাহ—অপরেয়মিতি । অষ্টধা যা প্রকৃতি-
 রুক্তা ইয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বং পরার্থত্বাচ্চ, ইতঃ সকা-
 শাং পরাং প্রকৃষ্টামত্যাং জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি
 জানীহি । পরেহে হেতুঃ—যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজস্বরূপয়া
 স্বকশ্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্য্যতে ॥ ৪-৫

টীকা—অনয়োঃ প্রকৃতিং দর্শয়ন্ স্বস্ত তদ্বারা
 সৃষ্টাদিকারণমাহ—এতদিতি । এতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজরূপে
 প্রকৃতি যোনী কারণভূতে যেযাং তানি এতদ্যোনীনি
 স্থাবরজঙ্গমাশ্চকানি সর্বাণি ভূতানীতি উপধারয় বৃশাস্ব ।
 তত্র জড়া প্রকৃতিদেহরূপেণ পরিণমতে, চেতনা তু মদঃশ-
 ভূতা ভোক্তৃত্বেন দেহেষু প্রবিষ্টা স্বকশ্মগা তানি ধারয়তি,
 তে চ মদীয়ে প্রকৃতি, মন্তঃ সন্তুতে, অতোহহমেব কৃৎসন্স
 সপ্রকৃতিকস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রকষণে ভবত্যাাদিতি
 প্রভবঃ পরং কারণমহমিত্যর্থঃ, । তথা প্রলীয়তেহেনেনেতি
 প্রলয়ঃ সংহর্তাপ্যহমেবেত্যর্থঃ ॥ ৬

টীকা—যস্মাদেবং তস্মান্মন্ত ইতি । মন্তঃ সকাশাং
 পরতরং শ্রেষ্ঠং জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণং
 কিঞ্চিদপি নাস্তি, স্থিতিহেতুরপ্যহমেবেত্যাহ—ময়ীতি,

চরাচরসমুদয় ভূতগণের এই প্রকৃতিদ্বয় ক্ষেত্র ক্ষেত্রজস্বরূপ
 কারণভূত জড়া প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হয়, আর চেতনা আমার
 অংশভূতা জীবরূপে স্বকর্মেণ দ্বারা তাহা ধারণ করিয়া থাকে ইহা
 অবগত হও, আমি সমগ্র জগতের পরম কারণ (প্রথম প্রকাশ ও
 সংহারকারী) ॥ ৬

হে ধনঞ্জয় ! আমি হইতে এ সংসারে শ্রেষ্ঠ, সৃষ্টি সংহারের
 স্বতন্ত্র কারণ নাই । সূত্রে মণিগণের মত এই নিখিল সংসারে
 আমাতে গ্রথিত আছে ॥ ৭

রসোহহমঙ্গু কৌন্তেয় প্রভাশ্মি শশি-সূর্য্যায়োঃ
 প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮
 পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাশ্মি বিভাবসৌ ।
 জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাশ্মি তপস্বিষু ॥ ৯
 বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।
 বুদ্ধিবুদ্ধিমতামশ্মি তেজস্তুজশ্চিনামহম্ ॥ ১০

ময়ি সর্বমিদং জগৎ প্রোতং গ্রথিতমাত্রিতমিত্যর্থঃ ।
 দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ ॥ ৭

টীকা—জগতঃ স্থিতিহেতুত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—রসো-
 হহমিতি পঞ্চভিঃ । অপ্-সু রসোহহং রসতন্মাত্রস্বরূপতয়া
 বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেনাপ্ স্থিতোহহমিত্যর্থঃ, তথা শশি-
 সূর্য্যায়োঃ প্রভাশ্মি । চন্দ্রে সূর্য্যে চ প্রকাশরূপয়া বিভূত্যা
 তদাশ্রয়ত্বেন স্থিতোহহমিত্যর্থঃ, উত্তরত্রাপি এবং দ্রষ্টব্যম্ ।
 সর্বেষু বেদেষু বৈখরীরূপেষু তন্মূলভূতঃ প্রণব ওঙ্কারোহস্মি,
 খে আকাশে শব্দঃ শব্দতন্মাত্ররূপোহস্মি, নৃষু পুরুষেষু
 পৌরুষমুত্তমোহস্মি । উক্তমে হি পুরুষাস্তিষ্ঠতি ॥ ৮

টীকা—কিঞ্চ পুণ্য ইতি । পুণ্যোহবিকৃতো গন্ধো
 গন্ধতন্মাত্রা পৃথিব্যাশ্রয়ভূতোহহমিত্যর্থঃ, যদ্বা বিভূতি-
 রূপেণাশ্রয়ত্বাৎ বিবক্ষিতত্বাৎ সুরভিগন্ধসৌবোৎকৃষ্টতয়া
 বিভূতিত্বাৎ পুণ্যো গন্ধ ইত্যুক্তম্, তথা বিভাবসৌ অগ্নৌ
 যত্তেজঃ সহজা [দুঃসহা] দীপ্তিস্তদহং সর্বভূতেষু জীবনং
 প্রাণধারণবায়ুরহমিত্যর্থঃ, তপস্বিষু বানপ্রস্থাদিষু দ্বন্দ্বসহন-
 রূপং তপোহস্মি ॥ ৯

টীকা—কিঞ্চ বীজমিতি । সর্বেষাং চরাচরাণাং
 ভূতানাং বীজং সজাতীয়কাষ্যোৎপাদনসামর্থ্যাং সনাতনং

হে কৌন্তেয়! আমি জলে রসস্বরূপ, নিশাকরে ও ভাস্করে
 দীপ্তির প্রকাশ, চতুর্বেদে ওঙ্কার, আকাশে শব্দতন্মাত্ররূপ আমি
 এবং মানবকলে উত্তমপরাক্রম পুরুষপ্রযত্ন ॥ ৮

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধতন্মাত্র, অনলে দুঃসহ দীপ্তি,
 নিখিল জীবে আমি জীবন-প্রাণধারণ-বায়ু ও বানপ্রস্থাদি তপস্বী-
 সমূহে দ্বন্দ্বসহনরূপ তপস্বী ॥ ৯

হে পার্থ! আমাকে সর্বভূতের সনাতন, নিত্য, শাস্ত, চিরস্থায়ী বীজ বলিয়া জানিবে। আমি বুদ্ধিমান্গণের বুদ্ধি ও
 তেজস্বীদিগের পরাক্রম ॥ ১০

বলং বলবতামশ্মি কামরাগবিবর্জিতম্ ।

ধর্মাধিক্ক্ষো ভূতেষু কামোহশ্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাচ য়ে ।

মত্ত এবতি তান্ বিদ্ধি ন হং তেষু তে ময়ি ॥ ১২

ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজ্ঞানাতি মামেভ্যঃ পরমবায়ম্ ॥ ১৩

নিতাম্ উত্তরোত্তরসর্বকাষ্যোৎকৃষ্টতং তদেব বীজং
 মদ্বিভূতিং বিদ্ধি; ন তু প্রতিতিবাক্তিবিনশ্চ, তথা
 বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞাহহমশ্মি, তেজস্বিনাং প্রগল্ভানাং
 তেজঃ, প্রাগল্ভ্যমহম্ ॥ ১০

টীকা—কিঞ্চ বলমিতি । কামোহপ্রাপ্তে বস্তুত্ব-
 ভিলাষে রাজসঃ । রাগঃ পুনরভিলষিতেহর্থে প্রাপ্তেহপি
 পুনরধিকেহর্থে চিস্তরঞ্জনাত্মকস্বরূপার্থায়স্তামসঃ; তাভ্যাং
 বিবর্জিতং, বলবতাং বলমশ্মি, সাত্ত্বিকং স্বধর্ম্মানুষ্ঠান-
 সামর্থ্যমহমিত্যর্থঃ । ধর্ম্মেণাবিকদ্ধঃ স্বদারেষু পুত্রোৎপাদন-
 মাত্রোপযোগী কামোহমিতি ॥ ১১

টীকা—কিঞ্চ যে চৈবেতি । যে চাত্তেহপি সাত্ত্বিকা
 ভাবাঃ শমদমাদয়ঃ, রাজসাস্ত চেষদদর্পাদয়ঃ, তামসাচ যে
 শোকমোহাদয়ঃ । প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাজ্জায়তে, তান্
 সর্বান্ মত্ত এব জাতানিতি বিদ্ধি মদীয়প্রকৃতিগুণত্রয়-
 কাষ্যত্বাৎ । এবমপি তেদহং ন বর্ন্তে জীবনং তদধীনোহহং
 ন ভবামীত্যর্থঃ, তে তু মদধীনাঃ সন্তো ময়ি বর্ন্তন্তে ॥ ১২

টীকা—এবভূতং ত্বাং পরমেশ্বরময়ং জনঃ কিমিতি ন
 জানাতীত্যত আহ- ত্রিভিরিতি । ত্রিভিঃত্রিবিধৈরেভিঃ
 পূর্বোক্তৈগুণময়ৈঃ কামলোভাদিভিগুণবিকারৈর্ভাবৈঃ

হে ভরতর্ষভ! আমি কামরাগবিহীন বল (সাত্ত্বিক স্বধর্ম্ম
 অনুষ্ঠান-সামর্থ্য) এবং আমি স্বীয় ধর্ম্মপত্নীতে পুত্রোৎপাদনমাত্র-
 উপযোগী কাম ॥ ১১

যে সমস্ত সাত্ত্বিক শমদমাদি, রাজস চেষদদর্পাদি, তামস শোক-
 মোহাদি, ভাব জীবগণের স্বীয় কর্ম্মবশে জন্মায় সে সকল আমি
 হইতেই সম্ভূত হই অসংগত হইবে। সেই ভাবসকলের আমি
 অধীন নই—তাহারাই আমার অধীন ॥ ১২

ত্রিবিধ গুণবিকার স্বভাবের দ্বারা এই অখিল সংসার বিমো-
 হিত হইয়া ভাবসমূহ হইতে শ্রেষ্ঠ, ত্রিগুণাতীত, আত্মস্বরূপিত,
 সর্ববিকারশূন্য আমাকে কোনরূপে জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৩

দৈবী হ্রেষা গুণময়ী মম মায়া ছরতয়া ।
মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪
ন মাং হৃক্ষতিনো মৃঢ়াঃ প্রপত্তস্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন ।

স্বভাবৈমোহিতমিদং জগৎ ; অতো মাং নাভিজানাতি ।
কথন্তুতম্ ? এভ্যো ভাবেভ্যঃ পরম্ এতিরসংস্পৃষ্টম্ ,
অত এবাব্যয়ং নির্বিকারমিত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা—কে তহি হাং জানন্তীত্যত আহ—দৈবীতি ।
দৈবী অলৌকিকী অত্যদ্বুতত্যাঃ, গুণময়ী সদ্ধাদিগুণ-
বিকারাত্মিকা মম পরমেশ্বরস্ত শক্তিমায়া ছরতয়া ছস্তরা
হি প্রসিদ্ধমেতত্তথাপি মামেবেত্যেবকারেণাব্যভিচারিণ্যা
ভক্ত্যা যে প্রপত্তস্তে ভজন্তি, তে মায়ামেতাং সুহস্তরানপি
তরন্তি । ততো মাং জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪

টীকা—যত্তেবং [কিমিতি] তহি সর্কে হামেব ন
ভজন্তীত্যত আহ—ন মামিতি । নরেষু যেহধমাস্তে মাং
ন প্রপদাস্তে ন ভজন্তি । অধমহে হেতুঃ—মৃঢ়া বিবেক-
শূন্যঃ, তৎ কুতঃ ? হৃক্ষতিনঃ পাপশীলাঃ, অতো মায়য়াপ-
হৃতং নিরস্তং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং জাতমপি জ্ঞানং
যেষাং তে তথা ; “অতএব দস্তো দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ
পারুণ্যমেব চ” ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণমাসুরং ভাবং স্বভাবং
প্রাপ্তাঃ সন্তো ন মাং ভজন্তি ॥ ১৫

টীকা—সুকৃতিনস্ত মাং ভজন্ত্যেব । তে চ সুকৃততার-
তমোন চতুর্বিধা ইত্যাহ—চতুর্বিধা ইতি । পূর্ব্বজন্মসু

এই ত্রিগুণাত্মিকা অলৌকিকী আমার অঘটন ঘটনপটীয়সী
মায়াশক্তি ছস্তরা । যাঁহারা কায়মনোবাক্যে আমার শরণাপন্ন
হইয়া ভজনা করেন, তাঁহারা ই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন
(মায়ায় পারগামী হন) ॥ ১৪

হৃক্ষরকারী, মূর্খ, জড়, মায়ায় দ্বারা অপহৃতজ্ঞান, নিরুপ-
মানবগণ আত্মিক দম্বদর্পাদি ভাব অবলম্বন করত আমাকে ভজনা
করে না ॥ ১৫

হে ভরতর্ষভ অর্জুন ! (রোগাদি দ্বারা অভিভূত) আর্ন্ত,
জিজ্ঞাসু (আমার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক), অর্থার্থী (ভোগসাধনভূত

আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভুক্তির্বিশিষ্ট্যতে ।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহিত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ঐশ্বৈব মে মতম্ ।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮

যে কৃতপুণ্যা জনাস্তে মাং ভজন্তি, তে তু চতুর্বিধাঃ,—
আর্তো রোগাভিভূতঃ, স যদি পূর্ব্বং কৃতপুণ্যস্তহি মাং
ভজতি, অন্যথা ক্ষুদ্রেদেবতাভজনেন সংসরতি; এবমুত্তর-
ত্রাপি দ্রষ্টব্যম্ । জিজ্ঞাসুরাত্মজ্ঞানেচ্ছাঃ । অর্থার্থী অত্র
বা পরত্র বা ভোগসাধনভূতার্থলিপ্সুঃ, জ্ঞানী চাত্মবিৎ ।
তেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—তেষামিতি তেষাং
মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্টঃ, তত্র হেতবঃ—নিত্যযুক্তঃ সদা মনিস্থঃ,
এব স্মিন্ ময়োব ভুক্তিযুক্ত সঃ । জ্ঞানিনো দেহাভিমানা-
ভাবেন চিত্তবিক্ষেপাভাবান্নিত্যযুক্তত্বমেকান্তভক্তিভূষণ সন্ত-
বতি নাশ্যন্ত, অতএব তস্মাহমত্যহং প্রিয়ঃ স চ মম ।
তস্মাদেতৈনিত্যযুক্তত্বাদিভিঃ চতুর্ভির্হেতুভিঃ স উত্তম
ইত্যর্থঃ ॥ ১৬১৭

টীকা—তহি কিম্ ইতরে ত্রয়ত্বভক্তাঃ সংসরন্তি
নহি ? নহীত্যাহ—উদারা ইতি সর্কেহপোতে উদারা
মহাত্মঃ মোক্ষভাজ এবৈত্যর্থঃ, জ্ঞানী তু পুনরাইশ্বৈবতি মে
মতং নিশ্চয়ঃ । হি যস্মাৎ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদেকচিত্তঃ
সন্ ন বিচ্যতে উত্তমা যস্তাস্তামনুত্তমাং সর্কোত্তমাং গতিং
মামেবাস্থিতঃ আশ্রিতবান্ মদ্ব্যতিরিক্তমন্তঃ ফলং ন মন্ত্যতে
ইত্যর্থঃ ॥ ১৮

অর্থার্থী) ও জ্ঞানী এই চারিপ্রকার পুণ্যকারী আমাকে ভজনা
করেন ॥ ১৬ .

তাঁহাদের মধ্যে সত্তত মদগতচিত্ত, অনন্তভক্তিমান জ্ঞানীই
শ্রেষ্ঠ । আমি জ্ঞানীদের নিরতিশয় বন্ধ (অভীপ্সিত) এবং
জ্ঞানীও আমার বাহিত ॥ ১৭

ইহারা সকলেই সাধু মহাত্মা, কিন্তু সাক্ষাৎ আত্মাই—ইহা
আমার নিশ্চয় ; যেহেতু সেই জ্ঞানী আমাতে একচিত্ত হইয়া
সর্কোত্তম গতি আমাকেই আশ্রয় করেন ॥ ১৮

বহুনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপত্ততে ।
বান্শ্বেদেবঃ সৰ্বমিতি স মহাত্মা সুহৃদভঃ ॥ ১৯
কামৈশ্চৈশ্চৈত্বতজ্ঞানাঃ প্রপত্তস্তেহুদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাত্মায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০
যো যো যাং যাং তন্মুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি ।
তস্ত তস্তাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১

টীকা—এবজুতো মন্ত্ৰস্তোহতিতুল্লভ ইত্যাহ—বহুনা-
মিতি । বহুনাং জন্মনাং কিকিৎ কিকিৎ পুণ্যোপচয়েন
অস্তে চরমে জন্মনি জ্ঞানবান্ সন্ সৰ্ব্বমিদং চরাচরং
বান্শ্বেদেব এবৈতি সৰ্ব্বাত্মদৃষ্টা মাং প্রপত্ততে ভজতি, অতঃ
স মহাত্মা অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ সুহৃদভঃ ॥ ১৯

টীকা—তদেবঃ কামিনোহপি সন্তঃ কামপ্রাপ্তয়ে
পরমেশ্বরং মামেব যে ভজন্তি, তে কামান্ প্রাপ্য শনৈ-
মূৰ্চ্যস্তে ইত্যুক্তং, যে স্বত্যস্তং রাজসাস্তামসাশ্চ কামাভি-
ভূতাঃ ক্রুদ্ধদেবতাঃ সেবন্তে, তে সংসরন্তীত্যাহ—কামৈরিতি
চতুর্ভিঃ । যে তু তৈস্তৈঃ পুত্র-কীর্তি-শত্রুজয়াদিবিষয়েঃ
কামৈরপহৃতবিবেকাঃ সন্তোহস্মাঃ ক্রুদ্রা ভূত-প্রৈত-যক্ষাদি-
দেবতা ভজন্তি । কিং কৃষা ? তত্তদেবতারাদনে যো
যো নিয়ম উপবাসাদিলক্ষণস্তং তং নিয়মং স্বীকৃত্য তত্রাপি
স্বয়া স্বীয়য়া প্রকৃত্যা পূর্বাভ্যাসবাসনয়া নিয়তা বশীকৃত্যাঃ
সন্তঃ দেবতাবিশেষং ভজন্তি ॥ ২০

টীকা—যো য ইতি । দেবতাবিশেষং যে ভজন্তি
তেবাং মধ্যে যো যো ভক্তো যাং যাং তন্মুং দেবতারূপাং
মদীয়ামেব মূর্ত্তিঃ শ্রদ্ধয়া অর্চিতুম্ ইচ্ছতি প্রবর্ত্ততে, তস্ত

অনেক জন্মের কিকিৎ কিকিৎ পুণ্য সঞ্চয়ের দ্বারা অস্তিমজয়ে
জ্ঞানবান্ 'এই স্বাবর-জন্মাত্মক জগৎ বান্শ্বেদেব' এইরূপ সৰ্ব্বাত্ম-
ভাবে আমাকে ভজনা করেন, তজ্রূপ মহাত্মা অতিশয় দুর্লভ ॥ ১৯

পুত্র, পুত্র, স্বর্গাদি বিষয়কামনায় অপহৃতচিত্ত সেই সেই
দেবতার আরাধনে যে যে নিয়ম তাহা স্বীকার করত স্বীয়
পূর্বাভ্যাস্ত বাসনায় বশীকৃত হইয়া দেবতাবিশেষকে ভজনা
করে ॥ ২০

যে যে ভক্ত দেবতারূপা আমারই যে যে মূর্ত্তি প্রদ্বাসহকারে
উপাসনা করিতে অভিলাষী হয়, অন্তর্ধ্যামী আমি সেই সেই
ভক্তের তত্তৎ মূর্ত্তিবিষয়ে দৃঢ়জ্ঞতা প্রদান করি ॥ ২১

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্তারাদনমীহতে ।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২
অস্তবস্তু ফলং তেবাং তদ্ ভবত্যন্ত্রমেধসাম্ ।
দেবান্ দেবযজ্ঞো যাস্তি মন্ত্ৰজ্ঞো যাস্তি মামপি ॥ ২৩
অব্যক্তং ব্যক্তিমাশ্রয়ঃ মন্ত্ৰান্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাবায়মমুত্তমম্ ॥ ২৪

তস্য ভক্তস্য তত্তদুপ্তিবিষয়াং তামেব শ্রদ্ধামচলাং দৃঢ়া-
মহমন্তর্ধ্যামী বিদধামি করোমি ॥ ২১

টীকা—ততশ্চ স তয়েতি । স ভক্তস্তয়া দৃঢ়া
শ্রদ্ধয়া তস্যাস্তনোরাদনমীহতে করোতি । ততশ্চ যে
সঙ্কল্পিতাঃ কামাস্তান্ কামাংস্ততো দেবতাবিশেষাং লভতে,
কিন্তু ময়ৈব তত্তদেবতাস্তর্ধ্যামিণা বিহিতান্ নির্মিতান্ ;
হি ক্ষুটমেব ; তত্তদেবতানামপি মদধীনত্বান্মুর্তি-
চেত্যর্থঃ । তদেব যন্তপি সৰ্ব্বা অপি দেবতাঃ সৰ্ব্বাত্মনো
মমৈব তনবোহুত্তস্তদারাদনমপি বস্তুতো মদারাদনমেব
তত্তৎফলদাতাপি চাহমেব । তথাপি সাক্ষাৎসম্ভক্তানাঞ্চ
তেষাঞ্চ ফলবৈষম্যং ভবতীত্যাহ—অস্তবদिति । অল্প-
মেধসাং পরিচ্ছিন্নদৃষ্টীনাং ময়া দত্তমপি তৎফলমন্তবৎ
বিনাশি ভবতি । তদেবাহ—দেবান্ যজন্তীতি দেবযজ্ঞস্তে
দেবান্ অস্তবতো যাস্তি, মন্ত্ৰজ্ঞাস্তে মামনাশ্রয়ঃ পরমানন্দ-
প্রাপ্তবন্তি ॥ ২২-২৩

টীকা—নমু চ সমানে প্রয়াসে মহতি চ ফলবিশেষে
সতি সৰ্ব্বৈহপি কিমিতি দেবতাস্তরং হিষ্টা স্বামেব ন
ভজন্তি তত্রাহ—অব্যক্তমিতি । অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং

সেই ভক্ত দৃঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সেই দেবতার উপাসনা করে
এবং আরাধিত দেবতার নিকট হইতে পরমেশ্বর আমারই দত্ত
ভোগাদকল প্রাপ্ত হয় ॥ ২২

কিন্তু অল্পজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের ক্রুদ্ধ দেবতা আরাধনার ফল
বিনশ্বর । সেই দেবতার উপাসকসকল তাহাদের সেবিত অনিত্য
(নাশীল) দেবগণকে লাভ করে আর আমার ভক্তগণ পরমানন্দ-
ময় আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩

নির্বুদ্ধিগণ আমার সৰ্ব্ববিহারশূন্য পরমোৎকৃষ্ট প্রকৃতস্বরূপ
অবগত না হইয়া চক্ষু-আদির অগোচর আমাকে মন্ত্ৰ-কুর্খ-বরাহ-
মহুর্ভাদি ভাবপ্রাপ্ত মনে করিয়া থাকে ॥ ২৪

নাহং প্রকাশঃ সর্বশ্চ যোগমায়াসমাবৃতঃ ।

মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজ্ঞমব্যয়ম্ ॥ ২৫

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬

ইচ্ছাদেবসমুখেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।

মাং ব্যক্তিং মনুষ্যমংস্যকুর্মাদিভাবং প্রাপ্তমন্নবুদ্ধয়ো
মশ্বস্তে । তত্র হেতুঃ—মম পরং ভাবং স্বরূপম্ অজানন্তুঃ ।
কথন্তুতম্? অব্যয়ং নিত্যং, ন বিচ্যুতে উক্তমো ভাবো
যস্মাৎ তৎ মদভাবম্, অতো জগদ্রক্ষণার্থং লীলয়াবিকৃত-
নানাবিশুদ্ধোজ্জিতসম্মুখিত্বং মাং পরমেশ্বরং স্বকর্মন্মিত-
ভৌতিকদেহং দেবতাস্তরং সমং পশ্যন্তো মন্দমতয়ো মাং
নাভীবাদ্রিয়ন্তে, প্রত্যুত ক্ষিপ্ৰফলদং দেবতাস্তরমেব
ভজন্তি, তে চোক্তপ্রকারেণাস্তবং ফলং প্রাপ্নুবন্তী-
ত্যর্থঃ ॥ ২৪

টীকা—তেষাং স্বাজ্ঞানে হেতুমাং—নাহমিতি । সর্বশ্চ
লোকস্য নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবামি, কিন্তু মন্তু-
নামেব । যতো যোগমায়া সমাবৃতঃ, যোগো যুক্তির্দীয়ঃ
কোহপ্যচিন্ত্যপ্রজ্ঞাবিলাসঃ, স এব মায়া অঘটমানঘটনা
চাতুর্যম্ অনয়া সঙ্কল্পঃ অতএব মৎস্বরূপজ্ঞানে মূঢ়ঃ
সন্নয়ং লোকোহজ্ঞমব্যয়ঞ্চ মাং ন জানাতীতি ॥ ২৫

টীকা—সর্বোক্তমং মৎস্বরূপমজানন্তু ইত্যুক্তম্; তদেব
স্বস্যা সর্বোক্তমমমনাবৃতজ্ঞানশক্তিহেন দর্শয়ন্ত্যেষাম-
জ্ঞানমেবাহ—বেদাহমিতি । সমতীতানি বিনষ্টানি বর্ত-
মানানি ভবিষ্যাণি চ ত্রিকালবর্তীনি ভূতানি স্থাবর-জঙ্গ-
মানি সর্বাণ্যাহং বেদ জানামি, মায়াশ্রয়স্থানম তস্যাঃ
স্বাশ্রয়বামোহকথাভাবাদিতি প্রসিদ্ধং; মাং তু কোহপি

আমি আমার অচিন্ত্য প্রজ্ঞাবিলাসরূপ যোগমায়ায় দ্বারা
সমাজ্জর হইয়া সকলের সম্মুখে ব্যক্ত (প্রকট) হই না, তজ্জন্ত
অবুদ্ধি-লোকসকল অনাবির্ভূত সর্ববিকারশূন্য আমাকে অবগত
হইতে পারে না ॥ ২৫

হে অর্জুন! আমি সম্যকরূপে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত
ভূতসকলকে বিদিত আছি; কিন্তু কেহই আমাকে জানেনা ॥ ২৬

হে শত্রুতাপন ভারত! দেহ ধারণ করিলে নিম্নলি প্রাণী
অনুকূলে অভিলাষ প্রতিকূলে ঘেষসমুদ্ভূত শীতোষ্ণ-স্ব-দুঃখাদি

সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যাস্তি পরন্তপ ॥ ২৭

যেষাং ভৃগুগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।

তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে ।

তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্ম্যং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯

ন বেত্তি মন্যায়ামোহিতত্বাৎ, প্রসিদ্ধং হি লোকে মায়ায়াঃ
স্বাশ্রয়াধীনত্বমমোহকত্বক্ষেতি ॥ ২৬

টীকা—তদেবং মায়াবিষয়ত্বেন জীবানাং পরমেশ্বরা-
জ্ঞানমুক্তম্, তসৌবাজ্ঞানশ্চ দৃঢ়ত্বং কারণমাহ—ইচ্ছতি ।
সৃজ্যত ইতি সর্গঃ, সর্গে স্থলদেহোৎপত্তৌ সত্যং তদনুকূলে
ইচ্ছা তৎপ্রতিকূলে চ ঘেষস্তাভ্যাং সমুখঃ সমুদ্ভূতো যঃ
শীতোষ্ণ-স্ব-দুঃখাদিদ্বন্দ্বনির্মিতো মোহো বিবেকভ্রংশস্তেন
সর্বাণি ভূতানি সম্মোহং যাস্তি অহমেব সুখী দুঃখী চেতি
গাঢ়তরমভিনিবেশং প্রাপ্নুবন্তি, অতস্তানি মজ্জান-
ভাবান্মাং ন জানন্তীতি ভাবঃ । কুতস্তহি কেচন ত্বাং
ভজন্তো দৃশ্যন্তে তত্রাহ—যেষামিতি । যেষাস্ত পুণ্যাচরণ-
শীলানাং সর্বং প্রতিবন্ধকং পাপম্ অসুগতং নষ্টম্, তে
দ্বন্দ্বনির্মিতেন মোহেন বিনির্মুক্তা দৃঢ়ব্রতা একান্তিনঃ
সন্তো মাং ভজন্তে ॥ ২৭-২৮

টীকা—এবঞ্চ মাং ভজন্তস্তে সর্বং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায়
কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ,—জরেতি । জরামরণমোক্ষায়
নিরসনার্থং মামাশ্রিত্য যে প্রযতন্তে, তে তৎ পরং ব্রহ্ম
বিদুঃ, কৃৎস্নমধ্যাত্ম্যঞ্চ বিদুঃ, যেন তৎ প্রাপ্তব্যং তৎ দেহাদি-
ব্যতিরিক্তং শুদ্ধমাত্মানঞ্চ জানন্তীত্যর্থঃ, তৎসাধনভূত-
মখিলং সরহস্ত্যং কর্ম চ জানন্তি ॥ ২৯

দ্বন্দ্বজনিত বিবেকভ্রংশের দ্বারা ‘আমি সুখী, আমি দুঃখী’ এইরূপ
প্রগাঢ় অভিনিবেশ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৭

কিন্তু পুণ্যকর্মকারী যে সকল জনগণের পাপ নিঃশেষ হইয়াছে
দ্বন্দ্বমোহপরিশূন্য তাহারা ফলোদয় পর্যন্ত কার্য্যকারী হইয়া
আমাকে ভজনা করেন ॥ ২৮

যাহারা জরা মরণ ইহাতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত আমাকে
একান্তভাবে আশ্রয় করত যত্নশীল হন, তাহারা সেই পরম ব্রহ্ম

সাধিত্বাদিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞকং যে বিদুঃ ।

প্রয়াগকালেহপি চ মাং তে বিদুযুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

টীকা—ন চৈবভূতানাং যোগভ্রংশশঙ্কাপীত্যাহ—
সাধিত্বচেতি । অধিত্বাদিশব্দানামর্থঃ শ্রীভগবানে-
বোত্তরাধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্ততি । অধিত্বেনাধিদৈবেন চ
সহ অধিযজ্ঞেন চ সহিতং মাং যে ভজন্তি, তে যুক্তচেতসো
ময্যাসক্তমনসঃ প্রয়াগকালেহপি মরণসময়েহপি মাং
বিদুর্জানন্তি, ন তু তদাপি ব্যাকুলীভূয় মাং বিস্মরন্তি ।

সমগ্র আধ্যাত্মবিষয় ও নিখিল কর্মও বিদিত হইয়া থাকেন ॥ ২৯

যাহারা আমাকে অধিত্ব, অধিদৈব, অধিযজ্ঞের সহিত

ইতি শ্রীমদ্বিষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্কাস্তমোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান-

যোগ নামক সপ্তম অধ্যায় ।

শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্কে একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ অষ্টমোহধ্যায়ঃ)

[ব্রহ্মাধ্যাত্মকর্মাধিবিষয়ানধিকৃত্য অর্জুনপ্রশ্নোত্তরদানপ্রসঙ্গে ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণেন ভক্তিয়োগস্ত শুদ্ধ-
কৃষ্ণমার্গয়োশ্চ নিরূপণম্ ।]

অর্জুন উবাচ ।

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম ।

অধিত্বতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১

টীকা—ব্রহ্মকর্মাধিত্বাদি বিদুঃ কৃষ্ণকচেতসঃ ।

ইত্যুক্তং ব্রহ্মকর্মাধি স্পষ্টমষ্টম উচ্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে ভগবতোপক্ষিপ্তানাং ব্রহ্মাধ্যাত্মাদিসপ্তানাং
পদার্থানাং তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরর্জুন উবাচ—কিং তদ্ব্রহ্মচেতি
দ্বাভ্যাম্ । স্পষ্টোত্তরঃ ॥ ১

টীকা—কিঞ্চ অধিযজ্ঞ ইতি । অত্র দেহে যো যজ্ঞো

অষ্টম অধ্যায় ।

[ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্মাধি বিষয়সমূহ উপলক্ষ্য করিয়া
অর্জুনের রূত প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক
ভক্তিয়োগ এবং শুদ্ধ ও কৃষ্ণপক মার্গদ্বয়ের নিরূপণ ।]

অর্জুন বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম ! সেই ব্রহ্ম কি ? অধ্যাত্ম

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসম্প্রদিশং

ব্রহ্মবিজ্ঞানং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

অতো মন্তস্তানাং ন যোগভ্রংশশঙ্কেতি ভাবঃ ॥ ৩০

কৃষ্ণভক্তৈরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাধ্যতে ।

ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সম্প্রকাশিতম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ শ্রীশ্রীধরস্বামীকৃতটীকায়াম্

বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭

অবগত হন, আমাতে অহরন্তমনা তাঁহারা মরণকালেও আমাকে

স্মরণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৩০

অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্ মধুসূদন ।

প্রয়াগকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাশ্চিভিঃ ॥ ২

বর্ততে, তস্মিন্ কোহধিযজ্ঞোহধিষ্ঠাতা প্রযোজকঃ ফলদাতা

চ ক ইত্যর্থঃ । স্বরূপং পৃষ্ট্বাধিষ্ঠানপ্রকারং পৃচ্ছতি—কথং

কেন প্রকারেণ অসাবস্মিন্ দেহে স্থিতঃ, যজ্ঞমধিষ্ঠিতী-

ত্যর্থঃ । যজ্ঞগ্রহণং সর্বকর্মাণামুপলক্ষণার্থম্ । অন্তকালে চ

নিয়তচিহ্নৈঃ পুরুষৈঃ কথং কোনোপায়েন জ্ঞেয়োহসি ? ২

কি ও অধিত্ব কাহাকে বলে আর অধিদৈব কাহার নাম ? ১

হে মধুসূদন ! এই দেহে অধিযজ্ঞ কি এবং কিরূপে এই
শরীরে অবস্থিত আর মরণসময়ে নিয়তচিহ্নগণের দ্বারা কিরূপে
তুমি জ্ঞাত হও ? ২

শ্রীভগবানুবাচ ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে ।

ভূতভাবোস্তবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজিতঃ ॥ ৩

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।

অধিযজ্ঞোহহমেবাচ্চ দেহে দেহভূতাং বর ॥ ৪

টীকা—প্রশ্নক্রমেনৈবোত্তরং শ্রীভগবান্ উবাচ—

অক্ষরমিতি ত্রিভিঃ । ন ক্ষরতি ন চলতীত্যক্ষরং, নহু
জীবোহপ্যক্ষরস্তত্রাহ পরমিতি । পরমং যদক্ষরং জগতঃ
মূলকারণং তদব্রহ্ম, “এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা
অভিবদন্তি” ইতি শ্রুতে: । স্বশ্চৈব ব্রহ্মণ এবাংশতয়া
জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ স এবাত্মানং দেহমধিকৃত্য
ভোক্তৃত্বেন বর্তমানোহধ্যাত্মশব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ ।
ভূতানাং জরায়ুজাদীনাম্ ভাবঃ সত্তা উৎপত্তিঃ, উদ্ভবশ্চ
উৎকৃষ্টেষু ভবনমুদ্ভবঃ “অগ্নৌ প্রাস্তাহতি: সমাগাদিত্য-
মুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্ধৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা: ॥”
ইত্যুক্তক্রমেণ বৃদ্ধি: তৌ ভূতভাবোস্তবৌ করোতি যো
বিসর্গো দেবতোদ্যেশেন অব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ, সর্বকর্ষণা-
মূলক্ষণমেতৎ, স চ কর্মশব্দবাচ্য: ॥ ৩

টীকা—কিঞ্চ অধিভূতমিতি । ক্ষরো বিনশ্বরো ভাবো
দেহাদিপদার্থঃ, ভূতং প্রাণিমাত্রমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূত-
মুচ্যতে । পুরুষো বৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্তী, স্বাংশভূত-
সর্বদেবতানামধিপতিরধিদৈবতমুচ্যতে । অধিদৈবত-
মধিষ্ঠাত্রী দেবতা, “স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ
উচ্যতে । আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত ॥”
ইতি শ্রুতে: । অত্রাস্মিন্ দেহে অস্তুর্য্যামিষ্মেন স্থিতোহহ-
মেবাধিযজ্ঞো যজ্ঞস্তাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞাদিকর্মপ্রবর্ত্তক-

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—জগতের মূল কারণ পরম অক্ষর ঐকার
ব্রহ্ম । সেই ব্রহ্মের অংশক্রমে জীবরূপে উৎপত্তি স্বভাব, তাহাই
দেহ অধিকার করত ভোক্তৃত্বে বর্ত্তমান অধ্যাত্ম আর জীবগণের
উৎপত্তি ও বৃদ্ধিজনক দেবোদ্দেশে অব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ এবং সমস্ত
কর্মার্ণব কর্ম বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩

হে দেহিগণের প্রধান! বিনশ্বর দেহাদি পদার্থ অধিভূত,
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষ অধিদৈব, এই শরীরে এবং হৃদয়কমলে

অন্তকালে চ মামেব অরন্ মুক্তা কলেবরম্ ।

যঃ প্রয়াতি স মন্তাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫

যং যং বাপি অরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।

তং তমেবৈতি কোন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬

স্তংফলদাতা চ, কথমিত্যস্তাপ্যন্তরমনেনৈবোক্তং ত্রৈব্যম্ ;
অস্তুর্য্যামিণোহসঙ্গবাদিভির্গুণৈর্জীবৈবলক্ষণেন দেহান্ত-
বর্ত্তিত্বস্ত প্রসিদ্ধত্বাৎ ; তথাচ শ্রুতিঃ,—“হা সুপর্ণা
সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।
তয়োরেকঃ পিঙ্গলং স্বাদন্ত্যানশ্লগ্নগোহভিচাক্ষীতি ॥”
দেহভূতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইতি সম্বোধয়ন্ স্বামপ্যেবভূতমন্ত-
র্য্যামিণং পরাধীনস্বপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যব্যব্যতিরেকাভ্যাং বোদ্ধু-
মর্হসীতি সূচয়তি ॥ ৪

টীকা—প্রয়াগকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসীত্যনেন
পৃষ্টমন্তকালে জ্ঞানোপায়ং তৎফলঞ্চ দর্শয়তি—অন্তকাল
ইতি । মামেবোক্তলক্ষণমন্তুর্য্যামিরূপং পরমেশ্বরং অরন্
দেহং ত্যক্ত্বা যঃ প্রকর্ষণে অচ্চিরাদিমার্গেণ উত্তরায়ণপথা
যাতি, স মন্তাবং মদ্রূপতাং যাতি, অত্র সংশয়ো নাস্তি ।
অরণং জ্ঞানোপায়ো মন্তাবাপত্তিচ্চ ফলমিত্যর্থঃ ॥ ৫

টীকা—ন কেবলং মাং অরন্ মদ্রূপতাং প্রাপ্নোতীতি
নিয়মঃ, কিং তর্হি—যং যমিতি । যং যং ভাবং দেবতাস্তরং
বা অশ্রমপি বা অন্তকালে অরন্ দেহং ত্যজতি, তং তমেব
অর্য্যমাণং ভাবং প্রাপ্নোতি । অন্তকালে ভাববিশেষ-
অরণে হেতুঃ—সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি । সর্বদা তস্ম
ভাবো ভাবনামুচিস্তনং তেন ভাবিতো বাসিতচিত্তঃ ॥ ৬

অন্তুর্য্যামিরূপে আমিই যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ৪

যত্নসময়ে আমাকেই অরণপূর্ব্বক শরীর পরিত্যাগ করিয়া
বিনি উত্তরায়ণে অচ্চিরাদি মার্গে গমন করেন, তিনি নিঃসংশয়ে
আমার পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫

হে কোন্তেয়! অন্তিমকালে যে যে ভাব অরণ করত জীব
শরীর ত্যাগ করে, সতত সেই পদার্থে বাসিতচিত্ত সেই সেই
বাঞ্ছিত ভাবই জন্মান্বরে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্ময় যুধ্য চ ।
 মধ্যাপিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈবশ্যস্তসংশয়ঃ ॥ ৭
 অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নাস্তগামিনা ।
 পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থাহুচিস্তয়ন ॥ ৮
 কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ ।
 সর্বস্য ধাতারমচিস্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ॥ ৯

টীকা—যস্মাৎ পূর্ববাসনৈবাস্তকালে স্মৃতিহেতুর্ন তু
 তদা বিবশস্ত স্মরণোত্তমঃ সম্ভবতি—তস্মাদিতি । তস্মাৎ
 সর্বদা মামনুস্ময় অহুচিস্তয়, সততঃ স্মরণং হি চিন্ত্যশুদ্ধিঃ
 বিনা ন ভবতি, অতো সর্বদা মামনুস্ময় যুধ্য চ যুধ্যস্ব ।
 চিন্ত্যশুদ্ধিঃ যুদ্ধাদিকং স্বপ্নমহুতিষ্ঠেত্যর্থঃ, এবং মধ্যাপিতং
 মনঃ সঙ্কল্পাশ্রয়ং বুদ্ধিচ্চ ব্যবসায়াত্মিকং তেন হুয়া, স
 ত্বমনায়াসেন মামেব প্রাপ্যসি । অসংশয়ঃ সংশয়োহত্র
 নাস্তি ॥ ৭

টীকা—সন্ততস্মরণস্ত চাভ্যাসোহস্তরঙ্গসাধনমিতি
 দর্শয়ন্তাহ—অভ্যাসযোগেতি । অভ্যাসঃ সজাতীয়প্রত্যয়-
 প্রবাহঃ, স এব যোগ উপায়স্তেন যুক্তেনৈকাগ্রেণ, অতএব
 নাশ্রং বিষয়ং গন্ত্য শীলং যশ্চ, তেন চেতসা দিব্যং ত্রোত-
 নাত্মকং পরমং পুরুষং পরমেশ্বরমহুচিস্তয়ন, হে পার্থ ।
 তমেব যাতিতি ॥ ৮

টীকা—পুনরপ্যহুচিস্তনীয়ং পুরুষং বিশিনষ্টি—কবি-
 মতি দ্বাভ্যাম্ । কবিং সর্বজ্ঞঃ সর্ববিজ্ঞানিষ্ঠাতারং
 পুরাণমনাদিসিদ্ধম্, অনুশাসিতারং নিয়ন্তারম্, অণোঃ

পূর্ববাসনাই অস্তিমকালে স্মরণের হেতু হয়, তজ্জগৎ সকল
 সময়ে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যুক্ত কর । তুমি আমাতে
 যন ও বুদ্ধি সমর্পণপূর্বক আমাকেই প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে কোন
 সংশয় নাই ॥ ৭

হে পার্থ ! যোগী ধ্যেয়বিষয়ে চিন্তের স্থিরীকরণের জন্ত
 যত্নরূপ উপায়বিশিষ্ট হইয়া অজ্ঞ বিষয়ে গমনবিরতচিন্তের দ্বারা
 অনৌকিক পরম পুরুষ পুরুষোত্তমকে অনন্তভাবে চিন্তা করত
 তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৮

যিনি সর্ববিজ্ঞানিষ্ঠাতা, অনাদিসিদ্ধ, পুরাতন, জড় ও চেতন-
 সমুদয়ের শাসনকর্তা, যিনি হইতে অগ্নি, বায়ু, আকাশ, কাল;

প্রয়াপকালে মনসাত্মেন
 ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।
 ক্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্চ সম্যক্
 স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০
 যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
 বিশান্ত যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ ।
 যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি
 তন্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১

সুস্মাদপ্যণীয়াংসমতিসুস্মম্ আকাশকালদিগ্ভ্যোহপ্যতি-
 সুস্মতরং, সর্বশ্চ ধাতারং পোষকম্ অপরিমিতমহিমম্বাদ-
 চিস্ত্যরূপং মলীমসয়োর্মনোবুদ্ধ্যোরগোচরম্ আদিত্যবৎ
 স্বপরপ্রকাশাত্মকো বর্ণঃ স্বরূপং যশ্চ তং তমসঃ প্রকৃতেঃ
 পরস্তাৎস্বর্ভমানং “বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তমাদিত্যবর্ণং
 তমসঃ পরস্তাং” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৯

টীকা—সপ্রপঞ্চপ্রকৃতিং ভিষ্য যন্তিষ্ঠতি, এবভূতং
 পুরুষম্ অন্তকালে ভক্তিযুক্তো নিশ্চলেন বিক্ষেপরহিতেন
 মনসা যোহনুস্মরেৎ, মনোনৈশ্চল্যে হেতুঃ—যোগবলেন
 সম্যক্ সুষুন্মার্গেণ ক্রবোর্মধ্যে প্রাণানাবেশ্চ ইতি । স
 তং পরং পুরুষং পরমাত্মস্বরূপং দিব্যং ত্রোতনাত্মকং
 প্রাপ্নোতি ॥ ১০

টীকা—কেবলাদভ্যাসযোগাদপি প্রণবাধারমভ্যাস-
 মস্তরঙ্গং বিধিঃশ্রুঃ প্রতিজানীতে—যদক্ষরমিতি । যদক্ষরং
 বেদার্থজ্ঞা বদন্তি । “এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি
 সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধ্বতো তিষ্ঠতঃ” ইতি শ্রুতেঃ । বীতো
 রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগাঃ যত্নঃ প্রযত্নবস্তো বদিশন্তি যচ্চ

দিক্‌সকল অপেক্ষাও অত্যন্ত সুস্মতর, নিখিল জীবের পোষণকর্তা
 পালক, নিরতিশয় মহিমম্বাহেতু অচিন্তনীয়, মলিনচিন্ত ব্যক্তির
 মনোবুদ্ধির অগোচর, ভুবন-ভাস্কর-সদৃশ, আপনার এবং অপরের
 প্রকাশাত্মকস্বরূপ, প্রকৃতির উপরে বিদ্যমান, যিনি প্রপঞ্চের
 সহিত প্রকৃতিকে ভেদ করিয়া অবস্থিত, এবমিধ পুরুষকে অস্তিম-
 কালে ভক্তিসহকারে এবং যোগবলে সম্যক্ সুষুন্মার্গে ক্রবয়ের
 মধ্যভাগে প্রাণবায়ুকে স্থাপিত করিয়া উত্তমরূপে চিন্তা করেন
 তিনি সেই জ্যোতির্ময় পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১০

বেদবেত্তাসকল ঐহাকে অক্ষর ওকার পরপ্রণব বলেন,
 অক্ষরানবহীন বতীসকল ঐহাতে প্রতিষ্ঠ হন, ঐহাকে জানিবার

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ ।

মুখ্যাধায়াশ্রয়ঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামমুশ্রয়ন্ ।

যঃ প্রয়াতি তাজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩

অনন্তচেতাঃ সততং যো মাং শ্রয়তি নিত্যশঃ ।

জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো গুরুকূলে ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তন্তে তুভ্যং পদং পত্ততে গম্যতে ইতি পদং প্রাপ্য সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ অবক্ষেপ্য তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১১

টীকা - প্রতিজ্ঞাতমুপায়ং সাঙ্গমাহ — সর্ব্বৈতি দ্বাভ্যাম্ । সর্ব্বাণীশ্রিয়দ্বারাণি সংযম্য প্রত্যাহত্যা চক্ষুরাদিভির্বাহবিষয়গ্রহণমকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ । মনশ্চ হৃদি নিরুধ্য বাহবিষয়শ্রয়ণমপ্যকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ । মুদগ্নিঃ ক্রবোর্মধ্যে প্রাণমাধায় যোগস্ত ধারণাং স্তৈর্য্যমাস্থিতঃ আশ্রিতবান্ সন্ ॥ ১২

টীকা---ওমিতি । ওমিত্যেকং যদক্ষরং তদেব ব্রহ্ম-বাচকত্বাদ্ বা, প্রতিমাদিবদব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্ ব্রহ্ম, তদ্ব্যাহ-রনুচ্চারয়ন্ তদ্ব্যচ্যুত্ব মামমুশ্রয়ন্নেবং দেহং তাজন্ যঃ প্রকষণেণ যাতি অচ্চিরাদিমার্গেণ, স পরমাং শ্রেষ্ঠাং মদ-গতিং যাতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৩

টীকা—এবং চাস্তকালে ধারণয়া মৎপ্রাপ্তিনিত্যভ্যাস-বশত এব ভবতি, নান্যাসোতি পূর্ব্বোক্তমেবানুশ্রয়তি - অনন্তোতি । নাস্ত্যাশ্রয়ান্ চেতো যস্ত তথাভূতঃ সন্ যো মাং সততং নিরন্তরং নিত্যশঃ প্রতিদিনং শ্রয়তি, তস্য নিত্যযুক্তস্য সমাহিতস্তাহং স্তুত্বেন লভ্যোহস্মি নাশ্রয়োতি ॥ ১৪

অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মচারী গুরুকূলে বাস করত নৈতিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রতচরণ করেন, আমি তোমাকে সেই বাহিততম প্রাপ্তব্য সংক্ষেপে বলিতেছি ॥ ১১

যিনি ইশ্রিয়দ্বারসকল সংযত করিয়া চক্ষু আদি হৃদয়ে নিরোধ-পূর্ব্বক জয়গলমধ্যে প্রাণকে স্থাপনানন্তর যোগধারণা স্তৈর্য্যে আশ্রিত হইয়া ‘ওঁ’ এই একাক্ষর ব্রহ্ম শ্রয়ণ করিতে করিতে শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাপ্রস্থান করেন, তিনি মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ॥ ১২-১৩

তস্যাহং শ্রুতঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।

নাগ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫

আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

মামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিত্ততে ॥ ১৬

টীকা—যদুপোষ্যং ঙ্ং শ্রুতভোহসি, ততঃ কিমত আহ—মামিতি । উক্তলক্ষণা মহাত্মানো মন্তুনা মাং প্রাপ্য পুনর্দুঃখালয়মনিত্যক জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি, যতন্তে পরমাং সম্যক্ সিদ্ধিং মোক্ষমেব প্রাপ্তাঃ পুনর্জন্মনো দুঃখানাঞ্চালয়ং স্থানং তে মামুপেত্য ন প্রাপ্নুবন্তীতি বা ॥ ১৫

টীকা—এতদেব সর্ব্বৈষপি লোকেষু পুনরাবর্তি-দর্শয়ন্ নিদ্বায়তি—আ ব্রহ্মভুবনাদিতি । ব্রহ্মণো ভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকস্তমভিব্যাপ্য সর্ব্বৈ লোকাঃ পুনরা-বর্তনশীলাঃ একালোকস্তাপি বিনাশিত্বাৎ । তৎপ্রাপ্তানা-মনুৎপন্নজ্ঞানানামবশ্যস্তাবি পুনর্জন্ম । যে এবং ক্রমমুক্তি-ফলাভিরূপাসনাভিঃ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তান্তেষামেব তত্রোৎ-পন্নজ্ঞানানং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো নাশ্বেবাম্ । তথাচ— “ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বৈ সম্প্রাপ্তে প্রাতিসঞ্চরে । পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশান্ত পরং পদম্ ॥” পরস্যান্তে ব্রহ্মণঃ পবনাপূর্ব্বোহন্তে কৃতাত্মানো ব্রহ্মভাবাপাদিতমনোবৃত্তয়ঃ, কস্মদ্বারেণ যেবাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিস্তেষাং ন মোক্ষ ইতি পরিনিষ্ঠিতিঃ । মামুপেত্য বর্তমানানান্ত পুনর্জন্ম নাশ্যোবেতি ॥ ১৬

হে পার্থ ! যিনি অশ্রুচিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক মদগতচিত্ত হইয়া প্রত্যহ অবিরত আমাকে শ্রয়ণ করেন, সেই সমাহিত যোগী আমাকে হৃথে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৪

আমাকে লাভ করিয়া পরমপদপ্রাপ্ত উদারচিত্ত মহাপুরুষগণ পুনরায় আর দুঃখের আধার অনিত্য জন্ম পরিগ্রহ করেন না ॥ ১৫

হে অর্জুন ! জীবগণ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত লোকে গমন করত পুণ্যক্রমে মর্ত্যালোকে পুনরাগত হয়, কিন্তু আমাকে বাহারা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না ॥ ১৬

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্ষদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।

রাত্রিঃ যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূষা ভূষা প্রলীয়তে ।

টীকা—নমু চ “তপস্বিনো দানশীলা বীতরাগাস্তিতিক্রবঃ । ত্রৈলোক্যস্যোপরি স্থানং লভন্তে শোকবজ্জিতম্ ॥” ইত্যাদিপুরাণবাক্যৈস্ত্রৈলোক্যস্য সকাশাং মহর্লোকাদীনাং মুংকষ্টং গম্যতে । বিনাশিহে চ সর্বেষামবিশিষ্টে কথমসৌ বিশেষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বহুকল্পকালাবস্থায়িহনিমিত্তোহসৌ বিশেষ ইত্যশয়েন স্বমানেন শতবর্ষায়ুষো ব্রহ্মণোহহস্ত-হনি ত্রৈলোক্যস্যোৎপত্তিনিশি নিশি চ প্রলয়ো ভবতীতি দর্শয়িষ্যন্ ব্রহ্মণোহহোরাত্রয়োঃ প্রমাণমাহ—সহশ্রেতি । সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তোহবসানং যস্য তদব্রহ্মণো যদহস্তদ্ যে বিদুঃ । যুগসহস্রমন্তো যস্যান্তাং রাত্রিঞ্চ যোগবলেন বিদুস্ত এব সর্বজ্ঞা জনা অহোরাত্রবিদঃ, যেষাং কেবলং চন্দ্রাদিত্যগতৌব জ্ঞানং, তে তথাহোরাত্রবিদো ন ভবন্তি, অল্পদর্শিতাং । যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগমভিপ্রেতম্ । “চতু-যুগসহস্রন্ত ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে” ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তেঃ । ব্রহ্মণ ইতি চ মহর্লোকাদিবাসিনামপূর্ণলক্ষণার্থম্ । তত্রায়ং কালগণনাপ্রকারঃ—মহুযাণাং যদ্বর্ষং তদেবানাম-হোরাত্রং তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিকল্পনয়া দ্বাদশ-ভির্বর্ষমহশ্রেষ্ঠচতুর্যুগং ভবতি । চতুর্যুগসহস্রন্ত ব্রহ্মণো দিনম্, তাবৎ পরিমাণেব রাত্রিস্তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষ-মাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি ॥ ১৭

টীকা—ততঃ কিমত আহ—অব্যক্তাদিতি । কার্য-স্ত্রাব্যাক্তরূপং কারণাত্মকং তস্মাদব্যক্তাং কারণরূপাং

সহস্রযুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে দিবস এবং সহস্রযুগ অবধি রাত্রি-
সাহারা অবগত আছেন, তাঁহারা ষথার্থ বেত্তা ॥ ১৭

[ব্রহ্মার একদিনের (১২ ঘণ্টা) পরিমাণ মানবীয় একসহস্র-
চারিযুগ ।]

ব্রহ্মার দিবসাগমে কারণাত্মক মায়াতত্ত্ব হইতে সমস্ত ভূত-
প্রাণভূত হয় এবং রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই অব্যক্ত নামক
মায়াতত্ত্বই প্রলীন হইয়া যায় ॥ ১৮

হে পার্থ! সেই ভূতবৃন্দ পুনঃপুনঃ সত্ত্ব হইয়া রাত্রি আসিলে

রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯

পরন্তস্তাত্ত্ব-ভাবোহস্তোহব্যক্তোহব্যক্তাদ্ সনাতনঃ ।

যঃ স সর্বষু ভূতেষু নশ্চাংশ ন বিনশ্চতি ॥ ২০

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাত্ত্বঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

ব্যক্ত্যন্তে ইতি ব্যক্তয়শ্চরাচরাণি, ভূতানি প্রাচুর্যবন্তি ;
কদা ? অহরাগমে ব্রহ্মণো দিবসস্তোপক্রমে, তথা
রাত্রেরাগমে ব্রহ্মশয়নে তস্মিন্নেবাব্যক্তসংজ্ঞকে কারণরূপে
প্রলয়ং যাস্তি । যদ্বা তেহহোরাত্রবিদ ইত্যেতন্ন বিধীয়তে
কিন্তু তে প্রসিদ্ধা অহোরাত্রবিদো জনা ব্রহ্মণো যদহর্বিদু-
স্তস্তাহ আগমে অব্যক্তাদ্যাত্ময়ঃ প্রভবন্তি । যাক্ষ রাত্রিঃ
বিদুস্তস্তা রাত্রেরাগমে প্রলীয়ন্তে ইতি দ্বয়োরর্থঃ ॥ ১৮

টীকা—ভত্র চ কৃতনাশাকৃতভাগমশঙ্কাং বারয়ন্
বৈরাগ্যার্থং সৃষ্টিপ্রলয়প্রবাহস্তাবিচ্ছেদং দর্শয়তি—ভূত-
গ্রাম ইতি । ভূতানাং চরাচরপ্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহঃ
যঃ প্রাগাসীৎ, স এবায়মহরাগমে ভূষা রাত্রেরাগমে
প্রলীয়তে, প্রলীয় প্রলীয় পুনরপাহরাগমেহবশঃ কস্মা-
দিপবতন্তঃ সন্ প্রভবতি নাশ ইত্যর্থঃ ॥ ১৯

টীকা—লোকানামনিত্যত্বং প্রপঞ্চ্য পরমেশ্বরস্বরূপস্ত
নিত্যত্বং প্রপঞ্চয়তি—পর ইতি দ্বাভ্যাম্ । তস্মাচ্চরাচর-
কারণভূতাদব্যক্তাং পরন্তস্তাপি কারণভূতো যোহস্মন্ত-
দ্বিলক্ষণোহব্যক্তশ্চক্ষুরাত্তোগোচরো ভাবঃ সনাতনোহনাদিঃ,
স তু সর্বেষু কার্যাকাবলক্ষণেষু ভূতেষু নশ্চাংশপি ন
বিনশ্চতি ॥ ২০

টীকা—অবিনাশে প্রমাণং দর্শয়মাহ—অব্যক্ত ইতি ।
যো ভাবোহব্যক্তোহতীন্দ্রিয়ঃ, অক্ষরঃ প্রবেশনাশশূণ্য ইতি
তথা “অক্ষরাং সম্ভবতীহ বিশ্বম্” ইত্যাদি শ্রুতিধক্ষর
বিলীন হয়, পুনর্বার দিনাগমে কস্মাদি পরতন্ত্র হইয়া সত্তা হইয়া
থাকে ॥ ২১

কিন্তু পূর্বকথিত চরাচর কারণভূত অব্যক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের
অগোচর, প্রাচীন নিত্যাসিদ্ধ যে সত্তা অক্ষরনামক পরমব্রহ্ম
তিনি সমুদয় ভূত নষ্ট হইলেও বিনষ্ট হন না । যে অব্যক্ত
অতীন্দ্রিয় অক্ষর বলিয়া কথিত হইয়াছে তাঁহাকে সর্বোৎকৃষ্ট গতি
বলেন । যাহা প্রাপ্ত হইয়া সংসারে আর নিবর্তিত হয় না, তাহা
আমার পরমস্বরূপ ॥ ২০-২১

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্তনশ্চয়া ।

যশ্চাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২২

যত্র কালে ঋনাবৃন্তিমাবৃন্তি চৈব যোগিনঃ ।

প্রযাতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩

ইত্যুক্তঃ । তং পরমাং গতিং গম্যং পুরুষার্থমাহ—
“পুরুষাণ পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ, ইত্যাদি-
শ্রুতয়ঃ । পরমগতিষ্মেবাহ—যং প্রাপ্য ন পুনর্নিবর্তন্ত
ইতি তচ্চ মমৈব ধামস্বরূপম্ । মমেতু্যপচারে বষ্টী,
রাহোঃ শির ইতিবৎ । অতোহহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ
॥ ২১

টীকা—তৎপ্রাপ্তৌ চ ভক্তিরন্ত্রদোপায় ইত্যুক্তমেবে-
ত্যাহ—পুরুষ ইতি । স চাহং পরঃ পুরুষোহনশ্চয়া ন
বিভুক্তোহস্তঃ শরণেণ যশ্চাস্তয়া একান্তরভক্ত্যেব লভ্যো
নাশ্রয়া, পরষ্মেবাহ যশ্চ কারণভূতশাস্ত্রমধ্যে ভূতানি
স্থিতানি, যেন চ কারণভূতেন সর্বমিদং জগৎ ততং
ব্যাপ্তম্ ॥ ২২

টীকা—তদেবং পরমেশ্বরোপাসকাস্তৎপদং প্রাপ্য ন
নিবর্তন্তে । অস্ত্রে স্বাবর্তন্তে ইত্যুক্তং, তত্র কেন মার্গেণ গতা
নাবর্তন্তে ? কেন বা গতাস্চাবর্তন্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—
যত্রোতি । যত্র যস্মিন্ কালে প্রযাতা যোগিনোহনাবৃন্তি
যাস্তি যস্মিন্ কালে প্রযাতা আবৃন্তি যাস্তু তং কালং
বক্ষ্যামীত্যর্থঃ । অত্র চ ‘রশ্ম্যানুসারী ‘অতশ্চায়নৈহপি
দক্ষিণ’ ইতি সূচিতশ্রায়েনোত্তরায়ণাদিকালবিশেষস্মরণশ্চ
বিবক্ষিতত্বাৎ কালশব্দেন কাল্যভিমানিনীভিরাতিবাহি-
কীভিদেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে । অতোহয়-
মর্থঃ যস্মিন্ কাল্যভিমানিদেবতাপলক্ষিতে মার্গে প্রযাতা
যোগিন উপাসকাঃ কাম্যগণশ্চ যথাক্রমমনাবৃন্তিমাবৃন্তিঞ্চ

হে পার্থ ! ভূতসকল গ্রাহ্যর মধ্যে অবস্থান করিতেছে, যিনি
এই চরাচর নিখিল জগৎ সমাচ্ছন্ন করত বিরাজমান, সেই
সর্বোত্তম পুরুষ আমি । ভক্ত অনন্তভক্তির দ্বারা আমাকে
প্রিয়তমরূপে প্রাপ্ত হয় ॥ ২২

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! যে কালে প্রয়াগকারী যোগিগণ ঋনাবৃন্তি
আবৃন্তি প্রাপ্ত হন, তোমাকে সেই কালের কথা বলিব ॥ ২৩

যোগিগণ দেহত্যাগান্তে অর্চি অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত

অগ্নিজ্যোতিরহঃ শুক্লঃ যগ্নাসা উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ যগ্নাসা দক্ষিণায়নম্ ।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫

যাস্তি, তং কাল্যভিমানিদেবতাপলক্ষিতং মার্গং কথয়িত্বা-
মীতি । অগ্নিজ্যোতিষোঃ কাল্যভিমানিষাভাবেহপি ভূয়সা-
মহরাদিশলোকানাং কাল্যভিমানিষাৎ, তৎসাহচর্যাদা-
ত্রবনমিত্যাদিবৎ কালশব্দেনোপলক্ষণমবিরুদ্ধম্ ॥ ২৩ .

টীকা— তত্রানাবৃন্তিমার্গমাহ — অগ্নিরিতি । অগ্নি-
জ্যোতিঃশব্দাভ্যাং “তেহচ্চিসমভিসম্ভবন্তি” ইতি শ্রুত্যা-
চ্চিরভিমানিনী দেবতাপলক্ষ্যতে, অহরিতি দিবসাভি-
মানিনী, শুক্ল ইতি শুক্লপক্ষাভিমানিনী, উত্তরায়ণরূপাঃ
যগ্নাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী, এতচ্চান্দ্রাসামপি শ্রুত্যা-
ক্তানাং সংবৎসরদেবলোকাদিদেবতানামুপলক্ষণার্থম্ । এব-
ভূতো যো মার্গস্তত্র প্রযাতা গতা ভগবত্পাসকা জনা
ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি, যতস্তে ব্রহ্মবিদাঃ । তথ্যচ শ্রুতিঃ,—
তেহচ্চিসমভিসম্ভবন্তি অর্চিষোহহরহু আপূর্য্যমাণপক্ষমা-
পূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ যগ্নাসানুদঙ্গাদিত্য এতি মাসেভ্যো
দেবলোকমিতি । নহি সত্যোমুক্তিভাজাঃ সম্যগদর্শন-
নিষ্ঠানাং গতির্বা কচিদস্তি “দ তস্মৈ প্রাণা উৎক্রামন্তি”
ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৪

টীকা—আবৃন্তিমার্গমাহ—ধূম ইতি । ধূমাভিমানিনী
দেবতা রাত্রাদিশকৈশ্চ পূর্ববদেব রাত্রিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়ন-
রূপযগ্নাসাভিমানিষাস্ত্রো দেবতা উপলক্ষ্যন্তে, এতাভি-
দেবতাভিরূপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রযাতঃ কর্ম্মযোগী
চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তত্পলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্রোষ্ট্রা-
পূর্তকর্ম্মফলং ভুক্ত্বা পুনরাবর্ততে । অত্রাপি শ্রুতিঃ—

হন, পর দিবসাভিমানিনী দেবতা, শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা,
উত্তরায়ণ, যগ্নাস-অভিমানিনী দেবতা, সংবৎসর অভিমানিনী
দেবতা—এই মার্গে গমনকারী ব্রহ্মজগণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ॥ ২৪

ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাত্র্যভিমানিনী দেবতা, কৃষ্ণপক্ষা-
ভিমানিনী দেবতা, দক্ষিণায়ন, যগ্নাসঅভিমানিনী দেবতা সেই
মার্গে যত যোগী চন্দ্রোপলক্ষিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যকর্মে
ফিরিয়া আসেন ॥ ২৫

শুক্র-কৃষ্ণে গভী হোতে জগতঃ শাখতে মতে ।

একয়া বাত্যানাবৃন্তিমন্ত্র্যাবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬

নৈতে স্তভী পার্থ জ্ঞানন্ যোগী মুহতি কচ্চন ।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজুন ॥ ২৭

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব

দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিশ্ঠম্ ।

অভ্যোতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা

যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাত্মম্ ॥ ২৮

“তে ধুমমভিসম্ভবন্তি, ধূমাদ্ রাত্রিং রাত্রেৱপক্ষীয়মাণপক্ষ-
মপক্ষীয়মাণপক্ষাং যান্ যগ্নাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি
মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকং চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্য
অগ্নং ভবন্তি” ইত্যাদি । তদেবং নিবৃত্তিকৰ্ম্মসহিতোপাসনয়া
ক্রমমুক্তিঃ, কামাকৰ্ম্মভিষ্ঠ স্বৰ্গভোগানন্তরমাবৃন্তিঃ, নিষিদ্ধ-
কৰ্ম্মভিষ্ঠ নরকভোগানন্তরমাবৃন্তিঃ ক্ষুদ্রকৰ্ম্মণাস্ত জন্তনাম্
অত্রৈব পুনঃ পুনর্জন্মেতি ত্রুটব্যম্ ॥ ২৫

টীকা—উক্তো মার্গাবুপসংহরতি—শুক্রোতি । শুক্রা-
চ্চিরাদিগতিঃ প্রকাশময়ত্বাৎ, কৃষ্ণা ধূমাদিগতিস্তমোময়ত্বাৎ,
এতে গভী মার্গো জ্ঞানকৰ্ম্মাধিকারিণো জগতঃ শাখতে
অনাদী সম্মতে সংসারসানাদিত্বাৎ, তয়োৱেকয়া শুক্রয়া
অনাবৃন্তিঃ মোক্ষং যাতি, অজ্ঞয়া কৃষ্ণয়া তু
পুনরাবর্ততে ॥ ২৬

টীকা—মার্গজ্ঞানফলং দর্শয়ন্ ভক্তিযোগমুপসংহরতি
নৈতে ইতি । এতে স্তভী মার্গো, হে পার্থ ! মোক্ষ-

জগত্ৱেৱ শুক্র কৃষ্ণ দেবযান ও পিতৃযান এই দুইটি মার্গ নিত্য ।
একটির দ্বারা অনাবৃন্তি আর অপরটির দ্বারা পুনর্বার প্রত্যাবর্তন
হয় ॥ ২৬

হে পার্থ ! এই দুইটি অবগত হইয়া কোন যোগী
বিমোচিত হন না, তজ্জন্য হে অর্জুন ! তুমি অহংকণ যোগযুক্ত
হও ॥ ২৭

শ্রীমদ্বিষদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রীসংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্বাঙ্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে

ব্রহ্মবিজ্ঞানসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগনামক অষ্টম অধ্যায়ের অষ্টমোহধ্যায়ঃ সমাপ্ত ।

মহাভারতে ভীষ্মপর্কে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাঃ সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুপনিষৎসু

ব্রহ্মবিজ্ঞানসংবাদে যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

অক্ষরব্রহ্মযোগো নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥

শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্বণি তু দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

সংসারপ্রাপকো জ্ঞানন্ কচ্চিদপি যোগী ন মুহতি, স্মৃৎস্বক্স্যা
স্বর্গাদিফলং ন কাময়তে, কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব
ভবভীত্যর্থঃ । স্পষ্টমন্ত্ৰঃ ॥ ২৭

টীকা—অধ্যায়ার্থমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়ং সফলমুপসংহরতি—
বেদেষু । বেদেষু অধ্যায়নাদিভিঃ, যজ্ঞেষু অমুষ্ঠান-
াদিভিঃ, তপঃসু কায়শোষণাদিভিঃ, দানেষু সংপাত্রেঃপর্ণা-
দিভিঃ, যৎ পুণ্যফলমুপদিষ্টং শাস্ত্রেষু তৎ সর্বমভ্যোতি,
ততোহপি শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্বৰ্য্যং প্রাপ্নোতি । কিং কৃষ্ণা ?
ইদমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়েনোক্তং তত্ত্বং বিদিত্বা, ততশ্চ যোগী
জ্ঞানী ভূত্বা পরমুকৃষ্টম্ আত্মং জগন্মূলভূতং স্থানং বিষ্ণোঃ
পরং পদং প্রাপ্নোতি ॥ ২৮

অষ্টমেহষ্টবিংশিষ্টেসম্পূর্ণার্থাষ্টনির্ণয়ৈঃ ।

অক্লিষ্টমষ্টধা প্রাপ্তিঃ স্পষ্টিতাষ্টমবস্থানা ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত-টীকায়াম্
অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

বেদ সকলে, যজ্ঞসমূহে, নিখিল তপস্তায় ও সমুদয় দানে যে
পুণ্যফল উপদিষ্ট হইয়াছে, এই অর্চিৱাদির গতির কথা অবগত
হইয়া ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ সেই সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন
আর জগত্ৱেৱ মূলভূত স্থান বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন ॥ ২৮

ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং নবমোহধ্যায়ঃ)

[জ্ঞানশ্চ, বিজ্ঞানশ্চ, জগদ্ভবশ্চ, দৈবাসুরসম্পত্তিমতাম্, সকাম-নিকামোভয়বিধোপাসনয়া ভগবদ্ভক্তের্মহিয়ন্ত বর্ণনম্ ।]

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্ঞজ্ঞানমোক্ষ্যসেহুভাং ॥ ১

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্মাং সুসুখং কৰ্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২

টীকা—পরেণঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে ।

নবমে তু তদৈশ্বর্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চ্যতে ॥

এবং তাবৎ সপ্তমাস্তময়োঃ স্বকীয়ং পারমেশ্বরং তৎ
ভক্ত্যেব শ্লভং, নাত্মথেষ্টাক্তমিদানীমচিন্ত্যং স্বকীয়মৈশ্বর্য্যং
ভক্তেশাসাধারণং প্রভাবং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—
ইদম্ভিত্তি । বিশেষণে জ্ঞায়তে অনেনেতি বিজ্ঞানমুপাসনং
তৎসহিতং জ্ঞানমীশ্বরবিষয়কমিদং তু তেহনসূয়বে পুনঃ
পুনঃ স্বমাহাত্ম্যমেনোপদিশতীত্যেবং পরমকারুণিকে ময়ি
দোষদৃষ্টিরহিতায় তে তুভ্যং বক্ষ্যামি ! তুশকো
বৈশিষ্ট্যে । তদেবাহ—গুহ্যতমমিত্যাদিনা । গুহ্যং
ধর্মজ্ঞানং ততো দেহাদি ব্যতিরিক্তজ্ঞানং গুহ্যতরং,
ততোহপি পরমাত্মজ্ঞানমতিরহস্ত্বাদ্-গুহ্যতমং যজ্ঞজ্ঞান-
হুভাং সংসারবন্ধোক্ষ্যসে সত্ত্ব এব মুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ১

টীকা—কিঞ্চ রাজবিদ্যেতি । ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা
বিদ্যানাং রাজা, রাজগুহ্যং গুহ্যানাঞ্চ রাজা বিদ্যাসু
গোপ্যেযু চাতিরহস্ত্যং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ । রাজদন্তাদিছাদ্রপ-
সর্জনশ্চাপি পরমম্ । রাজ্ঞাং বিদ্যা, রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি
বা । উত্তমং পবিত্রমিদমত্যন্তপাবনং জ্ঞানিনাং প্রত্যক্ষাব-

নবম অধ্যায় ।

[জ্ঞান, বিজ্ঞান, জগতের উৎপত্তি, দৈব-আসুর সম্পত্তি-যুক্ত,
সকাম-নিকাম—বিবিধ উপাসনা ও ভগবদ্ভক্তির মতিমবর্ণন ।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—গুহ্য ধর্মজ্ঞান, গুহ্যতর দেহাদি ব্যতিরিক্ত
আত্মজ্ঞান, তাহা হইতেও অতিগুহ্যতম এই পরমাত্মজ্ঞান
উপাসনার সহিত পরম কারুণিক আমাতে দোষদৃষ্টিগত তোমাকে
বলিব, বাহা অবগত হইয়া সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে ॥ ১

এই জ্ঞান বিদ্যার রাজা, অতি উৎকৃষ্ট, অতি গোপনীয়, পরম
পবিত্র, দৃষ্টফল ধর্মোৎপত্ত, স্বখে অমৃতান ক্রিতে পারা যায় ও

অশ্রদ্ধাধানাঃ পুরুষা ধর্মস্তাস্ত্ৰ পরস্তপ ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্জ্জনি ॥ ৩

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমুদ্ভিনা ।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪

গমঞ্চ প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোহবগমো বোধো যস্ত তং প্রত্যক্ষাব-
গমং দৃষ্টফলম্ ইত্যর্থঃ, ধর্মাং ধর্মানপেতং বেদোক্তসর্ব-
ধর্মফলত্বাং, কৰ্ত্তৃঞ্চ সুসুখং সুখেন কৰ্ত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ,
অবায়ঞ্চক্ষয়ফলত্বাং ॥ ২

টীকা—নষ্বেবমপাতিস্মকরহে কো নাম সংসারিণঃ
স্বাস্ত্রত্বাহ—অশ্রদ্ধাধানা ইতি । অস্ত্ৰ ভক্তিসহিতজ্ঞান-
লক্ষণস্ত্ৰ ধর্মাস্ত্রোতি কৰ্ম্মণি যষ্টী । ইমং ধর্মমশ্রদ্ধাধানাঃ
আস্ত্রিকোনাশ্বীকুর্কস্তু উপায়াস্ত্রৈঃ মৎপ্রাপ্যে অপি
মামপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবর্জ্জনি নিমিত্তে নিবর্তন্তে
মৃত্যুব্যাগ্রে সংসারমার্গে পরিভ্রমন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩

টীকা—তদেবং বক্তব্যক্তয়া প্রস্তুতস্ত জ্ঞানস্ত স্তব্য
শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য তদেব জ্ঞানং কথয়তি ময়েতি—
দ্বাভ্যাম্ । অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্ত
তাদৃশেন ময়া কারণভূতেন সর্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তং
“তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাविशं” ইত্যাদি শ্রুতেঃ । অতএব
কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠতীতি মৎস্থানি সর্বাণি ভূতানি
চরাচরাণি এবমপি ঘটাদিষু কার্যেযু মূর্ত্তিকেব তেষু
ভূতেষু নাহমবস্থিত আকাশবদসজ্জত্বাং ॥ ৪

অব্যয়, আদ্যন্তরহিত ও অক্ষয় ॥ ২

হে পরস্তপ ! এই ধর্মে অশ্রদ্ধাধিনিষ্ট পুরুষসকল আমাকে
প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুসমাজের সংসারপথে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ
করিয়া থাকে ॥ ৩

অতীন্দ্রিয়রূপ কারণভূত আমি এই স্বাবরজসমাত্মক জগৎ
আচ্ছন্ন করিয়া আছি । সকল ভূত আমাতে অবস্থিত, আমি
বাস্তবদেব প্রাণিসমূহে আশ্রিত নই ॥ ৪

ন চ মংস্থানি ভূতানি পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ।
 ভূতভূয় চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥
 যথাকালস্থিতো নিত্যঃ বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্ ।
 তথা সর্বাণি ভূতানি মংস্থানীত্বাপধারয় ॥ ৬ ॥
 সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম্ ।
 কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিশ্বজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

—কিঞ্চ ন চোতি । ন চ ময়ি স্থিতানি ভূতানি
 অসঙ্গতাদেব মম । নহু তর্হি ব্যাপকত্বমীশ্বরত্বঞ্চ পূর্বোক্তং
 বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পশ্যেতি । মে ঐশ্বর্যমসাধারণং
 যোগং যুক্তিম্ অঘটনঘটনাচাতুর্ধ্যামিদং পশু মদীয়যোগ-
 মায়াবেত্তবস্তাবিতর্ক্যত্বাৎ কিঞ্চিদ্ বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ।
 অশুদ্ধপ্যাস্চর্য্যং পশ্যেত্যাহ—ভূতেতি । ভূতানি বিভর্তি
 ধারয়তীতি ভূতভূয় । ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি
 ভূতভাবনঃ, এবম্ভূতোহপি মমাত্মা পরং স্বরূপং ভূতস্থো ন
 ভবতীতি । অয়ং ভাবঃ—যথা দেহং বিব্রং পালয়ন্ত
 জীবোহহঙ্কারেণ তৎসংশ্লিষ্টস্তিষ্ঠতি, এবমহং ভূতানি
 ধারয়ন্ পালয়ন্নপি ন তেষু তিষ্ঠামি নিরহঙ্কারত্বাদিতি ॥ ৫ ॥

টীকা—অসংশ্লিষ্টয়োরাপ্যাদারাধেয়ভাবং দৃষ্টান্তেনাহ—
 যথোক্তি । অবকাশঃ বিনা অবস্থানানুপপত্তেনিতিমা-
 কাশস্থিতো বায়ুঃ সর্বত্রগোহপি মহানপি নাকালেন
 সংশ্লিষ্টো নিরবয়বত্বেন সংশ্লিষ্টযোগাৎ, তথা সর্বাণি
 ভূতানি ময়ি স্থিতানি জানীহি ॥ ৬ ॥

টীকা—তদেবমসঙ্গত্বৈব যোগমায়য়া স্থিতিহেতুত্বমুক্তং
 তথৈব সৃষ্টিপ্রলয়হেতুত্বকাহ—সর্বেতি । কল্পক্ষয়ে প্রলয়-
 কালে সর্বাণি ভূতানি মদীয়ং প্রকৃতিং যাস্তি, ত্রিগুণাত্মি-

নিখিলভূত আমাতে সংশ্লিষ্ট নহে । আমার অসাধারণ
 অঘটনঘটনাচাতুর্ধ্য দেখ । আমার যোগমায়ার প্রভাব তর্কের
 অগোচর, এজ্ঞ কিছু বিরুদ্ধ নয় । আমি ভূতগণের ধারণ এবং
 পালনকর্তা, কিন্তু আমি তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট নহি ॥ ৫ ॥

সর্বত্র বিচরণশীল বায়ু যেমন আকাশে অবস্থিত হইয়াও
 তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ ভূতসমূহ আমাতে
 অবস্থিত জানিবে ॥ ৬ ॥

হে কৌন্তেয় ! ভূতসকল প্রলয়কালে আমার ত্রিগুণাত্মিক
 মায়ার লীন হয় । পুনর্বার আমি কল্পের আদিতে প্রাণিগণকে
 সৃষ্টি করি ॥ ৭ ॥

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিশ্বজামি পুনঃ পুনঃ ।
 ভূতপ্রোমমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥
 ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবরন্তি ধনঞ্জয় ।
 উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥
 ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃয়তে সচরাচরম্ ।
 হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥ ১০ ॥

কায়াং ময়ায়াং লীয়ন্তে পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে তানি
 বিশ্বজামি বিশেষেণ সৃজামি ॥ ৭ ॥

টীকা—নহসঙ্গো নিবিকারশ্চ স্বঃ কথং সৃজসীত্য-
 পেক্ষায়ামাহ—প্রকৃতিমিত্যাदि দ্ব্যাভ্যাম্ । স্বাং স্বাধীনাং
 প্রকৃতিমবষ্টভ্য অধিষ্ঠায় প্রলয়ে লীনং সন্তু চতুর্বিধমিমং
 সর্বভূতপ্রোমং কর্ম্মাদিপরবশং পুনঃ পুনর্বিবিধং সৃজামি
 বিশেষেণ সৃজামীতি বা । কথম্ ? প্রকৃতের্বশাৎ
 প্রাচীনকর্ম্মনিমিত্ত-তত্ত্বংস্বভাববশাৎ ॥ ৮ ॥

টীকা—নধেবং নানাধিধানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতস্তব
 জীবদবদ্বন্ধঃ কথং ন স্মাদিত্যত্ গ্রাহ—ন চ মামিতি ।
 তানি বিশ্বসৃষ্টাদৌনি কর্ম্মাণি মাং ন নিবরন্তি । কর্ম্মা-
 সক্তিহি বন্ধহেতুঃ, সা চাপ্তকামত্বান্মম নাস্তি, অতস্তানি
 উদাসীনবদ্বর্তমানস্তু মে বন্ধনং নোৎপাদয়ন্তি । উদাসীনত্বে
 কত্বংস্বভাবপত্তেঃ কত্বং চোদাসীনত্বানুপপত্তেকুদাসীনবৎ
 স্থিতিমিত্যুক্তম্ ॥ ৯ ॥

টীকা—তদেবোপপাদয়তি—ময়েতি । ময়া অধ্যাক্ষেণ
 অধিষ্ঠাত্রা নিমিত্তভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং বিশ্বং সৃয়তে
 জনয়তি, অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনা ইদং জগদ্বিপরি-

আমি স্বাধীন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাচীন কর্ম্মনিমিত্ত
 তত্ত্বংস্বভাব বলে এই সমস্ত কর্ম্মাদিপরবশ চতুর্বিধ ভূতসমূহ
 বিবিধ প্রকারে সৃজন করিয়া থাকি ॥ ৮ ॥

হে ধনঞ্জয় ! সেই সৃষ্টি-স্থিতি ও নাশাদি কর্ম্মসকলে আসক্তি-
 পরিশূন্য নিঃস্বন্ধ তটস্থ মধ্যাহ্নের জায় অবস্থিত আমাকে বন্ধন
 করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৯ ॥

নিমিত্তভূত অধ্যক্ষ ব্যবস্থাপক আমার অধিষ্ঠানমাত্র লাভ
 করত প্রকৃতি স্বাবয়ব-জন্মাত্মক বিশ্ব সৃজন করে । হে কৌন্তেয় !
 আমার অবস্থান নিমিত্ত এই জগৎ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইতেছে ॥ ১০ ॥

অবজ্ঞানন্তি মাং মৃঢ়া মানুযীং তন্মুখাশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজ্ঞানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।

রাক্ষসীমানুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২

মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।

ভজন্ত্যনন্তমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩

বর্ততে পুনঃ পুনর্জায়তে । সন্নিধিমাত্রেণাধিষ্ঠাতৃবাং
কর্তৃমুদাসীনম্বক্ষ্যাবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ ॥ ১০

টীকা—নশ্বেবন্তুতং পরমেশ্বরং জ্ঞাং কিমিতি কেচিন্মা-
দ্রিয়ন্তে, তত্রাহ—অবজ্ঞানন্তীতি দ্বাভ্যাম্ । সর্বভূত-
মহেশ্বররূপং মদীয়ং পরং ভাবং তত্ত্বমজ্ঞানন্তো মৃঢ়া মূঢ়া
মামবজ্ঞানন্তি মামবমন্তুন্তে, অবজ্ঞানহেতুঃ শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি
তন্মুং ভক্তেচ্ছাবশান্নমুখ্যাকারমাশ্রিতবস্তুমিতি ॥ ১১

টীকা—কিঞ্চ মোঘাশা ইতি । মন্তোহন্তদেবতাস্তরং
ক্ষিপ্ৰং ফলং দাস্ততীত্যেবন্তুতা মোঘা নিষ্ফলৈবশা যেষাং
তে, অতএব মদ্বিমুখত্বান্নোঘানি নিষ্ফলানি কৰ্ম্মাণি যেষাং
তে, মোঘমেব নানাকৃতকীর্ষিতাঃ শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তে,
অতএব বিচেতসো বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ ; সর্বত্র হেতুঃ—রাক্ষসীং
তামসীং হিংসাদিপ্রচুরাম্ আনুরীং রাজসীং কামদর্পাদি-
বহুলাং মোহিনীং বুদ্ধিব্রংশকরীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতাঃ
আশ্রিতাঃ সন্তো মামবজ্ঞানন্তীতি পূর্বেণাশ্রয়ঃ ॥ ১২

টীকা—কে তহি ত্বামাধয়ন্তীত্যত আহ—মহাত্মান
ইতি । মহাত্মানঃ কামাত্মনভিভূতচিত্তা অতএব “অভয়ং
সত্ত্বসংযুক্তি”রিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণাং দৈবীং প্রকৃতিং স্বভাব-

সর্বভূতমহেশ্বর আমার পরম প্রধান তত্ত্ব না জানিয়া মূর্থসকল
শুদ্ধসত্ত্বময় লীলা মাহুযদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া
থাকে ॥ ১১

আমা অপেক্ষা অস্ত্র দেবতা শীঘ্র ফলদান করিবেন, এরূপ বৃথা
আশাবিশিষ্ট নিরর্থক কর্ম্মকারী নিষ্ফল জ্ঞানসম্পন্ন বিক্ষিপ্তচিত্ত
বুদ্ধিব্রংশকারী রাক্ষসী, তামসী, আনুরী, রাজসী প্রকৃতি (স্বভাব)
আশ্রয় করত আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥ ১২

হে পার্থ ! মহাত্মাসকল দৈবীপ্রকৃতি স্বভাব আশ্রয়পূর্বক
একমাত্র আমাতেই মন সমর্পণপূর্বক ভূতসকলের পরম কারণ
আমাকে ভজনা করেন ॥ ১৩

কেহ কেহ অহঙ্কণ ভক্তিসহকারে আসক্ত হইয়া নামগুণ

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতস্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।

নমস্তস্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যগ্নে যজন্তো মামুপাসতে ।

একত্বেন পৃথক্ ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫

অহং ক্রতুন্নহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।

মন্তোহহমহমেবাক্যমহমগ্নিরহং হতম্ ॥ ১৬

মাশ্রিতাঃ, অতএব মদ্ব্যতিরেকেণ নাস্ত্যন্ত্রিগুনো যেষাং,
তে তু ভূতাদিঃ জগৎকারণম্ অব্যয়ং নিত্যঞ্চ মাং জ্ঞাত্বা
ভজন্তি ॥ ১৩

টীকা—তেষাং ভজনপ্রকারমাহ—সততমিতি
দ্বাভ্যাম্ । সততং সর্বদা স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ কীর্তয়ন্তঃ
কেচিন্মামুপাসতে সেবন্তে, দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মা যেষাং
তাদৃশাঃ সন্তো যতস্তশ্চেশ্বরপূজাদিষু ইন্দ্রিয়োপসংহারাদিষু
চ প্রযতঃ কুর্বন্তঃ, কেচিদ্ভক্ত্যা নমস্তস্তশ্চ প্রণমন্তঃ, অগ্নে
নিত্যযুক্তা অনবরতমবহিতা সর্বৈং সেবন্তে ভক্ত্যেতি
নিত্যযুক্তা ইতি চ কীর্তনাদিষুপি দৃষ্টব্যম্ ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ জ্ঞানেতি । বাসুদেবঃ সর্বমিতোবাং
সর্বাত্মহর্দশনং জ্ঞানং, তদেব যজ্ঞস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন মাং
যজন্তঃ পূজয়ন্তোহগ্নেহপু্যুপাসতে, তত্রাপি কেচিদেকত্বেন
একমেব পরং ব্রহ্মেতি পরমার্থদর্শনরূপাভেদভাবনয়া,
কেচিং পৃথক্ ত্বেন দাসোহহমিতি পৃথগ্ভাবনয়া, কেচিত্তু
বিশ্বতোমুখং সর্বাত্মকং মাং বহুধা ব্রহ্মরূপাদিরূপেণো-
পাসতে ॥ ১৫

টীকা—সর্বাত্মকং প্রপঞ্চয়তি—অহং ক্রতুরিতি
চতুর্ভিঃ । ক্রতুঃ শ্রীতোহগ্নিষ্টোমাদিঃ ; যজ্ঞঃ স্মার্তঃ

স্তোত্রাদি কীর্তন করত সেবা করেন । কেহ কেহ দৃঢ়ব্রত হইয়া
জ্ঞানাদিতে ও ইন্দ্রিয়জয়ে প্রযত পুরঃসর ভক্তির সহিত অবিরত
মনোযোগী হইয়া উপাসনা করেন । অপর নিত্যযুক্তগণ অনবরত
অবহিত হইয়া সেবা করেন ॥ ১৪

অস্ত্র জ্ঞানিসকল “সমস্ত বাসুদেব” এই সর্বাত্মজ্ঞানরূপ যজ্ঞের
দ্বারা পূজা করেন, কেহ “একমাত্র পরম ব্রহ্ম” এই পরমার্থদর্শনরূপ
অভেদ ভাবনাপূর্বক, কেহবা “আমি দাস” এই পৃথক্ ভাবনা-
সহকারে উপাসনা করেন । কেহ সর্বাত্মক আমাকে ব্রহ্ম-
রূপাদিরূপে ভজনা করেন ॥ ১৫

আমি বৈদিক অগ্নিষ্টোমাদি ক্রতু, পঞ্চযজাদি স্মার্তযজ্ঞ, আমি

পিতাহমন্ত জগতো মাতা খাতা পিতামহঃ ।

বেত্তং পবিত্রমোক্তার ঋক্-সাম-যজুরেব চ ॥ ১৭

গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সূক্তং ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্মাম্যংসৃজামি চ ।

অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমজুঁন ॥ ১৯

পঞ্চযজ্ঞাদিঃ, অথা পিতৃর্থং জ্ঞাদিঃ, ঔষধম্ ওষধিপ্রভব-
ময়ং ভেষজং বা, মন্ত্রো যাজ্যপুরোধোবাক্যাদিঃ, আজ্যং
হোমাদিসাধনম্, অগ্নিরাহবনৌয়াদিঃ, হৃতং হোমম্—এতৎ
সর্বমহমেব ॥ ১৬

টীকা—কিঞ্চ পিতাহমন্তেতি । খাতা কৰ্ম্মফলবিধাতা
বেত্তং জ্ঞেয়ং বস্তু, পবিত্রং শোধকং প্রায়শ্চিত্তাত্মকং বা,
ওক্তারঃ প্রণবঃ, ঋগেদাদয়ো বেদাশ্চাহমেব ।
স্পষ্টমশ্রুৎ ॥ ১৭

টীকা—কিঞ্চ গতিরিতি । গম্যত ইতি গতিঃ ফলং,
ভর্তা পোষণকর্তা, প্রভুঃ নিয়ন্তা, সাক্ষী শুভাশুভপ্রদা,
নিবাসো ভোগস্থানং, শরণং রক্ষকঃ, সূক্তং হিতকর্তা,
প্রকষণে ভবত্যতেনেতি প্রভবঃ স্রষ্টা, প্রলীয়তেহনেনেতি
প্রলয়ঃ সংহর্তা, তিষ্ঠত্যশ্রিত্তি স্থানমাধারঃ, নিধীয়তে-
হশ্রিত্তি নিধানং লয়স্থানং, বীজং কারণং, তথাপ্যব্যয়ম-
বিনাশি ন তু ত্রীহাদিবীজবদ্ধিনশ্বরমিত্যর্থঃ ॥ ১৮

টীকা—কিঞ্চ তপাম্যহমিতি । আদিত্যায়না
স্থিতত্বাৎ নিদাঘকালে তপামি জগতস্তাপং করোমি,
বৃষ্টিসময়ে চ বধমুৎসৃজামি বিমুঞ্চামি, কদাচিত্ত্ব বর্ষং
নিগৃহ্মামি আকর্ষামি, অমৃতং জীবনং, মৃত্যুশ্চ নাশঃ, সং
পিতৃ উদ্দেশ্যে দীযমান অন্ন, আমি ঔষধিপ্রভব যবাদি অন্ন, আমি
মন্ত্র, আমি হৃত, আমি অগ্নি, আমি হোম ॥ ১৯

আমি এই জগতের পিতা-মাতা; খাতা-পিতামহ; জাতব্য
বস্তু, পবিত্র শোধক ওক্তার প্রণব । ঋক্ সাম ও যজু এ সমস্তই
আমি ॥ ১৭

আমি গতি ভর্তা প্রভু নিয়ামক সাক্ষী কর্তৃব্যশ্রুত স্রষ্টা, নিবাস-
শরণ আশ্রয় সূক্তং প্রভব প্রলয়স্থান নিধান এবং অক্ষয় বীজ ॥ ১৮

হে অর্জুন! আমি আদিত্যরূপে জীবকালে তপ দান করি,
আমি বর্ষাকালে বৃষ্টি বর্ষণ করি, অগ্নি কখন বা বৃষ্টি আকর্ষণ

ত্রৈবিজ্ঞা মাং সোমপাঃ পুতপাপা

যজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিঃ প্রার্থয়ন্তে ।

তে পুণ্যমাসান্ত সুরেন্দ্রলোক-

মশ্রুস্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি ।

এবং ত্রয়ীধর্মমমুপ্রপন্ন

গতাগতং কামাকামা লভন্তে ॥ ২১

স্থূলং দৃশ্যম্, অসচ্চ সূক্ষ্মদৃশ্যম্ এতৎ সর্বমহমেবেতি ।
এবং মন্ত্রা মামেব বহুধোপাসতে ইতি পূর্বেণৈবাহয়ঃ ॥ ১৯

টীকা—তদেবম্ “অবজ্ঞানস্তি মাং মৃঢ়াঃ” ইত্যাদি
শ্লোকদ্বয়েন ক্ষিপ্ৰফলাশয়া দেবতাস্তরং ভজন্তো মাং
নাদ্রিয়ন্ত ইত্যন্তক্কা দর্শিতাঃ, “মহাত্মানস্ত মাং পার্থ”
ইত্যাদিনা চ ভক্তা উক্তান্তত্রেকদ্বয়েন পৃথক্বেন বা যে
পরমেশ্বরং ন ভজন্তি, তেষাং জন্মমৃত্যুপ্রবাহো চুর্বার
ইত্যাং—ত্রৈবিজ্ঞা ইতি দ্ব্যভ্যাম্ । ঋগ্ যজুঃসামলক্ষণা-
স্তিস্রো বিজ্ঞা যেষাং তে ত্রিবিদ্যাঃ, ত্রিবিদ্যাঃ এব ত্রৈবিদ্যাঃ
স্বার্থেণ । তিস্রো বিদ্যা অধীয়ন্তে জ্ঞানস্বীতি বা
ত্রৈবিদ্যাঃ বেদত্রয়োক্তকৰ্ম্মতৎপরা ইত্যর্থঃ । বেদত্রয়বিহিতৈ-
র্যজ্ঞৈশ্চামিষ্টা মমৈব রূপং দেবতাস্তরমিত্যজ্ঞানস্তোহপি
বস্তুতঃ ইন্দ্রাদিরূপেণ মাম্ এবেষ্টা সম্পূজ্য যজ্ঞশেষং সোমং
পিবন্তীতি সোমপাস্তেনৈব পুতপাপাঃ শোধিতকলম্বাঃ
সন্তুঃ স্বর্গতিং স্বর্গং প্রতি গতিং যে প্রার্থয়ন্তে, তে পুণ্যফল-
রূপং সুরেন্দ্রলোকং স্বর্গমাসাদ্য প্রাপ্য দিবি স্বর্গে দিৰ্যামুভ-
মান্ দেবানাং ভোগান্ অশ্রুস্তি ভুঞ্জতে ॥ ২০

টীকা—ততশ্চ তে তমিতি । তে স্বর্গকামাস্তাঃ
প্রার্থিতং বিপুলং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা ভোগপ্রাপকে পুণ্যে
করি । জীবন-মরণ স্থূল-সূক্ষ্ম দৃশ্যদৃশ্য সকলই আমি এইরূপ
মনে করিয়া আমাকে বহু প্রকারে উপাসনা করে ॥ ১৯

ঋক্-যজু-সামজ যাজ্ঞিকসকল যজ্ঞের দ্বারা আমাকে উত্তমরূপে
আমার পূজা করত সোমপানের দ্বারা শোধিতপাপ (নিশাপ)
হইয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করে । তাহারা পবিত্র ইন্দ্রলোকে গমন
পূর্বক স্বর্গে উত্তম দেবগণের ভোগসকল উপভোগ করিয়া
থাকেন ॥ ২০

তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ও তাহার সুখভোগ করত
স্বর্গপ্রাপক কৰ্ম্মকর হইলে মর্ত্যলোকে পুনরাগমন করেন এইরূপ

অনশ্চাশ্চিস্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পথ্যুপাসতে ।
 তেষাং নিত্য্যভিযুক্তানাং যোগ-ক্ষেমং বহামাহম্ ॥ ২২
 যেহপাত্তদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াষিতাঃ ।
 তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৩
 অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

শ্রীণে সতি মর্ত্যলোকং বিশস্তি, পুনরপ্যেবমেব বেদত্রয়-
 বিহিতং ধর্ম্মমনুগতাঃ কামকামা ভোগান্ কাময়মানা
 গতাগতং যাতায়াতং লভন্তে ॥ ২১

টীকা—মন্ত্ৰকান্ত মংপ্রসাদেন কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ —
 অনশ্চা ইতি । অনশ্চা নাস্তি মদ্যতিরেকেণাশ্চ কাম্য
 ভজনীয়ং দেবতাস্তরং যেবাং তে তথাভূতা যে জনা মাং
 চিস্তয়ন্তঃ সেবন্তে, তেষান্ত নিত্য্যভিযুক্তানাং সর্বথা মদেক-
 নিষ্ঠানাং যোগং ধনাদিলাভং ক্ষেমঞ্চ তৎপালনং, মোক্ষং
 বা, তৈরপ্রার্থিতমপি অহমেব বহামি প্রাপয়ামি ॥ ২২

টীকা—নমু চ তদ্ব্যতিরেকেণ বস্তুতো দেবতাস্তরশ্চা-
 ভাবাদিস্রাদিসেবিনোহপি ভক্তো এবতি কথং তে গতা-
 গতং লভেরন তত্রাহ—যেহপীতি । শ্রদ্ধয়োপেতাঃ ভক্তাঃ
 সন্তো যেহপি জনা যজ্ঞে অশ্বদেবতা ইন্দ্রাদিরূপা যজন্তে,
 তেহপি মামেব যজন্তীতি সত্যম্ ; কিন্তু অবিধিপূর্বকং
 মোক্ষপ্রাপকং বিধিঃ বিনা যজন্ত, অতস্তে পুনরাবর্তন্তে ॥

টীকা—এতদেব বিরূপোত—অহমিতি । সর্বেষাং
 যজ্ঞানাং তত্তদেবতারূপেণাহমেব ভোক্তা প্রভুশ্চ স্বামী
 ফলদাতাপ্যহমেবেত্যর্থঃ, এবন্তুং মাং তে তত্ত্বেন যথাবন-
 বেদবিহিত ধর্ম্ম অমুসরণপূর্বক ভোগকামী হইয়া পুনঃপুনঃ
 যাতায়াত করিতে থাকেন ॥ ২১

অগ্রকামনা বিরহিত আমাকে চিন্তা করিতে করিতে যে
 লম্বু ভক্ত আমার সেবা করেন, সর্বপ্রকারে আমাতে একনিষ্ঠ
 তাঁহাদের যাহা নাই—তাহা আনয়ন এবং যাহা আছে তাহা রক্ষা
 করিয়া থাকি ॥ ২২

হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধাসম্পন্ন যে ভক্তসকল ইন্দ্রাদি অপর
 দেবতাগণকে পূজা করেন, তাঁহারাও মোক্ষপ্রাপক বিধিব্যতীত
 আমাকেই আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ২৩

যেহেতু অখিল যজ্ঞের আমিই ভোক্তা এবং স্বামী । যন্ত্রণতঃ
 তাহা জানে না, ভজ্ঞ পুনরাগত হয় । যাহারা সকল দেবতায়

ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪
 যাস্তি দেবত্রতা দেবান্ পিতৃন যাস্তি পিতৃত্রতাঃ ।—
 ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যাস্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ॥
 পত্রং পুষ্পং ফলং ত্রোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
 তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্রামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬

নাভিজানন্তি, অতশ্চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে পুনরাবর্তন্তে যে তু
 সর্বদেবতাসু মামেবাস্ত্যামিণং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু
 নাবর্তন্তে ॥ ২৪

টীকা—তেদেবোপপাদয়তি—যাস্তীতি । দেবেষিস্রা-
 দিষু ব্রতং নিয়মো যেবাং তে দেবত্রতা দেবান্ যাস্তি অতঃ
 পুনরাবর্তন্তে, পিতৃষু ব্রতং যেবাং শ্রদ্ধাদিক্রিয়াপরায়াণানাং
 তে পিতৃন যাস্তি, ভূতেষু বিনায়কমাতৃগণাদিষু ইজ্যা পূজা
 যেবাং তে ভূতেজ্যা ভূতানি যাস্তি, মাং যষ্টুং শীলং যেবাং
 তে মদ্যাজিনস্তে তু মামক্ষয়ং পরমানন্দস্বরূপং নারায়ণং
 যাস্তি ॥ ২৫

টীকা—তদেবং স্বভক্তানামক্ষয়ফলমুক্তা অনায়াসত্বঞ্চ
 স্বভক্তেদর্শয়তি—পত্রমিতি । পত্রপুষ্পাদিমাত্রমপি মহাং
 ভক্ত্যা প্রীত্যা যঃ প্রযচ্ছতি, তস্য প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধচিত্তশ্চ-
 নিকামভক্তশ্চ তৎ পত্রপুষ্পাদিকং ভক্ত্যা তেনোপহৃতং
 সমপিতমহমশ্রামি প্রাপ্নোমি প্রীত্যা গৃহ্ণামি । ন হি মহা-
 বিভূতিপতেঃ পরমেশ্বরস্য মম ক্ষুদ্রদেবতানামিব বহুবিদ-
 সাধাযাগাদিভিঃ পরিতোষঃ স্ত্যাহ ; কিন্তু ভক্তিমাাত্রেন,
 আমাকে অন্তর্ধ্যায়রূপে দর্শিয়া অর্চনা করেন তাঁহাদের
 যাতায়াত নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৪

যজ্ঞকারী দেবত্রতনিষ্ঠগণ দেবগণকে, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি
 ক্রিয়ারত পিতৃব্রতরত সকল পিতৃগণকে, বিনায়কাদি ভূতসেবকগণ
 তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হন—আর আমার অর্চনাকারিগণ আমাকেই
 প্রাপ্ত হন ॥ ২৫

যে ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র পুষ্প ফল জল প্রদান
 করেন, আমি সেই সংযতচিত্তের ভক্তির সহিত (উপহৃত) অর্পিত
 সে সকল প্রীতির সহিত গ্রহণ করি—আনন্দসাৎ ভোজন করি ।
 যেমন ভূক্তদ্রব্য ভোক্তার সহিত একীভূত হইয়া যায়, তজ্জপ
 শুদ্ধচিত্ত ভক্তের দত্ত সামান্ত উপহারও আমি আমাতে সম্মিলিত
 করিয়া লই ॥ ২৬

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যতপশ্চসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদৰ্পণম্ ॥ ২৭
শুভাশুভকলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মাংযুপৈশ্বসি ॥ ২৮
সমোহং সর্বভূতেষু ন মে ঘোস্তোহস্তি ন মে প্রিয়ঃ ।

অতো ভক্তেন সমপিতং যৎকিঞ্চিৎ পত্নাদিমাশ্রমপি তদনু-
গ্রহার্থমেবান্নামীতি ভাবঃ ॥ ২৬

টীকা—ন চ পশুপুস্পাদিকমপি যজ্ঞার্থপশুসোমাদি-
জব্যবহাদর্থমেবোক্তমৈরাপাশ্রম সমর্পণীয়ম্, কিং তর্হি যৎ
করোষীতি—স্বভাবতঃ শাস্ত্রতো বা যৎকিঞ্চিৎ কর্ম
করোষি, তথা যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি, যদদাসি, যচ্চ
তপশ্চসি, তপঃ করোষি, তৎ সর্বং মযাপিতং যথা ভবতি
এবং কুরুষ ॥ ২৭

টীকা—এবং যৎ ফলং প্রাপ্যসি তচ্ছুণু ইত্যাহ—
শুভাশুভেতি। এবং কুর্বন্ কর্মবন্ধনৈঃ কর্মনিমিত্তৈরিষ্টা-
নিষ্টফলৈশ্চুক্তো ভবিষ্যসি। কর্মণাং ময়ি সমপিতত্বেন তব
তৎফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ। তৈশ্চ বিমুক্তঃ সন্ সন্ন্যাসযোগ-
যুক্তাত্মা সন্ন্যাসঃ কর্মণাং মদৰ্পণং স ত্রয় যোগন্তেন যুক্ত
আত্মা চিত্তং যত্ন তথাত্মত্বং মাং প্রাপ্যসীত্যর্থঃ ॥ ২৮

টীকা—যদি তু ভক্তেভ্য এব মোক্ষং দদাসি, নাভ-
ক্তেভ্যস্তর্হি তবাপি কিং রাগদোষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি ?
নেত্যাহ—সমোহমিতি। সার্বৈষপি ভূতেষুহং সমঃ,
অতো মম প্রিয়শ্চ ঘেষ্যশ্চ নাস্ত্যেব। এবং সত্যপি যে মাং
ভজন্তি, তে ভক্তা ময়ি বর্তন্তে। অহমপি তেষুগ্রাহকতয়া
বর্তে। অয়ং ভাবঃ—যথাগ্নেঃ স্বসেবকেষেব তমঃশীতাদি-
জ্জ্বলমপাকুর্ব্বতোহপি ন বৈষম্যং, যথা বা কল্পবৃক্ষস্ত,

হে কৌন্তেয়! তুমি যে কণ্ডাচরণ কর, বাহা ভোজন কর,
যাহা হোম কর, বাহা দান কর, যে তপস্বী কর, সেই সমস্ত
আমাতে সমর্পণপূর্ব্বক করিবে। এইরূপ করিলে মঙ্গল অমঙ্গল
কলপ্রদ কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে—মুক্তিলাভ করত যোগযুক্ত-
চিত্ত তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৭-২৮

আমি সমুদয় ভূতে পক্ষপাতরহিত, তজ্জন্তু অপ্রিয় শত্রু অথবা
প্রিয় স্বত্ব বলভ কেহ নাই। বাহারা আমাকে ভক্তি সহকারে
ভজনা করেন, তাহারা আমাতে আশ্রিত হন আর আমিও সেই
ভক্তসকলে নিবিষ্ট হই। অগ্নি ও কল্পতরুর সেবকগণই তাপ ও

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যাহম্ ॥ ২৯
অপি চেৎ সুহৃদাচারো ভজতে মামনশ্চাভাক ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাগ্যব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০
ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্মাশ্মা শব্দচ্ছান্তিঃ নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি ॥ ৩১

তথৈব ভক্তপক্ষপাতিনোহপি মম বৈষম্যং নাস্ত্যেব, কিন্তু
মন্তক্টেরেবায়ং মহিমেতি ॥ ২৯

টীকা—অপি চ মন্তক্টেরেবায়মবিতর্ক্যঃ প্রভাব ইতি
দর্শয়ন্নাহ—অপি চেদিতি। অত্যন্তসুহৃদাচারোহপি যত্নপা-
পৃথক্কেন পৃথগ্দ্বেতাপি বাশ্বদেব এবেতি বুধ্য। নরো
দেবতাস্তরভক্তিমকুর্ব্বন্ মামেব পরমেশ্বরং ভজতে, তর্হি
সাধু শ্রেষ্ঠ এব স মন্তব্যঃ, যতোহসৌ সমাগ্য ব্যবসিতঃ
পরমেশ্বরভজনে নৈব কৃতার্থো ভবিষ্যামীতি শোভনমধ্য-
বসায়ং কৃতবান্ ॥ ৩০

টীকা—নমু কথং সমীচীনাদ্যবসায়মাত্রেণ সাধু-
র্মন্তব্যস্তত্রাহ—ক্ষিপ্ৰমিতি। হৃদাচারোহপি মাং ভজন্ শীঘ্রং
ধর্ম্মচিন্তো ভবতি। ততশ্চ শব্দচ্ছান্তিঃ শান্তীমুপশান্তিঃ
চিন্তোপপ্লবোপরমরূপাং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি
প্রাপ্নোতি। কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈতন্মণ্ডোরগ্নিতি শব্দাকুল-
চিত্তমজ্জ্বলং প্রোৎসাহয়তি—হে কৌন্তেয়! পটহাদিমহা-
ঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গতা বাহুযুক্তিপ্যা
নিঃশব্দং প্রতিজানীতি প্রতিজ্ঞাং কুরু। কথম্? মে
পরমেশ্বরস্ত ভক্তঃ সুহৃদাচারোহপি ন প্রণশ্চতি, অপি তু
কৃতার্থ এব ভবতীতি, ততশ্চ তে তৎপ্রোচিবিন্দ্ভাদ্
বিধ্বংসিতকৃতর্কাঃ সন্তো নিঃশব্দং ত্বামেব গুরুত্বেনা-
জ্ঞয়েন্ন ॥ ৩১

অভিলষিত ত্রযা প্রাপ্ত হয়। অগ্নি ও কল্পতরুর বৈষম্য নাই ॥ ২৯

নিরতিশয় সুহৃদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি অনন্তশরণ হইয়া
একমাত্র আমাকে ভজনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে
সজ্ঞান বলিয়া অবগত হইবে; কেননা, তিনি উত্তম অধ্যবসায়
করিরাছেন ॥ ৩০

তিনি অতিশয় ধর্মপরায়ণ হইয়া অবিরত শান্তিলাভে সমর্থ
হন। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না, তুমি
সকলের নিকট হস্তোত্তলনপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করত বলিবে ॥ ৩১

মাং হি পাৰ্শ্ব ব্যপাশ্ৰিত্য যোহপি স্ন্যাঃ পাপযোনয় ।
 জিয়ো বৈশ্ণাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যাস্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২
 কিং পুনত্রাঙ্কণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা
 অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩
 মম্মনা ভব মন্ত্ৰো মদ্যাজী মাং নমস্করু ।
 মামেবৈশ্বাসি যুক্তৈবমাশ্বানং মংপরায়ণঃ ॥ ৩৪

টীকা । স্বাচারভ্রষ্টঃ মদভক্তিঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র
 চিত্রং, যতো মদভক্তিঃ দুষ্কলানপ্যনধিকারিণোহপি সংসারা-
 য়োচয়তীত্যাহ—মাং হীতি । যেহপি পাপযোনয়ঃ স্নানি-
 কৃষ্টজন্মানোহস্ত্যজাদয়ো ভবেয়ুঃ, যেহপি বৈশ্ণাঃ কেবলং
 কৃষ্ণাদিনিরতাঃ, তথা জিয়ঃ শূদ্রাশ্চাপাধ্যয়নাদিরহিতাস্তে
 হপি মাং ব্যপাশ্ৰিত্য সংসেব্য পরাং গতিং যাস্তি । হি
 নিশ্চিতম্ ॥ ৩২

টীকা—যদেবং তদা সংকুলাঃ সদাচারাস্ত মদভক্তাঃ
 পরাং গতিং যাস্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ—কিং পুনরিত্তি
 পুণ্যাঃ স্কৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ, তথা রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চ
 ক্ষত্রিয়া এবম্ভূতাশ্চ পরাং গতিং যাস্তীতি কিং বক্তব্য-
 মিত্যর্থঃ । অতস্তু ইমং রাজর্ষিরূপং প্রাপ্য লব্ধ্বা মাং

হে পাৰ্শ্ব! নিকৃষ্টজন্মা অস্ত্যজ প্রভৃতি, কৃষিকর্মনিরত বৈশ্য,
 অধ্যয়নাদি বিরহিত শূদ্র এবং স্ত্রীসকল সকলেই আমাকে সেবা
 করিয়া প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২

বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণসকল এবং ভক্তিপরায়ণ রাজর্ষিগণ যে পরমগতি
 লাভ করিবেন সে সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? এই হেতু তুমি অনিত্য

ইতি শ্রীময়র্ষি বেদব্যাসবিরচিত মহাভারতে শতসহস্রসংহিতামধ্যে ভীষ্মপর্বাস্তগত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাউপনিষদে
 ব্রহ্মবিদ্যাবিশয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ নামক নবম অধ্যায় ।

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুপনিষৎসু
 ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
 রাজগুহ্যযোগা নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥

মহাভারতে ভীষ্মপর্বণি তু ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

ভজস্ব, কিঞ্চ অনিত্যমশ্রবম্ অসুখং সুখরহিতঞ্চেমং মর্ত্য-
 লোকং প্রাপ্য । অনিত্যত্বাঙ্গিলমসুখমকুর্বন্ অসুখত্বাচ্চ
 সুখার্থমুচ্চমং হিত্বা মামেব ভজস্বৈত্যর্থঃ ॥ ৩২-৩৩

টীকা—ভজনপ্রকারং দর্শয়ন্ উপসংহরতি—মম্মনা
 ইতি । মযোব মনো যন্ত স মম্মনাঃ, তাদৃশস্তং ভব, তথা
 মমৈব ভক্তঃ সেবকো ভব, মদ্যাজী মংপূজনশীলো ভব,
 মামেব চ নমস্করু, এবমেভিঃ প্রকারৈর্মংপরায়ণঃ সম্মান্যানং
 মনো ময়ি যুক্ত্বা সমাধায় মামেব পরমানন্দরূপমেবম্যসি
 প্রাপ্যসি ॥ ৩৪

নিজমৈশ্বর্যামাশ্চর্য্যং ভক্তেচ্ছাভূতবৈভবম্ ।

নবমে রাজগুহ্যোক্তো কুপয়াবোচদচ্যুতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াম্
 রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ২

কৃষ্ণস্বামী সুখলেশশূন্য মরলোক প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজনা
 কর ॥ ৩৩

তুমি মদগত চিত্ত হও, আমার সেবাপরায়ণ ভক্ত হও, আমার
 পূজাশীল হও ও আমাকে নমস্কার কর । এইরূপ মংপরায়ণ
 আমাতে পরমানন্দ হইয়া আমাতে মন সমাধানপূর্বক পরমানন্দ-
 রূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাউপনিষদে

ব্রহ্মবিদ্যাবিশয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ নামক নবম অধ্যায় ।

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্জিংশোহধ্যায়ঃ ।

॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং দশমোহধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীভগবতে । বিভূতৈর্যোগশক্তৈশ্চ বর্ণনম্, সপ্রভাবস্য ভক্তির্যোগস্য কথনম্, অর্জুনপুষ্টেন ভগবতা
শ্রীকৃষ্ণেন ঋষিভূতীনাং যোগশক্তৈশ্চ পুনর্বর্ণনম্ ।]

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভূয় এব মহাবাহো! শৃণু মে পরমং বচঃ ।
যন্তেহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যায় ॥ ১
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।
অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীগাঞ্চ সর্বশঃ ২
যো মামজ্ঞমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।

টীকা—উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্বং সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ ।

দশমে তা বিভূতয়স্তে সর্বত্রৈশ্বরদৃষ্টয়ে ॥

এবং ভাবং সপ্তমাদিভিজিভিরধায়ৈর্ভজনীয়ং পরমেশ্বরতত্ত্বং
নিক্রপিতং তদ্বিভূতয়শ্চ সপ্তমে “রসোহিমপ্সু কৌন্তেয়”
ইত্যাদিনা সংক্ষেপতো দর্শিতাঃ । অষ্টমে চ “অধিয়জ্ঞো-
হহমেবাজ” ইত্যাদিনা, নবমে চ “অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ”
ইত্যাদিনা । অথেনাদীনাং তা এব বিভূতীঃ প্রপঞ্চয়িত্বান্
স্বভক্তৈশ্চাবশ্যকরীয়ত্বং বর্ণয়িত্বান্ শ্রীভগবানুবাচ—ভূয়
এবেতি । মহাস্তৌ যুদ্ধাদিন্ধবশ্মানুষ্ঠানে মহৎপরিচর্যায়াং
বা কুশলৌ বাহু যশ্চ যথা হে মহাবাহো! ভূয় এব
পুনরপি মে বচঃ শৃণু । কথন্তুতম্? পরমং পরমাত্ম-
নিষ্ঠম্ । মদ্বচনামৃতেনৈব প্রীতিং প্রাপ্নুবতে তুভ্যং
হিতকাম্যায় হিতেচ্ছয়া যদহং বক্ষ্যামি তৎ ॥ ১

টীকা—উক্তস্তাপি পুনর্বচনে দুঃক্ষেয়ত্বং হেতুমা—
ন মে বিদুরিতি । মে মম প্রকৃষ্টং ভবং জ্ঞানরহিতস্তাপি
নানাবিভূতিভিরাবির্ভাবং সুরগণা অপি মহর্ষয়ো ভূধা-
দয়োহপি ন জানন্তি । তত্র হেতুঃ—অহং হি দেবানাং
মহর্ষীগাঞ্চাদিঃ কারণম্ । সর্বশঃ সর্বৈঃ প্রকারৈরুপাদ-

দশম অধ্যায় ।

[শ্রীভগবানের বিভূতি ও যোগশক্তির বর্ণনা তথা প্রভাব সহিত
ভক্তির্যোগের কথন ও অর্জুনের প্রার্থে শ্রীভগবান্ কর্তৃক নিজ
বিভূতি এবং যোগশক্তির পুনর্বর্ণনা ।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমার পরমাত্মনিষ্ঠ বচনামৃত দ্বারা
শ্রীতিপ্রাপ্ত তোমাকে তোমার কল্যাণকামনায় পুনরায় অতি-
শোভন বাক্য বলিব—প্রবণ কর ॥ ১

নিখিল দেবতা ও সমুদয় মহর্ষি আমার প্রভাব অবগত নহেন ;
কারণ, আমি দেববৃন্দ ও মহর্ষিগণের উৎপাদক অর্থাৎ প্রবর্তক অর্থাৎ
আমি—মূল কারণ ॥ ২

অসম্মদুঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

বুদ্ধিজ্ঞানমসম্মোহঃ ক্রমা সত্যং দমঃ শমঃ ।

সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥ ৪

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ ।

ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্ধিধাঃ ॥ ৫

কহেন বুদ্ধাদিকহেন বুদ্ধাদিপ্রবর্তকহেন চ, অতো
মদন্তুগ্রহং বিনা মাং কেহপি ন জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ২

টীকা—এবন্তুতাত্মজ্ঞানে ফলমাহ—যো মামিতি ।
সর্বকারণত্বাদেব ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যশ্চ তমনাদিম্,
অত এবাজং জ্ঞানশূন্যং লোকানাং মহেশ্বরঞ্চ মাং যো বেত্তি,
স মন্তুগ্রহে অসম্মদুঃ সম্মোহরহিতঃ সন্ সর্বপাপৈঃ
প্রমুচ্যতে ॥ ৩

টীকা—লোকমহেশ্বরতাং স্মৃটয়তি—বুদ্ধিরিতি
ত্রিভিঃ । বুদ্ধিঃ সারাসারবিবেকনৈপুণ্যং জ্ঞানমাত্মবিষয়ম্,
অসম্মোহো ব্যাকুলত্বাভাবঃ, ক্রমা সহিষ্ণুত্বম্, সত্যং যথার্থ-
ভাষণম্ । দমো বাহেল্লিয়সংযমঃ, শমোহস্তঃকরণসংযমঃ,
সুখং মনোহন্তুকুলসংবেদনীয়ং, দুঃখং তদ্বিপরীতম্, ভব
উদ্ভবঃ । অভাবস্তদ্বিপরীতম্ । ভয়ং ভ্রাসঃ, অভয়ং
তদ্বিপরীতম্ । অশ্চ শ্লোকস্ত মত্ত এব ভবন্তীত্যন্তরেণা-
শ্রয়ঃ । কিঞ্চ অহিংসেতি । অহিংসা পরপীড়ানিবৃত্তিঃ ।
সমতা রাগদ্বेषাদিরাহিত্যম্, মিত্রামিত্রতুল্যতা চ,
তুষ্টিদৈবলকেন সন্তোষঃ, তপঃ শারীরাদি বক্ষ্যমাণং, দানং
জ্ঞানার্জিততত্ত্ব ধনাদেঃ সংপাত্রেহর্পণম্, যশঃ সংকীর্তিঃ,

যিনি আমাকে উৎপত্তিরহিত, অনাবিভূত, জ্ঞানবিহীন ও
চতুর্দশ লোকের মহেশ্বর বলিয়া অবগত হন, তিনি মানবসমূহের
মধ্যে সম্যকরূপে মোহশূন্য হইয়া পাপসমূহ হইতে বিমুক্ত হন ॥ ৩

বুদ্ধি, জ্ঞান, চিন্তাবৈকল্য—হীনতা, ক্রমা—সহিষ্ণুতা, সত্য
(যথার্থ ভাষণ), দম (বাহেল্লিয় সংযম), শম (অন্তঃকরণ-সংযম),
সুখ (নিক্রপাদিক ইষ্ট), দুঃখ (পীড়াকারক), ভব (উদ্ভব),
অভাব (অজ্ঞত্ব), ভয় (ভ্রাস), অভয় (ভীতিরাহিত্য), অহিংসা
(পরপীড়ানিবৃত্তি), সমতা (রাগদ্বেষশূন্যতা), তুষ্টি (দৈবলকে
সন্তোষ), দান (জ্ঞানার্জিত ধনের সংপাত্রে অর্পণ), যশঃ

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবন্তথা ।

মন্তাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

সোহবিকম্পেন যোগেন যুক্ত্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭

অহং সর্বশ্চ প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।

অযশো হৃকীর্তিঃ—এতে বুদ্ধিজ্ঞানাদয়স্তদ্বিপরীতাশ্চা-
বুদ্ধাদয়ো নানাবিধা ভাবাঃ প্রাণিনাং মন্তঃ সকাশাদেব
ভবন্তি ॥ ৪-৫

টীকা—কিঞ্চ মহর্ষয় ইতি । সপ্ত মহর্ষয়ো ভূবাদয়ঃ,
“সপ্ত ব্রাহ্মণা ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ” ইত্যাদি
পুরাণপ্রসিদ্ধান্তেভ্যোহপি পূর্বেহহ্মে চত্বারো মহর্ষয়ঃ
সনকাদয়ন্তথা মনবঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ো মন্তাবা মদীয়ো ভাবঃ
প্রভাবো যেষু তে হিরণ্যগর্ভাশ্চনো মমৈব মনসঃ সঙ্কল্প-
মাত্রাজ্জাতাঃ । প্রভাবমেবাহ—যেষামিতি । যেষাং
ভূবাদীনাং সনকাদীনাং মনূনাঞ্চ ইমা ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে
বর্দ্ধমানা যথাযথং পুত্রপৌত্রাদিরূপাঃ শিশুপ্রশিষ্যাদি-
রূপাশ্চ প্রজাঃ জাতা বর্তন্তে ॥ ৬

টীকা—যথোক্তবিভূত্যাচিত্তবৃত্তানশ্চ ফলমাহ—এতা-
মিতি । এতাং ভূবাদিলক্ষণাং মম বিভূতিং যোগকৈশ্বর্য-
লক্ষণং তত্ত্বতো যো বেত্তি, সঃ অবিকম্পেন নিঃসংশয়েন
যোগেন সমাগ্দ্দর্শনেন যুক্তো ভবতি—নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৭

টীকা—যথা চ বিভূতিযোগয়োজ্ঞানে সমাগ্জ্ঞানা-

(সংকীর্তি), অযশঃ (কুকীর্তি), এই সকল বুদ্ধি জ্ঞানাদি, তাহার
বিপরীত অবুদ্ধি অজ্ঞানাদি নানাবিধ ভাব প্রাণিসকলের আমা
হইতেই হইয়া থাকে ॥ ৪-৫

পুরাণপ্রসিদ্ধ ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ
সপ্ত মহর্ষি, তৎপূর্বে সনক, সনাতন, সনম্পন, সনৎকুমার চারিজন
মহর্ষি, স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দশ মনু আমার প্রভাবসম্পন্ন । ইহার হিরণ্য-
গর্ভরূপী আমারই মনের সঙ্কল্পমাত্রে উৎপন্ন । জগতে ব্রাহ্মণাদি
প্রজাসকল তাঁহাদেরই সন্তান-সন্ততি ॥ ৬

যিনি ভৃগু প্রভৃতি আমার বিভূতি ও ঐশ্বর্যলক্ষণ যোগ যথার্থ
অবগত হন, তিনি উত্তমরূপে জ্ঞানলাভে সমর্থ হন—এ সম্বন্ধে
কোন সংশয় নাই । “বাসুদেবঃ সর্বং” এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত
হন ॥ ৭

ইতি মন্তা ভক্তস্তে মাং বুধা ভাবসমম্বিতাঃ ॥ ৮

মচ্চিন্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্ণাস্তি চ রমস্টি চ ॥ ৯

তেষাং সততযুক্তানাং ভক্ততাং শ্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাযুপযাস্তি তে ॥ ১০

বাণিস্তদর্শয়তি—অহমিত্যাদি চতুর্ভিঃ । অহং সর্বশ্চ
জগতঃ প্রভবো ভূবাদি-মন্তাদিরূপবিভূতিদ্বারোগো-
পত্তিহেতুঃ । মন্ত এব চ অশ্চ সর্বশ্চ “বুদ্ধিজ্ঞানমসম্মোহ”
ইত্যাদি সর্বং প্রবর্ততে, ইত্যোং মন্তা অববুধ্য বুধা
বিবেকিনো ভাবসমম্বিতাঃ শ্রীতিযুক্তা মাং ভক্তস্তে ॥ ৮

টীকা—শ্রীতিপূর্বকং ভক্তনমেবাহ মচ্চিন্তা ইতি ।
মযোব চিন্তা যেষাং তে মচ্চিন্তাঃ, মামেব গতাঃ প্রাণাঃ
প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে মদগতপ্রাণাঃ ময্যাপিতজীবনা
ইতি বা । এবম্ভূতাস্তে বুধা অন্তোন্তং মাং স্মারোপেতৈঃ
ক্রত্যাদিপ্রমাণৈর্বোধয়ন্তো বুদ্ধ্যা চ মাং কথয়ন্তঃ সংকীর্ত-
য়ন্তঃ সন্তঃ নিত্যং তুষ্ণাস্তি অমুমোদনেন তুষ্টিং যাস্তি, রমস্টি
চ নিবৃতিং যাস্তি ॥ ৯

টীকা—এবম্ভূতানাঞ্চ সমাগ্জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ—
তেষামিতি । এবং সততযুক্তানাং ময্যাসক্তচিন্তানাম্
শ্রীতিপূর্বকং ভক্ততাং তেষাং তং বুদ্ধিরূপং যোগমুপায়ং
দদামি । তমিতি কম্ ? যেনোপায়েন তে মন্তুনা মাং
প্রাপ্তবন্তি ॥ ১০

আমি সমস্ত জগতের ভৃগু-আদি ও মনু-আদি দ্বারে উৎপত্তি-
হেতু । আমি হইতেই এই সকলের বুদ্ধি-অবুদ্ধি জ্ঞান-অজ্ঞান
প্রভৃতি সঞ্চালিত (প্রবর্তিত) হয়, ইহা বিশেষরূপে বুঝিয়া
বিবেকিগণ প্রেমসম্পন্ন হইয়া আমাকে ভজনা করেন ॥ ৮

আমার ভক্তগণ আমাতে একান্তভাবে চিন্তা নিবিষ্ট করিয়া
আমার সেবায় ইন্দ্রিয়সকল ও প্রাণকে সমর্পিত করত আমার
স্বরূপ, লীলা, বিলাস শ্রুতি ও লীলাগ্রন্থ হইতে পরস্পর পরস্পরকে
বুঝাইয়া বুঝিয়া আর নিরন্তর আমার নামলীলার গুণ সঙ্কীর্জন-
পূর্বক আনন্দিত ও অভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯

এবম্বিধ আমাতে আসক্তচিত্ত, প্রণয়পূর্বক ভক্তনকারী
তাঁহাদের সকলকে “বাসুদেবই সর্ব” এই জ্ঞান দান করি, যে
জ্ঞান লাভের দ্বারা আমাকে আত্মস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১০

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজ্ঞং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১

অর্জুন উবাচ ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষং শাস্ত্রতং দিব্যমাদিদেবমজ্ঞং বিভূম্ ॥ ১২

আহুত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষিনারদস্তথা ।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩

টীকা—বুদ্ধিযোগং দত্তা চ তত্ত্বানুভবপর্যায়ং তমা-
বিভূত্যা অবিত্তাকৃতং সংসারং নাশয়ামীত্যাহ—তেষামিতি ।
তেষামনুকম্পার্থমগ্রহার্থমেবাজ্ঞানাজ্ঞাতং তমঃ সংসা-
রাখ্যং নাশয়ামি । কুত্র স্থিতঃ সন্ কেন বা সাধনেন তমো
নাশয়ামীত্যাহ—আত্মভাবস্থো বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ সন্
ভাস্বতা বিষ্ফুরতা জ্ঞানলক্ষণেন দীপেন নাশয়ামি ॥ ১১

টীকা—সংক্ষেপেণোক্তাং বিভূতিং বিস্তরেণ জিজ্ঞাসু-
ভগবন্তং স্তবমর্জুন উবাচ—পরং ব্রহ্মেতি সপ্তভিঃ । পরং
ব্রহ্ম পরং ধাম চ আশ্রয়ঃ, পরমঞ্চ পবিত্রং ভবানেব ;
কুত ইত্যাহ—যতঃ শাস্ত্রতং নীত্যং পুরুষং তথা দিব্যং
ত্মোতনাত্মকং স্বয়ম্প্রকাশম্ । আদিষ্টাসৌ দেবশ্চেতি তং
দেবানামাদিভূতমিত্যর্থঃ, তথা অজম্ অজ্ঞান্যং বিভূঞ্চ
ব্যাপকং তামেবাহুঃ । কে ত ইত্যাহ—আহুরিতি ঋষয়ো
ভৃগ্বাদয়ঃ সর্বে, দেবর্ষিষ্ট নারদঃ, অসিতশ্চ, দেবলশ্চ,
ব্যাসশ্চ, স্বয়ং তমেব সাক্ষাৎ ময়ং ব্রবীষি ॥ ১২-১৩

টীকা—অতো মমেদানীং বদীয়েন্থযোহসম্ভাবনা নিবৃন্তে-

উাহাদের অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তই আমি অন্তঃকরণস্থিত
হইয়া জ্যোতির্ময় জ্ঞানদীপের দ্বারা অজ্ঞানসমূহ অহং, মম ও
সংসারনামক অন্ধকার দূরীভূত করিয়া থাকি ॥ ১১

অর্জুন বলিলেন,—তুমি পরব্রহ্ম, সকলের পরম আশ্রয় ও পরম
বিভূত । সমস্ত ঋষি, দেবর্ষি নারদ ও অসিত, দেবল, ব্যাস আদি
মুনিগণ তোমাকে সदा একরূপ সনাতন পুরুষ জ্যোতির্ময় নিখিল
দেবতার আশ্রি কারণ, জন্মরহিত ও সর্বব্যাপক বলিয়া থাকেন—
তুমিও স্বয়ং আমাকে তাহা বলিতেছ ॥ ১২-১৩

হে কেশব ! আমাকে বাহা বলিলে এই সকল আমি সত্য

সর্বমেতদ্ব্যং মন্তো যন্মাং বদসি কেশব ।

ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেথ ঙ্গ পুরুষোত্তম ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫

বক্তুর্মহেশ্বরেষণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।

যাভির্বিভূতিভিলোকানিমাংসং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬

ত্যাহ—সর্বমেতদ্ব্যং মন্তো যন্মাং বদসি কেশব ।
সর্বমপি ঋতং সত্যং মন্তো, যন্মাং প্রতি ঙ্গ কথয়সি “ন মে
বিদুঃ সুরগণাঃ” ইত্যাদি, তদপি সত্যমেব মন্তো ইত্যাহ—
ন হীতি । হে ভগবন্তব ব্যক্তিং দেবা ন বিদুঃ, অশ্বদ-
মুগ্রহার্থমিয়মভিব্যক্তিরিতি ন জানন্তি, দানবাশ্চ অগ্নি-
গ্রহার্থমিতি ন বিদুরেবেতি ॥ ১৪

টীকা—কিং তর্হি স্বয়মিতি । স্বয়মেব ত্বমান্যং বেথ
জ্ঞানাসি নাহুঃ, তদপ্যাশ্রনা যেনৈব বেথ ন সাধনাস্তুরেণ ।
অত্যাধারেণ বহুধা সম্বোধয়তি—হে পুরুষোত্তম ! পুরু-
ষোত্তমহে হেতুগর্ভাণি বিশেষণানি সম্বোধনানি—হে ভূত-
ভাবন ! ভূতোৎপাদক ! ভূতানামীশ নিয়ন্তঃ ! দেবানামাদি-
ত্যাধীনাং দেব প্রকাশক ! জগৎপতে বিশ্বপালক ॥ ১৫

টীকা—যস্মাত্ত্বাভিব্যক্তিং তমেব বেৎসি ন দেবাদয়-
স্তস্মাদ্বক্তুর্মহীসীতি । যা আত্মনস্তব দিব্যা অত্যদ্ভূতা
বিভূতয়স্তাঃ সর্বাঃ বক্তুঃ ত্বমেবাহসি, যোগ্যোহসি
যাভিরিতি বিভূতীনাং বিশেষণং স্পষ্টার্থম্ ॥ ১৬

বলিয়া বোধ করি, কারণ হে ভগবন্ ! তোমার প্রকাশ
আবির্ভাব নিখিল দেবতা ও অখিল দানব অবগত
নহেন ॥ ১৪

হে পুরুষোত্তম ! হে ভূতজনক ! হে ভূতেশ্বর ! দেবদেব !
আদিভ্যাদি দেবগণেরও প্রকাশক ! বিশ্বপালক ! তুমি স্বয়ং
আপনাকে আপনিই অবগত আছ ॥ ১৫

যে বিভূতিসমূহের দ্বারা তুমি এই লোক সমাচ্ছন্ন করিয়া
অবস্থান করিতেছ, সেই অত্যদ্ভূত তোমার বিভূতিসকল অশেষ-
ভাবে বল ॥ ১৬

কথং বিত্তামহং যোগিংস্তাং সদা পরিচিস্তয়ন্ ।
 কেষু কেষু চ ভাবেষু চিস্ত্যোহসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭
 বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনাৰ্দ্দন ।
 ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেহমৃতম্ ॥ ১৮
 শ্রীভগবানুবাচ ।

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।
 প্রাধাত্ততঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্ত মে ॥ ১৯

টীকা—কথনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রার্থয়তে—কথমিতি
 দ্বাভ্যাম্ । হে যোগিন্ ! কথং কৈবিলুতিভেদৈঃ সদা
 পরিচিস্তয়মহং ত্বাং বিত্তাং জানীয়াম্ ; বিভূতিভেদেন
 চিস্ত্যোহসি ত্বং কেষু কেষু পদার্থেষু ময়া চিস্তনীয়োহসি ॥ ১৭

টীকা—তদেবং বহিমুখেহপি চিন্তে তত্র তত্র বিভূতি-
 ভেদেন ত্বচ্চিস্তেব যথা ভবেত্তথা বিস্তরেণ কথয়েত্যাহ—
 বিস্তরেণেতি । আত্মনস্তব যোগং সৰ্ব্বজ্ঞত্বসৰ্ব্বশক্তিমত্বা-
 দিলক্ষণং যোগৈশ্বৰ্য্যং বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ পুনঃ কথয়,
 যতস্তব বাক্যমমৃতরূপং শৃণ্বতো মম তৃপ্তিরলং বুদ্ধিনাস্তি
 ॥ ১৮

টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—ইন্তেতি ।
 হস্তেত্যমুকম্পাসম্বোধনম্ । দিব্যা যা মদ্বিভূতয়স্তাঃ
 প্রাধাত্তেন তুভ্যং কথয়িষ্যামি, যতোহবাস্তরস্ত বিভূতি-
 বিস্তরস্ত মদীয়স্তাস্তো নাস্তি, অতঃ প্রধানভূতাঃ
 কতিচিদ্ধয়িষ্যামি ॥ ১৯

টীকা—তত্র প্রথমমৈশ্বর্যং রূপং কথয়তি—অহমিতি ।
 হে গুড়াকেশ ! সৰ্ব্বেষাং ভূতানামাশয়েষন্তঃকরণেষু
 সৰ্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণৈনিয়ন্তৃত্বেনাবস্থিতঃ পরমাত্মাহম্, আদির্জন্ম,

হে যোগেশ্বর ! অলক্ষণ তোমাকে চিন্তাপূৰ্ব্বক কিরূপে
 তোমাকে অবগত হইব, আমি কোন্ কোন্ পদার্থসমূহে তোমাকে
 চিন্তা করিব ? ১৭

হে জনাৰ্দ্দন ! তোমার স্বীয় সৰ্ব্বজ্ঞত্ব, সৰ্ব্বশক্তিমত্ব আদি
 লক্ষণ যোগৈশ্বৰ্য্য ও বিভূতি বিস্তারপূৰ্ব্বক পুনৰ্বার বল, যেহেতু
 তোমার বচনামৃত শ্রবণপুটে পান করত তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইতেছে
 না ॥ ১৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে কুরুসন্তম ! অলৌকিকী আমার
 প্রধানভূত বিভূতিসকল তোমাকে বলিব, যেহেতু আমার অবাস্তর
 বিভূতিসকলের শেষ নাই ॥ ১৯

অহমাত্মা গুড়াকেশ সৰ্বভূতায়স্থিতঃ ।
 অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ ॥ ২০
 আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।
 মরীচির্মরুতামগ্নি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১
 বেদানাং সামবেদোহগ্নি দেবানামগ্নি বাসবঃ ।
 ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামগ্নি চেতনা ॥ ২২

মধ্যং স্থিতিঃ, অন্তঃ সংহারঃ, সৰ্বভূতানাং জন্মাদিহেতুশ্চা-
 হমেবেত্যর্থঃ ॥ ২০

টীকা—ইদানীং বিভূতীঃ কথয়তি—আদিত্যানামিতি
 যাবদধ্যায়সমাপ্তি । আদিত্যানাং দ্বাদশাদিত্যানাং
 মধ্যে বিষ্ণুর্ভানোহহম্, জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং
 মধ্যে অংশুমান্ বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুক্তো রবিঃ সূর্য্যোহহম্ ।
 মরুতাং দেববিশেষাণাং [বায়ুনাং] মধ্যে মরীচিনা-
 মাহমগ্নি, যদ্বা সপ্ত মরুদগণা বায়বস্তেষাং মধ্যে,
 তে চ আবহঃ, প্রবহঃ, বিবহঃ, পরাবহঃ, উদ্বহঃ, সংবহঃ,
 পরিবহঃ ইতি মরুদগণাঃ । নক্ষত্রাণাং মধ্যে চন্দ্রোহহম্ ।
 (অত্র আদিত্যানামহং বিষ্ণুরিত্যাदिষু প্রায়শো নিকীরণে
 যষ্টী, কচিচ্চ ভূতানামগ্নি চেতনেত্যাदिষু সপ্তকে যষ্টী, তচ্চ
 তত্র তত্রৈব দর্শয়িষ্যামঃ) । বিষ্ণুরিত্যাदिষবতারেষপি
 প্রভাবাতিশয়মাত্রা বিবক্ষয়া বিভূতিভেদে নির্দিশ্যতে । অতঃ
 পরঞ্চাধ্যায়স্ত স্পষ্টার্থত্বেহপি কচিং কিকিছ্যাখ্যাশ্চামঃ ॥ ২১

টীকা—বেদানামিতি । বাসব ইন্দ্রঃ । ভূতানাং
 সম্বন্ধিনী চেতনা জ্ঞানশক্তিরহমগ্নি ॥ ২২

হে জিতেন্দ্র অর্জুন ! আমি নিখিল প্রাণীর অন্তঃকরণে
 অবস্থিত আত্মা, ভূতসমূহের আদি মধ্য অন্ত (জন্ম-স্থিতি-সংহার)
 আমিই ॥ ২০

আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, প্রকাশকসমূহের মধ্যে
 বিশ্বব্যাপী রশ্মিদগম্বিত ভুবনভাস্কর, বায়ুসকলের মধ্যে মরীচি,
 আমি নক্ষত্রদিগের মধ্যে শশধর ॥ ২১

আমি বেদসকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে দেবরাজ
 ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে আমিই মন এবং অখিল ভূতে জ্ঞান-
 শক্তি চেতনাও আমি ॥ ২২

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিদ্রোশো যক্ষ-রক্ষসাম্ ।
বহুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যাং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।
সেনানীনামহং কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্ ।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫
অশ্বখঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬

টীকা—রুদ্রাণামিতি । যক্ষ-রক্ষসানামপি ক্রুরহাদি-
সাম্যাং যজ্ঞে সইহীকৃত্য নির্দেশঃ, তেষাং মধ্যে বিদ্রোশঃ
কুবেরোহস্মি, পাবকোহস্মি, শিখরিণাং শিখরবতা-
মুক্তিতানাং মধ্যে মেরুঃ ॥ ২৩

টীকা—পুরোধসামিতি । পুরোধসাং মধ্যে দেবপুরো-
হিতহাস্থ্যং বৃহস্পতিং মাং বিদ্ধি ; সেনানীনাং সেনাপ-
তীনাং মধ্যে দেবসেনাপতিঃ কন্দোহহমস্মি, সরসাং স্থির-
জলাশয়ানাং মধ্যে সমুদ্রোহস্মি ॥ ২৪

টীকা—মহর্ষীণামিতি । গিরাং বাচাং পদাঙ্কিকানাং
মধ্যে একমক্ষরমোক্ষারাত্ম্যং পদমস্মি । যজ্ঞানাং শ্রোত-
স্মার্ত্তানাং মধ্যে জপরূপো যজ্ঞোহহমস্মি ॥ ২৫

টীকা—অশ্বখ ইতি । দেবা এব সন্তো যে মনুদর্শনেন
ঋষিভ্যং প্রাপ্তাস্তেষাং মধ্যে নারদোহস্মি ; সিদ্ধানাং-
পণ্ডিত এবাধিগতপরমার্থতত্ত্বানাং মধ্যে কপিলাখ্যো
মুনিরস্মি ॥ ২৬

আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ-রক্ষ সকলের মধ্যে কুবের,
বহুগণের মধ্যে পাবক, পর্বতগণের মধ্যে মেরু আমি ॥ ২৩

হে-পার্শ্ব ! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান পুরোহিত
বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে, সেনাপতিগণের মধ্যে দেবসেনাপতি
কার্ত্তিকেয়, স্থির জলাশয়সকলের মধ্যে আমি সমুদ্র ॥ ২৪

আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বায়সকলের মধ্যে একাক্ষর
ওঙ্কার । যজ্ঞসমূহের মধ্যে জপযজ্ঞ ও স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় ॥ ২৫

আমি বৃক্ষসকলের মধ্যে অশ্বখ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ,
পক্ষর্ষিগণের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধসমূহের মধ্যে কপিল মুনী ॥ ২৬ ।

আমি অশ্বগণের মধ্যে অশ্বত্থবৃক্ষসমুদ্র উচ্চৈঃশ্রবো, হস্তি-

উচ্চৈঃশ্রবসমুদ্রানাং বিদ্ধি মামমৃতোত্তমম্ ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধুক্ ।
প্রজ্ঞনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাহুকিঃ ॥ ২৮
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বক্রণো যাদসামহম্ ।
পিতৃণামধ্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০

টীকা—উচ্চৈঃশ্রবসমিতি । অমৃতার্থা ক্ষীরোদধিমথনা-
দুদুতম্ উচ্চৈঃশ্রবসং নামাশ্বং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, অমৃতোত্ত-
মমিত্যোতদৈরাবতেহপি সমুদ্র্যতে, নরাধিপং রাজানাং মাং
বিদ্ধি ॥ ২৭

টীকা—আয়ুধানামিতি । আয়ুধানাং মধ্যে বজ্রমস্মি,
কামান্ দোক্লীতি কামধুক্ ; প্রজ্ঞনঃ প্রজ্ঞোৎপত্তিহেতুঃ
কন্দর্পঃ কামোহস্মি । ন কেবলং সন্তোগমাত্রপ্রধানঃ কামো
মদ্বিভূতিরশাস্ত্রীয়ত্বাৎ । সর্পাণাং রাজা বাহুকিরস্মি ॥ ২৮

টীকা—অনন্ত ইতি । নাগানাং নিবিষাণাং রাজা
অনন্তঃ শেবোহস্মি, যাদসাং জলচরাণাং মধ্যে রাজা
বক্রণোহস্মি, পিতৃণাং রাজা অধ্যমাস্মি, সংযমতাং নিয়মং
কুর্ব্বতাং মধ্যে যমোহস্মি ॥ ২৯

টীকা—প্রহ্লাদ ইতি । কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাং
গণয়তাং বা মধ্যে কালোহহমস্মি । মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ ;
পক্ষিণাং মধ্যে বৈনতেয়ঃ গরুড়োহস্মি ॥ ৩০

সমূহের মধ্যে ঐরাবত, মানবসকলের মধ্যে আমাকে রাজা বলিয়া
জানিবে ॥ ২৭

আমি অজ্ঞসমূহের মধ্যে বজ্র, ধেনুসমূহের মধ্যে কামধেনু,
উৎপত্তির কারণ কামদেব আমি, সর্ষপ সর্পসমূহের মধ্যে বাহুকি
আমি ॥ ২৮

নির্ব্বিষ ভূজগগণের মধ্যে আমি অনন্ত ও জলজন্তুসকলের
মধ্যে বক্রণ, পিতৃগণের মধ্যে অধ্যমা, নিধমকারিসমূহের মধ্যে
আমি যম ॥ ২৯

আমি দৈত্যসমূহের মধ্যে প্রহ্লাদ, গণনাকারিগণের মধ্যে
কাল, আমি মৃগসকলের মধ্যে পশুরাজ সিংহ ও পক্ষিদিগের মধ্যে
গরুড় ॥ ৩০

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শত্রুভূতামহম্ ।
 ঝষণাং মকরশ্চাস্মি শ্রোতসামস্মি জাহুবী ॥ ৩১
 সর্গাণামাদিরমুশ্চ মধ্যং চৈবাহমজুন ।
 অধ্যাত্মবিজ্ঞা বিজ্ঞানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২
 অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকশ্চ চ ।
 অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩

টীকা—পবন ইতি । পবতাং পাবয়িতৃণাং বেগবতাং বা মধ্যে বায়ুরহমস্মি, শত্রুভূতাং বীর্যনাং মধ্যে রামো দাশরথিঃ যদ্বা রামঃ পরশুরামঃ ; ঝষণাং মৎস্তানাং মধ্যে মকরনামা মৎস্তজাতিবিশেষবস্তিমিজিলোহম্ ; শ্রোতসাং প্রবাহোদকানাং মধ্যে ভাগীরথী ॥ ৩১

টীকা—সর্গাণামিতি । সৃজ্যন্তু ইতি সর্গা আকাশাদয়স্তেষামাদিরমুশ্চ মধ্যকৈবাহম্ ; ‘অহমাদিশ্চ মধ্যক’ ইত্যত্র সৃষ্টাদিকর্ভুং পারমৈশ্বর্যমুক্তম্ । অত্র তে সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়া মদ্বিভূতিত্বেন ধ্যেয়া ইত্যুচ্যত ইতি বিশেষঃ । অধ্যাত্মবিদ্যা আত্মবিদ্যা, প্রবদতাং বাদিনাং সম্বন্ধিত্বো বাদজল্লবিতগুণ্যাস্তিশ্রঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাস্তাসাং মধ্যে বাদোহম্, যত্র দ্বাভ্যামপি প্রমাণতন্তুর্কৃতশ্চ স্বপক্ষঃ স্থাপাতে, পরপক্ষচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈদৃষাতে স জল্পো নাম । যত্র ত্বেকঃ স্বপক্ষং স্থাপয়তি, অগুপ্ত ছলজাতি-নিগ্রহস্থানৈস্তৎপক্ষং দৃষয়তি ন তু স্বপক্ষং স্থাপয়তি সা বিতণ্ডা নাম কথা ; তত্র জল্পবিতণ্ডে বিজিগীষমাগয়ো-র্বাদিনোঃ শক্তিপরীক্ষামাত্রফলে, বাদন্তু বীতরাগয়োঃ শিষ্যাচাধ্যায়োরগ্ৰয়োর্বা তত্ত্বনিরূপণফলশ্চ, অতোহসৌ শ্রেষ্ঠত্বাদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩২

টীকা—অক্ষরাণামিতি । অক্ষরাণাং বর্ণানাং মধ্যে অকারোহস্মি তস্মৈ সর্ববাক্ষয়ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাং, তথাচ ক্রটিঃ

আমি পবিত্রকারিদিগের মধ্যে বায়ু, শত্রুদারী বীরসকলের মধ্যে দাশরথি রাম, মৎস্তগণের মধ্যে মকর (তিমিঙ্গিল), শ্রোতবিন-গণের মধ্যে আমি ভাগীরথী গঙ্গা ॥ ৩১

সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে আদি, অন্ত ও মধ্য আমিই, আমি নিখিল বিজ্ঞার মধ্যে আত্মবিজ্ঞা, বাদিগণের মধ্যে আমি বাদ ॥ ৩২

অক্ষরসকলের মধ্যে আদি অক্ষর অকার আমি, সমাসের মধ্যে উভয়পদ প্রধান দ্বন্দ্বসমাস আমি, আমিই চিরস্থায়ী কাল আর কর্ণফল বিধাতাগণের মধ্যে বিশ্বতোমুখ কর্ণফল বিধাতা আমি ॥ ৩৩

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।
 কীতিঃ কীর্ত্তী চ নারীণাং স্মৃতির্মোহা ধৃতিঃ ক্রমা ॥ ৩৪
 বৃহৎসাম তথা সান্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।
 মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমৃতুনাং কুশুমাকরঃ ॥ ৩৫
 দ্যুতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
 জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬

“অকারো বৈ সর্বা বাক্, সৈষা স্পর্শোজ্ঞাভির্ব্যাজ্যমানা বহুবী নানারূপা ভবতি” ইতি । সামাসিকশ্চ সমাসসমূহস্ত মধ্যে দ্বন্দ্বঃ রামকৃষ্ণাবিতাদিসমাসোহস্মি, উভয়পদপ্রধান-ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাং । অক্ষয়ঃ প্রবাহরূপঃ কালোহহমস্মি, ‘কালঃ’ কলয়তামহম্ ইত্যত্রায়ুর্গণনাশ্রকঃ সংবৎসরশতাভ্যায়ু-স্বরূপঃ কাল উক্তঃ, স চ তস্মিন্নায়ুর্বি ক্ষীণে সতি ক্ষীয়তে, অত্র তু প্রবাহাত্মকোহক্ষয়ঃ কাল উচ্যতে ইতি বিশেষঃ । কর্ণফলবিধাতৃণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখো ধাতা সর্বকর্ণ-ফলবিধাতাহমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩

টীকা—মৃত্যুরিতি সংহারকাণাং মধ্যে সর্বহরো মৃত্যু-রহঃ, ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানাং আগ্নিনামুদ্ভবোহভ্যাদয়ো-হহম্ ; নারীণাং মধ্যে কীর্ত্ত্যাগাঃ সপ্ত দেবতারূপাঃ ত্রিযো-হহম্ । যাসামাভাসমাত্রযোগেন প্রাণিনঃ শ্লাঘ্য ভবন্তীতি তাঃ কীর্ত্ত্যাগাঃ ত্রিযো মদ্বিভূতয়ঃ ॥ ৩৪

টীকা—বৃহৎসামেতি । “ধামিদ্ধি হবামহে” ইত্যস্থান্ ঋচি গীয়মানং বৃহৎসামাহং, তেন চেন্দ্রঃ সর্বৈ-শ্বরত্বেন জুয়ত ইতি শ্রীষ্টাং দর্শিতম্ । ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রাণাং মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রোহহম্, দ্বিজহ্মপাদকত্বেন সোম-হরণেন চ শ্রেষ্ঠত্বাং । কুশুমাকরো বসন্তঃ ॥ ৩৫

টীকা—দ্যুতমিতি । ছলয়তামন্তোজবন্ধনপরাণাং সদ্ভক্তি দ্যুতমস্মি ; তেজস্বিনাং প্রভাবতাং তেজঃ প্রভাবো-

আমি সর্বসংহারকগণের মধ্যে মৃত্যু, ভাবী মঙ্গললাভযোগ্য প্রাণীদিগের অভ্যাদয়, নারীসমূহের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্ স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্রমা এই সমস্ত দেবতারূপী রমণী আমিই ॥ ৩৪

আমি সামসমূহের মধ্যে বৃহৎসাম, ছন্দঃসকলের মধ্যে গায়ত্রী, সমস্ত মাসের মধ্যে অগ্রহারণ, ঋতুগণের মধ্যে কুশুমাকর বসন্ত আমি ॥ ৩৫

আমি পরস্পর বন্ধনকারিদিগের দ্যুত, প্রভাবসম্পন্নগণের মধ্যে প্রভাব, তেজসকলের আমি জয়, উত্তম-বিশিষ্টসমূহের উত্তম ও সত্ত্বসম্পন্নগণের সত্ত্বা ॥ ৩৬

বৃক্ষীনাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
 মুনীনাং প্যহং ব্যাসঃ কবীনাং মুশনা কবিঃ ॥ ৩৭
 দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।
 মৌনং চৈবাশ্মি গুহানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮
 যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমজুঁন ।
 ন তদস্তি বিনা যৎ স্রাস্ম্য ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯
 নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ ।
 এষ তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতেবিস্তরো ময়া ॥ ৪০

ইস্মি, জ্ঞেতৃণাং জয়োহস্মি, ব্যবসায়িনামুচ্চমবতাং ব্যবসায়
 উত্তমোহস্মি, সত্ত্ববতাং সার্বিকানাং সত্ত্বমহম্ ॥ ৩৬

টীকা—বৃক্ষীনামিতি । বাসুদেবো যোহহং ভ্রামুপদি-
 শামি ; ধনঞ্জয়স্তমেব মদ্বিভূতিঃ । মুনীনাং বেদার্থমনন-
 নীলানাং বেদব্যাসোহহমস্মি, কবীনাং কাব্যাদিশিনাং মধ্যে
 উশনা নাম কবিঃ শুক্রঃ ॥ ৩৭

টীকা—দণ্ড ইতি । দময়তাং দমনকর্তৃণাং সম্বন্ধী
 দণ্ডোহস্মি, যেনাসংযতা অপি সংযতা ভবন্তি স দণ্ডো
 মদ্বিভূতিঃ । জ্ঞেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধিনী সামাহ্যপায়রূপা
 নীতিরস্মি, গুহানাং গোপানাং গোপনহেতুর্মৌনবচন-
 মহমস্মি, ন হি তুক্ষীং স্থিতস্থাভিপ্রায়ো জ্ঞায়তে । জ্ঞান-
 বতাং তত্ত্বজ্ঞানিনাং যজ্ঞজ্ঞানং তদহমস্মি ॥ ৩৮

টীকা—যচ্চাপি । যদপি সর্বভূতানাং বীজং
 প্ররোহকারণং তদহম, তত্র হেতুঃ—ময়া বিনা যৎ স্রাস্ত-
 বেৎ, তচ্চরাচরং ভূতং নাস্ত্যেবেতি ॥ ৩৯

টীকা — প্রকরণার্থমুপসংহরতি — নাস্তোহস্তীতি ।

আমি বৃক্ষিণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবসকলের মধ্যে
 ধনঞ্জয়, মুনিবৃন্দের মধ্যে বেদব্যাস, কবিগণের মধ্যে আমি কবি
 শুক্রাচার্য্য ॥ ৩৭

আমি দমন কর্তাগণের দণ্ড, জয়েচ্ছদিগের নীতি, গোপনীয়
 সকলের মধ্যে গোপনের হেতু মৌনবচন আমি, জ্ঞানিগণের
 আমি জ্ঞান ॥ ৩৮

হে অজুঁন ! সর্বভূতের বীজ যাহা, তাহাও আমি । আমি
 ভিন্ন চরাচর ভূত আর নাই ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমদ্রহস্যি বেদব্যাসবিরচিত মহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপর্বাস্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে

ব্রহ্মবিজ্ঞাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে বিভূতিযোগ নামক দশম অধ্যায় ॥ ১০

.মহাভারতে ভীষ্মপর্বে চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদুজ্জিতমেব বা ।
 তৎ তদেবাবগচ্ছ স্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥ ৪১

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজুঁন ।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু
 ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
 বিভূতিযোগো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥
 ভীষ্মপর্বনি তু চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ ॥

অনন্তবাদ্বিভূতীনাং তাঃ সাকল্যেন বস্তুং ন শক্যন্তে, এষ
 তু বিভূতেবিস্তরঃ উদ্দেশতঃ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ । পুনশ্চ
 সাকাজ্জং প্রতি কথঞ্চিৎ সাকল্যেন কথয়তি—যদ্যদिति ।
 বিভূতিমদৈশ্বর্য্যযুক্তং, শ্রীমৎ সম্পত্তিযুক্তম্ । উজ্জিতং
 কেনাপি প্রভাববলাদিনা গুণেনাতিশয়িতং যদ্ তৎ সত্ত্বং
 বস্তুমাত্রং ভবেৎ, তত্তদেব মম তেজসঃ প্রভাবশ্রাংশেন
 সমুতম্ জানীহি ॥ ৪০-৪১

টীকা — অথবা কিমেতেন পরিচ্ছিন্নবিভূতিজ্ঞানেন
 সর্বত্র সম [মদ]-দৃষ্টিমেব কুর্বিত্যাহ—অথবেতি । বহুনা
 পৃথগ্ জ্ঞাতেন কিং তব কার্য্যম্, যস্মাদিদং সর্বং জগদেকাং-
 শেনৈকদেশমাত্রেন বিষ্টভ্য ধ্বং ব্যাপোতি বা অহমেবাব-
 স্থিতঃ । ন মদ্যতিরিক্তং কিঞ্চিদতি “পাদোহস্ত—বিশ্ব-
 ভূতানি”তি ক্রতে ॥ ৪২

ইন্দ্ৰিয়দ্বারতশ্চিন্তে বহির্ধাবতি সত্যপি ।

ঈষদ্দৃষ্টিবিধানায় বিভূতীর্দশমেবত্রবীং ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াম্
 বিভূতিযোগো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০

হে পরস্তপ ! আমার লোকাভীত বিভূতিসকলের শেষ
 নাই । এই বিভূতি আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম ॥ ৪০

ঐশ্বর্য্যসম্বিত, সম্পত্তিসম্পন্ন, কোন প্রভাব-বলাদি গুণের
 দ্বারা প্রেত যে যে বস্তুমাত্র আছে, সেই সেই সমস্ত পদার্থ আমার
 তেজের অংশে সমুৎপন্ন ইহা অবগত হইবে ॥ ৪১

অথবা হে অজুঁন ! তোমার বহু জানিবার কি প্রয়োজন ?
 আমি এই চরাচর সমগ্র জগৎ একাংশের দ্বারা সমাহরণ করিয়া
 অবস্থান করিতেছি ॥ ৪২

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদগীতায়ামেকাদশোহধ্যায়ঃ)

[বিশ্বরূপং প্রদর্শয়তুং পার্থস্য প্রার্থনা, ভগবতা, সঞ্জয়েন চ বিশ্বরূপস্য বর্ণনম্, অর্জুনেন ভগবদ্বিশ্বরূপদর্শনম্, ভয়ভীতেন পার্থেন ভগবতঃ স্তুতিঃ ; ভগবতা বিশ্বরূপ-চতুর্ভূজরূপয়োদর্শনমহিমানমুবর্ণ্য কেবলয়ানশ্চয়া ভীত্যেব স্বপ্রাপ্তেঃ প্রতিপাদনঞ্চ ।]

অর্জুন উবাচ ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।

যং যোক্তং বচস্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম ॥ ১

ভবাপ্যায়ৌ হি ভূতানাং ঋতৌ বিস্তরশো ময়া ।

ঋতঃ কমলপত্রাক্ষঃ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২

টীকা—“বিভূতিবৈভবং প্রোচ্য ‘রূপয়া পরয়া হরিঃ ।

দিদৃক্ষোরজ্জুনস্তাথ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥”

পূর্বাধ্যায়ান্তে “বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ” ইতি বিশ্বাত্মকং পারমেশ্বররূপমুপক্ষিপ্তং, তদিদৃক্ষুঃ পূর্বোক্তমভিনন্দয়জ্জুন উবাচ মদনুগ্রহায়েতি চতুর্ভিঃ । মমানুগ্রহায় শোকনিবৃত্তয়ে পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং গুহ্যং গোপ্যমপি অধ্যাত্মসংজ্ঞিতমাত্মানাত্মবিবেকবিষয়ং যদ্ব-
য়োক্তং বচঃ “অশোচ্যানঘশোচস্তম্” ইত্যাদি ষষ্ঠাধ্যায়পর্য্যন্তং যদ্বাকাং, তেন মমাং মোহঃ—“অহং হস্তা, এতে হস্তাস্ত” ইত্যাদিলক্ষণো ভ্রমো বিগতো বিনষ্টঃ আত্মনঃ কণ্ঠস্থাত্ম-
ভাবোক্তেঃ ॥ ১

টীকা—কিঞ্চ ভবাপ্যয়াবিতি । ভূতানাং ভবাপ্যায়ৌ
ভূতঃ সকাশাদেব ভবত ইতি ঋতৌ ময়া “অহং কৃৎস্নস্ত
জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা” ইত্যাদৌ বিস্তরশঃ পুনঃ পুনঃ ।
কমলসপত্রে ইব সুপ্রসঙ্গে বিশালে অক্ষিণী যন্ত
হে কমলপত্রাক্ষ ! মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ অক্ষয়ং ঋতং বিশ্ব-
সৃষ্টাদিকর্তৃত্বেন সর্বনিয়ন্তেহপি শুভাশুভকর্মকার-

একাদশ অধ্যায় ।

[বিশ্বরূপ-দর্শন করাইবার জন্য পার্থের প্রার্থনা, শ্রীভগবান্ ও সঞ্জয় দ্বারা বিশ্বরূপের বর্ণনা । অর্জুনকর্তৃক শ্রীভগবদ্বিশ্বরূপের দর্শন, ভয়ভীত পার্থে দ্বারা শ্রীভগবানের স্তুতি । শ্রীভগবান্ কর্তৃক চতুর্ভূজ ও বিশ্বরূপদর্শনের মহিমা বর্ণনা করিয়া কেবল অন্ত্যভক্তি দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি প্রতিপাদন ।]

অর্জুন বলিলেন—আমার প্রতি রূপাপূরক শোক-নিবৃত্তির
জন্য অতিশয় গোপনীয় আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ক যে কথাসকল
তুমি বলিলে, তাহার দ্বারা আমার “আমি হস্তা, ইহারা হত
হইবে” এরূপ ভ্রম বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ১

এবমেতদ্ যথাথ হুমান্মানং পরমেশ্বরম্ ।

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩

মমাসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।

যোগেশ্বর ততো মে হং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

য়িত্বত্বেহপি বহুমোক্ষাদিবিচিত্রফলাদাতৃত্বেনপি অবিকারা-
বৈষম্যাসম্বোধাদাসীতাদিলক্ষণমপরিমিতং মহত্বঞ্চ ঋতম্
“অব্যক্তং ব্যক্তিমাশ্রয়ং মমাস্তে মামবুদ্ধয়ঃ” ইতি, “ময়া
ততমিদং সর্বম”মিতি “ন চ মাং তানি কখ্যামী”তি, “সমো-
হং সর্বভূতেশিত্যাদিনা চ, অতস্তং পরতন্ত্রাদপি জীবানা-
মহং কণ্ঠেত্যাদি মদীয়ো মোহো বিগত ইতি ভাবঃ ॥ ২

টীকা—কিঞ্চ এবমেতদিতি । “ভবাপ্যায়ৌ হি ভূতানাং”-
মিত্যাদি, ময়া ঋতং যথা চেদানীমাত্মানং হুমান্থ “বিষ্ট-
ভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ” ইত্যেবং কথ-
য়সি, হে পরমেশ্বর ! এতদেবমেব অত্রাপ্যবিখ্যাসো মম
নাস্তি ; তথাপি হে পুরুষোত্তম ! তবৈশ্বরং জ্ঞানৈশ্বর্যা-
শক্তিবীৰ্যাদিভিঃ সম্পন্নং বৃদ্ধপং কোতূহলাদহং
দ্রষ্টুমিচ্ছামি । ন চাহং দ্রষ্টুমিচ্ছামীত্যেতাবতৈব ত্বয়া
তদ্রূপং দর্শয়িতব্যং কিং তহি মমাস ইতি । যোগিন এব
যোগাস্তেষামীশ্বর ! ময়াজ্জুনেন তদ্রূপং দ্রষ্টুং শক্যমিতি
যদি মমাসে, ততস্তহি বৃদ্ধপং পরমাত্মানমব্যয়ং নিত্যং মম
দর্শয় ॥ ৩-৪

হে কমলপত্রাক্ষ ! তোমার নিকটে প্রাণিগণের উৎপত্তি ও
নাশও আমি বিস্তারপূরক শুনিয়াছি—আভ্যন্তরহিত অক্ষয়
মহিমাও শুনিলাম ॥ ২

হে পরমেশ্বর ! যে রূপ তুমি আমাকে (আপনার প্রভাব)
বলিলে তাহা এইরূপ ইহাতে আমার অবিখ্যল নাই । তথাপি হে
পুরুষোত্তম ! তোমার ঐশ্বর্যজ্ঞান, ঐশ্বর্যশক্তি ও বীৰ্যাদিসম্পন্ন
রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩

যদি সেইরূপ আমি দেখিবার যোগ্য মনে কর, তাহা হইলে
হে বোগেশ্বর ! তুমি আমাকে তোমার অবিদ্যাত্মক প্রদর্শন
করাও ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

পশু মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ কৃত্ত্বানখিনৌ মরুতস্তথা ।
বহুশৃঙ্গপূৰ্ণাণি পশ্যাস্চর্যাণি ভারত ॥ ৬
ইহৈকস্থং জগৎ কুৎসং পশ্যাত্ত সচরাচরম্ ।
মম দেহে শুড়াকেশ যচ্চাত্তদ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭

টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সমস্তদৃভূতং রূপং দর্শয়িষ্যান্
সাবধানো ভবেত্যেবমর্জুনমভিমুখীকরোতি—শ্রীভগবানু-
বাচ—পশ্যেতি চতুর্ভিঃ । রূপৈশ্চক্রেহপি নানাবিধাদ-
রূপাণীতি বহুবচনম্, নানাবিধানি অপরিমিতানি অনেক-
প্রকারাণি দিব্যাশ্চলৌকিকানি মম রূপাণি পশু, বর্ণাঃ
শুক্র-কৃষ্ণাদয়ঃ আকৃতয়ঃ অবয়বসন্নিবেশবিশেষাঃ, নানা
অনেকে বর্ণা আকৃতয়শ্চ যেষাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি ॥ ৫

টীকা—তাশ্চোবাহ—পশ্যেতি । আদিত্যাদীন্ মম
দেহে পশু, মরুত একোনপঞ্চাশদেবতাবিশেষান্, অদৃষ্ট-
পূৰ্ব্বাণি হুয়া বাহেন বা পূৰ্ব্বমদৃষ্টানি বা রূপাণি
আশ্চর্যাণ্যাত্মদৃষ্টানি ॥ ৬

টীকা—কিঞ্চ ইহৈকস্থমিতি । তত্র তত্র পরিভ্রমতা
বর্ষকোটিভিরপি দ্রষ্টুমশকাং কুৎসমপি চরাচরসংহিতং
জগদিহাস্মিন্ মম দেহেহবয়বরূপেণৈকত্র স্থিতমদাদুর্নৈব
পশু । যচ্চাত্তজগদাশ্রয়ভূতং কারণস্বরূপং জগতশ্চাবস্থা-
বিশেষাদিকং জয়পরাজয়াদিকঞ্চ যচ্চ যদপ্যাত্তদ্রষ্টুমিচ্ছসি
তৎ সর্বং পশু ॥ ৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ ! আমার অলৌকিক অনেক
প্রকার বহু অবয়ববিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপসকল দেখ ॥ ৫

হে ভারত ! ষাটশ আদিত্য, অষ্ট বহু, একাদশ রক্ত, অখিনী-
হুমারযুগল, মরুৎগণ ও অনেক অদৃষ্টপূৰ্ব্ব অতি আশ্চর্যজনক
বস্তুও দর্শন কর ॥ ৬

হে ধর্ম্মকেন্দ্রপারগ ! আমার এই শরীরে সমগ্র স্থাবরজঙ্গমাশ্রক
জগৎ এবং অস্ত্র বাহা কিছু দেখিতে অভিলাষী হও, সে সমস্ত
দর্শন কর ॥ ৭

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমেনৈব স্বচক্ষুষা ।
দিব্যাং দদামি তে চক্ষুঃ পশু মে বোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮
সঞ্জয় উবাচ ।
এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯
অনেকবক্ত্র নয়নমনেকাত্মদর্শনম্ ।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোত্তমায়ুধম্ ॥ ১০

টীকা—যদুক্তমর্জুনে “মন্ত্রসে যদি তচ্ছক্যম্” ইতি
তত্রাহ—ন তু মামিতি । অনেনৈব তু স্বকীয়েন চর্ম্ম-
চক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে শক্যো ন ভবিষ্যসি ।
অতোহহং দিব্যমলৌকিকং জ্ঞানাস্বকং চক্ষুস্তভ্যং দদামি
মমৈশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিমঘটিতঘটনাসামর্থ্যং পশু ॥

টীকা—এবমুক্ত্বা ভগবানর্জুনাং স্বরূপং দর্শিতবাংস্তচ্চ
রূপং দৃষ্ট্বাার্জুনঃ শ্রীকৃষ্ণং বিজ্ঞাপিতবানিতীমমর্থং ষড়্ভিঃ
শ্লোকৈধ্ব তরাষ্ট্রং প্রোতি সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বুতি । হে
রাজন্ ধ্বতরাষ্ট্র ! মহাশাস্ত্রাসৌ যোগেশ্বরশ্চ হরিঃ পরমৈশ্বর্য-
রূপং দর্শিতবান্ ॥ ৯

টীকা—কথমুতং তদিত্যত্রাহ—অনেকবক্ত্র নয়নমিতি ।
অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিন্শ্চৈৎ, অনেকেষামদ্-
ভুতানাং দর্শনং যস্মিন্শ্চৈৎ, অনেকানি দিব্যাভরণানি
যস্মিন্শ্চৈৎ, দিব্যাশ্চনেকানি উত্তমানি আয়ুধানি যস্মিন্শ্চৈৎ ।
কিঞ্চ দিব্যোতি । দিব্যানি মালাশ্রয়রাণি চ ধারয়তীতি
তৎ, তথা দিব্যো গন্ধো যস্ত তাদৃশমমুলেপনং যস্ত তৎ,
সর্বশাস্ত্র্যময়মনেকাশ্চর্য্যপ্রায়ং দেবং ত্রোতনাস্বকম্,

তোমার প্রাকৃতনয়নের দ্বারা আমার অপ্রাকৃত-রূপ দর্শনে
সমর্থ হইবে না, তজ্জন্ত তোমাকে অতীন্দ্রিয়দর্শী নেত্র প্রদান
করিতেছি, তুমি আমার অসাধারণ অঘটনঘটনসমর্থ ঐশ্বরিকরূপ
অবলোকন কর ॥ ৮

সঞ্জয় বলিলেন,—হে নরবর ! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ
কখনানন্তর অর্জুনকে অপ্রাকৃত ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করাইলেন ॥ ৯
অনেক মুখ ও নয়ন, বহু আশ্চর্য্য দর্শন, নানাবিধ মনোহর
আভরণযুক্ত, অলৌকিক বহু উত্তোলিত অস্ত্র, অপ্রাকৃত মালাবলন

দিব্যমালাস্বরধরং দিব্যগন্ধাভূষণেনম্ ।
 সর্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১
 দিবি সূর্য্যসহস্রশ্চ ভবেদ্ যুগপত্থিতা ।
 যদি ভাঃ সদৃশী সা স্তাদ্ ভাসন্তশ্চ মহাঅনঃ ॥ ১২
 তত্রৈকস্বং জগৎ কুৎসং প্রবিভক্তমনেকধা ।
 অপশ্যদ্ দেবদেবশ্চ শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩
 ততঃ স বিশ্বয়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।
 প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাজ্জলিরভাষত ॥ ১৪
 অর্জুন উবাচ ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
 সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসজ্জান্ ।

অনন্তমপরিচ্ছিন্নং, বিশ্বতঃ সর্ব্বতোমুখানি যস্মিন্স্থং ।
 বিশ্বরূপদীপ্তেনিরূপমত্মমাহ—দিবি সূর্য্যোতি । দিবি
 আকাশে সূর্য্যসহস্রশ্চ যুগপত্থিতশ্চ যদি যুগপত্থিতা
 ভাঃ প্রভা ভবেত্তর্হি সা তদা মহাঅনো বিশ্বরূপশ্চ ভাসঃ
 প্রভায়াঃ কথঞ্চিৎ সদৃশী স্তাৎ, অত্মোপমা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ ।
 তথাভূতং রূপং দর্শয়ামাসেতি পূর্বেণৈবাহ্বয়ঃ । ততঃ কিং
 বৃন্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তত্রৈতি । অনেকধা প্রবিভক্তং
 নানাবিভাগেনাবস্থিতং কুৎসং জগৎ দেবদেবশ্চ শরীরে
 তদবয়বেষ্টন একত্র ব্যবস্থিতং তদা পাণ্ডবোহর্জুনঃ
 অপশ্যৎ ॥ ১০-১৩

টীকা—এবং দৃষ্ট্য়া কিং কৃতবানিত্যত্রাহ—তত ইতি ।
 ততো দর্শনানন্তরং বিশ্বয়েনাবিষ্টো ব্যাপ্তঃ সন্ হৃষ্টানি উৎ-
 পুলকিতানি রোমাণি যশ্চ স ধনঞ্জয়ঃ দেবং তমেব শিরসা
 পরিহিত, স্বর্গীয় গন্ধ-অভূষণেনযুক্ত, সর্বাশ্চর্য্যময়, জ্যোতির্ময়,
 অনন্তর ও সকলদিকে মুখবিরাজিত রূপ দর্শন করাইলেন ॥ ১০-১১

যদি আকাশে সহস্র সূর্য্যের জ্যোতিঃ সমকালে সমুদিত হয়
 তাহা হইলে সেই নিরতিশয় জ্যোতিঃ সেই মহাত্মা বিশ্বরূপধারীর
 অপরিমিত জ্যোতির উপমা হইতে পারে । ইহা ব্যতীত সে
 রূপের উপমা নাই ॥ ১২

তখন অর্জুন সেই দেহে দেবতাগণের দেবতা নানাবিভাগে
 অবস্থিত সম্পূর্ণ জগৎ একত্র বিরাজমান দেখিলেন ॥ ১৩

অতঃপর ধনঞ্জয় বিশ্ববিমুগ্ধচিত্তে রোমাঞ্চিতকলেবরে
 জ্যোতির্ময় বিশ্বরূপকে মন্তকের দ্বারা প্রশামপূর্ব্বক কৃতাজ্জলি
 হইয়া বলিলেন ॥ ১৪

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
 মূখীংশ্চ সর্বাভূরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫
 অমেকবাহুদরবক্ত নেত্রং
 পশ্যামি হাং সর্ব্বতোহনন্তরূপম্ ।
 নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিৎ
 পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬
 কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
 তেজোরশিৎ সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।

পশ্যামি হাং ছনিরীক্ষ্যং সমস্তা-

দীপ্তানলার্কহ্যতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭

প্রণম্য কৃতাজ্জলিঃ সম্পূটীকৃতহস্তো ভূষা অভাষত
 উক্তবান্ ॥ ১৪

টীকা—ভাষণমেবাহ—পশ্যামীতি সপ্তদশভিঃ । হে
 দেব ! তব দেহে দেবান্ আদিত্যাদীন্ পশ্যামি, তথা
 সর্ব্বান্ ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাওজাদীনাং সজ্জাংশ্চ, তথা
 দিব্যান্ ঋষীন্ বশিষ্ঠাদীন্, উরগাংশ্চ তক্ষকাদীন্, তথা
 তেবাং দেবাদীনামীশং স্বামিনং ব্রহ্মাণঞ্চ, কথন্তুতং ?
 কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মকর্ণিকায়াং মেরৌ স্থিতমিত্যর্থঃ,
 যদ্বা তন্নাভিপদ্মাসনস্থমিতি ॥ ১৫

টীকা—কিঞ্চ অনেকানি বাহ্যাদীনি যশ্চ তাদৃশং হাং
 পশ্যামি, অনন্তানি রূপাণি যশ্চ তং হাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি,
 তব তু অন্তং মধ্যমাদিঞ্চ ন পশ্যামি সর্ব্বগতহাৎ ॥ ১৬

টীকা—কিঞ্চ কিরীটিনমিতি । কিরীটিনং মুকুটবস্ত্রং,

অর্জুন বলিলেন,—হে দেব ! তোমার শরীরে নিখিল দেবতা
 ও জরায়ুজ অওজাদি-ভূতসকল, ঋষিগণকে, সমুদয় সর্পকে ও
 পৃথিবী-পদ্মকর্ণিকাহিত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে দেখিতেছি । ১৫

হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ! অনেক বাহ, উদর, নয়ন অপরিচ্ছিন্ন
 তোমাকে সকলদিকে দেখিতেছি, কিন্তু অন্ত-মধ্য-আদি কিছুই
 দেখিতে পাইতেছি না ॥ ১৬

মন্তকে কিরীট, হস্তে গদা ও চক্র, সকল দিকে প্রভাসময়,
 জ্যোতিঃপুঞ্জ, দুর্দর্শ, জলিত অনল ও সূর্য্যের ত্রায় দীপ্তিবৃন্ত,
 ‘এইরূপ ইহা’ নিশ্চয় করিতে অশক্য, অবিষয়ীভূত তোমাকে
 সকল দিকে দেখিতেছি ॥ ১৭

অক্ষরং পরমং বেদিতব্যং

অমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্ ।

অমব্যয়ঃ শাস্ততর্ধমগোপ্তা

সনাতনস্তং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮

অনাদিমধ্যাস্তমনস্তবীৰ্য্য-

মনস্তবাহুং শশিসূর্য্যানেত্রম্ ।

পশ্যামি হাং দীপ্তহতাশবক্রুঃ

স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্তম্ ॥ ১৯

ত্ৰাবাপৃথিব্যোরিদমস্তুরং হি

ব্যাপ্তং স্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ ।

গদিনং গদাবস্তং, চক্রিং চক্রবস্তং, সর্বতোদীপ্তিমস্তং
তেজঃপুঞ্জরূপং তথা হুনিরীক্ষ্যং দৃষ্টুমশক্যং, তত্র হেতুঃ—
দীপ্তয়োরনলার্কয়োহ্যুতিরিব হ্যুতিস্তেজো যস্ত তম্ । অত
এব অপ্রমেয়ম্ এবভূত ইতি নিশ্চেষ্টুমশক্যং হাং সমস্ততঃ
পশ্যামি ॥ ১৭

টীকা—যস্মাদেবং তবাতর্ক্যমৈশ্বর্য্যং তস্মাৎসমিতি ।
তমেব অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম । কথংভূতম্? বেদিতব্যং
মুমুক্শুভিজ্ঞাতব্যং স্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং
নিধীয়তেহস্মিন্নিতি নিধানং প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ, অত এব অমব্যয়ো
নিতাঃ, শাস্ততস্য ধর্মস্য গোপ্তা পালকঃ, সনাতনশ্চিরন্তনঃ
পুরুষো মতো মে মম সম্মতোহসি ॥ ১৮

টীকা—কিঞ্চ অনাদীতি । অনাদিমধ্যাস্তম্ উৎপত্তি-
স্থিতিলয়রহিতম্ । অনন্তং বীৰ্য্যং প্রভাবো যস্য তম্,
অনন্তবাহুং অনন্তা বাহবো যস্য তং, শশি-সূর্য্যৌ নেত্রে

তুমি মুমুক্শুগণের জ্ঞাতব্য অক্ষর ওকার পরম ব্রহ্ম, তুমি এই
বিশ্বের প্রধান আশ্রয়, তুমি আতন্তরহিত, সর্ববিকারশূন্য;
নিত্যধর্মের রক্ষক, তুমি চিরস্থায়ী পুরুষ বলিয়া আমি মনে
করি ॥ ১৮

উৎপত্তি-স্থিতি-বিবর্জিত, অপরিমিত, প্রভাসম্পন্ন, অসংখ্য
বাহুবিশিষ্ট, চক্র-সূর্য্য তোমার নয়ন যুগল, প্রদীপ্ত অগ্নির দ্বায়
তোমার মুখ, তুমি স্বকীয় তেজের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে সমস্ত
করিতেছ, এরূপ তোমাকে দর্শন করিতেছি ॥ ১৯

হে মহাত্মন! স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ, একমাত্র তোমার
দ্বারা পূর্ণ ও দিক্‌সকল আচ্ছন্ন হইয়াছে । আশ্চর্য্যজনক তোমার

দৃষ্টাদৃষ্টং রূপমুগ্রং তবেদং

লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন ॥ ২০

অমী হি হাং সুরসজ্জা বিশস্তি

কেচিদ্ ভীতাঃ প্রোঞ্জলয়ো গৃণন্তি ।

স্বস্তীত্বাক্তা মহর্ষিসিদ্ধসজ্জাঃ

স্তবন্তি হাং স্ততিভিঃ পুঙ্খলাভিঃ ॥ ২১

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা

বিশ্বেহৃষিনৌ মরুতশ্চোদ্রাপাশ্চ ।

গন্ধর্ব-যক্ষাসুর-সিদ্ধসজ্জা

বীক্ষন্তে হাং বিন্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২

যস্য তাদৃশং হাং পশ্যামি; তথা দীপ্তো হতাশোহগ্নিব্র-
হ্মে যু যস্য তং, স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপস্তং সম্ভাপয়ন্তং
পশ্যামি ॥ ১৯

টীকা—কিঞ্চ ত্ৰাবাপৃথিব্যোরিতি । ত্ৰাবাপৃথিব্যো-
রিদমস্তুরমস্তুরীক্ষং স্বয়ৈকৈকেন ব্যাপ্তং দিশশ্চ সর্বা
ব্যাপ্তাঃ, অদৃভূতমদৃষ্টপূর্ব্বং স্বদীয়মিদমুগ্রং ঘোরং রূপং
দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতমতিভীতং পশ্যামীতি পূর্ব্বশ্চৈ-
বানুশঙ্গঃ ॥ ২০

টীকা—কিঞ্চ অমী হীতি । অমী সুরসজ্জা ভীতাঃ
সমস্তভ্যাং বিশস্তি, শরণং প্রবিশস্তি, তেষাং মধ্যে কেচিদতি-
ভীতা দূরত এব স্থিত্বা কৃতসম্পূটকরযুগলাঃ সন্তো গৃণন্তি
জয় জয় রক্ষ রক্ষতি প্রার্থয়ন্তে । স্পষ্টমগ্ৰং ॥ ২১

টীকা—কিঞ্চ রুদ্রেতি । রুদ্রাশ্চ, আদিত্যাশ্চ,
বসবশ্চ যে চ সাধ্যা নাম দেবাঃ, বিশ্বে বিশ্বেদেবাঃ,

এই ভীষণ রূপ দেখিয়া ত্রিলোক প্রপীড়িত দেখিতেছি ॥ ২০

এই সুরসমূহ ও তোমার শরণগ্রহণ করিতেছেন, কেহ অতি-
ভীত হইয়া দূরে অবস্থানপূর্ব্বক কৃতাজলিপুটে স্তব করিতেছেন,
মহর্ষিনিকর “স্তুতি” এই কথা উচ্চারণ করত অতি শোভন স্তুতির
দ্বারা তোমাকে স্তব করিতেছেন ॥ ২১

রুদ্র ও আদিত্যসকল, বহুগণ ও সাধ্যসমূহ, সমুদয় বিশ্বেদেব,
অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুদবৃন্দ, পিতৃনিকর, গন্ধর্ব, যক্ষ, অশ্বর,
সিদ্ধনিবহ সকলেই বিশ্বদ্রাপয় হইয়া তোমাকেই নিরীক্ষণ
করিতেছেন ॥ ২২

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত নৈত্রঃ

মহাবাহো বহুবাহুরূপাদম্ ।

বহুদরং বহুদংষ্ট্রা করালং

দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং

ব্যাস্তাননং দীপ্তবিশালনৈত্রম্ ।

দৃষ্ট্বা হি ঙ্গাং প্রব্যথিতাস্তরাগ্না

ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিক্ষো ॥ ২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি

দৃষ্ট্বেব কালানলসম্মিভানি ।

অশ্বিনো দেবৌ, মরুতো মরুদগণাশ্চ, উগ্ৰাণং পিবন্তী-
ত্বাশ্বপাঃ পিতরঃ । “উগ্ৰভাগা হি পিতরঃ” ইতি শ্রুতে: ।
স্মৃতিশ্চ—“যাবতুষ্ণং ভবেদন্নং যাবদশ্রুতি বাগ্‌যতা: ।
তাবদশ্রুতি পিতরো যাবল্লোক্তা হবিষ্ঠাণাঃ ॥” গন্ধর্বাশ্চ,
যক্ষাশ্চ, অশুরাশ্চ বিরোচনাদয়ঃ, সিদ্ধসজ্জাঃ সিদ্ধানাং
সজ্জাশ্চ সর্ব্ব এব বিস্মিতাঃ সন্ত: ঙ্গাং বীক্ষন্ত ইত্যয়ঃ ॥ ২২

টীকা—কিঞ্চ রূপমিতি । হে মহাবাহো ! মহদ-
ত্ব্যর্জিতং তব রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ সর্ব্বে প্রব্যথিতা
অতিভীতাঃ, তথাহঞ্চ প্রব্যথিতোহস্মি । কীদৃশং রূপং
দৃষ্ট্বা ? বহুনি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্মিন্ত্বং, বহুবো
বাহব উরব: পাদাশ্চ যস্মিন্ ত্বং, বহুমুদরাণি যস্মিন্ত্বং,
বহুভির্দংষ্ট্রাভি: করালং বিকৃতং রৌদ্রমিত্যর্থ: ॥ ২৩

টীকা—ন কেবলং ভীতোহহমেতাবদেব অপি তু
নভঃস্পৃশমিতি । নভঃ স্পৃশতীতি নভঃস্পৃক্ তম্ অন্তরীক্ষ-
ব্যাপিনমিত্যর্থ: । দীপ্তং তেজোযুক্তম্, অনেকে বর্ণা যন্ত
তম্ অনেকবর্ণম্ । ব্যাস্তানি বিকৃতানি আননানি যন্ত তম্ ।
দীপ্তানি বিশালানি নেত্রাণি যন্ত তম্ । এবভূতং হি ঙ্গাং

হে মহাবাহো ! অনেক বদন, নয়ন, বহু বাহু, উরু, চরণ,
বহু উদর, অনেক ভয়ঙ্কর দন্তবিশিষ্ট তোমার বিশাল রূপ দেখিয়া
লোকসমূহ ও আমি প্রসিদ্ধিত হইয়াছি ॥ ২৩

হে বিক্ষো ! গগনস্পর্শী, জলিত, নানাবর্ণবিশিষ্ট, ব্যাদিত বদন,
তেজোময়যুক্ত বিপুল লোচন তোমাকে দর্শন করত স্পর্শিত
অস্ত্র:করণ আমি ধৈর্য ও উপশম পাইতেছি না ॥ ২৪

হে দেবেশ ! ভয়ঙ্কর দর্শনসম্পন্ন প্রলয়কালের সংবর্ত্তক
অনলের তুল্য আশ্রয়মূহ দর্শন করিয়াই আমি দিক্‌সকল বুঝিতেছি

দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম

প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫

অমী চ ঙ্গাং ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রা:

সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসজ্জৈ: ।

ভীষ্মো দ্রোণঃ স্নতপুত্রস্তথাসৌ

সহাস্মদীর্ঘৈরপি যোধমুখ্যৈ: ॥ ২৬

বক্ত্রাণি তে হরমাণা বিশস্তি

দংষ্ট্রা করালানি ভয়ানকানি ।

কেচিদ্ বিলগ্না দশনাস্তরেষু

সদৃশস্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাস্তৈ: ॥ ২৭

দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতোহস্তরাগ্না মনো যন্ত সোহহং ধৃতিং
ধৈর্য্যমুপশমঞ্চ ন লভে ॥ ২৪

টীকা—কিঞ্চ দংষ্ট্রেতি । হে দেবেশ ! তব মুখানি
দৃষ্ট্বা ভয়াবেশেণ দিশো ন জানামি । শর্ম চ স্মৃৎ ন
লভে, ভো জগন্নিবাস ! প্রসন্নো ভব । কীদৃশানি মুখানি
দৃষ্ট্বা দংষ্ট্রাভি: করালানি এবং কালানল: প্রলয়াগ্নিস্তং-
সদৃশানি ॥ ২৫

টীকা—যচ্চাত্তদ্রষ্টুমিচ্ছসীত্যেনেনাস্মিন্ সংগ্রামে
ভাবিজয়পরাজয়াদিকং মম দেহে পশ্চোতি যন্তগবতোক্তং
তদিদানাং পশ্যন্ আহ—অমী চেতি পঞ্চভি: । অমী
ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রা: ছুধোধনাদয়: সর্ব্বে, অবনিপালানাং
জয়দ্রথাদীনাং রাজ্ঞাং সজ্জৈ: সমূহৈ: সহৈব তব বক্ত্রাণি
বিশস্তীত্বাস্তরেণাশ্বয়: । তথা ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চাসৌ স্নতপুত্রা:
কর্ণশ্চ, ন কেবলং ত এব বিশস্তি অপি তু প্রতিযোদ্ধারো-
হস্মদীয়া যে যোধমুখ্য: শিখণ্ডি-ধৃষ্টদ্রুপাদয়স্তৈ: সহ
বক্ত্রাণীতি । এতে সর্ব্বে হরমাণা ধাবন্তস্তব দংষ্ট্রাভি:
করালানি বিকৃতানি ভয়ঙ্করাণি বক্ত্রাণি বিশস্তি, তেষাং

না, দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে এবং স্মৃৎ পাইতেছি না । হে জগন্নিবাস !
প্রসন্ন হও ॥ ২৫

নরপতিগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসকল ও ভীষ্ম, দ্রোণ
স্নতপুত্র কর্ণ এবং আমাদের প্রধান বোদ্ধাসমূহ সহ অতিবেগে
ধাবিত হইয়া ভয়াবহ দন্তযুক্ত বিকট বদনসমূহে প্রবেশ করিতেছে,
কাহারও চূর্ণিতমস্তক তোমার দশনসম্মিতে সংলগ্ন দেখা
যাইতেছে ॥ ২৬-২৭

যথা নদীনাং বহবোহমুবেগাঃ

সমুদ্রমেবাভিমুখা জবন্তি ।

তথা তবামী নরলোকবীর্য

বিশন্তি বক্তাণ্যভিবিজ্ঞসন্তি ॥ ২৮

যথা প্রদীপ্তঃ জলনং পতঙ্গা

বিশন্তি নাশায় সমুদ্রবেগাঃ ।

তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-

স্তবাপি বক্তাণি সমুদ্রবেগাঃ ॥ ২৯

লেলিহসে গ্রসমানঃ সমস্তা-

ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জলন্তিঃ ।

মধ্যে কেচিচ্চুর্ণিতরুজমাষ্ট্রৈঃ শিরোভিরুপলক্ষিতা দন্ত-
সন্ধিষু সংলিষ্টাঃ সন্দৃগুস্তে ॥ ২৬-২৭

টীকা—প্রবেশমেষ দৃষ্টান্তমাহ—যথেন্তি । নদীনাম-
নেকমার্গপ্রবৃত্তানাং বহবোহমুনাং বারীণাং বেগাঃ প্রবাহাঃ
সমুদ্রাভিমুখাঃ সন্তুঃ যথা সমুদ্রমেব জবন্তি বিশন্তি, তথা
অমী যে নরলোকবীর্যাস্তেহভিতো জলন্তি সর্বতঃ প্রদী-
প্যমানানি তব বক্তাণি প্রবিশন্তি ॥ ২৮

টীকা—অবশেষেন প্রবেশে নদীবৈদৃষ্টান্ত উক্তঃ ।
বুদ্ধিপূর্বকপ্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ—যথেন্তি । প্রদীপ্তঃ জলন্ত-
পতঙ্গাঃ শলভাঃ বুদ্ধিপূর্বকং সমুদ্রো বেগো যেষাং তে
যথা নাশায় মরণায়ৈব বিশন্তি, তথৈব লোকা এতে জনা
অপি তব মুখানি প্রবিশন্তি ॥ ২৯

টীকা—ততঃ সমস্তাং কিমত আহ—লেলিহস ইতি ।
গ্রসমানোহপি গিলনং অপি সন্ সমগ্রান্ লোকান্ সর্বা-

ধরুপ নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রে
প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ এই মর্ত্য বীরগণ সকলদিকে প্রজ্বলিত
তোমার ভয়ানক বদন-বিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে ॥ ২৮

যেমন পতঙ্গগণ অতিশয় বেগে মরণের জন্ত জলন্ত অনলে
প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ লোকসকলও বিনষ্ট হইবার নিমিত্ত অতিশয়
বেগে তোমার আননসমূহে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯

প্রদীপ্ত বদনসকলের দ্বারা অখিল লোককে গ্রাসকরত
চতুর্দিকে অতিশয় ভোজন করিতেছে । হে বিষ্ণো! দীপ্তিসমূহের
দ্বারা অশেষ জগৎ আপুরিত করত তোমার ভীষণ তাপ সকলকে
সম্বাপিত করিতেছে ॥ ৩০

তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং

ভাসন্তবোদ্রাঃপ্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০

আখ্যাহি মে কো ভবান্নগ্ররূপো

নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ ।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাত্মং

ন হি প্রজ্ঞানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ ।

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবুদ্ধো

লোকান্ সমাহতুমিহপ্রবৃত্তঃ ।

ঋতেহপি হ্যং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে

যেহবাস্তিতাঃ প্রতানীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২

নেতান্ বীরান্ সমস্তাং সর্বতো লেলিহসে অতিশয়েন
ভক্ষয়সি । কৈঃ, জলন্তিবদনৈঃ । কিঞ্চ হে বিষ্ণো ! তব
ভাসো দীপ্ত্যন্তেজোভিবিষ্ফুরণৈঃ সমগ্রং জগদ্ব্যাপ্য ভীত্রাঃ
সত্যঃ প্রতপন্তি সস্তাপয়ন্তি ॥ ৩০

টীকা—যত এবং তস্মাৎ—আখ্যাহীতি । ভবান্নগ্র-
রূপঃ ক ইত্যখ্যাহি কথয় । তে তুভ্যং নমোহস্ত । হে
দেববর ! প্রসীদ প্রমত্তো ভব । ভবন্তমাত্মং পুরুষং বিশেষণ
জ্ঞাতুমিচ্ছামি । যতস্তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাং কিমর্থমেবং
প্রবৃত্তোহসীতি ন জানামি, এবভূতস্ত তব প্রবৃত্তিং
বার্ত্তামপি ন জানামীতি বা ॥ ৩১

টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—কাল
ইতি ত্রিভিঃ । লোকানাং ক্ষয়কর্তা প্রবুদ্ধোহত্যাংকটঃ
কালোহস্মি । লোকান্ প্রাণিনঃ সংহতুমিহ লোকে
প্রবৃত্তোহস্মি । অতঃ ঋতে হ্যং হস্তারং বিনাপি এতে ন

হে ভয়ঙ্কর রূপধারী, তুমি কে ? ইহা আমাকে বল, তোমাকে
নমস্কার । হে দেববর ! প্রসন্ন হও, আদিপুরুষ তোমাকে
বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করি, কিজন্ত এরূপ প্রবৃত্ত হইয়াছ
তাহা জানি না ॥ ৩১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমি লোকক্ষয়কর বিবুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত
কাল, সমুদয় লোককে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তুমি
ব্যতীত সমস্ত সৈন্তগণের মধ্যে যে বোদ্ধাগণ অবস্থিত, তাহারা
সকলেই নিহত হইবে, কেহই থাকিবে না ॥ ৩২

তস্মাৎ তুমুন্তিষ্ঠ যশো লভস্ব

জিত্বা শক্রং ভূক্ত্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূৰ্বমেব

নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ

কর্ণং তথাশ্রানপি যোধবীরান্ ।

ময়া হতাস্তং জহি মা ব্যথিতা

যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪

সঞ্জয় উবাচ ।

ভবিষ্যন্তি জীবিশ্যন্তি । যতপি ত্বয়া ন হস্তব্যঃ এতে, তথাপি ময়া কালায়না গ্রস্তাঃ সন্তো মরিশ্যন্ত্যেব । কে তে, প্রত্যানীকেষু অনীকানি অনীকানি প্রতি ভীষ্মদ্রোণাদীনাং সৰ্ব্বাশু সেনাশু যে যোদ্ধারোহবস্থিতাস্তে সৰ্ব্বেষুপি ॥ ৩২

টীকা—তস্মাদিতি । যস্মাদেবং তস্মাৎ যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ । দৈবৈরপি দৃষ্টজয়া ভীষ্মাদয়োহর্জুনেন নির্জিতা ইত্যেবমুভূতং যশো লভস্ব প্রাপ্নুহি, অযত্নতঃ শক্রং জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভূক্ত্ব । এতে চ তব শত্রুসদীয়যুদ্ধাৎ পূৰ্বমেব ময়ৈব কালায়না নিহতপ্রায়ান্তথাপি ঙ্গ নিমিত্তমাত্রং ভব । হে সব্যসাচিন্ ! সবেয়ন বামেন হস্তেন সাচিভূং শরান্ সন্ধাতুং শীলং যন্তেতি ব্যুৎপত্ত্যা বামেনাপি বাণক্ষেপাৎ সব্যসাচীভূত্যাতে ॥ ৩৩

টীকা—“ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরম্মো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ু”রিত্তি আশঙ্কা সাপি ন কাথ্যেত্যাহ—দ্রোণমিতি । যেভাঃ শঙ্কসে তান্ দ্রোণাদীন্ ময়ৈব হতান্ ঙ্গ জহি ঘাতয় । মা ব্যথিতাঃ শোকং মা কার্ষীঃ,

অতএব তুমি যুদ্ধ করিবার জন্য উঠ, অযত্নবলত কীড়িলাভ কর, অরাতিনিকরকে জয় করত পন, ঐশ্ব্যাদি সমৃদ্ধিমান্ রাজ্য ভোগ কর । আমি ইহাদের অগ্রেই বিনাশ করিয়াছি, হে সব্যসাচিন্ ! মাত্র তুমি নিমিত্ত হও ॥ ৩৩

দ্রোণ, জয়দ্রথ এবং ভীষ্ম ও কর্ণ তদ্রূপ অন্তান্ত আমাকর্তৃক নিহিত বোদ্ধবর্গক তুমি বিনাশ কর, ব্যথিত হইও না । সমরে অরাতিগণকে জয় করিবে, যুদ্ধ কর ॥ ৩৪

এতচ্ছৃৎবা বচনং কেশবস্ত

কৃতাজ্জলিবেপমানঃ কিরীটি ।

নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণ

সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

অর্জুন উবাচ ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা

জগৎ প্রহৃষ্টাত্মানুরজ্যতে চ ।

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি

সৰ্বে নমস্তস্তি চ সিদ্ধসজ্জাঃ ॥ ৩৬

সপত্নান্ শক্রান্ রণে যুদ্ধে নিশ্চিতং জেতাসি জেতাসি ॥ ৩৪

টীকা—ততো যদ্বৃৎ তদেব ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এতদ্বিতি । পূৰ্ব্বশ্লোকত্রয়ায় কং কেশবস্ত বচনং ঙ্গ বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটি অর্জুনঃ কৃতাজ্জলিঃ সম্পূটীকৃতহস্তঃ কৃষ্ণঃ নমস্কৃত্য পুনরপ্যাহ উক্তবান্ । কথমাহ, ভয়হৃষীকেশবশবশাদ্ গদগদেন কণ্ঠকম্পনেন সহ বর্তত ইতি সগদগদং যথা স্তাস্তথা । কিঞ্চ ভীতাদপি ভীতঃ সন্ প্রণম্য অবনতো ভূত্ব আহ ॥ ৩৫

টীকা—স্থান ইত্যেকাদশভিরর্জুনোক্তিঃ । স্থান ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যশ্মিতার্থে । হে হৃষীকেশ ! যত এবং তমদ্বৃত-প্রভাবো ভক্তবৎসলশ্চ, অতস্তব প্রকীর্ত্যা মাহাত্ম্যসংকীর্তনে ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্টাত্মীতি, কিন্তু জগৎ সৰ্বং প্রহৃষ্টাতি প্রকষণে হর্ষং প্রাপ্নোতি । এতদ্বৃ স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ, তথা জগদমুরজ্যতে চ অমুরাগমুপৈতি ইতি যৎ, তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি পলায়ন্তে ইতি যৎ । সৰ্ব্বং যোগতপোমন্ত্রাদিসিদ্ধানাং সজ্জা নমস্তস্তি প্রণমন্তীতি যৎ এতচ্ছ স্থানে যুক্তমেব ন চিত্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬

সঞ্জয় বলিলেন,—কেশবের এই কথা শ্রবণ করত অর্জুন কম্পিতকলেবরে, কৃতাজ্জলিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কারপূর্বক ভীত হইয়া পুনরায় গদগদবচনে বলিলেন ॥ ৩৫

অর্জুন বলিলেন,—হে হৃষীকেশ ! তোমার মাহাত্ম্য-সংকীর্তনের দ্বারা জগৎ আনন্দিত ও অমুরজ হইতেছে, রাক্ষসগণ ভীত হইয়া দিকে দিকে পলায়ন করিতেছে, সিদ্ধসকল নমস্কার করিতেছেন, ইহা যুক্তিযুক্তই—আশ্চর্য্য নহে ॥ ৩৬

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন
 গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্ত্রে ।
 অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
 হৃদয়ং সদসন্তংপরং যৎ ॥ ৩৭
 হৃদাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
 হৃদয়ং বিশ্বস্ত পরং নিধানম্ ।
 বেত্তাসি বেত্তঞ্চ পরঞ্চ ধাম
 হৃদ্যা ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥ ৩৮
 বায়ুর্মোহগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
 প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।

টীকা—তত্র হেতুমাং—কস্মাদিতি । হে মহাত্মন !
 হে অনন্ত ! দেবেশ ! জগন্নিবাস ! সর্বের কস্মাদ্ভেতোঃ তে
 তুভ্যাং ন নমেরন্ ন নমস্কারং কুর্য্যঃ, কথঙ্কৃত্য, ব্রহ্মণো-
 হপি গরীয়সে গুরুতরায় আদিকর্ত্রে চ ব্রহ্মণোহপি
 জনকায়, কিঞ্চ সদ্যাক্রম্ অসদব্যক্তঞ্চ তাভ্যাং পরং মূল-
 কারণং যদক্ষরং ব্রহ্ম তৎ হৃদেব । এতৈর্নবভির্হেতুভিস্ত্বাং
 সর্বের নমস্তস্মীতি ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭

টীকা—কিঞ্চ হৃদাদিদেবেতি । হৃদ্যাদিদেবো দেবা-
 নামাদিঃ, যতঃ পুরাণোহনাদিঃ পুরুষস্তম্ ; অত এব হৃদয়
 বিশ্বস্ত পরং নিধানং লয়স্থানং তথা বিশ্বস্ত বেত্তা জ্ঞাতা
 হৃদ্য, যচ্চ বেত্তং বস্তুজাতং পরঞ্চ ধাম বৈষ্ণবং পদং তদপি
 হৃদেবাসি ; অত এব হে অনন্তরূপ ! হৃদেবেদং বিশ্বং
 ততং ব্যাপ্তম্, এতৈশ্চ সপ্তভির্হেতুভিস্ত্বমেব নমস্কার্য
 ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮

টীকা—ইতশ্চ সর্বৈবহৃদেব নমস্কার্যঃ সর্বদেবাত্ম-
 কদাদিতি স্তবন্ স্বয়মপি নমস্করোতি—বায়ুরিতি ।

হে উদারচিত্ত ! হে দেশকাল পরিচ্ছেদশূন্য ! হে দেবেশ্বর !
 হে জগদালয় ! ব্রহ্ম হইতেও গুরুতর আমি বিধাতা তোমাকে
 সকলে কেন নমস্কার করিবে না—সৎ-অসত্যের মূল কারণ যে
 অক্ষর ওকার পরপ্রণব, তাহাতেও তুমি ॥ ৩৭

হে অনবদিক রূপ ! তুমি আদিদেব, পুরাতন পুরুষ, বিশ্বের
 লয়স্থান এবং তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞের ও পরমপদ এই হেতু তোমাকর্তৃক বিশ্ব
 সমাচ্ছন্ন ॥ ৩৮

তুমি বায়ু, হৃদ, অগ্নি, শশাঙ্ক, প্রজাপতি ও প্রপিতামহ

নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃৎ
 পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯
 নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
 নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব ।
 অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
 সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ ॥ ৪০
 সখেতি মম্বা প্রসভং যচ্ছকং
 হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
 অজানতা মহিমানং তবেদং
 ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

বায়ুাদিরূপস্বমিতি । সর্বদেবাত্মকদ্বোপলক্ষণার্থমুক্তম্,
 প্রজাপতিঃ পিতামহস্ত্যাপি জনকত্বাৎ প্রপিতামহস্তম্,
 অতস্তে তুভ্যাং সহস্রশো নমোহস্ত । পুনঃ সহস্রকৃৎ
 নমোহস্ত, ভূয়োহপি পুনরপি সহস্রকৃৎ নমো নম
 ইতি ॥ ৩৯

টীকা—ভক্তিপ্রদ্বাভয়াতিশয়েন নমস্কারেষু তৃপ্তিমন-
 ধিগচ্ছন্ পুনরপি বহুশঃ প্রণমতি—নম ইতি । হে সর্ব !
 সর্বাত্মন ! তব পুরস্তাদগ্রে অথ অনন্তরং পৃষ্ঠতঃ নমঃ, এবং
 সর্বাত্ম দিক্ষু তুভ্যাং নমোহস্ত । সর্বাত্মকহৃদমূপপাদয়ন্নাহ—
 অনন্তঃ বীৰ্য্যং সামর্থ্যং যস্ত তথা অমিতো বিক্রমঃ
 পরাক্রমো যস্ত স এবস্তুতস্ত্বং সর্বং বিশ্বং সমাগস্তর্বহিঃ
 সমাপ্নোষি ব্যাপ্নোষি । সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদিস্বকার্য্যং
 ব্যাপ্য বর্তসে ; ততঃ সর্বরূপোহসি ॥ ৪০

টীকা—ইদানীং ভগবন্তং ক্রমাপন্নতি—সখেতি
 দ্বাভ্যাম্ । দ্বাং প্রাকৃতঃ সখেতি মম্বা প্রসভং হঠেন
 ভিরস্কারেণ যচ্ছকং, তৎ ক্রময়ে স্বামিত্যন্তরেণায়ম্ । কিং

অতএব তোমাকে সহস্রবার নমস্কার, পুনরায় নমস্কার, পুনর্বার
 নমস্কার, পুনর্বার তোমাকে প্রণাম ॥ ৩৯

হে পূর্ণ অথও ! তোমার সমুখ পশ্চাতে নমস্কার—তোমার
 সকল দিকেই নমস্কার করি । হে অপরিমিত বলসম্পন্ন ! অপরিমিত
 পরাক্রমশালিন ! তুমি সমগ্র বিশ্ব আচ্ছন্ন করিয়াছ, সেই হেতু
 সর্বরূপ তোমার এই বিশ্বরূপ মহিমা না জানিয়া আমি অসবধানতা-
 নিমিত্ত অথবা প্রেমবশে সধা মনে করিয়া হে কৃষ্ণ ! হে যাদব !
 হে সখে ! ইত্যাদি হঠাতাপূর্বক বাহা বলিয়াছি, হে বিনাশবিহীন !

যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোহসি

বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।

একোহথবাপ্যচ্যুত তৎ সমক্ষং

তৎ কাময়ে দ্বামহমগ্রমেয়ম্ ॥ ৪২

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য

ভ্রমস্য পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্ ।

ন যৎ সমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কৃতোহস্ত্রো

লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং

প্রসাদয়ে দ্বামহমীশমীডাম্ ।

তৎ, হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি চ । সন্ধিরার্থঃ ।
প্রসভোক্তো হেতুঃ—তব মতিমানমিদঞ্চ বিশ্বরূপমজানতা
ময়া প্রোদাদাং প্রণয়েন স্নেহেন বা যত্নকমিতি । কিঞ্চ
যচ্চেতি । হে অচ্যুত ! যচ্চ পরিহাসার্থং ক্রীড়াবিষু
তিরস্কৃতোহসি, একঃ কেবলঃ সখীন্ বিনা রহসি স্থিতঃ
ইত্যর্থঃ । অথবা তৎসমক্ষং তেষাং পরিহাসতাং সখীনাং
সমক্ষং পুরতোহপি, তৎসর্বমপরাধজাতং দ্বামগ্রমেয়ম্
অচিন্ত্যপ্রভাবং কাময়ে কমাং কারয়ামি ॥ ৪১-৪২

টীকা—অচিন্ত্যপ্রভাবত্বমেবাহ—পিতেতি । ন বিজ্ঞতে
প্রতিমা উপমা যস্য সোহপ্রতিমস্তথাবিধঃ প্রভাবো যস্য
তব হে অপ্রতিমপ্রভাব ! ভ্রমস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা
জনকোহসি ; অতএব পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ গুরোরপি গরীয়াশ্চ
গুরুতরঃ ; অতো লোকত্রয়েহপি তৎসম এব তাবদস্ত্রো
নাস্তি । পরমেশ্বরস্ত্যাস্ত্যভাবাৎ ততোহভ্যধিকং পুনঃ কৃতঃ
স্যাৎ । যস্মাদেবং তস্মাদিতি । তস্মাদ্বামীশং জগতঃ
স্বামিনম্ ঈড্যাং প্রসাদয়ে প্রসাদয়ামি । কথম্, কায়ং
বিহার শয্যা আসন ভোজনকালে সকলের সমক্ষে অথবা একাকী
পরিহারের জন্ত যে অনাদর করিয়াছি, তজ্জন্ত অচিন্ত্যপ্রভাবসম্পন্ন
তোমার নিকট কমা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪০-৪২

হে নিরূপম জ্যোতি ! তুমি স্বাবর-জন্ম লোকসকলের পিতা
এইজন্ত পুজনীয় ও গুরুতর । ত্রিভুবনে তোমার সমতুল্য কেহ
নাই—তোমা হইতে অধিক জ্ঞান আর কোথায় থাকিবে ? ৪৩

হে জ্যোতির্ধর ! আমি ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণমনীয়, পূজ্য,
স্ততিযোগ্য তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি । পিতা যেমন পুত্রের,
সখা যেমন সখার, বরদ যেমন প্রিয়তমার অপরাধ কমা করেন,

পিতেব পুত্রস্ত সখেষ সখ্যাঃ

প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহসি দেব সোচুম্ ॥ ৪৪

অদৃষ্টপূর্বং হ্রষিতোহস্মি দৃষ্ট্ৰা

ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং

প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-

মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন

সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬

প্রণিধায় দণ্ডবন্নিপাত্য প্রণম্য প্রকর্ষণে নত্বা, অতঃ
মমাপরাধং সোচুং ক্ষম্তমহসি । কস্য ক ইব পুত্রস্যাপরাধং
কুপয়া পিতা যথা সহতে, সখ্যামিহস্যাপরাধং সখা
নিকৃপাধিবক্ষুযথা সহতে, প্রিয়শ্চ প্রিয়ায়া অপরাধং
তৎপ্রিয়ার্থং যথা তদৎ ॥ ৪৩-৪৪

টীকা—এবং কমাপয়িত্বা—প্রার্থয়তে—অদৃষ্টেতি
দ্বাভ্যাম্ । হে দেব ! পূর্বমদৃষ্টং তব রূপং দৃষ্ট্ৰা হ্রষিতো
হস্মিহস্মি, তথা ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং প্রচলিতং,
তস্মান্মম ব্যথানিবৃত্তয়ে তদেব রূপং দর্শয় । হে দেবেশ !
হে জগন্নিবাস ! প্রসন্নো ভব ॥ ৪৫

টীকা—তদেব রূপং বিশেষয়ন্তাহ—কিরীটিনমিতি ।
কিরীটবস্ত্রং গদাবস্ত্রং চক্রহস্তঞ্চ ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি । পূর্বং
যথা দৃষ্টবানস্মি তথৈব, অতঃ হে সহস্রবাহো ! হে
বিশ্বমূর্তে ! ইদং বিশ্বরূপম্ উপসংহৃত্য তেনৈব কিরীটা-
দিয়ুক্তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব আবির্ভব । তদনেন
ত্রীকৃষ্ণমর্জুনঃ পূর্বমপি কিরীটাদি-যুক্তমেব পশুতীতি

তজ্জপ তুমি আমার অপরাধ কমা কর ॥ ৪৪

হে দেব ! যে রূপ অগ্রে কখনও দেখি নাই, তাহা দেখিয়া
আমি পুলকিত (জট) হইতেছি । জ্ঞানে আমার মন ভীত, তজ্জন্ত
আমার হৃৎকর সেই রূপ আমাকে প্রদর্শন করাও । হে দেবাধিপ !
হে বিশ্ব-নিলয় ! তুমি প্রসন্ন হও ॥ ৪৫

আমি কিরীটবিকৃষিত, হস্তে গদা ও চক্র হস্তোভিত
তোমাকে দেখিতে অভিলাষ করিতেছি । হে সহস্রবাহো
বিশ্বরূপ ! সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর ॥ ৪৬

শ্রীভগবান্নুবাচ ।

ময়া প্রসঙ্গেন তবাজুর্নেদং

রূপং পরং দর্শিতমাস্রযোগাং ।

তেজোময়ঃ বিশ্বমনস্তমাত্তং

যস্মৈ হৃদন্তেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭

ন বেদ-যজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-

র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিক্রৈঃ

এবংরূপঃ শক্য অহং নুলোকৈ

দ্রষ্টুং হৃদন্তেন কুরুশ্রবীর ॥ ৪৮

মা তে ব্যাধা মা চ বিমূঢ়ভাবো

দৃষ্ট্ৱা রূপং ঘোরমীদৃঙ মমেদম্ ।

গম্যতে । যন্তু পূর্বমুক্তং বিশ্বরূপদর্শনে “কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ পশ্যামী”তি তদ্বহুকিরীটাত্তভিপ্রায়েণ । যদ্বা এতাবস্তং কালং যং জ্ঞাং কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ স্প্রসন্নমপশ্যাম্, তমেবেদানীং তেজোরাশিঃ হুনিরীক্ষ্যং পশ্যামীত্যেব তত্র বহুবচনব্যক্তিরিত্যবিরোধঃ ॥ ৪৬

টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্ তমাশ্বাসয়ন্ শ্রীভগবান্নুবাচ—ময়েতি ত্রিভিঃ । হে অর্জুন ! কিমিতি হং বিভেষি ? যতো ময়া প্রসঙ্গেন কুপয়া তবেদং পরমুত্তমং রূপং দর্শিতম্ ; আত্মনো মম যোগাদ্ যোগমায়াসামর্থ্যাৎ । পরহমেবাহ—তেজোময়ঃ বিশ্বং বিশ্বাত্মকমনস্তমাত্তঞ্চ যন্মম রূপং হৃদন্তেন হৃদশাস্ত্রজ্ঞানদন্তেন ন পূর্বং দৃষ্টং তৎ ॥ ৪৭

টীকা—এতদর্শনমতিদুর্লভং লব্ধ্ৱা হং কৃতার্থোহ-সীত্যাহ—ন বেদেতি । বেদাধ্যয়নব্যতিরেকেণ যজ্ঞা-ধ্যয়নস্তাভাবাৎ, যজ্ঞশব্দেন যজ্ঞবিজ্ঞাঃ কল্পসূত্রাত্মা লক্ষ্যতে । বেদানাং যজ্ঞবিদ্যানাঞ্চাধ্যয়নৈরিত্যর্থঃ । ন চ দানৈঃ, ন চ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিভিঃ, ন চোষ্ট্রেস্তপো-

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমি প্রসঙ্গ হইয়া যোগমায়াবলে তোমার নিকটে এই জ্যোতির্ময় সীমান্ত্র প্রথম অত্যুত্তম বিশ্বরূপ দেখাইলাম । তুমি ভিন্ন অন্য কেহ আর এ রূপ দর্শন করে নাই ॥ ৪৭

হে সুকলসম ! বেদপাঠ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ও কঠোর তপস্তার দ্বারা ও তুমি ব্যতীত মনুষ্যলোকে কেহ আমাকে দেখিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪৮

ব্যপেতভীঃ শ্রীতমনাঃ পুনঃ

তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

সঙ্গয় উবাচ ।

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্ৱা

স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং

ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপূর্মহাত্মা ॥ ৫০

অর্জুন উবাচ ।

দৃষ্টেদং মামুখং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন ।

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

ভিশ্চাত্মায়ণাদিভিরেবংরূপোহহং হৃদোহন্তেন মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ । অপি তু হমেব কেবলং মৎপ্রসাদেন দৃষ্ট্ৱা কৃতার্থোহসি ॥ ৪৮

টীকা—এবমপি চেত্তবেদং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্ৱা ব্যাধা ভবতি, তহি তদেব রূপং দর্শয়ামীত্যাহ—মা তে ইতি । ঈদৃক্ ঈদৃশং ঘোরং মদীয়ং রূপং দৃষ্ট্ৱা তে ব্যাধা মাস্ত, বিমূঢ়ঞ্চ মাস্ত । বিগতভয়ঃ শ্রীতমনাশ্চ সন্ পুনঃ তদেবেদং মম রূপং প্রকর্ষণেণ পশ্য ॥ ৪৯

টীকা—এবমুক্ত্ৱা প্রাক্তনমেব রূপং দর্শিতবানিতি সঙ্গয় উবাচ—ইতীতি । শ্রীবাসুদেবোহর্জুনমেবমুক্ত্ৱা যথা পূর্বমাসীদ্বৈথৈব কিরীটগদাদিযুক্তং চতুর্ভূজং স্বীয়ং রূপং পুনর্দর্শয়ামাস । এনমর্জুনং ভীতমেব প্রসন্নবপুর্ভূত্বা পুনরপ্যাশ্বাসিতবান্ । মহাত্মা বিশ্বরূপঃ কৃপালুরিতি বা ॥ ৫০

টীকা—ততো নির্ভয়ঃ সঙ্গর্জুন উবাচ—দৃষ্টেদমিতি ।

এবমিধ ভীষণ উগ্র আমার এই রূপ দর্শনে তোমার গীড়া ও বিমূঢ়তাব দূর হউক । তুমি সঙ্কটচিত্তে আমার চতুর্ভূজরূপ অবলোকন কর ॥ ৪৯

সঙ্গয় বলিলেন,—বাসুদেব অর্জুনকে এই কথা বলিয়া আপনার চতুর্ভূজ রূপ দর্শন করাইলেন । অনন্তর বাসুদেব শাস্তমূর্তি হইয়া পুনর্বার অর্জুনকে প্রবোধিত করিলেন ॥ ৫০

অর্জুন বলিলেন,—হে জনার্দন ! তোমার এই সদাপ্রসন্ন

শ্রীভগবানুবাচ ।

সুহৃদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম ।

দেবা অপ্যস্ম্য রূপস্ম্য নিত্যং দর্শনকান্ডংক্ষিণঃ ॥৫২

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩

ভক্ত্যা স্বনশ্চয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরস্তপ ॥ ৫৪

সচেতাঃ প্রসন্নচিত্ত ইদানীং সংব্রুতো জ্ঞাতোহস্মি ; প্রকৃতিং
স্বাস্ত্র্যঞ্চ প্রাপ্তোহস্মি । শেষং স্পষ্টম্ ॥ ৫১

টীকা — স্বকৃতস্তানুগ্রহস্থতীত্বলভং দর্শয়ন
শ্রীভগবানুবাচ—সুহৃদর্শমিতি । যন্মম বিশ্বরূপং দৃষ্টবানসি
ইদং সুহৃদর্শমত্যন্তং দ্রষ্টুমশক্যম্ । অতো দেবা অপ্যস্ম্য
রূপস্ম্য নিত্যং সর্বদা দর্শনমিচ্ছন্তি কেবলং ন পুনরিদং
পশ্যন্তি ॥ ৫২

টীকা—তত্র হেতুমাহ—নাহমিতি । স্পষ্টার্থঃ ॥ ৫৩

টীকা—তর্হি কেনোপায়েন দ্রষ্টুং শক্য ইতি তত্রাহ
ভক্ত্যা হিতি । অনশ্চয়া মদেকনিষ্ঠয়া ভক্ত্যা তু এবম্ভূতো
বিশ্বরূপোহহং, তত্ত্বেন পরমার্থতো জ্ঞাতুং শক্যঃ, শাস্ত্রতো

মাহুরূপ দর্শন করিয়া অধুনা আমি সুহৃদচিত্ত ও স্বাভাবিক অবস্থা
প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৫১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমার এই অত্যন্ত দুর্নিরীক্ষা যে রূপ
তুমি দেখিলে, দেবগণও নিত্য এই রূপ দর্শন করিবার অভিলাষ
করেন ॥ ৫২

তুমি যে রূপ দর্শন করিলে এ রূপ কেহ বেদপাঠ, তপস্যা,
দান, যজ্ঞ প্রভৃতির দ্বারা দেখিতে সমর্থ হয় না ॥ ৫৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্বাস্তগত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে
ব্রহ্মবিজ্ঞাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

মৎকর্ম্মকৃৎপরমো মন্তুস্তঃ সজবজ্জিতঃ ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু

ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

বিশ্বরূপদর্শনযোগো নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥

ভীষ্মপর্বনি তু পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

দ্রষ্টুং, প্রত্যক্ষতঃ প্রবেষ্টুঞ্চ তাদাত্ম্যেন শক্যো নান্যৈ-
রূপায়ৈঃ ॥ ৫৪

টীকা—অতঃ সর্বশাস্ত্রার্থসারং পরমং রহস্যং শৃণ্বিত্যাহ
—মৎকর্ম্মকৃদিতি । মদর্থং কর্ম্ম করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ,
অহমেব পরমঃ পুরুষার্থো যস্য সং, মমৈব ভক্তো মামে-
বাশ্রিতঃ, পুত্রাদিষু সজবজ্জিতঃ, নির্বৈরশ্চ সর্বভূতেষু,
এবম্ভূতো যঃ স মাং প্রাপ্নোতি নান্য ইতি ॥ ৫৫

দেবৈরপি সুহৃদর্শং তপোযজ্ঞাদিকোটিভিঃ ।

ভক্তায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াম্
বিশ্বরূপদর্শনং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১

হে পরস্তপ অর্জুন ! আমাতে একনিষ্ঠা ভক্তির দ্বারা এই
রূপ পরমার্থতঃ অবগত হইতে, দেখিতে এবং প্রবেশ করিতে
সমর্থ হয় ॥ ৫৪

হে পাণ্ডব ! যিনি আমার জন্ত কর্ম্ম করেন, আমাতে অত্যন্ত
আসক্তচিত্ত, আমার ভক্ত, পুত্রকলত্রাদি বিষয়সঙ্গ-বিরহিত,
সকলভূতে বৈরতাবজ্জিত, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৫৫

ষট্টিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং দ্বাদশোহধ্যায়ঃ)

[সাকার-নিরাকারোপাসকানাং শ্রেষ্ঠত্বনির্ণয়ঃ, ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়স্ত, ভগবৎপ্রাপ্তপুরুষলক্ষণানাঞ্চ বর্ণনম্ ।]

অৰ্জুন উবাচ ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্তাং পশ্যুপাসতে ।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিস্তমঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

অক্ষয়া পরয়োপেতাশ্চে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২

টীকা—নিষ্ঠাগোপাসনশ্চেৎ সন্তোগোপাসনস্য চ ।

শ্রেয়ঃ কতরদিত্যেতন্নির্ণেতুং দ্বাদশোদ্যমঃ ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে “মৎকৰ্ম্মকৃৎপৰমো মন্তুজঃ” ইত্যেবং ভক্তি-
নিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্, ‘কৌন্তেয়! অতিজানীহি’ ইত্যাদিনা
চ তত্র তস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বং নির্ণীতম্, তথা “তেষাং জ্ঞানী
নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে” ইত্যাদিনা, “সৰ্বং জ্ঞান-
প্ৰবেনৈব ব্জিনং সন্তুরিষাসি” ইত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠস্য
শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্ । এবমুভয়োঃ জ্ঞৈষ্ঠ্যেহপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া
ভগবন্তুং প্রতি অৰ্জুন উবাচ—এবমিতি । এবং সৰ্ব-
কৰ্ম্মপাৰ্গাদিনা সততং যুক্তান্তৰ্গতাঃ সন্তো যে ভক্তাস্তাং
বিশ্বরূপং সৰ্বজ্ঞং সৰ্ববশক্তিং পশ্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি । যে
চাপ্যক্ষরং ব্রহ্মাব্যক্তং নিৰ্বিশেষমুপাসতে, তেষামুভয়োৰাং
মধ্যে কেহতিশয়েন যোগবিদোহতিশ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ ॥ ১

টীকা—তত্র প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যন্তরং শ্রীভগবানুবাচ
—ময়ীতি । ময়ি পরমেশ্বরে সৰ্বজ্ঞত্বাদিশুণবিশিষ্টে

দ্বাদশ অধ্যায় ।

[সাকার-উপাসক ও নিরাকার উপাসকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়
এবং ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় ও ভগবৎপ্রাপ্ত পুরুষগণের লক্ষণবর্ণন ।]

অৰ্জুন বলিলেন,—এইরূপ নিরন্তর তোমাতে আসক্ত হইয়া
যে ভক্তগণ তোমাকে সৰ্বতোভাবে আরাধনা করেন, আর
ঐহারা নিৰ্বিশেষ অক্ষর ব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের
মধ্যে কাহারো অতিশয় প্রধান ? ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমাতে মন আবিষ্ট করত নিত্য
অহরন্ত হইয়া পরম প্রীতানন্দ ঐহারা আমাকে সেবা করেন,
তাঁহারা ই যুক্ততম (শ্রেষ্ঠতম) এই আমার অভিমত ॥ ২

যে অক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পশ্যুপাসতে ।

সৰ্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সৰ্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সৰ্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

ক্ৰেশোহধিকতরন্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতির্হুঃখং দেহবন্তিরবাপ্যতে ॥ ৫

মন আবেশ্য একাগ্রং কৃত্বা নিত্যযুক্তা মদর্থকৰ্ম্মানুষ্ঠানাদিনা
মগ্নিষ্ঠাঃ সন্তঃ শ্রেষ্ঠয়া অক্ষয়া যুক্তা যে মামারাধয়ন্তি, তে
যুক্ততমা মমাভিমতাঃ ॥ ২

টীকা—তহীতরে কিং ন শ্রেষ্ঠা ইত্যত আহ—যে
দ্বিতি দ্বাভ্যাম্ । যে অক্ষরং পশ্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি, তেহপি
মামেব প্রাপ্নুবন্তীতি দ্বয়োবয়ম্ । অক্ষয়স্ত লক্ষণমাহ
অনির্দেশ্যমিত্যাदि । অনির্দেশ্যশব্দেন নির্দেষ্টমশক্যং
যতোহব্যক্তং রূপাদিহীনং, সৰ্বত্রগং সৰ্বব্যাপি অব্যক্ত-
ত্বাদেবাচিন্ত্যং কূটস্থং কূটে মায়াপ্রপঞ্চে স্থিতমধিষ্ঠানশ্চে-
নাবস্থিতম্ অচলং স্পন্দনরহিতম্ অতএব ধ্রুবং নিত্যং
বুদ্ধাদিরহিতম্ । স্পষ্টমন্তঃ ॥ ৩-৪

টীকা—নহু চ তেহপি চেৎ স্বামেব প্রাপ্নুবন্তি
তহীতরেবাং যুক্ততমত্বং কুত ইত্যপেক্ষায়াঃ ক্ৰেশাক্ৰেশ-
কৃতং বিশেষমাহ — ক্ৰেশ ইতি ত্রিভিঃ । অব্যক্তে
নিবিশেষেহক্ষরে আসক্তং চেতো যেবাং তেষাং ক্ৰেশো-

এবং সৰ্বত্র সমবুদ্ধি, সকল স্থানে, সকল দিকে, সকল বিষয়ে
একমাত্র আমি আছি, ‘বাহুদেব সমস্ত’ এইরূপ সমান বুদ্ধিসম্পন্ন,
ঐহারা ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া অবর্ণনীয়, রূপাদি বিরহিত,
সৰ্বব্যাপী, অভাবনীয় অধিষ্ঠানরূপে মায়াপ্রপঞ্চে স্থিত, স্পন্দন—
পরিশূন্ত, ধ্রুব, নিত্য বুদ্ধাদি রহিত, অক্ষরকে ধ্যান করেন—
সৰ্বভূত কল্যাণকামী তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৩-৪

সেই নিষ্ঠাৰত্রে আসক্তচিত্তগণের নিরতিশয় পীড়া ও দুঃখ
হয়, যেহেতু দেহাভিমানিগণের অব্যক্তনিষ্ঠা কষ্টের সহিতই লাভ
হয় ॥ ৫

যে তু সৰ্বাণি কৰ্মাণি ময়ি সংশ্ৰুত্ব মংপরাঃ ।
 অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬
 তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা যত্নাসংসারসাগরাং ।
 ভবামি নচিরাং পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭
 ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
 নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

ইদিকতরঃ, হি যস্মাদব্যক্তবিষয়া গতির্নিষ্ঠা দেহাভিমানিভি-
 ছঃখং যথা ভবতি .এবমবাপ্যতে । দেহাভিমানিনাং
 নিত্যং প্রত্যক্ষপ্রবণত্বাৎ চূৰ্ঘটনাদিতি ভাবঃ । ৫ মন্ত্তনানাস্ত
 মংপ্রসাদাদন্যাসেনৈব সিদ্ধির্ভবতীত্যাহ — যে স্থিতি
 দ্বাভ্যাম্ । যে ময়ি পরমেশ্বরে সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি সংশ্ৰুত্ব
 সমর্প্য মংপরা ভূত্বা মাং ধ্যায়ন্তঃ অনন্তেন ন বিচ্ছতেহন্তো
 ভক্তনীর্যো যস্মিন্স্থেনৈবৈকান্তভক্তিযোগেনোপাসত
 ইত্যর্থঃ । ৬ তেষামিতি এবং ময্যাবেশিতং চেতো যৈস্তেষাং
 যত্নাযুক্তাং সংসারসাগরাদহং সমাগচ্ছত্বা অচিরেণৈব
 ভবামি ॥ ৭

টীকা—যস্মাদেবং তস্মান্ময্যেবেতি । ময্যেব সঙ্কল্প-
 বিকল্পাত্মকং মন আধৎস্ব স্থিরীকুরু ; বুদ্ধিমপি ব্যবসায়-
 আত্মিকং ময্যেব নিবেশয় । এবং কুর্ব্বন্ মংপ্রসাদেন
 লব্ধজ্ঞানঃ সন্ অত উদ্ধং দেহান্তে মরণান্তরং ময্যেব
 নিবসিষ্যসি নিবৎস্বসি মদান্ননা বাসং করিষ্যসি ; নাত্র
 সংশয়ঃ । তথাচ শ্রুতিঃ ;—“দেহান্তে দেবস্তারকং পরং
 ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে” ইতি ॥ ৮

টীকা—অত্রাশঙ্কং প্রতি সুগমোপায়মাহ—অথেতি ।

আর ধাঁহারা আমাতে লৌকিক বৈদিক নিখিলকৰ্ম্ম সমর্পণ-
 পূর্ব্বক মংপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিযোগের সহিত আমাকে
 ধ্যানপূর্ব্বক সেবা করেন, হে পার্থ! আমাতে আবিষ্টচিত্ত
 তাঁহাদের যত্নাযুক্ত সংসার-সাগর হইতে অতিগম্য সমাগ্রপে
 উদ্ধার করি ॥ ৬-৭

অতএব আমাতেই সংকল্প বিকল্পাত্মক মন স্থির কর, আমাতে
 ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি নিবেশ কর, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতেই
 নিবাস করিবে ॥ ৮

হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে চিত্ত স্থিরভাবে সমাধান করিতে

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।
 অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপুং ধনঞ্জয় ॥ ৯
 অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মংকর্ম্মপরমো ভব ।
 মদর্থমপি কৰ্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্যসি ॥ ১০
 অথৈতদপ্যশঙ্কোহসি কত্বং মদযোগমাক্রিভঃ ।
 সর্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যত্নান্ববান্ ॥ ১১

স্থিরং যথা ভবত্যেবং ময়ি চিত্তং ধারয়িতুং যদি শক্তো ন
 ভবসি, তর্হি বিক্ষিপ্তং চিত্তং পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদমু-
 শ্ররণলক্ষণো যোহভ্যাসযোগন্তেন মাং প্রাপ্তুমিচ্ছ প্রযত্নং
 কুরু ॥ ৯

টীকা—যদি পুনর্নৈবং তত্রাহ—অভ্যাস ইতি । যদি
 পুনরভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি, তর্হি মংপ্রীত্যর্থানি যানি কৰ্ম্মাণি
 একাদশ্যপবাসব্রতপূজাপরিচর্য্যানামসংকীর্ণনাদীনি তদমু-
 ষ্ঠানমেব পরমং যন্ত তাদৃশো ভব, এবমুতানি কৰ্ম্মাণ্যপি
 মদর্থং কুর্ব্বন্ মোক্ষং প্রাপ্যসি ॥ ১০

টীকা — অত্যন্তং ভগবদ্ব্যপরিনিষ্ঠায়ামপাশঙ্কস্ত
 পক্ষান্তরমাহ—অথেতি । যথৈতদপি কত্বং ন শক্নোষি,
 তর্হি মদযোগং মদেকশরণত্বমাক্রিভঃ সন্ সর্ব্বেষাং দৃষ্টা-
 দৃষ্টার্থানামাবশ্যকানাঞ্চাগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্মণাং ফলানি নিয়ত-
 চিন্তো ভূত্বা পরিত্যজ । এতচ্ছক্তং ভবতি, ময়া তাবদী-
 শ্বরাজ্ঞয়া যথাশক্তি কৰ্ম্মাণি কৰ্ত্তব্যানি । ফলং তাবৎ
 পুনর্দৃষ্টমদৃষ্টং বা পরমেশ্বরাধীনমিত্যেবং ময়ি ভারমারোপ্য
 ফলাসক্তিং পরিত্যজ্য বর্ত্তমানো যদি তর্হি মংপ্রসাদেন
 কৃতার্থো ভবিষ্যসীতি তাত্পর্য্যম্ ॥ ১১

না পার, তাহা হইলে নাম জপ, নামকীর্ণনের অভ্যাসের দ্বারা
 আমাকে লাভ করিতে প্রযত্ন কর ॥ ৯

যদি ইহাতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমার প্রীতির জন্য
 ব্রত দান তপস্বী কর! আমার প্রীতিপ্রদ একাদশীর উপবাস,
 ব্রত, পূজা, পরিচর্যা সেবা নামকীর্ণনাদি কৰ্ম্ম সকল একান্তভাবে
 করিতে থাক—ইহার দ্বারাও মুক্তিলাভ করিবে ॥ ১০

যদি ইহাও না করিতে পার, তাহা হইলে আমার শরণ-
 আশ্রয়পূর্ব্বক সংযতচিত্ত হইয়া দৃষ্টাদৃষ্ট অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কৰ্ম্মের
 ফল পরিত্যাগ কর ॥ ১১

জ্ঞেয়ো হি জ্ঞানমভ্যালাজ্জ্ঞানাদ্ধানং বিশিষ্যতে ।

ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২

অদ্বৈষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখশুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

ময্যাপিতমনোবুদ্ধির্যো মন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪

টীকা—তমিমং ফলত্যাগঃ স্তৌতি—শ্রেয় ইতি ।

সম্যগ্জ্ঞানরহিতাদভ্যাসাদৃষ্টিসহিতোপদেশপূর্বকং জ্ঞানং
শ্রেষ্ঠং, তস্মাদপি তৎপূর্বকং ধ্যানং বিশিষ্টং ভবতি । “ততস্ত
তং পশ্যতি নিফলং ধ্যায়মানঃ” ইতি শ্রুতেঃ । তস্মাদপ্যুক্ত-
লক্ষণঃ কর্মফলত্যাগঃ শ্রেষ্ঠঃ, তস্মাদেবভূতাৎ কর্মফলত্যা-
গাৎ কর্মশু কৃতফলেষ্ চাসক্তিনিবৃত্ত্যা মৎপ্রসাদেন
সমনস্তরমেব সংসারশাস্তির্ভবতি ॥ ১২

টীকা—এবভূতশ্চ ভক্তস্য কিপ্রমেব পরমেশ্বর-
প্রসাদহেতুন্ ধর্ম্মানাহ—অদ্বৈষ্ট্যেষ্টিভিঃ । সর্বভূতানাং
যথাযথমদ্বৈষ্টা মৈত্রঃ করুণশ্চ,—উভয়েষু দ্বৈষশূন্যঃ সমেষ্
মিত্রতয়া বর্ততে ইতি মৈত্রঃ, হীনেষু কৃপালুরিতার্থঃ ।
নির্মমো নিরহঙ্কারশ্চ কৃপালুর্বাদেবাত্মৈঃ সহ সমে শূখ-
দুঃখে যস্য সঃ, ক্ষমী ক্ষমালীলঃ । সন্তুষ্ট ইতি । সততঃ
লাভেহলাভে চ সন্তুষ্টঃ সুপ্রসন্নচিত্তঃ যোগী অপ্রমত্তঃ
যতাত্মা সংযতস্বভাবঃ দৃঢ়ো মদ্বিষয়ে নিশ্চয়ে যশ্চ,
ময্যাপিতে মনো-বুদ্ধী যেন এবভূতো যো মন্তুক্তঃ, স মে
প্রিয়ঃ ॥ ১৩-১৪

সম্যগ্জ্ঞান রহিত অভ্যাস অপেক্ষা যুক্তিসহিত উপদেশপূর্বক
জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান অপেক্ষা কর্মফল ত্যাগ
প্রধান, ত্যাগের পরেই শাস্তি হইয়া থাকে ॥ ১২

সর্বভূতে উত্তমেষু ধর্ম্মশূন্য, সমানগণের সহিত মিত্রতা, হীনে
কৃপালু, ‘আমার আমার’ এ মমতা রহিত, অহঙ্কার (আমি কর্তা
এই অভিমান) বর্জিত, দুঃখদুঃখে সমান ক্ষমালীল, সতত লাভ
অলাভে সুপ্রসন্নমনা, বোগপরায়ণ, সংযতচিত্ত, আমার বিষয়ে বার
দৃঢ়নিশ্চয় অর্থাৎ ভগবদ্ আরাধনার দ্বারা আমি নিশ্চয়ই সংসার-
লম্ব্য পার হইয়া পরমানন্দ লাভ করিব এরূপ নিশ্চয়বিশিষ্ট,
আমাতে অধিক মনবুদ্ধি যে ভক্ত, তিনি আমার প্রিয় । (অর্থাৎ
সংকল্প-বিকল্পাদ্বয় মনের দ্বারা আমার লীলাচিন্তাকারী এবং
নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধির দ্বারা ধ্যানপরায়ণ) ॥ ১৩-১৪

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকে লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।

হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।

সর্বান্নন্তপরিত্যাগী যো মন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬

যো ন হ্রস্বতি ন দ্বৈষ্টি ন শোচতি ন কাজ্জকতি ।

শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

টীকা—কিঞ্চ যস্মাদিতি । যস্মাৎ সকাশাৎ লোকে

জনঃ নোদ্বিজতে ভয়শঙ্কয়া সংকোভং ন প্রাপ্নোতি, যশ্চ
লোকাৎ নোদ্বিজতে যশ্চ স্বাভাবিকৈর্হর্ষাদিভির্মুক্তঃ, তত্র
হর্ষঃ শ্বশ্ব ইষ্টার্থলাভে উৎসাহঃ, অমর্ষঃ পরশ্চ লোভে
অসহনঃ, ভয়ং ভ্রাসঃ, উদ্বৈগো ভয়াদিনিমিত্তচিত্তকোভঃ,
এতৈর্বিমুক্তো যো মন্তুক্তঃ, স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

টীকা—কিঞ্চ অনপেক্ষ ইতি । অনপেক্ষো যদৃচ্ছয়ো-
পস্থিতেহপ্যর্থ নিঃস্পৃহঃ, শুচির্বাছ্যভাস্তরশৌচসম্পন্নঃ,
দক্ষোহনলসঃ, উদাসীনঃ পক্ষপাতরহিতঃ, গতব্যথঃ আধি-
শূন্যঃ সর্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থান্ আরম্ভান্নন্তমান্ পরিত্যক্তুং শীলং
যশ্চ সঃ এবভূতঃ সন্ যো মন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬

টীকা—কিঞ্চ য ইতি । প্রিয়ং প্রাপ্য যো ন হ্রস্বতি,
অপ্রিয়ং প্রাপ্য যো ন দ্বৈষ্টি, ইষ্টার্থনাশে সতি যো ন
শোচতি, অপ্রাপ্তমর্থঃ যো ন কাজ্জকতি, শুভাশুভে পুণ্য-
পাপে পরিত্যক্তুং শীলং যশ্চ সঃ, এবভূতো ভূত্বা যো
মন্তুক্তিমান্, স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

যাহা হইলে লোক উৎকণ্ঠিত হয় না, যিনি লোক কর্তৃক ভীত
হন না এবং যিনি উল্লাস, বিবেষ, ভ্রাস ও উৎকণ্ঠা মুক্ত, তিনি
আমার প্রিয় ॥ ১৫

যিনি নিঃস্পৃহ, বাহ্যভাস্তর শৌচসম্পন্ন, অনলস, পক্ষপাত-
বিরহিত, আধিশূন্য, দৃষ্ট অদৃষ্ট সমস্ত উত্তমপরিত্যাগী (সংসার
বিষয়ে; ভগবৎসেবা-লোককল্যাণাদিতে নয়) যিনি আমার ভক্ত
তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৬

যিনি প্রিয় প্রাপ্ত হইয়া ক্ষেপ হন না, অপ্রিয় প্রাপ্ত হইলেও ঘেব
করেন না, ইষ্টার্থ নাশেও শোক করেন না, অপ্রাপ্ত অর্থ আকাঙ্ক্ষা
করেন না, পুণ্য পাপ পরিত্যাগপরায়ণ—এরূপ হইয়া যিনি
আমাতে ভক্তিমান্, তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
 শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবৰ্জিতঃ ॥ ১৮
 তুল্যানিন্দাস্তুতিমৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।
 অনিকেতঃ স্থিরমতিৰ্ত্তক্ৰিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ১৯
 যে তু ধৰ্মায়তমিদং যথোক্তং পৰ্য্যাপাসতে ।
 অন্ধধানা মৎপরমা ভক্তান্তেষ্টীব মে প্রিয়াঃ ২০

টীকা—কিঞ্চ সম ইতি । শত্রৌ চ মিত্রে চ সম একরূপঃ
 মানাপমানযোরপি তথা সম এব হর্ষবিষাদশূন্য ইত্যর্থঃ,
 শীতোষ্ণয়োঃ সুখ-দুঃখয়োশ্চ সমঃ সঙ্গবিবৰ্জিতঃ কচিদপ্য-
 নাসক্তঃ । কিঞ্চ তুল্যা নিন্দা স্তুতিশ্চ যন্তু সঃ । মৌনী
 সংযতবাক্, যেন কেনচিৎ যথালঙ্কেন সন্তুষ্টঃ অনিকেতো
 নিয়তবাসশূন্যঃ, স্থিরমতিঃ ব্যবস্থিতচিন্তঃ, এবমুভ্যো
 মন্তক্ৰিমান্ যঃ, স নরো মম প্রিয়ঃ ॥ ১৮-১৯

টীকা—উক্তং ধর্মজাতং সফলমুপসংহরতি যে স্বিতি ।

মান সত্ত্বম কিছুতেই চিত্ত আসক্ত নয়, স্তুতি নিন্দায় সমান
 ভাবগ্রহণকারী, মৌনব্রতী, যথালক্ষেণে সন্তুষ্ট, নির্দিষ্ট বাসস্থান-
 শূন্য, আমাতে উত্তমরূপে নিবিষ্টচিত্ত ভক্তিমান্ মানব আমার
 প্রিয় ॥ ১৮-১৯

ইতি ভীষ্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী-সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্বাস্তগত ভীষ্মগদ্যবদগীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ক
 যোগশাস্ত্রে ভক্তিযোগনামক দ্বাদশ অধ্যায় ॥
 মহাভারতে ভীষ্মপর্বো যটত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

(ভীষ্মগদ্যবদগীতায়াং ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ)

[জ্ঞানসহিতক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ কথনম্, প্রকৃতি-পুরুষয়োশ্চ নিরূপণম্ ।]

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যাভিধীয়তে ।

টীকা—“ভক্তানাংমহমুদ্বর্ত্তা সংসারাদিত্যাদি যৎ ।

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ তৎসিদ্ধৌ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্ঘ্যতে ॥

“তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা যত্নসংসারসাগরাৎ । ভবামি নচিরাৎ
 পার্থঃ” ইতি পূর্বং প্রতিজ্ঞাতং ; ন চাত্মজ্ঞানং বিনা
 সংসারোদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতি-
 পুরুষবিবেকাদ্যায় আরম্ভ্যতে ; তত্র যৎ সপ্তমাধ্যায়ে

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[জ্ঞানের সহিত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় কথন এবং প্রকৃতি
 ও পুরুষের নিরূপণ ।]

ইতি ভীষ্মহাভারতে শতসাহস্রী-সংহিতায়াং বৈয়াক্ষিক্যাং
 ভীষ্মপর্বনি ভীষ্মগদ্যবদগীতাপর্বনি ভীষ্মগদ্যবদগীতানুপনিষৎসু

ব্রহ্মবিজ্ঞান্যং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥

ভীষ্মপর্বনি তু যটত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

যথোক্তমুক্তপ্রকারং ধর্মমেবায়তম্ অমৃতত্বসাধনম্, ধর্ম্যা-
 য়তমিতি কেচিৎ পঠন্তি । যে তদুপাসতে অমুতিষ্ঠন্তি,
 অন্ধাং কুবর্বন্তো মৎপরমাশ্চ সন্তো মন্তক্ৰান্তেষ্টীব মে
 প্রিয়া ভবন্তি ইতি ॥ ২০

দুঃখমব্যাক্তবৈত্ৰৈতদ্বদ্বিষ্মমতো বৃধঃ ।

সুখং কৃষ্ণপদান্তোজ্জ্বলভক্তিসংপথমাশ্রয়েৎ ॥

ইতি ভীষ্মগদ্যবদগীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং

ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২

যাহারা পুরুষের এই ধর্মায়ত প্রবণপটে পান করেন,
 প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, আমাতে অত্যন্ত আসক্ত সেই ভক্তগণ আমার অত্যন্ত
 প্রিয় ॥ ২০

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাক্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১

অপর্যাপ্ত পরা চেতি প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং তয়োর্ববিবেকাজীব-
 ভাবমাপন্নস্ত চিদংশস্তায়ং সংসারঃ, যাভ্যাঞ্চ জীবোপ-
 ভোগার্থমীশ্বরস্ত সৃষ্টাদিদ্ প্রবৃত্তিস্তদেব প্রকৃতিদ্বয়ং ক্ষেত্র-
 ক্ষেত্রজ্ঞশব্দবাচ্যং পরস্পরবিবিক্তং তদ্বতো নিরূপয়িত্বান্
 শ্রীভগবানুবাচ — ইদমিতি । ইদং ভোগায়তনশরীরং
 ক্ষেত্রমিত্যাভিধীয়তে সংসারস্ত প্রয়োহভূমিখ্যং, এতদ্ যো

অর্জুন বলিলেন—হে কেশব ! প্রকৃতি পুরুষ এবং ক্ষেত্র
 ক্ষেত্রজ্ঞ ও জ্ঞান জ্ঞেয় কি ? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১

ক্ষেত্রজং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজয়োজ্ঞানং যৎ তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ২

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ ।

স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩

বেত্তি অহং মমেতি মন্ততে, তৎ ক্ষেত্রজং প্রাঃ, কৃষীবল-
বস্তৃৎকলভোক্তৃৎ; তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রয়োর্বিবেকজ্ঞাঃ ॥ ১

টীকা—তদেবং সংসারিণঃ স্বরূপমুক্তিমিদানীং তত্শ্রব-
পারমার্থিকসংসারিস্বরূপমাহ—ক্ষেত্রজমিতি। তৎ, কঃ তৎ
সংসারিণং জীবং বস্তৃতঃ সর্বক্ষেত্রেষুগতং মামেব বিদ্ধি
“তত্ত্বমসি” ইতি ঋতুপলক্ষিতেন চিদংশেন মদ্রূপশ্রোক্ত-
ত্বাৎ । আদরার্থমেতজ্জ্ঞানং স্তোতি—ক্ষেত্রক্ষেত্রয়ো-
র্যদৈলক্ষণ্যেন জ্ঞানং তদেব মোক্ষহেতুত্বাৎ জ্ঞানমিতি
মম মতম্ ; অশ্রুত্বাৎ বৃথা পাণ্ডিত্যং বন্ধনহেতুত্বাদিত্যর্থঃ ।
তত্শ্রুতং,—তৎ কৰ্ম যন্ন বন্ধায় সা বিজ্ঞা যা চ মুক্তয়ে ।
আয়াসায়াপরং কৰ্ম বিজ্ঞান্য শিরসীনপুণ্যম্ । ইতি ॥ ২

টীকা—অত্র যত্বেপি চতুর্বিংশতিভেদভিন্না প্রকৃতিঃ
ক্ষেত্রমিত্যভিপ্রোক্তং, তথাপি দেহরূপেণৈব পরিণতায়ামেব
তশ্চামহংভাবেন অবিবেকঃ স্ফুট ইতি তদ্বিবেকার্থম্ “ইদং
শরীরং ক্ষেত্রজম্” ইত্যুক্তম্ ; তদেব প্রপঞ্চয়িত্বান্ প্রতি-
জানীতে—তদ্বিতি । যত্শ্রুতং ময়া ক্ষেত্রং তৎ ক্ষেত্রং
স্বরূপতো জড়ং দৃশ্যাদিস্বভাবং, যাদৃক্ যাদৃশং চেছাদি-
ধর্মকং, যদ্বিকারি যৈরিল্লিয়াদিবিকারৈরযুক্তং, যতশ্চ
প্রকৃতিপুরুষসংযোগাস্তবতি, যদিতি যৈঃ প্রকারৈঃ স্বাবর-
জজন্মাদিভেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ, স চ ক্ষেত্রজো যঃ স্বরূপতঃ
যৎপ্রভাবঞ্চ অচিষ্টোপস্থায়ীযোগেন যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নস্তৎ
সর্বং সজ্ঞরূপতো মন্তঃ শৃণু ॥ ৩

টীকা—কৈঃ বিস্তরেণোক্তশ্চাং সংক্ষেপ ইত্যপেক্ষা-
য়ামাহ—অবিভিরিতি । অবিভির্বিষ্ঠাদিভির্যোগশাস্ত্রেষু

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে কোত্তেয় ! এই শরীর ক্ষেত্র বলিয়া
কথিত হইয়া থাকে—ইহা যিনি অবগত আছেন, তাঁহাকে
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজবিশেষিগণ ক্ষেত্রজ বলেন ॥ ২

হে ভারত ! নিম্নলি ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ জানিবে ।
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের যে জ্ঞান, তাহা আমার সম্বন্ধ ॥ ৩

সেই ক্ষেত্র স্বরূপতঃ জড় দৃশ্যাদিস্বভাব, যাদৃশ ইচ্ছাদি ধর্মক,

অবিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪

মহাত্মাত্মহকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।

ইল্লিয়াগি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেল্লিয়গোচরাঃ ॥ ৫

ধ্যানধারণাদিবিষয়ভেদে বৈরাজাদিরূপেণ বহুধা গীতং
নিরূপিতম্ । বিবিধৈর্বিচিত্রৈর্নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যকর্মাদি-
বিষয়েছন্দোভির্বেদৈর্নানাপুঙ্জনীয়দেবতারূপেণ গীতং, ব্রহ্মণঃ
সূত্রেঃ পদৈশ্চ ব্রহ্ম সূত্রেতে সূচ্যতে এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রাগি
“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদীনি তটস্থ-
লক্ষণপরাগি উপনিষদাক্যানি তথা ব্রহ্ম পত্নতে গম্যতে
সাক্ষাৎ জায়তে এভিরিতি পদানি স্বরূপলক্ষণপরাগি
“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদীনি তৈশ্চ বহুধা গীতম্ ।
কিঞ্চ হেতুমন্তিঃ “সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ, কথমসতঃ
সজ্জায়তে” ইতি । “তথা কো হেবাশ্রাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্রাৎ এষ হেবানন্দয়তি”
ইত্যাদিযুক্তিমন্তিঃ । অশ্রাৎ অপানচেষ্টাং কঃ কুর্ধ্যাৎ,
প্রাণ্যাৎ প্রাণব্যাপারং বা কঃ কুর্ধ্যাদিতি ইতিপদয়োর্থঃ ।
বিনিশ্চিতৈরুপক্রমেপসংহারৈরেকবাক্যতয়া অসন্দ্বিগ্ধার্থ-
প্রতিপাদকৈরিভ্যর্থঃ । তদেবমেতৈবিস্তরেণোক্তং দুঃসং-
গ্রহং সংক্ষেপতস্ত্বভ্যাং কথয়িষ্যামি তৎ শৃণুত্বার্থঃ । যদ্বা
“অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” ইত্যাদীনি ব্রহ্মসূত্রাগি গৃহ্যন্তে ;
তাশ্চৈব ব্রহ্ম পত্নতে নিশ্চীয়েতে এভিরিতি পদানি
তৈর্হেতুমন্তিঃ “ঈক্ষতের্নাশকম্ আনন্দময়োহভ্যাসাৎ”
ইত্যাদিযুক্তিমদভির্বিনিশ্চিতার্থৈঃ । শেষং সমানম্ ॥ ৪

টীকা—অত্র ক্ষেত্রস্বরূপমাহ—মহাত্মানীতি
দ্বাভ্যাম্ । মহাত্মানি ভূমাদীনি পঞ্চ, অহঙ্কারস্তংকারণ-
ভূতঃ, বুদ্ধিজ্ঞানাত্মকং মহত্তত্ত্বম্, অব্যক্তং মূলপ্রকৃতিঃ,
ইল্লিয়াগি দশ বাহানি জ্ঞানকর্মেল্লিয়াগি, “শ্রোত্র-
বেরূপ ইল্লিয়াগি বিকারযুক্ত প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন হয়
স্বাবর-জন্মাদি ভেদের দ্বারা ভিন্ন এবং বেরূপ প্রভাবসম্পন্ন, আমার
নিকট সংক্ষেপে তাহা অবগত কর ॥ ৪

বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ যোগশাস্ত্রে ধ্যান-ধারণাদি বিষয়ত্ব পুরস্বারে
বিরূপাদিরূপের বহু প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন । বিবিধ বিচিত্র
নিত্য-নৈমিত্তিক কাম্য-কর্ম বিষয়ে বিভিন্ন বেদ নানা পুঙ্জনীয়

ইচ্ছা হেয: সূখং দুঃখং সজ্জাতশ্চেতনাদ্বিধি: ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাদেশেন সবিকারমুদাত্তম ॥ ৬
অমানিষ্মদস্তিষ্মমহিংসা ক্ষা
আচার্যোপাসনং শৌচং স্বেধ্যমাত্মবিনিগ্রহঃ
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।

ধিহুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮

স্বগ্-জ্ঞান-দৃগ্-জিহ্বা-বাগ্-দোমেট্রাজি-পায়বঃ” ইতি ।
একঞ্চ মনঃ । ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ পঞ্চ তন্মাত্ররূপা এবাশব্দাদয়
আকাশাদি বিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্ত ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ
তদেবং চতুর্বিংশতিতত্ত্বানুজ্ঞানানি । ইচ্ছেতি । ইচ্ছাদয়ঃ
প্রসিদ্ধাঃ, সজ্জাতঃ শরীরং, চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোরক্তিঃ,
ধৃতিঃ ধৈর্যম্—এতে চেচ্ছাদয়ো দৃশ্যত্বান্নাত্মত্বা অপি তু
মনোরত্মা এব; অতঃ ক্ষেত্রাস্তঃপাতিন এব, উপলক্ষণকৈতৎ
সঙ্কল্পাদীনাম্ । তথাচ ঋতি: “কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা
প্রজ্ঞাহ্রজ্ঞা ধৃতিরধৃতিহ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এব”
ইতি । অনেন যাদৃগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মা দর্শিতাঃ ।
এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারমিন্দ্রিয়াদিবিকারসহিতং সংক্ষেপেণ
তুভ্যং মযোক্তমিতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ ॥ ৫-৬

টীকা—ইদানীমুক্তলক্ষণং ক্ষেত্রাদতিরিক্ততয়া জ্ঞেয়ং
শুদ্ধং ক্ষেত্রজং বিস্তরেণ বর্ণয়িত্ব তত্ত্বজ্ঞানসাধনাত্মাহ—
অমানিষ্মমিতি পঞ্চভিঃ । অমানিষ্মং স্বগুণপ্রাধারাহিত্যম্,
অদস্তিষ্মং দম্বরাহিত্যম্, অহিংসা পরপীড়াবর্জনম্, ক্ষান্তিঃ
সহিষ্মত্বম্, আর্জবম্ অবক্রতা, আচার্যোপাসনং সদগুরু-
সেবা, শৌচং বাহ্যমাত্মসুতরঞ্চ, তত্র বাহ্যং যুজ্জলাদিনা,
আত্মসুতরঞ্চ রাগাদিমলক্ষণনম্ । তথাচ স্মৃতিঃ—শৌচঞ্চ
ধিবিধিং প্রোক্তং বাহ্যমাত্মসুতরং তথা । যুজ্জলাভ্যাং স্মৃতং
বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্থতাসুতরম্ ॥” ইতি । স্বেধ্যং সন্ন্যাসং

দেবতারূপে গীত হইয়াছে, নিশ্চিত অর্থ প্রতিপাদক যুক্তিযুক্ত
ব্রহ্মসূচক তটস্থলক্ষণপর উপনিষদ্বাক্যসকল ও স্বরূপ লক্ষণ-
বিষয়ক ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম’ ইত্যাদি পদের দ্বারা বহু প্রকারে
কথিত হইয়াছে ॥ ৫

কিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত ;
অহঙ্কার বুদ্ধি অবাক (মূল প্রকৃতি) প্রোক্ত অঙ্ক চক্ষু জিহ্বা ভ্রাণ
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন

অসক্তিরনভিসঙ্গঃ পুত্র-দার-গৃহাদিষু ।
নিত্যঞ্চ সমচিন্ত্যমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯
ময়ি চানন্তর্যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিস্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতচ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্থথা ॥ ১১

প্রবৃত্তস্ত তদেকনিষ্ঠতা, আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরসংযমঃ,
এতচ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমিতি পঞ্চমেনাশয়ঃ । কিঞ্চ
ইন্দ্রিয়ার্থেধিতি । জ্ঞানাদিষু দুঃখদোষয়োরনুদর্শনং পুনঃ
পুনরালোচনং দুঃখরূপস্ত দোষস্তানুদর্শনমিতি বা ।
স্পষ্টমন্ত্ৰং । কিঞ্চ অসক্তিরিতি । অসক্তিঃ পুত্রদারাদি-
পদার্থেষু প্রীতিভাগঃ, অনভিষঙ্গঃ পুত্রাদীনাং সূখে বা
দুঃখে অহমেব সূখী দুঃখী চ ইত্যাদ্যাশাতিরেকাতাবঃ ।
ইষ্টানিষ্টয়োরুপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যং সর্বদা সমচিন্ত্যম্ ।
কিঞ্চ ময়ীতি । ময়ি পরমেশ্বরেহনন্তর্যোগেন সর্বাত্মদৃষ্ট্যা
অব্যভিচারিণী একান্তা ভক্তিঃ, বিবিক্তঃ শুদ্ধচিত্তপ্রসাদ-
করস্তং দেশং সেবিতুং শীলং যস্ত তস্ত ভাবস্তত্বং
প্রোক্তানাং জনানাং সংসদি সভায়ামরতীঃ রত্যাভাবঃ ।
কিঞ্চ অধ্যাত্মেতি । আত্মানমধিকৃত্য বর্তমানমধ্যাত্মজ্ঞানং
তস্মিন্নিত্যং নিত্যতাবঃ । স্বপদার্থবুদ্ধিনিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ
তত্ত্বজ্ঞানস্তার্থং প্রয়োজনং মোক্ষস্তস্ত দর্শনং মোক্ষস্ত
সর্বোৎকৃষ্টহালোচনমিত্যর্থঃ, এতদমানিষ্মদস্তিষ্মমিত্যাди-
বিংশতিসংখ্যকং যত্নকমেতচ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তং বশিষ্ঠাদিভি-
র্জ্ঞানসাধনত্বাৎ ; অতোহন্থথা অস্মদ্বিপরীতং মানিষাদি
যত্নদজ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ ; অতঃ সর্বথা
ত্যাগ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৭-১১

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বিষয়পঞ্চক—এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ।
ইচ্ছা হেয সূখ দুঃখ শরীর চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোরক্তি ধৈর্য এই
ইন্দ্রিয়াদি বিকারসহিত ক্ষেত্র তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম ॥ ৬-৭

আত্মপ্রাধারাহিত্য, শঠতাহীনতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা,
গুরুসেবা, বাহ্য যুজ্জলাদি ও আত্মর যৈজ্ঞ কল্পনা মুদিতা উপেক্ষাদি
ভাবশুদ্ধিরূপ শৌচ, স্বেধ্য, সংপথে প্রবৃত্ত হইয়া ত্বাহাতে
একনিষ্ঠতা, শরীর সংযম, বিষয়বৈরাগ্য, অহঙ্কারপরিবর্জন

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞাযামৃতমশ্ব তে ।

অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সং তন্মাসহচ্যতে ॥ ১২

সর্বতঃ পাপিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষি-শিরো-মুখম্ ।

সর্বতঃ ঋতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩

টীকা—এভিঃ সাধনৈর্ধ্বজ্ঞেয়ং তদাহ—জ্ঞেয়মিতি বড়্ভিঃ । যজ্ঞজ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি । জ্ঞোতুরাদরসিদ্ধয়ে জ্ঞানকলং দর্শয়তি । যজ্ঞক্ষ্যমাণং জ্ঞাষা অমৃতং মোক্ষং প্রাপ্নোতি । কিং তৎ—অনাদিমং । আদিমন্ত ভবতীত্য-নাদিমং । পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম । অনাদীত্যোতাবতৈব বহু-ক্রৌহিণা অনাদিমেষে সিক্বেপি পুনর্যতুপ্ প্রত্যয়চ্ছান্দসঃ । যজ্ঞা অনাদীতি মৎপরক্ষেতি পদদ্বয়ম্ । মম বিক্ষোঃ পরং নির্বিশেষরূপং ব্রহ্মেত্যর্থঃ । তদেবাহ—ন সং ন চাস-হুচ্যতে ; বিধিমুখেন প্রমাণস্ত বিষয়ঃ সচ্ছন্দেনোচ্যতে । নিষেধস্ত বিষয়স্তসচ্ছন্দেনোচ্যতে । ইদন্ত তত্ভয়বিলক্ষণম বিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১২

টীকা—নদেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণেষে সতি “সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম” “ব্রহ্মেবেদং সর্বম্” ইত্যাদি ঋতিভিবিক্রোধোত-ত্যাশঙ্ক্য “পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব জ্ঞাতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” ইত্যাদিঋতিপ্রসিদ্ধয়া অচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বাত্মতাং তস্য দর্শয়মাহ—ইতি পঞ্চভিঃ । সর্বতঃ সর্বত্র পাপয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ, সর্বতোহক্ষীণি শিরাসি মুখানি চ যস্য তৎ, সর্বতঃ ঋতিমং প্রবণেন্দ্রিয়েযুক্তং সং লোকে সর্বমাবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি । সর্বপ্রাণিপ্রবৃত্তিভিঃ পাপ্যা-দিভিরূপাদিভিঃ সর্বব্যবহারাস্পদত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা—কিঞ্চ সর্বেন্দ্রিয়েতি । সর্বেষাং চক্ষুরাদীনামি-জ্ঞ-যত্ন-জয়া-ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ ও দোষের বারংবার আলোচনা, আসক্তি (পুত্রাদিতে প্রীতিপরিহার), অনভিষঙ্গ (পুত্রাদির হৃৎ দুঃখে আপনি হৃদী দুঃখী না হওয়া), ইষ্ট অনিষ্ট (অহঙ্কুল প্রতিকূল)-সাথে সতত সমচিত্ততা ও আমাতে সর্বাত্মদৃষ্টিতে ঐকান্তিক ভক্তি, শুদ্ধ নির্জনস্থানে নিয়ত অবস্থান, জনসমাজে বিরাগ, আত্মজ্ঞানে অভ্যস্ত অহুরাগ, তত্ত্বজ্ঞানার্হ দর্শন মোক্ষের সুসর্বোৎকৃষ্ট আলোচনা—যৎকথিত এই অমানিষাদি বিংশতি-সংখ্যক জ্ঞান ইহার বিপরীত মানিষ দৃষ্টিত্বাদি অজ্ঞান, একান্ত তাহা সর্বপ্রকারে ত্যাগ্য ॥ ৮-১২

বাহা জানিবার বোধ্য, তাহা বলিতেছি প্রবণ কর,—যে

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।

অসক্তং সর্বভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোকৃ চ ॥ ১৪

বহিরন্তশ্চ ভূতানাং চরমেব চ ।

সূক্ষ্মহাং তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চাস্তিকৈ চ তৎ ॥ ১৫

শ্রিয়াণাং গুণেষু রূপাভ্যাকারাম্ বৃত্তিষু তত্তদাকারেণ ভাসতে ইতি তথা । সর্বেন্দ্রিয়ানি গুণাংশ্চ তত্তদ্বিষয়ান্ আভাসয়তীতি বা । সর্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিবর্জিতম্ । তথা চ ঋতিঃ—“অপাপিপাদো জ্বনোহগ্রহীতা পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ” ইত্যাদি । অসক্তং সঙ্গশূন্যম্ তথাপি সর্বং বিভর্তীতি সর্বভূৎ সর্বসাধারণভূতম্ । তদেব নিগুণং সবাদিগুণরহিতং গুণভোকৃ চ গুণানাং সবাদীনাম্ ভোকৃ পালকম্ ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ বহিরিতি । ভূতানাং চরাচরাণাং স্বকার্য্যাণাং বহিষ্ঠাশ্চ তদেব সূবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদীনাং জলতরঙ্গাণামস্তূর্বহিজ্জলমিব অচরং স্থাবরং চরং জঙ্গমং যদ্ ভূতজাতং তদেব কারণাত্মকহাং কার্য্যস্য । এবমপি সূক্ষ্মহাং রূপাদিহীনহাস্তদবিজ্ঞেয়ম্ ইদং তদ্বিতি । স্পষ্ট-জ্ঞানার্হং ন ভবতি । অতএব অবিদুষাং যোজনলক্ষাস্ত-রিতমিব দূরস্থঞ্চ সবিকারায়ঃ প্রকৃতেঃ পরহাং । বিদুষাং পুনঃ প্রত্যগাত্মবাদস্তিকৈ চ তৎ নিতাং সন্নিহিতম্ । তথা চ মন্ত্রঃ—“তদেজ্জতি তন্নৈজ্জতি তদ্দরে তদন্তিকৈ । তদন্তরস্য সর্বস্য তত্ সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ” ইতি । একজ্জতি চলতি । নৈজ্জতি ন চলতি । তৎ উ অস্তিকৈ ইতি চ্ছেদঃ ॥ ১৫

বিষয় জ্ঞাত হইয়া অমৃত (মোক্ষ) লাভ করিবে । আদিশূন্য, উৎপত্তিবিহীন, নির্বিশেষ পরব্রহ্মই জ্ঞাতব্য । তিনি সং কিঞ্চা অসং নন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৩

সকল দিকে সকল দেশে হস্তপদ, সকল দিক্ দেশে চক্ষু শির ও মুখ, সর্বত্র প্রবণেন্দ্রিয়সম্পন্ন তিনি সম্পূর্ণ জগৎকে আবৃত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৪

তিনি ইন্দ্রিয়গণকে ও তাহাদের বিষয়সমূহকে প্রকাশ করিয়া থাকেন—সমস্ত ইন্দ্রিয়পরিশূন্য, অনাসক্ত, চতুর্দশভুবনের আধার-রূপ, সবাদি গুণরহিত ও সবাদিগুণের ভোক্তা পালক ॥ ১৫

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্যেয়ং গ্রাসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।
জ্ঞানং জ্যেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বশ্চ বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭

টীকা—কিঞ্চ অবিভক্তমিতি । ভূতেষু স্বাবরজঙ্গ-
মাশ্মকেষুবিভক্তং কারণাশ্মনাভিন্নং, কার্য্যাশ্মনা বিভক্তং
ভিন্নমিব স্থিতং চ । সমুদ্রাজ্জাতং ফেনাদি সমুদ্রাদগম্ন
ভবতি । তৎ স্বরূপমেবোক্তং তদ্ জ্যেয়ম্ । ভূতানাং
ভর্তৃ চ পোষকং স্থিতিকালে, প্রলয়কালে চ গ্রাসিষ্ণু
গ্রাসনশীলং, সৃষ্টিকালে চ প্রভবিষ্ণু নানাকাৰ্য্যাশ্মনা
প্রভবনশীলম্ ॥ ১৬

টীকা—কিঞ্চ জ্যোতিষামপীতি ! জ্যোতিষাং সূর্য্যা-
দীনামপি তৎ জ্যোতিঃ প্রকাশকং ততো “যেন সূর্যাস্তপতি
তেজসেদ্ধঃ” “ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা
বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ । তমেব ভাস্তমন্নুভাতি সর্বং
তস্ম ভাসা সর্বমিদং বিভাতি” ইত্যাদিষ্কতেঃ । অতএব
তমসোহজ্ঞানাং পরং তেনাসংস্পষ্টমুচ্যতে “আদিত্যবর্ণং
তমসঃ পরস্তাৎ” ইত্যাদিষ্কতেঃ । জ্ঞানঞ্চ তদেব বুদ্ধি-
বস্তাবভিব্যক্তং, তদেব রূপাত্মাকারেণ জ্যেয়ঞ্চ জ্ঞানে গম্যঞ্চ
তদেব অমানিহাদিলক্ষণেন পূর্বোক্তজ্ঞানসাধনে প্রাপ্য-
মিত্যর্থঃ । জ্ঞানগম্যং বিশিনষ্টি—সর্বশ্চ প্রাণিমাশ্চ হৃদি
বিষ্ঠিতং বিশেষণাপ্রচ্যুতস্বরূপেণ নিয়ন্তৃত্বা স্থিতম্ ।
‘বিষ্ঠিতমি’তি পাঠে অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৭

কাণ্ডরূপ তিনি স্বকাৰ্য্যভূত ভূতসমূহের অন্তরে বাহিরে বলয়-
কুণ্ডলে স্ববর্ণের স্রাব, তরঙ্গে জলের স্রাব অবস্থান করিতেছেন ।
স্বাবর জঙ্গম যাহা কিছু সব তিনি । সৃক্ষত্বহেতু স্পষ্টরূপে
তাঁহাকে জানা যায় না । তিনি অবিনাশগুণের প্রত্যগাত্ম-হেতু
অতি নিকটে আছেন ॥ ১৫

স্বাবর-জঙ্গমাশ্মক ভূতসকলের কারণরূপে অভিন্ন হইলেও
কাৰ্য্যরূপে বিভিন্নের মত দৃষ্ট হন । বস্তুতঃ যেমন সমুদ্রজাত
ফেনাদি সমুদ্র ভিন্ন অশ্চ কিছু নহে, তদ্রূপ জগতে যাহা কিছু
তিনি । তিনি স্থিতিকালে ভূতগণের পোষক, প্রলয়কালে

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্যেয়ং চোক্তং সমাসতঃ ।
মহত্ত্বং এতদ্ বিজ্ঞায় মন্তাবায়োপপত্ততে ॥ ১৮
প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্বানাদী উভাবপি ।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯

টীকা — উক্তং ক্ষেত্রাদিকমধিকারিফলসহিতমুপসং-
হরতি—ইতীতি । ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তং,
তথা জ্ঞানঞ্চ অমানিহাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনাস্তং, জ্যেয়ঞ্চ
অনাদিমং পরং ব্রহ্মেত্যাদি বিষ্ঠিতমিত্যন্তং বশিষ্ঠাদিভি-
র্বিস্তরেণোক্তং, সর্বমপি ময়া সংক্ষেপেণোক্তম্ । এতচ্চ
পূর্বাধ্যায়োক্তলক্ষণো মহত্ত্বো বিজ্ঞায় মন্তাবায়
ব্রহ্মহায়োপপত্ততে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৮

টীকা—তদেবং ‘তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চে’ত্যেতাবৎ
প্রপঞ্চিতম্ । ইদানীন্ত ‘যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ । স চ যো
যৎপ্রভাবশ্চে’ত্যেতৎ পূর্বপ্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ
সংহারহেতুত্বকথনে প্রপঞ্চয়তি প্রকৃতিমিতি পঞ্চভিঃ ।
অত্র প্রকৃতিপুরুষয়োরাদিমদ্বয়ে তয়োরপি প্রকৃত্যন্তরেণ
ভাব্যমিত্যনবস্থাপতিঃ শ্রাদতস্তাবুভাবনাদী বিদ্ধি । অনা-
দৌশ্বরশ্চ শক্তিহাং প্রকৃতিরনাদিহম্ পুরুষোহপি তদং-
শবাদনাদিরেব ! তত্র চ পরমেশ্বরশ্চ তচ্ছক্তীনাঞ্চ
অনাদিহং নিত্যত্বঞ্চ শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্ভাষ্যকৃত্তিরতি-
প্রবন্ধেনোপপাদিতমিতি গ্রন্থবাল্ল্যাস্ত্রাভিঃ প্রপঞ্চ্যতে ।
বিকারাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন, গুণাংশ্চ গুণপরিণামান
সুখদুঃখমোহাদীন প্রকৃতেঃ সম্ভূতান্ বিদ্ধি ॥ ১৯

গ্রাসকারী ও সৃষ্টিকালে নাম-রূপে উৎপত্তিশীল তিনি ব্রহ্ম ॥ ১৬

তিনি সূর্য্য-চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কগণের প্রকাশক, অন্ধকারে
(অজ্ঞানের) পরপারে স্থিত । তিনিই বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিযাং
জ্ঞান, তিনিই রূপাদি আকারে জ্ঞাতব্য এবং জ্ঞানসাধনের দ্বার
লভ্য সমস্ত ভূতের হৃদয়ে অপ্রচ্যুতস্বরূপে নিয়ন্তারূপে
বিরাজমান ॥ ১৭

এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্যেয় তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম
আমার ভক্ত ইহা অবগত হইয়া ব্রহ্ম লাভ করেন
(মুক্ত হন) ॥ ১৮

কার্য-কারণ-কর্তৃষে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে ।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃষে হেতুরূচ্যতে ॥ ২০

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণং গুণসঙ্গোহস্ত সদসদ্যোনিজগ্নসু ॥ ২১

টীকা—বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবৎ দর্শয়ন্ পুরুষস্ত
সংসারহেতুত্বং দর্শয়তি — কার্যোতি । কার্যং শরীরম্,
কারণানি সুখদুঃখসাধনানীন্দ্রিয়াণি, তেষাং কর্তৃষে তদা-
কারপরিণামে প্রকৃতিহেতুরূচ্যতে কপিলাদিভিঃ । পুরুষো
জীবন্ত তৎকৃতসুখদুঃখানাং ভোক্তৃষে হেতুরূচ্যতে ।
অয়ং ভাবঃ — যত্তপ্যচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্তৃৎ
ন সম্ভবতি, তথা পুরুষস্যাপ্যবিকারিণো ভোক্তৃৎ ন
সম্ভবতি, তথাপি কর্তৃৎ নাম ক্রিয়ানির্ব্বর্তকত্বম্, তচ্চ
চেতনস্যপি চেতনাদৃষ্টবশাৎ চৈতন্ত্যাধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি,
বহুরূপজ্ঞানং বায়োস্তিষ্ঠ্যাগ্গমনম্, বৎসাদৃষ্টবশাৎ স্তম্ভ-
পয়সঃ ক্ষরণমিত্যাदि । অতঃ পুরুষসন্নিধানাৎ প্রকৃতেঃ
কর্তৃত্বমুচ্যতে, ভোক্তৃৎ সুখদুঃখসংবেদনম্, তচ্চ চেতন-
ধর্ম্ম এবতি প্রকৃতিসন্নিধানাৎ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমুচ্যতে
ইতি ॥ ২০

টীকা—তথাপ্যবিকারিণো জগ্নরহিতস্য চ ভোক্তৃৎ
কথমিত্যত্রাহ — পুরুষ ইতি হি । যস্মাৎ প্রকৃতিস্থস্তৎকার্য-
দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতঃ পুরুষঃ, অতস্তজ্জনিতান্ সুখদুঃখা-
দীন্ ভুঙ্ক্তে । অস্যা চ পুরুষস্য সতীষু দেবাদিয়োনিষু,
অসতীষু তিষ্ঠ্যাগাদিয়োনিষু, যানি জন্মানি তেষু গুণসঙ্গে

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে । দেহ
ইন্দ্রিয়াদি পর্ব্বকার সকলকে গুণপরিণাম, সুখ-দুঃখ মোহাদি প্রকৃতি-
সমুৎপত্ত অবগত হইবে ॥ ১৯

কার্য—শরীর, কারণ—সুখদুঃখাদি সাধন ইন্দ্রিয়বর্গ । তাহাদের
কর্তৃষে তদাকারপরিণামে প্রকৃতি হেতু, আর পুরুষ জীব তাহার
কৃত সুখদুঃখ ভোক্তৃষে কারণ বলিয়া জানিবে । চৈতন্যের
অধিষ্ঠিতত্বহেতু যেমন অগ্নির উর্দ্ধজ্বলন, বায়ুর তিষ্ঠ্যাগ্গমন,
বৎসের অদৃষ্টবশে স্তন হইতে দুগ্ধক্ষরণ, এবমিধ পুরুষের
সন্নিধানে প্রকৃতির কর্তৃৎ, ভোক্তৃৎ—সুখদুঃখ সংবেদন যাহা তাহা
চেতন ধর্ম্মই ; তাই প্রকৃতির সন্নিধানহেতু পুরুষের ভোক্তৃৎ ॥ ২০

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ ।

সর্ব্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥ ২৩

গুণৈঃ শুভাশুভকর্ম্মকারিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ কারণ-
মিত্যর্থঃ ॥ ২১

টীকা—তদনেন প্রকারেণ প্রকৃত্যবिवেকাদেব পুরুষস্ত
সংসারো ন তু স্বরূপত ইত্যশয়েন তস্ত স্বরূপমাহ—
উপদ্রষ্টেতি । অস্মিন্ প্রকৃতিকার্যো দেহে বর্তমানোহপি
পুরুষঃ পরো ভিন্ন এব ন তদগুণৈষু জ্যতে ইত্যর্থঃ । তত্র
হেতবঃ,—যস্মাদুপদ্রষ্টা পৃথগ্ভূত এব সমীপে স্থিষ্টা দ্রষ্টা
সাক্ষীত্যর্থঃ, তথা অনুমন্তা—অনুমোদিতোব সন্নিধি-
মাত্রোহনুগ্রাহকঃ । “সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ”,
ইত্যাদি শ্রুতেঃ । তথা ঐশ্বরেণ রূপেণ ভর্তা বিধায়কঃ
চোক্তঃ ভোক্তা পালক ইতি চ, মহাশাস্তাসাবীশ্বরশ্চেতি স
ব্রহ্মাদীনামধিপতিরिति চ পরমাত্মা অন্তর্ধ্যামী চেত্বাক্তঃ
শ্রুত্যা । তথা চ শ্রুতিঃ,—“এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাদি-
পতিরেষ লোকপালঃ” ইত্যাদি ॥ ২২

টীকা—এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনঃ স্তৌতি—
য এবমিতি । এবমুপদ্রষ্টাদিরূপেণ পুরুষং যো বেত্তি
প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সুখদুঃখাদিপরিণামৈঃ সহিতাং যো বেত্তি
সং পুরুষঃ সর্ব্বথা বিধিমভিলম্ব্য বর্তমানোহপি পুনর্নাভি-
জায়তে । মুচ্যত এবত্যর্থঃ ॥ ২৩

অতএব পুরুষ (প্রকৃতি) কাষা-দেহে অবস্থিত হইয়া
প্রকৃতিসমুৎপত্ত সুখদুঃখাদি ভোগ করেন আর এই পুরুষের দেহ
ও তিষ্ঠ্যাগাদি যোনিতে জন্মবিষয়ে শুভাশুভ কর্ম্মকারী ইন্দ্রিয়-
গণের সদই কারণ ॥ ২১

এই (প্রকৃতি) কাষাশরীরে বর্তমান পুরুষ ভিন্ন অর্থাৎ
প্রকৃতির গুণে যুক্ত হন না । উপদ্রষ্টা, (সমীপে সাক্ষীর মত
দর্শন করেন) ও অনুমন্তা সন্নিধিমাাত্রোহনুগ্রাহক এবং ঐশ্বরিক-
রূপে থাকিয়া বিধায়ক ও পালক—ব্রহ্মাদির অধিপতি আর
অন্তর্ধ্যামী ॥ ২২

ধ্যানেনান্ননি পশ্যন্তি কেচিদান্নানমাশ্ৰয়ান্ ।

অশ্বে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪

অশ্বে হেবমজ্ঞানন্তঃ শ্রদ্ধাশ্চেভ্য উপাসতে ।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫

যাবৎ সজ্জায়তে কিঞ্চৎ সৎসং স্থাবর-জঙ্গমম্ ।

টীকা — এবম্ভূতবিবিক্তাশ্রয়জ্ঞানসাধনবিকল্পানাহ —
ধ্যানেনেতি 'দ্বাভ্যাম্ । ধ্যানেনাশ্রয়াকারপ্রত্যয়াবৃত্ত্যা
আশ্রয়নি দেহ এব আশ্রয়ান্না মনসা এনমাশ্রয়ানং কেচিৎ
পশ্যন্তি, অশ্বে তু সাংখ্যেন প্রকৃতিপুরুষবৈলক্ষণ্যালোচনেন
যোগেনাষ্টাঙ্গেন, অপরে চ কর্মযোগেন পশ্যন্তীতি
সর্বত্রানুব্রজঃ । এতেষাঞ্চ ধ্যানাদীনাং যথাযোগঃ ক্রম-
সমুচ্চয়ে সত্যপি তত্ত্বনিষ্ঠাভেদাভিপ্রায়েণ বিকল্পোক্তিঃ ॥ ২৪

টীকা—অতিমন্দাধিকারিণাং নিস্তারোপায়মাহ—
অশ্বে হিতি । অশ্বে তু সাংখ্যযোগাদিমার্গেণ এবম্ভূতমুপ-
দ্রষ্টৃদ্বাদিলক্ষণমাশ্রয়ানং সাক্ষাৎকর্তৃমজ্ঞানস্তোহশ্বেভ্য
আচার্যোভ্য উপদেশতঃ শ্রদ্ধা উপাসতে ধ্যায়ন্তি । তেহপি
চ শ্রদ্ধয়া উপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তো মৃত্যুং সংসারং
শনৈরতিতরন্ত্যেব ॥ ২৫

টীকা—তত্র কর্মযোগশ্চ তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চমেযু
প্রপঞ্চিতত্বাং ধ্যানযোগশ্চ চ ষষ্ঠাষ্টময়োঃ প্রপঞ্চিতত্বাং
ধ্যানাদেচ্চ সাংখ্যবিবিক্তাশ্রয়বিষয়ত্বাং সাংখ্যামেব
প্রপঞ্চয়ন্মাহ—যাবদিতি, যাবদধ্যায়সমাপ্তি । যাবৎ যৎ

যিনি এইরূপ পুরুষকে এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে অবগত
আছেন, তিনি সর্বপ্রকার শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করত বর্তমান
থাকিলেও মুক্তিলাভ করেন । অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষত্ব
সাক্ষাৎকার হইলে 'আমি দেহ হইতে ভিন্ন, আত্মা জ্যোতির্ময়
নাদাত্মক ওকার' এরূপভাবে অমুকণ ওকার নাদে অবস্থিত—
তাঁহার পক্ষে কোন বিধি নিষেধ নাই । তিনি নিত্যমুক্ত
ব্রহ্মলংহোহমৃতত্বমেতি ॥ ২৪

কেহ ধ্যানাবলম্বনে মনের দ্বারা হৃদয়কমলস্থিত আত্মাকে
দর্শন করেন, অপরে কেহ কেহ 'প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন'
এই বিচার ও অন্তর্দ্বন্দ্ব যোগের দ্বারা আত্মদর্শন করেন, আর অন্য
কর্মযোগীগণ (নিকাম কর্মযোগীগণ) কর্মযোগের দ্বারা আত্মাকে
দেখিয়া থাকেন ॥ ২৪

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজসংযোগাৎ তদ্ বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তঃ পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তঃ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হিনস্ত্যাশ্রয়ানাশ্রয়ানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮

কিঞ্চৎ বস্তুমাত্রং সমুৎপত্ততে তৎ সর্বং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজয়ো-
র্যোগাদবিবেককৃতাতাদাত্মাধ্যাসাস্তবতীতি জানীহি ॥ ২৬

টীকা—অবিবেককৃতং সংসারোদ্ভবমুক্ত্য তন্নিবৃত্তয়ে
বিবিক্তাশ্রয়বিষয়ং সমাগদর্শয়ন্মাহ—সমমিতি । স্থাবর-
জঙ্গমাত্মকেষু ভূতেষু নির্বিশেষঃ সাক্ষিপেণ সমং যথা
ভবতি এবং তিষ্ঠন্তঃ পরমাশ্রয়ানং যঃ পশ্যতি, অতএব তেষু
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তঃ যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি
নান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭

টীকা—কৃত ইত্যত আহ—সমং পশ্যন্তিতি । সর্বত্র
ভূতমাত্রৈ সমং সমবস্থিতং সমাগপ্রচ্যুতস্বরূপেণাবস্থিতং
পরমাশ্রয়ানং পশ্যন্ হি যস্মাদাত্মনা শ্বেনৈবাত্মানং ন হিনস্তি
অবিভ্রয়া সচ্চিদানন্দরূপমাশ্রয়ানং তিরস্কৃত্য ন বিনাশয়তি,
ততশ্চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, যন্তেবং ন পশ্যতি, স
হি দেহাশ্রয়দর্শী দেহেন সহাত্মানং হিনস্তি, তথাচ শ্রুতিঃ,—
“অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃত্তাঃ । তাংস্তে
প্রৈত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥” ইতি ॥ ২৮

আর অপর কেহ এই সমস্ত না জানিয়া আচার্যগণের মুখে
আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করত আত্মাকে উপাসনা করেন । তাঁহারাও
প্রজ্ঞাসহকারে উপদেশ শ্রবণ-পরায়ণ হইয়া মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ
হন ॥ ২৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! স্থাবর জঙ্গম বাহ্য কিছু বস্তুমাত্র সমুৎপন্ন
হয়, তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের অবিবেককৃত অভেদ অধ্যাস-
(আরোপ, এক বস্তুতে অন্য বস্তুজ্ঞান) হেতু হইয়া থাকে—বিদিত
হইবে ॥ ২৬

চরাচরাত্মক সমস্তভূতে, নির্বিশেষ সত্ত্বরূপে সমভাবে অবস্থিত
বিনাশী নিখিল বস্তুতে বিনাশবিহীন পরমেশ্বরকে যিনি দর্শন
করেন, তিনিই ষথার্থ দেখিয়া থাকেন ॥ ২৭

প্রকৃত্যৈব চ কৰ্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্বশঃ ।

যঃ পশ্যতি তথাহ্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ২১

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্মনুপশ্যতি ।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্প্রত্যতে তদা ॥ ৩০

অনাদিভাষিতগুণাৎ পরমাশ্রয়মব্যয়ঃ ।

টীকা—নমু শুভাশুভকৰ্মকৰ্ত্তৃত্বেন বৈষম্যে দৃশ্যমানে কথমাশ্রয়ঃ সমত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রকৃত্যৈবেতি । প্রকৃত্যৈব দেহেস্ত্রিয়াকারেণ পরিণতয়া সৰ্বশঃ সৰ্বৈঃ প্রকারৈঃ ক্রিয়মাণানি কৰ্মাণি যঃ পশ্যতি, তথাহ্মানকাকর্তারং দেহাভিমানেনৈবাস্রয়ঃ কৰ্ত্তৃৎ ন স্বত ইত্যেবং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি, নাশ্চ ইত্যর্থঃ ॥ ২১

টীকা—ইদানীং তু ভূতানাংপি প্রকৃতিতাবদ্ব্যাহ্বেনাভেদাভূতভেদকৃতমপ্যায়নো ভেদমপশ্যন্ ব্রহ্মত্বমুপৈতীত্যাহ—যদেতি । যদা ভূতানাং স্থাবর-জঙ্গমানাং পৃথগ্ভাবঃ ভেদম্ পৃথক্ভব একস্মম একশ্রমেবেশ্বরশক্তিরূপায়াঃ প্রকৃত্যৌ প্রলয়ে স্থিতমনুপশ্যতি আলোচয়তি । তত এব তস্মা এব প্রকৃতেঃ সকাশাভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়ে অনুপশ্যতি, তদা প্রকৃতিতাবদ্ব্যাহ্বেন ভূতানাংপ্যভেদং পশ্যন্ পরিপূর্ণং ব্রহ্ম সম্প্রত্যতে, ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০

টীকা—তথাপি পরমেশ্বরস্ত সংসারাবস্থায়াং দেহ-

সকল দিক্, দেশ ও কালে এবং সকল বিষয়ে সমানভাবে উত্তমরূপে অবস্থিত পরমাশ্রয়কে দর্শন করিয়া অবিচার দ্বারা সন্নিধানরূপ আশ্রয়কে আচ্ছাদিত করত বিনাশ করেন না, অতঃপর মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮

যিনি নিখিল কর্ম প্রকৃতির দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে ও আশ্রয় কোন কর্ম করেন না—ব্রহ্মমাত্র অকর্তা এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ নিরীক্ষণ করেন ॥ ২৯

যখন স্থাবর জঙ্গম ভূতগণের প্রভেদ একমাত্র ঈশ্বর শক্তিরূপ প্রকৃতিতে প্রলয়কালে স্থিত আলোচনা করেন এবং পুনরায় সৃষ্টিকালে সেই প্রকৃতি হইতে ভূতসমূহের বিস্তার দেখেন, তখন যাহা কিছু সমগ্রই প্রকৃত স্বৰ্ণ বলয় হুণ্ডলাদি স্বৰ্ণ দর্শনের

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন কৰোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১

যথা সৰ্বগতং সৌন্দর্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।

সৰ্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাহ্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কুংসঃ লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুংসঃ প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩

সদ্বন্ধনিমিত্তৈঃ কৰ্ম্মভিস্তৎফলৈশ্চ সুখদুঃখাদিভির্বৈষম্যং তুম্পরিহরমিতি কৃতঃ সমদর্শনং তত্রাহ—অনাদিভাদিতি । যদুৎপত্তিমং তদেব হি ব্যোতি বিনাশমেতি, যচ্চ গুণবদ্বস্ত তস্মা গুণনাশে ব্যয়ো ভবতি, অয়ং তু পরমাশ্রয় অনাদি-নিগুণশ্চ ; অতোহব্যয়ঃ অবিকারীত্যর্থঃ । তস্মাৎ শরীরে স্থিতোহপি ন কিঞ্চিৎ কৰোতি, ন চ কৰ্ম্মফলৈ-লিপ্যত ইতি ॥ ৩১

টীকা—তত্র হেতুঃ সদৃষ্টান্তমাহ—যথেনি । যথা সৰ্বত্র পঙ্কাদিষপি স্থিতমাকাশং সৌন্দর্যাদসঙ্গদ্বাৎ পঙ্কাদিভিনোপলিপ্যতে, তথা সৰ্বত্র উত্তম মধ্যমহম বা দেহে স্থিতোহপ্যশ্রয় নোপলিপ্যতে দৈহিকৈর্দোষ-গুণৈর্ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২

টীকা—অসঙ্গদ্বাঙ্গোপো নাস্তীত্যাকাশদৃষ্টান্তেন দর্শিতং প্রকাশকত্বাচ্চ প্রকাশ্যার্থশ্চৈব যুজ্যতে ইতি রবিদৃষ্টান্তেনাহ—যথা প্রকাশয়তীতি স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ৩৩

ন্যায় ভূতসকলের অভেদ অবলোকনপূর্বক ব্রহ্ম হইয়া যান ॥ ৩০

হে কৌন্তেয়! অনাদি (আদিশূন্য), নিগুণ (সত্ত্বাদিগুণ রহিত) হেতু এই অবয়ব সর্বাধিকারশূন্য আশ্রয় শরীরে অবস্থান করিয়াও কিছুই করেন না এবং কর্মফলের দ্বারা লিপ্ত হন না ॥ ৩১

যে রূপ সর্বব্যাপী পঙ্কাদিতে স্থিত আকাশ সূক্ষ্ম ও অসঙ্গ-হেতু পঙ্কাদির দ্বারা লিপ্ত হয় না, তজ্জপ উত্তম, মধ্যম বা অধম দেহে অবস্থিত আশ্রয় দৈহিক দোষ-গুণের দ্বারা সংলিপ্ত হয় না ॥ ৩২

হে ভারত! যে রূপ একমাত্র আদিত্য অখিল লোক প্রকাশিত করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রী পরমাশ্রয় সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশিত করিয়া থাকেন ॥ ৩৩

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং যে বিদুষ্যন্তি তে পরম্ ॥ ৩৪

টীকা—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োৱিতি ।
এবমুক্তপ্রকারেণ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োৱন্তরং ভেদং বিবেক-
জ্ঞানলক্ষণেন চক্ষুষা যে বিদুষঃ, তথা চেয়মুক্তা ভূতানাং
প্রকৃতিস্তম্ভাঃ সকাশাং মোক্ষং মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ
যে বিদুষন্তে পরং পদং যান্তি ॥ ৩৪

উক্ত প্রকার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং প্রাণিগণের প্রকৃতি
সকাশ হইতে মোক্ষের উপায় ধ্যান সাংখ্যযোগ, নিকাম কর্ম-

শ্রীময়হি বেদবাসবিবচিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্বাস্তগত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে
ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।
মহাভারতে ভীষ্মপর্বে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং চতুর্দশোহধ্যায়ঃ)

[জ্ঞানমহিমাকথনম্, প্রকৃতি-পুরুষাভ্যাং জগৎপত্তেঃ, সত্ত্ব-রজস্তমসাং গুণত্রয়াণাং, ভগবৎপ্রাপ্তেৰুপায়স্ত
গুণাতীতস্ত লক্ষণানাঞ্চ বর্ণনম্ ।]

শ্রীভগবানুবাচ ।

পর ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।

যজ্ঞজ্ঞান মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১

টীকা—পুস্ত্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ ।

প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দশে ॥

‘যাবৎ সজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ । ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-
সংযোগান্তদ্বিদ্ধি ভরতঋষভ’ ইত্যুক্তং স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ
সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাতন্ত্র্যেণ, কিন্তু
ঈশ্বরেচ্ছয়ৈবেতি কথনপূর্বকং “কারণং গুণসঙ্গোহস্ত
সদসদ্যোনিজঙ্গমম্” ইত্যনেনোক্তং সত্বাদিগুণকৃতং সংসার-
বৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়িত্বল্লবন্তুতং বক্ষ্যমাণমর্থঃ স্তোতি—
শ্রীভগবানুবাচ পরং ভূয় ইতি দ্বাভ্যাম্ । পরং পরমাত্ম-
নিষ্ঠং জ্ঞায়তেহনেনেতি জ্ঞানমুপদেশং ভূয়োহপি তুভ্যং

চতুর্দশ অধ্যায় ।

[জ্ঞানমহিমাকথন, প্রকৃতি-পুরুষকর্তৃক জগতের উৎপত্তি, সত্ত্ব,
রজ ও তম এই গুণত্রয়, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় এবং গুণাতীতের
লক্ষণসমূহের বর্ণন ।]

শ্রীভগবানু বলিলেন,—হে অর্জুন ! পুনরায় তোমাকে তপস্তা

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্ষিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু
ব্রহ্মবিজ্ঞান্য যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বণি তু সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

বিবিক্তো যেন তত্বেন মিশ্রো প্রকৃতি-পুরুষৌ ।

তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমীশ্বরম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরশ্বামিকৃতটীকায়াং
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩

যোগাদি বাহারা অবগত আছেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া
থাকেন ৩৫

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যর্থন্তি চ ॥ ২

প্রকষণে বক্ষ্যামি । কথন্তুতম্ ? জ্ঞানানাং তপঃ-কর্মাদি-
বিষয়াণাং মধ্যে উত্তমং মোক্ষহেতুত্বাৎ । তদেবাহ—
যজ্ঞজ্ঞান প্রাপ্য মুনয়ো মননশীলাঃ সর্বে ইতো দেহ-
বন্ধনাং পরাং সিদ্ধিং মোক্ষং গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ১

টীকা—কিঞ্চ ইদমিতি । ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞান-
মুপাশ্রিত্য জ্ঞানসাধনমলুষ্ঠায় মম সাধর্ম্যং মদ্রূপত্বং প্রাপ্তাঃ
সন্তুঃ সর্গেহপি ব্রহ্মাদিষু উৎপত্তমানেষপি নোৎপত্তন্তে,
তথা প্রলয়েহপি ন ব্যর্থন্তি প্রলয়-দুঃখানি নাভুতবন্তি
পুনর্নাবর্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২

কর্মাদিবিষয়ক জ্ঞান হইতে উত্তম প্রধান পরমাত্মনিষ্ঠ জ্ঞান উপদেশ
করিব, বাহা অবগত হইয়া সংলীন-মানস মুনিগণ মরণের পর
মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ১

এই জ্ঞানসাধন অলুষ্ঠানপূর্বক তাঁহারা আমার স্বাক্ষণালাভ
করিয়াছেন, সৃষ্টিকালেও আর সমুৎপন্ন হন না এবং প্রলয়ের দুঃখ
অভুতব করেন না ২

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গৰ্ভং দধাম্যহম্ ।
 সম্ভবঃ সৰ্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩
 সৰ্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি য়াঃ ।
 তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪
 সৎস্বঃ রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।

টীকা—তদেবং প্রশংসয়া প্রোক্তারভিমুখীকৃত্য
 পরমেশ্বরধীনয়োঃ প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ সৰ্বভূতোৎপত্তিঃ
 প্রতি হেতুঃ, ন তু স্বতন্ত্রয়োঃ রীতিমং বিবক্ষিতমর্থং
 কথয়তি—মমেতি । দেশতঃ কালতঃ চানবচ্ছিন্নহৃদয়ং,
 বৃহৎস্বাং স্বকার্য্যগাং বুদ্ধিহেতুত্বাদ্ বা ব্রহ্ম প্রকৃতি-
 রিত্যর্থঃ । তদ্ব্যবহৃত্ব মম পরমেশ্বরস্ত যোনির্গর্ভাধান-
 স্থানং, তস্মিন্নহং গৰ্ভং জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং দধামি
 নিক্ষিপামি । প্রলয়ে ময়ি লীনং সম্ভববিজ্ঞানকামকর্মান্ব-
 শয়বন্তং ক্ষেত্রজং সৃষ্টিসময়ে ভোগেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়া-
 মীত্যর্থঃ । ততো গর্ভাধানাং সৰ্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভব
 উৎপত্তির্ভবতি ॥ ৩

টীকা—ন কেবলং সৃষ্ট্যপক্রম এব মদধিষ্ঠানেনাভ্যাং
 প্রকৃতি-পুরুষাভ্যাময়ং ভূতোৎপত্তিপ্রকারঃ, অপি তু
 সৰ্বদৈবেত্যাহ—সৰ্বেতি । সৰ্বাসু যোনিষু মনুষ্যাছাসু
 যা মূর্তয়ঃ স্থাবর-জঙ্গমাঙ্গিকা উৎপত্ত্যন্তে তাসাং মূর্তীনাং
 মহদ্ব্রহ্ম প্রকৃতিধোনির্মাভস্থানীয়া, অহং বীজপ্রদঃ
 গর্ভাধানকর্তা পিতা ॥ ৪

টীকা—তদেবং পরমেশ্বরধীনাভ্যাং প্রকৃতি-পুরুষাভ্যাং
 সৰ্বভূতোৎপত্তিঃ নিরূপ্য ইদানীং প্রকৃতিসঞ্জন পুরুষস্ত

হে ভারত ! মহদ্ ব্রহ্ম প্রকৃতি আমার গর্ভাধান স্থান,
 তাহাতে আমি জগদ্বিস্তারহেতু চিদাভাস নিক্ষেপ করি, তারপর
 ব্রহ্মাদি নিখিল ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩

হে কৌন্তেয় ! মনুষ্যাদি সকল যোনিতে স্থাবরজঙ্গমাঙ্গিকা
 যে সমস্ত মূর্তি (কায়) সমুৎপন্ন হয়, সেই কায়সকলের মায়াবানী
 আমার প্রকৃতি যোনি—কারণ, মাতৃস্থানীয়া আর আমি গর্ভাধান-
 কর্তা পিতা ॥ ৪

হে মহাবাহো ! সব রজ তম এই প্রকৃতিসজ্জাত গুণত্রয়
 গুণলীনা প্রকৃতি তাহার নিকট হইতে পৃথকভাবে অভিব্যক্ত
 হইয়া প্রকৃতি কার্য্য শরীরে অভেদভাবে স্থিত আত্মা চিদংশকে

নিবধন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫
 তত্র সৎস্বঃ নির্মলস্বাং প্রকাশকমনাময়ম্ ।
 সুখসঞ্জন বধ্যাতি জ্ঞানসঞ্জন চানয় ॥ ৬
 রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।
 তন্নিবধ্যাতি কৌন্তেয় কর্মসঞ্জন দেহিনম্ ॥ ৭

সংসারং প্রপঞ্চয়তি—সবমিত্যাদিভিঃ চতুর্দশভিঃ । সৎস্বঃ
 রজস্তম ইত্যেব সংজ্ঞকাঃ ত্রয়ো গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ
 প্রকৃতেঃ সম্ভবঃ উদ্ভবো যেবাং তে তথোক্তাঃ । গুণসাম্যং
 প্রকৃতিস্তম্ভাঃ সকাশাং পৃথক্বেদাভিব্যক্তাঃ সম্ভাঃ প্রকৃতি-
 কার্য্যো দেহে তাদাখ্যোনি স্থিতং দেহিনং চিদংশং বস্তৃতো-
 হব্যায়ং নিব্বিকারমেব সম্ভ নিবধন্তি, স্বকাঠ্যৈঃ সুখদুঃখ-
 মোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫

টীকা—তত্র সৎস্বঃ লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারণাহ—
 তত্রোতি । তত্র তেষাং গুণানাং মধ্যে সৎস্বঃ নির্মলস্বাং
 স্বচ্ছস্বাং ফটিকবৎ প্রকাশকং ভাস্বরম্ অনাময়ঞ্চ নিরূপ-
 দ্রবং শাস্তমিত্যর্থঃ । অতঃ শাস্তস্বাং স্বকার্য্যেণ সুখেন
 যঃ সঙ্গস্তেন চ বধ্যাতি, প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্য্যেণ জ্ঞানেন
 যঃ সঙ্গস্তেন চ বধ্যাতি । হে অনঘ ! নিষ্পাপ ! অহং
 সুখী জ্ঞানী চেতি মনোবশ্মাস্তদভিমানিনি ক্ষেত্রজ্ঞে
 সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৬

টীকা—রজসো লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারণাহ—রজ ইতি ।
 রজঃসংজ্ঞকং গুণং রাগাত্মকমনুরঞ্জনরূপং বিদ্ধি ; অতএব
 তৃষাসঙ্গসমুদ্ভবম্ । তৃষা অপ্রাপ্তেহর্থে অভিলাষঃ, সঙ্গঃ
 প্রাপ্তেহর্থে প্রীতিবিশেষ্যাসক্তিস্তয়োস্তৃষাসঙ্গয়োঃ সমুদ্-
 বাস্তবিক নির্বিকার থাকিলেও বন্ধন করে অর্থাৎ স্বকার্য্য সুখদুঃখ
 মোহাদির দ্বারা সংযোজিত করে ॥ ৫

সেই গুণসকলের মধ্যে নির্মলস্বঃ স্বচ্ছস্বঃ হেতু ফটিকের স্তায়
 প্রকাশক, ভাস্বর, অনাময় উপদ্রবস্বঃ, শাস্ত, শাস্তস্বঃ হেতু হৃদে যে
 সঙ্গ তাহার দ্বারা প্রকাশকত্ব হেতু, জ্ঞানে যে সঙ্গ তাহার দ্বারা
 বন্ধন করে অর্থাৎ ‘আমি সুখী জ্ঞানী’ এই মনোবশ্মসকল ক্ষেত্রজ্ঞে
 সংযোজিত করে ॥ ৬

হে কৌন্তেয় ! অহুরাগজনক রজোগুণ অপ্রাপ্ত অর্থে
 অভিলাষ ও প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তি হইতে সমুৎপন্ন জানিবে ।
 কর্মের আসক্তি দেহীকে কর্মে সংযোজিত করিয়া থাকে ॥ ৭

তমস্তুজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্ ।
 প্রমাদালস্ত-নিজ্রাভিস্তম্ভিবদ্বাতি ভারত ॥ ৮
 সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কৰ্মণি ভারত ।
 জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তু্যত ॥ ৯
 রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত ।

ভবোহস্ম্যাং তদ্রজো দেহিনং দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কৰ্ম্মসু সঙ্গেনা-
 সক্ত্যা নিতরাং বদ্বাতি ; তৃষাসঙ্গাভ্যাং হি কৰ্ম্মস্বাসক্তি-
 ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৭

টীকা—তমসো লক্ষণং বদ্ধকথঞ্চাহ—তম ইতি ।
 তমস্তু অজ্ঞানাজ্ঞাতম্ আবরণশক্তিপ্রধানাং প্রকৃতাং-
 শাহুদভূতং বিদ্বীত্যর্থঃ । অতঃ সর্বেষাং দেহিনাং মোহনং
 ত্রাস্তিজনকম্ ; অতএব প্রমাদেন আলস্তেন নিজ্রয়া চ
 তন্তমো দেহিনং নিবদ্বাতি । তত্র প্রমাদোহনবধানম্,
 আলস্তমমুত্তমঃ, নিজ্রা চিত্তস্তাবসাদাল্লয়ঃ ॥ ৮

টীকা—সত্ত্বাদীনামেবং স্বস্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যাতি-
 শয়মাহ—সত্ত্বমিতি । সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি ।
 ছুঃখশোকাদিকারণে সত্যপি সুখাভিমুখমেব দেহিনং
 করোতীত্যর্থঃ ; এবং সুখাদিকারণে সত্যপি রজঃ কৰ্ম্মণ্যেব
 সঞ্জয়তি, তমস্তু মহৎসঙ্গেনোৎপত্তমানমপি জ্ঞানমাবৃত্য
 আচ্ছাদ্য প্রমাদে সঞ্জয়তি, মহত্তিরুপদিশ্যমানস্তার্থস্তান-
 বধানে যোজয়তি, উত অপি আলস্তাদাবপি সংযোজয়-
 তীত্যর্থঃ ॥ ৯

টীকা—তত্র হেতুমাহ—রজ ইতি । রজস্তমশ্চেতি

হে ভারত ! তমোগুণ অজ্ঞানসম্বৃত দেহিগণের মোহজনক
 জানিবে । সেই তমঃ প্রমাদ (অকর্তব্যো কৰ্ত্তব্যবুদ্ধিতে প্রবৃত্তি),
 আলস্ত (সামর্থ্য সন্বেগে কৰ্ম্মে অপ্রবৃত্তি) ও নিজ্রার দ্বারা দেহীকে
 নিবেশিত বদ্ধ করে ॥ ৮

হে ভারত ! সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখে সত্ত্বপরিণামরূপ
 ক্রীড়াত্মক চিত্তবৃত্তিবিশেষে সংযোজিত করে, রজোগুণ কৰ্ম্মে
 ও তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত্ত করিয়া কৰ্ত্তব্যো অকৰ্ত্তব্যবুদ্ধিতে তাহা
 হইতে নিবৃত্তিরূপ অনবধানে প্রযোজিত করে ॥ ৯

হে ভারত ! সত্ত্বগুণ রজ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০

সর্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্বাদ্ বিবুদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কৰ্ম্মণামশমঃ স্পৃহা ।

রজস্তেতানি জায়ন্তে বিবুদ্ধে ভরতৰ্ষভ ॥ ১২

গুণদ্বয়মভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি অদৃষ্টবশাহুদভবতি,
 ততঃ স্বকার্য্যো সুখে জ্ঞানাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ । এবং
 রজোহপি সত্ত্বং তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয় উদ্ভবতি ।
 ততঃ স্বকার্য্যো তৃষাকৰ্ম্মাদৌ সংযোজয়তি । এবং
 তমোহপি সত্ত্বং রজশ্চোভাবপি গুণাবভিভূয় উদ্ভবতি,
 ততশ্চ স্বকার্য্যো প্রমাদালস্তাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০

টীকা—ইদানীং সত্ত্বাদীনাম্ 'বুদ্ধানাং লিঙ্গাত্মাহ—
 ত্রিভিঃ । সর্বদ্বারেষু অগ্নিগ্নান্ননো ভোগায়তনে দেহে
 সর্বেষুপি দ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা শব্দাদিজ্ঞানাত্মকঃ
 প্রকাশ উপজায়তে উৎপত্ততে, তদানেন প্রকাশলিঙ্গেন
 সত্ত্বং বিবুদ্ধং বিদ্বাদ্ জানীয়াৎ । উৎশব্দাৎ সুখাদিলিঙ্গে-
 নাপি জানীয়াদিত্যুক্তম্ ॥ ১১

টীকা—কিঞ্চ লোভ ইতি । লোভো ধনাভ্যাগমে
 জায়মানেহপি পুনঃ পুনর্বন্ধমানোহভিলাষঃ, প্রবৃত্তিনির্ভাঃ
 কুৰ্ব্বজপতা, কৰ্ম্মণামারম্ভো গৃহাদিনির্মাণোদ্যমঃ, অশম
 ইদং কুত্বেদং করিষ্যামীত্যাদিসঙ্কল্পবিকল্পানুপরমঃ, স্পৃহা
 উচ্চাবেচেষু দৃষ্টমাত্রেষু বস্তৃষু ইত্যন্ততো জিয়ুক্ষা, রজসি
 বিবুদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে এতৈর্লিঙ্গৈ রজো-
 গুণস্ত বুদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১২

অদৃষ্টবশে উদ্ভূত হয়, রজও সত্ত্ব এবং তমোগুণকে, তমোগুণ সত্ত্ব
 ও রজকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১০

যখন শরীরে শ্রোত্রাদি সকল দ্বারে জ্ঞানাত্মক প্রকাশ উৎপন্ন
 হয়, তখন সত্ত্বগুণ বিবুদ্ধিত হইয়াছে জানিবে ॥ ১১

হে ভরতৰ্ষভ ! লোভ (অতি তৃষা—প্রাপ্ত বিষয়ে অলং-
 বুদ্ধি রাহিত্য), প্রবৃত্তি (রাগজন্ত রাগবিষয়ক গুণ) গৃহাদি
 কৰ্ম্মারম্ভ, ইহার ইহা করিব কেবল এইরূপ সংকল্প-বিকল্প কারণ
 ও দৃষ্টবস্ত্র মাত্র গ্রহণেচ্ছা রজোগুণ বদ্ধিত হইলে এই চিরসংকল্প
 সঙ্গাত হইয়া থাকে ॥ ১২

অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিঃ প্রমাদো মোহ এব চ ।
তমন্তোতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩
যদা সবে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূং ।
তদোন্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপত্ততে ॥ ১৪
রজসি প্রলয়ং গতা কর্মসঙ্গিষু জায়তে ।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫

টীকা—কিঞ্চ অপ্রকাশ ইতি । অপ্রকাশো বিবেক-
ভ্রংশঃ, অপ্রবৃত্তিরমুগ্ধমঃ, প্রমাদঃ কর্তব্যার্থানুসন্ধান-
রাহিত্যম্, মোহো মিথ্যাভিনিবেশঃ, তমসি বিবৃদ্ধে
সত্যোতানি লিঙ্গানি চিহ্নানি জায়ন্তে । এতৈস্তমসো বুদ্ধিঃ
জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা—মরণসময় এব বুদ্ধানাং স্বাদীনাম্ ফলবিশেষ-
মাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্ । সবে প্রবৃদ্ধে সতি যদা জীবো
মৃত্যুং প্রাপ্নোতি, তদা উন্তমান্ হিরণ্যগর্ভাদীন্ বিদন্তি
উপাসত ইত্যুন্তমবিদন্তেষাং যে অমলাঃ প্রকাশময়া
লোকাঃ সুখোপভোগস্থানবিশেষান্তান্ প্রতিপত্ততে
প্রাপ্নোতি ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ রজসীতি । রজসি প্রবৃদ্ধে সতি মৃত্যুং
প্রাপ্য কর্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে, তথা তমসি বিবৃদ্ধে
সতি প্রলীনো যতো মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫

টীকা—ইদানীং স্বাদীনাম্ স্বানুরূপকর্মদ্বারেন বিচিত্র-
ফলহেতুত্বমাহ—কর্মণ ইতি । শূকৃতস্ত সাত্বিকস্ত কর্মণঃ
সাত্বিকং সত্ত্বপ্রধানং, নির্মলং প্রকাশবহুলং সুখং ফলমাহঃ
কপিলাদয়ঃ । রজস ইতি । রাজসস্ত কর্মণ ইত্যর্থঃ ;

হে কুরুনন্দন ! বিবেকভ্রংশ, অমুগ্ধম, কর্তব্য অর্থে
অনুসন্ধানরাহিত্য, মিথ্যাভিনিবেশ তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে এইসব
চিহ্ন প্রকাশ হয় ॥ ১৩

মরণসময়ে যদি সত্ত্বগুণ বিবর্তিত হয়, তাহা হইলে জীব
হিরণ্যগর্ভাদি উপাসকগণের গম্য প্রকাশময় লোকসকল প্রাপ্ত
হয় ॥ ১৪

এবং রজোগুণ বিবর্তিত হইলে দেহভোগ্যকারী মনুষ্যলোকে
উৎপন্ন হইয়া থাকে, আর তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে যে দেহভোগ
করে, সে ব্যক্তি পশু-বাদিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ১৫

কর্মণঃ শূকৃতস্তাত্ত্বঃ সাত্বিকং নির্মলং ফলম্ ।
রজসস্ত ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬
সত্ত্বাং সজ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।
প্রমাদ-মোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭
উদ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বহা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্ত গুণবৃত্তিহা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮

কর্মফলকথনস্ত প্রাকৃতত্বাং তস্ত দুঃখং ফলমাহঃ,—তমস
ইতি তামসস্য কর্মণ ইত্যর্থঃ, তস্যাজ্ঞানং মূঢ়ং ফলমাহঃ,
—সাত্বিকাদিকর্মফলক্ষণক “নিয়তং সঙ্গরহিতম্” ইত্যাদি-
নাষ্টাদশাধ্যায়ে বক্ষ্যতি ॥ ১৬

টীকা—তত্রৈব হেতুমাহ—সত্ত্বাদিতি । সত্ত্বাজ্ঞানং
সজ্জায়তে, অতঃ সাত্বিকস্ত কর্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং
ভবতি । রজসো লোভো জায়তে তস্ত চ দুঃখহেতুত্বাত্ত্ব-
পূর্বকস্য কর্মণো দুঃখং ফলং ভবতি । তমসস্ত প্রমাদ-
মোহাজ্ঞানানি ভবন্তি, ততস্তামসস্য কর্মণোহজ্ঞানপ্রাপকং
ফলং ভবতীতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭

টীকা—ইদানীং স্বাদিরবৃত্তিশীলানাং ফলভেদমাহ—
উদ্ধমিতি । সত্ত্বহাঃ সত্ত্বপ্রবৃত্তিপ্রধানা উদ্ধং গচ্ছন্তি,
সত্ত্বোৎকর্ষতারতম্যাত্তরোত্তরশতগুণানন্দান্ মনুষ্যগন্ধর্ব্ব-
পিতৃদেবাদিলোকান্ সত্যলোকপদ্যন্তান্ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ।
রাজসাস্ত তৃষাণ্ডাকুলা মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যলোক এবোৎ-
পত্তন্তে । জঘন্তো নিকৃষ্টস্তমোগুণস্তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদ-
মোহাদিঃ, তত্র স্থিতা অধো গচ্ছন্তি, তমসো বৃত্তিতারত-
ম্যাত্তামিস্রাদিষু নিরয়েষু উৎপত্তন্তে ॥ ১৮

বিদ্বান্গণ সাত্বিক কর্মের ফল প্রকাশবহুল সুখ বলিয়া
থাকেন, আর রাজস কর্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্মের ফল
অজ্ঞান মোহ ॥ ১৬

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজোগুণ হইতে লোভ এবং
তমোগুণ হইতে অজ্ঞান প্রমাদ মোহ সন্মুৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৭

সত্ত্বগুণস্থ মানবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সত্যলোক পদ্যন্ত গমন
করেন, রাজসিকগণ মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হয়, নিকৃষ্ট তমোগুণের
মোহাদিতে স্থিত তামসিকগণ তমোবৃত্তির তারতম্য অনুসারে
তামিস্রাদি নরকে গমন করিয়া থাকে ॥ ১৮

নান্দ্রং গুণেভ্যঃ কৰ্ত্তারং যদা দ্রষ্টামুপশ্চতি ।
 গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ ১৯
 গুণানন্তানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।
 জন্মমৃত্যুজরাহুঃখৈবিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে ॥ ২০
 অর্জুন উবাচ ।
 কৈলিঙ্গৈত্রীন্ গুণানন্তানতীত্যো ভবতি প্রভো ।

টীকা—তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গতং সংসারং প্রপঞ্চমুক্ত্বা
 ইদানীং তদ্বিবেকতো মোক্ষং দর্শয়তি—নান্দ্রমিতি । যদা
 তু দ্রষ্টা বিবেকী ভূষা বুদ্ধাভ্যাকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যো-
 হ্যং কৰ্ত্তারং নান্দ্রমুপশ্চতি, অপি তু গুণা এব কৰ্ম্মাণি
 কুর্ব্বন্তীতি পশ্চতি । গুণেভ্যশ্চ পরং ব্যতিরিক্তং
 তৎসাক্ষিণমাত্মানং বেত্তি, স তু মন্তাবং ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি
 প্রাপ্নোতি ॥ ১৯

টীকা—ততশ্চ গুণকৃতসর্বানর্থবৃত্ত্যা কৃতার্থো ভবতী-
 ত্যাহ—গুণানিতি । দেহাভ্যাকারঃ সমুদ্ভবঃ পরিণামো
 যেহাং তে দেহসমুদ্ভবাস্তানন্তান্ ত্রীনপি গুণানতীত্যা-
 তিক্রম্য তৎকৃতৈর্জন্মাদিভির্বিমুক্তঃ সন্নমৃতম্ অশ্নুতে
 পরমা [ব্রহ্মা]-নন্দং প্রাপ্নোতি ॥ ২০

টীকা—গুণানন্তানতীত্য অমৃতমশ্নুত ইত্যোক্তব্রূষা
 গুণাতীতস্য লক্ষণং তদাচারং গুণাত্যয়োপায়ঞ্চ সমাগ-
 বৃভুংস্মরজ্জুন উবাচ—কৈরিতি । হে প্রভো ! কৈলিঙ্গৈঃ
 কীদৃশৈরাশ্রম্যুৎপন্নৈঃ চিহ্নৈর্গুণাতীত্যো দেহী ভবতীতি
 লক্ষণপ্রশ্নঃ, ক আচারো যস্যোতি কিমাচারঃ কথং বর্ত্তত
 ইত্যর্থঃ । কথঞ্চ কেনোপায়েনৈতাংস্ত্রীনপি গুণানতীত্য
 বর্ত্ততে, তৎ কথয়েত্যর্থঃ ॥ ২১

যখন বিদ্বান্ বুদ্ধাদি আকারে পরিণত গুণসকল হইতে কাৰ্য্যের
 অপর কৰ্ত্তা দর্শন করেন এবং গুণসমূহ হইতে অতিরিক্ত সাক্ষি-
 স্বরূপ আত্মাকে বিদিত হন, তখন তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া
 থাকেন, আর দেহসমুহ হইতে এই সমুদয় গুণকে উল্লঙ্ঘন করত
 জন্মমৃত্যুজরা দুঃখ হইতে বিশেষরূপে মুক্তিলাভপূর্ব্বক দেহী
 ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন ॥ ১৯-২০

অর্জুন বলিলেন,—হে প্রভো ! কি চিহ্নের দ্বারা জানা
 যায় যে জীব ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়াছে ? তাহার আচার

কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১
 শ্রীভগবানুবাচ ।
 প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।
 ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাজ্জলতি ॥ ২২
 উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যোগো ন বিচাল্যতে ।
 গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেব যোহবতিষ্ঠতি নেজতে ॥ ২৩

টীকা—আত্মতত্ত্বপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা ইত্যাদিনা দ্বিতীয়া-
 ধ্যায়ে পৃষ্টমপি দত্তোত্তরমপি পুনর্বিবশেষবুভুংসয়া পৃচ্ছতীতি
 জ্ঞাত্বা প্রকারান্তরেণ তস্য লক্ষণাদিকং শ্রীভগবানুবাচ—
 প্রকাশঞ্চৈতাদি ষড়্ভিঃ । তত্রৈকেন লক্ষণমাহ—
 প্রকাশমিতি । প্রকাশঞ্চ সর্বদ্বারেষু দেহেহশ্মিন্নিতি
 পূর্ব্বোক্তং সত্ত্বকার্য্যম্, প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃকার্য্যম্, মোহঞ্চ
 তমঃকার্য্যম্, উপলক্ষণার্থমেতৎ সত্ত্বাদীনাম্ সর্বগাণ্যপি
 কার্য্যাণি যথাযথং সম্প্রবৃত্তানি স্বতঃপ্রাপ্তানি সন্তি ;
 দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি নিবৃত্তানি চ সন্তি সুখবুদ্ধ্যা যো ন
 কাজ্জলতি, গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি চতুর্থেনাশয়ঃ ॥ ২১

টীকা - তদেবং স্বসংবেদ্যং তস্য গুণাতীতস্ত লক্ষণমুক্ত্বা
 পরসংবেদ্যং তস্য লক্ষণং বক্তুং দ্বিতীয়প্রশ্নস্ত কিমাচার
 ইত্যোত্তরোত্তরমাহ—উদাসীন ইতি ত্রিভিঃ । উদাসীনবৎ
 সাক্ষিতয়া আসীনঃ স্থিতঃ সন্ গুণৈর্গুণকার্য্যৈঃ সুখদুঃখা-
 দিভির্যোগো ন বিচাল্যতে স্বরূপান প্রচ্যাবতে, অপি তু গুণা
 এব স্বকার্য্যে বর্ত্তন্তে এতৈর্মম সত্ত্বক এব নাস্তীতি
 বিবেকজ্ঞানেন যত্ত্বক্ষীমবতিষ্ঠতি । পরশ্চৈপদমার্থম্ ।
 নেজতে ন চলতি ॥ ২৩

কি প্রকার ? এবং কিভাবে তিনি এই তিন গুণকে অতিক্রম
 করেন ? ২১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পাণ্ডব ! জানাত্মক প্রকাশরূপ
 সত্ত্ব কার্য্য ও সতত কার্য্যচেষ্টারূপ রজঃ কার্য্য ও মমত্ব-বুদ্ধিরূপ
 তমঃ কার্য্য সকল সমুদয় হইলে, যিনি দুঃখ বুদ্ধিতে বিষ করেন
 না, এ সকল নিবৃত্ত হউক—সুখ বুদ্ধিতে এরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন
 না, যিনি নিরুৎসুক পক্ষপাতশূন্যভাবে উপবিষ্ট, অহৃদ্যোগী হইয়া
 গুণসকল কর্তৃক বিচালিত (বিক্ষুব্ধ, স্বরূপচ্যুত) হন না, আরও

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মাকাঞ্চনঃ ।

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরন্তল্যানিন্দাঅসংস্তুতিঃ ॥ ২৪

মানাপমানয়োন্তল্যাস্তল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ।

সর্বারন্তপরিভ্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫

মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬

৭—অপি চ সমেতি । সমে সুখদুঃখে যন্ত, যতঃ স্বস্থঃ স্বরূপ এব স্থিতিঃ, অতএব সমানি লোষ্টাশ্মাকাঞ্চনানি যন্ত, তুল্যো প্রিয়াপ্রিয়ৈ সুখদুঃখেহেতুভূতে যন্ত । ধীরো ধীমান্, তুল্যো নিন্দা চ আত্মনঃ সংস্তুতিশ্চ যন্ত ॥ ২৪

টীকা—অপি চ মানেনি, মানে অপমানে চ তুল্যঃ, মিত্রপক্ষে অরিপক্ষে চ তুল্যঃ । সর্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানা-
রন্তানুদ্যমান্ পরিভ্যাগী শীলঃ যন্ত স এবন্তুতাচারযুক্তঃ
গুণাতীত উচ্যতে ॥ ২৫

টীকা—কথংকৈতাংগীন্ গুণানতিবর্তত ইত্যন্ত
প্রশ্নসোত্তরমাহ — মাঞ্চতি । চশকোহব্যভারণাথঃ ।
মামেব পরমেশ্বরমব্যভিচারেণ একান্তেন ভক্তিয়োগেন যঃ
সেবতে, স এতান্ গুণান্ সমতীতা সমাগতিক্রম্য ব্রহ্ম-
ভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ২৬

‘গুণসকল স্ব স্ব কাণ্ডে প্রবৃত্ত হইতেছে ইহাদের সাহিত আমার
কোন সম্বন্ধ নাই’—এই বিবেক দ্বারা নীরবে থাকেন, কোন
রূপ চাকলা প্রকাশ করেন না, যিনি সুখদুঃখ সমান, স্বরূপে
অবস্থিত, সুখও প্রসন্ন ও স্বর্ণে এবং সুখদুঃখের হেতুভূত
প্রিয় অপ্রিয় সমজ্ঞানসম্পন্ন, ধীর দৈয়াল্লভ্য, বুদ্ধিমান, গম্ভীর,
স্বীয় নিন্দা স্তুতিতে, মান-অপমানে, শত্রু এবং মিত্র উভয়
পক্ষে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন, দৃষ্ট অদৃষ্ট—ইহলোক পরলোক সম্বন্ধীয়
সমস্ত উত্তম পরিভ্যাগী, তিনি গুণাতীত বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া

শ্রীমদ্বিহরি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতামহাভারতেমন্যো ভাষ্যকসত্ত্বগত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপরো শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক চতুর্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥

মহাভারতে ভীষ্মপক্ষে অষ্টাঙ্গিশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্তাব্যয়ন্ত চ ।

শাস্ততন্ত চ ধর্মন্ত সুখশ্চৈকান্তিকন্ত চ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্ষিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু

ব্রহ্মবিজ্ঞান্যং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥

ভীষ্মপর্বণি তু অষ্টাঙ্গিশোহধ্যায়ঃ ॥

—তত্র হেতুমাহ—ব্রহ্মণো হীতি । হি যস্মাদ্

ব্রহ্মণোহহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং যথা
ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলঃ তদ্বদেবেত্যর্থঃ । তথা
অব্যয়স্য নিত্যস্য অমৃতস্য মোক্ষস্য চ নিত্যমুক্তত্বাৎ, তথা
তৎসাধনস্য শাস্ততস্য ধর্মস্য চ শুদ্ধসংস্কারত্বাৎ । তথা
একান্তিকস্য অখণ্ডিতস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠাহং পরমানন্দ-
রূপত্বাৎ । অতো মৎসেবিনো মদ্বাবস্যাবশ্যাস্তাবিহাদ্
যুক্তমেবোক্তং ‘ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে’ ইতি ॥ ২৭

কৃষ্ণাধীনগুণাসঙ্গপ্রসঞ্জিতভবানুধির্ম ।

সুখং তরতি তদ্বৃত্ত ইত্যভাষি চতুর্দশে ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং
গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪

থাকেন । গুণাতীত এবাধ্ব লক্ষণাক্রান্ত হন ॥ ২২—২৫

যিনি আমাকেই একান্তিক ভক্তিয়োগের দ্বারা ভক্তনা করেন
তিনি এই গুণসমূহ উত্তমরূপে অতিক্রমপূর্বক মোক্ষপাত করেন,
যেহেতু আমি একের প্রতিমূর্তি—আকৃতি, আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম,
ঘনীভূত প্রকাশ, সর্ব বিকারশূন্য, অজস্ররহিত মোক্ষের ও
পুনরুৎপাদনশূন্য ধর্মের এবং পরিপূর্ণ সুখের প্রতিমা (ছবি,
প্রতিরূপ) ॥ ২৬২৭

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

(শ্রীমন্তগবদগীতায়াং পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ)

[সংসারবৃক্ষস্য, ভগবৎপ্রাপ্তেরূপায়স্য, জীবাত্মনঃ, স্বপ্রভাবস্য পরমেশ্বরস্য, ক্ষরাক্ষরয়োঃ পুরুষোত্তমস্য চ বর্ণনম্ ।]

শ্রীভগবানুবাচ ।

উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বখং প্রাহুরব্যয়ম্ ।

ছন্দাংসি যন্ত পর্ণানি যন্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১

টীকা- -বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্মৃটম্ ।

বৈরাগ্যোপকৃতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেহদিশং ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে ‘মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে’ ইত্যাদিনা পরমেশ্বরমেকান্তভক্ত্যা ভজতস্তৎ-
প্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবো ভবতি ইত্যুক্তম্, ন চৈকান্ত-
ভক্তিজ্ঞানং বা বিরক্তস্ত সন্তবতীতি বৈরাগ্যাপূর্বকং
জ্ঞানমুপদেষ্টুকামঃ প্রথমং তাবৎ সাক্ষিল্লোকাভ্যাং সংসার-
স্বরূপং বৃক্ষরূপকালঙ্কারেণ বর্ণয়ং—শ্রীভগবানুবাচ উর্দ্ধ-
মূলমিতি । উর্দ্ধমূলমঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমঃ
মূলং যন্ত তম্ । অধ ইতি । ততোহর্বাচীনঃ কার্যো-
পাধ্যায়ো হিরণ্যগর্ভাদয়ো গৃহ্যন্তে । তে তু শাখা ইব
শাখা যন্ত তং বিনশ্বরতেন স্বঃপ্রভাতপর্যন্তমপি ন
স্থাস্ততীতি বিশ্বাসানর্হবাদশ্বখং প্রাতঃ । প্রবাহরূপেণা-
বিচ্ছেদাদব্যয়ঞ্চ প্রাতঃ । “উর্দ্ধমূলোহবাক্শাখ এষোহশ্বখঃ
সনাতন” ইত্যাত্মাঃ ক্রতয়ঃ । ছন্দাংসি বেদা যন্ত পর্ণানি
ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারেণ ছায়াস্থানীয়ৈঃ কর্ম্মফলৈঃ
সংসারবৃক্ষস্ত সর্ব্বজীবাশ্রয়ণীয়ত্বপ্রতিপাদনাং পর্ণস্থানীয়া
বেদাঃ । যন্তমেবভূতমশ্বখং বেদ স এব বেদার্থবিৎ ।
সংসারপ্রপঞ্চবৃক্ষস্য মূলশরীরঃ শ্রীনারায়ণঃ ব্রহ্মাদয়স্তদংশাঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়

[সংসারবৃক্ষের ভগবৎপ্রাপ্তি-উপায়ের, জীবাত্মার, তেজোময়
পরমেশ্বরের ও ক্ষর-অক্ষরযুক্ত পুরুষোত্তমের বর্ণন ।]

শ্রীভগবানু কহিলেন—সংসার-প্রপঞ্চের মূল—ঈশ্বর শ্রীপুরুষোত্তম
নারায়ণ । ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তাঁহার শাখাস্থানীয় । সেই সংসার-
বৃক্ষ বিনশ্বর প্রবাহরূপে নিত্যও বটে । বেদসমূহ তাহার পত্র,
সেই অশ্বখ বৃক্ষে যিনি জানেন তিনি বেদবিৎ । শ্রীনারায়ণ
সংসার-বৃক্ষের মূল, তাঁহাকে বেদোক্ত কর্ম্মের দ্বারা অর্চনা করা

অধশ্চোর্দ্ধং প্রমত্তাস্তস্ত শাখা

গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।

অধশ্চ মূলানুসন্ততানি

কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যালোকে ॥ ২

শাখাস্থানীয়াঃ, স চ সংসারবৃক্ষো বিনশ্বরঃ প্রবাহরূপেণ
নিত্যশ্চ বেদোক্তৈঃ কর্ম্মভিঃ সেব্যতামাপাদিতশ্চ ইত্যেতা-
বানেব হি বেদার্থঃ অতএব বিদ্বান্ বেদবিদिति জ্ঞয়তে ॥১

টীকা—কিঞ্চ অধশ্চেতি । হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্যো-
পাধ্যায়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়ত্বেনোক্তানেষু চ যে মুক্তি-
নন্তেহধঃ পশ্বাদিয়োনিস্থ প্রমত্তাঃ বিস্তারং গতাঃ, অক-
তিনশ্চোর্দ্ধং দেবাদিয়োনিস্থ প্রমত্তাঃ তস্ত সংসারবৃক্ষস্ত
শাখাঃ । কিঞ্চ গুণৈঃ সত্ত্বাদিরতিভিজ্জলসেচনৈরিব
যথাযথং প্রবৃদ্ধা বৃদ্ধিঃ প্রাপ্তাঃ । কিঞ্চ বিষয়াঃ রূপাদয়ঃ
প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ ; প্রশাখাস্থানীয়াভি-
রিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ । কিঞ্চ অধশ্চ চশকাদুর্দ্ধঞ্চ
মূলানি অনুসন্ততানি বিরূঢ়ানি মুখ্যং মূলমীশ্বর এক এব ।
ইমানি স্ববাস্তুরমূলানি তত্তত্তোগবাসনালক্ষণানি তেষাং
কার্যমাহ—মনুষ্যালোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি ইতি । কর্ম্ম এব
অনুবন্ধি অনন্তরভাবে যেষাং তানি উর্দ্ধাধোলোকেষু
উপভূক্তং তত্তত্তোগবাসনাদিভিহি কর্ম্মক্ষেয়ে মনুষ্যালোকং
প্রাপ্তানাং তত্তদনুরূপেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তিভবতি ; এতন্মিমেব
হি কর্ম্মাধিকারো নাশ্বেষু লোকেষু । অতো মনুষ্যালোকে
ইত্যুক্তম্ ॥ ২

কর্তব্য ইহা বুঝিয়া যিনি ভগবদ্ আরাধনার জন্ত কর্ম্মাহুতান করেন
তিনিই যথার্থ বেদবেত্তা ॥ ১

সেই অশ্বখ বৃক্ষের সত্ত্বাদি বৃত্তির দ্বারা (জল সেচনের দ্বারা)
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রূপাদি বিষয় পল্লব । ইন্দ্রিয়বৃত্তি শাখা অধোদিকে ও
উর্দ্ধদিকে বিস্তারপ্রাপ্ত হইয়াছে । মনুষ্যালোকে কর্ম্মানুবর্ত্তি মূল-
সকল অধোদিকে বিত্তীর্ণ হইয়াছে ॥ ২

ন রূপমন্ত্বেহ তথোপলভ্যতে

নাস্ত্যো ন চাদিন চ সম্প্রতিষ্ঠা ।

অশ্বখমেনং সুবিরূঢ়মূল-

মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিদ্ৰা ॥ ৩

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং

যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ

তমেব চাত্তং পুরুষং প্রপত্তে

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃত্য পুরাণী ॥ ৪

টীকা—কিঞ্চ ন রূপমিতি । ইহ সংসারে স্থিতৈঃ প্রাণিভিরশ্চ সংসারবৃক্ষস্ত তথা উদ্ধমূলত্বাদিপ্রকারেণ রূপং নোপলভ্যতে, ন চাত্তোহবসানমপর্যন্তস্থত্বাৎ, ন চাদিরনাদিত্বাৎ, ন চ সম্প্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ কথং তিষ্ঠতীতি নোপলভ্যতে । যস্মাদেবভূতোহয়ং সংসারবৃক্ষো দুঃখবচ্ছেদ্যো-হনর্থকরশ্চ, তস্মাদেনং দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ শস্ত্রেণ ছিদ্ৰা তদ্বজ্ঞানে যতেতেত্যাহ — অশ্বখমেনমিতি সাক্ষিন । এনমশ্বখং সুবিরূঢ়মূলম্ অত্যন্তং বদ্ধমূলং সমুদ্রম্ অসঙ্গঃ সঙ্গরাহিত্যম্ অহংমমতাত্যাগস্তেন শস্ত্রেণ দৃঢ়েন সমাগ-বিচারেণ ছিদ্ৰা পৃথক্ভূত্যা । তত ইতি । ততস্তশ্চ মূলভূতং তৎ পদং বস্তু বৈষ্ণবং পদং পরিমার্গিতব্যম্, অশ্বেষ্টব্যম্ । কীদৃশম্? যস্মিন্ গতা যৎপদং প্রাপ্তাঃ সন্তো ভূয়ো ন নিবর্তন্তি নাবর্তন্ত ইত্যর্থঃ । অশ্বেষণ-প্রকারমেবাহ—তমেবেতি । যত এষা পুরাণী চিরন্তনৌ সংসারপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃত্য বিস্তৃতা, তমেব চাত্তং পুরুষং প্রপত্তে শরণং ব্রজামি ইত্যেবমেকাশান্তভক্ত্যা অশ্বেষ্টব্য-মিত্যর্থঃ ॥ ৩-৪

ইহলোকে এই সংসার-বৃক্ষের রূপ উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ তাঁহার অন্ত (শেষ), আদি ও স্থিতির প্রতীতি হয় না । অতিশয় বদ্ধমূল এই সংসাররূপ অশ্বখ বৃক্ষকে অহং মমতা ত্যাগরূপ শস্ত্রে (সম্যগ্ বিচারের) দ্বারা ছেদন-পূর্বক তাহার মূলভূত সেই বৈষ্ণবপদ অশ্বেষণ করা কর্তব্য । যেহানে গমন করিলে পুনরায় কেহ প্রত্যাবৃত্ত হয় না, যেহান হইতে এই সংসারপ্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, সেই আদিভূত পুরুষের শরণাগত হই, এইরূপ একান্ত ভক্তিসহকারে অশ্বেষণ করিতে হয় ॥ ৩-৪

অহঙ্কার মিথ্যাভিনিবেশবিরহিত, পুত্রকলত্রাদি সঙ্গরূপ

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা

অধ্যাত্মনিষ্ঠা বিনিবৃত্তকামাঃ ।

দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংশ্লৈ-

র্গচ্ছন্ত্যমৃতাঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাক্কো ন পাবকঃ ।

যদ্ গতা ন নিবর্তন্তে তদ্ ধাম পরমং মম ॥ ৬

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃবর্তানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কথতি ॥ ৭

টীকা—তৎপ্রাপ্তৌ সাধনাস্তরাণি দর্শয়ন্নাহ—নির্মা-নেতি । নির্গতৌ মান-মোহৌ অহঙ্কার-মিথ্যাভিনিবেশৌ যেভ্যস্তে, জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপো দোষো যেষ্টে, অধ্যাত্মে আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাঃ পরনিষ্ঠিতাঃ । বিশেষেণ নিবৃত্তঃ কামো যেভ্যস্তে, সুখদুঃখহেতুত্বাৎ সুখদুঃখসংজ্ঞানি শীতো-ষ্ণাদীনি দ্বন্দ্বানি তৈর্বিমুক্তাঃ, অত এবামৃতা নিবৃত্তাবিদ্যাঃ সমুদ্রস্তদব্যয়ং পদং বৈষ্ণবং গচ্ছন্তি । তদেব গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি—ন তদিতি । যৎ পদং সূর্য্যাদয়ো ন প্রকাশয়ন্তি, যৎ প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে যোগিনস্তদ্ধাম স্বরূপং পরমং মম, অনেন সূর্য্যাদিপ্রকাশবিষয়ত্বেন জড়ত্ব-শীতোষ্ণাদিদোষপ্রসঙ্গো নিরন্তঃ ॥ ৫-৬

টীকা—নহু চ তদীয়ং ধাম প্রাপ্তাঃ সন্তো যদি ন নিবর্তন্তে, তহি “সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে” ইত্যাদি ক্রতেঃ । সুখপ্ৰিয়প্রলয়সময়ে তৎপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বেষা-মন্তীতি কো নাম সংসারী স্যাদিত্যাশঙ্ক্য সংসারিণং দর্শয়তি—মমৈবেতি পঞ্চভিঃ । মমৈবাংশো যোহয়ম-বিদ্যয়া জীবভূতঃ সনাতনঃ সর্ব্বদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ

দোষবিহীন, আত্মজ্ঞানে অত্যাশঙ্ক, কামনাপরিশূন্য, সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত অবিচ্ছাদিহীন হইয়া সেই সর্ব্ববিকার-বিবর্জিত পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫

যে পরমপদে গমন করত যোগিগণ প্রত্যাবৃত্ত হন না, সুখ্য চন্দ্র ও অগ্নি যাহা প্রকাশিত করিতে পারেন না, তাহাই আমার পরম ধাম ॥ ৬

আমারই এই নিত্যসিদ্ধ অংশ অবিচ্ছাদ কর্তৃক জীবরূপে পরিণত হইয়া সুখপ্ৰিয় ও প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীনভাবে স্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সংসারে আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৭

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।
 গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮
 শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ভ্রাণমেব চ ।
 অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯
 উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণাধিতম্

অসৌ সুষুপ্তি-প্রলয়য়োঃ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি মনঃ
 যষ্ঠং যেষাং তানীন্দ্রিয়াণি পুনর্জীবলোকে সংসারে
 ভোগার্থমাকর্ষতি । এতচ্চ কশ্মৈন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য
 চোপলক্ষণার্থম্ ! অয়ন্তাবঃ—সত্যং সুষুপ্তিপ্রলয়য়োরপি
 মদংশতাং সর্বস্যাপি জীবমাত্রস্য ময়ি লয়াদন্ত্যেব মৎ-
 প্রাপ্তিস্থতাপ্যবিদ্যারূতস্য সানুশয়স্য সপ্রকৃতিকে ময়ি
 লয়ো ন তু শুদ্ধে । তত্শব্দম্—“অব্যাক্তাদ্ব্যাক্তয়ঃ সর্বাঃ
 প্রভবন্তি” ইত্যাদিনা । অতশ্চ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছন্ন-
 বিদ্বান্ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি সোপাধিভূতানী-
 ন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষতি, বিদুষাস্ত শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তেনাবৃত্তিরিত্যি ॥৭

টীকা—তাত্ত্বাক্ষর্য কিং করোতীত্যাহ—শরীরমিতি ।
 যৎ যদা শরীরান্তরং কন্মবশাদবাপ্নোতি যতশ্চ শরীরাত্ত-
 ক্রামতি ঐশ্বরো দেহাদীনং স্বামী, তদা পূর্বস্মাৎ শরীর-
 দেতানি গৃহীত্বা তচ্ছরীরান্তরং সম্যগ্ যাতি । শরীরে
 সত্যপি ইন্দ্রিয়গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ—আশয়াৎ স্বস্থানাৎ
 কুশুমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্ গন্ধবতঃ সূক্ষ্মানংশান্ গৃহীত্বা
 বায়ুর্ঘৃণা গচ্ছতি তদ্বৎ ॥ ৮

টীকা—তাশ্চোবেন্দ্রিয়াণি দর্শয়ন্ যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছতি
 তদাহ—শ্রোত্রমিতি । শ্রোত্রাদীনি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি মনশ্চা-
 ন্তঃকরণমধিষ্ঠায় আশ্রিত্য শব্দাদীন বিষয়ানয়ং জীব

এই ঐশ্বর যে শরীর প্রাপ্ত হন, যে শরীর হইতে উৎক্রান্ত
 হন, তখন বায়ু যেমন কুশুমাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্ম অংশ-
 সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে, তদ্রূপ পূর্বশরীর হইতে
 মন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়কে গ্রহণপূর্বক গমন করিয়া থাকেন ॥ ৮

এই জীব শ্রোত্র চক্ষু স্বক রসনা ও ভ্রাণেন্দ্রিয়ে এবং মনে
 অধিষ্ঠিত হইয়া শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহ উপভোগ করিয়া থাকেন ॥৯
 অব্যবেকী বিমুগ্ধগণ দেহ হইতে দেহান্তর গমনকারী, সেই
 দেহেই স্থিত অথবা বিষয়ভোগ নিরত, ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত জীবকে

বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুঃ ॥ ১০
 যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মনাবস্থিতম্ ।
 যতন্তোহপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১
 যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেহখিলম্ ।
 যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২

উপভুক্তে ॥ ৯

টীকা—ননু কাষ্য-কারণসজ্জাতব্যতিরেকেণ এবভূত-
 মাত্মানং সর্বত্রহপি কিং ন পশ্যন্তি তত্রাহ—উৎক্রামন্ত-
 মিতি । উৎক্রামন্তঃ দেহাদেহান্তরং গচ্ছন্তঃ তস্মিন্নেব
 দেহে স্থিতং বা বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণাধিতমিন্দ্রিয়াদি-
 যুক্তং জীবং বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি নালোকয়ন্তি । জ্ঞানমেব
 চক্ষুর্ঘেষাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি ॥ ১০

টীকা—দুজ্জেষ্টায়াং যতো বিবেকিষপি কেচিদেব
 পশ্যন্তি, কেচিন্ন পশ্যন্তীত্যাহ—যতন্ত ইতি । যতন্তো
 ধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানাঃ যোগিনঃ কেচিদিনমাত্মা-
 নমাত্মনি দেহেবস্থিতং বিবিক্তং পশ্যন্তি, শাস্ত্রাভ্যা-
 সাদিভিঃ প্রযত্নং কুর্বাণা অপ্যকৃতাত্মানোহবিভুদ্ধচিত্তা
 অত এবাচেতসো মন্দমতয় এনং ন পশ্যন্তি ॥ ১১

টীকা—তদেব ‘ন তদ্ভাসয়তে সূধ্যঃ’ ইত্যাদিনা
 পারমেশ্বরং পরং ধামোক্তং তৎপ্রাপ্তানাঞ্চাপুনরাবৃত্তিরুক্তা ।
 তত্র চ সংসারিণোহভাবমাক্ষয়ং সংসারিস্বরূপং দেহাদিবাতি-
 রিক্তং দর্শিতম্ । ইদানীং তদেব পারমেশ্বরং রূপমনন্ত-
 শক্তিধ্বেন নিরূপয়তি—যদিত্যাদি-চতুর্ভিঃ । আদিত্যাদিষু
 স্থিতং যদনেকপ্রকারং তেজো বিশ্বং প্রকাশয়তি, তৎ সর্বং
 তেজো মদীয়মেব জানীহি ॥ ১২

দেখিতে পায় না, জ্ঞানরূপ চক্ষুবিশিষ্ট বিবেকিসকল দর্শন
 করেন ॥ ১০

প্রযত্নকারী যোগিসমূহই এই আত্মাকে শরীরে অবস্থিত
 দেখিতে পান । কিন্তু অবিশুদ্ধ চিত্ত অজ্ঞানিগণ যত্নবান্ হইয়াও
 এই আত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না ॥ ১১

আদিত্যে অবস্থিত যে তেজ, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ সমগ্র
 জগৎ প্রকাশিত করিতেছে, সে তেজ আমার-ই অবগত
 হইবে ॥১২

গামাবিশ্ণু চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।

পুষ্ণামি চৌষধীঃ সৰ্বাঃ সোমো ভূষা রসাত্মকঃ ॥ ১০

অহং বৈশ্বানরো ভূষা প্রাণিনাং দেহমাত্রিতঃ ।

প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যস্ চতুर्वিধম্ ॥ ১৪

সর্বশ্চ চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মন্তুঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনকঃ ।

টীকা—কিঞ্চ গামিতি । গাং পৃথিবীমোজসা বলে-
নাধিষ্ঠায় অহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি, অহমেব চ
রসময়ঃ সোমো ভূষা ত্রীহাত্তোষধীঃ সৰ্বাঃ সংবর্দ্ধয়ামি ॥ ১০

টীকা—অহমিতি । বৈশ্বানরো জঠরাগ্নিভূষা প্রাণিনাং
দেহশাস্ত্রঃ প্রবিষ্ট প্রাণাপানাত্মক তদুদীপকাত্মা
সহিতঃ প্রাণিভির্ভুক্তঃ, ভক্ষ্যঃ ভোজ্যঃ, লেহ্যঃ চেতি
চতুर्वিধমস্মৈ পচামি । তত্র যদন্তৈশ্বরবথগ্যাবথগ্য ভক্ষ্যতে
অপুপাদি তদ্বক্ষ্যঃ, যন্তু কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য
নিগীৰ্ঘ্যতে পায়সাদি তদ্বোজ্যঃ, যন্তু জিহ্বায়াঃ নিক্ষিপ্য
রসাস্বাদেন ক্রমশো নিগীৰ্ঘ্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি, তল্লৈহম্ ।
যন্তু দংষ্ট্রাভিনিষ্পীড্য রসাংশং নিগীৰ্ঘ্যাবশিষ্টং তাস্যাত
ইক্ষুদণ্ডাদি তচ্চোষ্যমিতি চতুर्वিধভেদঃ ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ সৰ্বশ্চৈতি । সৰ্বশ্চ প্রাণিজাতশ্চ হৃদি
সম্যগন্তুৰ্যামিরূপেণ প্রবিষ্টোহহম্ । অতশ্চ মন্তুঃ এব
হেতোঃ প্রাণিমাত্রশ্চ পূৰ্ব্বানুভূতার্থবিষয়া স্মৃতির্ভবতি ।
জ্ঞানক বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং ভবতি, অপোহনক তয়োঃ
প্রমোষো ভবতি । বেদৈশ্চ সৰ্বৈশ্চ তদেবতাদিরূপেণাহ-
মেব বেত্তাঃ, বেদান্তকুং তৎসম্প্রদায়প্রবর্তকশ্চ জ্ঞানদো-

আমি বলের দ্বারা এই ধরনীতে অধিষ্ঠান করিয়া ভূত-সকলকে
ধারণ করিয়া আছি এবং রসময় নিশাকর হইয়া ঔষধীসকল
সংবর্দ্ধিত করি ॥ ১০

আমি জঠরাগ্নি (বৈশ্বানর) হইয়া প্রাণিগণের শরীর মধ্যে
স্থিত হইয়া তাহার উদীপক প্রাণ ও অপানের সহিত ভূতগণের
ভুক্ত চৰ্কা, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্বিধ ভক্ষ্য অন্ন পরিপাক করিয়া
ধাকি ॥ ১৪

আমি সমস্ত ভূতের হৃদয়ে সম্যগ্ অন্তর্ধ্যামিরূপে প্রবিষ্ট
এইজন্ত আমি হইতে প্রাণিমায়ে পূৰ্ব্বানুভূতি অর্থ বিষয়িনী স্মৃতি
ও বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ উৎপন্ন জ্ঞানও হয় এবং উভয়ের অভাবও

বেদৈশ্চ সৰ্বৈরহমেব বেত্তো

বেদান্তকুদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সৰ্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬

উত্তমঃ পুরুষস্তমঃ পরমাশ্চৈত্য়াদাহতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্ণু বিভক্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭

গুরুরহমিত্যর্থঃ, বেদবিদেব চ বেদার্থবিদহমেব ॥ ১৫

টীকা—ইদানীং ‘তদ্ধাম পরমং মম’ ইতি যত্নকঃ
স্বকীয়ং সৰ্ব্বোত্তমমহং তৎ দর্শয়তি—দ্বাবিতি ত্রিভিঃ ।
ক্ষরশ্চ অক্ষরশ্চেতি দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে প্রসিদ্ধৌ ।
তাবেবাহ—তত্র ক্ষরঃ পুরুষো নাম সৰ্বাণি ভূতানি
ব্রহ্মাদিস্বাবরাস্তানি শরীরানি, অবিবেকিলোকস্ত
শরীরেষেব পুরুষপ্রসিদ্ধেঃ । কূটঃ শিলারানিঃ ।
পৰ্বত ইব দেহেষু নশ্চাস্তপি নিবিকারতয়া তিষ্ঠতীতি
কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা স হক্ষরঃ পুরুষঃ ইত্যুচ্যতে
বিবেকিভিঃ ॥ ১৬

টীকা—যদর্থমেতৌ লক্ষিতৌ তমাহ—উত্তম ইতি
এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যামন্যো বিলক্ষণ উত্তমঃ পুরুষঃ ।
বৈলক্ষণ্যমেবাহ—পরমশ্চাসাবাত্মা চেতি । উদাহৃত
উক্তঃ ঋতিভিঃ । আয়ত্বেন ক্ষরাদচেতনাদ্বিলক্ষণঃ ।
পরমহেনাক্ষরাচেতনাদ্ ভোক্তুর্বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ ।
পরমাশ্চৈত্য়মেব দর্শয়তি—যো লোকত্রয়মিতি । য ঈশ্বর
ঈশনশীলঃ অব্যয়শ্চ নিবিকার এব সন্ লোকত্রয়ং কুংস্রং
হৃদয়মাবিশ্ণু বিভক্তি পালয়তি ॥ ১৭

হইয়া থাকে, সকল বেদের দ্বারা সেই সেই দেবতারূপে আমিই
জাতব্য ; বেদান্তকুং বেদান্ত-সম্প্রদায় প্রবর্তক জ্ঞানদাতা গুরু
আমিই এবং আমিই বেদার্থকর্তা ॥ ১৫

ক্ষর ও অক্ষর নামক দুইটা পুরুষ জগতে বিখ্যাত । তন্মধ্যে
ক্ষর পুরুষ ব্রহ্মাদি স্বাবরাস্ত সকলের শরীর, আর দেহ নষ্ট হইলেও
পৰ্বতের স্থায় নিবিকারভাবে অবস্থিত কূটস্থ চেতন ভোক্তাই
অক্ষর পুরুষ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হন ॥ ১৬

এবং অল্প উত্তম পুরুষ পরমাশ্চ নামে উক্ত হন, যিনি ঈশ্বর
ও সর্ববিকার বিরহিত হইয়া লোকত্রয়ে সমস্ত হৃদয়ে আবেশপূৰ্ব্বক
(আবিষ্ট হইয়া) পালন করিয়া থাকেন ॥ ১৭

যস্মাৎ ক্রমমতীতোহহমক্রাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।

স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ।

এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্ম্যৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০

টীকা—এবমুত্তমং পুরুষোত্তমত্বমাস্মানো নামনির্বচনেন দর্শয়তি—যস্মাদিতি । যস্মাৎ ক্রমং জড়বর্গমতিক্রান্তোহহং নিত্যমুক্তত্বাৎ, অক্রাদেতেনবর্গাদপ্যুত্তমশ্চ নিয়ন্তৃত্বাৎ, অতো লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাতোহস্মি । তথাচ শ্রুতিঃ,—“স বা অয়মাগ্না সর্বশ্চ বশী সর্বস্যোশানঃ সর্বস্যাদিধিঃ সর্বমিদং প্রশাস্তি” ইত্যাদি ॥ ১৮

টীকা—এবমুত্তমত্বস্য জ্ঞাতুঃ ফলমাহ—য ইতি । এবম্ উক্তপ্রকারেণাসম্মূঢ়ো নিশ্চিতমতিঃ সন্ যো মাং পুরুষোত্তমং জানাতি, স সর্বভাবেন সর্বপ্রকারেণ নামেব ভজতি । ততশ্চ সর্ববিৎ সর্বজ্ঞো ভবতি ॥ ১৯

যেহেতু আমি ক্রম জড়বর্গ হইতে অতিক্রান্ত এবং অক্রাদেতেন বর্গ হইতেও উত্তম, এইজন্ত লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত ॥ ১৮

হে ভারত ! যিনি এইরূপ মোহবিরহিত হইয়া পুরুষোত্তম আমাকে বিদিত হন, তিনি কায়মনোবাক্যদ্বারা সর্বপ্রকারে

শ্রীমদ্ভগবৎ শতসাহস্রী সংহিতামহাভারতে মধ্যে ভীষ্মপর্বাস্তবর্গে ভীষ্মবদগীতাপর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-

নুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-

সংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥

ভীষ্মপর্বনি তু একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

টীকা—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ইতীতি । ইত্যনেন সংক্ষেপপ্রকারেণ গুহ্যতমমতিরহস্যং সম্পূর্ণং শাস্ত্রমেব ময়োক্তং, ন তু পুনর্বিংশতিশ্লোকমধ্যায়মাত্রম্ । হে অনঘ ! ব্যসনশূন্য ! অতএবৈতন্মহত্ত্বং শাস্ত্রং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ সমাগ্-জ্ঞানী স্যাৎ, কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ—যোহপি কোহপি । হে ভারত ! ত্বং কৃতকৃত্যোহসীতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২০

সংসারশাখিনং ছিত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভূঃ ।

পুরুষোত্তমযোগাথো পরং পদমুপাদিশৎ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াম্ পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫

আমাকে ভজনা করেন, অনন্তর সর্বজ্ঞ হইয়া থাকেন ॥ ১৯

হে নিষ্পাপ ভারত ! এই সংক্ষেপে গুহ্যতম অতি রহস্তপূর্ণ শাস্ত্র আমি বলিলাম (মাত্র এই অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোক নহে), অতএব মৎকথিত ইহা অবগত হইলে যে কেহ বুদ্ধিমান্ ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকে ॥ ২০

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমন্তগবদগীতায় ষোড়শোহধ্যায়ঃ)

[ফলসহিতদৈবানুর-সম্পদাং বর্ণনম্, শাস্ত্রবিপরীতাচরণানাং ত্যাগায়, তদমূল্যচরণামমুষ্ঠানায় চ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেরণা]

শ্রীভগবানুবাচ ।

অভয়ং সন্তসংস্কৃদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১

অহিংসা সত্যমক্ৰোধস্ত্যাগঃ শাস্ত্রিরপৈশুনম্ ।

দয়া ভূতেষলোলুপ্তং মর্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২

টীকা—আনুরীং সম্পদং ত্যক্তু।

দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ ।

মুচ্যন্ত ইতি নির্ণেতুঃ

তদ্বিবেকোহথ ষোড়শে ॥”

পূর্বাধ্যায়ান্তে “এতদবুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত” ইত্যুক্তম্, তত্র ক এতত্ত্বং বুধ্যতে । কো বা ন বুধ্যতে ইত্যপেক্ষয়াং তত্ত্বজ্ঞানৈধিকারিণোহনধিকারিণশ্চ বিবেকার্থং ষোড়শাধ্যায়সারম্ভঃ । নিরূপিতে হি কার্যার্থে চাধিকারিজিজ্ঞাসা ভবতি । তদুক্তং ভট্টেঃ,—“ভারো যো যেন বোঢ্যব্যঃ স প্রাগান্দোলিতো যদা । যদা কন্তস্য বোঢ়েতি শক্যং কর্তুং নিরূপণম্ ॥” ইতি । তত্রাধিকারিবিশেষণীভূতাং দৈবীং সম্পদমাহ—শ্রীভগবানু-বাচ অভয়মিতি ত্রিভিঃ । অভয়ং ভয়াভাবঃ, সবসা চিত্তস্য সংস্কৃতিঃ সুপ্রসন্নতা, জ্ঞানযোগে আশ্রয়ান্নোপায়ে ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠা । দানং স্বভোজ্যসাম্রাদেবধোচিতং সংবিভাগঃ । দমো বাহেল্লিয়সংযমঃ, যজ্ঞো যথাধিকারং দর্শপৌর্ণমাসাদিঃ । স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞাদির্জপযজ্ঞঃ বা । তপ উত্তরাধ্যায়ৈ বন্ধামাং শরীরাদি, আর্জবমবক্রতা ।

ষোড়শ অধ্যায়

[ফলের সহিত দৈব ও আনুরসম্পদসমূহের বর্ণন এবং শাস্ত্র-বিপরীত আচরণসকলের ত্যাগের জন্য ও তদমূল্য আচরণ-সকলের অমুষ্ঠানের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণা ।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে ভারত ! অভয়, চিত্তের সুপ্রসন্নতা, আশ্রয়ান্নোপায়ে সমাগ্ অবস্থিতি—পরিনিষ্ঠা, দান, বাহেল্লিয়-নিগ্রহ ও যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (মোক্ষশাস্ত্র পাঠ), তপস্বী, সারল্য, কায়মনোবাক্যে হিংসা পরিত্যাগ, যথার্থ ভাষণ, লোকহিত, যোষ্মাহিত্য, ঐদার্য, শাস্ত্র—উপরতি, পরদোষ কখন পরিহার, কৃত্তগণে দয়া, লোভশূন্যতা, যত্ন, অকার্য্যে লজ্জা, চাপল্যরহিত,

তেজঃ ক্রমা ধৃতিঃ শৌচমজ্রোহো নাতিমানিতা

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩

দন্তো দর্পোহতিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুণ্যমেব চ ।

অজ্ঞানং চাভিজাতস্ত পার্থ সম্পদমানুরীম্ ॥ ৪

কিঞ্চ অহিংসেতি । অহিংসা পরপীড়াবর্জনম্ । সত্যং যথাদৃষ্টার্থভাষণম্, অক্ৰোধস্তাড়িতস্যাপি চিত্তে ক্রোধানু-পত্তিঃ, ত্যাগ ঐদার্যম্, শাস্ত্রিশ্চিত্তোপরতিঃ, পৈশুন্যং পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশনং তদ্বর্জনমপৈশুন্যং, ভূতেষু দীনেষু দয়া, অলোলুপ্তং লোভাভাবঃ । অবর্ণলোপস্বার্থঃ । মর্দবং যত্নত্বম্ অক্রুরতা, হ্রীরকার্য্যপ্রবর্ত্তো লোকলজ্জা, অচাপলাং বার্থক্রিয়রাহিত্যম্ । কিঞ্চ তেজঃ ইতি । তেজঃ প্রাগলভ্যং, ক্রমা পরিত্ববাদিশৃংপত্তমানেষু ক্রোধ-প্রতিবন্ধঃ, ধৃতির্হুঃখাদিভিরবসীদতশ্চিত্তস্তস্ত স্থিরীকরণম্, শৌচং বাহ্যভ্যন্তরস্কৃদ্ধিঃ, অজ্রোহো জিঘাংসারাহিত্যম্, অতিমানিতা আশ্রয়তিপূজ্যহাভিমানস্তদভাবো নাতি-মানিতা ; এতান্নভয়াদিনী ষড়্ বিংশতিপ্রকারাণি লক্ষণানি দৈবীং সম্পদমভিজাতস্ত ভবন্তি । দেবযোগ্যাং সাবিকীং সম্পদমভিলক্ষ্য তদাভিমুখ্যেন জাতস্ত ভাবিকল্যাণস্ত পুংসো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১-৩

টীকা—আনুরীং সম্পদমাহ—দন্ত ইতি । দন্তো ধর্ম্মধ্বজিত্বম্ । দর্পো ধনবিজ্ঞাদিনিমিত্তং চিত্তস্তৌৎসুক্যম্, অভিমানো ব্যাখ্যাত এব, ক্রোধঃ প্রসিক্ধঃ, পারুণ্যং বার্থক্রিয়া ত্যাগ, তেজস্বিতা, ক্রমা, ধৈর্য্য, বাহ্যভ্যন্তর স্কৃতি, অনিষ্টাচরণ না করা, আপনার পূজ্য অভিমানহীনতা, যাহারা দৈবী সম্পদ লক্ষ্য করত জন্মগ্রহণ করেন, সেই ভাবী কল্যাণময় পুরুষের এই ষড়্ বিংশতি প্রকার দৈবী সম্পদ লাভ হইয়া থাকে ॥ ১-৩

হে পার্থ ! ধর্ম্মধ্বজিত্ব (ধর্ম্ম বিজ্ঞাদি নিমিত্ত চিত্তের ঔৎসুক্য, ‘আমি জেট’ এই বুদ্ধি), কোপ, নিষ্ঠুরত্ব, অবিবেক এই আনুরী সম্পদ লক্ষ্য করিয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারা এই সকল প্রাপ্ত হয় ॥ ৪

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়ানুরী মতা ।
 মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব ॥ ৫
 দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আনুর এব চ ।
 দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আনুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬
 প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিহরানুরাঃ ।

নিষ্ঠুরত্বম্ । অজ্ঞানমবিবেকঃ, আনুরীমিত্যপলক্ষণম্ ।
 অনুরাণাং রাক্ষসানাঞ্চ যা সম্পৎ তামানুরীমভিলক্ষ্য
 জাতশ্চেতানি দম্ভাদীনি ভবন্তি ॥ ৪

টীকা—এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যং দর্শয়ন্নাহ—
 দৈবীতি । দৈবী যা সম্পৎ তয়া যুক্তো ময়োপদিষ্টে
 তত্ত্বজ্ঞানেহধিকারী, আনুর্যা সম্পদা যুক্তস্ত নিত্যং
 সংসারীত্যর্থঃ । এতৎ ভ্রষ্টা কিমহমত্রাধিকারী ন বেতি
 সন্দেহব্যাকুলচিত্তমর্জ্জুনমাশ্বাসয়তি—হে পাণ্ডব ! মা শুচঃ
 শোকঃ মা কার্ষীঃ, যতন্তং দৈবীং সম্পদমভিজাতোহসি ॥ ৫

টীকা—আনুরী সম্পৎ সর্ব্বাঙ্গনা বর্জ্জয়িতব্যোত্যেত-
 দধর্ম্মানুরীং সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ—দ্বাবিতি । দ্বৌ
 দ্বিপ্রকারৌ ভূতানাং সর্গৌ মে মদ্বচনাচ্ছৃণু । আনুর-
 রাক্ষসপ্রকৃত্যোরেকীকরণেন দ্বাবিত্যুক্তম্ । অতো ‘রাক্ষ-
 সীমানুরীক্ষেব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতা’ ইত্যাদিনা
 নবমাধ্যায়োক্তপ্রকৃতিত্রৈবিধ্যোনা বিরোধঃ । স্পষ্টমন্ত্য ॥ ৬

টীকা—আনুরীং বিস্তরশো নিরূপয়তি—প্রবৃত্তিঞ্চ-
 ত্যাদিদ্বাদশভিঃ । ধর্ম্মে প্রবৃত্তিমধর্ম্মান্নিবৃত্তিঞ্চানুরস্বভাবা
 জনা ন জানন্তি, অতঃ শৌচমাচারঃ সত্যঞ্চ তেহু
 নাস্ত্যেব ॥ ৭

টীকা—নহু বেদোক্তয়োর্ধর্ম্ময়োঃ প্রবৃত্তিঃ নিবৃত্তিঞ্চ

দৈবী সম্পদ—দেবযোগ্যা সাত্ত্বিকী সম্পদ মোক্ষের হেতু আর
 আনুর সম্পদ সংসারের কারণ । হে পাণ্ডব ! শোক করিও না
 যেহেতু তুমি দৈবী সম্পদ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ ॥ ৫

হে পার্থ ! ইহলোকে দৈব ও আনুর—স্বষ্টি এই দুই প্রকার ।
 তন্মধ্যে দৈব বিস্তারপূর্ব্বক বলিয়াছি, আনুর স্বষ্টির কথা আমার
 নিকট প্রবণ কর ॥ ৬

অনুর-প্রকৃতি জনগণ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি বা অধর্ম্মে নিবৃত্তি অবগত
 নয়, তাহাদের শৌচ মলনিরসন করচরণাদি প্রকালনাদি

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেহু বিজ্ঞতে ॥ ৭
 অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদানুরানীশ্বরম্ ।
 অপরম্পরসম্ভূতং কিমন্ত্যং কামহৈতুকম্ ॥ ৮
 এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টান্মানোহল্পবুদ্ধয়ঃ ।
 প্রভবন্ত্যপ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯

কথং ন বিহুঃ ? কুতো বা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ নঙ্গীকারে জগতঃ
 সুখদুঃখাদিব্যবস্থা স্যাৎ । কথং বা শৌচাচারাদি-
 বিষয়ামীশ্বরাজ্ঞামতিবর্ত্তেরন, ঈশ্বরানঙ্গীকারে চ কুতো
 জগত্বেপত্তিঃ সাদত আহ—অসত্যমিতি । নাস্তি সত্যং
 বেদপুরাণাদিপ্রমাণং যস্মিন্স্তাদৃশং জগদাহুঃ । বেদাদীনাং
 প্রামাণ্যং ন মন্ত্যন্ত ইত্যর্থঃ । তদ্বক্তব্যং—“ত্রয়ো বেদস্য
 কর্ত্তারো ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ” ইত্যাদি । অতএব নাস্তি
 ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাহৈতুর্হস্য তৎ, স্বাভাবিকং
 জগদ্বৈচিত্র্যমাহরিত্যর্থঃ । অতএব নাস্তীশ্বরঃ কর্ত্তা
 ব্যবস্থাপকশ্চ यस্য তাদৃশং জগদাহুঃ । তত্তি কুতোহস্য
 জগত উৎপত্তিঃ বদন্তীত্যত আহ—অপরম্পরসম্ভূতমিতি ।
 অপরশ্চ পরশ্চেতি অপরম্পরম্ অপরম্পরতোহহ্যোতৃতঃ
 জীপুংসয়োর্মিথুনাং সম্ভূতং জগৎ । কিমন্ত্যং কারণমস্য ?
 নাস্ত্যন্ত্যং কিঞ্চিৎ, কিন্তু কামহৈতুকমেব জীপুংসয়োরুভয়োঃ
 কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরসোভাহরিত্যর্থঃ ॥ ৮

টীকা—কিঞ্চ এতামিতি । এতাং লোকায়তিকানাং
 দৃষ্টিং দর্শনমাশ্রিত্য নষ্টান্মানো মলীমসচিত্তাঃ সন্তোহল্প-
 বুদ্ধয়ো দৃষ্টার্থমাত্রমতয়ঃ, অতএবোগ্রং হিংস্রং কর্ম্ম যেষাং
 তে, অহিতা বৈরিণো ভূত্বা জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি

ব্যাহাস্তর শুদ্ধি নাই, শাস্ত্রবিহিত আচার নাই এবং যথার্থ ভাষণ
 ভূতহিতরূপ সত্য নাই ॥ ৭

তাহারা বলে—জগৎ অসত্য, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থার হেতু
 নাই, জগৎ বৈচিত্র্য স্বাভাবিক, ইহার কোন কর্ত্তা নাই, জী-পুরুষের
 মিথুন হইতে সম্ভূত, অত্ৰ কোন কারণ নাই—জী-পুরুষ উভয়ের
 কামই প্রবাহরূপে ইহার হেতু ॥ ৮

অল্পবুদ্ধি আনুরপ্রকৃতিসম্পন্নগণ এইরূপ নাস্তিক দর্শন আশ্রয়
 করিয়া বিমলিনচিত্ত, হিংস্রকর্মা, সকলের শত্রু হইয়া জগতের
 বিনাশের জন্তই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৯

কামমাজ্জিত্য দুস্পূরং দন্ত-মান-মদাঘিতাঃ ।
 মোহাদ্ গৃহীতাসদগ্ৰাহান্ প্রবর্তন্তেহশুচিব্রতাঃ ॥ ১০
 চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ শ্রলয়াস্তায়ুপাজ্জিতাঃ ।
 কামোপভোগপরমা এতাবদিত্তি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১
 আশাপাশশতৈর্বন্ধাঃ কাম-ক্রোধপরায়ণাঃ ।
 ঈহস্তু কামভোগার্থমশ্রায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২
 ইদমশ্রু ময়া লক্ষ্মিমং প্রাপ্তস্তু মনোরথম্ ।

ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩
 অসৌ ময়া হতঃ শক্রহ্নিনিষ্মে চাপরানপি ।
 ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪
 আঢ্যোহভিজ্ঞানবানস্মি কোহন্তোহস্তি সদৃশো ময়া ।
 যক্ষ্যে দাস্ত্যামি মোদিস্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫
 অনেকচিত্তবিভ্রাস্তা মোহজালসমাবৃত্তাঃ ।
 প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ ॥ ১৬

টীকা—অপি চ কামমাজ্জিত্যেতি । দুস্পূরয়িতু-
 মশক্যং কামমাজ্জিত্য দন্তাদিভিযুক্তাঃ সন্তঃ ক্লুদ্রদেবতা-
 রাধনাদৌ প্রবর্তন্তে । কথম্, অসদগ্ৰাহান্ গৃহীত্বা, অনেক
 মন্ত্ৰেণৈতাং দেবতামারাধা মহানিধীন্ সাধয়িষ্যাম ইত্যাদি
 ছরাগ্রহান্ মোহমাত্রেন স্বীকৃত্য প্রবর্তন্তে । অশুচিব্রতাঃ
 অশুচীনি মজ্জ-মাংসাদিবিষয়াণি ব্রতানি যেবাং তে ॥ ১০

টীকা—কিঞ্চ চিন্তামিতি । শ্রলয়ো মরণমেবাস্তো
 যস্তাস্তামপরিমেয়াং পরিমাতুমশক্যং চিন্তামাজ্জিতাঃ ।
 নিত্যচিন্তাপরায়ণা ইত্যর্থঃ । কামোপভোগ এব পরমো
 যেবাং তে । এতাবদিত্তি কামোপভোগ এব পরমঃ
 পুরুষার্থো নাশ্রুদন্তীতি কৃতনিশ্চয়া অর্থসঞ্চয়ানীহন্ত
 ইত্যন্তরেণাহ্বয়ঃ । তথাচ বার্ষস্পত্যং সূত্রং—“কাম এবৈকঃ
 পুরুষার্থ” ইতি, “চৈতন্ত্যবিশিষ্টঃ কামঃ পুরুষ” ইতি চ ।
 অতএব আশেতি । আশা এব পাশাস্তেবাং শতানি তৈর্বন্ধা
 ইত্যন্তত আকৃশ্যমাণাঃ । কামক্রোধপরায়ণাঃ কামক্রোধৌ
 পরময়নমাজ্জিত্যে যেষাং তে, কামভোগার্থমশ্রায়েন
 চৌর্যাদিনার্থানাং সঞ্চয়ান্ রাশীনীহন্ত ইচ্ছন্তি ॥ ১১-১২

টীকা—তেবাং মনোরথং কথয়ন্ নরকপ্রাপ্তিমাহ—

দুঃখে পুরণীয় কাম আশ্রয় করত দর্প-মান-গর্ভযুক্ত হইয়া চিত্ত-
 বৈকল্য হেতু অস্তায় আগ্রহ গ্রহণপূর্বক মজ্জমাংসাদি সহকারে ক্লুদ্র
 দেবতাগণের আরাধনা করে ॥ ১০

মরণাবধি নিরতিশয় চিন্তা আশ্রয়পূর্বক কাম উপভোগই পরম
 পুরুষার্থ ইহা নিশ্চয় করিয়া শত আশাপাশে বদ্ধ হইয়া কাম
 ক্রোধে অতিশয় আসক্ত, কাম ভোগের নিমিত্ত চৌর্য দ্বাত্তাদি
 দ্বারা অর্থরাশি অভিলাষ করিয়া থাকে ॥ ১১-১২

অন্ত আমি ইহা পাইয়াছি, এই মনোরথ ইচ্ছিত বস্তু পাইব,
 ইহা আছে, পুনরায় আমার এই ধন হইবে, এই শক্রকে আমি

ইদমত্তেতি চতুর্ভিঃ । প্রাপ্স্যে প্রাপ্স্যামি । মনোরথং মনসঃ
 প্রিয়ম্ । স্পষ্টমশ্রুৎ । এতেষাঞ্চ ত্রয়াণাং শ্লোকানা-
 মিত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তীতি চতুর্থে-
 নাহ্বয়ঃ ॥ ১৩

টীকা—কিঞ্চ অসাবিত্তি । সিদ্ধঃ কৃতকৃত্যঃ । স্পষ্টমশ্রুৎ ।
 ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ আঢ্য ইতি । আঢ্যো ধনাদিসম্পন্নঃ ।
 অভিজ্ঞানবান্ কুলীনঃ । যক্ষ্যে যাগান্তমুষ্ঠানেনাপি
 দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ সকাশান্নহতীং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্স্যামি ।
 দাস্ত্যামি স্তাবকেভ্যশ্চ । মোদিস্যে হর্ষং প্রাপ্স্যামি
 ইত্যেবমজ্ঞানেন বিমোহিতা মিথ্যাভিনিবেশং প্রাপিতাঃ
 ॥ ১৫

টীকা—এবমুতা যং প্রাপ্নুবন্তি তচ্ছৃণু—অনেকেতি ।
 অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিন্তম্ অনেকচিত্তং
 তেন বিভ্রাস্তা বিক্লিপ্তাঃ তেনৈব মোহময়েন জালে
 সমাবৃত্তাঃ, মৎস্তা ইব সূত্রময়েন জালে যন্তিতাঃ । এবং
 কামভোগেষু প্রসক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তঃ অশুচৌ কশ্মলে
 নরকে পতন্তি ॥ ১৬

বিনাশ করিয়াছি, অপর অরতিগণকেও হনন করিব, আমি ঈশ্বর
 (কর্তা), আমি জীবযুক্ত, কৃতকৃত্য, বলবান্, সুখী ও আমি ধনাঢ্য
 কুলীন । আমার মত আর কে আছে, আমি বজ্র করিয়া অপরের
 অপেক্ষা মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, আমি শুভকারিগণকে দান
 করিব, হর্ষপ্রাপ্ত হইব, এই অজ্ঞান কস্তব্যাকর্তব্যাদি বিষয়-বিবেক
 অভাবের দ্বারা বিমোহিত বিবিধ কামনায় ভ্রমাবহচিত্ত,
 হিতাহিত বুদ্ধিশূন্যরূপ জালে সমাবৃত্ত, অশান্তিগ্ৰস্ত ভোগে
 অভিনিবিষ্ট হইয়া ঘণিত নরকে পতিত হয় ॥ ১৩-১৬

আত্মসন্তাষিতাঃ স্তব্ধা ধন-মান-মদাঘ্রিতাঃ ।
 যজ্ঞস্তে নামযজ্ঞস্তে দন্তেনাবিধিपूर्वकम् ॥ ১৭
 অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ
 মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোহভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮
 তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
 ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু ॥ ১৯

টীকা—যক্ষ্য ইতি চ । যন্তেষাং মনোরথ উক্তঃ,
 স কেবলং দন্তাহঙ্কারাদিপ্রধান এব ন তু সাত্ত্বিক ইত্যভি-
 প্রায়েণাহ—আত্মেতি দ্বাভ্যাম্ । আত্মনৈব সন্তাষিতাঃ
 পূজ্যতাং নীতাঃ, ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ । অতএব স্তব্ধা
 অনভ্রাঃ ধনেন যো মানো মদশ্চ তাভ্যাং সমন্বিতাঃ সন্তুঃ
 নামমাত্রাণে যে যজ্ঞাস্তে নামযজ্ঞাঃ, যদ্বা ‘দীক্ষিতঃ
 সোমযাজী’ ত্যেবমাদিনা নামমাত্রপ্রসিদ্ধয়ে যে যজ্ঞাস্তে-
 যজ্ঞস্তে । কথং? দন্তেন ন তু অঙ্কুরা অবিধিपूर्वकঞ্চ যথা
 ভবতি তথা ॥ ১৭

টীকা—অবিধিपूर्वकত্বমেব প্রপঞ্চয়তি অহঙ্কারমিতি ।
 অহঙ্কারাদীন সংশ্রিতাঃ সন্তুঃ আত্মপরদেহেষু আত্মদেহে
 পরদেহেষু চ চিদংশেন স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তো যজ্ঞস্তে ।
 দন্তযজ্ঞেষু অঙ্কুরা অভাবাদাত্মনো বৃথৈব গীড়া ভবতি,
 তথা পশ্বাদীনামপ্যবিধিনা হিসায়াং চৈতন্যদ্রোহমাত্র-
 মবশিষ্ঠ্যত ইতি প্রদ্বিষন্ত ইত্যুক্তম্ । অভ্যসূয়কাঃ
 সম্মার্গবর্জিতাঃ গুণেষু দোষারোপকাঃ ॥ ১৮

টীকা — তেষাঞ্চ কদাচিদপ্যাসুরস্বভাবপ্রচ্যুতিন

আমি সকলের পূজনীয়, এরূপ অভিমানবিশিষ্ট বিনয়-বিহীন
 ধনমানে অহঙ্কারী হইয়া তাহারা স্বকীয় মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্ত
 নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা অশাস্ত্রীয় ভাবে যজ্ঞ করিবে ॥ ১৭

ইহারা অহঙ্কার, শারীরিক বল, দর্প, কাম, ক্রোধ আশ্রয়-
 পূর্বক আপনার এবং অপর প্রাণীর শরীরে অন্তর্ধ্যামিরূপে
 অবস্থিত আমার ঘেব করত সাধুগণের গুণে দোষারোপ করিয়া
 থাকে ॥ ১৮

আমি আমার ঘেবকারী হিংসাপরায়ণ নরাধম মুষ্টিমান
 অমঙ্গলগণকে সংসারে ব্যাঘ্র সর্প প্রকৃতি আত্মরী যোনিতে
 বারংবার নিক্ষেপ করিয়া থাকি ॥ ১৯

আসুরীং যোনিমাপন্ন মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।
 মামপ্রাপ্যৈব কোন্তেয় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০
 ত্রিবিধং নরকস্তদং দ্বারং নাশনমান্বনঃ ।
 কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজ্যেৎ ॥ ২১
 এতৈবিমুক্তঃ কোন্তেয় তমোদ্বারৈর্জিভির্নরঃ ।
 আচরত্যাগ্ননঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২

ভবতীত্যাহ তানীতি দ্বাভ্যাম্ । তানহং মাং দ্বিষতঃ
 ক্রুরান্ সংসারেষু জন্মমৃত্যুমার্গেষু তত্রাপ্যাসুরীষেবাতি-
 ক্রুরং ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষুজস্রমনবরতং ক্ষিপামি, তেষাং
 পাপকর্মণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ ॥ ১৯

টীকা—কিঞ্চ আসুরীমিতি । তে চ মামপ্রাপ্যৈ-
 বেত্যেবকারেণ মৎপ্রাপ্তিশঙ্কাপি কুতস্তেষাম্? মৎপ্রাপ্ত্যু-
 পায়ং সম্মার্গমপ্রাপ্য ততোহপ্যধমাং কৃমিকীটাদিযোনিং
 যাস্তীত্ব্যুক্তম্ । শেষং স্পষ্টম্ ॥ ২০

টীকা—উক্তানামাসুরদোষাণাং মধ্যে সকলদোষমূল-
 ভূতং দোষত্রয়ং সর্বথা বর্জনীয়মিত্যাহ—ত্রিবিধমিতি ।
 কামঃ ক্রোধো লোভশ্চ ইতীদং ত্রিবিধং নরকস্ত দ্বারম্,
 অতএবাশ্বনো নাশনং নীচযোনিপ্রাপকম্ তস্মাদেতৎ-
 ত্রয়ং সর্বাত্মনা ত্যজ্যেৎ ॥ ২১

টীকা — ত্যাগে চ বিশিষ্টং ফলমাহ — এতৈরিতি ।
 তমসো নরকস্য দ্বারভূতৈর্জিভিঃ কামাদিভিবিমুক্তো নর
 আত্মনঃ শ্রেয়ঃসাধনং তপোযোগাদিকমাচরতি ততশ্চ
 মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২২

হে কোন্তেয়! মূর্থ বিবেকহীনগণ জন্মে জন্মে আত্মরী যোনি
 লাভ করত আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া তদপেক্ষা নিকট কৃমিকীটাদি
 যোনিতে গমন করে ॥ ২০

কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের উন্মুক্ত দ্বার,—
 অতএব আত্মবিনাশক এই তিনটিকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ
 করিবে ॥ ২১

হে কোন্তেয়! এই তিনটি ভ্রমোদ্বার হইতে মুক্তিলাভ করত
 যন্ত্রণ স্বকীয় নিকাম কর্ম তপস্তাদি মঙ্গলজনক কর্মাহুতানপূর্বক
 শুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞানলাভান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২২

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম কতুর্মিহাইসি ॥ ২৪

টীকা—কামাদিত্যাগশ্চ স্বধৰ্ম্মাচরণং বিনা ন সম্ভ-
বতীত্যাহ — য ইতি । শাস্ত্রবিধিঃ বেদবহিতঃ ধৰ্ম্ম-
মুৎসৃজ্য যঃ কামকারতো যথেষ্টং বর্ততে, স সিদ্ধিঃ তৎ-
জ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি, ন চ সুখমুপশমং, ন চ পরাং গতিং
মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২৩

টীকা—ফলিতমাহ—তস্মাদিতি । ইদং কার্য্যমিদ-
মকার্য্যমিত্যস্তাং ব্যবস্থায়াং তে তব শাস্ত্রং ঋতি-স্মৃতি-

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূৰ্ব্বক বেচ্ছামুসারে অবস্থিত
হয়, সে সিদ্ধি, সুখ, পরমগতি কিছুই লাভ করিতে পারে
না ॥ ২৩

শ্রীমদ্রহস্যি বেদব্যাসবিবৰ্চিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপৰ্ব্বাঙ্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে
ব্রহ্মবিজ্ঞাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে দৈবাসুরসম্পদ-বিভাগযোগনামক ষোড়শ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।
মহাভারতে ভীষ্মপর্বে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং সপ্তদশোহধ্যায়ঃ)

[ত্রিবিধশ্রদ্ধাবর্ণনপ্রসঙ্গেন তদাত্মক-তপ-আহার-যজ্ঞ-দানানাং পৃথক্‌পৃথগ্‌ভেদকথনম্, 'ও' তৎ সং'
ইতি শব্দানাং প্রয়োগস্য চ ব্যাখ্যা ।]

অৰ্জুন উবাচ ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজ্ঞস্তে শ্রদ্ধয়ায়িতাঃ ।

টীকা—উক্তাধিকারহেতুনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা চ সাত্ত্বিকী ।

ইতি সপ্তদশে গৌণশ্রদ্ধাভেদত্রিধোচ্যতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে “যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি” ইত্যেনে শাস্ত্রোক্তবিধিমুৎসৃজ্য
কামকারেণ বর্তমানস্ত জ্ঞানেহধিকারো নাস্তীত্যুক্তম্ । তত্র
শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামকারং বিনা শ্রদ্ধয়া বর্তমানানাং
কিমধিকারোহস্তি নাস্তি বেতি বুভুৎসয়া অৰ্জুন উবাচ—
য ইতি । অত্র চ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজ্ঞস্ত ইত্যেনে

সপ্তদশ অধ্যায় ।

[ত্রিবিধশ্রদ্ধাবর্ণনপ্রসঙ্গে তদাত্মক তপ, আহার যজ্ঞ ও দান-
সমূহের পৃথক পৃথক্ ভেদ বর্ণন এবং “ও তৎ সং” এই শব্দসমূহের
ও তাহার প্রয়োগের ব্যাখ্যা ।]

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বেণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বেণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু
ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বেণ তু চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

পুরাণাদিকমেব প্রমাণম্ । অতঃ শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম
জ্ঞাত্বা ইহ কৰ্ম্মাধিকারে বর্তমানঃ যথাধিকারং কৰ্ম্ম কতু-
র্মইসি, তন্মূলত্বাৎ সম্বৃত্ত্বিনসমাগ্ জ্ঞানমুক্তীনামিত্যর্থঃ ॥ ২৪
দেব-দৈতেয়সম্পত্তিসংবিভাগেন ষোড়শে ।

তত্ত্বজ্ঞানেহধিকারস্ত সাত্ত্বিকস্তেতি দর্শিতম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং
দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬

অতএব কাৰ্য্যাকার্য্য ব্যবস্থাতে তোমার শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদ
শাস্ত্রসকল কর্তব্যনির্ণায়ক, এইজন্ত শাস্ত্রবিধানোক্ত কৰ্ম্ম অবগত
হইয়া আপনার অধিকার অনুসারে কৰ্ম্মাঙ্কটান করিবে ॥ ২৪

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১

শাস্ত্রার্থঃ বুদ্ধা তমুল্লজ্জয়া বর্তমানাস্চ গৃহান্তে ; তেষাং শ্রদ্ধয়া
যজ্ঞনানুপপত্তেঃ । আস্তিক্যাবুদ্ধিহি শ্রদ্ধা, ন চাসৌ
শাস্ত্রবিরুদ্ধেহর্থে শাস্ত্রজ্ঞানবতাং সম্ভবতি, তানেবাধিকৃত্য
“ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা” “যজ্ঞস্তে সাত্ত্বিকা দেবান্”
ইত্যাহ্যন্তরানুপপত্তেঃচ : অতো নাত্র শাস্ত্রাতিলজ্জিনো
গৃহান্তে, অপি তু ক্লেশবুদ্ধ্যা আলম্ভাদ্ধৰ্ম্মশাস্ত্রার্থজ্ঞানে
প্রযত্নমকৃৎস্বা কেবলমাচারপরম্পরাবশেন শ্রদ্ধয়া কচি-
দ্বেবতারাদনাদৌ প্রবর্তমানা গৃহান্তে, অতোহয়মর্থঃ—যে

অৰ্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! বাহারা শাস্ত্রবিধি অনাদরপূৰ্ব্বক
শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া যজ্ঞাঙ্কটান করে, তাহাদের শ্রদ্ধা কি সাত্ত্বিকী,
রাজসী অথবা তামসী ? ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।

সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২

শাস্ত্রবিধিযুৎসহ্য্য হুংখবুদ্ধ্যা আলম্ব্যাদ বা অনাদৃত্য, কেবল-
মাচারপ্রামাণ্যেন শ্রদ্ধয়াস্থিতাঃ সন্তো যজন্তে তেষাস্ত্ৰ কা
নিষ্ঠা ? কা স্থিতিঃ ? ক আশ্রয়ঃ ? তামেব বিশেষণ
পৃচ্ছতি,—কিং সত্ত্বম্ ? আহো কিং রজঃ ? অথবা তম
ইতি ; তেষাং তাদৃশী দেবপূজাদিপ্রবৃত্তিঃ কিং সত্ত্ব-
সংশ্রিতা ? রজঃসংশ্রিতা ? তমঃসংশ্রিতা বেত্যর্থঃ ?
শ্রদ্ধায়াঃ সাত্বিকত্বাৎ ক্লেশবুদ্ধ্যা আলম্ব্যেন চ শাস্ত্রানাদরস্ত
রাজসতামসত্বাত্রেধা সন্দেহঃ । যদি সত্ত্বসংশ্রিতা, তহি
তেষামপি সাত্বিকত্বাদ্ যথোক্তাশ্রদ্ধানেহধিকারঃ স্যাদনুত্থা
নেতি প্রশ্নতাৎপর্যার্থঃ ॥ ১

টীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ — ত্রিবিধেতি ।
অয়মর্থঃ—শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানতঃ প্রবর্তমানানাং পরমেশ্বরপূজা-
বিষয়া সাত্বিকী একবিধৈব ভবতি শ্রদ্ধা । লোকাচার-
মাত্রেন তু প্রবর্তমানানাং দেহিনাং যা শ্রদ্ধা, সা তু
সাত্বিকী রাজসো তামসী চেতি ত্রিবিধা ভবতি । অত্র
হেতুঃ—স্বভাবজা ; স্বভাবঃ পূর্বকর্মসংস্কারস্তস্মাজ্জাতা,
স্বভাবমণ্ডলা কৰ্ত্ত্বং সমর্থং হি শাস্ত্রোক্তং বিবেকজ্ঞানম্ ;
তত্ত্ব তেষাং নাস্তি, অতঃ কেবলং পূর্বস্বভাবেনৈব
ভবতীতি শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি । তামিমাং ত্রিবিধাং
শ্রদ্ধাং শৃণ্বতি, তত্শব্দঃ—‘ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ
কুরুনন্দন’ ইত্যাদিনা ॥ ২

টীকা—ননু চ শ্রদ্ধা সাত্বিক্যেব সত্ত্বকার্য্যভেদে হইবে
শ্রীভগবতা উক্তং প্রতি নির্দিষ্টত্বাৎ, যথোক্তং,—“শমো
দমস্তিতিক্ষেজ্যা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ । তুষ্টিস্ত্যাগো-

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—দেহিগণের সাত্বিকী, রাজসী এবং
তামসী ত্রিবিধা শ্রদ্ধা পূর্বসংস্কার হইতে উৎপন্ন, তাহা আমার
নিকট শ্রবণ কর ॥ ২

হে ভারত ! সকলের শ্রদ্ধাই সত্ত্বাশ্রয়গামিনী । এই পুরুষ
শ্রদ্ধায় (শ্রদ্ধার বিকার) জন্মান্তরে যিনি বৈরূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন
হিঁলেন, তিনি তদ্রূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন । (শ্রদ্ধাসত্ত্বগুণের বৃত্তি

সত্ত্বানুরূপা সর্বশ্রু শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ।

শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যজ্জন্মঃ স এব সঃ ॥ ৩

যজন্তে সাত্বিকা দেবান্ যক্ষ-রক্ষাংসি রাজসঃ ।

প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চাত্রে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪

হম্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীদয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ । ইত্যেতাঃ সত্ত্বস্য
বৃত্তয়ঃ” ইতি । অতঃ কথং তস্যাত্রেবিধ্যমুচ্যতে ? সত্যং,
তথাপি রজস্তমোযুক্তপুরুষাশ্রয়তেন রজস্তমোমিশ্রিতত্বেন
সত্ত্বস্য ত্রেবিধ্যাং শ্রদ্ধায়া অপি ত্রেবিধ্যাং ঘটত ইত্যাহ—
সত্ত্বেতি । সত্ত্বানুরূপা সত্ত্বভারতম্যানুসারিণী সর্বস্য
বিবেকিনোহবিবেকিনো বা লোকস্য শ্রদ্ধা ভবতি ;
তস্মাদয়ং পুরুষো লৌকিকঃ শ্রদ্ধাময়ঃ শ্রদ্ধাবিকারঃ,
ত্রিবিধয়া শ্রদ্ধয়া বিক্রিয়ত ইত্যর্থঃ । তদেবাহ—যো
যজ্জন্মঃ যাদৃশী শ্রদ্ধা যস্য, স এব সঃ তাদৃশ্যা শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ
এব স ইতি । যঃ পূর্বং সত্ত্বোৎকর্ষণে সাত্বিকশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ
পুরুষঃ, স পুনস্তাদৃশসত্ত্বসংস্কারেন সাত্বিকশ্রদ্ধয়া, যুক্ত এব
ভবতি । যস্ত রজস উৎকর্ষণে রাজসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স
পুনস্তাদৃশ এব ভবতি, যস্ত তমস উৎকর্ষণে তামসশ্রদ্ধয়া
যুক্তঃ, স পুনস্তাদৃশ এব ভবতীতি । লোকাচারমাত্রেন
প্রবর্তমানেষেব সাত্বিক-রাজস-তামসশ্রদ্ধাব্যবস্থা শাস্ত্র-
জনিতবিবেকজ্ঞানযুক্তানাং তু স্বভাববিজয়েন সাত্বিকী
একৈব শ্রদ্ধেতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৩

টীকা—সাত্বিকাদিভেদমেব কার্য্যভেদেন প্রপঞ্চয়তি
—যজন্ত ইতি । সাত্বিকা জনাঃ সত্ত্বপ্রকৃতীন্ দেবানেব
যজন্তে পূজয়ন্তি । রাজসাস্ত রজঃপ্রকৃতীন্ যক্ষান্
রাজসাংশ্চ যজন্তে, এতেভ্যোহন্ত্রে বিলক্ষণাস্তামসা
জনাস্তামসানেব প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে । সত্ত্বাদি-
প্রকৃতীনাং তদেবদাদীনাং তু পূজারুচিভিস্তত্ত্বপূজকানাং
সাত্বিকত্বাদি জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪

হইলেও রজস্তমোযুক্ত পুরুষের আশ্রয়হেতু রজস্তমোমিশ্রিতত্ব
সত্ত্বগুণের ত্রেবিধি হেতু শ্রদ্ধাও ত্রিবিধা) ॥ ৩

সাত্বিকগণ দেবতাসকলকে অর্চনা করেন, রাজসিকগণ যক্ষ ও
রাক্ষসদিগকে, তামস প্রকৃতি লোকসমূহ প্রেত ও ভূতগণকে
পূজা করিয়া থাকে ॥ ৪

অশান্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।

দন্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাঘিতাঃ ॥ ৫

কর্শয়ন্তঃশরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।

মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিজ্ঞানুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬

আহারস্তপি সর্বশ্চ ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।

টীকা — রাজস-তামসেধপি পুনর্বিশেষান্তরমাহ — অশান্ত্রবিহিতমিতি দ্বাভ্যাম্ । শান্ত্রবিধিমজ্ঞানস্তোহপি কেচিৎ প্রাচীনপুণ্যসংস্কারেণোক্তমাঃ সাত্ত্বিকা এব ভবন্তি, কেচিৎস্বাধ্যমা রাজসা ভবন্তি, অধমাস্ত তামসা ভবন্তি । যে পুনরত্যস্তং মন্দভাগ্যাস্তে গতানুগত্যা পাষণ্ডসঙ্গেন চ তদাচারানুবর্তিনঃ সন্তোহশান্ত্রবিহিতং ঘোরং ভয়ঙ্করং তপস্তপ্যন্তে কুর্বন্তি । তত্র হেতবঃ, দন্তাহঙ্কারাভ্যাং সংযুক্তাঃ, তথা কামোহভিলাষঃ, রাগ আসক্তিঃ, বলমাগ্রহঃ, ঐতেরষিতাঃ সন্তঃ, তানাসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্বীত্যান্তরেণাশ্রয়ঃ । কিঞ্চ কর্শয়ন্ত ইতি । শরীরস্থং প্রারম্ভক্বেন দেহে স্থিতং ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কর্শয়ন্তো বৃথৈবোপবাসাদিভিঃ কৃশং কুর্বতোহ-চেতসোহিববেকিনঃ মাঞ্চ অন্তর্ধ্যামিতয়া অন্তঃশরীরস্থং দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্জালজ্বনেনৈব কর্শয়ন্তঃ এবং যে তপশ্চরন্তি, তানাসুরনিশ্চয়ান্ আনুরোহিতিকুরো নিশ্চয়ো যেষাং তান্ বিদ্ধি ॥ ৫-৬

টীকা—আহারাভিভেদাদপি সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতু-মাহ—আহারস্তিত্যাদি ত্রয়োদশভিঃ । সর্বস্তাপি জনস্ত য আহারোহ্নাদিঃ, স তু যথায়থং ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি,

বঞ্চকতা 'আমি কর্তা এই অভিমান'যুক্ত ইচ্ছা, অহুরাগ বল আশ্রয়সম্পন্ন হইয়া যে বিবেকহীন জনসকল শরীরস্থ ক্রিয়াদি পঞ্চভূতকে বৃথা উপবাসাদির দ্বারা এবং অন্তর্ধ্যামিরূপে জ্বর-কমলস্থিত আমাকে আমার আজ্জালজ্বনের দ্বারা কর্ণ করত শান্ত্রবিধিবিহিত ভয়ানক তপস্তা করে, তাহাদিগকে আনুর ব্ধাব বলিয়া অবগত হইবে ॥ ৫-৬

আহারও লোকের গুণভেদে তিন প্রকার প্রিয় হইয়া থাকে । সেইরূপ যজ্ঞ, তপস্তা এবং দানও ত্রিবিধ । ইহাদের প্রভেদ প্রবণ কর ॥ ৭

জীবন, উৎসাহ, শক্তি, রোগশূন্যতা, চিন্তের প্রশ্রয়তা,

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭

আয়ুঃ সত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ ।

রস্তাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃতা আহারঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

কটুদ্রবণাত্যাক্তীক্লরুক্ষবিদাহিনঃ ।

আহারো রাজসস্যোষ্টাঃ দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

তথা যজ্ঞতপোদানানি ত্রিবিধানি প্রিয়াণি ভবন্তি । তেষাং চ বক্ষ্যমাণং ভেদমিমং শৃণু । এতচ্চ রাজস-তামসাহার-জ্ঞাদিপরিভ্যাগেন সাত্ত্বিকাহারযজ্ঞাদিসেবয়া সত্ববুদ্ধৌ যত্নঃ কর্তব্য ইত্যেতদর্থং কথ্যতে ॥ ৭

টীকা—তত্রাহারত্রৈবিধ্যমাহ—আয়ুরিতি ত্রিভিঃ । আয়ুর্জীবিতম্, সত্বমুৎসাহঃ, বলং শক্তিঃ, আরোগ্যং রোগ-রাহিত্যং, সুখং চিন্তাপ্রসাদঃ, প্রীতিরভিকৃতিঃ, আয়ুরাদীনাং বিবর্ধনাঃ বিশেষণে বৃদ্ধিকরাঃ তে চ রস্তা রসবন্তঃ, স্নিগ্ধাঃ স্নেহযুক্তাঃ, স্থিরা দেহে সারংশেন চিরকালাবস্থায়িনঃ, হৃতাঃ দৃষ্টমাত্রা এব হৃদয়ঙ্গমাঃ এবভূতা আহারো ভক্ষ্যা-ভেজ্যাদয়ঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

টীকা—তথা কটুতি । অতিশব্দঃ কটুাদিষু সপ্তস্বপি সম্বধ্যতে, তেন অতিকটুনিষাদিঃ, অত্যম্লোহতিলবণোহ-ত্যাঞ্চ প্রসিদ্ধাঃ, অতিতীক্ষ্ণা মরিচাদিঃ, অতিরুক্ষাঃ কটুকোজ্রবাদিঃ, অতিবিদাহী সর্বপাদিঃ, অতিকটুদ্রব আহারো রাজসস্যোষ্টাঃ প্রিয়াঃ, দুঃখং তাৎকালিকং হৃদয়-সস্তাপাদি, শোকঃ পশ্চাত্ত্যাবিদোষ্মনস্তম্, আময়ো রোগঃ এতান্ প্রদদতি প্রযচ্ছন্তীতি ॥ ৯

কটুবিবর্ধক, রসময়, স্নেহযুক্ত, স্থির শরীরে সারাংশের দ্বারা চিরকাল স্থায়ী (অভীক্ষিত) ভক্ষ্য ভোজ্যাদি সাত্ত্বিকগণের বাহিত ।

অতি কটু (নিষাদি), অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ (মরীচ প্রভৃতি), অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী (সর্বপাদি) দুঃখ-শোক-রোগ জনক আহার ভক্ষ্য ভোজ্য রাজসিকগণের প্রীতিজনক ।

এক প্রহর পূর্বে পাক করা, অতি শীতল, গভীর—বার বার নিশীড়ন করিয়া লওয়া হইয়াছে, এরূপ দ্রব্য, দুর্গন্ধযুক্ত বাসি,

যাতযামং গতরসং পুতি পয্যুষিতঞ্চ যং ।
 উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০
 অফলাকাজ্জিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে ।
 যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্বিকঃ ॥ ১১
 অভিসন্ধায় তু ফলং দস্ত্যর্থমপি চৈব যং ।
 ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২
 বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মদ্বহীনমদক্ষিণম্ ।

টীকা—তথা যাতযামমিতি । যাতো যামঃ প্রহরো
 যশ্চ পকশ্চ ওদনাদেঃ তদ্ যাতযামং শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্ত-
 মিত্যর্থঃ, গতরসং নিম্পীড়িতসারং, পুতি দুর্গন্ধং, পয্যুষিতং
 দিনাস্তুরপকম্, উচ্ছিষ্টম্ অন্নভুক্তাবশিষ্টম্, অমেধ্যং
 অভক্ষ্যম্ কলঞ্জাদি এবম্ভূতং ভোজনং ভোজ্যং তামসস্য
 প্রিয়ম্ ॥ ১০

টীকা—যজ্ঞোহপি ত্রিবিধস্তত্র সাত্বিকং যজ্ঞমাহ—
 অফলাকাজ্জিভিরিতি ত্রিভিঃ । ফলাকাজ্জারহিতৈঃ পুরুষৈ-
 বিধিনা দিষ্ট আবশ্যকতয়া বিহিতৌ যো যজ্ঞ ইজ্যতে
 অনুষ্ঠীয়তে, স সাত্বিকো যজ্ঞঃ । কথমিজ্যতে, যষ্টব্য-
 মেবেতি যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যং নাশ্চ ফলং সাধনীয়-
 মিতেবং মনঃ সমাধায়ৈকাগ্রং কৃত্বতার্থঃ ॥ ১১

টীকা—রাজসং যজ্ঞমাহ—অভিসন্ধায়ৈতি । ফলমভি-
 সন্ধায় উদ্দিশ্য যন্তু ইজ্যতে যজ্ঞঃ ক্রিয়তে । দস্ত্যর্থঞ্চ
 স্বমহৎখ্যাপনায় তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ ১২

টীকা—তামসং যজ্ঞমাহ—বিধীতি । বিধিহীনং
 শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্যম্ । অসৃষ্টান্নং ব্রাহ্মণাদিভ্যো ন সৃষ্টং ন
 গুরুজন ভিন্ন অগ্নের ভুক্তাবশিষ্ট, অপবিত্র যে ভক্ষ্য ভোজ্য
 তামসিক প্রভৃতিগণের প্রীতিপ্রদ ॥ ৮-১০

যজ্ঞ করা কর্তব্য—এই বোধে ফলাকাজ্জাবিরহিত পুরুষ
 একাগ্রমনে বিধিবিহিত যে যজ্ঞ করেন, তাহা সাত্বিক যজ্ঞ ॥ ১১

আর ফললাভের উদ্দেশ্য করত ও নিজের মহত্ত্ব প্রচার
 করিবার জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস ॥ ১২

শাস্ত্রোক্ত বিধিবিবর্জিত, ব্রাহ্মণাদিকে অন্নদানরহিত, মদ্বহীন,
 যথোক্ত দক্ষিণারহিত, ব্রহ্মশূন্য যজ্ঞকে শিষ্টগণ তামস যজ্ঞ
 বলেন ॥ ১৩

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু তত্ত্বজ্ঞগণের অর্চনা, শৌচ (অভক্ষ্য
 বর্জন), অনিচ্ছিত ব্যক্তির সঙ্গ এবং স্বধর্ম্মে বিশেষভাবে অবস্থানের

ব্রহ্মাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩
 দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ ।
 ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪
 অমুদ্বোগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যং ।
 স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫
 মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যঃ মৌনমাস্থবিনিগ্রহঃ ।
 ভাবসংযুক্তিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬

নিম্পাদিতমন্নং যশ্চিস্তং মদ্বৈহীনং যথোক্তদক্ষিণারহিতং
 ব্রহ্মশূন্যঞ্চ যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে কথম্যস্তি শিষ্টাঃ ॥ ১৩

টীকা—তপসঃ সাত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমঃ
 তাবচ্ছারীরাদিভেদেন তস্মৈ ত্রৈবিধ্যমাহ দেবদ্বিজাদিভিঃ
 ত্রিভিঃ । অত্র শাবীরমাহ—দেবেতি । প্রাজ্ঞা গুরুব্রাহ্ম-
 রিক্তা অগ্নেহপি তত্ত্ববিদঃ, দেবব্রাহ্মণাদিপূজনং শৌচাদি-
 কঞ্চ শারীরং শরীরনির্ব্বর্ত্তাং তপ উচ্যতে ॥ ১৪

টীকা—বাচিকং তপ আহ—অমুদ্বোগকরমিতি ।
 উদ্বোগং ভয়ং ন করোতীত্যমুদ্বোগকরং বাক্যং সত্যং শ্রোতুঃ
 প্রিয়ং হিতঞ্চ পরিণামে সুখকরং স্বাধ্যায়াভ্যাসনং বেদা-
 ভ্যাসশ্চ বাঙ্ময়ং বাচ্য নির্ব্বর্ত্তাং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৫

টীকা—মানসং তপ আহ—মন ইতি । মনসঃ প্রসাদঃ
 স্বস্থতা, সৌম্যমক্রুরতা, মৌনং মুনৈর্ভাবো মননমিত্যর্থঃ,
 আস্থনো মনসো বিনিগ্রহো বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ,
 ভাবসংযুক্তিঃ ব্যবহারে মায়াবাহিত্যমিত্যেতদ্ব্যনাসং তপঃ
 উচ্যতে ॥ ১৬

নাম শৌচ), সারল্য, কায়মনোবাক্যে সকল অবস্থাতে, সকল
 স্থানে মৈথুন ত্যাগরূপ ব্রহ্মচর্য্য, বাক্য-মন-শরীরের দ্বারা
 সর্ব্বকৃতির জোহ না করা রূপ অহিংসা—শারীরিক তপস্তা বলিয়া
 কথিত হইয়া থাকে ॥ ১৪

অভয়প্রদ, সত্য, যথাদৃষ্টপ্রত, প্রিয় ও হিতজনক বাক্য,
 মোক্ষশাস্ত্রাভ্যাস বাঙ্ময় তপস্তা বলিয়া উক্ত হয় ॥ ১৫

মনের প্রশমতা, অক্রুরতা, মনন বা মৌনব্রত, মনের সংযম,
 ভাবসংযুক্তি, সর্ব্বত্র ভগবদর্শন, অর্বাং জড় চেতন সমস্ত ভগবানের
 শরীর মনে করিয়া প্রণাম অভ্যাস—মানস তপ বলিয়া কথিত
 হইয়া থাকে ॥ ১৬

অদ্বয়া পরয়া তপঃ তপস্ত্বং ত্রিবিধং নরৈঃ ।

অফলাকাজ্জিকির্ভূক্তৈঃ সাধ্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭

সংকারমানপূজার্থং তপো দস্তেন চৈব যৎ ।

ক্রিয়তে তদহি প্রোক্তং রাজসং চলমধ্বমং ॥ ১৮

মুঢ়গ্রাহেণাস্থনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।

পরস্তোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯

টীকা — তদেবং শরীরবাস্থনোভিনির্ব্বর্ত্তাং ত্রিবিধং তপো দর্শিতম্ । তস্মৈ ত্রিবিধস্তাপি তপসঃ সাধ্বিকাদি-ভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ — অদ্বয়েত্যাদি ত্রিভিঃ । তৎ ত্রিবিধস্যপি তপঃ শ্রেষ্ঠয়া অদ্বয়া ফলাকাজ্জিকির্ভূক্তৈ-বেকাগ্রচিষ্টৈর্নরৈস্তপঃ সাধ্বিকং কথয়ন্তি ॥ ১৭

টীকা—রাজসমাহ—সংকারোত । সংকারঃ সাধুকারঃ সাধুব্যমিতি, তাপসোহয়মিতি, তাপসোহয়মিত্যাদি-বাকপূজা । মানঃ প্রত্যাখানাভিবাদনাদিঃ, দৈহিকী পূজা অর্থলাভাদিঃ, এতদর্থং দস্তেন চ যৎ তপঃ ক্রিয়তে অতএব চসমনিয়তম্ অধ্বমঞ্চ ক্ষণিকং যদেবভূতং তপস্তদহি রাজসং প্রোক্তম্ ॥ ১৮

টীকা—তাপসং তপ আহ—গৃহেতি । মুঢ়গ্রাহেণা-বিবেককৃতেন ছরাগ্রাহেণাস্থনঃ পীড়য়া যতপঃ ক্রিয়তে পরস্তোৎসাদনার্থং বা অস্থ্য বিনাশার্থমভিচাররূপং তত্তামসমুদাহৃতং কথিতম্ ॥ ১৯

টীকা—পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতমেব দানস্ত ত্রৈবিধ্যমাহ—

ফলকামনা পরিশুভ্র, একাগ্রচিত্ত মানবগণ কর্তৃক পরম প্রকার সহিত আচরিত পূর্ব্বকথিত ত্রিবিধ তপস্তাকে জ্ঞানিসকল সাধ্বিক তপস্তা বলেন ॥ ১৭

সাধুদান, সন্মান এবং লোকসমাজে পূজা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে আড়ম্বরসহ লোকবন্দনার জন্য যে তপস্তা অহুষ্ঠিত হয়, চঞ্চল অসত্য সেই তপস্তা রাজস নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১৮

অবিবেককৃত ছরাগ্রহের দ্বারা আত্মাকে পীড়িত করিয়া বা অপরের বিনাশের নিমিত্ত যে তপস্তা অহুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ১৯

দান করা কর্তব্য—ইহা মনে করিয়া কুকর্মেজাদি পবিত্র ক্রমে,

দাতব্যমিতি যদ্ দানং দীয়তেহমুপকারিণে ।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্ দানং সাধ্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০

যন্তু প্রত্যাপকারার্থং ফলমুদ্दिष्ट বা পুনঃ ।

দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্ দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১

অদেশকালে যদ্ দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ।

অসংকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

দাতব্যমিতি । দাতব্যমেবেত্যেবং নিশ্চয়েন যদানং দীয়তে অমুপকারিণে প্রত্যাপকারাসমর্থায়, দেশে কুর-ক্ষেত্রাদৌ, কালে গ্রহণাদৌ, পাত্রে চেতি দেশকালাদি-সাহচর্যাং সপ্তমী প্রযুক্তা, পাত্রে পাত্রভূতায় তপঃপ্রত্যা-দিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণ্যেত্যর্থঃ, যদা চতুর্থোবৈষা পাত্রে ইতি তৃভুস্তং রক্ষকায় ইত্যর্থঃ । স হি সর্ব্বস্বাদাপদগণাদাতারং পাভীতি পাতা । তস্মৈ যদেবভূতং দানং তৎ সাধ্বিকম্ ॥ ২০

রাজসং দানমাহ—যদিতি । কালান্তরেহয়ং মাং প্রত্যা-পকারং করিষ্যতীত্যেবমর্থং ফলং বা স্বর্গাদিকমুদ্दिष्ट যৎ পুনর্দানং দীয়তে পরিক্লিষ্টং চিত্তক্লেশযুক্তং যথা ভবত্যেবভূতং তৎ দানং রাজসমুদাহৃতং কথিতম্ ॥ ২১

তামসং দানমাহ—অদেশেতি । অদেশে অন্তচিন্তানে, অকালে অশৌচাদি-সময়ে, অপাত্রেভ্যো বিটনটাদিভ্যো যদানং দীয়তে, তৎ দেশকালপাত্রসম্পত্তাবপি অসংকৃতং পাদপ্রক্ষালনাদিসংকারশূন্যম্ । অবজ্ঞাতং তিরস্কায়ুক্তম্ এবভূতং দানং তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

গ্রহণাদি পুণ্যকালে, তপঃপ্রত্যা-দিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ও অমুপকারীকে যে দান করা হয়, সেই দান সাধ্বিক ॥ ২০

যে দান প্রত্যাপকার নিমিত্ত অথবা ফলাভের কামনায় বিভ্রান্তহেতু ক্লেশযুক্তচিত্তে অহুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম রাজস দান ॥ ২১

অপবিত্র স্থানে, অশৌচাদি সময়ে, নট-নর্ত্তক আদি অপাত্রগণকে যে দান করা হয় এবং দেশকালপাত্র ও পাদপ্রক্ষাল-নাদি সংকারশূন্যভাবে, অবজ্ঞা, তিরস্কার করিয়া দত্ত দান—তামস নামে কথিত ॥ ২২

ও তৎ সদिति নির্দেশো ব্রহ্মণজিবিধঃ স্মৃতঃ ।

ব্রাহ্মণান্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞ-দান-তপঃ-ক্রিয়াঃ ।

প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪

তদিত্যানভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞ-তপঃ-ক্রিয়াঃ ।

টীকা—নম্বেবং বিচার্য্যমাণে সর্ব্বমপি যজ্ঞতপো-
দানাদি রাজসতামসপ্রয়মেবেতি ব্যর্থো যজ্ঞাদিপ্রয়াস
ইত্যাশঙ্ক্য তথাবিধস্তাপি সাত্ত্বিকত্বোপপাদনপ্রকারঃ
দর্শয়িতুমাহ—ওমিতি । ওম্ তৎসদिति ত্রিবিধো ব্রহ্মণঃ
পরমাত্মনো নির্দেশো নাম বাপদেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টৈঃ । তত্র
তাবৎ ওমিতি “ত্রিবিদ্ ব্রহ্ম” ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ
ওমিতি ব্রহ্মণো নাম, জগৎকারণত্বেন অতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ
অবিচ্ছিন্নং পরোক্ষত্বাচ্চ । তচ্ছব্দোহপি ব্রহ্মণো নাম ।
পরমার্থসত্ত্বসাধুপ্রশস্তত্বাদিতি । সচ্ছব্দোহপি ব্রহ্মণো
নাম “সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদিশ্রুতঃ । অয়ং
ত্রিবিধোহপি নামনির্দেশো বিগুণমপি সগুণীকর্ত্ত্বং সমর্থ
ইত্যাশয়েন স্তোতি—ভেন ত্রিবিধেন ব্রহ্মণো নির্দেশেন
ব্রাহ্মণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা সৃষ্টাদৌ বিহিতা বিধাত্তা
নির্ম্মিতাঃ সগুণীকৃত্য ইতি বা । যদ্বা যজ্ঞাঃ ত্রিবিধো
নির্দেশস্তেন পরমাত্মনা ব্রাহ্মণাদয়ঃ পবিত্রতমাঃ সৃষ্টাশ্চ
তস্মাস্তস্মাৎ ত্রিবিধো নির্দেশোহতিপ্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা — ইদানীং প্রত্যেকমোক্ষারাদীনাম্ প্রশস্ত্যং
দর্শয়িত্ব ওঙ্কারস্ত তদেবাহ—তস্মাদিতি । যস্মাদেবং ব্রহ্মণো
নির্দেশঃ প্রশস্তস্তস্মাৎ ওমিত্যুদাহৃত্য তদ্ব্যচারা কৃত্য

ও তৎ সৎ—পরমাত্মার এই ত্রিবিধ নাম, এই ত্রিবিধ ব্রহ্মের
নির্দেশের দ্বারা সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞসকল
নির্মাণ করিয়াছেন ॥ ২৩

সেই হেতু ব্রহ্মবাদিগণের “ও” ইহা বলিয়া যজ্ঞ, দান ও
তপস্ক্রিয়া আরম্ভ হয় ॥ ২৪

মোক্ষার্থিগণ ফল উদ্দেশ না করিয়া ‘তৎ’ শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক
নানাবিধ যজ্ঞ তপঃক্রিয়া ও দানক্রিয়া করিয়া থাকেন ॥ ২৫

হে পার্থ! সত্ত্বাবে—অস্তিত্বে (দেবদত্তের পুত্রাদি আছে এই
অর্থে) ও সাধুভাবে—সাধুত্বে (দেবদত্তের পুত্রাদি শ্রেষ্ঠ এই অর্থে)
এইরূপ অস্তিত্বে এবং সাধুত্বে ‘সৎ’ এই পদ প্রযুক্ত হয়; প্রশস্ত—

দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিত্বিঃ ॥ ২৫

সত্ত্বাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুক্ত্যতে ।

প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুক্ত্যতে ॥ ২৬

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদिति চোচ্যতে ।

কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭

বেদবাদিনাম্ যজ্ঞাত্মাঃ শাস্ত্রোক্তাশ্চ ক্রিয়াঃ সততং সর্ব্বদা
অঙ্গবৈকল্যোহপি প্রকর্ষণে বর্ত্তন্তে সগুণা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪

টীকা—কিঞ্চ দ্বিতীয়ং নাম স্তোতি—তদिति । উদা-
হতোতি পূর্ব্বস্থানুযজ্ঞঃ । তদিত্যুদাহৃত্য উচ্চারা শুদ্ধ-
চিন্তৈর্মোক্ষকাঙ্ক্ষিত্বিঃ পুরুষৈঃ ফলাভিসন্ধিমকৃৎযা যজ্ঞাত্মাঃ
ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তে, অতশ্চিত্তশোধনদ্বারেন ফলসঙ্কল্পত্যাগেন
মুমুক্শুহসম্পাদকত্বাস্তচ্ছব্দনির্দেশঃ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫

টীকা—সচ্ছব্দস্য প্রশস্ত্যমাহ—সত্ত্বাবে ইতি দ্বাভ্যাম্ ।
সত্ত্বাবে অস্তিত্বে । দেবদত্তস্য পুত্রাদিকমস্তীত্যগ্নিন্নর্থে
সাধুভাবে চ সাধুত্বে । দেবদত্তস্য পুত্রাদি শ্রেষ্ঠমিত্যগ্নিন্নর্থে
সদিত্যেতৎ পদং প্রযুক্ত্যতে । প্রশস্তে মাতুলিকে বিবাহাদি
কর্ম্মণি চ সদিদং কর্ম্মেতি সচ্ছব্দো যুক্ত্যতে প্রযুক্ত্যতে
সঙ্গচ্ছত ইতি বা । কিঞ্চ যজ্ঞ ইতি । যজ্ঞাদিষু যা স্থিতি-
স্তাৎপর্য্যোণাবস্থানং তদপি সদিত্যুচ্যতে । যস্ত চৈদং
নামত্রয়ং স এব পরমাত্মা অর্থঃ ফলং যস্ত তত্ত্বদর্থং কর্ম্ম
পূজোপহারগৃহাঙ্গনপরিমার্জনোপলেনপনাস্তমালিকাদি-
ক্রিয়া, তৎসিদ্ধয়ে যদন্তৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে উত্তানশালিকেন্দ্ৰ-
ধনার্জনাদিবিষয়ং তৎকর্ম্ম তদর্থীয়ম্ । তচ্চাতিবাবহিতমপি
সদিত্যেবাভিধীয়তে । যস্মাদেবমতিপ্রশস্তমেতন্মাত্মত্রয়ং,
মাতুলিক অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহাদি কর্ম্মে ‘এই কর্ম্ম সৎ’
শব্দ প্রযুক্ত হয় ।

ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশে যজ্ঞ, দান, তপস্ক্রিয়া যে অবস্থান
তাহাও সৎ এবং শ্রীভগবানের জন্ত কৃতকর্ম্ম পূজা উপহার, গৃহ
অঙ্গন পরিমার্জন, উপলেনন আদি এবং সেই কর্ম্মসিদ্ধির জন্ত কৃষি
বাণিজ্য ইত্যাদি অতিব্যবহিত কর্ম্মও তদর্থীয় কর্ম্ম—তাহাও সৎ ।
মুখ্য গৌণ যে কোনভাবে ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া যে কর্ম্মের
অনুষ্ঠান করা হইবে, তাহাই তদর্থীয়, পূজা অগ্নিই হউক অথবা
সেবানির্ব্বাহের জন্ত দাসত্বই হউক সকলই তদর্থীয় কর্ম্ম । যেহেতু
এই নামত্রয় অতি প্রশস্ত, তজ্জন্ত সমস্ত কর্ম্মেই সন্মার্জন করা
কর্তব্য ॥ ২৬-২৭

অশ্রদ্ধয়া হতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

তন্মাদেতৎ সর্বকৰ্মসাদৃশ্যার্থং সংকীৰ্ত্তয়েদিতি তাৎ-
পর্যার্থঃ । অত্র চার্যবাদানুপপত্ত্যা বিধিঃ কল্পাতে, ‘বিধেয়ং
ভূয়তে বস্তু’ ইতি শ্রুত্যাং । অপরে তু “প্রবর্তন্তে
বিধানোক্তাঃ” “ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজিহিঃ” ইত্যাদি
বর্তমানোপদেশঃ সমিধো যজ্ঞতীত্যাদিবদ্বিধিতয়া পরিণম-
নীয় ইত্যাহঃ । তত্ত্ব, সম্ভাবে চেত্যাदिषু প্রাপ্তার্থভাৱ
সঙ্গচ্ছত ইতি পূর্বোক্তক্রমেণ বিধিকল্পনৈব জায়সী
॥ ২৬-২৭

টীকা—ইদানীং সর্বকৰ্মসু শ্রদ্ধয়েব প্রবৃত্তার্থমশ্রদ্ধয়া

অশ্রদ্ধাসহকারে হবন, দান, তপস্তা আর অন্যান্য কৰ্মসমূহ

শ্রীমদ্রহর্গি বেদব্যাঙ্গবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা (লক্ষল্লোকাস্তক) শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে
যোগশাস্ত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।
মহাভারতে ভীষ্মপর্বে একচত্বারিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ।

দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ)

[ত্যাগস্য মহিমকথনম্ তথা সাংখ্যসিদ্ধান্তসা, কলসহিতবর্ণধর্মস্যা, উপাসনাসহিতজ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ, ভক্তিসহিত-
নিকামকর্মযোগস্য, গীতামাহাত্ম্যস্য চ বর্ণনম্ ।]

অর্জুন উবাচ ।

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।

টীকা—সন্ন্যাসভ্যাগবিভাগেন সর্বগীতার্থসংগ্রহম্ ।

স্পষ্টমষ্টাদশে গ্রাহ পরমার্থবিনির্গয়ে ॥

অত্র চ “সর্বকৰ্ম্মাণি মনসা সংযত্বাস্তে শৃংখলী”
“সংযতাসযোগযুক্তাত্মা” ইত্যাদিষু কৰ্ম্মসংযতাস উপদিষ্টঃ ।
তথা “তাস্তু কৰ্ম্মকলাসঙ্গং নিত্যভূতো নিরাজয়ঃ । সর্ব-
কৰ্ম্মফলভ্যাগঃ ততঃ কুরু যতাস্তবান্” ইত্যাদিষু চ কলমাত্র-
ভ্যাগেন কৰ্ম্মাচ্যুতানুপদিষ্টম্, ন চ পরস্পরবিরুদ্ধং সর্বভক্তঃ

অঃ

[ত্যাগের মহিমা কথন এবং সাংখ্যসিদ্ধান্ত, কলের সহিত বর্ণ-
ধর্ম, উপাসনার সহিত জ্ঞাননিষ্ঠা, ভক্তিসহ-নিকাম কর্মযোগ ও
গীতামাহাত্ম্য বর্ণন ।]

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুপনিষৎসু
ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বণি তু একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

কৃতং সর্বং নিন্দতি—অশ্রদ্ধয়েতি । হতং হবনং দত্তং দানং
তপস্তপ্তং নির্বস্তুতং যচ্চানুদপি কৃতং কৰ্ম্ম, তৎ সর্বমস-
দিত্যুচ্যতে । যতস্তৎ প্রেত্য লোকান্তরে ন ফলতি
বিগুণঞ্চাৎ, নো ইহ ন চাশ্মিন্ লোকে ফলতি অযশস্কর-
চ্চাৎ ॥ ২৮

রজস্তমোময়ীং ত্যক্ত্বা শ্রদ্ধাং সহময়ীং শ্রিতঃ ।

তদ্বিজ্ঞানেহধিকারী স্মাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ শ্রীশ্রীধরশ্রমিকৃতটীকায়াম্

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭

কৃত হইলে তাহা অসৎ বলিয়া কথিত ; ইহলোক পরলোক—
কোন স্থানেই তাহা ফল দান করে না ॥ ২৮

ত্যাগস্ত চ হ্রষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষদন ॥ ১

পরমকারণিকো ভগবানুপদিশেৎ । অতঃ কৰ্ম্মসংযতাসসা
তদনুষ্ঠানস্ত চাবিরোধপ্রকারং বুভুংসুরজ্জুন উবাচ—
সংযতাস্তেতি । ভো হ্রষীকেশ ! সর্বেন্দ্রিয়নিয়ামক ! হে
কেশিনিষদন ! হে কেশিনায়ো মহতো হয়াকৃতেদৈত্যসা
যুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্ষিতুমিচ্ছতোহত্যন্তং বাস্তে মুখে
বামবাহুং প্রবেশ্য তৎক্ষণমেব বিব্ধেন তেনৈব স্ববাহুনা
কর্কটিকাফলবস্তং বিদাৰ্য্য নিষ্পদিতবান, অতএব হে

অর্জুন বলিলেন—হে মহাবাহো হ্রষীকেশ কেশিনিষদন !

সন্ন্যাসের ও ত্যাগের তত্ত্ব বিশেষভাবে বিদিত হইতে ইচ্ছা
করি । ১

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম্যানাং কর্মণাং শ্রাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদ্বঃ ।

সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহস্ত্যগং বিচক্ষণাঃ ॥ ১

মহাবাহো ! ইতি সস্বোধনং, সংশ্রাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং
পৃথক্ বিবেকেন বেদিতুমিচ্ছামি ॥ ১

টীকা—তত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম্যানামিতি ।

কাম্যানাং ‘পুত্রকামো যজ্ঞেত’ ‘স্বর্গকামো যজ্ঞেত’ ইত্যাদি-
কামোপবন্ধেন বিহিতানাং কর্মণাং শ্রাসং পরিত্যাগং
সংশ্রাসং কবয়ো বিদ্বঃ । সম্যক্ ফলৈঃ সহ সর্বকর্মণামপি
শ্রাসং সংশ্রাসং পণ্ডিতা বিদ্বঃ, জানন্তীত্যর্থঃ । সর্বেষাং
কাম্যানাং নিতানৈমিত্তিকানাঞ্চ কর্মণাং ফলমাত্রত্যাগং
বিচক্ষণা নিপুণাঃ । ন তু স্বরূপতঃ কর্মত্যাগম্ । নহু
নিতানৈমিত্তিকানাং ফলশ্রবণাদবিজ্ঞমানশ্চ ফলস্য কথং
ত্যাগঃ স্যাৎ, নহি বন্ধায়াঃ পুত্রত্যাগঃ সম্ভবতি । উচ্যতে,
যতপি স্বর্গকামঃ পশুকামঃ ইত্যাদিবাং “অহরহঃ সঙ্ঘা-
মুপাসীত” “যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি” ইত্যাদিষু
ফলবিশেষে ন ক্রয়তে, তথাপ্যপুরুষার্থব্যাপারে প্রেক্ষাবস্তুং
প্রবর্তয়িতুমশক্যং বন, বিধিঃ “বিশ্বজিতা যজ্ঞেত” ইত্যাদিষু
সামান্যতঃ কিমপি ফলমাক্ষিপত্যেব । ন চাতীব গুরুমতঃ
শ্রদ্ধয়া অসিদ্ধিরেবং বিধেঃ প্রয়োজনং মন্তব্যং, পুরুষ-
প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেহুঁপরিহরহাৎ । ক্রয়তে চ নিত্যাদাবপি
ফলং “সর্বৈ এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি” ইতি “কর্মণা
পিতৃলোকঃ” ইতি “ধর্মেণ পাপমপমুদতি” ইত্যাদিষু ।
তস্মাদ্ যুক্তমুক্তং “সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহস্ত্যগং বিচ-
ক্ষণাঃ” ইতি । নহু ফলত্যাগেন পুনরপি নিফলেষু কর্মসু
প্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ, তন্ন । সর্বেষাং কর্মণাং সংযোগ-
পৃথক্চেদন বিবিদিষার্থতয়া বিনিয়োগাৎ । তথাচ ক্রতিঃ—
“তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যস্তেন
দানেন তপসাহনাশকেন” ইতি, ততশ্চ ক্রতিপদোক্তং
সর্বং ফলং বন্ধকশ্চেন ত্যক্ত্বা বিবিদিষার্থং সর্বকর্মামুষ্ঠানং
ঘটত এব । বিবিদিষা চ নিত্যানিত্যবস্তুব্যবহায়েন নিবৃত্ত-

শ্রীভগবানু বলিলেন,—পণ্ডিতগণ কাম্য কর্মসমূহের পরি-
ত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া জানেন ও জ্ঞানিগণ নিখিল কর্মের
ফলত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া থাকেন ॥ ২

ত্যাগ্যং দোষবদিত্যেকৈ কর্ম প্রাহর্মনীষিণঃ

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩

দেহাত্তভিমানতয়া বুদ্ধেঃ প্রত্যক্প্রবণতা । তাবৎ পর্য্যন্তক
স্বশুদ্ধার্থং জ্ঞানাবিরুদ্ধং যথোচিতমাবশ্যকং কর্ম কুর্বতস্তৎ
ফলত্যাগ এব কর্মত্যাগো নাম, ন স্বরূপেণ । তথাচ
ক্রতিঃ—“কুর্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতঃ সমাঃ”
ইতি । ততঃ পরন্তু সর্বকর্ম্মনিবৃত্তিঃ স্বত এব ভবতি ।
তত্শক্তং নৈকর্ম্ম্যসিদ্ধৌ,—প্রত্যক্প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্ম্মণ্যুৎ-
পাত্ত শুদ্ধিতঃ । কৃতার্থা শ্রুস্তমায়াস্তি প্রাবৃড়ন্তে ঘনা ইব ॥”
উক্তঞ্চ ভগবতা—‘যজ্ঞাহরতিরেব শ্রাসং’ ইত্যাদি । বশিষ্ঠেন
চোক্তং—“ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে
হসৌ” ইতি । জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বমালক্ষ্য ত্যজেদ্বা ।
তত্শক্তং শ্রীভগবতা “তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন
নিব্বিণ্ডেত যাবতা । মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন
জায়তে ॥ জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মন্ত্রকো বাহ্ননপেক্ষকঃ ।
সলিঙ্গানাশ্রমাঃস্ত্যক্ত্বা চরেনদবিধিগোচরঃ ॥” ইত্যাদি ।
অলমতিপ্রসঙ্গেন প্রকৃতমনুসরামঃ ॥ ২

টীকা—অবিদ্বয়ঃ ফলত্যাগমাত্রমেব ত্যাগশকার্থে ন
কর্ম্মত্যাগ ইতি । এতদেব মতান্তর-নিরাসেন দৃষ্টকর্ত্ত্বং
মতভেদং দর্শয়তি—ত্যাগ্যমিতি । দোষবন্ধিসাদিদোষ-
বন্ধেন বন্ধকমিতি হেতোঃ সর্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমিত্যেকৈ
সাংখ্যাঃ প্রাহর্মনীষিণ ইতি । অস্মায়াং ভাবঃ—‘মা
হিংস্তাৎ সর্বভূতানি’ ইতি নিষেধঃ পুরুষজ্ঞানার্থহেতু-
হিংসেত্যাহ, “অগ্নীষোমীয়ং পশুমালাভেত”—ইত্যাদি-
প্রাকরণিকো বিধিস্ত হিংসায়ঃ ক্রতুপকারকত্বমাহ ;
অতো ভিন্নবিষয়শ্চেন সামান্যবিশেষজ্ঞানযোগোচরহাৎ বাধ্য-
বাধকতা নাস্তি । অব্যাসাধ্যোষু চ সর্বেষাপি কর্ম্মসু
হিংসাদেঃ সম্ভবাৎ সর্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমেবেতি । তত্শক্তং,
“দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হবিশুদ্ধিক্রিয়াতিশয়যুক্ত ইতি ॥”
অস্মার্থঃ—উপায়ো জ্যোতিষ্টমাধিঃ সোহপি দৃষ্টোপায়বদ্

সাংখ্যবেত্তাসকল ‘কর্ম্ম দোষবিশিষ্ট’ এই হেতু পরিভাগ করা
কর্তব্য বলেন । মীমাংসকগণ ‘যজ্ঞ, দান ও তপস্বাকর্ম্ম পরিভাজ্য
নহে’ ইহা বলিয়া থাকেন ॥ ৩

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসন্তম ।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাজ ত্রিবিধঃ সম্প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪
যজ্ঞ-দান-তপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যামেব তৎ ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫
এতান্তুপি তু কৰ্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।

গুরুপাঠাৎ অনুজ্ঞয়ত ইত্যনুশ্রবো বেদস্তদ্বোধিতঃ ।
তত্রাবিশুদ্ধির্হিংসা তয়া ক্ষয়ো বিনাশঃ । অগ্নিহোত্র-
জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্ঞং স্বর্গেষু ভারতম্যং চ বর্ততে, পরোৎ-
কর্ষস্ত সর্বান হুঃখীকরোতি । অপরে তু মীমাংসকা
যজ্ঞাদিকং কর্ম ন ত্যাজ্যমেবেতি প্রাহঃ । অয়ং ভাবঃ—
ক্রতুর্থাপি সতীযং হিংসা পুরুষেণ কর্তব্যো, সা চাত্মো-
দ্দেশেনাপি কৃত্য পুরুষস্য প্রত্যবায়হেতুরেব, তথাহি
বিধিবিধেয়স্ত তদুদ্দেশেনাশুষ্ঠানং বিধস্তে, তাদর্শালক্ষণত্বা-
স্তচ্ছেদ্যস্ত ন ত্বেবং নিষেধো নিষেদস্ত তদর্শমপেক্ষতে
প্রাপ্তিমাাত্রাপেক্ষিতত্বাৎ, অগ্ৰথা অজ্ঞানপ্রমাদাদিকৃতে
দোষাভাবপ্রসঙ্গাৎ, তদেবং সমানবিষয়ত্বেন সামান্ত্যশাস্ত্রস্ত
বিশেষেণ বাধ্যমাস্তি দোষবত্বম্, অতো নিত্যং যজ্ঞাদি
কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি অনেন বিধিনিষেধয়োঃ সমানবলতা
বাধ্যতে সামান্ত্যবিশেষত্বায়াং সম্পাদয়িত্বম্ ॥ ৩

টীকা—এবং মতভেদমুপগম্য স্বমতং কথয়িতুমাহ—
নিশ্চয়ং শৃণুতি । তত্রৈবং বিপ্রতিপক্ষে ত্যাগে নিশ্চয়ঃ
মে বচনাক্ষণ । ত্যাগস্য লোকপ্রসিদ্ধাৎ কিমত্র
প্রোক্তব্যমিতি মাযমংস্থা ইত্যাহ—হে পুরুষব্যাজ !
পুরুষশ্রেষ্ঠ । ত্যাগোহয়ং হুর্বোধো হি যস্মাদয়ং কর্মত্যাগ-
স্তববিস্তিস্তামসাদিভেদেন ত্রিবিধঃ সমাধিব্যেকেন

হে ভরতপ্রধান পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এই ত্যাগবিষয়ে আমার বাক্য
হইতে নির্ণয় প্রবণ কর,—ত্যাগও ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪

যজ্ঞ, দান ও তপস্কার্য কর্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, তাহা
করা অবশ্য কর্তব্য, কেননা যজ্ঞ-দান-তপস্কা জানিগণের পবিত্রতা-
বিধায়ক ॥ ৫

হে পার্থ ! এই কর্মসকল আসক্তি ও ফল-কামনা ত্যাগ
করিয়া অহুতান করা উচিত । ইহা আমার নিশ্চিত সর্বোৎকৃষ্ট
অভিযত ॥ ৬

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬
নিয়তস্ত তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপত্ততে ।
মোহাৎ তস্ত পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৭
হুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কার্যক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ ।
স কৃষ্ণা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগকলং লভেৎ ॥ ৮

প্রকীৰ্ত্তিতঃ । ত্রৈবিধ্যঞ্চ—নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণ
ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি ॥ ৪

টীকা—প্রথমঃ তাবল্লিচ্ছয়মাহ—যজ্ঞেতি দ্বাভ্যাম্ ।
মনীষিণাং বিবেকিনাং পাবনানি চিত্তভক্তিকরাণি । যেন
প্রকারেণ কৃতান্তেতানি পাবনানি ভবন্তি তৎপ্রকারঃ
দর্শয়মাহ—এতান্তুপীতি । যানি যজ্ঞাদীনি কৰ্মাণি ময়া
পাবনানীভূতানি এতান্তুপ্যেবং কর্তব্যানি । কথম্ ? সঙ্গং
কর্তৃভাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা । কেবলমীশ্বরাদানতয়া
কর্তব্যানি, ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্তব্যানীতি নিশ্চিতং মে
মতম্ ; অতএবোত্তমম্ ॥ ৫-৬

টীকা—প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগস্য ত্রৈবিধ্যমিদানীং দর্শয়তি
—নিয়তস্যোতি ত্রিভিঃ । কাম্যস্ত কর্মণো বন্ধকত্বাৎ
সংগ্রাসো যুক্তঃ, নিয়তস্ত তু নিত্যস্ত পুনঃ কর্মণঃ
সংগ্রাসস্ত্যাগো নোপপত্ততে সবৃত্তিদ্ধিদারা মোক্ষহেতুত্বাৎ ।
অতস্তস্ত পরিত্যাগ উপাদেয়ত্বেনপি ত্যাজ্যমিত্যেবং
লক্ষণান্মোহাদেব ভবেৎ ; স চ মোহস্য তামসত্বাস্তামসঃ
পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৭

টীকা—রাজসং ত্যাগমাহ—হুঃখমিতি । যঃ কর্তা
আত্মবোধং বিনা কেবলং হুঃখমিত্যেবং মদ্বা শরীরায়াস-
ভয়ানিত্যং কর্ম ত্যজেদिति যজ্ঞাদশস্ত্যাগো রাজসো

সদ্ব্যা প্রভৃতি নিত্যকর্ম ত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত নহে ;
অজ্ঞানবশে তাহার পরিত্যাগ তামস বলিয়া কথিত হইয়া
থাকে ॥ ৭

যে কর্তা আত্মজ্ঞান ব্যতীত কর্ম করা হুঃখকর বলিয়া
শরীরের আয়াস-ভয়ে নিত্যকর্ম ত্যাগ করে, (হুঃখ রাজস) সে
উজ্জনা রাজস ত্যাগ করত জ্ঞাননিষ্ঠা-লক্ষণ ত্যাগফল লাভ
করে না ॥ ৮

কার্যমিত্যেব যৎ কৰ্ম নিয়তং ক্রিয়তেহজুন ।

সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ ॥ ৯

ন দ্বেষ্টাকুশলং কৰ্ম কুশলে নানুসজ্জতে ।

ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০

ন হি দেহভূতা শকাং ত্যক্ত্বা কৰ্মাণ্যশেষতঃ ।

দুঃখস্য রাজসত্বাৎ, অতস্তৎ রাজসং ত্যাগং কৃৎস্বা স রাজসঃ
পুরুষস্ত্যাগস্য ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভত
ইত্যর্থঃ ॥ ৮

টীকা—সাত্বিকং ত্যাগমাহ—কার্যমিতি । কার্য-
মিত্যেবং বুদ্ধা নিয়তমবশ্যকর্তব্যতয়া বিহিতং কৰ্ম সঙ্গং
ফলঞ্চ ত্যক্ত্বা ক্রিয়ত ইতি যত্নাদ্ধন্যত্যাগঃ সাত্বিকো
মতঃ ॥ ৯

টীকা—এবভূতসাত্বিকত্যাগপরিণিষ্ঠিতস্ত লক্ষণমাহ—
ন দ্বেষ্টীত্যাदि । সত্বসমাবিষ্টঃ সত্বেন সংব্যাপ্তঃ সাত্বিক-
ত্যাগী । অকুশলং দুঃখাবহং শিশিরে প্রাতঃস্নানাদিকং
কৰ্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে চ সুখকরে কৰ্মাণি নিদাঘে
মধ্যাহ্নস্নানাদৌ নানুসজ্জতে প্রীতিং ন কৰোতি । তত্র
হেতুঃ—মেধাবী স্থিরবুদ্ধিঃ । যত্র পরপরিভবাদি মহদপি
দুঃখং সহতে স্বর্গাদিসুখঞ্চ ত্যজতি ; তত্র ক্রিয়দেতভাৎ-
কালিকং সুখং দুঃখকৃত্যেবমমুসদ্ধানবানিত্যর্থঃ । অতএব
ছিন্নঃ সংশয়ো মিথ্যাজ্ঞানং দৈহিকসুখদুঃখয়োৰূপাদিসা-
পরিজিহীষালক্ষণং যন্ত সং ॥ ১০

টীকা—নদেবভূতাং কৰ্মফলত্যাগাদ্ বরং সৰ্বকৰ্ম-
ত্যাগস্তথা সতি কৰ্মবিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠা সুখঃ
সম্পত্ততে, তত্রাহ—ন হীতি । দেহভূতা দেহাত্মাভি-

হে অজুন ! কৰ্মে অহুরাগ ও ফলত্যাগপূৰ্বক, অবশ্যকর্তব্য
—ইহা বোধ করত যে নিত্যকৰ্ম অহুষ্ঠিত হয়, সেই ত্যাগ সাত্বিক
ইহা আমার মত ॥ ৯

সত্ত্বগুণসম্পন্ন, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান, সন্দেহরহিত ত্যাগী দুঃখপ্রদ
কৰ্মে ঘেব করেন না, মজলকর কৰ্মেও অহুরক্ত হন না ॥ ১০

দেহধারী সম্পূর্ণভাবে নিখিল কৰ্মত্যাগ করিতে সমর্থ হন না,
পরন্তু যিনি কৰ্মফল ত্যাগপূৰ্বক কৰ্মাহুষ্ঠান করেন, তিনি ত্যাগী
যদিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১১

যন্ত কৰ্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যাভিধীয়তে ॥ ১১

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কৰ্মণঃ ফলম্ ।

ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ॥ ১২

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সৰ্বকৰ্মণাম্ ॥ ১৩

মানবতা নিঃশেষেণ সৰ্বাণি কৰ্মাণি ত্যক্ত্বা ন হি শক্যম্ ।
তত্বত্বং, “ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্মকং”
ইত্যাদিনা । তস্মাদ্ যন্ত কৰ্মাণি কুৰ্ব্বন্নপি কৰ্মফলত্যাগী
স এব মুখ্যঃ ত্যাগীত্যাভিধীয়তে ॥ ১১

টীকা—এবভূতস্ত কৰ্মফলত্যাগস্ত ফলমাহ—অনিষ্ট-
মিতি । অনিষ্টঃ নারকিকম্, ইষ্টঃ দেবত্বং, মিশ্রং মনুষ্যত্বম্
এবং ত্রিবিধং পাপস্ত চোভয়মিশ্রস্ত চ কৰ্মণো যৎ ফলং
প্রসিদ্ধং, তৎ সৰ্বমত্যাগিনাং সাকামানামেব প্রেত্য পরত্র
ভবতি ; তেষামেব ত্রিবিধকৰ্মসম্ভবাৎ ; ন তু সন্ন্যাসিনাং
কচিদপি ভবতি । সন্ন্যাসিশব্দেনাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ
প্রকৃতাঃ কৰ্মফলত্যাগিনো গৃহ্যণ্ডে, “অনাস্তিতঃ কৰ্মফলং
কায়াং কৰ্ম কৰোতি যঃ । স সন্ন্যাসী চ যোগী চ”
ইত্যেবমাদৌ কৰ্মফলত্যাগিযু সন্ন্যাসিশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ
তেষাং সাত্বিকানাং পাপাসম্ভবাদীশ্বরার্পণেন চ পুণ্যফলস্ত
ত্যক্তত্বাৎ, ত্রিবিধমপি কৰ্মফলং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২

টীকা—নহু কৰ্ম কুৰ্ব্বতঃ কৰ্মফলং কথং ন ভবে-
দিত্যাশঙ্কা সঙ্গত্যাগিনো নিরহঙ্কারস্য সতঃ কৰ্মফলে-
ন লেপো নাস্তীত্বাপপাদয়িতুমাহ — পঞ্চৈত পঞ্চভিঃ ।
সৰ্বকৰ্মণাং সিদ্ধয়ে নিম্পত্তয়ে ইমানি বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ
কারণানি মে মম বচনান্নিবোধ জানীহি । আত্মনঃ কৰ্ত্ত-

সকাম ব্যক্তিগণের পরলোকগমনের পর অনিষ্ট (নারকিক),
ইষ্ট (দেবত্ব) ও মিশ্র (মনুষ্যত্ব) এই ত্রিবিধ কৰ্মের ফল হইয়া
থাকে, কিন্তু সন্ন্যাসিগণের হয় না । সন্ন্যাসী শব্দের অর্থ এখানে
ধাহারা প্রকৃত কৰ্মত্যাগী সাত্বিকপ্রকৃতি, তাহাদের পাপ-
অহুষ্ঠান অসম্ভব আর ঈশ্বরে অর্পণের দ্বারা পুণ্যফল ত্যাগ হেতু
ত্রিবিধ কৰ্মফল হয় না ॥ ১২

হে মহাবাহো ! বেদান্তসিদ্ধান্তে সমস্ত কৰ্মের সিদ্ধির জন্য
এই পাঁচটি কারণ আমার নিকট অবগত হও ॥ ১৩

অধিষ্ঠানং তথা কৰ্তা করণঞ্চ পৃথগ্ধম্ ।
 বিবিধান্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪
 শরীর-বাঙ-মুনোভিৰ্যং কর্ম প্রারভতে নরঃ ।
 জ্ঞায়াং বা বিপরীতং বা পঠৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫
 তত্রৈবং সতি কৰ্তারমান্যানাং কেবলং তু যঃ ।

ছাভিমাননিবৃত্ত্যর্থমবশ্যমেতানি জ্ঞাতব্যানীত্যেবং তেবাং
 স্তৃত্যর্থমেবাহ—সাংখ্য ইতি । সমাক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে
 পরমায়া অনেনেনি সাংখ্যং তত্ত্বজ্ঞানম্ । প্রকাশমান
 আত্মবোধঃ সাংখ্যম্, তস্মিন্ কৃতং কর্ম তস্তান্তঃ সমাপ্তি-
 রশ্মিমিতি কৃতান্তস্তস্মিন্ বেদান্তসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ । যদ্বা,
 সাংখ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তদ্বাশ্মিমিতি সাংখ্যং, কৃতোহস্তো
 নির্ণয়োহশ্মিমিতি কৃতান্তঃ সাংখ্যশাস্ত্রমেব তস্মিন্
 প্রোক্তানি অতঃ সমাক্ নিবোধেত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা — তান্তেবাহ — অধিষ্ঠানমিতি । অধিষ্ঠানং
 শরীরং, কৰ্তা চিদচিদ্গ্রন্থিহকারঃ, পৃথগ্ধমনেকপ্রকারম্ ।
 করণং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি, বিবিধাঃ কার্যাতঃ স্বরূপতন্ত পৃথগ্-
 ভূতান্চেষ্টাঃ প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারঃ ; অত্র চ এতেষেব
 পঞ্চমং দৈবঞ্চ কারণং চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকমাদিত্যাদিসর্ব-
 প্রেরকোহন্তর্যামী বা ॥ ১৪

টীকা—এতেষামেব সর্বকর্মহেতুঃ—শরীরেতি ।
 যথোক্তৈঃ পঞ্চভিঃ প্রারভ্যমাণং কর্ম ত্রিষেবাস্তর্ভাব্যম্,
 শরীরবাস্থনোভিরিত্যুক্তম্ । শরীরং বাচিকং মানসঞ্চ
 ত্রিবিধং কর্মেতি প্রসিদ্ধেঃ । শরীরাদিভিৰ্যং কর্ম ধর্ম্যা-
 মধর্ম্যাং বা কৰোতি নরস্তস্মৈ কর্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ ॥ ১৫

টীকা—ততঃ কিমত আহ তত্র ইতি । তত্র সর্বস্মিন্

শরীর ও কৰ্তা (অহকার), ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়, বর্হাবধ চেষ্টা,
 আর পঞ্চম দৈব অথবা চক্ষু আদি প্রেরক আদিত্য প্রভৃতি
 সকলের প্রেরক অন্তর্যামী ॥ ১৪

মজ্জু কায়মনোবাক্যের দ্বারা যে বোগ্য বা অযোগ্য কর্ম-
 হুষ্ঠান করে, এই পাঁচটি তাহার কারণ ॥ ১৫

অখিল কর্মে শরীর, অহকার, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, বিবিধ পৃথক্
 পৃথক্ চেষ্টা আর দৈব—এই পাঁচটি হেতু হইলেও নিরুপাধি, অসঙ্গ
 আত্মাকে যে কৰ্তারূপে দর্শন করে, শাস্ত্রাচার্য্য-সেবা বিমুখ সেই
 হুর্ভুক্তি দেখিতে পায় না—সে মজ্জাদর্শনে বঞ্চিত ॥ ১৬

পশুত্যকৃতবুদ্ধিবার স পশুতি হর্মতিঃ ॥ ১৬
 যস্ত নাহঙ্কতো ভাবো বুদ্ধিৰ্যস্ত ন লিপ্যতে ।
 হত্বাপি স ইমাম্লোকায় হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭
 জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা ।
 করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮

কর্মণি এতে-পঞ্চ হেতব ইত্যেবং সতি কেবলং নিরুপাধিক-
 মসঙ্গমান্যনাং যঃ কৰ্তারং পশুতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশত্যাগে-
 নাসংস্কৃতবুদ্ধিবার হর্মতিরসৌ সমাক্ ন পশুতি ॥ ১৬

টীকা—কস্তহি স্মমতিৰ্যস্ত কর্মলেপো নাস্তীত্যুক্ত-
 মিত্যপেক্ষ্যামাহ — যন্তেতি । যদ্বা অহমিতি কৃতো-
 হহঙ্কর্তেত্যেবভূতো ভাবোহতিপ্রায়ো যস্ত নাস্তি, অহঙ্ক-
 তোহহঙ্কারস্ত ভাবঃ, স্বভাবঃ কৰ্তৃছাভিনিবেশো যস্ত
 নাস্তি শরীরাদীনামেব কর্মকৰ্তৃছালোচনাদিত্যর্থঃ, অতএব
 যস্ত বুদ্ধির্ন লিপ্যতে ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যা কর্মসু ন সঙ্কতে, স
 এবভূতো দেহাদিব্যতিরিক্তাশ্রয়দর্শী ইমান্ লোকান্ সর্বানপি
 প্রাণিনো লোকদৃষ্টা হত্বাপি বিধিক্রিয়া স্বদৃষ্টা ন হস্তি,
 ন চ তৎকলৈনিবধ্যতে বন্ধঃ ন প্রাপ্নোতি । কিং পুনঃ
 সহস্তুদ্ধিবারা পরোক্ষজ্ঞানোপপত্তিহেতুভিঃ কর্মভিস্তস্য-
 বন্ধশঙ্কেত্যর্থঃ । তদুক্তং — “ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মণি সঙ্গং
 ত্যক্ত্বা কৰোতি যঃ । লিপ্যতে ন স পাপেন পল্পপত্র-
 মিবাভুসা” ইতি ॥ ১৭

টীকা—হত্বাপি ন হস্তি ন নিবধ্যতে—ইত্যেতদেবো-
 পপাদয়িতুং কর্মচোদনায়াঃ কর্ম্মাশ্রয়স্ত চ কর্ম্মফলাদীনাঞ্চ
 ত্রিগুণাশ্রয়ক্কারিগুণস্ত আত্মনস্তংস্বক্কো নাস্তীত্যভি-
 প্রায়েণ কর্মচোদনাং কর্ম্মাশ্রয়কাহ—জ্ঞানমিতি । জ্ঞান-

ধাহার “আমি কৰ্তা” এইরূপ স্বভাব নহ, বাহার বুদ্ধি ইষ্ট
 অনিষ্ট বুদ্ধিতে কর্মে আসক্ত হয় না, তিনি সমস্ত প্রাণিগণকে
 লোকদৃষ্টিতে হনন করিলেও অসম্পৃক্ত স্বকীয় দৃষ্টির দ্বারা
 কাহাকেও বিনাশ করেন না বা তাহার ফলে নিবদ্ধ হন
 না ॥ ১৭

জ্ঞান—ইহা ইষ্টসাধন এই বোধ, জ্ঞেয়—ইষ্টসাধন কর্ম,
 পরিজ্ঞাতা—এই জ্ঞানের আশ্রয়, এই ত্রিবিধ কর্মপ্রবৃত্তির কারণ ।
 আর করণ সাধকতম, কর্ম কৰ্তার দলিততম, কৰ্তা ক্রিয়ানিবর্তক
 এই করণাদি ত্রিবিধ কারক ক্রিয়ায় আশ্রয় ॥ ১৮

জ্ঞানং কৰ্ম চ কৰ্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।
 প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছূণ্তাশ্চপি ॥ ১৯
 সৰ্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্যতে ।
 অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০
 পৃথক্শ্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিদান্ ।

মিষ্টসাধনমেতদ্বিতি বোধঃ, জ্ঞেয়মিষ্টসাধনং কৰ্ম, পরিজ্ঞাতা
 এবভূতজ্ঞানাজ্ঞায়ঃ, এবং ত্রিবিধা কৰ্মচোদনা চোত্ততে
 প্রবর্ত্যতেহনয়েতি চোদনা জ্ঞানাদিত্রিতয়ং কৰ্মপ্রবৃত্তিহেতু-
 রিত্যর্থঃ । যদ্বা চোদনেতি বিধিক্রিয়াতে, তদ্ব্যক্তং ভট্টৈঃ,
 —“চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশৈচকার্যবাচিনঃ” ইতি ।
 ততশ্চায়মর্থঃ—উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিত্রয়মব-
 লম্ব্য কৰ্মবিধিঃ প্রবর্ত্তত ইতি । তদ্ব্যক্তং—ত্রৈগুণ্যবিষয়া
 বেদা’ ইতি । তথা করণং সাধকতমং, কৰ্ম চ কৰ্ত্তৃ-
 রীপ্সিততমম্ । কৰ্তা ক্রিয়ানিৰ্ব্বর্তকঃ, কৰ্ম সংগৃহ্যতেহ-
 শ্মিন্নিতি কৰ্মসংগ্রহঃ ; করণাদিত্রিবিধং কারকং ক্রিয়াশ্রয়
 ইত্যর্থঃ । সম্প্রদানাদি-কারকত্রয়স্ত পরম্পরয়া ক্রিয়া-
 প্রবর্ত্তকমেব কেবলং, ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ ।
 অতঃ করণাদিত্রয়মেব ক্রিয়াশ্রয় ইত্যুক্তম্ । ততঃ কিমত
 আহ—জ্ঞানমিতি । গুণাঃ সম্যক্ কার্যভেদেন খ্যায়ন্তে
 প্রতিপাত্ত্বেন্শ্মিন্নিতি গুণসংখ্যানং সাংখ্যশাস্ত্রম্, তস্মিন্
 জ্ঞানঞ্চ কৰ্ম চ কৰ্ত্তা চ প্রত্যেকং সৎপ্রতিগুণভেদেন
 ত্রিধৈবোচ্যতে, তাশ্চপি জ্ঞানাদীনি বক্ষ্যমাণানি
 যথাবচ্ছূণ্ । ত্রিধৈবেত্যেবকারো গুণত্রয়োপাধিবাতির-
 কেণাম্বনঃ স্বতঃ কৰ্ত্তৃবাদিপ্রতিষেধার্থঃ, চতুর্দশাধ্যায়ে
 ‘তত্র সৎ নির্মলত্বাৎ’ ইত্যাদিনা । গুণানাং বন্ধকত্ব-
 প্রকারো নিরূপিতঃ, সপ্তদশাধ্যায়ে ‘যজ্ঞস্তে সাত্ত্বিকা
 দেবান্’ ইত্যাদিনা গুণকৃতত্রিবিধস্বভাবনিরূপণেন

সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কৰ্ম ও কৰ্ত্তা সৎ, রজ ও তম এই গুণত্রয়
 ভেদে তিন প্রকার কথিত হয়, তাহাও বথার্থরূপে শ্রবণ কর ॥ ১৯

যে জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবরাস্ত বিভিন্ন ভূতসকলে অভিন্ন
 এক অব্যয় নির্বিকার পরমাত্ম-তত্ত্ব আলোচিত হয়, সেই জ্ঞান
 সাত্ত্বিক জ্ঞান জানিবে ॥ ২০

‘ভিন্নস্বহেতু’ যে জ্ঞান প্রাপ্তিসকলে বিবিধ আত্মাকে নানাভাবে
 জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই জ্ঞান রাজস বলিয়া জানিবে ॥ ২১

বেত্তি সৰ্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১
 যন্তু কৃৎস্নবদেকাস্মিন্ কার্থ্যে সক্তমহৈতুকম্ ।
 অতদ্বার্থবদল্লঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২
 নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বৈবতঃ কৃতম্ ।
 অফলশ্ৰেণুনী কৰ্ম যন্তং সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

রজস্তমঃস্বভাবং পরিত্যজ্য সাত্ত্বিকাহারাদিসেবয়া সাত্ত্বিক-
 স্বভাবঃ সম্পাদনীয় ইত্যুক্তম্ । ইহ তু ক্রিয়াকারক-
 ফলাদীনাভ্যাসস্বক্কা নাস্তীতি দর্শয়িতুং সৰ্ব্বেষাং
 ত্রিগুণাত্মকত্বমুচ্যতে ইতি বিশেষো জ্ঞাতব্যঃ ॥ ১৮-১৯

টীকা—তত্র জ্ঞানস্ত সাত্ত্বিকাদিত্রৈবিধ্যমাহ—সৰ্ব্বেতি
 ত্রিভিঃ । সৰ্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরাস্তেষু বিভক্তেষু
 পরম্পরং ব্যায়ন্তেষু অবিভক্তমমুদাহৃতম্ একমব্যয়ং
 নির্বিকারং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বং যেন জ্ঞানেনেক্যতে
 আলোচয়তি, তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্বীতি ॥ ২০

টীকা—রাজসং জ্ঞানমাহ—পৃথক্শ্বেনেতি । পৃথক্শ্বেন
 তু যৎ জ্ঞানমিত্যন্তেব বিবরণং সৰ্ব্বেষু ভূতেষু দেহেষু
 নানাভাবান্ বস্তত এবানেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান পৃথগ্বিদান্
 সুখিহুঃখিহাদিরূপেণ বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি, তৎ
 জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি ॥ ২১

টীকা—তামসং জ্ঞানমাহ—যদিতি । একস্মিন্ কার্থ্যে
 দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্নবৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তম্
 এতাবানেবাভ্যা ঈশ্বরো বেত্ত্যভিনিবেশযুক্তম্ । অহৈতুকং
 নিরূপপত্তিকম্, অতদ্বার্থবৎ পরমার্থাবলম্বনশূন্যম্ অত-
 এবাঙ্গং তুচ্ছম্ অল্লবিষয়ত্বাৎ অল্লফলত্বাচ্চ । যদেবভূতং
 জ্ঞানং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

টীকা—ইদানীং ত্রিবিধং কৰ্ম্মাহ — নিয়তমিতি
 ত্রিভিঃ । নিয়তং নিত্যতয়া বিহিতং সঙ্গরহিতমভি-

এবং যে জ্ঞান এক শরীরে অথবা প্রতিমাদিতে পরিপূর্ণের
 ‘ইহাই আত্মা বা ঈশ্বর’ এই প্রাণধানযুক্ত, যুক্তিহীন, পরমার্থ
 অবলম্বনরহিত, তুচ্ছ সেই জ্ঞান তামস নামে ভাবিত হয় ॥ ২২

নিষ্কাম ব্যক্তির দ্বারা নিত্য আগ্রহবিরহিত, অল্লয়াগ বিরাগ
 বিবর্জিতভাবে অহুষ্টিত যে কৰ্ম, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হইয়া
 থাকে ॥ ২৩

যত্ন কামেপ্সুনা কর্ম সাহস্বারেণ বা পুনঃ ।

ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

অমুবন্ধঃ ক্ষয়ং হিংসামনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্ ।

মোহাদারভ্যতে কর্ম যন্তং তামসমুচ্যতে ॥ ২৫

মুক্তসংগোহনহংবাদী ধৃত্যংসাতসমদ্বিতঃ ।

সিদ্ধাসিদ্ধোনিবিকারঃ কর্তা সাত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুল্লুকো হিংসাত্মকোহশুচিঃ ।

নিবেশশূন্যম্, অরাগদ্বেষতঃ পুত্রাদিপ্রীত্যা বা শত্রুদ্বেষেণ বা যৎ কৃতং ন ভবতি ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতীতি ফল-প্রেপ্সুস্তদিলক্ষণেন নিকামেণ কর্তা যৎ কৃতং কর্ম তৎ সাত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

টীকা—রাজসং কর্ম্যাহ — যদিতি । যত্ন কামেপ্সুনা ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতা সাহস্বারেণ বা মৎসমঃ কোত্তমঃ শ্রোত্রিয়োহস্তীত্যেবং নিকৃটাহঙ্কারযুক্তেন চ ক্রিয়তে । যচ্চ পুনর্বহুলায়াসমতিক্রমশূন্যং তৎ কর্ম রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

টীকা—তামসং কর্ম্যাহ—অমুবন্ধমিতি । অমুবধ্যত ইত্যমুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবি শুভাশুভং, ক্ষয়ং বিলক্ষয়ং বিলুপ্তবায়ং, হিংসাং পরপীড়াং, পৌরুষঞ্চ ন্যসামর্থ্যমনপেক্ষ্য অপথ্যা-লোচ্য কেবলং মোহাদেব যৎ কর্ম আরভাতে তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২৫

টীকা—কর্তার ত্রিবিধমাহ—মুক্তসঙ্গ ইতি ত্রিভিঃ । মুক্তসঙ্গস্তাক্তাভিনিবেশঃ, অনহংবাদী গর্বোক্তিরহিতঃ, ধৃতিধৈর্যম্, উৎসাহ উত্তমস্তাভ্যাং সমদ্বিতঃ সংযুক্তঃ । আরক্স্য কর্মণঃ সিদ্ধানসিদ্ধৌ চ নিক্সিকারো হর্ষবিষাদ-

সকাম পুরুষ 'আমি কর্তা' এই অহঙ্কার সহ অত্যন্ত ক্রোধকর যে কর্ম আচরণ করে, তাহা রাজস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ২৪

ভাবি-মঙ্গলামঙ্গল, ধনক্ষয়, পরপীড়ন ও স্বকীয় সামর্থ্য পর্যালোচনা করিয়া অজ্ঞানবশে যে কর্ম আরম্ভ করা হয়, তাহা তামস কর্ম নামে উদাহৃত হয় ॥ ২৫

আগ্রহ-বিবজ্জিত, গর্বোক্তিবিহীন, ধৈর্য, উত্তমসংযুক্ত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষ-বিষাদশূন্য কর্তা সাত্বিক বলিয়া উক্ত হন ॥ ২৬

পুত্রাদিতে অহুরাগসম্পন্ন, কর্মফলকামী, পরম অভিলাষী, মারক-বভাব, শাস্ত্রবিহিত শৌচাচার-বিবজ্জিত, আনন্দ-দুঃখ সমন্বিত কর্তা রাজস বলিয়া পরিকীর্তিত হয় ॥ ২৭

হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃতিকোহলসঃ ।

বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতদ্বিবিধং শৃণু ।

প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে ।

বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ৩০

শৃণুঃ স এবমুত্তঃ কর্তা সাত্বিক উচ্যতে ॥ ১৬

রাজসং কর্তারমাহ—রাগীতি । রাগী পুত্রাদিপ্রীতিমান, কর্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্মফলকামী, লুকঃ পরম্ভাভিলাষী, হিংসাত্মকো মারকবভাবঃ, অশুচিঃ বিহিতশৌচশূন্যঃ, লাভালাভয়োহর্ষশোকাত্মাং সমন্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭

তামসং কর্তারমাহ—অযুক্ত ইতি । অযুক্তোহনবহিতঃ, প্রাকৃতো বিবেকশূন্যঃ, স্তব্ধোহনত্রঃ, শঠঃ শক্তিগূহনকারী, নৈকৃতিকঃ পরাপমানী, অলসোহনুভ্রমশীলঃ, বিষাদী শোকশীলঃ, যদচ্চ বা যো বা কর্তব্যং তন্মাসেনাপি ন সম্পাদয়তি যঃ, স দীর্ঘসূত্রী এবমুত্তঃ কর্তা তামসঃ । কর্তৃ-ত্বেবিধো নৈব জ্ঞাতুরপি ত্বেবিধ্যমুক্তং ভবতি, কর্মত্বে-বিধোন চ জ্ঞেয়স্তাপি ত্বেবিধ্যমুক্তং বেদিতব্যম্ । বুদ্ধে-ত্বেবিধোন করণস্তাপি ত্বেবিধ্যমুক্তং ভবিষ্যতি ॥ ২৭-২৮

টীকা—ইদানীং বুদ্ধের্ভেদে চ ত্বেবিধাং প্রতিজানীতে বুদ্ধের্ভেদমিতি । স্পষ্টার্থঃ ॥ ২৯

টীকা—অত্র বুদ্ধেত্বেবিধ্যমাহ—প্রবৃত্তিমিতি ত্রিভিঃ । প্রবৃত্তিঃ ধর্ম, নিবৃত্তিমধর্ম, যস্মিন্ দেশে কালে চ যৎ

অমনোযোগী, বিবেকহীন, নয়তাপন, শঠ, গোপনে অনিষ্ট-কারী, পরাপমানী, উত্তমবিহীন, বিষাদসম্পন্ন শোকশীল, চিরকারী (এক দিনের কর্ম যে এক মাসেও সম্পন্ন করে না) কর্তা তামস বলিয়া উক্ত হয় ॥ ২৮

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি এবং ধৃতির সাত্বিকাদি গুণাত্মসারে তিন প্রকার ভিন্নত্ব-হেতু সমগ্ররূপে কথ্যমান প্রভেদ প্রবণ কর ॥ ২৯

হে ধনঞ্জয়! ধর্ম প্রবৃত্তি, অধর্ম নিবৃত্তি দেশ ও কালে যে কার্য এবং অকার্য, কাৰ্য্যাকার্য্য নিমিত্ত অর্থ ও অনর্থ, বন্ধ কি এবং মোক্ষ কি প্রকার—যে বুদ্ধি (অন্তঃকরণ) অবগত হয়, তাহা সাত্বিকী বুদ্ধি ॥ ৩০

যয়া ধৰ্মমধৰ্মঞ্চ কাৰ্য্যাকাৰ্য্যমেব চ ।

অযথাবৎ প্রজ্ঞানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১

অধৰ্মঃ ধৰ্মমিতি যা মন্ততে তমসাবতা ।

সৰ্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ৩৩

যয়া তু ধৰ্ম-কামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেহজ্ঞান ।

কাৰ্য্যমকাৰ্য্যঞ্চ, ভয়াভয়ে কাৰ্য্যাকাৰ্য্যনিমিত্তৌ অর্থানর্থৌ
কথং বন্ধঃ, কথং বা মোক্ষ ইতি যা বুদ্ধিরন্তঃকরণং বেত্তি,
সা সাত্বিকী । যয়া পুমান্ বেত্তীতি বক্তব্যে করণে
কর্তৃছোপচারঃ কাষ্ঠানি পচন্তীতিবৎ ॥ ৩০

টীকা—রাজসীঃ বুদ্ধিমাহ—যয়েতি । অযথাবৎ
সন্দেহাস্পদধেনেত্যর্থঃ । স্পষ্টমন্তং ॥ ৩১

টীকা—তামসীঃ বুদ্ধিমাহ—অধৰ্ম্মমিতি । বিপরীত-
গ্রাহিণী বুদ্ধিস্তামসীত্যর্থঃ । বুদ্ধিরন্তঃকরণং পূৰ্ব্বোক্তং,
জ্ঞানস্ত তদবৃত্তিঃ, ধৃতিরপি তদবৃত্তিরেব । যদ্বা, অন্তঃকরণশ্চ
ধৰ্ম্মিণৌ বুদ্ধিরপ্যাধাবসায়লক্ষণা বৃত্তিরেব । ইচ্ছাদ্বৈবাদীনাং
তদবৃত্তীনাং বহুত্বোপি ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মভয়সাধনহেন প্রাধান্যাদে-
তাসাং ত্রৈবিধ্যমুক্তম্ । উপলক্ষণকৈতদন্ত্যাসাম্ ॥ ৩২

টীকা—ইদানীং ধৃতেত্রেবিধ্যমাহ—ধৃত্যেতি ত্রিভিঃ ।
যোগেন চিত্তৈকাগ্ৰেণ হেতুনাব্যভিচারিণ্যা বিষয়াস্তর-
মধারণন্ত্যা যয়া ধৃত্যা মনসঃ প্রাণশ্চ ইন্দ্রিয়গণঞ্চ ক্রিয়া
ধারণতে নিযচ্ছতি, সা ধৃতিঃ সাত্বিকী । ৩৩

রাজসীঃ ধৃতিমাহ—যয়া ষিতি । যয়া তু ধৃত্যা

হে পার্থ! যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কার্য্য-অকার্য্য
সন্দেহাস্পদ বলিয়া বিদিত হয়, তাহা রাজসী বুদ্ধি ॥ ৩১

হে পার্থ! যে বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম বলিয়া বোধ করে ও সকল
অর্থ বিপরীতভাবে মনে বিবেচনা করিয়া থাকে, অজ্ঞান অন্ধকারে
সমাচ্ছন্ন সে বুদ্ধি তামসী ॥ ৩২

হে পার্থ! চিত্তের একাগ্রতা-হেতু বিষয়াস্তর ধারণ না
করিয়া যে ধৃতির দ্বারা মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সকলের ক্রিয়া
নিয়মিত হয়, সেই ধৃতি সাত্বিকী ॥ ৩৩

হে অজ্ঞান! ধৃতির দ্বারা ধর্ম কাম অর্থসমূহ প্রধানভাবে

প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্ঞী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ ।

ন বিমুক্ততি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫

সুখং ত্রিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ।

অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখাস্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬

যন্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্ ।

তৎ সুখং সাত্বিকং প্রোক্তমান্ববুদ্ধিপ্ৰসাদজম্ ॥ ৩৭

ধৰ্ম্মার্থকামান্ প্রাধান্যেন ধারয়তে ন বিমুক্ততি, তৎপ্রসঙ্গেন
ফলাকাজ্ঞী চ ভবতি সা রাজসী ধৃতিঃ । ৩৪

তামসীঃ ধৃতিমাহ—যয়েতি । দুষ্টা অবিবেকবহুলা
মেধা যন্ত স দুর্মেধাঃ পুরুষো যয়া ধৃত্যা স্বপ্নাদীন্ ন
বিমুক্ততি পুনঃপুনরাবর্তয়তি । স্বপ্নোহত্র নিদ্রা । সা
ধৃতিস্তামসী ॥ ৩৫

টীকা—[ইদানীং] সুখস্ত ত্রৈবিধ্যং প্রতিজ্ঞানীতে
অর্জুন—সুখস্থিতি । স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ৩৬

টীকা—তত্র সাত্বিকং সুখমাহ—অভ্যাসাদিতি
সার্জেন । যত্র যস্মিন্ সুখে অভ্যাসাদিতিপরিচয়াদ্ রমতে
ন তু বিষয়সুখ ইব সহসা রতিং প্রাপ্নোতি । যস্মিন্
রমমাণশ্চ দুঃখস্তাস্তমবসানং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ।
কীদৃশং তৎ ? যন্তঃ কিমপি অগ্রে প্রথমং বিষমিব
মনঃসংযমাধীনত্বাদ্ দুঃখাবহমিব ভবতি, পরিণামে মৃত-
সদৃশম্ আত্মবিষয়া বুদ্ধিরাশ্ববুদ্ধিস্তস্তাঃ প্রসাদো
রজস্তমোমলত্যাগেন স্বচ্ছতয়াবস্থানং ততো জাতং যৎ
সুখং তৎ সাত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ ॥ ৩৭

ধৃত হয়, ত্যাগ করে না, তৎপ্রসঙ্গক্রমে ফলের আকাজ্ঞা করিয়া
থাকে, তাহা রাজসী ধৃতি ॥ ৩৪

হে পার্থ! দুর্বুদ্ধি পুরুষ যে ধৃতির দ্বারা নিদ্রা, ভয়, কোপ,
বিষন্নতা এবং মদ (গর্ভ) ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না সেই ধৃতি
তামসী ॥ ৩৫

হে ভরতর্ষভ! অধুনা ত্রিবিধ সুখও আমার নিকট প্রবণ
কর—যে সুখস্বভবে অভ্যাসনিমিত্ত আসক্ত হয় এবং দুঃখের
অবসানও হয়, তাহা প্রথমে বিষের তুল্য, পরিণামে অমৃতের সদৃশ,
আত্মবিবরিণী বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে জাত সেই সুখ সাত্বিক বলিয়া
কথিত হয় ॥ ৩৬-৩৭

বিষয়েজ্জিয়সংযোগাদ্ যন্তদগ্রেহমুতোপমম্ ।

পরিণামে বিবমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।

নিজালস্তপ্রমাদোখং তত্ত্বামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।

সৰ্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্ত্রাং ত্রিভিষ্ঠৈঃ ॥ ৪০

টীকা—রাজসং সুখমাহ — বিষয়েতি । বিষয়াণামি-
জ্জিয়াণাঞ্চ সংযোগাৎ যন্তং প্রসিক্তং জীসংসর্গাদিসুখম্,
অমৃতমুপমা যন্ত তাদৃশং ভবতি অগ্রে প্রথমং, পরিণামে
চ বিষতুল্যম্ ইহামৃতং চ দুঃখহেতুত্বাৎ তৎ সুখং রাজসং
স্মৃতম্ ॥ ৩৮

টীকা—তামসং সুখমাহ—যদিতি । অগ্রে প্রথমক্ষেণে
অনুবন্ধে চ পশ্চাদপি যৎ সুখমাত্মনো মোহকরং তদেবাহ ।
নিজা চালস্তঞ্চ প্রমাদশ্চ কর্তব্যার্থাবধানরাহিত্যেন মনো-
রাজ্যমেতেভ্য উত্তিষ্ঠতি যৎ সুখং তত্ত্বামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

টীকা—অমৃতমপি সংগৃহ্ন প্রকরণার্থমুপসংহরতি ন—
তদন্তীতি ত্রিভিঃ । এভিঃ প্রকৃতিসম্ভবৈঃ সৰ্বাদিভিত্তি-
র্গুণৈর্মুক্তং হীনং সৰ্বং প্রাণিজাতম্ অগৃহ্না যৎ স্ত্রাং
পৃথিব্যাং মনুষ্যাदिषু দিবি দেবেষু চ কাপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০

টীকা—নমু যত্তেব সৰ্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং
প্রাণিজাতঞ্চ ত্রিগুণাত্মকমেব, তহি কথমস্য মোক্ষ
ইত্যপেক্ষায়াঃ স্বাধিকারবিহিতৈঃ কৰ্মাভিঃ পরমেশ্বরা-
রাধনাস্তংপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনেতোবাং সৰ্ব্বগীতার্থসারং সংগৃহ
প্রদর্শয়িতুং প্রকারান্তরমারভতে—ব্রাহ্মণেত্যাদি যাবদ-
ধ্যায়সমাপ্তি । হে পরস্তপ ! হে শক্রতাপন ! ব্রাহ্মণানাং

বিষয় ও ইজ্জিয়গণের সংযোগ নিমিত্ত যে সুখ প্রথমে অমৃতের
মত এবং শেষে বিষের জায় বজ্রাদায়ক, সেই সুখ রাজস বলিয়া
বৃত্ত হয় ॥ ৩৮

নিজা, আলস্ত, অনবধান সজ্ঞাত ঘে-সুখ প্রথমে এবং পরে
আত্মার মোহজনক, তাহা তামস সুখ নামে কথিত ॥ ৩৯

পৃথিবীতে, স্বর্গলোকে অথবা দেবগণের মধ্যেও এই প্রকৃতি-
সম্ভব সৰ্বাদিগুণহীন প্রাণিজাত বা অস্ত কিছু নাই ॥ ৪০

হে শক্রতাপন ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্তব্যমূহ

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরস্তপ ।

কৰ্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈষ্ঠৈঃ ॥ ৪১

শমো দমস্তপঃ শৌচং কাস্তির্ভার্যবমেব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩

ক্ষত্রিয়াণাং বৈশ্যানাং শূদ্রাণাঞ্চ কৰ্মাণি প্রবিভক্তানি
প্রকর্ষণে বিভাগতো বিহিতানি । শূদ্রাণাং স্বভাবাৎ পৃথক্-
করণং দ্বিজস্বভবেন বৈলক্ষণ্যং । বিভাগোপলক্ষণমাহ—
স্বভাবঃ সাস্তিক্যরাজসাদিঃ প্রভবতি প্রাহুর্ভবতি যেভ্যস্তৈ-
র্গুণৈরুপলক্ষণভূতৈঃ । যদ্বা, স্বভাবপ্রভবৈঃ পূর্বজন্ম-
সংস্কারপ্রাহুর্ভূতৈরিভ্যর্থঃ । তত্র সৰ্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ,
সর্বোপসর্জনরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ, তম উপসর্জনরজঃ-
প্রধানা বৈশ্যাঃ, রজঃ-উপসর্জনরজঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ ॥ ৪১

টীকা—তত্র ব্রাহ্মণস্য স্বভাবিকানি কৰ্মাণ্যাহ—
শম ইতি । শমশ্চিত্তোপরমঃ, দমো বাহ্যেজ্জিয়োপরমঃ,
তপঃ পূর্বোক্তং শরীরাদি, শৌচং বাহ্যভ্যন্তরং, কাস্তিঃ
ক্ষমা, আর্জবমবক্রতা, জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্ ; বিজ্ঞানমমৃতভবঃ,
আস্তিক্যমস্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ, এতচ্ছমাদি
ব্রাহ্মণস্য স্বভাবাজ্ঞাতং কৰ্ম ॥ ৪২ ক্ষত্রিয়স্য স্বভাবিকং
কৰ্মাহ — শৌর্য্যমিতি । শৌর্য্যং পরাক্রমঃ, তেজঃ
প্রাগল্ভ্যং, ধৃতিঃ ধৈর্য্যং, দাক্ষ্যং কৌশলং, যুদ্ধে চাপা-
পলায়নম্ অপরাধুত্বাৎ, দানমোদার্য্যম্, ঈশ্বরভাবো
নিয়মনশক্তিঃ, এতৎ ক্ষত্রিয়স্ত স্বভাবিকং কৰ্ম ॥ ৪৩

বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কৰ্মাহ—কৃষীতি । কৃষিঃ কষণং, গাঃ রক্ষ-

পূর্বজন্মসংস্কার প্রাহুর্ভূত গুণসকলের দ্বারা প্রভেদ অর্থাৎ উদ্ভ-
দ্রুপে বিভাগক্রমে বিহিত হইয়াছে ॥ ৪১

শম (চিত্তের উপরম), দম (বাহ্যেজ্জিয় দমন), শরীর বাচিক
মানস তপস্কা, শৌচ (মলনিরসন শরীর মনের শুদ্ধি), ক্ষমা,
সরলতা, জ্ঞান (শাস্ত্রীয়), বিজ্ঞান (অমৃতভব), আস্তিক্য (পরলোক
আছে ইহা নিশ্চয়) ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কৰ্ম ॥ ৪২

শৌর্য্য (বল, সাহস), তেজঃ (প্রতাপ, পৌরুষ প্রয়োগ সকলে
অমৃততা), ধৈর্য্য, কৌশল, যুদ্ধে অপরাধুত্বাৎ, দান ওদার্য্য, ঈশ্বর-
ভাব (নিয়মনশক্তি) ক্ষত্রিয়ের স্বভাবিক কৰ্ম ॥ ৪৩

কৃষি-গৌরক্ষ্য-বাণিজ্যং বৈশ্বকর্ম স্বভাবজম্ ।
 পরিচর্যাশ্রকং কর্ম শূদ্রস্যপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪
 শ্বে শ্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।
 স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫
 যতঃ প্রবৃতিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।
 স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬

ভীতি গোরক্ষস্তস্য ভাবো গৌরক্ষ্যং পাশুপাল্যমিতার্থঃ ।
 বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়াদি, এতদ্বৈশ্বশ্চ স্বাভাবিকং কর্ম ।
 ত্রৈবর্ণিকপরিচর্যাশ্রকং শূদ্রস্যপি স্বভাবজং কর্ম ॥ ৪৪

টীকা—এবমুত্তস্যপি ব্রাহ্মণাদিকর্মণো জ্ঞানহেতুত্ব-
 মাহ—শ্বে শ্বে ইতি । স্বাধিকারবিহিতে কর্মণ্যভিরতঃ
 পরিনিষ্ঠিতো নরঃ সংসিদ্ধিং জ্ঞানযোগ্যতাং লভতে ।
 কর্মণা জ্ঞানপ্রাপ্তিকারমাহ—স্বকর্মেতি সাদিনে । স্বকর্ম-
 পরিনিষ্ঠিতো যথা যেন প্রকারেণ তত্তজ্ঞানং লভতে, তং
 প্রকারং শৃণু ॥ ৪৫

টীকা—তমেবাহ—যত ইতি । যতোহস্তর্যামিগঃ
 পরমেশ্বরাত্মদভূতানাং প্রাণিনাং প্রবৃতিশ্চেষ্টা ভবতি ।
 যেন প্রকারেণাশ্রনা সর্বমিদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তম্, তমীশ্বরং
 স্বকর্মণাভ্যর্চ্য পূজয়িত্বা সিদ্ধিং লভতে মনুষ্যঃ ॥ ৪৬

টীকা—স্বকর্মণেতি বিশেষণশ্চ ফলমাহ—শ্রেয়ানিতি ।
 বিপ্লবোহপি স্বধর্মঃ সম্যগনুষ্ঠিতাদপি পরধর্মাৎ শ্রেয়ান্
 শ্রেষ্ঠঃ, ন চ বন্ধবধাদিযুক্তাদ্ যুদ্ধাদেঃ স্বধর্ম্মাভিষ্কাটনাদি-
 পরধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠ ইতি মন্তব্যম্ । যতঃ স্বভাবেন পূর্বোক্তেন
 নিয়তং নিয়মেনোক্তং কর্ম কুর্ক্বন্ কিস্বিধং নাপ্নোতি ॥ ৪৭

টীকা—যদি পুনঃ সাংখ্যাদৃষ্টা স্বধর্ম্মে হিংসালক্ষণং
 দোষং মত্তা পরধর্ম্মং শ্রেষ্ঠং মন্তাসে, তহি সদোষত্বঃ

কৃষি, গোরক্ষণ, পাশুপালন, ক্রয় বিক্রয় আদি বাণিজ্য
 ইহা বৈশ্বের স্বাভাবিক কর্ম । ত্রৈবর্ণিক পরিচর্যা (সেবা) শূদ্রের
 স্বভাবজন্য কর্ম ॥ ৪৪

স্ব স্ব অধিকারবিহিত কর্মে নিযুক্ত সন্তুষ্ট মানব জ্ঞান-
 যোগ্যতা লাভ করেন । আপন আপন কর্মে অগ্ররক্ত মানব
 যেভাবে সিদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৫

যে অকর্ম্মধারী পরমেশ্বর হইতে প্রাণিগণের প্রবৃতি (চেষ্টা)
 হয়, বাহা দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব সমাচ্ছন্ন মানব স্বীয় কর্মের দ্বারা
 সেই ঈশ্বরকে পূজা করত সিদ্ধি (জ্ঞানযোগ্যতা) লাভ করেন ॥ ৪৬

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিপ্লবঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাং ।
 স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্ক্বন্ নাপ্নোতি কিস্বিধম্ ॥ ৪৭
 সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।
 সর্বরাস্তা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃত্তাঃ ॥ ৪৮
 অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ।
 নৈকম্যাসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

পরধর্মেহপি তুল্যমিত্যাশয়েনাহ—সহজমিতি । সহজঃ
 স্বভাববিহিতং কর্ম সদোষমপি ন ত্যজেৎ । হি যস্মাৎ
 সর্বৈষ্যারস্তা দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি সর্বত্রাপি কস্মাণি দোষেণ
 কেনচিদাবৃত্তা ব্যাপ্তা এব, যথা সহজেন ধূমেনাগ্নিরাবৃত্ত-
 ত্বং; অতো যথাগ্নেধূমরূপং দোষমপাকৃত্য প্রতাপ এব
 তমঃশীতাদিনিবৃত্তয়ে সেব্যতে, তথা কর্মণোহপি দোষাংশঃ
 বিহায় গুণাংশ এব সত্ত্বশুদ্ধয়ে সেব্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮

টীকা—ননু কথং কর্মণি ক্রিয়মাণে দোষাংশপ্রহাণেন
 গুণাংশ এব সম্প্রজাত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অসক্তবুদ্ধিরিতি ।
 অসক্তা সঙ্গশূচ্য বুদ্ধিযশ্চ, জিতাত্মা নিরহঙ্কারঃ বিগতাত্মা
 স্পৃহা ফলবিষয়েচ্ছা যস্মাৎ স এবমুত্তেন, “সঙ্গং তক্ত্বা
 ফলকৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ” ইত্যেবং পূর্বোক্তেন
 কর্মশক্তিতৎফলয়োস্ত্যাগলক্ষণেন সংশ্রাসেন নৈকম্যসিদ্ধিঃ
 সর্বকর্ম্মনিবৃত্তিলক্ষণং সত্ত্বশুদ্ধিমধিগচ্ছতি । যত্বপি সঙ্গ-
 ফলয়োস্ত্যাগেন কর্ম্মানুষ্ঠানমপি নৈকম্যমেব কর্ত্তৃহাভিনি-
 বেশাভাবাৎ । তত্বং—“নৈব কিঞ্চিং করোমীতি যুক্তো
 মত্তো তত্ত্ববিন্” ইত্যাদি শ্লোকচতুষ্টয়েন, তথাপ্যনেনোক্ত-
 লক্ষণেন সন্ন্যাসেন পরমাং নৈকম্যসিদ্ধিং “সব্বকর্ম্মাণি মনসা
 সংশ্রান্ত্যন্তে স্তুখং বশী” ইত্যেবং লক্ষণং পারমহংস্তাপর-
 পর্যায়াং প্রাপ্নোতি ॥ ৪৯

অসহীন স্বধর্ম্মও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে অতি
 প্রশস্ত; স্বভাববলীভূত কর্ম্ম করিয়া অপরাধী হয় না ॥ ৪৭

হে কৌন্তেয়! দোষযুক্ত ও স্বভাববিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিবে
 না, যেহেতু দৃষ্টাদৃষ্ট সকল কর্ম্ম কোন না কোন দোষের দ্বারা সহজ
 ধূমের অগ্নির দ্বারা আচ্ছাদিত দেখা যায় ॥ ৪৮

সকল বিষয়ে অনাসক্ত বুদ্ধি, অহঙ্কারবিহীন, সকল ইচ্ছা-
 বিহীন, সন্ন্যাসের দ্বারা অগ্ররক্ত সর্বকর্ম্মনিবৃত্তিলক্ষণা চিত্তশুদ্ধি
 লাভ করেন ॥ ৪৯

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্রোতি নিবোধ মে ।
 সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত যা পরা ॥ ৫০
 বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।
 শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগ-দ্বेषৌ বৃন্দস্ত চ ॥ ৫১
 বিবিক্তসেবী লঘুশী যতবাক্কায়মানসঃ ।
 ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২

টীকা—এবমুত্তম পরমহংসস্ত জ্ঞাননিষ্ঠয়া ব্রহ্মভাব-
 প্রকারমাহ—সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি ষড়্ভিঃ । নৈকর্য্যাসিদ্ধিং
 প্রাপ্তঃ সন্ যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি, তথা তং
 প্রকারং সংক্ষেপেণৈব মে বচনানিবোধ । প্রতিষ্ঠিতা যা
 ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্থানিমাং তথা দর্শয়িতুমাহ—নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত বা
 পরেতি । নিষ্ঠা পর্য্যবসান্য পরিসমাপ্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫০

টীকা—তদেবাহ—বুদ্ধোতি । উক্তেন প্রকারেণ
 বিশুদ্ধয়া পূর্ব্বোক্তয়া সাধিক্যা বুদ্ধ্যা যুক্তো ধৃত্য সাধিক্যা
 স্বাত্মানং কাৰ্য্য-কারণশসজ্জাতরূপাং তামেব বুদ্ধিং নিয়ম্য
 নিশ্চলাং কৃত্বা শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা তদ্বিষয়ো রাগ-
 দ্বেষৌ চ বৃন্দস্য বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্ত ইত্যাদীনাং ব্রহ্মভূয়ায়
 কল্পত ইতি তৃতীয়েনাশ্রয়ঃ ॥ ৫১ কিঞ্চ বিবিক্তেতি । বিবিক্ত-
 সেবী শুদ্ধদেশাবস্থায়ী, লঘুশী মিতভোজী, ঐতৈরূপা-
 যৈর্যতবাক্কায়মানসঃ সংযতবাগ্দেহচিন্তো ভূহা নিত্যং সর্ব্বদা
 ধ্যানেন যো যোগো ব্রহ্মসংস্পর্শস্তংপরঃ সন্ ধ্যানবিচ্ছে-
 দার্থঃ পুনঃ পুনর্দৃঢ়ং বৈরাগ্যং সম্যগুপাশ্রিতো ভূহা ॥ ৫২

কিঞ্চ অহঙ্কারমিতি । ততশ্চ বিরক্তোহহমিত্যাগ্হঙ্কারং

হে কৌন্তেয় ! চিত্তশুদ্ধি লাভের পর যেরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হওয়া
 যায়, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট অবগত হও এবং জ্ঞানের
 পারসমাপ্তি তাহাও জ্ঞাত হও ॥ ৫০

পূর্ব্বকথিত সাধিকী বুদ্ধিম্পন্ন, সাধিকী দৃষ্টির দ্বারা আত্মাকে
 কাৰ্য্যকারণ সত্ত্বত সেই বুদ্ধিকে নিশ্চলা করিয়া শব্দাদি বিষয়সমূহ
 পরিত্যাগপূর্ব্বক তদ্বিষয়ক অমুরাগ-বিরাগ ত্যাগ করত শুদ্ধ
 নির্জ্ঞানদেশে অবস্থানকারী, মিতভোজী, বাক্য, শরীর, চিত্ত
 সংযত করিয়া ধ্যানযোগে পরম আসক্ত, উত্তমরূপে বৈরাগ্য
 আশ্রিত, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ পরিগ্রহ বিশেষভাবে
 বিমুক্ত হইয়া মমতাবিহীন সমগুণসম্পন্ন ‘ব্রহ্মহন’ এইরূপ নিশ্চল-

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।
 বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩
 ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মান শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
 সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদন্তি লভতে পরাম্ ॥ ৫৪
 ভক্ত্যা মানভিজ্ঞানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
 ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাহা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

বলং হরাগ্রহং দর্পং যোগবলাদুন্মার্গপ্রবৃত্তিলক্ষণং প্রারব্ধ-
 বশাং প্রাপ্যামাণেষপি বিষয়েষু কামং ক্রোধং পরিগ্রহক
 বিমুচ্য বিশেষেণ ত্যক্ত্বা বলাদাপরেষু নির্মমঃ সন্ শান্তঃ
 পরমায়ুপশান্তিঃ প্রাপ্তো ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যো-
 নাবস্থানায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ৫৩

টীকা—ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যোনাবস্থানস্ত ফলমাহ—
 ব্রহ্মেতি ! ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ প্রসন্নচিত্তঃ নষ্টং ন
 শোচতি ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাত্মভিনানাভাবাৎ !
 অতএব সর্ব্বেষপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগদ্বेषাদিকৃত-
 বিক্ষেপাভাবাৎ । সর্ব্বভূতেষু মদ্যবনালক্ষণাং পরমাং
 মদন্তি লভতে ॥ ৫৪

টীকা—ততশ্চ ভক্ত্যেতি । তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা
 তত্ত্বতো মানভিজ্ঞানাতি, কথমুত্তম, যাবান্ সর্ব্বব্যাপী
 যশ্চাস্মি সচ্চিদানন্দঘনস্তথাভূতঃ, ততশ্চ মামেব তত্ত্বতো
 জ্ঞাহা তদনন্তরং তস্য জ্ঞানস্তোপরমে সতি মাং বিশতে
 পরমানন্দরূপো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫

ভাবে অবস্থানে সমর্থ হন ॥ ৫১-৫৩

ব্রহ্মপ্রাপ্ত প্রকৃষ্টচিত্ত কোন বিষয়ে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত
 কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, সকলভূতে সমভাবেপন্ন হইয়া আমার
 প্রেমলক্ষণা পরা ভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪

সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘনরূপ আমাকে পরা ভক্তির দ্বারা স্বরূপতঃ
 অবগত হয়, অনন্তর আমাকে যথাযথতঃ অর্থাৎ একমাত্র অধর
 তিনিই মায়াবলঘনে বিশেষ স্থিতি স্থিতি নাশ করেন, একমাত্র পরম
 জ্যোতি অধরজ্ঞানই পরম সত্য এইভাবে অবগত হইয়া আমাতে
 প্রবিষ্ট হন ॥ ৫৫

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্যপাশ্রয়ঃ ।
 মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্তং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬
 চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্নাশ্ত মৎপরঃ ।
 বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্ছিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭
 মচ্ছিত্তঃ সর্বভূগাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিশ্রুসি ।
 অথ চেৎ স্বমহাকারান শ্রোত্বাসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮

টীকা—সকর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাদনাচ্ছত্তং মোক্ষপ্রকার-
 মুপসংহরতি — সর্বকর্মাণীতি । সর্বাণি নিত্যানি
 নৈমিত্তিকানি কাম্যানি চ কর্মাণি পূর্বোক্তক্ৰমেণ
 মদ্যপাশ্রয়ঃ সন্ সর্বদাঃ কুর্বাণঃ অহমেব ব্যাপাশ্রয়ঃ
 আশ্রয়ণীয়ো ন তু স্বর্গাদিফলং যন্ত স মম প্রসাদাৎ
 শাস্তমনাদি অব্যয়ং নিত্যং সর্বোৎকৃষ্টং বৈষ্ণবং পদং
 প্রাপ্নোতি ॥ ৫৬

টীকা—যস্মাদেবং তস্মাৎ — চেতসেতি । সর্বাণি
 কর্মাণি চেতসা ময়ি সংশ্রুত সমর্প্য, মৎপরঃ অহমেব পরঃ
 প্রাপ্যঃ পুরুষার্থো যস্য স ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগ-
 মুপাশ্রিত্য সততং কর্মাহুষ্ঠানকালেহপি ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম
 হবিরিত্যে নৈমিত্তিকমভ্যেব চিত্তং যস্য স তথাভূতো
 ভব ॥ ৫৭

টীকা — ততো যন্তবিশ্রুতি তচ্ছৃণু—মচ্ছিত্ত ইতি ।
 মচ্ছিত্তঃ সন্ মৎপ্রসাদাৎ সর্বাণ্যপি ভূগাণি ভুস্তরাণি
 সাংসারিকানি দুঃখানি তরিশ্রুতি । বিপক্ষে দোষমাহ,
 অথ চেৎ যদি পুনস্তমহাকারাৎ জ্ঞাতৃভাভিমানাৎ মহত্তমমেবং
 ন শ্রোত্বাসি, তর্হি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮

সতত সকল কর্ম্ম অহুষ্ঠান করিয়াও একমাত্র আমাকে অনগ্র-
 ভাবে আশ্রয় করত আমার প্রসাদে শাস্ত (সদা একরূপ) অব্যয়
 আভ্যন্তরহিত, সর্ববিকারশূন্য, সর্বোৎকৃষ্ট পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে ॥ ৫৬

চিত্তের দ্বারা নিখিল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ
 হইয়া ব্যবসায়াত্মিক অর্থাৎ ভগবদারাদনে আমি অবশ্যই কৃতার্থ
 হইব এই বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করত সতত নিখিল কর্ম্মাহুষ্ঠানকালে
 মদ্যগতচিত্ত হও ॥ ৫৭

তুমি সতত আমাতে সমর্পিতচিত্ত হইয়া আমার অগ্রগৃহে
 ছুস্তর সাংসারিক দুঃখসমূহ উত্তীর্ণ হইবে । আর যদি তুমি “আমি
 কর্ত্তা জ্ঞাতা” এই অভিমানবশে আমার বাক্য গ্রহণ না কর, তাহা

যদহকারমাজ্জিত্য ন যোংস্ত ইতি মন্তসে ।
 মিথৈব্য ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিস্তাং নিযোক্যতি ॥ ৫৯
 স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ সেন কর্ম্মণা ।
 কতুং নেচ্ছসি যদ্যোহাং করিশ্রাস্যবশোহপি তৎ ॥ ৬০
 ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেজুন তিষ্ঠতি ।
 ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১

টীকা—কামং বিনঙ্ক্ষ্যামি, ন তু বদ্ধুভিষুং করিশ্রা-
 মীতি চেত্তদ্রাহ—যদিতি । মহত্তমনাদৃত্য কেবলমহাকার-
 মবলম্ব্য যুদ্ধং ন করিষ্যামীতি স্বং যদ্ব্যগ্ৰসে অধ্ববন্তসি,
 এষ তে অধ্যবসায়ো মিথৈব্যাস্বতন্ত্রহাস্তব । তদেবাহ—
 প্রকৃতিস্তাং রজোগুণরূপেণ পরিণতা সতী নিযোক্যতি
 যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িষ্যত্যেব ॥ ৫৯

টীকা—কিঞ্চ স্বভাবেতি । স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়স্বহেতুঃ
 পূর্বকর্ম্মসংস্কারস্তস্মাজ্জাতেন স্বীয়েন কর্ম্মণা শৌর্য্যাদিনা
 পূর্বোক্তেন নিবদ্ধো যন্তিতস্তং মোহাৎ যৎ কর্ম্ম যুদ্ধলক্ষণং
 কতুং নেচ্ছসি, অবশোহপি তৎ কর্ম্ম করিষ্যস্যেব ॥ ৬০

টীকা—তদেবং শ্লোকদ্বয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতি-
 পারতন্ত্র্যং স্বভাবপারতন্ত্র্যং চোক্তম্ ; ইদানীং স্বমতমাহ—
 ঈশ্বর ইতি দ্বাভ্যাম্ । সর্বভূতানাং হৃদ্যেশে হৃদয়মধ্যে
 ঈশ্বরোহস্তথ্যামী তিষ্ঠতি । কিং কুর্স্বন্ ? সর্বাণি
 ভূতানি মায়য়া নিজশক্ত্যা ভ্রাময়ন্তে কর্ম্মশূ প্রবর্ত্তয়ন্,
 যথা দারুযন্ত্রমারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারো
 লোকে ভ্রাময়তি তদ্বদিত্যর্থঃ । যদ্বা, যন্তাণি শরীরানি
 আরূঢ়ানি ভূতানি দেহাভিমানিনো জীবান্ ভ্রাময়ন্তিত্যর্থঃ ।

হইলে পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে ॥ ৫৮

যদি তুমি অহকার আশ্রয়পূর্বক “আমি যুদ্ধ করিব না” মনে কর,
 তবে তোমার সে নিশ্চয় মিথ্যাই ; কেন না তুমি স্বাধীন নহ—
 তোমার কাজ প্রকৃতি তোমাকে অবশ্যই যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে ॥ ৫৯

হে কৌন্তেয় ! অজ্ঞানতাগ্রযুক্ত বাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ
 না, তোমার জন্মান্তরীয় কর্ম্মজাতস্বভাব উৎপন্ন স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা
 নিয়ন্ত্রিত তুমি অবশভাবে সেই যুদ্ধই করিবে ॥ ৬০

হে অর্জুন ! সকলভূতের হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর সমস্ত ভূতকে
 নিজশক্তি দ্বারা দারুযন্ত্রারূঢ় কাঠপুতলকাগণকে যেমন
 সূত্রধার ভ্রমণ করায়, তজ্জণ ভ্রমণ করাইয়া অর্থাৎ তৎ তৎ কর্ম্ম
 প্রবর্ত্তিত করত অবস্থান করিতেছেন ॥ ৬১

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।
 তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শান্ততমঃ ॥৬২
 ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতে গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া ।
 বিমুশ্চিতদশেষেণ যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৬৩
 সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

তথা চ যথোক্তরাগাং মন্তঃ, “একো দেবঃ সর্বভূতেষু
 গুঢ়ঃ, সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তরায়া । কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাদি-
 বাসঃ, সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ” ॥ ইতি
 অন্তর্যামিত্রাক্ষণক, “য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরা যময়তি
 যমাত্মানঃ বেদ যস্যাত্মা শরীরম্ এষ তে অন্তর্যাম্যাত্মত”
 ইত্যাদি ॥ ৬১

টীকা—তমিতি—যস্মাদেবঃ সর্বের জীবাঃ পরমেশ্বরপর-
 তন্ত্রাস্ত্রান্নাদহকারঃ পরিত্যজ্য সর্বভাবেন সর্বাত্মনা তমী-
 শ্বরমেব শরণং গচ্ছ, ততশ্চ তশ্চৈব প্রসাদাৎ পরামুত্তমাং
 শান্তিং স্থানঞ্চ পারমেশ্বরং শান্তং নিত্যং প্রাপ্যসি ॥ ৬২

টীকা—সর্বগীতার্থমুপসংহরন্নাহ—ইতীতি । ইত্যানেন
 প্রকারেণ তে ভূভাঃ সর্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া
 জ্ঞানমাখ্যাতমুপদিষ্টম্ । কথন্তুতম্, গুহ্যাং গোপ্যাং
 রহস্যমন্ত্রযোগাদিচ্ছানাদপি গুহ্যতরম্, এতন্ময়োপদিষ্টঃ
 গীতাশাস্ত্রমশেষতো বিমুশ্য পর্যালোচ্য পশ্চাদ্ যথেষ্টসি
 তথা কুরু । এতন্মিন্ পর্যালোচিতে সতি ভব মোহো
 নিবর্তিয্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ৬৩

টীকা—অতিগম্ভীরং গীতাশাস্ত্রমশেষতঃ পর্যালোচয়ি-
 তুমশ্রুত্বতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি—

হে ভারত ! কার্যমনোবাক্যে সর্বপ্রযত্নে সেই অন্তর্যামী
 দৈবরেরই শরণ গ্রহণ কর । তাঁহার প্রসাদে পরমা শান্তি এবং
 নিত্য পরমেশ্বর স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২

এই গুহ্য হইতে অর্থাৎ রহস্যময় যোগাদি জ্ঞান হইতেও
 গুহ্যতর তোমাকে উপদেশ করিলাম । আমার উপদিষ্ট এই
 গীতাশাস্ত্র অশেষভাবে পর্যালোচনা করত অনন্তর বাহা ইচ্ছা হয়
 তাহা কর ॥ ৬৩

তুমি আমার সর্বগুহ্যতম পরমবাক্য পুনরায় শ্রবণ কর—
 আমার অভ্যন্তরীণ তুমি, তজ্জন্ত তোমার হিত আবার
 বলিতেছি ॥ ৬৪

ইটোহসি মে দৃঢ়মিতি ভতো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪
 মন্যনা ভব মন্ত্ৰজ্ঞো মদ্ব্যজ্ঞী মাং নমস্কর ।
 মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥৬৫
 সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
 অহং স্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬

সর্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ । সর্বোভ্যোহপি গুহ্যোভ্যো
 গুহ্যতমং মে বচস্তত্র তত্রোক্তমপি ভূয়ঃ পুনরপি বক্ষ্যমাণং
 শৃণু । পুনঃ পুনঃ কথনে হেতুর্মাহ—দৃঢ়মত্যন্তং মে মম
 ষ্মিষ্টঃ প্রিয়োহসীতি মহা তত্ এব হেতোস্তে হিতং
 বক্ষ্যামি ; যদ্বা স্বং মমেটোহসি ময়া বক্ষমাণং চ দৃঢ়ং
 সর্বপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিত্য ততস্তে বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ।
 দৃঢ়মতিরিতি কেচিৎ পঠিস্থি ॥ ৬৪

টীকা—তদেবাহ—মন্যনা ইতি । মন্যনা মন্টিস্তো
 ভব, মন্ত্ৰজ্ঞো মন্ত্ৰজনশীলো ভব, মদ্ব্যজ্ঞী মদ্ব্যজনশীলো
 ভব, মামেব নমস্কর, এবং বর্তমানস্বং মৎপ্রসাদাৎ লক-
 ক্ষানেন মামেবৈষ্যসি প্রাপ্যসি, অত্র চ সংশয়ঃ মা কার্ষ্যঃ ।
 স্বং হি মে প্রিয়োহসি, অতঃ সত্যং যথা ভবতোবং তুভ্যমহং
 প্রতিজ্ঞানে প্রতিজ্ঞাং করোমি । ততোহপি গুহ্যতম-
 মাহ—সর্বেরিতি মন্ত্ৰজ্ঞোব সর্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন
 বিধিকৈকর্য্যং তাক্ত্বা মদেকশরণো ভব । এবং বর্তমানঃ
 কর্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্তাদিতি মা শুচঃ শোকঃ মা
 কার্ষ্যঃ, যতস্ত্বা স্বাং মদেকশরণং সর্বপাপেভ্যোহহং
 মোক্ষয়িষ্যামি মোচয়িষ্যামি ॥ ৬৫-৬৬

তুমি মন্টিস্ত হও, আমার ভজনপরায়ণ হও, আমার যজনশীল
 হও, আমাকে নমস্কার কর—এরূপ করিলে আমার অহুগ্রহলক্ষ
 জ্ঞানের দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হইবে । সংশয় করিও না—
 যেহেতু তুমি আমার প্রিয়, তজ্জন্ত আমি তোমায় সত্য প্রতিজ্ঞা
 করিয়া বলিতেছি ॥ ৬৪

সর্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও ।
 আমার ভক্তি দ্বারাই সমস্ত হইবেই এই দৃঢ় বিশ্বাসে বিধি বৈকর্য্য
 ত্যাগ করত মদেকশরণ হও । এরূপ করিলে কর্মত্যাগজনিত
 পাপ হইবে এরূপ অন্তশোচনা করিও না, যেহেতু একমাত্র আমার
 শরণাপন্ন তোমাকে আমি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব ॥ ৬৬

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন ।
ন চাশুশ্রাববে বাচ্যং ন চ মাং গোহভ্যাসূয়তি ॥ ৬৭
য ইমং পরমং গুহ্যং মন্তুস্তেধভিধাস্যতি ।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮
ন চ তস্মান্নম্নুশ্রোষু কশ্চিৎ প্রিয়কৃত্তমঃ ।

টীকা—এবং গীতার্থতত্ত্বমুপদিশ্য তৎসম্প্রদায়প্রবর্তনে
নিয়মমাহ—ইদমিতি । ইদং গীতার্থতত্ত্বং তে ব্রহ্মা
অতপস্কায় স্বধর্ম্মানুষ্ঠানহীনায় ন বাচ্যম্, ন চ অভক্তায়
গুরাবীশ্বরে চ ভক্তিশূন্যায় কদাচিদপি ন বাচ্যম্, ন
চাশুশ্রাববে পরিচর্য্যামকুর্বতে শ্রোতুমনিচ্ছতে বা বাচ্যম্,
মাং পরমেশ্বরং যোহভ্যাসূয়তি মনুষ্যদৃষ্টা দোষাবোপেণ
নিন্দতি, তস্মৈ ন চ বাচ্যম্ ॥ ৬৭

টীকা—এতৈর্দোষৈর্বিরহিতেভ্যো গীতাশাস্ত্রোপদেশৈঃ
ফলমাহ—য ইমমতি । মন্তুস্তেধভিধাস্যতি মন্তুস্তেভ্যো
যো বক্ষ্যতি স ময়ি পরাং ভক্তিং কৰোতি, ততো
নিঃসংশয়ঃ সন্ মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮

টীকা—কিঞ্চ ন চেতি—তস্মান্নম্নুশ্রোতুমনিচ্ছতেভ্যো গীতাশাস্ত্র-
ব্যাখ্যাতুঃ সকাশাদন্তো মনুষ্যেষু মধ্যে কশ্চিদপি মম
প্রিয়কৃত্তমোহিত্যন্তং পরিতোষকর্তা নাস্তি, ন চ কালান্তরে
ভবিতা ভবিষ্যতি । মমাপি তস্মাদন্তঃ প্রিয়তরোহপূনা
ভূবি তাবন্নাস্তি, ন চ কালান্তরেহপি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ।
পঠতঃ ফলমাহ—অধ্যোয্যত ইতি । আবায়োঃ

এই গীতার্থ তত্ত্ব স্বধর্ম্ম-অনুষ্ঠানহীনকে বলিবে না । আর
গুরু এবং ঈশ্বরে ভক্তিশূন্যকে বলিবে না, যে গুরুসাকারী নহে
তাহাকে বলিবে না এবং পরমেশ্বর আমাকে যে মনুষ্যদৃষ্টিতে নিন্দা
করে, তাহাকে বলিবে না ॥ ৬৭

যিনি পরম গোপনীয় আমার এই গীতাশাস্ত্র আমার ভক্ত-
গণকে বলিবেন, তিনি আমাতে প্রেমসঙ্গীতা ভক্তিজাতি করত
নিশ্চয়ই আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬৮

অতএব আপনার ভক্তগণের নিকট গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যাতা
হইতে মনুষ্যগণের মধ্যে কেহই আমার নিরতিশয় পরিতোষকর্তা
নাই, কালান্তরেও হইবে না, আমারও তাহা হইতে অন্য প্রিয়তর
অধুনা সংসারে নাই—কালান্তরেও হইবে না ॥ ৬৭

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্তঃ প্রিয়তরো ভূবি ॥ ৬৯

অধ্যোয্যতে চ য ইমং ধর্ম্মাং সংবাদমাবায়োঃ ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।

সোহপি মুক্তঃ শুভান্নলোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৭১

শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞানয়োর্মমং ধর্ম্মাং ধর্ম্মাদনপেতং সংবাদং
যোহধ্যোয্যতে জপরূপেণ পঠিষ্যতি, তেন পুংসা সর্ব্ব-
যজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন জ্ঞানযজ্ঞেন অহমিষ্টঃ স্যামিতি ভবেয়মিতি
মে মতিঃ । যত্নপ্যাসৌ গীতার্থমবুধ্যমান এব কেবলং
জপতি, তথাপি মম তচ্ছ্রুত্বো মামেবাসৌ প্রকাশয়তীতি
বুদ্ধিভবতি । যথা লোকে যদৃচ্ছয়াপি যদা কশ্চিৎ
কদাচিৎ কস্তচিন্নাম গৃহ্নাতি, তদাসৌ মামেবায়মাহ্বয়তীতি
মহা তৎপার্ষ্বমাগচ্ছতি, তথাহমপি তস্য সন্নিহিতো
ভবেয়ম্, অতএব অজামিলক্ষত্রবন্ধপ্রমুখাণাং কণকিন্না-
মোচ্চারণমাত্রেন প্রসরোহস্মি, তথৈবাত্মাপি প্রসন্নো
ভবেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৬৯-৭০

টীকা—অন্তস্ত জপতো যোহন্তঃ কশ্চিচ্ছ্রুণোতি
তত্য়পি ফলমাহ—শ্রদ্ধাবানিতি । যো নরঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ
কেবলং শৃণুয়াদপি । শ্রদ্ধাবানপি যঃ কশ্চিৎ কিমর্থময়-
মুচ্চৈজ্জপতি অসম্বন্ধং বা জপতীতি দোষদৃষ্টিং কৰোতি
তদ্ব্যবস্থার্থমাহ—অনসূয়শ্চাসূয়ারাহিতো যঃ শৃণুয়াৎ,
সোহপি সর্ব্বৈঃ পাপৈশ্চ মুক্তঃ সন্নম্নমেবাদিপুণ্যকৃত্তাং
লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১

এবং যিনি আমাদের এই ধর্ম্মযুক্ত সংবাদ পাঠ করিবেন, তাহার
দ্বারা আমি সর্ব্বযজ্ঞের শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা অর্চিত হইব ।
যদি কেহ গীতার্থ না বুঝিবারে পাঠ করে, তাহা হইলেও আমি
তাহার প্রতি প্রসন্ন হইব । যেমন কেহ কাহাকেও যদৃচ্ছাক্রমে
নাম ধরিয়া আহ্বান করিলে সে তাহার নিকট উপস্থিত হয়, তদ্রূপ
গীতাপাঠকারী আমাকেই আহ্বান করিতেছে মনে করিয়া তাহার
নিকট উপস্থিত হইব ॥ ৭০

শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও শুণে দোষাবিকারহীন যে মানব কেবলমাত্র
শ্রবণও করিবেন, তিনিও সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অশ্বমেধ
যজ্ঞকারিগণের লোকসমূহ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৭১

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ স্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা ।

কচ্চিদজ্ঞানসন্মোহঃ প্রেতৈস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

অৰ্জুন উবাচ ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা স্বপ্রসাদাদগ্ন্যাচ্যুত ।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিয়ে বচনং তব ॥ ৭৩

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যহং বাসুদেবস্ত পার্থস্ত চ মহাত্মনঃ ।

টীকা — সম্যগ্‌বোধানুপপত্তৌ পুনরুপদেশক্যামীত্যা-
শয়েনোহ—কচ্চিদিতি । কচ্চিদিতি প্রার্থাঃ । অজ্ঞান-
সন্মোহস্তজ্ঞানকৃতো বিপর্যয়ঃ । স্পষ্টমন্ত্ৰঃ ॥ ৭২

টীকা — কৃতার্থঃ সন্নর্জুন উবাচ — নষ্ট ইতি ।
আত্মবিষয়ো মোহো নষ্টঃ, যতোহয়মহমস্মীতি স্বরূপানু-
সন্ধানরূপা স্মৃতিস্বপ্রসাদাদগ্ন্যা লব্ধা ; স্থিতোহস্মি,
যুদ্ধাযোগস্থিতোহস্মি । গতঃ ধর্মবিষয়ঃ সন্দেহো যন্ত
সোহহং তবজ্ঞাং করিয়ে ইতি ॥ ৭৩

টীকা—তদেবং ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদঃ
প্রস্তুতাং কথামনুসন্দধানঃ সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি । রোম-
হর্ষণং রোমাঙ্ককরং সংবাদমজ্ঞৌষং ঋতবানহম্ ।
স্পষ্টমন্ত্ৰঃ ॥ ৭৪

আত্মনস্তস্য প্রবণে সন্তাবনামাহ—ব্যাসপ্রসাদাদিতি ।
ভগবতা ব্যাসেন দিবাং চক্ষুঃপ্রোজাদি মহং দত্তম্, অতো
ব্যাসস্য প্রসাদাদেতৎ অহং ঋতবানস্মি । কিং
তদিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরং যোগম্ । পরমাবিকরোতি
—যোগেশ্বরাং শ্রীকৃষ্ণাং স্বয়মেব সাক্ষাৎ কথয়তঃ
ঋতবানিতি ॥ ৭৫

টীকা—কিঞ্চ—রাজমিতি । হ্রয়ামি রোমাঙ্কিতো

হে পার্থ ! তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিয়াছ তো ?
হে ধনঞ্জয় ! তোমার অজ্ঞানকৃত ব্যতিক্রম উত্তমরূপে ধনু
হইয়াছে ত ? ৭২

অৰ্জুন বলিলেন,—হে অচ্যুত ! আমার আত্মবিষয়ক মোহ
(অজ্ঞান) নষ্ট হইয়াছে । তোমার প্রসাদে আমি স্বরূপ অনুসন্ধান-
রূপিনী স্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমি যুদ্ধের কৃত প্রস্তুত হইয়াছি,
আমার ধর্মবিষয়ক সংশয় আর নাই, আমি তোমার আজ্ঞা পালন
করিব ॥ ৭৩

সঞ্জয় বলিলেন,—আমি ভগবান্ বাসুদেব এবং মহাত্মা অৰ্জুনের

সংবাদমিমমজ্ঞৌষমদ্বুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্ ।

যোগং যোগেশ্বরাং কৃষ্ণাং সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্বুতম্ ।

কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হ্রয়ামি চ মুহূর্মুহঃ ॥ ৭৬

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্বুতং হরেঃ ।

বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হ্রয়ামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭

ভবামি হর্ষং প্রাপ্নোমীতি বা । স্পষ্টমন্ত্ৰঃ ॥ ৭৬

টীকা—কিঞ্চ—তচ্চেতি । তদিতি বিশ্বরূপং নির্দিশতি ।
স্পষ্টমন্ত্ৰঃ ॥ ৭৭

টীকা—অতঃ পুত্রাণাং রাজ্যাদিশঙ্কাঃ পরিত্যজ্যেত্যা-
শয়েনোহ—যজ্ঞেতি । যত্র চ যেষাং পাণ্ডবানাং পক্ষে
যোগেশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণো বর্ততে, যত্র চ পার্থো গাণ্ডীব-
ধনুর্ধরস্তত্রৈব চ শ্রীঃ রাজলক্ষ্মীস্তত্রৈব চ বিজয়স্তত্রৈব চ
ভূতিকন্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিচ্চ । নীতিনয়োহপি তত্রৈব ।
ঐবা সর্বত্র নিশ্চিতেনি সন্ধ্যাতে ইতি মম মতিনিশ্চয়ঃ ।
অত ইদানীমপি তাবৎ সপুত্রস্বং শ্রীকৃষ্ণং শরণ্যুপেত্য
পাণ্ডবান্ প্রসাত্ত সর্বস্বঞ্চ তেভ্যো নিবেদ্য পুত্রপ্রাণরক্ষাং
কুর্বিতি ভাবঃ । তথাহি—“পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা
লভাস্ত্বনস্তয়া ।” “ভক্ত্যা স্বনস্তয়া শক্যং হমেবংবিধো-
হর্জুন ॥” ইত্যাদৌ ভগবন্তকেন্দ্রোক্ষং প্রতি সাধক-
তমহব্রবণাস্তদেকান্তভক্তিরেব তপঃপ্রসাদোখজ্ঞানাবাস্তর-
ব্যাপারমাত্রযুক্তা মোক্ষহেতুরিতি স্মৃটং প্রতীয়তে । জ্ঞানস্যা
চ ভক্ত্যবাস্তরব্যাপারস্বমেব যুক্তম্ । “তেবাং সততযুক্তানাং
ভজতাং শ্রীতিপূর্বকম্ । দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন

এই রোমাঙ্ককর বিষয়জনক এই সংবাদ শ্রবণ করিলাম ॥ ৭৪

আমি ভগবান্ ব্যাসের রূপায় এই নিরতিশয় গোপনীয়
বোগকথনকারী সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে
শুনিলাম ॥ ৭৫

হে রাজন্ ! কেশব ও অৰ্জুনের এই বিমুখ বিষয়জনক বৃত্তান্ত
পুনঃ পুনঃ উত্তমরূপে শ্রবণ করত বারংবার পুলকিত হইতেছি ॥ ৭৬

হে রাজন্ ! হরির সেই বিষয়জনক বিশ্বরূপ শ্রবণ করিয়া,
শ্রবণ করিয়া মহান্ বিষয় হইতেছে, আমি বারংবার আহ্লাদিত
হইতেছি ॥ ৭৭

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।

তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতিধ্বা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮

মামুপযাস্তি তে ॥” “মন্তুক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মন্তাবাযোপভূতে” ইত্যাদি বচনাং, ন তত্ত্বজ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যুক্তম্, “সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তুক্তিং লভতে পরাম্ । ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্যামি তত্ত্বতঃ ॥” ইত্যাদৌ ভেদদর্শনাং । ন চৈবং সতি “তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নাশ্চঃ পশ্য বিত্বতেহয়নায়” ইতি ঋতিবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, ভক্ত্যবাস্তুর-ব্যাপারত্বাং জ্ঞানস্য । ন হি কাঠে: পচতীহ্যাক্তে জ্বালা-নামসাধনত্বমুক্তং ভবতি কিঞ্চ, “যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরো । তস্মৈতে কথিতা হৃথ্যাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥” “দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে” “যমেবৈষ বৃণতে তেন লভ্যঃ” ইত্যাদি ঋতিস্মৃতিপুরাণ-বচনাশ্চৈবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি, তস্মাদ্ভগবদ্ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্ ॥ ৭৮

যে পাণ্ডবগণের পক্ষে অয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান, যে পক্ষে গাণ্ডীব ধনুর্ধর অর্জুন, সেখানেই রাজ্যলক্ষ্মী ও সেখানেই বিজয় এবং উত্তর উত্তর অভিবৃদ্ধি নীতি ও নিত্য। ইহাই আমার নিশ্চয় ।

ইতি শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসবিরচিত শতসহস্র-সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপর্বাস্তমর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে

ব্রহ্মবিজ্ঞাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে কৃষ্ণার্জুনসংবাদে মোক্ষসন্ন্যাসযোগ নামক

অষ্টাদশ অধ্যায় ॥

অনন্তশ্রীসমলকৃত শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস গুপ্তারনাথদেবকৃত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অহুবাদ সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষদসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে মোক্ষসন্ন্যাসযোগো নামাষ্টাদশোহ-

ধ্যায়ঃ ॥ ভীষ্মপর্বণি তু দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্তা

তেনৈব দন্তয়া মত্যা তদগীতাবিরতিঃ কৃত্য ।

স এব পরমানন্দন্তয়া শ্রীণাতু মাধবঃ ॥

পরমানন্দপাদাজরজঃ-শ্রীধারিণাধুনা ।

শ্রীধরস্বামিযতিনা কৃত্য গীতা-সুবোধিনী ॥

স্বপ্রাগল্ভ্যবলাদ্বিলোডা ভগবদ্গীতাং তদন্তর্গতং

তৎ প্রাপ্য কুপৈতি কিং গুরুকৃপাপীযুষদৃষ্টিং বিনা ।

অসু, স্বাজ্জলিনা নিরস্ত জলাধরাদিংসুরন্তর্মণী-

নাবর্জেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সংকর্ণধারং বিনা ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিযতিকৃত্যয়াং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাটীকায়াম্

সুবোধিষ্ঠাং পরমার্থনির্ণয়ো (মোক্ষযোগঃ) নাম

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮

অধুনা আপনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া পাণ্ডবগণকে প্রসন্ন

করত সর্বস্ব তাঁহাদের নিবেদনপূর্বক পুত্রগণের প্রাণরক্ষা

করুন ॥ ৭৮

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পূর্ণা

(গীতাপাঠের পূর্বে যথাবিহিত সঙ্কল্প, অঙ্গস্নান, কর্ণাস ও ধ্যানান্তে পূজাপূর্বক এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকগুলি পাঠ করিতে হয়।)

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার্থাঃ প্রারম্ভঃ

মঙ্গলাচরণম্।

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।

তৎপদং দশিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুববে নমঃ ॥

য আদিনাথো ভগবাননাদি-

জ্ঞানামুখিঃ স্বাত্মরতির্মহাত্মা।

শ্রীদেশিকেন্দ্রঃ করুণামুরাশি-

নানাস্বরূপৈশ্বর্যতীহ লোকে ॥

শ্রীহৃদগ্রীবায় নমঃ

শুক্লাক্ষরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।

প্রসন্নবদনং ধ্যায়্যেৎ সর্ববিঘ্নোপশান্তয়ে ॥ ১

বাগীশাজ্ঞাঃ সুমনসঃ সর্বার্থানামুপক্রমে।

যং নম্রা কৃতকৃত্যঃ স্যাস্তং নমামি গজাননম্ ॥ ২

নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।

ব্রাহ্মাণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্ম্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্ ॥ ৩

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈকৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীকৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ৪

ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্।

পরশরামজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্ ॥ ৫

ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে।

নমো বৈ ব্রহ্মবিধয়ে বাশিষ্ঠায় নমো নমঃ ॥ ৬

অচতুর্ভুজদনো ব্রহ্মা দ্বিবারহরপরো হরিঃ।

অভ্যাললোচনঃ শত্ভূর্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ॥ ৭

গীতামাহাত্ম্যম্

ধরোবাচ।

ভগবন্ পরমেশান ভক্তিরব্যভিচারিণী।

প্রারম্ভং ভূজমানস্তু কথং ভবতি হে প্রভো ॥ ১

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

প্রারম্ভং ভূজমানো হি গীতাভ্যাসরতঃ সদা।

স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে ॥ ২

মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যানং করোতি চেৎ।

কচিৎ স্পর্শং ন কুর্ক্বন্তি নলিনীদলমম্মুবৎ ॥ ৩

শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্য

অনুবাদক—শ্রীশ্রীকুর শ্রীমৎগীতারামদাস ওজারনাথদেব।

শ্রীধরাদেবী বলিলেন—হে ভগবন্ পরমেশ্বর! হে প্রভো!

প্রারম্ভ ভোগকারীর অব্যভিচারিণী অনন্তা নিশ্চলা ভক্তি কি প্রকারে হয়? ১

শ্রীভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন—হে দেবি! সর্বদা যে মানব গীতাভ্যাসে রত প্রারম্ভ ভোগ করিলেও তিনি মুক্ত, জগতে তিনি সুখী এবং কোন কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হন না ॥ ২

গীতায়ো পুস্তকং যত্র যত্র পাঠঃ প্রবর্ত্ততে।

তত্র সর্বগি তীর্থানি প্রয়াগাদীনী ভূতলে ॥ ৪

সর্বৈ দেবাস্চ ঋষয়ো যোগিনঃ পন্নগাস্চ যে।

গোপালা গোপিকা বাপি নারদোদ্ধবপার্ষদৈঃ ॥

সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥ ৫

যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্।

ত গাহং নিশ্চিতং পৃথ্বী নিবসামি সদৈব হি ॥ ৬

যেমন পদ্মপত্রে জল সংগ্ৰহ হয় না, তদ্রূপ যিনি গীতাধ্যান করেন, তাঁহাকে মহাপাপ অতিপাপ সকল কখনও স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৩

যে স্থানে গীতাপুস্তক থাকে, যে স্থলে গীতা পাঠ হয়, সেখানে প্রয়াগ আদি নিখিল তীর্থ বর্ত্তমান থাকে ॥ ৪

যে স্থলে গীতা পাঠ অহুষ্ঠিত হয়, তথায় সমস্ত দেবতা ঋষিমুহ, যোগিগণ, পন্নগ সকল, গোপালবৃন্দ, গোপিকাযুগ, নারদ, উদ্ধব আদি পার্শ্বসমূহ সহ সত্বর সহায় হন ॥ ৫

হে পরম! যেখানে গীতা বিচার, পাঠ, পাঠন, শ্রবণ হয়, আমি নিশ্চিত সততই সে স্থলে নিবাস করি ॥ ৬

গীতাশ্রয়েহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্ ।
 গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীলোকান্ পালয়াম্যহম্ ॥ ৭
 গীতা মে পরমা বিজ্ঞা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ ।
 অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যা স্বানির্বাচ্যপদাঙ্কিকা ॥ ৮
 চিদানন্দেন কৃষ্ণেন প্রোক্তা স্বস্থতোহর্জুনম্ ।
 বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্বার্থজ্ঞানসংযুতা ॥ ৯
 যোহষ্টাদশ জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ ।
 জ্ঞানসিদ্ধিং স লভতে ততো যাতি পরং পদম্ ॥ ১০
 পাঠেহসমর্থঃ সম্পূর্ণে ততোহর্থং পাঠমাচরেৎ ।
 তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১
 ত্রিভাগং পঠমানস্ত গঙ্গান্নানফলং লভেৎ ।
 ষড়ংশং জপমানস্ত সোমবাগফলং লভেৎ ॥ ১২
 একাধ্যায়ং তু যো নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ ।
 ক্রতুলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ১৩
 অধ্যায়ং শ্লোকপাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে নরঃ ।

শ্রীতাকে আশ্রয় করিয়া আমি অবস্থান করি, গীতা আমার
 উত্তম গৃহ, উত্তমরূপে গীতাজ্ঞান আশ্রয় করত আমি ত্রিভুবন
 পালন করি ॥ ৭

গীতা আমার অর্দ্ধমাত্রা অক্ষরা নিত্যা অনীর্বাচনীয়া পদাঙ্কিকা
 ব্রহ্মরূপা পরমা বিজ্ঞা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৮

চিদানন্দময় কৃষ্ণ স্বস্থতে বেদত্রয়ী জিবেদব্রহ্মপিণী পরানন্দা
 তত্বার্থজ্ঞানসংযুতা এই গীতা অর্জুনকে বলিয়াছিলেন ॥ ৯

যে মানব আশ্রয়চিন্তে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা নিত্য পাঠ করেন
 তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন এবং অনন্তর পরমপদ প্রাপ্ত
 হন ॥ ১০

সম্পূর্ণ পাঠ করিতে অসমর্থ হইলে অর্ধেক পাঠ করিবেন,
 তাহাতে গোদান-জনিভ পুণ্য লাভ করিবেন—এবিষয়ে কোন
 সংশয় নাই ॥ ১১

গীতা ত্রিভাগ পাঠ করিলে গঙ্গান্নানের ফললাভ হয়, ষড়ভাগ
 পাঠে সোমবাগের ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ১২

যিনি ভক্তি সহকারে নিত্য এক অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি
 দেহান্তে ক্রতুলোক প্রাপ্ত হন এবং ক্রতু-গণ হইয়া চিরকাল তথায়
 বাস করিয়া থাকেন ॥ ১৩

হে বহুদরে! যে মানব নিত্য গীতার এক অধ্যায় অথবা

স যাতি নরতাং যাবদ্ব্যবস্তরং বশুদরে ॥ ১৪

গীতায়ঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ।

যৌ ত্রীনেকং তদধং বা শ্লোকানাম্ যঃ পঠেন্নরঃ ॥ ১৫

চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্ ।

গীতাপাঠসমায়ুক্তো যুতো মানুষতাং ব্রজেৎ ॥ ১৬

গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃৎবা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ।

গীতেত্যাচারসংযুক্তো ত্রিয়মাণঃ গতিং লভেৎ ॥ ১৭

গীতার্থশ্রবণাসক্তো মহাপাপযুতোহপি বা ।

বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ১৮

গীতার্থং ধ্যায়তে নিত্যং কৃৎবা কর্ম্মাণি ভূরিশঃ ।

জীবমুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো দেহান্তে পরমং পদম্ ॥ ১৯

গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ ।

নিধূতকল্মষা লোকে গীতা যাতা পরং পদম্ ॥ ২০

গীতায়ঃ পঠনং কৃৎবা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ ।

বৃথা পাঠো ভবেত্তস্তাশ্রম এব হ্যাদ্রাজতঃ ॥ ২১

অধ্যায়ের চতুর্থ অংশ পাঠ করেন, তিনি মহাস্তরকাল নরজন্ম লাভ
 করিয়া থাকেন ॥ ১৪

যে মানব গীতার দশটি সাতটি পাঁচটি চারটি কিম্বা দুইটি
 তিনটি একটি অধিক কি অর্ধ শ্লোকও পাঠ করেন ॥ ১৫

তিনি নিশ্চিত অমৃত বর্ষ কাল চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন । গীতা-
 পাঠনিরত যত মানব নরজন্ম লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৬

পুনঃ পুনঃ গীতা অভ্যাস করত উত্তমা মুক্তি লাভ করেন,
 মরণ কালে “গীতা” এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেহত্যাগ
 করিলে পরমা গতি প্রাপ্ত হন ॥ ১৭

মহাপাপযুক্ত ব্যক্তিও যদি গীতার্থ শ্রবণে আসক্ত হন, তাহা
 হইলে বৈকুণ্ঠে গমন করত বিষ্ণুর সহিত আনন্দে অবস্থান
 করেন ॥ ১৮

বহুকর্মাছুটান করিয়াও যিনি নিত্য গীতার অর্থ চিন্তা করেন
 তাহাকে জীবমুক্ত বলিয়া জানিবে, দেহান্তে তিনি পরমপদ প্রাপ্ত
 হইয়া থাকেন ॥ ১৯

সংসারে জনক প্রভৃতি বহু নরপতি গীতাকে আশ্রয় করিয়া
 বিগতপাপ বলিয়া কথিত হইয়া অন্তে পরমপদ লাভ
 করিয়াছেন ॥ ২০

যিনি গীতা পাঠ করত মাহাত্ম্য পাঠ করেন না, তাহার পাঠ
 বৃথা শ্রমমাত্র বলিয়া কথিত হয় ॥ ২১

সূত উবাচ ।

এতন্মাহাত্ম্যাসংযুক্তং গীতাভ্যাসং করোতি যঃ ।

মাহাত্ম্যমেতদ্ গীতায়া ময়া প্রোক্তং সনাতনম্ ।

স তৎফলমবাগ্নোতি দুর্লভং গতিমাশ্রুয়াৎ ॥ ২২

গীতাশ্চে চ পঠেদ্ যস্ত যত্নকং তৎ ফলং লভেৎ ॥ ২৩

ইতি শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্ ॥

যিনি এই মাহাত্ম্যসং গীতা অভ্যাস করেন, তিনি যথোক্ত
ফল লাভ করেন এবং অশ্বে দুর্লভ গতি প্রাপ্ত হন ॥ ২২

পাঠের পর ইহা পাঠ করেন, তিনি কথিত ফল লাভ করিয়া
থাকেন ॥ ২৩

আমি গীতার এই সনাতন মাহাত্ম্য বলিলাম; যিনি গীতা

অনন্তশ্রীবিশ্বিত শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওকারনাথদেবকৃত
শ্রীগীতামাহাত্ম্যের অম্ববাদ সমাপ্ত ॥

অথ দ্বিতীয়মাহাত্ম্যম্ ।

গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ শ্রযতঃ পুমান্ ।

ভারতামৃতসর্বস্বং বিষ্ণোর্বিজ্ঞানাদ্ বিনিঃসৃতম্ ।

বিষ্ণোঃ পদমবাপ্নোতি ভয়শোকাদিবর্জিতঃ ॥ ১

গীতাগঙ্গোদকং গীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৫

গীতাধ্যয়নশীলস্ত্রাণায়ামপরস্ত্র চ ।

সর্বোপনিষদো গাবো দোক্ষা গোপালনন্দনঃ ।

নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্বজন্মকৃতানি চ ॥ ২

পার্থো বৎসঃ সূদীর্ভোক্তা হৃৎকং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৬

মলনিমোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে ।

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীত-

সকৃদ্ গীতাশ্চসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ॥ ৩

মেকো দেবো দেবকীপুত্র এব ।

গীতা স্মৃগীতা কর্তব্যে কিমশ্চে: শাস্ত্রবিশ্তরৈঃ ।

একো মন্ত্রস্তস্ত্র নামানি যানি

যা স্বয়ং পদ্মনাভস্ত্র মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা ॥ ৪

কর্মাণ্যেকং তস্ত্র দেবস্ত্র সেবা ॥ ৭

অথ দ্বিতীয় মাহাত্ম্য

অম্ববাদক—অনন্তশ্রীবিশ্বিত শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস
ওকারনাথদেব ।

যে সংঘত পুরুষ এই পবিত্র গীতাশাস্ত্র পাঠ করেন, তিনি
ভয়শোকাদিবিহীন বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১

যে গীতা স্বয়ং পদ্মনাভ বাহুদেবের মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত
হইয়াছে, তাহাই উত্তমরূপে অভ্যাস করা কর্তব্য, অস্ত্র বিস্তর
শাস্ত্রে কি প্রয়োজন ॥ ৪

গীতাধ্যয়নশীল ও শ্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তির পূর্বজন্মকৃত পাপ
খাঙ্কিতে পারে না ॥ ২

মহাভারতরূপ অমৃতের সর্বত্র বিষ্ণুর শ্রীমুখ হইতে বিনির্গত
গীতা-গঙ্গাজল পান করিলে পুনর্জন্ম হয় না ॥ ৫

পুরুষের প্রতিদিন জলের দ্বারা স্নানে গাজমল দূরীভূত হয়
একবার মাত্র গীতারূপ পরম পাবনবারিতে স্নান করিলে সংসার-
মল নাশ হইয়া থাকে ॥ ৩

নিখিল উপনিষদ্ গাভী, দোহনকর্তা নন্দনন্দন কৃষ্ণ, অর্জুন
বৎস, হৃৎকং মহৎ গীতামৃত, সূদীর্ঘ ইহার ভোক্তা ॥ ৬

দেবকীপুত্র-কথিত গীতাই একমাত্র শাস্ত্র, একমাত্র দেবতা
দেবকীপুত্র, একমাত্র মন্ত্র হইল তাঁহার নাম—তাঁহার সেবাই
একমাত্র কর্ম ॥ ৭

অনন্তশ্রীবিশ্বিত শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওকারনাথদেবকৃত

শ্রীগীতামাহাত্ম্যের অম্ববাদ সমাপ্ত ।

অথ তৃতীয়মাহাত্ম্যম্ ।

ঋষিরূবাচ ।

গীতায়ান্শৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ স্মৃত ! মে বদ ।
পুরা নারায়ণ-ক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্ ॥ ১

স্মৃত উবাচ ।

ভজং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্ ।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ২
কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্ ।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোহথ মৈথিলঃ ॥ ৩
অস্ত্রে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীৰ্ত্তয়ন্তি চ ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদদাম্যত্র ব্যাসস্ত্রাত্মন্যয়া শ্রুতম্ ॥ ৪
সর্বোপনিষদো গাবো দোক্ষা গোপালনন্দনঃ ।
পার্থো বৎসঃ সুধীভোক্তা হৃদ্যঃ গীতামৃতং মহৎ ॥ ৫
সারথ্যমৰ্জুনস্তাদৌ কুর্স্বন গীতামৃতং দদৌ ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণায়নৈ নমঃ ॥ ৬
সংসারসাগরং ঘোরং তৰ্শুমিচ্ছতি যো নরঃ ।

অথ তৃতীয়মাহাত্ম্যম্ ।

অনুবাদক—শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক শ্রীসারস্বতকবাবাকরণতীর্থ ।

ঋষি বলিলেন,—হে স্মৃত ! পূর্বকালে নারায়ণক্ষেত্রে মহর্ষি
ব্যাস-কথিত গীতার মাহাত্ম্য আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ॥ ১

স্মৃত কহিলেন,—ভগবন্ ! আপনি উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা
করিয়াছেন । যাহা পরম গোপনীয়সমূহের মধ্যেও গোপনীয়,
সেই উত্তম গীতামাহাত্ম্য কোন ব্যক্তি বর্ণনা করিতে পারেন ? ২

একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহা সম্যক্ অবগত আছেন ; কুন্তী-
নন্দন অৰ্জুন ইহার কিঞ্চিৎ ফল জানেন এবং ব্যাস, ব্যাসপুত্র
শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য ও মিথিলাধিপতি জনক কিছু কিছু অবগত
আছেন ॥ ৩

অস্ত্রাত্ম ব্যক্তিগণ পরম্পরের মুখে শ্রবণ করিয়া ইহার লেশমাত্র
কীৰ্ত্তন করেন । অতএব আমি ব্যাসদেবের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি,
তাহার কিঞ্চিৎ কীৰ্ত্তন করিতেছি ॥ ৪

সমস্ত উপনিষদ্ ধেনুস্বরূপ ; নন্দনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দোহন-
কর্তা, কুন্তীপুত্র অৰ্জুন বৎস, জানী ভোক্তা এবং এই গীতারূপ
অমৃত উত্তম হৃদ্য ॥ ৫

যিনি অৰ্জুনের সারথ্যকার্যে ত্রুতী হইয়া লোকত্রয়ের উপকারার্থ
গীতারূপ অমৃত দান করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে
প্রণাম করি ॥ ৬

যে মানব ঘোর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি

গীতানাবৎ সমাসাশ্রয় পারং যাতি সুখেন সঃ ॥ ৭

গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সর্দৈবাত্যাসংযোগতঃ ।

মোক্ষমিচ্ছতি যুটাস্মা যাতি বালকহাস্ততাম্ ।

যে শৃংখলিত পঠন্ত্যেব গীতাজ্ঞানমহর্নিশম্ ।

ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥ ৮

গীতাজ্ঞানেন সন্তোষঃ কৃষ্ণঃ প্রাহার্জুনায় বৈ

ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাধ নিগুণম্ ॥ ১০

সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভুক্তিমুক্তিসমুচ্ছিতৈঃ ।

ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্ত্রাৎ প্রেমভক্ত্যাদিকর্ম্মসু ॥ ১১

সাধোগীতাস্তিসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ।

শ্রদ্ধাহীনস্ত তৎ কাধ্যং হস্তিনানং বৃথৈব তৎ ॥ ১২

গীতায়ান্শ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্ ।

স এব মানুষে লোকে মোক্ষকর্ম্মকরো ভবেৎ ॥ ১৩

তস্মাদ্ গীতাং ন জানাতি নাথমস্তংপরো জনঃ ।

ধিক্ তস্মা মানুষ্যং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥ ১৪

গীতারূপ নোকা লাভ করিয়া অনাধাসে উহা পার হইতে সমর্থ
হন ॥ ৭

যে যুটব্যক্তি সর্বদা অভ্যাসযোগের দ্বারা গীতাজ্ঞান শ্রবণ
করে নাই, অথচ মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছা করে, সে বালকের উপ-
হাসাম্পদ হয় ॥ ৮

যাহারা দিব্যরাত্রি গীতাজ্ঞান শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহারা
মহত্ত্ব নহেন ; দেবতুল্য—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৯

শ্রীকৃষ্ণ গীতাজ্ঞান দ্বারাষ্ট সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্মসম্বন্ধীয় পরম
ভক্তিতত্ত্ব অৰ্জুনের বোধোৎপাদনের জন্য তাঁহার নিকট কীৰ্ত্তন
করিয়াছিলেন ॥ ১০

ভুক্তিমুক্তিসম্বলিত অষ্টাদশ অধ্যায়রূপ সোপান(সিঁড়ি)-বিশিষ্ট
এই গীতা দ্বারা ক্রমে প্রেমভক্ত্যাদি সকল কাধ্যে চিত্তশুদ্ধি জন্মে ॥ ১১

এই গীতারূপ সলিলে স্নান করিলে সাধুজনের সংসারমল নাশ
হয় ; কিন্তু শ্রদ্ধাবিহীন মানবের পক্ষে এই স্নানকার্য্য হস্তিনানের
স্তায় বৃথায় পর্য্যবসিত হয় ॥ ১২

যে ব্যক্তি গীতাজ্ঞানের পাঠ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অবগত
নহে, মহত্ত্বলোকে তাদৃশ ব্যক্তি বৃথা কর্ম্মকারী অর্থাৎ তাহার
সকল কর্ম্মই বিফল হইয়া থাকে ॥ ১৩

অতএব যে ব্যক্তি গীতা শাস্ত্র অবগত নহে, তদপেক্ষা অধম
আর নাই । তাহার মানুসদেহে যিক্, তাহার শাস্ত্রপাঠজনিত
বিজ্ঞানে এবং কুলশীলতাতেও যিক্ ॥ ১৪

গীতার্থং ন বিজানাতি নাথমন্তংপরো জনঃ ।
 ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবন্তদৃগ্হাহ্মমম্ ॥ ১৫
 গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাথমন্তংপরো জনঃ ।
 ধিক্ প্রারকং প্রতীষ্ঠাঞ্চ পূজাং দানং মহন্তমম্ ॥ ১৬
 গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্বং তন্নিফলং জগৎ ।
 ধিক্ তন্ত জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ ॥ ১৭
 গীতার্থপঠনং নাস্তি নাথমন্তংপরো জনঃ ।
 গীতাগীতং ন যজ্ঞজ্ঞানং তদ্বিক্যাস্থরসম্মতম্ ।
 তদ্রোষং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগহিতম্ ॥ ১৮
 তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞানপ্রযোজিকা ।
 সর্বশাস্ত্রসারভূতা বিদুস্তা সা বিশিষ্যতে ॥ ১৯
 যোহধীতে বিষ্ণুপূর্ক্বাহে গীতাং ঐহরিবাসরে ।
 স্বপন্ জাগ্রৎ চলন্ তিষ্ঠন্ শক্ৰভিন্ স হীয়তে ॥ ২০
 শালগ্রাম-শিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে ।
 তীর্থে নভ্যাং পঠেদগীতাং সৌভাগ্যং লভতে ক্রবম্ ॥ ২১
 দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্ণতি ।

যে ব্যক্তি গীতার অর্থ অবগত নহে, তাহার অপেক্ষা অধম আর নাই, তাহার মনোহর দেহে ধিক্, তাহার উৎকৃষ্ট চরিত্রে ধিক্, তাহার উত্তম বিভবে ধিক্ এবং তাহার সুখময় গৃহাঙ্কমেও ধিক্ ॥ ১৫

যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র অবগত নহে, তদপেক্ষা অধম আর নাই, তাহার প্রারকে ধিক্, প্রতীষ্ঠায় ধিক্, পূজায় ধিক্, দানে ধিক্ ও মহত্বে ধিক্ ॥ ১৬

গীতাশাস্ত্রে বাহার মতি নাই, তাহার সমস্তই নিফল বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয়; তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রত, নিষ্ঠা ও তপস্তায় ধিক্, তাহার যশেও ধিক্ ॥ ১৭

যে ব্যক্তি গীতার অর্থসত্তা পাঠ না জানে, তদপেক্ষা অধম আর নাই। যে জ্ঞান গীতায় উক্ত হয় নাই, তাহা আস্থর জ্ঞান বলিয়া জানিবে; তাহা বিকল ধর্ম্মহীন এবং বেদবেদান্তে নিষিদ্ধ ॥ ১৮

অতএব ধর্ম্মময়ী গীতা সকল জ্ঞানেরই কারণস্বরূপা, ইহা সর্বশাস্ত্রের সারভূতা ও বিদুস্তা বলিয়া প্রসংশিতা ॥ ১৯

যিনি বিষ্ণুপূর্ক্বদিনে ও ঐহরিবাসরে গীতা অধ্যয়ন করেন, নিদ্রাবস্থায়, জাগরিতাবস্থায়, গমনকালে বা অবস্থান কালে তিনি শক্ৰকর্তৃক পরাকৃত হন না ॥ ২০

যিনি শালগ্রামশিলা-সমীপে, দেবালয়ে, শিবমন্দিরে, তীর্থে ও

যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ২২
 গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা ।
 বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্বশঃ ॥ ২৩
 যোগস্থানে সিদ্ধগীঠে শিলাগ্রে সংসভাস্থ চ ।
 যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্ত্যাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪
 গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে ।
 ক্রতবো বাজিমেষাভ্যাঃ কৃতান্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫
 যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্ ।
 শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রযাতি পরং পদম্ ॥ ২৬
 গীতায়োঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোহর্পয়ত্যেব সাদরাং ।
 বিধিনা ভক্তিভাবেন তন্ত ভার্ঘ্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭
 যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ।
 দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮
 অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বর-শাপাগতঞ্চ যৎ ।
 নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চনং গৃহে ॥ ২৯

নদীতীরে গীতা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই সৌভাগ্যলাভ করেন ॥ ২১

দেবকীনন্দন ভগবান্ ঐক্লব্ধ গীতাপাঠে বেরূপ সন্তোষ লাভ করেন, বেদপাঠ, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, তীর্থপর্যটন ও ব্রত প্রভৃতি দ্বারা সেরূপ সম্ভব হন না ॥ ২২

যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত মনে গীতা অধ্যয়ন করেন, তৎকর্তৃক সমুদয় বেদ, নিখিলশাস্ত্র ও পুরাণ—এ সমস্তই সর্বপ্রকারে অধীত হয় ॥ ২৩

যোগস্থানে, সিদ্ধগীঠে, শালগ্রামশীলার সম্মুখে, সজ্জনগণের সভায়, যজ্ঞে এবং বিষ্ণুভক্তসমীপে গীতা পাঠ করিলে পরম সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ২৪

যিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তৎকর্তৃক দক্ষিণাসহ অশ্বমেধ প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়া থাকে ॥ ২৫

যিনি গীতার অর্থ শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করেন, কিংবা অন্ত ব্যক্তিকে শ্রবণ করান, তাহার পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২৬

যিনি আদরসহকারে যথাবিধি ভক্তিভাবে কাহাকেও বিদুচ্চ গীতাপুস্তক দান করেন, তাহার পত্নী প্রিয়তমা হয় ॥ ২৭

তিনি যশ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই এবং পত্নীর প্রিয়তমা হইয়া পরম সুখ লাভ করেন ॥ ২৮

যে গৃহে প্রতিদিশত গীতার অর্চনা হয়, তথায় অভিচারজাত দুঃখ অথবা কঠোর শাপজাত ক্লেশ উপস্থিত হয় না ॥ ২৯

তাপত্রয়োস্তব পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ কচিং ।
 ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥ ৩০
 বিস্ফোটিকাদয়ো দেহে ন বাধস্তে কদাচন ।
 লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্ত্য ভক্তিকাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১
 জায়তে সততং সখ্যং সর্বজীবগণৈঃ সহ ।
 প্রারকং ভুঞ্জতে বাপি গীতাভ্যাসরতস্ত চ ॥ ৩২
 স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্মণা নোপলিপ্যতে ।
 মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ ।
 ন কিঞ্চিং স্পৃশ্যতে তস্ত নলিনীদলমজ্জমা ॥ ৩৩
 অনাচারোক্তবং পাপমবাচ্যাদিকৃতঞ্চ যৎ ।
 অভক্ষ্যভক্ষ্যং দোষমস্পৃশ্যস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪
 জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিশ্রয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ ।
 তৎ সর্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫
 সর্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্বশঃ ।
 গীতাপাঠং প্রকুব্বাণো ন লিপ্যেত কদাচন ॥ ৩৬
 রত্নপূর্ণাঃ মহীঃ সর্বাঃ প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ ।

তথায় আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ তাপজাত পীড়া হয় না ; শাপ, পাপ, দুর্গতি বা নরকের সম্ভাবনা থাকে না ॥ ৩০

সেই গৃহে বিস্ফোটিকা দি কাহারও দেহে পীড়া উৎপাদন করিতে পারে না ; সেই গৃহস্থিত জনগণ কৃষ্ণপদে দাস্ত্য ও অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ করেন ॥ ৩১

যে ব্যক্তি গীতাভ্যাসে রত থাকেন, তিনি প্রারকবশে সুখ দুঃখ ভোগ করিলেও সর্বজীবগণের সহিত তাহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় ॥ ৩২

গীতাধ্যয়নকারী ব্যক্তি সতত মুক্ত ও সুখী ; তিনি মহাপাতক বা অতিপাতক করিলেও যেমন পদ্মপত্রের জল লিপ্ত হয় না, সেইরূপ তিনিও সকাম বা নিজাম কোন কষ্টেই লিপ্ত হন না ॥ ৩৩

অনাচার-জনিত, অবাচ্যবাচ্য-প্রয়োগজাত, অভক্ষ্য-ভক্ষ্যজাত অস্পৃশ্য-স্পর্শজনিত, জ্ঞানাজ্ঞানকৃত এবং প্রাত্যহিক ইন্দ্রিয়সম্ভোগজ সর্ববিধ পাপই গীতাপাঠে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৪-৩৫

সর্বত্র ভোজনকারী এবং সর্ববিধ দানগ্রহণকারী গীতা পাঠ করিলে, কদাপি পাপে লিপ্ত হয় না ॥ ৩৬

অবিধিপূর্বক রত্ন-পূর্ণা সমগ্র পৃথিবী প্রতিগ্রহ করিয়াও যে ব্যক্তি একবারমাত্র গীতা পাঠ করেন, তিনি বিপুল ফটিকবৎ নিজস্ব হইয়া যান ॥ ৩৭

গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭
 যস্তাস্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াম্ রমতে সদা ।
 স সান্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮
 দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি ।
 স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯
 গীতায়াম্ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ততে ।
 তত্র সর্বাণি তীর্থানি শ্রয়্যাগাদীনি ভূতলে ॥ ৪০
 নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেহপি সর্বদা ।
 সর্বৈ দেবাস্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥ ৪১
 গোপালো বালকৃষ্ণোহপি নারদ-ঋষপার্ষদৈঃ ।
 সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ততে ॥ ৪২
 যত্র গীতা-বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা ।
 মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ ॥ ৪৩
 শ্রীভগবানুবাচ ।

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ ! গীতা মে সারমুত্তমম্ ।

গীতা মে জ্ঞানমতুগ্রাং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪৪

যাহার চিত্ত প্রত্যহ নিয়ত গীতায় নিরত থাকে, এই ভূতলে তিনিই সান্নিক, তিনিই ক্রিয়ালীল ও তিনিই পণ্ডিত ॥ ৩৮

তিনি দর্শনীয়, তিনি ধনবান, তিনি যোগী, তিনি জ্ঞানবান, তিনিই যাজ্ঞিক, তিনিই যাজী এবং তিনিই সমুদয় বেদার্থ-পারদর্শী ॥ ৩৯

যে স্থানে প্রত্যহ গীতা পুস্তক থাকে এবং অধীত হয়, ভূতলে সেই স্থানেই শ্রয়্যাগাদি সকল তীর্থই সর্বদা বিরাজিত থাকেন ॥ ৪০

গীতাপাঠকের দেহে এবং এমন কি দেহশেষেও সর্ব দেবতা এবং যোগিগণ দেহরক্ষকরূপে বাস করেন ॥ ৪১

যে স্থানে গীতাপাঠ হয়, তথায় বালকৃষ্ণবেশী শ্রীগোপাল, তৎক্ষণাৎ নারদাদি (অথবা নারদ ও ঋষ প্রভৃতি) নিত্য-পার্ষদগণের সহিত সহায়করূপে উপস্থিত হন ॥ ৪২

যেখানে গীতার বিচার, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হয়, তথায় শ্রীরাধিকার সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন ॥ ৪৩

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ ! গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার উত্তম সার-স্বরূপ, গীতাই আমার অকৃত্রিম জ্ঞান এবং গীতাই আমার অকৃত্রিম জ্ঞান ॥ ৪৪

গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্ ।
 গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥ ৪৫
 গীতাজ্ঞয়েহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্ ।
 গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্ ॥ ৪৬
 গীতা মে পরমা বিজ্ঞা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ ।
 অর্দ্ধমাত্রাকুরা নিত্যমনির্বাচ্যপদাশ্রিতা ॥ ৪৭
 গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব ।
 কৌর্টনাং সর্বপাপানি বিলয়ং যাস্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮
 গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্য পতিব্রতা ।
 ব্রহ্মাবলিব্রহ্মবিজ্ঞা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥ ৪৯
 অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবয়ী ভ্রান্তিনাশিনী ।
 বেদজয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥ ৫০
 ইত্যোতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ ।
 জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথাস্তে পরমং পদম্ ॥ ৫১
 পাঠেহসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধঃ পাঠমাচরেৎ ।

গীতা আমার উত্তম স্থান, গীতা আমার পরম পদ, গীতা আমার পরম গুহ্য এবং এমন কি গীতাই আমার পরম গুরু ॥ ৪৫

আমি গীতার আশ্রয়েই অবস্থান করি ; গীতা আমার পরম গৃহ এবং এই গীতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিভুবন পালন করিয়া থাকি ॥ ৪৬

গীতাই আমার সর্বোত্তমা ব্রহ্মরূপা বিজ্ঞা,—ইহাতে কোনও সম্ভেদ নাই ; উহা পরম অনির্বাচ্য-পদাশ্রিতা (বাক্যের অগোচর) অর্দ্ধমাত্রাকুরা ॥ ৪৭

হে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ! গীতার গুহ্য নামসকল কীর্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর । এই নামসমূহের কীর্তনে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৮

গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্য, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিজ্ঞা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবয়ী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদজয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী—যিনি একাগ্রচিত্তে প্রত্যাহ এই সকল নাম জপ করেন, তিনি জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করেন এবং অস্তে পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৪৯-৫১

প্রত্যাহ সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ ব্যক্তি গীতার অর্ধেক অংশ পাঠ করিবেন । তাহাতে তিনি নিঃসন্দেহে গোদানজ পুণ্য লাভ করিবেন ॥ ৫২

তদা গোজ্ঞানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২
 ত্রিভাগং পঠমানস্ত সোমযাগফলং লভেৎ ।
 ষড়ংশং জপমানস্ত গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩
 তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্ ।
 ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্বৈবম্ ॥ ৫৪
 একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ ।
 কুরুলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫
 অধ্যায়ার্দ্ধক পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ ।
 প্রাপ্নোতি রবিলোকং সম্বন্তরসনাঃ শতম্ ॥ ৫৬
 গীতয়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ।
 ত্রি-ছোকমর্দ্ধমথবা শ্লোকানাং যঃ পঠেদ্রবঃ ।
 চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা ॥ ৫৭
 গীতার্দ্ধমেকপাদক শ্লোকমধ্যায়মেব চ ।
 অরংস্ত্যক্তা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮

যিনি তিন ভাগের এক ভাগ পাঠ করেন, তিনি সোমযাগের ফল এবং ছয় ভাগের এক ভাগ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করেন ॥ ৫৩

যিনি সাবধানতার সহিত শুদ্ধভাবে প্রত্যাহ ইহার দুইটিমাত্র অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ইন্দ্রলোক লাভ করেন এবং সেখানে এককল্পকাল বাস করেন ॥ ৫৪

যিনি ভক্তিসংযুক্ত হইয়া প্রত্যাহ একটিমাত্র অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি কুরুলোকে গমন করেন এবং ভগবান্ শঙ্করের গণমধ্যে পরিগণিত হইয়া বহুকাল তথায় বাস করেন ॥ ৫৫

যে ব্যক্তি প্রত্যাহ ইহার অর্দ্ধ অধ্যায় বা অধ্যায়ের চারি ভাগের এক ভাগ পাঠ করেন, তিনি সূর্যালোক প্রাপ্ত হন এবং শত মন্তর কাল তথায় অবস্থান করেন ॥ ৫৬

যিনি প্রত্যাহ গীতার দশটি, সাতটি, পাঁচটি, তিনটি, দুইটি, একটি বা অর্দ্ধ শ্লোকমাত্র একাগ্রচিত্তে পাঠ করেন, তিনি চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং অযুত বর্ষকাল তথায় বাস করিয়া থাকেন ॥ ৫৭

যে ব্যক্তি গীতার অর্দ্ধ, একপাদ, একটি শ্লোক বা একটি অধ্যায় অরুণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫৮

গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ ।
 মহাপাতকযুক্তোহপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥ ৫৯
 গীতাপুস্তক-সংযুক্তঃ প্রাণাস্ত্যক্তা, প্রয়াতি যঃ ।
 স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬০
 গীতাধ্যায়সমায়ুক্তো যতো মানুষতাং ব্রজেৎ ।
 গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃৎস্না লভতে মুক্তিযুক্তমাম্ ॥ ৬১
 গীতেত্যাচার-সংযুক্তো ত্রিয়মাণো গতিং লভেৎ ॥ ৬২
 যদ্বৎ কৰ্ম্ম চ সৰ্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীৰ্ত্তিমৎ ।
 তত্ত্বৎ কৰ্ম্ম চ নির্দোষং ভূষা পূৰ্ণমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৩
 পিতৃহৃদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি ।
 সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্ যাস্তি স্বর্গতিম্ ॥ ৬৪
 গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতপিতাঃ ।
 পিতৃলোকং প্রয়াস্তোব পুত্রানীৰ্ব্বাদতৎপরঃ ॥ ৬৫
 গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমম্বিতম্ ।
 কৃৎস্না চ তদ্দিনে সমাক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥ ৬৬
 পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়্যাঃ প্রকরোতি যঃ ।

যে ব্যক্তি অন্তকালে গীতার অর্থ, পাঠ বা শ্রবণ করেন, মহা-
 পাতকী হইলেও তিনি মুক্তিভাগী হন ॥ ৫৯

যে ব্যক্তি গীতাগ্রন্থসংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি
 বৈকুণ্ঠে গমন করেন এবং বিষ্ণুর সহিত আনন্দে বাস করেন ॥ ৬০

গীতার একটি অধ্যায় সংযুক্ত হইয়া মরিলে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত
 হইয়া পুনরায় গীতাভ্যাস পূৰ্ব্বক মুক্তি লাভ করেন ॥ ৬১

“গীতা” এই শব্দ উচ্চারণ পূৰ্ব্বক যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করেন,
 তাঁহার পরমা গতি লাভ হয় ॥ ৬২

সৰ্ব্বত্র গীতা পাঠ করিয়া যে কৰ্ম্ম অহুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্ত
 নির্দোষ ও পুৰ্ণতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৩

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের উদ্দেশে গীতা পাঠ করেন,
 তাঁহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া নরক হইতে স্বর্গে গমন করেন ॥ ৬৪

শ্রাদ্ধে গীতাপাঠ দ্বারা তৃপ্তিপ্রাপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃগণ
 পুত্রকে আশীৰ্ব্বাদ করিতে করিতে স্বর্গলোকে গমন করেন ॥ ৬৫

ধেনুপুচ্ছ (চামর) সমন্বিত গীতাপুস্তক দান করিলে, সেই
 দিনেই মানব সমাক্ কৃতার্থ হন ॥ ৬৬

যিনি স্বর্ণসংযুক্ত গীতাপুস্তক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন,
 তাঁহাকে আর পুনর্বার ভুলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৬৭

দত্ত্বা বিপ্রায় বিহুবে জায়তে ন পুনর্ভবম্ ॥ ৬৭
 শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়্যাঃ প্রকরোতি যঃ ।
 স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরায়ুস্তিহুর্লভম্ ॥ ৬৮
 গীতাদানপ্রভাবেণ শতকল্পমিতাঃ সমাঃ ।
 বিষ্ণুলোকমবাপ্যাস্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬৯
 সমাক্ শ্রদ্ধা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ ।
 তস্মৈ শ্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৭০
 দেহং মানুষমাক্রিত্য চাতুর্ভবৈষু ভারত ।
 ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্ ।
 হস্তান্ত্যক্ত্যমৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্রুতে ॥ ৭১
 জনঃ সংসারদুঃখার্থো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ ।
 পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥ ৭২
 গীতামাক্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ ।
 নিধু তকল্লবা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥ ৭৩
 গীতাসু ন বিশেষোহস্তি জনৈষু চাবচেষ্ চ ।
 জ্ঞানেষেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৭৪

যে ব্যক্তি একশত গীতাগ্রন্থ দান করেন, তাঁহার ব্রহ্মধামে
 গতি হয় এবং আর মর্ত্যালোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৬৮

গীতাদানের প্রভাবে বিষ্ণুলোকে শতকল্প পরিমিতকাল
 অবস্থান পূৰ্ব্বক বিষ্ণুর সহিত বাস করিয়া আনন্দ লাভ করা
 যায় ॥ ৬৯

গীতার্থ সমাক্ শ্রবণ পূৰ্ব্বক যে ব্যক্তি ঐ গ্রন্থ দান করেন,
 ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইয়া তাঁহার মনোবাশনা পূর্ণ
 করেন ॥ ৭০

চতুর্ভবমধ্যে শাস্ত্রপাঠোপযোগী মানুষ দেহ ধারণ করিয়া যে
 ব্যক্তি অমৃতরূপিণী গীতা শ্রবণ বা পাঠ না করে, সে হস্তপ্রাপ্ত
 অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ ভক্ষণ করে ॥ ৭১

সংসার-দুঃখে একান্ত কাতর ব্যক্তি গীতাজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া
 গীতামৃত পান পূৰ্ব্বক জগতে কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবে ও সুখী
 হইবে ॥ ৭২

ইহলোকে জনকাদি বহু রাজা গীতার আশ্রয়গ্রহণে নিশ্চাপ
 হইয়া পরমগদ লাভ করিয়াছেন ॥ ৭৩

গীতাজ্ঞানসম্বন্ধে উচ্চ নীচ জনসমূহে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ।
 সমগ্র জ্ঞানের মধ্যে গীতাজ্ঞানই নির্বিশেষ এবং গীতাই
 ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৭৪

যোহিতিমানেন গৰ্বেণ গীতানিন্দাং करोति ८।

স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাহুতসংগ্রবম্ ॥ ৭৫

অহঙ্কারেণ মৃঢ়ায়া গীতার্থং নৈব মজ্ঞতে ।

কুন্তীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্লকয়ো ভবেৎ ॥ ৭৬

গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমাসতঃ ।

স শূকরন্তবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৭

চৌর্য্যং কৃষা চ গীতায়্যাঃ পুস্তকং য সমানয়েৎ ।

ন তস্মৈ সকলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৮

যঃ শ্রদ্ধা নৈব গীতাক্ মোদতে পরমার্থতঃ ।

নৈব তস্মৈ ফলং লোকে প্রেমতস্ত বৃথা শ্রমঃ ॥ ৭৯

গীতাং শ্রদ্ধা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাশ্বরং তথা ।

নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং শ্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৮০

বাচকং পুঞ্জয়েন্তুত্যা জব্য-বস্ত্রাভ্যুপকরৈঃ ।

যে ব্যক্তি অভিমান বা গৰ্ব্বভরে গীতার নিন্দা করে, যেতদিন প্রলয়কাল উপস্থিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সে ঘোর নরকে অবস্থান করিয়া থাকে ॥ ৭৫

যে মৃঢ়ায়া ব্যক্তি অহঙ্কারবশতঃ গীতার্থ মানে না, সে যেতদিন কল্লকম না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কুন্তীপাক-নরকে পচিতে থাকে ॥ ৭৬

গীতার্থ সম্যক্ ব্যাখ্যাত হইতে থাকিলেও যে ব্যক্তি তাহা শ্রবণ না করে; সে বহুবাব শূকরযোনি প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৭

যে ব্যক্তি গীতাগ্রন্থ চুরি করিয়া আনে, তাহার কিছুই সফল হয় না এবং পাঠও বৃথা হয় ॥ ৭৮

যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ করিয়া প্রকৃত প্রত্যবে আনন্দ বোধ করে না, প্রেমত ব্যক্তির পরিশ্রমের স্রায় ইহলোকে তাহার সমস্তই বিফল হয় ॥ ৭৯

গীতা শ্রবণ পূর্ব্বক পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীতিসাধনার্থ

শ্রীশ্রীওকারনাথসেবক শ্রীরামরঞ্জন-কাব্য-ব্যাकरणতীর্থকৃত শ্রীবৈষ্ণবীয়ভঙ্গসারোক্ত-শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-

মাহাত্ম্যের অহুবাদ সমপ্ত ।

অনেকৈর্বহুধা শ্রীত্যা তুষ্যাতাং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৮১

মৃত উবাচ ।

মাহাত্ম্যমেতদগীতায়্যাঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্ ।

গীতান্তে পঠতে যন্ত-যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ৮২

গীতায়্যাঃ পঠনং কৃষা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ ।

বৃথা পাঠফলং তস্মৈ শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮৩

এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং करोति यः ।

শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাশ্নুয়াৎ ॥ ৮৪

শ্রদ্ধা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ ।

তস্মৈ পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বশুখাবহম্ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়-ভঙ্গসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-

মাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্ ।

ব্রাহ্মণাদিকে দিবার অন্ন স্বর্ণ ভোজ্য ও পট্টবস্ত্র নিবেদন করিবে ॥ ৮০

ভগবান্ শ্রীহরির শ্রীতির অন্ন গীতাপাঠকে ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া নানাবিধ জব্য; বস্ত্র ও উপকরণ প্রদান করিবে ॥ ৮১

মৃত বলিলেন,—যে ব্যক্তি গীতাপাঠান্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রোক্ত এই পুরাতন গীতামাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনি যথোক্ত ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৮২

গীতা-পাঠান্তে যে ব্যক্তি মাহাত্ম্য পাঠ না করেন, তাহার পাঠ বৃথা ও পরিশ্রমমাত্রই সার হয় ॥ ৮৩

যে ব্যক্তি এই মাহাত্ম্য-সম্বন্ধিত গীতা পাঠ করেন, বা শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করেন, তাহার পরমা গতি লাভ হয় ॥ ৮৪

যে ব্যক্তি অর্থযুক্ত গীতা ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিয়া এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাহার পুণ্যফল সর্ব্বস্থলের কারণ হইয়া থাকে ॥ ৮৫

বংশীবিকৃষিতকরাগবনীরদাভাং গীতাস্বরাদরুণবিশ্বকলাধরোষ্ঠাং ।

গুণেন্দুশূন্যরমুখাদরবিন্দনেত্র্যং কৃষ্ণাং পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে

মহাভারত—১

১০ম বর্ষ, আষাঢ়মাস ১৩৭৮]

[প্রথম সংখ্যা—রথযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষ্যাবাদসহিতম্ ।

* * *
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য
সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক মূলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।
* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কচাৰ্য্য * শ্রীশ্রীজীবতট্টাচাৰ্য্যব্যায়তীর্থ

সহ-সম্পূজক সম্ভব

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিজ্ঞানকৃষ্ণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

সহযোগকারী :—

শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ

(অরুণক সঙ্গদ্বার)

মুদ্র-কর্মকর্তার :—

কিঙ্কর বিমলানন্দ

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,

ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)

কার্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সড়াক ১৫.০০ টাকা।

প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা।

নিয়মাবলী

১। আৰ্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ববঙ্গে সডাক ১৫'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নং পঃ; অগ্রত বার্ষিক সডাক ২০'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২'০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু তুল্য স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আৰ্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে “সম্পূজক আৰ্য্যশাস্ত্র, শ্রীমতীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫” এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি “সঞ্চালক আৰ্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬” এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর স্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আৰ্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাণ্ডুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কাগ্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আৰ্য্যশাস্ত্র

শ্রীমতীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়

৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড

কলিকাতা—৩৫

(ভীষ্মবধপর্ব)

ত্রিচত্বারিংশোধ্যায়ঃ

[গীতামাহাত্ম্য, যুধিষ্ঠিরেণ ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-শল্যানামহুজ্জামাদায় যুদ্ধায়োদ্ধোগচ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গীতা স্মৃগীতা কৰ্তব্য কিমশ্চৈঃ শস্ত্রসংগ্রহৈঃ ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্ত মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃত্য ॥ ১
সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সৰ্বদেবময়ো হরিঃ ।
সবতীর্থময়ী গঙ্গা সৰ্ববেদময়ো মনুঃ ॥ ২
গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে ।
চতুর্গকারসংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৩
ষট্শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ ।
অৰ্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশং সপ্তষষ্টিং তু সঞ্জয়ঃ ॥ ৪
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়ামানমুচ্যতে ।
ভারতামৃতসর্বশ্বগীতায়ামথিতস্ত চ ।
সারমুদ্রুত্যা কৃষ্ণেন অৰ্জুনস্য মুখে হৃতম্ ॥ ৫

(ভীষ্মবধ পর্ব ।)

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[গীতামাহাত্ম্য, যুধিষ্ঠিরকর্তৃক ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্যের নিকট হইতে অল্পমতি লইয়া যুদ্ধের জন্ত উদ্ধোগ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয় ! অগ্র বহু শাস্ত্র সংগ্রহ করিবার কি প্রয়োজন আছে ? গীতাই উত্তমরূপে গান (শ্রবণ, কীৰ্ত্তন, পঠন-পাঠন, মনন ও ধারণ) করা কৰ্ত্তব্য ; কারণ, এই গীতা পদ্মনাভ ভগবান্ ঐকৃষ্ণের মুখকমল হইতে নিগতা হইয়াছেন ॥ ১

গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী (গীতায় সকল শাস্ত্রের সারতত্ত্ব সন্নিবিষ্ট আছে), শ্রীহরি সর্বদেবময়, গঙ্গা সর্বতীর্থময়ী এবং মনু (অর্থাৎ তাহার ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতা) সর্ববেদময় ॥ ২

গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গোবিন্দ—“গ”কার আদিতে আছে, এতদূশ এই চারিটি নাম হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিলে মনুষ্যকে পুনরায় আর এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৩

এই শ্রীগীতামধ্যে ছয়শত বিশটি (৬২০) শ্লোক ভগবান্ ঐকৃষ্ণ বলিয়াছেন, সাতাশটি (৫৭) শ্লোক অৰ্জুন বলিয়াছেন, সাতষষ্টিটি (৬৭) শ্লোক সঞ্জয় বলিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছে একটি (১)

সঞ্জয় উবাচ ।

ততো ধনঞ্জয়ং দৃষ্ট্বা বাণগাণ্ডীবধারিণম্ ।
পুনরেব মহানাদং ব্যসৃজন্ত মহারথ্যঃ ॥ ৬
পাণ্ডবাঃ সোমকান্ঠৈশ্চ যে চৈবামল্লযায়িনঃ ।
দধুশ্চ মুদিতাঃ শঙ্খান্ বীরাঃ সাগরসম্ভবান্ ॥ ৭
ততো ভৈর্যাশ্চ পেশ্যাশ্চ ক্রকচা গোবিবাণিকাঃ ।
সহসৈবাত্যাহস্তস্ত ততঃ শঙ্খো মহানভূৎ ॥ ৮
তথা দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ পিতরশ্চ জনাধিপ ।
সিদ্ধ-চারণসম্ব্রাহ্মণ সমীযুক্তে দিদ্‌ক্ষয়া ॥ ৯
ঋবয়শ্চ মহাভাগাঃ পুরস্কৃত্য শতক্রতুম্ ।
সমীযুক্তত্র সহিতা দ্রষ্টুং তদ্ বৈশমং মহৎ ॥ ১০

শ্লোক—ইহাই গীতার শ্লোকের পরিমাণ (সর্বশাস্ত্রলো সাতশত সাতচল্লিশ ৭৪৭ । কিন্তু শ্রীশ্রীগীতায় ৭০০ সাতশত শ্লোক আছে) ॥ ৪

ভারতরূপ অমৃতরাশির সর্বত্র সারভূতা গীতাকে মনন করিয়া তাহারও সার বাহির করত ভগবান্ ঐকৃষ্ণ অৰ্জুনের মুখে (কর্ণপথ দিয়া মন-বুদ্ধিতে) ঢালিয়া দিয়াছেন ॥ ৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র ! তারপর অৰ্জুনকে গাণ্ডীব ধনু ও বাণ ধারণ করিতে দেখিয়া পাণ্ডব-মহারথিগণ, সোমকগণ ও তাঁহার অহুগামী সৈন্যরা পুনরায় অতি বেগে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । সেই সঙ্গে এই সব বীরগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সমুদ্র হইতে উৎপন্ন শঙ্খসমূহ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬-৭

তদনন্তর ভৈরী, পেশী, ক্রকচ ও নরসিংহাদি বাত্ৰ সহস্র বাজিতে লাগিল । তাহাতে সেখানে অতিশয় শব্দ সমুৎপন্ন হইল ॥ ৮

নরনাথ ! সেই সময় দেবতা, গন্ধর্ব ও পিতৃগণ এবং সিদ্ধ, চারণ ও মহাভাগ মহর্ষিবৃন্দ দেবরাজ ইন্দ্রকে অগ্রে করিয়া এই ভীষণ হানাহানি যুদ্ধ দেখিবার জন্ত একত্রে সেখানে আসিলেন ॥

রাজন্ ! তদনন্তর বীর রাজা যুধিষ্ঠির সমুদ্রের ত্রায় বিশাল উত্তর পক্ষের সেই সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্ত উপস্থিত ও চঞ্চল দেখিয়া কবচ উন্মোচন পূর্বক স্বীয় উত্তম অস্ত্রসমূহ ত্যাগ করত রথ হইতে শীঘ্রতার সহিত নামিয়া পদব্রজে কৃতাজ্ঞা সহকারে

ততো যুধিষ্ঠিরো দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় সমবস্থিতে ।
 তে সেনে সাগরপ্রাথ্যে মুক্তঃ প্রচলিতে নৃপ ॥ ১১
 বিমুচ্য কবচং বীরো নিক্রিপ্য চ বরাযুধম্ ।
 অবরুহ্য রথাত্ ক্রিপ্রং পদ্ম্যামেব কৃতাজ্জলিঃ ॥ ১২
 পিতামহমভিশ্রেণ্য ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 বাগ্ যতঃ প্রযযৌ যেন প্রোদ্ভুখো রিপুবাহিনীম্ ॥ ১৩
 তং প্রয়াস্তমভিশ্রেণ্য কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ।
 অবতীৰ্য্য রথাত্ তুর্ণং ভ্রাতৃভিঃ সহিতোহব্রযাৎ ॥ ১৪
 বাসুদেবশ্চ ভগবান্ পৃষ্ঠতোহমুজ্জগাম তম্ ।
 তথা মুখ্যাশ্চ রাজানস্তচিস্তা জগ্মুঃ কংসুকাঃ ॥ ১৫

অর্জুন উবাচ ।

কিং তে ব্যবসিতং রাজন্ যদশ্মানপহায় বৈ ।
 পদ্ম্যামেব প্রযাতোহসি প্রোদ্ভুখো রিপুবাহিনীম্ ॥ ১৬

ভীমসেন উবাচ ।

ক গমিস্যসি রাজেন্দ্র নিক্রিপ্তকবচায়ুধঃ ।
 দংশিতেষ্মরিসৈশ্চোষু ভ্রাতৃভুংসৃজ্য পার্থিব ॥ ১৭

পিতামহ ভীষ্মকে লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন । ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কোন কিছু কথা না বলিয়া পূর্বমুখে শত্রুবাহিনীর দিকে ঘাইতে লাগিলেন ॥ ১-১৩

কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় তাঁহাকে শত্রুসেনার দিকে ঘাইতে দেখিয়া অতি সঙ্কর রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিলেন । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের পশ্চাতে ঘাইতে লাগিলেন এবং তদগতচিন্ত প্রাধান প্রাধান রাজারাও উৎসুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত চলিলেন ॥ ১৪-১৫

অর্জুন বলিলেন,—আপনি কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আমাদের পরিহার করিয়া আপনি পদব্রজেই শত্রুসেনার দিকে ঘাইতেছেন ? ভীমসেন জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহারাজ ! ভূপাল ! কবচ ও অস্ত্রমোচন পূর্বক ভ্রাতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কবচাধিতে সজ্জিত শত্রুসৈন্তের মধ্যে আপনি কোথায় ঘাইবেন ? নকুল প্রশ্ন করিলেন,—ভরতবংশজুষণ ! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । আপনি এইভাবে শত্রুসৈন্তের দিকে ঘাইতে থাকায় আমার ক্লেশ তবে উদ্ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে । বলুন—আপনি কোথায় ঘাইবেন ? ১৬-১৮

নকুল উবাচ ।

এবং গতে ষ্মি জ্যেষ্ঠে মম ভ্রাতরিত্তি ভারত ।
 ভীর্মে হুনোতি হৃদয়ং ক্রহি গস্তা ভবান্ ক হু ॥ ১৮

সহদেব উবাচ ।

অশ্মিন্ রণসমূহে বৈ বর্তমানে মহাভয়ে ।
 উৎসৃজ্য ক হু গস্তাসি শক্রানভিমুখো নৃপ ॥ ১৯

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমাত্মশ্রমাণোহপি ভ্রাতৃভিঃ কুরুনন্দনঃ ।
 নোবাচ বাগ্ যতঃ ক্রিষ্ণ গচ্ছত্যেব যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২০
 তান্নুবাচ মহাপ্রাজ্ঞো বাসুদেবো মহামনাঃ ।
 অভিপ্রায়োহস্তু বিজ্ঞাতো ময়েতি প্রহসন্নিব ॥ ২১
 এষ ভীষ্মং তথা জ্ঞোণং গোতমং শল্যমেব চ ।
 অনুমাশ্চ গুরুন্ সর্বান্ যোংস্যাতে পাণ্ডিবোহরিভিঃ ॥ ২২
 জয়তে হি পুরাকল্পে গুরুনননুমাশ্চ যঃ ।
 যুধ্যতে স ভবেদ্ ব্যক্তমপখ্যাতো মহন্তরৈঃ ॥ ২৩
 অনুমাশ্চ যথাশাস্ত্রং যন্ত যুধ্যন্তহন্তরৈঃ ।
 ধ্রুবস্তস্য জয়ো যুদ্ধে ভবেদিতি মতির্মম ॥ ২৪

সহদেবও জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নৃপ ! এই রণস্থলে যেখানে বহু শত্রুসৈন্ত সমবেত হইয়াছে এবং মহাভয় সম্মুখে আসিয়াছে, এরূপ এক পরিস্থিতির মধ্যে আপনি আমাদের সঙ্গে ত্যাগ করিয়া শত্রুগণের দিকে কোথায় ঘাইবেন ? ১৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! ভ্রাতারা এইরূপ বলিলেও কুরু-কুলের আনন্দপ্রদ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে কিছুই বলিলেন না, পরন্তু নীরবে ঘাইতে লাগিলেন । তখন পরম বুদ্ধিমান্ মহামনা ভগবান্ বাসুদেব সেই চারি ভ্রাতাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ইহার অভিপ্রায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি ॥ ২০-২১

এই রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও শল্য—এই সমস্ত গুরুজনের অমুমতি লইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন ॥ ২২

প্রাচীনকাল হইতে শুনা যায়—যে ব্যক্তি গুরুজনগণের অমুমতি না লইয়া যুদ্ধ করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই সব মাননীয় পুরুষদিগের দৃষ্টি হইতে অপসারিত হয় ॥ ২৩

যে ব্যক্তি শত্রুর বিধানানুসারে মাননীয় পুরুষগণের অমুমতি লইয়া যুদ্ধ করে, তাহার যুদ্ধে অবজ্ঞাই জয়লাভ হইয়া থাকে—ইহাই আমার ধারণা ॥ ২৪

এবং ক্রবতি কৃষ্ণেত্র ধার্তরাষ্ট্রচমুং প্রতি ।
 (নৈত্রৈরনিমিষৈঃ সৰ্বৈঃ প্রেক্ষন্তে অ যুধিষ্ঠিরম্)
 হাহাকারো মহানাসীল্লিশকাস্তপরেহভবন্ ॥ ২৫
 দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরং দূৰাদ্ ধার্তরাষ্ট্রস্য সৈনিকাঃ ।
 মিথঃ সংকথয়াক্কুরেবো হি কুলপাংশনঃ ॥ ২৬
 ব্যস্তং ভীত ইবাভ্যতি রাজাসো ভীত্মমস্তিকম্ ।
 যুধিষ্ঠিরঃ সসোদৰ্ঘ্যঃ শরণার্থঃ প্রযাচকঃ ॥ ২৭
 ধনঞ্জয়ে কথং নাথে পাণ্ডবে চ বৃকোদরে ।
 নকূলে সহদেবে চ ভীতিরভ্যতি পাণ্ডবম্ ॥ ২৮
 ন নুনং ক্রত্বিয়কূলে জাতঃ সম্প্রথিতে ভুবি ।
 যথাস্য হৃদয়ঃ ভীতমল্লসবস্য সংযুগে ॥ ২৯
 ততস্তে সৈনিকাঃ সৰ্বে প্রশংসন্তি অ কৌরবান্ ।
 হৃষ্টাঃ স্তমনসো ভূষা চৈলানি দুধুবুশ্চ হ ॥ ৩০
 ব্যানন্দংশ্চ তথা সৰ্বে যোধ্যস্তব বিশাম্পতে ।

যখন ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিতেছেন, সেই সময়
 ছৰ্যোধনের সৈন্তের অভিমুখে গমনরত যুধিষ্ঠিরকে সকলেই
 অপলকনেজে দেখিতে লাগিলেন । ইহাতে কোন কোন স্থলে
 অতিশয় হাহাকার ধনি উঠিতে লাগিল এবং কোথাও আবার
 কেহই কোন শব্দই করিলেন না ॥ ২৫

যুধিষ্ঠিরকে দূর হইতে দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ছৰ্যোধনের সৈন্তগণ
 পরস্পর এরূপ আলাপ করিতে লাগিলেন যে, এই যুধিষ্ঠিরকে ত'
 দেখিতেছি—কূলের বলক-স্বরূপ ॥ ২৬

দেখ,—স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই রাজা যুধিষ্ঠির যেন
 ভীত হইয়াই ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত ভীমের নিকট শরণার্থী হইয়া
 ভিক্ষা করিতে বাইতেছেন ॥ ২৭

পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়, বৃকোদর ভীম ও নকুল-সহদেবের জ্ঞায়
 সহায়কগণ থাকিতে এই যুধিষ্ঠিরের মনে এত ভয় কোথা
 হইতে আসিল ॥ ২৮

নিশ্চয়ই এই ভূমণ্ডলে প্রখ্যাত ক্রত্বিয়কূলে ইহার জন্ম হয়
 নাই ; কারণ, ইহার মানসিক বল অতিশয় অন্ন ; তাই এই যুদ্ধের
 সময় আসিলে ইহার হৃদয়ে এত ভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৯

তারপর সেই সমস্ত সৈন্তগণ কৌরবগণের প্রশংসা করিতে
 থাকিলেন এবং হৃষ্ট হইয়া প্রসন্নমনে স্ব-স্ব বস্ত্র ঢুলাইতে
 লাগিলেন ॥ ৩০

অজানাত! আপনার এই সব যোদ্ধারাই তখন ভ্রাতৃগণ ও

রং সসোদৰ্ঘ্যঃ সহিতং কেশবেন হি ॥ ৩১
 ততস্তৎ কৌরবং সৈন্তং ধিকৃকৃষা তু যুধিষ্ঠিরম্ ।
 নিঃশব্দমভবৎ তূর্ণং পুনরুদ্বৈ বিশাম্পতে ॥ ৩২
 কিং নু বক্ষ্যতি রাজাসো কিং ভীমঃ প্রতিবক্ষ্যতি
 কিং ভীমঃ সমরপ্রাঘী কিং নু কৃষাজুর্নাবিতি ॥ ৩৩
 বিবক্ষিতং কিমস্যেতি সংশয়ঃ স্তমহানভূৎ ।
 উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ যুধিষ্ঠিরকৃতে তদা ॥ ৩৪
 সোহবগাহ চমুং শত্রোঃ শরশস্তিসমাকুলাম্ ।
 ভীত্মমেবাভ্যয়াৎ তূর্ণং ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৩৫
 তমুবাচ ততঃ পাদো করাভ্যাং পীড্য পাণ্ডবঃ ।
 ভীত্মং শাস্তনবং রাজা যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্ ॥ ৩৬
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

আমন্ত্রয়ে স্বাং দুর্ধ্বং স্বয়া যোৎস্লামহে সহ ।

অমুজানৌহি মাং তাত আশিষশ্চ প্রযোজয় ॥ ৩৭

ত্রীকৃষ্ণের সহিত যুধিষ্ঠিরের বিশেষরূপে নিম্না করিতে
 লাগিলেন ॥ ৩১

রাজন্! এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে ধিকৃকার প্রদান করিয়া সমস্ত
 কৌরবসৈন্ত পুনরায় অতি সত্বরই নীরব হইয়া যাইলেন ॥ ৩২

তখন সকল লোকেই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,
 এই রাজা যুধিষ্ঠির কি বলিবেন এবং ভীমই বা তাহার কি উত্তর
 দিবেন? যুদ্ধের প্রশংসাকারী ভীমসেন, ত্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনই বা
 কি বলিবেন? ৩৩

রাজন্! সেই সময় উভয়পক্ষের সৈন্তের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের
 বিষয়ে মহাশংসয় দেখা দিল । সকলেই চিন্তা করিতে লাগিলেন
 যে, রাজা যুধিষ্ঠির কি বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন? ৩৪

বাণ ও শস্তিসমূহে পূর্ণ শত্রুসৈন্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভ্রাতৃ-
 গণ পরিবেষ্টিত যুধিষ্ঠির অতি সত্বর ভীমের নিকট বাইয়া উপস্থিত
 হইলেন ॥ ৩৫

সেখানে বাইয়া সেই পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির নিজ উভয় হস্তে
 পিতামহ ভীমের চরণবয় গাঢ়ভাবে ধরিয়া যুদ্ধের জন্ত উপস্থিত
 সেই শাস্ত্রনন্দন ভীমকে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দুর্ধ্ব বীর পিতামহ! আমি আপনার
 নিকট অহুমতি চাহিতেছি, আমাকে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে
 হইবে । তাত! ইহার জন্ত আপনি আমাকে অহুমতি দান
 করুন এবং আশীর্বাদ প্রদান করুন ॥ ৩৭

ভীষ্ম উবাচ ।

যন্তেবং নাভিগচ্ছেথা যুধি মাং পৃথিবীপতে ।
 শপেয়ঃ স্বাং মহারাজ পরাভবায় ভারত ॥ ৩৮
 ক্রীতৌহং পুত্র যুধ্যস্ব জয়মাপ্নুহি পাণ্ডব ।
 যৎ তেহভিলষিতং চাশ্রয়ং তদবাপ্নুহি সংযুগে ॥ ৩৯
 ত্রিযুগাৎ বরঃ পার্থ কিমস্মাতৌহতিকাজ্জসি ।
 এবংগতে মহারাজ ন তবাস্তি পরাজয়ঃ ॥ ৪০
 অর্থশ্চ পুরুষো দাসো দাসত্বার্থো ন কস্মচিৎ ।
 ইতি সত্যং মহারাজ বন্ধোহস্ম্যর্থেন কোববৈঃ ॥ ৪১
 অতস্ত্বাং ক্লীববদ্ বাক্যং ব্রবীমি কুরুনন্দন ।
 ভূতোহস্ম্যর্থেন কোরব্য যুদ্ধাদশ্চৎ কিমিচ্ছসি ॥ ৪২

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মন্ত্রয়স্ব মহাবাহো হিতৈষী মম নিত্যশঃ ।
 যুধ্যস্ব কোরবস্তার্থে মমৈষ সত্যতঃ বরঃ ॥ ৪৩

ভীষ্ম বলিলেন,—পৃথিবীপতে ভরতবংশভূষণ মহারাজ ! যদি এই যুদ্ধের সময় তুমি এহভাবে আমার নিকট না আসিতে, তবে আমি তোমাকে পরাজিত হইবার জন্য অভিলাষ প্রদান করিতাম ॥ ৩৮

পাণ্ডুনন্দন ! পুত্র ! আমি এখন প্রসন্ন হইয়াছি এবং তোমাকে আজ্ঞাপ্রদান করিতেছি,—তুমি যুদ্ধ কর এবং বিজয়ী হও । ইহা ব্যতীত, তোমার আরও যাহা অভিলাষ আছে, তাহাও তুমি এই যুদ্ধ ভূমিতে লাভ কর ॥ ৩৯

পার্থ ! বর প্রার্থনা কর । তুমি আমার নিকট হইতে কি চাও ? মহারাজ ! এরূপ অবস্থায় তোমার পরাজয় হইবে না ॥ ৪০

মহারাজ ! মাতুল্য অর্থের দাস, অর্থ কিন্তু কাহারও দাস নহে । এই কথাই স্বার্থ সত্য । আমি কোরবগণের দ্বারা অর্থে বদ্ধ হইয়াছি ॥ ৪১

কুরুনন্দন ! সেইজন্য আজ আমি তোমার সম্মুখে নপুংসকের স্তায় (দীনভাপূর্ণ) বাক্য বলিতেছি । কুরুকুলভূষণ ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ধনের দ্বারা আমাকে ভরণ-পোষণ করিয়াছে, সেইজন্য (তোমার পক্ষাবলম্বী হইয়া) তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা ব্যতীত অন্য কি প্রার্থনা করিতে চাহিতেছে, তাহা বল ॥ ৪২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহো ! আপনি সর্বদা আমার হিতকারী হইয়া পরামর্শ প্রদান করুন এবং দুর্ধ্যোধনের জন্য যুদ্ধ

ভীষ্ম উবাচ ।

রাজন্ কিমত্র সাহ্যং তে করোমি কুরুনন্দন ।
 কামং যোংস্তো পরস্তার্থে ক্রহি যৎ তে বিবক্ষিতম্ ॥ ৪৪

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কথং জয়েয়ং সংগ্রামে ভবন্তমপরাজিতম্ ।
 এতন্মে মন্ত্রয় হিতং যদি জ্ঞেয়ঃ প্রপশ্যসি ॥ ৪৫

ভীষ্ম উবাচ ।

নৈনং পশ্যামি কোন্তেয় যো মাং যুধ্যস্তমাহবে ।
 বিজয়েত পুমান্ কশ্চিৎ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ ॥ ৪৬

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

হস্ত পৃচ্ছামি তস্মাৎ স্বাং পিতামহ নমোহস্তু তে ।
 বধোপায়ং ব্রবীহি স্বমাজ্ঞনঃ সমরে পঠৈঃ ॥ ৪৭

ভীষ্ম উবাচ ।

ন স্য তৎ তাত পশ্যামি সমরে যো জয়েত মাম্ ।
 ন তাবন্মৃত্যুকালোহপি পুনরাগমনং কুরু ॥ ৪৮

করুন । আমি এই বর সদা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ কুরুনন্দন ! আমি তোমার কি সহায়তা করিব ? যুদ্ধ ত' আমি হচ্ছাত্তসারে তোমার শত্রুর পক্ষেই করিব, অতএব তুমি বল, কি বলিতে হচ্ছক হইয়াছ ? ৪৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ ! আপনি ত' যুদ্ধে সর্বদা অপরাজিত থাকেন, হুতরাং আমি যুদ্ধে আপনাকে ঠিকরূপে পরাজিত কারব ? যদি আপনি আমার কল্যাণ দেখিয়া থাকেন এবং চিন্তা করেন, তবে আপনি আমাকে আমার হিতকর পরামর্শদান করুন ॥ ৪৫

ভীষ্ম বলিলেন,—কুন্তীনন্দন ! আমি এরূপ কোন বীরকেই দেখিতে পাইতেছি না, যে যুদ্ধ-নিরত আমাকে পরাজিত করিতে পারিবে । যুদ্ধকালে কোন ব্যক্তিই, এমন কি সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও আমাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ৪৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! আপনাকে নমস্কার । সেইজন্য আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে যুদ্ধে শত্রুগণদ্বারা আপনাব বন্ধের উপায় বলুন ॥ ৪৭

ভীষ্ম বলিলেন,—বৎস ! যে ব্যক্তি যুদ্ধে আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন, এরূপ কোন বীরকে আমি দেখিতেছি না । এখন আমার মৃত্যুর সময়ও আসে নাই, অতএব এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য অন্য কোন একদিন তুমি পুনরায় আসিও ॥ ৪৮

সঞ্জয় উবাচ ।

ততো যুধিষ্ঠিরো বাক্যং ভীষ্মস্ত কুরুনন্দন ।
শিরসা প্রতিগ্ৰহাহ কৃষ্ণস্তমতিবান্ধ চ ॥ ৪০
প্রায়াং পুনর্মহাবাহুরাচার্য্যাস্ত রথং প্রেতি ।
পশ্চতাং সর্বসৈন্তানাং মথেন ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ৪১
স জ্রোণমতিবান্ধাথ কৃষা চাতিপ্রদক্ষিণম্ ।
উবাচ রাজা দুর্ধর্ষমাশ্রনিঃশ্রেয়সং বচঃ ॥ ৪২
আমন্ত্রয়ে হাং ভগবন্ যোৎসো বিগতকল্যঃ ।
কথং জয়ে রিপুন্ সর্বানমুজ্জাতস্তুরা দ্বিজ ॥ ৪৩

জ্রোণ উবাচ ।

যদি মাং নাভিগচ্ছেথা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ।
শপেয়ং হাং মহারাজ পরাভাবায় সর্বশঃ ॥ ৪৪
তদ্ যুধিষ্ঠির তুষ্টোহস্মি পূজিতশ্চ ত্য়ানঘ ।
অমুজ্জানামি যুদ্ধাশ্ব বিজয়ং সমবাপু হি ॥ ৪৫
করবাণি চ তে কামং ক্রহি স্বমভিকাজ্জিতম্ ।

সঞ্জয় বলিলেন,—কুরুনন্দন! তদনন্তর মহাবাহু যুধিষ্ঠির ভীষ্মের আজ্ঞা শিরোপাখ্য করিলেন এবং পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জ্রোণাচার্য্যের রথের দিকে গমন করিলেন । সমস্ত সৈন্য দেখিতে লাগিলেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবৃত্ত হইয়া জ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ করত দুর্ধর্ষ বীরচূড়ামণি জ্রোণাচার্য্যকে নিজের হিতকর বাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪০-৪৩

ভগবন্! আমি পরামর্শ প্রার্থনা করিতেছি যে, কি উপায়ে আপনার সহিত নিরপরাধ হইয়া যুদ্ধ করিব? আপনার আজ্ঞায় আমি সকল শত্রুগণকে কিরূপে জয় করিব? ৪২

জ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—মহারাজ! যদি যুদ্ধের নিশ্চয় করিয়া লইবার পর তুমি আমার নিকট না আসিতে, তবে আমি তোমাকে সর্বপ্রকারে পরাজিত হইবার জন্য অভিলাষ প্রদান করিতাম ॥ ৪৩

নিশাপ যুধিষ্ঠির! আমি তোমার উপর প্রেম করিয়াছি । তুমি আমার উপর অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিয়াছ । আমি তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, তুমি যুদ্ধ কর এবং বিজয় লাভ কর ॥ ৪৪

মহারাজ! আমি তোমার কামনা পূর্ণ করিব । তোমার অভীষ্ট মনোরথ কি? বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি তোমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ ত' আর করিতে পারি না । সুতরাং উহা

এবংগতে মহারাজ যুদ্ধাদশ্চ কিমিচ্ছসি ॥ ৪৫
অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্বর্ঘ্যো ন কস্যাচিং ।
ইতি সত্যং মহারাজ বন্ধোহশ্রম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ ৪৬
ব্রবীম্যেভ্যং ক্লীববৎ হাং যুদ্ধাদশ্চ কিমিচ্ছসি ।
যোৎসোহহং কৌরবস্যার্থে তবান্যস্যো জয়ো ময়া ॥ ৪৭
যুধিষ্ঠির উবাচ ।

জয়মাশাস্ব মে ব্রহ্মন্ মন্ত্রয়স্ব চ মজ্জিতম্ ।
যুদ্ধাশ্ব কৌরবস্যার্থে বর এষ বৃত্তো ময়া ॥ ৪৮
জ্রোণ উবাচ ।

ক্রবন্তে বিজয়ো রাজন্ যস্য মন্ত্রী হরিস্তব ।
অহং স্বামভিজানামি রণে শত্রুন্ বিমোক্ষ্যসে ॥ ৪৯
যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ ।
যুদ্ধাশ্ব গচ্ছ কৌন্তেয় পৃচ্ছ মাং কিং ব্রবীমি তে ॥ ৫০
যুধিষ্ঠির উবাচ ।

পৃচ্ছামি হাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৃণু যশ্নোভিকাজ্জিতম্ ।
কথং জয়েয়ং সংগ্রামে ভবন্তমপরাজিতম্ ॥ ৫১

ব্যতীত তুমি অস্ত্র কি আকাজ্জা করিতেছ? ৫১

মাত্ৰয অর্থের দাস, অর্থ কিন্তু কাহারও দাস নহে । মহারাজ! ইহাই প্রকৃত সত্য । আমি কৌরবগণের দ্বারা সেই অর্থে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি ॥ ৫২

সেই কারণে আজ নপুংসকের দ্বায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তুমি যুদ্ধ ব্যতীত আমার নিকট হইতে অস্ত্র কি কামনা করিতেছ? আমি দুর্ধ্যোধনের হইয়া যুদ্ধ করিব, কিন্তু তোমার জন্ত আমি জয় প্রার্থনা করিব ॥ ৫৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি আমার বিজয়কামনা করুন এবং আমার হিতের জন্ত পরামর্শদান করুন, পরন্তু দুর্ধ্যোধনের হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকুন । এই বর আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৫৪

জ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—রাজন্! তোমার বিজয় ত' নিশ্চিতই হইবে; কারণ, সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমার মন্ত্রী । আমি আজ্ঞা দিতেছি যে, তুমি যুদ্ধে শত্রুদিগের প্রাণ হরণ করিবে ॥ ৫৫

যেখানে ধর্ম, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ; আর যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেইখানে জয় । কুন্তীনন্দন! তুমি যাও, যুদ্ধ কর । আরও যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তবে বল, আমি তোমাকে কি উত্তর দিব? ৫৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি । আপনি আমার মনোবাহিত প্রশ্ন শ্রবণ

দ্রোণ উবাচ ।

ন তেহন্তি বিজয়স্তাবদ্ যুধ্যামাহং রণে ।

মমাস্তু নিধনে রাজন্ যতস্ব সহ সোদরৈঃ ॥ ৬২

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

হস্ত তস্মান্নহাবাহো বধোপায়ং বদাশ্বনঃ ।

আচার্য্য প্রণিপতীত্য পৃচ্ছামি স্বাং নমোহস্ত তে ॥ ৬৩

দ্রোণ উবাচ ।

ন শত্রুং তাত পশ্যামি যো মাং হস্তাদ্ রথে স্থিতম্ ।

যুধ্যমানং স্তসংরদ্ধং শরবর্ষোঘবর্ষিণম্ ॥ ৬৪

ঋতে প্রায়গতং রাজন্ শস্ত্রশস্ত্রমচেতনম্ ।

হস্তান্মাং যুধি যোধানাং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৬৫

শস্ত্রং চাহং রণে জহ্যাম্ ঐক্ষ্বা তু মহদপ্রিয়ম্ ।

ঐক্বেয়বাক্যাং পুরুষাদেতং সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ৬৬

করুন। আপনি যুদ্ধে সর্বদা অপরাজিত, সুতরাং আপনাকে আমি কিভাবে জয় করিব ? ৬১

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—রাজন্! আমি যে পর্য্যন্ত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিব, সে পর্য্যন্ত তোমাদের জয়লাভ হইবে না। তুমি স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত একপ প্রচেষ্টা কর, যাহাতে অতি সত্ত্বর আমার যুত্ব হয় ॥ ৬২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহু আচার্য্য! সেইজন্ত আপনি আপনার বধের উপায় আমাকে বলুন। আপনাকে নমস্কার। আমি আপনার চরণে প্রণাম করিয়া এই প্রশ্ন করিতেছি ॥ ৬৩

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—রাজন্! যখন আমি রথে উপবেশন করত কুণ্ডিত হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধ করিব, তখন যে ব্যক্তি আমাকে বধ করিতে পারিবে, এরূপ কোন শত্রুকেই আমি দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৬৪

রাজন্! যখন আমি অস্ত্র ত্যাগ করত অচেতন হইয়া আমরণ অনশনের জন্ত উপবিষ্ট হইব, এরূপ অবস্থা বাতীত অস্ত্র কোন সময়েই কেহ আমাকে বধ করিতে পারিবে না। এতাদৃশ এক বিশেষ অবস্থায় কোন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আমাকে নিহত করিতে পারিবে। ইহা আমি তোমাকে সত্য কথা বলিয়া দিলাম ॥ ৬৫

যদি আমি কোন বিশ্বাসযোগ্য পুরুষের নিকট হইতে যুদ্ধস্থলে কোন অভ্যস্ত অপ্রিয় সংবাদ শুনিতে পাই, তবে অস্ত্র পরিত্যাগ করিব। আমি তোমাকে এই সত্য সমাচার বলিলাম ॥ ৬৬

সঞ্জয় উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা মহারাজ ভারত্বাজস্ত ধীমতঃ ।

অনুমাত্ত তমাচার্য্যং প্রায়াজ্ছারদ্বতং প্রীতি ॥ ৬৭

সৌভিবাগ্ন কৃপং রাজা কৃদ্ধা চাপি প্রদক্ষিণম্ ।

উবাচ দুর্ধ্বতমং বাক্যং বাক্যবিদাং বরঃ ॥ ৬৮

অনুমানয়ে স্বাং যোৎস্নেহং গুরো বিগতকল্মষঃ ।

জয়েয়ঞ্চ রিপূন্ সর্বাননুজাতস্তয়ানঘ ॥ ৬৯

কৃপ উবাচ ।

যদি মাং নাভিগচ্ছেথা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ।

শপেয়ং স্বাং মহারাজ পরাভাবায় সর্বশঃ ॥ ৭০

অর্থস্ত পুরুষো দাসো দাসস্বর্থো ন কস্তচিৎ ।

ইতি সত্যং মহারাজ বন্ধোহস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ ৭১

তেষামর্থং মহারাজ যোদ্ধব্যমিতি মে মতিঃ ।

অতস্ত্বাং ক্লীববদ্ ক্রয়াং যুদ্ধাদস্তং কিমিচ্ছসি ॥ ৭২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! পরম বুদ্ধিমান দ্রোণাচার্য্যের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে সম্মান করত রাজা যুধিষ্ঠির কৃপাচার্য্যের নিকট গমন করিলেন ॥ ৬৭

তাঁহাকে নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণ করিবার পর বাক্যবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির দুর্ধ্ব বীর কৃপাচার্য্যকে বলিলেন ॥ ৬৮

নিপ্পাপ গুরুদেব! আমি যাহাতে নিরপরাধ হইয়া আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে পারি, তাহার জন্ত আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আপনার আদেশ পাইলে আমি সমস্ত শত্রুগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিব ॥ ৬৯

কৃপাচার্য্য বলিলেন,—মহারাজ যদি যুদ্ধ করিবার জন্ত স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া আমার নিকট তুমি না আসিতে, তবে আমি যাহাতে তোমার সর্বপ্রকারে পরাজয় হয়, তাহার জন্ত শাপদান করিতাম ॥ ৭০

পুরুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কাহারও দাস নহে। মহারাজ! ইহা অতি সত্য কথা। সেইজন্ত আমি কৌরবদিগের দ্বারা অর্থ আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি ॥ ৭১

মহারাজ! অতএব আমি বিবেচনা করত স্থির করিয়াছি যে, আমি কৌরবগণের হইয়াই যুদ্ধ করিব; সেইজন্ত আজ নপুংসকের স্থায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—যুদ্ধবিষয়ক সহ-বোগিতা ছাড়া তুমি অস্ত্র আর কিছু আমার কি কামনা করিতেছ ? ৭২

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

হস্ত পৃচ্ছামি তে তস্মাদাচার্য্য শৃণু মে বচঃ ।

ইত্যান্ত্ৰ্য্য ব্যথিতো রাজা নোবাচ গতচেতনঃ ॥ ৭৩

সঞ্জয় উবাচ ।

তং গৌতমঃ প্রত্যাচ বিজ্ঞান্যস্ত বিবক্ষিতম্ ।

অবধ্যোহং মহীপাল যুধ্যস্ত জয়মাগ্নুহি ॥ ৭৪

শ্রীতস্তেহভিগমেনাহং জয়ং তব নরাধিপ ।

দাশাসিন্যে সদাথায় সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৭৫

এতচ্ছ্রুত্বা মহারাজ গৌতমস্ত বিশাম্পতে ।

অনুমাত্ত কৃপাং রাজা প্রযযৌ যেন মজ্জরাট ॥ ৭৬

স শল্যমভিবাভাথ কৃতা চাভিপ্রেদক্ষিণম্ ।

উবাচ রাজা দুর্ধ্বমাত্মনিঃশ্রেয়সং বচঃ ॥ ৭৭

অনুমানয়ে স্বাং দুর্ধ্ব যোংস্তে বিগতকল্মষঃ ।

জয়েয়ং হু পরান্ রাজন্নমুজাতস্তয়া রিপুন্ ॥ ৭৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আচার্য্য! এইজন্ত এখন আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন। এই কথা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ব্যথিত হইলেন এবং তখন যেন তাঁহার চেতনা লুপ্ত হইল ও তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ৭৩

সঞ্জয় বলিলেন,—মহীপাল! কৃপাচার্য্য সেই সময় বুদ্ধিতে পারিলেন যে, যুধিষ্ঠির কি বলিতে চাহে; তাই তিনি তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—রাজন! আমি অবধ্য। যাও, যুদ্ধ কর এবং বিজয়প্রাপ্ত হও ॥ ৭৪

নরনাথ! তোমার এই আগমনে আমি অতিশয় শ্রীত হইয়াছি, অতএব আমি প্রত্যহ প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া তোমার বিজয়ের জন্ত শুভ কামনা করিব, এই সত্য কথা আমি তোমাকে বলিলাম ॥ ৭৫

মহারাজ প্রজ্ঞানাত্মক। কৃপাচার্য্যের এই কথা শুনিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার অনুজ্ঞাগ্রহণ করত বেখানে মজ্জরাজ শল্য আছেন, সেই দিকে চলিলেন ॥ ৭৬

দুর্ধ্ব বীর শল্যকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে পরিক্রমা করিবার পর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিজের হিড়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৭৭

দুর্ধ্ব বীর! আমি নির্দোষ হইয়া বহুতে আপনায় সহিত যুদ্ধ করিতে পারি, সেই জন্ত আমি আপনার অনুমতি চাহিতেছি। রাজন! আপনার আজ্ঞা পাইলে আমি সকল শত্রুদিগকে যুদ্ধ

শল্য উবাচ ।

যদি স্বাং নাধিগচ্ছেথা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ।

শপেয়ং স্বাং মহারাজ পরাভাবায় বৈ রণে ॥ ৭৯

তুষ্টোহস্মি পুঞ্জিতশ্চাস্মি যং কাজ্জকসি তদন্ত তে ।

অনুজ্ঞানামি চৈব স্বাং যুধ্যস্ত জয়মাগ্নুহি ॥ ৮০

ক্রুহি চৈব পরং বীর কেনার্থঃ কিং দদামি তে ।

এবংগতে মহারাজ যুদ্ধাদন্ত্যং কিমিচ্ছসি ॥ ৮১

অর্থস্ত পুরুষো দাসো দাসত্বার্থো ন কস্তচিৎ ।

ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোহস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ ৮২

করিষ্যামি হি তে কামং ভাগিনেয় বথেন্ধিতম্ ।

ব্রবীম্যতঃ ক্লীববৎ স্বাং যুদ্ধাদন্ত্যং কিমিচ্ছসি ॥ ৮৩

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মহ্নয়স্ব মহারাজ নিতাং মজ্জিতমুদ্ভমম্ ।

কামং যুধ্য পরস্তার্থে বরমেতং বৃণোম্যাহম্ ॥ ৮৪

জয় করিতে পারিব ॥ ৭৮

শল্য বলিলেন,—মহারাজ! যুদ্ধের জন্ত হির সঙ্কল্প করিবার পর যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে, তবে আমি যুদ্ধ পরাজিত হইবার জন্ত তোমাকে অভিশাপদান করিতাম ॥ ৭৯

আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার অতিশয় সন্মান করিয়াছ। তুমি বাহা কামনা করিতেছ, তোমার তাহা পূর্ণ হউক। আমি তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, তুমি যুদ্ধ কর এবং বিজয়প্রাপ্ত হও ॥ ৮০

বীর! তুমি আরও কিছু বল, কিরূপে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে? আমি তোমাকে কি দান করিব? মহারাজ! এরূপ পরিস্থিতিতে যুদ্ধের সহযোগিতা ছাড়া আর কি তুমি আমার নিকট আশা করিতেছ? ৮১

পুরুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কাহারও দাস নহে। মহারাজ! ইহা সত্য কথা। আমি কৌরবগণের দ্বারা অর্থে বদ্ধ হইয়াছি ॥ ৮২

এইজন্ত আমি তোমাকে নপুংসকের স্তায় বলিতেছি। বল, তুমি যুদ্ধবিষয়ক সহযোগিতা বাতীত অন্য আর কি আমার নিকট কামনা করিতেছ? ভাগিনেয়! আমি তোমার অতীত মনোরথ পূর্ণ করিব ॥ ৮৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহারাজ! আমি আপনার নিকট এই বরপ্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রতিদিন আমাকে উত্তম হিড়কর পরামর্শ প্রদান করিবেন। বীর ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ আপনি অন্তের হইয়া করুন ॥ ৮৪

শল্য উবাচ ।

কিমত্র ক্রহি সাহ্যং তে করোমি নৃপসন্তম ।

কামং যোৎস্যো পরস্যার্থে বজ্রোহস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥৮৫

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

স এব মে বরঃ শল্য উত্তোঙ্গে যন্তুয়া কৃতঃ ।

স্মৃতপুত্রস্ত সংগ্রামে কার্য্যাস্তেজোবধন্তুয়া ॥৮৬

(ঋং হি যোক্ষ্যতি স্মৃতস্মে স্মৃতপুত্রস্ত মাতুল ।

দুর্যোধনো রণে শুরমিতি মে নৈষ্ঠিকী মতিঃ)

শল্য উবাচ ।

সম্পৎস্যাত্যেষ তে কামঃ কুন্তীপুত্র যিথেপ্সিতম্ ।

গচ্ছ যুধ্যস্ব বিশ্রবঃ শ্রুতিজ্ঞানে বচস্তব ॥৮৭

সঞ্জয় উবাচ ।

অনুমাত্যাহ কৌন্তেয়ো মাতুলঃ মদ্রকেশ্বরম্ ।

নির্জগাম মহাসৈন্যাদ্ ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥৮৮

বাসুদেবস্ত রাধেয়মাহবেহভিজগাম বৈ ।

শল্য বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! বল, এ বিষয়ে আমি তোমার কি সহায়তা করিব? কৌরবগণের অর্থে আমি কাঁধা আছি; স্মৃতরাং আমি নিজের ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ ত তোমার বিপক্ষের হইয়াই করিব ॥৮৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মামা! যখন যুদ্ধের জন্ত উত্তোগ চলিতেছে, তখন আপনি আমাকে যে বর দিয়াছিলেন, সেই বর আজও আমার পক্ষে আবশ্যক। যে সময় স্মৃতপুত্র কর্ণের সহিত আমাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, সেই সময় আপনি তাহার উৎসাহপূর্ণ প্রত্যাশ নষ্ট করিয়া দিবেন ॥৮৬

(মামা! আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, তখনকার সেই কর্ণার্জুনের যুদ্ধে দুর্যোধন নিশ্চয়ই আপনার স্ত্রায় পরাক্রমশালী বীরকে অবশ্যই স্মৃতপুত্র কর্ণের সারথিকর্ম্ম করিবার করিবার জন্ত নিযুক্ত করিবেন।)

শল্য বলিলেন,—কুন্তীপুত্র! তোমার এই অভীষ্ট মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হইবে। বাও, নিশ্চিন্ত হইয়া যুদ্ধ কর। আমি তোমার বাক্য পালন করিবার জন্ত শ্রুতিজ্ঞা করিলাম ॥৮৭

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন! এইরূপে নিজের মামা মদ্ররাজ শল্যের অল্পমতি লইয়া ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেই বিশাল সৈন্তবাহিনী হইতে বহির্গত হইলেন ॥৮৮

এই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই যুদ্ধস্থলে রাধানন্দন কর্ণের নিকট গমন করিলেন। দেখানে যাইয়া গদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব-

তত এনমুবাচেনং পাণ্ডবার্ধে গদাগ্রজঃ ॥৮৯

ঋতং মে কর্ণ ভীষ্মস্য ঘেবাং কিল ন যোৎস্যাতে ।

অস্মান্ বরয় রাধেয় যাবদ্ ভীষ্মো ন হন্ততে ॥৯০

হতে তু ভীষ্মে রাধেয় পুনরেত্বাসি সংযুগম্ ।

ধার্তরাষ্ট্রস্য সাহায্যং যদি পশ্যসি চেৎ সমম্ ॥৯১

কর্ণ উবাচ ।

ন বিপ্রিয়ং করিষ্যামি ধার্তরাষ্ট্রস্য কেশব ।

তাক্তপ্রাণং হি মাং বিদ্ধি দুর্যোধনহিতৈষণম্ ॥৯২

সঞ্জয় উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং কৃষ্ণঃ সংশ্রবর্তত ভারত ।

যুধিষ্ঠিরপুরোগৈশ্চ পাণ্ডবৈঃ সহ সঙ্গতঃ ॥৯৩

অথ সৈন্তস্য মধ্যে তু প্রাক্রোশং পাণ্ডবাগ্রজঃ ।

যোহস্মান্ বৃণোতি তমহং বয়সে সাহকারণাৎ ॥৯৪

অথ তান্ সমভিশ্রেষ্ঠ্য যুযুৎসুরিদমব্রবীৎ ।

শ্রীতাত্মা ধর্মরাজানং কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৯৫

গণের হিতের জন্ত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥৮৯

কর্ণ! আমি অনিয়াছি যে, তুমি ভীষ্মের সহিত ঘেববশতঃ যুদ্ধ করিবে না। রাধানন্দন! এক্ষণ পরিস্থিতিতে যতকাল না ভীষ্ম নিহত হন, ততকাল তুমি আমাদের পক্ষ গ্রহণ কর ॥৯০

রাধাস্মৃত! যখন ভীষ্ম নিহত হইবেন, সেই সময় তুমি যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত থাক, তবে পুনরায় দুর্যোধনের সহায়তার জন্ত চলিয়া আসিবে ॥৯১

কর্ণ বলিলেন,—কেশব! আপনার জানা উচিত যে, আমি দুর্যোধনের একজন হিতৈষী। প্রয়োজন হইলে তাহার জন্ত আমি স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া দিব, তথাপি তাঁহার অপ্রিয় আমি কখনই করিতে পারিব না ॥৯২

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত! কর্ণের এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কিরিয়া আসিলেন এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলেন ॥৯৩

তদনন্তর জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির সৈন্তগণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তারশ্বরে বলিলেন—যদি কোন বীর সহায়তার জন্ত আমাদের পক্ষ গ্রহণ করেন, তবে আমিও তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইব ॥৯৪

সেই সময় আপনার পুত্র যুযুৎসু পাণ্ডবগণের অভিযুখে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীভক্তিতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন ॥৯৫

অহং যোৎস্যামি ভবতঃ সংযুগে ধৃতরাষ্ট্রজান্ ।

যুয়দৰ্থং মহারাজ যদি মাং বৃণুবেহনঘ ॥ ১৬

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

এহেহি সৰ্বে যোৎস্যামস্তব ভ্রাতৃনপণ্ডিতান্ ।

যুযুৎসো বাসুদেবশ্চ বয়ঞ্চ ক্রম সৰ্বশঃ ॥ ১৭

বৃণোমি হ্যং মহাবাহো যুধ্যস্ব মম কারণাং ।

হয়ি পিণ্ডশ্চ তন্তুশ্চ ধৃতরাষ্ট্রস্য দৃশ্যাতে ॥ ১৮

ভজস্বাম্যন রাজপুত্র ভজমানান্ মহাত্ম্যতে ।

ন ভবিষ্যতি ছবুন্ধিৰ্ধার্তরাষ্ট্রোহিত্যমধণঃ ॥ ১৯

সঞ্জয় উবাচ ।

ততো যুযুৎসুঃ কোরব্যান্ পরিত্যজ্য সূতাংস্তব ।

(স সত্যমিতি মহানো যুধিষ্ঠিরবচস্তদা)

জগাম পাণ্ডুপুত্রাণাং সেনাং বিশ্রাব্য ছন্দুভিম্ ॥ ১০০

(অবসদ ধার্তরাষ্ট্রস্য কুৎসয়ন কৰ্ম হুঙ্কৃতম্ ।

সেনামধ্যে হি তৈঃ সাকং যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥)

নিপ্পাপ মহারাজ ! যদি আপনি আমাকে গ্রহণ করেন, তবে আমি এই যুদ্ধে আপনাদের হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সহিত সংগ্রাম করিব ॥ ১৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যুযুৎসু ! তুমি এস, এস । আমরা সকলে মিলিত হইয়া তোমার এই মূৰ্ত্ত ভ্রাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিব । এই কথা আমরা ও বাসুদেব সকলেই বলিতেছি ॥ ১৭

মহাবাহো ! আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম । তুমি আমার জন্ত যুদ্ধ কর । রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বংশপরম্পরা ও পিণ্ডোদক ক্রিয়া (শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি) তোমাকে অবলম্বন করিয়াই থাকিবে দেখিতেছি ॥ ১৮

মহাতেজস্বী রাজকুমার ! আমরা তোমাকে নিষ্কর করিয়া লইলাম । তুমিও আমাদের সাক্ষ্য কর । অত্যন্ত ক্রোধী দুর্মতি দুৰ্য্যোধন এখন আর এ সংসারে জীবিত থাকিবে না ॥ ১৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন ! তদনন্তর যুযুৎসু যুধিষ্ঠিরের কথা সত্য মনে করিয়া আপনার সকল পুত্রকে ত্যাগ করত ভজমানি করিতে করিতে পাণ্ডবগণের সৈন্যমধ্যে চলিয়া যাইলেন ॥ ১০০

(তিনি তখন দুৰ্য্যোধনের পাপকণ্ঠের নিশ্চয় করিতে করিতে যুদ্ধের নিশ্চয় করত পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহাদেরই সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।)

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা সপ্তশ্লষ্টিঃ সহানুজঃ ।

জগ্রাহ কবচং ভূয়ো দীপ্তিমং কনকোজ্জলম্ ॥ ১০১

প্রত্যপত্তস্ত তে সৰ্বে স্বরথান্ পুরুষৰ্ঘভাঃ ।

ততো বাহুং যথাপূৰ্বং প্রত্যব্যাহস্ত তে পুনঃ ॥ ১০২

অবাদয়ন্ ছন্দুভীংশ্চ শতশ্চৈব পুঙ্করান্ ।

সিংহনাদাংশ্চ বিবিধান্ বিনেদ্বঃ পুরুষৰ্ঘভাঃ ॥ ১০৩

রথস্থান্ পুরুষব্যাজান্ পাণ্ডবান্ প্রেক্ষ্য পার্থিবাঃ ।

ধৃষ্টদ্যুন্নাদয়ঃ সৰ্বে পুনর্জহ্মবিরে তদা ॥ ১০৪

গৌরবং পাণ্ডুপুত্রাণাং মাত্তান্ মানয়তাঞ্চ তান্ ।

দৃষ্ট্বা মহীক্ষিতস্তত্র পূজয়াঞ্চক্রিরে ভূশম্ ॥ ১০৫

সৌহৃদঞ্চ কৃপাং চৈব প্রাপ্তকালং মহাত্মনাম্ ।

দয়াঞ্চ জ্ঞাতিষু পরাং কথয়াঞ্চক্রিরে নৃপাঃ ॥ ১০৬

সাধু সাধিব্রিতি সৰ্বত্র নিশ্চেক্রঃ স্ততিসংহিতাঃ ।

বাচঃ পুণ্যাঃ কৌতিমতাং মনোহৃদয়হর্ষণাঃ ॥ ১০৭

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া স্বর্ণ নির্মিত চাকচিক্যময় কবচধারণ করিলেন ॥ ১০১

তারপর এইসব শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ নিজ নিজ রথে আরোহণ করিলেন । অনন্তর তাঁহারা পুনরায় শত্রুদিগকে রুদ্ধ করিবার জন্ত পূর্বের স্থায় নিজ সৈন্যবাহিনীর বাহু রচনা করিলেন ॥ ১০২

সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ শত শত ছন্দুভি ও নাগাড়া বাজাইতে লাগিলেন এবং নানাবিধ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১০৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে পুনরায় রথে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুন্নাদ প্রভৃতি ভূপতিবৃন্দ জট হইলেন ॥ ১০৪

মাননীয় পুরুষগণের সমানকারী পাণ্ডবদিগের সেই গৌরব দেখিয়া সমস্ত মহীপতিগণই তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১০৫

তখন নৃপগণ মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সৌহার্দ্য, কৃপা, সমযোচিত কর্তব্যপালন এবং জ্ঞাতিবৃন্দের প্রতি অতিশয় দয়া—এই সব আলোচনা করিতে থাকিলেন ॥ ১০৬

যশস্বী পাণ্ডবগণের জন্ত সর্করিক হইতে তাঁহাদের স্ততিমূলক ও প্রশংসাপূর্ণ “সাধু সাধু” এই কথা বহির্গত হইতে লাগিল । তাঁহারা এক্রপ পবিজ বহু বাক্য শুনিতে থাকিলেন যে, যাহা মন ও হৃদয়ের হর্ষবর্ধন করিয়া থাকে ॥ ১০৭

শ্লেচ্ছাশচাৰ্য্যাশ্চ যে তত্র দদন্তঃ শুক্রবৃন্তথা ।

বৃন্তং তং পাণ্ডুপুত্রাণাং রুরুত্বস্তে সগদগদাঃ ॥ ১০৮

ততো জঙ্গুর্মহাভেরীঃ শতশশ্চ সহস্রশঃ ।

শঙ্খাশ্চ গোস্কীরনিভান্ দধুহৃষ্টা মনস্বিনঃ ॥ ১০৯

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়ালিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মাদিসম্মাননে

ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

সেখানে যে যে শ্লেচ্ছ ও আর্য্যগণ পাণ্ডবদিগের সেই ব্যাপার দেখিলেন ও শুনিলেন, তাহারা সকলেই গদগদ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৮

তদনন্তর হৃষ্ট মনস্বী পুরুষগণ শত শত ও সহস্র সহস্র অতি বৃহৎ বৃহৎ ভেরী ও গোহৃৎতুল্য খেতবর্ণ বহু শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন ॥ ১০৯

ক্রীমহাভিবেদব্যাঙ্গপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তগত ভীষ্মবধপর্বের ভীষ্মাদির সমাদর-বিষয়ক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অহুবাদ সমাপ্ত ।

চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

[কৌরব-পাণ্ডবানাং প্রথমদিনস্ত যুদ্ধারম্ভবর্ণনম্ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

এবং বৃঢ়েষুনীকেষু মামকেষিতরেষু চ ।

কে পূৰ্ব্বং প্রাহরন্তত্র কুরবঃ পাণ্ডবা হু কিম্ ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ ।

ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজন্ পুত্রো হৃষ্যোধনস্তব ।

ভীষ্ম প্রমুখতঃ কৃৎষা প্রযযৌ সহ সেনয়া ॥ ২

তথৈব পাণ্ডবাঃ সৰ্বে ভীমসেনপুরোগমাঃ ।

ভীষ্মেণ যুদ্ধমিচ্ছন্তঃ প্রযযুর্হৃষ্টমানসাঃ ॥ ৩

ক্ষেপাঃ কিলকিলাশকাঃ ক্রকচা গোবিষাণিকাঃ ।

ভেরীমৃদঙ্গমুরজা হযকুঞ্জরনিঃস্বনাঃ ॥ ৪

উভয়োঃ সেনয়োর্হ্যাসংস্ততশ্চেহস্মান্ সমাজবন্ ।

বয়ং তান্ প্রতিনদন্তস্তদাসীৎ তুমুলং মহৎ ॥ ৫

মহাস্ত্যানীকানি মহাসমুচ্চয়ে

সমাগমে পাণ্ডব-ধার্তরাষ্ট্রয়োঃ ।

চকম্পিরে শঙ্খ-মৃদঙ্গনিঃস্বনৈঃ

প্রকম্পিতানীব বনানি বায়ুনা ॥ ৬

নরেন্দ্র-নাগাশ্ব-রথাকুলানা-

মভ্যাগতানামশিবে মুহূর্তে ।

বভূব ঘোষস্তুমুলশ্চমুনাং

বাতোন্তুতানামিব সাগরাণাম্ ॥ ৭

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

[কৌরব-পাণ্ডবগণের প্রথম দিনের যুদ্ধ আরম্ভ বর্ণন ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! এইরূপে আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডবেরা নিজ নিজ সৈন্তদিককে যখন বাহ্যাকাশে স্থাপিত করিল, তখন সেখানে প্রথমে কাহারো প্রহার করিল, কৌরবেরা কিংবা পাণ্ডবেরা? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভ্রাতৃগণের সহিত আপনার পুত্র হৃষ্যোধন ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২

এই প্রকার সমস্ত পাণ্ডবগণও ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় প্রসন্নমনে অগ্রগমন করিলেন ॥ ৩

ভারতের সেই উভয়পক্ষের সৈন্ত মধ্যে সিংহনাদ, কিলকিলাশক

ক্রকচ, নরসিংহ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও ঢোল প্রভৃতি বাজকনি এবং অশ্ব ও হস্তিগণের গর্জনধ্বনি উত্থিত হইল। পাণ্ডব সৈন্তরা আমাদের আক্রমণ করিল এবং আমরাও বিকট গর্জন করিতে করিতে তাহাদের উপর ধাবিত হইলাম। এইভাবে তখন অতিশয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ৫

ভীষণ মার-দাঙ্গাযুক্ত সেই মহাযুদ্ধে সম্মিলিত আপনার পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্তবাহিনী প্রচণ্ড বায়ুতে কম্পিত, বনের জায় শঙ্খ ও মৃদঙ্গের শব্দে কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ৬

নরপতি, হস্তী ও অশ্বগণে এবং রথসমূহে পূর্ণ উত্তমপক্ষের সৈন্তবৃন্দ সেই অমলময় মুহূর্তে যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইল, তখন বায়ুতে উদ্বেলিত সমুদ্রের জায় তাহাদের ভয়ঙ্কর কোলাহল চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ৭

তস্মিন্ সমুখিতে শব্দে তুমুলে লোমহৰ্ষণে ।
 ভীমসেনো মহাবাহুঃ প্রাণদদ্ গোবৃষো যথা ॥ ৮
 শঙ্খ-দ্বন্দ্বভিনির্ঘোষণং বারণানাঞ্চ বৃংহিতম্ ।
 সিংহনাদঞ্চ সৈন্তানাং ভীমসেনরবোহভ্যভূৎ ॥ ৯
 হয়ানাং হ্রেষমাণানামনীকেষু সহস্রশঃ ।
 সর্ধানভ্যভবচ্ছান্ ভীমস্য নদতঃ স্বনঃ ॥ ১০
 তং জ্ঞাত্বা নিনদং তস্ত সৈন্তাস্তব বিতত্রশুঃ ।
 জীমূতশ্চৈব নদতঃ শক্রাশনিসমশ্বনম্ ॥ ১১
 বাহনানি চ সর্বাণি শকৃশ্চ ত্রাং প্রসুস্কবুঃ ।
 শব্দেন তস্ত বীরস্য সিংহশ্চৈব তরে মৃগাঃ ॥ ১২
 দর্শয়ন্ ঘোরমাঝানং মহাভ্রমিব নাদয়ন্ ।
 বিভীষয়ন্তব স্তুতান্ ভীমসেনঃ সমভ্যায়াৎ ॥ ১৩
 তমায়াস্তং মহেষাসং সোদধ্যাঃ পর্যাবারয়ন্ ।
 ছাদয়ন্তুঃ শরব্রাতৈর্মেষা ঈব দিবাকরম্ ॥ ১৪
 দুৰ্যোধনশ্চ পুত্রশ্চৈব দুৰ্মুখো দুঃশলঃ শলঃ ।

সেই রোমাঞ্চকারী ভয়ঙ্কর শব্দ উখিত হইলেই মহাবাহু
 ভীমসেন বুধভের ত্রায় গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৮

ভীমসেনের সেই গর্জন শঙ্খ ও দ্বন্দ্বভির গভীর ধ্বনি,
 গজরাজগণের বৃংহিত রব এবং অস্ত্রাত্ম সৈন্তাদিগের সিংহনাদকে
 দাবাইয়া দিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ৯

সেই সৈন্যগণমণ্ডো হাজার হাজার অশ্বের হ্রেষাধ্বনি
 হইতেছিল, কিন্তু ভীমসেনের সিংহনাদ সেই শব্দকেও দাবাইয়া
 দিয়া শুনা যাইতে লাগিল ॥ ১০

তিনি মেঘের সদৃশ গভীরস্বরে তর্জন-গর্জন করিতেছিলেন ।
 তাঁহার এই গর্জনে ইন্দ্রের বজ্রধ্বনিতুল্য ভয়ানক ছিল । তাঁহার
 এই সিংহনাদ শুনিয়া আপনার সমস্ত সৈন্যগণ ভীত হইয়া
 পড়িল ॥ ১১

যেদ্রুপ সিংহের শব্দ শুনিয়া অন্য বনজাত পশুরা ভীত হইয়া
 পড়ে, সেইরূপ বীর ভীমসেনের গর্জনে ভীত হইয়া কোঁরব
 সৈন্যের সমস্ত বাহনোন্নয়ন-মুক্ত্যাগ করিয়া ফেলিল ॥ ১২

মহামেঘের ন্যায় নিজের ভয়ঙ্কর রূপ দেখাইতে দেখাইতে,
 গর্জন করিতে করিতে এবং আপনার পুত্রগণকে ভয় প্রদর্শন
 করিতে করিতে ভীমসেন কোঁরবসৈন্যের উপর আক্রমণ
 করিলেন ॥ ১৩

মহাধর্মুর্জর ভীমসেনকে আসিতে দেখিয়া দুৰ্যোধনের

দুঃশাসনশ্চাতিরথস্তথা দুর্মর্ষণো নৃপ ॥ ১৫
 বিবিশতিশ্চিহ্নসেনো বিকর্ণশ্চ মহারথঃ ।
 পুক্রমিত্রো জয়ো ভোজঃ সৌমদন্তিষ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥ ১৬
 মহাচাপানি ধুষন্তো মেঘা ইব সবিহ্বাতঃ ।
 আদদানাস্চ নারাতান্ নিমুক্তানীবিষোপমান্ ॥ ১৭
 (অগ্রতঃ পাণ্ডুসেনায়া হৃতিষ্ঠন্ পৃথিবীকিতঃ)
 অথ তে দ্রৌপদীপুত্রাঃ সৌভদ্রশ্চ মহারথঃ ।
 নকুলঃ সহদেবশ্চ ধৃষ্টদ্যাম্শ্চ পার্শ্বতঃ ॥ ১৮
 ধার্তরাষ্ট্রান্ প্রতীয়স্বর্দয়ন্তুঃ শিঠৈঃ শরৈঃ ।
 বজ্রৈরিব মহাবেগৈঃ শিখরাণি ধরাভূতাম্ ॥ ১৯
 তস্মিন্ প্রথমসংগ্রামে ভীমজ্যাতলনিঃস্বনে ।
 তাবকানাং পরেষাঞ্চ নাসীৎ কশ্চিৎ পরাঙ্গুথঃ ॥ ২০
 লাঘবং দ্রোণশিষ্টাণামপশ্যৎ ভরতর্ষভ ।
 নিমিত্তবেধিনাং চৈব শরাভুৎস্বজতাং ভূশম্ ॥ ২১

ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত অন্যান্য বীরগণ মেঘ কর্তৃক সূর্য্যকে আচ্ছাদন
 করার ন্যায় নিজ নিজ বাণশ্রেণীতে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিতে
 করিতে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ১৪

হে নৃপ! আপনার পুত্র দুৰ্যোধন, দুর্মুখ, দুঃশল, অতিরথ
 দুঃশাসন, দুর্মর্ষণ, বিবিশতি, চিহ্নসেন, মহারথ বিকর্ণ, পুক্রমিত্র,
 জয়, ভোজ ও পরাক্রমশালী ভূরিভ্রা—ইহারা সকলে নিজ নিজ
 বিশাল ধনুকে কাঁপাইতে কাঁপাইতে ও ধাবিত বিষধর
 সর্পের ন্যায় প্রতীয়মান বাণকে হাতে গ্রহণ করিয়া বিহ্বাৎ-
 প্রস্কুরিত মেঘের সদৃশ প্রতীত হইতে লাগিলেন । এই সমস্ত
 ভূপালগণই পাণ্ডবসৈন্যের সম্মুখে (ভীমসেনকে ঘিরিয়া)
 দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ১৫-১৭

তারপর দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মহারথ অভিমুখ্য, নকুল, সহদেব
 ও দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যাম্—এই সব যোদ্ধারা বজ্রতুল্য মহাবেগশালী
 তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা পর্ব্বতসকলের শিখরশ্রেণীর ত্রায় ধৃতরাষ্ট্রপুত্র-
 গণকে পীড়া দান করিতে করিতে তাঁহাদের উপর আক্রমণ
 করিলেন ॥ ১৮-১৯

সেই প্রথম সংগ্রামে যখন ভয়ানক ধনুষ্কার ও তালপ্রদান শব্দ
 হইতে লাগিল, তখন আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্তদলের কোন
 যোদ্ধাই যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইলেন না ॥ ২০

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় আমি দ্রোণাচার্য্যের সেই শিষ্যগণের

নোপশাম্যতি নির্ধোষো ধনুৰাং কৃষ্ণতাং তথা ।
 বিনিশ্চেষুঃ শরা দীপ্তা জ্যোতীঃসীব নভস্তলাং ॥ ২২
 সৰ্বে স্বপ্তে মহীপালাঃ প্রেক্ষকা ইব ভারত ।
 দদৃশুর্দর্শনীয়ং তং ভীমং জ্ঞাতিসমাগমম্ ॥ ২৩
 ততস্তে জ্ঞাতসংরম্ভাঃ পরস্পরকৃতাগমঃ ।
 অশ্রোত্ত্বস্পর্শয়া রাজন্ ব্যাঘ্রহস্ত মহারথাঃ ॥ ২৪
 কুরু-পাণ্ডবসেনে তে হস্তাশ্ব-রথসঙ্কলে ।
 শুভভাতে রণেহতীব পটে চিত্রাপিতে ইব ॥ ২৫
 ততস্তে পার্থিবাঃ সৰ্বে প্রগৃহীতশরাসনাঃ ।
 সহসৈন্তাঃ সমাপেতুঃ পুত্রস্ত তব শাসনাং ॥ ২৬
 যুধিষ্ঠিরেণ চাদিষ্টাঃ পার্থিবাস্তে সহস্রশঃ ।

অজ্ঞচালনায় দক্ষতা দেখিলাম । তাঁহারা অতিশয় তীব্র গতিতে
 বাণ নিক্ষেপ করিতে ও লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

মেখানে তখন টঙ্কারধ্বনিপূর্ণ ধনুসমূহের শব্দ কখনও শাস্ত
 হইল না । আকাশে নক্ষত্রাবলির স্থায় সেই সব ধনু হইতে
 প্রদীপ্ত বাণসমূহ অবিরত বাহির হইতে লাগিল ॥ ২২

হে ভারত ! অস্ত্র সব ভূপতিগণ সেই জ্ঞাতিবর্গের ভয়ঙ্কর
 দর্শনীয় সংগ্রামকে দর্শকের স্থায় দেখিতে লাগিলেন ॥ ২৩

রাজন্ ! বালাবস্থায় তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বহু
 অপরাধ করিয়াছিলেন । তখন সেই সব বিষয় স্মরণ হইতে
 থাকিলে এই মহরথীরা ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহারা পরস্পর
 পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা দেখাইতে দেখাইতে যুদ্ধে জয়লাভ করিবার
 জন্ত বিশেষ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

বহু হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ কৌরব-পাণ্ডবগণের এই সৈন্য-
 বাহিনী পটে অঙ্কিত চিত্রময় সৈন্যসমূহের স্থায় শোভা পাইতে
 লাগিলেন ॥ ২৫

তদনন্তর আপনার পুত্র হৃষ্যোধনের আদেশে অন্য সব

শ্রীমদ্রহস্যি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বোক্তগত ভীষ্মবধপর্বে যুদ্ধারম্ভবিষয়ক চতুশ্চরিত্রাংশ
 অধ্যায়ের অলুবাদ সমাপ্ত ।

বিনদন্তঃ সমাপেতুঃ পুত্রস্য তব বাহিনীম্ ॥ ২৭
 উভয়োঃ সেনয়োস্তীত্রঃ সৈন্তানাং স সমাগমঃ ।
 অস্ত্রধীয়ত চাদিত্যঃ সৈন্তেন রজসাবৃতঃ ॥ ২৮
 প্রযুদ্ধানাং প্রভগ্নানাং পুনরাবর্তিনামপি ।
 নাত্র শ্বেবাং পরেবাং বা বিশেষঃ সমদৃশ্যত ॥ ২৯
 তস্মিন্তু তুমুলে যুদ্ধে বর্তমানে মহাভয়ে ।
 অতিসর্বাণ্যনীকানি পিতা তেহভিব্যরোচত ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি যুদ্ধারম্ভে
 চতুশ্চরিত্রাংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

রাজারাজ হস্তে ধনুবাণ গ্রহণ করত সৈন্যবাহিনীর সাহিত মেখানে
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৬

এইরূপে যুধিষ্ঠিরেরও অহমতি পাইয়া সহস্র সহস্র নরপতি
 গজন করিতে করিতে আপনার পুত্রের সৈন্যবাহিনীর উপর
 আক্রমণ করিলেন ॥ ২৭

এই উভয় পক্ষের সৈন্যগণের সেই সংগ্রাম অত্যন্ত তীব্র হইয়া
 উঠিল । তখন সৈন্যোখিত ধূলিজালে আচ্ছাদিত হইয়া সূর্য্যদেব
 অদৃশ্য হইয়া যাইলেন ॥ ২৮

সেই সময় কিছু যোদ্ধা যুদ্ধ করিতে ছিল, কিছু আবার পলায়ন
 করিতেছিল এবং কিছু যোদ্ধা পলাইয়া গিয়া পুনরায় ফিরিয়া
 আসিতে লাগিল । এই বিষয়ে আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যের
 মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যাইল না ॥ ২৯

যে সময় সেই অত্যন্ত ভয়ানক তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল,
 সেই সময় আপনার জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম সমস্ত সৈন্যের উপর
 আধিপত্য বিস্তার করিয়া স্বীয় তেজে প্রকাশ পাইতে
 লাগিলেন ॥ ৩০

পঞ্চচত্বারিংশোধ্যায়ঃ

[উভয়পক্ষীয়-সৈন্যানাং দ্বন্দ্বযুদ্ধম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

পূর্বাঙ্কে তস্ত রৌদ্রস্ত যুদ্ধমহো বিশাম্পতে ।
প্রাবর্তত মহাঘোরং রাজ্ঞাং দেহাবকর্তনম্ ॥ ১
কুরুণাং সৃঞ্জয়ানাঞ্চ জিগীষুণাং পরম্পরম্ ।
সিংহানামিব সংহ্রাদো দিবমুর্বীঞ্চ নাদয়ন্ ॥ ২
আসীৎ কিলকিলাশস্তলশঙ্খরবৈঃ সহ ।
জজিগ্রে সিংহনাদাশ্চ শূরাণাং প্রতিগজ্জংগম্ ॥ ৩
তলত্রাভিহতাশ্চৈব জ্যাশকা ভরতর্ষভ ।
পত্নীনাং পাদশঙ্কশ্চ বাক্সিনাঞ্চ মহাশ্বনঃ ॥ ৪
তোত্রাক্ষুণিনিপাতশ্চ আয়ুধানাঞ্চ নিঃশ্বনঃ ।
ঘণ্টাশঙ্কশ্চ নাগানামশ্রোত্রমভিধাবতাম্ ॥ ৫
তস্মিন্ সমুদিতে শব্দে তুমুলে লোমহর্ষণে ।
বভূব রথনির্গোধেঃ পজ্জন্তুনিদোপমঃ ॥ ৬

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[উভয় পক্ষ সৈন্যের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাত্য ! সেই ভয়ঙ্কর দিনের প্রথমভাগে মহাভয়ানক যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তাহাতে রাজাদিগের শরীর উচ্ছেদ হইতেছিল ॥ ১

কৌরব ও সৃঞ্জয়বংশীয় বীরগণ পরস্পর পরস্পরকে জয়লাভ করিবার জন্য সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের এই সিংহনাদ পৃথিবী ও আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল ॥ ২

সেই সময় তল ও শঙ্খের ধ্বনির সহিত সৈন্যগণের কিলকিলাশ উখিত হইতেছিল । পরস্পরের প্রতি গর্জনকারী শূরগণের সিংহনাদও হইতে লাগিল ॥ ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তলত্রাণের আঘাতে উখিত গুণের শব্দ, পদাতি সৈন্যগণের পাদক্ষেপণ শব্দ, উচ্চৈঃস্বরে কৃত অশ্বশব্দের হ্রেবাহ্বনি, হস্তীদিগের তোত্র (কশা) ও অক্ষুণের শব্দ, অস্ত্রসমূহের ঝনঝন শব্দ এবং পরস্পরের প্রতি ধাবিত গজরাজগণের ঘণ্টানাদ—এই সব শব্দ মিলিত হইয়া এমন এক ভয়ঙ্কর রব উঠিল, যাহা শরীরে রোমাঞ্চ জন্মাইয়া দেয় । সেই অবস্থায় রথসমূহের ধ্বনি যেখের বিকট গর্জনের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ৪-৬

তে মনঃ ক্রুরমাধায় সমভিত্যাক্তজীবিতাঃ ।

পাণ্ডবানভাবর্তন্ত সর্ব এবোদ্ধিতধ্বজাঃ ॥ ৭

অথ শাস্ত্রনবো রাজন্নভাবাদ্ ধনঞ্জয়ম্ ।

প্রগৃহ্য কামূকং ঘোরং কালদণ্ডোপমং রণে ॥ ৮

অর্জুনোহপি ধনুর্গৃহ্য গাণ্ডীবং লোকবিজ্ঞাতম্ ।

অভ্যধাবত তেজস্বী গাঙ্গেয়ং রণমূর্ধনি ॥ ৯

তাবুভৌ কুরুশাদুলৌ পরম্পরবর্ধিষণৌ ।

গাঙ্গেয়স্ত রণে পার্থং বিদ্ধা নাকম্পয়দ্ বলী ॥ ১০

তথৈব পাণ্ডবো রাজন্ ভীষ্মং নাকম্পয়দ্ যুধি ।

সাত্যকিস্ত মঃেষাসঃ কৃতবর্মাণমভায়াৎ ॥ ১১

তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলঃ লোমহর্ষণম্ ।

সাত্যকিঃ কৃতবর্মাণং কৃতবর্মা চ সাত্যকিম্ ॥ ১২

সেই সমস্ত কৌরব সৈন্যরা নিজের মনকে কঠোর করিয়া প্রাণের পণ করত উচ্চ ধ্বজ বাধিয়া পাণ্ডবগণের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ৭

রাজন্ ! তদনন্তর শক্রনন্দন ভীষ্ম সেই যুদ্ধভূমিতে কালদণ্ডের ন্যায় ভীষণ দণ্ড গ্রহণ করত অর্জুনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন ॥ ৮

এদিকে মহাতেজস্বী অর্জুনও স্বীয় লোকবিখ্যাত গাণ্ডীব দণ্ড গ্রহণ করত যুদ্ধের সম্মুখভাগে গঙ্গানন্দন ভীষ্মের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইলেন ॥ ৯

তখন এই কুরুকুলশ্রেষ্ঠ উভয়েই পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন । বলবান্ ভীষ্ম যুদ্ধে অর্জুনকে অস্ত্রবিদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেন নাই ॥ ১০

রাজন্ ! সেইরূপ পাণ্ডুনন্দন অর্জুনও ভীষ্মকে যুদ্ধে কম্পিত করিতে সমর্থ হন নাই । অপর দিকে মহাধনুর্ধর সাত্যকি কৃতবর্মার অভিমুখে ধাবিত হইলেন ॥ ১১

তখন ইহাদের উভয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইল । সেই সময় কখনও সাত্যকি কৃতবর্মাকে এবং কখনও কৃতবর্মা সাত্যকিকে ভয়ানক বাণসমূহে আঘাত করিতে করিতে পরস্পরকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥

আনচ্ছতুঃ শরৈর্ঘোরৈস্তক্ষমাণৌ পরস্পরম্ ।
 তৌ শরাচিভসর্বাঙ্গৌ শুভুভাতে মহাবলৌ ॥ ১৩
 বসন্তে পুষ্প-শবলৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ।
 অভিমহ্যর্মহেধাসং বৃহদ্বলমযোধয়ং ॥ ১৪
 ততঃ কোশলরাজাসাবভিমন্ত্রোর্বিশাস্পতে ।
 ধ্বজং চিচ্ছেদ সমরে সারথিঞ্চ ত্রুপাতয়ং ॥ ১৫
 সৌভজস্ত ততঃ ক্রুদ্ধঃ পাতিতে রথসারথৌ ।
 বৃহদ্বলং মহারাজ বিব্যাধ নবভিঃ শরৈঃ ॥ ১৬
 অথাপরাভ্যাং ভল্লাভ্যাং শিতাভ্যামরিমদনঃ ।
 ধ্বজমেকেন চিচ্ছেদ পার্শ্বমেকেন সারথিম্ ॥ ১৭
 অস্ত্রোচ্চঞ্চ শরৈঃ ক্রুদ্ধৌ ততক্ষাতে পরস্পরম্ ।
 মানিনং সমরে দৃষ্টং কৃতবৈরং মহারথম্ ॥ ১৮
 ভীমসেনস্তব সূতং তুর্য্যোধনমযোধয়ং ।
 তাবুভৌ নরশাদূলৌ কুরুযুথৌ মহাবলৌ ॥ ১৯
 অস্ত্রোচ্চং শরবধাভ্যাং ববুবাতে রণাজিরে ।

এই দুই মহাবলশালী বীর তখন সর্বাঙ্গে বাণসমূহে ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় বসন্ত ঋতুতে বিকসিত পুষ্পে পরিপূর্ণ দুইটি পলাশবৃক্ষের স্তায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥

অভিমহ্য মহাপুরুষ বৃহদ্বলের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন । প্রজানাথ! কোশলরাজ বৃহদ্বল সেই যুদ্ধে অভিমহ্যর ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সারথিকে নিহত করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ১২-১৫

মহারাজ! স্বীয় রথের সারথি নিহত হইলে হুভদ্রানন্দন অভিমহ্য ক্রুপিত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি বৃহদ্বলকে নয়টি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৬

তারপর শত্রুমর্দন অভিমহ্য অত্র দুই তীক্ষ্ণ বাণে বৃহদ্বলের ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং অন্য এক বাণে তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক ও অপর এক বাণে সারথিকে বধ করিলেন ॥ ১৭

তখন উভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ ধারাল বাণসমূহ দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে থাকিলেন । যুদ্ধে অভিমানপ্রকাশকারী গর্জিত ও পূর্ক হইতে শত্রুতাবদ্ধ আপনাদের মহারথ পুত্র তুর্য্যোধনের সহিত ভীমসেন যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥

এই দুই নরশ্রেষ্ঠ মহাবল বীর কুরুকুলের প্রধান ছিলেন । ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥

তৌ বীক্ষ্য তু মহাত্মানৌ কৃতিনৌ চিত্রযোধিনৌ ॥ ২০
 বিস্ময়ঃ সর্বভূতানাং সমপত্তত ভারত ।
 হুঃশাসনস্ত নকুলং প্রত্যাঘায় মহাবলম্ ॥ ২১
 অবিক্রম্নিশিতৈর্বাণৈর্বহুভির্মমভেদিভিঃ ।
 তস্ত মাদ্রীসুতঃ কেতুং শশরঞ্চ শরাসনম্ ॥ ২২
 চিচ্ছেদ নিশিতৈর্বাণৈঃ প্রহসন্নিব ভারত ।
 অথৈনং পঞ্চবিংশত্যা কুদ্রকণাং সমার্পয়ং ॥ ২৩
 পুত্রস্ত তব তুর্য্যোধো নকুলস্ত মহাহবে ।
 তুরঙ্গাংশ্চিচ্ছিদে বাণৈর্ধ্বজং চৈবাভ্যপাতয়ং ॥ ২৪
 তুর্য্যোধঃ সহদেবঞ্চ প্রত্যাঘায় মহাবলম্ ।
 বিব্যাধ শরবর্ষণে যতমানং মহাহবে ॥ ২৫
 সহদেবস্ততো বীরো তুর্য্যধস্ত মহারণে ।
 শরেণ ভূশতীক্ষ্ণেন পাতয়ানাস সারথিম্ ॥ ২৬
 তাবন্তোচ্চং সমাসাচ্চ সমরে যুদ্ধতর্মদৌ ।
 ত্রাসয়েতাং শরৈর্ঘোরৈঃ কৃতপ্রতিকৃতৈর্বাণৌ ॥ ২৭

ভারত! এই দুই মহাত্মা অস্ত্রবিজ্ঞান পারদর্শী এবং বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে পারিতেন । সেই সময় ইহাদের দেখিয়া সমস্ত প্রাণীরই অতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইল ॥

হুঃশাসন অগ্রগমন করিয়া মর্য্যদান বিদীর্ণকারক নিজ বহু-সংখ্যক তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা মহাবল নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥

ভারত! তখন মাদ্রীনন্দন নকুলও যেন হাস্য করিতে করিতে তীক্ষ্ণ ধারাল বাণসমূহে হুঃশাসনে ধ্বংস ও ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং পঞ্চবিংশতি (২৫) বাণ প্রহার করিয়া আহত করিলেন ॥

তারপর আপনার তুর্য্য পুত্র হুঃশাসন সেই মহাযুদ্ধে নকুলের অঙ্গগণকে ছেদন করিলেন এবং তাঁহার ধ্বজকে ভূপাতিত করিলেন ॥ ১৮-২৪

মহাবল সহদেব সেই মহারণে স্বীয় বিজয়লাভের জন্য অতিশয় প্রযত্ন করিতেছিলেন, তাঁহার দিকে আপনাদের পুত্র তুর্য্যোধন ধাবিত হইয়া স্বীয় বাণবর্ষণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৫

তখন বীর সহদেব সেই মহাযুদ্ধে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধারাল বাণ দ্বারা তুর্য্যের সারথিকে নিহত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ২৬

এই দুইজন যুদ্ধতর্মদ বীর সমরক্ষেত্রে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া পূর্বকৃত শত্রুতায় প্রতীকারকরে ভয়ঙ্কর বাণসমূহ দ্বারা পরস্পরকে ভীত করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

যুধিষ্ঠিরঃ স্বয়ং রাজা মদ্ররাজানমভ্যাগং ।
 তস্ত মদ্রাধিপশ্চাপং দ্বিধা চিচ্ছেদ মারিষ ॥ ২৮
 তদপাশ্চ ধনুশ্চিন্নং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 অশ্বং কামুকমাদায় বেগবদ্ বলবন্তরম্ ॥ ২৯
 ততো মদ্রেশ্বরং রাজা শরৈঃ সন্নতপৰ্বতিঃ ।
 ছাদয়ামাস সংক্ৰুদ্ধস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীং ॥ ৩০
 ধৃষ্টহাস্তস্ততো দ্রোণমভ্যাস্রবত ভারত ।
 তস্ত দ্রোণঃ স্তমংক্ৰুদ্ধঃ পরাস্ককরণং দৃঢ়ম্ ॥ ৩১
 ত্রিধা চিচ্ছেদ সমরে পাঞ্চাল্যাস্য তু কামুকম্ ।
 শরং চৈব মহাঘোরং কালদগুমিবাশ্রম ॥ ৩২
 প্রেষয়ামাস সমরে সৌহস্য কায়ে ত্তমজ্জত ।
 অথাত্মদ্ ধনুৰাদায় সায়কঃশ্চ চতুর্দশ ॥ ৩৩
 দ্রোণঃ ক্রপদপুত্ৰস্ত প্রতিবিবোধ সংযুগে ।
 তাবশ্যোহ্যং স্তমংক্ৰুদ্ধৌ চক্রতুঃ স্তম্ভং রণম্ ॥ ৩৪

স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন ।
 রাজনু! তখন মদ্ররাজ শল্য তাঁহার ধড়টিকে দ্বিগুণিত করিয়া
 দিলেন ॥ ২৮

তারপর কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেই ভিন্ন ধনুকে ফেলিয়া দিয়া অপর
 একটি বেগযুক্ত ও প্রবলতর ধনু গ্রহণ করিলেন এবং নতপৰ্ব্বযুক্ত
 তীক্ষ্ণ ধারাল বাণদ্বারা মদ্ররাজ শল্যকে আঘাত করিয়া ফেলিলেন ।
 অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—
 দাঁড়াও ॥ ২৯-৩০

হে ভারত! অন্যদিকে ধৃষ্টহাস্ত দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ
 করিলেন । তখন দ্রোণাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে অপরকে
 নিহত করিবার সাধনভূত ধৃষ্টহাস্তের স্পৃষ্ট ধনুকে তিন খণ্ড করিয়া
 ছেদন করিলেন ॥

তারপর সেই যুদ্ধে তিনি দ্বিতীয় কালদগের ন্যায় অত্যন্ত
 ভয়ঙ্কর বাণ সন্ধান করিলেন । এই বাণ ধৃষ্টহাস্তের শরীরের মধ্যে
 প্রবিষ্ট হইল ॥

তারপর ক্রপদপুত্র ধৃষ্টহাস্ত দ্বিতীয় ধনু লইয়া চতুর্দশ (১৪)-টি
 সায়ক ক্ষেপণ করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন । তখন
 তাঁহার উভয়ে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের প্রতি ভীষণ
 সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৩১-৩৪

মহারাজ! বেগবানু শল্য সেই যুদ্ধে বেগশালী সৌমদন্তপুত্র

সৌমদন্তিং রণে শল্যো রভসং রভসো যুধি ।
 প্রত্যাঘ্যযৌ মহারাজ তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীং ॥ ৩৫
 তস্য বৈ দক্ষিণং বীরো নির্বিভেদ রণে ভুজম্ ।
 সৌমদন্তিস্তথা শল্যং জক্রদেশে সমাহনং ॥ ৩৬
 তয়োস্তদভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং বিশাশ্পতে ।
 দৃগুয়োঃ সমরে পূৰ্ব্বং বৃত্ত-বাসবয়োরিব ॥ ৩৭
 বাহ্লীকং তু রণে ক্রুদ্ধং ক্রুদ্ধরূপো বিশাশ্পতে ।
 অভ্যজবদমেহাস্মা ধৃষ্টকেতুর্মহারথঃ ॥ ৩৮
 বাহ্লীকস্ত রণে রাজন্ ধৃষ্টকেতুর্মমৰ্ষণঃ ।
 শরৈর্বহুভিরানচ্ছং সিংহনাদমথানদং ॥ ৩৯
 চেদিরাজস্ত সংক্ৰুদ্ধৌ বাহ্লীকং নবভিঃ শরৈঃ ।
 বিবোধ সমরে তূর্ণং মস্তো মস্তমিব দ্বিপম্ ॥ ৪০
 তৌ তত্র সমরে ক্রুদ্ধৌ নর্দন্তৌ চ পুনঃ পুনঃ ।
 সমীয়তঃ স্তমংক্ৰুদ্ধাবজ্ঞারক-বৃষাবিব ॥ ৪১

ভূরিশ্রবাকে আক্রমণ করিলেন এবং বলিলেন—তুমি যুদ্ধে স্থির
 থাক, স্থির থাক ॥ ৩৫

বীর শল্য এই যুদ্ধে ভূরিশ্রবার দক্ষিণগাত্র বিদীর্ণ করিয়া
 ফেলিলেন; তখন ভূরিশ্রবাও শল্যের ক্ষতের সন্ধিস্থানে বাণের
 দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৩৬

রাজনু! সমরারম্ভে এইভাবে উজ্জ ও বৃত্তাস্ত্রের আয় সেই
 দুই অভিমুখী বীরের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে
 লাগিল ॥ ৩৭

প্রজানাত! রণক্ষেত্রে কুপিত বাহ্লীকের উপরে অপরিসীম
 আশ্রবলসম্পন্ন মহারথী ধৃষ্টকেতু ক্রোধের সহিত আক্রমণ
 করিলেন ॥ ৩৮

রাজনু! অমৰ্ষণীল বাহ্লীক সমরারম্ভে বহু বাণ দ্বারা
 ধৃষ্টকেতুকে গীড়িত করিলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

তখন চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মদমত্ত গজরাজ
 কর্তৃক অন্য এক মদমত্ত গজরাজের উপর আক্রমণের ন্যায় অতি
 ক্রুত নম্রটি বাণ প্রহার করিয়া সেই যুদ্ধে বাহ্লীককে ক্ষত-বিদ্ধত
 করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪০

সেই রণস্থলে এই দুই বীর পরস্পর অতিশয় কুপিত হইয়া
 মঙ্গল ও বৃষ্ণহের ন্যায় পুনঃ পুনঃ গর্জন করিতে করিতে যুদ্ধ
 করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

ৱাক্ষসং রৌদ্রকর্মাণং ক্রুরকর্মা ঘটোৎকচঃ ।
 অলম্বুযং প্রভৃত্যদিয়াৎ বলং শত্রু ইবাহবে ॥ ৪২
 ঘটোৎকচস্ততঃ ক্রুদ্ধো ৱাক্ষসং তং মহাবলম্ ।
 নবত্যা সায়কৈস্তীক্লেদারয়ামাস ভারত ॥ ৪৩
 অলম্বুযস্ত সমরে ভৈমসেনিং মহাবলম্ ।
 বহুধা দারয়ামাস শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৪৪
 ব্যাজ্রাজেতাং ততস্তৌ তু সংযুগে শরবিক্ষতো ।
 যথা দেবাসুরে যুদ্ধে বল-শত্রৌ মহাবলৌ ॥ ৪৫
 শিখণ্ডী সমরে রাজন্ দ্রৌণিমভ্যাদ্যযৌ বলী ।
 অশ্বখামা ততঃ ক্রুদ্ধঃ শিখণ্ডিনমুপস্থিতম্ ॥ ৪৬
 নারাজেন স্ত্রীতীক্লেদে ভৃশং বিদ্যা হকম্পয়ৎ ।
 শিখণ্ড্যপি ততো রাজন্ দ্রোণপুত্রমতারয়ৎ ॥ ৪৭
 সায়কেন স্ত্রীপীতেন তীক্লেদে নিশিতেন চ ।
 তৌ জঘ্নতুস্তদাতোহাশ্বং শরৈর্বহুবিধৈর্মুধৈঃ ॥ ৪৮

যেরূপ ইন্দ্র যুদ্ধে বলনামক দৈত্যের উপর আক্রমণ করিয়া-
 ছিলেন, সেইরূপ ক্রুরকর্মা ঘটোৎকচ ভয়ানক কণ্ঠকারী অলম্বু-
 নামক ৱাক্ষসের উপর আক্রমণ করিল ॥ ৪২

হে ভারত ! ক্রোধে পূর্ণ ঘটোৎকচ নবহটি বাণে সেই
 মহাশক্তিশালী অলম্বুযকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল ॥ ৪৩

তখন অলম্বুয ও মহাবলবান্ ভীমসেন-পুত্র ঘটোৎকচকে নত
 পর্বযুক্ত বাণদ্বারা যুদ্ধে বহুভাবে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৪৪

যেরূপ দেবাসুর-সংগ্রামে মহাবল বলাসুর ও ইন্দ্র অস্ত্রাঘাতে
 ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শোভা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ এই যুদ্ধে
 পরস্পরের বাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অলম্বুয ও ঘটোৎকচ শোভা
 প্রাপ্ত হইল ॥ ৪৫

রাজন্ ! যখন বলশালী শিখণ্ডী রণক্ষেত্রে দ্রোণাচার্যের পুত্র
 অশ্বখামার উপর ধাবিত হইলেন, তখন অশ্বখামা কুপিত হইয়া
 একটি তীক্ষ্ণ নারাজের দ্বারা নিকটে আগত শিখণ্ডীকে দারুণভাবে
 আঘাত করত কম্পিত করিয়া দিলেন। মহারাজ ! তখন
 শিখণ্ডীও পীতবর্ণের একটি তীক্ষ্ণ ধারাল সায়ক দ্বারা দ্রোণপুত্র
 অশ্বখামাকে ভাঙিত করিলেন। তারপর তাঁহারা উভয়েই সেই
 সময় যুদ্ধে নানাবিধ বাণ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে
 লাগিলেন ॥ ৪৬-৪৮

রাজন্ ! সেনাপতি বিরাট এই যুদ্ধে বীরবর ভগদত্তকে

ভগদত্তং রণে শূরং বিরাতৌ বাহিনীপতিঃ ।
 অভ্যয়াৎ হরিতৌ রাজস্তুতো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৪৯
 বিরাতৌ ভগদত্তং তু শরবর্ষণে ভারত ।
 অভ্যবর্ষণং স্রুসংক্রুদ্ধো মেঘো বৃষ্টা ইবাচলম্ ॥ ৫০
 ভগদত্তস্তত্তুর্ণং বিরাতং পৃথিবীপতিম্ ।
 ছাদয়ামাস সমরে মেঘঃ সূর্য্যামিবোদিতম্ ॥ ৫১
 বৃহৎক্ষত্রং তু কৈকেয়ঃ কৃপঃ শারদ্বতো যযৌ ।
 তং কৃপঃ শরবর্ষণে ছাদয়ামাস ভারত ॥ ৫২
 গোতমং কৈকেয়ঃ ক্রুদ্ধঃ শরবৃষ্টাভ্যপূরয়ৎ ।
 তাবহোহাশ্বং হয়ান্ হৃষা ধনুর্শিঙ্গা চ ভারত ॥ ৫৩
 বিরথাবসিযুদ্ধায় সমীযতুরমর্ষণৌ ।
 তয়োস্তদভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং স্তদারূণম্ ॥ ৫৪
 ক্রপদস্ত ততো রাজন্ সৈন্ধবং বৈ জয়দ্রথম্ ।
 অভ্যাদ্যযৌ হৃষ্টরূপৌ হৃষ্টরূপং পরস্তপঃ ॥ ৫৫

অতিশয় ক্ষান্ততার সহিত আক্রমণ করিলেন। তখন তাঁহাদের
 উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাড়িয়া যাইল ॥ ৪৯

ভারত ! বিরাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভগদত্তের উপর স্বীয়
 বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে মনে হইতেছিল
 মেঘ পর্বতের উপর বারি বর্ষণ করিতেছে ॥ ৫০

যেরূপ মেঘ ঘনীভূত হইয়া সূর্যকে আবৃত করিয়া ফেলে,
 সেইরূপ তখন ভগদত্ত সমরস্থলে নিজের বাণবর্ষণের দ্বারা
 পৃথিবীপতি বিরাটকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫১

হে ভারত ! কৈকেয়রাজ বৃহৎক্ষত্রের উপর শরদ্বানের পুত্র
 কৃপাচার্য্য আক্রমণ করিলেন এবং স্বীয় বাণবর্ষণে কৃপাচার্য্য
 তাঁহাকে আবৃত করিলেন ॥ ৫২

তখন কৈকেয়রাজ বৃহৎক্ষত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের বাণবৃষ্টির দ্বারা
 কৃপাচার্য্যকে আচ্ছাদিত করিলেন। ভারত ! এই দুই বীর
 তখন পরস্পরের অশ্বগণকে ও ধনুকে ছেদন করিয়া ফেলিলে
 রথহীন হইয়া পড়িলেন। এইরূপ অবস্থায় তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া
 খড়্গের দ্বারা যুদ্ধ করিবার জন্য পরস্পরের সম্মুখে গণ্ডায়মান
 হইলেন। তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও
 দারুণ যুদ্ধ বাড়িয়া যাইল ॥ ৫৩-৫৪

রাজন্ ! অপরদিকে শক্রতাপন ক্রপদ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া
 সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন জয়দ্রথও
 অত্যন্ত হৃষ্ট ছিলেন ॥ ৫৫

ততঃ সৈন্ধবকো রাজা ক্ৰপদং বিশিখৈস্ত্রিভিঃ ।
 ভাড়য়ামাস সমরে স চ তং প্রত্যবিধ্যত ॥ ৫৬
 তয়োত্তদভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং সুদারুণম্ ।
 ঈক্ষণশ্ৰীতিজননং শুক্রাঙ্গারকয়োৰিব ॥ ৫৭
 বিকর্ণস্তু স্ততস্তৃত্যং স্ততসোমং মহাবলম্ ।
 অভ্যাজ্যবনৈরশ্বেস্ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৫৮
 বিকর্ণঃ স্ততসোমং তু বিদুৰ্বা নাকম্পয়চ্ছরৈঃ ।
 স্ততসোমো বিকর্ণঞ্চ তদন্তুতমিবাভবৎ ॥ ৫৯
 সূশৰ্মাণং নরব্যাজ্জশ্চেকিতানো মহারথঃ ।
 অভ্যাজ্যবৎ সূসংক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবার্থে পরাক্ৰমী ॥ ৬০
 সূশৰ্মা তু মহারাজ চেকিতানং মহারথম্ ।
 মহতা শরবর্ষণে বারয়ামাস সংযুগে ॥ ৬১
 চেকিতানোহপি সংরক্তঃ সূশৰ্মাণং মহাহবে ।
 প্রাচ্ছাদয়ং তমিযুভির্মহামেঘ ইবাচলম্ ॥ ৬২

তারপর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এই রণাঙ্গণে তিনটি বাণদ্বারা
 ক্ৰপদকে গভীর ভাবে আঘাত করিলেন। ক্ৰপদও প্রতিশোধ
 লইবার জন্য তাঁহাকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৬

এই উভয়ের অত্যন্ত তীব্র ও ভয়ঙ্কর সেই যুদ্ধ তখন শুক্র ও
 মঙ্গলগ্রহের যুদ্ধের ত্রায় নন্দনের তৃপ্তিদায়ক হইয়াছিল ॥ ৫৭

আপনার পুত্র বিকর্ণ বেগগামী অবগণের সাহায্যে ভীমপুত্র
 মহাবলবান্ স্ততসোমের প্রতি ধাবিত হইলেন। তাহাতে তখন
 তাঁহাদের মধ্যেও যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গাইল ॥ ৫৮

বিকর্ণ নিজ বাণসমূহে স্ততসোমকে বিদ্ধ করিয়াও তাহাকে
 কম্পিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপ স্ততসোমও বিকর্ণকে
 বিচলিত করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের এই পরাক্রম তখন
 অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হইতেছিল ॥ ৫৯

নরশ্রেষ্ঠ! পরাক্রমী মহারথ চেকিতান পাণ্ডবগণের জন্য
 অত্যন্ত কুপিত হইয়া সূশৰ্মার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৬০

মহারাজ! সূশৰ্মা তখন ঘোরতর বাণবর্ষণ করিয়া মহারথ
 চেকিতানকে যুদ্ধে অগ্রগতি হইতে রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ৬১

তখন চেকিতানও অতিশয় কষ্ট হইয়া সেই মহাযুদ্ধে নিজ
 বাণসমূহে সূশৰ্মাকে সেইরূপভাবে আচ্ছাদিত করিয়া কেলিলেন,
 যেরূপ মহামেঘ জলবর্ষণে পর্বতকে সৰ্ব্বতোভাবে আচ্ছাদিত
 করিয়া থাকে ॥ ৬২

শকুনিঃ প্রতিবিদ্ধাং তু পরাক্রান্তং পরাক্রমী ।
 অভ্যাজ্যবত রাজেন্দ্র মন্তঃ সিংহ ইব দ্বিপম্ ॥ ৬৩
 যৌধিষ্ঠিরস্ত সংক্রুদ্ধঃ সৌবলং নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 ব্যদারয়ত সংগ্রামে মঘবানিব দানবম্ ॥ ৬৪
 শকুনিঃ প্রতিবিদ্ধাং তু প্রতিবিধ্যস্তমাহবে ।
 ব্যদারয়ম্‌হাপ্রাজ্ঞঃ শরৈঃ সন্নতপৰ্বতিঃ ॥ ৬৫
 স্তদক্ষিণং তু রাজেন্দ্র কাশ্যোজ্ঞানাং মহারথম্ ।
 শ্রুতকৰ্ম্মা পরাক্রান্তমভ্যাজ্যবত সংযুগে ॥ ৬৬
 স্তদক্ষিণস্তু সমরে সাহদেবিং মহারথম্ ।
 বিদ্ধা নাকম্পয়ত বৈ মৈনাকমিব পৰ্বতম্ ॥ ৬৭
 শ্রুতকৰ্ম্মা ততঃ ক্রুদ্ধঃ কাশ্যোজ্ঞানাং মহারথম্ ।
 শরৈর্বহুভিরানচ্ছদ্ দারয়ন্নিব সৰ্বশঃ ॥ ৬৮
 ইরাবানথ সংক্রুদ্ধঃ শ্রুতায়ুষ্মমরিন্দমম্ ।
 প্রত্যায্যযৌ রণে যন্তো যন্তরূপং পরস্তপঃ ॥ ৬৯

রাজেন্দ্র! পরাক্রমী শকুনি পরাক্রমশালী প্রতিবিদ্ধের প্রতি
 মদমত্ত সিংহকর্তৃক হস্তীর উপর আক্রমণের ত্রায় আক্রমণ
 করিলেন ॥ ৬৩

যেরূপ ইন্দ্র সংগ্রামস্থলে দানবকে বিদীর্ণ করিয়া থাকেন,
 সেইরূপ যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিদ্ধা অত্যন্ত কুপিত হইয়া স্ববলপুত্র
 শকুনিকে নিজ তীক্ষ্ণ ধারাল বাণসমূহে বিদীর্ণ করিয়া কেলিলেন ॥ ৬৪

যুদ্ধে বাণবিদ্ধকারী প্রতিবিদ্ধাকে পরম বুদ্ধিমান্ শকুনি
 নতপর্শ্বযুক্ত বাণসমূহে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫

রাজেন্দ্র! অজুনপুত্র শ্রুতকৰ্ম্মা সহদেবপুত্র শ্রুতসেনের
 সহিত মিলিত হইয়া কাশ্যোজ্ঞদেশের রাজা পরাক্রমশালী
 মহারথ স্তদক্ষিণের উপর রণাঙ্গণে আক্রমণ করিলেন ॥ ৬৬

যদিও তখন স্তদক্ষিণ সমরারূপে সহদেবপুত্র মহারথ শ্রুতসেনকে
 অস্ত্রের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন, তথাপি তিনি তাঁহাকে
 বিচলিত করিতে পারিলেন না। তিনি যুদ্ধে মৈনাক পর্বতের
 ত্রায় অবিচলিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ৬৭

তারপর শ্রুতকৰ্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া মহারাজ কাশ্যোজ্ঞরাজকে সৰ্ব-
 দিকেই যেন বিদীর্ণ করিতে করিতে নিজের বহুসংখ্যক বাণদ্বারা
 পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮

অপর দিকে শক্রদমন যন্ত্রপরায়ণ ইরাবান্ যুদ্ধে কুপিত হইয়া
 শক্রভাপন শ্রুতায়ুষের দিকে ধাবিত হইলেন। শ্রুতায়ুষও যন্ত্রের
 সহিত তাঁহার সম্মুখীন হইলেন ॥ ৬৯

আজু নিস্তান্ত সমরে হয়ান্ হৃষী মহারথঃ ।
 ননাদ বলবল্লাদঃ তং সৈন্ত্যং প্রত্যাপুরয়ং ॥ ৭০
 ঋতায়ুস্ত ততঃ ক্রুদ্ধঃ কাস্তনেঃ সমরে হয়ান্ ।
 নিজ্জঘান গদাগ্রেণ ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৭১
 বিন্দানুবিন্দাবাবস্ত্যো কুস্তিভোজং মহারথম্ ।
 সসেনং সমুতং বীরং সংসজ্জতুরাহবে ॥ ৭২
 তত্রাদ্বুতমপশ্যাম তয়োর্ধোরং পরাক্রমম্ ।
 অযুধ্যতাং স্থিরৌ ভূষা মহত্যা সেনয়া সহ ॥ ৭৩
 অহুবিন্দন্ত গদয়া কুস্তিভোজমতাড়য়ং ।
 কুস্তিভোজশ্চ তং তুর্গং শরব্রাতৈরবাকিরং ॥ ৭৪
 কুস্তিভোজমুতশ্চাপি বিন্দং বিব্যাধ সায়কৈঃ ।
 স চ তং প্রতিবিব্যাধ তদদ্বুতমিবাভবং ॥ ৭৫
 কেকয়া ভ্রাতরঃ পঞ্চ গান্ধারান্ পঞ্চ মারিষ ।
 সসৈন্ত্যাস্তে সসৈন্ত্যাস্চ যোধয়ান্সুরাহবে ॥ ৭৬

অর্জুনের এই মহারথ পুত্র ইরান্ সমরক্ষেত্রে শতায়ু্যের
 অশ্বগণকে নিহত করিয়া অতিশয় সিংহনাদ করিতে লাগিলেন
 এবং তাঁহার সৈন্তগণকে বাণে ঢাকিয়া ফেলিলেন ॥ ৭০

ইহা দেখিয়া শতায়ু্য কোপভরে রণভূমিতে অর্জুনপুত্র ইরা-
 বানের অশ্বগণকে গদাঘাতে নিহত করিলেন। তারপর
 তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে আরও ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া
 যাইল ॥ ৭১

অবস্খীদেশের রাজকুমার বিন্দ ও অহুবিন্দ সৈন্তগণ ও পুত্রের
 সহিত বীর মহারথ কুস্তিভোজের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৭২

আমি তখন তাঁহাদের উভয়ের অদ্বুত ও ভয়ঙ্কর পরাক্রম
 দেখিয়াছি। তাঁহারা উভয়ে স্বীয় বিশাল সৈন্তবাহিনীর সহিত
 স্থিরতা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৩

অহুবিন্দ কুস্তিভোজের উপর গদার দ্বারা আঘাত করিলেন।
 তখন কুস্তিভোজও অতি দ্রুত নিজ বাণসমূহে তাঁহাকে আচ্ছাদিত
 করিলেন ॥ ৭৪

সেই সঙ্গে কুস্তিভোজের পুত্র বিন্দকেও নিজ শাশ্বকসমূহের দ্বারা
 বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিন্দও তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য
 কুস্তিভোজপুত্রকে অস্ত্রের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। তখন
 ইহা এক অন্তত ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৭৫

রাজন! পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমারগণ সসৈন্তে আসিয়া
 স্বীয় বিশাল সৈন্তবাহিনীর সহিত উপস্থিত গান্ধারদেশীয় পঞ্চ-
 বীরের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৬

বীরবাহুশ্চ তে পুত্রো বৈরাটিং রথসন্তমম্ ।
 উত্তরং যোধয়ামাস বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৭৭
 উত্তরশ্চাপি তং বীরং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 চৌদিরাট্ সমরে রাজনুল কং সমভিজ্রবং ॥ ৭৮
 তথৈব শরবর্ষণে উলূকং সমবিধ্যত ।
 উলূকশ্চাপি তং বাণৈর্নিশিতৈর্লোমবাহিভিঃ ॥ ৭৯
 তয়োযুদ্ধং সমভবদ্ ঘোররূপং বিশাম্পতে ।
 দারয়েতাং সুসংক্রুদ্ধাবস্ত্যোত্তমপরাজিতৌ ॥ ৮০
 এবং দ্বন্দ্বমহাশ্রণি রথ-বারণ-বাজিনাম্ ।
 পদাতীনাঞ্চ সমরে তব তেবাঞ্চ সঙ্কুলে ॥ ৮১
 মুহূর্তমিব তদ্ যুদ্ধমাসীন্মধুবদর্শনম্ ।
 তত উন্নতপদ্ রাজনু ন প্রাজ্জায়ত কিঞ্চন ॥ ৮২
 গজো গজেন সমরে রথিনঞ্চ রথী-যযৌ ।
 অশ্বোহশ্বঃ সমভিপ্রায়াং পদাতিশ্চ পদাতিনম্ ॥ ৮৩

আপনার পুত্র বীরবাহু বিরাতের শ্রেষ্ঠ পুত্র উত্তরের সাহিত
 যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং তাঁকে বাণসমূহে তাঁহাকে বিদ্ধ
 করিলেন ॥ ৭৭

উত্তরও সেই বীর বীরবাহুকে নিশিত বাণসমূহে বিদ্ধ করিতে
 লাগিলেন। রাজন! চৌদিরাজ সমরক্ষেত্রে উলূকের উপর
 আক্রমণ করিলেন এবং তাহাকে বাণবর্ষণ করিয়া আঘাত করিতে
 লাগিলেন। সেইরূপ উলূকও পঞ্চশোভিত তাঁকে বাণসমূহে চৌদি-
 রাজকে গুরুতর আহত করিলেন ॥ ৭৮-৭৯

প্রজানাত! তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর
 যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অপরাজিত এই দুই বীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া
 পরস্পরকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮০

এইভাবে সেই স্তম্ভিত যুদ্ধে আপনার ও পাণ্ডবগণের রথ,
 হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্তবাহিনীর সহস্র যোদ্ধার মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ
 চলিতে লাগিল ॥ ৮১

মহারাজ! মুহূর্তকাল পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ দেখিতে মধুর বলিয়া
 মনে হইতেছিল। কিন্তু তাহার পরই এই যুদ্ধ উন্নতের স্তায়
 বিকট চলিতে লাগিল। সেই সময় কাহারও কিছুই বুঝিবার
 শক্তি ছিল না ॥ ৮২

সেই সময়ভূমিতে হস্তী হস্তীর সহিত, রথী রথীর সহিত,
 অশ্ব অশ্বের সহিত এবং পদাতি-সৈন্ত পদাতিকের সহিত মিলিত
 হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৮৩

ততো যুদ্ধং সুদুর্ধ্বং ব্যাকুলং সমপত্তত ।

শূরাণাং সমরে তত্র সমাসাচ্ছেতরেতরম্ ॥ ৮৪

তত্র দেবর্ষয়ঃ সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ সমাগতাঃ ।

প্রৈক্ষন্ত তদ্ রণং ঘোরং দেবাসুরসমং ভূবি ॥ ৮৫

ততো দন্তিসহস্রাণি রথানাং চাপি মারিষ ।

অশ্বোঘাঃ পুরুষৌঘাশ্চ বিপরীতং সমায়ুঃ ॥ ৮৬

তারপর অনতিবিলম্বের মধ্যেই কুরুক্ষেত্রের এই সমরাসনে বীর সৈন্যগণ পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া অত্যন্ত দুর্ধ্ব ও স্তম্ভীত যুদ্ধ চলাইতে লাগিল ॥ ৮৪

যুদ্ধ দেখিবার জন্ত কুরুক্ষেত্রে সমবেত দেবর্ষি, সিদ্ধ ও চারণগণ ভূতলে আরক্ত এই যুদ্ধকে দেবাসুর-সংগ্রামের সদৃশ ভয়ঙ্কর বলিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫

শ্রীমদ্রহর্ষি বেদব্যালসম্প্রদিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাঙ্কগত ভীষ্মবধপর্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

[কৌরব-পাণ্ডবানাং স্তম্ভীতং যুদ্ধম্]

সঞ্জয় উবাচ

রাজন্ শতসহস্রাণি তত্র তত্র পদাতিনাম্ ।

নির্গম্যাদং প্রযুক্তানি তং তে বক্ষ্যামি ভারত ॥ ১

ন পুত্রঃ পিতরং জজ্ঞে পিতা বা পুত্রমৌরসম্ ।

ন ভ্রাতা ভ্রাতরং তত্র স্বশ্রীয়ং ন চ মাতুলঃ ॥ ২

ন মাতুলঞ্চ স্বশ্রীয়ো ন সখায়াং সখা তথা ।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়

[কৌরব-পাণ্ডবগণের স্তম্ভীত যুদ্ধ ।]

বলিলেন,—ভরতবংশভূষণ রাজন্! সেই রণাঙ্গনে যেখানে সেখানেই লক্ষ লক্ষ সৈন্তের মর্যাদাশূন্য (নিয়মবহির্ভূত) যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আমি তৎসমস্তই আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ১

তখন পুত্র পিতাকে চিনিতে পারিতেছিল না এবং পিতাও স্বীয় ঔরসজাত পুত্রকে চিনিতে পারিতে ছিলেন না। এইরূপ ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও মাতুল নিজ ভাগিনেয়কে চিনিতে পারিতে ছিলেন না ॥ ২

আবার ভাগিনেয়ও মাতুলকে জানিতে পারে নাই এবং

তত্র তত্র প্রদৃশ্যন্তে রথ-বারণ-পত্তয়ঃ ।

সাদিনশ্চ নরব্যাত্ত্র যুধ্যমানা মুহুমূহঃ ॥ ৮৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়া-

সিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি দ্বন্দ্বযুদ্ধে

পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

রাজন্! তারপর সহস্র সহস্র হস্তী, রথ, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্য দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পূর্বোক্ত ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া সকলেই সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৮৬

নরশ্রেষ্ঠ! যেখানে যেখানেই দৃষ্টি পতিত হয়, সেখানে সেখানেই রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যগণ বারংবার যুদ্ধ করিতেছে দেখা যাইল ॥ ৮৭

আবিষ্টা ইব যুধ্যন্তে পাণ্ডবাঃ কুরুভিঃ সহ ॥ ৩

রথানীকং নরব্যাত্ত্রাঃ কেচিদ্ভ্যপত্তন্ রথৈঃ ।

অভিজ্ঞাস্ত যুগৈরেব যুগানি ভরতর্ষভ ॥ ৪

রথেষাশ্চ রথেষাভিঃ কুবরা রথকুবরৈঃ ।

সঙ্গঠৈঃ সহিতাঃ কেচিৎ পরস্পরজিঘাংসবঃ ॥ ৫

মিত্র মিত্রকে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। সেই সময় পাণ্ডব-বোদ্ধারা কৌরব-সৈন্তের সহিত যেন কোন গ্রহাদিকর্ভুক আবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৩

কিছু নরশ্রেষ্ঠ বীর নিজ নিজ রথসমূহের দ্বারা শত্রুপক্ষের রথ-সৈন্তের উপর আক্রমণ করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় কত রথের যুগসমূহ (অথের স্বল্পে স্থাপিত কাঠকে যুগ বলে।) বিপক্ষের রথের যুগের দ্বারা ভাঙিয়া গিয়াছিল ॥ ৪

রথগুলির দৈর্ঘ্যদণ্ড ও কুবরসকল সম্মুখে আগত বিপক্ষের রথসমূহের দৈর্ঘ্যদণ্ড ও কুবরশ্রেণীর দ্বারা খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। পরস্পরকে বিনষ্ট করিবার ইচ্ছায় বহু রথ শত্রুপক্ষের রথগুলির সম্মুখীন হইয়া ইতস্ততঃ একটুও চলিতে সমর্থ হইল না ॥

ন শেকুশ্চলিতং কেচিং সন্নিপত্য রথা রঠৈঃ ।
 প্রভিন্নাস্ত মহাকায়াঃ সন্নিপত্য গজা গঠৈঃ ॥ ৬
 বহুধা দারয়ন্ ক্রুদ্ধা বিঘাণৈরিতরেতরম্ ।
 সতোরণ-পতাকৈশ্চ বারণা বরবারণৈঃ ॥ ৭
 অভিস্ফৃত্য মহারাজ বেগবন্তির্মহাগঠৈঃ ।
 দন্তৈরভিত্তাস্তত্র চূক্রশ্চৈঃ পরমাতুরাঃ ॥ ৮
 অভিনীতাশ্চ শিক্ষাভিস্তোত্রাকুশসমাহতাঃ ।
 অপ্রভিন্নাঃ প্রভিন্নানাং সম্মুখাভিমুখা যযুঃ ॥ ৯
 প্রভিন্নৈরপি সংসক্তাঃ কেচিং তত্র মহাগজাঃ ।
 ক্রৌঞ্চবন্নিদং কৃত্বা হ্রুদ্রবুঃ সর্বতো দিশম্ ॥ ১০
 সম্যক্ প্রণীতা নাগাশ্চ প্রভিন্নকরটামুখাঃ ।
 ঋষ্টি-তোমর-নারাটচনিবিদ্ধা বরবারণাঃ ॥ ১১
 প্রণেতৃত্বভিন্নমর্মাণো নিপেতুশ্চ গতাসবঃ ।
 প্রোজ্রবন্ত দিশঃ কেচিন্নদন্তো ভৈরবান্ রবান্ ॥ ১২
 গজানাং পাদরক্ষাস্ত বাটোরক্ষাঃ প্রহারিণঃ ।

গওস্থল হইতে মদধারা বহনকারী বিশালদেহ গজগণ কুপিত হইয়া অপর পক্ষের গজদিগের সহিত যুদ্ধার্থে মিলিত হইয়া ক্রোধভরে নিজ নিজ দন্তের সাহায্যে পরস্পরকে নানাভাবে বিদীর্ণ করিতে লাগিল ।

মহারাজ ! কত হাতী তোরণ ও পতাকায়ুক্ত, বেগশালী এবং বিশালকায় শ্রেষ্ঠ হাতীদিগের সহিত যুদ্ধে সম্মিলিত হইয়া তাহাদের দাঁতের আঘাতে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করত বিকটাকার চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ৫-৮

যাহারা নানাভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছে এবং যাহাদের মদধারা এখনও ক্ষরিত হয় নাই, এরূপ হাতীরা তোত্র ও অক্ষুশের প্রহার খাইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান মদপ্রাবী গজরাজগণের সাহিত যুদ্ধে সংযুক্ত থাকিয়া আঘাত লাভ করত ক্রৌঞ্চপক্ষীর স্থায় চীৎকার করিতে করিতে নানাদিকে পলায়ন করিল ॥ ৯-১০

উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু হাতী এবং যাহাদের গওস্থল হইতে মদধারা বহিয়া বাইতেছে এরূপ বহু শ্রেষ্ঠ হাতী, ঋষ্টি, তোমর ও নারাটসমূহের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া মর্মস্থান বিদীর্ণ হইয়া বাইলে চীৎকার করিতে লাগিল এবং প্রোজ্রব হইয়া ভূতলে পতিত হইল । কত হাতী ভয়ঙ্কর রব করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিল ॥ ১১-১২

মহারাজ ! হাতীদিগের পাদ-রক্ষাকারী বোকারা, যাহাদের

ঋষ্টিভিঃ ধনুর্ভিঃ বিমলৈশ্চ পরশ্বধৈঃ ॥ ১৩
 গদাভিমুসলৈশ্চৈব ভিন্দিপালৈঃ সতোমরৈঃ ।
 আয়সৈঃ পরিঘৈশ্চৈব নিস্ত্রিংশৈর্বিমলৈঃ শিতৈঃ ॥ ১৪
 প্রগৃহীতৈঃ স্ত্রসংরক্ষা ভ্রবমাণাস্ততস্ততঃ ।
 ব্যাদৃশ্যস্ত মহারাজ পরস্পরজিঘাংসবঃ ॥ ১৫
 রাজমানাশ্চ নিস্ত্রিংশাঃ সংসিক্তা নরশোণিতৈঃ ।
 প্রত্যাদৃশ্যস্ত শূরাণামশ্রোশ্রমভিধাবতাম্ ॥ ১৬
 অবক্ষিপ্তাবধূতানামসীনাং বীরবাহুভিঃ ।
 সংজ্ঞে তুমুলঃ শব্দঃ পততাং পরমর্মসু ॥ ১৭
 গদা-মুসল-রুগ্মানাং ভিন্নানাঞ্চ বরাসিভিঃ ।
 দস্তিদস্তাবভিন্নানাং মুদিতানাঞ্চ দস্তিভিঃ ॥ ১৮
 তত্র তত্র নরৌষাণাং ক্রোশতামিতরেতরম্ ।
 শুশ্রুবদারুণা বাচঃ প্রেতানামিব ভারত ॥ ১৯
 হইয়ৈরপি হয়ারোহাশ্চামরাপীড়ধারিভিঃ ।
 হংসৈরিব মহাবেগৈরশ্রোশ্রমভিবিদ্ধতাঃ ॥ ২০

বক্ষঃস্থল বিশাল ও বিস্তৃত ছিল, ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল এবং হস্তে শ্রুত ঋষ্টি, বহু, নিখল পরশু, গদা, মুসল, ভিন্দিপাল, তোমর, লৌহনির্মিত পরিঘ এবং তীক্ষ্ণ ধারাল চক্চকে খড়্গা আদি অস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে বধ করিবার জন্য উৎসুক দৃষ্ট হইতেছিল ॥ ১৩-১৫

পরস্পরের দিকে ধাবিত বীরগণের চক্চকে খড়্গগুলি মহাশব্দগণের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে দেখা গাইল ॥ ১৬

বীরগণের বাহুদ্বারা ঘূর্ণিত হইয়া চালিত তরবারিগুলি যখন অপরের মর্মস্থানে আঘাত করিতোছিল, তখন তাহাদের ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা খাইতে লাগিল ॥ ১৭

এই যুদ্ধস্থলে গদা ও মুসলের আঘাতে কতক মাহুষের অঙ্গ ছিন্ন হইয়াছিল, কতক মাহুষের শরীর উত্তম তরবারির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং কতক মাহুষের দেহ হস্তিগণের দাঁতে দাবিত হইয়া বিদীর্ণ হইয়াছিল, আবার কতক মাহুষের অঙ্গ হস্তীরাই বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল । এইভাবে অসংখ্য মনুষ্যবর্গ অর্ধমৃত হইয়া পরস্পরকে আহ্বান করিতেছিল । ভারত ! তাহাদের সেই ভয়ঙ্কর আর্তনাদ শ্রেতগণের কোলাহলের দ্বারা স্রুতিগোচর হইতেছিল ॥ ১৮-১৯

চামর ও হারাদি দ্বারা স্রোশিত হংসতুল্য শুভ্র ও মহাবেগ-শালী অশ্বে উপবিষ্ট হইয়া বহু অঝোরোহী বিপক্ষের অঝোরোহি-গণের দিকে ধাবিত হইল ॥ ২০

তৈবিসুজা মহাপ্রাঙ্গা জাহ্ননদবিকৃষণাঃ ।
 আশুগা বিমলাস্তীক্কাঃ সম্পত্তুভুজগোপমাঃ ॥
 অশ্বেরগ্র্যাজবৈঃ কেচিদাম্লতা মহতো রথান্ ।
 শিরাংস্তাদদিয়ে বীরা রথিনামখসাদিনঃ ॥ ২২
 বহুনপি হয়ারোহান্ ভল্লৈঃ সন্নতপর্বতিঃ ।
 রথী জযান সম্প্রাপ্য বাণগোচরমাগতান্ ॥ ২৩
 নবমেঘপ্রতীকাশাশ্চাক্ষিপ্য তুরগান্ গজাঃ ।
 পাদৈরেব বিম্বদগন্তি মস্তাঃ কনকভূষণাঃ ॥ ২৪
 পাট্যামানেষু কুন্তেষু পার্শ্বেষপি চ বারণাঃ ।
 প্রাসৈবিনিহতা কেচিদ্ বিনেহুঃ পরমাতুরাঃ ॥
 সাখারোহান্ হযান্ কাক্ষিহ্মন্যথ বরবারণাঃ ।
 সহসা চিক্ষিপুস্তত্র সঙ্কুলে ভৈরবে সতি ॥ ২৬
 সাখারোহান্ বিষাণাগ্রৈকংক্ষিপ্য তুরগান্ গজা
 রথোঘানভিমুদগন্তঃ সধ্বজানভিচক্রমুঃ " -

তাছাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত স্বর্ণভূষিত নির্মল ও তীক্ষ্ণ দারাল
 ...।মী মহাপ্রাঙ্গ অশ্বগুলি সর্পের জায় বাইরা বিপক্ষের উপরে
 পতিত হইল ॥ ২১

কতক বীর অখারোহী অশ্বের দ্বারা দাবিত হইয়া বিশাল
 বিশাল রথের উপর যাইয়া লাফাইয়া পড়িল এবং রথীদিগের
 মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল ॥ ২২

এইরূপ কোন কোন রথী আনতপর্বযুক্ত ভল্লনামক বাণসমূহে
 আয়ত্তের মধ্যে হিত অখারোহীদিগকে বিনাশ করিতে
 লাগিল ॥ ২৩

নূতন মেঘের জায় শোভা প্রাপ্ত স্বর্ণভূষিত মদমত্ত হস্তীরা বহু
 অশ্বকেই শুভের দ্বারা তুলিয়া আনিয়া পদের সাহায্যে গিট করিয়া
 ফেলিল ॥ ২৪

কতক হাতী প্রাসের আঘাত পাইয়া কুন্তুল ও পার্শ্বভাগ
 বিদীর্ণ হইয়া বাইলে গুরুতর পীড়া অনুভব করিতে করিতে বিকট
 চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ২৫

আবার বহু বড় বড় হাতী অনেক অখারোহীর সহিত অশ্বকে
 পদের দ্বারা মথিত করিয়া সহসা ভয়ঙ্কর বুদ্ধস্থলে নিক্ষেপ করিতে
 লাগিল ॥ ২৬

কতক হাতী নিজের রক্তের অগ্রভাগে বহু অখারোহীর
 সহিত অশ্বকে উৎক্ষেপণ করিয়া ও স্বজসহ রথজ্যেগীকে পাদের

পুংজাদতিমদদ্বাচ কেচিৎ তত্র মহাগজাঃ ।
 সাখারোহান্ হযান্ জম্বুঃ করৈঃ সচরণৈস্তথা ॥ ২১
 অখারোহৈশ্চ সমরে হস্তিসাদিভিরেব চ ।
 প্রতিমানেষু গাত্রেষু পার্শ্বেষতি চ বারণান্ ॥
 আশুগা বিমলাস্তীক্কাঃ সম্পত্তুভুজগোপমাঃ ॥ ২২
 নরাখকায়ান্ নির্ভিত্ত লৌহানি কবচানি চ ।
 নিপেতুর্বিমলাঃ শক্যো বীরবাহুভিরপিভাঃ ॥ ৩০
 মহোকাপ্রতিমা ঘোরাস্তত্র তত্র বিশাম্পতে ।
 দ্বীপিচর্মাবনকৈশ্চ ব্যাজর্মচ্ছদৈরপি ॥ ৩১
 বিকোশৈর্বিমলৈঃ খঞ্জৈরভিজগুঃ পরান্ রণে ।
 অভিন্নুতমভিক্রুদ্ধমেকপার্শ্ববিদারিতম্ ॥ ৩২
 বিদর্শয়ন্তঃ সম্পেতুঃ খড়্গ-চর্ম-পরশ্বধৈঃ ।

দ্বারা পেষণ কবিয়া রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ২৭

সেখানে বহু মহাগজই অত্যন্ত মলোন্নত ও পুরুষ হওয়ায়
 শুণ্ড ও পদ দ্বারা অশ্ব ও অখারোহিগণকে নিহত করিতে
 লাগিল ॥ ২৮

যুদ্ধে অখারোহী ও গজারোহীদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত নির্মল, তীক্ষ্ণ
 ও সর্পভূষিত ভয়ঙ্কর শীঘ্রগামী বাণগুলি চক্ৰসঙ্কলনের ললাট, অন্ত্রাত্ত
 দেহ ও পার্শ্বভাগে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ২৯

বীরগণের বাহুদ্বারা চালিত নির্মল শক্তিসমূহ মনুষ্য ও
 অশ্বগণের দেহগুলি এবং লৌহময় কবচসমূহকে বিদীর্ণ করিয়া
 ভূমিতে পতিত হইল। প্রজানাথ! সেখানে পতিত হইবার
 সময় ভয়ঙ্কর শক্তিসমূহকে বিশাল উদ্ধার জায় মনে
 হইতেছিল।

নির্মল (চক্চকে) বহু তরবারি প্রথমে চিতাবাঘ কিংবা
 সাধারণ বাঘের চর্মের দ্বারা নির্মিত কোষে বদ্ধ ছিল, কিন্তু পরে
 যুদ্ধস্থলে কোষ হইতে নির্গত করিয়া বীর পুরুষগণ রণভূমিতে
 বিপক্ষ সৈন্যগণকে ছেদন করিয়া বধ করিতে লাগিলেন ॥

বহু যোদ্ধা ঢাল, তরবারি ও পরশু দ্বারা নির্ভয় হইয়া শত্রুর
 সম্মুখে গমন করিল, ক্রোধ সহকারে দাঁতের দ্বারা গুট পেষণ
 করিতে লাগিল এবং বামভাগে আঘাতকরত বিদীর্ণ করিবার

বিকর্মস্তো দিশঃ সর্বাঃ সম্প্রভুঃ সর্বশকগাঃ ।
 শঙ্কুভিদারিতাঃ কেচিৎ সন্নিম্নাশ্চ পরশ্বধৈঃ ॥ ৩৪
 হস্তিভির্য়ুদিতাঃ কেচিৎ কৃষ্ণাশ্চাত্তে তুরঙ্গমৈঃ ।
 রথনৈমিনিকৃতাশ্চ নিকৃতাশ্চ পরশ্বধৈঃ ॥ ৩৫
 ব্যাক্রোশস্ত নরা রাজংস্তত্র তত্র স্ত্র বাঙ্কবান্ ।
 পুত্রানগ্রে পিতৃনগ্রে ভ্রাতৃশ্চ সহ বঙ্কুভিঃ ॥ ৩৬
 মাতুলান্ ভাগিনেয়াশ্চ পরানপি চ সংযুগে ।
 বিকীর্ণাভ্যাঃ শুবহবো ভগ্নসক্থাশ্চ ভারত ॥ ৩৭
 বাহুভিশ্চাপরে ছিন্নৈঃ পার্শ্বেষু চ বিদারিতাঃ ।
 ক্রন্দন্তঃ সমদৃশস্ত তৃষিতা জীবিতেন্সবঃ ॥ ৩৮
 তৃষা পরিগতাঃ কেচিদগ্নসত্ত্বা বিশাম্পতে ।
 ভূমৌ নিপতিতাঃ সংখ্যে যুগয়াৎক্রুরে জলম্ ॥ ৩৯
 কৃধিরৌষপরিক্রিমাঃ ক্লিষ্টমানাশ্চ ভারত ।
 ব্যানন্দন্ ভূশমাখ্যানং তব পুত্রাশ্চ সঙ্গতান্ ॥ ৪০

প্রতিশব্দের অভিযুক্তে গমনকারী বহু হাতী অশ্বের সহিত
 রথকে নিজ গুণে উত্তোলিত করিয়া তাহাদের লইয়াই চারিদিকে
 দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল ।

কিছু মাহুষ বাণে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছে, কিছু
 পরশুর আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কতক মাহুষ হাতীর
 পদে পিষ্ট হইয়াছে, কতক মাহুষ অশ্বের দ্বারা মথিত হইয়াছে,
 কতক মাহুষের শরীর রথের চক্রে ছিন্ন হইয়াছে এবং কতক
 রথের কুবরে খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে ॥ ৩৪-৩৫

রাজন্! রণভূমিতে যেখানে সেখানে পতিত অসংখ্য মাহুষ
 নিজের আত্মীয়গণকে আহ্বান করিতেছে। কেহ পুত্রকে, কেহ
 পিতাকে, কেহ ভাই-বন্ধুকে, কেহ মামা-ভাণ্ডাকে এবং কেহ কেহ
 অপরের নাম লইয়া বিলাপ করিতেছে। ভারত! বহু মাহুষের
 অস্ত্রগুলি বহির্গত হইয়াছে, জখ্মা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাহারও বাহু
 বিছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কাহারও পার্শ্বভাগ বিদারিত হইয়াছে এবং
 কেহ কেহ আহত অবস্থায় পিপাসাতে পীড়িত হইয়া জীবনের
 লোভে ক্রন্দন করিতেছে—দেখা বাইল ॥ ৩৬-৩৮

রাজন্! কেহ কেহ পৃথিবীতে আহত হইয়া পতিত হইল।
 তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি অল্প হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা
 পিপাসায় কাতর হইয়া জলের অন্বেষণ করিতে লাগিল ॥ ৩৯

হে ভারত! প্রচুর রক্তধারায় আগ্নাত হইয়া ক্রেশপ্রাপ্ত

অপরে ক্ষত্রিয়াঃ শূরাঃ কৃতবৈরাঃ পরস্পরম্ ।
 নৈব শত্রুং বিমুঞ্চন্তি নৈব ক্রন্দন্তি মারিষ ॥ ৪১
 তর্জয়ন্তি চ সংস্ঠাস্তত্র তত্র পরস্পরম্ ।
 আদশ্য দর্শনৈশ্চাপি ক্রোধানং সরদমচ্ছদম্ ॥ ৪২
 ক্রকুটীকুটিলৈর্বক্রৈঃ প্রেক্ষন্তি চ পরস্পরম্ ।
 অপরে ক্লীশ্যমানাস্ত শরার্থা ত্রণপীড়িতাঃ ॥ ৪৩
 নিকৃজাঃ সমপতন্ত দৃঢ়সত্ত্বা মহাবলাঃ ।
 অগ্রে চ বিরথাঃ শূরা রথমগ্নাস্ত সংযুগে ॥ ৪৪
 প্রার্থয়ানা নিপতিতাঃ সংক্ষুধা বরবারগৈঃ ।
 অশোভন্ত মহারাজ সপুঙ্গা ইব কিংগুকাঃ ॥ ৪৫
 সস্তুবুরনীকেষু বহবো ভৈরবস্বনাঃ ।
 বর্তমানে মহাভীমে তস্মিন্ বীরবরক্ষয়ে ॥ ৪৬
 নিজঘান পিতা পুত্রং পুত্রশ্চ পিতরং রণে ।
 স্বশ্রীয়ো মাতুলং চাপি স্বশ্রীযং চাপি মাতুলঃ ॥ ৪৭

সৈন্তেরা নিজের ও আগনার পুত্রগণের নিন্দা করিতেছিল ॥ ৪০

মহারাজ! অত্র বীর ক্ষত্রিয়গণ পরস্পর শত্রুতাবদ্ধ হইয়া
 সেই আহত অবস্থাতেও নিজ নিজ অস্ত্র ত্যাগ করিলেন না এবং
 ক্রন্দন করিতেছিলেন না ॥ ৪১

তাঁহারা বারংবার উৎসাহিত হইয়া পরস্পরের প্রতি তর্জন
 গর্জন করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধসহকারে দৃষ্টের দ্বারা ওষ্ঠ
 পেষণ করিয়া ক্রকুটি করত পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত
 করিতে লাগিলেন ॥

দৃঢ়তার সহিত দৈর্ঘ্য দারণ করিয়া অপর মহাবল বীরগণ
 বাণের আঘাতে পীড়িত হইয়া ক্রেশ সহ্য করিতে করিতে নীরবে
 অবস্থান করিতে লাগিলেন—স্বীয় বেদনা প্রকাশ করিলেন না ॥

মহারাজ! কোন কোন বীরপুরুষ নিজ নিজ রথ ভগ্ন হইয়া
 যাইলে যুদ্ধে ভূতলে নামিয়া অপরের রথ প্রার্থনা করিতে লাগিলে
 সেই অবস্থায় বড় বড় হস্তীর পাদপেষণে নিম্পেষিত হইয়া
 যাইলেন। সেই সময় রক্তরঞ্জিত তাঁহাদের শরীর বিকশিত
 পলাশবৃক্ষের স্তায় শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪২-৪৫

সেই সৈন্তগণের মধ্যে বহু সৈন্তেরই ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা বাইতে-
 ছিল। শ্রেষ্ঠ বীরগণের ক্ষয়কারক সেই মহাভয়ানক সংগ্রামে
 পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, ভাণ্ডা মামাকে, মামা ভাণ্ডাকে, মিত্র
 মিত্রকে এবং সখ্যী নিজ বান্ধবকে বধ করিতে লাগিলেন ॥

স তালকেড়োস্তীক্লেদে কেতুমাহত্য পত্রিণা ।
 ভীষ্মেণ যুযুধে বীরশস্ত্র চানুরথৈঃ সহ ॥ ৯
 কৃতবর্মান্যমেকেন শল্যাং পঞ্চভিরাস্তগৈঃ ।
 বিদ্বদ্বা নবভিরানচ্ছিত্তাঃ প্রপিতামহম্ ॥ ১০
 পূর্ণায়তবিস্তৃষ্টেন সম্যক্ প্রণিহিতেন চ ।
 ধ্বজমেকেন বিব্যাধ জ্ঞানুদপরিহৃতম্ ॥ ১১
 দুর্মুখস্ত তু ভল্লেন সর্বাধরগভেদিনা ।
 জহার সারথৈঃ কায়াজ্জিরঃ সন্নতপর্বণা ॥ ১২
 ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন কার্ত্তশ্রববিভূষিতম্ ।
 কৃপস্ত নিশিতাঃ প্রেণ তাংশ্চ তীক্ষ্ণমুখৈঃ শটৈঃ ॥ ১৩
 জঘান পরমক্রুদ্ধো নৃত্যগ্নিব মহারথঃ ।
 তস্ত লাঘবমুদীক্য তুত্বদেবতা অপি ॥ ১৪
 লক্ষলক্ষতয়া কার্ষ্যে সর্বে ভীষ্মমুখা রথাঃ ।

সম্ববন্তমমস্ত সাক্ষাদিব ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১৫
 তস্ত লাঘবমার্গহ্রস্বলাতসদৃশপ্রভম্ ।
 দিশঃ পর্যাপতচ্চাপং গাণ্ডীবমিব ঘোষবৎ ॥ ১৬
 তমাসান্ত মহাবেগৈর্ভীষ্মো নবভিরাস্তগৈঃ ।
 বিব্যাধ সমরে তূর্ণমাজুনিং পরবীরহা ॥ ১৭
 ধ্বজং চান্ত ত্রিভির্ভল্লৈশ্চিচ্ছেদ পরমৌজসঃ ।
 সারথিঞ্চ ত্রিভির্বাণৈরাজঘান যতব্রতঃ ॥ ১৮
 তথৈব কৃতবর্মা চ কৃপঃ শল্যাশ্চ মারিষ ।
 বিদ্বদ্বা নাকম্পয়ং কার্ষ্যং মৈনাকমিব পর্বতম্ ॥ ১৯
 স তৈঃ পরিবৃতঃ শুরো ধার্ত্তরাষ্ট্রৈর্মহারথৈঃ ।
 ববর্ষ শরবর্ষণি কার্ষ্যে পঞ্চ বথান্ প্রেতি ॥ ২০
 ততস্তেষাং মহাস্ত্রাণি সংবার্য শরবৃষ্টিভিঃ ।
 ননাদ বলবান্ কার্ষ্যভীষ্মায় বিস্মজন শরান্ ॥ ২১

অর্ণনির্মিত বিচিত্র ধ্বজে সুশোভিত ছিল। তিনি তখন
 ভীষ্মের উপর এবং ভীষ্মকে ধাঁহার রক্ষা করিতেছিলেন, সেই সব
 শ্রেষ্ঠ রথিগণের উপরও আক্রমণ করিলেন ॥ ৭-৮

বীর অভিমহ্য তীক্ষ্ণ বাণে সেই তালচিহ্নিত ধ্বজকে ছেদন
 করিলেন এবং ভীষ্ম ও তাঁহার অঙ্গুগামী রথিগণের সতিত যুদ্ধ
 আরম্ভ করিলেন ॥ ৯

তিনি এক বাণে কৃতবর্মানকে ও পাঁচ শীঘ্রগামী বাণে শল্যকে
 বিদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ ধারাল নয়টি বাণে প্রপিতামহ ভীষ্মকেও
 আঘাত করিলেন ॥ ১০

তারপর ধৃতক উত্তমরূপে আকর্ষণ করিয়া পূর্ণ মনোযোগের
 সহিত নিষ্কিণ্ণ এক বাণে তাঁহার স্বর্ণভূষিত ধ্বজকেও বিদ্ধ
 করিলেন ॥ ১১

তারপর নতপর্বযুক্ত এবং সর্বপ্রকার আবরণকে ভেদ করিতে
 লম্বা একটি ভল্লের দ্বারা অভিমহ্য দুর্মুখের সারথির মস্তক দেহ
 হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ১২

সেই সঙ্গে কৃপাচার্যের স্বর্ণভূষিত ধ্বজকে একটি তীক্ষ্ণাগ্র ভল্ল
 ছিন্ন করিলেন। তারপর চারিদিকে বিচরণপূর্বক ধেনু নৃত্য
 করিতে করিতেই মহারথী অভিমহ্য অত্যন্ত কুপিত হইয়া তীব্র
 ধারাল মুখযুক্ত বাণসমূহে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে নিযুক্ত সকল
 মহারথীকেই আহত করিয়া ফেলিলেন। অভিমহ্য এই হস্তের
 ক্ষিপ্তকারিতা দেখিয়া দেবগণও তুষ্ট হইলেন ॥ ১৩-১৪

অর্জুনন্দন অভিমহ্যর এই অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের সফলতার
 প্রভাবিত ভীষ্ম প্রভাত সমস্ত মহারথিগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ
 অর্জুনের হ্রায় শক্তিশালী মনে করিলেন ॥ ১৫

অভিমহ্যর এই ধনু গাণ্ডীবধ্বজর হ্রায় টকার ধনি করিয়া থাকে,
 হস্তের অস্ত্রচালননৈপুণ্য দেখাইবার উপযুক্ত স্থান এবং আকর্ষণ
 করিলে অলাতচক্রেব হ্রায় মণ্ডলাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে।
 এই ধনুখানি তখন চারিদিকে পাব্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১৬

অর্জুনকুমার অভিমহ্যকে পাঠিয়া শত্রুবীরগণহস্তা ভীষ্ম যুদ্ধ-
 ক্ষেত্রে অতিশ্রুত নয়টি শীঘ্রগামী ও মহাবেগশালী বাণে তাঁহাকে
 বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৭

সেই সঙ্গে মহাতেজস্বী বীর অভিমহ্যর ধ্বজও তিনটি বাণে
 ছিন্ন করিলেন। কেবল ইহাই নহে, নিয়মপূর্বক ব্রহ্মচর্যব্রত-
 পালনকারী ভীষ্ম অপর তিনটি বাণে অভিমহ্যর সারথিকেও বধ
 করিলেন ॥ ১৮

আর্য্য! এইরূপ কৃতবর্মা, কৃপাচার্য্য ও শল্য মৈনাকপর্ব্বতের
 হ্রায় স্থিরভাবে অবস্থিত অর্জুনপুত্র অভিমহ্যকে বাণে বিদ্ধ
 করিয়াও বিচলিত করিতে সমর্থ হন নাই ॥ ১৯

দুর্যোধনের এই মহারথ বীরগণে আবৃত হইয়া পড়িলে বীরবর
 অর্জুনকুমার সেই পাঁচ রথীর উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥

তারপর বীর বাণবৃষ্টিদ্বারা সেই সব বীরগণের মহাজলমুহ
 প্রতিরোধ করিয়া বলবান্ অর্জুনকুমার ভীষ্মের উপর বাণসমূহ
 বর্ষণ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২০-২১

তত্রাস্ত্র স্তমহহ রাজন্ বাহুবলমদৃশ্যত ।
 যতমানস্ত সমরে ভীষ্মমর্দয়তঃ শরৈঃ ॥ ২২
 পরাক্রান্তস্ত তন্ত্বেব ভীষ্মোহপি প্রাহিণোচ্ছরান্ ।
 স তাংসিচ্ছেদ সমরে ভীষ্মচাপচ্যুতান্ শরান্ ॥ ২৩
 ততো ধ্বজমমোঘেবুর্ভীষ্মস্ত নবভিঃ শরৈঃ ।
 চিচ্ছেদ সমরে বীরস্তত উচ্চুক্ষুণ্ডজর্নাঃ ॥ ২৪
 স রাজতো মহাধ্বজস্তালো হেমবিভূষিতঃ ।
 সৌভদ্রবিশিষ্টৈশ্চিহ্নৈঃ পপাত ভূবি ভারত ॥ ২৫
 তং তু সৌভদ্রবিশিষ্টৈঃ পাতিতং ভরতধ্বজ ।
 দৃষ্ট। ভীষ্মো ননাদোচ্চৈঃ সৌভদ্রমভিহর্ষয়ন্ ॥ ২৬
 অথ ভীষ্মো মহাজ্ঞাণি দিব্যানি শুবহুনি চ ।
 প্রাহুচ্চক্রে মহারৌদ্রে রণে তস্মিন্ মহাবলঃ ॥ ২৭
 ততঃ শতসহস্রেন সৌভদ্রং প্রপিতামহঃ ।
 অবাকিরদমেয়াস্মা তদদ্রুতমিবাভবৎ ॥ ২৮

রাজন্! এই সময় সমরারূপে প্রযত্নপূর্বক স্বীয় বাণে ভীষ্মকে পীড়াদানকারী অভিমহ্যর বাহুর আতণয় বল প্রত্যক্ষ দেখা গাইল ॥ ২২

তখন ভীষ্মও পরাক্রমশালী সেই বীরের উপর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন । কিন্তু অভিমহ্য রণক্ষেত্রে ভীষ্মের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সকল বাণই ধও ধও করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩

অভিমহ্যর বাণ অব্যর্থ ছিল । সেই বীর সমরে নখটি বাণে ভীষ্মের ধ্বজ ছেদন করিলেন । তখন সকল লোকই উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিল ॥ ২৪

হে ভারত! সেই রজতানুশিত, স্বর্ণভূষিত, অত্যন্ত উচ্চ তালবৃক্ষচিহ্নিত ভীষ্মের ধ্বজ হৃতজ্ঞানন্দন অভিমহ্যর বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ২৫

ভরতভ্রষ্ট! অভিমহ্যর বাণসমূহে ছিন্নভিন্ন হইয়া ভূতলে সেই ধ্বজকে দেখিয়া ভীষ্মেন হৃতজ্ঞানন্দনের হর্বর্জন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

তখন মহাবল ভীষ্ম সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রামে বহুতর দিবা মহাজ্ঞপকল আবিষ্কার করিলেন ॥ ২৭

ভারণর অপরিমিত আশ্রয়লস্পর্শ প্রপিতামহ ভীষ্ম হৃতজ্ঞান-
 ক্ষুণ্ণের উপর সহস্র বাণবর্ষণ করিলেন । তখন ইহা বেন এক
 অদ্রুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥ ২৮

ততো দশ মহেদ্বালাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ।
 রক্ষার্থমভ্যধাবন্ত সৌভদ্রং বরিতা রথৈঃ ॥ ২৯
 বিরাটঃ সহ পুত্রেন ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত পার্শ্বতঃ ।
 ভীমশ্চ কৈকয়্যশ্চৈব সাত্যকিষ্ণ বিশাম্পতে ॥ ৩০
 তেবাং জবেনাপততাং ভীষ্মঃ শাস্ত্রনবো রণে ।
 পাঞ্চাল্যং ত্রিভিরানচ্ছৎ সাত্যকিঃ নবভিঃ শরৈঃ ॥ ৩১
 পূর্ণায়তবিন্ধুশ্চৈন ক্ষুরেণ নিশিতেন চ ।
 ধ্বজমেকেন চিচ্ছেদ ভীমসেনস্ত পত্রিণা ॥ ৩২
 জাম্বুনদময়ঃ ক্রীমান্ কেসরী চ নরোত্তম ।
 পপাত ভীমসেনস্ত ভীষ্মেন মথিতো রথাং ॥ ৩৩
 ততো ভীমজিভির্বিদ্বদ্বা ভীষ্মঃ শাস্ত্রনবং রণে ।
 কৃপমেকেন বিব্যাধ কৃতবর্মাণমষ্টভিঃ ॥ ৩৪
 প্রগৃহীতাগ্রহস্তেন বৈরাটরিপি দন্তিনা ।
 অভ্যদ্রবত রাজানং মদ্রাধিপতিমুত্তরঃ ॥ ৩৫

রাজন্! সেই সময় পুত্রসহ বিরাট, কৃপনকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, পঞ্চ ভ্রাতা কৈকয়্যরাজকুমারগণ ও সাত্যকি—
 পাণ্ডবপক্ষের এই দশ মহারথী বীর অভিমহ্যকে রক্ষা করিবার
 জন্য অতিক্রান্ত সেন্যে দৌড়াইয়া আসিলেন ॥ ২৯-৩০

শাস্ত্রজ্ঞানন্দন ভীষ্ম রণক্ষেত্রে সেই সময় সবেগে আক্রমণকারী
 দশ মহারথীর মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন বাণে ও সাত্যকিকে নখটি
 বাণে গুরুতর আঘাত করিলেন ॥ ৩১

পুনরায় ধনুকে উত্তমরূপে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত পঞ্চযুক্ত
 একটি তীক্ষ্ণ বাণে ভীমসেনের রথের ধ্বজ ছেদন করিয়া
 ফেলিলেন ॥ ৩২

হে নরোত্তম! ভীমসেনের সেই স্বর্ণময় হৃদয় ধ্বজ সিংহের
 চিহ্নে চিহ্নিত ছিল । উহা ভীষ্মকর্তৃক ছিন্ন হইয়া রথ হইতে
 ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৩

তখন ভীমসেন সেই রণক্ষেত্রে শাস্ত্রজ্ঞানন্দন ভীষ্মকে তিন বাণে
 আঘাত করিয়া কৃপাচার্য্যকে এক বাণে ও কৃতবর্মাকে আট বাণে
 বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৪

এই সময় যে হাতীটি নিজের গুঁড়কে চক্রাকার করিয়া
 উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই দম্ভযুক্ত হাতীর উপর
 আরোহণ করত বিরাটপুত্র উত্তর মদ্রদেশের অধিপতি রাজা
 দন্ত্যের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৩৫

তস্ত বারণরাজস্ত জবেনাপততো রথে ।
 শল্যো নিবারয়ামাস বেগমপ্রতিমং শঠৈঃ ॥ ৩৬
 তস্ত ক্রুদ্ধঃ স নাগেন্দ্রো বৃহতঃ সাধুবাহিনঃ ।
 পদা যুগমধিষ্ঠায় জঘান চতুরো হয়ান্ ॥ ৩৭
 স হতাস্থে রথে তিষ্ঠন্ মদ্রাধিপতিরায়সীম্ ।
 উত্তরাস্তকরীং শক্তিং চিক্ষেপ ভুজগোপমাম্ ॥ ৩৮
 তয়া ভিন্নতনুগ্রাণঃ প্রবিশ্য বিপুলং তমঃ ।
 স পপাত গজকঙ্কায় প্রমুক্তাক্ষশ-তোমরঃ ॥ ৩৯
 অসিমাদায় শল্যোহপি অবপ্লুত্যা রথোত্তমাং ।
 তস্ত বারণরাজস্ত চিচ্ছেদাথ মহাকরম্ ॥ ৪০
 ভিন্নমর্মা শরশতৈশ্চিন্নহস্তঃ স বারণঃ ।
 ভীমমার্তস্বরং কৃতা পপাত চ মমার চ ॥ ৪১
 এতদীদৃশকং কৃতা মদ্ররাজো নরাধিপ ।
 আরুরোহ রথং তূর্ণং ভাস্বরং কৃতবর্ষম্ ॥ ৪২
 উত্তরং বৈ হতং দৃষ্ট্বা বৈরাটিভ্রাতরং তদা ।

সেই গজরাজ অতিশয় বেগে আসিয়া শল্যরাজের রথের নিকট উপস্থিত হইল। এই সময় শল্য স্বীয় বাণসমূহে ঐ হাতীর অতুলনীয় বেগকে রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ৩৬

ইহাতে গজেন্দ্র শল্যের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং নিজের একটি চরণ রথের যুগের উপর রাখিয়া উত্তমরূপে বহনকারী চারিটি বিরাট অশ্বকে নিহত করিল ॥ ৩৭

অশ্বগুলি নিহত হইলেও সেই রথেরই মদ্ররাজ শল্য উপবিষ্ট থাকিয়া লৌহনির্মিত একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। এই শক্তি সর্পদৃশ ভয়ঙ্কর এবং রাজকুমার উত্তরের বিনাশকর ছিল ॥ ৩৮

এই শক্তি উত্তরের কবচ ছিন্ন করিল। তাহার আঘাতে উত্তর অত্যন্ত মোহিত হইয়া পড়িলেন। তাহার হাত, হইতে তখন অক্ষুণ্ণ ও তোমর পতিত হইল এবং তিনিও অচেতন হইয়া গজের পৃষ্ঠ হইতে কূতলে পতিত হইলেন ॥ ৩৯

এই সময় শল্য হাতে তন্নবারি লইয়া স্বীয় শ্রেষ্ঠ রথ চাইতে লাক্ষাইয়া পড়িলেন এবং তাহা দ্বারা গজরাজের বিশাল শুঁড়টি কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৪০

শত শত বাণে সেই হাতীর তখন মর্দনস্থান বিদ্ধ হইয়াছিল তাহার উপর আবার শুঁড়টিও ছিন্ন হইল। ইহাতে সেই গজরাজ ভয়ঙ্কর আর্দ্রনাদ করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইল এবং

কৃতবর্ষমা চ সহিতং দৃষ্ট্বা শল্যমবস্থিতম্ ॥ ৪৩
 শ্বেতঃ ক্রোধাৎ প্রজ্জ্বলাৎ হবিষা হব্যবাড়িব ।
 স বিক্ষার্য্য মহচ্চাপং শক্রচাপোপমং বলী ॥ ৪৪
 অভ্যধাবজ্জিঘাংসন্ বৈ শল্যং মদ্রাধিপং বলী ।
 মহতা রথবংশেন সমস্তাং পরিবারিতঃ ॥ ৪৫
 মুঞ্চন্ বাণময়ং বর্ষং শ্রায়াচ্ছল্যরথং প্রতি ।
 তমাপতন্তুং সম্শ্রেক্ষ্য মন্তবারণবিক্রমম্ ॥ ৪৬
 তাবকানাং রথাঃ সপ্ত সমস্তাং পর্য্যবারয়ন্ ।
 মদ্ররাজমভীপ্সন্তো মৃত্যোর্দংষ্ট্রাস্তরং গতম্ ॥ ৪৭
 বৃহদ্বলশ্চ কোশল্যো জয়ংসেনশ্চ মাগধঃ ।
 তথা রুক্মরথো রাজন্ শল্যপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৮
 বিন্দামুবিন্দাবাবস্ত্যো কাষোজশ্চ সুদক্ষিণঃ ।
 বৃহৎক্ষত্রস্ত দায়াদঃ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ ॥ ৪৯
 নানাবর্ণবিচিত্রাণি ধনুংষি চ মহাশ্যনাম্ ।
 বিক্ষারিতানি দৃশ্যন্তে ত্রায়দেধিব বিদ্র্যাতঃ ॥ ৫০

মৃত্যুবরণ করিল ॥ ৪১

নরাধিপ! মদ্ররাজ শল্য এইরূপ পরাক্রম করিয়া অতিশয় কৃতবর্ষার তেজোময় রথে গিয়া উঠিয়া পড়িলেন ॥ ৪২

স্বীয় ভ্রাতা উত্তরকে নিহত এবং শল্যকে কৃতবর্ষার রথে উখিত দেখিয়া বিরাটপুত্র শ্বেত ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন মনে হইতেছিল—অগ্নিতে যেন ঘৃতাভূতি দেওয়া হইয়াছে।

সেই বলবান বীর শ্বেত ইন্দ্রধনুতুল্য নিজের বিশাল ধনু কর্ণ পর্যন্ত টানিয়া মদ্ররাজ শল্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন।

মদমত্ত হস্তীর স্তায় পরাক্রমশালী শ্বেতকে ধাবিত হইতে দেখিয়া আপনার সাতজন রথী বীর মৃত্যুর দস্তের মধ্যে-পতিত মদ্ররাজ শল্যকে রক্ষা করিবার জন্ত তাঁহাকে (শ্বেতকে) চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৩-৪৭

রাজন্ সেই সপ্ত রথীর নাম হইল—কোশলরাজ বৃহদ্বল, মাগধরাজ জয়ংসেন, শল্যের প্রতাপশালী পুত্র রুক্মরথ, অবন্তি-দেশের রাজকুমার বিন্দ ও অজবিন্দ, কাষোজপতি সুদক্ষিণ এবং বৃহৎক্ষত্রের পুত্র সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ ॥ ৪৮-৪৯

এই সব মহাত্মা বীরগণের বিক্ষারিত নানা বর্ণের বিচিত্র ধনুগুলি জলবর্ষণরত মেঘের মধ্যে বিদ্র্যাতের স্তায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫০

তে তু বাণময়ঃ বর্ষং শ্বेतমূর্ধন্যপাতয়ন্ ।
 নিদাঘান্তেহনিলোক্য তা মেঘা ইব নগে জলম্ ॥ ৫১ ॥
 ততঃ ক্রুদ্ধো মহেঘাসঃ সপ্তভল্লৈঃ শ্বতেজসৈঃ ।
 ধনুংষি তেষামাচ্ছিত্ত মমর্দ পৃথনাপতিঃ ॥ ৫২ ॥
 নিকৃন্তান্তেব তানি স্ম সমদৃশ্যন্ত ভারত ।
 ততস্তে তু নিমেষার্থাৎ প্রতাপতন্ ধনুংষি চ ॥ ৫৩ ॥
 সপ্ত চৈব পৃথংকাংশ শ্বতশ্চোপধ্যপাতয়ন্ ।
 ততঃ পুনরমেয়ায়া ভল্লৈঃ সপ্তভিরাশুগৈঃ ।
 নিচকর্ত মহাবাহুস্তেবাং চাপানি ধ্বিনাম্ ॥ ৫৪ ॥
 তে নিকৃন্তমহাচাপাস্তুরমাণা মহারথাঃ ।
 রথশক্তিঃ পরামৃশ্য বিনেহুর্ভৈরবান্ রবান্ ॥ ৫৫ ॥
 অঘয়ুর্ভরতশ্রেষ্ঠ সপ্ত শ্বেতরথং প্রতি ।
 ততস্তা জলিতাঃ সপ্ত মহেন্দ্রাশনিনিঃশ্বনাঃ ॥ ৫৬ ॥
 অপ্রাপ্তাঃ সপ্তভিভল্লৈশ্চিচ্ছেদ পরমাস্ত্রবিং ।

ইহারা সকলেই শ্বেতের মণ্ডকে বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া
 দিলেন। তখন মনে হইতে লাগিল—গ্রীষ্ম ঋতুর শেষে
 বর্ষাকালে বায়ু কড়ক উত্থাপিত মেঘ পর্বতে বারি বর্ষণ
 করিতেছে ॥ ৫১ ॥

সেই সময় মহাধনুর্ধর সেনাপতি শ্বেত কুপিত হইয়া তেজস্বী
 সাতটি ভল্লনামক বাণদ্বারা সেই সাত রথীরই ধনু ছেদন করত
 খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫২ ॥

ভারত! সেই সাতটি ধনুকেই তখন ছিন্ন ভিন্ন দেখা যাইল।
 তারপর তাঁহার। সকলেই অঙ্গ নিমিষের মধ্যে অপর ধনু গ্রহণ
 করিলেন এবং শ্বেতের উপর একসঙ্গে সাতটি বাণ নিক্ষেপ
 করিলেন। তখন অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন মহাবাহু শ্বেত
 পুনরায় ক্রতগামী সাতটি ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া সেই ধনুর্ধরগণের
 সকল ধনুকেই ছিন্ন করিলেন ॥ ৫৩-৫৪ ॥

নিজেদের বিশাল ধনুগুলি ছিন্ন হইয়া যাইলে সেই সাত
 মহারথী ব্যগ্রভাসহকারে রথশক্তিসমূহ ধারণ করত ভয়ঙ্কর গর্জন
 করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সাতটি শক্তি প্রজলিত হইয়া দেবরাজ
 ইন্দ্রের বজ্রের দ্বারা ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে শ্বেতের রথের
 দিকে একসঙ্গে ঘাইতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥

কিন্তু শ্বেত উত্তম অস্ত্রসমূহে অভিভূত ছিলেন। তিনি
 তখন সাতটি ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া নিকটে আসিবার পুর্বেই সেই

ততঃ সমাদায় শরং সর্বকায়বিদারণম্ ॥ ৫৭ ॥
 প্রাহিণোদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ শ্বেতো কৃষ্ণরথং প্রতি ।
 তন্তু দেহে নিপতিতো বালো বজ্রাতিগো মহান্ ॥ ৫৮ ॥
 ততো কৃষ্ণরথো রাজন্ সায়কেন দৃঢ়াহতঃ ।
 নিষসাদ রথোপস্থে কশ্মলং চাবিশম্বহং ॥ ৫৯ ॥
 তং বিসংজ্ঞং বিমনসং হরমাণস্ত সারথিঃ ।
 অপোবাহ ন সম্রাস্তঃ সর্বলোকস্ত পশ্যতঃ ॥ ৬০ ॥
 ততোহস্থান্ ষট্ সমাদায় শ্বেতো হেমবিভূষিতান্ ।
 তেবাং ঘণাং মহাবাহুশ্চ জ্ঞানীধাণ্যপাতয়ৎ ॥ ৬১ ॥
 হয়ংশ্চ তেবাং নিভিষ্ঠ সারথীংশ্চ পরস্তপ ।
 শরৈশ্চৈতান্ সমাকীৰ্য্য প্রায়াজ্জল্যরথং প্রতি ॥ ৬২ ॥
 ততো হলহলাশবস্তব সৈন্তেষু ভারত ।
 দৃষ্ট্বা সেনাপতিং তুর্গং যাস্তং শল্যরথং প্রতি ॥ ৬৩ ॥
 ততো ভীষ্মং পুরস্কৃত্য তব পুত্রো মহাবলঃ ।
 বৃতস্ত সবসৈন্তেন প্রায়াজ্জল্যরথং প্রতি ॥ ৬৪ ॥

সাতটি শক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর
 শ্বেত সকলেরই দেহবিদারক একটি বাণ লইয়া উহা কৃষ্ণরথের
 উপর নিক্ষেপ করিলেন।

বজ্র হইতেও অধিক প্রভাবশালী সেই মহাবাণটি কৃষ্ণরথের
 শরীরে ঘাইয়া পতিত হইল। রাজন্! এই বাণে অভ্যস্ত
 আহত হইয়া কৃষ্ণরথ নিজ রথের পশ্চাদ্ভাগে ঘাইয়া বসিয়া
 পড়িলেন এবং গুরুতর মোহাচ্ছন্ন হইলেন ॥ ৫৭-৫৯ ॥

তাঁহাকে অচৈতন্য ও বিমনা দেখিয়া সারথি অল্পও বিভ্রান্ত না
 হইয়া অতি সজ্বর সকলের দৃষ্টিগোচরেই রণভূমি হইতে তাঁহাকে
 দূরে লইয়া যাইল ॥ ৬০ ॥

তখন মহাবাহু শ্বেত অপর স্বর্ণভূষিত ছয়টি বাণ লইয়া সেই
 ছয় রথীর ক্ষত্রের অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৬১ ॥

পরস্তপ! তারপর তাহাদের অশ্ব ও সারথীগণকে বিদীর্ণ
 করিয়া তাঁহাদের শরীরের মধ্যেও বহু বাণ বিদ্ধ করিলেন।
 অনন্তর শ্বেত শল্যের রথের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬২ ॥

ভারত! তখন সেনাপতি শ্বেতকে ক্রত শল্যের রথের
 দিকে ঘাইতে দেখিয়া আপনার সৈন্তগণের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া
 যাইল ॥ ৬৩ ॥

তখন আপনার মহাবল পুত্র দুর্ঘোষন ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া

মৃত্যোরান্ধমহুপ্রাপ্তং মজরাজমমোচয়ৎ ।
ততো যুদ্ধং সমভবৎ তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥ ৬৫
তাবকানাং পরেষাঞ্চ ব্যতিষক্তরথ-দ্বিপম্ ।
সৌভদ্রে ভীমসেনে চ সাত্যকৌ চ মহারথৈঃ ॥ ৬৬
কৈকেয়ে চ বিরাটে চ ধৃষ্টদ্যুয়ে চ পার্শ্বতে ।

সমস্ত সৈন্যের সহিত খেতের রথের উপর অক্রমণ করিলেন এবং
মৃত্যুর মধ্যে পতিত শল্যকে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥

তারপর আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদিগের মধ্যে অত্যন্ত
ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তখন রথের দ্বারা
রথ এবং হাতীর দ্বারা হাতী আক্রান্ত হইল ॥

শ্রীমদ্রাধি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বোক্তগত ভীষ্মবধপর্বের খেতের যুদ্ধবিবরণ সপ্তচত্বারিংশ
অধ্যায়ের অন্তিম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

[খেতস্য মহাভয়ঙ্করপরাক্রমপ্রদর্শনম্, ভীষ্মেণ তস্য বিনাশশ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

এবং স্নেহে মহেষ্ণাসে প্রাপ্তে শল্যরথং প্রতি
কুরবঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ কিমকুর্ভবত সঞ্জয় ॥ ১
ভীষ্মঃ শাস্তনবঃ কিং বা তন্মমাচক্ষু পৃচ্ছতঃ ।
সঞ্জয় উবাচ ।

রাজন্ শতসহস্রাণি ততঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ ॥ ২
খেতং সেনাপতিং শূরং পুরস্কৃত্য মহারথাঃ ।
রাজ্ঞো বলং দর্শয়ন্তস্তব পুত্রস্ত ভারত ॥ ৩

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

[খেতের মহাভয়ঙ্কর পরাক্রমপ্রদর্শন এবং ভীষ্ম কষ্টক
তাহার বিনাশ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! এইরূপে মহাভয়ঙ্কর খেতকে
শল্যের রথের নিকট উপস্থিত হইতে দেখিয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণ
কি করিল? ১

শাস্ত্রজ্ঞানম্পন্ন ভীষ্মই বা তখন কি করিলেন? আমি
তোমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি তৎসমস্তই আমাকে
বল। সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! পাণ্ডবগণের লক্ষ শ্রেষ্ঠ
ক্ষত্রিয় বীর সেনাপতি খেতকে অগ্রে করিয়া আপনার পুত্র রাজা
দ্রুপদ্যোদনকে নিজের বল দেখাইতে দেখাইতে শিখণ্ডীকে সম্মুখে
স্থাপন করত ভীষ্মের স্বর্ণভূষিত রথের উপর আক্রমণ করিলেন।

এতেষু নরসিংহেষু চেদি-মৎস্তেষু চৈব হ ।

ববর্ষ শরবর্ষাণি কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরা-

সিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি খেতযুদ্ধে

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

পাণ্ডবগণের দিকে হুভদ্রানন্দন অভিমুখ্য, ভীমসেন,
মহারথী সাত্যকি, কেকয়রাজকুমার, রাজা বিরাট ও অঙ্গদপুত্র
ধৃষ্টদ্যুম্ন—এই পুরুষশ্রেষ্ঠগণ এবং চেদি ও মৎস্ত দেশের ক্ষত্রিয়রা
যুদ্ধ করিতেছিলেন। কুরুবৃদ্ধের বৃদ্ধপুরুষ পিতামহ ভীষ্ম ইহাদের
সকলের উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৪-৬৭

শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য ত্রাতুমৈচ্ছামহারথাঃ ।

অভ্যবর্তন্ত ভীষ্মস্ত রথং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ৪

জিঘাংসন্ত যুধাং শ্রেষ্ঠং তদাসৌ তুমুলং মহৎ ।

তৎ তেহং সম্প্রবক্ষ্যামি মহাবৈশমসমুত্তম ॥ ৫

তাবকানাং পরেষাঞ্চ যথা যুদ্ধমবর্তত ।

তত্রাকরোদ্ রথোপস্থান্ শৃগান্ শাস্তনবো বহুন্ ॥ ৬

তত্রাদুতং মহচ্চাক্রে শরৈরাচ্ছদ্ রথোত্তমান্ ।

সমাবৃণোচ্ছরৈরর্কমর্কতুল্যপ্রতাপবান্ ॥ ৭

ভারত! ইহারা সকলে খেতকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন।
সেইজন্য খেতকে বধ করিতে উত্তত যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
ভীষ্মকে তাঁহারা আক্রমণ করিলেন। তখন মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ
আরম্ভ হইল। আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদিগের মধ্যে যেকোন
লোকক্ষয়কারী অদ্ভুত মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, আমি উহা সেইরূপই
বর্ণনা করিব ॥

সেই যুদ্ধে শাস্ত্রজ্ঞানম্পন্ন ভীষ্ম রথি-উপবিষ্ট বহু রথকে রথিশূন্য
করিয়া দিলেন। তিনি তখন অতিশয় অদ্ভুত কার্য্য করিয়া-
ছিলেন। স্বীয় বাণসমূহে তিনি বহু শ্রেষ্ঠ রথীকেও পীড়া
দিয়াছিলেন। স্বর্ঘ্যতুল্য তেজস্বী ভীষ্ম নিজ অস্ত্রসমূহে স্বর্ঘ্য-
দেবকেও সর্বতোভাবে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২-৭

মুদন সমস্তাং সমরে ববিরুজন্ যথা তমুঃ ।
 তেনাকৌ প্রেবিত্তা রাজন্ শরাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৮
 ক্ষত্রিয়ান্তকরাঃ সংখ্যে মহাবেগা মহাবলাঃ ।
 শিরাংসি পাত্যামানুর্বারাণাং শতশো রণে ॥ ৯
 গজান্ কণ্টকসন্নাহান্ বজ্রেণৈব শিলোচ্চয়ান্ ।
 রথ্য রথেষু সংসক্তা ব্যদৃশ্যন্ত বিশাম্পতে ॥ ১০
 একে রথং পর্যাবহংস্তুরগাঃ সতুরজমম্ ।
 যুবানং নিহতং বীরং লঘমানং সকার্মকম্ ॥ ১১
 উদীর্ণাশ্চ হয়্য রাজন্ বহস্তস্তত্র তত্র হ ।
 বদ্ধখন্ডনিষজাশ্চ বিধ্বস্তশিরসো হতাঃ ॥ ১২
 শতশঃ পতিতা ভূমৌ বীরশয্যানু শেরতে ।
 পরম্পরেণ ধাবন্তঃ পতিতাঃ পুনরুখিতাঃ ॥ ১৩
 উখ্য চ প্রধাবন্তো দম্বযুদ্ধমবাগ্নুবন্ ।

যে রূপ সূর্য্য উদিত হইয়া অন্ধকার নাশ করেন, সেইরূপ তিনি সমরভূমির চারিদিকে বিচরণ করিয়া লক্ষ লক্ষ বাণ নিক্ষেপ করত শত্রুসৈন্যকে নাশ করিতে লাগিলেন। রাজন্! তাহার ঐ বাণগুলি মহাবেগশালী ও মহাবলসম্পন্ন ছিল। যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণের বিনাশকারী ভীষ্মের সেই বাণসমূহ শত শত বীরের মস্তক ছেদন করিয়া রণভূমিতে পতিত করিল ॥ ৮-৯

সেই বাণগুলি বজ্রাঘাতে পর্ত্তসমূহের বিদারণের ত্রায় কণ্টকপূর্ণ কবচস্থশোভিত হস্তগগণকেও ধরাশায়ী করিতে লাগিল। প্রজানাত! সেই সময় রথসমূহ অপর রথসমূহে বিলগ্ন হইয়া আছে দেখা বাইল ॥ ১০

বহু অশ্ব রথকে রণস্থল হইতে দূরে লইয়া যাইল এবং সেই রথে নিহত বীর যুবক ধনুর সহিত লম্বা হইয়া পতিত ছিল ॥ ১১

রাজন্! সেই প্রচণ্ড অশ্বগণ রথকে লইয়া যেখানে সেখানে ঘুরিতে লাগিল। কটিতে (কোমরে) তরবারি ও পৃষ্ঠে তুণ-বদ্ধ শত শত বীর মস্তক ছিন্ন হওয়ায় পৃথিবীতে পতিত হইয়া বীরোচিত শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন ॥

পরস্পরের অভিমুখে ধাবিত বহু সৈন্যই কখনও ভূতলে পড়িয়া বাইল, আবার তাহারা কখনও উঠিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহারা দৌড়াইয়াই দৌড়াইতে দৌড়াইতে পরস্পর বধ যুদ্ধ করিতে লাগিল। পুনরায় পরস্পরের প্রহারে পীড়িত হইয়া যুদ্ধের প্রাণভূমিতে লুটিয়া পড়িল ॥ ১২-১৩

পীড়িতাঃ পুনরাত্তোন্তং লুঠন্তো রণমুখনি ॥ ১৪
 সচাপাঃ সনিষজাশ্চ জাতরূপপরিপ্লবিতাঃ ।
 বিশ্রব্ধতবীরাশ্চ শতশঃ পরিপীড়িতাঃ ॥ ১৫
 তেন তেনাত্যাবাস্তু বিসৃজন্তশ্চ ভারত ।
 মন্তো গজঃ পর্যাবর্ত্তক্যাংশ্চ হতসাদিনঃ ॥ ১৬
 সরথা রথিনশ্চাপি বিমৃদগন্তঃ সমস্ততঃ ।
 স্তম্ভনাদপত্যং কশ্চিচ্চিন্নিতোহস্ত্রেন সায়কৈঃ ॥ ১৭
 হতসারথিরপ্যুচৈঃ পপাত কাষ্ঠবদ্ রথঃ ।
 যুধ্যমানস্ত সংগ্রামে ব্যাঢ়ে রজসি চোখিতে ॥ ১৮
 ধনুঃ কুজ্জিতবিজ্ঞানং তত্রাসীৎ প্রতিযুধ্যতঃ ।
 গাত্রম্পর্শেন যোধানাং ব্যজ্ঞাস্ত পরিপল্লিনম্ ॥ ১৯
 যুধ্যমানং শরৈ রাজন্ সিঞ্জিনীধ্বজিনীরবাং ।
 অস্ত্রোস্ত্রং বীরসংশব্দো নাশ্রায়ত ভট্টৈঃ কৃতঃ ॥ ২০

ভারত! শত শত বীর ধনু ও তুণ লইয়া স্ববর্ণময় ভূষণে ভূষিত হইয়া কত যে শত্রুপক্ষের বীরগণকে বিশ্বস্তভাবে বিনাশ করিল, স্বয়ংও শত্রুদিগের প্রহারে অত্যন্ত পীড়িত হইতে লাগিল এবং তাহারপর নানারূপ অস্ত্র প্রহার করিতে করিতে নিজেও বিভিন্ন পথ দিয়া এদিকে ওদিকে দৌড়াইয়া পলায়ন করিল ॥

মদমন্ত হস্তী সেই অশ্বগণের পশ্চাতে পতিত হইল, হাহাদের আরোহী নিহত হইয়াছে। এইরূপ রথসহ রথিগণও চারিদিকে ভূতলে পতিত শবদেহগুলিকে পিষ্ট করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥

কত বীর শত্রুপক্ষের বাণে নিহত হইয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল। কোন স্থলে রথের সারথি নিহত হইলে রথটি সাধারণ কাঠের ত্রায় উচ্চস্থান হইতে নিম্নে পড়িয়া বাইল ॥

সেই যুদ্ধরত সংগ্রামস্থলে বাহুমধ্যে এতাদৃশ ধূলি উড়িতেছিল যে, কিছুই বুঝা বাইল না। কেবল ধনুর টকার ধ্বনিতে ইহাই জানা বাইতেছিল যে, প্রতিদ্বন্দ্বী যুদ্ধ করিতেছে। বহু বোদ্ধা অপর বোদ্ধাদিগের দেহ স্পর্শ করিয়াই বৃষ্টিতে পারিতেছিল যে, ইহারা শত্রুপক্ষের ॥ ১৫-১৯

রাজন্! তখন কিছু লোক ধনুর টকারধ্বনি ও সৈন্যগণের কোলাহল শুনিয়া ইহাই বুঝিতে পারিল যে, কোন বোদ্ধা বাণসমূহে যুদ্ধ করিতেছে। বোদ্ধারা পরস্পরের প্রতি যে বীরোচিত গর্জন করিতেছিল, উহাও সেই সময় স্পষ্টরূপে শোনা বাইতেছিল না ॥ ২০

শকায়মানে সংগ্রামে পটহে কর্ণদারিণি ।
 যুদ্ধমানস্ত সংগ্রামে কুব্জতঃ পৌরুষং স্বকম্ ॥ ২১
 নাজ্যৌষং নাম-গোত্রাণি কীর্তনঞ্চ পরস্পরম্ ।
 ভীষ্মচাপচ্যুতৈর্বানৈরার্তানাং যুধ্যতাং যুধে ॥ ২২
 পরস্পরেবাং বীরাণাং মনাসি সমকম্পয়ন্ ।
 তস্মিন্নত্যাকুলে যুদ্ধে দারুণে লোমহর্ষণে ॥ ২৩
 পিতা পুত্রঞ্চ সমরে নাভিজ্ঞানান্তি কশ্চন ।
 চক্রে ভগ্নে যুগে ছিন্নে একধূর্য্যো হয়ে হতঃ ॥ ২৪
 আক্ষিপ্তঃ স্তান্দনাদ্ বীরঃ সসারথিরজিহ্মগৈঃ ।
 এবঞ্চ সমরে সর্বৈ বীরাশ্চ বিরথীকৃতাঃ ॥ ২৫
 তেন তেন স্ম দৃশ্যন্তে ধাবমানাঃ সমস্ততঃ ।
 গজো হতঃ শিরশ্ছিন্নঃ মর্ম ভিন্নঃ হয়ো হতঃ ॥ ২৬
 অহতঃ কোহপি নৈবাসীদ্ ভীষ্মে নিঘ্রতি শাত্রবান্ ।
 শ্বেতঃ কুরুণামকরোং ক্ষয়ং তস্মিন্ মহাহবে ॥ ২৭

তখন কর্ণবিদারক ডঙ্কার নিনাদে সমস্ত রণভূমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্ত সেখানে নিজের পুরুষার্থপ্রকাশকারী কোন যোদ্ধারই কথা আমার প্রতিগোচর হইতেছিল না। তাহারা তখন যে পরস্পর নাম-গোত্রের উল্লেখ করিতেছিল, তাহাও আমি শুনিতে পাই নাই।

যুদ্ধে ভীষ্মের ধ্বংস হইতে নিষ্কিপ্ত বাণসমূহে সকল যোদ্ধারাই পীড়া অনুভব করিতেছিলেন। ঐ বাণগুলি পরস্পর সমস্ত বীরেরই হৃদয় কম্পিত করিতেছিল।

সেই যুদ্ধ অভ্যস্ত ভয়ঙ্কর, রোমাঞ্চকারী ও সকলের ব্যাকুল-কর ছিল। ঐ সময় কোন পিতাই নিজ পুত্রকেও চিনিতে পারেন নাই।

তখন ভীষ্মের বাণে চক্র ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, যুগ (বহুনের সময় বাহনযোজিত করিবার কাঠবিশেষ—জোয়াল) নষ্ট হইয়া ছিল এবং একমাত্র রক্ষিত রথের অশ্বও নিহত হইয়াছিল। এক্ষণ অবস্থায় রথের উপরে উপবিষ্ট সারথির সহিত বীর রথীও ভীষ্মের সরলগামী বাণে আহত হইয়া স্বর্গগমন করিল।

এইরূপে সেই সমরালয়ে রথহীন হইয়া সকল বীর ভিন্ন-ভিন্ন পথে চারিদিকে দৌড়াইয়া পলায়ন করিল।

কাহারও হস্তী নিহত হইল, কাহারও মস্তক ছিন্ন হইয়া গেল, কাহারও মর্মস্থান বিলীর্ণ হইল এবং কাহারও অশ্ব বিনষ্ট হইল। যখন ভীষ্ম শত্রুগণকে সংহার করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার

রাজপুত্রান্ রথোদারানবধীচ্ছতসজ্জবঃ ।
 চিচ্ছেদ রথিনাং বাণৈঃ শিরাংসি ভরতর্বভ ॥ ২৮
 সাজ্জদা বাহবশ্চৈব ধনুষি চ সমস্ততঃ ।
 রথেষাং রথচক্রাণি তুগীরাণি যুগানি চ ॥ ২৯
 ছত্রাণি চ মহার্হাণি পতাকাশ্চ বিশাম্পতে ।
 হয়োঘাশ্চ রথোঘাশ্চ নরোঘাশ্চৈব ভারত ॥ ৩০
 বারণাঃ শতশশ্চৈব হতাঃ শ্বেতেন ভারত ।
 বয়ং শ্বেতভয়াদ্ ভীতা বিহায় রথসম্ভ্রমম্ ॥ ৩১
 অপযাতাস্তথা পশ্চাদ্ বিভূঃ পশ্চাম ধ্বজবঃ ।
 শরপাতমতিক্রম্য কুরবঃ কুরুনন্দন ॥ ৩২
 ভীষ্মা শাস্তনবং যুদ্ধে স্থিতাঃ পশ্চাম সর্ববঃ ।
 অদীনো দীনসমরে ভীষ্মোহস্মাকং মহাহবে ॥ ৩৩
 একস্তস্মৌ নরব্যাঘ্রো গিরিমৈকুরিবাচলঃ ।
 আদদান ইব প্রাণান্ সবিতা শিশিরাভ্যয়ে ॥ ৩৪

সম্মুখে আগত কোন এক্রপ বিপক্ষ বীর ছিলেন না, যিনি তাঁহার বাণে আহত না হইয়াছেন।

এইরূপে সেই মহাযুদ্ধে শ্বেতও কৌরবগণকে সংহার করিতে-ছিলেন। তিনি তখন শত শত দলবদ্ধ রথী রাজকুমারগণকে বধ করিয়াছিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! শ্বেত নিজ বাণসমূহে তখন বহু রথীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন ॥ ২১-২৮

তিনি সর্বদিকেই বাণক্ষেপ করিয়া বহু যোদ্ধার ধ্বংস ও অঙ্গ-ভূষণভূষিত বাহু ছেদন করিয়াছিলেন। রথের ঈষদণ্ড, রথচক্র, তুগীর এবং যুগ তিনি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ২৯

রাজন! বহুমূল্য ছত্র ও পতাকাসমূহও তাঁহার বাণে খণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছিল। ভারত! শ্বেত অশ্ব, রথ ও মহাযুগের বধ সম্বন্ধে ত' বিনাশ করিয়াই ছিলেন, তাহার উপর তিনি তখন শত-শত হস্তীকেও নিহত করিয়াছিলেন।

কুরুনন্দন! আমরাও শ্বেতের ভয়ে মহারথী ভীষ্মকে একাকী রাখিয়া পলাইয়া যাইলাম। সেইজন্তই আজ জীবিত থাকিয় মহারাজকে দর্শন করিতে পারিলাম। সকল কৌরব আমার শ্বেতের বাণ যতদূর পর্য্যন্ত ঘাইতে পারিত, ততদূর পর্য্যন্ত যুদ্ধভূমি ছাড়িয়া দাড়াইয়া রহিলাম এবং দর্শকের স্থায় শান্তকুরুনন্দন ভীষ্মে দেখিতে লাগিলাম।

সেই মহাসংগ্রামে যদিও আমাদের পক্ষে কাতরতার সমা-আসিয়াছিল, তথাপি নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম একাকী দীনতাপূর্ণ হইয় মেরুপর্ব্বতের স্থায় অবিচলভাবে দাড়াইয়া রহিলেন।

গভস্তিভিরিবাদিত্যন্তহৌ শরমরীচিমান্ ।
 স যুযোচ মহেধাসঃ শরসজ্জানেকশঃ ॥ ৩৫
 নিয়ন্তমিত্রান্ সমরে বজ্রপাণিরিবানুবান্ ।
 তে বধ্যমানা ভীষণে প্রজহন্তঃ মহাবলম্ ॥ ৩৬
 অযুধানিব তে যুধানুক্তং কুমিষু দারুণম্ ।
 তমেবমুপলক্যৈকো হৃষ্টঃ পুষ্টঃ পরস্তপ ॥ ৩৭
 হৃষ্যোদনপ্রিয়ে যুক্তঃ পাণ্ডবান্ পরিশোচয়ন্ ।
 জীবিতং হৃত্যজং ত্যক্ত্য ভয়ঞ্চ স্তমহাহবে ॥ ৩৮
 পাতয়ামাস সৈন্তানি পাণ্ডবানাং বিশাম্পতে ।
 প্রহরন্তমনীকানি পিতা দেবব্রতন্তব ॥ ৩৯
 নৃষ্ট্য সেনাপতিং ভীষ্মকুরিতঃ খেতমভ্যয়াৎ ।
 স ভীষ্ম শরজালেন মহতা সমবাকিরৎ ॥ ৪০
 খেতং চাপি তথা ভীষ্মঃ শরোদ্ধৈঃ সমবাকিরৎ ।

যেদ্রপ সূর্য্যদেব শীতকালের শেষে গ্রীষ্মকালে পৃথিবীর জল শুষ্ক করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভীষ্ম সমস্ত সৈন্তের প্রাণহরণ করিতেছিলেন। কিরণব্রশোভিত সূর্য্যের তুল্য ভীষ্ম বীর বাণরূপ রশ্মিতে ব্রশোভিত হইয়া, সেখানে অবস্থান করিতে-ছিলেন।

যেদ্রপ বজ্রপাণি ইন্দ্ৰ অস্ত্রগণকে সংহার করেন, সেইরূপ মহা-ধনুর্ধর ভীষ্ম সেই রণক্ষেত্রে শত্রুগণকে বিনাশ করিতে করিতে বারংবার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহাবল ভীষ্ম বীর বল হইতে বহির্গত হস্তীর দ্বার নিজ সৈন্তগণ হইতে যুক্ত হইয়া সেই রণভূমিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অস্ত্রের প্রহারে শত্রুগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

পরস্তপ! খেতকে পুরোক্তরূপে কৌরবসেনাকে সংহার করিতে দেখিয়া একাকী ভীষ্মই উৎসাহিত ও প্রকুরিত হইয়া পাণ্ডবগণকে শোকে নিমগ্ন করিতে করিতে জীবনের মোহ ও ভয় পরিহার করত সেই মহাসমরে হৃষ্যোদনের প্রিয়কার্য্যে নিয়ত রহিলেন। ৩৫-৩৮

রাজন্! ভীষ্ম পাণ্ডবগণের বহু সৈন্তকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন। আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত যখন দেখিলেন যে, সেনাপতি খেত আমাদের সৈন্তের উপর অস্ত্র প্রহার করিতেছেন, তখন তিনি অতিসম্মত তাঁহার লক্ষ্যে আসিলেন।

সেই সময় খেত বীর অসংখ্য কাণের জাল বিস্তার করিয়া

ভৌ বুঝাবিব নর্দন্তৌ মস্তাবিব মহাধিপৌ ॥ ৪১

ব্যাজাবিব স্তমরক্কাবস্তোশ্চমভিজয়তুঃ ।

অস্ত্রৈরজ্ঞাণি সংবার্য্য ততস্তৌ পুরুষবর্তৌ ॥ ৪২

ভীষ্মঃ খেতশ্চ যুযুধে পরম্পরবর্ধৈবিনৌ ।

একাহা নির্দহেদ্ ভীষ্মঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥ ৪৩

শরৈঃ পরমসংক্রুদ্ধো যদি খেতো ন পালয়েৎ ।

পিতামহং ততো নৃষ্ট্য খেতেন বিমুখীকৃতম্ ॥ ৪৪

প্রহর্ষং পাণ্ডবা জগ্মুঃ পুত্রস্তে বিমনাতবৎ ।

ততো হৃষ্যোদনঃ ক্রুদ্ধঃ পার্শ্বিভৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৪৫

সসৈন্তঃ পাণ্ডবানীকমভ্যজবত সংযুগে ।

হর্মুখঃ কৃতবর্মা চ কৃপঃ শল্যো বিশাম্পতিঃ ॥ ৪৬

ভীষ্ম জুগুপুৱাসাশ্চ তব পুত্রং নোদিতাঃ ।

নৃষ্ট্য তু পার্শ্বিভৈঃ সর্বেহৃষ্যোদনপুরোগমৈঃ ॥ ৪৭

ভীষ্মকে আবৃত করিয়া কেলিলেন। তখন ভীষ্ম ও তাঁহার উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সেই দুই বীর গর্জনকারী বুঝ, যদোদন্ত গজরাজ এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সিংহের দ্বার পরস্পরের উপর অজ্ঞানভাবে করিতে লাগিলেন।

তারপর এই দুই পুরুষজ্যেষ্ঠ ভীষ্ম ও খেত নিজ অস্ত্রের দ্বারা বিপক্ষের অস্ত্র রুদ্ধ করিয়া পরস্পরকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

যদি তখন খেত পাণ্ডবসৈন্তগণকে রক্ষা না করিতেন, তবে ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একাকী সেই দিনেই তাহাদিগকে ভয় করিয়া কেলিতেন।

তারপর পিতামহ ভীষ্মকে খেতকর্তৃক যুদ্ধস্থলে পরাধূষ হইতে দেখিয়া পাণ্ডবগণের অত্যন্ত আনন্দ হইল, কিন্তু আপনার পুত্র হৃষ্যোদনের মন উদাস হইয়া পড়িল।

তখন হৃষ্যোদন ক্রুদ্ধচিত্তে ভূগতিগণে পরিবৃত্ত হইয়া নটনস্ত্রে সেই যুদ্ধভূমিতে পাণ্ডবসৈন্তের উপর আক্রমণ করিলেন।

হর্মুখ, কৃতবর্মা, কৃপাচার্য্য ও রাজা শল্য আপনার পুত্রের আজ্ঞার সমবেত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

হৃষ্যোদনাদি বৃগগণের দ্বারা পাণ্ডবসৈন্তদিগকে যুদ্ধে নিহত হইতে দেখিয়া খেত গদানন্দন ভীষ্মকে ত্যাগকরত আপনার পুত্রের সৈন্তবৃন্দকে সেইভাবে বিনাশ করিতে লাগিলেন, যেদ্রপ স্বজীবাত্ম বীর বলে বৃকসকলকে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

পাণ্ডবানামনীকানি বধ্যমানানি সংযুগে ।
 খেতো গাঙ্গেয়মুৎসজ্য তব পুত্রস্ত বাহিনীম্ ॥ ৪৮
 নাশয়ামাস বেগেন বায়ুর্জ্বলানিবোজসা ।
 জাবয়িষ্য চমুং রাজন্ বৈরাটিঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥ ৪৯
 আপত্তং সহসা ভূয়ো যত্র ভীষ্মো ব্যবস্থিতঃ ।
 তৌ তত্রোপগতো রাজন্ শরদীপ্তৌ মহাবলৌ ॥ ৫০
 অযুধ্যোতাং মহাত্মানৌ যথোভৌ বৃত্র-বাসবৌ ।
 অস্ত্রোস্ত্রং তু মহারাজ পরম্পরবধৈষিণৌ ॥ ৫১
 নিগৃহ্য কাম্যুর্কং খেতো ভীষ্মং বিব্যাধ সপ্তভিঃ ।
 পরাক্রমং ততস্তস্ত পরাক্রম্য পরাক্রমী ॥ ৫২
 তরসা বারয়ামাস মস্তো মন্তমিব দ্বিপম্ ।
 খেতঃ শাস্তনবং ভূয়ঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ৫৩
 বিব্যাধ পঞ্চবিংশত্যা তদন্তুতমিব্রাবৎ ।
 তং প্রত্যবিধ্যদ্ দশভির্ভীষ্মঃ শাস্তনবস্তদা ॥ ৫৪
 স বিজ্ঞস্তেন বলবান্ নাকম্পয়ত যথাক্রমঃ ।

রাজন্ ! বিরাটপুত্র খেত সেই সময় ক্রোধে মুচ্ছিত (জ্ঞানহীন) ছিলেন। তিনি আপনার সৈন্যদ্বিগকে দূর করিয়া দিয়া পুনরায় সহসা সেখানে উপস্থিত হইলেন, যেখানে ভীষ্ম ছিলেন ॥

মহারাজ ! সেই দুই মহাশক্তিধর বীর মহাত্মা বাণে উদীপ্ত হইয়া পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় সমীপে আগমন করত বৃজাসুর ও ইন্দ্রের ছায় উভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯-৫১

খেত ধনু আকর্ষণ করিয়া সাতটি বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। তখন পরাক্রমশালী ভীষ্মও খেতের সেই পরাক্রমকে স্বয়ং পরাক্রম করিয়া রুদ্ধ করিলেন। তাহাতে মনে হইল—কোন এক মদমত্ত হাতী অন্য এক মদমত্ত হাতীকে রুদ্ধ করিয়াছে ॥

তখনস্তর খেত পুনরায় নতপর্ব্বযুক্ত পঁচিশটি বাণে শাস্তনুনন্দন ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥

তখন শাস্তনুনন্দন ভীষ্মও দশটি বাণে তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। সেই বাণের আঘাতেও বলশালী খেত বিচলিত হইলেন না, পরন্তু পর্ব্বতের ছায় অবিচলভাবে যুদ্ধ অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥

তারপর কজিগণের আনন্দবর্ধন বিরাটপুত্র খেত ক্রুদ্ধ হইয়া

বৈরাটিঃ সমরে ক্রুদ্ধো কুশমায়ম্য কাম্যুর্কম্ ॥ ৫৫
 আজ্ঞান ততো ভীষ্মং খেতঃ কজিয়নন্দনঃ ।
 সম্প্রহস্ত ততঃ খেতঃ সৃকিণী পরিসংলিহন ॥ ৫৬
 ধনুশ্চিচ্ছেদ ভীষ্মস্ত নবভির্দশখা শরৈঃ ।
 সন্ধ্যায় বিশিখং চৈব শরং লোমপ্রবাহিনম্ ॥ ৫৭
 উদ্যমাথ ততস্তালং ধ্বজশীর্ষং মহাস্থনঃ ।
 কেতুং নিপতিতং দৃষ্ট্বা ভীষ্মস্ত তনয়াস্তব ॥ ৫৮
 হতং ভীষ্মমমস্তস্ত খেতস্ত বশমাগতম্ ।
 পাণ্ডবাশ্চাপি সংহৃষ্টা দধুঃ শত্ৰুান্ মুদা যুতাঃ ॥ ৫৯
 ভীষ্মস্ত পতিতং কেতুং দৃষ্ট্বা তালং মহাস্থনঃ ।
 ততো ছুর্যোধনঃ ক্রোধাৎ স্বমনীকমনোদয়ং ॥ ৬০
 যস্তা ভীষ্মং পরীক্ষধ্বং রক্ষমাণাঃ সমস্ততঃ ।
 মা নঃ প্রপশ্যমানানাং খেতান্মৃত্যুমবাস্পাতি ॥ ৬১
 ভীষ্মঃ শাস্তনবঃ শূরস্তথা সত্যং ব্রবীমি বঃ ।
 রাজস্তস্ত বচনং শ্রুত্বা ত্বরমাণা মহারথাঃ ॥ ৬২

যুদ্ধে ধনুকে অতিশয় বেগে আকর্ষণ করিয়া ভীষ্মের উপর পুনরায় বাণের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥

অনন্তর তিনি হস্ত করিয়া মুখের দুই প্রান্তভাগ লেহন করত নয়টি বাণ সন্ধানপূর্ব্বক ভীষ্মের ধনুটিকে দশ খণ্ড করিয়া দিলেন ॥

পুনরায় শিখাশূন্য পক্ষযুক্ত বাণ সন্ধান করিয়া তাহা দ্বারা মহাত্মা ভীষ্মের তালচিরুযুক্ত ধ্বজের অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিলেন ॥

ভীষ্মের ধ্বজকে নিয়ে পতিত দেখিয়া আপনার পুত্রগণ ভীষ্মকে খেতের বন্দীভূত হইয়া মৃত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন ॥

মহাত্মা ভীষ্মের তালধ্বজ ভূতলে পতিত দেখিয়া পাণ্ডবগণ হর্ষে উল্লসিত হইয়া আনন্দসহকারে শব্দধ্বনি করিলেন ॥

তখন ছুর্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিলেন—বীরগণ ! সাবধান হইয়া চারিদিক্ হইতে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে করিতে তাঁহাকে আবৃত্ত করিয়া অবস্থান কর। কখনও একগুণ যেন না নয় যে, আমাদের দৃষ্টিপথের মধ্যেই শিতামহ খেতের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। আমি তোমাদিগকে এই কথা সভ্য বলিতেছি যে, শাস্তনুনন্দন ভীষ্ম শৌর্য্যশালী বীর ॥

রাজা ছুর্যোধনের এই কথা শুনিয়া সকল মহাযুধী বীরগণ অতিশয় দ্বারা করিয়া সেখানে আসিলেন এবং চতুরঙ্গী সৈন্য বাহিনীর সহিত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥

বলেন চতুরঙ্গ গাজেয়মধুপালয়ন ।
 বাহ্লীকঃ কৃতবর্মা চ শলঃ শল্যশ্চ ভারত ॥ ৬৩
 জলসঙ্কো বিকর্ণশ্চ চিত্রসেনো বিবিশতিঃ ।
 স্বরমাণ্ডরাকালে পরিবার্য্য সমস্ততঃ ॥ ৬৪
 শত্রুপুষ্টিং শূত্ৰমুলাং শ্বেতশ্রোণ্যপাতয়ন ।
 তান্ ক্রুদ্ধো নিশিতৈর্বাণৈস্তরমাণো মহারথঃ ॥ ৬৫
 অবারয়দমেয়াস্মা দর্শয়ন পাণিলাঘবম্ ।
 স নিবার্য্য তু তান্ সর্বান্ কেসরী কুঞ্জরানিব ॥ ৬৬
 মহতা শরবর্ষণে ভীষ্মস্ত ধনুরাচ্ছিনৎ ।
 ততোহন্যদ্ ধনুরাদায় ভীষ্মঃ শাস্তনবো যুধি ॥ ৬৭
 শ্বেতং বিব্যাধ রাজেন্দ্র কঙ্কপত্রৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ ।
 ততঃ সেনাপতিঃ ক্রুদ্ধো ভীষ্মং বহুভিরায়সৈঃ ॥ ৬৮
 বিব্যাধ সমরে রাজন্ সর্বলোকস্ত পশুতঃ ।
 ততঃ প্রব্যথিতো রাজা ভীষ্মং দৃষ্ট্বা নিবারিতম্ ॥ ৬৯

ভারত ! বাহ্লীক, কৃতবর্মা, শল, শল্য, জলসঙ্ক, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিশতি—ইহারা সকলে স্ত্রাব্যে হইবার সময়ে সশস্ত্রতার সহিতই চারিদিক্ হইতে ভীষ্মকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং শ্বেতের উপর ভয়ঙ্কর অস্ত্রবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন ।

তখন অপরিসীম আত্মবলসম্পন্ন মহারথী শ্বেত নিজ হস্তের অস্ত্রচালনা নৈপুণ্য দেখাইতে থাকিয়া অতীব ক্রততার সহিত ক্রোধভরে তীক্ষ্ণ ধারাল বাণসমূহে তাঁহাদের সকলকেই নিবৃত্ত করিয়া দিলেন ।

যেদ্রপ সিংহ হস্তিগণের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ ঐ সকল মহারথীকে রুদ্ধ করিয়া বিপুল বাণবর্ষণ করত শ্বেত ভীষ্মের ধনু ছেদন করিলেন ।

রাজেন্দ্র ! তখন শাস্ত্রহনন্দন ভীষ্ম অপর ধনু লইয়া যুদ্ধস্থলে কঙ্কপত্রযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা শ্বেতকে বিদ্ধ করিলেন ।

রাজন্ ! তাহাতে সেনাপতি শ্বেত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই রণাঙ্গনে বহুতর লৌহময় বাণদ্বারা সকলের দৃষ্টিপথের মধ্যেই ভীষ্মকে কত-বিদ্ধ করিয়া দিলেন ।

শ্বেত সম্পূর্ণ বিব্রিৎকায় বীর ভীষ্মকে যুদ্ধে অগ্রগমন হইতে বিরত করিলেন, ইহা দেখিয়া রাজা দ্রুপদোদন অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন । সেই সঙ্গে আপনার সকল সৈন্যের মনেই ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইল । ৫২-৭০

প্রবীরং সর্বলোকস্ত শ্বেতেন যুধি বৈ তদা ।
 নিষ্ঠানকশ্চ শুমহাস্তব সৈন্ত্যস্ত চাভবৎ ॥ ৭০
 তং বীরং বারিতং দৃষ্ট্বা শ্বেতেন শরবিক্রমতম্ ।
 হতং শ্বেতেন মস্ত্যন্তে শ্বেতস্ত বশমাগতম্ ॥ ৭১
 ততঃ ক্রোধবশং শ্রোণুঃ পিতা দেবব্রতস্তব ।
 ধ্বজমুদ্বিগতং দৃষ্ট্বা তাক্ সেনাঃ নিবারিতম্ ॥ ৭২
 শ্বেতং প্রতি মহারাজ ব্যম্ভজৎ সায়কান্ বহুন ।
 তানাবার্য্য রণে শ্বেতো ভীষ্মস্ত রথিনাং বরঃ ॥ ৭৩
 ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন পুনরেব পিতৃস্তব ।
 উৎসৃজ্য কামূকং রাজন্ গাজেয়ঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥ ৭৪
 অশ্রুৎ কামূকমাদায় বিপুলং বলবন্তরম্ ।
 তত্র সক্ষায় বিপুলান্ ভল্লান্ সপ্ত শিলাশিতান্ ॥ ৭৫
 চতুর্ভিঃ জঘানান্ শ্বেতস্য পৃষ্ঠনাপতেঃ ।
 ধ্বজং দ্বাভ্যাং তু চিচ্ছেদ সপ্তমেন চ সারথ্যে ॥ ৭৬

শ্বেত বীরবর ভীষ্মকে নিবারিত করিলেন এবং তাঁহার দেহ বাণে কত-বিদ্ধ করিয়া দিলেন, ইহা দেখিয়া সকলেই মনে করিতে লাগিল যে, ভীষ্ম শ্বেতের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহারই হস্তে নিহত হইবেন । ৭১

তখন আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম নিজের ধ্বজকে ছিন্ন হইয়া ভূপতিত ও সৈন্তগণকে নিবারিত হইতে দেখিয়া ক্রোধে বশীভূত হইলেন । ৭২

মহারাজ ! তিনি শ্বেতের উপর বহু বাণ বর্ষণ করিলেন, কিন্তু রথিভ্রষ্ট শ্বেত রণক্ষেত্রে তাঁহার সকল বাণই নিবারিত করিয়া পুনরায় একটি ভল্লাজে আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্মের ধনু ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ।

রাজন্ ! ইহা দেখিয়া গগানন্দন ভীষ্ম ক্রোধে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং ছিন্ন ধনু পরিহার করিয়া অপর একটি শ্রবল ও বিশাল ধনু গ্রহণ করত শ্রোণের ঘর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ ধারাল সাতটি ভল্ল বোজনা করিলেন । তাহার মধ্যে চারটি ভল্লের দ্বারা সেনাপতি শ্বেতের চারিটি অশ্বকে নিহত করিলেন, দুইটি ভল্ল দ্বারা ধ্বজ কাটিয়া ফেলিলেন এবং নিজের অভুলনীয় বিক্রম দেখাইতে দেখাইতে অপর ভল্লটি দ্বারা শ্বেতের সারথির মস্তক ছেদন করিলেন

শিরশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন সংক্রুদ্ধো লঘুবিক্রমঃ ।
 হতাশ্বশূতাং স রথাদবপ্ল্যত্য মহাবলঃ ॥ ৭৭
 অমৰ্শবশমাপন্নো ব্যাকুলঃ সমপতত ।
 বিরথং রথিনাং শ্ৰেষ্ঠং ধ্বজং দৃষ্ট্বা পিতামহঃ ॥ ৭৮
 তাড়য়ামাস নিশিতৈঃ শরসজ্জৈঃ সমন্ততঃ ।
 স তাড়্যমানঃ সমরে ভীষ্মচাপচূড়িতৈঃ শরৈঃ ॥ ৭৯
 স্বরথে ধনুৰ্দ্ধ্বংসজ্য শক্তিং জগ্ৰাহ কাঞ্চনীম্ ।
 ততঃ শক্তিং রণে ধ্বজো জগ্ৰাহোগ্রাং মহাতয়াম্ ॥ ৮০
 কালদণ্ডোপমাং ধোরাং মৃত্যোজিহ্বামিব শ্বসন্ ।
 অশ্রবীচ্চ তদা ধ্বজো ভীষ্মং শাস্তনবং রণে ॥ ৮১
 তিষ্ঠেদানীং সুসংরক্তঃ পশ্য মাং পুরুষো ভব ।
 এবমুক্ত্বা মহেষ্वासো ভীষ্মং যুধি পরাক্রমী ॥ ৮২
 ততঃ শক্তিমেয়ায়া চিক্লেপ ভূজগোপমাম্ ।
 পাণ্ডবার্ধৈঃ পরাক্রান্তস্তবানর্থং চিকীৰ্ষুকঃ ॥ ৮৩
 হাহাকাৰো মহানাসীৎ পুত্রাণাং তে বিশাম্পতে ।

অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে মহাবল ধ্বজ রথ হইতে
 লাফাইয়া পড়িলেন এবং অমৰ্শে বশীভূত হইয়া ব্যাকুল হইয়া
 উঠিলেন ।

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধ্বজকে রথহীন দেখিয়া পিতামহ ভীষ্ম
 চারিদিক্ হইতে তীক্ষ্ণ ধারাল বাণধারা পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥

সেই রণাক্ষেত্রে ভীষ্মের ধনুর্মুক্ত বাণশৃঙ্খলে পীড়িত হইতে
 থাকিলে ধ্বজ বীর ধনুটিকে রথের রাথিয়া দিয়া একটি স্ববর্ণ-
 নির্মিতা শক্তি গ্রহণ করিলেন ॥

অত্যন্ত উগ্র, মহাভয়ঙ্কর, কালদণ্ডতুল্য ধোরতর ও মৃত্যুর
 জিহ্বাসদৃশ প্রতীকমান সেই শক্তিকে হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং
 দীর্ঘকাল ফেলিতে ফেলিতে রণক্ষেত্রে শাস্ত্রস্থলন ভীষ্মকে এই কথা
 বলিলেন ॥ ৭৭-৮১

ভীষ্ম! তুমি এই সময় সাহসের সহিত অবস্থান কর ।
 আমাকে দেখ এবং পুরুষ হও । এই বলিয়া অমিত আশ্রয়-
 সম্পন্ন মহাধনুর্ধ্বজ ও পরাক্রমশালী বীর ধ্বজ ভীষ্মের উপর সেই
 সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৮২-৮৩

রাজন্! ধ্বজের হাত হইতে পরিত্যক্ত, বন্দগতুল্য
 প্রকাশমান ও খোলসমুক্ত সর্পসদৃশ ভয়প্রদ সেই শক্তিকে দেখিয়া
 আপনার পুত্রগণের মধ্যে মহা হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল ।

দৃষ্ট্বা শক্তিং মহাধোরাং মৃত্যোদগুণসমপ্রভাম্ ॥ ৮৪
 ধ্বজস্ত করনির্মুক্তাং নির্মুক্তোরগসন্নিভাম্ ।
 অপতৎ সহসা রাজন্ মহোদ্ধব নভস্তলাং ॥ ৮৫
 অলস্তীমস্তরীক্ষে তাং জ্বালাভিরিব সংযতাম্ ।
 অসম্ভ্রান্তস্তদা রাজন্ পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ৮৬
 অষ্টভিনবভিভীষ্মঃ শক্তিং চিচ্ছেদ পত্রিভিঃ ।
 উৎকৃষ্টহেমবিকৃতাং নিকৃতাং নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৮৭
 উচক্রুঃ স্তম্বতঃ সৰ্বে তাবকা ভরতর্ষভ ।
 শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা বৈরাটিঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥ ৮৮
 কালোপহতচেতাস্ত কৰ্তব্যং নাভ্যজানত ।
 ক্রোধসমুচ্ছিতো রাজন্ বৈরাটিঃ প্রহসন্নিব ॥ ৮৯
 গদাং জগ্ৰাহ সংশ্রুতো ভীষ্মস্ত নিধনং প্রভি ।
 ক্রোধেন রক্তনয়নো দণ্ডপাণিরিবাস্তকঃ ॥ ৯০
 ভীষ্মং সমভিহুজ্রাব জলৌঘ ইব পৰ্বতম্ ।
 তস্ত বেগমসংবার্ধ্যাং মহা ভীষ্মঃ প্রতাপবান্ ॥ ৯১

রাজন্! সেই শক্তি আকাশ হইতে বিশাল উচ্চায় স্তায় সহসা
 পতিত হইল ॥ ৮৪-৮৫

অস্তরীক্ষে প্রজলিতা ও জ্বালাশমুহে পরিব্যাপ্তা সেই শক্তিকে
 দেখিয়া আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত তখন অশ্রু বিচলিত হইলেন
 না । তিনি প্রথমে আটটি পরে নয়টি বাণ সন্ধান করিয়া সেই
 শক্তিকে ঋণ ঋণ করিয়া ফেলিলেন ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! উত্তম স্বর্ণে নির্মিত সেই শক্তিকে ভীষ্ম তীক্ষ্ণ
 বাণে নষ্ট করিয়া দিলেন দেখিয়া আপনার পুত্রগণ হর্ষে মহা
 কোলাহল করিতে লাগিলেন ॥

বীর শক্তিকে এইভাবে বিফল হইতে দেখিয়া বিরাটপুত্র
 ধ্বজ ক্রোধে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । তখন কাল তাঁহার
 বিবেকশক্তি নষ্ট করিয়া দিলেন, সেইজন্য তিনি তখন নিজের
 কৰ্তব্য সন্ধে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই । তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ
 হইয়া সহানুভবনে ভীষ্মকে বধ করিবার ইচ্ছায় হাতে একটি
 গদা গ্রহণ করিলেন ॥

সেই সময়ে ক্রোধে তাঁহার চুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছিল এবং
 হাতে দণ্ড ধারণ করায় সাফাৎ বমরাভের স্তায় তাঁহার মনে
 হইতেছিল । ধ্বজ মহাজলপ্রবাহ কোন পর্বতকে লক্ষ্য

প্রহারবিপ্রমোক্ষার্থং সহসা ধরণীং গতঃ ।
 খেতঃ ক্রোধসমাবিষ্টো আময়িষ্য তু তান্ গদাম্ ॥ ৯২
 রথে ভীষ্মস্ত চিক্বেপ যথা দেবো ধনেধরঃ ।
 তন্ন ভীষ্মনিপাতিস্তা স রথো ভষ্মসাংকৃতঃ ॥ ৯৩
 সধ্বজঃ সহ সূতেন সাধুঃ সবৃগবজ্রয়ঃ ।
 বিরথং রথিনাং শ্রেষ্ঠং ভীষ্মং দৃষ্ট্ৱা রথোত্তমাঃ ॥ ৯৪
 অভ্যধাবন্ত সহিতাঃ শল্যপ্রভৃতয়ো রথাঃ ।
 ততোহস্তং রথমাস্ত্রায় ধনুর্বিদ্যার্য্য দুর্মনাঃ ॥ ৯৫
 শনকৈরভ্যয়াচ্চেতং গাঙ্গেয়ঃ প্রহসন্নিব ।
 এতস্মিন্নস্তরে ভীষ্মঃ শুশ্রাব বিপুলং গিরম্ ॥ ৯৬
 আকাশাদীরিতাং দিব্যামাশ্বনো হিতসম্ভবাম্ ।
 ভীষ্ম ভীষ্ম মহাবাহো শীঘ্রং যত্নং কুরুষ বৈ ॥ ৯৭
 এব হ্যস্য জয়ে কালো নির্দিষ্টো বিশ্বযোনিয়া ।
 এতচ্ছৃণ্বা তু বচনং দেবদূতেন ভাষিতম্ ॥ ৯৮

করিয়া ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও গদাহাতে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন ।

প্রভাশালী ভীষ্ম এই গদায় বেগকে অনিবার্য্য বুদ্ধিয়া তাহার প্রহার হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সহসা রথ হইতে ভূতলে লাকাইয়া পড়িলেন ।

এদিকে খেত কোধাবিষ্ট হইয়া সেই গদাকে আকাশে ঘুরাইয়া ভীষ্মের রথের উপর নিক্ষেপ করিলেন, মনে হই—যেন ধনেধর কুবের গদা প্রহার করিলেন ।

ভীষ্মকে বধ করিবার ইচ্ছায় নিক্ষিপ্ত সেই গদায় আঘাতে ধ্বজ, সারথি, অশ্ব, যুগ ও ধুরাদির সহিত সম্পূর্ণ রথই ভষ্মসাং হইয়া বাইল ।

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে রথহীন হইতে দেখিয়া শল্য প্রকৃতি উত্তম মহারথীরা এক সঙ্গে দৌড়াইয়ে আসিলেন ।

তখন অপর রথে উপবিষ্ট হইয়া ধনুর্ টঙ্কারধ্বনি করিতে করিতে পদানন্দন ভীষ্ম উদাসমনে হস্ত করিতে করিতে ধীরে ধীরে খেতের অভিমুখে বাইতে লাগিলেন ।

এই সময়ের মধ্যে ভীষ্ম নিজের হিতসম্বন্ধযুক্ত এক দিবা ও পক্ষীর আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন—মহাবাহু ভীষ্ম! ভীষ্ম! অতি সত্বর খেতের বধের জন্য যত্ন কর; কারণ, বিশ্বযোনি ব্রহ্মা এই সময়ই খেতকে জয় করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন ।

সম্প্রহৃতমনা ভূষা বধে তস্য মনো দধে ।
 বিরথং রথিনাং শ্রেষ্ঠং খেতং দৃষ্ট্ৱা পদাভিনম্ ॥ ৯৯
 সহিতাস্ত্যাবর্তন্ত পরীক্ষস্তো মহারথাঃ ।
 সাত্যকির্ভীমসেনশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্শ্বতঃ ॥ ১০০
 কৈকেয়ো ধৃষ্টকেতুশ্চ অভিমন্যুশ্চ বীর্য্যবান্ ।
 এতানাপততঃ সর্বান জ্ঞোণ-শল্য-কৃপৈঃ সহ ॥ ১০১
 আবায়দমেবাশ্বা বারিবেগানিবাচলঃ ।
 সন্নিরুদ্ধৈশ্চ সর্বৈশ্চ পাণ্ডবৈশ্চ মহাশ্বনু ॥ ১০২
 খেতঃ খঙ্গমথাকুশ্য ভীষ্মস্য ধনুর্মাচ্ছিনৎ ।
 তদপাস্ত্র ধনুঃশিঃ স্বরমাণঃ পিতামহঃ ॥ ১০৩
 দেবদূতবচঃ শ্রুত্বা বধে তস্য মনো দধে ।
 ততঃ প্রচরমাণস্ত পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ১০৪
 অশ্রুৎ কামু কমানায় স্বরমাণো মহারথঃ ।
 কণেন সজ্যমকরোচ্ছ্রুচাপসমপ্রভম্ ॥ ১০৫

দেবদূতকথিত এই বাণী শ্রবণ করিয়া ভীষ্মের মন প্রলম্ব হইল এবং তখনই তিনি খেতকে বধ করিবার পরামর্শ করিলেন ।

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খেতকে রথহীন ও পদাভি (পাদচ্যুরী) দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য এক সঙ্গে বহু মহারথী দৌড়াইয়া আসিলেন ।

ইহাদের নাম হইল—সাত্যকি, ভীমসেন, জগদগুপ্ত, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেকয়রাজহুমার, ধৃষ্টকেতু ও পরাক্রমশালী অভিমন্যু ।

ইহাদের সকলকে আসিতে দেখিয়া অমিতশক্তিশালী ভীষ্ম জ্ঞোণাচার্য্য, শল্য ও কৃপাচার্য্যের সহিত ঘাইয়া তাঁহাদের গতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন । তখন মনে হইল—কোন পরীক্ষিত জলের প্রবাহকে অবরুদ্ধ করিয়াছে ।

সমস্ত মহাশ্বা পাণ্ডবগণ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলে খেত তরবারি লইয়া ভীষ্মের ধনু কাটিয়া ফেলিলেন ।

সেই ছিন্ন ধনু ত্যাগ করিয়া পিতামহ ভীষ্ম দেবদূতের কথা চিন্তা করত খেতকে বধের জন্য মনস্থির করিলেন ।

তারপর আপনার পিতৃতুল্য মহারথ দেবব্রত অতি সত্বর অপর ধনু লইয়া সেখানে বিচরণ করিতে করিতে কণকালের মধ্যেই তাহাতে গুণবোজনা করিলেন । তখন সেই ধনু ইন্দ্রধনুসদৃশ প্রকাশিত হইতেছিল । ৮৬-১০৫

পিতা তে ভরতশ্রেষ্ঠ শ্বেতং দৃষ্ট্বা মহারথৈঃ ।
 বৃতং তং মনুজব্যাশ্রিতীমসেনপুরোগমৈঃ ॥ ১০৬
 অভ্যবর্তত গাঙ্গেয়ঃ শ্বেতং সেনাপতিং দ্রুতম্ ।
 আপতন্তুঃ ততো ভীষ্মো ভীমসেনং প্রতাপবান্ ॥ ১০৭
 আজ্ঞয়ে বিশিষ্টৈঃ ষষ্ঠ্যা সেনাশ্চ স মহারথঃ ।
 অভিমনুজ সমরে পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ১০৮
 আজ্ঞয়ে ভরতশ্রেষ্ঠগ্নিভিঃ সন্নতপর্বভিঃ ।
 সাত্যকিঞ্চ শতেনাক্ষৌ ভরতানাং পিতামহঃ ॥ ১০৯
 ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ বিংশত্যা কৈকেয়ুকাপি পঞ্চভিঃ ।
 তাংশ্চ সর্বান্ মহেষ্ণাসান্ পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ১১০
 বারয়িষ্য শরৈঘোরৈঃ শ্বেতমেবাভিহুত্বে ।
 ততঃ শরং মৃত্যুসমং ভারসাধনমুত্তমম্ ॥ ১১১
 বিকৃণ্ব্য বলবান্ ভীষ্মঃ সমাধন্তু হুরাসদন ।
 ব্রহ্মাক্ষেণ সুসংযুক্তং তং শরং লোমবাহিনম্ ॥ ১১২
 দদৃশুর্দেব-গন্ধর্বাঃ পিশাচোরগ-রাক্ষসাঃ ।

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পিতৃতুল্য গঙ্গানন্দন ভীষ্ম নরশ্রেষ্ঠ
 ভীমসেন প্রভৃতি মহারথিগণ পরিবৃত্ত হইয়া শ্বেতকে লক্ষ করিতে
 করিতে অতি দ্রুত তাহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥

সেই সময় সেনানায়ক ভীমসেনকে আসিতে দেখিয়া প্রতাপ-
 শালী ভীষ্ম তাহাকে যাট বাণে আহত করিলেন ॥

সেই সময়দ্বয়ে আপনার পিতৃতুল্য ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম আনত-
 পর্ক যুক্ত তিনটি বাণে অভিমন্যুকে আহত করিলেন ॥

ভরতবংশীয়গণের পিতামহ ভীষ্ম যুদ্ধে একশত বাণে
 সাত্যকিকে, বিশটি বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও পাঁচবাণে কৈকেয়-
 কুমারকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। এইভাবে আপনার
 পিতৃতুল্য ভীষ্ম স্বীয় ভয়ঙ্কর বাণসমূহে সেই মহাধনুর্ধরগণকে
 নিবারণিত করিয়া পুনরায় শ্বেতের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

তদনন্তর মহাবল ভীষ্ম ধনুকে উত্তমরূপে আকর্ষণ করত
 তাহার উপর মৃত্যুতুল্য ভয়ঙ্কর, ভারযুক্ত, লক্ষ্য বেধনে সমর্থ,
 উত্তম, দুঃসহ ও পক্ষযুক্ত একটি বাণ স্থাপন করিলেন, পুনরায়
 উহা ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া সন্ধান করিলেন ॥ ১০৬-১১২

সেই সময় দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসগণ দেখিলেন
 যে, সেই বাণ মহাবজ্রের ত্রায় প্রজ্জলিত হইয়া অমিতবলশালী

স তস্য কবচং ভিষা হৃদয়কামিতৌজসঃ ॥ ১১৩
 জগাম ধরণীং বাণো মহাশনিরিব জলন্ ।
 অস্তং গচ্ছন্ যথাদিত্যঃ প্রভামাদায় সন্ধরঃ ॥ ১১৪
 এবং জীবিতমাদায় শ্বেতদেহাজ্জগাম হ ।
 তং ভীষ্মেণ নরব্যাঘ্রং তথা বিনিহতং যুধি ॥ ১১৫
 প্রপতন্তুমপশ্যাম গিরেঃ শৃঙ্গমিব চ্যুতম্ ।
 অশোচন্ পাণ্ডবাস্তত্র ক্ষত্রিয়াশ্চ মহারথাঃ ॥ ১১৬
 প্রহৃষ্টাশ্চ সূতস্তভ্যং কুরবশ্চাপি সর্বশঃ ।
 ততো হুঃশাসনো রাজন্ শ্বেতং দৃষ্ট্বা নিপাতিতম্ ॥ ১১৭
 বাদিত্রিনিদৈঘোরৈর্নৃত্যতি স্ম সমস্ততঃ ।
 তস্মিন্ হতে মহেষ্ণাসে ভীষ্মেণাহবশোভিনা ॥ ১১৮
 প্রাবেপন্ত মহেষ্ণাসাঃ শিখণ্ডিপ্রমুখা রথাঃ ।
 ততো ধনঞ্জয়ো রাজন্ বাফেয়শ্চাপি সর্বশঃ ॥ ১১৯
 অবহারং শনৈশ্চক্রুনিহতে বাহিনীপতো ।
 ততোহবহারঃ সৈন্যানাং তব তেষাঞ্চ ভারত ॥ ১২০

শ্বেতের কবচ ও হৃদয় ভেদ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥

যে রূপ অস্ত্রোন্মুখ সূর্য্য স্বীয় প্রভাপুঞ্জের সহিতই অস্ত্র গমন
 করেন, সেইরূপ এই বাণ শ্বেতের শরীরে প্রবেশ করত তাহার
 প্রাণ হরণপূর্ব্বক চলিয়া যাইল ॥

ভীষ্ম কর্তৃক নিহত নরশ্রেষ্ঠ শ্বেত যুদ্ধস্থলে পক্ষতের শিখরের
 তায় পড়িয়া আছেন—ইহা আমরা দর্শন করিলাম ॥

মহারথ পাণ্ডবগণ ও তাহাদের পক্ষের অগ্রাগ্র ক্ষত্রিয়বৃন্দ
 শ্বেতের জন্ত শোকে নিমগ্ন হইলেন এবং আপনার পুত্র সমস্ত
 কৌরবগণ অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন ॥

রাজন্! শ্বেত নিহত হইয়াছেন দেখিয়া আপনার পুত্র
 হুঃশাসন ভয়ঙ্কর বাগ্ধন্যনির সহিত চারিদিকে নৃত্য করিতে
 লাগিলেন ॥

সংগ্রামে শোভাশালী ভীষ্ম কর্তৃক মহাধনুর্ধর শ্বেত নিহত
 হইলে শিখণ্ডী প্রভৃতি মহাধনুর্ধর রথিগণ কাপিতে লাগিলেন ॥

রাজন্! তখন সেনাপতি শ্বেত হইলে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ
 ধীরে ধীরে নিজের সৈন্যগণকে যুদ্ধভূমি হইতে কিরাইয়া লইলেন।
 ভারত! তারপর আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদিগেরও তখন
 যুদ্ধবিরতি হইয়াছিল ॥ ১১৩-১২

তাবকানাং পরেষাঞ্চ নর্দতাক্ষ মুহূৰ্ছঃ ।
পার্শ্বা বিমনসো ভূষা শ্রবর্তন্ত মহারথাঃ ।
চিন্তয়ন্তো বধং ঘোরং দৈরথেন পরন্তপাঃ ॥ ১২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বাণি ভীষ্মবধপর্বাণি শ্বেতবধে
অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

সেই সময় আপনার ও শক্রপক্ষের সৈন্তগণও বারংবার গর্জন করিতেছিল। সেই বৈরথ যুদ্ধে যে ভয়ঙ্কর জনসংহার করিতে করিতে উদাসমনে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ১২১

ভীষ্মপর্বাণি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্কাস্তগত ভীষ্মবধপর্কে শ্বেতবধবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

একোনপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[শঙ্খস্য যুদ্ধম্, ভীষ্মস্য প্রচণ্ডপরাক্রমঃ, প্রথমদিনস্য যুদ্ধসমাপ্তিঃ ৮ ।]

ধৃষ্টরাষ্ট্র উবাচ ।

শ্বেতে সেনাপত্যৌ তাত সংগ্রামে নিহতে পঠৈঃ ।
কিমকুর্বন্ মহেশ্বাসাঃ পঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ১
সেনাপতিঃ সমাকর্ণ্য শ্বেতং যুধি নিপাতিতম্ ।
তদর্থং যততাক্ষাপি পরেয়াং প্রপলায়িনাম্ ॥ ২
মনঃ প্রীণাতি মে বাক্যং জয়ং সঞ্জয় শৃণুতঃ ।
প্রত্যাপায়ং চিন্তয়তো লজ্জাং প্রাপ্নোতি মে নহি ॥ ৩
স হি বীরোহন্তরক্তশ্চ বৃদ্ধঃ কুরুপতিস্তদা ।
কৃতং বৈরং সদা তেন পিতুঃ পুত্রেন ধীমতা ॥ ৪

তস্যোদ্বৈগভয়াচ্চাপি সংশ্রিতঃ পাণ্ডবান্ পুরা ।
সর্বং বলং পরিত্যজ্য দুর্গং সংশ্রিত্য তিষ্ঠতি ॥ ৫
পাণ্ডবানাং প্রতাপেন দুর্গং দেশং নিবেশ্য চ ।
সপত্নান্ সততং বাধন্যায়ান্তিমহুষ্টিতঃ ॥ ৬
আশ্চর্য্যং বৈ সদা তেষাং পুরা রাজ্ঞাং সুহৃদমিতিঃ ।
ততো যুধিষ্ঠিরে ভক্তঃ কথং সঞ্জয় স্মৃদিতঃ ॥ ৭
প্রক্ষিপ্তঃ সম্মতঃ কুত্রঃ পুত্রো মে পুরুষাধমঃ ।
ন যুদ্ধং রোচয়েদ্ ভীষ্মো ন চাচাৰ্য্যঃ কথঞ্চন ॥ ৮

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[শঙ্খের যুদ্ধ, ভীষ্মের প্রচণ্ড পরাক্রম এবং প্রথম দিনের যুদ্ধ সমাপ্তি ।]

ধৃষ্টরাষ্ট্র বলিলেন,—তাত ! সেনাপতি শ্বেত শক্রগণ কর্তৃক যুদ্ধস্থলে নিহত হওয়ার পর মহাধনুর্ধর পাঞ্চালগণ ও পাণ্ডবগণ কি করিলেন ? সঞ্জয় ! সেনাপতি শ্বেত যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিয়াছে । তাহার রক্ষার জন্ত প্রযত্ন করিয়াও শক্রগণকে পলায়ন করিতে হয় এবং আমাদের বিজয় লাভ হয়—এই সব বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার মন অভ্যস্ত আনন্দিত হইতেছে । শক্রগণের প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিতে করিতে আমি নিজ পক্ষের দ্বারা কৃত অনীতির বিষয় স্মরণ করিয়াও লজ্জা অনুভব করিতেছি না ॥ ১-৩

সেই বৃদ্ধ বীর কুরুরাজ ভীষ্ম আমাদের উপর সদা অহরন্তর আছেন । (কারণ, তিনিই শ্বেতের সহিত এই অস্ত্রায় করিয়াছেন ।) সেই বৃদ্ধিমান্ বিরাটপুত্র শ্বেত স্বীয় পিতার সহিত পূর্বে শক্রতা করিয়াছিল ॥ ৪

সেইজন্ত পিতার নিকট হইতে ভয় ও উদ্বেগের কথা চিন্তা করিয়া এই শ্বেত প্রথমেই পাণ্ডবগণের স্মরণ লইয়াছিল । পূর্বেই ত' সে সমস্ত সৈন্যাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকীই দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতেছিল । তারপর পাণ্ডবগণের প্রতাপে দুর্গম প্রদেশে থাকিয়া নিরস্তর শক্রপক্ষের বাধাব্যরূপ হইয়া সদাচারপালনে তৎপর ছিল ॥ ৫-৬

কাষণ, পূর্বে নিজের সহিত বিরোধকারী নৃপগণের উপর তাহার দুর্বুদ্ধি বিद्यমান ছিল ; কিন্তু সঞ্জয় ! ইহা ত' আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ শ্বেত—যে যুধিষ্ঠিরের ভক্ত ছিল, সে কিভাবে নিহত হইল ? ৭

আমার পুত্র ছুযোধান কুদ্রবভাব । সে কর্ণ প্রভৃতির প্রিয় এবং চঞ্চলমতি । আমার দৃষ্টিতে সে সমস্ত মানুষের মধ্যে অধম । (এইজন্তই তাহার মনে এরূপ যুদ্ধের আগ্রহ বিद्यমান ।) সঞ্জয় ! আমি, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কপাচার্য্য ও গান্ধারী—ইহাদের কেহই কোনরূপে যুদ্ধ চান না

ন কৃপো ন চ গান্ধারী নাহং সঞ্জয় রোচয়ে ।
 ন বাসুদেবো বাঞ্ছ্যে ধর্মরাজশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ১৯
 ন ভীমো নাজুনৈশ্চ ন যমো পুরুষর্ষভো ।
 বার্ষ্যমাণো ময়া নিত্যং গান্ধার্যা বিহুরেণ চ ॥ ১০
 জামদগ্ন্যেন রামেণ ব্যাসেন চ মহাত্মনা ।
 হৃষ্যোধনো যুধ্যমানো নিত্যমেব হি সঞ্জয় ॥ ১১
 কর্ণশ্চ মতমান্ধায় সৌবলস্য চ পাপকুং ।
 হুঃশাসনস্য চ তথা পাণ্ডবান্ নাশচিন্তয়ং ॥ ১২
 তস্তাহং ব্যসনং ঘোরং মন্ত্রে প্রাপ্তং তু সঞ্জয় ।
 শ্বেতস্য চ বিনাশেন ভীষ্মশ্চ বিজয়েন চ ॥ ১৩
 সংক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণসহিতঃ পার্থঃ কিমকরোদ্ বৃষি ।
 অজুনাক্ষি ভয়ং ভূয়স্তস্মৈ তাত ন শাম্যতি ॥ ১৪
 স হি শূরশ্চ কৌন্তেয়ঃ ক্ষিপ্ৰাকারী ধনঞ্জয়ঃ ।
 মন্ত্রে শরৈঃ শরীরানি শক্রণাং প্রমথিস্থতি ॥ ১৫
 ঐন্দ্রিমিত্রানুজসমং মহেন্দ্রসদৃশং বলে ।

বৃষ্ণিবংশভূষণ বাসুদেব, পাণ্ডুপুত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন ও পুরুষরত্ন নকুল-সহদেবও যুদ্ধের অভিনায়ী নহে ॥

আমি, গান্ধারী ও বিদুর সর্বদাই তাহাকে নিষেধ করিয়াছি । জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম ও মহাত্মা ব্যাসদেবও তাহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি কর্ণ, শকুনি ও হুঃশাসনের মতে থাকিয়া পাপী হৃষ্যোধন সदा যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ করিত । সে পাণ্ডবগণকে কোনরূপ চিন্তাই করে না ॥ ১০-১২

সঞ্জয় ! আমার ত' এই বিশ্বাস আছে যে, হৃষ্যোধনের উপর ঘোর সঙ্কট পতিত হইবে । শ্বেত নিহত হইলে এবং ভীষ্মের জয় হইলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ক্রীক্ণের সহিত অর্জুন যুদ্ধস্থলে কি করিলেন ?

তাত ! অর্জুন হইতেই আমার ভয় বেশী হইতেছে এবং সেই ভয় কোনরূপেই শাস্ত হইতেছে না ; কারণ, কুন্তীনন্দন অর্জুন বীর এবং শীঘ্রতা সহকারে অস্ত্রগলন করিতে পারে । আমি মনে করি, সে নিজ বাণসমূহে শক্রদিগের শরীরসকল মথিত করিয়া ফেলিবে ॥ ১৩-১৫

ইন্দ্রনন্দন অর্জুন ভগবান্ বিষ্ণুর গ্রায় পরাক্রমী ও মহেন্দ্রতুল্য বলবান্ । তাহার ক্রোধ ও সঙ্কর কখনও ব্যর্থ হয় না । তাহাকে দেখিয়া তোমাদের মনে কিরূপ প্রভ জাগিতেছে ? ১৬

অর্জুন বেদজ্ঞ, শৌর্য্যসম্পন্ন, অগ্নি ও সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, ইন্দ্রের

অমোঘক্রোধসঙ্কল্প দৃষ্ট । বঃ কিমভূম্বনঃ ॥ ১৬

তথৈব বেদবিচ্ছুরো জলনার্কসমদ্যুতিঃ ।

ইন্দ্রাস্ত্রবিদমেয়াস্তা অপতন্ সমিতিঞ্জয়ঃ ॥ ১৭

বজ্রসংস্পর্শরূপাণামস্ত্রাণাঞ্চ প্রযোজকঃ ।

স খড়্গাক্ষেপহস্তস্ত ঘোষং চক্রে মহারথঃ ॥ ১৮

স সঞ্জয় মহাপ্রাজ্ঞো দ্রুপদসাত্বজ্ঞো বলী ।

ধৃষ্টদ্রায়ঃ কিমকরোচ্ছুতে যুধি নিপাতিতে ॥ ১৯

পুরা চৈবাপরাধেন বধেন চ চম্পতেঃ ।

মন্ত্রে মনঃ প্রজ্জ্বাল পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২০

তেষাং ক্রোধং চিন্তয়ন্ত অহঃসু চ নিশাসু চ ।

ন শাস্তিমধিগচ্ছামি হৃষ্যোধনকৃতেন হি ।

কথঞ্চাভূম্বহাযুদ্ধং সর্বমাতঙ্ক সঞ্জয় ॥ ২১

সঞ্জয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ স্থিরো হৃদ্য তবাপনয়নো মহান্ ।

ন চ হৃষ্যোধনে দোষমিমমাধাতুমর্হসি ॥ ২২

জাত সমস্ত অস্ত্রেই অভিজ্ঞ অথবা ইন্দ্রাস্ত্রের জ্ঞাতা, অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন, বেগপূরক আক্রমণ করিতে সমর্থ ও যুদ্ধে সদা বিজয়লাভই করে । সে এরূপ অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করে, বাহাদুরের স্পর্শ বজ্রসদৃশ কর্তন । মহারথ অর্জুন স্বীয় তন্ত্রে সদা তরবারি ধারণ করিয়া রাখে এবং উহা প্রহার করিয়া সিন্ধুনাদ করিয়া থাকে ॥ ১৭-১৮

সঞ্জয় ! দ্রুপদের পরম বুদ্ধিমান্ পুত্র বলশালী ধৃষ্টদ্রায় যুদ্ধে শ্বেতের মৃত্যু হইলে কি করিয়াছিল ? ১৯

একে ত' কৌরবগণ পাণ্ডবদের অপরাধ করিয়াছিল, তাহার উপর সেনাপতি শ্বেত বিনষ্ট হইলে আমি মনে করি—মহাত্মা পাণ্ডবদের মন অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল ॥ ২০

হৃষ্যোধনের জন্ত পাণ্ডবগণের মনে যে ক্রোধ আছে, তাহা চিন্তা করিয়া আমি না দিনে না রাত্রিতে শান্তিলাভ করিতেছি । সঞ্জয় ! সেই মহাযুদ্ধ কিভাবে হইয়াছে, তাহা সবই আমাকে বল ॥ ২১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন । এই যুদ্ধের জন্ত যে মহা অস্ত্রায় হইবে, তাহা আপনার উপরই বর্তাইবে । আপনি এই দোষ হৃষ্যোধনের উপর আরোপ করিতে পারেন না ॥ ২২

গতোদকে সেতুবন্ধো যাদৃক্ তাদৃক্‌ভিত্তিব ।
 সন্দীপ্তে ভবনে যদ্বৎ কূপস্ত খননং তথা ॥ ২৩
 গতপূর্বাহুভূমিষ্ঠে তস্মিন্নহনি দারুণে ।
 ভাবকানাং পরেষাঞ্চ পুনর্যুদ্ধমবর্তত ॥ ২৪
 শ্বেতং তু নিহতং দৃষ্ট্ৱা বিরাটস্ত চম্পতিম্ ।
 কৃতবর্মণা চ সহিতং দৃষ্ট্ৱা শল্যমবস্থিতম্ ॥ ২৫
 শম্ভুঃ ক্রোধাৎ প্রজ্জ্বাল হবিষা হব্যবাড়িব ।
 স বিক্ষার্য্য মহচ্চাপং শক্রচাপোপমং বলী ॥ ২৬
 অভ্যধাবজ্জিঘাৎসনং বৈ শল্যং মজ্জাধিপং যুধি ।
 মহতা রথসজ্জেন সমস্তাং পরিরক্ষিতঃ ॥ ২৭
 যুজন্ বাণময়ং বর্ষং প্রায়চ্ছল্যরথং প্রতি ।
 তমাপত্যন্তং সস্ত্রাস্ত্য মন্তবারণবিক্রমম্ ॥ ২৮
 ভাবকানাং রথাঃ সপ্ত সমস্তাং পর্য্যবারয়ন্ ।
 মজ্জরাজং পরীপ্লবন্তো যুতোদ্যিষ্টাস্তরং গতম্ ॥ ২৯
 বৃহৎশল্যশ্চ কৌশলো জয়ৎসেনশ্চ মাগধঃ ।

তথা রুদ্ররথো রাজন্ পুত্রঃ শল্যস্ত মানিতঃ ॥ ৩০
 বিন্দান্নাবিন্দাবাবন্ত্যৌ কাষোজ্জশ্চ সুদক্ষিণঃ ।
 বৃহৎশল্যস্ত দায়াদঃ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ ॥ ৩১
 নানাদাতুবিচিত্রাণি কাম্যুকাণি মহাত্মনাম্ ।
 বিক্ষারিতাত্মদৃশ্যস্ত ত্যোদেদ্বিব বিদ্র্যাতঃ ॥ ৩২
 তে তু বাণময়ং বর্ষং শম্ভুয়ুগ্মি গৃপাতয়ন্ ।
 নিদাঘাস্তেহনিলোকুতা মেঘা ইব নগে জলম্ ॥ ৩৩
 ততঃ ক্রুদ্ধো মহেঘাসঃ সপ্তভল্লৈঃ স্ততেজনৈঃ ।
 ধনুর্মি তেষামাচ্ছিত্ত ননর্দ পৃথনাপতিঃ ॥ ৩৪
 ততো ভীত্বো মহাবাহুবিনতা জলদো যথা ।
 তালমাত্রং ধনুর্গৃহ্য শম্ভুমভ্যজবদ্ রণে ॥ ৩৫
 তমুত্তমুদীক্ষ্যাত মহেঘাসং মহাবলম্ ।
 সস্ত্রস্তা পাণ্ডবী সেনা বাতবেগহতেব নৌঃ ॥ ৩৬
 ততোহর্জুনঃ সংহরিতঃ শম্ভুস্তাসীৎ পুরঃসরঃ ।
 ভীত্বাদ্ রক্ষ্যোহয়মভ্যেতি ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৩৭

যে রূপ প্রবল জলোচ্ছাস চলিয়া যাইবার পর বীধ দিবার চেষ্টা করা অথবা গৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবার পর কূপখননের চেষ্টা করা (দুর্বুদ্ধির পরিচায়ক), সেইরূপ আপনায় ও এষ্ট বুদ্ধি (দেখিতেছি) ॥ ২৩

সেই ভয়ঙ্কর দিনের পূর্বভাগ অধিকাংশ বাড়ীতে চইয়া বাইলে আপনায় ও পাণ্ডবপণের সৈন্যদের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ২৪

বারাটের সেনাপতি শ্বেত নিহত হইয়াছেন ও রাজা শল্যকে কৃতবর্মার সহিত রথে উপবিষ্ট দেখিয়া যুতাহতি পাইলে অগ্নি বৈরূপ জলিয়া উঠে, সেরূপ শম্ভুও ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন ।

সেই বলবান্ বীর শম্ভু ইন্দ্রধনুতুল্য স্বীয় বিশাল ধনুকে কণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া মজ্জরাজ শল্যকে যুদ্ধে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ।

বিশাল রথসৈন্যদল দ্বারা চারিদিকে রক্ষিত অবস্থায় শম্ভু বাণ বর্ষণ করিতে করিতে শল্যের রথের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

মদমত্ত হস্তীর দ্বায় পরাক্রমপ্রকাশকারী শম্ভুকে ধাবিত হইতে দেখিয়া আপনায় সপ্তরথী বীর যুতায় দম্বসংলগ্ন মজ্জরাজ শল্যকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে চারিদিক চইতে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ২৫-২৯

রাজন্! সেই সপ্ত রথীর নাম হইল—কৌশলপতি বৃহৎশ,

মগধদেশীয় জয়ৎসেন, শল্যের প্রতাপশালী পুত্র রুদ্ররথ, অবন্তী-দেশের রাজকুমার বিন্দ ও অহবিন্দ, কাষোজ্জরাজ সুদক্ষিণ এবং বৃহৎশল্যের পুত্র সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ ॥ ৩০-৩১

এই মহাত্মা বীরগণের বিক্ষারিত ও নানাদাতুতে বিচিত্র ধনুসমূহ বর্ষণনীর মধ্যে বিদ্র্যাতের দ্বায় দেখা বাইল ॥ ৩২

ইহারা সকলে শম্ভুর মস্তকে সেইভাবে বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন, যে রূপ গ্রীষ্মকালের শেষে বায়ুচালিত মেঘসমূহ পর্বতের উপরে বাণবর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৩৩

সেই সময় মহাধনুর্ধর সেনাপতি শম্ভু কুপিত হইয়া অত্যন্ত ভেজানী সাতটি ভজাত্রে সেই সাত রথীর দ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪

তারপর মহাবাহু ভীষ্ম চারি হাত লম্বা ধনু গ্রহণ করত যথেষ্ট দ্বায় পর্জন করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে শম্ভুর প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৩৫

সেই সময় মহাধনুর্ধর মহাবল ভীষ্মকে উদ্ভাত দেখিয়া বায়ুবেগে আহত নৌকার দ্বায় পাণ্ডবসৈন্যগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ॥ ৩৬

ইহা দেখিয়া অর্জুন অতিক্রান্ত শম্ভুর আগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহার অগ্রে আসিবার কারণ হইল ভীষ্মের হাত চইতে শম্ভুকে রক্ষা করা । তখন উভয়ের মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৩৭

হাহাকারো মহানাসীদ্ যোধানাং যুধি যুধ্যতাম্ ।
 তেজস্তেজসি সম্পৃক্তমিত্যেবং বিস্ময়ং যযুঃ ॥ ৩৮
 অথ শল্যো গদাপাণিরবতীৰ্য্য মহারথাত্ ।
 শঙ্খস্ত চতুরো বাহানহনদ্ ভরতৰ্ষভ ॥ ৩৯
 স হতাসাদ্ রথাত্ তূর্ণং খঙ্গমাদায় বিদ্রুতঃ ।
 বীভৎসোশ্চ রথং প্রাপ্য পুনঃ শাস্তিমবিন্দত ॥ ৪০
 ততো ভীষ্মরথাত্ তূর্ণমুৎপতন্তি পতন্ত্রিণঃ ।
 যৈ রন্তুরিক্ষং ভুমিচ্চ সৰ্বতঃ সমবস্তুতা ॥ ৪১
 পাঞ্চালানথ মৎস্তাংশ্চ কেকয়াংশ্চ প্রভদ্রকান্ ।
 ভীষ্মঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ পাতয়ামাস পত্রিভিঃ ॥ ৪২
 উৎসৃজ্য সমরে রাজন্ পাণ্ডবং সব্যসাচিনম্ ।
 অভ্যদ্রবত পাঞ্চাল্যং দ্রুপদং সেনয়া বৃতম্ ॥ ৪৩
 প্রিয়ং সম্বন্ধিনং রাজন্ শরানবকিরন্ বহুন্ ।
 অগ্নিনেব প্রদগ্ধানি বনানি শিশিরাভ্যায়ে ॥ ৪৪

সেই সময় যুদ্ধস্থলে যুদ্ধরত সকল যোদ্ধার মধ্যে মহাহাহাকার পড়িয়া গেল। তেজের সহিত তেজ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ত মিলিত হইয়াছে—এই কথা বলিয়া সকলে বিস্মিত হইল ॥ ৩৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় রাজা শল্য হস্তে গদা লইয়া নিজ রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং গদাঘাতে শল্যের চারিটি অঙ্গকে নিহত করিলেন ॥ ৩৯

অথ নিহত হইলে শঙ্খ তাতে তরবারি লইয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং অর্জুনের রথে আরোহণ করিয়া পুনরায় শাস্তিলাভ করিলেন ॥ ৪০

তারপর ভীষ্মের রথ হইতে অতিক্রান্ত পক্ষযুক্ত বাণপক্ষিসমূহ উড়িতে লাগিল, যাহারা তখন সমগ্র পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলকে চারিদিকে আবৃত করিয়াছিল ॥ ৪১

যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয় ও প্রভদ্রক বীরগণকে নিজ বাণসমূহে নিহত করিয়া ভূপাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

রাজন্! ভীষ্ম সমরাজ্যে সব্যসাচী অর্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া সৈন্তে পরিবৃত পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের দিকে ধাবিত হইলেন এবং নিজের প্রিয় সম্বন্ধীর উপর বহু বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥

যেদ্রুপ গ্রীষ্ম ঋতুতে অগ্নি দ্বারা সমগ্র বনভূমি দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ দ্রুপদের সমস্ত সৈন্ত ভীষ্মের বাণসমূহে দগ্ধ হইতেছে দেখা গাইল ॥

শরদক্ষাতৃদৃশ্যন্তু সৈন্তানি দ্রুপদস্ত হ ।
 অত্যতিষ্ঠদ্ রণে ভীষ্মো বিধুম্ ইব পাবকঃ ॥ ৪৫
 মধ্যদিনে যথাদিত্যং তপস্তুমিব তেজসা ।
 ন শেকুঃ পাণ্ডবেয়স্ত যোধা ভীষ্মং নিরীক্ষিতুম্ ॥ ৪৬
 বীক্ষাঞ্চক্রুঃ সমস্তাং তে পাণ্ডবা ভয়পীড়িতাঃ ।
 ত্রাতারং নাধাগচ্ছন্ত গাবঃ শীতাদিতা ইব ॥ ৪৭
 সা তু যৌধিষ্ঠিরী সেনা গাঙ্গেয়শরপীড়িতা ।
 সিংহেনেব বিনির্ভিন্না শুক্লা গৌরিব গোপতে ॥ ৪৮
 হতে বিদ্রুজতে সৈন্তে নিরুৎসাহে বিমদিতে ।
 হাহাকারো মহানাসীৎ পাণ্ডুসৈন্তেষু ভারত ॥ ৪৯
 ততো ভীষ্মঃ শাস্তনবো নিতাং মণ্ডলকামূকঃ ।
 মুমোচ বাণান্ দীপ্তাগ্রানহীনাশীবিষানিব ॥ ৫০
 শরৈরেকায়নীকুর্বন্ দিশঃ সৰ্বা যতত্রতঃ ।
 জঘান পাণ্ডবরথানাদিষ্ঠাদিষ্ঠা ভারত ॥ ৫১

সেই সময় ভীষ্ম রণভূমিতে ধূমধীন অগ্নির দ্রায় অবস্থান করিতেছিলেন। যেদ্রুপ মধ্যাহ্নকালে স্বীয় তেজে সমস্ত সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা কঠিন, সেইরূপ পাণ্ডবসৈন্তের পক্ষেও তখন ভীষ্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার কোন সামর্থ্য ছিল না ॥ ৪৫-৪৬

পাণ্ডবযোদ্ধারা ভয়ে পীড়িত হইয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল; কিন্তু সেই সময় শীতপীড়িত গোসকলের দ্রায় নিজেদের কোন রক্ষক পাইল না ॥ ৪৭

ভূপাল! গঙ্গানন্দন ভীষ্মের বাণে পীড়িত সেই যুধিষ্ঠিরের (শ্বেতবজ্র পরিহিত) সৈন্তাচািনী সিংহকর্তৃক ছিন্ন ভিন্ন শ্বেতবর্ণা ধেচুর দ্রায় প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৪৮

ভারত! পাণ্ডববাহিনীর বহু সৈন্ত সেই সময় নিহত হইল, কতক পলাইয়া গেল এবং কতক বিমদিত হইল এবং কতক উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িল। এইরূপে পাণ্ডবসৈন্তগণের মধ্যে মহা হাহাকার রব উঠিল ॥ ৪৯

সেই শাস্ত্রচন্দন ভীষ্ম নিজের ধন্য নিরস্তর আকর্ষণ করিতে করিতে গোলাকার করিয়া ফেলিলেন এবং তাহা দ্বারা বিবাক্ত সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর ও প্রজ্বলিতাগ্র বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

ভারত! নিয়মপূর্ব্বক ব্রতপালনকারী ভীষ্ম সকল দিকে প্রভূত বাণবর্ষণ করিয়া কেবল একটি পথই (বাণপথই) প্রস্তুত করিলেন এবং পাণ্ডব-রথিগণের নাম উল্লেখ করিতে করিতে তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৫১

ততঃ সৈন্যেবু ভগ্নেবু মথিতেবু চ সর্বশঃ ।

প্রাপ্তে চান্তং দিনকরে ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৫২

ভীষ্মক সমুদীৰ্য্যন্তঃ দৃষ্টা পার্থা মহাহবে ।

অবহারমকুৰ্বন্ত সৈন্যানাং ভরতর্ষভ ॥ ৫৩

তারপর যখন সমগ্র সৈন্যবাহিনী মথিত হইয়া পড়িল, বৃহৎ
ভয় হইল এবং সূর্য্যোদেব অন্তাচলে গমন করিলেন, এই অবস্থায়
তখন আর কিছুই জানা গেল না ॥ ৫২

শ্রীমদ্রাধি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বাঙ্গতঃ ভীষ্মপর্ব্বের শব্দে ও প্রথমদিনের যুদ্ধের
উপসংহারবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[যুধিষ্ঠিরস্য চিন্তা, ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাশ্বাসদানম্, দৃষ্টদ্রাঘস্যোৎসাহঃ, দ্বিতীয়দিবসস্য যুদ্ধায় ক্রৌঞ্চাকরণবৃহৎনিৰ্ম্মাণক ।]

সমুদ্র উবাচ ।

কৃতেন্দ্ৰবাহারে সৈন্যানাং প্রথমে ভরতর্ষভ ।

ভীষ্মে চ যুদ্ধসংরকে হৃষ্টে দুৰ্য্যোধনে তথা ॥ ১

ধর্ম্মরাজন্তততুর্গমভিগম্য জনাদনম্ ।

ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্বৈঃ সর্বৈশ্চৈব জনৈশ্চরৈঃ ॥ ২

শুচা পরময়া যুদ্ধশ্চিন্তয়ানঃ পরাজয়ম্ ।

বাঞ্ছয়মব্রবীদ্-রাজন্ দৃষ্টা ভীষ্মস্য বিক্রমম্ ॥ ৩

কৃষ্ণ পশ্য মহেশ্বাসং ভীষ্মং ভীমপরাক্রমম্ ।

শরৈর্দহন্তঃ সৈন্যং মে গ্রীষ্মে কক্ষমিবানলম্ ॥ ৪

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠিরের চিন্তা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসদান, দৃষ্টদ্রাঘের
উৎসাহ এবং দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধের জন্য ক্রৌঞ্চাকরণ-বৃহৎনিৰ্ম্মাণ ।]

সমুদ্র কহিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রথম দিনের যুদ্ধে যখন
পাণ্ডবসেনা পশ্চাদগমন করে, ভীষ্মের যুদ্ধ বিষয়ক উৎসাহ
বাড়িয়া যায় এবং দুৰ্য্যোধন যখন অতিরিক্ত হর্ষে উজ্জসিত হইয়া
উঠিলেন, তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতৃবৃন্দ ও সম্পূর্ণ রাজ-
মণ্ডলীর সহিত অতিশয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন
এবং অন্ততঃ শোকে সমস্ত হইয়া ভীষ্মের পরাক্রম দর্শন করত
নিজে পরাজয়ের কথা চিন্তা করিতে করিতে বৃষ্টিবংশজুষণ
শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১-৩

হে কৃষ্ণ! আপনি নিরীক্ষণ করুন—মহাধর্ম্মের ও ভরতের
পরাক্রমী ভীষ্ম স্বীয় বাণসমূহে আমার সৈন্যবাহিনীকে সেইভাবে
দহ্য করিতেছেন, বরুণ গ্রীষ্মকালেতে সংলগ্ন অগ্নি ভগ্নশস্যাদিকে
দহ্য করিয়া থাকে ॥ ৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি শব্দযুদ্ধে প্রথমদিবসাবহারে

একোনপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! এদিকে সেই মহাযুদ্ধে ভীষ্মের বেগকে ক্রমবর্দ্ধ-
মান দেখিয়া কুন্তীপুত্রগণ স্বীয় বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে সরাইয়া
লইলেন ॥ ৫৩

কথ্যমেনং মহাত্ম্যানং শক্ষ্যামঃ প্রতিবীক্ষিতুম্ ।

লেলিহমানং সৈন্যং মে হবিষ্মন্তমিবানলম্ ॥ ৫

এতং হি পুরুষব্যাঘ্রং ধনুশ্চন্তং মহাবলম্ ।

দৃষ্টা বিপ্রক্রান্তং সৈন্যং সমরে মার্গগাহতম্ ॥ ৬

শক্যো জেতুং যমঃ ক্রুদ্ধো বজ্রপাণিঃ সংযুগে ।

বরুণঃ পাশভৃন্ বাপি কুবেরো বা গদাধরঃ ॥ ৭

ন তু ভীষ্মো মহাতেজাঃ শক্যো জেতুং মহাবলঃ

সেইহমেবংগতে ময়ো ভীষ্মাগাধজলেহপ্লবে ॥ ৮

যেদ্রুপ অগ্নিদেব প্রজ্বলিত হইয়া ঘৃতাঙ্কিত গ্রহণ করেন,
সেইরূপ মহাত্মা ভীষ্মও স্বীয় বাণরূপ জিহ্বাতে আমার সৈন্যগণকে
লেহন করিতেছেন। আমার কিভাবে প্রতীকারের জন্য ইহাকে
দেখিতে পারি—কিভাবে আমরা ইহার সম্মুখীন হইব? ৫

হন্তে ধম্ গ্রহণকারী এই মহাবল পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে দেখিয়া
এবং ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার বাণসমূহে আহত হইয়া আমার সৈন্যরা
পলায়ন করিতেছে ॥ ৬

ক্রুদ্ধ যম, বজ্রপাণি ইন্দ্র, পাশধারী বরুণ অথবা গদাধারী
কুবেরকে যদিও কখনও যুদ্ধে জয় করা সম্ভব হয়, তথাপি
এই মহাতেজস্বী ও মহাবল ভীষ্মকে জয় করা কখনই সম্ভব
হইবে না ॥

কেশব! একদা অবস্থায় আমি স্বীয় বুদ্ধির দুর্ব্বলতাবশতঃ
ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে সম্মুখীন হইয়া ভীষ্মরূপ অগাধজলরাশিতে
নৌকা ব্যতীত নিমগ্ন হইয়া বাইতেছি ॥

আম্রনো বুদ্ধিদোর্বল্যাদ্ ভীত্বমাসাত্ত কেশব ।
 বনং যান্তামি বাঞ্ছ্যেয়ং জ্যৈয়ো মে তত্র জীবিতুম্ ॥ ৯
 ন ত্বেতান্ পৃথিবীপালান্ দাতুং ভীত্বায় মৃত্যবে ।
 ক্ষপয়িত্ত্বতি সেনাং মে কৃষ্ণ ভীত্বো মহাত্মবিং ॥ ১০
 যথানলং প্রজ্বলিতং পতঙ্গাঃ সমভিক্রুতাঃ ।
 বিনাশায়োপগচ্ছন্তি তথা মে সৈনিকো জনঃ ॥ ১১
 ক্ষয়ং নীতোহস্মি বাঞ্ছ্যেয়ং রাজ্যাহেতোঃ পরাক্রমী ।
 জাতরশ্চৈব মে বীরাঃ কশিতাঃ শরপীড়িতাঃ ॥ ১২
 মৎকৃতে ভ্রাতৃহাদেন রাজ্যাদ্ ভ্রষ্টাস্থথা সুখাৎ ।
 জীবিতং বহু মন্ত্বেহহং জীবিতং হৃদ্য দুর্লভম্ ॥ ১৩
 জীবিতস্য চ শেষেণ তপস্তপ্যামি দুশ্চরম্ ।
 ন ঘাতয়িত্ত্বামি রণে মিত্রাণীমানি কেশব ॥ ১৪
 রথান্ মে বহুসাহস্রান্ দিব্যৈরশ্বৈর্মহাবলঃ ।
 ঘাতয়তানিশং ভীত্বঃ প্রবরাণাং প্রহারিণাম ॥ ১৫

হে বৃষ্ণিকুলভিলক গোবিন্দ! এখন আমি বনে চলিয়া যাইব। সেখানে জীবনবাণন করাই আমার পক্ষে কল্যাণকর হইবে। এই ভূপতিগণকে বুঝা ভীত্বরূপ মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করা প্রেমস্বর হইবে না ॥

হে কৃষ্ণ! ভীত্ব মহাত্মসমূহে অভিজ্ঞ। তিনি আমার সমগ্র সৈন্তবাহিনীকে সংহার করিয়া ফেলিবেন। যেরূপ পতঙ্গগণ বিনাশের জন্তই প্রজ্বলিত অগ্নিতে লাকাইয়া পড়ে, সেইরূপ আমার সৈন্তেরাও নিজের বিনাশের জন্তই ভীত্বের নিকটে গমন করিতেছে ॥ ৭-১১

বৃষ্ণিবংশসম্বৃত কৃষ্ণ! রাজ্যের জন্ত পরাক্রম করত আমি সর্বতোভাবে ক্ষীণ হইয়া পড়িব। আমার বীর জাতৃগণ বাণ-সমূহে পীড়িত হইয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া যাইবে ॥ ১২

ইহার বন্ধুজনোচিত সৌহার্দবশতঃ আমার জন্ত রাজ্য ও সুখ-ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া দুঃখভোগ করিতেছে। এই সময়ে আমি ইহাদের ও আমার জীবনকেই অধিক বলিয়া মনে করি, কারণ, আজ আমাদের জীবনও দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে ॥ ১৩

কেশব! যদি জীবন অবশিষ্ট থাকে, তবে আমি দুষ্কর তপস্তা করিব; তথাপি এই রণক্ষেত্রে আমি মিত্রদিগকে বুঝা হত্যা করাইব না ॥ ১৪

মহাবল ভীত্ব বীর দিব্য অস্ত্রসমূহে আমার পক্ষের প্রেত কয়েক

কিং হু কৃষ্ণা হিতং মে স্যাদ্ ক্রহি মাধব মাচিরম্ ।
 মধ্যাহ্নমিব পশ্যামি সমরে সব্যাসাচিনম্ ॥ ১৬
 একো ভীমঃ পরং শক্ত্যা যুধ্যত্বেব মহাত্মজঃ ।
 কেবলং বাহুবীর্ঘ্যেণ ক্ষত্রধর্মমল্লম্বরন ॥ ১৭
 গদয়া বীরঘাতিষ্ঠা যথোৎসাহং মহামনাঃ ।
 করোত্যশ্বকরং কর্ম রথাস্থ-নর-দক্ষিণ ॥ ১৮
 নালমেব ক্ষয়ং কভুং পরসৈন্তস্য মারিষ ।
 আর্জবেনৈব যুজ্জেন বীর বর্ষশতৈরপি ॥ ১৯
 একোহস্ত্রবিং সখা তেহয়ং সোহপ্যস্মান্ সমূপেক্ষতে
 নির্দহমানান্ ভীত্বেন জ্রোণেন চ মহাত্মনা ॥ ২০
 দিব্যান্ত্রস্ত্রাণি ভীত্বস্য জ্রোণস্য চ মহাত্মনঃ ।
 ধক্ষাস্তি ক্ষত্রিয়ান্ সর্বান্ প্রযুক্তানি পুনঃ পুনঃ ॥ ২১
 কৃষ্ণ ভীত্বঃ সুসংরুদ্ধঃ সহিতঃ সর্বপাথিবৈঃ ।
 ক্ষপয়িত্ত্বতি নো নুনং যাদৃশোহস্য পরাক্রমঃ ॥ ২২

সহস্র রথীকে নিরস্তর সংহার করিয়া যাইতেছেন ॥ ১৫

মাধব! শীঘ্র বলুন—কি কারণে আমাদের হিত হইবে? সব্যাসাচী অর্জুনকে ত' আমি এই যুদ্ধে মধ্যাহ্ন (উদাসীন) দেখিতেছি ॥ ১৬

একমাত্র মহাবাহু ভীমসেনই ক্ষত্রিয়ধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কেবল বাহুবলেরই আশ্রয় গ্রহণপূর্বক পূর্ণশক্তি প্রয়োগে যুদ্ধ করিয়া যাইতেছে ॥ ১৭

মহামনা ভীমসেন নিজের বীরঘাতিনী গদাঘাটা রথ, অশ্ব, মহন্ত ও হস্তদিগের উপর স্বীয় দুষ্কর পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে ॥

মাননীয় বীর শ্রীকৃষ্ণ! যদি এরূপ সরলতার সহিত যুদ্ধ করা হয়, তবে শতবর্ষও ভীমসেন একাকী শত্রুসৈন্তগণকে বিনাশ করিতে পারিবে না ॥ ১৮-১৯

কেবল আপনার সখা অর্জুনই দিব্যান্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, কিন্তু সে-ও মহাত্মা ভীত্ব ও জ্রোণাচাধ্যকর্তৃক আমাদের দক্ষ হইতে দেখিয়াও উপেক্ষা করিয়া যাইতেছে ॥ ২০

মহাত্মা ভীত্ব ও জ্রোণাচার্যের দিব্য অস্ত্রসমূহ পুনঃপুনঃ প্রযুক্ত হইয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকেই ভয় করিয়া ফেলিবে ॥ ২১

শ্রীকৃষ্ণ! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভীম স্বপক্ষের সকল ভূপতিবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া নিশ্চয়ই আমাদের বিনাশ করিয়া ফেলিবেন। ইহার যেরূপ পরাক্রম, ইহাতে তাহাই প্রচলিত হইতেছে ॥ ২২

স স্বং পশু মহাভাগ যোগেশ্বর মহারথম্ ।
 ভীষ্মঃ যঃ শময়েৎ সংখ্যে দাবান্ধিঃ জলদো যথা ২৩
 তব প্রসাদাৎ গোবিন্দ পাণ্ডবা নিহন্তদ্বিষঃ ।
 স্বরাজ্যমুসম্প্রাপ্তো মোদিষ্যন্তে সবাঙ্কবাঃ ॥ ২৪
 এবমুক্ত্বা ততঃ পার্থো ধ্যায়ন্তাস্তে মহামনাঃ ।
 চিরমন্তর্মনা ভূষা শোকোপহতচেতনঃ ।
 শোকাক্তং তমথো জ্ঞাষা হুঃখোপহতচেতনম্ ॥ ২৫
 অত্রবীৎ তত্র গোবিন্দো হর্ষয়ন্ সর্বপাণ্ডবান্ ।
 মা শুচো ভরতশ্চেষ্ট ন স্বঃ শোচিত্তুমর্হসি ॥ ২৬
 যস্য তে ভ্রাতরঃ শূরাঃ সর্বলোকেষু ধ্বনিঃ ।
 অহঙ্ক প্রিয়কৃৎ রাজন্ সাত্যকিচ্চ মহাযশাঃ ॥ ২৭
 বিরাট-ক্রপদো চেমো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পাণ্ডবতঃ ।
 তথৈব সবল্যশ্চেমো রাজানো রাজসন্তম ॥ ২৮
 স্বংপ্রসাদং প্রতীক্ষন্তে বৃদ্ধক্লান্ত বিশাম্পতে ।

মহাভাগ যোগেশ্বর! আপনি সেরূপ কোন একজন বোঝাকে
 অধেষণ করুন, যিনি রণাঙ্গনে ভীষ্মকে সেউভাবে শাস্ত করিতে
 পারিবেন, যেহেতু জলবর্ণকারী মেঘ দাবানলকে শাস্ত করিয়া
 থাকে ॥ ২৩

গোবিন্দ! আপনারই করুণায় পাণ্ডবেরা শত্রুগণকে বিনাশ
 করিয়া স্বরাজ্যলাভ করত বহু-বাঙ্কবদিগের সহিত সুখী হইবে ॥ ২৪

এই কথা বলিয়া মহামনা যুধিষ্ঠির শোকে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া
 দীর্ঘকণ পর্যন্ত মনকে অন্তর্মুখ করত ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া
 রহিলেন। যুধিষ্ঠিরকে শোকপীড়িত ও হুঃখে ব্যথিতচিত্ত জানিয়া
 গোবিন্দ সমস্ত পাণ্ডবগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে বলিলেন ।

ভরতশ্চেষ্ট! আপনি শোক করিবেন না। এভাবে শোক-
 প্রকাশ করা আপনার উচিত নয়। আপনার এই সব বীর
 ভ্রাতারা সর্বলোকেই বিখ্যাত ধনুর্ধর। রাজন্! আমিও
 আপনার প্রিয়কারী। নৃপশ্চেষ্ট! মহাযশসী সাত্যকি, বিরাট,
 ক্রপদ, ক্রপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং সৈন্তসহ অন্তান্ত সকল রাজারাও
 আপনার কৃপাপ্রসাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। মহারাজ! ইহার
 সকলেই আপনার ভক্ত ।

এই ক্রপদপুত্র মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্নও সচা আপনার হিতকামী এবং
 আপনার প্রিয়সাধনে তৎপর থাকিয়া ইনিই প্রধান সেনাপতির

এব তে পার্ধতো নিত্যং হিতকামঃ প্রিয়ে রতঃ ॥ ২৯
 সৈন্যপত্যমমুপ্রাপ্তো ধৃষ্টদ্যুম্নো মহাবলঃ ।
 শিখণ্ডী চ মহাবাহো ভীষ্মস্য নিধনং কিল ॥ ৩০
 (করিষ্যতি ন সন্দেহো নৃপাণাং যুধি পুত্রতাম্)
 এতচ্ছ্রুত্বা ততো রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নং মহারথম্ ।
 অত্রবীৎ সমিতৌ তস্যাং বাসুদেবস্য শৃণুতঃ ॥ ৩১
 ধৃষ্টদ্যুম্ন নিবোধেদং স্বং স্বাং বক্ষ্যামি মারিষ ।
 নাতিক্রম্য ভবেৎ তচ্চ বচনং মম ভাষিতম্ ॥ ৩২
 ভবান্ সেনাপতির্মহং বাসুদেবেন সন্মিতঃ ।
 কার্ত্তিকৈর্যো যথা নিত্যং দেবানামভবৎ পুরা ॥ ৩৩
 তথা স্বমপি পাণ্ডনাং সেনানীঃ পুরুষর্ষভ ।
 (তচ্ছ্রুত্বা জহুঃ পার্থাঃ পার্ধিবাস্ত মহায়শাঃ ।
 সাধু সাধ্বিতি তদ্বাক্যমুচুঃ সর্বে মহীক্ষিতঃ ॥
 পুনরপ্যত্রবীদ্ রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নং মহাবলম্ ॥)

গুরুতর ভায় গ্রহণ করিয়াছেন। মহাবাহো! সমস্ত নরপতি-
 গণের দৃষ্টিপথের মধ্যেই এই শিখণ্ডী ভীষ্মকে বধ করিবে—ইহাতে
 কোন সংশয় নাই ॥ ২৫-৩০

ইহা শুনিয়া তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অনাইতে
 অনাইতে সেই সভায় মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন ॥ ৩১

আদরনীয় বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন! আমি তোমাকে বাহা কিছু বলিব,
 তাহা তুমি প্রকাশ্রচিতে শ্রবণ কর। আমার এই কথিত বাক্য
 তুমি উল্লঙ্ঘন করিও না ॥ ৩২

তুমি আমার সেনাপতি এবং বহুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের স্তায়
 পরাক্রমী। পুরুষশ্চেষ্ট! পুরাকালে ভগবান্ কার্ত্তিকেয় যেরূপ
 দেবতাগণের সেনাপতি হইয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও পাণ্ডবগণের
 সেনাপতি হও। (যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া অন্তান্ত
 পাণ্ডবগণ ও মহারথ ভূপতিবৃন্দ সকলেই 'সাধু, সাধু' বলিয়া
 তাঁহার এই বাক্যকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তারপর
 রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন।) পুরুষশ্চেষ্ট!
 তুমি স্বীয় পরাক্রমপ্রকাশ করিয়া কৌরবগণকে নাশ কর।
 পুরুষরত্ন! আমি, ভীষ্মসেন, শ্রীকৃষ্ণ, মাত্মীনন্দন নফুল-সহদেব,
 দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং অন্ত প্রধান প্রধাম ভূপতিগণ কবচ
 ধারণ করত তোমার অঙ্গগমন করিব ।

স হং পুরুষশাদূল বিক্রম্য জহি কৌরবান্ ॥ ৩৪
 অহং তেহুযাস্যামি ভীমঃ কৃষ্ণশ্চ মারিষ ।
 মাত্রীপুত্রৌ চ সহিতৌ দ্রৌপদেয়াশ্চ দংশিতাঃ ॥ ৩৫
 যে চাত্রে পৃথিবীপালাঃ প্রাধানাঃ পুরুষর্ষভ ।
 তত উদ্ধবয়ন্ সর্বান্ ধৃষ্টদ্যায়োহিত্যভাষত ॥ ৩৬
 অহং দ্রোণাস্তকঃ পার্থ বিহিতঃ শত্ৰুনা পুরা ।
 রণে ভীষ্মং কৃপং দ্রোণং তথা শল্যং জয়দ্রথম্ ॥ ৩৭
 সর্বানন্ত রণে দৃষ্টান্ প্রতিযোৎস্যামি পার্থিব ।
 অথোৎক্রেষ্টুং মহেষ্ণাসৈঃ পাণ্ডবৈযুজ্জর্মদৈঃ ॥ ৩৮
 সমুজ্জতে পার্থিবেস্ত্রে পার্শ্বতে শক্রনুদনে ।
 তমব্রবীৎ ততঃ পার্থঃ পার্শ্বতঃ পৃতনাপতিম্ ॥ ৩৯
 ব্যূহঃ ক্রৌঞ্চাকরণো নাম সর্বশক্রনিবহরণঃ ।
 যং বৃহস্পতিরিস্রায় তদা দেবাসুরেহব্রবীৎ ॥ ৪০
 তং যথাবৎ প্রতিব্যূহ পরানীকবিনাশনম্ ।

তখন ধৃষ্টদ্যায় সকলের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে বলিলেন,—
 পার্থ! আমাকে ভগবান্ শত্ৰু পূর্ব হইতেই দ্রোণাচার্যের
 কালরূপে উপস্থাপন করিয়াছেন। ভূগতে! আজ আমি রণাঙ্গনে
 ভীষ্ম, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, শল্য ও জয়দ্রথ—এই সকল
 অভিমানী যোদ্ধাদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব।

ইহা শুনিয়া যুদ্ধের জন্ত উন্নত মহাধনুর্ধর পাণ্ডবগণ উচ্চৈঃ-
 স্বরে সিংহনাদ করিলেন এবং শক্রনাশন নৃপশ্রেষ্ঠ দ্রুপদনন্দন
 ধৃষ্টদ্যায় এইভাবে যুদ্ধের জন্ত উজ্জত হইলে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির
 সেনাপতি দ্রুপদভ্রাতৃকে পুনরায় এই কথা বলিলেন ॥ ৩৩-৩৯

সেনাপতি! ক্রৌঞ্চাকরণনামক ব্যূহ সকল শত্রুকে সংহার
 করে; বাহ্য বৃহস্পতি দেবাসুর-সংগ্রামের সময় ইন্দ্রকে উপদেশ
 করিয়াছিলেন ॥ ৪০

শক্রসৈন্তনাশক সেই ক্রৌঞ্চাকরণ ব্যূহকে তুমি যথাযথরূপে
 নির্মাণ কর, আজ সমস্ত রাজারা কৌরবগণের সহিত এই
 অদৃষ্টপূর্ব ব্যূহকে অচক্ষে অবলোকন করুন ॥ ৪১

যেদ্রুপ বজ্রধারী ইন্দ্র ভগবান্ বিষ্ণুকে স্ব-বক্তব্য বলিয়া থাকেন,
 সেইরূপ নরদেব যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যায়কে পূর্বোক্ত বাক্য বলিলে পর
 দ্ব্যহরচনায় নিপুণ ধৃষ্টদ্যায় বৃহস্পতিকথিত বিধি অঙ্গসারে
 প্রাতঃকালেই (সূর্যোদয়ের পূর্বে) সমস্ত সৈন্তের ব্যূহ নির্মাণ

অদৃষ্টপূর্ব রাজানঃ পশ্চাত্ত কুরুভিঃ সহ ॥ ৪১

যথোক্তঃ স নৃদেবেন বিষ্ণুর্বজ্রভূতা যথা ।

(বার্হস্পত্যেন বিধিনা ব্যূহমার্গবিচক্ষণঃ)

প্রভাতে সর্বসৈন্তানামগ্রে চক্রে ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪২

আদিত্যপথগঃ কেতুস্তস্যাস্তুতমনোরমঃ ।

শাসনাং পুরুহুতস্য নির্মিতো বিশ্বকর্মণা ॥ ৪৩

ইন্দ্রায়ুধসবর্ণাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতঃ ।

আকাশগ ইবাকাশে গজবনগরোপমঃ ॥ ৪৪

নৃত্যমান ইবাভাতি রথচর্য্যানু মারিষ ।

তেন রত্নবতা পার্থঃ স চ গাণ্ডীবধরনা ॥ ৪৫

বভূব পরমোপেতঃ সুরেক্ষরিব ভামুনা ।

শিরোহভূদ্ দ্রুপদো রাজন্ মহত্যা সেনয়া বৃতঃ ॥ ৪৬

কুন্তিভোজশ্চ চৈদ্যশ্চ চক্ষুর্ভ্যাং তৌ জনেশ্বরৌ ।

দাশার্ণকঃ প্রভদ্রাশ্চ দাশেরকগণৈঃ সহ ॥ ৪৭

করিলেন, সেখানে সকল সৈন্তের অগ্রভাগে অর্জুনকে স্থাপিত
 করিলেন ॥ ৪২

অর্জুনের অজুত ও মনোরম ধ্বজ সূর্যের পথে (উচ্চ
 আকাশে) উড়িতে ছিল। ইন্দ্রের আদেশে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মা
 ইহাকে নির্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৩

ইন্দ্রযজ্ঞতুল্য বর্ণবিশিষ্ট পতাকাসমূহে সেই ধ্বজের আরও
 শোভা বৃদ্ধি পাইতেছিল। ঐ ধ্বজ আকাশে আকাশচারী
 পক্ষীর স্তায় বিনা আধারেই চলিতেছিল, তখন ইহা যেন অপর
 একটি গজবনগররূপে প্রভীত হইতেছিল ॥ ৪৪

আর্য! রথের মার্গে অর্জুনের ঐ ধ্বজ যেন নৃত্য করিতেছে
 বলিয়া প্রভীত হইতেছিল। এই রত্নমণ্ডিত ধ্বজ দ্বারা অর্জুন
 এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুন কর্তৃক ঐ ধ্বজ সেইরূপ শোভাপ্রাপ্ত
 হইতে লাগিলেন, যেদ্রুপ সূর্য্যদ্বারা সুরেক্ষ পর্বত ও সুরেক্ষ
 পর্বতের দ্বারা সূর্য্য শোভাপ্রাপ্ত হন ॥

রাজন্! আপনার বিশাল সৈন্তের সহিত রাজা দ্রুপদ সেই
 ব্যূহের শিরস্থানে আছেন। কুন্তিভোজ ও ধৃষ্টকেশু—এই দুই
 নরপতি ব্যূহের নেত্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ!
 দাশার্ণক, দাশেরকসমূহের সহিত প্রভদ্রক, অনুপক ও কিরাতগণ
 ঐবাহানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥

অনুপকাঃ কিরাভাশ্চ গ্রীবায়াং ভরতর্ষভ ।
 পটচ্চরৈশ্চ পৌণ্ড্রৈশ্চ রাজন্ পৌরবকৈশ্চথা ॥ ৪৮
 নিবান্দৈঃ সহিতশ্চাপি পৃষ্ঠমাসীদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ।
 পক্ষৌ তু ভীমসেনশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ৪৯
 দ্রৌপদেয়াভিমমু্যশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ।
 পিশাচা দারদাশ্চৈব পুণ্ড্রাঃ কুণ্ডীবিশৈঃ সহ ॥ ৫০
 মারুতা ধেমুকাশ্চৈব তল্লাঃ পরতল্লাঃ ।
 বাহ্লিকান্তিত্তিরাস্চৈব চোলাঃ পাণ্ড্যশ্চ ভারত ॥ ৫১
 এতে জনপদা রাজন্ দক্ষিণং পক্ষমাজ্জিতাঃ ।
 অগ্নিবেশ্যন্ত হস্তাশ্চ মালবা দানভারয়ঃ ॥ ৫২
 শবরা উত্তসাস্চৈব বৎসাশ্চ সহ নাকুলৈঃ ।
 নকুলঃ সহদেবশ্চ বামঃ পক্ষঃ সমাজ্জিতাঃ ॥ ৫৩
 রথানামযুতং পক্ষৌ শিরন্ত নিযুতং তথা ।

পটচ্চর, পৌণ্ড্র, পৌরব ও নিষাদগণের সহিত স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির পৃষ্ঠভাগে বারাজমান রহিলেন। ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রৌঞ্চবাহের দুই পক্ষের স্থানে নিযুক্ত থাকিলেন। রাজন্! দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু ও মহারথী সাত্যকির সহিত পিশাচ, দারদ, পুণ্ড্র, কুণ্ডীবিশ, মারুত, ধেমুক, তল্লা, পরতল্লা, বাহ্লিক তিত্তির, চোলা ও পাণ্ড্য—এই জনপদসমূহের সৈন্যরা দক্ষিণপক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিলেন।

অগ্নিবেশ্য, হস্তা, মালব, দানভারি, শবর, উত্তস, বৎস ও নাকুল জনপদবাসিগণের সহিত দুই ভ্রাতা নকুল এবং সহদেব বাম পক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮-৫৩

সেই ক্রৌঞ্চপক্ষীর পক্ষ ভাগে দশ হাজার, শিরোভাগে এক লক্ষ (কাহারও মতে দশ লক্ষ), পৃষ্ঠভাগে এক অবুদ (দশ কোটি) বিশ হাজার এবং গ্রীবাদেশে এক লক্ষ (কাহারও মতে

পৃষ্ঠমবুদমেবাসীং সহস্রাণি চ বিংশতিঃ ॥ ৪৮
 গ্রীবায়াং নিযুক্তাণি সহস্রাণি চ সপ্ততিঃ ।
 পক্ষকোটিপ্রপক্ষেষু পক্ষান্তেষু চ বারণাঃ ॥ ৪৯
 জগ্মুঃ পরিবৃত্তা রাজাশ্চলন্ত ইব পর্বতাঃ ।
 জঘনং পালয়ামাস বিরাটঃ সহ কেকয়ৈঃ ॥ ৫০
 কাশিরাজশ্চ শৈব্যশ্চ রথানামযুতৈজ্জিভিঃ ।
 এবমেনং মহাবাহুং বাহু ভারত পাণ্ডবাঃ ॥ ৫১
 সূর্য্যোদয়ং ত ইচ্ছন্তঃ স্থিতা যুদ্ধায় দংশিতাঃ ।
 তেষামাদিত্যবর্ণানি বিমলানি মহাস্তি চ ।
 শ্বেতচ্ছত্রাণ্যশোভন্ত বারণেষু রথেষু চ ॥ ৫২
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াক্ষিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ক্রৌঞ্চবাহনির্মাণে
 পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০

দশ লক্ষ) সত্তর হাজার সৈন্য নিযুক্ত ছিল।

রাজন্! পক্ষ, কোটি (অগ্রভাগ), প্রপক্ষ (পক্ষের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষ) ও পক্ষান্ত ভাগে চলমান পর্বতসমূহের ন্যায় হস্তিগণ সৈন্তে পরিবৃত্ত হইয়া গমন করিল।

রাজা বিরাট কেকয়রাজকুমারগণের সহিত সেই ব্যূহের জঘন (কটির অগ্রভাগ) প্রদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কাশিরাজ ও শৈব্য ত্রিশ হাজার রথী বীরের সহিত উহার রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন।

ভারত! এইভাবে পাণ্ডবগণ ক্রৌঞ্চাক্রমণামক মহাবাহু রচনা করিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য কবচ প্রকৃতিতে স্থলজিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ৪৪-৫১

ইহাদের হস্তী ও রথসমূহের উপর সূর্য্যতুল্য প্রকাশমান, নির্মল ও বিশাল শ্বেতচ্ছত্র শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫২

শ্রীময়হর্ষিবিশেষদ্ব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহা-ভারতের ভীষ্মপর্বাদ্বিতীয় ভীষ্মবধপর্বে ক্রৌঞ্চবাহ নির্মাণ-

বিবরক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[কৌরবসৈন্যানাং ব্যূহরচনা, উভয়পক্ষमध्ये शङ्खध्वनिः, सिंहनादश्च ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ক্রৌঞ্চং দৃষ্ট্বা ততো ব্যূহমভেদ্যাং তনয়স্তুব ।
রক্ষ্যমাণং মহাঘোরং পার্শ্বেনামিততেজসা ॥ ১
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য কৃপং শল্যঞ্চ পার্থিব ।
সৌমদন্তিঃ বিকর্ণঞ্চ সোহৃৎখ্যামানমেব চ ॥ ২
দুঃশাসনাদীন্ ভ্রাতৃংশ্চ সর্বাণেব চ ভারত ।
অত্যাংশ্চ সুবহূন্ শূরান্ যুদ্ধায় সমুপাগতান্ । ৩
প্রাহেদং বচনং কালে হর্ষয়ন্তনয়স্তুব ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৪
একৈকশঃ সমর্থ্য হি যুয়ং সর্বে মহারথাঃ ।
পাণ্ডুপুত্রান্ রণে হস্তং সসৈন্যান্ কিমু সংহতাঃ ॥ ৫
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।
পর্য্যাপ্তমিদমেতেষাং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ॥ ৬
সংস্থানাঃ শূরসেনাশ্চ বেত্রিকাঃ কুরুসান্তথা ।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[কৌরবসৈন্যের ব্যূহরচনা এবং উভয়পক্ষের মধ্যে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অভেদ্য ক্রৌঞ্চব্যূহকে অমিততেজস্বী অর্জুন কর্তৃক স্বরক্ষিত দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্ধ্যোধন আচার্য্য জ্রোণ, কৃপ, শল্য, কুরিঞ্জীবা, বিকর্ণ, অশ্বখামা ও দুঃশাসনাদি সকল ভ্রাতা এবং যুদ্ধের জন্য সমবেত অত্যাশ্চর্য বহু বীরগণের নিকট ষাইয়া তাঁহাদের সকলের হর্ববর্দ্ধন করিতে করিতে এই সময়োচিত্তি বাক্য বলিলেন—হে বীরগণ ! আপনারা সকলেই নানাপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগে কুশল ও যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ ॥ ১-৪

আপনারা সকলেই মহারথ । আপনাদের মধ্যে প্রত্যেক বোদ্ধাই সৈন্যসহ পাণ্ডবগণকে বধ করিতে সমর্থ, সুতরাং আপনারা সকলে মিলিত হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিবেন, ইহাতে আর বলিবার কি আছে ? ৫

ভীষ্ম পিতামহকর্তৃক স্বরক্ষিত আমাদের সৈন্যবাহিনীকে সর্ব্বথা অজেয়, কিন্তু ভীষ্মসেন কর্তৃক স্বরক্ষিত এই পাণ্ডববাহিনীকে জয় করা স্বপ্নম, অতএব আমার মতে সংস্থান, শূরসেন, বেত্রিক,

আরোচকাস্ত্রিগর্ভাশ্চ মজ্জকা যবনাস্তথা ॥ ৭

শত্রুঞ্জয়েন সহিতাস্তথা দুঃশাসনেন চ ।

বিকর্ণেন চ বীরেণ তথা নন্দোপনন্দকৈঃ ॥ ৮

চিত্রসেনেন সহিতাঃ সহিতাঃ পারিভজ্রকৈঃ ।

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্ত সহসৈন্যপুরুষতাঃ ॥ ৯

(সঞ্জয় উবাচ ।

দুর্ধ্যোধনবচঃ শ্রুত্বা সর্ব এব মহারথাঃ

তথেষ্টোনাং নৃপা উচুস্তদা জ্রোণপুরোগমাঃ ॥)

ততো ভীষ্মশ্চ জ্রোণশ্চ তব পুত্রাশ্চ মারিষ ।

অবাহন্ত মহাবাহুং পাণ্ডুনাং প্রতিবাধনম্ ॥ ১০

ভীষ্মঃ সৈন্যেন মহতা সমস্তাং পরিবারিতঃ ।

যযৌ প্রকথন্ মহতীং বাহিনীং সুররাড়িব ॥ ১১

তমঘ্রায়াম্বেষাসো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ।

কুন্তলৈশ্চ দশার্ণৈশ্চ মাগধৈশ্চ বিশাম্পতে ॥ ১২

কুরু, আরোচক, ত্রিগর্ভ, মজ্জক ও যবন প্রভৃতি দেশবাসী বীরগণ শত্রুঞ্জয়, দুঃশাসন, বীর বিকর্ণ, নন্দ, উপনন্দ, চিত্রসেন ও পারিভজ্রক বীরবৃন্দের সহিত ষাইয়া নিজ সৈন্যাদিগকে অগ্রভাগে স্থাপন করত ভীষ্মকেই রক্ষা করুন ॥ ৭-৯

(সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! দুর্ধ্যোধনের এই কথা শুনিয়া জ্রোণাদি সকল মহারথী বীরগণ এবং নৃপগণ সেই সময় “ভবাত্ত” বলিয়া তাঁহার বাক্য মানিয়া লইলেন ।)

আর্য্য ! তারপর ভীষ্ম, জ্রোণ ও আপনার পুত্রগণ মিলিতভাবে বীর সৈন্যের এক মহা ব্যূহরচনা করিলেন । এই ব্যূহ পাণ্ডববাহিনীর পক্ষে বাধাবরূপ হইয়াছিল ॥ ১০

তদনন্তর বিরাট সৈন্যবাহিনীতে চারিদিকে পরিবৃত্ত হইয়া ভীষ্ম দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১১

তাঁহার পশ্চাতে প্রতাপশালী বীর জ্রোণাচার্য্য যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিলেন । মহারাজ ! সেই সময় কুন্তল, দশার্ণ, মাগধ, বিদর্ভ, মেকল ও কর্ণ প্রাবরগণাদি দেশবাসী সৈন্যগণের সহিত গাঙ্কার, সিদ্ধ, সৌবীর, শিবি ও বসতি দেশের বীর কজ্জিবৃক্ষ যুদ্ধে শোভাপ্রাপ্ত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ।

বিদর্ভৈর্মেকলৈশ্চৈব কর্ণপ্রাবরণৈরপি ।
সহিতাঃ সর্বসৈন্যেন ভীষ্মমাহবংশোভিনম্ ॥ ১৩
গান্ধারীঃ সিদ্ধুসৌবীরাঃ শিবয়োহথ বসাতয়ঃ ।
শকুনিশ্চ সসৈন্যেন ভারত্বাজমপালয়ং ॥ ১৪
ততো হৃষ্যোধনো রাজা সহিতঃ সর্বসোদরৈঃ ।
অশ্বাত্তকৈবিকর্ণৈশ্চ তথা চাশ্বত্থ-কোশলৈঃ ॥ ১৫
দরদৈশ্চ শটকৈশ্চৈব তথা ক্ষত্রক-মালভৈঃ ।
অভ্যরক্ষত সংহৃষ্টঃ সৌবল্যেশ্চ বাহিনীম্ ॥ ১৬
ভূরিশ্রবাঃ শলঃ শল্যো ভগদত্তশ্চ মারিষঃ ।
বিন্দাত্তবিন্দাবাবস্ত্যৌ বামঃ পার্শ্বমপালয়ন্ ॥ ১৭
সৌমদন্তিঃ সুশর্মা চ কাশ্যোজ্জশ্চ সুদক্ষিণঃ ।
ঋতায়ুশ্চাচ্যুতায়ুশ্চ দক্ষিণঃ পক্ষমাস্থিতাঃ ॥ ১৮
অশ্বখামা কৃপাশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাততঃ ।
মহত্যা সেনয়া সার্বং সেনাপৃষ্ঠে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৯
পৃষ্ঠগোপাস্ত তস্ত্যাসন্ নানাদেশ্যো জনৈশ্বরাঃ ।
কেতুমান্ বসুদানশ্চ পুত্রঃ কাশ্যশ্চ চাভিভূঃ ॥ ২০

শকুনি নিজ সৈন্যবাহিনীর সহিত হোণাচাখ্যের রক্ষায় নিযুক্ত
রহিলেন। তাঁহার পশ্চাতে ভ্রাতৃবর্গের সহিত রাজা হৃষ্যোধন
অত্যন্ত হুই হইয়া অশ্বাত্তক, বিকর্ণ, অশ্বত্থ, কোশল, দরদ, শক,
ক্ষত্রক ও মালবাদি দেশসমূহের যোদ্ধাদিগের সহিত অশ্বলপুত্র
শকুনির সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১২-১৬

ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, মাননীয় রাজা ভগদত্ত এবং অবতীদেশের
হুই রাজকুমার বিন্দ ও অহবিন্দ সেই সমগ্র সৈন্যবাহিনীর বাম-
ভাগ রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। সৌমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা,
জিগর্ত্তরাজ সুশর্মা, কাশ্যোজ্জরাজ সুদক্ষিণ, ঋতায়ু ও অচ্যুতায়ু—
ইহারা দক্ষিণভাগের সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৭-১৮

অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য ও সাততবংশীর কৃতবর্মা নিজ বিশাল
সৈন্যবাহিনীর সহিত কোরবসৈন্যের পৃষ্ঠভাগে থাকিয়া
তাঁহাদের রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন ॥ ১৯

কেতুমান্, বসুদান, কাশিরাজের পুত্র অভিভূ ও অশ্ব বহু
দেশের নরপতিগণ কোরববাহিনীর পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন ॥ ২০

ভারত ! তাঁরপরে আপনার সকল সৈন্যই হর্ষে উন্নতি হইয়া
এসময়চিত্তে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥ ২১

ততস্তে ভাবকাঃ সর্বে হৃষ্টা যুদ্ধায় ভারত ।
দগ্ধাঃ শঙ্খান্ মুদা যুক্তাঃ সিংহনাদাংস্তথোন্নয়ন্ ॥ ২১
তেষাং ঋত্বা তু সৃষ্টানাং বৃদ্ধাঃ কুরুপিতামহঃ ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খাঃ দগ্ধৌ প্রতাপবান্ ॥ ২২
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভেদ্যাশ্চ পণবা বিবিধাঃ পরে ।
আনকাশ্চাভ্যহস্ত্য স শব্দশ্চমুলোহন্তবৎ ॥ ২৩
ততঃ শ্বেতৈর্হৈয়যুক্তৈঃ মহতি শব্দেন স্থিতৌ ।
প্রদগ্ধাহুঃ শঙ্খবরৌ হেমরত্নপরিষ্কৃতৌ ॥ ২৪
পাঞ্চজন্ত্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
পৌণ্ড্রং দগ্ধৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদয়ঃ ॥ ২৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুল্পকৌ ॥ ২৬
কাশিরাজশ্চ শৈব্যশ্চ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।
বৃষ্টহায়ো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ২৭
পাঞ্চালশ্চ মহেষ্ণাসা দ্রৌপদাঃ পঞ্চ চান্সজাঃ ।
সর্বে দগ্ধাঃ মহাশঙ্খান্ সিংহনাদাংস্ত নেদিরে ॥ ২৮

তাঁহাদের হর্ষধ্বনি শুনিয়া কুরুকুলের প্রভু পিতামহ প্রতাপ-
শালী ভীষ্ম উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে
লাগিলেন ॥ ২২

তাঁরপরে শঙ্খ, ভেদী, নানাপ্রকার পণব ও আনবাদি বাজ-
সমূহ সহসা বাদিত হইতে লাগিল এবং এই সকলের সম্মিলিত
শব্দ চারিদিকে তুমুল হইয়া প্রকাশ পাইল ॥ ২৩

অনন্তর শ্বেতবর্ণের অশ্বে যোজিত বিশাল রথে উপবিষ্ট
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন স্বর্ণকুচিত হুইটি শ্রেষ্ঠ শঙ্খ (পাঞ্চজন্ত্য ও
দেবদত্ত) বাজাইতে লাগিলেন ॥ ২৪

ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্ত্য, অর্জুন দেবদত্ত
এবং ভয়ঙ্কর কর্ণকারী ভীমসেন পৌণ্ড্রনামক মহাশঙ্খ
বাজাইলেন ॥ ২৫

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব
মণিপুল্পক শঙ্খ বাজ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

কাশিরাজ, শৈব্য, মহারথ শিখণ্ডী, বৃষ্টহায়, বিরাট, মহারথী
সাত্যকি, পাঞ্চাল বীরগণ এবং মহাধনুর্ধর দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র—
ইহারাও সকলে মহাশঙ্খসমূহ বাজাইতে লাগিলেন এবং সিংহনাদ
করিলেন ॥ ২৭-২৮

স ঘোষঃ স্নমহাংস্তত্র বীরৈস্তৈঃ সমুদীরিতঃ ।
নভশ্চ পৃথিবীকৈব তুমুলো ব্যমুনাদয়ঃ ॥ ২৯
এবমেতে মহারাজ প্রহৃষ্টাঃ কুরু-পাণ্ডবাঃ ।
পুনর্যুজায় সংজগুস্তাপয়ানাঃ পরম্পরম্ ॥ ৩০

তখন এই সব বীরগণের দ্বারা কৃত শব্দ তুমুল হইয়া পৃথিবী
ও আকাশকে নিনাদিত করিতে লাগিল ॥ ২৯

ভীষ্মপৰ্বি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপৰ্ব্বাঙ্গতম ভীষ্মবধপৰ্ব্বে কৌরবগণের বাহরচনাবিষয়ক এক-
পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অন্তিম অঙ্ক সমাপ্ত ।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥

[ভীষ্মজুনয়োযুদ্ধবর্ণনম্ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

এবং ব্যাঢ়েধনীকেষু মামকেধিতরেষু চ ।
কথং প্রহরতাং শ্রেষ্ঠাঃ সম্প্রহারং প্রচক্রিরে ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ ।

(তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সার্থং যথাযুধ্যস্ত তচ্ছ্রুণু)
সমং ব্যাঢ়েধনীকেষু সংনদ্ধরুচিরধ্বজম্ ।
অপারমিব সংদৃশ্য সাগরপ্রতিমং বলম্ ॥ ২
তেষাং মধ্যে স্থিতো রাজন্ পুত্রো দুর্যোধনস্তব ।
অত্রবীং তাবকান্ সর্বান্ যুধ্যধ্বমিতি দংশিতাঃ ॥ ৩
তে মনঃ ক্রুরমাধায় সমভিত্যক্তজীবিতাঃ ।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ঃ ।

[ভীষ্ম ও অর্জুনের যুদ্ধবর্ণন ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! এইরূপে আমার ও পাণ্ডবগণের
সৈন্যদিগের বাহরচনা সম্পূর্ণ হইলে সেই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা কিভাবে
পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—(পাণ্ডবগণের সহিত আপনার পুত্রেরা
যেভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন ।) যখন সকল
সৈন্যের বাহরচনা শেষ হইল, তখন সমস্ত সৈন্য একত্র হইয়া এক
মহালাগরের দ্বায় মনে হইতে লাগিল । সেই সময় চারিদিকে
রথ প্রভৃতিতে বদ্ধ বহু স্তম্ভর ধ্বজ উড়িতেছিল । তাহা
দেখিয়া সৈন্যগণের মধ্যে দণ্ডায়মান 'আপনার পুত্র দুর্যোধন
আপনার সকল যোদ্ধাকেই এই কথা বলিলেন—কবচধারী
বীরগণ! যুদ্ধ আরম্ভ করুন ॥ ২-৩

ইতি ভীষ্মভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপৰ্বণি ভীষ্মবধপৰ্বণি কৌরববাহরচনায়ামেক-
পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১

মহারাজ! এইরূপে অতিশয় হৃষ্ট কৌরব ও পাণ্ডবগণ
পরস্পরকে সম্মুখিত করিতে করিতে পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য
রথক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০

পাণ্ডবানভ্যবর্তন্ত সর্ব এবোচ্ছ্রিতধ্বজাঃ ॥ ৪

ততো যুদ্ধং সমভবৎ তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ ব্যত্ৰিযুক্তরথ-দ্বিপম্ ॥ ৫
মুক্তান্ত রথিভির্বাণা রুদ্রপুঞ্জাঃ স্মৃতেজসঃ ।
সন্নিপত্নরকুণ্ঠাগ্রা নাগেষু চ হয়েষু চ ॥ ৬
তথা প্রবৃন্তে সংগ্রামে ধনুরুদ্যমা দংশিতাঃ ।
অভিপত্য মহাবাহুর্ভীষ্মো ভীষ্মপরাক্রমঃ ॥ ৭
সৌভদ্রে ভীষ্মেনে চ সাত্যকৌ চ মহারণে ।
কৈকেয়ে চ বিরাটে চ ধৃষ্টদ্যুয়ে চ পার্ষতে ॥ ৮

তখন তাঁহারা সকলে মনকে কঠোর করিয়া প্রাণের মোহ
ত্যাগ করত উচ্চ ধ্বজলঙ্কিত পাণ্ডবগণের উপর আক্রমণ
করিলেন ॥ ৪

তখন আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের রোমাঞ্চকারী
যোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গাইল । সেই সময় উভয়পক্ষের রথ ও
পরস্পরের প্রতি যুদ্ধে সংস্কৃত হইল ॥ ৫

রথী বীরগণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বর্ণময় পক্ষভূষিত তেজস্বী বাণসমূহ
কোথাও ঐত (বাধাপ্রাপ্ত) না হইয়া হস্তী ও অশ্ব সকলের
মধ্যে পড়িতে লাগিল ॥ ৬

এইভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গাইলে পর ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ও
হুকুলের প্রভাবশালী বৃদ্ধ পিতামহ মহাবাহু ভীষ্ম যুদ্ধ উত্তোলিত
করিয়া কবচ বন্ধনকরত সহসা অগ্রসর হইলেন এবং অতিমুহুঃ,

এতেষু নরবীরেষু চেদি-মৎস্যেষু চাভিভূঃ ।
ববর্ষ শরবর্ষণি বৃদ্ধঃ কুরুপিতামহঃ ॥ ৯
অভিধ্যত ততো বাহুস্তগ্নিন্ বীরসমাগমে ।
সর্বেষামেব সৈন্তানামাসীদ্ ব্যতিকরো মহান্ ॥ ১০
সাদিনো ধ্বজিনশ্চৈব হতাঃ প্রবরবাজিনঃ ।
বিপ্রক্রুরথানীকাঃ সমপদ্যস্ত পাণ্ডবাঃ ॥ ১১
অর্জুনস্ত নরব্যাত্তো দৃষ্টা ভীষ্মঃ মহারথম্ ।
বাঞ্ছ্যৈর্মত্রবীদ্ ক্রুদ্ধো যাহি যত্র পিতামহঃ ॥ ১২
এষ ভীষ্মঃ স্ত্রুংক্রুদ্ধো বাঞ্ছ্যৈর্মম বাহিনীম্ ।
নাশয়িষ্যতি স্ত্রব্যস্তং হৃষ্যোধনহিতে রতঃ ॥ ১৩
এষ দ্রোণঃ কৃপঃ শল্যো বিকর্ণশ্চ জনাৰ্দন ।
ধার্তরাষ্ট্রাশ্চ সহিতা হৃষ্যোধনপুরোগমাঃ ॥ ১৪
পাঞ্চালান্ নিহনিষ্যন্তি রক্ষিতা দৃঢ়ধন্য ।
সোহহং ভীষ্মং বধিষ্যামি সৈন্তাহেতোর্জনাৰ্দন ॥ ১৫
তমত্রবীদ্ বাসুদেবো যন্তো ভব ধনঞ্জয় ।

ভীমসেন, মহারথী সাত্যক, কেকয়, বিরাট ও দ্রুপদকুমার ষট্ঠায়
—এই সব নরবীরগণের উপর এবং চেদি ও মৎস্যদেশীয় সৈন্তের
উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭-৯

বীরগণের এই সম্বন্ধে সৈন্তদিগের বাহু ভাঙ্গিয়া পড়িল ও
সকল সৈন্তেরা পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে গভীরভাবে মিশিয়া
যাইল ॥ ১০

বহু অশ্বারোহী, ধ্বজধারী সৈনিক ও উত্তম অশ্ব নিহত হইল ।
পাণ্ডবগণের রথসৈন্তেরা পলাইতে লাগিল ॥ ১১

তখন নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন মহারথ ভীষ্মকে দেখিয়া ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোধসহকারে বলিলেন,—বাঞ্ছ্যৈ! (বৃক্ষবংশোৎপন্ন
কৃষ্ণ!) যেখানে পিতামহ ভীষ্ম আছেন, সেইস্থানে চলুন । তাহা
না হইলে ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই আমার সকল সৈন্তকে
বিনাশ করিয়া ফেলিবেন; কারণ, তিনি বর্তমানে হৃষ্যোধনের
হিতে নিরত আছেন ॥ ১২-১৩

জনাৰ্দন! হৃদুত ধনুধারণকারী ভীষ্মকর্তৃক হরক্ষিত এই
দ্রোণাচাৰ্য্য, কৃপাচাৰ্য্য, শল্য, বিকর্ণ ও হৃষ্যোধনাদি সকল ধৃতরাষ্ট্র-
পুত্রগণ মিলিত হইয়া পাঞ্চালযোদ্ধাদিগকে সংহার করিয়া ফেলি-
বেন । অতএব সৈন্তদিগের রক্ষার জন্য সেই আমি ভীষ্মকে বধ
করিব ॥ ১৪-১৫

এষ ষাং প্রাপয়িষ্যামি পিতামহরথং প্রতি ॥ ১৬
এবমুক্তা ততঃ শৌরী রথং তং লোকবিশ্রুতম্ ।
প্রাপয়ামাস ভীষ্মস্ত রথং প্রতি জনেশ্বর ॥ ১৭
চলদবহুপতাকেন বলাকাবর্ণবাজিনা ।
সমুচ্ছিতমহাভীমদদবানরকেতুনা ॥ ১৮
মহতা মেঘনাদেন রথেনামিততেজসা ।
বিনিঘ্নন্ কৌরবানীকং শূরসেনাংশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ১৯
প্রায়াক্ষরগদঃ শীঘ্রং স্ত্রুংক্রুদাং হর্ষবর্ধনঃ ।
তমাপতন্তুং বেগেন প্রতিগ্নিমিব বারণম্ ॥ ২০
দ্রাসয়ন্তুং রণে শূরান্ মর্দয়ন্তুঞ্চ সায়কৈঃ ।
সৈন্ধবপ্রমুখৈশ্চৈব প্রাচ্যাসৌবীর-কেকয়ৈঃ ॥ ২১
সহসা প্রভূদীয়ায় ভীষ্মঃ শাস্তনবোহর্জুনম্ ।
কো হি গাণ্ডীবধন্যানমন্ত্যঃ কুরুপিতামহাং ॥ ২২
দ্রোণ-বৈকর্তনাভ্যাং বা রথী সংযাতুমর্হতি ।
ততো ভীষ্মো মহারাজ সর্বলোকমহারথঃ ॥ ২৩

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ধনঞ্জয়! তুমি সাবধান হও ।
আমি তোমাকে ভীষ্মের রথের নিকট উপস্থিত করিয়া দিতেছি ।
জনেশ্বর! এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই বিশ্ববিখ্যাত রথকে
ভীষ্মের রথের সমীপে লইয়া গেলেন ॥ ১৬-১৭

ঐ রথে বহু পতাকা সঞ্চালিত হইতেছিল । উহাতে বক-
শ্রেণীর ছায় চারিটি খেতবর্ণের অশ্ব যোজিত ছিল । ইহার
অত্যন্ত উচ্চে অবস্থিত ধ্বজের উপরে এক বানর ভয়ঙ্কর গর্জন
করিতেছিল । এই রথের চক্রধারার ঘর্ঘরশব্দ মেঘের গর্জনসদৃশ
গভীর এবং ঐ রথ অত্যন্ত তেজ (কাতি)-সম্পন্ন ছিল । এই
বিশাল রথে আরোহণ করিয়া সকলের শরণদাতা ও স্ত্রুংক্রুদগণের
আনন্দবর্ধন পাণ্ডুনন্দন অর্জুন কৌরবসেনা ও শূরসেনদেশীয় যোদ্ধা-
দিগকে বধ করিতে করিতে অতি দ্রুত ভীষ্মের নিকটে উপস্থিত
হইলেন ॥

মদধারাবাহী গজরাজের তুলা তাঁহাকে বেগে আসিতে এবং
রণাঙ্গনে সায়কসমূহে বীর যোদ্ধাদিগকে মর্দন করত তাহাদিগকে
ভয়ভীত করিতে দেখিয়া অয়ত্রথ প্রভৃতি নৃপগণ এবং পূর্কদেশ,
সৌবীর রাজ্য ও কেকয়প্রদেশের যোদ্ধাবর্গে হরক্ষিত শাস্তহনন্দন
ভীষ্ম সহসা অর্জুনের দিকে অগ্রসর হইলেন ॥

মহারাজ! কুরুকুলের পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচাৰ্য্য ও কর্ণ

অর্জুনং সপ্তসপ্তত্যা নারাজানাং সমাচিনোং ।
 দ্রোণশ্চ পঞ্চবিংশত্যা কৃপাঃ পঞ্চাশতা শরৈঃ ॥২৪
 দুৰ্যোধনশ্চতুষ্টয়া শল্যাশ্চ নবভিঃ শরৈঃ ।
 সৈন্ধবো নবভিঃশ্চৈব শকুনিশ্চাপি পঞ্চভিঃ ॥ ২৫
 বিকর্ণো দশভিঃশ্চৈব রাজান্ বিব্যাধ পাণ্ডবম্ ।
 স তৈর্বিদ্বো মহেধাসঃ সমস্তান্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৬
 ন বিব্যাধে মহাবাহুভিত্তমান ইবাচলঃ ।
 স ভীষ্মং পঞ্চবিংশত্যা কৃপাশ্চ নবভিঃ শরৈঃ ॥ ২৭
 দ্রোণং যষ্টা নরব্যাহ্রো বিকর্ণক ত্রিভিঃ শরৈঃ ।
 শল্যাকৈব ত্রিভিঃপাণৈ রাজানাকৈব পঞ্চভিঃ ॥ ২৮
 প্রত্যবিধ্যদমেয়ায়া কিরীটী ভরতর্ষভ ।
 তং সাত্যকির্বিরাটশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্শ্বতঃ ॥ ২৯
 দ্রৌপদেয়াহভিমম্যুশ্চ পরিবক্রধনঞ্জয়ম্ ।
 ততো দ্রোণং মহেধাসং গাজেয়শ্চ প্রিয়ে রতম্ ॥ ৩০
 অভ্যবর্তত পাঞ্চাল্যঃ সংযুক্তঃ সহ সোমকৈঃ ।

ব্যতীত এরূপ কোন বীর আছেন যে, গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সম্মুখে
 যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন ।

মহারাজ ! তারপর সমগ্র বিশেষ বিখ্যাত মহারথী ভীষ্ম
 অর্জুনের উপর সাতাত্তরটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন । এইরূপ
 দ্রোণাচার্য্য পঁচিশ, কৃপাচার্য্য পঞ্চাশ, দুৰ্যোধন চৌষটি, শল্য নয়,
 জয়দ্রথ নয়, শকুনি পাঁচটি বাণ এবং বিকর্ণ দশটি ভল্ল অস্ত্রে
 অর্জুনকে বিন্ধ করিলেন ।

এই সমস্ত তীক্ষ্ণবাণে চারিদিক্ হইতে বিন্ধ হইয়াও মহাধনুর্ধর
 মহাবাহু অর্জুন ব্যথিত হইলেন না, পরন্তু তিনি বাণবিন্ধ পর্বতের
 ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তারপর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন কিরীটধারী
 পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন ভীষ্মকে পঁচিশ, কৃপাচার্য্যকে নয়, দ্রোণকে বাট,
 বিকর্ণকে তিন, শল্যকে তিন এবং দুৰ্যোধনকে পাঁচ বাণে
 প্রতিবিন্ধ করিলেন ॥

সেই সময় সাত্যকি, বিরাট, ক্রপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পাঁচ
 পুত্র ও অভিমত্যা—ইহার সকলে অর্জুনকে রক্ষা করিবার জন্ত
 তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥

তারপর গঙ্গানন্দন ভীষ্মের প্রিয়কার্য্যে নিরত মহাধনুর্ধর
 দ্রোণাচার্য্যের উপর সোমকগণের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন আক্রমণ
 করিলেন ।

ভীষ্মস্ত রথিনাং শ্রেষ্ঠো রাজান্ বিব্যাধ পাণ্ডবম্ ॥ ৩১
 অশীত্যা নিশিতৈর্বাণৈস্ততোহক্রোশস্ত তাবকাঃ ।
 তেষাং তু নিনদং ক্রোধা সহিতানাং প্রহৃষ্টবৎ ॥ ৩২
 প্রবিবেশ ততো মধ্যং নরসিংহঃ প্রতাপবান্ ।
 তেষাং মহারথানাং স মধ্যং প্রাপ্য ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৩৩
 চিক্রীড় ধনুষা রাজল্লক্ষ্যং কৃথা মহারথান্ ।
 ততো দুৰ্যোধনো রাজা ভীষ্মমাহ জনেশ্বরঃ ॥ ৩৪
 পীড্যমানং স্বকং সৈন্যং দৃষ্ট্বা পার্থেন সংযুগে ।
 এষ পাণ্ডুশূতস্তাত কৃশেন সহিতো বলী ॥ ৩৫
 যততাং সহসৈন্যানাং মূলং নঃ পরিকৃত্ততি ।
 হ্রয়ি জীবতি গাজেয় দ্রোণে চ রথিনাং বরে ॥ ৩৬
 স্বংকৃতে চৈব কর্ণোহপি শ্রুতশস্ত্রো বিশাম্পতে ।
 ন যুধ্যতি রণে পার্থঃ তিতকামঃ সদা মম ॥ ৩৭
 স তথা কুরু গাজেয় যথা শস্ত্রেত কাঙ্ক্ষনঃ ।
 এবমুক্তস্ততো রাজান্ হিতা দেবব্রতস্থপ ॥ ৩৮

রাজন ! তখন রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে
 অশীটি দারাল বাণে বিন্ধ করিলেন । ইহা দেখিয়া আপনার
 সৈন্তবাহিনী হর্ষে কোলাহল করিতে লাগিল ॥

সেই সব কৌরবগণের হৃদয়নিঃপ্রবণ করিয়া প্রতাপশালী
 পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন কৌরবসৈন্যमध्ये প্রবেশ করিলেন । রাজন !
 সেই মহারথী বীরগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্জুন তাঁহাদের
 সকলকে স্বীয় বাণের লক্ষ্য করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ।
 তখন প্রজাপালক রাজা দুৰ্যোধন অর্জুনকর্তৃক যুদ্ধে স্বীয় সৈন্তগণকে
 পীড়িত হইতে দেখিয়া ভীষ্মকে বলিলেন ॥

তাত ! এই পাণ্ডুপুত্র বলবান্ অর্জুন ত্রিকুঙ্কর সহিত আসিয়া
 সর্বশ্রকারে যুদ্ধে যত্নপরায়ণ আমাদের সকল সৈন্যের মূলোচ্ছেদ
 করিতেছে । গঙ্গানন্দন ! আপনি এবং রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
 দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিতেও আমার সৈন্তগণ নিহত
 হইতেছে ॥ ১৮-৩৬

প্রজানাত ! আপনার জন্তই কর্ণ অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে এবং
 সে রণাঙ্গনে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে না । কর্ণ সর্বদাই
 আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ॥ ৩৭

গঙ্গানন্দন ! আপনি এরূপ প্রযত্ন করুন, বাহাতে অর্জুন
 নিহত হয় । রাজন ! দুৰ্যোধন এই কথা বলিলে আপনার

ধিক্ ক্কাত্রং ধর্মমিত্যুক্তা। প্রায়াং পার্থরথং প্রতি ।
 উভৌ শ্বেতহর্যৌ রাজন্ সংসক্তৌ প্রেক্ষ্য পার্থিবাঃ ॥ ৩৯
 সিংহনাদান ভৃশং চক্রুঃ শঙ্খান্ দধুশ্চ মারিষ ।
 জৌগির্জ্যোত্বানশ্চৈব বিকর্ণশ্চ ভবান্নজঃ ॥ ৪০
 পরিবার্য্য রণে ভীষ্মং স্থিতা যুদ্ধায় মারিষ ।
 তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে পরিবার্য্য ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪১
 স্থিতা যুদ্ধায় মহতে ততো যুদ্ধমবর্তত ।
 গান্ধেয়স্ত রণে পার্থমানচ্ছন্নবভিঃ শরৈঃ ॥ ৪২
 তমজুনঃ প্রত্যবিধাদ্ দর্শভর্মমভেদিভিঃ ।
 ততঃ শরসহশ্ৰেণ সুশ্রযুক্তেন পাণ্ডবঃ ॥ ৪৩
 অজুনঃ সমরপ্লাঘী ভীষ্মাবারয়দ্ দিশঃ ।
 শরজালং ততস্তৎ তু শরজালেন মারিষ ॥ ৪৪
 বারয়ামাস পার্থসা ভীষ্মঃ শাস্তনবস্তদা ।
 উভৌ পরমসংস্রষ্টাবুভৌ যুদ্ধাভিনন্দিনৌ ॥ ৪৫
 নিবিশেষমযুধ্যেতাং কৃতপ্রতিকৃতৈষিনৌ ।

পিতৃতুলা ভীষ্ম 'জিহ্বা দধুশ্চ' দিক্' এতৎ কথা বালদ্বা অর্জুনের
 রথের দিকে গমন করিলেন ॥

মহারাজ! তখন উভয়েরই রণে শ্বেতবর্ণের অশ্ব যোজিত
 ছিল। আঘা! ইহাদের উভয়কে পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইতে
 দেখিয়া সকল রাজাই উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে ও শঙ্খধ্বনি
 করিতে লাগিলেন ॥

আঘা! সেই সময় ভ্রোণপুত্র অশ্বখামা, জ্যোত্বান ও আপনার
 পুত্র বিকর্ণ ইহারা সকলে রণাঙ্গনে ভীষ্মকে ঘিরিয়া যুদ্ধ করিবার
 জন্ত অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥

এইরূপ সমস্ত পাণ্ডব ও অর্জুনকে চারিদিকে ঘিরিয়া মহাযুদ্ধের
 জন্ত প্রস্তুত থাকিলেন, হুতরাং তখন উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ
 বাধিয়া যাইল ॥

গজানন্দন ভীষ্ম সেই রণাঙ্গনে নয়টি বাণে অর্জুনকে তীব্রভাবে
 আঘাত করিলেন। তখন অর্জুন ও তাহাকে দশটি মর্ষভেদী বাণে
 প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥

তারপর সমরপ্লাঘী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন উত্তমরূপে প্রযুক্ত এক
 হাজার বাণে ভীষ্মকে সর্পিদিক্ দিয়া বদ্ধ করিয়া দিলেন ॥

মাননীয় রাজন্! তখন শাস্তনবন্দন ভীষ্ম অর্জুনের এই বাণ-
 সমূহ নিবারণ করিলেন ॥

এই দুই বীরই তখন অত্যন্ত জট ছিলেন এবং যুদ্ধকে অভি-
 নন্দন করিতেছিলেন। উভয়েই উভয়ের কৃত বাণপ্রহারের

ভীষ্মচাপবিমুক্তানি শরজালানি সজ্জাঃ ॥ ৪৬
 শীর্ষমাণাশ্চদৃশ্য ঙ্গ ভিন্নাজুনসায়কৈঃ ।
 তথৈবাজুনমুক্তানি শরজালানি সর্বশঃ ॥ ৪৭
 গান্ধেয়শরমুদ্রানি প্রাপতস্ত মহীতলে ।
 অজুনঃ পঞ্চবিংশত্যা ভীষ্মমার্চ্ছিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৪৮
 ভীষ্মোহপি সমরে পার্থং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 অশ্রোত্বাহয়ান্ বিদ্বা ধ্বজৌ চ সুমহাবলৌ ॥ ৪৯
 রথেষাং রথচক্রে চ চিক্রীড়তুরারিন্দমৌ ।
 ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ ভীষ্মঃ প্রহরতাং বরঃ ॥ ৫০
 বাসুদেবং ত্রিভিবাণৈরাজঘান স্তনাস্তরে ।
 ভীষ্মচাপচ্যুতৈস্তৈস্তস্ত নিবিদ্ধো মধুসূদনঃ ॥ ৫১
 বিররাজ রণে রাজন্ সপুষ্প ইব কিংশুকঃ ।
 ততেহজুনৌ ভৃশং ক্রুদ্ধৌ নিবিদ্ধং প্রেক্ষ্য মাধবম্ ॥ ৫২
 সারথিং কুরুবৃদ্ধস্ত নিবিভেদ শিতৈঃ শরৈঃ ।
 যতমানৌ তু তৌ বীরাবশ্রোত্বাহয় বধং প্রতি ॥ ৫৩

প্রতীকার কারতে করিতে সমানভাবে যুদ্ধ করতে লাগিলেন ॥
 ভীষ্মের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণজাল অর্জুনের বাণজালে ছিন্ন-
 ভিন্ন হইয়া এদিকে ওদিকে পড়িতে লাগিল ॥

এইরূপ অর্জুনের ও ধনু হইতে মুক্ত বাণসমূহ ভীষ্মের বাণসমূহে
 খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলের চারিদিকে পতিত হইল ॥

অর্জুন পাঁচশটি তীক্ষ্ণ বাণে ভীষ্মকে পীড়িত করিলেন।
 সেইরূপ ভীষ্মও ষাঁই তীক্ষ্ণ বাণসমূহে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন ॥

এই দুই শত্রুদমন বীর মহাবলশালী ছিলেন। অতএব
 উভয়েই উভয়ের অশ্ব, রথের চিষাদণ্ড ও চক্রকে বাণবিদ্ধ করিয়া
 ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥

মহারাজ! তারপর প্রহারকারীদ্বয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ক্রুদ্ধ
 হইয়া তিনটি বাণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন ॥

রাজন্! তখন ভীষ্মের ধনু হইতে নির্গত সেই বাণে বিদ্ধ
 হইয়া ভগবান্ মধুসূদন রণাঙ্গনে রক্তরাগত অবস্থায় বিকসিত
 পলাশবৃক্ষের ছায়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥

শ্রীকৃষ্ণকে আহত হইতে দেখিয়া অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া
 উঠিলেন এবং তিনি তীক্ষ্ণ বাণসমূহে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের
 সারথিকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥

এইভাবে সেই সময় এই দুই বীর পরস্পরকে বধ করিবার
 জন্ত বহু চেষ্টা করিলেন, তথাপি তাহারা রণাঙ্গনে পরস্পরকে
 অভিসন্ধান (প্রাণনাশী বাণপ্রহার) করিতে সফল হইলেন না ॥

ন শক্রতাঃ তদাত্মোন্মত্তমভিসন্ধাতুমাহবে ।
 তৌ মণ্ডলানি চিত্তানি গতা প্রত্যাগতানি চ ॥ ৫৪
 অদর্শয়েতাং বহুধা স্মৃতসামর্থ্যালাঘবাৎ ।
 অন্তরঞ্চ প্রহারেষু তর্কয়ন্তো পরস্পরম্ ॥ ৫৫
 রাজস্মন্তরমার্গস্থৌ স্থিতাবাস্তাং মুহুমুহুঃ ।
 উভৌ সিংহরবোন্মিশ্রাং শঙ্খশব্দঞ্চ চক্রভুঃ ॥ ৫৬
 তথৈব চাপনির্ঘোষণং চক্রভুস্তৌ মহারথৌ ।
 তয়োঃ শঙ্খনির্ঘোষণেন রথেনমিস্বনেন চ ॥ ৫৭
 দারিত্র্যে সহসা ভূমিশ্চকম্পে চ ননাদ চ ।
 নোভয়োরন্তরং কশ্চিদ্ দদৃশে ভরতঐষ ॥ ৫৮
 বলিনৌ যুদ্ধদুর্ধ্বাবশ্যোগ্রসদৃশাবুভৌ ।
 চিহ্নমাত্রেণ ভীষ্মং তু প্রজজ্ঞুস্তত্র কোরবাঃ ॥ ৫৯
 তথা পাণ্ডুসুতাঃ পার্থঃ চিহ্নমাত্রেণ জজ্ঞিরে ।
 তয়োর্বরয়োদৃষ্ট্বা তাদৃশং তং পরাক্রমম্ ॥ ৬০
 বিশ্বয়ং সর্বভূতানি জগ্মুর্ভারত সংযুগে ।

ইহারা উভয়ে সারাথির শক্তি ও শত্রুতার জগ্ন নানাপ্রকার
 বিচিত্র মণ্ডল, অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণ প্রভৃতি বহুপ্রকার যুদ্ধাবস্থা
 দেখাইতে লাগিলেন ॥

রাজন! উভয়ই উভয়কে প্রহার করিবার জগ্ন সুযোগ
 অন্বেষণ করত সর্বদা সতর্ক ছিলেন। তখন তাঁহারা পুনঃ পুনঃ
 সুযোগপন্ধানেই সংগ্রহ রহিলেন ॥

এই দুই মহারথী বীর সিংহনাদমিশ্রিত শঙ্খধ্বনি করিতে
 লাগিলেন এবং সেইভাবে ধনুঃস্রোত করিতে লাগিলেন ॥

তাঁহাদের শঙ্খধ্বনি ও রথচক্রের ঘর্ষের শব্দে পৃথিবী বেগ সহসা
 বিদীর্ণ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আর্দ্রনাদ করিতে লাগিলেন ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই দুই বীর বলবান, যুদ্ধে দুর্জয় ও পরস্পরের
 অচ্যুত ছিলেন। অতএব সুযোগের পন্ধান করিতে থাকিলেও
 কেহই কাহারও কোনরূপ ছিদ্র পাইলেন না ॥

সেই কোরবগণ ভীষ্মের তালধ্বজাদি চিহ্নেই ভীষ্মকে
 জানিতে পারিতে ছিলেন। এইরূপ পাণ্ডবেরাও কপিধ্বজাদি
 চিহ্নেই অর্জুনকে জানিতে পারিয়াছিলেন ॥

ভারত! সেই সংগ্রামে এই দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষের এতাদৃশ
 পরাক্রম দেখিয়া সমস্ত প্রাণীই বিস্মিত হইয়া পড়িল ॥

ভরতনন্দন! যেকোন ধর্মনিষ্ঠ পুরুষের মধ্যে কোথাও
 কোনরূপ কেহ পাপ দেখিতে পায় না, সেইরূপ রণক্ষেত্রে এই দুই

ন তয়োর্বিবরং কশ্চিদ্ রণে পশ্যতি ভারত ॥ ৬১
 ধর্মে স্থিতস্ত হি যথা ন কশ্চিদ্ বৃজ্জিনং কচিৎ ।
 উভৌ চ শরজ্বালেন তাবদৃশৌ বভূবুতুঃ ॥ ৬২
 প্রকাশৌ চ পুনস্তূর্ণং বভূবুতুঃকুভৌ রণে ।
 তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাস্চারণাশ্চর্ষিভিঃ সহ ॥ ৬৩
 অশ্রোতাং প্রত্যভাবস্ত তয়োদৃষ্ট্বা পরাক্রমম্ ।
 ন শক্যৌ যুধি সংরকৌ জেতুমেতৌ কথঞ্চন ॥ ৬৪
 সদেবাসুর-গন্ধর্বৈর্লোকৈরপি মহারথৌ ।
 আশ্চর্য্য-ভূতং লোকেষু যুদ্ধমেতন্মহাত্মতম্ ॥ ৬৫
 নৈতাদৃশানি যুদ্ধানি ভবিষ্যন্তি কথঞ্চন ।
 ন হি শক্যৌ রণে জেতুং ভীষ্মঃ পার্থেন ধীমতা ॥ ৬৬
 সমুদ্রঃ সরথঃ সাশ্বঃ প্রবপন্ সায়কান্ রণে ।
 তথৈব পাণ্ডবং যুদ্ধে দেবৈরপি ছুরাসদম্ ॥ ৬৭
 ন বিজেতুং রণে ভীষ্ম উৎসাহেত ধনুর্ধরম্ ।
 আলোকাদপি যুদ্ধঃ হি সমমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥ ৬৮

যোদ্ধার মধ্যে কেহই কোন ছিদ্র দেখিতে পাইল না ॥

উভয়েই সংগ্রামস্থলে পরস্পরের বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া
 অদৃশ হইতে লাগিলেন এবং পরে উহা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া আবার
 প্রকাশিত হইয়াও যাইতেন ॥

সেখানে সমাগত দেবতা, গন্ধর্ব, চারণ ও মহর্ষিগণ এই দুই
 বীরের পরাক্রম দেখিয়া পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন
 যে, এই দুই মহারথী বীর যুদ্ধে অতিশয় রুঠ হইয়া গিয়াছেন ;
 অতএব দেবতা, অসুর ও গন্ধর্বগণের সহিত সম্পূর্ণ লোকসমূহও
 ইহাদিগকে জয় করিতে পারিবেন না ॥

এই অত্যন্ত অদ্ভুত যুদ্ধ সকল লোকেরই অতিশয় আশ্চর্য্যজনক
 ঘটনা। ভবিষ্যতেও এইরূপ যুদ্ধ হইবার কোনরূপ সম্ভাবনাই
 নাই। বুদ্ধিমান পার্থরণভূমিতে ভীষ্মকে কখনই জয় করিতে
 সমর্থ হইবে না; কারণ, ইনি সমরাজ্ঞের রথ, অশ্ব ও ধনুসহ
 উপস্থিত থাকিয়া বাণসমূহরূপ বীজ বপন করিতেছেন বলিয়া
 প্রতীত হইতেছেন ॥

এইরূপ ভীষ্মও যুদ্ধে দেবগণের পক্ষেও দুর্জয় গাভীবধারী
 পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না। যদি ইতারা
 উভয়ে যুদ্ধই করিতে থাকেন, তবে যে পর্য্যন্ত এই জগৎ বর্তমান
 থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত এই দুইজনের যুদ্ধ সমাভাবে চলিতে
 থাকিবে ॥ ৩৭-৬৮

ইতি স বাচোহজ্ঞায়ন্ত প্রোচরন্ত্যন্ততন্ততঃ ।
গাজ্জ্যাজুর্নয়োঃ সংখ্যে স্তবযুক্তা বিশাম্পতে ॥ ৬০
ঈদীয়াস্ত তদা যোধাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ ভারত ।
অজ্ঞোজ্ঞঃ সমরে জয়ন্ত্যন্তত পরাক্রমে ॥ ৭০
শিতধারৈস্তথা খলৈর্বিমলৈশ্চ পরবধৈঃ ।
শরৈরশ্চৈশ্চ বহুভিঃ শরৈর্নানাবিধৈরপি ॥ ৭১

প্রজানাথ ! এইরূপে রণাঙ্গনে ভীষ্ম ও অর্জুনের স্তুতিপ্রশংসা-
যুক্ত বহু বাক্য এদিকে ওদিকে লোকগণের মূখ হইতে নির্গত
হইতেছে শুনা যাইল ॥ ৬০

ভারত ! সেই সময় যুদ্ধে এই দুই বীরের পরাক্রমপ্রকাশের
সময়ে আপনাদি ও পাণ্ডবপক্ষের অজ্ঞাত বোদ্ধারাও পরস্পরকে বধ
করিতে লাগিল । ৭০

শ্রীমদ্রহি বেনব্যালগ্নগীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বস্তম্ভে ভীষ্ম ও অর্জুনের যুদ্ধবিষয়ক
ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অন্ত্যবদ সমাপ্ত ।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[ধৃষ্টদ্যুম্ন-দ্রোণাচার্য্যয়োযুদ্ধম্ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

কথং দ্রোণো মহেশ্বাসঃ পাঞ্চাল্যাশ্চাপি পাষতঃ ।
উভৌ সমীয়তুর্ভৌ তন্মমাচক্ষু সঞ্জয় ॥ ১
দিষ্টমেব পরং মন্ত্রে পৌরুষাদিতি মে মতিঃ ।
যত্র শাস্তনবো ভীষ্মা নাতরদ্ যুধি পাণ্ডবম্ ॥ ২
ভীষ্মো হি সমরে ক্রুদ্ধো হস্ত্যালোকাস্চরাচরান্ ।
স কথং পাণ্ডবং যুদ্ধে নাতরদ্ সঞ্জয়োজসা ॥ ৩

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! মহাধর্ম্মের দ্রোণাচার্য্য ও ক্রপদ-
পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এই দুই বীর বিরূপ প্রচেষ্টা চালাইয়া পরস্পর যুদ্ধ
করিতে লাগিলেন, উহা আমাকে বল ॥ ১

আমিত' পুরুষাৰ্হ হইতে ভাগ্যকেই অধিক প্রবলরূপে মনে
করি এবং তাহারই উপর বিশ্বাস করি ; বাহার জন্ম শাস্ত্রানুসারে
ভীষ্ম যুদ্ধে পাণ্ডবপুত্র অর্জুন হইতে নিস্তার পান নাই ॥ ২

সঞ্জয় ! যদি ভীষ্ম রণাঙ্গনে কুপিত হন, তবে চরাচর প্রাণী-
সহিত সম্পূর্ণ লোকসমূহকে বিনাশ করিতে পারেন । তখন তিনি

উভয়োঃ সেনয়োঃ শূরাঃ শত্রুস্তন্ত পরস্পরম্ ।
বর্তমানে তথা ঘোরে তস্মিন্ যুদ্ধে সূদারুণে ।

দ্রোণ-পাঞ্চাল্যয়ো রাজন্ মহানাসীং সমাগমঃ ॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মাজুর্নযুদ্ধে
ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২

তীক্ষ্ণ ধারাল খড়্গ, চক্চকে পরশ, অস্ত্র বহুবিধ বাণ এবং
আরও অস্ত্রপ্রকার অস্ত্রের দ্বারা উভয় পক্ষের বীর লৈলুপ্ত।
পরস্পরকে নিহত করিতে লাগিল ॥ ৭১

রাজন্ ! যখন একদিকে একপু ভয়ানক ও অত্যন্ত দারুণ যুদ্ধ
চলিতেছে, তখন অন্যদিকেও দ্রোণাচার্য্য এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ভয়ঙ্কর
সংগ্রামে নিরত হইয়া পড়িলেন ॥ ৭২

সঞ্জয় উবাচ ।

শূনু রাজন্ স্থিরো ভূত্বা যুদ্ধমেতৎ সূদারুণম্ ।
ন শক্যাঃ পাণ্ডবা জেতুং দেবৈরপি সবাসবৈঃ ॥ ৪
দ্রোণস্ত নিশিতৈর্বাণৈধৃষ্টদ্যুম্নমবিধাত ।
সারথিঃ চাস্ত ভয়েন রথনীড়াদপাতয়ৎ ॥ ৫
তথাস্থসা চতুরো বাহাঃশ্চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ ।
পীড়য়ামাস সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত মারিষ ॥ ৬

কেন বীর পরাক্রমে যুদ্ধে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন হইতে উত্তীর্ণ হইতে
পারিলেন না ? ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! পাণ্ডবগণকে ইন্দ্রসহ সকল
দেবতারাও জয় করিতে সমর্থ নন । এখন আপনি এই অত্যন্ত
ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বৃত্তান্ত স্থির হইয়া শ্রবণ করুন ॥ ৪

দ্রোণাচার্য্য নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিতে
লাগিলেন এবং তাঁহার সারথিকে ভ্রমাস্ত্রে নিহত করিয়া রথে
তাহার আসন হইতে নিম্নে পাতিত করিলেন ॥ ৫

আর্য্য ! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দ্রোণাচার্য্য চারিটি উত্তম সায়কে
(বাণে) ধৃষ্টদ্যুম্নের চারিটি অশ্বকে ও গুরুতর পীড়িত করিলেন ॥ ৬

ধৃষ্টদ্যুম্নস্ততো জ্যোৎস্নং নবত্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 বিব্যাধ প্রহসন্ বীরস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীং ॥ ৭
 ততঃ পুনরমেয়াস্তা ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ।
 শরৈঃ প্রচ্ছাদয়ামাস ধৃষ্টদ্যুম্নমমর্ষণম্ ॥ ৮
 আদদে চ শরং ঘোরং পার্শ্বতাক্তচিকীর্ষয়া ।
 শক্রাশনিসমম্পর্শঃ কালদণ্ডমিবাশ্রম ॥ ৯
 হাহাকারো মহানাসীং সর্বমৈশ্বেষু ভারত ।
 তমিষুং সন্ধিতং দৃষ্ট্বা ভারদ্বাজেন সংযুগে ॥ ১০
 তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত পৌরুষম্ ।
 যদেকঃ সমরে বীরস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥ ১১
 তঞ্চ দৌণ্ডং শরং ঘোরমায়াস্তং মৃত্যুমাশ্রয়ঃ ।
 চিচ্ছেদ শরবৃষ্টিঞ্চ ভারদ্বাজে মূমোচ হ ॥ ১২
 তত উচ্চক্রুশুঃ সর্বে পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ।
 য্নেন তং কর্ম কৃতং দৃষ্ট্বা মূহুর্ধ্বম্ ॥ ১৩

তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্ত করিতে করিতে নকইটি তীক্ষ্ণ ধারাল
 বাণে জ্যোতাচাধ্যকে বিদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন—দাঁড়াও,
 দাঁড়াও ॥ ৭

তারপর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন প্রতাপশালী জ্যোতাচাধ্য
 পুনরায় অমর্ষণীল ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বীয় বাণজালে আচ্ছাদিত করিয়া
 ফেলিলেন ॥ ৮

তদনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় কালদণ্ডতুল্য
 একটি ভয়ঙ্কর বাণ হাতে লইলেন, যাহার ম্পর্শ ইন্দ্রের বজ্রসদৃশ
 কঠোর ছিল ॥ ৯

ভরতনন্দন! যুদ্ধে ভরদ্বাজবংশধর জ্যোতাচাধ্য কর্তৃক সেই
 বাণ সংযোজিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডবগণের সকল সৈন্তবাহিনীর
 মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল ॥ ১০

সেই সময় আমি সেখানে ধৃষ্টদ্যুম্নের অভূত পরাক্রম দেখিলাম ।
 সেই বীর সমরাজ্যে একাকীই পর্ত্ততুল্য অবিচলভাবে দাঁড়াইয়া
 রহিলেন ॥ ১১

নিজের মৃত্যুশ্রবণ ভয়ঙ্কর ভেজস্বী সেই বাণকে আসিতে
 দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং
 জ্যোতাচাধ্যের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন ॥ ১২

ধৃষ্টদ্যুম্নকৃত সেই অভ্যস্ত দুষ্কর কর্ম দেখিয়া পাণ্ডবগণসহ সমস্ত
 পাঞ্চালবীরগণ হর্ষে কোলাহল করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

ততঃ শক্তিং মহাবেগাং স্বর্ণবৈদূর্য্যভূষিতাম্ ।
 জ্যোৎস্না নিধনাকাজ্ঞী চিক্কেপ স পরাক্রমী ॥ ১৪
 তামাপত্যস্তীং সহসা শক্তিং কনকভূষিতাম্ ।
 ত্রিধা চিচ্ছেদ সমরে ভারদ্বাজৌ হসন্নিব ॥ ১৫
 শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা ধৃষ্টদ্যুম্নঃ প্রতাপবান্ ।
 বর্ষশরবর্ষণি জ্যোৎস্নাং প্রতি জনেশ্বর ॥ ১৬
 শরবর্ষং ততস্তৎ তু সন্নিবাধ্য মহাযশাঃ ।
 জ্যোগো দ্রুপদপুত্রস্ত মধ্যে চিচ্ছেদ কামুকম্ ॥ ১৭
 স ছিন্নধ্বা সমরে গদাং গুবীং মহাযশাঃ ।
 জ্যোগায় প্রেষয়ামাস গিরিসারময়ীং বলী ॥ ১৮
 সা গদা বেগলম্মুক্তাঃ প্রায়াদ্ জ্যোৎস্নাং সয়া ।
 তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম ভাবদ্বাজস্ত বিক্রমম্ ॥ ১৯
 লাঘবাদ্ ব্যাসয়ামাস গদাং হেমবিভূষিতাম্ ।
 ব্যাসয়িত্বা গদাং তাক্ষ প্রেষয়ামাস পার্শ্বতম্ ॥ ২০

তারপর জ্যোতাচাধ্যের প্রাণনাশক পরাক্রমশালী বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন
 তাঁহার উপর স্বর্ণ ও বৈদূর্য্যনিভূষিত একটি শক্তি নিক্ষেপ
 করিলেন ॥ ১৪

সেই স্বর্ণভূষিত শক্তিকে সহসা আসিতে দেখিয়া জ্যোতাচাধ্য
 সমরভূমিতে যেন হস্ত করিতে করিতেই তিন খণ্ড করিয়া
 দিলেন ॥ ১৫

জনেশ্বর! স্বীয় শক্তিকে নষ্ট হইতে দেখিয়া প্রতাপী
 ধৃষ্টদ্যুম্ন জ্যোতাচাধ্যের উপর পুনরায় বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া
 দিলেন ॥ ১৬

তখন মহাযশস্বী জ্যোতাচাধ্য সেই বাণবর্ষণ নিবারণ করিয়া
 দ্রুপদপুত্রের ধনুর মধ্যভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭

ধনু ছিন্ন হইলে মহাযশস্বী বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরভূমিতে
 জ্যোতাচাধ্যের উপর এক লৌহনির্মিত ভারী গদা নিক্ষেপ
 করিলেন ॥ ১৮

জ্যোতাচাধ্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় বেগে নিক্ষিপ্ত সেই গদা
 দ্রুতগতিতে বাইতে লাগিল। কিন্তু সেই সময় আমরা
 জ্যোতাচাধ্যের অভূত পরাক্রম দেখিলাম ॥ ১৯

তিনি স্বীয় কোশলে সেই স্বর্ণভূষিত গদাকে ব্যর্থ করিয়া
 দিলেন। এইভাবে সেই গদাকে নিফল করিয়া দিয়া জ্যোতাচাধ্য
 ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত, অভ্যস্ত তীক্ষ্ণ ধারাল ও ভয়ঙ্কর

ভল্লান্ শূনিশিতান্ পীতান্ কৃষ্ণপুচ্ছান্ সুদারুণান্ ।

তে তস্মৈ কবচং ভিষ্মা পপুঃ শোণিতমাহবে ॥ ২১

অথাস্তদ্ ধনুর্নাদায় ধৃষ্টদ্যায়ো মহারথঃ ।

দ্রোণং যুধি পরাক্রম্য শরৈর্বিনাশ পঞ্চভিঃ ॥ ২২

কৃধিরাকৌ ততস্তৌ তু শুভভাতে নরবর্ভৌ ।

বসন্তসময়ে রাজন্ পরাক্রম্য চমুযুথে ।

দ্রোণো ক্ষপদপুত্রস্ত পুনশ্চিচ্ছেদ কামুকম্ ॥ ২৪

অথৈনং ছিন্নধন্যং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ।

অভ্যবর্ষদমেয়ায়া বৃষ্টা মেঘ ইবাচলম্ ॥ ২৫

সারথিং চাস্ত ভল্লেন রথনীড়াদপাতয়ৎ ।

অথাস্ত চতুরো বাহ্যং চতুর্ভির্ভিনিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৬

পাতয়ামাস সমরে সিংহনাদং ননাদ চ ।

ততোহপরেণ ভল্লেন হস্তাচ্চাপমথার্চ্ছিনৎ ॥ ২৭

স চ্ছিন্নধন্য বিরথো হতাত্মো হতসারথিঃ ।

গদাপানিরবারোহং যাপান্ পৌরুষং মতং ॥ ২৮

ভল্লনামক বাণ সন্ধান করিলেন। সেই বাণ ধৃষ্টদ্যায়ের কবচ ভেদ করিয়া রণস্থলে তাঁহার রক্ত পান করিতে লাগিল ॥ ২০-২১

তখন মহারথী ধৃষ্টদ্যায় অপর ধনু লইয়া যুদ্ধে পরাক্রম পূর্বক পাঁচটি বাণদ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন ॥ ২২

রাজন্! সেই সময় এষ্ট দুই বীর রক্তাশ্রুত হইয়া বসন্ত ঋতুতে বিকসিত পলাশবৃক্ষের ত্রায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৩

রাজন্! তখন সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করত অমর্যপুর্ন দ্রোণাচার্য্য পরাক্রমপ্রকাশ করিয়া পুনরায় ধৃষ্টদ্যায়ের ধনু ছেদন করিলেন ॥ ২৪

তারপর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যায়ের ধনু ছিন্ন হইয়া যাইলে তাঁহার উপর আনতপর্কযুক্ত বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন, তখন মনে হইল মেঘ পর্কিতে বারিবর্ষণ করিতেছে ॥ ২৫

সেই সন্ধে তিনি ভল্লাজে ধৃষ্টদ্যায়ের সারথিকে বিনাশ করিয়া রথের আসন হইতে ভূপাতিত করিলেন এবং চারিটি ভীকৃ বাণে তাঁহার চারিটি অশ্বকেও নিধন করিলেন। তারপর দ্রোণাচার্য্য সমরাজ্যে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সময় অপর এক ভল্ল ধৃষ্টদ্যায়ের হাতে স্থিত দ্বিতীয় ধনুটিকেও ছেদন করিলেন ॥ ২৬-২৭

এইভাবে ধনু ছিন্ন হইলে এবং অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে ধৃষ্টদ্যায় হাতে গদা লইয়া রথ হইতে নামিতে চেষ্টা করিলেন।

তামস্ত বিশিষ্টৈশ্চতুর্গুণ পাতয়ামাস ভারত ।

রথাদনবরুদস্ত তদন্তুতমিবাভবৎ ॥ ২২

ততঃ স বিপুলং চর্ম শতচন্দ্রক ভানুমৎ ।

খল্লক বিপুলং দিব্যং প্রগৃহ্য স্তুভ্জো বলী ॥ ৩০

অভিহুজ্রাব বেগেন দ্রোণস্ত বধকাঙ্ক্ষয়া ।

আমিষার্থী যথা সিংহো বনে মন্ত্রমিব দ্বিপম্ ॥ ৩১

তত্রাহুতমপশ্যাম ভারদ্বাজস্ত পৌরুষম্ ।

লাঘবং চাস্ত্রযোগক বলং বাহ্যোচ্চ ভারত ॥ ৩২

যদেনং শরবর্ষণে বারয়ামাস পার্শ্বতম্ ।

ন শশাক ততো গন্তং বলবানপি সংযুগে ॥ ৩৩

নিবারিতস্ত দ্রোণেন ধৃষ্টদ্যায়ো মহারথঃ ।

অবারয়চ্ছরৌঘাঃ স্ত্রাংশ্চর্মণা কৃতহস্তবৎ ॥ ৩৪

ততো ভীমো মহাবাহুঃ সহস্রাভ্যপতদ্ বলী ।

সাহায্যকারী সমরে পার্শ্বতস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৩৫

ভারত! সেই সময়ে দ্রোণাচার্য্য অতিক্ষত বাণ নিক্ষেপ করিয়া রথ হইতে নামিবার সময়েই তাঁহার হাত হইতে গদাটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। তখন ইহা এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥ ২৮-২৯

অনন্তর সুন্দরযত্ন বলবান বীর ধৃষ্টদ্যায় চন্দ্রতুলা শতকিরণে সুশোভিত, হেজখী ও বিস্তৃত চর্ম (চাল) এবং দিব্য ও বিশাল খল্ল হাতে লইয়া দ্রোণকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর সবেগে সেইরূপে আক্রমণ করিলেন, যেরূপ মাংসকামী সিংহ বনে কোন এক মদমত্ত হাতীর উপর দাবিত হই ॥ ৩০-৩১

ভারত! সেই সময় আমরা সেখানে দ্রোণাচার্য্যের অদ্ভুত হস্তনৈপুণ্য, অস্ত্রপ্রয়োগ, বাহবল ও পুরুষার্থ প্রত্যক্ষ করিলাম ॥ ৩২

তিনি তখন শ্রীয বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া ক্ষপদকুমার ধৃষ্টদ্যায়ের সহসা অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন। অতএব তিনি বলবান হইয়াও যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যের নিকটে উপস্থিত হইতে পারিলেন না ॥ ৩৩

দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক রুদ্ধ হইয়া মহারথী ধৃষ্টদ্যায় সিন্ধু হস্ত বীর পুরুষের ত্রায় নিজের চালের সাহায্যেই তাঁহার বাণসমূহ নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

তখন বলবান বীর মহাবাহু ভীম সহসা সমরাজ্যে মহাত্মনা ধৃষ্টদ্যায়কে সহায়তা করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫

স দ্রোণঃ নিশিতৈর্বাণৈ রাক্ষন্ বিব্যাধ সপ্তভিঃ ।
 পার্শ্বতঃ রথং তুর্ণং স্বকমারোহং তদা ॥ ৩৬
 ততো দ্রুঘোধনো রাক্ষন্ ভানুমন্তমেচাদয়ং ।
 সৈন্তেন মহতা যুদ্ধং ভারদ্বাজস্ত রক্ষণে ॥ ৩৭
 ততঃ সা মহতী সেনা কলিঙ্গানাং জনেশ্বর ।
 ভীমমভ্যুদ্যায়ো তুর্ণং তব পুত্রস্ত শাসনাং ॥ ৩৮
 পাঞ্চাল্যামথ সন্ত্যজ্য দ্রোণোহপি রথিনাং বরঃ ।
 বিরাট-ক্রপদৌ বৃদ্ধৌ বারয়ামাস সংযুগে ॥ ৩৯

রাক্ষন্! তিনি সাতটি তীক্ষ্ণ বাণে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন এবং ক্রপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকে অতি সত্বর নিজ রথে তুলিয়া লইলেন ॥ ৩৬

মহারাজ! তখন দ্রুঘোধন বিশাল সৈন্তবাহিনীসহ ভানুমানকে দ্রোণাচার্য্যের রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন ॥ ৩৭

জনেশ্বর! সেই সময় আপনার পুত্রের আজ্ঞায় কলিঙ্গদেশীয় বীরগণের সেই বিশাল সৈন্ত অতিক্রান্ত ভীমসেনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৮

ভীমসেনারি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাদ্বিতীয় ভীষ্মবধপর্বে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধবিষয়ক ত্রিংশতম অধ্যায়ের অন্ত্যবধি সমাপ্ত ।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[কলিঙ্গেনিষাদৈশ্চ সহ ভীমসেনস্ত যুদ্ধম্, ভীমসেনেন শক্রদেব-ভানুমনং-কেতুমতাং বিনাশঃ, তেষাং সৈন্তানাং সংহারশ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

তথা প্রতিসমাদিষ্টঃ কালিঙ্গো বাহিনীপতিঃ ।
 কথমভুতকর্মাণং ভীমসেনং মহাবলম্ ॥ ১
 চরন্তুং গদয়া বীরং দণ্ডহস্তমিবাস্তকম্ ।
 যোধয়ামাস সমরে কালিঙ্গঃ সহ সেনয়া ॥ ২

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[কলিঙ্গ ও নিষাদগণের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ, ভীমসেন কর্তৃক শক্রদেব, ভানুমান ও কেতুমানের বিনাশ এবং তাঁহাদের বহু সৈন্ত সংহার ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! দ্রুঘোধনের সেরূপ আজ্ঞা পাইয়া সেনাপতি কলিঙ্গরাজ অদ্ভুত পরাক্রমশালী মহাবল ভীমসেনের সহিত কিভাবে যুদ্ধ করিলেন ? ১

বীরবর ভীমসেন যখন হাতে গদা লইয়া বিচরণ করিতে

ধৃষ্টদ্যুম্নোহপি সমরে ধর্মরাজানমভ্যয়াং ।
 ততঃ শ্রববৃতে যুদ্ধং তুমলং লোমহর্ষণম্ ॥ ৪০
 কলিঙ্গানাঞ্চ সমরে ভীমস্ত চ মহাত্মনঃ ।
 জগতঃ প্রক্ষয়করং ঘোররূপং ভয়াবতম্ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ধৃষ্টদ্যুম্ন-দ্রোণযুদ্ধে
 ত্রিংশতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

তখন রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে ত্যাগ করিয়া যুদ্ধস্থলে বিরাট ও ক্রপদ এই দুই বৃদ্ধ নরপতিকে অগ্রগমনে বাধা দিলেন ॥ ৩৯

এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্নও সেই রণক্ষেত্রে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে চলিয়া গেলেন । তারপর সময়স্থলে কলিঙ্গদেশীয় যোদ্ধাগণের ও মহামনবী ভীমসেনের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইল । এই যুদ্ধ সম্পূর্ণ জগতের বিনাশকর ঘোররূপ ও মহাভয়প্রদ ছিল ॥ ৪০-৪১

সঞ্জয় উবাচ ।

পুত্রেন তব রাজেন্দ্র স তথোক্তো মহাবলঃ ।
 মহত্যা সেনয়া গুপ্তঃ প্রায়াদ্ ভীমরথং প্রতি ॥ ৩
 তামাপত্তস্তীং মহতীং কলিঙ্গানাং মহাচমুং ।
 রথাস্থ-নাগকলিঙ্গাং প্রগৃহীতমহায়ুধাম্ ॥ ৪

থাকে, তখন তাহাকে দণ্ডধারী যমরাজের জায় মনে হয় । তাহার সহিত সৈন্তসহ কলিঙ্গরাজ কিরূপে যুদ্ধ করিলেন ? ২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আপনার পুত্রের পুরোক্ত আদেশ পাইয়া স্বীয় বিশাল সৈন্তবাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত মহাবল কলিঙ্গরাজ ভীমসেনের রথের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৩

ভারত! রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিক বাহিনীতে পূর্ণ কলিঙ্গরাজের সেই বিশাল সৈন্তবাহিনীকে হস্তে বড় বড় অস্ত্রসমূহ ধারণ করত আসিতে দেখিয়া চেদিদেশীয় সৈন্তগণের সহিত

ভীমসেনঃ কলিঙ্গানামার্চ্ছদ্ ভারত বাহিনীম্ ।
 কেতুমস্তক নৈষাদিমায়াস্তং সহ চেদিভিঃ ॥ ৫
 ততঃ ঞ্জতায়ুঃ সংক্ৰুদ্ধো রাজ্ঞা কেতুমতা সহ ।
 আসসাদ রণে ভীমং বৃঢ়ানীকেষু চেদিষু ॥ ৬
 রথৈরনেকসাহস্রৈঃ কলিঙ্গানাং নরাধিপ ।
 অব্যুতন গজানাঞ্চ নিষাদৈঃ সহ কেতুমান্ ॥ ৭
 ভীমসেনং রণে রাজন্ সমস্তাং পর্যাবারয়ৎ ।
 চেদি-মৎস্ত-করুবাশ্চ ভীমসেনপদাঙ্গুগাঃ ॥ ৮
 অভ্যধাবন্ত সমরে নিষাদান্ সহ রাজ্জিভিঃ ।
 ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়াবহম্ ॥ ৯
 ন প্রাজ্ঞানন্ত যোধাঃ স্থান্ পরস্পরজিঘাংসয়া ।
 ঘোরমাসীৎ ততো যুদ্ধং ভীমস্ত সহসা পরৈঃ ॥ ১০
 যথেষ্টস্ত মহারাজ মহত্যা দৈত্যাসেনয়া ।
 তস্ত সৈন্তস্ত সংগ্রামে যুধানানস্ত ভারত ॥ ১১

ভীমসেন তাহাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধের জন্ত আগত নিষাদরাজ কেতুমান্কেও বাণ বিদ্ধ করিলেন । ৪-৫

তখন রাজা কেতুমানের সহিত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ঞ্জতায়ুও ভীমসেনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সেই সময়ে চেদিদেশীয় সৈন্তগণ বৃহৎভাবে দাঁড়াইয়া ছিল । ৬

নরেশ্বর ! কলিঙ্গদেশের কয়েক সহস্র রথ ও দশ হাজার হস্তী এবং নিষাদদিগের সহিত কেতুমান্ সেই রণাঙ্গনে ভীমসেনকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ।

তখন ভীমসেনের পদাঙ্ক অশ্রুসরণকারী চেদি, মৎস্ত ও করুবেশের অদ্বিগণ সমরাস্রগে নিষাদ ও তাহাদের নৃপগণের উপর আক্রমণ করিলেন । তখন উভয়পক্ষের মধ্যে ঘোরতর ও ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল । ৭-৯

মহারাজ ! সেই সময় পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছা রাখিয়া সকল যোদ্ধাই নিজের ও শত্রুর কাহাকেও চিনিতে পারিল না । শত্রুদিগের সহিত ভীমসেনের এই যুদ্ধ সহসা তাড়ন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, যেক্ষণ বিশাল দৈত্যসৈন্তের সহিত দেবরাজ ইন্দের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল ।

হে ভারত । সংগ্রামস্থলে যুদ্ধরত সেই কলিঙ্গ-সৈন্তগণের মহাকোলাহল সমস্ত পক্ষের জায় মনে হইতেছিল ।

বভুব স্তমহান্ শকঃ সাগরশ্চৈব গর্জতঃ ।
 অস্ত্রোচ্চাং স্য তদা যোধা বিকর্ষন্তো বিশাশ্পতে ॥ ১২
 মহীং চক্রুশ্চিতাং সর্বাঃ শশলোহিতসন্নিভাম্ ।
 যোধাংশ্চ স্থান্ পরান্ বাপি নাভ্যজানন্ জিঘাংসয়া ॥ ১৩
 স্থানপ্যাদদতে স্বাশ্চ শূরাঃ পরমহুর্জয়াঃ ।
 বিমর্দঃ স্তমহানাসীদল্লানং বহুভিঃ সহ ॥ ১৪
 কলিঙ্গৈঃ সহ চেদীনাং নিষাদৈশ্চ বিশাশ্পতে ।
 কৃষা পুরুষকারং তু যথাশক্তি মহাবলাঃ ॥ ১৫
 ভীমসেনং পরিত্যজ্য সংন্যবর্তন্ত চেদয়ঃ ।
 সর্ধৈঃ কলিঙ্গৈরাসন্নঃ সংনিবৃণ্ডেযু চেদিষু ॥ ১৬
 স্ববাহুবলমাস্থায় ন শ্রবর্তত পাণ্ডবঃ ।
 ন চচাল রথোপস্থাদ্ ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ১৭
 শিতৈরবাকিরদ্ বাণৈঃ কলিঙ্গানাং বক্রথিনীম্ ।
 কলিঙ্গস্ত মহেবাসঃ পুত্রশ্চাস্ত মহারথঃ ॥ ১৮

রাজন্ ! সেই সময় সকল যোদ্ধা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে করিতে সমগ্র রণভূমি রক্তরঞ্জিত শবদেতে পূর্ণ করিয়া দিলেন । সেই ভূমি তখন শশের (খরগোশের) রক্তের দ্বারা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ।

পরম হুর্জয় শূন্যৈনিকগণ শত্রুসৈন্তকে বধ করিবার ইচ্ছায় তখন এমন উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল যে, নিজের ও পরের সৈন্ত বিষয়ে কিছুই তাহাদের বোধ ছিল না । তাহারা নিজেরা নিজেরাই বহুবার নিজেদের সৈন্তগণকেই বধ করিবার জন্ত ধরিয়া ফেলিয়াছিল ।

রাজন্ ! এইরূপে সেখানে বহুসংখ্যক কলিঙ্গ ও নিষাদগণের সহিত অল্পসংখ্যক চেদিদেশীয় সৈন্তবাহিনীর অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ।

মহাবল চেদিসৈন্তরা যথাশক্তি পুরুষার্থ দেখাইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ করত নিবর্তিত হইল ।

চেদিদেশীয় সৈন্তগণ নিবর্তিত হইলে সমস্ত কলিঙ্গ-সৈন্তরা ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইল । তখন পাণ্ডুনন্দন মহাবল ভীমসেন নিজের বাহুবলের উপর ভরসা করিয়া পশ্চাদপসরণ করিলেন না এবং রথের উপর বসিয়া অল্পও বিচলিত হইলেন না । ১০-১৭

তিনি কলিঙ্গসৈন্তের উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । মহাধনুর্ধর কলিঙ্গরাজ ও তাহার মহারথ পুত্র

শক্রদেবো ইতি খ্যাতো জয়ন্তুঃ পাণ্ডবঃ শঠৈঃ ।

ততো ভীমো মহাবাহুবিধুর্ন কচিরং ধনুঃ ॥ ১৯

যোধয়ামাস কালিঙ্গং স্ববাহুবলমাত্রিতঃ ।

শক্রদেবস্ত সমরে বিমুঞ্চন্ সায়কান্ বহুন্ ॥ ২০

অস্থান্ জঘান সমরে ভীমসেনস্ত সায়কৈঃ ।

তং দৃষ্ট্বা বিরথং তত্র ভীমসেনমবিন্দম ॥ ২১

শক্রদেবোহভিহুত্বাব শঠৈরবকিরন্ শিঠৈঃ ।

ভীমস্তোপরি রাজেন্দ্র শক্রদেবো মহাবলঃ ॥ ২২

ববর্ষ শরবর্ষণি তপাস্তে জলদো যথা ।

হতাশে তু রথে তিষ্ঠন্ ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ২৩

শক্রদেবায় চিক্বেপ সর্বশৈক্যায়সৌ গদাম্ ।

স তয়া নিহতো রাজন্ কালিঙ্গতনয়ো রথাং ॥ ২৪

সম্বজঃ সহস্রুতেন জগাম ধরণীতলম্ ।

হতমাস্থুতং দৃষ্ট্বা কলিঙ্গানাং জনাধিপঃ ॥ ২৫

রথৈরনেকসাহস্রৈর্ভীমস্তাবারয়দ্ দিশঃ ।

শক্রদেব উভয়ে মিলিয়া পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের উপর বাণপ্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন ।

তখন মহাবাহু ভীমসেন স্ববাহুবলের আশ্রয় করত হৃদয় ধনু টকারিত করিতে করিতে কলিঙ্গরাজের সাহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।

শক্রদেব বহুসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিয়া সেই অন্তঃসমূহে ভীমসেনের অঙ্গগুলিকে নিহত করিলেন ।

শক্রদমন ভীমসেনকে সেখানে রথহীন দেখিয়া শক্রদেব তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ।

রাজেন্দ্র ! স্বরূপ গ্রীষ্মকালের শেষে বর্ষাকালে জলবর্ষা মেঘ প্রভূত জলরাশি বর্ষণ করে, সেইরূপ মহাবল শক্রদেব ভীমসেনের উপর বাণশ্রেণী বর্ষণ করিতে লাগিলেন ।

যাহার অঙ্গ নিহত হইয়াছে, সেই রথের উপরেই দাঁড়াইয়া মহাবলশালী ভীমসেন শক্রদেবকে লক্ষ্য করত সম্পূর্ণভাগ লৌহে নিষ্পিত স্বীয় গণা নিক্ষেপ করিলেন ।

রাজন্ ! সেই গদার আঘাতে কলিঙ্গরাজকুমার শক্রদেব প্রাণ হারাইয়া স্বীয় সারথি ও ধ্বজের সহিত রথ হইতে কুতলে পতিত হইলেন ।

নিজ পুত্রকে নিহত দেখিয়া কলিঙ্গরাজ অত্যন্ত বহু হাজার রথের দ্বারা ভীমসেনকে চারিদিক দিয়া বদ্ধ করিয়া ফেলিলেন ।

ততো ভীমো মহাবেগাং তাক্ত্বা গুর্বাং মহাগদাম্ ॥ ২৬

নিম্নিঃশমাদদে ঘোরং চিকীর্ষুঃ কর্ম দারুণম্ ।

চর্ম চাপ্রতিমং রাজস্বার্থভং পুরুষর্ষভ ॥ ২৭

নক্ষত্রৈরর্ধচন্দ্রৈশ্চ শাতকুস্তময়ৈশ্চিতম্ ।

কালিঙ্গস্ত ততঃ ক্রুদ্ধো ধনুর্জ্যামবমুজ্য চ ॥ ২৮

প্রগৃহ চ শরং ঘোরমেকং সর্পবিষোপমম্ ।

প্রাহিণোদ্ ভীমসেনায় বধাকাজ্ঞী জনেশ্বরঃ ॥ ২৯

তমাপত্তন্তং বেগেন প্রেরিতং নিশিতং শরম্ ।

ভীমসেনো দ্বিধা রাজশ্চিচ্ছেদ বিপুলাসিনা ॥ ৩০

উদক্রোশচ্চ সংক্লেষ্টস্থানয়ানো বরুথিনীম্ ।

কালিঙ্গোহথ ততঃ ক্রুদ্ধো ভীমসেনায় সংযুগে ॥ ৩১

তোমরান্ প্রাহিণোচ্ছ্রং চতুর্দশ শিলাশিতান্ ।

তানপ্রাপ্তান্ মহাবাহুঃ স্বগতান্বেব পাণ্ডবঃ ॥ ৩২

চিচ্ছেদ সহসা রাজনসম্ভ্রান্তো বরাসিনা ।

নিকৃত্য তু রণে ভীমস্তোমরান্ বৈ চতুর্দশ ॥ ৩৩

নরশ্রেষ্ঠ ! তখন ভীমসেন অত্যন্ত বেগশালিনী ও গুরুতর গদাকে সেখানে ত্যাগ করিয়া অতিশয় ভয়ঙ্কর কণ্ঠ করিবার ইচ্ছায় তরবারি গ্রহণ করিলেন এবং স্বপ্নভের চর্মনির্মিত অল্পপম একটি ঢাল লইলেন । রাজন্ ! এই ঢাল স্ববর্ণময় নক্ষত্র ও অর্ধচন্দ্রাকার ফুলিক বিভূষিত ছিল ।

এদিকে ক্রুদ্ধ কলিঙ্গরাজ ধনুর গুণকে বর্ষণ করিয়া সর্পবিষতুল্য ভয়ঙ্কর একটি বাণ গ্রহণ করত ভীমসেনের বধ কামনাপূর্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৮-২২

রাজন্ ! ভীমসেন নিজের বিশাল ঋজুগর দ্বারা তাঁহার সবেগে চালিত তীক্ষ্ণ বাণকে হুইভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন এবং কলিঙ্গদেশীয় নৈগ্ধবাহিনীকে সমস্ত করিতে করিতে হঠাৎ-করণে উঠেঃস্বরে সিংহনাদ করিলেন ।

তখন কলিঙ্গরাজ রণাঙ্গনে অতিশয় কুপিত হইয়া ভীমসেনের উপর অতিদ্রুত চৌকটি তোমর নিক্ষেপ করিলেন, যাহাদিগকে পূর্বে শিলাতে সান দিয়া তীক্ষ্ণ ধারাল করা হইয়াছিল ।

রাজন্ ! সেই তোমরগুলি ভীমসেনের নিকট আগিবার পূর্বেই মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন বিভ্রান্ত না হইয়া স্বীয় শ্রেষ্ঠ তরবারি দ্বারা সহসা আকাশেই সেগুলিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ।

ভাষ্কুমন্তঃ ততো ভীমঃ প্রাজবৎ পুরুষর্ষভঃ ।
 ভাষ্কুমাস্তু ততো ভীমঃ শরবর্ষণে ছাদয়ন্ ॥ ৩৪
 ননাদ বলব্রহ্মাদং নাদয়ানো নভস্তলম্ ।
 ন চ তং মনুষ্যে ভীমঃ সিংহনাদং মহাহবে ॥ ৩৫
 ততঃ শব্দেন মহতা বিননাদ মহাশ্বনঃ ।
 তেন নাদেন বিজ্ঞতা কলিঙ্গানাং বক্রথিনী ॥ ৩৬
 ন ভীমং সমরে মেনে মাধুযং ভরতর্ষভ ।
 ততো ভীমো মহাবাহুর্নদিত্বা বিপুলং স্বনম্ ॥ ৩৭
 সাসির্বেগবদাঙ্কুতা দস্তাভ্যাং বারণোত্তমম্ ।
 আরুরোহ ততো মধ্যং নাগরাজশ্চ মারিয় ॥ ৩৮
 ততো মুমোচ কালিঙ্গঃ শক্তিং তামকরোদ্ দ্বিধা ।
 খঞ্জেন পৃথুনা মধ্যে ভাষ্কুমন্তমধাচ্ছিনৎ ॥ ৩৯
 সোহস্তরায়ুধিনং হৃদা রাজপুত্রমরিন্দমঃ ।
 ৮ ভারতং স্বন্ধে নাগশ্চাসিমপাতয়ৎ ॥ ৪০

এইরূপে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন রণাঙ্গনে সেই চৌকটি ক্রোমরকে ছিন্ন করিয়া ভাষ্কুমানের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥

ইহা দেখিয়া ভাষ্কুমান্ স্বীয় বাণবর্ষণ করত ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিয়া আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন । ভীমসেন সেই মহাযুদ্ধে ভাষ্কুমানের উক্ত সিংহনাদ সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ৩০-৩৫

তখন তিনি আরও অধিক উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । তাহার এই গর্জনে কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যবাহিনী ভীত হইয়া উঠিল ॥ ৩৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন কলিঙ্গসৈন্যরা যুদ্ধে ভীমসেনকে মত্তা নহে, দেবতা বলিদা মনে করিতে লাগিল । আর্ষা! তদনন্তর মহাবাহু ভীমসেন উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে করিতে হাতে তরবারি লইয়া সবেগে লক্ষ প্রদান করত গজরাজের দস্তবস্ত্রের সাহায্যে তাহার মস্তকে আরোহণ করিলেন ॥ ৩৭-৪০

এই অবসরে কলিঙ্গরাজকুমার ভাষ্কুমান্ তাহার উপর শক্তিনিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু ভীমসেন উহাকেও বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন এবং স্বীয় বিশাল খড়্গের দ্বারা ভাষ্কুমানের শরীরের মধ্যভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৯

এইরূপে হাতীতে আরোহণ করত যুদ্ধরত কলিঙ্গরাজকুমার ভাষ্কুমান্কে নিহত করিয়া শক্রদমন ভীমসেন তার সঙ্ঘ

ছিন্নস্বক্কঃ স বিনদন্ পপাত গজযুথপঃ ।
 আরুণঃ সিন্ধুবেগেন সানুমানিব'পর্বতঃ ॥ ৪১
 ততস্তস্মাদবপ্লুত্যা গজাদ্ ভারত ভারতঃ ।
 খড়্গপাণিরদীনায়া তস্থৌ ভূমৌ সুদংশিতঃ ॥ ৪২
 স চচার বহুন্ মার্গানভিতঃ পাতয়ন্ গজান্ ।
 অগ্নিচক্রমিবাবিদ্ধং সর্বতঃ প্রহাদৃশ্যত ॥ ৪৩
 অশ্ববৃন্দেষু নাগেষু রথানীকেষু চাভিভূঃ ।
 পদাতীনাঞ্চ সজ্জেষু বিনিঘ্নন্ শোণিতোক্ষিতঃ ॥ ৪৪
 শ্ৰোনবদ্ ব্যচরদ্ ভীমো রণেহরিষু বলোৎকটঃ ।
 ছিন্দংস্তেষাং শরীরানি শিরাংসি চ মহাবলঃ ॥ ৪৫
 খড়্গেন শিতদ্বারেণ সংযুগে গজযোধিনাম্ ।
 পদাতিরেকঃ সংক্রুদ্ধঃ শক্রগাং ভয়বর্ষনঃ ॥ ৪৬
 সম্মোহিতামাস স তান্ কালান্তকযনোপমঃ ।
 মুঢ়াশ্চ তে তমেবাজৌ বিনদন্তুঃ সমাজবন্ ॥ ৪৭

করিতে সমর্থ স্বীয় বিশাল তরবারকে সেই হস্তীর স্বন্ধের উপর পাতিত করিলেন ॥ ৪০

তাহাতে স্বক্ক ছিন্ন হইয়া যাইলে গজযুথপতি তখন উৎকট চীৎকার করিতে করিতে সন্মুখের বেগে ভয় শিখরযুক্ত পর্বতের জায় ধরাশায়ী হইল ॥ ৪১

ভারত! তারপর কবচধারা, খড়্গপাণি, উদারহৃদয় ও ভরত-বংশধর ভীমসেন সেই হস্তী হইতে সহসা লাফাইয়া পড়িয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৪২

অনন্তর তিনি উভয়দিকে হস্তিগণকে পাতিত করিতে করিতে নানা মার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন । সেই সময় ঘূর্ণি ও অলাতচক্রের জায় তাহাকে চারিদিকেই দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৪৩

শক্তিশালা ভীমসেন অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতিক সৈন্যসকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪

উৎকট বলশালী ও মহাশক্তির ভীমসেন শত্রুগণের মধ্যে প্রবেশ করত তাহাদের শরীর ও মস্তকসমূহ ছেদন করিতে করিতে বাত্ৰপক্ষীসদৃশ রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥ ৪৫

সেই রণস্থলে গজরাজ হইয়া যুদ্ধরত যোদ্ধাদিগের মস্তকসমূহ স্বীয় তীক্ষ্ণ ধারাল তরবারির সাহায্যে ছেদন করিতে করিতে ভীমসেন একাকীই ক্রুদ্ধ হইয়া পদব্রজে বিচরণ করিতে এবং শত্রুদিগের ভয় বর্ধিত করিতে লাগিলেন । কালান্তক যমতুল্য এই ভীম তখন সেই সৈন্যগণকে সম্মোহিত করিয়া ফেলিলেন ।

সাসিমুক্তমবেগেন বিচরন্তু মহারণে ।
 নিকৃত্য রথিনাং চাভ্যৌ রথেষাশ্চ যুগানি চ ॥ ৪৮
 জঘান রথিনশ্চাপি বলবান্ রিপুনর্দনঃ ।
 ভীমসেনশ্চরন্ মার্গান্ সুবহুন্ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৪৯
 ভ্রাস্তমাবিক্রমদ্রাস্তমাপ্লুতং প্রস্বতং প্লুতম্ ।
 সম্পাতং সমুদৌর্ণঞ্চ দর্শয়ামাস পাণ্ডবঃ ॥ ৫০
 কেচিদগ্রাসিনা ছিন্নাঃ পাণ্ডবেন মহাশ্বনা ।
 বিনেহুর্ভিন্নমর্মাণো নিপেতুশ্চ গতাসবঃ ॥ ৫১
 ছিন্নদস্তাগ্রহস্তাশ্চ ভিন্নকুস্তাস্থা পরে ।
 বিযোধাঃ স্ত্রাশ্রনীকানি জম্বুভারত বারণাঃ ॥ ৫২
 নিপেতুরুর্বাঞ্চ তথা বিনদন্তো মহারবান্ ।
 ছিন্নাশ্চ তোমরান্ রাজান্ মহামাত্রশিরাসি চ ॥ ৫৩

তখন মৃত সৈন্যের গর্জন করিতে করিতে তাঁহারই নিকটে
 নৌড়াইয়া আসিতে লাগিল (এবং মৃত্যুবরণ করিল)। ভীমসেন
 হাতে তরবারি লইয়া সেই মহাশত্রুগণকে ক্রতবেগে বিচরণ
 করিতে লাগিলেন।

শক্রমর্দন বলশালী ভীমসেন যুদ্ধে রথারোহিণীগণের রথসমূহের
 দ্বিবাণ্ড ও যুগ (জুয়াল)-সকল ছেদন করিয়া রথিগণকে সংহার
 করিতে লাগিলেন।

সেই সময় পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে নানামার্গে বিচরণ করিতে
 দেখা বাইল। তিনি খড়্গযুদ্ধের ভ্রাস্ত (তরবারিকে মণ্ডলাকারে
 ঘুরানর নাম ভ্রাস্ত), আবিক (উহা অধিক পরিশ্রমসাধ্য হইলে
 আবিক বলা হয়), উদ্রাস্ত (উর্দ্ধদিকে তরবারিকে ঘুরানর নাম
 উদ্রাস্ত), আগ্লুত (তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে উপরে লাফাইয়া
 উঠার নাম—আগ্লুত), প্রস্বত (সর্বদিকে তরবারি প্রক্ষেপের
 নাম—প্রস্বত), প্লুত (তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে অগ্রসর
 হওয়ার নাম—প্লুত), সম্পাত (তরবারির বেগকে সম্পাত বলা
 হয়) ও সমুদৌর্ণ (শক্রদিগের উপর তরবারি প্রহার ও আঘাত
 করিবার উত্তমকে বলা হয়—সমুদৌর্ণ) প্রভৃতি নৈপুণ্য দেখাইতে
 লাগিলেন ॥ ৪৬-৫০

পাণ্ডুনন্দন মহাত্মা ভীমসেন শ্রেষ্ঠ তরবারির অগ্রভাগের
 আঘাতে বহু হাতীর অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বাইল, কাহারও মর্মহান
 বিন্দী হইল এবং তাহারা তখন উৎকট চীৎকার করিতে
 করিতে ভূতলে পতিত হইতে থাকিল ॥ ৫১

ভরতনন্দন! কোন কোন গজরাজের দন্ত ও শৃণ্ডের

পরিস্ফোমান্ বিচিত্রাশ্চ কক্ষ্যাশ্চ কনকোজ্জ্বলাঃ ।
 গ্রৈবেয়াণাথ শক্তিীশ্চ পতাকাঃ কণকপাংস্তথা ॥ ৫৪
 তুণীরানথ যন্ত্রাণি বিচিত্রাণি ধনুঃষি চ ।
 ভিন্দিপালানি ত্ত্রাণি তোত্রাণি চাক্ষুশৈঃ সহ ॥ ৫৫
 ঘণ্টাশ্চ বিবিধা রাজান্ হেমগর্ভাংস্তরুনপি ।
 পততঃ পাতিতাশ্চৈব পশ্যামঃ সহ সাদিভিঃ ॥ ৫৬
 ছিন্নগাত্রাবরকরৈর্নিহতৈশ্চাপি বারণৈঃ ।
 আমীদ্ ভূমিঃ সমাস্তৌর্ণা পতিতৈর্ভূধরৈরিব ॥ ৫৭
 গিয়ুগৈবং মহানাগান্ মমদাত্তান্ মহাবলঃ ।
 অশ্বারোহবরাশ্চৈব পাতয়ামাস সংযুগে ॥ ৫৮
 তদ্ ঘোরমভবদ্ যুদ্ধং তস্মৈ তেষাঞ্চ ভারত ।
 খলীনাস্থথ যোক্তাণি কক্ষ্যাশ্চ কনকোজ্জ্বলাঃ ॥ ৫৯

অগ্রভাগ কাটিয়া বাইল এবং কাহারও আবার কুন্তল বিন্দী
 হইয়া গেল। এশ অবস্থায় তাহারা এদিক্ ওদিক্ বাইয়া
 উন্নতভাবগতঃ যুদ্ধরত নিজেদের বহু সৈন্যকে বিনষ্ট করিল এবং
 সেই সৈন্যেরা তখন মহাশব্দে চীৎকার করিতে করিতে ভূতলে
 নিপতিত হইতে লাগিল।

রাজান্! আমরা সেখানে দেখিলাম—বহু তোমর ও
 হস্তিপাদিগের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে, হস্তিগণের পৃষ্ঠের
 উপরে বিছান বিচিত্র বিচিত্র পাতনবস্ত্র পড়িয়া আছে।
 হস্তীদিগকে বন্ধন করিবার যোগ্য স্বর্ণভূষিত উজ্জ্বল রত্নসমূহ
 পতিত আছে, হস্তী ও অশ্বগণের গলদেশের আভরণ, শক্তি,
 পতাকা, কণপ (ধনুগর), তুণ, বিচিত্র যশ, ধনু, শ্বেতবর্ণ
 ভিন্দিপাল, তোত্র (লাগাম), অক্ষুশ, বিবিধ ঘণ্টা ও স্বর্ণভূজান
 খড়্গমুষ্টি—এই সব বস্তু আরোহীসহ পতনোন্মুখ এবং পতিত
 হইয়াছে ॥ ৫২-৫৬

কোথাও ছিন্ন হস্তিগণের শরীরের উর্দ্ধভাগ পড়িয়া আছে।
 কোথাও উহার অধোভাগ পড়িয়া আছে। কোথাও ছিন্ন
 শৃণ্ড পতিত আছে, আবার কোথাও মৃত হাতীর দেহ পড়িয়া
 আছে। এই সব আচ্ছাদিত সেই রণভূমি গর্ভতে আচ্ছাদিত
 বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ৫৭

ভারত! এইরূপে মহাবল ভীমসেন বহু গজরাজগণকে
 বিনষ্ট করিয়া অশ্ব আরও প্রাণীদিগকে মূর্ছিত করিয়া ফেলিলেন
 তিনি সমরাজ্যে বহু প্রধান অশ্বারোহীদিগকেও নিহত
 করিলেন। এই ভাবে ভীমসেন ও কলিকটসেন্যগণের সেই যুদ্ধ
 অত্যন্ত ঘোরতররূপ ধারণ করিল।

পরিস্তোমাস্চ প্রাসাস্চ ঋষ্টয়শ্চ মহাধনাঃ ।
 কবচাণ্যথ চর্মণি চিরাণ্যাস্তরগণানি চ ॥ ৬০
 তত্র তত্রাপবিক্রানি ব্যদৃশ্যন্তু মহাহবে ।
 প্রাসৈর্ষ্যৈবৈচিট্রৈশ্চ শস্যৈশ্চ বিমলৈস্তথা ॥ ৬১
 স চক্রে বসুধাং কীর্ত্তিং শবলৈঃ কুশুমৈরিব ।
 আপ্পত্য রথিনঃ কাংশ্চিৎ পরামৃশ্য মহাবলঃ ॥ ৬২
 পাতয়ামাস খঞ্জন সখজানপি পাণ্ডবঃ ।
 মুহুরংপততো দিক্ষু ধাবতশ্চ বশস্বিনঃ ৬৩
 মার্গাংশ্চ চরতশ্চিত্রং ব্যাস্ময়স্ত রণে জনাঃ ।
 স জঘান পদা কাংশ্চিদ ব্যাক্ষিপ্যাত্মানপোষণয়ৎ ॥ ৬৪
 খঞ্জেনাশ্রাংশ্চ চিচ্ছেদ নাদেনাশ্রাংশ্চ ভীষয়ন্ ।
 উরুবেগেন চাপ্যাত্মান্ পাতয়ানাস হৃতলে ॥ ৬৫
 অপরে চৈনমালোক্য ভয়াৎ পঞ্চমহাগতাঃ ।
 এনং সা বহুলা সেনা কসিদ্ধানাং তরস্বিনাম্ ॥ ৬৬
 পরিবার্য্য রণে ভীষং ভীমসেনমুপাভবৎ ।

সেই মহাযুদ্ধে অশ্বগণের লাগাম, জেঁদাল, স্বর্ণভূষিত উজ্জল রজ্জু, পৃষ্ঠে বন্ধ পরিস্তোম (পালক—গদা), প্রাস, বহুমূল্য ঋষ্টি, কবচ, ঢাল ও নানাপ্রকার বিচিত্র আস্ত্রগণসমূহ একে একে একে ছড়াইয়া আছে দেখা যাইল ।

ভীমসেন বহু প্রাস, বিচিত্র ঋষ্টি ও চক্চকে অস্ত্রসমূহে সেই-স্থান পূর্ণ করিয়া দিলেন । ইহাতে মনে হইল—সেই স্থান পুশ্পসমূহে আচ্ছাদিত আছে ।

মহাবল পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন লক্ষপ্রদান করত বহু রথীর নিকটেই ঝাইতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে ধ্বজার সহিত তরবারির সাহায্যে ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন ।

তিনি পুনঃ পুনঃ লক্ষপ্রদান করিতে, চারিদিকে দৌড়াইতে এবং যুদ্ধের বিচিত্র নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতে লাগিলেন । বশস্বী ভীমসেনের এই পরাক্রম দেখিয়া সকল যাদুঘই অভ্যস্ত বিস্মিত হইয়া পড়িল ।

তিনি বহু যোদ্ধাকে গদাঘাতে বধ করিলেন, কাহাদিগকে উপরে তুলিয়া সবেগে নিয়ে প্রোথিত করিয়া দিলেন, কাহাদিগকে তরবারিতে ছেদন করিলেন, অস্ত্র সকল যোদ্ধাকে নিজের ভীষণ গর্জনেই ভীত করিয়া ফেলিলেন এবং কত যোদ্ধাকে নিজের প্রবল বেগে ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ৫৮-৬৫

অপর অনেক যোদ্ধা ইহাকে দেখিয়াই ভয়ে পঞ্চ (মৃত্যু) লাভ করিল । এইভাবে মৃত্যুবরণ করিতে থাকিলেও বেগশালী

ততঃ কালিঙ্গসৈন্যানাং প্রমুখে ভরতর্ষভ ॥ ৬৭
 ঋতায়ুষ্মভিপ্ৰেক্ষ্য ভীমসেনঃ সমভায়াৎ ।
 তমায়াস্তুমভিপ্ৰেক্ষ্য কালিঙ্গো নবভিঃ শরৈঃ ॥ ৬৮
 ভীমসেনমমেয়াগ্না প্রত্যবিধাৎ স্তনাস্তরে ।
 কালিঙ্গবাণাভিহতস্তোত্রাদিত ইব দ্বিপঃ ॥ ৬৯
 ভীমসেনঃ প্রজজ্বাল ক্রোধেনাগ্নিরিবৈবিতঃ ।
 অথালোকঃ সমাদায় রথং হেম-পরিকৃতম্ ॥ ৭০
 ভীমং সম্পাদয়ামাস রথেন রথসারথিঃ ।
 তমাক্রুহ রথং তুর্গং কৌন্তেয়ঃ শক্রসুদনঃ ॥ ৭১
 কালিঙ্গমভিহুত্বা ত্রিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীং ।
 ততঃ ঋতায়ুষ্মলবান্ ভীমায় নিশিতান্ শরান্ ॥ ৭২
 প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো দর্শয়ন্ পানিলাঘবম্ ।
 স কামুর্কবরোংসুর্দৈর্ঘ্যবতিনিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৭৩
 সমাহতো মহারাজ কালিঙ্গেন মহাস্থনা ।
 সঞ্চক্ৰুশে ভূশং ভীমো দণ্ডাহত ইবোরগঃ ॥ ৭৪

কালিঙ্গ বীরগণের সেই বিশাল বাহিনী রণক্ষেত্রে ভীমকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে চারিদিকে আবৃত করিয়া পুনরায় ভীমসেনের উপর ধাবিত হইল ।

ভরতশ্রেষ্ঠ! কালিঙ্গসৈন্তের অগ্রভাগে ঋতায়ুদ্ধে দেখিয়া ভীমসেন তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন ।

তাঁহাকে আদিতে দেখিয়া অমিত আশ্চর্যলস্পন্ন কালিঙ্গরাজ ঋতায়ু ভীমসেনের বক্ষে নখটি বাণে আঘাত করিলেন । কালিঙ্গরাজের বাণে আহত ভীমসেন তখন অন্ধুশের প্রহারে পীড়িত হাতীর স্থায় কোষে ঘুতাহতি প্রাপ্ত অগ্নিতুল্য জ্বলিয়া উঠিলেন ।

এই সময় ভীমসেনের রথ সারথি অশোক একটি স্বর্ণভূষিত রথ লইয়া ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাকে রথ-সম্পন্ন করিল ।

শত্রুসুদন কুন্তীনন্দন ভীমসেন অতিক্রান্ত সেই রথে আরোহণ করিয়া কালিঙ্গরাজ ঋতায়ুকে অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—যুদ্ধে অবস্থান কর অবস্থান কর ॥

তখন বসবান্ ঋতায়ু ক্লান্ত হইয়া হস্তের অস্ত্রচালনানৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ ভীমসেনের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ।

মহারাজ! মহাত্মা কালিঙ্গরাজ ঋতায়ুদ্ধকর্তৃক শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ হইতে নিষ্কিণ নখটি তীক্ষ্ণ বাণে আঘাত হইয়া ভীমসেন দণ্ডের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত সর্পের স্থায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ৬৬-৭৪

ক্লৃষ্ণচ চাপমায়ম্য বলবদ্ বলিনাং বরঃ ।
 কালিঙ্গমবধীং পার্থো ভীমঃ সপ্তভিরায়সৈঃ ॥ ৭৫
 স্কুরাভ্যাং চক্ররক্ষৌ চ কালিঙ্গস্য মহাবলৌ ।
 সত্যদেবঞ্চ সত্যঞ্চ প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্ ॥ ৭৬
 ততঃ পুনরমেয়াস্মা নারাতৈর্নিশিতৈঃ ॥
 কেতুমন্তং রণে ভীমোহগময়দ্ যমসাদনম্ ॥ ৭৭
 ততঃ কলিঙ্গাঃ সংনদ্ধা ভীমসেনমমর্ষণম্ ।
 অনীকৈর্বহুসাহস্রৈঃ ক্ষত্রিয়াঃ সমবারয়ন্ ॥ ৭৮
 ততঃ শক্তি-গদা-খড়্গ-তোমরশ্চি-পরশ্বধৈঃ ।
 কলিঙ্গাশ্চ ততো রাজন্ ভীমসেনমবাকিরন্ ॥ ৭৯
 সংনিবার্য্য স তাং ঘোরাং শরবৃষ্টিং সমুখিতাম্ ।
 গদামাদায় তরসা সংনিপত্য মহাবলঃ ॥ ৮০
 ভীমঃ সপ্ত শতান্ বীরাননয়দ্ যমসাদনম্ ।
 পুনশ্চৈব দ্বিসাহস্রান্ কলিঙ্গানরিমর্দনঃ ॥ ৮১
 প্রাহিণোন্মৃতাংলোকায় তদদ্ভুতমিবাভবৎ ।
 এবং স তাত্মনৌকানি কলিঙ্গানাং পুনঃ পুনঃ ॥ ৮২

বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুর্হীপুং ভীমসেন ক্লৃষ্ণ ২০০০ খাঁয়
 সপ্ত ধনুকে সবলে আকর্ষণ করত সৌধান্মিত সাতটি বাণে
 কলিঙ্গরাজ ঞ্চতায়ুকে আহত করিলেন ॥ ৭৫

তারপর দুইটি স্কুরনামক বাণে কলিঙ্গরাজের চক্ররক্ষক মহাবল
 সত্যদেব ও সত্যকে যমলোকে পাঠাইলেন ॥ ৭৬

অনন্তর অমের আত্মবলসম্পন্ন ভীমসেন তিনটি ভীক্ষু নারাত
 দ্বারা রণক্ষেত্রে কেতুমানকে নিহত করিয়া যমলোকে পাঠাইয়া
 দিলেন ॥ ৭৭

তখন কলিঙ্গদেশীয় সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ কয়েক হাজার সৈন্তের
 সহিত আসিয়া যুদ্ধের জন্ত উদ্ভূত অমর্ষণীল ভীমসেনের অগ্রগতি
 রুদ্ধ করিলেন ॥ ৭৮

রাজন্! সেই সময় কলিঙ্গবোদ্ধারা ভীমসেনের উপর শক্তি,
 গদা, খড়্গ, তোমর, শ্চি ও পরশু বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৭৯

সেই সমুখিত প্রচণ্ড বাণবর্ষণকে নিবারণ করিয়া মহাবল
 ভীমসেন হাতে গদা লইয়া সবেগে কলিঙ্গসৈন্তদের মধ্যে লাফাইয়া
 পড়িলেন। তারপর সেই সৈন্তবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া
 শক্রমর্দন ভীমসেন প্রথমে শতশত বীরকে যমলোকে পাঠাইলেন।
 পুনরায় দুই হাজার কলিঙ্গসৈন্তকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন।
 তখন হঠাৎ যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥

এইরূপে ভীমসেন মহারথী ভীমের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কলিঙ্গ-

বিভেদ সমরে তুর্গং প্রেক্ষ্য ভীষ্মং মহারথম্ ।
 হতারোহাশ্চ মাতঙ্গাঃ পাণ্ডবেন কৃতা রণে ॥ ৮৩
 বিপ্রজগ্নুরনীকেষু মেঘা বাতহতা ইব ।
 মৃদগন্তঃ স্ত্রাশ্রনীকানি বিনদন্তঃ শরাতুরাঃ ॥ ৮৪
 ততো ভীমো মহাবাহুঃ খড়্গহস্তো মহাভুজ ।
 সম্প্রহৃষ্টো মহাঘোষণং শঙ্খং প্রাধ্বাপয়দ্ বলী ॥ ৮৫
 সর্বকালিঙ্গ-সৈন্যানাং মনাংসি সমকম্পয়ৎ ।
 মোহশ্চাপি কলিঙ্গানামাবিবেশ পরস্তপ ॥ ৮৬
 প্রাকম্পপ্ত চ সৈন্যানি বাহনানি চ সর্বশঃ ।
 ভীমেন সমরে রাজন্ গজেন্দ্রেণেব সর্বশঃ ॥ ৮৭
 মার্গান্ বহুন্ বিচরতা ধাবতা চ ততস্ততঃ ।
 মুহুরংপততা চৈব সম্মোহঃ সমপতত ॥ ৮৮
 ভীমসেনভয়ত্রস্তং সৈন্যঞ্চ সমকম্পয়ৎ ।
 ক্ষোভ্যমাণমসম্বাধং গ্রাহেণেব মহং সরঃ ॥ ৮৯
 ত্রাসিতেষু চ সর্বেষু ভীমেনাদ্ভুতকর্মণা ।
 পুনরাবর্তমানেষু নিজগন্ত চ সত্ত্বশঃ ॥ ৯০

দেশের সৈন্যগণকে বারংবার সমরভূমিতে আতঙ্কিত বিদীর্ণ
 কারতে লাগিলেন ॥

সেই রণাঙ্গনে পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন কর্তৃক আরোহীরা নিহত
 হইলে পর বহু মদমত্ত হস্তী বায়ুদ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত মেঘের স্তায়
 এদিক্‌ ভদিক্‌ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল এবং নিজেদেরই সৈন্ত-
 দিগকে বিপর্য্যস্ত করিতে করিতে বাণের দ্বারা পীড়িত হইয়া
 ব্যাকুলচিত্তে চাঁৎকার করিতে লাগিল ॥ ৮০-৮৪

তারপর মহাবাহু ভীমসেন হাতে খড়্গ লইয়া অত্যন্ত প্রসন্ন-
 চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনিদ্বারা সমস্ত কলিঙ্গসৈন্তের চিত্ত
 কম্পিত করিয়া ফেলিলেন এবং তাহারা তখন অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন
 হইয়া পড়িল ॥ ৮৫-৮৭

রাজন্! সেই সময়রাজ্যে গজরাজের স্তায় বিভিন্ন মার্গে
 বিচরণকারী এবং এদিক্‌ ভদিক্‌ ধাবিত ভীমসেনের ভয়ে সমস্ত
 সৈন্যগণ ও বাহনসকল কাঁপিতে লাগিল। ভীমসেন বারবার
 লাফাইতে থাকিলে সকলেই ভয়ে মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥ ৮৭-৮৮

ধেয়ুপ কোন বৃহৎ সরোবর গ্রাহ (হিংস্র জলজন্ত) কর্তৃক
 নির্বাধে মথিত হইলে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, সেইরূপ এই বিশাল সৈন্ত-
 বাহিনী ভীমসেনকর্তৃক নির্বাধে মথিত হইয়া ভয়ে সন্ত্রস্ত হইল ॥ ৮৯

অদ্ভুত কর্মকারী ভীমসেন তাহাদিগকে ভীত করিয়া দিলে
 কলিঙ্গদেশের সৈন্তরা যখন শ্রেণীবদ্ধভাবে পলায়ন করিতে লাগিল

সর্বকালিজ-যোধেষু পাণ্ডুনাং ধ্বজিনীপতিঃ ।
 অত্রবীং স্বাশ্চনীকানি যুদ্ধাধ্বমিতি পার্শ্বতঃ ॥ ২১
 সেনাপতিবচঃ শ্রুত্বা শিখণ্ডিপ্রমুখা গণাঃ ।
 ভীমমেবাব্যভ্যবর্তন্ত রথানীকৈঃ প্রহারিভিঃ ॥ ২২
 ধর্মরাজন্ত তান্ সর্বানুপজগ্রাহ পাণ্ডবঃ ।
 মহতা মেঘবর্ণেন নাগানীকেন পৃষ্ঠতঃ ॥ ২৩
 এবং সংনোন্ত সর্বাণি স্বাশ্চনীকানি পার্শ্বতঃ ।
 ভীমসেনস্ত জগ্রাহ পার্শ্বিঃ সংপূরুযৈর্বৃতঃ ॥ ২৪
 ন হি পাঞ্চালরাজস্ত লোকে কশ্চন বিজ্ঞতে ।
 ভীম-সাত্যকয়োরন্তঃ প্রাগেভ্যঃ প্রিয়কৃত্তমঃ ॥ ২৫
 সৌহৃদপশ্যত কলিঙ্গেষু চরন্তুমরিসূদনঃ ।
 ভীমসেনং মহাবাহুং পার্শ্বতঃ পরবীরহা ॥ ২৬
 ননর্দ বহুধা রাজন্ শ্রষ্টশ্চাসীৎ পরস্তুপঃ ।
 শব্দাং দধৌ চ সমরে সিংহনাদং ননাদ চ ॥ ২৭

এক কিয়ৎপুর পলাইয়া (রাজতয়ে) আবার কিরিয়া আসিতে লাগিল, তখন পাণ্ডবসেনাপতি ঋণমনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজেদের সকল সৈন্যকে বলিলেন,—বীরগণ! উৎসাহের সহিত যুদ্ধ কর ॥ ২০-২১

সেনাপতির বাক্য শুনিয়া শিখণ্ডী প্রভৃতি মহারথগণ প্রহার-কুশল রথী সৈন্যদের সহিত ভীমসেনের অহসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

তারপর পাণ্ডুনন্দন ধর্মরাজ যুদ্ধিষ্ঠির মেঘভূল্য কৃকবর্ণ হস্তিগণের বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া তাঁহাদের সকলের সহায়তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

এইরূপে ঋণমনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজের সমগ্র সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্ত প্রেরণ করিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সহিত ভীমসেনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিবার ভার সহজে গ্রহণ করিলেন ॥ ২৪

জগতে পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট ভীমসেন ও সাত্যকি ব্যতীত এমন কোন পুরুষ ছিল না, যে তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হইতে পারে ॥ ২৫

শক্রবীরগণনাশক অরিহস্তা ঋণদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবাহু ভীমসেনকে কলিঙ্গসৈন্যদের মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিলেন ॥ ২৬

রাজন্! তাঁহাকে দেখিয়াই শক্রতাপন ধৃষ্টদ্যুম্নের হৃদয় আনন্দিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি বারংবার গর্জন করিতে লাগিলেন এবং সমরাজগে শব্দধ্বনি করিলেন ও সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৭

স চ পারাবতাস্থস্ত রথে হেমপরিবৃত্তে ।
 কোবিদারধ্বজং দৃষ্ট্বা ভীমসেনঃ সমাশ্বসৎ ॥ ২৮
 ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত তং দৃষ্ট্বা কলিঙ্গৈঃ সমভিজ্ঞতম্ ।
 ভীমসেনমমোয়াত্মা ত্রাণায়াজৌ সমভ্যয়াৎ ॥ ২৯
 তৌ দূরাৎ সাত্যকিং দৃষ্ট্বা ধৃষ্টদ্যুম্ন-বুকোদরৌ ।
 কলিঙ্গান্ সমরে বীরৌ যোধয়েতাং মনস্বিনৌ ॥ ১০০
 স তত্র গচ্ছা শৈনেয়ো জবেন জয়তাং বরঃ ।
 পার্শ্ব-পার্শ্বতয়োঃ পার্শ্বিঃ জগ্রাহ পুরুষর্বভঃ ॥ ১০১
 স কৃষা দারুণং কর্ম প্রগৃহীতশরাসনঃ ।
 আস্থিতো রৌদ্রমাত্মানং কলিঙ্গানববৈব্রত ॥ ১০২
 কলিঙ্গপ্রভবাং চৈব মাংস-শোণিতকর্দমাম্ ।
 রুধিরস্তন্নিবীং তত্র ভীমঃ প্রাবর্তয়ন্নদীম্ ॥ ১০৩
 অন্তরেণ কলিঙ্গানাং পাণ্ডবানাঞ্চ বাহিনীম্ ।
 তাং সন্ততার হস্তারাং ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ১০৪

, পারাবতের (পাররা) স্তায় ধূসর বর্ণের অশ্ব বাঁহার রথে বোঝিত ছিল, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নের বর্ণভূষিত রথে কোবিদার-বুদ্ধের চিহ্নবৃত্ত ধ্বজ উড়িতে দেখিয়া ভীমসেন আশ্বাসিত হইলেন ॥ ২৮

কলিঙ্গসৈন্যরা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইয়াছে দেখিয়া অপরিসীম আশ্চর্যলসম্পন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে রক্ষা করিবার জন্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯

সেই সময়জগে মনস্বী বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন সাত্যকিকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া অধিক উৎসাহভরে কলিঙ্গসৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১০০

বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রধান সাত্যকি অতি ক্রতবেগে সেখানে উপস্থিত হইয়া ভীমসেন ও সাত্যকির পৃষ্ঠ-পোষণ কার্যভার গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ ইহাদের উভয়ের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১০১

তিনি হাতে ধনু লইয়া ভয়ঙ্কর পরাক্রম প্রকাশপূর্বক বীর রৌদ্ররূপ ধারণ করত কলিঙ্গসৈন্যগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ১০২

ভীমসেন এই স্থানে এক ভয়ঙ্কর নদী বৃষ্টি করিয়াছিলেন, বাহা কলিঙ্গসৈন্যরূপ উৎপত্তি-স্থান হইতে নির্গত হইতেছিল। উহাতে মাংস ও শোণিত ছিল কর্দমবস্তুরূপ এবং ঐ নদী রক্তের ধারা বহন করিতেছিল ॥ ১০৩

কলিঙ্গ ও পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যভাগে প্রবাহিতা রক্তে হস্তরা ঐ নদীকে মহাবল ভীমসেন বীর পরাক্রমে পার হইয়াছিলেন ॥ ১০৪

ভীমসেনং তথা দৃষ্ট্বা প্রাক্রোশংস্তাবকা নৃপ ।
 কালোহয়ং ভীমরূপেণ কলিক্লেঃ সহ যুধ্যতে ॥ ১০৫
 ততঃ শাস্তনবো ভীমঃ ক্রোধা তং নিনদং রণে ।
 অভ্যায়াং ত্বরিতো ভীমং ব্যুটানীকঃ সমস্ততঃ ॥ ৬
 তং সাত্যকিভীমসেনো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্শ্বতঃ ।
 অভ্যাজবস্ত ভীমস্ত রথং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ১০৭
 পরিবার্থা তু তে সৰ্বে গাঙ্গেয়ং তরসা রণে ।
 ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ শঠৈর্ধৌরৈর্ভীষ্মমানচ্ছুরৌজসা ॥ ১০৮
 প্রত্যবিধ্যত তান্ সর্ধান্ পিতা দেবব্রতস্তব ।
 যতমানান্ মহেশাশাস্ত্রিভিঃ ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ ॥ ১০৯
 ততঃ শরসহশ্ৰেণ সংনিবার্থা মহারথান্ ।
 হয়ান্ কাঞ্চনসন্নাহান্ ভীমস্ত গৃহনচ্ছরৈঃ ॥ ১১০
 হতাস্থে স রথে তিষ্ঠন্ ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ।
 শক্তিং চিক্ষেপ তরসা গাঙ্গেয়স্ত রথং প্রতি ॥ ১১১
 অপ্রাপ্তামথ তাং শক্তিং পিতা দেবব্রতস্তব ।

রাজন্! ভীমসেনকে সেইরূপে দেখিয়া আপনার সৈন্তগণ
 চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—সাক্ষাৎ কালই এই ভীমসেনের
 রূপ ধারণ করিয়া কলিক্লেসৈন্তদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন ॥ ১০৫

তারপর শাস্তনবদান ভীম রণভূমিতে সেই কোলাহল শুনিয়া
 নিজ সৈন্তগণকে সর্কদিকে বাহবদ্ধ করত অতি সত্বর ভীমসেনের
 নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ১০৬

ভীমের সেই স্বর্ণভূষিত রথের উপর সাত্যকি, ভীমসেন ও
 ক্ষপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন একত্রে আক্রমণ করিলেন ॥ ১০৭

তাহারা সকলে রণস্থলে গঙ্গানন্দন ভীমকে সবেগে আক্রমণ
 করিয়া তিনটি তিনটি করিয়া ভয়ঙ্কর বাণে তাঁহাকে যথাসক্তি
 পীড়িত করিলেন ॥ ১০৮

সেই সময় আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীম সেখানে যুদ্ধের
 জন্ত যত্নপরায়ণ ঐ সব মহাধনুর্ধর বোদ্ধাদিগকে সরলগামী তিনটি
 তিনটি বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ লইলেন ॥ ১০৯

অনন্তর এক লক্ষ বাণ নিক্ষেপ করিয়া এই তিন মহারথকে
 নিবারণ করত স্বর্ণভূষিত সজ্জিত ভীমসেনের অশগুলিকে বীর বাণ-
 সন্মুখে নিহত করিলেন ॥ ১১০

অশ নিহত হইলে সেই রথেই অবস্থান করত প্রতাপশালী
 ভীমসেন ভীমের রথের উপর স্ববেগে একটি শক্তি নিক্ষেপ
 করিলেন ॥ ১১১

ত্রিধা চিচ্ছেদ সমরে সা পৃথিব্যামশীৰ্ষ্যত ॥ ১১২
 ততঃ শৈক্যায়সীং গুবীং প্রগৃহ্য বলবান্ গদাম্ ।
 ভীমসেনস্ততস্তূর্ণং পুণ্ড্রবে মনুজবর্ত ॥ ১১৩
 সাত্যকোহপি ততস্তূর্ণং ভীমস্ত প্রিয়কাম্যয়া ।
 গাঙ্গেয়সারথিং তূর্ণং পাভয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ১১৪
 ভীমস্ত নিহতে তস্মিন্ সারথৌ রথিনাং বরঃ ।
 বাতায়মানৈস্তৈরশ্বৈরপনীতো রণজিহ্মাং ॥ ১১৫
 ভীমসেনস্ততো রাজন্নপযাতে মহাব্রতে ।
 প্রজজ্ঞাল যথা বহ্নির্গহ্ন কক্ষমিবেধিতঃ ॥ ১১৬
 স হত্বা সর্বকালিঙ্গান্ সেনামধ্যে ব্যতিষ্ঠত ।
 নৈনমভ্যুৎসহন্ কেচিৎ তাবকা ভরতর্ষভ ॥ ১১৭
 ধৃষ্টদ্যুম্নস্তমারোপ্য স্বরথে রথিনাং বরঃ ।
 পশ্যতাং সর্বসৈন্তানামপোবাহ যশস্বিনম্ ॥ ১১৮
 সম্পূজ্যমানঃ পাঞ্চালৈর্মৎস্তৈশ্চ ভরতর্ষভ ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নং পরিষজ্জা সমেয়াদথ সাত্যকিম্ ॥ ১১৯

সেই সময় আপনার পিতৃতুল্য ভীম নিজের নিকটে আসিবার
 পূর্বেই সেই শক্তিকে তিনখণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিলেন । ইহাতে
 ঐ শক্তি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে ছড়াইয়া পড়িল ॥ ১১২

নরশ্রেষ্ঠ! তখন বলবান্ ভীমসেন সমগ্র অংশই লৌহের
 সারভাগ দিয়া নিম্নিত। তারবহা গদা হাতে লইয়া অতি
 ক্রুত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন ॥ ১১৩

এদিকে সাত্যকিও ভীমসেনের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় অতি
 সত্বর ভীমের সারথিকে বীর বাণসমূহে বিনাশ করিলেন ॥ ১১৪

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীম সারথি নিহত হইলে বায়ুতুল্য
 বেগগামী অশ্বগণের দ্বারা রণভূমি হইতে অপনীত হইলেন ॥ ১১৫

রাজন্! মহাব্রতধারী ভীম রণভূমি হইতে চলিয়া যাইলে
 ভীমসেন তৃণাদিনির্মিত ক্রুদ্র গৃহে প্রজ্জলিত অগ্নির দ্বায় বীর
 তেজে প্রজ্জলিত হইতে লাগিলেন ॥ ১১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীমসেন সকল কলিঙ্গ-সেনাকে সংহার করিয়া
 সৈন্তমধ্যে অবস্থান করিতে থাকিলে, বীর সৈন্তদেরও কেহ
 তাঁহার নিকট বাইতে সাহস পাইল না ॥ ১১৭

তারপর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন বশবী ভীমসেনকে বীর
 রথে আরোহণ করাইয়া সকল সৈন্তের প্রত্যেকই নিজ সৈন্য
 দলমধ্যে লইয়া যাইলেন ॥ ১১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেখানে পাঞ্চাল ও মৎস্তদেশীয় বোদ্ধাদিগের

অধাত্রবীদ্ ভীমসেনং সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ ।

প্রহর্যয়ন্ যদুব্যাভ্রো ধৃষ্টদ্যাম্নস্ত পশ্যতঃ ॥ ১২০

দিষ্ট্যা কলিঙ্গরাজশ্চ রাজপুত্রশ্চ কেতুমান্ ।

শক্রদেবশ্চ কালিঙ্গঃ কলিঙ্গাশ্চ নৃধে হতাঃ ॥ ১২১

স্ববাহুবলবীৰ্য্যো নাগাশ্ব-রথসঙ্কুলঃ ।

মহাপুরুষভূমিষ্ঠো ধীরযোধনিষেবিতঃ ॥ ১২২

মহাবাহুঃ কলিঙ্গানামেকেন মৃদিতস্তয়া ।

যারা বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়া ভীমসেন ধৃষ্টদ্যাম্ন ও সাত্যকিকে
হই বাহুতে আলিঙ্গন করিয়া পরস্পর মিলিত হইলেন ॥ ১২০

সেই সময় সত্যপরাক্রমী যদুকুলশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যাম্নের
সম্মুখেই ভীমসেনের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে এইরূপ
বলিলেন ॥ ১২০

বীরবর! অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় যে, কলিঙ্গরাজ,
ভাট্টমান্, রাজকুমার কেতুমান্, কলিঙ্গবীর শক্রদেব ও অশ্রাশ্র
বহুসংখ্যক কলিঙ্গ-সৈন্য আপনার দ্বারা নিহত হইয়াছে ॥ ১২১

আপনি একাকীই স্বীয় বাহুর বল ও পরাক্রমে কলিঙ্গদেশের
সেই বিশাল সৈন্যবাহুকে বিধ্বস্ত করিয়া মুস্তিকায় পরিণত

শ্রীমদ্রহসিবেদব্যাসশ্রীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীমপর্কাস্তর্গত ভীমবধপর্কে দ্বিতীয়-দিবসের যুদ্ধে কলিঙ্গরাজ-
বধবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[অভিমন্ত্যোরজুনস্য চ পরাক্রমঃ, দ্বিতীয়দিবসস্য যুদ্ধসমাপ্তিঃ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

গতপূর্থাভূমিষ্ঠে তস্মিন্নহনি ভারত ।

রথ-নাগাশ্ব-পর্ত্তীনাং সাদিনাঞ্চ মহাক্ষয়ে ॥ ১

দ্রোণপুত্রো শল্যো কৃপেণ চ মহাত্মনা ।

সমসঙ্কত পাঞ্চাল্যস্ত্রিভিরেতৈর্মহারথৈঃ ॥ ২

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[অভিমন্ত্য ও অর্জুনের পরাক্রম এবং দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধসমাপ্তি]

সঞ্জয় কহিলেন,—ভারত ! সেই দ্বিতীয় দিনে যখন পূর্ক্সাহ্নের
অধিক ভাগই অতীত হইয়া গাইল এবং বহুসংখ্যক রথ, হস্তী,
পদাতিক সৈন্য ও আরোহীদিগের গুরুতর সংহার হইতে থাকিল,
সেই সময় পাঞ্চালকুমার ধৃষ্টদ্যাম্ন একাকীই দ্রোণপুত্র অশ্বখামা, শল্য
ও মহাত্মা কৃপাচার্য এই তিন মহারথীর সহিত যুদ্ধ করিতে
লাগিলেন ॥ ১-২

এবমুক্ত্য শিনের্নশ্চ দীর্ঘবাহুরিরিন্দম ।

রথাদ্ রথমভিক্রত্য পর্য্যব্রজত পাণ্ডবম্ ॥ ১২৩

ততঃ স্বরথমাস্থায় পুনরেব মহারথঃ ।

তাবতানবধীং ক্রুদ্ধো ভীমশ্চ বলমাদধৎ ॥ ১২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীমপর্বণি ভীমবধপর্বণি দ্বিতীয়ে যুদ্ধদিবসে
কলিঙ্গরাজবধে চতুঃপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥

করিয়াছেন, যে মহাবাহুদ্বারা বহু হস্তী, অশ্ব ও রথে পূর্ণ ছিল ।
ইহাতে অধিকাংশ সৈন্যই মহাপুরুষ ছিলেন । অগণিত ধীর বীর
যোদ্ধা ঐ মহাবাহুকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন ॥ ১২২

শক্রদমন নরেশ ! এই কথা বলিয়া শিনির নাতী দীর্ঘবাহু
সাত্যকি নিজ রথ হইতে লাফাইয়া ভীমসেনের রথে আরোহণ
করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১২৩

তারপর ক্রুদ্ধ মহারথ সাত্যকি পুনরায় স্বীয় রথে আরোহণ
করত ভীমসেনের বলবর্দ্ধন করিতে করিতে আপনার সৈন্যগণকে
সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ১২৪

স লোকবিদিতানস্থান্ নিজঘান মহাবলঃ ।

দ্রোণেঃ পাঞ্চালদায়াদঃ শিতৈর্দর্শভিরাশ্রুগৈঃ ॥ ৩

ততঃ শল্যরথং তূর্ণমাস্থায় হতবাহনঃ ।

দ্রোণিঃ পাঞ্চালদায়াদমভাবর্ষদথেষুভিঃ ॥ ৪

ধৃষ্টদ্যাম্নঃ তু সংযুক্তং দ্রোণিনা বীক্ষ্য ভারত ।

মৌভদ্রোহভ্যপতৎ তূর্ণং বিকীরন্ নিশিতান্ শরান্ ॥ ৫

মহাবল পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যাম্ন দশটি শীঘ্রগামী বাণে
অশ্বখামার বিশ্ববিখ্যাত অশ্বগুলিকে নিহত করিলেন ॥ ৩

বাহনসকল নিহত হইলে অশ্বখামা শীঘ্রই শল্যের রথে
আরোহণ করিলেন এবং সেখান হইতেই ধৃষ্টদ্যাম্নের উপর বাণ-
বর্ষণ আরম্ভ করিলেন ॥ ৪

ভরতনন্দন ! ধৃষ্টদ্যাম্নকে অশ্বখামার সহিত যুদ্ধরত দেখিয়া
হৃভদ্রানন্দন অভিমন্ত্য ও ভীক্স বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে
ক্রত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৫

স শল্যং পঞ্চবিংশত্যা কৃপক নবভিঃ শরৈঃ ।
 অশ্বখামানমষ্টাভিবিব্যাধ পুরুষবভঃ ॥ ৬
 আজুনিং তু ততত্বর্ণং দ্রৌণিবিব্যাধ পত্রিণা ।
 শল্যোহথ দশভিষ্টৈশ্চ কৃপশ্চ নিশিঠৈস্ত্রিভিঃ ॥ ৭
 লক্ষ্মণস্তব পৌত্রস্ত সৌভত্রং সমবস্থিতম্ ।
 অভ্যবর্তত সংহৃষ্টস্ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৮
 দৌর্য্যধনিঃ স্রুসংক্রুদ্ধঃ সৌভত্রং পরবীরহা ।
 বিব্যাধ সমরে রাজংস্তদন্তুতমিবাভবৎ ॥ ৯
 অভিমহ্যুঃ স্রুসংক্রুদ্ধো ভ্রাতরং ভরতবর্ষভ ।
 শরৈঃ পঞ্চশতা রাজন্ ক্রিগ্রহস্তোহভ্যবিধ্যত ॥ ১০
 লক্ষ্মণোহপি পুনস্তন্তু ধনুশ্চিচ্ছেদ পত্রিণা ।
 মুষ্টিদেশে মহারাজ ততস্তে চুক্রুশ্চর্জনাঃ ॥ ১১
 তদু বিহার ধনুশ্চিরং সৌভত্রং পরবীরহা ।
 অশ্রুদাদন্তবাংশ্চিত্রং কার্মুকং বেগবন্তরম্ ॥ ১২

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অভিমহ্য শল্যকে পাঁচশ, কৃপাচার্য্যকে নয়
 এবং অশ্বখামাকে আটটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬

তখন অশ্বখামা অতিসম্বর একটি বাণে অভিমহ্যকে বিদ্ধ
 করিলেন। তারপর শল্য দশ ও কৃপাচার্য্য তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে
 তাঁহাকে আঘাত করিলেন ॥ ৭

তখনস্তর আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ স্তম্ভানন্দন অভিমহ্যকে
 সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া হর্ষ ও উৎসাহের সহিত তাঁহার উপর
 আক্রমণ করিলেন। তখন উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৮

রাজন্! শক্রবীরনাশী দুৰ্য্যোধনপুত্র লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুপিত
 হইয়া সমরঙ্গণে (অনেক বাণে) অভিমহ্যকে বিদ্ধ করিলেন।
 তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥ ৯

মহারাজ ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহা দেখিয়া শীঘ্রতাসহকারে হস্ত-
 চালনায় নিপুণ বীর অভিমহ্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং
 বীর জ্ঞাতা লক্ষ্মণকে পঞ্চাশটি বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১০

রাজন্! তখন লক্ষ্মণও পুনরায় একটি বাণদ্বারা ধনুর মুষ্টিদেশে
 ছেদন করিলেন। সেই সময় আপনার সৈন্তগণ হর্ষে কোলাহল
 করিয়া উঠিল ॥ ১১

শক্রবীরনাশী স্তম্ভাকুমার অভিমহ্য সেই ছিন্ন ধনু পরিচ্যোগ
 করিয়া অপর একটি অত্যন্ত বেগশালী ও বিচিত্র ধনু গ্রহণ
 করিলেন ॥ ১২

তৌ তত্র সমরে যুক্তৌ কৃতপ্রতিকৃতৈবিশৌ ।
 অস্ত্রোস্ত্রং বিশিষ্টৈস্তীক্লের্জয়তুঃ পুরুষবভৌ ॥ ১৩
 ভতো দুৰ্য্যোধনো রাজা দৃষ্ট্বা পুত্রং মহারথম্ ।
 পীড়িতং তব পৌত্রেণ প্রায়াং তত্র প্রজেশ্বরঃ ॥ ১৪
 সংনিবৃন্তে তব স্রুতে সর্ব এব জনাধিপাঃ ।
 আজুনিং রথবংশেন সমস্তাং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ১৫
 স তৈঃ পরিবৃতঃ শূরৈঃ শূরো যুধি স্তহজ্জয়ৈঃ ।
 ন স্য প্রব্যথতে রাজন্ কৃষ্ণতুলাপরাক্রমঃ ॥ ১৬
 সৌভত্রমথ সংসক্তং দৃষ্ট্বা তত্র ধনঞ্জয়ঃ ।
 অভিহুত্বাব বেগেন ত্রাতুকামঃ স্বমাস্রজম্ ॥ ১৭
 ভতঃ সরথ-নাগাস্থা ভীষ্ম-দ্রোণপুরোগমাঃ ।
 অভ্যবর্তন্ত রাজানঃ সহিতাঃ সবাসাচিনম্ ॥ ১৮
 উভূতং সহসা ভোমঃ নাগাশ্ব-রথ-পত্তিভিঃ ।
 দিবাকররথং প্রাপ্য রজস্বীব্রমদৃশ্যত ॥ ১৯

এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই যুদ্ধস্থলে পরস্পরের অস্ত্রসমূহ নিবারণ
 ও প্রতীকার করিবার ইচ্ছা রাখিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন এবং
 পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

তখন প্রজেশ্বর রাজা দুৰ্য্যোধন নিজ মহারথী পুত্রকে
 আপনার পৌত্র অভিমহ্যকর্তৃক পীড়িত দেখিয়া সেখানে বসাই
 উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪

আপনার পুত্র দুৰ্য্যোধন সৈনিকে প্রত্যাবর্তন করিলে কৌরব-
 পক্ষের সকল নরপতিগণ বিশাল রথসেনাদ্বারা অর্জুনপুত্র
 অভিমহ্যকে চারিদিকে আবৃত করিলেন ॥ ১৫

রাজন্! অভিমহ্যর পরাক্রম ভগবান্ ক্রীকৃষ্ণের সদৃশ ছিল।
 তিনি যুদ্ধে অত্যন্ত দুর্জয় সেই বীরগণকর্তৃক আবৃত হইলেও
 ব্যথিত বা চিন্তিত হইলেন না ॥ ১৬

এই সময় অর্জুন বপুত্র অভিমহ্যকে সেইস্থলে যুদ্ধে নিরত
 দেখিয়া উহাকে রক্ষা করিবার জন্য অতিবেগে সেখানে
 আসিলেন ॥ ১৭

ইহা দেখিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণপ্রভৃতি সকল কৌরবপক্ষীয় রাজারা
 রথ, অশ্ব ও হস্তীতে পূর্ণ সৈন্তবাহিনীর সহিত একসঙ্গে অর্জুনের
 উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৮

সেই সময় হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্তবাহিনীকর্তৃক
 উৎপাদিত পৃথিবীর তীব্র ধূলিতে সহসা দুর্য্যোধন রথ পর্য্যন্ত বাইয়া
 সর্বাঙ্গিক ব্যাপ্ত হইতে দেখা হইল ॥ ১৯

ভানি নাগসহস্রাণি ভূমিপালশতানি চ ।
 তন্ত বাণপথং প্রাপ্য নাভ্যবর্তন্ত সর্বশঃ ॥ ২০
 প্রণেত্বঃ সর্বভূতানি বহুবৃন্তিমিরা দিশঃ ।
 কুরূগাং চানয়ন্তীত্রঃ সমদৃশ্যত দারুণঃ ॥ ২১
 নাপ্যন্তরিক্ষং ন দিশো ন ভূমিন্ চ ভাস্করঃ ।
 প্রজজ্ঞে ভরতশ্রেষ্ঠ শত্রুসমুজ্জৈঃ কিরীটিনঃ ॥ ২২
 সাদিতা রথ-নাগাংশ্চ হতাস্থা রথিনো রণে ।
 বিপ্রাক্রতরথাঃ কেচিদ্ দৃশ্যন্তে রথযুথপাঃ ॥ ২৩
 বিরথা রথিনশ্চাত্রে ধারমানাঃ সমস্ততঃ ।
 তত্র তত্রৈব দৃশ্যন্তে সায়ুধাঃ সাজ্জদৈর্ভুজৈঃ ॥ ২৪
 হয়ারোহা হয়ান্ত্যক্তা গজারোহাশ্চ দন্তিনঃ ।
 অর্জুনস্ত ভয়াদ্ রাজন্ সমস্তাদ্ বিপ্রাক্রবুঃ ॥ ২৫
 রথেষ্যশ্চ গজেষ্যশ্চ হয়েত্যশ্চ নরাধিপাঃ ।
 পতিভাঃ পাত্যমানাশ্চ দৃশ্যন্তেহর্জুনসায়কৈঃ ॥ ২৬
 সগদানুগতান্ বাহূন সখজাংশ্চ বিশাম্পতে ।
 সশ্রাসাংশ্চ সতুণীরান্ সশরান্ সশরাসনান্ ॥ ২৭

এদিকে সহস্র হস্তী ও শত নরপতি অর্জুনের বাণসমূহের পথ-
 মধ্যে আসিয়া কোনরূপেই আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না ।
 সেই সময় সমস্ত প্রাণী আর্জুনাদ করিতে লাগিল এবং চারিদিক্
 অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ।

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তখন কৌরবগণের দুঃসহ ও ভয়ঙ্কর অস্ত্রাঘের
 পরিণাম প্রত্যক্ষ দেখা বাইল । কিরীটধারী অর্জুনের বাণসমূহে
 সব কিছু আচ্ছাদিত হইয়া বাওয়ায় আকাশ, দিক্, পৃথিবী ও
 সূর্য্য কোন কিছুই বুঝা বাইতেছিল না ॥ ২০-২২

সেই রণভূমিতে বহুসংখ্যক রথ ভাঙ্গিয়া পড়িল, বহু হস্তী
 নিহত হইল এবং বহু রথযুথপতিগণকে রথ লইয়া পলায়ন করিতে
 দেখা বাইল ॥ ২৩

অস্ত্রাত্ত ও বহু রথী রথহীন হইয়া অঙ্গদভূষিত বাহুতে অস্ত্র
 ধারণ করত বেথানে সেখানে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন
 —দেখিতে পাওয়া বাইল ॥ ২৪

মহারাজ ! অর্জুনের ভয়ে অশারোহী বোকারা অশ্বগণকে
 এবং হস্ত্যারোহী বোকারা হস্তীদিগকে ত্যাগ করিয়া চারিদিকে
 পলায়ন করিল ॥ ২৫

সেখানে বহু নরপতিকে অর্জুনের বাণে নিহত হইয়া রথসমূহ
 এবং হস্তী ও অশ্বসকল হইতে পতিত হইতে এবং পতনোন্মুখ
 অবস্থায় দেখা বাইল ॥ ২৬

সাক্ষশান্ সপতাকাংশ্চ তত্র তত্রাজুনো নৃণাম্ ।
 নিচকর্ত শরৈরুগ্রৈ রৌজং বপুর্ধারয়ৎ ॥ ২৮
 পরিধানাং প্রদীপ্তানাং মুদগরাণাঞ্চ মারিষ ।
 প্রাসানাং ভিলিপালানাং নিস্ত্রিংশানাঞ্চ সংযুগে ॥ ২৯
 পরস্বানাং তীক্ষ্ণানাং তোমরাণাঞ্চ ভারত ।
 বর্মণাং চাপবিদ্ধানাং কাঞ্চনানাঞ্চ ভূমিপ ॥ ৩০
 ধ্বজানাং চর্মণাঞ্চৈব ব্যজ্ঞনানাঞ্চ সর্বশঃ ।
 ছত্রাণাং হেমদণ্ডানাং তোমরাণাঞ্চ ভারত ॥ ৩১
 প্রতোদানাঞ্চ যোক্ত্রাণাং কশানাঞ্চৈব মারিষ ।
 রাশয়ঃ স্রাত্ৰ দৃশ্যন্তে বিনিকীর্ণা রণক্ষিতৌ ॥ ৩২
 নাসীৎ তত্র পুমান্ কশিৎ তব সৈন্তস্ত ভারতঃ ।
 যোহর্জুনং সমরে শূরং প্রত্যাধ্যায়ং কথঞ্চন ॥ ৩৩
 যো যো হি সমরে পার্থং প্রত্যাধ্যাতি বিশাম্পতে ।
 স সংখ্যে বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পরলোকায় নীয়তে ॥ ৩৪
 তেষু বিজ্রবমাণেষু তব যোধেষু সর্বশঃ ।
 অর্জুনো বাসুদেবশ্চ দধুর্ভারিজ্যোত্তমৌ ॥ ৩৫

প্রজানাথ ! অর্জুন সেই রণভূমিতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ
 করিয়াছিলেন । তিনি স্বীয় উগ্র বাণসমূহে বোদ্ধাদিগের উপরে
 উত্তোলিত হস্তগুলিকে, বাহাদের মধ্যে গদা, খড়্গ, প্রাস, তুণীর,
 ধর্ম্মবাণ, অকুশ ও ধ্বজাপতাকাদি শোভা পাইতেছিল, ছেদন
 করিলেন ॥ ২৭-২৮

আর্ধ্য ! ভরতনন্দন ! ভূপাল ! সেই রণভূমিতে পতিত প্রদীপ্ত
 পরিধ, মুদগর, প্রাস, ভিলিপাল, খড়্গ, পরশু, তীক্ষ্ণ তোমর, স্ববর্ণ-
 ময় কবচ, ধ্বজ, ঢাল, বর্ম্মণ্ডে বিভূষিত ছত্র, ব্যজ্ঞন, প্রতোদ
 (চাবুক), যোক্ত্র (জোয়াল), কশা ও অকুশের রাশি দেখিতে
 পাওয়া বাইল ॥ ২৯-৩২

ভারত ! সেই সময় আপনার সৈন্তমধ্যে কোন একরূপ পুরুষ
 ছিলেন না, যিনি সমরে বীরবর অর্জুনের দিকে অগ্রসর হইতে
 পারিতেন ॥ ৩৩

প্রজানাথ ! সেই রণভূমিতে যে যে বীর অর্জুনের দিকে অগ্রগমন
 করিয়াছেন, তিনি সেই সেই বীরকেই তীক্ষ্ণবাণসমূহে পরলোকে
 প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ৩৪

ভারত ! আপনার বোদ্ধারা রণে ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে পলায়ন
 করিল । ইহা দেখিয়া অর্জুন ও বাসুদেবনন্দন ত্রীকক্ষ উভয়ের স্ব স্ব
 শ্রেষ্ঠ শস্ত্র বাজাইলেন ॥ ৩৫

তৎ প্রভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা পিতা দেবব্রতন্তব ।
 অত্রবীৎ সমরে শূরং ভারদ্বাজং স্ময়স্মিব ॥ ৩৬
 এষ পণ্ডুশ্রুতো বীরঃ কৃষ্ণেন সহিতো বলী ।
 তথা করোতি সৈন্তানি যথা কুর্ধ্যাদ্ ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩৭
 ন হ্রেষ সমরে শক্যো বিজেতুং হি কথঞ্চন ।
 যথাস্ত দৃশ্যতে রূপং কালান্তকয়মোপমম্ ॥ ৩৮
 ন নিবর্তয়িতুঞ্চাপি শক্যোঃ মহতী চমুঃ ।
 অশ্রোত্বাপ্রেক্ষয়া পশু দ্রবতীয়াং বরুণিনী ॥ ৩৯
 এষ চাস্তং গিরিশ্রেষ্ঠং ভানুমান্ প্রতিপত্ততে ।
 চক্ষুংষি সর্বলোকস্ত সংহরস্মিব সর্বথা ॥ ৪০
 তত্রাবহারং সম্প্রাপ্তং মন্ত্রেহহং পুরুষধত ।
 শ্রাস্তা ভীতাশ্চ নো যোধা ন যোৎসুস্তি কথঞ্চন ॥ ৪১

কৌরবসৈন্যগণকে এইরূপে পলায়ন করিতে দেখিয়া আপনার
 শিত্ততুল্য ভীষ্ম বীরবর দ্রোণাচার্য্যকে বেন হাসিতে হাসিতে
 বলিলেন ॥ ৩৬

শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই বলবান্ বীর পাণ্ডুনন্দন অর্জুন
 কৌরবসৈন্যদের সেইরূপ অবস্থা করিল, যাহা তাহার করিবার
 যোগ্য ছিল ॥ ৩৭

ইহাকে কোনরূপেই এখন জয় করা যাইবে না, কারণ, ইহার
 রূপ বর্ত্তমানে প্রলয়কালের বমরাজের স্তায় দেখা যাইতেছে ॥ ৩৮

এই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে এখন নিবৃত্ত করাও যাইবে না ।
 দেখুন—সমস্ত সৈন্যই পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রুত
 পলায়ন করিতেছে ॥ ৩৯

এদিকে এই ভগবান্ সূর্য্যদেব সমগ্র জগদ্বাসীরা নব্বনের
 জ্যোতি সর্ষ্পরূপে হরণ করিতে করিতে গিরিশ্রেষ্ঠ অন্তাচলে
 গমন করিতেছেন ॥ ৪০

ভীষ্মপর্ব বিবেচনাসম্পন্ন শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তগত ভীষ্মবধপর্বে দ্বিতীয়দিবসের যুদ্ধসমাপ্তিবিশদক
 পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

এবমুক্তা ততো ভীষ্মো দ্রোণমাচার্য্যাসত্তমম্ ।
 অবহারমথো চক্রে তাবকানাং মহারথঃ ॥ ৪২
 (ততঃ সরথ-নাগাস্থা জয়ং প্রাপ্য সসোমকাঃ ।
 পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবাস্চৈব প্রাণেহুচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥
 প্রায়ুঃ শিবিরায়ৈব ধনঞ্জয়পুরুষতঃ ।
 বাদিজঘোষৈঃ সংজ্ঞষ্টাঃ প্রনৃত্যন্তো মহারথাঃ ॥)
 অতোহবহারঃ সৈন্তানাং তব তেবাঞ্চ ভারত ।
 অস্তং গচ্ছতি সূর্য্যোহভূৎ সঙ্ক্যাকালে চ বর্ততি ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বনি ভীষ্মবধপর্বনি দ্বিতীয়দিবসযুদ্ধাবহারে
 পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥

নরশ্রেষ্ঠ! অতএব আমি বর্ত্তমানে সমস্ত সৈন্যকে যুদ্ধ হইতে
 নিবৃত্ত করা উচিত বলিয়া মনে করিতেছি। আমাদের সকল
 যোদ্ধাই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, স্ততরাং তাহারা কোনরূপেই
 যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৪১

আচার্য্যদ্রোণের দ্রোণকে এই কথা বলিয়া মহারথী ভীষ্ম আপনার
 সকল সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করাইলেন ॥ ৪২

(তারপর রথ, হস্তী ও অশ্বসকলের সহিত সোমক, পাঞ্চাল
 ও পাণ্ডব বীরগণ বিজয়লাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে
 লাগিলেন। সেই সব মহারথীরা বিজয়সূচক বাজধ্বনির সহিত
 অত্যন্ত হুটুচিতে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অর্জুনকে
 অগ্রে রাখিয়া শিবির অভিমুখে গমন করিলেন)

ভারত! এই রূপে সূর্য্যদেব অন্তাচলে গমন করিলে
 সঙ্ক্যার সময় আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যবাহিনী শিবিরে
 প্রত্যাবর্ত্তন করিল ॥ ৪৩

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[তৃতীয়-দিবসে কৌরবাণাং পাণ্ডবানাঞ্চ বাহুনির্মাণম্, যুদ্ধারম্ভশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ

প্রভাতায়াঞ্চ শর্য্যাং ভীষ্মঃ শাস্ত্রনবস্তদা ।
অনীকান্তমুসংযানে ব্যাদিদেশাথ ভারত ॥ ১
গারুড়ঞ্চ মহাবাহুং চক্রে শাস্ত্রনবস্তদা ।
পুত্রাণাং তে জয়াকাজ্ঞী ভীষ্মঃ কুরুপিতামহঃ ॥ ২
গরুড়স্ত স্বয়ং তুণ্ডে পিতাদেবব্রতস্তব ।
চক্ষুৰী চ ভরদ্বাজঃ কৃতবর্মা চ সাহতঃ ॥ ৩
অশ্বখামা কৃপশৈব লীৰ্বমাস্তাং যশস্বিনৌ ।
ত্রৈগৈর্ভৈরথ কৈকেয়ৈর্বাটধানৈশ্চ সংযুগে ॥ ৪
ভূরিজ্রবাঃ শলঃ শল্যা ভগদত্তশ্চ মারিষ ।
মদ্রকাঃ সিদ্ধসৌদৌরাস্তথা পাঞ্চনদাশ্চ যে ॥ ৫
জয়দ্রথেন সহিতা গ্ৰীবায়াং সংনিবেশিতাঃ ।
পৃষ্ঠে হৃষ্যোধনো রাজা সোদর্ঘ্যো সাত্তগৈর্বৃতঃ ॥ ৬

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[তৃতীয় দিনে--কৌরব-পাণ্ডবগণের বাহুরচনা ও যুদ্ধারম্ভ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত ! যখন রাত্রি অতিবাহিত হইয়া প্রভাত হইল, তখন শাস্ত্রজ্ঞানম্পন্ন ভীষ্ম স্বীয় সৈন্তগণকে যুদ্ধভূমিতে বাইবার জন্ত আদেশ দিলেন ॥ ১

সেই সময় কুরুকুলের পিতামহ শাস্ত্রমুহূর্ত্ত ভীষ্ম আগনার পুত্রগণের বিজয়লাভের আকাঙ্ক্ষায় গরুড়বাহনামক মহাবাহু রচনা করিলেন ॥ ২

আগনার পিতৃতুল্য স্বয়ং ভীষ্ম সেই বাহুর অগ্রভাগে চক্ষুস্থানে রহিলেন । আচাৰ্য্য দ্রোণ ও যতবংশীয় কৃতবর্মা উভয়ে নেত্রদ্বয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩

যশস্বী বীর অশ্বখামা ও কৃপাচাৰ্য্য বাহুর শিরোভাগে থাকিলেন । ইহাদের সহিত ত্রিগর্ভ, কৈকয় এবং বাটধান ও যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত ছিলেন ॥ ৪

আৰ্য্য ! ভূরিজ্রবা, শল, শল্যা ও ভগদত্ত—ইহারা জয়দ্রথের সহিত গ্ৰীবাভাগে নিযুক্ত থাকিলেন । ইহাদের সহিত মদ্র, সিদ্ধ, সৌবীর ও পাঞ্চনদ দেশের যোদ্ধারাও ছিলেন ।

বীর জাতুগণ ও অহুচরবৃন্দের সহিত রাজা হৃষ্যোধন

বিন্দুমুখবিন্দাবাবস্তৌ কাশ্যোজাশ্চ শকৈঃ সহ ।

পুচ্ছমাসন্ মহারাজ শূরসেনাশ্চ সর্ষণঃ ॥ ৭

মাগধাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ দাসেরকগণৈঃ সহ ।

দক্ষিণং পক্ষমাসাত্ত স্থিতা বাহুস্ত দংশিতাঃ ॥ ৮

কাক্রবাশ্চ বিকুঞ্জাশ্চ মুণ্ডাঃ কুণ্ডীরবাস্তথা ।

বৃহদ্বলেন সহিতা বামং পার্শ্বমবস্থিতাঃ ॥ ৯

ব্যাঢ়ং দৃষ্ট্বা তু তং সৈন্ত্যং সব্যাসাটী পরস্তপঃ ।

ধৃষ্টদ্যায়েন সহিতঃ প্রভাব্যুহত সংযুগে ॥ ১০

অর্ধচন্দ্রেণ বাহেন বাহুং তমতিদারুণম্ ।

দক্ষিণং শৃঙ্গমাস্ত্রায় ভীমসেনো ব্যারোচত ॥ ১১

নানাপ্রজ্ঞৌঘসম্পন্নৈর্নানাদৈশ্চৈব পৈর্বৃতঃ ।

তদেষেব বিরাটশ্চ ক্রপদশ্চ মহারথঃ ॥ ১২

তদনন্তরমেবাসীন্নীলো নীলাম্বুধৈঃ সহ ।

নীলাদনস্তরশৈব ধৃষ্টকেতুর্মহাবলঃ ॥ ১৩

পৃষ্ঠভাগে রহিলেন । মহারাজ ! অবস্থিদেশের রাজকুমার বিন্দ ও অহুবিন্দ এবং কাশ্যোজ, শক ও শূরসেন দেশের যোদ্ধারা সেই মহাবাহুর পুচ্ছভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭-৯

মগধ ও কলিঙ্গদেশের যোদ্ধারা সেই দাসেরকগণের সহিত কবচ ধারণ করত বাহুর দক্ষিণ পক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকিলেন ॥ ৮

কাক্রব, বিকুঞ্জ, মুণ্ড ও কুণ্ডীর প্রভৃতি যোদ্ধাগণ রাজা বৃহদ্বলের সহিত বামপক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৯

শত্রুতাপন সব্যাসাটী অর্জুন কৌরবসৈন্তের সেই বাহুরচনা দেখিয়া যুদ্ধভূমিতে ইহাদের সমুখীন হইবার জন্ত ধৃষ্টদ্যায়কে সঙ্গে লইয়া নিজ সৈন্তের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অর্ধচন্দ্রাকার বাহুনির্মাণ করিলেন । ইহার দক্ষিণশিখরে ভীমসেন বিরাজমান রহিলেন ॥ ১০-১১

ঐহার সহিত নানাপ্রকার অস্ত্ররাশিসম্পন্ন বিভিন্ন দেশের নরপতিগণ ছিলেন । ভীমসেনের পশ্চাতে রাজা বিরাট ও মহারথী ক্রপদ অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১২

তদনন্তর নীলবর্ণ অস্ত্রধারী সৈন্যগণের সহিত রাজা নীল এবং তাহার পর মহাবল ধৃষ্টকেতু নিযুক্ত রহিলেন ॥ ১৩

চেদি-কাশি-করুণৈশ্চ পৌরবৈরপি সংবৃতঃ ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ পাঞ্চালান্চ প্রভদ্রকঃ ॥ ১৪
 মধ্যে সৈন্তস্ত মহতঃ স্থিতা যুদ্ধায় ভারত ।
 তত্রৈব ধর্মরাজোহপি গজানীকেন সংবৃতঃ ॥ ১৫
 ততস্ত সাত্যকী রাজন্ জ্যৌপত্যাঃ পঞ্চ চান্সজাঃ ।
 অভিমন্যুস্ততঃ শূর ইরাবান্চ ততঃ পরম্ ॥ ১৬
 ভৈমসেনিস্ততো রাজন্ কেকয়ান্চ মহারথাঃ ।
 ততোহভূদ্ দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠো বামং পার্শ্বমুপাশ্রিতঃ ॥ ১৭
 সর্বস্ত জগতো গোপ্তা গোপ্তা যস্ত জনর্দিনঃ ।
 এবমেতং মহাব্যুহং প্রত্যব্যুহস্ত পাণ্ডবাঃ ॥ ১৮
 বধার্থং তব পুত্রাণাং তৎপক্ষং যে চ সঙ্গতাঃ ।

ভারত ! ধৃষ্টকেতুর সহিত চেদি, কাশী, করুণ ও পৌরবাদি দেশবাসী সৈন্যগণ ছিলেন । ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চাল ও প্রভদ্রক-গণ যুদ্ধের জন্য সেই বিশাল সৈন্যের মধ্যভাগে রহিলেন । হস্তিগণের সৈন্যে পরিবৃত্ত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও সেখানে ছিলেন ॥ ১৪-১৫

রাজন্ ! তদনন্তর সাত্যকি ও জ্যৌপদীর পঞ্চ পুত্র রহিলেন । তাহারপর বীরবর অভিমন্যু ও অভিমন্যুর পর ইরাবান্ ছিলেন ॥

নরেশ্বর ! ইরাবানের পর ভীমসেনপুত্র ষটোৎকচ এবং মহারথ কেকয় রহিলেন । তাহারপর মহয়ুগগশ্রেষ্ঠ অর্জুন সেই ব্যুহের বামপার্শ্বে বা শিখরস্থানে বিরাজমান রহিলেন, যাহার রক্ষক সমগ্র জগতের পালন কর্তা সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ॥ ১৬-১৭

এইভাবে পাণ্ডবগণ আপনার পুত্রবৃন্দের ও তাঁহাদের পক্ষে

শ্রীমদ্বর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তর্গত ভীষ্মপর্বে তৃতীয়দিবসের যুদ্ধে পরস্পর ব্যুহরচনা-বিষয়ক ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অন্তিমোক্ত সমাপ্ত ।

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ব্যতিবক্তরথ-দ্বিপম্ ॥ ১৯
 তাবকানাং পরেযাঞ্চ নিম্নতামিতরেতরম্ ।
 হর্যৌঘাশ্চ রথৌঘাশ্চ তত্র তত্র বিশাম্পতে ॥ ২০
 সম্প্রতন্তো ব্যদৃশস্ত নিম্নস্তন্তে পরস্পরম্ ।
 ধাবতাঞ্চ রথৌঘানাং নিম্নতাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২১
 বভূব তুমুলঃ শকো বিমিশ্রো হ্রস্তুভিস্বনৈঃ ।
 দিবস্পৃঙ্ নরবীরগাং নিম্নতামিতরেতরম্ ।
 সম্প্রহারে স্তূতুমুলে তব তেষাঞ্চ ভারত ॥ ২২
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়ে যুদ্ধদিবসে পরস্পর-
 ব্যুহরচনায়াং ষট্‌পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

আগত অন্যান্য ভূপালগণের বধের জন্য এই মহাব্যুহ রচনা করিলেন ॥

তারপর পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্ভূত আপনার ও শত্রু-পক্ষের মধ্যে তখন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । তখন সেখানে রথের দ্বারা রথ ও হাতীর দ্বারা হাতী আক্রান্ত হইতে লাগিল ॥

প্রজানাত ! সেখানে সেখানে চারিদিকে অথ ও রথসমূহ পরস্পরের আঘাতে পতিত হইতে এবং পরস্পরকে প্রহার করিতে দেখা যাইল ॥ ১৮-২০

দৌড়াইতে দৌড়াইতে এবং পৃথক্ পৃথক্ভাবে প্রহার করিতে করিতে রথসমূহের শব্দ হ্রস্তুভিসকলের ধ্বনির সহিত মিশ্রিত আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল । আপনার এবং পাণ্ডবগণের এই অতিশয় তুমুল যুদ্ধে পরস্পর আঘাত-প্রত্যুঘাতকারী নরবীরগণের ভয়ানক শব্দ আকাশেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ২১-২২

সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্তানাং তুমুল-যুদ্ধবর্ণনম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততো ব্যাঢ়েধনীকেষু ভাবকেষু পরেষু চ ।
ধনঞ্জয়ো রথানীকমবধীং তব ভারত ॥ ১
শরৈরতিরথো যুদ্ধে দারয়ন্ রথযুধপান্ ।
তে বধ্যমানাঃ পার্থেন কালেনেব যুগক্ষয়ে ॥ ২
ধার্তরাষ্ট্রা রণে যত্নাং পাণ্ডবান্ প্রত্যযোধয়ন্ ।
প্রার্থয়ানা যশো দীপ্তং মৃত্যুং কৃষা নিবর্তনম্ ॥ ৩
একাগ্রমনসো ভূষা পাণ্ডবানাং বরুধিনীম্ ।
বভঞ্জুর্ভূষণো রাজংস্তে চাসজ্জন্ত সংযুগে ॥ ৪
দ্রবস্তিরথ ভগ্নৈশ্চ পরিবর্তন্তিরেব চ ।
পাণ্ডবৈঃ কৌরবেয়ৈশ্চ ন প্রাজ্জায়ত কিঞ্চন ॥ ৫
উদতিষ্ঠদ্ রজো ভৌমং ছাদয়ানং দিবাকরম্ ।
ন দিশঃ প্রদিশো বাপি তত্র হন্যাঃ কথং নরাঃ ॥ ৬

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[উভয়পক্ষের সৈন্তগণের তুমুল যুদ্ধবর্ণন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত ! আপনার এবং পাণ্ডবগণের পুরোক্তরূপে বাহরচনা সম্পন্ন হইলে অর্জুন আপনায় রথিসৈন্ত-দিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১

তিনি অতিরথ বীর ছিলেন, স্তত্রাং স্বীয় বাণসমূহে যুদ্ধস্থলে রথযুধপতিগণকেও বিদারিত করিয়া যমলোকে প্রেরণ করিলেন ; যদিও যুগান্তকালের জ্ঞায় সেই যুদ্ধে কুন্তীনন্দন অর্জুনকর্তৃক আপনায় সৈন্তদিগের ভয়ঙ্কর বিনাশ হইতে লাগিল, তথাপি তাঁহার্য ধনসহকারে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ।

তাঁহার্য উজ্জল যশোলাভ করিতে অভিলାষী ছিলেন, অতএব তাঁহার্য নিশ্চয় করিয়া ছিলেন যে, এখন মৃত্যুই আমাদের যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে, তাই তাঁহার্য একাগ্রচিত্ত হইয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন । রাজন্ ! তাঁহার্য যুদ্ধে একরূপ তৎপরতা দেখাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে পাণ্ডব-সৈন্তগণ বার বার ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতেছিল ॥ ২-৪

এইরূপ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে এবং পুনরায় কিরিয়া আসিয়া যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে থাকিলে পাণ্ডব-সৈন্ত ও কৌরব সৈন্তদের মধ্যে কিছুই বুঝা বাইতেছিল না ॥ ৫

তখন ভূতলে একরূপ ধূলি উখিত হইতে লাগিল যে, তাহাতে

অহুমানেন সংজ্ঞাভিনামগোত্রৈশ্চ সংযুগে ।

বর্ততে চ তথা যুদ্ধঃ তত্র তত্র বিশাশ্পতে ॥ ৭

ন ব্যাহো ভিত্ততে তত্র কৌরবাণাং কথঞ্চন ।

রক্ষিতঃ সত্যসন্ধেন ভারদ্বাজেন সংযুগে ॥ ৮

তথৈব পাণ্ডবানাঞ্চ রক্ষিতঃ সব্যাসাচিনা ।

নাভিত্তত মহাব্যাহো ভীমেন চ সুরক্ষিতঃ ॥ ৯

সেনাগ্রাদপি নিম্পত্য প্রযুধ্যঃস্তত্র মানবাঃ ।

উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ ব্যতিবক্তরথ-দ্বিপাঃ ॥ ১০

হয়ারোহৈর্হয়ারোহাঃ পাত্যস্তে শ্ব মহাহবে ।

ঋষ্টিভিবিমলাভিশ্চ প্রাসৈরপি চ সংযুগে ॥ ১১

রথী রথিনমাশাশ্রু শরৈঃ কনকভূষণৈঃ ।

পাতয়ামাস সমরে তস্মিন্নতিভয়ঙ্করে ॥ ১২

স্বর্ধাদেব আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন এবং দিক্ বিদিক্‌সমূহ সঘর্ষে কিছুই বুঝা বাইতেছিল না । একরূপ অবস্থায় সেখানে যুদ্ধনিরন্তর মল্লযগণ কিভাবে কাহারই উপর আঘাত করিবে ? ৬

প্রজানাত ! সেই রণক্ষেত্রে অহুমানে, সন্ধিতে এবং নাম ও গোত্রের উল্লেখ করিয়া স্বপক্ষ এবং পরপক্ষ নিশ্চয় করত সেখানে যুদ্ধ স্থানে স্থানে হইতে থাকিল ॥ ৭

সত্যপ্রতিজ্ঞ ভারদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক সুরক্ষিত থাকায় কৌরবসৈন্তের বাহ কোনরূপেই ভঙ্গ হইল না ॥ ৮

এইরূপ সবাসাচী অর্জুন ও ভীমসেন কর্তৃক সুরক্ষিত পাণ্ডব-সৈন্তের মহাব্যূহও কোনরূপে ভিন্ন হইল না ॥ ৯

সেখানে বহু বীর মানুষ্য সেনাগ্রভাগ হইতে বাহিয় হইয়া (বাহ ত্যাগ করত) যুদ্ধ করিতে লাগিল । রাজন্ ! উভয়পক্ষের রথ ও হস্তী সকলের মধ্যেও যুদ্ধ বাধিয়া বাইল ॥ ১০

সেই মহাযুদ্ধে অঝারোহীরা অঝারোহীদিগকে নিশ্চল ঋষ্টি ও প্রাসসমূহের দ্বারা নিহত করিয়া ভূপাতিত করিতে লাগিল ॥ ১১

সেই অতিশয় ভয়ঙ্কর সংগ্রামে রথিগণ রথীদিগের সম্মুখে বাইয়া স্বর্ণভূষিত বাণে তাহাদিগকে নিহত করত ভূতলে পাতিত করিতে থাকিলেন ॥ ১২

গজারোহা গজারোহান্ নারাচ-শর-তোমরৈঃ ।
 সংসক্তান্ পাতয়ামাসুস্তব তেষাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ১৩
 কশ্চিৎপত্য সমরে বরবারণমাস্থিতঃ ।
 কেশপক্ষে পরায়ুশ্চ জহার সমরে শিরঃ ॥ ১৪
 অন্ত্রে দ্বিরদদস্তাগ্রানিভিন্নহৃদয়া রণে ।
 বেমুশ্চ রুধিরং বীরা নিঃশ্বসন্তুঃ সমস্ততঃ ॥ ১৫
 কশ্চিৎ করিবিষাণস্থে বীরো রণবিশারদঃ ।
 প্রাবেপচ্ছক্তির্নিভিন্নো গজশিক্ষাত্রবেদিনা ॥ ১৬
 পত্তিসজ্জা রণে পতীন্ ভিন্দিপাল-পরশ্বধৈঃ ।
 ত্রুপাতয়ন্ত সংহৃষ্টাঃ পরস্পরকৃতাগসঃ ॥ ১৭
 রথী চ সমরে রাজ্ঞাসাত্ত গজযুথপম্ ।
 স গজং পাতয়ামাস গজী চ রথিনাং বরম্ ॥ ১৮
 রথিনঞ্চ হয়ারোহঃ প্রাসেন ভরতর্ষভ ।
 পাতয়ামাস সমরে রথী চ হয়সাদিনম্ ॥ ১৯

আপনার ও পাণ্ডবপক্ষের গজারোহী যোদ্ধারা যুদ্ধনিরত
 বিপক্ষ গজারোহী যোদ্ধাদিগকে চারিদিক্ হইতে নারাচ, বাণ ও
 তোমরসমূহের আঘাতে ধরাশায়ী করিতে লাগিল ॥ ১৩

কোনও যোদ্ধা রণস্থলে লাফাইয়া শ্রেষ্ঠ হস্তীর উপর আরোহণ
 করিলেন এবং বিপক্ষ যোদ্ধার কেশ ধারণ করত মস্তক ছেদন
 করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৪

যুদ্ধস্থলে বহু বীর হাতীর দস্তাগ্রভাগে স্ব-স্ব হৃদয় বিদীর্ণ
 হওয়ায় চারিদিক্ হইতে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রক্তবমন
 করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

কোন রণবিশারদ বীর হাতীর দাঁতের উপর আরোহণ করিয়া
 যুদ্ধ করিতে থাকিলেন । এই সময় আবার গজশিক্ষা ও অস্ত্র-
 বিদ্যায় অভিজ্ঞ কোন বিপক্ষ যোদ্ধা তাঁহার উপর শক্তি নিক্ষেপ
 করিলেন । সেই শক্তির আঘাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়ায়
 সেই মৃত্যুপথগামী বীর সেখানে কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ১৬

হর্ষ ও উজ্জ্বলে পূর্ণ পদাতিকবাহিনী পরস্পরের উপর অপরাধ-
 জনক কার্য্য করিতে থাকিয়া ভিন্দিপাল ও পরশুর আঘাতে
 পদাতিক সৈন্তগণকে বিনাশ করিয়া ভূতলে পাতিত
 করিল ॥ ১৭

রাজন্! সেই সমরাক্ষণে কোন রথী কোন এক গজযুথপতির
 সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সেই হস্তী ও তাহার
 আরোহীকে নিহত করত ধরাশায়ী করিলেন । সেইরূপ

পদাতী রথিনং সংখ্যে রথী চাপি পদাতিনম্ ।
 ত্রুপাতয়চ্ছিতৈঃ শত্রৈঃ সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২০
 গজারোহা হয়ারোহান্ পাতয়াঞ্চক্রিরে তদা ।
 হয়ারোহা গজস্থাংশ্চ তদন্তুতমিবাভবৎ ॥ ২১
 গজারোহবরৈশ্চাপি তত্র তত্র পদাতয়ঃ ।
 পাতিতাঃ সমদৃশ্যন্ত তৈশ্চাপি গজযোধিনঃ ॥ ২২
 পত্তিসজ্জা হয়ারোহৈঃ সাদিসজ্জাশ্চ পত্তিভিঃ ।
 পাত্যমানা ব্যাদৃশ্যন্ত শতশোহুথ সহস্রশঃ ॥ ২৩
 ধ্বজৈস্তত্রাপবিক্লেশ্চ কার্মুকৈস্তোমরৈস্তথা ।
 প্রাসৈস্তথা গদাভিঃ পরিঘৈঃ কম্পনৈস্তথা ॥ ২৪
 শক্তিভিঃ কবচৈশ্চিহ্নৈঃ কণপৈরঙ্কুশৈরপি ।
 নিস্ত্রিংশৈবিমলৈশ্চাপি স্বর্ণপুঞ্জৈঃ শরৈস্তথা ॥ ২৫
 পরিস্তোমৈঃ কুথাভিঃ কষলৈশ্চ মহাধনৈঃ ।
 ভূভাতি ভরতশ্রেষ্ঠ শ্রগ্দামৈরিব চিত্রিতা ॥ ২৬

গজারোহীও আবার রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথীকে বধ
 করিলেন ॥ ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সংগ্রামে অশ্বারোহী যোদ্ধা রথী বীরকে
 এবং কোন স্থলে রথী বীর আবার অশ্বারোহী যোদ্ধাকে কে
 ভূপাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

উভয়পক্ষের সৈন্তগণের মধ্যে পদাতিক সৈন্ত বীর রথীকে এবং
 রথী যোদ্ধা পদাতিক সৈন্তকে স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে যুদ্ধে নিপাতিত
 করিলেন ॥ ২০

গজারোহী অশ্বারোহীকে ও অশ্বারোহী গজারোহীকে
 যুদ্ধস্থলে বিনাশ করিয়া পাতিত করিতে লাগিলেন । ইহা যেন
 তখন এক আশ্চর্য্যজনক ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ২১

সেই রণাক্ষণে যেখানে সেখানে শ্রেষ্ঠ গজারোহিগণকর্তৃক
 ভূপাতিত পদাতিকবাহিনী এবং পদাতিকবাহিনীকর্তৃক ভূপাতিত
 গজারোহী যোদ্ধাদিগকে দেখা যাইল ॥ ২২

অশ্বারোহীকর্তৃক পদাতিক সৈন্তসকল এবং পদাতিক সৈন্ত-
 দলের দ্বারা অশ্বারোহীরা শত শত ও হাজার হাজার সংখ্যায়
 পত্তিত হইতে দেখা যাইতে লাগিল ॥ ২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেখানে এদিক্ ওদিক্ পত্তিত ধ্বজ, ধ্বজ, তোমর,
 প্রাস, গদা, পরিঘ, কম্পন, শক্তি, বিচিত্র কবচ, কণপ, অঙ্কুশ,
 নির্ঘল খড়্গ, স্বর্ণপক্ষশোভিত বাণ, শূল, গদী ও বহুমূল্য কষল-
 সমূহে আচ্ছাদিত সেধানকার ভূমি নানাবিধ পুষ্পোপহারে বিচিত্র
 বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ২৪-২৬

নরাধিকায়ৈঃ পতিতৈর্দন্তিভিঃ মহাহবে ।
 অগম্যরূপা পৃথিবী মাংস-শোণিতকর্দমা ॥ ২৭
 প্রশশাম রজো ভোমঃ বৃক্ষিতং রণশোণিতৈঃ ।
 দিশশ্চ বিমলাঃ সর্বাঃ সমুভূর্জনেশ্বর ॥ ২৮
 উথিতাশ্রুগণেয়ানি কবন্ধানি সমন্ততঃ ।
 চিহ্নভূতানি জগতো বিনাশার্থায় ভারত ॥ ২৯
 তস্মিন্ যুদ্ধে মহারোজে বর্তমানে সুদারুণে ।
 প্রত্যদৃশ্যন্ত রথিনো ধাবমানাঃ সমন্ততঃ ॥ ৩০
 ততো ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ ।
 পুরুষিত্রো জয়ো ভোজঃ শল্যশ্চাপি সৌবলঃ ॥ ৩১
 এতে সমরদুর্ধ্বাঃ সিংহতুল্যপরাক্রমাঃ ।
 পাণ্ডবানামন্যোনি বভঞ্জুঃ স্য পুনঃ পুনঃ ॥ ৩২
 তথৈব ভীমসেনোহপি রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ ।
 সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ দ্রোপদেয়াশ্চ ভারত ॥ ৩৩
 তাবকাস্তব পুত্রাশ্চ সতীতান্ সর্বরাজভিঃ ।
 দ্রাবয়ামাসুরাজো তে ত্রিংশা দানবানিব ॥ ৩৪

সেই মহাসংগ্রামে মহুগ্ন, অশ্ব ও ঐশ্তিগণের বহু মৃত দেহ
 পড়িয়া আছে । সেখানে রক্ত ও মাংসের কদম উৎপন্ন হইল ।
 সেখানকার ভূমিতে ঘাওয়াই অসম্ভব হইয়া উঠিল ॥ ২৭

জনেশ্বর ! রণভূমিতে প্রবাহিত রক্তের সংমিশ্রণে পৃথিবীর
 ধূলি বসিয়া ঘাইল এবং সকল দিক্ নিখিল হইল ॥ ২৮

ভারত ! সেই সময় জগতের বিনাশের চিহ্নসূচক অসংখ্য
 কবন্ধ চারিদিকে উঠিতে লাগিল ॥ ২৯

এই অভ্যন্ত দারুণ ও মহাভয়ঙ্কর সংগ্রামে রথী যোদ্ধাদিগকে
 চারিদিকে দৌড়াইতে দেখা যাইল ॥ ৩০

তদনন্তর ভীষ্ম, দ্রোণ, শিকুরাজ জয়দ্রথ, পুরুষিত্র, জয়, ভোজ,
 শল্য ও শকুনি—ইহারা সিংহতুল্য পরাক্রমী রণদুর্জয় বীর পাণ্ডব-
 গণের সৈন্যদিগের ব্যুহ বাধে বাধে ভঙ্গ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১-৩২

ভরতনন্দন ! এইরূপ ভীমসেন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি,
 চেকিতান, দ্রোপদীর পঞ্চ পুত্র—ইহারাও সকলে মিলিত হইয়া
 দেবগণকর্তৃক দানবদিগকে বিভাড়িত করার ত্রায় সমস্ত নরপতি-
 বৃন্দের সহিত আপনার পুত্রসকলকে রণভূমি হইতে বিভাড়িত
 করিয়া দিলেন ॥ ৩৩-৩৪

তথা তে সমরেহোচ্ছোঃ নিম্নস্তঃ কত্রিয়র্ষভাঃ ।
 রক্তোক্ষিতা ঘোররূপা বিরোজুর্দানবা ইব ॥ ৩৫
 বিনির্জিত্য রিপূন্ বীরাঃ সেনয়োরুভয়োরপি ।
 ব্যাদৃশ্যন্ত মহামাত্রা গ্রহা ইব নভস্তলে ॥ ৩৬
 ততো রথসহশ্রেণ পুত্রো দুর্ঘোধানস্তব ।
 অভয়াং পাণ্ডবং যুদ্ধে রাক্ষসঞ্চ ঘটোৎকচম্ ॥ ৩৭
 তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে মহত্যা সেনয়া সহ ।
 দ্রোণ-ভীষ্মৌ রণে যন্তৌ প্রত্যদৃশ্যুরিন্দমৌ ॥ ৩৮
 কিরীটী চ যযৌ ক্রুদ্ধঃ সমস্তাং পার্থিবোস্তমান্ ।
 আজুর্নিঃ সাত্যকিশ্চৈব যযতুঃ সৌবলং বলম্ ॥ ৩৯
 ততঃ প্রববৃতে ভূয়ঃ সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ ।
 তাবকানাং পরেষাঞ্চ সমরে বিজয়ৈষিণাম্ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়ে যুদ্ধদিবসে সঙ্কলযুদ্ধে
 সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

সংগ্রামস্থলে পরস্পরকে আঘাত করত শ্রেষ্ঠ কত্রিয় বীরগণ
 রক্তরঞ্জিত হইয়া ভয়ানক রূপধারী দানবদিগের ত্রায় শোভা
 পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৫

উভয়পক্ষের বীর সৈন্যদিগকে শত্রুগণকে জয় করত আকাশে
 সমুদিত হইয়া প্রকাশিত বিশাল গ্রহতুল্য দেখা যাইল ॥ ৩৬

তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্ঘোধান সহস্র রথী বীরের সহিত
 পাণ্ডববংশীয় বীর রাক্ষস ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্ত
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৭

এইরূপ বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত সমস্ত পাণ্ডবগণও যুদ্ধের
 জন্ত প্রস্তুত শত্রুদমন দ্রোণাচাযা ও ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধার্থে অগ্রসর
 হইলেন ॥ ৩৮

কিরীটধারী ক্রুদ্ধ অজুন সর্কাদিকে যুদ্ধের জন্ত দণ্ডায়মান
 রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন । অভিমত্যা ও
 সাত্যকি শকুনির সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৯

এইরূপে যুদ্ধে বিজয়লাভ করিতে ইচ্ছুক আপনার ও পাণ্ডব-
 গণের সৈন্যদের মধ্যে পুনরায় রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৪০

শ্রীমদ্বিষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্কাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্কে তৃতীয় দিনের ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক
 সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ

[পাণ্ডববীরগণঃ পরাক্রমঃ, কৌরবসৈন্যমধ্যে হুৰ্যোধন-ভীষ্ময়োরালাপশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততস্তে পাণ্ডবাঃ ক্রুদ্বাঃ ফাল্গুনং বীক্ষ্য সংযুগে ।

রথৈরনেকসাহস্রৈঃ সমস্তাং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ১

অথৈনং রথবৃন্দেন কোষ্ঠকীকৃত্য ভারত ।

শরৈঃ সুবহুসাহস্রৈঃ সমস্তাদভ্যবারয়ন্ ॥ ২

শস্ত্রীশ্চ বিমলাস্ত্রীক্ষা গদাশ্চ পরিধৈঃ সহ ।

প্রাসান্ পরশ্বর্ধাশ্চৈব মুদগরান্ মুসলানপি ॥ ৩

চিকিৎসুঃ সমরে ক্রুদ্বাঃ ফাল্গুনস্ত রথং প্রাতি ।

শস্ত্রাণামথ তাং রুষ্টিং শলভানামিবাযতিম্ ॥ ৪

রুরোধ সর্বতঃ পার্থঃ শরৈঃ কনকভূষণৈঃ ।

তত্র তল্লাঘবং দৃষ্ট্বা বীভৎসোরতিমানুষম্ ॥ ৫

দেবদানবগন্ধর্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসঃ ।

সাধু সাধ্বিতি রাজেন্দ্র ফাল্গুনং প্রত্যপূজয়ন্ ॥ ৬

সাত্যকিশ্চাভিমম্ব্যশ্চ মহত্যা সেনয়া বৃত্তৌ ।

গাক্ষারান্ সমরে শূরান্ জগাতুঃ সহসৌবলান্ ॥ ৭

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[পাণ্ডববীরগণের পরাক্রম, কৌরব সৈন্য মধ্যে হুৰ্যোধন ও ভীষ্মের আলোচনা ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর সেই সমস্ত ভূপাল সমর-ভূমিতে অর্জুনকে দেখিয়াই অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং তাঁহারা বহু সহস্র রথী সৈন্যদ্বারা তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ১

হে ভারত! সেই সমস্ত ভূপালগণ অর্জুনকে রথসমূহ দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া তাঁহার উপর বহু সহস্র বাণ বর্ষণকরত আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ২

তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া রণাঙ্গনে অর্জুনের রথের উপর নির্মল শক্তি, হুঃসহ গদা, পরিঘ, প্রাস, পরশু, মুদগর ও মুসলাদি অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥

পতঙ্গশ্রেণীর স্থায় সেই সমস্ত অস্ত্রবর্ষণ অর্জুন স্বীয় স্বর্ণভূষিত বাণসমূহে চারিদিক হইতে রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥

রাজেন্দ্র! অর্জুনের সেই অলৌকিক নৈপুণ্য দেখিয়া দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসগণ ‘সাধু, সাধু’ বলিয়া অর্জুনকে প্রশংসিত করিলেন ॥ ৩-৬

এদিকে বিশাল সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া সাত্যকি ও অভিমম্ব্য

তত্র সৌবলকাঃ ক্রুদ্বা বাফেয়ন্ত রথোত্তমম্ ।

তিলশশ্চিচ্ছিহ্নঃ ক্রোধাচ্ছত্ৰৈর্নানাবিধৈষুধি ॥ ৮

সাত্যকিস্ত রথং ত্যক্ত্বা বর্তমানে ভয়াবহে ।

অভিমম্ব্যো রথং তূর্ণমারুরোহ পরস্তপঃ ॥ ৯

তাবেকরথসংযুক্তৌ সৌবলেয়স্ত বাহিনীম্ ।

বাহমেতাং শিতৈস্তূর্ণং শরৈঃ সন্নতপর্বতিঃ ॥ ১০

দ্রোণভীষ্মৌ রণে যন্তৌ ধর্মরাজস্ত বাহিনীম্ ।

নাশয়েতাং শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কঙ্কপত্রপরিচ্ছদৈঃ ॥ ১১

ততো ধর্মস্থতো রাজা মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ।

মিষতাং সর্বসৈন্তানাং দ্রোণানীকমুপাভবন্ ॥ ১২

তত্রাসীৎ সুমহদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।

বথা দেবাসুরং যুদ্ধং পৃথমাসীৎ সুদারুণম্ ॥ ১৩

কুর্বাণৌ স্তমৎ কর্ম ভীমসেনঘটোংকটৌ ।

(হুৰ্যোধনস্ত মহতীং আবয়ামাস বাহিনীম্ ।)

হুৰ্যোধনস্ততোহভ্যেতা তাবুভাবপ্যাবারয়ৎ ॥ ১৪

স্বলপুত্রগণসহ গাক্ষারদেশীয় বীরবর্গের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৭

তখন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বলপুত্রগণ যুদ্ধস্থলে নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা সাত্যকির শ্রেষ্ঠ রথকে তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন ॥ ৮

তাহাতে শত্রুতাপন সাত্যকি সেই সময় আরও ভয়াবহ সংগ্রামে ছিন্ন রথকে পরিত্যাগ করিয়া অতিক্রান্ত অভিমম্ব্যর রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৯

তখন একই রথে উপবিষ্ট দুই বীর নতপর্কযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণ-সমূহে সত্তরতার সহিত স্বলপুত্র শকুনির সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ১০

এই সময়-অস্ত্র একদিকে আসিয়া যুদ্ধের জগ্ন সর্বদা সতর্ক দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্ম কঙ্কপক্ষীর পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবাহিনীকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১

তখন ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির এবং মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব সমস্ত সৈন্যগণের দৃষ্টিপথের সম্মুখেই দ্রোণাচার্য্যের সেনার প্রাতি খাণ্ডিত হইলেন ॥ ১২

বেঙ্গপ পূর্বকালে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেবাসুর সংগ্রাম হইয়াছিল, সেইরূপ তখন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ১৩

অস্ত্র একদিকে ভীমসেন ও ঘটোৎকচ মহাপরাক্রম দেখাইতে

তত্রাকৃতমপশ্যাম হৈড়িহস্ত পরাক্রমম্ ।
 অতীত্য পিতরং যুদ্ধে যদযুধ্যাত ভারত ॥ ১৫
 ভীমসেনেন্দ্র সংক্ৰুদ্ধো হৃষ্যোধনমমর্ষণম্ ।
 স্তম্ভবিধ্যং পৃষৎকেন প্রহসন্নিব পাণ্ডবঃ ॥ ১৬
 ততো হৃষ্যোধনো রাজা প্রহারবরপীড়িতঃ ।
 নিষসাদ রথোপস্থে কশ্মলঞ্চ জগাম হ ॥ ১৭
 তং বিসংজ্ঞং বিদিত্বা তু স্বরমাণোহস্ত সারথিঃ ।
 অপোবাহ রণাদ্ রাজংস্ততঃ সৈন্যমভজ্যত ॥ ১৮
 ততস্তাং কৌরবীং সেনাং জবমাণাং সমস্ততঃ ।
 নিগ্নন্ ভীমঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরনুব্রাজ্য পৃষ্ঠতঃ ॥ ১৯
 পার্শ্বতশ্চ রথশ্চেষ্টো ধর্মপুত্রশ্চ পাণ্ডবঃ ।
 জ্রোণশ্চ পশ্যতঃ সৈন্যং গান্ধেয়শ্চ চ পশ্যতঃ ॥ ২০
 জল্পতুবিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পরানীকবিনাশনৈঃ ।
 জবমাণস্ত তং সৈন্যং তব পুত্রশ্চ সংযুগে ॥ ২১
 নাশকৃতাং বারয়িতুং ভীষ্ম-জ্রোণৌ মহারথৌ ।

দেখাইতে হৃষ্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করিতে
 লাগিলেন। তখন হৃষ্যোধন সম্মুখে আসিয়া সেই দুই বীরকে
 নিবারিত করিলেন ॥ ১৪

ভারত! সেখানে আমরা হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচের অদ্ভুত
 পরাক্রম দেখিয়াছি। সেই যুদ্ধে ঘটোৎকচ পিতা ভীমসেন
 হইতেও অধিক পরাক্রম দেখাইয়া যুদ্ধ করিতেছিল ॥ ১৫

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন যেন হাস্য করিতে করিতেই
 একটি বাণ নিক্ষেপ করিয়া অমঘণীল হৃষ্যোধনের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ
 করিলেন ॥ ১৬

তখন সেই বাণের গুরুতর আঘাতে পীড়িত হইয়া রাজা
 হৃষ্যোধন রথের আগনে বসিয়া পড়িলেন এবং পরক্ষণেই মোহগ্রস্ত
 হইলেন ॥ ১৭

রাজন্! তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন জানিয়া সারথি অতিশয়
 ব্যগ্রতার সহিত তাঁহাকে রণস্থল হইতে বাহিরে লইয়া গেল।
 তখন তাঁহার সৈন্তরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৮

সেই সময় চারিদিকে পলায়নপর সৈন্তগণের মধ্যে তীক্ষ্ণ
 বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া ভীমসেন তাহাদের পশ্চাৎধাবন করিতে
 লাগিলেন ॥ ১৯

অন্য একদিকে রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ক্রপদনন্দন বৃষ্টিহ্যয়
 ও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির শক্রসৈন্যনাশী তীক্ষ্ণ বাণসমূহে জ্রোণাচাধ্য ও
 ভীষ্মের দৃষ্টিগোচরেই কৌরবসৈন্যগণকে পীড়িত করিতে
 লাগিলেন ॥ ২০

বার্যমাণঞ্চ ভীষ্মেণ জ্রোণেন চ মহাত্মনা ॥ ২২
 বিজ্রবত্যেব তং সৈন্যং পশ্যতো জ্রোণ-ভীষ্ময়োঃ ।
 ততো রথসহশ্রেষু বিজ্রবৎসু ততস্ততঃ ॥ ২৩
 তাবাস্থিতাবেকরথং সৌভদ্র-শিনিপুঙ্গবৌ ।
 সৌবলীং সমরে সেনাং শাতয়েতাং সমস্ততঃ ॥ ২৪
 শুশুভাক্তে তদা ভৌ তু শৈন্যে-কুরুপুঙ্গবৌ ।
 অমাবস্তাং গতো তদ্বৎ সোম-সূর্য্যৌ নভস্তলে ॥ ২৫
 অজুনস্ত ততঃ ক্রুদ্ধস্তব সৈন্যং বিশাম্পতে ।
 ববর্ষ শরবর্ষণে ধারাভিরিব তোয়দঃ ॥ ২৬
 বধ্যমানং ততস্তত্র শরৈঃ পার্থশ্চ সংযুগে ।
 হুদ্রাব কৌরবং সৈন্যং বিষাদভয়কম্পিতম্ ॥ ২৭
 জ্রবতস্তান্ সমালক্ষ্য ভীষ্ম-জ্রোণৌ মহারথৌ ।
 শ্রবারয়েতাং সংক্ৰৌ হৃষ্যোধনহিতৈষিণৌ ॥ ২৮
 ততো হৃষ্যোধনো রাজা সমাস্থশ্চ বিশাম্পতে ।
 শ্রবর্তয়ত তং সৈন্যং জ্রবমাণং সমস্ততঃ ॥ ২৯

মহারাজ! সেই যুদ্ধে আপনার পুত্রের পলায়নপর সৈন্তগণকে
 মহারথী জ্রোণাচাধ্য ও ভীষ্মও নিবারিত করিতে পারিলেন না।
 মহাত্মা ভীষ্ম এবং জ্রোণাচাধ্য নিবারণ করিতে থাকিলেও
 তাঁহাদের সম্মুখেই সৈন্তরা পলায়ন করিতে লাগিল ॥

এদিকে সহস্র রথী বীরগণ যখন এদিক ওদিক পলায়ন
 করিতেছিলেন, তখন একই রথে উপবিষ্ট অভিমন্যু ও সাত্যকি
 জ্বলপুত্রের সৈন্তদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ২১-২৪

সেই সময় একই রথে উপবিষ্ট সাত্যকি অভিমন্যু তাদৃশ
 শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ অমবস্তা তিথিতে আকাশে
 সূর্য ও চন্দ্র একই দিনে শোভাপ্রাপ্ত হন ॥ ২৫

প্রজানাথ! তদনন্তর কোপপূর্ণ অর্জুন আপনার সৈন্তদিগের
 উপর সেইরূপ বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেন, যেরূপ জলবর্ষণোন্মুখ
 মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ২৬

তখন কুন্তীনন্দন অর্জুনের বাণসমূহে সংগ্রাম স্থলে পীড়িত
 হইয়া কৌরবসৈন্তরা বিবাদ ও ভয়ে কাপিতে কাপিতে এদিক
 ওদিকে পলাইতে লাগিল ॥ ২৭

সেই বোঝাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া হৃষ্যোধনের
 হিতাকাঙ্ক্ষী মহারথ ভীষ্ম ও জ্রোণাচাধ্য ক্রোধের সহিত
 তাহাদিগকে নিবারিত করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

প্রজানাথ! ইহারই মধ্যে রাজা হৃষ্যোধনের মোহভঙ্গ

যত্র যত্র স্ততস্তভ্যাং যং যং পশ্যতি ভারত ।
 তত্র তত্র শ্রবতস্ত ক্রিয়য়াণাং মহারথাঃ ॥ ৩০
 তান্ নিবৃত্তান্ সমীক্ষ্যৈব ততোহশ্বেহপীতরে জনাঃ
 অশ্রোত্বম্পদয়া রাজলজ্জয়া চাবতস্থিরে ॥ ৩১
 পুনরাবর্ততাং তেষাং বেগ আসীদ্ বিশাম্পতে ।
 পূর্ধাতঃ সাগরশ্চৈব চন্দ্রশ্চোদয়নং প্রতি ॥ ৩২
 সন্নিবৃত্তাংস্ততস্তাংস্ত দৃষ্ট্বা রাজা স্নয়োধনঃ ।
 অত্রবীং হরিতো গতা ভীষ্ম শাস্তনবং বচঃ ॥ ৩৩
 পিতামহ নিবোধেদং যং ত্বাং বক্ষ্যামি ভারত ।
 নানুরূপমহং মশ্বে ভয়ি জীবতি কৌরব ॥ ৩৪
 দ্রোণে চান্ধবিদাং শ্রেষ্ঠে সপুত্রে সমুদ্রজ্জনে ।
 কুপে চৈব মহেশ্বাসে দ্রবতে যদ্ বক্রাধিনী ॥ ৩৫
 ন পাণ্ডবান্ প্রতিবলাংস্তব মশ্বে কথঞ্চন ।
 তথা দ্রোণস্ত সংগ্রামে দ্রোণৈশ্চৈব কুপস্য চ ॥ ৩৬

হইল। তিনি আশ্রয় হইয়া চারিদিকে পলায়নরত সৈন্যদিগকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিলেন ॥ ২৯

ভারত! আপনার পুত্র যদিকে যদিকে যাহার যাহার উপর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থান হইতে তাদৃশ ঘোকারাও ফিরিয়া আসিলেন, যাহারা ক্রিয়গণের মধ্যে মহারথী বীর ছিলেন ॥ ৩০

রাজন! তাঁহাদের সকলকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া অশ্রু সর্ব ঘোকারাও পরস্পরের প্রতি ম্পর্দা ও লজ্জাবশতঃ যুদ্ধে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩১

মহারাজ! প্রত্যাবর্তনরত সেই সর্ব ঘোকাদিগের মহাবেগ চন্দ্রোদয়ের সময় বজ্রিত মহাসাগরের জ্বায় প্রতীতি হইতেছিল ॥ ৩২

তখন সেই সর্ব ঘোকাদিগকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া রাজা দুর্ধোধন অতি সত্ত্বর শাস্ত্রহনন্দন ভীষ্মের নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩৩

পিতামহ ভরতবংশভূষণ! আমি আপনাকে যাহা কিছু বলিব, উহা শ্রবণ করুন। কুরুনন্দন! আপনি, অজ্ঞগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য ও পুত্র এবং বৃদ্ধবর্গ-সহ মহাধর্ম্মের কৃপাচার্য্য বাচিয়া থাকিতেই আমার সৈন্যরা যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল, ইহা আপনাদের পক্ষে যোগ্য কার্য্য বলিয়া আমি মনে করি না ॥ ৩৪-৩৫

অনুগ্রাহাঃ পাণ্ডুস্তাস্তব নুনং পিতামহ ।
 যথেষ্টাঃ ক্ষমসে বীর বধ্যমানাং বক্রাধিনীম্ ॥ ৩৭
 সৌহৃদ্যি বাচ্যস্তয়া রাজন্ পূর্বমেব সমাগমে ।
 ন যোৎস্বে পাণ্ডবান্ সংখ্যে নাপি পার্শ্বত-সাত্যকী ॥ ৩৮
 শ্রদ্ধা তু বচনং তুভ্যামাচার্য্যস্ত কুপস্য চ ।
 কর্ণেন সহিতঃ কৃত্যঃ চিন্তয়ানস্তদৈব হি ॥ ৩৯
 যদি নাহং পরিত্যাজ্যো যুবাভ্যামিহ সংযুগে ।
 বিক্রমেণানুরূপেণ যুধ্যতাং পুরুষধ্বভৌ ॥ ৪০
 এতচ্ছ্রুত্বা ততো ভীষ্মঃ প্রহসন্ বৈ মুহুমুহঃ ।
 অত্রবীং তনয়ং তুভ্যাং ক্রোধাহুদ্ব্যতা চক্ষুযৌ ॥ ৪১
 বহুশোহসি ময়া রাজংস্তথ্যমুক্তো হিতং বচঃ ।
 অজ্ঞেয়াঃ পাণ্ডবা যুদ্ধে দেবৈরপি সর্বাসবৈঃ ॥ ৪২
 যং তু শক্যং ময়া কতুং বুদ্ধেনাত্ত নৃপোত্তম ।
 করিষ্যামি যথাশক্তি প্রেক্ষেদানীং সবারুণবঃ ॥ ৪৩

আমি কোনরূপেই ইহা মানি না যে, পাণ্ডবগণ সংগ্রামে আপনার এবং দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও অশ্বখামার সমান বলবান্ ॥ ৩৬

বীর পিতামহ! নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণ আপনার কৃপাপাত্র, তাহা না হইলে আমার সৈন্যরা বিনষ্ট হইতেছে, আর আপনি নীরবে তাহাদের দুর্দশা সহ করিয়া যাইতেছেন ॥ ৩৭

মহারাজ! যদি পাণ্ডবগণের উপর আপনি দয়াই করিবেন, তবে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে আমাকে কেন বলিয়া দেন নাই যে, আমি রণাঙ্গনে পাণ্ডুপুত্রগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিব না ॥ ৩৮

সেই অবস্থায় আমি আপনার ও আচার্য্য দ্রোণ এবং কৃপাচার্য্যের কথা শুনিয়া কর্ণের সহিত সেই সময় পরামর্শ করত নিজের কর্তব্য স্থির করিতাম ॥ ৩৯

যদিও যুদ্ধে আপনাদের দুইজনকে পরিত্যাগ করা উচিত বলিয়া আমি মনে করিতেছি না, তাই দ্রোণাচার্য্য ও আপনি উভয় শ্রেষ্ঠপুরুষে স্বীয় যোগ্য পরাক্রম প্রকাশ করত যুদ্ধ করুন ॥ ৪০

এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম বারংবার হস্ত করত তারপর ক্রোধে দুই চক্ষু বক্রভাবে ঘুরাইয়া আপনার পুত্রকে বলিলেন ॥ ৪১

রাজন! আমি তোমাকে বহুবার এই সত্য ও হিতকর কথা বলিয়াছি যে, যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে ইচ্ছাদি দেববৃন্দও জয় করিতে সমর্থ হন না ॥ ৪২

অথ পাণ্ডুস্তানেকঃ সসৈন্তান্ সহ বদ্ধভিঃ ।

সোহং নিবারয়িষ্যামি সর্বলোকস্ত পশ্চতঃ ॥ ৪৪

এবমুক্তে তু ভীষ্মেণ পুত্রাস্তব জনেশ্বর ।

দধুঃ শঙ্খান্ মুদায়ুক্তা ভেরীঃ সংজয়িরে ভূশম্ ॥ ৪৫

নৃপশ্রেষ্ঠ ! তথাপি আমি বদ্ধ হইয়াও আমার পক্ষে যাহা করার যোগ্য, উহা আমি অত্ন যথাশক্তি করিব। তুমি এখন তোমার বদ্ধগণের সহিত উহা দর্শন কর ॥ ৪৩

আজ আমি একাকীই সকলের সম্মুখে সৈন্তবাহিনী ও বদ্ধবর্গের সহিত পাণ্ডবগণের অগ্রগতি রুদ্ধ করিব ॥ ৪৪

জনেশ্বর ! ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া আপনার পুত্রগণ

শ্রীমদ্রথি বেদব্যাস প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্কাস্তমোহধ্যায়ঃ
যুদ্ধে ভীষ্ম ও দুৰ্য্যোধনের সংবাদবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

একোনষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

[ভীষ্মস্ত পরাক্রমঃ, তং হস্তং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্তোক্তোঃ, অর্জুনস্ত প্রতিজ্ঞা, তৎকর্তৃকঃ কোরবসৈন্যানাং
পরাজয়ঃ, তৃতীয়দিবসস্ত যুদ্ধ সমাপ্তিঃ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

প্রতিজ্ঞাতে ততস্তস্মিন্ যুদ্ধে ভীষ্মেণ দারুণে ।

ক্রোধিতো মম পুত্রো হুঃখিতেন বিশেষতঃ ॥ ১

ভীষ্মঃ কিমকরোং তত্র পাণ্ডবেষু সংযুগে ।

পিতামহে বা পঞ্চালাস্তম্যমাচ্ছ সঞ্জয় ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ ।

গতপূর্বাভূয়িষ্ঠে তস্মিন্নহনি ভারত ।

পশ্চিমাং দিশমান্বায় স্থিতে চাপি দিবাকরে ॥ ৩

একোনষষ্ঠিতম অধ্যায়ঃ ।

[ভীষ্মের পরাক্রম, তাঁহাকে বধ করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উত্তোগ, অর্জুনের প্রতিজ্ঞা, তৎকর্তৃক কোরবসৈন্যদের পরাজয় এবং তৃতীয় দিবসের যুদ্ধ সমাপ্তি ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে যখন ভীষ্ম আমার সবিশেষ হুঃখিত পুত্রের ক্রোধমোচনের প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন তিনি যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবগণের প্রতি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন ? পঞ্চাল যোদ্ধাগণই বা পিতামহ ভীষ্মের উপর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন ? তুমি এই সমস্ত আমাকে বল ॥ ১-২

সঞ্জয় কহিলেন,—ভারত ! সেই দিনের যখন পূর্বাভূকালের অধিকভাগই অতিক্রান্ত হইয়াছে, সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকে বাইয়া

পাণ্ডবা হি ততো রাজন্ ক্রোধা তং নিনদং মহৎ ।

দধুঃ শঙ্খাংশ্চ ভেরীশ্চ মুরজাংশ্চাপ্যানাদয়ন্ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়ে যুদ্ধদিবসে

ভীষ্ম-দুৰ্য্যোধনসংবাদে অষ্টপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

আনন্দিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খ-বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং ডকা বাজাইতে লাগিলেন ॥ ৪৫

রাজন্ ! তাঁহাদের সেই মহতী শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া

পাণ্ডবগণ শঙ্খবাজ, নাগডা ও ঢোল বাজ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৬

জয়ং প্রাপ্তেযু হৃষ্টেযু পাণ্ডবেষু মহাত্মনু ।

সর্বধর্মবিশেষজ্ঞঃ পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ৪

অভ্যয়াজ্জবনৈরনৈঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ।

মহত্যা সেনয়া গুপ্তস্তব পুত্রৈশ্চ সর্বশঃ ॥ ৫

প্রাবর্তত ততো যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।

অস্ম্যকং পাণ্ডবৈঃ সার্ষধমনয়াং তব ভারত ॥ ৬

ধনুবাং কুজতাং তত্র তলানাং চাভিহন্তাতাম্ ।

মহান্ সমভবচ্ছকো গিরীগামিব দীর্ঘাতাম্ ॥ ৭

উপস্থিত হইলেন এবং বিজয়প্রাপ্ত মহাত্মা পাণ্ডবগণ অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, সেই সময় সর্বধর্মে বিশেষজ্ঞ আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম বেগশালী অশ্বগণের দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সহিত বিশাল সৈন্যবাহিনীও চলিল এবং আপনার পুত্রগণ চরিত্রিক হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৩-৫

ভারত ! তদনন্তর আপনার অন্যান্যের জন্য আমাদের পাণ্ডব-গণের সহিত রোমাঞ্চকারী ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥ ৬

সেই সময় সেখানে ধনুসমূহের টঙ্কারধ্বনিতে এবং বহু হস্ততলের আঘাতে পর্বতসকলের বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৭

তিষ্ঠ স্থিতোহস্মি বিক্লোনং নিবর্তন স্থিরো ভব ।
 স্থিরোহস্মি প্রহরন্তেতি শকোহজ্ঞায়ত সর্বশঃ ॥ ৮
 কাঞ্চনেষু তম্বুজেষু কিরীটেষু ধ্বজেষু চ ।
 শিলানামিব শৈলেষু পতিতানামভূদ্ ধ্বনিঃ ॥ ৯
 পতিতান্যন্তমাজানি বাহবশ্চ বিভূষিতাঃ ।
 ব্যচেষ্ঠন্ত মহীং প্রাপ্য শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ১০
 হ্রতোত্তমাজাঃ কেচিৎ তু তথৈবোত্ততকামূকাঃ ।
 প্রগৃহীতায়ুধাশ্চাপি তন্তুঃ পুরুষসত্তমাঃ ॥ ১১
 প্রাবর্তত মহাবেগা নদী রুমিরবাহিনী ।
 মাতঙ্গাজশিলা রৌদ্রা মাংস-শোণিতকর্দমা ॥ ১২
 বরাহ-নর নাগানাং শরীরপ্রভবা তদা ।
 পরলোকার্ণবমুখী গৃধ্র-গোমায়ুমেদিনী ॥ ১৩
 ন দৃষ্টং ন শ্রুতং বাপি যুদ্ধমেতাদৃশং নৃপ ।

তখন “দাঁড়াও, দাঁড়াইয়া আছি, ইহাকে বিদ্ধ কর, ফিরিয়া চল, স্থিরভাবে অবস্থান কর, হাঁ, হাঁ স্থিরভাবে আছি” এইরূপ শব্দ চারিদিকে শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৮

যখন স্বর্ণের কবচসমূহ, কিরীটসকল এবং ধ্বজগুলির উপর সমস্ত যোদ্ধাদিগের অস্ত্রসমূহ পড়িতে লাগিল, তখন পর্বত-সকলের উপর পর্বতসমূহের বিদীর্ণ হইয়া পতনের শব্দ ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৯

সৈন্তগণের শত শত সহস্র সহস্র মস্তক ও বর্ণভূষিত বাহুসমূহ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল এবং খড়গ পড়িতে থাকিল ॥ ১০

বহু পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণের মস্তক ছিন্ন হইয়া যাইলেও তাঁহাদের মস্তকহীন দেহ পূর্ববৎ ধনুর্কাণ ও অস্ত্র সফল অস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল ॥ ১১

তখন রণাঙ্গনে মহাবেগে রক্তের নদী বহিয়া চলিল। হস্তিগণের শরীর তাহার মধ্যে শিলাখণ্ডসমূহের দ্বারা মনে হইতে লাগিল। সেখানে রক্ত ও মাংসের কর্দম উৎপন্ন হইল। বড় বড় হস্তী, অশ্ব ও মহুগণের শরীরসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া এই রক্তনদী পরলোকরূপ সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া চলিল। রক্ত-মাংসের এই নদী শকুনি ও শৃগালদের আনন্দদায়িনী হইল ॥ ১২-১৩

ভারত! নরেশ্বর! পাণ্ডবগণ এবং আপনাদের পুত্রগণের

যথা তব স্মৃতানঞ্চ পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ॥ ১৪
 নাসীদ রথপথস্তত্র যোযৈযুধি নিপাতিতৈঃ ।
 গজৈশ্চ পতিতৈর্নালৈর্গিরিশৃঙ্গৈরিবাবৃতঃ ॥ ১৫
 বিকীর্ণৈঃ কবচৈশ্চিহ্নৈঃ শিরদ্বাগৈশ্চ মারিষ ।
 শুশুভে তদ্ রণস্থানং শরদীব নভস্তলম্ ॥ ১৬
 বিনির্ভিন্নাঃ শরৈঃ কেচিদস্ত্রাপীড়প্রকর্ষণৈঃ ।
 অভীতাঃ সমরে শক্রনভাধাবন্ত দপিতাঃ ॥ ১৭
 তাত ভ্রাতঃ সখে বন্ধো বয়স্য মম মাতুল ।
 মা মাং পরিত্যজেত্যস্তে চক্রুঃ পতিতা রণে ॥ ১৮
 অথাভ্যেহি স্বমাগচ্ছ কিং ভীতোহসি ক যাস্তসি ।
 স্থিতোহহং সমরে মা ভৈরতি চাঞ্চে বিচক্রুঃ ॥ ১৯
 তত্র ভীষ্মঃ শাস্ত্রনবো নিত্যং মণ্ডলকামূকঃ ।
 যুযোচ বাগান্ দীপ্তাগ্রানহীনানীবিষ্যানিব ॥ ২০

মধ্যে সেই দিন ঘেরূপ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়াছিল, সেইরূপ সংগ্রাম পূর্বে কখনও দেখা যাই নাই এবং শুনাও যাই নাই ॥ ১৪

সেই যুদ্ধস্থলে পতিতযোদ্ধাগণ ও পর্বতের শ্রামবর্ণ শিখর-সমূহের দ্বারা হস্তিসকলে আবরুদ্ধ হইয়া যাওয়ার রথগুলির যাতায়াতের পথ থাকিল না ॥ ১৫

মাননীয় মহারাজ! এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত বিচিত্র কবচ ও শিরদ্বাগ (লোহার টুপি)-সমূহে এই রণভূমি শরদ্ব দ্বারা তারকাবলিশোভিত আকাশতুল্য শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৬

কোন কোন বীরগণ বাণে বিদীর্ণ হইয়া, অস্ত্রের পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে থাকিলেও সমরঙ্গণে নির্ভয় ও সদর্পে শত্রুদিগের প্রতি দৌড়াইতে লাগিলেন ॥ ১৭

কতক যোদ্ধা রণস্থলে পতিত হইয়া আত্মনাশ করিতে করিতে এইরূপ বলিয়া স্বজনগণকে ডাকিলেন—‘ভ্রাতা! ভ্রাতা! সখে! বন্ধো! আমার মিত্র! আমার মাতুল!’ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না ॥ ১৮

অপর সৈন্তগণ এইরূপে চীৎকার করিতে লাগিল—এস, আমার নিকট এস, কেন ভীত হইতেছ? কোথায় যাইবে? আমি সংগ্রামে অবস্থান করিতেছি, তুমি ভয় করিও না ॥ ১৯

সেখানে শাস্ত্রজ্ঞানবান ভীষ্ম দ্বীপ ধনুকে মণ্ডলাকার করত বিষধর সর্পসকলের দ্বারা ভয়ঙ্কর ও প্রজ্বলিত বাণসমূহ নিরন্তর বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২০

শরৈরেকায়নীকুর্বন্ দিশঃ সৰ্বা যতত্রতঃ ।
জযান পাণ্ডবরথানাংশি ভরতর্ষভ ॥ ২১
স নৃত্যন্ বৈ রথোপস্থে দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্ ।
অলাতচক্রবদ্ রাজংস্তত্র তত্র স্য দৃশ্যতে ॥ ২২
তমেকং সমরে শূরং পাণ্ডবাঃ সৃজয়ৈঃ সহ ।
অনেকশতসাহস্রং সমপশ্যন্ত লাঘবাং ॥ ২৩
মায়াকৃতাত্মানমিব ভীষ্মং তত্র স্য মেনিরে ।
পূর্বশ্চাং দিশি তং দৃষ্ট্বা প্রতীচ্যাং দদৃশুর্জনাঃ ॥ ২৪
উদীচ্যাং চৈবমালোক্য দক্ষিণশ্চাং পুনঃ প্রভো ।
এবং স সমরে শূরো গান্ধেয়ঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ২৫
ন চৈবং পাণ্ডবেয়ানাং কশিচ্ছক্ৰোতি বীক্ষিতুম্ ।
বিশিখাশ্চৈব পশ্যন্তি ভীষ্মচাপচ্যুতান্ বহু ॥ ২৬
কুর্বাণং সমরে কৰ্ম সূদয়ানক বাহিনীম্ ।
ব্যাক্রোশন্ত রণে তত্র নরা বহুবিধা বহু ॥ ২৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! উত্তম ব্রতপালনকারী ভীষ্ম সকল দিক্কে বাণা-
বলিতে পরিপূর্ণ করিতে করিতে পাণ্ডবগণকে রথী বীরগণকে নিজের
নাম শুনাইতে শুনাইতে তাহাদিগকে বধ করিতে থাকিলেন ॥ ২১

রাজন্! সেই সময় ভীষ্ম বীর হৃদয়েনপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে
রথে বসিয়া যেন নৃত্য করিতেছিলেন। চারিদিকে ঘূর্ণিত
অলাতচক্রের স্তায় তিনি যেখানে সেখানে সর্বত্র দৃষ্ট হইতে
থাকিলেন ॥ ২২

যদিও ভীষ্ম যুদ্ধে একাকী ছিলেন, তথাপি পুণ্ড্রবগণের সহিত
পাণ্ডবগণ তাঁহার নৈপুণ্যবশতঃ সেই সময় কয়েক লক্ষরূপে
তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ২৩

লোকসমূহের সেই সময় মনে হইতে লাগিল যে, ভীষ্ম রণাঙ্গনে
মায়াদ্বারা নিজেকে বহুরূপে প্রকাশিত করিতেছিলেন। যাহারা
তাঁহাকে পূর্বদিকে দেখিতেছিলেন, তাঁহারা আবার তৎক্ষণাৎ
চক্ৰ ফিরাইয়া তাঁহাকে পশ্চিম দিকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৪

প্রভো! বহু লোক আবার তাঁহাকে উত্তর দিকে দেখিয়া
পরক্ষণেই দক্ষিণ দিকে দর্শন করিতে লাগিল। এইভাবে সেই
রণাঙ্গনে বীরবর ভীষ্ম সর্বদিকে দৃষ্ট হইতেছিলেন ॥ ২৫

তখন পাণ্ডবগণের কোন যোদ্ধাই তাঁহাকে দেখিতে পাইতে
ছিলেন না। কেবল সকল যোদ্ধা তাঁহার ধ্বজ হইতে নিষ্কিপ্ত
বহু বাণশ্রেণীই দেখিতে পাইলেন ॥ ২৬

সেই রণভূমিতে অল্পত কর্তব্য করিতে করিতে আপনাদ
শিত্তুল্য ভীষ্ম অমাহুযরূপে বিচরণ করত পাণ্ডবসৈন্যগণকে

অমাহুযেণ রূপেণ চরন্তুং পিতরং তব ।
শলভা ইব রাজানঃ পতন্তি বিধিচোদিতাঃ ॥ ২৮
ভীষ্মাগ্নিমভিসংক্রুদ্ধং বিনাশায় সহস্রশঃ ।
ন হি মোঘঃ শরঃ কশিদাসীদ্ ভীষ্মস্ত সংযুগে ॥ ২৯
নর-নাগাস্থকায়েষু বহুশ্চান্নোঘুষোধিনঃ ।
(প্রচ্ছাদয়ন্ শরান্ ভীষ্মো নিশিতান্ কল্পপত্রিণঃ ।)
ভিনভ্যেকেন বাণেন স্মৃথেন পতন্ত্রিণা ॥ ৩০
গজকণ্টকসমদ্বং বজ্রেণেব শিলোচ্চয়ম্ ।
যৌ ত্রীনপি গজারোহান্ পিণ্ডিতান্ বর্মিতানপি ॥ ৩১
নারাচেন স্মৃথেনৈব নিজঘান পিতা তব ।
যো যো ভীষ্ম নরব্যাজ্রমভ্যোতি যুধি কশ্চন ॥ ৩২
মুহূর্তদৃষ্টে স ময়া পতিতো ভূবি দৃশ্যতে ।
এবং সা ধর্মরাজস্ত বধ্যমানা মহাচমুঃ ॥ ৩৩

সংহার করিতে লাগিলেন। সেখানে তখন বহুপ্রকার মাহুয
তাঁহার সন্ধে নানা কথা আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

সেখানে বিধাতাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া পতঙ্গ জেগীতুল্য সহস্র
সহস্র রাজা কোথবেগে ভীষ্মরূপ প্রচণ্ড অগ্নিতে বীর বিনাশের
জন্য স্বয়ং পতিত হইতে লাগিলেন ॥

যুদ্ধে মহাযু, হস্তী ও অশ্বগণের শরীর সকলের উপর নিষ্কিপ্ত
ভীষ্মের কোন বাণই ব্যর্থ হইল না। তখন তাঁহার নিকট বহু
বাণ ছিল এবং তিনিও ঐ সকলকে অতিশয় নিপুণতার সহিত
প্রয়োগ করিতেছিলেন ॥

ভীষ্ম কল্পপত্রীর পক্ষভূষিত বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণবাণ যুদ্ধে নিক্ষেপ
করিয়াছিলেন। তিনি একটি মাত্র পক্ষভূষিত সরল বাণে
লৌহাত্মরথযুক্ত হস্তীকেও সেইরূপভাবে বিদীর্ণ করিতেছিলেন,
যেমন ইন্দ্র পর্বতশ্রেষ্ঠকে বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন ॥

আপনার শিত্তুল্য ভীষ্ম উত্তমরূপে নিষ্কিপ্ত একটি নারাকে
একস্থানে স্থিত কবচযুক্ত হই তিনটি হস্ত্যারোহীকেও ছেদন
করিয়া ফেলিলেন ॥

যে কোনও যোদ্ধা নয়শ্রেষ্ঠ ভীষ্মের সম্মুখে আসিয়া পড়িলে,
তাঁহাকে আমি মুহূর্তকাল দেখিতে পাইলেও পরক্ষণেই দেখি—
তিনি ভূতলে লুপ্ত হইয়াছেন ॥

এইরূপ অতুলনীয় পরাক্রমশালী ভীষ্মকর্তৃক নিহত হইতে
হইতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী সহস্রভাগে
বিদীর্ণ হইয়া বাইল ॥

ভীষ্মেণাতুলবীৰ্য্যেণ বাশীৰ্য্যত সহস্রধা ।
 প্রাকম্পত মহাসেনা শরবর্ষণে তাপিতা ॥ ৩৪
 পশ্যাতো বাসুদেবস্য পার্থস্মাত শিখণ্ডিনঃ ।
 বর্তমানোহপি তে বীরা জবমাগান্ মহারথান্ ॥ ৩৫
 নাশকুব্ণ বারয়িতুং ভীষ্মবাণপ্রপীড়িতান্ ।
 মহেন্দ্রসমবীৰ্য্যেণ বধ্যমানা মহাচমুঃ ॥ ৩৬
 অভজ্যত মহারাজ ন চ দ্বৌ সহ ধাবতঃ ।
 আবিক্রনর-নাগাশ্চ পতিতধ্বজ-কুবরম্ ॥ ৩৭
 অনীকং পাণ্ডুপুত্রাণ্যং হাহাভূতমচেতনম্ ।
 জঘনাত পিতা পুত্রং পুত্রশ্চ পিতরং তথা ॥ ৩৮
 প্রিয়ং সখ্যং চাক্রন্দে সখা দৈববলাৎ কৃতঃ ।
 বিমুচ্য কবচাশ্চ তে পাণ্ডুপুত্রস্ত সৈনিকাস্ত ॥ ৩৯
 বিমুক্তকেশা ধাবন্তঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত ভারত ।
 তদ্ গোকুলমিবোদ্ভাস্তমুদ্ভাস্তরথযুধপম্ ॥ ৪০

তাহার বাণবর্ষণে সমস্ত হইয়া পাণ্ডবগণের সেই বিশাল সেনাবাহিনী ঐক্য, অর্জুন ও শিখণ্ডীর সম্মুখেই কাপিতে লাগিল ॥

এই সব বীরগণ সেখানে উপস্থিত থাকিতেও ভীষ্মের বাণে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পলায়নরত স্বীয় মহারথীদিগকেও নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥

মহারাজ ! মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভীষ্মের নিকট আঘাত পাইয়া সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী একপাশে বিচ্ছিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল যে, তাহাদের মধ্যে কোথাও একজো ছইজন ঘাইতে সমর্থ হইল না ॥

মহুয়া, হস্তী ও অশ্বগণ সকলেই তখন বাণে ভিন্ন হইয়া ঘাইতেছিল। রথের ধ্বজ ও কুবর খণ্ড খণ্ড হইয়া ঘাইতে লাগিল। এইভাবে পাণ্ডবগণের সকল সৈন্য অচেতন হইয়া হাহাকার করিতে থাকিল ॥

এই যুদ্ধে দৈবের বশীভূত হইয়া পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে এবং মিত্র প্রিয় মিত্রকে সংহার করিতে লাগিল ॥

ভারত ! পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের বহু সৈন্যকেই কবচ পরিভ্যাগ করিয়া মুক্তকেশে এদিকে ওদিকে পলায়ন করিতে দেখা হইল ॥

সেই সময় পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে ব্যাকুল হইয়া উদ্ভাস্ত গো-সকলের ন্যায় আতঙ্কিত হাহাকার করিতে দেখা গেল। বহু রথযুগপতিগণও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া ধাবিত

দদৃশে পাণ্ডুপুত্রস্ত সৈন্তমাত্মস্বরং তদা ।
 প্রভজ্যমানং সৈন্তং তু দৃষ্ট্বা যাদবনন্দনঃ ॥ ৪১
 উবাচ পার্থং বীভৎসুং নিগ্ৰহ রথমুত্তমম্ ।
 অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ পার্থ যন্তেহভিকাজিক্রতঃ ॥ ৪২
 প্রহরস্ব নরব্যাঘ্র ন চেম্মোহাদ্ বিমূহাসে ।
 যৎ ত্বয়া কথিতং বীর পুরা রাজ্ঞাং সমাগমে ॥ ৪৩
 ভীষ্ম-জ্রোণমুখান্ সর্বান ধাতরাস্তিস্য সৈনিকান্ ।
 সানুবন্ধান্ হনিষ্যামি যে মাং যোৎস্যাস্তি সংযুগে ॥ ৪৪
 ইতি তৎ কুরু কৌন্তেয় সত্যং বাক্যমরিন্দম ।
 বীভৎসো পশ্য সৈন্তং স্বং ভজ্যমানং ততস্ততঃ ॥ ৪৫
 জবতশ্চ মহীপালান্ পশ্য যৌধিষ্ঠিরে বলে ।
 দৃষ্ট্বা হি ভীষ্মং সমরে ব্যাতাননমিবাশ্রুকম্ ॥ ৪৬
 ভয়ার্থাঃ প্রপলায়ন্তে সিংহাৎ ক্ষুদ্রমৃগা ইব ।
 এমমুক্তঃ প্রত্যাচ বাসুদেবঃ ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪৭

হইতে লাগিলেন। নিজ সৈন্যদের মধ্যে এরূপ ভাঙ্গন দেখিয়া যত্নকুলের আনন্দবর্দ্ধন ভগবান্ ঐক্য স্বীয় উত্তম রথকে সজ্জিত করিয়া কুন্তীপুত্র অর্জুনকে বলিলেন ॥

নরোত্তম ! যাহার জন্য তুমি দীর্ঘকাল ধরিয়। অভিলাষ করিয়া আসিতেছ, বর্তমানে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি মোটে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া না পড়, তবে পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ কর ॥

বীর ! পূর্বে নৃপমণ্ডলীর মধ্যে তুমি এই কথা বলিয়াছিলে যে, যাহারা আমার সহিত সংগ্রাম, ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিবেন, দুর্ঘোষনের সেই ভীষ্ম, দ্রোণাদি সমস্ত সৈন্তদিগকে আমি অমৃগামীসহ বিনাশ করিব ॥ ২৭-৪৪

শক্রদমন কুন্তীপুত্র ! তুমি তোমার সেই কথাকে আজ সত্য করিয়া দেখাও। অর্জুন ! দেখ তোমার সকল সৈন্তগণ রণে ভঙ্গ দিয়া এদিক ওদিকে পলায়ন করিতেছে ॥ ৪৫

সমরাজ্যে এখন মুখবিস্তৃত সাক্ষাৎ কালের স্থায় ভীষ্মকে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের সৈন্তগণের মধ্যে পলায়নপর এই সব রাজাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত কর। ইহার। সিংহ হইতে ভীত ক্ষুদ্র মৃগদিগের সদৃশ ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছেন ॥

বাসুদেবনন্দন ঐক্য এই কথা বলিলে পর অর্জুন তাহাকে এইরূপ উত্তরপ্রদান করিলেন,—ভগবন্ ! এই অশ্বগণকে সেখানে

নোদয়ান্মান্ যতো ভীষ্মো বিগাহৈতদ্ বলার্ণবম্ ।
পাতয়িত্বামি দুৰ্ধৰং বৃদ্ধং কুরুপিতামহম্ ॥ ৪৮

সঞ্জয় উবাচ ।

ততোহস্থান্ রজতপ্রস্থান্ নোদয়ামাস মাধবঃ ।
যতো ভীষ্মরথো রাজন্ হৃষ্মাক্ষো রশ্মিবানিব ॥ ৪৯
ততস্তং পুনরাবৃত্তং যুধিষ্ঠিরবলং মহৎ ।
দৃষ্ট্বা পার্থং মহাবাহুঃ ভীষ্মায়োচ্চতমাহবে ॥ ৫০
ততো ভীষ্মঃ কুরুশ্রেষ্ঠ সিংহবদ্ বিনদন্ মুহুঃ ।

ধনঞ্জয়রথং শীঘ্রং শরবধৈরবাকিরং ॥ ৫১
ক্ৰণেন স রথস্তস্ত সহায়ঃ সহসারথিঃ ।
শরবধেণ মহতা সঙ্কল্পো ন প্রকাশতে ॥ ৫২

বাসুদেবস্তসম্ভ্রান্তো ধৈর্যমান্স্থায় সন্তবান্ ।
চোদয়ামাস তানস্থান্ বিচিত্রান্ ভীষ্মসায়কৈঃ ॥ ৫৩
ততঃ পার্থো ধনুর্গৃহ্য দিব্যং জলদনিঃস্বনম্ ।
পাতয়ামাস ভীষ্মস্ত ধনুশ্চিহ্না ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৫৪

লইয়া চলুন, যেখানে ভীষ্ম আছেন। এই সৈন্তরূপ সমুদ্রে প্রবেশ
করুন। আজ আমি কুরুকুলের বৃদ্ধ পিতামহ দুৰ্দ্ধব বীর ভীষ্মকে
রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিব ॥ ৪৮-৪৮

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের
রজতসদৃশ শুভ অশ্বগণকে সেই দিকে চালনা করিলেন, যে
দিকে ভীষ্মের রথ বর্তমান ছিল। ভীষ্মের এই রথ কিরণমালী
স্বর্ষের আয় দুর্দশনীয় ছিল ॥ ৪৯

সেই সময় মহাবাহু অর্জুনের সমরাক্ষেপে ভীষ্মের সম্মুখীন হইতে
দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের বিশাল সৈন্তবাহিনী পুনরায় ফিরিয়া আসিল ॥ ৫০

কুরুশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর ভীষ্ম সিংহসদৃশ মুহমুহঃ গর্জন করিতে
করিতে অর্জুনের রথের উপর শীঘ্রতার সহিত বাণ বর্ষণ আরম্ভ
করিয়া দিলেন ॥ ৫১

সেই প্রভূত বাণবর্ষণের ফলে কণকালের মধ্যেই অশ্ব ও
সারথি-সহ অর্জুনের রথ আচ্ছাদিত হইয়া সকলের দৃষ্টির অগোচর
হইয়া যাইল ॥ ৫২

পরন্তু শক্তিশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অশ্ব ও বিদ্রাস্ত না হইয়া ধৈর্য-
সহকারে ভীষ্মের বাণ যাহাদের সকল অঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়াছিল;
সেই অশ্বগুলিকে চালনা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩

তখন অর্জুন মেঘতুল্য গভীর শব্দকারী দিব্য ধনু হস্তে গ্রহণ
করিয়া তিনটি বাণ নিক্ষেপ করত তাহাদের দ্বারা ভীষ্মের ধনু
ছেদন করিয়া কেলিলেন ॥ ৫৪

স ছিন্নধরা কোরব্যঃ পুনরন্তর্যহদ্ ধনুঃ ।

নিমিষান্তরমাত্রেণ সজ্যং চক্রে পিতা তব ॥ ৫৫

বিচকর্ব ততো দোর্ভাঃ ধনুর্জলদনিঃস্বনম্ ।

অথাস্ত তদপি ক্রুদ্ধশিচ্ছেদ ধনুরজুনঃ ॥ ৫৬

তস্ত তং পূজয়ামাস লাঘবং শাস্তনোঃ স্তুতঃ ।

সামু পার্থো মহাবাহো সারু ভোঃ পাণ্ডুনন্দন ॥ ৫৭

ভ্রযোবৈতদ্ যুক্তরূপং মহৎ কৰ্ম ধনঞ্জয় ।

প্রীতোহস্মি স্তূভূষণ পুত্র কুরু যুদ্ধং ময়া সহ ॥ ৫৮

ইতি পার্থং প্রশস্তাথ প্রগৃহ্যাত্মগৃহদ্ ধনুঃ ।

মুমোচ সমরে বীরঃ শরান্ পার্থরথ্য প্রতি ॥ ৫৯

অদর্শয়দ্ বাসুদেবো হয়য়ানে পরং বলম্ ।

মোঘান্ কুব্ধন্ শরাস্তস্ত মণ্ডলাত্যাচরল্পঘু ॥ ৬০

তথা ভীষ্মস্ত স্তুদৃঢ়ং বাসুদেব-ধনঞ্জয়ো ।

বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈঃ সর্বগাত্রেষু ভারত ॥ ৬১

ধনু ছিন্ন হইলে আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম নিমেষের মধ্যেই
পুনরায় অপর একটি ধনুতে গুণযোজনা করিলেন ॥ ৫৫

তাহার পর মেঘ-সদৃশ গভীর শব্দকারী সেই ধনুকে দুই হাতে
আকর্ষণ করিলেন। এই সময়ের মধ্যেই ক্রুদ্ধ অর্জুন তাহার
সেই ধনুও কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৬

অর্জুনের এই নৈপুণ্য দেখিয়া শাস্তনন্দন ভীষ্ম তাহার প্রশংসা
করিলেন এবং বলিলেন,—মহাবাহু কুন্তীকুমার! তোমার
ধনুবাদ। পুত্র! তোমার এই হস্তনৈপুণ্যে আমি অত্যন্ত
প্রসন্ন হইয়াছি। ধনঞ্জয়! এইরূপ মহৎ কৰ্ম করা তোমারই
যোগ্য। তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর ॥ ৫৭-৫৮

এইভাবে কুন্তীনন্দন অর্জুনের প্রশংসা করিয়া পুনরায় অপর
বিশাল ধনু হস্তে গ্রহণ পূর্বক বীরবর ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে তাহার উপর
বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অশ্বচালনা-বিষয়ে তখন পরম বল
দেখাইলেন। তিনি ভীষ্মের বাণসমূহ ব্যর্থ করিতে করিতে
অতিশয় নিপুণতার সহিত রথকে মণ্ডলাকারে চালাইতে
লাগিলেন ॥ ৬০

ভারত! তথাপি ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সমগ্র দেহে বীর
ভীষ্ণবাণসমূহ বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ৬১

শুভভাতে নরব্যাজো তৌ তীর্থশরবিস্কতো ।
 গোবুবাবিব সংরকৌ বিবাহৈলিখিতাক্ষিতৌ ॥ ৬২
 পুনশ্চাপি নুসংরকঃ শরৈঃ শতসহশ্রণঃ ।
 কৃষ্ণায়োযুধি সংরকৌ ভীষ্মোহিখাবারয়দ্ দিশঃ ॥ ৬৩
 বাক্ষে যক্ শরৈস্তীক্লেঃ ক্ৰম্যামাস রোষিতঃ ।
 মুহুরভ্যর্দয়ন্ ভীষ্মঃ প্রহস্য স্বনবং তদা ॥ ৬৪
 ততস্ত কৃষ্ণঃ সমরে দৃষ্টা তীর্থপরাক্রমম্ ।
 সম্শ্রেক্য চ মহাবাহুঃ পার্থস্ত মৃত্যুকৃতাম্ ॥ ৬৫
 তীর্থক শরবর্ষণি স্তম্ভস্তমনিশঃ যুধি ।
 প্রতপস্তমিবাদিত্যং মধ্যমাশ্রয় সেনয়োঃ ॥ ৬৬
 বরান্ বরান্ বিনিব্রজ্যং পাণ্ডুপুত্রস্ত সৈনিকান্ ।
 যুগান্তমিব কুর্বাণঃ তীর্থং যৌধিষ্ঠিরে বলে ॥ ৬৭
 অমৃত্যুমাণো ভগবান্ কেশবঃ পূরবীরহা ।
 অচিন্তয়দমেয়াস্মা নাস্তি যৌধিষ্ঠিরং বলম্ ॥ ৬৮
 একাহা হি রণে ভীষ্মো নাশয়েদ্ দেব-দানবান্ ।

ভীষ্মের বাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া সেই নয়শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন শুল্কের আঘাতে ক্ষত চিরযুক্ত দুইটি বুকের ভায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬২

তারপর অত্যন্ত রোষাবিষ্ট ভীষ্ম পুনরায় লক্ষ লক্ষ বাণ বর্ষণ করত যুদ্ধ-ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে চারিদিক্ দিয়া আবৃত ও অবরুদ্ধ করিলেন ॥ ৬৩

কেবল ইহাই নহে, কুপিত ভীষ্ম উচ্চহাস্য করিয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বারংবার পীড়িত করিতে করিতে বৃক্ষকুলভিলক শ্রীকৃষ্ণকে কাঁপাইয়া তুলিলেন ॥ ৬৪

তদনন্তর মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ সেই সমগ্রাঙ্গণে ভীষ্মের পরাক্রম দেখিয়া প্যর্থাশোচনা করিতে লাগিলেন যে, অর্জুন কোমলতাপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছে এবং তীর্থ যুদ্ধস্থলে নিরস্তর বাণসমূহ বর্ষণ করিয়াই চলিতেছেন । তিনি উভয়পক্ষের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে থাকিয়া জাপানকারী সূর্যের ন্যায় স্তম্ভোভিত হইয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে প্রলয়কালের দৃশ্য উপস্থিত করিতেছেন ॥ ৬৫-৬৭

এই সমস্ত দেখিয়া ও বিচার করিয়া শক্রবীরসংহারকারী অশ্রমেয়ধরুণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আর সঙ্করিতে পারিলেন না । তিনি মনে মনে পরামর্শ করিলেন যে, যুধিষ্ঠিরের সেনাবাহিনীর অস্তিত্বই লোপ হইতে বলিয়াছে । ভীষ্ম রণাঙ্গনে একাকী একদিনের মধ্যেই সমস্ত দেবতা ও দানবগণকেও বিনাশ করিতে

কিং হু পাণ্ডুশতান্ যুদ্ধে সবলান্ সপদাযুগান্ ॥ ৬৯
 জবতে চ মহাসৈন্যঃ পাণ্ডবস্ত মহাত্মনঃ ।
 এতে চ কৌরবাজুর্বাণ প্রভগ্নান্ বীক্ষ্য সোমকান্ ॥ ৭০
 প্রাজবস্তি রণে দৃষ্টা হর্ষয়ন্তঃ পিতামহম্ ।
 সোহহং তীর্থং নিহন্যন্ত পাণ্ডবার্ণায় দংশিতঃ ॥ ৭১
 ভারমেতং বিনেস্তামি পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ।
 অর্জুনো হি শরৈস্তীক্লের্বধ্যমানোহপি সংযুগে ॥ ৭২
 কর্তব্যং নাভিজানাতি রণে তীর্থস্ত গৌরবাৎ ।
 তথা চিন্তয়তস্তস্ত ভূয় এব পিতামহঃ ।
 শ্রেয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ শরান্ পার্থরথং প্রতি ॥ ৭৩
 তেষাং বহুশাং তু ভূষণ শরাণাং
 দিশশ্চ সর্বাঃ পিহিতা বভূবুঃ ।
 ন চাস্তুরিক্ষং ন দিশো ন ভূমি-
 ন ভাস্করোহিদৃশ্যত রশ্মিমালী ।
 ববুশ্চ বাতাস্তমুলাঃ সধূমা
 দিশশ্চ সর্বাঃ ক্ষুধিতা বভূবুঃ ॥ ৭৪

পারেন । শেষে লৈন্য ও সেবকবৃন্দের সহিত পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করা ইহার পক্ষে আর কি অধিক কাণ্ড হইতে পারে ? ৬৮-৬৯

মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের এই বিশাল সৈন্যবাহিনী রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে এবং কৌরবেরা যুদ্ধস্থলে সোমকগণকে ক্ষতভার সহিত পলায়ন করিতে দেখিয়া পিতামহের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে ; অতএব আজ পাণ্ডবগণের জন্ত কবচ ধারণ করত আমি অগ্ন্যই যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মকে নিহত করিব ॥ ৭০-৭১

মহাত্মা পাণ্ডবগণের এই গুরুতর ভারকে আমি দূর করিব । অর্জুন এই যুদ্ধে তীক্ষ্ণবাণসমূহে আহত হইয়াও ভীষ্মের উপর গুরুতর বুদ্ধির জন্ত স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে ব্রূহিতে পারিতেছে না ॥ ৭২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এরূপ চিন্তা করিবার সময় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম অর্জুনের রথের উপর পুনরায় বহু বাণবর্ষণ করিলেন ॥ ৭৩

এই বাণসমূহের সংখ্যা অত্যধিক হওয়া উহাদের দ্বারা সম্পূর্ণ দিক্ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল । তখন না আকাশকে দেখা যাইল, না দিক্‌সমূহ ; এরূপ পৃথিবীকেও তখন দেখা যাইতেছিল না ; এমন কি প্রথর কিরণশালী ভগবান্ সূর্য্যদেবকেও সেই সময়

জ্যোপো বিকর্ণোহথ জয়ত্রথশ্চ

ভূরিপ্রবাঃ কৃতবর্মা কৃপশ্চ ।

ঋতায়ুরম্বষ্ঠপতিশ্চ রাজা

বিন্দামুবিন্দো চ সুদক্ষিণশ্চ ॥ ৭৫

প্রাচ্যাশ্চ সৌবীরগণাশ্চ সর্বে

বসাতয়ঃ ক্ষুদ্রক-মালবাশ্চ ।

কিরীটিনঃ ভরমাণাহভিসম্ভ্র-

নিদেশগাঃ শাস্তনবস্ত রাজাঃ ॥ ৭৬

তং বাজি-পাদাত-রথোঘজালৈ-

রনেকসাহস্রশতৈর্দদর্শ ।

কিরীটিনঃ সম্পরিবার্যমাণঃ

শিনেৰ্নপ্তা বারণযুথপৈশ্চ ॥ ৭৭

ততস্ত দৃষ্টার্জুন-বাসুদেবো

পদাতিনাগাশ্বরথৈঃ সমস্তাং ।

অভিভ্রতো শস্ত্রভূতাং বরিষ্ঠো

শিনিপ্রবীরোহভিসসার তূর্ণম্ ॥ ৭৮

স তান্তনৌকানি মাহধুমান্-

শিনিপ্রবীরঃ সহস্রাভিপতা ।

দেখা বাইতেছিল না। তখন ধুমযুক্ত ভয়ঙ্কর বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল এবং দিক্‌সমূহ ক্ষুদ্র হইয়া উঠিল ॥ ৭৫

সেই সময় ঘোণ, বিকর্ণ, জয়ত্রথ, ভূরিপ্রবা, কৃতবর্মা, কৃপাচার্য্য, ঋতায়ু, রাজা অম্বষ্ঠপতি, বিন্দ, অম্ববিন্দ, সুদক্ষিণ, পূর্বদেশীয় নরপতিগণ, সৌবীরদেশীয় ক্ষত্রিয়বর্গ, বসতি, ক্ষুদ্রক ও মালবগণ—ইহারা সকলে শাস্ত্রচূনন্দন ভীষ্মের আজ্ঞানুসারে চলিতে চলিতে অতি সত্বরই কিরীটধারী অর্জুনের সম্মুখীন হইবার জন্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৫-৭৬

সাত্যকি দূর হইতে দেখিলেন যে, কিরীটধারী অর্জুন অশ্ব, পদাতিক ও রথী সৈন্যসমূহ সহ কয়েক লক্ষ্য সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গজরাজ যুধপতিগণও তাঁহার সর্বদিক্‌ ঘিরিয়া রাখিয়াছে ॥ ৭৭

তারপর শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে পদাতিক, হতী, অশ্ব ও রথ সৈন্যসমূহ চারিদিক্‌ দিয়া আক্রান্ত হইতে দেখিয়া শিনিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি অতিদ্রুত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৮

শিনিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর মহাধনুর্ধর সাত্যকি সহসা সেই

চকার সাহায্যমথার্জুনস্ত

বিষ্ণুর্যথা বৃত্তনিষদনস্ত ॥ ৭৯

বিশীর্ণনাগাশ্ব-রথ-স্বজ্যোঘঃ

ভীমেণ বিজ্রাসিতসর্বযোধম্ ।

যুধিষ্ঠিরানীকমভিজ্রবস্তঃ

প্রোবাচ সংদৃশ্য শিনিপ্রবীর ॥ ৮০

ক ক্ষত্রিয়া যাস্তথ নৈষ ধর্মঃ

সতাং পুরস্তাং কথিতঃ পুরাণৈঃ ।

মা স্বাং প্রতিজ্ঞাং তাজত প্রবীরাঃ

স্বং বীরধর্মং পরিপালয়স্বম্ ॥ ৮১

তান্ বাসবানস্তরজো নিশাম্য

নরেন্দ্রমুখ্যান্ দ্রবতঃ সমস্তাং ।

পার্থস্ত দৃষ্ট্বা যুধুদ্রতাঞ্চ

ভীষ্মঞ্চ সংখ্যে সমুদীৰ্য্যমাণম্ ॥ ৮২

অমৃশ্যমাণঃ স ততো মহাত্মা

যশস্বিনং সর্বদশাইভর্তা ।

উবাচ শৈনেয়মভিপ্রশংসন্

দৃষ্ট্বা কুরুনাপততঃ সমগ্রান্ ॥ ৮৩

সৈন্যগণের নিকট আসিয়া অর্জুনকে সেইরূপভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন, যেদ্রুপ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু বৃত্তাস্তরনাশী দেবরাজ ইন্দ্রকে সহায়তা করিয়াছিলেন ॥ ৭৯

যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবাহিনীর হতী, অশ্ব, রথ ও ধ্বজসমূহ পর্শ্বদন্ত হইয়া পড়িল। ভীষ্ম সেই সময় সমগ্র ঘোড়াদিগকেই ভীত করিয়া তুলিলেন। এইরূপে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবাহিনীকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শিনিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি তাহাদিগকে বলিলেন ॥ ৮০

হে ক্ষত্রিয়গণ! কোথায় বাইতেছ? প্রাচীন মহাপুরুষগণ শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়দিগের এরূপ ধর্ম বলেন নাই। শ্রেষ্ঠ বীরবৃন্দ! স্বীয় প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিও না। নিজেদের বীরধর্ম পালন কর ॥ ৮১

ইজ্ঞের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রেষ্ঠ নৃপগণকে চারিদিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, অর্জুন বিনয়ের সহিত বুদ্ধ করিতেছে—ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং ভীষ্ম সংগ্রামস্থলে ক্রমশঃ অধিক প্রচণ্ড হইয়া বাইতেছেন—ইহা অবলোকন করত সমস্ত বহুকুলের ভয়ণ-পোষণকর্তা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আর সঙ্ক করিতে পারিলেন না।

যে যাস্তি তে যাস্ত শিনিপ্রবীর

যেহপি স্থিতাঃ সাত্ত্বত তেহপি যাস্ত ।

ভীষ্মং রথাং পশু নিপাত্যমানঃ

দ্রোণঞ্চ সংখ্যে সগণং ময়াত ॥ ৮৪

ন মে রথী সাত্ত্বত কৌরবাণাঃ

ক্রুদ্ধস্ত মুচ্যেত রণেহত কশ্চিং ।

তস্মাদহং গৃহ রথাস্তমুগ্রাং

প্রাণং হরিষ্যামি মহাব্রতস্ত ॥ ৮৫

নিহত্য ভীষ্মং সগণং তথাজৌ

দ্রোণঞ্চ শৈনেয় রথপ্রবীরৌ ।

প্রীতিং করিষ্যামি ধনঞ্জয়স্ত

রাজশ্চ ভীমস্ত তথাশ্বিনোশ্চ ॥ ৮৬

নিহত্য সর্বান ধৃতরাষ্ট্রপুত্রাং-

স্তংপক্ষিণো যে চ নরেন্দ্রমুখ্যাঃ ।

রাজ্যেন রাজানমজাতশক্রঃ

সম্পাদয়িষ্যাম্যহমতু হৃষ্টঃ ॥ ৮৭

তিনি সমগ্র কৌরববাহিনীকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতে দেখিয়া বশসী বীর সাত্যকিকে প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন ॥ ৮২-৮৩

শিনিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্ত্বতবংশভূষণ সাত্যকি ! যাহারা পলায়ন করিতেছে, তাহারা ষাউক । যাহারা এখনও যুদ্ধে অবস্থান করিতেছে, তাহারাও চলিয়া ষাউক (আমি ইহাদের কোন ভয়সা করি না) । তুমি দেখ, আমি এখনই সংগ্রামভূমিতে সহায়কগণের সহিত ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে রথ হইতে ভূপাতিত করিব ॥ ৮৪

সাত্ত্বতকুলভিলক ! আজ কৌরবসেনার কোন রথী বীরই ক্রুদ্ধ আমি শ্রীকৃষ্ণের হাত হইতে জীবিত থাকিয়া মুক্তি পাইবে না । আমি স্বীয় ভয়ঙ্কর চক্র লইয়া মহাব্রতধারী ভীষ্মের প্রাণ হরণ করিব ॥ ৮৫

শিনিবংশভূষণ সাত্যকে ! সহায়কগণের সহিত ভীষ্ম ও দ্রোণ —এই দুই বীর মহারথীকে যুদ্ধে নিহত করিয়া আমি অর্জুন, রাজা ধৃতিষ্ঠির, ভীমসেন ও নকুল-সহদেবকে প্রসন্ন করিব ॥ ৮৬

ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্র এবং তাহাদের পক্ষে আগত সমস্ত শ্রেষ্ঠ মরণভিত্তিবৃন্দকে বধ করিয়া আমি প্রসন্নতার সহিত আজ অজাত-শক্র রাজা ধৃতিষ্ঠিরকে রাজ্যাশালী করিব ॥ ৮৭

সঞ্জয় উবাচ ।

(ইতীদমুক্তা স মহামুভাবঃ

সম্মার চক্রং নিশিতং পুরাণম্ ।

সুদর্শণং চিস্তিতমাত্মমেব

তস্তাগ্রহস্তং স্বয়মাকরোহ ॥)

ততঃ সুনাতং বসুদেবপুত্রঃ

সূর্য্যপ্রভং বজ্রসমপ্রভাবম্ ।

কুরাস্তমুগ্রম্য ভূজেন চক্রং

রথাদবপ্লত্য বিসৃজ্য বাহান্ ॥ ৮৮

সঙ্কম্পয়ন্ গাং চরণৈর্মহাত্মা

বেগেন কৃষ্ণঃ প্রসসার ভীষ্মম্ ।

মদাক্রমাজৌ সমুদীর্ঘদর্পঃ

সিংহো জিঘাংসন্নিব বারণেন্দ্রম্ ॥ ৮৯

সোহভিভ্রবন্ ভীষ্মমনীকমধো

ক্রুদ্ধো মহেন্দ্রাবরজঃ প্রমাথী ।

ব্যালস্থিপিত্যস্তপটশ্চকাশে

ঘনো যথা খে তড়িতাবনদ্ধঃ ॥ ৯০

সঞ্জয় বলিলেন,—(এই কথা বলিয়া মহামুভাব শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পুরাতন ও তীক্ষ্ণ অস্ত্র সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করিলেন । তাঁহার চিন্তা করিবামাত্রই সেই চক্র স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণের হস্তের অগ্রভাগে আসিয়া প্রস্তুত থাকিলেন) ॥

এই চক্রের নাভিদেশ অতিশয় সূক্ষ্ম ছিল । ইহার প্রকাশ সূর্য্যাসদৃশ এবং প্রভাব বজ্রতুল্য ছিল । তাঁহার সীমান্তভাগ ক্রুরের ত্রায় ধারাল । বহুদেবনন্দন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ অশ্বগণকে পরিত্যাগ করত হস্তে সেই চক্রকে উত্তোলিত করিয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং ঘেরূপ সিংহ বর্দ্ধিতগর্ভ, মদাক্র ও উন্নত গজরাজকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় তাহার দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ তিনিও স্বীয় পাদভারে পৃথিবীকে কম্পিতা করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে ভীষ্মের অভিমুখে সবেগে ধাবিত হইলেন ॥ ৮৮-৮৯

দেবরাজ ইন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শক্রগণকেই মথিত করিতে পারেন । তিনি সেই নৈঋতবাহিনীর মধ্যভাগে স্থপিত হইয়া যে সময় ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন, সেই সময় তাঁহার শ্রামবিগ্রহ বায়ুর বেগে আন্দোলিত পীতবস্ত্রে একরূপ শোভা পাইতেছিলেন, ঘেরূপ আকাশে বিদ্যুৎ পরিবেষ্টিত স্তম্ভ মেঘ শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৯০

সুদর্শনং চাস্ত ররাজ শৌরে-

স্তচক্রপদ্যং সুভূজোরনালম্ ।

যথাপিপদ্যং তরুণার্কবর্ণং

ররাজ নারায়ণনাভিজাতম্ ॥ ২১

তৎ কৃষ্ণকোপোদয়সূর্য্যবৃক্ষং

কুবাস্তভীক্ষাগ্রসুজাতপত্রম্ ।

তশ্চৈব দেহোরুসরঃপ্ররুঢ়ং

ররাজ নারায়ণবাহনালম্ ॥ ২২

তমাস্তচক্রং প্রণদস্তমুচ্চৈঃ

ক্রুক্ষং মহেন্দ্রাবরজং সমীক্ষ্য ।

সর্বাণি ভূতানি ভৃগং বিনেহুঃ

ক্ষয়ং কুরুণামিব চিস্তয়িষ্য ॥ ২৩

স বাসুদেবঃ প্রগৃহীতচক্রঃ

সংবর্তয়িষ্যমিব সর্বলোকম্ ।

অভ্যুৎপত্ত্যস্ত্রীকগুরুবভাসে

ভূতানি ধক্ষ্যামিব দমকেভুঃ ॥ ২৪

তমাস্তবস্ত্রং প্রগৃহীতচক্রং

দৃষ্ট্বা দেবং শাস্ত্রনবস্তদানীম্ ।

শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর বাহুরূপ বিশালনালে হুশোভিত এই সুদর্শন চক্র কমললব্ধ একপ শোভা পাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে মনে হইল—ভগবান্ নারায়ণের নাভি হইতে উৎপন্ন প্রাতঃকালীন সূর্য্যতুল্য কাস্তিমান্ আদিকমল প্রকাশিত হইতেছেন ॥ ২১

শ্রীকৃষ্ণের কোমলরূপ সুখোদয় হইতে এই কমল বিকসিত হইয়াছেন। ইহার সীমান্তভাগ দ্বয়ের জায় তীক্ষ্ণ ধারাল ছিল এবং ইহাই ছিল তাঁহার সুন্দর দল। ভগবানের শ্রীবিগ্রহরূপ মহাসরোবরে ইনি বর্জিত হইয়াছিলেন এবং নারায়ণরূপ শ্রীকৃষ্ণের বাহুরূপ নাল উহার শোভা বৃদ্ধি করিতেছিলেন ॥ ২২

মহেশ্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ঠিত হইয়া হস্তে চক্র উত্তোলন করত অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এইরূপে দেখিয়া কৌরবগণের সংহারের কথা চিন্তা করত সকল প্রাণীই হাহাকার করিতে লাগিল ॥ ২৩

এই জগৎগুরু বহুদেবদমন শ্রীকৃষ্ণ হাতে চক্র লইয়া যেন সমগ্র জগৎকেই সংহার করিতে উত্তত হইয়াছেন। তিনি তখন সমস্ত প্রাণিজগৎকে ভয়সাৎ করিবার ইচ্ছায় উখিত ধুমকেতুর জায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৪

অসম্ভবং তদ্ বিচক্ৰষ দৌর্ত্যাং

মহাধম্মুর্গাণ্ডিবতুল্যাবোষম্ ॥ ২৫

উবাচ ভীষ্মস্তমনস্তপৌরুষং

গোবিন্দমাজাববিমূঢ়চেতাঃ ।

এহেহি দেবেশ জগন্নিবাস

নমোহস্ত তে মাধব চক্রপাণে ॥ ২৬

প্রসহ মাং পাতয় লোকনাথ

রথোত্তমাং সর্বশরণ্য সংখ্যে ॥ ২৭

যয়া হতস্তাপি মমাত্ত কৃষ্ণ

শ্রেয়ঃ পরশ্চিম্বি চৈব লোকে ।

সম্ভাবিতোহস্মাক্কক-বৃক্ষিণাথ

লোকৈশ্চিভির্বার তবাভিযানাং ॥ ২৮

রথাদবপ্লুত্য ততস্তুরাবান্

পার্বোহিপানুক্রত্য যতুপ্রবীরম্ ।

জগ্ৰাহ পীনোত্তমলম্ববাহুং

বাহ্বোহরিং ব্যায়তপীনবাহুঃ ॥ ২৯

ভগবান্কে চক্র লইয়া স্বীয়ভিমুখে সবেগে ধাবিত হইয়া আসিতে দেখিয়া শান্তনুদমন ভীষ্ম স্বল্পও ভীত কিংবা বিভ্রান্ত না হইয়া দুই হস্তে গাণ্ডীবধৃতুল্য গভীরশব্দকারী স্বীয় বিশাল ধনুকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

সেই সময় যুদ্ধস্থলে ভীষ্মের চিত্তে অল্পও মোহ ছিল না। তিনি তখন অনন্ত পুরুষার্থশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিতে করিতে বলিলেন,—আহ্নন, আহ্নন, দেবেশ্বর! জগন্নিবাস! আপনাকে নমস্কার। হস্তে চক্র লইয়া আগত মাধব! সকলের শরণদাতা লোকনাথ! আজ যুদ্ধভূমিতে বলপূর্ব্বক আমাকে নিহত করিয়া এই উত্তম রথ হইতে ভূপাতিত করুন ॥ ২৬-২৭

হে কৃষ্ণ! আজ আপনার হস্তে যদি আমি নিহত হই, তবে ইহলোক ও পরলোকে আমার কল্যাণ হইবে। অন্ধ ও বৃক্ষি-বংশের রক্ষক বীর! আপনার এই আক্রমণে ত্রিভুবনে আমার গৌরব বর্জিত হইল ॥ ২৮

স্বল (মোটা), লম্বা ও উত্তম বাহুশোভিত, যদুকুলের শ্রেষ্ঠ বীর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে ধাবিত হইতে দেখিয়া অর্জুন অতিশয়

নিগৃহমাণশ্চ তদাদিদেবো

ভৃশং সরোবঃ কিল চান্নযোগী ।

আদায় বেগেন জগাম বিষ্ণু-

জ্জিষ্ণুং মহাবাত ইবৈকবৃক্ষম্ ॥ ১০০

পার্থস্ত বিষ্টভ্য বলেন পাদৌ

ভীষ্মাস্ত্রকং তূর্ণমভিপ্রবস্তম্ ।

বলান্নিজগাহ হরিং কিরীটী

পদেহথ রাজন্ দশমে কথঞ্চিং ॥ ১০১

অবাস্ততঞ্চ প্রণিপত্য কৃষ্ণঃ

শ্রীতোহর্জুনঃ কাঞ্চনচিহ্নমালী ।

উবাচ কোপং প্রতীসংহরেতি

গতির্ভবান্ কেশব পাণ্ডবানাম্ ॥ ১০২

ন হান্ততে কর্ম যথাপ্রতিজ্ঞঃ

পুত্রৈঃ শপে কেশব সোদরৈশ্চ ।

অস্তং করিষ্যামি যথা কুরুণাঃ

ত্বয়াহিমিত্রানুজ সম্প্রযুক্তঃ ॥ ১০৩

ব্যগ্রতার সহিত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইলেন এবং নিকটে যাইয়া তাঁহার দুই বাহু ধরিয়া ফেলিলেন। অর্জুনেরও বাহু স্থূল (মোট) ও বিশাল ছিল ॥ ১০০

আদিদেব আশ্রয়যোগী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন অত্যন্ত রোষাবিষ্ট ছিলেন। তিনি অর্জুনকর্তৃক শ্রুত হইয়াও নিবারিত হইতে পারিলেন না। যেদ্রুপ বান্ধাবাত কোন বৃক্ষকে তুলিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে লইয়াই দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ১০০

রাজন্! তখন কিরীটধারী অর্জুন ভীষ্মের দিকে দ্রুতবেগে গমনকারী শ্রীহরির চরণযুগল দৃঢ়তার সহিত ধারণ করিলেন এবং কোনরূপে দশপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই তাঁহাকে নিবারিত করিতে সমর্থ হইলেন ॥ ১০১

যখন শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তখন স্বর্গের বিচিহ্নহারে বিভূষিত অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করত বসিলেন,—কেশব! আপনি আপনার ক্রোধ শাস্ত করুন। প্রভো! আপনি পাণ্ডবগণের পরম আশ্রয় ॥ ১০২

কেশব! এখন আমি যীয প্রীতিজ্ঞা অহুসারে কর্তব্যপালন করিব, উহা কখনই ত্যাগ করিব না। এই কথা আমি আমার

ততঃ প্রতিজ্ঞাং সময়ঞ্চ তস্মৈ

জনর্দনঃ শ্রীতমনা নিশম্য ।

স্থিতঃ প্রিয়ে কৌরবসন্তমস্মৈ

রথং সচক্রঃ পুনরাকরোহ ॥ ১০৪

স তানভীষ্ম পুনরাদদানঃ

প্রগৃহ্য শঙ্খাং দ্বিষতাং নিহস্তা ।

নিদাদয়ামাস ততো দিশশ্চ

স পাঞ্চজন্ত্যস্ত রবেণ শৌরিঃ ॥ ১০৫

ব্যাভিক্শনিকান্দ-কুণ্ডলং তং

রজোবিকীর্ণাঙ্কিতপদ্মানেত্রম্ ।

বিশুদ্ধদংষ্ট্রং প্রগৃহীতশঙ্খাং

বিচূক্র শূঃ প্রেক্ষ্য কুরুপ্রবীরাঃ ॥ ১০৬

মৃদঙ্গ-ভেরী-পণবপ্রণাদা

নেমিস্থনা হৃন্দুভিনিঃস্থনাশ্চ ।

স সিংহনাদাশ্চ বভূবুর্কথাঃ

সর্বেষ্বনীকেষু ততঃ কুরুণাম্ ॥ ১০৭

পুত্র ও ভ্রাতৃগণের শপথ লইয়াই বলিতেছি। উপেন্দ্র! আপনার আজ্ঞা পাইলেই আমি কৌরবসকলকে বিনাশ করিব ॥ ১০৩

অর্জুনের এই প্রতিজ্ঞা ও কর্তব্যপালনের নিশ্চয়তা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে প্রসন্ন হইলেন। তিনি কল্পশ্রেষ্ঠ অর্জুনের প্রিয় কার্য্য করিবার জন্য উত্তম হইয়া চক্রসহ পুনরায় রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১০৪

শক্রগণের হস্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় অশ্বসমূহের রজ্জ্ব (লাগাম) ধারণ করিলেন এবং পাঞ্চজন্ত্য শঙ্খ লইয়া উহার ধ্বনিতে সম্পূর্ণ দিক্‌সমূহ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন ॥ ১০৫

সেই সময় তাঁহার কর্ণস্থিত হার, বাহুর অঙ্গদ (বলয়) এবং কর্ণের কুণ্ডল ছলিতে লাগিল, তাঁহার কমলদৃশ হৃদয়ের নেত্রের উপর সৈন্যোখিত ধূলি পতিত হইতেছিল। তাঁহার দস্তাবলি শুদ্ধ ও স্বচ্ছ ছিল এবং তিনি নিজ হস্তে শঙ্খ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া কৌরবগণের শ্রেষ্ঠ বীরগণ কোলাহল করিয়া উঠিলেন ॥ ১০৬

তারপর কৌরবগণের সমস্ত সৈন্যদলেই মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব ও হৃন্দুভি বাদিত হইতে লাগিল। রথসমূহের চক্রধারার ঘড় ঘড় শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। এই সমস্ত শব্দ বীরগণের সিংহধ্বনির সহিত মিলিয়া অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিল ॥ ১০৭

গাণ্ডীবঘোষঃ অনয়িত্ব কুরো
 জগাম পার্শ্বস্ত নভো দিশশ্চ ।
 জগ্মশ্চ বাণা বিমলাঃ প্রসরাঃ
 সর্বা দিশঃ পাণ্ডবচাপযুক্তাঃ ॥ ১০৮
 তং কৌরবাণামধিপো জবেন
 ভীষ্মেণ ভূরিপ্রবলো চ সার্বম্ ।
 অভ্যুদ্যযাব্যভ্যভবাণপাণিঃ
 কক্ষং দিধক্ষ্মিষ ধুমকেতুঃ ॥ ১০৯
 অথার্জুনায় প্রজিঘায় ভল্লান্
 ভূরিপ্রবাঃ সপ্ত সুবর্ণপুচ্ছান্ ।
 ত্রয়োধনস্তোমরমুগ্রবেগং
 শল্যা গদাং শাস্ত্রনবশ্চ শক্তিম্ ॥ ১১
 স সপ্ততিঃ সপ্ত শরপ্রবেকান্
 সংবার্য ভূরিপ্রবলো বিন্ধটান্ ।
 শিতেন ত্রয়োধনবাহুমুক্তং
 কুরেণ তং তোমরমুগ্রমাথ ॥ ১১
 ততঃ শুভামাপততীঃ স শক্তিঃ
 বিদ্ব্যংপ্রভাং শাস্ত্রনবেন যুক্তাম্ ।

অর্জুনের গাণ্ডীব ধতুর গজীর শব্দ মেঘগর্জনের স্তার
 আকাশ ও সকলদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং তাঁহার ধ্বজ
 হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া নির্ঝল ও বহু বাণসমূহ সকল দিক আকৃত
 করিল ॥ ১০৮

সেই সময় কৌরবরাজ ত্রয়োধন হাতে ধ্বজ ও বাণ লইয়া
 ক্ষতবেগে অর্জুনের সম্মুখে আসিলেন, তাহাতে মনে হইল
 তৃণাদিতে নির্মিত কক্ষসমূহ নষ্ট করিবার জন্য প্রেলিত অগ্নি
 অগ্রসর হইতেছে। তখন তাহার সাহিত ভীষ্ম ও ভূরিপ্রবাও
 ছিলেন ॥ ১০৯

অনন্তর ভূরিপ্রবা বর্ণপক্ক সাতটি তরু অর্জুনের উপর
 নিক্ষেপ করিলেন। ত্রয়োধন ভরতর বেগশালী একটি তোমর
 প্রহার করিলেন ॥ ১১০

তখন অর্জুন সাতটি বাণে ভূরিপ্রবার নিক্ষিপ্ত সাতটি তরকে
 ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণ স্রোজে ত্রয়োধনের বাহুমুক্ত সেই তোমরকেও
 ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১১

তারপর বীরবর অর্জুন শাস্ত্রজনন ভীষ্মের নিক্ষিপ্ত বিদ্ব্যভের

গদাঞ্চ মজ্রাধিপবাহুমুক্তাং
 দ্বাত্ত্যাং শরাভ্যাং নিচকর্ত বীরঃ ॥ ১১২
 ততো ভূজাভ্যাং বলবদ্ বিকৃত্য
 চিত্রং ধনুর্গাণ্ডবমগ্রমেয়ম্ ।
 মাহেস্ত্রমন্ত্রং বিধিবদ্ স্রঘোরং
 প্রাহশ্চকারাভ্যুতমস্তুরিন্দ্রে ॥ ১১৩
 তেনোক্তমাত্রেণ ততো মহাত্মা
 সর্বাণ্যনীকানি মহাধনুস্মান্ ।
 শরোযজ্ঞালৈবিমলাগ্নিবর্ণৈ-
 নিবারয়ামাস কিরীটমালী ॥ ১১৪
 শিলীমুখাঃ পার্শ্বধনুঃপ্রযুক্তা
 রথান্ ধ্বজাগ্রাণি ধনুঃষি বাহুন্ ।
 নিকৃত্য দেহান্ বিবিভুঃ পরেবাং
 নরেন্দ্র-নাগেন্দ্র-ভূয়সমাণাম ॥ ১১৫
 ততো দিশঃ সোহমুদিশশ্চ পার্শ্বঃ
 শরৈঃ স্রুধারৈঃ সমরে বিভভ্য ।
 গাণ্ডীবশ্বকেন মনাংষি তেবাং
 কিরীটমালী বাথযাঞ্চকার ॥ ১১৬

তাহার প্রফুরিতা ও শোভাময়ী শক্তিকে এবং মজ্রাজ শল্যের বাহ
 যুক্ত গদাকেও দুই বাণে কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ১১২

তদনন্তর অগ্রমের বলসম্পন্ন বিচিত্র ধনুকে দুই হস্তে বলপূর্বক
 আকর্ষণ করিয়া অর্জুন বিধি অনুসারে অভ্যন্ত ভরতর মাহেস্ত্র অস্ত্র
 আবিষ্কার করিলেন। সেই শত্রুত অস্ত্র তখন অন্তরিক্ষে প্রকাশিত
 হইয়া উঠিল ॥ ১১৩

তারপর পুনরায় কিরীটধারী মহাত্মা মহাধনুর্জর অর্জুন সেই
 উত্তম অস্ত্র দ্বারা নির্ঝল ও অগ্নিসদৃশ প্রেলিত বাণসমূহের জাল
 বিস্তৃত করিয়া কৌরবগণের সমস্ত সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ
 করিয়া দিলেন ॥ ১১৪

অর্জুনের ধ্বজ হইতে যুক্ত বাণসমূহ শরগণের রথ, ধ্বজাগ্র,
 ধ্বজ ও বাহ ছেদন করিয়া নরপতি, গজরাজ ও অশ্বসকলের গরীবে
 প্রবিষ্ট হইতে লাগিল ॥ ১১৫

তদনন্তর তীক্ষ্ণ ধারাল বাণশ্রেণীতে যুদ্ধস্থলে সম্পূর্ণ দিক ও
 কোণসমূহ আচ্ছাদিত করিয়া অর্জুন গাণ্ডীব-ধতুর টঙ্কারধ্বনিতে
 কৌরবগণের মনে ভয়ানক ব্যাধার সৃষ্টি করিলেন ॥ ১১৬

তস্মিন্স্থথা ঘোরতমে প্রবৃন্তে
 শঙ্খশ্বনা হৃন্দুভিনিঃশ্বনাশ্চ ।
 অন্তর্হিতা গাণ্ডিবনিঃশ্বনেন
 বভুবুরুগ্রাশ্ব-রথপ্রণাদাঃ ॥ ১১৭
 গাণ্ডীবশব্দং তমথো বিদিশা
 বিরাটরাজপ্রমুখাঃ প্রবীরাঃ ।
 পাঞ্চালরাজো দ্রুপদশ্চ বীর-
 স্তং দেশমাজগু-রুদীনসভাঃ ॥ ১১৮
 সর্বাণি সৈন্তানি তু তাবকানি
 যতো যতো গাণ্ডিবজঃ প্রণাদাঃ ।
 ততস্ততঃ সন্নতিমেব জগু-
 ন তং প্রতীপোহভিসসার কশিচৎ ॥ ১১৯
 তস্মিন্ সুঘোরে নৃপসম্প্রহারে
 হতাঃ প্রবীরাঃ সরথশ্ব-সূতাঃ ।
 গজাশ্চ নারাজনিপাততপ্তা
 মহাপতাকাঃ শুভরুদ্রকক্ষাঃ ॥ ১২০
 পরীতসভাঃ সহসা নিপেতুঃ
 কিরীটিনা ভিন্নতমুত্রকায়ীঃ ।

এইরূপে সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধে শঙ্খধ্বনি, হৃন্দুভিধ্বনি, অশ্ব ও রথসমূহের চক্রসকলের ভয়ানক শব্দ গাণ্ডীবধ্বজের সেই টকার-ধ্বনিতে অভিভূত হইয়া বাইল ॥ ১১৭

তথাপি গাণ্ডীবধ্বজের শব্দকে বুঝিতে পারিয়া রাজা বিরাট প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বীরগণ এবং বীরবর পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ—এই সব উদারচরিত্র নরপতিরা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১১৮

যেখানে যেখানে গাণ্ডীব-ধ্বজের টকার ধ্বনি হইতেছিল, সেখানে সেখানে আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনী মগ্নক নত করিয়া গমন করিতে লাগিল। কেহই তখন তাঁহার প্রতিকূলে আক্রমণ করে নাই ॥ ১১৯

নৃপগণের দাক্ষণ যুদ্ধে রথ, অশ্ব ও সারথি সহ শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরবৃন্দ নিহত হইলেন। সুন্দর স্বর্ণ রজ্জুতে বদ্ধ, বড় বড় পতাকাশোভিত বহু হাতী নারাজসমূহের আঘাতে পীড়িত হইয়া শক্তি ও চেতনা হারাইয়া সহসা ধরাশায়ী হইতে লাগিল। হুতীকুমার অর্জুনের ভয়ঙ্কর বেগগামী তীক্ষ্ণ ও পক্ষযুক্ত নির্খল ভল্লের গভীরভাবে আহত হইয়া কবচ এবং শরীর উভয়ই বিদীর্ণ হওয়ায় কৌরব-সৈন্যরা সহসা প্রাণ পরিত্যাগ করত ভূপতিত হইতে লাগিল ॥ ১২০-১২১

দৃঢ়ং হতাঃ পত্রিভিরুগ্রবেগৈঃ
 পার্থেন ভল্লৈর্বিমলৈঃ শিতাংগৈঃ ॥ ১২১
 নিকৃন্তযন্তা নিহতেশ্রকীলা
 ধ্বজা মহান্তো ধ্বজিনীমুখেষু ।
 পদাতিসজ্জাশ্চ রথাশ্চ সংখ্যে
 হয়্যাশ্চ নাগাশ্চ ধনঞ্জয়েন ॥ ১২২
 বাণাহতাস্তূর্ণমপেতসভা
 বিষ্টভ্য গাত্রাণি নিপেতুরুর্ব্যাম ।
 ঐশ্র্বেণ তেনাস্ত্রবরেণ রাজন্
 মহাহবে ভিন্নতমুত্রদেহাঃ ॥ ১২৩
 ততঃ শরৌঘৈর্নিশিতৈঃ কিরীটিনা
 নৃদেহশস্ত্রক্ষতলোহিতোদা ।
 নদী সুঘোরা নরমেদফেনা
 প্রবর্তিতা তত্র রণজ্বিরে বৈ ॥ ১২৪
 বেগেন সাতীব পৃথুপ্রবাহা
 পরেতনাগাশ্বশরীররোধা ।
 নরেন্দ্রমজ্জোচ্ছ্রিতমাংসপঙ্ক-
 প্রভূতরক্ষোগণভূতসেবিতা ॥ ১২৫

যুদ্ধের সম্মুখে যাহাদের যজ্ঞ নষ্ট হইয়াছে এবং ইন্দ্রজাল ছিন্ন হইয়াছে, এরূপ বড় বড় ধ্বজগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পতিত হইতে লাগিল। এই সংগ্রামে অর্জুনের বাণে আহত পদাতিক সৈন্য-বাহিনী, রথ, অশ্ব ও হস্তী সকল সম্বৃণ্ড (নিস্তেজ) হইয়া ক্রিপ্রগতিতে নিজ নিজ অঙ্গসমূহ চাপিয়া ধারণ পূর্বক ভূতলে পড়িতে আরম্ভ করিল। রাজন্! সেই মহান ঐশ্র্যে সমরক্ষেত্রে সকল সৈন্তেরই শরীর ও কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া বাইল ॥ ১২২-১২৩

সেই সময় যুদ্ধস্থলে কিরীটধারী অর্জুন স্বীয় তীক্ষ্ণবাণসমূহে বোদ্ধাদিগের শরীরে প্রাপ্ত আঘাতে নির্গত রক্তের এক ভয়ঙ্কর নদী বহাইয়া দিলেন; যে নদীতে যজ্ঞগণের যেদ ফেনের স্তায় মনে হইতেছিল ॥ ১২৪

এই নদী তীব্রবেগে বহিতেছিল। উহার প্রবাহও বিশাল ছিল। যত হস্তী ও অশ্বদিগের শরীরসমূহ এই নদীর তীব্ররূপে প্রতীত হইতে লাগিল। নৃপগণের মজ্জা ও মাংস তাহার কর্দমে পরিণত হইয়াছিল। বহু রাক্ষস ও ভূতসকল উহা সেবন করিতেছিল ॥ ১২৫

শিরঃকপালাকুলকেশশাখা

শরীরসজ্জাতসহস্রবাহিনী ।

বিশীর্ণনানাকবচোর্মিস্কুলা

নরাশ্বনাগাস্থিনিকুন্তলকর্করা ॥ ১২৬

খ-কঙ্ক-শালাবৃক-গৃধ্র-কাটৈঃ

ক্রব্যাদসজ্জৈশ্চ তরক্ষুভিঃ ।

উপেতকুলাং দদৃশুমুখ্যঃ

ক্রুরাং মহাবৈতরণীপ্রকাশাম্ ॥ ১২৭

প্রবর্তিতামজুনবাণসজ্জৈ-

র্মদোবসান্ধকপ্রবাহাং সুভীমাম্ ।

হতপ্রবীরাঞ্চ তথৈব দৃষ্ট্ৱ।

সেনাং কুরুণামথ ফাস্তনেন ॥ ১২৮

তে চেদি পাঞ্চাল-কুরুব-মৎস্তাঃ

পার্থাশ্চ সর্বে সহিতাঃ প্রণেত্বঃ ।

জয়প্রগল্ভাঃ পুরুষপ্রবীরাঃ

সস্ত্রাসয়ন্তুঃ কুরুবীরযোধান্ ॥ ১২৯

হতপ্রবীরাণি বলানি দৃষ্ট্ৱ।

কিরীটিনা শক্রভয়াবহেন ।

যুতের মস্তকখণ্ডের কেশসমূহ ব্যাপ্ত হইয়া এই নদীর শেঙলা রূপে পরিণত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র যুতদেহগুলি উহাতে জল-জন্তুর দ্বারা প্রতীত হইতেছিল। ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া চারিদিকে পতিত কবচসমূহ উহার তরঙ্গরূপে সর্বদিক ব্যাপ্ত করিয়াছিল। মহুগ, অশ্ব ও হস্তিগণের কর্তিত অস্থিগুলি ছোট ছোট কাকের বলিয়া ভ্রম হইতেছিল ॥ ১২৬

এই নদীর উভয় তীরে কুকুর, কক, শালবৃক, গৃধ্র, কাক, তরঙ্গ এবং অন্যান্য মাংসাশী জন্তুগণ উপস্থিত ছিল। এই ভয়ানক নদীকে তখন সকল মাছুয়ই মহাবৈতরণী নদীর ন্যায় মনে করিতেছিল ॥ ১২৭

অর্জুনের বাণসমূহ হইতে এই নদী উৎপন্ন হইয়াছিল। হুতরাং ইহা চর্বা, মক্ষা ও রক্ত বহন করিতে থাকায় অতিশয় ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছিল। এইরূপে কৌরবসৈন্যের প্রধান প্রধান বীরগণ অর্জুনকর্তৃক নিহত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া চেনি, পাঞ্চাল, কুরুব ও মৎস্যদেশের ক্ষত্রিয় এবং কুন্তীর পুত্র— এই সব নরবীরগণ বিজয় লাভ করত নির্ভর হইয়া কৌরব-দোষাদিগকে জয়ভীত করিতে করিতে এক সঙ্গে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১২৮-১২৯

বিজ্ঞাস্ত সেনাং ধ্বজিনীপতীনাং

সিংহো মৃগাণামিব যুধসজ্জবান্ ॥ ১৩০

বিনেদভূস্তাবতিহর্ষবৃন্তৌ ।

গাণ্ডীবধরা চ জনার্দনশ্চ ।

ততো রবিং সংবৃত্তরশ্মিজালং

দৃষ্ট্ৱ। ভূশং শস্ত্রপরিষ্কতাকাং ॥ ১৩১

তদৈন্দ্রমস্ত্রং বিততঞ্চ ঘোর-

মসহমুদ্রীক্ষ্য যুগান্তকল্পম্ ।

অথাপযানং কুরবঃ সভীম্নাঃ

সজ্রোণ-দ্রুঘ্যোধন-বাহ্লিকাশ্চ ॥ ১৩২

চক্রুনিশাং সন্ধিগতাং সমীক্ষ্য

বিভাবসোল্লোহিতরাগযুক্তাম্ ।

অবাণ্য কীড়িঞ্চ যশশ্চ লোকে

বিজিত্য শক্রাশ্চ ধনঞ্জয়োহপি ॥ ১৩৩

যযৌ নরৈশ্চৈঃ সহ সোদরৈশ্চ

সমাপ্তকর্ম্ম শিবিরং নিশায়াম্ ।

ততঃ প্রাজ্ঞে তুমুলঃ কুরুণাঃ

নিশামুখে ঘোরতমঃ প্রণাদঃ ॥ ১৩৪

শক্রগণের ভয়প্রদ কিরীটধারী অর্জুন কর্তৃক কৌরবসৈন্যের প্রধান প্রধান বহু বীরকে নিহত দেখিয়া পাণ্ডবপক্ষের সকলেই অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। গাণ্ডীবধারী অর্জুন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সিংহদ্বারা যুগসকলের দলসমূহকে ভীত করার ন্যায় কৌরবসেনাপতিদিগকে ভীত করিয়া অত্যন্ত হর্ষের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥

তদনন্তর অস্ত্রসমূহের আব্রোহে কত-বিক্রোদেহ স্তম্ভীয়, জ্রোণ; দ্রুঘ্যোধন, বাহ্লীক ও অন্যান্য কৌরবযোদ্ধারা স্বর্ঘ্যদেবকে স্বীয় কিরণাবলিসংহত দেখিয়া এবং ভয়ঙ্কর ঐশ্র্যত্বকে প্রলয়ঙ্কর অগ্নিতুল্য সর্বত্র ব্যাপ্ত ও অসহ জানিয়া স্বর্ঘ্যের রক্তিম কিরণে সংযুক্ত সন্ধ্যা এবং রাত্রির আরম্ভকাল করত সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া লইলেন ॥

ধনঞ্জয়ও শক্রগণকে জয় করিয়া এবং লোকসমাজে স্মরণ ও স্বকীর্তি লাভ করিয়া ভ্রাতা এবং নৃপগণের সহিত সমস্ত কাৰ্য্য সম্পূর্ণ পূর্বক রাজ্য আরম্ভে নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥

সেই সময় রাজ্যের আরম্ভে কৌরবপক্ষের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর কোলাহল হইতে লাগিল। তাহারা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল যে, আজ অর্জুন রণাঙ্গনে দল হাজার রথী বীর

রণে রথানামযুতং নিহত্য

হতা গজাঃ সপ্তশতাজুনৈন ।

প্রাচ্যাশ্চ সৌবীরগণাশ্চ সৰ্বে

নিপাতিতাঃ কুজক-মালবাশ্চ ॥ ১৩৫

মহং কৃতং কৰ্ম ধনঞ্জয়েন

কত্বং যথা নাইতি কশ্চিদম্ভঃ ।

ঋতায়ুরস্বৰ্গপতিশ্চ রাজা

তথৈব দুৰ্মৰ্গ-চিত্রসেনো ॥ ১৩৬

জ্ঞোণঃ কৃপঃ সৈন্ধব-বাহ্লিকৌ চ

ভূরিশ্রবাঃ শল্য-শলৌ চ রাজান্ ।

অশ্বে চ যোধা শতশঃ সমেতাঃ

ক্রুদ্ধেন পার্থেন রণশ্চ মধ্যে ॥ ১৩৭

সৈন্য বিনাশ করত সাতশত হস্তীকে নিহত করিয়াছে। প্রাচ্য, সৌবীর, কুজক ও মালব সমস্ত কজ্রিয়দিগকেই সে বধ করিয়াছে। ধনঞ্জয় আজ যে মহাপরাক্রম করিয়াছে, উহা অশ্ব কোন বীরই করিতে সমর্থ হইবে না।

ঋতায়ু, রাজা অস্বৰ্গপতি, দুৰ্মৰ্গ, চিত্রসেন, জ্ঞোণ, কৃপ, জয়দ্রথ, বাহ্লীক, ভূরিশ্রবা, শল্য ও শল—ইহাদিগকে এবং আরও যে সমস্ত শত শত যোদ্ধা যুদ্ধে সমবেত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে, জগতে মহারথরূপে খ্যাত ও ক্রুদ্ধ কিরীটধারী

শ্রীমদ্রবী বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্কাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্কে তৃতীয় দিনের যুদ্ধের পর সৈন্তপ্রত্যাহারবিষয়ক একোনষষ্ঠিতম অধ্যায়ের অন্তর্বিদ্যমান।

ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

[চতুর্থদিবসে উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্তানাং বাহুনির্মাণম্, ভীষ্মাজুনয়োদ্বৈরথং যুদ্ধকঃ ।]

সজয় উবাচ ।

বৃষ্টাং নিশাং ভারত তরতানা-

মনীকিনীনাং ঐমুখে মহাশ্মা ।

যযৌ সপত্নান্ প্রীতি জাতকোপো

বৃত্তঃ সমগ্ৰেণ বলেন ভীষ্মঃ ॥ ১

ষষ্টিতম অধ্যায় ।

[চতুর্থ দিনে উভয়পক্ষের সৈন্তগণের বাহু নির্মাণ এবং ভীষ্ম ও অর্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ ।]

সজয় বলিলেন,—ভারত! যখন রাত্রি অতিবাহিত হইল, তখন ভরতবংশীয় সৈন্তবাহিনীর অগ্রভাগে স্থিত মহাশ্মা ভীষ্ম

স্ববাহুবীৰ্য্যেণ জিতাঃ সভীষ্মাঃ

কিরীটিনা লোকমহারথেন ।

ইতি ক্রবন্তঃ শিবিরানি জগুঃ

সৰ্বে গণা ভারত যে ভূদীয়াঃ ॥ ১৩৮

উদাসহস্রৈশ্চ স্পন্দিতানি—

বিভ্রাজমানৈশ্চ তথা প্রদীপৈঃ ।

কিরীটিবিভ্রাসিতসর্বযোধা

চক্রে নিবেশং ধ্বজিনী কুরুণাম্ ॥ ১৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়দিবসাবহারে একোনষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

কুন্তীকুমার অর্জুন স্বীয় বাহুর পরাক্রমে ভীষ্মসহ সকলকে পরাজিত করিয়াছেন।

ভারত! পূর্বোক্ত বাক্য আলোচনা করিতে করিতে আপনার সমস্ত সৈন্যগণ সহস্র সহস্র প্রজ্জলিত মশালে আলোকিত ও প্রজ্জলিত দীপসমূহে প্রকাশিত নিজ নিজ শিবিরে গমন করিল। কৌরবসৈন্যের সকল সেনার মধ্যেই অর্জুনের ভীতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় সেই সকল সৈন্য রাত্রিতে বিশ্রাম করিতে লাগিল ॥ ১৩৮-১৩৯

তং জ্ঞোণ-দুৰ্য্যোধন-বাহ্লিকাশ্চ

তথৈব দুৰ্মৰ্গ-চিত্রসেনো ।

জয়দ্রথশ্চাতিবলো বলোদৈ—

নৃপাস্তথাশ্চৈ প্রযবুঃ সমস্তাং ॥ ২

সমগ্র সৈন্তে পরিত্যক্ত হইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। সেই সময় তিনি শত্রুগণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন ॥ ১

তাহার সহিত চারিদিকে জ্ঞোণ, দুৰ্য্যোধন, বাহ্লীক, দুৰ্মৰ্গ,

স তৈর্মহন্তি মহারথৈশ্চ

তেজস্বিভির্বায্যবন্তি রাজান্ ।

ররাজ রাজা স তু রাজমুখ্যৈ-

বৃত্তঃ স দেবৈরিব বজ্রপাণিঃ ॥ ৩

তস্মিন্ননীকশ্রমুখে বিষক্তা

দোধুয়মানাশ্চ মহাপতাকাঃ ।

মহাগজস্কন্ধগতা বিরেজুঃ ॥ ৪

সা বাহিনী শাস্ত্রনবেন গুপ্তা

মহারথৈর্বারগবাজিভিঃ ।

বভৌ সবিস্ময়াস্তনয়িত্ব কলা

জলাগমে তৌরিব জাতমেঘা ॥ ৫

ততো রণায়াভিমুখী শ্রযাতা

শ্রত্যজুনং শাস্ত্রনবাভিগুপ্তা ।

সেনা মহোগ্রা সহসা কুরুগাং

বেগো যথা ভীম ইবাগায়াঃ ॥ ৬

চিত্রসেন, অতিশয় বলবান্ জয়দ্রথ এবং অস্ত্রান্ত্র নরপাতিগণ বিশাল সৈন্তবাহিনীর সহিত প্রস্থান করিলেন ॥ ২

রাজন! এই সব মহান, তেজস্বী, পরাক্রমী ও মহারথী বীর নৃপবন্দে পরিবৃত্ত রাজা দুৰ্য্যোধন দেবতাগণে পরিবৃত্ত বজ্রপাণি ইন্দের স্তায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩

এই সব সৈন্তের অগ্রভাগে বড় বড় গজরাজ সকলের স্বন্ধে স্থাপিত অতিশয় রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও শুভ্রবর্ণের উড্ডীষ্যমান ধ্বজসমূহ শোভা পাইতেছিল ॥ ৪

শাস্ত্রনন্দন ভীষ্মের দ্বারা রক্ষিত সেই বিশাল সৈন্তবাহিনী বড় বড় রথ, হস্তী ও অশ্বসকলে এইরূপ শোভা পাইতেছিল, যেরূপ বর্ষাকালে জলবর্ষণশীল মেঘে আচ্ছাদিত আকাশ বিদ্রাভের সহিত শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৫

তারপর নদীর ভয়ঙ্কর বেগের ন্যায় কৌরবপক্ষের সেই অতিশয় ভয়ানক সৈন্যবাহিনী শাস্ত্রনন্দন ভীষ্ম কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া যুদ্ধের জন্য সহসা অজুনের দিকে গমন করিতে লাগিল ॥ ৬

মহাত্মা কপিধ্বজ অজুন দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, কৌরবসৈন্যেরা ব্যালনামক ব্যূহে আবদ্ধ হওয়ায় তাহাদিগকে বহু প্রকার দেখাইতেছে। তাহাদের শক্তিও গুপ্তভাবে রক্ষিত

তং ব্যালনানাবিধগুটসারং

গজাশ্ব-পাদাত-রথৌষপক্ষম্ ।

বাহুং মহামেঘলমং মহাত্মা

দদর্শ দূরাং কপিরাজকেতুঃ ॥ ৭

বিনিব্ব্যৌ কেতুমতা রথেন

নরবর্ভঃ শ্বেতহয়েন বীরঃ ।

বক্রাধিনা সৈন্তমুখে মহাত্মা

বধে ধৃতঃ সর্বসপত্নমুনাম্ ॥ ৮

সুপক্ষরং সোস্তরবক্রুরেঘং

যত্তং যদুনামৃষভেণ সংখ্যে ।

কপিধ্বজং শ্রেষ্ঠ্য বিবেচ্যরাজৌ

সহৈব পুত্রৈশ্চৈব কৌরবেয়াঃ ॥ ৯

প্রকর্ষতা গুণমুদায়ুধেন

কিরীটিনা লোকমহারথেন ।

তং বাহরাজং দদৃশুস্তদীয়া-

শচতুশ্চতুর্দ্যালসহস্রকর্ণম্ ॥ ১০

আছে। উহাদের মধ্যে হস্তী, অশ্ব, পদাতিক ও রথসমূহ পূর্ণরূপে আছে। কৌরবসৈন্যদের এই বাহু মহামেঘের ন্যায় দেখা বাইতেছে ॥ ৭

তদনন্তর নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বীর অজুন সমস্ত শত্রুপক্ষীয় যুবকগণের বধ সফল করিয়া শ্বেতবর্ণের অশ্বে যোজিত, ধ্বজ ও আবরণে সংযুক্ত রথে আরোহণ করত শত্রু-সৈন্যের সম্মুখে চলিলেন ॥ ৮

বাহার মধ্যে সমস্ত আবস্তকীয় অব্যাসামগ্রী হস্তরূপে স্থাপিত হইয়াছে, উত্তমরূপে বদ্ধ থাকিবার ফলে বাহার ঈষা অতিশয় মনোহর দেখাইতেছে এবং বহুকুলভিলক শ্রীকৃষ্ণ বাহার চালনা করিতেছেন, সেই বানরচিহ্ন-যুক্ত ধ্বজাহুশোভিত রথকে রণাঙ্গনে উপস্থিত হইতে দেখিয়া আপনার পুত্রগণের সহিত সমস্ত কৌরব-সৈন্যেরা বিবাহ-মগ্ন হইয়া পড়িল ॥ ৯

লোকবিখ্যাত মহারথী কিরীটধারী অজুন অস্ত্রের সাহায্যে বাহাকে সুরক্ষিতভাবে নিজের সহিত লইয়া আসিতেছেন এবং বাহার মধ্যে চার চার হাজার মদমত্ত হস্তী প্রত্যেক দিকে দণ্ডায়মান আছে, সেই বাহরাজকে আপনার সৈন্যগণ দর্শন করিল ॥ ১০

যথা হি পূর্বেহহনি ধর্মরাজ্ঞা
 ব্যূহঃ কৃতঃ কৌরবসন্তমেন ।
 তথা ন ভূতো ভূবি মানুবেষু
 ন দৃষ্টপূর্বো ন চ সংশ্রুতশ্চ ॥ ১১ ॥
 ততো যথাদেশমুপেত্য তনুঃ
 পাঞ্চালমুখ্যাঃ সহ চেদিমুখ্যৈঃ ।
 ততঃ সমাদেশসমাহতানি
 ভেরীসহস্রাণি বিনেহুরাজৌ ॥ ১২ ॥
 শম্ভবনাস্তুর্য্যরথশ্বনাশ্চ
 সর্বেষ্বনীকেষু সসিংহনাদাঃ ।
 ততঃ সবাণানি মহাশ্বনানি
 বিক্ষার্য্যমাণানি ধনুঃষি বীরৈঃ ॥ ১৩ ॥
 ক্রণেন ভেরী-পণবপ্রগাদা-
 নস্তদধুঃ শম্ভমহাশ্বনাশ্চ ।
 তচ্ছব্দশব্দাবৃতমস্তুরিক-
 মুদ্রুতভৌমক্রুরেণুজালম্ ॥ ১৪ ॥
 মহামুভাবাশ্চ ততঃ প্রকাশ-
 মালোক্য বীরাঃ সহস্রাভিপেতুঃ ।
 রথী রথেনাভিহতঃ সমৃতঃ
 পপাত সান্বঃ সরথঃ সকেতুঃ ॥ ১৫ ॥

কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রথম দিনে যেক্রপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, এই ব্যূহও সেইরূপই ছিল। এরূপ ব্যূহ এই ভূতলে মহুগুণের সৈন্যের মধ্যে কখনও পূর্বে দেখা যায় নাই এবং কখনও ইহা শুনাও যায় নাই ॥ ১১ ॥

তারপর সেনাপতির আদেশ অনুসারে বথোচিত স্থানে যাইয়া চেদি ও পাঞ্চালদেশের প্রধান প্রধান বীরগণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর এই রণাঙ্গনে প্রধান পুরুষের আজ্ঞা পাইয়া সহস্র সহস্র রণভেরী একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল ॥ ১২ ॥

তখন সকল সৈন্তের মধ্যেই শম্ভনাদ, তুর্য্যনাদ এবং বীরগণের সিংহনাদের সহিত রথসমূহের ধ্বংস শব্দ হইতে লাগিল। তারপর বীরগণের দ্বারা আকর্ষিত বাণ-সহ ধ্বংস মহাটকারধ্বনিও উথিত হইল ॥ ১৩ ॥

কণকালের মধ্যেই ভেরী ও প্রণব প্রভৃতির ধ্বনিকে মহা-শম্ভনাদ দাবাইয়া দিল এবং এই শম্ভধ্বনিতে ব্যাপ্ত হইয়া আকাশে (পৃথিবী হইতে) উথিত ধূলির ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত জাল বিক্ষৃত হইয়া পড়িল ॥ ১৪ ॥

গজো গজেনাভিহতঃ পপাত
 পদাভিনা চাভিহতঃ পদাতিঃ ।
 আবর্তমানাত্তভিবর্তমানৈ-
 ঘোরীকৃতাত্তদুভদর্শনানি ॥
 প্রাসৈশ্চ খঞ্জৈশ্চ সমাহতানি
 সদশ্ববৃন্দানি সদশ্ববৃন্দৈঃ ॥ ১৬ ॥
 সুবর্ণতারাগগভূষিতানি
 সূর্য্যপ্রভাভানি শরাবরাণি ।
 বিদার্য্যমাণানি পরশ্বধৈশ্চ
 প্রাসৈশ্চ খঞ্জৈশ্চ নিপেতুরুষ্যাম্ ॥ ১৭ ॥
 গজৈবিষাণৈর্বরহস্তকৃগ্নাঃ
 কেচিং সমৃত্য রথিনঃ প্রপেতুঃ ।
 গজবভাশ্চাপি রথবভেগ
 নিপাতিতা বাণহতাঃ পৃথিব্যাম্ ॥ ১৮ ॥
 গজৌষবেগোদ্ধতসাদিতানাঃ
 শ্রদ্ধা বিবেহুঃ সহস্রা মনুষ্যাঃ ।
 আত্মশ্বনং সাতিপদাভিযুনাঃ
 বিষাণগাত্রাবরতাড়িতানাং ॥ ১৯ ॥

তদনন্তর মহাপ্রভাবশালী বীরগণ সূর্য্যদেবের প্রকাশ দেখিয়া সহস্রা শক্রমণ্ডলীর উপর আক্রমণ করিলেন। রথী বীর রথীর সহিত মিলিত হইয়া সারথি, অশ্ব, রথ, ধ্বজসহ নিহত অবস্থায় ভূপাতিত হইতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

হস্তী হস্তীর আঘাতে এবং পদাতিক সৈন্ত পদাতিকসৈন্তের অজ্ঞাঘাতে ধরাশায়ী হইল। শ্রেষ্ঠ অশ্বসকলের উপর শ্রেষ্ঠ অশ্ব-সমূহের আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ হইতে থাকিল। ইহারা আরোহী-দিগের কৃত খড়্গ ও প্রাসসমূহের আঘাতে আহত হইয়া ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত দেখাইতেছিল। স্বর্ণময় তারকাচিহ্নসকলে শোভিত সূর্য্যাসদৃশ প্রকাশমান কবচগুলি পরশু, খড়্গ ও প্রাসসমূহের আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ১৬-১৭ ॥

দস্তর হস্তীদিগের দন্তসমূহ ও বিশাল শুভের আঘাতে রথ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাওয়ার বহু রথী সারথির সহিত ধরাশায়ী হইয়া পড়িল। কত শ্রেষ্ঠ রথী বড় বড় হাতীগুলিকেও স্বীয় বাণসমূহে নিহত করিয়া ভূপাতিত করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

হাতিগণের বেগে নিপাতিত হইয়া বহু অসারোহী ও

সজ্জাস্তনাগাথরথে মুহূর্তে

মহাক্ষয়ে সাদিপদাতিযুনাং ।

মহারথৈঃ সম্পরিবার্যমাণো

দদর্শ ভীষ্মঃ কপিরাজকেতুঃ ॥ ২০

তং পঞ্চতালোদ্ধিততালকেতুঃ

সদশ্ববেগাকৃতবীৰ্য্যবানঃ ।

মহাস্ত্রবাণাশনিদীপ্তিমন্তঃ

কিরীটিনং শাস্ত্রনবোহভ্যাবৎ ॥ ২১

তথৈব শক্রপ্রতিমপ্রভাব-

মিত্রাশ্রজং দোণমুখা বিশ্রুতঃ ।

কৃপশ্চ শল্যশ্চ বিবিশতিশ্চ

দুর্যোধনঃ সৌমদস্তিষ্ঠ রাজন্ ॥ ২২

ততো রথানাং প্রমুখাঃপেতা

সর্বাস্ত্রবিং কাঞ্চনচিত্রবর্মা ।

জবেন শূরোহভিসসার সর্বা-

স্তানজুনস্তাশ্বমুতোহভিমন্যুঃ ॥ ২৩

পদাতিক যুবক বিনষ্ট হইল। তাহার। স্বীয় দস্তে ও নিয়াজে বিধ্বস্ত করিয়া বহু মাহুকে হতাহত করিয়া ফেলিল। সহসা ইহাদের আর্ষ্য চীৎকার শ্রবণ করিয়া সকল লোকেরই মনে অতিশয় খেদ উপস্থিত হইল ॥ ১৯

সেই মুহূর্তে যখন অশ্বারোহী ও পদাতিক যুবকগণের গুরুতর সংহার চলিতেছিল এবং হস্তী, অশ্ব ও রথী বীরগণ সকলে উদ্ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন মহারথী বীরগণে পরিবৃত হইয়া ভীষ্ম বানরচিরুযুক্ত ধ্বজশোভিত অর্জুনকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২০

ভীষ্মের ধ্বজ পাঁচটি তালবৃক চিহ্নিত ও অতিশয় উচ্চ ছিল। তাহার রথ উত্তম অশ্বসমূহে যোজিত ছিল। ইহাদের বেগে এই রথ অদ্ভুত শক্তিশালী বলিয়া মনে হইতেছিল। এই রথেই আরোহণ করিয়া শান্তনুদমন ভীষ্ম কিরীটধারী অর্জুনের উপর ধাবিত হইলেন। তখন অর্জুন বাণ ও অশনি (বজ্র) প্রকৃতি দিব্য মহাস্ত্রসমূহে উদ্দীপ্ত ছিলেন ॥ ২১

রাজন্! এতাদৃশ ইন্দ্রতুলা প্রভাবশালী ইন্দ্রদমন অর্জুনের উপর জোশাচাৰ্য্য, কৃপাচাৰ্য্য, শল্য, বিবিশিতি, দুর্যোধন ও কুরিষ্রবা এক সঙ্গে আক্রমণ করিলেন ॥ ২২

তখন সর্বপ্রকার অস্ত্রে অভিজ্ঞ, অর্পনিমিত্ত বিচিত্র কবচধারী, পরাক্রমশালী বীর অর্জুনপুত্র অভিমন্যু এক শ্রেষ্ঠ রথের সাহায্যে

তেবাং মহাস্ত্রাণি মহারথানা-

মসহকর্মা বিনিহত্য কার্ষিঃ ।

বভৌ মহামন্ত্রহুতাচিমালী

সদোগতঃ সন্ ভগবানিবাগ্নিঃ ॥ ২৪

ততঃ স তুর্ণং রুধিরোদফেনাং

কৃষ্ণা নদীমাণ্ড রণে রিপুণাম্ ।

জগাম সৌভদ্রমভীত্য ভীষ্মো

মহারথং পার্থমদীনসম্বঃ ॥ ২৫

ততঃ প্রেহস্তাদুতবিক্রমেণ

গাণ্ডীবমুক্তেন শিলাশিতেন ।

বিপাঠজালেন মহাস্ত্রজালং

বিনাশয়ামাস কিরীটমালী ॥ ২৬

তমুত্তমং সর্বধনুধরাণা-

মসহকর্মা কপিরাজকেতুঃ ।

ভীষ্মং মহাস্ত্রাভিববর্ষ তুর্ণং

শরোযজালৈর্বিমলৈশ্চ ভল্লৈঃ ॥ ২৭

সবেগে আসিয়া সেই সমস্ত কোরব মহারথী বীরগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৩

অর্জুনদমন অভিমন্যুর পরাক্রম অপরের পক্ষে অসম্ভ ছিল। তিনি সেই সব কোরব মহারথীগণের মহাস্ত্রসমূহকেও নষ্ট করিয়া বজ্রমণ্ডপে মহামন্ত্রদ্বারা আহুতি পাইয়া প্রজলিত শিখাবলিযুক্ত ভগবান্ অগ্নিদেবের স্তায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৪

তারপর উদার শক্তিশালী ভীষ্ম রণাঙ্গনে অতিক্রান্ত শক্রদিগের রক্তরূপী জল ও কেনপূর্ণ নদী প্রবাহিত করিয়া হুতব্রাহ্মত অভিমন্যুকে অতিক্রম করত মহারথী অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৫

তখন কিরীটধারী অর্জুন হস্ত করত অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন পূর্বক গাণ্ডীব ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত ও শিলাতে ববিয়া ধারালব্ধ বিপাঠনামক বাণসমূহে শক্রদিগের মহাস্ত্রসমূহকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ২৬

তারপর অপ্রতিহত পরাক্রমী মহাস্ত্রা কপিধ্বজ অর্জুন ধনুধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্মের উপর ক্ষিপ্ততার সহিত নির্ধল ভঙ্গসমূহ ও বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

তথৈব ভীষ্মাহতমস্তুরিন্দ্রে

মহাত্মজালাং কপিরাজকেতোঃ ।

বিশীৰ্য্যমাণং দদৃশুস্তদীয়া

দিবাকরেণেব তমোহভিভূতম্ ॥ ২৮

এবংবিধং কামুর্কভীমনাদ-

মদীনবৎ সংপুরুষোত্তমাভ্যাম্ ।

দদর্শ লোকঃ কুরু-সুজয়াশ্চ

তদ্ ধৈর্যং ভীষ্ম-ধনঞ্জয়াভ্যাম্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি

ভীষ্মাজুর্নৈরথ্যে ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥

সেইরূপ আপনার সৈন্যরাও দেখিতে পাইলেন যে, আকাশে
কপিধ্বজ অর্জুনের মহাত্মজালকে ভীষ্ম নিজ অস্ত্রসমূহে সেইভাবে
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন, যেরূপে ভগবান্ স্বর্ঘ্যদেব অন্ধকারকে
নাশ করিয়া থাকেন ॥ ২৮

শ্রীমদ্রহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাঙ্গগত ভীষ্মবধপর্কে ভীষ্ম ও অর্জুনের ধৈর্যথ্যুদ্বিষয়ক
ষষ্টিতম অধ্যায়ের অহুবাদ সমাপ্ত ।

একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

(অভিমত্যাঃ পরাক্রমঃ, ধৃষ্টদ্যুয়ৈন শল-পুত্রস্ত বিনাশশ্চ ।)

সঞ্জয় উবাচ ।

জ্যোতিভূ রিঞ্জবাঃ শল্যাশ্চিহ্নসেনশ্চ মারিষ ।

পুত্রঃ সংযমনৈশ্চৈব সৌভদ্রং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ১

সংস্কৃতমতিতেজোভিস্তমেকং দদৃশুর্জনাঃ ।

পঞ্চভিন্নমুজব্যাহ্নৈর্গজৈঃ সিংহশিশুং যথা ॥ ২

নাতিলক্ষ্যতয়া কশ্চিন্ন শৌর্যো ন পরাক্রমে ।

বভূব সদৃশঃ কাষে নীলোজ্জগাপি চ লাঘবে ॥ ৩

তথা তমাস্বকং যুদ্ধে বিক্রমস্তমরিন্দমম্ ।

দৃষ্ট্বা পার্থঃ স্তম্ভযন্তং সিংহনাদমথানদং ॥ ৪

গীড়য়ানং তু তৎ সৈন্যং পৌত্রং তব বিশাম্পতে ।

দৃষ্ট্বা হৃদীয়া রাজেন্দ্র সমুদ্ভাং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৫

জাজিনীং ধার্তরাষ্ট্রাণাং দীনশক্ররদীনবৎ ।

প্রতাদ্যযৌ স সৌভদ্রস্তুজসা চ বলেন চ ॥ ৬

তস্ত লাঘবমার্গস্থমাদিত্যাসদৃশপ্রভম্ ।

ব্যদৃশ্যাক্ মহচ্চাপং সমরে যুধ্যাতঃ পটৈঃ ॥ ৭

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

[অভিমত্যাঃ পরাক্রমঃ ও ধৃষ্টদ্যুয়ৈন কর্তৃক শলের পুত্রকে বিনাশ ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—মাননীয় রাজন্! জ্যোৎপুত্র অশ্বখামা,
জুরিঞ্জবা, শল্য, চিত্রসেন ও শলের পুত্র সুভদ্রানন্দন অভিমত্যা
অগ্রগতি রোধ করিয়া দিলেন ॥ ১

বেঙ্কপ সিংহশাবক পাঁচটি হাতীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ
করে, সেইরূপ সুভদ্রাকুমার অভিমত্যাও সেই অভ্যস্ত তেজস্বী পঞ্চ
পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া একাকী যুদ্ধ করিতে
লাগিলেন। ইহা সেখানকার সকল লোকেই প্রত্যক্ষভাবে
দেখিতে লাগিলেন ॥ ২

লক্ষ্যবেধ, শৌর্য (বীরত্ব) প্রকাশ, পরাক্রমপ্রদর্শন, অস্ত্রজ্ঞান
বিজ্ঞাপন ও হস্তের নৈপুণ্য দেখান বিষয়ে কেহই অভিমত্যা সদৃশ
ছিলেন না ॥ ৩

বীর শক্রদমন পুত্র অভিমত্যাও এইরূপ প্রযত্নসহকারে পরাক্রম
প্রকাশ করিতে দেখিয়া কুন্তীনন্দন অর্জুন সিংহতুল্য গর্জন করিতে
লাগিলেন ॥ ৪

প্রজানাত! রাজেন্দ্র! আপনার পৌত্র অভিমত্যা কর্তৃক
কৌরবসৈন্যগণকে পীড়িত হইতে দেখিয়া আপনার সকল সৈন্যই
তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল ॥ ৫

নিজ শত্রুদিগকে দীনতার পরিণতকারী সুভদ্রাপুত্র অভিমত্যা
দ্বয়ং দীনতাপুত্র হইয়া বীর তেজ ও বলে কৌরবসৈন্যের দিকে
ধাবিত হইলেন ॥ ৬

সমরারূপে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধরত অভিমত্যা বিশাল ধনু
অস্ত্রচালনানৈপুণ্যমার্গে থাকিয়া স্বর্ঘ্যসদৃশ প্রকাশিত হইতে
লাগিল ॥ ৭

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষাবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য
সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূলে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কচাৰ্য্য * শ্রীশ্রীজীবন্তট্টাচাৰ্য্যব্যায়তীর্থ

সহ-সম্পূজক সম্ভ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিজ্ঞানভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

রিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

হত্যাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ

(ভয়ঙ্কর সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকর্ত্তকর :—

কিঙ্কর বিমলানন্দ

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্.-বি,

ডি. ও. এম্. এন্স, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

নিয়মাবলী

১। আৰ্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ববঙ্গে সডাক ১৫০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১৫০ নং পঃ; অন্তর্গত বার্ষিক সডাক ২০০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবান্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আৰ্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে “সম্পূজক আৰ্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫” এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি “সঞ্চালক আৰ্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬” এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আৰ্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাণ্ডল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আৰ্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়

৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড

কলিকাতা—৩৫

(ভীষ্মবধপর্ব)

ত্রিচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

[গীতামাহাত্ম্য, যুধিষ্ঠিরেণ ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-শল্যানামহুজ্জামাদায় যুদ্ধায়োজোগচ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গীতা স্মৃগীতা কর্তব্য্য কিমষ্টৈঃ শস্ত্রসংগ্রহৈঃ ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্ত মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃত্য ॥ ১
সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্ববেদময়ো হরিঃ ।
সবতীর্থময়ী গঙ্গা সর্ববেদময়ো মহুঃ ॥ ২
গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে ।
চতুর্গকারসংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৩
ষট্শতানি সবিংশানি শ্লোকানান্ প্রাহ কেশবঃ ।
অর্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিং তু সঞ্জয়ঃ ॥ ৪
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়্য মানমুচ্যতে ।
ভারতামৃতসর্বস্বগীতায়্যঃ মধিতস্ত চ ।
সারমুদ্রুত্যা কৃষ্ণেন অর্জুনস্য মুখে হৃতম্ ॥ ৫

(ভীষ্মবধ পর্ব) ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[গীতামাহাত্ম্য, যুধিষ্ঠিরকর্তৃক ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্যের নিকট হইতে অহুমতি লইয়া যুদ্ধের জন্ত উজোগ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয় ! অস্ত্র বহু শাস্ত্র সংগ্রহ করিবার কি প্রয়োজন আছে ? গীতাই উত্তমরূপে গান (শ্রবণ, কীর্তন, পঠন-পাঠন, মনন ও ধারণ) করা কর্তব্য ; কারণ, এই গীতা পদ্মনাভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল হইতে নির্গতা হইয়াছেন । ১

গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী (গীতায় সকল শাস্ত্রের সারতত্ত্ব সরিবিষ্ট আছে), শ্রীহরি সর্ববেদময়, গঙ্গা সর্বতীর্থময়ী এবং মহুঃ (অর্থাৎ তাঁহার ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতা) সর্ববেদময় । ২

গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গোবিন্দ—“গ”কার আদিত্তে আছে, এতাদৃশ এই চারিটি নাম জুড়য়ে ধারণ করিয়া রাখিলে মহুঃকে পুনরায় আর এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । ৩

এই শ্রীসীতামধ্যে ছয়শত বিশটি (৬২০) শ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, সাতাশটি (৫৭) শ্লোক অর্জুন বলিয়াছেন, সাতষষ্টিটি (৬৭) শ্লোক সঞ্জয় বলিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছে একটি (১)

সঞ্জয় উবাচ ।

ততো ধনঞ্জয়ঃ দৃষ্ট্বা বাণগাণ্ডীবধারণম্ ।
পুনরেব মহানাদং ব্যাসৃজন্ত মহারথাঃ ॥ ৬
পাণ্ডবাঃ সোমকান্টশ্চ য়ে চৈষামহুযায়িনঃ ।
দধুশ্চ মুদিতাঃ শঙ্খান্ বীরাঃ সাগরসম্ভবান্ ॥ ৭
ততো ভৈর্যশ্চ পেশ্যশ্চ ক্রকচা গোবিষাণিকাঃ
সহসৈবাত্যাহস্তস্ত ততঃ শকো মহানভুং ॥ ৮
তথা দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ পিতরশ্চ জনাধিপ ।
সিদ্ধ-চারণসম্বাশ্চ সমীযুস্তে দিদ্‌ক্ষয়া ॥ ৯
ঋষয়শ্চ মহাভাগাঃ পুরস্কৃত্য শতক্রতুম্ ।
সমীযুস্তত্র সহিতা ত্রষ্ট্রং তদ বৈশসং মহৎ ॥ ১০

শ্লোক—ইহাই গীতার শ্লোকের পরিমাণ (সর্বসাকুল্যে সাতশত সাতচল্লিশ ৭৪৭ । কিন্তু শ্রীশ্রীগীতায় ৭০০ সাতশত শ্লোক আছে) ৪

ভারতরূপ অমৃতরাশির সর্বস্ব সারভূতা গীতাকে মন্বন করিয়া তাহারও সার বাহির করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মুখে (কর্ণপথ দিয়া মন-বুদ্ধিতে) ঢালিয়া দিয়াছেন ৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র ! তারপর অর্জুনকে গাণ্ডীব ধনু ও বাণ ধারণ করিতে দেখিয়া পাণ্ডব-মহারথিগণ, সোমকগণ ও তাঁহার অঙ্গগামী সৈন্যরা পুনরায় অতি বেগে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । সেই সঙ্গে এই সর্ব বীরগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সমুদ্র হইতে উৎপন্ন শঙ্খসমূহ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন । ৬-৭

তদনন্তর ভৈরী, পেশী, ক্রকচ ও নরসিংহাদি বাঘ সহসা বাজিতে লাগিল । তাহাতে সেখানে অতিশয় শব্দ সমুৎপন্ন হইল । ৮

নরনাথ ! সেই সময় দেবতা, গন্ধর্ব ও পিতৃগণ এবং সিদ্ধ, চারণ ও মহাভাগ মহর্ষিবৃন্দ দেবরাজ ইন্দ্রকে অগ্রে করিয়া এই ভীষণ হানাহানি যুদ্ধ দেখিবার জন্ত একত্রে সেখানে আসিলেন ।

রাজন্ ! তদনন্তর বীর রাজা যুধিষ্ঠির সমুদ্রের তীরে বিশাল উত্তম পক্ষের সেই সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্ত উপস্থিত ও চঞ্চল দেখিয়া কবচ উন্মোচন পূর্বক স্বীয় উত্তম অস্ত্রসমূহ ত্যাগ করত রথ হইতে শীঘ্রতার সহিত নামিয়া পদব্রজে কৃতাজলি সহকারে

ততো যুধিষ্ঠিরো দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় সমবস্থিতে ।
 তে সেনে সাগরপ্রাণো মূহঃ প্রচলিতে নৃপ ॥ ১১
 বিমূচ্য কবচং বীরো নিক্ষিপ্য চ বরাযুধম্ ।
 অবরুহা রথাং ক্ষিপ্ৰং পদ্ভ্যামেব কৃতাজ্জলিঃ ॥ ১২
 পিতামহমভিশ্রেক্ষ্য ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 বাগ্ যতঃ প্রযযৌ যেন প্রাঙ্গুখো রিপুবাহিনীম্ ॥ ১৩
 তং প্রয়াস্তমভিশ্রেক্ষ্য কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ।
 অবতীৰ্য্য রথাং তুর্ণং ভ্রাতৃভিঃ সহিতোহুঘ্রাৎ ॥ ১৪
 বাসুদেবশ্চ ভগবান্ পৃষ্ঠতোহমুজ্জগাম তম্ ।
 তথা মুখাশ্চ রাজানন্ত্ৰুচিহ্না জগ্মুঃ কুংসুকাঃ ॥ ১৫

অর্জুন উবাচ ।

কিং তে বাবসিতং রাজন্ যদশ্বানপহায় বৈ ।
 পদ্ভ্যামেব প্রযাতোহসি প্রাঙ্গুখো রিপুবাহিনীম্ ॥ ১৬

ভীমসেন উবাচ ।

ক গমিষ্যসি রাজেন্দ্র নিক্ষিপ্তকবচায়ুধঃ ।
 দংশিতেষরিসৈন্যেষু ভ্রাতৃনুৎসজ্য পাথিব ॥ ১৭

পিতামহ ভীষ্মকে লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কোন কিছু কথা না বলিয়া পূর্বমুখে শক্রবাহিনীর দিকে যাইতে লাগিলেন ॥ ১-১৩

কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় তাঁহাকে শক্রসেনার দিকে যাইতে দেখিয়া অতি সত্বর রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন এবং তদগতচিত্ত প্রধান প্রধান রাজারাও উৎসুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত চলিলেন ॥ ১৪-১৫

অর্জুন বলিলেন,—আপনি কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আমাদিগকে পরিহার করিয়া আপনি পদব্রজেই শক্রসেনার দিকে যাইতেছেন? ভীমসেন জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহারাজ! তুপাল! কবচ ও অস্ত্রমোচন পূর্বক ভ্রাতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কবচাধিতে হুসজ্জিত শক্রসৈন্যের মধ্যে আপনি কোথায় যাইবেন? নকুল প্রশ্ন করিলেন,—ভরতবংশভূষণ! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আপনি এইভাবে শক্রসৈন্যের দিকে যাইতে থাকায় আমার হৃদয় ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। বলুন—আপনি কোথায় যাইবেন? ১৬-১৮

নকুল উবাচ ।

এবং গতে ঋয়ি জ্যোষ্ঠে মম ভ্রাতরি ভারত ।
 ভীর্মে হুনোতি হৃদয়ং ক্রহি গস্তা ভবান্ ক নু ॥ ১৮

সহদেব উবাচ ।

অগ্নিন্ রণসমূহে বৈ বর্তমানে মহাভয়ে ।
 উৎসজ্য ক নু গস্তাসি শক্রনভিমুখো নৃপ ॥ ১৯

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমাভাষ্যমাণোহপি ভ্রাতৃভিঃ কুরুনন্দনঃ ।
 নোবাচ বাগ্ যতঃ কিঞ্চিদ্ গচ্ছতোব যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২০
 তানুবাচ মহাপ্রাজ্ঞো বাসুদেবো মহামনাঃ ।
 অভিপ্রায়োহস্ত বিজ্ঞাতো ময়েতি প্রহসন্নিব ॥ ২১
 এষ ভীষ্মং তথা জ্ঞোণং গৌতমং শল্যমেব চ ।
 অনুমান্য গুরুন্ সর্বান্ যোৎসাতে পাথিবোহরিত্তিঃ ॥ ২২
 শ্রুয়তে হি পুরাকল্পে গুরুনননুমান্য যঃ ।
 যুধ্যতে স ভবেদ্ ব্যক্তমপধ্যাতো মহন্তরৈঃ ॥ ২৩
 অনুমান্য যথাশাস্ত্রং যস্ত যুধ্যম্বহন্তরৈঃ ।
 ধ্রুবস্তস্য জয়ো যুদ্ধে ভবেদিতি মতির্মম ॥ ২৪

সহদেবও জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নৃপ! এই রণস্থলে যেখানে বহু শক্রসৈন্য সমবেত হইয়াছে এবং মহাভয় সম্মুখে আসিয়াছে, এরূপ এক পরিস্থিতির মধ্যে আপনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া শত্রুগণের দিকে কোথায় যাইবেন? ১৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভ্রাতারা এইরূপ বলিলেও কুরু-কুলের আনন্দপ্রদ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে কিছুই বলিলেন না, পরন্তু নীরবে যাইতে লাগিলেন। তখন পরম বুদ্ধিমান মহামনা ভগবান্ বাসুদেব সেই চারি ভ্রাতাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ইহার অভিপ্রায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি ॥ ২০-২১

এই রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও শল্য—এই সমস্ত গুরুজনের অনুমতি লইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন ॥ ২২

প্রাচীনকাল হইতে শুনা যায়—যে ব্যক্তি গুরুজনগণের অনুমতি না লইয়া যুদ্ধ করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই সব মাননীয় পুরুষদিগের দৃষ্টি হইতে অপসারিত হয় ॥ ২৩

যে ব্যক্তি শাস্ত্রের বিধানানুসারে মাননীয় পুরুষগণের অনুমতি লইয়া যুদ্ধ করে, তাহার যুদ্ধে অবশ্যই জয়লাভ হইয়া থাকে—ইহাই আমার ধারণা ॥ ২৪

এবং ক্রবতি কৃষ্ণেত্র ধার্তরাষ্ট্রচমুং প্রতি ।
 (নেত্রৈরনিমিষৈঃ সর্ষৈঃ প্রেক্ষন্তে স্ম যুধিষ্ঠিরম্)
 হাহাকারো মহানাসৌল্লিঃশকাস্তপরেহভবন্ ॥ ২৫
 দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরং দ্রুদা ধার্তরাষ্ট্রস্য সৈনিকাঃ ।
 মিথঃ সংকথয়াঞ্চকুরেষো হি কুলপাংশনঃ ॥ ২৬
 ব্যক্তং ভীত ইবাভ্যোতি রাজাসৌ ভীষ্মমস্তিকম্ ।
 যুধিষ্ঠিরঃ সসোদর্যঃ শরণার্থং প্রযাচকঃ ॥ ২৭
 ধনঞ্জয়ে কথং নাথে পাণ্ডবে চ বৃকোদরে ।
 নকূলে সহদেবে চ ভীতিরভ্যোতি পাণ্ডবম্ ॥ ২৮
 ন নূনং ক্ষত্রিয়কূলে জাতঃ সম্প্রথিতে ভুবি ।
 যথাস্য হৃদয়ং ভীতমল্লসত্ত্বস্য সংযুগে ॥ ২৯
 ততস্তে সৈনিকাঃ সর্ষে প্রশংসন্তি স্ম কৌরবান্ ।
 হ্রষ্টাঃ স্মমনসো ভূষা চৈলানি দুধুবৃচ্চ হ ॥ ৩০
 বানিন্দংশ্চ তথা সর্ষে যোধ্যাস্তব বিশাম্পতে ।

যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিতেছেন, সেই সময়
 দুঃখোধনের সৈন্তের অভিমুখে গমনরত যুধিষ্ঠিরকে সকলেই
 অপলকনেত্রে দেখিতে লাগিলেন । ইহাতে কোন কোন স্থলে
 অতিশয় হাহাকার ধ্বনি উঠিতে লাগিল এবং কোথাও আবার
 কেহই কোন শব্দই করিলেন না ॥ ২৫

যুধিষ্ঠিরকে দূর হইতে দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুঃখোধনের সৈন্তগণ
 পরস্পর একরূপ আলাপ করিতে লাগিলেন যে, এই যুধিষ্ঠিরকে ত'
 দেখিতেছি—কুলের কলঙ্ক-স্বরূপ ॥ ২৬

দেখ,—স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই রাজা যুধিষ্ঠির যেন
 ভীত হইয়াই ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত ভীষ্মের নিকট শরণাখী হইয়া
 ভিক্ষা করিতে যাইতেছেন ॥ ২৭

পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়, বৃকোদর ভীষ্ম ও নকুল-সহদেবের স্তায়
 সহায়কগণ থাকিতে এই যুধিষ্ঠিরের মনে এত ভয় কোথা
 হইতে আসিল ? ২৮

নিশ্চয়ই এই ভূমণ্ডলে প্রখ্যাত ক্ষত্রিয়কূলে ইহার জন্ম হয়
 নাই ; কারণ, ইহার মানসিক বল অতিশয় অল্প ; তাই এই যুদ্ধের
 সময় আসিলে ইহার হৃদয়ে এত ভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৯

ভায়গয় সেই সমস্ত সৈন্তগণ কৌরবদিগের প্রশংসা করিতে
 থাকিলেন এবং হ্রষ্ট হইয়া প্রসন্নমনে স্ব-স্ব বজ্র দুলাইতে
 লাগিলেন ॥ ৩০

প্রজানাথ ! আপনার এই সব ঘোকারাই তখন ভ্রাতৃগণ ও

যুধিষ্ঠিরঃ সসোদর্যঃ সহিতঃ কেশবেন হি ॥ ৩১
 ততস্তৎ কৌরবং সৈন্তাঃ ধিক্ কৃষা তু যুধিষ্ঠিরম্ ।
 নিঃশব্দমভবৎ তূর্ণং পুনর্রেব বিশাম্পতে ॥ ৩২
 কিং হু বক্ষ্যতি রাজাসৌ কিং ভীষ্মঃ প্রতিবক্ষ্যতি
 কিং ভীষ্মঃ সমরপ্লাখী কিং হু কৃষ্ণাজুর্নাবতি ॥ ৩৩
 বিবক্ষিতং কিমস্যোতি সংশয়ঃ স্মমহানভূৎ ।
 উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ যুধিষ্ঠিরকৃতে তদা ॥ ৩৪
 সোহবগাহ চমুং শত্রোঃ শরশক্তিসমাকুলাম্ ।
 ভীষ্মমেবাভ্যয়াৎ তূর্ণং ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৩৫
 তমুবাচ ততঃ পাদৌ করাত্যাং পীড্য পাণ্ডবঃ ।
 ভীষ্মং শাস্তনবং রাজা যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্ ॥ ৩৬
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

আমন্ত্রয়ে ভাং দুর্ধ্বং ভয়া যোৎস্তামহে সহ ।

অমুজানৌহি মাং তাত আশিবশ্চ প্রযোজয় ॥ ৩৭

শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুধিষ্ঠিরের বিশেষরূপে নিম্না করিতে
 লাগিলেন ॥ ৩১

রাজন্ ! এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার প্রদান করিয়া সমস্ত
 কৌরবসৈন্ত পুনরায় অতি সত্বরই নীরব হইয়া যাইলেন ॥ ৩২

তখন সকল লোকেই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,
 এই রাজা যুধিষ্ঠির কি বলিবেন এবং ভীষ্মই বা তাহার কি উত্তর
 দিবেন ? যুদ্ধের প্রশংসাকারী ভীষ্মসেন, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনই বা
 কি বলিবেন ? ৩৩

রাজন্ ! সেই সময় উভয়পক্ষের সৈন্তের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের
 বিষয়ে মহাসংশয় দেখা দিল । সকলেই চিন্তা করিতে লাগিলেন
 যে, রাজা যুধিষ্ঠির কি বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন ? ৩৪

বাণ ও শক্তিসমূহে পূর্ণ শত্রুসৈন্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভ্রাতৃ-
 গণ পরিবেষ্টিত যুধিষ্ঠির অতি সত্বর ভীষ্মের নিকট যাইয়া উপস্থিত
 হইলেন ॥ ৩৫

সেখানে যাইয়া সেই পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির নিজ উভয় হস্তে
 পিতামহ ভীষ্মের চরণদ্বয় গাঢ়ভাবে ধরিয়া যুদ্ধের জন্ত উপস্থিত
 সেই শাস্ত্রহীনন্দন ভীষ্মকে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দুর্ধ্ব বীর পিতামহ ! আমি আপনার
 নিকট অহুমতি চাহিতেছি, আমাকে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে
 হইবে । তাত ! ইহার জন্ত আপনি আমাকে অহুমতি দান
 করুন এবং আলীকাদ প্রদান করুন ॥ ৩৭

ভীষ্ম উবাচ ।

যন্তেবং নাভিগচ্ছেথা যুধি মাং পৃথিবীপতে ।
 শপেয়ং স্বাং মহারাজ পরাভবায় ভারত ॥ ৩৮
 প্রীতোহং পুত্র যুধ্যস্ব জয়মাপ্নুহি পাণ্ডব ।
 যৎ তেহভিলষিতং চাশ্রয়ং তদবাপ্নুহি সংযুগে ॥ ৩৯
 ত্রিয়তাক্ষ বরঃ পার্থ কিমস্মাতোহতিকাজ্জসি ।
 এবংগতে মহারাজ ন তবাস্তি পরাজয়ঃ ॥ ৪০
 অর্থস্ত পুরুষো দাসো দাসস্তুর্থো ন কস্তচিৎ ।
 ইতি সত্যং মহারাজ বন্ধোহস্ম্যর্থেন কোরবৈঃ ॥ ৪১
 অতস্ত্বাং ক্লীববদ্ ব্যাক্যং ব্রবীমি কুরুনন্দন ।
 ভূতোহস্ম্যর্থেন কোরব্য যুদ্ধাদশ্রয়ং কিমিচ্ছসি ॥ ৪২

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মন্ত্রয়স্ব মহাবাহো হিতৈষী মম নিত্যশঃ ।
 যুধ্যস্ব কোরবস্তার্থে মমৈষ সত্যতঃ বরঃ ॥ ৪৩

ভীষ্ম বলিলেন,—পৃথিবীপতে ভরতবংশভূষণ মহারাজ ! যদি এই যুদ্ধের সময় তুমি এইভাবে আমার নিকট না আসিতে, তবে আমি তোমাকে পরাজিত হইবার জন্য অভিলাষ প্রদান করিতাম ॥ ৩৮

পাণ্ডুনন্দন ! পুত্র ! আমি এখন প্রসন্ন হইয়াছি এবং তোমাকে আজ্ঞাপ্রদান করিতেছি,—তুমি যুদ্ধ কর এবং বিজয়ী হও । ইহা ব্যতীত, তোমার আরও যাহা অভিলাষ আছে, তাহাও তুমি এই যুদ্ধ-ভূমিতে লাভ কর ॥ ৩৯

পার্ব ! বর প্রার্থনা কর । তুমি আমার নিকট হইতে কি চাও ? মহারাজ ! এরূপ অবস্থায় তোমার পরাজয় হইবে না ॥ ৪০

মহারাজ ! মাহুষ অর্থের দাস, অর্থ কিন্তু কাহারও দাস নহে । এই কথাই স্বার্থ সত্য । আমি কোরবগণের দ্বারা অর্থ বদ্ধ হইয়াছি ॥ ৪১

কুরুনন্দন ! সেইজন্য আজ আমি তোমার সম্মুখে নপুংসকের জ্ঞান (দীনতাপূর্ণ) ব্যক্তি বলিতেছি । কুরুকুলভূষণ ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ধনের দ্বারা আমাকে ভরণ-পোষণ করিয়াছে ; সেইজন্য (তোমার পক্ষাবলম্বী হইয়া) তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা ব্যতীত অন্য কি প্রার্থনা করিতে চাহিতেছে, তাহা বল ॥ ৪২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহো ! আপনি সর্বদা আমার হিতকামী হইয়া পরামর্শ প্রদান করুন এবং দুর্ধ্যোধনের জন্য যুদ্ধ

ভীষ্ম উবাচ ।

রাজন্ কিমত্র সাহ্যং তে করোমি কুরুনন্দন ।
 কামং যোংস্তে পরস্তার্থে ক্রহি যৎ তে বিবক্ষিতম্ ॥ ৪৪

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কথং জয়েয়ং সংগ্রামে ভবন্তমপরাজিতম্ ।
 এতন্মে মন্ত্রয় হিতং যদি জ্ঞেয়ঃ প্রপশ্যসি ॥ ৪৫

ভীষ্ম উবাচ ।

নৈনং পশ্যামি কোন্তেয় যো মাং যুধ্যস্তমাহবে ।
 বিজয়েত পুমান্ কশ্চিৎ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ ॥ ৪৬

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ইন্ত পৃচ্ছামি তস্মাৎ স্বাং পিতামহ নমোহস্ত তে ।
 বধোপায়ং ব্রবীহি স্বমাক্ষনঃ সমরে পঠৈঃ ॥ ৪৭

ভীষ্ম উবাচ ।

ন স্য তং তাত পশ্যামি সমরে যো জয়েত মাম্ ।
 ন তাবন্মৃত্যুকালোহপি পুনরাগমনং কুরু ॥ ৪৮

করুন । আমি এই বর সদা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ কুরুনন্দন ! আমি তোমার কি সহায়তা করিব ? যুদ্ধ ত' আমি ইচ্ছা করিয়া তোমার শত্রুর পক্ষেই করিব, অতএব তুমি বল, কি বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছ ? ৪৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! আপনি ত' যুদ্ধে সর্বদা অপরাজিতই থাকেন, হুতরাং আমি যুদ্ধে আপনাকে কিরূপে পরাজিত করিব ? যদি আপনি আমার কল্যাণ দেখিয়া থাকেন এবং চিন্তা করেন, তবে আপনি আমাকে আমার হিতকর পরামর্শদান করুন ॥ ৪৫

ভীষ্ম বলিলেন,—কুন্তীনন্দন ! আমি এরূপ কোন বীরকেই দেখিতে পাইতেছি না, যে যুদ্ধ-নিরত আমাকে পরাজিত করিতে পারিবে । যুদ্ধকালে কোন ব্যক্তিই, এমন কি সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও আমাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ৪৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! আপনাকে নমস্কার । সেইজন্যই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে যুদ্ধে শত্রুগণদ্বারা আপনায় বধের উপায় বলুন ॥ ৪৭

ভীষ্ম বলিলেন,—বৎস ! যে ব্যক্তি যুদ্ধে আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন, এরূপ কোন বীরকে আমি দেখিতেছি না । এখন আমার মৃত্যুর সময়ও আসে নাই, অতএব এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য অন্য কোন একদিন তুমি পুনরায় আসিও ॥ ৪৮

সজয় উবাচ ।

ততো যুধিষ্ঠিরো বাক্যং ভীষ্মস্ত কুরুনন্দন ।
শিরসা প্রেতিজগ্রাহ ভূয়ন্তমভিবাণ্ড চ ॥ ৪৯
প্রায়াং পুনর্মহাবাহুরাচার্য্যাস্ত রথং প্রেতি ।
পশ্চতাং সর্বসৈন্তানাং মথেন ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ৫০
স জ্রোণমভিবাণ্ডাথ কৃষা চাভিপ্রদক্ষিণম্ ।
উবাচ রাজা দুর্ধর্ষমাশ্বনিঃশ্রেয়সং বচঃ ॥ ৫১
আমন্ত্রয়েৎ বাং ভগবন্ যোৎস্যো বিগতকল্মষঃ ।
কথং জয়ে রিণুন্ সর্ধানমুত্তাতত্তয়া দ্বিজ ॥ ৫২

জ্রোণ উবাচ ।

যদি মাং নাভিগচ্ছেথা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ।
শপেয়ং বাং মহারাজ পরাভাবায় সর্বধঃ ॥ ৫৩
তদ্ যুধিষ্ঠির তুষ্টৌহস্মি পূজিতশ্চ স্বয়ানঘ ।
অমুজানামি যুধ্যস্ব বিজয়ং সমবাপ্নুহি ॥ ৫৪
করবাণি চ তে কামং ক্রহি স্বমভিকাজ্জিতম্ ।

সজয় বলিলেন,—কুরুনন্দন! তদনন্তর মহাবাহু যুধিষ্ঠির ভীষ্মের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন এবং পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জ্রোণাচার্য্যের রথের দিকে গমন করিলেন । সমস্ত সৈন্য দেখিতে লাগিলেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া জ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ করত দুর্ধর্ষ বীরচূড়ামণি জ্রোণাচার্য্যকে নিজের হিতকর বাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৯-৫১

ভগবন্! আমি পরামর্শ প্রার্থনা করিতেছি যে, কি উপায়ে আপনার সহিত নিরপরাধ হইয়া যুদ্ধ করিব? আপনার আজ্ঞায় আমি সকল শত্রুগণকে কিরূপে জয় করিব? ৫২

জ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—মহারাজ! যদি যুদ্ধের নিশ্চয় করিয়া লইবার পর তুমি আমার নিকট না আসিতে, তবে আমি তোমাকে সর্বপ্রকারে পরাজিত হইবার জন্য অভিলাষ প্রদান করিতাম ॥ ৫৩

নিশাপ যুধিষ্ঠির! আমি তোমার উপর প্রেম হইয়াছি । তুমি আমার উপর অভিলাষ সমান প্রদর্শন করিয়াছ । আমি তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, তুমি যুদ্ধ কর এবং বিজয় লাভ কর ॥ ৫৪

মহারাজ! আমি তোমার কামনা পূর্ণ করিব । তোমার অন্তর্ভুক্ত মনোরথ কি? বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি তোমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ ত' আর করিতে পারি না । হতরায় উহা

এবংগতে মহারাজ যুদ্ধাদম্ভ্যং কিমিচ্ছসি ॥ ৫৫

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসত্বার্থো ন কস্যাচিৎ ।

ইতি সত্যং মহারাজ যুদ্ধোহস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ ৫৬

ত্রবীম্যেতৎ ক্লীববৎ বাং যুধ্যাদম্ভ্যং কিমিচ্ছসি ।

যোৎস্যেহং কৌরবস্যার্থে তবাস্যাস্যো জয়ো ময়া ॥ ৫৭

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

জয়মাশাস্ব মে ব্রহ্মন্ মন্ত্রয়স্ব চ মজ্জিতম্ ।

যুদ্ধাস্ব কৌরবস্যার্থে বর এব বৃত্তো ময়া ॥ ৫৮

জ্রোণ উবাচ ।

ক্রবন্তে বিজয়ো রাজন্ যস্য মন্ত্রী হরিস্তব ।

অহং স্বামভিজানামি রণে শক্রন্ বিমোক্ষ্যাসে ॥ ৫৯

যতো ধর্মস্ততঃ কৃকো যতঃ কৃকস্ততো জয়ঃ ।

যুধ্যস্ব গচ্ছ কোন্তেয় পৃচ্ছ মাং কিং ত্রবীমি তে ॥ ৬০

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

পৃচ্ছামি বাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৃণু যম্মেহভিকাজ্জিতম্ ।

কথং জয়েয়ং সংগ্রামে ভবন্তমপরাজিতম্ ॥ ৬১

ব্যতীত তুমি অন্ত কি আকাঙ্ক্ষা করিতেছ? ৫৫

মাত্ৰয অর্থের দাস, অর্থ কিন্তু কাহারও দাস নহে । মহারাজ! ইহাই প্রকৃত সত্য । আমি কৌরবগণের দ্বারা সেই অর্থে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি ॥ ৫৬

সেই কারণে আজ নপুংসকের দ্বায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তুমি যুদ্ধ ব্যতীত আমার নিকট হইতে অন্ত কি কামনা করিতেছ? আমি দুর্ধ্যোধনের হইয়া যুদ্ধ করিব, কিন্তু তোমার অন্ত আমি জয় প্রার্থনা করিব ॥ ৫৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি আমার বিজয়কামনা করুন এবং আমার হিতের অন্ত পরামর্শদান করুন, পরন্তু দুর্ধ্যোধনের হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকুন । এই বর আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৫৮

জ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—রাজন্! তোমার বিজয় ত' নিশ্চিতই হইবে; কারণ, সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমার মন্ত্রী । আমি আজ্ঞা দিতেছি যে, তুমি যুদ্ধে শত্রুদিগের প্রাণ হরণ করিবে ॥ ৫৯

যেখানে ধর্ম, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ; আর যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেইখানে জয় । কুন্তীনন্দন! তুমি যাও, যুদ্ধ কর । আরও যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তবে বল, আমি তোমাকে কি উত্তর দিব? ৬০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি । আপনি আমার মনোবাহিত প্রশ্ন শ্রবণ

দ্রোণ উবাচ ।

ন তেহস্তি বিজয়স্তাবদ্ যুধ্যামাহং রণে ।

মমাপ্ত নিধনে রাজন্ যতস্য সহ সোদরৈঃ ॥ ৬২

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

হস্ত তস্মান্নহাবাহো বধোপায়ং বদাশ্বনঃ ।

আচার্য্য প্রণিপত্যৈষ পৃচ্ছামি ত্বাং নমোহস্ত তে ॥ ৬৩

দ্রোণ উবাচ ।

ন শত্রুং তাত পশ্যামি যো মাং হস্তাদ্ রথে স্থিতম্ ।

যুধ্যমানং স্নসংরক্তং শরবধৌঘবর্ষণম্ ॥ ৬৪

ঋতে প্রায়গত্যং রাজন্ হস্তশস্ত্রমচেতনম্ ।

হস্তান্মাং যুধি যোধানাং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৬৫

শস্ত্রং চাহং রণে জহ্যামি তু মহদপ্রিয়ম্ ।

ঐন্দ্রৈয়বাক্য্যং পুরুষাদেতং সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ৬৬

করুন। আপনি যুদ্ধে সর্ব্বদা অপরাজিত, সুতরাং আপনাকে আমি কিভাবে জয় করিব ? ৬১

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—রাজন্! আমি যে পর্য্যন্ত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিব, সে পর্য্যন্ত তোমাদের জয়লাভ হইবে না। তুমি স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত একপুত্র প্রচেষ্টা কর, যাহাতে অতি সত্ত্বর আমার মৃত্যু হয় ॥ ৬২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহু আচার্য্য! সেইজন্ত আপনি আপনার বধের উপায় আমাকে বলুন। আপনাকে নমস্কার। আমি আপনার চরণে প্রণাম করিয়া এই প্রশ্ন করিতেছি ॥ ৬৩

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—রাজন্! যখন আমি রথে উপবেশন করত কুপিত হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধ করিব, তখন যে ব্যক্তি আমাকে বধ করিতে পারিবে, একপুত্র কোন শত্রুকেই আমি দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৬৪

রাজন্! যখন আমি অস্ত্র ত্যাগ করত অচেতন হইয়া আমার গণ অনশনের জন্ত উপবিষ্ট হইব, একপুত্র অবস্থা ব্যতীত অস্ত্র কোন সময়েই কেহ আমাকে বধ করিতে পারিবে না। এতাদৃশ এক বিশেষ অবস্থায় কোন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আমাকে নিহত করিতে পারিবে। ইহা আমি তোমাকে সত্য কথা বলিয়া দিলাম ॥ ৬৫

যদি আমি কোন বিশ্বাসযোগ্য পুরুষের নিকট হইতে যুদ্ধস্থলে কোন অভ্যস্ত অপ্রিয় সংবাদ শুনিতে পাই, তবে অস্ত্র পরিত্যাগ করিব। আমি তোমাকে এই সত্য সমাচার বলিলাম ॥ ৬৬

সঞ্জয় উবাচ ।

এতচ্ছ্রদ্ধা মহারাজ ভারদ্বাজস্ত ধীমতঃ ।

অনুমাত্ত তমাচার্য্যং প্রায়াক্ষারদ্বতং প্রীতি ॥ ৬৭

সোহভিবাণ্ড কৃপং রাজা কৃৎস্না চাপি প্রদক্ষিণম্ ।

উবাচ দুর্ধর্ষতমং বাক্যং বাক্যবিদাং বরঃ ॥ ৬৮

অনুমানয়ে ত্বাং যোংস্তেহহং গুরো বিগতকল্মষঃ ।

জয়েয়ঞ্চ রিপূন্ সর্বাননুজ্ঞাতস্ত্রয়ানঘ ॥ ৬৯

কৃপ উবাচ ।

যদি মাং নাভিগচ্ছেথা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ।

শপেয়ং ত্বাং মহারাজ পরাভাবায় সর্ব্বশঃ ॥ ৭০

অর্থস্ত পুরুষো দাসো দাসস্তর্থো ন কস্তচিৎ ।

ইতি সত্যং মহারাজ বন্ধোহস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ ৭১

তেষামর্থো মহারাজ যোদ্ধব্যমিতি মে মতিঃ ।

অতস্ত্বাং ক্রীববদ্ ক্রয়াং যুদ্ধাদন্যং কিমিচ্ছসি ॥ ৭২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! পরম বুদ্ধিমান দ্রোণাচার্য্যের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে সম্মান করত রাজা যুধিষ্ঠির রূপাচার্য্যের নিকট গমন করিলেন ॥ ৬৭

তাঁহাকে নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণ করিবার পর বাক্যবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির দুর্ধর্ষ বীর রূপাচার্য্যকে বলিলেন ॥ ৬৮

নিষ্পাপ গুরুদেব! আমি যাহাতে নিরপরাধ হইয়া আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে পারি, তাহার জন্ত আপনার অমুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আপনার আদেশ পাইলে আমি সমস্ত শত্রুগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিব ॥ ৬৯

রূপাচার্য্য বলিলেন,—মহারাজ যদি যুদ্ধ করিবার জন্ত স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া আমার নিকট তুমি না আসিতে, তবে আমি যাহাতে তোমার সর্ব্বপ্রকারে পরাজয় হয়, তাহার জন্ত শাপদান করিতাম ॥ ৭০

পুরুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কাহারও দাস নহে। মহারাজ! ইহা অতি সত্য কথা। সেইজন্ত আমি কৌরবদিগের দ্বারা অর্থ আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি ॥ ৭১

মহারাজ! অতএব আমি বিবেচনা করত স্থির করিয়াছি যে, আমি কৌরবগণের হইয়াই যুদ্ধ করিব; সেইজন্ত আজ নপুংসকের স্থায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—যুদ্ধবিষয়ক সহ-বোগিতা ছাড়া তুমি অস্ত্র আর কিছু আমার কি কামনা করিতেছ ? ৭২

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

হস্ত পৃচ্ছামি তে তস্মাদাচার্য্য শৃণু মে বচঃ ।
ইত্যাঙ্কু বাখিতো রাজা নোবাচ গতচেতনঃ ॥ ৭৩

সঞ্জয় উবাচ ।

তং গোতমঃ প্রত্নাবাচ বিজ্ঞায়ন্ত বিবক্ষিতম্ ।
অবধোহহং মহীপাল যুধ্যস্ব জয়মাগ্নুহি ॥ ৭৪
শ্রীতস্তেহভিগমেনাহং জয়ং তব নরাধিপ ।
আশাসিত্যে সদোথায় সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৭৫
এতচ্ছ্রুত্ব মহারাজ গোতমস্ত বিশাম্পতে ।
অনুমান্য কৃপং রাজা প্রযযৌ যেন মদ্ররাট্ ॥ ৭৬
স শলামভিবাগ্নাথ কৃতা চাভিপ্রদক্ষিণম্ ।
উবাচ রাজা দুর্ধ্বমাস্ত্রনিঃশ্রেয়সং বচঃ ॥ ৭৭
অনুমানয়ে স্বাং দুর্ধ্ব যোংস্ত্রে বিগতকল্মষঃ ।
জয়েয়ং হু পরান্ রাজস্নগ্নস্তাতস্তয়া রিপূন ॥ ৭৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আচার্য্য! এইজন্ত এখন আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন। এই কথা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ব্যথিত হইলেন এবং তখন যেন তাঁহার চেতনা লুপ্ত হইল ও তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ৭৩

সঞ্জয় বলিলেন,—মহীপাল! কৃপাচার্য্য সেই সময় বুঝিতে পারিলেন যে, যুধিষ্ঠির কি বলিতে চাহে; তাই তিনি তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—রাজন্! আমি অবধ্য। যাও, যুদ্ধ কর এবং বিজয়প্রাপ্ত হও ॥ ৭৪

নরনাথ! তোমার এই আগমনে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, অতএব আমি প্রত্যহ প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া তোমার বিজয়ের জন্ত শুভ কামনা করিব, এই সত্য কথা আমি তোমাকে বলিলাম ॥ ৭৫

মহারাজ প্রজ্ঞানাত। কৃপাচার্য্যের এই কথা শুনিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার অজ্ঞানগ্রহণ করত যেখানে মদ্ররাজ শল্য আছেন, সেই দিকে চলিলেন ॥ ৭৬

দুর্ধ্ব বীর শল্যকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে পরিক্রমা করিবার পর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিজের হিতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৭৭

দুর্ধ্ব বীর! আমি নির্দোষ হইয়া বাহাতে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে পারি, সেই জন্ত আমি আপনার অহুমতি চাহিতেছি। বাজন্! আপনার আজ্ঞা পাইলে আমি সকল শক্রদিগকে যুদ্ধে

শল্য উবাচ ।

যদি মাং নাধিগচ্ছেথা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ।
শপেয়ং স্বাং মহারাজ পরাভাবায় বৈ রণে ॥ ৭৯
তুষ্টোহস্মি পূজিতশ্চাস্মি যং কাক্কসি তদন্ত তে ।
অনুজ্ঞানামি চৈব স্বাং যুধ্যস্ব জয়মাগ্নুহি ॥ ৮০
ক্রুহি চৈব পরং বীর কেনার্থঃ কিং দদামি তে ।
এবংগতে মহারাজ যুদ্ধাদন্ত্যং কিমিচ্ছসি ॥ ৮১
অর্থস্ত পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্তচিৎ ।
ইতি সত্যং মহারাজ বন্ধোহস্ম্যর্থেন কোরবৈঃ ॥ ৮২
করিষ্যামি তি তে কামং ভাগিনেয় যথোপ্সিতম্ ।
ব্রবীম্যতঃ ক্রীবৎ স্বাং যুদ্ধাদন্ত্যং কিমিচ্ছসি ॥ ৮৩

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মহ্নয়স্ব মহারাজ নিতাং মদ্বিতমুত্তমম্ ।
কামং যুধ্য পরস্তার্থে বরমেতং বৃণোমাহম্ ॥ ৮৪

জয় করিতে পারিব ॥ ৭৮

শল্য বলিলেন,—মহারাজ! যুদ্ধের জন্ত স্থির সঙ্কল্প করিবার পর যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে, তবে আমি যুদ্ধে পরাজিত হইবার জন্ত তোমাকে অভিশাপদান করিতাম ॥ ৭৯

আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমায় অতিশয় সম্মান করিয়াছ। তুমি বাহা কামনা করিতেছ, তোমার তাহা পূর্ণ হউক। আমি তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, তুমি যুদ্ধ কর এবং বিজয়প্রাপ্ত হও ॥ ৮০

বীর! তুমি আরও কিছু বল, কিরূপে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে? আমি তোমাকে কি দান করিব? মহারাজ! এরূপ পরিস্থিতিতে যুদ্ধের সহযোগিতা ছাড়া আর কি তুমি আমার নিকট আশা করিতেছ? ৮১

পুরুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কাহারও দাস নহে। মহারাজ! ইহা সত্য কথা। আমি কোরবগণের দ্বারা অর্থ বদ্ধ হইয়াছি ॥ ৮২

এইজন্ত আমি তোমাকে নপুংসকের ন্যায় বলিতেছি। বল, তুমি যুদ্ধবিষয়ক সহযোগিতা ব্যতীত অন্য আর কি আমার নিকট কামনা করিতেছ? ভাগিনেয়! আমি তোমার অতীত মনোরথ পূর্ণ করিব ॥ ৮৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহারাজ! আমি আপনার নিকট এই বরপ্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রতিদিন আমাকে উত্তম হিতকর পরামর্শ প্রদান করিবেন। বীর ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ আপনি অন্তের হইয়া করুন ॥ ৮৪

শল্য উবাচ ।

কিমত্র ক্রাতি সাহ্যং তে করোমি নৃপসন্তম ।

কামং যোৎস্যো পরস্যার্থে বন্ধোহস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥৮৫

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

স এব মে বরঃ শল্য উত্তোঙ্গে যন্তুয়া কৃতঃ ।

সূতপুত্রস্ত সংগ্রামে কার্য্যস্তেজোবধন্তুয়া ॥ ৮৬

(যাং হি যোক্ষ্যতি সূতস্তে সূতপুত্রস্ত মাতুলং ।

দুর্য্যোধনো রণে শূরমিতি মে নৈষ্ঠিকী মতিঃ)

শল্য উবাচ ।

সম্পৎস্যতোষ তে কামঃ কুন্তীপুত্র যিথেপ্তিতম্ ।

গচ্ছ যুধ্যস্ব বিশ্রবঃ প্রতিজ্ঞানে বচন্তব ॥ ৮৭

সঞ্জয় উবাচ ।

অনুমাত্যাহ কোন্তেয়ো মাতুলং মদ্রকেশ্বরম্ ।

নির্জগাম মহাসৈন্যাদ্ ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৮৮

বাসুদেবস্ত রাধেয়মাহবেহভিজগাম বৈ ।

শল্য বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! বল, এ বিষয়ে আমি তোমার কি সহায়তা করিব? কৌরবগণের অর্থে আমি বাধা আছি; হুতরাং আমি নিজের ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ ত তোমার বিপক্ষের হইয়াই করিব ॥ ৮৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মামা! যখন যুদ্ধের জন্ত উত্তোঙ্গ চলিতেছে, তখন আপনি আমাকে যে বর দিয়াছিলেন, সেই বর আজও আমার পক্ষে আবশ্যক। যে সময় সূতপুত্র কর্ণের সহিত আমাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, সেই সময় আপনি তাহার উৎসাহপূর্ণ প্রত্যাপন করিয়া দিবেন ॥ ৮৬

(মামা! আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, তখনকার সেই কর্ণার্জুনের যুদ্ধে দুর্যোধন নিশ্চয়ই আপনার ত্রায় পরাক্রমশালী বীরকে অবশ্যই সূতপুত্র কর্ণের সারথিকর্ম্ম করিবার করিবার জন্ত নিযুক্ত করিবেন ।)

শল্য বলিলেন,—কুন্তীপুত্র! তোমার এই অভীষ্ট মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হইবে। যাও, নিশ্চিন্ত হইয়া যুদ্ধ কর। আমি তোমার বাক্য পালন করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞা করিলাম ॥ ৮৭

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন! এইরূপে নিজের মামা মদ্ররাজ শল্যের অল্পমতি লইয়া ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেই বিশাল সৈন্তবাহিনী হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৮৮

এই সময় ভগবান্ ক্রীকৃষ্ণ সেই যুদ্ধস্থলে রাধানন্দন কর্ণের নিকট গমন করিলেন। সেখানে ঘাইয়া গদাগ্রজ ক্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব-

তত এনমুবাচেদং পাণ্ডবার্ধে গদাগ্রজঃ ॥ ৮৯

ক্রতং মে কর্ণ ভীষ্মস্য দ্বেবাং কিল ন যোৎস্যতে ।

অস্মান্ বরয় রাধেয় যাবদ্ ভীষ্মো ন হন্ততে ॥ ৯০

হতে তু ভীষ্মে রাধেয় পুনরেত্যসি সংযুগম্ ।

ধার্তরাষ্ট্রস্য সাহায্যং যদি পশ্যসি চেৎ সমম্ ॥ ৯১

কর্ণ উবাচ ।

ন বিপ্রিয়ং করিষ্যামি ধার্তরাষ্ট্রস্য কেশব ।

তাস্তপ্রাণং হি মাং বিদ্ধি দুর্য্যোধনহিতৈষণম্ ॥ ৯২

সঞ্জয় উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং কৃষ্ণঃ সংশ্রবর্তত ভারত ।

যুধিষ্ঠিরপুরোগৈশ্চ পাণ্ডবৈঃ সহ সঙ্গতঃ ॥ ৯৩

অথ সৈন্যস্য মধ্যে তু প্রাক্রোশং পাণ্ডবাগ্রজঃ ।

যোহস্মান্ বৃণোতি তমহং বরয়ে সাহাকারণাৎ ॥ ৯৪

অথ তান্ সমভিপ্রেক্ষ্য যুযুৎসুরিদমব্রবীৎ ।

শ্রীতাত্মা ধর্ম্মরাজানং কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৯৫

গণের হিতের জন্ত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৮৯

কর্ণ! আমি শুনিয়াছি যে, তুমি ভীষ্মের সহিত দ্বেষবশতঃ যুদ্ধ করিবে না। রাধানন্দন! এরূপ পরিস্থিতিতে যতকাল না ভীষ্ম নিহত হন, ততকাল তুমি আমাদের পক্ষ গ্রহণ কর ॥ ৯০

রাধানন্দন! যখন ভীষ্ম নিহত হইবেন, সেই সময় তুমি যদি বৃষ্ণিয়ার্থক, তবে পুনরায় দুর্যোধনের সহায়তার জন্ত চলিয়া আসিবে ॥ ৯১

কর্ণ বলিলেন,—কেশব! আপনার জানা উচিত যে, আমি দুর্যোধনের একজন হিতৈষী। প্রয়োজন হইলে তাহার জন্ত আমি স্বীয় প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া দিব, তথাপি তাঁহার অপ্রিয় আমি কখনই করিতে পারিব না ॥ ৯২

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত! কর্ণের এই কথা শুনিয়া ক্রীকৃষ্ণ কিরিয়া আসিলেন এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলেন ॥ ৯৩

তদনন্তর জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির সৈন্তগণের মধ্যে লণ্ডাহমান হইয়া তারশ্বরে বলিলেন—যদি কোন বীর সহায়তার জন্ত আমাদের পক্ষ গ্রহণ করেন, তবে আমিও তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইব ॥ ৯৪

সেই সময় আপনার পুত্র যুযুৎসু পাণ্ডবগণের অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীতচিত্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন ॥ ৯৫

অহং যোৎস্যামি ভবতঃ সংযুগে ধৃতরাষ্ট্রজান্ ।
 যুদ্ধদৰ্শং মহারাজ যদি মাং বৃণুযেহনঘ ॥ ১৬
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।
 এহেহি সৰ্বে যোৎস্যামস্তব ভ্রাতৃনপণ্ডিতান্ ।
 যুযুৎসো বাসুদেবশ্চ বয়ঞ্চ ক্রম সৰ্বশঃ ॥ ১৭
 বৃণোমি হ্যং মহাবাহো যুধ্যস্ব মম কারণাং ।
 হ্যয়ি পিণ্ডশ্চ তন্তুশ্চ ধৃতরাষ্ট্রস্য দৃশ্যতে ॥ ১৮
 ভজস্বাস্মান্ রাজপুত্র ভজমানান্ মহাত্ম্যতে ।
 ন ভবিষ্যতি ছবুন্ধিধার্ত্তরাষ্ট্রোহত্যমৰ্ষণঃ ॥ ১৯
 সঞ্জয় উবাচ ।

ততো যুযুৎসুঃ কৌরব্যান্ পরিত্যজ্য স্তুতাংস্তব ।
 (স সত্যমিতি মথানো যুধিষ্ঠিরবচস্তদা)
 জগাম পাণ্ডুপুত্রাণাং সেনাং বিশ্রাব্য হৃদুভিম্ ॥ ১০০
 (অবসদ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য কুৎসয়ন্ কৰ্ম হৃক্ষতম্ ।
 সেনামধ্যে হি তৈঃ সাকং যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥)

নিষ্পাপ মহারাজ! যদি আপনি আমাকে গ্রহণ করেন, তবে আমি, এই যুদ্ধে আপনাদের হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সহিত সংগ্রাম করিব ॥ ১৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যুযুৎসু! তুমি এস, এস। আমরা সকলে মিলিত হইয়া তোমার এই মূৰ্খ ভ্রাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিব। এই কথা আমরা ও বাসুদেব সকলেই বলিতেছি ॥ ১৭

মহাবাহো! আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম। তুমি আমার জগ্ন যুদ্ধ কর। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বংশপরম্পরা ও পিণ্ডোদক ক্রিয়া (শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি) তোমাকে অবলম্বন করিয়াই থাকিবে দেখিতেছি ॥ ১৮

মহাতেজস্বী রাজকুমার! আমরা তোমাকে নিজের করিয়া লইলাম। তুমিও আমাদের সাক্ষ্য কর। অত্যন্ত ক্রোধী হৃষীকেশ হৃষ্যধন এখন আর এ সংসারে জীবিত থাকিবে না ॥ ১৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন! তদনন্তর যুযুৎসু যুধিষ্ঠিরের কথা সত্য মনে করিয়া আপনার সকল পুত্রকে ত্যাগ করত ভজ্ঞান করিতে করিতে পাণ্ডবগণের সৈন্যমধ্যে চলিয়া বাইলেন ॥ ১০০

(তিনি তখন হৃষ্যধনের পাপকণ্ঠের নিন্দা করিতে করিতে যুদ্ধের নিশ্চয় করত পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহাদেরই সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।)

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা সশস্ত্রস্তঃ সহানুজঃ ।
 জগ্রাহ কবচং ভূয়ো দীপ্তিমং কনকোজ্জ্বলম্ ॥ ১০১
 প্রত্যপত্তস্ত তে সৰ্বে স্বরথান্ পুরুষৰ্ষভাঃ ।
 ততো ব্যাহং যথাপূৰ্বং প্রত্যব্যাহস্ত তে পুনঃ ॥ ১০২
 অবাদয়ন্ হৃদুভীংশ্চ শতশশ্চৈব পুঙ্করান্ ।
 সিংহনাদাংশ্চ বিবিধান্ বিনেহুঃ পুরুষৰ্ষভাঃ ॥ ১০৩
 রথস্থান্ পুরুষব্যাহ্রান্ পাণ্ডবান্ প্রেক্ষ্য পার্থিবাঃ ।
 ধৃষ্টদ্যুন্নাদয়ঃ সৰ্বে পুনর্জহ্মবিরে তদা ॥ ১০৪
 গৌরবং পাণ্ডুপুত্রাণাং মান্তান্ মানয়তাক্ত তান্ ।
 দৃষ্ট্বা মহীক্ষিতস্তত্র পূজয়াক্তকিরে ভূশম্ ॥ ১০৫
 সৌহৃদঞ্চ কৃপাং চৈব প্রাপ্তকালং মহাত্মনাম্ ।
 দয়াঞ্চ জ্ঞাতীষু পরাং কথয়াক্তকিরে নৃপাঃ ॥ ১০৬
 সাধু সাধ্বিতি সৰ্বত্র নিশ্চেকঃ স্তুতিসংহিতাঃ ।
 বাচঃ পুণ্যাঃ কীর্ত্তিমতাং মনোহৃদয়হৰ্ষণাঃ ॥ ১০৭

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত অত্যন্ত প্রশ্ন হইয়া স্বর্ণ নিষ্মিত চাকচিক্যময় কবচধারণ করিলেন ॥ ১০১

তারপর এইসব শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ নিজ নিজ রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পুনরায় শত্রুদিগকে রুদ্ধ করিবার জগ্ন পূর্বের প্রায় নিজ সৈন্যবাহিনীর ব্যূহ রচনা করিলেন ॥ ১০২

সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ শত শত হৃদুভি ও নাগাড়া ব্যাহ্রীতে লাগিলেন এবং নানাবিধ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১০৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে পুনরায় রথে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যু প্রভৃতি ভূপতিবৃন্দ হুট হইলেন ॥ ১০৪

মাননীয় পুরুষগণের সম্মানকারী পাণ্ডবদিগের সেই গৌরব দেখিয়া সমস্ত মহীপতিগণই তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১০৫

তখন নৃপগণ মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সৌহৃদ্য, কৃপা, সময়োচিত কর্তব্যপালন এবং জ্ঞাতীবৃন্দের প্রতি অতিশয় দয়া—এই সব আলোচনা করিতে থাকিলেন ॥ ১০৬

বশস্বী পাণ্ডবগণের জগ্ন সৰ্বদিক্ হইতে তাঁহাদের স্তুতিমূলক ও প্রশংসাপূর্ণ “সাধু সাধু” এই কথা বহির্গত হইতে লাগিল। তাঁহারা এরূপ পবিত্র বহু বাক্য শুনিতে থাকিলেন যে, বাহা মন ও হৃদয়ের হর্ষবর্দ্ধন করিয়া থাকে ॥ ১০৭

স্নেচ্ছাচ্চাৰ্য্যাশ্চ যে তত্র দদৃশুঃ শুক্রবৃন্তথা ।

বৃন্তং তৎ পাণ্ডুপুত্রাণাং রুরুত্বস্তে সগদগদাঃ ॥ ১০৮

ততো জম্বুমহাভেরীঃ শতশশ্চ সহস্রশঃ ।

শঙ্খাশ্চ গোক্ষীরনিভান্ দধুর্হৃষ্টা মনশ্বিনঃ ॥ ১০৯

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যঃ

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মাদিসম্মাননে

ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

সেখানে যে যে স্নেচ্ছ ও আর্য্যগণ পাণ্ডবদিগের সেই ব্যাপার দেখিলেন ও শুনিলেন, তাঁহারা সকলেই গদগদ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৮

তদনন্তর হৃষ্ট মনসী পুরুষগণ শত শত ও সহস্র সহস্র অতি বৃহৎ বৃহৎ ভেরী ও গোদুগ্ধতুল্য শ্বেতবর্ণ বহু শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন ॥ ১০৯

ক্রীময়হর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তগত ভীষ্মবধপর্বের ভীষ্মাদির সমাদর-

বিষয়ক ত্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

[কৌরব-পাণ্ডবানাং প্রথমদিনস্ত যুদ্ধারম্ভবর্ণনম্ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

এবং ব্যাঢ়েঘনীকেষু মামকেষিতরেষু চ ।

কে পূর্বং প্রাহরন্তত্র কুরবঃ পাণ্ডবা হু কিম্ ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ ।

ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজন্ পুত্রো দ্রুঘোধনস্তব ।

ভীষ্মং প্রমুখতঃ কৃষ্য প্রযয়ো সহ সেনয়া ॥ ২

তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বৈ ভীমসেনপুরোগমাঃ ।

ভীষ্মেণ যুদ্ধমিচ্ছন্তঃ প্রযয়ুর্হৃষ্টমানসঃ ॥ ৩

ক্ষেপাঃ কিলকিলাশকাঃ ক্রকচা গোবিষাণিকাঃ ।

ভেরীমৃদঙ্গমুরজা হয়কুঞ্জরনিঃস্বনাঃ ॥ ৪

উভয়োঃ সেনয়োহ্যাসংস্ততস্তেহস্মান্ সমাজবন্ ।

বয়ং তান্ প্রতিনদন্তুস্তদাসীৎ তুমুলং মহৎ ॥ ৫

মহাস্ত্যনীকানি মহাসমুচ্ছয়ে

সমাগমে পাণ্ডব-ধার্তরাষ্ট্রয়োঃ ।

চকম্পিরে শঙ্খ-মৃদঙ্গনিঃস্বনৈঃ

প্রকম্পিতানীব বনানি বায়ুনা ॥ ৬

নরেন্দ্র-নাগাশ্ব-রথাকুলানা-

মভাগতানামশিবে মুহূর্তে ।

বভূব ঘোষস্তুমুলশ্চমূনাং

বাতোদ্ধতানামিব সাগরাণাম্ ॥ ৭

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

[কৌরব-পাণ্ডবগণের প্রথম দিনের যুদ্ধ আরম্ভ বর্ণন ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! এইরূপে আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডবেরা নিজ নিজ সৈন্যদিগকে যখন বৃহাকারে স্থাপিত করিল, তখন সেখানে প্রথমে কাহারো প্রহার করিল, কৌরবেরা কিংবা পাণ্ডবেরা ? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভ্রাতৃগণের সহিত আপনার পুত্র দ্রুঘোধন ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২

এই প্রকার সমস্ত পাণ্ডবগণও ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় প্রসন্নমনে অগ্রগমন করিলেন ॥ ৩

তারপর সেই উভয়পক্ষের সৈন্য মধ্যে সিংহনাদ, কিলকিলাশক

ক্রকচ, নরসিংহ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও ঢোল প্রভৃতি বাজধ্বনি এবং অশ্ব ও হস্তিগণের গর্জনধ্বনি উত্থিত হইল। পাণ্ডব সৈন্যরা আমাদের আক্রমণ করিল এবং আমরাও বিকট গর্জন করিতে করিতে তাহাদের উপর ধাবিত হইলাম। এইভাবে তখন অতিশয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল ॥ ১-৫

ভীষণ মার-দাঙ্গাযুক্ত সেই মহাযুদ্ধে সম্মিলিত আপনার পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রচণ্ড বায়ুতে কম্পিত বনের দ্রায় শঙ্খ ও মৃদঙ্গের শব্দে কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ৬

নরপতি, হস্তী ও অশ্বগণে এবং রথসমূহে পূর্ণ উত্তরণক্ষের সৈন্যবৃন্দ সেই অমঙ্গলময় মুহূর্তে যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইল, তখন বায়ুতে উবেলিত সমুদ্রের দ্রায় তাহাদের ভয়ঙ্কর কোলাহল চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ৭

তস্মিন্ সমুখিতে শব্দে তুমুলে লোমহর্ষণে ।
 ভীমসেনো মহাবাহুঃ প্রাণদদ্ গোবৃষো যথা ॥ ৮
 শঙ্খ-চন্দ্রভিনির্ঘোষণং বারগানাকং বৃহিতম্ ।
 সিংহনাদকং সৈন্তানাং ভীমসেনরবোহভ্যভূৎ ॥ ৯
 হয়ানাং হ্রেষমাণানামনীকেষু সহস্রশঃ ।
 সর্ধানভ্যভবচ্ছকান্ ভীমস্যা নদতঃ স্বনঃ ॥ ১০
 তং শ্রদ্ধা নিনদং তস্মৈ সৈন্তাস্তব বিতত্রশুঃ ।
 জীমূতশ্চেব নদতঃ শক্রাশনিসমশ্বনম্ ॥ ১১
 বাহনানি চ সর্বাণি শক্রশৃঙ্গং প্রমুশ্রবুঃ ।
 শব্দেন তস্মৈ বীরস্মৈ সিংহশ্চেবেতরে মৃগাঃ ॥ ১২
 দর্শয়ন্ ঘোরমাশ্বানং মহাভ্রমিব নাদয়ন্ ।
 বিভীষয়ন্তব সূতান্ ভীমসেনঃ সমভ্যায়াৎ ॥ ১৩
 তমায়াস্তং মহেহাসং সোদর্য্যাঃ পর্য্যাবারয়ন্ ।
 ছাদয়ন্তুঃ শরভ্রাতৈর্মেষা ইব দিবাকরম্ ॥ ১৪
 দুৰ্য্যোধনশ্চ পুত্রস্তে দুর্মুখো দুঃশলঃ শলঃ ।

সেই রোমাঞ্চকারী ভয়ঙ্কর শব্দ উখিত হইলেই মহাবাহু
 ভীমসেন বুধভের স্তম্ভ গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৮

ভীমসেনের সেই গর্জন শঙ্খ ও চন্দ্রভির গন্তীর ধ্বনি,
 গজরাজগণের বৃহিত রব এবং অস্ত্রাশ্রয় সৈন্তাদিগের সিংহনাদকে
 দাবাইয়া দিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ৯

সেই সৈন্যগণ মধ্যে হাজার হাজার অশ্বের হ্রেষাধ্বনি
 হইতেছিল, কিন্তু ভীমসেনের সিংহনাদ সেই শব্দকেও দাবাইয়া
 দিয়া শুনা যাইতে লাগিল ॥ ১০

তিনি মেঘের সদৃশ গন্তীরস্বরে তর্জন-গর্জন করিতেছিলেন ।
 তাঁহার এই গর্জন ইন্দ্রের গজধ্বনিতুল্য ভয়ানক ছিল । তাঁহার
 এই সিংহনাদ শুনিয়া আপনার সমস্ত সৈন্যগণ ভীত হইয়া
 পড়িল ॥ ১১

যেদ্রুপ সিংহের শব্দ শুনিয়া অন্য বনজাত পশুরা ভীত হইয়া
 পড়ে, সেইরূপ বীর ভীমসেনের গর্জনে ভীত হইয়া কোরব
 সৈন্যের সমস্ত বাহনরা মল-মূত্রত্যাগ করিয়া ফেলিল ॥ ১২

মহামেঘের ন্যায় নিজের ভয়ঙ্কর রূপ দেখাইতে দেখাইতে,
 গর্জন করিতে করিতে এবং আপনার পুত্রগণকে ভয় প্রদর্শন
 করিতে করিতে ভীমসেন কোরবসৈন্যের উপর আক্রমণ
 করিলেন ॥ ১৩

মহাধর্ম্মের ভীমসেনকে আসিতে দেখিয়া দুৰ্য্যোধনের

দুঃশাসনশ্চাতিরথস্তথা দুর্মর্ষণো নৃপ ॥ ১৫
 বিবিশতিশ্চিহ্নসেনো বিকর্ণশ্চ মহারথঃ ।
 পুরুমিত্রো জয়ো ভোজঃ সৌমদন্তশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥ ১৬
 মহাচাপানি ধৃষন্তো মেঘা ইব সবিদ্র্যতঃ ।
 আদদানাশ্চ নারাতান্ নিমুক্তানীবিষোপমান্ ॥ ১৭
 (অগ্রতঃ পাণ্ডুসেনায়া হৃতিষ্ঠন্ পৃথিবীক্ষিতঃ)
 অথ তে দ্রৌপদীপুত্রাঃ সৌভদ্রশ্চ মহারথঃ ।
 নকুলঃ সহদেবশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ১৮
 ধার্তরাষ্ট্রান্ অতিযয়ুর্দয়ন্তুঃ শিঠৈঃ শরৈঃ ।
 বজ্রৈরিব মহাবেগৈঃ শিখরাণি ধরাভূতাম্ ॥ ১৯
 তস্মিন্ প্রথমসংগ্রামে ভীমজ্যাতলনিঃস্বনে ।
 তাবকানাং পরেষাকং নাসীৎ কশ্চিৎ পরাঙ্গমুখঃ ॥ ২০
 লাঘবং দ্রোণশিষ্টাণামপশ্যৎ ভরতর্ষভ ।
 নিমিস্তবেধিনাং চৈব শরাভ্যুৎসৃজতাং ভ্রশম্ ॥ ২১

প্রাতঃস্মের সহিত অন্যান্য বীরগণ মেঘ কড়ক শব্দকে আচ্ছাদন
 করার ন্যায় নিজ নিজ বাণশ্রেণীতে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিতে
 করিতে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ১৪

হে নৃপ! আপনার পুত্র দুৰ্য্যোধন, দুর্মুখ, দুঃশল, অতিরথ
 দুঃশাসন, দুর্মর্ষণ, বিবিশতি, চিহ্নসেন, মহারথ বিকর্ণ, পুরুমিত্র,
 জয়, ভোজ ও পরাক্রমশালী ভূরিপ্রভা—ইহারা সকলে নিজ নিজ
 বিশাল ধনুকে কাপাইতে কাপাইতে ও ধাবিত বিষধর
 সর্পের ন্যায় প্রতীয়মান বাণকে হাতে গ্রহণ করিয়া বিদ্র্যৎ
 প্রক্ষুরিত মেঘের সদৃশ প্রতীত হইতে লাগিলেন । এই সমস্ত
 ভূপালগণই পাণ্ডবসৈন্যের সমুখে (ভীমসেনকে ঘিরিয়া)
 দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ১৫-১৭

তারপর দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মহারথ অভিমত্যা, নকুল, সহদেব
 ও দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন—এই সব যোদ্ধারা বজ্রতুল্য মহাবেগশালী
 ভীক্ৰ বাণসমূহ দ্বারা পরকৃতসকলের শিখরশ্রেণীর স্তায় ধৃতরাষ্ট্রপুত্র-
 গণকে গীড়া দান করিতে করিতে তাঁহাদের উপর আক্রমণ
 করিলেন ॥ ১৮-১৯

সেই প্রথম সংগ্রামে যখন ভয়ানক ধনুষ্কার ও তালপ্রদান শব্দ
 হইতে লাগিল, তখন আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্তাদিগের কোন
 যোদ্ধাই যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইলেন না ॥ ২০

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় আমি দ্রোণাচাধ্যায় সেই শিখরগণের

নোপশাম্যতি নির্যোধো ধনুৰাং কুঞ্জতাং তথা ।
 বিনিশ্চেরুঃ শরা দীপ্তা জ্যোতীঃসীব নভস্তলাং ॥ ২২
 সৰ্বে স্বত্তে মহীপালাঃ প্রেক্ষকা ইব ভারত ।
 দদৃশুর্দর্শনীয়ং তং ভীমং জ্ঞাতিসমাগমম্ ॥ ২৩
 ততস্তে জ্ঞাতসংরজ্জাঃ পরস্পরকৃতাগসঃ ।
 অন্তোন্তস্পর্ধয়া রাজন্ ব্যাঘচ্ছন্ত মহারথাঃ ॥ ২৪
 কুরু-পাণ্ডবসেনে তে হস্তাশ্ব-রথসঙ্কলে ।
 শুশুভাতে রণেহতীব পটে চিত্রাপিতে ইব ॥ ২৫
 ততস্তে পার্থিবাঃ সৰ্বে প্রগৃহীতশরাসনাঃ ।
 সহসৈন্তাঃ সমাপেতুঃ পুত্রস্ত তব শাসনাং ॥ ২৬
 যুধিষ্ঠিরেণ চাদিষ্টাঃ পার্থিবাস্তে সহস্রশঃ ।

অস্ত্রচালনায় দক্ষতা দেখিলাম। তাঁহারা অতিশয় তীব্র গতিতে
 বাণ নিক্ষেপ করিতে ও লক্ষ্যবস্তুরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

সেখানে তখন টকারধনিপূর্ণ ধনুসমূহের শব্দ কখনও শাস্ত
 হইল না। আকাশে নক্ষত্রাবলির ন্যায় সেই সব ধনু হইতে
 প্রদীপ্ত বাণসমূহ অবিরত বাহির হইতে লাগিল ॥ ২২

হে ভারত ! অত্র সব ভূশক্তিগণ সেই জ্ঞাতিবর্গের ভয়ঙ্কর
 দর্শনীয় সংগ্রামকে দর্শকের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন ॥ ২৩

রাজন্ ! বাল্যাবস্থায় তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বহু
 অপরাধ করিয়াছিলেন। তখন সেই সব বিবয় স্মরণ হইতে
 থাকিলে এই মহরথীরা ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহারা পরস্পর
 পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা দেখাইতে দেখাইতে যুদ্ধে জয়লাভ করিবার
 জন্ত বিশেষ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

বহু হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ কৌরব-পাণ্ডবগণের এই সৈন্ত-
 বাহিনী পটে অঙ্কিত চিত্রময় সৈন্তসমূহের ন্যায় গোভা পাইতে
 লাগিলেন ॥ ২৫

তদনন্তর আপনার পুত্র হৃষ্যোধনের আদেশে অন্য সব

শ্রীমদ্বর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তগত ভীষ্মবধপর্বে যুদ্ধারম্ভবিষয়ক চতুশ্চরিত্রাংশ
 অধ্যায়ের অন্তিম সমাপ্ত ।

বিনদন্তঃ সমাপেতুঃ পুত্রস্য তব বাহিনীম্ ॥ ২৭
 উভয়োঃ সেনয়োস্তীত্রঃ সৈন্তানাং স সমাগমঃ ।
 অন্তরীকৃত চাদিত্যঃ সৈন্তেন রজসাবৃতঃ ॥ ২৮
 প্রযুদ্ধানাং প্রভয়ানাং পুনরাবর্তিনামপি ।
 নাত্র শ্বেবাং পরেবাং বা বিশেষঃ সমদৃশ্যত ॥ ২৯
 তস্মিন্শ্চ তুমুলে যুদ্ধে বর্তমানে মহাভয়ে ।
 অতিসর্বাণ্যন্যৈকানি পিতা তেহভিব্যরোচত ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি যুদ্ধারম্ভে
 চতুশ্চরিত্রাংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

রাজারাও হস্তে ধনুবাণ গ্রহণ করত সৈন্যবাহিনীর সহিত সেখানে
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৬

এইরূপে যুধিষ্ঠিরেরও অনুরোধে পাইয়া সহস্র সহস্র নরপতি
 গর্জন করিতে করিতে আপনার পুত্রের সৈন্যবাহিনীর উপর
 আক্রমণ করিলেন ॥ ২৭

এই উভয় পক্ষের সৈন্যগণের সেই সংগ্রাম অত্যন্ত তীব্র হইয়া
 উঠিল। তখন সৈন্যোখিত ধূলিজালে আচ্ছাদিত হইয়া সূর্য্যদেব
 অদৃশ্য হইয়া যাইলেন ॥ ২৮

সেই সময় কিছু যোদ্ধা যুদ্ধ করিতে ছিল, কিছু আবার পলায়ন
 করিতেছিল এবং কিছু যোদ্ধা পলাইয়া গিয়া পুনরায় ফিরিয়া
 আসিতে লাগিল। এই বিষয়ে আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যের
 মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যাইল না ॥ ২৯

১০ম সময় সেই অত্যন্ত ভয়ানক তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল,
 সেই সময় আপনার জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম সমস্ত সৈন্যের উপর
 আধিপত্য বিস্তার করিয়া স্বীয় তেজে প্রকাশ পাইতে
 লাগিলেন ॥ ৩০

পঞ্চচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

[উভয়পক্ষীয়-সৈন্যানাং দন্দযুদ্ধম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

পূৰ্বাহ্নে তস্মৈ রৌদ্রস্ত যুদ্ধমহো বিশাম্পতে ।
প্রাবর্তত মহাঘোরং রাজ্ঞাং দেহাবকর্তনম্ ॥ ১
কুরুণাং শৃঙ্গয়ানাঞ্চ জিগীষুণাং পরম্পরম্ ।
সিংহানামিব সংহ্রাদো দিবমুৰ্বীঞ্চ নাদয়ন্ ॥ ২
আসীৎ কিলকিলাশকস্তুলশঙ্খরবৈঃ সহ ।
জজ্ঞিরে সিংহনাদাশ্চ শূরাণাং প্রতিগজ্ঞাতাম্ ॥ ৩
তলত্রাভিহতাশ্চৈব জ্যাশকা ভবতর্ষভ ।
পত্নীনাং পাদশকশ্চ বাজিনাঞ্চ মহাস্বনঃ ॥ ৪
তোত্রাক্ষুশনিপাতাশ্চ আয়ুধানাঞ্চ নিঃস্বনঃ ।
ঘণ্টাশকশ্চ নাগানামন্তোত্তমভিধাবতাম্ ॥ ৫
তস্মিন্ সমুদিতে শব্দে তুমুলে লোমহর্ষণে ।
বভূব রথনিধৌষঃ পজ্ঞানিনিদোপমঃ ॥ ৬

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

[উভয় পক্ষ সৈন্যের দন্দ যুদ্ধ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ ! সেই ভয়ঙ্কর দিনের প্রথমভাগে মহাভয়ানক যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তাহাতে রাজাদিগের শরীর উজ্জ্বল হইতেছিল ॥ ১

কৌরব ও শৃঙ্গয়বংশীয় বীরগণ পরস্পর পরস্পরকে জয়লাভ করিবার জন্য সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন । তাহাদের এই সিংহনাদ পৃথিবী ও আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল ॥ ২

সেই সময় তল ও শব্দের ধ্বনির সহিত সৈন্যগণের কিলকিলা শব্দ উদ্ভিত হইতেছিল । পরস্পরের প্রতি গর্জনকারী শূরগণের সিংহনাদও হইতে লাগিল ॥ ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তলত্রাণের আঘাতে উজ্জিত গুণের শব্দ, পদাতি সৈন্যগণের পাদক্ষেপণ শব্দ, উচ্চৈঃস্বরে কৃত অশ্বসকলের হ্রেযাধ্বনি, হস্তীদিগের তোত্র (কশা) ও অক্সুশের শব্দ, অস্ত্রসমূহের বনবান শব্দ এবং পরস্পরের প্রতি ধাবিত গজরাজগণের ঘণ্টানাদ—এই সব শব্দ মিলিত চইয়া এমন এক ভয়ঙ্কর রব উঠিল, বাহা শরীরে রোমাঞ্চ জন্মাইয়া দেয় । সেই অবস্থায় রথসমূহের ধ্বনি মেঘের বিকট গর্জনের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ৪-৬

তে মনঃ ক্রুরমাধায় সমভিত্যক্তজীবিতাঃ ।

পাণ্ডবানভাবর্তন্ত সর্ব এবোচ্ছ্রিতধ্বজাঃ ॥ ৭

অথ শাস্তনবো রাজন্নভাধাবদ্ ধনঞ্জয়ম্ ।

প্রগৃহ্য কামূর্কং ঘোরং কালদণ্ডোপমং রণে ॥ ৮

অর্জুনোহপি ধনুর্গৃহ্য গাণ্ডীবং লোকবিশ্রুতম্ ।

অভাধাবত তেজস্বী গাঙ্গেয়ং রণমুর্ধনি ॥ ৯

তাবুভৌ কুরুশাদূলৌ পরম্পরবধৈষিণৌ ।

গাঙ্গেয়স্ত রণে পার্থং বিদ্ধা নাকম্পয়দ্ বলী ॥ ১০

তথৈব পাণ্ডবো রাজন্ ভীষ্মং নাকম্পয়দ্ যুধি ।

সাত্যকিস্ত মহেষাসঃ কৃতবর্মাণমভায়াং ॥ ১১

তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।

সাত্যকিঃ কৃতবর্মাণঃ কৃতবর্মা চ সাত্যকিম্ ॥ ১২

সেই সমস্ত কৌরব সৈন্যরা নিজের মনকে কঠোর করিয়া প্রাণের পণ করত উচ্চ ধ্বজ বোধিয়া পাণ্ডবগণের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ৭

রাজন্ ! তদনন্তর শক্রনন্দন ভীষ্ম সেই যুদ্ধভূমিতে কালদণ্ডের ন্যায় ভীষণ দণ্ড গ্রহণ করত অর্জুনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন ॥ ৮

এদিকে মহাতেজস্বী অর্জুনও স্বীয় লোকবিখ্যাত গাণ্ডীব দণ্ড গ্রহণ করত যুদ্ধের সম্মুখভাগে গঙ্গানন্দন ভীষ্মের নিকটে দ্রুত অগ্রসর হইলেন ॥ ৯

তখন এই কুরুকুলশ্রেষ্ঠ উভয়েই পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন । বলবান ভীষ্ম যুদ্ধে অর্জুনকে অস্ত্রবিদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেন নাই ॥ ১০

রাজন্ ! সেইরূপ পাণ্ডুনন্দন অর্জুনও ভীষ্মকে যুদ্ধে কম্পিত করিতে সমর্থ হন নাই । অপর দিকে মহাধনুর্ধর সাত্যকি কৃতবর্মাণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন ॥ ১১

তখন ইহাদের উভয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইল । সেই সময় কখনও সাত্যকি কৃতবর্মাণকে এবং কখনও কৃতবর্মা সাত্যকিকে ভয়ানক বাণসমূহে আঘাত করিতে করিতে পরস্পরকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥

আনচ্ছতুঃ শরৈর্ঘোরৈস্তক্ষমাণৌ পরম্পরম্ ।
 তৌ শরার্চিতসর্বাঙ্গৌ শুভ্রভাতে মহাবলৌ ॥ ১৩
 বসন্তে পুষ্প-শবলৌ পুষ্পিতাবিব কিংকরৌ ।
 অভিমহ্যর্মহেষাং বৃহদ্বলমযোধয়ং ॥ ১৪
 ততঃ কোশলরাজাসাবভিমহ্যোর্বিশাম্পতে ।
 ধ্বজং চিচ্ছেদ সমরে সারথিকং ত্রপাতয়ং ॥ ১৫
 সৌভদ্রস্ত ততঃ ক্রুদ্ধঃ পাতিতে রথসারথৌ ।
 বৃহদ্বলং মহারাজং বিব্যাধ নবভিঃ শরৈঃ ॥ ১৬
 অথাপরাত্যাং ভল্লাভ্যাং শিতাভ্যামরিনদনঃ ।
 ধ্বজমেকেন চিচ্ছেদ পাক্ষিমেকেন সারথিম্ ॥ ১৭
 অগ্নোত্তমঃ শরৈঃ ক্রুদ্ধৌ ততক্ষাতে পরম্পরম্ ।
 মানিনঃ সমরে দৃপ্তং কৃতবৈরং মহারথম্ ॥ ১৮
 ভীমসেনস্তব স্তুতং দুৰ্যোধনমযোধয়ং ।
 তাবভৌ নরশাদুলৌ কুরুমুখৌ মহাবলৌ ॥ ১৯
 অগ্নোত্তমঃ শরবর্ষাভ্যাং ববৃষাতে রণাজিরে ।

এই দুই মহাবলশালী বীর তখন সর্বাঙ্গে বাণসমূহে ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় বসন্ত ঋতুতে বিকসিত পুষ্পে পরিপূর্ণ দুইটি পলাশবৃক্ষের ত্রায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥

অভিমহ্য মহাধর্মধর বৃহদ্বলের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন । প্রজানাথ ! কোশলরাজ বৃহদ্বল সেই যুদ্ধে অভিমহ্যর ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সারথিকে নিহত করিয়া ত্রপাতিত করিলেন ॥ ১২-১৫

মহারাজ ! স্বীয় রথের সারথি নিহত হইলে স্তম্ভপ্রানন্দন অভিমহ্য কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি বৃহদ্বলকে নয়টি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৬

তারপর শক্রমর্দন অভিমহ্য অস্ত্র দুই তীক্ষ্ণ বাণে বৃহদ্বলের ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং অন্য এক বাণে তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক ও অপর এক বাণে সারথিকে বধ করিলেন ॥ ১৭

তখন উভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ ধারাল বাণসমূহ দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে থাকিলেন । যুদ্ধে অভিমানপ্রকাশকারী গর্বিত ও পূর্ব হইতে শত্রুতাবদ্ধ আপনার মহারথ পুত্র দুৰ্যোধনের সহিত ভীমসেন যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥

এই দুই নরশ্রেষ্ঠ মহাবল বীর কুরুকুলের প্রধান ছিলেন । ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥

তৌ বীক্ষ্য তু মহাত্মানৌ কৃতিনৌ চিত্রযোধিনৌ ॥ ২০
 বিশ্বয়ঃ সর্বভূতানাং সমপত্তত ভারত ।
 দুঃশাসনস্ত নকুলং প্রত্যাভ্যায় মহাবলম্ ॥ ২১
 অবিক্রম্নিশিতৈর্বাণৈর্বলভির্মমভেদিভিঃ ।
 তস্ত মাদ্রীসুতঃ কেতুং শশরঞ্চ শরাসনম্ ॥ ২২
 চিচ্ছেদ নিশিতৈর্বাণৈঃ প্রহসন্নিব ভারত ।
 অত্থৈনং পঞ্চবিংশত্যা ক্ষুদ্রকাণাং সমার্পয়ং ॥ ২৩
 পুত্রস্ত তব দুর্ধরৌ নকুলস্ত মহাহবে ।
 তুরঙ্গাংশ্চিচ্ছিদে বাণৈর্ধ্বজং চৈবাত্যপাতয়ং ॥ ২৪
 দুর্মুখঃ সহদেবঞ্চ প্রত্যাভ্যায় মহাবলম্ ।
 বিব্যাধ শরবর্ষণে যতমানং মহাহবে ॥ ২৫
 সহদেবস্ততো বীরো দুর্মুখস্ত মহারণে ।
 শরেণ ভূশতীক্ষ্ণেন পাত্যামাস সারথিম্ ॥ ২৬
 তাবগ্নোত্তমঃ সমাসাত্ত সমরে যুদ্ধদুর্মদৌ ।
 ত্রাসয়েতাং শরৈর্ঘোরৈঃ কৃতপ্রতিকৃতৈষিণৌ ॥ ২৭

ভারত ! এই দুই মহাত্মা অস্ত্রবিজ্ঞান পারদর্শী এবং বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে পারিতেন । সেই সময় ইহাদের দেখিয়া সমস্ত প্রাণীরই অতিশয় বিশ্বয় উপস্থিত হইল ॥

দুঃশাসন অগ্রগমন করিয়া মর্দনস্থান বিদীর্ণকারক নিজ বহু-সংখ্যক তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা মহাবল নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥

ভারত ! তখন মাদ্রীনন্দন নকুলও যেন হস্ত করিতে করিতে তীক্ষ্ণ ধারাল বাণসমূহে দুঃশাসনে ধ্বংস ও ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং পঞ্চবিংশতি (২৫) বাণ প্রহার করিয়া আহত করিলেন ॥

তারপর আপনার দুর্ধর পুত্র দুঃশাসন সেই মহাযুদ্ধে নকুলের অগ্রগণকে ছেদন করিলেন এবং তাঁহার ধ্বজকে ত্রপাতিত করিলেন ॥ ১৮-২৪

মহাবল সহদেব সেই মহারণে স্বীয় বিজয়লাভের জন্য অতিশয় প্রবৃত্ত করিতেছিলেন, তাঁহার দিকে আপনার পুত্র দুর্মুখ দাবিত হইয়া স্বীয় বাণবর্ষণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৫

তখন বীর সহদেব সেই মহাযুদ্ধে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধারাল বাণ দ্বারা দুর্মুখের সারথিকে নিহত করিয়া কৃতলে পাতিত করিলেন ॥ ২৬

এই দুইজন যুদ্ধদুর্ধর বীর সমরারণে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া পূর্বকৃত শত্রুতার প্রতীকারকল্পে ভয়ঙ্কর বাণসমূহ দ্বারা পরস্পরকে ভীত করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

যুধিষ্ঠিরঃ স্বয়ং রাজা মদ্ররাজানমভ্যায়ৎ ।
 তস্ত মদ্রাধিপশ্চাপং দ্বিধা চিচ্ছেদ মারিষ ॥ ২৮
 তদপাস্ত্র ধনুশ্চিন্নং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 অশ্বং কামুকমাদায় বেগবদ্ বলবন্তরম্ ॥ ২৯
 ততো মদ্রেশ্বরং রাজা শরৈঃ সন্নতপৰ্বভিঃ ।
 ছাদয়ামাস সংক্রুদ্ধস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীং ॥ ৩০
 ধৃষ্টহ্যমস্ততো দ্রোণমভ্যাজবত ভারত ।
 তস্ত দ্রোণঃ স্ত্রুসংক্রুদ্ধঃ পরাশুকরণং দৃঢ়ম্ ॥ ৩১
 ত্রিধা চিচ্ছেদ সমরে পাণ্ডালাস্য তু কামুকম্ ।
 শরং চৈব মহাঘোরং কালদণ্ডমিবাশ্রয়ম্ ॥ ৩২
 শ্রেয়য়ামাস সমরে সৌহস্য কায়ে শ্রমজ্জত ।
 অথাত্মদ ধনুৰাদায় সায়কাস্চ চতুর্দশ ॥ ৩৩
 দ্রোণং ক্রপদপুত্রস্ত প্রতিবিব্যাধ সংযুগে ।
 তাবন্যোশ্বং স্ত্রুসংক্রুদ্ধো চক্রতুঃ সুভূষণং রণম্ ॥ ৩৪

স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন ।
 রাজন! তখন মদ্ররাজ শল্য তাঁহার ধনুটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া
 দিলেন ॥ ২৮

তারপর কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেই ছিন্ন ধনুকে ফেলিয়া দিয়া অপর
 একটি বেগযুক্ত ও প্রবলতর ধনু গ্রহণ করিলেন এবং নতপৰ্কযুক্ত
 তীক্ষ্ণ ধারাল বাণদ্বারা মদ্ররাজ শল্যকে আঘাত করিয়া ফেলিলেন ।
 অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—
 দাঁড়াও ॥ ২৯-৩০

হে ভারত! অন্যদিকে ধৃষ্টহ্যম দ্রোণাচাধ্যাকে আক্রমণ
 করিলেন । তখন দ্রোণাচাধ্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে অপবকে
 নিহত করিবার সাধনভূত ধৃষ্টহ্যমের স্তম্ভ ধনুকে তিন খণ্ড করিয়া
 ছেদন করিলেন ॥

তারপর সেই যুদ্ধে তিনি দ্বিতীয় কালদণ্ডের ন্যায় অত্যন্ত
 ভয়ঙ্কর বাণ সন্ধান করিলেন । এই বাণ ধৃষ্টহ্যমের শরীরের মধ্যে
 প্রবিষ্ট হইল ॥

তারপর ক্রপদপুত্র ধৃষ্টহ্যম দ্বিতীয় ধনু লইয়া চতুর্দশ (১৪)-টি
 সশরক ক্ষেপণ করিয়া দ্রোণাচাধ্যাকে বিদ্ধ করিলেন । তখন
 তাঁহার উভয়ে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের প্রতি ভীষণ
 সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৩১-৩৪

মহারাজ! বেগবান্ শল্য সেই যুদ্ধে বেগশালী সৌমদন্তপুত্র

সৌমদন্তিং রণে শঙ্খো রভসং রভসো যুধি ।
 প্রত্যাঘ্যযৌ মহারাজ তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীং ॥ ৩৫
 তস্য বৈ দক্ষিণং বীরো নির্বিভেদ রণে ভূজম্ ।
 সৌমদন্তিস্তথা শঙ্খং জক্রদেশে সমাহনং ॥ ৩৬
 তয়োস্তদভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং বিশাম্পতে ।
 দৃশ্বয়োঃ সমরে পূৰ্বং বৃত্ত-বাসবয়োরিব ॥ ৩৭
 বাহ্লীকং তু রণে ক্রুদ্ধং ক্রুদ্ধরূপো বিশাম্পতে ।
 অভ্যাজবদমেয়াস্মা ধৃষ্টকেতুর্মহারথঃ ॥ ৩৮
 বাহ্লীকস্ত রণে রাজন্ ধৃষ্টকেতুমমর্ষণঃ ।
 শরৈর্বহুভিরানচ্ছং সিংহনাদমথানদং ॥ ৩৯
 চেদিরাজস্ত সংক্রুদ্ধো বাহ্লীকং নবভিঃ শরৈঃ ।
 বিব্যাধ সমরে তূর্ণং মন্তো মন্তমিব দ্বিপম্ ॥ ৪০
 তৌ তত্র সমরে ক্রুদ্ধৌ নর্দন্তৌ চ পুনঃ পুনঃ ।
 সমীযতুঃ স্ত্রুসংক্রুদ্ধাবজারক-বুধাবিব ॥ ৪১

ভূরিশ্রবাকে আক্রমণ করিলেন এবং বলিলেন—তুমি যুদ্ধে স্থির
 থাক, স্থির থাক ॥ ৩৫

বীর শল্য এই যুদ্ধে ভূরিশ্রবার দক্ষিণবাহু বিদীর্ণ করিয়া
 ফেলিলেন, তখন ভূরিশ্রবাও শল্যের স্বক্ষেত্র সন্ধিস্থানে বাণের
 দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৩৬

রাজন! সমরারূপে এইভাবে ইন্দ্র ও বৃজাঙ্গরের জায় সেই
 দুই অভিমানী বীরের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে
 লাগিল ॥ ৩৭

প্রজানাথ! রণক্ষেত্রে কুপিত বাহ্লীকের উপরে অপরিমিত
 আত্মবলসম্পন্ন মহারথী ধৃষ্টকেতু ক্রোধের সহিত আক্রমণ
 করিলেন ॥ ৩৮

রাজন! অমর্ষণীল বাহ্লীক সমরারূপে বহু বাণ দ্বারা
 ধৃষ্টকেতুকে পীড়িত করিলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

তখন চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মদমন্ত গজরাজ
 কর্তৃক অন্য এক মদমন্ত গজরাজের উপর আক্রমণের ন্যায় অতি
 দ্রুত নয়টি বাণ প্রহার করিয়া সেই যুদ্ধে বাহ্লীককে ক্ষত-বিক্ষত
 করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪০

সেই রণস্থলে এই দুই বীর পরস্পর অতিশয় কুপিত হইয়া
 মঙ্গল ও বৃণগ্রহের ন্যায় পুনঃ পুনঃ গর্জন করিতে করিতে যুদ্ধ
 করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

রাক্ষসং রৌজকর্মাণং ক্রুরকর্মা ঘটোৎকচঃ ।
 অলম্বুষং প্রত্যাদিয়াৎ বলং শক্র ইবাহবে ॥ ৪২
 ঘটোৎকচস্ততঃ ক্রুদ্ধো রাক্ষসং তং মহাবলম্ ।
 নবত্যা সায়কৈস্তীক্লেদারয়ামাস ভারত ॥ ৪৩
 অলম্বুষস্ত সমরে ভৈমসেনিং মহাবলম্ ।
 বহুধা দারয়ামাস শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৪৪
 ব্যাজ্রাজেতাং ততস্তৌ তু সংযুগে শরবিক্ষতো ।
 যথা দেবাসুরে যুদ্ধে বল-শক্রৌ মহাবলৌ ॥ ৪৫
 শিখণ্ডী সমরে রাজন্ দ্রৌণিমভ্যাদ্যযৌ বলী ।
 অশ্বখামা ততঃ ক্রুদ্ধঃ শিখণ্ডিনমুপস্থিতম্ ॥ ৪৬
 নারাতেন স্ত্রীতীক্ষ্ণেন ভৃশং বিক্র্যা হকম্পয়ৎ ।
 শিখণ্ড্যপি ততো রাজন্ জ্রোণপুত্রমতারয়ৎ ॥ ৪৭
 সায়কেন স্ত্রীতেন তীক্ষ্ণেন নিশিতেন চ ।
 তৌ জয়তুস্তদাত্মনোঃ শরৈর্বহুবিধৈর্মধৈঃ ॥ ৪৮

যে রূপ ইন্দ্র যুদ্ধে বলনামক দৈত্যের উপর আক্রমণ করিয়া-
 ছিলেন, সেইরূপ ক্রুরকর্মা ঘটোৎকচ ভয়ানক কর্মকারী অলম্বু-
 নামক রাক্ষসের উপর আক্রমণ করিল ॥ ৪২

হে ভারত ! কোথায় পূর্ণ ঘটোৎকচ নবইটি বাণে সেই
 মহাশক্তিশালী অলম্বুষকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল ॥ ৪৩

তখন অলম্বুষ ও মহাবলবান্ ভীমসেন-পুত্র ঘটোৎকচকে নত
 পর্বযুক্ত বাণদ্বারা যুদ্ধে বহুভাবে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৪৪

যে রূপ দেবাসুর-সংগ্রামে মহাবল বলাসুর ও ইন্দ্র অজ্ঞাঘাতে
 ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শোভা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ এই যুদ্ধে
 পরম্পরের বাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অলম্বুষ ও ঘটোৎকচ শোভা
 প্রাপ্ত হইল ॥ ৪৫

রাজন্ ! যখন বলশালী শিখণ্ডী রণক্ষেত্রে জ্রোণাচার্যের পুত্র
 অশ্বখামার উপর ধাবিত হইলেন, তখন অশ্বখামা রূপিত হইয়া
 একটি তীক্ষ্ণ নারাতের দ্বারা নিকটে আগত শিখণ্ডীকে দারুণভাবে
 আঘাত করত কম্পিত করিয়া দিলেন । মহারাজ ! তখন
 শিখণ্ডীও পীতবর্ণের একটি তীক্ষ্ণ ধারাল সায়ক দ্বারা জ্রোণপুত্র
 অশ্বখামাকে তাড়িত করিলেন । তারপর তাঁহারা উভয়েই সেই
 সময় যুদ্ধে নানাবিধ বাণ দ্বারা পরম্পরকে আঘাত করিতে
 লাগিলেন ॥ ৪৬-৪৮

রাজন্ ! সেনাপতি বিরাট এই যুদ্ধে বীরবর ভগদত্তকে

ভগদত্তং রণে শূরং বিরাতৌ বাহিনীপতিঃ ।
 অভ্যয়াৎ স্বরিতৌ রাজ্ঞঃস্ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৪৯
 বিরাতৌ ভগদত্তং তু শরবর্ষণে ভারত ।
 অভ্যবর্ষণং স্রুংক্রুদ্ধো মেঘো বৃষ্টা ইবাচলম্ ॥ ৫০
 ভগদত্তস্ততঃপুং বিরাতং পৃথিবীপতিম্ ।
 ছাদয়ামাস সমরে মেঘঃ সূর্য্যামিবোদিতম্ ॥ ৫১
 বৃহৎক্ষত্রং তু কৈকেয়ং কৃপঃ শারদ্বতো যযৌ ।
 তং কৃপঃ শরবর্ষণে ছাদয়ামাস ভারত ॥ ৫২
 গৌতমং কৈকেয়ঃ ক্রুদ্ধঃ শরবৃষ্টাভ্যপূরয়ৎ ।
 তাবতোঃশ্যং হয়ান্ হৃষ্টা ধনুর্শিষ্টা চ ভারত ॥ ৫৩
 বিরথাবসিযুদ্ধায় সমীযতুরমর্ষণৌ ।
 তয়োস্তদভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং স্তদারূণম্ ॥ ৫৪
 ক্রপদস্ত ততো রাজন্ সৈন্ধবঃ বৈ জয়জ্ঞথম্ ।
 অভ্যাদ্যযৌ হৃষ্টরূপৌ হৃষ্টরূপং পরস্তপঃ ॥ ৫৫

অতিশয় ক্রততীর সহিত আক্রমণ করিলেন । তখন তাঁহাদের
 উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গাইল ॥ ৪৯

ভারত ! বিরাট অভ্যস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভগদত্তের উপর স্বীয়
 বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ইহাতে মনে হইতেছিল
 মেঘ পর্বতের উপর বারি বর্ষণ করিতেছে- ॥ ৫০

যে রূপ মেঘ ঘনীভূত হইয়া সূর্য্যকে আবৃত করিয়া ফেলে,
 সেইরূপ তখন ভগদত্ত সমরস্থলে নিজের বাণবর্ষণের দ্বারা
 পৃথিবীপতি বিরাটকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫১

হে ভারত ! কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্রের উপর শরদ্বানের পুত্র
 কৃপাচার্য্য আক্রমণ করিলেন এবং স্বীয় বাণবর্ষণে কৃপাচার্য্য
 তাঁহাকে আবৃত করিলেন ॥ ৫২

তখন কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের বাণবৃষ্টির দ্বারা
 কৃপাচার্য্যকে আচ্ছাদিত করিলেন । ভারত ! এই দুই বীর
 তখন পরম্পরের অশ্বগণকে ও ধনুকে ছেদন করিয়া ফেলিলে
 রথহীন হইয়া পড়িলেন । এইরূপ অবস্থায় তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া
 খড়্গের দ্বারা যুদ্ধ করিবার জন্য পরম্পরের সম্মুখে দণ্ডায়মান
 হইলেন । তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও
 দারুণ যুদ্ধ বাধিয়া গাইল ॥ ৫৩-৫৪

রাজন্ ! অপরদিকে শক্রতাপন ক্রপদ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া
 শিঙ্গুরাজ জয়জ্ঞথের অভিযুখে ধাবিত হইলেন । তখন জয়জ্ঞথও
 অত্যন্ত হৃষ্ট ছিলেন ॥ ৫৫

ততঃ সৈন্ধবকো রাজা ক্রপদং বিশিখৈশ্চিভিঃ ।
 তাড়য়ামাস সমরে স চ তং প্রত্যবিধ্যত ॥ ৫৬
 তয়োস্তদভবদ্ যুদ্ধং যোররূপং সুদারুণম্ ।
 দৈক্ষণশ্রীতিজননং শুক্রাঙ্গারকয়োরিব ॥ ৫৭
 বিকর্ণস্ত স্ততস্তভ্যাং স্ততসোমং মহাবলম্ ।
 অভ্যাজ্যবনৈরশ্বৈস্ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৫৮
 বিকর্ণঃ স্ততসোমং তু বিদুশ্বা নাকম্পয়চ্ছরৈঃ ।
 স্ততসোমো বিকর্ণঞ্চ তদন্তুতমিবাভবৎ ॥ ৫৯
 সূশর্মাণং নরব্যাজ্ঞচেকিতানো মহারথঃ ।
 অভ্যাজ্যবং সূসংক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবার্ধে পরাক্রমী ॥ ৬০
 সূশর্মা তু মহারাজ চেকিতানং মহারথম্ ।
 মহতা শরবর্ষণে বারয়ামাস সংযুগে ॥ ৬১
 চেকিতানোহপি সংরুদ্ধঃ সূশর্মাণং মহাহবে ।
 প্রাচ্ছাদয়ং তমিষাভিমহামেঘ ইবাচলম্ ॥ ৬২

তারপর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এই রণাঙ্গণে তিনটি বাণঘারা
 ক্রপদকে গভীর ভাবে আঘাত করিলেন। ক্রপদও প্রতিশোধ
 লইবার জন্য তাঁহাকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৬

এই উভয়ের অত্যন্ত তীব্র ও ভয়ঙ্কর সেই যুদ্ধ তখন শুক্র ও
 মল্লপ্রহের যুদ্ধের স্থায় নয়নের তৃপ্তিদায়ক হইয়াছিল ॥ ৫৭

আপনার পুত্র বিকর্ণ বেগগামী অশ্বগণের সাহায্যে ভীমপুষ্ক
 মহাবলবান্ স্ততসোমের প্রতি ধাবিত হইলেন। তাহাতে তখন
 তাঁহাদের মধ্যেও যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ৫৮

বিকর্ণ নিজ বাণসমূহে স্ততসোমকে বিদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে
 কম্পিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপ স্ততসোমও বিকর্ণকে
 বিচলিত করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের এই পরাক্রম তখন
 অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হইতেছিল ॥ ৫৯

নরশ্রেষ্ঠ! পরাক্রমী মহারথ চেকিতান পাণ্ডবগণের জন্য
 অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সূশর্মার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৬০

মহারাজ! সূশর্মা তখন ঘোরতর বাণবর্ষণ করিয়া মহারথ
 চেকিতানকে যুদ্ধে অগ্রগতি হইতে রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ৬১

তখন চেকিতানও অতিশয় কষ্ট হইয়া সেই মহাযুদ্ধে নিজ
 বাণসমূহে সূশর্মাকে সেইরূপভাবে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন,
 যেরূপ মহামেঘ জলবর্ষণে পর্বতকে সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত
 করিয়া থাকে ॥ ৬২

শকুনিঃ প্রতিবিদ্ধাং তু পরাক্রান্তং পরাক্রমী ।
 অভ্যাজ্যবত রাজেন্দ্র মন্তঃ সিংহ ইব দ্বিপম্ ॥ ৬৩
 যৌধিষ্ঠিরস্ত সংক্রুদ্ধঃ সৌবলং নিশিঠৈঃ শরৈঃ ।
 ব্যাদারয়ত সংগ্রামে মঘবানিব দানবম্ ॥ ৬৪
 শকুনিঃ প্রতিবিদ্ধাং তু প্রতিবিধ্যস্তমাহবে ।
 ব্যাদারয়ন্মহাপ্রাজ্ঞঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৬৫
 সুদক্ষিণং তু রাজেন্দ্র কাশ্যোজ্ঞানং মহারথম্ ।
 ঋতকর্মা পরাক্রান্তমভ্যাজ্যবত সংযুগে ॥ ৬৬
 সুদক্ষিণস্ত সমরে সাহদেবিং মহারথম্ ।
 বিদ্ধা নাকম্পয়ত বৈ মৈনাকমিব পর্বতম্ ॥ ৬৭
 ঋতকর্মা ততঃ ক্রুদ্ধঃ কাশ্যোজ্ঞানং মহারথম্ ।
 শরৈর্বহুভিরানচ্ছদ্ দারয়ন্নিব সর্বশঃ ॥ ৬৮
 ইরাবানথ সংক্রুদ্ধঃ ঋতায়ুষ্মরিন্দমম্ ।
 প্রত্যাঘ্যযৌ রণে যন্তো যন্তরূপং পরস্তপঃ ॥ ৬৯

রাজেন্দ্র! পরাক্রমী শকুনি পরাক্রমশালী প্রতিবিদ্ধোর প্রতি
 মদমন্ত সিংহকর্তৃক হস্তীর উপর আক্রমণের স্থায় আক্রমণ
 করিলেন ॥ ৬৩

যেরূপ ইন্দ্র সংগ্রামস্থলে দানবকে বিদীর্ণ করিয়া থাকেন,
 সেইরূপ যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিদ্ধা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্ববলপুত্র
 শকুনিকে নিজ তীব্র ধারাল বাণসমূহে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬৪

যুদ্ধে বাণবিদ্ধকারী প্রতিবিদ্ধাকে পরম বুদ্ধিমান্ শকুনি
 নতপর্কযুক্ত বাণসমূহে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫

রাজেন্দ্র! অর্জুনপুত্র ঋতকর্মা সহদেবপুত্র ঋতসেনের
 সহিত মিলিত হইয়া কাশ্যোজ্ঞেশ্বরের রাজা পরাক্রমশালী
 মহারথ সুদক্ষিণের উপর রণাঙ্গণে আক্রমণ করিলেন ॥ ৬৬

যদিও তখন সুদক্ষিণ সমরঙ্গণে সহদেবপুত্র মহারথ ঋতসেনকে
 অস্ত্রের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন, তথাপি তিনি তাঁহাকে
 বিচলিত করিতে পারিলেন না। তিনি যুদ্ধে মৈনাক পর্বতের
 স্থায় অবিচলিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ৬৭

তারপর ঋতকর্মা ক্রুদ্ধ হইয়া মহারাজ কাশ্যোজ্ঞরাজকে সর্ব-
 দিকেই যেন বিদীর্ণ করিতে করিতে নিজের বহুসংখ্যক বাণদ্বারা
 পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮

অপর দিকে শক্রদমন বহুপরায়ণ ইরাবান্ যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া
 শক্রভাপন ঋতায়ুষের দিকে ধাবিত হইলেন। ঋতায়ুষও যত্নের
 সহিত তাঁহার সম্মুখীন হইলেন ॥ ৬৯

আজ্জু নিস্তান্ত সমরে হয়ান্ হৃষী মহারথঃ ।
 ননাদ বলবল্লাদং তং সৈন্ত্যং প্রত্যাপুরয়ং ॥ ৭০
 শ্রুতায়ুস্ত ততঃ ক্রুদ্ধঃ ফাল্গুনৈঃ সমরে হয়ান্ ।
 নিজ্জঘান গদাগ্রাণ ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৭১
 বিন্দানুবিন্দাবাস্তো কুস্তিভোজং মহারথম্ ।
 সসেনং সমুতং বীরং সংসজ্জতুরাহবে ॥ ৭২
 তত্রাভূতমপশ্যাম তয়োর্ধোরং পরাক্রমম্ ।
 অযুধ্যোতাং স্থিরৌ ভূষা মহত্যা সেনয়া সহ ॥ ৭৩
 অহুবিন্দন্ত গদয়া কুস্তিভোজমতাড়য়ং ।
 কুস্তিভোজশ্চ তং তূর্ণং শরব্রাতৈরবাকিরং ॥ ৭৪
 কুস্তিভোজশ্চতাপি বিন্দং বিব্যাধ সায়কৈঃ ।
 স চ তং প্রতিবিব্যাধ তদভূতমিবাভবৎ ॥ ৭৫
 কেকয়া ভ্রাতরঃ পঞ্চ গান্ধারান্ পঞ্চ মারিষ ।
 সসৈন্ত্যন্তে সসৈন্ত্যাংশ্চ যোধয়ামাসুরাহবে ॥ ৭৬

অর্জুনের এই মহারথ পুত্র হরাবান্ সমরক্ষেত্রে শ্রুতায়ুষের
 অশ্বগণকে নিহত করিয়া অতিশয় সিংহনাদ করিতে লাগিলেন
 এবং তাঁহার সৈন্তগণকে বাণে ঢাকিয়া ফেলিলেন ॥ ৭০

ইহা দেখিয়া শ্রুতায়ু ক্রোধভরে রণভূমিতে অর্জুনপুত্র হরা-
 বানের অশ্বগণকে গদাঘাতে নিহত করিলেন। তারপর
 তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে আরও ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া
 যাইল ॥ ৭১

অবন্তীদেশের রাজকুমার বিন্দ ও অহুবিন্দ সৈন্তগণ ও পুত্রের
 সহিত বীর মহারথ কুস্তিভোজের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৭২

আমি তখন তাঁহাদের উভয়ের অভূত ও ভয়ঙ্কর পরাক্রম
 দেখিরাছি। তাঁহারা উভয়ে স্বীয় বিশাল সৈন্তবাহিনীর সহিত
 স্থিরতা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৩

অহুবিন্দ কুস্তিভোজের উপর গদার দ্বারা আঘাত করিলেন।
 তখন কুস্তিভোজও অতি দ্রুত নিজ বাণসমূহে তাঁহাকে আচ্ছাদিত
 করিলেন ॥ ৭৪

সেই সঙ্গে কুস্তিভোজের পুত্র বিন্দকেও নিজ সায়কসমূহের দ্বারা
 বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিন্দও তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য
 কুস্তিভোজপুত্রকে অস্ত্রের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। তখন
 ইহা এক অভূত ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৭৫

রাজন্! পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমারগণ সসৈন্তে আসিয়া
 স্বীয় বিশাল সৈন্তবাহিনীর সহিত উপস্থিত গান্ধারদেশীয় পঞ্চ-
 বীরের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৬

বীরবাহুশ্চ তে পুত্রৌ বৈরাটিং রথসত্তমম্ ।
 উত্তরং যোধয়ামাস বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৭৭
 উত্তরশ্চাপি তং বীরং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 চেদিরাট্ট সমরে রাজমূল কং সমভিজ্রবৎ ॥ ৭৮
 তথৈব শরবর্ষণে উল্লুকং সমবিধ্যত ।
 উল্লুকশ্চাপি তং বাণৈর্নিশিতৈর্লোমবাহিভিঃ ॥ ৭৯
 তয়োর্যুদ্ধং সমভবদ্ ঘোররূপং বিশাম্পতৈ ।
 দারয়েতাং সুসংক্রুদ্ধাবহোত্তমপরাজিতৌ ॥ ৮০
 এবং দ্বন্দ্বমহশ্রাণি রথ-বারণ-বাজিনাম্ ।
 পদাতীনাঞ্চ সমরে তব তেষাঞ্চ সঙ্কুলে ॥ ৮১
 মুহূর্তমিব তদ্ যুদ্ধমাসীন্মধুরদর্শনম্ ।
 তত উন্মত্তবদ্ রাজন্ প্রাজ্জায়ত কিঞ্চন ॥ ৮২
 গজো গজেন সমরে রথিনঞ্চ রথী যযৌ ।
 অশ্বোহশ্বং সমভিপ্রায়াং পদাতিশ্চ পদাতিনম্ ॥ ৮৩

আপনার পুত্র বীরবাহু বিরাতের শ্রেষ্ঠ পুত্র উত্তরের সহিত
 যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং তাঁকে বাণসমূহে তাঁহাকে বিদ্ধ
 করিলেন ॥ ৭৭

উত্তরও সেই বীর বীরবাহুকে নিশিত বাণসমূহে বিদ্ধ করিতে
 লাগিলেন। রাজন্! চেদিরাজ সমরক্ষেত্রে উল্লুকের উপর
 আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহাকে বাণবর্ষণ করিয়া আঘাত করিতে
 লাগিলেন। সেইরূপ উল্লুকও পঞ্চশোভিত তাঁকে বাণসমূহে চেদি-
 রাজকে গুরুতর আহত করিলেন ॥ ৭৮-৭৯

প্রজানাত! তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর
 যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অপরাজিত এই দুই বীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া
 পরস্পরকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮০

এইভাবে সেই স্তম্ভী যুদ্ধে আপনার ও পাণ্ডবগণের রথ,
 হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্তবাহিনীর সহস্র যোদ্ধার মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ
 চলিতে লাগিল ॥ ৮১

মহারাজ! মুহূর্তকাল পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ দেখিতে মধুর বলিয়া
 মনে হইতেছিল। কিন্তু তাহার পরই এই যুদ্ধ উন্মত্তের স্তায়
 বিকট চলিতে লাগিল। সেই সময় কাহারও কিছুই বুঝিবার
 শক্তি ছিল না ॥ ৮২

সেই সমরভূমিতে হস্তী হস্তীর সহিত, রথী রথীর সহিত,
 অশ্ব অশ্বের সহিত এবং পদাতি-সৈন্ত পদাতিকের সহিত মিলিত
 হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৮৩

ତତୋ ଯୁକ୍ତଃ ଅହୃଦ୍ଧର୍ଷଃ ବ୍ୟାକୁଳଃ ସମପତ୍ତତ ।

শূরাণাং সমরে উত্র সমাসাঙোতরেতরম্ ॥ ৮৪

তত্র দেবর্ষয়ঃ সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ সমাগতাঃ ।

শ্রৈক্স্তু তদ্ রণং ঘোরং দেবানুরসমং ভুবি ॥ ৮৫

ତତୋ ଦକ୍ଷିଣହସ୍ତାଞ୍ଚି ରଥାନ୍ତାଂ ଚାପି ମାରିଷ ।

अश्वोघाः पुरुषोघाश्च विपरीतः समायधुः ॥ ८७

ভারগর অনতিবিলম্বেৰ মধোই কুৰাংক্ৰেৰ এট সমৰালণে
বীৰ সৈয়গণ পৰম্পৰেৰ সম্মুখীন হইয়া অত্যন্ত দুৰ্দ্ধৰ ও হতীত্ৰ
যুদ্ধ চলাইতে লাগিল ॥ ৮৪

যুদ্ধ দেখিবার জন্ত কুরুক্ষেত্রে সমবেত দেবর্ষি, সিদ্ধ ও চারণগণ ভূতলে আরক্ত এই যুদ্ধকে দেবান্নর-সংগ্রামের সদৃশ ভয়ঙ্কর বলিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫

শ্রীমদ্রহস্যি বেদব্যাঙ্গপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা। মহাভারতের ভীষ্মপর্বাঙ্গত ভীষ্মবধপর্কে বনযুদ্ধবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ
অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত।

তত্ৰ তত্ৰ প্ৰদৃশ্যন্তে রথ-বারণ-পদ্ময়ঃ ।

सादिनश्च नरव्याघ्रं वृधामानां मुहूर्तः ॥ ८१

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैया-
सिकां तीक्ष्णपर्वणि तीक्ष्णवधपर्वणि द्रुम्युद्धे
पञ्चद्वारिणोद्धार्यायः ॥४६

রাজন! তারপর সহস্র সহস্র হস্তী, রথ, অশ্ব ও পদাভিক
সৈন্য বন্দ্য যুদ্ধের পূর্বোক্ত ক্রম উন্নয়ন করিয়া সকলেই সকলের
সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৮৬

নরশ্রেষ্ঠ! যেখানে 'যেখানেই দৃষ্টি পতিত হয়, সেখানে
সেখানেই রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যগণ বারংবার যুদ্ধ
করিতেছে দেখা যাইল। ৮৭

ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

[কৌরব-পাণ্ডবানাং শ্রুতীত্রঃ যুদ্ধম্]

সঞ্জয় উবাচ

राजन् शतसहस्राणि तत्र तत्र पदातिनाम् ।

निर्मथादः प्रयुक्तानि तं ते वक्ष्यामि भारत ॥ १

न पुत्रः पितरं जज्ञे पिता वा पुत्रमोरसम् ।

न भ्राता भ्रातरः तत्र स्वश्रीयः न च यादुलः ॥ २

न मातुलङ्गं स्वश्रीयो न सथायं सथा तथा ।

আবিষ্ট। ইব যুধ্যন্তে পাণ্ডবাঃ কুরুভিঃ সহ ॥ ৩

ব্রথানীকঃ নবব্যাভ্রাঃ কেচিদভ্যপতন্ ব্রথৈঃ ।

অভজ্যন্ত যুগৈরেব যুগানি ভরতর্ষভ ॥৪

ৱথেষাশ্চ ৱথেষাভিঃ কুবরা ৱথকুবরৈঃ ।

सङ्गतैः सहिताः केचिं परम्परस्त्रिधाः सवः ॥ ५

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়

[কোরব-পাণ্ডবগণের স্তূতীত্র যুদ্ধ ।]

সম্মত বলিলেন,—ভরতবংশভূষণ রাজন্! সেই রণাঙ্গনে
যেখানে সেখানেই লক্ষ লক্ষ সৈন্তের মর্যাদাশূন্য (নিয়মবহির্ভূত)
যুদ্ধ চুলিতে লাগিল। আমি তৎসমস্তই আপনাকে বলিতেছি,
প্রজাপতি । ১

তিনি পুত্র পিতাকে চিনিতে পারিতেছিল না এবং পিতাও
ওয়লজাত পুত্রকে চিনিতে পারিতে ছিলেন না। এইরূপ
ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও মাতুল নিজ ভাগিনেরকে চিনিতে পারিতে
ছিলেন না ॥ ২

আবার ভাগিনেরও যাতুলকে জানিতে পারে নাই এবং

মিত্র মিত্রকে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। সেই সময় পাণ্ডব-যোদ্ধারা
কৌরব-সৈন্যের সহিত যেন কোন গ্রহাদিকতৃক আবিষ্ট হইয়া
যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৩

কিছু নয়শেষে বীর নিজ নিজ রথশৃঙ্খলের দ্বারা শত্রুপক্ষের প্র-
সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময়
কত রথের যুগলমূহ (অথের স্বর্গে স্থাপিত কাঠকে যুগ বলে।)
বিপক্ষের রথের যুগের দ্বারা ভাঙিয়া গিয়াছিল ॥ ৪

রথগুলির ঈষাদণ্ড ও কুবরসকল সম্মুখে আগত বিপক্ষের
 রথসমূহের ঈষাদণ্ড ও কুবরশ্রেণীর দ্বারা খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল।
 পরস্পরকে বিনষ্ট করিবার ইচ্ছায় বহু রথ শত্রুপক্ষের রথগুলির
 সম্মুখীন হইয়া উভয়পক্ষঃ একটুও চলিতে সমর্থ হইল না ॥

ন শেকুশ্চলিতং কেচিৎ সন্নিপত্য রথা রথৈঃ ।
 প্রভিন্নাস্ত্র মহাকায়াঃ সন্নিপত্য গজা গজৈঃ ॥ ৬
 বহুধা দারয়ন্ ক্রুদ্ধা বিষাণৈরিতরেতরম্ ।
 সতোরণ-পতাকৈশ্চ বারণা বরবারণৈঃ ॥ ৭
 অভিসৃত্য মহারাজ বেগবন্তির্মহাগজৈঃ ।
 দন্তৈরভিত্তাস্তত্র চুক্রুঃ পৰমাতুরাঃ ॥ ৮
 অভিনীতাশ্চ শিক্ষাভিস্তোত্রাক্ষুশমাহতাঃ ।
 অশ্রুভিন্নাঃ প্রভিন্নানাং সম্মুখাভিমুখা যযুঃ ॥ ৯
 প্রতিম্নৈরপি সংসক্তাঃ কেচিৎ তত্র মহাগজাঃ ।
 ক্রৌঞ্চবম্বিনদং কৃৎস্না হৃদ্রবুঃ সর্বতো দিশম্ ॥ ১০
 সম্যক্ প্রণীতা নাগাশ্চ প্রতিম্নকরটামুখাঃ ।
 ঋষ্টি-তোমর-নারাট্টৈর্বিবিদ্ধা বরবারণাঃ ॥ ১১
 প্রণেহুভিন্নমর্মাণো নিপেতুশ্চ গতাসবঃ ।
 প্রাভ্রবন্ত দিশঃ কেচিদ্ভদ্রস্তো ভৈরবান্ রবান্ ॥ ১২
 গজানাং পাদরক্ষাস্ত্র ব্যাচোরক্ষাঃ প্রহারিণঃ ।

গণ্ডস্থল হইতে মদধারাবহনকারী বিশালদেহ গজগণ কুপিত হইয়া অপর পক্ষের গজদিগের সহিত যুদ্ধার্থে মিলিত হইয়া ক্রোধভরে নিজ নিজ দস্তের সাহায্যে পরস্পরকে নানাভাবে বিদীর্ণ করিতে লাগিল ।

মহারাজ ! কত হাতী তোরণ ও পতাকায়ুক্ত, বেগশালী এবং বিশালকায় শ্রেষ্ঠ হাতীদিগের সহিত যুদ্ধে সম্মিলিত হইয়া তাহাদের দাঁতের আঘাতে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করত বিকটাকার চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ৫-৮

যাহারা নানাভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছে এবং যাহাদের মদধারা এখনও ক্ষরিত হয় নাই, এরূপ হাতীরা তোত্র ও অশ্রুশের প্রহার খাইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান মদপ্রাবী গজরাজগণের সহিত যুদ্ধে সংযুক্ত থাকিয়া আঘাত লাভ করত ক্রৌঞ্চপক্ষীর গ্রায় চীৎকার করিতে করিতে নানাদিকে পলায়ন করিল ॥ ৯-১০

উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু হাতী এবং যাহাদের গণ্ডস্থল হইতে মদধারা বহিয়া যাইতেছে এরূপ বহু শ্রেষ্ঠ হাতী, ঋষ্টি, তোমর ও নারাট্টসমূহের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া মঞ্চস্থান বিদীর্ণ হইয়া যাইলে চীৎকার করিতে লাগিল এবং প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল । কত হাতী ভয়ঙ্কর রব করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিল ॥ ১১-১২

মহারাজ ! হাতীদিগের পাদ-রক্ষাকারী বোদ্ধারা, যাহাদের

ঋষ্টিভিষ্চ ধনুর্ভিষ্চ বিমলৈশ্চ পরশ্বধৈঃ ॥ ১৩
 গদাভিমুসলৈশ্চৈব ভিন্দিপালৈঃ সতোমরৈঃ ।
 আয়সৈঃ পরিঘৈশ্চৈব নিস্ত্রিংশৈর্বিমলৈঃ শিতৈঃ ॥ ১৪
 প্রগৃহীতৈঃ সুসংরক্ষা ভ্রবমাণাস্তত্ততঃ ।
 ব্যাদৃশ্যন্ত মহারাজ পরস্পরজিঘাংসবঃ ॥ ১৫
 রাজমানাশ্চ নিস্ত্রিংশাঃ সংসিক্তা নরশোণিতৈঃ ।
 প্রতাদৃশ্যন্ত শূরাণামগ্নোত্তমভিধাবতাম্ ॥ ১৬
 অবক্ষিপ্তাবধূতানামসীনাং বীরবাহুভিঃ ।
 সংজ্ঞে তুমুলঃ শব্দঃ পততাং পরমর্মসু ॥ ১৭
 গদা-মুসল-রুদ্রানাং ভিন্নানাঞ্চ বরাসিভিঃ ।
 দস্তিদন্তাবভিন্নানাং মৃদিতানাঞ্চ দস্তিভিঃ ॥ ১৮
 তত্র তত্র নরৌষাণাং ক্রোশতামিতরেতরম্ ।
 শুশ্রুবুদারুণা বাচঃ প্রেতানামিব ভারত ॥ ১৯
 হইয়ৈরপি হয়ারোহাশ্চামরাপীড়ধারিভিঃ ।
 হংসৈরিব মহাবেগৈরগ্নোত্তমভিবিদ্রুতাঃ ॥ ২০

বক্ষঃস্থল বিশাল ও বিস্তৃত ছিল, ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল এবং হস্তে ধৃত ঋষ্টি, ধনু, নিশ্চল পরশু, গদা, মুসল, ভিন্দিপাল, তোমর, লৌহনিষ্মিত পরিঘ এবং তীক্ষ্ণ ধারাল চক্চকে খড়্গ আদি অস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে বধ করিবার জন্য উৎসুক দৃষ্ট হইতেছিল ॥ ১৩-১৫

পরস্পরের দিকে ধাবিত বীরগণের চক্চকে খড়্গগুলি মহাশব্দগণের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে দেখা যাইল ॥ ১৬

বীরগণের বাহুদ্বারা ঘৃণিত হইয়া চালিত তরবারিগুলি যখন অপরের মঞ্চস্থানে আঘাত করিতেছিল, তখন তাহাদের ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল ॥ ১৭

এই যুদ্ধস্থলে গদা ও মুসলের আঘাতে কতক মাহুষের অঙ্গ ছিন্ন হইয়াছিল, কতক মাহুষের শরীর উত্তম তরবারির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং কতক মাহুষের দেহ হস্তিগণের দাঁতে দাবিত হইয়া বিদীর্ণ হইয়াছিল, আবার কতক মাহুষের অঙ্গ হস্তীরাই বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল । এইভাবে অসংখ্য মহাযবর্ণ অর্দ্ধমৃত হইয়া পরস্পরকে আহ্বান করিতেছিল । ভায়ত ! তাহাদের সেই ভয়ঙ্কর আর্তনাদ প্রেতগণের কোলাহলে অসংখ্য প্রতীগোচর হইতেছিল ॥ ১৮-১৯

চামর ও হারাদি ভূষণে সুশোভিত হংসতুল্য শুভ্র ও মহাবেগশালী অশ্বে উপবিষ্ট হইয়া বহু অখারোহী বিপক্ষের অখারোহীগণের দিকে ধাবিত হইল ॥ ২০

তৈবিস্মৃতা মহাপ্রাণা জাহ্ননদবিকৃষণাঃ ।
 আশুগা বিমলাস্তীক্কাঃ সম্পেতুর্ভূজগোপমাঃ ॥ ২১
 অশ্বৈরগ্র্যাজবৈঃ কেচিদাপ্তাত্য মহতো রথান্ ।
 শিরাঃস্ত্রাদদিরে বীরা রথিনামশ্বলাদিনঃ ॥ ২২
 বহুনপি হয়ারোহান্ ভ্রমৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ।
 রথী জঘান সম্প্রাপ্য বাণগোচরমাগতান্ ॥ ২৩
 নবমেঘপ্রতীকাশাশ্চাক্ষিপ্য তুরগান্ গজাঃ ।
 পাদৈরেব বিমৃদগন্তি মত্তাঃ কনকভূষণাঃ ॥ ২৪
 পাট্যমানেষু কুন্তেষু পার্শ্বেষুপি চ বারণাঃ ।
 প্রাসৈর্বিনিহতা কেচিদ্ বিনেহুঃ পরমাতুরাঃ ॥ ২৫
 সাখারোহান্ হয়ান্ কাঙ্ক্ষিত্বা বরবারণাঃ ।
 সহসা চিক্ষিপুস্তত্র সঙ্কুলে ভৈরবে সতি ॥ ২৬
 সাখারোহান্ বিবাণাগ্রৈরুৎক্ষিপ্য তুরগান্ গজাঃ ।
 রথোঘানভিমৃদগন্তুঃ সশ্বজানভিচক্রমুঃ ॥ ২৭

তাতাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত স্বর্ণভূষিত নির্মল ও তীক্ষ্ণ ধারাল
 শীঘ্রগামী মহাপ্রাণ অস্ত্রগুলি সর্পের জায় ঘাইয়া বিপক্ষের উপরে
 পতিত হইল ॥ ২১

কতক বীর অখারোহী অশ্বের দ্বারা ধাবিত হইয়া বিশাল
 বিশাল রথের উপর ঘাইয়া লাফাইয়া পড়িল এবং রথীদিগের
 মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল ॥ ২২

এইরূপ কোন কোন রথী আনতপর্বগুক্ত ভ্রমণামক বাণসমূহে
 আয়ত্তের মধ্যে স্থিত অখারোহীদিগকে বিনাশ করিতে
 লাগিল ॥ ২৩

নূতন মেঘের জায় শোভা প্রাপ্ত স্বর্ণভূষিত মদমত্ত হস্তীরা বহু
 অশ্বকেই শুণ্ডের দ্বারা তুলিয়া আনিয়া পদের সাহায্যে পিষ্ট করিয়া
 ফেলিল ॥ ২৪

কতক হাতী প্রাসের আঘাত পাইয়া কুণ্ডল ও পার্শ্বভাগ
 বিদীর্ণ হইয়া ঘাইলে গুরুতর গীড়া অকৃত্রিম করিতে করিতে বিকট
 চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ২৫

আবার বহু বড় বড় হাতী অনেক অখারোহীর সহিত অশ্বকে
 পদের দ্বারা মথিত করিয়া সহসা ভয়ঙ্কর বুদ্ধিতে নিক্ষেপ করিতে
 লাগিল ॥ ২৬

কতক হাতী নিজের দন্তের অগ্রভাগে বহু অখারোহীর
 সহিত অশ্বকে উৎক্ষেপণ করিয়া ও ধ্বংসহ রথজ্যেগীকে পাদের

পুংস্তাদতিমদঘাচ্চ কেচিৎ তত্র মহাগজাঃ ।
 সাখারোহান্ হয়ান্ জঘ্নুঃ কঠৈঃ সচরণৈস্তথা ॥ ২৮
 অখারোহৈশ্চ সমরে হস্তিসাদিভিরেব চ ।
 প্রতিমানেষু গাত্রেষু পার্শ্বেষুপি চ বারণান্ ॥
 আশুগা বিমলাস্তীক্কাঃ সম্পেতুর্ভূজগোপমাঃ ॥ ২৯
 নরাশ্বকায়ান্ নির্ভিত্ত গৌহানি কবচানি চ ।
 নিপেতুর্বিমলাঃ শক্ত্যা বীরবাহুভিরপিভাঃ ॥ ৩০
 মহোক্ষা প্রতিমা ঘোরাস্তত্র তত্র বিশাম্পতে ।
 দ্বীপিচর্মাবনৈশ্চ বাজ্রচর্মচ্ছদৈরপি ॥ ৩১
 বিকোশৈর্বিমলৈঃ খণ্ডৈরভিজগ্মুঃ পরান্ রণে ।
 অভিপ্লুতমভিক্রুদ্ধমেকপার্শ্বাবদারিতম্ ॥ ৩২
 বিদর্শয়ন্তুঃ সম্পেতুঃ খড়্গ-চর্ম-পরশ্বধৈঃ ।
 কেচিদাক্ষিপ্য করিণঃ সাখানপি রথান্ কঠৈঃ ॥ ৩৩

দ্বারা পেষণ করিয়া রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ২৭

সেখানে বহু মহাগজই অত্যন্ত মদোন্মত্ত ও পুরুষ হওয়ায়
 শুণ্ড ও পদ দ্বারা অশ্ব ও অখারোহিগণকে নিহত করিতে
 লাগিল ॥ ২৮

যুদ্ধে অখারোহী ও গজারোহীদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত নির্মল, তীক্ষ্ণ
 ও সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর শীঘ্রগামী বাণগুলি হস্তিসকলের ললাট, অন্ত্রাত্ত
 দেহ ও পার্শ্বভাগে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ২৯

বীরগণের বাহুদ্বারা চালিত নির্মল শক্তিসমূহ মল্লয় ও
 অশ্বগণের দেহগুলি এবং লৌহময় কবচসমূহকে বিদীর্ণ করিয়া
 ভূমিতে পতিত হইল। প্রজানাথ! সেখানে পতিত হইবার
 সময় ভয়ঙ্কর শক্তিসমূহকে বিশাল উদ্ধার জায় মনে
 হইতেছিল।

নির্মল (চক্রকে) বহু তরবারি প্রথমে চিতাবাঘ কিংবা
 সাধারণ বাঘের চর্মের দ্বারা নির্মিত কোষে বদ্ধ ছিল, কিন্তু পরে
 বুদ্ধিতে কোষ হইতে নির্গত করিয়া বীর পুরুষগণ রণভূমিতে
 বিপক্ষ সৈন্তগণকে ছেদন করিয়া বধ করিতে লাগিলেন ॥

বহু যোদ্ধা ঢাল, তরবারি ও পরশু দ্বারা নির্ভয় হইয়া শক্রর
 সম্মুখে গমন করিল, ক্রোধ সহকারে দাঁতের দ্বারা শুষ্ঠ পেষণ
 করিতে লাগিল এবং বামভাগে আঘাতকরত বিদীর্ণ করিবার
 প্রচেষ্টা দেখাইয়া শক্রর উপর আক্রমণ করিল ॥

বিকর্ষন্তো দিশঃ সর্বাঃ সম্পাত্তুঃ সর্বশকগাঃ ।
 শঙ্কুভিদারিতাঃ কেচিৎ সন্তিস্থাশ্চ পরশ্বধৈঃ ॥ ৩৪
 হস্তিভির্দ্ভিতাঃ কেচিৎ ক্লামাশ্চাত্তে তুরঙ্গমৈঃ ।
 রথনৈমিনিকৃতাশ্চ নিকৃতাশ্চ পরশ্বধৈঃ ॥ ৩৫
 ব্যাক্রোশন্ত নরা রাজ্যন্তত্র তত্র স্য বাহুবান্ ।
 পুত্রানন্তে পিতৃনন্তে ভ্রাতৃশ্চ সহ বহুভিঃ ॥ ৩৬
 মাতুলান্ ভাগিনেয়াশ্চ পরানপি চ সংযুগে ।
 বিকীর্ণাভ্যাঃ সুবহবো ভগ্নসক্থাশ্চ ভারত ॥ ৩৭
 বাহুভিশ্চাপরে ছিন্নৈঃ পার্শ্বৈশ্চ বিদারিতাঃ ।
 ক্রন্দন্তঃ সমদৃশ্যন্ত তৃষিতা জীবিতেন্সবঃ ॥ ৩৮
 তৃষা পরিগতাঃ কেচিদগ্নসত্ত্বা বিশাম্পতে ।
 ভূমৌ নিপতিতাঃ সংখ্যে যুগয়াৎক্রিরে জলম্ ॥ ৩৯
 রুধিরৌঘপরিক্রিমাঃ ক্লিষ্টমানাশ্চ ভারত ।
 ব্যানন্দন্ ভূশমাখ্যানং তব পুত্রাশ্চ সঙ্গতান্ ॥ ৪০

প্রতিশব্দের অভিযুখে গমনকারী বহু হাতী অশ্বের সহিত
 রথকে নিজ শুণ্ডে উত্তোলিত করিয়া তাহাদের লইয়াই চারিদিকে
 দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল ।

কিছু মানুষ বাণে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছে, কিছু
 পরশুর আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কতক মানুষ হাতীর
 পদে পিষ্ট হইয়াছে, কতক মানুষ অশ্বের দ্বারা মথিত হইয়াছে,
 কতক মানুষের শরীর রথের চক্রে ছিন্ন হইয়াছে এমং কতক
 রথের কুবরে খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে ॥ ৩০-৩৫

রাজন্! রণভূমিতে যেখানে সেখানে পতিত অসংখ্য মানুষ
 নিজের আত্মীয়গণকে আত্মান করিতেছে । কেহ পুত্রকে, কেহ
 পিতাকে, কেহ ভাই-বন্ধুকে, কেহ মামা-ভাগ্নাকে এবং কেহ কেহ
 অপরের নাম লইয়া বিলাপ করিতেছে । ভারত! বহু মানুষের
 অস্ত্রগুলি বহির্গত হইয়াছে, জন্ম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাহারও বাহু
 বিছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কাহারও পার্শ্বভাগ বিদারিত হইয়াছে এবং
 কেহ কেহ আহত অবস্থায় পিপাসাতে পীড়িত হইয়া জীবনের
 লোভে ক্রন্দন করিতেছে—দেখা বাইল ॥ ৩৬-৩৮

রাজন্! কেহ কেহ পৃথিবীতে আহত হইয়া পতিত হইল ।
 তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি অগ্ন হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার
 পিপাসায় কাতর হইয়া জলের অন্বেষণ করিতে লাগিল ॥ ৩৯

হে ভারত! প্রচুর রক্তধারায় আধুত হইয়া ক্লেশপ্রাপ্ত

অপরে ক্ষত্রিয়াঃ শূরাঃ কৃতবৈরাঃ পরস্পরম্ ।
 নৈব শত্রুং বিমুঞ্চন্তি নৈব ক্রন্দন্তি মারিষ ॥ ৪১
 তজ্জয়ন্তি চ সংহৃষ্টান্তত্র তত্র পরস্পরম্ ।
 আদশ্য দশনৈশ্চাপি ক্রোধাৎ সরদনচ্ছদম্ ॥ ৪২
 ভ্রুকুটীকুটিলৈর্বক্রৈঃ প্রেক্ষন্তি চ পরস্পরম্ ।
 অপরে ক্লীষ্যমানাস্ত শরার্থা ত্রণপীড়িতাঃ ॥ ৪৩
 নিষ্কৃজাঃ সমপতন্ত দৃঢ়সত্ত্বা মহাবলাঃ ।
 অন্ত্রে চ বিরথাঃ শূরা রথমন্ত্রস্ত সংযুগে ॥ ৪৪
 প্রার্থয়ান নিপতিতাঃ সংক্ষুধা বরবারণৈঃ ।
 অশোভন্ত মহারাজ সপুঙ্গা ইব কিংগুকাঃ ॥ ৪৫
 সম্ভবুবরনীকেষু বহবো ভৈরবস্বনাঃ ।
 বর্তমানে মহাভীমে তস্মিন্ বীরবরক্ষয়ে ॥ ৪৬
 নিজ্জঘান পিতা পুত্রঃ পুত্রশ্চ পিতরং রণে ।
 স্বশ্রীয়ো মাতুলং চাপি স্বশ্রীয়ং চাপি মাতুলঃ ॥ ৪৭

সৈন্তেরা নিজের ও আপনাদের পুত্রগণের নিন্দা করিতেছিল ॥ ৪০

মহারাজ! অগ্র বীর ক্ষত্রিয়গণ পরস্পর শত্রুতাবদ্ধ হইয়া
 সেই আহত অবস্থাতেও নিজ নিজ অস্ত্র ত্যাগ করিলেন না এবং
 ক্রন্দন করিতেছিলেন না ॥ ৪১

তাহারা বারংবার উৎসাহিত হইয়া পরস্পরের প্রতি তর্জন
 গর্জন করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধসহকায়ে দস্তুর দ্বারা শুই
 পেষণ করিয়া ভ্রুকুটি করত পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত
 করিতে লাগিলেন ॥

দৃঢ়তার সহিত ধৈর্য্য দারণ করিয়া অপর মহাবল বীরগণ
 বাণের আঘাতে পীড়িত হইয়া ক্লেশ সহ করিতে করিতে নীরবে
 অবস্থান করিতে লাগিলেন—স্বীয় বেদনা প্রকাশ করিলেন না ॥

মহারাজ! কোন কোন বীরপুরুষ নিজ নিজ রথ ভগ্ন হইয়
 যাইলে যুদ্ধে ভূতলে নামিয়া অপরের রথ প্রার্থনা করিতে লাগিলে
 সেই অবস্থায় বড় বড় হস্তীর পাদপেষণে নিষ্পেষিত হইয়
 যাইলেন । সেই সময় রক্তরঞ্জিত তাহাদের শরীর নিকশিত
 গলাশব্দকের দ্বারা শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪২-৪৫

সেই সৈন্তগণের মধ্যে বহু সৈন্তেরই ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা বাইতে
 ছিল । শ্রেষ্ঠ বীরগণের ক্ষয়কারক সেই মহাভয়ানক সংগ্রামে
 পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, ভাগ্না মামাকে, মামা ভাগ্নাকে, মিত্র
 মিত্রকে এবং সম্বন্ধী নিজ বান্ধবকে বধ করিতে লাগিলেন ॥

স তালকেতোস্তীক্লেন কেতুমাহত্য পত্রিণা ।
 ভীষ্মেণ যুযুধে বীরশস্ত্র চামুরথৈঃ সহ ॥ ৯
 কৃতবর্মাণমেকেন শল্যঃ পঞ্চভিরাশুগৈঃ ।
 বিদধ্বা নবভিরানচ্ছিত্তাঃ প্রপিতামহম্ ॥ ১০
 পূর্ণায়তবিস্তৃষ্টেন সম্যক্ প্রণিহিতেন চ ।
 ধ্বজমেকেন বিব্যাধ জাম্বুনদপরিষ্কৃতম্ ॥ ১১
 দুর্মুখস্ত তু ভল্লেন সর্বাবরণভেদিনা ।
 জহার সারথ্যেঃ কায়াজ্ছিরঃ সন্নতপর্বাণা ॥ ১২
 ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন কার্ত্তস্বরবিভূষিতম্ ।
 কৃপস্ত নিশিতাগ্রেণ তাংশ্চ তীক্ষ্ণমুখৈঃ শরৈঃ ॥ ১৩
 জঘান পরমক্রুদ্ধো নৃত্যগ্নিব মহারথঃ ।
 তস্ত লাঘবমুদীক্য তুতুর্দেবতা অপি ॥ ১৪
 লঙ্কলক্ষতয়া কার্ষেঃ সর্বে ভীষ্মমুখা রথাঃ ।

স্বর্ণনির্মিত বিচিত্র ধ্বজে সুশোভিত ছিল। তিনি তখন ভীষ্মের উপর এবং ভীষ্মকে যাহারা রক্ষা করিতেছিলেন, সেই সব শ্রেষ্ঠ রথিগণের উপরও আক্রমণ করিলেন ॥ ৭-৮

বীর অভিমত্যা তীক্ষ্ণ বাণে সেই তালচিহ্নিত ধ্বজকে ছেদন করিলেন এবং ভীষ্ম ও তাঁহার অঙ্গুগামী রথিগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৯

তিনি এক বাণে কৃতবর্মাণকে ও পাঁচ শীলগামী বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ ধারাল নয়টি বাণে প্রপিতামহ ভীষ্মকেও আঘাত করিলেন ॥ ১০

তারপর ধ্বজে উত্তমরূপে আকর্ষণ করিয়া পূর্ণ মনোযোগের সহিত নিক্ষেপ্ত এক বাণে তাঁহার স্বর্ণভূষিত ধ্বজকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ১১

তারপর নতপর্বশূক এবং সর্পগন্ধকার আবরণকে ভেদ করিতে সমর্থ একটি ভল্লের দ্বারা অভিমত্যা দুর্মুখের সারথির মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ১২

সেই সঙ্গে কৃপাচার্যের স্বর্ণভূষিত ধ্বজও একটি তীক্ষ্ণাগ্র ভল্লে ছিন্ন করিলেন। তারপর চারিদিকে বিচরণপূর্বক যেন নৃত্য করিতে করিতেই মহারথী অভিমত্যা অত্যন্ত কুপিত হইয়া তীক্ষ্ণ ধারাল মুখযুক্ত বাণসমূহে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে নিযুক্ত সকল মহারথীকেই আহত করিয়া ফেলিলেন। অভিমত্যা এই হস্তের ক্রিয়াকারিতা দেখিয়া দেবগণও তুষ্ট হইলেন ॥ ১৩-১৪

সদ্ববস্ত্রমমস্ত সাক্ষাদিব ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১৫

তস্ত লাঘবমার্গস্থমলাতসদৃশপ্রভম্ ।

দিশঃ পর্যাপতচ্চাপাং গাণ্ডীবমিব ঘোষবৎ ॥ ১৬

তমাসাশ্র মহাবেগৈর্ভীষ্মো নবভিরাশুগৈঃ ।

বিব্যাধ সমরে তুর্গমার্জুনিং পরবীরহা ॥ ১৭

ধ্বজং চাস্ত্র ত্রিভির্ভাল্লৈশ্চিচ্ছেদ পরমোজসঃ ।

সারথিঞ্চ ত্রিভির্বাণৈরাজঘান যতব্রতঃ ॥ ১৮

তথৈব কৃতবর্মা চ কৃপঃ শল্যশ্চ মারিষ ।

বিদধ্বা নাকম্পয়ৎ কার্ষিঃ মৈনাকমিব পর্বতম্ ॥ ১৯

স তৈঃ পরিবৃতঃ শূরো ধার্ত্তরাষ্ট্রৈর্মহারথৈঃ ।

ববর্ষ শরবর্ষাণি কার্ষিঃ পঞ্চ রথান্ প্রতি ॥ ২০

ততস্তেষাং মহাস্ত্রাণি সংবাহ্য শরবৃষ্টিভিঃ ।

ননাদ বলবান্ কার্ষিভীষ্মায় বিসৃজন শরান্ ॥ ২১

অর্জুননন্দন অভিমত্যা এই অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের সফলতায় প্রভাবিত ভীষ্ম প্রভৃতি সমস্ত মহারথিগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ অর্জুনের দ্বায় শক্তিশালী মনে করিলেন ॥ ১৫

অভিমত্যা এই ধ্বজ গাণ্ডীবধ্বজ দ্বায় টঙ্কার ধ্বনি করিয়া থাকে, হস্তের অস্ত্রচালননৈপুণ্য দেখাইবার উপযুক্ত স্থান এবং আকর্ষণ করিলে অলাতচক্রের দ্বায় মণ্ডলাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই ধ্বজাধারী তখন চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১৬

অর্জুনকুমার অভিমত্যা পাইয়া শত্রুবীরগণহত্যা ভীষ্ম যুদ্ধক্ষেত্রে অতিজ্ঞত নদ্রটি শীলগামী ও মহাবেগশালী বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৭

সেই সঙ্গে মহাতেজস্বী বীর অভিমত্যা ধ্বজও তিনটি বাণে ছিন্ন করিলেন। কেবল ইহাই নহে, নিয়মপূর্বক ব্রহ্মচর্যব্রতপালনকারী ভীষ্ম অপর তিনটি বাণে অভিমত্যা সারথিকেও বধ করিলেন ॥ ১৮

অব্যর্থ! এইরূপ কৃতবর্মা, কৃপাচার্য ও শল্য মৈনাকপর্বতের দ্বায় স্থিরভাবে অবস্থিত অর্জুনপুত্র অভিমত্যা বাণে বিদ্ধ করিয়াও বিচলিত করিতে সমর্থ হন নাই ॥ ১৯

দুর্ঘোষনের এই মহারথ বীরগণে আবৃত হইয়া পড়িলে বীরবর অর্জুনকুমার সেই পাঁচ রথীর উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥

তারপর স্বীয় বাণবৃষ্টিদ্বারা সেই সব বীরগণের মহাস্ত্রসমূহ প্রতিরোধ করিয়া বলবান্ অর্জুনকুমার ভীষ্মের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২০-২১

তত্রাস্ত্র স্তমহদ্ রাজন্ বাহুবলমদৃশ্যত ।
 যতমানস্ত্র সমরে ভীষ্মদর্শতঃ শরৈঃ ॥ ২২
 পরাক্রান্তস্ত্র তন্ত্ৰৈব ভীষ্মোহপি প্রাহিণোচ্ছরান্ ।
 স তাংশ্চিচ্ছেদ সমরে ভীষ্মচাপচ্যুতান্ শরান্ ॥ ২৩
 ততো ধ্বজমমোঘেযুর্ভীষ্মস্ত্র নবভিঃ শরৈঃ ।
 চিচ্ছেদ সমরে বীরসুত উচুক্রুণ্ডজর্নাঃ ॥ ২৪
 স রাজতো মহাক্ষজস্তালো হেমবিভূষিতঃ ।
 সৌভদ্রবিশিখৈশ্চিহ্নৈঃ পপাত ভূবি ভারত ॥ ২৫
 তং তু সৌভদ্রবিশিখৈঃ পাতিতং ভারতর্ষভ ।
 দৃষ্টী ভীমো ননাদোচ্চৈঃ সৌভদ্রমভিহর্ষয়ন্ ॥ ২৬
 অথ ভীষ্মো মহাত্মাণি দিব্যানি সুবহুনি চ ।
 প্রাহুশ্চক্রে মহারৌদ্রে রণে তস্মিন্ মহাবলঃ ॥ ২৭
 ততঃ শতসহস্রেন সৌভদ্রং প্রপিতামহঃ ।
 অবাকিরদমেয়াত্মা তদদ্রুতমিবাভবৎ ॥ ২৮

রাজন্! এই সময় সময়রাণে প্রযত্নপূর্বক স্বায় বাণে ভীষ্মকে পীড়ানানকারী অভিমুখ্যর বাহুর অভিশয় বল প্রত্যক্ষ দেখা গাইল ॥ ২২

তখন ভীষ্মও পরাক্রমশালী সেই বীরের উপর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু অভিমুখ্য রণক্ষেত্রে ভীষ্মের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সকল বাণই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩

অভিমুখ্যর বাণ অব্যর্থ ছিল। সেই বীর সমরে নদ্যটি বাণে ভীষ্মের ধ্বজ ছেদন করিলেন। তখন সকল লোকই উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিল ॥ ২৪

হে ভারত! সেই রক্ততনুশিত, স্বর্ণভূষিত, অত্যন্ত উচ্চ তালবৃকচিহ্নিত ভীষ্মের ধ্বজ সুভদ্রানন্দন অভিমুখ্যর বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ২৫

ভরতভ্রষ্ট! অভিমুখ্যর বাণসমূহে ছিন্নভিন্ন হইয়া ভূতলে সেই ধ্বজকে দেখিয়া ভীষ্মেন সুভদ্রানন্দনের হর্ষবর্জন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

তখন মহাবল ভীষ্ম সেই অত্যন্ত ভরব্বর সংগ্রামে বহুতর দিব্য মহাত্মসকল আবিষ্কার করিলেন ॥ ২৭

তারপর অপরিমিত আশ্রয়লস্পর্শ প্রপিতামহ ভীষ্ম সুভদ্রা-সুতের উপর সহস্র বাণবর্ষণ করিলেন। তখন ইহা বেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥ ২৮

ততো দশ মহেশ্বনাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ।
 রক্ষার্থমভ্যধাবন্ত সৌভদ্রং হরিতা রথৈঃ ॥ ২৯
 বিরাটঃ সহ পুত্রেন ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্শ্বতঃ ।
 ভীমশ্চ কেকয়াশ্চৈব সাত্যকিশ্চ বিশাম্পতে ॥ ৩০
 তেষাং জবেনাপততাং ভীষ্মঃ শাস্তনবো রণে ।
 পাঞ্চাল্যাং ত্রিভিরানচ্ছৎ সাত্যকিং নবভিঃ শরৈঃ ॥ ৩১
 পূর্ণায়তবিস্মৃষ্টেন কুরেণ নিশিতেন চ ।
 ধ্বজমেকেন চিচ্ছেদ ভীমসেনস্ত্র পত্রিণা ॥ ৩২
 জাম্বুনদময়ঃ শ্রীমান্ কেসরী চ নরোত্তম ।
 পপাত ভীমসেনস্ত্র ভীষ্মেন মথিতো রথাং ॥ ৩৩
 ততো ভীমপ্রিভিবিদ্বদ্বা ভীষ্মঃ শাস্তনবং রণে ।
 কৃপমেকেন বিব্যাধ কৃতবর্মাণমষ্টভিঃ ॥ ৩৪
 প্রগৃহীতাপ্রহস্তেন বৈরাটরিপি দন্তিনা ।
 অভ্যজ্রবত রাজানং মজ্রাধিপতিমুত্তরঃ ॥ ৩৫

রাজন্! সেই সময় পুত্রসহ বিরাট, কৃপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমারগণ ও সাত্যকি—পাণ্ডবপক্ষের এই দশ মহারথী বীর অভিমুখ্যকে রক্ষা করিবার জন্য অতিক্রান্ত সেন্সলে দৌড়াইয়া আসিলেন ॥ ২৯-৩০

শাস্তনুনন্দন ভীষ্ম রণাঙ্গনে সেই সময় সবেগে আক্রমণকারী দশ মহারথীর মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন বাণে ও সাত্যকিকে নয়টি বাণে গুরুতর আঘাত করিলেন ॥ ৩১

পুনরায় ধনুকে উত্তমরূপে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত পঞ্চযুক্ত একটি তীক্ষ্ণ বাণে ভীমসেনের রথের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩২

হে নরোত্তম! ভীমসেনের সেই স্বর্ণময় স্তম্বর ধ্বজ সিংহের চিহ্নে চিহ্নিত ছিল। উহা ভীষ্মকর্তৃক ছিন্ন হইয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৩

তখন ভীমসেন সেই রণক্ষেত্রে শাস্তনুনন্দন ভীষ্মকে তিন বাণে আহত করিয়া কৃপাচাধ্যকে এক বাণে ও কৃতবর্মাকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৪

এই সময় যে হাতীটি নিজের গুঁড়কে চক্রাকার করিয়া উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই দন্তযুক্ত হাতীর উপর আরোহণ করত বিরাটপুত্র উত্তর মন্ত্রদেশের অধিপতি রাজা শল্যের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৩৫

তস্ত বারণরাজস্ত জবেনাপততো রথে ।
 শল্যো নিবারয়ামাস বেগমপ্রতিমং শঠৈঃ ॥ ৩৬
 তস্ত ক্রুদ্ধঃ স নাগেন্দ্রো বৃহতঃ সাধুবাহিনঃ ।
 পদা যুগমধিষ্ঠায় জঘান চতুরো হয়ান্ ॥ ৩৭
 স হতাস্থে রথে তিষ্ঠন্ মদ্রাধিপতিরায়সীম্ ।
 উত্তরাস্তকরীং শক্তিং চিক্ষেপ ভুজগোপমাম্ ॥ ৩৮
 তয়া ভিন্নতনুগ্রাণঃ প্রবিশ্য বিপুলং তমঃ ।
 স পপাত গজকৃক্কাং প্রমুক্তাঙ্কুশ-তোমরঃ ॥ ৩৯
 অসিমাদায় শল্যোহপি অবপ্লুত্ব রথোত্তমাং ।
 তস্ত বারণরাজস্ত চিচ্ছেদাথ মহাকরম্ ॥ ৪০
 ভিন্নমর্মা শরশতৈশ্চিন্নহস্তঃ স বারণঃ ।
 ভীমমার্তস্বরং কৃৎস্না পপাত চ মমার চ ॥ ৪১
 এতদীদৃশকং কৃৎস্না মদ্ররাজো নরাধিপ ।
 আকুরোহ রথং তুর্গং ভাস্বরং কৃতবর্ষণঃ ॥ ৪২
 উত্তরং বৈ হতং দৃষ্ট্বা বৈরাটিক্রান্তরং তদা ।

সেই গজরাজ অতিশয় বেগে আসিয়া শল্যরাজের রথের নিকট উপস্থিত হইল। এই সময় শল্য স্বীয় বাণসমূহে ঐ হাতীর অতুলনীয় বেগকে রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ৩৬

ইহাতে গজেন্দ্র শল্যের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং নিজের একটি চরণ রথের যুগের উপর রাখিয়া উত্তমরূপে বহনকারী চারিটি বিরাট অশ্বকে নিহত করিল ॥ ৩৭

অশ্বগুলি নিহত হইলেও সেই রথেরই মদ্ররাজ শল্য উপবিষ্ট থাকিয়া লৌহনির্মিত একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। এই শক্তি সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর এবং রাজকুমার উত্তরের বিনাশকর ছিল ॥ ৩৮

এই শক্তি উত্তরের কবচ ছিন্ন করিল। তাহার আঘাতে উত্তর অত্যন্ত মোহিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হাত হইতে তখন অঙ্কুশ ও তোমর পতিত হইল এবং তিনিও অচেতন হইয়া গজের পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৩৯

এই সময় শল্য হাতে তরবারি লইয়া স্বীয় শ্রেষ্ঠ রথ চাইতে লাম্বাইয়া পড়িলেন এবং তাহা দ্বারা গজরাজের বিশাল শুঁড়টি কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৪০

শত শত বাণে সেই হাতীর তখন মর্দনস্থান বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার উপর আবার শুঁড়টিও ছিন্ন হইল। ইহাতে সেই গজরাজ ভয়ঙ্কর আর্জনাৎ করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইল এবং

কৃতবর্ষণা চ সহিতং দৃষ্ট্বা শল্যমবস্থিতম্ ॥ ৪৩
 খেতঃ ক্রোধাৎ প্রজ্জ্বাল হবিষা হব্যবাড়িব ।
 স বিস্ফাৰ্য্য মহচ্চাপং শক্রচাপোপমং বলী ॥ ৪৪
 অভ্যধাবজ্জিঘাংসন্ বৈ শল্যং মদ্রাধিপং বলী ।
 মহতা রথবংশেন সমস্তাং পরিবারিতঃ ॥ ৪৫
 মুঞ্চন্ বাণময়ং বর্ষং প্রায়াচ্ছল্যরথং প্রতি ।
 তমাপতন্তুঃ সম্প্রেক্ষ্য মন্তবারণবিক্রমম্ ॥ ৪৬
 তাবকানাং রথাঃ সপ্ত সমস্তাং পর্য্যবারয়ন্ ।
 মদ্ররাজমভীপ্সন্তো মৃত্যোর্দিষ্টান্তরং গতম্ ॥ ৪৭
 বৃহদ্বলশ্চ কৌশল্যো জয়ৎসেনশ্চ নাগধঃ ।
 তথা রুদ্ররথো রাজন্ শলাপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৮
 বিন্দানুবিন্দাবাবস্তো কাঞ্চোজশ্চ সুদক্ষিণঃ ।
 বৃহৎশক্রস্ত দায়াদঃ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ ॥ ৪৯
 নানাবর্ণবিচিত্রাণি ধনুযি চ মহাত্মনাম্ ।
 বিস্ফারিতানি দৃশ্যন্তে ত্রোয়দেদ্বিধ বিদ্র্যাতঃ ॥ ৫০

মৃত্যুবরণ করিল ॥ ৪১

নরাধিপ! মদ্ররাজ শল্য এইরূপ পরাক্রম করিয়া অতিশয় কৃতবর্ষার তেজোময় রথে গিয়া উঠিয়া পড়িলেন ॥ ৪২

স্বীয় ভ্রাতা উত্তরকে নিহত এবং শল্যকে কৃতবর্ষার রথে উথিত দেখিয়া বিরাটপুত্র খেত ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন। তখন মনে হইতেছিল—অগ্নিতে যেন ঘুতাহুতি দেওয়া হইয়াছে।

সেই বলবান্ বীর খেত ইজ্জৎসেন নিজে বিশাল ধনু কর্ণ পর্য্যন্ত টানিয়া মদ্ররাজ শল্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন।

মদমত্ত হস্তীর দ্বারা পরাক্রমশালী খেতকে ধাবিত হইতে দেখিয়া আপনার সাতজন রথী বীর মৃত্যুর দ্বন্দের মধ্যে পতিত মদ্ররাজ শল্যকে রক্ষা করিবার জন্ত তাঁহাকে (খেতকে) চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৩-৪৭

রাজন্ সেই সপ্ত রথীর নাম হইল—কৌশলরাজ বৃহৎসল, মগধরাজ জয়ৎসেন, শল্যের প্রতাপশালী পুত্র রুদ্ররথ, অযন্তি-দেশের রাজকুমার বিন্দ ও অহবিন্দ, কাঞ্চোজপতি সুদক্ষিণ এবং বৃহৎশক্রের পুত্র সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ ॥ ৪৮-৪৯

এই সব মহাত্মা বীরগণের বিস্ফারিত নানা বর্ণের বিচিত্র ধনুগুলি অলবর্ণগরত মেঘের মধ্যে বিদ্র্যাতের দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫০

তে তু বাণময়ং বর্ষণং শ্বেতমুখপাতয়ন্ ।
 নিদাযান্তেহনিলোক্য তা মেঘা ইব নগে জলম্ ॥ ৫১ ॥
 ততঃ ক্রুদ্ধো মহেধাসঃ সপ্তভল্লৈঃ সূতেজ্ঞনৈঃ ।
 ধনুর্বি তেষামাচ্ছিত্ত মর্মদ পৃথনাপতিঃ ॥ ৫২ ॥
 নিকৃষ্টান্তেব তানি স্ম সমদৃশুস্ত ভারত ।
 ততস্তে তু নিমেষার্থাং প্রত্যাপত্তন্ ধনুর্বি চ ॥ ৫৩ ॥
 সপ্ত চৈব পৃষংকাংশ্চ শ্বেতশ্রোপর্ধ্যপাতয়ন্ ।
 ততঃ পুনরমেয়াত্মা ভল্লৈঃ সপ্তভিরাশুগৈঃ ।
 নিচকর্ত মহাবাহুস্তেবাং চাপানি ধ্বিনাম্ ॥ ৫৪ ॥
 তে নিকৃষ্টমহাচাপাস্তুরমাণা মহারথাঃ ।
 রথশক্তিঃ পরায়ুশ্চ বিনেহুর্ভৈরবান্ রবান্ ॥ ৫৫ ॥
 ধনুর্ভরতশ্রেষ্ঠ সপ্ত শ্বেতরথং প্রতি ।
 ততস্তা জ্বলিতাঃ সপ্ত মহেস্ত্রাশনিনিঃস্বনাঃ ॥ ৫৬ ॥
 অপ্রাপ্তাঃ সপ্তভির্ভল্লৈশ্চিচ্ছেদ পরমাস্রবিং ।

ইহারা সকলেই শ্বেতের মস্তকে বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন মনে হইতে লাগিল—গ্রীষ্ম ঋতুর শেষে বধাকালে বায়ু কর্তৃক উত্থাপিত মেঘ পর্কতে বারি বর্ষণ করিতেছে ॥ ৫১ ॥

সেই সময় মহাধনুর্ধর সেনাপতি শ্বেত কুপিত হইয়া তেজস্বী সাতটি ভল্লনামক বাণদ্বারা সেই সাত রথীরই ধনু ছেদন করত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫২ ॥

ভারত! সেই সাতটি ধনুকেই তখন ছিন্ন ভিন্ন দেখা যাইল। তারপর তাঁহারা সকলেই অন্ধ নিমিষের মধ্যে অপর ধনু গ্রহণ করিলেন এবং শ্বেতের উপর একসঙ্গে সাতটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন মহাবাহু শ্বেত পুনরায় দ্রুতগামী সাতটি ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া সেই ধনুর্ধরগণের সকল ধনুকেই ছিন্ন করিলেন ॥ ৫৩-৫৪ ॥

নিজ্বলিত বিশাল ধনুগুলি ছিন্ন হইয়া যাইলে সেই সাত মহারথী ব্যগ্রতালহকারে রথশক্তিসমূহ ধারণ করত ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সাতটি শক্তি প্রজ্বলিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্ৰের বজ্রের দ্বায় ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে শ্বেতের রথের দিকে একসঙ্গে বাইতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥

কিন্তু শ্বেত উত্তম অঙ্গসমূহে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি তখন সাতটি ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া নিকটে আনিবার পুর্বেই সেই

ততঃ সমাদায় শরং সর্বকারবিদারণম্ ॥ ৫৭ ॥
 প্রাহিণোদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ শ্বেতো রুক্ষরথং প্রতি ।
 তস্ত দেহে নিপতিতো বালো বজ্রাতিগো মহান্ ॥ ৫৮ ॥
 ততো রুক্ষরথো রাজন্ সায়কেন দৃঢ়াহতঃ ।
 নিষসাদ রথোপস্থে কশ্মলঃ চাবিশম্বহৎ ॥ ৫৯ ॥
 তং বিসংস্তং বিমনসং হরমাণস্ত সারথিঃ ।
 অপোবাহ ন সম্রাস্তঃ সর্বলোকস্ত পশ্যতঃ ॥ ৬০ ॥
 ততোহস্থান্ ষট্ সমাদায় শ্বেতো হেমবিভূষিতান্ ।
 তেষাং যশাং মহাবাহুঃ ক্রীড়ীষ্যপাতয়ৎ ॥ ৬১ ॥
 ইয়াংশ্চ তেষাং নিভিষ্ঠ সারথীংশ্চ পরস্তপ ।
 শরৈশ্চৈতান্ সমাকীর্ষ্য প্রায়াচ্ছল্যরথং প্রতি ॥ ৬২ ॥
 ততো হলহলাশকস্তব সৈন্তেষু ভারত ।
 দৃষ্ট্বা সেনাপতিং তুর্গং যাস্তং শল্যরথং প্রতি ॥ ৬৩ ॥
 ততো ভীষ্মঃ পুরস্কৃত্য তব পুত্রো মহাবলঃ ।
 বৃতস্ত সবসৈন্তেন প্রায়াচ্ছল্যরথং প্রতি ॥ ৬৪ ॥

সাতটি শক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর শ্বেত সকলেরই দেহবিদারক একটি বাণ লইয়া উহা রুক্ষরথের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

বজ্র হইতেও অধিক প্রভাবশালী সেই মহাবাণটি রুক্ষরথের শরীরে বাইয়া পতিত হইল। রাজন্! এই বাণে অত্যন্ত আহত হইয়া রুক্ষরথ নিজ রথের পশ্চাদ্ভাগে বাইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং গুরুতর মোহাচ্ছন্ন হইলেন ॥ ৫৭-৫৮ ॥

তাঁহাকে অচৈতন্য ও বিমনা দেখিয়া সারথি অল্পও বিস্রাস্ত না হইয়া অতি সত্বর সকলের দৃষ্টিগোচরেই রণভূমি হইতে তাঁহাকে দূরে লইয়া যাইল ॥ ৬০ ॥

তখন মহাবাহু শ্বেত অপর স্বর্ণভূষিত ছয়টি বাণ লইয়া সেই ছয় রথীর স্বজের অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৬১ ॥

পরস্তপ! তারপর তাঁহাদের অশ্ব ও সারথিগণকে বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাদের শরীরের মধ্যেও বহু বাণ বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর শ্বেত শল্যের রথের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬২ ॥

ভারত! তখন সেনাপতি শ্বেতকে দ্রুত শল্যের রথের দিকে বাইতে দেখিয়া আপনার সৈন্তগণের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যাইল ॥ ৬৩ ॥

তখন আপনার মহাবল পুত্র দুর্যোধন ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া

মৃত্যোরাশ্চমমুপ্রাপ্তং মজরাজমমোচয়ৎ ।
ততো যুদ্ধং সমভবৎ তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥ ৬৫
তাবকানাং পরেষাঞ্চ ব্যতিষক্তরথ-দ্বিপম্ ।
সৌভদ্রে ভীমসেনে চ সাত্যকৌ চ মহারথে ॥ ৬৬
কৈকেয়ে চ বিরাটে চ ধৃষ্টদ্যুয়ে চ পার্ষতে ।

এতেষু নরসিংহেষু চেদি-মৎস্তেষু চৈব হ ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ॥ ৬৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়া-
সিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি শ্বেতযুদ্ধে ।
সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

সমস্ত সৈন্যের সহিত শ্বেতের রথের উপর অক্রমণ করিলেন এবং
মৃত্যুর মুখে পতিত শল্যকে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥

তারপর আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদিগের মধ্যে অত্যন্ত
ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ চলিতে লাগিল । তখন রথের দ্বারা
রথ এবং হাতীর দ্বারা হাতী আক্রান্ত হইল ॥

পাণ্ডবপক্ষের দিকে হুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, ভীমসেন,
মহারথী সাত্যকি, কেকয়রাজকুমার, রাজা বিরাট ও জগদপুত্র
ধৃষ্টদ্যুম্ন—এই পুরুষশ্রেষ্ঠগণ এবং চেদি ও মৎস্ত দেশের ক্ষত্রিয়রা
যুদ্ধ করিতেছিলেন । কুরুকুলের বৃদ্ধপুরুষ পিতামহ ভীষ্ম ইহাদের
সকলের উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৪-৬৭

শ্রীমদ্রথি বেদব্যাসশ্রুণু শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বোত্তর ভীষ্মবধপর্বের শ্বেতের যুদ্ধবিবরণ সপ্তচত্বারিংশ
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

[শ্বেতস্য মহাভয়ঙ্করপরাক্রমপ্রদর্শনম্, ভীষ্মেণ তস্য বিনাশচ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

এবং শ্বেতে মহেষাসে প্রাপ্তে শল্যরথং প্রতি ।

কুরবঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১

ভীষ্মঃ শাস্তনবঃ কিং বা তন্মমোচক্ পৃচ্ছতঃ ।

সঞ্জয় উবাচ ।

রাজন্ শতসহস্রাণি ততঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ ॥ ২

শ্বেতং সেনাপতিং শূরং পুরুষত্ব মহারথঃ ।

রাজ্ঞো বলং দর্শয়ন্তুস্তব পুত্রশ্চ ভারত ॥ ৩

শিখণ্ডিনং পুরুষত্ব ত্রাতুমৈচ্ছামহাযাঃ ।

অভ্যবর্তন্ত ভীষ্মশ্চ রথং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ৪

জিঘাংসন্ত যুধাং শ্রেষ্ঠং তদাসাং তুমুলং মহৎ ।

তৎ তেহং সম্প্রবক্ষ্যামি মহাবৈশমসদুতম্ ॥ ৫

তাবকানাং পরেষাঞ্চ যথা যুদ্ধমবর্তত ।

তত্রাকরোদ্ রথোপস্থান্ শৃগ্ধান্ শাস্তনবো বহুন্ ॥ ৬

তত্রাদুতং মহচ্চাক্রো শরৈরার্চ্ছদ্ রথোত্তমান্ ।

সমাবৃণোচ্ছরৈরর্কমর্কতুল্যপ্রতাপবান্ ॥ ৭

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

[শ্বেতের মহাভয়ঙ্কর পরাক্রমপ্রদর্শন এবং ভীষ্ম কতৃক
তাহার বিনাশ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! এংরূপে মহাভয়ঙ্কর শ্বেতকে
শল্যের রথের নিকট উপস্থিত হইতে দেখিয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণ
কি করিল ? ১

শান্তনুদমন ভীষ্মই বা তখন কি করিলেন ? আমি
তোমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি তৎসমস্তই আমাকে
বল । সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! পাণ্ডবপক্ষের লক্ষ শ্রেষ্ঠ
ক্ষত্রিয় বীর সেনাপতি শ্বেতকে অগ্রে করিয়া আপনার পুত্র রাজা
দুর্ধোধনকে নিজেদের বল দেখাইতে দেখাইতে শিখণ্ডিকে সম্মুখে
স্থাপন করত ভীষ্মের স্বর্ণভূষিত রথের উপর আক্রমণ করিলেন ।

ভারত ! ইহারা সকলে শ্বেতকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন ।
সেইজন্ত শ্বেতকে বধ কারিতে উদ্ভূত যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
ভীষ্মকে, তাহারা আক্রমণ করিলেন । তখন মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ
আরম্ভ হইল । আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদিগের মধ্যে যেকোন
লোকক্ষয়কারী অদ্ভুত মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, আমি উহা সেইরূপই
বর্ণনা করিব ॥

সেই যুদ্ধে শান্তনুদমন ভীষ্ম রথি-উপবিষ্ট বহু রথকে রণিশূন্য
করিয়া দিলেন । তিনি তখন অতিশয় অদ্ভুত কার্য্য করিয়া-
ছিলেন । স্বীয় বাণসমূহে তিনি বহু শ্রেষ্ঠ রথীকেও গীড়া
দিয়াছিলেন । অর্ধাতুল্য তেজস্বী ভীষ্ম নিজ অস্ত্রসমূহে অর্ধা-
দেবকেও সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২-৭

হৃদন্ সমস্তাং সমরে ববিরুজন্ যথা তমঃ ।
 তেনাজৌ প্রেথিতা রাজন্ শরাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৮
 ক্ষত্রিয়ান্তকরাঃ সংখ্যে মহাবেগা মহাবলাঃ ।
 শিরাংসি পাতয়ামাসুর্বারাণাং শতশো রণে ॥ ৯
 গজান্ কণ্টকসন্নান্ বজ্রেণেব শিলোচ্চয়ান্ ।
 রথা রথেষু সংসক্তা বাদৃশাস্ত বিশাম্পতে ॥ ১০
 একে রথং পর্যাবহংস্তুরগাঃ সতুরজমম্ ।
 যুবানং নিহতং বীরং লম্বমানং সকার্মুকম্ ॥ ১১
 উদীর্গাশ্চ হয়্য রাজন্ বহন্তুস্তত্র তত্র হ ।
 বদ্ধবজ্রনিষজাশ্চ বিশ্বস্তশিরসো হতাঃ ॥ ১২
 শতশঃ পতিতা ভূমৌ বীরশয্যাসু শেরতে ।
 পরম্পরেণ ধাবন্তুঃ পতিতাঃ পুনরুথিতাঃ ॥ ১৩
 উথায় চ প্রধাবন্তো দম্বযুদ্ধমবাগুবন্ ।

যেদ্রুপ সূর্য্য উদিত হইয়া অন্ধকার নাশ করেন, সেইরূপ তিনি সমরভূমির চারিদিকে বিচরণ করিয়া লক্ষ লক্ষ বাণ নিক্ষেপ করত শত্রুসৈন্যকে নাশ করিতে লাগিলেন। রাজন্! তাহার ঐ বাণগুলি মহাবেগশালী ও মহাবলসম্পন্ন ছিল। যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণের বিনাশকারী ভীষ্মের সেই বাণসমূহ শত শত বীরের মস্তক ছেদন করিয়া রণভূমিতে পতিত করিল ॥ ৮-৯

সেই বাণগুলি বজ্রাঘাতে পর্কতসমূহের বিদারণের জ্বায় কণ্টক-পূর্ণ কবচমুশোভিত হস্তগণকেও ধরাশায়ী করিতে লাগিল। প্রজানাত! সেই সময় রথসমূহ অপর রথসমূহে বিলম্ব হইয়া আছে দেখা যাইল ॥ ১০

বহু অশ্ব রথকে রণস্থল হইতে দূরে লইয়া যাইল এবং সেই রথে নিহত বীর যুবক ধনুর সহিত লম্বা হইয়া পতিত ছিল ॥ ১১

রাজন্! সেই প্রচণ্ড অশ্বগণ রথকে লইয়া যেখানে সেখানে ঘুরিতে লাগিল। কটিতে (কোমরে) তরবারি ও পৃষ্ঠে তুণ-বদ্ধ শত শত বীর মস্তক ছিন্ন হওয়ায় পৃথিবীতে পতিত হইয়া বীরোচিত শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন ॥

পরস্পরের অভিযুখে ধাবিত বহু সৈন্যই কখনও ভূতলে পড়িয়া যাইল, আবার তাহারা কখনও উঠিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহারা দৌড়াইয়াই দৌড়াইতে দৌড়াইতে পরস্পর ধন্ব যুদ্ধ করিতে লাগিল। পুনরায় পরস্পরের প্রহারে পীড়িত হইয়া যুদ্ধের অগ্রভূমিতে লুটিয়া পড়িল ॥ ১২-১৩

পীড়িতাঃ পুনরজ্যোস্তাং লুষ্ঠন্তো রণমুখনি ॥ ১৪
 সচাপাঃ সনিষজাশ্চ জাতরূপপরিহৃতাঃ ।
 বিশ্রুদ্ধহতবীরাস্চ শতশঃ পরিপীড়িতাঃ ॥ ১৫
 তেন তেনাত্যধাবন্তু বিশ্বজন্তুশ্চ ভারত ।
 মত্তো গজঃ পর্যাবর্তক্কায়াশ্চ হতসাদিনঃ ॥ ১৬
 সরথা রথিনশ্চাপি বিযুদগন্তুঃ সমস্ততঃ ।
 স্তম্ভনাদপতং কশ্চিন্নিহতোহন্তেন সায়কৈঃ ॥ ১৭
 হতসারথিরপ্যুচ্চৈঃ পপাত কার্ভবন্ রথঃ ।
 যুধ্যমানস্ত সংগ্রামে ব্যাঢ়ে রজসি চোথিতে ॥ ১৮
 ধনুঃ কৃজিতবিজ্ঞানং তত্রাসীং প্রতিযুধ্যতঃ ।
 গাত্রস্পর্শেন যোধানাং ব্যজ্ঞাস্ত পরিপশ্বিনম্ ॥ ১৯
 যুধ্যমানং শরৈ রাজন্ সিঞ্জিনীধ্বজিনীরবাং ।
 অজ্যোস্তাং বীরসংশকো নাক্ষয়ত ভট্টৈঃ কৃতঃ ॥ ২০

ভারত! শত শত বীর ধনু ও তুণ লইয়া স্ববর্ণময় ভূষণে ভূষিত হইয়া কত যে শত্রুপক্ষের বীরগণকে বিধ্বস্তভাবে বিনাশ করিল, স্বয়ংও শত্রুদিগের প্রহারে অত্যন্ত পীড়িত হইতে লাগিল এবং তাহারপর নানারূপ অস্ত্র প্রহার করিতে করিতে নিজেও বিভিন্ন পথ দিয়া এদিকে ওদিকে দৌড়াইয়া পলায়ন করিল ॥

মদমস্ত হস্তী সেই অশ্বগণের পশ্চাতে পতিত হইল, সাহাদেব আরোহী নিচত হইয়াছে। এইরূপ রথসহ রথিগণও চারিদিকে ভূতলে পতিত শবদেহগুলিকে পিষ্ট করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥

কত বীর শত্রুপক্ষের বাণে নিহত হইয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল। কোন স্থলে রথের সারথি নিহত হইলে রথটি সাধারণ কাঠের জ্বায় উচ্চস্থান হইতে নিম্নে পড়িয়া যাইল ॥

সেই যুদ্ধরত সংগ্রামস্থলে বৃহদ্রথো এতাদৃশ ধূলি উড়িতেছিল যে, কিছুই বুঝা যাইল না। কেবল ধনুর টকার ধ্বনিতে ইহাই জানা যাইতেছিল যে, প্রতিদ্বন্দ্বী যুদ্ধ করিতেছে। বহু যোদ্ধা অপর যোদ্ধাদিগের দেহ স্পর্শ করিয়াই বৃষ্টিতে পারিতেছিল যে, ইহারা শত্রুপক্ষের ॥ ১৪-১৯

রাজন্! তখন কিছু লোক ধনুর টকারধ্বনি ও সৈন্যগণের কোলাহল শুনিয়া ইহাই বুঝিতে পারিল যে, কোন যোদ্ধা বাণ-সমূহে যুদ্ধ করিতেছে। যোদ্ধারা পরস্পরের প্রতি যে বীরোচিত গর্জন করিতেছিল, উহাও সেই সময় স্পষ্টরূপে শোনা যাইতেছিল না ॥ ২০

শকায়মানে সংগ্রামে পটহে কর্ণদারিণি ।
 যুধ্যমানস্ত সংগ্রামে কুর্ভতঃ পৌরুষং স্বকম্ ॥ ২১
 নাশ্রোষং নাম-গোত্রাণি কীর্তনঞ্চ পরস্পরম্ ।
 ভীষ্মচাপচূতৈর্বানৈরার্তানং যুধ্যতাং যুধে ॥ ২২
 পরস্পরেষাং বীর্যাণাং মনাসি সমকম্পয়ন্ ।
 তস্মিন্মতাকূলে যুদ্ধে দারুণে লোমহর্ষণে ॥ ২৩
 পিতা পুত্রঞ্চ সমরে নাভিজানাতি কশ্চন ।
 চক্রে ভগ্নে যুগে ছিন্নে একধুর্যো হয়ে হতঃ ॥ ২৪
 আক্লিপ্তঃ স্তননাদ্ বীরঃ সসারথিরজিহ্মগৈঃ ।
 এবঞ্চ সমরে সর্বৈ বীর্যাস্তে বিরথীকৃতাঃ ॥ ২৫
 তেন তেন স্ম দৃশ্যন্তে ধাবমানাঃ সমস্ততঃ ।
 গজো হতঃ শিরশ্ছিন্নঃ মর্ম ভিন্নঃ হয়ে হতঃ ॥ ২৬
 অহতঃ কোহপি নৈবাসীদ্ ভীষ্মে নিম্নতি শাঙ্গবান্ ।
 শ্বेतঃ কুরুণামকরোং ক্ষয়ং তস্মিন্ মহাহবে ॥ ২৭

তখন কর্ণবিদারক ডঙ্কার নিনাদে সমস্ত রণভূমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্ত সেখানে নিজের পুরুষার্থপ্রকাশকারী কোন যোদ্ধারই কথা আমার প্রতিগোচর হইতেছিল না। তাহার। তখন যে পরস্পর নাম-গোত্রের উল্লেখ করিতেছিল, তাহাও আমি শুনিতে পাই নাই।

যুদ্ধে ভীষ্মের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে সকল যোদ্ধারাই পীড়া অহুভব করিতেছিলেন। ঐ বাণগুলি পরস্পর সমস্ত বীরেরই হৃদয় কম্পিত করিতেছিল।

সেই যুদ্ধ অব্যস্ত। ভয়ঙ্কর, রোমাঞ্চকারী ও সকলের ব্যাকুল-কর ছিল। ঐ সময় কোন পিতাই নিজ পুত্রকেও চিনিতে পারেন নাই।

তখন ভীষ্মের বাণে চক্রে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, যুগ (বহনের সময় বাহনযোজিত করিবার কাঠবিশেষ—জোয়াল) নষ্ট হইয়া ছিল এবং একমাত্র রক্ষিত রথের অশ্বও নিহত হইয়াছিল। এক্ষণ অবস্থায় রথের উপরে উপবিষ্ট সারথির সহিত বীর রথীও ভীষ্মের সরলগামী বাণে আহত হইয়া স্বর্গগমন করিল।

এইরূপে সেই সমরালয়ে রথহীন হইয়া সকল বীর ভিন্ন-ভিন্ন পথে চারিদিকে দৌড়াইয়া পলায়ন করিল।

কাহারও হস্তী নিহত হইল, কাহারও মস্তক ছিন্ন হইয়া গেল, কাহারও মর্মস্থান বিদীর্ণ হইল এবং কাহারও অশ্ব বিনষ্ট হইল। যখন ভীষ্ম শত্রুগণকে সংহার করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার

রাজপুত্রান্ রথোদারানবধীচ্ছতসজ্জবঃ ।
 চিচ্ছেদ রথিনাং বাণৈঃ শিরাংসি ভরতর্ষভ ॥ ২৮
 সাজ্জদা বাহবশ্চৈব ধনুংযি চ সমস্ততঃ ।
 রথেষাং রথচক্রাণি তুণীরাণি যুগানি চ ॥ ২৯
 ছত্রাণি চ মহার্হাণি পতাকাশ্চ বিশাস্পতে ।
 হয়ৌঘাশ্চ রথৌঘাশ্চ নরৌঘাশ্চৈব ভারত ॥ ৩০
 বারণাঃ শতশশ্চৈব হতাঃ শ্বেতেন ভারত ।
 বয়ং শ্বেতভয়াদ্ ভীতা বিহায় রথসম্ভ্রমম্ ॥ ৩১
 অপযাতাস্তথা পশ্চাদ্ বিভুং পশ্চাম ধূক্ষবঃ ।
 শরপাতমতিক্রম্য কুরবঃ কুরুনন্দন ॥ ৩২
 ভীষ্মং শাস্তনবং যুদ্ধে স্থিতাঃ পশ্চাম সর্বশঃ ।
 অদীনো দীনসমরে ভীষ্মোহস্মাকং মহাহবে ॥ ৩৩
 একস্তস্মৌ নরবাত্সৌ গিরির্মেরুরিবাচলঃ ।
 আদদান ইব শ্রাণান্ সবিতা শিশিরাভ্যয়ে ॥ ৩৪

সম্মুখে আগত কোন এক্ষণ বিপক্ষ বীর ছিলেন না, যিনি তাঁহার বাণে আহত না হইয়াছেন।

এইরূপে সেই মহাযুদ্ধে শ্বेत ও কৌরবগণকে সংহার করিতে-ছিলেন। তিনি তখন শত শত দলবদ্ধ রথী রাজকুমারগণকে বধ করিয়াছিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! শ্বेत নিজ বাণসমূহে তখন বহু রথীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন ॥ ২১-২৮

তিনি সর্বদিকেই বাণক্ষেপ করিয়া বহু যোদ্ধার ধনু ও অস্ত্র-ভূষণভূষিত বাহু ছেদন করিয়াছিলেন। রথের ঈষাদণ্ড, রথচক্র, তুণীর এবং যুগ তিনি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ২৯

রাজন! বহুমূল্য ছত্র ও পতাকাসমূহও তাঁহার বাণে খণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছিল। ভারত! শ্বेत অশ্ব, রথ ও মনুষ্যগণের বহু সজ্জকে ত' বিনাশ করিয়াই ছিলেন, তাহার উপর তিনি তখন শত শত হস্তীকেও নিহত করিয়াছিলেন।

কুরুনন্দন! আমরাও শ্বেতের ভয়ে মহারথী ভীষ্মকে একাকী রাখিয়া পলাইয়া যাইলাম। সেইজন্তই আজ জীবিত থাকিয়া মহারাজকে দর্শন করিতে পারিলাম। সকল কৌরব আমরা শ্বেতের বাণ যতদূর পর্য্যন্ত বাইতে পারিত, ততদূর পর্য্যন্ত যুদ্ধভূমি ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া রছিলাম এবং দর্শকের স্তায় শান্তহৃদয়ে ভীষ্মকে দেখিতে লাগিলাম।

সেই মহাসংগ্রামে যদিও আমাদের পক্ষে কাভরতার সময় আসিয়াছিল, তথাপি নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম একাকী দীনতাপ্ত হইয়া মেরুপর্ব্বতের স্তায় অবিচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গভস্তিভিরিবাদিত্যন্তসৌ শরমরীচিমান্ ।
 স মুমোচ মহেষ্ণাসঃ শরসজ্জাননেকশঃ ॥ ৩৫
 নিয়ন্তমিত্রান্ সমরে বজ্রপাণিরিবানুরান্ ।
 তে বধ্যমানা ভীয়েণ প্রজহন্তঃ মহাবলম্ ॥ ৩৬
 অযুধাদিব তে যুথাস্থকঃ ক্রমিষু দারুণম্ ।
 তমেবমুণলৈক্যকো দৃষ্টঃ পুষ্টঃ পরস্তপ ॥ ৩৭
 হৃষ্যোধনপ্রিয়ে যুক্তঃ পাণ্ডবান্ পরিশোচয়ন্ ।
 জীবিতং হৃত্যজং ত্যক্ত্বা ভয়ঞ্চ স্তমহাহবে ॥ ৩৮
 পাতয়ামাস সৈন্তানি পাণ্ডবানাং বিশাম্পতে ।
 প্রহরন্তমনীকানি পিতা দেবত্রতন্তব ॥ ৩৯
 দৃষ্ট্বা সেনাপতিং ভীমস্তুরিতঃ খেতমভ্যয়াৎ ।
 স ভীমং শরজালেন মহতা সমবাকিরৎ ॥ ৪০
 খেতং চাপি তথা ভীমঃ শরোঁষৈঃ সমবাকিরৎ ।

যেদ্রপ সূর্য্যদেব শীতকালের শেষে গ্রীষ্মকালে পৃথিবীর জল শুষ্ক করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভীম সবস্ত সৈন্তের প্রাণহরণ করিতেছিলেন। কিরণসুশোভিত সূর্য্যের তুল্য ভীম স্বীয় বাণরূপ রশ্মিতে সুশোভিত হইয়া সেখানে অবস্থান করিতে-ছিলেন।

যেদ্রপ বজ্রপাণি ইন্দ্র অস্ত্ররূপকে সংহার করেন, সেইরূপ মহা-ধনুর্ভঙ্গ ভীম সেই রণক্ষেত্রে শত্রুগণকে বিনাশ করিতে কবিত্তে বারংবার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহাবল ভীম স্বীয় দল হইতে বহির্গত হস্তীর দ্বারা নিজ সৈন্তগণ হইতে মুক্ত হইয়া সেই রণভূমিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অস্ত্রের প্রহারে শত্রুগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

পরস্তপ! খেতকে পুরুষোক্তরূপে কৌরবসেনাকে সংহার করিতে দেখিয়া একাকী ভীমই উৎসাহিত ও প্রকৃষ্টিত হইয়া পাণ্ডবগণকে শোকে নিমগ্ন করিতে করিতে জীবনের মোহ ও ভয় পরিত্যক্ত করত সেই মহাসমরে হৃষ্যোধনের প্রিয়কার্য্যে নিমগ্ন রহিলেন। ৩৫-৩৮

রাঘব! ভীম পাণ্ডবগণের বহু সৈন্তকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন। আপনার পিতৃতুল্য দেবত্রত যখন দেখিলেন যে, সেনাপতি খেত আমাদের সৈন্তের উপর অস্ত্র প্রহার করিতেছেন, তখন তিনি অতিশয়রূপে তাঁহার সম্মুখে আসিলেন।

সেই সময় খেত স্বীয় অসংখ্য বাণের জাল বিস্তার করিয়া

ভৌ বৃষাবিব নর্দন্তৌ মজ্জাবিব মহাদ্বিপৌ ॥ ৪১

ব্যাজ্রাবিব স্ত্রসংরদ্ধাবস্ত্রোজ্জমভিজয়তুঃ ।

অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য ততস্তৌ পুরুষবর্ধভৌ ॥ ৪২

ভীমঃ খেতশ্চ যুযুধে পরস্পরবর্ধৈষিণৌ ।

একাহ্না নির্দহেদ্ ভীমঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥ ৪৩

শরৈঃ পরমসংক্রুদ্ধো যদি খেতো ন পালয়েৎ ।

পিতামহং ততো দৃষ্ট্বা খেতেন বিমুখীকৃতম্ ॥ ৪৪

প্রহর্ষং পাণ্ডবা জগ্মুঃ পুত্রস্তে বিমনান্তবৎ ।

ততো হৃষ্যোধনঃ ক্রুদ্ধঃ পার্থিবৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৪৫

সসৈন্তঃ পাণ্ডবানীকমভ্যাজবত সংযুগে ।

হর্মুখঃ কৃতবর্মা চ কৃপঃ শল্যো বিশাম্পতিঃ ॥ ৪৬

ভীমং জুগুপুরাসাশ্রু তব পুত্রেন নোদিতাঃ ।

দৃষ্ট্বা তু পার্থিবৈঃ সর্বৈর্হৃষ্যোধনপুরোগমৈঃ ॥ ৪৭

ভীমকে আবৃত করিয়া কেলিলেন। তখন ভীমও তাঁহার উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সেই দুই বীর গর্জনকারী বৃষ, মনোমুগ্ধ গজরাজ এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সিংহের দ্বারা পরস্পরের উপর অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন।

তারপর এই দুই পুরুষজ্যেষ্ঠ ভীম ও খেত নিজ অস্ত্রের দ্বারা বিপক্ষের অস্ত্র রুদ্ধ করিয়া পরস্পরকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

যদি তখন খেত পাণ্ডবসৈন্তগণকে রক্ষা না করিতেন, তবে ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একাকী সেই দিনেই তাহাদিগকে তনু করিয়া কেলিতেন।

তারপর পিতামহ ভীমকে খেতকর্তৃক বৃদ্ধমূলে পরাধূম হইতে দেখিয়া পাণ্ডবগণের অত্যন্ত আনন্দ হইল, কিন্তু আপনার পুত্র হৃষ্যোধনের মন উদ্ভাস হইয়া পড়িল।

তখন হৃষ্যোধন ক্রুদ্ধচিত্তে ভূপতিগণে পরিবৃত্ত হইয়া সসৈন্তে সেই যুদ্ধভূমিতে পাণ্ডবসৈন্তের উপর আক্রমণ করিলেন।

হর্মুখ, কৃতবর্মা, কৃপাচার্য্য ও রাজা শল্য আপনার পুত্রের আজ্ঞায় সমবেত হইয়া ভীমকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

হৃষ্যোধনাদি রূপগণের দ্বারা পাণ্ডবসৈন্তদিগকে যুদ্ধে নিহত হইতে দেখিয়া খেত গজানন্দন ভীমকে ত্যাগকরত আপনার পুত্রের সৈন্তবৃন্দকে সেইভাবে বিনাশ করিতে লাগিলেন, যেদ্রপ স্বজ্ঞারায় স্বীয় বলে বৃক্ষসকলকে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

পাণ্ডবানামনীকানি বধ্যমানানি সংযুগে ।
 শ্বেতো গাঙ্গেয়মুৎসৃজ্য তব পুত্রস্ত বাহিনীম্ ॥ ৪৮
 নাশয়ামাস বেগেন বায়বৃক্ষানিবোজসা ।
 দ্রাবয়িত্বা চমুং রাজন্ বৈরাটিঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥ ৪৯
 আপত্যং সহসা ভূয়ো যত্র ভীষ্মো বাবস্থিতঃ ।
 তৌ তত্রোপগতো রাজন্ শরদীপ্তৌ মহাবলৌ ॥ ৫০
 অযুধ্যোতাং মহাত্মানৌ যথোভৌ বৃদ্ধ-বাসবৌ ।
 অশ্রোণ্ডং তু মহারাজ পরম্পরবধৈষিণৌ ॥ ৫১
 নিগৃহ্য কামুং শ্বেতো ভীষ্মং বিব্যাধ সপ্তভিঃ ।
 পরাক্রমং ততস্তস্ত পরাক্রম্য পরাক্রমী ॥ ৫২
 তরসা বারয়ামাস মন্তো মন্তমিব দ্বিপম্ ।
 শ্বেতঃ শাস্ত্রনবং ভূয়ঃ শরৈঃ সন্নতপর্কভিঃ ॥ ৫৩
 বিব্যাধ পঞ্চবিংশত্যা তদভূতমিবাভবৎ ।
 তং প্রত্যবিধাদ্ দশভির্ভীষ্মঃ শাস্ত্রনবস্তদা ॥ ৫৪
 স বিদ্ধস্তেন বলবান্ নাকম্পয়ত যথালঃ ।

রাজন্! বিরাটপুত্র শ্বেত সেই সময় ক্রোধে মুচ্ছিত (জ্ঞানহীন) ছিলেন। তিনি আপনার সৈন্যদিগকে দূর করিয়া দিয়া পুনরায় সহসা সেখানে উপস্থিত হইলেন, যেখানে ভীষ্ম ছিলেন।

মহারাজ! সেই দুই মহাশক্তিধর বীর মহাত্মা বাণে উদীপ্ত হইয়া পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় সমীপে আগমন করত বৃদ্ধাশ্র ও ইন্দ্রের স্তায় উভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২-৫১

শ্বেত ধনু আকর্ষণ করিয়া সাতটি বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। তখন পরাক্রমশালী ভীষ্মও শ্বেতের সেই পরাক্রমকে স্বয়ং পরাক্রম করিয়া রুদ্ধ করিলেন। তাহাতে মনে হইল—কোন এক মদমত্ত হাতী অথবা এক মদমত্ত হাতীকে রুদ্ধ করিয়াছে।

তদনন্তর শ্বেত পুনরায় নতপর্কযুক্ত পঁচিশটি বাণে শাস্ত্রহনন্দন ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল।

তখন শাস্ত্রহনন্দন ভীষ্মও দশটি বাণে তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। সেই বাণের আঘাতেও বলশালী শ্বেত বিচলিত হইলেন না, পরন্তু পর্কভেদে স্তায় অবিচলভাবে যুদ্ধে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তারপর কত্রিগণের আনন্দবর্দ্ধন বিরাটপুত্র শ্বেত ক্রুদ্ধ হইয়া

বৈরাটিঃ সমরে ক্রুদ্ধো ভূশমায়ম্য কামুংকম্ ॥ ৫৫
 আক্ৰধান ততো ভীষ্মং শ্বেতঃ ক্ষত্রিয়নন্দনঃ ।

সম্প্রহস্ত ততঃ শ্বেতঃ সৃক্ষিণী পরিসংলিহন্ ॥ ৫৬
 ধনুশ্চিচ্ছেদ ভীষ্মস্ত নবভির্দশা শরৈঃ ।

সন্ধ্যায় বিশিখং চৈব শরং লোমপ্রবাহিনম্ ॥ ৫৭
 উন্মমাত ততস্তালং ধ্বজশীর্ষং মহাত্মনঃ ।

কেতুং নিপতিতং দৃষ্ট্বা ভীষ্মস্ত তনয়াস্তব ॥ ৫৮
 হতং ভীষ্মমশ্রুত্ব শ্বেতস্ত বশমাগতম্ ।

পাণ্ডবাস্চাপি সংলুপ্তা দধুঃ শঙ্খান্ মুদা যুতাঃ ॥ ৫৯
 ভীষ্মস্ত পতিতং কেতুং দৃষ্ট্বা তালং মহাত্মনঃ ।

ততো দুর্ধ্যোধনঃ ক্রোধাৎ স্বমনীকমনোদয়ৎ ॥ ৬০
 যস্তা ভীষ্মং পরীক্ষণং রক্ষমাণাঃ সমন্ততঃ ।

মা নঃ প্রপশুমানানাং শ্বেতাশ্চ ত্যুমবাপ্সাতি ॥ ৬১
 ভীষ্মঃ শাস্ত্রনবঃ শূরস্তথা সত্যং ব্রবীমি বঃ ।

রাজন্ত বচনং শ্রুত্বা ত্বরমাণা মহারথাঃ ॥ ৬২

যুদ্ধে ধনুকে অতিশয় বেগে আকর্ষণ করিয়া ভীষ্মের উপর পুনরায় বাণের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি হাশ্র করিয়া মুখের দুই প্রান্তভাগ লেচন করত নয়টি বাণ সন্ধানপূর্বক ভীষ্মের দশটিকে দশ খণ্ড করিয়া দিলেন।

পুনরায় শিখাশ্রু পক্ষযুক্ত বাণ সন্ধান করিয়া তাহা দ্বারা মহাত্মা ভীষ্মের তালচিহ্নযুক্ত ধ্বজের অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিলেন।

ভীষ্মের ধ্বজকে নিয়ে পতিত দেখিয়া আপনার পুত্রগণ ভীষ্মকে শ্বেতের বশীভূত হইয়া মৃত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা ভীষ্মের তালধ্বজ ভূতলে পতিত দেখিয়া পাণ্ডবগণ হর্ষে উজ্জ্বলিত হইয়া আনন্দসহকারে শঙ্খধ্বনি করিলেন।

তখন দুর্ধ্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিলেন—বীরগণ! সাবধান হইয়া চারিদিক্ হইতে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে করিতে তাঁহাকে আবৃত করিয়া অবস্থান কর। কখনও একপাশে যেন না নয় যে, আমাদের দৃষ্টিপথের মধ্যেই পিতামহ শ্বেতের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। আমি তোমাদিগকে এই কথা সত্য বলিতেছি যে, শাস্ত্রহনন্দন ভীষ্ম শৌর্য্যশালী বীর।

রাজা দুর্ধ্যোধনের এই কথা শুনিয়া সকল মহারথী বীরগণ অতিশয় স্তব্ধ করিয়া সেখানে আসিলেন এবং চতুর্দিকী সৈন্য বাহিনীর সহিত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

বলেন চতুরঙ্গেন গাঙ্গেয়মধ্যপালয়ন্ ।
 বাহ্লীকঃ কৃতবৰ্মা চ শলঃ শল্যশ্চ ভারত ॥ ৬৩
 জলসন্ধো বিকর্ণশ্চ চিত্রসেনো বিবিশ্শতিঃ ।
 ধৰমাণাস্তুরাকালে পরিবার্য্য সমস্ততঃ ॥ ৬৪
 শস্ত্রবৃষ্টিং সূতুমুলাং শ্বেতশ্চোপৰ্য্যাপাতয়ন্ ।
 তান্ ক্রুদ্ধো নিশিতৈৰ্বাণৈস্তুরমাণো মহারথঃ ॥ ৬৫
 অবায়দমেয়াস্মা দৰ্শয়ন্ পাণিলাঘবম্ ।
 স নিবার্য্য তু তান্ সৰ্বান্ কেসরী কুঞ্জরানিব ॥ ৬৬
 মহতা শরবর্ষণে ভীষ্মস্ত ধমুরাচ্ছিনৎ ।
 ততোহন্যদ্ ধমুরাদায় ভীষ্মঃ শাস্তনবো যুধি ॥ ৬৭
 শ্বেতং বিব্যাধ রাজেন্দ্র কৰুপত্নৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ ।
 ততঃ সেনাপতিঃ ক্রুদ্ধো ভীষ্মং বহুভিরায়সৈঃ ॥ ৬৮
 বিব্যাধ সমরে রাজন্ সৰ্বলোকস্ত পশ্যতঃ ।
 ততঃ প্রব্যাধিতো রাজা ভীষ্মং দৃষ্ট্বা নিবারিতম্ ॥ ৬৯

ভারত ! বাহ্লীক, কৃতবৰ্মা, শল, শল্য, জলসন্ধ, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিশ্শতি—ইহারা সকলে ত্বরান্বিত হইবার সময়ে সত্বরতার সহিতই চারিদিক্ হইতে ভীষ্মকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং শ্বেতের উপর ভয়ঙ্কর অন্তবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

তখন অপরিসীম আত্মবলসম্পন্ন মহারথী শ্বেত নিজ হস্তের অস্ত্রচালনা নৈপুণ্য দেখাহাতে থাকিয়া অতীব ক্রততার সহিত কোথভরে তীক্ষ্ণ ধারাল বাণসমূহে তাঁহাদের সকলকেই নিবৃত্ত করিয়া দিলেন ॥

যেক্ষণ সিংহ হস্তিগণের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ ঐ সকল মহারথীকে রুদ্ধ করিয়া বিপুল বাণবর্ষণ করত শ্বেত ভীষ্মের ধমু ছেদন করিলেন ॥

রাজেন্দ্র ! তখন শাস্ত্রজ্ঞানম্বন ভীষ্ম অপর ধমু লইয়া যুদ্ধস্থলে কৰুপত্রযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা শ্বেতকে বিদ্ধ করিলেন ॥

রাজন্ ! তাহাতে সেনাপতি শ্বেত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই রণাঙ্গনে বহুতর লৌহময় বাণদ্বারা সকলের দৃষ্টিপথের মধ্যেই ভীষ্মকে ক্ষত-বিদ্ধত করিয়া দিলেন ।

শ্বেত সম্পূর্ণ বিশ্ববিখ্যাত বীর ভীষ্মকে যুদ্ধে অগ্রগমন হইতে বিরত করিলেন, ইহা দেখিয়া রাজা দুৰ্যোধন অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন । সেই সঙ্গে আপনার সকল সৈন্তের মনেই বোরতর ভয় উপস্থিত হইল ॥ ৪২-১০

প্রবীরং সৰ্বলোকস্ত শ্বেতেন যুধি বৈ তদা ।
 নিষ্ঠানকশ্চ সুমহাংস্তব সৈন্তস্ত চাভবৎ ॥ ৭০
 তং বীৰ্য্যং বারিতং দৃষ্ট্বা শ্বেতেন শরবিদ্ধতম্ ।
 হতং শ্বেতেন মন্যন্তে শ্বেতস্ত বশমাগতম্ ॥ ৭১
 ততঃ ক্রোধবশং শ্রাপ্তঃ পিতা দেবব্রতস্তব ।
 ধ্বজমুখ্যখিতঃ দৃষ্ট্বা তাক্ সেনাং নিবারিতম্ ॥ ৭২
 শ্বেতং প্রতি মহারাজ ব্যস্ফুজং সায়কান্ বহুন্ ।
 তানাবার্য্য রণে শ্বেতো ভীষ্মস্ত রথিনাং বরঃ ॥ ৭৩
 ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন পুনরেব পিতৃস্তব ।
 উৎসৃজ্য কামূকং রাজন্ গাঙ্গেয়ঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥ ৭৪
 অন্তঃ কামূকমাদায় বিপুলং বলবন্তরম্ ।
 তত্র সঙ্কায় বিপুলান্ ভল্লান্ সপ্ত শিলাশিতান্ ॥ ৭৫
 চতুৰ্ভিচ্ছ জঘানাস্থান্ শ্বেতস্য পৃথনাপতেঃ ।
 ধ্বজং দ্বাভ্যাং তু চিচ্ছেদ সপ্তমেন চ সারথ্যে ॥ ৭৬

শ্বেত বীরবর ভীষ্মকে নিবারিত করিলেন এবং তাঁহার দেহ বাণে ক্ষত-বিদ্ধত করিয়া দিলেন, ইহা দেখিয়া সকলেই মনে করিতে লাগিল যে, ভীষ্ম শ্বেতের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহারই হস্তে নিহত হইবেন ॥ ৭১

তখন আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম নিজের ধ্বজকে ছিন্ন হইয়া ভূপতিত ও সৈন্তগণকে নিবারিত হইতে দেখিয়া কোপের বশীভূত হইলেন ॥ ৭২

মহারাজ ! তিনি শ্বেতের উপর বহু বাণ বর্ষণ করিলেন, কিন্তু রথিগণের শ্বেত রণক্ষেত্রে তাঁহার সকল বাণই নিবারিত করিয়া পুনরায় একটি ভল্লাদ্বারা আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্মের ধমু ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥

রাজন্ ! ইহা দেখিয়া গগনম্বন ভীষ্ম কোপে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং ছিন্ন ধমু পরিহার করিয়া অপর একটি শ্রবল ও বিশাল ধমু গ্রহণ করত প্রান্তরে ঘষণ করিয়া তীক্ষ্ণ ধারাল সাতটি ভল্ল যোজনা করিলেন । তাহার মধ্যে চারটি ভল্লের দ্বারা সেনাপতি শ্বেতের চারটি অশ্বকে নিহত করিলেন, দুইটি ভল্ল দ্বারা ধ্বজ কাটিয়া ফেলিলেন এবং নিজের অতুলনীয় বিক্রম দেখাইতে দেখাইতে অপর ভল্লটি দ্বারা শ্বেতের সারথির মস্তক ছেদন করিলেন ॥

শিরশিচ্ছেদ ভয়েন সংক্রুদ্ধো লঘুবিক্রমঃ ।
 হতাস্বসৃত্যং স রথাদবপ্ল্যুত মহাবলঃ ॥ ৭৭
 অমর্ষবশমাপন্নো ব্যাকুলঃ সমপতত ।
 বিরথং রথিনাং শ্রেষ্ঠং শ্বেতং দৃষ্ট্বা পিতামহঃ ॥ ৭৮
 তাড়য়ামাস নিশিতৈঃ শরসজ্জৈঃ সমস্ততঃ ।
 স তাড়্যমানঃ সমরে ভীষ্মচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ ॥ ৭৯
 স্বরথে ধনুরুংস্জ্য শক্তিং জগ্রাহ কাঞ্চনীম্ ।
 ততঃ শক্তিং রণে শ্বেতো জগ্রাহোগ্রাং মহাভয়াম্ ॥ ৮০
 কালদণ্ডোপমাং ঘোরাং যুত্যাঞ্জিহ্বামিব শ্বসন্ ।
 অজ্রবীচ্চ তদা শ্বেতো ভীষ্মং শাস্তনবং রণে ॥ ৮১
 তিষ্ঠেদানীং সুসংরক্তঃ পশু মাং পুরুষো ভব ।
 এবমুক্ত্বা মহেষাসো ভীষ্মং যুধি পরাক্রমী ॥ ৮২
 ততঃ শক্তিমেয়য়া চিক্লেপ ভূজগোপমাম্ ।
 পাণ্ডুবার্ষে পরাক্রান্তস্তবানর্থং চিকীৰ্ষুকঃ ॥ ৮৩
 হাহাকাৰো মহানাসীৎ পুত্রাণাং তে বিশাম্পতে ।

দৃষ্ট্বা শক্তিং মহাঘোরাং যুত্যাঙ্গুসমপ্রভাম্ ॥ ৮৪
 শ্বেতস্ত করনিমুক্তাং নিমুক্তোরগসন্নিভাম্ ।
 অপতৎ সহসা রাজন্ মহোকেব নভস্তলাং ॥ ৮৫
 অলস্তীমস্তরীক্ষে তাং জ্বালাভিরিব সংবৃতাম্ ।
 অসম্ভ্রান্তস্তদা রাজন্ পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ৮৬
 অষ্টভিনবভিভীষ্মঃ শক্তিং চিচ্ছেদ পত্রিভিঃ ।
 উৎকৃষ্টহেমবিকৃতাং নিকৃতাং নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৮৭
 উচ্চক্রুণ্ডস্ততঃ সৰ্বে তাবকা ভরতর্ষভ ।
 শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা বৈরাটিঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥ ৮৮
 কালোপহতচেতাস্ত্ব কৰ্তব্যং নাভ্যজানত ।
 ক্রোধসমুচ্ছিতো রাজন্ বৈরাটিঃ প্রহসন্নিব ॥ ৮৯
 গদাং জগ্রাহ সংস্রষ্টো ভীষ্মস্ত নিধনং প্রতি ।
 ক্রোধেন রক্তনয়নো দণ্ডপাণিরিবাস্তকঃ ॥ ৯০
 ভীষ্মং সমভিহুত্বাব জলৌঘ ইব পৰ্বতম্ ।
 তস্ত বেগমসংবার্ধ্যং মম্বা ভীষ্মঃ প্রতাপবান্ ॥ ৯১

অথ ও সারথি নিহত হইলে মহাবল শ্বেত রথ হইতে
 লাকাইয়া পড়িলেন এবং অমর্ষে বশীভূত হইয়া ব্যাকুল হইয়া
 উঠিলেন ।

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্বেতকে রথহীন দেখিয়া পিতামহ ভীষ্ম
 চারিদিক্ হইতে ভীক্ষু ধারাল বাণবারা পীড়িত করিতে লাগিলেন ।
 সেই রণাঙ্গনে ভীষ্মের ধনুরুংস্জ্য বাণসমূহে পীড়িত হইতে
 থাকিলে শ্বেত স্বীয় ধনুটিকে রথেই রাখিয়া দিয়া একটি স্তবর্ণ-
 নির্মিতা শক্তি গ্রহণ করিলেন ।

অত্যন্ত উগ্র, মহাভয়ঙ্কর, কালদণ্ডতুল্য ঘোরতর ও যুত্যা
 জিহ্বাসদৃশ প্রতীক্ষমান সেই শক্তিকে হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং
 দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে কেলিতে রণক্ষেত্রে শাস্ত্রহুন্দন ভীষ্মকে এই কথা
 বলিলেন ॥ ৭৩-৮১

ভীষ্ম! তুমি এই সময় সাহসের সহিত অবস্থান কর ।
 আমাকে দেখ এবং পূজ্য হও । এই বলিয়া অমিত আশ্চর্য-
 স্পন্ন মহাধনুরুংস্জ্য ও পরাক্রমশালী বীর শ্বেত ভীষ্মের উপর সেই
 সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৮২-৮৩

রাজন্! শ্বেতের হাত হইতে পরিত্যক্ত, বমদণ্ডতুল্য
 প্রকাশমান ও ধোলসমূক্ত সর্পসদৃশ ভয়প্রদ সেই শক্তিকে দেখিয়া
 আপনার পুত্রগণের মধ্যে মহা হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল ।

রাজন্! সেই শক্তি আকাশ হইতে বিশাল উদ্ধার ভ্রায় সহসা
 পতিত হইল ॥ ৮৪-৮৫

অন্তরিক্ষে প্রজ্জ্বলিতা ও জ্বালাসমূহে পরিব্যাপ্তা সেই শক্তিকে
 দেখিয়া আপনার গিতুতুল্য দেবব্রত তখন অন্নও বিচলিত হইলেন
 না । তিনি প্রথমে আটটি পরে নয়টি বাণ সন্ধান করিয়া সেই
 শক্তিকে ঋণ্ড ঋণ্ড করিয়া ফেলিলেন ।

ভরতশ্রেষ্ঠ! উত্তম বর্ষে নির্মিত সেই শক্তিকে তীয় ভীক্ষু
 বাণে নষ্ট করিয়া দিলেন দেখিয়া আপনার পুত্রগণ হর্ষে মহা
 কোলাহল করিতে লাগিলেন ।

স্বীয় শক্তিকে এইভাবে বিফল হইতে দেখিয়া বিরাতপুত্র
 শ্বেত কোধে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । তখন কাল তাঁহার
 বিবেকশক্তি নষ্ট করিয়া দিলেন, সেইজন্য তিনি তখন নিজের
 কর্তব্য সন্ধে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই । তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ
 হইয়া সহাত্তবদনে ভীষ্মকে বধ করিবার ইচ্ছায় হাতে একটি
 গদা গ্রহণ করিলেন ।

সেই সময়ে কোধে তাঁহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছিল এবং
 হাতে দণ্ড ধারণ করায় সাক্ষাৎ বময়াজের ভ্রায় তাঁহাকে মনে
 হইতেছিল । বৈরাগ্য মহাজলপ্রবাহ কোন পর্বতকে লক্ষ্য

প্রহারবিপ্রমোক্ষার্থং সহসা ধরনীং গতঃ ।
 শ্বেতঃ ক্রোধসমাবিষ্টো ভ্রামসিদ্ধা তু তাং গদাম্ ॥ ৯২
 রথে ভীষ্মস্ত চিক্কেপ যথা দেবো ধনেশ্বরঃ ।
 তয়া ভীষ্মনিপাতিস্তা স রথো ভ্রামসাংকৃতঃ ॥ ৯৩
 সঞ্চকঃ সহ স্মৃতেন সাধুঃ সবৃগবন্ধুরঃ ।
 বিরথং রথিনাং শ্রেষ্ঠং ভীষ্মং দৃষ্ট্বা রথোত্তমাঃ ॥ ৯৪
 অত্যধাবস্ত সহিতাঃ শল্যাশ্চেভ্যো রথাঃ ।
 ততোহস্তাং রথমান্বায় ধনুর্বিফার্যা চর্মনাঃ ॥ ৯৫
 শনকৈরভ্যাস্তেক্ষুতাং গাজৈয়ঃ প্রহসস্মিৎ ।
 এতস্মিন্নস্তরে ভীষ্মঃ শুশ্রাব বিপুলং গিরম্ ॥ ৯৬
 আকাশাদীরিতাঃ দিব্যামাশ্রনো হিতসম্ভবাম্ ।
 ভীষ্ম ভীষ্ম মহাবাহো শীঘ্রং যত্নং কুরুষ বৈ ॥ ৯৭
 এষ হস্য জয়ে কালো নির্দিষ্টো বিশ্বযোনিনা ।
 এতচ্ছৃণু তু বচনং দেবদূতেন ভাষিতম্ ॥ ৯৮

করিয়া ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও গদাহাতে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন ।

প্রতাপশালী ভীষ্ম এই গদায় বেগকে অনিবার্য্য বুঝিয়া তাহার প্রহার হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সহসা রথ হইতে ভূতলে লাকাইয়া পড়িলেন ।

এদিকে শ্বেত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই গদাকে আকাশে ঘুরাইয়া ভীষ্মের রথের উপর নিক্ষেপ করিলেন, মনে হই—যেন ধনেশ্বর কুবের গদা প্রহার করিলেন ।

ভীষ্মকে বধ করিবার ইচ্ছায় নিক্ষিপ্ত সেই গদার আঘাতে ধনু, সারথি, অশ্ব, যুগ ও ধুরাদির সহিত সম্পূর্ণ রথই ভষ্মসাৎ হইয়া বাইল ।

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে রথহীন হইতে দেখিয়া শল্যা প্রভৃতি উত্তম মহারথীরা এক সঙ্গে দৌড়াইয়া আসিলেন ।

তখন অপর রথে উপবিষ্ট হইয়া ধনু টঙ্কারধ্বনি করিতে করিতে গদানন্দন ভীষ্ম উদাসমনে হাস্ত করিতে করিতে ধীরে ধীরে শ্বেতের অভিমুখে বাইতে লাগিলেন ।

এই সময়ের মধ্যে ভীষ্ম নিজের হিতসম্বন্ধযুক্ত এক দিবা ও গভীর আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন—মহাবাহু ভীষ্ম! ভীষ্ম! অতি সত্বর শ্বেতের বধের জন্য বস্ত্র কর; কারণ, বিশ্বযোনি ব্রহ্মা এই সময়ই শ্বেতকে জয় করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন ।

সম্প্রস্রষ্টমনা ভূত্বা বধে তস্য মনো দধে ।
 বিরথং রথিনাং শ্রেষ্ঠং শ্বেতং দৃষ্ট্বা পদাতিনম্ ॥ ৯৯
 সহিতাস্ত্যভ্যবর্তন্ত পরীক্ষস্তো মহারথাঃ ।
 সাত্যকির্ভীমসেনশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্শ্বতঃ ॥ ১০০
 কৈকেয়ো ধৃষ্টকেতুশ্চ অভিমন্যুশ্চ বীর্ঘ্যবান্ ।
 এতানাপত্যতঃ সর্বান্ দ্রোণ-শল্যা-কৃপৈঃ সহ ॥ ১০১
 আবায়দমেবাশ্মা বারিবেগানিবাচলঃ ।
 সন্নিরুদ্ধেষু সর্বেষু পাণ্ডবেষু মহাশ্বশ্চ ॥ ১০২
 শ্বেতঃ ধনুর্মথাকৃত্য ভীষ্মস্য ধনুরাচ্ছিনৎ ।
 তদপাস্ত্র ধনুশ্ছিন্নং স্বরমাণঃ পিতামহঃ ॥ ১০৩
 দেবদূতবচঃ শ্রুত্বা বধে তস্য মনো দধে ।
 ততঃ প্রচরমাণস্ত পিতা দেবব্রতন্তব ॥ ১০৪
 অস্ত্রং কামু কমানায় স্বরমাণো মহারথঃ ।
 ক্ষণেন সজ্যমকরোচ্ছক্রচাপসমপ্রাভম্ ॥ ১০৫

দেবদূতকথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্মের মন প্রসন্ন হইল এবং তখনই তিনি শ্বেতকে বধ করিবার পরামর্শ করিলেন ।

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্বেতকে রথহীন ও পদাতি (পাদচারী) দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য এক সঙ্গে বহু মহারথী দৌড়াইয়া আসিলেন ।

ইহাদের নাম হইল—সাত্যকি, ভীমসেন, ক্রপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেকয়রাজকুমার, ধৃষ্টকেতু ও পরাক্রমশালী অভিমন্যু ।

ইহাদের সকলকে আসিতে দেখিয়া অমিতশক্তিশালী ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য, শল্যা ও কৃপাচার্য্যের সহিত বাইয়া তাঁহাদের গতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন । তখন মনে হইল—কোন পর্ত্ত জলের প্রবাহকে অবরুদ্ধ করিয়াছে ।

সমস্ত মহাশ্মা পাণ্ডবগণ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলে শ্বেত তরবারি লইয়া ভীষ্মের ধনু কাটিয়া ফেলিলেন ।

সেই ছিন্ন ধনু ত্যাগ করিয়া পিতামহ ভীষ্ম দেবদূতের কথা চিন্তা করত শ্বেতকে বধের জন্য মনস্থির করিলেন ।

তারপর আপনার পিতৃতুল্য মহারথ দেবব্রত অতি সত্বর অপর ধনু লইয়া সেখানে বিচরণ করিতে করিতে ক্ষণকালের মধ্যেই তাহাতে গুণযোজনা করিলেন । তখন সেই ধনু ইন্দ্রধনুসদৃশ প্রকাশিত হইতেছিল । ১০৬-১০৫

পিতা তে ভরতশ্রেষ্ঠ শ্বেতং দৃষ্ট্বা মহারথৈঃ ।
 বৃত্তং তং মনুজব্যাভ্রৈর্ভীমসেনপুরোগমৈঃ ॥ ১০৬
 অভ্যবর্তত গাঙ্গেয়ঃ শ্বেতং সেনাপতিং ক্রতম্ ।
 আপতন্তু ততো ভীষ্মো ভীমসেনং প্রতাপবান্ ॥ ১০৭
 আজ্ঞয়ে বিশিষ্টৈঃ ষষ্ঠ্যা সেনাশ্চ স মহারথঃ ।
 অভিমন্যুঞ্চ সমরে পিতা দেবব্রতন্তব ॥ ১০৮
 আজ্ঞয়ে ভরতশ্রেষ্ঠদ্বিভিঃ সমতপর্বভিঃ ।
 সাত্যকিঞ্চ শতেনাজৌ ভরতানাং পিতামহঃ ॥ ১০৯
 ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ বিংশত্যা কৈকেয়কাপি পঞ্চভিঃ ।
 তাংশ্চ সর্বান্ মহেশ্বাসান্ পিতা দেবব্রতন্তব ॥ ১১০
 বারয়িষ্য শরৈর্ঘোরৈঃ শ্বেতয়েবাভিহুঙ্কবে ।
 ততঃ শরং যত্ন্যসমং ভারসাধনযুক্তমম্ ॥ ১১১
 বিকৃত্য বলবান্ ভীষ্মঃ সমাধন্ত হুরাসদম্ ।
 ব্রহ্মাঙ্গেণ সুসংযুক্তং তং শরং লোমবাহিনম্ ॥ ১১২
 দদৃশুর্দেব-গন্ধর্বাঃ পিশাচোরগ-রাক্ষসাঃ ।

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আপনার পিতৃতুল্য গঙ্গানন্দন ভীষ্ম নরশ্রেষ্ঠ
 ভীমসেন প্রভৃতি মহারথিগণ পরিবৃত্ত হইয়া শ্বেতকে লক্ষ করিতে
 করিতে অতি ক্রত তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥

সেই সময় সেনানায়ক ভীমসেনকে আসিতে দেখিয়া প্রতাপ-
 শালী ভীষ্ম তাঁহাকে ঘাট বাণে আহত করিলেন ॥

সেই সমরান্ধণে আপনার পিতৃতুল্য ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম আনত-
 পর্ক যুক্ত তিনটি বাণে অভিমন্যুকে আহত করিলেন ॥

ভরতবংশীয়গণের পিতামহ ভীষ্ম যুদ্ধে একশত বাণে
 সাত্যকিকে, বিশটি বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও পাঁচবাণে কৈকেয়রাজ-
 কুমারকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন । এইভাবে আপনার
 পিতৃতুল্য ভীষ্ম স্বীয় ভয়ঙ্কর বাণসমূহে সেই মহাধনুর্ধরগণকে
 নিবারিত করিয়া পুনরায় শ্বেতের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

তদনন্তর মহাবল ভীষ্ম ধনুকে উত্তমরূপে আকর্ষণ করত
 তাহার উপর যত্নাতুল্য ভয়ঙ্কর, ভারযুক্ত, লক্ষ্য বেধনে সমর্থ,
 উত্তম, দুঃসহ ও পক্ষযুক্ত একটি বাণ স্থাপন করিলেন ; পুনরায়
 উহা ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া সন্ধান করিলেন ॥ ১০৬-১১২

সেই সময় দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসগণ দেখিলেন
 যে, সেই বাণ মহাবজ্রের স্তায় প্রজ্বলিত হইয়া অমিতবলশালী

স তস্য কবচং ভিষ্মা হৃদয়ঞ্চামিতৌজসঃ ॥ ১১৩
 জগাম ধরণীং বাণো মহাশনিরিব জলন্ ।
 অস্তং গচ্ছন্ যথাদিত্যঃ প্রভামাদায় সত্তরঃ ॥ ১১৪
 এবং জীবিতমাদায় শ্বেতদেহাজ্জগাম হ ।
 তং ভীষ্মেণ নরব্যাজ্ঞং তথা বিনিহতং যুধি ॥ ১১৫
 প্রপতন্তুমপশ্যাম গিরেঃ শৃঙ্গমিব চ্যুতম্ ।
 অশোচন্ পাণ্ডবাস্তত্র ক্ষত্রিয়াশ্চ মহারথঃ ॥ ১১৬
 প্রহৃষ্টাশ্চ স্তম্ভভ্যাং কুরবশ্চাপি সর্বশঃ ।
 ততো হুঃশাসনো রাজন্ শ্বেতং দৃষ্ট্বা নিপাতিতম্ ॥ ১১৭
 বাদিত্রিনিদৈর্ঘোরৈর্নৃত্যতি শ্ম সমস্ততঃ ।
 তস্মিন্ হতে মহেশ্বাসে ভীষ্মেণাহবশোভিনা ॥ ১১৮
 প্রাবেপন্ত মহেশ্বাসাঃ শিখণ্ডিপ্রযুখা রথাঃ ।
 ততো ধনঞ্জয়ো রাজন্ বাষ্কৈর্য়শ্চাপি সর্বশঃ ॥ ১১৯
 অবহারং শনৈশ্চক্রুর্নিহতে বাহিনীপতো ।
 ততোহবহারঃ সৈন্তানাং তব তেষাঞ্চ ভারত ॥ ১২০

শ্বেতের কবচ ও হৃদয় ভেদ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥

যেদ্রুপ অস্ত্রোন্মুখ সূর্য্য স্বীয় প্রভাপুঞ্জের সহিতই অস্ত্র গমন
 করেন, সেইরূপ এই বাণ শ্বেতের শরীরে প্রবেশ করত তাহার
 প্রাণ হরণপূর্ব্বক চলিয়া যাইল ॥

ভীষ্ম কর্তৃক নিহত নরশ্রেষ্ঠ শ্বেত যুদ্ধস্থলে পর্কভেদে শিখরের
 স্তায় পড়িয়া আছেন -- ইহা আমরা দর্শন করিলাম ॥

মহারথ পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের পক্ষের অস্ত্রাশ্রয় ক্ষত্রিয়বৃন্দ
 শ্বেতের জন্ত শোকে নিমগ্ন হইলেন এবং আপনার পুত্র সমস্ত
 কৌরবগণ অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন ॥

রাজন্ ! শ্বেত নিহত হইয়াছেন দেখিয়া আপনার পুত্র
 হুঃশাসন ভয়ঙ্কর বাণধ্বনির সহিত চারিদিকে নৃত্য করিতে
 লাগিলেন ॥

সংগ্রামে শোভাশালী ভীষ্ম কর্তৃক মহাধনুর্ধর শ্বেত নিহত
 হইলে শিখণ্ডী প্রভৃতি মহাধনুর্ধর রথিগণ কাঁপিতে লাগিলেন ॥

রাজন্ ! তখন সেনাপতি শ্বেত হইলে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ
 ধীরে ধীরে নিজের সৈন্তগণকে যুদ্ধভূমি হইতে কিরাইয়া লইলেন ।
 ভারত ! তারপর আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্তদ্বিগেরও তখন
 যুদ্ধবিরতি হইয়াছিল ॥ ১১৩-১২০

তাবকানাং পরেষাঞ্চ নর্দভাঞ্চ মুহুমূহুঃ ।
পার্থা বিমনসো ভূষা স্তবর্তন্ত মহারথাঃ ।
চিন্তয়ন্তো বধং ঘোরং দ্বৈরথেন পরন্তপাঃ ॥ ১২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি শ্বেতবধে
অষ্টচক্রারিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

সেই সময় আপনাদের ও শত্রুপক্ষের সৈন্যগণও বারংবার গর্জন
করিতেছিল। সেই দ্বৈরথ যুদ্ধে যে ভয়ঙ্কর জনসংহার

হইয়াছিল, তাহার জন্য শত্রুতাপন পাণ্ডব মহারথীরা চিন্তা
করিতে করিতে উদাসমনে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ১২১

শ্রীমদ্রহস্য বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তমঃ ভীষ্মবধপর্বের শ্বেতবধবিষয়ক অষ্টচক্রারিংশ
অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

একোনপঞ্চাশত্তমোঃধ্যায়ঃ ।

[শত্ৰুস্য যুদ্ধম্, ভীষ্মস্য প্রচণ্ডপরাক্রমঃ, প্রথমদিনস্য যুদ্ধসমাপ্তিস্চ ।]

ধৃষ্টরাষ্ট্র উবাচ ।

শ্বেতে সেনাপত্যৌ তাত সংগ্রামে নিহতে পরৈঃ ।
কিমকুর্বন্ মহেশ্বাসাঃ পঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ১
সেনাপতিং সমাকর্ণ্য শ্বেতং যুধি নিপাতিতম্ ।
তদর্থং যততাঞ্চাপি পরেষাং প্রপলায়িনাম্ ॥ ২
মনঃ শ্রীণাতি মে বাক্যং জয়ং সঞ্জয় শৃণুতঃ ।
প্রাত্যুপায়ং চিন্তয়তো লজ্জাং প্রাপ্নোতি মে নহি ॥ ৩
স হি বীরোহমুরক্তশ্চ বৃদ্ধঃ কুরুপতিস্তদা ।
কৃতং বৈরং সদা তেন পিতুঃ পুত্রেন ধীমতা ॥ ৪

তস্যোদ্বৈগভয়াচ্চাপি সংশ্রিতঃ পাণ্ডবান্ পুরা ।
সর্বং বলং পরিত্যজ্য দুর্গং সংশ্রিত্য তিষ্ঠতি ॥ ৫
পাণ্ডবানাং প্রতাপেন দুর্গং দেশং নিবেশ্য চ ।
সপত্নান্ সততং বাধন্যার্থ্যবৃন্তিমলুপ্তিতঃ ॥ ৬
আশ্চর্য্যং বৈ সদা তেষাং পুরা রাজ্ঞাঃ সুহ্মমতিঃ ।
ততো যুধিষ্ঠিরে ভক্তঃ কথং সঞ্জয় স্মৃদিতঃ ॥ ৭
প্রক্ষিপ্তঃ সম্মতঃ ক্ষুদ্রঃ পুত্রো মে পুরুষাধমঃ ।
ন যুদ্ধং রোচয়েদ্ ভীষ্মো ন চাচার্য্যঃ কথঞ্চন ॥ ৮

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[শত্ৰুর যুদ্ধ, ভীষ্মের প্রচণ্ড পরাক্রম এবং প্রথম দিনের
যুদ্ধ সমাপ্তি ।]

ধৃষ্টরাষ্ট্র বলিলেন,—তাত ! সেনাপতি শ্বেত শত্রুগণ কর্তৃক
যুদ্ধস্থলে নিহত হওয়ার পর মহাধনুর্ধর পাঞ্চালগণ ও পাণ্ডবগণ
কি করিলেন ? সঞ্জয় ! সেনাপতি শ্বেত যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিয়াছে ।
তাহার রক্ষার জন্য প্রবৃত্ত করিয়াও শত্রুগণকে পলায়ন করিতে
হয় এবং আমাদের বিজয় লাভ হয়—এই সব বৃত্তান্ত শুনিয়া
আমার মন অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছে । শত্রুগণের প্রতী-
কারের উপায় চিন্তা করিতে করিতে আমি নিজ পক্ষের দ্বারা
কৃত অনীতির বিষয় শ্রবণ করিয়াও লজ্জা অচভব করিতেছি
না ॥ ১-৩

সেই বৃদ্ধ বীর কুরুরাজ ভীষ্ম আমাদের উপর সদা অহরন্ত
আছেন । (কারণ, তিনিই শ্বেতের সহিত এই যুদ্ধ
করিতেছেন ।) সেই বৃদ্ধিমান্ বিরাটপুত্র শ্বেত বীর পিতার
সহিত পূর্বে শত্রুতা করিয়াছিল ॥ ৪

সেইজন্য পিতার নিকট হইতে ভয় ও উদ্বেগের কথা চিন্তা
করিয়া এই শ্বেত প্রথমেই পাণ্ডবগণের শরণ লইয়াছিল । পূর্বেই
ত' সে সমস্ত সৈন্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকীই দুর্গমধ্যে
আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতেছিল । তারপর পাণ্ডবগণের
প্রতাপে দুর্গম প্রদেশে থাকিয়া নিরস্তর শত্রুপক্ষের বাধাবরণ
হইয়া সদাচারপালনে তৎপর ছিল ॥ ৫-৬

কারণ, পূর্বে নিজের সহিত বিরোধকারী নৃপগণের উপর
তাহার দুর্কৌশল বিদ্যমান ছিল ; কিন্তু সঞ্জয় ! ইহা ত' আশ্চর্য্যের
বিষয় এই যে, এরূপ শ্বেত—যে যুধিষ্ঠিরের ভক্ত ছিল, সে কিভাবে
নিহত হইল ? ৭

আমার পুত্র দুর্ধোধন কুলদেবতা । সে কর্ণ প্রভৃতির প্রিয়
এবং চঞ্চলমতি । আমার দৃষ্টিতে সে সমস্ত মাহুষের মধ্যে অধম ।
(এইজন্যই তাহার মনে এরূপ যুদ্ধের আগ্রহ বিদ্যমান ।) সঞ্জয় !
আমি, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও গান্ধারী—ইহাদের কেহই
কোনরূপে যুদ্ধ চান না ॥

ন কৃপো ন চ গান্ধারী নাহং সঞ্জয় রোচয়ে ।
 ন বাসুদেবো বাঞ্ছ্যৈ ধর্মরাজশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ১৯
 ন ভীমো নাজুনৈশ্চ ন যমো পুরুষধর্মো ।
 বার্ঘ্যমাণো ময়া নিত্যং গান্ধার্যা বিহুরেণ চ ॥ ১০
 জামদগ্ন্যেন রামেণ ব্যাসেন চ মহাত্মনা ।
 হৃষ্যোধনো যুধামানো নিত্যমেব হি সঞ্জয় ॥ ১১
 কর্ণশ্চ মতমাস্ত্রায় সৌবলস্য চ পাপকৃত্য ।
 হুঃশাসনস্য চ তথা পাণ্ডবান্ নাহচিস্তয়ৎ ॥ ১২
 তস্তাহং ব্যসনং ঘোরং মন্ত্রে প্রাপ্তং তু সঞ্জয় ।
 শ্বেতস্য চ বিনাশেন ভীষ্মশ্চ বিজয়েন চ ॥ ১৩
 সংক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণসহিতঃ পার্থঃ কিমকরোদ্ যুধি ।
 অজুনাক্ষি ভয়ং ভূয়স্তস্মৈ তাত ন শাম্যতি ॥ ১৪
 স হি শূরশ্চ কৌন্তেয়ঃ ক্ষিপ্ৰাকারী ধনঞ্জয়ঃ ।
 মন্ত্রে শরৈঃ শরীরানি শক্রণাং প্রমথিষ্যতি ॥ ১৫
 ঐন্দ্রিমিত্রানুজসমং মহেন্দ্রসদৃশং বলে ।

অমোঘক্রোধসঙ্কল্পং দৃষ্ট্বা বঃ কিমভ্যুগ্ননঃ ॥ ১৬
 তথৈব বেদবিচ্ছুরো জলনার্কসমদ্যুতিঃ ।
 ইন্দ্রাজ্জবিদমেয়াস্তা প্রপতন্তু সমিতিঞ্জয়ঃ ॥ ১৭
 বজ্রসংস্পর্শরূপাণামস্ত্রাণাঞ্চ প্রয়োজকঃ ।
 স খড়্গাক্ষেপহস্তস্ত ঘোষণং চক্রে মহারথঃ ॥ ১৮
 স সঞ্জয় মহাপ্রাজ্ঞো দ্রুপদস্যাশ্রয়ো বলী ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নঃ কিমকরোচ্চেতে যুধি নিপাতিতে ॥ ১৯
 পুরা চৈবাপরাধেন বধেন চ চমুপতেঃ ।
 মন্ত্রে মনঃ প্রজ্জ্বাল পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২০
 তেষাং ক্রোধং চিস্তয়ন্ত অহঃসু চ নিশাসু চ ।
 ন শাস্তিমধিগচ্ছামি হৃষ্যোধনকৃতেন হি ।
 কথঞ্চাভ্যুহাযুদ্ধং সর্বমাতঙ্ক সঞ্জয় ॥ ২১
 সঞ্জয় উবাচ ।
 শৃণু রাজন্ স্থিরো ভূষা তবাপনয়নো মহান্ ।
 ন চ হৃষ্যোধনে দোষমিমমাধাতুমর্হসি ॥ ২২

বৃষ্ণিবংশভূষণ বাসুদেব, পাণ্ডুপুত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন ও পুরুষরত্ন নকুল-সহদেবও যুদ্ধের অভিলাষী নহে ।

আমি, গান্ধারী ও বিহুর সর্বদাই তাহাকে নিবেদন করিয়াছি । জামদগ্নিপুত্র পরশুরাম ও মহাত্মা ব্যাসদেবও তাহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন ; তথাপি কর্ণ, শকুনি ও হুঃশাসনের মতে থাকিয়া পাপী হৃষ্যোধন সदा যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ করিত । সে পাণ্ডবগণকে কোনরূপ চিন্তাই করে না ॥ ১০-১২

সঞ্জয় ! আমার ত' এই বিশ্বাস আছে যে, হৃষ্যোধনের উপর ঘোর লঙ্ঘন পতিত হইবে । যেত নিহত হইলে এবং ভীষ্মের জয় হইলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ক্রীড়কের সহিত অর্জুন যুদ্ধস্থলে কি করিলেন ?

তাত ! অর্জুন হইতেই আমার ভয় বেশী হইতেছে এবং সেই ভয় কোনরূপেই শান্ত হইতেছে না ; কারণ, কুন্তীনন্দন অর্জুন বীর এবং শীঘ্রতা সহকারে অস্ত্রসঞ্চালন করিতে পারে । আমি মনে করি, সে নিজ বাণসমূহে শক্রদিগের শরীরসকল মণ্ডিত করিয়া কেলিবে ॥ ১৩-১৫

ইন্দ্রনন্দন অর্জুন ভগবান্ বিষ্ণুর স্তায় পরাক্রমী ও মহেন্দ্রতুল্য বলবান্ । তাহার ক্রোধ ও সঙ্কল্প কখনও ব্যর্থ হয় না । তাহাকে দেখিয়া ভোমাদের মনে কিরূপ প্রশ্ন জাগিতেছে ? ১৬

অর্জুন বেদজ্ঞ, শৌর্য্যসম্পন্ন, আমি ও পুর্ধ্যাসদৃশ তেজস্বী, ইন্দ্রের

জাত সমস্ত অস্ত্রেই অভিজ্ঞ অথবা ইন্দ্রাজয়ের জাতা, অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন, বেগপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে সমর্থ ও যুদ্ধে সদা বিজয়লাভই করে । সে এরূপ অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করে, বাহাদুরের স্পর্শ বজ্রসদৃশ কঠিন । মহারথ অর্জুন স্বীয় হস্তে সদা তরবারি ধারণ করিয়া রাখে এবং উহা প্রহার করিয়া সিংহনাদ করিয়া থাকে ॥ ১৭-১৮

সঞ্জয় ! দ্রুপদের পরম বুদ্ধিমান্ পুত্র বলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধে শ্বেতের মৃত্যু হইলে কি করিয়াছিল ? ১৯

একে ত' কৌরবগণ পাণ্ডবদের অপরাধ করিয়াছিল, তাহার উপর সেনাপতি শ্বেত বিনষ্ট হইলে আমি মনে করি—মহাত্মা পাণ্ডবদের মন অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল ॥ ২০

হৃষ্যোধনের জন্য পাণ্ডবগণের মনে যে ক্রোধ আছে, তাহা চিন্তা করিয়া আমি না দিনে না রাত্রিতে শান্তিলাভ করিতেছি । সঞ্জয় ! সেই মহাযুদ্ধ কিভাবে হইয়াছে, তাহা সবই আমাকে বল ॥ ২১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! আপনি স্থির হইয়া জবাব করুন । এই যুদ্ধের জন্য যে মহা অস্ত্র হইবে, তাহা আপনার উপরই বর্তাইবে । আপনি এই দোষ হৃষ্যোধনের উপর আরোপ করিতে পারেন না ॥ ২২

গতোদকে সেতুবন্ধো যাদৃক্ তাদৃক্ভিত্তিব ।
সম্মীপ্তে ভবনে যৎ কৃপস্ত খননং তথা ॥ ২৩
গতপূর্বাঙ্কুরিষ্ঠে তস্মিন্নহনি দারুণে ।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ পুনর্ভূকমবর্তত ॥ ২৪
যেতং তু নিহতং দৃষ্ট্বা বিরাটস্ত চম্পতিম্ ।
কৃতবর্মণা চ সহিতং দৃষ্ট্বা শল্যমবস্থিতম্ ॥ ২৫
শল্যঃ ক্রোধাৎ প্রজ্জ্বাল হবিষা হবাবাড়িব ।
স বিস্ফার্য মহচ্চাপং শত্রুচাপোপমং বলী ॥ ২৬
অভ্যধাবজ্জিঘাৎসনং বৈ শল্যং মজ্জাধিপং বৃধি ।
মহতা রথসংগেহন সমস্তাং পরিরক্তিভঃ ॥ ২৭
স্বজনং বাণময়ং বর্ষং প্রায়াক্কল্যারথং প্রতি ।
তমাপত্যস্তং সম্প্রেক্ষ্য মস্তবারণবিক্রমম্ ॥ ২৮
তাবকানাং রথাঃ সপ্ত সমস্তাং পর্য্যবারয়ন্ ।
মজ্জরাজং পরীপ্সন্তো যুতোর্দাঃস্তুতরং গতম্ ॥ ২৯
বৃহৎশল্যচ কৌশলো জয়ৎসেনশ্চ মাগধঃ ।

তথা রুদ্ররথো রাজন্ পুত্রঃ শল্যস্ত মানিতঃ ॥ ৩০
বিন্দান্নাবিন্দাবাবন্ত্যো কাষোজস্ত সুদক্ষিণঃ ।
বৃহৎশল্যস্ত দায়াদঃ সৈকবশ্চ জয়ত্ৰথঃ ॥ ৩১
নানাধাতুবিচিত্রাণি কামূকাণি মহাঘনানাম্ ।
বিস্ফারিতাশ্চদৃশস্ত ভোরদেষিব বিদ্র্যাতঃ ॥ ৩২
তে তু বাণময়ং বর্ষং শল্যমুগ্ধি দৃপাতয়ন্ ।
নিদাঘাস্তেহনিলোকুতা মেঘা ইব নগে জলম্ ॥ ৩৩
ভতঃ ক্রুদ্ধো মহেঘাসঃ সপ্তভল্লৈঃ স্ততেজনৈঃ ।
ধনুংষি তেষামাচ্ছিত্ত ননর্দ পৃতনাপতিঃ ॥ ৩৪
ততো ভীষো গ্ৰহাবাহুবিনন্ত জলদো যথা ।
তালমাত্রং ধনুর্গৃহ্য শল্যমভ্যজবদ্ রণে ॥ ৩৫
তমুত্তমুদীক্যাত মহেঘাসং মহাবলম্ ।
সজ্জস্তা পাণ্ডবী সেনা বাতবেগহত্তেব নৌঃ ॥ ৩৬
ততোহজুনঃ সংযরিতঃ শল্যস্তাসীৎ পুরঃসরঃ ।
ভীষাদ্ রক্ষ্যোহয়মত্তেতি ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৩৭

যেদ্রপ প্রবল জলোচ্ছাল চলিয়া যাইবার পর বীধ দিবার চেষ্টা করা অথবা গৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবার পর কৃপখননের চেষ্টা করা (হুবৃদ্ধির পরিচায়ক), সেইরূপ আপনায় ও এই বৃদ্ধি (দেখিতেছি) ॥ ২৩

সেই ভয়ঙ্কর দিনের পূর্বভাগ অধিকাংশ ব্যতীত হইয়া যাইলে আপনায় ও পাণ্ডবগণের সৈন্তদের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ২৪

বিরাটের সেনাপতি যেত নিহত হইয়াছেন ও রাজা শল্যকে কৃতবর্মার সহিত রথে উপবিষ্ট দেখিয়া দ্রুতাহতি পাইলে অগ্নি বৈরুপ জলিয়া উঠে, সেক্ষণ শল্যও ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন ।

সেই বলবান বীর শল্য ইন্দ্রধনুতুল্য বীর বিশাল ধনুকে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া মজ্জরাজ শল্যকে যুদ্ধে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ।

বিশাল রথসৈন্তদল দ্বারা চারিদিকে রক্ষিত অবস্থায় শল্য বাণ বর্ষণ করিতে করিতে শল্যের রথের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

মদমত্ত হস্তীর দ্বারা পরাক্রমপ্রকাশকারী শল্যকে ধাবিত হইতে দেখিয়া আপনায় সপ্তরথী বীর দ্রুতায় দলসংলগ্ন মজ্জরাজ শল্যকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ২৫-২৯

রাজন্ । সেই সপ্ত রথীর নাম হইল—কোশলপতি বৃহৎশল্য,

মগধদেশীয় জয়ৎসেন, শল্যের প্রতাপশালী পুত্র রুদ্ররথ, অবন্তী-দেশের রাজকুমার বিন্দ ও অম্ববিন্দ, কাষোজরাজ সুদক্ষিণ এবং বৃহৎশল্যের পুত্র সিদ্ধুদেশাধিপতি জয়ত্ৰথ ॥ ৩০-৩১

এই মহাত্মা বীরগণের বিস্ফারিত ও নানাধাতুতে বিচিত্র ধনুসমূহ বর্ষণশীল মেঘে বিদ্র্যাতের দ্বায় দেখা যাইল ॥ ৩২

ইহারা সকলে শল্যের মস্তকে সেইভাবে বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন, যেদ্রপ ঐশকালের শেষে বায়ুচালিত মেঘসমূহ পর্বতের উপরে বাণবর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৩৩

সেই সময় মহাধনুর্ধর সেনাপতি শল্য কুণ্ডিত হইয়া অত্যন্ত তেজস্বী সাতটি ভল্লায়ে সেই সাত রথীর দ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪

তারপর মহাবাহু ভীষ চারি হাত লম্বা ধনু গ্রহণ করত যেথের দ্বায় গর্জন করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে শল্যের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৩৫

সেই সময় মহাধনুর্ধর মহাবল ভীষকে উদ্ভত দেখিয়া বায়ুবেগে আহত নৌকার দ্বায় পাণ্ডবসৈন্যগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ॥ ৩৬

ইহা দেখিয়া অর্জুন অতিক্রান্ত শল্যের আগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহার অগ্রে আসিবার কারণ হইল ভীষের হাত হইতে শল্যকে রক্ষা করা । তখন উভয়ের মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৩৭

হাহাকারো মহানাসীদ যোধানাং যুধি যুধ্যতাম্ ।
 তেজস্বেজসি সম্পৃক্তমিত্যেবং বিশ্বয়ং যযুঃ ॥ ৩৮
 অথ শল্যো গদাপাণিরবতীৰ্য্য মহারথান্ ।
 শঙ্খস্ত চতুরো বাহানহনদ্ ভরতর্ষভ ॥ ৩৯
 স হতাস্বাদ্ রথান্ তুর্গং খল্লমাদায় বিক্রতঃ ।
 বীভৎসোস্চ রথং প্রাপ্য পুনঃ শাস্তিমবিন্দত ॥ ৪০
 ততো ভীষ্মরথান্ তুর্গমুৎপতন্তি পতঞ্জিগঃ ।
 যৈ রন্তুরিক্ষং ভূমিচ্চ সর্বতঃ সমবস্তুতা ॥ ৪১
 পাঞ্চালানথ মৎস্তান্শ্চ কেকয়ান্শ্চ প্রভজ্ঞকান্ ।
 ভীষ্মঃ প্রহরতাং জ্যেষ্ঠঃ পাতয়ামাস পত্রিভিঃ ॥ ৪২
 উৎসৃজ্য সমরে রাজান্ পাণ্ডবং সব্যাসাচিনম্ ।
 অভ্যজ্ঞবত পাঞ্চাল্যং ক্রপদং সেনয়া বৃতম্ ॥ ৪৩
 প্রিয়ং সম্বন্ধিনং রাজান্ শরানবকিরন্ বহুন্ ।
 অগ্নিনেব প্রদগ্ধানি বনানি শিশিরাতায়ে ॥ ৪৪

সেই সময় যুদ্ধস্থলে যুদ্ধরত সকল যোদ্ধার মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। তেজের সহিত তেজ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ত মিলিত হইয়াছে—এই কথা বলিয়া সকলে বিস্মিত হইল ॥ ৩৮

ভরতজ্যেষ্ঠ! সেই সময় রাজা শল্য হস্তে গদা লইয়া নিজ রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং গদাঘাতে শঙ্খের চারিটি অশ্বকে নিহত করিলেন ॥ ৩৯

অথ নিহত হইলে শঙ্খ হাতে তরবারি লইয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং অর্জুনের রথে আরোহণ করিয়া পুনরায় শান্তিলাভ করিলেন ॥ ৪০

তারপর ভীষ্মের রথ হইতে অতিক্রমিত পক্ষযুক্ত বাণগন্ধিসমূহ উড়িতে লাগিল, যাহারা তখন সমগ্র পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলকে চারিদিকে আবৃত করিয়াছিল ॥ ৪১

যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম/পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয় ও প্রভজ্ঞক বীরগণকে নিজ বাণসমূহে নিহত করিয়া ক্রপাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

রাজান্! ভীষ্ম সমরাদর্শনে সব্যাসাচী অর্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া সৈন্তে পরিবৃত পাঞ্চালরাজ ক্রপদের দিকে ধাবিত হইলেন এবং নিজের প্রিয় সম্বন্ধীর উপর বহু বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥

যেদ্রুপ গ্রীষ্ম ঋতুতে অগ্নি দ্বারা সমগ্র বনভূমি দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ ক্রপদের সমস্ত সৈন্ত ভীষ্মের বাণসমূহে দগ্ধ হইতেছে দেখা বাইল ॥

শরদগ্ধাত্মদৃশ্যস্ত সৈন্তানি ক্রপদস্ত হ ।
 অত্যতিষ্ঠদ্ রণে ভীষ্মো বিধুম্ ইব পাবকঃ ॥ ৪৫
 মধ্যদিনে যথাদিত্যং তপস্তুমিব তেজসা ।
 ন শেকুঃ পাণ্ডবেয়স্ত যোধা ভীষ্ম নিরীক্ষিতুম্ ॥ ৪৬
 বীক্ষাকক্ষুঃ সমস্তান্ তে পাণ্ডবা ভয়পীড়িতাঃ ।
 ত্রাতারং নাধ্যগচ্ছন্ত গাবঃ শীতাদিতা ইব ॥ ৪৭
 সা তু যৌধিষ্ঠিরী সেনা গান্ধেয়শরপীড়িতা ।
 সিংহেনেব বিনির্ভিন্না শুক্লা গৌরিব গোপতে ॥ ৪৮
 হতে বিপ্রক্রতে সৈন্তে নিরুৎসাহে বিমর্দিতে ।
 হাহাকারো মহানাসীৎ পাণ্ডুসৈন্তেষু ভারত ॥ ৪৯
 ততো ভীষ্মঃ শাস্তনবো নিত্যং মণ্ডলকামূকঃ ।
 মুমোচ বাণান্ দীপ্তাগ্রানহীনানীবিধানিব ॥ ৫০
 শরৈরেকায়নীকুর্বন্ দিশঃ সর্বা যতব্রতঃ ।
 জঘান পাণ্ডবরথানাদিশ্যাদিশ্য ভারত ॥ ৫১

সেই সময় ভীষ্ম রণভূমিতে ধূমধীন অগ্নির দ্বায় অবস্থান করিতেছিলেন। যেদ্রুপ মধ্যাহ্নকালে স্বীয় তেজে সন্তপ্ত সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা কর্তিন, সেইরূপ পাণ্ডবসৈন্তের পক্ষেও তখন ভীষ্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার কোন সামর্থ্য ছিল না ॥ ৪৫-৪৬

পাণ্ডবযোদ্ধারা ভয়ে পীড়িত হইয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল; কিন্তু সেই সময় শীতপীড়িত গোসকলের দ্বায় নিজেদের কোন রক্ষক পাইল না ॥ ৪৭

কৃপাল! গগানন্দন ভীষ্মের বাণে পীড়িত সেই যুধিষ্ঠিরের (শ্বেতবজ্র পরিহিত) সৈন্তবাহিনী সিংহকর্তৃক ছিন্ন ভিন্ন শ্বেতবর্ণা ধেনুর দ্বায় প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৪৮

ভারত! পাণ্ডববাহিনীর বহু সৈন্ত সেই সময় নিহত হইল, কতক পলাইয়া গেল এবং কতক বিমর্দিত হইল এবং কতক উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িল। এইরূপে পাণ্ডবসৈন্তগণের মধ্যে মহা হাহাকার রব উঠিল ॥ ৪৯

সেই শান্তচন্দন ভীষ্ম নিজের ধনু নিরন্তর আকর্ষণ করিতে করিতে গোলাকার করিয়া ফেলিলেন এবং তাহা দ্বারা বিবাক্ত সর্পগদগণ ভয়ভয় ও প্রজ্বলিতাগ্র বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

ভারত! নিয়মপূর্ব্বক ব্রতপালনকারী ভীষ্ম সকল দিকে প্রভূত বাণবর্ষণ করিয়া কেবল একটি পথই (বাণপথই) প্রভূত করিলেন এবং পাণ্ডব-রথিগণের নাম উল্লেখ করিতে করিতে তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৫১

ততঃ সৈন্যেভু ভয়েনু মণিতেনু চ সর্বশঃ ।

প্রাপ্তে চান্তং দিনকরে ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৫২

ভীষ্মক সমুদীৰ্যাস্তং দৃষ্ট্ৱা পার্থা মহাহবে ।

অবহারমকুবন্ত সৈন্তানং ভরতর্ষভ ॥ ৫৩

তারপর যখন সমগ্র সৈন্তবাহিনী মণিত হইয়া পড়িল, ব্যাহত হইল এবং সূর্য্যদেব অন্তাচলে গমন করিলেন, এই অবস্থায় তখন আর কিছুই জানা গেল না ॥ ৫২

শ্রীমদ্রহস্য বেদবাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাঙ্গত ভীষ্মপর্বে শব্দের যুদ্ধ ও প্রথমদিনের যুদ্ধের উপসংহারবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[যুধিষ্ঠিরস্য চিন্তা, ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণসাম্বাসদানম্, ধৃষ্টদ্যুম্নসোৎসাহঃ, দ্বিতীয়দিবসস্য যুদ্ধায় ক্রৌঞ্চাকর্ণবাহুনির্মাণক ।]

সমুদ্র উবাচ ।

কৃত্তেবহারে সৈন্তানং প্রথমে ভরতর্ষভ ।

ভীষ্মে চ যুদ্ধসংরকে দৃষ্টে দুর্যোধনে তথা ॥ ১

ধর্মরাজস্তত্ত্বর্ণমভিগম্য জনাদনম্ ।

ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্বৈঃ সর্বৈশ্চৈব জনৈশ্চরৈঃ ॥ ২

শুচা পরময়া যুক্তশ্চিন্তয়ানঃ পরাজয়ম্ ।

বাক্যেয়মত্রবীদ রাজন দৃষ্ট্ৱা ভীষ্মস্য বিক্রমম্ ॥ ৩

কৃষ্ণ পশু মহেধাসং ভীষ্মং ভীমপরাক্রমম্ ।

শরৈর্দহন্তং সৈন্তং মে গ্রীষ্মে কক্ষমিবানলম্ ॥ ৪

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ঃ ।

[যুধিষ্ঠিরের চিন্তা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসদান, ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎসাহ এবং দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধের অস্ত্র ক্রৌঞ্চাকর্ণ-বাহুনির্মাণ ।]

সমুদ্র কহিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রথম দিনের যুদ্ধে যখন পাণ্ডবলেনা পশ্চাদপসারণ করে, ভীষ্মের যুদ্ধ বিষয়ক উৎসাহ বাড়িয়া যায় এবং দুর্যোধন যখন অতিরিক্ত হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতৃবৃন্দ ও সম্পূর্ণ রাজ-যত্নপর সহিত অতিশয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন এবং অন্ত্য শোক সত্ত্বে হইয়া ভীষ্মের পরাক্রম দর্শন করত নিজের পরাজয়ের কথা চিন্তা করিতে করিতে বৃক্ষিংগপত্বেণ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১-৩

হে কৃষ্ণ! আপনি নিরীক্ষণ করুন—মহাধর্মের ও ভরতের পরাক্রমী ভীষ্ম স্বীয় বাণসমূহে আমার সৈন্তবাহিনীকে সেইভাবে দহ করিতেছেন, যেরূপ গ্রীষ্মকালে সংলগ্ন অগ্নি ভূগুণ্ডাদিকে দহ করিয়া থাকে ॥ ৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়ালিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি শব্দযুদ্ধে প্রথমদিবসাবহারে

একোনপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২

ভরতশ্রেষ্ঠ! এদিকে সেই মহাযুদ্ধে ভীষ্মের বেগকে ক্রমবর্দ্ধমান দেখিয়া কৃত্তীপুত্রগণ স্বীয় বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে সরাইয়া লইলেন ॥ ৫৩

কথমেবং মহাত্মানং শক্ষ্যামঃ প্রতীবীক্ষিতুম্ ।

লেলিহমানং সৈন্তং মে হবিষ্যন্তমিবানলম্ ॥ ৫

এতং হি পুরুষব্যাজং ধনুঃসং মহাবলম্ ।

দৃষ্ট্ৱা বিশ্রান্তং সৈন্তং সমরে মার্গগাহতম্ ॥ ৬

শক্যো জেতুং যমঃ ক্রুদ্ধো বজ্রপাণিষ্ঠ সংযুগে ।

বরুণঃ পাশভৃদ্ বাপি কুবেরো বা গদাধরঃ ॥ ৭

ন তু ভীষ্মো মহাতেজাঃ শক্যো জেতুং মহাবলঃ ।

সৌহৃদমবংগতে ময়্যো ভীষ্মাগাধজলেহ্মবে ॥ ৮

যেরূপ অগ্নিদেব প্রজলিত হইয়া স্বতাহতি গ্রহণ করেন, সেইরূপ মহাত্মা ভীষ্মও স্বীয় বাণরূপ জিহ্বাতে আমার সৈন্তগণকে লেহন করিতেছেন। আমরা কিভাবে প্রতীবীক্ষার জন্য ইহাকে দেখিতে পারি—কিভাবে আমরা ইহার সমুদীৰ্য হইব?

হস্তে ধনুঃ গ্রহণকারী এই মহাবল পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে দেখিয়া এবং রণাঙ্গণে তাঁহার বাণসমূহে আহত হইয়া আমার সৈন্তরা পলায়ন করিতেছে ॥ ৬

ক্রুদ্ধ যম, বজ্রপাণি ইন্দ্র, পাশধারী বরুণ অথবা গদাধারী কুবেরকে যদিও কখনও যুদ্ধে জয় করা সম্ভব হয়, তথাপি এই মহাতেজস্বী ও মহাবল ভীষ্মকে জয় করা কখনই সম্ভব হইবে না ॥

কেশব! এরূপ অবস্থায় আমি স্বীয় বুদ্ধির দুর্বলতাবশতঃ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে সমুদীৰ্য হইয়া ভীষ্মরূপ অগাধজলরাশিতে নৌকা ব্যতীত নিমগ্ন হইয়া বাইতেছি ॥

আম্রনো বুদ্ধিদৌৰ্ভল্যাদ্ ভীষ্মাসাঙ কেশব ।
 বনং যান্ত্রামি বার্ষ্যেয় শ্রেয়ো মে তত্র জীবিতুম্ ॥ ৯
 ন যেতান্ পৃথিবীপালান্ দাতুং ভীষ্মায় মৃত্যবে ।
 ক্ষপয়িত্বাতি সেনাং মে কৃষ্ণ ভীষ্মো মহাপ্রবিশং ॥ ১০
 যথানলং প্রজ্জলিতং পতঙ্গাঃ সমভিক্রতাঃ ।
 বিনাশায়োপগচ্ছন্তি তথা মে সৈনিকো জনঃ ॥ ১১
 ক্ষয়ং নীতোহস্মি বার্ষ্যেয় রাজ্যাহেতোঃ পরাক্রমী ।
 ভ্রাতরশ্চৈব মে বীরাঃ কশিতাঃ শরপীড়িতাঃ ॥ ১২
 মংকুতে ভ্রাতৃহর্দেন রাজ্যাদ্ ত্রষ্টাস্থখা নুখাং ।
 জীবিতং বহু মন্ত্ৰেহহং জীবিতং হৃত্য ত্বলভম্ ॥ ১৩
 জীবিতস্য চ শেবেণ তপস্তপ্যামি দুশ্চরম্ ।
 ন যাতয়িত্বামি রণে মিত্রানীমানি কেশব ॥ ১৪
 রথান্ মে বহুসাহস্রান্ দিব্যৈরশ্রৈর্মহাবলঃ ।
 যাতয়ত্যানিশং ভীষ্মঃ প্রবরাণাং প্রহারিণাম্ ॥ ১৫

হে বৃষ্ণিকুলতিলক গোবিন্দ! এখন আমি বনে চলিয়া যাইব। সেখানে জীবনবাণন করাই আমার পক্ষে কল্যাণকর হইবে। এই ভূপতিগণকে বুঝা ভীষ্মরূপ মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করা শ্রেয়স্কর হইবে না।

হে কৃষ্ণ! ভীষ্ম মহাপ্রসমূহে অভিজ্ঞ। তিনি আমার সমগ্র সৈন্তবাহিনীকে সংহার করিয়া ফেলিবেন। ধেরূপ পতঙ্গগণ বিনাশের জন্তই প্রজ্জলিত অগ্নিতে লাক্ষাইয়া পড়ে, সেইরূপ আমার সৈন্তেরাও নিজেদের বিনাশের জন্তই ভীষ্মের নিকটে গমন করিতেছে ॥ ৭-১১

বৃষ্ণিবংশসম্বৃত কৃষ্ণ! রাজ্যের জন্ত পরাক্রম করত আমি সর্বতোভাবে ক্ষীণ হইয়া পড়িব। আমার বীর ভ্রাতৃগণ বাণ-সমূহে পীড়িত হইয়া অত্যন্ত ক্লশ হইয়া যাইবে ॥ ১২

ইহার। বহুজনোচিত সৌহার্দবশতঃ আমার জন্ত রাজ্য ও সুখ-ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া দুঃখভোগ করিতেছে। এই সময়ে আমি ইহাদেহ ও আমার জীবনকেই অধিক বলিয়া মনে করি; কারণ, আজ আমাদের জীবনও ত্বলভ হইয়া পড়িয়াছে ॥ ১৩

কেশব! যদি জীবন অবশিষ্ট থাকে, তবে আমি ত্বকর তপস্তা করিব; তথাপি এই রণক্ষেত্রে আমি মিত্রদিগকে বুঝা হত্যা করাইব না ॥ ১৪

মহাবল ভীষ্ম বীর দিব্য অস্ত্রসমূহে আমার পক্ষের শ্রেষ্ঠ কয়েক

কিং হু কৃষ্ণা হিতং মে স্যাদ্ জাহি মাধব যাচিরম্ ।
 মধ্যাহ্নমিব পশ্চ্যামি সমরে সব্যাসাচিনম্ ॥ ১৬
 একো ভীষ্মঃ পরং শক্ত্যা যুধ্যতেব মহাত্মজঃ ।
 কেবলং বাহুবীৰ্য্যেণ ক্ষত্রধর্মমল্লম্বরন্ ॥ ১৭
 গদয়া বীরঘাতিত্বা যথোৎসাহং মহামনাঃ ।
 করোত্যশ্বকরং কর্ম রথাস্থ-নর-দস্তিষু ॥ ১৮
 নালমেব ক্ষয়ং কতুং পরসৈন্তস্য মারিষ ।
 আর্জবৈনৈব যুদ্ধেন বীর বর্ধশৈতেরপি ॥ ১৯
 একোহস্ত্রবিশং সখা তেহয়ং সোহপ্যস্মান্ সমূপেক্ষতে
 নির্দগ্ধমানান্ ভীষ্মেণ দ্রোণেন চ মহাত্মনা ॥ ২০
 দিব্যাস্ত্রাণি ভীষ্মস্য দ্রোণস্য চ মহাত্মনঃ ।
 ধন্যাস্তি ক্ষত্রিয়ান্ সর্বান্ প্রযুক্তানি পুনঃ পুনঃ ॥ ২১
 কৃষ্ণ ভীষ্মঃ সুসংরক্তঃ সহিতঃ সর্বপাণ্ডিভৈঃ ।
 ক্ষপয়িত্বাতি নো নুনং যাদৃশোহস্য পরাক্রমঃ ॥ ২২

সহস্র রথীকে নিরস্তর সংহার করিয়া যাইতেছেন ॥ ১৫

মাধব! শীঘ্র বলুন—কি করিলে আমাদের হিত হইবে? সব্যাসাচী অর্জুনকে ত' আমি এই যুদ্ধে মধ্যাহ্ন (উদাসীন) দেখিতেছি ॥ ১৬

একমাত্র মহাবাহু ভীষ্মসেনাই ক্ষত্রিয়ধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কেবল বাহুবলেরই আশ্রয় গ্রহণপূর্বক পূর্ণশক্তি প্রয়োগে যুদ্ধ করিয়া যাইতেছে ॥ ১৭

মহামনা ভীষ্মসেনা নিজের বীরঘাতিনী গদাঘায়া রথ, অশ্ব, মল্লভ ও হস্তিদিগের উপর বীর ত্বকর পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে ॥

মাননীয় বীর ত্রীকৃষ্ণ! যদি এরূপ সরলতার সহিত যুদ্ধ করা হয়, তবে শতবর্ষেও ভীষ্মসেনা একাকী শত্রুসৈন্তগণকে বিনাশ করিতে পারিবে না ॥ ১৮-১৯

কেবল আপনার সখা অর্জুনই দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, কিন্তু সে-ও মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক আমাদের দৃষ্ট হইতে দেখিয়াও উপেক্ষা করিয়া যাইতেছে ॥ ২০

মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের দিব্য অস্ত্রসমূহ পুনঃপুনঃ প্রযুক্ত হইয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকেই ভয় করিয়া ফেলিবে ॥ ২১

ত্রীকৃষ্ণ! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভীষ্ম রণক্ষেত্র সকল ভূপতিবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া নিশ্চয়ই আমাদের দৃষ্ট হইয়া বিনাশ করিয়া ফেলিবেন। ইহার বেরূপ পরাক্রম, ইহাতে তাহাই সূচিত হইতেছে ॥ ২২

স যং পশু মহাভাগ যোগেশ্বর মহারথম্ ।
 ভীষ্মঃ যঃ শময়েৎ সংখ্যে দাবান্নি জলদৌ যথা ২৩
 তব প্রসাদান্ গোবিন্দ পশুযা নিহতদ্বিষঃ ।
 স্বরাজ্যমমুসম্প্রাপ্তা মোদিত্যন্তে সবাঙ্কবাঃ ॥ ২৪
 এবমুক্তা ততঃ পার্থো ধায়মান্তে মহামনাঃ ।
 চিরমন্তর্মনা হুবা শোকোপহতচেতনঃ ।
 শৌকার্তঃ তমথো জ্ঞাত্বা হুঃখোপহতচেতসম্ ॥ ২৫
 অত্রবীৎ তত্র গোবিন্দো হর্ষয়ন্ সর্বপাণ্ডবান্ ।
 মা শুচো ভরতশ্রেষ্ঠ ন যঃ শোচিতুমহর্ষি ॥ ২৬
 যস্য তে ভ্রাতরঃ শূরাঃ সর্বলোকেষু ধ্বিনঃ ।
 অহঙ্ প্রিয়কৃৎ রাজন্ সাত্যকিচ্চ মহাযশাঃ ॥ ২৭
 বিরাট-ক্রপদৌ চেমৌ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্শ্বতঃ ।
 তথৈব সবলান্চেমে রাজানৌ রাজসত্তম ॥ ২৮
 ঞ্জপ্রসাদং প্রতীক্ষন্তে বন্তক্ৰাশ্চ বিশাম্পতে ।

মহাভাগ যোগেশ্বর! আপনি সেরূপ কোন একজন যোদ্ধাকে
 অধেবণ করন, যিনি রণাঙ্গনে ভীষ্মকে সেইভাবে শাস্ত করিতে
 পারিবেন, যেরূপ জলবর্ষণকারী মেঘ দাবানলকে শাস্ত করিয়া
 থাকে ॥ ২৩

গোবিন্দ! আপনারই করুণায় পাণ্ডবেরা শত্রুগণকে বিনাশ
 করিয়া স্বরাজ্যলাভ করত বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত স্থখী হইবে ॥ ২৪

এই কথা বলিয়া মহামনা যুধিষ্ঠির শোকে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া
 দীর্ঘকাল পশ্চাত্তপ্য মনকে অন্তর্মুখ করত ধ্যানমগ্ন হইয়া বলিয়া
 রহিলেন। যুধিষ্ঠিরকে শোকপীড়িত ও হুঃখে ব্যথিতচিত্ত জানিয়া
 গোবিন্দ সমস্ত পাণ্ডবগণের হর্ষবর্জন করিতে করিতে বলিলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি শোক করিবেন না। এভাবে শোক-
 প্রকাশ করা আপনার উচিত নয়। আপনার এই সব বীর
 জ্ঞাতারা সর্বলোকেই বিখ্যাত ধনুর্ধর। রাজন্! আমিও
 আপনার প্রিয়কারী। নৃপশ্রেষ্ঠ! মহাযশস্বী সাত্যকি, বিরাট,
 ক্রপদ, ক্রপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং সৈন্তসহ অন্তান্ত সকল রাজারাও
 আপনার কৃপাপ্রসাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। মহারাজ! ইহার
 সকলেই আপনার ভক্ত ॥

এই ক্রপদপুত্র মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্নও সদা আপনার হিতকামী এবং
 আপনার প্রিয়সাধনে ভ্রূপন্ন থাকিয়া ইনিই প্রধান সেনাপতির

এব তে পার্শ্বতো নিত্যং হিতকামঃ প্রিয়ে রতঃ ॥ ২৯

সৈন্যপত্ন্যমমুপ্রাপ্তো ধৃষ্টদ্যুম্নো মহাবলঃ ।

শিখণ্ডী চ মহাবাহো ভীষ্মস্য নিধনং কিল ॥ ৩০

(করিষ্যতি ন সন্দেহো নৃপাণাং যুধি পশুতাম্)

এতচ্ছ্রুত্বা ততো রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নং মহারথম্ ।

অত্রবীৎ সমিতৌ তস্য্য বাসুদেবস্য শৃণুতঃ ॥ ৩১

ধৃষ্টদ্যুম্ন নিবোধেদং যং হ্যং বক্ষ্যামি মারিষ ।

নাতিক্রম্য ভবেৎ তচ্চ বচনং মম ভাবিতম্ ॥ ৩২

ভবান্ সেনাপতির্মহ্যং বাসুদেবেন সান্ততঃ ।

কার্ত্তিকৈয়ো যথা নিত্যং দেবানামভবৎ পুরা ॥ ৩৩

তথা স্বমপি পাণ্ডনাং সেনানীঃ পুরুষর্ষভ ।

(তচ্ছ্রুত্বা জহুঃ পার্থাঃ পার্শ্বিবাশ্চ মহারথাঃ ।

সাধু সাধ্বিতি তদ্বাক্যমুচুঃ সর্বে মহীক্ষিতঃ ॥

পুনরপ্যত্রবীন্ রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নং মহাবলম্ ॥)

গুরুভর তার গ্রহণ করিয়াছেন। মহাবাহো! সমস্ত নরপতি-
 গণের দৃষ্টিপথের মধ্যেই এই শিখণ্ডী ভীষ্মকে বধ করিবে—ইহাতে
 কোন সংশয় নাই ॥ ২৫-৩০

ইহা শুনিয়া তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জনাইতে
 জনাইতে সেই সভায় মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন ॥ ৩১

আদরণীয় বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন! আমি তোমাকে বাহা কিছু বলিব,
 তাহা তুমি প্রকাশ্রচিত্তে শ্রবণ কর। আমার এই কথিত বাক্য
 তুমি উল্লঙ্ঘন করিও না ॥ ৩২

তুমি আমার সেনাপতি এবং বাসুদেবদমন শ্রীকৃষ্ণের স্তায়
 পরাক্রমী। পুরুষশ্রেষ্ঠ! পুরাকালে ভগবান্ কার্ত্তিকের যেরূপ
 দেবতাগণের সেনাপতি হইয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও পাণ্ডবগণের
 সেনাপতি হও। (যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া অন্তান্ত
 পাণ্ডবগণ ও মহারথ ভূপতিবৃন্দ সকলেই 'সাধু, সাধু' বলিয়া
 উহার এই বাক্যকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তারপর
 রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন।) পুরুষশ্রেষ্ঠ!
 তুমি স্বীয় পরাক্রমপ্রকাশ করিয়া কোরবগণকে নাশ কর।
 পুরুষব্রত! আমি, ভীমসেন, শ্রীকৃষ্ণ, মাত্রীনন্দন নকুল-সহদেব,
 দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং অন্ত প্রধান প্রধান ভূপতিগণ কবচ
 ধারণ করত তোমার অঙ্গগমন করিব ॥

স হং পুরুষশাদূল বিক্রম্য জহি কৌরবান্ ॥ ৩৪
 অহং তেহুত্বাস্যামি ভীমঃ কৃষ্ণচ মারিষ ।
 মাজীপুত্রৌ চ সহিতৌ জ্যোৎস্নাদ্যোঃ দংশিতাঃ ॥ ৩৫
 যে চাত্রে পৃথিবীপালাঃ প্রাধানাঃ পুরুষর্ষভ ।
 তত উর্দ্ধয়ন্ সর্বান্ ধৃষ্টদ্যায়োহভ্যভাষত ॥ ৩৬
 অহং জ্যোগান্তকঃ পার্থ বিহিতঃ শঙ্কুনা পুরা ।
 রণে ভীষ্মং কৃপং জ্যোগং তথা শল্যং জয়জ্ঞপ্তম্ ॥ ৩৭
 সর্বানন্ত রণে দৃষ্টান্ প্রতিযোৎস্যামি পার্শ্বিষ ।
 অথোৎক্রেষ্টুং মহেষ্ণাসৈঃ পাণ্ডবৈর্যুর্দ্ধমর্ষদৈঃ ॥ ৩৮
 সমুভ্যতে পার্শ্বিবেশ্রে পার্শ্বতে শক্রনৃদনে ।
 তমব্রবীৎ ততঃ পার্থঃ পার্শ্বতঃ পৃথনাপতিম্ ॥ ৩৯
 বাহুঃ ক্রৌঞ্চাকরণো নাম সর্বশক্রনিবহরণঃ ।
 যং বৃহস্পতিরিত্রায় তদা দেবাসুরেহব্রবীৎ ॥ ৪০
 তং যথাবৎ প্রতিবাহু পরানীকবিনাশনম্ ।

তখন ধৃষ্টদ্যায় সকলের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে বলিলেন,—
 পার্থ! আমাকে ভগবান্ শক্র পূর্ব হইতেই জ্যোৎস্নাদ্যের
 কালরূপে উপস্থাপন করিয়াছেন। ভূপতে! আজ আমি রণাঙ্গনে
 ভীষ্ম, কৃপাচার্য্য, জ্যোগাচার্য্য, শল্য ও জয়জ্ঞপ্ত—এই সকল
 অভিমানী যোদ্ধাদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব।

ইহা শুনিয়া যুদ্ধের জন্ত উন্নত মহাধনুর্ধর পাণ্ডবগণ উচ্চৈঃ-
 স্বরে সিংহনাদ করিলেন এবং শক্রনাশন নৃপশ্রেষ্ঠ ক্রপদনন্দন
 ধৃষ্টদ্যায় এইভাবে যুদ্ধের জন্ত উত্তত হইলে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির
 সেনাপতি ক্রপদনন্দনকে পুনরায় এই কথা বলিলেন ॥ ৩৩-৩৯

সেনাপতি! ক্রৌঞ্চাকরণামক বাহু সকল শক্রকে সংহার
 করে; বাহা বৃহস্পতি দেবাসুর-সংগ্রামের সময় ইন্দ্রকে উপদেশ
 করিয়াছিলেন ॥ ৪০

শক্রসৈন্তনাশক সেই ক্রৌঞ্চাকরণ বাহুকে তুমি যথাযথরূপে
 নির্ধাণ কর, আজ সমস্ত রাজারা কৌরবগণের সহিত এই
 অদৃষ্টপূর্ব বাহুকে স্বচক্ষে অবলোকন করুন ॥ ৪১

যেদ্রুপ বজ্রধারী ইন্দ্র ভগবান্ বিষ্ণুকে স্ব-বক্তব্য বলিয়া থাকেন,
 সেইরূপ নরদেব যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যায়কে পূর্বোক্ত বাক্য বলিলে পর
 ব্যাহরচনায় নিপুণ ধৃষ্টদ্যায় বৃহস্পতিকথিত বিধি অঙ্গুলারে
 প্রাভঃকালেই (সূর্যোদয়ের পূর্বে) সমস্ত সৈন্তের বাহু নির্ধাণ

অদৃষ্টপূর্ব রাজানঃ পশ্যন্ত কুরুভিঃ সহ ॥ ৪১

যথোক্তঃ স নৃদেবেন বিষ্ণুর্ভজ্জভূতা যথা ।

(বার্হস্পত্যেন বিধিনা বাহুমার্গবিচক্ষণঃ)

প্রভাতে সর্বসৈন্তানামগ্রে চক্রে ধনজয়ম্ ॥ ৪২

আদিত্যপথগঃ কেতুস্তস্যাদ্বিতমেনোরমঃ ।

শাসনাং পুরুহুতস্য নির্মিতো বিশ্বকর্মণা ॥ ৪৩

ইন্দ্রায়ুধসবর্ণাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কিতঃ ।

আকাশগ ইবাকাশে গজ্বর্নগরোপমঃ ॥ ৪৪

নৃত্যমান ইবাভাতি রথচর্য্যানু মারিষ ।

তেন রত্নবতা পার্থঃ স চ গাণ্ডীবধরনা ॥ ৪৫

বভূব পরমোপেতঃ স্তম্ভেরিব ভানুনা ।

শিরোহভূদ্ ভ্রুপদো রাজন্ মহত্যা সেনয়া বৃতঃ ॥ ৪৬

কুন্তিভোজশ্চ চৈদ্যশ্চ চকুর্ভ্যাং তৌ জনেশ্বরৌ ।

দার্শার্যকাঃ প্রভজ্যশ্চ দাশেরকগণৈঃ সহ ॥ ৪৭

করিলেন; সেখানে সকল সৈন্তের অগ্রভাগে অর্জুনকে স্থাপিত
 করিলেন ॥ ৪২

অর্জুনের অভূত ও মনোরম ধ্বজ সূর্যের পথে (উচ্চ
 আকাশে) উড়িতে ছিল। ইন্দ্রের আদেশে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মা
 ইহাকে নির্ধাণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৩

ইন্দ্রধনুতুল্য বর্ণবিশিষ্ট পতাকাসমূহে সেই ধ্বজের আরও
 শোভা বৃদ্ধি পাইতেছিল। ঐ ধ্বজ আকাশে আকাশচারী
 পক্ষীর ভায় বিনা আধারেই চলিতেছিল, তখন ইহা যেন অপর
 একটি গজ্বর্নগররূপে প্রভীত হইতেছিল ॥ ৪৪

পার্থ! রথের মার্গে অর্জুনের ঐ ধ্বজ যেন নৃত্য করিতেছে
 বলিয়া প্রভীত হইতেছিল। এই রত্নমণ্ডিত ধ্বজ দ্বারা অর্জুন
 এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুন কর্তৃক ঐ ধ্বজ সেইরূপ গোভাপ্রাপ্ত
 হইতে লাগিলেন; যেদ্রুপ সূর্য্যদ্বারা স্তম্ভের পর্বত ও স্তম্ভের
 পর্বতের দ্বারা সূর্য্য গোভাপ্রাপ্ত হন।

রাজন্! আপনার বিশাল সৈন্তের সহিত রাজা ক্রপদ সেই
 বাহুর শিরস্থানে আছেন। কুন্তিভোজ ও ধৃষ্টকেশু—এই দুই
 নরপতি বাহুর নেত্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ!
 দার্শার্যক, দাশেরকসমূহের সহিত প্রভজ্যক, অনূষক ও ক্রিয়াতরুণ
 ঐবাহুস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনুপকাঃ কিরাডাশ্চ ত্রীবায়াং ভরতর্ষভ ।
 পটচ্চরৈশ্চ পৌণ্ড্রৈশ্চ রাজন্ পৌরবকৈশ্চবা ॥ ৪৮
 নিবানৈঃ সহিতশ্চাপি পৃষ্ঠমাসীদ্ বৃধিষ্ঠিরঃ ।
 পক্ষৌ তু ভীমসেনশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্শ্বতঃ ॥ ৪৯
 জৌপদেয়াভিমমু্যশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ।
 পিশাচা দারদাশ্চৈব পুণ্ড্রাঃ কুণ্ডীবিরৈঃ সহ ॥ ৫০
 মারুতা ধেনুকাশ্চৈব তল্লগাঃ পরতল্লগাঃ ।
 বাহ্লিকান্তিস্তিরাসৈশ্চৈব চোলাঃ পাণ্ড্যাশ্চ ভারত ॥ ৫১
 এতে জনপদা রাজন্ দক্ষিণং পক্ষমাজ্জিতাঃ ।
 অগ্নিবৈশ্রান্ত হুণ্ডাশ্চ মালবা দানভারয়ঃ ॥ ৫২
 শবরা উল্লুসাসৈশ্চৈব বৎসশ্চ সহ নাকুলৈঃ ।
 নকুলঃ সহদেবশ্চ বামং পক্ষং সমাজ্জিতাঃ ॥ ৫৩
 রথানামযুতং পক্ষৌ শিরস্ত্র নিযুতং তথা ।

পটচ্চর, পৌণ্ড্র, পৌরব ও নিবাদগণের সহিত অরুণ রাজা বৃধিষ্ঠির পৃষ্ঠভাগে বিরাজমান রহিলেন। ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রৌঞ্চবাহুর দুই পক্ষের স্থানে নিযুক্ত থাকিলেন। রাজন্! জৌপদীর পুত্রগণ, অভিমমু্য ও মহারথী সাত্যকির সহিত পিশাচ, দারদ, পুণ্ড্র, কুণ্ডীবির, মারুত, ধেনুক, তল্লগ, পরতল্লগ, বাহ্লিক তিস্তির, চোলা ও পাণ্ড্য—এই জনপদসমূহের সৈন্তরা দক্ষিণপক্ষ আক্রমণ করিয়া রহিলেন।

অগ্নিবৈশ্য, হুণ্ড, মালব, দানভারি, শবর, উল্লুস, বৎস ও নাকুল জনপদবাসিগণের সহিত দুই জাভা নকুল এবং সহদেব বাম পক্ষ আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪৮-৫৩

সেই ক্রৌঞ্চপক্ষীর পক্ষ ভাগে দশ হাজার, শিরোভাগে এক লক্ষ (কাহারও মতে দশ লক্ষ), পৃষ্ঠভাগে এক অর্ধ (দশ কোটি) বিশ হাজার এবং ত্রীবায়েশে এক লক্ষ (কাহারও মতে

পৃষ্ঠমবু নমেবাসীং সহস্রাণি চ বিংশতিঃ ॥ ৪৪
 ত্রীবায়াং নিযুক্তাণি সহস্রাণি চ শত্ৰুভিঃ ।
 পক্ষকোটিপ্রপক্ষেষু পক্ষান্তেষু চ বারণাঃ ॥ ৪৫
 জগ্মুঃ পরিবৃত্তা রাজংশলস্ত ইব পর্বতাঃ ।
 জঘনং পালয়ামাস বিরাটঃ সহ কেকয়ৈঃ ॥ ৪৬
 কাশিরাজশ্চ শৈব্যশ্চ রথানামযুতৈস্ত্রিভিঃ ।
 এবমেনং মহাবাহুং বাহু ভারত পাণ্ডবাঃ ॥ ৪৭
 সূর্য্যোদয়ং ত ইচ্ছন্তঃ স্থিতা বুদ্ধায় দশিতাঃ ।
 তেযামাদিত্যবর্ণানি বিমলানি মহাস্তি চ ।
 যেতচ্ছত্রাণ্যশোভন্ত বারণেষু রথেষু চ ॥ ৪৮
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ক্রৌঞ্চবাহুনির্মাণে
 পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০

দশ লক্ষ) সত্তর হাজার সৈন্ত নিযুক্ত ছিল।

রাজন্! পক্ষ, কোটি (অগ্রভাগ), প্রপক্ষ (পক্ষের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষ) ও পক্ষান্ত ভাগে চলমান পর্বতসমূহের স্তায় হস্তিগণ সৈন্তে পরিবৃত্ত হইয়া গমন করিল।

রাজা বিরাট কেকয়রাজকুমারগণের সহিত সেই বাহুর জঘন (কটির অগ্রভাগ) প্রদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কাশিরাজ ও শৈব্য ত্রিশ হাজার রথী বীরের সহিত উহার রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন।

ভারত! এইভাবে পাণ্ডবগণ ক্রৌঞ্চরূপনামক মহাবাহু রচনা করিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্য করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য কবচ প্রকৃতিতে সূক্ষ্মীকৃত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ৪৪-৪৭

ইহাদের হস্তী ও রথসমূহের উপর সূর্য্যতুল্য প্রকাশমান, নির্মল ও বিশাল যেতচ্ছত্র শোভা পাইতে লাগিল। ৪৮

শ্রীমহর্ষিবিশেষদ্ব্যঙ্গীকৃত শতসাহস্রী সংহিতা মহা-ভারতের ভীষ্মপর্বাদর্গত ভীষ্মবধপর্বে ক্রৌঞ্চবাহু নির্মাণ-বিবরণ পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অস্ফুট সমাপ্ত।

একপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ ।

[কৌরবসৈন্যানাং ব্যূহরচনা, উভয়পক্ষमध्ये शङ्खध्वनिः, सिंहनादश्च ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

১২ দৃষ্ট্বা ততো ব্যূহমভেদ্যাং তনয়স্বব ।
রক্ষ্যমাণং মহাঘোরং পার্থেনামিততেজসা ॥ ১
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য কৃপং শলাঞ্চ পার্থিব ।
সৌমদন্তিং বিকর্ণঞ্চ সোহস্থখামানমেব চ ॥ ২
হুঃশাসনাদীন ভ্রাতৃশ্চ সর্ধানিব চ ভারত ।
অস্ত্রাংশ্চ সুবহূন শূরান্ যুধ্যায় সমুপাগতান্ ॥ ৩
প্রোহেদং বচনং কালে হর্ষয়ন্তনয়স্বব ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৪
একৈকশঃ সমর্থ্য হি যুয়ং সর্বে মহারথাঃ ।
পাণ্ডুপুত্রান্ রণে হস্তং সসৈন্যান্ কিমু সংহতাঃ ॥ ৫
অপর্য্যাণ্ডং তদস্ম্যকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।
পর্য্যাণ্ডমিদমেতেষাং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ॥ ৬
সংস্থানাঃ শূরসেনাশ্চ বেত্রিকাঃ কুকুরাস্তথা ।

আরোচকান্নিগর্তাশ্চ ময়্রকা যবনাস্তথা ॥ ৭

শক্রঞ্জয়েন সহিতাস্তথা হুঃশাসনেন চ ।

বিকর্ণেন চ বীরেণ তথা নন্দোপনন্দকৈঃ ॥ ৮

চিত্রসেনেন সহিতাঃ সহিতাঃ পারিভক্তকৈঃ ।

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্ত সহসৈন্যপুরুষতাঃ ॥ ৯

(সঞ্জয় উবাচ ।

হুঃশোধনবচঃ শ্রুত্বা সর্ব এব মহারথাঃ

তথেষ্যেনং নৃপা উচুস্তদা দ্রোণপুরোগমাঃ ॥)

ততো ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চ তব পুত্রাশ্চ মারিষ ।

অব্যাহন্ত মহাব্যূহং পাণ্ডুনাং প্রতিবাহনম্ ॥ ১০

ভীষ্মঃ সৈন্যেন মহতা সমস্তাং পরিবারিতঃ ।

যযৌ প্রকর্ষন্ মহতীং বাহিনীং সুররাড়িব ॥ ১১

তমদ্বয়ান্নহেদ্বাসৌ ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ।

কুন্তলৈশ্চ দশার্ণৈশ্চ মাগধৈশ্চ বিশাম্পতে ॥ ১২

একপঞ্চাশতম অধ্যায় ।

[কৌরবসৈন্যের ব্যূহরচনা এবং উভয়পক্ষের মধ্যে শঙ্খধ্বনি
ও সিংহনাদ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অভেদ
কৌণ্ডব্যূহকে অমিততেজস্বী অর্জুন কর্তৃক সুরক্ষিত দেখিয়া
আপনার পুত্র হুঃশোধন আচার্য্য দ্রোণ, কৃপ, শল্য, ভূরিপ্রবা,
বিকর্ণ, অস্থখামা ও হুঃশাসনাদি সকল ভ্রাতা এবং যুদ্ধের জ্ঞাত
সমবেত অস্ত্রান্ত বহু বীরগণের নিকট ঘাইয়া তাঁহাদের সকলের
হর্ষবর্জন করিতে করিতে এই সূময়োচিত্তি বাক্য বলিলেন—হে
বীরগণ ! আপনারা সকলেই নানাপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগে কুশল ও
যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ ॥ ১-৪

আপনারা সকলেই মহারথ । আপনারদের মধ্যে প্রত্যেক
যোদ্ধাই সৈন্যসহ পাণ্ডবগণকে বধ করিতে সমর্থ, স্বত্তরাং
আপনারা সকলে মিলিত হইয়া তাহারিগকে পরাজিত করিবেন;
ইহাতে আর বলিবার কি আছে ? ৫

ভীষ্ম পিতামহকর্তৃক সুরক্ষিত আমাদের সৈন্যবাহিনীকে সর্বথা
অজেয়, কিন্তু ভীষ্মসেন কর্তৃক সুরক্ষিত এই পাণ্ডববাহিনীকে জয়-
করা সুগম, অতএব আমার মতে সংস্থান, শূরসেন, বেত্রিক,

কুকুর, আরোচক, ত্রিগর্ত, ময়্রক ও যবন প্রভৃতি দেশবাসী বীরগণ
শক্রঞ্জয়, হুঃশাসন, বীর বিকর্ণ, নন্দ, উপনন্দ, চিত্রসেন ও
পারিভক্তক বীরবৃন্দের সহিত ঘাইয়া নিজ সৈন্যদিগকে অগ্রভাগে
স্থাপন করত ভীষ্মকেই রক্ষা করুন ॥ ৬-৯

(সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! হুঃশোধনের এই কথা শুনিয়া
দ্রোণাদি সকল মহারথী বীরগণ এবং নৃপগণ সেই সময় “তথাত্ত”
বলিয়া তাঁহার বাক্য মানিয়া লইলেন ।)

আর্য্য ! তারপর ভীষ্ম, দ্রোণ ও আপনার পুত্রগণ মিলিত-
ভাবে বীর সৈন্যের এক মহা ব্যূহরচনা করিলেন । এই ব্যূহ
পাণ্ডববাহিনীর পক্ষে বাধাস্বরূপ হইয়াছিল ॥ ১০

তদনন্তর বিরাট সৈন্যবাহিনীতে চারিদিকে পরিবৃত্ত হইয়া
ভীষ্ম দেবরাজ ইন্দের ন্যায় বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধক্ষেত্র
অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১১

তাঁহার পশ্চাতে প্রতাপশালী বীর দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধের জন্য
প্রস্থান করিলেন । মহারাজ ! সেই সময় কুন্তল, দশার্ণ, মাগধ,
বিদর্ভ, মেকল ও কর্ণ প্রাবরণাদি দেশবাসী সৈন্যগণের সহিত
গান্ধার, সিদ্ধ, সৌবীর, শিবি ও বসতি দেশের বীর কজিরবুল
যুদ্ধে শোভাপ্রাপ্ত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১২

বিদর্ভৈর্মেকলৈশ্চৈব কর্ণপ্রাবরনৈরপি ।
সহিতাঃ সর্বসৈন্তেন ভীষ্মমাহবশোভিনম্ ॥ ১০
গান্ধারীঃ সিদ্ধিসৌবীরাঃ শিবয়োহথ বসাতয়ঃ ।
শকুনিশ্চ সৈন্যেন ভারদ্বাজমপালয়ৎ ॥ ১৪
ততো হৃষ্যোথনো রাজা সহিতঃ সর্বসৈন্যৈঃ ।
অশ্বাত্তকৈর্বিকর্ণৈশ্চ তথা চাশ্বত্থ-কোশলৈঃ ॥ ১৫
দরদৈশ্চ শকৈশ্চৈব তথা ক্ষত্রক-মালবৈঃ ।
অভ্যরক্ষত সংহৃষ্টঃ সৌবল্যেন স্ত বাহিনীম্ ॥ ১৬
ভূরিপ্রবাঃ শলঃ শল্যো ভগদত্তশ্চ মারিষঃ ।
বিন্দামুবিন্দাবাবস্ত্যো বামঃ পার্শ্বমপালয়ন্ ॥ ১৭
সৌমদত্তিঃ সুশর্মা চ কাণ্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ ।
ঋতায়ুশ্চাচ্যুতায়ুশ্চ দক্ষিণঃ পক্ষমাস্থিতাঃ ॥ ১৮
অশ্বখামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ।
মহত্যা সেনয়া সার্থং সেনাপৃষ্ঠে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৯
পৃষ্ঠগোপাস্তু তস্তাসন্ নানাদেয়া জনৈশ্চরাঃ ।
কেতুমান্ বসুদানশ্চ পুত্রঃ কাশ্যস্ত চাভিভূঃ ॥ ২০

শকুনি নিজ সৈন্যবাহিনীর সহিত জ্রোণাচাধ্যের রক্ষায় নিযুক্ত
রহিলেন। তাঁহার পশ্চাতে ভ্রাতৃবর্গের সহিত রাজা হৃষ্যোথন
অত্যন্ত হুই হইয়া অশ্বাত্তক, বিকর্ণ, অশ্বত্থ, কোশল, দরদ, শক,
ক্ষত্রক ও মালবাদি দেশসমূহের ষোড়শদিগের সহিত স্তবলপুত্র
শকুনির সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১২-১৬

ভূরিপ্রবা, শল, শল্য, মাননীয় রাজা ভগদত্ত এবং অবন্তীদেশের
হুই রাজকুমার বিন্দ ও অহবিন্দ সেই সমগ্র সৈন্যবাহিনীর বাম-
ভাগ রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। সৌমদত্তের পুত্র ভূরিপ্রবা,
জিগর্ত্তরাজ সুশর্মা, কাণ্বোজরাজ সুদক্ষিণ, ঋতায়ু ও অচ্যুতায়ু—
ইহারা দক্ষিণভাগের সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৭-১৮

অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য ও সাত্তবংশীর কৃতবর্মা নিজ বিশাল
সৈন্যবাহিনীর সহিত কোরবসৈন্যের পৃষ্ঠভাগে থাকিয়া
তাহাদের রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন ॥ ১৯

কেতুমান্, বহুমান, কাশিরাজের পুত্র অভিভূ ও অস্ত বহু
দেশের নরপতিগণ কোরববাহিনীর পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন ॥ ২০

ভারত । তারপর আপনায় সকল সৈন্যই হর্ষে উন্নতি হইয়া
এসময়তে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥ ২১

ততস্তে তাবকাঃ সর্বে হৃষ্টা যুদ্ধায় ভারত ।
দধুঃ শঙ্খান্ মুদ্রা যুক্তাঃ সিংহনাদাংস্তথোন্নয়ন্ ॥ ২১
তেবাং ঋত্বা তু হৃষ্টানাং বৃদ্ধঃ কুরুপিতামহঃ ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধৌ প্রতাপবান্ ॥ ২২
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভৈর্যাশ্চ পণবা বিবিধাঃ পরে ।
আনকান্চাত্তাহস্ত স শকস্তমুলোহভবৎ ॥ ২৩
ততঃ শ্বেতৈর্হৈয়মূর্ত্তৈ মনুজৈ স্তন্দনে স্থিতৌ ।
ঐদধুতুঃ শঙ্খবরৌ হেমরত্নপরিবৃতৌ ॥ ২৪
পাঞ্চজন্তুং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
পৌণ্ড্রং দধৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ২৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিঃ ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ২৬
কাশিরাজশ্চ শৈব্যাশ্চ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।
ধৃষ্টহাস্মো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ২৭
পাণ্ডাল্যাশ্চ মহেষ্ণাসা দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাক্ষুজাঃ ।
সর্বে দধুর্মহাশঙ্খান্ সিংহনাদাংস্ত নেদিরে ॥ ২৮

তাহাদের হর্ষধ্বনি শুনিয়া কুরুকুলের বৃদ্ধ পিতামহ প্রতাপ-
শালী ভীষ্ম উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে
লাগিলেন ॥ ২২

তারপর শঙ্খ, ভেরী, নানাপ্রকার পণব ও আনকাদি বাত-
সমূহ সহসা বাদিত হইতে লাগিল এবং এই সকলের সম্মিলিত
শব্দ চারিদিকে তুমুল হইয়া প্রকাশ পাইল ॥ ২৩

অনন্তর শ্বেতবর্ণের অশ্বে যোজিত বিশাল রথে উপবিষ্ট
ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন স্বর্ণভূষিত দুইটি শ্রেষ্ঠ শঙ্খ (পাঞ্চজন্তু ও
দেবদত্ত) বাজাইতে লাগিলেন ॥ ২৪

ইজ্জিগণের অধিপতি ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্তু, অর্জুন দেবদত্ত
এবং উদয়কর কর্মকারী ভীমসেন পৌণ্ড্রনামক মহাশঙ্খ
বাজাইলেন ॥ ২৫

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব
মণিপুষ্পক শঙ্খ বাজ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

কাশিরাজ, শৈব্যা, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টহাস্ম, বিরাট, মহারথী
সাত্যকি, পাণ্ডাল বীরগণ এবং মহাধনুর্জয় দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র—
ইহারাও সকলে মহাশঙ্খসমূহ বাজাইতে লাগিলেন এবং সিংহনাদ
করিলেন ॥ ২৭-২৮

স যোষঃ স্তুমহাস্তত্র বীরৈস্তৈঃ সমুদীরিতঃ ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যমুনাদয়ঃ ॥ ১৯
এবমেতে মহারাজ প্রহৃষ্টাঃ কুরু-পাণ্ডবাঃ ।
পুনর্যুদ্ধায় সংজগুস্তাপয়ানাঃ পরস্পরম্ ॥ ৩০

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি কৌরববাহুরচনায়ামেক-
পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১

তখন এই সব বীরগণের দ্বারা কৃত শব্দ তুমুল হইয়া পৃথিবী
ও আকাশকে নিনাদিত করিতে লাগিল ॥ ২৯

মহারাজ ! এইরূপে অতিশয় হৃষ্টকৌরব ও পাণ্ডবগণ
পরস্পরকে সম্বাদিত করিতে করিতে পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য
রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০

ক্রীময়র্হর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্কাস্তগত ভীষ্মবধপর্বণে কৌরবগণের বাহুরচনাবিবরণ এক-
পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥

[ভীষ্মার্জুনয়োর্দ্ববর্ণনম্ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

এবং ব্যাঢ়েধনীকেষু মামকেষিতরেষু চ
কথং প্রহরতাং শ্রেষ্ঠাঃ সম্প্রহারং প্রচক্রিরে ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ ।

(তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সার্বং যথাযুধ্যস্ত তচ্ছূণু)

সমং ব্যাঢ়েধনীকেষু সংনদ্ধকৃচিরধ্বজম্ ।

অপারমিব সংদৃশ্য সাগরপ্রতিমং বলম্ ॥ ২

তেষাং মধ্যে স্থিতো রাজন্ পুত্রো দুর্যোধনস্তব ।

অত্রবীং তাবকান্ সর্বান যুগধ্বমিতি দংশিতাঃ ॥ ৩

তে মনঃ ক্রুরমাধায় সমভিত্যক্রুজীবিতাঃ ।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[ভীষ্ম ও অর্জুনের যুদ্ধবর্ণন ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! এইরূপে আমার ও পাণ্ডবগণের
সৈন্তদ্বিগের বাহুরচনা সম্পূর্ণ হইলে সেই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা কিভাবে
পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—(পাণ্ডবগণের সহিত আপনার পুত্রেরা
যেভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন ।) যখন সকল
সৈন্তের বাহুরচনা শেষ হইল, তখন সমস্ত সৈন্ত একত্র হইয়া এক
মহালাগরের জায় মনে হইতে লাগিল । সেই সময় চারিদিকে
রণ প্রভৃতিতে বহু বহু স্তম্ভর ধ্বজ উড়িতেছিল । তাহা
দেখিয়া সৈন্তগণের মধ্যে দণ্ডায়মান 'আপনার পুত্র দুর্যোধন
আপনার সকল যোদ্ধাকেই এই কথা বলিলেন—কবচধারী
বীরগণ ! যুদ্ধ আরম্ভ করুন ॥ ২-৩

পাণ্ডবানভ্যবর্তন্ত সর্ব এবোচ্ছ্রিতধ্বজাঃ ॥ ৪

ততো যুদ্ধং সমভবৎ তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।

তাবকানাং পরেষাঞ্চ ব্যাতিষক্তরথ-দ্বিপম্ ॥ ৫

মুক্তান্ত রথিভির্বাণা রুদ্রপুত্র্যাঃ স্ততেজসঃ ।

সন্নিপেতুরকুণ্ডাগ্রা নাগেষু চ হয়েষু চ ॥ ৬

তথা প্রবৃন্তে সংগ্রামে ধনুরুদ্যম্য দংশিতাঃ ।

অভিপত্য মহাবাহুভীষ্মো ভীমপরাক্রমঃ ॥ ৭

সৌভদ্রে ভীমমেনে চ সাত্যকৌ চ মহারণে ।

কৈকেয়ে চ বিরাটে চ ধৃষ্টদ্যুমে চ পার্ষিতে ॥ ৮

তখন তাঁহারা সকলে মনকে কঠোর করিয়া প্রাণের যোহ
ত্যাগ করত উচ্চ ধ্বজলবিত পাণ্ডবগণের উপর আক্রমণ
করিলেন ॥ ৪

তখন আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্তদের রোমাঞ্চকারী
ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া বাইল । সেই সময় উভয়পক্ষের রথ ও
হস্তী পরস্পরের প্রতি যুদ্ধে সংস্কৃত হইল ॥ ৫

রথী বীরগণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত ঋণয় পক্ষভূষিত তেজস্বী বাণসমূহ
কোথাও কুণ্ঠিত (বাধাপ্রাপ্ত) না হইয়া হস্তী ও অশ্ব সকলের
মধ্যে পড়িতে লাগিল ॥ ৬

এইভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া বাইলে পর তরুণ পরাক্রমী ও
হুকুলের প্রভাবশালী বৃদ্ধ পিতামহ মহাবাহু ভীষ্ম যুদ্ধ উত্তোলিত
করিয়া কবচ বন্ধনকরত সহসা অগ্রসর হইলেন এবং অভিমুখ্য,

এতেষু নরবীরেষু চেদি-মৎস্যেষু চাভিষ্ঠুঃ ।
ববর্ষ শরবর্ষণি বৃদ্ধঃ কুরুপিতামহঃ ॥ ৯
অভিধ্যত ততো বাহুস্তগ্নিন্ বীরসমাগমে ।
সর্বেষামেব সৈন্তানামাসীদ্ ব্যতিকরো মহান্ ॥ ১০
সাদিনো ধ্বজিনশ্চৈব হতাঃ প্রবরবাজিনঃ ।
বিপ্রকৃতরথানীকাঃ সমপদ্যস্ত পাণ্ডবাঃ ॥ ১১
অর্জুনস্ত নরব্যাত্তো দৃষ্টা ভীষ্ম মহারথম্ ।
বাঞ্ছ্যেয়মত্রবীদ্ ক্রুদ্ধো যাহি যত্র পিতামহঃ ॥ ১২
এষ ভীষ্মঃ সুসংক্রুদ্ধো বাঞ্ছ্যেয় মম বাহিনীম্ ।
নাশয়িত্বাতি সুব্যক্তং ত্র্যয়োধনহিতে রতঃ ॥ ১৩
এষ দ্রোণঃ কৃপঃ শল্যো বিকর্ণশ্চ জনাৰ্দন ।
ধার্তরাষ্ট্রাশ্চ সহিতা ত্র্যয়োধনপুরোগমাঃ ॥ ১৪
পাঞ্চালান্ নিহনিত্বাস্তি রক্ষিতা দৃঢ়ধন্য ।
সোহহং ভীষ্ম বধিষ্যামি সৈন্তহেতোর্জনাৰ্দন ॥ ১৫
তমত্রবীদ্ বাসুদেবো যন্তো ভব ধনঞ্জয় ।

ভীষ্মেন, মহারথী সাত্যকি, কেকয়, বিরাট ও ঞ্জয়দ্রুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন—এই সব নরবীরগণের উপর এবং চেদি ও মৎস্যদেশীয় সৈন্তের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭-৯

বীরগণের এই সম্মুখে সৈন্তদিগের বাহু ভাঙ্গিয়া পড়িল ও সকল সৈন্তেরা পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে গভীরভাবে মিশিয়া বাইল ॥ ১০

বহু অসারোহী, ধ্বজধারী সৈনিক ও উত্তম অশ্ব নিহত হইল । পাণ্ডবগণের রথসৈন্তেরা পলাহতে লাগিল ॥ ১১

তখন নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন মহারথ ভীষ্মকে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোধসহকারে বলিলেন,—বাঞ্ছ্যেয় ! (বৃক্ষবংশোৎপন্ন কৃষ্ণ !) যেখানে পিতামহ ভীষ্ম আছেন, সেইস্থানে চলুন । তাহা না হইলে ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই আমার সকল সৈন্তকে বিনাশ করিয়া ফেলিবেন ; কারণ, তিনি বর্তমানে ত্র্যয়োধনের হিতে নিরত আছেন ॥ ১২-১৩

জনাৰ্দন ! হৃদুঢ় ধনুধারণকারী ভীষ্মকর্তৃক হরক্ষিত এই দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, শল্য, বিকর্ণ ও ত্র্যয়োধনাদি সকল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ মিলিত হইয়া পাঞ্চালযোদ্ধাদিগকে সংহার করিয়া ফেলিবেন । অতএব সৈন্তদিগের রক্ষার জন্য সেই আমি ভীষ্মকে বধ করিব ॥ ১৪-১৫

এষ ষাং প্রাপয়িষ্যামি পিতামহরথং প্রীতি ॥ ১৬
এবমুক্ত্বা ততঃ শৌরী রথং তং লোকবিক্রমতম্ ।
প্রাপয়ামাস ভীষ্মস্ত রথং প্রীতি জনেশ্বর ॥ ১৭
চলদবহুপতাকেন বলাকাবর্ণবাজিনা ।
সমুচ্ছিতমহাভীমনদদ্বানরকেতুনা ॥ ১৮
মহতা মেঘনাদেন রথেনানিততেজসা ।
বিনিঘ্নন্ কৌরবানীকং শূরসেনাংশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ১৯
প্রায়াক্ষরগদঃ শীঘ্রং সুহৃদাং হর্ষবর্ধনঃ ।
তমাপতন্তং বেগেন প্রভিন্নমিব বারণম্ ॥ ২০
ত্রাসয়ন্তং রণে শূরান্ মর্দয়ন্তং সাযকৈঃ ।
সৈন্ধবশ্চমুখৈঃ পুং প্রাচ্যাসৌবীর্য্যকৈঃ ॥ ২১
সহসা প্রত্যাঙ্গায় ভীষ্মঃ শাস্তনবোহর্জুনম্ ।
কো হি গাণ্ডীবধনানমগ্নাঃ কুরুপিতামহাং ॥ ২২
দ্রোণ-বৈকর্তনাভ্যাং বা রথী সংযাতুমর্হতি ।
ততো ভীষ্মো মহারাজ সর্বলোকমহারথঃ ॥ ২৩

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাললেন,—ধনঞ্জয় ! তুমি সাবধান হও । আমি তোমাকে ভীষ্মের রথের নিকট উপস্থিত করিয়া দিতেছি ॥ জনেশ্বর ! এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই বিশ্ববিখ্যাত রথকে ভীষ্মের রথের সমীপে লইয়া গেলেন ॥ ১৬-১৭

ঐ রথে বহু পতাকা সঞ্চালিত হইতেছিল । উহাতে বক-শ্রেণীর ছায় চারিটি খেতবর্ণের অশ্ব বোজিত ছিল । ইহার অত্যন্ত উচ্চে অবস্থিত ধ্বজের উপরে এক বানর ভয়ঙ্কর গর্জন করিতেছিল । এই রথের চক্রধারার ঘর্ঘরশব্দ মেঘের গর্জনসদৃশ গভীর এবং ঐ রথ অত্যন্ত ডেঙ্গ (কাঁতি)-সম্পন্ন ছিল । এই বিশাল রথে আরোহণ করিয়া সকলের শরণদাতা ও হৃদয়গণের আনন্দবর্দ্ধন পাতুনন্দন অর্জুন কৌরবসেনা ও শূরসেনাদেশীয় যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে করিতে অতি দ্রুত ভীষ্মের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥

মদধারাবাহী গজরাজের তুল্য তাঁহাকে বেগে আসিতে এবং রণাঙ্গনে সাযকসমূহে বীর যোদ্ধাদিগকে মর্দন করত তাহাদিগকে ভয়ভীত করিতে দেখিয়া জয়প্রথ প্রভৃতি নৃপগণ এবং পূর্বদেশ, সৌবীর রাজ্য ও কেকয়প্রদেশের যোদ্ধাবর্গে হরক্ষিত শাস্ত্রহনন্দন ভীষ্ম সহসা অর্জুনের দিকে অগ্রসর হইলেন ॥

মহারাজ ! কুরুকুলের পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ

অর্জুনং সপ্তসপ্তত্যা নারীচানাং সমাচিনোং ।
 দ্রোণশ্চ পঞ্চবিংশত্যা কৃপাঃ পঞ্চাশতা শরৈঃ ॥২৪
 দুৰ্যোধনশ্চতুষ্টয়া শল্যাশ্চ নবভিঃ শরৈঃ ।
 সৈন্ধবো নবভিশ্চৈব শকুনিশ্চাপি পঞ্চভিঃ ॥ ২৫
 বিকর্ণো দশভির্ভলৈ রাজন্ বিব্যাধ পাণ্ডবম্ ।
 স তৈর্বিদ্বো মহেষাসঃ সমস্তান্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৬
 ন বিব্যাধে মহাবাহুর্ভিত্তমান ইবাচলঃ ।
 স ভীষ্মং পঞ্চবিংশত্যা কৃপঞ্চ নবভিঃ শরৈঃ ॥ ২৭
 দ্রোণং ষষ্ট্যা নরব্যাত্তো বিকর্ণঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ ।
 শল্যকৈব ত্রিভির্বাণৈ রাজানকৈব পঞ্চভিঃ ॥ ২৮
 প্রত্যবিধ্যদমেয়াস্মা কিরীটী ভরতর্ষভ ।
 তং সাত্যকির্বিরাটশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ২৯
 দ্রৌপদেয়াহতিমম্ম্যশ্চ পরিবক্রধনঞ্জয়ম্ ।
 ততো দ্রোণং মহেষাসং গান্ধেয়শ্চ প্রিয়ে রতম্ ॥ ৩০
 অভাবর্তত পাঞ্চাল্যঃ সংযুক্তঃ সহ সোমকৈঃ ।

ব্যতীত একরূপ কোন বীর আছেন যে, গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সম্মুখে
 যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন ।

মহারাজ ! তারপর সমগ্র বিধে বিখ্যাত মহারথী ভীষ্ম
 অর্জুনের উপর সাতাত্তরটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন । এইরূপ
 দ্রোণাচার্য্য পঁচিশ, কৃপাচার্য্য পঞ্চাশ, দুৰ্যোধন চৌষটি, শল্য নয়,
 জয়দ্রথ নয়, শকুনি পাঁচটি বাণ এবং বিকর্ণ দশটি ভল অস্ত্রে
 অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন ।

এই সমস্ত ভীষ্মবাণে চারিদিক্ হইতে বিদ্ধ হইয়াও মহাধনুর্ধর
 মহাবাহু অর্জুন ব্যথিত হইলেন না, পরন্তু তিনি বাণবিদ্ধ পর্ত্তের
 স্তায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তারপর অপরিসীম আত্মবলসম্পন্ন কিরীটধারী
 পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন ভীষ্মকে পঁচিশ, কৃপাচার্য্যকে নয়, দ্রোণকে ষাট,
 বিকর্ণকে তিন, শল্যকে তিন এবং দুৰ্যোধনকে পাঁচ বাণে
 প্রতিবিদ্ধ করিলেন ।

সেই সময়ে সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পাঁচ
 পুত্র ও অভিমত্যা—ইহার। সকলে অর্জুনকে রক্ষা করিবার জন্য
 তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ।

তারপর গান্ধনন্দন ভীষ্মের শ্রিয়কার্য্যে নিরত মহাধনুর্ধর
 দ্রোণাচার্য্যের উপর সোমকগণের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন আক্রমণ
 করিলেন ।

ভীষ্মস্ত রথিনাং শ্রেষ্ঠো রাজন্ বিব্যাধ পাণ্ডবম্ ॥ ৩১
 অশীত্যা নিশিতৈর্বাণৈস্ততোহক্রোশস্ত তাবকাঃ ।
 তেষাং তু নিনদং ভ্রূহা সহিতানাং প্রস্রষ্টবৎ ॥ ৩২
 প্রবিবেশ ততো মধ্যং নরসিংহঃ প্রতাপবান্ ।
 তেষাং মহারথানাং স মধ্যং প্রাপ্য ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৩৩
 চিক্রীড় ধনুৰ্বা রাজ্ঞঃপ্লক্ষ্যং কৃষা মহারথান্ ।
 ততো দুৰ্যোধনো রাজা ভীষ্মমাহ জনেশ্বরঃ ॥ ৩৪
 পীড়্যমানং স্বকং সৈন্যং দৃষ্ট্বা পার্থেন সংযুগে ।
 এষ পাণ্ডুপুত্রস্তাত কৃষ্ণেন সহিতো বলী ॥ ৩৫
 যততাং সর্বসৈন্যানাং মূলং নঃ পরিকৃন্ততি ।
 ঈয়ি জীবতি গান্ধেয় দ্রোণে চ রথিনাং বরে ॥ ৩৬
 ঈংকুতে চৈব কর্ণোহপি শ্রুস্তশস্ত্রো বিশাম্পাতে ।
 ন যুধ্যতি রণে পার্থং হিতকামঃ সদা মম ॥ ৩৭
 স তথা কুরু গান্ধেয় যথা হস্তোত ফাল্গুনঃ ।
 এবমুক্তস্ততো রাজন্ শিতা দেবব্রতস্তব ॥ ৩৮

রাজন্ ! তখন রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে
 অশীটি ধারাল বাণে বিদ্ধ করিলেন । ইহা দেখিয়া আপনায়
 সৈন্যবাহিনী হর্ষে কোলাহল করিতে লাগিল ।

সেই সব কৌরবগণের হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রতাপশালী
 পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন । রাজন্ !
 সেই মহারথী বীরগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্জুন তাঁহাদের
 সকলকে স্বীয় বাণের লক্ষ্য করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ।
 তখন প্রজাপালক রাজা দুৰ্যোধন অর্জুনকর্তৃক যুদ্ধে স্বীয় সৈন্যগণকে
 পীড়িত হইতে দেখিয়া ভীষ্মকে বলিলেন ।

তাত ! এই পাণ্ডুপুত্র বলবান্ অর্জুন ত্রীকুণ্ডের সহিত আসিয়া
 সর্বপ্রকারে যুদ্ধে যত্নপরায়ণ আমাদের সকল সৈন্যের মূলোচ্ছেদ
 করিতেছে । গান্ধনন্দন ! আপনি এবং রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
 দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিতেও আমার সৈন্যগণ নিহত
 হইতেছে । ১৮-৩৬

প্রজানাত ! আপনার জন্যই কর্ণ অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে এবং
 সে রণাঙ্গনে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে না । কর্ণ সর্বদাই
 আমার হিতাকাঙ্ক্ষী । ৩৭

গান্ধনন্দন ! আপনি একরূপ প্রবঞ্চকন, বাহাতে অর্জুন
 নিহত হয় । রাজন্ ! দুৰ্যোধন এই কথা বলিলে আপনায়

ধিক্ ক্রাৎ ধর্মমিত্যুক্তা প্রায়াং পার্থরথং প্রতি ।
 উভৌ শ্বেতহরৌ রাজন্ সংস্কৌ শ্রেষ্ঠ্য পার্থিবাঃ ॥ ৩৯
 সিংহনাদান্ ভৃশং চক্রঃ শম্ভান্ দধুশ্চ মারিষ ।
 দ্রৌণির্হৃষ্যোদনশ্চৈব বিকর্ণশ্চ তবায়জঃ ॥ ৪০
 পরিবার্য্য রণে ভীষ্মং স্থিতা যুদ্ধায় মারিষ ।
 তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে পরিবার্য্য ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪১
 স্থিতা যুদ্ধায় মহতে ততো যুদ্ধমবর্তত ।
 গান্ধেয়স্ত রণে পার্থমানর্জুনবভিঃ শরৈঃ ॥ ৪২
 তমজুনঃ প্রত্যবিধ্যদ্ দশভির্মর্মভেদিভিঃ ।
 ততঃ শরসহশ্রেন সুশ্রুজেন পাণ্ডবঃ ॥ ৪৩
 অজুনঃ সমরপ্লাঘী ভীষ্মাতাবারয়দ্ দিশঃ ।
 শরজালাং ততস্তং তু শরজালেন মারিষ ॥ ৪৪
 বারয়ামাস পার্থস্য ভীষ্মঃ শাস্তনবস্তদা ।
 উভৌ পরমসংগ্রষ্টাবুভৌ যুদ্ধাভিনন্দিনৌ ॥ ৪৫
 নিবিশেষমবুধ্যোতাং কৃতপ্রতিকৃতৈরিণৌ ।

পিতৃতুল্য ভীষ্ম 'ক্ষত্রিঃ ধর্মকে যিক্' এই কথা বলিয়া অর্জুনের
 রথের দিকে গমন করিলেন ।

মহারাজ ! তখন উভয়েরই রণে শ্বেতবর্ণের অশ্ব বোজিত
 ছিল । আর্ঘ্য ! ইহাদের উভয়কে পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইতে
 দেখিয়া সকল রাজাই উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে ও শব্দধ্বনি
 করিতে লাগিলেন ।

আর্ঘ্য ! সেই সময় দ্রোণপুত্র অশ্বখামা, হৃষ্যোদন ও আপনার
 পুত্র বিকর্ণ ইহারা সকলে রণাঙ্গনে ভীষ্মকে ঘিরিয়া যুদ্ধ করিবার
 জন্ত অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

এইরূপ সমস্ত পাণ্ডব ও অর্জুনকে চারিদিকে ঘিরিয়া মহাযুদ্ধের
 জন্ত প্রস্তুত থাকিলেন, হুতরাং তখন উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ
 বাধিয়া বাইল ।

গদানন্দন ভীষ্ম সেই রণাঙ্গনে নখটি বাণে অর্জুনকে তীব্রভাবে
 আঘাত করিলেন । তখন অর্জুন ও তাঁহাকে দশটি মর্ষভেদী বাণে
 প্রতিবিদ্ধ করিলেন ।

তারপর সমরপ্লাঘী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন উত্তমরূপে প্রযুক্ত এক
 হাজার বাণে ভীষ্মকে সর্কদিক্ দিয়া রুদ্ধ করিয়া দিলেন ।

মাননীয় রাজন্ ! তখন শাস্তনন্দন ভীষ্ম অর্জুনের এই বাণ-
 সমূহ নিবারণ করিলেন ।

এই দুই বীরই তখন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ছিলেন এবং যুদ্ধকে অতি-
 মল্লন করিতেছিলেন । উভয়েই উভয়ের কৃত বাণপ্রহারের

ভীষ্মচাপবিমুক্তানি শরজালানি সজ্জশঃ ॥ ৪৬
 শীর্ঘ্যমাণাশ্রদৃশস্ত ভিন্নাশ্রজুনসার্যকৈঃ ।
 তথৈবাজুনমুক্তানি শরজালানি সর্বশঃ ॥ ৪৭
 গান্ধেয়শরচূরানি প্রাপতস্ত মহীতলে ।
 অজুনঃ পঞ্চবিংশত্যা ভীষ্মমার্চ্ছচ্ছিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৪৮
 ভীষ্মোহপি সমরে পার্থং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 অন্ত্রোদ্রাস্ত হ্রয়ান্ বিদ্ধা ধ্বজৌ চ সুমহাবলৌ ॥ ৪৯
 রথেষাং রথচক্রে চ চিক্রৌড়তুরন্দিমৌ ।
 ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ ভীষ্মঃ প্রহরতাং বরঃ ॥ ৫০
 বাসুদেবং ত্রিভিবাণৈরাজধান স্তনাস্তরে ।
 ভীষ্মচাপচ্যুতৈস্তস্ত নিবিক্রো মধুসূদনঃ ॥ ৫১
 বিররাজ রণে রাজন্ সপুষ্প ইব কিংশুকঃ ।
 ততেহজুনৌ ভৃশং ক্রুদ্ধো নিবিক্রং শ্রেষ্ঠ্য মাধবম্ ॥ ৫২
 সারথিং কুরুবৃদ্ধস্ত নিবিভেদ শিতৈঃ শরৈঃ ।
 যতমানৌ তু তৌ বীরাবন্ত্রোদ্রাস্ত বধং প্রতি ॥ ৫৩

প্রতীকার করিতে করিতে সমানভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।

ভীষ্মের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণজাল অর্জুনের বাণজালে ছিন্ন-
 ভিন্ন হইয়া এদিকে ওদিকে পড়িতে লাগিল ।

এইরূপ অর্জুনেরও ধনু হইতে মুক্ত বাণসমূহ ভীষ্মের বাণসমূহে
 খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলের চারিদিকে পতিত হইল ।

অর্জুন পঁচিশটি তীক্ষ্ণ বাণে ভীষ্মকে পীড়িত করিলেন ।
 সেইরূপ ভীষ্মও ঐশ্ব তীক্ষ্ণ বাণসমূহে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন ।

এই দুই শক্রনন্দন বীর মহাবলশালী ছিলেন । অতএব
 উভয়েই উভয়ের অশ্ব, রথের দ্বিবাণ্ড ও চক্রকে বাণবিদ্ধ করিয়া
 ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ।

মহারাজ ! তারপর প্রহারকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ক্রুদ্ধ
 হইয়া তিনটি বাণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন ।

রাজন্ ! তখন ভীষ্মের ধনু হইতে নির্গত সেই বাণে বিদ্ধ
 হইয়া ভগবান্ মধুসূদন রণাঙ্গনে রক্তরঞ্জিত অবস্থায় বিকসিত
 পলাশবৃক্ষের জায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।

শ্রীকৃষ্ণকে আহত হইতে দেখিয়া অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া
 উঠিলেন এবং তিনি তীক্ষ্ণ বাণসমূহে কুরুকুলবৃদ্ধ ভীষ্মের
 শারথিকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ।

এইভাবে সেই সময় এই দুই বীর পরস্পরকে বধ করিবার
 জন্ত বহু চেষ্টা করিলেন, তথাপি তাঁহারা রণাঙ্গনে পরস্পরকে
 অতিমল্লন (প্রাণনাশী বাণপ্রহার) করিতে সফল হইলেন না ।

ন শরুতাং তদাত্মোত্তমভিসন্ধাতুমাহবে ।
 তৌ মণ্ডলানি চিত্রাণি গতা প্রত্যাগতানি চ ॥ ৫৪
 অদর্শয়েতাং বহুধা সূতসামর্থ্যালাঘবাৎ ।
 অন্তরঞ্চ প্রহারেষু তর্কয়ন্তৌ পরস্পরম্ ॥ ৫৫
 রাজস্তুমর্মারগন্তৌ স্থিতাবাস্তাং যুগ্মযুগ্মঃ ।
 উভৌ সিংহরবোন্মিশ্রাং শঙ্খশঙ্কচক্রভুঃ ॥ ৫৬
 তথৈব চাপনিধোষং চক্রভুস্তৌ মহারথৌ ।
 তয়োঃ শঙ্খনিদানেন রথেনামিষ্মনেন চ ॥ ৫৭
 দারিত্র্য সহসা ভূমিশ্চকম্পে চ ননাদ চ ।
 নোভয়োরন্তরং কচ্চিদৃদদৃশে ভরতযভ ॥ ৫৮
 বালনৌ যুদ্ধত্বধাবতোত্তোত্তমদৃশাবুভৌ ।
 চিহ্নমাত্রাণ ভীষ্ম তু প্রজজ্ঞুস্তত্র কৌরবাঃ ॥ ৫৯
 তথা পাণ্ডুসুতাঃ পার্থঃ চিহ্নমাত্রাণ জজ্ঞিরে ।
 তয়োর্বরয়োদৃষ্ট্বা তাদৃশং তং পরাক্রমম্ ॥ ৬০
 বিশ্বয়ং সর্বভূতানি জগ্মু ভারত সংযুগে ।

ইহারা উভয়ে সারথির শক্তি ও শৌর্যতার জন্ত নানাপ্রকার
 বিচিত্র মণ্ডল, অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণ প্রভৃতি বহুপ্রকার যুদ্ধাবস্থা
 দেখাইতে লাগিলেন ॥

রাজন! উভয়ই উভয়কে প্রহার করিবার জন্ত অযোগ
 অঘেষণ করত সন্ধা সতর্ক ছিলেন। তখন তাঁহারা পুনঃ পুনঃ
 অযোগসন্ধানেই সংলগ্ন রহিলেন ॥

এই দুই মহারথী বীর সিংহনাদমিশ্রিত শঙ্খধ্বনি করিতে
 লাগিলেন এবং সেইভাবে ধ্বজদ্বারও করিতে লাগিলেন ॥

তাঁহাদের শঙ্খধ্বনি ও রথচক্রের ঘর্ষন শব্দে পৃথিবী যেন সহসা
 বিদীর্ণ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আর্দ্রনাদ করিতে লাগিলেন ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই দুই বীর বলবান, যুদ্ধে দুর্জয় ও পরস্পরের
 অমুরূপ ছিলেন। অতএব অযোগের সন্ধান করিতে থাকিলেও
 কেহই কাহারও কোনরূপ ছিঁড় পাইলেন না ॥

সেই কৌরবগণ ভীষ্মের তালধ্বজাদি চিহ্নেই ভীষ্মকে
 জানিতে পারিতে ছিলেন। এইরূপ পাণ্ডবেরাও কপিধ্বজাদি
 চিহ্নেই অর্জুনকে জানিতে পারিয়াছিলেন ॥

ভারত! সেই সংগ্রামে এই দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষের এতাদৃশ
 পরাক্রম দেখিয়া সমস্ত প্রাণীই বিস্মিত হইয়া পড়িল ॥

ভরতনন্দন! যেকোন কোন ধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষের মধ্যে কোথাও
 কোনরূপ কেহ পাণ দেখিতে পায় না, সেইরূপ রণক্ষেত্রে এই দুই

ন তয়োর্বিবরং কচ্চিদৃ রণে পশ্যতি ভারত ॥ ৬১

ধর্মে স্থিতস্ত হি যথা ন কচ্চিদৃ বৃজিনং কচিং ।

উভৌ চ শরজ্বালায় তাবদৃশৌ বভূবুতুঃ ॥ ৬২

প্রকাশৌ চ পুনর্ভূগং বভূবুতুঃ উভৌ রণে ।

তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাশ্চারণাশ্চিহ্নিভিঃ সহ ॥ ৬৩

অতোত্তোত্তো প্রত্যভাষন্ত তয়োদৃষ্ট্বা পরাক্রমম্ ।

ন শকৌ যুধি সংরকৌ জেতুমেতৌ কথঞ্চন ॥ ৬৪

সদেবানুর-গন্ধর্বৈর্লৌকৈরপি মহারথৌ ।

আশ্চর্য্য-ভূতং লোকেষু যুদ্ধমেতন্মহাত্মতম্ ॥ ৬৫

নৈতাদৃশানি যুদ্ধানি ভবিষ্যন্তি কথঞ্চন ।

ন হি শক্যো রণে জেতুং ভীষ্মঃ পার্থেন ধীমতা ॥ ৬৬

সধনুঃ সরথঃ সাশ্বঃ প্রবপন্ সাযকান্ রণে ।

তথৈব পাণ্ডবং যুদ্ধে দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥ ৬৭

ন বিজেতুং রণে ভীষ্ম উৎসহেত ধনুর্ধরম্ ।

আলোকাদপি যুদ্ধঃ হি সমমেতদৃ ভবিষ্যতি ॥ ৬৮

যোদ্ধার মধ্যে কেহই কোন ছিঁড় দেখিতে পাইল না ॥

উভয়েই সংগ্রামস্থলে পরস্পরের বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া
 অদৃশ হইতে লাগিলেন এবং পরে উহা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া আবার
 প্রকাশিত হইয়াও বাইতেন ॥

সেখানে সমাগত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, চারণ ও মহর্ষিগণ এই দুই
 বীরের পরাক্রম দেখিয়া পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন
 যে, এই দুই মহারথী বীর যুদ্ধে অতিশয় কষ্ট হইয়া গিয়াছেন ;
 অতএব দেবতা, অন্নর ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত সম্পূর্ণ লোকসমূহও
 ইহাদিগকে জয় করিতে পারিবেন না ॥

এই অত্যন্ত অদ্ভুত যুদ্ধ সকল লোকেরই অতিশয় আশ্চর্য্যজনক
 ঘটনা। ভবিষ্যতেও এইরূপ যুদ্ধ হইবার কোনরূপ সম্ভাবনাই
 নাই। বৃদ্ধিমান্ পার্থ রণভূমিতে ভীষ্মকে কখনই জয় করিতে
 সমর্থ হইবে না ; কারণ, ইনি সমরাজগে রথ, অশ্ব ও ধনুসহ
 উপস্থিত থাকিয়া বাণসমূহরূপ বীজ বপন করিতেছেন বলিয়া
 প্রতীত হইতেছেন ॥

এইরূপ ভীষ্মও যুদ্ধে দেবগণের পক্ষেও দুর্জয় গাভীবধারী
 পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না। যদি ইহারা
 উভয়ে যুদ্ধ করিতে থাকেন, তবে যে পর্য্যন্ত এই জগৎ বর্তমান
 থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত এই দুইজনের যুদ্ধ সমাভাবে চলিতে
 থাকিবে ॥ ৩৭-৬৮

ইতি স্য বাচোহজ্ঞায়ন্ত শ্রোচরন্ত্যন্ততন্ততঃ ।
গাজ্জ্যাজুর্নয়োঃ সংখ্যে স্তবযুক্তা বিশাংপতে ॥ ৬৯
ঈদীয়াস্ত তদা যোধাঃ পাণ্ডবোশ্চ ভারত ।
অন্তোজ্ঞং সমরে জয়ন্ত্যন্তোস্তত্র পরাক্রমে ॥ ৭০
শিতধারৈস্তথা খড়্গৈর্বিমলৈশ্চ পরশুধৈঃ ।
শরৈরশ্শৈশ্চ বহুভিঃ শরৈর্নানাবিধৈরপি ॥ ৭১

প্রজ্ঞানাথ ! এইরূপে রণাঙ্গনে ভীষ্ম ও অর্জুনের স্ততিপ্রশংসা-
যুক্ত বহু বাক্য এদিকে ওদিকে লোকগণের মুখ হইতে নির্গত
হইতেছে শুনা যাইল ॥ ৬৯

ভারত ! সেই সময় যুদ্ধে এই দুই বীরের পরাক্রমপ্রকাশের
সময়ে আপনায় ও পাণ্ডবপক্ষের অন্ত্যস্ত বোদ্ধারাও পরস্পরকে বধ
করিতে লাগিল ॥ ৭০

শ্রীমদ্রহি বৈদ্যাসঙ্গীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ত্রিংশদধিকারতম অধ্যায়ের অন্ত্যস্ত সমাপ্ত ।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[ধৃষ্টদ্যুম্ন-দ্রোণাচার্য্যায়ো যুদ্ধম্ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

কথং দ্রোণো মহেবাসঃ পাঞ্চাল্যাশ্চাপি পার্ষতঃ ।
উভৌ সমীয়তুংভৌ তদ্ব্যমাতঙ্ক সজয় ॥ ১
দিষ্টমেব পরং মন্ত্রে পৌরুষাদিতি মে মতিঃ ।
যত্র শাস্তনবো ভীষ্মা নাতরদ যুধি পাণ্ডবম্ ॥ ২
ভীষ্মো হি সমরে ক্রুদ্ধো হস্ত্যাল্লোক্যাংশচরাচরান্ ।
স কথং পাণ্ডবং যুদ্ধে নাতরদ সঞ্জয়ৌজসা ॥ ৩

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সজয় ! মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্য্য ও ক্রপদ-
পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এই দুই বীর বিরূপ প্রচেষ্টা চালাইয়া পরস্পর যুদ্ধ
করিতে লাগিলেন, উহা আমাকে বল ॥ ১

আমি ত' পুরুবার্থ হইতে ভাগ্যকেই অধিক প্রবলরূপে মনে
করি এবং তাহারই উপর বিশ্বাস করি ; বাহার জন্ত শাস্তন্বনন্দন
ভীষ্ম যুদ্ধে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন হইতে নিস্তার পান নাই ॥ ২

সজয় ! যদি ভীষ্ম রণাঙ্গনে কুপিত হন, তবে চরাচর প্রাণী-
পহিত সম্পূর্ণ লোকসমূহকে বিনাশ করিতে পারেন । তখন তিনি

উভয়োঃ সেনয়োঃ শূরাঃ শূক্লশস্ত্র পরস্পরম্ ।
বর্তমানে তথা ঘোরৈ তস্মিন্ যুদ্ধে স্তদাক্রণে ।
দ্রোণ-পাঞ্চাল্যাযো রাজন্ মহানাসীং সমাগমঃ ॥ ৭১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যায়
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মাজুর্নয়ুদ্ধে
ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২

তীক্ষ্ণ ধারাল খড়্গ, চক্চকে পরশ, অস্ত্র বহুবিধ বাণ এবং
আরও অস্ত্রপ্রকার অস্ত্রের দ্বারা উভয় পক্ষের বীর সৈন্যরা
পরস্পরকে নিহত করিতে লাগিল ॥ ৭১

রাজন্ ! এখন একদিকে একপুত্র ভয়ানক ও অত্যন্ত দারুণ যুদ্ধ
চলিতেছে, তখন অস্ত্রদিকেও দ্রোণাচার্য্য এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন তরুণ
সংগ্রামে নিরত হইয়া পড়িলেন ॥ ৭২

সজয় উবাচ ।

শূণু রাজন্ স্থিরো ভূত্বা যুদ্ধমেতৎ স্তদাক্রণম্ ।
ন শক্যাঃ পাণ্ডবা ভ্ৰেতুং দেবৈরপি সবাসনৈঃ ॥ ৪
দ্রোণস্ত নিশিতৈর্বাণৈধ্ব ধৃষ্টদ্যুম্নবিধাত ।
সারথিং চাস্ত্র ভগ্নেন রথনীড়াদপা তথ ॥ ৫
তথাস্থ্য চতুরো বাহাশ্চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ ।
পীড়য়ামাস সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ মারিষ ॥ ৬

কেন খীয পরাক্রমে যুদ্ধে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন হইতে উত্তীর্ণ হইতে
পারিলেন না ? ৩

সজয় বলিলেন,—রাজন্ ! পাণ্ডবপক্ষকে ইন্দ্রসহ সকল
দেবতারাও জয় করিতে সমর্থ নহ্ন । এখন আপনি এই অত্যন্ত
তরুণ যুদ্ধের বৃত্তান্ত স্থির হইয়া শ্রবণ করুন ॥ ৪

দ্রোণাচার্য্য নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিতে
লাগিলেন এবং তাঁহার সারথিকে ভল্লাস্ত্রে নিহত করিয়া রথে
তাহার আসন হইতে নিরে পাতিত করিলেন ॥ ৫

আর্য্য ! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দ্রোণাচার্য্য চারিটি উত্তম সাধকে
(বাণে) ধৃষ্টদ্যুম্নের চারিটি অশ্বকেও গুলতর পীড়িত করিলেন ॥ ৬

ধৃষ্টদ্যুম্নস্ততো জ্যোৎস্নং নবত্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 বিব্যাধ প্রহসন্ বীরস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীং ॥ ৭
 ততঃ পুনরমেয়াস্মা ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ।
 শরৈঃ প্রচ্ছাদয়ামাস ধৃষ্টদ্যুম্নমমর্ষণম্ ॥ ৮
 আদদে চ শরং ঘোরং পার্শ্বাত্তচিকীর্ষয়া ।
 শক্রাশনিসমস্পর্শং কালদণ্ডমিবাংপরম্ ॥ ৯
 হাহাকারো মহানাসীং সর্বসৈন্তেষু ভারত ।
 তমিষু সন্ধিতং দৃষ্ট্বা ভারদ্বাজেন সংযুগে ॥ ১০
 তত্রাস্তুতমপশ্যাম ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত পৌরুষম্ ।
 যদেকঃ সমরে বীরস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥ ১১
 তঞ্চ দীপ্তং শরং ঘোরমায়াস্তং মৃত্যুমাশ্বনঃ ।
 চিচ্ছেদ শরবৃষ্টিঞ্চ ভারদ্বাজে মুমোচ হ ॥ ১২
 তত উচ্চক্রুশুঃ সর্বে পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নেন তং কর্ম কৃতং দৃষ্ট্বা স্তূহুর্করম্ ॥ ১৩

তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্ত করিতে করিতে নবইটি তীক্ষ্ণ ধারাল
 বাণে জ্যোৎস্নাচার্যকে বিদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন—দাঁড়াও,
 দাঁড়াও ॥ ৭

তারপর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন প্রতাপশালী জ্যোৎস্নাচার্য
 পুনরায় অমর্ষণীল ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বীয় বাণজালে আচ্ছাদিত করিয়া
 ফেলিলেন ॥ ৮

তদনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় কালদণ্ডতুল্য
 একটি ভয়ঙ্কর বাণ হাতে লইলেন, যাহার স্পর্শ ইন্দ্রের বজ্রদণ্ড
 কঠোর ছিল ॥ ৯

ভয়তনন্দন! যুদ্ধে ভরদ্বাজবংশধর জ্যোৎস্নাচার্য কর্তৃক সেই
 বাণ সংযোজিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডবগণের সকল সৈন্যবাহিনীর
 মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল ॥ ১০

সেই সময় আমি সেখানে ধৃষ্টদ্যুম্নের অভূত পরাক্রম দেখিলাম ।
 সেই বীর সমরাজ্যে একাকী পর্বততুল্য অবিচলভাবে দাঁড়াইয়া
 রহিলেন ॥ ১১

নিজের মৃত্যুরূপ ভয়ঙ্কর তেজস্বী সেই বাণকে আসিতে
 দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং
 জ্যোৎস্নাচার্যের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন ॥ ১২

ধৃষ্টদ্যুম্নকৃত সেই অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম দেখিয়া পাণ্ডবগণসহ সমস্ত
 পাঞ্চালবীরগণ হর্ষে কোলাহল করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

ততঃ শক্তিং মহাবেগাং স্বর্ণবৈদূর্যভূষিতাম্ ।
 জ্যোৎস্না নিধনাকাজ্ঞী চিক্ষেপ স পরাক্রমী ॥ ১৪
 তামাপতন্তীং সহসা শক্তিং কনকভূষিতাম্ ।
 ত্রিধা চিচ্ছেদ সমরে ভারদ্বাজো হসন্নিব ॥ ১৫
 শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা ধৃষ্টদ্যুম্নঃ প্রতাপবান্ ।
 ববর্ষ শরবর্ষণি জ্যোৎস্নাং প্রতি জনেশ্বর ॥ ১৬
 শরবর্ষং ততস্তং তু সন্নিবার্য মহাযশাঃ ।
 জ্যোৎস্নো দ্রুপদপুত্রস্ত মধ্য চিচ্ছেদ কামুকম্ ॥ ১৭
 স ছিন্নধন্বা সমরে গদাং গুর্বা মহাযশাঃ ।
 জ্যোৎস্না প্রেষয়ামাস গিরিসারময়ীং বলী ॥ ১৮
 সা গদা বেগবদ্রুতা প্রায়াৎ জ্যোৎস্নাং সয়া ।
 তত্রাস্তুতমপশ্যাম ভারদ্বাজস্ত বিক্রমম্ ॥ ১৯
 লাঘবাত্ ব্যাসয়ামাস গদাং হেমবিভূষিতাম্ ।
 ব্যাসয়িত্বা গদাং তঞ্চ প্রেষয়ামাস পার্শ্বতম্ ॥ ২০

তারপর জ্যোৎস্নাচার্যের প্রাণনাশক পরাক্রমশালী বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন
 তাঁহার উপর স্বর্ণ ও বৈদূর্যমণিভূষিত একটি শক্তি নিক্ষেপ
 করিলেন ॥ ১৪

সেই স্বর্ণভূষিত শক্তিকে সহসা আসিতে দেখিয়া জ্যোৎস্নাচার্য
 সমরভূমিতে ঘেন হস্ত করিতে করিতেই তিন খণ্ড করিয়া
 দিলেন ॥ ১৫

জনেশ্বর! স্বীয় শক্তিকে নষ্ট হইতে দেখিয়া প্রতাপী
 ধৃষ্টদ্যুম্ন জ্যোৎস্নাচার্যের উপর পুনরায় বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া
 দিলেন ॥ ১৬

তখন মহাযশস্বী জ্যোৎস্নাচার্য সেই বাণবর্ষণ নিবারণ করিয়া
 দ্রুপদপুত্রের ধনুর মধ্যভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭

ধনু ছিন্ন হইলে মহাযশস্বী বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরভূমিতে
 জ্যোৎস্নাচার্যের উপর এক লৌহনির্মিত ভারী গদা নিক্ষেপ
 করিলেন ॥ ১৮

জ্যোৎস্নাচার্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় বেগে নিক্ষিপ্ত সেই গদা
 দ্রুতগতিতে যাইতে লাগিল। কিন্তু সেই সময় আমরা
 জ্যোৎস্নাচার্যের অভূত পরাক্রম দেখিলাম ॥ ১৯

তিনি স্বীয় কৌশলে সেই স্বর্ণভূষিত গদাকে বার্ষ করিয়া
 দিলেন। এইভাবে সেই গদাকে নিষ্ফল করিয়া দিয়া জ্যোৎস্নাচার্য
 ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর স্বর্ণময় পক্ষবৃত্ত, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধারাল ও ভয়ঙ্কর

ভগ্নান্ সুনিশিতান্ পীতান্ রক্তগুচ্ছান্ সুদারুণান্ ।

তে তস্মৈ কবচং ত্রিষা পপূঃ শোণিতমাহবে ॥ ২১

অথাশ্বদ্বয়ং ধনুর্দ্বয়ং ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ ।

দ্রোণং যুধি পরাক্রমা শরৈর্বিনাশ পঞ্চভিঃ ॥ ২২

রুধিরাক্রৌ ততোস্তৌ তু শুশুভাতে নরবর্ভৌ ।

বসন্তসময়ে রাজন্ পরাক্রমা চমুগুথে ।

দ্রোণো দ্রুপদপুত্রস্ত পুনশ্চিচ্ছেদ কার্মুকম্ ॥ ২৪

অথৈনং ছিন্নধ্বানং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ।

অভ্যবর্ষদমেয়াস্মা বৃষ্টা মেঘ ইবাচসম্ ॥ ২৫

সারথিং চাস্ত ভল্লেন রথনৌড়াদপাতয়ৎ ।

অথাশ্ব চতুরো বাহ্যং চতুর্ভিনিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৬

পাতয়ামাস সমরে সিংহনাদং ননাদ চ ।

ততোহপরেণ ভল্লেন হস্তাচ্চাপমথচ্ছিন্নং ॥ ২৭

স ছিন্নধ্বা বিরথো হতাস্থো হতসারথিঃ ।

গদাশানিরবাবোহং ব্যাপয়ন্ পৌরুষং মহৎ ॥ ২৮

ভগ্ননামক বাণ সন্ধান করিলেন। সেই বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের কবচ ভেদ করিয়া রণস্থলে তাঁহার রক্ত পান করিতে লাগিল ॥ ২০-২১

তখন মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন অপর ধনু লইয়া যুদ্ধে পরাক্রম পূর্বক পাঁচটি বাণদ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন ॥ ২২

রাজন্! সেই সময় এই দুই বীর রক্তাপ্লুত হইয়া বসন্ত ঋতুতে বিকসিত পলাশবৃক্ষের জায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৩

রাজন্! তখন সৈন্তের অগ্রভাগে অবস্থান করত অমর্ষপূর্ণ দ্রোণাচার্য্য পরাক্রমপ্রকাশ করিয়া পুনরায় ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ছেদন করিলেন ॥ ২৪

তারপর অপরিসীম আত্মবলসম্পন্ন দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ছিন্ন হইয়া যাইলে তাঁহার উপর আনতপর্কযুক্ত বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন, তখন মনে হইল মেঘ পর্বতে বারিবর্ষণ করিতেছে ॥ ২৫

সেই সঙ্গে তিনি ভগ্নদ্রোণাচার্য্যের সারথিকে ধিনাশ করিয়া রথের আসন হইতে ভূপাতিত করিলেন এবং চারিটি তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহার চারিটি অশ্বকেও নিধন করিলেন। তারপর দ্রোণাচার্য্য সমরাদক্ষে উঠে-যয়ে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সময় অপর এক ভল্লেন ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে স্থিত দ্বিতীয় ধনুটিকেও ছেদন করিলেন ॥ ২৬-২৭

এইভাবে ধনু ছিন্ন হইলে এবং অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন হাতে গদা লইয়া রথ হইতে নামিতে চেষ্টা করিলেন।

তামস্ম বিশিষ্টৈশ্চূর্ণং পাতয়ামাস ভারত ।

রথাদনবরূঢ়স্ত তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ২৯

ততঃ স বিপুলং চর্ম শতচন্দ্রক ভামুমৎ ।

খজ্রক বিপুলং দিব্যং প্রগৃহ্য সুভূজো বলী ॥ ৩০

অভিহুত্বাব বেগেন দ্রোণস্ত বধকাঙ্ক্ষয়া ।

আমিষার্থী যথা সিংহো বনে মন্ত্রিমিব দ্বিপম্ ॥ ৩১

তদ্রাষ্ট্রতমপশ্যাম ভারদ্বাজস্ত পৌরুষম্ ।

লাঘবং চাস্ত্রযোগক বলং বাহ্যোচ্চ ভারত ॥ ৩২

যদেনং শরবর্ষণে বারয়ামাস পার্শ্বতম্ ।

ম শশাক ততো গন্তং বলবানপি সংযুগে ॥ ৩৩

নিবারিতস্ত দ্রোণেন ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ ।

অবারদ্বন্দ্বরৌদ্রাঃ স্তাং শর্মণা কৃতহস্তবৎ ॥ ৩৪

ততো ভীমো মহাবাহুঃ সহস্রাভ্যপতদ্ বলী ।

সাহায্যকাদী সমরে পার্শ্বতস্ত মতাস্তনঃ ॥ ৩৫

ভারত! সেই সময়ে দ্রোণাচার্য্য অতিক্রান্ত বাণ নিক্ষেপ করিয়া রথ হইতে নামিবার সময়েই তাঁহার হাত হইতে গদাটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। তখন ইহা এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥ ২৮-২৯

অনন্তর সুন্দরবাহু বলশালী বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন চন্দ্রতুলা শতকিরণে সুশোভিত, ক্ষৌদ্রী ও বিদ্যুত চর্ম (চাল) এবং দিব্য ও বিশাল খজ্র চাতে লইয়া দ্রোণকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর লবেগে সেইরূপে আক্রমণ করিলেন, যেরূপ মাংসকামী সিংহ বনে কোন এক মদমত্ত হাতীর উপর দাবিত হই ॥ ৩০-৩১

ভারত! সেই সময় আমরা সেখানে দ্রোণাচার্য্যের অদ্ভুত হৃদয়েপুণা, অস্ত্রপ্রয়োগ, বাহুবল ও পুরুষার্ঘ্য প্রত্যক্ষ করিলাম ॥ ৩২

তিনি তখন স্বীয় বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের সহস্র অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন। অতএব তিনি বলবান হইয়াও যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যের নিকটে উপস্থিত হইতে পারিলেন না ॥ ৩৩

দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক রুদ্ধ হইয়া মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বিহস্ত বীর পুরুষের জায় নিজের ঢালের সাহায্যেই তাঁহার বাণসমূহ নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

তখন বলবান বীর মহাবাহু ভীম সহস্রাভ্যপতদ্ মহামনা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সহায়তা করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫

স দ্রোণঃ নিশিতৈর্বাণৈ রাজন্ বিব্যাধ সপ্তভিঃ ।
 পার্শ্বতঃ রথং তুর্ণং স্বকমারোহং তদা ॥ ৩৬
 ততো দ্রুপোদনো রাজন্ ভাহুমন্ত্রমেচাদয়ং ।
 সৈন্তেন মহতা যুদ্ধং ভারদ্বাজস্ত রক্ষণে ॥ ৩৭
 ততঃ সা মহতী সেনা কলিঙ্গানাং জনেশ্বর ।
 ভীমমভূদ্যযৌ তুর্ণং তব পুত্রস্ত শাসনাং ॥ ৩৮
 পাঞ্চাল্যমথ সন্ত্যজা দ্রোণোহপি রথিনাং বরঃ ।
 বিরাট-ঋপদৌ বৃদ্ধৌ বারয়ামাস সংযুগে ॥ ৩৯

ধৃষ্টদ্যায়োহপি সমরে ধর্মরাজানমভ্যয়াৎ ।
 ততঃ শ্রবণতে যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥ ৪০
 কলিঙ্গানাঞ্চ সমরে ভীমস্ত চ মহাত্মনঃ ।
 জগতঃ শ্রক্য়করং ঘোররূপং ভয়াবহম্ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ধৃষ্টদ্যায়-দ্রোণযুদ্ধে
 ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

রাজন্! তিনি সাতটি তীক্ষ্ণ বাণে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ
 করিলেন এবং ঋপদকুমার ধৃষ্টদ্যায়কে অতি সত্বর নিজ রথে
 তুলিয়া লইলেন ॥ ৩৬

মহারাজ! তখন দ্রুপোদন বিশাল সৈন্তবাহিনীসহ
 ভাহুমন্ত্রকে দ্রোণাচার্য্যের রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন ॥ ৩৭

জনেশ্বর! সেই সময় আপনার পুত্রের আজ্ঞায় কলিঙ্গদেশীয়
 বীরগণের সেই বিশাল সৈন্ত অতিদ্রুত ভীমসেনের নিকটে
 আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রা সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বোদ্বর্গত ভীষ্মবধপর্বের ধৃষ্টদ্যায় ও
 দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অন্ত্যবাস সমাপ্ত ।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[কলিঙ্গেনিষাদৈশ্চ সহ ভীমসেনস্ত যুদ্ধম্, ভীমসেনেন শক্রদেব-ভাহুমং-কেতুমতাং বিনাশঃ, তেষাং সৈন্তানাং সংহারশ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

তথা প্রতিসমাদিষ্টঃ কালিঙ্গো বাহিনীপতিঃ ।
 কথমন্তুতকর্মাণং ভীমসেনং মহাবলম্ ॥ ১
 চরন্তুং গদয়া বীরং দণ্ডহস্তমিবাশ্রুকম্ ।
 যোধয়ামাস সমরে কালিঙ্গঃ সহ সেনয়া ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ ।

পুত্রেন তব রাজেন্দ্র স তথোক্তো মহাবলঃ ।
 মহত্যা সেনয়া গুপ্তঃ প্রায়াদ্ ভীমরথং প্রতি ॥ ৩
 তামাপতন্তীং মহতীং কলিঙ্গানাং মহাচম্ ।
 রথাস্থ-নাগকলিলাং প্রগৃহীতমহায়ুধাম্ ॥ ৪

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[কলিঙ্গ ও নিষাদগণের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ, ভীমসেন
 কর্তৃক শক্রদেব, ভাহুমন্ ও কেতুমানের বিনাশ এবং তাঁহাদের
 বহু সৈন্ত সংহার ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! দ্রুপোদনের সৈরুপ আজ্ঞা
 পাইয়া সেনাপতি কলিঙ্গরাজ অদ্রুত পরাক্রমশালী মহাবল
 ভীমসেনের সহিত কিভাবে যুদ্ধ করিলেন ? ১

বীরবর ভীমসেন যখন হাতে গলা লইয়া বিচরণ করিতে

থাকে, তখন তাহাকে দণ্ডধারী যমরাজের জ্ঞায় মনে হয় ।
 তাহার সহিত সৈন্তসহ কলিঙ্গরাজ কিরূপে যুদ্ধ করিলেন ? ২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আপনার পুত্রের পুরোক্ত
 আদেশ পাইয়া স্বীয় বিশাল সৈন্তবাহিনী দ্বারা অরক্ষিত মহাবল
 কলিঙ্গরাজ ভীমসেনের রথের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৩

ভারত! রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিক বাহিনীতে পূর্ণ
 কলিঙ্গরাজের সেই বিশাল সৈন্তবাহিনীকে হস্তে বড় বড় অস্ত্রসমূহ
 ধারণ করত আসিতে দেখিয়া চৌদিকের সৈন্তগণের সহিত

ভীমসেনঃ কলিঙ্গানামার্চ্ছদ্ ভারত বাহিনীম্ ।
 কেতুমন্তক নৈবাদিমায়াস্তং সহ চেদিভিঃ ॥ ৫
 ততঃ ক্রতায়ুঃ সংক্রুদ্ধো রাজ্ঞা কেতুমতা সহ ।
 আসসাদ রণে ভীমং বৃটানীকেষু চেদিষু ॥ ৬
 রথৈরনেকসাহস্রৈঃ কলিঙ্গানাং নরাধিপ ।
 অযুতেন গজানাঞ্চ নিবাদৈঃ সহ কেতুমান্ ॥ ৭
 ভীমসেনং রণে রাজ্ঞন্ সমস্তাং পর্যাবারয়ৎ ।
 চেদি-মংস্ত-করুশাশ্চ ভীমসেনপদাম্রুগাঃ ॥ ৮
 অস্ত্রাধাবন্ত সমরে নিবাদান্ সহ রাজ্ঞাভিঃ ।
 ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়াবহম্ ॥ ৯
 ন প্রাজ্ঞানস্ত যোধাঃ স্থান্ পরস্পরজিঘাংসয়া ।
 ঘোরমাসীৎ ততো যুদ্ধং ভীমস্ত সহসা পরৈঃ ॥ ১০
 যথেষ্টশ্চ মহারাজ মহত্যা দৈত্যসেনয়া ।
 তস্ত সৈন্তস্ত সংগ্রামে যুধ্যমানস্ত ভারত ॥ ১১

ভীমসেন তাহাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধের জন্ত আগত নিবাদরাজ কেতুমান্কেও বাণ বিদ্ধ করিলেন । ৪-৫

তখন রাজা কেতুমানের সহিত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ক্রতায়ুও ভীমসেনের সম্মুখে আশিয়া উপস্থিত হইলেন । সেই সময়ে চেদিদেশীয় সৈন্তগণ বাহুবলভাবে দাঁড়াইয়া ছিল । ৬

নরশের । কলিঙ্গদেশের কয়েক সহস্র রথ ও দশ হাজার হস্তী এবং নিবাদদিগের সহিত কেতুমান্ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমসেনকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ।

তখন ভীমসেনের পদাঙ্ক অহুসরণকারী চেদি, মংস্ত ও করুশদেশের অস্ত্রিগণ সমগ্রাঙ্গণে নিবাদ ও তাহাদের নুপগণের উপর আক্রমণ করিলেন । তখন উভয়পক্ষের মধ্যে ঘোরতর ও ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল । ৭-৮

মহারাজ ! সেই সময় পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছা রাখিয়া সকল যোদ্ধাই নিজের ও শত্রুর কাহাকেও চিনিতে পারিল না । শত্রুদিগের সহিত ভীমসেনের এই যুদ্ধ সহসা তাদৃশ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, বেরূপ বিশাল দৈত্যসৈন্তের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল ।

হে ভারত । সংগ্রামস্থলে যুদ্ধরত সেই কলিঙ্গ-সৈন্তগণের মহাকালাহল সমুদ্র পর্জনের দ্বার মনে হইতেছিল ।

বভ্রুব স্তমহান্ শব্দঃ সাগরস্তেব গর্জতঃ ।
 অস্ত্রোচ্চাং স্য তদা যোধা বিকর্ষন্তো বিশাম্পতে ॥ ১২
 মহীং চক্রুশ্চিতাং সর্বাং শশলোহিতসন্নিভাম্ ।
 যোধাংশ্চ স্থান্ পরান্ বাপি নাভ্যজানন্ জিঘাংসয়া ॥ ১৩
 স্থানপ্যাদদতে স্বাশ্চ শূরাঃ পরমহুর্জয়াঃ ।
 বিমর্দঃ স্তমহানাসীদগ্নানাঃ বহুভিঃ সহ ॥ ১৪
 কলিঙ্গৈঃ সহ চেদীনাং নিবাদৈশ্চ বিশাম্পতে ।
 কৃষা পুরুষকারং তু যথাক্রি মহাবলাঃ ॥ ১৫
 ভীমসেনং পরিত্যজ্য সংন্যবর্তন্তু চেদয়ঃ ।
 সর্ধৈঃ কলিঙ্গৈরাসন্নঃ সংনিবৃন্তেযু চেদিষু ॥ ১৬
 স্ববাহুবলমাস্থায় ন শ্রবর্তত পাণ্ডবঃ ।
 ন চচাল রথোপস্থাদ্ ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ১৭
 শিতৈরবাকিরদ বাণৈঃ কলিঙ্গানাং বক্রথিনীম্ ।
 কালিঙ্গস্ত মহেঘাসঃ পুত্রশ্চাস্ত মহারথঃ ॥ ১৮

রাজন্ ! সেই সময় সকল যোদ্ধা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে করিতে সমগ্র রণভূমি রক্তরঞ্জিত শবদেতে পূর্ণ করিয়া দিলেন । সেই ভূমি তখন শশের (খরগোশের) রক্তের দ্বায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ।

পরম হুর্জয় শূরশৈনিকগণ শত্রুসৈন্তকে বধ করিবার ইচ্ছায় তখন এমন উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল যে, নিজের ও পরের সৈন্ত বিষয়ে কিছুই তাহাদের বোধ ছিল না । তাহারা নিজেরা নিজেরাই বহবার নিজের সৈন্তগণকেই বধ করিবার জন্ত ধরিয়া ফেলিয়াছিল ।

রাজন্ ! এইরূপে সেখানে বহুসংখ্যক কলিঙ্গ ও নিবাদগণের সহিত অল্পসংখ্যক চেদিদেশীয় সৈন্তবাহিনীর অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ।

মহাবল চেদিসৈন্তরা যথাক্রম পুরুষার্থ দেখাইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ করত নিবৃত্তি হইল ।

চেদিদেশীয় সৈন্তগণ নিবৃত্তি হইলে সমস্ত কলিঙ্গ-সৈন্তরা ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইল । তখন প্যাণ্ডুনন্দন মহাবল ভীমসেন নিজের বাহুবলের উপর ভরসা করিয়া পশ্চাদপসরণ করিলেন না এবং রথের উপর বসিয়া অস্ত্র ও বিচলিত হইলেন না । ১০-১৭

তিনি কলিঙ্গসৈন্তের উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । মহাধর্জর কলিঙ্গরাজ ও তাঁহার মহারথ পুত্র

শক্রদেবো ইতি খাতো জয়তুঃ পাণ্ডবঃ শরৈঃ ।
 ততো ভীমো মহাবালবীৰ্হুঃ কচিরং ধমুঃ ॥ ১৯
 যোধয়ামাস কালিঙ্গং স্ববাহুবলমশ্রিতঃ ।
 শক্রদেবস্ত সমরে বিসৃজন্ সাংকান্ বহুন্ ॥ ২০
 অস্থান্ জঘান সমরে ভীমসেনস্ত সাংকৈঃ ।
 তং দৃষ্ট্বা বিরথং তত্ৰ ভীমসেনমরিন্দমম্ ॥ ২১
 শক্রদেবোহভিহুত্বা বশরৈরবকিরন্ শিতৈঃ ।
 ভীমস্তোপরি রাজেন্দ্র শক্রদেবো মহাবলঃ ॥ ২২
 ববর্ষ শরবর্ষণি তপাস্তে জলদো যথা ।
 হতাস্থে তু রথে তিষ্ঠন্ ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ২৩
 শক্রদেবায় চিক্লেপ সর্বশৈক্যায়সৌ গদাম্ ।
 স তয়া নিহতো রাজন্ কালিঙ্গতনয়ো রথাং ॥ ২৪
 সঞ্চজঃ সহস্রুতেন জগাম ধরণীতলম্ ।
 হতমাস্ত্রস্তং দৃষ্ট্বা কলিঙ্গানাং জনাধিপঃ ॥ ২৫
 রথৈরনেকসাহস্রৈর্ভীমস্তাবারয়ন্ দিশঃ ।

শক্রদেব উভয়ে মিলিয়া পাতুনন্দন ভীমসেনের উপর বাণগ্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

তখন মহাবাহু ভীমসেন স্ববাহুবলের আশ্রয় করত স্তম্ভর ধনু টঙ্কারিত করিতে করিতে কলিঙ্গরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥

শক্রদেব বহুসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিয়া সেই অন্তর্যমুহে ভীমসেনের অঙ্গগুলিকে নিহত করিলেন

শক্রদমন ভীমসেনকে সেখানে রথহীন দেখিয়া শক্রদেব তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥

রাজেন্দ্র ! বেরূপ গ্রীষ্মকালের শেষে বর্ষাকালে জলবর্ষা মেঘ প্রভূত জলরাশি বর্ষণ করে, সেইরূপ মহাবল শক্রদেব ভীমসেনের উপর বাণশ্রেণী বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥

যাহার অস্ত্র নিহত হইয়াছে, সেই রথের উপরেই দাঁড়াইয়া মহাবলশালী ভীমসেন শক্রদেবকে লক্ষ্য করত সম্পূর্ণভাগ লোহে নিশ্চিত স্বীয় গদা নিক্ষেপ করিলেন ॥

রাজন্ ! সেই গদায় আঘাতে কলিঙ্গরাজকুমার শক্রদেব প্রাণ হারাইয়া স্বীয় সারথি ও ধ্বজের সহিত রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন ॥

নিজ পুত্রকে নিহত দেখিয়া কলিঙ্গরাজ ঞ্জতায়ু বহু হাজার রথের দ্বারা ভীমসেনকে চারিদিক দিয়া বন্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥

ততো ভীমো মহাবেগাং তাজ্জ্বা গুর্বাং মহাগদাম্ ॥ ২৬
 নিশ্চিংগমাদদে ঘোরং চিকীর্ষুঃ কৰ্ম দারুণম্ ।
 চর্ম চাপ্রতিমং রাজ্ঞস্বাধিং পুরুষধ্বজ ॥ ২৭
 নক্ষত্রৈরধচৈল্লৈশ্চ শাতকুন্তুধৈশ্চিচতম্ ।
 কালিঙ্গস্ত ততঃ ক্রুদ্ধো ধনুর্জ্যামবমুজ্য চ ॥ ২৮
 প্রগৃহ্য চ শরং ঘোরমেকং সর্পবিষোপমম্ ।
 প্রাহিণোদ্ ভীমসেনায় বধাকাঙ্ক্ষী জনেশ্বরঃ ॥ ২৯
 তমাপতন্তুং বেগেন প্রেরিতং নিশিতং শরম্ ।
 ভীমসেনো দ্বিধা রাজশ্চিচ্ছেদ বিপুলাসিনা ॥ ৩০
 উদাক্রোশচ সংহৃষ্টস্ত্রাসয়ানো বরুথিনীম্ ।
 কালিঙ্গোহথ ততঃ ক্রুদ্ধো ভীমসেনায় সংযুগে ॥ ৩১
 তোমরান্ প্রাহিণোচ্ছিত্রং চতুর্দশ শিলাশিতান্ ।
 তানপ্রাপ্তান্ মহাবাতঃ স্বগতানৈব পাণ্ডবঃ ॥ ৩২
 চিচ্ছেদ সহসা রাজ্ঞসমস্ত্রাস্তো বরাসিনা ।
 নিকৃতা তু রণে ভীমস্তোমরান্ বৈ চতুর্দিশ ॥ ৩৩

নরশ্রেষ্ঠ ! তখন ভীমসেন অত্যন্ত বেগশালিনী ও গুরুতরা গদাকে সেখানে ত্যাগ করিয়া অতিশয় ভয়ঙ্কর কৰ্ম্ম করিবার ইচ্ছায় তরবারি গ্রহণ করিলেন এবং স্বঘোর চৰ্ম্মনির্মিত অল্পমম একটি ঢাল লইলেন । রাজন্ ! এই ঢাল স্ববর্ণময় নক্ষত্র ও নক্ষত্রোকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজড়িত ছিল ॥

এদিকে ক্রুদ্ধ কলিঙ্গরাজ ধনুর গুণকে বর্ষণ করিয়া সর্পবিষতুল্য ভয়ঙ্কর একটি বাণ গ্রহণ করত ভীমসেনের বধ কামনাপূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৮-২২

রাজন্ ! ভীমসেন নিজেই বিশাল ধ্বজের দ্বারা তাঁহার সবেগে চালিত তীক্ষ্ণ বাণকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন এবং কলিঙ্গদেশীয় মৈত্রবাহিনীকে সন্ত্রস্ত করিতে করিতে হৃষ্টান্তঃ-করণে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিলেন ॥

তখন কলিঙ্গরাজ রণাঙ্গনে অতিশয় কুণিত হইয়া ভীমসেনের উপর অতিক্রান্ত চৌদটি তোমর নিক্ষেপ করিলেন, যাহাদিগকে পূর্ব্বে শিলাতে সান দিয়া তীক্ষ্ণ ধারাল করা হইয়াছিল ॥

রাজন্ ! সেই তোমরগুলি ভীমসেনের নিকট আসিবার পূর্ব্বেই মহাবাহু পাতুনন্দন ভীমসেন বিভ্রান্ত না হইয়া স্বীয় শ্রেষ্ঠ তরবারি দ্বারা সহসা আকাশেই সেগুলিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥

ভানুমন্তঃ ততো ভীমঃ প্রাদ্রবৎ পুরুষবীৰ্য্যভঃ ।
 ভানুমাংস্তু ততো ভীমঃ শরবর্ষণে ছাদয়ন্ ॥ ৩২
 ননাদ বলবদ্রাদং নাদয়ানো নভস্তলম্ ।
 ন চ তং মমূষে ভীমঃ সিংহনাদং মহাহবে ॥ ৩৫
 ততঃ শব্দেন মহতা বিননাদ মহাশ্বনঃ ।
 তেন নাদেন বিব্রস্তা কলিঙ্গানাং বক্রাখিনী ॥ ৩৬
 ন ভীমঃ সমরে মেনে নানুষং ভরতবীৰ্য্যভঃ ।
 ততো ভীমো মহাপাতনদিভ্য বিপুলঃ শ্বনম্ ॥ ৩৭
 সাসির্বেগবদাভ্যুতী দস্তাভ্যাং বারণোত্তমম্ ।
 আকরোহ ততো মধ্যং নাগরাজস্য মাৰিষ ॥ ৩৮
 ততো মুমোচ কলিঙ্গঃ শক্তিং তামকরোদ্ দ্বিধা ।
 খঙ্গেন পৃথুনা মধ্যে ভানুমন্তমখাচ্ছিনৎ ॥ ৩৯
 সোহস্তুরায়ুধিনং হৃদ্য রাজপুত্রমরিন্দমঃ ।
 গুরুং ভারসং স্কন্ধে নাগস্তাসিমপাতয়ৎ ॥ ৪০

এইরূপে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন রণাঙ্গনে সেই চৌকটি হোমরকে ছিন্ন করিয়া ভানুমানের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥

ইহা দেখিয়া ভানুমান্ স্বীয় বাণবষণ করত ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিয়া আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন । ভীমসেন সেই মহাযুদ্ধে ভানুমানের উক্ত সিংহনাদ শুধু করিতে পারিলেন না ॥ ৩০-৩৫

তখন তিনি আরও আধক উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । তাহার এই গর্জনে কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যবাহিনী ভীত হইয়া উঠিল ॥ ৩৬

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তখন কলিঙ্গসৈন্যরা যুদ্ধে ভীমসেনকে মহাশ্ব নহে, দেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিল । আখ্য ! তদনন্তর মহাবাহু ভীমসেন উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে করিতে হাতে তরবারি লইয়া সবেগে লক্ষ প্রদান করত গজরাজের দস্তবধের সাহায্যে তাহার মণ্ডকে আরোহণ করিলেন ॥ ৩৭-৩৮

এই অবসরে কলিঙ্গরাজকুমার ভানুমান্ তাহার উপর শক্তির নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু ভীমসেন উহাকেও দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন এবং স্বীয় বিশাল খড়্গের দ্বারা ভানুমানের শরীরের মধ্যভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৯

এইরূপে হাভীতে আরোহণ করত যুদ্ধরত কলিঙ্গরাজকুমার ভানুমান্কে নিহত করিয়া শত্রুসমন ভীমসেন ভার সহ

ছিন্নস্কন্ধঃ স বিনদন্ পপাত গজযুথপঃ ।
 আকুণ্ঠঃ সিদ্ধুবেগেন সানুমানিব পর্বতঃ ॥ ৪১
 ততস্তস্মাদবপ্ল্য গজাদ্ ভারত ভারতঃ ।
 বঙ্গপাণিরদানাত্মা তপ্তো ভূমৌ স্মদংশিতঃ ॥ ৪২
 স চচার বহুন্ মার্গানভিতঃ পাতয়ন্ গজান্ ।
 অগ্নিচক্রমিবাবিদ্ধঃ স্বেতঃ প্রহৃদ্যদ্যত ॥ ৪৩
 অশ্ববৃন্দেষু নাগেষু রথানীকেষু চাভিভূঃ ।
 পদাতীনাঞ্চ সাজ্জেষু বিনিস্তন্ শোণিতোক্ষিতঃ ॥ ৪৪
 শ্বেনবদ্ বাচরদ্ ভীমো রণেহরিষ্ বলোৎকটঃ ।
 হিন্দংস্তেবাং শরীরানি শিরাংসি চ মহাবলঃ ॥ ৪৫
 খড়্গেন শিতধারেণ সংযুগে গজযোধিনাম্ ।
 পদাতিরেকঃ সাক্রুদ্ধঃ শত্রুগাং ভয়বর্ধনঃ ॥ ৪৬
 সম্মোহয়ামাস স তান্ কালান্তক্যমোপনঃ ।
 মৃতাশ্চ তে তমেবাজৌ বিনদন্তুঃ সনাজবন্ ॥ ৪৭

করিতে সমর্থ হইয়া বিশাল তরবারিকে সেই হস্তীর স্বর্ধের উপর পাতিত করিলেন ॥ ৪০

তাহাতে বৃদ্ধ ছিন্ন হইয়া বাইলে গজযুথপতি তখন উৎকট চীৎকার করিতে করিতে সমুদ্রের বেগে ভগ্ন শিখরযুক্ত পর্বতের স্তায় ধরাশায়ী হইল ॥ ৪১

ভারত ! তারপর কবচধারা, খড়্গপাণি, উদারহৃদয় ও ভরত-বংশধর ভীমসেন সেই হস্তী হইতে সহসা লাক্ষাইয়া পাড়িয়া ক্ষুতলে দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৪২

অনন্তর তিনি উভয়দিকে হস্তিগণকে পাতিত করিতে করিতে নানা মাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন । সেই সময় ঘূর্ণি ও অলাতচক্রের স্তায় তাহাকে চারিদিকেই দেখা যািতে লাগিল ॥ ৪৩

শক্তিশালী ভীমসেন অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতিক সৈন্যসকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪

উৎকট বলশালী ও মহাশক্তির ভীমসেন শত্রুগণের মধ্যে প্রবেশ করত তাহাদের শরীর ও মস্তকসমূহ ছেদন করিতে করিতে বাজপক্ষীসদৃশ রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥ ৪৫

সেই রণস্থলে গজারূঢ় হইয়া যুদ্ধরত যোদ্ধাদিগের মস্তকসমূহ বীৰ্য্য তীক্ষ্ণ শারাল তরবারের সাহায্যে ছেদন করিতে করিতে ভীমসেন একাকীই ক্রুদ্ধ হইয়া পদব্রজে বিচরণ করিতে এবং শত্রুদিগের ভয় বর্জিত করিতে লাগিলেন । কালান্তক্যমতুল্য এই ভীম তখন সেই সৈন্যগণকে সম্মোহিত করিয়া ফেলিলেন

সাসিমুত্তমবেগেন বিচরন্তু মহারণে ।
নিকৃত্য রথিনাং চাজৌ রথেষাশ্চ যুগানি চ ॥ ৪৮
জঘান রথিনশ্চাপি বলবান্ রিপুর্মর্দনঃ ।
ভীমসেনশ্চরন্ মার্গান্ সুবহূন্ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৪৯
ভ্রাস্ত্রমাবিক্রমুদ্ভ্রাস্ত্রমাপ্তুং প্রস্তুতং ধ্রুতম্ ।
সম্পাতং সমুদীর্ণঞ্চ দর্শয়ামাস পাণ্ডবঃ ॥ ৫০
কেচিদগ্রাসিনা ভিন্নাঃ পাণ্ডবেন মহাশ্বনা ।
বিনেতুর্ভিন্নমর্মাণো নিপেতুশ্চ গতাসবঃ ॥ ৫১
ছিন্নদন্তাগ্রহস্তাশ্চ ভিন্নকৃন্তাস্থথা পরে ।
বিযোধাঃ স্ত্রাস্ত্রানীকানি জঘ্নুর্ভারত বারণাঃ ॥ ৫২
নিপেতুর্কথ্যাক তথা বিনদন্তো মহারবান্ ।
ছিন্নাশ্চ তোমরান্ রাজন্ মহামাত্রশিরাসি চ ॥ ৫৩

তখন মূঢ় সৈন্যরা গর্জন করিতে করিতে তাঁহারই নিকটে
দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল (এবং মৃত্যুবরণ করিল)। ভীমসেন
হাতে তরবারি লইয়া সেই মহাসংগ্রামস্থলে ক্ষতবেগে বিচরণ
করিতে লাগিলেন।

শক্রমর্দন বলশালী ভীমসেন যুদ্ধে রথারোহিণের রথসমূহের
দৈবাল ও যুগ (জুয়াল)-সকল ছেদন করিয়া রথিগণকে সংহার
করিতে লাগিলেন।

সেই সময় পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে নানামার্গে বিচরণ করিতে
দেখা বাইল। তিনি খড়্গযুদ্ধের ভ্রাস্ত্র (তরবারিকে মণ্ডলাকারে
ঘুরানর নাম ভ্রাস্ত্র), আবিক্র (উহা অধিক পরিভ্রমসাধ্য হইলে
আবিক্র বলা হয়), উদ্ভ্রাস্ত্র (উর্দ্ধদিকে তরবারিকে ঘুরানর নাম
উদ্ভ্রাস্ত্র), আগ্রুত (তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে উপরে লাফাইয়া
উঠার নাম—আগ্রুত), প্রস্তুত (সর্বদিকে তরবারি প্রক্ষেপের
নাম—প্রস্তুত), ধ্রুত (তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে অগ্রসর
হওয়ার নাম—ধ্রুত), সম্পাত (তরবারির বেগকে সম্পাত বলা
হয়) ও সমুদীর্ণ (শক্রদিগের উপর তরবারি প্রহার ও আঘাত
করিবার উত্তমকে বলা হয়—সমুদীর্ণ) প্রভৃতি নৈপুণ্য দেখাইতে
লাগিলেন ॥ ৪৬-৫০

পাণ্ডুনন্দন মহাত্মা ভীমসেন শ্রেষ্ঠ তরবারির অগ্রভাগের
আঘাতে বহু হাতীর অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বাইল, কাহারও মর্মহান
বিনীর্ণ হইল এবং তাহার। তখন উৎকট চীৎকার করিতে
করিতে ছুতলে পতিত হইতে থাকিল ॥ ৫১

ভরতনন্দন! কোন কোন গজরাজের দন্ত ও শৃণ্ডের

পরিস্ফোমান্ বিচিত্রাশ্চ কক্ষ্যাশ্চ কনকোজ্জ্বলাঃ ।
গ্রৈবেয়াণ্যথ শস্ত্রীশ্চ পতাকাঃ কণকপাংস্তথা ॥ ৫৪
তুণীরানথ যন্ত্রাণি বিচিত্রাণি ধনুষি চ ।
ভিন্দিপালানি শুভ্রাণি তোত্রাণি চাক্ষুশৈঃ সহ ॥ ৫৫
যণ্টাশ্চ বিবিধা রাজন্ হেমগর্ভাস্তরুনপি ।
পতন্তঃ পাতিতাশ্চৈব পশ্যামঃ সহ সাদিভিঃ ॥ ৫৬
ছিন্নগাত্রাবরকরৈর্নিহতৈশ্চাপি বারণৈঃ ।
আসীদ্ ভূমিঃ সমাস্তীর্ণা পতিতৈর্ভূষরৈরিব ॥ ৫৭
বিমুগ্ধৈবং মহানাগান্ মর্মদাত্তান্ মহাবলঃ ।
অখারোহবরাশ্চৈব পাতয়ামাস সংযুগে ॥ ৫৮
তদ্ ঘোরমভবদ্ যুদ্ধং তন্ত্র তেষাঞ্চ ভারত ।
খলীনাশ্রুথ যোক্তাণি কক্ষ্যাশ্চ কনকোজ্জ্বলাঃ ॥ ৫৯

অগ্রভাগ কাটিয়া বাইল এবং কাহারও আবার কুন্তুল বিনীর্ণ
হইয়া গেল। এই অবস্থায় তাহার। এদিক্ ওদিক্ বাইয়া
উন্নতভাবশতঃ যুদ্ধরত নিক্রেদের বহু সৈন্যকে বিনষ্ট করিল এবং
সেই সৈন্যরা তখন মহাশব্দে চীৎকার করিতে করিতে ছুতলে
নিপতিত হইতে লাগিল।

রাজন্! আমরা সেখানে দেখিলাম—বহু তোমর ও
হস্তিপকদিগের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে, হস্তিগণের পৃষ্ঠের
উপরে বিছান বিচিত্র বিচিত্র পাতনবস্ত্র পড়িয়া আছে।
হস্তীদিগকে বন্ধন করিবার যোগ্য স্বর্ণকুচিত উজ্জ্বল রজ্জ্বসমূহ
পতিত আছে, হস্তী ও অশ্বগণের গলদেশের আভরণ, শক্তি,
পতাকা, কণপ (মুগের), তুণ, বিচিত্র বস্ত্র, ধনু, শ্বেতবর্ণ
ভিন্দিপাল, তোত্র (লাগাম), অশ্বশ, বিবিধ যণ্টা ও স্বর্ণকুড়ান
খড়্গমুষ্টি—এই সব বস্তু আরোহীসহ পতনোন্মুখ এবং পতিত
হইয়াছে ॥ ৫২-৫৬

কোথাও ছিন্ন হস্তিগণের শরীরের উর্দ্ধভাগ পড়িয়া আছে।
কোথাও উহার অথোভাগ পড়িয়া আছে। কোথাও ছিন্ন
শৃণ্ড পতিত আছে, আবার কোথাও মৃত হাতীর দেহ পড়িয়া
আছে। এই সব আচ্ছাদিত সেই রণভূমি পরীতে আচ্ছাদিত
বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ৫৭

ভারত! এইরূপে মহাবল ভীমসেন বহু গজরাজগণকে
বিনষ্ট করিয়া অস্ত্র আরও প্রাণীদিগকে মর্জিত করিয়া ফেলিলেন।
তিনি সমরালয়ে বহু প্রধান অখারোহীদিগকেও নিহত
করিলেন। এই ভাবে ভীমসেন ও কলিঙ্গসৈন্যগণের সেই যুদ্ধ
অত্যন্ত ঘোরতররূপ ধারণ করিল।

পরিভোমাশ্চ প্রাসাশ্চ ঋষ্টয়শ্চ মহাধনাঃ ।
 কবচাণ্যথ চর্মণি চিরাণ্যাস্তরগানি চ ॥ ৬০
 তত্র তত্রাপবিধানি ব্যদৃশুস্ত মহাহবে ।
 প্রাসৈসর্ঘ্যৈবিত্তৈশ্চ শত্রৈশ্চ বিমলৈস্তথা ॥ ৬১
 স চক্রে বসুধাং কীর্ত্য শবলৈঃ কুম্ভৈরিব ।
 আপ্পত্য রথিনঃ কাংশ্চিৎ পরামৃশ্য মহাবলঃ ॥ ৬২
 পাতয়ামাস ধ্বজেন সধ্বজানপি পাণ্ডবঃ ।
 মুহুরংপততো দিক্ষু ধাবতশ্চ যশস্বিনঃ ৬৩
 মার্গাংশ্চ চরতশ্চিত্রং বাস্ময়স্ত রণে জনীঃ ।
 স জঘান পদা কাংশ্চিদ ব্যাক্রিপ্যাত্মানপৌধয়ং ॥ ৬৪
 ধ্বজেনাত্মাংশ্চ চিচ্ছেদ নাদেনাত্মাংশ্চ ভীষয়ন ।
 উরুবেগেন চাপাত্মান্ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৬৫
 অপরে চৈনমালোক্য ভয়াৎ পঞ্চদশাগতাঃ ।
 এবং সা বহুলা সেনা কলিঙ্গানাং তরশ্বিনাম্ ॥ ৬৬
 পরিবার্য রণে ভীষ্ম ভীমসেনমুপাজীবৎ ।

সেই মহাযুদ্ধে অশ্বগণের লাগাম, জোড়াল, স্বর্ণকুঁড়িত উজ্জল রজ্জু, পুটে বন্ধ পরিভোম (পালক—গদা), প্রাস, বহুমুখা ঋষ্টি, কবচ, ঢাল ও নানাপ্রকার বিচিত্র আস্ত্রগণসমূহ একে একে ওদিকে ছড়াইয়া আছে দেখা বাইল ।

ভীমসেন বহু প্রাস, বিচিত্র বস্ত্র ও চক্চকে অস্ত্রসমূহে সেই-স্থান পূর্ণ করিয়া দিলেন । ইহাতে মনে হইল—সেই স্থান পুশ্যসমূহে আচ্ছাদিত আছে ।

মহাবল পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন লক্ষপ্রদান করত বহু রথীর নিকটেই বাইতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে ধ্বজার সহিত ভরবারির সাহায্যে ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন ।

তিনি পুনঃ পুনঃ লক্ষপ্রদান করিতে, চারিদিকে দৌড়াইতে এবং যুদ্ধের বিচিত্র নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতে লাগিলেন । বশবী ভীমসেনের এই পরাক্রম দেখিয়া সকল মাহুবই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িল ।

তিনি বহু যোদ্ধাকে পলাঘাতে বধ করিলেন, কাহাদিগকে উপরে তুলিয়া লবেগে নিয়ে শ্রোণিত করিয়া দিলেন, কাহাদিগকে ভরবারিতে ছেদন করিলেন, অস্ত্র সকল যোদ্ধাকে নিজের ভীষণ গর্জনেই ভীত করিয়া ফেলিলেন এবং কত যোদ্ধাকে নিজের প্রবল বেগে ভূতলে পাতিত করিলেন । ৬৮-৬৯

অপর অনেক যোদ্ধা ইহাকে দেখিয়াই ভয়ে পঞ্চ (মৃত্যু) লাভ করিল । এইভাবে যত্নবরণ করিতে থাকিলেও বেগশালী

ততঃ কালিঙ্গসৈন্যানাং প্রমুখে ভরতর্ষভ ॥ ৬৭
 ঋতায়ুষ্মভিপ্রেক্ষ্য ভীমসেনঃ সমভয়াৎ ।
 তমায়াস্তমভিপ্রেক্ষ্য কালিঙ্গো নবভিঃ শরৈঃ ॥ ৬৮
 ভীমসেনমমেয়ায়া প্রত্যবিধাৎ স্তনাস্তরে ।
 কালিঙ্গবাণাভিহতস্তোত্রাদিত ইব দ্বিপঃ ॥ ৬৯
 ভীমসেনঃ প্রজজ্বাল ক্রোধেনাগ্নিরিবৈবিতঃ ।
 অথাশোকঃ সমাদায় রথং হেম-পরিকৃতম্ ॥ ৭০
 ভীমং সম্পাদয়ামাস রথেন রথসারথিঃ ।
 তমারুহ রথং তুর্গঃ কৌন্তয়ঃ শক্রমুদনঃ ॥ ৭১
 কালিঙ্গমভিহুত্বাব হিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীৎ ।
 ততঃ ঋতায়ুষ্মলবান্ ভীমায় নিশিতান্ শরান্ ॥ ৭২
 শ্রেষ্যামাস সংক্রুদ্ধো দর্শয়ন্ পানিলাঘবম্ ।
 স কামুকবরোংমুর্ছৈর্নৈভিনিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৭৩
 সমাহতো মহারাজ কালিঙ্গেন মহাঘ্ননা ।
 সপুংকুশে ভূশং ভীমো দণ্ডাহত ইবোরগঃ ॥ ৭৪

কালিঙ্গ বীরগণের সেই বিশাল বাহিনী রণক্ষেত্রে ভীমকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে চারিদিকে আবৃত করিয়া পুনরায় ভীমসেনের উপর ধাবিত হইল ।

ভরতশ্রেষ্ঠ! কলিঙ্গসৈন্যের অগ্রভাগে ঋতায়ুষ্মকে দেখিয়া ভীমসেন তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন ।

তাঁহাকে আদিত দেখিয়া অমিত আশ্চর্যলস্পন্ন কলিঙ্গরাজ ঋতায়ুষ্ম ভীমসেনের বক্ষে নয়টি বাণে আঘাত করিলেন । কলিঙ্গরাজের বাণে আহত ভীমসেন তখন অকুশলের প্রহারে পীড়িত হাতীর স্থায় ক্রোধে যুতাহত প্রাপ্ত অগ্নিতুলা জলিচা উঠিলেন ।

এই সময় ভীমসেনের রথ সারথি অশোক একটি স্বর্ণকুঁড়িত রথ লইয়া ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে রথ-সম্পন্ন করিল ।

শক্রমুদন কুন্তীনন্দন ভীমসেন অতিক্রুদ্ধ সেই রথে আরোহণ করিয়া কলিঙ্গরাজ ঋতায়ুষ্ম অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—যুদ্ধে অবস্থান কর অবস্থান কর ॥

তখন বলবান্ ঋতায়ুষ্ম কুপিত হইয়া হস্তের অস্ত্রচালনানৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ ভীমসেনের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ।

মহারাজ! মহাত্মা কলিঙ্গরাজ ঋতায়ুষ্মকর্তৃক শ্রেষ্ঠ ধনু হইতে নিক্ষেপিত তীক্ষ্ণ বাণে আহত হইয়া ভীমসেন দণ্ডের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত সর্পের স্থায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন । ৭৬-৭৮

ক্রুদ্ধাচ চাপমায়ম্য বলবদ্ বলিনাং বরঃ ।
 কালিঙ্গমবধীং পার্থো ভীমঃ সপ্তভিরায়েসৈঃ ॥ ৭৫
 কুরাভ্যাং চক্ররক্ষৌ চ কালিঙ্গস্য মহাবলৌ ।
 সত্যদেবঞ্চ সত্যঞ্চ প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্ ॥ ৭৬
 ততঃ পুনরমেয়াস্মা নারাচৈনিশিতৈঃ শিভিঃ ।
 কেতুমন্তং রণে ভীমোহগময়দ্ যমসাদনম্ ॥ ৭৭
 ততঃ কলিঙ্গাঃ সংনদ্ধা ভীমসেনমমর্ষণম্ ।
 অনীকৈর্বজ্রসাহস্রৈঃ ক্ষত্রিয়াঃ সমবারয়ন্ ॥ ৭৮
 ততঃ শক্তি-গদা-খড়্গ-তোমরষ্টি-পরশধৈঃ ।
 কলিঙ্গাশ্চ ততো রাজন্ ভীমসেনমবাধিরন্ ॥ ৭৯
 সংনিবার্য্য স তাং ঘোরাং শরবৃষ্টিং সমুখিতাম্ ।
 গদামাদায় তরসা সংনিশত্য মহাবলঃ ॥ ৮০
 ভীমঃ সপ্ত শতান্ বীরাননয়দ্ যমসাদনম্ ।
 পুনশ্চৈব দ্বিসাহস্রান্ কলিঙ্গানরিমর্দনঃ ॥ ৮১
 প্রাহিণোদ্ হ্যলোকায় তদদ্রুতমিবাভবৎ ।
 এবং স তাত্মনৌকানি কলিঙ্গানাং পুনঃ পুনঃ ॥ ৮২

বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুর্মাপুত্র ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয়
 স্বদৃঢ় ধনুকে সবলে আঘাণ করত লোহানখিত সাতটি বাণে
 কলিঙ্গরাজ সত্যয়ুকে আহত করিলেন ॥ ৭৫

তারপর দুইটি ক্ষুরনামক বাণে কলিঙ্গরাজের চক্ররক্ষক মহাবল
 সত্যদেব ও সত্যকে যমলোকে পাঠাইলেন ॥ ৭৬

অনন্তর অমেয় আত্মবলসম্পন্ন ভীমসেন তিনটি ভাঁজ নারাচ
 দ্বারা রণক্ষেত্রে কেতুমনকে নিহত করিয়া যমলোকে পাঠাইয়া
 দিলেন ॥ ৭৭

তখন কলিঙ্গদেশীয় সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ কয়েক হাজার সৈন্তের
 সহিত আসিয়া যুদ্ধের জন্য উদ্ভূত অমর্ষণীল ভীমসেনের অগ্রগতি
 রুদ্ধ করিলেন ॥ ৭৮

রাজন্! সেই সময় কলিঙ্গযোদ্ধারা ভীমসেনের উপর শক্তি,
 গদা, খড়্গ, তোমর, ঋষ্টি ও পরশ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৭৯

সেই সমুখিত প্রচণ্ড বাণবর্ষণকে নিবারিত করিয়া মহাবল
 ভীমসেন হাতে গদা লইয়া সবেগে কলিঙ্গসৈন্তদের মধ্যে লাফাইয়া
 পড়িলেন। তারপর সেই সৈন্তবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া
 শত্রুমর্দন ভীমসেন প্রথমে সাতশত বীরকে যমলোকে পাঠাইলেন।
 পুনরায় দুই হাজার কলিঙ্গসৈন্তকে যত্নলোকে প্রেরণ করিলেন।
 তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥

এইরূপে ভীমসেন মহারথী ভীমের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কলিঙ্গ-

বিভেদ সমরে তুর্গং প্রেক্ষ্য ভীমং মহারথম্ ।
 হতারোহাশ্চ মাতঙ্গাঃ পাণ্ডবেন কৃতা রণে ॥ ৮৩
 বিপ্রজগুন্নীকেষু মেঘা বাতহতা ইব ।
 যুগন্তঃ শ্রাত্মনীকানি বিনদন্তঃ শরাতুরাঃ ॥ ৮৪
 ততো ভীমো মহাবাহুঃ খড়্গহস্তো মহাভুজ ।
 সম্প্রহৃষ্টো মহাঘোষণ শঙ্খাং প্রাধাপয়দ্ বলী ॥ ৮৫
 সর্বকালিঙ্গ-সৈন্তানাং মনাংসি সমকম্পয়ৎ ।
 মোহশ্চাপি কলিঙ্গানামাবিবেশ পরমুপ ॥ ৮৬
 প্রাকম্পস্তু চ সৈন্তানি বাহনানি চ সর্বশঃ ।
 ভীমেন সমরে রাজন্ গজেন্দ্রেনেব সর্বশঃ ॥ ৮৭
 মার্গান্ বহুন্ বিচরন্তা ধাবতা চ ততস্ততঃ ।
 মুহুরংপততা চৈব সম্মোহঃ সমপতত ॥ ৮৮
 ভীমসেনভয়ভ্রস্তং সৈন্তঞ্চ সমকম্পয়ৎ ।
 ক্ষোভ্যমাগমসম্বাধং গ্রাহেণেব মহৎ সরঃ ॥ ৮৯
 জাসিতেষু চ সর্বেষু ভীমেনাদ্রুতকর্মণা ।
 পুনরাবর্তমানেষু বিজরং চ সত্ত্বশঃ ॥ ৯০

দেশের সৈন্তগণকে বারংবার সমরভূমিতে আতঙ্কিত বিদীর্ণ
 করিতে লাগিলেন ॥

সেই রণাঙ্গনে পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন কর্তৃক আরোহীরা নিহত
 হইলে পর বহু মদমত্ত হস্তী বায়ুদ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত মেঘের স্তায়
 এদিক্ ওদিক্ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল এবং নিভেদেরই সৈন্ত-
 দিগকে বিধ্বস্ত করিতে করিতে বাণের দ্বারা পীড়িত হইয়া
 ব্যাকুলচিত্তে চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ৮০-৮৪

তারপর মহাবাহু ভীমসেন হাতে খড়্গ লইয়া অত্যন্ত প্রশম-
 চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনিদ্বারা সমস্ত কলিঙ্গসৈন্তের চিত্ত
 কম্পিত করিয়া ফেলিলেন এবং তাহারা তখন অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন
 হইয়া পড়িল ॥ ৮৫-৮৭

রাজন্! সেই সময়ক্ষেপে গজরাজের স্তায় বিভিন্ন মার্গে
 বিচরণকারী এবং এদিক্ ওদিক্ দাবিত ভীমসেনের ভয়ে সমস্ত
 সৈন্তগণ ও বাহনসকল কাঁপিতে লাগিল। ভীমসেন বারংবার
 লাফাইতে থাকিলে সকলেই ভয়ে মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥ ৮৭-৮৮

দেহরূপ কোন বৃহৎ সরোবর গ্রাহ (হিংস্র জলজন্ত) কর্তৃক
 নির্বাধে মথিত হইলে ক্ষুদ্র হইয়া উঠে, সেইরূপ এই বিশাল সৈন্ত-
 বাহিনী ভীমসেনকর্তৃক নির্বাধে মথিত হইয়া ভয়ে সঙ্কুচিত হইল ॥ ৮৯

অদ্ভুত কর্মকারী ভীমসেন তাহাদিগকে ভীত করিয়া দিলে
 কলিঙ্গদেশের সৈন্তরা যখন শ্রেণীবদ্ধভাবে পলায়ন করিতে লাগিল

সর্বকালিজ-যোধেষু পাণ্ডুনাং ধ্বজিনীপতিঃ ।
 অত্রবীং স্বাস্তনীকানি যুধ্যামসি পার্শ্বতঃ ॥ ২১
 সেনাপতিবচঃ শ্রুত্বা শিখণ্ডিপ্রমুখা গণাঃ ।
 ভীমমেবাত্যবর্তন্ত রথানীকৈঃ প্রহারিভিঃ ॥ ২২
 ধর্মরাজশ্চ তান্ সর্বানুপজগ্রাহ পাণ্ডবঃ ।
 মহতা মেঘবর্ণেন নাগানীকেন পৃষ্ঠতঃ ॥ ২৩
 এবং সংনোক্ত সর্বাণি স্বাস্তনীকানি পার্শ্বতঃ ।
 ভীমসেনস্ত জগ্রাহ পাকিং সংপুরুষৈর্বৃতঃ ॥ ২৪
 ন হি পাঞ্চালরাজস্ত লোকে কশ্চন বিজ্ঞতে ।
 ভীম-সাত্যক্যোরন্থঃ প্রাণেভ্যঃ প্রিয়কৃন্তমঃ ॥ ২৫
 সোহপশ্যচ্চ কলিঙ্গেষু চরন্তুমরিসূদনঃ ।
 ভীমসেনং মহাবাহুং পার্শ্বতঃ পরবীরহা ॥ ২৬
 ননর্দ বহুধা রাজন্ হৃষ্টচাসীং পরস্তপঃ ।
 শঙ্খং দধৌ চ সমরে সিংহনাদং ননাদ চ ॥ ২৭

এবং কিয়দ্দূর পলাইয়া (রাজভয়ে) আবার কিরিয়্যা আসিতে লাগিল, তখন পাণ্ডবসেনাপতি জ্ঞপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজেরই সকল সৈন্যকে বলিলেন,—বীরগণ! উৎসাহের সহিত যুদ্ধ কর ॥ ২০-২১

সেনাপতির বাক্য শুনিয়া শিখণ্ডী প্রভৃতি মহারথগণ গ্রহাঘ-
 কুলল রথী সৈন্যদের সহিত ভীমসেনের অঙ্গুলরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

তারপর পাণ্ডুনন্দন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মেঘভূল্য কৃষ্ণবর্ণ হস্তিগণের বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ পঞ্চাভাগে আসিয়া তাঁহাদের সকলের সহায়তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

এইরূপে জ্ঞপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজের সমগ্র সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্ত প্রেরণ করিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সহিত ভীমসেনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিবার ভার সহস্তু গ্রহণ করিলেন ॥ ২৪

অগতে পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট ভীমসেন ও সাত্যকি ব্যতীত এমন কোন পুরুষ ছিল না, যে তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হইতে পারে ॥ ২৫

শত্রুবীরগণনাশক অরিহস্তা জ্ঞপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবাহু ভীমসেনকে কলিঙ্গসৈন্যদের মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিলেন ॥ ২৬

রাজন্! তাঁহাকে দেখিয়াই শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্নের হৃদয় আনন্দিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি ব্যর্থব্যর্থ গর্জন করিতে লাগিলেন এবং সমরাজ্ঞে শঙ্খধ্বনি করিলেন ও সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৭

স চ পারাবতাস্থস্ত রথে হেমশরিকৃতে ।
 কোবিদারধ্বজং দৃষ্ট্বা ভীমসেনঃ সমাশ্বসং ॥ ২৮
 ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত তং দৃষ্ট্বা কলিঙ্গৈঃ সমস্তিকৃতম্ ।
 ভীমসেনমমেয়াত্মা ত্রাণায়াজৌ সমভ্যায়ং ॥ ২৯
 তৌ দূরাং সাত্যকিং দৃষ্ট্বা ধৃষ্টদ্যুম্ন-রুকোদরৌ ।
 কলিঙ্গান্ সমরে বীরৌ যোধয়েতাং মনস্বিনৌ ॥ ১০০
 স তত্র গম্বা শৈনেয়ো জীবেন জয়তাং বরঃ ।
 পার্থ-পার্ষতয়োঃ পার্থিং জগ্রাহ পুরুষর্ষভঃ ॥ ১০১
 স কৃহা দারুণং কর্ম প্রগৃহীতশরাসনঃ ।
 আস্থিতো রৌদ্রমাখ্যানং কলিঙ্গানমবৈক্ষত ॥ ১০২
 কলিঙ্গপ্রভবাং চৈব মাংস-শোণিতকর্দমাম্ ।
 কধিরস্তন্দ্ৰিনীং তত্র ভীমঃ প্রাবর্তয়ন্নদীম্ ॥ ১০৩
 অন্তরেণ কলিঙ্গানাং পাণ্ডবানাঞ্চ বাহিনীম্ ।
 তাং সমস্তার হস্তারাং ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ১০৪

পারাবতের (পাররা) স্তায় ধূসর বর্ণের অশ্ব বাহার রথে বোজিত ছিল, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নের শরভূষিত রথে কোবিদার-রুদ্ধের চিহ্নযুক্ত ধ্বজ উড়িতে দেখিয়া ভীমসেন আশ্বাসিত হইলেন ॥ ২৮

কলিঙ্গসৈন্যরা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইয়াছে দেখিয়া অপরিসীম আশ্চর্যবলসম্পন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে রক্ষা করিবার জন্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯

সেই সময়াজ্ঞে মনস্বী বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন সাত্যকিকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া অধিক উৎসাহভরে কলিঙ্গসৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১০০

বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রধান সাত্যকি অতি ক্রতবেগে সেখানে উপস্থিত হইয়া ভীমসেন ও সাত্যকির পৃষ্ঠ-পোষণ কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ ইহাদের উভয়ের পঞ্চাভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১০১

তিনি হাতে ধরু লইয়া ভয়ঙ্কর পরাক্রম প্রকাশপূর্বক স্বীয় রৌদ্ররূপ ধারণ করত কলিঙ্গসৈন্যগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ১০২

ভীমসেন এই স্থানে এক ভয়ঙ্কর নদী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বাহা কলিঙ্গসৈন্যরূপ উৎপত্তি-স্থান হইতে নির্গত হইতেছিল। উহাতে মাংস ও শোণিত ছিল কর্দমরূপ এবং ঐ নদী রক্তের দ্বারা বহন করিতেছিল ॥ ১০৩

কলিঙ্গ ও পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যভাগে প্রবাহিতা রক্তে হস্তরা ঐ নদীকে মহাবল ভীমসেন স্বীয় পরাক্রমে পার হইয়াছিলেন ॥ ১০৪

ভীমসেনং তথা দৃষ্ট্বা প্রাক্রোশংস্তাবকা নৃপ ।
 কালোহয়ং ভীমরূপেণ কলিকৈঃ সহ যুধ্যতে ॥ ১০৫
 ততঃ শাস্তনবো ভীমঃ ক্রোধা তং নিনদং রণে ।
 অভ্যাগাৎ ত্বরিতো ভীমঃ ব্যুটানীকঃ সমস্ততঃ ॥ ১০৬
 তং সাত্যকিভীমসেনো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্শ্বতঃ ।
 অভ্যাজবস্তু ভীমশ্চ রথং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ১০৭
 পরিবার্য্য তু তে সৰ্বে গাঙ্গেয়ং তরসা রণে ।
 ত্রিভিঃশ্রিভিঃ শরৈর্ঘোরৈর্ভীষ্মমানচ্ছুরৌজসা ॥ ১০৮
 প্রত্যবিধ্যত তান্ সৰ্বান্ পিতা দেবব্রতস্তব ।
 যতমানান্ মহেষ্ণাসাংস্ত্রিভিঃশ্রিভিরজিহ্মগৈঃ ॥ ১০৯
 ততঃ শরসহশ্রেণ সংনিবার্য্য মহারথান্ ।
 হয়ান্ কাঞ্চনসন্মাহান্ ভীমশ্চ ব্যহনচ্ছরৈঃ ॥ ১১০
 হতাস্থে স রথে তিষ্ঠন্ ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ।
 শক্তিং চিক্ৰেপ তরসা গাঙ্গেয়শ্চ রথং প্রতি ॥ ১১১
 অপ্রাপ্তামথ তাং শক্তিং পিতা দেবব্রতস্তব ।

রাজন্! ভীমসেনকে সেইরূপে দেখিয়া আপনার সৈন্তগণ
 চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—সাক্ষাৎ কালই এই ভীমসেনের
 রূপ ধারণ করিয়া কলিকসৈন্তদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন ॥ ১০৫

তারপর শাস্ত্রহনন্দন ভীম রণভূমিতে সেই কোলাহল শুনিয়া
 নিজ সৈন্তগণকে সর্কদিকে বাহবদ্ধ করত অতি সত্বর ভীমসেনের
 নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ১০৬

ভীমের সেই স্বর্ণভূষিত রথের উপর সাত্যকি, ভীমসেন ও
 দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন একত্রে আক্রমণ করিলেন ॥ ১০৭

তাহারা সকলে রণস্থলে গজানন্দন ভীমকে সবেগে আবৃত
 করিয়া তিনটি তিনটি করিয়া ভয়ঙ্কর বাণে তাঁহাকে যথাসক্তি
 পীড়িত করিলেন ॥ ১০৮

সেই সময় আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীম সেখানে যুদ্ধের
 জন্ত যত্নপরায়ণ ঐ সব মহাধনুর্ধর বোদ্ধাদিগকে সরলগামী তিনটি
 তিনটি বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ লইলেন ॥ ১০৯

অনন্তর এক লক্ষ বাণ নিক্ষেপ করিয়া এই তিন মহারথীকে
 নিবারণ করত স্বর্ণভূষায় সজ্জিত ভীমসেনের অশ্বগুলিকে বীষ বাণ-
 সমূহে নিহত করিলেন ॥ ১১০

অশ্ব নিহত হইলে সেই রথের অবস্থান করত প্রতাপশালী
 ভীমসেন ভীমের রথের উপর অবগে একটি শক্তি নিক্ষেপ
 করিলেন ॥ ১১১

ত্রিধা চিচ্ছেদ সময়ে সা পৃথিব্যামশীৰ্য্যত ॥ ১১২
 ততঃ শৈক্যায়সৌঃ শুবীং প্রগৃহ্য বলবান্ গদ্যম্ ।
 ভীমসেনস্তত্ত্বর্ণং পুপ্লবে মম্বজর্ষভ ॥ ১১৩
 সাত্যকোহপি তত্ত্বর্ণং ভীমশ্চ প্রিয়কাম্যয়া ।
 গাঙ্গেয়সারথিং ত্বর্ণং পাতয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ১১৪
 ভীমশ্চ নিহতে তস্মিন্ সারথৌ রথিনাং বরঃ ।
 • বাতায়মানৈস্তৈরশ্বৈরপনীতো রণজিরাং ॥ ১১৫
 ভীমসেনস্ততো রাজম্পযাতে মহাব্রতে ।
 প্রজ্জ্বাল যথা বহুর্দহন কক্ষমিবেধিতঃ ॥ ১১৬
 স হৃদ্য সর্বকালিজান্ সেনামধ্যে ব্যতিষ্ঠত ।
 নৈনমভ্যাসহন কেচিৎ তাবকা ভরতর্ষভ ॥ ১১৭
 ধৃষ্টদ্যুম্নস্তমারোপ্য স্বরথে রথিনাং বরঃ ।
 পশ্যতাং সর্বসৈন্তানামপোবাহ যশস্বিনম্ ॥ ১১৮
 সম্পূজ্যমানঃ পাঞ্চালৈর্মৎস্তৈশ্চ ভরতর্ষভ ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নং পরিষজ্য সমেয়াদথ সাত্যকিম্ ॥ ১১৯

সেই সময় আপনার পিতৃতুল্য ভীম নিজের নিকটে আসিবার
 পূর্বেই সেই শক্তিকে তিনখণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিলেন। ইহাতে
 ঐ শক্তি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে ছড়াইয়া পড়িল ॥ ১১২

নরশ্রেষ্ঠ! তখন বলবান্ ভীমসেন সমগ্র অংশই লৌহের
 সারভাগ দিয়া নির্মিতা ভারবহা গদা হাতে লইয়া অতি
 ক্রুত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন ॥ ১১৩

এদিকে সাত্যকিও ভীমসেনের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় অতি
 সত্বর ভীমের সারথিকে বীষ বাণসমূহে বিনাশ করিলেন ॥ ১১৪

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীম সারথি নিহত হইলে বায়ুতুল্য
 বেগগামী অশ্বগণের দ্বারা রণভূমি হইতে অপনীত হইলেন ॥ ১১৫

রাজন্! মহাব্রতধারী ভীম রণভূমি হইতে চলিয়া যাইলে
 ভীমসেন তৃণাদিনির্মিত ক্রুত গৃহে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির দ্বারা বীষ
 ভেজে প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিলেন ॥ ১১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীমসেন সকল কলিক-সেনাকে সংহার করিয়া
 সৈন্তমধ্যে অবস্থান করিতে থাকিলে, বীষ সৈন্তদেরও কেহ
 তাঁহার নিকট বাইতে সাহস পাইল না ॥ ১১৭

তারপর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন বশবী ভীমসেনকে বীষ
 রথে আরোহণ করাইয়া সকল সৈন্তের প্রত্যেকেই নিজ সৈন্য
 দলमध्ये লইয়া যাইলেন ॥ ১১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেখানে পাঞ্চাল ও মৎস্তদেশীয় বোদ্ধাদিগের

অথাত্রবীদ্ ভীমসেনং সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ ।

প্রহর্বয়ন্ যদুব্যাভ্রো ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত পশ্চতঃ ॥ ১২০

দিষ্ট্য কলিঙ্গরাজশ্চ রাজপুত্রশ্চ কেতুমান্ ।

শক্রদেবশ্চ কালিঙ্গঃ কলিঙ্গাশ্চ যুধে হতাঃ ॥ ১২১

স্ববাহুবলবীৰ্য্যো নাগাশ্ব-রথসঙ্কুলঃ ।

মহাপুরুষভূয়িষ্ঠো বীরযোধনিষেবিতঃ ॥ ১২২

মহাবাহুঃ কলিঙ্গানামেকেন মৃদিতস্তয়া ।

যারা বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়া ভীমসেন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে
দুই বাহুতে আলিঙ্গন করিয়া পরস্পর মিলিত হইলেন ॥ ১২০

সেই সময় সত্যপরাক্রমী যদুকুলজ্যেষ্ঠ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের
সম্মুখেই ভীমসেনের হর্ববর্দ্ধন করিতে করিতে এইরূপ
বলিলেন ॥ ১২০

বীরবর! অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় যে, কলিঙ্গরাজ,
ভাট্টমান, রাজকুমার কেতুমান, কলিঙ্গবীর শক্রদেব ও অস্ত্রাস্ত্র
বহুসংখ্যক কলিঙ্গ-সৈন্য আপনার ষ্ট্রা নিহত হইয়াছে ॥ ১২১

আপনি একাকীই বীর বাহুর বল ও পরাক্রমে কলিঙ্গদেশের
সেই বিশাল সৈন্যবাহকে বিধ্বস্ত করিয়া যুদ্ধিকায় পরিণত

শ্রীমদ্রহস্যবিবেচনাসংগীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাঙ্কগত ভীষ্মবধপর্কে দ্বিতীয়-দিবসের যুদ্ধে কলিঙ্গরাজ-
বধবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অসুবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[অভিমত্শোরজুনস্য চ পরাক্রমঃ, দ্বিতীয়দিবসস্য যুদ্ধসমাপ্তিচ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

গতপূর্বাভূভূয়িষ্ঠে তস্মিন্নহনি ভারত ।

রথ-নাগাশ্ব-পত্তীনাং সাদিনাঞ্চ মহাক্ষয়ে ॥ ১

জ্যোৎপুত্রো শল্যো ন কুপেণ চ মহাত্মনা ।

সমসঙ্কত পাঞ্চাল্যস্ত্রিভিরৈতৈর্মহারথৈঃ ॥ ২

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[অভিমত্শা ও অর্জুনের পরাক্রম এবং দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধসমাপ্তি]

সঞ্জয় কহিলেন,—ভারত ! সেই দ্বিতীয় দিনে যখন পূর্বাভূর
অধিক ভাগই অতীত হইয়া গাইল এবং বহুসংখ্যক রথ, হস্তী,
পদাতিক সৈন্য ও আরোহীদিগের গুরুতর সংহার হইতে থাকিল,
সেই সময় পাঞ্চালকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন একাকীই জ্যোৎপুত্র অশ্বখামা, শল্য
ও মহাত্মা কৃপাচার্য এই তিন মহারথীর সহিত যুদ্ধ করিতে
লাগিলেন ॥ ১-২

এবমুক্তা শিনের্ণশ্চ দীর্ঘবাহুররিন্দম ।

রথাদ্ রথমভিক্রত্য পর্য্যায়জত পাণ্ডবম্ ॥ ১২৩

ততঃ স্বরথমাস্থায় পুনরেব মহারথঃ ।

তাবকানবধীং ক্রুদ্ধো ভীমস্ত বলমাদধৎ ॥ ১২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি দ্বিতীয়ে যুদ্ধদিবসে
কলিঙ্গরাজবধে চতুঃপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥

করিয়াছেন, যে মহাবাহুযোদ্ধা বহু হস্তী, অশ্ব ও রথে পূর্ণ ছিল ।
ইহাতে অধিকাংশ সৈন্যই মহাপুরুষ ছিলেন । অগণিত বীর বীর
যোদ্ধা ঐ মহাবাহুকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন ॥ ১২২

শক্রদমন নরেশ ! এই কথা বলিয়া শিনির নাতী দীর্ঘবাহু
সাত্যকি নিজ রথ হইতে লাকাইয়া ভীমসেনের রথে আরোহণ
করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১২৩

তারপর ক্রুদ্ধ মহারথ সাত্যকি পুনরায় বীর রথে আরোহণ
করত ভীমসেনের বলবর্দ্ধন করিতে করিতে আপনার সৈন্যগণকে
সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ১২৪

স লোকবিদিতান্থান্ন নিজ্ঞান মহাবলঃ ।

জ্যোৎপে: পাঞ্চালদায়াদঃ শিতৈর্দর্শভিরাস্ত্রগৈঃ ॥ ৩

ততঃ শল্যরথং তূর্ণমাস্থায় হতবাহনঃ ।

জ্যোৎপে: পাঞ্চালদায়াদমভ্যবর্ধদধেমুভিঃ ॥ ৪

ধৃষ্টদ্যুম্নং তু সংযুক্তং জ্যোৎপে: বীক্ষ্য ভারত ।

সৌভজ্যোভ্যপতৎ তূর্ণং বিকীরন্ নিশিতান্ শরান্ ॥ ৫

মহাবল পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন দশটি শীঘ্রগামী বাণে

অশ্বখামার বিশ্ববিখ্যাত অশ্বগুলিকে নিহত করিলেন ॥ ৩

বাহনসকল নিহত হইলে অশ্বখামা শীঘ্রই শল্যের রথে
আরোহণ করিলেন এবং সেখান হইতেই ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর বাণ-
বর্ষণ আরম্ভ করিলেন ॥ ৪

ভরতনন্দন ! ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বখামার সহিত যুদ্ধরত দেখিয়া
স্বভজানন্দন অভিমত্শাও তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে
ক্রুদ্ধ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৫

স শল্যং পঞ্চবিংশত্যা কৃপঞ্চ নবভিঃ শরৈঃ ।
 অশ্বখামানমৰ্গীভিৰ্বিবাধ পুরুষৰ্ঘভঃ ॥ ৬
 আজুনিং তু ততস্তুৰ্গং দ্রৌণিৰ্বিবাধ পত্রিণা ।
 শল্যোহথ দশভিশ্চৈব কৃপশ্চ নিশিতৈস্ত্রিভিঃ ॥ ৭
 লক্ষণস্তব পৌত্রস্ত সৌভদ্রং সমবস্থিতম্ ।
 অভ্যবর্তত সংহৃষ্টস্ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৮
 দৌর্যধনিঃ সুসংক্রুদ্ধঃ সৌভদ্রং পরবীরহা ।
 বিবাধ সমরে রাজ্যস্তদন্তুতমিবাভবৎ ॥ ৯
 অভিমহু্যঃ সুসংক্রুদ্ধো ভ্রাতরং ভরতৰ্ঘভ ।
 শরৈঃ পঞ্চশতা রাজন্ ক্ৰিপ্রহস্তোহভ্যবিধ্যত ॥ ১০
 লক্ষণোহপি পুনস্তস্ত ধমুশ্চিচ্ছেদ পত্রিণা ।
 মুষ্টিদেশে মহারাজ ততস্তে চুক্রুশুৰ্জনাঃ ॥ ১১
 তদ্ বিহায় ধমুশ্চিন্নং সৌভদ্রঃ পরবীরহা ।
 অশ্বদাদন্তবংশিচত্রং কামুৰ্কং বেগবন্তরম্ ॥ ১২

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অভিমহু্য শল্যকে পঁচিশ, কৃপাচাৰ্য্যকে নয় এবং অশ্বখামাকে আটটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬

তখন অশ্বখামা অভিমহু্যর একটি বাণে অভিমহু্যকে বিদ্ধ করিলেন। তারপর শল্য দশ ও কৃপাচাৰ্য্য তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহাকে আঘাত করিলেন ॥ ৭

তদনন্তর আপনার পৌত্র লক্ষণ হৃভদ্রানন্দন অভিমহু্যকে সমুখে অবস্থিত দেখিয়া হর্ষ ও উৎসাহের সহিত তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। তখন উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৮

রাজন্! শক্রবীরনাশী দুৰ্যোধনপুত্র লক্ষণ অত্যন্ত ক্রুপিত হইয়া সমরারণে (অনেক বাণে) অভিমহু্যকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥ ৯

মহারাজ ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহা দেখিয়া শীঘ্রতাসহকারে হস্ত-চালনায় নিপুণ বীর অভিমহু্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং বীর ভ্রাতা লক্ষণকে পঞ্চাশটি বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১০

রাজন্! তখন লক্ষণও পুনরায় একটি বাণদ্বারা ধমুর মুষ্টিদেশে ছেদন করিলেন। সেই সময় আপনার সৈন্যগণ হর্ষে কোলাহল করিয়া উঠিল ॥ ১১

শক্রবীরনাশী হৃভদ্রাকুমার অভিমহু্য সেই ছিন্ন ধমু পরিত্যাগ করিয়া অপর একটি অত্যন্ত বেগশালী ও বিচিহ্ন ধমু গ্রহণ করিলেন ॥ ১২

তৌ তত্র সমরে যুক্তৌ কৃতপ্রতিকৃতৈরিণৌ ।
 অশ্বোত্ত্বাংশি বিশিখৈস্তীক্ৰৈর্জরভূঃ পুরুষৰ্ঘভৌ ॥ ১৩
 ততো হৃষ্যোধনো রাজা দৃষ্ট্বা পুত্রং মহারথম্ ।
 গীড়িতং তব পৌত্রেণ শ্রীয়াং তত্র প্রজেশ্বরঃ ॥ ১৪
 সংনিবৃন্তে তব স্মৃতে সর্গ এব জনাধিপাঃ ।
 আজুনিং রথবংশেন সমস্তাং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ১৫
 স তৈঃ পরিবৃতঃ শরৈঃ শুরো যুধি স্তহুর্জয়ৈঃ ।
 ন স্য প্রব্যথতে রাজন্ কৃষ্ণতুলাপরাক্রমঃ ॥ ১৬
 সৌভদ্রমথ সংস্কৃতং দৃষ্ট্বা তত্র ধনঞ্জয়ঃ ।
 অভিহুত্বাব বেগেন ত্রাতুকামঃ স্বমাস্রজম্ ॥ ১৭
 ততঃ সরথ-নাগাশ্বা ভীষ্ম-দ্রোণপুরোগমাঃ ।
 অভ্যবর্তন্ত রাজানঃ সহিতাঃ সব্যসাচিনম্ ॥ ১৮
 উদ্রুতং সহসা ভৌমং নাগাশ্ব-রথ-পত্তিভিঃ ।
 দিবাকররথং প্রাপ্য রজস্তীব্রমদৃশ্যত ॥ ১৯

এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই যুদ্ধস্থলে পরস্পরের অস্ত্রসমূহ নিবারণ ও প্রতীকার করিবার ইচ্ছা রাখিয়া যুদ্ধে ব্যাপ্ত হইলেন এবং পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

তখন প্রজেশ্বর রাজা দুৰ্যোধন নিজ মহারথী পুত্রকে আপনার পৌত্র অভিমহু্যকর্তৃক গীড়িত দেখিয়া সেখানে স্বয়ংই উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪

আপনার পুত্র দুৰ্যোধন সেদিকে প্রত্যাবর্তন করিলে কৌরব-পক্ষের সকল নরপতিগণ বিশাল রথসেনাদ্বারা অর্জুনপুত্র অভিমহু্যকে চারিদিকে আবৃত করিলেন ॥ ১৫

রাজন্! অভিমহু্যর পরাক্রম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ ছিল। তিনি যুদ্ধে অত্যন্ত দুর্জয় সেই বীরগণকর্তৃক আবৃত হইলেও ব্যথিত বা চিন্তিত হইলেন না ॥ ১৬

এই সময় অর্জুন স্বপুত্র অভিমহু্যকে সেইস্থলে যুদ্ধে নিরত দেখিয়া উহাকে রক্ষা করিবার জন্ত অতিবেগে সেখানে আসিলেন ॥ ১৭

ইহা দেখিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণপ্রভৃতি সকল কৌরবপক্ষীয় রাজারা রথ, অশ্ব ও হস্তীতে পূর্ণ সৈন্তবাহিনীর সহিত একসঙ্গে অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৮

সেই সময় হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্তবাহিনীকর্তৃক উৎপাদিত পৃথিবীর তীব্র ধূলিতে সহসা দুৰ্যোধন রথ পর্যন্ত ঘাইয়া সর্কদিক্ ব্যাপ্ত হইতে দেখা গাইল ॥ ১৯

তানি নাগসহস্রাণি ভূমিপালশতানি চ ।
 তন্ত বাণপথং প্রাপ্য নাভ্যবর্তন্ত সর্বশঃ ॥ ২০
 ঐণেহুঃ সর্বভূতানি বভূবুস্তিমিরা দিশঃ ।
 কুরূণাং চানয়ন্তীত্রঃ সমদৃশ্যত দারুণঃ ॥ ২১
 নাপ্যন্তরিক্ষং ন দিশো ন ভূমির্ন চ ভাস্করঃ ।
 প্রজজ্ঞে ভরতশ্রেষ্ঠ শত্রুসঙ্ঘৈঃ কিরীটিনঃ ॥ ২২
 সাদিতা রথ-নাগাশ্চ হতাস্থা রথিনো রণে ।
 বিপ্রকৃতরথাঃ কেচিদ্ দৃশ্যন্তে রথযুথপাঃ ॥ ২৩
 বিরথা রথিনশ্চাত্তে ধাবমানাঃ সমন্ততঃ ।
 তত্র তত্রৈব দৃশ্যন্তে সায়ুধাঃ সাজ্জদৈর্ভুজৈঃ ॥ ২৪
 হয়ারোহা হয়ান্ত্যক্তা গজারোহাশ্চ দন্তিনঃ ।
 অর্জুনস্ত ভয়াদ্ রাজন্ সমস্তাদ্ বিপ্রহৃৎবুঃ ॥ ২৫
 রথেভাশ্চ গজেভ্যশ্চ হয়েভ্যশ্চ নরাধিপাঃ ।
 পতিতাঃ পাত্যমানাশ্চ দৃশ্যন্তেহর্জুনসায়কৈঃ ॥ ২৬
 সগদামৃত্যুতান্ বাহূন্ সখজ্ঞাশ্চ বিশাম্পতে ।
 সপ্রাসাংশ্চ সতৃণীরান্ সশরান্ সশরাসনান্ ॥ ২২

এদিকে সহস্র হস্তী ও শত নরপতি অর্জুনের বাণসমূহের পথ-
 মধ্যে আসিয়া কোনরূপেই আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না ।
 সেই সময় সমস্ত প্রাণী আত্মনাদ করিতে লাগিল এবং চারিদিক্
 অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ।

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তখন কৌরবগণের দুঃসহ ও ভয়ঙ্কর অস্ত্রাঘের
 পরিণাম প্রত্যক্ষ দেখা বাইল । কিরীটধারী অর্জুনের বাণসমূহে
 সব কিছু আচ্ছাদিত হইয়া যাওয়ার আকাশ, দিক্, পৃথিবী ও
 সূর্য্য কোন কিছুই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ২০-২২

সেই রণভূমিতে বহুসংখ্যক রথ ভাঙ্গিয়া পড়িল, বহু হস্তী
 নিহত হইল এবং বহু রথযুথপতিগণকে রথ লইয়া পলায়ন করিতে
 দেখা বাইল ॥ ২৩

অস্ত্রাঘও বহু রথী রথহীন হইয়া অঙ্গদভূষিত বাহতে অস্ত্র
 ধারণ করত বেথানে সেখানে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন
 —দেখিতে পাওয়া বাইল ॥ ২৪

মহারাজ ! অর্জুনের ভয়ে অধারোহী যোদ্ধারা অধগণকে
 এবং হস্ত্যারোহী যোদ্ধারা হস্তীদিগকে ত্যাগ করিয়া চারিদিকে
 পলায়ন করিল ॥ ২৫

সেখানে বহু নরপতিকে অর্জুনের বাণে নিহত হইয়া রথসমূহ
 এবং হস্তী ও অধগণকল হইতে পতিত হইতে এবং পতনোন্মুখ
 অবস্থায় দেখা বাইল ॥ ২৬

সাক্ষশান্ সপতাকাংশ্চ তত্র তত্রাজুনো নৃণাম্ ।
 নিচকর্ত শরৈরুগ্রৈ রৌদ্রং বপুর্ধারয়ৎ ॥ ২৮
 পরিঘানাং প্রদীপ্তানাং মুদগরাণাঞ্চ মারিষ ।
 প্রাসানাং ভিন্দিপালানাং নিস্ত্রিংশানাঞ্চ সংযুগে ॥ ২৯
 পরশ্বধানাং তীক্ষ্ণানাং তোমরাণাঞ্চ ভারত ।
 বর্মণাং চাপবিদ্ধানাং কাঞ্চনানাঞ্চ ভূমিপ ॥ ৩০
 ধ্বজানাং চর্মণাঞ্চৈব ব্যজ্ঞনানাঞ্চ সর্বশঃ ।
 ছত্রাণাং হেমদণ্ডানাং তোমরাণাঞ্চ ভারত ॥ ৩১
 প্রতোদানাঞ্চ যোক্ত্রাণাং কশানাঞ্চৈব মারিষ ।
 রাশয়ঃ স্রাশ্চ দৃশ্যন্তে বিনিকীর্ণা রণক্ষিতৌ ॥ ৩২
 নাসীৎ তত্র পুমান্ কশিচৎ তব সৈন্যস্ত ভারতঃ ।
 যোহর্জুনং সমরে শূরং প্রত্যাধ্যায়্য কথঞ্চন ॥ ৩৩
 যো যো হি সমরে পার্থঃ প্রত্যাধ্যাতি বিশাম্পতে ।
 স সংখ্যে বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পরলোকায় নীয়তে ॥ ৩৪
 তেষু বিজ্রবমাণেষু তব যোধেষু সর্বশঃ ।
 অর্জুনো বাসুদেবশ্চ দধ্যতুর্বারিজোস্তমো ॥ ৩৫

প্রজানাথ ! অর্জুন সেই রণভূমিতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ
 করিয়াছিলেন । তিনি স্বীয় উগ্র বাণসমূহে যোদ্ধাদিগের উপরে
 উত্তোলিত হস্তগুলিকে, বাহাদের মধ্যে গদা, খড়্গ, প্রাস, তুণীর,
 ধনুর্বাণ, অক্ষুশ ও ধ্বজাপতাকাদি শোভা পাইতেছিল, ছেদন
 করিলেন ॥ ২৭-২৮

আর্য্য ! ভরতনন্দন ! ভূপাল ! সেই রণভূমিতে পতিত প্রদীপ্ত
 পরিঘ, মুদগর, প্রাস, ভিন্দিপাল, খড়্গ, পরশ্ব, তীক্ষ্ণ তোমর, স্বর্বা-
 ময় কবচ, ধ্বজ, ঢাল, স্বর্ণদণ্ডে বিভূষিত ছত্র, ব্যজ্ঞন, প্রতোদ
 (চাবুক), যোক্ত্র (জোয়াল), কশা ও অক্ষুশের রাশি দেখিতে
 পাওয়া বাইল ॥ ২৯-৩২

ভারত ! সেই সময় আপনার সৈন্যमध्ये কোন একরূপ পুরুষ
 ছিলেন না, যিনি সময়ে বীরবর অর্জুনের দিকে অগ্রসর হইতে
 পারিতেন ॥ ৩৩

প্রজানাথ ! সেই রণভূমিতে যে যে বীর অর্জুনের দিকে অগ্রগমন
 করিয়াছেন, তিনি সেই সেই বীরকেই তীক্ষ্ণবাণসমূহে পরলোকে
 প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ৩৪

ভারত ! আপনার যোদ্ধারা রণে তল দিয়া চারিদিকে পলায়ন
 করিল । ইহা দেখিয়া অর্জুন ও বাসুদেবনন্দন তীক্ষ্ণ উভয়ের স্ব স্ব
 শ্রেষ্ঠ শস্ত্র বাজাইলেন ॥ ৩৫

চেদি-কাশি-করুবেশ্চ পৌরবৈরপি সংবৃতঃ ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ পাঞ্চালাশ্চ প্রভদ্রকাঃ ॥ ১৪
 মধ্যে সৈন্যশ্চ মহতঃ স্থিতা যুদ্ধায় ভারত ।
 তত্রৈব ধর্মরাজোহপি গজানীকেন সংবৃতঃ ॥ ১৫
 ততস্তু সাত্যকী রাজন্ দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ ।
 অভিমম্ব্যস্ততঃ শূর ইরাবাশ্চ ততঃ পরম্ ॥ ১৬
 ভৈমসেনিস্ততো রাজন্ কেকয়াশ্চ মহারথাঃ ।
 ততোহভূদ্ দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠো বামং পার্শ্বমুপাশ্রিতঃ ॥ ১৭
 সর্বশ্চ জগতো গোপ্তা গোপ্তা যশ্চ জনার্দনঃ ।
 এবমেতং মহাব্যুহং প্রত্যব্যুহস্ত পাণ্ডবাঃ ॥ ১৮
 বধার্থং তব পুত্রাণাং তৎপক্ষং যে চ সঙ্গতাঃ ।

ভারত! ধৃষ্টকেশুর সহিত চেদি, কাশী, করুণ ও পৌরবাদি দেশবাসী সৈন্যগণ ছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চাল ও প্রভদ্রক-
 গণ যুদ্ধের জন্য সেই বিশাল সৈন্যের মধ্যভাগে রহিলেন।
 হস্তিগণের সৈন্যে পরিবৃত্ত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও সেখানে
 ছিলেন ॥ ১৪-১৫

রাজন্! তদনন্তর সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র রহিলেন।
 তাহারপর বীরবর অভিমম্ব্য ও অভিমম্ব্যর পর ইরাবান্ ছিলেন ॥

নরেশ্বর! ইরাবানের পর ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচ এবং
 মহারথ কেকয় রহিলেন। তাহারপর মহুগগঞ্জেষ্ট অর্জুন সেই
 ব্যুহের বামপার্শ্বে বা শিখরস্থানে বিরাজমান রহিলেন, ষাঁহার
 রক্ষক সমগ্র জগতের পালন কর্তা সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ॥ ১৬-১৭

এইভাবে পাণ্ডবগণ আপনার পুত্রবৃন্দের ও তাঁহাদের পক্ষে

ক্রীময়হর্ষি বেদব্যাসশ্রুত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তর্গত ভীষ্মপর্বের তৃতীয়দিবসের যুদ্ধে পরস্পর ব্যুহরচনা-
 বিষয়ক ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অল্পবাদ সমাপ্ত।

ততঃ প্রববুতে যুদ্ধং ব্যতিষক্তরথ-দ্বিপম্ ॥ ১৯
 তাবকানাং পরেষাঞ্চ নিম্নতামিতরেতরম্ ।
 হর্যোঘাশ্চ রথোঘাশ্চ তত্র তত্র বিশাম্পতে ॥ ২০
 সম্পতস্তো ব্যদৃশ্যন্ত নিম্নস্তস্তে পরস্পরম্ ।
 ধাবতাঞ্চ রথোঘানাং নিম্নতাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২১
 বভূব তুমুলঃ শব্দো বিমিশ্রো হ্রস্বভিশ্বনৈঃ ।
 দিবস্পৃঙ্‌নরবীরগাং নিম্নতামিতরেতরম্ ।
 সম্প্রহারে স্ততুমুলে তব তেষাঞ্চ ভারত ॥ ২২
 ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়ে যুদ্ধদিবসে পরস্পর-
 ব্যুহরচনায়াং ষট্‌পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

আগত অন্যান্য ভূপালগণের বধের জন্য এই মহাব্যুহ রচনা
 করিলেন ॥

তারপর পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্ভূত আপনার ও শত্রু-
 পক্ষের মধ্যে তখন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন সেখানে
 রথের দ্বারা রথ ও হাতীর দ্বারা হাতী আক্রান্ত হইতে লাগিল ॥

প্রজানাত! যেখানে সেখানে চারিদিকে অশ্ব ও রথসমূহ
 পরস্পরের আঘাতে পতিত হইতে এবং পরস্পরকে প্রহার
 করিতে দেখা যাইল ॥ ১৮-২০

দৌড়াইতে দৌড়াইতে এবং পৃথক্ পৃথক্ভাবে প্রহার করিতে
 করিতে রথসমূহের শব্দ হ্রস্বভিসকলের ধ্বনির সহিত মিশ্রিয়া
 আশ্রয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। আপনার এবং পাণ্ডবগণের এই
 অতিশয় তুমুল যুদ্ধে পরস্পর আঘাত-প্রত্যাঘাতকারী নরবীরগণের
 ভয়ানক শব্দ আকাশেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ২১-২২

সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং তুমুল-যুদ্ধবর্ণনম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততো ব্যাচেষনীকেষু তাবকেষু পরেষু চ ।
 ধনঞ্জয়ো রথানীকমবধীং তব ভারত ॥ ১
 শরৈরতিরথো যুদ্ধে দারয়ন্ রথযুগপান্ ।
 তে বধ্যমানাঃ পার্থেন কালেনেব যুগক্ষয়ে ॥ ২
 ধার্তরাষ্ট্রা রণে যত্নাং পাণ্ডবান্ প্রত্যায়োধয়ন্ ।
 প্রার্থয়ানা যশো দীপ্তং যুত্যাং কৃষা নিবর্তনম্ ॥ ৩
 একাগ্রমনসো ভূষা পাণ্ডবানাং বরুণিনীম্ ।
 বভগ্ন্বৰুণশো রাজ্ঞঃস্তে চাসজ্জন্ত সংযুগে ॥ ৪
 দ্রবস্তিরথ ভগ্নৈশ্চ পরিবর্তন্তিরেব চ ।
 পাণ্ডবৈঃ কৌরবেশ্চৈব ন প্রাজ্জায়ত কিঞ্চন ॥ ৫
 উদতিষ্ঠদ্ রজ্ঞো ভোমং ছাদয়ানং দিবাকরম্ ।
 ন দিশঃ প্রদিশো বাপি তত্র হন্যুঃ কথং নরাঃ ॥ ৬

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[উভয়পক্ষের সৈন্যগণের তুমুল যুদ্ধবর্ণন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত ! আপনার এবং পাণ্ডবগণের পূর্বোক্তরূপে বাহরচনা সম্পন্ন হইলে অর্জুন আপনার রথিসৈন্য-দিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১

তিনি অতিরথ বীর ছিলেন, স্ততরাং স্বীয় বাণসমূহে যুদ্ধস্থলে রথযুগপতিগণকেও বিদারিত করিয়া যমলোকে প্রেরণ করিলেন । যদিও যুগান্তকালের জ্ঞায় সেই যুদ্ধে কুন্তীনন্দন অর্জুনকর্তৃক আপনার সৈন্যদিগের ভয়ঙ্কর বিনাশ হইতে লাগিল, তথাপি তাঁহারা যত্নসহকারে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ।

তাঁহারা উজ্জল যশোলাভ করিতে অভিলাষী ছিলেন, অতএব তাঁহারা নিশ্চয় করিয়া ছিলেন যে, এখন যুত্থাই আমাদের যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে, তাই তাঁহারা একাগ্রচিত্ত হইয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন । রাজন্ ! তাঁহারা যুদ্ধে এক্রপ তৎপরতা দেখাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে পাণ্ডব-সৈন্যগণ বার বার ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতেছিল ॥ ২-৪

এইরূপ ক্ষত-বিকত হইয়া রণে ডক দিয়া পলায়ন করিতে এবং পুনরায় কিরিয়া আসিয়া যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে থাকিলে পাণ্ডব-সৈন্য ও কৌরব সৈন্যদের মধ্যে কিছুই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ৫

তখন ভূতলে এক্রপ ধূলি উখিত হইতে লাগিল যে, তাহাতে

অহুমানেন সংজ্ঞাভিনামগোত্রৈশ্চ সংযুগে ।
 বর্ততে চ তথা যুদ্ধং তত্র তত্র বিশাম্পতে ॥ ৭
 ন ব্যাহো ভিত্ততে তত্র কৌরবাণাং কথঞ্চন ।
 রক্ষিতঃ সত্যসন্ধেন ভারদ্বাজেন সংযুগে ॥ ৮
 তথৈব পাণ্ডবানাঞ্চ রক্ষিতঃ সবাসাচিনা ।
 নাভিত্তত মহাব্যুহো ভীমেন চ সুরক্ষিতঃ ॥ ৯
 সেনাগ্রাদপি নিম্পত্য প্রযুধ্যন্তত্র মানবাঃ ।
 উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ ব্যতিবক্তরথ-দ্বিপাঃ ॥ ১০
 হয়ারোহৈর্হয়ারোহাঃ পাত্যস্তে স্ম মহাহবে ।
 ঋষ্টিভিবিমলাভিশ্চ প্রাসৈরপি চ সংযুগে ॥ ১১
 রথী রথিনমাসাশ্র শরৈঃ কনকভূষণৈঃ ।
 পাতয়ামাস সমরে তস্মিন্নতিভয়ঙ্করে ॥ ১২

অহুমানেন আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন এবং দিক্ বিদিক্‌সমূহ সম্বন্ধে কিছুই বুঝা যাইতেছিল না । এক্রপ অবস্থায় সেখানে যুদ্ধনিরত মহাযুগল কিভাবে কাহারই উপর আঘাত করিবে ? ৬

প্রজানাত ! সেই রণক্ষেত্রে অহুমানেন, সন্ধিতে এবং নাম ও গোত্রের উল্লেখ করিয়া স্বপক্ষ এবং পরপক্ষ নিশ্চয় করত সেখানে যুদ্ধ স্থানে স্থানে হইতে থাকিল ॥ ৭

সত্যপ্রতিজ্ঞ ভারদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক সুরক্ষিত থাকায় কৌরবসৈন্যের ব্যুহ কোনরূপেই ভঙ্গ হইল না ॥ ৮

এইরূপ সবাসাচী অর্জুন ও ভীমসেন কর্তৃক সুরক্ষিত পাণ্ডব-সৈন্যের মহাব্যুহও কোনরূপে ভিন্ন হইল না ॥ ৯

সেখানে বহু বীর মাছুষ সেনাগ্রভাগ হইতে বাহির হইয়া (ব্যুহ ত্যাগ করত) যুদ্ধ করিতে লাগিল । রাজন্ ! উভয়পক্ষের রথ ও হস্তী সকলের মধ্যেও যুদ্ধ বাধিয়া যাইল ॥ ১০

সেই মহাযুদ্ধে অশ্বারোহীরা অশ্বারোহীদিগকে নিশ্চল ঋষ্টি ও প্রাসসমূহের দ্বারা নিহত করিয়া কৃপাতিত করিতে লাগিল ॥ ১১

সেই অভিশয় ভয়ঙ্কর সংগ্রামে রথিগণ রথীদিগের সম্মুখে যাইয়া স্বর্ণভূষিত বাণে তাহাদিগকে নিহত করত ভূতলে পাত্তিত করিতে থাকিলেন ॥ ১২

গজারোহা গজারোহান্ নারাচ-শর-ভোমরৈঃ ।
 সংসক্তান্ পাতয়ামাস্তুস্তব তেষাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ১৩
 কশ্চিৎপত্য সমরে বরবারণমাস্থিতঃ ।
 কেশপক্ষে পরামুশ জহার সমরে শিরঃ ॥ ১৪
 অশ্বে দ্বিরদদস্তাগ্রনিভিন্নহৃদয়া রণে ।
 বেমুশ্চ রুধিরং বীরা নিঃস্বসন্তঃ সমস্ততঃ ॥ ১৫
 কশ্চিৎ করিবিষাণশ্চো বীরো রণবিশারদঃ ।
 প্রাবেপচ্ছক্তিভিন্নো গজশিক্ষাস্ত্রবেদিনা ॥ ১৬
 পন্তিসজ্জা রণে পতীন্ ভিন্দিপাল-পরশ্বধৈঃ ।
 ত্রপাতয়ন্ত সংহৃষ্টাঃ পরম্পরকৃতাগসঃ ॥ ১৭
 রথী চ সমরে রাজ্ঞাসাত্ত গজযুধপম্ ।
 স গজং পাতয়ামাস গজী চ রথিনাং বরম্ ॥ ১৮
 রথিনঞ্চ হয়ারোহঃ প্রাসেন ভরতর্ষভ ।
 পাতয়ামাস সমরে রথী চ হয়সাদিনম্ ॥ ১৯

আগনার ও পাণ্ডবপক্ষের গজারোহী যোদ্ধারা যুদ্ধনিরত
 বিপক্ষ গজারোহী যোদ্ধাদিগকে চারিদিক্ হইতে নারাচ, বাণ ও
 তোমরসমূহের আঘাতে ধরাশায়ী করিতে লাগিল ॥ ১৩

কোনও যোদ্ধা রণস্থলে লাক্ষাইয়া শ্রেষ্ঠ হস্তীর উপর আরোহণ
 করিলেন এবং বিপক্ষ যোদ্ধার কেশ ধারণ করত মস্তক ছেদন
 করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৪

যুদ্ধস্থলে বহু বীর হাতীর দস্তাগ্রভাগে স্ব-স্ব হৃদয় বিদীর্ণ
 হওয়ায় চারিদিক্ হইতে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রক্তবমন
 করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

কোন রণবিশারদ বীর হাতীর দাঁতের উপর আরোহণ করিয়া
 যুদ্ধ করিতে থাকিলেন । এই সময় আবার গজশিক্ষা ও অজ্ঞ-
 বিভ্রান্ত অভিজ্ঞ কোন বিপক্ষ যোদ্ধা তাঁহার উপর শক্তি নিক্ষেপ
 করিলেন । সেই শক্তির আঘাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়ায়
 সেই মৃত্যুপথগামী বীর সেখানে কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ১৬

হর্ষ ও উজ্জ্বলে পূর্ণ পদাতিকবাহিনী পরম্পরের উপর অপরাধ-
 জনক কার্য্য করিতে থাকিয়া ভিন্দিপাল ও পরশুর আঘাতে
 পদাতিক সৈন্তগণকে বিনাশ করিয়া ভূতলে পাতিত
 করিল ॥ ১৭

রাজন্ ! সেই সমরালয়ে কোন রথী কোন এক গজযুধপতির
 সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সেই হস্তী ও তাহার
 আরোহীকে নিহত করত ধরাশায়ী করিলেন । সেইরূপ

পদাতী রথিনঃ সংখ্যে রথী চাপি পদার্তিনম্ ।
 ত্রপাতয়চ্ছিতৈঃ শস্ত্রৈঃ সেনায়োরুভয়োরপি ॥ ২০
 গজারোহা হয়ারোহান্ পাতয়াক্ষত্রিরে তদা ।
 হয়ারোহা গজস্থাংশ্চ তদন্তুতমিবাভবৎ ॥ ২১
 গজারোহবরৈশ্চাপি তত্র তত্র পদাতয়ঃ ।
 পাতিতাঃ সমদৃশ্যন্ত তৈশ্চাপি গজযোধিনঃ ॥ ২২
 পন্তিসজ্জা হয়ারোহৈঃ সাদিসজ্জাশ্চ পন্তিভিঃ ।
 পাত্যমানা ব্যদৃশ্যন্ত শতশোহৃথ সহস্রশঃ ॥ ২৩
 ধ্বজৈস্তত্রাপবিক্লেশ্চ কার্মুকৈস্তোমরৈস্তথা ।
 প্রাসৈস্তথা গদাভিশ্চ পরিঘৈঃ কম্পনৈস্তথা ॥ ২৪
 শক্তিভিঃ কবচৈশ্চিহ্নৈঃ কণপৈরঙ্কুশৈরপি ।
 নিস্ত্রিংশৈবিমলৈশ্চাপি স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শরৈস্তথা ॥ ২৫
 পরিস্তোমৈঃ কুথাভিশ্চ কষলৈশ্চ মহাধনৈঃ ।
 ভূভাতি ভরতশ্রেষ্ঠ শ্রগ্দামৈরিব চিত্রিতা ॥ ২৬

গজারোহীও আবার রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথীকে বধ
 করিলেন ॥ ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ ! এই সংগ্রামে অশ্বারোহী যোদ্ধা রথী বীরকে
 এবং কোন স্থলে রথী বীর আবার অশ্বারোহী যোদ্ধাকে কে
 ভূপাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

উভয়পক্ষের সৈন্তগণের মধ্যে পদাতিক সৈন্ত বীর রথীকে এবং
 রথী যোদ্ধা পদাতিক সৈন্তকে স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে যুদ্ধে নিপাতিত
 করিলেন ॥ ২০

গজারোহী অশ্বারোহীকে ও অশ্বারোহী গজারোহীকে
 যুদ্ধস্থলে বিনাশ করিয়া পাতিত করিতে লাগিলেন । ইহা যেন
 তখন এক আশ্চর্য্যজনক ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ২১

সেই রণালয়ে যেখানে সেখানে শ্রেষ্ঠ গজারোহিগণকর্তৃক
 ভূপাতিত পদাতিকবাহিনী এবং পদাতিকবাহিনীকর্তৃক ভূপাতিত
 গজারোহী যোদ্ধাদিগকে দেখা বাইল ॥ ২২

অশ্বারোহীকর্তৃক পদাতিক সৈন্তসকল এবং পদাতিক সৈন্ত-
 দলের দ্বারা অশ্বারোহীরা শত শত ও হাজার হাজার সংখ্যায়
 পতিত হইতে দেখা বাইতে লাগিল ॥ ২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ ! সেখানে এদিক্ ওদিক্ পতিত ধ্বজ, ধ্বজ, তোমর,
 প্রাস, গদা, পরিঘ, কম্পন, শক্তি, বিচিত্র কবচ, কণপ, অঙ্কুশ,
 নির্মল খড়্গ, স্বর্ণপক্ষশোভিত বাণ, শূল, গদী ও বহুমূল্য কষল-
 সমূহে আচ্ছাদিত সেখানকার ভূমি নানাবিধ পুষ্পোপহারে বিচিত্র
 বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ২৪-২৬

নরাধিকায়ৈঃ পতিভৈদর্শিত্তিভিষ্চ মহাহবে ।
 অগম্যরূপা পৃথিবী মাংস-শোণিতকর্দমা ॥ ২৭
 প্রশশাম রজো ভোমঃ বৃক্ষিতং রণশোণিতৈঃ ।
 দিশ্চ বিমলাঃ সর্বাঃ সম্ভব্জুর্জনেশ্বর ॥ ২৮
 উখিতান্তগণেয়ানি কবন্ধানি সমন্ততঃ ।
 চিহ্নকৃতানি জগতো বিনাশার্থায় ভারত ॥ ২৯
 তস্মিন্ যুদ্ধে মহারৌজে বর্তমানে সূদারুণে ।
 প্রত্যদৃশ্যন্ত রথিনো ধাবমানাঃ সমন্ততঃ ॥ ৩০
 ততো ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ ।
 পুরুষিত্রো জয়ো ভোজঃ শল্যশ্চাপি সৌবলঃ ॥ ৩১
 এতে সমরভূমিঃ সিংহতুল্যপরাক্রমাঃ ।
 পাণ্ডবানামনোকানি বভঞ্জুঃ স্ব পুনঃ পুনঃ ॥ ৩২
 তথৈব ভীমসেনোহপি রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ ।
 সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ দ্রৌপদেয়াশ্চ ভারত ॥ ৩৩
 তাবকাস্তব পুত্রাশ্চ সহিতান্ সর্বরাজভিঃ ।
 জাবয়ামাসুরাজৌ তে ত্রিংশা দানবানিব ॥ ৩৪

সেই মহাসংগ্রামে মহাশয়, অশ্ব ও হস্তিগণের বহু মৃত দেহ
 পড়িয়া আছে । সেখানে রক্ত ও মাংসের কদম উৎপন্ন হইল ।
 সেখানকার ভূমিতে যাওয়াই অসম্ভব হইয়া উঠিল ॥ ২৭

জনেশ্বর ! রণভূমিতে প্রবাহিত রক্তের সংমিশ্রণে পৃথিবীর
 ধূলি বলিয়া ঘাইল এবং সকল দিক্ নির্খল হইল ॥ ২৮

ভারত ! সেই সময় জগতের বিনাশের চিহ্নসূচক অসংখ্য
 কবন্ধ চারিদিকে উঠিতে লাগিল ॥ ২৯

এই অত্যন্ত দারুণ ও মহাভয়ঙ্কর সংগ্রামে রথী যোদ্ধাদিগকে
 চারিদিকে দৌড়াইতে দেখা গাইল ॥ ৩০

তদনন্তর ভীষ্ম, দ্রোণ, সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ, পুরুষিত্র, জয়, ভোজ,
 শল্য ও শকুনি—ইহারা সিংহতুল্য পরাক্রমী রণভূমির বীর পাণ্ডব-
 গণের সৈন্তদিগের দ্বাংসে দ্বাংসে করিতে লাগিলেন ॥ ৩১-৩২

ভরতনন্দন ! এইরূপ ভীমসেন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি,
 চেকিতান, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র—ইহারাও সকলে মিলিত হইয়া
 দেবগণকর্তৃক দানবদিগকে বিভাড়িত করার দ্রাঘ সমস্ত নরপতি-
 বৃন্দের সহিত আপনার পুত্রসকলকে রণভূমি হইতে বিভাড়িত
 করিয়া দিলেন ॥ ৩৩-৩৪

তথা তে সমরেহস্তোত্তম নিব্রজ্তাঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ।
 রক্তোক্ষিতা ঘোররূপা বিরোজুর্দানবা ইব ॥ ৩৫
 বিনির্জিত্য রিপূন্ বীরাঃ সেনয়োরুভয়োরাপি ।
 ব্যাদৃশ্যন্ত মহামাত্রা গ্রহা ইব নভস্তলে ॥ ৩৬
 ততো রথসহশ্রেণ পুত্রো দুর্যোধনস্তব ।
 অভয়াং পাণ্ডবং যুদ্ধে রাক্ষসঞ্চ ঘটোৎকচম্ ॥ ৩৭
 তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে মহত্যা সেনয়া সহ ।
 দ্রোণ-ভীষ্মৌ রণে যন্তৌ প্রত্যাঘ্যুরনিন্দমৌ ॥ ৩৮
 কিরীটী চ যযৌ ক্রুদ্ধঃ সমস্তাং পার্থিবোত্তমান্ ।
 আজুনিঃ সাত্যকিশ্চৈব যযতুঃ সৌবলং বলম্ ॥ ৩৯
 ততঃ প্রববুতে ভূয়ঃ সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ ।
 তাবকানাং পরেবাঞ্চ সমরে বিজয়ৈষিণাম্ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়ে যুদ্ধদিবসে সঙ্কলযুদ্ধে
 সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

সংগ্রামস্থলে পরস্পরকে আঘাত করত শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বীরগণ
 রক্তরঞ্জিত হইয়া ভয়ানক রূপধারী দানবদিগের দ্রাঘ শোভা
 পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৫

উভয়পক্ষের বীর সৈন্তদিগকে শত্রুগণকে জয় করত আকাশে
 সমুদিত হইয়া প্রকাশিত বিশাল গ্রহতুল্য দেখা গাইল ॥ ৩৬

তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্যোধন সহস্র রথী বীরের সহিত
 পাণ্ডববংশীয় বীর রাক্ষস ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্ত
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৭

এইরূপ বিশাল সৈন্তবাহিনীর সহিত সমস্ত পাণ্ডবগণও যুদ্ধের
 জন্ত প্রস্তুত শত্রুদমন দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধার্থে অগ্রসর
 হইলেন ॥ ৩৮

কিরীটধারী ক্রুদ্ধ অর্জুন সর্কাদিকে যুদ্ধের জন্ত দণ্ডায়মান
 রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন । অভিমত্যা ও
 সাত্যকি শকুনির সৈন্তদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৯

এইরূপে যুদ্ধ বিজয়লাভ কারতে ইচ্ছুক আপনার ও পাণ্ডব-
 গণের সৈন্যদের মধ্যে পুনরায় রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৪০

শ্রীমদ্রহস্যি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বস্তম্ভত ভীষ্মবধপর্বের তৃতীয় দিনের ব্যাপকযুদ্ধবিবরণ

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অন্তিম সর্গ ।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঃধ্যায়ঃ

[পাণ্ডববীরগণঃ পরাক্রমঃ, কৌরবসৈন্যমধ্যে দুর্যোধন-ভীষ্ময়োরালাপচ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততশ্চে পাণ্ডবাঃ ক্রুকাঃ ফাল্গুনং বীক্ষ্য সংযুগে ।

রথৈরনেকসাহস্রৈঃ সমস্তাং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ১

অথৈনং রথবৃন্দেন কোষ্ঠকীকৃত্য ভারত ।

শরৈঃ সুবহুসাহস্রৈঃ সমস্তাদভ্যবারয়ন্ ॥ ২

শক্তিীশ্চ বিমলাস্তীক্ষ্ণা গদাশ্চ পরিধৈঃ সহ ।

প্রাসান্ পরশ্বাংশৈশ্চৈব মুদগরান্ মুসলানপি ॥ ৩

চিকিঁপুঃ সমরে ক্রুকাঃ ফাল্গুনস্ত রথং প্রতি ।

শস্ত্রাণামথ তাং বৃষ্টিং শলভানামিবারয়তি ॥ ৪

রুরোধ সর্বতঃ পার্থঃ শরৈঃ কনকভূষণৈঃ ।

তত্র তল্লাঘবং দৃষ্ট্বা বীভৎসোরতিমানুযম্ ॥ ৫

দেবদানবগন্ধর্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসঃ ।

সাধু সাধ্বিভি রাজৈস্তে ফাল্গুনং প্রত্যপূজয়ন্ ॥ ৬

সাত্যকিঞ্চাভিমহু্যশ্চ মহত্যা সেনয়া বৃতৌ ।

গাক্ষারান্ সমরে শূরান্ জগতুঃ সহসৌবলান্ ॥ ৭

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[পাণ্ডববীরগণের পরাক্রম, কৌরব সৈন্য মধ্যে দুর্যোধন ও ভীষ্মের আলোচনা ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন! তখনস্তর সেই সমস্ত ভূপাল সমর-
ভূমিতে অর্জুনকে দেখিয়াই অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং তাঁহারা
বহু সহস্র রথী সৈন্তদ্বারা তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ১

হে ভারত! সেই সমস্ত ভূপালগণ অর্জুনকে রথসমূহ দ্বারা
চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া তাঁহার উপর বহু সহস্র বাণ বর্ষণকরত
আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ২

তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া রণাঙ্গনে অর্জুনের রথের উপর নির্খল
শক্তি, দুঃসহ গদা, পরিঘ, প্রাস, পরশু, মুদগর ও মুসলাদি অস্ত্রসমূহ
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥

পতঙ্গশ্রেণীর স্তায় সেই সমস্ত অস্ত্রবর্ষণ অর্জুন বীষ বর্ণভূষিত
বাণসমূহে চারিদিক হইতে রুদ্ধ করিয়া দিলেন ।

রাজেন্দ্র! অর্জুনের সেই অলৌকিক নৈপুণ্য দেখিয়া দেবতা,
দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসগণ ‘সাধু, সাধু’ বলিয়া
অর্জুনকে প্রশংসিত করিলেন ॥ ৩-৬

এদিকে বিশাল সৈন্তে পরিবৃত্ত হইয়া সাত্যকি ও অভিমহু্য

তত্র সৌবলকাঃ ক্রুকা বাঞ্ছয়ন্ত রথোত্তমম্ ।

তিলশশ্চিচ্ছিহ্নঃ ক্রোধাচ্ছৈশ্চৈর্নানাবিধৈর্যুধি ॥ ৮

সাত্যকিস্ত রথং ত্যক্ত্বা বর্তমানে ভয়াবহে ।

অভিমহু্যো রথং তূর্ণমারুরোহ পরশুপঃ ॥ ৯

তাবেকরথসংযুক্তৌ সৌবলেয়স্ত বাহিনীম্ ।

বাধমেতাং শিতৈজুর্বাঃ শরৈঃ সমতপর্বভিঃ ॥ ১০

জ্ঞোভীষ্মৌ রণে যন্তৌ ধর্মরাজস্ত বাহিনীম্ ।

নাশয়েতাং শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কল্পপত্রপরিচ্ছদৈঃ ॥ ১১

ততো ধর্মশূতো রাজা মাজীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ।

মিষতাং সর্বসৈন্যানাং জ্ঞোণানীকমুপাজ্জবন্ ॥ ১২

তত্রাসীৎ সুমহদ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।

যথা দেবাসুরং যুদ্ধং পৃথমাসীৎ সুদারুণম্ ॥ ১৩

কুর্বাণৌ স্মৃৎ কর্ম ভীমসেনঘটোৎকটৌ ।

(দুর্যোধনস্ত মহতীং দ্রাবয়ামাস বাহিনীম্ ।)

দুর্যোধনস্ততোহভ্যেত্য তাবুভাবপ্যাবারয়ন্ ॥ ১৪

স্বলপুত্রগণসহ গাক্ষারদেশীয় বীরবর্গের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৭

তখন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বলপুত্রগণ যুদ্ধস্থলে নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা
সাত্যকির শ্রেষ্ঠ রথকে তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন ॥ ৮

তাহাতে শত্রুতাপন সাত্যকি সেই সময় আরও ভয়াবহ
সংগ্রামে ছিন্ন রথকে পরিত্যাগ করিয়া অতিক্রান্ত অভিমহু্যর রথে
আরোহণ করিলেন ॥ ৯

তখন একই রথে উপবিষ্ট দুই বীর নতপর্কযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণ-
সমূহে সত্তরতার সহিত স্বলপুত্র শকুনির সৈন্তবাহিনীকে সংহার
করিতে লাগিলেন ॥ ১০

এই সময় অস্ত্র একদিকে আসিয়া যুদ্ধের জন্ত সর্বদা সতর্ক
জ্ঞোণাচার্য ও ভীষ্ম কল্পকীর পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণে ধর্মরাজ
যুধিষ্ঠিরের সৈন্তবাহিনীকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১

তখন ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির এবং মাজীনন্দন নকুল-সহদেব
সমস্ত সৈন্তগণের দৃষ্টিপথের সম্মুখেই জ্ঞোণাচার্যের সেনার প্রতি
ধাবিত হইলেন ॥ ১২

যেদ্রুপ পূর্বকালে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেবাসুর সংগ্রাম হইয়াছিল,
সেইরূপ তখন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ১৩

অস্ত্র একদিকে ভীমসেন ও ঘটোৎকচ মহাপরাক্রম দেখাইতে

তত্রাত্তমপশ্চাত্তম হৈড়িহস্ত পরাক্রমম্ ।
 অতীত্য পিতরং যুদ্ধে যদযুধ্যাত ভারত ॥ ১৫
 ভীমসেনস্ত সংক্ৰুদ্ধো হৃষ্যোধনমমর্ষণম্ ।
 হস্তবিধাং পৃথংকেন প্রহসন্নিব পাণ্ডবঃ ॥ ১৬
 ততো হৃষ্যোধনো রাজা প্রহারবরপীড়িতঃ ।
 নিষসাদ রথোপস্থে কশ্মলক জগাম হ ॥ ১৭
 তং বিসংজ্ঞঃ বিদিত্বা তু দুরমাণোহস্ত সারথিঃ ।
 অপোবাহ রণাদ রাজংস্ততঃ সৈন্তমভজ্যত ॥ ১৮
 ততস্তাং কৌরবীং সেনাং দ্রবমাণাং সমস্ততঃ ।
 নিম্ন ভীমঃ শরৈস্তীকৈরনুব্রাজ পৃষ্ঠতঃ ॥ ১৯
 পার্শ্বতশ্চ রথশ্চেষ্টো ধর্মপুত্রশ্চ পাণ্ডবঃ ।
 দ্রোণস্ত পশ্যতঃ সৈন্তং গাজ্জৈয়স্ত চ পশ্যতঃ ॥ ২০
 জল্পতু বিশিখৈস্তীকৈঃ পরানীকবিনাশনৈঃ ।
 দ্রবমাণস্ত তং সৈন্তং তব পুত্রস্ত সংযুগে ॥ ২১
 নাশকৃতাং বারয়িতুং ভীম-দ্রোণৌ মহারথৌ ।

দেখাইতে হৃষ্যোধনের বিশাল সৈন্তবাহিনীকে বিভাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন হৃষ্যোধন সম্মুখে আসিয়া সেই দুই বীরকে নিবারণ করিলেন ॥ ১৪

ভারত ! সেখানে আমরা হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়াছি। সেই যুদ্ধে ঘটোৎকচ পিতা ভীমসেন হইতেও অধিক পরাক্রম দেখাইয়া যুদ্ধ করিতেছিল ॥ ১৫

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন যেন হাস্য করিতে করিতেই একটি বাণ নিক্ষেপ করিয়া অমঘনীর হৃষ্যোধনের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৬

তখন সেই বাণের গুরুতর আঘাতে পীড়িত হইয়া রাজা হৃষ্যোধন রথের আগনে বসিয়া পড়িলেন এবং পরকণ্ঠেই মোহগ্রস্ত হইলেন ॥ ১৭

রাজন ! তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন জানিয়া সারথি অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত তাঁহাকে রণস্থল হইতে বাহিরে লইয়া গেল। তখন তাঁহার সৈন্তরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৮

সেই সময় চারিদিকে পলায়নপর সৈন্তগণের মধ্যে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া ভীমসেন তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

অন্য একদিকে রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ক্রপদনন্দন বৃষ্টিহার ও ধর্মপুত্র দুর্ভিষিক্ত শক্রসৈন্যনাশী তীক্ষ্ণ বাণসমূহে দ্রোণাচার্য্য ও ভীমের দৃষ্টগোচরেই কৌরবসৈন্যগণকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২০

বার্য্যমাণক ভীমেন দ্রোণেন চ মহাত্মনা ॥ ২২
 বিজবভ্যেব তং সৈন্তং পশ্যতো দ্রোণ-ভীময়োঃ ।
 ততো রথসহশ্রেষু বিজবৎসু ততস্ততঃ ॥ ২৩
 তাবাস্থিতাবেকরথং সৌভজ-শিনিপুঙ্গবৌ ।
 সৌবলীঃ সমরে সেনাং শাতয়েতাং সমস্ততঃ ॥ ২৪
 শুণ্ডভাতে তদা তৌ তু শৈন্য-কুরুপুঙ্গবৌ ।
 অমাবস্তাং গতৌ তদ্বৎ সোম-সুয্যৌ নভস্তলে ॥ ২৫
 অর্জুনস্ত ততঃ ক্রুদ্ধস্তব সৈন্তং বিশাম্পতে ।
 ববধ শরবর্ষণে ধারাভিরিব তোয়দঃ ॥ ২৬
 বধ্যমানং ততস্তত্র শরৈঃ পার্থস্ত সংযুগে ।
 ছত্রাব কৌরবং সৈন্তং বিবাদভয়কম্পিতম্ ॥ ২৭
 দ্রবতস্তান্ সমালক্ষ্য ভীম-দ্রোণৌ মহারথৌ ।
 শ্রবারয়েতাং সংরুদ্ধো হৃষ্যোধনহিতৈষিণৌ ॥ ২৮
 ততো হৃষ্যোধনো রাজা সমাশ্বস্ত বিশাম্পতে ।
 শ্রবর্তয়ত তং সৈন্তং দ্রবমাণং সমস্ততঃ ॥ ২৯

মহারাজ ! সেই যুদ্ধে আপনার পুত্রের পলায়নপর সৈন্তগণকে মহারথী দ্রোণাচার্য্য ও ভীমও নিবারণ করিতে পারিলেন না। মহাত্মা ভীম এবং দ্রোণাচার্য্য নিবারণ করিতে থাকিলেও তাঁহাদের সম্মুখেই সৈন্তরা পলায়ন করিতে লাগিল ॥

এদিকে সহস্র রথী বীরগণ যখন এদিক ওদিক পলায়ন করিতেছিলেন, তখন একই রথে উপবিষ্ট অভিমত্যা ও সাত্যকি স্বলপুত্রের সৈন্তদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ২১-২৪

সেই সময় একই রথে উপবিষ্ট সাত্যকি অভিমত্যা তাদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ অমবস্তা তিথিতে আকাশে সূর্য ও চন্দ্র একই দিনে শোভাপ্রাপ্ত হন ॥ ২৫

প্রজানাথ ! তদনন্তর কোণপূর্ণ অর্জুন আপনার সৈন্তদিগের উপর সেইরূপ বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেন, যেরূপ জলবর্ষণোন্মুখ মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ২৬

তখন কুন্তীনন্দন অর্জুনের বাণসমূহে সংগ্রাম স্থলে পীড়িত হইয়া কৌরবসৈন্তরা বিবাদ ও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে এদিক ওদিকে পলাইতে লাগিল ॥ ২৭

সেই বোঝাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া হৃষ্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী মহারথ ভীম ও দ্রোণাচার্য্য ক্রোধের সহিত তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

প্রজানাথ ! ইহারই মধ্যে রাজা হৃষ্যোধনের মোহভঙ্গ

যত্র যত্র স্তম্ভস্তভাং যং যং পশুতি ভারত ।
 তত্র তত্র শ্রবর্তন্তু ক্ষত্রিয়াণাং মহারথাঃ ॥ ৩০
 তান্ নিবৃত্তান্ সমীক্ষ্য ততোহস্ত্রেহপীতরে জনাঃ
 অস্ত্রোদ্ধাম্পর্শয়া রাজর্জুজয়া চাবতস্থিরে ॥ ৩১
 পুনরাবর্ততাং তেষাং বেগ আসীদ্ বিশাম্পতে ।
 পূর্ঘাতঃ সাগরশ্চৈব চন্দ্রশ্চোদয়নং প্রতি ॥ ৩২
 সম্মিষ্তাংস্ততস্তাংস্ত দৃষ্ট্বা রাজা সুরোধনঃ ।
 অববীং বরিতো গতা ভীষ্মং শাস্তনবং বচঃ ॥ ৩৩
 পিতামহ নিবোধেদং যং ভাং বক্ষ্যামি ভারত ।
 নানুরূপমহং মন্ত্রে ঙ্গি জীবতি কৌরব ॥ ৩৪
 জ্ঞোণে চান্দ্রবিদাং শ্রেষ্ঠে সপুত্রে সসুহৃজ্জনে ।
 কৃপে চৈব মহেষ্ণাসে ভবতে যদ্ বক্রথিনী ॥ ৩৫
 ন পাণ্ডবান্ প্রতিবলাংস্তব মন্ত্রে কথঞ্চন ।
 তথা জ্ঞোণস্ত সংগ্রামে জ্ঞোণৈশ্চৈব কৃপস্য চ ॥ ৩৬

হইল। তিনি আশ্রিত হইয়া চারিদিকে পলায়নরত সৈন্যদিগকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিলেন ॥ ২০

ভারত! আপনার পুত্র যেদিকে যেদিকে যাহার যাহার উপর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থান হঠাৎ তাদৃশ বোদ্ধারাও ফিরিয়া আসিলেন, যাহারা ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে মহারথী বীর ছিলেন ॥ ৩০

রাজন্! তাঁহাদের সকলকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া অজ্ঞ সব বোদ্ধারাও পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা ও লজ্জাবশতঃ যুদ্ধে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩১

মহারাজ! প্রত্যাবর্তনরত সেই সব বোদ্ধাদিগের মহাবেগ চক্রোদয়ের সময় বর্দ্ধিত মহাসাগরের গ্রায় প্রতীতি হইতেছিল ॥ ৩২

তখন সেই সব বোদ্ধাদিগকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া রাজা হৃষ্যধন অতি সত্ত্বর শাস্ত্রনন্দন ভীষ্মের নিকট বাইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩৩

পিতামহ ভরতবংশভূষণ! আমি আপনাকে বাহা কিছু বলিব, উহা শ্রবণ করন। কুরুনন্দন! আপনি, অত্রজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞোণাচার্য্য ও পুত্র এবং স্তম্ভবর্গ-সহ মহাধনুর্ধর রূপাচার্য্য বাচিয়া থাকিতেই আমার সৈন্যরা যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল, ইহা আপনার পক্ষে যোগ্য কার্য্য বলিয়া আমি মনে করি না ॥ ৩৪-৩৫

অনুগ্রাহাঃ পাণ্ডুস্তাস্তব নুনং পিতামহ ।
 যথেষ্টাং ক্ষমসে বীর বধ্যমানাং বক্রথিনীম্ ॥ ৩৭
 সোহস্মি বাচ্যস্তয়া রাজন্ পূর্বমেব সমাগমে ।
 ন যোংস্তে পাণ্ডবান্ সংখ্যে নাপি পার্শ্বত-সাত্যকী ॥ ৩৮
 শ্রদ্ধা তু বচনং তুভ্যমাচার্য্যস্ত কৃপস্ত চ ।
 কর্ণেন সহিতঃ কৃত্যং চিন্তয়ানস্তদৈব হি ॥ ৩৯
 যদি নাহং পরিত্যাভ্যো যুবাভ্যামিহ সংযুগে ।
 বিক্রমেণানুরূপেণ যুধ্যতাং পুরুষধর্ম্মভৌ ॥ ৪০
 এতচ্ছ্রদ্ধা ততো ভীষ্মঃ প্রহসন্ বৈ মুহুমুঃস্তঃ ।
 অববীং তনয়ং তুভ্যং ক্রোধাত্মদ্রব্য চক্ষুযী ॥ ৪১
 বহুশোহসি ময়া রাজঃস্তথ্যমুক্তো হিতং বচঃ ।
 অজ্ঞেয়াঃ পাণ্ডবা যুদ্ধে দেবৈরপি সবাসবৈঃ ॥ ৪২
 যং তু শক্যং ময়া কতুং বুদ্ধেনাত্ম নৃপোত্তম ।
 করিষ্যামি যথাশক্তি প্রেক্ষদানীং সবাক্রবঃ ॥ ৪৩

আমি কোনরূপেই ইহা মানি না যে, পাণ্ডবগণ সংগ্রামে আপনার এবং জ্ঞোণাচার্য্য, রূপাচার্য্য ও অশ্বখামার সমান বলবান্ ॥ ৩৬

বীর পিতামহ! নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণ আপনার রূপাপাত্র, তাহা না হইলে আমার সৈন্যরা বিনষ্ট হইতেছে, আর আপনি নীরবে তাহাদের দুর্দশা সহ্য করিয়া বাইতেছেন ॥ ৩৭

মহারাজ! যদি পাণ্ডবগণের উপর আপনি দয়াই করিবেন, তবে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে আমাকে কেন বলিয়া দেন নাই যে, আমি রণাঙ্গনে পাণ্ডুপুত্রগণ, ষ্ট্রত্বায় ও সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিব না ॥ ৩৮

সেই অবস্থায় আমি আপনার ও আচার্য্য জ্ঞোণ এবং রূপাচার্য্যের কথা শুনিয়া কর্ণের সহিত সেই সময় পরামর্শ করত নিজের কর্তব্য স্থির করিতাম ॥ ৩৯

যদিও যুদ্ধে আপনাদের দুইজনকে পরিত্যাগ করা উচিত বলিয়া আমি মনে করিতেছি না, তাই জ্ঞোণাচার্য্য ও আপনি উভয় শ্রেষ্ঠপুরুষে স্বীয় যোগ্য পরাক্রম প্রকাশ করত যুদ্ধ করন ॥ ৪০

এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম বারংবার হস্ত করত তারপর কোধে দুই চক্ষু বক্রভাবে ঘুরাইয়া আপনার পুত্রকে বলিলেন ॥ ৪১

রাজন্! আমি তোমাকে বহুবার এই সত্য ও হিতকর কথা বলিয়াছি যে, যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে ইন্দ্রাদি দেববৃন্দও জয় করিতে সমর্থ হন না ॥ ৪২

অন্য পাণ্ডুসহানেকঃ সসৈন্তান্ সহ বদ্ধুভিঃ ।

সোহং নিবারয়িষ্যামি সর্বলোকস্ত পশ্চতঃ ॥ ৪৪

এবমুক্তে তু ভীষ্মেণ পুত্রাস্তব জনেশ্বর ।

দধুঃ শম্ভান্ মুদায়ুক্তা ভেরীঃ সংজয়িরে ভূশম্ ॥ ৪৫

নৃপশ্রেষ্ঠ ! তথাপি আমি বৃদ্ধ হইয়াও আমার পক্ষে যাহা করার যোগ্য, উহা আমি অস্ত্র বশাশক্তি করিব। তুমি এখন তোমার বন্ধুগণের সহিত উহা দর্শন কর ॥ ৪৩

আজ আমি একলকীই সকলের সম্মুখে সৈন্তবাহিনী ও বন্ধুবর্গের সহিত পাণ্ডবগণের অগ্রগতি রুদ্ধ করিব ॥ ৪৪

জনেশ্বর ! ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া আপনার পুত্রগণ

শ্রীমদ্রহর্ষি বেদব্যাগ প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্কাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্কে তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে ভীষ্ম ও দুর্যোধনের সংবাদবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

একোনষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

[ভীষ্মস্ত পরাক্রমঃ, তং ব্রহ্ম ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্তোত্তোগঃ, অর্জুনস্ত প্রতিজ্ঞা, তৎকর্তৃকঃ কৌরবসৈন্তানাং পরাজয়ঃ, তৃতীয়দিবসস্ত যুদ্ধ সমাপ্তিঃ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

প্রতিজ্ঞাতে ততস্তস্মিন্ যুদ্ধে ভীষ্মেণ দারুণে ।

ক্রোধিতো মম পুত্রেন হৃষীতেন বিশেষতঃ ॥ ১

ভীষ্মঃ কিমকরোং তত্র পাণ্ডবেয়ৈশ্ সংযুগে ।

পিতামহে বা পঞ্চালাস্তম্যমাতৃক সঞ্জয় ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ ।

গতপূর্বাহ্নভূয়িষ্ঠে তস্মিন্নহনি ভারত ।

পশ্চিমাং দিশমাস্থায় স্থিতে চাপি দিবাकरে ॥ ৩

একোনষষ্ঠিতম অধ্যায়ঃ ।

[ভীষ্মের পরাক্রম, তাঁহাকে বধ করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উত্তোগ, অর্জুনের প্রতিজ্ঞা, তৎকর্তৃক কৌরবসৈন্তদের পরাজয় এবং তৃতীয় দিবসের যুদ্ধ সমাপ্তি ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে যখন ভীষ্ম আমার সবিশেষ হৃষীত পুত্রের ক্রোধমোচনের প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন তিনি যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবগণের প্রতি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন ? পাকাল বোঝাগণই বা পিতামহ ভীষ্মের উপর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন ? তুমি এই সমস্ত আমাকে বল ॥ ১-২

সঞ্জয় কহিলেন,—ভারত ! সেই দিনের যখন পূর্বাহ্নকালের অবিকতাগই অতিক্রান্ত হইয়াছে, পূর্বাদেশ পশ্চিমদিকে বাইরা

পাণ্ডবা হি ভতো রাজন্ প্রজ্ঞা তং নিনদং মহৎ ।

দধুঃ শম্ভাংশ্চ ভেরীশ্চ মুরজাংশ্চাপ্যানাদয়ন্ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াক্ষিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়ে যুদ্ধদিবসে

ভীষ্ম-দুর্যোধনসংবাদে অষ্টপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

আনন্দিত হইয়া উঠিলে; যেরূপে শম্ভ-বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং ডকা বাজাইতে লাগিলেন ॥ ৪৫

রাজন্ ! তাঁহাদের সেই মহতী শম্ভধ্বনি শ্রবণ করিয়া

পাণ্ডবগণ শম্ভবাত, নাগড়া ও ঢোল বাজ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৬

জয়ঃ প্রাপ্তেযু হৃষ্টেযু পাণ্ডবেষু মহাত্মনু ।

সর্বধর্মবিশেষজ্ঞঃ পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ৪

অভ্যায়াজ্জবনৈরশৈঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ।

মহত্যা সেনয়া গুপ্তস্তব পুত্রৈশ্চ সর্বশঃ ॥ ৫

প্রাবর্তত ততো যুদ্ধঃ তুমুলঃ লোমহর্ষণম্ ।

অস্ম্যাকং পাণ্ডবৈঃ সাধ্মনয়াং তব ভারত ॥ ৬

ধনুবাং কুজতাং তত্র তলানাং চাভিহন্তাতাম্ ।

মহান্ সমভবচ্ছকো গিরীণামিব দীর্ঘাতাম্ ॥ ৭

উপস্থিত হইলেন এবং বিজয়প্রাপ্ত মহাত্মা পাণ্ডবগণ অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, সেই সময় সর্বধর্মে বিশেষজ্ঞ আপমার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম বেগশালী অশ্বগণের দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সহিত বিশাল সৈন্যবাহিনীও চলিল এবং আপনার পুত্রগণ চরিত্রিক হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৩-৫

ভারত ! তদনন্তর আপনার অন্যান্যের জন্য আমাদের পাণ্ডবগণের সহিত যোমাককারী ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥ ৬

সেই সময় সেখানে ধনুসমূহের টকারধ্বনিতে এবং বহু হস্ততলের আঘাতে পর্কতসকলের বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৭

তিষ্ঠ স্থিতোহস্মি বিদ্বানং নিবর্তন্ত স্থিরো ভব ।
 স্থিরোহস্মি প্রহরন্তেতি শব্দোহশ্রয়ত সর্বশঃ ॥ ৮
 কাঞ্চনেষু তনুজেষু কিরীটেষু ধ্বজেষু চ ।
 শিলানামিব শৈলেষু পতিতানামভূদ্ ধ্বনিঃ ॥ ৯
 পতিতান্যন্তমাক্রানি বাহবশ্চ বিভূষিতাঃ ।
 ব্যচেষ্টন্ত মহীং প্রাপ্য শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ১০
 হ্যতোস্তমাক্রাঃ কেচিং তু তথৈবোচ্চতকামূকাঃ ।
 অগৃহীতায়ুধাশ্চাপি তন্তুঃ পুরুষসন্তমাঃ ॥ ১১
 প্রাবর্তত মহাবেগা নদী রুধিরবাহিনী ।
 মাতঙ্গাক্রশিলা রৌদ্রা মাংস-শোণিতকর্দমা ॥ ১২
 বরাশ্ব-নর নাগানাং শরীরপ্রভবা তদা ।
 পরলোকার্ণবমুখী গৃধ্র-গোমায়ুমদিনী ॥ ১৩
 ন দৃষ্টং ন শ্রুতং বাপি যুদ্ধমেতাদৃশং নৃপ ।

তখন “দাঁড়াও, দাঁড়াইয়া আছি, ইহাকে বিদ্ধ কর, ফিরিয়া চল, স্থিরভাবে অবস্থান কর, হাঁ, হাঁ স্থিরভাবে আছি” এইরূপ শব্দ চারিদিকে শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৮

যখন স্বর্ণের কবচসমূহ, কিরীটসকল এবং ধ্বজগুলির উপর সমস্ত বোজাদিগের অস্ত্রসমূহ পড়িতে লাগিল, তখন পর্কত-সকলের উপর পর্কতসমূহের বিদীর্ণ হইয়া পতনের শব্দ ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৯

সৈন্তগণের শত শত সহস্র সহস্র মণ্ডক ও স্বর্ণভূষিত বাহুসমূহ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল এবং ধড়গড় করিতে থাকিল ॥ ১০

বহু পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণের মণ্ডক ছিন্ন হইয়া যাইলেও তাঁহাদের মণ্ডকহীন দেহ পূর্ব্ববৎ ধনুর্ঝাণ ও অস্ত্র সকল অস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল ॥ ১১

তখন রণাঙ্গনে মহাবেগে রক্তের নদী বহিয়া চলিল। হস্তিগণের শরীর তাহার মধ্যে শিলাখণ্ডসমূহের দ্বারা মনে হইতে লাগিল। সেখানে রক্ত ও মাংসের কর্দম উৎপন্ন হইল। বড় বড় বস্তী, অশ্ব ও মহাশয়গণের শরীরসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া এই রক্তনদী পরলোকরূপ সমুদ্র অভিযুগে প্রবাহিত হইয়া চলিল। রক্ত-মাংসের এই নদী শকুনি ও শৃগালদের আনন্দদায়িনী হইল ॥ ১২-১৩

ভারত ! নরেশ্বর ! পাণ্ডবগণ এবং আপনাদের পুত্রগণের

যথা তব স্মৃতানঞ্চ পাণ্ডবানঞ্চ ভারত ॥ ১৪
 নাসীদ রথপথস্তত্র যোধৈযুধি নিপাতিতৈঃ ।
 গজৈশ্চ পতিতৈর্নালৈগিরিশৃঙ্গৈরিবাবৃতঃ ॥ ১৫
 বিকীর্ণৈঃ কবচৈশ্চিহ্নৈঃ শিরস্ত্রাণৈশ্চ মারিষ ।
 শুশুভে তদ্ রণস্থানং শরদীব নভস্তলম্ ॥ ১৬
 বিনির্ভিন্নাঃ শরৈঃ কেচিদস্ত্রাপীড়শ্রকষিণঃ ।
 অভীতাঃ সমরে শত্রুনভ্যধাবন্তু দর্পিতাঃ ॥ ১৭
 ভাত ভাতঃ সখে বন্ধো বয়স্ত মম মাতুল ।
 মা মাং পরিত্যজেত্যস্তে চূড়ুশুঃ পতিতা রণে ॥ ১৮
 অথাভ্যোহি ত্বমাগচ্ছ কিং ভীতোহসি ক যাস্তসি ।
 স্থিতোহহং সমরে মা ভৈরতি চাত্তে বিচূড়ুশুঃ ॥ ১৯
 তত্র ভীষ্মঃ শাস্তনবো নিত্যং মণ্ডলকামূকঃ ।
 মুমোচ বাণান্ দীপ্তাগ্রানহীনানীবিধানিব ॥ ২০

মধ্যে সেই দিন যেরূপ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়াছিল, সেইরূপ সংগ্রাম পূর্বে কখনও দেখা যাই নাই এবং শুনাও যাই নাই ॥ ১৪

সেই যুদ্ধস্থলে পতিতযোদ্ধাগণ ও পর্কতের শ্রামবর্ণ শিখর-সমূহের দ্বারা হস্তিসকলে আবদ্ধ হইয়া যাওয়ায় রথগুলির যাতায়াতের পথ থাকিল না ॥ ১৫

মাননীয় মহারাজ ! এদিকে ওদিকে বিকিণ্ড বিচিহ্ন কবচ ও শিরস্ত্রাণ (লোহার টুপি)-সমূহে এই রণভূমি শব্দ শব্দে তারকাবলিশোভিত আকাশতুল্য শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৬

কোন কোন বীরগণ বাণে বিদীর্ণ হইয়া অস্ত্রের পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে থাকিলেও সমরাজ্ঞে নির্ভয় ও সদর্পে শত্রুদিগের প্রতি দৌড়াইতে লাগিলেন ॥ ১৭

কতক যোদ্ধা রণস্থলে পতিত হইয়া আর্তনাদ করিতে করিতে এইরূপ বলিয়া স্বজনগণকে ডাকিলেন—‘ভাত ! ভাতঃ ! সখে ! বন্ধো ! আমার মিত্র ! আমার মাতুল !’ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না ॥ ১৮

অপর সৈন্তগণ এইরূপে চীৎকার করিতে লাগিল—এস, আমার নিকট এস, কেন ভীত হইতেছ ? কোথায় বাইবে ? আমি সংগ্রামে অবস্থান করিতেছি, তুমি ভয় করিও না ॥ ১৯

সেখানে শাস্ত্রজ্ঞানবান ভীষ্ম দীর্ঘ ধনুকে যোগালাকার করত বিষধর সর্পসকলের দ্বারা ভয়ঙ্কর ও প্রজ্বলিত বাণসমূহ নিরন্তর বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২০

শরৈরেকায়নীকুব্ধ দিশঃ সর্বা যতত্রতঃ ।
 জঘান পাণ্ডবরথানাশিত্ত ভরতব্রত ॥ ২১
 স নৃত্যান্ বৈ রথোপস্থে দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্ ।
 অলাভচক্রবদ্ রাজস্রুত তত্র স্য দৃশ্যতে ॥ ২২
 তমেকং সমরে শূরং পাণ্ডবাঃ স্রজ্জয়েঃ সহ ।
 অনেকশতসাহস্রং সমপশ্যন্ত লাঘবাং ॥ ২৩
 মায়াকৃতান্মানমিব ভীষ্মং তত্র স্য মেনিরে ।
 পূর্বস্তাং দিশি তং দৃষ্ট্বা প্রতীচ্যাং দদৃশুর্জনাঃ ॥ ২৪
 উদীচ্যাং চৈবমালোকা দক্ষিণস্তাং পুনঃ প্রভো ।
 এবং স সমরে শূরো গাজেয়ঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ২৫
 ন চৈবং পাণ্ডবেয়ানাং কশিচ্ছক্ৰোতি বীক্ৰিতুম্ ।
 বিশিখান্তেব পশ্যন্তি ভীষ্মচাপচ্যুতান্ বহুন্ ॥ ২৬
 কুর্বাণং সমরে কর্ম সূদয়ানক বাহিনীম্ ।
 ব্যাক্রোশন্ত রণে তত্র নরা বহুবিধা বহু ॥ ২৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! উত্তম ব্রতপালনকারী ভীষ্ম সকল দিকে বাণ-
 বলিতে পরিপূর্ণ করিতে করিতে পাণ্ডবগণকে রথী বীরগণকে নিজের
 নাম স্তনাইতে স্তনাইতে তাহাদিগকে বধ করিতে থাকিলেন ॥ ২১

রাজন্! সেই সময় ভীষ্ম স্বীয় হস্তনৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে
 রথে বসিয়া যেন নৃত্য করিতেছিলেন। চারিদিকে ঘূর্ণিত
 অলাভচক্রের স্তায় তিনি যেখানে সেখানে সর্কজ দৃষ্ট হইতে
 থাকিলেন ॥ ২২

যদিও ভীষ্ম যুদ্ধে একাকী ছিলেন, তথাপি স্রজ্জয়গণের সহিত
 পাণ্ডবগণ তাঁহার নৈপুণ্যবশতঃ সেই সময় কয়েক লক্ষরূপে
 তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ২৩

লোকসমূহের সেই সময় মনে হইতে লাগিল যে, ভীষ্ম রণাঙ্গনে
 মায়াধারা নিজেকে বহুরূপে প্রকাশিত করিতেছিলেন। বাহারা
 তাঁহাকে পূর্বদিকে দেখিতেছিলেন; তাঁহারা আবার তৎক্ষণাৎ
 চক্ষুঃ ফিরাইয়া তাঁহাকে পশ্চিম দিকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৪

প্রভো! বহু লোক আবার তাঁহাকে উত্তর দিকে দেখিয়া
 পরক্ষণেই দক্ষিণ দিকে দর্শন করিতে লাগিল। এইভাবে সেই
 রণাঙ্গনে বীরবর ভীষ্ম সর্কদিকে দৃষ্ট হইতেছিলেন ॥ ২৫

তখন পাণ্ডবগণের কোন যোদ্ধাই তাঁহাকে দেখিতে পাইতে
 ছিলেন না। কেবল সকল যোদ্ধা তাঁহার ধ্বজ হইতে নিক্ষিপ্ত
 বহু বাণশ্রেণীই দেখিতে পাইলেন ॥ ২৬

সেই রণভূমিতে অদ্ভুত কর্ম করিতে করিতে আপনায়
 পিতৃতুল্য ভীষ্ম অমায়ব্রপে বিচরণ করত পাণ্ডবসৈন্যগণকে

অমায়ব্রপে রূপে চরন্তং পিতরং ভব ।

শলভা ইব রাজানঃ পতন্তি বিধিচোদিভাঃ ॥ ২৮

ভীষ্মাগ্নিমভিসংক্রুদ্ধং বিনাশায় সহস্রশঃ ।

ন হি মোঘঃ শরঃ কশিদাসীদ্ ভীষ্মস্ত সংযুগে ॥ ২৯

নর-নাগাশ্বকায়েষু বহুহ্মল্লোঘুযোধিনঃ ।

(প্রচ্ছাদয়ন্ শরান্ ভীষ্মো নিশিতান্ ককপত্রিণঃ ।)

ভিনতো্যেকেন বাণেন স্রুমুখেন পতত্রিণা ॥ ৩০

গজকণ্টকসম্লদ্ধং বজ্রেণেব শিলোচ্চয়ম্ ।

যৌ ত্রীনপি গজারোহান্ পিণ্ডিতান্ বর্মিতানপি ॥ ৩১

নারাচেন স্রুমুক্তেন নিজঘান প্লিতা ভব ।

যো যো ভীষ্মং নরব্যাত্রমভ্যোতি যুধি কশ্চন ॥ ৩২

মূহূর্তদৃষ্টেঃ স ময়া গতিতো ভুবি দৃশ্যতে ।

এবং সা ধর্মরাজস্ত বধ্যমানা মহাচমুঃ ॥ ৩৩

সংহার করিতে লাগিলেন। সেখানে তখন বহুপ্রকার মাহুয
 তাঁহার সম্মুখে নানা কথা আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

সেখানে বিধাতাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া পতঙ্গ শ্রেণীতুল্য সহস্র
 সহস্র রাজা ক্রোধবেগে ভীষ্মরূপ প্রচণ্ড অগ্নিতে স্বীয় বিনাশের
 জন্য স্বয়ং পতিত হইতে লাগিলেন ॥

যুদ্ধে মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বগণের শরীর সকলের উপর নিক্ষিপ্ত
 ভীষ্মের কোন বাণই ব্যর্থ হইল না। তখন তাঁহার নিকট বহু
 বাণ ছিল এবং তিনিও ঐ সকলকে অতিশয় নিপুণতার সহিত
 প্রয়োগ করিতেছিলেন ॥

ভীষ্ম ককপক্ষীর পক্ষভূষিত বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণবাণ যুদ্ধে নিক্ষেপ
 করিয়াছিলেন। তিনি একটি মাত্র পক্ষভূষিত সরল বাণে
 লোহান্তরগযুক্ত হস্তীকেও সেইরূপভাবে বিদীর্ণ করিতেছিলেন,
 যেমন ইন্দ্র পুরুতশ্রেষ্ঠকে বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন ॥

আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত একটি নারাকে
 একস্থানে স্থিত কবচযুক্ত হই তিনটি হস্ত্যারোহীকেও ছেদন
 করিয়া ফেলিলেন ॥

বে কোনও যোদ্ধা নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের সম্মুখে আসিয়া পড়িলে,
 তাঁহাকে আমি মূহূর্তকাল দেখিতে পাইলেও পরক্ষণেই দেখি—
 তিনি ভূতলে লুপ্ত হইয়াছেন ॥

এইরূপ অতুলনীয় পরাক্রমশালী ভীষ্মকর্তৃক নিহত হইতে
 হইতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী সহস্রভাগে
 বিদীর্ণ হইয়া বাইল ॥

ভীষ্মেণাতুলবীৰ্য্যেণ ব্যাশীৰ্য্যাত সহস্রধা ।
 প্রাকম্পত মহাসেনা শরবর্ষণে তাপিতা ॥ ৩৪
 পশ্যতো বাসুদেবস্য পার্থস্থাপ শিখণ্ডিনঃ ।
 বর্তমানোহপি তে বীরা দ্রবমানান্ মহারণান্ ॥ ৩৫
 নাশকুবন্ বারয়িতুং ভীষ্মবাণপ্রপীড়িতান্ ।
 মহেন্দ্রসমবীৰ্য্যেণ বধ্যমানা মহাচমুঃ ॥ ৩৬
 অভজ্যত মহারাজ ন চ দৌ সহ ধাবতঃ ।
 আবিক্রনর-নাগাশ্বং পতিতধ্বজ-কুবরম্ ॥ ৩৭
 অনীকং পাণ্ডুপুত্রাণাং হাহাত্তমচেতনম্ ।
 জঘানাত্র পিতা পুত্রং পুত্রশ্চ পিতরং তথা ॥ ৩৮
 প্রিয়ং সখ্যং চাক্রন্দে সখা দৈববলাং কৃতঃ ।
 বিমুচ্য কবচাশ্চৈব পাণ্ডুপুত্রশ্চ সৈনিকঃ ॥ ৩৯
 বিমুক্তকেশা ধাবন্তঃ প্রত্যদৃশ্যন্তু ভারত ।
 তদ্ গোকুলমিবোদ্ভাস্তুমুদ্রাস্তরথযুধপম্ ॥ ৪০

তাহার বাণবর্ষণে সহস্র হইয়া পাণ্ডবগণের সেই বিশাল সেনাবাহিনী শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও শিখণ্ডীর সম্মুখেই কাপিতে লাগিল ॥

এই সব বীরগণ সেখানে উপস্থিত থাকিতেও ভীষ্মের বাণে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পলায়নরত স্বীয় মহারণাদিগকেও নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥

মহারাজ ! মহেন্দ্রতুলা পরাক্রমশালী ভীষ্মের নিকট আঘাত পাইয়া সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী একপভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল যে, তাহাদের মধ্যে কোথাও একত্রে দুইজন ঘাইতে সমর্থ হইল না ॥

মহম্ম, হস্তী ও অশ্বগণ সকলেই তখন বাণে ছিন্ন হইয়া ঘাইতেছিল । রথের ধ্বজ ও কুবর খণ্ড খণ্ড হইয়া ঘাইতে লাগিল । এইভাবে পাণ্ডবগণের সকল সৈন্য অচেতন হইয়া হাহাকার করিতে থাকিল ॥

এই যুদ্ধে দৈবের বশীভূত হইয়া পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে এবং মিত্র প্রিয় মিত্রকে সংহার করিতে লাগিল ॥

ভারত ! পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের বহু সৈন্যকেই কবচ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তকেশে এদিকে ওদিকে পলায়ন করিতে দেখা হইল ॥

সেই সময় পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে ব্যাকুল হইয়া উদ্ভাস্ত গো-সকলের ন্যায় আর্তস্বরে হাহাকার করিতে দেখা গেল । বহু রথযুধপতিগণও কিংকর্তব্য বিমুগ্ধ হইয়া ধাবিত

দদৃশে পাণ্ডুপুত্রশ্চ সৈন্তমার্তস্বরং তদা ।
 প্রভজ্যমানং সৈন্তং তু দৃষ্ট্বা যাদবনন্দনঃ ॥ ৪১
 উবাচ পার্থং বীভৎসুঃ নিগৃহ্য রথযুগ্মম্ ।
 অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ পার্থ যন্তেহভিকাজিক্রিতঃ ॥ ৪২
 প্রহরস্ব নরব্যাজ্র ন চেম্মোহাদ্ বিযুগ্মসে ।
 যৎ ত্বয়া কথিতং বীর পুরা রাজ্ঞাং সমাগমে ॥ ৪৩
 ভীষ্ম-দ্রোণমুখান্ সর্বান ধার্তরাষ্ট্রস্য সৈনিকান্ ।
 সানুবন্ধান্ হনিষ্যামি যে মাং যোৎস্যন্তি সংযুগে ॥ ৪৪
 ইতি তৎ কুরু কোন্তেয় সত্যং বাক্যমরিন্দম ।
 বীভৎসো পশু সৈন্তং স্বং ভজ্যমানং ততস্ততঃ ॥ ৪৫
 দ্রবতশ্চ মহীপালান্ পশ্য যৌধিষ্ঠিরে বলে ।
 দৃষ্ট্বা হি ভীষ্মং সমরে ব্যাত্তাননমিবাস্তকম্ ॥ ৪৬
 ভয়ার্তাঃ প্রপলায়ন্তে সিংহাং ক্ষুদ্রমৃগা ইব ।
 এমমুক্তঃ প্রত্নাবাচ বাসুদেবঃ ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪৭

হইতে লাগিলেন । নিজ সৈন্যদের মধ্যে একপ ভাঙ্গন দেখিয়া যদুকুলের আনন্দবর্দ্ধন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় উত্তম রথকে সজ্জিত করিয়া কুন্তীপুত্র অর্জুনকে বলিলেন ॥

নরোত্তম ! যাহার জন্য তুমি দীর্ঘকাল পরিশ্রম অভিলষ্য করিয়া আসিতেছ, বর্তমানে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে । যদি তুমি মোহে কিংকর্তব্যবিমুগ্ধ হইয়া না পড়, তবে পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ কর ॥

বীর ! পূর্বে নৃপমণ্ডলীর মধ্যে তুমি এই কথা বলিয়াছিলে যে, যাহারা আমার সহিত সংগ্রাম, ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিবেন, দুর্ধ্যোধনের সেই ভীষ্ম, দ্রোণাদি সমস্ত সৈন্তদিগকে আমি অস্ত্রগামীসহ বিনাশ করিব ॥ ৩৭-৪৪

শত্রুদমন কুন্তীপুত্র ! তুমি তোমার সেই কথাকে আজ সত্য করিয়া দেখাও । অর্জুন ! দেখ তোমার সকল সৈন্তগণ রণে ভঙ্গ দিয়া এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিতেছে ॥ ৪৫

সমরাজ্যে এখন মুগ্ধবিস্তৃত সাক্ষাৎ কালের জ্ঞান ভীষ্মকে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের সৈন্তগণের মধ্যে পলায়নপর এই সব রাজাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত কর । ইহার সিংহ হইতে ভীত ক্ষুদ্র মৃগদিগের সদৃশ ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছেন ॥

বাসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুন তাহাকে এইরূপ উত্তরপ্রদান করিলেন,—ভগবন্ ! এই অশ্বগণকে সেখানে

নোদয়ান্থান্ যতো ভীষ্মো বিগাহৈতদ্ বলার্ণবম্ ।

পাতয়িত্বামি দুৰ্ধৰং বৃদ্ধং কুরুপিতামহম্ ॥ ৪৮

সঞ্জয় উবাচ ।

ততোহস্থান্ রজতপ্রথ্যান্ নোদয়ামাস মাধবঃ ।

যতো ভীষ্মরথো রাজন্ হৃশ্বেক্ষ্যো রশ্মিবানিব ॥ ৪৯

ততস্তৎ পুনরাবৃত্তং যুধিষ্ঠিরবলং মহৎ ।

দৃষ্ট্বা পার্থঃ মহাবাহুঃ ভীষ্মায়েগ্নতমাহবে ॥ ৫০

ততো ভীষ্মঃ কুরুশ্রেষ্ঠ সিংহবদ্ বিনদন্ মুহুঃ ।

ধনঞ্জয়রথং শীজং শরবধৈরবাকিরং ॥ ৫১

ক্লেণেন স রথস্তস্ত সহায়ঃ সহসারথিঃ ।

শরবর্ষণে মহতা সঙ্কল্পো ন প্রকাশতে ॥ ৫২

বাসুদেবস্তসম্ভ্রান্তো ধৈয়ামাস্তায় সত্ত্ববান্ ।

চোদয়ামাস তানস্থান্ বিচিত্রান্ ভীষ্মসায়কৈঃ ॥ ৫৩

ততঃ পার্থো ধনুর্গৃহ্য দিব্যং জলদনিঃস্বনম্ ।

পাতয়ামাস ভীষ্মস্ত ধনুর্শিছ্রা ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৫৪

লইয়া চলুন, যেখানে ভীষ্ম আছেন। এই সৈন্তরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করুন। আজ আমি কুরুকুলের বৃদ্ধ পিতামহ দুৰ্দ্ধব বীর ভীষ্মকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিব ॥ ৪৮-৪৮

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রজতসদৃশ শুভ্র অশ্বগণকে সেই দিকে চালনা করিলেন, যে দিকে ভীষ্মের রথ বর্তমান ছিল। ভীষ্মের এই রথ কিরণমালী সূর্যের স্তায় দুর্দর্শনীয় ছিল ॥ ৪৯

সেই সময় মহাবাহু অর্জুনকে সমরাস্রগে ভীষ্মের সমুখীন হইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের বিশাল সৈন্তবাহিনী পুনরায় ফিরিয়া আসিল ॥ ৫০

কুরুশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর ভীষ্ম সিংহসদৃশ মুহূর্ষঃ গর্জন করিতে করিতে অর্জুনের রথের উপর শীঘ্রতার সহিত বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৫১

সেই প্রভূত বাণবর্ষণের ফলে কলকালের মধ্যেই অশ্ব ও সারথি-সহ অর্জুনের রথ আচ্ছাদিত হইয়া লকলের দৃষ্টির অগোচর হইয়া যাইল ॥ ৫২

পরন্তু শক্তিশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অশ্ব ও বিদ্রোহী না হইয়া ধৈর্য-সহকারে ভীষ্মের বাণ যাহাদের সকল অঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; সেই অবশূলিকে চালনা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩

তখন অর্জুন মেঘতুল্য গভীর শব্দকারী দিব্য ধনু হস্তে গ্রহণ করিয়া তিনটি বাণ নিক্ষেপ করত তাহাদের দ্বারা ভীষ্মের ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৪

স ছিন্নধরা কৌরব্যঃ পুনরশ্বমহদ্ ধনুঃ ।

নিমিষান্তরমাত্রেণ সজ্যং চক্রে পিতা ভব ॥ ৫৫

বিচক্ৰষ ততো দোর্ভ্যাঃ ধনুর্জলদনিঃস্বনম্ ।

অথাস্ত তদপি ক্রুদ্ধশিচ্ছেদ ধনুর্জুনঃ ॥ ৫৬

তস্ত তৎ পূজয়ামাস লাঘবং শান্তনোঃ সূতঃ ।

সাদু পার্থো মহাবাহো সাদু ভোঃ পাণ্ডুনন্দন ॥ ৫৭

ত্বযোবৈতদ্ যুক্তরূপং মহৎ কর্ম ধনঞ্জয় ।

প্রীতোহস্মি স্তভ্ৰশং পুত্র কুরু যুদ্ধং ময়া সহ ॥ ৫৮

ইতি পার্থঃ প্রশস্তাথ প্রগৃহ্যাত্মমহদ্ ধনুঃ ।

মুমোচ সমরে বীরঃ শরান্ পার্থরথং প্রতি ॥ ৫৯

অদর্শয়দ্ বাসুদেবো হয়যানে পরং বলম্ ।

মোঘান্ কুর্বন্ শরাস্তস্ত মণ্ডলাত্ৰাচরল্পম্ ॥ ৬০

তথা ভীষ্মস্ত স্তুত্বং বাসুদেব-ধনঞ্জয়ো ।

বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈঃ সর্বগাত্রেষু ভারত ॥ ৬১

ধনু ছিন্ন হইলে আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম নিমেষের মধ্যেই পুনরায় অপর একটি ধনুতে গুণযোজনা করিলেন ॥ ৫৫

তাহার পর মেঘ-সদৃশ গভীর শব্দকারী সেই ধনুকে দুই হাতে আকর্ষণ করিলেন। এই সময়ের মধ্যেই ক্রুদ্ধ অর্জুন তাহার সেই ধনুও কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৬

অর্জুনের এই নৈপুণ্য দেখিয়া শান্তনুস্বন ভীষ্ম তাহার প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন,—মহাবাহু কুন্তীকুমার! তোমার দত্তবাদ। পুত্র! তোমার এই হস্তনৈপুণ্যে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। ধনঞ্জয়! এইরূপ মহৎ কর্ম করা তোমারই যোগ্য। তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর ॥ ৫৭-৫৮

এইভাবে কুন্তীনন্দন অর্জুনের প্রশংসা করিয়া পুনরায় অপর বিশাল ধনু হস্তে গ্রহণ পূর্বক বীরবর ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে তাহার উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অশ্বচালনা-বিষয়ে তখন পরম বল দেখাইলেন। তিনি ভীষ্মের বাণসমূহ ব্যর্থ করিতে করিতে অতিশয় নিপুণতার সহিত রথকে মণ্ডলাকারে চালাইতে লাগিলেন ॥ ৬০

ভারত! তথাপি ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সমগ্র দেহে বীর তীক্ষ্ণবাণসমূহ বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ৬১

শুভভাতে নরব্যাজ্ঞৌ ভৌ ভীষ্মশরবিক্ষৌ ।
 গোবৃষাবিব সংরকৌ বিষাণৈর্লিখিতাক্ষিতৌ ॥ ৬২
 পুনশ্চাপি স্তুসংরকঃ শরৈঃ শতসহস্রশঃ ।
 কৃষ্ণয়োযুধি সংরকৌ ভীষ্মোহধাবারয়দ্ দিশঃ ॥ ৬৩
 বাঞ্ছৈ যুধে শরৈস্তীকৈঃ কম্পয়ামাস রোষিতঃ ।
 মুহুরত্যর্দয়ন্ ভীষ্মঃ প্রহস্য স্বনবৎ তদা ॥ ৬৪
 ততস্ত কৃষ্ণঃ সমরে দৃষ্টা ভীষ্মপরাক্রমম্ ।
 সম্প্রেক্ষ্য চ মহাবাহুঃ পার্থস্ত মূঢ়যুদ্ধতাম্ ॥ ৬৫
 ভীষ্মক শরবর্ষণি স্তজস্তমনিশং যুধি ।
 প্রতপস্তমিবিদিত্যং মধ্যমাঙ্গা সেনয়োঃ ॥ ৬৬
 বরান্ বরান্ বিনিম্নস্তং পাণ্ডুপুত্রস্ত সৈনিকান্ ।
 যুগান্তমিব কুর্বাণং ভীষ্মং যৌধিষ্ঠিরে বলে ॥ ৬৭
 অমৃশ্যমাণো ভগবান্ কেশবঃ পরবীরহা ।
 অচিন্তয়দমেয়াস্মা নাস্তি যৌধিষ্ঠিরং বলম্ ॥ ৬৮
 একাঙ্ক হি রণে ভীষ্মো নাশয়েদ্ দেব-দানবান্ ।

ভীষ্মের বাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া সেই নরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন শৃঙ্গের আঘাতে ক্ষত চিহ্নযুক্ত দুইটি বৃষের জায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬২

তারপর অত্যন্ত রোষাবিষ্ট ভীষ্ম পুনরায় লক্ষ লক্ষ বাণ বর্ষণ করত যুদ্ধ-ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে চারিদিক্ দিয়া আবৃত ও অবরুদ্ধ করিলেন ॥ ৬৩

কেবল ইহাই নহে, কুপিত ভীষ্ম উচ্চহাস্য করিয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বারংবার পীড়িত করিতে করিতে বৃক্ষকুলভিত্তিক শ্রীকৃষ্ণকে কাপাইয়া তুলিলেন ॥ ৬৪

তদনন্তর মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ সেই সমরালয়ে ভীষ্মের পরাক্রম দেখিয়া পার্থালোচনা করিতে লাগিলেন যে, অর্জুন কোমলতাপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছে এবং ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে নিরস্তর বাণসমূহ বর্ষণ করিয়াই চলিতেছেন। তিনি উভয়পক্ষের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে থাকিয়া তাপদানকারী সূর্য্যের ন্যায় স্তোভিত হইয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে প্রলয়কালের দৃশ্য উপস্থিত করিতেছেন ॥ ৬৫-৬৭

এই সমস্ত দেখিয়া ও বিচার করিয়া শত্রুবীরসংহারকারী অশ্রমেয়রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আর সঙ্ক করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে পরামর্শ করিলেন যে, যুধিষ্ঠিরের সেনাবাহিনীর ক্ষতিই লোপ হইতে বসিয়াছে। ভীষ্ম রণালয়ে একাকী একদিনের মধ্যেই সমস্ত দেবতা ও দানবগণকেও বিনাশ করিতে

কিং হু পাণ্ডুসুতান্ যুদ্ধে সবলান্ সপদানুগান্ ॥ ৬৯
 জ্বতে চ মহাসৈন্ত্যং পাণ্ডবস্ত মহাত্মনঃ ।
 এতে চ কৌরবাস্তুর্বাং প্রভয়ান্ বীক্ষ্য সোমকান্ ॥ ৭০
 প্রাজবন্তি রণে দৃষ্টা হর্ষয়ন্তঃ পিতামহম্ ।
 সোহহং ভীষ্মং নিহন্ত্যাত্ম পাণ্ডবার্থায় দংশিতঃ ॥ ৭১
 ভারমেতং বিনেহ্যামি পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ।
 অর্জুনো হি শরৈস্তীকৈর্বর্ধ্যমানোহপি সংযুগে ॥ ৭২
 কর্তব্যং নাভিজানাতি রণে ভীষ্মস্ত গৌরবাং ।
 তথা চিন্তয়তস্তস্ত ভূয় এব পিতামহঃ ।
 প্রেযয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ শরান্ পার্থরথং প্রতি ॥ ৭৩
 তেষাং বহুত্যাং তু ভূষণ শরাণাং
 দিশশ্চ সর্বাঃ পিহিতা বভূবুঃ ।
 ন চান্তরিক্ষং ন দিশো ন ভূমি-
 ন ভাস্করোহদৃশ্যত রশ্মিমালী ।
 ববুশ্চ বাতাস্তুমুলাঃ সধূমা
 দিশশ্চ সর্বাঃ ক্ষুধিতা বভূবুঃ ॥ ৭৪

পারেন। সম্মুখে সৈন্য ও সেবকবৃন্দের সহিত পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করা ইহার পক্ষে আর কি অধিক কাধ্য হইতে পারে? ৬৮-৬৯

মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের এই বিশাল সৈন্যবাহিনী রণে ডল দিয়া পলায়ন করিতেছে এবং কৌরবেরা যুদ্ধস্থলে সোমকগণকে দ্রুততার সহিত পলায়ন করিতে দেখিয়া পিতামহের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে তাহাদের পশ্চাৎদান করিতেছে; অতএব আজ পাণ্ডবগণের জন্ত কবচ ধারণ করত আমি স্বয়ংই যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মকে নিহত করিব ॥ ৭০-৭১

মহাত্মা পাণ্ডবগণের এই গুরুতর ভারকে আমি দূর করিব। অর্জুন এই যুদ্ধে ভীষ্মবাণসমূহে আহত হইয়াও ভীষ্মের উপর গুরুত্ব বুদ্ধির জন্ত স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে বৃত্তিতে পারিতেছে না ॥ ৭২
 ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এরূপ চিন্তা করিবার সময় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম অর্জুনের রথের উপর পুনরায় বহু বাণবর্ষণ করিলেন ॥ ৭৩

এই বাণসমূহের সংখ্যা অত্যধিক হওয়া উহাদের দ্বারা সম্পূর্ণ দিক্ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। তখন না আকাশকে দেখা যাইল, না দিক্‌সমূহ; এরূপ পৃথিবীকেও তখন দেখা যাইতেছিল না; এমন কি প্রথর কিরণশালী ভগবান্ সূর্য্যদেবকেও সেই সময়

জ্যোণো বিকর্ণোহথ জয়জ্ঞথশ্চ

ভূরিপ্রবাঃ কৃতবর্মা কৃপশ্চ ।

ঋতায়ুরযষ্ঠপতিশ্চ রাজা

বিন্দামুবিন্দো চ সুদক্ষিণশ্চ ॥ ৭৫

প্রাচ্যাস্চ সৌবীরগণাস্চ সর্বে

বসাতয়ঃ ক্ষুদ্রক-মালবাস্চ ।

কিরীটিনঃ ভরমাণাহভিসম্ভ-

নিদেশগাঃ শাস্ত্রনবশ্চ রাজ্যঃ ॥ ৭৬

তং বাজ্রি-পাদাত-রথৌঘজালৈ-

রনেকসাহস্রশতৈর্দদর্শ ।

কিরীটিনঃ সম্পরিবার্যমাণঃ

শিনের্নপ্তা বারণযুথপৈশ্চ ॥ ৭৭

ততস্ত্ব দৃষ্টার্জুন-বাসুদেবৌ

পদাভিনাগাশ্বরথৈঃ সমস্তাং ।

অভিভ্রতো শস্ত্রভূতাং বরিষ্ঠৌ

শিনিপ্রবীরৌহভিসসার তূর্ণম্ ॥ ৭৮

স তান্মনৌকানি মাহধনুমান্-

শিনিপ্রবীরঃ সহস্রাভিপত্য ।

দেখা বাইতেছিল না। তখন ধুমধূক ডয়কর বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল এবং দিক্‌সমূহ ক্ষুদ্র হইয়া উঠিল ॥ ৭৪

সেই সময় জ্যোণ, বিকর্ণ, জয়জ্ঞথ, ভূরিপ্রবা, কৃতবর্মা, কৃপাচার্য্য, ঋতায়ু, রাজা অযষ্ঠপতি, বিন্দ, অমুবিন্দ, সুদক্ষিণ, পূর্বেদেশীয় নরপতিগণ, সৌবীরদেশীয় ক্ষত্রিয়বর্গ, বসান্তি, ক্ষুদ্রক ও মালবগণ—ইহারা সকলে শাস্ত্রহনন্দন ভীষ্মের আজ্ঞানুসারে চলিতে চলিতে অতি সত্বরই কিরীটধারী অর্জুনের সম্মুখীন হইবার জন্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৫-৭৬

সাত্যকি দূর হইতে দেখিলেন যে, কিরীটধারী অর্জুন অশ্ব, পদাতিক ও রথী সৈন্যসমূহ সহ করেক লক্ষ্য সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গজরাজ যুধপতিগণও তাঁহার সর্কদিক্‌ ঘিরিয়া রাখিয়াছে ॥ ৭৭

তারপর শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে পদাতিক, হস্তী, অশ্ব ও রথ সৈন্যসমূহ চারিদিক্‌ দিয়া আক্রান্ত হইতে দেখিয়া শিনিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি অভিভ্রত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৮

শিনিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর মহাধনুর্ধর সাত্যকি সহসা সেই

চকার সাহায্যমথার্জুনশ্চ

বিষ্ণুর্ঘথা বৃদ্ধনিষদনশ্চ ॥ ৭৯

বিশীর্ণনাগাশ্ব-রথ-ধ্বজৌঘঃ

ভীষ্মেণ বিভ্রাসিতসর্বযোধম্ ।

যুধিষ্ঠিরানীকমভিভ্রবস্ত্বং

প্রোবাচ সংদৃশ্য শিনিপ্রবীর ॥ ৮০

ক ক্ষত্রিয়া যাস্থথ নৈষ ধর্মঃ

সতাং পুরস্তাং কথিতঃ পুরাণৈঃ ।

মা স্বাং প্রতিজ্ঞাং ত্যজত প্রবীরাঃ

স্বং বীরধর্মং পরিপালয়ধ্বম্ ॥ ৮১

তান্ বাসবানন্তরজো নিশাম্য

নরেন্দ্রমুখ্যান্ ভ্রবতঃ সমস্তাং ।

পার্থশ্চ দৃষ্ট্ৱা যুধযুক্ততাক্ষ

ভীষ্মঞ্চ সংখ্যে সমুদীর্ঘ্যমাণম্ ॥ ৮২

অমৃগমাণঃ স ততো মহাত্মা

যশস্বিনঃ সর্বদশাইভর্তা ।

উবাচ শৈনেয়মভিপ্রশংসন্

দৃষ্ট্ৱা কুরুনাপততঃ সমগ্রান্ ॥ ৮৩

সৈন্যগণের নিকট আসিয়া অর্জুনকে সেইরূপভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন, যেদ্রুপ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু বৃদ্ধাহরনাশী দেবরাজ ইন্দ্রকে সহায়তা করিয়াছিলেন ॥ ৭৯

যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবাহিনীর হস্তী, অশ্ব, রথ ও ধ্বজসমূহ পর্ষাদন্ত হইয়া পড়িল। ভীষ্ম সেই সময় সমগ্র ঘোড়াদিগকেই ভীত করিয়া তুলিলেন। এইরূপে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবাহিনীকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শিনিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি তাহাদিগকে বলিলেন ॥ ৮০

হে ক্ষত্রিয়গণ! কোথায় বাইতেছ? প্রাচীন মহাপুরুষগণ শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়দিগের একপ ধর্ম বলেন নাই। শ্রেষ্ঠ বীরবৃন্দ! বীর প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিও না। নিজেদের বীরধর্ম পালন কর ॥ ৮১

ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রেষ্ঠ নৃপগণকে চারিদিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, অর্জুন বিনয়ের সহিত যুদ্ধ করিতেছে—ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং ভীষ্ম সংগ্রামস্থলে ক্রমশঃ অধিক প্রচণ্ড হইয়া বাইতেছেন—ইহা অবলোকন করত সমস্ত বহুকুলের ভরণ-পোষণকর্তা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আর সহ করিতে পারিলেন না।

যে যাস্তি তে যাস্ত শিনিপ্রবীর

যেহপি স্থিতাঃ সাত্বত তেহপি যাস্ত

ভীষ্মং রথাং পশু নিপাত্যমানঃ

দ্রোণঞ্চ সংখ্যে সগগং ময়াত ॥ ৮৪

ন মে রথী সাত্বত কৌরবাণাঃ

ক্রুদ্ধস্ত মুচ্যেত রণেহত কশিচৎ ।

তস্মাদহং গৃহ রথাস্তমুগ্রং

প্রাণং হরিষ্যামি মহাব্রতস্ত ॥ ৮৫

নিহত্য ভীষ্মং সগগং তথাজৌ

দ্রোণঞ্চ শৈনেয় রথপ্রবীরৌ ।

প্রীতিং করিষ্যামি ধনঞ্জয়স্ত

রাজশ্চ ভীমস্ত তথাস্থিনোশ্চ ॥ ৮৬

নিহত্য সর্বান ধৃতরাষ্ট্রপুত্রাঃ-

স্তম্পক্ষিণো যে চ নরেন্দ্রমুখ্যাঃ ।

রাজ্যেন রাজানমজাতশত্রুং

সম্পাদয়িষ্যাম্যহমতু হৃষ্টঃ ॥ ৮৭

তিনি সমগ্র কৌরববাহিনীকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতে দেখিয়া যশস্বী বীর সাত্যকিকে প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন ॥ ৮২-৮৩

শিনিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্বতবংশভূষণ সাত্যকি ! যাহারা পলায়ন করিতেছে, তাহারা ষাউক । যাহারা এখনও যুদ্ধে অবস্থান করিতেছে, তাহারাও চলিয়া ষাউক (আমি ইহাদের কোন ভয়সা করি না) । তুমি দেখ, আমি এখনই সংগ্রামভূমিতে সহায়কগণের সহিত ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে রথ হইতে ভূপাতিত করিব ॥ ৮৪

সাত্বতকুলভিলক ! আজ কৌরবসেনার কোন রথী বীরই ক্রুদ্ধ আমি শ্রীকৃষ্ণের হাত হইতে জীবিত থাকিয়া মুক্তি পাইবে না । আমি স্বীয় ভয়ঙ্কর চক্র লইয়া মহাব্রতধারী ভীষ্মের প্রাণ হরণ করিব ॥ ৮৫

শিনিবংশভূষণ সাত্যকে ! সহায়কগণের সহিত ভীষ্ম ও দ্রোণ—এই দুই বীর মহারথীকে যুদ্ধে নিহত করিয়া আমি অর্জুন, রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও নকুল-সহদেবকে প্রসন্ন করিব ॥ ৮৬

ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্র এবং তাহাদের পক্ষে আগত সমস্ত শ্রেষ্ঠ নরপতিবৃন্দকে বধ করিয়া আমি প্রসন্নতার সহিত আজ অজাত-শত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যশালী করিব ॥ ৮৭

সঞ্জয় উবাচ ।

(ইতীদমুক্তা স মহামুভাবঃ

সম্মার চক্রং নিশিতং পুরাণম্ ।

সুদর্শণং চিস্তিতমাত্মমেব

তস্তাগ্রহস্তং স্বয়মাকরোহ ॥)

ততঃ সুনাতং বসুদেবপুত্রঃ

সূর্য্যপ্রভং বজ্রসমপ্রভাবম্ ।

কুরাস্তমুত্তম্য ভুজেন চক্রং

রথাদবপ্লত্য বিশৃজ্য বাহান্ ॥ ৮৮

সকম্পয়ন্ গাং চরণৈর্মহাত্মা

বেগেন কৃষ্ণঃ প্রসসার ভীষ্মম্ ।

মদাক্রমাজৌ সমুদীর্ণদপং

সিংহো জিঘাংসন্নিব বারণেন্দ্রম্ ॥ ৮৯

সোহভিজ্রবন্ ভীষ্মমনীকমধ্যে

ক্রুদ্ধো মহেন্দ্রাবরজঃ প্রমাথী ।

ব্যালম্বিপিীতাস্তপটশ্চকাশে

ঘনো যথা থে তড়িতাবনদ্ধঃ ॥ ৯০

সঞ্জয় বলিলেন,—(এই কথা বলিয়া মহামুভাব শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পুরাতন ও তীক্ষ্ণ অস্ত্র সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করিলেন । তাঁহার চিন্তা করিবামাত্রই সেই চক্র স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণের হস্তের অগ্রভাগে আসিয়া প্রস্তুত থাকিলেন) ॥

এই চক্রের নাভিদেশ অতিশয় সুন্দর ছিল । ইহার প্রকাশ সূর্য্যাসদৃশ এবং প্রভাব বজ্রতুল্য ছিল । তাঁহার সীমান্তভাগ কুরের স্ত্রায় ধারাল । বসুদেবনন্দন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গগণকে পরিত্যাগ করত হস্তে সেই চক্রকে উত্তোলিত করিয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং যেরূপ সিংহ বর্জিতগর্ভ, মদাক্র ও উন্নত গজরাজকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় তাহার দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ তিনিও স্বীয় পাদভারে পৃথিবীকে কম্পিতা করিতে করিতে হুত্বহলে ভীষ্মের অভিমুখে সবেগে ধাবিত হইলেন ॥ ৮৮-৯০

দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শত্রুগণকেই মথিত করিতে পারেন । তিনি সেই সৈন্তবাহিনীর মধ্যভাগে কুশিত হইয়া যে সময় ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন, সেই সময় তাঁহার শ্রামবিগ্রহ বায়ুর বেগে আন্দোলিত পীতবস্ত্রে একরূপ শোভা পাইতেছিলেন, যেরূপ আকাশে বিদ্যুৎ পরিবেষ্টিত স্তম্ভ মেঘ শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৯০

সুদর্শনং চান্ধ ররাজ শৌরে-

সুচক্রপদ্যং সুভূজোরুণালম্ ।

যথাপিপদ্যং তরুণাকবর্ণং

ররাজ নারায়ণনাভিজাতম্ ॥ ১১

তৎ কৃষ্ণকোপোদয়সূর্য্যাবুজং

কুরাস্তুভীক্ষ্মাশ্রুজাতপত্রম্ ।

তশ্চৈব দেহোরুসরঃপ্রকটং

ররাজ নারায়ণবাহনালম্ ॥ ১২

তমাস্তচক্রং প্রণদন্তমুচ্চৈঃ

ক্রুদ্ধং মহেন্দ্রাবরজং সমীক্ষ্য ।

সর্বাণি ভূতানি ভূশং বিনেহুঃ

কৃষ্ণং কুরুণামিব চিস্তয়িষ্য ॥ ১৩

স বাসুদেবঃ প্রগৃহীতচক্রঃ

সংবর্তয়িষ্যমিব সর্বলোকম্ ।

অভ্যুৎপত্তলোকগুরুবভাসে

ভূতানি ধক্ষ্যামিব ধূমকেতুঃ ॥ ১৪

তমাজবস্তং প্রগৃহীতচক্রং

দৃষ্ট্বা দেবং শাস্তনবস্তদানীম্ ।

শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর বাহুরূপ বিশালনালে সুশোভিত এই সুদর্শন চক্র কমলসদৃশ এরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে মনে হইল—ভগবান্ নারায়ণের নাভি হইতে উৎপন্ন প্রাতঃকালীন সূর্য্যতুল্য কাস্তিমান্ আদিকমল প্রকাশিত হইতেছেন ॥ ১১

শ্রীকৃষ্ণের কোষরূপ সূর্য্যোদয় হইতে এই কমল বিকসিত হইয়াছেন। ইহার সীমান্তভাগ দূরের জায় তীক্ষ্ণ ধারাল ছিল এবং ইহাই ছিল তাঁহার সুন্দর দল। ভগবানের শ্রীবিগ্রহরূপ মহাসরোবরে ইনি বসিত হইয়াছিলেন এবং নারায়ণরূপ শ্রীকৃষ্ণের বাহুরূপ নাল উহার শোভা বৃদ্ধি করিতেছিলেন ॥ ১২

মহেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইয়া হস্তে চক্র উত্তোলন করত অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এইরূপে দেখিয়া কৌরবগণের সংহারের কথা চিন্তা করত সকল প্রাণীই হাহাকার করিতে লাগিল ॥ ১৩

এই জগদগুরু বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হাতে চক্র লইয়া যেন সমগ্র জগৎকেই সংহার করিতে উত্তত হইয়াছেন। তিনি তখন সমস্ত প্রাণিজগৎকে ভয়সাৎ করিবার ইচ্ছায় উন্মিত ধূমকেতুর জায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৪

অসম্ভবং তদ্ বিচক্ৰ্ষ দৌর্ত্যাং

মহাধনুর্গাণ্ডিবতুল্যাবোধম্ ॥ ১৫

উবাচ ভীষ্মসুমনস্তপৌরুষঃ

গোবিন্দমাজ্জাববিমূঢ়চেতাঃ ।

এহেহি দেবেশ জগন্নিবাস

নমোহস্ত তে মাধব চক্রপাণে ॥ ১৬

প্রসহ মাং পাতয় লোকনাথ

রথোন্তমাং সর্বশরণ্য সংখ্যে ॥ ১৭

যয়া হতস্তাপি মমাত্ত কৃষ্ণ

শ্রেয়ঃ পরশ্চিমিব চৈব লোকে ।

সস্তাবিতোহন্যাক্ক-বৃক্ষিণাথ

লৌকৈস্ত্রিভির্বার তবাভিযানাং ॥ ১৮

রথাদবপ্লুত্যা ততস্তরাবান্

পার্বোহিপানুক্রুত্যা যত্শ্রবীরম্ ।

জগ্রাহ পীনোন্তমলম্ববাহুং

বাহ্বোহরিং ব্যায়তপীনবাহুঃ ॥ ১৯

ভগবান্কে চক্র লইয়া স্বীয়ভিক্ষুখে সবেগে ধাবিত হইয়া আসিতে দেখিয়া শান্তজ্ঞানন্দন ভীষ্ম স্বল্পও ভীত কিংবা বিভ্রান্ত না হইয়া দুই হস্তে গাণ্ডীবমতুল্য গস্তীরশঙ্ককারী স্বীয় বিশাল ধনুকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

সেই সময় যুদ্ধস্থলে ভীষ্মের চিত্তে অন্নও মোহ ছিল না। তিনি তখন অনন্ত পুরুষার্থশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিতে করিতে বলিলেন,—আহুন, আহুন, দেবেশ্বর! জগন্নিবাস! আপনাকে নমস্কার। হস্তে চক্র লইয়া আগত মাধব! সকলের শরণদাতা লোকনাথ! আজ যুদ্ধভূমিতে বলপূর্ব্বক আমাকে নিহত করিয়া এই উত্তম রথ হইতে ভূপাতিত করুন ॥ ১৬-১৭

হে কৃষ্ণ! আজ আপনার হস্তে যদি আমি নিহত হই, তবে ইহলোক ও পরলোকে আমার কল্যাণ হইবে। অন্ধ ও বৃক্ষি-বংশের রক্ষক বীর! আপনার এই আক্রমণে ত্রিভুবনে আমার গৌরব বর্দ্ধিত হইল ॥ ১৮

তুল (মোটা), লম্বা ও উত্তম বাহুশোভিত, যদুকুলের শ্রেষ্ঠ বীর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে ধাবিত হইতে দেখিয়া অর্জুন অতিশয়

নিগৃহমাণশ্চ তদাদিদেবো

ভূশং সরোষঃ কিল চান্নযোগী ।

আদায় বেগেন জগাম বিষ্ণু-

জিষ্ণুং মহাবাত ইবৈকবৃক্ষম্ ॥ ১০০

পার্থস্ত বিষ্টভ্য বলেন পাদৌ

ভীষ্মাস্ত্রকং তূর্ণমভিপ্রবস্তম্ ।

বলান্নিজগ্ৰাহ হরিং কিরীটী

পদেহং রাজন্ দশমে কথঞ্চিৎ ॥ ১০১

অবাস্ততঞ্চ প্রণিপত্য কৃষ্ণঃ

শ্রীতোহজুর্নঃ কাঞ্চনচিত্রমালী ।

উবাচ কোপং প্রতिसংহরেতি

গতির্ভবান্ কেশব পাণ্ডবানাম্ ॥ ১০২

ন হাস্ততে কর্ম যথাপ্রতিজ্ঞঃ

পুত্রৈঃ শপে কেশব সোদরৈশ্চ ।

অস্তং করিষ্যামি যথা কুরুণাং

তয়াহমিন্দ্রানুজ সম্প্রযুক্তঃ ॥ ১০৩

ব্যগ্রতার সহিত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইলেন এবং নিকটে যাইয়া তাঁহার দুই বাহু ধরিয়া ফেলিলেন। অর্জুনেরও বাহু স্থূল (মোট) ও বিশাল ছিল ॥ ১০০

আদিদেব আত্মযোগী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন অত্যন্ত রোষাবিষ্ট ছিলেন। তিনি অর্জুনকর্তৃক ধৃত হইয়াও নিবারিত হইতে পারিলেন না। যেদ্রুপ বজ্রাবাত কোন বৃক্ষকে তুলিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে লইয়াই দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ১০০

রাজন্! তখন কিরীটধারী অর্জুন ভীষ্মের দিকে দ্রুতবেগে গমনকারী শ্রীহরির চরণযুগল দৃঢ়তার সহিত ধারণ করিলেন এবং কোনরূপে দশপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই তাঁহাকে নিবারিত করিতে সমর্থ হইলেন ॥ ১০১

যখন শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া পড়িলেন; তখন স্বর্ণের বিচিত্রহারে বিভূষিত অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করত বলিলেন,—কেশব! আপনি আপনার ক্রোধ শান্ত করুন। প্রভো! আপনি পাণ্ডবগণের পরম আশ্রয় ॥ ১০২

কেশব! এখন আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞা অমূল্যে কর্তব্যপালন করিব, উহা বন্ধনই ত্যাগ করিব না। এই কথা আমি আমার

ততঃ প্রতিজ্ঞাং সময়ঞ্চ তস্ত

জনর্দনঃ শ্রীতমনা নিশম্য ।

স্থিতঃ প্রিয়ে কৌরবসন্তমস্ত

রথং সচক্রঃ পুনরাকুরোহ ॥ ১০৪

স তানভীযুন্ পুনরাদদানঃ

প্রগৃহ শঙ্খং দ্বিষতাং নিহস্তা ।

নিদাদয়ামাস ততো দিশশ্চ

স পাঞ্চজন্ত্যস্ত রবেণ শৌরিঃ ॥ ১০৫

ব্যাবিক্কনিষ্কান্দ-কুণ্ডলং তং

রজোবিকীর্ণাঙ্কিতপদ্মানেত্রম্ ।

বিশুদ্ধদংষ্ট্রং প্রগৃহীতশঙ্খঃ

বিচূক্র শূঃ প্রেক্ষ্য কুরুপ্রবীরাঃ ॥ ১০৬

মৃদঙ্গ-ভেরী-পণবপ্রপাদা

নেমিস্থনা ছন্দুভিনিঃস্বনাশ্চ ।

স সিংহনাদাশ্চ বভুবুরুগাঃ

সর্বেষ্বনীকেষু ততঃ কুরুণাম্ ॥ ১০৭

পুত্র ও ভ্রাতৃগণের শপথ লইয়াই বলিতেছি। উপেক্ষ! আপনার আজ্ঞা পাইলেই আমি কৌরবসকলকে বিনাশ করিব ॥ ১০৩

অর্জুনের এই প্রতিজ্ঞা ও কর্তব্যপালনের নিশ্চয়তা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে প্রসন্ন হইলেন। তিনি করুণেষ্ঠ অর্জুনের প্রিয় কার্য্য করিবার জন্য উত্তত হইয়া চক্রসহ পুনরায় রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১০৪

শক্রগণের হস্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় অশ্বশৃঙ্খের রজ্জ্ব (লাগাম) ধারণ করিলেন এবং পাঞ্চজন্ত্য শঙ্খ লইয়া উহার ধ্বনিতে সম্পূর্ণ দিক্‌সমূহ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন ॥ ১০৫

সেই সময় তাঁহার কর্ণস্থিত হার, বাহুর অঙ্গদ (বলয়) এবং কর্ণের কুণ্ডল ছলিতে লাগিল, তাঁহার কমলসদৃশ পুন্দ্র নেত্রের উপর সৈন্যোখিত ধূলি পতিত হইতেছিল। তাঁহার দস্তাবলি শুদ্ধ ও স্বচ্ছ ছিল এবং তিনি নিজ হস্তে শঙ্খ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া কৌরবগণের প্রেষ্ঠ বীরগণ কোলাহল করিয়া উঠিলেন ॥ ১০৬

তারপর কৌরবগণের সমস্ত সৈন্যদলেই মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব ও ছন্দুভি বাজিত হইতে লাগিল। রথসমূহের চক্রধারার ঘড় ঘড় শব্দ শুনা বাইতে লাগিল। এই সমস্ত শব্দ বীরগণের সিংহধ্বনির সহিত মিলিয়া অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিল ॥ ১০৭

গাণ্ডীবযোযঃ স্তনয়িত্বকুরো
 জগাম পার্থস্ত নভো দিশশ্চ ।
 জগ্মুশ্চ বাণা বিমলাঃ প্রসন্নাঃ
 সর্বা দিশঃ পাণ্ডবচাপমুক্তাঃ ॥ ১০৮
 তং কোরবাণামধিপো জবেন
 ভীয়েণ ভূরিশ্রবসা চ সার্দম্ ।
 অভ্রাদ্যযাব্যাত্ততবাণপাণিঃ
 কক্ষং দিক্ষক্ষগ্নিষ ধূমকেতুঃ ॥ ১০৯
 অথার্জুনায় প্রজিহায় ভল্লান্
 ভূরিশ্রবাঃ সপ্ত স্তবর্ণপুঙ্খান্ ।
 ত্র্যয়োধনস্তোমরমুগ্রবেগং
 শল্যো গদাং শাস্ত্রনবশ্চ শক্তিম্ ॥ ১১০
 স সপ্তভিঃ সপ্ত শরপ্রবেকান্
 সংবার্য ভূরিশ্রবসা বিন্ধতান্ ।
 শিতেন ত্র্যয়োধনবাহুমুক্তং
 কুরেণ তং তোমরমুগ্রমাধ ॥ ১১১
 ততঃ শুভামাপততীঃ স শক্তিঃ
 বিদ্যাপ্রভাং শাস্ত্রনবেন মুক্তাম্ ।

অর্জুনের গাণ্ডীব-ধনুর গজীর শব্দ মেঘগর্জনের স্থায়
 আকাশ ও সবলদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং তাঁহার ধনু
 হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া নির্ঝল ও স্বচ্ছ বাণসমূহ সকল দিক্ আবৃত
 করিল ॥ ১০৮

সেই সময় কোরবরাজ ত্র্যয়োধন হাতে ধনু ও বাণ লইয়া
 দ্রুতবেগে অর্জুনের সম্মুখে আসিলেন, তাহাতে মনে হইল
 তৃণাদিতে নির্মিত কক্ষসমূহ দগ্ধ করিবার জন্য প্রজ্বলিত অগ্নি
 অগ্রসর হইতেছে। তখন তাহার সহিত ভীষ্ম ও ভূরিশ্রবাও
 ছিলেন ॥ ১০৯

অনন্তর ভূরিশ্রবা স্তবর্ণকমুদ্র সাতটি ভল্ল অর্জুনের উপর
 নিক্ষেপ করিলেন। ত্র্যয়োধন ভয়ঙ্কর বেগশালী একটি তোমর
 প্রহার করিলেন ॥ ১১০

তখন অর্জুন সাতটি বাণে ভূরিশ্রবার নিক্ষিপ্ত সাতটি ভল্লকে
 ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণ কুরায়ে ত্র্যয়োধনের বাহুমুদ্রে সেই তোমরকেও
 ধও ধও করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১১

তারপর বীরবর অর্জুন শাস্ত্রহীনজন ভীষ্মের নিক্ষিপ্ত বিদ্যাভের

গদাঞ্চ মজ্জাধিপবাহুমুক্তাং
 দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং নিচকর্ত বীরঃ ॥ ১১২
 ততো ভূজাভ্যাং বলবদ্ বিকৃত্য
 চিত্রং ধনুর্গাণ্ডিবমগ্রমেয়ম্ ।
 মাহেশ্বরমন্ত্রং বিধিবদ্ সুঘোরং
 প্রাচুশ্চকারাদ্ভুতমস্তুরিক্ষে ॥ ১১৩
 তেনোত্তমাস্ত্রেণ ততো মহাত্মা
 সর্বাণ্যনীকানি মহাধনুস্থান্ ।
 শরৌঘজালৈর্বিমলাগ্নিবর্ণৈ-
 নির্বারয়ামাস কিরীটমালী ॥ ১১৪
 শিলীমুখাঃ পার্শ্বধনুঃপ্রমুক্তা
 রথান্ ধ্বজাগ্রাণি ধনুঃষি বাহুন্ ।
 নিকৃত্য দেহান্ বিবিন্ধঃ পরেযাঃ
 নরেন্দ্র-নাগেন্দ্র-ভুরঙ্গমাণাম্ ॥ ১১৫
 ততো দিশঃ সোহনুদিশশ্চ পার্থঃ
 শরৈঃ সুধারৈঃ সমরে বিভত্যা ।
 গাণ্ডীবশলেন মনাঃষি তেষাং
 কিরীটমালী ব্যথয়াঞ্চকার ॥ ১১৬

স্থায় প্রস্ফুরিতা ও শোভাময়ী শক্তিকে এবং মন্ত্ররাজ শল্যের বাহ-
 মুদ্র গদাঞ্চও দুই বাণে কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ১১২

তদনন্তর অগ্রবেগে বলসম্পন্ন বিচিত্র ধনুকে দুই হস্তে বলপূর্বক
 আকর্ষণ করিয়া অর্জুন বিধি অনুসারে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহেন্দ্র অস্ত্র
 আবিষ্কার করিলেন। সেই অভুত অস্ত্র তখন অন্তরিক্ষে প্রকাশিত
 হইয়া উঠিল ॥ ১১৩

তারপর পুনরায় কিরীটধারী মহাত্মা মহাধনুর্ধর অর্জুন সেই
 উত্তম অস্ত্র দ্বারা নির্ঝল ও অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত বাণসমূহের জাল
 বিস্তৃত করিয়া কোরবগণের সমস্ত সৈন্তবাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ
 করিয়া দিলেন ॥ ১১৪

অর্জুনের ধনু হইতে মুক্ত বাণসমূহ শত্রুগণের রথ, ধ্বজাগ্র,
 ধনু ও বাহু ছেদন করিয়া নরপতি, গজরাজ ও অশ্বসকলের শরীরে
 প্রবিষ্ট হইতে লাগিল ॥ ১১৫

তদনন্তর তীক্ষ্ণ ধারাল বাণশ্রেণীতে যুদ্ধহলে সম্পূর্ণ দিক্ ও
 কোণসমূহ আচ্ছাদিত করিয়া অর্জুন গাণ্ডীব-ধনুর টকারধ্বনিতে
 কোরবদিগের মনে ভয়ানক ব্যথার স্রষ্ট করিলেন ॥ ১১৬

তস্মিন্স্থথা ঘোরতমে প্রবৃন্তে.

শঙ্খধ্বনি। হৃন্দুভিনিঃস্বনাশ্চ ।

অস্তহিতা গাণ্ডিবনিঃস্বনেন

বভূবুরুগ্রাশ্ব-রথপ্রণাদাঃ ॥ ১১৭

গাণ্ডীবশব্দং তমথো বিদিত্ব।

বিরাটরাজপ্রমুখাঃ প্রবীরাঃ ।

পাঞ্চালরাজো রুপদশচ বীর-

স্তং দেশমাজগ্মুরদীনসভাঃ ॥ ১১৮

সর্বাণি সৈন্যানি তু তাবকানি

যতো যতো গাণ্ডিবজঃ প্রণাদাঃ ।

ততস্ততঃ সন্নতিমেব জগ্মু-

র্ন তং প্রতীপোহভিসসার কশিচৎ ॥ ১১৯

তস্মিন্ সুঘোরে নৃপসম্প্রহারে

হতাঃ প্রবীরাঃ সরথাস্থ-সূতাঃ ।

গজাশ্চ নারাজনিপাততপ্তা

মহাপতাকাঃ শুভরুদ্ধকক্ষ্যাঃ ॥ ১২০

পরীতসভাঃ সহসা নিপেতুঃ

কিরীটিনা ভিন্নতনুত্রকায়্যাঃ ।

এইরূপে সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধে শঙ্খধ্বনি, হৃন্দুভিধ্বনি, অশ্ব ও রথসমূহের চক্রসকলের ভয়ানক শব্দ গাণ্ডীবধ্বজর সেই টঙ্কার-ধ্বনিতে অভিভূত হইয়া বাইল ॥ ১১৭

তথাপি গাণ্ডীবধ্বজর শব্দকে বুঝিতে পারিয়া রাজা বিরাট প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বীরগণ এবং বীরবর পাঞ্চালরাজ রুপদ—এই সমস্ত উদারচরিত্র নরপতিরা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১১৮

যেখানে যেখানে গাণ্ডীব ধ্বজর টঙ্কার ধ্বনি হইতেছিল, সেখানে সেখানে আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনী মগ্নক নত করিয়া গমন করিতে লাগিল। কেহই তখন তাঁহার প্রতিকূলে আক্রমণ করে নাই ॥ ১১৯

নৃপগণের দারুণ যুদ্ধে রথ, অশ্ব ও সারথি সহ শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরবৃন্দ নিহত হইলেন। সূক্ষ্মর বর্ণ রজ্জ্বতে বন্ধ, বড় বড় পতাকাশোভিত বহু হাতী নারাজসমূহের আঘাতে পীড়িত হইয়া শক্তি ও চেতনা হারাইয়া সহসা ধরাশায়ী হইতে লাগিল। কুন্তীকুমার অর্জুনের ভয়ঙ্কর বেগগামী তীক্ষ্ণ ও শক্তযুক্ত নির্মল তলে গভীরভাবে আহত হইয়া কবচ এবং শরীর উভয়ই বিদীর্ণ হওয়ায় কৌরব-সৈন্যরা সহসা প্রাণ পরিত্যাগ করত ভূপতিত হইতে লাগিল ॥ ১২০-১২১

দৃঢ়ং হতাঃ পত্রিভিরুগ্রবেগৈঃ

পার্শ্বেন ভল্লৈর্বিমলৈঃ শিতাঐঃ ॥ ১২১

নিকৃন্তযন্তা নিহতেশ্রকীলা

ধ্বজা মহাস্তো ধ্বজিনীমুখেষু ।

পদাতিসজ্জাশ্চ রথশ্চ সংখ্যে

হয়াশ্চ নাগাশ্চ ধনঞ্জয়েন ॥ ১২২

বাণাহতাস্তুর্গমপেতসত্ত্বা

বিষ্টভ্য গাত্রাণি নিপেতুরুধ্যাম্ ।

ঐশ্র্বেণ তেনাস্ত্রবরেণ রাজন্

মহাহবে ভিন্নতনুত্রদেহাঃ ॥ ১২৩

ততঃ শরৌঘৈর্নিশিতৈঃ কিরীটিনা

নৃদেহশস্ত্রক্ষতলোহিতোদা ।

নদী সুঘোরা নরমেদফেনা

প্রবর্তিতা তত্র রণজিহবে বৈ ॥ ১২৪

বেগেন সাতীব পৃথুপ্রবাহা

পরেতনাগাশ্বশরীররোধা ।

নরেন্দ্রমজ্জোচ্ছ্রিতমাংসপঙ্ক-

প্রভূতরক্ষোগণভূতসেবিতা ॥ ১২৫

যুদ্ধের সম্মুখে বাহাদুর যন্ত্র নষ্ট হইয়াছে এবং ইন্দ্রজাল ছিন্ন হইয়াছে, এরূপ বড় বড় ধ্বজগুলি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পতিত হইতে লাগিল। এই সংগ্রামে অর্জুনের বাণে আহত পদাতিক সৈন্য-বাহিনী, রথ, অশ্ব ও হস্তী সকল সম্বলিত (নিবেদ্য) হইয়া ক্রিপ্রগতিতে নিজ নিজ অঙ্গসমূহ চাপিয়া ধারণ পূর্বক ভূতলে পড়িতে আরম্ভ করিল। রাজন্। সেই মহান ঐক্সোজে সমরাজ্যে সকল সৈন্তেরই শরীর ও কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া বাইল ॥ ১২২-১২৩

সেই সময় যুদ্ধস্থলে কিরীটধারী অর্জুন বীর তীক্ষ্ণবাণসমূহে যোদ্ধাদিগের শরীরে প্রাপ্ত আঘাতে নির্গত রক্তের এক ভয়ঙ্কর নদী বহাইয়া দিলেন; যে নদীতে মহাত্মগণের যেদ ফেনের জার মনে হইতেছিল ॥ ১২৪

এই নদী ভীষণবেগে বহিতেছিল। উহার প্রবাহও বিশাল ছিল। যত হস্তী ও অশ্বদিগের শরীরসমূহ এই নদীর তীররূপে প্রতীত হইতে লাগিল। নৃপগণের মজ্জা ও মাংস তাহার কর্দমে পরিণত হইয়াছিল। বহু রাক্ষস ও ভূতসকল উহা সেবন করিতেছিল ॥ ১২৫

শিরঃকপালাকুলকেশশাখা

শরীরসজ্জাতসহস্রবাহিনী ।

বিশীর্ণনানাকবচোমিসঙ্কলা

নরাশ্বনাগান্ধিনিকুস্তশর্করা ॥ ১২৬

শ্ব-কঙ্ক-শালাবৃক-গৃধ্র-কাটৈঃ

ক্রব্যাদসজ্জৈশ্চ তরঙ্গুভিঃ ॥

উপেতকূলাং দদৃশুম্ভুয়াঃ

ক্রুরাং মহাবৈভরগীপ্রকাশাম্ ॥ ১২৭

প্রবতিতামজুনবাগসজ্জৈ-

র্মোদোবসান্ধক্প্রবহাং সুভীমাম্ ।

হতপ্রবীরাঞ্চ তথৈব দৃষ্ট্৷

সেনাং কুরুগামথ ফাস্তেনেন ॥ ১২৮

তে চেদি পাঞ্চাল-কুরুষ-মৎশাঃ

পার্শ্বাশ্চ সর্বে সহিতাঃ প্রণেতৃঃ ।

জয়প্রগল্ভাঃ পুরুষপ্রবীরাঃ

সম্ভ্রাসয়ন্তুঃ কুরুবীরযোধান্ ॥ ১২৯

হতপ্রবীরাণি বলানি দৃষ্ট্৷

কিরীটিনা শক্রভয়াবহেন ।

মৃতের মৃতকথণের কেশসমূহ ব্যাপ্ত হইয়া এই নদীর শেওলা রূপে পরিণত হইয়াছিল । সহস্র সহস্র মৃতদেহগুলি উহাতে জল-জন্তুর দ্বারা প্রভীত হইতেছিল । ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া চারিদিকে পতিত কবচসমূহ উহার তরঙ্গরূপে সর্বাঙ্গিক ব্যাপ্ত করিয়াছিল । মহুগু, অশ্ব ও হস্তিগণের কণ্ঠিত অস্থিগুলি ছোট ছোট কঁকর বলিয়া প্রম হইতেছিল ॥ ১২৬

এই নদীর উভয় তীরে কুকুর, কক, শালবৃক, গৃধ্র, কাক, তরঙ্গু এবং অন্যান্য মাংসাশী জন্তুগণ উপস্থিত ছিল । এই ভয়ানক নদীকে তখন সকল মানুষই মহাবৈভরগী নদীর ন্যায় মনে করিতেছিল ॥ ১২৭

অর্জুনের বাগসমূহ হইতে এই নদী উৎপন্ন হইয়াছিল । হুতরাং ইহা চৰ্ম্মা, মজ্জা ও রক্ত বহন করিতে থাকায় অতিশয় ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছিল । এইরূপে কৌরবসৈন্যের প্রধান প্রধান বীরগণ অর্জুনকর্তৃক নিহত হইয়াছিল । ইহা দেখিয়া চেদি, পাঞ্চাল, কুরুষ ও মৎস্যদেশের কজির এবং কুন্তীর পুত্র— এই সব নরবীরগণ বিজয় লাভ করত নির্ভয় হইয়া কোমর-যোদ্ধাদিগকে ভয়ভীত করিতে করিতে এক সঙ্গে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১২৮-১২৯

বিজ্ঞাস্ত সেনাং ধ্বজিনীপতীনঃ

সিংহো মৃগাণামিব যুধসজ্জান্ ॥ ১৩০

বিনেদভুস্তাবতিহর্ষযুক্তৌ

গাণ্ডীবধরা চ জনার্দনশ্চ ।

ততো রবিং সংবৃত্তরশ্মিজালাং

দৃষ্ট্৷ ভূশং শস্ত্রপরিষ্কতাজাঃ ॥ ১৩১

তদৈন্দ্রমগ্নং বিততঞ্চ ঘোর-

মসহমুদীক্য যুগান্তকল্পম্ ।

অথাপয়ানং কুরবঃ সভীয়াঃ

সদ্রোণ-হৃদ্যোধন-বাহ্লিকাশ্চ ॥ ১৩২

চক্রুনিশাং সন্ধিগতাং সমীক্ষ্য

বিভাবসোলৌহিতরাগযুক্তাম্ ।

অবাধ্য কীর্তিঞ্চ যশশ্চ লোকে

বিজিত্য শক্রংশ্চ ধনঞ্জয়োহপি ॥ ১৩৩

যযৌ নরৈশ্চৈঃ সহ সোদরৈশ্চ

সমাপ্তকর্মা শিবিরং নিশায়াম্ ।

ততঃ প্রজজ্ঞে তুমুলঃ কুরুগাং

নিশামুখে ঘোরতমঃ প্রণাদঃ ॥ ১৩৪

শক্রগণের ভয়প্রদ কিরীটধারী অর্জুন কর্তৃক কৌরবসৈন্যের প্রধান প্রধান বহু বীরকে নিহত দেখিয়া পাণ্ডবপক্ষের সকলেই অতিশয় প্রসন্ন হইলেন । গাণ্ডীবধারী অর্জুন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সিংহধারা যুগসকলের দলসমূহকে ভীত করার ন্যায় কৌরবসেনাপতিদিগকে ভীত করিয়া অত্যন্ত হর্ষের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ।

তদনন্তর অস্ত্রসমূহের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষতদেহ ভীষ্ম, দ্রোণ, দুহ্যোধন, বাহ্লীক ও অন্যান্য কৌরবযোদ্ধারা সূর্য্যদেবকে বীর কিরণাবলিসংহত দেখিয়া এবং ভয়ঙ্কর ঐক্স্রাক্ষকে প্রলম্বকর অগ্নিতুল্য সর্বত্র ব্যাপ্ত ও অসহ্য জানিয়া সূর্য্যের রক্তিম কিরণে সংযুক্ত সঙ্ক্ৰা এবং রাত্রির আরম্ভকাল করত সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া লইলেন ।

ধনঞ্জয়ও শক্রগণকে জয় করিয়া এবং লোকসমাজে সূর্য্য ও স্বকীৰ্ত্তি লাভ করিয়া জ্ঞাতা এবং নৃপগণের সহিত সমস্ত কাণ্ড সম্পূর্ণ পূর্ব্বক রাজি আরম্ভে নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

সেই সময় রাজির আরম্ভে কৌরবপক্ষের মধ্যে অতিশয় তরঙ্কর কোলাহল হইতে লাগিল । তাহারা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল যে, আজ অর্জুন রণাঙ্গনে দশ হাজার রথী বীর

রণে রথানামযুতং নিহত্য

হতা গজাঃ সপ্তশতাজুনৈন ।

প্রাচ্যাশ্চ সৌবীরগণাশ্চ সৰ্বে

নিপাতিতাঃ কুন্তক-মালবাশ্চ ॥ ১৩৫

মহং কৃতং কর্ম ধনঞ্জয়েন

কর্তুং যথা নারহতি কশ্চিদন্তঃ ।

ঋতায়ুর্নৃপতিশ্চ রাজা

তথৈব দুর্মর্ষণ-চিত্রসেনো ॥ ১৩৬

দ্রোণঃ কৃপঃ সৈন্ধব-বাহ্লিকৌ চ

ভূরিশ্রবাঃ শল্য-শলো চ রাজন্ ।

অশ্বে চ যোধা শতশঃ সমেতাঃ

ক্রুদ্ধেন পার্থেন রণস্ত্র মধ্যে ॥ ১৩৭

সৈন্য বিনাশ করত শতশত হস্তীকে নিহত করিয়াছে। প্রাচ্য, সৌবীর, কুন্তক ও মালব সমস্ত কুজিয়দিগকেই সে বধ করিয়াছে। ধনঞ্জয় আজ যে মহাপরাক্রম করিয়াছে, উহা অস্ত্র কোন বীরই করিতে সমর্থ হইবে না।

ঋতায়ু, রাজা অষ্টপতি, দুর্মর্ষণ, চিত্রসেন, দ্রোণ, কৃপ, জয়দ্রথ, বাহ্লীক, ভূরিশ্রবা শল্য ও শল—ইহাদিগকে এবং আরও যে সমস্ত শত শত যোদ্ধা যুদ্ধে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে, জগতে মহারথরূপে খ্যাত ও ক্রুদ্ধ কীরীটধারী

ভীষ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাঙ্গগত ভীষ্মবধপর্বে তৃতীয় দিনের

যুদ্ধের পর সৈন্তপ্রত্যাহারবিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অন্ত্যাদ সমাপ্ত।

যষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

[চতুর্থদিবসে উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্তানাং বাহিনির্দ্রাণম্, ভীষ্মাজুনয়োদৈরথং যুদ্ধঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

বৃষ্টাং নিশাং ভারত ভরতানা-

মনীকিনীনাং প্রমুখে মহাত্মা ।

যযৌ সপত্নান্ প্রতি জাতকোপো

বৃতঃ সমগ্রেণ বলেন ভীষ্মঃ ॥ ১

যষ্টিতম অধ্যায় ।

[চতুর্থ দিনে উভয়পক্ষের সৈন্তগণের বাহু নিদ্রাণ এবং ভীষ্ম ও অর্জুনের দৈরথ যুদ্ধ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত ! যখন রাজি অতিবাহিত হইল, তখন ভারতবংশীয় সৈন্তবাহিনীর অগ্রভাগে স্থিত মহাত্মা ভীষ্ম

স্ববাহুবীৰ্য্যেণ জিতাঃ সভীষ্মাঃ

কিরীটিনা লোকমহারথেন ।

ইতি ক্রবন্তঃ শিবিরানি ভগ্নাঃ

সৰ্বে গণা ভারত যে ভূদীয়াঃ ॥ ১৩৮

উদ্ধাসহশ্রৈশ্চ সুসম্প্রদীপৈঃ—

বিভ্রাজমানৈশ্চ তথা প্রদীপৈঃ ।

কিরীটিবিভ্রাসিতসর্বযোধা

চক্রে নিবেশং ধ্বজিনী কুরুণাম্ ॥ ১৩৯

ইতি ভীষ্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যঃ

ভীষ্মপর্বেণ ভীষ্মবধপর্বেণ তৃতীয়দিবসাবহারে

একোনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

কুন্তীকুমার অর্জুন স্বীয় বাহুর পরাক্রমে ভীষ্মসহ সকলকে পরাজিত করিয়াছেন।

ভারত ! পূর্বোক্ত বাক্য আলোচনা করিতে করিতে আপনার সমস্ত সৈন্যগণ সহস্র সহস্র প্রজ্জ্বলিত মণালে আলোকিত ও প্রজ্জ্বলিত দীপসমূহে প্রকাশিত নিজ নিজ শিবিরে গমন করিল। কৌরবসৈন্যের সকল সেনার মধ্যেই অর্জুনের ভীতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় সেই সকল সৈন্য রাজ্যিতে বিশ্রাম করিতে লাগিল ॥ ১৩৮-১৩৯

তং দ্রোণ-দুৰ্য্যোধন-বাহ্লিকশ্চ

তথৈব দুর্মর্ষণ-চিত্রসেনো ।

জয়দ্রথশ্চাতিবলো বলোদৈ—

নৃপাত্তথাশ্চে প্রযযুঃ সমস্তাং ॥ ২

সমগ্র সৈন্তে পরিত্যক্ত হইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। সেই সময় তিনি শত্রুগণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন ॥ ১

তাঁহার সহিত চারিদিকে দ্রোণ, দুৰ্য্যোধন, বাহ্লীক, দুর্মর্ষণ,

স তৈর্মহস্তিষ্ঠ মহারথৈশ্চ

তেজস্বিভির্বাধ্যবস্তিষ্ঠ রাজন্ ।

ররাজ রাজা স তু রাজমুখ্যে-

বৃত্তঃ স দেবৈরিব বজ্রপাণিঃ ॥ ৩

তস্মিন্ননীকশ্রমুখে বিষক্তা

দোধুয়মানাশ্চ মহাপতাকাঃ ।

সুরক্তপীতসিতপাণ্ডুরাভা

মহাগজস্কন্ধগতা বিরেজুঃ ॥ ৪

সা বাহিনী শাস্তনবেন গুপ্তা

মহারথৈর্বারণবাজিভিষ্ঠ ।

বভৌ সবিত্র্যাস্তনয়িত্ব কল্পা

জলাগমে তৌরিব জাতমেধা ॥ ৫

ততো রণায়াভিমুখী শ্রযাতা

শ্রত্যজুনং শাস্তনবাভিগুপ্তা ।

সেনা মহোগ্রা সহসা কুরুণাঃ

বেগো যথা ভীম ইবাপগায়াঃ ॥ ৬

চিহ্নসেন, অতিশয় বলবান্ অশ্রুত এবং অস্ত্রাস্ত্র নরপতিগণ বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত প্রস্থান করিলেন ॥ ২

রাজন্! এই সব মহান, তেজস্বী, পরাক্রমী ও মহারথী বীর নৃপবৃন্দে পরিবৃত্ত রাজা দুৰ্য্যোধন দেবতাগণে পরিবৃত্ত বজ্রপাণি ইন্দ্ৰের স্তায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩

এই সব সৈন্তের অগ্রভাগে বড় বড় গজরাজ সকলের স্বন্ধে স্থাপিত অতিশয় রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও শুভ্রবর্ণের উড্ডীমান ধ্বজসমূহ শোভা পাইতেছিল ॥ ৪

শাস্ত্রহনন্দন ভীষ্মের দ্বারা রক্ষিত সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী বড় বড় রথ, হস্তী ও অশ্বসকলে এইরূপ শোভা পাইতেছিল, বেক্রপ বর্ষাকালে জলবর্ণশীল মেঘে আচ্ছাদিত আকাশ বিদ্রোহের সহিত শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৫

তারপর নদীর তরঙ্গের বেগের ন্যায় কৌরবপক্ষের সেই অতিশয় ভয়ানক সৈন্যবাহিনী শাস্ত্রহনন্দন ভীষ্ম কর্তৃক স্বরক্ষিত হইয়া যুদ্ধের জন্য সহসা অর্জুনের দিকে গমন করিতে লাগিল ॥ ৬

মহাত্মা কপিধ্বজ অর্জুন দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, কৌরবসৈন্যরা ব্যালনামক ব্যুহে আবদ্ধ হওয়ার তাহাদিগকে বহু প্রকার দেখাইতেছে। তাহাদের শক্তিও গুপ্তভাবে রক্ষিত

তং ব্যালনানাবিধগুটলারং

গজাশ্ব-পাদাত-রথৌষপক্ষম্ ।

বৃহৎ মহামেঘসমং মহাত্মা

দদর্শ দূরাং কপিরাজকেতুঃ ॥ ৭

বিনিব্ব্যৌ কেতুমতা রথেন

নররভঃ শ্বেতহয়েন বীরঃ ।

বক্রাধিনা সৈন্যমুখে মহাত্মা

বধে ধৃতঃ সর্বসপত্নযুগ্মম্ ॥ ৮

সুপক্ষরং সোস্তরবন্ধুরেবাং

যন্তং যদুনামুঘভেণ সংখ্যে ।

কপিধ্বজং শ্রেষ্ঠ্য বিবেহুরাজৌ

সহৈব পুত্রৈশ্চব কৌরবেয়াঃ ॥ ৯

প্রকর্ষতা গুপ্তমুদায়ুধেন

কিরীটিনা লোকমহারথেন ।

তং বৃহরাজং দদৃশুস্তদীয়া-

শ্চতুশ্চতুর্ভ্যালসহস্রকর্ণম্ ॥ ১০

আছে। উহাদের মধ্যে হস্তী, অশ্ব, পদাতিক ও রথসমূহ পূর্ণরূপে আছে। কৌরবসৈন্যদের এই বৃহৎ মহামেঘের ন্যায় দেখা বাইতেছে ॥ ৭

তদনন্তর নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বীর অর্জুন সমস্ত শত্রুপক্ষীয় যুবকগণের বধ সঙ্কল্প করিয়া শ্বেতবর্ণের অশ্বে যোজিত, গজ ও আবরণে সংযুক্ত রথে আরোহণ করত শত্রু-সৈন্যের সম্মুখে চলিলেন ॥ ৮

বাহার মধ্যে সমস্ত আবস্তকীয় দ্রব্যসামগ্রী স্বন্দররূপে স্থাপিত হইয়াছে, উত্তমরূপে বদ্ধ থাকিবার ফলে বাহার দ্বেবা অতিশয় মনোহর দেখাইতেছে এবং বহুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ বাহার চালনা করিতেছেন, সেই বানরচিহ্ন-যুক্ত ধ্বজাশ্বেভিত্ত রথকে রণাঙ্গনে উপস্থিত হইতে দেখিয়া আপনার পুত্রগণের সহিত সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা বিবাদের-মগ্ন হইয়া পড়িল ॥ ৯

লোকবিখ্যাত মহারথী কিরীটধারী অর্জুন অস্ত্রের সাহায্যে বাহাকে স্বরক্ষিতভাবে নিজের সহিত লইয়া আসিতেছেন এবং বাহার মধ্যে চার চার হাজার মনমত্ত হস্তী প্রত্যেক দিকে দণ্ডায়মান আছে, সেই বৃহরাজকে আপনার সৈন্যগণ দর্শন করিল ॥ ১০

যথা হি পূর্বেহহনি ধর্মরাজা
 বাহুঃ কৃতঃ কৌরবসন্তমেন ।
 তথা ন ভূতো ভুবি মানুশেষু
 ন দৃষ্টপূর্বে ন চ সংশ্রুতশ্চ ॥ ১১ ॥
 ততো যথাদেশমুপেত্য তন্তুঃ
 পাঞ্চালমুখ্যাঃ সহ চেদিমুখ্যৈঃ ।
 ততঃ সমাদেশসমাহতানি
 ভেরীসহস্রাণি বিনেহুরাজৌ ॥ ১২ ॥
 শঙ্খশ্বনাতুর্ধ্বাশ্বনাশ্চ
 সর্বেষানীকেষু সসিংহনাদাঃ ।
 ততঃ সবাণানি মহাশ্বনানি
 বিস্ফার্যমাণানি ধনুঃষি বীরৈঃ ॥ ১৩ ॥
 ক্রণেন ভেরী-পগবপ্রণাদা-
 নস্তর্দধুঃ শঙ্খমহাশ্বনাশ্চ ।
 তচ্ছঙ্খশব্দবৃত্তমস্তুরিক-
 মুদ্রতভৌমক্রতরেণুজালম্ ॥ ১৪ ॥
 মহামুভাবাশ্চ ততঃ প্রকাশ-
 মালোক্য বীরাঃ সহস্রাভিপেতুঃ ।
 রথী রথেনাভিহতঃ সমুতঃ
 পপাত সান্বঃ সরথঃ সকেতুঃ ॥ ১৫ ॥

কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রথম দিনে যেক্রপ বাহু রচনা করিয়াছিলেন, এই বাহুও সেইরূপই ছিল। এক্রপ বাহু এই ভূতলে মনুষ্যগণের সৈন্যের মধ্যে কখনও পূর্বে দেখা যায় নাই এবং কখনও ইহা শুনাও যায় নাই ॥ ১১ ॥

তারপর সেনাপতির আদেশ অনুসারে বথোচিত স্থানে যাইয়া চেদি ও পাঞ্চালদেশের প্রধান প্রধান বীরগণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর এই রণাঙ্গনে প্রধান পুরুষের আজ্ঞা পাইয়া সহস্র সহস্র রণভেরী একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল ॥ ১২ ॥

তখন সকল সৈন্তের মধ্যেই শঙ্খনাদ, তুর্ধ্বনাদ এবং বীরগণের সিংহনাদের সহিত রথসমূহের ঘর্ঘর শব্দ হইতে লাগিল। তারপর বীরগণের দ্বারা আকর্ষিত বাণ-সহ ধনুঃ মহাটকারধ্বনিও উখিত হইল ॥ ১৩ ॥

কণকালের মধ্যেই ভেরী ও প্রণব প্রভৃতির ধ্বনিকে মহা-শঙ্খনাদ দাবাইয়া দিল এবং এই শঙ্খধ্বনিতে ব্যাপ্ত হইয়া আকাশে (পৃথিবী হইতে) উখিত ধূলির ভরকর ও অভূত জাল বিদ্যুত হইয়া পড়িল ॥ ১৪ ॥

গজো গজেনাভিহতঃ পপাত
 পদাভিনা চাভিহতঃ পদাতিঃ ।
 আবর্তমানাশ্চাভিবর্তমানৈ-
 র্যোরীকৃতাত্ত্বদুতদর্শনানি ॥
 প্রাসৈশ্চ খঞ্জৈশ্চ সমাহতানি
 সদশ্ববৃন্দানি সদশ্ববৃন্দৈঃ ॥ ১৬ ॥
 সুবর্ণতারাগগভূষিতানি
 সূর্য্যপ্রভাভানি শরাবরাণি ।
 বিদার্যমাণানি পরশ্বধৈশ্চ
 প্রাসৈশ্চ খঞ্জৈশ্চ নিপেতুরুধ্যাম্ ॥ ১৭ ॥
 গজৈর্বিষাণৈর্ঘরহস্তকৃগ্নাঃ
 কেচিৎ সমুতা রথিনঃ প্রপেতুঃ ।
 গজধ্বজাশ্চাপি রথধ্বজেণ
 নিপাতিতা বাণহতাঃ পৃথিব্যাম্ ॥ ১৮ ॥
 গজৌঘবেগোদ্ধতসাদিতানাং
 শ্রঙ্খা বিষেদুঃ সহসা মনুষ্যাঃ ।
 আত্মশ্বনং সাদিপদাতিযুনাং
 বিষাণগাজ্রাবরতাড়িতানাম্ ॥ ১৯ ॥

তদনন্তর মহাপ্রভাবশালী বীরগণ সূর্য্যদেবের প্রকাশ দেখিয়া সহসা শক্রমণ্ডলীর উপর আক্রমণ করিলেন। রথী বীর রথীর সহিত মিলিত হইয়া সারথি, অশ্ব, রথ, ধ্বজসহ নিহত অবস্থায় ভূপাতিত হইতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

হস্তী হস্তীর আঘাতে এবং পদাতিক সৈন্ত পদাতিকসৈন্তের আঘাতে ধরাশায়ী হইল। শ্রেষ্ঠ অশ্বসকলের উপর শ্রেষ্ঠ অশ্ব-সমূহের আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ হইতে থাকিল। ইহারা আরোহী-দিগের কৃত খড়্গ ও প্রাসসমূহের আঘাতে আহত হইয়া ভরকর এবং অভূত দেখাইতেছিল। স্বর্ণময় তারকাচিহ্নসকলে শোভিত সূর্য্যসদৃশ প্রকাশমান কবচগুলি পরশু, খড়্গ ও প্রাসসমূহের আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ১৬-১৭ ॥

দন্তর হস্তীদিগের দন্তসমূহ ও বিশাল শুণ্ডের আঘাতে রথ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাওয়ার বহু রথী সারথির সহিত ধরাশায়ী হইয়া পড়িল। কত শ্রেষ্ঠ রথী বড় বড় হাতীগুলিকেও বীর বাণসমূহে নিহত করিয়া ভূপাতিত করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

হাতিগণের বেগে নিপাতিত হইয়া বহু অখারোহী ও

সম্ভ্রান্তনাগাশ্বরথে মুহূর্তে

মহাক্ষয়ে সাদিপদাতিমুনাং ।

মহারথৈঃ সম্পরিবার্যমাণো

দদর্শ ভীষ্মঃ কপিরাজকেতুঃ ॥ ২০

তং পঞ্চতালোদ্ধিততালকেতুঃ

সদশ্ববেগাঙ্কুতবীর্ঘযানঃ ।

মহাস্ত্রবাণাশনিদীপ্তিমন্তঃ

কিরীটিনঃ শাস্তনবোহভ্যাধাবৎ ॥ ২১

তথৈব শক্রপ্রতিমপ্রভাব-

মিত্রাস্বজঃ দোণমুখা বিস্রফঃ ।

কৃপশ্চ শল্যশ্চ বিবিশতিশ্চ

হৃষ্যোধনঃ সৌমদন্তিশ্চ রাজন্ ॥ ২২

ততো রথানাং প্রমুখাহুপেত্য

সর্বাশ্রবিং কাঞ্চনচিহ্নবর্মী ।

জবেন শুরোহভিসসার সর্বা-

স্তানর্জুনস্তাশ্বমুতোহভিমহ্যুঃ ॥ ২৩

পদাতিক যুবক বিনষ্ট হইল। তাহার। স্বীয় দন্তে ও নিরাপদে
বিক্ষিপ্ত করিয়া বহু মাহুকে হতাহত করিয়া ফেলিল। সহস্র।
ইহাদের আর্জু চীৎকার শ্রবণ করিয়া সকল লোকেরই মনে
অতিশয় খেদ উপস্থিত হইল ॥ ১৯

সেই মুহূর্তে বধন অশারোহী ও পদাতিক যুবকগণের গুরুতর
সংহার চলিতেছিল এবং হতী, অশ্ব ও রথী বীরগণ সকলে উষ্ম
হইয়া পড়িয়াছিল, তখন মহারথী বীরগণে পরিবৃত্ত হইয়া ভীষ্ম
বানরচিহ্নযুক্ত ধ্বজশোভিত অর্জুনকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২০

ভীষ্মের ধ্বজ পাঁচটি তালবৃক্ষ চিহ্নিত ও অতিশয় উচ্চ ছিল।
তাঁহার রথ উত্তম অশ্বসমূহে যোজিত ছিল। ইহাদের বেগে
এই রথ অদ্ভুত শক্তিশালী বলিয়া মনে হইতেছিল। এই রথের
আরোহণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানমণ্ডিত ভীষ্ম কিরীটধারী অর্জুনের উপর
ধাবিত হইলেন। তখন অর্জুন বাণ ও অশনি (বজ্র) প্রকৃতি
দ্রব্য মহাস্ত্রসমূহে উদ্দীপ্ত ছিলেন ॥ ২১

রাজন্! এতাদৃশ ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী ইন্দ্রনন্দন অর্জুনের
উপর জোপাচার্য্য, রূপাচার্য্য, শল্য, বিবিশতি, হৃষ্যোধন ও
কুরিষ্রবা এক সঙ্গে আক্রমণ করিলেন ॥ ২২

তখন সর্বপ্রকার অস্ত্রে অভিজ্ঞ, বর্ণনির্ভিত বিচিত্র কবচধারী,
পরাক্রমশালী বীর অর্জুনপুত্র অভিমহ্য এক জ্যেষ্ঠ রথের সাহায্যে

তেষাং মহাস্ত্রাণি মহারথানা-

মসহকর্মী বিনিহত্য কার্কিঃ ।

বভৌ মহামন্ত্রহুতাচিমালী

সদোগতঃ সন্ ভগবানিবাবিঃ ॥ ২৪

ততঃ স তুর্ণঃ রুধিরোদকেনাং

কৃষা নদীমান্ত রণে রিপুণাম্ ।

জগাম সৌভদ্রমতীত্য ভীষ্মো

মহারথঃ পার্থমদীনসন্তঃ ॥ ২৫

ততঃ প্রহস্তাঙ্কুতবিক্রমেণ

গাণ্ডীবমুক্তেন শিলাশিতেন ।

বিপাঠজালেন মহাস্ত্রজালং

বিনাশয়ামাস কিরীটমালী ॥ ২৬

তমুক্তমং সর্বধর্ম্মধরাণা-

মসহকর্মী কপিরাজকেতুঃ ।

ভীষ্মঃ মহাস্ত্রাভিববর্ষ তুর্ণঃ

শরৌঘজালৈর্বিমলৈশ্চ ভীষ্মৈঃ ॥ ২৭

সবেগে আলিয়া সেই সমস্ত কোরব মহারথী বীরগণের দিকে
ধাবিত হইলেন ॥ ২৩

অর্জুননন্দন অভিমহ্যর পরাক্রম অপরের পক্ষে অসহ ছিল।
তিনি সেই সব কোরব মহারথীগণের মহাস্ত্রসমূহকেও নষ্ট
করিয়া বজ্রমণ্ডপে মহামন্ত্রধারী আহুতি পাইয়া প্রজ্জ্বলিত
শিখাবলিযুক্ত ভগবান্ অগ্নিদেবের স্তায় শোভা পাইতে
লাগিলেন ॥ ২৪

তারপর উদার শক্তিশালী ভীষ্ম রণাঙ্গনে অতিক্রান্ত শক্রদিগের
রক্তরূপী জল ও ফেনপূর্ণ নদী প্রবাহিত করিয়া হতজাহত
অভিমহ্যকে অতিক্রম করত মহারথী অর্জুনের উপর আক্রমণ
করিলেন ॥ ২৫

তখন কিরীটধারী অর্জুন হস্ত করত অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন
পূর্বক গাণ্ডীব ধ্বংস হইতে নিষ্পিণ্ড ও শিলাতে ঘষিয়া ধারালকৃত
বিপাঠনামক বাণসমূহে শক্রদিগের মহাস্ত্রসমূহকে ছিন্ন-ভিন্ন
করিয়া দিলেন ॥ ২৬

তারপর অপ্রতিহত পরাক্রমী মহাস্ত্রা কপিধ্বজ অর্জুন
ধর্ম্মধারিগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভীষ্মের উপর ক্ষিপ্ততার সহিত নির্ঘল
ভঙ্গসমূহ ও বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

তথৈব ভীষ্মাহতমস্তুরিন্কে

মহাজ্ঞানালং কপিরাজকেতোঃ ।

বিশীৰ্য্যমাণং দদৃশুস্তদীয়া

দিবাকরেণেব তমোহভিভূতম্ ॥ ১৮

এবংবিধং কামুর্কভীমনাদ-

মদীনবং সংপুরুষোত্তমাভ্যাম্ ।

দদর্শ লোকঃ কুরু-স্বপ্নয়াশ্চ

তদ্ দৈবতং ভীষ্ম-ধনঞ্জয়াভ্যাম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং

বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি

ভীষ্মার্জুনদ্বৈবরণে ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥

সেইরূপ আপনার সৈন্তরাও দেখিতে পাইলেন যে, আকাশে কশিধ্বজ অর্জুনের মহাজ্ঞানকে ভীষ্ম নিজ অস্ত্রসমূহে সেইভাবে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন, যেরূপে ভগবান্ সূর্য্যদেব অন্ধকারকে নাশ করিয়া থাকেন ॥ ২৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বাষ্টমোত্তমোত্তম ভীষ্ম ও অর্জুনের বৈবরণবিষয়ক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অন্তিম অধ্যায় সমাপ্ত ।

একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

(অভিমহ্যোঃ পরাক্রমঃ, ধৃষ্টদ্যুয়ৈন শল-পুত্রস্ত বিনাশশ্চ ।)

সঞ্জয় উবাচ ।

জ্যোতিভূ রিপ্রবাঃ শল্যশ্চিহ্নসেনশ্চ মারিষ ।

পুত্রঃ সংযমনৈশ্চৈব সৌভদ্রঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ১

সংস্কৃতমতিভোজোভিস্তমেকং দদৃশুর্জনাঃ ।

পঞ্চভিন্নমুজব্যাজৈর্গজৈঃ সিংহশিশুং যথা ॥ ২

নাভিলক্ষ্যতয়া কশ্চিন্ন শৌর্যো ন পরাক্রমে ।

বভূব সদৃশঃ কাঞ্চের্নাস্ত্রেণাপি চ লাঘবে ॥ ৩

তথা তমাত্মজং যুদ্ধে বিক্রমস্তমরিন্দমম্ ।

দৃষ্ট্বা পার্থঃ সুসংযতং সিংহনাদমথানদং ॥ ৪

পীড়য়ানং তু তৎ সৈন্যং শৌত্রং তব বিশাম্পতে ।

দৃষ্ট্বা হৃদীয়া রাজেন্দ্র সমুস্তাং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৫

ধ্বজিনীং ধার্তরাষ্ট্রাণাং দীনশত্রুরদীনবং ।

প্রত্যাঘ্যযৌ স সৌভদ্রাস্তেজসা চ বলেন চ ॥ ৬

তস্তা লাঘবমার্গস্তমাদিত্যাসদৃশপ্রভম্ ।

ব্যদৃশ্যত মহচ্চাপং সমরে যুধাতঃ পরৈঃ ॥ ৭

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

[অভিমহ্যর পরাক্রম ও ধৃষ্টদ্যুয় কর্তৃক শলের পুত্রকে বিনাশ ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—মাননীয় রাজন্! জ্যোতিপুত্র অশ্বথামা, ভুরিপ্রবা, শল্য, চিহ্নসেন ও শলের পুত্র হৃভদ্রানন্দন অভিমহ্যর অগ্রগতি রোধ করিয়া দিলেন ॥ ১

যেরূপ সিংহশাবক পাঁচটি হাতীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ করে, সেইরূপ হৃভদ্রাকুমার অভিমহ্যও সেই অত্যন্ত তেজস্বী পঞ্চ পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া একাকী যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহা সেখানকার সকল লোকেই প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে লাগিলেন ॥ ২

লক্ষ্যবেধ, শৌর্য (বীরত্ব) প্রকাশ, পরাক্রমপ্রদর্শন, অস্ত্রজ্ঞান বিজ্ঞাপন ও হস্তের নৈপুণ্য দেখান বিষয়ে কেহই অভিমহ্যর সদৃশ ছিলেন না ॥ ৩

ঈয় শত্রুদমন পুত্র অভিমহ্যকে এইরূপ প্রযত্নসহকারে পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া কুন্তীনন্দন অর্জুন সিংহতুল্য গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪

প্রজানাত! রাজেন্দ্র! আপনার পৌত্র অভিমহ্যকর্তৃক কোরবসৈন্তগণকে পীড়িত হইতে দেখিয়া আপনার সকল সৈন্তই তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল ॥ ৫

নিজ শত্রুদিগকে দীনতায় পরিণতকারী হৃভদ্রাপুত্র অভিমহ্য স্বয়ং দীনতাপ্রাপ্ত হইয়া ঈয় তেজ ও বলে কোরবসৈন্তের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬

সমরাক্ষেপে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধরত অভিমহ্যর বিশাল ধ্বজ অস্ত্রচালনানৈপুণ্যমার্গে থাকিয়া সূর্য্যাসদৃশ প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ৭

আর্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামব্রজবকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষাবাদসহিতম্ ।

* * *
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষাব উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামাশ্র
সবকামমহোদয়েব অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক স্থলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে ।
* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কচাৰ্য্য ডি.লিট * শ্রীশ্রীজীবভট্টাচাৰ্য্যব্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি.লিট

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিজ্ঞানভূষণ

শ্রীবল্লুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামব্রজ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সত্ৰদ্বার)

যুগ্ম-কর্মকর্তার :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,

ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ (লণ্ডন) ।

এফ.আর.এস্.টি.এম্. এণ্ড এইচ (লণ্ডন) ।

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫.০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আৰ্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ববঙ্গে সডাক ১৫'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নং পং; অন্ত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২'০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু ছল্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ষমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আৰ্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে “সম্পূজক আৰ্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫” এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি “সঞ্চালক আৰ্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬” এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আৰ্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহককে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ বাতীত কাছালায়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আৰ্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়

৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড

কলিকাতা—৩৫

স জ্যোতির্মিষুণৈকেন বিদুষা শল্যঞ্চ পঞ্চভিঃ ।
ধ্বজং সাংঘমনৈশ্চৈব সোহষ্টাভিশ্চিচ্ছিদে ততঃ ॥ ৮
রুদ্রদণ্ডাং মহাশক্তিং প্রেষিতাং সৌমদন্তিনা ।
শিতেনোরগসন্ধাশাং পত্রিণাপজহার তাম্ ॥ ৯
শল্যস্ত চ মহাবেগানস্ততঃ সমরে শরান্ ।
(ধনুশ্চিচ্ছেদ ভগ্নেন তীব্রবেগেন ফাস্তনিঃ)
নিবার্যাজুনদায়াদো জঘান চতুরো হয়ান্ ॥ ১০
ভূরিশ্রবাশ্চ শল্যশ্চ জ্যোনিঃ সাংঘমনিঃ শলঃ ।
নাভ্যবর্তন্ত সংরদ্ধাঃ কাষে বাহুবলোদয়ম্ ॥ ১১
ততঃপিতৃগতা রাজেন্দ্র মদ্রাশ্চ সহ কেকয়ৈঃ ।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রাস্তব পুত্রেন চোদিতাঃ ॥ ১২
ধনুর্বেদবিদো মুখ্যা অজ্ঞেয়াঃ শক্রভিযুধি ।
সহপুত্রং জিঘাংসন্তঃ পরিবক্ৰঃ কিরীটিনম্ ॥ ১৩
তো তু তত্র পিতাপুত্রৌ পরিক্রিপ্তৌ মহারথৌ ।
দদর্শ রাজন্ পাঞ্চাল্যঃ সেনাপতিরিন্দম ॥ ১৪
স বারণরথোঘানাং সহশ্ৰৈবহুভিবৃতঃ ।

তিনি অশ্বখামাকে এক ও শল্যকে পাঁচ বাণে আহত করিয়া
শলের ধ্বজকে আট বাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮

তারপর ভূরিশ্রবা কর্তৃক নিক্ষিপ্তা স্বর্ণদণ্ডভূষিতা সর্পসদৃশী
মহাশক্তিকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৯

সমরারম্ভে মহাবেগশালী বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে-
ছিলেন, অজ্ঞেয় অভিমুখ্য তার বেগযুক্ত ভ্রম্মাঙ্গে তাহার ধনুকে
থঙ থঙ করিয়া ফেলিলেন এবং তাহার অগ্রগতি রোধ করিয়া
পার্বকুমার তাহার চারিটি অশ্বকেও বিনাশ করিলেন ॥ ১০

ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বখামা, সংঘমন (সৌমদন্ত)-পুত্র শল-
ইহারা সকলেই যদিও তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন, তথাপি তাহারা
অভিমুখ্যর বাহুবলবৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না ॥ ১১

রাজেন্দ্র! তখন আপনার পুত্র দুর্ধোধন কর্তৃক প্রেরিত
হইয়া জিগর্ত ও কেকয়গণের সহিত মদ্রদেশের পঁচিশ হাজার
যোদ্ধা শক্রবধের ইচ্ছা রাখিয়া পুত্রসহ কিরীটধারা অর্জুনকে
ঘিরিয়া ফেলিলেন। এই সকল যোদ্ধা ধনুর্বেদে বিশেষজ্ঞ ও
যুদ্ধস্থলে শত্রুগণকর্তৃক অজ্ঞেয় ছিলেন ॥ ১২-১৩

শক্রগমন নরেশ! পিতা-পুত্র মহারথ অর্জুন ও অভিমুখ্যকে
শত্রুগণকর্তৃক পরিবৃত হইতে দেখিয়া পাঞ্চালরাজকুমার সেনাপতি
ধৃষ্টদ্যুম্ন কয়েক হাজার হস্তী ও রথ এবং লক্ষ লক্ষ অশ্বরোহী ও

বাজিভিঃ পত্তিভিশ্চৈব বৃতঃ শতসহস্রশঃ ॥ ১৫
ধনুর্বিফায়া সংক্রুদ্ধো নোদয়িষ্য চ বাহিনীম্ ।
যযৌ তং মদ্রকানীকং কেকয়াশ্চ পরস্তপ ॥ ১৬
তেন কীর্তিমতা গুপ্তমনীকং দৃঢ়যনা ।
সংরকরথনাগাশ্বং যোঃশ্রুমানমশোভত ॥ ১৭
সোহজুনপ্রমুখে যাস্তং পাঞ্চালকুলবর্ধনঃ ।
ত্রিভিঃ শারদ্বতং বাণৈর্জক্রদেধে সমার্পয়ং ॥ ১৮
ততঃ স মদ্রকান্ হৃদ্বা দর্শিব দশভিঃ শঠৈঃ ।
পৃষ্ঠরক্ষং জঘানাশ্চ ভগ্নেন কৃতবর্মণঃ ॥ ১৯
দমনং চাপি দায়াদং পৌরবস্ত মহাত্মনঃ ।
জঘান বিমলাগ্রেণ নারাতেন পরস্তপঃ ॥ ২০
ততঃ সাংঘমনেঃ পুত্রঃ পাঞ্চাল্যঃ যুদ্ধহর্মদম্ ।
অবিধ্যং ত্রিংশতাবাণৈঃ দশভিঃচাস্ত সারথিম্ ॥ ২১
সোহতিবিক্রো মহেষ্বাসঃ স্কন্ধিণী পরিসংলিহন্ ।
ভগ্নেন ভূশতীক্লেদে নিচকর্তাস্ত কামুকম্ ॥ ২২

পদাতিক সৈন্তে আবৃত হইয়া স্বীয় বিশাল বাহিনীকে অগ্রবর্দ্ধন
করাইতে করাইতে এবং ক্রোধের সহিত ধনুটকার করিতে
করিতে মদ্র ও কেকয়সৈন্তাদিগের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৫-১৬
হৃদ্বা ধনুধারী যশস্বী ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া যুদ্ধের জন্ত
উদ্রত এই সৈন্তবাহিনী রণাঙ্গনে শোভা পাইতে লাগিল, এই
বাহিনীর রথারোহী, হস্ত্যারোহী সকল সৈন্তই তখন অতিশয়
ক্রুদ্ধ ছিল ॥ ১৭

পাঞ্চালবংশবর্দ্ধন ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুনের সম্মুখে গমনোদ্রত কৃপা-
চায্যের কণ্ঠের উপরিভাগে (স্কন্ধের সন্ধিস্থলে) তিনটি বাণ প্রহার
করিলেন ॥ ১৮

তারপর দশটি বাণে দশজন মদ্রদেশীয় যোদ্ধাকে নিহত করিয়া
অতিক্রুদ্ধ একটি ভগ্নে কৃতবর্মার পৃষ্ঠরক্ষকে বধ করিলেন ॥ ১৯

তাহার পর শত্রুসন্তাপক পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন তীক্ষ্ণা-
বিশিষ্ট নারাচে মহাত্মা পৌরবের পুত্র দমনকে বিনাশ করিলেন ॥

তখন শলের পুত্র ত্রিশটি বাণে রণহৃদ্বদ ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও দশটি
বাণে তাহার সারথিকে বিন্ধ করিলেন ॥ ২০-২১

এইভাবে গুরুতর আহত হইয়া স্বীয় মুখের দুই প্রান্তভাগ
জিহবার দ্বারা লেহন করিতে করিতে মহাধনুর্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত
তীক্ষ্ণ ভ্রম্মাঙ্গে শলের পুত্রের ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২

অধৈনং পঞ্চবিংশত্যা ক্রিপ্রমেব সমাপ্নয়ং ।
 অশ্বাংশ্চাত্তাবধীদ্ রাজমুভৌ তৌ পার্কিসারথী ॥ ২৩
 স হতাস্থে রথে তিষ্ঠন্ দদর্শ ভরতর্ষভ ।
 পুত্রঃ সাংযমনে পুত্রং পাঞ্চাল্যস্ত মহাশ্বনঃ ॥ ২৪
 স শ্রেষ্ঠ মহাঘোরং নিস্ত্রিংশবরমায়সম্ ।
 পদাতিত্বর্ণমানচ্ছন্দ রথস্থং পুরুষর্ষভঃ ॥ ২৫
 তং মহৌষমিবায়াস্তং খাং পতন্তুমিবোরগম্ ।
 ভ্রাস্তাবরণনিস্ত্রিংশং কালোংসৃষ্টমিবাস্তকম্ ॥ ২৬
 দীপ্যমানমিবাদিত্যং মন্তবারণবিক্রমম্ ।
 অপশন্ পাণ্ডবাস্তদ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ধতঃ ॥ ২৭
 তস্ত পাঞ্চালদায়াদঃ প্রতীপমভিধাবতঃ ।
 শিতনিস্ত্রিংশহস্তস্ত শরাবরণধারিণঃ ॥ ২৮
 বাণবেগমতীতস্ত তথাভ্যাসমুপেযুযঃ ।

রাজন্! তারপর তিনি অতি সত্তর পঁচিশটি বাণে শলপুত্রকে আহত করিলেন এবং তাঁহার অশ্বগণকে ও দুইজন পৃষ্ঠরক্ষককে বধ করিলেন ॥ ২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে রথের অশ্ব বিনষ্ট হইয়াছে, সেই রথেই অবস্থান করিয়া শলের পুত্র মহাত্মা পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তারপর পুরুষশ্রেষ্ঠ শলপুত্র অতিক্রান্ত একটি ভয়ঙ্কর লৌহ-নির্ম্মিত তরবারি লইয়া পায়ে ইটিয়া রথে উপবিষ্ট পাঞ্চালরাজ-কুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে বাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫

এই যুদ্ধে পাণ্ডবগণ ও ক্রপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখিতে লাগিলেন যে, মদমত্ত গজরাজের স্ত্রায় পরাক্রমী এবং সূধ্যতুল্য দেদীপ্যমান শলপুত্র (ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে) আসিতেছেন। তখন তিনি মহা-বেগশালী জলপ্রবাহ, আকাশ হইতে পতিত সর্প এবং কালপ্রেরিত যুত্সদৃশ বলিয়া প্রতীত হইতেছিলেন। তাঁহার হাতে আবরণযুক্ত (খোলা) তরবারি ছিল ॥ ২৬-২৭

তিনি সেই সময় বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়া ধাবিত হইতে-ছিলেন। তাঁহার হস্তে তীক্ষ্ণ তরবারি ছিল। তিনি স্বীয় অঙ্গে কবচধারণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমশঃ বাণের বেগ লঙ্ঘন করিয়া অত্যন্ত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক্ষণ অবস্থায় পাঞ্চালরাজকুমার সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইয়া অতিক্রান্ত

হরন্ সেনাপতিঃ ক্রুদ্ধো বিভেদ গদয়া শিরঃ ॥ ২৯
 তস্য রাজন্ সনিস্ত্রিংশং সুপ্রভঞ্চ শরাবরম্ ।
 হতস্য পততো হস্তাদ্ বেগেন স্তপতদ্ ভুবি ॥ ৩০
 তং নিহত্য গদাগ্রেন স লেভে পরমাং মুদম্ ।
 পুত্রঃ পাঞ্চালরাজস্ত মহাত্মা ভীমবিক্রমঃ ॥ ৩১
 তস্মিন্ হতে মহেষ্ণাসে রাজপুত্রে মহারথে ।
 হাহাকারো মহানাসীৎ তব সৈন্যস্য মারিষ ॥ ৩২
 ততঃ সাংযমনিঃ ক্রুদ্ধো দৃষ্ট্য়া নিহতমাত্মজম্ ।
 অভিহুত্ৰাব বেগেন পাঞ্চাল্যং যুদ্ধহর্মদম্ ॥ ৩৩
 তৌ তত্র সমরে শুরৌ সমেতৌ যুদ্ধহর্মদৌ ।
 দদৃশুঃ সর্বরাজানঃ কুরবঃ পাণ্ডবাস্তথা ॥ ৩৪
 ততঃ সাংযমনিঃ ক্রুদ্ধঃ পার্ধতং পরবীরহা ।
 আজঘান ত্রিভির্বাণৈস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্ ॥ ৩৫

গদা দ্বারা আঘাত করত তাঁহার মস্তক বিদীর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ২৮-২৯

রাজন্! তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শরীর হইতে অতিশয় প্রভামণ্ডিত কবচ ও হস্ত হইতে তরবারি তাঁহার পতনের সহিতই সবেগে ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩০

পাঞ্চালরাজের ভয়ানক পরাক্রমশালী পুত্র মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন গদার অগ্রভাগে শলপুত্রকে নিহত করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥ ৩১

আর্য্য! সেই মহাধৃষ্টের মহারথী রাজকুমার নিহত হইলে আপনার সৈন্যদের মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল ॥ ৩২

স্বীয় পুত্রকে নিহত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ সংযমনকুমার শল রণহর্মদ পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর সবেগে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৩

যুদ্ধে উন্নত হইয়া সংগ্রামরত এই দুই বীর তখন পরস্পরের উপর আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ করিতে লাগিলেন। কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের সমস্ত ভূপতিগণ সেই সময় ইহাদের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

তারপর শত্রুবীরনাশী শল কোন মাহত ঘেঁরপ কোন এক মহান্ গজরাজকে অকুশের আঘাত করে, সেইরূপ ক্রপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে কোষের সহিত তিনটি বাণে আঘাত করিলেন ॥ ৩৫

তথৈবং পার্শ্বতঃ শূরং শল্যঃ সমিতিশোভনঃ ।

আজ্ঞঘানোরসি ক্রুদ্ধস্ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৩৬

এইরূপ সংগ্রামশোভা শল্যও ক্রুদ্ধ হইয়া পরাক্রমী বীর

ক্রীম্নহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাঙ্গত ভীষ্মবধপর্কে চতুর্থ দিবসের যুদ্ধে শলের পুত্রবধ-
বিষয়ক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

(উভয়পক্ষয়োদ্ধৃষ্টদ্ব্যয়-শল্য-প্রভৃতীনাম্ বীরানাং যুদ্ধম্, ভীমসেনেন গজসেনানাং সংহারশ্চ ।)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

দৈবমেব পরং যশ্চে পৌরুষাদপি সঞ্জয় ।

যং সৈন্যং মম পুত্রস্ত পাণ্ডুসৈন্যেন বাধ্যতে ॥ ১

নিত্যং হি মামকাংস্তাত হতানৈব হি শংসসি ।

অব্যগ্রাংশ্চ প্রহৃষ্টাংশ্চ নিত্যং শংসসি পাণ্ডবান্ ॥ ২

হীনান্ পুরুষকারেণ মামকানন্ত সঞ্জয় ।

পাতিতান্ পাত্যমানাংশ্চ হতানৈব চ শংসসি ॥ ৩

যুধ্যমানান্ যথাশক্তি সটমানান্ জয়ং প্রতি ।

পাণ্ডবা হি জয়ন্ত্যেব জীয়েন্তে চৈব মামকাঃ ॥ ৪

সোহহং তীত্রাণি দুঃখানি দুঃখোদনকৃতানি চ ।

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি চতুর্থযুদ্ধদিবসে সাংঘমনি-

পুত্রবধে একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১

ধৃষ্টদ্যুম্নের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন । তাহার পরও তাঁহাদের
মধ্যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ৩৬

প্রোথ্যামি সততং তাত দুঃসহানি বহুনি চ ॥ ৫

তমুপায়ং ন পশ্যামি জীয়েরন্ যেন পাণ্ডবাঃ ।

মামকা বিজয়ং যুদ্ধে প্রাপ্নুয়ুর্ধেন সঞ্জয় ॥ ৬

সঞ্জয় উবাচ ।

ক্ষয়ং মনুশ্চদেহানাং গজ-বাজি-রথক্ষয়ম্ ।

শৃণু রাজন্ স্থিরো ভূত্বা তবৈবাপনয়ো মহান্ ॥ ৭

ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত শল্যেন পীড়িতো নবভিঃ শরৈঃ ।

পীড়য়ামাস সংক্রুদ্ধো মদ্রাধিপতিমায়সৈঃ ॥ ৮

তত্রাভূতমপশ্যাম পার্শ্বতস্ত পরাক্রমম্ ।

শ্রবারয়ন্ত যজুর্গং শল্যঃ সমিতিশোভনম্ ॥ ৯

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

[উভয়পক্ষয়োদ্ধৃষ্টদ্ব্যয় ও শল্য প্রভৃতি বীরগণের মধ্যে যুদ্ধ
এবং ভীমসেন কর্তৃক গজসৈন্য সংহার ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! আমি পুরুষার্থ অপেক্ষা দৈবকেই
প্রধান বলিয়া মনে করি, যাহার জন্ত আমার পুত্র দুঃখোদনের
সৈন্য পাণ্ডবগণের সৈন্য কর্তৃক পীড়িত হইতেছে ॥ ১

তাত ! তুমি প্রতিদিন আমারই সৈন্যগণের নিধনসংবাদ
বলিতেছ এবং পাণ্ডবদিগকে সর্বদা ব্যগ্রতাপশূন্য ও হর্ষোন্মাদে
পরিপূর্ণ জানাইতেছ ॥ ২

সঞ্জয় ! এখন আমার পুত্রগণ পুরুষকারহীন, শত্রু কর্তৃক
তৃপাত্তিত, প্রায় মৃত্যুবলিত ও নিহত হইতেছে—এরূপ
সংবাদই জানাইতেছ ॥ ৩

আমার পুত্র বিজয়লাভের জন্ত যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছে ও
যুদ্ধ করিতেছে, তথাপি পাণ্ডবেরাই বিজয়ী হইতেছে এবং
আমার পুত্রগণ পরাজিত হইতেছে ॥ ৪

তাত ! আমার মনে হইতেছে, দুঃখোদনের কৃত কর্ণের
জন্য আমাকে সदा অত্যন্ত দুঃসহ ও তীব্র দুঃখেরই বহু কথা
শুনিতে হইবে ॥ ৫

সঞ্জয় ! আমি এরূপ কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না,
যাহাতে যুদ্ধে পাণ্ডবেরা পরাজিত হইতে পারে এবং আমার
পুত্রগণ জয়লাভ করিতে পারে ॥ ৬

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্ ! সেই যুদ্ধে মানব-দেহসমূহের
ভয়ানক ক্ষয় হইয়াছিল এবং হস্তী, অশ্ব ও রথসকল বিনষ্ট
হইয়াছিল । এই সমস্ত বৃত্তান্ত আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন ;
কারণ, ইহা আপনারই গুরুতর অন্যায়েই অবশ্যজ্ঞাবী কল ॥ ৭

শল্যের বাণে পীড়িত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিশয় কুপিত হইলেন ।
তখন তিনি দৌহিনির্মিত নয়টি বাণে মদ্ররাজ শল্যকে গভীর
পীড়াদান করিলেন ॥ ৮

সেখানে আমার ধৃষ্টদ্যুম্নের এই অভূত পরাক্রম দেখিলাম যে,
তিনি সংগ্রামশোভা রাজা শল্যকে অতিসম্মত অগ্রগমন হইতে
নিবারিত করিলেন ॥ ৯

নাস্তুরং দৃশ্যতে তত্র তয়োশ্চ রথিনোস্তুদা ।
 মুহূর্তমিব তদ্ যুদ্ধং তয়োঃ সমমিবাভবৎ ॥ ১০
 ততঃ শল্যো মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত সংযুগে ।
 ধমুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন পীতেন নিশিতেন চ ॥ ১১
 অথৈনং শরবর্ষণে চ্ছাদয়ামাস সংযুগে ।
 গিরিং জলাগমে যদ্বজ্জলদা জলবৃষ্টিভিঃ ॥ ১২
 অভিমহ্যস্ততঃ ক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নে চ পীড়িতে ।
 অভিহুত্বাব বেগেন মদ্ররাজরথং প্রাতি ॥ ১৩
 ততো মদ্রাধিপরথং কাফিঃ প্রাপ্যাতিকোপনঃ ।
 আত্মাননিমমেয়াত্মা বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৪
 ততস্তু তাৰকা রাজন্ পরীপ্সস্তোহজুনিং রণে ।
 মদ্ররাজরথং তূর্ণং পরিবার্যাবতস্থিরে ॥ ১৫
 হুৰ্যোধনো বিকর্ণশ্চ হুঃশাসন-বিবংশতী ।
 হুর্মর্ষণো হুঃসহশ্চ চিত্রসেনোহথ হুমুখঃ ॥ ১৬

সেই সময় এই দুই মহারথীর মধ্যে পরাক্রমের দৃষ্টিতে কোন পার্থক্য দেখা যাইল না। মুহূর্তকাল (দুই ঘটিকা) পর্যন্ত উভয়ে সমানভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১০

মহারাজ! তদনন্তর রাজা শল্য সমরাজ্যে একটি ধারাল পীতবর্ণের ভল্লের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের পক্ষ ছেদন করিলে ১১

তারপর যেকোন বর্ষাকালে মেঘ পক্ষতের র বাগি বর্ষণ করে, সেইরূপ তিনিও ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর বাণ বর্ষণ করত তাঁহাকে চারিদিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১২

অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন পীড়িত হইয়া পড়িলে ক্রুদ্ধ অভিমহ্য মদ্ররাজ শল্যের রথের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩

মদ্ররাজের রথের নিকট উপস্থিত হইয়া অতিশয় কুপিত ও অনন্ত আত্মবলসম্পন্ন অর্জুননন্দন অভিমহ্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ঋতায়নপুত্র রাজা শল্যকে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৪

রাজন্! তখন আপনার পুত্রগণ রণাঙ্গনে অভিমহ্যকে বন্দী করিবার ইচ্ছায় অতিশ্রুত সেখানে আগমন করিলেন এবং মদ্ররাজ শল্যের রথকে চারিদিকে ঘিরিয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

তারত! আপনার মজল হউক। হুৰ্যোধন, বিকর্ণ, হুঃশাসন, বিবংশতি, হুর্মর্ষণ, হুঃসহ, চিত্রসেন, হুমুখ, সত্যত্রত ও পুরুমিত্র—এই সকল আপনার পুত্র মদ্ররাজের রথ রক্ষা করিতে

সত্যত্রতশ্চ ভদ্রং তে পুরুমিত্রশ্চ ভারত ।
 এতে মদ্রাধিপরথং পালয়ন্তুঃ স্থিতা রণে ॥ ১৭
 তান্ ভীমসেনঃ সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পার্শ্বতঃ ।
 দ্রৌপদেয়াহভিমহ্যশ্চ মাজীপুত্রো চ পাণ্ডবো ॥ ১৮
 ধার্তরাষ্ট্রান্ দশ রথান্ দশৈব প্রত্যাবারয়ন্ ।
 নানারূপাণি শস্ত্রাণি বিসৃজন্তো বিশাম্পাতে ॥ ১৯
 অভ্যবর্তন্ত সংহৃষ্টাঃ পরস্পরবর্ধৈষণঃ ।
 তে বৈ সমেয়ুঃ সংগ্রামে রাজন্ হুর্মন্তিতে তব ॥ ২০
 তস্মিন্ দশরথে ক্রুদ্ধে বর্তমানে মহাভয়ে ।
 তাবকানাং পরেষাং বা প্রেক্ষকা রথিনোহভবন্ ॥ ২১
 শস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি বিসৃজন্তো মহারথাঃ ।
 অগ্নোত্তমভিমদন্তুঃ সম্প্রহারং প্রচকিরে ॥ ২২
 তে তদা জাতসংরম্ভাঃ সর্বেহগ্নোত্তম জিঘাংসবঃ ।
 অগ্নোত্তমভিমদন্তুঃ স্পর্ধমানাঃ পরস্পরম্ ॥ ২৩

করিতে যুদ্ধ-ভূমিতে অবস্থিত রহিলেন ॥ ১৬-১৭

আপনার এই দশ মহারথী পুত্রকে অতিশয় ক্রুদ্ধ ভীমসেন, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, মাজীকুমার পাণ্ডুনন্দন নকুল-সহদেব, পঞ্চ ভ্রাতা দ্রৌপদীহৃত ও অভিমহ্য—এই দশ মহারথী অবরোধ করিলেন। প্রজানাত! তখন ইহারা সকলেই নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতেছিলেন ॥ ১৮-১৯

রাজন্! ইহারা সকলে তখন পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার বাসনায় হর্ষ ও উৎসাহের সহিত আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ করিতে লাগিলেন। আপনারই কুমন্ত্রণার ফলে এইসব বোকারকে সংগ্রামে এইভাবে পরস্পরের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ॥ ২০

যে সময় এই দশ মহারথী ক্রুদ্ধ হইয়া মহাভয়কর যুদ্ধে ব্যাপ্ত হইলেন, সেই সময় আপনার ও পাণ্ডবগণের অন্য সকল সৈন্যই সেই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২১

তখন আপনার ও পাণ্ডবগণের এই মহারথী বীরবৃন্দ পরস্পরের উপর নানাপ্রকারের অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিয়া গজ্ঞন করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

সেই সময় ইহারা সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার জন্য অভিলাষী ছিলেন। সকলে পরস্পরের উপর স্পর্ধা দেখাইতে দেখাইতে পরস্পরকে মর্দিত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন ॥ ২৩

অশ্রোত্বম্পর্ধয়া রাজন্ জাতয়ঃ সঙ্গতা মিথঃ ।

মহাস্থাণি বিমুঞ্চন্তুঃ সমাপেতুরমর্ষিণঃ ॥ ২৪

দুর্যোধনস্ত সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যায়ঃ মহারণে ।

বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈশ্চতুর্ভিঃ সমরে দ্রুতম্ ॥ ২৫

দুর্মর্ষণশ্চ বিংশত্যা চিত্রসেনশ্চ পঞ্চভিঃ ।

দুর্মুখো নবভির্বাণৈর্হুঃসহস্রাণি সপ্তভিঃ ॥ ২৬

বিবংশতিঃ পঞ্চভিঃ ত্রিভির্হুঃশাসনস্থতা ।

তান্ প্রত্যবিধ্যাৎ রাজেন্দ্র পার্ধতঃ শক্রতাপনঃ ॥ ২৭

একৈকং পঞ্চবিংশত্যা দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্ ।

সত্যব্রতঞ্চ সমরে পুরুষিত্তঞ্চ ভারত ॥ ২৮

অভিমন্যুরবিধাৎ তু দশভির্দশভিঃ শরৈঃ ।

মাজীপুত্রো তু সমরে মাতুলঃ মাতৃনন্দনো ॥ ২৯

অবিধোতাঃ শরৈস্তীক্ৰৈস্তদন্তুতমিবাভবৎ ।

ততঃ শল্যা মহারাজ স্বস্রীয়ো রথিনাং বরো ॥ ৩০

শরৈর্বজ্রভিরানর্জুং কৃতপ্রতিকূটেষিণো ।

ছাছমানো ততস্তো তু মাজীপুত্রো ন চেলতুঃ ॥ ৩১

মহারাজ ! ইহার। সকলে পরস্পরের জাতি—ভাই-বন্ধু ছিলেন, কিন্তু পরস্পরের প্রতি পরস্পরের স্পর্ধা থাকায় ইহার। যুদ্ধ করিতেছিলেন। সকলেই অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহাস্থলমুহ ক্লেপণ করত তখন পরস্পরের উপর আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ করিতেছিলেন ॥ ২৪

দুর্যোধন ক্রুদ্ধে অত্যন্ত কুপিত হইয়া এই মহাযুদ্ধে চারিটি তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা অতিদ্রুত ধৃষ্টদ্যায়কে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৫

দুর্মর্ষণ বিশ, চিত্রসেন পাঁচ, দুর্মুখ নয়, হুঃসহ সাত, বিবংশতি পাঁচ ও হুঃশাসন তিনটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। রাজেন্দ্র ! তখন শক্রতাপন ধৃষ্টদ্যায় স্বীয় হস্তের নৈপুণ্য দেখাইয়া দুর্যোধন প্রভৃতি প্রত্যেককে পঁচিশটি করিয়া বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥

ভারত ! অভিমন্যু সমরারণে সত্যব্রত ও পুরুষিত্তকে দশটি দশটি বাণে আহত করিলেন ॥

মাতাকে আনন্দদানকারী নকুল ও লহদেব নিজ মামা শল্যকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥

মহারাজ ! তদনন্তর শল্য কৃতপ্রহারের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় রথিগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দুই বীর ভাগিনেয়কে বহু বাণে পীড়িত করিলেন। তাঁহার বাণসমূহে আহত হইয়াও নকুল-লহদেব বিচলিত হইলেন না ॥ ২৬-৩১

অথ দুর্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনো মহাবলঃ ।

বিধিঃসুঃ কলহস্তান্তং গদাং জগ্রাহ পাণ্ডবঃ ॥ ৩২

তমুজতগদং দৃষ্ট্বা কৈলাসমিব শৃঙ্গিনম্ ।

ভীমসেনং মহাবাহুং পুত্রাস্তে প্রোজ্ববন্ ভয়াৎ ॥ ৩৩

দুর্যোধনস্ত সংক্রুদ্ধো মাগধং সমচোদয়ৎ ।

অনীকং দশসাহস্রং কুঞ্জরাণাং তরশ্বিনাম্ ॥ ৩৪

গজানীকেন সহিতস্তেন রাজা সুযোধনঃ ।

মাগধং পুরতঃ কৃৎবা ভীমসেনং সমভ্যয়াৎ ॥ ৩৫

আপতন্তুঞ্চ তং দৃষ্ট্বা গজানীকং বাকোদরঃ ।

গদাপাণিরবারোহদ্ রথাৎ সিংহ ইবোন্নদন্ ॥ ৩৬

অজিসারময়ীঃ শুরীঃ প্রগৃহ্য মহতীঃ গদাম্ ।

অভ্যধাবদ্ গজানীকং ব্যাদিতাস্য ঐবাস্তকঃ ॥ ৩৭

স গজান্ গদয়া নিঘ্নন্ ব্যচরৎ সমরে বলী ।

ভীমসেনো মহাবাহুঃ সবজ্র ইব বাসবঃ ॥ ৩৮

তস্ত্র নাদেন মহতা মনোহ্রদয়কম্পিনা ।

ব্যাত্যচেষ্টে স্হত্যা গজা ভীমস্ত গর্জতঃ ॥ ৩৯

তদনন্তর মহাবল পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন দুর্যোধনকে দেখিয়া বিবাদের অস্বীকৃতিবার ইচ্ছায় হাতে গদাগ্রহণ করিলেন ॥ ৩২

গদা উল্লেছিলত করিয়া মহাবাহু ভীমসেনকে একটি শিখরযুক্ত কৈলাসপর্বতে^১ উপস্থিত হইতে দেখিয়া আপানার সকল পুত্রগণ ভয়ে^২ পলায়ন করিলেন ॥ ৩৩

তখন দুর্যোধন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মগধদেশের দশ হাজার বেগশালী হস্তী^৩ যুদ্ধে যুদ্ধের জন্ত প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৪

এই গজসৈন্তের সহিত মগধরাজকে অগ্রে করিয়া দুর্যোধন ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৫

সেই গজসৈন্তকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন হস্তে গদা ধারণ করত সিংহের জায় গর্জন করিতে করিতে যথ হইতে ভূতলে নামিয়া পড়িলেন ॥ ৩৬

লৌহনির্মিত সেই বিশাল ও ভারী গদাকে লইয়া ভীমসেন মুণ্ডবিভায়কারী কালের ভুলা গজসৈন্তের দিকে ধাবিত হইলেন ॥

বলবান্ মহাবাহু ভীমসেন বজ্রধারী ইজ্জের সদৃশ গদাঘাতে গজসৈন্তদিগকে সংহার করিতে করিতে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭-৩৮

মন ও হৃদয়কে কম্পিতকারী গর্জনরত ভীমসেনের তীব্র সিংহনাদে সেই সকল হস্তী সৈন্ত ভয়ে একত্রে সমবেত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল ॥ ৩৯

তত্ত্ব জ্যোতীপুত্রোঃ সৌভজ্ঞশ্চ মহারথঃ ।
 নকুলঃ সহদেবশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্শ্বতঃ ॥ ৪১
 পৃষ্ঠং ভীমশ্চ রুক্মিণ্যঃ শরবার্ণং বারণান্ ।
 অভ্যর্ষবস্ত ধাবন্তো মেঘা ইব গিরীন্ যথা ॥ ৪২
 কুরৈঃ কুরপ্রৈর্ভলৈশ্চ পীতৈশ্চাজ্জলৈকৈঃ শিতৈঃ ।
 ব্যহরন্মুত্মাঙ্গানি পাণ্ডবা গজযোধিনাম্ ॥ ৪৩
 শিরোভিঃ প্রপতন্তিষ্চ বাহুভিষ্চ বিভূষিতৈঃ ।
 অশ্মরুষ্টিরিবাভাতি পাণিভিষ্চ সহান্বিতৈঃ ॥ ৪৪
 হতোস্তম্ভাঙ্গাঃ স্কন্ধেষু গজানাং গজযোধিনাং ।
 অদৃশ্যস্তাচলাগ্রেষু দ্রুমা ভগ্নশিখা ইব ॥ ৪৫
 ধৃষ্টদ্যুম্নহতানস্থানপশ্চাম মহাগজান্ ।
 পততঃ পাত্যমানাংশ্চ পাবতেন মহাত্মনা ॥ ৪৬
 মাগধোহথ মহীপালো গজমৈরাবণোপমম্ ।
 প্রেষয়ামাস সমরে সৌভদ্রশ্চ রথং প্রীতি ॥ ৪৭

তারপর জ্যোতীপুত্র পঞ্চপুত্র, মহারথী কুরপ্রৈর্ভল, নকুল-সহদেব এবং দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন—ইহারা সকলে ভীমসেনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে করিতে হস্তী সৈন্যদের উপর পাত্যমানাংশ পড়িয়া সেইভাবে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেভাবে মেঘা ইব গিরীন্ উপর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৪০-৪১

পাণ্ডব-রথীরা কুর, কুরপ, পীতবর্ণের একটুকু আঙ্গলিক-নামক বাণসমূহে গজারোহী সৈন্যদের মর্দন করিতে থাকিলেন ॥ ৪২

যখন তাহাদের মস্তক, বিভূষিত বস্ত্রাদি হস্তসমূহ পতিত হইতেছিল, তখন মনে হইতে লাগিল যে, আকাশ হইতে বৃষ্টিসহ প্রস্তর বর্ষণ হইতেছে ॥ ৪৩

মস্তক ছিন্ন হইলেও হস্তীদিগের পৃষ্ঠস্থ গজারোহী যোদ্ধা-গণের দেহ (ধড়)—সকল পর্কতের শিখরে স্থিত শাখাহীন বৃক্ষসমূহের স্তায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥ ৪৪

আমরা ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক নিহত বহু হাতী দেখিয়াছি । তখন মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রহারে বহু হাতী ক্রপাতিত হইয়া পতিত হইতেছিল ॥ ৪৫

এই সময় মগধদেশের ভূপাল যুদ্ধস্থলে আসিয়া রথের দিকে ঐরাবততুল্য এক বিশাল হাতীকে প্রেরিত করিলেন ॥ ৪৬

মগধরাজের সেই বিশাল হাতীকে আসিতে দেখিয়া শক্রবীর-

তমাপতন্তুং সম্প্রেক্ষ্য মাগধশ্চ মহাগজম্ ।
 জঘানৈকেযুগা বীরঃ সৌভজ্ঞঃ পরবীরহা ॥ ৪৭
 তস্ত্রাবজ্জিতনাগশ্চ কার্ষিঃ পরপূরঞ্জয়ঃ ।
 রাজ্ঞো রজতপুঞ্চে ন ভল্লেনাপাহরচ্ছিরঃ ॥ ৪৮
 বিগাহ্য তদ্ গজানীকং ভীমসেনোহপি পাণ্ডবঃ ।
 ব্যচরৎ সমরে যুদ্ধগন্ গজানিল্লো গিরীনিব ॥ ৪৯
 একপ্রহারনিহতান্ ভীমসেনেন দন্তিনঃ ।
 অপশ্যাম রণে তস্মিন্ গিরীন্ বজ্রহতানিব ॥ ৫০
 ভগ্নদন্তান্ ভগ্নকরান্ ভগ্নসক্খাংশ্চ বারণান্ ।
 ভগ্নপৃষ্ঠত্রিকানস্থান্ নিহতান্ পর্বতোপমান্ ॥ ৫১
 নদতঃ সৌদতশ্চাত্তান্ বিমুখান্ সমরে গতান্ ।
 বিক্রতান্ ভয়সংবিগ্নাংস্তথা বিস্কৃতোহপরান্ ॥ ৫২
 ভীমসেনশ্চ মার্গেণ পতিতান্ পর্বতোপমান্ ।
 অপশ্যৎ নিহতান্ নাগান্ রাজন্ নিপীবতোহপরান্ ॥ ৫৩

নাশী বীর যুদ্ধজ্ঞানমন তাহাকে একটি বাণেই নিহত করিলেন ॥

শক্রনগরবিজয়ী অর্জুনপুত্র অভিমুখ্য তখন নিহত হইলেও হস্তীকে ত্যাগ না করিয়া অবস্থিত মগধরাজের মস্তক রজতময় পক্ষযুক্ত একটি ভল্লানে দেহচ্যুত করিলেন ॥ ৪৮

এদিকে পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনও গজসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া পর্কতসমূহ বিদীর্ণকারী ইজের স্তায় হস্তীদিগকে বিধ্বস্ত করিতে করিতে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯

মহারাজ ! এই সমরক্ষেত্রে আমরা বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ পর্কতের স্তায় একবার প্রহারেই দস্তুর হস্তিগণকে নিহত হইতে দেখিয়াছি ॥ ৫০

তখন কতক হস্তীর দাঁত ভাঙ্গিয়া যাইল, শুও ছিন্ন হইল, কতকগুলির জজ্বা বিদীর্ণ হইল, কতক হস্তীর পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন হইয়া যাইল এবং কতক পর্কততুল্য বিশালদেহ গজরাজ বিনষ্ট হইল । কতক হাতী চীৎকার করিতেছিল, কতক কষ্টে অবসর হইয়া পড়িয়াছিল, কতক আবার যুদ্ধভূমি ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইল এবং কতক ভয়ে ব্যাকুল হইয়া মল-মূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল । এ সমস্তই আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ॥ ৫১-৫২

সেই সময় নানা যুদ্ধপথে ভীমসেনের দ্বারা নিহত পর্কততুল্য বিশাল বহু হাতীকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি । রাজন্ ! অল্প বহু হাতীকে আমি নিজ মুখ হইতে ফেনা নিঃসারণ করিতেও দেখিয়াছি ॥ ৫৩

বমস্তো রুধিরং চাত্তো ভিন্নকুজা মহাগজাঃ ।
 বিহ্বলস্তো গতা ভূমিং শৈলা ইব ধরাতলে ॥ ৫৪
 মেদোরুধিরদিকাক্ষো বসামজ্জাসমুক্ষিতঃ ।
 ব্যচরৎ সমরে ভীমো দণ্ডপাণিরিবাস্তকঃ ॥ ৫৫
 গজানাং রুধিরক্রিমাং গদাং বিভ্রদ্ বৃকোদরঃ ।
 ঘোরঃ প্রতিভয়শ্চাসীৎ পিনাকীব পিনাকধৃক্ ॥ ৫৬
 সম্মথ্যমানাঃ ক্রুদ্ধেন ভীমসেনেন দন্তিনঃ ।
 সহসা প্রোজবন্ ক্লিষ্টা যুদগন্তস্তব বাহিনীম্ ॥ ৫৭
 তং হি বীরং মহেষাসং সৌভদ্রপ্রমুখা রথাঃ ।
 পর্য্যরক্ষন্ত যুধ্যন্তঃ বজ্রায়ুধমিবামরাঃ ॥ ৫৮
 শোণিতাক্তাং গদাং বিভ্রজ্জক্ষিতাং গজশোণিতৈঃ ।
 কৃতান্ত ইব রৌজোজ্ঞা ভীমসেনো ব্যদৃশ্যত ॥ ৫৯
 ব্যাঘচ্ছমানং গদয়া দিক্ষু সর্বাশ্চ ভারত ।
 অপশ্যাম রণে ভীমং নৃত্যন্তমিব শঙ্করম্ ॥ ৬০

তখন অত্র বহু বিশাল হাতী রক্তবমন করিতেছিল এবং তাহাদের কুন্তল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বহু হাতী ব্যাকুল হইয়া সেই রণভূমিতে পর্কতসমূহের স্রায় পড়িয়াছিল ॥ ৫৪

ভীমসেনের সমগ্র শরীর তখন মেদ ও রক্তে লিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি বশা ও মজ্জাতে বেন স্নাত হইয়াছিলেন এবং হাতে গদা লইয়া দণ্ডপাণি যমরাজের স্রায় যুদ্ধভূমিতে বিচরণ করিতেছিলেন ॥ ৫৫

হস্তীদিগের রক্তে ক্রিমা গদা ধারণ করিয়া ভীমসেন পিনাকধারী ভগবান্ রক্তের স্রায় ঘোর ও ভয়ঙ্কর হইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৫৬

ক্রুদ্ধ ভীমসেন তখন হস্তীদিগকে মথিত করিতেছিলেন ; সেইজন্ত তাহারা গুরুতর ক্লিষ্ট হইয়া আপনার সৈন্তগণকে মর্দিত করিতে করিতে সহসা যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৫৭

যে রূপ দেবগণ বজ্রধারী ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ হুভদ্রানন্দন অভিমন্যু প্রভৃতি পাণ্ডব যোদ্ধারা যুদ্ধে তৎপর থাকিয়া মহাযুদ্ধের বীর ভীমসেনকে রক্ষা করিতেছিলেন ॥ ৫৮

রক্তাক্ত ও হস্তিগণের রক্তে গাঢ় লিপ্ত গদাকে ধারণ করিয়া রক্ত্রূপধারী ভীমসেন যমরাজের স্রায় দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন ॥ ৫৯
 ভারত ! ভীমসেন গদা লইয়া বেন চারিদিকে ব্যাঘ্রম

শ্রীমদ্রবী বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বোক্তগত ভীষ্মবধপর্কে চতুর্থদিবসে ভীমের যুদ্ধবিবরণ
 দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

যমদণ্ডোপমাং গুর্ভীমিশ্রাশনিসমস্বনাম্ ।
 অপশ্যাম মহারাজ রৌজাং বিশসনীং গদাম্ ॥ ৬১
 বিমিশ্রাং কেশমজ্জাভিঃ প্রদিক্ষাং রুধিরেণ চ ।
 পিনাকমিব রুদ্রশ্ৰী ক্রুদ্ধস্তাভিযুতঃ পশুন্ ॥ ৬২
 যথা পশুনাং সজ্জাতং যষ্ট্যা পালঃ প্রকালয়েৎ ।
 তথা ভীমো গজানীকং গদয়া সমকালয়েৎ ॥ ৬৩
 গদয়া বধ্যমানান্তে মার্গ গৈশ্চ সমস্ততঃ ।
 স্বাস্থনীকানি যুদগন্তঃ প্রোজবন্ কুঞ্জরাস্তব ॥ ৬৪
 মহাবাত ইবান্নাণি বিধমিত্বা স বারণান্ ।
 অতিষ্ঠৎ তুমুলে ভীমঃ শ্মশান ইব শূলভং ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়ালিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি চতুর্থদিবসে ভীমযুদ্ধে
 দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২

করিতেছিলেন। সমরারূপে আমরা ভীমকে তাণ্ডবনৃত্যকারী ভগবান্ শঙ্করের স্রায় দেখিতেছিলাম ॥ ৬০

মহারাজ ! ভীমসেনের এই ভায়বহা ও ভয়ঙ্করী গদা সকলের সংহার-কারিণী ছিল। আমার নিকট ত' উহা যমদণ্ডের স্রায় দৃষ্ট হইতে ছিল। প্রহার করিলে এই গদার বজ্রের তুল্য শব্দ হইয়া থাকে ॥ ৬১

রক্তে লিপ্তা এবং কেশ ও মজ্জায় মিশ্রিতা সেই গদাকে প্রলয়কালে ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত পশুকে (জীবকে) সংহারকারী রুদ্রদেবের পিনাকের সদৃশ বলিয়া আমাদের ভ্রম হইতেছিল ॥ ৬২

যে রূপ পশুপালক বিচরণরত পশুসমূহকে যষ্টি দ্বারা (লাঠি দ্বারা) দমন করিয়া থাকে, সেইরূপ ভীমসেনও স্বীয় গদা দ্বারা গজদৈন্য-দিগকে দমন করিলেন ॥ ৬৩

মহারাজ ! চারিদিক হইতে গদা ও বাণসমূহের আঘাত পাইয়া আপনার সৈন্ত মধ্যস্থিত সেই সব হস্তীরা আপনার সৈন্ত-দিগকে মর্দন করিতে করিতে ধাবিত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ৬৪

যে রূপ ঝঞ্ঝাবায়ু মেঘকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ ভীমসেন সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে হস্তী সৈন্তগণকে বিতাড়িত করিতে করিতে শ্মশানভূমিতে ক্রিশূলধারী ভগবান্ শঙ্করের স্রায় সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ৬৫

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

[রণাঙ্গনে প্রচণ্ড পরাক্রমশালিনা ভীমসেনেন সহ ভীষ্মস্য যুদ্ধম্, সাত্যকি-ভূরিষ্মবসোঃ পরাক্রমশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ

হতে তস্মিন্ গজানীকে পুত্রো হৃষ্যোধনস্তব ।
ভীমসেনং ব্রতেত্যেবং সর্বসৈন্ত্যাক্রোচোদয়ং ॥ ১
ততঃ সর্বাণ্যনীকানি তব পুত্রস্ত শাসনাং ।
অভ্যজবন্ ভীমসেনং নদন্তং ভৈরবান্ রবান্ ॥
তং বলৌঘমপর্যাস্তং দেবৈরপি সূত্ৰঃসহম্ ।
আপতন্ত্য সূত্ৰস্পারং সমুদ্রমিব পর্বণি ॥ ৩
রথ-নাগাস্থকলিলং শঙ্খ-দ্রুদুভিনাদিতম্ ।
অনন্তরথপাদাতং রজসা সর্বতো বৃতম্ ॥ ৪
তং ভীমসেনঃ সমরে মহোদধিমিবাপরম্ ।
সেনাসাগরমক্ষোভ্যং বেলেব সমবারয়ং ॥ ৫
তদাশ্চর্য্যমপশ্চাম পাণ্ডবস্ত মহাত্মনঃ ।
ভীমসেনস্ত সমরে রাজন্ কৰ্ম্মাতিমানুষম ॥ ৬

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

[যুদ্ধস্থলে প্রচণ্ড পরাক্রমী ভীমসেনের সহিত ভীষ্মের যুদ্ধ এবং সাত্যকি ও ভূরিষ্মবার পরাক্রম ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই হস্তী সৈন্ত নিহত হইয়া যাইলে আপনার পুত্র হৃষ্যোধন আদেশ দিলেন যে, সমস্ত সৈন্ত মিলিত হইয়া ভীমসেনকে বধ কর ॥ ১

তারপর আপনার পুত্রের আদেশে সমস্ত সৈন্তগণ ভৈরব স্বরে গর্জন করিতে করিতে ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিল ॥ ২

সৈন্তগণের সেই অপরিণীম বেগ দেবতাদিগেরও হৃৎসহ ছিল। পূর্ণিমায় সংবদ্ধিত সাগরের ন্যায় তখন যেন এই সৈন্তবাহিনী ছন্দার বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৩

এই সৈন্ত-সমূহ রথ, হস্তী ও অশ্বে পূর্ণ ছিল এবং দ্রুতি ও শঙ্খসমূহের ধ্বনিতে উহা কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিল। উহাতে স্থিত রথ ও পদাতি সৈন্তের সংখ্যা বলিবার শক্তি আমার নাই এবং সৈন্তের দ্বারা চারিদিক্ ধূলিতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ৪

অপর এক মহাসাগরের দ্বায় সেই অক্ষোভ্য সৈন্তসমূহকে যুদ্ধে ভীমসেন তীরের সদৃশ প্রতিরোধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

রাজন্! সেই সময় সংগ্রামভূমিতে আমরা মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের অত্যন্ত আশ্চর্য্যময় অতিমানুষ কৰ্ম্ম স্বচক্ষে দর্শন

উদীর্ণান্ পার্ধিবান্ সর্বান্ সাধ্বান্ সরথ-কুঞ্জরান্ ।

অসম্ভ্রমং ভীমসেনো গদয়া সমবারয়ং ॥ ৭

স সংবধ্যা বলৌঘাংস্তান্ গদয়া রথিনাং বরঃ ।

অতিষ্ঠং তুমুলে ভীমো গিরির্মেকুরিবাচলঃ ॥ ৮

তস্মিন্ সূতুমুলে ঘোরে কালে পরমদারুণে ।

ভ্রাতরশৈচব পুত্রাশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্বতঃ ॥ ৯

দ্রৌপদেয়াহভিমম্যশ্চ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ ।

ন প্রাজ্জহন্ ভীমসেনং ভয়ে জাতে মহাবলম্ ॥ ১০

ততঃ শৈক্যায়সীং গুবীং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ।

অথাবং তাবকান্ যোধান্ দণ্ডপাণিরিবাশ্বকঃ ॥ ১১

পোথয়ন্ রথবৃন্দানি বাজিরন্দানি চাভিভূঃ ।

কর্ষয়ন্ রথবৃন্দানি বাহুবোগেন পাণ্ডবঃ ॥ ১২

করিতে লাগিলাম

অথ, হস্তী ও রথসহ যত ভূপালগণই অগ্রে বদ্ধিত হইতে লাগিলেন, তাহাদের সকলকেই ভীমসেন কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই রুদ্ধ করিলেন ॥ ৭

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমসেন সেই সময়ে সৈন্তবাহিনী গদাধারা প্রতিরোধ করিয়া তাদৃশ ভয়ঙ্কর সংগ্রামস্থলে মেক-পর্বতের দ্বায় বিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮

সেই সূতুমুল ও অত্যন্ত দারুণ ভয়ঙ্কর সময়ে মহাবল ভীমসেনকে তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ, পুত্রগণ, ক্রপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, অভিমত্যা ও অপরাজিত বীর শিখণ্ডী—ইহারা কেহই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইলেন না ॥ ৯-১০

তারপর বাহার সম্পূর্ণ অংশ লৌহসারের (ইম্পাতের) দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল, সেই বিশাল এবং ভারবহ গদা হাতে লইয়া ভীমসেন সাক্ষাৎ দণ্ডপাণি যমরাজের তুল্য আপনার সৈন্তবাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১১

অনন্তর প্রভাবশালী বলবান্ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন রথী ও অখারোহী বীর সৈন্তগণকে বিধ্বস্ত করিতে করিতে বীর বাহুবোগে রথসকলকে আকর্ষণ করত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে করিতে প্রলয়কালে যমরাজের দ্বায় রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥

বিনিম্নন্ ব্যচরং সংখ্যে যুগান্তে কালবদ্ বিভুঃ ।
 উরুবেগেন সংকর্ষন্ রথজালানি পাণ্ডবঃ ॥ ১৩
 বলানি সন্মদর্শান্ত নড্ বলানীব কুঞ্জরঃ ।
 মৃদগন্ রথেভ্যো রথিনো গজ্জেভ্যো গজযোধিনঃ ॥ ১৪
 সাদিন্শ্চাশ্বপৃষ্ঠেভ্যো ভূমৌ চাপি পদাভিনঃ ।
 গদয়া ব্যধমং সর্বাণ্ বাতো বৃক্ষানিবোজসা ॥ ১৫
 ভীমসেনো মহাবাহুস্তব পুত্রস্ত বৈ বলে ।
 সাপি মজ্জাবসামাংসৈঃ প্রদিক্কা কৃধিরেণ চ ॥ ১৬
 অদৃশ্যত মহারোজা গদা নাগাশ্বপাতনী ।
 তত্র তত্র হতৈশ্চাপি মনুশ্য-গজ-বাজ্জিভিঃ ॥ ১৭
 রণাঙ্গনং সমভবন্মৃত্যোরাবাসসন্নিভম্ ।
 পিনাকমিব ক্রুদ্যন্ত ক্রুদ্ধস্তাভিভ্রতঃ পশূন্ ॥ ১৮
 যমদণ্ডোপমামুগ্রামিস্ত্রাশনিসমম্বনাম্ ।
 দদৃশুর্ভীমসেনস্ত রৌদ্রীং বিশসনীং গদাম্ ॥ ১৯
 আবিধ্যতো গদাং তস্ত কোস্তেয়স্ত মহাশ্বনঃ ।
 বভৌ রূপং মহাঘোরং কালস্তেব যুগক্ষয়ে ॥ ২০

পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন নিজ প্রবলবেগে রথসমূহকে তুলিয়া লইয়া ধ্বংস করিতে লাগিলেন এবং ক্রান্ততার সহিত সমগ্র সৈন্যকে সেইভাবে মর্দিত করিতে থাকিলেন, যেরূপ হাতী মানবগণকে মর্দিত করিয়া থাকে ॥

মহাবাহু ভীমসেন আপনার পুত্রের রথসমূহে রথী বীরগণকে, হাতি সকলকে দ্বারা হস্তারোহীদিগকে, অশ্বগণের পৃষ্ঠের দ্বারা অশ্বারোহিবৃন্দকে এবং ভূতলে পাদচারী সৈন্যদিগকে গদাঘাতে সেই ভাবে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন, যেরূপ প্রবলবায়ু স্ববেগে বৃক্ষসমূহকে উৎপাটিত করিয়া থাকে ॥

হতী ও অশ্বগণকে নিহতকারিণী ভীমসেনের সেই গদা ও মজ্জা, বলা, মাংস এবং রক্তে লিপ্ত হইয়া মহাভয়ঙ্করী হইয়া উঠিল ॥

যেখানে সেখানে নিহত হইয়া পতিত মনুশ্য, হতী ও অশ্ব সেই সমগ্র রণভূমি যুদ্ধার নিবাসস্থানের স্থায় প্রভীত হইতে লাগিল ॥

ভীমসেনের সেই সংহারকারিণী ভয়ঙ্করী গদাকে সকল মাছুষই প্রলয়কালে পশুগণকে (জীবগণকে) সংহারকারী ক্রুদ্ধদেবের পিনাক ও যমদণ্ডের সদৃশ বলিয়া মনে করিতে লাগিল । ইহার শব্দ ও বজ্রের স্থায় কঠোর ছিল ॥ ১২-১৯

বীর গদাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে মহাত্মা কুন্তীনন্দন ভীমসেনের

তং তথা মহতীং সেনাং জাবয়ন্তং পুনঃ পুনঃ ।
 দৃষ্ট্বা মৃত্যুমিবায়াস্তং সর্বে বিমনসোহভবন্ ॥ ২১
 যতো যতঃ প্রেক্ষতে অ গদামুত্তমা পাণ্ডবঃ ।
 তেন তেন অ দীর্ঘাশ্চ সর্বসৈন্তানি ভারত ॥ ২২
 প্রদারয়ন্তঃ সৈন্তানি বলেনামিতবিক্রমম্ ।
 গ্রসমানমনীকানি ব্যাদিতাশ্চমিবাস্তকম্ ॥ ২৩
 তং তথা ভীমকর্মাণং প্রগৃহীতমহাগদম্ ।
 দৃষ্ট্বা বুকোদরং ভীমঃ সহসৈব সমভ্যাগাৎ ॥ ২৪
 মহতা রথঘোষণে রথেনাদিত্যবচসা ।
 ছাদয়ন্ শরবর্ষণে পঙ্কজ ইব বৃষ্টিমান্ ॥ ২৫
 তমায়াস্তং তথা দৃষ্ট্বা ব্যাভাননমিবাস্তকম্ ।
 ভীমঃ ভীমো মহাবাহুঃ প্রত্যাঙ্গীয়াদমর্ষিতঃ ॥ ২৬
 তস্মিন্ ক্ষণে সাত্যকিঃ সত্যসঙ্কঃ

শিনিপ্রবীরোহভ্যপতং পিতামহম্ ।

নিব্রতমিত্রান্ ধনুযা দৃঢ়েন

সংকম্পয়ন্তব পুত্রস্ত সৈন্তম্ ॥ ২৭

রূপ তখন যুগান্তকালে যমরাজের সমান অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রভীত হইতেছিল ॥ ২০

সেই বিশাল সৈন্তবাহিনীকে বারংবার বিজ্রাবিতকারী ভীমসেনকে সাক্ষাৎ যুদ্ধার স্থায় সন্মুখে আসিতে দেখিয়া সমস্ত ধোদ্ধাদিগের মন উদাসীন হইয়া যাইল ॥ ২১

ভারত ! ভীমসেন গদা তুলিয়া যে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, সেই সেই দিকের সমগ্র সৈন্তই বিদীর্ণ হইয়া যাইল (অর্থাৎ সৈন্তরা পলাইয়া গিয়া স্থান শূন্য করিয়া দিল) ॥ ২২

বীর বলে সৈন্তগণকে বিদীর্ণকারী ভীমসেন সমগ্র সৈন্ত-বাহিনীকে গ্রাস করিবার ইচ্ছায় মুখবিশ্তারকারী সাক্ষাৎ কালের তুল্য বলিয়া মনে হইতেছিল । সেই সময় অতিশয় ভারযুক্ত গদাকে উত্তোলনকারী ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ভীমসেনকে দেখিয়া ভীম সহসা সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩-২৪

তিনি অধাতুলা তেজস্বী এবং চক্রসকলের গভীর শব্দযুক্ত বিশাল রথে আরোহণ করিয়া বর্ষণরত মেঘসদৃশ বাণসমূহ বর্ষণ করত সমস্ত দিক্ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৫

মুখব্যাদিত যমরাজের স্থায় ভীমকে আসিতে দেখিয়া মহাবাহু ভীমসেন অমর্ষপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার সন্মুখে গমন করিলেন ॥ ২৬

সেই সময় শিনিবংশের প্রধান বীর সত্যপ্রতিজ্ঞ সাত্যকি বীর হৃদুত ধনু দ্বারা শত্রুগণকে সংহার করিতে করিতে আপনার

তং যাস্তমশৈ রজতশ্রেকাশৈঃ

শরান্ বপস্তুং নিশিতান্ সুপুঙ্খান্ ।

নাশক্ৰূবন্ ধারয়িতুং তদানীং

সৰ্বে গণা ভারত যে স্বদীয়াঃ ॥২৮

অবিধ্যদেনং দশভিঃ পৃষৎকৈ-

রলম্বুষো রাক্ষসোহসৌ তদানীম্ ।

শরৈশ্চতুর্ভিঃ প্রতিবিধ্য তঞ্চ

নশুা শিনেরভ্যপতদ্ রথেন ॥ ২৯

অস্বাগতং বৃক্ষিবরং নিশম্য

তং শক্রমধ্যে পরিবর্তমানম্ ।

শ্রোত্রাবয়ন্তং কুরুপুঞ্জবাংশ্চ

পুনঃ পুনশ্চ শ্রগদন্তমাজৌ ॥ ৩০

পুত্রের সৈন্তবাহিনীকে কম্পিত করত পিতামহ ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৭

ভারত ! রজততুলা শুভ্র অশ্বে বাহিত ও সুন্দর পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণবাণসমূহ বর্ষণকারী সাত্যকিকে সেই সময় আপনার সমস্ত সৈন্তবাহিনী প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না ॥ ২৮

কেবল অলম্বুষনামক রাক্ষসই তখন তাঁহাকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিয়াছিল। তাহাতে শিনির পৌত্র সাত্যকিও এই রাক্ষসকে চারিটি বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধগ্রহণ করিলেন এবং রথের দ্বারা ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন ॥ ২৯

বৃক্ষিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি আসিয়া শক্রগণের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধস্থলে কৌরবসৈন্তের মুখ্য মুখ্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাভ্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তগত ভীষ্মবধপর্কে সাত্যকি-

ভূরিশ্রবার যুদ্ধে সমাগমবিষয়ক ত্রিযষ্টিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

যোধাস্বদীয়াঃ শরবর্ষৈরবর্ষন্

মেঘা যথা ভূধরমম্বুবৈগৈঃ ।

তথাপি তং ধারয়িতুং ন শেকু-

র্মধ্যান্দিনে সূর্য্যমিবাতপস্তুম্ ॥ ৩১

ন তত্র কশ্চিন্নবিষয় আসী-

দৃতে রাজন্ সোমদন্তস্য পুত্রাং ।

স বৈ সমাদায় ধনুর্মহাত্মা

ভূরিশ্রবা ভারত সৌমদন্তিঃ ॥ ৩২

দৃষ্ট্বা রথান্ স্থান্ ব্যাপনীয়মানান্

প্রত্যাঘ্যযৌ সাত্যকিং যোদ্ধু মিচ্ছন্ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সাত্যকি-ভূরিশ্রবঃ-

সমাগমে ত্রিযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

বীরবৃন্দকে পলাইতে বাধ্য করিয়া বারংবার গর্জন করিতে থাকিলেন। ইহা দেখিয়া আপনার যোদ্ধারা তাঁহার উপর সেইভাবে বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ মেঘ পর্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। তথাপি তাঁহারা মধ্যাহ্নকালীন প্রথর তাপযুক্ত সূর্যের দ্বারা ইহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৩০-৩১

রাজন্ ! সেই সময় সোমদন্তপুত্র ভূরিশ্রবা ব্যতীত একরূপ অন্য কোন যোদ্ধা ছিলেন না, যিনি বিবাদগ্রস্ত হইয়া পড়েন নাই। ভারত ! সোমদন্তপুত্র মহাত্মা ভূরিশ্রবা স্বীয় রথী বীরগণকে বিবশ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া ধনু গ্রহণ করত যুদ্ধের ইচ্ছায় সাত্যকির উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩২-৩৩

চতুঃষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

[ভীমসেনস্য ঘটোৎকচস্য চ পরাক্রমঃ, কৌরবাণাং পরাজয়ঃ, চতুর্থদিবসস্য যুদ্ধসমাপ্তিঃ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততো ভূরিশ্রবা রাজন্ সাত্যকিঃ নবভিঃ শরৈঃ ।
প্রাবিধ্যদ্ ভূশসংক্রুদ্ধস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্ ॥ ১
কৌরবাং সাত্যকিশ্চৈব শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ।
অবারয়দমেয়াস্মা সর্বলোকস্ত পশ্যতঃ ॥ ২
ততো দুর্যোধনো রাজা সৌদর্ধ্যৈঃ পরিবারিতঃ ।
সৌমদন্তিঃ রণে যন্তঃ সমস্তাং পর্যাবারয়ৎ ॥ ৩
তং চৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে সাত্যকিঃ রভসং রণে ।
পরিবার্য স্থিতাঃ সংখ্যে সমস্তাং স্তুমহৌজসঃ ॥ ৪
ভীমসেনস্ত সংক্রুদ্ধো গদামুত্তম্য ভারত ।
দুর্যোধনমুখান্ সর্বান্ পুত্রাংস্তে পর্যাবারয়ৎ ॥ ৫
রথৈরনেকসাহস্রৈঃ ক্রোধামবসমম্বিতঃ ।
নন্দকস্তব পুত্রস্ত ভীমসেনং মহাবলম্ ॥ ৬
বিব্যাধ বিশিষ্টৈঃ যড়ভিঃ কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ

ইতম অধ্যায় ।

[ভীমসেন ও ঘটোৎকচের পরাক্রম, কৌরবগণের পরাজয় এবং চতুর্থ দিনের যুদ্ধ সমাপ্তি ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! তখন ভূরিশ্রবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকিকে নয়টি বাণে সেইভাবে বিদ্ধ করিলেন, যে রূপ গজরাজকে অকুশলারা বিদ্ধ করা হইয়া থাকে ॥ ১

সেই সময় অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন সাত্যকিও আনন্ডপূর্ণ বাণসমূহে সকল লোকের দৃষ্টিগোচরেই কুরুবংশীয় ভূরিশ্রবাকে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ২

ইহা দেখিয়া সহোদর ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত রাজা দুর্যোধন যুদ্ধের জন্ত উত্তত হইয়া ভূরিশ্রবাকে চারিদিকে আবৃত করত তাঁহার রক্ষায় তৎপর রহিলেন ॥ ৩

এদিকে অতিশয় মহাতেজস্বী পাণ্ডবগণও যুদ্ধভূমিতে সবেগে অগ্রে বর্জিত সাত্যকিকে চারিদিকে ঘিরিয়া রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪

ভারত! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভীমসেন গদা উত্তোলিত করিয়া আগনার দুর্যোধনাদি সকল পুত্রকেই একাকীই রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

তখন ক্রোধ ও অমর্ষে পূর্ণ আগনার পুত্র নন্দক বহু হাজার

দুর্যোধনশ্চ সমরে ভীমসেনং মহারথম্ ॥ ৭
আজ্ঞানোরসি ক্রুদ্ধো মার্গগৈর্নবভিঃ শিতৈঃ ।
ততো ভীমো মহাবাহুঃ স্বরথং স্তুমহাবলঃ ॥ ৮
আরুরোহ রথশ্রেষ্ঠঃ বিশোকং চেদমব্রবীৎ ।
এতে মহারথাঃ শূরা ধার্তরাষ্ট্রাঃ সমাগতাঃ ॥ ৯
মামেব ভূশসংক্রুদ্ধা হস্তমভ্যুচ্চতা যুধি ।
মনোরথক্রমোহস্মাকং চিন্তিতো বহুবর্ষিকঃ ॥ ১০
সফলঃ স্মৃত চাত্তেহ যোহহং পশ্যামি সৌদরান্ ।
যত্রাশোক সমুৎক্ষিপ্তা রণবো রথনেমিভিঃ ॥ ১১
প্রযাস্তস্ত্যস্তরিক্ষং হি শরবৃন্দৈর্দিগন্তরে ।
তত্র তিষ্ঠতি সন্নদঃ স্বয়ং রাজা সুর্যোধনঃ ॥ ১২
ভ্রাতরশ্চাস্ত সন্নদাঃ কুলপুত্রা মদোৎকটাঃ ।
এতানন্ত হনিষ্যামি পশ্যতস্তে ন সংশয়ঃ ॥ ১৩

রথী বীর সৈন্তের সহিত আসিয়া শিলাতে শান দিয়া ধারালকুড় কঙ্কপত্রযুক্ত ছয়টি বাণে মহাবল ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন ॥

কুপিত দুর্যোধনও সেই যুদ্ধে মহারথী ভীমসেনের বক্ষস্থলে নয়টি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন ॥

তখন মহাবাহু ভীমসেন খণ্ডে শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিলেন এবং সারথি বিশোককে এই কথা বলিলেন ॥

এই মহারথী বীর ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের বধ করিবার জন্ত উত্তম করত এখানে উপস্থিত হইয়াছে ॥

স্মৃত! আমার মনে বহু বর্ষ ধরিয়া যাহার চিন্তা হইতেছে, সেই মনোরথরূপী বৃক্ষ আজ সফল হইতে চলিয়াছে; কারণ, এই সময় আমি এই যুদ্ধস্থলে দুর্যোধনকে ভ্রাতৃগণের সহিত একত্রিত হইতে দেখিতেছি ॥

বিশোক! যেখানে রথের চক্রপাদের দ্বারা উথিত ধূলি বাণসমূহের সহিত অন্তরিক ও দিগন্ত সকলকে ব্যাপ্ত করিতেছে, সেই স্থানেই স্বয়ং রাজা দুর্যোধন কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধের জন্ত অবস্থান করিতেছে ॥ ৬-১২

উহার কুলীন ও মদোয়ন্ত ভ্রাতারাও কবচ বন্ধন করিয়া ঐ স্থানেই অপেক্ষা করিতেছে। আজ তোমার চোখের সামনেই আমি ইহাদের সকলকেই বিনাশ করিব,—ইহাতে কোনই সংশয়

তস্মান্মানসান্ সংগ্রামে যন্তঃ সংযচ্ছ সারথি ।
 এবমুক্ত্বা ততঃ পার্থস্তব পুত্রং বিশাষ্পতে ॥ ১৪
 বিব্যাধ দশভিষ্ঠীকৈঃ শরৈঃ কনকভূষণৈঃ ।
 নন্দকঞ্চ ত্রিভির্বাণৈরভ্যবিধাৎ স্তনাস্তরে ॥ ১৫
 তং তু হৃষ্যোধনঃ সট্টা বিদ্ধ্বা ভীমং মহাবলম্ ।
 ত্রিভিরশ্ঠৈঃ স্ত্রুনিশিতৈবিশোকং প্রত্যবিধাত ॥ ১৬
 ভীমস্ত চ রণে রাজন্ ধনুশ্চিচ্ছেদ ভাসুরম্ ।
 মুষ্টিদেশে ভশং তাক্ষৈস্ত্রিভির্ভগ্নৈর্হসস্রিণ ॥ ১৭
 সমরে প্রেক্ষ্য যস্তারং বিশোকং তু বৃকোদরঃ ।
 পীড়িতং বিশিথৈস্ত্রীকৈস্তব পুত্রেন ধনিনা ॥ ১৮
 অমৃত্যুমাণঃ সংরক্তো ধনুর্দিবাং পরামৃশৎ ।
 পুত্রস্ত তে মহারাজ বধার্থং ভরতবভ ॥ ১৯
 সমাধস্ত স্নসংক্রুদ্ধঃ ক্ষুরপ্রাং লোমবাহিনম্ ।
 তেন চিচ্ছেদ নৃপতেভীমঃ কামুকমুত্তমম্ ॥ ২০
 সোহপবিদ্ধা ধনুশ্চিন্নং পুত্রস্তে ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।

নাই। অতএব সারথি! তুমি সাবধান হইয়া অশ্বগণকে সংযত করিয়া রাখ।

রাজন্! এই কথা বলিয়া কৃষ্ণীপুত্র ভীমসেন স্বর্ণভূষিত দশটি বাণে হৃষ্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন এবং নন্দকের বক্ষঃস্থলে তিনটি বাণে গভীরভাবে আঘাত করিলেন ॥ ১৪-১৫

ইহা দেখিয়া হৃষ্যোধন বাট বাণে মহাবল ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া অশ্ব তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে সারথি বিশোককেও আঘাত করিলেন ॥ ১৬

রাজন্! তাহার পর হৃষ্যোধন যুদ্ধস্থলে তিনটি অভ্যস্ত তীক্ষ্ণ ধারাল ভল্লের দ্বারা হস্ত করিতে করিতে ভীমসেনের তেজস্বী ধনুকের মধ্যভাগ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭

আপনার ধনুর্ধ্বর পুত্র দ্বারা সমরাজ্ঞে স্বীয় সারথি বিশোককে তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে পীড়িত হইতে দেখিয়া ভীমসেন সন্মুখ করিতে পারিলেন না। তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া স্বীয় দিব্য ধনু গ্রহণ করিলেন। মহারাজ! ভরতশ্রেষ্ঠ! পুনরায় আপনার পুত্রকে বধ করিবার বাসনায় অতিশয় ক্রোধভরে তিনি পক্ষযুক্ত ক্ষুরপ্রবাণ সন্ধান (যোজনা) করিলেন এবং তাহা দ্বারা রাজা হৃষ্যোধনের উত্তম ধনুকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৮-২০

রাজন্! ধনু ছিন্ন হইলে আপনার পুত্র হৃষ্যোধন ক্রোধে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি ছিন্ন ধনুকে পরিত্যাগ

অগ্নাং কামুকমাদস্ত সত্বরং বেগবন্তরম্ ॥ ২১
 সন্দধে বিশিখং ঘোরং কালমৃত্যুসমপ্রভম্ ।
 তেনাজঘান সংক্রুদ্ধো ভীমসেনঃ স্তনাস্তরে ॥ ২২
 স গাঢ়বিক্রো ব্যথিতঃ স্তননোপস্থ আবিধাৎ ।
 স নিষলো রথোপস্থে মূচ্ছামভিজগাম হ ॥ ২৩
 তং দৃষ্ট্বা ব্যথিতং ভীমমভিমমুহাপুরোগমাঃ ।
 নামৃগান্ত মহেষ্ণাসাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ২৪
 ততস্ত তুমুলাং রুষ্টিং শস্ত্রাণাং তীক্ষ্ণতেজসাম্ ।
 পাতয়ামাসুরবাণাঃ পুত্রস্ত তব যুধনি ॥ ২৫
 প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং ভীমসেনো মহাবলঃ ।
 হৃষ্যোধনং ত্রিভিবিদ্ধা পুনবিব্যাধ পঞ্চভিঃ ॥ ২৬
 শল্যঞ্চ পঞ্চবিংশত্যা শরৈর্বিব্যাধ পাণ্ডবঃ ।
 রুদ্রপুষ্কৈর্মহেষ্ণাসঃ স বিক্রো ব্যপয়াদ্ রণাৎ ॥ ২৭
 প্রত্যাঘ্যযুস্ততো ভীমং তব পুত্রাশ্চতুদশ ।
 সেনাপতিঃ সুর্য্যেণ চ জলসন্ধঃ সুলোচনঃ ॥ ২৮

করিয়া অতি সত্বর তাহা হইতেও অধিক বেগশালী অপর একটি ধনু গ্রহণ করিলেন ॥ ২১

তারপর উহাতে কাল ও মৃত্যুতুল্য তেজস্বী ভয়ঙ্কর বাণ সন্ধান করিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা দ্বারা ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন ॥ ২২

সেই বাণে গুরুতর আহত হইয়া ভীমসেন ব্যথিতচিত্তে রথের আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুচ্ছিত হইলেন ॥ ২৩

ভীমসেনকে প্রহারে পীড়িত হইতে দেখিয়া অভিমত্যা প্রতৃতি মহাধনুর্ধ্বর পাণ্ডব মহারথিগণ ইহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না ॥ ২৪

তখন তাহারা সকলে আপনার পুত্রের মস্তকে নির্ভয়চিত্তে তেজস্বী অস্ত্রসকল প্রবলভাবে বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

তদনন্তর সংজ্ঞালাভ করিয়া মহাবল ভীমসেন হৃষ্যোধনকে প্রথমে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচটি বাণে আঘাত করিলেন ॥ ২৬

তাহার পর মহাধনুর্ধ্বর পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন স্ববর্ষয় পক্ষযুক্ত পঁচিশটি বাণে রাজা শল্যকে বিদ্ধ করিলেন। সেই বাণে আহত হইয়া তিনি রণভূমি হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ২৭

রাজন্! তখন আপনার চৌদজন পুত্র ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন। ইহাদের নাম হইল—সেনাপতি, সুর্য্যেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, বট, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, অলোলপু,

উগ্রো ভীমরথো ভীমো বীরবাহুরলোলুপঃ ।
 দুৰ্মুখো দুশ্প্রধৰ্ষচ্চ বিবিৎসুবিকটঃ সমঃ ॥ ২৯
 বিন্ধুজঙ্ঘো বহুন্ বাণান্ ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ ।
 ভীমসেনমভিজিত্য বিব্যাধুঃ সহিতা ভূশম্ ॥ ৩০
 পুত্রান্তে তব সন্তোষ্য ভীমসেনো মহাবলঃ ।
 সৃষ্টিণী বিলিহ্ন বীরঃ পশুমধ্যে যথা বৃকঃ ॥ ৩১
 অভিপত্য মহাবাহুর্গুরুত্বানিব বেগিতঃ ।
 সেনাপতেঃ কুরপ্রোণ শিরশ্চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ ॥ ৩২
 সম্প্রহস্ত চ দ্রষ্টায়া ত্রিভির্বাণৈর্মহাভূজঃ ।
 জলসঙ্কং বিনিভিষ্ঠ সোহনয়দ্ যমসাদনম্ ॥ ৩৩
 সুধেগন্ধ ততো হৃদা প্রেষয়ামাস যুতাবে ।
 উগ্রস্ত সশিরস্রাণং শিরশ্চস্ত্রোপমং ভূবি ॥ ৩৪
 পাতয়ামাস ভল্লেন কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্ ।
 বীরবাহুঞ্চ সপ্তত্যা সাংকেতুং সসারথিম্ ॥ ৩৫
 নিনায় সমরে বীরঃ পরলোকায় পাণ্ডবঃ ।

দুৰ্মুখ দুশ্প্রধৰ্ষ, বিবিৎসু, বিকট ও সম । ইহার সকলে ক্রোধে
 রক্তচক্ষু হইয়া বহু বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে ভীমসেনের
 উপর আক্রমণ করিলেন এবং একত্রিত হইয়া তাঁহাকে অভ্যস্ত
 আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ২৮-৩০

মহাবলী মহাবাহু বীর ভীমসেন আপনার পুত্রগণকে
 দেখিয়া পশুগণের মধ্যে অবস্থিত বৃকের (ব্যাভ্রাবশেষ) স্তায় স্বীয়
 মুণের দুই প্রান্তভাগ জিহবার দ্বারা লেহন করিতে, কাবতে
 গরুড়তুল্য তীব্রবেগে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । সেখানে
 উপস্থিত হইয়া তিনি সুরশ্রনামক বাণে সেনাপতির মস্তক ছেদন
 করিলেন ॥ ৩১-৩২

তারপর প্রসন্নচিত্ত হইয়া মহাবাহু ভীমসেন হস্ত করিতে
 করিতে জলসঙ্কেত তিনটি বাণে বিদীর্ণ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ
 করিলেন ॥ ৩৩

তদনন্তর সুধেগন্ধে বধ করিয়া যুতালোকে পাঠাইয়া দিলেন
 এবং উগ্রের কুণ্ডলমণ্ডিত চন্দ্রতুল্য মস্তককে একটি ভল্লের দ্বারা
 শিরস্রাণ সহ ছেদন করত ভূতলে পাত্তিত করিলেন ॥

অতঃপর পাণ্ডুনন্দন বীরবর ভীমসেন সমরাজ্যে অথ, ধ্বজ
 ও সারথিসহ বীরবাহুকে সত্তর বাণে নিহত করিয়া পরলোকে
 প্রেরণ করিলেন ॥

ভীম-ভীমরথো চোভো ভীমসেনো হসন্নিব ॥ ৩৬
 পুত্রো তে দুৰ্মদো রাজম্ননয়দ্ যমসাদনম্ ।
 ততঃ স্থলোচনং ভীমঃ কুরপ্রোণ মহামুধে ॥ ৩৭
 মিষতাং সর্বসৈন্তানামনয়দ্ যমসাদনম্ ।
 পুত্রান্তে তব তং দৃষ্ট্বা ভীমসেনপরাক্রমম্ ॥ ৩৮
 শেবা যেহন্তেহভবন্তত্র তে ভীমস্ত ভয়াদিতাঃ ।
 বিশ্রুদ্ধতা দিশো রাজন্ বধ্যমানা মহাস্থনা ॥ ৩৯
 ততোহত্রবীচ্ছাস্তনবঃ সর্বানিব মহারথান্ ।
 এষ ভীমো বণে ক্রুদ্ধো ধার্তবাষ্ট্রান্ মহারথান্ ॥ ৪০
 যথা প্রাগ্র্যান্ যথা জ্যেষ্ঠান্ যথা শূরাংশ্চ সঙ্গতান্ ।
 নিপাতয়তুগ্রন্থা তং প্রগৃহীত মাচিরম্ ॥ ৪১
 এবমুক্তান্ততঃ সর্বে ধার্তরাষ্ট্রস্ত সৈনিকাঃ ।
 অভ্যত্রবস্ত সংক্রুদ্ধা ভীমসেনং মহাবলম্ ॥ ৪২
 ভগদত্তঃ প্রভিল্লেন কুঞ্জরেণ বিশাম্পতে ।
 অভ্যয়াং সহসা তত্র যত্র ভীমো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪৩

রাজন্ । তাহার পর ভীমসেন আপনার যে দুই পুত্র যুদ্ধে
 উন্নত হইয়া সংগ্রাম করিতেছিলেন, সেই দুই পুত্র ভীম এবং
 ভীমরথকেও নিহত করিয়া যমগৃহে পাঠাইয়া দিলেন ॥

অনন্তর সেই মহামুধে ভীমসেন সমগ্র সৈন্তবাহিনীর নয়ন-
 পথেই কুরপ্রবাণ প্রহার করিয়া স্থলোচনকেও যমলোকে প্রেরণ
 করিলেন ॥

রাজন্ । তাহার পর আপনার যে সমস্ত পুত্র অবশিষ্ট
 ছিলেন, তাহারা ভীমসেনের পরাক্রম দেখিয়া তাহার ভয়ে
 পীড়িতচিত্তে মহাস্থা পাণ্ডুনন্দনের বাণপ্রহারে জর্জরিত হইয়া
 চারিদিকে পলায়ন করিলেন ॥ ৩৪-৩৯

তদনন্তর শাস্তমুন্দন ভীম সকল মহারথী বীরগণকে
 বলিলেন,—এই ভয়ঙ্কর ধ্বজধর ভীমসেন যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মুখে
 আগত শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, বীর মহারথী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে নিহত
 করিয়া ভূপাত্তিত করিতেছে, অভ্যএব তোমরা সকলে একত্রে
 মিলিত হইয়া তাহাকে গীষ বন্দী কর ॥ ৪০-৪১

তিনি এই কথা বলিলে পর দুর্ধোধ্যনের সমস্ত সৈন্তগণ ক্রুদ্ধ
 হইয়া মহাবল ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইল ॥ ৪২

প্রজ্ঞানাথ ! রাজা ভগদত্ত মদনবর্ষী গজরাজের উপর আরোহণ
 করিয়া সহসা সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন, যেখানে ভীমসেন
 অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৪৩

আপতয়েব চ রণে ভীমসেনং শিলীমুখৈঃ ।

অদৃশ্যং সমরে চক্রে জীমূত ইব ভাস্করম্ ॥ ৪৭

অভিমহ্যমুখাস্তং তু নায়শ্যন্ত মহারথাঃ ।

ভীমস্তাচ্ছাদনং সংখ্যে স্ববাহুবলমাক্রিভাঃ ॥ ৪৫

ত এনং শরবর্ষণে সমস্তাং পর্য্যবারয়ন্ ।

গজঞ্চ শরবৃষ্টা তু বিভিত্ত্বস্তে সমস্ততঃ ॥ ৪৬

স শস্ত্রবৃষ্ট্যাভিহতঃ সমন্তৈস্তৈর্মহারথৈঃ ।

প্রাগ্জ্যোতিষগজো রাজন্ নানালিঙ্গৈঃ স্মৃতেজ্ঞৈঃ ॥ ৪৭

সজ্জাতরুধিরোৎপীড়ঃ প্রেক্ষণীয়াইভবদ্ রণে ।

গভস্তিভিরিবার্কস্য সংস্রাতো জলদো মহান্ ॥ ৪৮

সঞ্চোদিতো মদস্রাবী ভগদন্তেন বারণঃ ।

অভ্যধাবত তান্ সর্বান্ কালোৎসৃষ্ট ইবাস্ককঃ ॥ ৪৯

দ্বিগুণং জবমাস্থায় কম্পয়ন্ত্শচরণৈর্মহীম্ ।

তস্ত তং স্তমহদ্ রূপং দৃষ্ট্বা সর্বে মহারথাঃ ॥ ৫০

যুদ্ধে আসিয়াই তিনি স্বীয় বাণসমূহে ভীমসেনকে সেইভাবে
অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ মেঘ সূর্য্যকে অদৃশ্য করিয়া
থাকে ॥ ৪৪

সেই সময় অভিমহ্য প্রভৃতি মহারথী বীরগণ ভীমসেন এই
ভাবে যুদ্ধে বাণে আচ্ছাদিত হইয়া যাত্রয়াকে সঙ্করিতে
পারিলেন না। তাঁহারা নিজ নিজ বাহুবলের সাহায্যে যুদ্ধে
ভগদন্তের উপর চারিদিক্ হইতে বাণ বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে
প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নিজ বাণসমূহের
বর্ষণে ভগদন্তের হস্তীটিকে সর্বদিকে ছিন্ন বিভিন্ন করিয়া
ফেলিলেন ॥ ৪৫-৪৬

রাজন্! হাঁহারা নানাপ্রকার চিরুধারণকারী ও অত্যন্ত
তেজস্বী ছিলেন, সেই সমস্ত মহারথী বীরগণ কর্তৃক কৃত অস্ত্রবর্ষণে
নানাভাবে আহত হইয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদন্তের
সেই হস্তীর মস্তক রক্তরঞ্জিত হইয়া উঠায় রণক্ষেত্রে সেইরূপ
অতিশয় দর্শনীয় হইল, যেরূপ সূর্য্যোদয়ের রক্তিমকিরণে ব্যাপ্ত
মহ্যুমেঘ দর্শনীয় হইয়া থাকে ॥ ৪৭-৪৮

ভগদন্তকর্তৃক চালিত হইয়া কালশ্রেণিত যমরাজতুল্য ভয়ঙ্কর
সেই মদস্রাবী গজরাজ দ্বিগুণ বেগের আশ্রয় লইয়া স্বীয় পদভরে
পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে তাঁহাদের সকলের প্রতি
মুষ্টি

তাঁহারা সেই বিশাল রূপ দেখিয়া সকল মহারথীরাই নিজেদের

অসহ্য মত্তমানাশ্চ নাতিপ্রমদসোহভবন্ ।

ততস্ত নৃপতিঃ ক্রুদ্ধো ভীমসেনং স্তনাস্তরে ॥ ৫১

আজ্ঞাঘান মহারাজ শরণানতপর্বণা ।

সোহতিবিক্রো মহেষ্ণাসন্তেন রাজ্ঞা মহারথঃ ॥ ৫২

মূর্চ্ছিয়াভিপরীতায়া ধ্বজযষ্টিং সমাশ্রয়ং ।

তাংস্ত ভীতান্ সমালক্ষ্য ভীমসেনঞ্চ মূচ্ছিতম্ ॥ ৫৩

ননাদ বলবন্মাদং ভগদন্তঃ প্রতাপবান্ ।

ততো ঘটোৎকচো রাজন্ প্রেক্ষ্য ভীমং তথাগতম্ ॥ ৫৪

সংক্রুদ্ধো রাক্ষসো ঘোরস্তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ।

স কৃহা দারুণাং মায়াং ভীষণাং ভয়বর্ধিনীম্ ॥ ৫৫

অদৃশ্যত নিমেষার্থাদ্ ঘোররূপং সমাস্থিতঃ ।

ঐরাবণং সমাক্রুতঃ স বৈ মায়াকৃতং স্বয়ম্ ॥ ৫৬

(কৈলাসগিরিসঙ্কশং বজ্রপাগিরিবাভায়াং ।)

তস্ত চাত্তোহপি দিগ্‌নাগা বভূবুরনুযায়িনঃ ।

অঞ্জুনো বামনশ্চৈব মহাপদাশ্চ সুপ্রভঃ ॥ ৫৭

পক্ষে অসহ্য মনে করত হতোৎসাহ হইয়া পড়িলেন ॥

মহারাজ! তাহার পর ভগদন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আনতপর্কযুক্ত
বাণে ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে আঘাত হানিলেন ॥

রাজা ভগদন্ত কর্তৃক এইভাবে গুরুতর আহত হইয়া মহাধম্বকর
মহারথী ভীমসেন মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়া ধ্বজদণ্ডকে ধরিয়া ফেলিলেন ॥

সেই সব মহারথী বীরগণকে ভয়ভীত ও ভীমসেনকে
মূচ্ছিত দেখিয়া প্রতাপশালী ভগদন্ত সবেগে সিংহনাদ করিতে
লাগিলেন ॥

রাজন্! তাঁরপর ভীমসেনকে এতাদৃশ অবস্থায় দেখিয়া
ভয়ঙ্কর রাক্ষস ঘটোৎকচ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেখানেই অদৃশ্য
হইয়া পড়িল ॥

তাহার পর ভীক কাপুরুষগণের ভয়বর্ধনকারিণী দারুণা মায়া
সৃজন করিল। সে তখন অর্দ্ধ নিমেষের মধ্যেই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ
করিয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। ঘটোৎকচ স্বীয় মায়াঘারা
নির্মিত কৈলাসগর্ভততুল্য খেতবর্ণ বিশাল ঐরাবতের উপর
আরোহণ করিয়া বজ্রধারী ইন্দ্রসদৃশ সেখানে আসিয়া উপস্থিত
হইল ॥ ৫২-৫৬

তাঁহার পশ্চাতে আরও অঞ্জন, বামন ও উত্তমকাস্তিযুক্ত
মহাপদ—এই তিনটি দিগ্‌গজ ছিল। ইহাদের উপরে ঘটো-
কচের সহায়ক রাক্ষসগণ উপবিষ্ট ছিল ॥

জয় এতে মহানাগা রাক্ষসৈঃ সমধিষ্ঠিতাঃ ।
 মহাকায়াজিহা রাজন্ প্রস্রবস্তো মদং বহু ॥ ৫৮
 তেজো-বীৰ্য্য-বলোপেতা মহাবলপরাক্রমাঃ ।
 ঘটোৎকচস্ত স্বং নাগং চোদয়ামাস তং তদা ॥ ৫৯
 সগজং ভগদন্তং তু হস্তকামঃ পরস্তপঃ ।
 তে চাশ্চে চোদিতা নাগা রাক্ষসৈশ্চৈর্মহাবলৈঃ ॥ ৬০
 পরিপেতুঃ স্রুসংরক্ষাশ্চতুর্দংশচতুর্দিশম্ ।
 ভগদন্তস্ত তং নাগং বিযাণৈরভ্যপীড়য়ন্ ॥ ৬১
 স পীড়্যমানৈশ্চৈর্নাগৈর্বেদনাতঃ শরাহতঃ ।
 অনদং স্রুমহানাদমিস্রাশনিসমশ্বনম্ ॥ ৬২
 তস্ত তং নদতো নাদং সুঘোরং ভীমনিঃশ্বনম্ ।
 ঋষা ভীমোহব্রবীদ্ ভ্রোণং রাজানঞ্চ সুযোধনম্ ॥ ৬৩
 এষ যুধ্যতি সংগ্রামে হৈড়িশ্চেন দুরাশ্বনা ।
 ভগদন্তো মহেঘাসঃ কুঙ্ক্রে চ পরিবর্ততে ॥ ৬৪

রাজন্! এই সমস্ত বিশালদেহ দিগ্গজ তিন স্থানে প্রচুর
 মধ্যায় করণ করিতেছিল এবং ইহার তেজ, বীৰ্য্য ও বলসম্পন্ন
 এবং মহাবলশালী ও মহাপরাক্রমী ছিল ॥

শক্রসম্বাপক ঘটোৎকচ নিজ হস্তকে পজারূঢ় রাজা ভগদত্তের
 দিকে চালাইত করিল। তখন সে হস্তীর সহিত তাঁহাকে বধ
 করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল ॥

মহাবলশালী রাক্ষসগণকর্তৃক প্রেরিত হইয়া চারিটি করিয়া
 দন্তবিশিষ্ট অস্ত্রাত দিগ্গজগণও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিক
 হইতে আক্রমণ করিল ॥

ইহার সকলেই ভগদত্তের হাতীকে নিজ নিজ দন্ত দ্বারা
 পীড়িত করিতে লাগিল। পূর্ব হইতেই সে বাণের দ্বারা গুরুতর
 আহত হইয়াছিল, তাহার উপর এই সব হাতীর দ্বারা পীড়িত
 হইতে থাকিলে বেদনার অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া প্রবলবেগে চীৎকার
 করিতে লাগিল। তাহার এই চীৎকার তখন ইন্দের বজ্র-
 পতনের শব্দের ভার মনে হইতেছিল ॥ ৫৭-৬২

ভরতর চীৎকারের সহিত অত্যন্ত ঘোর শব্দকারী হাতীর সেই
 আর্জনাৎ প্রবণ করিয়া ভীম ভ্রোণাচার্য্য ও রাজা সুযোধনকে
 বলিলেন ॥ ৬৩

এই মহাবলবীর রাজা ভগদত্ত দুরাশ্বা হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎক-
 চের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন এবং মহাপরাক্রমে পড়িয়াছেন ॥ ৬৪

রাক্ষসশ্চ মহাকায়ঃ স চ রাজাভিকোপনঃ ।
 এতৌ সমেতৌ সমরে কাল-মৃত্যুসমাবৃতৌ ॥ ৬৫
 আয়তে চৈব হৃষ্টানাং পাণ্ডবানাং মহাশ্বনঃ ।
 হস্তিনশ্চৈব স্রুমহান্ ভীতস্ত ক্রুদিতধ্বনিঃ ॥ ৬৬
 তত্র গচ্ছাম ভদ্রং বো রাজানং পরিরক্ষিতুম্ ।
 অরক্ষ্যমাণঃ সমরে ক্ষিপ্ৰং প্রাণান্ বিমোক্ষ্যতি ॥ ৬৭
 তে বরধ্বং মহাবীৰ্য্যাঃ কিং চিরেণ প্রায়ামহে ।
 মহান্ হি বর্ততে রৌদ্রঃ সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ ॥ ৬৮
 ভক্তশ্চ কুলপুত্রশ্চ শূরশ্চ পুতনাপতিঃ ।
 যুক্তং তস্ত পরিভ্রাণং কতু মন্যভিরচ্যুত ॥ ৬৯
 ভীমস্ত তদ্ বচঃ ঋষা সর্ব এব মহারথাস্থাঃ ।
 ভ্রোণ-ভীমৌ পুরস্কৃত্য ভগদন্তপরীক্ষয়া ॥ ৭০
 উত্তমং জবমান্বায় প্রযযুর্ভদ্র সৌভবং ।
 তান্ প্রযাতান্ সমালোক্য যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ॥ ৭১

এই রাক্ষস বিশাল দেহধারী এবং রাজা ভগদত্তও বর্তমানে
 অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। ইহার উভয়ে যুদ্ধে কাল ও মৃত্যুর ভায় প্রভীত
 হইতেছেন ॥ ৬৫

দেখ, দ্বৈ পাণ্ডবগণের মহাসিংহনাদ শুনা বাইতেছে এবং
 ভগদত্তের ভীত হস্তীর রোমন্বনিও ভীতবেগে প্রতিগোচর
 হইতেছে ॥ ৬৬

তোমাদের সকলের কল্যাণ হউক। আমরা রাজা ভগদত্তকে
 রক্ষা করিবার জন্য সেখানে বাইব, অস্ত্রধার অরক্ষিত অবস্থায়
 থাকিলে তিনি সমরাজ্যে ক্ষুদ্রই প্রাপত্যাগ করিবেন ॥ ৬৭

মহাপরাক্রমী বীরগণ! শব্দ চল। বিলম্ব করিয়া কি লাভ
 হইবে? আমাদের শব্দ বাওয়া উচিত; কারণ, এই সংগ্রাম
 অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী ॥ ৬৮

রাজা ভগদত্ত কুলীন, পরাক্রমশালী বীর, আমাদের ভক্ত ও
 সেনাপতি। বীর প্রভাব হইতে অবিচ্যুত দুর্ধ্যোধন! অতএব
 তাঁহাকে আমাদের রক্ষা করিতেই হইবে ॥ ৬৯

ভীমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত মহাবীর বীরগণ
 ভ্রোণাচার্য্য ও ভীমকে অগ্রে করিয়া ভগদত্তকে রক্ষা করিবার
 জন্য ভীতবেগে সেখানে আসিলেন, সেখানে রাজা ভগদত্ত
 রহিয়াছেন ॥

তাঁহাদের বাইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরাণি পাণ্ডবগণ এবং
 পাকালগণও শক্রদিগের পক্ষাঘ্রাণ করিলেন ॥

পঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সার্থঃ পৃষ্ঠতোহুযুঃ পরান্ ।
 তাস্ত্রনীকান্তথালোকা রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭২
 ননাদ সুমহানাদং বিক্ষোটিমশনৈরিব ।
 তস্ত তং নিনদং ব্রহ্মা দৃষ্ট্বা নাগাস্ত যুধাতঃ ॥ ৭৩
 ভীষ্মঃ শাস্তনবো ভূয়ো ভারদ্বাজমভাষত ।
 ন রোচতে মে সংগ্রামো হৈড়িষ্মেন হুরাশ্বনা ॥ ৭৪
 বলবীৰ্য্যসমাবিষ্টঃ সসহায়শ্চ সাম্প্রতম্ ।
 নৈষ শক্যো যুধা জেতুমপি বজ্রভূতা শ্বয়ম্ ॥ ৭৫
 লক্ললক্ষ্যঃ প্রহারী চ বয়ঞ্চ শ্রাস্তবাহনাঃ ।
 পাঞ্চালৈঃ পাণ্ডবেয়ৈশ্চ দিবসং ক্ষত-বিক্ষতাঃ ॥ ৭৬
 তন্ন মে রোচতে যুদ্ধং পাণ্ডবৈজিতকামিভিঃ ।
 যুগ্মতামবহারোহিষ্ঠা যোৎস্নামঃ পরৈঃ সহ ॥ ৭৭
 পিতামহবচঃ ব্রহ্মা তথা চক্রুঃ স্ম কৌরবাঃ ।
 উপায়েনাপয়ানং তে ঘটোৎকচভয়াদিতাঃ ॥ ৭৮

সেই সৈন্তগণকে আলিতে দেখিয়া প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অভিযয় বেগে বজ্রফোটনের স্থায় সিংহধ্বনি করিতে লাগিল ।

ঘটোৎকচের সেই গর্জন শ্রবণ করিয়া এবং যুদ্ধরত হাতীদিগকে দেখিয়া শাস্ত্রচূনন্দন ভীষ্ম পুনরায় ভ্রোণাচাধ্যকে বলিলেন ।

আমার এই সময় হুরাশ্বা ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করা উচিত বলিয়া মনে হইতেছে না ; কারণ, সে বল ও পরাক্রমসম্পন্ন এবং এই সময় সে প্রবল সহায়কগণকেও পাইয়াছে ।

এইরূপ অবস্থায় সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও ইহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না । ঘটোৎকচ অস্ত্রপ্রহারে নিপুণ ও লক্ষ্য ভেদ করিতেও পটু । এদিকে আমাদের বাহনগুলি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে । তাহার সারাদিনেই পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের দ্বারা অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে ॥ ৭০-৭৬

সেইজন্য বিজয়শোভিত পাণ্ডবগণের সহিত বর্তমানে যুদ্ধ করা আমার মতে সমীচীন নহে । আজ যুদ্ধের বিরতি ঘোষণা করা হউক । আগামীকাল আমরা শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ৭৭

পিতামহ ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া কৌরবগণ উপায়ান্তরে যুদ্ধ হইতে অপস্থত হইবার কথা বীকার করিয়া লইলেন ; কারণ, সেই সময় তাঁহারা সকলেই ঘটোৎকচের ভয়ে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৭৮

কৌরবেষু নিবৃত্তেষু পাণ্ডবা জিতকামিনঃ ।
 সিংহনাদান্ ভৃশং চক্রুঃ শঙ্খান্ দধুশ্চ ভারত ॥ ৭৯
 এবং তদভবদ্ যুদ্ধং দিবসং ভারতবর্ষত ।
 পাণ্ডবানাং কুরুগাণাং পুরস্কৃত্য ঘটোৎকচম্ ॥ ৮০
 কৌরবাস্ত ততো রাজন্ প্রযয়ুঃ শিবিরং স্বকম্ ।
 ত্রীড়মানা নিশাকালে পাণ্ডবেয়ৈঃ পরাজিতাঃ ॥ ৮১
 শরবিক্ষতগাত্ৰাস্ত পাণ্ডুপুত্রা মহারথাঃ ।
 যুদ্ধে স্তম্বনসো ভূষা জগুঃ শিবিরং প্রতি ॥ ৮২
 পুরস্কৃত্য মহারাজ ভীমসেন-ঘটোৎকচৌ ।
 পৃথগস্তস্তদাত্মোক্তা মুদা পরময়া যুতাঃ ॥ ৮৩
 নদন্তো বিবিধান্ নাদাঃ স্তূধ্যাম্বনবিমিশ্রিতান্ ।
 সিংহনাদাশ্চ কুবন্তো বিমিশ্রান্ শঙ্খনিঃস্বনৈঃ ॥ ৮৪
 বিনদন্তো মহাত্মানঃ কম্পয়ন্তশ্চ মেদিনীম্ ।
 ঘটয়ন্তশ্চ মর্মাণি তব পুত্রস্ত মারিষ ॥

ভারত ! কৌরবগণ নিবৃত্ত হইলে পর বিজয়ে উল্লসিত হইয়া পাণ্ডবেরা পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং শঙ্খবাত্ত করিলেন ॥ ৭৯

এইরূপে সেইদিনে সম্পূর্ণ দিবসব্যাপী ঘটোৎকচকে অগ্রে করিয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ চলিয়াছিল ॥ ৮০

রাজন্ ! তদনন্তর রাত্রির প্রারম্ভকালে পাণ্ডবগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া কৌরবেরা সলজ্জভাবে নিজ নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ৮১

মহারথী পাণ্ডবগণেরও শরীর যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাঁহারা এসময়ে নিজ নিজ শিবিরে কিরিয়া আসিলেন ॥ ৮২

মহারাজ ! ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে অগ্রে রাখিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা করিতে করিতে এসময়ের সহিত নানাপ্রকার সিংহনাদ করত (শিবির অভিমুখে) চলিলেন । তাঁহাদের সেই গর্জনধ্বনির সহিত বিবিধ বাত্মধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিও হইতেছিল ॥ ৮৩-৮৪

শত্রুসম্ভাপক শ্রেষ্ঠ নরেশ ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ গর্জন করিতে করিতে, পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে এবং আপনাদ পুত্রের মর্ষণস্থানে আঘাত হানিতে হানিতে রাজিকালে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ৮৫

প্রয়াতাঃ শিবিরায়ৈব নিশাকালে পরন্তপ ॥৮৫

হৃষ্যোদনস্ত নৃপতির্দীনো ভ্রাতৃবধেন চ ।

মুহূর্তং চিন্তয়ামাস বাম্পশোকসমাকুলঃ ॥৮৬

ততঃ কৃষা বিধিং সর্বং শিবিরন্ত যথাবিধি ।

প্রদধ্যৌ শোকসন্তপ্তো ভ্রাতৃব্যাসনকর্শিতঃ ॥ ৮৭

বীর ভ্রাতৃবৃন্দের মৃত্যুতে রাজা হৃষ্যোদন অত্যন্ত দীন হইয়া পড়িলেন। তিনি নেত্র হইতে অশ্রুযোচন করিতে করিতে শোকব্যাকুলচিত্তে মুহূর্তকাল চিন্তাযুক্ত হইলেন ॥ ৮৬

শ্রীমদ্রহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাঙ্কর্গত ভীষ্মবধপর্বকৈ চতুর্থাধিক্যের মুকুটবিবরণবিষয়ক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চাশতীতমোহধ্যায়ঃ ।

[ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়য়োঃ সংবাদপ্রসঙ্গে হৃষ্যোদনেন পাণ্ডববিজয়কারণপৃষ্টস্য ভীষ্মস্য ব্রহ্মকৃতভগবৎস্ততিকথনম্]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ভয়ং মে স্মমহজ্জাতং বিস্ময়শ্চৈব সঞ্জয় ।

ঋষা পাণ্ডুকুমারাণাং কম দেবৈঃ স্মৃৎকরম্ ॥ ১

পুত্রাণাঞ্চ পরাভাবং ঋষা সঞ্জয় সর্বশঃ ।

চিন্তা মে মহতী স্মৃত ভবিষ্যতি কথং ভিত্তি ॥ ২

ঋবং বিহুরবাক্যানি ধক্ষ্যন্তি হৃদয়ং মম ।

যথা হি দৃশ্যতে সর্বং দৈবযোগেন সঞ্জয় ॥ ৩

যত্র ভীষ্মমুখান্ সর্বান্ শত্রুজ্ঞান্ যোগসন্তমান্ ।

পাণ্ডবানামনীকেষু যোধয়ন্তি প্রহারিণঃ ॥ ৪

পঞ্চাশতীতম অধ্যায় ।

[ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের সংবাদপ্রসঙ্গে হৃষ্যোদন কর্তৃক পাণ্ডবগণের বিজয়ের কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া ভীষ্মের ব্রহ্মকৃত ভগবৎস্ততিকথনম্]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! পাণ্ডবগণের দেবতাদিগের পক্ষেও দুষ্কর পরাক্রমের কথা শুনিয়া আমার অতিশয় ভয় হইতেছে এবং আমি বিস্মিত হইতেছি ॥ ১

স্মৃত সঞ্জয়! বীর পুত্রগণের সর্বপ্রকারে পরাজয়ের সংবাদ শুনিয়া আমার চিন্তা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে। ভাবিতেছি অতঃপর কি হইবে ॥ ২

সঞ্জয়! নিশ্চয়ই বিহুরের বাক্য আমার হৃদয়কে জ্বালাইয়া উত্তীর্ণ করিবে, কারণ, সে বাহা বলিয়াছিল, দৈবযোগে তাহাই হইয়া চলিয়াছে দেখিতেছি ॥ ৩

পাণ্ডবগণের সৈন্যमध्ये এরূপ সব প্রহারকুলল বোঝা আছে, বাহা শত্রুবিভাগ অতিক্রম এবং বোদ্ধাদিগের মধ্যে প্রের

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়াদিবসাবহারে

চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

তারপর শিবিরের সমস্ত কার্যের যথাবিধি ব্যবস্থা করিয়া ভ্রাতৃগণের বিনাশে দুঃখী ও শোকসন্তপ্ত হইয়া বিশেষভাবে চিন্তানিযুক্ত হইলেন ॥ ৮৭

কেনাবধ্যা মহাত্মানঃ পাণ্ডুপুত্রা মহাবলাঃ ।

কেন দত্তবরাস্তাত কিং বা জ্ঞানং বিদন্তি তে ॥৫

যেন ক্ষয়ং ন গচ্ছান্তি দিবি তারাগণা ইব ।

পুনঃ পুনর্ন যুগ্মামি হতং সৈন্তং তু পাণ্ডবৈঃ ॥ ৬

ময্যেব দণ্ডঃ পততি দৈবাং পরমদাকণঃ ।

যথাবধ্যাঃ পাণ্ডুশ্রুতা যথা বধ্যাস্ত মে শ্রুতাঃ ॥ ৭

এতন্মে সর্বমাচক্ষু যাতাতথ্যেন সঞ্জয় ।

ন হি পারং প্রপশ্যামি দুঃখস্তাস্ত্র কথঞ্চন ॥ ৮

ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথী বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে ॥ ৪

তাত। মহাবল মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রগণ কি কারণে অবধ্য হইয়াছে? কোন ব্যক্তি তাহাদের বর দিয়াছেন অথবা কি জ্ঞান তাহাদের আছে? ৫

যাহার জন্ত আকাশের তারার জ্বায় তাহারা বিনষ্ট হইতেছে না। আমি পাণ্ডবগণ কর্তৃক বারংবার আমাদের সৈন্যবাহিনীর নিধনবর্তী শুনিয়া উহা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না ॥ ৬

দৈববশে আমারই উপর অতিশয় ভয়ঙ্কর দণ্ড পতিত হইল। সঞ্জয়! কেন পাণ্ডবগণ অবধ্য এবং আমার পুত্রগণ নিহত হইতেছে? এ সমস্ত তুমি আমার নিকট যথাযথ ভাবে বল ॥

যেদ্রুপ মায়া নিজ হস্তে মহাগমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে বাইয়া তাহার পার পায় না, সেইরূপ আমিও এই দুঃখের শেষ কোন রূপেই দেখিতে পাইতেছি না ॥

সমুদ্রশ্বেব মহতো ভূজাত্যাঃ প্রভবন্ত নরঃ ।
 পুত্রাণাং ব্যসনং মন্ত্রে ঋবং প্রাপ্তং সুদারুণম্ ॥ ৯
 ঘাতয়িষ্যতি মে সর্ধান্ পুত্রান্ ভীমো ন সংশয়ঃ ।
 ন হি পশ্যামি তং বীরং যো মে রক্ষেৎ সূতান্ রণে ॥ ১০
 ঋবং বিনাশঃ সম্প্রাপ্তঃ পুত্রাণাং মম সঞ্জয় ।
 তদ্রাত্নে কারণং সূত শক্তিং চৈব বিশেষতঃ ॥ ১১
 পৃচ্ছতো বৈ যথাতত্ত্বং সর্বমাখ্যাতুমহঁসি ।
 ত্বয়োধ্যানশ্চ যচক্রে দৃষ্টা স্বান্ বিমুখান্ রণে ॥ ১২
 ভীষ্ম-দ্রোণৌ কুপশ্চৈব সৌবল্যশ্চ জয়দ্রথঃ ।
 দ্রৌণির্বাপি মহেষ্ণাসো বিকর্ণৌ বা মহাবলঃ ॥ ১৩
 নিশ্চয়ো বাপি কস্তেবাং তদা হাসীস্মাহাশ্রনাম্ ।
 বিমুখেষু মহাপ্রাজ্ঞ মম পুত্রেষু সঞ্জয় ॥ ১৪
 সঞ্জয় উবাচ ।
 শৃণু রাজস্বহিতঃ ঋষা চৈবাবধারণয় ।
 নৈব মন্তকৃতং কিঞ্চিন্নৈব মায়াং তথাবিধাম্ ॥ ১৫

নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের উপর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর লকট পতিত হইয়াছে। আমার মনে হইতেছে—ভীমসেন আমার সকল পুত্রকেই বিনাশ করিয়া কেলিবে।

আমি এরূপ কোন বীরকে দেখিতে পাইতেছি না, যিনি রণক্ষেত্রে আমার পুত্রদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। সঞ্জয়! নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের বিনাশকাল আসিয়া পড়িয়াছে।

সূত! অতএব আমি (পাণ্ডবগণের) শক্তি এবং (আমার পুত্রগণের পরাজয়ের) কারণ বিষয়ে যে বিশেষ প্রশ্ন করিতেছি, তুমি উহার যথাযথ উত্তর প্রদান কর।

যুদ্ধে নিজ সৈন্তগণকে বিমুখ হইতে দেখিয়া ত্বয়োধ্যান কি করিল? ভীষ্ম, দ্রোণ, কুপাচার্য্য, শকুনি, জয়দ্রথ, মহাধনুর্জর অশ্বখামা ও মহাবল বিকর্ণই বা কি করিলেন? মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয়! আমার পুত্রগণ বিমুখ হইয়া বাইলে মহাত্মা মহারথী বীর পাণ্ডবেরাই বা কি সিদ্ধান্ত করিল? ১-১৪

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! আপনি সাবধান হইয়া শ্রবণ করুন এবং শুনিয়া স্বয়ংই আপনি পাণ্ডবগণের শক্তি ও নিজের পরাজয়ের কারণ বিষয়ে নিশ্চয় করুন। পাণ্ডবগণের মধ্যে না কোন মন্ত্রপ্রভাব আছে এবং না কোন মায়াও তাহাদের আছে ॥ ১৫

রাজন! পাণ্ডবেরা রণাঙ্গনে কোন বিভীষিকাও দেখান নাই অর্থাৎ তাহারা কোনরূপে ভয়ভীত করিবার চেষ্টাও করেন

ন বৈ বিভীষিকাং কাঞ্চিদ্ রাজন্ কুর্বন্তি পাণ্ডবাঃ ।
 যুধ্যন্তি তে যথাস্থারাঃ শক্তিমন্তশ্চ সংযুগে ॥ ১৬
 ধর্মেণ সর্বকার্য্যাণি জীবিতাদীনি ভারত ।
 আরভস্তে সদা পার্থাঃ প্রার্থয়ান্য মহদ্ বশঃ ॥ ১৭
 ন তে যুদ্ধান্নিবর্তন্তে ধর্মোপেতা মহাবলাঃ ।
 জিহ্না পরময়া যুক্তা যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ১৮
 তেনাবধ্যা রণে পার্থা জয়যুক্তাশ্চ পার্থিব ।
 তব পুত্রা দুরাশ্রানঃ পাপেষুভিরতাঃ সদা ॥ ১৯
 নিষ্ঠুরা হীনকর্মণস্তেন হীয়ন্তি সংযুগে ।
 সুবহুনি নৃশংসানি পুত্রৈস্তব জনেশ্বর ॥ ২০
 নিকৃতানীহ পাণ্ডনাং নীচৈরিব যথা নরৈঃ ।
 সর্বঞ্চ তদনাদৃত্য পুত্রাণাং তব কিম্বিষম্ ॥ ২১
 সাপহুবাঃ সদৈবাসন্ পাণ্ডবাঃ পাণ্ডুপূর্বজ ।
 ন চৈতান্ বহু মন্তস্তে পুত্রাস্তব বিশাম্পতে ॥ ২২

নাই। তাহারা স্ত্রায়াহুসারে যুদ্ধ করিয়া বাইতেছেন, সূতরাং শক্তিশালী ত' তাহারা হইবেনই ॥ ১৬

ভারত! কুন্তীপুত্রগণ জীবন-নির্কীর্ষাদি সকল কার্য্যই সদা ধর্ম্মাহুসারে আরভ করিয়া থাকেন; কারণ, তাহারা জগতে নিজেদের বশ বিস্তার করিতে অভিলাষী আছেন ॥ ১৭

তাঁহারা যুদ্ধ হইতে কখনও পশ্চাদগমন করেন না। ধর্ম্মবলসম্পন্ন বলিয়া তাঁহারা অভিশর বলবান্ ও উত্তম লম্বুশিশালী। যেখানে ধর্ম্ম আছে, সেইখানে জয় হয় ॥ ১৮

মহারাজ! ধর্ম্মের জন্যই কুন্তীপুত্রগণ যুদ্ধে অবধ্য ও বিজয়ী। আর এদিকে আপনার দুরাত্মা পুত্রসকল সর্বদা পাপেই আসক্ত। তাহার উপর তাঁহারা নির্দয় বলিয়া সদা নিকট কর্ণেই নিরত আছেন। এই কারণে যুদ্ধে তাহাদের ক্ষয় হইতেছে ॥

জনেশ্বর! আপনার পুত্রগণ নীচ মনুষ্যের তার পাণ্ডবদিগের প্রতি বহু ক্রুরতাপূর্ণ ব্যবহার এবং হল-কপটতা করিয়াছেন, কিন্তু আপনার পুত্রগণের সেই সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া পাণ্ডবেরা সেই সব দোষ গোপন করিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ! তথাপি আপনার পুত্রগণ এই পাণ্ডবদিগকে অধিক লোভন করেন নাই ॥ ১৯-২২

ভক্ত্য পাপস্ত সততং ক্রিয়মাণস্ত কৰ্মণঃ ।
 সাত্ব্যতঃ স্তমহন্ যোরঃ কলং প্রাপ্তং জনেশ্বর ॥ ২৩
 স ত্বং ভুক্ত্ব মহারাজ সপুত্রঃ সশুভ্রজ্ঞানঃ ।
 নাববুধ্যসি যদ্ রাজন্ বার্ষ্যমাণঃ শূভ্রজ্ঞানৈঃ ॥ ২৪
 বিহ্বরেণাথ ভীয়েণ জ্ঞোণেন চ মহাত্মনা ।
 তথা ময়া চাপ্যাসকৃদ্ বার্ষ্যমাণো ন বুধ্যসে ॥ ২৫
 বাক্যং হিতক পথ্যক মর্ত্যাঃ পথ্যমিবৌষধম্ ।
 পুত্রাণাং মতমাজ্ঞায় জিতান্ মন্তসি পাণ্ডবান্ ॥ ২৬
 শৃণু ভূয়ো যথা ভক্তং যস্মাৎ ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।
 কারণং ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবানাং জয়ং প্রতি ॥ ২৭
 তৎ তেহং কথয়িষ্যামি যথাক্রমতমরিন্দম ।
 হৃষ্যোদনেন সম্পৃষ্ট এতমর্থং পিতামহঃ ॥ ২৮
 দৃষ্ট্ৱা ভ্রাতৃন্ রণে সর্বান নির্জিতাংস্ত মহারথান্ ।
 শোকসম্মূঢ়হৃদয়ো নিশাকালে স্য কৌরবঃ ॥ ২৯
 পিতামহং মহাপ্রাজ্ঞং বিনয়েনোপগম্য হ ।

জনেশ্বর! নিরন্তর কৃত সেই পাপ-কর্মের বর্তমানে এই
 নিদারুণ কল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৩

মহারাজ! শূভ্রগুণ নিবেশ করিলেও বাহা আপনি পূর্বে
 বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, ইহার জন্ত আপনি স্বয়ংই পুত্র ও
 শূভ্রবর্গের সহিত বীর অনীতির কল ভোগ করুন ॥ ২৪

বিহ্বর, ভীষ্ম ও মহাত্মা জ্ঞোণ এবং আমিও বারংবার
 আপনাকে নিবেশ করিয়াছি, কিন্তু আপনি কখনও তাহা
 বুঝিতে পারেন নাই ॥ ২৫

বেদ্রপ মরণাগর মাছুষ হিতকর ঔষধকেও কেলিয়া দেয়,
 সেইরূপ আপনিও আমাদেয় কথিত লাভজনক ও হিতকর বাক্য
 অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কেবল আপনি নিজের পুত্রদের কথা
 শুনিয়া ইহাই মনে করিয়া লইয়াছেন যে, আমরা পাণ্ডবগণকে
 জয় করিয়া কেলিয়াছি ॥ ২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি পাণ্ডবগণের বিজয় ও নিজের পরাজয়ের
 কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সুতরাং সেই বিষয়ে বথার্থ কারণ
 প্রবণ করুন ॥ ২৭

পত্রনয়ন! হৃষ্যোদন এই কথা পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা
 করিয়াছিলেন, পূর্বে সেই সময় আমি বাহা শুনিয়াছি, তাহাই
 আপনাকে বলিব ॥

মহারাজ! যুদ্ধে নিজের শত্রু মহারথী বীর ভ্রাতৃবৃন্দকে
 পরাজিত হইতে দেখিয়া আপনার পুত্র শূভ্রজ্ঞান হৃষ্যোদনের

যদব্রবীং সূতস্তেহসৌ তন্মে শৃণু জনেশ্বর ॥ ৩০

হৃষ্যোদন উবাচ ।

জ্ঞোপশ্চ বক্ষ শল্যশ্চ কৃপো জ্যোশিত্তথৈব চ ।
 কৃতবর্মা চ হাদিক্যঃ কাশ্যোজ্জশ্চ সুদক্ষিণঃ ॥ ৩১
 তুরিষ্রবা বিকর্ণশ্চ ভগদত্তশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 মহারথঃ সমাখ্যাতাঃ কুলপুত্রাস্তমুত্যজঃ ॥ ৩২
 ত্রয়াণামপি লোকানাং পর্যাণা ইতি মে মতিঃ ।
 পাণ্ডবানাং সমস্তাশ্চ নাতিষ্ঠন্ত পরাক্রমে ॥ ৩৩
 তত্র মে সংশয়ো জাতস্তম্মাচক্ষু পৃচ্ছতঃ ।
 যং সমাজ্ঞাত্য কৌন্তেয়া জয়ন্ত্যস্মান্ ক্রণে ক্রণে ॥ ৩৪
 ভীষ্ম উবাচ ।

শৃণু রাজন্ বচো মহৎ যথা বক্ষ্যামি কৌরব ।
 বহুশশ্চ ময়োক্তোহসি ন চ মে তৎ স্মরা কৃতম্ ॥ ৩৫
 ক্রিয়তাং পাণ্ডবৈঃ সার্থং শমো ভরতসত্তম ।
 এতৎ ক্ষেমমহং মন্ত্রে পৃথিব্যাস্তব বা বিভো ॥ ৩৬

হৃদয় শোকে মোহিত হইয়া বাইল। তিনি রাজিতে মহাজ্ঞানী
 পিতামহ ভীষ্মের নিকট বাইরা বিনয় সহকারে বাহা জিজ্ঞাসা
 করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি—আমার নিকট হইতে প্রবণ
 করুন ॥ ২৭-৩০

হৃষ্যোদন জিজ্ঞাসা করিলেন,—পিতামহ! আপনি,
 জ্ঞোপাচার্য, শল্য, কৃপাচার্য, অশ্বাখামা, হৃদিকপুত্র কৃতবর্মা,
 কাশ্যোজ্জরাজ সুদক্ষিণ, তুরিষ্রবা, বিকর্ণ ও পরাক্রমশালী ভগদত্ত
 —ইহাদের সকলকে মহারথী বলা হইয়া থাকে। সকলেই কুলীন
 এবং যুদ্ধে আমার জন্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত
 আছেন ॥ ৩১-৩২

আমার ত' এরূপ ধারণা আছে যে, আপনারা সকলে যদি
 মিলিত হন, তবে তিন লোককেও আপনারা জয় করিতে
 পারেন; কিন্তু পাণ্ডবগণের সম্মুখে আপনারা কেন অবস্থান
 করিতে পারিতেছেন না—ইহার কারণ কি? ৩৩

এ বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং আমার
 প্রশ্নের বথার্থ উত্তর প্রদান করুন। কাহার আজ্ঞার লইয়া পাণ্ডব-
 গণ প্রতিক্ষণে আমাদিগকে জয় করিতেছে? ৩৪

ভীষ্ম বলিলেন,—কুন্তনন্দন! রাজন্! আমি যে কথা বলিব
 আমার বাক্য প্রবণ কর। এ বিষয়ে আমি বহুবীর তোমাকে
 বথার্থ কথা বলিয়াছি, কিন্তু তুমি পালন কর নাই ॥ ৩৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন কর।

ভুঙ্ক্ষমাং পৃথিবীং রাজন্ ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সুখী ।
 ত্বহৃদস্তাপয়ন্ সর্বান নন্দয়ংচাপি বান্ধবান্ ॥ ৩৭
 ন চ মে ক্রোশতস্তাত ঋতবানসি বৈ পুরা ।
 তদিদং সমমুপ্রাপ্তং যৎ পাণ্ডুনবমস্ত্রসে ॥ ৩৮
 যশ্চ হেতুরবধ্যাঙ্কে তেষামক্লিষ্টকর্মণাম্ ।
 তং শৃণু মহাবাহো মম কীর্তয়তঃ প্রভো ॥ ৩৯
 নাস্তি লোকেষু তদ্ ভুতং ভবিতা ন ভবিষ্যতি ।
 যো জয়েৎ পাণ্ডবান সর্বান পালিতান্ শার্ঙ্গধন্বনা ॥ ৪০
 (সমুদ্রাস্থিরমর্ত্যে যো বিজ্ঞাৎ তত্ত্বতো হরিম্)
 যন্তু মে কথিতং তাত মুনিভির্ভাবিতাশ্চিহ্নৈঃ ।
 পুরাণগীতং ধর্মজ্ঞ তচ্ছৃণু যথা তথম্ ॥ ৪১
 পুরা কিল সুরাঃ সর্বৈ ঋষয়শ্চ সমাগতাঃ ।
 পিতামহমুপাসেহুঃ পর্বতে গন্ধমাদনে ॥ ৪২

প্রভো! ইহাতেই আমি তোমার ও সমগ্র ভূমণ্ডলের কল্যাণ
 হইবে বলিয়া মনে করি ॥ ৩৬

রাজন্! তুমি নিজ সমস্ত শত্রুগণের সন্তাপ ও বন্ধু-বান্ধবগণের
 আনন্দবর্দ্ধন করিতে করিতে ভ্রাতৃত্বন্ধের সহিত মিলিত হইয়া
 সুখী হও এবং এই পৃথিবীর রাজ্য ভোগ কর ॥ ৩৭

বৎস! এরূপ পরামর্শ আমি সমস্তের পূর্বেও তোমাকে
 দিয়াছি, কিন্তু তুমি উহার অঙ্গসরণ কর নাই। তুমি যে পাণ্ডব-
 গণকে অপমান করিয়া আসিতেছে, আজ তাহারই ফল প্রাপ্ত
 হইয়াছ ॥ ৩৮

মহাবাহো! প্রভো! অনায়াসে মৎস্য কর্ণ করিতে সক্ষম
 পাণ্ডবগণের অবধ্যাঙ্ক বিষয়ে যে কারণ আছে, উহা বলিতেছি—
 শ্রবণ কর ॥ ৩৯

লোকসমূহে এরূপ কোনও প্রাণী উৎপন্ন হয় নাই এবং হইবে
 না, যিনি শার্ঙ্গধন্বজের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সুরক্ষিত এই সব পাণ্ডব-
 গণকে জয়লাভ করিতে পারেন। (দেবতা, অসুর ও মনুষ্য-
 দিগের মধ্যে এরূপ কেহই নাই, যিনি এই শ্রীকৃষ্ণকে যথার্থরূপে
 জানিতে সক্ষম হইবেন।) ৪০

তাত! ধর্মজ্ঞ! পবিত্রচিত্ত মুনিগণ আমাকে যে পুরাণ-
 ঐতিহাসিক যথার্থ কথা বলিয়াছেন, উহা এখন বলিতেছি, শ্রবণ
 কর ॥ ৪১

ইহা বহু কালের পুরাণ বিষয়, সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিগণ গন্ধ-
 মাদন পর্বতে আসিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৪২

তেষাং মধ্যে সমাসীনঃ প্রজাপতিরপশ্রুত ।
 বিমানং প্রজলদ্ ভাসা স্থিতং প্রবরমম্বর ॥ ৪৩
 ধ্যানেনাবেত্ত তদ্ ব্রহ্মা কৃতা চ নিয়তোহঞ্জলিম্ ।
 নমস্চকার হৃষ্টাশ্চ পুরুষং পরমেশ্বরম্ ॥ ৪৪
 ঋষয়স্তথ দেবাশ্চ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণমুখিতম্ ।
 স্থিতাঃ প্রোজ্জলয়ঃ সর্বৈ পশ্যন্তো মহদদ্ভুতম্ ॥ ৪৫
 যথাবচ্চ তমভ্যর্চ্য ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাঃ বরঃ ।
 জগাদ জগতঃ স্রষ্টা পরং পরমধর্মবিৎ ॥ ৪৬
 বিশ্বাবস্তুবিশ্বমূর্ত্তিবিশ্বেশো

বিষক্সেনো বিশ্বকর্মা বশী চ ।

বিশ্বেশ্বরো বাসুদেবোহসি তস্মাদ্

যোগাঙ্গানং দৈবতং স্বামুপৈমি ॥ ৪৭

জয় বিশ্ব মহাদেব জয় লোকহিতে রত ।

জয় যোগীশ্বর বিভো জয় যোগপরাবর ॥ ৪৮

সেই সময় তাঁহাদের মধ্যে উপাধি প্রজাপতি ব্রহ্মা আকাশে
 অবস্থিত এক শ্রেষ্ঠ বিমান দেখিলেন, যাহা তখন স্বীয় তেজে
 প্রজ্বলিত হইতেছিল ॥ ৪৩

স্বীয় মনকে সংযমে রাখিতে সমর্থ ব্রহ্মা সেই সময় ধ্যানদ্বারা
 যথাধ বিষয় অবগত হইয়া কৃতাজলি হইলেন এবং প্রসন্নচিত্ত হইয়া
 সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে নমস্কার করিলেন ॥ ৪৪

ঋষিগণ এবং দেবগণ ব্রহ্মাকে উখিত (ও কৃতাজলি) হইতে
 দেখিয়া নিজেরাও সেই পরম অদ্ভুত তেজকে দর্শন করিতে করিতে
 কৃতাজলি হইয়া উখিত হইলেন ॥ ৪৫

ব্রহ্মজদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরম ধর্মজ্ঞ, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা সেই
 তেজোময় পরমপুরুষকে বিধি অনুসারে পূজা করিয়া তাঁহার ত্বব
 করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

প্রভো! আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বকে আচ্ছাদনকারী বিশ্বরূপ ও
 বিশ্বপতি। সর্বাদিক আপনার সেনা এবং এই বিশ্ব আপনার
 কার্য। আপনি সকলকে নিজের বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন,
 সেইজন্য আপনাকে বিশ্বেশ্বর ও বাসুদেব বলা হয়। আপনি
 যোগেশ্বররূপ দেবতা, আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৪৭

বিশ্বরূপ মহাদেব! আপনার জয় হউক। লোকহিতে রত
 পরমেশ্বর আপনার জয় হউক। সর্বব্যাপক যোগীশ্বর! আপনার
 জয় হউক। যোগের আদি ও অন্তরূপ ভগবান্! আপনার জয়
 হউক ॥ ৪৮

পদ্মগর্ভ বিশালাক্ষ জয় লোকেশ্বরের।
 ভূতভব্যভবরাধ জয় সৌম্যাক্ষজ্ঞান ॥ ৪৯
 অসংখ্য গুণাধার জয় সর্বপরায়ণ।
 নারায়ণ সুহৃৎপার জয় শার্ঙ্গধনুধর ॥ ৫০
 জয় সর্বগুণোপেত বিশ্বমূর্তে নিরাময়।
 বিশ্বেশ্বর মহাবাহো জয় লোকার্থতৎপর ॥ ৫১
 মহোরগ বরাহা হরিকেশ বিভো জয়।
 হরিবাস দিশামীশ বিশ্ববাসামিতাব্যয় ॥ ৫২
 ব্যক্তব্যক্তামিতাহান নিয়তেজ্রিয় সংক্রিয়।
 অসংখ্যায়াক্ষভাবজ জয় গন্তীর কামদ ॥ ৫৩
 অনন্তবিদিত ব্রহ্মন্ নিত্য ভূতবিভাবন।
 কৃতকার্য কৃতপ্রজ্ঞ ধর্মজ্ঞ বিজয়াবহ ॥ ৫৪

আপনার নাভি হইতে আদি কমলের উৎপত্তি হইয়াছে, আপনার নেত্র বিশাল, আপনি লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর। আপনার জয় হউক। ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমানের অধিপতি! আপনার জয় হউক। আপনার স্বরূপ সৌম্য, স্বয়ং আপনার পুত্র ॥ ৪৯

আপনি অসংখ্য গুণের আধার এবং সকলের শরণপাতা, আপনার জয় হউক। শার্ঙ্গধনুধারণকারী নারায়ণ। আপনার মহিমার পার পাওয়া কঠিন, আপনার জয় হউক ॥ ৫০

আপনি সমস্ত কলাগময় গুণসমূহে সম্পন্ন, বিশ্বমুষ্টি ও সকল উপজ্বরহিত পরমেশ্বর! আপনার জয় হউক। জগতের অতীত সাধনকারী মহাবাহু বিশ্বেশ্বর। আপনার জয় হউক ॥ ৫১

আপনি মহান্ শেবনাগ ও মহাবরাহ রূপধারণকারী, সকলের আদি কারণ। হরিকেশ! প্রভো! আপনার জয় হউক। আপনি পীতবস্ত্র পরিধানকারী, দিক্‌সমূহের অধিপতি, বিশ্বের আধার, অগ্নিমের ও অবিনাশী ॥ ৫২

ব্যক্ত ও অব্যক্ত—সবই আপনার স্বরূপ। আপনার থাকিবার স্থান অনন্ত-অসীম, আপনি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক। আপনার সকল কণ্ঠই শুভময়। আপনার কোনই ইয়ত্তা নাই। আপনিই আপনার স্বরূপের জ্ঞাতা, স্বভাবতঃ গন্তীর ও ভক্তগণের কামনাপূরণকারী, আপনার জয় হউক ॥ ৫৩

ব্রহ্মন্! আপনি অনন্তবোধস্বরূপ, নিত্য ও সম্পূর্ণ ভূতসমূহের ঈশ্বর। আপনার সকল কার্যই সম্পন্ন করা হইয়াছে,

গুহ্যায়ন্ সর্বযোগায়ন্ স্মৃটং সমুত সম্ভব।
 ভূতাত লোকতত্ত্বেশ জয় ভূতবিভাবন ॥ ৫৫
 আয়ুযোনে মহাভাগ কল্পসংকল্পতৎপর।
 উদ্ভাবন মনোভাব জয় ব্রহ্ম জনপ্রিয় ॥ ৫৬
 নিসর্গসর্গনিরত কামেশ পরমেশ্বর।
 অমৃতোদ্ভব সন্তাব মুক্তায়ন্ বিজয়প্রদ ॥ ৫৭
 প্রজাপতিপতে দেব পদ্মনাভ মহাবল।
 আয়ুভূত মহাভূত সন্তায়ন্ জয় সর্বদা ॥ ৫৮
 পাদৌ তব ধরা দেবী দিশৌ বাহু দিবং শিরঃ।
 মূর্তিস্তেহং সুরাঃ কায়শ্চন্দ্রাদিতৌ চ চক্ষুর্বা ॥ ৫৯
 বলং তপশ্চ সত্যঞ্চ কর্ম ধর্মান্বকং তব।
 তেজোহগ্নিঃ পবনঃ শ্বাস আপস্তে শ্বেদসন্তবাঃ ॥ ৬০

আপনার বুদ্ধি পবিত্র, আপনি ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত আছেন এবং আপনি বিজয়প্রদ ॥ ৫৪

পূর্ণযোগস্বরূপ পরায়ন্। আপনার স্বরূপ গুঢ় হইলেও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে দেখা যায়। আজ পর্যন্ত যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে ও যাহা হইতেছে, তৎসমস্তই আপনার রূপ। আপনি সমস্ত ভূতগণের আদি কারণ ও লোকতত্ত্বের অধিপতি। হে ভূতভাবন! আপনার জয় হউক ॥ ৫৫

আপনি স্বয়ং, আপনার সৌভাগ্য ও মহান্। আপনি এই কল্পের সংহারক এবং বিস্তৃত পরমব্রহ্ম। ধ্যান করিলে অন্তঃকরণে আপনার আবির্ভাব হয়, আপনি জীবমাত্মের প্রিয়তম পরব্রহ্ম, আপনার জয় হউক ॥ ৫৬

আপনি স্বভাবতঃ সংসারের সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত আছেন। আপনি সমস্ত কামনার অধিপতি পরমেশ্বর। আপনি অমৃতের উৎপত্তি-স্থান, সত্যস্বরূপ, মুক্তাত্মা ও বিজয়দাতা ॥ ৫৭

দেব! আপনি প্রজাপতিগণেরও পতি, পদ্মনাভ এবং মহাবলবান্। আপনিই সকলের আয়ুস্বরূপ ও মহাভূত। সমস্তস্বরূপ পরমায়ন্। আপনার সর্বদা জয় হউক ॥ ৫৮

পৃথিবীদেবী আপনার চরণ, দিক্‌সমূহ বাহ ও স্থানলোক আপনার মস্তক। ব্রহ্মা আমি আপনার শরীর, দেবতাগণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং চন্দ্র ও সূর্য্য নেত্র ॥ ৫৯

তপ ও সত্য আপনার বল এবং ধর্ম ও কর্ম আপনার স্বরূপ। অগ্নি আপনার তেজ, বায়ু শ্বাস এবং জল শ্বেদ (ধর্ম) ॥ ৬০

অখিনৌ অবর্ণো নিত্যং দেবী জিহ্বা সরস্বতী ।
 বেদাঃ সংস্কারনিষ্ঠা হি হৃদীদং জগদাশ্রিতম্ ॥ ৬১
 ন সংখ্যানং পরিমাণং ন তেজো ন পরাক্রমম্ ।
 ন বলং যোগযোগীশ জ্ঞানীমন্তে ন সম্ভবম্ ॥ ৬২
 স্বভক্তিনিরতাদেব নিয়মৈস্তাং সমাশ্রিতাঃ ।
 অর্চয়ামঃ সদা বিষ্ণো পরমেশং মহেশ্বরম্ ॥ ৬৩
 ঋষয়ো দেব-গন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ ।
 পিশাচা মানুষ্যশ্চৈব যুগ-পক্ষি-সরীসৃপাঃ ॥ ৬৪
 এবমাদি ময়া সৃষ্টং পৃথিব্যাং স্বংপ্রসাদজম্ ।
 পদ্মনাভ বিশালাক্ষ কৃষ্ণ দুঃখপ্রাণশন ॥ ৬৫
 স্বং গতিঃ সর্বভূতানাং স্বং নেতা স্বং জগদুগুরুঃ ।
 স্বংপ্রসাদেন দেবেশ সুখিনো বিবুধাঃ সদা ॥ ৬৬
 পৃথিবী নির্ভয়াদেব স্বংপ্রসাদাং সদাভবৎ ।
 তস্মাদ্ ভব বিশালাক্ষ যদ্বংশবিবর্ধনঃ ॥ ৬৭

অখিনীকুমারস্বয় আপনার কর্ণ, সরস্বতী দেবী আপনার
 জিহ্বা এবং বেদ আপনার সংস্কারনিষ্ঠা। এই জগৎ সদা
 আপনার আধারেরই উপর স্থিত আছে ॥ ৬১

হে যোগেশ্বর ও যোগীশ্বর! আমরা আপনার সংখ্যা জানি
 না এবং পরিমাণও জানি না। আপনার তেজ, পরাক্রম ও
 বল সবলও আমাদের কোন জ্ঞান নাই। আমরা ইহাও অবগত
 নহি যে, কিরূপে আপনার আবির্ভাব হইয়া থাকে ॥ ৬২

দেব! আমরা ত' কেবল আপনার উপাসনাতেই নিরত
 আছি। আপনার নিয়মপালন করিতে করিতে আপনারই
 শরণগ্রহণ করিয়াছি। বিষ্ণো! আমরা সর্বদা পরমেশ্বর ও
 মহেশ্বর আপনারই পূজা করি। আপনার রূপাতেই আমরা
 পৃথিবীতে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, পিশাচ, মনুষ্য,
 যুগ, পক্ষী ও সরীসৃপ কীটাদির সৃষ্টি করিয়া থাকি।

পদ্মনাভ! বিশাললোচন! দুঃখহারী ঐকৃষ্ণ! আপনিই
 সকল প্রাণীর আশ্রয় ও নেতা। আপনি সংসারের সকল জীবের
 গুরু (উপদেষ্টা)। হে দেবেশ্বর! আপনার রূপাপ্রসাদেই
 দেবগণ সর্বদা সুখে বিরাজ করেন ॥ ৬৩-৬৬

দেব! আপনার রূপাতেই পৃথিবী সদা নির্ভয়ে থাকেন।
 হে বিশাললোচন! সেইজন্ত আপনি পুনরায় পৃথিবীতে
 যদ্বংশে অবতীর্ণ হইয়া ইহার কীর্তি বর্দ্ধন করুন ॥ ৬৭

ধর্মসংস্থাপনার্থায় দৈত্যানাক্ষ বধায় চ ।
 জগতো ধারণার্থায় বিজ্ঞাপ্যং কুরু মে বিত্তো ॥ ৬৮
 যৎ তৎ পরমকং গুহ্যং স্বংপ্রসাদাদিদং বিত্তো ।
 বাসুদেব তদেতৎ তে ময়োক্তং তং যথা তথম্ ॥ ৬৯
 সৃষ্ট্বা সর্ঘ্বং দেবং স্বয়মাত্মনামাত্মনা ।
 কৃষ্ণ স্বমাত্মনাশ্রাকীঃ প্রোহ্ম্যং চাত্মসম্ভবম্ ॥ ৭০
 প্রোহ্ম্যাদনিকৃষ্ণং স্বং যং বিহুবিম্বমব্যয়ম্ ।
 অনিকৃদ্ধোহিসৃজমাং বৈ ব্রহ্মাণং লোকধারিণম্ ॥ ৭১
 বাসুদেবময়ঃ সোহহং স্বয়ৈবাস্মি বিনির্মিতঃ ।
 (তস্মাদ্ যাচামি লোকেশ চতুরাত্মনামাত্মনা)
 বিভজ্য ভাগশোহহাত্মনং ব্রজ মানুষ্যতাং বিত্তো ॥ ৭২
 তত্রাসুরবধং কৃৎস্বা সর্বলোকসুখায় বৈ ।
 ধর্মং প্রাপ্য যশঃ প্রাপ্য যোগং প্রাপ্যসি তত্ত্বতঃ ॥ ৭৩

প্রভো! ধর্মের স্থাপনা, দৈত্যাদিগের বিনাশ ও জগতের
 রক্ষার জন্ত আপনি আমার এই প্রার্থনা স্বীকার করুন ॥ ৬৮

বাসুদেব! আপনিই পূর্ণতম পরমেশ্বর। আপনার যে
 পরমগুহ্য স্বার্থস্বরূপ, উহাই এখানে আপনার করুণায় আমি গান
 (ভক্তিমুখে বর্ণনা) করিলাম ॥ ৬৯

হে কৃষ্ণ! আপনি স্বয়ংই স্বীয় আত্মাধারা নিজেকে সর্ঘ্ব
 দেবরূপে প্রকটিত করিয়া স্বীয় আত্মাধারা আত্মজস্বরূপ প্রোহ্ম্যকে
 সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৭০

সেই প্রোহ্ম্য হইতেই আপনি সেই অনিকৃষ্ণকে সৃষ্টি
 করিয়াছেন, যাহাকে জ্ঞানিগণ অবিনাশী বিম্বরূপ বলিয়া
 জানেন। সেই বিম্বরূপ অনিকৃষ্ণই লোকধাতা ব্রহ্মা আমাকে
 সৃজন করিয়াছেন ॥ ৭১

প্রভো! এই কারণে আপনিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।
 আপন হইতে অভিন্ন হওয়ায় আমিও বাসুদেবময়। লোকেশ্বর!
 সেই কারণে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি স্বয়ংই আত্মাধারা
 নিজেকে (বাসুদেব, সর্ঘ্ব, প্রোহ্ম্য ও অনিকৃষ্ণ এই) চারি
 মূর্তিতে বিভক্ত হইয়া মানবশরীর ধারণ করুন ॥ ৭২

সেখানে সকল লোকের সুখের জন্ত অসুরগণকে বধ করত
 ধর্ম ও যশ বিস্তার করুন। সর্বশেষে অবতারের উদ্দেশ্য পূর্ণ
 করিয়া আপনি পুনরায় স্বীয় পারমাধিক স্বরূপে সংযুক্ত
 হইবেন ॥ ৭৩

যাং হি ব্রহ্মর্ষয়ো লোকে দেবান্চামিতবিক্রম ।
তৈস্তৈর্হি নামভিবৃক্তা গায়ন্তি পরমাত্মকম্ ॥ ৭৪
স্থিতাশ্চ সর্বে হৃদি ভূতসম্বাঃ
কৃৎশ্রয়ং যাং বরদং সুবাহো ।

অনাদিমধ্যান্তমপারযোগং

লোকস্ত সেতুং প্রবদন্তি বিপ্রাঃ ॥ ৭৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি বিশ্বোপাখ্যানে
পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

অমিতপরাক্রমশালী পরমেশ্বর! সংসারে মহর্ষি ও দেবগণ
একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই লীলাভূমিত্যরী নামসমূহে আপনার পরমাত্ম-
স্বরূপের গান করিবেন ॥ ৭৪

হে সুবাহো! বরদায়ক প্রভু আপনারই শরণ গ্রহণ করিয়া

শ্রীময়র্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বোক্তভূত ভীষ্মবধপর্বের বিশ্বোপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চষষ্টিতম
অধ্যায়ের অল্পবাদ সমাপ্ত ।

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

[নারায়ণাবতারস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নরাবতারস্য ধনঞ্জয়স্য চ মহিমবর্ণনম্ ।]

ভীষ্ম উবাচ ।

ভূতঃ স ভগবান্ দেবো লোকানামীশ্বরেশ্বরঃ ।
ব্রহ্মাণং প্রত্যাবাচেনং স্নিগ্ধগম্ভীরয়া পিরা ॥ ১
বিদিতং তাত যোগান্মে সর্বমেতৎ তবেশিতম্ ।
তথা তন্ ভবিতোক্ত্যনু তত্রৈবাস্তবধীয়ত ॥ ২
ততো দেবর্ষি-গন্ধর্বা বিশ্বয়ং পরমং পতাঃ ।
কৌতুহলপর্যঃ সর্বে পিতামহমথাক্রবন্ ॥ ৩
কো ষয়ং যো ভগবতা শ্রণম্য বিনয়াদ্ বিভো ।
বাগ্ভিঃ স্ততো বরিত্তাভিঃ শ্রোতুমিচ্ছাম তং বয়ম্ ॥ ৪

এবমুক্তস্ত ভগবান্ প্রত্যাবাচ পিতামহঃ ।

দেব-ব্রহ্মর্ষিগন্ধর্বাণাং সর্বাণাং মধুরয়া পিরা ॥ ৫

যৎ তৎ পরং ভবিষ্যৎ ভবিতব্যং যৎ পরম্ ।

ভূতাত্মা চ প্রভুশ্চৈব ব্রহ্ম যচ্চ পরং পদম্ ॥ ৬

ভেনান্মি কৃতসংবাদঃ প্রসঙ্গেন স্মর্যম্ভাঃ ।

জগতোহনুগ্রহার্থায় যাচিতো মে জগৎপতিঃ ॥ ৭

মানুষ্যং লোকমাতিষ্ঠ বাসুদেব ইতি শ্রুতঃ ।

অস্মরাণাং বথার্থায় সন্তুষ্টবশ মহীতলে ॥ ৮

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

[নারায়ণ- অবতার শ্রীকৃষ্ণ ও নর-অবতার

অর্জুনের মহিমাঞ্চন ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—দুর্যোধন! তখন লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর
দিব্যরূপধারী শ্রীভগবান্ স্বেদগুণ মধুর গম্ভীর বাণীতে ব্রহ্মাকে এই
কথা বলিলেন ॥ ১

তাত! “তোমার মনে যেসকল বাসনা উৎপন্ন হইয়াছে, উহা
আমি যোগবলে জ্ঞাত আছি। তদনুসারেই সকল কার্য সম্পন্ন
হইবে” এই কথা বলিয়া শ্রীভগবান্ সে-স্থান হইতে অদ্বিহিত
হইলেন ॥ ২

তখন দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ভগণ অত্যন্ত বিশ্বাসবিষ্ট হইয়া
পড়িলেন। তাঁহারা সকলেই সেই সময় অতিশয় উৎসুক হইয়া
পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩

প্রভো! আপনি বিনয়সহকারে প্রণাম করত শ্রেষ্ঠ বাক্য-
সমূহে বাহ্যিক স্তুতি করিলেন, ইনি কোন্ পুরুষ? আমরা তাঁহার
বিষয় শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ৪

তাঁহারা একরূপ প্রশ্ন করিলে ভগবান্ ব্রহ্মা সকল দেবতা, ঋষি
ও গন্ধর্ভগণকে মধুর বাণীতে বলিলেন ॥ ৫

শ্রেষ্ঠ দেবগণ! যিনি পরমতত্ত্ব; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—
এই তিন কালই বাহ্যিক উৎকৃষ্টরূপ এবং যিনি এই সমস্ত
হইতেই বিলক্ষণ, যিনি সকল ভূতের আত্মা ও সর্বশক্তিমান প্রভু
বলিয়া কথিত, যিনি পরমব্রহ্ম ও পরমপদনামে বিখ্যাত, সেই
পরমাত্মাই আমাকে দর্শনদান করিয়া প্রসন্নচিত্তে আমার সহিত
বার্তালাপ করিলেন। আমি সেই জগদীশ্বরের সহিত সমগ্র
জগতের উপর কৃপা করিবার জন্য এই প্রার্থনা করিলাম যে,
প্রভো! আপনি বাসুদেবনামে বিখ্যাত হইয়া কিছুকাল পর্যন্ত

সংগ্রামে নিহতা যে তে দৈত্য-দানব-রাক্ষসাস্তি ।
 ত ইমে নৃষু সন্তুতা যোররূপা মহাবলাঃ ॥ ১০
 তেবাং বধার্থং ভগবান্ নরেন সহিতৌ বশী ।
 মানুষীঃ যোনিমান্হায় চরিয়াতি মহাতলে ॥ ১০
 নর-নারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণরষিসন্তমৌ ।
 সহিতৌ মানুষে লোকে সন্তুতাবমিতত্বাতী ॥ ১১
 অজ্ঞেয়ো সমরে যন্তৌ সহিতৈরমরৈরপি ।
 মৃঢ়াস্তেতৌ ন জানন্তি নর-নারায়ণাবুযী ॥ ১২
 তস্তাহমগ্রজঃ পুত্রঃ সর্বশু জগতঃ প্রভুঃ ।
 বাসুদেবোহর্চনীয়ো বঃ সর্বলোকমহেশ্বরঃ । ১৩
 তথা মনুষ্যোহয়মিতি কদাচিত্ত সুরসন্তমঃ
 নাবজ্ঞেয়ো মহাবীর্যাঃ শস্তু-চক্র-গদাধবঃ । ১৪
 এতৎ পরমকং গুহ্যমতৎ পরমকং পদম ।
 এতৎ পরমকং ব্রহ্ম এতৎ পরমকং যশঃ ॥ ১৫
 এতদক্ষরমবাক্তমেতদ্ নৈ শ্রীয়াত মনঃ ।

মহুয়লোকে বিরাজ করুন এবং অন্তরঙ্গকে বধ করিবার জন্ত এই
 কৃতলে অবতীর্ণ হইন ॥ ১০-১৫

যে যে দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ রূপাক্রমে বিনষ্ট হইয়াছে,
 তাহারা মহুয়লোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং অত্যন্ত বলশালী
 হইয়া জগতের পক্ষে ভয়ঙ্কর হইয়াছে ॥ ১০

তাহাদের সকলকে বধ করিবার জন্ত বশে রাখিতে সমর্থ
 ভগবান্ নারায়ণ নরের সহিত মহুয়-যোনিতে অবতীর্ণ হইয়া
 কৃতলে বিচরণ করিবেন ॥ ১০

ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পুরাতন ব্রহ্মি ও অতি তেজস্বী নর এবং
 নারায়ণ—ইহার। যদি বিজয়লাভের জন্ত যত্নবান্ হন, তবে সমগ্র
 দেবমণ্ডলীও তাঁহাদেরকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইবেন না ।
 মূঢ় মহুয়গণ এই নর-নারায়ণ ঋষিগণকে জানিতে পারিবে
 না ॥ ১১-১২

জগতের প্রভু ব্রহ্মা আমিও এই ভগবানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ।
 তোমাদের সকলেরও সেই সর্বলোক মহেশ্বর ভগবান্ বাসুদেবের
 আরাধনা করা উচিত ॥ ১৩

দেবশ্রেষ্ঠবৃন্দ! শস্তু, চক্র ও গদাধারণকারী মহাপরাক্রমী
 সেই ভগবান্ বাসুদেবকে “ইনি মহুয়” এরূপ বুঝিয়া অবজ্ঞা করা
 উচিত নহে ॥ ১৪

এই ভগবান্ই পরমগুহ্য, ইনিই পরম পদ, ইনিই পরমব্রহ্ম এবং
 ইনিই পরম যশস্বরূপ ॥ ১৫

যৎ তৎ পুরুষসংজ্ঞং বৈ গীয়াতে জ্যায়তে ন চ ॥ ১৬
 এতৎ পরমকং তেজ এতৎ পরমকং সুখম ।
 এতৎ পরমকং সত্যং কীর্তিতং বিশ্বকর্মণা ॥ ১৭
 ভস্মাৎ সৈষ্ট্রঃ সুরৈঃ সর্বৈলোকৈশ্চামিতবিক্রমঃ ।
 নাবজ্ঞেয়ো বাসুদেবো মানুষোহয়মিতি প্রভুঃ ॥ ১৮
 যশ্চ মানুষমাত্রোহয়মিতি ক্রয়াৎ স মন্দধীঃ ।
 ভূষীকেশমবজ্ঞানাত্তমাত্তঃ পুরুষাধমম ॥ ১৯
 যোগিনং তং মহাত্মানং প্রবিষ্টং মানুষীং তনুম ।
 অবমন্তোদ্ বাসুদেবং তমাত্তস্তামসং জনাঃ ॥ ২০
 দেবং চরাচরাশ্রয়ং শ্রীবৎসাক্ষং সুবচসম ।
 পদ্যনাভং ন জানাতি তমাত্তস্তামসং বুধাঃ ॥ ২১
 কিরীট-কৌন্তভধরং মিত্রাণামভয়ঙ্করম ।
 অবজ্ঞানন্ মহাত্মানং ঘোরৈ তমসি মজ্জতি ॥ ২২
 এবং বিদিত্বা তত্ত্বার্থং লোকানামীশ্বরেশ্বরঃ ।
 বাসুদেবো নমস্কায্যঃ সর্বলোকৈঃ সুরোত্তমঃ ॥ ২৩

ইনিই অক্ষর, অবাক্ত ও সনাতন তেজ । যদিও ইহাকে
 পুরুষ নামে বলা হইয়া থাকে, তথাপি ইহার বাস্তবিক রূপ জানি-
 বার সাধ্যতা কাহারও নাই । বিশ্বশ্রুতি ব্রহ্মা কর্তৃক ইনিই পরমসুখ,
 পরম তেজ ও পরম সত্য বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন ॥ ১৬-১৭

সেইজন্ত ‘ইনি মহুয়’ এরূপ বোধ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং
 সংসারের সকল মহুয়নিগের পক্ষেই অমিতপরাক্রমী ভগবান্
 বাসুদেবকে অবহেলা করা কর্তব্য নয় ॥ ১৮

যে ব্যক্তি সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি এই ভগবান্ বাসুদেবকে
 কেবল মহুয় বলিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি মূর্থ । ভগবান্কে
 অবহেলা করার জন্ত সেই মানুষকে নরাধম বলা হয় ॥ ১৯

ভগবান্ বাসুদেব সাক্ষাৎ পরমাত্মা ও যোগশক্তিসম্পন্ন বলিয়া
 তিনি মানবশরীরে প্রবেশ করিয়াছেন । যে ব্যক্তি তাঁহাকে
 অবহেলা করে, জানী পুরুষ তাহাকে তমোগুণী বলিয়া থাকেন ॥ ২০

যে মানুষ চরাচরস্বরূপ, শ্রীবৎসচিহ্নভূষিত ও উত্তম কাঙ্ক্ষিসম্পন্ন
 ভগবান্ পদ্যনাভকে জানে না, বিদ্বান্ পুরুষগণ তাহাকে তমোগুণী
 বলেন ॥ ২১

কিরীট ও কৌন্তভধর-ধারণকারী এবং মিত্রগণের (ভক্তগণের)
 অভয়দাতা পরমাত্মাকে যে ব্যক্তি অবহেলা করে, সে মানুষ ঘোর
 নরকে মজ্জিত হয় ॥ ২২

সুরশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া সকল

ভীষ্ম উবাচ ।

এবমুক্তা স ভগবান্ দেবান্ সর্বিগণান্ পুরা ।
বিস্ক্র্য সর্বভূতান্ জগাম ভবনং স্বতম্ ॥ ২৪
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা মুনয়োহম্বরসোহপি চ ।
কথাং তাং ব্রহ্মণা গীতাং ব্রহ্মা প্রীতা দিবং যযুঃ ॥ ২৫
এতচ্ছ্রুতং ময়া তাত ঋষীণাং ভাবিতাশ্চনাম্ ।
বাসুদেবং কথয়তাং সমবায়ৈ পুরাতনন্ ॥ ২৬
রামস্ত জামদগ্ন্যস্ত মার্কণ্ডেয়স্ত ধীমতঃ ।
ব্যাস-নারদয়োশ্চাপি সকাশাদ্ ভরতর্ষভ ॥ ২৭
এতমর্থঞ্চ বিজ্ঞায় ব্রহ্মা চ প্রভুমবায়ম্ ।
বাসুদেবং মহাত্মানং লেকানামীশ্বরেশ্বরম্ ॥ ২৮
(জানামি ভরতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণং নারায়ণং প্রভুম্ ।)
যস্ত চৈবাত্মজো ব্রহ্মা সর্বস্ত জগতঃ পিতা ।
কথং ন বাসুদেবোহয়মচাশ্চৈজ্ঞান্যচ মানবৈঃ ॥ ২৯

ব্যক্তিই লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার
করা উচিত ॥ ২৩

ভীষ্ম বলিলেন,—তুয়োধন ! দেবতা ও ঋষিগণকে এই কথা
বলিয়া পুরাকালে সর্বভূতান্ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদের সকলকে
বিদায় দিয়া স্বীয় ভবনে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ২৪

তারপর ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত এই পরমার্থের আলোচনা শ্রবণ
করিয়া দেবতা, মুনি, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নিসরাগণ—ইহারা সকলে প্রীত
হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ২৫

তাত ! এক সময় পবিত্রাঙ্গঃকরণ ঋষিগণের এক সমাজ
ত্রিভুজ হইয়াছিলেন, সেইস্থানে এই পুরাতন ভগবান্ বাসুদেবের
স্থা আলোচিত হইয়াছিল। আমি তাঁহাদের মত
এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি ॥ ২৬

শ্রেষ্ঠ ! এতদ্ব্যতীত জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম, পরমজ্ঞানী
ব্যাস এবং নারদও আমাকে এই কথা শুনাইয়াছেন ॥ ২৭

তুং । এই বিষয় শ্রবণ করিয়া ও বিশেষভাবে
বহুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অবিনাশী, প্রভু,
পরম
ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর ও সর্বশক্তিমান্ নারায়ণ বলিয়া
জানি ।

সমগ্র !
মানবগণের ! পিতা ব্রহ্মা বাহার পুত্র, সেই ভগবান্ বাসুদেব
ও পুত্রনীয় কেন হইবেন না ? ২৯

বারিতোহসি ময়া তাত মুনিভির্বেদপারগৈঃ ।
মা গচ্ছ সংযুগং তেন বাসুদেবেন ধর্ম্মিনা ॥ ৩০
মা পাণ্ডবৈঃ সাধমিতি তং স্বং মোহান্ বধ্যসে ।
মস্ত্রে স্বাং রাক্ষসং ক্রুরং তথা চাসি তমোবৃতঃ ॥ ৩১
যস্মাদ্ দ্বিষসি গোবিন্দং পাণ্ডবং তং ধনঞ্জয়ম্ ।
নর-নারায়ণৌ দেবৌ কোহস্তৌ দ্বিষ্ট্যাক্ষি মানবঃ ॥ ৩২
তস্মাদ্ ব্রবীমি তে রাজন্মেষ বৈ স্বাশ্বতোহব্যয়ঃ ।
সর্বলোকময়ো নিত্যঃ শাস্তা ধাত্রীধরো ধ্রুবঃ ॥ ৩৩
যো ধারয়তি লোকাংস্ত্রীশ্চরাচরগুরুঃ প্রভুঃ ।
যোদ্ধা জয়শ্চ জেতা চ সর্বপ্রকৃতিরীশ্বরঃ ॥ ৩৪
রাজন্ সর্বময়ো হোষ তমোরাগবিবজ্জিতঃ ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ৩৫
তস্ত মহাত্মাযোগেন যোগেনাত্মময়েন চ ।
পুতাঃ পাণ্ডুস্তো রাজন্ জয়শ্চৈব্যাঃ ভবিষ্যতি ॥ ৩৬

তাত ! যেদসকলের পারদর্শী বিদ্বান্ মহবিগণ ও আমি
তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম যে, তুমি ধর্ম্মের ভগবান্
বাসুদেবের সহিত বিরোধ করিও না, পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদ
করিও না, কিন্তু মোহবশতঃ তুমি সেই কথার কোন তাৎপর্য্য
বুঝিতেই পার নাই। আমি মনে করি, তুমি কোন ক্রুর রাক্ষস ;
কারণ, রাক্ষসদের দ্বারা তোমার বুদ্ধি সর্বদা তমোগুণে আচ্ছন্ন
আছে ॥ ৩০-৩১

তুমি ভগবান্ গোবিন্দ ও পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়ের উপর ঘেঘ
করিতেছ। ইহারা উভয়েই নর ও নারায়ণ দেবতা। তুমি
ব্যতীত অন্য কোন মানুষ ইহাদের ঘেঘ করিতে সমর্থ হইবে ? ৩২

রাজন্ ! সেইজন্ত তোমাকে বলিতেছি যে, এই ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণ সনাতন, অবিনাশী, সর্বলোকস্বরূপ, নিত্যশাসক, ধরণীধর
এবং অবিচল সত্যস্বরূপ ॥ ৩৩

এই চরাচর জগতের গুরু ভগবান্ শ্রীহরি তিন লোকেই
ধারণ করিয়া আছেন। ইনিই বিজয়ী পুরুষ ও সকলের কারণভূত
পরমেশ্বরও ইনিই ॥ ৩৪

রাজন্ ! শ্রীহরি সর্বস্বরূপ এবং তম ও রাগবজ্জিত। যেখানে
শ্রীকৃষ্ণ, সেখানেই ধর্ম্ম, এবং যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই বিজয় ॥ ৩৫

তাঁহার মহাত্মা-যোগে ও আত্মস্বরূপ-যোগে সমস্ত পাণ্ডবই
সুরক্ষিত। রাজন্ ! এইজন্ত ইহাদের (পাণ্ডবদের) জয়
হইবেই ॥ ৩৬

শ্রোয়োবুজ্ঞাং সদা বুদ্ধিং পাণ্ডবানাং দধাতি যঃ ।

বলকৈব রণে নিত্যং ভয়েভ্যশ্চৈব রক্ষতি ॥ ৩৭

স এষ শাস্তো দেবঃ সর্বগুহ্যময়ঃ শিবঃ ।

বাসুদেব ইতি জ্ঞেয়ো যন্মাং পৃচ্ছসি ভারত ॥ ৩৮

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চ কৃতলক্ষণৈঃ ।

সেব্যতেহভ্যর্চ্যতে চৈব নিত্যযুক্তৈঃ স্বকর্মভিঃ ॥ ৩৯

ছাপরশ্চ যুগশ্চাস্তে আদৌ কলিযুগশ্চ চ ।

সাক্ষতং বিধিমান্স্থায় গীতঃ সঙ্কর্ষণেন বৈ ॥ ৪০

(কৃষ্ণেতি নাম্না বিখ্যাত ইমং লোকং স রক্ষতি ।)

স এষ সর্বং সুরমর্ত্যালোকং

সমুদ্রকক্ষ্যাস্তুরিতাং পুরীক্ষ ।

যুগে যুগে মাতৃবলৈব বাসং

পুনঃ পুনঃ সৃজতে বাসুদেবঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্ষিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি বিম্বোপাখ্যানেন

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১

তিনি পাণ্ডবগণকে সর্বদা কল্যাণময়ী বুদ্ধি প্রদান করিতে-
ছেন, বুদ্ধি বল দান করিতেছেন এবং সকল ভয় হইতে তাহা-
দিগকে নিত্য রক্ষা করিতেছেন ॥ ৩৭

ভারত ! ঐহার বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই
সনাতন দেবতা সর্বগুহ্যময় কল্যাণরূপ পরমাত্মাই “বাসুদেব”
এই নামে জানিবার যোগ্য ॥ ৩৮

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রলক্ষণসম্পন্ন শূদ্র—ইহারা সকলেই
নিত্য তৎপর হইয়া স্বীয় বর্ণোচিত কর্মসমূহে ইহারই সেবা পূজা

শ্রীমদ্বর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের
অধ্যায়ের অন্তিম সমাপ্ত ।

সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মহিমাকথনম্ ।]

হৃথ্যোদন উবাচ ।

বাসুদেবো মহদ্ ভূতং সর্বলোকেষু কথ্যতে ।

তস্তাগমং প্রীতিষ্ঠাঞ্চ জ্ঞাতুমিচ্ছে পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

বাসুদেবো মহদ্ ভূতং সর্বদৈবতদৈবতম্ ।

ন পরং পুণ্ডরীকাক্ষং দৃশ্যতে তরতর্ষভ ॥ ২

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় ।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণন ।]

হৃথ্যোদন বলিলেন,—পিতামহ ! বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে সকল
লোকই মহান্ পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, অতএব আমি
ঐহার উৎপত্তি ও স্থিতি বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ ! বহুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক
মহান্ পুরুষ । তিনি দেবগণের দেবতা । কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ
হইতে অস্ত্র কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই ॥ ২

করিয়া থাকেন ৩৯

ছাপর যুগের শেষে ও কলিযুগের আদিতে সঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-
পাসনার বিধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইহারই মহিমা কীর্তন
করিয়াছেন । (এই শ্রীকৃষ্ণনামেই বিখ্যাত হইয়া স্বয়ং নারায়ণ
লোকরক্ষা করিতেছেন) ॥ ৪০

এই ভগবান্ বাসুদেবই যুগে যুগে দেবলোক, মনুষ্যলোক ও
সমুদ্রপরিবেষ্টিত ষড়কানগরী নির্মাণ করেন এবং ইনিই পুনঃ পুনঃ
মনুষ্যলোকে নিজের মাতৃব-অবতার সৃজন করেন ॥ ৪১

ভীষ্মপর্বাস্তগত ভীষ্মবধপর্বের বিম্বোপাখ্যানবিষয়ক ষট্‌ষষ্টিতম
অধ্যায়ের অন্তিম সমাপ্ত ।

মার্কণ্ডেয়শ্চ গোবিন্দে কথয়ত্যনুতং মহৎ ।

সর্বভূতানি ভূতাত্মা মহাত্মা পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩

আপো বায়ুশ্চ তেজশ্চ ত্রয়মেতদকল্পয়ৎ ।

স সৃষ্ট্বা পৃথিবীং দেবীং সর্বলোকেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ৪

অপ্সু বৈ শয়নং চক্রে মহাত্মা পুরুষোত্তমঃ ।

সবতেজোময়ো দেবো যোগাৎ সুধাপ তত্র হ ॥ ৫

মহামুনি মার্কণ্ডেয় ভগবান্ গোবিন্দের বিষয়ে অত্যন্ত অদ্ভুত
কথা বলিয়াছেন । এই ভগবান্ই সর্বভূতময় এবং তিনিই আত্ম-
রূপ মহাত্মা পুরুষোত্তম ॥ ৩

সৃষ্টির প্রারম্ভে এই পরমাত্মাই জল, বায়ু ও তেজ—এই
তিন ভূত এবং সমস্ত প্রাণীকে সৃজন করিয়াছেন । সর্বলোকেশ্বর
প্রভু ভগবান্ পৃথিবীদেবীকে সৃষ্টি করিয়া জলে শয়ন
করিয়াছিলেন । এই মহাত্মা পুরুষোত্তম সর্বতেজোময় দেবতা
স্বীয় যোগশক্তির বলে সেই জলে নিব্রুত হইয়াছিলেন ॥ ৪-৫

মুখতঃ সোহগ্নিমসৃজং প্রাণাদ্ বায়ুমথাপি চ ।
 সরস্বতীঞ্চ বেদাংশ্চ মনসঃ সসৃজেহচ্যুতঃ ॥ ৬
 এষ লোকান্ সসৃজাদৌ দেবাংশ্চ ঋষিভিঃ সহ ।
 নিধনকৈব মৃত্যুঞ্চ প্রজানাং প্রভবাপ্যায়ৌ ॥ ৭
 এষ ধর্মশ্চ ধর্মজ্ঞো বরদঃ সর্বকামদঃ ।
 এষ কর্তা চ কার্য্যঞ্চ পূর্বদেবঃ স্বয়ম্প্রভুঃ ॥ ৮
 ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ পূর্বমেতদকল্পয়ং ।
 উভে সঙ্কো দিশঃ খঞ্চ নিয়মাংশ্চ জনার্দনঃ ॥ ৯
 ঋষীংশ্চৈব হি গোবিন্দস্তুপশ্চৈবাত্যকল্পয়ং ।
 স্রষ্টারং জগতশ্চাপি মহাত্মা প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ১০
 অগ্রজং সর্বভূতানাং সর্ধ্বর্ণমকল্পয়ং ।
 তস্মান্নারায়ণো জজ্ঞে দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥ ১১
 নাভৌ পদ্মং বভূবাস্তু সর্বলোকস্ত সন্তবান্ ।
 তস্মাৎ পিতামহো জাতস্তস্মাজ্জাতাস্ত্রিমাঃ প্রজাঃ ॥ ১২

সেই অচ্যুত নিজ মুখ হইতে অগ্নিকে, প্রাণ হইতে বায়ুকে
 এবং মন হইতে সরস্বতীদেবীকে ও বেদসমূহকে সৃজন
 করিয়াছেন ॥ ৬

ইনিই সৃষ্টির আদিতে সমস্ত লোকসমূহ এবং ঋষিগণের
 সহিত দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনি প্রলয়ের অধিষ্ঠান ও
 মৃত্যুরূপ। প্রজাগণের উৎপত্তি এবং বিনাশও ইহার দ্বারা
 হইয়া থাকে ॥ ৭

ইনি ধর্মজ্ঞ, বরদাতা, সমস্ত কামনাপূর্ণকারী এবং ধর্মরূপ।
 ইনিই কর্তা, কর্ম ও আদিদেব এবং সর্বসমর্থ ॥ ৮

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই তিন কালের সৃষ্টিও ইহার
 দ্বারা হইয়াছিল। এই জনার্দন (দুইজনপীড়ক) দুই সঙ্খ্যা
 (প্রাতঃ সঙ্খ্যা ও সায়াঃ সঙ্খ্যা), দশ দিক্ (উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ,
 পশ্চিম, দৈশান, অগ্নি, নৈঋত ও বায়ু), আকাশ এবং নিয়মসমূহ
 রচনা করিয়াছেন ॥ ৯

মহাত্মা অবিনাশী প্রভু গোবিন্দ ঋষিগণ ও তপশ্রাকে সৃজন
 করিয়াছেন। জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মাকেও ইনিই উৎপন্ন
 করিয়াছেন ॥ ১০

এই পূর্ণতম পরমাত্মা ত্রীকৃষ্ণ প্রথমে সমস্ত ভূতগণের অগ্রজ
 সর্ধ্বর্ণকে সৃজন করিয়াছেন, তারপর তাঁহা হইতে সনাতন
 দেবাধিদেব নারায়ণ প্রাকৃত হন ॥ ১১

এই নারায়ণের নাভিপ্রদেশ হইতে একটি কমল একটিত
 হয়। সমস্ত জগতের উৎপত্তির স্থানভূত সেই কমল হইতে

শেষং চাকল্পয়দ্ দেবমনস্তং বিশ্বরূপিণম্ ।
 যো ধারয়তি ভূতানি ধরাং চেমাং সপর্বতাম্ ॥ ১৩
 ধ্যানযোগেন বিশ্রাশ্চ তং বিদন্তি মহৌজসম্ ।
 কর্ণশ্রোতোদ্রবং চাপি মধুং নাম মহাসুরম্ ॥ ১৪
 তমুগ্রমুগ্রকর্মাণমুগ্রাং বুদ্ধিং সমাস্থিতম্ ।
 ব্রহ্মাণোহপচিতিং কুর্বন্ জঘান পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৫
 তস্ত তাত বধাদেব দেব-দানব-মানবাঃ ।
 মধুসূদনমিত্যাশ্বাং বয়শ্চ জনার্দনম্ ॥ ১৬
 বরাহশ্চৈব সিংহশ্চ ত্রিবিক্রমগতিঃ প্রভুঃ ।
 এষ মাতা পিতা চৈব সর্বেষাং প্রাণিনাং হরিঃ ॥ ১৭
 পরং হি পুণ্ডরীকাক্ষান্ ভূতং ন ভবিষ্যতি ।
 মুখতঃ সোহসৃজদ্ বিপ্রান্ বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াংস্তথা ॥ ১৮
 বৈশ্রাংশ্চাপ্যুরুতো রাজান্ শূদ্রান্ বৈ পাদতন্তথা ।
 তপসা নিয়তো দেবং বিধানং সর্বদেহিনাম্ ॥ ১৯

পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন এবং সেই ব্রহ্মাই সকল প্রজাকে সৃজন
 করেন ॥ ১২

বিনি ভূতগণকে এবং পর্বতসমূহের সহিত এই পৃথিবীকে
 ধারণ করিয়া আছেন, বাহাকে বিশ্বরূপী অনন্তদেব ও শেষ বলা
 হইয়াছে, তাঁহাকেও এই পরমাত্মাই উৎপন্ন করিয়াছেন ॥ ১৩

ব্রাহ্মগণ ধ্যান-যোগের দ্বারা এই পরম তেজস্বী বাহুদেবের
 জ্ঞানলাভ করেন। জলশায়ী নারায়ণের কর্ণমল হইতে মহাসুর
 মধু প্রকটিত হইয়াছিলেন। এই মধু অতিশয় উগ্রস্বভাব ও
 ক্রুরকর্মা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বুদ্ধির আশ্রয়
 লইয়াছিলেন। সেইজন্য ব্রহ্মার সমাদর করিয়া ভগবান্
 পুরুষোত্তম এই মধুদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ১৪-১৫

তাত! এই মধু দৈত্যকে বধ করার জন্তই দেবতা, দানব,
 মনুষ্য ও ঋষিগণ ত্রীজনার্দনকে মধুসূদন বলিয়া থাকেন ॥ ১৬

এই ভগবান্ই সময়ে ক্রমে (প্রয়োজনানুসারে) বরাহ,
 নৃসিংহ ও বামনরূপে অবতীর্ণ হন। এই ত্রীহরিই সমস্ত
 প্রাণীদিগের পিতা ও মাতা ॥ ১৭

এই কমলনয়ন ভগবান্ হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর কিছুই নাই
 এবং হইবেও না। রাজন্! ইনিই নিজ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুব্র
 হইতে ক্ষত্রিয়, জঘা হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্রগণকে
 উৎপন্ন করিয়াছেন ॥

যে মাহু ব তপশ্রানিরত হইয়া সংযম-নিয়ম পালন করিতে
 করিতে অমাবস্তা ও পূর্ণিমাতিথিতে সমস্ত দেহধারণীগণের

ব্রহ্মভূতমমাবাস্তাং পৌর্ণমাশ্রাং তথৈব চ ।

যোগভূতং পরিচরন্ কেশবং মহাদগ্নুয়াং ॥ ২০

কেশবঃ পরমং তেজঃ সর্বলোকপিতামহঃ ।

এনমাহুস্ত্রীকেশং মুনয়ো বৈ নরাধিপ ॥ ২১

এবমেনং বিজানীহি আচার্য্যঃ পিতরং গুরুম্ ।

কৃষ্ণো যশ্চ প্রসীদেত লোকাস্তেনাক্ষয়া জিতাঃ ॥ ২২

যশ্চৈবৈনং ভয়স্থানে কেশবং শরণং ব্রজেৎ ।

সদা নরঃ পঠংশ্চদং স্তুতিমান্ স সুখী ভবেৎ ॥ ২৩

আশ্রয়, ব্রহ্ম ও যোগস্বরূপ, ভগবান্ কেশবের (কেশব শব্দের ব্যুৎপত্তি হইল,—ক-ব্রহ্মা, অ-বিষ্ণু, ঈশ—শিব ঐহার বপু, তিনি হইলেন কেশব।) আরাধনা করেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ১৮-২০

নরেশ্বর! সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম তেজ। মূনিগণ ইহাকেই হৃষীকেশ বলিয়া থাকেন ॥ ২১

এইরূপ এই ভগবান্ গোবিন্দকেই তুমি আচার্য্য, পিতা ও গুরু বলিয়া জানিবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐহার উপর প্রসন্ন হন, তিনি অক্ষয় লোকসমূহ জয় করিতে সমর্থ হন ॥ ২২

শ্রীময়হবি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে বিম্বোপাখ্যান-

বিষয়ক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

[ব্রহ্মভূতস্তোত্রম্, শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োর্মহত্বকথনম্ ।]

ভীষ্ম উবাচ ।

শৃণু চেদং মহারাজ ব্রহ্মভূতং স্তবং মম ।

ব্রহ্মবিভিষ্ট দেবৈশ্চ যঃ পুরা কথিতো ভুবি ॥ ১

সাধ্যানামপি দেবানাং দেবদেবেশ্বরঃ প্রভুঃ ।

লোকভাবনভাবজ্ঞ ইতি ঙ্গং নারদোহিব্রবীৎ ॥ ২

অধ্যায়।

[ব্রহ্মভূতস্তোত্র এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মহত্বকথন ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—মহারাজ হৃষ্যেধন! পুরাকালে এই ভূতলে ব্রহ্মবি ও দেবতাগণ ইহার যে ব্রহ্মভূত স্তোত্র বলিয়াছেন, উহা তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ১

প্রভো! আপনি মাধ্যগণ ও দেবতাদিগেরও প্রভু এবং দেবদেবেশ্বর। আপনি সকল লোকের হৃদয়ের ভাব অবগত আছেন। আপনার বিষয়ে নারদ এই কথাই বলিয়াছেন ॥ ২

যে চ কৃষ্ণং প্রপত্ত্বস্তে তেন মুহুস্তি মানবাঃ ।

ভয়ে মহতি মগ্নাশ্চ পাতি নিত্যং জনাধিনঃ ॥ ২৪

স তং যুধিষ্ঠিরো জ্ঞাত্বা বাথাতথেন ভারত ।

সর্বাশ্রনা মহাত্মানং কেশবং জগদীশ্বরম্ ।

প্রপন্নঃ শরণং রাজন্ যোগানাং প্রভুমীশ্বরম্ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্ষিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি বিম্বোপাখ্যানে

সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

যে ব্যক্তি ভয়ের সময় এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণগ্রহণ করেন ও সর্বদা ইহার স্তুতি পাঠ করেন, তিনি সুখী এবং কল্যাণভাগী হন ॥ ২৩

যে মাহুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণগ্রহণ করেন, তিনি কখনও মোহগ্রস্ত হন না। ভগবান্ জনাধিন মহাভয়ে পতিত সেই মাহুষকে সর্বদা রক্ষা করেন ॥ ২৪

ভরতবংশীয় নরেশ! এই কথা বিশেষভাবে জানিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সম্পূর্ণ হৃদয়ে যোগসমূহের প্রভু, সর্বসামর্থ্যশালী, জগদীশ্বর ও মহাত্মা ভগবান্ কেশবের শরণগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২৫

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ মার্কণ্ডেয়োহিব্রুবাচ হ ।

যজ্ঞং ঙ্গং চৈব যজ্ঞানাং তপশ্চ তপসামপি ॥ ৩

দেবানামপি দেবঞ্চ দ্ব্যমাহ ভগবান্ ভৃগুঃ ।

পুরাণং চৈব পরমং বিষ্ণো রূপং তবেতি চ ॥ ৪

বাসুদেবো বসুনাং ঙ্গং শক্রং স্থাপয়িতা তথা ।

দেব দেবোহসি দেবানামিতি দ্বৈপায়নোহিব্রবীৎ ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় আপনাকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানস্বরূপ বলিয়াছেন। তিনি আপনাকে যজ্ঞসমূহের যজ্ঞ এবং সকল তপস্তার সারভূত তপস্তা বলিয়াও কীর্তন করিয়াছেন ॥ ৩

ভগবান্ ভৃগু আপনাকে দেবতাগণেরও দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বিষ্ণো! আপনার রূপ অত্যন্ত পুরাতন ও উৎকৃষ্ট ॥ ৪

প্রভো! আপনি বহুগণের বাসুদেব এবং ইন্দ্রকে বর্গরাজ্যে স্থাপন করিয়াছেন। দেব! আপনি দেবতাদিগেরও দেবতা। মহর্ষি

পূর্বে প্রজানিসর্গে চ দক্ষমাত্তঃ প্রজাপতিম্ ।
 প্রষ্টারং সর্বলোকানামজিরাঙ্ঘ্যং তথাব্রবীৎ ॥ ৬
 অব্যক্তং তে শরীরোখ্যং ব্যক্তং তে মনসি স্থিতম্ ।
 দেবাস্তংসন্তবাস্চৈব দেবলস্তুসিতোহব্রবীৎ ॥ ৭
 শিরসা তে দিবঃ ব্যাপ্তং বাহুভ্যাং পৃথিবী তথা ।
 জঠরং তে ত্রয়ো লোকাঃ পুরুষোচসি সনাতনঃ ॥ ৮
 এবং স্বামভিজানন্তি তপসা ভাবিতা নরাঃ ।
 আশ্রদর্শনতৃপ্তানামৃষীণাং চাসি সন্তমঃ ॥ ৯
 রাজর্ষীগামুদারাগামাহবেষনিবর্তিনাম্ ।
 সর্বধর্মপ্রধানানাং স্বং গতির্মধুসূদন ॥ ১০
 ইতি নিত্যং যোগবিস্তির্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।
 সনৎকুমারপ্রমুখৈঃ স্তুয়তেহভ্যর্চিতে হরিঃ ॥ ১১
 এষ তে বিস্তরস্তাত সংক্ষেপশ্চ প্রাকীতিতঃ ।
 কেশবস্ত যথাতত্ত্বং স্প্রীতো ভজ কেশবম্ ॥ ১২

বৈশ্যায়ন (বেদব্যাস) আপনার বিষয়ে এই কথাই বলিয়াছেন ॥ ৬
 প্রথম প্রজাপতির সময় আপনাকেই দক্ষ প্রজাপতি বলা
 হইয়াছে। আপনিই সকল লোকসমূহের প্রষ্টা—এইরূপ কথা
 অদিরামুনি আপনার বিষয়ে বলিয়াছিলেন ॥ ৬

অব্যক্ত (প্রকৃতি) আপনার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে,
 ব্যক্ত মহত্ত্ব প্রভৃতি কার্যবর্গ আপনার মনে স্থিত এবং সকল
 দেবতা আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন—ইহা অসিত ও দেবল
 মুনি বলিয়াছেন ॥ ৭

আপনার মস্তকের দ্বারা দ্ব্যলোক এবং বাহুদ্বারা ভূলোক ব্যাপ্ত
 আছে। তিন লোক আপনার উদরে স্থিত। আপনিই সনাতন
 পুরুষ। তপস্তাপুত্ৰহৃদয় মহাত্মা পুরুষগণ আপনাকে এইরূপেই
 জানেন। আশ্রাসাক্ষ্যকারে তৃপ্ত জানী মহর্ষিবৃন্দেব দৃষ্টিতে
 আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৮-৯

মধুসূদন! বাহারা সকল ধর্মসমূহের প্রধান এবং সংগ্রাম
 হইতে কখনও পশ্চাদগমন করেন না, সেই উদার রাজবিগ্গের
 পরম আজ্ঞায় আপনি ॥ ১০

এইরূপে যোগসম্বন্ধে অভিজ্ঞ সনৎকুমারাদিগণ সর্বদা পাণহারী
 ভগবান্ পুরুষোত্তম আপনারই ভূতি ও পূজা করেন ॥ ১১

তাত হৃদ্যোধন! এইভাবে বিস্তারের সহিত ও সংক্ষেপে
 আমি তোমাকে ভগবান্ কেশবের যথার্থ মহিমা বলিলাম।
 এখন তুমি অতিশয় শ্রীত হইয়া তাঁহার ভজনা কর ॥ ১২

সঞ্জয় উবাচ ।

পুণ্যং ঋষৈতদাখ্যানং মহারাজ স্মৃতস্তব ।
 কেশবং বহু মেনে স পাণ্ডবাংশ্চ মহারথান ॥ ১৩
 তমব্রবীদ্রমহারাজ ভীষ্মঃ শাস্তনবঃ পুনঃ ।
 মাহাত্ম্যং তে ঋতং রাজন্ কেশবস্ত মহাত্মনঃ ॥ ১৪
 নরস্ত চ যথাতত্ত্বং যদ্ব্যং স্বং পৃচ্ছসে নৃপ ।
 যদর্থং নৃষু সজ্জুতো নর-নারায়ণাবৃষী ॥ ১৫
 অবধ্যো চ যথা বীরৌ সংযুগেষপরাজিতৌ ।
 যথা চ পাণ্ডবা রাজয়বধ্যা যুধি কস্তচিৎ ॥ ১৬
 শ্রীতিমান্ হি দৃঢ়ঃ কৃষ্ণঃ পাণ্ডবেষু যশস্বিনু ।
 তস্মাদ্ ব্রবীমি রাজেন্দ্র শমো ভবতু পাণ্ডবৈঃ ॥ ১৭
 পৃথিবীং ভূঙ্কু সহিতৌ ভ্রাতৃভির্বলিভির্বলী ।
 নর-নারায়ণৌ দেবাববজ্জায় নশিত্বসি ॥ ১৮
 এবমুক্ত্বা তব পিতা তৃক্ষীমাসীদ্ বিশাম্পতে ।
 ব্যসর্জয়চ্চ রাজানং শয়নঞ্চ বিবেশ হ ॥ ১৯

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! ভীষ্মের মুখে এই পবিত্র
 উপাখ্যান শুনিয়া আপনার পুত্র হৃদ্যোধন শ্রীকৃষ্ণ ও মহারথী
 পাণ্ডবগণকে অতিশয় মহৎশালী বলিয়া মনে করিলেন ॥ ১৩

রাজন্! সেই সময় শান্তহৃদয় ভীষ্ম পুনরায় হৃদ্যোধনকে
 বলিলেন,—নরেশ্বর! তুমি মহাত্মা কেশব ও নরবরুণ অর্জুনের
 যথার্থ মাহাত্ম্য, যে বিষয়ে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে,
 উহা তুমি আমার নিকট হইতে উত্তমরূপে শ্রবণ করিলে ॥

ঋষি নর ও নারায়ণ যে উদ্দেশ্যে মহত্ত্বলোকে অবতীর্ণ
 হইয়াছেন, সেই দুই অপরাজিত বীর যেক্ষে যুদ্ধে অবধ্য এবং যে
 প্রকারে অস্ত্রাস্ত্র পাণ্ডবগণও যুদ্ধে কাহারও বধ্য নহে, সেই সব
 বিষয়ও তুমি আমার নিকট হইতে ভালভাবে শ্রবণ
 করিলে ॥ ১৪-১৬

রাজেন্দ্র! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যশস্বী পাণ্ডবগণের উপর অত্যন্ত
 প্রসন্ন আছেন। সেইজন্য আমি বলিতেছি যে, পাণ্ডবদিগের
 সহিত তোমার সন্ধি স্থাপিত হউক ॥ ১৭

তাহারা তোমার বলবান্ ভ্রাতা। তুমি নিজ মনকে স্বপ্নে
 রাখিয়া তাহাদের সহিত মিলিতভাবে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ
 কর। ভগবান্ নর-নারায়ণ (অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ)-কে অবহেলা
 করিয়া তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে ॥ ১৮

প্রজানাত! এই কথা বলিয়া আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম নীরব

রাজা চ শিবিরং প্রায়্যাং প্রণিপত্য মহাত্মনে ।
শিশ্বে চ শয়নে শুভ্রে রাত্রিঃ তাং ভরতর্ষভ ॥ ২০

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি বিম্বোপাখ্যানে
অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

হইলেন । তারপর তিনি রাজা দুর্ধ্যোধনকে বিদায় দিলেন এবং
স্বয়ং শয়ন করিবার জন্য শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজা দুর্ধ্যোধনও মহাত্মা ভীষ্মকে প্রণাম
করিয়া স্বীয় শিবিরে গমন করিলেন এবং নিজের শুভ্র শয্যায়
শয়ন করত সেই রাত্রিতে নিদ্রা ঘাইলেন ॥ ২০

ক্রীময়হর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্বের বিম্বোপাখ্যান-
বিষয়ক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

একোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

[কৌরবৈর্মকরবৃহস্তু পাণ্ডবৈঃ স্তেনবৃহস্তু চ নির্মাণম্, পঞ্চমদিবসযুদ্ধারম্ভশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ব্যাধিতায়াং তু শর্বধ্যামুদিতো চ দিবা করে ।
উত্তে সেনে মহারাজ যুদ্ধায়েব সমীরতুঃ ॥ ১
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাঃ পরম্পরজিগীষবঃ ।
তে সর্বো সহিতা যুদ্ধে সমালোকা পরম্পরম্ ॥
পাণ্ডবা ধার্তরাষ্ট্রাশ্চ রাজন্ হর্মস্বিত্তে ভব ।
বৃাহো চ বৃাহু সংরক্তাঃ সম্প্রহৃষ্টাঃ প্রহাসিনঃ ॥ ২
অরক্ষস্করবৃাহং ভীষ্মো রাজন্ সমস্ততঃ ।
তথৈব পাণ্ডবা রাজমরক্ষন্ বৃাহমাশ্রয়ঃ ॥ ৩
(অজাতশত্রুঃ শক্রগাং মনাংসি সমকম্পয়ৎ ।
স্তেনবদ্ বৃাহু তং বৃাহুং ধোমাস্ত বচনাং স্বয়ম্ ।

স হি তস্ত সুবিজ্ঞাত অগ্নিচিতোষু ভারত ।

মকরস্ত মহাবৃাহস্তব পুত্রস্ত ধীমতঃ ॥

স্বয়ং সর্বো সৈন্তেন দ্রোণেনাত্মমতস্তদা ।

যথাবৃাহুং শাস্তনবঃ সোহধ্ববর্তত তং পুনঃ ॥)

স নির্যযৌ মহারাজ পিতা দেবব্রতস্তব ।

মহতা রথবংশেন সংবৃতো রথিনাং বরঃ ॥ ৫

ইতরেতরমদ্বীয়ুর্থথাভাগমবস্থিতা ।

রথিনঃ পতয়শ্চৈব দস্থিনঃ সাদিনস্তথা ॥ ৬

তান্ দৃষ্ট্বাভ্যুতান্ সংখ্যে পাণ্ডবা হি যশস্বিনঃ ।

স্তেনেন বৃাহরাজেন তেনাজযোন সংযুগে ॥ ৭

একোনসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[কৌরবগণের মকরবৃহ ও পাণ্ডবগণের স্তেনবৃহ নির্মাণ
এবং পঞ্চম দিনের যুদ্ধ আরম্ভ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—সেই রাত্রি ব্যতীত হইয়া প্রভাত হইলে
বধন সূর্যোদয় হইল, তখন উভয়পক্ষের সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য
পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১

তারপর সকলে পরস্পরকে জয় করিবার ইচ্ছায় অত্যন্ত
ক্রুদ্ধ হইয়া বিপক্ষ সৈন্যের উপর আক্রমণ করিল । রাজন্!
আপনারই কুমন্ত্রণার ফলস্বরূপ আপনার পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণ
সকলে পরস্পরকে দেখিয়া কুপিত-চিত্তে নিজ নিজ সহায়কবৃন্দের
সহিত আসিয়া বৃহ রচনা করত হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া
পরস্পরকে প্রহার করিতে উত্তত হইলেন ॥ ২-৩ .

রাজন্! ভীষ্ম সৈন্তবাহিনীর মকরবৃহ রচনা করিয়া
চারিদিক দিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । এইরূপ
পাণ্ডবগণও স্বীয় সৈন্তবাহিনীর স্তেনবৃহ নির্মাণ করিলেন ॥ ৪

(স্বয়ং অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ধোমাসুনির আজ্ঞায় স্তেনবৃহ
রচনা করিয়া শক্রদিগের হৃদয় কাঁপাইয়া তুলিলেন । ভারত!
অগ্নিচয়নবিষয়ক কর্মসমূহে নিরত থাকিয়া তিনি স্তেনবৃহ-সম্বন্ধে
বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন । আপনার বুদ্ধিমান পুত্র দুর্ধ্যোধনের
মকরনামক মহাবৃহ রচিত হইল । দ্রোণাচার্য্যের অহুমতি
লইয়া তিনি স্বয়ংই সমগ্র সৈন্যের সেই বৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন ।
তারপর শাস্ত্রজন্যন ভীষ্ম বৃহের বিধি অহুসারে নির্মিত সেই
মহাবৃহকে স্বয়ংও অহুসরণ করিয়াছিলেন ।)

মহারাজ! রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম
বিশাল রথী সৈন্তবাহিনীদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধের জন্য নির্গত
হইলেন ॥ ৫

তারপর বথস্থানে দণ্ডায়মান রথী, পদাতিক, হস্তায়োহী
ও অশ্বরোহী সৈন্তগণ পরস্পর পরস্পরকে অহুসরণ করিয়া
চলিতে লাগিল ॥ ৬

শক্রদিগকে যুদ্ধের জন্য উত্তত দেখিয়া বশবী পাণ্ডবগণ যুদ্ধে

অশোভত মুখে তস্য ভীমসেনো মহাবলঃ ।
 নেত্রে শিখণ্ডী দুর্ধৰ্ষো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্শ্বতঃ ॥ ৮
 শীর্ষে তস্তাভবদ্ বীরঃ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ ।
 বিধুঘ্ন গাণ্ডিবং পার্শ্বো গ্রীবায়ামভবৎ তদা ॥ ৯
 অক্ৰৌহিণ্যা সমং তত্র বামপক্ষোহভবৎ তদা ।
 মহাত্মা ক্রপদঃ শ্রীমান্ সহ পুত্রৈঃ সংযুগে ॥ ১০
 দক্ষিণশ্চাত্তবৎ পক্ষঃ কৈকেয়োহক্ৰৌহিণীপতিঃ ।
 পৃষ্ঠতো জৌপদেয়াশ্চ সৌভজ্ঞশ্চাপি বীৰ্য্যবান্ ॥ ১১
 পৃষ্ঠে সমভবজ্জীমান্ স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ।
 ভ্রাতৃত্বাং সহিতো বীরো যমাত্যাং চারুবিক্রমঃ ॥ ১২
 এবিশ্চ তু রণে ভীমো মকরং মুখতস্তদা ।
 ভীষ্মমাসাভ্য সংগ্রামে ছাদয়ামাস সাযকৈঃ ॥ ১৩
 ততো ভীষ্মো মহাত্মাণি পাতয়ামাস ভারত ।
 মোহয়ন্ পাণ্ডুপুত্রাণাং বাঢ়ং সৈন্ত্য মহাহবে ॥ ১৪

অজ্ঞেয় বাহ্যকারে সংগঠিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ।
 সেই বাহুর মুখভাগে মহাবল ভীমসেন শোভিত হইয়া বিরাজমান
 রহিলেন । নেত্রদ্বয়ের স্থানে দুর্ধৰ্ষ বীর শিখণ্ডী ও ক্রপদকুমার
 ধৃষ্টদ্যুম্ন দণ্ডায়মান থাকিলেন ॥ ৭-৮

শিরোভাগে সত্যপরাক্রমী বীর সাত্যকি ও গ্রীবাভাগে
 গাণ্ডীবধনুর টকার ধ্বনি করিতে করিতে কুন্তীনন্দন অর্জুন অবস্থান
 করিতে লাগিলেন ॥ ৯

পুত্রসহ শ্রীমান্ মহাত্মা ক্রপদ এক অক্ৰৌহিণী সৈন্তের সহিত
 যুদ্ধে বাহুর বাম পার্শ্বে স্থিত রহিলেন ॥ ১০

এক অক্ৰৌহিণী সৈন্তের অধিপতি কেকয়রাজ দক্ষিণ পার্শ্বে
 অবস্থান করিতে লাগিলেন । জৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও পরাক্রমী
 সুভজ্ঞাকুমার অভিমত্যা—ইহারা পৃষ্ঠভাগে থাকিলেন ॥ ১১

উত্তম পরাক্রমসম্পন্ন স্বয়ং শ্রীমান্ বীর রাজা যুধিষ্ঠিরও দুই
 ভ্রাতা নকুল-সহদেবের সহিত এই পৃষ্ঠ ভাগেই শোভা পাইতে
 লাগিলেন ॥ ১২

তদনন্তর ভীমসেন রণক্ষেত্রে প্রবেশ করত মকরবাহুর
 মুখভাগে দণ্ডায়মান ভীমকে বীর বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া
 কেলিলেন ॥ ১৩

ভারত ! তখন সেই মহাযুদ্ধে পাণ্ডবগণের সেই বাহুবল
 সৈন্যদিগকে মোহিত করিতে করিতে ভীষ্ম ভীষ্মার উপর
 মহাজলমুহ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

সম্মুহতি তদা সৈন্তে ভরমাণো ধনঞ্জয়ঃ ।
 ভীষ্ম শরসহস্রৈঃ বিব্যাধ রণমূর্ধনি ॥ ১৫
 প্রতिसংবার্য্য চাত্মাণি ভীষ্মমুক্তানি সংযুগে ।
 সেনানীকেন হৃষ্টেন যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ ॥ ১৬
 ততো হৃষ্যোধানো রাজা ভারদ্বাজমভাবত ।
 পূর্বাং দৃষ্ট্বা বধং যোরং বলস্ত বলিনাং বরঃ ॥ ১৭
 ভ্রাতৃণাঞ্চ বধং যুদ্ধে স্রমমাণো মহারথঃ ।
 আচার্য্য সততং হি হং হিতকামো মমানঘ ॥ ১৮
 বয়ং হি হং সমাশ্রিত্য ভীষ্ম চৈব পিতামহম্ ।
 দেবানপি রণে জেতুং প্রার্থয়ামো ন সংশয়ঃ ॥ ১৯
 কিমু পাণ্ডুসুতান্ যুদ্ধে হীনবীৰ্য্যপরাক্রমান্ ।
 স তথা কুরু ভদ্রং তে যথা বধ্যস্তি পাণ্ডবাঃ ॥ ২০
 এবমুক্তস্ততো দ্রোণস্তব পুত্রৈঃ মারিষ ।
 (উবাচ তত্র রাজানং সংক্রুদ্ধ ইব নিঃশ্বসন্ ।

সেই সময় স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে মোহিত হইতে দেখিয়া
 অর্জুন অতিশয় সত্বরতার সহিত যুদ্ধের সম্মুখভাগে এক হাজার
 বাণ বর্ষণ করিয়া ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৫

সংগ্রামে ভীষ্মকর্তৃক নিষ্কিণ্ণ সমস্ত অস্ত্রকেই নিবারণ করিয়া
 স্বীয় সৈন্তের সহিত হৃষ্টচিত্তে অর্জুন যুদ্ধের জন্ত উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬

তখন বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথী রাজা হৃষ্যোধান পূর্বে
 আপনার যে সমস্ত সৈন্তের ভয়ঙ্কর সংহার হইয়াছিল, তাহার দিকে
 দৃষ্টি রাখিয়া এবং যুদ্ধে ভ্রাতৃগণের বধের বিষয় স্মরণ করিয়া
 ভারদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন,—নিশ্চাপ আচার্য্য !
 আপনার কল্যাণ হউক । আপনি এক্ষণ প্রবৃত্ত করুন, যাহাতে
 পাণ্ডবেরা নিহত হয় ॥ ১৭-১৮

আমরা আপনার ও পিতামহ ভীষ্মের শরণ লইয়া দেবগণকেও
 যুদ্ধে জয়লাভ করিতে আশা রাখি—ইহাতে কোন সংশয় নাই ।
 সেহলে বল ও পরাক্রমে হীন পাণ্ডবদিগকে জয় করার কথা আর
 কি বলিবার আছে । আপনার কল্যাণ হউক । অতএব আপনি
 এক্ষণ চেষ্টা করুন, যাহাতে পাণ্ডবেরা বিনষ্ট হয় ॥ ১৯-২০

আর্য্য ! আপনার পুত্র হৃষ্যোধান এইরূপ কথা বলিলে
 দ্রোণাচার্য্য কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং দীর্ঘকাল ত্যাগ করিতে
 করিতে রাজা হৃষ্যোধানকে বলিলেন ॥

দ্রোণ উবাচ ।

বালিশঙ্কঃ ন জানীষে পাণ্ডবানাং পরাক্রমম্ ।
ন শক্যা হি যথা জেতুং পাণ্ডবা হি মহাবলাঃ ॥
যথাবলং যথাবীৰ্য্যং কৰ্ম কুৰ্য্যামহং হি তে ।

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা তে স্মৃতং রাজম্ভ্যপদ্যত বাহিনীম্ ।)
অভিনং পাণ্ডবানীকং প্রেক্ষমাণস্ত সাতাকেঃ ॥ ১১
সাতাকিস্ত ততো দ্রোণং বারয়ামাস ভারত ।
তয়োঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়াবহম্ ॥ ১২
শৈনেয়ং তু রণে ক্রুদ্ধো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ।
অবিধ্যন্নিশিতৈর্বাণৈর্জক্রদেশে হসন্নিব ॥ ১৩
ভীমসেনস্ততঃ ক্রুদ্ধো ভারদ্বাজমবিধ্যত ।
সংরক্ষন্ সাত্যকিং রাজন্ দ্রোণাচ্ছত্রভৃতাং বরাং ॥ ১৪
ততো দ্রোণশ্চ ভীষ্মশ্চ তথা শল্যশ্চ মারিষ ।
ভীমসেনং রণে ক্রুদ্ধাচ্ছাদয়াক্রিক্রে শরৈঃ ॥ ১৫

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—ভূমি মূৰ্খ! সেজন্ত পাণ্ডবগণ কিরূপ পরাক্রমশালী, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। মহাবল পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে জয় করা অসম্ভব, তথাপি আমি স্থায় বল ও পরাক্রম অনুসারে তোমার কাৰ্য্য করিয়া যাইব ॥

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্রকে এরূপ বলিয়া দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবগণের সৈন্তের সন্মুখীন হইবার কক্ষ গমন করিলেন। তিনি সাত্যকির সাক্ষাতেই পাণ্ডবসৈন্যদগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ১১

ভারত! সেই সময় সাত্যকি অগ্রে গমন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিলেন। তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ১২

প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে কুপিত হইয়া সাত্যকির কণ্ঠের উপরিভাগে যেন হাসিতে হাসিতেই তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৩

রাজন্! তখন ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া শাস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য হইতে সাত্যকিকে রক্ষা করিতে করিতে আচার্য্যকে নিজ বাণসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

আৰ্য্য! তদনন্তর দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম ও শল্য—ইহারা তিনজনই ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ নিজ বাণে ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৫

তত্রাভিমম্ব্যঃ সংক্রুদ্ধো দ্রোণদেয়াশ্চ মারিষ ।

বিব্যাধুর্নিশিতৈর্বাণৈঃ সর্বাংস্তানুভূতায়ুধান্ ॥ ১৬

দ্রোণ-ভীষ্মৌ তু সংক্রুদ্ধাবাপতন্তৌ মহাবলৌ ।

প্রত্যুদ্যযৌ শিখণ্ডী তু মহেষ্বাসো মহাহবে ॥ ১৭

প্রগৃহ্য বলবদ্ বীরো ধনুর্জলদনিঃস্বনম্ ।

অভ্যবর্ষচ্ছরৈস্তু ণং ছাদয়ানো দিবাকরম্ ॥ ১৮

শিখাণ্ডনং সমাসাদ্য ভরতানাং পিতামহঃ ।

অবর্জয়ত সংগ্রামং দ্রীড়ং তস্তানুসংস্বরন্ ॥ ১৯

ততো দ্রোণে মহারাজ অভ্যদ্রবত তং রণে ।

রক্ষমাণস্তদা ভীষ্মং তব পুত্রেন চোদিতঃ ॥ ২০

শিখণ্ডী তু সমাসাদ্য দ্রোণং শস্ত্রভৃতাং বরম্ ।

অবর্জয়ত সন্ত্রস্তো যুগাস্তান্নিমিবোধগম্ ॥ ২১

ততো বলেন মততা পুত্রস্তব বিশাম্পতে ।

জুগোপ ভীষ্মমাসাদ্য প্রার্থয়ানো মতদ্ যশঃ ॥ ২২

মহারাজ! তখন সেস্থলে অতিশয় ক্রুদ্ধ অভিমম্বা ও দ্রোণদৌর্য্যপুত্র অস্ত্র লইয়া যুদ্ধে অবস্থিত সেই সব কৌরব মহারথীদিগকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

সেই সময় মহাসংগ্রামস্থলে অত্যন্ত কুপিত হইয়া আক্রমণরত মহাবল দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মকে যুদ্ধে রুদ্ধ করিবার জন্ত মহাধনুর্ধর শিখণ্ডী অগ্রসর হইলেন ॥ ১৭

এই বীর মেনতুল্য গভীর শব্দকারী নিজ ধনুকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া অতিক্রুদ্ধ এত বাণ বর্ষণ করিলেন যে, তাহাতে স্বয়ংদেব আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১৮

ভরতকুলাতলক পিতামহ ভীষ্ম শিখণ্ডীর সন্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ক্রীড়ার কথা বারংবার শ্রবণ করিতে করিতে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলেন ॥ ১৯

মহারাজ! ইহা দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে আপনার পুত্রের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জন্ত শিখণ্ডীর অভিমুখে দাবিত হইলেন ॥ ২০

শিখণ্ডী প্রলয়কালের প্রচণ্ড অগ্নির সদৃশ তেজস্বী ও শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের সন্মুখে পড়িয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করত চলিয়া যাইলেন ॥ ২১

প্রজানাত! তারপর আপনার পুত্র দুর্যোধন মহাশয় লাভ করিবার ইচ্ছায় স্বীয় বিশাল সৈন্তের সহিত ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২২

তথৈব পাণ্ডবা রাজন্ পুরস্কৃত্য ধনঞ্জয়ম্ ।
 ভীষ্মমেবাভ্যবর্তন্ত জয়ে কৃষ্ণা দৃঢ়াং মতিম্ ॥ ৩৩
 তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং দেবানাং দানবৈরিব ।
 জয়মাকাঙ্ক্ষতাং সংখ্যে যশশ্চ স্তমহাহুতম্ ॥ ৩৪

রাজন্! এইরূপ পাণ্ডবগণও বিজয়প্রাপ্তির জন্ত দৃঢ় নিশ্চয়
 করিয়া অর্জুনকে অগ্রে করত ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৩
 এই যুদ্ধে বিজয় ও অত্যন্ত অধৃত যশোলাভের অভিলানকারী
 শ্রীমদ্রথি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতামহাভারতের ভীষ্মপর্কাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্কে পঞ্চমদিবসের যুদ্ধআরম্ভবিবরণ
 একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অন্তিম সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাণিক্যাং
 ভীষ্মপর্বাণি ভীষ্মবধপর্বাণি পঞ্চমদিবসযুদ্ধারম্ভে
 একোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

[ভীষ্ম-ভীমসেময়োস্তমূলং যুদ্ধম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

অকরোং তুমুলং যুদ্ধঃ ভীষ্মঃ শাস্তনবস্তদা ।
 ভীমসেনভয়াদিচ্ছন্ পুত্রাংস্তারয়িতুং তব ॥ ১
 পুত্রাহ্নে তন্মহারোহ্রং রাজ্যং যুদ্ধমবর্তত ।
 কুরুণাং পাণ্ডবানাঞ্চ মুখাশুরবিনাশনম্ ॥ ২
 তস্মিদ্ধাকুলসংগ্রামে বর্তমানে মহাভয়ে ।
 অভবৎ তুমুলঃ শব্দঃ সম্পূর্ণং গগনং মহৎ ॥ ৩
 নদদৃতিশ্চ মহানাগৈহ্রেষমাণৈশ্চ বাজ্রিভিঃ ।
 ভেরী-শব্দিনিদৈশ্চ তুমুলং সমপচ্ছত ॥ ৪
 যুযুৎসবস্তে বিক্রান্তা বিজয়ায় মহাবলাঃ ।

সপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ।

[ভীষ্ম ও ভীমসেনের তুমুল যুদ্ধ ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! আপনার পুত্রগণকে ভীমসেনের
 ভয় হইতে মুক্ত করিবার ইচ্ছা রাখিয়া সেই দিন শাস্তনবস্তদা ভীষ্ম
 তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ১

পুত্রাহ্নকালে কৌরব-পাণ্ডবগণের নরপতিদিগের এই মহা-
 ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, যাহাতে প্রধান প্রধান শৌর্যশালী
 বীরবৃন্দ বিনাশ প্রাপ্ত হন ॥ ২

সেই অত্যন্ত মহাভয়জনক তুমুল সংগ্রামে অতি ভয়ঙ্কর
 কোলাহল হইতে লাগিল, যাহা অনন্ত আকাশেও ব্যাপ্ত হইয়া
 পড়িয়াছিল ॥ ৩

গর্জনকারী গজরাজ ও হ্রোধানিকারী অশ্বসকল এবং ভেরী
 ও শব্দধ্বনিতে তখন অতিশয় তুমুল শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৪

যেদ্রুপ মহাব্যবগণ গোচারণভূমিতে গর্জন করিতে করিতে

অশ্রোতুমভিগজ্জন্তো গোষ্ঠেধিব মহর্ষভাঃ ॥ ৫

শিরসাং পাত্যমানানাং সমরে নিশিতৈঃ শরৈঃ

অশ্মবৃষ্টিরিবাকাশে বভূব ভরতর্ষভ ॥ ৬

কুণ্ডলোক্ষীষধারীণি জাতরূপোজ্জলানি চ ।

পতিতানি স্ম দৃশ্যন্তে শিরাসি ভরতর্ষভ ॥ ৭

বিশিখোন্মথিতৈর্গাত্রৈর্বাহুভিশ্চ সকার্মকৈঃ ।

সহস্তাভরণৈশ্চাত্তৈরভবচ্ছাদিতা মহী ॥ ৮

কবচোপহিতৈর্গাত্রৈহস্তৈশ্চ সমলঙ্কৃতৈঃ ।

মুখৈশ্চ চন্দ্রসঙ্কাশৈ রক্তাস্তনয়নৈঃ শুভৈঃ ॥ ৯

পরস্পরের উপর আক্রমণ করে, সেইরূপ পরাক্রমশালী ও মহাবল
 সৈন্যগণ বিজয়লাভের জন্ত যুদ্ধের ইচ্ছা রাখিয়া সিংহনাদ করিতে
 করিতে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন ॥ ৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সমরাদর্শে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ছিন্ন বহু
 মস্তক ভূপতিত হইতে লাগিল, তাহাতে মনে হইল—যেন
 আকাশ হইতে প্রস্তরবৃষ্টি হইতেছে ॥ ৬

ভরতবংশীয় নরেশ! কুণ্ডল ও উক্ষীষ (পাগড়ী)-ধারণকারী
 ও স্বর্ণময় মুকুট প্রভৃতিতে হ্রোষাভিত অগণিত মস্তক খণ্ডিত
 হইয়া ধরাতে পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইল ॥ ৭

সমগ্র রণভূমি ছিন্নভিন্ন শবদেহ, ধ্বংস ও হস্তাভরণসহ ছিন্ন
 বাহতে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল ॥ ৮

ভূপাল! যুদ্ধকালের মধ্যেই সম্পূর্ণ রণভূমি কবচ আচ্ছাদিত
 দেহ, আব্রুণভূষিত হস্ত, চন্দ্রতুল্য স্তন্য বদন, বাহাদুর প্রান্তভাগ

গজ-বাজি-মহুয়াণাং সর্বগাত্রৈশ্চ ভূপতে ।
 আসীৎ সৰ্বা সমাস্তীর্ণা মুহূর্তেন বশুন্ধরা ॥ ১০
 রজোমেঘৈশ্চ তুমুলৈঃ শস্ত্রবিভ্যাংপ্রকাশিভিঃ ।
 আয়ুধানাঞ্চ নিধোষঃ স্তনয়িত্ব সমোহভবৎ ॥ ১১
 স সম্প্রহারন্তুমূলঃ কটুকঃ শোণিতোদকঃ ।
 প্রাবর্তত কুরুণাঞ্চ পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ॥ ১২
 তস্মিন্ মহাভয়ে ঘোরে তুমুলে লোমহর্ষণে ।
 ববুযুঃ শরবর্ষণি ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদূর্মদাঃ ॥ ১৩
 আক্রোশন্ কুঞ্জরাস্তত্র শরবর্ষণপ্রতাপিতাঃ ।
 তাবকানাং পরেষাঞ্চ সংযুগে ভরতযভ ॥ ১৪
 সংরক্ষানাঞ্চ বীরাণাং ধীরাণামমিতৌজসাম্ ।
 ধনুর্জ্যাতলশব্দেন ন প্রাজ্জায়ত কিঞ্চন ॥ ১৫
 উথিতেষু কবন্ধেষু সবতঃ শোণিতোদকে ।
 সমরে পর্যাধাবন্ত নৃপা রিপুবধোত্ততাঃ ॥ ১৬
 শর-শক্তি-গদাভিস্তে ঋগৈশ্চামিততেজসঃ ।

ঐবৎ রক্তবর্ণ ছিল, এরূপ নয়নসমূহ এবং হস্তী, অশ্ব ও মহুয়াগণের
 অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পূর্ণ হইয়া বাইল ॥ ১০-১১

ধূলির ভয়ঙ্কর মেঘে রণাঙ্গন আচ্ছাদিত হইল। তাহাতে
 অস্ত্ররূপ বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইতেছিল এবং ধনু প্রভৃতি অস্ত্রের যে
 গভীর শব্দ হইতেছিল, উহাই মেঘ গর্জনতুল্য হইয়াছিল ॥ ১২

ভারত! কোরব ও পাণ্ডবগণের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অতিশয়
 কটু ও রক্তরূপ জলবহনকারী ছিল ॥ ১২

সেই গুরুতর ভয়প্রদ, ঘোর, রোমাঞ্চকারী এবং তুমুল সংগ্রামে
 রণদ্রুম্যদ ক্ষত্রিয়গণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! বাণসমূহের বর্ষণে পীড়িত হইয়া আপনার ও
 পাণ্ডবগণের হস্তীরা এই যুদ্ধে চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ১৪

অতিশয় ক্রুদ্ধ অমিততেজস্বী দীরব্ধবাব বীরগণের ধনুসমূহের
 টকারধ্বনির দ্বারা অস্ত্র কিছুই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ১৫

তখন চারিদিকে কেবল কবন্ধ (মশকহীন দেহ)-সমূহ উথিত
 ছিল এবং জলের স্রাব রক্তের প্রবাহ বহিতেছিল। শত্রুদিগকে বধ
 করিবার জন্য উত্তত নরপতিগণ সমরাস্রঙ্গে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি
 করিতেছিলেন ॥ ১৬

পরিঘসদৃশ স্থল (মোটা) বাহসমর্ষিত অমিততেজস্বী শোধ্য-
 শালী বীরগণ বাণ, শক্তি ও গদাসমূহে এবং খড়্গসকলে রণক্ষেত্রে
 পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

নিজস্বঃ সমরেহশ্রোত্বাং শূরাঃ পরিঘবাহবঃ ॥ ১৭
 বভ্রমুঃ কুঞ্জরাস্তাত্র শরৈর্বিদ্ধা নিরুদ্ধাঃ ।
 অশ্বাশ্চ পর্যাধাবন্ত হতারোহা দিশো দশ ॥ ১৮
 উৎপত্য নিপতন্ত্যস্তে শরঘাতপ্রপীড়িতাঃ ।
 তাবকানাং পরেষাঞ্চ যোধা ভরতসন্তম ॥ ১৯
 বাহানামুত্তমাঙ্গানাং কামূকাণাঞ্চ ভারত ।
 গদানাং পরিঘাণাঞ্চ হস্তানাং চোরুভিঃ সহ ॥ ২০
 পাদানাং ভূষণাঞ্চ কেয়ুরাণাঞ্চ সজ্জাঃ ।
 রাশয়স্তত্র দৃশ্যন্তে ভীষ্ম-ভীমসমাগমে ॥ ২১
 অশ্বানাং কুঞ্জরাণাঞ্চ রথানাং চানিবর্তিনাম্ ।
 সজ্জাতাঃ স্য প্রদৃশ্যন্তে তত্র তত্র বিশাম্পতে ॥ ২২
 গদাভিরসিভিঃ প্রাসৈর্বাণৈশ্চ নতপর্বভিঃ ।
 জঘ্নুঃ পরস্পরং তত্র ক্ষত্রিয়াঃ কাল আগতে ॥ ২৩
 অপরে বাহুভিবীরা নিযুদ্ধকুশলা যুধি ।
 বহুধা সমসজ্জন্ত আয়সৈঃ পরিঘৈরিব ॥ ২৪

যাহাদের আরোহী নিহত হইয়াছে, তাদৃশ হস্তীরা অঙ্গুশরহিত
 বাণবিদ্ধ হইয়া সেখানে এদিকে ওদিকে ঘুরিতে লাগিল। আরোহী
 নিহত হইলে অশ্বগণও শরাঘাতে পীড়িত হইয়া চারিদিকে
 দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিল ॥ ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার ও শত্রুপক্ষের বহু যোদ্ধাই বাণের
 গুরুতর আঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভূতলে লাফাইয়া পড়িতে
 লাগিলেন ॥ ১৯

ভারত! ভীষ্ম ও ভীমসেনের এই সংগ্রামে মৃত বাহনসকল,
 ছিন্ন মস্তক, ধনু, গদা, পরিঘ, হস্ত, জজ্জা, চরণ, অলকার ও কেয়ুর-
 সমূহ রাশি আকারে দেখা যাইতেছিল ॥ ২০-২১

প্রজানাত! সেই যুদ্ধস্থলে যেখানে সেখানে পতিত বহু
 অশ্ব, হস্তী এবং যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত রথসমূহ দৃষ্টিগোচর
 হইতেছিল ॥ ২২

ক্ষত্রিয়গণ গদা, খড়্গ, প্রাস ও আনতপর্কযুক্ত বাণসমূহে
 পরস্পরকে বধ করিতেছিলেন, কারণ, তখন উহাদের যুতুকাল
 আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ২৩

মঙ্গযুদ্ধে নিপুণ বহু বীর এই যুদ্ধস্থলে লৌহনির্মিত পরিঘ-
 সদৃশ খীয় স্থল বাহুদ্বারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধের জন্য মিলিত
 হইয়া নানা প্রকারের কোশল দেখাইতে দেখাইতে যুদ্ধ
 করিতেছিলেন ॥ ২৪

মৃষ্টিভিজ্জাহুভিশ্চৈব তলৈশ্চৈব বিশাম্পতে ।
অশ্রোক্তাঃ জগ্নিরে বীরাস্তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ২৫
পতিতৈঃ পাত্যামানৈশ্চ বিচেষ্টস্তিশ্চ ভূতলে ।
ঘোরমায়োধনং জজ্ঞে তত্র তত্র জনেশ্বর ॥ ২৬
বিরথা রথিনশ্চাত্ত নিস্রিংশবরধারিণঃ ।
অশ্রোক্তামভিধাবন্তুঃ পরস্পরবধৈষণিণঃ ॥ ২৭
ততো হৃষ্যোধনো রাজা কলিশ্চৈবহুভিবৃত্তঃ ।

প্রজানাথ! আপনার বীর সৈন্যরা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ
করিবার সময় মৃষ্টি (ঘুঁসি), জাহু ও হস্ততলের (চাপড়) দ্বারা
পরস্পরকে আঘাত করিতেছিলেন ॥ ২৫

জনেশ্বর! কিছু সৈন্য ভূতলে পতিত হইতেছিল, কিছু সৈন্য
পুর্কেই পতিত হইয়াছিল এবং কিছু সৈন্য ভূপতিত হইয়া
যন্ত্রণায় ছটিকট করিতেছিল। এইভাবে যেখানে সেখানে ভয়ঙ্কর
যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ২৬

বহু রথী রথহীন হইয়া হাতে স্বদৃঢ় তরবারি ধারণ করত

শ্রীমমহাভি বেনবাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাদ্বিতীয় ভীষ্মবধপর্বে তুমুলযুদ্ধবিষয়ক সপ্ততিতম
অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

[ভীষ্মাজ্জুনাদি-যোদ্ধৃণাং তুমুল-যুদ্ধবর্ণনম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

দৃষ্ট্বা ভীষ্মেণ সংসক্তান্ ভ্রাতৃনশ্চাংশ্চ পাণ্ডিবান্ ।
সমভ্যধাবদ্ গাঙ্গেয়মুত্তাত্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১
পাঞ্চজন্ত্যশ্চ নিঘোষং ধনুষো গাণ্ডীবস্ত চ ।
ধ্বজঞ্চ দৃষ্ট্বা পার্থশ্চ সর্বান নো ভয়মাবশং ॥ ২
সিংহ-লাঙ্গূলমাকাশে জলন্তমিব পবতম্ ।

একসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ।

[ভীষ্ম, অর্জুনাদি যোদ্ধাদিগের তুমুল যুদ্ধবর্ণন ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! নিজ ভ্রাতৃগণকে ও অশ্রান্ত
নৃপদিগকে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে সংসক্ত দেখিয়া অশ্রু উত্তোলন
করত অর্জুনও গজানন্দন ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১

পাঞ্চজন্ত্য শব্দ ও গাণ্ডীব ধনুস শব্দ শুনিয়া এবং অর্জুনের
ধ্বজকে দেখিয়া আমাদের সকল সৈন্যের মনে ভয় উপস্থিত
হইল ॥ ২

মহারাজ! অর্জুনের ধ্বজ সিংহপুচ্ছসদৃশ বানরপুচ্ছের দ্বারা

পুরুকৃত্য রণে ভীষ্ম পাণ্ডুবানভ্যবর্তত ॥ ২৮
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে পরিবার্য্য বৃকোদরম্
ভীষ্মমভ্যাব্রবন্ ক্রুদ্ধান্ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াঃ
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি
সঙ্কলযুদ্ধে সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭০

পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার বাসনায় পরস্পরের উপর দাবিত
হইল ॥ ২৭

সেই সময় বহুসংখ্যক কলিঙ্গ সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা
হৃষ্যোধন যুদ্ধে ভীষ্মকে অগ্রে রাগিয়া পাণ্ডবগণের উপর আক্রমণ
করিলেন ॥ ২৮

এইরূপ ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণও ভীষ্মসেনকে পরিবেষ্টিত করিয়া
ভীষ্মের প্রতি দাবিত হইলেন। তখন উভয় পক্ষে আবার
তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গাইল ॥ ২৯

অসজ্জমানং বৃক্ষেষু ধূমকেতুমিবোথিতম্ ॥ ৩

বহুবর্ণং বিচিত্রঞ্চ দিব্যং বানরলক্ষণম্ ।

অপশ্চাম মহারাজ ধ্বজং গাণ্ডীবধ্বজনঃ ॥ ৪

বিদ্যাতং মেঘমধ্যস্থং ভ্রাজমানামিবায়রে ।

দদৃশুর্গাণ্ডিবং যোধা কল্পপৃষ্ঠং মহামুধে ॥ ৫

অশুশ্রাম ভৃশং চাস্ত শক্রশ্চোবাভিগর্জতঃ ।

সুঘোরং তলয়োঃ শব্দং নিব্রতন্তব বাহিনীম্ ॥ ৬

যুক্ত ছিল। উহা প্রজ্বলিত পক্ষতের দ্বারা দেখাইতেছিল। এই ধ্বজ
বৃক্ষের দ্বারা কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় (আটকাইয়া যায়) না এবং
আকাশে উদ্ভিত ধূমকেতুর তুল্যরূপে প্রতীত হইতেছিল। উহা
বহু বর্ণে স্বশোভিত, বিচিত্র, দিব্য ও বানর চিহ্নে যুক্ত ছিল।
এইরূপে আমরা গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সেই ধ্বজ দেখিলাম ॥ ৩-৪

সেই মহাসংগ্রামে আমাদের পক্ষের যোদ্ধারা স্ববর্ণময় পৃষ্ঠ-
যুক্ত গাণ্ডীব ধনুকে আকাশমধ্যে মেঘের আবির্ভাবে প্রস্ফুরিত
বিদ্যাতের দ্বারা দেখিতে লাগিল ॥ ৫

অর্জুন আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে থাকিয়া ইন্দ্রসদৃশ

চতুৰ্বাতো যথা মেঘঃ সনিহ্যন্তনয়িতুমান্ ।
 দিশঃ সংপ্রাবয়ন্ সর্বাঃ শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৭
 সমভ্যাবাদ্ গাঙ্গয়ং ভৈরবাস্ত্রো ধনঞ্জয়ঃ ।
 দিশঃ প্রাচীং প্রতীচীঞ্চ ন জানীমোহস্ত্রমোহতাঃ ॥ ৮
 কাংদিগ্ভূতাঃ শ্রাস্তপত্রা হতাসা হতচেতসঃ ।
 অশ্রোতুমভিসংল্লিখ্য যোধাস্তে ভরতষভ ॥ ৯
 ভীষ্মমেবাত্যলীয়ন্তু সহ সর্বৈস্তবান্নজৈঃ ।
 তেবামার্তায়নমভূদ্ ভীষ্মঃ শাস্তনবো রণে ॥ ১০
 সমুৎপত্তস্তি বিক্রান্তা রথেষ্যো রথিনস্তথা ।
 সাদিনশ্চাপ্পৃষ্ঠেষ্যো ভূমৌ চাপি পদাতয়ঃ ॥ ১১
 শ্রদ্ধা গাণ্ডীবনিধোষং বিক্ষুব্ধিতমিবাশনৈঃ ।
 সবসৈন্তানি ভীতানি ব্যাবলীয়ন্তু ভারত ॥ ১২
 অথ কাশ্যোজজৈরশ্বেমহন্তিঃ শীঘ্রগামিভিঃ ।

গজেন করিতে লাগিলেন । এই সময় আমরা তাঁহার হুঁ হুঁ হস্ত-
 তলের এক ওয়কর শব্দ শুনিলাম ॥ ৬

ভয়ঙ্কর অগ্রদারী ছিলেন অর্জুন প্রচণ্ড বাক্য বায়ুতুল্য , বিদ্যুৎ ও
 গজেনযুক্ত মেঘের ত্রায় তিনি চারিদিক্ স্বীয় বাণবর্ষণে প্রাবিত
 করিতে করিতে গঙ্গানন্দন ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন ।

সেই সময় আমরা সকলে তাঁহার অস্ত্রে একরূপ মোহিত হইয়া
 পড়িয়াছিলাম যে, আমরা কেহই পুর্বে ও পশ্চিমে কোন দিক্ই
 বুঝিতে পারিতেছিলাম না । ভরতশ্রেষ্ঠ ! আপনার সকল
 যোদ্ধাই বিভ্রান্ত হইয়া ইহা চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমরা
 কোন্ দিক্ দিয়া যাইব । তাহাদের বাহনসকলও পরিভ্রান্ত
 হইয়া পড়িল । বহু যোদ্ধার অশ্ব নিহত হইল । তখন তাহাদের
 সকলেরই হৃদয় উৎসাহ নষ্ট হইল । তাহারা পরস্পরকে ধরাধার
 করিয়া আপনার পুত্রগণের সহিত ভীষ্মের শরণাপন্ন হইল । সেই
 যুদ্ধস্থলে পীড়িত সৈন্তগণের একমাত্র শাস্ত্রানন্দন ভীষ্মই কেবল
 শরণদাতারূপে প্রতীত হইতে লাগিলেন ॥ ৮-১০

তখন তাহারা এমন অভিযয় ভীত হইয়া পড়িল যে, রথীরা
 রথের উপর হইতে এবং অশ্বারোহীরা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত
 হইতে লাগিল ও পদাতি সৈন্তরাও ভূতলশায়ী হইয়া পড়িল ॥ ১১

ভারত ! বজ্রের সহিত বিদ্যাতের গাণ্ডীব শব্দের ত্রায়
 গাণ্ডীবের গাণ্ডীব শব্দ শ্রবণ করিয়া আমাদের সমস্ত সৈন্তবাহিনী
 সমস্ত হইয়া উঠিল এবং এদিকে ওদিকে লুকাইয়া পড়িল ॥ ১২

অনন্তর কাশ্যোজরাজ হৃদয় কাশ্যোজদেশীয় বিশাল ও

গোপানাং বহুসাহস্রৈর্বলৈর্গোপায়নৈর্বৃতঃ ॥ ১৩

মদ্র-সৌবীর-গাঙ্গারৈরৈশ্চৈতৈশ্চ বিশাম্পতে ।

সর্বকালিঙ্গযুথৈশ্চ কলিঙ্গাধিপতির্বৃতঃ ॥ ১৪

নানানরগণৌঘৈশ্চ দুঃশাসনপুরঃসরঃ ।

জয়দ্রথশ্চ নৃপতিঃ সহিতঃ সবরাজভিঃ ॥ ১৫

হয়ারোহবরশ্চৈব তব পুত্রেন চোদিতাঃ ।

চতুদশ সহস্রাণি সৌবলং পযাবারয়ন্ ॥ ১৬

ততস্তে সহিতাঃ সবে বিভক্তরথবাহনাঃ ।

অর্জুনঃ সমরে জম্বুস্তাবকা ভরতষভ ॥ ১৭

(চোদি-কাশি-পদাতৈশ্চ রথৈঃ পাঞ্চাল-স্বজয়ৈঃ ।

সহিতাঃ পাণ্ডবাঃ সবে বৃষ্টদ্রুমপুরোগমাঃ ॥

তাবকান্ সমরে জম্বুধর্মপুত্রেন চোদিতাঃ ।)

রথিভিবারণৈরশ্বে-পাদাতৈশ্চ সমারিতম্ ।

বোরমায়েধনং চক্রে মহাপ্রসদৃশং রজঃ ॥ ১৮

শীঘ্রগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের দ্রুত গমন করিলেন ।
 তখন তাঁহার সাহিত মদ্র, সৌবীর, গাঙ্গার ও ত্রিগুর্ভদেশীয় যোদ্ধারাও
 সৈন্ত ছিল ॥ ১৩

প্রজানাথ ! সমস্ত কলিঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান বীরগণে
 পরিবেষ্টিত হইয়া কলিঙ্গরাজও যুদ্ধের জগ্গ অগ্রসর হইলেন ।
 তাহার সহিত মদ্র, সৌবীর, গাঙ্গার ও ত্রিগুর্ভদেশীয় যোদ্ধারাও
 ছিল ॥ ১৪

ইহা ব্যতীত রাজা জয়দ্রথ সম্পূর্ণ নরপাতিগণকে সঙ্গে লইয়া
 দুঃশাসনকে অগ্রে স্থাপন করত যুদ্ধে চলিলেন । ইহার সহিতও
 বহু জনপদের বিশাল পদাতিক সৈন্তবাহিনী ছিল ॥ ১৫

আপনার পুত্র কড়ক প্রেরিত হইয়া চৌদ্দ হাজার উত্তম
 অশ্বারোহী যোদ্ধা স্ববলপুত্র শকুনিকে ঘিরিয়া যুদ্ধের জগ্গ
 সাজ্জত রহিল ॥ ১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তারপর পৃথক্ পৃথক্ বাহন ও রথ লইয়া
 আপনার পক্ষের এই সব মহারথী যোদ্ধারা সমরাজ্যে অর্জুনের
 উপর অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল ॥ ১৭

(এদিকে, চোদি ও কাশিদেশের পদাতিক সৈন্তরা এবং
 পাঞ্চাল ও স্বজয়দেশীয় রথী বীরগণের সহিত বৃষ্টদ্রুম প্রভৃতি
 পাণ্ডববীরগণ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কড়ক প্রেরিত হইয়া রণাঙ্গনে
 আপনার সৈন্তদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥)

১, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্তগণের দ্বারা উত্তিত

তোমর-শ্রাস-নারাচ-গজাশ-রথযোধিনাম্ ।
বলেন মহতা ভীষ্মঃ সমসজ্জং কিরীটিনা ॥ ১৯
আবস্ত্যঃ কাশিরাজেন ভীমসেনেন সৈন্ধবঃ ।
অজাতশত্রুর্মদ্রাণামৃষভেণ যশস্বিনা ॥ ২০
সহপুত্রঃ সহামাত্যঃ শলোন সমসজ্জত ।
বিকর্ণঃ সহদেবেন চিত্রসেনঃ শিখণ্ডিনা ॥ ২১
মৎস্তা হৃষ্যোধনং জগ্মুঃ শকুনিঞ্চ বিশাম্পতে ।
ক্রপদশ্চেকিতানশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ২২
দ্রোণেন সমসজ্জস্ত সপুত্রেন মহাত্মনা ।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ ধৃষ্টদ্যুম্নমভিজ্ঞাতৌ ॥ ২৩
এবং প্রব্রজিতাশ্চানি ভ্রাস্তানাগরথানি চ ।
সৈন্যানি সমসজ্জস্ত প্রযুদ্ধানি সমন্বিতঃ ॥ ২৪
নিবভ্রে বিদ্যাতস্তীত্রা দিশ্চ রজসারথ্যঃ ।
প্রোজ্বলসন্মহোজ্জ্বলশ্চ সনিঘাতা বিশাম্পতে ॥ ২৫

ধূলিরাশি মহামেঘ সদৃশ হইয়া আকাশে ব্যাপ্ত হইল এবং এত
যুদ্ধকে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিল ॥ ১৮

ভীষ্ম তোমর, নারাচ ও প্রাসাদি অন্তসমুদ্র দাবণকারী হস্তা
রোহী, অখারোহী ও রথারোহী যোদ্ধাগণের বিশাল বাহিনীর
সহিত কিরীটধারী অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥ ১৯

তখন অবন্তীদেশপতি কানীরাজের সহিত, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ
ভীমসেনের সহিত এবং পুরু ও মদ্রিবর্গের সহিত অজাতশত্রু রাজা
যুধিষ্ঠির যশস্বী মদ্ররাজ শলোর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥

প্রজানাত! বিকর্ণ সহদেবের সহিত এবং চিত্রসেন শিখণ্ডীর
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মৎস্তদেশীয় যোদ্ধারা হৃষ্যোধন ও
শকুনির সহিত যুদ্ধে একত্রে উপস্থিত হইলেন। ক্রপদ, চেকিতান
ও মহারথী সাত্যকি—ইহারা অখণ্ডামার সহিত মহাত্মা দ্রোণকে
যুদ্ধে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিলেন ॥

কৃপাচাধ্য ও কৃতবর্মা—ইহারা উভয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর আক্রমণ
করিলেন। এইরূপে নিজ নিজ অশ্বসমূহকে অগ্রে বজ্রিত করিয়া
এবং হস্তী ও রথসকলকে চারিদিকে ঘুরাইতে থাকিয়া সমস্ত
সৈন্যরা চারিদিকেই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২০-২৪

প্রজানাত! তখন বিনা মেঘেই দুঃসহ বিদ্যুৎ চমকাইতে
লাগিল; সারা দিক্ ধুলিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং ভয়ঙ্কর
ব্রজপাতের সহিত বিশাল বিশাল উজ্জ্বল হইতে লাগিল ॥ ২৫

প্রোজ্জ্বলতো মহাবাতঃ পাংশুবর্ষঃ পপাত চ ।
নভস্তন্দ্রদধে সূর্য্যঃ সৈন্যেন রজসাবৃতঃ ॥ ২৬
প্রমোহঃ সর্বসন্তানামতীব সমপত্তত ।
রজসা চাভিভূতানামন্ত্রজালৈশ্চ তুণ্ডতাম্ ॥ ২৭
বীরবাহুবিস্তৃষ্টানাং সর্বাধরণভেদিনাম্ ।
সজ্জাতঃ শরজালানাং তুমুলঃ সমপত্তত ॥ ২৮
প্রকাশং চক্রুরাকশমুত্ততানি ভূজোত্তমৈঃ ।
নক্ষত্রবিমলাভানি শস্ত্রাণি ভরতর্ষভ ॥ ২৯
স্বাৰ্ধভাণি বিচিত্রাণি রুদ্রজালাবৃতানি চ ।
সম্প্পেতুর্দিক্ সর্বাশ্চ চর্মাণি ভরতর্ষভ ॥ ৩০
সূর্য্যবর্গৈশ্চ নিস্ত্রিঃশৈঃ পাতামানি সর্বশঃ ।
দিক্ সর্বাশ্চ দৃশ্যস্ত শরীরানি শিরাসি চ ॥ ৩১
ভগ্নচক্রাক্ষনৌড়াশ্চ নিশাতিতমহাশ্বজাঃ ।
হতাস্থাঃ পৃথিবীং জগ্মুস্তত্র তত্র মহারথ্যঃ ॥ ৩২

ভয়ানক বজ্রপাত উদ্ভূত হইল। ধূলিবর্ষণ হইতে
লাগিল। সৈন্যগণের দ্বারা উত্তিত ধূলিজালে আকাশে সূর্য্যদেব
আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৬

সেই সময় সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে গুরুতর মোহ উপস্থিত
হইল; কারণ, তাহার ত' ধূলিজালে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল
এবং অন্তসমূহেও পীড়িত হইতেছিল ॥ ২৭

বীরগণের বাত হইতে পরিত্যক্ত সর্বপ্রকারের আবরণসমূহ
(কবচ প্রভৃতি) কে ভেদকারী বাণরাশির তুমুল আঘাত
চারিদিকেই হইতেছিল ॥ ২৮

ভরতজ্যেষ্ঠ! উত্তম বাহুসমূহ দ্বারা উপরে উত্তোলিত নক্ষত্রতুলা
নিখিল ও চক্চকে অন্তসকল আকাশে প্রকাশ পাইতে
লাগিল ॥ ২৯

ভরতভূষণ! স্বর্গজালে আচ্ছাদিত ও স্বঘণ্টার্থে নিম্নিত
বিচিত্র ঢালগুলি সমগ্র দিকে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩০

সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী খড়্গসমূহে ছিন্ন হইয়া সর্বদিকে পতিত
শরীর ও মস্তকগুলি চারিদিকেই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ॥ ৩১

বহু মহারথীর রথসমূহের চক্র, অক্ষ ও মধ্যস্থিত বশিবার আসন
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বড় বড় ধ্বজগুলি খণ্ডিত হইয়া
ভূপাতিত হইয়াছিল। অশ্ব নিহত হইলে মহারথীরাও যত্নাবরণ
করত ধরাশায়ী হইয়াছিলেন ॥ ৩২

পরিপেতুর্হয়াশ্চাত্ৰ কেচিচ্ছস্ত্রকৃতত্রণাঃ ।
 রথান্ বিপরিকর্ষন্তো হতেষু রথযোধিষু ॥ ৩৩
 শরাহতা ভিন্নদেহা বদ্ধযোক্তা । হয়োত্তমাঃ ।
 যুগানি পর্য্যকর্ষন্ত তত্র তত্র স্ম ভারত ॥ ৩৪
 অদৃশ্যন্তু সমূতাশ্চ সাখাঃ সরথযোধিনঃ ।
 একেন বলিনা রাজন্ বারণেন বিমর্দিতাঃ ॥ ৩৫
 গন্ধহস্তি-মদশ্রাবমাজ্রায় বহবো রণে ।
 সন্নিপাতে বলৌঘানাং বীতমাদদিরে গজাঃ ॥ ৩৬
 সতোমরৈর্মহামাত্রৈর্নিপতন্তির্গতাস্তিভিঃ ।
 বভূবায়োধনং ছন্নং নারাচাভিহতৈর্গজৈঃ ॥ ৩৭
 সন্নিপাতে বলৌঘানাং প্রেষিতৈর্বরবারণৈঃ ।
 নিপেতুযুধি সন্তপ্তাঃ সযোধাঃ সন্ধবজা গজাঃ ॥ ৩৮
 নাগরাজোপমৈর্হস্তৈর্নীগৈরাক্ষিপ্য সংযুগে ।

এই যুদ্ধস্থলে বহু অশ্ব অশ্বের আঘাতে আহত হইয়া শ্মশ্রু
 রথীর মৃত্যু হওয়ার পরও বহন করিতে করিতে পলাইতে
 লাগিল এবং কিছুদূর গিয়া আবার ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৩

ভারত ! যদিও বহু উত্তম অশ্বের শরীর বাণে আহত হইয়া
 ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহারা রথের সহিত
 রক্ষুতে বদ্ধ ছিল, সেইজন্য যোক্তা (যোদ্ধা) এদিকে ওদিকে
 টানিতে ছিল ॥ ৩৪

রাজন্ ! বহু রথারোহী যোদ্ধাকে যুদ্ধস্থলে একটি মহাবল
 গজরাজ কর্তৃক অশ্ব ও সারথির সহিত বিমর্দিত হইতে দেখা
 যাইল ॥ ৩৫

সমস্ত সৈন্তের মধ্যে তখন ভীষণ হানাহানি চলিতে লাগিল
 এবং বহু হস্তী গন্ধযুক্ত গজরাজের মদধারা আভ্রাণ করিয়া
 তাহারই ক্রমে নির্মল হাতীকেও নিহত করিবার জন্ত ধরিতে
 লাগিল ॥ ৩৬

তোমরের সহিত প্রাণশূন্য হইয়া পতিত বহু মাহত ও
 নারাচের দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত বহু হস্তীতে এই রণভূতি আচ্ছা-
 দিত হইয়া পড়িল ॥ ৩৭

সৈন্তগণের সেই ভীষণ সংঘর্ষে অগ্রভাগস্থিত বহু বড় বড়

শ্রীমদ্রহবি বেদব্যাসশ্রুত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের

বাদ্যশাস্ত্র মহারাজ সন্তপ্তা রথকুবরাঃ ॥ ৩৯
 বিশীর্ণরথসজ্জাশ্চ কেশেযাক্ষিপ্য দস্তিভিঃ ।
 ক্রমশাখা ইবাবিধা নিষ্পিষ্টা রথিনো রণে ॥ ৪০
 রথেষু চ রথান্ যুদ্ধে সংসক্তান্ বরবারণাঃ ।
 বিকর্ষন্তো দিশঃ সর্বাঃ সম্প্রতঃ সর্বশকগাঃ ॥ ৪১
 তেষাং তথা কর্ষতাং তু গজানাং রূপমাবভৌ ।
 সরঃস্তু নলিনীজালং বিষক্তমিব কর্ষতাম্ ॥ ৪২
 এবং সত্তাদিতং তত্র বভূবায়োধনং মহৎ ।
 সাদিভিষ্চ পদাতৈশ্চ সন্ধবজৈশ্চ মহারথৈঃ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায়াং বৈয়াকিকাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঙ্কলয়ুদ্ধে
 একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭১

হস্তীর আঘাতে ছোট ছোট হস্তীগুলির অঙ্গ ভাঙিয়া যাওয়ায়
 আরোহী ও ধ্বজের সহিত পরাশ্রয়ী হইল ॥ ৩৮

মহারাজ ! সেই যুদ্ধে বহু হস্তী কর্তৃক বিশাল সর্পরাজের
 দ্বারা শুণ্ডের দ্বারা তুলিয়া নিক্ষেপ রথসকলের ধ্বজ ও কুবরগুলি
 চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধরাতে ছড়াইয়া পড়িল ॥ ৩৯

বহু দস্তার হস্তী রথসমূহকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাহাতে
 উপবিষ্ট রথী বীরগণের কেশ ধরিয়া তুলিয়া ফেলিল এবং বৃক্ষ-
 শাখার ন্যায় চারিদিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভূতলে আছড়াইয়া
 পিষ্ট করিতে লাগিল ॥ ৪০

কত যে বড় বড় গজরাজ রথসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া
 যুদ্ধরত রথসমূহকে ধরিয়া তুলিল এবং সর্বপ্রকার শস্ত্রের অহুসরণ
 করিতে করিতে চারিদিকে সেই রথগুলিকে তুলিয়া লইয়াই দূরে
 নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৪১

এইভাবে রথসহ রথী বীরগণকে উত্তোলনকারী হস্তীদিগের
 স্বরূপ এমন হইল, যেন তাহারা সরোবরসমূহে বিকসিত পদ্ম-
 সকলকে তুলিতেছে ॥ ৪২

এইরূপে আরোহী, পদাতিক ও ধ্বজের সহিত মহারথী বীর-
 গণের শরীরে সেই বিশাল রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল ॥ ৪৩

ভীষ্মপর্বাস্তগত ভীষ্মবধপর্বের ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক একসপ্ততিতম

দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

[উভয়পক্ষস্থিতসৈন্যানাং ঘোরতরং যুদ্ধম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

শিখণ্ডী সহ মংশ্চেন বিরাটেন বিশাম্পতে ।
ভীষ্মমাশু মহেষ্ণাসমাসাদ সুহৃজয়ম্ ॥ ১
জ্যোৎস্ব কৃপং বিকর্ণঞ্চ মহেষ্ণাসং মহাবলম্ ।
রাজ্ঞশ্চান্তান্ রণে শূরান্ বহুনার্হুদ্ ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২
সৈন্ধবঞ্চ মহেষ্ণাসং সামাংত্যং সহ বহুভিঃ ।
প্রাচ্যাংশ্চ দাক্ষিণাত্যাংশ্চ ভূমিপান্ ভূমিপৰ্শভ ॥ ৩
পুত্রঞ্চ তে মহেষ্ণাসং চর্যোধনমমৰ্ষণম্ ।
হুঃসহং চৈব সমরে ভীমসেনোহভ্যবর্তত ॥ ৪
সহদেবশ্চ শকুনিমূলকঞ্চ মহারথম্ ।
পিতাপুত্রৌ মহেষ্ণাসাবভ্যবর্তত হৃজয়ো ॥ ৫
যুধিষ্ঠিরো মহারাজ গজানীকং মহারথঃ ।
সমবর্তত সংগ্রামে পুত্রেন নিকৃতস্তব ॥ ৬
মাত্রীপুত্রশ্চ নকুলঃ শূরসংক্রন্দনো যুধি ।
ত্রিগৰ্ত্তনানং বলৈঃ সাধং সমসজ্জত পাণ্ডবঃ ॥ ৭

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[উভয় পক্ষের সৈন্যের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! মংশ্চরাজ বিরাটের সহিত মিলিত হইয়া শিখণ্ডী অত্যন্ত দুর্জয় মহাধনুর্ধর ভীষ্মের উপর ক্রুত আক্রমণ করিলেন । ১

সেই সময় অর্জুন এই রণাঙ্গনে মহাধনুর্ধর এবং মহাবল জ্যোৎস্ব, কৃপাচার্য্য, বিকর্ণ এবং অন্যান্য শৌর্ধ্যশালী নরপতিগণকে বীর বাণে পীড়িত করিতে লাগিলেন । ২

নৃপশ্রেষ্ঠ ! এইরূপ মন্ত্রী ও বহুবর্গের সহিত মহাধনুর্ধর সিদ্ধ-রাজ জয়দ্রথের উপর, পুর্বে ও দক্ষিণদেশীয় ভূপতিবৃন্দের উপর এবং আপনার অমৰ্ষণীয় পুত্র মহাধনুর্ধর চর্যোধন ও হুঃসহের উপর ভীমসেন আক্রমণ করিলেন । ৩-৪

সহদেব শকুনি ও মহারথ উলূক এই দুই দুর্জয় মহাধনুর্ধর পিতাপুত্রের উপর ধাবিত হইলেন । ৫

মহারাজ ! আপনার পুত্রের দ্বারা প্রতারিত মহারথী রাজা যুধিষ্ঠির গজসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন । ৬

মাত্রীনন্দন পাণ্ডুহুমার নকুল যুদ্ধে বড় বড় বীরগণকেও কানাইয়া দিডেন । তিনি ত্রিগৰ্ত্তনেশীর সৈন্তদের সহিত যুদ্ধে

অভ্যবর্তন্ত সংক্রুদ্ধাঃ সমরে শাশ্ব-কেকরান্ ।
সাত্যকিংশ্চেকিতানশ্চ সৌভদ্রশ্চ মহারথঃ ॥ ৮
ধৃষ্টকেশুশ্চ সমরে রাবকশ্চ যটোৎকচঃ ।
(নাকুলিশ্চ শতানীকঃ সমরে রথপুঞ্জবঃ)
পুত্রাণাং তে রথানীকং প্রত্যাঘাতাঃ সুহৃজয়াঃ ॥ ৯
সেনাপতিরময়োস্তা ধৃষ্টদ্যুম্নো মহাবলঃ ।
জ্যোতেন সমরে রাজান্ সমিযায়োগ্রাক্ষণম্ ॥ ১০
এবমেতে মহেষ্ণাসান্তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ।
সমেত্য সমরে শূরাঃ সম্প্রহারং প্রচক্রিরে ॥ ১১
মধ্যদিনগতে সূর্যো নভস্তাকুলতাং গতে ।
কুরবঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ নিজম্মুরিতরেতরম্ ॥ ১২
ধ্বজিনো হেমচিত্রাজা বিচরন্তো রণাজিরে ।
সপতাকা রথা রেজুবৈয়াজপরিবারণাঃ ॥ ১৩
সমেতানাঞ্চ সমরে জিগীষুণাং পরস্পরম্ ।
বভূব তুমুলঃ শবঃ সিংহানামিব নদতাম্ ॥ ১৪

ব্যাপৃত রহিলেন । ৭

সাত্যকি, চেকিতান ও মহারথী অভিমত্য় সমরারণে ছুপিত হইয়া শাশ্ব ও কেকয়গণের উপর ধাবিত হইলেন । ৮

ধৃষ্টকেশু, রাবক যটোৎকচ ও নকুলপুত্র শ্রেষ্ঠ রথী শতানীক—এই সব দুর্জয় বীরবৃন্দ রণাঙ্গনে আপনার রথী সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন । ৯

রাজান্ ! অভিশয় আত্মবলসম্পন্ন পাণ্ডব-সেনাপতি মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধে ভয়ঙ্কর কর্মকারী জ্যোতাচার্য্যের সহিত মিলিত হইলেন । ১০

এইভাবে আপনার এই সব মহাধনুর্ধর বীর বোঝারা পাণ্ডব-গণের সহিত সমরভূমিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ১১

যখন সূর্যাস্তের দিনের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলেন এবং আকাশকে তাপিত করিতে লাগিলেন, তখনও কৌরব ও পাণ্ডব-গণ পরস্পর পরস্পরকে অজ্ঞাবাহত করিতে থাকিলেন । ১২

বাহাদের উপর ধ্বজা ও পতাকা উড়িতে ছিল, বাহাদের প্রতিটি অঙ্গই অর্ণভূষিত হইয়া বিচিত্র শোভা পাইতেছিল এবং বাহাদের মধ্যে ব্যাজচর্কের আবরণ ছিল, এরূপ বহু রথ সেই সমরারণে বিচরণ করিতে করিতে শোভাপ্রাপ্ত হইতেছিল । যুদ্ধে পরস্পর

তত্রাঙ্কুতমপশ্চাম সম্প্রহারং সুদারুণম্ ।
 যদকুর্বন্ রণে শূরাঃ সৃঞ্জয়াঃ কুরুভিঃ সহ ॥ ১৫
 নৈব খং ন দিশো রাজন্ ন সূর্য্যং শক্রতাপন ।
 বিদিশো বাপি পশ্চামঃ শরৈর্মুক্তৈঃ সমন্ততঃ ॥ ১৬
 শক্রীনাম্ বিমলাগ্রাণাং তোমরাণাং তথাস্ততাম্ ।
 নিস্রিংশানাঞ্চ পীতানাং নীলোৎপলনিভাঃ প্রভাঃ ॥ ১৭
 কবচানাং বিচিত্রাণাং ভূষণানাং প্রভাস্তথা ।
 খং দিশঃ প্রদিশশ্চৈব ভাসয়ামাসুরোজসা ॥ ১৮
 বপুর্ভিচ্চ নরেন্দ্রাণাং চন্দ্র-সূর্য্যসমপ্রভৈঃ ।
 বিররাজ তদা রাজ্যস্তত্র তত্র রণাঙ্গনম্ ॥ ১৯
 রথসজ্জা নরব্যাজাঃ সমায়াস্তচ্চ সংযুগে ।
 বিরোজুঃ সমরে রাজন্ গ্রহা ইব নভস্তলে ॥ ২০
 ভীষ্মস্ত রথিনাং শ্রেষ্ঠো ভীমসেনঃ মহাবলম্ ।
 অবারয়ত সংক্রুদ্ধঃ সর্বসৈন্তস্য পশ্চতঃ ॥ ২১
 ততো ভীষ্মবিনিমুক্তা কুরুপুত্রাঃ শিলাশিতাঃ ।

পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া জয়লাভের আশাপোষণ করিতে করিতে বীর যোদ্ধারা সিংহের ন্যায় গর্জন করিতেছিলেন । তাঁহাদের এই তুমুল শব্দ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল ॥ ১৩-১৪

রাজন্! আমরা সেখানে অতিশয় ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত সংগ্রাম দেখিয়াছি, রণবীর সৃঞ্জয়গণ কৌরবদের সহিত এই যুদ্ধ করিতে ছিলেন । শক্রসম্ভাপক কৃপাল! সেখানে চারিদিকে এত বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া ষাণ্ডয়াঃ আমরা আকাশ, সূর্য্য, দিক্ এবং বিদিকসমূহ (কোণসমূহ) দেখিতে পাই নাই ॥ ১৫-১৬

নির্মল ধারাল অগ্রভাগযুক্ত শক্তি, নিক্ষিপ্ত তোমর ও পীত-বর্ণের তরবারিগুলির প্রভা নীলপদ্মের প্রভার ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইতেছিল ॥ ১৭

বিচিত্র কবচ ও অলঙ্কারের প্রভাসমূহ আকাশ, দিক্ ও কোণসমূহকে স্বীয় তেজে প্রকাশিত করিতেছিল ॥ ১৮

রাজন্! চন্দ্র ও সূর্য্যতুল্য প্রকাশমান নৃপগণের শরীরসমূহ সেই রণাঙ্গনের সর্বত্রই শোভা পাইতেছিল ॥ ১৯

রাজন্! রথসকল ও নরশ্রেষ্ঠ নৃপতিগণ যুদ্ধে আসিতে আসিতে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যে রূপ আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত থাকে ॥ ২০

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম সুপিত হইয়া সকল সৈন্যের

অভ্যগ্ন সমরে ভীমঃ তৈলধোতাঃ স্তুভেজনাঃ ॥ ২২
 তস্ত শক্তিঃ মহাবেগাঃ ভীমসেনো মহাবলঃ ।
 ক্রুদ্ধাশীবিষসঙ্কশাং প্রেষয়ামাস ভারত ॥ ২৩
 তামাপতন্তীং সহসা কুরুদণ্ডাং ছুরাসদাম্ ।
 চিচ্ছেদ সমরে ভীষ্মঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ২৪
 ততোহপরেণ ভল্লেন পীতেন নিশিতেন চ ।
 কামূকং ভীমসেনস্ত দ্বিধা চিচ্ছেদ ভারত ॥ ২৫
 (অপাস্ত তু ধল্লুচ্ছিন্নং ভীমসেনো মহাবলঃ ।
 শরৈর্বহুভিরানর্ছদ্ ভীষ্ম শাস্তনবং যুধি ॥)
 সাত্যকিঞ্চ ততস্তুর্গং ভীষ্মমাসাথ সংযুগে ।
 আকর্ণপ্রহিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্নিশিতৈস্তিগ্মতেজসৈঃ ॥ ২৬
 শরৈর্বহুভিরানর্ছৎ পিতরং তে জনেশ্বর ।
 ততঃ সদ্ধায় বৈ তীক্ষ্ণঃ শরং পরমদারুণম্ ॥ ২৭
 বাফেয়স্ত রথাদ্ ভীষ্মঃ পাতয়ামাস সারথিম্ ।
 তস্তাশ্বাঃ প্রক্ৰুতা রাজন্ নিহতে রথসারথৌ ॥ ২৮

প্রত্যক্ষেই মহাবল ভীমসেনকে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ২১

সেই সময় প্রস্তরে ঘসিয়া (শাণ দিয়া) ধারালকৃত স্তবর্ণ পক্ষ-যুক্ত ও তৈলধোত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ, ভীষ্মকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া রণাঙ্গনে ভীমসেনকে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ২২

ভারত! তখন মহাবল ভীমসেন ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর বেগগালিনী একটি শক্তি ভীষ্মের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৩

তাহাতে স্বর্ণের দণ্ড ছিল এবং ইহাকে সজ্জ করা অতিশয় কঠিন ছিল । এই শক্তিকে সহসা আসিতে দেখিয়া ভীষ্ম আনত পক্ষযুক্ত বাণসমূহে সমরস্থলে তাহাকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৪

ভরতনন্দন! তারপর একটি তীক্ষ্ণ ও পীত বর্ণের তরবারা ভীমসেনের ধল্লটিকে ছুই খণ্ডে ছেদন করিলেন ॥ ২৫

(মহাবল ভীমসেন সেই ছিন্ন ধল্লু ফেলিয়া দিয়া অপর ধল্লু গ্রহণ করত বহুসংখ্যক বাণে যুদ্ধস্থলে শাস্ত্রহীনন্দন ভীষ্মকে অত্যন্ত পীড়াদান করিলেন) ॥

জনেশ্বর! তারপর সেই যুদ্ধে সাত্যকি অতি শব্দে আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া কর্ণ পর্যন্ত ধল্লু আকর্ষণ করত নিক্ষিপ্ত বহু তীক্ষ্ণ ও তেজোময় বাণে তাঁহাকে পীড়িত করিয়া ফেলিলেন ॥

তখন ভীষ্মও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ বাণ বোজনা করিয়া সাত্যকির রথ হইতে তাঁহার সারথিকে বধ করিয়া কৃপাতিত

তেন তেনৈব ধাবন্তি মনোমারুতরংহসঃ ।
ততঃ সর্বশ্চ সৈশ্চান্ত নিশ্বনশ্চুমুলোহভবৎ ॥ ২২
হাহাকারশ্চ সংজ্ঞে পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ।
অভ্যজ্ঞবত গৃহীত হয়ান্ যচ্ছত ধাবত ॥ ৩০
ইত্যাসীৎ তুমুলঃ শব্দো যুযুধানরথং প্রতি ।
এতন্মিরেব কালে তু ভীষ্মঃ শাস্তনবস্তদা ॥ ৩১
গ্ৰহনং পাণ্ডবীং সেনামাস্ত্ররৌমিব বৃহদা ।

তে বধ্যমানা ভীষ্মেণ পাঞ্চালাঃ সোমকৈঃ সহ ॥ ৩২

করিলেন। রাজন্! রথ-সারথি নিহত হইলে সাত্যকির অশ্বগণ
সেখান হইতে পলায়ন করিল ॥ ২৬-২৮

মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী সেই অশ্বগুলি বেদিকে বেদিকে পথ
পাইল, সেই দিকে সেই দিকেই দৌড়াইতে লাগিল। ইহাতে
সমগ্র সৈন্যের মধ্যেই তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ২৯

মহাত্মা পাণ্ডবগণের মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল।
“অরে! দৌড়াইয়া যাও, ধরিয়া ফেল, অশ্বগণকে প্রতিরোধ কর,
পলাইয়া যাও” সাত্যকির রথের দিকে এক্রপ তুমুল শব্দ হইতে
লাগিল।

ইহার মধ্যে শাস্তনুনন্দন ভীষ্ম পাণ্ডব-সৈন্যদ্বিগকে সেইরূপে

ভীষ্মহর্ষি বেদবাসপ্রদীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্কাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্কে পঞ্চম দিবসের
যুদ্ধবিবয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অন্তিমাদি সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

[বিরাট-ভীষ্ময়োঃ, অশ্বখামার্জুনয়োঃ, দুর্যোধন-ভীমসেনয়োঃ, অভিমুখ্য-লক্ষ্মণয়োঃ মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

বিরাটোহথ ত্রিভির্বাণৈর্ভীষ্মমার্জ্জুনহারথম্ ।
বিব্যাধ তুরগাংশ্চাস্ত ত্রিভির্বাণৈর্মহারথঃ ॥ ১
তং প্রত্যবিধাদ্ দশভির্ভীষ্মঃ শাস্তনবঃ শরৈঃ ।
কল্পপুষ্কৈর্মহেধাসঃ কৃতহস্তো মহাবলঃ ॥ ২

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[বিরাট-ভীষ্ম, অশ্বখামা-অর্জুন, দুর্যোধন-ভীমসেন এবং
অভিমুখ্য ও লক্ষ্মণের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহারথী রাজা বিরাট তিনটি বাণ
নিক্ষেপ করিয়া মহারথী ভীষ্মকে পীড়িত করিলেন এবং অপর
তিনটি বাণে তাঁহার অশ্বগুলিকেও আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১
তখন মহাবলহর্ষ, মহাবল ও শীঘ্রতার সহিত হস্তচালনার দক্ষ

স্থিরাং যুদ্ধে মতিং কৃৎবা ভীষ্মমেবাভিহুজ্জবুঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখাশ্চাপি পার্থাঃ শাস্তনবং রণে ॥ ৩৩
অভ্যধাবন্ জিগীষস্তস্তব পুত্রশ্চ বাহিনীম্ ।
তথৈব কৌরবা রাজন্ ভীষ্ম-দ্রোণপুংরোগমাঃ ॥ ৩৪
অভ্যধাবন্ত বেগেন ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৩৫

ইতি ভীষ্মমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বাণি ভীষ্মবধপর্বাণি পঞ্চমদিবসযুদ্ধে

ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭২

বিনাশ করিতে থাকিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বর-সৈন্যদ্বিগকে
বিনাশ করিয়াছিলেন ॥

ভীষ্ম কর্তৃক পীড়িত হইয়া পাঞ্চাল ও সোমক যোদ্ধারা যুদ্ধের
জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করত ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন
প্রভৃতি সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধারা আপনার পুত্রের সৈন্যগণকে জয়
করিবার বাসনায় যুদ্ধে শাস্তনুনন্দন ভীষ্মের উপরই আক্রমণ
করিলেন ॥

রাজন্! এইরূপ ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরব-যোদ্ধারাও
বেগের সহিত পাণ্ডব-সৈন্যের উপর ধাবিত হইলেন, তখন উভয়
পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ৩০-৩৫

দ্রৌণির্গাণ্ডীবধ্বজানং ভীমধ্বজা মহারথঃ

অবিধ্যদিষুভিঃ যড়্ভির্দৃঢ়হস্তঃ স্তনাস্তরে ॥ ৩

কামুর্কং তস্ত চিচ্ছেদ ফাস্তনঃ পরবীরহা ।

অবিধ্যচ্চ ভৃশং তীক্ষ্ণৈঃ পত্রিভিঃ শক্রকর্শনঃ ॥ ৪

শাস্তনুনন্দন ভীষ্ম স্বর্ণপক্ষ যুদ্ধ দশটি বাণক্ষেপণ করিয়া বিরাটকেও
বিদ্ধ করিলেন ॥ ২

ভয়ঙ্কর ধনুর্ধর মহারথী অশ্বখামা স্বীয় হস্তের দৃঢ়তার পরিচয়
দিয়া গাণ্ডীবধারী অর্জুনের বক্ষঃস্থলে ছয়টি বাণ বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩

তখন শক্রবীরনাশী ও শত্রুহনন অর্জুন অশ্বখামার ধনু কাটিয়া
ফেলিলেন এবং অপর তিনটি বাণে তাঁহাকে গুরুতর আহত
করিলেন। রাজন্! এই যুদ্ধে অর্জুন কর্তৃক ধনুচ্ছেদের ঘটনা

সোহৃৎ কামুকমাদায় বেগবান্ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।
 অমৃত্যুমাণঃ পার্থেন কামুকচ্ছেদমাহবে ॥ ৫
 অবিধ্যং ফাস্তনং রাজন নবত্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 বাসুদেবক সপ্তত্যা বিব্যাধ পরমেযুভিঃ ॥ ৬
 ততঃ ক্রোধাভিতাম্রাক্ষঃ কৃষ্ণেন সহফাস্তনঃ ।
 দীর্ঘমুঞ্চক নিঃশস্ত চিন্তয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ৭
 ধনুঃ প্রপীড়্য বামেন করণামিত্রকর্ণনঃ ।
 গাণ্ডীবধ্বা সংক্রুদ্ধঃ শিতান্ সন্নতপৰ্বণঃ ॥ ৮
 জীবিতাস্তকরান্ ঘোরান্ সমাদত্ত শিলীমুখান্ ।
 তৈজস্ৰ্ণং সমরেহবিধ্যদ্ যৌগিং বলবতাং বরঃ ॥ ৯
 তস্ত তে কবচং ভিত্ত্বা পপুঃ শোণিতমাহবে ।
 ন বিব্যাধে চ নির্ভিন্নো যৌগির্গাণ্ডীবধ্বনা ॥ ১০
 তথৈব চ শরান্ যৌগিঃ প্রবিমুক্তবিস্ফলঃ ।
 তস্মৈ স সমরে রাজ্যংজ্ঞাতুমিচ্ছন্ মহাত্মতম্ ॥ ১১
 তস্ত তৎ স্মমহং কৰ্ম শশংসুঃ কুরুসন্তমাঃ ।

অশ্বখামা সহ করিতে পারিলেন না। এই বেগশালী বীর
 ক্রোধে মুচ্ছিত হইয়া অতি সঘর অস্ত্র ধর লইয়া নব্বইটি ধারাল
 বাণে অর্জুনকে এবং সত্তরটি শ্রেষ্ঠ বাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ
 করিলেন ॥ ৪-৬

তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জুন ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া বায়বায়
 দীর্ঘ উচ্চ হাস ত্যাগ করিতে করিতে চিন্তা করিবার পর স্বীয়
 ধনুটিকে বাম হস্ত দ্বারা দাবাইয়া ধরিলেন। তারপর শক্রনাশন
 গাণ্ডীবধারী পার্শ্ব কুপিত হইয়া আনতপর্কযুক্ত কয়েকটি ভয়ঙ্কর
 প্রাণান্তকারী বাণ হাতে লইলেন। বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
 অর্জুন সেই বাণের দ্বারা অতিক্রান্ত সমরালয়ে যৌগপুত্র অশ্বখামাকে
 বিদ্ধ করিলেন ॥ ৭-৯

এই বাণগুলি তাঁহার কবচ ভেদ করিয়া যুদ্ধস্থলে তাঁহার
 শরীরের রক্তপান করিতে লাগিল। গাণ্ডীবধারী অর্জুন কর্তৃক
 বিনোদিত হইলেও কিন্তু অশ্বখামা ব্যথিত হইলেন না ॥ ১০

রাজন! যৌগকুমার অরণ্য বিহীন না হইয়া পূর্ববৎ
 যুদ্ধস্থলে বাণ বর্ষণ করিতে থাকিলেন এবং নিজ মহান্ ত্রাতকে
 রক্ষা করিবার বাসনার যুদ্ধক্ষেত্রেই অবস্থান করিতে
 লাগিলেন ॥ ১১

অশ্বখামা সমরালয়ে যে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে প্রতিহত
 করিতেছিলেন, তাঁহার এই স্মমহং কৰ্মকে শ্রেষ্ঠ কৌরবগণ

যং কৃষ্ণাভ্যাং সমেতাভ্যামভ্যাপতত সংযুগে ॥ ১২
 (তথার্জুনোহপি সংদ্রষ্টঃ অশ্বখামানমাহবে ।
 শশংস সর্বভূতানাং শৃণুতামপি ভারত ॥)
 স হি নিত্যমনীকেষু যুধাতেহভয়মাস্থিতঃ ।
 অস্ত্রগ্রামং সংহারং যৌগাং প্রাপ্য স্তূর্ণতম্ ॥ ১৩
 মমৈব আচার্যাস্তুতো যৌগস্তাপি প্রিয়ঃ স্তুতঃ ।
 ব্রাহ্মণশ্চ বিশেষণ মাননীয়ো মমতি চ ॥ ১৪
 সমাস্থায় মতিং বীরো বীভৎসুঃ শত্রুতাপনঃ ।
 কৃপাং চক্রে রথশ্রেষ্ঠো ভারদ্বাজসুতং প্রতি ॥ ১৫
 যৌগিং ত্যক্ত্বা ততো যুদ্ধে কৌন্তেয়ঃ শ্বেতবাহনঃ ।
 যুযুধে তাবকান্ নিস্রংস্তরমাণঃ পরাক্রমী ॥ ১৬
 হৃষ্যোদনস্ত দশভির্গাণ্ডপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ ।
 ভীমসেনং মহেষাসং রুদ্রপুণ্ড্রৈঃ সমার্পয়ৎ ॥ ১৭
 ভীমসেনঃ সুসংক্রুদ্ধঃ পরাস্থকরণং দৃঢ়ম্ ।
 চিত্রং কামুকমাদত্ত শরাংশ্চ নিশিতান্ দশ ॥ ১৮

প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১২

(ভারত! অর্জুনও অত্যন্ত হুট হইয়া রণভূমিতে প্রবণরত
 সমস্ত ভূতগণের সম্মুখেই অশ্বখামার কুরি কুরি প্রশংসা
 করিলেন ॥)

তিনি যৌগাচার্যের নিকট হইতে উপসংহার সহিত স্তূর্ণতম
 অস্ত্রসমুদায় শিক্ষালাভ করত নির্ভয় হইয়া সর্বদাই পাণ্ডব-
 সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ১৩

শত্রুসম্ভাপক রথিগণশ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন এইরূপ চিন্তা করিতে
 লাগিলেন যে, অশ্বখামা আমার আচার্য্যের পুত্র, যৌগের অভিষয়
 প্রিয় এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া তিনি বিশেষতঃ আমার মাননীয়;
 তাই তিনি যৌগনন্দন অশ্বখামার উপর রূপা করিলেন ॥ ১৪-১৫

তারপর শ্বেতাশ্ববাহন কুন্তীকুমার অর্জুন অশ্বখামাকে
 যুদ্ধস্থলের সেইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া সঘর আপনার অপর
 সৈন্যগণকে সংহার করিতে করিতে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে
 লাগিলেন ॥ ১৬

হৃষ্যোদন শিলাতে শান দিয়া ধারালকৃত গৃধ্রপক্ষযুক্ত ও স্বর্ণ
 পক্ষযুক্ত দশটি বাণ নিক্ষেপ করিয়া মহাধনুর্ধর ভীমসেনকে
 আঘাত করিলেন ॥ ১৭

ইহাতে ভীমসেন ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন। তখন তিনি
 এক বিচিত্র ধনু হাতে লইলেন, বাহা অত্যন্ত হৃদু ও শত্রুগণের

আকর্ণপ্রহিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্বেগবস্তিরজিক্কাগঃ ।
 অবিধ্যাং তুর্গমবাগ্রাঃ কুরুরাজং মহোরসি ॥ ১৯
 তস্ত কাক্ষনসুত্রস্থঃ শরৈঃ সজ্জাদিতৌ মণিঃ ।
 ররাজোরসি খে সূর্য্যো ঐহৈরিব সমারতঃ ॥ ২০
 পুত্রস্ত তব তেজস্বী ভীমসেনেন তাড়িতঃ ।
 নান্মুখ্যত যথা নাগন্তুলশব্দং মদোৎকটঃ ॥ ২১
 ততঃ শরৈর্মহারাজ রুদ্রপুথ্যৈঃ শিলাশিতৈঃ ।
 ভীমং বিব্যাধ সংক্রুদ্ধঃ ত্রাসয়ানো বরুধিনীম্ ॥ ২২
 তৌ যুধ্যমানৌ সমরে ভূগম্মোত্তবিষ্কতো ।
 পুত্রৌ তে দেবসন্ধাশৌ ব্যারোচেতাং মহাবলৌ ॥ ২৩
 চিত্রসেনং নরব্যাঘ্রং সৌভজঃ পরবীরহা ।
 অবিধ্যাদ্ দশভির্বাণৈঃ পুরুষিত্রৈশ্চ সপ্তভিঃ ॥ ২৪
 সত্যত্রতঞ্চ সপ্তত্যা বিদুষ্য শক্রসমৌ যুধি ।
 নৃত্যান্নিব রণে বীর আতিং নঃ সমজীজনং ॥ ২৫

প্রাণাঙ্কুর ছিল। তিনি এই ধরুর উপর দশটি তীক্ষ্ণ বাণ
 রাখিলেন, তারপর ধুটিকে বর্ণ পঞ্চাশ আকর্ষণ করিয়া সেই
 বাণগুলি নিক্ষেপ করিলেন। সেই সরলগামী, বেগবান ও তীক্ষ্ণ
 বাণসমূহে ভীমসেন কোনরূপ ব্যাঘ্রতা না দেখাইয়া কুরুরাজ
 হৃদ্যোধনের বক্ষঃস্থল গভীরভাবে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৮-১৯

হৃদ্যোধনের বক্ষে একটি মণি শোভা পাইতেছিল, উহা
 জ্বর্ণময় সূত্রে বদ্ধ ছিল। এই মণিটি ভীমসেনের বাণে
 আচ্ছাদিত হইয়া সেইরূপ শোভিত হইল, যেদ্রুপ আকাশে গ্রহগণে
 পরিবেষ্টিত হইয়া সূর্য্যদেব সূশোভিত হন ॥ ২০

ভীমসেনের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া আপনার তেজস্বী পুত্র
 হৃদ্যোধন তাঁহার দ্বারা কৃত এই আঘাত সেইভাবে সহ করিতে
 পারিলেন না, যেদ্রুপ হস্ততালির শব্দ মদমত হস্তী সহ
 করিতে পারে না ॥ ২১

মহারাজ! তদনন্তর প্রত্যয়ে বলিয়া ধারালকৃত বর্ণ পক্ষভূবিত
 বাণসমূহে ক্রুদ্ধ হৃদ্যোধন ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন এবং পাণ্ডব-
 সৈন্যদিগকে ভীত করিয়া তুলিলেন ॥ ২২

সেই সময়াক্ষণে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত
 আপনার দুই মহাবল পুত্র হৃদ্যোধন ও ভীমসেন দেবগণের জ্ঞায়
 শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৩

তং প্রত্যবিধ্যাদ্ দশভির্শিচক্রসেনঃ শিলীমুথৈঃ ।
 সত্যত্রতচ্চ নবভিঃ পুরুষিত্রৈশ্চ সপ্তভিঃ ॥ ২৬
 স বিদ্ধো বিষ্করন্ রক্তং শক্রসংবারণং মহৎ ।
 চিচ্ছেদ চিত্রসেনস্ত চিত্রঃ কামুকমাজুর্নিঃ ॥ ২৭
 ভিষ্মা চাস্ত তমুত্রাণং শরণোরস্ততাড়য়ৎ ।
 ততস্তে তাবকা বীরা রাজপুত্রা মহারথাঃ ॥ ২৮
 সমেত্য যুধি সংরুদ্ধা বিব্যাধুর্নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 তাংশ্চ সর্বাণ্ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্জঘান পরমাত্তবিৎ ॥ ২৯
 তস্ত দৃষ্ট্ৱা তু তং কর্ম পরিবক্রঃ সূতাস্তব ।
 দহন্তঃ সমরে সৈচ্ছাং বনে কক্ষং যথোধ্বণম্ ॥ ৩০
 অপেতশিশিরে কালে সমিদ্ধমিব পাবকম্ ।
 অত্যরোচত সৌভজস্তব সৈচ্ছানি নাশয়ন্ ॥ ৩১
 তৎ তস্ত চরিতং দৃষ্ট্ৱা পৌত্রস্তব বিশাম্পতে ।
 লক্ষ্মণোহভ্যপতৎ তুর্গং সাহসীপুত্রমাহবে ॥ ৩২

শক্রবীরনাশী হৃদপ্রানন্দন অভিমত্যা নরশ্রেষ্ঠ চিত্রসেনকে
 দশ ও পুরুষিত্রকে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৬

যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী বীর অভিমত্যা সত্যত্রতকে সত্তর বাণে
 আহত করিয়া রণাঙ্গনে বেন নৃত্য করিতে করিতে আমাদের
 সকল সৈন্যকে অত্যন্ত পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

তখন চিত্রসেন দশ বাণের প্রহারে আহত হইয়া স্বীয় শরীর
 হইতে রক্ত নিঃসারণ করিতে কারতেই অর্জুনপুত্র অভিমত্যা
 চিত্রসেনের শক্রনিবারক মহান ও বিচিত্র ধনুটিকে ছেদন
 করিলেন ॥ ২৮-২৯

সেই সঙ্গে চিত্রসেনের কবচ বিদীর্ণ করিয়া উহার বক্ষঃস্থলেও
 একটি বাণ বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার বীর ও মহারথী
 পুত্রগণ একত্র হইয়া ক্রোধভরে অভিমত্যাতে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ
 করিতে লাগিলেন। কিন্তু উত্তম অস্ত্রে অভিজ্ঞ অভিমত্যা নিজের
 তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহাদের সকলকেই প্রত্যাঘাত করিতে
 লাগিলেন ॥ ২৮-২৯

যেদ্রুপ বনে সন্দীপিত প্রচণ্ড অগ্নি তৃণানর্গিত ক্ষুদ্র গৃহকে
 অনায়াসে দগ্ধ করিয়া ফেলে, সেইরূপ অভিমত্যাও এই রণাঙ্গনে
 কৌরবসৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহার এই মহৎ
 কর্ম দেখিয়া আপনার পুত্রগণ তাঁহাকে চারিদিক্ দিয়া ঘিরিয়া
 কেলিলেন ॥ ৩০

অভিমমুহ্যন্ত সংক্রুদ্ধো লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণম্ ।

বিব্যাধ নিশিতৈঃ ষড়্ভিঃ সারথিক ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৩৩

তথৈব লক্ষ্মণো রাজন্ সৌভদ্রং নিশিতৈঃ শরৈঃ ।

অবিধ্যত মহারাজ তদন্তুতমিবাভবৎ ॥ ৩৪

তস্তাখ্যাংশ্চতুরো হৃদা সারথিক মহাবলঃ ।

অভ্যুদ্রবত সৌভদ্রো লক্ষ্মণং নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩৫

হত্যায়ে তু রথে তিষ্ঠন্নল্লক্ষণঃ পরবীরহা ।

শক্তিং চিক্বেপ সংক্রুদ্ধঃ সৌভদ্রস্তা রথং প্রেতি ॥ ৩৬

তামাপতন্তীং সহসা ঘোররূপাং ছুরাসদাম্ ।

অভিমমুহ্যঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈশ্চিচ্ছেদ ভুঞ্জগোপমাম্ ॥ ৩৭

ততঃ স্বরথমারোপ্য লক্ষ্মণং গৌতমশূদা ।

অপোবাহ রথেনাজৌ সর্বসৈন্ত্যস্ত পশ্যতঃ ॥ ৩৮

ততঃ সমাকুলে তস্মিন্ বর্তমানেন মহাভয়ে ।

মহারাজ! আপনার সৈন্যাদগকে সংহার করিতে থাকিয়া হুভদ্রাস্ত অভিমমুহ্য গ্রীষ্ম-ঋতুতে প্রজ্জলিত প্রচণ্ড অগ্নি হইতেও অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩১

প্রজ্ঞানাথ! তাঁহার এই পরাক্রম দেখিয়া আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ অতি ক্রত যুদ্ধে হুভদ্রাকার অভিমমুহ্যকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩২

তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ অভিমমুহ্য উত্তম লক্ষণসমূহে যুক্ত লক্ষ্মণকে ছয়টি এবং তাঁহার সারথিকে তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৩

রাজন্! এইরূপ লক্ষ্মণও অভিমমুহ্যকে নিজ ধারাল বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! ইহা শুখন বেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥ ৩৪

ইহা দেখিয়া মহাবলী হুভদ্রাকুমার লক্ষ্মণের চারিটি অশ্ব ও সারথিকে নিহত করিয়া তাঁহারও উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৫

শক্রবীরনাশী লক্ষ্মণ তখন সেই অশ্বহীন রথে থাকিয়াই অতিশয় ক্রোধভরে অভিমমুহ্যর রথের দিকে একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৬

সেই ভয়ঙ্কর ও হৃৎকর সর্পিণীতুল্য শক্তিকে সহসা নিজের দিকে

শ্রীমদ্রবি বেনবাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তগত ভীষ্মবধপর্বে ষষ্ঠদ্ব্যধিক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অন্তিম সর্গ ১।

অভ্যুদ্রবন্ জিঘাংসন্তঃ পরম্পরবধৈর্বিধঃ ॥ ৩৯

তাবকাশ্চ মহেষ্ণাসাঃ পাণ্ডবাশ্চ মহারথাঃ ।

জুহ্বন্তঃ সমরে প্রাণান্ নিজম্মুরিতরেতরম্ ॥ ৪০

মুক্তকেশা বিকবচা বিরথাশ্ছিন্নকাম্যুকাঃ ।

বাহুভিঃ সমযুধ্যন্ত সৃঞ্জয়াঃ কুরুভিঃ সহ ॥ ৪১

ততো ভীষ্মো মহাবাহুঃ পাণ্ডবানাং মহাশ্রনাম্ ।

সেনাং জঘান সংক্রুদ্ধো দিব্যৈরশ্রৈর্মহাবলঃ ॥ ৪২

হতৈরশ্রৈর্গজৈস্তত্র নরৈরশ্রৈশ্চ পাতিতৈঃ ।

রথিভিঃ সাদিতিশৈব সমাস্তীৰ্য্যত মেদিনী ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং

বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি দ্বন্দ্বযুদ্ধে

ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৩

আসিতে দেখিয়া অভিমমুহ্য তাঁহা বাণসমূহে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৭

তখন কৃপাচাৰ্য্য সকল সৈন্তের সান্ধাতেই লক্ষ্মণকে নিজ রথে তুলিয়া লইয়া যুদ্ধভূমি হইতে অন্ত্র সরাইয়া লইলেন ॥ ৩৮

তদনন্তর তারপর সেই মহাভয়ঙ্কর সজ্জাে সব বোদ্ধা বিপক্ষ বোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিবার বাসনা করিয়া পরস্পরকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া পরস্পরের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৯

আপনার এবং পাণ্ডবগণের মহাধর্ম্মের মহারথী বীরগণ সমরাজনে প্রাণকে আহতি দিতে দিতে পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

কবচ ও রথহীন অবস্থায় ধনু ছিন্ন হইলে মুক্তকেশে বহু সৃঞ্জয় বীর কৌরবগণের সহিত কেবল বাহুদ্বারা মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৪১

তখন মহাবল মহারথী ভীষ্ম অভ্যুদ্রবুপিত হইয়া খীর দিব্যাস্ত্র-সমূহে মহাশ্রা পাণ্ডবগণের সৈন্তকে বধ করিতে থাকিলেন ॥ ৪২

সেই সময় সেখানে নিহত ও পতিত বহু হতী, অশ্ব, মহন্ত, রথী ও আরোহী সৈন্তদ্বারা সমগ্র রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল ॥ ৪৩

চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

[সাত্যকি-ভুরিপ্রবাসৌদ্ভূতম্, ভুরিপ্রবাসা সাত্যকেদর্শনসংখ্যাকানাং পুত্রাণাং নিধনম্,
অর্জুনস্ত পরাক্রমঃ, পঞ্চমদিবসস্ত যুদ্ধসমাপ্তিচ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ

অথ রাজন্ মহাবাহুঃ সাত্যকিযুদ্ধত্বর্দমঃ ।
বিকৃত্য চাপং সমরে ভারসাহমন্তমম্ ॥ ১
প্রামুখ্যং পুঙ্খসংযুক্তান্ শরানানীবিষোপমান্ ।
প্রগাঢং লঘুচিত্রক দর্শয়ন্ হস্তলাঘবম্ ॥ ২
(যৎ তৎ সখ্যাস্ত পূর্বেণ অর্জুনাজপশিক্ষিতম্ ।)
তস্ত বিক্ষিপতচ্চাপং শরাশ্রুত্যাংশ মুঞ্চতঃ ।
আদদানস্ত ভূয়শ্চ সন্দধানস্ত চাপরান্ ॥ ৩
ক্ষিপতচ্চ পরাংস্তস্ত রণে শক্রন্ বিনিম্নতঃ ।
দদৃশে রূপমত্যর্থং মেঘস্তেব প্রবর্ষতঃ ॥ ৪
তমুদীর্ঘাস্তমালোকা রাজা হৃদ্যাধনস্ততঃ ।
রথানামযুতং তস্ত প্রেষয়ামাস ভারত ॥ ৫
তাংস্ত সর্বান মহেশ্বাসান্ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[সাত্যকি ও ভুরিপ্রবাস যুদ্ধ, ভুরিপ্রবাসকর্তৃক সাত্যকির দশ পুত্র নিধন, অর্জুনের পরাক্রম এবং পঞ্চমদিবসের যুদ্ধ সমাপ্তি ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! মহাবাহু সাত্যকি যুদ্ধে উন্নত হইয়া সংগ্রাম করেন। তিনি যুদ্ধে ভারবহন করিতে সমর্থ ও অতিশয় উত্তম ধন্ব বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া বিবধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর পক্ষযুক্ত বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

বাণসমূহ নিক্ষেপ করিবার সময় সাত্যকি স্বীয় প্রগাঢ়, শীঘ্র-কারী হস্তের নৈপুণ্যের পরিচয় দান করিতেছিলেন, বাহা তিনি পূর্বে নিজ লখা অর্জুনের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ১-২

যখন তিনি আকর্ষণ করিতেছিলেন, অন্তান্ত বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং পুনরায় বহু নব নব বাণ হাতে লইতেছিলেন, যখন তাহাদিগকে ধন্ব উপর স্থাপনা করিতেছিলেন, শত্রুগণের উপর নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং তাহাদিগকে সংহার করিতেছিলেন, তখন বর্ষণরত মেঘের স্তায় তাঁহার অরূপ অতিশয় অদ্ভুত দেখাইতেছিল ॥ ৩-৪

ভারত! সেই সময় তাঁহাকে যুদ্ধে বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া রাজা হৃদ্যাধন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বের জন্ত দশ হাজার রথী সৈন্যকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৫

জযান পরমেধাসৌ দিব্যোনাঙ্গেণ বীৰ্য্যবান্ ॥ ৬

স কৃষ্ণা দারুণং কৰ্ম প্রগৃহীতশরাসনঃ ।

আসসাদ ততো বীরো ভুরিপ্রবসমাহবে ॥ ৭

স হি সন্দৃশ্য সেনাং তে যুযুধানেন পাতিতাম্ ।

অভাধাবত সংক্রুদ্ধঃ কুরুণাং কীর্তিবর্ধনঃ ॥ ৮

ইন্দ্রায়ুধসবর্ণং তু বিস্ফার্য্য শুমহদ্ ধনুঃ ।

মৃষ্টবান্ বজ্রসঙ্কাশান্ শরানানীবিষোপমান্ ॥ ৯

সহস্রশো মহারাজ দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্ ।

শরাংস্তান্ মৃত্যুসংস্পর্শান্ সাত্যকেচ্চ পদামুগাঃ । ১০

ন বিবেহস্তদা রাজন্ দ্রুতবৃন্তে সমস্ততঃ ।

বিহায় সাত্যকিং রাজন্ সমরে যুদ্ধত্বর্দম্ ॥ ১১

তং দৃষ্ট্বা যুযুধানস্ত স্তূতা দশ মহাবলাঃ ।

মহারথাঃ সমাখ্যাতাশ্চিত্রবর্মায়ুধধ্বজাঃ ॥ ১২

কিন্তু শ্রেষ্ঠ ধন্বর্কর সত্যপরাক্রমী শক্তিশালী সাত্যকি সেই সময়ে ধন্বর্কর বোঝাদিগকে নিজ দিব্যাস্ত্র সমূহে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬

এতাদৃশ ভয়ঙ্কর কণ্ঠ করিয়া পুনরায় ধন্ব ধারণ করত সাত্যকি যুদ্ধস্থলে ভুরিপ্রবাস উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৭

সাত্যকি আপনার সৈন্যগণকে নিহত করিয়া ভূপাতিত করিতেছেন—ইহা দেখিয়া কুরুকুলের কীর্তিবর্ধন ভুরিপ্রবাস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি দাবিত হইলেন ॥ ৮

তাঁহার বিশাল ধন্ব ইন্দ্রধন্ব স্তায় বহুবর্ণের ছিল। মহারাজ! সেই ধন্ব আকর্ষণ করিয়া ভুরিপ্রবাস স্বীয় হস্তনৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে বজ্রতুল্য হুঃসহ ও বিধাক্ত পর্ণের স্তায় ভয়ঙ্কর সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥

এই সকল বাণের স্পর্শই মৃত্যুর তুল্য ছিল। রাজন্! সেই সময় সাত্যকির সহিত আগত সৈন্যগণ সেই বাণের বেগ সহ্য করিতে পারিল না। নরেশ্বর! যুদ্ধভূমিতে তাহারা রণত্বর্দম সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিল ॥ ১০-১১

সাত্যকির দশ মহাবলবান্ পুত্র ছিল। তাহাদের কবচ, ধ্বজ ও অস্ত্রসমূহ সবই বিচিত্র। তাহাদের সকলকেই মহারথী বীর বলা হইত। তাহারা যুদ্ধস্থলে যুগচক্রযুক্ত ধ্বজশোভিত

সমাসান্ত মহেষ্ণাসং ভূরিশ্রবসমাহবে ।

উচুঃ সৰ্বে সুসংরক্ষা যুপকেতুং মহারণে ॥ ১৩

ভো ভোঃ কৌরবদায়াদ সহান্নাভিমহাবল ।

এহি যুধ্যস্ব সংগ্রামে সমন্তৈঃ পৃথগেব বা ॥ ১৪

অস্মান্ বা ত্বং পরাজিত্য যশঃ প্রাপ্নুহি সংযুগে ।

বয়ং বা ত্বাং পরাজিত্য শ্রীতিং ধাত্তামহে পিতুঃ ॥ ১৫

এবমুক্তস্তদা শূরৈস্তান্নুবাচ মহাবলঃ ।

বীৰ্য্যপ্লাবী নরশ্রেষ্ঠস্তান্ দৃষ্ট্বা সমবস্থিতান্ ॥ ১৬

সাধ্বিদং কথ্যতে বীরা যন্তেবং মতিরদ্ব্য বঃ ।

যুধ্যস্বং সহিতা যস্তা নিহনিষ্যামি বো রণে ॥ ১৭

এবমুক্তা মহেষ্ণাসান্তে বীরাঃ ক্রিপ্রকারণঃ ।

মহতা শরবর্ষণে অভ্যধাবন্নরিন্দমম্ ॥ ১৮

সৌহপরাহু মহারাজ সংগ্রামস্তমুলোহভবৎ ।

একস্ত চ বহুনাঞ্চ সমেতানাং রণাজিরে ॥ ১৯

মহারথী ভূরিশ্রবাকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং অতিশয় ক্রোধের সহিত তাঁহাকে এইরূপ বলিতে লাগিল ॥ ১২-১৩

মহাবল কৌরবপুত্র ! এস, এই রণস্থলে আমাদের সকলের সহিত অথবা পৃথক্ পৃথক্ এক এক জনের সহিত যুদ্ধ কর ॥ ১৪

হয় তুমি যুদ্ধে আমাদেরিগকে পরাজিত করিয়া যশ লাভ কর, না হয় আমরা তোমাকে পরাজিত করিয়া পিতার প্রসন্নতা বিধান করিব ॥ ১৫

সেই শুরগণ এইরূপ বলিলে পর সেই সময় স্বীয় পরাক্রমের প্রশংসাকারী মহাবল নরশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবা তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন ॥ ১৬

বীরগণ ! যদি তোমাদের এরূপ বুদ্ধিই হইয়া থাকে, তবে ইহা অতিশয় উত্তম কথা বলিতেছি । তোমরা সকলে একত্রে সাবধান হইয়া যতপূর্বক যুদ্ধ কর । আমি এই রণভূমিতে তোমাদের সকলকে বধ করিব ॥ ১৭

ভূরিশ্রবা এইরূপ বলিলে পর ক্রিপ্রকারী সেই মহাধনুর্ধর বীরগণ প্রভূত বাণ বর্ষণ করিতে করিতে শক্রদমন ভূরিশ্রবার উপর আক্রমণ করিল ॥ ১৮

মহারাজ ! অপরাহ্নকালে সেই রণাঙ্গনে একত্রিত বহু বীরের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১৯

নরেশ্বর ! যেরূপ মেঘ বর্ষাকালে মেরুপর্বতের উপর প্রচুর

তমেকং রথিনাং শ্রেষ্ঠং শরৈস্তে সমবাকিরন্ ।

প্রাব্রবীব যথা মেরুং সিংহচূড়লদা নৃপ ॥ ২০

তৈস্ত মুক্তান্ শরান্ ঘোরান্ যমদগ্ধাশনিপ্রভান্ ।

অসম্প্রাপ্তানসম্ভ্রান্তশ্চিচ্ছেদান্ত মহারণঃ ॥ ২১

তত্রাভূতমপশ্যাম সৌমদন্তৈঃ পরাক্রমম্ ।

যদেকো বহুভিষুদ্ধে সমসজ্জদভীতবৎ ॥ ২২

বিস্মজ্য শরবৃষ্টিং তাং দশ রাজন্ মহারণাঃ ।

পরিবার্যা মহাবাহুং নিহন্তমুপচক্রমুঃ ॥ ২৩

সৌমদন্তিস্ততঃ ক্রুদ্ধস্তেবাং চাপানি ভারত ।

চিচ্ছেদ সমরে রাজন্ যুধ্যমানো মহারণৈঃ ॥ ২৪

অথৈবাং ছিন্নধনুবাং শরৈঃ সন্নতপর্বাভিঃ ।

চিচ্ছেদ সমরে রাজন্ শিরাংসি ভরতঋত ॥ ২৫

তে হতা স্তপতন্ রাজন্ বজ্রভয়া ইব ক্রমাঃ ।

তান্ দৃষ্ট্বা নিহতান্ বীরো রণে পুত্রান্ মহাবলান্ ॥ ২৬

বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাহারা সকলে মিলিত হইয়া রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একাকী ভূরিশ্রবার উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২০

তাহাদের দ্বারা নিষ্কিন্তু বমন ও বজ্রতুল্য প্রকাশিত ভয়ঙ্কর বাণসমূহকে নিজের নিকট আসিবার পূর্বেই মহারণী ভূরিশ্রবা কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই ক্ষত ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১

সেখানে আমরা সকলেই সৌমদন্তপুত্র ভূরিশ্রবার অভূত পরাক্রম দেখিলাম । তিনি একাকী হইয়াও বহু বীরগণের সহিত নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

রাজন্ ! সেই দশ মহারণী বহু বাণ বর্ষণ করিয়া মহাবাহু ভূরিশ্রবাকে চারিদিক দিয়া পরিবেষ্টন করত তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল ॥ ২৩

ভরতবংশীয় রাজন্ ! সেই সময় ক্রুদ্ধ ভূরিশ্রবা সেই মহারণিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সমরাজ্ঞে তাহাদের ধ্বংস ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৪

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তাহাদের ধ্বংস হইলে আনত পর্ববৃক্ষ বাণসমূহে ভূরিশ্রবা তাহাদের মস্তক ও রণস্থলে ছেদন করিলেন ॥ ২৫

রাজন্ ! সেই দশ বীর বজ্রাহত বৃক্ষের দ্বায় রণভূমিতে নিহত হইয়া পতিত হইল । সেই মহাবল পুত্রগণকে সংগ্রামে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া বীরবর সাত্যকি গর্জন করিতে করিতে সেখানে ভূরিশ্রবার উপর আক্রমণ করিলেন ॥

বাক্যে যো বিনদন্ রাজন্ ভুরিঞ্জবসমভ্যাং ।
 রথং রথেন সমরে পীড়য়িষ্য মহাবলো ॥ ২৭
 তাবজ্ঞোহুং হি সমরে নিহত্য রথ-বাজিনঃ ।
 বিরথাবভিবজ্ঞস্তৌ সমেদ্রাভাং মহারথৌ ॥ ২৮
 প্রগৃহীতমহাখড়্গৌ তৌ চর্মবরধারিণৌ ।
 শুশুভাতে নরব্যাত্তৌ যুদ্ধায় সমবস্থিতৌ ॥ ২৯
 (খড়্গপ্রহারৈঃ সূভূষণং জঘ্নতুচ্চ পরম্পরম্ ।
 পীড়িতৌ খড়্গাঘাতাভ্যাং শ্রবদ্ রক্তৌ ক্ষিতৌ ভূশম্ ॥
 শুশুভাতে মহাবীৰ্য্যাবুভৌ সমরচূর্ণয়োঃ ।
 অসৃগুপ্তিতসর্বাঙ্গৌ পুষ্পিভাবিব কিংশুকৌ) ॥
 ততঃ সাত্যকিমভ্যোভ্য নিম্নিঃশ্রবরধারিণম্ ।
 ভীমসেনস্তরন্ রাজন্ রথমারোপয়ং তদা ॥ ৩০
 ভবাণি তনয়ো রাজন্ ভুরিঞ্জবসমাহবে ।
 আরোপয়দ্ রথং তূর্ণং পশুভাং সর্বধনিনাম্ ॥ ৩১
 তন্মিঃস্তথা বর্তমানে রণে ভীষ্মঃ মহারথম্ ।
 অযোধয়ন্ত সংরক্তাঃ পাণ্ডবা ভরতভঁড় ॥ ৩২

তখন সেই মহাবল দুই বীর সমরক্ষেত্রে নিজ রথের দ্বারা অপরের রথকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের রথ ও অশ্ব নষ্ট করিয়া দিলেন। এইরূপ রথহীন হইয়াও এই দুই মহারথী লাক্ষাইতে লাক্ষাইতে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন। ২৬-২৮

এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর হাতে বড় বড় তরবারি ও হুঙ্কার ঢাল লইয়া যুদ্ধের জন্ত উত্তত হইয়া শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ২৯

(তাঁহারা তরবারির আঘাতে পরস্পরকে আহত করিতে লাগিলেন। খড়্গায় আঘাতে পীড়িত হইয়া উভয়েই ভূতলে রক্তনিঃসারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকল শরীরই রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। অতএব এই দুই রণচূর্ণ মহাপরাক্রমী বীর বিকলিত পলাশপুষ্পের দ্বায় অভ্যস্ত হুশোভিত হইলেন।)

রাজন্ ! তদনন্তর উত্তম খড়্গধারণকারী সাত্যকির নিকট যাইয়া ভীমসেন সেই সময় ক্রত তাঁহাকে নিজ রথে তুলিয়া লইলেন। ৩০

মহারাজ ! সেইরূপ আপনার পুত্র দুর্যোধনও যুদ্ধস্থলে সকল ধনুর্ভর্যগণের সাহায্যেই ভুরিঞ্জবাকে অতি শত্রু বীর রথে আরোহণ করাইলেন। ৩১

ভরতশ্রেষ্ঠ ! সেই সময় অতিশয় ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণ এই যুদ্ধস্থলে বীর্য্যে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ৩২

শ্রীমদ্রবীণ বেনব্যালপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাঙ্কগত ভীষ্মবধপর্কে পঞ্চমদিবসের যুদ্ধসমাপ্তিবিবরণ
 চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অব্যবসায় সমাপ্ত।

লোহিতায়তি চাদিত্যে ধরমাণো ধনঞ্জয়ঃ ।
 পঞ্চবংশতিসাহস্রান্ নিজঘান মহারথান্ ॥ ৩৩
 তে হি দুর্যোধনাদিষ্টাস্তদা পার্থনিবর্হণে ।
 সম্প্রাপ্যৈব গত্যা নাশং শলভা ইব পাবকম্ ॥ ৩৪
 ততো মৎস্তাঃ কেকয়াশ্চ ধনুর্বেদবিশারদাঃ ।
 পরিবক্রস্তদা পার্থঃ সহপুত্রং মহারথম্ ॥ ৩৫
 এতন্মিঃশ্রব কালে তু সূর্য্যোহস্তমুপগচ্ছতি ।
 সর্বেষাকৈব সৈন্তানাং প্রমোহঃ সমজায়ত ॥ ৩৬
 অবহারং ততশ্চক্রে পিতা দেবব্রতস্তব ।
 সজ্জাকালে মহারাজ সৈন্তানাং শ্রান্তবাহনঃ ॥ ৩৭
 পাণ্ডবানাং কুরুণাঞ্চ পরম্পরসমাগমে ।
 তে সেনে ভূশসংবিগ্নে যযতুঃ স্বং নিবেশনম্ ৩৮
 ততঃ স শিবিরং গচ্ছা শ্রবিশংস্তত্র ভারত ।
 পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়ৈঃ সার্বং কুরবশ্চ বধাবিধি ॥ ৩৯
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি পঞ্চমদিবসাবহারে
 চতুঃসপ্ততিতমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৭৪

যখন দুর্যোধন অস্ত্রাচলের দিকে যাইয়া রক্তবর্ণ হইলেন, সেই সময় অর্জুন অতিশয় ক্ষিপ্ৰভায় সহিত বাণবর্ষণ করত পচিশ হাজার মহারথী বীরকে বধ করিলেন। ৩৩

ইহারা সকলে দুর্যোধনের আদেশে অর্জুনকে সংহার করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু ইহারা সকলেই অগ্নিতে পতিত পতনের দ্বায় অর্জুনের নিকট আসিতেই নষ্ট হইয়া বাইলেন। ৩৪

তদনন্তর ধনুর্বিদ্যায় প্রবীণ মৎস্ত ও কেকয়দেশের বীরগণ এবং পুত্র অভিমত্যা প্রভৃতিতে যুদ্ধে অর্জুনকে যুদ্ধের জন্ত কৌরব-বোদ্ধারা ঘিরিয়া ফেলিলেন। ৩৫

এই সময়ে দুর্যোধন অস্ত্রাচলে গমন করিলেন। তখন আপনার সমস্ত সৈন্যরা মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ৩৬

মহারাজ ! তখন আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম সজ্জায় সময় বীর বাহিনীকে পশ্চাদগমন করাইয়া লইলেন। ইহার বাহনগুলি সেই সময় অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ৩৭

পাণ্ডব ও কৌরবগণ পারস্পরিক সম্মুখে অভ্যস্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা স্ব স্ব শিবির অভিমুখে গমন করিলেন। ৩৮

ভারত ! তদনন্তর সৃঞ্জয়গণের সহিত পাণ্ডবেরা এবং কৌরব-সকল নিজ নিজ শিবিরে যাইয়া বিধি অনুসারে বিজ্রাম করিতে লাগিলেন। ৩৯

পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥

[ষষ্ঠদিনসমা যুদ্ধারম্ভঃ, পাণ্ডব-কৌরবসেনানাং যথাক্রমং মকরবাহুং ক্রৌঞ্চবাহুঞ্চ নির্মাণ যুদ্ধে প্রবৃদ্ধিঃ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

তে বিশ্রাম্য ততো রাজান্ সহিতাঃ কুরু-পাণ্ডবাঃ ।

বাতীতায়ান্ তু শৰ্ভায়াং পুনর্যুদ্ধায় নির্যয়ুঃ ॥ ১

তত্র শকো মহানাসীং তব তেষাঞ্চ ভারত ।

যুজ্যতাং রথমুখানাং কল্যাতাং চৈব দস্তিনাম্ ॥ ২

সংনহতাং পদাতীনাং হয়ানাকৈব ভারত ।

শম্ভুদুভিনাদশচ তুমুলঃ সর্বতোহভবৎ ৩

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নমভাষত ।

বাহুং বাহু মহাবাহো মকরং শক্রনাশনম্ ।

এবমুক্তস্ত পার্থেন ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ ।

ব্যাদিদেশ মহারাজ রথিনো রথিনাং বরঃ

শিরোহভূদ্ ভ্রুপদস্তস্ত পাণ্ডবশচ ধনঞ্জয়ঃ ।

চক্রবী সহদেবশচ নকুলশচ মহারথঃ ॥ ৬

তুণ্ডমাসীম্‌হারাঙ্গ ভীমসেনো মহাবলঃ ।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[ষষ্ঠদিনের যুদ্ধ আরম্ভ, পাণ্ডব ও কৌরবসেনার যথাক্রমে মকরবাহু এবং ক্রৌঞ্চবাহু নির্মাণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃদ্ধি ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন! রাজিতে বিশ্রাম করিবার পর যখন রাজি অতিক্রান্ত হইল, তখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ পুনরায় যুদ্ধের জন্য নির্গত হইলেন ॥ ১

ভারত! সেই সময় যুদ্ধস্থলে আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে অতিশয় কোলাহল হইতে লাগিল। কিছু লোক শ্রেষ্ঠ রথসমূহকে যোজনা করিতে লাগিল, কিছু লোক হস্তিগণকে সজ্জিত করিতে থাকিল, কোথাও পদাতি সৈন্য ও অশ্বসকল কবচ বাধিয়া রণসজ্জা ধারণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। শম্ভু ও দুন্দুভিসকলের অতি উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি হইতে লাগিল। এই লবের সম্মিলিত ধ্বনি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল ॥ ২-৩

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন,—মহাবাহো! তুমি শক্রনাশক মকরবাহু রচনা কর ॥ ৪

মহারাজ! কৃষ্ণীপুত্র যুধিষ্ঠির এইরূপ আদেশ করিলে পর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজ সমস্ত রথী সৈন্যগণকে মকর-বাহু রচনা করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিলেন ॥ ৫

এই মকরবাহুর শিরোস্থানে রাজা ভ্রুপদ ও পাণ্ডুপুত্র অর্জুন

সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশচ রাক্ষসশচ ঘটোৎকচঃ

সাত্যকির্ধর্মরাজশচ বাহগ্রীবাং সমাস্থিতাঃ ।

পৃষ্ঠমাসীম্‌হারাঙ্গ বিরাতো বাহিনীপতিঃ ॥ ৮

ধৃষ্টদ্যুম্নেন সহিতো মহত্যা সেনয়াবৃতঃ ।

কেকয়া ভ্রাতরঃ পঞ্চ বামপার্শ্বং সমাস্থিতাঃ ॥ ৯

ধৃষ্টকেতুর্নরব্যাজ্জ্যেষ্ঠকিতানশচ বীৰ্য্যবান্ ।

দক্ষিণং পক্ষমাস্থিত্য স্থিতো বাহুস্ত রক্ষণে ॥ ১০

পাদয়োস্ত মহারাজ স্থিতঃ শ্রীমান্ মহারথঃ ।

কুস্তিভোজঃ শতানীকো মহত্যা সেনয়া বৃতঃ ॥ ১১

শিখণ্ডী তু মহেষাসঃ সোমকৈঃ সংবৃতো বলী ।

ইরাবাংশচ ততঃ পুচ্ছে মকরস্ত ব্যবস্থিতো ॥ ১২

এবমেতং মহাবাহুং বাহু ভারত পাণ্ডবাঃ ।

সূর্য্যোদয়ে মহারাজ পুনর্যুদ্ধায় দংশিতাঃ ॥ ১৩

রহিলেন। মহারথী নকুল ও সহদেব নেত্রস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬

মহারাজ! মহাবল ভীমসেন ইহার মুখভাগে থাকিলেন। শ্ৰভঙ্গাকুমার অভিমত্যা, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহার সর্ব মকর-বাহুর গ্রীবাভাগে রহিলেন ॥

সেনাপতি বিরাত বিশাল সৈন্তবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত এই বাহুর পৃষ্ঠভাগে থাকিলেন ॥

পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়-রাজকুমারগণ ইহার বামভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু পরাক্রমী চেকিতান এই বাহুর দক্ষিণভাগে থাকিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছিলেন ॥ ৭-১০

মহারাজ! এই বাহুর দুই চরণস্থানে মহারথী শ্রীমান্ কুস্তিভোজ ও বিশাল সৈন্তের সহিত শতানীক রহিলেন ॥ ১১

সোমকগণে পরিবৃত মহাধর্মরক্ষণ শিখণ্ডী এবং বলশালী ইরাবান্—ইহার উভয়ে এই বাহুর পুচ্ছভাগে থাকিলেন ॥ ১২

মহারাজ ভরতনন্দন! এই মহামকরবাহু নির্মাণ করি পাণ্ডবগণ কবচবন্ধন করত সূর্য্যোদয়ের সময় পুনরায় যুদ্ধের জা প্রস্তুত হইলেন ॥ ১৩

কৌরবানভায়ুজুর্ণং হস্ত্যশ্ব-রথ-পত্তিভিঃ ।
সমুচ্ছিতৈশ্চৈচ্ছত্ৰৈঃ শত্রৈশ্চ বিমলৈঃ শিতৈঃ ॥ ১৪
ব্যাং দৃষ্ট্বা তু তং সৈন্যং পিতা দেবব্রতস্তব ।
ক্রৌঞ্চেন মহতা রাজন্ প্রতাব্যহত বাহিনীম্ ॥ ১৫
তস্ত তুণ্ডে মহেশ্বাসো ভারদ্বাজো ব্যরোচত ।
অশ্বখামা কৃপশ্চৈব চক্ষুরাসীন্নরেশ্বর ॥ ১৬
কৃতবর্মা তু সহিতঃ কাশ্যোজবরবাহ্লিকৈঃ ।
শিরস্ত্রাসীন্নরশ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুশ্চতাম্ ॥ ১৭
গ্রীবায়াং শূরসেনশ্চ তব পুত্রশ্চ মারিষ ।
দুৰ্য্যোধনো মহারাজ রাজ্জিভির্বহুভির্বৃতঃ ॥ ১৮
প্রাগ্জ্যোতিষস্তু সহিতো মদ্র-সৌবীর-কেকয়ৈঃ ।
উরস্তুভূমরশ্রেষ্ঠ মহত্যা সেনয়া বৃতঃ ॥ ১৯
শ্বসেনয়া চ সহিতঃ সূশর্মা প্রস্থলাধিপঃ ।
বামপক্ষং সমাশ্রিত্য দংশিতঃ সমবস্থিতঃ ॥ ২০

উচ্চ উচ্চ ধ্বজ ও ছত্রসমূহে এবং নির্মল (চক্চকে) ও ধারাল
অস্ত্রসমূহে যুক্ত হস্তী, রথ ও পদাতিক সৈন্তের চতুরঙ্গবাহিনীর
সহিত পাণ্ডবেরা অতি ক্রুত কৌরবগণের উপর আক্রমণ
করিলেন ॥ ১৪

রাজন্! তখন আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম পাণ্ডবগণের
সেই ব্যূহ দেখিয়া তাহার প্রতিবিধানকল্পে স্বীয় সৈন্তবাহিনীর
মহাক্রৌঞ্চব্যূহ রচনা করিলেন ॥ ১৫

এই ব্যূহের চক্ৰভাগে মহাধনুধর দ্রোণাচাৰ্য্য স্থপোভিত
রহিলেন। নরেশ্বর! অশ্বখামা ও কৃপাচাৰ্য্য নেত্রস্থানে
থাকিলেন ॥ ১৬

কাশ্যোজ ও বাহ্লীকদেশের উত্তম সৈন্তবাহিনীর সহিত সমস্ত
ধনুর্ধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৃপপ্রবর কৃতবর্মা ব্যূহের শিরোভাগে
অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

আধ্য! মহারাজ! রাজা শূরসেন ও আপনার পুত্র
দুৰ্য্যোধন—ইহারা উভয়ে বহু নৃপগণের সহিত ক্রৌঞ্চব্যূহের
গ্রীবাভাগে বিরাজিত রহিলেন ॥ ১৮

নরশ্রেষ্ঠ! মদ্র, সৌবীর ও কেকরযোদ্ধাদিগের সহিত
বিশাল সৈন্তবাহিনীতে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুরের
রাজা ভগদত্ত সেই ব্যূহের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে
লাগিলেন ॥ ১৯

প্রস্থলাধিপতি (জিগৰ্জরাজ) হৃশর্মা কবচধারণ করত স্বীয়

তুঘারা যবনশ্চৈব শকাশ্চ সহ চূচুপৈঃ ।
দক্ষিণং পক্ষমাত্রাত্য স্থিতা ব্যূহস্ত ভারত ॥ ২১
শ্রতায়ুশ্চ শতায়ুশ্চ সৌমদন্তিষ্ঠ মারিষ ।
ব্যূহস্ত জঘনে তস্ত রক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥ ২২
ততো যুদ্ধায় সংজগ্মুঃ পাণ্ডবাঃ কৌরবৈঃ সহ ।
সূৰ্য্যোদয়ে মহারাজ ততো যুদ্ধমভূদ্বহং ॥ ২৩
প্রতীযু রথিনো নাগা নাগাংশ্চ রথিনো যযুঃ ।
হয়ারোরোহান্ রথারোরোহা রথিনশ্চাপি সাদিনঃ ॥ ২৪
সাদিনশ্চ হয়ান্ রাজন্ রথিনশ্চ মহারণে ।
হস্ত্যারোরোহান্ হয়ারোরোহা রথিনঃ সাদিনস্তথা ॥ ২৫
রথিনঃ পত্তিভিঃ সার্থং সাদিনশ্চাপি পত্তিভিঃ ।
অশ্বোচ্চং সমরে রাজন্ প্রত্যাধাবন্নমষিতাঃ ॥ ২৬
ভীমসেনাজুঁন-বমৈশ্চ পুত্রা চাশ্বেমহারথৈঃ ।
শুশুভে পাণ্ডবী সেনা নক্ষত্রৈরিব শর্বরী ॥ ২৭

সৈন্তবাহিনীর সহিত ব্যূহের বামপক্ষভাগ আশ্রয় করিয়া
রহিলেন ॥ ২০

ভারত! তুঘার, যবন, শক ও চূচপদেশের সৈন্তগণ ব্যূহের
দক্ষিণ ভাগ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২১

মহামাশ্র! শ্রতায়ু, শতায়ু ও সৌমদন্তপুত্র ভূরিপ্রবা—ইহারা
পরস্পর পরস্পকে রক্ষা করিতে থাকিয়া ব্যূহের জঘনদেশে
রহিলেন ॥ ২২

মহারাজ! তারপর সূৰ্য্যোদয়কালে পাণ্ডবগণ কৌরবদের
সহিত যুদ্ধের জন্ত তাঁহাদের সৈন্তের উপর আক্রমণ করিলেন, তখন
উভয়পক্ষের প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ২৩

রথী বীরগণের দিকে হস্তীরা ও হস্তীদিগের প্রতি রথী বীরগণ
ধাবিত হইলেন। অশ্বারোহীদের উপর রথারোহীরা এবং রথ-
ারোহীদিগের উপর অশ্বারোহী বীরগণ আক্রমণ করিলেন ॥ ২৪

রাজন্! সেই মহাযুদ্ধে অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী
যোদ্ধাদিগকে ও রথারোহী যোদ্ধাদিগকে আক্রমণ করিলেন।
এইরূপ অশ্বারোহীরা গজারোহী ও রথী বীরগণের প্রতি ধাবিত
হইলেন ॥ ২৫

কোথাও রথী ও অশ্বারোহী বীরগণ পদাতিকবাহিনীর উপর
আক্রমণ করিলেন। রাজন্! এইভাবে অমৰ্ষে পূর্ণ সমস্ত সৈন্তরা
পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ২৬

ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব এবং অন্যান্য মহারথী

তথা ভীষ্ম-কৃপ-দ্রোণ-শল্য-দুৰ্য্যোধনাদিভিঃ ।
 তবাপি চ বভৌ সেনা ঐহৈষ্ঠৌ রিব সংবৃত্যঃ ॥ ২৮
 ভীমসেনস্ত কৌন্তেয়ো দ্রোণং দৃষ্ট্বা পরাক্রমী ।
 অত্যয়াজ্জবনৈরশৈর্ভারদ্বাজস্ত বাহিনীম্ ॥ ২৯
 দ্রোণস্ত সমরে ক্রুদ্ধো ভীমং নবভিরায়সৈঃ ।
 বিব্যাহ সমরপ্লাঘী মর্মাণাদিশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥ ৩০
 দৃঢ়াহতস্ততো ভীমো ভারদ্বাজস্ত সংযুগে ।
 সারথিঃ শ্রেষ্যামাস যমস্ত সদনং প্রতি ॥ ৩১
 স সংগৃহ্য স্বয়ং বাহান্ ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ।
 ব্যধমং পাণ্ডবীং সেনাং তুলরাশিমিবানলঃ ॥ ৩২
 স্তে বধ্যমানা দ্রোণেন ভীষ্মেণ চ নরোত্তমাঃ ।
 সৃঞ্জয়াঃ কেকয়ৈঃ সার্থং পলায়নপরাহতবান্ ॥ ৩৩

বীরগণের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া পাণ্ডববাহিনী নক্ষত্রসমূহে
 পরিবেষ্টিত রাজ্যের ন্যায় সুশোভিত হইলেন ॥ ২৭

এইরূপ ভীষ্ম, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, শল্য ও দুৰ্য্যোধনাদিদ্বারা
 পরিবেষ্টিত আপনার সৈন্যরা গ্রহমণ্ডলীতে বেষ্টিত আকাশের
 ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৮

পরাক্রমী কুন্তীনন্দন ভীমসেন দ্রোণাচার্য্যকে দেখিয়া
 বেগশালী অশ্বসমূহের দ্বারা ভারদ্বাজ-বংশধর দ্রোণাচার্য্যের
 সৈন্যবাহিনীর উপর ধাবিত হইলেন ॥ ২৯

সমরপ্লাঘী পরাক্রমী দ্রোণাচার্য্য রণভূমিতে কুপিত হইয়া
 ভীমসেনের মর্ম্মস্থান লক্ষ্য করিয়া নগ্নটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩০

তখন যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যদ্বারা অত্যন্ত আহত হইয়া ভীমসেন
 তাঁহার সারথিকে যমগৃহে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৩১

তখন প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য নিজের অশ্বের রজ্জু ধারণ
 করিয়া পাণ্ডবসৈন্যকে সেইভাবে সংহার করিতে লাগিলেন,
 বেকুপ অগ্নি তুলরাশিকে ভস্ম করিয়া থাকে ॥ ৩২

ভীষ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বের ষষ্ঠদিবসের যুদ্ধ-
 আরম্ভবিষয়ক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অন্তিমাদি সমাপ্ত ।

তথৈব ভাবকং সৈন্ত্যং ভামার্জুনপরিকৃতম্ ।
 মুহূর্ত্তে তত্র তত্রৈব সমদেব বরাজনা ॥ ৩৪
 অভিহেতাং ততোঃ বাহৌ তস্মিন্ বীরবরক্ষয়ে ।
 আসীদ্ ব্যতিকরো ঘোরস্তব তেবাঞ্চ ভারত ॥ ৩৫
 তদন্তুতমপশ্যাম ভাবকানাং পঠৈঃ সহ ।
 একায়নগতাঃ সর্বে যদযুধ্যস্ত ভারত ॥ ৩৬
 প্রতिसংবার্য্য চাতরাণি তেহজ্জোগ্যস্ত বিশাম্পতে
 যুযুধঃ পাণ্ডবান্ধিব কৌরবান্চ মহাবলাঃ ॥ ৩৭

ইতি ভীমভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্ষিক্যাং
 ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি ষষ্ঠদিবসযুদ্ধারম্ভে
 পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৫

সেই নরশ্রেষ্ঠ সৃঞ্জয় ও কেকয়দেশীয় যোদ্ধারা দ্রোণাচার্য্য এবং
 ভীষ্মকর্তৃক প্রহৃত হইয়া রণভূমি হইতে পলাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩

এইরূপ ভীমসেন ও অর্জুনের বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া
 আপনার! সৈন্যবাহিনীও যেখানে সেখানে যস্তা রমণীর ন্যায়
 মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৪

ভারত! শ্রেষ্ঠ বীরগণের ক্ষয়কারক সেই যুদ্ধে উভয়পক্ষের
 বাহু নষ্ট হইয়া বাইল এবং আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে
 তরুণ সংমিশ্রণ হইয়া গেল ॥ ৩৫

ভরতনন্দন! আমরা সেই দিন আপনার পুত্রগণের
 শত্রুদিগের সহিত অভূত পরাক্রম দেখিয়াছিলাম । তাঁহারা
 সকলেই একই জেগীতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৩৬

প্রজানাত! মহাবল পাণ্ডবগণ ও কৌরবগণ পরস্পর
 পরস্পরের অস্ত্র নিবারণ করিতে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে
 লাগিলেন ॥ ৩৭

ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

[ধৃতরাষ্ট্রস্য চিন্তা ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

এবং বহুগুণং সৈন্ত্যমেবং বহুবিধং পুরা ।
বৃঢ়মেবং যথাশাস্ত্রমমোষকৈব সঞ্জয় ॥ ১
হ্রষ্টমশ্মাকমত্যস্তমভিকামঞ্চ নঃ সদা ।
প্রহ্মমবাসনোপেতং পুরস্তাদৃষ্টবিক্রমম্ ॥ ২
নাতিবৃদ্ধমবালঞ্চ ন কৃশং ন চ পীবরম্ ।
লঘুবৃত্তায়তপ্রায়ং সারযোধমনাময়ম্ ॥ ৩
আন্তসন্মাহশস্ত্রঞ্চ বহুশস্ত্রপরিগ্রহম্ ।
অসিযুদ্ধে নিযুদ্ধে চ গদাযুদ্ধে চ কোবিদম্ ॥ ৪
প্রাসক্তি তৌমরেষাজৌ পরিষেষায়সেষ্ চ ।
ভিন্দিপালেষু শক্তীষু মুসলেষু চ সর্বশঃ ॥ ৫

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় ।

[ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! আমার সৈন্যগণ এইরূপ বহুগুণ-সম্পন্ন, বহু অঙ্গে (রথ, হস্তী প্রভৃতি) যুক্ত এবং বহু প্রকারে সংগঠিত ও শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে উহার বাহরচনা করা হইয়াছে, হুতরাং ইহা অমোঘ (বিজয় লাভ করিতে সমর্থ) ॥ ১

আমার এই সৈন্তবাহিনী সর্বদা আমাদের উপর প্রসন্ন ও অহুরত । ইহারা সতত আমাদের প্রতি বিনীতভাবে দেখাইয়া থাকে । ইহারা কোনও ব্যসনে আসক্ত নহে । পূর্বে ইহাদের বিক্রম দেখা গিয়াছে ॥ ২

এই সৈন্তমধ্যে কেহ অত্যন্ত বৃদ্ধ, বালক, দুর্বল ও অতিশয় স্থূল (মোটা) নয় । ইহাদের মধ্যে সকলেই শীঘ্র ক্রম করিতে সমর্থ এবং প্রায় সকলেই উন্নত (লঘা পুরুষ) । এই সৈন্তগণ সকলেই সারবান্ (শক্তিশালী) যোদ্ধা ও নীরোগ ॥ ৩

ইহারা সকলে কবচ ও অস্ত্র ধারণ করিয়া আছে । বহু প্রকারের অস্ত্রাংখ্য অস্ত্রও ইহারা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে । ইহাদের মধ্যে প্রায় প্রতি যোদ্ধাই ঋতুযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ ও গদাযুদ্ধে বিশেষজ্ঞ ॥ ৪

এই সব সৈনিক প্রাস, ঋষ্টি, তোমর, লোহময় পরিষ, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুগল, কম্পন, ধ্ব ও কণপ প্রভৃতি অস্ত্রের উপর নিক্ষেপণযোগ্য বিচিত্র অস্ত্রসমূহ যুদ্ধে প্রয়োগ করিতে অভিজ্ঞ এবং যুষ্টি-যুদ্ধেও সর্বপ্রকারে সমর্থ ॥ ৫-৬

কম্পনেষু চ চাপেযু কণপেযু চ সর্বশঃ ।
ক্ষেপণীয়েষু চিত্রেষু যুষ্টিযুদ্ধেযু চ ক্ষমম্ ॥ ৬
অপরোক্ষঞ্চ বিজ্ঞাসু ব্যায়ামে চ কৃতশ্রমম্ ।
শস্ত্রগ্রহণবিজ্ঞাসু সর্বাশু পরিনিষ্ঠিতম্ ॥ ৭
আরোহে পর্যাবস্কন্দে সরণে সান্ত্বরপ্লুতে ।
সম্যক্ প্রহরণে যানে ব্যপয়ানে চ কোবিদম্ ॥ ৮
নাগাশ্ব-রথযানেষু বহুশঃ সুপরীক্ষিতম্ ।
পরীক্ষ্য চ যথাস্থায়ং বেতনেনোপপাদিতম্ ॥ ৯
ন গোষ্ঠ্যা নোপকারেণ ন চ বন্ধুনিমিত্ততঃ ।
ন সৌহৃদবলৈর্বাপি নাকুলীনপরিগ্রহৈঃ ॥ ১০
সমৃদ্ধজনমার্য্যঞ্চ তুষ্টিসম্বন্ধি-বান্ধবম্ ।
কৃতোপকারং ভূমিষ্ঠং যশস্বি চ মনস্বি চ ॥ ১১

আমার এই সৈন্যবাহিনীর ধর্ম্মবোধের প্রত্যেক অংশই বহুবিধ । এই সৈন্তগণ ব্যায়ামেও (অস্ত্রসমূহের অভ্যাসেও) অধিক পরিশ্রম করিয়াছে । ইহারা অস্ত্রগ্রহণসম্বন্ধীয় সকল বিজ্ঞায় পারদর্শী ॥ ৭

ইহারা হস্তী অশ্বাদি সর্ববিধ বাহনে আরোহণ করিতে, সেইসব বাহন হইতে নামিতে, তাহাদিগকে অগ্রসর করিতে, মধ্যে মধ্যে লক্ষ্যপ্রদান করাইতে, উত্তমরূপে অস্ত্র গ্রহণ করিতে, আক্রমণ করিতে এবং পশ্চাদপসরণ করিতেও নিপুণ ॥ ৮

হস্তী, অশ্ব ও রথাদি যানে করিয়া রণযাত্রা করিবার বিষয়ে ইহাদিগকে বহুভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে । পরীক্ষার পর প্রত্যেক সৈন্তকেই তাহাদের যোগ্যতানুসারে বেতনও প্রদান করা হইয়াছে ॥ ৯

ইহাদের মধ্যে কাহাকেও মিত্রগোষ্ঠী হইতে আনয়ন, সামান্য উপকার করিয়া, ভ্রাতৃ-বন্ধু-সম্বন্ধবশতঃ, সৌহৃদবশতঃ কিংবা বল-প্রয়োগ করিয়া সম্মিলিত করা হয় নাই । কুলীন নহে, এরূপ ব্যক্তিকেও এই সৈন্যমধ্যে সংগ্রহ করা হয় নাই ॥ ১০

আমাদের সৈন্যমধ্যে যে সমস্ত লোক আছে, তাহারা সকলেই সমৃদ্ধিশালী ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ । তাহাদের সম্বন্ধী, বন্ধু-বান্ধব সকলেই সন্তুষ্ট আছে । ইহারা সকলেই আমাদের বহু উপকার করিয়াছে এবং ইহারা যশস্বী ও মনস্বী ॥ ১১

স্বজনৈন্ত নরৈর্মুখৈর্বহুশো দৃষ্টকর্মভিঃ ।
 লোকপালোপমৈস্তাত পালিতং লোকবিশ্রুতম্ ॥ ১২
 বহুভিঃ ক্ষত্রিয়ৈশ্চপুং পৃথিব্যাং লোকসম্মতৈঃ ।
 অস্মানভিগতৈঃ কামাং সবলৈঃ সপদানুগৈঃ ॥ ১৩
 মহোদধিমিবাপূর্ণমাপগাভিঃ সমস্ততঃ ।
 অপক্ষৈঃ পক্ষিসঙ্কটৈঃ রথৈর্নানৈগৈশ্চ সংবৃতম্ ॥ ১৪
 নানায়োধজলং ভীমং বাহনোর্মিতরঙ্গিমম্ ।
 ক্ষেপণ্যসি-গদা-শক্তি-শর-প্রাসসমাকুলম্ ॥ ১৫
 ধ্বজভূষণসম্বাধং রত্নপট্টমুসজ্জিতম্ ।
 পরিধাবন্তিরশ্বৈশ্চ বায়ুবেগবিকম্পিতম্ ॥ ১৬
 অপারমিব গর্জন্তং সাগরপ্রতিমং মহৎ ।
 দ্রোণ-ভীষ্মাভিসংগুপ্তং গুপ্তক কৃতবর্মণা ॥ ১৭
 কৃপ-দুঃশাসনাভ্যাক জয়দ্রথমুখৈস্তথা ।

তাত! যাহাদের কাণ্ড ও ব্যবহার কয়েক বার দেখা
 হইয়াছে, এরূপ মুখ্য মুখ্য স্বজনগণের দ্বারা, যাহারা লোকপাল-
 দিগের ন্যায় পরাক্রমশালী ও লোকসমূহে বিখ্যাত, তাহাদিগকেই
 এই সৈন্যমধ্যে পালন-পোষণ করা হইতেছে ॥ ১২

যাহারা নিজেদের বীরত্বের জন্য জগতে প্রখ্যাত এবং সকল
 লোকের সম্মানিত, এরূপ বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় স্বীয় ইচ্ছাতেই নিজ
 সৈন্য ও সেবকগণের সহিত আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে ।
 এই সব ক্ষত্রিয়বৃন্দের দ্বারাই কোরব-সৈন্যবাহিনী সর্বদা
 সুরক্ষিত ॥ ১৩

আমার সৈন্যবাহিনী মহাসাগরের স্রাব সর্বদিকেই পরিপূর্ণ ।
 ইহাদের মধ্যে পক্ষহীন পক্ষীর স্রাব তীব্রবেগে গমন করিতে সমর্থ
 রথ ও হস্তিসকল সেইভাবে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, যেভাবে
 সমুদ্রে চারিদিক হইতে নদীসমূহ আসিয়া মিলিত হয় ॥ ১৪

নানা প্রকারের যোদ্ধারাই এই সৈন্যরূপ ভরকর মহাসাগরের
 জল এবং বাহনসকলই ইহার ক্ষুদ্র ও বৃহদাকারে উদ্ভিত
 তরঙ্গমালা । ইহাতে ক্ষেপণী, খড়্গ, গদা, শক্তি বাণ ও প্রাসাদি
 অস্ত্রসমূহ জলজন্তুগণের ন্যায় পূর্ণ হইয়া আছে ॥ ১৫

ধ্বজ ও অলঙ্কারসমূহে পূর্ণ এই সৈন্যসমূহ রত্নজটিলপতাকা-
 ভ্রমণে ব্যাপ্ত । ধাবমান অশ্বগুলিতে এই সৈন্যের যে চাকল্য,
 তাহাই হইল এই সমুদ্রের বায়ুবেগজনিত কম্পন । সাগরসদৃশ
 এই বিশাল সৈন্য দেখিতে অপার এবং নিরন্তর গর্জনরত ॥

ভগদত্তবিকর্ণাভ্যাং দ্রৌণিসৌবলবাহ্লিকৈঃ ॥ ১৮
 গুপ্তং প্রবীরৈলৌকৈশ্চ সারবস্ত্রিমহাশ্রুভিঃ ।
 যদহস্তত সংগ্রামে দৈবমত্র পুরাতনম্ ॥ ১৯
 নৈতাদৃশং সমুজোগং দৃষ্টবন্তো হি মানুষাঃ ।
 ঋষয়ো বা মহাভাগাঃ পুরাণা ভূবি সজয় ॥ ২০
 ঈদৃশোহপি বলৌঘন্ত সংযুক্তঃ শস্ত্রসম্পদা ।
 বধ্যতে যত্র সংগ্রামে কিমহুদ ভাগধেয়তঃ ॥ ২১
 বিপরীতমিদং সর্বং প্রতিভাতি হি সজয় ।
 যত্রেদৃশং বলং ঘোরং পাণ্ডবান্নাতরদ্ রণে ॥ ২২
 পাণ্ডবার্থায় নিয়তং দেবাস্তত্র সমাগতাঃ ।
 যুধ্যন্তে মামকং সৈন্যং যথাবধ্যত সজয় ॥ ২৩
 উক্তো হি বিদুরেণাহং হিতং পথ্যঞ্চ নিত্যশঃ ।
 ন চ জগ্ৰাহ তদ্বন্দঃ পুত্রো দুর্যোধনো মম ॥ ২৪

দ্রোণাচাৰ্য্য, ভীষ্ম, কৃতবর্মা, কৃপাচাৰ্য্য, দুঃশাসন, জয়দ্রথ,
 ভগদত্ত, বিকর্ণ, অশ্বখামা, বাহ্লিক ও শকুনি প্রভৃতি প্রধান
 প্রধান বীরগণ এবং অন্যান্য শক্তিশালী মহাত্মা বীরগণকর্তৃক
 আমার এই সৈন্য সর্বদা সুরক্ষিত । এইরূপ সৈন্যরাও যদি
 সংগ্রামে নিহত হয়, তাহা হইলে এ-বিষয়ে আমাদের পুরাতন
 প্রারব্ধ কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ ১৬-১৯

সজয়! এই ভূতলে এত বিশাল সৈন্য-সমাবেশ মহুজগণ
 কখনও দেখে নাই কিংবা প্রাচীন মহাভাগ ঋষিগণও ইহা কখনও
 দেখেন নাই ॥ ২০

এরূপ বিশাল সৈন্যসমূহ অস্ত্র-সম্পত্তিতে যুক্ত হইয়াও যদি
 সংগ্রামে বিনষ্ট হইতে থাকে, তবে ইহা ভাগ্য ব্যতীত আর কি
 কারণ থাকিতে পারে? ২১

সজয়! এই সব কিছুই আমার বিপরীত বলিয়া মনে
 হইতেছে যে, এতাদৃশ ভয়কর সৈন্যসমূহও সেখানে যুদ্ধে পাণ্ডব-
 গণের নিকট হইতে পার পাইবে না ॥ ২২

সজয়! নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণের জন্য দেবতারা আসিয়া আমার
 সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, সেই জন্যই প্রত্যহ আমার
 সৈন্যরা নিহত হইতেছে ॥ ২৩

বিদুর নিতাই হিতকর ও লাভজনক উপদেশ আমাকে
 দিয়াছে, কিন্তু আমার মূৰ্খ পুত্র দুর্যোধন উহা গ্রাহ্য করে নাই ।
 তাত! আমি মনে করি, মহাত্মা বিদুর সর্বজ্ঞ; সেই কারণে
 প্রথমেই তাহার বুদ্ধিতে এ-সব বিষয় প্রকাশ পাইয়াছিল । আজ

তস্মৈ মন্ত্ৰে মতিঃ পূৰ্বং সৰ্বজ্ঞস্য মহাত্মনঃ ।
 আসীদ্ যথাগতং তাত যেন হৃষ্টমিদং পুরা ॥ ২৫
 অথবা ভাব্যমেবং হি সজ্জয়েতেন সৰ্বথা ।
 পুরা ধাত্ৰা যথা সৃষ্টং তৎ তথা নৈতদনুযায়ী ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রচিন্তায়াং
 ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

যাহা কিছু আমরা ফলভোগ করিতেছি, এ সমস্তই পূর্বে বিদুরের
 দৃষ্টিতে উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ২৫-২৬

সজ্জয়! অথবা এই সব কিছু এইরূপেই হইবার ছিল।

বিধাতা যাহা পূর্বে যেরূপ বিধিত করিয়াছেন, তৎসমস্ত সেই-
 রূপেই হইয়া থাকে, উহাকে কেহই পরিবর্তন করিতে সমর্থ
 হয় না ॥ ২৬

শ্রীমদ্রাধি বেদব্যাঙ্গলীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তগত ভীষ্মবধপর্বের ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তাবিষয়ক ষট্‌সপ্ততিতম
 অধ্যায়ের অন্তিমাদ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

[ভীমসেনস্য, ধৃষ্টদ্যুম্নস্য দ্রোণাচার্য্যস্য চ পরাক্রমঃ ।]

সজ্জয় উবাচ ।

আত্মদোষাৎ জয়া রাজন্ প্রাপ্তং বাসনয়ীদৃশম ।
 ন হি দুৰ্য্যোধনস্তানি পশ্যতে ভরতর্ষভ ॥ ১
 যানি ত্বং দৃষ্টবান্ রাজন্ ধর্মসঙ্করকারিতে ।
 তব দোষাৎ পুরা বৃদ্ধং দাতমেব বিশাম্পভে ॥ ২
 তব দোষেণ যুদ্ধঞ্চ প্রবৃত্তং সহ পাণ্ডবৈঃ ।
 ত্বমেবাত্ম ফলং ভুঙ্কস্ব কৃধা কিবিশমাত্মনা ॥ ৩
 আত্মনৈব কৃতং কর্ম আত্মনৈবোপভুজ্যতে ।
 ইহ চ শ্রেয়া বা রাজঃসুয়া প্রাপ্তং যথাতথম্ ॥ ৪
 তস্মাদ্ রাজন্ স্থিরো ভূষা প্রাপ্যেদং বাসনং মহত্ ॥

শৃণু যুদ্ধং যথাবৃত্তং শংসতো মে নরাধিপ ॥ ৫
 ভীমসেনঃ স্তুনিশিতৈর্বাণৈর্ভিত্ত্বা মহাচমূঃ ।
 আসাদ ততো বীরঃ সর্বান্ দুৰ্য্যোধনান্নজান্ ॥ ৬
 দুঃশাসনং দুর্বিষহং দুঃসহং দুর্মদং জয়ম্ ।
 জয়ৎসেনং বিকর্ণঞ্চ চিত্রসেনং স্তদর্শনম্ ॥ ৭
 চাক্রচিত্রং সুবর্মাণং দুর্দ্ধণং কর্ণমেব চ ।
 এতাংশ্চাত্মাশ্চ সুবহূন্ সমীপস্থান্ মহারথান্ ॥ ৮
 ধার্তরাষ্ট্রান্ সুসংক্রুদ্ধান্ দৃষ্ট্বা ভীমো মহারথঃ ।
 ভীষ্মেণ সমরে গুপ্তাং প্রবিবেশ মহাচমূঃ ॥ ৯

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ।

[ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রোণাচার্য্যের পরাক্রমঃ ।]

সজ্জয় বলিলেন;—রাজন্! আপনি নিজের দোষেই এই সঙ্কট
 লাভ করিয়াছেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি দণ্ড ও অধর্মের সংমিশ্রণে
 উৎপন্ন যে দোষকে দেখিতে পান, উহা দুৰ্য্যোধন দেখিতে
 সমর্থ হন না। প্রজানাত্ম! আপনারই অপরাধে প্রথমে দাত-
 ক্রীড়ার ঘটনা ঘটিয়াছিল ॥ ১-২

এবং আপনারই দোষে আজ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ
 হইয়াছে। আপনি স্বয়ংই যে পাপ করিয়াছেন, উহারই ফল
 আজ আপনি ভোগ করিতেছেন ॥ ৩

রাজন্! ইহলোক অথবা পরলোকে নিজের কৃতকর্মের ফল
 হকে নিজেই ভোগ করিতে হয়; অতএব আপনি যেরূপ কর্ম
 করিয়াছেন, সেইরূপই ফলভোগ করিতেছেন ॥ ৪

রাজন্! নরেশ্বর! আপনি এই মহাসঙ্কট পাইয়াও স্থিরতা
 সহকারে যুদ্ধের যথার্থ বৃত্তান্ত আমি যেরূপ বর্ণনা করিতেছি, উহা
 আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন ॥ ৫

বীর ভীমসেন তীক্ষ্ণ বাণসমূহে আপনার বিশাল সৈন্য-
 বাহিনীকে বিদীর্ণ করিতে করিতে দুৰ্য্যোধনের সকল ভ্রাতার
 উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৬

দুঃশাসন, দুর্বিষহ, দুঃসহ, দুর্মদ, জয়, জয়ৎসেন, বিকর্ণ,
 চিত্রসেন, স্তদর্শন, চাক্রমিত্র, সুবর্মা, দুর্দ্ধণ ও কর্ণ—ইহারা এবং
 আরও বহু আপনার যে সব মহারথী পুত্র তখন নিকটে ছিলেন,
 তাঁহাদিগকে অভ্যস্ত ক্রুপিত দেখিয়া মহারথী ভীমসেন সমরাদ্ধে
 ভীষ্মকর্তৃক স্তম্ভিত বিশাল কোরবসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ
 করিলেন ॥ ৭-৯

অথালোক্য প্রবিষ্টঃ তমূচুস্তে সৰ্ব এব তু ।
 জীবগ্রাহং নিগৃহীমো বয়মেনং নরাধিপাঃ ॥ ১০
 স তৈঃ পরিবৃতঃ পার্থো ভ্রাতৃভিঃ কৃতনিষ্ঠৈঃ ।
 প্রজাসংহরণে সূর্য্যঃ ক্রুরৈরিব মহাপ্রহৈঃ ॥ ১১
 সম্প্রাপ্য মধ্যং সৈন্ত্যস্ত ন ভীঃ পাণ্ডবমাবিশং ।
 যথা দেবাসুরে যুদ্ধে মহেন্দ্রং প্রাপ্য দানবান্ ॥ ১২
 ততঃ শতসহস্রাণি রথিনাং সৰ্বশঃ প্রভো ।
 উত্ততানি শরৈস্তীত্রৈস্তমেকং পরিবত্রিরে ॥ ১৩
 স তেষাং প্রবরান্ যোধান্ হস্তাশ্ব-রথ-সাদিনঃ ।
 জঘান সমরে শূরো ধার্তরাষ্ট্রানচিন্তয়ন্ ॥ ১৪
 তেষাং ব্যবসিতং জ্ঞাত্বা ভীমসেনো জিঘৃক্সতাম্ ।
 সমস্তানাং বধে রাজন্ মতিং চক্রে মহামনাঃ ॥ ১৫
 ততো রথং সমুৎসৃজ্য গদামাদায় পাণ্ডবঃ ।
 জঘান ধার্তরাষ্ট্রাণাং তং বলৌঘং মহার্ঘবম্ ॥ ১৬

ভীমসেনকে সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া সেই সব নরপতিগণ পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, আমরা এই ভীমসেনকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিয়া লইব ॥ ১০

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সকল ভ্রাতৃবৃন্দ কৃষ্ণীকুমার ভীমসেনকে ঘিরিয়া ফেলিলেন; তাহাতে মনে হইতে লাগিল যে, প্রজা-সংহারকালে সূর্য্যদেবকে ক্রুর মহাপ্রহরণ পরিবেষ্টন করিয়াছে ॥ ১১

কৌরবসৈন্যের মধ্যে উপস্থিত হইয়া ভীমসেনের চিত্তে অল্প ভয়ও হইল না, ধেরূপ দানবসৈন্যগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র অল্পও ভীত হন নাই ॥ ১২

প্রভো! তারপর একাকী ভীমসেনের উপর তীব্র বাণবর্ষণ করিতে করিতে লক্ষ সংখ্যক রথী বীর যুদ্ধের জন্য উত্তত হইয়া চারিদিক দিয়া তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৩

শৌর্য্যশালী বীর ভীমসেন আপনার পুত্রদিগকে কোনরূপ গ্রাহ্য না করিয়াই হস্তী, অশ্ব ও রথের উপর বসিয়া যুদ্ধরত কৌরবগণের প্রধান প্রধান বীরবর্গকে সমরাজ্ঞে নিহত করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

রাজন্! তাঁহাকে বন্দী করিতে ইচ্ছুক সেই ক্ষত্রিয়গণের অতিপ্রায় জানিয়া মহাত্মা ভীমসেন তাঁহাদের সকলকে বধ করিবার জন্য নিষ্ঠুর করিলেন ॥ ১৫

তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন হস্তে গদা লইয়া রথ পরিত্যাগ তাহাই হইল। সেই বিশাল সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই মহাপাণ্ডবতুল্য এই বিশাল সৈন্যকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

(গদয়া ভীমসেনেন তাড়িতা বারণোত্তমাঃ ॥
 ভিন্নকুস্তা মহাকায়্য ভিন্নগুষ্ঠাস্তথৈব চ ॥
 ভিন্নগাত্রাঃ সহারোহাঃ শেরতে পর্বতা ইব ।
 রথাস্চ ভগ্নাস্তিলশঃ সর্যোধাঃ শতশো রণে ॥
 অশ্বাস্চ সাদিনশ্চৈব পদাতৈঃ সহ ভারত ।
 তত্রাস্তুতমপশ্যাম ভীমসেনস্ত বিক্রমম্ ॥
 যদেকঃ সমরে রাজন্ বহুভিঃ সমযোধয়ং ।
 অস্তকালে প্রজাঃ সর্বা দণ্ডপাণিরিবাস্তকঃ ॥)
 ভীমসেনে প্রবিষ্টে তু ধৃষ্টদ্যায়োহপি পার্শ্বতঃ ।
 দ্রোণমুৎসৃজ্য তরসা প্রযযৌ যত্র সৌবলঃ ॥
 নিবার্য্য মহতীং সেনাং তাবকানাং নরর্যভঃ ।
 আসসাদ রথং শূন্তং ভীমসেনস্ত সংযুগে ॥ ১৮
 দৃষ্ট্বা বিশোকং সমরে ভীমসেনস্ত সারথিম্ ।
 ধৃষ্টদ্যায়ো মহারাজ দুর্মনা গতচেতনঃ ॥ ১৯

(ভীমসেনের গদার আঘাতে বড় বড় বিশালদেহ গজগণের কুস্তম্বল বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং তাহাদের এক একটি অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইল। এরূপ অবস্থায় তাহারা আরোহীদিগের সহিত ধরাশায়ী হইতে লাগিল, ইহাতে মনে হইল পর্বত ধ্বসিয়া পড়িতেছে ॥

ভারত! তিনি সেই রণক্ষেত্রে শত শত রথকে তাহাদের আরোহী যোদ্ধাগণের সহিত তিল তিল করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। অশ্ব ও তাহাদের আরোহিগণকেও পদাতিক সৈন্যের সহিত ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিলেন ॥

রাজন্! সেই যুদ্ধে আমরা ভীমসেনের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম। ধেরূপ প্রলম্বকালে যমরাজ হাতে দণ্ড লইয়া সমস্ত প্রজাগণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ইনিও একাকী আপনার বহুসংখ্যক যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন) ॥

ভীমসেন কৌরবসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে পর জ্ঞপদকুমার ধৃষ্টদ্যায় ও দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষতবেগে সেই স্থানে বাইয়া উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে শকুনি যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ১৭

সেখানে আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যায় ভীমসেনের শূন্ত রথের নিকট বাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮

মহারাজ! ভীমসেনের সারথি বিশোককে সমরাজ্ঞে একাকী অবস্থান করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যায় মনে মনে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন এবং অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িলেন ॥ ১৯

অপৃচ্ছদ্ বাপ্পসংক্রোধো নিঃশ্বসন্ বাচমীরয়ন্ ।
 মম প্রাণৈঃ প্রিয়তমঃ ক ভীম ইতি দুঃখিতঃ ॥ ২০
 বিশোকস্তমুবাচেনং ধৃষ্টদ্যায় কৃতাজ্জলিঃ ।
 সংস্থাপ্য মামিহ বলী পাণ্ডবেয়ঃ পরাক্রমী ॥ ২১
 প্রবিষ্টো ধার্তরাষ্ট্রাণামেতদ্ বলমহর্গবম্ ।
 মামুক্ত্বা পুরুষবাজ্রঃ প্রীতিযুক্তমিদং বচঃ ॥ ২২
 প্রতিপালয় মাং সূত নিয়ম্যস্থান্ মুহূর্তকম্ ।
 যাবদেতান্ নিহন্যাত য ইমে মদ্রধোগতঃ ॥ ২৩
 ততো দৃষ্ট্বা প্রধাবন্তঃ গদাভ্যন্তং মহাবলম্ ।
 সর্বেষামেব সৈন্তানাম্ সংহঃ সমজায়ত ॥ ২৪
 তস্মিন্ সূতুমুলে যুদ্ধে বর্তমানেন ভয়ানকে ।
 ভিষ্মা রাজন্ মহাবাহুঃ প্রবিবেশ বাকোদরঃ ॥ ২৫
 বিশোকস্ত বচঃ শ্রুত্বা ধৃষ্টদ্যায়োহথ পার্শ্বতঃ ।
 প্রত্যাবাচ ততঃ সূতং রণমধ্যে মহাবলঃ ॥ ২৬
 ন হি মে জীবিতেনাপি বিদ্যতেহত্ প্রয়োজনম্ ।

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অশ্রুসিক্ত হইয়া বাপ্প-
 গগন্দ্ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,— বিশোক ! আমার প্রাণ হইতেও
 অধিক প্রিয় ভীমসেন কোথায় ? এই কথা বলিয়াই তিনি দুঃখিত
 হইয়া পড়িলেন ॥ ২০

তখন বিশোক কৃতাজ্জলি হইয়া ধৃষ্টদ্যায়কে বলিল,—প্রভো !
 পরাক্রমী ও বলবান্ পাণ্ডুনন্দন আমাকে এখানে রাখিয়া
 কৌরবগণের এই সৈন্তসাগরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন ॥

যাইবার সময় পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন আমাকে প্রীতিপূর্ণ বাক্যে
 এই কথা বলিলেন যে, সূত ! তুমি মুহূর্তকাল এই অশ্বগণকে
 স্ববশে রাখিয়া এই স্থানে সেই পৰ্য্যন্ত আমার জন্ত প্রতীক্ষা কর,
 যে পর্য্যন্ত এইসব যোদ্ধা আমাকে বধ করিবার জন্ত উদ্যত
 হইয়াছে, তাহাদের আজ বধ করত ফিরিয়া না আসি ॥ ২১-২৩

তদনন্তর হাতে গদা লইয়া মহাবল ভীমসেনকে ধাবিত হইতে
 দেখিয়া সমস্ত সৈন্তগণের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল ॥ ২৪

রাজন্ ! সেই ভয়ঙ্কর ও তুমুল যুদ্ধে ভীমসেন এই মহাবাহুকে
 ভেদ করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৫

বিশোকেয় এই কথা শুনিয়া মহাবল অপরদন্দন ধৃষ্টদ্যায় সেই
 সমরাজ্যে তাঁহার সারথিকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৬

সারথ্যে ! যুদ্ধস্থলে ভীমসেনকে ত্যাগ করিয়া ও পাণ্ডবগণের
 স্নেহ পরিহার করিয়া এখন আমার জীবনধারণ করিবার কোন
 প্রয়োজন নাই ॥ ২৭

ভীমসেনং রণে হিষা স্নেহমুৎসৃজ্য পাণ্ডবৈঃ ॥ ২৭
 যদি যামি বিনা ভীমং কিং মাং কত্রং বদিস্বতি ।
 একায়নগতে ভীমে ময়ি চাবস্থিতে যুধি ॥ ২৮
 অশ্বস্তি ভস্ম কুর্বস্তি দেবাঃ শত্রুপুরোগমাঃ ।
 যঃ সহায়ান্ পরিত্যজ্য স্বস্তিমানাত্রেজেদ্ গৃহম্ ॥ ২৯
 মম ভীমঃ সখা চৈব সম্বন্ধী চ মহাবলঃ ।
 ভক্তোহস্মান্ ভক্তিমাংশ্চাহং তমপ্যরিনিষৃদনম্ ॥ ৩০
 সোহহং তত্র গমিস্ম্যমি যত্র যাতো বাকোদরঃ ।
 নিঘ্রস্তং মাং রিপূন্ পশ্য দানবানিব বাসবম্ ॥ ৩১
 এবমুক্ত্বা ততো বীরো যযৌ মপ্যেন ভারত ।
 ভীমসেনস্ত মার্গেষু গদাপ্রামথিতৈর্গজৈঃ ॥ ৩২
 স দদর্শ তদা ভীমং দহন্তং রিপুবাহিনীম্ ।
 বাতো বৃক্ষানিব বলাৎ প্রভঙ্কন্তং রণে রিপূন্ ॥ ৩৩
 তে বধ্যমানাঃ সমরে রথিনঃ সাদিনস্তথা ।
 পাদাতা দস্থিনশ্চৈব চক্রুরার্তস্বরং মহৎ ॥ ৩৪

ভীমসেন একাকী যুদ্ধের পথে চলিয়া গিয়াছেন এবং আমিও
 এখন সেই যুদ্ধস্থলেই উপস্থিত হইয়াছি। একপ অবস্থায় যদি
 ভীমসেনকে না লইয়া আমি ফিরিয়া যাই, তবে ক্ষত্রিয়সমাজ
 আমাকে কি বলিবেন ? ২৮

যে ব্যক্তি স্বীয় সহায়কগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং কুশলভায়
 সহিত যুদ্ধ হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে, ইন্দ্রাদি দেবগণও
 তাহার অনিষ্ট করেন ॥ ২৯

মহাবল ভীমসেন আমার সখা ও সম্বন্ধী। তিনি আমাদের
 দলের ভক্ত এবং আমিও সেই শত্রুঘন ভীমসেনের ভক্ত ॥ ৩০

অতএব আমিও সেইস্থানে যাইব, যেস্থানে ভীমসেন
 গিয়াছেন। দেখ, যেরূপ ইন্দ্র দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন,
 আমিও সেইরূপ শত্রুসৈন্যদিককে বিনাশ করিব ॥ ৩১

ভারত ! এই কথা বলিয়া বীরবর ধৃষ্টদ্যায় ভীমসেন যে পথে
 গিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া কৌরবসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।
 এই পথের মধ্যে ভীমসেনের গদার আঘাতে বহু হাতী নিহত
 হইয়া পড়িয়া আছে ॥ ৩২

সেই সময় কিছুদূর গিয়া ধৃষ্টদ্যায় ভীমসেনকে শত্রুসৈন্য দখ
 করিতে দেখিলেন। যেরূপ প্রবল বায়ু বৃক্ষসমূহকে উৎপাটিত
 করিয়া ফেলে, সেইরূপ ভীমসেনও রণাজনে শত্রুগণকে সংহার
 করিতেছিলেন ॥ ৩৩

সমরাজ্যে ভীমসেন কর্তৃক প্রহৃত (আঘাতপ্রাপ্ত) বহু রথী,

হাহাকারশ্চ সংজ্ঞে তব সৈন্ত্যস্ত মারিষ ।
বধাতো ভীমসেনেন কৃতিনা চিত্রযোধিনা ॥ ৩৫
ততঃ কৃতান্ত্রান্তে সৰ্বে পরিবার্যা রাকোদরম্ ।
অভীতাঃ সমবর্তন্ত শস্ত্রবৃষ্টা পরস্তপ ॥ ৩৬
অভিভূতং শস্ত্রভূতাং বরিষ্ঠং
সমস্ততঃ পাণ্ডবং লোকবীরঃ ।

সৈন্তেন ঘোরেন সুসংহিতেন
দৃষ্ট্বা বলী পার্শ্বতো ভীমসেনম্ ॥ ৩৭
অথোপগচ্ছচ্চরবিক্রতান্ত্রং
পদাতিনঃ ক্রোধবিষং বমস্তম্ ।
আশ্বাসয়ন্ পার্শ্বতো ভীমসেনঃ
গদাহস্তং কালমিবাস্তকালে ॥ ৩৮
বিশল্যামেনঞ্চ চকার তূর্ণ-
মারোপয়চ্চাতুর্যে মহাত্মা ।
ভৃশং পরিধজ্য চ ভীমসেন-
মাশ্বাসয়ামাস চ শক্রমধ্যে ॥ ৩৯

অশ্বারোহী, পদাতিক ও আরোহী-সহ হস্তী উচ্চৈঃস্বরে আৰ্ত্তনাদ করিতেছে ॥ ৩৪

আৰ্য্য! বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধরত বিদ্বান্ ভীমসেন কর্তৃক নিহত আপনার সৈন্তবাহিনীর মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল ॥ ৩৫

শক্রতাপন নরেশ! তদনন্তর বহু অস্ত্রে অভিজ্ঞ সমস্ত কৌরব-সৈন্তরা ভীমসেনকে চারিদিকে ঘিরিয়া অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে নির্ভয় হইয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিল ॥ ৩৬

বিশ্ববিখ্যাত বীর বলবান্ ধ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখিলেন,— অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের উপর চারিদিক হইতে আক্রমণ হইতেছে। অত্যন্ত সংগঠিত হইয়া ভয়ঙ্কর সৈন্তরা তাঁহার উপর ধাবিত হইতেছে ॥ ইহা দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে আশ্বাসপ্রদান করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রতি অঙ্গই বাণে কত বিক্ষত হইয়া বাইতেছে, তথাপি তিনি পাদচরী হইয়া ক্রোধরূপ বিষ উদ্গিরণ করিতেছেন এবং হাতে গদা লইয়া প্রলয়কালীন যমরাজের স্তায় দুর্দর্শ হইয়াছেন ॥ ৩৭-৩৮

মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন অতি দ্রুত তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইয়া লইলেন এবং তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট বাণসমূহ নিঃসারণ

ভ্রাতৃনথোপেত্য তবাপি পুত্র-
স্তম্ভিন্ বিমর্দে মহতি প্রবৃন্তে ।
অয়ং দুরাত্মা ধ্রুপদস্ত পুত্রঃ
সমাগতো ভীমসেনেন সাধম্ ॥ ৪০
তং যাম সৰ্বে মহতা বলেন
মা বো রিগুঃ প্রার্থয়তামনীকম্ ।
ক্রুদ্বা তু বাকাং তময়ুশ্চমাণা
জ্যোষ্ঠাজ্জয়া নোদিতা ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৪১
বধায় নিষ্পেতুরুদায়ুধান্তে
যুগন্ধয়ে কেতবো যদ্বহুগ্রাঃ ।
প্রগৃহ্য চাত্রাণি ধনুঃষি বীর্য
জ্যাং নেমিঘোষৈঃ প্রবিকম্পয়ন্তঃ ॥ ৪২
শরৈরবর্ষন্ ধ্রুপদস্ত পুত্রঃ
যথানুদা ভূধরং বারিজালৈঃ ।
নিহত্য তাংশ্চাপি শরৈঃ স্তূতীকৈ-
র্ন বিব্যাথে সমরে চিত্রযোধী ॥ ৪৩

করিয়া দিলেন। শক্রগণের মধ্যেই তিনি ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিয়া সর্বতোভাবে সাশ্বনা প্রদান করিলেন ॥ ৩৯

সেই মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইলে আপনার পুত্র দুর্যোধন ভ্রাতৃ-রন্ধের নিকট আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—এই দুরাত্মা ধ্রুপদপুত্র আসিয়া ভীমসেনের সহিত মিলিত হইয়াছে ॥ ৪০

এখন আমরা বিশাল সৈন্তবাহিনীর সহিত ইহাদের উপর আক্রমণ করিব, যাহাতে আমার ও তোমাদের এই শত্রু আমাদের এষ্ট সৈন্তের কোনরূপ হানি করিবার ইচ্ছা না করিতে পারে। দুর্যোধনের এই কথা শুনিয়া আপনার সকল পুত্রগণ, যাহারা ধৃষ্টদ্যুম্নের উপস্থিতি সহ্য করিতে পারেন নাই; তাঁহারা জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা দুর্যোধনের আদেশে প্রেরিত হইয়া প্রলয়কালের ভয়ঙ্কর কেতুর স্তায় হাতে অস্ত্র গ্রহণকরত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার জন্য তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ইহারা সকলে নিজ নিজ হস্তে ধনুর্বাণ ধারণ করিয়াছিলেন এবং রথের চক্রকাঠের ঘর্ষ শব্দের সহিত ধনুর গুণকেও কম্পিত করিতে করিতে টঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ৪১-৪২

যেদ্রুপ মেঘ পর্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করিয়া প্রাবিত করে, সেইরূপ ইহারাও ধ্রুপদপুত্রের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিচিত্র রীতিতে বৃদ্ধ করিতে নিপুণ

সমভ্যাদীর্ণাংশ্চ তবাত্মজাংস্তথা

নিশম্য বীরানভিতঃ স্থিতান্ রণে ।

জিঘাংসুরুগ্রাং দ্রুপদাত্মজো যুবা

প্রমোহনাত্মা যুযুজে মহারথঃ ॥ ৪৪

ক্রুদ্ধো ভৃশং তব পুত্রেষু রাজন্

দৈত্যেষু যদ্বৎ সমরে মহেন্দ্রঃ ।

ততো ব্যমুহন্ত রণে নৃবীরাঃ

প্রমোহনাত্মাহতবুদ্ধিসম্বাঃ ॥ ৪৫

প্রহৃদ্রবুঃ কুরবশ্চৈব সর্বে

সবাজিনাগাঃ সরথাঃ সমস্তাং ।

পরীতকালানিব নষ্টসংজ্ঞান্

মোহোপেতাংস্তব পুত্রান্ নিশম্য ॥ ৪৬

এতস্মিন্নেব কালে তু দ্রোণঃ শত্রুভূতাং বরঃ ।

দ্রুপদং ত্রিভিরাসাত্ত শরৈর্বিব্যাধ দারুণৈঃ ॥ ৪৭

সোহতিবিদ্ধস্ততো রাজন্ রণে দ্রোণেন পার্থিবঃ ।

ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সময়রাঙ্গণে স্বীয় তীক্ষ্ণ ধারাল বাণসমূহে তাঁহাদের সকলকেই গুরুতর আহত করিয়া স্বয়ং অন্নও ব্যাধিত হইলেন না ॥ ৪৩

যুদ্ধের সম্মুখে অবস্থিত আপনার বীর পুত্রদিগকে অগ্রসর হইতে ও প্রচণ্ড হইতে দেখিয়া নবযুবক মহারথী দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগকে বধ করিবার বাসনায় ভয়ঙ্কর প্রমোহন অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ॥ ৪৪

রাজন্! বেরূপ যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যগণের উপর ক্রুপিত হন, সেইরূপ আপনার পুত্রদিগের উপর ধৃষ্টদ্যুম্নের ক্রোধ অত্যন্ত বর্জিত হইল। তাঁহার মোহনাত্ম প্রয়োগে নিজেদের চৈতন্য ও ধৈর্য হারাইয়া আপনার নরবীর পুত্রগণ রণস্থলে মোহিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৫

আপনার পুত্রগণকে মোহিত ও যততুল্য অচেতন হইয়া বাইতে দেখিয়া সমস্ত কৌরব-সৈন্তরাই হতী, অশ্ব ও রথের সহিত চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪৬

এই সময় অপর দিকে শত্রুধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচাৰ্য্য দ্রুপদের নিকট বাইয়া তাঁহাকে তিনটি ভয়ঙ্কর বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪৭

রাজন্! তখন রণভূমিতে দ্রোণকর্তৃক গুরুতর আহত হইয়া রাজা দ্রুপদ পূর্বককার শত্রুতার কথা শ্রবণ করত সেখান হইতে

অপায়াৎ দ্রুপদো রাজন্ পূর্ববৈরমহুস্মরন্ ॥ ৪৮

জিহ্বা তু দ্রুপদং দ্রোণঃ শঙ্খং দধৌ প্রতাপবান্ ।

তস্ত শঙ্খস্বনং ক্রোড়া বিদ্রেশুঃ সর্বসৌমকাঃ ॥ ৪৯

অথ শুশ্রাব তেজস্বী দ্রোণঃ শত্রুভূতাং বরঃ ।

প্রমোহনাত্মেন রণে মোহিতানাং জ্ঞাংস্তব ॥ ৫০

ততো দ্রোণো মহারাজ ঈরিতোহভ্যাঘযৌ রণাৎ ।

তত্রাপশুন্নহেহাসো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫১

ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ ভীমঞ্চ বিচরন্তৌ মহারণে ।

মোহাবিষ্টাংশ্চ তে পুত্রানপশুৎ স মহারথঃ ॥ ৫২

ততঃ প্রজ্ঞাস্ত্রমাদায় মোহনাত্মং ব্যনাশয়ৎ ।

অথ প্রত্যাগতপ্রাণান্তব পুত্রা মহারথাঃ ॥ ৫৩

পুনরুচ্চায় সমরে প্রযযুর্ভীমপার্বতৌ ।

ততো যুধিষ্ঠিরঃ প্রাহ সমাহুয় স্বসৈনিকান্ ॥ ৫৪

গচ্ছন্ত পদবীং শক্ত্যা ভীমপার্বতয়োৰ্যুধি ।

সৌভদ্রপ্রমুখা বীরা রথা দ্বাদশ দংশিতাঃ ॥ ৫৫

দূরে সরিয়া গেলেন ॥ ৪৮

দ্রুপদকে জয় করিয়া প্রতাপশালী দ্রোণাচাৰ্য্য স্বীয় শঙ্খধ্বনি করিলেন। তাঁহার এই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমস্ত সৌমক কত্রিয়গণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৯

তদনন্তর শত্রুধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচাৰ্য্য শ্রবণ করিলেন যে, আপনার পুত্রগণ রণভূমিতে প্রমোহন অস্ত্রে মোহিত হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ৫০

মহারাজ! ইহা শুনিয়াই মহাধনুর্ধর প্রতাপী ভারদ্বাজনন্দন দ্রোণাচাৰ্য্য অতিসম্বর সেই যুদ্ধস্থল হইতে বাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে আসিয়া মহারথী দ্রোণাচাৰ্য্য দেখিলেন যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন সেই মহাযুদ্ধে বিচরণ করিতেছেন এবং আপনার পুত্রগণ মোহিত হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ৫১-৫২

তখন তিনি প্রজ্ঞাত্র লইয়া তাহাধারা মোহনাত্মকে নাশ করিয়া দিলেন। ইহাতে আপনার মহারথী পুত্রগণের মধ্যে পুনরায় চেতনা শক্তি কিরিয়া আসিল ॥ ৫৩

তারপর তিনি সেই সময়রাঙ্গণে পুনরায় যুদ্ধের জন্ত ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে চলিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্তদিগকে আজ্ঞান করিয়া নিকটে আনাইয়া বলিলেন—তোমরা সকলে পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধস্থলে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের

প্রবৃন্তিমধিগচ্ছন্ত ন হি শুধ্যতি মে মনঃ ।
 ত এবং সমমুজ্জাতাঃ শূরা বিক্রান্তযোধিনঃ ॥ ৫৬
 বাঢ়মিত্যেবমুক্তা তু সৰ্বে পুরুষমানিনঃ ।
 মধ্যন্দিনগতে সূর্য্যে প্রযয়ুঃ সৰ্ব এব হি ॥ ৫৭
 কেকয়্য দ্রৌপদেয়াশ্চ ধৃষ্টকেতুশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 অভিমম্ব্য পুরস্কৃত্য মহত্যা সেনয়া রতাঃ ॥ ৫৮
 তে কৃষ্ণা সমরবাহুঃ সূচীমুখমরিন্দমাঃ ।
 বিভিচ্ছর্ধারিত্রাণাং তদ্ রথানীকমাহবে ॥ ৫৯
 তান্ প্রযাতান্ মহেশাসানভিমম্ব্যপুরোগমান্ ।
 ভীমসেনভয়াবিষ্টা ধৃষ্টদ্যুম্নবিমোহিতা ॥ ৬০
 ন সংবারয়িতুং শক্তা তব সেনা জনাধিপ ।
 মদমূৰ্ছাধিতাত্মা বৈ শ্রমদেবাক্ষনি স্থিতা ॥ ৬১
 তেহভিজাতা মহেশাসাঃ সুবর্ণবিকৃতধ্বজাঃ ।
 পরীপ্সন্তোহভ্যধাবন্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন-রকোদরৌ ॥ ৬২

পথ অহুসরণ কর। অভিমম্ব্য প্রভৃতি দ্বাদশজন বীর মহারথী
 কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সংবাদসংগ্রহ
 করক। কারণ এখন আমার মন ইহাদের বিষয়ে চিন্তিত হইয়া
 পড়িয়াছে ।

যুধিষ্ঠিরের এতাদৃশ আজ্ঞা পাইয়া পরাক্রমপূৰ্ব্বক যুদ্ধ করিতে
 অভ্যস্ত সেই পুরুষমানী সমস্ত শৌর্য্যশালী বীরগণ “আচ্ছা, তাহাষ্ট
 হউক” এই কথা বলিয়া সূর্য্য দিনের দ্বিপ্রহরে উপস্থিত হইলে
 সেই সময় সেখান হইতে যাত্রা করিলেন ॥ ৫৪-৫৭

অভিমম্ব্যকে অগ্রে রাখিয়া বিশাল সৈন্যপরিবেষ্টিত পঞ্চ
 কেকয়-রাজকুমার, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও পরাক্রমী ধৃষ্টকেতু—এই
 সব শক্রদমন বীরবরগণ সূচীমুখনামক সমরবাহু নির্মাণ করিয়া
 আপনার পুত্রদিগের সৈন্যসমুদায়কে রণক্ষেত্রে বিদীর্ণ করিতে
 লাগিলেন ॥ ৫৮-৬২

জনেশ্বর! আপনার সৈন্যরা তখন ভীমসেনের ভয়ে ব্যাকুল
 এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণে মোহিত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং তাহারা
 অভিমম্ব্য প্রভৃতি মহাধনুর্ধর বীরগণকে নিবারণ করিতে সমর্থ
 হইল না। মদ ও মূৰ্ছার বশীভূতা মদমত্তা জীর জায় তাহারা
 যুদ্ধপথে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল ॥ ৬০-৬১

সুবর্ণনির্মিত ধ্বজ-সুশোভিত সেই মহাধনুর্ধর কুলীন যোদ্ধারা
 ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেনকে রক্ষা করিবার জন্য তীব্রবেগে ধাবিত
 হইতে লাগিলেন ॥ ৬২

তৌ চ দৃষ্ট্ৱ। মহেশাসাবভিমম্ব্যপুরোগমান্ ।
 বভূবত্ৰুমুদা যুক্তৌ নিরন্তৌ তব বাহিনীম্ ॥ ৬৩
 (জোণমিষস্ত্রকুশলং সর্ববিজ্ঞানু পারগম্)
 দৃষ্ট্ৱ। তু সহসায়ান্তং পাঞ্চাল্যো গুরুমাশ্রয়ঃ ।
 নাশংসত বধং বীরঃ পুত্রাণাং তব ভারত ॥ ৬৪
 ততো রথং সমারোপ্য কৈকেয়স্ত বৃকোদরম্ ।
 অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধো জোণমিষস্ত্রপারগম্ ॥ ৬৫
 তস্ত্যভিপততত্ত্বর্ণং ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ।
 ক্রুদ্ধশিচ্ছেদ বাণেন ধনুঃ শক্রনিবর্হণঃ ॥ ৬৬
 অস্ত্রাংশ্চ শতশো বাণান্ প্রেষয়ামাস পাষতে ।
 দুৰ্য্যোধনহিতার্থায় তত্ পিণ্ডমমুশ্মরন্ ॥ ৬৭
 অথাত্তদ ধনুরাদায় পাষতঃ পরবীরহা ।
 জোণং বিব্যাপ বিংশত্যা রুদ্রপুঞ্জৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ৬৮

সেই দুই মহাধনুর্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং ভীমসেন অভিমম্ব্য
 প্রভৃতি বীরগণকে সহায়তার জন্য আসিতে দেখিয়া হর্ষ ও
 উৎসাহে পূর্ণ হইয়া পড়িলেন এবং আপনার সৈন্যদিগকে বিনাশ
 করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩

ভারত! পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ধনুর্বেদে কুশল ও সমস্ত
 বিজ্ঞান পারদর্শী বিদ্বান্ নিজ গুরু জোণাচাৰ্য্যকে সহসা সেখানে
 আসিতে দেখিয়া আপনার পুত্রদিগের বধের ইচ্ছা ত্যাগ
 করিলেন ॥ ৬৪

তারপর ভীমসেনকে কেকয়রাজ কুমারের রথে আরোহণ
 করাইয়া দিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্ন অস্ত্রবিজ্ঞান পারগামী বিদ্বান্
 জোণাচাৰ্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬৫

তখন শক্রবিনাশক প্রতাপশালী জোণাচাৰ্য্য কুপিত হইয়া
 স্বীয় অভিযুখে আগত ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু অতিসত্ত্বর একবাণে ছিন্ন
 করিলেন ॥ ৬৬

তাহার পর দুৰ্য্যোধনের হিতের জন্য ভরণপোষণকারী তাঁহার
 প্রদত্ত অস্ত্রের বিষয় স্মরণ করিতে করিতে তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর
 আরও অস্ত্রবিধ শত শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬৭

অনন্তর শক্রবীরনামী ধৃষ্টদ্যুম্ন অস্ত্র ধনু গ্রহণ করত প্রস্তুত ঘর্ষণ
 করিয়া তীক্ষ্ণ ধারালব্ধ ও স্বর্ণনির্মিত পঞ্চভূষিত বিশটি বাণে
 জোণাচাৰ্য্যকে বিন্ধ করিলেন ॥ ৬৮

তস্ত্র দ্রোণঃ পুনশ্চাপং চিচ্ছেদামিত্রকর্ষণঃ ।
 ইয়াংশ্চ চতুরস্রং চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ ॥ ৬৯
 বৈবস্বতক্ষয়ং ঘোরং প্রেষয়ামাস ভারত ।
 সারথিং চাস্ত্র ভল্লেন প্রেষয়ামাস মৃত্যবে ॥ ৭০
 হতাস্থাং স রথাং তূর্ণমবপ্লুত্যা মহারথঃ ।
 আরুরোহ মহাবাহুরভিমত্যোর্মহারথম্ ॥ ৭১
 ততঃ সরথনাগাস্থা সমকম্পত বাহিনী ।
 পশ্যতো ভীমসেনস্ত পাষতস্ত চ পশ্যতঃ ॥ ৭২
 তৎ প্রভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা দ্রোণেনামিততেজসা ।

নাশক্ৰুবন্ বারয়িতুং সমস্তান্তে মহারথাঃ ॥ ৭০
 বধ্যমানং তু তৎ সৈন্যং দ্রোণেন নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 ব্যভ্রমৎ তত্র তত্রৈব ক্লোভ্যমাণ ইবার্ণবঃ ॥ ৭১
 তথা দৃষ্ট্বা চ তৎ সৈন্যং জহ্মষে তাবকং বলম্ ।
 দৃষ্ট্বাচাধ্যাং স্ত্রুসংক্রুদ্ধং পতন্ত্য রিপুবাহিনীম্ ।
 চূক্রুস্তঃ সর্বতো যোধাঃ সাধু সাক্ষিতি ভারত ॥ ৭২
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি স্কন্দযুদ্ধে দ্রোণপরাক্রমে
 সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭০

তখন শক্রহৃদন দ্রোণাচাধ্য পুনরায় ধৃষ্টদ্যুম্নের দহু ছিন্ন করিয়া
 দিলেন এবং চারিটি উত্তম বাণে তাঁহার চার অঙ্গে
 ক্রুত ভয়ানক বমর্গে পাঠাইলেন। ভারত! তারপর অস্ত্র
 একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার সারথিকেও মৃত্যুমুখে প্রেরণ
 করিলেন ॥ ৬৯-৭০

অন্থ ও সারথি নিহত হইলে মহারথী মহাবাহু ধৃষ্টদ্যুম্ন সমস্ত
 সেই রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং অভিমত্যুর বিশাল রথে
 আরোহণ করিলেন ॥ ৭১

তদনন্তর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের দৃষ্টগোচরেই রথ,
 অন্থ ও অনারোহী সহ সমস্ত পাণ্ডব সৈন্যগণ কাপিতে
 লাগিল ॥ ৭২

শ্রীমদ্রবীণ বৈদ্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহা- ভারতের ভীষ্মপর্বাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্কে তুমুলযুদ্ধে
 দ্রোণাচাধ্যের পরাক্রমবিষয়ক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত

অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততো দুর্যোধনো রাজা মোহাৎ প্রত্যাগতস্তদা ।
 শরবর্ষেঃ পুনর্ভীমং প্রত্যাবারয়দ্যুতম্ ॥ ১
 একীভূতাস্ততশ্চৈব তব পুত্রা মহারথাঃ ।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[উভয়পক্ষের সৈন্যের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর (মোহনাত্তজনিত)
 মোহ হইতে মুক্ত হইয়া রাজা দুর্যোধন অপরাক্রম হইতে
 অবিচ্যুত ভীমসেনকে পুনরায় বহু বাণবর্ষণে প্রতিরোধ করিয়া
 কেলিলেন ॥ ১

অমিততেজস্বী আচাধ্য দ্রোণকর্তৃক স্বীয় সৈন্যের ব্যুহ ভঙ্গ
 হইতে দেখিয়া সেই সব মহারথী বারবৃন্দ বহু চেষ্টা করিয়াও
 তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না ॥ ৭০

দ্রোণাচাধ্যের তীক্ষ্ণবাণসমূহে পীড়িত হইয়া সেই বিশাল
 সৈন্যবাহিনী বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় চারিদিকে ভ্রমণ করিতে
 লাগিল ॥ ৭১

দ্রোণাচাধ্যকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শক্রসৈন্যের উপর আক্রমণ
 কারিতে এবং পাণ্ডব-সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া আপনার
 সৈন্যদের অতিশয় আনন্দ হইল। ভারত! তখন আপনার
 সকল সৈন্য চারিদিক হইতে দ্রোণাচাধ্যকে সাধুবাদ প্রদান
 করিতে লাগিল ॥ ৭২

সমৈত্যা সমরে ভীমং যোধয়ামাস্করদ্যতাঃ ॥ ২

ভীমসেনোহপি সমরে সম্প্রাপ্য স্বরথং পুনঃ ।

সমারুহ মহাবাহুর্ঘ্যো যেন তবাত্মজঃ ॥ ৩

তারপর আপনার সকল মহারথী পুত্রগণ সমরাজ্ঞে একত্রিত
 হইয়া উত্তম সহকারে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে
 লাগিলেন ॥ ২

মহাবাহু ভীমসেনও যুদ্ধস্থলে পুনরায় স্বীয় রথে আরোহণ
 করিয়া সেই পথে গমন করিলেন, যে পথে আপনার পুত্র দুর্যোধন
 গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩

প্রগৃহ্য চ মহাবেগং পরাসুকরণং দৃঢ়ম্ ।
 সজ্জং শরাসনং সংখ্যে শরৈর্বিব্যাদ তে সূতম্ ॥ ৪
 ততো হৃষ্যোধনো রাজা ভীমসেনং মহাবলম্ ।
 নারাতেন স্ত্রীত্বেন ভৃশং মর্মণ্যতাড়য়ং ॥ ৫
 সোহিতিবিক্রো মহেষ্वासস্তব পুত্রং ধায়না ।
 ক্রোধসংরক্তনয়নো বেগেনাক্ষিপ্য কামুকম্ ॥ ৬
 হৃষ্যোধনং ত্রিভির্গাণৈর্বাহ্নোরসি চাপয়ং ।
 স তত্র শুশুভে রাজা শিখরৈর্গিরিরাডিব ॥ ৭
 তৌ দৃষ্ট্বা সমরে ক্রুদ্ধৌ বিনিম্নস্তৌ পরস্পরম্ ।
 হৃষ্যোধনানুজাঃ সর্বে শুরাঃ সন্ত্যক্তজীবিতাঃ ॥ ৮
 সংসৃত্য মদ্রিতং পূর্বং নিগ্রহে ভীমকর্মণঃ ।
 নিশ্চয়ং পরমং কৃৎস্না নিগ্রহীতুং প্রচক্রমুঃ ॥ ৯
 তানাপতত এবাক্রৌ ভীমসেনো মহাবলঃ ।
 প্রত্যাঘ্যযৌ মহারাজ গজঃ প্রতিগজানিব ॥ ১০
 ভৃশং ক্রুদ্ধশ্চ তেজস্বী নারাতেন সমার্পয়ং ।

তিনি যুদ্ধস্থলে প্রাণান্তকর মহাবেগশালী হুদৃঢ় ধনু লইয়া
 তাহাতে গুণারোপণ করিলেন এবং প্রভূত বাণ নিক্ষেপ করিয়া
 আপনার পুত্রকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪

তখন রাজা হৃষ্যোধন মহাবল ভীমসেনের মর্মস্থলে অত্যন্ত
 ভীত্ব একটি নারাচে গভীরভাবে আঘাত করিলেন ॥ ৫

আপনার ধনুর্ধর পুত্র কর্তৃক ! নিক্ষিপ্ত বাণে অত্যন্ত পীড়িত
 হইয়া মহাধনুর্ধর ভীমসেন ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত বেগের
 সহিত ধনু আকর্ষণ করিলেন এবং তিনটি বাণে হৃষ্যোধনের দুই
 বাহু ও বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। এই তিনটি বাণদ্বারা
 রাজা হৃষ্যোধন তিনটি শিখরবিশিষ্ট পর্বতরাজের ত্রায় শোভা
 পাইতে লাগিলেন ॥ ৬-৭

ক্রুদ্ধ এই দুই বীরকে সমরক্ষেত্রে পরস্পরের উপর প্রহার
 করিতে দেখিয়া হৃষ্যোধনের সকল বীর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবৃন্দ প্রাণের
 মামা ত্যাগ করত ভয়ঙ্কর কর্মকারী ভীমসেনকে জীবিত অবস্থায়
 বন্দী করিবার বিষয়ে পূর্ব পরামর্শ স্বরণ করিয়া এক দৃঢ়নিশ্চয়
 পূর্বক তাহাকে বন্দী করিতে উভোগী হইলেন ॥ ৮-৯

মহারাজ ! তিনি যুদ্ধে আক্রমণ করিতে দেখিয়া ঘেরূপ
 কোন হস্তী স্বীয় বিপক্ষভূত হস্তীর প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ
 মহাবল ভীমসেন তাহাদের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ১০

নরেশ্বর ! মহাযশস্বী এবং তেজস্বী ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ

চিত্রসেনং মহারাজ তব পুত্রং মহাযশাঃ ॥ ১১
 তথৈতরাংস্তব স্ত্রীত্বাস্তাডয়ামাস ভারত ।
 শরৈর্বহুবিধৈঃ সংখ্যে রুদ্রপুঞ্জৈঃ স্ত্রেজ্ঞনৈঃ ॥ ১২
 ততঃ সংস্থাপ্য সমরে তাত্তনীকানি সর্বশঃ ।
 অভিমহ্যপ্রভৃতয়স্তে দ্বাদশ মহারথাঃ ॥ ১৩
 প্রেষিতা ধর্মরাজেন ভীমসেনপদানুগাঃ ।
 প্রতিজগ্মুমহারাজ তব পুত্রান্ মহাবলান্ ॥ ১৪
 দৃষ্ট্বা রথস্থাস্তান্ শূরান্ সূর্যাগ্নিসমতেজসঃ ।
 সর্বান্বেব মহেষ্वासান্ ত্রাজমানান্ শ্রিয়া বৃতান্ ॥ ১৫
 মহাহবে দীপ্যমানান্ সুবর্ণমুকুটোজ্জলান্ ।
 ততাজুঃ সমরে ভীমং তব পুত্রা মহাবলাঃ ॥ ১৬
 তান্ নামৃশ্রুত কৌন্তেয়ো জীবমানা গতা ইতি ।
 অদ্বীয় চ পুনঃ সর্বাংস্তব পুত্রানপীড়য়ং ॥ ১৭
 অথাভিমহ্যং সমরে ভীমসেনেন সঙ্গতম্ ।
 পার্শ্বতেন চ সম্প্রেক্ষ্য তব সৈন্তে মহারথাঃ ॥ ১৮

হইয়া তখন আপনার পুত্র চিত্রসেনের উপর একটি নারাচ প্রহার
 করিলেন ॥ ১১

ভারত ! এইরূপ রণভূমিতে স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত অতিশয় তীক্ষ্ণ
 বহু সংখ্যক বাণের দ্বারা আপনার অস্ত্র পুত্রদিগকেও তাড়িত
 করিতে লাগিলেন ॥ ১২

মহারাজ ! তাহার পর স্বীয় সৈন্তগণকে সর্বপ্রকারে
 সমরভূমিতে স্থাপিত করিয়া ভীমসেনের পদাঙ্ক অচুসরণ পূর্বক
 গমনরত সেই অভিমহ্য প্রভৃতি বার জন মহারথী, যাহাদিগকে
 ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা আপনার মহাবল
 পুত্রগণের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ১৩-১৪

ইহারা সকলেই রথের উপর উপবিষ্ট, শোণ্যশালী বীর, সূর্য
 ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী, মহাধনুর্ধর, উত্তম শোভায় প্রকাশমান,
 সুবর্ণময় মুকুটে সমুজ্জল এবং দেদীপ্যমান ছিলেন। এই
 মহাসমরে ইহাদিগকে আসিতে দেখিয়া আপনার মহাবল পুত্রগণ
 ভীমসেনকে ত্যাগ করিয়া যাইলেন ॥ ১৫-১৬

কিন্তু তাহারা জীবিত অবস্থায় চলিয়া যাইলেন, ইহা ভীমসেন
 সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তখন পুনরায় আপনার
 পুত্রদিগের পশ্চাচ্ছাবন করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় বাণে পীড়িত
 করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

এদিকে সেই সমরক্ষেত্রে অভিমহ্যকে ভীমসেন ও যুধিষ্ঠিরের
 সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া সৈন্তমধ্যে আপনার দুর্ঘ্যোধানাদি

হৃষ্যোধনপ্রভৃতয়ঃ প্রগৃহীতশরাসনাঃ।
 ভূশমনৈঃ প্রজবিতৈঃ প্রযযুর্জ তে রথাঃ ॥ ১৯
 অপরাহু মহারাজ প্রাবর্তত মহারণঃ।
 তাবকানাঞ্চ বলিনাং পরেবাঞ্চৈব ভারত ॥ ২০
 অভিমম্যাবিকর্ণস্ত হয়ান্ হৃষা মহাহবে।
 অধৈনং পঞ্চবংশত্যা ক্ষুদ্রকাণাং সমার্পয়ৎ ॥ ২১
 হতাশং রথযুগ্মজ্য বিকর্ণস্ত মহারণঃ।
 আকুরোহ রথং রাজংশিত্রসেনেন্স ভারত ॥ ২২
 স্থিতাবেকরথে তৌ তু ভ্রাতরৌ কুলবর্ধনৌ।
 আজুনিঃ শরজ্বালেন চ্ছাদয়ামাস ভারত ॥ ২৩
 চিত্রসেনো বিকর্ণচ কাঞ্চিঃ পঞ্চভিরায়সৈঃ।
 বিব্যাধ তেন চাক্ষপং কাঞ্চিমেরুরিব স্থিতঃ ॥ ২৪
 দুঃশাসনস্ত সমরে কেকয়ান্ পঞ্চ মারিষ।
 যোধ্যয়ামাস রাজেন্স তদন্তুতমিবাভবৎ ॥ ২৫

মহারথী পূজগণ হাতে ধনু ধারণপূর্বক অত্যন্ত বেগশালী অশ্বসমূহে
 সেখানে ঘাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে সেই পাণ্ডবপক্ষের
 বীর জন মহারথী বীর বিজয়মান ছিলেন ॥ ১৮-১৯

মহারাজ! ভরতনন্দন! তখন অপরাহুকালে আপনার ও
 পাণ্ডবপক্ষের অত্যন্ত বলবান্ যোদ্ধাদিগের মধ্যে মহাসংগ্রাম
 আরম্ভ হইল ॥ ২০

অভিমম্য সেই মহাযুদ্ধে বিকর্ণের অশ্বগণকে নিহত করিয়া
 বয়ং বিকর্ণকেও পচিশ বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১

রাজন্! ভরতবংশধর! অশ্ব নিহত হইলে মহারথী বিকর্ণ
 নিজ রথ ত্যাগ করিয়া চিত্রসেনের রথে ষাইয়া আরোহণ
 করিলেন ॥ ২২

হে ভারত! অর্জুননন্দন অভিমম্য তখন একরথে উপবিষ্ট
 সেই ছুই বংশবর্জক ভ্রাতাকে স্বীয় বাণজালে আচ্ছাদিত করিয়া
 ফেলিলেন ॥ ২৩

চিত্রসেন এবং বিকর্ণও লৌহনির্মিত পাঁচটি বাণে অভিমম্যকে
 বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু সেই আঘাতে অর্জুননন্দন অভিমম্য
 বিচলিত হইলেন না, বরং মেরুপর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অব-
 স্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

আর্ষা! রাজেন্স! দুঃশাসন একাকীই সমরভূমিতে পঞ্চ
 কেকয়রাজকুমারের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইহা এক তখন
 যেন অন্তত বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ২৫

জৌপদেয়া রণে ক্রুদ্বা হৃষ্যোধনমবারয়ন্।
 শরৈরাশীবিষাকারৈঃ পুত্রং তব বিশাম্পতে ॥ ২৬
 পুত্রোহপি তব হৃদ্যধৌ জৌপদ্যাস্তনয়ান্ রণে।
 সায়কৈর্নিশিতৈ রাজমাজয়ান পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৭
 তৈশ্চাপি বিদ্ধঃ শুশুভে রুধিরেণ সমুক্তিতঃ।
 গিরিঃ প্রস্রবণৈর্যদ্বদ গৈরিকাদিবিমিজ্রিতৈঃ ॥ ২৮
 ভীষ্মোহপি সমরে রাজন্ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
 কালয়ামাস বলবান্ পালঃ পশুগণানিব ॥ ২৯
 ততো গাণ্ডীবনির্ঘোষঃ প্রাহুরাসীদ বিশাম্পতে।
 দক্ষিণেন বরুথিত্যঃ পার্থশ্রারীন্ বিনিম্নতঃ ॥ ৩০
 উত্তমুঃ সমরে তত্র কবন্ধানি সমস্ততঃ।
 কুরুণাঞ্চৈব সৈন্তেষু পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ॥ ৩১
 শোণিতোদং শরাবর্তং গজদ্বীপং হয়োর্মিগম্।
 রথনৌভিন্দ্রব্যাভ্রাঃ প্রতেকঃ সৈন্তসাগরম্ ॥ ৩২

প্রজানাথ! যুদ্ধে কুপিত জৌপদীর পঞ্চ পুত্র বিষধর সর্পভূলা
 আকারবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর বাণদ্বারা আপনার পুত্র হৃষ্যোধনের অঙ্গগতি
 রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ২৬

রাজন্! তখন আপনার হৃদ্য পুত্র হৃষ্যোধনও তীক্ষ্ণ বাণ-
 সমূহে রণাঙ্গনে জৌপদীর পঞ্চ (প্রতিবিদ্ধা, প্রতসোম, প্রতকীর্তি
 শতানীক ও প্রতসেন) পুত্রের উপর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রহার
 করিলেন ॥ ২৭

আবার তাঁহাদের দ্বারাও অত্যন্ত আহত হইয়া আপনার পুত্র
 হৃষ্যোধন রক্তে পরিপ্লুত হইয়া যাইলেন এবং গেরুয়া প্রভৃতি ধাতু-
 সমূহ মিজ্রিত ঝরণার জলযুক্ত পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে
 লাগিলেন ॥ ২৮

রাজন্! তদনন্তর বলবান্ ভীষ্মও সংগ্রামস্থলে পাণ্ডবসৈন্ত-
 দিগকে সেইভাবে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন, যেভাবে পশু-
 পালক পশুগণকে সজ্জবদ্ধ করিয়া লইয়া যায় ॥ ২৯

প্রজনাথ! তদনন্তর শক্রসংহারে নিরত অর্জুনের গাণ্ডীব
 ধনুর টঙ্কার শ্রুতিও সৈন্তবাহিনীর দক্ষিণভাগ হইতে উথিত
 হইল ॥ ৩০

ভারত! সেখানে সমরক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের সৈন্তদের
 মধ্যে চারিদিকে কবন্ধসমূহ (মুণ্ডহীন শবদেহসমূহ) উঠিতে
 লাগিল ॥ ৩১

সেখানে সৈন্তবাহিনী একটি সমুদ্রের ন্যায় ছিল। রক্ত
 তাহার জল, বাণ আবর্ত, হাতী বীপ এবং অশ্ব ভরদ্বের তুলা

ছিন্নহস্তা বিকবচা বিদেহাশ্চ নরোত্তমাঃ ।

দৃশ্যন্তে পতিতাস্তত্র শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ৩৩

নিহতৈর্মত্তমাতঙ্গৈঃ শোণিতৌঘপরিপ্লুতৈঃ ।

ভূভাতি ভরতশ্রেষ্ঠ পর্বতৈরাচিতা যথা ॥ ৩৪

তত্রোদ্ভূতমপশ্যাম তব তেষাঞ্চ ভারত ।

ন তত্রাসীৎ পুমান্ কশ্চিদ্ যোযুঙ্ং নাভিকাঙ্ক্ষতি ॥ ৩৫

এবং যুযুধিরে বীরাঃ প্রার্থয়ান্না মহদ্ যশঃ ।

তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সাধর্মা কাঙ্ক্ষন্তো জয়ং যুধি ॥ ৩৬

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঙ্কলযুদ্ধে

অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৮

ছিল। রথরূপ নৌকাধারা নরশ্রেষ্ঠ বীরগণ সেই সৈন্যসাগর পার হইয়া যাইতেছিলেন ॥ ৩২

সেখানে শত শত সহস্র সহস্র নরশ্রেষ্ঠ বীরকে ভূতলে পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বহু সৈন্যের হস্ত ছিন্ন হইয়াছিল, কাহারো আবার কবচহীন হইয়া পড়িয়াছিল এবং বহু সৈন্যের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল ॥ ৩৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! নিহত হইয়া পতিত মদমত্ত বহু হাতী রক্তে

ক্রীময়হর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তমঃ ভীষ্মবধপর্বে তুম্বলযুদ্ধবিষয়ক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পরিপ্লুত হইয়াছিল। তাহাদের দ্বারা আবৃত রণভূমি পর্বতব্যাপ্ত বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৩৪

ভারত! আমরা সেখানে আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে অদ্ভুত উৎসাহ দেখিয়াছি। তথায় একপ কোন পুরুষ ছিলেন না, যিনি যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করেন নাই ॥ ৩৫

এইরূপ মহাযশের প্রার্থী ও যুদ্ধে বিজয়াকাঙ্ক্ষী আপনার বীর সৈন্যগণ পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৩৬

একোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

[ভীমসেনেন দুর্ধ্যোধনস্য পরাজয়ঃ, অভিনম্নানা দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রৈশ্চ সহ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রাণাং যুদ্ধম্, ষষ্ঠদিবসযুদ্ধ-সমাপ্তিঃ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততো দুর্ধ্যোধনো রাজা লোহিতায়তি ভাস্করে ।

সংগ্রামরভসো ভীমং হস্তকামোহভাষাবত ॥ ১

তমায়াস্তমভিপ্রেক্ষ্য নৃবীরং দৃঢ়বৈরিণম্ ।

ভীমসেনঃ স্নসংক্রুদ্ধ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২

অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তো বধপূর্ণাভিবাঙ্কিতঃ ।

অতঃ স্বাং নিহনিষ্যামি যদি নোৎসৃজসে রণম্ ॥ ৩

অতঃ কুন্ত্যাঃ পরিক্রেশং বনবাসঞ্চ কুৎসনশঃ ।

দ্রৌপদ্যাশ্চ পরিক্রেশং প্রণেয্যামি হতে স্বয়ি ॥ ৪

যৎ পুরা মৎসরী ভূষা পাণ্ডবানবমন্তসে ।

তস্ত পাপস্ত গাঙ্কারে পশ্য ব্যসনমাগতম্ ॥ ৫

একোনাশীতিতম অধ্যায় ।

[ভীমসেনকর্তৃক দুর্ধ্যোধনের পরাজয়, অভিনম্না ও দ্রৌপদীর পুত্রগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের যুদ্ধ এবং ষষ্ঠদিবসের যুদ্ধ-সমাপ্তি ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তারপর যখন সূর্য্যোদয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলেন, তখন যুদ্ধের জন্ত উৎসাহী রাজা দুর্ধ্যোধন ভীমসেনকে বধ করিবার জন্ত তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১

স্বীয় দৃঢ়জ্ঞ দুর্ধ্যোধনকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন অভিযয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ২

দুর্ধ্যোধন! আমি বহু বৎসর ধরিয়া বাহার অভিলাষ ও

প্রতীক্ষা করিতেছি, সেই অবসর এখন পাইয়াছি। যদি তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া না যাও, তবে আজই তোমাকে অবশ্রমি বিনাশ করিব ॥ ৩

মাতা কুন্তীদেবীকে যে ক্রেশ সহ্য করিতে হইয়াছে, আমরা বনবাসে যে কষ্টভোগ করিয়াছি এবং সভামধ্যে দ্রৌপদীকে যে হঃখ সহিতে হইয়াছে, তৎসমস্তেরই প্রতিশোধ আজ তোমাকে বধ করিয়া গ্রহণ করিব ॥ ৪

গাঙ্কারীপুত্র! পূর্বে মাৎসর্য্যবশতঃ তুমি যে পাণ্ডবদিগকে অবমাননা করিয়াছ, সেই পাপেরই ফলস্বরূপ এই সঙ্কট আজ তোমার উপর আসিয়া পড়িয়াছে,—তুমি ইহা অবলোকন কর ॥ ৫

কর্ণস্ত মতমাহ্বায় সৌবলস্ত চ যৎ পুরা ।
অচিন্ত্য পাণ্ডবান্ কামাদ্ যথেষ্টঃ কৃতবানসি ॥ ৬
যাচমানঞ্চ যমোহাদ্ দাশার্হমবমগ্নসে ।
উলূকস্ত সমাদেশং যদ্ দদাসি চ হৃষ্টবৎ ॥ ৭
তেন ষাং নিহনিষ্যামি সানুবন্ধং সবাঙ্কবম্ ।
সমীকরিত্যে তৎ পাপং যৎ পুরা কৃতবানসি ॥ ৮
এবমুক্ত্বা ধনুর্ধোরং বিকম্বোদ্ভ্রাম্য চাসকং ।
সমাধস্ত শরান্ ষোরান্ মহাশনিসমপ্রভান্ ॥ ৯
যড়্বিংশতিমথ ক্রুদ্ধো মুমোচাশু সুযোধনে ।
অলিভাগ্নিশিখাকারান্ বজ্রকল্লানজিহ্মগান্ ॥ ১০
ততোহস্য কামুকং দ্বাভ্যাং সূতং দ্বাভ্যাঞ্চ বিব্যাধে ।
চতুর্ভিরশ্বান্ জবনাননয়দ্ যমসাদনম্ ॥ ১১
দ্বাভ্যাঞ্চ সুবিকৃষ্টাভ্যাং শরাভ্যামরিমর্দনঃ ।

পূর্বে কর্ণ ও শকুনির মতকে অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবগণকে কোনরূপে গণ্য না করত তুমি নিজের ইচ্ছামত বেরূপ ব্যবহার করিয়াছ; তগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিস্থাপনের জন্ত প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি মোহবশতঃ তাহাকেও ভিন্নকার করিয়াছ এবং তুমি অতিশয় হর্ষের সহিত উলূকের দ্বারা যে সংবাদ পাঠাইয়াছিলে, তুমি আমাকে ও আমার সকল ভ্রাতাকে বধ করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর; আমি তদনুসারে তোমাকে ভ্রাতৃত্ববন্ধ, বন্ধুবান্ধব এবং অহুচরবর্গের সহিত অবশ্যই বধ করিব। পূর্বে তুমি যে সকল পাপ করিয়াছ, তৎসমস্তই প্রতিশোধ লইয়া সমান করিয়া দিব। ৬-৮

এই কথা বলিয়া ভীমসেন নিজ ভয়ঙ্কর ধনুটিকে বাহু-বাহু ঘুরাইয়া উহাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করত বজ্রতুল্য তেজস্বী ভয়ঙ্কর বাণসমূহ তাহার উপর স্থাপন করিলেন ॥ ৯

সেই সরলগামী বাণগুলিকে বজ্র ও প্রজলিত অগ্নির শিখাতুল্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ইহাদের সংখ্যা ছিল ছাব্বিশ। ক্রুদ্ধ ভীমসেন অতিক্রুদ্ধ এই বাণগুলিকে দ্রুপদ্যোধনের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১০

তারপর ভীমসেন দুই বাণে দ্রুপদ্যোধনের ধনু হেমন করিলেন, দুই বাণে সারথিকে পীড়িত করিয়া ফেলিলেন এবং চার বাণে তাহার বেগবান্ অশ্বগুলিকে যমগৃহে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ১১

হে নরোত্তম! শক্রমর্দন ভীমসেন পুনরায় ধনুকে উত্তমরূপে আকর্ষণ করিয়া নিশ্চিন্ত দুইটি বাণে সমরাক্ষেপে রাজা দ্রুপদ্যোধনের হৃদয়টিকে কাটিয়া দিলেন ॥ ১২

হত্ৰং চিচ্ছেদ সমরে রাজন্তস্ত নরোত্তম ॥ ১২
বড়্ভিশ্চ তস্ত চিচ্ছেদ জলন্তং ধ্বজমুত্তমম্ ।
ছিদ্বা তঞ্চ ননাদৌচৈস্তব পুত্রস্ত পশ্চতঃ ॥ ১৩
রথাক্ষ স ধ্বজঃ শ্রীমান্ নানারত্নবিভূষিতাৎ ।
পপাত সহসা ভূমৌ বিছাজ্জলধরাদিব ॥ ১৪
জলন্তং সূর্য্যাসঙ্কাশং নাগং মণিময়ং শুভম্ ।
ধ্বজং কুরুপতেশ্চিন্নং দদৃশুঃ সর্বপার্থিবাঃ ॥ ১৫
অধৈনং দশভির্বাণৈস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্ ।
আজঘান রণে বীরং স্ময়ন্তি মহারথঃ ॥ ১৬
ততঃ স রাজা সিদ্ধুনাং রথশ্ৰেষ্ঠো মহারথঃ ।
হৃষ্যোধনস্ত জগ্রাহ পার্থিঃ সম্পুরুষৈবৃতঃ ॥ ১৭
কুপশ্চ রথিনাং শ্রেষ্ঠঃ কৌরবামমিতোজসম্ ।
আরোপয়দ্ রথং রাজন্ হৃষ্যোধনমমর্ষণম্ ॥ ১৮

তারপর তাহার স্বীয় প্রভায় উদ্ভাসিত উত্তম ধ্বজকে ছয় বাণে খণ্ডিত করিলেন। আপনার পুত্রের সাক্ষাতেই সেই ধ্বজকে ছেদন করিয়া ভীমসেন উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

দ্রুপদ্যোধনের নানা রত্নবিভূষিত রথ হইতে এই সৌন্দর্য্যশালী ধ্বজ সহসা ছিন্ন হইয়া ভূপতিত হইলে তখন মনে হইতে লাগিল যে, জলবহনকারী মেঘ হইতে ভূমিতে বিছাৎ নিপতিত হইতেছে ॥ ১৪

সকল ভূপতিগণ কুরুরাজ দ্রুপদ্যোধনের সেই সূর্য্যতুল্য প্রজলিত ও নাগচিহ্নযুক্ত মণিময় স্বন্দর ধ্বজকে ছিন্ন হইয়া ভূপতিত হইতে দেখিয়াছিলেন ॥ ১৫

তারপর মহারথী ভীমসেন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে রথাক্ষনে বীরবর দ্রুপদ্যোধনকে দশটি বাণে সেইরূপ আঘাত করিলেন, বেরূপ মাহুত অক্ষুণ্ণদ্বারা গজরাজকে আঘাত করিয়া থাকে ॥ ১৬

তদনন্তর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথী সিজুরাজ অয়ত্রথ কিছু সম্পুরুষে পরিবৃত্ত হইয়া দ্রুপদ্যোধনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

রাজন্! এইরূপ রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী কৃপাচার্য্য অমরবর্ণ অমিততেজস্বী কুরুবংশধর দ্রুপদ্যোধনকে বীর রথে আরোহণ করাইয়া লইলেন ॥ ১৮

স গাঢ়বিক্রো ব্যথিতো ভীমসেনেন সংযুগে ।
 নিষসাদ রথোপস্থে রাজন্ হৃষ্যোধনস্তদা ॥ ১৯
 পরিবার্য্য ততো ভীমং জেতুকামো জয়ত্রথঃ ।
 রথৈরনেকসাহস্রৈর্ভীমশ্রাবারয়দ্ দিশঃ ॥ ২০
 ধৃষ্টকেতুস্ততো রাজন্নভিমহ্ম্যশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 কেকয়্য জৌপদেয়াশ্চ তব পুত্রানযোধয়ন্ ॥ ২১
 চিত্রসেনঃ সূচিভ্রশ্চ চিত্রাঙ্গশ্চিত্রদর্শনঃ ।
 চারুচিত্রঃ সূচাক্ষশ্চ তথা নন্দোপনন্দকৌ ॥ ২২
 অষ্টাবেতে মহেধ্বাসাঃ সুকুমারা যশস্বিনঃ ।
 অভিমহ্ম্যরথং রাজন্ সমস্তাং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ২৩
 আজঘান ততস্তূর্ণমভিমহ্ম্যর্মহামনাঃ ।
 এতৈককং পঞ্চভির্বাটৈঃ শিতৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ২৪
 বজ্রমুদ্রাপ্রতীকশৈর্বিচিত্রায়ুধিনঃসুতৈঃ ।
 অমুহ্ম্যমাণাস্তে সর্বে সৌভত্রং রথসস্তমম্ ॥ ২৫

নরেশ্বর! সেই সময় ভীমসেন যুদ্ধে হৃষ্যোধনকে গুরুতর বাণবিদ্ধ করত ব্যথিত করিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া উপবেশন করিলেন ॥ ১৯

তারপর জয়ত্রথ ভীমসেনকে জয় করিবার বাসনা লইয়া কয়েক হাজার রথের সহিত তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং চারিদিক দিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিলেন ॥ ২০

মহারাজ! এই সময় ধৃষ্টকেতু, পরাক্রমশালী অভিমহ্ম্য, পঞ্চ কেকয়্যরাজকুমার এবং জৌপদীর পঞ্চ পুত্র আপনার পুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

এই যুদ্ধে চিত্রসেন, সূচিভ্র, চিত্রাঙ্গ, চিত্রদর্শন, চারুচিত্র, সূচাক্ষ, নন্দ ও উপনন্দ—এই আট জন যশস্বী, সুকুমার ও মহাধনুর্ধর বীরগণ অভিমহ্ম্যকে রথের চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিলেন ॥ ২২-২৩

তখন মহামনা অভিমহ্ম্য অতিক্রান্ত আনতপর্কযুক্ত পাঁচটি করিয়া বাণদ্বারা প্রত্যেককে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪

এই সবগুলি বাণই বিচিত্র ধনুদ্বারা নিক্ষেপ হইয়াছিল এবং সব বাণই বজ্র ও মৃত্যুসদৃশ ভয়ঙ্কর ছিল। এই সমস্ত বাণের আঘাত আপনার পুত্রগণ সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা মিলিত হইয়া রথিভ্রেষ্ট অভিমহ্ম্যর উপর তীক্ষ্ণ বাণ-সমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিলেন, তাহাতে মনে হইতে লাগিল—জলধরী মেঘ মেরুপর্বতে জলধারা বর্ষণ করিতেছে।

বহুধুমার্গ গৈন্তীকৈগিরিং মেরুমিবাধুদাঃ ।
 স পীড্যমানঃ সমরে কৃতান্ত্রো যুদ্ধহ্রমদঃ ॥ ২৬
 অভিমহ্ম্যর্মহারাজ তাবকান্ সমকম্পয়ৎ ।
 যথা দেবাসুরে যুদ্ধে বজ্রপাণির্মহাসুরান্ ॥ ২৭
 বিকর্ণস্ত ততো ভল্লান্ প্রেষয়ামাস ভারত ।
 চতুর্দশরথশ্রেষ্ঠো ঘোরানাশীবিষোপমান্ ॥ ২৮
 স তৈর্বিবিকর্ণস্ত রথাং পাতয়ামাস বীৰ্য্যবান্ ।
 ধ্বজং সূতং হয়াংশ্চৈব নৃত্যমান ইবাহবে ॥ ২৯
 পুনশ্চাছান্ শরান্ পীতানকুণ্ঠাগ্রান্ শিলাশিতান্ ।
 প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো বিকর্ণায় মহাবলঃ ॥ ৩০
 তে বিকর্ণং সমাসাচ্চ কঙ্কবহিণিবাসসঃ ।
 ভিস্বা দেহং গতা ভূমিং জ্বলন্ত ইব পন্নগাঃ ॥ ৩১
 তে শরা হেমপুঞ্জাগ্রা বাদৃশ্যন্ত মহীতলে ।
 বিকর্ণকুধিরক্লিমা বমন্ত ইব শোণিতম্ ॥ ৩২

মহারাজ! অভিমহ্ম্য অস্ত্রবিছাড় পাণদর্শী ও যুদ্ধে উন্নত হইয়া সংগ্রাম করিতেছিলেন। তিনি রণাঙ্গনে বাণসমূহে পীড়িত হইয়াও আপনার সৈন্তদিগের মধ্যে সেইরূপ কম্পন উৎপন্ন করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ দেবাসুর-সংগ্রামে বজ্রধারী ইন্দ্র মহাসুরদিগকেও ভয়ে পীড়িত করিয়াছিলেন ॥ ২৬-২৭

ভারত! তদনন্তর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরাক্রমশালী অভিমহ্ম্য বিকর্ণের উপর সর্পভূলা আকারবিশিষ্ট চৌদ্দটি ভয়ঙ্কর ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহাদ্বারা বিকর্ণের রথ হইতে ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে নষ্ট করিয়া ভূপাতিত করিলেন। সেই সময় তিনি যেন যুদ্ধে নৃত্য করিতেছিলেন ॥ ২৮-২৯

তারপর সেই মহাবলী বীর অত্যন্ত কুপিত হইয়া শিলাতে শান দিয়া ধারালকৃত অপ্রতিহতাগ্রভাগযুক্ত অস্ত্র বহু পীতবর্ণের বাণ বিকর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩০

এই বাণসমূহের পুচ্ছভাগে ময়ূরের পক্ষ সংযোজিত ছিল। ইহার বিকর্ণের শরীর ভেদ করত মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেখান হইতেও নির্গত হইয়া প্রজ্বলিত সর্পসমূহের দ্বায় ভূতলে নিপতিত হইল ॥ ৩১

এই বাণসমূহের পুচ্ছ ও অগ্রভাগ স্বর্ণময় ছিল। ইহার বিকর্ণের রক্তে আর্দ্র হইয়া ভূতলে যেন রক্তবমন করিতেছিল বলিয়া দেখা যাইল ॥ ৩২

বিকর্ণং বীক্ষ্য নির্ভিন্নং তন্ত্ৰৈবাত্তে সহোদরাঃ ।
 অভ্যাজবস্তু সমরে সৌভদ্রপ্রমুখান্ রথান্ ॥ ৩৩
 অভিযাত্তা তথৈবাত্তান্ রথাস্তান্ সূর্য্যবর্চসঃ ।
 অবিধ্যান্ সমরেহস্তোত্থং সংরস্তাদ্ যুদ্ধত্বর্মদাঃ ॥ ৩৪
 দুর্মুখঃ শ্রুতকর্মাণং বিদধ্বা সপ্তভিরাঙগৈঃ ।
 ধ্বজমেকেন চিচ্ছেদ সারথিকাস্ত সপ্তভিঃ ॥ ৩৫
 অশ্বান্ জ্ঞানদৈর্জ্যলৈঃ প্রচ্ছন্নান্ বাতরংহসঃ ।
 জঘান ষড়্ভিরাসাত্ত সারথিং চাত্যপাতয়ং ॥ ৩৬
 স হতাস্থে রথে তিষ্ঠন্ শ্রুতকর্ম্ম মহারথঃ ।
 শক্তিং চিক্বেপ সংক্রুদ্ধো মহোক্ষাং জ্বলিতামিব ॥ ৩৭
 সা দুর্মুখস্ত বিমলং বর্ম্ম ভিত্ত্বা যশস্বিনঃ ।
 বিদার্য্য প্রাবিশদ্ ভূমিং দীপ্যমানা স্বতেজসা ॥ ৩৮
 তং দৃষ্ট্বা বিরথং তত্র সূতসোমো মহারথঃ ।
 পশুতাং সর্বসৈন্তানাং রথমারোপয়ং স্বকম্ ॥ ৩৯

বিকর্ণকে ক্ষত-বিক্ষত হইতে দেখিয়া তাহার অস্ত্রাশ্র সহোদর
 ভ্রাতারা সমরাজ্ঞে হস্তপ্রানন্দন অভিমত্যা প্রভৃতির উপর ধাবিত
 হইলেন ॥ ৩৩

তাঁহারা তখন উন্নত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ইহারা
 অস্ত্রাশ্রা রথিগণের উপরও, যাহারা (অভিমত্যানদৃশই) সূর্য্যতুল্য
 তেজস্বী ছিলেন, তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিলেন এবং অতিশয়
 ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বাণঘারা বিদ্ধ করিতে
 থাকিলেন ॥ ৩৪

দুর্মুখ সাতটি শীঘ্রগামী বাণে শ্রুতকর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া একটি
 বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অপর সাতটি
 বাণে তাঁহার সারথিকে আঘাত করিলেন ॥ ৩৫

ইহার অশগুলি বায়ুতুল্য বেগগামী এবং অর্ণজালে ভূষিত
 ছিল । দুর্মুখ এই অশগুলিকে ছয় বাণে নিহত করেন ও
 সারথিকেও রথ হইতে ভূপাতিত করেন ॥ ৩৬

মহারথী শ্রুতকর্ম্মা অশ্ব নিহত হইলেও সেই রথে অবস্থান
 করত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্মুখের উপর প্রজ্বলিত উদ্ধাতুল্য
 একটি শক্তি নিক্ষেপ করেন ॥ ৩৭

স্বীয় ভেজে দেদীপ্যমানা এই শক্তি যশস্বী দুর্মুখের নির্মল
 কবচকে ভেদ করিয়া পৃথিবীকে বিদীর্ণ করত তাহার মধ্যে
 করিল ॥ ৩৮

মহারথী সূতসোম-ব্রাতা শ্রুতকর্ম্মাকে বুদ্ধে রথহীন হইতে

শ্রুতকর্ম্মীতিস্থখা বীরো জয়ংসেনং সূতং তব ।
 অভ্যাজ্যং সমরে রাজন্ হস্তকামো যশস্বিনম্ ॥ ৪০
 তস্ত বিক্ষিপতশ্চাপং শ্রুতকর্ম্মীর্থেমহাস্বনম্ ।
 চিচ্ছেদ সমরে তূর্ণং জয়ংসেনঃ সূতস্তব ॥ ৪১
 কুরশ্চৈব সূতীক্সেন প্রহসন্নিব ভারত ।
 তং দৃষ্ট্বা ছিন্নধ্বানং শতানীকঃ সহোদরম্ ॥ ৪২
 অভ্যপশ্যত তেজস্বী সিংহবল্লিনদন্ মুহঃ ।
 শতানীকস্ত সমরে দৃঢ়ং বিক্ষার্য্য কামুকম্ ॥ ৪৩
 বিব্যাধ দশভিক্ষূর্ণং জয়ংসেনং শিলীমুখৈঃ ।
 ননাদ স্তমহানাদং প্রভিন্ন ইব বারণঃ ॥ ৪৪
 অথাগ্নেন সূতীক্সেন সর্বাৱণভেদিনা ।
 শতানীকো জয়ংসেনং বিব্যাধ হৃদয়ে ভূশম্ ॥ ৪৫
 তথা তস্মিন্ বর্তমানে দুর্ধর্ষো ভ্রাতুরন্তিকে ।
 চিচ্ছেদ সমরে চাপং নাকুলেঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥ ৪৬

দেখিয়া সমস্ত সৈন্তগণের সাক্ষাতেই নিজ রথে তুলিয়া লইলেন ॥ ৩৯
 রাজন্ ! এইরূপ বীরবর শ্রুতকর্ম্মী যুদ্ধস্থলে আপনার যশস্বী
 পুত্র জয়ংসেনকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাহার উপর আক্রমণ
 করিলেন ॥ ৪০

ভারত ! শ্রুতকর্ম্মী যখন অতিশয় বেগে স্বীয় বিশাল ধ্বজ
 গজীর টঙ্কারধ্বনি করিতেছিলেন, সেই সময় রণাজ্ঞে আপনার
 পুত্র জয়ংসেন হাসিতে হাসিতে একটি তীক্ষ্ণ কুরশ্রবাণে অতি-
 দ্রুত তাঁহার ধ্বজটিকে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥

স্বীয় ভ্রাতার ধ্বজটিকে ছিন্ন হইতে দেখিয়া তেজস্বী শতানীক
 বারংবার সিংহতুল্য গর্জন করিতে করিতে সেন্যানে আসিয়া
 উপস্থিত হইলেন ॥

শতানীক রণাজ্ঞে স্বীয় ধ্বজ বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অতি
 সত্বর দশটি বাণে জয়ংসেনকে বিদ্ধ করিলেন । তারপর তিনি
 মদবর্ষী গজরাজের ন্যায় অতি উঠেচাষের গর্জন করিতে
 লাগিলেন ॥ ৪১-৪৪

অনন্তর সমস্ত আৱণ ভেদ করিতে সমর্থ অপর একটি তীক্ষ্ণ
 বাণে শতানীক জয়ংসেনের বক্ষঃস্থলে গুরুতররূপে বিদ্ধ
 করিলেন ॥ ৪৫

তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় পতিত দেখিয়া তাঁহার পাশে
 অবস্থিত ভ্রাতা দুর্ধর্ষ ক্রোধে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । তিনি
 তখন সমরাজ্ঞে নকুলপুত্র শতানীকের ধ্বজ ছেদন করিলেন ॥ ৪৬

অথাত্মদ ধনুৰাদায় ভারসাহমন্তমম্ ।
 সমাদত্ত শরান্ ঘোরান্ শতানীকো মহাবলঃ ॥ ৪৭
 তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চামদ্র্য হৃৎকণ্ঠে ভ্রাতৃরগ্রতঃ ।
 মুমোচাশ্চৈ শিতান্ বাণান্ জলিতান্ পন্নগানিব ॥ ৪৮
 ততোহস্ত ধনুৰেকেন দ্বাভ্যাং সূতঞ্চ মারিষ ।
 চিচ্ছেদ সমরে তূর্ণং তঞ্চ বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ৪৯
 অশ্বান্ মনোজবাংস্তস্ত কবুরান্ বাতরংহসঃ ।
 জঘান নিশিতৈস্তূর্ণং সৰ্বান্ দ্বাদশভিঃ শরৈঃ ॥ ৫০
 অথাপরেণ ভল্লেন সুষুন্তেনাশুপাতিনা ।
 হৃৎকণ্ঠে স্পৃষ্টং ক্রুদ্ধো বিব্যাধ হৃদয়ে ভূশম্ ॥ ৫১
 স পপাত ততো ভূমৌ বজ্রাহত ইব ক্রমঃ ।
 হৃৎকণ্ঠে ব্যথিতং দৃষ্ট্ৱা পঞ্চ রাজান্ মহারথাঃ ॥ ৫২
 জিঘাংসন্তঃ শতানীকং সৰ্বতঃ পৰ্য্যবারয়ন্ ।
 ছাত্তমানং শরভ্রাতৈঃ শতানীকং যশস্বিনম্ ॥ ৫৩

তারপর মহাবল শতানীক ভার সহ্য করিতে সমর্থ অপর একটি সর্কোস্তম ধনু গ্রহণ করিয়া তাহাতে ভয়ঙ্কর বাণসমূহ যোজনাকরিলেন ॥ ৪৭

তিনি ভ্রাতার সম্মুখেই হৃৎকণ্ঠকে “দাঁড়াও, দাঁড়াও” এই কথা বলিয়া তাঁহার উপর প্রজ্জলিত সর্পভূত্যা তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৮

আৰ্য্য! তারপর তিনি এক বাণে উহার ধনু ছেদন করিলেন, দুই বাণে সারথিকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন এবং অপর সাত বাণে সেই সমরাজগে স্বয়ং হৃৎকণ্ঠকেও আহত করিলেন ॥ ৪৯

হৃৎকণ্ঠের অশগুলি মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী ছিল এবং কবুর-সদৃশ শুভ্রবর্ণ ছিল। শতানীক বারটি সেই সব অশ্বকে অতি সত্বর নিহত করিলেন ॥ ৫০

তারপর লক্ষ্যবস্তুর নীচ ভূপাতিত করিতে সমর্থ ভল্ল-নামক একটি বাণকে উত্তমরূপে প্রয়োগ করিয়া ক্রুদ্ধ শতানীক হৃৎকণ্ঠের হৃদয়ে গভীরভাবে আঘাত করিলেন ॥ ৫১

ইহাতে হৃৎকণ্ঠ বজ্রাহত বৃক্ষের শ্রায় ভূতলে পতিত হইলেন। রাজান্! হৃৎকণ্ঠকে আঘাতে পীড়িত হইতে দেখিয়া পঞ্চ মহারথী বীর শতানীককে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন।

তাঁহাদের বাণসমূহে শতানীককে আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমারগণ সেই পঞ্চ মহারথীর দিকে ধাবিত হইলেন।

অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাঃ কেকয়াঃ পঞ্চ সৌদরাঃ ।
 তানভ্যাপততঃ প্রেক্ষ্য তব পুত্রো মহারথাঃ ॥ ৪৪
 প্রত্যাঘাত্যধর্মহারাজ গজানিব মহাগজাঃ ।
 হুমুখো হৃৎকণ্ঠশ্চৈব তথা হর্মষণো যুবা ॥ ৫৫
 শক্রজয়ঃ শক্রসহঃ সৰ্বে ক্রুদ্ধা যশস্বিনঃ ।
 প্রত্যাঘাতা মহারাজ কেকয়ান্ ভ্রাতরঃ সমম্ ॥ ৫৬
 রথৈর্নগরসঙ্কটশইয়ৈযু ক্তৈর্মনোজবৈঃ ।
 নানাবর্ণবিচিত্রাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতৈঃ ॥ ৫৭
 বরচাপধরা বীরা বিচিত্রকবচধ্বজাঃ ।
 বিবিস্তস্তে পরং সৈন্তং সিংহা ইব বনাদ্ বনম্ ॥ ৫৮
 তেষাং সূতুমূলং যুদ্ধং ব্যতিবক্তরথদ্বিপম্ ।
 অবর্তত মহারৌজং নিম্নতামিতরেতরম্ ॥ ৫৯
 অশ্রোত্ৰাগঙ্কতাং রাজান্ যমরাষ্ট্রবিবধনম্ ।
 মুহূর্তান্তমিতে সূৰ্য্যে চক্রযুধাং সুদারুণম্ ॥ ৬০

মহারাজ! তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া আপনার মহারথী পুত্রগণ তাঁহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য গজরাজগণের অপর গজরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হওয়ার শ্রায় অগ্রসর হইলেন ॥

নরেশ্বর! হুমুখ, হৃৎকণ্ঠ, যুবক বীর হর্মষণ, শক্রজয় ও শক্রসহ—এই সব যশস্বী বীরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমা-বৃন্দের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য একত্রে সমবেতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৫১-৫৬

তাঁহাদের রথগুলি নগরসমূহের ন্যায় প্রভীত হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে মনের শ্রায় বেগগামী অশ্ব যোজিত ছিল। নানা বর্ণের চিত্রযুক্ত পতাকাসমূহে এই রথগুলি অলঙ্কৃত ছিল। এইরূপ রথে আরোহণ করিয়া সূক্ষ্মর ধনু ধারণকরত বিচিত্র কবচ ও ধ্বজসমূহে সূশোভিত সেই বীরগণ শক্রসৈন্তের মধ্যে সেইভাবে প্রবেশ করিলেন, যেভাবে সিংহগণ এক বন হইতে অন্য বনে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ৫৭-৫৮

তারপর পরস্পর পরস্পরের উপর প্রহাররত সেই সব মহারথী বীরগণের মধ্যে মহাভয়ঙ্কর অতিশয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে রথ রথের সহিত এবং হস্তী হস্তীর সহিত মিলিত হইল ॥ ৫৯

রাজান্! পরস্পর পরস্পরের সহিত ক্রোধান্বিত প্রহাররত সেই মহারথী বীরগণের এই যুদ্ধ যমরাষ্ট্রের বুদ্ধিকর ছিল। সূর্য্যাস্ত হইবার মুহূর্তকাল পর পর্য্যন্তও এই অতিশয় নিরাক্রম যুদ্ধ চলিয়াছিল ॥ ৬০

রথিনঃ সাদিনশ্চাথ ব্যাকীৰ্ণস্ত সহস্রশঃ ।
 ততঃ শাস্ত্রনবঃ ক্রুদ্ধঃ শরৈঃ সন্নতপৰ্বতিঃ ॥ ৬১
 নাশয়ামাস সেনাং তান্ ভীষ্মস্তেবাং মহাত্মনাম্ ।
 পঞ্চালানাঞ্চ সৈন্তানি শরৈর্নিষ্ঠে যমক্ষয়ম্ ॥ ৬২
 এবং ভিষ্মা মহেষ্वासঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ।
 কৃতাবহারং সৈন্তানাং যযৌ স্বশিবিরং নৃপ ॥ ৬৩
 (নাশয়ামাসতুর্বারৌ ধৃষ্টদ্যুম্নবৃকোদরৌ ।
 কৌরবাণামনীকানি শরৈঃ সন্নতপৰ্বতিঃ ॥)

ধর্মরাজোহপি সম্প্রেক্ষ্য ধৃষ্টদ্যুম্নবৃকোদরৌ ।
 যুধি চৈতাবুপাজায় প্রহৃষ্টঃ শিবিরং যযৌ ॥ ৬৪
 (অর্জুনো বাসুদেবশ্চ কৌরবাণামনীকিনীম্ ।
 হৃষীকেশ্য চ শরৈঃ শিবিরায়ৈব জগ্মতুঃ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাসিক্যাং
 ভীষ্মপৰ্বণি ভীষ্মবধপৰ্বণি ষষ্ঠদিবসাবহারে
 একোনশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥

এই যুদ্ধে সহস্র সহস্র রথী ও অশ্বারোহী যোদ্ধা প্রাণহীন
 অবস্থায় চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তখন শাস্ত্রহীন
 ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া আনতপৰ্ব্বতযুক্ত বাণসমূহ দ্বারা সেই মহাত্মা
 বীরগণের সৈন্তদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে
 তিনি পাঞ্চালদেশীয় বহু সৈন্তকেই যমলোকে প্রেরণ
 করিলেন ৬১-৬২

নরেশ্বর! মহাধনুর্ধর ভীষ্ম এইভাবে পাণ্ডবসৈন্তদিগকে সংহার
 করিতে করিতে স্বীয় সৈন্তবাহিনীকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করাইয়া
 নিজ শিবিরে গমন করিলেন ॥ ৬৩

শ্রীমদ্রথি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাঙ্কগত ভীষ্মবধপর্বে ষষ্ঠদিবসের যুদ্ধসমাপন-
 বিষয়ক একোনশীতিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত।

(এইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীষ্মসেন—এই উভয় বীরই আনত-
 পৰ্ব্বতযুক্ত বাণসমূহে কৌরবসৈন্তদিগকে বিনাশ করিতে
 লাগিলেন ॥)

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীষ্মসেন এই উভয়ের সহিত
 মিলিত হইয়া তাঁহাদের মন্তক আঘাত করত অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে
 শিবির অভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬৪

(অর্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৌরবসৈন্তদিগকে বাণদ্বারা বিনাশ
 করিতে করিতে তাহাদিগকে রণভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়া
 শিবিরে বিজ্ঞামের জন্ত গমন করিলেন ।)

অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

[দুর্যোধনায় ভীষ্মস্বাস্থ্যসদানম্, সপ্তমদিনযুদ্ধায় কৌরবসৈন্তানাং প্রস্থানঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ ।

অথ শূরা মহারাজ পরম্পরকৃতদাগসঃ ।
 জগ্মুঃ স্বশিবিরায়ৈব রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ ।
 বিজ্ঞাম্য চ যথাস্থায়ং পূজয়িত্বা পরম্পরম্ ।

সন্নদাঃ সমদৃশ্যন্ত ভূয়ো যুদ্ধচিকীর্ষয়া ॥ ২

ততস্তব স্নতো রাজশ্চিন্তয়াভিপরিশ্রুতঃ ।

বিশ্রবচ্ছোগিতাক্তান্নঃ পপ্রচ্ছেদং পিতামহম্ ॥ ৩

অশীতিতম অধ্যায় ।

[ভীষ্মকর্তৃক দুর্যোধনকে আশ্বাসদান এবং সপ্তমদিনের যুদ্ধের
 জন্ত কৌরব সৈন্তের প্রস্থান ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! পরস্পর পরস্পরের সহিত যুদ্ধ
 করিয়া এই সব বীরগণ রক্তে লিপ্ত হইয়া নিজ নিজ শিবিরে গমন
 করিলেন ॥ ১

বিধি অহুসারে বিজ্ঞাম করত পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা
 করিতে করিতে ইহারা সকলে পুনরায় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায়
 লক্ষিত হইলেন দেখা বাইল ॥ ২

রাজন্! তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্যোধন প্রদেহ হইতে
 প্রবাহিত রক্তধারায় পরিপ্লুত অবস্থায় চিন্তামগ্ন হইয়া পিতামহ
 ভীষ্মের নিকট বাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩

সৈন্তানি রৌজাণি ভয়ানকানি
 বাটানি সমাগ্ বহুলধ্বজানি
 বিদার্য্য হস্তা চ নিপীড্য শূরা—
 স্তে পাণ্ডবানাং হরিতা মহারথাঃ ॥ ৪
 সম্মোহ সর্বান্ যুধি কীর্তিমন্তো
 ব্যুহৃৎ তং মকরং বজ্রকল্পম্ ।
 প্রবিষ্টা ভীমেন রণে হতোহস্মি
 ঘোরৈঃ শরৈর্মুহ্যদগুপ্রকাঠৈঃ ॥ ৫
 ক্রুদ্ধং তমুদ্বীক্ষ্য ভয়েন রাজন্
 সম্মুচ্ছিতো ন লভে শাস্তিমহা ।
 ইচ্ছে প্রসাদং তব সত্যসন্ধ
 প্রাপ্তুং জয়ং পাণ্ডবেয়াংশ্চ হস্তম্ ॥ ৬
 তেনৈবমুক্তঃ প্রহসন্ মহাত্মা
 দুৰ্য্যোধনং মন্যুগতং বিদিত্বা ।
 তং প্রত্যাচাচাবিননা মনসী
 গজাসুতঃ শত্রুভূতাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৭

পিতামহ! আমার সৈন্তগণ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং উগ্রমূর্তি।
 তাহাদের ব্যূহরচনাও সর্বোত্তম। ইহাদের মধ্যে ধ্বজের সংখ্যাও
 বহু। তথাপি পাণ্ডবগণের বীরবর মহারথীরা এই বিশাল
 সৈন্তবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করত তীব্রবেগে আমার সৈন্যগণকে
 বিদীর্ণ করিয়া, নিহত করিয়া এবং পীড়িত করিয়া চালিয়া
 যায় ॥ ৪

তাহারা যুদ্ধে সকলকে মোহিত করিয়া নিজ কীর্তি বিস্তার
 করিতেছে। দেখুন, ভীমসেন বজ্রতুল্য দুর্ভেজ মকরব্যূহ মধ্যে
 প্রবেশ করিয়া মৃত্যুশব্দে ভয়ঙ্কর বাণসমূহে যুদ্ধস্থলে আমাকে
 ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিচ্চাছে ॥ ৫

রাজন্! ভীমসেনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া আমি ভয়ে ব্যাকুল
 হইয়া উঠি। আজ আমি শাস্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।
 সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতামহ! আমি আপনাই রূপাতে পাণ্ডবগণকে
 বধ করিতে এবং তাহাদের উপর বিজয়লাভ করিতে ইচ্ছুক
 হইয়াছি ॥ ৬

দুৰ্য্যোধন এই কথা বলিলে পর এবং তাঁহাকে ক্রোধপূর্ণ
 জানিয়া শত্রুধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনসী মহাত্মা গজানন্দন ভীষ্ম
 হস্ত করিতে করিতে প্রসন্নমনে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৭

পরেণ যত্নেন বিগাহু সেনাং
 সর্বাঙ্গিনাং তব রাজপুত্র ।
 ইচ্ছামি দাতুং বিজয়ং সুখঞ্চ
 ন চাত্মানং ছাদয়েহহং তদর্শে ॥ ৮
 এতে তু রৌজা বহবো মহারথা
 যশস্বিনঃ শূরতমাঃ কৃতাজ্ঞাঃ ।
 যে পাণ্ডবানাং সমরে সহায়
 জিতক্লমা রৌষবিষং বমন্তি ॥ ৯
 তে নৈব শক্যাঃ সহসা বিজেতুঃ
 বীৰ্য্যোদ্ধতাঃ কৃতবৈরাগ্ভয়া চ ।
 অহং সেনাং প্রতিযোন্ত্যামি রাজন্
 সবান্ধবানা জীবিতং ত্যজ্য বীর ॥ ১০
 রণে তবার্থায় মহামুভাব
 ন জীবিতং রক্ষ্যতমং মমাত্ম ।
 সর্বাংস্তবার্থায় সদেবদৈত্যান্
 ঘোরান্ দহেয়ং কিমু শক্রসেনাম্ ॥ ১১

রাজকুমার! আমি নিজের পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া
 অতিশয় যত্নের সহিত পাণ্ডবগণের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করত
 তোমাকে বিজয় ও সুখপ্রদান করিতে অভিলাষী। আমি
 তোমার জন্য নিজেকে কোনরূপ গোপন করিয়া রাখি
 নাই ॥ ৮

যাহারা সমরারূপে পাণ্ডবগণের সহায়ক, তাহারা সকলেই
 বীর মহারথী, অতিশয় ভয়ঙ্কর, পরম শৌর্য্যশালী, শত্রুবিদ্ভায়
 অভিজ্ঞ ও যশস্বী। তাহারা ক্রান্তিকে জয় করিয়াছে এবং
 আমাদের উপর রোষরূপ বিষ উদ্গিরণ করিতেছে ॥ ৯

ইহারা বল ও পরাক্রমে প্রচণ্ড এবং তোমার সহিত শত্রুতা-
 বদ্ধ। ইহাদিগকে সহসা পরাজিত করা সম্ভব হইবে না। বীরবর
 রাজন্! দুৰ্য্যোধন! আমি সর্বপ্রকারে স্বীয় প্রাণের মায়া ত্যাগ
 করত পাণ্ডবগণের সৈন্তদের সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ১০

মহামুভব! তোমার কার্যের সিদ্ধির জন্ত এখন যুদ্ধে আমার
 প্রাণরক্ষাকে আমি আবশ্যক বলিয়া মনে করি না। আমি
 তোমার মনোরথ পূরণের জন্ত দেবগণের সহিত সমস্ত ভয়ঙ্কর
 দৈত্যদিগকেও দণ্ড করিতে সমর্থ; হস্তরাং শত্রুসৈন্তগণের সমুদায়
 আর কি বলিবার আছে? ॥ ১১

তান্ পাণ্ডবান্ যোধয়িত্বামি রাজন্
 প্রিয়ঞ্চ তে সৰ্বমহং করিষ্যে ।
 ঞ্চৈব চৈতদ্ বচনং তদানীং
 তুৰ্য্যোধনঃ প্রীতমনা বভূব ॥ ১২
 সৰ্বানি সৈন্যানি ততঃ প্রস্তুষ্টো
 নির্গচ্ছতেত্যাহ নৃপাংশ্চ সৰ্বান্ ।
 তদাভ্যয়া তানি বিনির্য়যুক্তং
 গজাশ্বপাদাতরথায়ুতানি ॥ ১৩
 প্রহর্যযুক্তানি তু তানি রাজন্
 মহাস্তি নানাবিধশস্ত্রবস্তি ।
 স্থিতানি নাগাশ্বপদাতিমস্তি
 বিরজুরাজৌ তব রাজন্ বলানি ॥ ১৪
 শস্ত্রাস্ত্রবিভিন্দিরবীরযোধৈ-
 রধিষ্ঠিতাঃ সৈন্যগণাস্তদীয়াঃ ।
 রথৌষপাদাতগজাশ্বসজৈঃ
 প্রয়াস্তিুরাজৌ বিধিবৎ প্রণুয়ৈঃ ॥ ১৫
 সমুদ্রতং বৈ তরুণার্কবর্ণং
 রজো বভৌ চ্ছাদয়ন্ সূর্য্যরশ্মীন্ ।

রাজন্! আমি সেই পাণ্ডবগণের সহিতও যুদ্ধ করিব এবং তোমার সম্পূর্ণ প্রিয় কার্য্য করিব। সেই সময় ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া তুৰ্য্যোধনের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল ॥ ১২

তদনন্তর তুৰ্য্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত রাজগণকে ও সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে বলিলেন,—যুদ্ধের জন্য নির্গত হও। রাজা তুৰ্য্যোধনের আজ্ঞা পাইয়া সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথসমূহে পূর্ণ সমস্ত সৈন্য ক্রুদ্ধ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল ॥ ১৩

মহারাজ! আপনার এই বিশাল সৈন্যবাহিনী নানাপ্রকার অস্ত্রে সজ্জিত ও অতিশয় আনন্দে যুক্ত ছিল। রাজন্! হস্তী, অশ্ব ও পদাতিসকলে পূর্ণ রণভূমিতে স্থিত সেই সৈন্যগণের অতিশয় শোভা হইতেছিল ॥ ১৪

আপনার সকল সেনাপতিই অস্ত্রশস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ও নরবীর ঘোড়া ছিলেন। তাহাদের দ্বারা বিধি অনুসারে অস্ত্রশাসিত হইয়া রথসমূহ, পদাতি, হস্তী ও অশ্বগণ যখন যুদ্ধভূমিতে বাইতে লাগিল, তখন তাহাদের পদসমুখিত ধূলি সূর্য্যের কিরণাবলিকে আচ্ছাদিত। প্রাতঃকালীন সূর্য্যের কিরণভূলা বলিয়া প্রতীত হইতে

রেজুঃ পতাকা রথদন্তিসংস্থা
 বাতেরিতা ভ্রাম্যমাণাঃ সমস্তাং ॥ ১৬
 নানারজাঃ সমরে তত্র রাজন্
 মেঘৈর্যুতা বিদ্রাতঃ খে যথৈব ।
 বৃন্দৈঃ স্থিতাশ্চাপি সুসম্প্রযুক্তা-
 শ্চকাশিরে দন্তিগণাঃ সমস্তাং ॥ ১৭
 ধনুযি বিষ্কারয়তাং নৃপাণাং
 বভূব শব্দস্তমুলোহতিঘোরঃ ।
 বিমথ্যতো দেবমহাস্মরৌঘৈ-
 র্যথার্ববস্তাদিযুগে তদানীম্ ॥ ১৮
 তদুগ্রনাগং বজ্ররূপবর্ণং
 তবাত্মজানাং সমুদীর্ণমেবম্ ।
 বভূব সৈন্যঃ রিপুসৈন্যহন্তৃ
 যুগাস্তমেঘৌঘনিভং তদানীম্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং
 বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মতুৰ্য্যোধন-
 সংবাদে অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮০

থাকিল। রথসমূহে ও হস্তিসমূহে স্থিত পতাকাগুলি চারিদিকে বায়ুর প্রেরণায় উড়িতে থাকিয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৫-১৬

রাজন্! ঘেরূপ আকাশে মেঘের সহিত বিদ্রাং চমকিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই রণাঙ্গনে চারিদিকে বিভিন্ন বর্ণের দণ্ডশোভিত হস্তিসমূহের এক একটি দল শোভিত হইতেছিল। ইহারা স্তম্ভর-ভাবে সমরারণে চালিত হইতেছিল ॥ ১৭

ঘেরূপ আদিযুগে (সত্যযুগে) দেবতা ও দৈত্যগণের দ্বারা সমুদ্রমন্থনের সময় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছিল, সেইরূপ এই সময় যুদ্ধস্থলে নিজ নিজ ধস্তর টঙ্কারধ্বনিকারী রাজগণের অত্যন্ত ভয়ানক তুমুল শব্দ উথিত হইতেছিল ॥ ১৮

মহারাজ! আপনার পুত্রদিগের এই সৈন্যবাহিনী ভয়ঙ্কর গজরাজসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। তাহারা বিভিন্ন রূপ ও বর্ণবিশিষ্ট ছিল এবং তাহাদের বেগ ক্রমবর্দ্ধমান ছিল। সেই সময় প্রলয়-কালীন মেঘসমূহের ন্যায় শব্দসেনাকে সংহার করিতে সমর্থ বলিয়া প্রতীত হইতেছিল ॥ ১৯

শ্রীময়হর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাদর্গত ভীষ্মবধপর্বে ভীষ্ম-তুৰ্য্যোধনসংবাদবিবরণ

অশীতিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

একাদশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

[সপ্তমদিবসযুদ্ধে কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যানাং মণ্ডল-বজ্রব্যাহৌ নির্মাণ ভীষণ-সংগ্রামঃ ।]

সপ্তম উবাচ

অথাঅজ্ঞং তব পুনর্গাজ্যেয়ো ধ্যানমাস্তিতম্ ।
অত্রবীদ্ ভরতশ্রেষ্ঠঃ সম্প্রহর্ষকরং বচঃ ॥ ১
অহং জ্যোৎস্না শল্যশ্চ কৃতবর্মা চ সাভূতঃ ।
অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ ভগদন্তোহথ সৌবলঃ ॥ ২
বিন্দানুবিন্দাবাবস্ত্যো বাহ্লীকঃ সহ বাহ্লীকৈঃ ।
ত্রিগর্তরাজো বলবান্ মাগধশ্চ সুহৃজয়ঃ ॥ ৩
বৃহদ্বলশ্চ কৌশল্যশ্চিত্রসেনো বিবিশতিঃ ।
রথশ্চ বৃহসাহস্রাঃ শোভনাশ্চ মহাধ্বজাঃ ॥ ৪
দেশজ্যোৎস্না হয়া রাজন্ স্বারূঢ়া হয়সাদিভিঃ ।
গজেন্দ্রশ্চ মদোদ্ধৃতাঃ প্রভিন্নকরটামুখাঃ ॥ ৫
পাদাতাশ্চ তথা শূরা নানাশ্রহরণধ্বজাঃ ।
নানাদেশসমুৎপন্নাস্তদর্শে যোদ্ধু মুত্ততা ॥ ৬
এতে চাত্রে চ বহুবলদর্শে ত্যক্তজীবিতাঃ ।

একাদশীতিতম অধ্যায়ঃ ।

[সপ্তম দিবসের যুদ্ধে কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যগণের মণ্ডল ও বজ্রব্যাহ নির্মাণপূর্বক ভীষণ সঙ্ঘর্ষঃ ।]

সপ্তম বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্ধ্যো-
ধনকে চিন্তাময় দেখিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ গজানন্দন ভীষ্ম তাঁহাকে
পুনরায় হর্ষবর্দ্ধনকর এই বাক্য বলিলেন

রাজন্! আমি, জ্যোৎস্নাচার্য্য, শল্য, যদুবংশের কৃতবর্মা,
অশ্বখামা, বিকর্ণ, ভগদত্ত, স্ববলপুত্র শকুনি, অবস্তিদেশের দুই
রাজকুমার বিন্দ ও অহুবিন্দ, বাহ্লীকদেশীয় বীরগণের সহিত রাজা
বাহ্লীক, বলবান্ ত্রিগর্তরাজ, অত্যন্ত দুর্জয় মাগধপতি, কৌশল্য-
পতি বৃহদ্বল, চিত্রসেন, বিবিশতি ও বিশাল ধ্বজশোভিত
পরমহুঙ্কর কয়েক হাজার রথ, অসারোহীতে পূর্ণ দেশীয় অশ্বসকল,
গণ্ডুল হইতে মদ্যারাবাহী মদোদ্ধৃত গজরাজগণ এবং বিবিধ অস্ত্র
ধ্বজধারণকারী বিভিন্ন দেশীয় শুরবীর পদাতিক সৈন্যবাহিনী
তোমার অস্ত্র যুদ্ধ করিতে উত্তত ॥ ১-৬

ইহারা এবং আরও বহু একরূপ সৈন্য আছে, বাহারা তোমার
অস্ত্র নিজ নিজ জীবনের মাদা ত্যাগ করিয়া দিয়াছে। আমার
ত' এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, ইহারা সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধে
দেবতাগণকেও জয় করিতে সমর্থ ॥ ৭

দেবানপি রণে জেতুং সমর্থী ইতি মে মতিঃ ॥ ৭

অবশ্যং হি ময়া রাজ্যংস্তব বাচ্যং হিতং সদা ।

অশক্যাঃ পাণ্ডবা জেতুং দেবৈরপি সবাসবৈঃ ॥ ৮

বাসুদেবসহায়শ্চ মহেন্দ্রসমবিক্রমাঃ ।

সর্বথাহং তু রাজেন্দ্র করিষ্যে বচনং তব ॥ ৯

পাণ্ডবাংশ্চ রণে জেতুং মাং বা জেতুন্তি পাণ্ডবাঃ ।

এবমুক্ত্বা দদাবস্মৈ বিশল্যকরণীং শুভাম্ ॥ ১০

ঔষধীং বীর্ধ্যসম্পন্নাং বিশল্যশ্চাভবৎ তদা ।

ততঃ প্রভাতে বিমলে স্নেন সৈন্তেন বীর্ধ্যবান্ ॥ ১১

অবাহত স্বয়ং ব্যুহং ভীষ্মো ব্যুহবিশারদঃ ।

মণ্ডলং মনুজশ্রেষ্ঠো নানাশস্ত্রসমাকুলম্ ॥ ১২

সম্পূর্ণং যোধমুখ্যৈশ্চ তথা দস্তিপদাতিভিঃ ।

রথৈরনেকসাহস্রৈঃ সমস্তাং পরিবারিতম্ ॥ ১৩

রাজন্! আমার পক্ষে সর্বদা তোমার হিতকর বাক্যই বলা
উচিত; সেইজন্ত বলিতেছি যে, পাণ্ডবগণকে ইন্দ্রলহ সমগ্র
দেবতারূপও জয় করিতে সমর্থ নহ ॥ ৮

রাজেন্দ্র! একে ত' তাহারা দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী,
তাহার উপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উহাদের সহায়ক, (অতএব ইহা
দিগকে জয় করা অসম্ভব), তথাপি আমি সর্বতোভাবে তোমার
বাক্য পালন করিব ॥ ৯

আমি হয় পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে জয় করিব, অথবা পাণ্ডবেরাই
আমাকে জয় করিবে—এই কথা বলিয়া ভীষ্ম বিশল্যকরণী নামে
শুভ ও শক্তিশালিনী ঔষধি প্রদান করিলেন। সেই সময় এই
ঔষধির প্রভাবে দুর্ধ্যোধনের দেহে প্রবিষ্ট বাণসমূহ পীড়াদান
করিয়াই নির্গত হইল এবং আঘাতজনিত ক্রত ও তাহার কষ্ট
হইতে দুর্ধ্যোধন মুক্ত হইলেন ॥

তদনন্তর নির্মল প্রভাতকালে ব্যুহবিশারদ নরশ্রেষ্ঠ পরাক্রম-
শালী ভীষ্ম স্বীয় সৈন্যগণের দ্বারা স্বয়ংই নানাশস্ত্রে পূর্ণ মণ্ডল-
নামক ব্যুহ নির্মাণ করিলেন ॥ ১০-১২

এই ব্যুহ হস্তী ও পদাতি প্রভৃতি মুখ্য মুখ্য বোঝাপণে
পরিব্যাপ্ত ছিল। কয়েক হাজার রথী সৈন্যদ্বারা উহা চারিদিকে
আবৃত ছিল ॥ ১৩

অশ্ববৃন্দৈর্মহন্তিষ্ট ঋষ্টি-তোমরধারিভিঃ ।

নাগে নাগে রথঃ সপ্ত সপ্ত চাশ্বা রথে রথে ॥ ১৪

অশ্বং দশ ধাতুকা ধাতুকে দশ চর্মিণঃ ।

এবং বৃঢ়ং মহারাজ তব সৈন্যং মহারথৈঃ ॥ ১৫

স্থিতং রণায় মহতে ভীষ্মেণ যুধি পালিতম্ ।

দশাশ্বানাং সহস্রাণি দস্তিনাঞ্চ তথৈব চ ॥ ১৬

রথানামযুতং চাপি পুত্রাশ্চ তব দংশিতাঃ ।

চিত্রসেনাদয়ঃ শূরা অভ্যরক্ষন্ পিতামহম্ ॥ ১৭

রক্ষ্যমাণঃ স তৈঃ শূরৈর্গোপামানাস্চ তেন তে ।

সন্নদ্ধাঃ সমদৃশ্যন্ত রাজানশ্চ মহাবলাঃ ॥ ১৮

দুর্যোধনস্ত সমরে দংশিতো রথমাস্থিতঃ ।

ব্যরাজত জিহ্বা জুস্তো যথা শক্রস্ত্রিবিষ্টপে ॥ ১৯

ততঃ শকো মহানাসীং পুত্রাণাং তব ভারত ।

রথসোষশ্চ বিপুলো বাদিত্রাণাঞ্চ নিশ্বনঃ ॥ ২০

ঋষ্টি ও তোমারধারী অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগের বিরাট দলে এই বাহু পূর্ণ ছিল। এক একটি হস্তীর পশ্চাতে সাত সাতটি করিয়া রথ ছিল। এইরূপ এক একটি রথের পশ্চাতে সাত সাত জন করিয়া অশ্বারোহী যোদ্ধা, প্রত্যেক অশ্বারোহীর পশ্চাতে দশজন করিয়া ধনুর্ধর এবং প্রত্যেক ধনুর্ধরের পশ্চাতে দশজন করিয়া ঢাল তরবারধারী বীর যোদ্ধা ছিল ॥

মহারাজ! এইরূপ মহারথী বীরগণের দ্বারা বাহুবল হইয়া আপনায় সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিল এবং ভীষ্ম রণক্ষেত্রে তাহাদের রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥

এইভাবে সেখানে দশ হাজার অশ্ব, দশ হাজার হাতী, দশ হাজার রথ এবং আপনায় চিত্রসেনাদি বীর পুত্রগণ কবচ ধারণ করত পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৪-১৭

এই সব বীরগণে ভীষ্ম হরক্ষিত ছিলেন এবং ভীষ্মও আবার তাহাদের সকলকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। সেস্থলে বহু মহাবল রাজা যুদ্ধের জন্য কবচধারণ করত সজ্জিত হইয়া আছেন—দেখা বাইল ॥ ১৮

সৌন্দর্য্যমণ্ডিত রাজা দুর্যোধনও যুদ্ধস্থলে কবচধারণ করত রথে আরোহণ করিয়া সেকরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, বেকরূপ দেবরাজ ইন্দ্র অর্গে বীর দিব্য প্রভার প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ১৯

ভারত! তখনকার আপনায় পুত্রগণের মহান্ সিংহনাদ শব্দ হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে রথ ও বাতাসযুদ্ধেরও গভীর শব্দ সম্মুখিত হইল ॥ ২০

ভীষ্মেণ ধাতরাষ্ট্রাণাং বৃঢ়ঃ প্রত্যশ্বখো যুধি ।

মণ্ডলঃ স মহাবাহো দুর্ভেদ্যোহমিত্রঘাতনঃ ॥ ২১

সর্বতঃ শুশুভে রাজন্ রণেহরীণাং তুরাসদঃ ।

মণ্ডলং তু সমালোক্য ব্যাহং পরমদুর্জয়ম্ ॥ ২২

স্বয়ং যুধিষ্ঠিরো রাজা বজ্রং বাহুমথাকরোং ।

তথা ব্যাঢ়েঘনীকেষু যথাস্থানমবস্থিতাঃ ॥ ২৩

রথিনঃ সাদিনঃ সর্বে সিংহনাদমথানদন্ ।

বিভিৎসবস্ততো ব্যাহং নির্যযুর্দ্ধকাজ্জিহ্বণঃ ॥ ২৪

ঐতরেতরতঃ শূরাঃ সহসৈন্যাঃ প্রহারিণঃ ।

ভারছাজো যযৌ মংস্তং দ্রৌণিশ্চাপি শিখণ্ডিনম্ ॥ ২৫

স্বয়ং দুর্যোধনো রাজা পার্শ্বতঃ সমুপাত্রবৎ ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ মদ্ররাজানমৌযতুঃ ॥ ২৬

দিন্দামুবিন্দাবাবস্ত্যাপিরাবন্তুমভিক্রতো ।

সর্বে নৃপাশ্চ সমরে ধনঞ্জয়মযোধয়ন্ ॥ ২৭

ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে কোরবসৈন্যগণের পশ্চিমাভিমুখে বাহু রচনা করিয়াছিলেন। এই মণ্ডলনামক মহাবাহু দুর্ভেদ্য ও শক্রসংহারক ছিল ॥ ২১

রাজন্! সেই রণক্ষেত্রে সর্বদিকে এই বাহুর অভিশয় শোভা প্রকাশিত হইতেছিল। ইহা শত্রুগণের পক্ষে সর্বতোভাবে দুর্গম ছিল। কোরবগণের অত্যন্ত দুর্জয় মণ্ডলবাহুকে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং স্বীয় সৈন্যগণের জন্য বজ্রবাহু নির্মাণ করিলেন ॥

এইভাবে সৈন্যদের বাহুরচনা শেষ হইলে বধ্যবধ স্থানে স্থিত রথী ও অশ্বারোহী প্রভৃতি সমস্ত সৈন্যগণই সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥

তাহার পর প্রহার করিতে অভিজ্ঞ সমস্ত বীর যোদ্ধারা পরস্পরের বাহু ভেদ করিতে এবং পরস্পরের সহিত যুদ্ধের ইচ্ছা করিয়া সৈন্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥

তখন দ্রোণাচার্য্য বিরাটের দিকে এবং অশ্বখামা শিখণ্ডীর দিকে ধাবিত হইলেন। স্বয়ং রাজা দুর্যোধন অগ্নির উপর আক্রমণ করিলেন ॥

নকুল ও সহদেব নিজের যামা মদ্ররাজ শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন। অবন্তীদেশের দ্রাক্ষকুমার বিন্দ ও অহবিন্দ ইয়াদানের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

অন্যান্য সমস্ত নরপতিগণ তখন অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন যুদ্ধে বিচরণ করিতে করিতে কৃতবর্ধ্যাকে

ভীমসেনো রণে যাস্ত্বং হার্দিক্যং সমবারয়ৎ ।
 চিত্রসেনং বিকর্ণঞ্চ তথা দুর্মর্ষণং বিভূঃ ॥ ২৮
 আজুনিঃ সমরে রাজ্যন্তব পুত্রানবোধয়ৎ ।
 প্রাগজ্যোতিষো মহেষাসো হৈড়িম্বং রাক্ষসোত্তমম্ ॥ ২৯
 অভিজ্ঞাব বেগেন মন্তো মন্তমিব দ্বিপম্ ।
 অলম্বুযন্তদা রাজন্ সাত্যকিং যুদ্ধত্মদম্ ॥ ৩০
 সসৈন্যং সমরে ক্রুদ্ধো রাক্ষসঃ সমুপাদ্রবৎ ।
 ভূরিশ্রবা রণে যন্তো ধুষ্টকেতুমযোধয়ৎ ॥ ৩১
 ক্রতায়ুষঞ্চ রাজানং ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 চেকিতানশ্চ সমরে কৃপামেবাবোধয়ৎ ॥ ৩২
 শেষাঃ প্রতিযযুস্তা ভীষ্মেব মহারথম্ ।
 ততো রাজসমুত্থাস্তে পবিত্রকর্ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৩৩
 শক্তি-তোমর-নারাচ-গদা-পরিঘপাণয়ঃ ।
 অর্জুনোত্তম ভূষণং ক্রুদ্ধো বার্ষ্ণ্যমিদমব্রবীৎ ॥ ৩৪

নিবাসিত করিলেন। রাজন্! শক্তিশালী অর্জুননন্দন অভিমত্।
 সংগ্রামভূমিতে আপনার ক্রিমি পুত্র চিত্রসেন, বিকর্ণ এ দুর্মর্ষণের
 সতি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মহাধনুর্ধর ভগদত্ত তাঁত্রবেগে
 রাক্ষসপ্রবর ঘটোৎকচের উপর আক্রমণ করিলেন। তাহাতে
 মনে হইল—কোন মনমন্ত হস্তী অপর এক মনমন্ত হস্তীর উপর
 আক্রমণ করিল।

রাজন্! সেই সময় বাক্স অলম্বুয যুদ্ধে উন্নত হইয়া সংগ্রাম-
 রত সাত্যকির উপর কোপভরে ধাবিত হইয়া আক্রমণ করিল।

ভূরিশ্রবা রণভূমিতে যত্নসহকারে ধুষ্টকেতুর সতি যুদ্ধ আরম্ভ
 করিলেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজা ক্রতায়ুর সতি যুদ্ধ করিতে
 লাগিলেন।

চেকিতান রণাঙ্গনে কৃপাচার্যের সতি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।
 অবশিষ্ট যোদ্ধারা যত্নসহকারে মহারথী ভীষ্মের প্রতি যুদ্ধার্থ
 অগ্রসর হইলেন।

তারপর আপনার পক্ষের সেই রাজারা কৃষ্ণীপুত্র ধনঞ্জয়কে
 সর্বদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তাহাদের সকলের হাতে শক্তি,
 তোমর, নারাচ, গদা ও পরিঘ প্রভৃতি ছিল।

তাহার পর অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই
 কথা বলিলেন,—মাধব! যুদ্ধস্থলে দুর্বোধনের এই সৈন্তগণকে
 অবলোকন করুন, বাহসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মহাত্মা গজানন্দন ভীষ্ম
 ইহাদের ব্যুহ রচনা করিয়াছেন ॥ ২২-৩৪

পশু মাধব সৈন্যানি ধার্তরাষ্ট্রস্ত সংযুগে ।
 ব্যাটানি ব্যুহবিভ্রবা গাঙ্গেয়েন মহাস্থনা ॥ ৩৫
 যুদ্ধাভিকামান্ শূরাংশ্চ পশু মাধব দংশিতান্ ।
 ত্রিগর্তরাজং সহিতং ভ্রাতৃভিঃ পশু কেশব ॥ ৩৬
 অত্ৰৈতান্ নাশয়িষ্যামি পশুতন্ত্রে জনার্দন ।
 য ইমে মাং যত্নশ্রেষ্ঠ যোদ্ধু কামা রণাঙ্গিরে ॥ ৩৭
 এতত্কৃত্বা তু কোন্ত্যেয়ো ধনুর্জ্যামবযুজ্য চ ।
 ববধ শরবর্ষণি নরাধিপগণান্ প্রতি ॥ ৩৮
 তেহপি তং পরমেধাসাঃ শরবর্ষৈরপূরয়ন্ ।
 তড়াগং বারিধারাভিষ্থা প্রাবৃষি তোয়দাঃ ॥ ৩৯
 হাহাকারো মহানাসৌ তব সৈন্যে বিশাম্পতে ।
 ছাশ্তমানো রণে কৃক্ষৌ শরৈর্দৃষ্ট্বা মহারণে ॥ ৪০
 দেবা দেবধ্বয়শ্চৈব গন্ধর্বাশ্চ সহোরগৈঃ ।
 বিস্ময়ং পরমং জগাদৃষ্ট্বা কৃক্ষৌ তথাগতৌ ॥ ৪১

মাধব! যুদ্ধের আকাজক্ষা করিয়া কবচধারণ করত সমাগত
 এই সব বীর সৈন্তগণকে নিরীকণ করুন। কেশব! আরও
 দেখুন, ভ্রাতৃবৃন্দের সতি এই ত্রিগর্তরাজ তৃশর্ষাও এখানে
 উপস্থিত আছেন ॥ ৩৬

জনার্দন। যত্নশ্রেষ্ঠ! এই যে বাহারা রণাঙ্গনে আমার সতি
 যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, আমি ইহাদের সকলকেই
 আপনার সাক্ষাতেই বিনাশ করিব ॥ ৩৭

এই কথা বলিয়া কৃষ্ণীন্দন অর্জুন ঐ গাভীবহন গুণের
 উপর হস্তমার্জনা করিলেন এবং বিশক্ষীয় নরপতিগণের উপর বাণ
 বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৩৮

যেদ্রুপ বারিবর্ষণশীল মেঘ বর্ষাকালে জলধারা বর্ষণ করিয়া
 তড়াগকে (বৃহৎ পুষ্করিণীকে) পূর্ণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই
 মহাধনুর্ধর নরপতিগণ ও বাণবর্ষণের দ্বারা অর্জুনকে পূর্ণ করিয়া
 ফেলিলেন ॥ ৩৯

প্রজানাত! সেই মহাযুদ্ধে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে বাণসমূহে
 আচ্ছাদিত হইয়া বাইতে দেখিয়া আপনার সৈন্তদের মধ্যে মহা-
 হাহাকার ধনি হইতে লাগিল ॥ ৪০

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে এইরূপ অবস্থায় পতিত হইতে দেখিয়া
 দেবতা, দেবর্ষি, গন্ধর্ব ও নাগগণের মধ্যে অতিশয় বিস্ময়ের
 সঞ্চার হইল ॥ ৪১

ততঃ ক্রুদ্ধোহর্জুনো রাজগ্নৈশ্চমন্ত্রমুদৈরয়ৎ ।

তত্রাস্তুতমপশ্যাম বিজয়স্ত পরাক্রমম্ ॥ ৪২

শস্ত্রবৃষ্টিং পরৈর্মুক্তাঃ শরৌর্ষৈর্বদবারয়ৎ ।

ন চ তত্রাপ্যনিভিন্নঃ কশ্চিদাসীদ্ বিশাম্পতে ॥ ৪৩

তেষাং রাজসহস্রাণাং হয়ানাং দন্তিনাং তথা ।

দ্বাভ্যাং ত্রিভিঃ শরৈশ্চাস্তান্ পার্থো বিব্যাধ মারিষ ॥ ৪৪

তে হস্ত্যমানাঃ পার্থেন ভীষ্মং শাস্তুনবং যযুঃ ।

রাজন্! তখন অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া হস্ত্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই সময় আমরা সকলে অর্জুনের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম ॥ ৪২

তিনি স্বীয় বাণসমূহে শত্রুগণের ক্রত বাণবর্ষণকে বিবারণ করিলেন। মহারাজ! সেই সময় সেখানে একগু কৌন বোকাই ছিলেন না, যিনি তাঁহার বাণে ক্ষত-বিক্ষত হইন নাই ॥ ৪৩

আয়া! কুন্তীকুমার অর্জুন সেং সহস্র রাজগণের মধ্যে এবং অশ্ব ও হস্তিকলের মধ্যে কাহাকেও দুই দুই বাণে এবং

শ্রীমদ্রহসি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রাণী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বস্তমোহধ্যায়ের অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

[শ্রীকৃষ্ণার্জুনভয়েন যুদ্ধঃ বিহায় কোরবসৈন্তানাং পলায়নম্, দ্রোণাচার্যোণ সহ বিরাটস্য সংগ্রামঃ, বিরাটপুত্র-
শল্যস্য বিনাশঃ, শিখাণ্ডনো সহায়থান্নো যুদ্ধম্, সাত্যকিনালম্বস্য পরাজয়ঃ, ধৃষ্টদ্যুম্নে হুয়োধনস্য
পরাজয়ঃ, ভীমসেনেন সহ কৃতবর্ষাণঃ সঙ্ঘর্ষশ্চ ।]

সঙ্ঘয় উবাচ ।

তথা প্রবৃন্তে সংগ্রামে নিবৃন্তে চ সুরশর্মণি ।

ভগ্নেষু চাপি বীরেষু পাণ্ডবেন মহাত্মনা ॥ ১

কুভামাণে বলে তুর্গং সাগরপ্রতিমে তব ।

প্রতুদ্যাতে চ গাঙ্গেয়ে করিতং বিজয়ং প্রীতি ॥

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ঃ ।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ভয়ে কোরবসৈন্তগণের যুদ্ধত্যাগ করিয়া পলায়ন, দ্রোণাচার্য ও বিরাটের যুদ্ধ, বিরাটপুত্র শল্যের বিনাশ, শিখাণ্ডী ও অশ্বখামার যুদ্ধ, সাত্যকিকর্তৃক অলম্ব্যের পরাজয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক হুয়োধনের পরাজয় এবং ভীমসেন ও কৃতবর্ষার যুদ্ধ ।]

সঙ্ঘ বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে র মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকর্তৃক পরাজিত হইয়া সুরশর্মণী যুদ্ধ হইতে দূরে পলায়ন করিলেন এবং অস্ত্রাস্ত্র বীর বোদ্ধারাও রণে

অগাধে মজ্জমানানাং ভীষ্মঃ পোতোহভবৎ তদা ॥ ৪৫

আপতন্তিস্ত তৈস্তত্র প্রভগ্নং তবকং বলম্ ।

সপ্তকৃতে মহারাজ বাতৈরিব মহার্বিঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাণী সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সপ্তমযুদ্ধদিবসে

• একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮১

কাহাকেও তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪

অর্জুনের বাণে পুনঃ পুনঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সকলে শাস্ত্রহীনন্দন ভীষ্মের শরণাপন্ন হইলেন। সেই সময় অগাধ বিপদ-সাগরে নিমজ্জমান সৈন্তদের পক্ষে ভীষ্মপোত (জাহাজ)-স্বরূপ হইলেন ॥ ৪৫

মহারাজ! পাণ্ডবগণের আক্রমণে আপনার সৈন্তদের ব্যুহ ভঙ্গ হইয়া বাইল। তখন সেই সৈন্তবাহিনী প্রচণ্ডবায়ুর বেগে সমুদ্রের ক্ষুদ্র চণ্ডার ত্রাঘ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৪৬

দৃষ্ট্বা হুয়োধনো রাজা রণে পার্থস্ত বিক্রমম্

হরমাণঃ সমভ্যেত্য সর্বাংস্তানত্রবীন্ন পান্ ॥ ১

তেষাং তু প্রমুখে শূরং সুরশর্মণং মহাবলম্ ।

মধ্যে সর্বস্ত সৈন্তস্ত ভূশং সংহরয়ন্নিব ॥ ৪

ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন ॥ ১

আপনার সমুদ্রভুল্য বিশালবাহিনীর মধ্যে অতিক্রান্ত কোভের সঞ্চার হইল। সেই সময় গগনানন্দন ভীষ্ম অরিতগাততে অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২

রাজা হুয়োধন রণাঙ্গনে অর্জুনের পরাক্রম দেখিয়া ব্যগ্রতা-সহকারে নিকটে বাইয়া সমস্ত নৃপগণকে বলিলেন ॥ ৩

সেই নরপতিগণের সন্মুখে সমস্ত সৈন্যদের মধ্যে বীর মহাবল সুরশর্মাকে অতিশয় হর্ষ প্রদান করিতে করিতে হুয়োধন এই কথা বলিলেন ॥ ৪

এষ ভীষ্মঃ শাস্তনবো যোক কামো ধনঞ্জয়ম্ ।
 সর্বাঙ্গনা কুরুশ্রেষ্ঠস্ত্যক্তা জীবিতমাশ্বনঃ ॥ ৫
 তং প্রযাস্তং রণে বীরং সর্বসৈন্যেন ভারতম্ ।
 সংযতাঃ সমরে সর্বে পালয়ধ্বং পিতামহম্ ॥ ৬
 বাঢ়মিত্যেবযুক্তা তু তাস্তনীকানি সর্বশঃ ।
 নরেন্দ্রাণাং মহারাজ সমাজগুঃ পিতামহম্ ॥ ৭
 ততঃ প্রযাতঃ সহসা ভীষ্মঃ শাস্তনবোহর্জুনম্ ।
 রণে ভারতমায়ান্তমাসাদ মহাবলঃ ॥ ৮
 মহাশ্বেতাশ্বযুক্তেন ভীমবানরকেতুনা ।
 মহতা মেঘনাদেন রথেনাতিবিদ্রাজতা ॥ ৯
 সমরে সর্বসৈন্যানামুপযাস্তং ধনঞ্জয়ম্ ।
 অভবৎ তুমুলো নাদো ভয়াদ্ দৃষ্টা কিরীটিনম্ ॥ ১০
 অভীযুহস্তং কৃষ্ণং দৃষ্টাদিত্যমিবাশ্রয়ম্ ।
 মধ্যান্দিনগতং সংখো ন শেকুঃ প্রতিবীক্ষিতুম্ ॥ ১১

বীরগণ! এহ শাস্তনুনন্দন ভীষ্ম খায় জীবনের মাদা ত্যাগ
 করিয়া সর্বতোভাবে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী
 হইয়াছেন ॥ ৫

সকল সৈন্যের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত আমার বীর
 পিতামহ ভরতনন্দন ভীষ্মকে আপনারা সকলে যত্নসহকারে রক্ষা
 করুন ॥ ৬

মহারাজ! “আচ্ছা, তাহাট্ট হটক” এই কথা বলিয়া নরপতি-
 গণের সেই সমস্ত সৈন্যবাচিনী পিতামহ ভীষ্মের নিকট গমন
 করিলেন ॥ ৭

তদনন্তর শাস্তনুনন্দন ভীষ্ম যুদ্ধভূমিতে সহসা অর্জুনের সম্মুখে
 উপস্থিত হইলেন। ভরতবংশীয় ভীষ্মকে আসিতে দেখিয়া মহাবল
 অর্জুন তাহার নিকট গমন করিলেন ॥ ৮

তিনি যে রথে আরোহণ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই রথ
 অতিশয় সুশোভিত ছিল। তাহাতে শ্বেতবর্ণের বিশাল অশ্ব-
 সমূহ বোজিত ছিল। তাহার উপর ভয়ঙ্কর বানরচিহ্নিত ধ্বজ
 উড়িতে ছিল এবং এই রথের চক্রসমূহের শব্দ মেঘের ন্যায় গভীর
 ছিল ॥ ৯

কিরীটধারী অর্জুনকে যুদ্ধের নিকটে আসিতে দেখিয়াই তম্বে
 সমস্ত সৈন্যগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ১০

হস্তে অশ্বের রজ্জ্ব ধারণ করত মধ্যাহ্নকালীন অপর এক
 সূর্য্যের দ্বারা তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণকে রণাঙ্গনে উপস্থিত হইতে দেখিয়া
 কোনও বোঝা তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই পারিলেন না ॥ ১১

তথা শাস্তনবং ভীষ্মং শ্বেতাশ্বং শ্বেতকার্যুকম্ ।
 ন শেকুঃ পাণ্ডবা দ্রষ্টুং শ্বেতং গ্রহমিবোদিতম্ ॥ ১২
 স সর্বতঃ পরিবৃত্তস্ত্রিগঠৈঃ সূমহাশ্রুভিঃ ।
 ভ্রাতৃভিঃ সহপুত্রৈশ্চ তথাশ্রৈশ্চ মহারথৈঃ ॥ ১৩
 ভারদ্বাজস্ত সমরে মৎস্তঃ বিবাস্য পত্রিণা ।
 ধ্বজঃ চাস্ত শরেনাজ্যৌ ধনুশ্চৈকেন চিচ্ছিদে ॥ ১৪
 তদপাস্ত ধনুশ্ছিন্নঃ বিনাটো বাচিনীপতিঃ ।
 অন্তদাদন্ত বেগেন ধনুর্ভীরসহং দৃঢ়ম্ ॥ ১৫
 শরাংশাশীবিষাকারান্ জলিতান্ পল্লগানিব ।
 জ্যোৎস্নাশ্চৈবৈশ্চ বিব্রাণ চতুর্ভিঃ চাস্ত বাক্ষিনঃ ॥ ১৬
 ধ্বজমেকেন বিব্রাণ সারথিঃ চাস্ত পক্ষতিঃ ।
 ধনুরেকেষুণাবিবাত তত্রাকৃষ্ণং দ্বিধিবতঃ ॥ ১৭
 তস্ত দোণোহবধাদধান্ শরৈঃ সন্নতঃ পবতিঃ ।
 অষ্টাভিভরৎশ্রেষ্ঠ সূতানেকেন পত্রিণা ॥ ১৮

এই রূপ শ্বেতবর্ণযুক্ত ও শ্বেতবর্ণের ধনুশোভিত শাস্তনুনন্দন
 ভীষ্মকে শ্বেত গ্রহের দ্বারা উদিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডব সৈন্যগণ
 তাহার দিকে তাকাইতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১২

মহাত্মা ত্রিগুণ স্বীয় ভ্রাতৃবৃন্দ, পুত্র ও অন্যান্য মহারথী বীর
 গণের সহিত ওলঙ্ঘিত ভয় ভীষ্মকে চারিদিকে পরিবৃত্ত করিয়া
 রাখিয়াছিলেন ॥ ১৩

অপর দিকে জোণাচার্য্য মৎস্তরাজ বিরাটের সহিত যুদ্ধে
 তাঁহাকে এক বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং এক বাণে ধ্বজ ও আর
 এক বাণে তাহার ধনু ছিন্ন করিলেন ॥ ১৪

সেনাপতি বিরাট সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করিয়া হস্তে
 অপর একটি সূদৃঢ় ধনু গ্রহণ করিলেন, বাহা ভার বহন করিতে
 সমর্থ ছিল ॥ ১৫

তিনি সেই ধনু দ্বারা প্রজ্জ্বলিত সর্পসমূহসদৃশ বিষাক্ত নাগা-
 কুতিতুল্য বাণ নিক্ষেপ করিয়া তিন বাণে জোণাচার্য্যকে এবং চার
 বাণে তাহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৬

পুনরায় এক বাণে ধ্বজ, পাঁচ বাণে সারথি ও এক বাণে
 ধনু বিদ্ধ করিলেন। ইহাতে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ জোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ
 হইলেন ॥ ১৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর জোণাচার্য্য আনতপর্কযুক্ত আট বাণে
 বিরাটের অশ্বগণকে এবং এক বাণে সারথিকে বিনাশ
 করিলেন ॥ ১৮

স হতাশাদবপ্ল্যুত্যা স্তন্দনাক্তসারথিঃ ।
 আকুরোহ রথং তূর্ণং পুত্রস্তা রথিনাং বরঃ ॥ ১৯
 ততস্ত ভৌ পিতাপুত্রৌ ভারদ্বাজং রথে স্থিতৌ ।
 মহতা শরবর্ষণে বারয়ামাসতুর্বলাং ॥ ২০
 ভারদ্বাজস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ শরমাশীবিবোপমম্ ।
 চিক্কেপ সমরে তূর্ণং শঙ্খং প্রতি জনেশ্বর ॥ ২১
 স তস্তা হৃদয়ং ভিষ্টা পীঠা শোণিতমাহবে ।
 জগাম ধরণীং বাণে। লোহিতাদ্রবরচ্ছদঃ ॥ ২২
 স পপাত রণে তূর্ণং ভারদ্বাজশরাহতঃ ।
 ধনুস্তক্তা শরাংশ্চৈব পিতুরের সমীপতঃ ॥ ২৩
 হতং তমাত্মজং দৃষ্ট্বা বিরাটঃ প্রোজ্জবদ্ ভয়াং ।
 উৎসৃজ্য সমরে দ্রোণং ব্যাস্তাননমিবাস্তকম্ ॥ ২৪
 ভারদ্বাজস্ততস্তূর্ণং পাণ্ডবানাং মহাচমূম্ ।
 দারয়ামাস সমরে শতশোহিত্য সহস্রশঃ ॥ ২৫
 শিখণ্ডী তু মহারাজ দ্রোণিমাসাদ্য সংযুগে ।

সারথি ও অশ্ব নিহত হইলে রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিরাট অতি ক্রুত নিজ রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং স্বীয় পুত্রের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ১৯

তারপর পিতা পুত্র উভয়ে একই রথে উপবিষ্ট হইয়া প্রকৃত বাণবর্ষণের দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন ॥ ২০

জনেশ্বর! তখন দ্রোণাচার্য্য কুপিত হইয়া সমরাজ্ঞে বিষধর সর্প-তুল্য একটি ভয়ঙ্কর বাণ অতি ক্রুত শব্দের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২১

এই বাণ শব্দের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া রক্তপান করত রণজনে ভূতলে প্রবেশ করিল। এই বাণের শ্রেষ্ঠ পক্ষ রক্তে আদ্র হইয়া লোহিত বর্ণ হইয়াছিল ॥ ২২

দ্রোণাচার্য্যের বাণে আহত হইয়া শঙ্খ পিতা বিরাটের নিকটেই ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিয়া ক্রুতগতিতে রণভূমিতে পতিত হইলেন ॥ ২৩

নিজ পুত্রকে নিহত হইতে দেখিয়া মুখ বিস্তারকারী কালের ছায় ভয়ানক দ্রোণাচার্য্যকে সময়স্থলে পরিহার করিয়া বিরাট ভয়বশতঃ পলায়ন করিলেন ॥ ২৪

তখন দ্রোণাচার্য্য সংগ্রাম-ভূমিতে অতি ক্রুতগতিতে পাণ্ডবগণের বিশাল বাহিনীকে বিনীর্ণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে শত শত সহস্র সহস্র ঘোড়া ধরাশায়ী হইল ॥ ২৫

আজ্ঞাধান ক্রুবোর্মধ্যে নারাতৈস্ত্রিভিরাশুগৈঃ ॥ ২৬
 স বভৌ রথশাদূলো ললাটে সংস্থিতৈস্ত্রিভিঃ ।
 শিখণ্ডৈঃ কাঞ্চনময়ৈর্নৈরুদ্রিভিঃরিবোচ্ছিতৈঃ ॥ ২৭
 অশ্বখামা ততঃ ক্রুদ্ধো নিমেষার্থাচ্ছিখণ্ডিনঃ ।
 ধ্বজং সূতমথো রাজংস্তরগানাবুধানি চ ॥ ২৮
 শরৈর্বহুভিরাচ্ছিদ্য পাণ্ডয়ামাস সংযুগে ।
 স হতাশাদবপ্ল্যুত্যা রথাদ্ বৈ রথিনাং বরঃ ॥ ২৯
 অজমাদায় সুশিতং বিমলঞ্চ শরাবরম্ ।
 শ্রোনবদ্ ব্যচরং ক্রুদ্ধঃ শিখণ্ডী শক্রতাপনঃ ॥ ৩০
 সখক্স মহারাজ চরতস্তস্ত সংযুগে ।
 নাস্তরং দৃশ্যে দ্রৌণিস্তদভূতমিবাভবং ॥ ৩১
 ততঃ শরসহস্রাণি বহুনি ভরতর্ষভ ।
 প্রেষয়ামাস সমরে দ্রৌণিঃ পরমকোপনঃ ॥ ৩২
 ভামাপতন্তীয়ঃ সমরে শরবৃষ্টিং স্তদাক্রণাম্ ।
 অসিনা ভীক্ষুধারেণ চিচ্ছেদ বলিনাং বরঃ ॥ ৩৩

মহারাজ! অপর দিকে শিখণ্ডী যুদ্ধভূমিতে অশ্বখামার নিকট ঘাইয়া তিনটি শীঘ্রগামী নারাতের দ্বারা তাঁহার ক্রম্বের মধ্যভাগে আঘাত করিলেন ॥ ২৬

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বখামা ললাটে সংস্কৃত সেই তিনটি বাণের দ্বারা তিনটি উচ্চ স্থবর্ণময় শিখরে যুক্ত মেরুপর্ব্বততুল্য শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৭

রাজন্! তদনন্তর ক্রুদ্ধ অশ্বখামা অর্দ্ধ নিমেষের মধ্যেই বহু বাণে শিখণ্ডীর ধ্বজ, সারথি, অশ্বগণ ও আবুধসমূহকে ছিন্ন করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥

রথিগণশ্রেষ্ঠ শক্রসস্তাপী শিখণ্ডী অশ্ব নিহত হইলে সেই রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত ভীক্স ও নিম্নল তরবারি এবং ঢাল হাতে লইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে শোন পক্ষীর স্ত্রায় চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮-৩০

মহারাজ! তরবারি লইয়া যুদ্ধে বিচরণকারী শিখণ্ডীর অল্পও কোন ছিদ্ৰ অশ্বখামা দেখিতে পাইলেন না। ইহা ঘেন তখন এক অভূত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ৩১

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন অতি গোপনস্বভাব অশ্বখামা সমরাজ্ঞে শিখণ্ডীর উপর কয়েক হাজার বাণ বর্ষণ করিলেন ॥ ৩২

বলবান্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিখণ্ডী সমরক্ষেত্রে নিজের উপর পতিত অতিশয় ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণকে ভীক্স ধারাল তরবারি দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৩

ততোহস্ত বিমলং দ্রৌণিঃ শতচন্দ্রং মনোরমম্ ।
 চর্মচ্ছিন্দসি চাস্ত্র খণ্ডয়ামাস সংযুগে ॥ ৩৪
 শিতৈস্ত বহুশো রাজংস্তক বিব্যাধ পত্রিভিঃ ।
 শিখণ্ডী তু ততঃ খঙ্গং খণ্ডিতং তেন সায়কৈঃ ॥ ৩৫
 আবিস্য ব্যস্তং তুর্ণং জলন্তমিব পন্নগম্ ।
 তমাপত্যন্তং সহসা কালানলসমপ্রভম্ ॥ ৩৬
 চিচ্ছেদ সমরে দ্রৌণিদশয়ন্ পাণিলাঘবম্ ।
 শিখণ্ডিনঞ্চ বিব্যাধ শরৈর্বহুভিরায়সৈঃ ॥ ৩৭
 শিখণ্ডী তু ভৃশং রাজংস্তাড্যমানঃ শিতৈঃ শরৈঃ ।
 আরুরোহ রথং তুর্ণং মাধবস্ত মহাশ্বনঃ ॥ ৩৮
 সাত্যকিষ্ণ্যপি সংক্রুদ্ধো রাক্ষসং ক্রুরমাহবে ।
 অলম্বুষং শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ বিব্যাধ বলিনাং বরঃ ॥ ৩৯
 রাক্ষসেন্দ্রস্ত তন্তস্ত ধনুঃ চিচ্ছেদ ভারত ।
 অর্ধচন্দ্রেণ সমরে তঞ্চ বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥ ৪০

তখন অশ্বখামা শত চন্দ্রাকারচিহ্নে যুগোত্তম শিখণ্ডীর
 পরম সুন্দর ঢাল ও নিখিল তরবারকে যুদ্ধে বণ্ড বণ্ড করিয়া
 ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৩৪

রাজন! তারপর পক্ষযুক্ত তাঁহা বাণসমূহে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ
 করিলেন। অশ্বখামার অস্ত্রসমূহের আঘাতে বাণ্ডিত সেই
 তরবারকে শিখণ্ডী সবেগে ঘুরাইয়া আত্মসত্ত্বর তাঁহার উপর
 নিক্ষেপ করিলেন। এই তরবার তখন প্রজ্বলিত সঙ্গদগুণ
 প্রকাশিত হইয়া উঠিল। নিজের দিকে আগত প্রলয়কালীন
 অগ্নিতুল্য তেজস্বী সেই তরবারকে অশ্বখামা স্বীয় হস্তনৈপুণ্যে
 দেখাইয়া সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বহু
 লৌহময় বাণের দ্বারা শিখণ্ডীকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৫-৩৭

রাজন! অশ্বখামার তীক্ষ্ণবাণে শিখণ্ডী গুরুতর আঘাত
 হইয়া অতিক্রান্ত মহাশ্মা সাত্যকির রথের উপর আরোহণ
 করিলেন ॥ ৩৮

এদিকে বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকিও অতিশয় ক্রুদ্ধ
 হইয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সংগ্রামভূমিতে ক্রুর রাক্ষস অলম্বুষকে
 বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

ভারত! তখন রাক্ষসরাজ অলম্বুষ রণাঙ্গনে অর্ধচন্দ্রাকার
 বাণের দ্বারা সাত্যকির ধনু ছেদন করিয়া ফেলিল এবং বহু
 অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৪০

মায়াঞ্চ রাক্ষসীং কৃৎষা শরবর্ধৈরবাকিরণং ।
 তত্রাভূতমপশ্যাম শৈনেয়স্ত পরাক্রমম্ ॥ ৪১
 অসম্ভ্রমস্ত সমরে বধ্যমানঃ শিতৈঃ শরৈঃ ।
 ঐন্দ্রমস্তঞ্চ বাক্ষ্যে যোজয়ামাস ভারত ॥ ৪২
 বিজয়াদ্ যদনুপ্রাপ্তং মাধবেন যশস্বিনা
 তদব্রুং ভগ্নসাং কৃৎষা মায়াং তাং রাক্ষসীং তদা ॥ ৪৩
 অলম্বুষং শরৈরশৌরভ্যাকিরণং সবতঃ ।
 পবতং বারিধারাভিঃ প্রাবৃধাব বলাহকঃ ॥ ৪৪
 তৎ তথা পীড়িতং তেন মাধবেন যশস্বিনা ।
 প্রহৃজাব ভয়াদ্ রক্ষস্ত্যক্তা সাত্যকিমাহবে ॥ ৪৫
 তমজ্জয়েং রাক্ষসেন্দ্রং সংখ্যো মঘবতা অপি ।
 শৈনেয়ঃ প্রাণদজ্জিত্বা যোধানাং তব পশুতাম্ ॥ ৪৬
 গ্রহনং তাবকাস্ত্যপি সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ ।
 নিশিতৈর্বহুভির্বাণৈঃ স্তেহদ্রবস্ত ভয়াদিভাঃ ॥ ৪৭

তাহার পর সে রাশিনী মায়া বস্ত্রের কারিয়া তাহার উপর
 প্রভূত বাণবর্ষণ আরম্ভ করিল। সেই সময় আমরা সাত্যকির
 অদুত পরাক্রম দেখলাম ॥ ৪১

ভারত! তিনি সমরঙ্গণে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পীড়িত হইয়াও
 বিম্রান্ত হন নাই। সেই যশস্বী যদনুপ্রাপ্ত সাত্যকি অর্জুনের
 নিকট হইতে যে অস্ত্রের শিখণ্ডী লাভ করিয়াছিলেন, সেই ঐন্দ্রাশ্র
 প্রদোষ করিলেন।

তখন সেই দিব্যাস্ত্র উক্ত রাক্ষসী মায়াকে ভগ্নসাং করিয়া
 অলম্বুষের উপর অস্ত্র সমস্ত বাণ সেইরূপে বর্ষণ করিতে লাগিলেন,
 যেদ্রুপ বধাকালে মেঘ পর্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া
 থাকে ॥ ৪২-৪৪

মধুবংশভূষণ যশস্বী সাত্যকি কতৃক এইভাবে পীড়িত হইতে
 থাকিলে সেই রাক্ষস অলম্বুষ ভয়ে সাত্যকিকে যুদ্ধস্থলে পরিত্যাগ
 করিয়া পলায়ন করিল ॥ ৪৫

যাহাকে ঐন্দ্রও যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হন না, সেই
 রাক্ষসরাজ অলম্বুষকে আপনার যোদ্ধাগণের সাক্ষাতেই পরাজিত
 করিয়া সাত্যকি সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

তারপর সত্যপরাক্রম সাত্যকি স্বীয় তীক্ষ্ণবাণসমূহে আপনার
 অস্ত্র বোদ্ধাদিগকেও বধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়
 তাহার ভয়ে পীড়িত সকল যোদ্ধারা পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪৭

এতান্মম্বেব কালে তু ক্রপদস্ত্যাজ্যো বলী ।
 ধৃষ্টদ্যায়ো মহারাজ পুত্রং তব জনেশ্বরম্ ॥ ৪৮
 ছাদয়ামাস সমরে শরৈঃ সন্নতপৰ্বভিঃ ।
 স ছাণ্ডমানো বিশিথৈধৃষ্টদ্যায়েন ভারত ॥ ৪৯
 বিব্যাথে ন চ রাজেন্দ্র তব পুত্রো জনেশ্বর ।
 ধৃষ্টদ্যায়ক সমরে তুর্গং বিব্যাধ পত্রিভিঃ ॥ ৫০
 ষষ্ঠা চ ত্রিংশতা চৈব তদদৃতমিবাভবং ।
 তস্মা সেনাপতিঃ ক্রুদ্ধো ধনুশ্চিচ্ছেদ মারিষ ॥ ৫১
 হযাংশ চ তুরঃ শীঘ্রং নিজঘান মহাবলঃ ।
 শরৈশ্চেনং স্তুনিশিতৈঃ ক্ষিপ্ৰং বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ৫২
 স হতাস্থান্মহাবাহুরবপ্লুতা রথাদ্ বলী ।
 পদাতিরসিমুগ্ধমা প্রাজবৎ পার্শ্বতঃ প্রাতি ॥ ৫৩
 শকুনিস্তঃ সমভোতা রাজগৃহী মহাবলঃ ।
 রাজানঃ সর্বলোকস্ত বৃথমারোপয়ৎ স্বকম্ ॥ ৫৪

মহারাজ । এই সময় ক্রপদের বলবান পুত্র ধৃষ্টদ্যায় আপনার পুত্র রাজা দুৰ্যোধনকে রণস্থলে আনতপর্কষুরু বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ।

ভরতনন্দন ! রাজেন্দ্র ! জনেশ্বর । ধৃষ্টদ্যায়ের বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়াও আপনার পুত্র দুৰ্যোধনের মনে কোন ব্যথা হইল না । তিনি যুদ্ধস্থলে ধৃষ্টদ্যায়কে নন্দইটি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন । তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ।

আর্ধ্য ! সেই সময় মহাবল পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যায়ও কুপিত হইয়া দুৰ্যোধনের ধনু ছেদন করিলেন এবং অতি ক্রমতঃ তাঁহার চারিটি অশ্বকে বধ করিলেন । তাহার পর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সাতটি বাণদ্বারা সম্বরতার সহিত দুৰ্যোধনকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪৮-৫২

অশ্ব নিহত হইলে বলবান মহাবাহু দুৰ্যোধন স্বীয় রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং তরবারি উত্তোলিত করিয়া ধৃষ্টদ্যায়ের দিকে পায়ে হাঁটিয়াই দৌড়াইতে লাগিলেন ॥ ৫৩

সেই সময় মহাবল শকুনি, যিনি রাজাকে সর্বপ্রকারে কামনা করেন, তিনি নিকটে আসিয়া জগতের অধিপতি দুৰ্যোধনকে স্বীয় মখে আরোহণ করাইলেন ॥ ৫৪

তখন শক্রবীরহস্তা ধৃষ্টদ্যায় রাজা দুৰ্যোধনকে পরাজিত করিয়া আপনার সৈন্যগণকে সেইরূপ বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, বেক্রপ বজ্রধারী ইন্দ্র অশ্বদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৫৫

ততো নৃপং পরাজিত্য পার্শ্বতঃ পরবীরহা ।
 স্তূহনং তাবকং সৈন্যং বজ্রপাণিরিবাস্তুরান্ ॥ ৫৫
 কৃতবর্মা রণে ভীমং শরৈরাচ্ছিন্নহারথঃ ।
 প্রচ্ছাদয়ামাস চ তং মহামেঘো রবিং যথা ॥ ৫৬
 ততঃ প্রহস্ত সমরে ভীমসেনঃ পরস্তপঃ ।
 প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ সায়কান্ কৃতবর্মণে ॥ ৫৭
 তৈরদ্যমানোহতিরথঃ সাত্ততঃ সত্যকোবিদঃ ।
 নাকম্পত মহাবাজ ভীমং চার্চ্ছিত্তিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৫৮
 তস্তাশ্বাংশচতুরো হস্তা ভীমসেনো মহারথঃ ।
 সারথিং পাতয়ামাস সম্বজঃ সুপরিব্রুতম্ ॥ ৫৯
 শরৈর্বহুবিশৈশ্চেনমাচিনোং পরবীরহা ।
 শকলীকৃত সর্বাঙ্গো হতাস্থঃ প্রত্যাদৃশ্যত ॥ ৬০
 হতাস্থশ্চ তততুর্গং বৃষকস্তা রথং যযৌ ।
 শ্যালস্ত তে মহারাজ তব পুত্রস্তা পশ্যতঃ ॥ ৬১

অনুদিকে মহারথী কৃতবর্মা রণস্থলে ভীমসেনকে স্বীয় বাণসমূহে পীড়িত করিতে লাগিলেন এবং মহামেঘ বেক্রপ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ বাণসমূহে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৬

তখন শক্রসম্ভাপক ভীমসেন যুদ্ধে হস্ত করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতবর্মার উপর বহু বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৭

মহারাজ ! সেই বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াও অতিরথী এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ সাত্ততবংশীয় কৃতবর্মা বিচলিত হইলেন না । তিনি পুনরায় ভীমসেনকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮

তখন মহারথী ভীমসেন তাঁহার চারিটি অশ্বকে বধ করিয়া স্তম্ভিত রথকেও ছেদন করত ভূপাতিত করিলেন ॥ ৫৯

তাহার পর শত্রুবীরহস্তা ভীমসেন বহুবিধ বাণের দ্বারা কৃতবর্মার সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন । তাঁহার অশ্বও পূর্বেই নিহত হইয়াছিল । সেই সময় তাঁহার সকল অঙ্গই ভীমসেনের বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে দেখা যাইল ॥ ৬০

মহারাজ ! তখন অশ্ব নিহত হইয়া যাইলে কৃতবর্মা আপনার পুত্রের সম্মুখেই নিজের সম্বন্ধী বৃষকের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৬১

ভীমসেনোহপি সংক্রুদ্ধস্তব সৈনমুপাভবৎ ।

নিজস্থান চ সংক্রুদ্ধো দণ্ডপাণিরিবাস্তকঃ ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি দ্বৈতরথে

দ্বাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮২

এদিকে ভীমসেনও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সৈন্তগণের

শ্রীমদ্বহিষ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে দ্বৈতরথ-যুদ্ধবিষয়ক দ্বাশীতিতম
অধ্যায়ের অম্ববাদ সমাপ্ত ।

ত্রাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

[ইরাবতা বিন্দ্রানুবিন্দয়োঃ পরাজয়ঃ, ভগদত্তেন ঘটোৎকচস্য পরাভবঃ, মজ্ঞরাজ-শল্যঃ জিহ্বা নকুল-সহদেবয়োজয়লাভশ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

বহুনি হি বিচিত্রাণি দ্বৈতথানি অ সঞ্জয় ।

পাণ্ডুনাং মামকৈঃ সাধ মজ্ঞৌষং তব জল্পতঃ ॥ ১

ন চৈবং মামকং কিকিদ্ধষ্টং সংশসি সঞ্জয় ।

নিত্যং পাণ্ডুসুতান্ হৃষ্টানভয়ান্ সম্প্রশংসসি ॥ ২

জীয়মানান্ বিমনসো মামকান্ বিগতোজসঃ ।

বদসে সংযুগে সূত দিষ্টমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ ।

যথাশক্তি যথোৎসাহং যুদ্ধে চেষ্টন্তি তাবকাঃ ।

দর্শয়ানাঃ পরং শক্ত্যা পৌরুষং পুরুষর্ষভ ॥ ৪

গঙ্গায়াঃ সুরনজ্ঞা বৈ স্বাত্ত্ব ভূত্বা যথোদকম্ ।

মহোদধেগুণাভ্যাসাল্লবণত্বং নিগচ্ছতি ॥ ৫

তথা তৎ পৌরুষং রাজংস্তাবকানাং পরস্তপ ।

প্রাপ্য পাণ্ডুসুতান্ বীরান্ ব্যর্থং ভবতি সংযুগে ॥ ৬

ঘটমানান্ যথাশক্তি কুর্বাণান্ কর্ম দুষ্করম্ ।

ন দোষণে কুরুশ্রেষ্ঠ কৌরবান্ গন্তমর্হসি ॥ ৭

ভবাপরাধাৎ সুমহান্ সপুত্রস্ত বিশাম্পতে ।

পৃথিবিয়াঃ প্রক্ষয়ো ঘোরো যমরাষ্ট্রবিবর্ধনঃ ॥ ৮

আত্মদোষাৎ সমুৎপন্নং শোচিতুং নাইসে নৃপ ।

ন হি রক্ষন্তি রাজানঃ সর্বথাত্রাপি জীবিতম্ ॥ ৯

ত্রাশীতিতম অধ্যায়ঃ ।

[ইরাবান্ কর্তৃক বিন্দ ও অহুবিষ্মের পরাজয়, ভগদত্তের নিকট ঘটোৎকচের পরাভব এবং মজ্ঞরাজ শল্যকে জয় করিয়া নকুল-সহদেবের বিজয়লাভ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমি তোমার মুখ হইতে এখন পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণের আমার পুত্রদের সহিত যে বহু বিচিত্র দ্বৈতরথ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা শ্রবণ করিলাম ॥ ১

সূত! কিন্তু তুমি আমার পক্ষে সংঘটিত কোন হর্ষজনক বাক্য এখনও বলিলে না; বরঞ্চ পাণ্ডবগণেরই প্রতিদিন হর্ষপূর্ণ ও অপ্রীতিজিত থাকারই সংবাদ বলিতেছ ॥ ২

আমার পুত্ররা তেজ ও বলহীন, বিমনা এবং যুদ্ধে পরাজিত—এই কথাই বলিতেছ। সঞ্জয়! এ সমস্ত প্রারম্ভেরই ফল—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার পুত্রগণও পূর্ণ শক্তিতে পুরুষার্ঘ দেখাইতে দেখাইতে খীর বল ও উৎসাহ অহ-

সারে যুদ্ধে সফলতালাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন ॥ ৪

পরস্তপ! নরেশ! যেরূপ দেবনদী গঙ্গার জল দ্বাদিষ্ট হইয়াও মহাসাগরের সহিত সংযোগবশতঃ তাহার গুণ সংমিশ্রণ হইয়া বাওরায় লবণাক্ত হয়, সেইরূপ আপনার পুত্রদিগের পুরুষার্ঘ যুদ্ধে বীর পাণ্ডবগণ পর্য্যন্ত বাইরা ব্যর্থ হইয়া পড়িতেছে ॥ ৫-৬

কুরুশ্রেষ্ঠ! কৌরবগণ যথাশক্তি জয়লাভের জন্য প্রবৃত্ত করিতেছেন এবং দুষ্কর কর্মও করিতেছেন, অতএব তাহাদের উপর দোষারোপ করা আপনার উচিত নয় ॥ ৭

প্রজানাথ! পুত্রসহ আপনার অপরাধেই এই ভূমণ্ডলের মহাভয়ঙ্কর সংহার হইতেছে এবং তাহাতে বমলোক দিনে দিনে বর্জিত হইতেছে ॥ ৮

নরেশ্বর! আপনি নিজেই দোষে যে মহাসঙ্কট প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার জন্য আপনার শোক করা উচিত নয়। (আপনারই অপরাধের জন্য) ভূতলের এই রাজ্যস্রাও সর্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াও নিজেদের জীবন রক্ষা করিতে পারিতেছেন না ॥ ৯

যুদ্ধে স্কন্ধতিনাং লোকানিচ্ছন্তো বসুধাবিপাঃ ।
চমুং বিগাহ্য যুধ্যন্তে নিত্যং স্বর্গপরায়াণাঃ ॥ ১০ ॥
পুৰাণে তু মহারাজ প্রাবর্তত জনক্ষয়ঃ ।
তং ত্রৈলোক্যমভ্যুদয় শৃণু দেবানুবোপমম্ ॥ ১১ ॥
আবহ্যো তু মহেশ্বাসৌ মহাসেনৌ মহাবলৌ ।
ইরাবন্তমভিপ্রেক্ষ্য সমেয়াভ্যাং রণোৎকটৌ ॥ ১২ ॥
তেষাং প্রবৃত্তে যুদ্ধে সুনহল্লোমহর্ষণম্ ।
ইরাবাংস্ত সুনহল্লো ভ্রাতরৌ দেবরূপিণৌ ॥ ১৩ ॥
বিব্যাধ নিমিত্ততুর্বার শঠৈঃ সন্ততপর্বতৈঃ ।
তাবেনং প্রতাবিধোতা সমরে চিত্রযোধিনৌ ॥ ১৪ ॥
যুধাতাং হি তথা রাজানু বিশেষো ন ব্যদৃশ্যত ।
যততাং শক্রনাশায় কৃতপ্রতিকূটেষিণাম্ ॥ ১৫ ॥
ইরাবাংস্ত ততো রাজভ্রাতৃন্দিস্তা সায়কৈঃ ।
চতুর্ভিঃচত্বাং বাহাননয়দ্ বনসদনম্ ॥ ১৬ ॥

এই সব ভূগতিগণ যুদ্ধে পুণ্যায় দিগের প্রাপ্য লোকসমূহ লাভ করিতে আভিলাষী হইয়া শক্রদৈন্যদেঃ মধ্যে প্রবেশ করত যুদ্ধ করিতেছিলেন এবং স্বর্গই উৎসাহের তান পরম লক্ষ্য ছিল ॥ ১০ ॥

মহারাজ! সেই দিন পুণ্যায়কালে অতিশয় জনক্ষয় হইয়াছিল। আপনি একাগ্রচিত্ত দেবানুবোপমমুখ্য মহাভারত সেই যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥

অবতীশেনের মহাবলশালী, মহাপ্রবীর ও বিশাল সৈন্য-বাহিনীযুক্ত রাবণদেবের বিনে ও অহুর্বিষ্ম যুদ্ধে উন্নত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে সমুখ অর্জু-পুত্র ইরাবান্কে দেখিয়া তাহার সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥ ১২ ॥

এই তিন বীরের সেই যুদ্ধ অত্যন্ত রোমাঞ্চকারী ছিল। ইরাবান্ ক্রুপিত হইয়া দেবভ্রাতৃদেব নামে রূপবান্ বিনে ও অহুর্বিষ্ম এই দুই ভ্রাতাকে আনতপর্বতযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ অহিঞ্জিত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহারও উভয়ে সমরাজ্যে বিচিন্ন পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সুতরাং ইরাবাং ও ইরাবান্কে বাণ-বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

রাজন্! উভয়পক্ষের যোদ্ধারাও নিজ নিজ শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে অগ্রতীর্ণ ছিলেন। তাহারও সকলেই পরস্পরের কৃত অস্ত্রপ্রহার নিবারণ করিতে অকিলাষী ছিলেন, সুতরাং যুদ্ধের সময় তাহাদের কোন পার্থক্যই বুঝা যাউতেছিল না ॥ ১৫ ॥

রাজন্! সেই সময় ইরাবান্ নিজ চারিটি বাণের দ্বারা অহুর্বিষ্মের চারিটি অঙ্গে বহুলোকে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ১৬ ॥

ভল্লাভ্যাক স্ততীক্লান্ত্যং ধনুঃ কেতুক মারিষ ।
চিচ্ছেদ সমরে রাজ স্তদন্তু হমিদাভবং ॥ ১৭ ॥
ত্যাগুণ্যবিন্দোহপ রথং বিন্দন্ত রথমাস্থিতঃ ।
ধনুর্গৃহীত্ব পরমং ভাবসাধনমুত্তমম্ ॥ ১৮ ॥
তাবেকশ্চৌ রণে বীরাবাংস্তৌ রথিনাং বরৌ ।
শরান্ সুচতুস্তূর্ণমিদিবতি মহাত্মনি ॥ ১৯ ॥
তাভ্যাং মুক্তা মহাবেগোঃ শরাঃ কাঞ্চনভূষণাঃ ।
দিবাকরপথং প্রাপ্য ছাদয়ামান্তুরহরম্ ॥ ২০ ॥
ইরাবাংস্ত রণে ক্রুদ্ধো ভ্রাতরৌ ঐ মহারথৌ ।
বর্ষশরবর্ষণে সারথিং চাপ্যপাতয়ং ॥ ২১ ॥
তস্মিংস্ত পতিতে ভূমৌ গতসস্তে তু সারথৌ ।
রথঃ প্রহৃত্তাব দিশঃ সমুদ্ভূতস্থিতস্ততঃ ॥ ২২ ॥
ঐ স জিজ্ঞা মহারাজ নাগরাজসুতাসুতঃ ।
শৌর্যং ব্যাপয়ন্তুর্বা ব্যধমং তব বাহিনীম্ ॥ ২৩ ॥

আহা! রাজন্! তাহদের দুটি তীক্ষ্ণ তলের দ্বারা তিনি যুদ্ধে দুগিনের ধনু ও ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া গাইল ॥ ১৭ ॥

তাহাদের অগ্ৰবিন্দ নিজ রথ পরিত্যাগ করিয়া বিনের রথে গিয়া আবোহণ করিলেন এবং ভারহীন করিতে সমর্থ অন্য একটি অস্ত্রাশ্রয় ধনু গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দুই অবতীশেনের বীর রণজনে একই রথে উপবর্ত থাকিয়া আতঙ্কিত গতিতে মহাত্মা ইরাবানের উন্নত বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

এই উভয় বীরের নিষ্কিপ মহাবেগশালী অর্ধবৃত্তিযুক্ত বাণ-সমূহ স্বর্গদেবের পথে উপস্থিত হইয়া আকাশকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল ॥ ২০ ॥

তখন ইরাবান্ও রণজনে অদ্ভুত হইয়া সেই বীর দুই ভ্রাতার উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং তাহাদের সারথিকে ভূপতিত করিলেন ॥ ২১ ॥

সারথি প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলে সেই রথের অধগণ বিশেষভাবে বিভ্রান্ত হইয়া চরিত্রিক দিশা দৌড় ইতে দৌড়াইতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

মহারাজ! ইরাবান্ নাগবান্ধবতা উল্লীষ পুত্র ছিলেন। তিনি বিনে ও অহুর্বিষ্মকে পরাজিত করিয়া স্বীয় পুত্রস্বার্থদেখাইতে দেখাইতে অভিহিত আপনায় সৈন্যদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৩ ॥

স্না বধ্যমানা সমরে ধার্তরাষ্ট্রী মহাচমুঃ ।
 বেগান্ বহুবিসাংশ্চক্রে বিষং পীডেব মানবঃ ॥ ২৪
 হৈড়িস্থো রাক্ষসেন্দ্রস্ত ভগদন্তঃ সমাজ্রবৎ ।
 রথেনাদিত্যবর্ণেন সধবজ্ঞেন মহাবলঃ ॥ ২৫
 ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষো রাজা নাগরাজং সমাস্থিতঃ
 যথা বজ্রধরঃ পূর্বং সংগ্রামে তারকাময়ে ॥ ২৬
 তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বা ঋষয়শ্চ সমাগতাঃ ।
 বিশেষং ন স্ম বিবিধুর্হৈড়িস্থ-ভগদন্তয়োঃ ॥ ২৭
 যথা সুরপতিঃ শক্রস্ত্রাসয়ামাস দানবান্ ।
 তথৈব সমরে রাজা দ্রাবয়ামাস পাণ্ডবান্ ॥ ২৮
 তেন বিজ্রাব্যমাণাস্তে পাণ্ডবাঃ সর্বতো দিশম্ ।
 দ্রাতারং নাভ্যগচ্ছন্তুঃ শ্বেদনীকেষু ভারত ॥ ২৯
 ভৈমসেনিং রথস্থং তু তত্রাপশ্যাম ভারত ।
 শেষা বিমনসো ভূত্বা প্রাজ্রবন্ত মহারথাঃ ॥ ৩০

রণাঙ্গনে ইরাবান্ কর্তৃক পীড়িত হইয়া আপনার বিশাল
 সৈন্যবাহিনী বিষপানকারী যাহ্নবের কাষ নানাপ্রকার উষেগ
 প্রকাশ করিতে লাগিল ॥ ২৪

অপরদিকে রাক্ষসরাজ মহাবল ঘটোৎকচ পৃথ্বীতুলা তেজস্বী
 ও ধ্বজযুক্ত রথের দ্বারা ভগদন্তের উপর আক্রমণ করিল ॥ ২৫

যেদ্রুপ পুরাকালে তারকাময় সংগ্রামের সময় বজ্রধারী ঈশ্র
 ঐরাবতনামক হাতীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের জন্ত গমন
 করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই মহাযুদ্ধে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের
 অধিপতি রাজা ভগদন্ত এক গন্ধরাজে আরোহণ করত যুদ্ধের জন্ত
 উপস্থিত হইলেন ॥ ২৬

তখন সেখানে যুদ্ধ দেখিবার জন্ত সমাগত দেবতা, গন্ধর্ভ
 এবং ঋষিগণ ঘটোৎকচ ও ভগদন্তের মধ্যে পরাক্রমের কোন
 পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই ॥ ২৭

যেদ্রুপ দেবরাজ ঈশ্র দানবদিগকে ভীত করিয়া থাকেন,
 সেইরূপ ভগদন্ত পাণ্ডবসৈন্যগণকে ভীত করিয়া তাহাদিগকে
 পলাইয়া যাইতে বাধ্য করিলেন ॥ ২৮

ভারত! ভগদন্ত কর্তৃক বিভাড়িত হইয়া পাণ্ডবসৈন্যগণ
 চারিদিকে পলায়ন করিতে করিতে নিজেদের মধ্যে কাহাকেও
 দৃশ্যকর্ত্তারূপে পাইল না ॥ ২৯

হে ভারত! সেই সময় সেখানে আমরা কেবল ভীম-পুত্র
 ঘটোৎকচকেই রথের উপর স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম ।

নিবৃন্তেষু তু পাণ্ডুনাং পুনঃ সৈন্যেষু ভারত ।
 আসীন্নিষ্ঠানকো ঘোরস্তব সৈন্যস্ত সংযুগে ॥ ৩১
 ঘটোৎকচস্ততো রাজন্ ভগদন্তং মহারণে ।
 শরৈঃ প্রচ্ছাদয়ামাস মেঘং গিরিমিবানুদঃ ॥ ৩২
 নিহত্য তান্ শরান্ রাজা রাক্ষসস্ত্র ধনুশ্চ্যুতান্ ।
 ভৈমসেনিং রণে তুর্গং সর্বমর্মস্বতাড়য়ৎ ॥ ৩৩
 স তাডামানো বহুভিঃ শরৈঃ সন্ততপর্বতিঃ ।
 ন বিব্যাথে রাক্ষসেন্দ্রো ভীতমান ইবাচলঃ ॥ ৩৪
 তস্ত্র প্রাগ্জ্যোতিষঃ ক্রুদ্ধস্তোমরাশ্চ চতুর্দশ ।
 প্রেষয়ামাস সমরে তাংশ্চিচ্ছেদ স রাক্ষসঃ ॥ ৩৫
 স তাংশ্চিহ্না মহাবাহুস্তোমরান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 ভগদন্তঞ্চ বিব্যাধ সপ্তভ্যা কল্পপত্রিভিঃ ॥ ৩৬
 ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষো রাজা প্রহসন্নিব ভারত ।
 তক্ষাশ্বাশ্চত্বরঃ সংখ্যে পাণ্ডবামাস সাংকৈঃ ॥ ৩৭

অবশিষ্ট সকল মহারথীরাও বিমনা হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৩০

ভরতবংশধর! তারপর যখন পাণ্ডব সৈন্যগণ পুরায়
 রণাঙ্গনে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সেই রণক্ষেত্রে আপনার
 সৈন্যদের মধ্যে ভয়ঙ্কর কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ৩১

রাজন্! সেই সময় এই মহাযুদ্ধে ঘটোৎকচ স্বীয় বাণসমূহে
 ভগদন্তকে সেইরূপে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল, যেদ্রুপ জল-
 ধারণীল মেঘ মেঘ পর্বতের উপর জলপারা বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৩২

রাক্ষস ঘটোৎকচের দশ হইতে নিকষ্প সমস্ত বাণই রাজা
 ভগদন্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়া রণস্থলে অতিক্রান্ত ঘটোৎকচের সকল
 মর্মস্থানের উপর প্রহার করিলেন ॥ ৩৩

আনতপর্কশ্রুত বহু বাণে আহত হইয়াও বিদারিত পর্বতের
 দ্বায় রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ব্যথিত ও বিচলিত হইল না ॥ ৩৪

তখন প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া
 ঘটোৎকচের উপর চৌদটি তোমর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু
 এই গুলিকে ঘটোৎকচ রণাঙ্গনে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৩৫

সেই তোমরগুলিকে তীক্ষ্ণবাণে ছেদন করিয়া মহাবাহু
 ঘটোৎকচ বহুপত্রযুক্ত সত্তরটি বাণে ভগদন্তকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৬

ভারত! তখন প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদন্ত বেন
 হস্ত করিতে করিতেই সেই যুদ্ধে স্বীয় বাণসমূহে ঘটোৎকচের
 চারিটি অংকে ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ৩৭

স হতাস্থে রথে তিষ্ঠন্ রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ।
 শক্তিং চিক্কেপ বেগেন প্রাগ্ জ্যোতিষগজং প্রতি ॥ ৩৮
 ভামাপতন্তীং সহসা হেমদণ্ডং সুবেগিনীম্ ।
 ত্রিধা চিচ্ছেদ নৃশক্তিঃ সা ব্যাকীৰ্ণ্যত মেদিনীম্ ॥ ৩৯
 শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা হৈড়িষঃ প্রাস্রবদ্ ভয়াৎ ।
 যথেন্দ্রশ্চ রণাৎ পূৰ্ণং নমুচিদ্দৈত্যসত্তমঃ ॥ ৪০
 তং বিজিত্য রণে শূরং বিক্রান্তং খ্যাতপৌরুষম্ ।
 অজ্ঞেয়ং সমরে বীরং যমেন বরুণেন চ ॥ ৪১
 পাণ্ডবীং সমরে সেনাং সম্মমর্দ স কুঞ্জরঃ ।
 যথা বনগজো রাজ্ঞন্ যুদগং শচরতি পশ্বিনীম্ ॥ ৪২
 মজ্জেরন্তু সমরে যমাত্যাং সমসজ্জত ।
 অশ্রীকৌ ছাদয়াক্ষরে শবৌঘেঃ পাণ্ডুনন্দনো ॥ ৪৩
 সহদেবস্তু সমরে মাতুলং দৃশ্য সঙ্গতম্ ।
 অবারয়চ্ছরৌষেণ মেঘো যদদ্ দিগাকরম্ ॥ ৪৪

অবনিহত হইলেও সেই রথের উপাবিষ্ট থাকিয়া প্রতাপশালী
 রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ভগবন্তের হস্তীর উপর তীব্রবেগে একটি
 শক্তি নিক্ষেপ করিল ॥ ৩৮

এই শক্তি স্বর্ণময় দণ্ডে যুক্ত ছিল। ইহার বেগও ছিল
 অতিশয়। এই শক্তিকে সহসা আসিতে দেখিয়া রাজা ভগদত্ত
 উহাকে তিনখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন উহা পৃথিবীতে
 ছড়াইয়া পড়িল ॥ ৩৯

নিজ শক্তিকে খণ্ডিত দেখিয়া হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ ভগ-
 বন্তের ভয়ে সেইরূপে পলায়ন করিল, যেহেতু পুরাকালে দেবরাজ
 ইন্দের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে দৈত্যরাজ নমুচি রণাঙ্গন
 হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন ॥ ৪০

রাজন্! ঘটোৎকচ স্বীয় পৌরুষের জন্ত বিখ্যাত পরাক্রম-
 শালী ও বীর ছিলেন। বরুণ এবং যমরাজও এই বীরকে
 লঙ্ঘ্যমে পরাজিত করিতে সমর্থ হন না। এইরূপ বীরকেও
 রণাঙ্গনে জয় করিয়া ভগবন্তের সেই হাতী সমরভূমিতে পাণ্ডব-
 সৈন্তগণকে সেইভাবে মর্দন করিতে লাগিল, যেহেতু বনহতী
 সরোবরের পশ্চকে মণ্ডিত করিতে করিতে বিচরণ করিয়া
 থাকে ॥ ৪১-৪২

অপর দিকে মজ্জরাজ শল্য যুদ্ধে নিজ ভাগিনেয় (ভগিনী-
 পুত্র) নকুল ও সহদেবের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি
 পাণ্ডুহুলের আনন্দপ্রায় হই ভাগিনেয়কে স্বীয় বাণসমূহে আচ্ছাদিত

ছাত্তমানঃ শরৌষেণ দ্রষ্টরূপতরোহভবৎ ।
 তয়োশ্চাপ্যভবৎ প্রীতিরতুলা মাতৃকারণাৎ ॥ ৪৫
 ততঃ প্রহস্ম সমরে নকুলস্ত মহারথঃ ।
 (ধবজং চিচ্ছেদ বাণেন ধমুশ্চকেন মারিষ ॥
 অধৈনং ছিব্বদধানং ছাদয়ন্তি ভারত ।
 নিজঘান রণে তং তু সূতং চাস্ত শূপাতয়ং ॥)
 অখাংশ্চ চতুরো রাজংশ্চতুর্ভিঃ সায়কৌস্তমৈঃ ॥ ৪৬
 শ্রেণয়ামাস সমরে যমস্ত সদনং প্রতি ।
 হতাস্থাং তু রথাং তূর্ণমবপ্লুত্যা মহারথঃ ॥ ৪৭
 আকুরোহ ততো যানং ভ্রাতুরেব যশস্বিনঃ ।
 একস্তৌ তু রণে শুরৌ দৃঢ়ে বিক্রিপ্য কামুকৌ ॥ ৪৮
 মজ্জরাজরথং তূর্ণং ছাদয়ামাসতুঃ ক্ষণাৎ ।
 স ছাত্তমানো বহুভিঃ শরৈঃ সন্নতপর্বতিঃ ॥ ৪৯
 অশ্রীয়া ভ্যাং নরব্যাঘ্রৌ নাকম্পত যথাচলঃ ।
 প্রহসন্তি তং চাপি শস্ত্রবৃষ্টিং জঘান হ ॥ ৫০

করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৩

সহদেব নিজের মাতুল শল্যকে যুদ্ধে আসক্ত দেখিয়া যেরূপ মেঘ
 সূর্য্যকে আবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও স্বীয় বাণসমূহে
 শল্যকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৪

তাহার বাণসমূহ আচ্ছাদিত হইয়াও শল্য অতিশয় প্রসন্ন
 রহিলেন। নিজ জননীর জন্তও নকুল এবং সহদেবের মনে তাহার
 উপর অতুলনীয় প্রীতি ছিল ॥ ৪৫

আৰ্য্য! তখন মহারথী শল্য রণাঙ্গনে দ্রাস্ত করিতে করিতেই
 এক বাণে নকুলের ধবজ এবং অপর বাণে তাহার ধমু ছেদন
 করিলেন। ভারত! ধমু ছিন্ন হইবার পর তাহাকে বাণে আচ্ছা-
 দিত করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে তাহার সারথিকেও বিনাশ
 করিলেন। রাজন্! তারপর তিনি চারিটি উত্তম বাণের দ্বারা
 নকুলের চারিটি অশ্বকেও যমলোকে প্রেরণ করিলেন। অশ্ব
 নিহত হইলে মহারথী নকুল অতিশয় সেই রথ হইতে লাফাইয়া
 পড়িলেন এবং যশস্বী ভ্রাতা সহদেবের রথে গিয়া আরোহণ
 করিলেন ॥

তদনন্তর একই রথে উপবিষ্ট হইয়া দুই বীর কশকালের মধ্যেই
 নিজ নিজ স্মৃঢ় ধমু আকর্ষণ করিয়া রণভূমিতে মজ্জরাজ শল্যের
 রথকে সত্তর বাণদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥

নিজ দুই ভাগিনেয়ের দ্বারা নিশ্চিন্ত আনন্দপূর্ণ হইয়া বহু সংখ্যক

সহদেবস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ শরমুদগ্ধ্য বীৰ্য্যবান্ ।
 মদ্ররাজমভিপ্ৰেক্ষ্য প্রেষয়ামাস ভারত ॥ ৫১
 স শরঃ প্রেষিতস্তেন গরুড়ানিলবেগবান্ ।
 মদ্ররাজং বিনিৰ্ভিচ্ছ নিপপাত মহীতলে ॥ ৫২
 স গাঢ়বিক্রো ব্যথিতো রথোপস্থে মহারথঃ ।
 নিষসাদ মহারাজ কশ্মলাঞ্চ জগাম হ ॥ ৫৩
 তং বিসংভ্রং নিপতিতং সূঃ সাম্প্রক্য সন্বুগ ।
 অপোবাহ রথেনাজো যনাভ্যামভিপীড়িতম্ ॥ ৫৪
 দৃষ্ট্বা মদ্রেধ্বররথং ধার্তরাষ্ট্রাঃ পরাভ্যমুখম্ ।

বাণে আচ্ছাদিত হইয়াও নরশ্রেষ্ঠ শল্য পক্ষতের তাড়ন আবলম্ভ্য অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তান হত্যা করিতে করিতেই তাঁহাদের সেই অস্ত্রবর্ষণ বর্ষ করিয়া দিলেন ॥ ৪৬-৫০

ভারত ! তখন পরাক্রমশালী সহদেব ক্রুদ্ধ হইয়া এটি বাণ হাতে লইলেন এবং তাহা মদ্ররাজ শল্যের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫১

সহদেব বর্জ্বক নিষিগ্ধ এই বাণ গরুড় ও বায়ুহুলা বেগশালী ছিল। উহা মদ্ররাজ শল্যকে বিনাশ করিয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৫২

মহারাজ ! এই বাণের গভীর আঘাতে পীড়িত ও ব্যথিত হইয়া মহারথী শল্য রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া উপবেশন করিলেন এবং মুচ্ছিত হইলেন ॥ ৫৩

যুদ্ধস্থলে নকুল ও সহদেবের দ্বারা পীড়িত হইয়া তিনি সংজ্ঞা-

শ্রীমদ্রহস্যি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী-সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বোত্তর ভীষ্মপর্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধবিষয়ক ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের
 অন্তিম পদ্যম্ ।

সর্বৈ বিমনসো ভূহা নেদমস্তীভাচিস্থয়ন্ ॥ ৫৫
 নিজিত্য মাতুলং সখ্যে মাত্রীপুত্রৌ মহারথৌ ।
 দগ্ধহৃদ্বিতৌ শঙ্খৌ সিংহনাদঞ্চ নেদতুঃ ॥ ৫৬
 অভিরুদ্ধবহুহস্তৌ তব সৈন্যং বিশাম্পতে ।
 যথা দৈত্যচমুঃ রাজনিজ্রোণেন্দ্রাবিবামরৌ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণ ভীষ্মবধপর্বণি দ্বন্দ্বযুদ্ধে
 ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৩

হীন অবস্থায় রথে পতিত হইয়াছেন দেখিয়া সাদ্রশ্য রথের দ্বারা তাঁহাকে দগ্ধহৃদ্বির বারি-রে লহা যাইল ॥ ৫৪

মদ্ররাজের রথকে যুদ্ধ হইতে বিমুগ্ধ দেখিয়া আপনার পুত্রগণ মনে মনে দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—মদ্ররাজ শল্যের ভীষ্ম শেষ হইয়া যায় নাই ত' ? ॥ ৫৫

মহারথী মাত্রীপুত্র নকুল ও সহদেব নিজের মাতুল শল্যকে পরাজিত করিয়া প্রমত্তাসহকারে শাস্ত্রধর্মান করিলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬

প্রহরনাথ ! যেহেতু দেবরাজ ইন্দ্র ও উপেন্দ্র (ভগবান্ বিষ্ণু) দৈত্যসৈন্যদ্বিগকে প্রহার করিয়া বিভাডিত করেন, সেইরূপ দৃষ্ট-চিন্তা নকুল ও সহদেব আপনায় সৈন্যদ্বিগকে বিভাডিত করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭

চতুরশীতিতমোঃধ্যায়ঃ ।

[যুধিষ্ঠিরেণ রাজ্যঃ ঐশ্ভাযুঃ পরাজয়ঃ, যুদ্ধে চেকিতান-কুপাচার্য্যায়ানুজ্ঞা, ভূরিশ্রবসা ধৃত্যকৈতোরভিমুখানা চিত্রসেন-
প্রভৃতীনাং পরাভবঃ, সূশর্মাভিঃ সহার্জুনসা যুদ্ধারম্ভঃ]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা মধ্যং প্রাপ্তে দিবাকরে ।

ঐশ্ভাযুশ্চৈব প্রেক্ষ্য প্রেষয়ামাস বাজিনঃ ॥ ১

অভ্যাসং ততো রাজা ঐশ্ভাযুশ্চৈব দ্বন্দ্বমম ।

বিনিঘ্নন্ সারকৈশ্চৌদ্ধৈর্ন ভিন্নতপযতিঃ ॥ ২

স সংসার্য্য রণে রাজা প্রেষিতান্ ধর্ম্মসুহৃদা ।

শরান্ সপ্ত মহেবাসঃ কৌন্তেয়্যায় সন্যপয়ং ॥ ৩

তে তস্মৈ কবচং ভিষ্মা পপুঃ শোণিতমাহবে ।

অশুন্যিব বিচিহ্নস্ত! দেহে তস্মৈ মহাশ্বনঃ ॥ ৪

পাণ্ডবস্ত ভূগং ক্রুদ্ধো বিক্রান্তেন মহাশ্বন ।

রণে বরাহকর্ণেন রাজানং স্তম্ভবিধাত ॥ ৫

অথাপরেণ ভল্লেন কেতুং তস্মৈ মহাশ্বনঃ ।

চতুরশীতিতম অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠিরেণ দ্বারা রাজা ঐশ্ভাযুর পরাজয়, যুদ্ধে চেকিতান ও
কুপাচার্য্যের যুজ্ঞা, ভূরিশ্রবাকর্তৃক ধৃত্যকৈতু এবং অভিমুখ্যদ্বারা
চিত্রসেন প্রভৃতির পরাভব ও সূশর্ম্মাদির সহিত অর্জুনের যুদ্ধ
আরম্ভ]

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! যখন সূর্য্যদেব দিবসের মধ্য-
ভাগে উদয়িত হইলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠির ঐশ্ভাযুকে দেখিয়া
তাঁহার দিকে অশ্বগণকে প্রেরণ করিলেন ॥ ১

সেই সময় আনতপর্কযুক্ত নদটি তীক্ৰ বাণে শক্রসমন ঐশ্ভাযুকে
আহত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২

তখন মহাবীরের রাজা ঐশ্ভাযু যুদ্ধে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্তৃক
নিকৃষ্ট বাণসমূহকে নিবারণ করিয়া সেই কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে
সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩

যুদ্ধস্থলে এই বাণগুলি মহাশ্মা যুধিষ্ঠিরের শরীরে তাঁহার
প্রাণকে অশেষণ করিতে করিতে কবচ ভেদ করত তাঁহার রক্ত-
পান করিতে লাগিল ॥ ৪

মহাশ্মা ঐশ্ভাযুর বাণে বিদ্ধ হইয়া পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির অত্যন্ত
ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি রণাঙ্গনে বরাহকর্ণনামক এক বাণ নিক্ষেপ
করিয়া রাজা ঐশ্ভাযুর বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫

রথশ্রেষ্ঠো রথাং তুর্গং ভূমৌ পার্থো নৃপাতয়ং ॥ ৬

কেতুং বিপত্তিতাং দৃষ্ট্বা ঐশ্ভাযুঃ স তু পার্থিবঃ ।

পাণ্ডবং বিশিখৈস্তীক্ষ্ণ রাজন্ বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ৭

ততঃ ক্রোধাৎ প্রজজ্ঞাস ধনপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

যথা যুগান্তে ভূতানি দিধক্ষুরিব পাবকঃ ॥ ৮

ক্রুদ্ধং তু পাণ্ডবং দৃষ্ট্বা দেব-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষসাঃ ।

প্রবিব্যাথুর্নহারাজ ব্যাকুলং চাপ্যভূজ্জগৎ ॥ ৯

সর্ব্বেষাং চৈব ভূতানান্দমাসীদানোগতন্ ।

ত্রীল্লোকানচ্চ সংক্রুদ্ধো নৃপোহয়ং ধন্যতীতি বৈ ॥ ১০

ঋষয়শ্চৈব দেবাস্চ চক্রুঃ স্বস্ত্যয়নং মহং ।

লোকানং নৃপ শাস্ত্যর্থ্য ক্রোধিতে পাণ্ডবে তদা ॥ ১১

স চ ক্রোধসমাবিষ্টঃ সৃক্ষী পরিসংলিহন্ ।

দমরাত্মবপুর্দ্যাবং যুগাস্তাদিত্যাসন্নভম্ ॥ ১২

তাহার পর রাবণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপুত্র যুধিষ্ঠির ভল্লনামক
অপর একটি বাণে মহাশ্মা ঐশ্ভাযুর ধরকে ছেদন করিয়া অতি-
সঙ্ঘর রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ৬

রাজন্! ধরকে পতিত দেখিয়া রাজা ঐশ্ভাযু স্বীয় সাতটি
তীক্ষ্ণবাণে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৭

ইহা দেখিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রলম্বকালে সমস্ত প্রাণীদিগকে
দৃষ্ট করিতে ইচ্ছুক অগ্নিদেবের জ্বালায় কোষে প্রজ্জ্বলিত হইয়া
উঠিলেন ॥ ৮

মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া দেবতা,
গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ ব্যাধিত হইয়া উঠিলেন এবং সমগ্র জগৎ ভয়ে
ব্যাকুল হইয়া পড়িল ॥ ৯

সেই সময় সমস্ত প্রাণীদিগের মনে এই প্রশ্ন জাগিল যে, আজ
নিশ্চয়ই এই রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিভুবনকেই ভষ্ম করিয়া
ফেলিবেন ॥ ১০

নরেশ্বর! যে সময়ে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন,
সেই সময় সমস্ত লোকসমূহের শাস্তির জন্ত দেবতা ও ঋষিগণ শ্রেষ্ঠ
স্তম্ভবাচন করিতে লাগিলেন ॥ ১১

তিনি কোষে পরিব্যাপ্ত হইয়া মুখের দুই প্রান্ত ভাগ লেহন
করিতে করিতে (চাটিতে চাটিতে) নিজের শরীরকে প্রলম্ব-
কালীন সূর্য্যের জ্বালা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিলেন ॥ ১২

ভক্তঃ সৈন্তানি সৰ্বানি তাবকানি বিশাংস্পতে ।
 নিরাশাস্ত্রভবংস্তত্র জীবিতং প্রতি ভারত ॥ ১৩
 স তু ধৈর্যেণ তং কোপং সংনিবার্য মহাযশাঃ ।
 ঞ্জতায়ুধঃ প্রচিচ্ছেৎ মুষ্টিদেশে মহাধনুঃ ॥ ১৪
 অতেনং ছিন্নধন্যং নারাতেন স্তনাস্তরে ।
 নির্বিভেদে রণে রাজা সৰ্বসৈন্তাস্ত পশ্যতঃ ॥ ১৫
 সত্বরঞ্চ রণে রাজংস্তস্ত বাহান্ মহাশ্বনঃ ।
 নিজঘান শরৈঃ ক্ষিপ্ৰং সূতঞ্চ স্তমহাবলঃ ॥ ১৬
 হতশ্চ তু রথং ভক্ত্য দৃষ্ট্বা রাস্ত্রোহম্য পৌরুষম্
 বিশ্রুত্বাব বেগেন ঞ্জতায়ুঃ সমরে তদা ॥ ১৭
 তস্মিন্ জিতে মহেৰ্বাসে ধৰ্মপুত্রং সংযুগে ।
 হৃৰ্য্যোধনবলং রাজান্ সৰ্বমাসাং পরাঙ্ মুখম্ ॥ ১৮
 এতং কৃতা মহারাজ ধৰ্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 ব্যাস্তাননো যথা কালস্তব সৈন্ত্য জঘান হ ॥ ১৯

প্রজানাম্ । ভরতনন্দন ! সেই সময় আপনার সকল সৈন্ত-
 গণ রণাঙ্গনে নিজ নিজ জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া দিলেন ॥ ১৩

কিন্তু মহাযশসী যুধিষ্ঠির ধৈর্যের সহিত নিজের জ্যেষ্ঠকে
 লংঘন করিলেন এবং যেখানে ঞ্জতায়ু ধনুটিকে মুষ্টি দ্বারা ধরিয়া
 রাখিয়াছিলেন, সেই স্থানে তাঁহার ধনুটিকে ছেদন করিলেন ॥ ১৪

রাজান্ । ধনু ছিন্ন হইলে মহাবল রাজা যুধিষ্ঠির ঞ্জতায়ু
 ধনুঃস্থলে একটি নারাচ গ্রহণ করিলেন । তারপর সকল
 সৈন্তের দৃষ্টিপথের মধ্যেই রণাঙ্গনে মহাত্মা ঞ্জতায়ু অশ্বগণকে
 অতি সত্বর বিনাশ করিলেন এবং তাঁহার সারথিকেও ক্রত বধ
 করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৫-১৬

রথের অশ্ব নিহত হইয়াছে—ইহা দেখিয়া এবং যুদ্ধে রাজা
 যুধিষ্ঠিরের পুরুষাৰ্থ অবলোকন করিয়া ঞ্জতায়ু সেই সময় তীব্র
 বেগে রথ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন ॥ ১৭

রাজান্ ! সংগ্রামে ধৰ্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্তৃক মহাধনুর্ধর ঞ্জতায়ু
 পরাসিত হইলে হৃৰ্য্যোধনের সকল সৈন্তই রণে পরাধীন হইয়া
 পলায়ন করিল ॥ ১৮

মহারাজ ! এইরূপ পরাক্রম করিয়া ধৰ্মপুত্র যুধিষ্ঠির শূন্য
 বিস্তারকারী কালের স্থায় আপনার সৈন্তগণকে বিনাশ করিতে
 লাগিলেন ॥ ১৯

অন্যদিকে বৃষ্ণিংশসমুত চেকিতান রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
 রূপাচার্যকে সকল সৈন্তের সাক্ষাতেই নিজ বাণসমূহে আচ্ছাদিত

চেকিতানস্ত বাৰ্হেয়ো গৌতমং রথিনাং বরম্ ।
 প্রেক্ষতাং সৰ্বসৈন্তানাং ছাদয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ২০
 সংনিবার্য শরাংস্তাস্ত্র কৃপাঃ শারদ্বতো যুবি ।
 চেকিতানং রণে যন্ত রাজান্ বিব্যাধ পত্রিভিঃ ॥ ২১
 অথাপরেণ ভল্লেন ধনুশ্চিচ্ছেদ মাশ্বিষ ।
 সারথিং চাস্ত্র সমরে ক্ষিপ্ৰহস্তোস্ত্রপাতয়ৎ ॥ ২২
 অশ্বাংশ্চাস্ত্রাববীদ্ রাজান্ স্ত্রোভোভো পাক্ষিসারথা ।
 সোহবপ্লুত্যা রথাং তূর্ণং গদাং জগ্রাহ সাত্ততঃ ॥ ২৩
 স তয়া বীরঘাতিষ্ঠা গদয়া গদিনাং বরঃ ।
 গৌতমস্ত হরান্ হহা সারথিঞ্চ স্ত্রপাতয়ৎ ॥ ২৪
 ভূমিষ্ঠো গৌতমস্তস্য শরা শিচ্চক্রেপ যোড়শ ।
 শরাংস্তে সায়তং ভিদ্ভা প্রাবিশন্ ধরীভলম্ ॥ ২৫
 চেকিতানস্ত ৩ঃ ক্রুদ্ধঃ পুনশ্চিচ্চক্রেপ তাতং গদাম্ ।
 গৌতমসা বধাকাজ্ঞাঃ বহুস্বেয পুনন্দ্রঃ ॥ ২৬

করিয়া ফেলিলেন ॥ ২০

রাজান্ ! শরদ্বানের পুত্র রূপাচার্য যুদ্ধে সেই সব বাণকে
 ছেদন করিয়া অতিশয় সাবধানতার সহিত যুদ্ধরত চেকিতানকে
 পক্ষভূষিত বহু বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২১

বার্ঘ্য ! তারপর অস্ত্র একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধনুটিকে
 ছেদন করিলেন এবং স্বীয় হস্তনৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে
 সমরক্ষেত্রে তাঁহার সারথিকেও বধ করিলেন ॥ ২২

রাজান্ । তদনন্তর চেকিতানের চরিত্রি অশ্ব ও তাঁহার দুই
 গৃধরককেও নিহত করিলেন । তখন সাত্তবংশীয় চেকিতান
 রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া অতি সত্বর স্বীয় গদা গ্রহণ
 করিলেন ॥ ২৩

গদাধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চেকিতান সেই বীরঘাতিনী
 গদার দ্বারা রূপাচার্যের অশ্বগণকে নিহত করিয়া তাঁহার
 সারথিকেও ধরাশায়ী করিয়া দিলেন ॥ ২৪

তখন রূপাচার্য ভূমিতেই পাড়াইয়া চেকিতানের উপর
 বোলটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন । সেই বাণগুলি সাত্তবংশীয়
 চেকিতানকে ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল ॥ ২৫

তখন ক্রুদ্ধ চেকিতান রূপাচার্যকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া
 তাঁহার উপর পুনরায় সেইরূপ গদায় প্রহার করিলেন, বেরণ
 ব্রহ্মহরের উপর ইচ্ছা অস্ত্রপ্রহার করিয়াছিলেন ॥ ২৬

তামাপতন্তীং বিমলামশ্গর্ভাং মহাগদাম্ ।
 শরৈরনেকসাহস্রৈর্বায়মাস গৌতমঃ ॥ ২৭
 চেকিতানন্ততঃ খড়্গাং ক্রোধাধ্বজ্য ভারত ।
 লাঘবং পরমাস্থায় গৌতমং সমুপাভ্রবৎ ॥ ২৮
 গৌতমোহপি ধমুস্ত্যক্তা প্রগৃহ্যাসিং সুসংযতঃ ।
 বেগেন মহতা রাজশ্চেকিতানমুপাভ্রবৎ ॥ ২৯
 তাবুভৌ বলসম্পন্নৌ নিম্নিশেষবরধারিণৌ ।
 নিম্নিশিখাভ্যাং সুতীক্ষ্ণাভ্যামশ্রোত্ৰ্যং সন্ততক্ষতুঃ ॥ ৩০
 নিম্নিশিখবেগাভিতো ততস্তৌ পুরুষধৌ ।
 ধরণীং সমুপ্রাপ্তৌ সর্বভূতনিষেবিতাম্ ॥ ৩১
 মুচ্ছয়াভিপরীতাসৌ ব্যায়ামেন তু মোহিতৌ ।
 ততোহত্যাধাবদ্ বেগেন করকর্ষঃ সূহৃদয়ো ॥ ৩২
 চেকিতানং তথাভূতং দৃষ্টৌ সমরহর্মদঃ ।
 রথমারোপয়চ্চৈনং সর্বসৈশ্চ পশ্যতঃ ॥ ৩৩
 তথৈব শকুনিঃ শূরঃ শ্যালস্তব বিশাম্পতে ।

সেই নিম্নলিখিত বিশাল গদাকে নিম্নের উপর আসিতে দেখিয়া কৃপাচার্য্য বহু মহত্ব বাণের দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিলেন ॥ ২৭

ভারত ! তখন চেকিতান ক্রোধবশতঃ খড়্গ তরবারি বাহির করিয়া লইলেন এবং নিপুণতার সহিত কৃপাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৮

রাজন্ ! ইহা দেখিয়া কৃপাচার্য্যও ধমু পরিত্যাগ করত খড়্গ তরবারি হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং অস্ত্রশয় সাবধানতার সহিত তীব্র বেগে চেকিতানের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৯

ইহারা উভয়েই বলবান্ ছিলেন, এবং উভয়েই উত্তম তরবারির দ্বারা পরস্পরকে ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

সেই তরবারির গভীর আঘাতে আহত হইয়া এই দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষ সকল প্রাণীর নিবাসভূত ভূতলে পাতত হইলেন ॥ ৩১

তাহাদের সান্না অঙ্গ মুচ্ছয়া আবিষ্ট হইয়া পড়িল এবং অধিক পরিশ্রমের জন্ত উভয়েই অচেতন হইয়া পড়িলেন । সেই সময় যুদ্ধে উন্নত হইয়া সংগ্রামকারী করকর্ষ চেকিতানকে সেই অবস্থায় পতিত দেখিয়া গৌহর্দবশতঃ তীব্রবেগে দৌড়াইয়া আসিলেন এবং সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই তাহাকে রথে তুলিয়া ইলেন ॥ ৩২-৩৩

প্রজ্ঞানার্থ । এইরূপ আপনাদি শ্রাদক (সখ্য) বীর শকুনি

আরোপয়দ্ রথং তুর্ণং গৌতমং রথিনাং বরম্ ॥ ৩৪
 সৌমদন্তিঃ তথা ক্রুদ্ধো ধৃষ্টকেতুর্মহাবলঃ ।
 নবত্যা সায়কৈঃ ক্ষিপ্ৰং রাজন্ বিবোধ বক্ষসি ॥ ৩৫
 সৌমদন্তিরুঃস্বৈস্তুভূশং বাণৈরশোভত ।
 মধ্যন্দিনে মহারাজ রশ্মভিস্তপনো যথা ॥ ৩৬
 ভূরিশ্রবাস্ত সমরে ধৃষ্টকেতুং মহারথম্ ।
 হতসূত-হয়ং চাক্রে বিরথং সায়কোত্তমৈঃ ॥ ৩৭
 বিঃখং তং সমালোক্য হতাশং হতসারথিম্ ।
 মহতা শরবর্ষণে চ্ছাদয়ানাস সংযুগে ॥ ৩৮
 স তু তং রথমুঃস্বজ্য ধৃষ্টকেতুর্মহামনাঃ ।
 আকুরোত ততো যানং শতানীকস্ত মারিষ ॥ ৩৯
 চিত্রসেনো বিকর্ণস্ত রাজন্ হর্মর্ষণস্তথা ।
 রথিনো হেমসংনাহাঃ সৌভজ্ঞমিঃকৃৎসুঃ ॥ ৪০
 অভিন্নশ্রোতস্তৈস্তৈস্ত ঘোরং যুদ্ধমবর্তত ।
 শরীরস্ত যথা রাজন্ বাত-পিত্ত-কফৈক্ৰিভিঃ ॥ ৪১

রাধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্যকেও অতিশয়র নিজ রথে আরোহণ করাইলেন ॥ ৩৪

রাজন্ ! অপর দিকে মহাবল ধৃষ্টকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া নবত্যা বাণে অতিক্রান্ত ভূরিশ্রবার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৫

মহারাজ ! বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট সেই বাণসমূহ ভূরিশ্রবা তাদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য খড়্গ কিরণাবলিতে অধিক প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৬

তখন ভূরিশ্রবাও সমরক্ষেত্রে উত্তম বাণসমূহে মহারথী ধৃষ্টকেতুর অধঃগণকে ও সারথিকে নিহত করিয়া তাহাকে রথহীন করিয়া দিলেন ॥ ৩৭

ভূরিশ্রবা অশ্ব ও সারথি নিহত হইবার পর ধৃষ্টকেতুকে রথহীন দেখিয়া প্রভূত বাণবর্ষণে তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৮

আখ্য ! তাহার পর মহামনা ধৃষ্টকেতু সেই রথকে পরিত্যাগ করিয়া শতানীকের রথে বাইয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৩৯

রাজন্ ! সেই সময় চিত্রসেন, বিকর্ণ ও হর্মর্ষণ এই তিন রথী বর্ণনির্মিত কবচ ধারণ করত স্তম্ভপ্রানন্দন অভিন্নায় দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪০

রাজন্ ! তখন তাহাদের সহিত অভিন্নায় সেইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যেরূপ বাত, পিত্ত ও কফের সহিত শরীরের যুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪১

বিরথাঃস্তব পুত্রাঃস্ত কৃষা রাজন্ মহাহবে ।
 ন জঘান নরব্যাহ্রিঃ স্মরন্ ভীষ্মবচস্তদা ॥ ৪২
 ততো রাজ্ঞাঃ বহুশতৈর্গজাশ্ব-রথযাযিভিঃ ।
 সংবৃত্তং সমরে ভীষ্মং দেবৈরপি ছুরাসদম্ ॥ ৪৩
 প্রযাস্তং শীঘ্রমুদ্বীক্য পরিভ্রাতুং সূতাঃস্তব ।
 অভিমহ্যুঃ সমুদগ্ধ বালমেধঃ মহারথন্ ॥ ৪৪
 বাসুদেবমুবাচেনং কৌন্তেয়ঃ শ্বেতবাহনঃ ।
 চোদয়াস্বান্ হ্রস্বাকেশ যত্রৈতে বহুলা রথাঃ ॥ ৪৫
 এতে হি বহবঃ শূরাঃ কৃপাত্রা যুদ্ধহর্মদাঃ ।
 যথা হস্তান নঃ সেনাঃ তথা মাধব চোদয় ॥ ৪৬
 এবমুক্তঃ স বাৰ্হগ্যঃ কৌন্তেয়ৈনামিতৌজসা ।
 রথং শ্বেতহরৈর্ধুক্তং প্রেষয়ামাস সংযুগে ॥ ৪৭
 নিষ্ঠানকো মহানাসীৎ তব সৈন্তস্ত মারিষ ।
 যদজুনো রণে ক্রুদ্ধঃ সযাত্তাবকান্ প্রাত ॥ ৪৮
 সমাসাত্ত তু কৌন্তেয়ো রাজস্তান্ ভীষ্মরক্ষিণঃ ।
 সূশর্মণমথো রাজগ্নিনং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৯

রাজন্! সেই মহাপুত্র্যানে আপনার পুত্রগণকে রথহীন
 করিয়া নরশ্রেষ্ঠ অভিমহ্যু! সেই সময় ভীষ্মেনের প্রাতজ্ঞার কথা
 শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে বধ কারলেন না ॥ ৪২

তদনন্তর হস্তী, অশ্ব ও রথের সাহায্যে যুদ্ধ-যাত্রাকারী বহুশত
 রাজগণে পরিবেষ্টিত এবং রণাঙ্গনে দেবতাদিগেরও দুর্জয় ভীষ্ম
 আপনার পুত্রদিগকে রক্ষা করার ভার জ্ঞাত একমাত্র বালক মহারথী
 অভিমহ্যুকে লক্ষ্য করত তাইববেগে গমন কারলেন। তাহাকে
 সেই দিকে যাহাতে দেখিয়া শ্বেতবাহন কুন্তীপুত্র অর্জুন বহুদেবনন্দন
 ভগবান্ হ্রস্বককে এই কথা বললেন।

হ্রস্বকেশ! যোনকে এই বহু লক্ষ্যক রথ যাইতেছে, সেই
 দিকেই আপনি অবচালনা করুন। মাধব! অস্ত্রাবছাদ্য পারদর্শী
 ও রণদুর্জন বহু সংখ্যক এই বীরগণ সাহায্যে আমাদের সৈন্যদিগকে
 বিনাশ করিতে না পারে, সেইভাবে এই রথকে এই দিকেই লইয়া
 চলুন ॥ ৪৩-৪৬

অমিততেজস্বী কুন্তীকুমার অর্জুন এই কথা বলিলে পর বৃষ্ণি-
 বংশভূষণ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ শ্বেতবাহন-বোজিত সেই রথকে অগ্রসর
 করিলেন ॥ ৪৭

আর্য্য! যখন রণভূমিতে ক্রুদ্ধ অর্জুন আপনার সৈন্যদের
 অভিগুণে যাইতে লাগিলেন, তখন আপনার সৈন্যমধ্যে ভীষ্মের

জানামি-তাং যুধাং শ্রেষ্ঠমত্যস্তং পূর্ববৈদ্রিণম্ ।
 অনয়স্তাত্ত সম্প্রাপ্তং ফলং পশু সুদারুণম্ ॥ ৫০
 অত্ৰ তে দর্শয়িষ্যামি পূর্বপ্রোক্তান্ পিতামহান্ ।
 এবং সংজ্ঞাতস্তাত্ত বীভৎসোঃ শত্রুবাতিনঃ ॥ ৫১
 অত্রাপি পরমঃ বাক্যং সূশর্মী রথযুথপঃ ।
 ন চৈনমব্রবীৎ নিকিচ্ছুনং বা যদি বাঙুচম্ ॥ ৫২
 অভিগম্যাজুনং বীরং রাজভির্বহির্ভূতঃ ।
 পুংস্তাৎ পৃষ্ঠতশ্চৈব পার্শ্বতশ্চৈব সর্বশঃ ॥ ৫৩
 পরিবাধ্যাজুনং সংখ্যো তব পুত্রৈর্মহারথঃ ।
 শরৈঃ সংছদয়ামাস মেঘৈরিব দিবাকরম্ ॥ ৫৪
 ততঃ প্রবৃত্তঃ সূমহান্ সংগ্রামঃ শোণিতোদবঃ ।
 তাবকানাঞ্চ সহরে পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ॥ ৫৫
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বাণি ভীষ্মবধপর্বাণি সপ্তমমুদ্রা দ্বয়ে সূশর্মাজুন-
 সমাগম চতুরশীতিতমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

কোলাহলধ্বনি উথিত হইল ॥ ৪৮

রাজন্! কুন্তীকুমার অর্জুন ভীষ্মকে রক্ষাকারী সেই সব
 রাজগণের নিকট যাইয়া সূশর্মাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৯

বীর! আমি জানি যে, তুমি পাণ্ডবগণের পূর্ব শত্রু এবং
 যোদ্ধাদিগের মধ্যে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। তেমনরা যে অস্ত্রায় করিয়াছ,
 তাহার অতিশয় উৎকর্ষ এই ফল আজ প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা দেখ।
 আজ আমি তোমাকে পূর্ব হৃত তোমার পিতামহকে দর্শন
 করাইব।

এইরূপ বাক্যভাষী শত্রুহস্তা অর্জুনের কঠোর বাক্য শ্রবণ
 করিয়াও রথযুথপতি সূশর্মী তাহাকে শুভ কিংবা অন্তত কোন
 কিছুই বলিলেন না ॥ ৫০-৫২

বহু নৃপগণে পরিবৃত্ত সেই মহারথী বীর আপনার পুত্রদিগকে
 সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে বীর অর্জুনের সম্মুখে গমন করত তাহাকে অগ্রে,
 পশ্চাতে ও পার্শ্বভাগে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং যেরূপ
 মেঘ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ বাণদমূহে
 অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৩-৫৪

ভারত! তাহার পর রণাঙ্গনে আপনার পুত্র ও পাণ্ডবগণের
 মধ্যে রক্তরূপ জলপ্রবাহকারী ঘোরতর মহাসঙ্গ্রাম বাধিয়া
 বাইল ॥ ৫৫

শ্রীমদ্রবীণ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী-সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাদ্বর্গত ভীষ্মবধপর্বের সপ্তম দিবসের যুদ্ধে সূশর্মী ও অর্জুনের
 লগাগমবিষয়ক চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অষ্টাদশ লয়াপ্ত।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষাবাদসহিতম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামাণ্ড
সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূলে এই পুস্তক মুদ্রিতমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কচাৰ্য্য ডি,লিট * শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যব্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি,লিট

সহ-সম্পূজক সম্ভ

শ্রীশ্রীমাশঙ্কর বিজ্ঞানভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়পুর সশ্রদ্ধার)

মুদ্র-কর্তৃকিকর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,

ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ (লণ্ডন)

কিকর বিমলানন্দ

কাব্যালয়

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

[বার্ষিক মূল্য সভাক ১৫'০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আৰ্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ববঙ্গে সডাক ১৫০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১৫০ নং পঃ; অগ্ৰত্ৰ বার্ষিক সডাক ২০০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজ্ঞাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, ত্রীবাণ্মীকি-রামায়ণ, ত্রীবিষ্ণুপুরাণ ও ত্রীমহাভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আৰ্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে “সম্পূজক আৰ্য্যশাস্ত্র, ত্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫” এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি “সঞ্চালক আৰ্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬” এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আৰ্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাণ্ডল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ বাতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অগ্ৰ কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আৰ্য্যশাস্ত্র

ত্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়

৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড

কলিকাতা—৩৫

স দ্রৌণিমিষুণৈকেন বিদ্বদা শল্যক পঞ্চভিঃ ।
 ধ্বজং সাংঘমনৈশ্চৈব সোহষ্টাভিচ্চিহ্নদে ততঃ ॥ ৮
 রুদ্ভদণ্ডাং মহাশক্তিং প্রেযিতাং সৌমদন্তিনা ।
 শিতেনোরগসঙ্কশাং পত্রিণাপজহার তাম্ ॥ ৯
 শল্যস্ত চ মহাবেগানস্ততঃ সমরে শরান্ ।
 (ধনুশ্চিহ্নেদ ভল্লেন তীব্রবেগেন কাস্তনিঃ)
 নিবার্যাজুনদায়াদো জঘান চতুরো হয়ান্ ॥ ১০
 তুরিষ্বাশ্চ শল্যশ্চ দ্রৌণিঃ সাংঘমনিঃ শলঃ ।
 নাভ্যবর্তন্ত সংরুদাঃ কাঞ্চৈর্বাছবলোদয়ম্ ॥ ১১
 ততঃপিতৃপুত্রৌ রাজেন্দ্র মদ্রাশ্চ সহ কেকয়ৈঃ ।
 পঞ্চবিংশতিসাহস্রান্তব পুত্রেন চোদিতাঃ ॥ ১২
 ধনুর্বেদবিদো মুখ্যা অজ্ঞেয়াঃ শক্রভিযুধি ।
 সহপুত্রং জিঘাংসন্তঃ পরিবক্রঃ কিরীটিনম্ ॥ ১৩
 তৌ তু তত্র পিতাপুত্রৌ পরিক্ষিপ্তৌ মহারথৌ ।
 দদর্শ রাজন্ পাঞ্চাল্যঃ সেনাপতিরিন্দম ॥ ১৪
 স বারণরথোঘানাং সহশ্রৈর্বহুভিবৃতঃ ।

তিনি অশ্বখামাকে এক ও শল্যকে পাঁচ বাণে আহত করিয়া
 শলের ধ্বজকে আট বাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮

তারপর তুরিষ্বা কর্তৃক নিক্ষিপ্তা স্বর্ণদণ্ডভূষিতা সর্পসদৃশী
 মহাশক্তিকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৯

সমরারম্ভে শল্য মহাবেগশালী বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে
 ছিলেন, অর্জুনপুত্র অভিমন্যু তীব্র বেগযুক্ত ভল্লাস্ত্রে তাঁহার ধ্বজে
 ঋণ্ড ঋণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার অগ্রগতি রোধ করিয়া
 পার্শ্বকুমার তাঁহার চারিটি অশ্বকেও বিনাশ করিলেন ॥ ১০

তুরিষ্বা, শল্য, অশ্বখামা, সংঘমন (সৌমদন্ত)-পুত্র শল—
 ইহারা সকলেই যদিও তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন, তথাপি তাঁহারা
 অভিমন্যুর বাহুবলবৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না ॥ ১১

রাজেন্দ্র! তখন আগনার পুত্র হৃষ্যধন কর্তৃক প্রেরিত
 হইয়া ত্রিগর্ভ ও কেকয়গণের সহিত মদ্রদেশের পঁচিশ হাজার
 যোদ্ধা শক্রবধের ইচ্ছা রাখিয়া পুত্রসহ কিরীটধারা অর্জুনকে
 ঘিরিয়া ফেলিলেন। এই সকল যোদ্ধা ধনুর্বেদে বিশেষজ্ঞ ও
 যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রগণকর্তৃক অজ্ঞেয় ছিলেন ॥ ১২-১৩

শক্রদমন নরেন! পিতা-পুত্র মহারথ অর্জুন ও অভিমন্যুকে
 শত্রুগণকর্তৃক পরিবৃত হইতে দেখিয়া পাঞ্চালরাজকুমার সেনাপতি
 ধৃষ্টদ্যুম্ন কয়েক হাজার হস্তী ও রথ এবং লক্ষ লক্ষ অশ্বরোহী ও

বাহিনীভিঃ পত্তিভিঃশ্চৈব বৃতঃ শতসহস্রশঃ ॥ ১৫
 ধনুর্বিষ্মাধ্য সংক্ৰুদ্ধো নোদয়িষ্য চ বাহিনীম্ ।
 যযৌ তং মদ্রকানীকং কেকয়াশ্চ পরস্তপ ॥ ১৬
 তেন কীর্ত্তিমতা গুণ্ডমনীকং দৃঢ়বন।
 সংরুদ্ধরথনাগাং যোঃস্তমানমশোভত ॥ ১৭
 সোহজুনপ্রমুখে যাস্তুং পাঞ্চালকুলবর্ধনঃ ।
 ত্রিভিঃ শারদ্বতং বাণৈর্জক্রদেদে সমাপয়ং ॥ ১৮
 ততঃ স মদ্রকান্ হৃষ্য দশৈব দশভিঃ শরৈঃ ।
 পৃষ্ঠরক্ষং জঘানাস্ত ভল্লেন কৃতবর্মণঃ ॥ ১৯
 দমনং চাপি দায়াদং পৌরবস্ত মহাস্থনঃ ।
 জঘান বিমলাগ্রেণ নারাচেন পরস্তপঃ ॥ ২০
 ততঃ সাংঘমনেঃ পুত্রঃ পাঞ্চাল্যং যুদ্ধহর্মদম্ ।
 অবিধ্যং ত্রিংশতাবাণৈর্দশভিঃশ্চাস্ত সারথিম্ ॥ ২১
 সোহতিবিক্রো মহেঘাসঃ শৃঙ্গী পরিসংলিহন্ ।
 ভল্লেন ভূশতীক্লেদে নিচকর্তাস্ত কামুকম্ ॥ ২২

পদাতিক সৈন্তে আবৃত হইয়া স্বীয় বিশাল বাহিনীকে অগ্রবর্দ্ধন
 করাইতে করাইতে এবং ক্রোধের সহিত ধনুর্ধার করিতে
 করিতে মদ্র ও কেকয়সৈন্তদ্বিগের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৪-১৬
 হৃদৃঢ় ধনুর্ধারী যশস্বী ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক স্বরক্ষিত হইয়া যুদ্ধের অস্ত
 উত্তত এই সৈন্তবাহিনী রণাঙ্গনে শোভা পাইতে লাগিল, এই
 বাহিনীর রথারোহী, হস্তারোহী সকল সৈন্তই তখন অতিশয়
 ক্রুদ্ধ ছিল ॥ ১৭

পাঞ্চালবংশবর্দ্ধন ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুনের সম্মুখে গমনোজ্জত কুপা-
 চাখের কণ্ঠের উপরিভাগে (ক্ষেত্রের সন্ধিস্থলে) তিনটি বাণ প্রহার
 করিলেন ॥ ১৮

তারপর দশটি বাণে দশজন মদ্রদেশীয় যোদ্ধাকে নিহত করিয়া
 অতিক্রুদ্ধ একটি ভল্লেন কৃতবর্মার পৃষ্ঠরক্ষকে বধ করিলেন ॥ ১৯

তাঁহার পর শক্রসম্ভাপক পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন তীক্ষ্ণা-
 বিশিষ্ট নারাচে মহাস্থা পৌরবের পুত্র দমনকে বিনাশ করিলেন ॥

তখন শলের পুত্র ত্রিংশটি বাণে রণহর্মদ ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও দশটি
 বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২০-২১

এইভাবে গুরুতর আহত হইয়া স্বীয় মুখের দুই প্রান্তভাগ
 জিহবার দ্বারা লেহন করিতে করিতে মহাধনুর্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত
 ভীত ভল্লাস্ত্রে শলের পুত্রের বধ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২

অর্ধেনাং পঞ্চবিংশত্যা ক্ষিপ্তমেব সমাপন্নং ।
 অশ্বাংশ্চাশ্বাবধীদ্ রাজমূর্তৌ তৌ পার্কিসারথী ॥ ২৩
 স হত্যাধে রথে তিষ্ঠন্ দদর্শ ভরতর্ষভ ।
 পুত্রঃ সাংযমনেঃ পুত্রং পাঞ্চাল্যস্ত মহাশ্বনঃ ॥ ২৪
 স প্রগৃহ্য মহাঘোরং নিজ্বিংশবরমায়সম্ ।
 পদাতিতুর্গমানচ্ছদ্ রথস্থং পুরুষর্ষভঃ ॥ ২৫
 তং মহৌষমিবায়ান্তং খাং পতন্তুমিবোরগম্ ।
 ভ্রাস্তাবরণনিজ্বিংশং কালোৎসৃষ্টমিবাস্তকম্ ॥ ২৬
 দীপ্যমানমিবাদিত্যং মন্তবারণবিক্রমম্ ।
 অপশ্বন্ পাণ্ডবাস্তং ধৃষ্টহ্যয়শ্চ পার্শ্বতঃ ॥ ২৭
 তস্ত পাঞ্চালদায়াদঃ প্রতীপমভিধাবতঃ ।
 শিতনিজ্বিংশহস্তস্ত শরাবরণধারিণঃ ॥ ২৮
 বাণবেগমতীতস্ত তথাত্যাসমুপেয়ুযঃ ।

রাজন্! তারপর তিনি অতি সত্তর পঁচিশটি বাণে শলপুত্রকে আহত করিলেন এবং তাঁহার অঙ্গগণকে ও দুইজন পৃষ্ঠরক্ষককে বধ করিলেন ॥ ২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে রথের অশ্ব বিনষ্ট হইয়াছে, সেই রথেই অবস্থান করিয়া শলের পুত্র মহাশ্বা পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টহ্যয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তারপর পুরুষশ্রেষ্ঠ শলপুত্র অতিক্রান্ত একটি ভয়ঙ্কর লৌহ-নির্মিত তরবারি লইয়া পায়ে হাঁটিয়া রথে উপবিষ্ট পাঞ্চালরাজ-কুমার ধৃষ্টহ্যয়ের দিকে বাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫

এই যুদ্ধে পাণ্ডবগণ ও ক্রপদনন্দন ধৃষ্টহ্যয় দেখিতে লাগিলেন যে, মদমত্ত গজরাজের স্তায় পরাক্রমী এবং সূর্য্যতুল্য দেদীপ্যমান শলপুত্র (ধৃষ্টহ্যয়ের দিকে) আসিতেছেন। তখন তিনি মহা-বেগশালী জলপ্রবাহ, আকাশ হইতে পতিত সর্প এবং কালপ্রেরিত যুত্বাসদৃশ বলিয়া প্রতীত হইতেছিলেন। তাঁহার হাতে আবরণযুক্ত (খোলা) তরবারি ছিল ॥ ২৬-২৭

তিনি সেই সময় বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়া ধাবিত হইতে-ছিলেন। তাঁহার হস্তে তীক্ষ্ণ তরবারি ছিল। তিনি স্বীয় অঙ্গে কষড়াধারণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমশঃ বাণের বেগ লঙ্ঘন করিয়া অত্যন্ত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এরূপ অবস্থায় পাঞ্চালরাজকুমার সেনাপতি ধৃষ্টহ্যয় ক্রুদ্ধ হইয়া অতিক্রান্ত

হয়ন্ সেনাপতিঃ ক্রুদ্ধো বিভেদ গদয়া শিরঃ ॥ ২৯
 তস্য রাজন্ সনিজ্বিংশং সূত্রভঞ্চ শরাবরম্ ।
 হতস্য পতন্তো হস্তাদ্ বেগেন স্তপতদ্ ভূবি ॥ ৩০
 তং নিহত্য গদাগ্রেন স লেভে পরমাং যুদম্ ।
 পুত্রঃ পাঞ্চালরাজস্ত মহাশ্বা ভীমবিক্রমঃ ॥ ৩১
 তস্মিন্ হতে মহেষ্ণালে রাজপুত্রে মহারথে ।
 হাহাকারো মহানাসীৎ তব সৈন্তস্য মারিষ ॥ ৩২
 ততঃ সাংযমনিঃ ক্রুদ্ধো দৃষ্ট্য়া নিহতমাত্মজম্ ।
 অভিহুত্বা বেগেন পাঞ্চাল্যং যুদ্ধহর্মদম্ ॥ ৩৩
 তৌ তত্র সমরে শূরৌ সমেতৌ যুদ্ধহর্মদৌ ।
 দদৃশুঃ সর্বরাজানঃ কুরবঃ পাণ্ডবাস্তথা ॥ ৩৪
 ততঃ সাংযমনিঃ ক্রুদ্ধঃ পার্শ্বতঃ পরবীরহা ।
 আজঘান ত্রিভির্বাণৈস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্ ॥ ৩৫

গদা দ্বারা আঘাত করত তাঁহার মস্তক বিদীর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ২৮-২৯

রাজন্! তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শরীর হইতে অতিশয় প্রভামণ্ডিত কবচ ও হস্ত হইতে তরবারি তাঁহার পতনের সহিতই সবেগে ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩০

পাঞ্চালরাজের ভয়ানক পরাক্রমশালী পুত্র মহাশ্বা ধৃষ্টহ্যয় গদার অগ্রভাগে শলপুত্রকে নিহত করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥ ৩১

আর্য্য! সেই মহাধৃষ্টর মহারথী রাজকুমার নিহত হইলে আপনার সৈন্তদের মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল ॥ ৩২

স্বীয় পুত্রকে নিহত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ সাংযমনকুমার শল রণহর্মদ পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টহ্যয়ের উপর সবেগে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৩

যুদ্ধে উন্নত হইয়া সংগ্রামরত এই দুই বীর তখন পরস্পরের উপর আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ করিতে লাগিলেন। কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের সমস্ত ভূপতিগণ সেই সময় ইহাদের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

তারপর শক্রবীরনাশী শল কোন মাহাত্ম্যেরূপ কোন এক মহান্ গজরাজকে অক্লেশের আঘাত করে, সেইরূপ ক্রপদপুত্র ধৃষ্টহ্যয়কে কোথের সহিত তিনটি বাণে আঘাত করিলেন ॥ ৩৫

তথৈবং পার্শ্বতঃ শূর্য শল্যঃ সমিতিশোভনঃ ।

আজ্ঞানোরসি ক্রুদ্ধস্ততো বুদ্ধমবর্তত ॥ ৩৬

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়ালিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি চতুর্থযুদ্ধদিবসে সাংযমনি-

পুত্রবধে একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১

এইরূপ সংগ্রামশোভা শল্যও ক্রুদ্ধ হইয়া পরাক্রমী বীর

ধৃষ্টদ্যুম্নের বন্ধঃস্থলে আঘাত করিলেন। তাহার পরও তাঁহাদের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ৩৬

ক্রীম্নহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাঙ্কগত ভীষ্মবধপর্কে চতুর্থ দিবসের যুদ্ধে শল্যের পুত্রবধ-বিষয়ক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অঙ্গবাদ সমাপ্ত ।

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

(উত্তরপক্ষয়োধৃষ্টদ্যুম্ন-শল্য-প্রভৃতীনাং বীরানাং যুদ্ধম্, ভীমসেনেন গজসেনানাং সংহারশ্চ ।)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

দৈবমেব পরং যশ্চে পৌরুষাদপি সঞ্জয় ।

যং সৈশ্চ মম পুত্রস্ত পাণ্ডুসৈন্তেন বাধ্যতে ॥ ১

নিত্যং হি মামকাংস্তাত হতানেব হি শংসসি ।

অব্যগ্রাংশ্চ প্রহুষ্ঠাংশ্চ নিত্যং শংসসি পাণ্ডবান্ ॥ ২

হীনান্ পুরুষকারেণ মামকানস্ত সঞ্জয় ।

পাতিতান্ পাত্যমানাংশ্চ হতানেব চ শংসসি ॥ ৩

যুধ্যমানান্ যথাশক্তি ঘটমানান্ জয়ং প্রেতি ।

পাণ্ডবা হি জয়ন্ত্যেব জীয়েন্তে চৈব মামকাঃ ॥ ৪

সোহহং ভীত্রাণি হুঃখানি হুর্ধ্যোধনকৃতানি চ ।

শ্রোত্বামি সত্যতঃ তাত হুঃসহানি বহুনি চ ॥ ৫

তমুপায়ং ন পশ্যামি জীয়েরন্ যেন পাণ্ডবাঃ ।

মামকা বিজয়ং যুদ্ধে প্রাপ্নুয়ুর্ধেন সঞ্জয় ॥ ৬

সঞ্জয় উবাচ ।

ক্ষয়ং মহুগ্ৰদেহানাং গজ-বাজি-রথক্ষয়ম্ ।

শৃণু রাজন্ হিরো ভূত্বা তবৈবাপনয়ো মহান্ ॥

ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত শল্যেন পীড়িতো নবভিঃ শরৈঃ ।

পীড়য়ামাস সংক্রুদ্ধো মদ্রাধিপতিমায়সৈঃ ॥ ৮

তত্রাদৃতমপশ্চাম পার্শ্বতস্ত পরাক্রমম্ ।

স্ত্রবারয়ত যজ্ঞরং শল্যঃ সমিতিশোভনম্ ॥ ৯

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

[উত্তরপক্ষেরই ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শল্য প্রভৃতি বীরগণের মধ্যে যুদ্ধ এবং ভীমসেন কর্তৃক গজসৈন্ত সংহার ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমি পুরুষাৰ্থ অপেক্ষা দৈবকেই প্রধান বলিয়া মনে করি, বাহার অস্ত্র আমার পুত্র হুর্ধ্যোধনের সৈন্ত পাণ্ডবগণের সৈন্ত কর্তৃক পীড়িত হইতেছে ॥ ১

তাত! তুমি প্রতিদিন আমারই সৈন্তগণের নিধনসংবাদ বলিতেছ এবং পাণ্ডবদিগকে সর্বদা ব্যগ্রভাশূন্ত ও হর্ষোন্মাদে পরিপূর্ণ জানাইতেছ ॥ ২

সঞ্জয়! এখন আমার পুত্রগণ পুরুষকারহীন, শত্রু কর্তৃক তুপাতিত, প্রায় যত্নহীন ও নিহত হইতেছে—এরূপ সংবাদই জানাইতেছ ॥ ৩

আমার পুত্র বিজয়লাভের অস্ত্র যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছে ও যুদ্ধ করিতেছে, তথাপি পাণ্ডবেরাই বিজয়ী হইতেছে এবং আমার পুত্রগণ পরাজিত হইতেছে ॥ ৪

তাত! আমার মনে হইতেছে, হুর্ধ্যোধনের কৃত কর্ণের জন্য আমাকে সদা অত্যন্ত হুঃসহ ও ভীত্র হুঃখেরই বহু কথা শুনিতে হইবে ॥ ৫

সঞ্জয়! আমি এরূপ কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না, বাহাতে যুদ্ধে পাণ্ডবেরা পরাজিত হইতে পারে এবং আমার পুত্রগণ জয়লাভ করিতে পারে ॥ ৬

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! সেই যুদ্ধে মানব-দেহসমূহের ভয়ানক ক্ষয় হইয়াছিল এবং হস্তী, অশ্ব ও রথসকল বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সমস্ত বৃত্তান্ত আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন; কারণ, ইহা আপনারই গুরুতর অন্যায়েব অবশ্যজ্ঞাবী ফল ॥ ৭

শল্যের বাণে পীড়িত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিশয় কুপিত হইলেন। তখন তিনি দৌহিনির্মিত নয়টি বাণে মদ্ররাজ শল্যকে গভীর পীড়াদান করিলেন ॥ ৮

সেখানে আমরা ধৃষ্টদ্যুম্নের এই অকুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তিনি সংগ্রামশোভা রাজা শল্যকে অতিশয় অগ্রগমন হইতে নিষারিত করিলেন ॥ ৯

নাস্তরং দৃষ্টতে তত্র তয়োশ্চ রথিনোস্তদা ।
 মুহূর্তমিব তদ্ যুদ্ধং তয়োঃ সমমিবাত্মবৎ ॥ ১০
 উতঃ শল্যো মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত সংযুগে ।
 ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন পীতেন নিশিতেন চ ॥ ১১
 অথৈনং শরবর্ষণেচ্ছাদয়ামাস সংযুগে ।
 গিরিং জলাগমে যদ্বজ্জলদা জলবৃষ্টিভিঃ ॥ ১২
 অভিমহ্যন্ততঃ ক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নে চ পীড়িতে ।
 অভিহুজ্রাব বেগেন মত্তরাজরথং প্রাতি ॥ ১৩
 ততো মত্তাধিপরথং কাফিঃ প্রোপ্যাতিকোপনঃ ।
 আত্যাগ্নিনিমমেয়ায়া বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৪
 ততস্ত তাবকা রাজন্ পরীক্ষস্তোহজুনিং রণে ।
 মত্তরাজরথং তুৰ্গং পরিবার্যাবতস্থিরে ॥ ১৫
 হৃষ্যোদনো বিকর্ণশ্চ হুঃশাসন-বিবিশন্তী ।
 হুর্মর্ষণো হুঃসহশ্চ চিত্রসেনোহথ হুর্মুখঃ ॥ ১৬

সেই সময় এই দুই মহারথীর মধ্যে পরাক্রমের দৃষ্টিতে কোন পার্থক্য দেখা যাইল না। মুহূর্তকাল (দুই ঘটিকা) পধ্যস্ত উভয়ে সমানভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১০

মহারাজ! তদনন্তর রাজা শল্য সমরক্ষেত্রে একটি ধারাল পীতবর্ণের ভল্লের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ছেদন করিলেন ॥ ১১

তারপর ধেরূপ বর্ষাকালে মেঘ পর্কতের উপর বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ তিনিও ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর বাণ বর্ষণ করত তাঁহাকে চারিদিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১২

অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন পীড়িত হইয়া পড়িলে ক্রুদ্ধ অভিমহ্য মত্তরাজ শল্যের রথের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩

মত্তরাজের রথের নিকট উপস্থিত হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ ও অনন্ত আত্মবলসম্পন্ন অর্জুনসদৃশ অভিমহ্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ঋতায়নপুত্র রাজা শল্যকে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৪

রাজন্! তখন আপনার পুত্রগণ রণক্ষেত্রে অভিমহ্যকে বন্দী করিবার ইচ্ছায় অতিক্রুদ্ধ সেখানে আগমন করিলেন এবং মত্তরাজ শল্যের রথকে চারিদিকে ঘিরিয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

ভারত! আপনার মঙ্গল হউক। হৃষ্যোদন, বিকর্ণ, হুঃশাসন, বিবিশন্তী, হুর্মর্ষণ, হুঃসহ, চিত্রসেন, হুর্মুখ, সত্যত্রত ও পুরুমিত্র—এই সকল আপনার পুত্র মত্তরাজের রথ রক্ষা করিতে

সত্যত্রতশ্চ ভজং তে পুরুমিত্রশ্চ ভারত ।
 এতে মত্তাধিপরথং পালয়ন্তঃ স্থিতা রণে ॥ ১৭
 তান্ ভীমসেনঃ সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পার্বতঃ ।
 দ্রৌপদেয়াহভিমহ্যশ্চ মাত্মীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ১৮
 ধার্তরাষ্ট্রান্ দশ রথান্ দশৈব প্রত্যাবারয়ন্ ।
 নানারূপাণি শস্ত্রাণি বিসৃজন্তো বিশাস্পতে ॥ ১৯
 অভ্যবর্তন্ত সংজ্ঞষ্টাঃ পরস্পরবৈধিষণঃ ।
 তে বৈ সমেয়ুঃ সংগ্রামে রাজন্ হুর্মজ্বিতে তব ॥ ২০
 তস্মিন্ দশরথে ক্রুদ্ধে বর্তমানে মহাভয়ে ।
 তাবকানাং পরেবাং বা শ্রেয়স্কা রথিনোহভবন্ ॥ ২১
 শস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি বিসৃজন্তো মহারথাঃ ।
 অগ্নোত্তমভিমর্দন্তঃ সম্প্রহারং প্রচক্রিরে ॥ ২২
 তে তদা জাতসংরম্ভাঃ সর্বেহগ্নোত্তমং জিঘাংসবঃ ।
 অগ্নোত্তমভিমর্দন্তঃ স্পর্ধমানাঃ পরস্পরম্ ॥ ২৩

করিতে যুদ্ধ-ভূমিতে অবস্থিত রহিলেন ॥ ১৬-১৭

আপনার এই দশ মহারথী পুত্রকে অতিশয় ক্রুদ্ধ ভীমসেন, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, মাত্মীকুমার পাণ্ডুনন্দন নকুল-সহদেব, পঞ্চ ভ্রাতা দ্রৌপদীহৃত ও অভিমহ্য—এই দশ মহারথী অবরোধ করিলেন। প্রজানাত! তখন ইহারা সকলেই নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতেছিলেন ॥ ১৮-১৯

রাজন্! ইহারা সকলে তখন পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার বাসনায় হর্ষ ও উৎসাহের সহিত আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ করিতে লাগিলেন। আপনারই কুমন্ত্রণার ফলে এইসব বোদ্ধাকে সংগ্রামে এইভাবে পরস্পরের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ॥ ২০

যে সময় এই দশ মহারথী ক্রুদ্ধ হইয়া মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন, সেই সময় আপনার ও পাণ্ডবগণের অন্য সকল সৈন্যই সেই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২১

তখন আপনার ও পাণ্ডবগণের এই মহারথী বীরবৃন্দ পরস্পরের উপর নানাপ্রকারের অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিয়া গর্জন করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

সেই সময় ইহারা সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার জন্য অভিলাষী ছিলেন। সকলে পরস্পরের উপর স্পর্ধা দেখাইতে দেখাইতে পরস্পরকে মর্দিত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন ॥ ২৩

অস্ত্রোত্তম্পর্ধয়া রাজনু জাতয়ঃ সজতা মিথঃ ।
মহাজ্ঞানি বিমুক্তস্তঃ সমাপেতুরমর্ষিণঃ ॥ ২৪
দুর্যোধনস্ত সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নং মহারণে ।
বিব্যাধ নিশির্ভৈর্বাণৈশ্চতুভিঃ সমরে দ্রুতম্ ॥ ২৫
দুর্মর্ষণশ্চ বিংশত্যা চিত্রসেনশ্চ পঞ্চভিঃ ।
দ্রুমুখো নবভির্বাণৈর্দুঃসহশ্চাপি সপ্তভিঃ ॥ ২৬
বিবংশতিঃ পঞ্চভিঃ ত্রিভির্দুঃশাসনস্তথা ।
তান্ প্রত্যবিধ্যাদ্ রাজেন্দ্র পার্শ্বতঃ শক্রতাপনঃ ॥ ২৭
একৈকং পঞ্চবিংশত্যা দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্ ।
সত্যব্রতঞ্চ সমরে পুরুষজ্ঞঞ্চ ভারত ॥ ২৮
অভিমন্যুরবিধ্যাং তু দশভির্দশভিঃ শরৈঃ ।
মাজীপুত্রো তু সমরে মাতুলং মাতৃনন্দনো ॥ ২৯
অবিদ্যোতাং শরৈস্তীকৈস্তদন্তুতমিবাভবৎ ।
ততঃ শল্যো মহারাজ স্বশ্রীয়ো রথিনাং বরো ॥ ৩০
শরৈর্বহুভিরানর্জং কৃতপ্রতিকৃতৈষিণো ।
ছাভমানো ততস্তো তু মাজীপুত্রো ন চেলতুঃ ॥ ৩১

মহারাজ ! ইহার। সকলে পরস্পরের জাতি—ভাই-বন্ধু ছিলেন, কিন্তু পরস্পরের প্রতি পরস্পরের স্পর্ধা থাকায় ইহার। যুদ্ধ করিতেছিলেন। সকলেই অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহাজ্ঞানমূহ ক্লেপণ করত তখন পরস্পরের উপর আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ করিতেছিলেন ॥ ২৪

দুর্যোধন রণক্ষেত্রে অত্যন্ত কুপিত হইয়া এই মহাযুদ্ধে চারিটি তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা অতিক্রম ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৫

দুর্মর্ষণ বিশ, চিত্রসেন পাঁচ, দ্রুমুখ নয়, দুঃসহ সাত, বিবংশতি পাঁচ ও দুঃশাসন তিনটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। রাজেন্দ্র ! তখন শক্রতাপন ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় হস্তের নৈপুণ্য দেখাইয়া দুর্যোধন প্রতৃতি প্রত্যেককে পচিশটি করিয়া বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥

ভারত ! অভিমন্যু সমরারণে সত্যব্রত ও পুরুষজ্ঞকে দশটি দশটি বাণে আহত করিলেন ॥

মাতাকে আনন্দদানকারী নকুল ও সহদেব নিজ মায়া শল্যকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥

মহারাজ ! তদনন্তর শল্য কৃতপ্রহারের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় রথিগণের মধ্যে জেষ্ঠ্য দুই বীর ভাগিনেরকে বহু বাণে নীড়িত করিলেন। তাঁহার বাণসমূহে আহত হইয়াও নকুল-সহদেব বিচলিত হইলেন না ॥ ২৬-৩১

অথ-দুর্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনো মহাবলঃ ।
বিধিংসুঃ কলহস্তান্তঃ গদাং জগ্রাহ পাণ্ডবঃ ॥ ৩২
তদুত্ততগদাং দৃষ্ট্বা কৈলাসমিব শৃঙ্গিনম্ ।
ভীমসেনং মহাবাহুং পুত্রান্তে প্রোজ্জবন্ ভয়াং ॥ ৩৩
দুর্যোধনস্ত সংক্রুদ্ধো মাগধং সমচোদয়ৎ ।
অনীকং দশসাহস্রং কুঞ্জরাণাং তরশ্বিনাম্ ॥ ৩৪
গজানীকেন সহিতস্তেন রাজা সুযোধনঃ ।
মাগধং পুরতঃ কৃষ্টা ভীমসেনং সমভয়াং ॥ ৩৫
আপত্তস্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা গজানীকং বৃকোদরঃ ।
গদাপাণিরবারোহদ্ রথাং সিংহ ইবোল্লদন্ ॥ ৩৬
অজিসারময়ীঃ গুবীঃ প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ।
অভ্যধাবদ্ গজানীকং ব্যাদিতাস্য ইবাস্তকঃ ॥ ৩৭
স গজান্ গদয়া নিব্রন্ ব্যচরৎ সমরে বলৌ ।
ভীমসেনো মহাবাহুঃ সবজ্জ ইব বাসবঃ ॥ ৩৮
তস্ত্র নাদেন মহতা মনোহ্রদয়কম্পিনা ।
ব্যত্যাচেষ্টস্ত্র সংহতা গজা ভীমস্ত্র গর্জতঃ ॥ ৩৯

তদনন্তর মহাবল পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন দুর্যোধনকে দেখিয়া বিবাদের অন্ত করিবার ইচ্ছায় হাতে গদাগ্রহণ করিলেন ॥ ৩২

গদা উত্তোলিত করিয়া মহাবাহু ভীমসেনকে একটি শিখরযুক্ত কৈলাসপর্বতের স্তায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া আপানার সকল পুত্রগণ ভয়ে দ্রুত পলায়ন করিলেন ॥ ৩৩

তখন দুর্যোধন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মগধদেশের দশ হাজার বেগশালী হস্তী সৈন্তকে যুদ্ধের জন্ত প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৪

এই গজসৈন্তের সহিত মগধরাজকে আগ্রহ করিয়া দুর্যোধন ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৫

সেই গজসৈন্তকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন হস্তে গদা ধারণ করত সিংহের স্তায় গর্জন করিতে করিতে রথ হইতে ভূতলে নামিয়া পড়িলেন ॥ ৩৬

লৌহনির্মিত সেই বিশাল ও ভারী গদাকে লইয়া ভীমসেন মুখবিত্তারকারী কালের তুল্য গজসৈন্তের দিকে ধাবিত হইলেন ॥

বলবান্ মহাবাহু ভীমসেন বজ্রধারী ইজের সদৃশ গদাঘাতে গজসৈন্তদিগকে সংহার করিতে করিতে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭-৩৮

মন ও হৃদয়কে কম্পিতকারী গর্জনরত ভীমসেনের তীব্র সিংহমাদে সেই সকল হস্তী সৈন্ত ভয়ে একজো সমবেত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল ॥ ৩৯

ততস্ত জৌপদীপুত্রাঃ সৌভজ্ঞশ্চ মহারথঃ ।
 নকুলঃ সহদেবশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্শ্বতঃ ॥ ৪০
 পৃষ্ঠং ভীমশ্চ রক্ষস্তুঃ শরবর্ষণে বারগান্ ।
 অভ্যর্ঘবন্তু ধাবন্তো মেঘা ইব গিরীন্ যথা ॥ ৪১
 কুরৈঃ কুরপ্রৈর্ভল্লৈশ্চ পীতৈশ্চাজ্জলিকৈঃ শিতৈঃ ।
 ব্যাহরন্তু মাজানি পাণ্ডবা গজযোধিনাম্ ॥ ৪২
 শিরোভিঃ প্রপতন্তিষ্চ বাহুভিষ্চ বিভূষিতৈঃ ।
 অশ্মরুষ্টিরিবাভাতি পাণিভিষ্চ সহাক্ষুণৈঃ ॥ ৪৩
 হ্রতোত্তমাজাঃ ক্ষুদ্রেষু গজানাং গজযোধিনঃ ।
 অদৃশ্যস্তাচলাগ্রেষু ক্রমা ভগ্নশিখা ইব ॥ ৪৪
 ধৃষ্টদ্যুম্নহতানস্থানপশ্চাম মহাগজান্ ।
 পততঃ পাত্যমানাশ্চ পার্শ্বতেন মহাস্থনা ॥ ৪৫
 মাগধোহথ মহীপালো গজমৈরাবণোপমম্ ।
 প্রেষয়ামাস সমরে সৌভজ্ঞশ্চ রথং প্রেতি ॥ ৪৬

তারপর জৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মহারথী অভিমহু, নকুল-সহদেব এবং ক্রপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন—ইহারা সকলে ভীমসেনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে করিতে হস্তী সৈন্যদের উপর ধাবিত হইয়া সেইভাবে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেভাবে মেঘ পর্বতের উপর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৪০-৪১

পাণ্ডব-রথীরা কুর, কুরপ্র, পীতবর্ণের ভল্ল ও ভীম আজলিক-নামক বাণসমূহে গজারোহী সৈন্যদের মস্তক ছেদন করিতে থাকিলেন ॥ ৪২

যখন তাহাদের মস্তক, বিভূষিত বাহু ও অশ্মশল হস্তসমূহ পতিত হইতেছিল, তখন মনে হইতে লাগিল যে, আকাশ হইতে বৃষ্টিসহ প্রস্তর বর্ষণ হইতেছে ॥ ৪৩

মস্তক ছিন্ন হইলেও হস্তীদিগের পৃষ্ঠে স্থিত গজারোহী বোকা-গণের মেহ (খড়)—সকল পর্বতের শিখরে স্থিত শাখাহীন বৃক্ষসমূহের স্থায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥ ৪৪

আমরা ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক নিহত বহু হাতীকেও দেখিয়াছি । তখন মহাস্থনা ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রহায়ে বহু হাতী ভূপাতিত হইয়া পতিত হইতেছিল ॥ ৪৫

এই সময় মগধদেশের ভূপাল বৃদ্ধহলে অভিমহুর রথের দিকে ঐরাবততুল্য এক বিশাল হাতীকে প্রেরিত করিলেন ॥ ৪৬

মগধরাজের সেই বিশাল হাতীকে আলিতে দেখিয়া শক্রবীর-

তমাপভন্তুং সস্ত্রেণৈব মাগধশ্চ মহাগজম্ ।
 জঘানৈকেষুণা বীরঃ সৌভজ্ঞঃ পরবীরহা ॥ ৪৭
 তস্ত্রাবজিতনাগশ্চ কার্ষিঃ পরপুরুষয়ঃ ।
 রাজ্ঞো রজতপুঞ্চেন ভল্লেনাপাহরচ্ছিরঃ ॥ ৪৮
 বিগাহ্য তদ্ গজানীকং ভীমসেনোহপি পাণ্ডবঃ ।
 ব্যচরৎ সমরে যুদগান্ গজানিস্ত্রো গিরীনিব ॥ ৪৯
 একপ্রহারনিহতান্ ভীমসেনেন দন্তিনঃ ।
 অপশ্যাম রণে তস্মিন্ গিরীন্ বজ্রহতানিব ॥ ৫০
 ভগ্নদন্তান্ ভগ্নকরান্ ভগ্নসক্খাংশ্চ বারগান্ ।
 ভগ্নপৃষ্ঠত্রিকানস্থান্ নিহতান্ পর্বতোপমান্ ॥ ৫১
 নদতঃ সীদতশ্চাত্তান্ বিমুখান্ সমরে গতান্ ।
 বিজ্রতান্ ভয়সংবিগ্নাংস্তথা বিশকৃতোহপরান্ ॥ ৫২
 ভীমসেনশ্চ মার্গেষু পতিতান্ পরতোপমান্ ।
 অপশ্যং নিহতান্ নাগান্ রাজন্ নিষ্ঠীবতোহপরান্ ॥ ৫৩

নাশী বীর স্বভজ্ঞানন্দন তাহাকে একটি বাণেই নিহত করিলেন ॥

শক্রনগরবিজয়ী অর্জুনপুত্র অভিমহু তখন নিহত হইলেও হস্তীকে ত্যাগ না করিয়া অবস্থিত মগধরাজের মস্তক রজতময় পক্ষযুক্ত একটি ভল্লাদ্বারা দেহচ্যুত করিলেন ॥ ৪৮

এদিকে পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনও গজসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া পর্বতসমূহ বিদীর্ণকারী ইজের স্থায় হস্তীদিগকে বিধ্বস্ত করিতে করিতে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯

মহারাজ ! এই সমরক্ষেত্রে আমরা বজ্রের প্রহায়ে বিদীর্ণ পর্বতের স্থায় একবার প্রহারেই দন্তর হস্তিগণকে নিহত হইতে দেখিয়াছি ॥ ৫০

তখন কতক হস্তীর দাঁত ভাঙ্গিয়া বাইল, শুণু ছিন্ন হইল, কতকগুলির জঘা বিদীর্ণ হইল, কতক হস্তীর পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন হইয়া বাইল এবং কতক পর্বততুল্য বিশালমেহ গজরাজ বিনষ্ট হইল । কতক হাতী চীৎকার করিতেছিল, কতক কষ্টে অবসর হইয়া পড়িয়াছিল, কতক আবার যুদ্ধভূমি ত্যাগ করিয়া গলাইয়া বাইল এবং কতক ভয়ে ব্যাকুল হইয়া মল-মূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল । এ সমস্তই আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ॥ ৫১-৫২

সেই সময় নানা যুদ্ধপথে ভীমসেনের দ্বারা নিহত পর্বততুল্য বিশাল বহু হাতীকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি । রাজন্ ! অল্প বহু হাতীকে আমি নিজ মুখ হইতে কেনা নিঃসারণ করিতেও দেখিয়াছি ॥ ৫৩

বমন্তো রুধিরং চাত্রে ভিরকুস্তা মহাগজাঃ ।
বিহ্বলন্তো গতা ভূমি শৈলা ইব ধরাভলে ॥ ৫৪
মেদোরুধিরদিদ্ধাঙ্গে বসামজ্জাসমুক্ষিতঃ ।
ব্যচরৎ সমরে ভীমো দণ্ডপাণিরিবাস্তকঃ ॥ ৫৫
গজানাং রুধিরক্রিমাং গদাং বিভ্রদ্ বুকোদরঃ ।
ঘোরঃ প্রতিভয়শ্চাসীৎ পিনাকীব পিনাকধৃক্ ॥ ৫৬
সম্মথ্যমানাঃ ক্রুৎত্বেন ভীমসেনেন দস্তিনঃ ।
সহসা প্রোজবন্ ক্লিষ্টা যুদগন্তস্তব বাহিনীম্ ॥ ৫৭
তং হি বীরং মহেধাসং সৌভজ্রপ্রমুখা রথাঃ ।
পর্যরক্ষন্ত যুধ্যস্তঃ বজ্রায়ুধমিবামরাঃ ॥ ৫৮
শোণিতাক্তাং গদাং বিভ্রত্কৃষ্ণিতাং গজশোণিতৈঃ ।
কৃতান্ত ইব রোজ্রাক্ষা ভীমসেনো ব্যদৃশত ॥ ৫৯
ব্যায়চ্ছমানং গদয়া দিক্ষু সর্বাশু ভারত ।
অপশ্চাম রণে ভীমং নৃত্যন্তমিব শঙ্করম্ ॥ ৬০

তখন অশ্রু বহু বিশাল হাতী রক্তবমন করিতেছিল এবং
তাহাদের কুন্তল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বহু হাতী ব্যাকুল
হইয়া সেই রণভূমিতে পর্কতসমূহের স্তায় পড়িয়াছিল ॥ ৫৪

ভীমসেনের সমগ্র শরীর তখন মেদ ও রক্তে লিপ্ত হইয়া
গিয়াছিল। তিনি বস। ও মজ্জাতে যেন স্নাত হইয়াছিলেন এবং
হাতে গদা লইয়া দণ্ডপাণি যমরাজের স্তায় যুদ্ধভূমিতে বিচরণ
করিতেছিলেন ॥ ৫৫

হস্তীদিগের রক্তে ক্লিষ্টা গদা ধারণ করিয়া ভীমসেন পিনাকধারী
ভগবান্ ক্রতের স্তায় ঘোর ও ভয়ঙ্কর হইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৫৬

ক্রুদ্ধ ভীমসেন তখন হস্তীদিগকে মথিত করিতেছিলেন ;
সেইজন্ত তাহার গুরুতর ক্লিষ্ট হইয়া আপনায় সৈন্তগণকে মর্দিত
করিতে করিতে সহসা যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৫৭

যে রূপ দেবগণ বজ্রধারী ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ
স্বভ্রাতৃদমন অভিমত্য় প্রভৃতি পাণ্ডব যোদ্ধারা যুদ্ধে তৎপর
থাকিয়া মহধর্ম্মের বীর ভীমসেনকে রক্ষা করিতেছিলেন ॥ ৫৮

রক্তাক্ত ও হস্তিগণের রক্তে গাঢ় লিপ্ত গদাকে ধারণ করিয়া
করুণধারী ভীমসেন যমরাজের স্তায় দৃষ্টগোচর হইতেছিলেন ॥ ৫৯
ভারত ! ভীমসেন গদা লইয়া যেন চারিদিকে ব্যায়াম

শ্রীমদ্রবী বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের
দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবান সমাপ্ত ।

যমদণ্ডোপমাং গুর্ভীমিজ্জাশনিসমন্তনাম্ ।
অপশ্চাম মহারাজ রোজ্রাং বিশসনীং গদাম্ ॥ ৬১
বিমিজ্জাং কেশমজ্জাভিঃ প্রদিক্কাং রুধিরেণ চ ।
পিনাকমিব ক্রুৎস্ত ক্রুৎস্তাভিঘ্নতঃ পশুন্ ॥ ৬২
যথা পশুনাং সজ্জাতং যষ্ঠা পালঃ প্রকালয়েৎ ।
তথা ভীমো গজানীকং গদয়া সমকালয়েৎ ॥ ৬৩
গদয়া বধ্যমানান্তে মার্গং গৈশ্চ সমন্ততঃ ।
স্বাশ্বানীকানি যুদগন্তঃ প্রোজবন্ কুঞ্জরাস্তব ॥ ৬৪
মহাবাত ইবাজ্জাণি বিধমিত্বা স বারণান্ ।
অতিষ্ঠৎ তুমুলে ভীমঃ শ্মশান ইব শূলভৃৎ ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি চতুর্ধদিবসে ভীমযুদ্ধে
দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২

করিতেছিলেন। সমরাজেণ আমরা ভীমকে তাণ্ডবনৃত্যকারী
ভগবান্ শঙ্করের স্তায় দেখিতেছিলাম ॥ ৬০

মহারাজ ! ভীমসেনের এই ভারবহা ও ভয়ঙ্করী গদা সকলের
সংহার-কারিণী ছিল। আমার নিকট ত' উহা যমদণ্ডের স্তায়
দৃষ্ট হইতে ছিল। গ্রহণ করিলে এই গদার বজ্রের তুল্য শব্দ
হইয়া থাকে ॥ ৬১

রক্তে লিপ্তা এবং কেশ ও মজ্জায় মিশ্রিতা সেই গদাকে
এলয়কালে ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত পশুকে (জীবকে) সংহারকারী
ক্রতুদেবের পিনাকের সদৃশ বলিয়া আমাদের ভ্রম হইতেছিল ॥ ৬২

যে রূপ পশুপালক বিচরণরত পশুসমূহকে যষ্টি দ্বারা (লাঠি দ্বারা)
দমন করিয়া থাকে, সেইরূপ ভীমসেনও স্বীয় গদা দ্বারা গজসৈন্য-
দিগকে দমন করিলেন ॥ ৬৩

মহারাজ ! চারিদিক্ হইতে গদা ও বাণসমূহের আঘাত
পাইয়া আপনায় সৈন্ত মধ্যস্থিত সেই সব হস্তীরা আপনায় সৈন্ত-
দিগকে মর্দন করিতে করিতে ধাবিত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ৬৪

যে রূপ স্বজীবায় মেঘকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ
ভীমসেন সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে হস্তী সৈন্তগণকে বিভাডিত করিতে
করিতে শ্মশানভূমিতে ত্রিশূলধারী ভগবান্ শঙ্করের স্তায় সেখানে
দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ৬৫

শ্রীমদ্রবী বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের
ভীষ্মপর্বোক্ত ভীষ্মবধপর্বোক্ত চতুর্ধদিবসে ভীমের যুদ্ধবিষয়ক
দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবান সমাপ্ত ।

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

[রণাঙ্গনে প্রচণ্ড পরাক্রমশালিনা ভীমসেনেন সহ ভীষ্মস্য যুদ্ধম্, সাত্যকি-ভূরিশ্রবসোঃ পরাক্রমশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

হতে তস্মিন্ গজানীকে পুত্রো দুর্যোধনস্তব ।
ভীমসেনং স্নতেত্যেবং সর্বসৈন্ত্যস্তচোদয়ৎ ॥ ১
ততঃ সর্বাণ্যনীকানি তব পুত্রস্ত শাসনাৎ ।
অভ্যজবন্ ভীমসেনং নদন্তং ভৈরবান্ রবান্ ॥ ২
তং বলৌঘমপর্যন্তং দেবৈরপি স্তূহঃসহম্ ।
আপতন্তঃ স্তূহুপারং সমুদ্রমিব পর্বণি ॥ ৩
রথ-নাগাস্থকলিং শঙ্খ-দ্রুদ্ভিনাদিতম্ ।
অনন্তরথপাদাতং রজসা সর্বতো বৃতম্ ॥ ৪
তং ভীমসেনঃ সমরে মহোদধিমিবাপরম্ ।
সেনাসাগরমক্ষোভাং বেলব সমবারয়ৎ ॥ ৫
তদাশ্চর্য্যমপশ্চাম পাণ্ডবস্ত মহাস্বনঃ ।
ভীমসেনস্ত সমরে রাজন্ কৰ্ম্মাতিমান্বষম্ ॥ ৬

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ।

[যুদ্ধস্থলে প্রচণ্ড পরাক্রমী ভীমসেনের সহিত ভীষ্মের যুদ্ধ এবং সাত্যকি ও ভূরিশ্রবার পরাক্রম ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই হস্তী সৈন্ত নিহত হইয়া যাইলে আপনার পুত্র দুর্যোধন আদেশ দিলেন যে, সমস্ত সৈন্ত মিলিত হইয়া ভীমসেনকে বধ কর ॥ ১

তারপর আপনার পুত্রের আদেশে সমস্ত সৈন্তগণ ভৈরব স্বরে গর্জন করিতে করিতে ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিল ॥ ২

সৈন্তগণের সেই অপরিণীম বেগে দেবতাদিগেরও দৃঃসহ ছিল । পূর্ণিমায় সংবদ্ধিত সাগরের ন্যায় তখন যেন এই সৈন্তবাহিনী ছন্দার বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৩

এই সৈন্ত-সমূহ রথ, হস্তী ও অশ্বে পূর্ণ ছিল এবং দ্রুদ্ভি ও শঙ্খসমূহের ধ্বনিতে উহা কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিল । উহাতে স্থিত রথ ও পদাতি সৈন্তের সংখ্যা বলিবার শক্তি আমার নাই এবং সৈন্তের দ্বারা চারিদিক ধূলিতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ৪

অপর এক মহাসাগরের দ্বারা সেই অক্ষোভ্য সৈন্তসমূহকে যুদ্ধে ভীমসেন ভীরের সদৃশ প্রতিরোধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

রাজন্! সেই সময় সংগ্রামভূমিতে আনরা মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের অত্যন্ত আশ্চর্য্যময় অতিমাহুয কৰ্ম্ম স্বচক্ষে দর্শন

উদীর্ণান্ পার্থিবান্ সর্বান্ সাখান্ সরথ-কুঞ্জরান্ ।

অসম্ভ্রমং ভীমসেনো গদয়া সমবারয়ৎ ॥ ৭

স সংবার্য্য বলৌঘাংস্তান্ গদয়া রথিনাং বরঃ ।

অতিষ্ঠং তুমুলে ভীমো গিরির্মেরুরিবাচলঃ ॥ ৮

তস্মিন্ স্তূতুমুলে ঘোরে কালে পরমদারুণে ।

ভ্রাতরশৈব পুত্রাশ্চ ধৃষ্টদ্যাম্শ্চ পার্শ্বতঃ ॥ ৯

দ্রৌপদেয়াহভিমম্ম্যশ্চ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ ।

ন প্রাজহন্ ভীমসেনং ভয়ে জ্ঞাতে মহাবলম্ ॥ ১০

ততঃ শৈকায়সীং গুর্বাং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ।

অধাবৎ তাবকান্ যোধান্ দগুণাণিরিবাস্তকঃ ॥ ১১

পোথয়ন্ রথবৃন্দানি বাজিরবৃন্দানি চাভিভূঃ ।

কর্ষয়ন্ রথবৃন্দানি বাহুববেগেন পাণ্ডবঃ ॥ ১২

করিতে লাগিলাম ॥ ৬

অশ, হস্তী ও রথসহ যত ভূপালগণই অগ্রে বদ্ধিত হইতে লাগিলেন, তাহাদের সকলকেই ভীমসেন কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই রুদ্ধ করিলেন ॥ ৭

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমসেন সেই সমগ্র সৈন্তবাহিনী গদাঘাটা প্রতিরোধ করিয়া তাদৃশ ভয়ঙ্কর সংগ্রামস্থলে যেক-পর্বতের দ্বারা অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮

সেই স্তূতুমুল ও অত্যন্ত দারুণ ভয়ঙ্কর সময়ে মহাবল ভীমসেনকে তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ, পুত্রগণ, জ্ঞপদকুমার ধৃষ্টদ্যাম্, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, অভিমম্ম্য ও অপরাজিত বীর শিখণ্ডী—ইহারা কেহই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইলেন না ॥ ৯-১০

তারপর বাহার সম্পূর্ণ অংশ লৌহসারের (ইম্পাতের) দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল, সেই বিশাল এবং ভারবহ গদা হাতে লইয়া ভীমসেন সাক্ষাৎ দগুণাণি যমরাজের তুল্য আপনার সৈন্ত-বাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১১

অনন্তর প্রভাবশালী বলবান্ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন রথী ও অশ্বারোহী বীর সৈন্তগণকে বিধ্বস্ত করিতে করিতে বীর বাহ-বেগে রথসকলকে আকর্ষণ করত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে করিতে প্রলয়কালে যমরাজের দ্বারা রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥

বিনিম্নন্ ব্যচরং সংখ্যে যুগান্তে কালবদ্ বিভুঃ ।
 উরুবেগেন সংকর্ষন্ রথজালানি পাণ্ডবঃ ॥ ১৩
 বলানি সন্মদদাস্তু নড্ বলানীব কুঞ্জরঃ ।
 যুদগন্ রথেভ্যো রথিনো গজ্জেভ্যো গজযোধিনঃ ॥ ১৪
 সাদিনশ্চাশ্বপৃষ্ঠেভ্যো ভূমৌ চাপি পদাতিনঃ ।
 গদয়া বাধমৎ সর্বান্ বাতো বৃক্ষানিবৌজসা ॥ ১৫
 ভীমসেনো মহাবাহুস্তব পুত্রস্ত বৈ বলে ।
 সাপি মজ্জাবসামাংসৈঃ প্রদিক্কা রুধিরেণ চ ॥ ১৬
 অদৃশ্যত মহারৌদ্রা গদা নাগাশ্বপাতনী ।
 তত্র তত্র হতৈশ্চাপি মনুজ-গজ-বাজ্জিভিঃ ॥ ১৭
 রণাঙ্গনং সমভবন্মৃত্যোরাবাসসন্নিভম্ ।
 পিনাকমিব রুদ্রস্ত ক্রুদ্ধস্তাভিভূতঃ পশূন্ ॥ ১৮
 যমদণ্ডোপমামুগ্রামিস্ত্রাশনিসমম্বনাৎ ।
 দদৃশুর্ভীমসেনস্ত রৌদ্রীং বিশসনীং গদাম্ ॥ ১৯
 আবিধ্যতো গদাং তস্ত কোত্তেয়স্ত মহাশ্বনঃ ।
 বভৌ রূপং মহাঘোরং কালস্তেব যুগক্ষয়ে ॥ ২০

পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন নিজ প্রবলবেগে রথসমূহকে তুলিয়া লইয়া ধ্বংস করিতে লাগিলেন এবং ক্ষতভার সহিত সমগ্র সৈন্যকে সেইভাবে মর্দিত করিতে থাকিলেন, যেরূপ হাতী মানবগণকে মর্দিত করিয়া থাকে ॥

মহাবাহু ভীমসেন আপনার পুত্রের রথসমূহে রথী বীরগণকে, হাতি সকলের দ্বারা হস্ত্যারোহীদিগকে, অশ্বগণের পৃষ্ঠের দ্বারা অস্বরোহিবৃন্দকে এবং ভূতলে পাদচারী সৈন্যদিগকে গদাঘাতে সেই ভাবে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন, যেরূপ প্রবলবায়ু স্ববেগে বৃক্ষসমূহকে উৎপাটিত করিয়া থাকে ॥

হস্তী ও অশ্বগণকে নিহতকারিণী ভীমসেনের সেই গদা ও মজ্জা, বসা, মাংস এবং রক্তে লিপ্ত হইয়া মহাভয়ঙ্করী হইয়া

যেখানে সেখানে নিহত হইয়া পতিত মনুজ, হস্তী ও অশ্বে সেই সমগ্র রণভূমি যুত্মার নিবাসস্থানের স্থায় প্রভীত হইতে লাগিল ॥

ভীমসেনের সেই সংহারকারিণী ভয়ঙ্করী গদাকে সকল মাহুই প্রলয়কালে পশুগণকে (জীবগণকে) সংহারকারী রুদ্রদেবের পিনাক ও যমদণ্ডের সদৃশ বলিয়া মনে করিতে লাগিল ! ইহার শব্দও বজ্রের স্থায় কঠোর ছিল ॥ ১২-১৯

বীর গদাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে মহাশ্মা কুন্তীনন্দন ভীমসেনের

তং তথা মহতীং সেনাং জাবয়ন্তং পুনঃ পুনঃ ।
 দৃষ্ট্ৱা মৃত্যুমিবায়াস্তং সর্বে বিমনসোহভবন্ ॥ ২১
 যতো যতঃ শ্রেক্ষতে স্ব গদামুচ্চয়া পাণ্ডবঃ ।
 তেন তেন স্ব দীর্ঘ্যন্তে সর্বসৈন্যানি ভারত ॥ ২২
 প্রদারয়ন্তং সৈন্যানি বলেনামিতবিক্রমম্ ।
 গ্রসমানমনীকানি ব্যাদিতাস্তুমিবাশ্বকম্ ॥ ২৩
 তং তথা ভীমকর্মাণং অগৃহীতমহাগদম্ ।
 দৃষ্ট্ৱা বৃকোদরং ভীষ্মঃ সহসৈব সমভয়াৎ ॥ ২৪
 মহতা রথঘোষণে রথেনাদিত্যবচসা ।
 ছাদয়ন্ শরবর্ষণে পর্জন্ত ইব রষ্টিমান্ ॥ ২৫
 তমায়াস্তং তথা দৃষ্ট্ৱা ব্যাত্তাননমিবাশ্বকম্ ।
 ভীষ্মঃ ভীমো মহাবাহুঃ প্রত্যাঙ্গীয়াদমষিতঃ ॥ ২৬
 তস্মিন্ ক্ষণে সাত্যকিঃ সত্যসন্ধঃ

শিনিপ্রবীরোহভ্যপতং পিতামহম্ ।

নিম্নমমিত্রান্ ধনুষা দৃঢ়েন

সংকম্পয়ন্তব পুত্রস্ত সৈন্যম্ ॥ ২৭

রূপ তখন যুগান্তকালে যমরাজের সমান অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রভীত হইতেছিল ॥ ২০

সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বারংবার বিভ্রাবিতকারী ভীমসেনকে সাক্ষাৎ যুত্মার স্থায় সম্মুখে আসিতে দেখিয়া সমস্ত যোদ্ধাদিগের মন উদাসীন হইয়া যাইল ॥ ২১

ভারত ! ভীমসেন গদা তুলিয়া যে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, সেই সেই দিকের সমগ্র সৈন্যই বিদীর্ণ হইয়া যাইল (অর্থাৎ সৈন্যরা পলাইয়া গিয়া স্থান শূন্য করিয়া দিল) ॥ ২২

বীর বলে সৈন্যগণকে বিদীর্ণকারী ভীমসেন সমগ্র সৈন্য-বাহিনীকে গ্রাস করিবার ইচ্ছায় মুখবিস্তারকারী সাক্ষাৎ কালের তুল্য বলিয়া মনে হইতেছিল । সেই সময় অতিশয় ভারযুক্তা গদাকে উত্তোলনকারী ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ভীমসেনকে দেখিয়া ভীষ্ম মহা সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩-২৪

তিনি সূর্য্যতুল্য তেজস্বী এবং চক্রসকলের গভীর শব্দযুক্ত বিশাল রথে আরোহণ করিয়া বধনরত মেঘসদৃশ বাণসমূহ বর্ষণ করত সমস্ত দিক্ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৫

মুখব্যাহিত যমরাজের স্থায় ভীষ্মকে আসিতে দেখিয়া মহাবাহু ভীমসেন অমর্ষপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন ॥ ২৬

সেই সময় শিনিবংশের প্রধান বীর সত্যপ্রতিজ্ঞ সাত্যকি বীর সূদৃঢ় ধনু দ্বারা শত্রুগণকে সংহার করিতে করিতে আপনার

তং যাস্তমশৈ রজতপ্রকাশৈঃ

শরান্ বপস্তুং নিশিতান্ সুপুঙ্খান্ ।

নাশকুব্ধং ধারয়িতুং তদানীং

সৰ্বে গণা ভারত যে স্বদীয়াঃ ॥২৮

অবিধ্যদেনং দশভিঃ পৃষৎকৈ-

রলম্বুবো রাক্সসোহসৌ তদানীম্ ।

শরৈশ্চতুর্ভিঃ প্রতিবিধ্য তঞ্চ

নপ্তা শিনেরভ্যপতদ্ রথেন ॥ ২৯

অস্বাগতং বৃষ্ণিবরং নিশম্য

তং শক্রমধ্যে পরিবর্তমানম্ ।

প্রজাবয়স্তুং কুরুপুঙ্গবাংশ্চ

পুনঃ পুনশ্চ প্রণদন্তমাজৌ ॥ ৩০

পুত্রের সৈন্তবাহিনীকে কল্পিত করত পিতামহ ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৭

ভারত ! রজততুল্য শুভ্র অশ্বে বাহিত ও সুন্দর পক্ষযুক্ত ভীক্ষুবাণসমূহ বর্ষণকারী সাত্যকিকে সেই সময় আপনার সমস্ত সৈন্তবাহিনী প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না ॥ ২৮

কেবল অলম্বুবনামক রাক্সসই তখন তাঁহাকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিয়াছিল। তাহাতে শিনির পৌত্র সাত্যকিও এই রাক্সসকে চারিটি বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধগ্রহণ করিলেন এবং রথের দ্বারা ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন ॥ ২৯

বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি আসিয়া শক্রগণের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধস্থলে কোঁরবসৈন্তের মুখ্য মুখ্য

শ্রীমদ্রহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তগত ভীষ্মবধপর্বে সাত্যকি-

ভুরিপ্রবর যুদ্ধে সমাগমবিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অন্তিমোক্ত সমাপ্ত।

যোধাস্তদীয়াঃ শরবর্ষৈরবর্ষন

মেঘা যথা ভূধরমম্বুবৈগৈঃ ।

তথাপি তং ধারয়িতুং ন শেকু-

র্মধ্যান্দিনে সূর্য্যমিবাভপস্তুম্ ॥ ৩১

ন তত্র কশ্চিন্নবিষম্ আসী-

দৃতে রাজন্ সোমদত্তস্য পুত্রাং ।

স বৈ সমাদায় ধর্ম্মহাত্মা

ভুরিপ্রবা ভারত সৌমদত্তিঃ ॥ ৩২

দৃষ্ট্বা রথান্ স্থান্ ব্যপনীয়মানান্

প্রত্যাভ্যযৌ সাত্যকিং যোদ্ধু মিচ্ছন ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সাত্যকি-ভুরিপ্রবঃ-

সমাগমে ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০

বীরবৃন্দকে পলাইতে বাধ্য করিয়া বারংবার গর্জন করিতে থাকিলেন। ইহা দেখিয়া আপনার যোদ্ধারা তাঁহার উপর সেইভাবে বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ মেঘ পর্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। তথাপি তাঁহারা মধ্যাহ্নকালীন প্রথর তাপযুক্ত সূর্য্যের দ্বারা ইঁহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৩০-৩১

রাজন্ ! সেই সময় সোমদত্তপুত্র ভুরিপ্রবা ব্যতীত এক্ষণে অন্য কোন যোদ্ধা ছিলেন না, যিনি বিবাদগ্রস্ত হইয়া পড়েন নাই। ভারত ! সোমদত্তপুত্র মহাত্মা ভুরিপ্রবা স্বীয় রথী বীরগণকে বিবশ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া ধর্ম্ম গ্রহণ করত যুদ্ধের ইচ্ছায় সাত্যকির উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩২-৩৩

চতুঃষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

[ভীমসেনস্য ঘটোৎকচস্য চ পরাক্রমঃ, কৌরবাণাং পরাজয়ঃ, চতুর্থদিবসস্য যুদ্ধসমাপ্তিঃ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততো ভূরিশ্রবা রাজন্ সাত্যকিং নবভিঃ শরৈঃ ।
প্রাবিধ্য ভৃশসংক্রুদ্ধস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্ ॥ ১
কৌরবঃ সাত্যকিশ্চৈব শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ।
অবারয়দমেয়াস্মা সর্বলোকস্ত পশ্যতঃ ॥ ২
ততো হৃষ্যোধনো রাজা সৌদৰ্য্যৈঃ পরিবারিতঃ ।
সৌমদন্তিঃ রণে যন্তঃ সমস্তাং পর্য্যবারয়ৎ ॥ ৩
তং চৈব পাণ্ডবাঃ সৰ্বে সাত্যকিং রভসং রণে ।
পরিবার্য্য স্থিতাঃ সংখ্যে সমস্তাং সূমহৌজসঃ ॥ ৪
ভীমসেনস্ত সংক্রুদ্ধো গদামুগ্ধম্য ভারত ।
হৃষ্যোধনমুখান্ সর্বান্ পুত্রাংস্তে পর্য্যবারয়ৎ ॥ ৫
রথৈরনেকসাহস্রৈঃ ক্রোধামৰ্ষসমম্বিতঃ ।
নন্দকম্বব পুত্রস্ত ভীমসেনং মহাবলম্ ॥ ৬
বিব্যাধ বিশিখৈঃ বড়্ভিঃ কন্ধপট্রৈঃ শিলাশিতৈঃ ।

চতুঃষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

[ভীমসেন ও ঘটোৎকচের পরাক্রম, কৌরবগণের পরাজয় এবং চতুর্থ দিনের যুদ্ধ সমাপ্তি ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! তখন ভূরিশ্রবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকিকে নয়টি বাণে সেইভাবে বিদ্ধ করিলেন, বেকুপ গজরাজকে অশ্বশারা বিদ্ধ করা হইয়া থাকে ॥ ১

সেই সময় অপরিসীম আত্মবলসম্পন্ন সাত্যকিও আনতপর্ক ধারণমূহে সকল লোকের দৃষ্টিগোচরেই বুরুবংশীয় ভূরিশ্রবাকে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ২

ইহা দেখিয়া সহোদর ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত রাজা হৃষ্যোধন যুদ্ধের জন্ত উগ্ধ হইয়া ভূরিশ্রবাকে চারিদিকে আবৃত করত তাঁহার রক্ষার তৎপর রহিলেন ॥ ৩

এদিকে অভিশয় মহাভোজস্বী পাণ্ডবগণও যুদ্ধভূমিতে সবেগে অগ্রে বর্জিত সাত্যকিকে চারিদিকে ঘিরিয়া রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪

ভারত! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভীমসেন গদা উত্তোলিত করিয়া আপনাদি হৃষ্যোধনাদি সকল পুত্রকেই একাকীই রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

তখন ক্রোধ ও অমর্ষে পূর্ণ আপনাদি পুত্র নন্দক বহু হাজার

হৃষ্যোধনস্ব সমরে ভীমসেনং মহারথম্ ॥ ৭

আজ্ঞানোরসি ক্রুদ্ধো মার্গগৈর্নবভিঃ শিতৈঃ ।

ততো ভীমো মহাবাহুঃ স্বরথং সূমহাবলঃ ॥ ৮

আরুরোহ রথশ্রেষ্ঠং বিশোকং চৈদমব্রবীৎ ।

এতে মহারথাঃ শূরা ধার্তরাষ্ট্রাঃ সমাগতাঃ ॥ ৯

মামেব ভৃশসংক্রুদ্ধা হস্তমভ্যাজতা যুধি ।

মনোরথক্রমোহস্মাকং চিস্তিতো বহুবর্ষিকঃ ॥ ১০

সফলঃ সূত চাণ্ডেহ যোহহং পশ্যামি সৌদরান্ ।

যত্রাশোক সমুৎক্ষিপ্তা রণবো রথনেমিভিঃ ॥ ১১

প্রযাস্তস্ত্যস্তরিক্ষং হি শরবৃন্দৈর্দিগন্তরে ।

তত্র তিষ্ঠতি সন্নদ্ধঃ স্বয়ং রাজা সূর্যোধনঃ ॥ ১২

ভ্রাতরশ্চাস্ত সন্নদ্ধাঃ কুলপুত্রা মদোৎকটাঃ ।

এতানন্ত হনিষ্যামি পশ্যতস্তে ন সংশয়ঃ ॥ ১৩

রথী বীর সৈন্তের সহিত আসিয়া শিলাতে শান দিয়া ধারালকৃত কন্ধপত্রযুক্ত ছয়টি বাণে মহাবল ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন ॥

কুপিত হৃষ্যোধনও সেই যুদ্ধে মহারথী ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে নয়টি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন ॥

তখন মহাবাহু ভীমসেন স্বীয় শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিলেন এবং সারথি বিশোককে এই কথা বলিলেন ॥

এই মহারথী বীর ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বধ করিবার জন্ত উগ্ধ করত এখানে উপস্থিত হইয়াছে ॥

সূত! আমার মনে বহু বর্ষ ধরিয়া যাহার চিন্তা হইতেছে, সেই মনোরথরূপী বৃক্ষ আজ সফল হইতে চলিয়াছে; কারণ, এই সময় আমি এই যুদ্ধস্থলে হৃষ্যোধনকে ভ্রাতৃগণের সহিত একত্রিত হইতে দেখিতেছি ॥

বিশোক! যেখানে রথের চক্রপাদের দ্বারা উখিত ধূলি বাণসমূহের সহিত অন্তরিক্স ও দিগন্ত সকলকে ব্যাপ্ত করিতেছে, সেই স্থানেই স্বয়ং রাজা হৃষ্যোধন কবচাদিতে হুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধের জন্ত অবস্থান করিতেছে ॥ ৬-১২

উহার কুলীন ও মদোদন্ত ভ্রাতারাও কবচ বন্ধন করিয়া এই স্থানেই অপেক্ষা করিতেছে। আজ তোমার চোখের সামনেই আমি ইহাদের সকলকেই বিনাশ করিব,—ইহাতে কোনই সংশয়

তস্মান্মামান্ সংগ্রামে যন্তঃ সংঘচ্ছ সারথি ।
 এবমুক্ত্বা ততঃ পার্থস্তব পুত্রং বিশাম্পতে ॥ ১৪
 বিব্যাধ দশভিস্তীক্ষ্ণৈঃ শরৈঃ কনকভূষণৈঃ ।
 নন্দকঞ্চ ত্রিভির্বাণৈরভ্যবিধাৎ স্তনাস্তরে ॥ ১৫
 তং তু দুর্যোধনঃ ষষ্ঠা বিদধ্বা ভীমং মহাবলম্ ।
 ত্রিভিরশ্বৈঃ সুনিশিতৈবিশোকং প্রত্যবিধাত ॥ ১৬
 ভীমস্তা চ রণে রাজন্ ধনুশ্চিচ্ছেদ ভাস্করম্ ।
 মুষ্টিদেশে ভণং তাক্ষৈস্ত্রিভির্ভল্লৈহসস্নিব ॥ ১৭
 সমরে প্রেক্ষ্য যস্তারং বিশোকং তু ব্রহ্মোদরঃ ।
 পীড়িতং বিশিখৈস্তাক্ষৈস্তব পুত্রেন ধ্বিনা ॥ ১৮
 অমৃশ্যমাণঃ সংরক্কো ধনুদিবাং পরামৃশৎ ।
 পুত্রস্ত তে মহারাজ বধার্থং ভরতষভ ॥ ১৯
 সমাধস্ত সুসংক্রুদ্ধঃ ক্ষুরপ্রং লোমবাহিনম্ ।
 তেন চিচ্ছেদ নৃপতেভীমঃ কামুকমুত্তমম্ ॥ ২০
 সোহপবিধ্য ধনুশ্চিন্নং পুত্রস্তে ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।

নাই। অতএব সারথি! তুমি সাবধান হইয়া অশ্বগণকে সংযত করিয়া রাখ।

রাজন্! এই কথা বলিয়া কৃষ্ণপুত্র ভীমসেন স্বর্ণভূষিত দশটি বাণে দুর্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন এবং নন্দকের বক্ষঃস্থলে তিনটি বাণে গভীরভাবে আঘাত করিলেন ॥ ১৩-১৫

ইহা দেখিয়া দুর্যোধন ষাট বাণে মহাবল ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া অশ্ব তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে সারথি বিশোককেও আঘাত করিলেন ॥ ১৬

রাজন্! তাহার পর দুর্যোধন যুদ্ধস্থলে তিনটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধারাল ভল্লের দ্বারা হস্ত করিতে করিতে ভীমসেনের তেজস্বী ধনুকের মধ্যভাগ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭

আপনার ধনুর্দ্বার পুত্র দ্বারা সমরাদ্বেপে স্বীয় সারথি বিশোককে তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে পীড়িত হইতে দেখিয়া ভীমসেন সঙ্ক করিতে পারিলেন না। তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় দিব্য ধনু গ্রহণ করিলেন। মহারাজ! ভরতশ্রেষ্ঠ! পুনরায় আপনার পুত্রকে বধ করিবার বাসনায় অতিশয় ক্রোধভরে তিনি পঞ্চযুক্ত ক্ষুরপ্রবাণ সন্ধান (যোজনা) করিলেন এবং তাহা দ্বারা রাজা দুর্যোধনের উত্তম ধনুকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৮-২০

রাজন্! ধনু ছিন্ন হইলে আপনার পুত্র দুর্যোধন ক্রোধে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি ছিন্ন ধনুকে পরিভ্যাগ

অশ্বং কামুকমাদন্ত সশ্বরং বেগবন্তরম্ ॥ ২১

সন্দধে বিশিখং ঘোরং কালমৃত্যুসমপ্রভম্ ।

ভেনাজঘান সংক্রুদ্ধো ভীমসেনঃ স্তনাস্তরে ॥ ২২

স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতঃ স্তন্দনোপস্থ আবিধৎ ।

স নিষল্লো রথোপস্থে মূচ্ছামভিজগাম হ ॥ ২৩

তং দৃষ্ট্বা ব্যথিতং ভীমমভিমমম্বাপুরোগমাঃ ।

নামৃশ্যন্ত মহেষাসাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ২৪

ততস্ত তুমুলাং রুষ্টিং শত্রুাণাং তীক্ষ্ণতেজসাম্ ।

পাতয়ামাস্বরবাণাঃ পুত্রস্ত তব মূর্ধনি ॥ ২৫

প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং ভীমসেনো মহাবলঃ ।

দুর্যোধনং ত্রিভিবিদ্ধা পুনবিব্যাধ পক্ষভিঃ ॥ ২৬

শল্যঞ্চ পক্ষবিংশত্যা শরৈর্বিব্যাধ পাণ্ডবঃ ।

রুস্তপুঞ্জৈর্মহেষাসঃ স বিদ্ধো ব্যপয়াদ্ রণাৎ ॥ ২৭

প্রত্যাঘ্যমুস্ততো ভীমং তব পুত্রাশ্চতুর্দশ ।

সেনাপতিঃ সুষেণশ্চ জলসন্ধঃ স্থলোচনঃ ॥ ২৮

করিয়া অতি সত্বর তাহা হইতেও অধিক বেগশালী অপর একটি ধনু গ্রহণ করিলেন ॥ ২১

তারপর উহাতে কাল ও মৃত্যুতুল্য তেজস্বী ভয়ঙ্কর বাণ সন্ধান করিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা দ্বারা ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন ॥ ২২

সেই বাণে গুরুতর আহত হইয়া ভীমসেন ব্যথিতচিত্তে রথের আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুচ্ছিত হইলেন ॥ ২৩

ভীমসেনকে প্রহারে পীড়িত হইতে দেখিয়া অভিমত্যা প্রভৃতি মহাধনুর্দ্বার পাণ্ডব মহারথিগণ ইহা সঙ্ক করিতে পারিলেন না ॥ ২৪

তখন তাহারা সকলে আপনার পুত্রের মস্তকে নির্ভয়চিত্তে তেজস্বী অস্ত্রসকল প্রবলভাবে বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

তদনন্তর সংজ্ঞালাভ করিয়া মহাবল ভীমসেন দুর্যোধনকে প্রথমে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচটি বাণে আঘাত করিলেন ॥ ২৬

তাহার পর মহাধনুর্দ্বার পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন স্ববর্ণময় পঞ্চযুক্ত পঁচিশটি বাণে রাজা শল্যকে বিদ্ধ করিলেন। সেই বাণে আহত হইয়া তিনি রণভূমি হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ২৭

রাজন্! তখন আপনার চৌদজন পুত্র ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন। ইহাদের নাম হইল—সেনাপতি, সুষেণ, জলসন্ধ, স্থলোচন, বগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, অলোলুপ,

উগ্রো ভীমরথো ভীমো বীরবাহুরলোলুপঃ ।
 দুৰ্মুখো দুস্প্রবৰ্ষশ্চ বিবিৎসুরিকটঃ সমঃ ॥ ২৯
 বিস্মজন্তো বহুন্ বাণান্ ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ ।
 ভীমসেনমভিজিত্য বিবাহুঃ সহিতা ভূশম্ ॥ ৩০
 পুত্রাংস্ত তব সম্প্রেক্ষ্য ভীমসেনো মহাবলঃ ।
 স্কন্ধিণী বিলিহ্ন বীরঃ পশুমধ্যে যথা বৃকঃ ॥ ৩১
 অভিপত্য মহাবাহুর্গুরুস্থানি বৈগিতঃ ।
 সেনাপতেঃ কুরপ্রাণে শিরশ্চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ ॥ ৩২
 সম্প্রহস্ত চ হৃষ্টাশ্চ ত্রিভির্বাণৈর্মহাভূজঃ ।
 জলসন্ধং বিনির্ভিজ্য সোহনয়দ্ যমসাদনম্ ॥ ৩৩
 সুষণঞ্চ ততো হস্তা প্রেষয়ামাস মৃতাবে ।
 উগ্রস্ত শশিরজ্জাণং শিরশ্চস্ত্রোপমং ভূবি ॥ ৩৪
 পাতয়ামাস ভল্লেন কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্ ।
 বীরবাহুঞ্চ সপ্ততা সাংকেতুং সমাবধিম্ ॥ ৩৫
 নিনায় সমরে বীরঃ পরলোকায পাণ্ডবঃ ।

দুৰ্মুখ দুস্প্রবৰ্ষ, বিবিৎসু, বিকট ও সম । ঈদৃশ্য সকলে ক্রোধে
 রক্তচক্ষু হইয়া বহু বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে ভীমসেনের
 উপর আক্রমণ করিলেন এবং একত্রিত হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত
 আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ২৮-৩০

মহাবলী মহাবাহু বীর ভীমসেন আপনার পুত্রগণকে
 দেখিয়া পশুগণের মধ্যে অবস্থিত বৃকের (ব্যাঘ্রবিশেষ) জায় স্বীয়
 মুখের দুই প্রান্তভাগ জিহবার দ্বারা লেহন করিতে করিতে
 গরুড়তুল্য তীব্রবেগে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । সেখানে
 উপস্থিত হইয়া তিনি কুরপ্রানামক বাণে সেনাপতির মস্তক ছেদন
 করিলেন ॥ ৩১-৩২

তারপর প্রসন্নচিত্ত হইয়া মহাবাহু ভীমসেন হস্ত করিতে
 করিতে জলসন্ধকে তিনটি বাণে বিদীর্ণ করিয়া ধমালয়ে প্রেরণ
 করিলেন ॥ ৩৩

তদনন্তর সুষণকে বধ করিয়া মৃত্যুলোকে পাঠাইয়া দিলেন
 এবং উগ্রের কুণ্ডলমণ্ডিত চক্রতুল্য মস্তককে একটি ভল্লের দ্বারা
 শিরজ্জাণ সহ ছেদন করত ভূতলে পাতিত করিলেন ॥

অতঃপর পাণ্ডুনন্দন বীরবর ভীমসেন সমরাজ্যে অশ্ব, ধ্বজ
 ও সারথিসহ বীরবাহুকে সত্তর বাণে নিহত করিয়া পরলোকে
 প্রেরণ করিলেন ॥

ভীম-ভীমরথো চোভো ভীমসেনো হংসরিব ॥ ৩৬
 পুত্রো তে দুর্মদৌ রাজন্ননয়দ্ যমসাদনম্ ।
 ততঃ স্থলোচনং ভীমঃ কুরপ্রাণে মহামৃধে ॥ ৩৭
 মিষতাং সর্বসৈন্তানামনয়দ্ যমসাদনম্ ।
 পুত্রাংস্ত তব তং দৃষ্ট্বা ভীমসেনপরাক্রমম্ ॥ ৩৮
 শেযা যেহস্তেহভবন্তত্র তে ভীমস্ত ভয়াদিতাঃ ।
 বিপ্রক্রতা দিশো রাজন্ বধ্যমানা মহাশ্বনা ॥ ৩৯
 ততোহত্রবীচ্ছাস্তনবঃ সর্বানব মহারথান্ ।
 এষ ভীমো রণে ক্রুদ্ধো ধার্তরাষ্ট্রান্ মহারথান্ ॥ ৪০
 যথা প্রাগ্র্যান্ যথা জ্যোষ্ঠান্ যথা শূরাংশ্চ সঙ্গতান্ ।
 নিপাতয়ত্বাগ্রেধদ্য তং প্রগৃহীত মাচিরম্ ॥ ৪১
 এবমুক্তাস্ততঃ সর্বে ধার্তরাষ্ট্রস্ত সৈনিকাঃ ।
 অভ্যাদ্রবস্ত সংক্রুদ্ধা ভীমসেনং মহাবলম্ ॥ ৪২
 ভগদত্তঃ প্রভিল্লেন কৃষ্ণবেগে বিশাম্পতে ।
 অভ্যয়াং সহসা তত্র যত্র ভীমো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪৩

রাজন্! তাহার পর ভীমসেন আপনার যে দুই পুত্র যুদ্ধে
 উন্নত হইয়া সংগ্রাম করিতেছিলেন, সেই দুই পুত্র ভীম এবং
 ভীমরথকেও নিহত করিয়া যমগৃহে পাঠাইয়া দিলেন ॥

অনন্তর সেই মহামৃধে ভীমসেন সমগ্র সৈন্তবাহিনীর নয়ন-
 পথেই কুরপ্রবাণ প্রহার করিয়া স্থলোচনকেও যমলোকে প্রেরণ
 করিলেন ॥

রাজন্! তাহার পর আপনার যে সমস্ত পুত্র অবশিষ্ট
 ছিলেন, তাঁহারা ভীমসেনের পরাক্রম দেখিয়া তাঁহার ভয়ে
 পীড়িতচিত্তে মহাশ্বা পাণ্ডুনন্দনের বাণপ্রহারে জর্জরিত হইয়া
 চারিদিকে পলায়ন করিলেন ॥ ৩৪-৩৯

তদনন্তর শাস্ত্রমুদন ভীম সকল মহারথী বীরগণকে
 বলিলেন,—এই ভয়ঙ্কর ধ্বজের ভীমসেন যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মুখে
 আগত শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, বীর মহারথী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে নিহত
 করিয়া ভূপাতিত করিতেছে, অতএব তোমরা সকলে একত্রে
 মিলিত হইয়া তাহাকে নীচ বন্দী কর ॥ ৪০-৪১

তিনি এই কথা বলিলে পর দুৰ্য্যোধনের সমস্ত সৈন্তগণ ক্রুদ্ধ
 হইয়া মহাবল ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইল ॥ ৪২

প্রজানাত! রাজা ভগদত্ত মদবর্ষী গজরাজের উপর আরোহণ
 করিয়া সহসা সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন, যেখানে ভীমসেন
 অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৪৩

আপত্যয়েব চ রণে ভীমসেনং শিলীমুখৈঃ ।

অদৃশ্যং সমরে চক্রে জীমূত ইব ভাস্করম্ ॥ ৪৪

অভিমহ্যমুখাস্তং তু নায্যন্ত মহারথাঃ ।

ভীমশ্চাচ্ছাদনং সংখ্যে স্ববাহুবলমাজ্জিতাঃ ॥ ৪৫

ত এনং শরবর্ষণে সমস্তাং পর্যাবারয়ন্ ।

গজক শরবৃষ্টা তু বিভিহন্তে সমস্ততঃ ॥ ৪৬

স শত্রুবৃষ্টাভিহতঃ সমন্তৈস্তৈর্মহারথৈঃ ।

প্রাগ্জ্যোতিষগজো রাজন্ নানালিঙ্গৈঃ স্তুভেজ্জনৈঃ ॥ ৪৭

সজ্জাতরুধিরোৎপীড়ঃ প্রেক্ষণীয়োহভবদ্ রণে ।

গভস্তিভিরিবাক্ষন্ত সংস্রাতো জলদো মহান্ ॥ ৪৮

সঞ্চোদিতো মদস্রাবী ভগদন্তেন বারগঃ ।

অভ্যধাবত তান্ সর্বাণ্ কালোৎসৃষ্ট ইবাস্তকঃ ॥ ৪৯

দ্বিগুণং জবমান্ধায় কম্পয়ঃশ্চরগৈর্মহীম্ ।

তস্ত তৎ স্তুমহদ্ রূপং দৃষ্ট্বা সর্বে মহারথাঃ ॥ ৫০

যুদ্ধে আসিয়াই তিনি বীর বাণসমূহে ভীমসেনকে সেইভাবে
অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ মেঘ সূর্য্যকে অদৃশ্য করিয়া
থাকে ॥ ৪৪

সেই সময় অভিমহ্য প্রভৃতি মহারথী বীরগণ ভীমসেন এই
ভাবে যুদ্ধে বাণে আচ্ছাদিত হইয়া বাওয়াকে সহ্য করিতে
পারিলেন না। তাঁহারা নিজ নিজ বাহুবলের সাচাষে যুদ্ধে
ভগদন্তের উপর চারিদিক হইতে বাণ বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে
প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নিজ বাণসমূহের
বর্ষণে ভগদন্তের হস্তীটিকে সর্বদিকে ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া
ফেলিলেন ॥ ৪৫-৪৬

রাজন্! যাহারা নানাপ্রকার চিহ্নধারণকারী ও অত্যন্ত
ভেজস্বী ছিলেন, সেই সমস্ত মহারথী বীরগণ কর্তৃক কৃত অস্ত্রবর্ষণে
নানাভাবে আহত হইয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদন্তের
সেই হস্তীর মস্তক রক্তরঞ্জিত হইয়া উঠায় রণক্ষেত্রে সেইরূপ
অতিশয় দর্শনীয় হইল, যেরূপ সূর্য্যদেবের রক্তিমকর্ণিগুণে ব্যাপ্ত
মহামেঘ দর্শনীয় হইয়া থাকে ॥ ৪৭-৪৮

ভগদন্তকর্তৃক চালিত হইয়া কালপ্রেরিত যমরাজতুল্য ভয়ঙ্কর
সেই মদস্রাবী গজরাজ দ্বিগুণ বেগের আশ্রয় লইয়া বীর পদভরে
পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে তাঁহাদের সকলের প্রতি
ধাবিত হইল।

তাহার সেই বিশাল রূপ দেখিয়া সকল মহারথীরাই নিজেরদের

অসহ্য মজ্জমানাশ নীতিপ্রমদসেহভবন্ ।

ততস্ত নৃপতিঃ ক্রুদ্ধো ভীমসেনং স্তনাস্তরে ॥ ৫১

আজ্ঞান মহারাজ শরণেণানতপর্ণণা ।

সোহতিবিক্রো মহেবাসন্তেন রাজ্ঞা মহারথঃ ॥ ৫২

মুচ্ছিয়াভিপন্নীভায়া ধ্বজযষ্টিং সমাশ্রয়ৎ ।

তাংস্ত ভীতান্ সমালক্ষ্য ভীমসেনঞ্চ মুচ্ছিতম্ ॥ ৫৩

ননাদ বলবদ্রাদং ভগদন্তঃ প্রতাপবান্ ।

ততো ঘটোৎকচো রাজন্ প্রেক্ষ্য ভীমং তথাগতম্ ॥ ৫৪

সংক্রুদ্ধো রাক্ষসো ঘোরস্ত্রৈবাস্তরধীয়ত ।

স কৃষ্ণা দারুণাং মায়াং ভীরুণাং ভয়বর্ধিনীম্ ॥ ৫৫

অদৃশ্যত নিমেষার্থাদ্ ঘোররূপং সমাস্থিতঃ ।

ঐরাবণং সমারুঢ়ঃ স বৈ মায়াকৃতং স্বয়ম্ ॥ ৫৬

(কৈলাসগিরিসঙ্কাশং বজ্রপাগিরিবাভায়াৎ ।)

তস্ত চাত্মেহপি দিগ্‌নাগা বভূবুরুষায়িনঃ ।

অঞ্জানো বামনশ্চৈব মহাপদ্মশ্চ স্প্রভাভঃ ॥ ৫৭

পক্ষে অসহ্য মনে করত হতোৎসাহ হইয়া পড়িলেন ॥

মহারাজ! তাহার পর ভগদন্ত কুপিত হইয়া আনতপর্কযুক্ত
বাণে ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে আঘাত হানিলেন ॥

রাজা ভগদন্ত কর্তৃক এইভাবে গুরুতর আহত হইয়া মহাধম্বজ
মহারথী ভীমসেন মুচ্ছাগ্রস্ত হইয়া ধ্বজদণ্ডকে ধরিয়া ফেলিলেন ॥

সেই সব মহারথী বীরগণকে ভয়ভীত ও ভীমসেনকে
মুচ্ছিত দেখিয়া প্রতাপশালী ভগদন্ত সবেগে সিংহনাদ করিতে
লাগিলেন ॥

রাজন্! তারপর ভীমসেনকে এতাদৃশ অবস্থায় দেখিয়া
ভয়ঙ্কর রাক্ষস ঘটোৎকচ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেখানেই অদৃশ্য
হইয়া পড়িল ॥

তাহার পর ভীক কাপুরুষগণের ভয়বর্জনকারিণী দারুণা মায়া
স্বজন করিল। সে তখন অর্দ্ধ নিমেষের মধ্যেই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ
করিয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। ঘটোৎকচ বীর মায়াদ্বারা
নির্ম্মিত কৈলাসপর্ব্বততুল্য খেতবর্ণ বিশাল ঐরাবতের উপর
আরোহণ করিয়া বজ্রধারী ইজ্জলদৃশ সেখানে আসিয়া উপস্থিত
হইল ॥ ৫২-৫৬

তাহার পক্ষাতে আরও অঞ্জন, বামন ও উত্তমকান্তিযুক্ত
মহাপদ্ম—এই তিনটি দিগ্‌গজ ছিল। ইহাদের উপরে ঘটো-
কচের সহায়ক রাক্ষসগণ উপবিষ্ট ছিল ॥

জয় এতে মহানাগা রাক্ষসৈঃ সমধিষ্ঠিতাঃ ।
 মহাকায়ান্নিধা রাজন্ প্রস্রবন্তো মদং বহু ॥ ৫৮
 তেজো-বীৰ্য্য-বলোপেতা মহাবলপরাক্রমাঃ ।
 ঘটোৎকচস্ত স্বং নাগং চোদয়ামাস তং তদা ॥ ৫৯
 সগজং ভগদন্তং তু হস্তকামঃ পরস্তম্পঃ ।
 তে চাচ্ছে চোদিতা নাগা রাক্ষসৈশ্চৈর্মহাবলৈঃ ॥ ৬০
 পরিপেতুঃ সুসংরক্ষাশ্চতুর্দংশৌশ্চতুর্দিশন্ ।
 ভগদন্তস্ত তং নাগং বিঘাণৈরভ্যপীড়য়ন্ ॥ ৬১
 স পীড়্যমানশ্চৈর্নাগৈর্বেদনার্তঃ শরাস্ততঃ ।
 অনদং সুমহানাদমিস্রাশনিসমশ্বনম্ ॥ ৬২
 তস্ত তং নদতো নাদং সুধোরং ভীমনিঃশ্বনম্ ।
 ক্রম্বা ভীমোহিব্রবীদ্ ভ্রোণং রাজানঞ্চ সুযোধনম্ ॥ ৬৩
 এষ যুধ্যতি সংগ্রামে হৈড়িয়েন দুরাশ্বনা ।
 ভগদন্তো মহেষ্वासঃ কৃষ্ণে চ পরিবর্ততে ॥ ৬৪

রাজন্! এই সমস্ত বিশালদেহ দিগ্গজ তিন স্থানে প্রচুর
 মদযারা করণ করিতেছিল এবং ইহারা তেজ, বীৰ্য্য ও বলসম্পন্ন
 এবং মহাবলশালী ও মহাপরাক্রমী ছিল ॥

শক্রসম্ভাপক ঘটোৎকচ নিজ হাতীকে পজারূপে রাজা ভগদন্তের
 দিকে চালিত করিল। তখন সে হাতীর সহিত তাঁহাকে বধ
 করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল ॥

মহাবলশালী রাক্ষসগণকর্তৃক প্রেরিত হইয়া চারিটি করিয়া
 দশবিধিষ্ট অস্ত্রান্ত দিগ্গজগণও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিক
 হইতে আক্রমণ করিল।

ইহারা সকলেই ভগদন্তের হাতীকে নিজ নিজ দক্ষ দ্বারা
 পীড়িত করিতে লাগিল। পূর্বে হইতেই সে বাণের দ্বারা গুরুতর
 আহত হইয়াছিল, তাহার উপর এই সব হাতীর দ্বারা পীড়িত
 হইতে থাকিলে বেদনার অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া প্রবলবেগে চীৎকার
 করিতে লাগিল। তাহার এই চীৎকার তখন ইন্দ্রের বজ্র-
 পতনের শব্দের স্তায় মনে হইতেছিল ॥ ৫৭-৬২

ভয়ঙ্কর চীৎকারের সহিত অত্যন্ত ঘোর শব্দকারী হাতীর সেই
 আর্জনাৎ জ্বলন করিয়া ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য ও রাজা দুর্যোধনকে
 বলিলেন ॥ ৬৩

এই মহাবীৰ্য্যের রাজা ভগদন্ত দুরাশ্বা হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎক-
 চের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন এবং মহালক্ষ্যে পড়িয়াছেন ॥ ৬৪

রাক্ষসশ্চ মহাকায়ঃ স চ রাজাভিকোপনঃ ।
 এতৌ সমেতৌ সমরে কাল-যুত্বাসমাবৃত্তৌ ॥ ৬৫
 জয়তে চৈব স্রষ্টানাং পাণ্ডবানাং মহাশ্বনঃ ।
 হস্তিনশ্চৈব সুমহান্ ভীতস্ত রুদিতধ্বনিঃ ॥ ৬৬
 তত্র গচ্ছাম ভজং বো রাজানং পরিরক্ষিতুম্ ।
 অরক্ষ্যমাণঃ সমরে ক্ষিপ্রং প্রাণান্ নিমোক্ষ্যতি ॥ ৬৭
 তে ঔরধ্বং মহাবীৰ্যাঃ কিং চিরেণ শ্রয়ামহে ।
 মহান্ হি বর্ততে রৌদ্রঃ সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ ॥ ৬৮
 ভক্তশ্চ কুলপুত্রশ্চ শূরশ্চ পুতনাপতিঃ ।
 যুক্তং তস্ত পরিভ্রাণং কতুমস্ম্যভিরচ্যুত ॥ ৬৯
 ভীষ্মস্ত তদ্ বচঃ শ্রম্বা সর্ব এব মহারথাঃ ।
 দ্রোণ-ভীমৌ পুরস্কৃত্য ভগদন্তপরীক্ষয়া ॥ ৭০
 উত্তমং জবমান্বায় প্রযযুর্ধত্র সৌভবং ।
 তান্ প্রযাতান্ সমালোকা যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ॥ ৭১

এই রাক্ষস বিশাল দেহধারী এবং রাজা ভগদন্তও বর্তমানে
 অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। ইহারা উভয়ে যুদ্ধে কাল ও যুত্বার স্তায় প্রতীত
 হইতেছেন ॥ ৬৫

দেখ, দুই পাণ্ডবগণের মহাসিংহনাদ শুন। বাইতেছে এবং
 ভগদন্তের ভীত হস্তীর রোমনধ্বনিও ভীতবেগে প্রতিগোচর
 হইতেছে ॥ ৬৬

তোমাদের সকলের কল্যাণ হউক। আমরা রাজা ভগদন্তকে
 রক্ষা করিবার জন্য সেখানে যাইব, অস্ত্রধার অরাক্ষত অবস্থায়
 থাকিলে তিনি সমরালক্ষে শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করিবেন ॥ ৬৭

মহাপরাক্রমী বীরগণ! শব্দ চল। বিলম্ব করিয়া কি লাভ
 হইবে? আমাদের শব্দর যাওয়া উচিত, কারণ, এই সংগ্রাম
 অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী ॥ ৬৮

রাজা ভগদন্ত কুলীন, পরাক্রমশালী বীর, আমাদের তত্ত্ব ও
 সেনাপতি। শীঘ্র প্রভাব হইতে অবিচ্যুত হুর্ঘ্যোধন! অতএব
 তাঁহাকে আমাদের রক্ষা করিতেই হইবে ॥ ৬৯

ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত মহারথী বীরগণ
 দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া ভগদন্তকে রক্ষা করিবার
 জন্য ভীতবেগে সেখানে আসিলেন, সেখানে রাজা ভগদন্ত
 রহিয়াছেন ॥

তাঁহাদের বাইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ এবং
 পাণ্ডালগণও শক্রদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ॥

পকালঃ পাণ্ডবৈঃ সার্থং পৃষ্ঠতোহনুযযুঃ পরান্ ।
 তান্ত্রনীকান্তথালোক্য রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭২
 ননাদ স্তমহানাদং বিক্ষেপটমশনৈরিব ।
 তন্ত তং নিনদং শ্রদ্ধা দৃষ্ট্বা নাগাশ্চ যুধ্যতঃ ॥ ৭৩
 ভীষ্মঃ শাস্তনবো ভূয়ো ভারতাজমভাবত ।
 ন রোচতে মে সংগ্রামো হৈড়িহ্মেন হুরাশ্বনা ॥ ৭৪
 বলবীৰ্য্যসমাবিষ্টঃ সহায়শ্চ সাম্প্রতম্ ।
 নৈব শক্যো যুধা জেতুমপি বজ্রভূতা শ্বয়ম্ ॥ ৭৫
 লক্ললক্যঃ প্রহারী চ বয়ঞ্চ শ্রাস্তবাহনাঃ ।
 পাঞ্চালৈঃ পাণ্ডবেয়ৈশ্চ দিবসং ক্ষত-বিক্ষতঃ ॥ ৭৬
 তন্ন মে রোচতে যুদ্ধং পাণ্ডবৈর্জিতকামিভিঃ ।
 ঘৃণ্যতামবহারোহন্তু শো যোৎস্রামঃ পঠৈঃ সহ ॥ ৭৭
 পিতামহবচঃ শ্রদ্ধা তথা চক্রুঃ স্য কৌরবাঃ ।
 উপায়োনাপয়ানং তে ঘটোৎকচভয়াদিতাঃ ॥ ৭৮

সেই সৈন্তগণকে আনিতে দেখিয়া প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অভিনব-বেগে বজ্রফোটনের দ্বারা সিংহধ্বনি করিতে লাগিল ।

ঘটোৎকচের সেই গর্জন শ্রবণ করিয়া এবং যুদ্ধরত হাতীদিগকে দেখিয়া শান্তহননশীল ভীষ্ম পুনরায় যোগাচার্য্যকে বলিলেন ।

আমার এই সময় হুরাশ্বা ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করা উচিত বলিয়া মনে হইতেছে না ; কারণ, সে বল ও পরাক্রমসম্পন্ন এবং এই সময় সে প্রবল সহায়কগণকেও পাইয়াছে ।

এইরূপ অবস্থায় সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও ইহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না । ঘটোৎকচ অস্ত্রপ্রহারে নিপুণ ও লক্ষ্য ভেদ করিতেও পটু । এদিকে আমাদের বাহনগুলি জ্বালা হইয়া পড়িয়াছে । তাহার সারাদিনেই পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের দ্বারা অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে ॥ ৭০-৭৮

সেইজন্য বিজয়সুশোভিত পাণ্ডবগণের সহিত বর্তমানে যুদ্ধ করা আমার মতে সমীচীন নহে । আজ যুদ্ধের বিরতি ঘোষণা করা হউক । আগামীকাল আমরা শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ৭৭

পিতামহ ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া কৌরবগণ উপায়হীনসারে যুদ্ধ হইতে অপস্থত হইবার কথা স্বীকার করিয়া নইলেন ; কারণ, সেই সময় তাঁহার সকলেই ঘটোৎকচের তরে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৭৮

কৌরবেষু নিযুক্তেষু পাণ্ডবা জিতকামিনঃ ।
 সিংহনাদান্ ভৃশং চক্রুঃ শম্ভান্ দধুশ্চ ভারত ॥ ৭২
 এবং তদন্তবদ্ যুদ্ধং দিবসং ভারতর্ষভ ।
 পাণ্ডবানাং কুরূগাঞ্চ পুরস্কৃত্য ঘটোৎকচম্ ॥ ৮০
 কৌরবাস্ত ততো রাজন্ প্রযয়ুঃ শিবিরং স্বকম্ ।
 ব্রীড়মানা নিশাকালে পাণ্ডবেয়ৈঃ পরাজিতাঃ ॥ ৮১
 শরবিক্ষতগাত্রাস্ত পাণ্ডুপুত্রো মহারথঃ ।
 যুদ্ধে স্তমনসো ভূষা জগুঃ শিবিরং প্রতি ॥ ৮২
 পুরস্কৃত্য মহারাজ ভীমসেন-ঘটোৎকচৌ ।
 পূজয়ন্তুদাত্যোস্তাং মুদা পরময়া যুতাঃ ॥ ৮৩
 নদন্তো বিবিধান্ নাদাংতুর্ধ্যানবিমিশ্রিতান্ ।
 সিংহনাদাংশ্চ কুর্বন্তো বিমিশ্রান্ শম্ভানিঃশ্বনৈঃ ॥ ৮৪
 বিনদন্তো মহাত্মানঃ কম্পয়ন্তুশ্চ মেদিনীম্ ।
 ঘটয়ন্তুশ্চ মর্মাণি তব পুত্রস্ত মারিব ॥

ভারত ! কৌরবগণ নিবৃত্ত হইলে পর বিজয়ে উল্লসিত হইয়া পাণ্ডবেরা পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং শম্ভাস্ত করিলেন ॥ ৭২

এইরূপে সেইদিনে সম্পূর্ণ দিবসব্যাপী ঘটোৎকচকে অগ্রে করিয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ চলিয়াছিল ॥ ৮০

রাজন্ ! তদন্তর রাজির প্রারম্ভকালে পাণ্ডবগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া কৌরবেরা সলজ্জভাবে নিজ নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ৮১

মহারথী পাণ্ডবগণেরও শরীর যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাঁহার প্রসন্নমনে নিজ নিজ শিবিরে করিয়া আসিলেন ॥ ৮২

মহারাজ ! ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে অগ্রে রাখিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা করিতে করিতে প্রসন্নতায় সহিত নানাপ্রকার সিংহনাদ করত (শিবির অভিমুখে) চলিলেন । তাঁহাদের সেই গর্জনধ্বনির সহিত বিবিধ বাতধ্বনি ও শম্ভধ্বনিও হইতেছিল ॥ ৮৩-৮৪

শত্রুসম্বাপক খেঁট নরেশ ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ গর্জন করিতে করিতে, পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে এবং আপনায় পুঞ্জের মর্ম্মস্থানে আঘাত হানিতে হানিতে রাজিকালে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ৮৫

প্রয়াতাঃ শিবিরায়ৈব নিশাকালে পরম্পর ॥৮৫

দুর্যোধনস্ত নৃপতির্দীনো ভ্রাতৃবধেন চ ।

মুহূর্তং চিন্তয়ামাস বাম্পশোকসমাকুলঃ ॥৮৬

ততঃ কৃষা বিধিং সর্বং শিবিরস্ত যথাবিধি ।

প্রদধ্যৌ শোকসন্তপ্তো ভ্রাতৃব্যসনকর্ষিতঃ ॥ ৮৭

বীর ভ্রাতৃবধের মুহূর্তে রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত দীন হইয়া পড়িলেন। তিনি নেত্র হইতে অশ্রুমোচন করিতে করিতে শোকব্যাকুলচিত্তে মুহূর্তকাল চিন্তামগ্ন হইলেন ॥ ৮৬

শ্রীময়হর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাঙ্কর্গত ভীষ্মবধপর্কে চতুর্দশবর্ষের দুঃখবিরতিবিষয়ক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অন্তিম অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

[শ্রুতরাষ্ট্র-সঞ্জয়য়োঃ সংবাদপ্রসঙ্গে দুর্যোধনেন পাণ্ডববিজয়কারণপৃষ্টস্য ভীষ্মস্য ব্রহ্মকৃতভগবৎস্ততিকথনম্]

শ্রুতরাষ্ট্র উবাচ ।

ভয়ং মে শ্রুমহজ্জাতং বিশ্বয়শ্চৈব সঞ্জয় ।

ঋষা পাণ্ডুকুমারাণাং কর্ম দেবৈঃ স্মৃষ্টকরম্ ॥ ১

পুত্রাণাঞ্চ পরাভাবং ঋষা সঞ্জয় সর্বশঃ ।

চিন্তা মে মহতী স্মৃত ভবিষ্যতি কথং স্থিতি ॥ ২

ঋষং বিহুরবাক্যানি ধন্যস্তি হৃদয়ং মম ।

যথা হি দৃশ্যতে সর্বং দৈবযোগেন সঞ্জয় ॥ ৩

যত্র ভীষ্মমুখান্ সর্বান্ শত্রুজ্ঞান্ যোধসন্তমান্ ।

পাণ্ডবানামনীকেষু যোধয়ন্তি প্রহারিণঃ ॥ ৪

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ।

[শ্রুতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের সংবাদপ্রসঙ্গে দুর্যোধন কর্তৃক পাণ্ডবগণের বিজয়ের কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া ভীষ্মের ব্রহ্মকৃত ভগবৎস্ততিকথন ।]

শ্রুতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! পাণ্ডবগণের দেবতাদিগের পক্ষেও দুঃখ পরাক্রমের কথা শুনিয়া আমার অতিশয় ভয় হইতেছে এবং আমি বিস্মিত হইতেছি ॥ ১

সুত সঞ্জয়! বীর পুত্রগণের সর্বপ্রকারে পরাজয়ের সংবাদ শুনিয়া আমার চিন্তা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে। ভাবিতেছি অতঃপর কি হইবে ॥ ২

সঞ্জয়! নিশ্চয়ই বিহুরের বাক্য আমার হৃদয়কে আলাইয়া ভস্মীকৃত করিবে; কারণ, সে বাহা বলিয়াছিল, দৈবযোগে তাহাই হইয়া চলিয়াছে দেখিতেছি ॥ ৩

পাণ্ডবগণের সৈন্যদলে ঐরাব সর্ব প্রহারকুলল বোকারা আছে, বাহারা শত্রুবিভাগ ভক্তি এবং বোকারিগের মধ্যে ঐরাব

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়দিবসাবহারে

চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

তারপর শিবিরের সমস্ত কাধের যথাবিধি ব্যবস্থা করিয়া ভ্রাতৃগণের বিনাশে দুঃখী ও শোকসন্তপ্ত হইয়া বিশেষভাবে চিন্তানিমগ্ন হইলেন ॥ ৮৭

কেনাবধ্যা মহাত্মানঃ পাণ্ডুপুত্রা মহাবলাঃ ।

কেন দম্ভবরাস্তাত কিং বা জ্ঞানং বিদন্তি তে ॥ ৫

যেন ক্ষয়ং ন গচ্ছান্ত দিবি তারাগণা ইব ।

পুনঃ পুনর্ন যুয্যামি হতং সৈন্যং তু পাণ্ডবৈঃ ॥ ৬

ময্যেব দণ্ডঃ পততি দৈবাং পরমদারুণঃ ।

যথাবধ্যাঃ পাণ্ডুশূতা যথা বধ্যান্ত মে শূতাঃ ॥ ৭

এতন্মে সর্বমাতঙ্কু যাধাতথ্যেন সঞ্জয় ।

ন হি পারং প্রপশ্যামি দুঃখস্তাস্ত্র কথঞ্চন ॥ ৮

ভীষ্ম প্রতীতি মহারথী বীরগণের সহিত হুচ্চ করিতেছে ॥ ৪

তাত! মহাবল মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রগণ কি কারণে অবধ্য হইয়াছে? কোন ব্যক্তি তাহাদের বর দিয়াছেন অথবা কি জ্ঞান তাহাদের আছে? ৫

বাহার জন্ত আকাশের তারার স্তার তাহার বিনষ্ট হইতেছে না। আমি পাণ্ডবগণ কর্তৃক বারংবার আমাদের সৈন্যবাহিনীর নিধনবার্তা শুনিয়া উহা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না ॥ ৬

দৈববশে আমারই উপর অতিশয় ভয়ঙ্কর দণ্ড পতিত হইল। সঞ্জয়! কেন পাণ্ডবগণ অবধ্য এবং আমার পুত্রগণ নিহত হইতেছে? এ সমস্ত তুমি আমার নিকট যথাযথ ভাবে বল ॥

বেরূপ মাছুষ নিজ হস্তে মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে বাইয়া তাহার পার পায়ে না, সেইরূপ আমিও এই দুঃখের শেষ কোন রূপেই দেখিতে পাইতেছি না ॥

সমুজ্জ্বেষ মহতো ভুজাভ্যাং প্রতরন নরঃ ।
 পুত্রাণাং ব্যসনং মত্তে ঋবং প্রাপ্তং সুদারুণম্ ॥ ১০
 যাতয়িষ্যতি মে সর্বান পুত্রান্ ভীমো ন সংশয়ঃ ।
 ন হি পশ্যামি তং বীরং যো মে রক্ষেৎ সূতান্ রণে ॥ ১১
 ঋবং বিনাশঃ সম্প্রাপ্তঃ পুত্রাণাং মম সঞ্জয় ।
 তস্মাৎ কারণং সূত শক্তিং চৈব বিশেষতঃ ॥ ১২
 পৃচ্ছতো বৈ যথাতত্তং সর্বমাখ্যাভুমর্হসি ।
 তুর্ধ্যোধনশ্চ যচক্রে দৃষ্টে স্মান্ বিমুখান্ রণে ॥ ১৩
 ভীষ্ম-ক্রোধো কৃপাশ্চৈব সৌবল্যশ্চ জয়প্রথঃ ।
 দ্রৌণির্বাপি মহেষ্ণাসো বিকর্ণো বা মহাবলঃ ॥ ১৪
 নিশ্চয়ো বাপি কস্তেবাং তদা হাসীদ্রহস্যনাম্ ।
 বিমুখেষু মহাপ্রাজ্ঞ মম পুত্রেষু সঞ্জয় ॥ ১৫
 সঞ্জয় উবাচ ।
 শৃণু রাজস্রবহিতঃ ঋত্বা চৈবাবধারণয় ।
 নৈব মদ্রকৃতং কিঞ্চিৎশ্রৈব মায়াং তথাবিধাম্ ॥ ১৬

নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের উপর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সঙ্কট পতিত
 হইয়াছে। আমার মনে হইতেছে—ভীমসেন আমার সকল
 পুত্রকেই বিনাশ করিয়া ফেলিবে।

আমি এরূপ কোন বীরকে দেখিতে পাইতেছি না, যিনি
 রণক্ষেত্রে আমার পুত্রদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। সঞ্জয়!
 নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের বিনাশকাল আসিয়া পড়িয়াছে।

সূত! অতএব আমি (পাণ্ডবগণের) শক্তি এবং (আমার
 পুত্রগণের পরাজয়ের) কারণ বিষয়ে যে বিশেষ প্রশ্ন করিতেছি,
 তুমি উহার যথাযথ উত্তর প্রদান কর।

যুদ্ধে নিজ সৈন্যগণকে বিমুখ হইতে দেখিয়া তুর্ধ্যোধন কি
 করিল? ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, শকুনি, জয়প্রথ, মহাধর্ম্মর
 অশ্বখামা ও মহাবল বিকর্ণই বা কি করিলেন? মহাপ্রাজ্ঞ
 সঞ্জয়! আমার পুত্রগণ বিমুখ হইয়া বাইলে মহাত্মা মহারথী বীর
 পাণ্ডবেরাই বা কি সিদ্ধান্ত করিল? ১-১৪

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! আপনি সাবধান হইয়া শ্রবণ
 করুন এবং ভূমিয়ার স্বরংই আপনি পাণ্ডবগণের শক্তি ও নিজের
 পরাজয়ের কারণ বিষয়ে নিশ্চয় করুন। পাণ্ডবগণের মধ্যে না
 কোন মন্ত্রপ্রভাব আছে এবং না কোন মায়াও তাহাদের আছে ॥ ১৫

রাজন! পাণ্ডবেরা রণক্ষেত্রে কোন বিভীষিকাও দেখান
 নাই অর্থাৎ তাহারা কোনরূপে ভয়ভীত করিবার চেষ্টাও করেন

ন বৈ বিভীষিকাং কাঞ্চিদ্ রাজন কুর্বন্তি পাণ্ডবাঃ ।
 যুধ্যন্তি তে যথাশাস্ত্রাঃ শক্তিমন্তুশ্চ সংযুগে ॥ ১৬
 ধর্ম্মেণ সর্বকার্য্যাণি জীবিতাদীনি ভারত ।
 আরভন্তে সদা পার্থাঃ প্রার্থয়ানান্ মহান্ যশঃ ॥ ১৭
 ন তে যুদ্ধান্নিবর্তন্তে ধর্ম্মোপেতা মহাবলাঃ ।
 শ্রিয়া পরময়া যুক্তা যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ ॥ ১৮
 তেনাবধ্যা রণে পার্থা জয়যুক্তাশ্চ পার্থিব ।
 তব পুত্রা হুয়াস্মানঃ পাপেষুভিরতাঃ সদা ॥ ১৯
 নির্ভুরা হীনকর্ম্মণস্তেন হীয়ন্তি সংযুগে ।
 স্তবহুনি নৃশংসানি পুত্রৈস্তব জনেশ্বর ॥ ২০
 নিকৃতানীহ পাণ্ডনাং নীচৈরিব যথা নরৈঃ ।
 সর্বত্র তদনাদৃত্য পুত্রাণাং তব কিঞ্চিদম্ ॥ ২১
 সাপহুবাঃ সর্দৈবাসন্ পাণ্ডবাঃ পাণ্ডুপূর্বজ ।
 ন চৈতান্ বহু মন্তুস্তে পুত্রাস্তব বিশাম্পতে ॥ ২২

নাই। তাহারা শ্রাদ্ধহুসারে যুদ্ধ করিয়া বাইতেছেন,
 স্তবরাং শক্তিশালী ত' তাহারা হইবেনই ॥ ১৬

ভারত! কুন্তীপুত্রগণ জীবন-নির্বাহাদি সকল কার্য্যই সদা
 ধর্ম্মহুসারে আরম্ভ করিয়া থাকেন; কারণ, তাহারা জগতে
 নিজেদের বশ বিস্তার করিতে অভিলাষী আছেন ॥ ১৭

তাঁহারা যুদ্ধ হইতে কখনও পশ্চাদপসরণ করেন না। ধর্ম্মবলসম্পন্ন
 বলিয়া তাঁহারা অভিশয় বলবান্ ও উত্তম সমুদ্বিশালী। যেখানে
 ধর্ম্ম আছেন, সেইখানে জয় হয় ॥ ১৮

মহারাজ! ধর্ম্মের জন্তই কুন্তীপুত্রগণ যুদ্ধে অবধ্য ও
 বিজয়ী। আর এলিকে আপনার হুয়াস্মান পুত্রসকল সর্বদা
 পাপেই আসক্ত। তাহার উপর তাহারা নির্দয় বলিয়া সদা
 নিকট কর্ণেই নিরত আছেন। এই কারণে যুদ্ধে তাহাদের ক্ষয়
 হইতেছে ॥

জনেশ্বর! আপনার পুত্রগণ নীচ মন্তুগের দ্বারা পাণ্ডবদিগের
 প্রতি বহু কুরতাপূর্ণ ব্যবহার এবং ছল-কপটতা করিয়াছেন, কিন্তু
 আপনার পুত্রগণের সেই সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া পাণ্ডবেরা
 সেই সব দোষ গোপন করিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
 মহারাজ! তথাপি আপনার পুত্রগণ এই পাণ্ডবদিগকে অধিক
 ন্যাদার করেন নাই ॥ ১৯-২২

তত্ত্ব পাপস্ত সততঃ ক্রিয়মাণস্ত কৰ্মণঃ ।
 সান্ত্র্যতঃ স্তমহদ্ বোরং ফলং প্রাপ্তং জনেশ্বর ॥ ২৩
 স হং ভূক্ত মহারাজ সপুত্রঃ সসুহৃদজনঃ ।
 নাববুধ্যসি যদ্ রাজন্ বার্থ্যমাণঃ সুহৃদজনৈঃ ॥ ২৪
 বিহুরেণাথ ভীষণে প্রোণেন চ মহাত্মনা ।
 তথা ময়া চাপ্যসকৃদ্ বার্থ্যমাণো ন বুধ্যসে ॥ ২৫
 বাক্যং হিতঞ্চ পথ্যঞ্চ মর্ত্যাঃ পথ্যমিবৌষধম্ ।
 পুত্রাণাং মতমাত্তায় জিতান্ মন্তাসি পাণ্ডবান্ ॥ ২৬
 শৃণু ভূয়ো যথা তত্ত্বং যত্নাং হং পরিপৃচ্ছসি ।
 কারণং ভরতশ্চেষ্ট পাণ্ডবানাং জয়ং প্রেতি ॥ ২৭
 তৎ তেহং কথয়িষ্যামি যথাক্রমমবিনন্দম্ ।
 হৃষ্যোদনে সস্পৃষ্ট এতমর্থং পিতামহঃ ॥ ২৮
 দৃষ্ট্বা ভ্রাতৃন্ রণে সর্বান নির্জিতাংস্ত মহারথান্ ।
 শোকসম্মুদ্রহদয়ো নিশাকালে স্য কৌরবঃ ॥ ২৯
 পিতামহং মহাপ্রাজ্ঞং বিনয়েনোপগম্য হ ।

জনেশ্বর! নিরন্তর কৃত সেই পাপ-কর্মের বর্তমানে এই
 নির্দারক ফল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৩

মহারাজ! সুহৃদগণ নিবেশ করিলেও বাহা আপনি পূর্বে
 বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, ইহার জন্ত আপনি স্বয়ংই পুত্র ও
 সুহৃদবর্গের সহিত স্বীয় অনীতির ফল ভোগ করুন ॥ ২৪

বিহুর, ভীষ্ম ও মহাত্মা দ্রোণ এবং আমিও বারংবার
 আপনাকে নিবেশ করিয়াছি, কিন্তু আপনি কখনও তাহা
 বুঝিতে পারেন নাই ॥ ২৫

বৈরাগ্য মরণাসন্ন মানুষ হিতকর ঔষধকেও ফেলিয়া দেয়,
 সেইরূপ আপনিও আমাদের কথিত লাভজনক ও হিতকর বাক্য
 অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কেবল আপনি নিজের পুত্রদের কথা
 ভাবিয়া ইহাই মনে করিয়া লইয়াছেন যে, আমরা পাণ্ডবগণকে
 জয় করিয়া ফেলিয়াছি ॥ ২৬

ভরতশ্চেষ্ট! আপনি পাণ্ডবগণের বিজয় ও নিজের পরাজয়ের
 কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সুতরাং সেই বিষয়ে বথার্থ কারণ
 প্রবণ করুন ॥ ২৭

শক্রদমন! হৃষ্যোদন এই কথা পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা
 করিয়াছিলেন, পূর্বে সেই সময় আমি বাহা ভাবিয়াছি, তাহাই
 আপনাকে বলিব ॥

মহারাজ! হুঙ্কে নিজের সমস্ত মহারথী বীর ভ্রাতৃবৃন্দকে
 পরাজিত হইতে দেখিয়া আপনার পুত্র কুরুরাজ হৃষ্যোদনের

যদব্রবীং সূতন্তেহসৌ তন্মে শৃণু জনেশ্বর ॥ ৩০
 হৃষ্যোদন উবাচ ।

দ্রোণশ্চ বৃঞ্চ শল্যশ্চ কৃপো দ্রোণিস্তথৈব চ ।
 কৃতবর্মা চ হাদিক্যঃ কাশ্যোজ্জশ্চ সূদক্ষিণঃ ॥ ৩১
 ভূরিপ্রবা বিকর্ণশ্চ ভগদত্তশ্চ বীর্য্যবান্ ।
 মহারথঃ সমাখ্যাতাঃ কুলপুত্রাস্তমুত্যজঃ ॥ ৩২
 ত্রয়াণামপি লোকানাং পর্যাপ্তা ইতি মে মতিঃ ।
 পাণ্ডবানাং সমস্তাশ্চ নাতিষ্ঠন্ত পরাক্রমে ॥ ৩৩
 তত্র মে সংশয়ো জাতস্তন্মমাচক্ষু পৃচ্ছতঃ ।
 যং সমাপ্রত্য কৌন্তেয়া জয়ন্ত্যস্মান্ ক্রণে ক্রণে ॥ ৩৪
 ভীষ্ম উবাচ ।

শৃণু রাজন্ বচো মহ্যং যথা বক্ষ্যামি কৌরব ।
 বহুশ্চ মর্যোক্তোহসি ন চ মে তৎ স্বয়া কৃতম্ ॥ ৩৫
 ক্রিয়তাং পাণ্ডবৈঃ সার্থং শমো ভরতসন্তম ।
 এতৎ ক্লেমমহং মস্ত্রে পৃথিব্যাস্তব বা বিভো ॥ ৩৬

হৃদয় শোকে মোহিত হইয়া বাইল। তিনি রাজিতে মহাজ্ঞানী
 পিতামহ ভীষ্মের নিকট বাইয়া বিনয় সহকারে বাহা জিজ্ঞাসা
 করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি—আমার নিকট হইতে প্রবণ
 করুন ॥ ২৭-৩০

হৃষ্যোদন জিজ্ঞাসা করিলেন,—পিতামহ! আপনি,
 দ্রোণাচার্য্য, শল্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বখামা, দৃষ্টিকপুত্র কৃতবর্মা,
 কশ্যোজ্জরাজ সুদক্ষিণ, ভূরিপ্রবা, বিকর্ণ ও পরাক্রমশালী ভগদত্ত
 —ইহাদের সকলকে মহারথী বলা হইয়া থাকে। সকলেই কুলীন
 এবং যুদ্ধে আমার জন্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত
 আছেন ॥ ৩১-৩২

আমার ত' এরূপ ধারণা আছে যে, আপনারা সকলে যদি
 মিলিত হন, তবে তিন লোককেও আপনারা জয় করিতে
 পারেন; কিন্তু পাণ্ডবগণের সম্মুখে আপনারা কেন অবস্থান
 করিতে পারিতেছেন না—ইহার কারণ কি? ৩৩

এ বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং আমার
 প্রশ্নের বথার্থ উত্তর প্রদান করুন। কাহার আশ্রয় লইয়া পাণ্ডব-
 গণ প্রতিক্রমে আমাদের জয় করিতেছে? ৩৪

ভীষ্ম বলিলেন,—কুরুদমন! রাজন্! আমি যে কথা বলিব
 আমার বাক্য প্রবণ কর। এ বিষয়ে আমি বহবার ভ্রোমাকে
 বথার্থ কথা বলিয়াছি, কিন্তু তুমি গালন কর নাই ॥ ৩৫

ভরতশ্চেষ্ট! তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর।

ভুঙ্কমাং পৃথিবীং রাজন্ ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ স্ত্রী ।
 হৃদ্যদস্তাপয়ন্ সর্বান নন্দয়ংস্তাপি বান্ধবান্ ॥ ৩৭
 ন চ মে ক্রোশতস্তাত ঞ্জবানসি বৈ পুরা ।
 তদ্দিনং সমুদ্রপ্রাপ্তং যং পাণ্ডুনবমস্থানে ॥ ৩৮
 যশ্চ হেতুরবধ্যাৎ তেবামল্লিষ্টকর্মণাম্ ।
 তং শৃণু মহাবাহো মম কীর্তয়তঃ প্রভো ॥ ৩৯
 নাস্তি লোকেষু তদ্ ভুতং ভবিতা ন ভবিষ্যতি ।
 যো জয়েৎ পাণ্ডুবান সর্বান পালিতান্ শার্ঙ্গধন্বনা ॥ ৪০
 (সসুরাসুরমর্ত্যেষু যো বিজ্ঞাৎ তত্ত্বতো হরিম্)
 যন্তু মে কথিতং তাত মুনিভির্ভাবিতাশ্চিতিঃ ।
 পুরাণগীতং ধর্মজ্ঞ তচ্ছৃণু যথাতথ্যম্ ॥ ৪১
 পুরা কিল সুরাঃ সর্বৈ ঋষয়শ্চ সমাগতাঃ ।
 পিতামহমুপাসেহুঃ পর্বতে গঙ্গমাদনে ॥ ৪২

প্রভো! ইহাতেই আমি তোমার ও সমগ্র ভূমণ্ডলের কল্যাণ
 হইবে বলিয়া মনে করি ॥ ৩৬

রাজন্! তুমি নিজ সমস্ত শত্রুগণের সস্তাপ ও বন্ধু-বান্ধবগণের
 আমন্থবর্জন করিতে করিতে ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া
 স্ত্রী হও এবং এই পৃথিবীর রাজ্য ভোগ কর ॥ ৩৭

বৎস! এরূপ পরামর্শ আমি সমন্বরে পূর্বেও তোমাকে
 দিয়াছি, কিন্তু তুমি উহার অঙ্গসরণ কর নাই। তুমি যে পাণ্ডব-
 গণকে অপমান করিয়া আসিতেছে, আজ তাহারই কল প্রাপ্ত
 হইয়াছ ॥ ৩৮

মহাবাহো! প্রভো! অনারাসে মহৎ কর্ম করিতে সক্ষম
 পাণ্ডবগণের অবধ্য বিষয়ে যে কারণ আছে, উহা বলিতেছি—
 শ্রবণ কর ॥ ৩৯

লোকসমূহে এরূপ কোনও প্রাণী উৎপন্ন হয় নাই এবং হইবে
 না, যিনি শার্ঙ্গধন্বকের ভগবান্ ঐক্কককর্ষক সুরক্ষিত এই সব পাণ্ডব-
 গণকে জয়লাভ করিতে পারেন। (দেবতা, অসুর ও মনুষ্য-
 নিগের মধ্যে এরূপ কেহই নাই, যিনি এই ঐহরিকে যথার্থরূপে
 জানিতে সক্ষম হইবেন।) ৪০

তাত! ধর্মজ্ঞ! পবিত্রচিত্ত মুনিগণ আমাকে যে পুরাণ-
 ঐতিহাসিক যথার্থ কথা বলিয়াছেন, উহা এখন বলিতেছি, শ্রবণ
 কর ॥ ৪১

ইহা বহু কালের পুরাণ বিষয়, সমস্ত দেবতা ও মহর্বিগণ গঙ্গ-
 মানন পর্বতে আসিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৪২

তেবাং মধ্যে সমাসীনঃ প্রজাপতিরপশ্রুত ।
 বিমানং প্রজলদ্ ভাসা স্থিতং প্রবরমশ্বরে ॥ ৪৩
 ধ্যানেনাবেত্ত তদ্ ব্রহ্মা কৃষা চ নিয়তোহজলিম্ ।
 নমশ্চকার হৃষ্টাশ্চ পুরুষং পরমেশ্বরম্ ॥ ৪৪
 ঋষয়স্তথ দেবাশ্চ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণমুখিতম্ ।
 স্থিতাঃ প্রাজলয়ঃ সর্বৈ পশ্যন্তো মহদদ্ভুতম্ ॥ ৪৫
 যথাবচ্চ তমভ্যচ্য ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ ।
 জগাদ জগতঃ শ্রষ্টা পরং পরমধর্মবিৎ ॥ ৪৬
 বিশ্বাবসুবিষ্মমৃতিবিশ্বেশো

বিষক্সেনো বিশ্বকর্মা বশী চ ।

বিশ্বেশ্বরো বাসুদেবোহসি তস্মাদ্

যোগাশ্বানং দৈবতং ত্বামুপৈমি ॥ ৪৭

জয় বিশ্ব মহাদেব জয় লোকহিতে রত ।

জয় যোগীশ্বর বিভো জয় যোগপরাবর ॥ ৪৮

সেই সময় তাঁহাদের মধ্যে উপাবষ্ট প্রজাপতি ব্রহ্মা আকাশে
 অবস্থিত এক শ্রেষ্ঠ বিমান দেখিলেন, বাহা তখন স্বীয় ভেজে
 প্রজলিত হইতেছিল ॥ ৪৩

স্বীয় মনকে সংযমে রাখিতে সমর্থ ব্রহ্মা সেই সময় ধ্যানধারা
 যথার্থ বিষয় অবগত হইয়া কৃতাজলি হইলেন এবং প্রশংসিত হইয়া
 সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে নমস্কার করিলেন ॥ ৪৪

ঋষিগণ এবং দেবগণ ব্রহ্মাকে উখিত (ও কৃতাজলি) হইতে
 দেখিয়া নিজেরাও সেই পরম অদ্ভুত তেজকে দর্শন করিতে করিতে
 কৃতাজলি হইয়া উখিত হইলেন ॥ ৪৫

ব্রহ্মজনিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরম ধর্মজ্ঞ, জগৎশ্রষ্টা ব্রহ্মা সেই
 তেজোময় পরমপুরুষকে বিধি অনুসারে পূজা করিয়া তাঁহার তত্ত্ব
 করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

প্রভো! আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বকে আচ্ছাদনকারী বিশ্বরূপ ও
 বিশ্বপতি। সর্বদিক আপনার সেনা এবং এই বিশ্ব আপনার
 কার্য্য। আপনি সকলকে নিজের বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন,
 সেইজন্য আপনাকে বিশ্বেশ্বর ও বাসুদেব বলা হয়। আপনি
 যোগেশ্বরূপ দেবতা, আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৪৭

বিশ্বরূপ মহাদেব! আপনার জয় হউক। লোকহিতে রত
 পরমেশ্বর আপনার জয় হউক। সর্বব্যাপক যোগীশ্বর! আপনার
 জয় হউক। যোগের আদি ও অন্তরূপ ভগবান্! আপনার জয়
 হউক ॥ ৪৮

পদ্মগর্ভ বিশালাক্ষ জয় লোকেশ্বরেশ্বর ।
 ভূতভব্যভবরাধ জয় সৌম্যাত্মজাশ্রয় ॥ ৪৯
 অসংখ্যেয় গুণাধার জয় সর্বপরায়ণ ।
 নারায়ণ স্তূত্পার জয় শার্ঙ্গধনুধর ॥ ৫০
 জয় সর্বগুণোপেত বিশ্বমূর্ত্তে নিরাময় ।
 বিশ্বেশ্বর মহাবাহো জয় লোকার্ণতংপর ॥ ৫১
 মহোরগ বরাহাশ্র হরিকেশ বিভো জয় ।
 হরিবাস দিশামীশ বিশ্ববাসামিতাব্যয় ॥ ৫২
 ব্যক্তাব্যক্তামিতস্থান নিয়তেন্দ্রিয় সংক্রিয় ।
 অসংখ্যেয়াশ্রভাবজ্ঞ জয় গম্ভীর কামদ ॥ ৫৩
 অনন্তবিদিত ব্রহ্মান্ নিত্য ভূতবিভাবন ।
 কৃতকার্য্য কৃতপ্রজ্ঞ ধর্মজ্ঞ বিজয়াবহ ॥ ৫৪

গুহ্যান্ন সর্বযোগাশ্রয় কুটং সঙ্কৃত সঙ্কব ।
 ভূতাত্ত লোকতত্ত্বেশ জয় ভূতবিভাবন ॥ ৫৫
 আশ্রয়োনে মহাভাগ কল্পসংক্ষেপতংপর ।
 উদ্ভাবন মনোভাব জয় ব্রহ্ম জনপ্রিয় ॥ ৫৬
 নিসর্গসর্গনিরত কামেশ পরমেশ্বর ।
 অমৃতোদ্ভব সন্তাব মুক্তাশ্রয় বিজয়প্রদ ॥ ৫৭
 প্রজাপতিপতে দেব পদ্মনাভ মহাবল ।
 আশ্রয়ত মহাভূত সত্ত্বাত্মন জয় সর্বদা ॥ ৫৮
 পাদৌ তব ধরা দেবী দিশো বাহু দিবং শিরঃ ।
 মূর্ত্তিতেহহং সুরাঃ কায়শ্চন্দ্রাদিত্যৌ চ চক্ষুর্বা ॥ ৫৯
 বলং তপশ্চ সত্যঞ্চ কর্ম ধর্মাশ্রয়কং তব ।
 তেজোহাগ্নঃ পবনঃ শ্বাস আপত্তে শ্বেদসম্ভবাঃ ॥ ৬০

আপনার নাতি হইতে আদি কমলের উৎপত্তি হইয়াছে,
 আপনার নেত্র বিশাল, আপনি লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর !
 আপনার জয় হউক । ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের অধিপতি !
 আপনার জয় হউক । আপনার স্বরূপ সৌম্য, বরষু আপনার
 পুত্র ॥ ৪৯

আপনি অসংখ্য গুণের আধার এবং সকলের শরণদাতা,
 আপনার জয় হউক । শার্ঙ্গধনুধারণকারী নারায়ণ ! আপনার
 মহিমার পার পাওয়া কঠিন, আপনার জয় হউক ॥ ৫০

আপনি সমস্ত কল্যাণময় গুণসমূহ সম্পন্ন, বিশ্বমূর্ত্তি ও সকল
 উপদ্রবরহিত পরমেশ্বর ! আপনার জয় হউক । জগতের অতীত
 সাধনকারী মহাবাহু বিশ্বেশ্বর ! আপনার জয় হউক ॥ ৫১

আপনি মহান্ শেখনাগ ও মহাবরাহ রূপধারণকারী, সকলের
 আদি কারণ । হরিকেশ ! প্রভো ! আপনার জয় হউক ।
 আপনি সীতবজ্র পরিধানকারী, দিক্‌সমূহের অধিপতি, বিশ্বের
 আধার, অগ্নির ও অমিনীশী ॥ ৫২

ব্যক্ত ও অব্যক্ত—সবই আপনার স্বরূপ । আপনার
 থাকিবার স্থান অনন্ত-অনীয়, আপনি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক ।
 আপনার সকল কর্মই শুভময় । আপনার কোনই ইয়ত্তা নাই ।
 আপনিই আপনার স্বরূপের জ্ঞাতা, স্বভাবতঃ গম্ভীর ও ভক্তগণের
 কাম্যাপূরণকারী, আপনার জয় হউক ॥ ৫৩

ব্রহ্মন ! আপনি অনন্তবোধস্বরূপ, নিত্য ও সম্পূর্ণ ভূতসমূহের
 উৎপাদক । আপনার সকল কার্য্যই সম্পন্ন করা হইয়াছে,

আপনার বুদ্ধি পরিভ্র, আপনি ধর্মের প্রকৃত ভাব অবগত আছেন
 এবং আপনি বিজয়প্রদ ॥ ৫৪

পূর্ণযোগস্বরূপ পরাশ্রয় ! আপনার স্বরূপ গুঢ় হইলেও
 স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে দেখা যায় । আজ পর্য্যন্ত বাহা কিছু
 উৎপন্ন হইয়াছে ও বাহা হইতেছে, তৎসমস্তই আপনার রূপ ।
 আপনি সমস্ত ভূতগণের আদি কারণ ও লোকতত্ত্বের অধিপতি ।
 হে ভূতভাবন ! আপনার জয় হউক ॥ ৫৫

আপনি বরষু, আপনার সৌভাগ্যও মহান্ । আপনি এই
 কল্পের সংহারক এবং বিজ্ঞ পরমব্রহ্ম । ধ্যান করিলে অন্তঃকরণে
 আপনার আবির্ভাব হয় ; আপনি জীবমাজের প্রিয়তম পরব্রহ্ম,
 আপনার জয় হউক ॥ ৫৬

আপনি স্বভাবতঃ সংসারের সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত আছেন । আপনি
 সমস্ত কামনার অধিপতি পরমেশ্বর । আপনি অমৃতের উৎপত্তি-
 স্থান, সত্যস্বরূপ, মুক্তাত্মা ও বিজয়দাতা ॥ ৫৭

দেব ! আপনি প্রজাপতিগণেরও পতি, পদ্মনাভ এবং
 মহাবলবান্ । আপনিই সকলের আশ্রয়স্বরূপ ও মহাভূত ।
 সঙ্কস্বরূপ পরাশ্রয় ! আপনার সর্বদা জয় হউক ॥ ৫৮

পৃথিবীদেবী আপনার চরণ, দিক্‌সমূহ বাহু ও ছালোক
 আপনার মস্তক । ব্রহ্ম আমি আপনার শরীর, দেবতাগণ
 অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং চন্দ্র ও সূর্য্য নেত্র ॥ ৫৯

ভগ ও সত্য আপনার বল এবং ধর্ম ও কর্ম আপনার স্বরূপ ।
 অগ্নি আপনার তেজ, বায়ু শ্বাস এবং জল বেদ (বর্ষ) ॥ ৬০

অগ্নিনৌ অবণৌ নিত্যং দেবী জিহ্বা সরস্বতী ।
 বেদাঃ সংস্কারনিষ্ঠা হি স্বরীদং জগদাশ্রিতম্ ॥ ৬১
 ন সংখ্যানং পরিমাণং ন তেজো ন পরাক্রমম্ ।
 ন বলং যোগযোগীশ জ্ঞানীমন্তে ন সম্ভবম্ ॥ ৬২
 স্বস্ত্যস্তিনিরতাদেব নিয়মৈস্ত্বাং সমাশ্রিতাঃ ।
 অর্চয়ামঃ সদা বিষ্ণো পরমেশং মহেশ্বরম্ ॥ ৬৩
 ঋষয়ো দেব-গন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ ।
 পিশাচা মানুষাশ্চৈব যুগ-পক্ষি-সরীসৃপাঃ ॥ ৬৪
 এবমাদি ময়া সৃষ্টং পৃথিব্যাং হংপ্রসাদজম্ ।
 পন্নানাভ বিশালাক্ষ কৃষ্ণ দুঃখপ্রাণশন ॥ ৬৫
 হং গতিঃ সর্বভূতানাং হং নেতা হং জগদ্গুরুঃ ।
 হংপ্রসাদেন দেবেশ সুখিনো বিবুধাঃ সদা ॥ ৬৬
 পৃথিবী নির্ভয়াদেব হংপ্রসাদাং সদাভবৎ ।
 তন্মাদ্ ভব বিশালাক্ষ যদ্বংশবিবর্ধনঃ ॥ ৬৭

অগ্নিনীকুমারস্বয় আপনার কর্ণ, সরস্বতী দেবী আপনার
 জিহ্বা এবং বেদ আপনার সংস্কারনিষ্ঠা। এই জগৎ সদা
 আপনার আধারেরই উপর স্থিত আছে ॥ ৬১

হে যোগেশ্বর ও যোগীশ্বর! আমরা আপনার সংখ্যা জানি
 না এবং পরিমাণও জানি না। আপনার তেজ, পরাক্রম ও
 বল সম্বন্ধেও আমাদের কোন জ্ঞান নাই। আমরা ইহাও অবগত
 নহি যে, কিরূপে আপনার আবির্ভাব হইয়া থাকে ॥ ৬২

দেব! আমরা ত' কেবল আপনার উপাসনাতেই নিরত
 আছি। আপনার নিয়মপালন করিতে করিতে আপনারই
 শরণগ্রহণ করিয়াছি। বিষ্ণো! আমরা সর্বদা পরমেশ্বর ও
 মহেশ্বর আপনারই পূজা করি। আপনার কৃপাতেই আমরা
 পৃথিবীতে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, পিশাচ, মনুষ্য,
 যুগ, পক্ষী ও সরীসৃপ কীটাদির সৃষ্টি করিয়া থাকি।

পন্নানাভ! বিশাললোচন! দুঃখহারী শ্রীকৃষ্ণ! আপনিই
 সকল প্রাণীর আশ্রয় ও নেতা। আপনি সংসারের সকল জীবের
 গুরু (উপদেষ্টা)। হে মহেশ্বর! আপনার কৃপাপ্রসাদেই
 দেবগণ সর্বদা সুখে বিরাজ করেন ॥ ৬৩-৬৬

দেব! আপনার কৃপাতেই পৃথিবী সদা নির্ভয়ে থাকেন।
 হে বিশাললোচন! সেইজন্য আপনি পুনরায় পৃথিবীতে
 যদ্বংশে অবতীর্ণ হইয়া ইহার কীর্তি বর্দ্ধন করুন ॥ ৬৭

ধর্মসংস্থাপনার্থায় দৈত্যানাঞ্চ বধায় চ ।
 জগতো ধারণার্থায় বিজ্ঞাপ্যং কুরু মে বিভো ॥ ৬৮
 যৎ তৎ পরমকং গুহ্যং হংপ্রসাদাদিদং বিভো ।
 বাসুদেব তদেতৎ তে ময়োক্তং তং যথাতথম্ ॥ ৬৯
 সৃষ্ট্বা সন্ধর্ষণং দেবং স্বয়মাত্মনমাত্মনা ।
 কৃষ্ণ হমাত্মনাশ্রাক্ষীঃ প্রহ্মায় চাত্মসম্ভবম্ ॥ ৭০
 প্রহ্মান্নাদনিরুজ্জং হং যং বিহুবিস্ময়ব্যয়ম্ ।
 অনিরুদ্ধোহস্মজন্মাং বৈ ব্রহ্মাণং লোকধারিণম্ ॥ ৭১
 বাসুদেবময়ঃ সোহহং স্বয়ৈবাশ্মি বিনির্মিতঃ ।
 (তন্মাদ্ যাচামি লোকেশ চতুরাত্মনমাত্মনা)
 বিভজ্য ভাগশোহস্মান্নাং ব্রহ্ম মানুষ্যতাং বিভো ॥ ৭২
 তত্রাসুরবধং কৃৎবা সর্বলোকস্থথায় বৈ ।
 ধর্মং প্রাপ্য যশঃ প্রাপ্য যোগং প্রাপ্যাসি তদ্বতঃ ॥ ৭৩

প্রভো! ধর্মের স্থাপনা, দৈত্যদিগের বিনাশ ও জগতের
 রক্ষার জন্ত আপনি আমার এই প্রার্থনা স্বীকার করুন ॥ ৬৮

বাসুদেব! আপনিই পূর্ণতম পরমেশ্বর। আপনার যে
 পরমগুহ্য যথার্থস্বরূপ, উহাই এখানে আপনার করুণায় আমি গান
 (স্তুতিমুখে বর্ণনা) করিলাম ॥ ৬৯

হে কৃষ্ণ! আপনি স্বয়ংই স্বীয় আত্মাধারা নিজেসে সন্ধর্ষণ
 দেবরূপে প্রকটিত করিয়া স্বীয় আত্মাধারা আত্মজস্বরূপ প্রহ্মায়কে
 সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৭০

সেই প্রহ্মায় হইতেই আপন সেই অনিরুদ্ধকে সৃষ্টি
 করিয়াছেন, যাহাকে জ্ঞানিগণ অবিনাশী বিষ্ণুরূপ বলিয়া
 জানেন। সেই বিষ্ণুরূপ অনিরুদ্ধই লোকধাতা ব্রহ্মা আমাকে
 সৃজন করিয়াছেন ॥ ৭১

প্রভো! এই কারণে আপনিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।
 আপনা হইতে অভিন্ন হওয়ায় আমিও বাসুদেবময়। লোকেশ্বর!
 সেই কারণে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি স্বয়ংই আত্মাধারা
 নিজেসে (বাসুদেব, সন্ধর্ষণ, প্রহ্মায় ও অনিরুদ্ধ এই) চারি
 মুর্তিতে বিভক্ত হইয়া মানবশরীর ধারণ করুন ॥ ৭২

সেখানে সকল লোকের সুখের জন্ত অসুরগণকে বধ করত
 ধর্ম ও যশ বিস্তার করুন। সর্বশেষে অবতারের উদ্দেশ্য পূর্ণ
 করিয়া আপনি পুনরায় স্বীয় পারমাধিক স্বরূপে সংযুক্ত
 হইবেন ॥ ৭৩

ঋং হি ব্রহ্মর্ষয়ো লোকে দেবশ্চামিতবিক্রম ।

তৈত্ত্বৈর্হি নামভিযুক্তা গায়ন্তি পরমাত্মকম্ ॥ ৭৪

স্থিতাশ্চ সর্বে হুয়ি কৃতসম্বাঃ

কৃতাশ্চ ঋং বরদং সুবাহো ।

অমিতপরাক্রমশালী পরমেশ্বর ! সংসারে মহর্ষি ও দেবগণ একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই লীলাভূমিসারী নামসমূহে আপনার পরমাত্ম-
স্বরূপের গান করিবেন ॥ ৭৪

হে সুবাহো ! বরদায়ক প্রভু আপনারই শরণ গ্রহণ করিয়া

শ্রীমদ্‌মহর্ষি বেদবাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাঙ্কগত ভীষ্মবধপর্বে বিশ্বের উপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চষষ্টিতম
অধ্যায়ের অন্তিম অধ্যায় ।

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

[নারায়ণাবতারস্য ঐক্যস্য নরাবতারস্য ধনঞ্জয়স্য চ মহিমবর্ণনম্]

ভীষ্ম উবাচ ।

ভূতঃ স ভগবান্ দেবো লোকানামীশ্বরেশ্বরঃ ।

ব্রহ্মাণং প্রত্যাচাচদং ত্রিধ্বগভীরয়া গিরা ॥ ১

বিদিতং তাত যোগাশ্চৈ সর্বমেতৎ তবেল্লিতম্ ।

তথা তদ্ ভবিতৈত্বাক্ষু তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ॥ ২

ততো দেবর্ষি-গন্ধর্বা বিশ্বায়ং পরমং গতাঃ ।

কৌতূহলপর্যঃ সর্বে পিতামহমথাক্রবন্ ॥ ৩

কো হুয়ং যো ভগবতা প্রণম্য বিনয়াদ্ বিভো ।

বাগ্ভিঃ স্তুতো বরিষ্ঠাভিঃ শ্রোতুমিচ্ছাম তং বয়ম্ ॥ ৪

ষ্টিতম অধ্যায় ।

[নারায়ণ-অবতার ঐক্য ও নর-অবতার

অর্জুনের মহিমাঞ্চন ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—দ্রোণাধন ! তখন লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর
বিদ্যরূপধারী ঐভগবান্ অহর্পূর্ণ মধুর গভীর বাণীতে ব্রহ্মাকে এই
কথা বলিলেন ॥ ১

তাত ! “তোমার মনে যেক্ষণ বাসনা উৎপন্ন হইয়াছে, উহা
আমি যোগবলে জ্ঞাত আছি । তদনুসারেই সকল কার্য সম্পন্ন
হইবে” এই কথা বলিয়া ঐভগবান্ সে-স্থান হইতে অন্তহিত
হইলেন ॥ ২

তখন দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ভগণ অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া
পড়িলেন । তাঁহারা সকলেই সেই সময় অতিশয় উৎক্লুব হইয়া
পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩

অনাদিমধ্যাক্তমপারযোগঃ

লোকস্ত সেতুং প্রবদন্তি বিপ্রাঃ ॥ ৭৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি বিম্বোপাখ্যানেন

পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

সমস্ত প্রাণিসমূহায় আপনাতেই স্থিত আছে । ব্রাহ্মণগণ
আপনাকে আদি, মধ্য ও অন্ত-রহিত, সকল সীমার সহিতই সখ্য-
শূন্য (অসীম) এবং লোকমধ্যাদার রক্ষার জন্ত সেতুরূপ বলিয়া
কীর্তন করেন ॥ ৭৫

সমস্ত প্রাণিসমূহায় আপনাতেই স্থিত আছে । ব্রাহ্মণগণ

আপনাকে আদি, মধ্য ও অন্ত-রহিত, সকল সীমার সহিতই সখ্য-

শূন্য (অসীম) এবং লোকমধ্যাদার রক্ষার জন্ত সেতুরূপ বলিয়া

কীর্তন করেন ॥ ৭৫

সমস্ত প্রাণিসমূহায় আপনাতেই স্থিত আছে । ব্রাহ্মণগণ

আপনাকে আদি, মধ্য ও অন্ত-রহিত, সকল সীমার সহিতই সখ্য-

শূন্য (অসীম) এবং লোকমধ্যাদার রক্ষার জন্ত সেতুরূপ বলিয়া

কীর্তন করেন ॥ ৭৫

সমস্ত প্রাণিসমূহায় আপনাতেই স্থিত আছে । ব্রাহ্মণগণ

আপনাকে আদি, মধ্য ও অন্ত-রহিত, সকল সীমার সহিতই সখ্য-

শূন্য (অসীম) এবং লোকমধ্যাদার রক্ষার জন্ত সেতুরূপ বলিয়া

কীর্তন করেন ॥ ৭৫

সমস্ত প্রাণিসমূহায় আপনাতেই স্থিত আছে । ব্রাহ্মণগণ

আপনাকে আদি, মধ্য ও অন্ত-রহিত, সকল সীমার সহিতই সখ্য-

শূন্য (অসীম) এবং লোকমধ্যাদার রক্ষার জন্ত সেতুরূপ বলিয়া

কীর্তন করেন ॥ ৭৫

সমস্ত প্রাণিসমূহায় আপনাতেই স্থিত আছে । ব্রাহ্মণগণ

আপনাকে আদি, মধ্য ও অন্ত-রহিত, সকল সীমার সহিতই সখ্য-

শূন্য (অসীম) এবং লোকমধ্যাদার রক্ষার জন্ত সেতুরূপ বলিয়া

কীর্তন করেন ॥ ৭৫

সমস্ত প্রাণিসমূহায় আপনাতেই স্থিত আছে । ব্রাহ্মণগণ

আপনাকে আদি, মধ্য ও অন্ত-রহিত, সকল সীমার সহিতই সখ্য-

শূন্য (অসীম) এবং লোকমধ্যাদার রক্ষার জন্ত সেতুরূপ বলিয়া

কীর্তন করেন ॥ ৭৫

সমস্ত প্রাণিসমূহায় আপনাতেই স্থিত আছে । ব্রাহ্মণগণ

আপনাকে আদি, মধ্য ও অন্ত-রহিত, সকল সীমার সহিতই সখ্য-

শূন্য (অসীম) এবং লোকমধ্যাদার রক্ষার জন্ত সেতুরূপ বলিয়া

কীর্তন করেন ॥ ৭৫

সংগ্রামে নিহতা যে তে দৈত্য-দানব-রাক্ষসাঃ ।
 ত ইমে নৃষু সন্তুতা ঘোররূপা মহাবলাঃ ॥ ১০
 তেষাং বধার্থং ভগবান্ নরেন সহিতো বনী ।
 মানুষীং যোনিমাস্ত্রায় চরিত্ততি মহাতলে ॥ ১০
 নর-নারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণবৃষিসন্তমৌ ।
 সহিতৌ মানুষে লোকে সন্তুতাবমিত্ত্বাতী ॥ ১১
 অজ্ঞেয়ৌ সমরে যন্তৌ সহিতৈরমরৈরপি ।
 মৃত্যুশ্চেতৌ ন জানন্তি নর-নারায়ণাবৃষী ॥ ১২
 তস্মাহমগ্রজঃ পুত্রঃ সর্বশু জগতঃ প্রভুঃ ।
 বাসুদেবোহর্চনীয়ো বঃ সর্বলোকমহেশ্বরঃ ॥ ১৩
 তথা মনুষ্যোহয়মিতি কদাচিত্ত স্তরসন্তমোঃ ।
 নাবজ্ঞেয়ো মহাবীৰ্যাঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ ॥ ১৪
 এতৎ পরমকং গুণ্যমেতৎ পরমকং পদম্ ।
 এতৎ পরমকং ব্রহ্ম এতৎ পবমকং যশঃ ॥ ১৫
 এতদক্ষরমবাক্তমেতদ নৈ স্থাশ্বতং মহঃ ।

মহুগলোকে বিরাজ করেন এবং অশ্বরগণকে বধ করিবার জন্ত এই ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৬-৮

যে যে দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ রণাঙ্গনে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা মহুগলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং অন্ত্যস্ত বলশালী হইয়া জগতের পক্ষে ভয়ঙ্কর হইয়াছে ॥ ৯

তাহাদের সকলকে বধ করিবার জন্ত বশে রাখিতে সমর্থ ভগবান্ নারায়ণ নরের সহিত মহুগ-যোনিতে অবতীর্ণ হইয়া ভূতলে বিচরণ করিবেন ॥ ১০

ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পুরাতন সহস্রি ও অতি তেজস্বী নর এবং নারায়ণ—ইহারা যদি বিজয়লাভের জন্ত যত্ববান্ হন, তবে সমগ্র দেবমণ্ডলীও তাহাদেরকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না । মৃত মহুগগণ এই নর-নারায়ণ ঋষিগণকে জানিতে পারিবে না ॥ ১১-১২

জগতের প্রভু ব্রহ্ম আমিও এই ভগবানের জ্যেষ্ঠ পুত্র । তোমাদের সকলেরও সেই সর্বলোক মহেশ্বর ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনা করা উচিত ॥ ১৩

দেবশ্রেষ্ঠবৃন্দ ! শঙ্খ, চক্র ও গদাধারণকারী মহাপরাক্রমী সেই ভগবান্ বাসুদেবকে “ইনি মহুগ” এরূপ বুদ্ধিয়া অবজ্ঞা করা নহে ॥ ১৪
 যে ইনি পরমগুহ্য, ইনিই পরম পদ, ইনিই পরমব্রহ্ম এবং বহুবংশে অবতীর্ণ ॥ ১৫

যৎ তৎ পুরুষসংজ্ঞং বৈ গীয়তে জ্ঞায়তে ন চ ॥ ১৬
 এতৎ পরমকং তেজ এতৎ পরমকং সুখম্ ।
 এতৎ পরমকং সত্যং কীর্তিতং বিশ্বকর্মণা ॥ ১৭
 তস্মাৎ সৈল্লৈঃ সুরৈঃ সর্বৈল্লোকৈশ্চামিতবিক্রমঃ ।
 নাবজ্ঞেয়ো বাসুদেবো মানুষোহয়মিতি প্রভুঃ ॥ ১৮
 যশ্চ মানুষমাত্রোহয়মিতি ক্রিয়াং স মন্দধীঃ ।
 হ্রষীকেশমবজ্ঞানাত্ তমাত্তঃ পুরুষাধমম্ ॥ ১৯
 যোগিনং তং মহাত্মানং প্রবিষ্টং মানুষীং তনুম্ ।
 অবমম্ভেদ্ বাসুদেবং তমাত্তস্তামসং জনাঃ ॥ ২০
 দেবং চরাচরাশ্রানং শ্রীবৎসাক্ষং সুবর্চসম্ ।
 পদ্মনাভং ন জানাতি তমাত্তস্তামসং বুধাঃ ॥ ২১
 কিরীট-কৌস্তভধরং মিত্রাণামভয়ঙ্করম্ ।
 অবজ্ঞানন্ মহাত্মানং ঘোরে তমসি মজ্জতি ॥ ২২
 এবং বিদিত্বা তদ্বার্থং লোকানামীশ্বরেশ্বরতঃ ।
 বাসুদেবো নমস্কার্য্যঃ সর্বলোকৈঃ সুরোস্তমোঃ ॥ ২৩

ইনিই অক্ষর, অব্যক্ত ও সনাতন তেজ । যদিও ইহাকে পুরুষ নামে বলা হইয়া থাকে, তথাপি ইহার বাস্তবিক রূপ জানিবার সামর্থ্য কাহারও নাই । বিশ্বশ্রুতা ব্রহ্মা কর্তৃক ইনিই পরমগুহ্য, পরম তেজ ও পরম সত্য বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন ॥ ১৬-১৭

সেইজন্ত ‘ইনি মহুগ’ এরূপ বোধ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং সংসারের সকল মহুগদিগের পক্ষেই অমিতপরাক্রমী ভগবান্ বাসুদেবকে অবহেলা করা কর্তব্য নয় ॥ ১৮

যে ব্যক্তি সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি এই ভগবান্ বাসুদেবকে কেবল মহুগ বলিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি মূর্খ । ভগবান্কে অবহেলা করার জন্ত সেই মানুষকে নরাধম বলা হয় ॥ ১৯

ভগবান্ বাসুদেব সাক্ষাৎ পরমাত্মা ও যোগশক্তিসম্পন্ন বলিয়া তিনি মানবশরীরে প্রবেশ করিয়াছেন । যে ব্যক্তি তাহাকে অবহেলা করে, জানী পুরুষ তাহাকে তমোগুণী বলিয়া থাকেন ॥ ২০

যে মানুষ চরাচরস্বরূপ, শ্রীবৎসচিহ্নভূষিত ও উত্তম কাঙিক্ষণ ভগবান্ পদ্মনাভকে জানে না, বিদ্বান্ পুরুষগণ তাহাকে তমোগুণী বলেন ॥ ২১

কিরীট ও কৌস্তভধর-ধারণকারী এবং মিত্রগণের (ভক্তগণের) অভয়দাতা পরমাত্মাকে যে ব্যক্তি অবহেলা করে, সে মানুষ ঘোর নরকে মজ্জিত হয় ॥ ২২

সুরশ্রেষ্ঠগণ ! এইরূপে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া সকল

ভীষ্ম উবাচ ।

এবমুক্তা স ভগবান্ দেবান্ সর্ষিগণান্ পুরা ।
বিস্মজ্য সর্বভূতান্মা ভগবান্ ভবনং স্বকম্ ॥ ২৪
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা মুনয়োহপ্সরসোহপি চ ।
কথাং তাং ব্রহ্মণা গীতাং ব্রহ্মা শ্রীতা দিবং যযুঃ ॥ ২৫
এতচ্ছ্রুতং ময়া তাত ঋষীণাং ভাবিতাশ্চনাম্ ।
বাসুদেবং কথয়তাং সমবায়ৈ পুরাতনম্ ॥ ২৬
রামশ্চ জামদগ্ন্যশ্চ মার্কণ্ডেয়শ্চ ধীমতঃ ।
ব্যাস নারদয়োশ্চাপি সকাশাদ্ ভরতধ্বজ ॥ ২৭
এতমর্থকং বিজ্ঞায় ব্রহ্মা চ প্রভুমবায়ম্ ।
বাসুদেবং মহাত্মানং লেকানামীশ্বরেশ্বরম্ ॥ ২৮
(জানামি ভরতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ নারায়ণং প্রভুম্ ।)
যশ্চ চৈবাত্মজো ব্রহ্মা সর্বশ্চ জগতঃ পিতা ।
কথং ন বাসুদেবোহয়মচাশ্চৈচ্ছাশ্চ মানবৈঃ ॥ ২৯

যজ্ঞিরই লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করা উচিত ॥ ২৩

ভীষ্ম বলিলেন,—হৃষ্যোধন ! দেবতা ও ঋষিগণকে এই কথা বলিয়া পুরাকালে সর্বভূতান্মা ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদের সকলকে বিদায় দিয়া স্বীয় ভবনে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ২৪

ভারপর ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত এই পরমার্থের আলোচনা শ্রবণ করিয়া দেবতা, মূনি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরগণ—ইহারা সকলে শ্রীত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ২৫

ভাত ! এক সময় পবিত্রাস্তঃকরণ ঋষিগণের এক সমাজ একত্রিত হইয়াছিলেন, সেইস্থানে এই পুরাতন ভগবান্ বাসুদেবের মাহাত্ম্যকথা আলোচিত হইয়াছিল। আমি তাঁহাদের মুখ হইতেই এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি ॥ ২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ ! এতদ্ব্যতীত জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম, পরমজ্ঞানী মার্কণ্ডেয়, ব্যাস এবং নারদও আমাকে এই কথা শুনাইয়াছেন ॥ ২৭

ভরতকুলভূষণ ! এই বিষয় শ্রবণ করিয়া ও বিশেষভাবে বুঝিয়া আমি বহুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অবিনাশী, প্রভু, পরমাত্মা, লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর ও সর্বশক্তিমান্ নারায়ণ বলিয়া জানি ॥ ২৮

সমগ্র জগতের পিতা ব্রহ্মা ধাহার পুত্র, সেই ভগবান্ বাসুদেব মানবগণের আরাধনীয় ও পূজনীয় কেন হইবেন না ? ২৯

বারিতোহসি ময়া তাত মুনিভির্বেদপারগৈঃ ।
মা গচ্ছ সংযুগং তেন বাসুদেবেন ধ্বনি ॥ ৩০
মা পাণ্ডবৈঃ সার্ষমিতি তৎ স্বং মোহান্ বুধ্যসে ।
মন্ত্রে স্বাং রাক্ষসং ক্রুরং তথা চাসি তমোবৃতঃ ॥ ৩১
যস্মাদ্ দ্বিষসি গোবিন্দং পাণ্ডবং তং ধনঞ্জয়ম্ ।
নর-নারায়ণৌ দেবৌ কোহন্তো দ্বিত্বাক্ষি মানবঃ ॥ ৩২
তস্মাদ্ ব্রবীমি তে রাজন্মেঘ বৈ স্বাশ্বতোহব্যয়ঃ ।
সর্বলোকময়ো নিতাঃ শাস্তা ধাত্রীধরৌ ধ্রুবঃ ॥ ৩৩
যো ধারয়তি লোকাঃ শ্রীশ্চরাচরগুরুঃ প্রভুঃ ।
যোদ্ধা জয়শ্চ জেতা চ সর্বপ্রকৃতিরীশ্বরঃ ॥ ৩৪
রাজন্ সর্বময়ো হোষ তমোরাগবিবজিতঃ ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ৩৫
তস্মা মাহাত্ম্যযোগেন যোগেনাত্মময়েন চ ।
ধৃত্যঃ পাণ্ডুস্তো রাজন্ জয়শ্চৈষাং ভবিষ্যতি ॥ ৩৬

ভাত ! বেদসকলের পারদর্শী বিশ্বান্ মহর্ষিগণ ও আমি তোমাকে নিবেদন করিয়াছিলাম যে, তুমি ধনঞ্জয় ভগবান্ বাসুদেবের সহিত বিরোধ করিও না, পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদ করিও না, কিন্তু মোহবশতঃ তুমি সেই কথার কোন তাৎপর্য বুঝিতেই পার নাই। আমি মনে করি, তুমি কোন ক্রুর রাক্ষস ; কারণ, রাক্ষসদের স্থায় তোমার বুদ্ধি সর্বদা তমোগুণে আচ্ছন্ন আছে ॥ ৩০-৩১

তুমি ভগবান্ গোবিন্দ ও পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়ের উপর ঘৃণা করিতেছ। ইহারা উভয়েই নর ও নারায়ণ দেবতা। তুমি ব্যতীত অন্য কোন মানুষ ইহাদের ঘৃণা করিতে সমর্থ হইবে ? ৩২

রাজন্ ! সেইজন্ত তোমাকে বলিতেছি যে, এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সনাতন, অবিনাশী, সর্বলোকেশ্বর, নিত্যশাসক, ধরণীধর এবং অবিচল সত্যস্বরূপ ॥ ৩৩

এই চরাচর জগতের গুরু ভগবান্ শ্রীহরি তিন লোককেই ধারণ করিয়া আছেন। ইনিই বিজয়ী পুরুষ ও সকলের কারণভূত পরমেশ্বরও ইনিই ॥ ৩৪

রাজন্ ! শ্রীহরি সর্বস্বরূপ এবং তম ও রাগবজিত। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানেই ধর্ম, এবং যেখানে ধর্ম, সেখানেই বিজয় ॥ ৩৫

তাঁহার মাহাত্ম্য-যোগে ও আত্মস্বরূপ-যোগে সমস্ত পাণ্ডবই স্বরক্ষিত। রাজন্ ! এইজন্ত ইহাদের (পাণ্ডবদের) জয় হইবেই ॥ ৩৬

জ্যেয়োযুক্তাং সঙ্গা বুদ্ধিং পাণ্ডবানাং দধাতি যঃ ।

বলকৈব রণে নিত্যং ভয়েভ্যশ্চৈব রক্ষতি ॥ ৩৭

স এষ শাস্বতো দেবঃ সর্বগুহ্যময়ঃ শিবঃ ।

বাসুদেব ইতি জ্ঞেয়ো যশ্চাং পৃচ্ছসি ভারত ॥ ৩৮

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চ কৃতলক্ষণৈঃ ।

সেব্যতেহভ্যর্চ্যতে চৈব নিত্যযুক্তৈঃ স্বকর্মভিঃ ॥ ৩৯

দ্বাপরশু যুগশ্চাস্তে আদৌ কলিযুগশ্চ চ ।

সাস্বতং বিধিমান্থায় গীতঃ সঙ্কর্ষণেন বৈ ॥ ৪০

(কৃষ্ণেতি নাম্না বিখ্যাত ইমং লোকং স রক্ষতি ।)

স এষ সর্বং স্মরমর্ত্যালোকঃ

সমুদ্রকক্ষ্যাস্তুরিতাং পুরীক্ষ ।

যুগে যুগে মাহুযকৈব বাসং

পুনঃ পুনঃ সৃজতে বাসুদেবঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি বিশোপাখ্যানেন

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১

তিনি পাণ্ডবগণকে সর্বদা কল্যাণময়ী বুদ্ধি প্রদান করিতে-
ছেন, বুদ্ধে বল দান করিতেছেন এবং সকল ভয় হইতে তাহা-
দিগকে নিত্য রক্ষা করিতেছেন ॥ ৩৭

ভারত ! যাহার বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই
সনাতন দেবতা সর্বগুহ্যময় কল্যাণরূপ পরমাত্মাই “বাসুদেব”
এই নামে জানিবার যোগ্য ॥ ৩৮

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুভলক্ষণসম্পন্ন শূদ্র—ইহারা সকলেই
নিত্য তৎপর হইয়া শীঘ্র বর্ণোচিত কর্মসমূহে ইহারই সেবা পূজা

শ্রীমদ্বর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মহিমাকথনম্ ।]

দুর্যোধন উবাচ ।

বাসুদেবো মহদ্ ভূতঃ সর্বলোকেষু কথ্যতে ।

তস্মাগমং প্রতীষ্টাঞ্চ জ্ঞাতুমিচ্ছে পিতামহ ॥

ভীষ্ম উবাচ ।

বাসুদেবো মহদ্ ভূতঃ সর্বদৈবতদৈবতম্ ।

ন পরং পুণ্ডরীকাক্ষাদ দৃশ্যতে ভরতহৃদে ॥ ২

করিয়া থাকেন ৩৯

দ্বাপর যুগের শেষে ও কলিযুগের আদিতে সঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-
পাসনার বিধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইহারই মহিমা কীর্তন
করিয়াছেন । (এই শ্রীকৃষ্ণনামেই বিখ্যাত হইয়া অয়ং নারায়ণ
লোকরক্ষা করিতেছেন) ॥ ৪০

এই ভগবান্ বাসুদেবই যুগে যুগে দেবলোক, মহুয়লোক ও
সমুদ্রপরিবেষ্টিত দ্বারকানগরী নির্মাণ করেন এবং ইনিই পুনঃ পুনঃ
মহুয়লোকে নিজের মাহুয-অবতার সৃজন করেন ॥ ৪১

ভীষ্মপর্বাস্তগত ভীষ্মবধপর্বের বিশোপাখ্যানবিষয়ক ষট্‌ষষ্টিতম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

মার্কণ্ডেয়শ্চ গোবিন্দে কথয়ত্যভুতং মহৎ ।

সর্বভূতানি ভূতাত্মা মহাত্মা পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩

আপো বায়ুশ্চ তেজশ্চ ত্রয়মেতদকল্পয়ৎ ।

স সৃষ্টৃ পৃথিবীং দেবীং সর্বলোকেশ্বরং প্রভুঃ ॥ ৪

অপ্সু বৈ শয়নং চক্রে মহাত্মা পুরুষোত্তমঃ ।

সবতেজোময়ো দেবো যোগাৎ সুদ্বাপ তত্র হ ॥ ৫

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় ।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমাবর্ণন ।]

দুর্যোধন বলিলেন,—পিতামহ ! বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে সকল
লোকেই মহান্ পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, অতএব আমি
তাঁহার উৎপত্তি ও স্থিতি বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ ! বহুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক
মহান্ পুরুষ । তিনি দেবগণের দেবতা । কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ
হইতে অস্ত কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই ॥ ২

মহামুনি মার্কণ্ডেয় ভগবান্ গোবিন্দের বিষয়ে অত্যন্ত অভূত
কথা বলিয়াছেন । এই ভগবান্ই সর্বভূতময় এবং তিনিই আত্ম-
রূপ মহাত্মা পুরুষোত্তম ॥ ৩

প্রারম্ভে এই পরমাত্মাই জল, বায়ু ও তেজ—এই
তিন ভূত এবং সমস্ত প্রাণীকে সৃজন করিয়াছেন । সর্বলোকেশ্বর
প্রভু ভগবান্ পৃথিবীদেবীকে সৃষ্টি করিয়া জলে শয়ন
করিয়াছিলেন । এই মহাত্মা পুরুষোত্তম সর্বতেজোময় দেবতা
শীঘ্র যোগশক্তির বলে সেই জলে নিদ্রিত হইয়াছিলেন ॥ ৪-৫

মুখতঃ সোহস্মিনমৃজৎ প্রাণাদ্ বায়ুমথাপি চ ।
 সরস্বতীঞ্চ বেদাংশ্চ মনসঃ সমৃজেহচ্যুতঃ ॥ ৬
 এষ লোকান্ সমজ্ঞাদৌ দেবাংশ্চ ঋষিভিঃ সহ ।
 নিধনৈধৈব যুত্যাঞ্চ প্রজানাং প্রভুবাণ্যায়ৌ ॥ ৭
 এষ ধর্মশ্চ ধর্মজ্ঞো বরদঃ সর্বকামদঃ ।
 এষ কর্তা চ কার্য্যঞ্চ পূর্বদেবঃ স্বয়ম্প্রভুঃ ॥ ৮
 ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ পূর্বমেতদকল্পয়ৎ ।
 উভে সন্ধো দিশঃ খঞ্চ নিয়মাংশ্চ জনার্দনঃ ॥ ৯
 ঋষীংশ্চৈব হি গোবিন্দস্তপশ্চৈবাতাকল্পয়ৎ ।
 স্রষ্টারং জগতশ্চাপি মহাত্মা প্রভুবায়ঃ ॥ ১০
 অগ্রজং সর্বভূতানাং সঙ্কর্ষণমকল্পয়ৎ ।
 তস্মাদ্ভারায়ণো জ্ঞেয়ঃ দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥ ১১
 নাভৌ পদ্মং বভূবাস্ত সর্বলোকস্ত সন্তবাং ।
 তস্মাৎ পিতামহো জাতস্তস্মাজ্জাতান্তিমাঃ প্রজাঃ ॥ ১২

সেই অচ্যুত নিজ মুখ হইতে অগ্নিকে, প্রাণ হইতে বায়ুকে
 এবং মন হইতে সরস্বতীদেবীকে ও বেদসমূহকে সৃজন
 করিয়াছেন ॥ ৬

ইনিই সৃষ্টির আদিতে সমস্ত লোকসমূহ এবং ঋষিগণের
 সহিত দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনি প্রলয়ের অধিষ্ঠান ও
 যুত্যাশ্রয়। প্রজাগণের উৎপত্তি এবং বিনাশও ইহার দ্বারা
 হইয়া থাকে ॥ ৭

ইনি ধর্মজ্ঞ, বরদাতা, সমস্ত কামনাপূর্ণকারী এবং ধর্মস্বরূপ।
 ইনিই কর্তা, কর্ম ও আদিদেব এবং সর্বসমর্থ ॥ ৮

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই তিন কালের সৃষ্টিও ইহার
 দ্বারা হইয়াছিল। এই জনার্দন (হৃৎজনপীড়ক) দুই সন্ধ্যা
 (প্রাতঃ সন্ধ্যা ও সায়াঃ সন্ধ্যা), দশ দিক (উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ,
 পশ্চিম, দৈশান, অগ্নি, নৈঋত ও বায়ু), আকাশ এবং নিয়মসমূহ
 রচনা করিয়াছেন ॥ ৯

মহাত্মা অবিনাশী প্রভু গোবিন্দ ঋষিগণ ও তপস্তাকে সৃজন
 করিয়াছেন। জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মাকেও ইনিই উৎপন্ন
 করিয়াছেন ॥ ১০

এই পূর্ণতম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সমস্ত ভূতগণের অগ্রজ
 সঙ্কর্ষণকে সৃজন করিয়াছেন, তারপর তাঁহা হইতে সনাতন
 দেবাধিদেব নারায়ণ প্রাকৃর্ত্ত হন ॥ ১১

এই নারায়ণের নাভিপ্রদেশ হইতে একটি কমল প্রকটিত
 হয়। সমস্ত জগতের উৎপত্তির স্থানভূত সেই কমল হইতে

শেষং চাকল্পয়দ্ দেবমনস্তং বিশ্বরূপিণম্ ।
 যো ধারয়তি ভূতানি ধরাং চেমাং সপর্বতাম্ ॥ ১৩
 ধ্যানযোগেন বিপ্রাশ্চ তং বিদন্তি মহৌজসম্ ।
 কর্ণশ্রোতোন্তবং চাপি মধুং নাম মহাসুরম্ ॥ ১৪
 তমুগ্রমুগ্রকর্মাণমুগ্রাং বৃদ্ধিং সমাস্তিতম্ ।
 ব্রহ্মাণোহপচিতিং কুর্বন্ জঘান পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৫
 তস্মা তাত বধাদেব দেব-দানব-মানবাঃ ।
 মধুসূদনমিত্যাহুর্ষষশ্চ জনার্দনম্ ॥ ১৬
 বরাহশ্চৈব সিংহশ্চ ত্রিবিক্রমগতিঃ প্রভুঃ ।
 এষ মাতা পিতা চৈব সর্বেষাং প্রাণিনাং হরিঃ ॥ ১৭
 পরং হি পুণ্ডরীকাক্ষান্ ভূতং ন ভবিষ্যতি ।
 মুখতঃ সোহস্মজদ্ বিপ্রান্ বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াংস্তথা ॥ ১৮
 বৈশ্যাংশ্চাপ্যুক্তো রাজন্ শূত্রান্ বৈ পাদতস্তথা ।
 তপসা নিয়তো দেবং বিধানং সর্বদেহিনাম্ ॥ ১৯

পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন এবং সেই ব্রহ্মাই সকল প্রজাকে সৃজন
 করেন ॥ ১২

যিনি ভূতগণকে এবং পর্বতসমূহের সহিত এই পৃথিবীকে
 ধারণ করিয়া আছেন, বাহাকে বিশ্বরূপী অনন্তদেব ও শেষ বলা
 হইয়াছে, তাঁহাকেও এই পরমাত্মাই উৎপন্ন করিয়াছেন ॥ ১৩

ব্রাহ্মণগণ ধ্যান-যোগের দ্বারা এই পরম তেজস্বী বাহুদেবের
 জ্ঞানলাভ করেন। জলশায়ী নারায়ণের কর্ণমল হইতে মহাসুর
 মধু প্রকটিত হইয়াছিলেন। এই মধু অতিশয় উগ্রস্বভাব ও
 ক্রুরকর্মী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত তরুণ বৃদ্ধির আশ্রয়
 লইয়াছিলেন। সেইজন্ত ব্রহ্মার সমাদর করিয়া ভগবান্
 পুরুষোত্তম এই মধুদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ১৪-১৫

তাত! এই মধু দৈত্যকে বধ করার জন্তই দেবতা, দানব,
 মনুষ্য ও ঋষিগণ শ্রীজনার্দনকে মধুসূদন বলিয়া থাকেন ॥ ১৬

এই ভগবান্ই সময়ে সময়ে (প্রয়োজনানুসারে) বরাহ,
 নৃসিংহ ও বামনরূপে অবতীর্ণ হন। এই শ্রীহরিই সমস্ত
 প্রাণীদিগের পিতা ও মাতা ॥ ১৭

এই কমলনয়ন ভগবান্ হইতে প্রকট তত্ত্ব আর কিছুই নাই
 এবং হইবেও না। রাজন্! ইনিই নিজ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদেব
 হইতে ক্ষত্রিয়, জঘা হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্রগণকে
 উৎপন্ন করিয়াছেন ॥

যে মাছুষ তপস্তানিরত হইয়া সংযম-নিয়ম পালন করিতে
 করিতে অমাবস্তা ও পূর্ণিমাতিথিতে সমস্ত দেহধারিগণের

ব্রহ্মভূতমমাবাস্তাং পৌর্ণমাস্তাং তথৈব চ ।
 যোগভূতং পরিচরন্ কেশবং মহদাপুয়ান্ ॥ ২০
 কেশবঃ পরমং তেজঃ সর্বলোকপিতামহঃ ।
 এনমাহুর্হবীকেশং মুনয়ো বৈ নরাধিপ ॥ ২১
 এবমেনং বিজানীহি আচার্য্যং পিতরং গুরুম্ ।
 কৃষ্ণো যস্ত প্রসীদেত লোকান্তেনাক্ষয়া জিতাঃ ॥ ২২
 যশ্চৈবৈনং ভয়স্থানে কেশবং শরণং ব্রজেৎ ।
 সদা নরঃ পঠংশ্চৈদং স্তম্ভিতান্ স সুখী ভবেৎ ॥ ২৩

আশ্রয়, ব্রহ্ম ও যোগস্বরূপ, ভগবান্ কেশবের (কেশব শব্দের ব্যুৎপত্তি হইল,—ক-ব্রহ্মা, অ-বিষ্ণু, ঈশ—শিব ইহার বপু, তিনি হইলেন কেশব।) আরাধনা করেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ১৮-২০

নরেশ্বর! সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম তেজঃ ।
 মুনিগণ ইহাকেই হবীকেশ বলিয়া থাকেন ॥ ২১

এইরূপ এই ভগবান্ গোবিন্দকেই তুমি আচার্য্য, পিতা ও গুরু বলিয়া জানিবে । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহার উপর প্রসন্ন হন, তিনি অক্ষয় লোকসমূহ জয় করিতে সমর্থ হন ॥ ২২

শ্রীমদ্ব্যহি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বোক্ত ভীষ্মবধপর্বের বিশোপাখ্যান-
 বিষয়ক সপ্তষষ্ঠিতম অধ্যায়ের অন্তিম সমাপ্ত ।

অষ্টমষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

[ব্রহ্মভূতস্তোত্রম্, শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োর্মহস্বকথনম্ ।]

ভীষ্ম উবাচ ।

শৃণু চৈদং মহারাজ ব্রহ্মভূতং স্তবং মম ।
 ব্রহ্মবিভিষ্ট দেবৈশ্চ যঃ পুরা কথিতো ভূবি ॥ ১
 সাধ্যানামপি দেবানাং দেবদেবেশ্বরঃ প্রভুঃ ।
 লোকভাবনভাবজ্ঞ ইতি ষাং নারদোহব্রবীৎ ॥ ২

ইষষ্টিতম অধ্যায় ।

[ব্রহ্মভূতস্তোত্র এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মহস্বকথন ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—মহারাজ দুর্ধোজন! পুরাকালে এই ভূতলে ব্রহ্মবি ও দেবতাগণ ইহার যে ব্রহ্মভূত স্তোত্র বলিয়াছেন, উহা তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ১

প্রভো! আপনি মাধ্যগণ ও দেবতাদিগেরও প্রভু এবং দেবদেবেশ্বর । আপনি সকল লোকের হৃদয়ের ভাব অবগত আছেন । আপনার বিষয়ে নারদ এই কথাই বলিয়াছেন ॥ ২

যে চ কৃষ্ণং প্রপত্ত্বস্তে তেন মুহুন্তি মানবাঃ ।

ভয়ে মহতি মগ্নাশ্চ পাতি নিত্যং জনার্দনঃ ॥ ২৪

স তং যুধিষ্ঠিরো জ্ঞাত্বা যাথা তথেন ভারত ।

সর্বাশ্বনা মহাশ্বানং কেশবং জগদীশ্বরম্ ।

প্রপন্নঃ শরণং রাজন্ যোগানাং প্রভুমীশ্বরম্ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি বিশোপাখ্যানে

সপ্তষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

যে ব্যক্তি ভয়ের সময় এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণগ্রহণ করেন ও সর্বদা ইহার স্তুতি পাঠ করেন, তিনি সুখী এবং কল্যাণভাগী হন ॥ ২৩

যে মানুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণগ্রহণ করেন, তিনি কখনও মোহগ্রস্ত হন না । ভগবান্ জনার্দন মহাভয়ে পতিত সেই মানুষকে সর্বদা রক্ষা করেন ॥ ২৪

ভরতবংশীয় নরেশ! এই কথা বিশেষভাবে জানিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সম্পূর্ণ হৃদয়ে যোগসমূহের প্রভু, সর্বসামর্থ্যশালী, জগদীশ্বর ও মহাশ্বা ভগবান্ কেশবের শরণগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২৫

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ মার্কণ্ডেয়োহভ্যুবাচ হ ।

যজ্ঞং ষাং চৈব যজ্ঞানাং তপশ্চ তপসামপি ॥ ৩

দেবানামপি দেবঞ্চ স্বামাহ ভগবান্ ভৃগুঃ ।

পুরাণং চৈব পরমং বিষ্ণো রূপং তবেতি চ ॥ ৪

বাসুদেবো বসুনাং স্বং শক্রং স্থাপয়িতা তথা ।

দেব দেবোহসি দেবানামিতি দ্বৈপায়নোহব্রবীৎ ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় আপনাকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানস্বরূপ বলিয়াছেন । তিনি আপনাকে যজ্ঞসমূহের যজ্ঞ এবং সকল তপস্তার সারভূত তপস্তা বলিয়াও কীর্তন করিয়াছেন ॥ ৩

ভগবান্ ভৃগু আপনাকে দেবতাগণেরও দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন । বিষ্ণো! আপনার রূপ অত্যন্ত পুরাতন ও উৎকৃষ্ট ॥ ৪

প্রভো! আপনি বসুগণের বাসুদেব এবং ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্যে স্থাপন করিয়াছেন । দেব! আপনি দেবতাদিগেরও দেবতা । মহর্ষি

পূর্বে প্রজানিসর্গে চ দক্ষমাত্তঃ প্রজাপতিম্ ।

অষ্টারং সর্বলোকানামঙ্গিরাস্ত্বাং তথাব্রবীৎ ॥ ৬

অব্যক্তং তে শরীরোথং ব্যক্তং তে মনসি স্থিতম্ ।

দেবাস্ত্বংসম্ভবাস্শৈব দেবলস্তুসিতোহব্রবীৎ ॥ ৭

শিরসা তে দিবং ব্যাপ্তং বাহুভ্যাং পৃথিবী তথা ।

জঠরং তে ত্রয়ো লোকাঃ পুরুষোহসি সনাতনঃ ॥ ৮

এবং স্বামভিজ্ঞানস্তি তপসা ভাবিতা নরাঃ ।

আত্মদর্শনতৃপ্তানামৃষীণাং চাসি সত্তমঃ ॥ ৯

রাজর্ষীগামদারাগামাহবেষনিবর্তিনাম্ ।

সর্বধর্মপ্রধানানাং স্বং গতির্মধুসূদন ॥ ১০

ইতি নিত্যং যোগবিদ্বির্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।

সনৎকুমারপ্রমুখৈঃ স্তুষ্যতেহভ্যর্চিতো হরিঃ ॥ ১১

এষ তে বিস্তরস্তাত সংক্ষেপশ্চ প্রকীর্তিতঃ ।

কেশবস্ত যথাতথ্যং স্তুপ্রীতো ভজ্য কেশবম্ ॥ ১২

ষেপায়ন (যেদব্যাস) আপনার বিষয়ে এই কথাই বলিয়াছেন ॥ ৫

প্রথম প্রজাসৃষ্টির সময় আপনাকেই দক্ষ প্রজাপতি বলা হইয়াছে। আপনিই সকল লোকসমূহের স্রষ্টা—এইরূপ কথা অঙ্গিরাসুনি আপনার বিষয়ে বলিয়াছিলেন ॥ ৬

অব্যক্ত (প্রকৃতি) আপনার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ব্যক্ত মহত্ত্ব প্রভৃতি কার্যাবলী আপনার মনে স্থিত এবং সকল দেবতা আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন—ইহা অসিত ও দেবল মুনি বলিয়াছেন ॥ ৭

আপনার মস্তকের দ্বারা ছালোক এবং বাহুদ্বারা ভূলোক ব্যাপ্ত আছে। তিন লোক আপনার উদরে স্থিত। আপনিই সনাতন পুরুষ। তপস্তাপুত্ৰহৃদয় মহাত্মা পুরুষগণ আপনাকে এইরূপেই জানেন। আত্মসাক্ষাৎকারে তৃপ্ত জানী মহর্ষিবৃন্দের দৃষ্টিতে আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৮-৯

মধুসূদন! বাহারা সকল ধর্মসমূহের প্রধান এবং সংগ্রাম হইতে কখনও পশ্চাদপসরণ করেন না, সেই উদার রাজর্ষিগণের পরম আশ্রয়ও আপনি ॥ ১০

এইরূপে যোগসম্বন্ধে অভিজ্ঞ সনৎকুমারাদিগণ সর্বদা পাণহারী ভগবান্ পুরুষোত্তম আপনারই স্তুতি ও পূজা করেন ॥ ১১

তাত হৃদ্যোধন! এইভাবে বিস্তারের সহিত ও সংক্ষেপে আমি তোমাকে ভগবান্ কেশবের বথার্থ মহিমা বলিলাম। এখন তুমি অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার ভজনা কর ॥ ১২

সজয় উবাচ ।

পুণ্যং ঋত্বৈতদাখ্যানং মহারাজ স্তুতস্তব ।

কেশবং বহু মেনে স পাণ্ডবাংশ্চ মহারথান্ ॥ ১৩

তমব্রবীন্মহারাজ ভীষ্মঃ শাস্তনবঃ পুনঃ ।

মাহাত্ম্যং তে ঋতং রাজন্ কেশবস্ত মহাত্মনঃ ॥ ১৪

নরস্ত চ যথাতথ্যং যদ্বাং স্বং পৃচ্ছসে নৃপ ।

যদর্থং নৃষু সজ্জুতো নর-নারায়ণাবৃষী ॥ ১৫

অবধ্যো চ যথা বীরো সংযুগেষ্পরাজিতৌ ।

যথা চ পাণ্ডবা রাজন্নবধ্যা যুধি কস্তচিৎ ॥ ১৬

প্রীতিমান্ হি দৃঢ়ং কৃষ্ণঃ পাণ্ডবেষু যশস্বিনু ।

তস্মাদ্ ব্রবীমি রাজেন্দ্র শমো ভবতু পাণ্ডবৈঃ ॥ ১৭

পৃথিবীং ভূঙ্কু সহিতো ভ্রাতৃভিবলিভির্বশী ।

নর-নারায়ণৌ দেবাববজ্জায় নশিযুসি ॥ ১৮

এবমুক্ত্বা তব পিতা তৃক্ষীমাসীদ্ বিশাম্পতে ।

ব্যসর্জয়চ্চ রাজানং শয়নঞ্চ বিবেশ ত ॥ ১৯

সজয় বলিলেন,—মহারাজ! ভীষ্মের মুখে এই পবিত্র উপাখ্যান শুনিয়া আপনার পুত্র হৃদ্যোধন শ্রীকৃষ্ণ ও মহারথী পাণ্ডবগণকে অতিশয় মহৎশালী বলিয়া মনে করিলেন ॥ ১৩

রাজন্! সেই সময় শাস্ত্রজ্ঞানম্বন ভীষ্ম পুনরায় হৃদ্যোধনকে বলিলেন,—নরেশ্বর! তুমি মহাত্মা কেশব ও নরেশ্বর অর্জুনের বথার্থ মাহাত্ম্য, যে বিষয়ে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, উহা তুমি আমার নিকট হইতে উত্তমরূপে শ্রবণ করিলে ॥

ঋষি নর ও নারায়ণ যে উদ্দেশ্যে মহত্ত্বলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই দুই অপরাজিত বীর যেরূপে যুদ্ধে অবধ্য এবং যে প্রকারে অস্ত্রাস্ত্র পাণ্ডবগণ ও যুদ্ধে কাহারও বধ্য নহে, সেই সব বিষয়ও তুমি আমার নিকট হইতে ভালভাবে শ্রবণ করিলে ॥ ১৪-১৬

রাজেন্দ্র! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বশসী পাণ্ডবগণের উপর অত্যন্ত প্রিয় আছেন। সেইজন্য আমি বলিতেছি যে, পাণ্ডবদিগের সহিত তোমার সন্ধি স্থাপিত হউক ॥ ১৭

তাহারা তোমার বলবান্ ভ্রাতা। তুমি নিজ মনকে স্ববেশে রাখিয়া তাহাদের সহিত মিলিতভাবে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ কর। ভগবান্ নর-নারায়ণ (অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ)-কে অবহেলা করিয়া তুমি ধ্বংস হইয়া বাইবে ॥ ১৮

প্রজানাত! এই কথা বলিয়া আপনার পিতৃভৃত্য ভীষ্ম নীরব

রাজা চ শিবিরং প্রয়াৎ প্রণিপত্য মহাত্মনে ।
শিশ্বে চ শয়নে শুভ্রে রাজিঃ তাং ভরতর্ষভ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি বিশোপাখ্যানে
অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

হইলেন । তারপর তিনি রাজা দুর্ধ্যোধনকে বিদায় দিলেন এবং
স্বয়ং শয়ন করিবার জন্য শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ১১

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজা দুর্ধ্যোধনও মহাত্মা ভীষ্মকে প্রণাম
করিয়া স্বীয় শিবিরে গমন করিলেন এবং নিজের শুভ্র শয্যায়
শয়ন করত সেই রাজিতে নিদ্রা বাইলেন ॥ ২০

শ্রীমদ্ভগবৎ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বোক্তগত ভীষ্মবধপর্বের বিশোপাখ্যান-
বিষয়ক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

একোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

[কৌরবৈর্মকরবাহুস্ত পাণ্ডবৈঃ শ্চেনবাহুস্ত চ নির্মাণম্, পঞ্চমদিবসযুদ্ধারম্ভশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ব্যমিতায়াং তু শর্বধ্যামুদিতৈ চ দিবাকরে ।
উভে সেনে মহারাজ যুদ্ধায়ৈব সমীযতুঃ ॥ ১
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাঃ পরম্পরজিগীষবঃ ।
তে সর্বৈ সহিতা যুদ্ধে সমালোক্য পরম্পরম্ ॥ ২
পাণ্ডবা ধার্তরাষ্ট্রাশ্চ রাজন্ তুর্মন্ত্রিতে ভব ।
বৃহো চ বৃহৎ সংরদ্ধাঃ সম্প্রহৃষ্টাঃ প্রহারিণঃ ॥ ৩
অরক্ষমকরবাহুং ভীষ্মো রাজন্ সমস্ততঃ ।
তথৈব পাণ্ডবা রাজন্নরক্ষন্ বৃহমাশ্বনঃ ॥ ৪
(অজ্ঞাতশত্রুঃ শত্রুণাং মনাসি সমকম্পয়ৎ ।
শ্চেনবদ বৃহৎ তং বৃহৎ ধৌম্যাস্ত বচনাং স্বয়ম্ ॥

স হি তস্ত সুবিজ্ঞাত অগ্নিচিতৌষু ভারত ।

মকরস্ত মহাবাহুস্তব পুত্রস্ত ধীমতঃ ।

স্বয়ং সর্বৈ সৈন্তেন দ্রোণেনাত্মমতস্তদা ।

যথাবৃহৎ শাস্ত্রনবঃ সৌহৃদবর্তত তং পুনঃ ॥)

স নির্ধয়ো মহারাজ পিতা দেবব্রতস্তব ।

মহতা রথবংশেন সংবৃতো রথিনাং বরঃ ॥ ৫

ইতরেতরমধীযুর্ধ্যতাভাগমবস্থিতা ।

রথিনঃ পতয়শ্চৈব দক্ষিণঃ সাদিনস্তথা ॥ ৬

তান্ দৃষ্ট্বাভ্রাতৃতান্ সংখ্যে পাণ্ডবা হি যশস্বিনঃ

শ্চেনেন বৃহরাজেন তেনাজ্যেয়ং সংযুগে ॥ ৭

একোনসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[কৌরবগণের মকরবাহু ও পাণ্ডবগণের শ্চেনবাহু নির্মাণ
এবং পঞ্চম দিনের যুদ্ধ আরম্ভ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—সেই রাজি ব্যতীত হইয়া প্রভাত হইলে
যখন সূর্য্যোদয় হইল, তখন উভয়পক্ষের সৈন্তগণ যুদ্ধের জন্য
পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১

তারপর সকলে পরস্পরকে জয় করিবার ইচ্ছায় অত্যন্ত
ক্রুদ্ধ হইয়া বিপক্ষ সৈন্তের উপর আক্রমণ করিল । রাজন্!
আপনারই কুমন্ত্রণার ফলস্বরূপ আপনার পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণ
সকলে পরস্পরকে দেখিয়া কুপিত-চিত্তে নিজ নিজ সহায়কবৃন্দের
সহিত আসিয়া বাহু রচনা করত হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া
পরস্পরকে প্রহার করিতে উত্তত হইলেন ॥ ২-৩

রাজন্! ভীষ্ম সৈন্তবাহিনীর মকরবাহু রচনা করিয়া
চারিদিক দিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । এইরূপ
পাণ্ডবগণও স্বীয় সৈন্তবাহিনীর শ্চেনবাহু নির্মাণ করিলেন ॥ ৪

(স্বয়ং অজ্ঞাতশত্রু যুদ্ধিষ্ঠির ধৌম্যমূনির আজ্ঞায় শ্চেনবাহু
রচনা করিয়া শত্রুদিগের হৃদয় কাঁপাইয়া তুলিলেন । ভারত!
অগ্নিচয়নবিষয়ক কৰ্ম্মসমূহে নিরত থাকিয়া তিনি শ্চেনবাহু-সম্বন্ধে
বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন । আপনার বুদ্ধিমান পুত্র দুর্ধ্যোধনের
যকরনামক মহাবাহু রচিত হইল । দ্রোণাচার্য্যের অহমতি
লইয়া তিনি স্বয়ংই সমগ্র সৈন্তের সেই বাহু নির্মাণ করিয়াছিলেন ।
তারপর শান্তজ্ঞানন্দন ভীষ্ম বাহুর বিধি অনুসারে নিশ্চিত সেই
মহাবাহুকে স্বয়ংও অনুসরণ করিয়াছিলেন ।)

মহারাজ! রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম
বিশাল রথী সৈন্তবাহিনীদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধের জন্য নির্গত
হইলেন ॥ ৫

তারপর যথাস্থানে লগ্নায়মান রথী, পদাতিক, হস্তারোহী
ও অশ্বরোহী সৈন্তগণ পরস্পর পরস্পরকে অনুসরণ করিয়া
চলিতে লাগিল ॥ ৬

শত্রুদিগকে যুদ্ধের জন্য উত্তত দেখিয়া যশস্বী পাণ্ডবগণ যুদ্ধে

অশৌভত মুখে তস্ত ভীমসেনো মহাবলঃ ।
নেত্রে শিখণ্ডী দুর্ধৰ্ষো বৃষ্টহ্যস্রশ্চ পার্শ্বতঃ ॥ ৮
শীর্ষে তস্তাভবদ্ বীরঃ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ ।
বিধুঘ্ন গাণ্ডিবং পার্শ্বো গ্রীবায়ামভবৎ তদা ॥ ৯
অকৌহিণ্যা সমং তত্র বামপক্ষোহভবৎ তদা ।
মহাত্মা রূপদঃ শ্রীমান্ সহ পুত্রেন সংযুগে ॥ ১০
দক্ষিণশ্চাভবৎ পক্ষঃ কৈকেয়োহকৌহিণীপতিঃ ।
পৃষ্ঠতো দ্রৌপদেয়াশ্চ সৌভদ্রশ্চাপি বীৰ্য্যবান্ ॥ ১১
পৃষ্ঠে সমভবচ্ছ্রীমান্ স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ।
ভ্রাতৃত্বাং সহিতো বীরো যমাত্যাং চাক্রবিক্রমঃ ॥ ১২
প্রবিশ্য তু রণে ভীমো মকরং মুখতস্তদা ।
ভীষ্মাসাত্ত সংগ্রামে ছাদয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ১৩
ততো ভীষ্মো মহাস্রাণি পাতয়ামাস ভারত ।
মোহয়ন্ পাণ্ডুপুত্রাণাং ব্যূঢ়ং সৈন্যং মহাহবে ॥ ১৪

অজ্ঞেয় বাহ্যকারে সংগঠিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ।
সেই ব্যূহের মুখভাগে মহাবল ভীমসেন শোভিত হইয়া বিরাজমান
রহিলেন । নেত্রদ্বয়ের স্থানে দুর্ধৰ্ষ বীর শিখণ্ডী ও রূপদকুমার
বৃষ্টহ্য দণ্ডায়মান থাকিলেন ॥ ৭-৮

শিরোভাগে সত্যপরাক্রমী বীর সাত্যকি ও গ্রীবাভাগে
গাণ্ডীবধনুর টকার ধ্বনি করিতে করিতে কুন্তীনন্দন অর্জুন অবস্থান
করিতে লাগিলেন ॥ ৯

পুত্রসহ শ্রীমান্ মহাত্মা রূপদ এক অকৌহিণী সৈন্তের সহিত
যুদ্ধে ব্যূহের বাম পার্শ্বে স্থিত রহিলেন ॥ ১০

এক অকৌহিণী সৈন্তের অধিপতি কেকয়রাজ দক্ষিণ পাশে
অবস্থান করিতে লাগিলেন । দ্রৌপদীর পক্ষ পুত্র ও পরাক্রমী
হৃভজাকুমার অভিমত্যা—ইহারা পৃষ্ঠভাগে থাকিলেন ॥ ১১

উত্তম পরাক্রমসম্পন্ন স্বয়ং শ্রীমান্ বীর রাজা যুধিষ্ঠিরও দুই
ভ্রাতা নকুল-সহদেবের সহিত এই পৃষ্ঠ ভাগেই শোভা পাইতে
লাগিলেন ॥ ১২

তদনন্তর ভীমসেন রণক্ষেত্রে প্রবেশ করত মকরব্যূহের
মুখভাগে দণ্ডায়মান ভীষ্মকে স্বীয় বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া
ফেলিলেন ॥ ১৩

ভারত ! তখন সেই মহাবুদ্ধি পাণ্ডবগণের সেই ব্যূহবদ্ধ
সৈন্যদলকে মোহিত করিতে করিতে ভীষ্ম তাঁহার উপর
মহাশূলসমূহ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

সম্মুহুতি তদা সৈন্যে ভরমাণো ধনঞ্জয়ঃ ।
ভীষ্মঃ শরসহস্রেন বিব্যাধ রণমূর্ধনি ॥ ১৫
প্রতিসংবার্য্য চাত্রাণি ভীষ্মমুক্তানি সংযুগে ।
শ্বেনানীকেন শ্রষ্টেন যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ ॥ ১৬
ততো দুৰ্য্যোধনো রাজা ভারদ্বাজমভাষত ।
পূর্বং দৃষ্ট্বা বধং ঘোরং বলশ্চ বলিনাং বরঃ ॥ ১৭
ভ্রাতৃণাঞ্চ বধং যুদ্ধে শ্রমমাণো মহারথঃ ।
আচার্য্য সততং হি হং হিতকামো মমানঘ ॥ ১৮
বয়ং হি হং সমাশ্রিত্য ভীষ্মং চৈব পিতামহম্ ।
দেবানপি রণে ক্ষেত্রে প্রার্থয়ামো ন সংশয়ঃ ॥ ১৯
কিমু পাণ্ডুসুতান্ যুদ্ধে হীনবীৰ্য্যপরাক্রমান্ ।
স তথা কুরু ভদ্রং তে যথা বধ্যস্তি পাণ্ডবাঃ ॥ ২০
এবমুক্তস্ততো দ্রোণস্তব পুত্রেন মারিষ ।
(উবাচ তত্র রাজানং সংকুদ্ধ ইব নিঃশ্বসন ।

সেই সময় স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে মোহিত হইতে দেখিয়া
অর্জুন অতিশয় সত্বরতার সহিত যুদ্ধের সম্মুখভাগে এক হাজার
বাণ বর্ষণ করিয়া ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৫

সংগ্রামে ভীষ্মকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্রকেই নিবারণ করিয়া
স্বীয় সৈন্তের সহিত দৃষ্টচিতে অর্জুন যুদ্ধের ত্রুটি উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬

তখন বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথী রাজা দুৰ্য্যোধন পূর্বে
আপনার যে সমস্ত সৈন্তের ভয়ঙ্কর সংহার হইয়াছিল, তাহার দিকে
দৃষ্টি রাখিয়া এবং যুদ্ধে ভ্রাতৃগণের বধের বিষয় শ্রবণ করিয়া
ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন,—নিশ্চাপ আচার্য্য !
আপনার কল্যাণ হউক । আপনি এরূপ প্রবৃত্ত করুন, যাহাতে
পাণ্ডবেরা নিহত হয় ॥ ১৭-১৮

আমরা আপনার ও পিতামহ ভীষ্মের শরণ লইয়া দেবগণকেও
যুদ্ধে জয়লাভ করিতে আশা রাখি—ইহাতে কোন সংশয় নাই ।
সেতলে বল ও পরাক্রমে হীন পাণ্ডবদিগকে জয় করার কথা আর
কি বলিবার আছে । আপনার কল্যাণ হউক । অতএব আপনি
এরূপ চেষ্টা করুন, যাহাতে পাণ্ডবেরা বিনষ্ট হয় ॥ ১৯-২০

আর্ঘ্য ! আপনার পুত্র দুৰ্য্যোধন এইরূপ কথা বলিলে
দ্রোণাচার্য্য কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং দীর্ঘকাল ত্যাগ করিতে
করিতে রাজা দুৰ্য্যোধনকে বলিলেন ।

দ্রোণ উবাচ ।

বালিশস্তং ন জানীষে পাণ্ডবানাং পরাক্রমম্ ।
ন শক্যা হি যথা জেতুং পাণ্ডবা হি মহাবলাঃ ॥
যথাবলং যথাবীৰ্য্যং কৰ্ম কুধ্যামহং হি তে ।

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা তে সূতং রাজমভ্যপদ্যত বাহিনীম্ ।)
অভিনং পাণ্ডবানীকং প্রেক্ষমাণস্ত সাত্যকেঃ ॥ ২১
সাত্যকিস্ত ততো দ্রোণং বারয়ামাস ভারত ।
তয়োঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়াবহম্ ॥ ২২
শৈনেয়ং তু রণে ক্রুদ্ধো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ।
অবিধ্যম্নিশিতৈৰ্বাণৈর্জক্রদেশে হসন্নিব ॥ ২৩
ভীমসেনস্ততঃ ক্রুদ্ধো ভারদ্বাজমবিধ্যত ।
সংরক্ষন্ সাত্যকিং রাজন্ দ্রোণাচ্ছত্রভূতাং বরাং ॥ ২৪
ততো দ্রোণশ্চ ভীষ্মশ্চ তথা শল্যশ্চ মারিষ ।
ভীমসেনং রণে ক্রুদ্ধাচ্ছাদয়াক্রুরে শঠৈঃ ॥ ২৫

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—তুমি মূৰ্খ! সেজ্ঞ পাণ্ডবগণ করুণ পরাক্রমশালী, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। মহাবল পাণ্ডব গণকে যুদ্ধে জয় করা অসম্ভব, তথাপি আমি স্ত্রী বল ও পরাক্রম অনুসারে তোমার কাথ্য করিয়া থাকিব ॥

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্রকে একপ বলিয়া দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবগণের সৈন্তের সম্মুখীন হইবার জ্ঞতা গমন করিলেন। তিনি সাত্যকির সাক্ষাতেই পাণ্ডবসৈন্যদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

ভারত! সেই সময় সাত্যকি অগ্রে গমন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিলেন। তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গাইল ॥ ২২

প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে ক্রুপিত হইয়া সাত্যকির কণ্ঠের উপরিভাগে ঘেঁষা হসিতে হসিতেই তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৩

রাজন্! তখন ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য হইতে সাত্যকিকে রক্ষা করিতে করিতে আচার্য্যকে নিজ বাণসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

আৰ্য্য! তখনসত্ত্বে দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম ও শল্য—ইহারা তিনজনে ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ নিজ বাণে ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৫

তত্রাভিমুখ্যঃ সংক্রুদ্ধো দ্রোণদেয়াশ্চ মারিষ ।
বিব্যধূর্নিশিতৈৰ্বাণৈঃ সৰ্বাংস্তামুভ্যুতায়ুধান্ ॥ ২৬
দ্রোণ-ভীষ্মৌ তু সংক্রুদ্ধাবাপতন্তৌ মহাবলৌ ।
প্রভূতদ্যবৌ শিখণ্ডী তু মহেশ্বাসো মহাহবে ॥ ২৭
প্রগৃহ্য বলবদ্ বীরো ধনুর্জলদনিঃস্বনম্ ।
অভ্যবধচ্ছত্রৈস্তুর্ণং ছাদয়ানো দিবাকরম্ ॥ ২৮
শিখণ্ডিনং সমাসাত্ত ভরতানাং পিতামহঃ ।
অবজয়ত সংগ্রামং স্ত্রীং তস্তানুসংস্মরন্ ॥ ২৯
ততো দ্রোণো মহারাজ অভ্যব্রবত তং রণে ।
রক্ষমাণস্তদা ভীষ্মং তব পুত্রং চোদিতঃ ॥ ৩০
শিখণ্ডী তু সমাসাত্ত দ্রোণং শত্রুভূতাং বরম্ ।
অবজয়ত সস্ত্রস্তো যুগাস্তান্মিমিবোধনম্ ॥ ৩১
ততো বলেন মহতা পুত্রস্তব বিশাম্পতে ।
জুগোপ ভীষ্মমাসাত্ত প্রার্থয়ানো মহদ্ যশঃ ॥ ৩২

মহারাজ! তখন সৈন্তলে অতিশয় ক্রুদ্ধ অভিমুখ্য ও দ্রোণদীর পক্ষপুত্র অন্ত লইয়া যুদ্ধে অবস্থিত সেই সব কৌরব মহারথীদিগকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

সেই সময় মহাসংগ্রামস্থলে অত্যন্ত ক্রুপিত হইয়া আক্রমণরত মহাবল দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মকে যুদ্ধে রুদ্ধ করিবার জ্ঞতা মহাধনুর্জর শিখণ্ডী অগ্রসর হইলেন ॥ ২৭

এই বীর মেঘতুল্য গভীর শব্দকারী নিজ ধনুকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া অতিক্রুত এত বাণ বর্ষণ করিলেন যে, তাহাতে পৃথ্যদেব আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৮

ভরতকুলতিলক পিতামহ ভীষ্ম শিখণ্ডীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্ত্রীর কথা বারংবার স্মরণ করিতে করিতে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলেন ॥ ২৯

মহারাজ! ইহা দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে আপনার পুত্রের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জ্ঞতা শিখণ্ডীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন ॥ ৩০

শিখণ্ডী প্রলয়কালের প্রচণ্ড অগ্নির সদৃশ তেজস্বী ও শত্রুধারী-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে পড়িয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করত চলিয়া গাইলেন ॥ ৩১

প্রজানাত! তারপর আপনার পুত্র দুৰ্য্যোধন মহাশয় লাভ করিবার ইচ্ছায় স্বীয় বিশাল সৈন্তের সহিত ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

তথৈব পাণ্ডবা রাজন্ পুরস্কৃত্য ধনজয়ম্ ।
 ভীষ্মেবাব্যবর্তন্ত জয়ে কৃষা দৃঢ়াং মতিম্ ॥ ৩৩
 তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং দেবানাং দানবৈরিব ।
 জয়মাকাঙ্ক্ষতাং সংখ্যে যশশ্চ স্নুমহাস্কৃতম্ ॥ ৩৪

রাজন্! এইরূপ পাণ্ডবগণও বিজয়প্রাপ্তির জন্য দৃঢ় নিশ্চয়
 করিয়া অর্জুনকে অগ্রে করত ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৩
 এই যুদ্ধে বিজয় ও অত্যন্ত অধৃত যশোলাভের অভিলষকারী

শ্রীমদ্রাধি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাষ্টমঃ ভীষ্মবধপর্কে পঞ্চমদিবসের যুদ্ধআরম্ভবিষয়ক
 একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অম্ববাদ সমাপ্ত ।

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ

[ভীষ্ম-ভীমসেময়োস্তুমূলং যুদ্ধম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

অকরোং তুমুলং যুদ্ধং ভীষ্মঃ শাস্ত্রনবস্তদা ।
 ভীমসেনভয়াদিচ্ছন্ পুত্রাঃস্তারয়িতুং তদ
 পূবাহ্নে তদ্বাহ্নরোদ্রং রাজ্ঞাং যুদ্ধমবর্তত ।
 কুরুণাং পাণ্ডবানাঞ্চ মুখ্যশূরবিনাশনম্ ॥
 তস্মিদ্ধাকুলসংগ্রামে বর্তমানে মহাভয়ে ।
 অভবং তুমুলঃ শব্দঃ সংস্পৃশ্ণন্ গগনং মহ ॥ ৩
 নদদভিষ্চ মহানাগৈহ্রেষমাগৈশ্চ বাজিভিঃ ।
 ভেরী-শঙ্খানিদৈশ্চ হুমূলং সমপজ্ঞাত ॥ ৪
 যুযুৎসবস্তে বিক্রান্তা বিজয়ায় মহাবলাঃ ।

সপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ।

[ভীষ্ম ও ভীমসেনের তুমুল যুদ্ধ ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! আপনার পুত্রগণকে ভীমসেনের
 ভয় হইতে মুক্ত করিবার ইচ্ছা রাখিয়া সেই দিন শাস্ত্রজ্ঞানম্বন ভীষ্ম
 তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ১

পূর্বাঙ্কালে কৌরব-পাণ্ডবগণের নয়পতিদিগের এই মহা-
 ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, যাহাতে প্রধান প্রধান শৌর্যশালী
 বীরবৃন্দ বিনাশ প্রাপ্ত হন ॥ ২

সেই অত্যন্ত মহাভয়জনক তুমুল সংগ্রামে অতি ভয়ঙ্কর
 কোলাহল হইতে লাগিল, যাহা অনন্ত আকাশেও ব্যাপ্ত হইয়া
 পড়িয়াছিল ॥ ৩

গর্জনকারী গজরাজ ও হেমাধরনিকারী অশ্বসকল এবং ভেরী
 ও শঙ্খধ্বনিতে তখন অতিশয় তুমুল শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৪

যেদ্রুপ মহাবীরগণ গোচারণভূমিতে গর্জন করিতে করিতে

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাসিক্যাং

ভীষ্মপর্বাণি ভীষ্মবধপর্বাণি পঞ্চমদিবসযুদ্ধারম্ভে

একোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবগণের সেইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ

হইল, যেদ্রুপ দেবগণের দানবদের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৩৪

অশ্রোতুমভিগর্জন্তো গোষ্ঠেষ্বিব মহর্ষভাঃ ॥ ৫

শিরসাং পাত্যমানানাং সমরে নিশিতৈঃ শরৈঃ

অশ্মরপ্তিরিবাকাশে বভূব ভরতষভ ॥ ৬

কুণ্ডলোক্ষীষধারৌণি জাতকপোচ্ছলানি চ ।

পতিতানি শ্ম দৃশ্যন্তে শিরাসি ভবতষভ ॥ ৭

বিশিখোশ্মথিতৈর্গোত্রৈর্বাভিষ্চ সক্রামু কৈকৈঃ ।

সহস্তাভরণৈশ্চাশ্মৈরভবচ্ছাদিতা মহী ॥ ৮

কবচোপহিতৈর্গোত্রৈর্হস্তৈশ্চ সমলঙ্কৃতৈঃ ।

মুখৈশ্চ চন্দ্রসঙ্কাশৈ রক্তাস্তনয়নৈঃ শুভৈঃ ॥ ৯

পরস্পরের উপর আক্রমণ করে, সেইরূপ পরাক্রমশালী ও মহাবল
 সৈন্যগণ বিজয়লাভের জন্য যুদ্ধের ইচ্ছা রাখিয়া সিংহনাদ করিতে
 করিতে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন ॥ ৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সময়দ্বন্দ্বেরে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ছিন্ন বহু
 মস্তক ভূপতিত হইতে লাগিল, তাহাতে মনে হইল—যেন
 আকাশ হইতে প্রস্তরবৃষ্টি হইতেছে ॥ ৬

ভরতবংশীয় নরেশ! কুণ্ডল ও উক্ষীষ (পাগড়ী)-ধারণকারী
 ও স্বর্ণময় মুকুট প্রভৃতিতে সুশোভিত অগণিত মস্তক পাণ্ডব
 হইয়া ধরাতে পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইল ॥ ৭

সমগ্র রণভূমি ছিন্নভিন্ন শবদেহ, ধ্বংস ও ভয়ঙ্করগণসহ ছিন্ন
 বাহতে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল ॥ ৮

ভূপাল! মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই সম্পূর্ণ রণভূমি কবচ আচ্ছাদিত
 দেহ, আভূষণভূষিত হস্ত, চন্দ্রতুল্য স্নানর বদন, যাহাদের প্রান্তভাগ

গজ-বাজ্রি-মহুগাণাং সর্বগাত্রেণ চ তুপতে ।
 আসীৎ সৰ্বা সমাস্তীর্ণা যুহুর্ভেন বহুধরা ॥ ১০
 রজোমেঘৈশ্চ তুমুলৈঃ শত্রুবিহ্বাং প্রকাশিভিঃ ।
 আয়ুধানাঞ্চ নিধোষঃ স্তনয়িত্ব সমোহভবৎ ॥ ১১
 স সম্প্রহারন্তুমূলঃ কটুকঃ শোণিতোদকঃ ।
 প্রাবর্তত কুরুগাঞ্চ পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ॥ ১২
 তস্মিন্ মহাভয়ে ঘোরে তুমুলে লোমহর্ষণে ।
 ববুধুঃ শরবর্ষণি ক্ষত্রিয়া যুদ্ধতর্মদাঃ ॥ ১৩
 আক্রোশন্ কুঞ্জরাস্তত্র শরবধপ্রতাপিতাঃ ।
 তাবকানাং পরেষাঞ্চ সংযুগে ভরতধ্বজ ॥ ১৪
 সংরক্তানাঞ্চ বীরাণাং ধীরগণামমিতৌজসাম ।
 ধনুর্জ্যাতলশব্দেন ন প্রাজ্জায়ত কিঞ্চন ॥ ১৫
 উথিতেষু কবন্ধেষু সর্বতঃ শোণিতোদকে ।
 সমরে পর্যাধাবন্ত নৃপা রিপুবধোত্ততাঃ ॥ ১৬
 শর-শক্তি-গদাভিস্তে খড়্গৈশ্চামিতভেজসঃ ।

ঈব রক্তবর্ণ ছিল, একপ নয়নসমূহ এবং হস্তী, অশ্ব ও মহুগণের
 অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পূর্ণ হইয়া যাইল ॥ ১০-১১

ধূলির ভয়ঙ্কর মেঘে রণাঙ্গন আচ্ছাদিত হইল । তাহাতে
 অস্ত্ররূপ বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইতেছিল এবং ধনু প্রভৃতি অস্ত্রের যে
 গভীর শব্দ হইতেছিল, উহাই মেঘ গর্জনতুল্য হইয়াছিল ॥ ১২

ভারত ! কৌরব ও পাণ্ডবগণের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অতিশয়
 কটু ও রক্তরূপ জলবহনকারী ছিল ॥ ১২

সেই গুরুতর ভয়প্রদ, ঘোর, রোমাঞ্চকারী এবং তুমুল সংগ্রামে
 রণতর্মদ ক্ষত্রিয়গণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

ভরতশ্রেষ্ঠ ! বাণসমূহের বর্ষণে পীড়িত হইয়া আপনার ও
 পাণ্ডবগণের হস্তীরা এই যুদ্ধে চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ১৪

অতিশয় ক্রুদ্ধ অমিতভেজস্বী ধীরস্বভাব বীরগণের ধনুসমূহের
 টকারধ্বনির দ্বারা অস্ত্র কিছুই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ১৫

তখন চারিদিকে কেবল কবন্ধ (মত্তকহীন দেহ-) -সমূহ উথিত
 ছিল এবং জলের স্রাব রক্তের প্রবাহ বহিতেছিল । শত্রুদিগকে বধ
 করিবার জন্য উত্তত নরপতিগণ সমরাজ্যে চারিদিকে দৌড়া দৌড়ি
 করিতেছিলেন ॥ ১৬

পরিঘসদৃশ স্থল (মোট) বাহসমবিত অমিতভেজস্বী শৌর্য-
 শালী বীরগণ বাণ, শক্তি ও গদাসমূহ এবং খড়্গসকলে রণক্ষেত্রে
 পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

নিজস্বঃ সমরেহৃদ্যোস্তাং শূরাঃ পরিঘবাহবঃ ॥ ১৭

বভ্রমুঃ কুঞ্জরাস্তত্র শরৈবিক্কা নিরঙ্কুশাঃ ।

অশ্বাশ্চ পর্যাধাবন্ত হতারোহা দিশো দশ ॥ ১৮

উৎপত্য নিপতন্ত্যস্তে শরঘাতপ্রপীড়িতাঃ ।

তাবকানাং পরেষাঞ্চ যোধা ভরতসুতম ॥ ১৯

বাহানামুত্তমাজানাং কামুর্কাণাঞ্চ ভারত ।

গদানাং পরিঘাণাঞ্চ হস্তানাং চৌরুভিঃ সহ ॥ ২০

পাদানাং ভূষণানাঞ্চ কেশুরাণাঞ্চ সজ্জশঃ ।

রাশয়স্তত্র দৃশ্যন্তে ভীষ্ম-ভীমসমাগমে ॥ ২১

অশ্বানাং কুঞ্জরাণাঞ্চ রথানাং চানিবর্তিনাম্ ।

সজ্জাতাঃ স্য প্রদৃশ্যন্তে তত্র তত্র বিশাম্পতে ॥ ২২

গদাভিরসিভিঃ প্রাসৈর্বাণৈশ্চ নতপর্বভিঃ ।

জঘ্নুঃ পরস্পরং তত্র ক্ষত্রিয়াঃ কাল আগতে ॥ ২৩

অপরে বাহুভির্বাঁরা নিযুদ্ধকুশলা যুধি ।

বহুধা সমসজ্জস্ত আয়সৈঃ পরিঘৈরিব ॥ ২৪

যাহাদের আরোহী নিহত হইয়াছে, তাদৃশ হস্তীরা অক্ষুণ্ণরহিত
 বাণবিদ্ধ হইয়া সেখানে এদিকে ওদিকে ঘুরিতে লাগিল । আরোহী
 নিহত হইলে অশ্বগণও শরাঘাতে পীড়িত হইয়া চারিদিকে
 দৌড়া দৌড়ি আরম্ভ করিল ॥ ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আপনার ও শত্রুপক্ষের বহু যোদ্ধাই বাণের
 গুরুতর আঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভূতলে লাফাইয়া পড়িতে
 লাগিলেন ॥ ১৯

ভারত ! ভীষ্ম ও ভীমসেনের এই সংগ্রামে যুত বাহনসকল,
 ছিন্ন মস্তক, ধনু, গদা, পরিঘ, হস্ত, জজ্জা, চরণ, অলঙ্কার ও কেশুর-
 সমূহ রাশি আকারে দেখা যাইতেছিল ॥ ২০-২১

প্রজানাত ! সেই যুদ্ধস্থলে যেখানে সেখানে পতিত বহু
 অশ্ব, হস্তী এবং যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত রথসমূহ দৃষ্টগোচর
 হইতেছিল ॥ ২২

ক্ষত্রিয়গণ গদা, খড়্গ, প্রাস ও আনতপর্কযুক্ত বাণসমূহে
 পরস্পরকে বধ করিতেছিলেন ; কারণ, তখন উহাদের যুত্য়কাল
 আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ২৩

মল্লযুদ্ধে নিপুণ বহু বীর এই যুদ্ধস্থলে লৌহনির্মিত পরিঘ-
 সদৃশ স্বীয় স্থল বাহুদ্বারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধের জন্য মিলিত
 হইয়া নানা প্রকারের কোশল দেখাইতে দেখাইতে যুদ্ধ
 করিতেছিলেন ॥ ২৪

মুষ্টিভিজ্জাহুভিশ্চৈব তলৈশ্চৈব বিশাম্পতে ।
অশ্রোক্তং জন্মিরে বীরাস্তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ২৫
পতিতৈঃ পাত্যমানৈশ্চ বিচেষ্টস্তিষ্ঠ ভূতলে ।
ধোরমায়োধনং জজ্ঞে তত্র তত্র জনেশ্বর ॥ ২৬
বিরথা রথিনশ্চাত্ত নিস্ত্রিংশবরধারিণঃ ।
অশ্রোক্তমভিধাবন্তঃ পরম্পরবধৈষিণঃ ॥ ২৭
ততো হুৰ্যোধনো রাজা কলিঙ্গৈর্বহুভিবৃতঃ ।

পুরস্কৃত্য রণে ভীষ্মং পাণ্ডবানভাবতত ॥ ২৮
তথৈব পাণ্ডবাঃ সৰ্বে পরিবার্য্য বৃকোদরম্
ভীষ্মমভ্যজ্রবন্ ক্রুদ্ধাস্ততো যুদ্ধমবতত ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি
সঙ্কলযুদ্ধে সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭০

প্রজানাথ! আপনার বীর সৈন্তরা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ
করিবার সময় মুষ্টি (ঘুঁসি), জাহু ও হস্ততলের (চাপড়) দ্বারা
পরস্পরকে আঘাত করিতেছিলেন ॥ ২৫

জনেশ্বর! কিছু সৈন্ত ভূতলে পতিত হইতেছিল, কিছু সৈন্ত
পুৰ্কেই পতিত হইয়াছিল এবং কিছু সৈন্ত ভূপতিত হইয়া
বজ্রণায় ছটকট করিতেছিল। এইভাবে যেখানে সেখানে ভয়ঙ্কর
যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ২৬

বহু রথী রথহীন হইয়া হাতে স্বদৃঢ় তরবার ধারণ করত

শ্রীমদ্বহি বেদবাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তগত ভীষ্মবধপর্কে তুমুলযুদ্ধবিষয়ক সপ্ততিতম
অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ

[ভীষ্মাজুনাতি-যোদ্ধৃণাং তুমুল-যুদ্ধবর্ণনম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

দৃষ্ট্বা ভীষ্মেণ সংসক্তান্ ভ্রাতৃনগ্নাংশ্চ পার্থিবান্ ।
সমভ্যাবাদ্ গাঙ্গেয়মুত্ততাস্ত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১
পাঞ্চজন্ত্য নিৰ্যোমঃ ধনুৰ্যো গাণ্ডিবস্ত চ ।
ধ্বজঞ্চ দৃষ্ট্বা পার্থস্ত সৰ্বান নো ভয়মাবিশং ॥ ২
সিংহ-লাঙ্গুলমাকাশে জলন্তমিব পর্বতম্ ।

একসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[ভীষ্ম, অর্জুনাতি যোদ্ধাদিগের তুমুল যুদ্ধবর্ণন ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! নিজ ভ্রাতৃগণকে ও অন্ত্য
নৃপদিগকে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে সংসক্ত দেখিয়া অস্ত্র উত্তোলন
করত অর্জুনও গজানন্দন ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১

পাঞ্চজন্ত্য শব্দ ও গাণ্ডীব ধনুর শব্দ শুনিয়া এবং অর্জুনের
ধ্বজকে দেখিয়া আমাদের সকল সৈন্তের মনে ভয় উপস্থিত
হইল ॥ ২

মহারাজ! অর্জুনের ধ্বজ সিংহপুচ্ছসদৃশ বানরপুচ্ছের দ্বারা

অসজ্জমানং বৃক্ষেষু ধূমকেতুমিবোথিতম্ ॥ ৩
বহুবর্ণং বিচিত্রঞ্চ দিব্যং বানরলক্ষণম্ ।
অপশ্যাম মহারাজ ধ্বজং গাণ্ডীবধ্বননঃ ॥ ৪
বিদ্যাতং মেঘমধ্যস্থং ভ্রাজমানামিবাস্বরে ।
দদৃশুর্গাণ্ডিবং যোধা রুদ্রপৃষ্ঠং মহামুখে ॥ ৫
অশুশ্রুম ভৃশং চাস্ত্র শক্রশ্চোবাভিগর্জতঃ ।
সুঘোরং তলয়োঃ শব্দং নিব্লতস্তব বাহিনীম্ ॥ ৬

যুক্ত ছিল। উহা প্রজলিত পর্বতের স্থায় দেখাইতেছিল। এই ধ্বজ
বৃক্ষের দ্বারা কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় (আটকাইয়া যায়) না এবং
আকাশে উদ্ভিত ধূমকেতুর তুল্যরূপে প্রতীত হইতেছিল। উহা
বহু বর্ণে হুশোভিত, বিচিত্র, দিব্য ও বানর চিহ্নে যুক্ত ছিল।
এইরূপে আমরা গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সেই ধ্বজ দেখিলাম ॥ ৩-৪
সেই মহাসংগ্রামে আমাদের পক্ষের যোদ্ধারা স্ববর্ণময় পৃষ্ঠ-
যুক্ত গাণ্ডীব ধনুকে আকাশমধ্যে মেঘের আবির্ভাবে প্রস্ফুরিত
বিদ্যাতের স্থায় দেখিতে লাগিল ॥ ৫

অর্জুন আপনার সৈন্তদিগকে সংহার করিতে থাকিয়া ইন্দ্রসদৃশ

তোমর-শ্রীশ-নারাচ-গজাশ্ব-রথযোধিনাম্ ।
বলেন মহতা ভীষ্মঃ সমসজ্জং কিরীটিনা ॥ ১৯
আবস্তাঃ কাশিরাজেন ভীমসেনেন সৈন্ধবঃ ।
অজাতশত্রুর্নজ্ঞানামৃষভেণ যশস্বিনা ॥ ২০
সহপুত্রঃ সহামাত্যঃ শল্যেন সমসজ্জত ।
বিকর্ণঃ সহদেবেন চিত্রসেনঃ শিখণ্ডিনা ॥ ২১
মৎস্তা হৃষ্যোধনং জগ্মুঃ শকুনিঞ্চ বিশাম্পতে ।
ক্রপদশ্চেকিতানশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ২২
জ্ঞোণেন সমসজ্জস্ত সপুত্রেণ মহাত্মনা ।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ ধৃষ্টদ্যায়মভিভ্রাতৌ ॥ ২৩
এবং প্রব্রজিতাশ্বানি ভ্রাস্ত্রনাগরথানি চ ।
সৈন্তানি সমসজ্জস্ত প্রযুদ্ধানি সমস্ততঃ ॥ ২৪
নিরস্ত্রে বিদ্বাতস্তীত্রা দিশ্চ রজসাবৃতাঃ ।
প্রোত্বাসন্ মহোক্ষাশ্চ সনিধাতা বিশাম্পতে ॥ ২৫

ধূলিরাশি মহামেঘ সদৃশ হইয়া আকাশে ব্যাপ্ত হইল এবং এই যুদ্ধকে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিল ॥ ১৮

ভীষ্ম তোমর, নারাচ ও শ্রীশাদি অশ্বসমূহ দারণকারী হস্ত্যা-রোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহী যোদ্ধাগণের বিশাল বাহিনীর সহিত কিরীটধারী অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥ ১৯

তখন অবন্তীদেশপতি কাশীরাজের সহিত, সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ ভীমসেনের সহিত এবং পুত্র ও মন্ত্রিবর্গের সহিত অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির যশস্বী মদ্ররাজ শল্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।

প্রজানাত্ম! বিকর্ণ সহদেবের সহিত এবং চিত্রসেন শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । মৎস্তদেশীয় যোদ্ধারা হৃষ্যোধন ও শকুনির সহিত যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলেন । ক্রপদ, চেকিতান ও মহারথী সাত্যকি—ইহারা অশ্বখামার সহিত মহাত্মা জ্ঞোণকে যুদ্ধে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিলেন ।

কৃপাচাধ্য ও কৃতবর্মা—ইহারা উভয়ে ধৃষ্টদ্যায়ের উপর আক্রমণ করিলেন । এইরূপে নিজ নিজ অশ্বসমূহকে অগ্রে বহিত করিয়া এবং হস্তী ও রথসকলকে চারিদিকে ঘুরাইতে থাকিয়া সমস্ত সৈন্তরা চারিদিকেই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২০-২৪

প্রজানাত্ম! তখন বিনা মেঘেই দুঃসহ বিদ্যুৎচমকাইতে লাগিল; সারা দিক্ ধূলিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং ভয়ঙ্কর ব্রজপাতের সহিত বিশাল বিশাল উৎপাত হইতে লাগিল ॥ ২৫

প্রোত্বাতৌ মহাবাতঃ পান্সুবর্ষং পপাত চ ।
নভস্তন্তদধে সূর্য্যঃ সৈন্তেন রজসাবৃতঃ ॥ ২৬
প্রমোহঃ সর্বসত্ত্বানামতীব সমপত্তত ।
রজসা চাভিভূতানামজ্ঞালাশ্চ তুত্বতাম্ ॥ ২৭
বীরবাহুবিস্মৃষ্টানাং সবাৱণভেদিনাম্ ।
সজ্জাতঃ শরজ্ঞালানাং তুমুলঃ সমপত্তত ॥ ২৮
প্রকাশং চক্রুরাকশমুত্ততানি ভূজোত্তমৈঃ ।
নক্ষত্রবিমলাভানি শস্ত্রাণি ভরতর্ষভ ॥ ২৯
আর্ধভাণি বিচিত্রাণি রুজ্জ্বালাবৃতানি চ ।
সম্পেতুর্দিগ্ধু সর্বাশু চমাণি ভরতর্ষভ ॥ ৩০
সূর্য্যবর্গৈশ্চ নিস্ত্রিংশৈঃ পাত্যমানানি সর্বশঃ ।
দিগ্ধু সবাশ্বদৃশস্ত শরীরানি শিরাংসি চ ॥ ৩১
ভগ্নচক্রাক্ষণীড়াশ্চ নিপাতিতমহাধ্বজাঃ ।
হতাস্থাঃ পৃথিবীং জগ্মুস্তত্র তত্র মহারথঃ ॥ ৩২

ভয়ানক ঝঞ্ঝাবাত উদ্ভূত হইল । ধূলিবর্ষণ হইতে লাগিল । সৈন্তগণের দ্বারা উদ্ভূত ধূলিজালে আকাশে সূর্য্যদেব আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৬

সেই সময় সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে গুরুতর মোহ উপস্থিত হইল, কারণ, তাহার ত' ধূলিজালে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল এবং অশ্বসমূহও পীড়িত হইতেছিল ॥ ২৭

বীরগণের বাহু হইতে পারিত্যক্ত সর্স্প্রকারের আবরণসমূহ (কবচ প্রভৃতি)কে ভেদকারী বাণরাশির তুমুল আঘাত চারিদিকেই হইতেছিল ॥ ২৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! উত্তম বাহনসমূহ দ্বারা উপরে উত্তোলিত নক্ষত্রতুল্য নিখল ও চক্চকে অশ্বসকল আকাশে প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ২৯

ভরতভূষণ! স্বর্ণজালে আচ্ছাদিত ও ঋষভচণ্ডে নিম্নিত বিচিত্র ঢালগুলি সমগ্র দিকে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩০

সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ঋজুসমূহে ছিন্ন হইয়া সর্স্প্রদিকে পতিত শরীর ও মণ্ডকগুলি চারিদিকেই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ॥ ৩১

বহু মহারথীর রথসমূহের চক্র, অক্ষ ও মধ্যস্থিত বসিবার আসন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল । বড় বড় ধ্বজগুলি খণ্ডিত হইয়া ভূপাতিত হইয়াছিল । অশ্ব নিহত হইলে মহারথীরাও যত্নাবরণ করত ধরাশায়ী হইয়াছিলেন ॥ ৩২

পরিপেতুর্হয়াশ্চাক্র কেচিচ্ছত্রকৃতব্রণাঃ ।
 রথান্ বিপরিকর্ষন্তো হতেষু রথযোধিষু ॥ ৩৩
 শরাহতা ভিন্নদেহা বদ্ধযোক্তাঃ । হয়োত্তমাঃ ।
 যুগানি পর্য্যকর্ষন্তু তত্র তত্র স্য ভারত ॥ ৩৪
 অদৃশ্যন্তু সন্তুতাশ্চ সাখাঃ সরথযোধিনঃ ।
 একেন বলিনা রাজন্ বারণেন বিমর্দিতাঃ ॥ ৩৫
 গন্ধহস্তি-মদস্রাবমাজ্রায় বহবো রণে ।
 সন্নিপাতে বলৌঘানাং বীতমাদদিরে গজাঃ ॥ ৩৬
 সতোমরৈর্মহামাত্রৈর্নিপতন্তির্গতাস্তুভিঃ ।
 বভূবায়োধনং ছন্নং নারাচাভিহতৈর্গজৈঃ ॥ ৩৭
 সন্নিপাতে বলৌঘানাং প্রেষিতৈর্বরবারণৈঃ ।
 নিপেতুযুধি সন্তুগ্নাঃ সযোধাঃ সধ্বজা গজাঃ ॥ ৩৮
 নাগরাজোপমৈর্হস্তৈর্নগৈরাক্ষিপ্য সংযুগে ।

এই যুদ্ধস্থলে বহু অশ্ব অস্ত্রের আঘাতে আহত হইয়া স্বীয় রথীর মৃত্যু হওয়ার পরও বহন করিতে করিতে পলাইতে লাগিল এবং কিছুদূর গিয়া আবার ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৩

ভারত ! যদিও বহু উত্তম অশ্বের শরীর বাণে আহত হইয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহারা রথের সহিত রক্ষিতে বদ্ধ ছিল, সেইজন্ত যোক্তা (যোদ্ধা) এদিকে ওদিকে টানিতে ছিল ॥ ৩৪

রাজন্ ! বহু রথারোহী যোদ্ধাকে যুদ্ধস্থলে একটি মহাবল গজরাজ কর্তৃক অশ্ব ও সারথির সহিত বিমর্দিত হইতে দেখা গাইল ॥ ৩৫

সমস্ত সৈন্তের মধ্যে তখন ভীষণ হানাহানি চলিতে লাগিল এবং বহু হস্তী গন্ধযুক্ত গজরাজের মদধারা আভ্রাণ করিয়া তাহারই ভ্রমে নির্বল হাতীকেও নিহত করিবার জন্ত ধরিতে লাগিল ॥ ৩৬

তোমারের সহিত প্রাণশূন্য হইয়া পতিত বহু মাহাত ও নারাচের দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত বহু হস্তীতে এই রণভূতি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল ॥ ৩৭

সৈন্তগণের সেই ভীষণ সংঘর্ষে অগ্রভাগস্থিত বহু বড় বড়

শ্রীমদ্রহস্যি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের

অধ্যায়ের অন্তিম সমাপ্ত ।

ব্যদৃশ্যন্তু মহারাজ সন্তুগ্না রথকুবরাঃ ॥ ৩৩
 বিশীর্ণরথসজ্জাশ্চ কেশেধাক্ষিপ্য দন্তিভিঃ ।
 ক্রমশাখা ইবাবিধ্য নিম্পিষ্টা রথিনো রণে ॥ ৩৪
 রথেষু চ রথান্ যুদ্ধে সংস্কতান্ বরবারণাঃ ।
 বিকর্ষন্তো দিশঃ সর্বাঃ সম্প্পতুঃ সর্বশকগাঃ ॥ ৩৫
 তেষাং তথা কর্ষতাং তু গজানাং রূপমাবভৌ ।
 সরঃসু নলিনীজালাং বিষক্তমিব কর্ষতাম্ ॥ ৩৬
 এবং সজ্জাদিতং তত্র বভূবায়োধনং মহং ।
 সাদিভিষ্চ পদাতৈশ্চ সধ্বজৈশ্চ মহারথৈঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঙ্কলযুদ্ধে

একসপ্ততিতমোঃপায়াঃ ॥ ৭১

হস্তীর আঘাতে ছোট ছোট হস্তীগুলির অশ্ব ভাঙিয়া যাওয়ায় আরোহী ও ধ্বজের সহিত ধরাশায়ী হইল ॥ ৩৮

মহারাজ ! সেই যুদ্ধে বহু হস্তী কর্তৃক বিশাল সর্পরাজের ক্রায় শুণ্ডের দ্বারা তুলিয়া নিক্ষেপ্ত রথসকলের ধ্বজ ও কুবরগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধরাতে ছড়াইয়া পড়িল ॥ ৩৯

বহু দস্তার হস্তী রথসমূহকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাহাতে উপবিষ্ট রথী বীরগণের কেশে ধরিয়া তুলিয়া ফেলিল এবং বৃক্ষ-শাখার ন্যায় চারিদিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভূতলে আছড়াইয়া পিষ্ট করিতে লাগিল ॥ ৪০

কত যে বড় বড় গজরাজ রথসমূহের মধ্য প্রবেশ করিয়া যুদ্ধরত রথসমূহকে ধরিয়া তুলিল এবং সর্কপ্রকার শব্দের অহুসরণ করিতে করিতে চারিদিকে সেই রথগুলিকে তুলিয়া লইয়াই দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৪১

এইভাবে রথসহ রথী বীরগণকে উত্তোলনকারী হস্তীদিগের স্বরূপ এমন হইল, যেন তাহারা সরোবরসমূহে বিকলিত পদ্ম-সকলকে তুলিতেছে ॥ ৪২

এইরূপে আরোহী, পদাতিক ও ধ্বজের সহিত মহারথী বীর-গণের শরীরে সেই বিশাল রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল ॥ ৪৩

ভীষ্মপর্বাস্তমঃ ভীষ্মবধপর্বো ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক একসপ্ততিতম

দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

[উভয়পক্ষস্থিতসৈন্যানাং ঘোরতরং যুদ্ধম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

শিখণ্ডী সহ মংস্তেন বিরাটেন বিশাম্পতে ।
ভীষ্মশ্চ মহেষ্ণাসমাসাদ সুহৃজয়ম্ ॥ ১
জ্যোৎস্নাং কৃপাং বিকর্ণঞ্চ মহেষ্ণাসং মহাবলম্ ।
রাজ্ঞশ্চাত্মান্ রণে শূরান্ বহুনার্ছদ্ ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২
সৈন্ধবঞ্চ মহেষ্ণাসং সামাভ্যাং সহ বদ্ধুভিঃ ।
প্রাচ্যাংশ্চ দাক্ষিণাত্যাংশ্চ ভূমিপান্ ভূমিপৰ্ধভ ॥ ৩
পুত্রঞ্চ তে মহেষ্ণাসং তুৰ্যোধনমমৰ্ণয়ম্ ।
হুঃসহং চৈব সমরে ভীমসেনোহভ্যবর্তত ॥ ৪
সহদেবশ্চ শকুনিমূলকঞ্চ মহারথম্ ।
পিতাপুত্রৌ মহেষ্ণাসাবভ্যবর্তত হৃজয়ৌ ॥ ৫
বুধিষ্ঠিরো মহারাজ গজানীকং মহারথঃ ।
সমবর্তত সংগ্রামে পুত্রেন নিকৃৎস্তব ॥ ৬
মাজীপুত্রশ্চ নকুলঃ শূরসংক্রন্দনো যুধি ।
ত্রিগর্তানাম্ বলৈঃ সাধং সমসঙ্কত পাণ্ডবঃ ॥ ৭

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[উভয় পক্ষের সৈন্যের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! মংস্তরাজ বিরাটের সহিত মিলিত হইয়া শিখণ্ডী অভ্যস্ত হৃজয় মহাদেবের ভীষ্মের উপর ক্রত আক্রমণ করিলেন । ১

সেই সময় অর্জুন এই রণক্ষেত্রে মহাদেবের এবং মহাবল জ্যোৎস্না, কৃপাচার্য্য, বিকর্ণ এবং অন্যান্য শৌর্য্যশালী নরপতিগণকে স্বীয় বাণে পীড়িত করিতে লাগিলেন । ২

ব্রপশ্রেষ্ঠ ! এইরূপ মন্ত্রী ও বদ্ধবর্গের সহিত মহাদেবের সিদ্ধ-রাজ জয়দ্রথের উপর, পূর্বে ও দক্ষিণদেশীয় ভূপতিবৃন্দের উপর এবং আপনার অমৰ্ণল পুত্র মহাদেবের তুৰ্যোধন ও হুঃসহের উপর ভীমসেন আক্রমণ করিলেন । ৩-৪

সহদেব শকুনি ও মহারথ উল্লু এই দুই হৃজয় মহাদেবের পিতাপুত্রের উপর ধাবিত হইলেন । ৫

মহারাজ ! আপনার পুত্রের দ্বারা প্রভাবিত মহারথী রাজা বুধিষ্ঠির গজসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন । ৬

মাজীনন্দন পাণ্ডুরাম নকুল যুদ্ধে বড় বড় বীরগণকেও কাটাইয়া দিতেন । তিনি ত্রিগর্তদেশীয় সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ

অভ্যবর্তন্ত সংক্রান্তাঃ সমরে শাশ্ব-কেকয়ান্ ।

সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ সৌভদ্রশ্চ মহারথঃ ॥ ৮

ধৃষ্টকেতুশ্চ সমরে রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ ।

(নাকুলিশ্চ শতানীকঃ সমরে রথপুঙ্গবঃ)

পুত্রাণাং তে রথানীকং প্রত্যাশ্বাতাঃ সুহৃজয়াঃ ॥ ৯

সেনাপতিরনেয়াস্মা ধৃষ্টদ্যুম্নো মহাবলঃ ।

জ্যোতেন সমরে রাজান্ সন্নিয়ায়োগ্রকর্মণা ॥ ১০

এবমেতে মহেষ্ণাসান্তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ।

সমেতা সমরে শূরাঃ সম্প্রহারং প্রচক্রিরে ॥ ১১

মধ্যদিনগতে সূর্যো নভস্তাকুলতাং গতে ।

কুরবঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ নিজম্বু বিতরেতরম্ ॥ ১২

ধ্বজিনো হেমচিহ্নাশ্চ বিচরন্তো রণাজিরে ।

সপতাকা রথা বেজুর্বেয়াশ্চপরিবারণাঃ ॥ ১৩

সমেতানাঞ্চ সমরে জিগীযুশাঃ পরম্পরম্ ।

বভূব তুমুলঃ শবঃ সিংহানামিব নদিতাম্ ॥ ১৪

ব্যাপ্ত রহিলেন । ৭

সাত্যকি, চেকিতান ও মহারথী অতিমহ্য সমরক্ষেত্রে কুপিত হইয়া শাশ্ব ও কেকয়গণের উপর ধাবিত হইলেন । ৮

ধৃষ্টকেতু, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও নকুলপুত্র শ্রেষ্ঠ রথী শতানীক—এই সব হৃজয় বীরবৃন্দ রণক্ষেত্রে আপনার রথী সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন । ৯

রাজান্ ! অতিশয় আশ্রয়লস্পন্ন পাণ্ডব-সেনাপতি মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধে ক্ষমতার কর্মকারী জ্যোতাচার্য্যের সহিত মিলিত হইলেন । ১০

এইভাবে আপনার এই সব মহাদেবের বীর যোদ্ধারা পাণ্ডব-গণের সহিত সমরভূমিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ১১

যখন সূর্য্যদেব দিনের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলেন এবং আকাশকে ভাপিত করিতে লাগিলেন, তখনও কৌরব ও পাণ্ডব-গণ পরস্পর পরস্পরকে অজ্ঞাবাহিত করিতে থাকিলেন । ১২

বাহাদের উপর ধ্বজা ও পতাকা উড়িতে ছিল, বাহাদের প্রতিটি অঙ্গই অর্ণভূষিত হইয়া বিচিত্র শোভা পাইতেছিল এবং বাহাদের মধ্যে ব্যাজ্রচর্ম্মের আবরণ ছিল, এক্রপ বহু রথ সেই সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে শোভাপ্রাপ্ত হইতেছিল । যুদ্ধে পরস্পর

তত্রাভূতমপশ্যাম সপ্তাহারং সুদারুণম্ ।
 যদকুর্বন্ রণে শূরাঃ সৃঞ্জয়াঃ কুরুভিঃ সহ ॥ ১৫
 নৈব খং ন দিশো রাজন্ ন সূর্য্যং শক্রতাপন ।
 বিদিশো বাপি পশ্যামঃ শরৈর্মুর্জৈঃ সমস্ততঃ ॥ ১৬
 শক্তীনাম্ বিমলাগ্রাণাং তোমরাণাং তথাস্থতাম্ ।
 নিখ্রিংশানাঞ্চ পীতানাং নীলোৎপলনিভাঃ প্রভাঃ ॥ ১৭
 কবচানাং বিচিত্রাণাং ভূষণানাং প্রভাস্থতা ।
 খং দিশঃ প্রদিশশ্চৈব ভাসয়ামাসুরোজসা ॥ ১৮
 বপুর্ভিচ্চ নরেন্দ্রাণাং চন্দ্র-সূর্য্যসমপ্রভৈঃ ।
 বিররাজ তদা রাজ্যস্তত্র তত্র রণাঙ্গনম্ ॥ ১৯
 রথসজ্জা নরব্যাজাঃ সমায়াস্তশ্চ সংযুগে ।
 বিরেজুঃ সমরে রাজন্ গ্রহা ইব নভস্তলে ॥ ২০
 ভীষ্মস্ত রথিনাং শ্রেষ্ঠো ভীমসেনঃ মহাবলম্ ।
 অবারুহত সংক্রুদ্ধঃ সর্বসৈন্যস্ত পশ্যতঃ ॥ ২১
 ততো ভীষ্মবিনিমুক্তা কুরুপুচ্ছাঃ শিলাশিতাঃ ।

পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া ভয়লাভের আশাপোষণ করিতে
 করিতে বীর যোদ্ধারা সিংহের ন্যায় গর্জন করিতেছিলেন ।
 তাঁহাদের এই তুমুল শব্দ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল ॥ ১৩-১৫

রাজন্! আমরা সেখানে অতিশয় ভয়ঙ্কর ও অভূত সংগ্রাম
 দেখিয়াছি, রণবীর সৃঞ্জয়গণ কৌরবদের সহিত এই যুদ্ধ করিতে-
 ছিলেন । শক্রসম্ভাপক ভূপাল! সেখানে চারিদিকে এত বাণ
 নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাঘরা আচ্ছাদিত হইয়া বাতায়
 আমরা আকাশ, সূর্য্য, দিক্ এবং বিদিক্‌সমূহ (কোণসমূহ)
 দেখিতে পাই নাই ॥ ১৫-১৬

নির্ম্মল ধারাল অগ্রভাগযুক্ত শক্তি, নিক্ষিপ্ত তোমর ও পীত-
 বর্ণের তরবারিগুলির প্রভা নীলপদ্মের প্রভার ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত
 হইতেছিল ॥ ১৭

বিচিত্র কবচ ও অলঙ্কারের গ্রভাসমূহ আকাশ, দিক্ ও
 কোণসমূহকে স্বীয় তেজে প্রকাশিত করিতেছিল ॥ ১৮

রাজন্! চন্দ্র ও সূর্য্যতুল্য প্রকাশমান নৃপগণের শরীরসমূহ
 সেই রণাঙ্গনের সর্বত্রই শোভা পাইতেছিল ॥ ১৯

রাজন্! রথসকল ও নরশ্রেষ্ঠ নৃপতিগণ যুদ্ধে আসিতে
 আসিতে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ আকাশে গ্রহ-
 নক্ষত্র শোভিত থাকে ॥ ২০

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম কুপিত হইয়া সকল সৈন্যের

অভ্যন্তর সমরে ভীষ্ম তৈলধোতাঃ স্তূভেজনাঃ ॥ ২২
 তস্ত শক্তিং মহাবেগাং ভীমসেনো মহাবলঃ ।
 ক্রুদ্ধাশীবিষসঙ্কশাং প্রেষয়ামাস ভারত ॥ ২৩
 তামাপত্তস্তীং সহসা কুরুদণ্ডাং তুরাসদাম্ ।
 চিচ্ছেদ সমরে ভীষ্মঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ২৪
 ততোহপরেণ ভল্লেন পীতেন নিশিতেন চ ।
 কামূকং ভীমসেনস্ত দ্বিধা চিচ্ছেদ ভারত ॥ ২৫
 (অপাস্ত তু ধনুর্শিঙ্গং ভীমসেনো মহাবলঃ ।
 শরৈর্বহুভিরানর্ছদ্ ভীষ্মং শাস্তনবং যুধি ॥)
 সাত্যকিস্ত ততস্তূর্ণং ভীষ্মমাসাথ সংযুগে ।
 আকর্ণপ্রহিতৈস্তীক্লৈশ্চ নিশিতৈস্তিগ্ধতেজসৈঃ ॥ ২৬
 শরৈর্বহুভিরানর্ছং পিতরং তে জনেশ্বর ।
 ততঃ সদ্ধায় বৈ তীক্ষ্ণং শরং পরমদারুণম্ ॥ ২৭
 বাফেয়স্ত রথাদ্ ভীষ্মঃ পাতয়ামাস সারথিম্ ।
 তস্তাশ্বঃ প্রক্ৰোতা রাজন্ নিহতে রথসারথৌ ॥ ২৮

প্রত্যক্ষেই মহাবল ভীমসেনকে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ২১

সেই সময় প্রস্তরে ঘসিয়া (শাণ দিয়া) ধারালরূত সূৰ্প পক্ষ-
 যুক্ত ও তৈলধোত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ ভীষ্মকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া
 রণাঙ্গনে ভীমসেনকে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ২২

ভারত! তখন মহাবল ভীমসেন ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর
 বেগশালিনী একটি শক্তি ভীষ্মের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৩

তাহাতে সর্পের দণ্ড ছিল এবং ইহাকে সহ্য করা অতিশয়
 কঠিন ছিল । এই শক্তিকে সহসা আসিতে দেখিয়া ভীষ্ম আনত
 পর্কযুক্ত বাণসমূহে সমরস্থলে তাহাকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৪

ভরতনন্দন! তারপর একটি তীক্ষ্ণ ও পীত বর্ণের ভল্লঘারা
 ভীমসেনের থলুটিকে ছই খণ্ডে ছেদন করিলেন ॥ ২৫

(মহাবল ভীমসেন সেই ছিন্ন ধনু ফেলিয়া দিয়া অপর ধনু
 গ্রহণ করত বহুসংখ্যক বাণে যুদ্ধস্থলে শাস্তননন্দন ভীষ্মকে অত্যন্ত
 পীড়াদান করিলেন) ॥

জনেশ্বর! তারপর সেই যুদ্ধে সাত্যকি অতি শত্ৰু আপনার
 পিতৃতুল্য ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া কর্ণ পর্য্যন্ত ধনু আকর্ণ
 করত নিক্ষিপ্ত বহু তীক্ষ্ণ ও তেজোময় বাণে তাঁহাকে পীড়িত
 করিয়া ফেলিলেন ॥

তখন ভীষ্মও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ বাণ বোজনা করিয়া
 সাত্যকির রথ হইতে তাঁহার সারথিকে বধ করিয়া ভূপাতিত

তেন তেনৈব ধাবন্তি মনোমারুতরংহসঃ ।
ততঃ সর্বশ্চ সৈন্তশ্চ নিশ্বনস্তমুলোহভবৎ ॥ ২১
হাহাকারশ্চ সংজ্ঞে পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ।
অভ্যজবত গৃহীত হয়ান্ যচ্ছত ধাবত ॥ ৩০
ইত্যাসীং তুমুলঃ শব্দো যুযুধানরথং প্রীতি ।
এতস্মিন্নেব কালে তু ভীষ্মঃ শাস্তনবস্তদা ॥ ৩১
অহনৎ পাণ্ডবীং সেনামাশুরীমিব বৃহদা ।
তে বধামানা ভীষ্মেণ পাঞ্চালাঃ সোমকৈঃ সহ ॥ ৩২

করিলেন। রাজন্! রথ-সারাখানহত হইলে সাত্যকির অশ্বগণ
সেখান হইতে পলায়ন করিল ॥ ২৬-২৮

মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী সেই অশ্বগুলি বেদিকে বেদিকে পথ
পাইল, সেই দিকে সেই দিকেই দৌড়াইতে লাগিল। ইহাতে
সমগ্র সৈন্যের মধ্যেই তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ২৯

মহাত্মা পাণ্ডবগণের মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল।
“অরে! দৌড়াইয়া যাও, ধরিয়া ফেল, অশ্বগণকে প্রতিরোধ কর,
পলাইয়া যাও” সাত্যকির রথের দিকে এক্রপ তুমুল শব্দ হইতে
লাগিল ॥

ইহার মধ্যে শান্তহুনন্দন ভীষ্ম পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সেইরূপে

শ্রীমদ্বর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্কে পঞ্চম দিবসের
যুদ্ধবিষয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবাস সমাপ্ত ।

ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ

[বিরাট-ভীষ্মাখ্যোঃ, অশ্বখামার্জুনয়োঃ, হৃষ্যোধন-ভীমসেনয়োঃ, অভিমত্না-লক্ষ্মণয়োশ্চ মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধম্ ।]

সঙ্কয় উবাচ ।

বিরাটোহথ ত্রিভিবাণেভীষ্মমার্জুনারথম্ ।
বিব্যাধ তুরগাংশ্চাত্ত ত্রিভিবাণেমহারথঃ ॥ ১
তং প্রত্যবিধ্যান্ দশভিভীষ্মঃ শাস্তনবঃ শরৈঃ ।
কল্পপুশ্চৈর্মহেশ্বাসঃ কৃতহস্তো মহাবলঃ ॥ ২

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[বিরাট-ভীষ্ম, অশ্বখামা-অর্জুন, হৃষ্যোধন-ভীমসেন এবং
অভিমত্না ও লক্ষ্মণের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ।]

সঙ্কয় বলিলেন,—রাজন্! মহারথী রাজা বিরাট তিনটি বাণ
নির্কেপ করিয়া মহারথী ভীষ্মকে পীড়িত করিলেন এবং অপর
তিনটি বাণে তাঁহার অশ্বগুলিকেও আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১

তখন মহাধনুর্ধর, মহাবল ও শীঘ্রতার সহিত হস্তচালনায় দক্ষ

স্থিরাং যুদ্ধে মতিং কৃষা ভীষ্মমেবাভিহুঙ্কবঃ ।

ধুষ্টদ্যুম্নমুখাশ্চাপি পার্থাঃ শাস্তনবং রণে ॥ ৩৩

অভ্যধাবন্ জিগীষন্তস্তব পুত্রশ্চ বাহিনীম্ ।

তথৈব কৌরবা রাজন্ ভীষ্ম-দ্রোণপুরোগমাঃ ॥ ৩৪

অভ্যধাবন্ত বেগেন ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি পঞ্চমদিবসযুদ্ধে

ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭২

বিনাশ করিতে থাকিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বর-সৈন্যদিগকে
বিনাশ করিয়াছিলেন ॥

ভীষ্ম কর্তৃক পীড়িত হইয়া পাঞ্চাল ও সোমক যোদ্ধারা যুদ্ধের
জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করত ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন। ধুষ্টদ্যুম্ন
প্রভৃতি সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধারা আপনাদের পুত্রের সৈন্যগণকে জয়
করিবার বাসনায় যুদ্ধে শান্তহুনন্দন ভীষ্মের উপরই আক্রমণ
করিলেন ॥

রাজন্! এইরূপ ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরব-যোদ্ধারাও
বেগের সহিত পাণ্ডব-সৈন্যের উপর ধাবিত হইলেন, তখন উভয়
পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায় ॥ ৩০-৩৫

জৌগির্গাণ্ডীবধন্বানাং ভীমধন্বা মহারথঃ ।

অবিধ্যাদিমুতিঃ বড়্ভির্ভদ্রহস্তঃ স্তনাস্তরে ॥ ৩

কামুর্কং ওশ্চ চিচ্ছেদ ফাল্গুনঃ পরবীরহা ।

অবিধ্যাচ্চ ভৃশং ভীক্ষুঃ পত্রিভিঃ শত্রুকর্শনঃ ॥ ৪

শান্তহুনন্দন ভীষ্ম অর্ধগজ যুক্ত দশটি বাণক্ষেপণ করিয়া বিরাটকেও
বিদ্ধ করিলেন ॥ ২

ভয়ঙ্কর ধনুর্ধর মহারথী অশ্বখামা স্বীয় হস্তের দৃঢ়তার পরিচয়
দিয়া গাণ্ডীবধারী অর্জুনের বক্ষঃস্থলে ছয়টি বাণ বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩

তখন শত্রুবীরনাশী ও শত্রুহনন অর্জুন অশ্বখামার ধন্ব কাটিয়া
কেলিলেন এবং অপর তিনটি বাণে তাঁহাকে গুরুতর আহত
করিলেন। রাজন্! এই যুদ্ধে অর্জুন কর্তৃক ধনুচ্ছেদের ঘটনা

সোহৃৎ কামু'কমাদায় বেগবান্ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।
 অমুশ্রমাণঃ পার্থেন কামু'কচ্ছেদমাহবে ॥ ৫
 অবিধ্যং ফাস্তনং রাজন্ নবত্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 বাসুদেবক্ সপ্তত্যা বিব্যাধ পরমেযুভিঃ ॥ ৬
 ততঃ ক্রোধাভিতাত্রাক্ কৃষ্ণেন সহফাস্তনঃ ।
 দীর্ঘমুঞ্চক্ নিঃশস্ত চিত্তয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ৭
 ধনুঃ প্রপীড়্য বামেণ করেণামিত্রকর্ণনঃ ।
 গাণ্ডীবধ্বা সংক্ৰুদ্ধঃ শিতান্ সন্নতপর্বণঃ ॥ ৮
 জীবিতাস্তকরান্ ঘোরান্ সমাদত্ত শিলীমুখান্ ।
 তৈত্তুর্গং সমরেহবিধ্যদ্ দ্রৌণিং বলবতাং বরঃ ॥ ৯
 তস্ত তে কবচং ভিত্ত্বা পপুঃ শোণিতমাহবে ।
 ন বিব্যাধে চ নিভিল্লো দ্রৌণির্গাণ্ডীবধ্বনা ॥ ১০
 তথৈব চ শরান্ দ্রৌণিঃ প্রবিমুঞ্চনবিহ্বলঃ ।
 তস্মৌ স সমরে রাজ্ঞঃস্বাতুমিচ্ছন মহাব্রতম্ ॥ ১১
 তস্ত তৎ সুমহৎ কর্ম শশংসুঃ কুরুসত্তমাঃ ।

অশ্বখামা সহ করিতে পারলেন না। এই বেগশালী বীর
 ক্রোধে মুচ্ছিত হইয়া অতি সত্তর অস্ত্র ধনু লইয়া নবইটি ধারাল
 বাণে অর্জুনকে এবং সত্তরটি শ্রেষ্ঠ বাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ
 করিলেন ॥ ৪-৬

তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জুন ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া বারংবার
 দীর্ঘ উচ্চ শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে চিত্তা করিবার পর স্বীয়
 ধনুটিকে বাম হস্ত দ্বারা দাবাইয়া ধরিলেন। তারপর শক্রনাশন
 গাণ্ডীবধারী পার্থ কুপিত হইয়া আনতপর্কযুক্ত কয়েকটি ভয়ঙ্কর
 প্রাণান্তকারী বাণ হাতে লইলেন। বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
 অর্জুন সেই বাণের দ্বারা অতিক্রান্ত সমরাজ্ঞে দ্রোণপুত্র অশ্বখামাকে
 বিদ্ধ করিলেন ॥ ৭-৯

এই বাণগুলি তাঁহার কবচ ভেদ করিয়া যুদ্ধস্থলে তাঁহার
 শরীরের রক্তপান করিতে লাগিল। গাণ্ডীবধারী অর্জুন কর্তৃক
 বিদীর্ণ হইলেও কিছু অশ্বখামা ব্যথিত হইলেন না ॥ ১০

রাজন্! দ্রোণকুমার অল্পও বিহ্বল না হইয়া পূর্ববৎ
 যুদ্ধস্থলে বাণ বর্ষণ করিতে থাকিলেন এবং নিজ মহান্ ব্রতকে
 রক্ষা করিবার বাসনায় যুদ্ধক্ষেত্রেই অবস্থান করিতে
 লাগিলেন ॥ ১১

অশ্বখামা সমরাজ্ঞে যে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে প্রতিহত
 করিতেছিলেন, তাঁহার এই সুমহৎ কর্মকে শ্রেষ্ঠ কৌরবগণ

যৎ কৃষ্ণাভ্যাং সমেতাভ্যামভ্যাপতত সংযুগে ॥ ১২
 (তথার্জুনোহপি সংক্লেষ্টঃ অশ্বখামানমাহবে ।
 শশংস সর্বভূতানাং শৃণুতামপি ভারত ॥)
 স হি নিত্যমনীকেষু বুধ্যাতেহভয়মান্বিতঃ ।
 অস্ত্রপ্রোমং সংসহারং দ্রোণাৎ প্রাপ্য সুহৃদ্ব্রতম্ ॥ ১৩
 মমৈষ আচার্য্যাস্তুতো দ্রোণস্তাপি প্রিয়ঃ সূতঃ ।
 ব্রাহ্মণশ্চ বিশেষণ মাননীয়ো মমেতি চ ॥ ১৪
 সমাস্থায় মতিং বীরো বীভৎসুঃ শক্রতাপনঃ ।
 কৃপাং চক্রে রথশ্রেষ্ঠো ভারদ্বাজসুতং প্রতি ॥ ১৫
 দ্রৌণিং ত্যক্ত্বা ততো যুদ্ধে কৌন্তেয়ঃ শ্বেতবাহনঃ ।
 যুযুধে তাবকান্ নিম্নঃস্বরমাণঃ পরাক্রমী ॥ ১৬
 দুর্ঘোধানস্ত দশভির্গাত্রপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ ।
 ভীমসেনং মহেষাসং রুদ্রপুঞ্জেঃ সমার্পয়ৎ ॥ ১৭
 ভীমসেনঃ সুসংক্ৰুদ্ধঃ পরাসু করণং দৃঢ়ম্ ।
 চিত্রং কামু'কমাদত্ত শরাংশ্চ নিশিতান্ দশ ॥ ১৮

প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১২

(ভারত! অর্জুনও অত্যন্ত ক্লষ্ট হইয়া রণভূমিতে প্রবণরত
 সমস্ত ভূতগণের সম্মুখেই অশ্বখামার ছুরি ছুরি প্রশংসা
 করিলেন ॥)

তিনি দ্রোণাচার্য্যের নিকট হইতে উপসংহার সহিত সুহৃদ্ব্রত
 অস্ত্রসমুদায় শিক্ষালাভ করত নির্ভয় হইয়া সর্বদাই পাণ্ডব-
 সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ১৩

শক্রসম্ভাপক রথিগণশ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন এইরূপ চিত্তা করিতে
 লাগিলেন যে, অশ্বখামা আমার আচার্য্যের পুত্র, দ্রোণের অতিশয়
 প্রিয় এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া তিনি বিশেষতঃ আমার মাননীয়;
 তাই তিনি দ্রোণনন্দন অশ্বখামার উপর কৃপা করিলেন ॥ ১৪-১৫

তারপর শ্বেতবাহন কুন্তীকুমার অর্জুন অশ্বখামাকে
 যুদ্ধস্থলের সেইখানে পরিত্যাগ করিয়া সত্তর আপনার অপর
 সৈন্যগণকে সংহার করিতে করিতে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে
 লাগিলেন ॥ ১৬

দুর্ঘোধান শিলাতে শান দিয়া ধারালকৃত গৃধ্রপক্ষযুক্ত ও স্বর্ণ
 পক্ষযুক্ত দশটি বাণ নিক্ষেপ করিয়া মহাধনুর্ধর ভীমসেনকে
 আঘাত করিলেন ॥ ১৭

ইহাতে ভীমসেন ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন। তখন তিনি
 এক বিচিত্র ধনু হাতে লইলেন, বাহা অত্যন্ত সুদৃঢ় ও শক্তগণের

আকর্ণপ্রহিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্বেগবন্তিরজ্জিহ্বাগৈঃ ।
 অবিধ্যং তূর্ণমবাগ্রাঃ কুরুরাজং মহোরসি ॥ ১৯
 তস্ত কাঞ্চনসূত্রস্থঃ শরৈঃ সঙ্ঘাদিতো মণিঃ ।
 ররাজোরসি খে সূর্য্যো ঐহৈরিব সমাবৃতঃ ॥ ২০
 পুত্রস্ত তব তেজস্বী ভীমসেনেন তাড়িতঃ ।
 নামৃশ্যত যথা নাগন্তুলশবং মদোৎকটঃ ॥ ২১
 ততঃ শরৈর্মহারাজ রুদ্রপুংগৈঃ শিলাশিতৈঃ ।
 ভীমং বিব্যাধ সংক্রুদ্ধঃ ত্রাসয়ানো বক্রধিনীম্ ॥ ২২
 তৌ যুধ্যমানৌ সমরে ভূশমন্তোচ্চবিক্ষতো ।
 পুত্রৌ তে দেবসঙ্কশৌ ব্যরোচেতাং মহাবলৌ ॥ ২৩
 চিত্রসেনং নরবাণ্ডং সৌভজঃ পরবীরহা ।
 অবিধ্যদ্ দর্শ্যভিবাণৈঃ পুরুষমত্রঞ্চ সপ্তভিঃ ॥ ২৪
 সত্যব্রতঞ্চ সপ্তত্যা বিদধ্বা শক্রসমো যুধি ।
 নৃত্যগ্নিব বণে বীর আতিং নঃ সমজীজনং ॥ ২৫

প্রাণান্তকর ছিল। তিনি এই ধনুর উপর দশটি তীক্ষ্ণ বাণ রাখিলেন, তারপর ধনুটিকে কর্ণ পধ্যস্ত আকর্ণ করিয়া সেই বাণগুলি নিক্ষেপ করিলেন। সেই সরলগামী, বেগবান ও তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ভীমসেন কোনরূপ ব্যগ্রতা না দেখাইয়া কুরুরাজ হৃষ্যোধনের বক্ষঃস্থল গভীরভাবে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৮-১৯

হৃষ্যোধনের বক্ষে একটি মণি শোভা পাইতোছিল, উহা স্বর্ণবর্ণময় সূত্রে বদ্ধ ছিল। এই মণিটি ভীমসেনের বাণে আচ্ছাদিত হইয়া সেইরূপ শোভিত হইল, যে রূপ আকাশে গ্রহগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সূর্য্যদেব সূর্য্যোভিত হন ॥ ২০

ভীমসেনের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া আপনার তেজস্বী পুত্র হৃষ্যোধন তাঁহার দ্বারা কৃত এই আঘাত সেইভাবে সহ করিতে পারিলেন না, যে রূপ হস্ততালির শব্দ মদনস্ত হস্তী সহ করিতে পারে না ॥ ২১

মহারাজ ! তদনন্তর প্রস্তুত হইয়া ধারালকৃত বর্ণ পক্ষুভবিত বাণসমূহে ক্রুদ্ধ হৃষ্যোধন ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন এবং পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে ভীত করিয়া তুলিলেন ॥ ২২

সেই সমরাজ্যে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত-বিকৃত আপনার দুই মহাবল পুত্র হৃষ্যোধন ও ভীমসেন দেবগণের দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৩

তং প্রত্যবিধ্যদ্ দশভিশ্চিত্রসেনঃ শিলীমুখৈঃ ।
 সত্যব্রতশ্চ নবভিঃ পুরুষমত্রশ্চ সপ্তভিঃ ॥ ২৬
 স বিক্রো বিক্রবন্ রক্তং শক্রসংবারণং মহৎ ।
 চিচ্ছেদ চিত্রসেনস্ত চিত্রং কামূকমাজুনিঃ ॥ ২৭
 ভিত্তা চাস্ত তনুত্রাণং শরেনোরস্ততাড়য়ৎ ।
 ততস্তে তাবকা বীরা রাজপুত্রা মহারথাঃ ॥ ২৮
 সমেত্য যুধি সংরদ্ধা বিব্যাধুনিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 ভাংশ সর্বাণ্ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্জীবান পরমাত্রবিং ॥ ২৯
 তস্ত দৃষ্ট্বা তু তৎ কর্ম পরিবক্রঃ সূতাস্তব ।
 দহন্তঃ সমরে সৈন্ত্যং বনে কক্ষং যথোধনম্ ॥ ৩০
 অপেতশিশিরে কালে সমিদ্ধমিব পাবকম্ ।
 অত্যরোচত সৌভজস্তব সৈন্ত্যানি নাশয়ন্ ॥ ৩১
 তৎ তস্ত চরিতং দৃষ্ট্বা পৌত্রস্তব বিশাস্পতে ।
 লক্ষ্মণোহভ্যপতৎ তূর্ণং সাহসীপুত্রমাহবে ॥ ৩২

শক্রবীরনাশী হৃভদ্রানন্দন অভিমহ্য নরশ্রেষ্ঠ চিত্রসেনকে দশ ও পুরুষমাত্রকে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪

যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী বীর অভিমহ্য সত্যব্রতকে সত্তর বাণে আহত করিয়া রণাঙ্গনে যেন নৃত্য করিতে করিতে আমাদের সকল সৈন্যকে অত্যন্ত পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

তখন চিত্রসেন দশ বাণের প্রহারে আহত হইয়া বীর শরীর হইতে রক্ত নিঃসারণ করিতে করিতেই অর্জুনপুত্র অভিমহ্য চিত্রসেনের শক্রনিবারক মহান্ ও বিচিত্র ধনুটিকে ছেদন করিলেন ॥ ২৬-২৭

সেই সঙ্গে চিত্রসেনের কবচ বিদীর্ণ করিয়া উহার বক্ষঃস্থলেও একটি বাণ বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার বীর ও মহারথী পুত্রগণ একত্র হইয়া কোষভরে অভিমহ্যকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উত্তম অন্ত্রে আভ্রা অভিমহ্য নিজেই তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহাদের সকলকেই প্রত্যঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ২৮-২৯

যে রূপ বনে সন্দীপিত প্রচণ্ড অগ্নি ভূগনিস্থিত ক্ষুদ্র গৃহকে অনায়াসে দগ্ধ করিয়া ফেলে, সেইরূপ অভিমহ্যও এই রণাঙ্গনে কৌরবসৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহার এই মহৎ কর্ম দেখিয়া আপনার পুত্রগণ তাঁহাকে চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৩০

অভিমম্বাস্ত্র সংক্রুদ্ধো লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণম্ ।
 বিব্যাধ নিশিতৈঃ বড়্ভিঃ সারাথঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৩৩
 তথৈব লক্ষ্মণো রাজন্ সৌভদ্রং নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 অবিধ্যত মহারাজ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৩৪
 তস্তাশ্বাংশচতুরো হস্তা সারথিঞ্চ মহাবলঃ ।
 অভ্যদ্রবত সৌভদ্রো লক্ষ্মণং নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩৫
 হতাস্থে তু রথে তিষ্ঠন্নল্লগ্নঃ পরবীরহা ।
 শক্তিং চিক্বেপ সংক্রুদ্ধঃ সৌভদ্রস্ত রথং প্রতি ॥ ৩৬
 তামাপতন্তীং সহসা ঘোররূপাং হুরাসদাম্ ।
 অভিমম্ব্যঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈশ্চিচ্ছেদ ভুজগোপমাম্ ॥ ৩৭
 ততঃ স্বরথমারোপ্য লক্ষ্মণং গৌতমস্তদা ।
 অপোবাহ রথেনাজৌ সর্বসৈন্ত্যস্ত পশ্যতঃ ॥ ৩৮
 ততঃ সমাকুলে তস্মিন্ বর্তমানে মহাভয়ে ।

মহারাজ! আগনার সৈন্তাদিগকে সংহার করিতে থাকিয়া
 হুভদ্রাস্থত অভিমম্ব্য গ্রীষ্ম-ঋতুতে প্রজ্জলিত প্রচণ্ড অগ্নি হইতেও
 অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩১

প্রজ্ঞানাহ! তাঁহার এই পরাক্রম দেখিয়া আগনার পৌত্র
 লক্ষ্মণ অতি ক্রত যুদ্ধে হুভদ্রাকৃকার অভিমম্ব্যকে আক্রমণ
 করিলেন ॥ ৩২

তখন অভিশয় ক্রুদ্ধ অভিমম্ব্য উত্তম লক্ষণসমূহে যুদ্ধ লক্ষ্মণকে
 ছয়টি এবং তাঁহার সারথিকে তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৩
 রাজন্! এইরূপ লক্ষ্মণও অভিমম্ব্যকে নিজ ধারাল বাণসমূহে
 বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! ইহা তখন বেন এক অদ্ভুত ঘটনা
 সংঘটিত হইল ॥ ৩৪

ইহা দেখিয়া মহাবলী হুভদ্রাকুমার লক্ষ্মণের চারিটি অশ্ব ও
 সারথিকে নিহত করিয়া তাঁহারও উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা
 আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৫

শত্রুবীরনামী লক্ষ্মণ তখন সেই অশ্বহীন রথে থাকিয়াই
 অভিশয় কোষভরে অভিমম্ব্যর রথের দিকে একটি শক্তি নিক্ষেপ
 করিলেন ॥ ৩৬

সেই ভয়ঙ্কর ও দুর্জয় সপিণীতুল্য শক্তিকে সহসা নিজের দিকে

শ্রীমদ্রবি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্কাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্কে দ্বন্দ্বযুদ্ধবিষয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের
 অষ্টবাদ সমাপ্ত ।

অভ্যদ্রবন্ জিঘাংসন্তঃ পরম্পরবধৈর্বিগ্নঃ ॥ ৩৯
 তাবকাশ্চ মহেষাসাঃ পাণ্ডবাশ্চ মহারথাঃ ।
 জুহ্বন্তঃ সমরে প্রাণান্ নিজন্তুরিতরেতরম্ ॥ ৪০
 মুক্তকেশা বিকবচা বিরথাশ্ছিন্নকামূকাঃ ।
 বাহুভিঃ সমযুধ্যস্ত সৃঞ্জয়াঃ কুরুভিঃ সহ ॥ ৪১
 ততো ভীষ্মো মহাবাহুঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ।
 সেনাং জঘান সংক্রুদ্ধো দিব্যৈরশ্রৈর্মহাবলঃ ॥ ৪২
 ইতৈরশ্রৈর্গজৈস্তত্র নৈরৈরশ্রৈশ্চ পাতিতৈঃ ।
 রথিভিঃ সাদিতিশৈব সমাস্তীৰ্য্যত মেদিনী ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং
 বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বেণ ভীষ্মবধপর্বেণ দ্বন্দ্বযুদ্ধে
 ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৩

আসিতে দেখিয়া অভিমম্ব্য তাক্ষ বাণসমূহে তাহাকে ষণ্ড ষণ্ড
 করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৭

তখন কৃপাচাৰ্য্য সকল সৈন্তের সাক্ষাতেই লক্ষ্মণকে নিজ রথে
 তুলিয়া লইয়া যুদ্ধভূমি হইতে অন্ত্র সরাইয়া লইলেন ॥ ৩৮

তদনন্তর তারপর সেই মহাভয়ঙ্কর সজ্জার্থে সব যোদ্ধা বিপক্ষ
 যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিবার বাসনা করিয়া পরম্পরকে বধ
 করিতে উত্তত হইয়া পরস্পরের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৯

আগনার এবং পাণ্ডবগণের মহাধর্ম্মের মহারথী বীরগণ
 সমরাজনে প্রাণকে আহতি দিতে দিতে পরস্পরকে বধ করিতে
 লাগিলেন ॥ ৪০

কবচ ও রথহীন অবস্থায় ধনু ছিন্ন হইলে মুক্তকেশে বহু সৃঞ্জ
 বীর কৌরবগণের সহিত কেবল বাহুদ্বারা মল্লযুদ্ধ করিতে
 লাগিল ॥ ৪১

তখন মহাবল মহারথী ভীষ্ম অভ্যস্ত হুপিত হইয়া স্বীয় দিব্যাস্ত্র-
 সমূহে মহাত্মা পাণ্ডবগণের সৈন্তকে বধ করিতে থাকিলেন ॥ ৪২

সেই সময় সেখানে নিহত ও পতিত বহু হস্তী, অশ্ব, মহন্ত,
 রথী ও আরোহী সৈন্তদ্বারা সমগ্র রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া
 পড়িল ॥ ৪৩

চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

[সাত্যকি-ভুরিষ্রবসোবুধ্ম, ভুরিষ্রবসা সাত্যকেদর্শসংখ্যাকানার পুত্রাণাং নিধনম্,
অর্জুনস্ত পরাক্রমঃ, পঞ্চমদিবসস্ত যুদ্ধসমাপ্তিঃ ।]

সঞ্জয় উবাচ

অথ রাজন্ মহাবাহুঃ সাত্যকিবুদ্ধহর্মদঃ ।
বিকৃত্য চাপং সমরে ভারসাহমমুত্তমম্ ॥ ১
প্রামুখ্যং পুঙ্খসংযুক্তান্ শরানানীবিষোপমান্ ।
প্রগাঢ়ং লঘুচিহ্নঞ্চ দর্শয়ন্ হস্তলাঘবম্ ॥ ২
(যৎ তৎ সখ্যাস্ত পূর্বেণ অর্জুনাত্তপশিক্ষিতম্ ।)
তস্ত বিক্ষিপতচ্চাপং শরানুজ্ঞাংশ্চ মুঞ্চতঃ ।
আদদানস্ত ভূয়শ্চ সন্দধানস্ত চাপরান্ ॥ ৩
ক্ষিপতচ্চ পরাংস্তস্ত রণে শত্রুন্ বিনিব্রতঃ ।
দদৃশে রূপমত্যর্থঃ মেঘস্তেব প্রবর্ষতঃ ॥ ৪
তমুদীর্ঘ্যস্তমালোক্য রাজা হৃথ্যোধনস্ততঃ ।
রথানামযুতং তস্ত প্রেষয়ামাস ভারত ॥ ৫
তাংস্ত সর্বান্ মহেশ্বানান্ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ ।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[সাত্যকি ও ভুরিষ্রবার যুদ্ধ, ভুরিষ্রবাকবুধ সাত্যকির দশ
পুত্র নিধন, অর্জুনের পরাক্রম এবং পঞ্চমদিবসের যুদ্ধ সমাপ্তি ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! মহাবাহু সাত্যকি যুদ্ধে উন্নত
হইয়া সংগ্রাম করেন। তিনি যুদ্ধে ভারবহন করিতে সমর্থ ও
অতিশয় উত্তম ধর্ম বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া বিষধর সর্পতুলা
ভয়ঙ্কর পক্ষযুক্ত বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

বাণসমূহ নিক্ষেপ করিবার সময় সাত্যকি স্বীয় প্রগাঢ়, লীঘ-
কারী হস্তের নৈপুণ্যের পরিচয় দান করিতেছিলেন, বাহা তিনি
পূর্বে নিজ সখা অর্জুনের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ১-২

যখন তিনি আকর্ষণ করিতেছিলেন, অজ্ঞাত বাণসমূহ নিক্ষেপ
করিতেছিলেন এবং পুনরায় বহু নব নব বাণ হাতে লইতেছিলেন,
যখন তাহাদিগকে ধরু উপর স্থাপনা করিতেছিলেন, শত্রুগণের
উপর নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং তাহাদিগকে সংহার
করিতেছিলেন, তখন বর্ষণরত যেষের জায় তাঁহার স্বরূপ অতিশয়
অদ্ভুত দেখাইতেছিল ॥ ৩-৪

ভারত! সেই সময় তাঁহাকে যুদ্ধে বর্ধিত হইতে দেখিয়া
রাজা হৃথ্যোধন তাঁহার প্রতিরোধের জন্য দশ হাজার রথী সৈন্তকে
প্রেরণ করিলেন ॥ ৫

জ্ঞান পরমেধাসো দিব্যোনাশ্রেণ বীৰ্য্যবান্ ॥ ৬

স কৃষা দারুণং কর্ম প্রগৃহীতশরাসনঃ ।

আসসাদ ততো বীরো ভুরিষ্রবসমাহবে ॥ ৭

স হি সন্দৃশ্ত সেনাং তে যুযুধানেন পাতিতাম্ ।

অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধঃ কুরুণাং কীর্তিবর্ধনঃ ॥ ৮

ইন্দ্রায়ুধসবর্ণং তু বিস্ফার্য শুমহদ্ ধমুঃ ।

সৃষ্টবান্ বজ্রসঙ্কাশান্ শরানানীবিষোপমান্ ॥ ৯

সহস্রশো মহারাজ দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্ ।

শরাংস্তান্ যুত্বাসংস্পর্শান্ সাত্যকেচ্চ পদাঙ্গুণাঃ ১০

ন বিষেহস্তদা রাজন্ হৃদ্রবুস্তে সমস্ততঃ ।

বিহায় সাত্যকিং রাজন্ সমার যুদ্ধহর্মদম্ ॥ ১১

তং দৃষ্ট্বা যুযুধানস্ত সূতা দশ মহাবলাঃ ।

মহারথাঃ সমাখ্যাতাশ্চিহ্নবর্মায়ুধধ্বজাঃ ॥ ১২

কিন্তু শ্রেষ্ঠ ধর্মের সত্যপরাক্রমী শক্তিশালী সাত্যকি সেই
সময় ধর্মের বোঝাদিগকে নিজ দিব্যাস্ত্র সমূহে বিনাশ করিয়া
ফেলিলেন ॥ ৬

এতাদৃশ ভয়ঙ্কর কর্ম করিয়া পুনরায় ধর্ম ধারণ করত সাত্যকি
যুদ্ধস্থলে ভুরিষ্রবার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৭

সাত্যকি আপনার সৈন্তগণকে নিহত করিয়া ভূপাতিত
করিতেছেন—ইহা দেখিয়া কুরুবৃন্দের কীর্তিবর্ধন ভুরিষ্রবা অত্যন্ত
ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৮

তাঁহার বিশাল ধর্ম ইন্দ্রধর্মের জায় বহুবর্ণের ছিল। মহারাজ!
সেই ধর্ম আকর্ষণ করিয়া ভুরিষ্রবা স্বীয় হস্তনৈপুণ্য দেখাইতে
দেখাইতে বজ্রতুলা হুঃসহ ও বিস্ফারিত পর্পের জায় ভয়ঙ্কর সহস্র
সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥

এই সকল বাণের স্পর্শই যুত্বায় তুলা ছিল। রাজন্! সেই
সময় সাত্যকির সহিত আগত সৈন্যগণ সেই বাণের বেগ সহ
করিতে পারিল না। নরেশ্বর! যুদ্ধভূমিতে তাহারা রণহর্মদ
সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিল ॥ ১০-১১

সাত্যকির দশ মহাবলবান্ পুত্র ছিল। তাহাদের কবচ,
ধ্বজ ও অস্ত্রসমূহ সবই বিচিত্র। তাহাদের সকলকেই মহারথী
বীর বলা হইত। তাহারা যুদ্ধস্থলে যুগচিহ্নযুক্ত ধ্বজশোভিত

সমাসাত্ত মহেষাসং ভূরিশ্রবসমাহবে ।

উচুঃ সৰ্বে সুসংরক্তা যুপকৈতুং মহারণে ॥ ১৩

ভো ভোঃ কৌরবদায়াদ সহান্বাভিমহাবল ।

এহি যুধ্যস্ব সংগ্রামে সমন্তৈঃ পৃথগেব বা ॥ ১৪

অস্মান্ বা স্বং পরাজিত্য যশঃ প্রাপ্নুহি সংযুগে ।

বয়ং বা স্বাং পরাজিত্য শ্রীতিং ধাত্বামহে পিতুঃ ॥ ১৫

এবমুক্তস্তদা শূরৈস্তামুবাচ মহাবলঃ ।

বীৰ্য্যান্নাঘী নরশ্রেষ্ঠস্তান্ দৃষ্ট্বা সমবস্থিতান্ ॥ ১৬

সাধ্বিদং কথ্যতে বীরা যত্তেবঃ মতিরজা বঃ ।

যুধ্যস্বং সহিতা যন্তা নিহনিষ্ঠ্যামি বো রণে ॥ ১৭

এবমুক্তা মহেষাসান্তে বীরাঃ ক্ষিপ্ৰকারিণঃ ।

মহতা শরবর্ষণে অভাধাবন্নরিন্দমম্ ॥ ১৮

সৌহপরাত্নে মহারাজ সংগ্রামস্তমুলোহভবৎ ।

একস্ত চ বহুনাঞ্চ সমেতানাং রণাজিরে ॥ ১৯

মহারথী ভূরিশ্রবাকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং অতিশয় ক্রোধের সহিত তাঁহাকে এইরূপ বলিতে লাগিল ॥ ১২-১৩

মহাবল কৌরবপুত্র ! এস, এই রণস্থলে আমাদের সকলের সহিত অথবা পৃথক্ পৃথক্ এক এক জনের সহিত যুদ্ধ কর ॥ ১৪

হয় তুমি যুদ্ধে আমাদেরকে পরাজিত করিয়া যশ লাভ কর, না হয় আমরা তোমাকে পরাভূত করিয়া পিতার প্রশংসাত্ত বিধান করিব ॥ ১৫

সেই শূরগণ এইরূপ বলিলে পর সেই সময় স্বীয় পরাক্রমের প্রশংসাকারী মহাবল নরশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবা তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন ॥ ১৬

বীরগণ ! যদি তোমাদের এরূপ বুদ্ধিই হইয়া থাকে, তবে ইহা অতিশয় উত্তম কথা বলিতেছে। তোমরা সকলে একত্রে সাবধান হইয়া যতপূৰ্ব্বক যুদ্ধ কর। আমি এই রণভূমিতে তোমাদের সকলকে বধ করিব ॥ ১৭

ভূরিশ্রবা এইরূপ বলিলে পর ক্ষিপ্ৰকারী সেই মহাধনুর্ধর বীরগণ প্রভূত বাণ বর্ষণ করিতে করিতে শক্রদমন ভূরিশ্রবার উপর আক্রমণ করিল ॥ ১৮

মহারাজ ! অপরাহ্নকালে সেই রণালয়ে একত্রিত বহু বীরের পতিত এক বীরের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১৯

নরেশ্বর ! যেরূপ মেঘ বর্ষাকালে মেরুপর্বতের উপর প্রচুর

তমেকং রথিনাং শ্রেষ্ঠং শরৈস্তে সমবাকিরন্ ।

প্রাবৃষীব যথা মেকং সিষিচূর্জলদা নৃপ ॥ ২০

তৈস্ত মুক্তান্ শরান্ ঘোরান্ যমদগুণিশিপ্রভান্ ।

অসম্প্রাপ্তানসম্ভ্রান্তশিচ্ছেদাশু মহারণঃ ॥ ২১

তত্রাভূতমপশ্যাম সৌমদন্তেঃ পরাক্রমম্ ।

যদেকো বহুভিযুদ্ধে সমসজ্জদভীতবৎ ॥ ২২

বিসৃজ্য শরবৃষ্টিং তাং দশ রাজান্ মহারণাঃ ।

পরিবার্য্য মহাবাহুং নিহন্তমুপচক্রমুঃ ॥ ২৩

সৌমদন্তিস্ততঃ ক্রুদ্ধস্তেবাং চাপানি ভারত ।

চিচ্ছেদ সমরে রাজান্ যুধ্যমানো মহারণৈঃ ॥ ২৪

অথৈবাং ছিন্নধনুবাং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ।

চিচ্ছেদ সমরে রাজান্ শিরাসি ভরতর্ষভ ॥ ২৫

তে হতা শূপতন্ রাজান্ বজ্রভগ্না ইব ক্রমাঃ ।

তান্ দৃষ্ট্বা নিহতান্ বীরো রণে পুত্রান্ মহাবলান্ ॥ ২৬

বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাহারা সকলে মিলিত হইয়া রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একাকী ভূরিশ্রবার উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২০

তাহাদের দ্বারা নিকৃষ্ট বমদগু ও বজ্রতুল্য প্রকাশিত ভয়ঙ্কর বাণসমূহকে নিজের নিকট আসিবার পূর্বেই মহারথী ভূরিশ্রবা কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই জ্ঞাত ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১

সেখানে আমরা সকলেই সৌমদন্তপুত্র ভূরিশ্রবার অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম। তিনি একাকী হইয়াও বহু বীরগণের সহিত নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

রাজন্ ! সেই দশ মহারথী বহু বাণ বর্ষণ করিয়া মহাবাহু ভূরিশ্রবাকে চারিদিক দিয়া পরিবেষ্টন করত তাঁহাকে বিনাশ করিতে উত্তত হইল ॥ ২৩

ভরতবংশীয় রাজন্ ! সেই সময় ক্রুদ্ধ ভূরিশ্রবা সেই মহারথিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সমরালয়ে তাহাদের ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৪

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তাহাদের ধনু ছিন্ন হইলে আনত পর্বযুক্ত বাণসমূহে ভূরিশ্রবা তাহাদের মস্তকও রণস্থলে ছেদন করিলেন ॥ ২৫

রাজন্ ! সেই দশ বীর বজ্রাঘাত যুদ্ধের দ্বার রণভূমিতে নিহত হইয়া পতিত হইল। সেই মহাবল পুত্রগণকে সংগ্রামে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া বীরবর সত্যকি গর্জন করিতে করিতে সেখানে ভূরিশ্রবার উপর আক্রমণ করিলেন ॥

বাক্যে যো বিনদন্ রাজন্ ভুরিঞ্জবসমভ্যায়ং ।
 রথং রথেন সমরে পীড়য়িষ্য মহাবলো ॥ ২৭
 তাবস্ত্রোস্ত্রং হি সমরে নিহত্য রথ-বাজিনঃ ।
 বিরথাবভিবক্সন্তৌ সমেরাভাং মহারথৌ ॥ ২৮
 প্রগৃহীতমহাখড়্গৌ তৌ চর্মবরধারিণৌ ।
 শুশুভাতে নরব্যাক্তৌ যুদ্ধায় সগবন্তিতৌ ॥ ২৯
 (খড়্গপ্রহারৈঃ সুভূষণং জয়তুশ্চ পরম্পরম্ ।
 পীড়িতৌ খড়্গঘাতাভ্যাং শ্রবদ্ রক্তৌ ক্রিতৌ ভূশম্ ।
 শুশুভাতে মহাদীর্ঘ্যাবুভৌ সমরহৃজ্যৌ ।
 অস্বগুপ্তিসমধাকৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ) ॥
 ততঃ সাত্যকিমভ্যো নিম্নিঃশবরধারিণম্ ।
 ভীমসেনস্তরন্ রাজন্ রথমারোপয়ং তদা ॥ ৩০
 তবাপি তনয়ো রাজন্ ভুরিঞ্জবসমভ্যাবে ।
 আরোপয়দ রথং তুর্ণং পশুতাং সর্বধনিনাম ॥ ৩১
 তস্মিন্স্থিতা বর্তমানে রণে ভীষ্মঃ মহারথম্ ।
 অযোধযজ্ঞ সংবন্ধাঃ পাণ্ডবা ভরতধন ॥ ৩২

তখন সেই মহাবল দুই বীর সমরারণে নিজ রথের দ্বারা অপরের রথকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের রথ ও অশ্ব নষ্ট করিয়া দিলেন। এইরূপ রথহীন হইয়াও এই দুই মহারথী লাফাইতে লাফাইতে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥ ২৬-২৮

এই দুই পুরুষশেষ্ঠ বীর তাতে বড় বড় তরবারি ও স্তম্ভর ঢাল লইয়া যুদ্ধের জন্ত উদ্ভূত হইয়া শোভা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৯

(তাঁহারা তরবারির আঘাতে পরস্পরকে আহত করিতে লাগিলেন। খড়্গের আঘাতে পীড়িত হইয়া উভয়েই ভূতলে রক্তনিঃসারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকল শরীরই রক্তে রঞ্জিত চইয়া উঠিল। অতএব এই দুই রণহৃজ্জ মহাপরাক্রমী বীর বিকসিত পলাশপুষ্পের ন্যায় অত্যন্ত সুশোভিত হইলেন।)

রাজন্ ! তদনন্তর উত্তম খড়্গধারণকারী সাত্যকির নিকট যাইয়া ভীমসেন সেই সময় ক্রত তাঁহাকে নিজ রথে তুলিয়া লইলেন ॥ ৩০
 মহারাজ ! সেইরূপ আপনার পুত্র দুর্ধ্যোধনও যুদ্ধস্থলে সকল খড়্গধরগণের সাক্ষাতেই ভুরিঞ্জবাকে অতি সত্বর বীর রথে আরোহণ করাইলেন ॥ ৩১

ভরতশ্রেষ্ঠ ! সেই সময় অতিশয় ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণ এই যুদ্ধস্থলে মহারথী ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

শ্রীমদ্বর্ষি বেদব্যাঙ্গপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাঙ্কগত ভীষ্মবধপর্কে পঞ্চমদিবসের যুদ্ধসমাপ্তিবিষয়ক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অব্যবসায় সমাপ্ত ।

লোহিতায়তি চাদিত্যে ষরমাণো ধনঞ্জয়ঃ ।
 পঞ্চবংশতিসাহস্রান্ নিজঘান মহারথান্ ॥ ৩৩
 তে হি দুর্ধ্যোধনাদিষ্টাস্তদা পার্থনিবর্হণে ।
 সম্ভ্রাপ্যৈব গতা নাশং শলভা ইব পাবকম্ ॥ ৩৪
 ততো মৎস্তাঃ কেকয়াশ্চ ধনুর্বেদবিশারদাঃ ।
 পবিবক্রস্তদা পার্থঃ সহপুত্রং মহারথম্ ॥ ৩৫
 এতস্মিন্নেব কালে তু সূর্য্যোহস্তমুপগচ্ছতি ।
 সার্ব্বষাঠৈব সৈন্তানাং প্রমোহঃ সমজায়ত ॥ ৩৬
 অবহারং ততশ্চক্রে পিতা দেবব্রতস্তব ।
 সন্ধাকালে মহারাজ সৈন্তানাং শ্রীমন্তবাহনঃ ॥ ৩৭
 পাণ্ডবানাং কুরুণাঞ্চ পরম্পবসমাগমে ।
 তে সেনে ভীষ্মসংবিগ্নে যযতুঃ স্বং নিবেশনম্ ৩৮
 ততঃ স শিবিরং গচ্ছা শ্রবিশংস্তত্র ভারত ।
 পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়ৈঃ সার্ব্ধং কুরবশ্চ যথাবিধি ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়ালিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি পঞ্চমদিবসাবহারে
 চতুঃসপ্ততিতমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৭৪

যখন সূর্য্যদেব অস্তাচলের দিকে যাইয়া রক্তবর্ণ হইলেন, সেই সময় অর্জুন অতিশয় ক্রোধিতার সহিত বাণবর্ষণ করত পঁচিশ হাজার মহারথী বীরকে বধ করিলেন ॥ ৩৩

ইহার। সকলে দুর্ধ্যোধনের আদেশে অর্জুনকে সংহার করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার। সকলেই অগ্নিতে পতিত পতকের ন্যায় অর্জুনের নিকট আসিতেই নষ্ট হইয়া যাইলেন ॥ ৩৪

তদনন্তর ধনুর্বিদ্যায় প্রবীণ মৎস্ত ও কেকয়দেশের বীরগণ এবং পুত্র অভিমত্যা প্রভৃতিতে যুক্ত অর্জুনকে যুদ্ধের জন্ত কৌরব-ষোড়শাঃ ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৫

এই সময়ে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। তখন আপনার সমস্ত সৈন্যরা মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥ ৩৬

মহাবাজ ! তখন আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম সন্ধায় সময় বীর বাহিনীকে পঞ্চাদপসরণ করাইয়া লইলেন। ইহার বাহনগুলি সেই সময় অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৩৭

পাণ্ডব ও কৌরবগণ পারস্পরিক সন্মুখে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা স্ব স্ব শিবির অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৩৮

ভারত ! তদনন্তর সৃঞ্জয়গণের সহিত পাণ্ডবেরা এবং কৌরব-সকল নিজ নিজ শিবিরে যাইয়া বিধি অনুসারে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥

[ষষ্ঠদিবসস্য যুদ্ধারম্ভঃ, পাণ্ডব-কৌরবসেনানাং যথাক্রমং মকরবাহুং ক্রৌঞ্চবাহুঞ্চ নির্মাণ যুদ্ধে প্রবৃষ্টিশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

তে বিশ্রম্য ততো রাজন্ সহিতাঃ কুরু-পাণ্ডবাঃ ।

ব্যতীতান্যং তু শৰ্ব্বাণ্যং পুনৰ্যুদ্ধায় নির্যযুঃ ॥ ১

তত্র শকো মহানাসীং তব তেবাঞ্চ ভারত ।

যুজ্যতাং রথমুখ্যানাং কল্যাণাত্যং চৈব দস্তিনাম্ ॥ ২

সংনহতাং পদাতীনাং হয়ানাকৈব ভারত ।

শঙ্খচন্দ্রভিনাদশ্চ তুমুলঃ সর্বতোহভবৎ ॥ ৩

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নমভাবত ।

বাহুং ব্যুহ মহাবাহো মকরং শক্রনাশনম্ ॥ ৪

এবমুক্তস্ত পার্থেন ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ ।

ব্যাদিদেশ মহারাজ রথিনো রথিনাং বরঃ ॥ ৫

শিরোহভূদ্ ধ্রুপদস্তস্ত পাণ্ডবশ্চ ধনঞ্জয়ঃ ।

চক্রবী সহদেবশ্চ নকুলশ্চ মহারথঃ ॥ ৬

তুণ্ডমাসীম্‌হারাজ ভীমসেনো মহাবলঃ ।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[ষষ্ঠদিনের যুদ্ধ আরম্ভ, পাণ্ডব ও কৌরবসেনার যথাক্রমে মকরবাহু এবং ক্রৌঞ্চবাহু নির্মাণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃষ্টি ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! রাজিতে বিশ্রাম করিবার পর যখন রাজি অতিক্রান্ত হইল, তখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ পুনরায় যুদ্ধের জন্য নির্গত হইলেন ॥ ১

ভারত! সেই সময় যুদ্ধস্থলে আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে অতিশয় কোলাহল হইতে লাগিল। কিছু লোক শ্রেষ্ঠ রথসমূহকে যোজনা করিতে লাগিল, কিছু লোক হস্তিগণকে সম্বলিত করিতে থাকিল, কোথাও পদাতি সৈন্য ও অশ্বসকল কবচ বাধিয়া রণসজ্জা ধারণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। শঙ্খ ও চন্দ্রভিনাদসকলের অতি উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি হইতে লাগিল। এই সবের সম্মিলিত ধ্বনি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল ॥ ২-৩

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন,—মহাবাহো! তুমি শক্রনাশক মকরবাহু রচনা কর ॥ ৪

মহারাজ! কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির এইরূপ আদেশ করিলে পর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজ সমস্ত রথী সৈন্যগণকে মকর-বাহু রচনা করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিলেন ॥ ৫

এই মকরবাহুর শিরঃস্থানে রাজা ধ্রুপদ ও পাণ্ডুপুত্র অর্জুন

সৌভজ্যে জ্যোপদেয়াশ্চ রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ ॥ ৭

সাত্যকিধর্মরাজশ্চ বাহগ্রীবাং সমাস্থিতাঃ ।

পৃষ্ঠমাসীম্‌হারাজ বিরাতো বাহিনীপতিঃ ॥ ৮

ধৃষ্টদ্যুম্নেন সহিতো মহত্যা সেনয়াবৃতঃ ।

কেকয়া ভ্রাতরঃ পঞ্চ বামপার্শ্বং সমাজিতাঃ ॥ ৯

ধৃষ্টকেতুর্নরব্যাজশ্চেকিতানশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।

দক্ষিণং পক্ষমাজিত্য স্থিতো বাহুস্ত রক্ষণে ॥ ১০

পাদয়োস্ত মহারাজ স্থিতঃ শ্রীমান্ মহারথঃ ।

কুন্তিভোজঃ শতানীকো মহত্যা সেনয়া বৃতঃ ॥ ১১

শিখণ্ডী তু মহেষ্বাসঃ সোমকৈঃ সংবৃত্তো বলী ।

ইরাবাংশ্চ ততঃ পুচ্ছে মকরস্ত ব্যবস্থিতো ॥ ১২

এবমেতং মহাবাহুং ব্যুহ ভারত পাণ্ডবাঃ ।

সূর্য্যোদয়ে মহারাজ পুনর্যুদ্ধায় দংশিতাঃ ॥ ১৩

রহিলেন। মহারথী নকুল ও সহদেব নেত্রস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬

মহারাজ! মহাবল ভীমসেন ইহার মুখভাগে থাকিলেন। হস্তাক্রমার অভিমুখ্য, জ্যোপদীর পাঁচ পুত্র, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহার সকলে মকর-বাহুর গ্রীবাভাগে রহিলেন ॥

সেনাপতি বিরটি বিশাল সৈন্তবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত এই বাহুর পৃষ্ঠভাগে থাকিলেন ॥

পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়-রাজকুমারগণ ইহার বামভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু পরাক্রমী চেকিতান এই বাহুর দক্ষিণভাগে থাকিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছিলেন ॥ ৭-১০

মহারাজ! এই বাহুর দুই চরণস্থানে মহারথী শ্রীমান্ কুন্তিভোজ ও বিশাল সৈন্তের সহিত শতানীক রহিলেন ॥ ১১

সোমকগণে পরিবৃত্ত মহাধর্ম্মের শিখণ্ডী এবং বলশালী ইরাবান্—ইহার উত্তরে এই বাহুর পুচ্ছভাগে থাকিলেন ॥ ১২

মহারাজ ভরতনন্দন! এই মহামকরবাহু নির্মাণ করিয়া পাণ্ডবগণ কবচবন্ধন করত সূর্য্যোদয়ের সময় পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন ॥ ১৩

কৌরবানভ্যমুত্বর্ণং হস্ত্যশ্ব-রথ-পত্তিভিঃ ।
 সমুজ্জিতৈশ্বৰ্জৈশ্ছত্রৈঃ শস্ত্রৈশ্চ বিমলৈঃ শিতৈঃ ॥ ১৪
 বাঢ়ং দৃষ্ট্বা তু তং সৈন্তং পিতা দেবব্রতস্তব ।
 ক্রৌঞ্চেন মহতা রাজন্ প্রত্যবাহত বাহিনীম্ ॥ ১৫
 তস্ত তুণ্ডে মহেশ্বাসো ভারদ্বাকো ব্যরোচত ।
 অশ্বখামা কৃপশ্চৈব চক্রুরাসীন্নরেশ্বর ॥ ১৬
 কৃতবৰ্মা তু সহিতঃ কাশ্বোজবরবাহ্লিকৈঃ ।
 শিরস্ত্রাসীন্নরশ্ৰেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সৰ্বধনুস্ততাম্ ॥ ১৭
 গ্রীবায়াং শূরসেনশ্চ তব পুত্রশ্চ মারিষ ।
 হৃষ্যোধনো মহারাজ রাজভিৰ্বহুভিৰ্বৃতঃ ॥ ১৮
 প্রাগ্জ্যোতিষস্ত সহিতো মজ্জ-সৌবীর-কেকয়ৈঃ ।
 উরস্তভূন্নরশ্ৰেষ্ঠ মহত্যা সেনয়া বৃতঃ ॥ ১৯
 স্বসেনয়া চ সহিতঃ সুশৰ্মা প্রস্থলাধিপঃ ।
 বামপক্ষং সমাশ্রিত্য দংশিতঃ সমবস্থিতঃ ॥ ২০

উচ্চ উচ্চ ধ্বজ ও ছত্রসমূহে এবং নির্খল (চক্চকে) ও ধারাল
 অস্ত্রসমূহে যুক্ত হস্তী, রথ ও পদাভিক সৈন্তের চতুরঙ্গবাহিনীর
 সহিত পাণ্ডবেরা অতি ক্রুত কৌরবগণের উপর আক্রমণ
 করিলেন ॥ ১৪

রাজন্! তখন আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম পাণ্ডবগণের
 সেই বাহু দেখিয়া তাহার প্রতিবিধানকল্পে স্বীয় সৈন্তবাহিনীর
 মহাক্রৌঞ্চবাহু রচনা করিলেন ॥ ১৫

এই বাহুর চকুভাগে মহাধনুর্ধর দ্রোণাচাধ্য শ্ৰেণীভিত
 রহিলেন। নরেশ্বর! অশ্বখামা ও কৃপাচাধ্য নেত্রস্থানে
 থাকিলেন ॥ ১৬

কাশ্বোজ ও বাহ্লীকদেশের উত্তম সৈন্তবাহিনীর সহিত সমস্ত
 ধনুর্ধারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৃপত্রবর কৃতবৰ্মা বাহুর শিরোভাগে
 অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

আর্য্য! মহারাজ! রাজা শূরসেন ও আপনার পুত্র
 হৃষ্যোধন—ইহারা উভয়ে বহু নৃপগণের সহিত ক্রৌঞ্চবাহুর
 গ্রীবাভাগে বিরাজিত রহিলেন ॥ ১৮

নরশ্রেষ্ঠ! মজ্জ, সৌবীর ও কেকয়যোদ্ধাদিগের সহিত
 বিশাল সৈন্তবাহিনীতে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুরের
 রাজা ভগদত্ত সেই বাহুর বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে
 লাগিলেন ॥ ১৯

প্রস্থলাধিপতি (জিগর্তরাজ) সুশৰ্মা কবচধারণ করত স্বীয়

ভুবারা যবনাস্চৈব শকাশ্চ সহ চূচুপৈঃ ।
 দক্ষিণং পক্ষমাত্রাত্য স্থিতা বাহস্ত ভারত ॥ ২১
 ঞ্জতায়ুশ্চ শতায়ুশ্চ সৌমদন্তিশ্চ মারিষ ।
 বাহস্ত জঘনে ভস্থ রক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥ ২২
 ততো যুদ্ধায় সংজগ্মুঃ পাণ্ডবাঃ কৌরবৈঃ সহ ।
 সূর্য্যোদয়ে মহারাজ ততো যুদ্ধমভূন্নহং ॥ ২৩
 প্রতীযু রথিনো নাগা নাগাংশ্চ রথিনো যযুঃ ।
 হয়ারোহান্ রথারোহা রথিনশ্চাপি সাদিনঃ ॥ ২৪
 সাদিনশ্চ হয়ান্ রাজন্ রথিনশ্চ মহারণে ।
 হস্ত্যারোহান্ হয়ারোহা রথিনঃ সাদিনস্তথা ॥ ২৫
 রথিনঃ পত্তিভিঃ সার্বং সাদিনশ্চাপি পত্তিভিঃ ।
 অশ্রোত্ৰাং সমরে রাজন্ প্রত্যধাবন্নমষিতাঃ ॥ ২৬
 ভীমসেনাজুন-যমৈশ্চ গুণা চাশ্রমহীরথৈঃ ।
 শুণ্ডতে পাণ্ডবী সেনা নক্ষত্রৈরিব শৰ্বরী ॥ ২৭

সৈন্তবাহিনীর সহিত বাহুর বামপক্ষভাগ আশ্রয় করিয়া
 রহিলেন ॥ ২০

ভারত! ভুবার, যবন, শক ও চূচপদেশের সৈন্তগণ বাহুর
 দক্ষিণ ভাগ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২১

মহামাত্ত! শতায়ু, শতায়ু ও সৌমদন্তপুত্র ভূরিপ্রভা—ইহারা
 পরস্পর পরস্পকে রক্ষা করিতে থাকিয়া বাহুর জঘনদেশে
 রহিলেন ॥ ২২

মহারাজ! তারপর সূর্য্যোদয়কালে পাণ্ডবগণ কৌরবদের
 সহিত যুদ্ধের জন্ত তাঁহাদের সৈন্তের উপর আক্রমণ করিলেন, তখন
 উভয়পক্ষের প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ২৩

রথী বীরগণের দিকে হস্তীরা ও হস্তীদিগের প্রতি রথী বীরগণ
 ধাবিত হইলেন। অশ্বারোহীদের উপর রথারোহীরা এবং রথ-
 আরোহীদের উপর অশ্বারোহী বীরগণ আক্রমণ করিলেন ॥ ২৪

রাজন্! সেই মহাযুদ্ধে অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী
 যোদ্ধাদিগকে ও রথারোহী যোদ্ধাদিগকে আক্রমণ করিলেন।
 এইরূপ অশ্বারোহীরা গজারোহী ও রথী বীরগণের প্রতি ধাবিত
 হইলেন ॥ ২৫

কোথাও রথী ও অশ্বারোহী বীরগণ পদাভিকবাহিনীর উপর
 আক্রমণ করিলেন। রাজন্! এইভাবে অমৰ্ষে পূর্ণ সমস্ত সৈন্তরা
 পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ২৬

ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব এবং অন্যান্য মহারথী

তথা ভীষ্ম-কৃপ-দ্রোণ-শল্য-দুৰ্য্যোধনাদিভিঃ ।
 তবাণি চ বভৌ সেনা গ্রহৈষ্ঠৌরিব সংবৃত্তাঃ ॥ ২৮
 ভীমসেনস্ত কৌন্তেয়ো দ্রোণং দৃষ্ট্বা পরাক্রমী ।
 অভ্যাজ্জবনৈরশ্বেভারদ্বাজস্ত বাহিনীম্ ॥ ২৯
 দ্রোণস্ত সমরে ক্রুদ্ধো ভীমং নবভিরায়সৈঃ ।
 বিব্যাধ সমরঙ্গাঘী মর্মাণ্যুদ্ভিশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥ ৩০
 দৃঢ়াহতস্ততো ভীমো ভারদ্বাজস্ত সংযুগে ।
 সারথিং শ্রেয়ামাস যমস্ত সদনং প্রতি ॥ ৩১
 স সংগৃহ্য স্বয়ং বাহান্ ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ।
 ব্যধমং পাণ্ডবীং সেনাং তুলরাশিমিবানলঃ ॥ ৩২
 তে বধ্যমানা দ্রোণেন ভীষ্মেণ চ নরোত্তমাঃ ।
 সৃঞ্জয়াঃ কেকয়ৈঃ সাধং পলায়নপরাহভবন ॥ ৩৩

বীরগণের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া পাণ্ডববাহিনী নক্ষত্রসমূহে
 পরিবেষ্টিত রাজির ন্যায় সুর্য্যোজ্বলিত হইলেন ॥ ২৭

এইরূপ ভীষ্ম, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, শল্য ও দুৰ্য্যোধনাদিদ্বারা
 পরিবেষ্টিত আপনার সৈন্যরা গ্রহমণ্ডলীতে বেষ্টিত আকাশের
 ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৮

পরাক্রমী কুন্তীনন্দন ভীমসেন দ্রোণাচার্য্যকে দেখিয়া
 বেগশালী অশ্বসমূহের দ্বারা ভারদ্বাজ-বংশধর দ্রোণাচার্য্যের
 সৈন্যবাহিনীর উপর ধাবিত হইলেন ॥ ২৯

সমরঙ্গাঘী পরাক্রমী দ্রোণাচার্য্য রণভূমিতে ক্রূপিত হইয়া
 ভীমসেনের মর্ষণস্থান লক্ষ্য করিয়া নয়টি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩০

তখন যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যদ্বারা অভ্যস্ত আহত হইয়া ভীমসেন
 তাঁহার সারথিকে যমগৃহে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৩১

তখন প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য নিজেই অশ্বের রজ্জু ধারণ
 করিয়া পাণ্ডবসৈন্যকে সেইভাবে সংহার করিতে লাগিলেন,
 যেদ্রুপ অগ্নি তুলারাশিকে ভস্ম করিয়া থাকে ॥ ৩২

শ্রীমদ্ভবিষ্যে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্কাস্তগত ভীষ্মবধপর্কে ষষ্ঠদিবসের যুদ্ধ-

আরম্ভবিষয়ক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অন্তিমাদ সমাপ্ত ।

তথৈব তাবকং সৈন্তং ভামাজুনপরিহৃতম্ ।
 মুহূর্ত্তে তত্র তত্রৈব সমদেব বরাজনা ॥ ৩৪
 অভিষ্ঠেতাং ততো ব্যাহৌ তস্মিন্ বীরবরক্ষয়ে ।
 আসীদ্ ব্যতিকরো ঘোরস্তব তেষাঞ্চ ভারত ॥ ৩৫
 তদন্তুতমপশ্যাম তাবকানাং পঠৈঃ সহ ।
 একায়নগতাঃ সৰ্বে যদযুধ্যস্ত ভারত ॥ ৩৬
 প্রতিসংবার্য্য চাত্রাণি তেহস্ত্রোত্তমশ্চ বিশাম্পতে
 যুযুধঃ পাণ্ডবান্শ্চব কৌরবান্শ্চ মহাবলাঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ষষ্ঠদিবসযুদ্ধারম্ভে

পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৫

সেই নরশ্রেষ্ঠ সৃঞ্জয় ও কেকয়দেবীয় যোদ্ধারা দ্রোণাচার্য্য এবং
 ভীষ্ম কর্তৃক প্রহৃত হইয়া রণভূমি হইতে পলাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩

এইরূপ ভীমসেন ও অর্জুনের বাণসমূহে ক্ষত-বিদ্ধ হইয়া
 আপনার সৈন্যবাহিনীও যেখানে সেখানে মত্তা রমণীর ন্যায়
 যুদ্ধিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৪

ভারত ! শ্রেষ্ঠ বীরগণের ক্ষয়কারক সেই যুদ্ধে উভয়পক্ষের
 বাহ নষ্ট হইয়া যাইল এবং আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে
 ভয়ঙ্কর সংমিশ্রণ হইয়া গেল ॥ ৩৫

ভরতনন্দন ! আমরা সেই দিন আপনার গুজ্জগণের
 শত্রুদিগের সহিত অভূত পরাক্রম দেখিয়াছিলাম । তাঁহারা
 সকলেই একই জ্ঞেয়ীতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৩৬

প্রজানাত ! মহাবল পাণ্ডবগণ ও কৌরবগণ পরস্পর
 পরস্পরের অস্ত্র নিবারণ করিতে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে
 লাগিলেন ॥ ৩৭

ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

[ধৃতরাষ্ট্রস্য চিন্তা ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

এবং বহুগুণং সৈন্তমেবং বহুবিধং পুরা ।
ব্যটমেবং যথাশাস্ত্রমমোঘকৈব সঞ্জয় ॥ ১
হৃষ্টমশ্র্যাকমত্যস্তমভিকামঞ্চ নঃ সদা ।
প্রহ্মমবাসনোপেতং পুরস্তাদ্ দৃষ্টবিক্রমম্ ॥ ২
নাতিবৃদ্ধমবালঞ্চ ন কৃশং ন চ পীবরম্ ।
লঘুবৃত্তায়তপ্রায়ং সারযোধমনাময়ম্ ॥ ৩
আন্তসন্নাহনস্তঞ্চ বহুশস্ত্রপরিগ্রহম্ ।
অসিযুদ্ধে নিযুদ্ধে চ গদাযুদ্ধে চ কোবিদম্ ॥ ৪
প্রাসক্তি তৌমরেষাজৌ পরিষেষায়সেযু চ ।
ভিন্দিপালেযু শক্তীযু মুসলেযু চ সর্বশঃ ॥ ৫

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় ।

[ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! আমার সৈন্যগণ এইরূপ বহুগুণ-সম্পন্ন, বহু অঙ্গে (রথ, হস্তী প্রভৃতি) যুক্ত এবং বহু প্রকারে সংগঠিত ও শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে উহার বাহরচনা করা হইয়াছে, হুতরাং ইহা অমোঘ (বিজয় লাভ করিতে সমর্থ) ॥ ১

আমার এই সৈন্তবাহিনী সর্বদা আমাদের উপর প্রসন্ন ও অহুরত । ইহারা সতত আমাদের প্রতি বিনীতভাবে দেখাইয়া থাকে । ইহারা কোনও বাসনে আসক্ত নহে । পূর্বে ইহাদের বিক্রম দেখা গিয়াছে ॥ ২

এই সৈন্তমধ্যে কেহ অত্যন্ত বৃদ্ধ, বালক, দুর্বল ও অতিশয় স্থূল (মোটা) নয় । ইহাদের মধ্যে সকলেই শীঘ্র কণ্ঠ করিতে সমর্থ এবং প্রায় সকলেই উন্নত (লম্বা পুরুষ) । এই সৈন্তগণ সকলেই সারবান্ (শক্তিশালী) যোদ্ধা ও নীরোগ ॥ ৩

ইহারা সকলে কবচ ও অস্ত্র ধারণ করিয়া আছে । বহু প্রকারের অসংখ্য অস্ত্রও ইহারা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে । ইহাদের মধ্যে প্রায় প্রতি যোদ্ধাই খড়্গযুক্ত, মল্লযুক্ত ও গদাযুক্ত বিশেষজ্ঞ ॥ ৪

এই সব সৈনিক প্রাস, ঋষ্টি, তোমর, লোহময় পরিঘ, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুসল, কম্পন, ধু ও কণপ প্রভৃতি অস্ত্রের উপর নিক্ষেপণযোগ্য বিচিত্র অস্ত্রসমূহ যুদ্ধে প্রয়োগ করিতে অভিজ্ঞ এবং মুষ্টি-যুদ্ধেও সর্বপ্রকারে সমর্থ ॥ ৫-৬

কম্পনেযু চ চাপেযু কণপেযু চ সর্বশঃ ।
ক্ষেপণীয়েষু চিত্রেষু মুষ্টিযুদ্ধেযু চ ক্ষমম্ ॥ ৬
অপরোক্ষঞ্চ বিদ্যাসু ব্যায়ামে চ কৃতশ্রমম্ ।
শস্ত্রগ্রহণবিদ্যাসু সর্বাশু পরিনিষ্ঠিতম্ ॥ ৭
আরোহে পর্যাবস্কন্দে সরণে সান্ত্বরপ্লুতে ।
সম্যক্ প্রহরণে যানে ব্যপযানে চ কোবিদম্ ॥ ৮
নাগাশ্ব-রথযানেষু বহুশঃ সুপরীক্ষিতম্ ।
পরীক্ষ্য চ যথাত্মায়াং বেতনেনোপপাদিতম্ ॥ ৯
ন গোষ্ঠ্যা নোপকারেণ ন চ বন্ধুনিমিত্ততঃ ।
ন সৌহৃদবলৈর্বাপি নাকুলীনপরিগ্রহৈঃ ॥ ১০
সমৃদ্ধজনমার্য্যঞ্চ তুষ্টিসম্বন্ধি-বান্ধবম্ ।
কৃতোপকারং ভূমিষ্ঠং যশশ্চি চ মনশ্চি চ ॥ ১১

আমার এই সৈন্যবাহিনীর ধনুর্বেদের প্রত্যেক অস্ত্রভব হইয়াছে । এই সৈন্তগণ ব্যায়ামেও (অস্ত্রসমূহের অভ্যাসেও) অধিক পরিশ্রম করিয়াছে । ইহারা অস্ত্রগ্রহণসম্বন্ধীয় সকল বিদ্যায় পারদর্শী ॥ ৭

ইহারা হস্তী অশ্বাদি সর্ববিধ বাহনে আরোহণ করিতে, সেইসব বাহন হটতে নামিতে, তাহাদিগকে অগ্রসর করিতে, মধ্যে মধ্যে লক্ষ্যপ্রদান করাইতে, উত্তমরূপে অস্ত্র প্রহার করিতে, আক্রমণ করিতে এবং পশ্চাদপসরণ করিতেও নিপুণ ॥ ৮

হস্তী, অশ্ব ও রথাদি যানে করিয়া রণযাত্রা করিবার বিষয়ে ইহাদিগকে বহুভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে । পরীক্ষার পর প্রত্যেক সৈন্তকেই তাহাদের যোগ্যতানুসারে বেতনও প্রদান করা হইয়াছে ॥ ৯

ইহাদের মধ্যে কাহাকেও মিত্রগোষ্ঠী হইতে আনয়ন, সামান্য উপকার করিয়া, ভ্রাতৃ-বন্ধু-সম্বন্ধবশতঃ, সৌহৃদবশতঃ কিংবা বল-প্রয়োগ করিয়া সম্মিলিত করা হয় নাই । কুলীন নহে, এরূপ ব্যক্তিকেও এই সৈন্যমধ্যে সংগ্রহ করা হয় নাই ॥ ১০

আমাদের সৈন্যমধ্যে যে সমস্ত লোক আছে, তাহারা সকলেই সমৃদ্ধিশালী ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ । তাহাদের সম্বন্ধী, বন্ধু-বান্ধব সকলেই সন্তুষ্ট আছে । ইহারা সকলেই আমাদের বহু উপকার করিয়াছে এবং ইহারা বশবী ও মনবী ॥ ১১

অথালোক্য প্রবিষ্টং তমুচুস্তে সর্ব এব তু ।
 জীবগ্রাহং নিগৃহীমো বয়মেনং নরাধিপাঃ ॥ ১০
 স তৈঃ পরিবৃতঃ পার্থো ভ্রাতৃভিঃ কৃতনিশ্চয়ৈঃ ।
 প্রজাসংহরণে সূর্যাঃ ক্রুরৈরিব মহাগ্রহৈঃ ॥ ১১
 সম্প্রাপ্য মধ্যং সৈন্তশ্চ ন ভীঃ পাণ্ডবমাবিশং ।
 যথা দেবাসুরে যুদ্ধে মহেন্দ্রঃ প্রাপ্য দানবান্ ॥ ১২
 ততঃ শতসহস্রাণি রথিনাং সর্বশঃ প্রভো ।
 উত্ততানি শরৈস্তীত্রৈস্তমেকং পরিবত্রিরে ॥ ১৩
 স তেষাং প্রবরান্ যোধান্ হস্তাশ্ব-রথ-সাদিনঃ ।
 জঘান সমরে শূরো ধার্তরাষ্ট্রানচিন্তয়ন্ ॥ ১৪
 তেষাং বাবসিতং জ্ঞাত্বা ভীমসেনো জিঘৃক্সতাম্ ।
 সমস্তানাং বধে রাজন্ মতিং চক্রে মহামনাঃ ॥ ১৫
 ততো রথং সমুৎসৃজ্য গদামাদায় পাণ্ডবঃ ।
 জঘান ধার্তরাষ্ট্রাণাং তং বলৌঘং মহার্ণবম্ ॥ ১৬

ভীমসেনকে সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া সেই সব নরপতিগণ পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, আমরা এই ভীমসেনকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিয়া লইব ॥ ১০

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সকল ভ্রাতৃবৃন্দ কুন্তীকুমার ভীমসেনকে ঘিরিয়া ফেলিলেন; তাহাতে মনে হইতে লাগিল যে, প্রজা-সংহারকালে সূর্য্যদেবকে ক্রুর মহাগ্রহগণ পরিবেষ্টন করিয়াছে ॥ ১১

কৌরবসৈন্যের মধ্যে উপস্থিত হইয়া ভীমসেনের চিত্তে অল্প ভয়ও হইল না, যেহেতু দানবসৈন্যগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র অল্পও ভীত হন নাই ॥ ১২

প্রভো! তারপর একাকী ভীমসেনের উপর তীব্র বাণবষণ করিতে করিতে লক্ষ সংখ্যক রথী বীর যুদ্ধের জন্য উত্তত হইয়া চারিদিক্ দিয়া তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৩

শৌর্য্যশালী বীর ভীমসেন আপনাদিগকে কোনরূপ গ্রাহ্য না করিয়াই হস্তী, অশ্ব ও রথের উপর বসিয়া যুদ্ধরত কৌরবগণের প্রধান প্রধান বীরবর্গকে সমরাজ্যে নিহত করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

রাজন্! তাঁহাকে বন্দী করিতে ইচ্ছুক সেই কজ্রিয়গণের অভিপ্রায় জানিয়া মহাত্মা ভীমসেন তাঁহাদের সকলকে বধ করিবার জন্য নিশ্চয় করিলেন ॥ ১৫

তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন হস্তে গদা লইয়া রথ পরিত্যাগ করত সেই বিশাল সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই মহাসাগরতুল্য সৈন্যসমূহকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

(গদয়া ভীমসেনেন ভাঙিতা বারণোত্তমাঃ ॥
 ভিন্নকুস্তা মহাকায়্য ভিন্নপৃষ্ঠান্তথৈব চ ॥
 ভিন্নগাত্রাঃ সহারোহাঃ শেরতে পর্বতা ইব ।
 রথাস্চ ভগ্নাস্তিলশঃ সযোধাঃ শতশো রণে ॥
 অশ্বাস্চ সাদিনশ্চৈব পদাতৈঃ সহ ভারত ।
 তত্রাদ্বুতমপশ্যাম ভীমসেনস্ত বিক্রমম্ ॥
 যদেকঃ সমরে রাজন্ বহুভিঃ সমযোধয়ং ।
 অন্তকালে প্রজাঃ সর্বা দণ্ডপাণিরিবাস্তকঃ ॥)
 ভীমসেনে প্রবিষ্টে তু ধৃষ্টদ্যুম্নোহপি পার্শ্বতঃ ।
 দ্রোণমুৎসৃজ্য তরসা প্রযযৌ যত্র সৌবলঃ ॥
 নিবার্য্য মহতীং সেনাং তাবকানাং নরর্ষভঃ ।
 আসসাদ রথং শূন্যং ভীমসেনস্ত সংযুগে ॥ ১৮
 দৃষ্ট্বা বিশোকং সমরে ভীমসেনস্ত সারথিম্ ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ দুর্মনা গতচেতনঃ ॥ ১৯

(ভীমসেনের গদার আঘাতে বড় বড় বিশালদেহ গজগণের কুস্তকুল বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং তাহাদের এক একটি অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইল। এরূপ অবস্থায় তাহারা আরোহীদিগের সহিত ধরাশায়ী হইতে লাগিল, ইহাতে মনে হইল পর্বত খসিয়া পড়িতেছে ॥

ভারত! তিনি সেই রণক্ষেত্রে শত শত রথকে তাহাদের আরোহী যোদ্ধাগণের সহিত তিল তিল করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। অশ্ব ও তাহাদের আরোহিগণকেও পদাতিক সৈন্যের সহিত ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিলেন ॥

রাজন্! সেই যুদ্ধে আমরা ভীমসেনের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম। যেহেতু প্রলয়কালে যমরাজ হাতে দণ্ড লইয়া সমস্ত প্রজাগণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ইনিও একাকী আপনাদিগকে বহুসংখ্যক যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥

ভীমসেন কৌরবসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে পর দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নও দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রতবেগে সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে শত্ৰুনি যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ১৭

সেখানে আপনাদিগকে বিশাল সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনের শূন্য রথের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮

মহারাজ! ভীমসেনের সারথি বিশোককে সমরাজ্যে একাকী অবস্থান করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন মনে মনে অতিশয় ক্রোধিত হইলেন এবং অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িলেন ॥ ১৯

অপৃচ্ছদ্ বাপ্পসংক্ৰোধো নিঃশ্বসন্ বাচমীরয়ন্ ।
 মম প্রাণৈঃ প্রিয়তমঃ ক ভীম ইতি হুঃখিতঃ ॥ ২০
 বিশোকস্তম্বাচেদং ধৃষ্টদ্যায় কৃতাজলিঃ ।
 সংস্থাপ্য মামিহ বলী পাণ্ডবেয়ঃ পরাক্রমী ॥ ২১
 প্রবিষ্টো ধার্তরাষ্ট্রাণামেতদ্ বলমহার্ণবম্ ।
 মামুক্ত্বা পুরুষবাজ্রঃ প্রীতিযুক্তমিদং বচঃ ॥ ২২
 প্রতিপালয় মাং সূত নিয়মাশ্বান্ মুহূর্তকম্ ।
 যাবদেতান্ নিহন্ত্যাহ য ইমে মদ্রধোজ্ঞতাঃ ॥ ২৩
 ততো দৃষ্ট্বা প্রধাবন্ত্যঃ গদাহস্তং মহাবলম্ ।
 সর্বেষামেব সৈন্তানাম্ সংতর্ঘ্যঃ সমজায়ত ॥ ২৪
 তস্মিন্ স্তম্ভমূলে যুদ্ধে বর্তমানে ভয়ানকে ।
 ভিষ্মা রাজন্ মহাবাহুং প্রবিবেশ বকোদরঃ ॥ ২৫
 বিশোকস্ত বচঃ শ্রুত্বা ধৃষ্টদ্যায়োহথ পার্শ্বতঃ ।
 প্রত্যাবাচ ততঃ সূতং রণমধ্যে মহাবলঃ ॥ ২৬
 ন হি মে জীবিতেনাপি বিদ্যতেহত্ প্রয়োজনম্ ।

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অশ্রুশিক্ত হইয়া বাপ্প-
 গদগদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিশোক ! আমার প্রাণ হইতেও
 অধিক প্রিয় ভীমসেন কোথায় ? এই কথা বলিয়াই তিনি হুঃখিত
 হইয়া পড়িলেন ॥ ২০

তখন বিশোক কৃতাজলি হইয়া ধৃষ্টদ্যায়কে বলিল,—প্রভো !
 পরাক্রমী ও বলবান্ পাণ্ডুনন্দন আমাকে এখানে রাখিয়া
 কোরবগণের এই সৈন্তসাগরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন ॥

যাইবার সময় পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন আমাকে প্রীতিপূর্ণ বাক্যে
 এই কথা বলিলেন যে, সূত ! তুমি মুহূর্তকাল এই অশ্বগণকে
 অবশে রাখিয়া এই স্থানে সেই পর্ধ্যস্ত আমার জন্ত প্রতীক্ষা কর,
 যে পর্ধ্যস্ত এইসব বোদ্ধা আমাকে বধ করিবার জন্ত উদ্যত
 হইয়াছে, তাহাদের আজ বধ করত ফিরিয়া না আসি ॥ ২১-২৩

তদনন্তর হাতে গদা লইয়া মহাবল ভীমসেনকে ধাবিত হইতে
 দেখিয়া সমস্ত সৈন্তগণের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল ॥ ২৪

রাজন্ ! সেই ভয়ঙ্কর ও তুমুল যুদ্ধে ভীমসেন এই মহাবাহুকে
 ভেদ করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৫

বিশোকেয় এই কথা শুনিয়া মহাবল ঋণদনন্দন ধৃষ্টদ্যায় সেই
 সমরাজ্যে তাঁহার সারথিকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৬

সারথি ! যুদ্ধস্থলে ভীমসেনকে ত্যাগ করিয়া ও পাণ্ডবগণের
 স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া এখন আমার জীবনধারণ করিবার কোন
 প্রয়োজন নাই ॥ ২৭

ভীমসেনং রণে হি ভা স্নেহমুৎসৃজ্য পাণ্ডবৈঃ ॥ ২৭
 যদি যামি বিনা ভীমং কিং মাং ক্রতঃ বদিস্বতি ।
 একায়নগতে ভীমে ময়ি চাবস্থিতে যুধি ॥ ২৮
 অশ্বস্তি ভাস্ত্র কুর্বস্তি দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ।
 যঃ সহায়ান্ পরিত্যজ্য স্বস্তিমানাত্রেজেদ্ গৃহম্ ॥ ২৯
 মম ভীমঃ সখা চৈব সম্বন্ধী চ মহাবলঃ ।
 ভক্তোহস্মান্ ভক্তিমাংশ্চাতং তমপ্যারিনিষ্ দনম্ ॥ ৩০
 সোহহং ভত্র গমিস্ব্যামি যত্র যাতো বকোদরঃ ।
 নিম্নস্তং মাং রিপূন্ পশ্য দানবানিব বাসবম্ ॥ ৩১
 এবমুক্ত্বা ততো বীরো যযৌ মধোন ভারত ।
 ভীমসেনস্ত মার্গেণ গদাপ্রমথিতৈর্গজৈঃ ॥ ৩২
 স দদর্শ তদা ভীমং দহন্ত্যং রিপুবাহিনীম্ ।
 বাতো বৃক্ষানিব বলাং প্রভঙ্কন্ত্যং রণে রিপূন্ ॥ ৩৩
 তে বধ্যমানাঃ সমরে রথিনঃ সাদিনস্তথা ।
 পাদাতা দন্তিনাশ্চৈব চক্রুরাতিশ্বরং মতং ॥ ৩৪

ভীমসেন একাকী যুদ্ধের পথে চলিয়া গিয়াছেন এবং আমিও
 এখন সেই যুদ্ধস্থলেই উপস্থিত হইয়াছি । এরূপ অবস্থায় যদি
 ভীমসেনকে না লইয়া আমি ফিরিয়া যাউ, তবে ক্ষত্রিয়সমাজ
 আমাকে কি বলিবেন ? ২৮

যে ব্যক্তি স্বীয় সহায়কগণকে পরিত্যাগ করিয়া অশ্বঃ কুশলভার
 সহিত যুদ্ধ হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে, ইজাদি দেবগণও
 তাহার অনিষ্ট করেন ॥ ২৯

মহাবল ভীমসেন আমার সখা ও সম্বন্ধী । তিনি আমাদের
 সকলের ভক্ত এবং আমিও সেই শত্রুহনন ভীমসেনের ভক্ত ॥ ৩০

অতএব আমিও সেইস্থানে যাইব, যেস্থানে ভীমসেন
 গিয়াছেন । দেখ, যেরূপ ইন্দ্র দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন,
 আমিও সেইরূপ শত্রুসৈন্যদিগকে বিনাশ করিব ॥ ৩১

ভারত ! এই কথা বলিয়া বীরবর ধৃষ্টদ্যায় ভীমসেন যে পথে
 গিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া কোরবসৈন্তের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।
 এই পথের মধ্যে ভীমসেনের গদার আঘাতে বহু হাতী নিহত
 হইয়া পড়িয়া আছে ॥ ৩২

সেই সময় কিছুদূর গিয়া ধৃষ্টদ্যায় ভীমসেনকে শত্রুসৈন্য দ্বন্দ্ব
 করিতে দেখিলেন । যেরূপ প্রবল বায়ু বৃক্ষসমূহকে উৎপাটিত
 করিয়া ফেলে, সেইরূপ ভীমসেনও রণালয়ে শত্রুগণকে সংহার
 করিতেছিলেন ॥ ৩৩

সমরাজ্যে ভীমসেন কর্তৃক প্রহত (আঘাতপ্রাপ্ত) বহু রথী,

হাহাকারশ্চ সংজ্ঞে তব সৈন্যশ্চ মারিষ ।

বধ্যতো ভীমসেনেন কুতিনা চিত্রযোধিনা ॥ ৩৫

ততঃ কৃতান্ত্রাস্তে সৰ্বে পরিবার্য্য বৃকোদরম্ ।

অভীতাঃ সমবর্তন্ত শস্ত্রযুগ্মা পরন্তপ ॥ ৩৬

অভিক্রুতং শস্ত্রভূতাং বরিষ্ঠঃ

সমন্ততঃ পাণ্ডবং লোকবীরঃ ।

সৈন্যেন ঘোরেন সুসংহিতেন

দৃষ্টী বলী পার্শ্বতো ভীমসেনম্ ॥ ৩৭

অধোপংগচ্ছুরবিক্ষতান্

পদাভিনং ক্রোধবিষং বমন্তম্ ।

আশ্বাসয়ন্ পার্শ্বতো ভীমসেনঃ

গদাহস্তং কালমিবাস্তকালে ॥ ৩৮

বিশল্যমেনঞ্চ চকার তুর্ণ-

মারোপয়চ্চাত্মরথং মহাত্মা ।

ভূষণং পরিধজ্যা চ ভীমসেন-

মাশ্বাসয়ামাস চ শক্রমধো ॥ ৩৯

অথারোহী, পদাতিক ও আরোহী-সহ তন্ত্রী উচ্চৈঃশ্বরে আর্ন্তনাদ করিতেছে ॥ ৩৪

আর্য্য! বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধরত বিদ্বান্ ভীমসেন কর্তৃক নিহত আপনার সৈন্তবাহিনীর মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল ॥ ৩৫

শক্রতাপন নরেশ! তদনন্তর বহু অস্ত্রে অভিজ্ঞ সমস্ত কৌরব-সৈন্তরা ভীমসেনকে চারিদিকে ঘিরিয়া অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে নির্ভয় হইয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিল ॥ ৩৬

বিশ্ববিখ্যাত বীর বলবান্ ক্রপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখিলেন,—অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের উপর চারিদিক হইতে আক্রমণ হইতেছে। অত্যন্ত সংগঠিত হইয়া ভয়ঙ্কর সৈন্তরা তাঁহার উপর ধাবিত হইতেছে ॥ ইহা দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে আশ্বাসপ্রদান করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রতি অঙ্গই বাণে কত বিক্ষুব্ধ হইয়া যাইতেছে, তথাপি তিনি পাদচারী হইয়া ক্রোধরূপ বিষ উদ্গিরণ করিতেছেন এবং হাতে গদা লইয়া প্রলয়কালীন ধমরাজের স্তায় দুর্দর্শ হইয়াছেন ॥ ৩৭-৩৮

মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন অতি দ্রুত তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইয়া লইলেন এবং তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট বাণসমূহ নিঃসারণ

ভ্রাতৃনথোপেত্য তবাপি পুত্র-

স্তম্ভিন্ বিমর্দে মহতি প্রবৃন্তে ।

অয়ং হুরাত্মা ক্রপদশ্চ পুত্রঃ

সমাগতো ভীমসেনেন সাধম্ ॥ ৪০

তং যাম সৰ্বে মহতা বলেন

মা বো রিপুঃ প্রার্থয়তামনীকম্ ।

ক্রুদ্ধা তু বাক্যং তমমুশ্রমাণা

জ্যোষ্ঠাজ্জয়া নোদিতা ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৪১

বধ্যয় নিষ্পেতুরুদায়ুধাস্তে

যুগক্ষয়ে কেতবো যদ্বহুগ্রাঃ ।

প্রগৃহ্য চাত্মাণি ধনুঃবি বীরা

জ্যাং নেমিষৌষৈঃ প্রবিকম্পয়ন্তঃ ॥ ৪২

শরৈরবর্ষন্ ক্রপদশ্চ পুত্রঃ

যথাসুদা ভূধরং বারিজালৈঃ ।

নিহত্য তাংশ্চাপি শরৈঃ সূতীকৈ-

র্ন বিব্যথে সমরে চিত্রযোধী ॥ ৪৩

করিয়া দিলেন। শক্রগণের মধ্যেই তিনি ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিয়া সর্বতোভাবে সাঙুনা প্রদান করিলেন ॥ ৩৯

সেই মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইলে আপনার পুত্র হৃষ্যোধন ভ্রাতৃ-বৃন্দের নিকট আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—এই হুরাত্মা ক্রপদপুত্র আসিয়া ভীমসেনের সহিত মিলিত হইয়াছে ॥ ৪০

এখন আমরা বিশাল সৈন্তবাহিনীর সহিত ইহাদের উপর আক্রমণ করিব, বাহাতে আমার ও তোমাদের এই শত্রু আমাদের এই সৈন্তের কোনরূপ হানি করিবার ইচ্ছা না করিতে পারে। হৃষ্যোধনের এই কথা শুনিয়া আপনার সকল পুত্রগণ, বীহারা ধৃষ্টদ্যুম্নের উপস্থিতি সহ্য করিতে পারেন নাই; তাঁহারা জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা হৃষ্যোধনের আদেশে প্রেরিত হইয়া প্রলয়কালের ভয়ঙ্কর কেতুর স্তায় হাতে অস্ত্র গ্রহণকরত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার জন্য তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ইহারা সকলে নিজ নিজ হস্তে ধনুর্বাণ ধারণ করিয়াছিলেন এবং রথের চক্রকাঠের দ্বর্ষর শব্দের সহিত ধনুর গুণকেও কম্পিত করিতে করিতে টকারধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ৪১-৪২

যেদ্রুপ মেঘ পর্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করিয়া প্রাবৃত করে, সেইরূপ ইহারাও ক্রপদপুত্রের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে নিপুণ

সমভ্রাদীর্গাংশ্চ তবাত্মজাংস্তথা

নিশম্য বীরানভিতঃ স্থিতান্ রণে ।

জিঘাংসুরুগ্রং দ্রুপদাত্মজো যুবা

প্রমোহনাত্মং যুযুজে মহারথঃ ॥ ৪৪

ক্রুদ্ধো ভূশং তব পুত্রেষু রাজন্

দৈত্যেষু যদ্বৎ সমরে মহেন্দ্রঃ ।

ততো বামুহন্ত রণে নৃবীরাঃ

প্রমোহনাত্মাহতবুদ্ধিস্রবাঃ ॥ ৪৫

প্রহৃদ্রবুঃ কুরবশ্চৈব সর্ব

সবাজিনাগাঃ সরথাঃ সমস্তাং ।

পরীতকালানিব নষ্টসংজ্ঞান্

মোহোপেতাংস্তব পুত্রান্ নিশম্য ॥ ৪৬

এতস্মিন্নেব কালে তু দ্রোণঃ শত্রুভৃতাং বরঃ ।

দ্রুপদং ত্রিভিরাসাশ্চ শরৈর্বিব্যাদ দারুণৈঃ ॥ ৪৭

সোহতিবিদ্ধস্ততো রাজন্ রণে দ্রোণেন পাথিবঃ ।

যুট্ঠ্যয় সেই সময়ক্ষেপে স্বীয় ভীক্স ধারাল বাণসমূহে তাঁহাদের সকলকেই গুরুতর আহত করিয়া স্বয়ং অন্নও ব্যথিত হইলেন না ॥ ৪৩

যুদ্ধের সম্মুখে অবস্থিত আপনার বীর পুত্রদিগকে অগ্রসর হইতে ও প্রচণ্ড হইতে দেখিয়া নবযুবক মহারথী দ্রুপদনন্দন যুট্ঠ্যয় তাঁহাদিগকে বধ করিবার বাসনায় ভয়ঙ্কর প্রমোহন অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ॥ ৪৪

রাজন্! বেরূপ যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যগণের উপর ক্রুপিত হন, সেইরূপ আপনার পুত্রদিগের উপর যুট্ঠ্যয়ের ক্রোধ অত্যন্ত বর্ধিত হইল। তাঁহার মোহনাত্ম প্রয়োগে নিজেদের চৈতন্য ও ধৈর্য হারাইয়া আপনার নরবীর পুত্রগণ রণস্থলে মোহিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৫

আপনার পুত্রগণকে মোহিত ও যততুল্য অচেতন হইয়া বাইতে দেখিয়া সমস্ত কৌরব-সৈন্যরাই হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪৬

এই সময় অপর দিকে শত্রুধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচাৰ্য্য দ্রুপদের নিকট বাইয়া তাঁহাকে তিনটি ভয়ঙ্কর বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪৭

রাজন্! তখন রণভূমিতে দ্রোণকর্তৃক গুরুতর আহত হইয়া রাজা দ্রুপদ পুর্বেকার শত্রুতার কথা শ্রবণ করত সেখান হইতে

অপারাদ্ দ্রুপদো রাজন্ পূর্ববৈরমহুশ্রয়ন্ ॥ ৪৮

জিঘা তু দ্রুপদং দ্রোণঃ শঙ্খং দদৌ প্রতাপবান্ ।

তস্ত শঙ্খশ্রবণং দ্রোণা বিদ্রোহঃ সর্বসোমকঃ ॥ ৪৯

অথ শুক্রাব তেজস্বী দ্রোণঃ শত্রুভৃতাং বরঃ ।

প্রমোহনাত্মেন রণে মোহিতানাঙ্গজাংস্তব ॥ ৫০

ততো দ্রোণো মহারাজ স্বরিতোহভ্যায়ো রণাৎ ।

তত্রাপশুশ্লহেহাসো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫১

যুট্ঠ্যয়ঞ্চ ভীমঞ্চ বিচরন্তৌ মহারণে ।

মোহাবিষ্টাংশ্চ তে পুত্রানপশুং স মহারথঃ ॥ ৫২

ততঃ প্রজ্ঞাস্ত্রমাদায় মোহনাত্মং ব্যনাশয়ৎ ।

অথ প্রত্যাগতপ্রাণাস্তব পুত্রা মহারথাঃ ॥ ৫৩

পুনর্যুদ্ধায় সমরে প্রযযুর্ভীমপার্শ্বতো ।

ততো যুধিষ্ঠিরঃ প্রাহ সমাহুয় স্বসৈনিকান্ ॥ ৫৪

গচ্ছন্ত পদবীং শক্ত্যা ভীমপার্শ্বতয়োর্মুখি ।

সৌভদ্রপ্রমুখা বীরা রথা দ্বাদশ দংশিতাঃ ॥ ৫৫

দূরে সরিয়া গেলেন ॥ ৪৮

দ্রুপদকে জয় করিয়া প্রতাপশালী দ্রোণাচাৰ্য্য স্বীয় শঙ্খধ্বনি করিলেন। তাঁহার এই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমস্ত সোমক কত্রিয়গণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৯

তদনন্তর শত্রুধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচাৰ্য্য শ্রবণ করিলেন যে, আপনার পুত্রগণ রণভূমিতে প্রমোহন অস্ত্রে মোহিত হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ৫০

মহারাজ! ইহা শুনিয়াই মহাযুদ্ধের প্রতাপী ভারদ্বাজনন্দন দ্রোণাচাৰ্য্য অতিসম্বর সেই যুদ্ধস্থল হইতে বাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে আসিয়া মহারথী দ্রোণাচাৰ্য্য দেখিলেন যে, যুট্ঠ্যয় ও ভীমসেন সেই মহাযুদ্ধে বিচরণ করিতেছেন এবং আপনার পুত্রগণ মোহিত হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ৫১-৫২

তখন তিনি প্রজ্ঞাত্ম লইয়া তাহাধারা মোহনাত্মকে নাশ করিয়া দিলেন। ইহাতে আপনার মহারথী পুত্রগণের মধ্যে পুনরায় চেতনা শক্তি ফিরিয়া আসিল ॥ ৫৩

তারপর তিনি সেই সময়ক্ষেপে পুনরায় যুদ্ধের জন্ত ভীমসেন ও যুট্ঠ্যয়ের দিকে চলিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া নিকটে আনাইয়া বলিলেন—তোমরা সকলে পুর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধস্থলে ভীমসেন ও যুট্ঠ্যয়ের

প্রবৃন্তিমধিগচ্ছন্ত ন হি শুধ্যতি মে মনঃ ।
 ত এবং সমহুজাতাঃ শূরা বিক্রান্তযোধিনঃ ॥ ৫৬
 বাটমিত্যেবমুক্তা তু সৰ্বে পুরুষমানিনঃ ।
 মধ্যন্দিনগতে সূর্য্যে প্রযয়ুঃ সৰ্ব এব হি ॥ ৫৭
 কেকয়া দ্রৌপদেয়াশ্চ ধৃষ্টকেতুশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 অভিমন্যুঃ পুরন্দ্রতা মহত্যা সেনয়া বৃত্তাঃ ॥ ৫৮
 তে কৃষা সমরবাহুঃ সূচীমুখমরিন্দমাঃ ।
 বিভিহুর্ধার্তরাষ্ট্রাণাং তদ্ রথানীকমাহবে ॥ ৫৯
 তান্ প্রযাতান্ মহেষ্ণাসানভিমন্যুপুরোগমান্ ।
 ভীমসেনভয়াবিষ্টা ধৃষ্টদ্যুম্নবিমোহিতা ॥ ৬০
 ন সংবারয়িতুং শক্তা তব সেনা জনাধিপ ।
 মদমূৰ্ছাস্থিতায়া বৈ প্রমদেবান্ধনি স্থিতা ॥ ৬১
 তেহভিজাতা মহেষ্ণাসাঃ সুবর্ণবিকৃতধ্বজাঃ ।
 পরীপ্সাস্তোহভ্যাবাস্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন-রুকোদরৌ ॥ ৬২

পথ অনুসরণ কর। অভিমন্যু প্রভৃতি দ্বাদশজন বীর মহারথী
 কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সংবাদসংগ্রহ
 করুক। কারণ এখন আমার মন ইহাদের বিষয়ে চিন্তিত হইয়া
 পড়িয়াছে ।

যুধিষ্ঠিরের এতাদৃশ আজ্ঞা পাইয়া পরাক্রমপূৰ্ব্বক যুদ্ধ করিতে
 অভিলাষ সেই পুরুষমানী সমস্ত শৌর্য্যশালী বীরগণ “আচ্ছা, তাহাই
 হউক” এই কথা বলিয়া সূর্য্য দিনের দ্বিপ্রহরে উপস্থিত হইলে
 সেই সময় সেখান হইতে যাত্রা করিলেন ॥ ৫৪-৫৭

অভিমন্যুকে অগ্রে রাখিয়া বিশাল সৈন্তপরিবেষ্টিত পঞ্চ
 কেকয়-রাজকুমার, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও পরাক্রমী ধৃষ্টকেতু—এই
 সব শত্রুদমন বীরবরগণ সূচীমুখনামক সমরবাহু নির্মাণ করিয়া
 আপনার পুত্রদিগের সৈন্তসমুদায়কে রণক্ষেত্রে বিদীর্ণ করিতে
 লাগিলেন ॥ ৫৮-৬২

জনেশ্বর! আপনার সৈন্তরা তখন ভীমসেনের ভয়ে ব্যাকুল
 এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণে মোহিত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং তাহারা
 অভিমন্যু প্রভৃতি মহাধনুর্ধর বীরগণকে নিবারণ করিতে সমর্থ
 হইল না। মদ ও মূৰ্ছার বশীভূতা মদমত্তা গ্রীর শ্রায় তাহারা
 যুদ্ধপথে নীরবে ঠাঁড়াইয়া রহিল ॥ ৬০-৬১

সুবর্ণনির্মিত ধ্বজ-সুশোভিত সেই মহাধনুর্ধর কুলীন যোদ্ধারা
 ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেনকে রক্ষা করিবার জন্ত তীব্রবেগে ধাবিত
 হইতে লাগিলেন ॥ ৬২

তৌ চ দৃষ্টা মহেষ্ণাসাবভিমন্যুপুরোগমান্ ।
 বভূবতুমুদা যুক্তৌ নিম্নস্তৌ তব বাহিনীম্ ॥ ৬৩
 (দ্রোণমিষম্বন্ধকুশলং সর্ববিজ্ঞান্ পারগম্)
 দৃষ্টা তু সহস্রায়াস্তং পাঞ্চালো গুরুমান্বনঃ ।
 নাশঃসত বধঃ বীরঃ পুত্রাণাং তব ভারত ॥ ৬৪
 ততো রথং সমারোপ্য কৈকেয়স্ত রুকোদরম্ ।
 অভ্যাবৎ সুসংক্রুদ্ধো দ্রোণমিষম্বন্ধপারগম্ ॥ ৬৫
 তস্মাভিপততত্তুর্গং ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ।
 ক্রুদ্ধশ্চিচ্ছেদ বাণেন ধনুঃ শত্রুনিবহ্নগঃ ॥ ৬৬
 অত্যাংশ্চ শতশো বাগান্ প্রেষয়ামাস পাষতে ।
 হৃষ্যোদনহিতার্থায় ভর্তৃপিশুমহুস্মরন্ ॥ ৬৭
 অথাস্তদ্ ধনুরাদায় পার্শ্বতঃ পরবীরহা ।
 দ্রোণং বিব্যাধ বিংশত্যা ক্রান্তপুষ্ঠৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ৬৮

সেই দুই মহাধনুর্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং ভীমসেন অভিমন্যু
 প্রভৃতি বীরগণকে সহায়তার জন্য আসিতে দেখিয়া হর্ষ ও
 উৎসাহে পূর্ণ হইয়া পড়িলেন এবং আপনার সৈন্তদিগকে বিনাশ
 করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩

ভারত! পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ধনুর্বেদে কুশল ও সমস্ত
 বিজ্ঞান পারদর্শী বিদ্বান্ নিজ গুরু দ্রোণাচার্য্যকে সহসা সেখানে
 আসিতে দেখিয়া আপনার পুত্রদিগের বধের ইচ্ছা ত্যাগ
 করিলেন ॥ ৬৪

তারপর ভীমসেনকে কেকয়রাজ-কুমারের রথে আরোহণ
 করাইয়া দিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্ন অস্ত্রবিজ্ঞান পারগামী বিদ্বান্
 দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬৫

তখন শত্রুবিনাশক প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য কুপিত হইয়া
 স্বীয় অভিমুখে আগত ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু অতিশয় একবাণে ছিন্ন
 করিলেন ॥ ৬৬

তাহার পর হৃষ্যোদনের হিতের জন্য ভরণপোষণকারী তাঁহার
 প্রদত্ত অস্ত্রের বিষয় স্মরণ করিতে করিতে তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর
 আরও অস্ত্রবিধ শত শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬৭

অনন্তর শত্রুবীরনাশী ধৃষ্টদ্যুম্ন অস্ত্র ধনু গ্রহণ করত প্রস্তুত ঘর্ষণ
 করিয়া তীক্ষ্ণ ধারালব্ধ ও স্বর্ণনির্মিত পঞ্চভূষিত বিশটি বাণে
 দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬৮

তস্ত্র জ্ঞোণঃ পুনশ্চাপং চিচ্ছেদামিত্রকর্ষণঃ ।
 ইয়াংচ চতুর্ত্বর্ণং চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ ॥ ৬২
 বৈবস্বতক্ষয়ং ঘোরং প্রেষয়ামাস ভারত ।
 সারথিং চাস্ত্র ভল্লেন প্রেষয়ামাস মৃত্যবে ॥ ৭০
 হতাস্থাং স রথাং তূর্ণমবপ্লুত্যা মহারথঃ ।
 আক্রুরোহ মহাবাহুরভিমন্তোর্মহারথম্ ॥ ৭১
 ততঃ সরথনাগাশ্চ সমকম্পত বাহিনী ।
 পশ্যতো ভীমসেনস্ত্র পাৰ্শ্বতস্ত্র চ পশ্যতঃ ॥ ৭২
 তৎ প্রভয়ং বলং দৃষ্ট্বা জ্ঞোণেনামিততেজসা ।

তখন শত্রুহৃদন জ্ঞোণাচাষ্য পুনরায় ধৃষ্টদ্যায়ের শত্রু হিঙ্গ করিয়া
 দিলেন এবং চারিটি উত্তম বাণে তাঁহার চার অশ্বকে
 ক্রত উদ্যানক বমগৃহে পাঠাইলেন। ভারত! তারপর অগ্ন
 একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার সারথিকেও মৃত্যুশ্রমে প্রেরণ
 করিলেন ॥ ৬২-৭০

অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে মহারথী মহাবাহু ধৃষ্টদ্যায় সত্তর
 সেই রথ হইতে লাকাইয়া পড়িলেন এবং অভিমহ্যুর বিশাল রথে
 আরোহণ করিলেন ॥ ৭১

তদনন্তর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যায়ের দৃষ্টিগোচরেই রথ,
 অশ্ব ও অশ্বারোহী সহ সমস্ত পাণ্ডব সৈন্তগণ কাপিতে
 লাগিল ॥ ৭২

ভীমরহবি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহা- ভারতের ভীমপর্বোক্তগত ভীমবধপর্কে তুমুলযুদ্ধে
 জ্ঞোণাচাষ্যের পরাক্রমবিষয়ক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অন্তিম সমাপ্ত ॥

অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্তানাম্ তুমুলং যুদ্ধম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততো হৃষ্যোধনো রাজা মোহাৎ প্রত্যাগতস্তদা
 শরবর্ষৈঃ পুনর্ভীমং প্রত্যাবারয়দচ্যুতম্ ॥ ১
 একীভূতাস্ততশ্চৈব তব পুত্রা মহারথাঃ ।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[উভয়পক্ষের সৈন্তের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর (মোহনাজ্জনিত)
 মোহ হইতে মুক্ত হইয়া রাজা হৃষ্যোধন অপরাক্রম হইতে
 অবিচ্যুত ভীমসেনকে পুনরায় বহু বাণবর্ষণে প্রতিরোধ করিয়া
 কেলিলেন ॥ ১

নাশক্ৰুবন্ বারয়িতুং সমস্তান্তে মহারথাঃ ॥ ৭৩
 বধ্যমানং তু তৎ সৈন্ত্যং জ্ঞোণেন নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 ব্যভ্রমৎ তত্র তত্রৈব ক্লেভ্যমাণ ইবার্ণবঃ ॥ ৭৪
 তথা দৃষ্ট্বা চ তৎ সৈন্ত্যং জহ্রাষে তাবকং বলম্ ।
 দৃষ্ট্বাচাষ্যং স্ত্রুংক্রুদ্ধং পতন্ত্যং রিপুবাহিনীম্ ।
 চূক্রুঃ সর্বতো যোধাঃ সাধু সান্বিতি ভারত ॥ ৭৫
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাঃ সংহিতায়াঃ বৈয়াসিক্যাঃ
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঙ্কলযুদ্ধে জ্ঞোণপরাক্রমে
 সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭০

অমিততেজস্বী আচাষ্য জ্ঞোণকটীক স্বীয় সৈন্তের ব্রাহ্ণ ভক্ত
 হইতে দেখিয়া সেই সব মহারথী বারবৃন্দ বহু চেষ্টা করিয়াও
 তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না ॥ ৭৩

জ্ঞোণাচাষ্যের ভীমবাণসমূহে পীড়িত হইয়া সেই বিশাল
 সৈন্তবাহিনী বিক্লক মহাসাগরের ন্যায় চারিদিকে ভ্রমণ করিতে
 লাগিল ॥ ৭৪

জ্ঞোণাচাষ্যকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শক্রসৈন্যের উপর আক্রমণ
 করিতে এবং পাণ্ডব সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া আপনার
 সৈন্যদের অতিশয় আনন্দ হইল। ভারত! তখন আপনার
 সকল সৈন্য চারিদিক হইতে জ্ঞোণাচাষ্যকে সাধুবাদ প্রদান
 করিতে লাগিল ॥ ৭৫

সমেত সমরে ভীমং যোধয়ামাসুরদ্যুতাঃ ॥ ২

ভীমসেনোহপি সমরে সম্ভ্রাপ্য স্বরথং পুনঃ ।

সমাক্রুত্ব মহাবাহুর্যযৌ যেন তবাত্মজঃ ॥ ৩

তারপর আপনার সকল মহারথী পুত্রগণ সমরাজ্যে একত্রিত
 হইয়া উত্তম সহকারে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে
 লাগিলেন ॥ ২

মহাবাহু ভীমসেনও যুদ্ধস্থলে পুনরায় স্বীয় রথে আরোহণ
 করিয়া সেই পথে গমন করিলেন, যে পথে আপনার পুত্র হৃষ্যোধন
 গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩

প্রগৃহ্য চ মহাবেগং পরাস্থকরণং দৃঢ়ম্ ।
 সজ্জং শরাসনং সংখ্যে শরৈর্বিব্যাদ্যে তে সূতম্ ॥ ৪
 ততো হৃষ্যোধনো রাজা ভীমসেনঃ মহাবলম্ ।
 নারাতেন সূতীক্লেদে ভৃশং মর্মণ্যতাড়য়ৎ ॥ ৫
 সৌহৃতিবিক্রো মহেষ্वासস্তব পুত্রং ধাৱনা ।
 ক্রোধসংরক্তনয়নো বেগেনাক্ষিপ্য কার্মুকম্ ॥ ৬
 হৃষ্যোধনং ত্রিভির্বাণৈর্বাহ্নোরুরসি চার্পয়ৎ ।
 স তত্র শুভ্রভে রাজা শিখরৈর্গিরিরাডিব ॥ ৭
 তৌ দৃষ্ট্বা সমরে ক্রুদ্ধৌ বিনিম্নস্তৌ পরস্পরম্ ।
 হৃষ্যোধনানুজাঃ সর্বে শুরাঃ সন্ত্যক্তজীবিতাঃ ॥ ৮
 সংস্রুত্য মদ্বিতং পূর্বং নিগ্রহে ভীমকর্মণঃ ।
 নিশ্চয়ং পরমং কৃৎস্না নিগ্রহীতুং প্রচক্রমুঃ ॥ ৯
 তানাপতত এবাজৌ ভীমসেনো মহাবলঃ ।
 প্রত্যাঘ্যমৌ মহারাজ গজঃ প্রতিগজানিব ॥ ১০
 ভৃশং ক্রুদ্ধশ্চ তেজস্বী নারাতেন সমার্পয়ৎ ।

তিনি যুদ্ধস্থলে প্রাণান্তকর মহাবেগশালী হৃদয় ধনু লইয়া
 তাহাতে গুণারোপণ করিলেন এবং প্রভূত বাণ নিক্ষেপ করিয়া
 আপনার পুত্রকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪

তখন রাজা হৃষ্যোধন মহাবল ভীমসেনের মর্মস্থলে অভ্যস্ত
 ভীক একটি নারাচে গভীরভাবে আঘাত করিলেন ॥ ৫

আপনার ধনুর্ধর পুত্র কর্তৃক ঐনিক্ষিপ্ত বাণে অভ্যস্ত পীড়িত
 হইয়া মহাধনুর্ধর ভীমসেন ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত বেগের
 সহিত ধনু আকর্ষণ করিলেন এবং তিনটি বাণে হৃষ্যোধনের দুই
 বাহ ও বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। এই তিনটি বাণদ্বারা
 রাজা হৃষ্যোধন তিনটি শিখরবিশিষ্ট পর্বতরাজের স্রায় শোভা
 পাইতে লাগিলেন ॥ ৬-৭

ক্রুদ্ধ এই দুই বীরকে সমরক্ষেত্রে পরস্পরের উপর প্রহার
 করিতে দেখিয়া হৃষ্যোধনের সকল বীর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবৃন্দ প্রাণের
 মায়্যা ত্যাগ করত ভয়ঙ্কর কর্মকারী ভীমসেনকে জীবিত অবস্থায়
 বন্দী করিবার বিষয়ে পূর্ব পরামর্শ স্মরণ করিয়া এক দৃঢ়নিশ্চয়
 পূর্বক তাঁহাকে বন্দী করিতে উত্তোগী হইলেন ॥ ৮-৯

মহারাজ! তিনি যুদ্ধে আক্রমণ করিতে দেখিয়া যেক্রপ
 কোশ হস্তী স্বীয় বিপক্ষভূত হস্তীর প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ
 মহাবল ভীমসেন তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ১০

নরেশ্বর! মহাধনুস্বী এবং তেজস্বী ভীমসেন অভ্যস্ত ক্রুদ্ধ

চিত্রসেনং মহারাজ তব পুত্রং মহাবলশাঃ ॥ ১১

তথেষ্টরাংস্তব সূতাংস্তাডয়ামাস ভারত ।

শরৈর্বহুবিধৈঃ সংখ্যে রক্তপুন্ড্রৈঃ সূতেজনৈঃ ॥ ১২

ততঃ সংস্থাপ্য সমরে তাত্তনীকানি সর্বশাঃ ।

অভিমহ্যপ্রভৃতয়স্তে দ্বাদশ মহারথাঃ ॥ ১৩

প্রেষিতা ধর্মরাজেন ভীমসেনপদানুগাঃ ।

প্রতিজগ্মুমহারাজ তব পুত্রান্ মহাবলান্ ॥ ১৪

দৃষ্ট্বা রথস্থাস্তান্ শূরান্ সূর্য্যায়িসমতেজসঃ ।

সর্বান্বেব মহেষ্वासান্ ভ্রাজমানান্ শ্রিয়া বৃত্তান্ ॥ ১৫

মহাহবে দীপ্যমানান্ সুবর্ণমুকুটোজ্জলান্ ।

ততাজুঃ সমরে ভীমং তব পুত্রা মহাবলাঃ ॥ ১৬

তান্ নামগ্নাত কৌন্তেয়ো জীবমানা গতা ইতি ।

অদ্বীয় চ পুনঃ সর্বাংস্তব পুত্রানপীড়য়ৎ ॥ ১৭

অথাভিমহ্যং সমরে ভীমসেনেন সঙ্গতম্ ।

পার্ষতেন চ সম্প্রেক্ষ্য তব সৈন্তে মহারথাঃ ॥ ১৮

হইয়া তখন আপনার পুত্র চিত্রসেনের উপর একটি নারাচ প্রহার
 করিলেন ॥ ১১

ভারত! এইরূপ রণভূমিতে স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত অতিশয় ভীক
 বহু সংখ্যক বাণের দ্বারা আপনার অস্ত্র পুত্রদিগকেও তাড়িত
 করিতে লাগিলেন ॥ ১২

মহারাজ! তাহার পর স্বীয় সৈন্তগণকে সর্বপ্রকারে
 সমরভূমিতে স্থাপিত করিয়া ভীমসেনের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক
 গমনরত সেই অভিমহ্য প্রভৃতি বীর জন মহারথী, বাহাদিগকে
 ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা আপনার মহাবল
 পুত্রগণের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ১৩-১৪

ইহারা সকলেই রথের উপর উপবিষ্ট, শৌর্য্যশালী বীর, সূর্য্য
 ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী, মহাধনুর্ধর, উত্তম শোভায় প্রকাশমান,
 সুবর্ণময় মুকুটে সমুজ্জল এবং দেদীপ্যমান ছিলেন। এই
 মহাসমরে ইহাদিগকে আসিতে দেখিয়া আপনার মহাবল পুত্রগণ
 ভীমসেনকে ত্যাগ করিয়া যাইলেন ॥ ১৫-১৬

কিন্তু তাঁহারা জীবিত অবস্থায় চলিয়া যাইলেন, ইহা ভীমসেন
 সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তখন পুনরায় আপনার
 পুত্রদিগের পক্ষাচ্ছাবন করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় বাণে পীড়িত
 করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

এদিকে সেই সমরক্ষেত্রে অভিমহ্যকে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের
 সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া সৈন্তমধ্যে আপনার হৃষ্যোধনাদি

দুর্ধ্যোধনপ্রভৃতয়ঃ প্রগৃহীতশরাসনাঃ।
 ভূশমনৈঃ প্রজবিতৈঃ প্রযয্যত্রে তে রথাঃ ॥ ১৯
 অপরাহু মহারাজ প্রাবর্তত মহারণঃ।
 তাবকানাঞ্চ বলিনাং পরেবার্ধৈব ভারত ॥ ২০
 অভিমম্ব্যাবিকর্ণস্ত হয়ান্ হৃষা মহাহবে।
 অধৈনং পঞ্চবংশতা ক্ষুদ্রকাণাং সমার্পয়ৎ ॥ ২১
 হতাস্থং রথমুৎসৃজ্য বিকর্ণস্ত মহারণঃ।
 আকুরৌহ রথং রাজংশিত্রসেনস্ত ভারত ॥ ২২
 স্থিতাবেকরথে তৌ তু ভ্রাতরৌ কুলবর্ধনৌ।
 আজুনিঃ শরজালেন চ্ছাদয়ামাস ভারত ॥ ২৩
 চিত্রসেনো বিকর্ণচ্চ কার্ষিঃ পঞ্চভিরায়সৈঃ।
 বিব্যাধ তেন চাক্ষপং কার্ষির্মেরুরিব স্থিতঃ ॥ ২৪
 দুঃশাসনস্ত সমরে কেকয়ান্ পঞ্চ মারিষ।
 যোধয়ামাস রাজেন্দ্র তদন্তুতমিবাভবৎ ॥ ২৫

মহারথী পুত্রগণ হাতে ধনু ধারণপূর্বক অত্যন্ত রেগশালী অশ্বসমূহে
 সেখানে ঘাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে সেই পাণ্ডবপক্ষের
 বীর জন মহারথী বীর বিচলমান ছিলেন ॥ ১৮-১৯

মহারাজ! ভরতনন্দন! তখন অপরাহুকালাে আপনার ও
 পাণ্ডবপক্ষের অত্যন্ত বলবান্ যোদ্ধাদিগের মধ্যে মহাসংগ্রাম
 আরম্ভ হইল ॥ ২০

অভিমম্ব্য সেই মহাযুদ্ধে বিকর্ণের অশ্বগণকে নিহত করিয়া
 বয়ং বিকর্ণকেও পচিশ বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১

রাজন্! ভরতবংশধর! অশ্ব নিহত হইলে মহারথী বিকর্ণ
 নিজ রথ ত্যাগ করিয়া চিত্রসেনের রথে ঘাইয়া আরোহণ
 করিলেন ॥ ২২

হে ভারত! অর্জুননন্দন অভিমম্ব্য তখন একরথে উপবিষ্ট
 সেই ছই বংশবর্দ্ধক ভ্রাতাকে স্বীয় বাণজালে আচ্ছাদিত করিয়া
 ফেলিলেন ॥ ২৩

চিত্রসেন এবং বিকর্ণও লৌহনির্মিত পাঁচটি বাণে অভিমম্ব্যকে
 বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু সেই আঘাতে অর্জুননন্দন অভিমম্ব্য
 বিচলিত হইলেন না, বরং মেরুপর্বতের স্তায় অবিচলভাবে অব-
 স্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

আর্য্য! রাজেন্দ্র! দুঃশাসন একাকীই সমরভূমিতে পঞ্চ
 কেকয়রাজকুমারের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইহা এক তখন
 যেন অদ্বুত বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ২৫

দ্রৌপদেয়া রণে ক্রুদ্ধা দুর্ধ্যোধনমবারয়ন্।
 শরৈরাশীবিষাকারৈঃ পুত্রং তব বিশাম্পতে ॥ ২৬
 পুত্রোহপি তব দুর্ধর্ষো দ্রৌপত্যাস্তনয়ান্ রণে।
 সায়কৈর্নিশিতৈ রাজমাজ্জবান পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৭
 তৈশ্চাপি বিদ্ধঃ শুশ্রুভে কধিরেণ সমুক্তিতঃ।
 গিরিঃ প্রস্রবণৈর্ঘন্থদ গৈরিকাদিবিমিজ্রিতৈঃ ॥ ২৮
 ভীষ্মোহপি সমরে রাজন্ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
 কালয়ামাস বলবান্ পালঃ পশুগণানিব ॥ ২৯
 ততো গাণ্ডীবনির্ঘোষঃ প্রাহুরাসীদ্ বিশাম্পতে।
 দক্ষিণেন বরুণিষ্ঠাঃ পার্শ্বস্তারীন্ বিনিম্নতঃ ॥ ৩০
 উত্তম্নুঃ সমরে তত্র কবন্ধানি সমস্ততঃ।
 কুরুণাঞ্চৈব সৈন্তেষু পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ॥ ৩১
 শোণিতোদং শরাবর্তং গজদ্বীপং হয়োর্মিগম্।
 রথনৌভিন্দরব্যাজ্রাঃ প্রতেকঃ সৈন্তসাগরম্ ॥ ৩২

প্রজানাথ! যুদ্ধে ক্রুপিত দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র বিষধর সর্পতুল্য
 আকারবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর বাণদ্বারা আপনার পুত্র দুর্ধ্যোধনের অঙ্গগতি
 রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ২৬

রাজন্! তখন আপনার দুর্ধর্ষ পুত্র দুর্ধ্যোধনও তীক্ষ্ণ বাণ-
 সমূহে রণাঙ্গনে দ্রৌপদীর পঞ্চ (প্রতিবিদ্ধা, ঞ্চতসোম, ঞ্চতকীর্তি
 শতানীক ও ঞ্চতসেন) পুত্রের উপর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রহার
 করিলেন ॥ ২৭

আবার তাহাদের দ্বারাও অত্যন্ত আহত হইয়া আপনার পুত্র
 দুর্ধ্যোধন রক্তে পরিপ্লুত হইয়া ঘাইলেন এবং গেরুয়া প্রভৃতি ধাতু-
 সমূহ মিশ্রিত ঝরণার জলযুক্ত পর্বতের স্তায় শোভা পাইতে
 লাগিলেন ॥ ২৮

রাজন্! তদনন্তর বলবান্ ভীষ্মও সংগ্রামস্থলে পাণ্ডবসৈন্ত-
 দিগকে সেইভাবে বিভাড়িত করিতে লাগিলেন, যেভাবে পশু-
 পালক পশুগণকে সজ্জবদ্ধ করিয়া লইয়া যায় ॥ ২৯

প্রজনাথ! তদনন্তর শক্রসংহারে নিরত অর্জুনের গাণ্ডীব
 ধনুর টকার ধ্বনিও সৈন্তবাহিনীর দক্ষিণভাগ হইতে উদ্ভিত
 হইল ॥ ৩০

ভারত! সেখানে সমরারণে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের সৈন্তদের
 মধ্যে চারিদিকে কবন্ধসমূহ (যুগ্মহীন শবদেহসমূহ) উঠিতে
 লাগিল ॥ ৩১

সেখানে সৈন্তবাহিনী একটি সমুদ্রের স্তায় ছিল। রক্ত
 তাহার জল, বাণ আবর্ত, হাতী দ্বীপ এবং অশ্ব ভরকের তুলা

ছিন্নহস্তা বিকচা বিদেহাশ্চ নরোত্তমাঃ ।

দৃশ্যন্তে পতিতাস্তত্র শতশোহি ধ সহস্রশঃ ॥ ৩৩

নিহতৈর্মত্তমাতঙ্গৈঃ শোণিতৌঘপরিপ্লুতৈঃ ।

ভূভাতি ভরতশ্রেষ্ঠ পর্বতৈরাচিতা যথা ॥ ৩৪

তত্রাদ্বুতমপশ্যাম তব তেষাঞ্চ ভারত ।

ন তত্রাসীৎ পুমান্ কশ্চিদ্ যোযুদ্ধং নাভিকান্ডক্ষতি ॥ ৩৫

ছিল। রথরূপ নৌকাধারা নরশ্রেষ্ঠ বীরগণ সেই সৈন্যসাগর পার হইয়া যাইতেছিলেন ॥ ৩২

সেখানে শত শত সহস্র সহস্র নরশ্রেষ্ঠ বীরকে ভূতলে পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বহু সৈন্যের হস্ত ছিন্ন হইয়াছিল, কাহার আবার কবচহীন হইয়া পড়িয়াছিল এবং বহু সৈন্যের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল ॥ ৩৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! নিহত হইয়া পতিত মদমত্ত বহু হাতী রক্তে

ভীষ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তগত ভীষ্মবধপর্বে তুম্বলযুদ্ধবিষয়ক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অহুবাদ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

[ভীমসেনেন দুর্ধ্যোধনস্য পরাজয়ঃ, অভিনম্যুনা দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রৈশ্চ সহ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রাণাং যুদ্ধম্, ষষ্ঠদিবসযুদ্ধ-সমাপ্তিঃ]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততো দুর্ধ্যোধনো রাজা লোহিতায়তি ভাস্করে

সংগ্রামরভসো ভীমং হস্তকামোহভাধাবত ॥ ১

তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য নৃবীরং দৃঢ়বৈরিণম্ ।

ভীমসেনঃ সুসংক্রুদ্ধ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২

অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তো বধপূগাভিবাঞ্ছিতঃ ।

একোনাশীতিতম অধ্যায় ।

[ভীমসেনকর্তৃক দুর্ধ্যোধনের পরাজয়, অভিনম্য ও দ্রৌপদীর পুত্রগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের যুদ্ধ এবং ষষ্ঠদিবসের যুদ্ধ-সমাপ্তি ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তারপর যখন সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলেন, তখন যুদ্ধের জন্ত উৎসাহী রাজা দুর্ধ্যোধন ভীমসেনকে বধ করিবার জন্ত তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১

স্বীয় দৃঢ়শত্রু দুর্ধ্যোধনকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ২

দুর্ধ্যোধন! আমি বহু বৎসর ধরিয়া বাহ্য অস্ত্রাঘ ও

এবং যুযুধিরে বীরাঃ প্রার্থয়ান্না মহদ যশঃ ।

তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সাধর্মা কান্ডক্ষন্তো জয়ং যুধি ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং

ভীষ্মপর্বনি ভীষ্মবধপর্বনি সঙ্কলযুদ্ধে

অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৮

পরিপ্লুত হইয়াছিল। তাহাদের দ্বারা আবৃত রণভূমি পর্বতব্যাপ্ত বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৩৪

ভারত! আমরা সেখানে আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে অদ্ভুত উৎসাহ দেখিয়াছি। তথায় এরূপ কোন পুরুষ ছিলেন না, যিনি যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করেন নাই ॥ ৩৫

এইরূপ মহাযশের প্রার্থী ও যুদ্ধে বিজয়াকাঙ্ক্ষী আপনার বীর সৈন্যগণ পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৩৬

অতঃ পরে নিহিনিয়ামি যদি নোৎসজসে রণম্ ॥ ৩

অতঃ কুস্তাঃ পরিক্রেশং বনবাসঞ্চ কংসশঃ ।

দ্রৌপদ্যাশ্চ পরিক্রেশং প্রণেয়ামি হতে ত্রয়ি ॥ ৪

যৎ পুরা মৎসরী ভূহা পাণ্ডবানবমগ্নসে ।

তস্ত পাপস্ত গান্ধারে পশ্য ব্যসনমাগতম্ ॥ ৫

প্রতীক্ষা করিতেছি, সেই অবসর এখন পাটয়াছি। যদি তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া না যাও, তবে আজই তোমাকে অবশ্যই বিনাশ করিব ॥ ৩

মাতা কৃষ্ণদেবীকে যে ক্রেশ সত্ত্ব করিতে হইয়াছে, আমরা বনবাসে যে কষ্টভোগ করিয়াছি এবং সভামধ্যে দ্রৌপদীকে যে দুঃখ সহিতে হইয়াছে, তৎসমস্তেরই প্রতিশোধ আজ তোমাকে বধ করিয়া গ্রহণ করিব ॥ ৪

গান্ধারীপুত্র! পূর্বে মাৎসর্য্যবশতঃ তুমি যে পাণ্ডবদিগকে অবমাননা করিয়াছ, সেই পাপেরই ফলস্বরূপ এই সঙ্কট আজ তোমার উপর আসিয়া পড়িয়াছে,—তুমি ইহা অবলোকন কর ॥ ৫

কর্ণস্ত মতমাহ্বায় সৌবলস্ত চ যৎ পুরা ।
অচিন্ত্য পাণ্ডবান্ কামাদ্ যথেষ্টে কৃতবানসি ॥ ৬
যাচমানঞ্চ যম্মোহাদ্ দাশার্হমবমশ্যসে ।
উলূকস্ত সমাদেশং যদ্ দদাসি চ হৃষ্টবৎ ॥ ৭
তেন ষাং নিহনিষ্যামি সান্নিবন্ধং সবাঙ্কবম্ ।
সমীকরিত্যে তৎ পাপং যৎ পুরা কৃতবানসি ॥ ৮
এবমুক্ত্বা ধনুর্ধোরং বিকুশ্যোদ্ভ্রাম্য চাসকৃৎ ।
সমাধস্ত শরান্ ঘোরান্ মহাশনিসমপ্রভান্ ॥ ৯
যড়্ বিংশতিমধ ক্রুদ্ধো মূমোচাশু শ্রয়োধনে ।
জলিতাগ্নিশিখাকারান্ বজ্রকল্লানজিহ্বগান্ ॥ ১০
ততোহস্য কামুকং দ্বাভ্যাং স্মৃতং দ্বাভ্যাঞ্চ বিব্যাধে ।
চতুর্ভিরশ্বান্ জবনাননয়দ্ যমসাদনম্ ॥ ১১
দ্বাভ্যাঞ্চ সুবিকৃষ্টাভ্যাং শরাভ্যামগ্নিমর্দনঃ ।

পূর্বে কর্ণ ও শকুনির মতকে অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবগণকে কোনরূপে গণ্য না করত তুমি নিজের ইচ্ছামত বেক্রপ ব্যবহার করিয়াছ; তগবান্ ত্রীকৃষ্ণ সন্ধিষাপনের জন্ত প্রার্থনা করিতে আনিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি মোহবশতঃ তাহাকেও তিরস্কার করিয়াছ এবং তুমি অতিশয় হর্ষের সহিত উলূকের দ্বারা যে সংবাদ পাঠাইয়াছিলে, তুমি আমাকে ও আমার সকল ভ্রাতাকে বধ করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর, আমি তদনুসারে তোমাকে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব এবং অহুচরবর্ণের সহিত অবশ্যই বধ করিব। পূর্বে তুমি যে সকল পাপ করিয়াছ, তৎসমস্তই প্রতিশোধ লইয়া সমান করিয়া দিব ॥ ৬-৮

এই কথা বলিয়া ভীমসেন নিজ ভয়ঙ্কর ধনুটিকে বাহ্যঃবাহ্য ঘুরাইয়া উহাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করত বজ্রতুল্য তেজস্বী ভয়ঙ্কর বাণসমূহ তাহার উপর স্থাপন করিলেন ॥ ৯

সেই সরলগামী বাণগুলিকে বজ্র ও প্রজলিত অগ্নির শিখাতুল্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ইহাদের সংখ্যা ছিল ছাব্বিশ। ক্রুদ্ধ ভীমসেন অতিক্রুদ্ধ এই বাণগুলিকে দুর্যোধনের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১০

তারপর ভীমসেন দুই বাণে দুর্যোধনের ধনু ছেদন করিলেন, দুই বাণে সারথিকে পীড়িত করিয়া ফেলিলেন এবং চার বাণে তাহার বেগবান্ অশ্বগুলিকে বমগৃহে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ১১

হে নরোত্তম! শত্রুমর্দন ভীমসেন পুনরায় ধনুকে উত্তমরূপে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষেপ্ত দুইটি বাণে সমরাক্ষেপে রাজা দুর্যোধনের হস্তটিকে কাটিয়া দিলেন ॥ ১২

ছত্রং চিচ্ছেদ সমরে রাজস্তস্ত নরোত্তম ॥ ১২
বড়্ ভিষ্ট তস্ত চিচ্ছেদ জলস্তং ধ্বজমুত্তম ॥
ছিদ্বা তঞ্চ ননাদৌচৈস্তব পুত্রস্ত পশ্যতঃ ॥ ১৩
রথাক্ষ স ধ্বজঃ স্রীমান্ নানারত্নবিভূষিতাৎ ।
পপাত সহসা ভূমৌ বিদ্রাজ্জলধরাদিব ॥ ১৪
জলস্তং সূর্যাসঙ্কাশং নাগং মণিময়ং শুভম্ ।
ধ্বজং কুরুপতেশ্চিন্নং দদৃশুঃ সর্বপার্থিবাঃ ॥ ১৫
অধৈনং দশভির্বাণৈস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্ ।
আজঘান রণে বীরং শ্রয়গ্নিব মহারথঃ ॥ ১৬
ততঃ স রাজা সিদ্ধৃনাং রথশ্রেষ্ঠো মহারথঃ ।
হৃষ্যোধনস্ত জগ্রাহ পার্থিগং সংপুরুষৈবরতঃ ॥ ১৭
কুপশ্চ রথিনাঃ শ্রেষ্ঠঃ কৌরবামমিতোজসম্ ।
আরোপয়দ্ রথং রাজন্ হৃষ্যোধনমমর্ষণম্ ॥ ১৮

তারপর তাহার স্বীয় প্রভায় উদ্ভাসিত উত্তম ধ্বজকে ছয় বাণে খণ্ডিত করিলেন। আপনার পুত্রের সাক্ষাতেই সেই ধ্বজকে ছেদন করিয়া ভীমসেন উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

দুর্যোধনের নানা রত্নবিভূষিত রথ হইতে এই সৌন্দর্য্যশালী ধ্বজ সহসা ছিন্ন হইয়া ভূপতিত হইলে তখন মনে হইতে লাগিল যে, জলবহনকারী মেঘ হইতে ভূমিতে বিদ্রাজ্জল নিপতিত হইতেছে ॥ ১৪

সকল ভূপতিগণ কুরুরাজ দুর্যোধনের সেই সূর্য্যতুল্য প্রজলিত ও নাগচিক্রযুক্ত মণিময় স্বন্দর ধ্বজকে ছিন্ন হইয়া ভূপতিত হইতে দেখিয়াছিলেন ॥ ১৫

তারপর মহারথী ভীমসেন ঈষৎ হাস্ত করিতে করিতে রণাক্ষেপে বীরবর দুর্যোধনকে দশটি বাণে সেইরূপ আঘাত করিলেন, বেক্রপ মাহত অক্লেশদ্বারা গজরাজকে আঘাত করিয়া থাকে ॥ ১৬

তদনন্তর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কিছু সংপুরুষে পরিবৃত্ত হইয়া দুর্যোধনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

রাজন্! এইরূপ রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী কৃপাচার্য্য অমর্ষণপূর্ণ অমিততেজস্বী কুরুবংশধর দুর্যোধনকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইয়া লইলেন ॥ ১৮

স গাঢ়বিক্রো ব্যথিতো ভীমসেনেন সংযুগে ।
 নিষসাদ রথোপস্থে রাজন্ তুর্ঘ্যোধনস্তদা ॥ ১৯
 পরিবার্য ততো ভীমং জেতুকামো জয়দ্রথঃ ।
 রথৈরনেকসাহস্রৈর্ভীমস্তাবারয়দ্ দিশঃ ॥ ২০
 ধুষ্টকেতুস্ততো রাজন্নভিমহ্যশ্চ বীর্ষ্যবান্ ।
 কেকয়া দ্রৌপদেয়াশ্চ তব পুত্রানযোধয়ন্ ॥ ২১
 চিত্রসেনঃ সূচিত্রশ্চ চিত্রাঙ্গশ্চিত্রদর্শনঃ ।
 চারুচিত্রঃ সূচারুশ্চ তথা নন্দোপনন্দকৌ ॥ ২২
 অষ্টাবেতে মতেষাসাঃ স্ককুমারা যশস্বিনঃ ।
 অভিমহ্যরথং রাজন সমস্তাং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ২৩
 আজঘান তৎতুর্গমভিমহ্যর্মহামনাঃ ।
 একৈকং পঞ্চভির্গাণৈঃ শিতৈঃ সমুতপর্ষতিঃ ॥ ২৪
 বজ্রমৃত্যুপ্রভীকানৈবিচিত্রায়ুধনিঃসৃতৈঃ ।
 অমৃগ্যমাণাস্থে সবে সৌভজং বধসম্ভবম ॥ ২৫

নরেশ্বর! সেই সময় ভীমসেন যুদ্ধে তুর্ঘ্যোধনকে গুরুতর বাণবিদ্ধ করত ব্যথিত করিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি রথের পশ্চাদ্ভাগে হাইয়া উপবেশন করিলেন ॥ ১৯

তারপর জয়দ্রথ ভীমসেনকে জয় করিবার বাসনা লইয়া কয়েক হাজার রথের সহিত তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং চারিদিক দিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিলেন ॥ ২০

মহারাজ! এই সময় ধুষ্টকেতু, পরাক্রমশালী অভিমহ্য, পঞ্চ কেকয়রাজকুমার এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আপনার পুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

এই যুদ্ধে চিত্রসেন, সূচিত্র, চিত্রাঙ্গ, চিত্রদর্শন, চারুচিত্র, সূচারু, নন্দ ও উপনন্দ—এই আট জন যশস্বী, স্ককুমার ও মহাধর্ষের বীরগণ অভিমহ্যকে রথের চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিলেন ॥ ২২-২৩

তখন মহামনা অভিমহ্য অতিদ্রুত আনতপর্ষয়যুক্ত পাঁচটি করিয়া বাণদ্বারা প্রত্যেককে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪

এই সবগুলি বাণই বিচিত্র ধনুদ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং সব বাণই বজ্র ও মৃত্যুসদৃশ ভয়ঙ্কর ছিল। এই সমস্ত বাণের আঘাত আপনার পুত্রগণ সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা মিলিত হইয়া রথিশ্রেষ্ঠ অভিমহ্যর উপর ভীক্স বাণ-সমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিলেন, তাহাতে মনে হইতে লাগিল—জলবর্ষা মেঘ মেরুপর্বতে জলধারা বর্ষণ করিতেছে ॥

বরষ্মার্গ গৈন্তীকৈগিরিং মেরুমিবাধুদাঃ ।
 স পীড়্যমানঃ সমরে কৃতান্তো যুদ্ধধর্মদঃ ॥ ২৬
 অভিমহ্যর্মহারাজ তাবকান্ সমকম্পয়ৎ ।
 যথা দেবাসুরে যুদ্ধে বজ্রপাণির্মহাসুরান্ ॥ ২৭
 বিকর্ণস্ত ততো ভল্লান্ প্রেষয়ামাস ভারত ।
 চতুর্দশরথশ্রেষ্ঠো ঘোরানানীবিষোপমান্ ॥ ২৮
 স তৈবিকর্ণস্ত রথাং পাতয়ামাস বীর্ষ্যবান্ ।
 ধ্বজং সূতং তথাশৈচব নৃত্যমান ইবাহবে ॥ ২৯
 পুনশ্চাত্মান শরান্ পীতানকুণ্ঠাগ্রান শিলাশিতান্ ।
 প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো বিকর্ণায় মহাবলঃ ॥ ৩০
 তে বিকর্ণং সমাসাদ্য কঙ্কবহিণবাসসঃ ।
 ভিষ্মা দেহং গত্যা ভূমিঃ জলন্ত ইব পরগাঃ ॥ ৩১
 তে শরা হেমপুচ্ছাগ্রা দ্যদৃশ্যন্তু মহীতলে ।
 বিকর্ণকধিরিক্রিয়া বজ্রন্ত ইব শোণিতম্ ॥ ৩২

মহারাজ! অভিমহ্য অমুবিভাষ পারদর্শী ও যুদ্ধে উন্নত হইয়া সংগ্রাম করিতেছিলেন। তিনি রণাঙ্গনে বাণসমূহে পীড়িত হইয়াও আপনার সৈন্যসিংগের মধ্যে সেইরূপ কম্পন উৎপন্ন করিয়া ফেলিলেন, যেমন দেবাসুর-সংগ্রামে বজ্রধারী ইন্দ্র মহাসুরদিগকেও ভয়ে পীড়িত করিয়াছিলেন ॥ ২৬-২৭

ভারত! তখনস্তর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরাক্রমশালী অভিমহ্য বিকর্ণের উপর দর্পতুল্য আকারবিশিষ্ট চৌকটি ভয়ঙ্কর ভজা নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহাধারা বিকর্ণের রথ হইতে ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে নষ্ট করিয়া ভূপাতিত করিলেন। সেই সময় তিনি যেন যুদ্ধে নৃত্য করিতেছিলেন ॥ ২৮-২৯

তারপর সেই মহাবলী বীর অত্যন্ত ক্রুপিত হইয়া শিলাতে শাম দিয়া ধারালকৃত অপ্রতিহত্যাগ্রভাগযুক্ত অস্ত্র বহু পীতবর্ণের বাণ বিকর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩০

এই বাণসমূহের পুচ্ছভাগে ময়ূরের পক্ষ সংযোজিত ছিল। ইহারা বিকর্ণের শরীর ভেদ করত মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেখান হইতেও নির্গত হইয়া প্রজ্বলিত সর্পসমূহের স্তায় ভূতলে নিপতিত হইল ॥ ৩১

এই বাণসমূহের পুচ্ছ ও অগ্রভাগ স্বর্ণময় ছিল। ইহারা বিকর্ণের রক্তে আর্দ্র হইয়া ভূতলে যেন রক্তবমন করিতেছিল বলিয়া দেখা যাইল ॥ ৩২

বিকর্ণং বীক্ষ্য নির্ভিন্নং তন্ত্ৰৈবাক্ষ্যে সহোদরারঃ ।
 অভ্যজ্রবন্ত সমরে সৌভজ্রশ্রমুখান্ রথান্ ॥ ৩৩
 অভিযাত্বা তথৈবাক্ষ্যান্ রথাস্তান্ সূর্য্যবর্চসঃ ।
 অবিশ্যান্ সমরেহস্তোত্রাং সংরস্তাদ্ যুদ্ধহর্মদাঃ ॥ ৩৪
 হুমুখঃ শ্রুতকর্মাণং বিদ্বদ্বা সপ্তভিরাশুগৈঃ ।
 ধ্বজমেকেন চিচ্ছেদ সারথিকাস্তা সপ্তভিঃ ॥ ৩৫
 অস্থান্ জাহ্নুনদৈর্জালৈঃ প্রচ্ছন্নান্ বাতরংহসঃ ।
 জঘান যড়্ভিরাসাত্ত সারথিং চাতাপাতয়ৎ ॥ ৩৬
 স হতাস্থে রথে তিষ্ঠন্ শ্রুতকর্ম্ম মহারথঃ ।
 শক্তিং চিক্ষেপ সংক্রুদ্ধো মহোক্ষাঃ অলিতামিব ॥ ৩৭
 সা হুমুখস্তা বিমলং বর্ম ভিত্ত্বা যশস্বিনঃ ।
 বিদার্য্য প্রাবিশদ্ ভূমিঃ দীপ্যমানা স্বতেজসা ॥ ৩৮
 তং দৃষ্ট্বা বিরথং তত্র স্তম্বসোমো মহাবথঃ ।
 পশ্যতাং সর্বসৈন্তানাম্ রথমারোপয়ৎ স্বকম্ ॥ ৩৯

বিকর্ণকে ক্ষত-বিক্ষত হইতে দেখিয়া তাহার অগ্রাঙ্গ্র মহোদর
 ভ্রাতারা সমরাজগে হুডহানন্দন অভিমুখ্য প্রভৃতির উপর ধাবিত
 হইলেন ॥ ৩৩

তাহারা তখন উন্নত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ইহারা
 অস্থান্য রথিগণের উপরও, যাহারা অভিমুখ্যাদৃশ্য সূর্য্যতুল্য
 তেজস্বী ছিলেন, তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন এবং অতিশয়
 ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বাণঘারা বিদ্ধ করিতে
 থাকিলেন ॥ ৩৪

হুমুখ সাতটি শীঘ্রগামী বাণে শ্রুতকর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া একটি
 বাণে তাহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অপর সাতটি
 বাণে তাহার সারথিকে আঘাত করিলেন ॥ ৩৫

ইহার অশ্বগুলি বায়ুতুল্য বেগগামী এবং স্বর্ণজালে ভূষিত
 ছিল । হুমুখ এই অশ্বগুলিকে ছয় বাণে নিহত করেন ও
 সারথিকেও রথ হইতে ভূপাতিত করেন ॥ ৩৬

মহারথী শ্রুতকর্ম্মা অশ্ব নিহত হইলেও সেই রথে অবস্থান
 করত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া হুমুখের উপর প্রজলিত উদ্ধাতুল্য
 একটি শক্তি নিক্ষেপ করেন ॥ ৩৭

স্বীয় ভেজে দেদীপ্যমানা এই শক্তি যশস্বী হুমুখের নিখল
 কবচকে ভেদ করিয়া পৃথিবীকে বিদীর্ণ করত তাহার মধ্যে
 প্রবেশ করিল ॥ ৩৮

মহারথী স্ততসোম স্ব-ভ্রাতা শ্রুতকর্ম্মাকে যুদ্ধে রথহীন হইতে

শ্রুতকর্ম্মীতিস্থতা বীরো জয়ৎসেনং স্তুতং তব ।
 অভ্যয়াৎ সমরে রাজন্ হস্তকামো যশস্বিনম্ ॥ ৪০
 তস্তা বিক্ষিপতশ্চাপঃ শ্রুতকর্ম্মীর্ভেদমহাশ্বনম্ ।
 চিচ্ছেদ সমরে তূর্ণঃ জয়ৎসেনঃ স্তুতস্তব ॥ ৪১
 সুরপ্রেণ স্তুতীক্ষ্ণেন প্রহসয়িত ভারত ।
 তং দৃষ্ট্বা জিন্নধ্বানং শতানীকঃ সহোদরম্ ॥ ৪২
 অভ্যপদ্যত তেজস্বী সিংহবর্জিনদন্ মুহূঃ ।
 শতানীকস্ত সমরে দৃঢ়ং বিক্ষায়া কাম্যকম্ ॥ ৪৩
 বিবোধ দশভির্তূর্ণং জয়ৎসেনং শিলীমুখৈঃ ।
 ননাদ স্তমহানাদং প্রাচীর ইব বারণঃ ॥ ৪৪
 অথান্মেন স্তুতীক্ষ্ণেন সর্বা বরণভেদিনা ।
 শতানীকো জয়ৎসেনঃ বিবোধ হৃদয়ে ভ্রশম্ ॥ ৪৫
 তথা তস্মিন্ বর্তমানে দুর্ধর্গো ভ্রাতুরস্থিকে ।
 চিচ্ছেদ সমরে চাপং নাকুলেঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥ ৪৬

দেখিয়া সমস্ত সৈন্যগণের সাক্ষাতেও নিজ রথে তুলিয়া লইলেন ॥ ৩৯

রাজন্ ! এইরূপ বীরবর শ্রুতকর্ম্মী যুদ্ধস্থলে আপনার যশস্বী
 পুত্র জয়ৎসেনকে বধ করিবার চক্কাই তাহার উপর আক্রমণ
 করিলেন ॥ ৪০

ভারত ! শ্রুতকর্ম্মী যখন অতিশয় বেগে স্বীয় বিশাল ধনু
 গজীর টকারধ্বনি করেতেছিলেন, সেই সময় রণাঙ্গনে আপনার
 পুত্র জয়ৎসেন হাসিতে হাসিতে একটি তীক্ষ্ণ সুরপ্রবাণে অতি-
 শ্রুত তাহার ধনুটিকে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥

স্বীয় ভ্রাতার ধনুটিকে ছিন্ন করিতে দেখিয়া তেজস্বী শতানীক
 বারংবার সিংহতুল্য গর্জন করিতে করিতে সেখানে আসিয়া
 উপস্থিত হইলেন ॥

শতানীক রণাঙ্গনে স্বীয় ধনু বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অতি
 সত্বর দশটি বাণে জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিলেন । তারপর তিনি
 মদবর্ষী গজরাজের ন্যায় অতি উঃচরণে গর্জন করিতে
 লাগিলেন ॥ ৪১-৪৩

অনন্তর সমস্ত আবরণ ভেদ করিতে গম্ভীর অপর একটি তীক্ষ্ণ
 বাণে শতানীক জয়ৎসেনের বক্ষঃস্থলে গুরুতররূপে বিদ্ধ
 করিলেন ॥ ৪৫

তাহাকে এইরূপ অবস্থায় পতিত দেখিয়া তাহার পার্শ্বে
 অবস্থিত ভ্রাতা দুর্ধর্গ ক্রোধে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । তিনি
 তখন সমরাজগে নকুলপুত্র শতানীকের দগ্ধ ছেদন করিলেন ॥ ৪৬

অখান্দ ধনুর্দাদ্য ভারসাহমহুস্তমম্ ।
 সমাদত্ত শরান্ ঘোরান্ শতানীকো মহাবলঃ ॥ ৪৭
 তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চামদ্য দুৰ্দ্ধৰং ভ্রাতুরগ্রতঃ ।
 মুমোচাশ্চৈ শিতান্ বাণান্ জলিতান্ পল্লগানিষ ॥ ৪৮
 ততোহস্ত ধনুরেকেন দ্বাভ্যাং সূতঞ্চ মারিষ ।
 চিচ্ছেদ সমরে তূর্ণং তঞ্চ বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ৪৯
 অশ্বান্ মনোজবাংস্তস্ত কবুরান্ বাতরংহসঃ ।
 জঘান নিশিতৈস্তূর্ণং সর্বান্ দ্বাদশভিঃ শরৈঃ ॥ ৫০
 অথাপরেণ তল্লেন সুযুক্তেনাপাতিনা ।
 দুৰ্দ্ধৰং সুদৃঢ়ং ক্রুদ্ধো বিব্যাধ হৃদয়ে ভূশম্ ॥ ৫১
 স পপাত ততো ভূমৌ বজ্রাহত ইব ক্রমঃ ।
 দুৰ্দ্ধৰং ব্যথিতং দৃষ্ট্বা পঞ্চ রাজন্ মহারথঃ ॥ ৫২
 জিঘাংসন্তুঃ শতানীকং সর্বতঃ পর্যাবারয়ন্ ।
 ছাত্তমানং শরব্রাটৈঃ শতানীকং যশস্বিনম্ ॥ ৫৩

তারপর মহাবল শতানীক ভার সহ করিতে সমর্থ অপর একটি সর্কোস্তম ধনু গ্রহণ করিয়া তাহাতে ভয়ঙ্কর বাণসমূহ যোজনা করিলেন ॥ ৪৭

তিনি ভ্রাতার সম্মুখেই দুৰ্দ্ধৰকে “দাঁড়াও, দাঁড়াও” এই কথা বলিয়া তাঁহার উপর প্রজলিত সপ্তভুজ্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৮

আখ্য! তারপর তিনি এক বাণে উহার ধনু ছেদন করিলেন, দুই বাণে সারথিকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন এবং অপর সাত বাণে সেই সমরাজগে হৃৎ দুৰ্দ্ধৰকেও আহত করিলেন ॥ ৪৯

দুৰ্দ্ধরের অশ্বগুলি মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী ছিল এবং কবুর-সদৃশ শুভ্রবর্ণ ছিল। শতানীক বারটি সেই সব অশ্বকে অতি সত্বর নিহত করিলেন ॥ ৫০

তারপর লক্ষ্যবস্তুরে পীড়িত ভূপাতিত করিতে সমর্থ তল্লেন নামক একটি বাণকে উত্তমরূপে প্রয়োগ করিয়া ক্রুদ্ধ শতানীক দুৰ্দ্ধরের হৃদয়ে গভীরভাবে আঘাত করিলেন ॥ ৫১

ইহাতে দুৰ্দ্ধর বজ্রাহত বৃক্ষের শ্রায় ভূতলে পতিত হইলেন। রাজন্! দুৰ্দ্ধরকে আঘাতে পীড়িত হইতে দেখিয়া পঞ্চ মহারথী বীর শতানীককে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥

তাঁহাদের বাণসমূহে শতানীককে আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমারগণ সেই পঞ্চ মহারথীর দিকে ধাবিত হইলেন ॥

অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাঃ কেকয়াঃ পঞ্চ সৌদরাঃ ।
 তানভ্যাপততঃ শ্রেণ্য তব পুত্রো মহারথঃ ॥ ৪৪
 প্রত্যাঘাত্যধর্মহারাজ গজানিব মহাগজাঃ ।
 হুমুখো দুর্জয়শ্চৈব তথা দুর্মর্ষণো যুবা ॥ ৫৫
 শক্রজয়ঃ শক্রসহঃ সর্বে ক্রুদ্ধা যশস্বিনঃ ।
 প্রত্যাঘাত্য মহারাজ কেকয়ান্ ভ্রাতরঃ সমম্ ॥ ৫৬
 রথৈর্নগরসঙ্কটৈর্হৈয়ৈষু স্তৈর্মনোজবৈঃ ।
 নানাবর্ণবিচিত্রাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতৈঃ ॥ ৫৭
 বরচাপধরা বীরা বিচিত্রকবচধ্বজাঃ ।
 বিবিক্তস্তে পরং সৈন্তং সিংহা ইব বনাদ্ বনম্ ॥ ৫৮
 তেষাং সূতুমূলং যুদ্ধং ব্যতিষক্তরথদ্বিপম্ ।
 অবর্তত মহারোজং নিম্নতামিতরেতরম্ ॥ ৫৯
 অস্ত্রোস্ত্রাগঙ্গতাং রাজন্ যমরাষ্ট্রবিবধনম্ ।
 মুহূর্তান্তমিতে সূর্যো চক্রধুজ্ঞঃ সুদারুণম্ ॥ ৬০

মহারাজ! তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া আপনার মহারথী পুত্রগণ তাঁহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য গজরাজগণের অপর গজরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হওয়ার শ্রায় অগ্রসর হইলেন ॥

নরেশ্বর! দুর্মুখ, দুর্জয়, যুবক বীর দুর্মর্ষণ, শক্রজয় ও শক্রসহ—এই সব যশস্বী বীরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমার-বৃন্দের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য একত্রে সমবেতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৫১-৫৬

তাঁহাদের রথগুলি নগরসমূহের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে মনের শ্রায় বেগগামী অশ্ব যোজিত ছিল। নানা বর্ণের চিত্রযুক্ত পতাকাসমূহে এই রথগুলি অলঙ্কৃত ছিল। এইরূপ রথে আরোহণ করিয়া স্তম্ভর ধনু ধারণকরত বিচিত্র কবচ ও ধ্বজসমূহে সূশোভিত সেই বীরগণ শক্রসৈন্তের মধ্যে সেইভাবে প্রবেশ করিলেন, যেভাবে সিংহগণ এক বন হইতে অন্য বনে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ৫৭-৫৮

তারপর পরস্পর পরস্পরের উপর প্রহাররত সেই সব মহারথী বীরগণের মধ্যে মহাত্মকর অতিশয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে রথ রথের সহিত এবং হস্তী হস্তীর সহিত মিলিত হইল ॥ ৫৯

রাজন্! পরস্পর পরস্পরের সহিত ক্রোধভরে প্রহাররত সেই মহারথী বীরগণের এই যুদ্ধ যমরাজ্যের বৃদ্ধিকর ছিল। সূর্যাস্ত হইবার মুহূর্তকাল পর পর্যন্তও এই অতিশয় নিরাকরণ যুদ্ধ চলিয়াছিল ॥ ৬০

রথিনঃ সাদিনশ্চাথ ব্যাকীৰ্ণস্ত সহস্রশঃ ।
ততঃ শাস্ত্রনবঃ ক্রুদ্ধঃ শরৈঃ সন্নতপৰ্বভিঃ ॥ ৬১
নাশয়ামাস সেনাং তাং ভীষ্মস্তেবাং মহাত্মনাম্ ।
পঞ্চালানাঞ্চ সৈন্তানি শরৈর্নিষ্ঠে যমক্ষয়ম্ ॥ ৬২
এবং ভিত্ত্বা মহেষ্ণাসঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ।
কৃৎবাবহারং সৈন্তানাং যযৌ স্বশিবিরং নৃপ ॥ ৬৩
(নাশয়ামাসতুর্বারৌ ধৃষ্টদ্যুম্নবৃকোদরৌ ।
কৌরবাণামনীকানি শরৈঃ সন্নতপৰ্বভিঃ ॥)

ধর্মরাজোহপি সম্প্রেক্ষ্য ধৃষ্টদ্যুম্নবৃকোদরৌ ।
যুগ্মি চৈতাবুপাভ্রায় প্রহৃষ্টঃ শিবিরং যযৌ ॥ ৬৪
(অজুনো বাসুদেবশ্চ কৌরবাণামনীকিনীম্ ।
হৃষা বিজ্রাব্য চ শরৈঃ শিবিরায়ৈব জগ্মতুঃ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাঃ সংহিতায়াং বৈরালিক্যাং
ভীষ্মপৰ্বণি ভীষ্মবধপৰ্বণি ষষ্ঠদিবসাবহারে
একোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥

এই যুদ্ধে সহস্র সহস্র রথী ও অশারোহী যোদ্ধা প্রাণহীন
অবস্থায় চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল । তখন শাস্ত্রজ্ঞনন্দন
ভীষ্ম রূপিত হইয়া আনতপৰ্ব্বযুক্ত বাণসমূহ দ্বারা সেই মহাত্মা
বীরগণের সৈন্তদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন । এই যুদ্ধে
তিনি পাঞ্চালদেশীয় বহু সৈন্তকেই যমলোকে প্রেরণ
করিলেন ৬১-৬২

নরেশ্বর ! মহাধনুর্ধর ভীষ্ম এইভাবে পাণ্ডবসৈন্তদিগকে সংহার
করিতে করিতে স্বীয় সৈন্তবাহিনীকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করাইয়া
নিজ শিবিরে গমন করিলেন ॥ ৬৩

শ্রীমদ্রহর্ষি বেদবাসশ্রুগীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপৰ্ব্বাঙ্কগত ভীষ্মবধপৰ্ব্বের ষষ্ঠদিবসের যুদ্ধসমাপন-
বিষয়ক একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

(এইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন—এই উভয় বীরই আনত-
পৰ্ব্বযুক্ত বাণসমূহে কৌরবসৈন্তদিগকে বিনাশ করিতে
লাগিলেন ।)

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন এই উভয়ের সহিত
মিলিত হইয়া তাঁহাদের মন্তক আভ্রাণ করত অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে
শিবির অভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬৪

(অর্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৌরবসৈন্তদিগকে বাণদ্বারা বিনাশ
করিতে করিতে তাহাদিগকে রণভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়া
শিবিরে বিজ্রামের জন্ত গমন করিলেন ।)

অশীতিতমোহধ্যায়ঃ

[হৃষোধনায় ভীষ্মস্বাস্থ্যসদানম্, সপ্তমদিনযুদ্ধায় কৌরবসৈন্তানাং প্রস্থানঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

অথ শূরা মহারাজ পরম্পরকৃতাগসঃ ।
জগ্মুঃ স্বশিবির্যাণেব রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ ১
বিজ্রাম্য চ যথাত্মায়াং পূজয়িত্বা পরম্পরম্ ।

সন্নদ্যাঃ সমদৃশ্যন্ত ভূয়ো যুদ্ধচিকীর্ষয়া ॥ ২

ততস্তব স্তুতো রাজংস্তিস্তুয়াভিপরিপ্লুতঃ ।

বিশ্রবচ্ছোগিতাক্তাঙ্গঃ পপ্রচ্ছেদং পিতামহম্ ॥ ৩

অশীতিতম অধ্যায় ।

[ভীষ্মকর্তৃক হৃষোধনকে স্বাস্থ্যসদান এবং সপ্তমদিনের যুদ্ধের
জন্ত কৌরব সৈন্তের প্রস্থান ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! পরম্পর পরম্পরের সহিত যুদ্ধ
করিয়া এই সব বীরগণ রক্তে লিপ্ত হইয়া নিজ নিজ শিবিরে গমন
করিলেন ॥ ১

বিধি অনুসারে বিশ্রাম করত পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা
করিতে করিতে ইহারা সকলে পুনরায় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায়
সজ্জিত হইলেন দেখা যাইল ॥ ২

রাজন্ ! তদনন্তর আপনার পুত্র হৃষোধন স্বদেহ হইতে
প্রবাহিত রক্তধারায় পরিপ্লুত অবস্থায় চিন্তামগ্ন হইয়া পিতামহ
ভীষ্মের নিকট যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩

সৈন্যানি রৌদ্রাণি ভয়ানকানি
 বাটানি সম্যগ্ বহুলধ্বজানি
 বিদার্য্য হস্তা চ নিপীড়্য শূরা—
 স্তে পাণ্ডবানাং হরিতা মহারথাঃ ॥ ৪

সম্মোহ সর্বান যুধি কীর্ত্তিমন্তো
 ব্যূহঞ্চ তং মকরং বজ্রকল্পম্ ।
 প্রবিশ্য ভীমেন রণে হতোহস্মি
 ঘোরৈঃ শরৈর্মুদ্রাদগুপ্রকাশৈঃ ॥ ৫

ক্রুদ্ধং তমুদ্বীক্ষ্য ভয়েন রাজন্
 সম্মুচ্ছিতো ন লভে শান্তিমত্তম্ ।
 ইচ্ছে প্রসাদাং তব সত্যসন্ধ
 প্রাপ্তুং জয়ং পাণ্ডবেয়াং চ হস্তম্ ॥ ৬

ভেনৈবযুক্তঃ প্রহসন্ মহাত্মা
 দুৰ্য্যোধনং মন্যুগতং বিদিত্বা ।
 তং প্রত্যাচাষমিনা মনস্বী
 গঙ্গাসুতঃ শত্রুভূতাং বরিতঃ ॥ ৭

পিতামহ! আমার সৈন্যগণ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং উগ্রমূর্ত্তি। তাহাদের বাহরচনাও সর্কোত্তম। ইহাদের মধ্যে ক্ষত্রের সংখ্যাও বহু। তথাপি পাণ্ডবগণের বীরবর মহারথীরা এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করত ভীতবেগে আমার সৈন্যগণকে বিদীর্ণ করিয়া, নিহত করিয়া এবং পীড়িত করিয়া চালিয়া যায় ॥ ৪

তাহারা যুদ্ধে সকলকে মোহিত করিয়া নিজ কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে। দেখুন, ভীমসেন বজ্রতুল্য দুর্ভেজ মকরবাহু মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃতদগুসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহে যুদ্ধস্থলে আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে ॥ ৫

রাজন্! ভীমসেনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া আমি ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠি। আজ আমি শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতামহ! আমি আপনাই কৃপাতে পাণ্ডবগণকে বধ করিতে এবং তাহাদের উপর বিজয়লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ৬

দুৰ্য্যোধন এই কথা বলিলে পর এবং তাঁহাকে ক্রোধপূর্ণ জানিয়া শত্রুধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনস্বী মহাত্মা গঙ্গানন্দন ভীষ্ম হস্ত করিতে করিতে প্রসন্নমনে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৭

পরেণ যত্নেন বিগাহ্য সেনাং
 সর্বাশ্বনাহং তব রাজপুত্র ।
 ইচ্ছামি দাতুং বিজয়ং সুখঞ্চ
 ন চাত্মানং ছাদয়েহহং স্বদর্শে ॥ ৮

এতে তু রৌদ্রা বহবো মহারথা
 যশস্বিনঃ শূরতমাঃ কৃতান্তাঃ ।
 যে পাণ্ডবানাং সমরে সহায়া
 জিতক্লমাঃ রোষবিষং বমন্তি ॥ ৯

তে নৈব শক্যাঃ সহসা বিজেতুঃ
 বীৰ্য্যোদ্ধতাঃ কৃতবৈরাগ্ভয়া চ ।
 অহং সেনাং প্রতিযোন্ত্যামি রাজন্
 সর্বাশ্বনা জীবিতং তাজ্য বীর ॥ ১০

রণে তবার্থায় মহানুভাব
 ন জীবিতং রক্ষ্যতমং মমাত্তম্ ।
 সর্বাংশ্তবার্থায় সদেবদৈত্যান্
 ঘোরান্ দহেয়ং কিমু শত্রুসেনাম্ ॥ ১১

রাজকুমার! আমি নিজের পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া অতিশয় যত্নের সহিত পাণ্ডবগণের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করত তোমাকে বিজয় ও সুখপ্রদান করিতে অভিলাষী। আমি তোমার জৈন্য নিজেকে কোনরূপ গোপন করিয়া রাখি নাই ॥ ৮

যাহারা সমরাজ্ঞে পাণ্ডবগণের সহায়ক, তাহারা সকলেই বীর মহারথী, অতিশয় ভয়ঙ্কর, পরম শৌর্য্যশালী, শত্রুবিজ্ঞায় অভিজ্ঞ ও বশস্বী। তাহারা ক্রান্তিকে জয় করিয়াছে এবং আমাদের উপর রোষরূপ বিষ উদ্গিরণ করিতেছে ॥ ৯

ইহারা বল ও পরাক্রমে প্রচণ্ড এবং তোমার সহিত শত্রুতাবদ্ধ। ইহাদিগকে সহসা পরাজিত করা সম্ভব হইবে না। বীরবর রাজন্! দুৰ্য্যোধন! আমি সর্বপ্রকারে স্বীয় প্রাণের মায়্যা ত্যাগ করত পাণ্ডবগণের সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ১০

মহানুভব! তোমার কার্য্যের সিদ্ধির জন্ত এখন যুদ্ধে আমার প্রাণরক্ষাকেও আমি আবশ্যক বলিয়া মনে করি না। আমি তোমার মনোরথ পূরণের জন্ত দেবগণের সহিত সমস্ত ভয়ঙ্কর দৈত্যাদিগকেও দণ্ড করিতে সমর্থ; হুতরাং শত্রুসৈন্যগণের লব্ধকে আর কি বলিবার আছে? ১১

তান্ পাণ্ডবান্ বোধয়িত্বামি রাজন্
 প্রিয়ঞ্চ তে সৰ্বমহং করিষ্যে ।
 ঐকৈব চৈতদ্ বচনং তদানীং
 হৃষ্যোদনঃ শ্রীতমনা বভূব ॥ ১২
 সৰ্বাণি সৈন্যানি ততঃ প্রস্রষ্টে।
 নির্গচ্ছতেত্যাহ নৃপাংশ্চ সৰ্বান্ ।
 তদাজ্ঞয়া তানি বিনির্ঘৃকৃতং
 গজাশ্বপাদাতরথাবুতানি ॥ ১৩
 প্রহৰ্ষবৃক্কানি তু তানি রাজন্
 মহাস্তি নানাবিধশস্ত্রবস্তি ।
 স্থিতানি নাগাশ্বপদাতিমস্তি
 বিরেজুরাজৌ তব রাজন্ বলানি ॥ ১৪
 শস্ত্রাস্ত্রবিভিন্দেরবীরযৌধৈ-
 রধিষ্ঠিতাঃ সৈন্যগণাশ্চদীয়াঃ ।
 রথোঘপাদাতগজাশ্বসজৈবঃ
 প্রয়াস্তুরাজৌ বিধিবৎ প্রণুরৈঃ ॥ ১৫
 সমুদ্রতং বৈ তরুণার্কবর্ণঃ
 রেজো বভৌ চ্ছাদয়ন্ সূর্য্যারশ্মীন্ ।

রাজন্! আমি সেই পাণ্ডবগণের সহিতও যুদ্ধ করিব এবং তোমার সম্পূর্ণ প্রিয় কার্য্য করিব। সেই সময় ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া হৃষ্যোদনের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল ॥ ১২

তদনন্তর হৃষ্যোদন অত্যন্ত হুইয়া সমস্ত রাজগণকে ও সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে বলিলেন,—যুদ্ধের জন্ত নির্গত হও। রাজা হৃষ্যোদনের আজ্ঞা পাইয়া সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথসমূহে পূর্ণ সমস্ত সৈন্য জড়ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল ॥ ১৩

মহারাজ! আপনার এই বিশাল সৈন্যবাহিনী নানাপ্রকার অস্ত্রে সজ্জিত ও অতিশয় আনন্দে যুক্ত ছিল। রাজন্! হস্তী, অশ্ব ও পদাতিসকলে পূর্ণ রণভূমিতে স্থিত সেই সৈন্যগণের অতিশয় শোভা হইতেছিল ॥ ১৪

আপনার সকল সেনাপতিই অজ্ঞশস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ও নরবীর যোদ্ধা ছিলেন। তাহাদের দ্বারা বিধি অহুসারে অজ্ঞশাসিত হইয়া রথসমূহ, পদাতি, হস্তী ও অশ্বগণ যখন যুদ্ধভূমিতে বাইতে লাগিল, তখন তাহাদের পদসমুখিত ধূলি সূর্য্যের কিরণবলিকে আচ্ছাদিত করিয়া প্রাণ্ড:কালীন সূর্য্যের কিরণভূয়া বলিয়া প্রতীত হইতে

রেজু: পতাকা রথদন্তিসংস্থা
 বাতেরিতা ভ্রাম্যমাণাঃ সমস্তাং ॥ ১৬
 নানারঙ্গাঃ সমরে তত্র রাজন্
 মৈথৈযুতা বিদ্যুতঃ খে যথৈব ।
 বৃন্দৈঃ স্থিতাশ্চাপি সুসম্প্রযুক্তা-
 শ্চকাশিরে দস্তিগণাঃ সমস্তাং ॥ ১৭
 ধনুৰ্বি বিষ্কারয়তাং নৃপাণাঃ
 বভূব শব্দস্তমুলোহতিঘোরঃ ।
 বিমধ্যতো দেবমহাসুরৌধৈ-
 যধার্নবস্তাদিযুগে তদানীম্ ॥ ১৮
 তদুগ্রনাগং বহুরুপবর্ণঃ
 তবাস্রজানাং সমুদীর্ণমেবম্ ।
 বভূব সৈন্যঃ রিপুসৈন্যহস্ত
 যুগাস্তমেঘৌঘনিভঃ তদানীম্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং
 বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মহৃষ্যোদন-
 সংবাদে অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮০

ধাকিল। রথসমূহে ও হস্তিসমূহে স্থিত পতাকাগুলি চারিদিকে বায়ুর প্রেরণায় উড়িতে থাকিয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৫-১৬

রাজন্! বেরূপ আকাশে মেঘের সহিত বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই রণাঙ্গনে চারিদিকে বিভিন্ন বর্ণের দণ্ডশোভিত হস্তিসমূহের এক একটি দল শোভিত হইতেছিল। ইহারা স্তম্ভর-ভাবে সমরারণে চালিত হইতেছিল ॥ ১৭

যেরূপ আদিযুগে (সত্যযুগে) দেবতা ও দৈত্যগণের দ্বারা সমুদ্রমন্থনের সময় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছিল, সেইরূপ এই সময় যুদ্ধস্থলে নিজ নিজ ধরুর টঙ্কারধ্বনিকারী রাজগণের অত্যন্ত ভয়ানক তুমুল শব্দ উত্থিত হইতেছিল ॥ ১৮

মহারাজ! আপনার পুত্রদিগের এই সৈন্যবাহিনী ভয়ঙ্কর গজরাজসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। তাহারা বিভিন্ন রূপ ও বর্ণবিশিষ্ট ছিল এবং তাহাদের বেগ ক্রমবর্দ্ধমান ছিল। সেই সময় প্রলয়-কালীন মেঘসমূহের ন্যায় শত্রুসেনাকে সংহার করিতে সমর্থ বলিয়া প্রতীত হইতেছিল ॥ ১৯

শ্রীময়হর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্কে ভীষ্ম-হৃষ্যোদনসংবাদবিবরণ

অশীতিতম অধ্যায়ের অহুবাদ সমাপ্ত ।

একাদশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

[সপ্তমদিবসযুদ্ধে কোরব-পাণ্ডবসৈন্যানাং মণ্ডল-বজ্রব্যাহৌ নির্মাণ ভীষণ-সংগ্রামঃ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

অথাত্মজং তব পুনর্গাঙ্গেয়ো ধ্যানমাস্থিতম্ ।
অত্রবীদ্ ভরতশ্রেষ্ঠঃ সম্প্রহর্ষকরং বচঃ ॥ ১
অহং জ্ঞোশ্চ শল্যশ্চ কৃতবর্মী চ সাঙতঃ ।
অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ ভগদত্তোহথ সৌবলঃ ॥ ২
বিন্দানুবিন্দাবাবস্ত্যৌ বাহ্লীকঃ সহ বাহ্লিকৈকঃ
ত্রিগর্তরাজো বলবান্ মাগধশ্চ সুহৃজয়ঃ ॥ ৩
বৃহদ্বলশ্চ কৌশল্যশ্চিত্রসেনো বিবিশতিঃ ।
রথশ্চ বহুসাহস্রাঃ শোভনাশ্চ মহাধ্বজাঃ ॥ ৪
দেশজাশ্চ হয়্য রাজন্ স্বারূঢ়া হয়্যসাদিভিঃ ।
গজেন্দ্রাশ্চ মদোদ্বৃস্তাঃ প্রেতিমকরটামুখাঃ ॥ ৫
পাদাতাশ্চ তথা শূরা নানাশ্রহরণধ্বজাঃ ।
নানাদেশসমুৎপন্নাস্তদর্থে যোদ্ধু মুত্ততা ॥ ৬
এতে চাশ্চে চ বহুবলদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।

একাদশীতিতম অধ্যায় ।

[সপ্তম দিবসের যুদ্ধে কোরব-পাণ্ডবসৈন্যগণের মণ্ডল ও বজ্রবাহু নির্মাণপূর্বক ভীষণ সংগ্রামঃ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! তদনন্তর আপনার পুত্র দুৰ্য্যোধনকে চিন্তাময় দেখিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ গজানন্দন ভীষ্ম তাঁহাকে পুনরায় হর্ষবর্জনকর এই বাক্য বলিলেন ।

রাজন্ ! আমি, জ্ঞোপাচার্য্য, শল্য, ষট্রুবংশের কৃতবর্মা, অশ্বখামা, বিকর্ণ, ভগদত্ত, সুবলপুত্র শকুনি, অবস্তিদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অহুবিন্দ, বাহ্লীকদেশীয় বীরগণের সহিত রাজা বাহ্লীক, বলবান্ ত্রিগর্তরাজ, অত্যন্ত দুর্জয় মগধপতি, কোশলাধিপতি বৃহদ্বল, চিত্রসেন, বিবিশতি ও বিশাল ধ্বজশোভিত পরমশূর্য্য কয়েক হাজার রথ, অশ্বারোহীতে পূর্ণ দেশীয় অশ্বসকল, গণ্ডম্বল হইতে মদধারাবাহী মদোদ্বস্ত গজরাজগণ এবং বিবিধ অস্ত্র ধ্বজধারণকারী বিভিন্ন দেশীয় শূরবীর পদাতিক সৈন্যবাহিনী তোমার জন্ত যুদ্ধ করিতে উদ্ভূত ॥ ২-৬

ইহারা এবং আরও বহু একরূপ সৈন্য আছে, যাঁহারা তোমার জন্ত নিজ নিজ জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া দিয়াছে । আমার ত' এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, ইহারা সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধে দেবতাগণকেও জয় করিতে সমর্থ ॥ ৭

দেবানপি রণে জেতুং সমর্থ্য ইতি মে মতিঃ ॥ ৭

অবশ্যং হি ময়া রাজ্যংস্তব বাচ্যং হিতং সদা ।

অশক্যাঃ পাণ্ডবা জেতুং দেবৈরপি সবার্ষবৈঃ ॥ ৮

বান্দুদেবসহায়্যাশ্চ মহেন্দ্রসমবিক্রমাঃ ।

সর্বধাং তু রাজেন্দ্র করিষ্যে বচনং তব ॥ ৯

পাণ্ডবাংশ্চ রণে জেত্ব মাং বা জেত্বাস্তি পাণ্ডবাঃ ।

এবমুক্ত্বা দদাবস্মৈ বিশল্যকর্ণীং শুভাম্ ॥ ১০

ঔষধীং বীৰ্য্যসম্পন্নাম্ বিশল্যশ্চাভবৎ তদা ।

ততঃ প্রভাতে বিমলে শ্বেন সৈন্তেন বীৰ্য্যবান্ ॥ ১১

অবাহত স্বয়ং ব্যূহং ভীষ্মো ব্যূহবিশারদঃ ।

মণ্ডলং মহুজ্ঞশ্রেষ্ঠো নানাশস্ত্রসমাকুলম্ ॥ ১২

সম্পূর্ণং যোধযুধৈশ্চ তথা দস্তিপদাতিভিঃ ।

রথৈরনেকসাহস্রৈঃ সমস্তাং পরিবারিতম্ ॥ ১৩

রাজন্ ! আমার পক্ষে সর্বদা তোমার হিতকর বাক্যই বলা উচিত ; সেইজন্য বলিতেছি যে, পাণ্ডবগণকে ইন্দ্রসহ সমগ্র দেবতাবৃন্দও জয় করিতে সমর্থ নহ্ন ॥ ৮

রাজেন্দ্র ! একে ত' তাঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, তাঁহার উপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উহাদের সহায়ক, (অতএব ইহা-দিগকে জয় করা অসম্ভব), তথাপি আমি সর্বতোভাবে তোমার বাক্য পালন করিব ॥ ৯

আমি হয় পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে জয় করিব, অথবা পাণ্ডবেরাই আমাকে জয় করিবে—এই কথা বলিয়া ভীষ্ম বিশল্যকর্ণী নামে শুভ ও শক্তিশালিনী ওষধি প্রদান করিলেন । সেই সময় এই ওষধির প্রভাবে দুৰ্য্যোধনের দেহে প্রবীণ বাণসমূহ পীড়াদান করিয়াই নির্গত হইল এবং আঘাতজনিত ক্ষত ও তাঁহার কষ্ট হইতে দুৰ্য্যোধন মুক্ত হইলেন ॥

তদনন্তর নির্মল প্রভাতকালে ব্যূহবিশারদ নরশ্রেষ্ঠ পরাক্রমশালী ভীষ্ম স্বীয় সৈন্যগণের দ্বারা স্বয়ংই নানাশস্ত্রে পূর্ণ মণ্ডল-নামক ব্যূহ নির্মাণ করিলেন ॥ ১০-১২

এই ব্যূহ হস্তী ও পদাতি প্রভৃতি মূখ্য মূখ্য বোদ্ধাগণে পরিব্যাপ্ত ছিল । কয়েক হাজার রথী সৈন্যদ্বারা উহা চারিদিকে আবৃত ছিল ॥ ১৩

অশ্ববৃন্দৈর্মহন্তিষ্চ ঋষ্টি-ভোমরধারিভিঃ ।

নাগে নাগে রথাঃ সপ্ত সপ্ত চাশ্বা রথে রথে ॥ ১৪

অশ্বং দশ ধাতুকা ধাতুকে দশ চর্মিণঃ ।

এবং বাঢ়ং মহারাজ তব সৈন্যং মহারথৈঃ ॥ ১৫

স্থিতং রণায় মহতে ভীষ্মেণ যুধি পালিতম্ ।

দশাশ্বানাং সহস্রাণি দস্তিনাঞ্চ তথৈব চ ॥ ১৬

রথানামযুতং চাপি পুত্রাশ্চ তব দংশিতাঃ ।

চিহ্নসেনাদয়ঃ শূরা অভ্যরক্ষন্ পিতামহম্ ॥ ১৭

রক্ষ্যমাণঃ স তৈঃ শূরৈর্গোপ্যমানাশ্চ তেন তে ।

সন্নদ্ধাঃ সমদৃশ্যস্ত রাজানশ্চ মহাবলাঃ ॥ ১৮

দুর্যোধনস্ত সমরে দংশিতো রথমাস্থিতঃ ।

ব্যরাজত শ্রিয়া জুষ্টো যথা শক্রস্ত্রিবিষ্টপে ॥ ১৯

ততঃ শকো মহানাসীং পুত্রাণাং তব ভারত ।

রথসোমশ্চ বিপুলো বাদিত্রাণাঞ্চ নিশ্বনঃ ॥ ২০

ঋষ্টি ও ভোমরধারী অশ্বরোহী যোদ্ধাদিগের বিরাট দলে এই বাহ পূর্ণ ছিল। এক একটি হস্তীর পশ্চাতে সাত সাতটি করিয়া রথ ছিল। এইরূপ এক একটি রথের পশ্চাতে সাত সাত জন করিয়া অশ্বরোহী যোদ্ধা, প্রত্যেক অশ্বরোহীর পশ্চাতে দশজন করিয়া ধনুর্ধর এবং প্রত্যেক ধনুর্ধরের পশ্চাতে দশজন করিয়া ঢাল তরবারিধারী বীর যোদ্ধা ছিল ॥

মহারাজ ! এইরূপ মহাবীর্য বীরগণের দ্বারা বাহবাহু হইয়া আপনায় সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিল এবং ভীষ্ম রণক্ষেত্রে তাহাদের রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥

এইভাবে সেখানে দশ হাজার অশ্ব, দশ হাজার হাতী, দশ হাজার রথ এবং আপনায় চিহ্নসেনাদি বীর পুত্রগণ কবচ ধারণ করত পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৪-১৭

এই সব বীরগণে ভীষ্ম হ্রস্কিত ছিলেন এবং ভীষ্মও আবার তাঁহাদের সকলকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। সেখানে বহু মহাবল রাজা যুদ্ধের জন্য কবচধারণ করত সজ্জিত হইয়া আছেন—দেখা যাইল ॥ ১৮

গৌরধামতি রাজা দুর্যোধনও যুদ্ধস্থলে কবচধারণ করত রথে আরোহণ করিয়া সেরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, বেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র বর্গে বীর দিব্য প্রভার প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ১৯

ভারত ! তখনত্তর আপনায় পুত্রগণের মহান্ সিংহনাদ শব্দ হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে রথ ও বাহুলসূত্রে গভীর শব্দ সন্নিবিষ্ট হইল ॥ ২০

ভীষ্মেণ ধাতরাষ্ট্রাণাং বাঢ়ঃ প্রত্যশ্বখো যুধি ।

মণ্ডলঃ স মহাবাহো দুর্ভেদ্যোহমিত্রবাতনঃ ॥ ২১

সর্বতঃ শুভ্রভে রাজন্ রণেহরীণাং হুরাসদঃ ।

মণ্ডলং তু সমালোকা ব্যাহং পরমহুর্জয়ম্ ॥ ২২

স্বয়ং যুধিষ্ঠিরো রাজা বজ্রং ব্যহমথাকরোং ।

তথা ব্যাঢ়েঘনীকেষু যথাস্থানমবস্থিতাঃ ॥ ২৩

রথিনঃ সাদিনঃ সর্বে সিংহনাদমথানদন ।

বিভিৎসবস্ততো ব্যাহং নির্যযুর্দ্ব্যকাজিহ্নুণঃ ॥ ২৪

ইতরেতরতঃ শূরাঃ সহসৈন্যাঃ প্রহারিণঃ ।

ভারতাজো যযৌ মংস্তং জ্যোতিশ্চাপি শিখণ্ডিনম্ ॥ ২৫

স্বয়ং দুর্যোধনো রাজা পার্শ্বতঃ সন্মুপাভবৎ ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ মদ্ররাজানমীয়তুঃ ॥ ২৬

বিন্দাত্তবিন্দাবাবস্ত্যাবিরাবস্ত্যমভিজ্রুতো ।

সর্বে নৃপাস্ত সমরে ধনঞ্জয়মযোধয়ন্ ॥ ২৭

ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে কোরবসৈন্যগণের পশ্চিমাভিমুখে বাহ রচনা করিয়াছিলেন। এই মণ্ডলনামক মহাবাহু দুর্ভেদ্য ও শত্রুসংহারক ছিল ॥ ২১

রাজন্ ! সেই রণাঙ্গনে সর্বদিকে এই বাহের অভিশয় শোভা প্রকাশিত হইতেছিল। ইহা শত্রুগণের পক্ষে সর্বতোভাবে দুর্গম ছিল। কোরবগণের অত্যন্ত দুর্জয় মণ্ডলবাহকে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং স্বীয় সৈন্যগণের জন্য বজ্রবাহু নির্মাণ করিলেন ॥

এইভাবে সৈন্যদের বাহরচনা শেষ হইলে যথাযথ স্থানে স্থিত রথী ও অশ্বরোহী প্রভৃতি সমস্ত সৈন্যগণই সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥

তাহার পর প্রহার করিতে অভিজ্ঞ সমস্ত বীর যোদ্ধারা পরস্পরের বাহ ভেদ করিতে এবং পরস্পরের সহিত যুদ্ধের ইচ্ছা করিয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥

তখন জ্যোতিষাচার্য্য বিরাটের দিকে এবং অশ্বখামা শিখণ্ডীর দিকে ধাবিত হইলেন। স্বয়ং রাজা দুর্যোধন ক্রপদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

নকুল ও সহদেব নিজের মামা মদ্ররাজ শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন। অবন্তীদেশের রাজকুমার বিন্দ-ও অহবিন্দ ইরাবানের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

অন্যান্য সমস্ত নরপতিগণ তখন অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীষ্মেন যুদ্ধে বিচরণ করিতে করিতে কৃতবর্ষাকে

ভীমসেনো রণে যাস্ত্বং হার্দিক্যং সমবারয়ৎ ।
 চিত্রসেনং বিকর্ণঞ্চ তথা দুর্মর্ষণং বিভূঃ ॥ ২৮
 আজুর্নিঃ সমরে রাজ্যংস্তব পুত্রানযোধয়ৎ ।
 প্রাগ্জ্যোতিষো মহেষাসো হৈড়িম্বং রাক্ষসোত্তমম্ ॥ ২৯
 অভিহুজ্জাব বেগেন মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্ ।
 অলম্বুস্তুদা রাজিন্ সাত্যকিং যুদ্ধদুর্মদম্ ॥ ৩০
 সসৈন্ত্যং সমরে ক্রুদ্ধো রাক্ষসঃ সমুপাত্তবৎ ।
 ভুরিহ্রাবা রণে যত্তো ধুষ্টকেতুমযোধয়ৎ ॥ ৩১
 ঋতায়ুষঞ্চ রাজানং ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 চেকিতানশ্চ সমরে কৃপামেবাহযোধয়ৎ ॥ ৩২
 শেবাঃ প্রতিযবুধন্তা ভীষ্মমেব মহারথম্ ।
 ততো রাজসমূহাস্তে পরিবক্রধনঞ্জয়ম্ ॥ ৩৩
 শক্তি-তোমর-নারাচ-গদা-পরিঘপাণয়ঃ ।
 অজুর্দৌহথ ভৃশং ক্রুদ্ধো বাফেয়মিদমব্রবীৎ ॥ ৩৪

নিবারণ করিলেন। রাজন্! শক্তিশালী অর্জুননন্দন অভিমত্না সংগ্রামভূমিতে আপনার তিন পুত্র চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্মর্ষণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মহাধনুর্ধর ভগদত্ত তাঁত্রবেগে রাক্ষসপ্রবর ঘটোৎকচের উপর আক্রমণ করিলেন। তাহাতে মনে হইল—কোন মদমত্ত হস্তী অপর এক মদমত্ত হস্তীর উপর আক্রমণ করিল।

রাজন্! সেই সময় রাক্ষস অলম্বু যুদ্ধে উগ্রস্ত হইয়া সংগ্রাম-রত সাত্যকির উপর কোপভরে ধাবিত হইয়া আক্রমণ করিল।

ভুরিহ্রাবা রণভূমিতে বহুসংখ্যক ধুষ্টকেতুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজা ঋতায়ুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

চেকিতান রণাঙ্গনে কৃপাচাণ্ডীর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অবশিষ্ট বোদ্ধারা যত্নসহকারে মহারথী ভীষ্মের প্রতি যুদ্ধাথ অগ্রসর হইলেন।

তারপর আপনার পক্ষের সেই রাজারা কুন্তীপুত্র শনজয়কে সর্বদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের সকলের হাতে শক্তি, তোমর, নারাচ, গদা ও পরিঘ প্রভৃতি ছিল।

তাহার পর অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন,—মাধব! যুদ্ধস্থলে দুর্বোধনের এই সৈন্তগণকে অবলোকন করুন, বৃহৎসংখ্যক বিশেষজ্ঞ মহাত্মা গঙ্গানন্দন ভীষ্ম ইহাদের বৃহৎ রচনা করিয়াছেন ॥ ২২-৩৫

পশু মাধব সৈন্তানি ধার্তরাষ্ট্রস্ত সংযুগে ।
 বাটানি বাহবিহুযা গাজ্জয়েন মহাস্থনা ॥ ৩৫
 যুদ্ধাভিকামান্ শূরাংশ্চ পশু মাধব দংশিতান্ ।
 ত্রিগর্তরাজং সহিতং ভ্রাতৃভিঃ পশু কেশব ॥ ৩৬
 অত্ৰৈতান্ নাশয়িষ্যামি পশুতন্ত্বে জনার্দন ।
 য ইমে মাং যত্নশ্চেষ্ট যোদ্ধুকামা রণাঙ্গিরে ॥ ৩৭
 এতদ্বক্তৃ তু কোন্ত্যেয়ো ধমুর্জ্যামবমুজ্য চ ।
 ববর্ষ শরবর্ষাণি নরাধিপগণান্ প্রতি ॥ ৩৮
 তেহপি তং পরমেধাসাঃ শরবর্ষৈরপূরয়ন্ ।
 তড়াগং বারিধারাভিযথা প্রাবৃষি তোয়দাঃ ॥ ৩৯
 হাহাকারো মহানাসৌ তব সৈন্তে বিশাম্পতে ।
 ছাত্তমানো রণে কৃফো শরৈর্দৃষ্টা মহারণে ॥ ৪০
 দেবা দেবর্ষয়শ্চৈব গন্ধর্বাশ্চ সহোরগৈঃ ।
 বিন্ময়ং পরমং জগুর্দৃষ্টা কৃফো তথাগতো ॥ ৪১

মাধব! যুদ্ধের আকাজ্জা করিয়া কবচধারণ করত সমাগত এই সব বীর সৈন্তগণকে নিরীকণ করুন। কেশব! আরও দেখুন, ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত এই ত্রিগর্তরাজ হুশর্মাও এখানে উপস্থিত আছেন ॥ ৩৬

জনার্দন! যত্নশ্চেষ্ট! এই যে বাহারা রণাঙ্গনে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, আমি ইহাদের সকলকেই আপনার সাক্ষাতেই বিনাশ করিব ॥ ৩৭

এই কথা বলিয়া কুন্তীনন্দন অর্জুন ঐয গাতীব্যহর গুণের উপর হস্তমার্জনা করিলেন এবং বিপক্ষীয় নরপতিগণের উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৩৮

যেদ্রুপ বারিবর্ষণশীল মেঘ বর্ষাকালে জলধারা বর্ষণ করিয়া তড়াগকে (বৃহৎ পুষ্করিণীকে) পূর্ণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই মহাধনুর্ধর নরপতিগণও বাণবর্ষণের দ্বারা অর্জুনকে পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৯

প্রজানাত! সেই মহাযুদ্ধে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া বাইতে দেখিয়া আপনার সৈন্তদের মধ্যে মহা-হাহাকার ধনি হইতে লাগিল ॥ ৪০

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে এইরূপ অবস্থার পতিত হইতে দেখিয়া দেবতা, দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও নাগগণের মধ্যে অতিশয় বিন্ময়ের সকার হইল ॥ ৪১

ততঃ ক্রুদ্ধোহৰ্জুনো রাজ্ঞৈশ্চমহমুদৈরয়ং ।

তত্রান্তুতমপশ্যাম বিজয়ন্ত পরাক্রমম্ ॥ ৪২

শস্ত্রবৃষ্টিং পরৈর্মুক্তাং শরৌঘৈর্দদবারয়ং ।

ন চ তত্রাপ্যনিভিন্নঃ কশ্চিদাসীদ্ বিশাম্পতে ॥ ৪৩

তেষাং রাজসহস্রাণাং হয়ানাং দন্তিনাং তথা ।

দ্বাভ্যাং ত্রিভিঃ শরৈশ্চাত্তান্ পার্থো বিব্যাধ মারিষ ॥ ৪৪

তে হস্তমানাঃ পার্থেন ভীষ্মং শাস্তনবং যযুঃ ।

রাজন্! তখন অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রাজ্ঞ প্রয়োগ করিলেন। সেই সময় আমরা সকলে অর্জুনের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম ॥ ৪২

তিনি স্বীয় বাণসমূহে শক্রগণের কৃত বাণবর্ষণকে নিবারণ করিলেন। মহারাজ! সেই সময় সেখানে এরূপ কোন যোদ্ধাই ছিলেন না, যিনি তাঁহার বাণে ক্ষত-বিক্ষত হন নাই ॥ ৪৩

আৰ্য! কৃষ্ণীকুমার অর্জুন সেই সহস্র রাজগণের মধ্যে এবং অশ্ব ও হস্তিকণলের মধ্যে কাহাকেও দুই দুই বাণে এবং

শ্রীমদ্রহসি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাঙ্কর্ত্ত ভীষ্মবধপর্বে সপ্তমদিবসের যুদ্ধবিষয়ক একাশীতিতম অধ্যায়ের অষ্টবাদ সমাপ্ত ।

দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

[শ্রীকৃষ্ণার্জুনভয়েন যুদ্ধং বিহায় কোরবসৈন্তানাং পলায়নম্, দ্রোণাচার্যোপ সহ বিরাটস্য সংগ্রামঃ, বিরাটপুত্র-
শম্ভস্য বিনাশঃ, শিখণ্ডিনা সহাস্থথায়ো যুদ্ধম্, সাত্যকিনালম্বুষস্য পরাজয়ঃ, ধৃষ্টদ্যুম্নেন দুৰ্য্যোধনস্য
পরাজয়ঃ, ভীমসেনেন সহ কৃতবর্ষণঃ সজবর্ষচ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

তথা প্রবৃন্তে সংগ্রামে নিবৃন্তে চ স্তশর্মণি ।

ভগ্নেষু চাপি বীরেষু পাণ্ডবেন মহাত্মনা ॥ ১

কুভ্যমাণে বলে তুর্গং সাগরপ্রতিমে তব ।

প্রত্যাঘাতে চ গাঙ্গেয়ে ঝরিতং বিজয়ং প্রীতি ॥ ২

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় ।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ভয়ে কোরবসৈন্তগণের যুদ্ধত্যাগ করিয়া পলায়ন, দ্রোণাচার্য ও বিরাটের যুদ্ধ, বিরাটপুত্র শম্ভের বিনাশ, শিখণ্ডী ও অস্থথামার যুদ্ধ, সাত্যকিকর্ত্তক অলম্বুষের পরাজয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তক দুৰ্য্যোধনের পরাজয় এবং ভীমসেন ও কৃতবর্ষার যুদ্ধ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে পর মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকর্ত্তক পরাজিত হইয়া স্তশর্মণী যুদ্ধ হইতে দূরে পলায়ন করিলেন এবং অস্তান্ত বীর যোদ্ধারাও রণে

অগাধে মজ্জমানানাং ভীষ্মঃ পোতোহভবৎ তদা ॥ ৪৫

আপতন্তিস্ত তৈস্তত্র প্রভগ্নং তাবকং বলম্ ।

সঞ্চক্লুভে মহারাজ বাতৈরিব মহার্ববঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং

ভীষ্মপর্বাণি ভীষ্মবধপর্বাণি সপ্তমযুদ্ধদিবসে

একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮১

কাহাকেও তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪

অর্জুনের বাণে পুনঃ পুনঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সকলে শাস্ত্রহীনন্দন ভীষ্মের শরণাপন্ন হইলেন। সেই সময় অগাধ বিপদ-সাগরে নিমজ্জমান সৈন্তদের পক্ষে ভীষ্মপোত (জাহাজ)-স্বরূপ হইলেন ॥ ৪৫

মহারাজ! পাণ্ডবগণের আক্রমণে আপনার সৈন্তদের ব্যুহ ভঙ্গ হইয়া যাইল। তখন সেই সৈন্তবাহিনী প্রচণ্ডবায়ুর বেগে সমুদ্রের ক্ষুদ্র হওয়ার ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৪৬

দৃষ্ট্বা দুৰ্য্যোধনো রাজা রণে পার্থস্ত বিক্রমম্

দ্বরমাণঃ সমভ্যোত্যা সর্বাংস্তানব্রবীর্ষপান্ ॥ ৩

তেষাং তু প্রমুখে শূরং সুশর্মাণং মহাবলম্ ।

মধ্যে সর্বস্ত সৈন্তস্ত ভূশং সংহস্মদ্রিব ॥ ৪

ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন ॥ ১

আপনার সমুদ্রতুল্য বিশালবাহিনীর মধ্যে অতিক্রান্ত ফোড়ের সঞ্চার হইল। সেই সময় গগনানন্দন ভীষ্ম ঝরিতগতিতে অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২

রাজা দুৰ্য্যোধন রণাঙ্গনে অর্জুনের পরাক্রম দেখিয়া ব্যগ্রতা-সহকারে নিকটে যাইয়া সমস্ত নৃপগণকে বলিলেন ॥ ৩

সেই নরপতিগণের সম্মুখে সমস্ত সৈন্যদের মধ্যে বীর মহাবল স্তশর্মাকে অভিশয় হই প্রদান করিতে করিতে দুৰ্য্যোধন এই কথা বলিলেন ॥ ৪

এষ ভীষ্মঃ শাস্তনবো যোক্তৃ কামো ধনঞ্জয়ম্ ।
 সর্বাঙ্গনা কুরুশ্রেষ্ঠস্ত্যক্তু জীবিতমাশ্বনঃ ॥ ৫
 ভং প্রযাস্ত্য রণে বীরঃ সর্বসৈন্তেন ভারতম্ ।
 সংযন্তাঃ সমরে সর্বে পালয়ন্ত্য পিতামহম্ ॥ ৬
 বাঢ়মিত্যেবমুক্তু তু তাত্তনীকানি সর্বশঃ ।
 নরেন্দ্রাণাং মহারাজ সমাজগুঃ পিতামহম্ ॥ ৭
 ততঃ প্রযাতঃ সহসা ভীষ্মঃ শাস্তনবোহজুর্নম্ ।
 রণে ভারতমায়াস্তমাসাদ মহাবলঃ ॥ ৮
 মহাশ্বেতাশ্বযুক্তেন ভীমবানরকেতুনা ।
 মহতা মেঘনাদেন রথেনাতিবিরাজতা ॥ ৯
 সমরে সর্বসৈন্তানামুপযাস্ত্য ধনঞ্জয়ম্ ।
 অভবৎ তুমুলো নাদো ভয়াদ্ দৃষ্ট্য়া কিরীটিনম্ ॥ ১০
 অভীষুহস্তং কৃষ্ণং দৃষ্ট্য়া দিত্যমিবাপরম্ ।
 মধ্যান্নিনগতং সংখ্যো ন শেকুঃ প্রতিবীক্ষিতুম্ ॥ ১১

বীরগণ! এই শাস্তনন্দন ভীষ্ম স্বীয় জীবনের মায়া ত্যাগ
 করিয়া সর্বতোভাবে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী
 হইয়াছেন ॥ ৫

সকল সৈন্যের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত আমার বীর
 পিতামহ ভারতনন্দন ভীষ্মকে আপনারা সকলে যত্নসহকারে রক্ষা
 করুন ॥ ৬

মহারাজ! “আচ্ছা, তাহাই হউক” এই কথা বলিয়া নরপতি-
 গণের সেই সমস্ত সৈন্যবাহিনী পিতামহ ভীষ্মের নিকট গমন
 করিলেন ॥ ৭

তদনন্তর শাস্তনন্দন ভীষ্ম যুদ্ধভূমিতে সহসা অর্জুনের সম্মুখে
 উপস্থিত হইলেন। ভারতবংশীয় ভীষ্মকে আসিতে দেখিয়া মহাবল
 অর্জুন তাহার নিকট গমন করিলেন ॥ ৮

তিনি যে রথে আরোহণ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই রথ
 অতিশয় সুশোভিত ছিল। তাহাতে শ্বেতবর্ণের বিশাল অশ্ব-
 সমূহ যোজিত ছিল। তাহার উপর ভয়ঙ্কর বানরচিহ্নিত ধ্বজ
 উড়িতে ছিল এবং এই রথের চক্রসমূহের শব্দ মেঘের ন্যায় গভীর
 ছিল ॥ ৯

কিরীটধারী অর্জুনকে যুদ্ধের নিকটে আসিতে দেখিয়াই ভয়ে
 সমস্ত সৈন্যগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ১০

হস্তে অশ্বের রজ্জ্ব ধারণ করত মধ্যাহ্নকালীন অপর এক
 সূর্যের ত্রায় তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণকে রণাঙ্গনে উপস্থিত হইতে দেখিয়া
 কোনও যোদ্ধা তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই পারিলেন না ॥ ১১

তথা শাস্তনবঃ ভীষ্মঃ শ্বেতাশ্বঃ শ্বেতকামূকম্ ।
 ন শেকুঃ পাণ্ডবাঃ দ্রষ্টুং শ্বেতং গ্রহমিবোদিতম্ ॥ ১২
 স সর্বতঃ পরিবৃত্তজিগর্তৈঃ স্তমহাশ্রুতিভিঃ ।
 ভ্রাতৃভিঃ সহপুত্রৈশ্চ তথাশ্রৈশ্চ মহারথৈঃ ॥ ১৩
 ভারত্বাজস্ত সমরে মংস্ত্য বিব্যাধ পত্রিণা ।
 ধ্বজং চাস্ত শরেনাজৌ ধনুশ্চৈকেন চিচ্ছিদে ॥ ১৪
 তদপাস্ত্র ধনুশ্চিন্নঃ বিরোটো বাহিনীপতিঃ ।
 অগ্নাদাদন্ত বেগেন ধনুর্ভারসহং দৃঢ়ম্ ॥ ১৫
 শরাংশ্চাশীবিষাকারান্ জলিতান্ পন্নগানিব ।
 দ্রোণং ত্রিভিঃ বিব্যাধ চতুর্ভিঃ চাস্ত্র বাজিনঃ ॥ ১৬
 ধ্বজমেকেন বিব্যাধ সারথিঃ চাস্ত্র পঞ্চভিঃ ।
 ধনুরেকেষুণাবিধাং তত্রাক্রুধ্যাদ্ দ্বিজঘতঃ ॥ ১৭
 তস্ত্র দোণোহবধীদশ্বান্ শরৈঃ সমতপর্বভিঃ ।
 অষ্টাভিভরতশ্রেষ্ঠ সূতমেকেন পত্রিণা ॥ ১৮

এই রূপ শ্বেতঅশ্বযুক্ত ও শ্বেতবর্ণের ধনুশোভিত শাস্তনন্দন
 ভীষ্মকে শ্বেত গ্রহের ত্রায় উদিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডব সৈন্তগণ
 তাহার দিকে তাকাইতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১২

মহাত্মা ত্রিগুণ স্বীয় ভ্রাতৃবৃন্দ, পুত্র ও অস্ত্রাশ্র মহারথী বীর-
 গণের সহিত উপস্থিত হইয়া ভীষ্মকে চারিদিকে পরিবৃত্ত করিয়া
 রাখিয়াছিলেন ॥ ১৩

অপর দিকে দ্রোণাচার্য্য মংস্তরাজ বিরোটের সহিত যুদ্ধে
 তাঁহাকে এক বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং এক বাণে ধ্বজ ও আর
 এক বাণে তাহার ধনু ছিন্ন করিলেন ॥ ১৪

সেনাপতি বিরোট সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করিয়া হস্তে
 অপর একটি সূদৃঢ় ধনু গ্রহণ করিলেন, যাহা ভার বহন করিতে
 সমর্থ ছিল ॥ ১৫

তিনি সেই ধনু দ্বারা প্রজ্জ্বলিত সর্পসমূহসদৃশ বিষাক্ত নাগা-
 কুতিতুল্য বাণ নিক্ষেপ করিয়া তিন বাণে দ্রোণাচার্য্যকে এবং চার
 বাণে তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৬

পুনরায় এক বাণে ধ্বজ, পাঁচ বাণে সারথি ও এক বাণে
 ধনু বিদ্ধ করিলেন। ইহাতে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ
 হইলেন ॥ ১৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর দ্রোণাচার্য্য আনন্তপর্কযুক্ত আট বাণে
 বিরোটের অশ্বগণকে এবং এক বাণে সারথিকে বিনাশ
 করিলেন ॥ ১৮

স হতাশাদবপ্পুত্ৰ্য স্তম্ভনাক্তসারথিঃ ।
 আকুরোহ রথং তূর্ণং পুত্রস্ত রথিনাং বরঃ ॥ ১৯
 ততস্ত তৌ পিতাপুত্রৌ ভারদ্বাজং রথে স্থিতৌ ।
 মহতা শরবর্ষণে বারয়ামাসতুর্বালাং ॥ ২০
 ভারদ্বাজস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ শরমাশীবিষোপমম্ ।
 চিক্কেপ সমরে তূর্ণং শঙ্খং প্রতি জনেশ্বর ॥ ২১
 স তস্ত হৃদয়ং ভিদ্ধা পীষা শোণিতমাহবে ।
 জগাম ধরণীং বাণো লোহিতার্জবরচ্ছদঃ ॥ ২২
 স পপাত রণে তূর্ণং ভারদ্বাজশরাহতঃ ।
 ধনুস্তক্তা শরাংশ্চৈব পিতুরের সমীপতঃ ॥ ২৩
 হতং তমাজ্জং দৃষ্ট্বা বিরাটঃ প্রোঙ্গবদ্ ভয়াৎ ।
 উৎসৃজ্য সমরে দ্রোণং ব্যাতাননমিবাস্তকম্ ॥ ২৪
 ভারদ্বাজস্তততুর্ণং পাণ্ডবানাম মহাচমূম্ ।
 দারয়ামাস সমরে শতশোহিথ সহস্রশঃ ॥ ২৫
 শিখণ্ডী তু মহারাজ দ্রোণিমাসাদ্য সংযুগে ।

সারথি ও অশ্ব নিহত হইলে রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিরাট অতি ক্রুত নিজ রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং স্বীয় পুত্রের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ১৯

তারপর পিতা পুত্র উভয়ে একই রথে উপবিষ্ট হইয়া প্রভূত বাণবর্ষণের দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে বলপূর্বক নিবারণ করিলেন ॥ ২০

জনেশ্বর! তখন দ্রোণাচার্য্য কুপিত হইয়া সমরাজ্ঞে বিষধর সর্প-তুলা একটি ভয়ঙ্কর বাণ অতি ক্রুত শঙ্খের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২১

এই বাণ শঙ্খের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া রক্তপান করত রণাঙ্গনে ছুতলে প্রবেশ করিল। এই বাণের শ্রেষ্ঠ পক্ষ রক্তে আর্দ্র হইয়া লোহিত বর্ণ হইয়াছিল ॥ ২২

দ্রোণাচার্য্যের বাণে আহত হইয়া শঙ্খ পিতা বিরাটের নিকটেই ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিয়া ক্রুতগতিতে রণভূমিতে পতিত হইলেন ॥ ২৩

নিজ পুত্রকে নিহত হইতে দেখিয়া মুখ বিস্তারকারী কালের জ্ঞায় ভয়ানক দ্রোণাচার্য্যকে সমরস্থলে পরিহার করিয়া বিরাট ভয়বশতঃ পলায়ন করিলেন ॥ ২৪

তখন দ্রোণাচার্য্য সংগ্রাম-ভূমিতে অতি ক্রুতগতিতে পাণ্ডবগণের বিশাল বাহিনীকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে শত শত সহস্র সহস্র ঘোড়া ধরাশায়ী হইল ॥ ২৫

আজ্ঞান ক্রবোর্মধ্যে নারাতৈজ্জিভিরাভুগৈঃ ॥ ২৬
 স বভৌ রথশাদূলো ললাটে সংস্থিতৈজ্জিভিঃ ।
 শিখরৈঃ কাঞ্চনময়েমেকুস্তিভিরিবোচ্ছিতৈঃ ॥ ২৭
 অশ্বথামা ততঃ ক্রুদ্ধো নিমেষার্থাচ্ছিবণ্ডিনঃ ।
 ধ্বজং সূতমথো রাজংস্তরগানায়ুধানি চ ॥ ২৮
 শরৈর্বহুভিরাচ্ছিদ্য পাতয়ামাস সংযুগে ।
 স হতাশাদবপ্পুত্ৰ্য রথাদ্ বৈ রথিনাং বরঃ ॥ ২৯
 ঋজুমাদায় সুশিতং বিমলঞ্চ শরাবরম্ ।
 শ্যোনবদ্ বাচরং ক্রুদ্ধঃ শিখণ্ডী শক্রতাপনঃ ॥ ৩০
 সখজস্ত মহারাজ চরতস্তস্ত সংযুগে ।
 নাস্তরং দদৃশে দ্রোণিস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৩১
 ততঃ শরসহস্রাণি বহুনি ভরতর্ষভ ।
 প্রেষয়ামাস সমরে দ্রোণিঃ পরমকোপনঃ ॥ ৩২
 ভামাপতন্তীং সমরে শরবৃষ্টিং সুদারুণাম্ ।
 অসিনা তীক্ষ্ণধারেণ চিচ্ছেদ বলিনাং বরঃ ॥ ৩৩

মহারাজ! অপর দিকে শিখণ্ডী যুদ্ধভূমিতে অশ্বথামার নিকট বাইয়া তিনটি শীত্ৰগামী নারাতৈজ্জিভিঃ দ্বারা তাঁহার ক্রবোর্মধ্যে মধ্যভাগে আঘাত করিলেন ॥ ২৬

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বথামা ললাটে সংস্কৃত সেই তিনটি বাণের দ্বারা তিনটি উচ্চ সুবর্ণময় শিখরে যুক্ত মেরুপর্বততুলা শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৭

রাজন! তদনন্তর ক্রুদ্ধ অশ্বথামা অন্ধ নিমেষের মধ্যেই বহু বাণে শিখণ্ডীর ধ্বজ, সারথি, অশ্বগণ ও আয়ুধসমূহকে ছিন্ন করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥

রথিগণশ্রেষ্ঠ শক্রসন্তাপী শিখণ্ডী অশ্ব নিহত হইলে সেই রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও নিখল তরবারি এবং ঢাল হাতে লইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে শ্যোন পক্ষীর গায় চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮-৩০

মহারাজ! তরবারি লইয়া যুদ্ধে বিচরণকারী শিখণ্ডীর অগ্নও কোন ছিদ্র অশ্বথামা দেখিতে পাইলেন না। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ৩১

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন অতি গোপনস্বভাব অশ্বথামা সমরাজ্ঞে শিখণ্ডীর উপর কয়েক হাজার বাণ বর্ষণ করিলেন ॥ ৩২

বলবান্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিখণ্ডী সমরক্ষেত্রে নিজের উপর পতিত অতিশয় ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণকে তীক্ষ্ণ ধারাল তরবারিদ্বারা ছেদন করিয়া কেলিলেন ॥ ৩৩

ততোহস্তু বিমলং জ্যোতিঃ শতচন্দ্রং মনোরমম্ ।
 চর্মাজ্জিনদসিং চাস্তু খণ্ডয়ামাস সংযুগে ॥ ৩৪
 শিতৈস্ত বহুশো রাজ্যংস্তথ বিব্যাধ পত্নিভিঃ ।
 শিখণ্ডী তু ততঃ খড়্গং খণ্ডিতং তেন সায়কৈঃ ॥ ৩৫
 আবিধ্য বাসুজ্জং তূর্ণং জলন্তমিব পন্নগম্ ।
 তমাপত্যন্তং সহসা কালানলসমপ্রভম্ ॥ ৩৬
 চিচ্ছেদ সমরে জ্যোতির্দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্ ।
 শিখণ্ডিনঞ্চ বিব্যাধ শরৈর্বহুভিরায়সৈঃ ॥ ৩৭
 শিখণ্ডী তু ভূশং রাজ্যংস্তাদ্যমানঃ শিতৈঃ শরৈঃ ।
 আকরোহ রথং তূর্ণং মাধবস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৩৮
 সাত্যকিঞ্চাপি সংক্রুদ্ধো রাক্ষসং ক্রুরমাহবে ।
 অলম্বুষং শরৈস্তীক্ষ্ণৈবিব্যাধ বলিনাং বরঃ ॥ ৩৯
 রাক্ষসেন্দ্রস্তত্তস্তস্ত ধনুশ্চিচ্ছেদ ভারত ।
 অর্ধচন্দ্রেণ সমরে তঞ্চ বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥ ৪০

তখন অশ্বখামা শত চন্দ্রাকারচিহ্নে হুশোভিত শিখণ্ডীর
 পরম সুন্দর ঢাল ও নিখল তরবারিকে যুদ্ধে খণ্ড খণ্ড করিয়া
 ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৩৪

রাজন! তারপর পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ
 করিলেন। অশ্বখামার অস্ত্রসমূহের আঘাতে খণ্ডিত সেই
 তরবারিকে শিখণ্ডী সবেগে ঘুরাইয়া অতিসত্ত্বর তাঁহার উপর
 নিক্ষেপ করিলেন। এই তরবারি তখন প্রজ্জ্বলিত সর্পসদৃশ
 প্রকাশিত হইয়া উঠিল। নিজের দিকে আগত প্রলয়কালীন
 অগ্নিভূল্য ভেজঘ্নী সেই তরবারিকে অশ্বখামা স্বীয় হস্তনৈপুণ্যে
 দেখাইয়া সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বহু
 লৌহময় বাণের দ্বারা শিখণ্ডীকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৫-৩৭

রাজন! অশ্বখামার তীক্ষ্ণবাণে শিখণ্ডী গুরুতর আহত
 হইয়া অতিক্রান্ত মহাত্মা সাত্যকির রথের উপর আরোহণ
 করিলেন ॥ ৩৮

এদিকে বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকিও অস্তিশয় ক্রুদ্ধ
 হইয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সংগ্রামভূমিতে ক্রুর রাক্ষস অলম্বুকে
 বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

ভারত! তখন রাক্ষসরাজ অলম্বু রণাঙ্গনে অর্ধচন্দ্রাকার
 বাণের দ্বারা সাত্যকির ধনু ছেদন করিয়া ফেলিল এবং বহু
 অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৪০

মায়াঞ্চ রাক্ষসীং কৃষ্ণা শরবর্ধৈরবাকিরং ।
 তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম শৈনেয়স্ত পরাক্রমম্ ॥ ৪১
 অসম্ভ্রমস্ত সমরে বধ্যমানঃ শিতৈঃ শরৈঃ ।
 ঐন্দ্রমস্তঞ্চ বাক্ষ্যেয়ো যোজয়ামাস ভারত ॥ ৪২
 বিজয়াদ্ যদনুপ্রাপ্তং মাধবেন যশস্বিনা
 তদস্ত্রং ভস্মসাৎ কৃষ্ণা মায়াং তাং রাক্ষসীং তদা ॥ ৪৩
 অলম্বুষং শরৈরশ্চৈরভ্যাকিরত সর্বতঃ ।
 পর্বতং বারিধারাভিঃ প্রাবৃষৌ বলাহকঃ ॥ ৪৪
 তৎ তথা পীড়িতং তেন মাধবেন যশস্বিনা ।
 প্রহুদ্রাব ভয়াদ্ রক্ষস্ত্যক্তা সাত্যকিমাহবে ॥ ৪৫
 তমজ্জয়েং রাক্ষসেন্দ্রং সংখ্যে মঘবতা অপি ।
 শৈনেয়ঃ প্রাণদজ্জিহ্বা যোধানাং তব পশুতাম্ ॥ ৪৬
 স্তনহনং তাবকাংশ্চাপি সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ ।
 নিশিতৈর্বহুভির্বাণৈস্তেহজবন্ত ভয়াদিতাঃ ॥ ৪৭

তাহার পর সে রাক্ষসী মায়া বিস্তার করিয়া তাহার উপর
 প্রভূত বাণবর্ষণ আরম্ভ করিল। সেই সময় আমরা সাত্যকির
 অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম ॥ ৪১

ভারত! তিনি সমরাদ্ধে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পীড়িত হইয়াও
 বিভ্রান্ত হন নাই। সেই যশস্বী যদুকুলভূষণ সাত্যকি অর্জুনের
 নিকট হইতে যে অস্ত্রের শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সেই ঐন্দ্রাস্ত্র
 প্রয়োগ করিলেন।

তখন সেই দিব্যাস্ত্র উক্ত রাক্ষসী মায়াকে ভস্মসাৎ করিয়া
 অলম্বুকের উপর অস্ত্র সমস্ত বাণ সেইরূপে বর্ষণ করিতে লাগিলেন,
 যেদ্রুপ বধাকালে মেঘ পর্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া
 থাকে ॥ ৪২-৪৪

মধুবংশভূষণ যশস্বী সাত্যকি কর্তৃক এইভাবে পীড়িত হইতে
 থাকিলে সেই রাক্ষস অলম্বু ভয়ে সাত্যকিকে যুদ্ধস্থলে পরিত্যাগ
 করিয়া পলায়ন করিল ॥ ৪৫

বাহাকে ঐন্দ্রও যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হন না, সেই
 রাক্ষসরাজ অলম্বুকে আপনাদিগের যোদ্ধাগণের সাহায্যেই পরাজিত
 করিয়া সাত্যকি সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

তারপর সত্যপরাক্রম সাত্যকি স্বীয় তীক্ষ্ণবাণসমূহে আপনাদিগের
 অস্ত্র যোদ্ধাদিগকেও বধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়
 তাহার ভয়ে পীড়িত সকল যোদ্ধারা পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪৭

এতান্মম্বেব কালে তু ক্রপদস্তাশ্ৰজো বলী ।
 ধৃষ্টদ্যায়ো মহারাজ পুত্রং তব জনেশ্বরম্ ॥ ৪৮
 ছাদয়ামাস সমরে শরৈঃ সমস্তপৰ্বভিঃ ।
 স ছাত্তমানো বিশিখৈর্ধৃষ্টদ্যায়েন ভারত ॥ ৪৯
 বিব্যাধে ন চ রাজেন্দ্র তব পুত্রো জনেশ্বর ।
 ধৃষ্টদ্যায়ঞ্চ সমরে তূর্ণং বিব্যাধ পত্রিভিঃ ॥ ৫০
 যষ্ট্যা চ ত্রিংশতা চৈব তদন্তুতমিবাভবৎ ।
 তস্মৈ সেনাপতিঃ ক্রুদ্ধো ধনুশ্চিচ্ছেদ মারিষ ॥ ৫১
 হস্তাংশ্চ চতুরঃ শীঘ্রং নিজঘান মহাবলঃ ।
 শরৈশ্চেনং স্তুনিশিতৈঃ ক্ষিপ্ৰং বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ৫২
 স হতাস্থান্নহাবাহুরবপ্লুত্যা রথাদ্ বলী ।
 পদাতিরসিমুত্ৰমা প্রাজ্জবৎ পার্শ্বতঃ প্রতি ॥ ৫৩
 শকুনিস্তং সমভ্যেত্য রাজগৃধ্রী মহাবলঃ ।
 রাজানং সৰ্বলোকস্ত রথমারোপয়ং স্বকম ॥ ৫৪

মহারাজ ! এই সময় ক্রপদের বলবান পুত্র ধৃষ্টদ্যায় আপনার পুত্র রাজা দুৰ্যোধনকে রণস্থলে আনতপর্কযুক্ত বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ।

ভরতনন্দন ! রাজেন্দ্র ! জনেশ্বর ! ধৃষ্টদ্যায়ের বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়াও আপনার পুত্র দুৰ্যোধনের মনে কোন ব্যথা হইল না । তিনি যুদ্ধস্থলে ধৃষ্টদ্যায়কে নব্বইটি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন । তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ।

আৰ্ঘ্য ! সেই সময় মহাবল পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যায়ও কুপিত হইয়া দুৰ্যোধনের দক্ষ ছেদন করিলেন এবং অতি ক্রুত তাঁহার চারিটি অঙ্গকে বধ করিলেন । তাহার পর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সাতটি বাণদ্বারা সমস্তরতার সহিত দুৰ্যোধনকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪৮-৫২

অথ নিহত হইলে বলবান্ মহাবাহু দুৰ্যোধন স্বীয় রথ হইতে লাকাইয়া পড়িলেন এবং উন্নবাবি উত্তোলিত করিয়া ধৃষ্টদ্যায়ের দিকে পায়ে হাটিয়াই দৌড়াইতে লাগিলেন ॥ ৫৩

সেই সময় মহাবল শকুনি, যিনি রাজাকে সর্বপ্রকারে কামনা করেন, তিনি নিকটে আসিয়া জগতের অধিপতি দুৰ্যোধনকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইলেন ॥ ৫৪

তখন শক্রবীরহস্তা ধৃষ্টদ্যায় রাজা দুৰ্যোধনকে পরাজিত করিয়া আপনার সৈন্যগণকে সেইরূপ বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, বৈরুপ বজ্রধারী ইন্দ্র অস্ত্রদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৫৫

ততো নৃপং পরাজিত্য পার্শ্বতঃ পরবীরহা ।
 স্তাহনং তাবকং সৈন্যং বজ্রপাণিরিবাস্তুরান ॥ ৫৫
 কৃতবর্মা রণে ভীমং শরৈরাচ্ছিন্নহারথঃ ।
 প্রচ্ছাদয়ামাস চ তং মহামেঘো রবিং যথা ॥ ৫৬
 ততঃ প্রহস্তু সমরে ভীমসেনঃ পরম্পরঃ ।
 প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ সায়কান্ কৃতবর্মণে ॥ ৫৭
 তৈরদ্যমানোহতিরথঃ সাহস্তুঃ সত্যকোবিদঃ ।
 নাকম্পত মহারাজ ভীমং চার্ছচ্ছিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৫৮
 তস্তাশ্বাংশ্চতুরো হস্তা ভীমসেনো মহারথঃ ।
 সারথিং পাতয়ামাস সধ্বজং সুপরিপ্লুতম্ ॥ ৫৯
 শরৈর্বহুবিশিষ্টৈশ্চেনমাচিনোং পরবীরহা ।
 শকলীকৃত সৰ্বাঙ্গে হতাস্থঃ প্রত্যাদৃশ্যত ॥ ৬০
 হতাস্থশ্চ ততস্তূর্ণং বৃষকস্ত রথং যমৌ ।
 শ্যালস্ত তে মহারাজ তব পুত্রস্ত পশ্যতঃ ॥ ৬১

অতঃপরে মহারথী কৃতবর্মা রণস্থানে ভীমসেনকে স্বীয় বাণসমূহে পীড়িত করিতে লাগিলেন এবং মহামেঘ বৈরুপ নৃপকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ বাণসমূহে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৬

তখন শক্রসম্ভাপক ভীমসেন যুদ্ধে হাস্য করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতবর্মার উপর বহু বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৭

মহারাজ ! সেই বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াও অতিরথী এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ সাত্ততবংশীয় কৃতবর্মা বিচলিত হইলেন না । তিনি পুনরায় ভীমসেনকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮

তখন মহারথী ভীমসেন তাঁহার চারিটি অঙ্গকে বধ করিয়া হৃৎক্লিত রথকেও ছেদন করত ভূপাতিত করিলেন ॥ ৫৯

তাহার পর শক্রবীরহস্তা ভীমসেন বহুবিধ বাণের দ্বারা কৃতবর্মার সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন । তাঁহার অঙ্গও পূর্বেই নিহত হইয়াছিল । সেই সময় তাঁহার সকল অঙ্গই ভীমসেনের বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে দেখা বাইল ॥ ৬০

মহারাজ ! তখন অথ নিহত হইয়া বাইলে কৃতবর্মা আপনার পুত্রের সম্মুখেই নিজের সম্বন্ধী বৃষকের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৬১

ভীমসেনোহপি সংক্রুদ্ধস্তব সৈনমুপাভবৎ ।

নিজ্ঞঘান চ সংক্রুদ্ধো দণ্ডপাণিরিবাস্তকঃ ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি দ্বৈরথে

দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮২

এদিকে ভীমসেনও অত্যন্ত ক্রুপিত হইয়া আপনার সৈন্তগণের

উপর ধাবিত হইলেন এবং দণ্ডপাণি যমের ভ্রাতৃ অত্যন্ত ক্রুদ্ধাচিতে তাহাদের সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৬২

শ্রীমদ্ভীষ্ম বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্কাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্কে দ্বৈরথ-যুদ্ধবিষয়ক দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

[ইরাবতা বিন্দানুবিন্দয়োঃ পরাজয়ঃ, ভগদন্তেন ঘটোংকচস্য পরাভবঃ, মজরাজ-শল্যং জিত্বা নকুল-সহদেবয়োজয়লাভশ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

বহুনি হি বিচিত্রাণি দ্বৈরথানি স্ম সঞ্জয় ।

পাণ্ডুনাং মামকৈঃ সার্বমশ্রৌষ্যং তব ক্লমতঃ ॥ ১

ন চৈবং মামকং কিঞ্চিদ্রষ্টং সংশসি সঞ্জয় ।

নিত্যং পাণ্ডুস্তান্ দৃষ্টানভয়ান্ সম্প্রশংসসি ॥ ২

জীয়মানান্ বিমনসো মামকান্ বিগতোজসঃ ।

বদসে সংযুগে স্মৃত দিষ্টমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ ।

যথাশক্তি যথোৎসাহং যুদ্ধে চেষ্টসি তাবকাঃ ।

দর্শয়ানাঃ পরং শক্ত্যা পৌরুষং পুরুষর্ষভ ॥ ৪

গঙ্গায়াঃ সুরনজা বৈ স্বাহু ভূত্বা যথোদকম্ ।

মহোদধে গুণাভাসান্নবগম্যং নিগচ্ছতি ॥ ৫

তথা তৎ পৌরুষং রাজংস্তাবকানাং পরস্তপ ।

প্রাপ্য পাণ্ডুস্তান্ বীরান্ বার্থং ভবতি সংযুগে ॥ ৬

ঘটমানান্ যথাশক্তি কুর্বাণান্ কর্ম দৃক্ষরম্ ।

ন দোষেণ কুরুশ্রেষ্ঠ কৌরবান্ গন্তুমর্হসি ॥ ৭

তবাপরাধাং স্তুমহান্ সপুত্রস্তা বিশাম্পতে ।

পৃথিব্যাঃ প্রক্ষয়ো ঘোরো যমরাষ্ট্রবিবর্ধনঃ ॥ ৮

আত্মদোষাং সমুৎপন্নঃ শোচিভূং নর্হসে নৃপ ।

ন হি রক্ষসি বাজানঃ সর্বথাত্রাপি জীবিতম্ ॥ ৯

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ঃ ।

[ইরাবান্ কর্জুক বিন্দ ও অন্তবিন্দয়ের পরাজয়, ভগদন্তের নিকট ঘটোংকচের পরাভব এবং মজরাজ শল্যকে জয় করিয়া নকুল-সহদেবের বিজয়লাভ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমি তোমার মুখ হইতে এগন পর্যন্ত পাণ্ডবগণের আমার পুত্রদের সহিত যে বহু বিচিত্র দ্বৈরথ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা শ্রবণ করিলাম ॥ ১

স্মৃত! কিন্তু তুমি আমার পক্ষে সংঘটিত কোন চর্যজনক বাক্য এখনও বলিলে না, বরঞ্চ পাণ্ডবগণেরই প্রতিদিন হর্ষপূর্ণ ও অপরাজিত থাকারই সংবাদ বলিতেছ ॥ ২

আমার পুত্রেরা তেজ ও বলহীন, বিমনা এবং যুদ্ধে পরাজিত—এই কথাই বলিতেছ। সঞ্জয়! এ সমস্ত প্রারম্ভেরই ফল—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার পুত্রগণও পূর্ণ শক্তিতে পুরুষার্থ দেখাইতে দেখাইতে স্বীয় বল ও উৎসাহ অল্প-

সারে যুদ্ধে সফলতালভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন ॥ ৪

পরস্তপ! নরেশ! যেরূপ দেবনদী গঙ্গার জল খাদিষ্ট হইয়াও মহাসাগরের সহিত সংযোগবশতঃ তাহার গুণ সংমিশ্রণ হইয়া যাওয়ায় লবণাক্ত হয়, সেইরূপ আপনার পুত্রদিগের পুরুষার্থ যুদ্ধে বীর পাণ্ডবগণ পর্যন্ত যাইয়া বার্থ হইয়া পড়িতেছে ॥ ৫-৬

কুরুশ্রেষ্ঠ! কৌরবগণ যথাশক্তি জয়লাভের জন্য প্রযত্ন করিতেছেন এবং দৃঢ় কর্মও করিতেছেন, অতএব তাহাদের উপর দোষারোপ করা আপনার উচিত নয় ॥ ৭

প্রজানাথ! পুত্রসহ আপনার অপরাধেই এই ভূমণ্ডলের মহাভয়ঙ্কর সংহার হইতেছে এবং তাহাতে ষমলোক দিনে দিনে বর্জিত হইতেছে ॥ ৮

নরেশ্বর! আপনি নিজেরই দোষে যে মহাসঙ্কট প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার জন্য আপনার শোক করা উচিত নয়। (আপনারই অপরাধের জন্য) ভূতলের এই রাজারাও সর্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াও নিজেদের জীবন রক্ষা করিতে পারিতেছেন না ॥ ৯

যুদ্ধে সূকৃষ্ণিনাং লোকানিচ্ছন্তা বসুধাবিপাঃ ।
চমুং বিগাহ্য যুধ্যন্তে নিত্যং স্বর্গপরায়ণাঃ ॥ ১০
পুণ্যং তু মহারাজ প্রাবর্তত জনক্ষয়ঃ ।
তং ত্রৈলোক্যমভ্যুদয়ং দেবানুরোপমম্ ॥ ১১
আবহ্যো তু মহেষ্ণাসৌ মহাশেনৌ মহাবহৌ ।
ইরাবন্তমভিপ্রেক্ষ্য সময়াত্যাং রণোৎকটৌ ॥ ১২
তেষাং প্রবৃত্তে যুদ্ধে সূকৃষ্ণলোমহর্ষণম্ ।
ইরাবাস্তু সূপংক্রুদ্ধো ভ্রাতরৌ দেবরূপিনৌ ॥ ১৩
বিব্যাধ নিমিটোত্ত্বাং শঠৈঃ সন্নতপর্বাভিঃ ।
তাবেনং প্রত্যবিধোতাং সমরে চিত্রযোধিনৌ ॥ ১৪
যুধাতাং হি তথা রাজন্ বিশেষো ন ব্যদৃশ্যত ।
যততাং শক্রনাশায় কৃতপ্রতিকৃতৈষিণাম্ ॥ ১৫
ইরাবাস্তু ততো রাজমুহুর্দিনস্ত সারথিকৈঃ ।
চতুর্ভিঃচরো বাহাননয়দ্ যমসদনম্ ॥ ১৬

এহ সব ভূগাহিগন যুদ্ধে পুণ্যায় নিগের প্রাপ্য লোকসমুদ্র লাভ
করিতে অভিলাষী হইয়া শক্রশৈল্যদের মধ্যে প্রবেশ করত যুদ্ধ
করিতেছিলেন এবং স্বর্গই তাঁহাদের তখন পরম লক্ষ্য ছিল ॥ ১০

মহারাজ! সেই দিন পুণ্যকালে অতিশয় জনক্ষয় হইয়া-
ছিল। আপনি একাগ্রচিত্ত দেবানুর-সংগ্রামতুল্য মহাভায়ে
সেই যুদ্ধের সংবাদ অবগত করুন ॥ ১১

অবস্থাদেশের মহাবলশালী, মহাপুরুষ ও বিশাল সৈন্য-
বাহিনীযুক্ত রাজসুয়ার বিম্ব ও অহুবিম্ব যুদ্ধে উগ্রত হইয়া যুদ্ধ
করিতে করিতে সমুখে অর্জুনপুত্র ইরাবানকে দেখিয়া তাঁহার
সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥ ১২

এই তিন বীরের সেই যুদ্ধ অত্যন্ত রোমাঞ্চকারী ছিল।
ইরাবান্ ক্রূপিত হইয়া দেবতাদের নাম রূপবান্ বিম্ব ও অহুবিম্ব
এই দুই ভ্রাতাকে আনতপর্কযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণমূহে অতিক্রুর বিদ্ধ
করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও উভয়ে সমরাজ্ঞে বিচিত্র
পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সুতরাং ইহারাও ইরাবান্কে বাণ-
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৪

রাজন্! উভয়পক্ষের যোদ্ধারাই নিজ নিজ শত্রুদিগকে
বিনাশ করিতে প্রযত্নশীল ছিলেন। তাঁহারা সকলেই পরস্পরের
কৃত অস্ত্রপ্রহার নিবারণ করিতে অভিলাষী ছিলেন, সুতরাং
যুদ্ধের সময় তাঁহাদের কোন পার্থক্যই বুঝা যায় নাই ॥ ১৫

রাজন্! সেই সময় ইরাবান্ নিজ চারিটি বাণের দ্বারা
অহুবিম্বের চারিটি অঙ্গে যমলোকে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ১৬

ভল্লাভাঞ্চ সূতীক্কাভ্যাং ধনুঃ কেতুঞ্চ মারিষ ।
চিচ্ছেদ সমরে রাজ স্তদন্তুতমিবাভবৎ ॥ ১৭
ত্যাক্তানুবিন্দোহুধ রথং দ্বিন্দন্ত রথমাস্থিতঃ ।
ধনুর্গৃহীত্বা পরমং ভারসাধনমুত্তমম্ ॥ ১৮
তাবেকস্কৌ রণে বীরাবাহকৌ রথিনাং বরৌ ।
শরান্ মুমুচতুস্তূর্ণমিরাবতি মহাত্মনি ॥ ১৯
তাভ্যাং মুক্তা মহাবেগোঃ শরাঃ কাঞ্চনভূষণাঃ ।
দিবাকরপথং প্রাপ্য চ্ছাদয়ানাস্বরহরম্ ॥ ২০
ইরাবাস্তু রণে ক্রুদ্ধো ভ্রাতরৌ তৌ মহারথৌ ।
ববর্ষ শরবর্ষণে সারথিং চাপ্যদ্যাতয়ৎ ॥ ২১
তস্মিন্শু পতিতে ভূমৌ গতসঙ্কে তু সারথৌ ।
রথঃ প্রহৃত্যব দিশঃ সমুদ্ভাস্তুহরন্ততঃ ॥ ২২
তৌ স জিত্বা মহারাজ নাগরাজসুতাসুতঃ ।
পৌরুষং খ্যাপয়ন্তূর্ণং ব্যপমং তব বাহিনীম্ ॥ ২৩

আহা! রাজন্! তারপর দুটি বীজ ভল্লের দ্বারা তিন যুদ্ধ
অহুবিম্বের ধনু ও ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইহা যেন
তখন এক অস্ত্র হুটন হুটিয়া যাইল ॥ ১৭

তারপর অহুবিম্ব নিজ রথ পরিত্যাগ করিয়া বিম্বের রথে
গিয়া আরোহণ করিলেন এবং ভারবহন করিতে সমর্থ অন্য একটি
অস্ত্রাশ্রয় ধনু গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

রথিগণের মধ্যে যেই এই দুই অবস্থাদেশের বীর রণজনে
একই রথে উপবীত থাকিয়া অতিক্রুর গতিতে মহাত্মা ইরাবানের
উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

এই উভয় বীরের নিষ্কিপ্ত মহাবেগশালী স্ববর্ণভূষিত বাণ-
সমূহ সূর্য্যদেবের পথে উপস্থিত হইয়া আকাশকে আচ্ছাদিত
করিয়া ফেলিল ॥ ২০

তখন ইরাবান্ও রণজনে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বীর দুই ভ্রাতার
উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং তাঁহাদের সারথিকে
ভূপতিতে করিলেন ॥ ২১

সারথি প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলে সেই রথের
অশ্বগণ বিশেষভাবে বিভ্রান্ত হইয়া চরিদিক্ দিয়া দৌড়িতে
দৌড়িতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ২২

মহারাজ! ইরাবান্ নাগরাজকন্যা উলুপীর পুত্র ছিলেন।
তিনি বিম্ব ও অহুবিম্বকে পরাজিত করিয়া স্ত্রী পুত্রস্বার্থদেখাইতে
দেখাইতে অতিশয় আপনায় সৈন্যদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ
করিলেন ॥ ২৩

সা বধ্যমানা সমরে ধার্তরাষ্ট্রী মহাচমুঃ ।
 বেগান্ বভূবিশাংশ্চক্র বিধং পীত্বৈব মানবঃ ॥ ২৪
 হৈড়িস্থো রাক্ষসেন্দ্রস্ত ভগদন্তং সমাদ্রবৎ ।
 রথেনাদিত্যবর্ণেন সধবন্ধেন মহাপ্রভঃ ॥ ২৫
 ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষো রাজা নাগরাজং সমাশ্রিতঃ ।
 যথা বজ্রধরঃ পূর্বং সংগ্রামে তারকাময়ে ॥ ২৬
 তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বা ঋষয়শ্চ সমাগতাঃ ।
 বিশেষং ন স্ম বিবিধ্বৈর্হৈড়িম্-ভগদন্তয়োঃ ॥ ২৭
 যথা সুরপতিঃ শক্রদ্বাসয়ামাস দানবান্ ।
 তথৈব সমরে রাজা দ্রাবয়ামাস পাণ্ডবান্ ॥ ২৮
 তেন বিদ্রাব্যমাণাস্তে পাণ্ডবাঃ সর্বতো দিশম্ ।
 ত্রাতারং নাভ্যগচ্ছন্তঃ শ্বেদনীকেষু ভারত ॥ ২৯
 ভৈমসেনিং রথস্থং তু তত্রাপশ্যাম ভারত ।
 শেষা বিমনসো ভূত্ প্রাদ্রবন্ত মহারথাঃ ॥ ৩০

রণক্ষেত্রে হেরাবান্ কর্তৃক পাণ্ডব হইয়া আপনাদের বিশাল সৈন্যবাহিনী বিধ্বংসকারী মহাযুদ্ধের দ্বারা নানাপ্রকার উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিল ॥ ২৪

অপরদিকে রাক্ষসরাজ মহাপ্রভ ঘটোৎকচ সুখাভূলা ভেজখী ও ধ্বজযুক্ত রথের দ্বারা ভগদন্তের উপর আক্রমণ করিল ॥ ২৫

যেদ্রুপ পুরাকালে তারকাময় সংগ্রামের সময় বজ্রধারী ইন্দ্র ঐরাবতনামক হাতিতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের জয় গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই মহাযুদ্ধে প্রাগ্জ্যোতিষপুত্রের অধিপতি রাজা ভগদন্ত এক গজরাজে আরোহণ করত যুদ্ধের জয় উপস্থিত হইলেন ॥ ২৬

তখন সেখানে যুদ্ধ দেখিবার জন্ম সমাগত দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং ঋষিগণ ঘটোৎকচ ও ভগদন্তের মধ্যে পরাক্রমের কোন পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই ॥ ২৭

যেদ্রুপ দেবরাজ ইন্দ্র দানবদিগকে ভীত করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভগদন্ত পাণ্ডবসৈন্যগণকে ভীত করিয়া তাহাদিগকে পলাইয়া যাইতে বাধ্য করিলেন ॥ ২৮

ভারত! ভগদন্ত কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া পাণ্ডবসৈন্যগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে করিতে নিজেদের মধ্যে কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তারূপে পাইল না ॥ ২৯

হে ভারত! সেই সময় সেখানে আমরা কেবল ভীম-পুত্র ঘটোৎকচকেই রথের উপর স্থিতিভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম ।

নিযুক্তেষু তু পাণ্ডুনাং পুনঃ সৈন্যেষু ভারত ।
 আসীদ্রিষ্ঠানকো যোরস্তব সৈন্যস্ত সংযুগে ॥ ৩১
 ঘটোৎকচস্ততো রাজন্ ভগদন্তং মহারণে ।
 শরৈঃ প্রচ্ছাদয়ামাস মেঘং গিরিনিবাসুদঃ ॥ ৩২
 নিহতা তান্ শরান্ রাজা রাক্ষসস্য ধনুশ্চ্যুতান্ ।
 ভৈমসেনিং রণে তূর্ব্বং সর্বমর্ম্মস্বতাড়য়ৎ ॥ ৩৩
 স তাডামানো বভূবঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ।
 ন বিব্যাথে রাক্ষসেন্দ্রো ভীতমান উবাচলঃ ॥ ৩৪
 তস্তা প্রাগ্জ্যোতিষঃ ক্রুদ্ধস্তোমরাশ্চ চতুর্দশ ।
 প্রেষয়ামাস সমরে তাংশ্চিচ্ছেদ স রাক্ষসঃ ॥ ৩৫
 স তাংশ্ছিন্না মহাবাহুস্তোমরান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 ভগদন্তকং বিব্যাধ সপ্ততা কল্পপত্রিভিঃ ॥ ৩৬
 ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষো রাজা প্রহসন্নিব ভারত ।
 তস্তাশাংশ্চতুরং সংখ্যো পাতয়ামাস সাংকৈঃ ॥ ৩৭

অবশিষ্ট সকল মহারথীরাও বিমনা হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৩০

ভরতবংশধর! তারপর যখন পাণ্ডব সৈন্যগণ পুনরায় রণক্ষেত্রে ফিট্রিয়া আসিলেন, তখন সেই রণক্ষেত্রে আপনাদের সৈন্যদের মধ্যে ভরতের কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ৩১

রাজন্! সেই সময় এই মহাযুদ্ধে ঘটোৎকচ স্বীয় বাণসমূহে ভগদন্তকে সেইরূপে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল, যেদ্রুপ জল-বর্ষণশীল মেঘ মেরু পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৩২

রাক্ষস ঘটোৎকচের ধন হইতে নিষ্পিণ্ড সমস্ত বাণট রাজা ভগদন্ত বার্ষ্য করিয়া দিয়া বণপুন্ড্রে অতিক্রমিত ঘটোৎকচের সকল মর্ম্মস্থানের উপর প্রহার করিলেন ॥ ৩৩

আনতপর্ব্বকৃত এই বাণে আহত হইয়াও বিদারিত পর্ব্বতের দ্বারা রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ব্যথিত ও বিচলিত হইল না ॥ ৩৪

তখন প্রাগ্জ্যোতিষপুত্রের অধিপতি ভগদন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ঘটোৎকচের উপর চৌদ্দটি তোমর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু এই গুলিকে ঘটোৎকচ রণক্ষেত্রে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৩৫

সেই তোমরগুলিকে তীক্ষ্ণবাণে ছেদন করিয়া মহাবাহু ঘটোৎকচ কল্পত্রযুক্ত সত্তরটি বাণে ভগদন্তকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৬

ভারত! তখন প্রাগ্জ্যোতিষপুত্রের রাজা ভগদন্ত যেন হস্ত্য করিতে করিতেই সেই যুদ্ধে স্বীয় বাণসমূহে ঘটোৎকচের চারিটি অশ্বকে ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ৩৭

স হতাশে রথে তিষ্ঠন্ রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ।
 শক্তিং চিক্ষেপ বেগেন প্রাগ্জ্যোতিষগজং প্রতি ॥৩৮
 তামাপত্যন্তীং সহসা হেমদণ্ডং সুবেগিনীম্ ।
 ত্রিধা চিচ্ছেদ নৃপতিঃ সা ব্যাকীৰ্ণ্যত মেদিনীম্ ॥ ৩৯
 শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা হৈাড়িষঃ প্রাদ্রবদ্ ভয়াৎ ।
 যথেন্দ্রস্ত রণাৎ পূৰ্বং নমুচিদৈত্যাসত্তমঃ ॥ ৪০
 তং বিজিতা রণে শূরং বিক্রান্তং খ্যাতপৌরুষম্ ।
 অজ্ঞেয়ং সমরে বীরং যমেন বধুগেন চ ॥ ৪১
 পাণ্ডবীং সমরে সেনাং সম্মদং স কুঞ্জরঃ ।
 যথা বনগণো রাজন্ মৃদগং শচরতি পদ্মিনীম্ ॥ ৪২
 মত্রেশ্বরস্ত সমরে যমাত্যং সমগজ্জত ।
 স্বশ্রীয়ো ছাদয়াক্রমে শরৌষেঃ পাণ্ডুনন্দনো ॥ ৪৩
 সহদেবস্ত সমবে মাতুলঃ দৃশ্য সঙ্গতম্ ।
 অবারয়চ্ছরৌষেণ মেঘো যদ্যদ্ব দিবাকরম্ ॥ ৪৪

অথ নিহত হইলেও সেই রথের উপাবষ্ট থাকিয়া প্রতাপশালী
 রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ভগদত্তের হস্তার উপর তাত্রবেগে একটি
 শক্তি নিক্ষেপ করিল ॥ ৩৮

এই শক্তি স্বর্ষময় দণ্ডে যুক্ত ছিল। হস্তার বেগও ছিল
 অতিশয়। এই শক্তিকে সহসা আসিতে দেখিয়া রাজা ভগদত্ত
 উহাকে তিনখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন উহা পৃথিবীতে
 ছড়াইয়া পড়িল ॥ ৩৯

নিজ শক্তিকে খণ্ডিত দেখিয়া হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ ভগ-
 দত্তের ভয়ে সেইরূপে পলায়ন করিল, যেদ্রপ পুরাকালে দেবরাজ
 ইন্দের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে দৈত্যরাজ নমুচি রণাঙ্গন
 হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন ॥ ৪০

রাজন্! ঘটোৎকচ স্বীয় পৌরুষের জগা বিখ্যাত পরাক্রম-
 শালী ও বীর ছিলেন। বক্রণ এবং যমরাজও এই বীরকে
 সংগ্রামে পরাজিত করিতে সমর্থ হন না। এইরূপ বীরকেও
 রণাঙ্গনে জয় করিয়া ভগদত্তের সেই হাতী সমরভূমিতে পাণ্ডব-
 সৈন্যগণকে সেইভাবে মর্দন করিতে লাগিল, যেদ্রপ বনহন্তী
 সরোবরের পদ্মকে মথিত করিতে করিতে বিচরণ করিয়া
 থাকে ॥ ৪১-৪২

অপর দিকে মত্তরাজ শল্য যুদ্ধে নিজ ভাগিনেয় (ভগিনী-
 পুত্র) নকুল ও সহদেবের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি
 পাণ্ডুপুত্রের আনন্দপ্রদ ছই ভাগিনেয়কে স্বীয় বাণসমূহে আচ্ছাদিত

ছাত্তমানঃ শরৌষেণ হষ্টরূপতরোহভবৎ ।
 তয়োশ্চাপ্য ভবৎ প্রীতিরতুলা মাতৃকারণং ॥ ৪৫
 ততঃ প্রহস্ত্য সমরে নকুলস্ত মহারথঃ ।
 (ধ্বজং চিচ্ছেদ বাণেন ধনুশ্চকেন মারিষ ॥
 অত্থেনং হিযদযানং ছাদয়ন্নিব ভারত ।
 নিজঘান রণে তং তু সূতঃ চাস্ত্য ত্রপাতয়ৎ ॥)
 অখ্যং চ চতুরো রাজাশ্চতুভিঃ সায়কোত্তমৈঃ ॥ ৪৬
 প্রেষয়ামাস সমরে যমস্ত্য সদনং প্রতি ।
 হতাত্মাং তু রথাং তূর্ণমবপ্লুত্যা মহারথঃ ॥ ৪৭
 আকুরোহ ততো যানং ভ্রাতৃদেব যশস্বিনঃ ।
 একস্থৌ তু রণে শূরো দৃঢ়ে বিক্ষিপ্য কামূকৌ ॥ ৪৮
 মত্তরাজরথং তূর্ণং ছাদয়ামাসতুঃ ক্রপাৎ ।
 স ছাত্তমানো বহুভিঃ শরৈঃ সন্নতপবভিঃ ॥ ৪৯
 স্বশ্রীয়াভ্যাং নরবাত্তো নাকম্পত যথাচলঃ ।
 প্রহসন্নিব তাং চাপি শস্ত্রবষ্টিং ভঘান হ ॥ ৫০

করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৩

সহদেব নিজের মাতুল শল্যকে যুদ্ধে আশ্রিত দেখিয়া বক্রণ মেঘ
 সূর্য্যাকে আবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও স্বীয় বাণসমূহে
 শল্যকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৪

তাহার বাণসমূহ আচ্ছাদিত হইয়াও শল্য অতিশয় প্রসন্ন
 রহিলেন। নিজ জননীর জন্তও নকুল এবং সহদেবের মনে তাহার
 উপর অতুলনীয় প্রীতি ছিল ॥ ৪৫

আর্য্য! তখন মহারথী শল্য রণাঙ্গনে দাস্ত্য করিতে করিতেই
 এক বাণে নকুলের ধ্বজ এবং অপর বাণে তাহার ধনু ছেদন
 করিলেন। ভারত! ধনু ছিন্ন হইবার পর তাহাকে বাণে আচ্ছা-
 দিত করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে তাহার সারথিকেও বিনাশ
 করিলেন। রাজন্! তারপর তিনি চারিটি উত্তম বাণের দ্বারা
 নকুলের চারিটি অংকেও যমলোকে প্রেরণ করিলেন। অথ
 নিহত হইলে মহারথী নকুল অতিসম্বর সেই রথ হইতে লাফাইয়া
 পড়িলেন এবং যশস্বী ভ্রাতা সহদেবের রথে গিরা আরোহণ
 করিলেন ॥

তদনন্তর একই রথে উপবিষ্ট হইয়া দুই বীর ক্ষণকালের মধ্যেই
 নিজ নিজ সূচুত ধনু আকর্ষণ করিয়া রণভূমিতে মত্তরাজ শল্যের
 রথকে সম্বর বাণদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥

নিজ দুই ভাগিনেয়ের দ্বারা নিশিষ্ট আনতপর্কযুক্ত বহু সংখ্যক

সহদেবস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ শরমুদগৃহ্য বীৰ্য্যবান্ ।
 মজ্জরাজমভিপ্ৰেক্ষ্য শ্রেণয়ামাস ভারত ॥ ৫১
 স শরঃ প্রেধিতস্তেন গরুড়ানিলবেগবান্ ।
 মজ্জরাজং বিনির্ভিত্ত নিপপাত মহীতলে ॥ ৫২
 স গাঢ়বিক্রো ব্যথিতো রথোপস্থে মহারথঃ ।
 নিষসাদ মহারাজ কশ্মলঞ্চ জগাম হ ॥ ৫৩
 তং বিসংজ্ঞং নিপতিতং স্মৃতঃ সম্প্রেক্ষ্য সংযুগে ।
 অপোবাহ রথেনাজৌ যমাত্যামভিপীড়িতম্ ॥ ৫৪
 দৃষ্ট্বা মজ্জেশ্বররথং ধার্তরাষ্ট্রাঃ পরাঙমুখম্ ।

সৰ্বে বিমনসো ভূবা নেন্দমন্তীত্যচিস্তয়ন্ ॥ ৫৫
 নিজ্জিত্য মাতুলং সংখ্যে মাত্রীপুত্রৌ মহারথৌ ।
 দধাতুমুদিতৌ শম্বৌ সিংহনাদঞ্চ নেন্দতুঃ ॥ ৫৬
 অভিতুফ্রবতুফ্রষ্টৌ তব সৈন্যং বিশাম্পতে ।
 যথা দৈত্যচমুং রাজমিস্রোপেন্স্রাবিবামরৌ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি দ্বন্দ্বযুদ্ধে
 ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৩

বাণে আচ্ছাদিত হইয়াও নরশ্রেষ্ঠ শল্য পৰ্ব্বতের চ্যাদ্য অবিলম্বে
 অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তিনি হস্ত করিতে করিতেই
 তাঁহাদের সেই অস্ত্রবর্ষণ বার্থ করিয়া দিলেন ॥ ৪৬-৫

ভারত ! তখন পরাক্রমশালী সহদেব ক্রুদ্ধ হইয়া একটি বাণ
 হাতে লইলেন এবং তাহা মজ্জরাজ শল্যের উপর নিক্ষেপ
 করিলেন ॥ ৫১

সহদেব কর্তৃক নিক্ষিপ্ত এই বাণ গরুড় ও বায়ুতুলা বেগশালী
 ছিল। উহা মজ্জরাজ শল্যকে বিনীর্ণ করিয়া ভূতলে পতিত
 হইল ॥ ৫২

মহারাজ ! এই বাণের গভীর আঘাতে পীড়িত ও ব্যথিত
 হইয়া মহারথী শল্য রথের পশ্চাদ্ভাগে বাইয়া উপবেশন করিলেন
 এবং মুচ্ছিত হইলেন ॥ ৫৩

যুদ্ধহলে নকুল ও সহদেবের দ্বারা পীড়িত হইয়া তিনি সংজ্ঞা-

শ্রীমদ্রহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী-সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বোক্তগত ভীষ্মবধপর্বের দ্বন্দ্বযুদ্ধবিবরণ ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের
 অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

হীন অবস্থায় রথে পতিত হইয়াছেন দেখিয়া সারথি রথের দ্বারা
 তাঁহাকে রণভূমির বাহিরে লইয়া যাইল ॥ ৫৪

মজ্জরাজের রথকে যুদ্ধ হইতে বিমুগ্ধ দেখিয়া আপনার পুত্রগণ
 মনে মনে দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—মজ্জরাজ
 শল্যের জীবন শেষ হইয়া যায় নাই ত ? ॥ ৫৫

মহারথী মাত্রীপুত্র নকুল ও সহদেব নিজের মাতুল শল্যকে
 পরাজিত করিয়া প্রাণমতাসহকারে শঙ্কখনি করিলেন এবং
 সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬

প্রাণনাথ ! যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র ও উপেন্দ্র (ভগবান্ বিষ্ণু)
 নৈত্যনৈমিত্তদ্বিগকে প্রহার করিয়া বিতাড়িত করেন, সেইরূপ দ্বৈ-
 চিত্ত নকুল ও সহদেব আপনার নৈমিত্তদ্বিগকে বিতাড়িত করিতে
 লাগিলেন ॥ ৫৭

চতুরশীতিতমোঃধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরেণ রাজঃ ঐতায়ুঃ পরাজয়ঃ, যুদ্ধে চেকিতান-কৃপাচার্য্যায়ামুচ্ছা, ভূরিশ্রবসা যুট্টকেতোরভিমুখ্যানা চিত্রসেন-
ঐভূতীনাং পরাভবঃ, স্মশানাদিভিঃ সহজুর্নস্য যুদ্ধারম্ভঃ]

সম্ভয় উবাচ ।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা মধ্য প্রাপ্তে দিবাকরে ।

ঐতায়ুঃমতিশ্রেক্য প্রেয়মামাস বাজিনঃ ॥ ১

অভ্যধাবৎ ততো রাজা ঐতায়ুঃমন্দিরমম্ ।

বিনিম্নন্ সায়কৈস্তৌক্শৈর্নভিন্তপথভিঃ ॥ ২

স সংবার্য্য রণে রাজা প্রেথিতান্ ধর্ম্মসুহৃদা ।

শরান্ সপ্ত মহেধাসঃ কৌন্তেয়্যায় সমার্পয়ৎ ॥ ৩

তে তস্মা কবচং ভিষ্মা পপূঃ শোণিতমাহবে ।

অসুনিব বিচিষন্তো দেহে তস্মা মহাশ্বনঃ ॥ ৪

পাণ্ডবস্ত ভৃশং ক্রুদ্ধো বিদ্বন্তেন মহাশ্বনা ।

রণে বরাহকর্ণেন রাজানং হুত্ববিধাত ॥ ৫

অথাপরেণ ভল্লেন কেতুং তস্মা মহাশ্বনঃ ।

রথশ্রেষ্ঠো রথায় তুর্গং ভূমৌ পার্থো জপাতয়ৎ ॥ ৬

কেতুং বিপতিতাং দৃষ্ট্বা ঐতায়ুঃ স তু পার্থিবঃ ।

পাণ্ডবং বিশিথৈস্তৌক্শৈ রাজান্ বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ৭

ততঃ ক্রোধাৎ প্রজজ্বাল ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

যথা যুগান্তে ভূতানি দিধক্ষুরিব পাবকঃ ॥ ৮

ক্রুদ্ধং তু পাণ্ডবং দৃষ্ট্বা দেব-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষসাঃ ।

ঐবিব্যাধূর্ম্মহারাজ ব্যাকুলং চাপ্যভূজগৎ ॥ ৯

সর্ব্বেষাং চৈব ভূতানান্দিদমাসীদানোগতম্ ।

জীল্লোকানস্ত সংক্রুদ্ধো নৃপোহয়ং ধক্ষ্যতীতি বৈ ॥ ১০

ঋষয়শ্চৈব দেবাস্চ চক্রুঃ স্বস্ত্যয়নং মহৎ ।

লোকানান্ নৃপ শাস্ত্যর্থং ক্রোধিতে পাণ্ডবে তদা ॥ ১১

স চ ক্রোধসমাবিষ্টঃ স্কন্ধিনী পরিসংলিহন্ ।

দধারাজ্ববপুর্ধোরং যুগাস্তাদিত্যস্নিগ্ধম্ ॥ ১২

চতুরশীতিতম অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠিরের দ্বারা রাজা ঐতায়ুর পরাজয়, যুদ্ধে চেকিতান ও কৃপাচার্য্যের মুচ্ছা, ভূরিশ্রবাকর্তৃক যুট্টকেতু এবং অভিমুখ্যদ্বারা চিত্রসেন ঐভূতীর পরাভব ও স্মশানাদির সহিত অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ]

সম্ভয় কহিলেন,—মহারাজ। যখন সূর্য্যদেব দিবসের মধ্য-
ভাগে উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠির ঐতায়ুকে দেখিয়া
ঐহার নিকে অশ্বগণকে প্রেরণ করিলেন ॥ ১

সেই সময় আনতপর্কগুক্ত নদীতি তীক্ষ্ণ বাণে শক্রসমন ঐতায়ুকে
আহত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ঐহার নিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২

তখন মহাধর্ম্মরাজ রাজা ঐতায়ু যুদ্ধে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্তৃক
নিকৃষ্ট বাণসমূহকে নিবারণ করিয়া সেই কুণ্ডীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে
সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩

যুদ্ধস্থলে এই বাণগুলি মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের শরীরে ঐহার
প্রাণকে অধেবণ করিতে করিতে কবচ ভেদ করত ঐহার রক্ত-
পান করিতে লাগিল ॥ ৪

মহাত্মা ঐতায়ুর বাণে বিদ্ধ হইয়া পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির অত্যন্ত
ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি রণাঙ্গনে বরাহকর্ণনামক এক বাণ নিক্ষেপ
করিয়া রাজা ঐতায়ুর বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫

তাহার পর রাধগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপুত্র যুধিষ্ঠির ভরনামক
অপর একটি বাণে মহাত্মা ঐতায়ুর শরীরকে ছেদন করিয়া অতি-
সত্ত্বর রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ৬

রাজান্! ধর্ম্মকে পতিত দেখিয়া রাজা ঐতায়ু স্বীয় সাতটি
তীক্ষ্ণবাণে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৭

ইহা দেখিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণীদিগকে
গম্ভ করিতে ইচ্ছুক অগ্নিদেবের জ্বায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া
উঠিলেন ॥ ৮

মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে কুপিত দেখিয়া দেবতা,
গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ ব্যথিত হইয়া উঠিলেন এবং সমগ্র জগৎ ভয়ে
ব্যাকুল হইয়া পড়িল ॥ ৯

সেই সময় সমস্ত প্রাণীদিগের মনে এই প্রশ্ন জাগিল যে, আত্ম
নিষ্ঠ্যই এই রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া অতীবনকেই ভয় করিয়া
ফেলিবেন ॥ ১০

নরেশ্বর! যে সময়ে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির কুপিত হইয়া উঠিলেন,
সেই সময় সমস্ত লোকসমূহের শাশ্তির জন্য দেবতা ও ঋষিগণ শ্রেষ্ঠ
ঋতিবাচন করিতে লাগিলেন ॥ ১১

তিনি ক্রোধে পরিব্যাপ্ত হইয়া মুখের দুই প্রান্ত ভাগ লেহন
করিতে করিতে (চাটিতে চাটিতে) নিজের শরীরকে প্রলয়-
কালীন সূর্য্যের জ্বায় অত্যন্ত ভয়কর করিয়া তুলিলেন ॥ ১২

ততঃ সৈন্তানি সর্বাণি তাবকানি বিশাম্পতে ।
 নিরাশাস্ত্রভবংস্তত্র জীবিতং প্রতি ভারত ॥ ১৩
 স তু ধৈর্য্যেণ তং কোপং সংনিবার্য্য মহাযশাঃ ।
 ঞ্জতাম্বুধঃ প্রচিচ্ছেদ মুষ্টিদেশে মহাধনুঃ ॥ ১৪
 অথৈনং ছিন্নধ্বানং নারাতেন স্তনাস্তরে ।
 নির্বিভেদে রণে রাজা সর্বসৈন্তাস্ত্র পশ্যতঃ ॥ ১৫
 সত্বরঞ্চ রণে রাজংস্তস্য বাহান্ মহাশ্বনঃ ।
 নিজ্জঘান শরৈঃ ক্ষিপ্ৰং সূতঞ্চ সূমহাবলঃ ॥ ১৬
 হতাশং তু রথং ত্যক্ত্বা দৃষ্ট্বা রাজ্ঞোহস্য পৌরুষম্ ।
 বিশ্রজ্জীব্য বেগেন ঞ্জতাম্বুঃ সমরে তদা ॥ ১৭
 তস্মিন্ জিতে মহেশ্বাসে ধর্মপুত্রেন সংযুগে ।
 দুর্ঘ্যোধনবলং রাজান্ সর্বমাসাং পরাজ্ মুখম্ ॥ ১৮
 এতং কৃৎস্না মহারাজ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 ব্যাস্তাননো যথা কালস্তব সৈন্তং জঘান হ ॥ ১৯

প্রজ্ঞানাত্ম! ভরতনন্দন! সেই সময় আপনার সকল সৈন্ত-
 গণ রণাঙ্গনে নিজ নিজ জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া দিলেন ॥ ১৩
 কিন্তু মহাবংশী যুধিষ্ঠির ধৈর্যের সহিত নিজের ক্রোধকে
 সংবরণ করিলেন এবং যেখানে ঞ্জতাম্বু ধনুটিকে মুষ্টিদ্বারা ধরিয়া
 রাখিয়াছিলেন, সেই স্থানে তাঁহার ধনুটিকে ছেদন করিলেন ॥ ১৪
 রাজান্! ধনু ছিন্ন হইলে মহাবল রাজা যুধিষ্ঠির ঞ্জতাম্বুর
 বক্ষঃস্থলে একটি নারাত প্রহার করিলেন। তারপর সকল
 সৈন্তের দৃষ্টিপথের মধ্যেই রণাঙ্গনে মহাত্মা ঞ্জতাম্বুর অশ্বগণকে
 অতি সত্বর বিনাশ করিলেন এবং তাঁহার সারথিকেও ক্রত বধ
 করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৫-১৬

রথের অশ্ব নিহত হইয়াছে—ইহা দেখিয়া এবং যুদ্ধে রাজা
 যুধিষ্ঠিরের পুরুষার্থ অবলোকন করিয়া ঞ্জতাম্বু সেই সময় তীব্র
 বেগে রথ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন ॥ ১৭

রাজান্! সংগ্রামে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্তৃক মহাধনুর্ধ্ব ঞ্জতাম্বু
 পরাজিত হইলে দুর্ঘ্যোধনের সকল সৈন্তই রণে পরাভূত হইয়া
 পলায়ন করিল ॥ ১৮

মহারাজ! এইরূপ পরাক্রম করিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির মুখ
 বিস্তারকারী কালের জ্ঞান আপনার সৈন্তগণকে বিনাশ করিতে
 লাগিলেন ॥ ১৯

অতঃপরে বৃষ্ণিংশসমূহ চেকিতান রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
 কৃপাচার্য্যকে সকল সৈন্তের সাক্ষাতেই নিজ বাণসমূহে আচ্ছাদিত

চেকিতানস্ত বাঞ্চ্যৌ গোতমং রথিনাং বরম্ ।
 প্রেক্ষতাং সর্বসৈন্তানাং ছাদয়ামাস সারথৈঃ ॥ ২০
 সংনিবার্য্য শরাংস্তাস্ত্র কৃপঃ শারদ্বতো যুধি ।
 চেকিতানং রণে যন্ত রাজান্ বিব্যাধ পত্রিভিঃ ॥ ২১
 অথাপরেণ ভল্লেন ধনুশ্চিচ্ছেদ মারিষ ।
 সারথিং চাস্ত্র সমরে ক্ষিপ্ৰহস্তোস্ত্রপাতয়ৎ ॥ ২২
 অশ্বাংশ্চাস্ত্রাবনৌদ্ রাজান্ভৌ তৌ পার্ষসারথী ।
 সৌহবল্লস্য রথাং তুর্গং গদাং জগ্রাহ সাত্বতঃ ॥ ২৩
 স তয়া বীরঘাতিশ্রা গদয়া গদিনাং বরঃ ।
 গোতমস্ত্র হয়ান্ হবা সারথিকং স্ত্রপাতয়ৎ ॥ ২৪
 ভূমিষ্ঠৌ গোতমস্ত্রা শরাংশ্চিক্ষেপ যোড়শ ।
 শরাস্ত্রে সাত্বতং ভিষ্মা প্রাবিশন্ ধরনীতলম্ ॥ ২৫
 চেকিতানস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ পুনশ্চিক্ষেপ ত্রাং গদাম্ ।
 গোতমস্য বধাকাজ্জ্জ্বা বৃত্রসেব পুরন্দরঃ ॥ ২৬

করিয়া ফেলিলেন ॥ ২০

রাজান্! শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য যুদ্ধে সেই সব বাণকে
 ছেদন করিয়া অতিশয় সাবধানতার সহিত যুদ্ধরত চেকিতানকে
 পক্ষত্বিত বহু বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২১

আর্য্য! তারপর অস্ত্র একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধনুটিকে
 ছেদন করিলেন এবং স্বীয় হস্তনিপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে
 সমরারূপে তাঁহার সারথিকেও বধ করিলেন ॥ ২২

রাজান্! তদনন্তর চেকিতানের চরিত্রি অশ্ব ও তাঁহার দুই
 পৃষ্ঠরক্ষককেও নিহত করিলেন। তখন সাত্বতবংশীয় চেকিতান
 রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া অতি সত্বর স্বীয় গদা গ্রহণ
 করিলেন ॥ ২৩

গদাধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চেকিতান সেই বীরঘাতিনী
 গদার দ্বারা কৃপাচার্য্যের অশ্বগণকে নিহত করিয়া তাঁহার
 সারথিকেও ধরাশায়ী করিয়া দিলেন ॥ ২৪

তখন কৃপাচার্য্য ভূমিতেই দাঁড়াইয়া চেকিতানের উপর
 বোলটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বাণগুলি সাত্বতবংশধর
 চেকিতানকে ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল ॥ ২৫

তখন ক্রুদ্ধ চেকিতান কৃপাচার্য্যকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া
 তাঁহার উপর পুনরায় সেইরূপ গদায় প্রহার করিলেন, বেক্রপ
 বৃদ্ধাহরের উপর ইজ্ঞ অস্ত্রপ্রহার করিয়াছিলেন ॥ ২৬

ভামাপতন্তীং বিমলামশ্গার্ভাং মহাগদাম্ ।
 শরৈরনেকসাহস্রৈর্বারয়মাস গৌতমঃ ॥ ২৭
 চেকিতানন্ততঃ খড়্গাঃ ক্রোধাদুজ্জ্বা ভারত ।
 লাঘবং পরমাহ্বায় গৌতমং সমুপাভবৎ ॥ ২৮
 গৌতমোহপি ধনুস্ত্যক্ত্বা প্রগৃহ্মাসি স্ত্রুসংযতঃ ।
 বেগেন মহতা রাজ্যশ্চেকিতানমুপাভবৎ ॥ ২৯
 তাবুভৌ বলসম্পন্নৌ নিজ্জিহ্ববরধারিণৌ ।
 নিজ্জিহ্বাভ্যাং স্ত্রুতীক্কাভ্যামগ্ৰোস্ত্রং সন্ততক্ষতুঃ ॥ ৩০
 নিজ্জিহ্ববেগাভিহতো ততস্তৌ পুরুষর্ষভৌ ।
 ধরণীং সমমুপ্রাপ্তৌ সর্বভূতনিষেবিতাম্ ॥ ৩১
 মূর্ছয়াভিপরীতাকৌ ব্যায়ামেন তু মোহিতৌ ।
 ততোহভ্যুদযাবদ্ বেগেন করকর্ষঃ স্ত্রুহস্তয়া ॥ ৩২
 চেকিতানং তথাভূতং দৃষ্ট্বা সমরহৃদয়ঃ ।
 রথমারোপয়ন্তেনং সর্বসৈশ্চাস্ত্র পশ্যতঃ ॥ ৩৩
 তথৈব শকুনিঃ শূঃ শ্যালস্তব বিশাম্পতে ।

সেই নির্মল ও লৌহনির্মিত বিশাল গদাকে নিজের উপর
 আসিতে দেখিয়া কৃপাচাৰ্য্য বহু সহস্র বাণের দ্বারা তাহাকে
 নিবারণ করিলেন ॥ ২৭

ভারত । তখন চেকিতান ক্রোধবশতঃ স্বীয় তরবারি
 বাহির করিয়া লইলেন এবং নিপুণতার সহিত কৃপাচাৰ্য্যের দিকে
 ধাবিত হইলেন ॥ ২৮

রাজন্ ! ইহা দেখিয়া কৃপাচাৰ্য্যও ধনু পরিত্যাগ করত স্বীয়
 তরবারি হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং অতিশয় সাবধানতার সহিত
 তীব্র বেগে চেকিতানের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৯

ইহারা উভয়েই বলবান ছিলেন, এবং উভয়েই উত্তম
 তরবারির দ্বারা পরস্পরকে ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

সেই তরবারির গভীর আঘাতে আহত হইয়া এই দুই প্রেষ্ঠ
 পুরুষ সকল প্রাণীর নিবাসভূত ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৩১

তাঁহাদের সারা অঙ্গ মূর্ছয়া আবিষ্ট হইয়া পড়িল এবং অধিক
 পশ্চিমের জন্ত উভয়েই অচেতন হইয়া পড়িলেন । সেই সময়
 যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রামকারী করকর্ষ চেকিতানকে সেই
 অবস্থায় পতিত দেখিয়া সৌহার্দবশতঃ তীব্রবেগে দৌড়াইয়া
 আসিলেন এবং সকল সৈন্তের সাক্ষাতেই তাঁহাকে রথে তুলিয়া
 লইলেন ॥ ৩২-৩৩

প্রজ্ঞানাপ ! এইরূপ আপনায় শ্যালক (লব্ধা) বীর শকুনি

আরোপয়দ্ রথং তুর্গং গৌতমং রথিনাং বরম্ ॥ ৩৪
 সৌমদন্তিঃ তথা ক্রুদ্ধো ধৃষ্টকেতুর্মহাবলঃ ।
 নবত্যা সায়কৈঃ ক্ষিপ্ৰং রাজন্ বিব্যাধ বক্ষসি ॥ ৩৫
 সৌমদন্তিরুৎকৃষ্টৈস্তৈর্ভূষণং বাণৈরশোভত ।
 মধ্যলিনে মহারাজ রশ্মিতিস্তপনো যথা ॥ ৩৬
 ভুরিষ্রবাস্ত্র সমরে ধৃষ্টকেতুং মহারথম্ ।
 হতশূত-হয়ং চক্রৈঃ বিরথং সায়কোত্তমৈঃ ॥ ৩৭
 বিরথং তং সমালোক্য হতাশং হতসারথিম্ ।
 মহতা শরবর্ষণেচ্ছাদয়ামাস স যুগে ॥ ৩৮
 স তু তং রথমুৎসৃজ্য ধৃষ্টকেতুর্মহামনাঃ ।
 আকুরোত ততো যানং শতানীকস্ত মারিষ ॥ ৩৯
 চিত্রসেনো বিকর্ণস্ত রাজন্ দুর্মর্ষণস্তথা ।
 রথিনো হেমসংনাহাঃ সৌভজ্রমভিহৃৎকবুঃ ॥ ৪০
 অভিমগ্নোস্ততস্তৈস্তৈঃ ঘোরং যুদ্ধমবর্তত ।
 শরীরস্ত যথা রাজন্ বাত-পিত্ত-কফৈর্দ্রিষ্টিঃ ॥ ৪১

রথিগণের মধ্যে প্রেষ্ঠ কৃপাচাৰ্য্যকেও অতিসত্ত্বর নিজ রথে আরোহণ
 করাইলেন ॥ ৩৪

রাজন্ ! অপর দিকে মহাবল ধৃষ্টকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া নবত্যা
 বাণে অতিক্রান্ত ভুরিষ্রবাস্ত্র বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৫

মহারাজ ! বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট সেই বাণসমূহে ভুরিষ্রবা তাদৃশ
 শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য স্বীয় কিরণ-
 বলিতে অধিক প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৬

তখন ভুরিষ্রবাও সমরক্ষেত্রে উত্তম বাণসমূহে মহারথী ধৃষ্টকেতুর
 অঙ্গগণকে ও সারথিকে নিহত করিয়া তাঁহাকে রথহীন করিয়া
 দিলেন ॥ ৩৭

ভুরিষ্রবা অশ্ব ও সারথি নিহত হইবার পর ধৃষ্টকেতুকে রথহীন
 দেখিয়া প্রভূত বাণবর্ষণে তাঁহাকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৮

আধ্য ! তাঁহার পর মহামনা ধৃষ্টকেতু সেই রথকে পরিত্যাগ
 করিয়া শতানীকের রথে বাইয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৩৯

রাজন্ ! সেই সময় চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্মর্ষণ এই তিন রথী
 অর্ণনির্মিত কবচ ধারণ করত স্ত্রুতদ্রানন্দন অভিমহ্যুর দিকে
 ধাবিত হইলেন ॥ ৪০

রাজন্ ! তখন তাঁহাদের সহিত অভিমহ্যুর সেইরূপ ভক্তের
 যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যেরূপ বাত, পিত্ত ও কফের সহিত শরীরের
 যুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪১

বিরথাঃস্তব পুত্রাঃস্ত কুহা রাজন্ মহাহবে ।
 ন জঘান নরব্যাত্তাঃ স্মরন্ ভীষ্মবচস্তদা ॥ ৪২
 ততো রাজ্ঞাং বহুশতৈর্গজাশ্ব-রথযযিভিঃ ।
 সংযুতং সমরে ভীষ্মং দেবৈরপি হুরাসদম্ ॥ ৪৩
 প্রযাত্তং শীঘ্রমুদীক্য পরিভ্রাতুং সূতাংস্তব ।
 অভিমুখ্যং সমুদ্দশ্য বালমেকং মহারথম্ ॥ ৪৪
 বাসুদেবমুবাচেনং কোন্তেয়ঃ শ্বেতবাহনঃ ।
 চোদয়ান্নানু হ্রষাকেশ যত্রৈতে বহুলা রথাঃ ॥ ৪৫
 এতে হি বহবঃ শূরাঃ কৃতাত্মা যুদ্ধহৃদয়াঃ ।
 যথা হুর্মান নঃ সেনাং তথা মাধব চোদয় ॥ ৪৬
 এনমুক্তঃ স বাক্ষেয়ঃ কোন্তেয়েনামিতৌজসা ।
 রথং শ্বেতহরৈর্ঘৃক্তং প্রেষয়ামাস সংযুগে ॥ ৪৭
 নিষ্ঠানকো মহানাসীৎ তব সৈন্তস্ত মারিষ ।
 যদজুনো রণে ক্রুদ্ধঃ সংযাত্তাবকান্ প্রাতি ॥ ৪৮
 সমাসাত্ত তু কোন্তেয়ো রাজ্ঞস্তান্ ভীষ্মরক্ষিণঃ ।
 শূশর্মণমথো রাজন্নিব বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৯

রাজন্! সেই মহানগ্রামে আপনার পুত্রগণকে রথহীন
 করিয়া নরশ্রেষ্ঠ অভিমুখ্য সেই সময় ভীমসেনের প্রতিজ্ঞার কথা
 শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে বধ করিলেন না ॥ ৪২

তদনন্তর হতী, অশ্ব ও রথের সাহায্যে যুদ্ধ-যাত্রাকারী বহুশত
 রাজগণে পরিবেষ্টিত এবং রণাঙ্গনে দেবতাদিগেরও হৃদয় ভীষ্ম
 আপনার পুত্রদিগকে রক্ষা করিবার জন্য একমাত্র বালক মহারথী
 অভিমুখ্যকে লক্ষ্য করত তাঁরবেগে গমন করিলেন। তাঁহাকে
 সেই দিকে যাইতে দেখিয়া শ্বেতবাহন কুন্তীপুত্র অর্জুন বাসুদেব-স্নান
 ভগবানু শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ।

হ্রষীকেশ! যদিকে এই বহু সংখ্যক রথ যাইতেছে, সেই
 দিকেই আপনি অবচালনা করুন। মাধব! অস্ত্রাংঘাত্য পারদর্শী
 ও রণহৃদয় বহু সংখ্যক এই বীরগণ বাহাতে আমাদের সৈন্যদিগকে
 বিনাশ করিতে না পারে, সেইভাবে এই রথকে ঐ দিকেই লইয়া
 যান ॥ ৪৩-৪৬

অমিততেজস্বী কুন্তীকুমার অর্জুন এই কথা বলিলে পর বৃষ্ণি-
 ংশকৃৎয শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে শ্বেতবাহন-যোজিত সেই রথকে অগ্রসর
 করিলেন ॥ ৪৭

আর্য্য! যখন রণহৃদয়ে ক্রুদ্ধ অর্জুন আপনার সৈন্যদের
 প্রতিমুখে যাইতে লাগিলেন, তখন আপনার সৈন্যমধ্যে ভয়ঙ্কর

জানামি স্বাং যুধাং শ্রেষ্ঠমত্যন্তং পূর্ববৈরিণম্ ।
 অনয়ন্তাত্ত সস্ত্রাপ্তাং ফলং পশ্য সূদারুণম্ ॥ ৫০
 অত্ৰ তে দর্শয়িষ্যামি পূর্বপ্রোতান্ পিতামহান্ ।
 এবং সংজ্ঞতস্তস্ত্র বীভৎসোঃ শত্রুবাভিনঃ ॥ ৫১
 ঙ্গহাপি পরুষং বাক্যং শূশর্মা রথযুথপঃ ।
 ন চৈনমব্রবীৎ কিঞ্চিচ্ছুভং বা যদি বাস্তভম্ ॥ ৫২
 অভিগম্যাজুনং বীরং রাজ্ঞির্ভবহৃদ্বিবৃতঃ ।
 পুরস্তাৎ পৃষ্ঠতশ্চৈব পার্শ্বতশ্চৈব সর্বশঃ ॥ ৫৩
 পরিবার্য্যাজুনং সংখ্যে তব পুত্রমহারথঃ ।
 শঠৈঃ সংছাদয়ামাস মেঘৈরিব দিবাকরম্ ॥ ৫৪
 ততঃ প্রবৃক্তঃ স্মহান্ সংগ্রামঃ শোণিতোদকঃ ।
 তাবকানাঞ্চ সমরে পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ॥ ৫৫
 ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সপ্তমযুদ্ধদিবসে শূশর্মাজুন-
 সমাগমে চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ৪৮

রাজন্! কুন্তীকুমার অর্জুন ভীষ্মকে রক্ষাকারী সেই সব
 রাজগণের নিকট যাইয়া শূশর্মাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৯

বীর! আমি জানি যে, তুমি পাণ্ডবগণের পূর্ব শত্রু এবং
 বোদ্ধাদিগের মধ্যে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। তোমরা যে অত্যাচার করিয়াছ,
 তাহার অতিশয় ভয়ঙ্কর এই ফল আজ প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা দেখ।
 আজ আমি তোমাকে পূর্ব যুত তোমার পিতামহকে দর্শন
 করাইব।

এইরূপ বাক্যভাষী শত্রুহস্তা অর্জুনের কঠোর বাক্য শ্রবণ
 করিয়াও রথযুথপতি শূশর্মা তাঁহাকে শুভ কিংবা অন্তত কোন
 কিছুই বলিলেন না ॥ ৫০-৫২

বহু রূপগণে পরিবৃত সেই মহারথী বীর আপনার পুত্রদিগকে
 লক্ষ্য লইয়া যুদ্ধে বীর অর্জুনের সম্মুখে গমন করত তাঁহাকে অগ্রে,
 পশ্চাতে ও পার্শ্বভাগে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং যুদ্ধে
 মেঘ স্তম্ভকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ বাণসমূহে
 অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৩-৫৪

ভারত! তাহার পর রণাঙ্গনে আপনার পুত্র ও পাণ্ডবগণের
 মধ্যে রক্তরূপ জলপ্রবাহকারী ঘোরতর মহাসংগ্রাম বাধিয়া
 বাইল ॥ ৫৫

ক্রীমহাবি বৈয়াকিক্য শতসাহস্রী-সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণে সপ্তম দিবসের যুদ্ধে শূশর্মা ও অর্জুনের
 সমাগমবিষয়ক চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অন্তিম সমাপ্ত ।

আর্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষাবুবাদসহিতম্ ।

* * *
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামাশ্র
সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক মূলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে ।
* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কচাৰ্য্য ডি,লিট * শ্রীশ্রীজীবতট্টাচাৰ্য্যব্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি,লিট

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাহৃষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সঙ্গীতালয়)

যুগ্ম-কর্মকর্তৃক :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,

ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ (লণ্ডন) ।

এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ (লণ্ডন)

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্যালয়

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

নিয়মাবলী

১। আৰ্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ববঙ্গে সডাক ১৫০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১৫০ নং পঃ; অন্তর্গত বার্ষিক সডাক ২০০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, ত্রীবাণীকি-রামায়ণ, ত্রীবিষ্ণুপুরাণ ও ত্রীমন্তাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আৰ্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে “সম্পূজক আৰ্য্যশাস্ত্র, ত্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫” এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি “সঞ্চালক আৰ্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬” এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আৰ্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাণ্ডুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্ত কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আৰ্য্যশাস্ত্র

ত্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়

৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড

কলিকাতা—৩৫

পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

অর্জুনস্ত পরাক্রমঃ, ভীষ্মোপরি পাণ্ডবানামাক্রমণম্ , শিখণ্ডিনং প্রতি যুধিষ্ঠিরস্য তিরস্কারঃ, ভীমস্য পুরুষার্থশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ ।

স তাদ্যমানস্ত শরৈর্ধনঞ্জয়ঃ

পদা হতো নাগ ইব দাসন্ বলী ।

বাণেন বাণেন মহারথানাং

চিচ্ছেদ চাপানি চ রণে প্রসহ ॥

সঙ্কিত চাপানি চ তানি রাজ্ঞাং

তেষাং রণে বীৰ্য্যবতাং ক্ষণেন ।

বিব্যাধ বাণৈর্যুগপদ্বাহা

নিঃশেষতাং তেষথ মন্থমানঃ ॥ ২

নিপেতুরাজৌ রুধিরপ্রদিক্ষা-

স্তে তাড়িতাঃ শক্রসুতেন রাজন্ ।

বিভিন্নগাত্রাঃ পতিতোত্তমাস্রা

গতাসবশ্চিন্নতমুত্রকায়াঃ ॥ ৩

মহীং গতঃ পার্থবলাভিভূতা

বিচিত্ররূপা যুগপদ্ বিনেতুঃ ।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় ।

[অর্জুনের পরাক্রম, ভীষ্মের উপর পাণ্ডবগণের আক্রমণ, যুধিষ্ঠিরের শিখণ্ডীকে তিরস্কার এবং ভীমসেনের পুরুষার্থ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে শক্রগণের বাণে তাড়িত হইয়া বলবান্ অর্জুন পদাহত সর্পের স্তায় ক্রোধে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তিনি বলপূর্বক পৃথক্ পৃথক্ বাণ নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধে সেই মহারথীদিগের প্রত্যেকেরই ধ্বংস ছেদন করিলেন ॥ ১

রণাঙ্গনে সেই পরাক্রমশালী নরপতিগণের ধ্বংস কালের মধ্যেই ছেদন করিয়া মহাত্মা অর্জুন তাঁহাদের পূর্ণরূপে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় একসঙ্গে সকলকে নিজ বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২

রাজন্! ইন্দ্রপুত্র অর্জুন কর্তৃক তাড়িত হইয়া সেই সব নরপতিগণ রক্তাপ্ত অবস্থায় রণাঙ্গনে পতিত হইলেন। তাঁহাদের সকলের অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, মস্তক খণ্ডিত হইয়া দূরে পতিত হইয়াছিল এবং কবচ ও দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়াছিল। তাঁহারা একরূপ অবস্থায় পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ৩

দৃষ্ট্বা হতাংস্তান্ যুধিরাজপুত্রাং-

জিগর্তরাজঃ প্রযযৌ রথেন ॥ ৪

তেষাং রথানামথ পৃষ্ঠগোপা

দ্বাত্রিংশদশ্চেহভ্যাপতন্ত পার্থম্ ।

তথৈব তে তং পরিবার্য্য পার্থঃ

বিক্রম্য চাপানি মহারবাণি ॥ ৫

অবীৰ্ষন্ বাণমহৌঘবৃষ্ট্যা

যথা গিরিং তোয়ধরা জলৌঘৈঃ

সম্পীড়্যমানস্ত শরৌঘবৃষ্ট্যা

ধনঞ্জয়স্তান্ যুধি জাতরোষঃ ॥ ৬

যষ্ঠ্যা শরৈঃ সংযতি তৈলধৌতৈ-

জঘান তানপাথ পৃষ্ঠগোপান্ ।

রথাংশ্চ তাংস্তানবজিত্য সংখ্যে

ধনঞ্জয়ঃ শ্রীতমনা যশস্বী ॥ ৭

পাথের বলে অভিভূত হইয়া সেই বিচিত্ররূপধারী রাজকুমার-গণ একসঙ্গে ভূতলে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইলেন। সেই রাজ-পুত্রগণকে যুদ্ধে নিহত হইতে দেখিয়া জিগর্তরাজ স্বশর্মা রথের দ্বারা অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৪

সেই রাজপুত্রগণের রথসমূহের ঘে ভিন্ন ভিন্ন বজ্রিণ জন পৃষ্ঠরক্ষক ছিলেন, তাঁহারাও স্বশর্মার সহিত একসঙ্গে অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন। এইরূপে ইহারা সকলে অর্জুনকে চারিদিকে ঘিরিয়া মহাটঙ্কারধ্বনিকারী নিজ নিজ ধ্বংস আকর্ষণ করত পর্বতের উপর মেঘের বারিবর্ষণের স্তায় অর্জুনের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাণসমূহের বর্ষণে পীড়িত হইয়া রণাঙ্গনে অর্জুনের হৃদয়ে অতিশয় রোষ উপস্থিত হইল ॥ ৫-৬

তিনি রণক্ষেত্রে তৈলধৌত ষাটটি বাণ নিক্ষেপ করিয়া সেই পৃষ্ঠরক্ষকগণকে সংহার করিলেন। এইভাবে যুদ্ধে সেই সব রথী বীরগণকে জয় করিয়া এবং কৌরবসৈন্যগণকে যুদ্ধে সংহার করত প্রসন্নচিত্ত হইয়া যশস্বী ও বিজয়ী অর্জুন ভীষ্মকে বধ করিবার জন্ত সজ্জতা অবলম্বন করিলেন ॥ ৭

বলানি রাজন্ সমরে নিহত্য ।

ত্রিগৰ্ত্তরাজো নিহতান্ সমীক্ষ্য

মহাশ্বনা তানথ বজ্রবর্গান্ ॥ ৮

রণে পুরস্কৃত্য নরাধিপাংস্তান্

জগাম পার্থং হরিতো বধায় ।

অভিক্রতং চাক্রভূতাং বরিষ্ঠং

ধনঞ্জয়ং বীক্ষ্য শিখণ্ডিমুখ্যঃ ॥ ৯

অভ্যুদয়যুস্তে শিতশজ্জহস্তা

রিরক্ষিষন্তো রথমজুর্নশ্চ ।

পার্বোহপি তানাপততঃ সমীক্ষ্য

ত্রিগৰ্ত্তরাজ্ঞা সহিতান্ নৃবীরান্ ॥ ১০

বিক্ষংসয়িত্বা সমরে ধনুস্থান্

গাণ্ডীবমুক্তৈর্নিশিতৈঃ পৃষৎকৈঃ ।

ভীষ্মং যিষাম্শুর্যুধি সন্দর্শ

দ্রুঘোধানং সৈন্ধবাদীংচ রাজ্ঞঃ ॥ ১১

সংবারয়িষ্য নভিবারয়িত্বা

মুহূর্ত্তমায়োধ্য বলেন বীরঃ ।

মহাশ্বা অর্জুন বর্ষক স্বীয় বজ্রবর্গকে নিহত হইতে দেখিয়া ত্রিগৰ্ত্তরাজ স্বশর্যা স্বগ্রসিক নরপতিগণকে যুদ্ধের জন্ত আগ্রহ করিয়া অতিক্রত অর্জুনের বধের জন্ত তাঁহার সম্মুখে আগমন করিলেন ।

অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুনের উপর আক্রমণ হইতে দেখিয়া শিখণ্ডী প্রভৃতি মহারথী বীরবৃন্দ তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্ত তীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহ হস্তে ধারণ করত আগ্রসর হইলেন ।

এদিকে ধনুর্ধর অর্জুনও ত্রিগৰ্ত্তরাজ স্বশর্যার সহিত সেই নরবীরগণকে আসিতে দেখিয়া সংগ্রামস্থলে গাণ্ডীবধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহাদের বিনষ্ট করিয়া ভীষ্মের নিকট যাইতে অভিলাষী হইলেন । তখন সেই রণাঙ্গনে তিনি রাজা দ্রুঘোধান ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ প্রভৃতিকেও দেখিতে পাইলেন । ৭-১১

দ্রুঘোধান ও জয়দ্রথাদি যোদ্ধারা অর্জুনকে রুদ্ধ করিয়া রাখিবার কার্য্যে সচেষ্ট ছিলেন, অতএব সেই সময় অনন্ত পরাক্রমশালী ও মহাতেজস্বী বীর অর্জুন মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের সকলকে

উৎসৃজ্য রাজানমনস্তবীৰ্য্যো

জয়দ্রথাদীংচ নৃপান্ মহৌজাঃ ॥ ১২

যযৌ ততো ভীমবলো মনস্বী

গাজ্জয়মাজ্ঞৌ শরচাপপাণিঃ ।

(ভীষ্মোহপি দৃষ্ট্য়া সমরে কৃতান্ত্রান্

স পাণ্ডবানাং রথিনো হ্যাদারান্ ।

বিহায় সংগ্রামমুখে ধনঞ্জয়ং

জবেন পার্থং পুনরাজগাম ॥)

যুধিষ্ঠিরশ্চ প্রবলো মহাত্মা

সমায়যৌ হরিতো জাতকোপঃ ॥ ১৩

মদ্রাধিপং সমভিত্যজ্য সংখ্যে

স্বভাগমাপ্তং তর্মনস্তকীর্তিঃ ।

সার্থং স মাদ্রীশুভভীমসেনৈ-

ভীষ্মং যযৌ শাস্তনবং রণায় ॥ ১৪

তৈঃ সম্প্রযুক্তৈঃ স মহারথাগ্র্যে-

গঙ্গানুতঃ সমরে চিত্রযোধী ।

ন বিব্যথে শাস্তনবো মহাত্মা

সমাগতৈঃ পাণ্ডুশুতৈঃ সমন্তৈঃ ॥ ১৫

নিবারিত করিলেন । তাহার পর রাজা দ্রুঘোধান ও জয়দ্রথাদি নরপতিগণকে সেই স্থলেই পরিত্যাগ করিয়া ভয়ঙ্কর বলশালী ও মনস্বী অর্জুন হাতে ধনুর্বাণ লইয়া যুদ্ধস্থলে গজানন্দন ভীষ্মের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ।

(ভীষ্মও অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ও উনার পাণ্ডব রথী-দিগকে নিজের সম্মুখে দেখিয়াও যুদ্ধস্থলে তাঁহাদিগকে পরিহার করিয়া ভীষ্মবেগে পুনরায় অর্জুনের নিকট আসিলেন) ।

সেই সময় উৎকৃষ্ট বলশালী অনন্তকীর্ত্তি মহাত্মা যুধিষ্ঠিরও যুদ্ধে স্বীয় ভাগে প্রাপ্ত মদ্ররাজ শল্যকে ত্যাগ করিয়া নকুল, সহদেব ও ভীমসেনের সহিত সাক্ষাৎ অতিক্রমত সেনান হইতে গমন করিলেন এবং যুদ্ধের জন্ত শাস্তননন্দন ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন । ১২-১৪

মহারথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সমস্ত পাণ্ডবেরা সংগঠিত হইয়া যদিও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন, তথাপি সমরাজ্যে বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধকারী গঙ্গানুজ শাস্তননন্দন মহাত্মা ভীষ্ম ব্যথিত হইলেন না । ১৫

অথৈত্যা রাজা যুধি সত্যসন্ধো
 জয়ত্ৰথোহত্যাগ্রবলো মনস্বী ।
 চিচ্ছেদ চাপানি মহারথানাং
 প্রসমু ভেষাং ধনুষা বরেণ ॥ ১৬
 যুধিষ্ঠিরং ভীমসেনং যমৌ চ
 পার্থং কৃষ্ণং যুধি সঞ্জাতকোপঃ ।
 দুৰ্য্যোধনঃ ক্রোধবিষো মহাত্মা
 জঘান বাণৈরনলপ্রকাশৈঃ ॥ ১৭
 কৃপেণ শল্যেন শলেন চৈব
 তথা বিভো চিত্রসেনেন চাজৌ ।
 বিদ্ধাঃ শরৈশ্চৈত্ৰবিবৃদ্ধকোটৈপৈ-
 দেবা যথা দৈত্যগণৈঃ সমেতৈঃ ॥ ১৮
 ছিন্নায়ুধং শাস্তনবেন রাজা
 শিখণ্ডিনং প্রেক্ষ্য চ জাতকোপঃ ।
 অজাতশত্রুঃ সমরে মহাত্মা
 শিখণ্ডিনং ক্রুদ্ধ উবাচ বাক্যম্ ॥ ১৯

তাহার পর সত্যপ্রতিজ্ঞ, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শক্তিশালী ও মনস্বী রাজা জয়ত্ৰথ রণাঙ্গনে সম্মুখে আসিয়া উত্তম ধনুর দ্বারা বলপূর্বক সেই সব মহারথীর ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৬

ক্রোধরূপ বিষ উদ্গিরণকারী মহামনস্বী দুৰ্য্যোধন যুদ্ধে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের উপর কুপিত হইয়া অগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণসমূহ প্রহার করিলেন ॥ ১৭

প্রভো! যেরূপ ক্রুদ্ধ দৈত্যগণ একত্র হইয়া দেবতাদিগকে প্রহার করিয়া থাকে, সেইরূপ কৃপাচার্য্য, শল্য, শল এবং চিত্রসেন রণাঙ্গনে অতিশয় কুপিত হইয়া পাণ্ডবগণকে নিজ নিজ বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

শাস্তন্বনন্দন ভীম যখন শিখণ্ডীর ধনু ছিন্ন করিয়া দিলেন,* তখন রণাঙ্গনে অজাতশত্রু মহাত্মা যুধিষ্ঠির শিখণ্ডীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে ক্রোধের সহিত ইহা বলিতে লাগিলেন ॥ ১৯

*ভীম নিজের উপর শিখণ্ডীকে প্রহার করিতে উচ্চত দেখিয়া তাঁহার ধনুটিকে কেবল ছেদন করিলেন, তাঁহার শরীরে কোনরূপ আঘাত করেন নাই; সুতরাং ইহাতে ভীমের কোন দোষ হয় নাই কিংবা তাঁহার প্রতিজ্ঞাহানিও হয় নাই।

উক্তা তথা স্বং পিতুরগ্রতো মা-
 মহং হনিষ্যামি মহাত্রতং তম্ ।
 ভীষ্মং শরৌষৈর্বিমলার্কবর্ণৈঃ
 সত্যং বদামীতি কৃতা প্রতিজ্ঞা ॥ ২০
 ভয়া চ নৈনাং সফলাং করোষি
 দেবত্রতং যম্ নিহংসি যুদ্ধে ।
 মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো ভব মাত্র বীর
 রক্ষ স্বধর্মং স্বকুলং যশশ্চ ॥ ২১
 প্রেক্ষ্য ভীষ্মং যুধি ভীমবেগং
 সর্বাংস্তপস্তং মম সৈন্তসম্ভ্রান্ ।
 শরৌষজ্জালৈরতিতপ্তবেগৈঃ
 কালাং যথা কালকৃতং ক্ষণেন ॥ ২২
 নিকৃন্তচাপঃ সমরেহনপেক্ষঃ
 পরাজিতঃ শাস্তনবেন চাজৌ ।
 বিহায় বদ্ধ নথ সোদরাংশ্চ
 ক যাস্তসে নানুরূপং তবেদম্ ॥ ২৩

বীর! তুমি নিজ পিতার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাকে এই কথা বলিয়াছিলে যে, “আমি মহাত্রতধারী ভীষ্মকে নিখল সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বাণসমূহে অবশুই নিহত করিব, এই কথা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি।” এইরূপ প্রতিজ্ঞা তুমি করিয়াছিলে। কিন্তু তুমি এই প্রতিজ্ঞাকে সফল করিতেছ না, কারণ, তুমি যুদ্ধে দেবব্রত ভীষ্মকে বধ করিতেছ না। মিথ্যা প্রতিজ্ঞাকারী হইও না, তুমি স্বীয় ধর্ম, কুল ও যশকে রক্ষা কর ॥ ২০-২১

যেরূপ যমরাজ সমগ্রসারে উপস্থিত হইয়া দেহধারী সকল প্রাণীকে ক্ষণকালের মধ্যেই বিনাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই যুদ্ধে ভয়ঙ্কর বেগশালী ভীম অত্যন্ত প্রচণ্ড বেগগামী বাণসমূহে আমার সৈন্তগণকে সম্ভাপিত করিতেছেন—তুমি ইহা লক্ষ্য কর ॥ ২২

যুদ্ধে শাস্তন্বনন্দন ভীম তোমার ধনু ছিন্ন করত তোমাকে পরাজিত করিয়াছেন, তথাপি তুমি নিরপেক্ষভাবে বসিয়া আছ। স্বীয় বদ্ধ ও সহোদর ভ্রাতৃগণকে ত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় বাইবে? ইহা তোমার উপযুক্ত কার্য্য নহে ॥ ২৩

দৃষ্ট্ৰ! হি ভীষ্ম! তমনন্তবীৰ্য্যং
 ভগ্নক সৈন্তং জবমাণমেবম্ ।
 ভীতোহসি নুনং ক্রপদস্ত পুত্র
 তথা হি তে মুখবর্ণোহপ্রদৃষ্টঃ ॥ ২৪
 অজ্জায়মানে চ ধনঞ্জয়েহপি
 মহাহবে সম্প্রসক্তে নৃবীরে ।
 কথং হি ভীষ্মাং প্রথিতঃ প্রাথব্যঃ
 ভয়ং স্বমত্ত প্রকরোষি বীর ॥ ২৫
 স ধর্মরাজস্ত বচো নিশম্য
 রূক্ষাক্ষরং বিপ্রলাপানুবন্ধম্ ।
 প্রত্যাদেশং মন্ত্রমানো মহাত্মা
 প্রতত্বরে ভীষ্মবধায় রাজন্ ॥ ২৬
 তমাপতন্তুং মহতা জবেন
 শিখণ্ডিনং ভীষ্মমভিজবন্তম্ ।
 নিবারয়ামাস হি শল্য এন-
 মস্ত্রেণ ঘোরেন স্তূর্জয়েন ॥ ২৭
 স চাপি দৃষ্ট্ৰ! সমুদীৰ্য্যমাণ-
 মস্ত্রং যুগাস্তাগ্নিসমপ্রকাশম্ ।

ন সম্মুখমোহ ক্রপদস্ত পুত্রো
 রাজন্ মহেন্দ্রপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥ ২৮
 তস্মৈ চ তত্রৈব মহাধনুশ্চান্
 শরৈস্তদস্ত্রং প্রতিবোধমানঃ ।
 অখাদদে বারুণমস্ত্রদস্ত্রং
 শিখণ্ড্যথোত্রং প্রতিঘাতমস্ত্র ॥ ২৯
 তদস্ত্রমস্ত্রেণ বিদার্য্যমাণঃ
 স্বস্থাঃ সুরা দদৃশুঃ পাথিবাস্তচ ।
 ভীষ্মস্ত রাজন্ সমরে মহাত্মা
 ধনুশ্চ চিত্রং ধ্বজমেব চাপি ॥ ৩০
 ছিদ্দানদং পাণ্ডুস্ততস্ত বীরো
 ততঃ সমুৎসৃজ্য ধনুঃ সবাণং
 যুধিষ্ঠিরং বীক্ষ্য ভয়াভিভূতম্ ॥ ৩১
 গদাং প্রগৃহ্যভিপপাত সংখ্যে
 জয়ত্রথং ভীমসেনঃ পদাতিঃ ।
 তমাপতন্তুং সহসা জবেন
 জয়ত্রথঃ সগদং ভীমসেনম্ ॥ ৩২

ক্রপদনন্দন! অনন্ত পরাক্রমী ভীষ্মকে এবং তাঁহার ভীতিতে
 এক্রপ হতোৎসাহ হইয়া পলায়নপর আমার সৈন্যদিগকে দেখিয়া
 নিশ্চয়ই তুমি ভীত হইয়া পড়িয়াছ; কারণ, তোমার মুখের বর্ণ
 সেরূপ অপ্রসন্নই দেখাইতেছে ॥ ২৪

বীর! নরবীর অর্জুন এই মহাযুদ্ধে কোন্ স্থলে যাইয়া যুদ্ধে
 ব্যাপ্ত আছে, তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না।
 এক্রপ সময়ে তুমি আজ ভূমণ্ডলের মধ্যে প্রথ্যাত বীর হইয়াও কেন
 ভীষ্মকে ভয় করিতেছ? ২৫

রাজন্! ধর্মরাজের এই বাক্যের প্রত্যেক অক্ষরই কঠোরতায়
 পরিপূর্ণ। ইহার দ্বারা তিনি বহু মনের বিপরীত কথা বলিয়াছেন,
 তথাপি এই বাক্য শুনিয়া মহাত্মা শিখণ্ডী ইহাকে নিজের উপর
 ধর্মরাজের আদেশ বলিয়া মনে করিলেন এবং অতিসত্বর ভীষ্মকে
 বধ করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন ॥ ২৬

শিখণ্ডীকে তীব্রবেগে আসিতে এবং ভীষ্মের উপর ধাবিত
 হইতে দেখিয়া শল্য অত্যন্ত দুর্জয় ও ভয়ঙ্কর অস্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে
 রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ২৭

রাজন্! প্রলয়কালের অগ্নিতুল্য তেজস্বী সেই অস্ত্রকে একটিত

হইতে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দের দ্বায় প্রভাবশালী ক্রপদকুমার
 শিখণ্ডী বিভ্রান্ত হইলেন না ॥ ২৮

এই মহাধনুর্ধর বীর স্বীয় বাণসমূহে শল্যের অস্ত্রকে নিবারণ
 করিতে করিতে সেইস্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।
 তারপর শিখণ্ডী শল্যের অস্ত্রের প্রতিঘাতক অস্ত্র একটি ভয়ঙ্কর
 বারুণাস্ত্র হাতে লইলেন ॥ ২৯

আকাশে বিস্তারিত দেবগণ এবং রণক্ষেত্রে সমাগত ভূপতিবৃন্দ
 সকলেই দেখিলেন যে, শিখণ্ডীর দিব্যাস্ত্রে শল্যের অস্ত্র বিদীর্ণ
 হইয়া যাইতেছে। রাজন্! মহাত্মা ও বীর ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে
 অজমীঢ়কুলজাত পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের বিচিত্র ধনু ও ধ্বজ
 ছেদন করিয়া তখন গর্জন করিতে লাগিলেন ॥

সেই সময় বাণসহ ধনু পরিত্যাগ করিয়া এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে
 ভয়াবিষ্ট দেখিয়া ভীমসেন গদা লইয়া যুদ্ধে পদব্রজে রাজা জয়ত্রথের
 উপর আক্রমণ করিলেন ॥

এইরূপে সহসা হাতে গদা লইয়া ভীমসেনকে সবেগে নিজের
 দিকে আসিতে দেখিয়া জয়ত্রথ ধনুওতুল্য ভয়ঙ্কর পাঁচশত তীক্ষ্ণ
 বাণে চারিদিকেই তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥

বিব্যাধ ঘোরৈর্যমদগুৰ্জরৈঃ

শিঠৈঃ শঠৈঃ পঞ্চশঠৈঃ সমস্তাং ।

অচিন্তয়িত্বা স শরাংস্তরযী

বৃকোদরঃ ক্রোধপরীতচেতাঃ ॥ ৩৩

জঘান বাহান্ সমরে সমস্তাং

পারাবতান্ সিদ্ধুরাজস্ত সংখ্যে ।

ততোহভিবীক্যাপ্রতিমপ্রভাব-

স্তবাস্ত্রজস্তরমাণো রথেন ॥ ৩৪

অভ্যায়যৌ ভীমসেনং নিহন্তঃ

সমুত্ততঃ সুররাজকরঃ ।

ভীমোহপ্যঠৈনং সহসা বিনত্ব

প্রত্যাভ্যায়ো গদয়া তর্জয়ানঃ ॥ ৩৫

(জয়ত্রথো ভয়বাহো রথং তং

ত্যক্ত্বা যযৌ যত্র রাজা কুরুগাম্ ।

স সৌবলঃ সানুগঃ সানুজশ্চ

দৃষ্ট্বা ভীমং মূঢ়চেতাঃ ভয়র্তঃ ॥

ভীমোহপ্যঠৈনং সহসা বিনত্ব

প্রত্যাভ্যায়ো গদয়া হস্তকামঃ ।

কিন্তু বেগশালী ভীমসেন তাঁহার এই বাণসমূহকে কোনরূপ গণনার মধ্যেই না আনিয়া (অর্থাৎ তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া) মনে মনে ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন। তারপর তিনি সিদ্ধুরাজ জয়ত্রথের পারাবত (পায়রা)-তুল্য বর্ণবিশিষ্ট অশ্বগুলিকে সমরারূপে নিহত করিলেন।

ইহা দেখিয়া আপনার অল্পম প্রভাবশালী ও দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী পুত্র দুর্যোধন ভীমসেনকে বধ করিবার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করিয়া অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত রথের দ্বারা সেখানে উপস্থিত হইলেন।

তখন ভীমসেনও সহসা সিংহনাদ করত গদাধারা তর্জন গর্জন করিতে করিতে জয়ত্রথের দিকে ধাবিত হইলেন। ৩৩-৩৫

(অশ্ব নিহত হইলে জয়ত্রথ সেই রথকে পরিত্যাগ করিয়া যেখানে শহুনি, সেবকগণ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত কুরুরাজ দুর্যোধন ছিলেন, সেখানে চলিয়া যাইলেন। ভীমসেনকে দেখিয়া জয়ত্রথ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তখন তিনি ভীতিতে পীড়িত হইয়াছিলেন।

ভীমসেনও শহুনি ও ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত আপনার পুত্র

স সৌবলং তব পুত্রং নিরীক্য

দুর্যোধনং সানুজং রৌষযুক্তঃ ॥)

সমুত্ততঃ তং যমদগুৰুগ্নাং

দৃষ্ট্বা গদাং তে কুরবঃ সমস্তাং ।

বিহায় সর্বৈ তব পুত্রমুগ্রঃ

পাতং গদায়াঃ পরিহতুঁ কামাঃ ॥ ৩৬

অপক্রান্তাস্ত্রমূলে সম্প্রমর্দে

সুদারুণে ভারত মোহনীয়ে ।

অমূঢ়চেতাশ্চ চিত্রসেনো

মহাগদামাপতন্তীং নিরীক্য ॥ ৩৭

রথং স্বমুংস্রজ্য পদাতিরাজৌ

প্রগৃহ্য খঙ্গং বিপুলঞ্চ চর্ম ।

অবপ্লুতঃ সিংহ ইবাচলাগ্রা-

জগামাস্ত্রং ভূমিপ ভূমিদেশম্ ॥ ৩৮

গদাপি সা প্রাপ্য রথং সূচিত্রং

সাখং সসূতং বিনিহত্য সংখ্যে ।

জগাম ভূমিং জলিতা মহোক্ষা

ভ্রষ্টাস্রাদ্ গামিব সম্পতন্তী ॥ ৩৯

দুর্যোধনকে দেখিয়া রৌষপূর্ণ চিত্তে সহসা গর্জন করত গদাধারা জয়ত্রথকে বধ করিবার ইচ্ছায় অগ্রসর হইলেন।

যমদগুতুল্য ভয়ঙ্কর সেই গদাকে উত্তোলিত দেখিয়া সমস্ত কৌরবগণ আপনার পুত্রকে সেখানেই ত্যাগ করিয়া গদার উগ্র আঘাত হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য চারিদিকে পলায়ন করিলেন। ভারত! সেই মোহনীয়, অত্যন্ত দারুণ ও ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর মহাযুদ্ধে উক্ত মহাগদাকে উত্তোলিত হইয়া আসিতে দেখিয়া কেবল চিত্রসেনেরই চিত্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় নাই। ৩৬-৩৭

রাজন্! তখন তিনি নিজ রথকে ত্যাগ করিয়া হাতে অতি বিশাল ঢাল এবং তরবারি লইয়া পর্ত্তশিখর হইতে সিংহের লক্ষ্যনের স্তায় লক্ষ্য দিয় ভূতলে পতিত হইলেন ও পদব্রজেই বিচরণ করিতে করিতে যুদ্ধের অপর দিকে চলিয়া যাইলেন। ৩৮

সেই গদাও চিত্রসেনের রথের উপর যাইয়া তাহার অশ্ব ও সারথিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করত আকাশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতনরত প্রজলিত বিশাল উষ্ণ রণভূমিতে পতিত হইল। ৩৯

আশ্চৰ্য্যভূতং স্তমহং স্বদীয়া
দৃষ্টে ব তদ্ ভারত সম্প্রজ্ঞতাঃ ।
সৰ্বে বিনেহুঃ সহিতাঃ সমস্তাঃ
পুপুজিৰে তব পুত্রস্ত শৌৰ্য্যম্ ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপৰ্বণি ভীষ্মবধপৰ্বণি সপ্তমযুদ্ধদিবসে
পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৫

ভারত ! এই সময় আপনার সমস্ত সৈন্যগণ চিত্রসেনের সেই
মহাআশ্চৰ্য্যপূৰ্ণ কাৰ্য্য দেখিয়া অতিশয় হুট হইলেন । তাহারা

সকলে চারিদিক্ হইতে এক সঙ্গে আপনার পুত্রের শৌৰ্য্যের
প্রশংসা করিতে ও গৰ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

শ্রীমদ্বিষ্ণু বৈদ্যাসক্যগীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপৰ্ব্বাস্তগত ভীষ্মবধপৰ্ব্বের সপ্তমদিবসের যুদ্ধবিষয়ক পঞ্চাশীতিতম
অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

[ভীষ্মেণ সহ যুধিষ্ঠিরস্য যুদ্ধম্, সাত্যকি-ধৃষ্টদ্যুমাভ্যাং বিন্দামুবিন্দয়োঃ সংগ্রামঃ, দ্রোণপ্রভৃতীনাং পরাক্রমঃ,
সপ্তমাদবসযুদ্ধসমাপ্তিঃ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

বিরথং তং সমাসাচ্চ চিত্রসেনং যশস্বিনম্ ।
রথমারোপয়ামাস বিকর্ণন্তনয়স্তব ॥ ১
তস্মিংস্তথা বর্তমানে তুমুলে সঙ্কুলে ভূশম্ ।
ভীষ্মঃ শাস্তনবতুৰ্ণং যুধিষ্ঠিরমুপাভবৎ ॥ ২
ততঃ সরথ-নাগাশ্বাঃ সমকম্পন্ত সৃঞ্জয়াঃ ।
যুতোরাশ্চমনুপ্রাপ্তং মেনিরে চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৩
যুধিষ্ঠিরোহপি কৌরব্যো যমাস্ত্যাং সহিতঃ প্রভুঃ
মহেষ্ণাসং নরব্যাজং ভীষ্মং শাস্তনবং যযৌ ॥ ৪

ততঃ শরসহস্রাণি প্রমুঞ্চন্ পাণ্ডবো যুধি ।
ভীষ্মং সঙ্বাদয়ামাস যথা মেঘো দিবাকরম্ ॥ ৫
তেন সম্যক্ প্রণীতানি শরজালানি মারিষ ।
প্রতিজ্ঞগ্রাহ গাঙ্গেয়ঃ শতশোহথ সহশ্রশঃ ॥ ৬
তথৈব শরজালানি ভীষ্মেণাস্তানি মারিষ ।
আকাশে সমদৃশ্যস্ত খগমানাং ব্রজা ইব ॥ ৭
নিমেষাধেন কৌন্তেয় ভীষ্মঃ শাস্তনবো যুধি ।
অদৃশ্যং সমরে চক্রে শরজালেন ভাগশঃ ॥ ৮
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা কৌরবাস্ত মহান্বনঃ ।
নারাচং প্রেষয়ামাস ক্রুদ্ধ আশীবিষোপমম্ ॥ ৯

ষড়শীতিতম অধ্যায় ।

[ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং সাত্যকির সহিত বিন্দ
ও অম্ববিন্দয়ের সংগ্রাম, দ্রোণ প্রভৃতির পরাক্রম এবং সপ্তমদিবসের
যুদ্ধ সমাপ্তি ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! রথহীন নিজ যশস্বী ভ্রাতা চিত্র-
সেনের নিকটে যাইয়া আপনার পুত্র বিকর্ণ তাঁহাকে স্বীয় রথে
আরোহণ করাইলেন ॥ ১

যখন একপ ভয়ঙ্কর ও ব্যাপক যুদ্ধ হইতেছিল, সেই সময়
শান্তনুসন্দন ভীষ্ম অতিক্রুদ্ধ রাজা যুধিষ্ঠিরের দিকে খাবিত
হইলেন ॥ ২

ইহা দেখিয়া সেই সময় সৃঞ্জয়গণ রথ, হস্তি ও অশ্বসহ কাঁপিয়া
উঠিলেন । তাহারা যুধিষ্ঠিরকে যত্নমুখে পতিত হইয়াছেন বলিয়াই
মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৩

পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরও নকুল এবং সহদেবের সহিত মহা-
ধনুর্ধর পুরুষশ্রেষ্ঠ শান্তনুসন্দন ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪

যেদ্রুপ মেঘ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ
রণাঙ্গনে সহস্র সহস্র বাণবর্ষণ করিয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে
আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

আৰ্য্য ! তাহার দ্বারা উত্তমরূপে নিষ্কিপ্ত শত শত ও সহস্র
সহস্র বাণসমূহকে গগনানন্দন ভীষ্ম গ্রহণ করিলেন (অর্থাৎ স্বীয়
বাণে ঐ বাণগুলিকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন ।) ॥ ৬

আৰ্য্য ! সেইরূপ ভীষ্মকর্তৃক নিষ্কিপ্ত বাণসমূহও আকাশে
পক্ষীদিগের দলের দ্বারা দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৭

শান্তনুসন্দন ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে অর্দ্ধ নিমিষের মধ্যেই পৃথক্ পৃথক্
বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া কৃতীকৃত যুধিষ্ঠিরকে অদৃশ্য করিয়া দিলেন ॥ ৮

তারপর ক্রুদ্ধ রাজা যুধিষ্ঠির কুরুবংশীয় মহাত্মা ভীষ্মের উপর
বিষধর সর্পের দ্বারা একটি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৯

অসম্প্রাপ্তং ততস্তং তু কুরপ্রাণে মহারথঃ ।
চিচ্ছেদ সমরে রাজন্ ভীষ্মস্তা ধনুষ্ট্যতম ॥ ১০
তং তু হিবা রণে ভীষ্মো নারাচং কালসম্মিতম্ ।
নিজস্বৈ কোরবেল্লস্ত হয়ান্ কাঞ্চনভুষণান্ ॥ ১১
(হতাশে তু রথে তিষ্ঠন্ শক্তিং চিক্ষেপ ধর্মরাট্ ।
তামাপতন্তীং সহসা কলপাশোপমাং শিতাম্ ॥
চিচ্ছেদ সমরে ভীষ্মঃ শরৈঃ সন্নতপর্ষভিঃ ।)
হতাশং তু রথং তাক্কা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
আরুরোহ রথং তুর্ণং নকুলস্ত মহাশ্বনঃ ॥ ১২
যমাবপি হি সংক্লৃক্কাঃ সমাসাত্ত রণে তদা ।
শরৈঃ সঞ্জাদয়ামাস ভীষ্মঃ পরপুরুষায়ঃ ॥ ১৩
তৌ তু দৃষ্ট্য়া মহারাজ ভীষ্মবাণপ্রপীড়িতৌ ।
জগাম পরমাং চিন্তাং ভীষ্মস্ত বধকাজক্ষয়া ॥ ১৪
ততো যুধিষ্ঠিরো বশ্যান্ রাজন্তান্ সমচোদয়ং ।

রাজন্! কিন্তু মহারথী ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের ধনু হহতে নাক্ষত্র
সেই নারাচকে নিজের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই একটি
কুরপ্রাণে ছেদন করিলেন ॥ ১০

এইরূপে রণাঙ্গনে কালতুল্য ভয়ঙ্কর সেই নারাচ-অস্ত্রকে ছেদন
করিয়া ভীষ্ম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের স্বর্ণ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত অশ্বগুলিকে
বিনষ্ট করিলেন ॥ ১১

(অশ্ব নিহত হইলেও সেই রথেই অবস্থান করত ধর্মরাজ
যুধিষ্ঠির ভীষ্মের উপর একটি শক্তি ক্ষেপণ করিলেন । কালপাশ-
সদৃশ তীক্ষ্ণ ও ভয়ঙ্কর সেই শক্তিকে সহসা নিজের দিকে আসিতে
দেখিয়া ভীষ্ম আনতপর্ষদযুক্ত বহু বাণে তাহাকে ছেদন করিয়া
ফেলিলেন ।)

তদনন্তর যে রথের অশ্ব নিহত হইয়াছে, সেই রথকে ত্যাগ
করিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির অতিশয় মহাশ্মা নকুলের রথে গিয়া
আরোহণ করিলেন ॥ ১২

সেই সময় রণাঙ্গনে নকুল ও সহদেবকে পাইয়া শক্রনগরবিজয়ী
ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রোধের সহিত তাঁহাদিগকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত
করিয়া দিলেন ॥ ১৩

মহারাজ! নকুল ও সহদেবকে ভীষ্মের বাণে অতিশয়
পীড়িত, হইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির মনে ভীষ্মের বধ কামনা করিতে
করিতে গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন ॥ ১৪

তারপর যুধিষ্ঠির স্বীয় বশবর্তী নরপতিগণ ও স্ত্রীসংগকে
আদেশ দান করিলেন যে, আপনারা সকলে মিলিত হইয়া

ভীষ্ম শাস্তনবং সর্বে নিহতেতি স্ত্রুদগণান্ ॥ ১৫

ততস্তে পার্থিবাঃ সর্বে ব্রহ্মা পার্থস্ত ভামিতম্ ।

মহতা রথবংশেন পরিবক্কাঃ পিতামহম্ ॥ ১৬

স সমস্তাং পরিবৃত্তঃ পিতা দেবব্রতস্তব ।

চিক্রীড় ধনুষা রাজন্ পাতয়ানো মহারথান্ ॥ ১৭

তং চরন্তং রণে পার্থা দদৃশুঃ কোরবং যুধি ।

যুগমধ্যং প্রবিশ্যেব যথা সিংহশিশুং বনে ॥ ১৮

তজ্জয়ানং রণে বীরাংস্ত্রাসয়ানঞ্চ সাযকৈঃ ।

দৃষ্ট্য়া ত্রেস্মহরাজ সিংহং যুগগণা ইব ॥ ১৯

রণে ভারতসিংহস্ত দদৃশুঃ ক্ষত্রিয়্য গতিম্ ।

অগ্নেবায়ুসহায়স্ত যথা কক্ষং দিধক্ষতঃ ॥ ২০

শিরাংসি রথিনাং ভীষ্মঃ পাতয়ামাস সংযুগে ।

তালেভ্যঃ পরিপক্কানি ফলানি কুশলো নরঃ ॥ ২১

শাস্ত্রচুন্দন ভীষ্মকে বধ করুন ॥ ১৫

তখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া সমস্ত ভূপতিবৃন্দ
বিশাল রথসমূহের দ্বারা পিতামহ ভীষ্মকে চারিদিকে ঘিরিয়া
ফেলিলেন ॥ ১৬

রাজন্! সর্বদিকে পরিবেষ্টিত আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত
ভীষ্ম সেই সব মহারথী বীরগণকে ধরাশায়ী করিতে করিতে স্বীয়
ধনুর দ্বারা যেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

যেদূর সিংহাবক বনে যুগগণের দলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া
খেলা করিয়া থাকে, সেইরূপ কুন্তীপুত্রগণ যুদ্ধে বিচরণকারী
কৃক্কবংশভূষণ ভীষ্মকেও সেখানে দেখিলেন ॥ ১৮

মহারাজ! তখন তিনি রণাঙ্গনে বীরগণকে দেখিয়া তর্জন-
গর্জন করিতে ও তাহাদিগকে ভীত করিতেছিলেন । যেদূর
যুগসমূহ সিংহকে দেখিয়া ভীত হইয়া পড়ে, সেইরূপ সকল রাজাই
ভীষ্মকে দেখিয়া ভীত হইলেন ॥ ১৯

যেদূর বায়ুর সহায়তায় তৃণগুল্মনির্মিত ক্ষুদ্র কুটীর দগ্ধ
করিতে ইচ্ছুক অগ্নি অধিক প্রজলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ
ক্ষত্রিয়গণ রণাঙ্গনে ভরতবংশের সিংহতুল্য পরাক্রমশালী ভীষ্মের
ধরুণ অতিশয় ভয়ঙ্কর প্রত্যক্ষ করিলেন ॥ ২০

ভীষ্ম সেই যুদ্ধস্থলে স্বীয় বীরগণের মস্তক ছেদন করিয়া
সেইরূপে ভূপতিত করিতে লাগিলেন, যেদূর কোন নিপুণ ব্যক্তি
তালবৃক্ষসমূহ হইতে ফলক তাল ফলগুলিকে পাতিত করিয়া
থাকে ॥ ২১

পতন্তিস্চ মহারাজ শিরোভিধরীতলে ।
 বভূব তুমুলঃ শব্দঃ পততামশ্যানামিব ॥ ২২
 তস্মিন্ স্ততুমুলে যুদ্ধে বর্তমানে ভয়ানকে ।
 সৰ্বেষামেব সৈন্তানামাসীদ্ ব্যতিকরো মহান্ ॥ ২৩
 ভিন্নেষু তেষু বাহেষু ক্ষত্রিয়া ইতরেতরম্ ।
 একমেকং সমাহুয় যুদ্ধায়ৈবাবতস্থিরে ॥ ২৪
 শিখণ্ডী তু সমাসাচ্ছ ভরতানাং পিতামহম্ ।
 অভিজ্ঞাব বেগেন তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীং ॥ ২৫
 অনাদৃত্য ততো ভীষ্মস্তং শিখণ্ডিনমাহবে ।
 প্রযযৌ সৃঞ্জয়ান্ ক্রুদ্ধঃ ক্রীড়ং চিস্ত্য শিখণ্ডিনঃ ॥ ২৬
 সৃঞ্জয়ান্ ততো দৃষ্ট্বা ছষ্টং ভীষ্মং মহারণে ।
 সিংহনাদাংশ্চ বিবিধাংশ্চক্রুঃ শঙ্খবিমিশ্রিতান্ ॥ ২৭
 ততঃ প্রববুতে যুদ্ধং ব্যতিষক্তরথদিপম্ ।
 পশ্চিমাং দিশমাসাচ্ছ স্থিতে সবিতরি প্রভো ॥ ২৮

মহারাজ! তখন ভূতলে পতনরত মন্তকসমূহের আকাশ
 হইতে পতিত প্রস্তরসকলের শব্দ ভয়ঙ্কর পটপটাপট শব্দ হইতে
 লাগিল ॥ ২২

সেই ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ হইবার সময় সকল সৈন্তগণের মধ্যে
 গুরুতর সংমিশ্রণ (অথবা গুরুতর সঙ্ঘর্ষ) হইয়া যাউল ॥ ২৩

সকল সৈন্তের বাহু ভাঙ্গিয়া যাইলেও ক্ষত্রিয়গণ কিন্তু তখনও
 পরস্পর পরস্পরকে যুদ্ধের আহ্বান করিতে করিতে সেই রণ-
 ভূমিতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

শিখণ্ডী ভরতবংশের পিতামহ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া
 তাঁহার দিকে ক্রোধবেগে ধাবিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন
 —দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ২৫

কিন্তু ভীষ্ম শিখণ্ডীর ক্রীড়ার কথা চিন্তা করিয়া যুদ্ধে তাঁহাকে
 অবহেলা করিলেন এবং সৃঞ্জয়বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের উপর ক্রোধের
 সহিত আক্রমণ করিলেন ॥ ২৬

তখন সৃঞ্জয়গণ সেই মহাযুদ্ধে হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ ভীষ্মকে
 দেখিয়া শঙ্খধ্বনির সহিত নানা প্রকার সিংহনাদ করিতে
 লাগিলেন ॥ ২৭

প্রভো! যখন সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকে অবস্থিত হইলেন, তখন
 যুদ্ধের রূপ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। সেই সময় যুদ্ধে রথের
 সহিত রথ ও হস্তী মিলিত হইল ॥ ২৮

সমোহথ পাঞ্চাল্যঃ সাত্যকিস্চ মহারথঃ ।
 পীড়য়ন্তো ভৃশং সৈন্ত্যং শক্তি-তোমরবৃষ্টিভিঃ ॥ ২৯
 শত্রৈশ্চ বহুভী রাজন্ জঘ্নতুস্তাবকান্ রণে ।
 তে হস্ত্যমানাঃ সমরে তাবকা ভরতর্ষভ ॥ ৩০
 আৰ্য্যাং যুদ্ধে মতিং কৃৎস্না ন ত্যজন্তি স্য সংযুগম্ ।
 যথোৎসাহং তু সমরে নিজস্বস্তাবকান্ রণে ॥ ৩১
 তত্রাক্রন্দো মহানাসীৎ তাবকানাং মহাত্মনাম্ ।
 বধ্যতাং সমরে রাজন্ পার্শ্বতেন মহাত্মনা ॥ ৩২
 তং শ্রদ্ধা নিনদং ঘোরং তাবকানাং মহারথো ।
 বিন্দানুবিন্দাবাবস্ত্যো পার্শ্বতং প্রত্যুপস্থিতৌ ॥ ৩৩
 তৌ তস্মৈ তুরগান্ হৃদ্বা দ্বরমাণৌ মহারথৌ ।
 ছাদয়ামাসতুরুভৌ শরবর্ষণে পার্শ্বতম্ ॥ ৩৪
 অবপ্লু ত্যাথ পাঞ্চাল্যো রথাং তূর্ণং মহাবলঃ ।
 আরুরোহ রথং তূর্ণং সাত্যকেস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৩৫

পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথী সাত্যকি—ইহারা উভয়ে
 শক্তি এবং তোমর বর্ষণ করিয়া কৌরব-সৈন্তদিগকে অতিশয়
 পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

রাজন্! ইহারা উভয়ে বহুবিধ অস্ত্রের দ্বারা আপনার
 সৈন্তগণকে সংহার করিতে থাকিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহাদের দ্বারা
 সমরারূপে নিহত হইতে থাকিলেও আপনার সৈন্তগণ যুদ্ধবিষয়ক
 শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া যুদ্ধ ত্যাগ করত পলায়ন করিলেন না।
 আপনার ঘোকারাও রণাঙ্গনে পূর্ণ উৎসাহের সহিত শত্রুদিগকে
 সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩০-৩১

রাজন্! মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন সমরক্ষেত্রে আপনার ঘোকা-
 দিগকে বধ করিতেছিলেন, তখন সেই সব মহামনসী বীরগণের
 আর্জ ক্রন্দন উচ্চৈঃস্বরে শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৩২

আপনার সৈন্তদের এই ভয়ঙ্কর অর্জনার জঘণ করিয়া অবশী-
 দেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অহুবিন্দ ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ
 করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৩

এই দুই মহারথী বীর অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নের
 অশ্বগুলিকে বধ করিয়া তাঁহাকেও নিজেদের বাণসমূহে আচ্ছাদন
 করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪

তখন মহাবলী ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিশয়র বীর রথ হইতে লাকাইয়া
 পড়িয়া সাত্যকির রথের উপর আরোহণ করিলেন ॥ ৩৫

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা মহত্যা সেনয়া বৃতঃ ।
 আবস্ত্যো সমরে ক্রুদ্ধাবভ্যাং স পরস্তপৌ ॥ ৩৬
 তথৈব তব পুত্রোহপি সর্বোত্তোগেন মারিষ ।
 বিন্দানুবিন্দৌ সমরে পরিবার্যাবতস্থিবান্ ॥ ৩৭
 অর্জুনশ্চাপি সংক্রুদ্ধঃ ক্রত্ৰিয়ান্ ক্রত্ৰিয়র্ষভঃ ।
 অযোধয়ত সংগ্রামে বজ্রপাণিরিবানুরান্ ॥ ৩৮
 জ্যোৎস্ব সমরে ক্রুদ্ধঃ পুত্রস্ত প্রিয়কৃৎ তব ।
 ব্যধমৎ সর্বপঞ্চালাংস্তুলরাশিমিবানলঃ ॥ ৩৯
 হৃষ্যোধনপুরোগাঙ্স্ত পুত্রাস্তব বিশাম্পতে ।
 পরিবার্য রণে ভীষ্ম যুযুধুঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ৪০
 ততো হৃষ্যোধনো রাজা লোহিতায়তি ভাস্করে ।
 অত্রবীৎ তাবকান্ সর্বাংস্তরক্ষমিতি ভারত ॥ ৪১
 যুধ্যতাং তু তথা তেষাং কুর্ষতাং কৰ্ম হৃক্ষরম্ ।
 অস্তং গিরিমথারূঢ়ে অপ্রকাশতি ভাস্করে ॥ ৪২
 প্রাবর্তত নদী ঘোরা শোণিতোঘতরঙ্গিনী ।

তদনন্তর বিশাল সৈন্তে পরিবেষ্টিত রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুতাপন
 ও ক্রুদ্ধ বিন্দ-অহুবিন্দেয় উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৬

আর্য্য! এইরূপ আপনার পুত্র হৃষ্যোধনও সর্বপ্রকার
 উত্তোগের সহিত রণাঙ্গনে বিন্দ ও অহুবিন্দকে রক্ষা করিবার জন্য
 তাঁহাদিগকে চারিদিকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

অত্রদিকে ক্রত্ৰিয়শিরোমণি অর্জুনও অত্যন্ত কুপিত হইয়া
 সংগ্রামস্থলে ক্রত্ৰিয়দিগের সহিত সেইভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন,
 যেদ্রুপ বজ্রধারী ইন্দ্র অশুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮

আপনার পুত্রের প্রিয় করিতে ইচ্ছুক জ্যোগাচার্য্যও যুদ্ধে ক্রুদ্ধ
 হইয়া সমস্ত পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিতেছিলেন, তখন মনে
 হইল—অগ্নিদেব তুলারশিকে ভস্মীভূত করিতেছেন ॥ ৩৯

প্রজানাত! আপনার হৃষ্যোধনাদি পুত্রগণ ভীষ্মকে পরিবৃত্ত
 করিয়া পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

ভারত! তদনন্তর যখন সূর্য্যদেব রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া
 পড়িলেন, তখন রাজা হৃষ্যোধন আপনার সকল যোদ্ধাকে
 বলিলেন, আপনারা সকলে সত্বর হউন ॥ ৪১

তখন সেই সব যোদ্ধা সবেগে যুদ্ধ করিতে করিতে হৃকর
 পরাক্রম করিতে লাগিলেন। এই সময় সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন
 এবং তাঁহার প্রকাশ লুপ্ত হইয়া বাইল। এইরূপে সন্ধ্যার সময়েই

গোমায়ুগগনংকীর্ণা কণেন কণদামুখে ॥ ৪৩
 শিবাভিরশিবাভিচ্চ রুবন্তিভৈরবং রবম্ ।
 ঘোরমায়োধনং জজ্ঞে ভূতসজ্জৈঃ সমাকুলম্ ॥ ৪৪
 রাক্ষসাস্চ পিশাচাস্চ তথাস্ত্রে পিশিতাশ্বিনিঃ ।
 সমস্ততো ব্যদৃশস্ত শতশোহিৎ সহস্রশঃ ॥ ৪৫
 অর্জুনোহিৎ সুশর্মাদীন্ রাজস্তান্ সপদানুগান্ ।
 বিজিত্য পুতনামধ্যে যযৌ স্বশিবিরং প্রতি ॥ ৪৬
 যুধিষ্ঠিরোহপি কৌরব্যো ভ্রাতৃভ্যাং সহিতস্তথা ।
 যযৌ স্বশিবিরং রাজা নিশায়াং সেনয়া বৃতঃ ॥ ৪৭
 ভীমসেনোহপি রাজেন্দ্র হৃষ্যোধনমুখান্ রথান্ ।
 অবজিত্য ততঃ সংখ্যে যযৌ স্বশিবিরং প্রতি ॥ ৪৮
 হৃষ্যোধনোহপি নৃপতিঃ পরিবার্য মহারণে ।
 ভীষ্ম শাস্তনবং তূর্ণং প্রয়াতঃ শিবিরং প্রতি ॥ ৪৯
 জ্যোগো জ্যোগিঃ কৃপঃ শল্যঃ কৃতবর্মা চ সাবৃতঃ ।
 পরিবার্য চমুং সর্বাং প্রযযুঃ শিবিরং প্রতি ॥ ৫০

কণকালের মধ্যে রক্তপ্রবাহে পরিপূর্ণা এক ভয়ঙ্করী নদী বহিয়া
 চলিল এবং তাহার তীরে শৃগালেরা দলে দলে সমবেত
 হইল ॥ ৪২-৪৩

ভয়ানক রবকারিণী অমলময়ী বহু শিবা এবং ভূতগণের দ্বারা
 পরিব্যাপ্ত হইয়া এই যুদ্ধক্ষেত্র অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ৪৪

চারিদিকে রাক্ষস, পিশাচ এবং অত্র সব মাংসাশী জন্তুগণ শত
 শত ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥ ৪৫

তদনন্তর অর্জুন রাজা হৃষ্যোধনের পদাঙ্ক অশুরগণকারী
 সুশর্মাদিকে পরাজিত করিয়া নিজ শিবির অভিমুখে গমন
 করিলেন ॥ ৪৬

অত্রদিকে সৈন্তে পরিবেষ্টিত কৃকুলনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরও হুই
 ভ্রাতা নকুল-সহদেবের সহিত রাজ্যিতে নিজ শিবিরে প্রস্থান
 করিলেন ॥ ৪৭

রাজেন্দ্র! তখন ভীমসেনও হৃষ্যোধনাদি রথী বীরগণকে
 যুদ্ধে জয় করিয়া স্বীয় শিবিরের দিকে প্রস্থিত হইলেন ॥ ৪৮

রাজা হৃষ্যোধনও মহাযুদ্ধে শাস্তননন্দন ভীষ্মকে পরিবেষ্টিত
 করিয়া অতি সত্বর নিজ শিবির অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৪৯

জ্যোগাচার্য্য, অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য, শল্য এবং বদ্রবংশীয় কৃতবর্মা
 —ইহারা সমগ্র সৈন্তবাহিনীকে পরিবেষ্টন করিয়া শিবিরের দিকে
 যাত্রা করিলেন ॥ ৫০

তথৈব সাত্যকী রাজন্ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্শ্বতঃ ।
 পরিবার্য্য রণে যোধান্ যযতুঃ শিবিরং প্রতি ॥৫১
 এবমেতে মহারাজ তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ।
 পর্য্যবর্তন্ত সহিতা নিশাকালে পরস্তপ ॥ ৫২
 ততঃ স্বশিবিরং গচ্ছা পাণ্ডবাঃ কুরবস্তথা ।
 শ্রবসন্ত মহারাজ পুঞ্জয়ন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ৫৩
 রক্ষাং কৃৎস্বা ততঃ শূরা শ্রাস্ত গুল্মান্ যথাবিধি ।
 অপনীয় চ শল্যানি স্নাত্বা চ বিবিধৈর্জলৈঃ ॥ ৫৪
 কৃতশ্চস্ত্র্যয়নাঃ সর্ব্বে সন্তুষ্টয়ন্তশ্চ বন্দিভিঃ ।

রাজন্! এইরূপ সাত্যকি এবং ক্রপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যুদ্ধে
 স্বীয় যোদ্ধাদিগকে ঘিরিয়া শিবির অভিমুখে চলিলেন ॥ ৫১

শক্রতাপন মহারাজ! এইরূপে রাজ্যিকালে আপনার যোদ্ধারা
 পাণ্ডবদিগের সহিত নিজ নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ৫২

মহারাজ! তাহার পর কৌরব ও পাণ্ডবগণ নিজ নিজ শিবিরে
 যাইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা করিতে করিতে বিশ্রাম
 করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩

তদনন্তর উভয় পক্ষের বীরগণ সর্ব্বদিকে সৈন্তদের বহু গুল্ম
 (প্রধান পুরুষগণে পূর্ণ রক্ষিদল; যেখানে নয়টি হাতী, নয়টি রথ,
 সাতাশ জন অশ্বরোহী এবং পঞ্চতালিশ জন্তু সৈন্ত থাকে) স্থাপন
 করত বিধি অনুসারে নিজ নিজ শিবিরগুলির রক্ষার ব্যবস্থা
 করিলেন। তারপর নিজ নিজ শরীর হইতে বাণসমূহ বাহির

শ্রীমদ্রাধি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বাস্তবর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বের সপ্তম দিবসের যুদ্ধবিবরণিবিষয়ক
 ষড়শীতিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

[অষ্টমদিবসে বৃহবদ্ধকৌরবপাণ্ডবসৈন্যানাং রণযাত্রা, তেষাং পরস্পরং তুমুলযুদ্ধঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ

পরিণাম্য নিশাং তাং তু স্মৃৎ প্রাপ্তা জনেশ্বরঃ ।

কুরবঃ পাণ্ডবান্শ্চৈব পুনর্যুদ্ধায় নির্য্যযুঃ ॥ ১

ততঃ শকো মহানাসীং সৈন্তয়োরুভয়ো নৃপ ।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

[অষ্টমদিনে বৃহবদ্ধ কৌরব-পাণ্ডবসৈন্তগণের যুদ্ধযাত্রা এবং
 তাহাদের পরস্পর তুমুল যুদ্ধ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! জনেশ্বর কৌরব ও পাণ্ডবগণ
 নিত্রাস্থ অল্পভব করিয়া সেই রাজি অতিবাহিত করত পুনরায়
 যুদ্ধের জন্ত বহির্গত হইলেন ॥ ১

গীত-বাদিত্রশব্দেন ব্যাক্রীড়ন্ত যশস্বিনঃ ॥ ৫৫

মুহূর্তাদিব তৎ সর্বমভবৎ স্বর্গসন্নিভম্ ।

ন হি যুদ্ধকথাং কাঞ্চিং তত্রাকূর্বন মহারথাঃ ॥ ৫৬

তে প্রসুপ্তে বলে তত্র পরিশ্রাস্তজনে নৃপ ।

হস্ত্যশ্ববহুলে রাত্রৌ প্রেক্ষণীয়ে বভূবতুঃ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং
 ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি সপ্তমদিবসযুদ্ধাবহারে
 ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

করিয়া নানাপ্রকার জলে স্নান করত স্বপ্তিবাচন করাইবার
 পর বন্দীদিগের মুখ হইতে স্বীয় স্তুতি শুনিতে শুনিতে সেই সব
 যশস্বী বীরগণ গান ও বাজসমূহের শব্দে ক্রীড়াবিনোদ করিতে
 লাগিলেন ॥ ৫৫-৫৬

মুহূর্তকাল (দুই ঘটিকা) সেখানকার সব কিছুই স্বর্গসদৃশ
 বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। সেই সময় সেখানে মহারথীরা
 যুদ্ধসম্বন্ধীয় কোন কথাবার্তা বলিলেন না ॥ ৫৬

নরেশ্বর! যে সৈন্তদের মধ্যে হাতী ও অশ্বের সংখ্যা অধিক
 ছিল, উভয় পক্ষের এক্রপ সেনাদলের সকলেই অতিশয় পরিশ্রান্ত
 হইয়া পড়িল। রাজ্যিকালে যখন উভয় পক্ষের সৈন্তগণ শয়ন
 করত নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহারা সকলেরই দর্শনীয়
 হইলেন ॥ ৫৭

নির্গচ্ছমানয়োঃ সংখ্যে সাগরপ্রতিমো মহান্ ॥ ২

ততো হৃষ্যোধনো রাজা চিত্রসেনো বিবিশ্শতিঃ ।

ভীষ্মশ্চ রথিনাং শ্রেষ্ঠো ভারদ্বাজশ্চ বৈ নৃপ ॥ ৩

মহারাজ! যখন উভয় পক্ষের সৈন্তগণ যুদ্ধের জন্য বহির্গত
 হইলেন, সেই সময় সংগ্রামভূমিতে মহাসাগরের গর্জনের স্তায়
 অত্যধিক শব্দ হইতে লাগিল ॥ ২

হে নৃপ! তারপর রাজা হৃষ্যোধন, চিত্রসেন, বিবিশ্শতি,
 রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও ভ্রোণাচার্য্য—ইহারা সকলে
 সংগঠিত ও সাবধান হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য

ঐকোভূতাঃ স্তম্ভযভাঃ কোরবাণাং মহাচমুঃ ।
 বাহ্য বিদধু রাজন্ পাণ্ডবান্ প্রতি দংশিতাঃ ॥ ৪
 ভীষ্মঃ কৃষ্ণা মহাবাহুং পিতা তব বিশাম্পতে ।
 সাগরপ্রতিমং ঘোরং বাহনোর্মিতরজ্জিগম্ ॥ ৫
 অগ্রতঃ সর্বসৈন্যানাং ভীষ্মঃ শাস্তনবো যযৌ ।
 মালবৈদাক্ষিণীত্যশ্চ আবষ্ট্যশ্চ সমন্বিতঃ ॥ ৬
 ততোহনন্তরমেবাসীদ্ ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ।
 পুলিন্দৈঃ পারদৈশ্চৈব তথা ক্ষুদ্রক-মালবৈঃ ॥ ৭
 জ্রোণাদনন্তরং মন্তো ভগদন্তঃ প্রতাপবান্ ।
 মগধৈশ্চ কলিঙ্গৈশ্চ পিশাটৈশ্চ বিশাম্পতে ॥ ৮
 প্রাগ্জ্যোতিষাদমু নৃপঃ কোশল্যোহথ বৃহদলঃ ।
 মেকলৈঃ কুরুবিন্দৈশ্চ ত্রৈপুত্রৈশ্চ সমন্বিতঃ ॥ ৯
 বৃহদলাং ততঃ শূরজিগর্তঃ প্রস্থলাধিপঃ ।
 কাণ্বোজৈর্বহুভিঃ সার্থং যবনৈশ্চ সহশ্রণঃ ॥ ১০
 দ্রৌণিল্পু রভসঃ শূরশ্রেণীগর্তাদমু ভারত ।

কবচ ধারণ করত কোরবদের বিশাল সৈন্যবাহিনীর বাহরচনা
 করিতে লাগিলেন ॥ ৩-৪

প্রজানাত! আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম সমুদ্রের ন্যায় বিশাল
 ও ভয়ঙ্কর এক মহাবাহু নিৰ্ম্মাণ করিলেন, যেখানে হস্তী ও অশ্বাদি
 বাহনসকল তরঙ্গরূপে প্রতীত হইতেছিল ॥ ৫

শাস্ত্রজ্ঞানম্বন ভীষ্ম সমগ্র সৈন্যবাহিনীর অগ্রে অগ্রে চলিলেন ।
 তাঁহার সহিত মালব, দক্ষিণপ্রান্ত ও অবন্তীদেশের বোদ্ধারা
 ছিলেন ॥ ৬

তাঁহার পশ্চাতে পুলিন্দ, পারদ, ক্ষুদ্রক ও মালবদেশীয়
 বীরগণের সহিত প্রতাপশালী জ্রোণাচার্য ছিলেন ॥ ৭

প্রজানাত! জ্রোণাচার্যের পশ্চাতে মাগধ, কলিঙ্গ ও পিশাট-
 সৈন্যদের সহিত প্রতাপী রাজা ভগদন্ত বাইতে লাগিলেন, যিনি
 অতিশয় সাবধানী ছিলেন ॥ ৮

প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদন্তের পশ্চাতে কোশল-
 দেশের রাজা বৃহদল গমন করিতে লাগিলেন । ইহার সহিত
 মেকল, কুরুবিন্দ ও ত্রিপুত্র সৈন্যরা ছিল ॥ ৯

বৃহদলের পর প্রস্থালের অধিপতি বীর জিগর্ত ছিলেন ।
 ইহার সহিত বহুসংখ্যক কাণ্বোজ ও সহস্র সহস্র যবন বোদ্ধা
 ছিল ॥ ১০

প্রযযৌ সিংহনাদেন নাদয়ানো ধরাতলম্ ॥ ১১
 তথা সর্বেণ সৈন্যেন রাজা দুর্যোধনস্তদা ।
 জ্রোণেরনন্তরং প্রায়াং সোদর্ঘ্যৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ১২
 দুর্যোধনাদমু ততঃ কৃপঃ শারদ্বতো যযৌ ।
 এবমেব মহাবাহুঃ প্রযযৌ সাগরোপমঃ ॥ ১৩
 রেজুস্তত্র পতাকাশ্চ শ্বেতচ্ছত্রাণি বা বিভো ।
 অঙ্গদাশ্চত্র চিত্রাণি মহার্হাণি ধনুৰ্ঘি চ ॥ ১৪
 তস্ত দৃষ্ট্বা মহাবাহুং তাবকানাং মহারথঃ ।
 যুধিষ্ঠিরোহব্রবীৎ তূর্ণং পার্শ্বতঃ পৃথনাপতিম্ ॥ ১৫
 পশু বাহুং মহেষ্টাস নিমিত্তং সাগরোপমম্ ।
 প্রতিবাহুং স্বমপি হি কুরু পার্শ্বতঃ সত্তরম্ ॥ ১৬
 ততঃ স পার্শ্বতঃ ক্রুরো বাহুং চক্রে সুদারুণম্ ।
 শৃঙ্গাটকং মহারাজ পরবাহবিনাশনম্ ॥ ১৭
 শৃঙ্গাভ্যাং ভীমসেনশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ।
 রথৈরনেকসাহস্রৈশ্চত্বা হয়-পদাতিভিঃ ॥ ১৮

ভারত! জিগর্তের পর বেগশালী বীর অশ্বখামা গমন
 করিতে লাগিলেন, যিনি স্বীয় সিংহনাদে সমগ্র ধরাতলকে
 নিনাদিত করিতেছিলেন ॥ ১১

অশ্বখামার পশ্চাতে সমগ্র সৈন্যবাহিনী ও ভ্রাতৃগণে পরি-
 বেষ্টিত হইয়া রাজা দুর্যোধন প্রস্থিত হইলেন ॥ ১২

দুর্যোধনের পর শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য বাইতে লাগিলেন ।
 এইরূপে সেই সাগরতুল্য মহাবাহু যুদ্ধের জন্য গমন করিল ॥ ১৩

প্রভো! এই সৈন্যদের মধ্যে বহু পতাকা, শ্বেতচ্ছত্র, বিচিত্র
 ও মহামূল্য কেয়ুর এবং ধনুসকল শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৪

রাজন্! আপনার সৈন্যগণের এই মহাবাহু নিরীক্ষণ করিয়া
 মহারথী যুধিষ্ঠির অতিসত্তর সেনাপতি গৃষ্টদ্বায়কে বলিলেন ॥ ১৫

মহাধনুর্ধর জ্রপদনম্বন! দেখ, শক্রসৈন্যের নিমিত্ত এই বাহু
 সাগরের ন্যায় মনে হইতেছে, অতএব তুমিও সত্তর ইহাদের
 প্রতীকার করে স্বীয় সৈন্যের বাহু রচনা কর ॥ ১৬

মহারাজ! তদনন্তর ক্রুরব্রতাব গৃষ্টদ্বায় অতিশয় দারুণ
 শৃঙ্গাটকের (চতুর্পথের) আকারে এক বাহু রচনা করিলেন, বাহা
 শক্রর বাহুকে খণ্ড করিয়া থাকে ॥ ১৭

এই বাহুর দুই শৃঙ্গের স্থানে ভীমসেন ও মহারথী সাত্যকি
 কয়েক হাজার রথী, অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যের সহিত
 অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

তাভ্যাং বভৌ নরশ্রেষ্ঠঃ খেতাশ্বঃ কৃষ্ণসারথিঃ ।
 মধ্যে যুধিষ্ঠিরো রাজা-মাত্রীপুত্রো চ পাণ্ডবো ॥ ১৯
 অথোত্তরে মহেশ্বাসাঃ সহসৈন্তা নরাধিপাঃ ।
 ব্যুহং তং পুরয়ামাসুর্বাংহশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ২০
 অভিমন্যুস্ততঃ পশ্চাদ্ বিরাটশ্চ মহারথঃ ।
 জৌপদেয়াশ্চ সংজ্ঞষ্টা রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ ॥ ২১
 এবমেতং মহাব্যুহং ব্যুহ ভারত পাণ্ডবাঃ ।
 অতিষ্ঠন্ সমরে শূরা যোদ্ধু কামা জয়ৈষিণঃ ॥ ২২
 ভেরীশব্দৈশ্চ বিমলৈবিমিঞ্জৈঃ শব্দনিঃস্বনৈঃ ।
 ক্ষেড়িতাশ্ফোটিতোংকুঠৈর্নাদিতাঃ সর্বতো দিশঃ ॥ ২৩
 ততঃ শূরা সমাসাত্ত সমরে তে পরস্পরম্ ।
 নৈত্রৈরনিমিষৈ রাজয়বৈকস্তু পরস্পরম্ ॥ ২৪
 নামভিস্তে মহুস্ত্রেণ পূর্বাং যোধাঃ পরস্পরম্ ।
 যুদ্ধায় সমবর্তন্তু সমাহুয়েতরেতরম্ ॥ ২৫

ভীমসেন ও সাত্যকির মধ্যস্থানে সেই ব্যুহের অগ্রভাগে নরশ্রেষ্ঠ খেতাশ্ববাহন অর্জুন রহিলেন, বাহার সারথি সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। মধ্যদেশে রাজা যুধিষ্ঠির এবং মাত্রীপুত্র পাণ্ডুনন্দন নকুল-সহদেব ছিলেন ॥ ১৯

ইহাদের পরে সৈন্তসহ মহাযুদ্ধের বহু নরপতি অবস্থিত রহিলেন, বাহার ব্যুহশাস্ত্রে অধিক বিদ্বান্ ছিলেন। ইহারা এই ব্যুহের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ২০

এই ব্যুহের পশ্চাদ্ভাগে অভিমন্যু, মহারথী বিরাট, হর্ষ পূর্ণ জৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং রাক্ষস ঘটোৎকচ বিদ্যমান ছিলেন ॥ ২১

হে ভারত! এইরূপে স্বীয় সৈন্তের এই মহাব্যুহ নির্মাণ করিয়া যুদ্ধাভিলাষী ও বিজয়প্রার্থী শৌর্যশালী পাণ্ডবগণ সমরাদ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২২

সেই সময় রণভেরী বাদিত হইতেছিল। তাহার নির্মল শব্দের সহিত মিলিত হইয়া শব্দধ্বনি ও গর্জন, বাহ আশ্ফোটন এবং উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান প্রভৃতির শব্দে সমস্ত দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ২৩

রাজন্! তারপর সমস্ত শৌর্যশালী বীরগণ সমরাদ্বে উপস্থিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে অপলকনেজ্ঞে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

নরেন্দ্র! প্রথমে সেই যোদ্ধারা পরস্পরের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে পরস্পরের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৫

ততঃ প্রববুতে যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়াবহম্ ।
 তাবকানাং পরেষাঞ্চ নিম্নতামিতরেতরম্ ॥ ২৬
 নারাচা নিশিতাঃ সংখ্যে সম্পতস্তি স্ম ভারত ।
 ব্যাস্তাননা ভয়করা উরগা ইব সজ্জশঃ ॥ ২৭
 নিপ্পোভুবিমলাঃ শত্যাশ্চৈলধোতাঃ স্তুতেজনাঃ ।
 অসুদেভ্যো যথা রাজন্ ভ্রাজমানাঃ শতব্রুদাঃ ॥ ২৮
 গদাশ্চ বিমলৈঃ পট্টৈঃ পিনদ্ধাঃ স্বর্ণভূষিতৈঃ ।
 পতন্ত্যস্তত্র দৃশ্যন্তে গিরিশৃঙ্গোপমাঃ শুভাঃ ॥ ২৯
 নিম্বিংশাশ্চ ব্যাদৃশ্যন্ত বিমলাশ্বসন্নিভাঃ ।
 আর্ষভাগি বিচিত্রাণি শতচন্দ্রাণি ভারত ॥ ৩০
 অশোভন্ত রণে রাজন্ পাত্যমানানি সর্বশঃ ।
 তেহশ্রোত্রং সমরে সেনে যুধ্যামানে নরাধিপ ॥ ৩১
 অশোভেতাং যথা দেব-দৈত্যসেনে সমুত্ততে ।
 অভ্যজ্রবন্ত সমরে তেহশ্রোত্রং বৈ সমস্ততঃ ॥ ৩২

অনন্তর আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্তরা পরস্পর আঘাত প্রত্যাঘাত করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ২৬

ভারত! এই সময় মুখবিস্তারকারী ভয়ঙ্কর সর্পসমূহের দলে দলে পতনের শ্রায় যুদ্ধে তীক্ষ্ণ নারাচসমূহ পতিত হইতেছিল ॥ ২৭

রাজন্! তৈলধোত, নির্মল ও অতিশয় তেজস্বী শক্তিসমূহ জলবর্ষণরত মেঘমণ্ডল হইতে পতিত দ্ব্যতিযুক্ত বিদ্যাতের শ্রায় চারিদিকে পতিত হইতেছিল ॥ ২৮

স্বর্ণভূষিত নির্মল লৌহপত্রবিজড়িত স্তম্বর বহু গদা পর্কত-শিখরসমূহের শ্রায় লেহানে পতিত হইতে দেখা যাইল ॥ ২৯

ভারত! স্বচ্ছ আকাশসদৃশ খড়্গ এবং শত চন্দ্রের আকারে চিহ্নিত ঋষভচন্দ্রনির্মিত বিচিত্র বহু ঢাল দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। রাজন্! রণভূমিতে পতনোত্তত সেই তরবারি ও ঢালগুলি অতিশয় শোভা পাইতেছিল ॥

নরেশ্বর! উভয় পক্ষের সৈন্তগণ রণাঙ্গনে পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহারা পরস্পর যুদ্ধের জন্ত উত্তত দেবসৈন্ত ও দৈত্যসৈন্তগণের শ্রায় শোভা পাইতেছিলেন। তখন সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্তগণ রণাঙ্গনে চারিদিকে পরস্পরের উপর ধাবিত হইতে থাকিলেন ॥ ৩০-৩২

রথাস্ত রথিভিত্ত্বং প্রেষিতাঃ পরমাহবে ।
 যুগৈর্যুগানি সংগ্রিহ্য যুযুধ্ঃ পার্থিবর্ষভাঃ ॥ ৩৩
 দন্তিনাং যুধামানানাং সজ্জর্ষাং পাবকোহভবৎ ।
 দন্তেষু ভরতশ্রেষ্ঠ সধুমঃ সর্বতো দিশম্ ॥ ৩৪
 প্রাসৈরভিহতাঃ কেচিদ্ গজযোধাঃ সমস্ততঃ ।
 পতমানাঃ স্ম দৃশ্যন্তে গিরিশৃঙ্গারগা ইব ॥ ৩৫
 পাদাতাশ্চাপাদৃশ্যন্ত নিম্নস্তোহথ পরম্পরম্ ।
 চিত্ররূপধরাঃ শূরা নথরপ্রাসযোধনঃ ॥ ৩৬
 অশ্রোত্ব তে সমাসাত্ত কুরু-পাণ্ডবসৈনিকাঃ ।
 অশ্রুনা নাবিধৈর্ঘোঠৈ রণে নিম্নার্ষমক্ষয়ম্ ॥ ৩৭

রথীরা নিজ নিজ রথগুলিকে অভিজ্ঞত চালাইয়া মহা-
 যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া আসিলেন । শ্রেষ্ঠ ভূপতিগণ সেই সময় রথের
 যুগের সহিত যুগ মিলাইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! চারিদিকেই যুদ্ধরত দন্তর হস্তীরা নিজ নিজ
 দন্তের পরস্পর আঘাতের দ্বারা ধূমসহ অগ্নি উদ্গিরণ
 করিতেছিল ॥ ৩৪

বহু হস্তারোহী যোদ্ধাকে প্রাসসমূহের আঘাতে আহত হইয়া
 পর্কতশিখর হইতে পতিত যুদ্ধের জায় চারিদিকেই হস্তীর পৃষ্ঠ
 হইতে পতনরত দেখা বাইল ॥ ৩৫

নথর ও প্রাসসমূহের দ্বারা যুদ্ধকারী শৌর্যশালী বহু বীর
 পদাতি সৈনিককে পরস্পর প্রহার করিতে করিতে বিচিত্ররূপ
 ধারণ করিতে দেখা বাইল ॥ ৩৬

এইরূপে কোরব ও পাণ্ডব সৈন্তগণ রণাঙ্গনে পরস্পরের সহিত

শ্রীমদ্রহি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বোক্তগত ভীষ্মবধপর্কে অষ্টমদিবসের যুদ্ধআরম্ভবিষয়ক
 সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অহুবাদ সমাপ্ত ।

ততঃ শাস্তনবো ভীষ্মো রথযোষণে নাদয়ন্ ।
 অভ্যাগমদ্ রণে পার্থান্ ধনুঃশব্দেন মোহয়ন্ ॥ ৩৮
 পাণ্ডবানাং রথাস্চাপি নদন্তো ভৈরবঃ স্বনম্ ।
 অভ্যাজবন্ত সংযজ্ঞা ধৃষ্টদ্যাম্পুরোগমাঃ ॥ ৩৯
 ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তব তেষাঞ্চ ভারত ।
 নরাশ্চ-রথ-নাগানাং ব্যতিষক্তং পরম্পরম্ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি অষ্টমদিবসযুদ্ধারম্ভে
 সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৭

যুদ্ধে মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর নানাপ্রকার অস্ত্রের দ্বারা বিপক্ষের
 যোদ্ধাদিগকে ধমগৃহে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

তারপর এই সময়েই শাস্তনুন্দন ভীষ্ম নিজ রথের ঘর্ষ শব্দে
 চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে এবং ধনুর টঙ্কারধ্বনিতে
 সৈন্তগণকে মুচ্ছিত করিতে করিতে সমরাজ্যে পাণ্ডবসৈন্তদের
 উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৮

সেই সময় ধৃষ্টদ্যাম্পি পাণ্ডব মহারথীরাও ভয়ঙ্কর রবে নিনাদ
 করিতে করিতে যুদ্ধের জন্ত সম্মুখ হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইতে
 দৌড়াইয়া আসিলেন ॥ ৩৯

হে ভারত! তারপর আপনার ও পাণ্ডবগণের যোদ্ধাদের
 মধ্যে পরস্পর আবার তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল । তখন পদাতি,
 অশারোহী, রথারোহী ও গজারোহী যোদ্ধারা পরস্পরের সহিত
 যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন ॥ ৪০

অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

[ভীষ্মস্য পরাক্রমঃ, ভীমেনাষ্টানং ধৃতরাষ্ট্রপুত্রাণাং বিনাশঃ, ভীষ্ম-হৃষ্যোধনয়োৰ্যুদ্ধবিষয়িনী বার্তা চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ভীষ্ম তু সমরে ক্রুদ্ধং প্রতপন্তুঃ সমন্ততঃ ।

ন শেকুঃ পাণ্ডবা দ্রষ্টুং তপন্তুমিব ভাস্করম্ ॥ ১

ততঃ সর্বাণি সৈন্তানি ধর্মপুত্রস্ত শাসনাং ।

অভ্যদ্রবন্ত গাঙ্গেয়ং মর্দয়ন্তুঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২

স তু ভীষ্মো রণপ্লাঘী সোমকান্ সহস্রঞ্জয়ান্ ।

পাঞ্চালাংশ্চ মহেষ্ণাসান্ পাতয়ামাস সাযকৈঃ ॥ ৩

তে বধ্যমানা ভীষ্মেণ পাঞ্চালাঃ সোমকৈঃ সহ ।

ভীষ্মমেবাভ্যযুজুং ত্যক্ত্বা মৃত্যুকৃতং ভয়ম্ ॥ ৪

স তেষাং রথিনাং বারো ভীষ্মঃ শাস্তনবো যুধি ।

চিচ্ছেদ সহসা রাজন্ বাহুনথ শিরাংসি চ ॥ ৫

বিরথান্ রথিনশ্চক্রে পিতা দেবব্রতস্তুব ।

পতিতান্যন্তমাজানি হয়েভ্যো হয়সাদিনাম্ ॥ ৬

নির্মহুস্ত্যাংশ্চ মাতঙ্গান্ শয়ানান্ পর্বতোপমান্ ।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ঃ ।

[ভীষ্মের পরাক্রম, ভীমসেনকর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের আট পুত্রের বিনাশ এবং হৃষ্যোধন ও ভীষ্মের যুদ্ধবিষয়ক কথাবার্তা ।]

সঞ্জয় বলিলেন,— রাজন্! যেরূপ তাপদানরত সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা কঠিন, সেইরূপ যখন ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে স্বীয় প্রতাপ প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময় পাণ্ডবসৈন্তগণ তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই পারিতেছিলেন না ॥ ১

তদনন্তর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের অহুমতিতে সমস্ত সৈন্তই সেই গদানন্দন ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন, যিনি স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণ-সমূহে পাণ্ডব সৈন্তদিগকে মর্দন করিতেছিলেন ॥ ২

রণপ্লাঘী ভীষ্ম স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা সোমক, সঞ্জয় ও পাঞ্চাল মহাধনুর্ধর বীরগণকে রণভূমিতে পতিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩

ভীষ্মকর্তৃক আহত সেই সোমক, (সঞ্জয়) ও পাঞ্চাল সৈন্তগণ যত্নভয় পরিহার করত অতিক্রান্ত ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪

রাজন্! বীর শাস্তনন্দন ভীষ্ম এই যুদ্ধে সহসা সেই রথী বীর সৈন্তগণের বাহ ও মন্তকসমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৫

আপনার শিতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম বহুসংখ্যক রথী সৈন্তগণকে রথহীন করিয়া দিলেন। আখারোহী সৈন্তগণের মন্তক ছেদন

অপশ্যাম মহারাজ ভীষ্মাশ্রয়ে প্রমোহিতান্ ॥ ৭

ন তত্রাসীৎ পূমান্ কশ্চিৎ পাণ্ডবানাং বিশাম্পতে ।

অশ্রুত রথিনাং শ্রেষ্ঠাদ্ ভীমসেনান্নহাবলাং ॥ ৮

স হি ভীষ্মং সমাসাত্ত তাড়য়ামাস সংযুগে ।

ততো নিষ্টানকো ঘোরো ভীষ্ম-ভীমসমাগমে ॥ ৯

বভূব সর্বসৈন্তানাং ঘোররূপো ভয়ানকঃ ।

তথৈব পাণ্ডবা হৃষ্টাঃ সিংহনাদমথানদন্ ॥ ১০

ততো হৃষ্যোধনো রাজা সোদধৈঃ পরিবারিতঃ ।

ভীষ্মং জুগোপ সমরে বর্তমানে জনক্ষয়ে ॥ ১১

ভীমস্ত সারথিং হৃষ্টা ভীষ্মস্ত রথিনাং বরঃ ।

প্রক্রান্তে রথে তস্মিন্ দ্রবমাগে সমন্ততঃ ॥ ১২

(চচার যুধি রাজেন্দ্র ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।

সুনাভস্তব পুত্রো বৈ ভীমসেনমুপাদ্রবৎ ॥

কারয়া অশপৃষ্ঠ হইতে ভূপাতত করিতে লাগিলেন ॥ ৬

মহারাজ! আমরা দেখিলাম—ভীষ্মের অশ্রে মুচ্ছিত হইয়া বহুসংখ্যক পর্বতাকার গজরাজ রণভূমিতে পড়িয়া আছে এবং তাহাদের নিকট কোন মাহুঘই ছিল না ॥ ৭

প্রজানাত! সেই সময় সেখানে রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবল ভীমসেন ব্যতীত পাণ্ডবগণের কোন বীরই ভীষ্মের নিকট যুদ্ধে অবস্থান করিতে পারিলেন না ॥ ৮

তিনিই যুদ্ধে ভীষ্মের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে স্বীয় অস্ত্রাঘাতে তাড়িত করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম ও ভীমসেনের মধ্যে যুদ্ধ চালবার সময় সৈন্তগণের মধ্যে মহাকালাহল পড়িয়া গেল এবং পাণ্ডবগণ হুট হইয়া তারত্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৯-১০

যে সময় এই যুদ্ধে সেই লোকক্ষয় হইতেছিল, সেই সময়ই রাজা হৃষ্যোধন নিজ জাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং ভীষ্মকে রক্ষা করিতে থাকিলেন ॥ ১১

এই সময় রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমসেন ভীষ্মের সারথিকে বধ করিলেন। তখন উহার অশ্বগণ সেই রথ লইয়া রণাঙ্গনের চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল ॥ ১২

রাজেন্দ্র! ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ভীমসেন এই যুদ্ধে সর্বদিকেই বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্র সুনাভ

জ্ঞান নিশ্চিতবর্ণার্থমং বিব্যাধ সপ্তভিঃ ।
 ভীমসেনঃ স্ত্রসংক্রুদ্ধঃ শরেণ নতপৰ্ণণা ॥)
 সুনাত্ত শরেণাশু শিরশ্চিচ্ছেদ ভারত ।
 কুরপ্রাণে স্ত্রীতীক্ষ্ণেন স হতো স্ত্রপতং ভূবি ॥ ১৩
 হতে তস্মিন্ মহারাজ তব পুত্রে মহারথে ।
 নাম্র্যস্ত রণে শূরাঃ সোদরাঃ সপ্ত সংযুগে ॥ ১৪
 আদিত্যকেতুর্বহ্মাশী কুণ্ডধারো মহোদরঃ ।
 অপরাজিতঃ পণ্ডিতকো বিশালাক্ষঃ স্তূৰ্জয়ঃ ॥ ১৫
 পাণ্ডবং চিত্রসম্মাহা বিচিত্রকবচধ্বজাঃ ।
 অভ্যজবস্ত্র সংগ্রামে যোদ্ধু কামারিমর্দনাঃ ॥ ১৬
 মহোদরস্ত সমরে ভীমং বিব্যাধ পত্রিভিঃ ।
 নবভির্জঙ্গসঙ্কশৈর্নমুচিং ব্রতহা যথা ॥ ১৭
 আদিত্যকেতুঃ সপ্তত্যা বহ্মাশী চাপি পঞ্চভিঃ ।
 নবত্যা কুণ্ডধারশ্চ বিশালাক্ষশ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ১৮
 অপরাজিতো মহারাজ পরাজিফুর্মহারথম্ ।

শরৈর্বহুভিরানর্ছদ্ ভীমসেনং মহাবলম্ ॥ ১২
 রণে পাণ্ডিতকশৈশ্চনং ত্রিভির্বাণৈঃ সমার্পয়ং ।
 স তন্ন মমৃষে ভীমঃ শত্রুভির্বধমাহবে ॥ ২০
 ধনুঃ প্রপীডা বামেন করেণামিত্রকর্ষণঃ ।
 শিরশ্চিচ্ছেদ সমরে শরেণানতপৰ্ণণা ॥ ২১
 অপরাজিতস্ত স্ত্রসং তব পুত্রস্ত সংযুগে ।
 পরাজিতস্ত ভীমেন নিপপাত শিরো মহীম্ ॥ ২২
 অথাপরেণ ভল্লেন কুণ্ডধারং মহারথম্ ।
 প্রাহিণোঽমৃত্যুলোকায় সর্বলোকস্ত পশ্যতঃ ॥ ২৩
 ততঃ পুনরমেয়াত্মা প্রসঙ্কায় শিলীমুখম্ ।
 শ্রেয়ামাস সমরে পণ্ডিতং প্রীতি ভারত ॥ ২৪
 স শরঃ পণ্ডিতং হত্বা বিবেশ ধরণীতলম্ ।
 যথা নরং নিহত্যাশু ভূজগঃ কালচোদিতঃ ॥ ২৫
 বিশালাক্ষশিরশ্চিহ্না পাতয়ামাস ভূতলে ।
 ত্রিভিঃ শরৈরদীনাত্মা স্মরন্ ক্লেশং পুরাতনম্ ॥ ২৬

ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন এবং তাঁহাকে সাতটি তীক্ষ্ণ
 বাণে বিদ্ধ করিলেন । ভারত । তখন ভীমসেনও অত্যন্ত
 ক্রুদ্ধ হইয়া আনতপর্কযুক্ত ক্ষুরগ্রনামক বাণে অতি সত্তর
 সুনাত্তের শিরশ্চিচ্ছেদ করিলেন । তিনি তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রবাণে নিহত
 হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১৩

মহারাজ ! আপনার সেই মহারথী পুত্র নিহত হইলে,
 সেখানে উপস্থিত তাঁহার সাত রণবীর ভ্রাতা ভীমসেনের এই
 অপরাধ সঙ্ক করিতে পারিলেন না ॥ ১৪

আদিত্যকেতু, বহ্মাশী, কুণ্ডধার, মহোদর, অপরাজিত,
 পণ্ডিতক ও অভ্যজ দুর্জয় বীর বিশালাক্ষ—এই সাত শত্রুমর্দন
 ভ্রাতা বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বিচিত্র কবচ ও ধ্বজ ধারণ
 করত যুদ্ধের ইচ্ছায় পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের উপর আক্রমণ
 করিলেন ॥ ১৫-১৬

যেদ্রুপ ব্রতবিনাশক ইন্দ্র নমুচৈর্দৈত্যের উপর অস্ত্রপ্রহার
 করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহোদর সমরারণে বীর বজ্রতুল্য নয়টি
 বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৭

মহারাজ ! আদিত্যকেতু সত্তর, বহ্মাশী পাঁচ, কুণ্ডধার নব্বই,
 বিশালাক্ষ পাঁচ ও মহারথী অপরাজিত শত্রু ভীমসেনকে
 পরাজিত করিবার জন্য তাঁহাকে বহু বাণে পীড়িত করিতে
 লাগিলেন ॥ ১৮-১৯

পণ্ডিতক এই যুদ্ধে তিন বাণে ভীমসেনকে আহত করিয়া
 ফেলিলেন । তখন ভীমসেন রণাঙ্গনে শত্রুকৃত এই প্রহার সঙ্ক
 করিতে পারিলেন না ॥ ২০

সেই সময় এই শত্রুমর্দন বীর বাম হস্তে ধনুকে উত্তমরূপে
 দাবাইয়া ধরিয়া আনতপর্কযুক্ত একটি বাণেই আপনার পুত্র
 অপরাজিতের হৃদয় নাসিকাশোভিত মস্তক ছেদন করিয়া
 ফেলিলেন ।

ভীমসেন কর্তৃক পরাজিত হইয়া অপরাজিতের মস্তক ভূতলে
 পতিত হইল । তাহার পর ভীমসেন অপর এক ভল্লের দ্বারা
 সকলের প্রত্যেকেই মহারথী কুণ্ডধারকে বমালয়ে প্রেরণ
 করিলেন ॥ ২১-২৩

ভরতনন্দন ! তারপর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন ভীমসেন
 রণাঙ্গনে পুনরায় অপর একটি বাণ সন্ধান করত তাহাকে
 পণ্ডিতকের দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৪

যেদ্রুপ কালপ্রেরিত সর্প কোন মাছুষকে দংশন করিয়া শীঘ্র
 অদৃশ্য হইয়া যায়, সেইরূপ ঐ বাণ পণ্ডিতককে বধ করিয়া ধরাভূলে
 প্রবেশ করিল ॥ ২৫

তারপর উদারহৃদয় ভীমসেন নিজের পূর্ব ক্লেশসমূহ স্মরণ
 করিয়া তিন বাণে বিশালাক্ষের মস্তক ছেদন করত ভূতলে
 পাতিত করিলেন ॥ ২৬

মহোদরং মহেষ্ণাসং নারাজেন স্তনাস্তরে ।
 বিব্যাধ সমরে রাজন্ স হতো নৃপতদ্ ভুবি ॥ ২৭
 আদিত্যকেতোঃ কেতুঞ্চ হিষা বাণেন সংযুগে ।
 ভল্লেন ভৃশভীক্সেন শিরশ্চিচ্ছেদ ভারত ॥ ২৮
 বহ্মাশিনং ততো ভীমঃ শরেনানতপৰ্শণা ।
 প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো যমস্ত সদনং প্রতি ॥ ২৯
 প্রহৃৎবৃন্ততস্তেহস্তে পুত্রাস্তব বিশাম্পতে ।
 মন্ত্রমানা হি তৎ সত্যং সভায়াং তস্ত ভাষিতম্ ॥ ৩০
 ততো দুর্যোধনো রাজা ভ্রাতৃব্যসনকর্শিতঃ ।
 অত্রবীৎ তাবকান্ যোধান্ ভীমোহয়ং যুধি বধ্যতাম্ ॥ ৩১
 এবমেতে মহেষ্ণাসাঃ পুত্রাস্তব বিশাম্পতে ।
 ভ্রাতৃন্ সন্দৃশ্য নিহতান্ প্রাশ্নয়ন্তে হি তদ্ বচঃ ॥ ৩২
 যদুক্তবান্ মহাপ্রাজ্ঞঃ কস্তা হিতমনাময়ম্ ।
 তদিদং সমুদ্রপ্রাপ্তং বচনং দিব্যদর্শিনঃ ॥ ৩৩

রাজন্! তদনন্তর তিনি মহাধনুর্ধর মহোদরের বক্ষঃস্থলে একটি নারাচ প্রহার করিলেন। তাহাতে তিনি নিহত হইয়া কূতলশায়ী হইলেন ॥ ২৭

ভারত! তাহার পর ভীমসেন রণাঙ্গনে একটি বাণে আদিত্যকেতুর ধ্বজ ছেদন করিয়া ভীক্স ভল্লের দ্বারা উহার শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৮

অনন্তর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভীমসেন আনতপর্শয়ুক্ত বাণে বহ্মাশীকেও বধ করিয়া যমগৃহে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৯

প্রজানাত! তখন আপনার অপর পুত্রগণ ভীমসেন কর্তৃক কৌরবশতায় কৃত প্রতিজ্ঞাকে সত্য মনে করিয়া ক্রুত পলায়ন করিলেন ॥ ৩০

ভ্রাতৃগণের মৃত্যুতে রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত কষ্ট পাইলেন, অতএব তিনি তখন সমস্ত সৈন্যকে অল্পমতি করিলেন যে, এই ভীমসেনকে আপনারা বধ করুন ॥ ৩১

প্রজাপালক! এইভাবে আপনার মহাধনুর্ধর পুত্রগণ নিজ ভ্রাতৃবৃন্দকে নিহত হইতে দেখিয়া সেই বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন, যাহা মহাজ্ঞানী বিদুর বলিয়াছিলেন। তাঁহারা চিন্তা করিলেন—দিব্যদর্শী বিদুর আমাদের কুশল ও হিতের জন্ত যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, সেই সবই আজ প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩২-৩৩

অনেশ্বর! আপনিও আপনার পুত্রগণের উপর প্রীতিবশতঃ

লোভ-মোহসমাবিষ্টঃ পুত্রপ্রীত্যা জনাধিপ ।
 ন বুধ্যসে পুরা যৎ তৎ তথ্যমুক্তং বচো মহৎ ॥ ৩৪
 তথৈব চ বধার্থায় পুত্রাণাং পাণ্ডবো বলী ।
 নূনং জাতো মহাবাহুর্হথা হস্তি স্য কৌরবান্ ॥ ৩৫
 ততো দুর্যোধনো রাজা ভীম্যমাসাত্ত সংযুগে ।
 দুর্যোধন মহতাবিষ্টো বিললাপ স্নঃখিতঃ ॥ ৩৬
 নিহতা ভ্রাতরঃ শূরা ভীমসেনেন মে যুধি ।
 যতমানাস্থথান্বেহপি হস্তান্তে সর্বসৈনিকাঃ ॥ ৩৭
 ভবাংশচ মধ্যস্থতয়া নিত্যমশ্রামুপেক্ষতে ।
 সোহহং কুপথমাক্রুতঃ পশ্য দৈবমিদং মম ॥ ৩৮
 এতচ্ছ্রদ্ধা বচঃ ক্রুরং পিতা দেবব্রতস্তব ।
 দুর্যোধনমিদং বাক্যমত্রবীৎ সাঞ্চলোচনঃ ॥ ৩৯
 উক্তমেতন্ময়া পূর্বং দ্রোণেন বিদুরেণ চ ।
 গান্ধারীয়া চ যশস্বিত্যা তৎ স্বং তাত ন বুদ্ধবান্ ॥ ৪০

লোভ ও মোহে বলীভূত হইয়া, বিদুর পূর্বে যে সত্য ও হিতপূর্ণ নীতিসঙ্গত বাক্য বলিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে আপনি কোন বুঝিবার চেষ্টাই করেন নি ॥ ৩৪

তাঁহার কথাহুসারেই বলবান্ পাণ্ডুপুত্র মহাবাহু ভীম আপনার পুত্রগণের বধের কারণ হইয়াছেন এবং সেইরূপেই তিনি কৌরবগণের সর্বনাশও করিতেছেন ॥ ৩৫

সেই সময় রাজা দুর্যোধন ভীমের নিকট যাইয়া অভিশয় দ্বঃখিত হইয়া অত্যন্ত শোকাভিভূতচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

পিতামহ! ভীমসেন যুদ্ধে আমার বীর ভ্রাতাদিগকে বধ করিয়াছে এবং অস্ত্র সমস্ত সৈন্যগণও বিজয়ের জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া অসফলতাবশতঃ নিজেরাই নিহত হইতেছে ॥ ৩৭

আপনি মধ্যস্থ হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া আমাদের সর্বদা উপেক্ষা করিয়াছেন। সেই আমি আজ কুপথে চলিতেছি, আপনি আমার এই দুর্ভাগ্যকে অবলোকন করুন ॥ ৩৮

এই ক্রুরতাপূর্ণ বাক্য শুনিয়া আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীম নিজ নেত্র হইতে অশ্রুমোচন করিতে করিতে দুর্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৯

তাত! আমি, দ্রোণাচার্য্য, বিদুর ও যশস্বিনী গান্ধারী পূর্বেই এই সব কথা বলিয়া দিয়াছি, কিন্তু তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই ॥ ৪০

সময়শ্চ ময়া পূৰ্বে কৃতো বৈ শত্রুর্কর্শন ।
নাহং যুধি নিযোক্তব্যো নাপ্যাচার্য্যঃ কথঞ্চন ॥ ৪১
যং যং হি ধার্তরাষ্ট্রাণাং ভীমো ভ্রক্ষ্যতি সংযুগে ।
হনিষ্যতি রণে নিত্যং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৪২
স ত্বং রাজন্ স্থিরো ভূষা রণে কৃষা দৃঢ়াং মতিম্ ।
যোধয়স্ব রণে পার্থান্ স্বর্গং কৃষা পরায়ণম্ ॥ ৪৩

ন শক্যাঃ পাণ্ডবা জ্ঞেতুং সৈশ্চৈরপি সুরাসুরৈঃ ।
তস্মাদ্ যুদ্ধে স্থিরাং কৃষা মতিং যুধ্যস্ব ভারত ॥ ৪৪

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সুনাতাদিধৃতরাষ্ট্রপুত্রবধে
অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

শত্রুহৃদন! আমি পূর্বেই তোমাকে আমার এই সিদ্ধান্ত
জানাইয়া দিয়াছি যে, তোমার আমাকে ও দ্রোণাচার্য্যকে যুদ্ধে
নিয়োগ করা কোনরূপেই উচিত হইবে না। (কারণ, আমাদের
স্নেহ কৌরব ও পাণ্ডবগণের উপর সমান) ॥ ৪১

আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিয়া দিতেছি যে, ভীমসেন
রণাক্ষনে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের মধ্যে যাহাকে যাহাকে সম্মুখে
দেখিতে পাইবে, প্রতিদিন অবশ্যই তাহাকে বধ করিবে ॥ ৪২

ক্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বোক্তগত ভীষ্মবধপর্বকো সুনাতাদিধৃতরাষ্ট্রপুত্রবধের বধবিধিক
অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

একোননবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

[কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধম্, ভয়ানক-লোকক্ষয়শ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

দৃষ্ট্য়া মে নিহতান্ পুত্রান্ বহুনেকেন সঞ্জয় ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপশ্চৈব কিমকুর্ভত সংযুগে ॥ ১
অহম্ভহনি মে পুত্রাঃ ক্ষয়ং গচ্ছন্তি সঞ্জয় ।
মম্ভেহং সর্বথা সূত দৈবেনোপহতা ভূশম্ ॥ ২
যত্র মে ভনয়াঃ সর্বে জীয়ন্তে ন জয়ন্ত্যত ।
যত্র ভীষ্মস্ত্র দ্রোণস্ত্র কৃপস্ত্র চ মহাশ্বনঃ ॥ ৩

একোননবতিতম অধ্যায় ।

[কৌরব ও পাণ্ডবসৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ ও ভয়ানক লোকক্ষয় ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! একমাত্র ভীমসেন কর্তৃক যুদ্ধে
আমার বহু পুত্রকে নিহত হইতে দেখিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য
কি করিলেন? ১

আমার পুত্ররা প্রতিদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। সূত! আমার
সর্বপ্রকারে আজ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি ॥ ২

দুর্ভাগ্যের অধীনতাবশতঃ আমার পুত্রগণ পরাজিত হইতেছে,
বিজয়লাভ করিতে পারিতেছে না। যেখানে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য,

সৌমদত্তেশ্চ বীরশ্চ ভগদত্তশ্চ চোভয়োঃ ।
অশ্বখান্নস্তথা তাত শূরাণামনিবর্তিনাম্ ॥ ৪
অশ্বেষাং চৈব শূরাণাং মধ্যগাস্তনয়া মম ।
যদহম্ভস্ত সংগ্রামে কিমম্ভদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৫
ন হি হৃষ্যোধনো মন্দঃ পুরা প্রোক্তমবুধ্যত ।
বার্য্যমাণো ময়া তাত ভীষ্মেণ বিহুরেণ চ ॥ ৬
গান্ধার্যা চৈব হৃর্মেশাঃ সততং হিতকাময়া ।
নাবুধ্যত পুরা মোহাং তস্ত্র প্রাপ্তমিদং ফলম্ ॥ ৭

মহাত্মা কৃপাচার্য্য, বীরবর ভূরিপ্রভা, ভগদত্ত, অশ্বখামাও যুদ্ধে
অপরাজিত অস্ত্রাশ্রয় সকল বীরগণের মধ্যে থাকিয়া আমার পুত্রগণ
প্রতিদিন সংগ্রামে নিহত হইতেছে, সেখানে দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর
কি কারণ থাকিতে পারে? ৩-৫

মুখ্য হৃষ্যোধন পূর্বে আমার কথার উপর গুরুত্ব দিয়া কোনরূপ
কিছু বুঝিবার চেষ্টাই করেন নাই। তাত! আমি, ভীষ্ম, বিদুর
ও গান্ধারীও সর্বদা হিতকামনা করিয়া হৃর্মতি হৃষ্যোধনকে বার
বার নিবেদন করিয়াছি; কিন্তু সে পূর্বে মোহবশতঃ আমাদের এই
উপদেশ বাক্য গ্রাহ্যই করেন নাই। তাহারই এই ফল আজ প্রাপ্ত

যদ্ ভীমসেনঃ সমরে পুত্রান্ মম বিচেতসঃ ।

অহম্ভাহনি সংক্রুদ্ধো নয়তে যমসাদনম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ ।

ইদং তৎ সমনুপ্রাপ্তং ক্ষত্বর্চনমুত্তমম্ ।

ন বুদ্ধবানসি বিভো প্রোচ্যমানং হিতং তদা ॥ ৯

নিবারয় স্মৃতান্ দূতান্ পাণ্ডবান্ মা ক্ৰেহতি চ ।

সুহৃদাং হিতকামানাং ক্রবতাং তৎ তদেব চ ॥ ১০

ন শুক্রবসি তদ্ বাক্যং মর্ত্যঃ পথ্যমিবৌষধম্ ।

তদেব স্বামনুপ্রাপ্তং বচনং সাধুভাষিতম্ ॥ ১১

বিহুর-দ্রোণ-ভীষ্মাণাং তথাশ্রেষ্ঠাং হিতৈষণাম্ ।

অকৃতা বচনং পথ্যং ক্ষয়ং গচ্ছন্তি কৌরবাঃ ॥ ১২

তদেতৎ সমনুপ্রাপ্তং পূর্বমেব বিশাম্পতে ।

তন্ম্যাং স্বং শৃণু তৎস্বেন যথা যুদ্ধমবর্তত ॥ ১৩

মধ্যাহ্নে স্মমহারোদ্রঃ সংগ্রামঃ সমপত্তত ।

লোকক্ষয়করো রাজ্যংস্তম্বে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১৪

হইয়াছে, যেজন ভীমসেন যুদ্ধে অত্যন্ত কুপিত হইয়া আমার মূর্খ পুত্রগণকে প্রতিদিন যমলোকে প্রেরণ করিতেছে ॥ ৬-৮

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রভো! সেই সময় আপনি যে, বিহুরের প্রদত্ত উত্তম ও হিতকর উপদেশ বাক্য শুনিয়াও তাহা মানিয়া লইবার চেষ্টা করেন নাই, তাহারই এই ফল আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৯

তিনি তখন আপনাকে বলিয়াছিলেন যে, আপনি আপনার পুত্রগণকে পাশাখেলা হইতে নিবৃত্ত করুন। আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী অস্ত্রাশ্রয় সুহৃদগণও আপনাকে ঐ কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু যেক্রপ মরণাপন্ন ব্যক্তি হিতকর ঔষধকেও পান করিতে ইচ্ছুক হয় না, সেইরূপ আপনি তখন এই সব হিতকর বাক্যকে শুনিতেই চাহেন নাই। অতএব সজ্জন বিহুর যাহা বলিয়াছেন, সেইরূপই পরিণাম আজ আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০-১১

বিহুর, দ্রোণ, ভীষ্ম ও অস্ত্রাশ্রয় হিতৈষী ব্যক্তিগণের হিতকর বাক্য না মানারই ফলস্বরূপ এই কৌরবদিগের বিনাশ হইতেছে ॥ ১২

প্রজানাপ! এই সব ত' পূর্কেই আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব এখন যেভাবে সেই ফলের অমূলক যুদ্ধ হইতেছে, তাহাই প্রবণ করুন ॥ ১৩

রাজন! সেই দিন বিপ্রহর হইতেই মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া

ততঃ সর্বাণি সৈন্তানি ধর্মপুত্রস্ত শালনাং ।

সংরক্ষাশ্রভ্যবর্তন্ত ভীষ্মমেব জিহাংসয়া ॥ ১৫

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ সাত্যকিচ্চ মহারথঃ ।

যুক্তানীকা মহারাজ ভীষ্মমেব সমভ্যয়ুঃ ॥ ১৬

বিরাটো দ্রুপদশ্চৈব সহিতাঃ সর্বসোমকৈঃ ।

অভ্যদ্রবন্ত সংগ্রামে ভীষ্মমেব মহারথম্ ॥ ১৭

কেকয়া ধৃষ্টকেতুচ্চ কুন্তিভোজশ্চ দংশিতাঃ ।

যুক্তানীকা মহারাজ ভীষ্মমেব সমভ্যয়ুঃ ॥ ১৮

অর্জুনো দ্রৌপদেয়াশ্চ চেকিতানশ্চ বীর্যবান্ ।

দুর্যোধনসমাদিষ্টান্ রাজ্ঞঃ সর্বান্ সমভ্যয়ুঃ ॥ ১৯

অভিমন্যুস্তথা শূরো হৈড়িম্বশ্চ মহারথঃ ।

ভীমসেনশ্চ সংক্রুদ্ধস্তেহ ভ্যাধাবন্ত কৌরবান্ ॥ ২০

ত্রিধাতুৈতরবধ্যস্ত পাণ্ডবৈঃ কৌরবা যুধি ।

তথৈব কৌরবৈ রাজন্নবধ্যস্ত পরে রণে ॥ ২১

বাইল, যে যুদ্ধ গুরুতর লোকক্ষয়ের কারণ হইয়াছিল। আমি উহা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন ॥ ১৪

তদনন্তর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের আদেশে অতিশয় ক্রুদ্ধ তাঁহার সকল সৈন্তবাহিনী ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন। ইহারা সকলে ভীষ্মকে বধ করিতে অভিলষী ছিলেন ॥ ১৫

মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও মহারথী সাত্যকি—ইহারা সকলেই সঙ্গীতে ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৬

রাজা বিরাট এবং সমস্ত সোমকগণের সহিত দ্রুপদ সংগ্রামে মহারথ ভীষ্মের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ১৭

মহারাজ! কেকয়, ধৃষ্টকেতু ও কবচধারী কুন্তিভোজ—ইহারাও সকলে সৈন্তবাহিনীর সহিত ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন ॥ ১৮

অর্জুন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও পরাক্রমশালী চেকিতান—ইহারা সকলে দুর্যোধন কর্তৃক প্রেরিত সমস্ত রাজাদিগের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৯

শৌর্ধ্যশালী বীর অভিমন্যু, মহারথী ঘটোৎকচ এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ ভীমসেন—ইহারা সকলে কৌরবগণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ২০

রাজন! পাণ্ডবেরা তিনটি দলে বিভক্ত হইয়া কৌরবগণকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ কৌরবেরাও রণাঙ্গনে পক্ষদিককে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

জ্যোন্ত রথিনঃ জ্যেষ্ঠান্ সোমকান্ সৃজয়ৈঃ সহ ।
 অভ্যধাবত সংক্রু ক্ঃ প্রেষয়িত্বান্ যমক্ষয়ম্ ॥ ২২
 তত্রাক্রন্দো মহানাসীং সৃজয়ানাং মহাত্মনাম্ ।
 বধ্যতাং সমরে রাজন্ ভারদ্বাজেন ধ্বিনা ॥ ২৩
 জ্যোনেন নিহতাস্তত্র ক্ষত্রিয়া বহবো রণে ।
 বিচেষ্টস্তো হৃদশস্ত ব্যাধিক্রিষ্টা নরা ইব ॥ ২৪
 কৃজতাং ক্রন্দতাং চৈব স্তনতাং চৈব ভারত ।
 অনিশং শুক্রবে শবঃ ক্ষুংক্রিষ্টানাং নৃণামিব ॥ ২৫
 তথৈব কোরবেয়াণাং ভীমসেনো মহাবলঃ ।
 চকার কদনং ঘোরং ক্রু ক্ঃ কাল ইবাপরঃ ॥ ২৬
 বধ্যতাং তত্র সৈন্তানামন্তোন্তেন মহারণে ।
 প্রাবর্তত নদী ঘোরা রুধিরৌঘপ্রবাহিনী ॥ ২৭
 স সংগ্রামো মহারাজ ঘোররূপোহভবন্নহান্ ।
 কুরুগাং পাণ্ডবানাঞ্চ যমরাষ্ট্রবিবর্ধনঃ ॥ ২৮
 ততো ভীমো রণে ক্রুদ্ধো রভসশ্চ বিশেষতঃ ।

জ্যোণাচার্য্য শ্রেষ্ঠ রথী সোমক ও সৃজয়গণকে যমলোকে প্রেরণ
 করিবার জন্ত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের দিকে ধাবিত
 হইলেন ॥ ২২

রাজন্! ধ্বংস কর জ্যোণাচার্য্য কর্তৃক সমরাজ্যে যত্নবরণ
 করিতে করিতে মহাত্মা সৃজয়গণের মহা আর্জুনাদ শুনা যাইতে
 লাগিল ॥ ২৩

জ্যোণাচার্য্য কর্তৃক নিহত হইয়া বহু ক্ষত্রিয়কে রণভূমিতে
 ব্যাধিগ্রস্ত মস্তকগণের শ্রায় ছটফট করিতে দেখা যাইল ॥ ২৪

ভরতনন্দন! ক্ষুধাপীড়িত মস্তকদিগের শ্রায় কৃজন (অস্পষ্ট
 বাক্য), ক্রন্দন এবং গর্জনকারী ঘোড়াগণের বহু শব্দ নিরন্তর শ্রুতি-
 গোচর হইতে লাগিল ॥ ২৫

এইরূপে মহাবল ভীমসেনও ক্রুদ্ধ অপর কালের শ্রায় কোরব-
 সৈন্তগণের ভয়ঙ্কর সংহার করিতে থাকিলেন ॥ ২৬

এই মহাযুদ্ধে পরস্পর প্রহারে যরণোত্তত সৈন্তগণের রক্তরাশি-
 প্রবাহিনী এক ভয়ঙ্করী নদী বহিয়া চলিল ॥ ২৭

মহারাজ! কোরব ও পাণ্ডবগণের এই সংগ্রাম অত্যন্ত
 ঘোরতর আকার ধারণ করিল এবং উহা কেবল যমলোকেই বৃদ্ধি
 করিতেছিল ॥ ২৮

তখন যুদ্ধে বিশেষ বেগশালী ভীমসেন কুপিত হইয়া হস্তী-
 সৈন্তদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে যত্নের মুখে প্রেরণ
 করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

ভারত! সেখানে ভীমের নারাজের আঘাতে পীড়িত হইয়া

গজানীকং সমাসান্ত প্রেষয়ামাস যত্নাবে ॥ ২৯

তত্র ভারত ভীমেন নারাচাভিহতা গজাঃ ।

পেতুর্নেত্ৰশ্চ সেত্ৰশ্চ দিশশ্চ পরিবজ্রমুঃ ॥ ৩০

হিঙ্গহস্তা মহানাগাশ্চিন্নগাত্ৰাশ্চ মারিষ ।

ক্রৌঞ্চবদ্ ব্যানদন্ ভীতা পৃথিবীমধিশেরতে ॥ ৩১

নকুলঃ সহদেবশ্চ হয়ানীকমভিক্রতো ।

তে হয়ঃ কাঞ্চনপীড়া কুলভাণ্ডপরিচ্ছদাঃ ॥ ৩২

বধ্যমানা ব্যদৃশস্ত শতশোথ সহস্রশঃ ।

পতন্তিস্তুরগৈ রাজন্ সমাস্তৌর্য্যত মেদিনী ॥ ৩৩

নিজিহ্বেশ্চ শ্বসন্তিশ্চ কৃজন্তিশ্চ গতাসুভিঃ ।

হয়ৈর্বভো নরশ্রেষ্ঠ নানারূপধরৈর্ধরা ॥ ৩৪

অর্জুনেন হতৈঃ সংখ্যে তথা ভারত রাজভিঃ ।

প্রবভো বসুধা ঘোরা তত্র তত্র বিশাম্পতে ॥ ৩৫

রথৈর্ভগ্নৈর্ধ্ব জৈচ্ছিন্নৈর্নিকৃষ্টৈশ্চ মহায়ুধৈঃ ।

চামরৈর্বাঞ্জনৈশ্চৈব ছত্রৈশ্চ সুমহাপ্রভৈঃ ॥ ৩৬

হাতীরা পতিত হইতে লাগিল, চীৎকার করিতে থাকিল, বসিয়া
 পড়িল অথবা নানাদিকে পলাইয়া যাইল ॥ ৩০

আর্য্য! শুণ্ড ও অন্তান্ত অঙ্গ ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় হাতীরা
 ভীত হইয়া ক্রৌঞ্চপক্ষীর শ্রায় চীৎকার করিতে এবং ধরাশায়ী
 হইতে লাগিল ॥ ৩১

নকুল ও সহদেব অশারোহী সৈন্তদের উপর আক্রমণ
 করিলেন । রাজন্! সেই অশ্বগণ স্বর্ণের পৃষ্ঠান্তরণ ও অন্তান্ত
 স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত ছিল । ইহাদের সকলকে শত শত সহস্র
 সহস্র সংখ্যায় নিহত হইয়া ভূপাতিত হইতে দেখা যাইল ॥

রাজন্! সেখানে পতিত অশ্বগণের যত্নদেহে রণভূমি
 বিস্তৃত হইয়া পড়িল । তখন বহু অশ্বের জিহ্বা বাহির হইয়া
 আসিতেছিল, বহু অশ্ব দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিল, বহু অশ্ব আবার
 অব্যক্ত শব্দ করিতেছিল এবং বহু অশ্বের প্রাণ বহির্গত হইতে-
 ছিল । নরশ্রেষ্ঠ! এইরূপ বিভিন্ন রূপধারী বহু অশ্ব আচ্ছাদিত
 হইয়া রণধরীর অপূর্ণ শোভা প্রকাশ পাইতেছিল ॥ ৩২-৩৪

ভারত! প্রজানাত! সেখানে অর্জুন কর্তৃক যুদ্ধে নিহত
 বহু রাজগণে পূর্ণ যুদ্ধভূমি অতিশয় ভয়ানক বলিয়া মনে
 হইতেছিল ॥ ৩৫

রাজন্! ভগ্ন বহু রথ, ছিন্ন বহু ধ্বজ, বিধ্বস্ত মহাজ্ঞানকল,
 বহু চামর, বাঞ্জন, অত্যন্ত প্রকাশমান ছত্র, স্বর্ণহার, কেয়ুর,

হারৈর্নির্দৈঃ সকেয়ুর্নৈঃ শিরোভিচ্চ স্কুণ্ডলৈঃ ।
 উকৌষৈরপবিদৈচ্চ পতাকাভিচ্চ সর্বশঃ ॥ ৩৭
 অম্বকর্ষৈঃ শুভৈ রাজন্ যৌক্তৈশ্চৈব সরশ্মিভিঃ ।
 সঙ্কীর্ণা বসুধা ভাতি বসন্তে কুসুমৈরিব ॥ ৩৮
 এমমেব ক্ষয়ো বৃত্তঃ পাণ্ডুনামপি ভারত ।
 ক্রুদ্ধে শাস্তনবে ভীষ্মে দ্রোণে চ রথসন্তমে ॥ ৩৯

কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক, পতিত শিরোভূষণ (পাগড়ী প্রভৃতি),
 পতাকা, হৃদয় অম্বকর্ষ (রথের নিম্নে স্থিত কাঠকে অম্বকর্ষ
 বলে, ইহারই অবলম্বনে চক্রগুলি থাকে), যোদ্ধা (জোয়ালা)
 এবং রশ্মি (লাগাম) প্রভৃতিতে আচ্ছাদিত হইয়া সেই রণভূমি
 একরূপ মনে হইতে লাগিল যে, যেন বসন্ত ঋতুতে ধরাতলে
 চারিদিকে পুষ্প বিকীর্ণ হইয়া আছে ॥ ৩৬-৩৮

শ্রীমদ্রহর্ষি বেদব্যাঙ্গপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্কে অষ্টমদিবসের যুদ্ধবিবরণ
 একোনবতিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

[ইরাবতা শকুনিভ্রাতৃণাং বধঃ, রাক্ষসেনালম্বুষণ ইরাবতো বিনাশশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ ।

বর্তমানে তথা রৌদ্রে রাজন্ বীরবরক্ষয়ে ।
 শকুনিঃ সৌবলঃ শ্রীমান্ পাণ্ডবান্ সমুপাশ্রবৎ ॥ ১
 তথৈব সাহতো রাজন্ হার্দিক্যঃ পরবীরহা ।
 অভ্যশ্রবত সংগ্রামে পাণ্ডবানাং বরুধিনীম্ ॥ ২
 ততঃ কাশ্বোজমুখ্যানাং নদীজানাঞ্চ বাজিনাম্ ।
 আরট্টানাং মহীজানাং সিদ্ধজানাঞ্চ সঙ্কশঃ ॥ ৩
 বনায়ুজানাং শুভ্রাণাং তথা পর্বতবাসিনাম্ ।

নবতিতম অধ্যায় ।

[ইরাবান্ কর্তৃক শকুনির ভ্রাতৃগণের বধ এবং রাক্ষস অলম্বুষ কর্তৃক ইরাবানের বিনাশ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—যে সময় শ্রেষ্ঠ বীরগণের ক্ষয়কারক এই
 ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতেছিল, সেই সময় স্বলপুত্র শ্রীমান্ শকুনি
 পাণ্ডবগণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১

রাজন্! এইরূপে শত্রুবীরগণের নাশকারী সাহসবংশীয়
 কৃতবর্মা সেই সংগ্রামে পাণ্ডবদের সৈন্তবাহিনীর উপর ভীষ্মবেগে
 আক্রমণ করিলেন ॥ ২

তারপর কাশ্বোজদেশের বহু উত্তম অশ্ব, নদীজাত অশ্বসকল,

অশ্বখামি রূপে চৈব তথৈব কৃতবর্মণি ।
 তথৈতরেবু ক্রুদ্ধেষু তাবকানামপি ক্ষয়ঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি অষ্টমদিবসযুদ্ধে
 একোনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

ভারত! শাস্ত্রমুদন ভীষ্ম, রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য,
 অশ্বখামা, রূপাচার্য্য এবং কৃতবর্মা—ইহারা সকলে রূপিত হইয়া
 পড়িলে পাণ্ডব-সৈন্তগণেরও এতাদৃশ সংহার হইয়াছিল। সেই
 সঙ্গে পাণ্ডবগণও রূপিত হইলে আপনার যোদ্ধাদিগেরও অতিশয়
 ক্ষয় হইয়াছিল ॥ ৩৯-৪০

ভীষ্মপর্বাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্কে অষ্টমদিবসের যুদ্ধবিবরণ

একোনবতিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

বাজিনাং বহুভিঃ সংখ্যে সমস্তাং পরিবারয়ন্ ॥ ৪

যে চাপরে তিত্তিরিজা জবনা বাতরংহসঃ ।

সুবর্ণালঙ্কৃতৈরেতৈর্বর্মবস্তিঃ সুকল্লিতৈঃ ॥ ৫

হয়ৈর্বাভজ্যবৈমুখ্যৈঃ পাণ্ডবস্ত সুতো বলী ।

অভ্যবর্তত তং সৈন্তং হৃষ্টরূপঃ পরস্তপঃ ॥ ৬

অর্জুনস্ত সুতঃ শ্রীমানিরাবান্ নাম বীর্য্যবান্ ।

সুতায়ান্ নাগরাজস্ত জাতঃ পার্থেন ধীমতা ॥ ৭

মহা, সিদ্ধ, বনায়ু, আরট্ট, পর্বতীয় প্রাস্তদেশসমূহে উৎপন্ন হৃদয়
 অশ্বসমূহ—এই সকলের বহু বিশাল সৈন্তবাহিনীতে চারিদিকে
 পরিবৃত্ত হইয়া শত্রুসম্ভাপক, পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের বলবান্ পুত্র ইরা-
 বান্ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া রণাঙ্গনে কৌরবগণের সেই সৈন্তের উপর
 আক্রমণ করিলেন। ইহার সহিত তিত্তিরিদেবেরও শীঘ্রগামী বহু
 অশ্ব ছিল, ইহারা সকলেই বায়ুতুল্য বেগগামী ছিল এবং স্বর্ণনির্মিত
 বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এই সব অশ্বের শরীরে কবচ বহু ছিল ও
 হৃদয় বেষত্বায় হৃদয়জিত ছিল। এই অশ্বসকল উত্তম জাতিতে
 উৎপন্ন এবং বায়ুতুল্য শীঘ্রগামী ছিল ॥ ৩-৬

অর্জুনের এই পরাক্রমশালী পুত্র ইরাবান্ নাগরাজ কৌরবের
 কচ্ছা উলুপীর গর্ভে বৃদ্ধিমান্ অর্জুন কর্তৃক উৎপাদিত হইয়াছিল ॥ ৭

ঐরাবতেন সা দস্তা অনপত্যা মহাশ্বনা ।
 পতৌ হতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা ॥ ৮
 ভাৰ্য্যার্থং তাক্ষ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশামুগাম্ ।
 এবমেব সমুৎপন্নঃ পরপক্ষেহর্জুনাত্মজঃ ॥ ৯
 স নাগলোকে সংযুদ্ধো মাত্ৰা চ পরিরক্ষিতঃ ।
 পিতৃব্যেণ পরিত্যক্তঃ পার্থদ্বৈবাদ্ ছুরাশ্বনা ॥ ১০
 রূপবান্ বলসম্পন্নো গুণবান্ সত্যবিক্রমঃ ।
 ইন্দ্রলোকং জগামাশু শ্রদ্ধা তত্রার্জুনং গতম্ ॥ ১১
 সোহভিগম্য মহাবাহুঃ পিতরং সত্যবিক্রমঃ ।
 অভ্যবাদয়দব্যগ্রো বিনয়েন কৃতাজ্জলিঃ ॥ ১২
 শ্রবেদয়ত চাত্মানমজুনশ্চ মহাশ্বনঃ ।

নাগরাজের এই কন্যা সন্তানহীনা ছিলেন। ইহার মনোনীত পতিকে* গরুড় বধ করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইনি অতিশয় দীনা ও দয়নীয়া হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐরাবতবংশীয় কৌরব্য নাগ ইহাকে অর্জুনের হস্তে সমর্পণ করেন এবং অর্জুনও কামবশবর্ত্তিনী সেই কন্যাকে ভাৰ্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইভাবে এই অর্জুন-পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং তিনি সর্বদা মাতৃকূলেই থাকিতেন ॥ ৮-৯

ইনি নাগলোকেই মাতাধারা সর্বতোভাবে বদ্ধিত হইয়া সেখানে তাঁহার দ্বারা রক্ষিত হইতেছিলেন। এই বালককে কোন ছুরাশ্বা বয়োবৃদ্ধ সশস্ত্রী অর্জুনের প্রতি বিষেষবশতঃ ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥ ১০

ইরাবান্ও রূপবান্, বলশালী, গুণবান্ ও সত্যপরাক্রমী ছিলেন। ইনি যখন শুনিলেন যে, তাঁহার পিতা অর্জুন বর্ত্তমানে স্বর্গলোকে গিয়াছেন, তখন শীঘ্রই সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১১

সেই সত্যপরাক্রমী মহাবাহু বীর স্বীয় পিতার নিকট উপস্থিত

এখানে অষ্টম স্কন্ধে তৃতীয় চরণে যে “পতৌ” পদ আছে, উহা মুখ্যপতির বাচক পতি শব্দ নহে, কারণ, ব্যাকরণের নিয়মানুসারে মুখ্য পতি শব্দের সপ্তমীর একবচনে “পতৌ” রূপ হয়। সুতরাং এখানে “পতিরিব আচর্য্যতীতি পতিঃ” এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে আচারকিবন্ত “পতি” শব্দেরই প্রয়োগ হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল পতিসদৃশ। এখানে একরূপ প্রয়োগের ভাৎপর্ষ্য হইল—যাহার উদ্দেশ্যে কস্তাদানের অস্ত্র বাগ্‌দান হইয়াছে, তাদৃশ পুরুষকে মনোনীত পতি বলা হয়। একরূপ ব্যক্তি বিবাহের পূর্ক

ইরাবানশ্চি ভদ্রস্তে পুত্রশ্চাহং তব প্রভো ॥ ১৩
 মাতুঃ সমাগমো যশ্চ তৎ সর্বং প্রত্যবেদয়ৎ ।
 তচ্চ সর্বং যথাবৃত্তমনুসন্মার পাণ্ডবঃ ॥ ১৪
 পরিষজ্য সুতং চাপি আশ্বনঃ সদৃশং গুণৈঃ ।
 প্রীতিমাননয়ং পার্থো দেবরাজনিবেশন ॥ ১৫
 সোহর্জুনেন সমাজ্ঞপ্তো দেবলোকে তদা নৃপ ।
 প্রীতিপূর্বং মহাবাহুঃ স্বকার্থ্যং প্রতি ভারত ॥ ১৬
 যুদ্ধকালে দ্বয়ান্মাকং সাহ্যং দেয়মিতি প্রভো ।
 বাঢ়মিত্যেবমুক্ত্য তু যুদ্ধকাল ইহাগতঃ ॥ ১৭
 কামবর্ণজবৈরশ্চৈবহৃতিঃ সংযতো নৃপ ।
 তে হয়াঃ কাঞ্চনপীড়া নানাবর্ণা মনোজবাঃ ॥ ১৮

হইয়া শান্তভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বিনয়ের সহিত কৃতাজলি হইয়া মহাত্মা অর্জুনের সম্মুখে নিজের পরিচয় দান করিতে করিতে বলিলেন,—প্রভো! আপনার কল্যাণ হউক। আমি আপনার পুত্র ইরাবান্। তাঁহার মাতার সহিত অর্জুনের যে ভাবে মিলন হইয়াছিল, সেই সমস্ত তিনি তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। পাণ্ডুনন্দন অর্জুনেরও সেই সব বৃত্তান্ত বখাষথরূপে শ্রবণ হইল ॥ ১২-১৪

নিজের তুল্য বহুগুণে গুণবান্ সেই পুত্রকে তখন অর্জুন আলিঙ্গন করিয়া অতিশয় প্রসঙ্গমনে তাঁহাকে দেবরাজের ভবনে লইয়া যাইলেন ॥ ১৫

ভরতবংশধর রাজন্! সেই দিনে দেবলোকে অর্জুন প্রীতি-সহকারে স্বীয় মহাবাহু পুত্রকে নিজের সমস্ত কাঞ্চের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন ॥ ১৬

শক্তিশালী পুত্র! যুদ্ধের সময় আসিলে তুমি আমাদের সাহায্য করিও। তখন “আচ্ছা, তাহাই হইবে” এই কথা বলিয়া ইরাবান্ চলিয়া যাইলেন এবং সেই যুদ্ধকাল আজ এখন উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৭

হে নৃপ! ইরাবানের সহিত ইচ্ছানুসারে বর্ণ ও বেগধারণ করিতে সমর্থ বহু অশ্ব ছিল। তাহারা সকলেই স্বর্ণের আভূষণে পধ্যস্ত “পতিতুল্য” থাকেন। বিবাহের পর তিনি সাক্ষাৎ “পতি” হন। এই নাগকন্যা উলুপীর মনোনীত পতিকে গরুড় বধ করিয়াছিলেন, সেইজন্য “নষ্টে যুতে প্রব্রজিতে ক্রীবে চ পতিতে পতৌ।” এই পরাশর-সংহিতার বচনানুসারে এই কস্তার সহিত অর্জুনের সশব্দ হয় এবং ধর্ম্মান্বিত ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নহৃদয় সখা অর্জুন তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

উৎপেতুঃ সহসা রাজন্ হংসা ইব মহোদধৌ ।
 তে দ্বীয়ান্ সমাসাশ্চ হয়সজ্জ্বান্ মনোজবান্ ॥ ১৯
 ক্রোড়ৈঃ ক্রোড়ানভিঘ্নন্তো ঘোণাভিচ্চ পরস্পরম্ ।
 নিপেতুঃ সহসা রাজন্ সুবেগাভিহতা ভূবি ॥ ২০
 নিপতন্তিস্তথা তৈশ্চ হয়সজ্জ্বৈঃ পরস্পরম্ ।
 শুশ্রুবে দারুণঃ শব্দঃ সুপর্ণপতনে যথা ॥ ২১
 তথৈব তাবকা রাজন্ সমেত্যাশ্রোত্বমাহবে ।
 পরস্পরবধং ঘোরং চক্রুস্তে হয়সাদিনঃ ॥ ২২
 তস্মিন্স্থথা বর্তমানে সঙ্কুলে তুমুলে ভূশম্ ।
 উভয়োরপি সংশাস্তা হয়সজ্জ্বাঃ সমন্ততঃ ॥ ২৩
 প্রক্ষীণসায়কাঃ শূরা নিহতাশ্বাঃ প্রমাতুরাঃ ।
 বিলয়ং সমমুপ্রাপ্তাস্তক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥ ২৪
 ততঃ ক্রীণে হয়ানীকে কিঞ্চিচ্ছেষে চ ভারত ।
 সৌবলশ্রান্তজাঃ শূরা নির্গতা রণমূর্ধনি ॥ ২৫
 বায়ুবেগসম্পর্শান্ জবে বায়ুসমাশ্চ তে ।

ভূষিত এবং মনের জ্বায় বেগগামী ছিল। তাহাদের বর্ণও বহু প্রকারের ছিল ॥ ১৮

রাজন্! ঐ অশ্বগণ মহাসাগরে উড্ডীয়মান হংসপঙ্ক্তির জ্বায় সহসা উড্ডীন হইল এবং আপনার মনের সদৃশ বেগশালী অশ্ব-সমূদায়ের মধ্যে উপস্থিত হইয়া ক্রোড়ন্তলের দ্বারা ক্রোড়ন্তল ও নাসিকার দ্বারা নাসিকাদেশে পরস্পর আঘাত করিতে লাগিল। তারপর তাহারা সবেগে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ভূতলে পড়িতে লাগিল ॥ ১৯-২০

সেই অশ্বসমূদায় যখন পরস্পর আঁচত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছিল, তখন গরুড়ের বেগের সহিত অবতরণের জ্বায় শব্দের ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা বাইতেছিল ॥ ২১

রাজন্! এইভাবে আপনার ও পাণ্ডবগণের অশ্বারোহী যোদ্ধারা যুদ্ধে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কররূপে পরস্পরকে বধ করিতে লাগিল ॥ ২২

এইরূপে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তুমুল ব্যাপক যুদ্ধ আরম্ভ হইলে উভয়-পক্ষেরই অশ্বগণ চারিদিকে নষ্ট হইয়া বাইল ॥ ২৩

শৌর্য্যশালী বীরগণের নিকট বাণ ফুরাইয়া বাইল। তাহাদের সকল অশ্ব নিহত হইল এবং তাহারা পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া পরস্পরকে আঘাত প্রত্যাহাত করিতে করিতে বিনষ্ট হইল ॥ ২৪

ভারত! এইভাবে যখন অশ্বারোহী সৈন্তগণ বিনষ্ট হইয়া বাইল এবং তাহাদের অরসংখ্যকই অবশিষ্ট থাকিল, সেই অবস্থায়

আরুহ্য বলসম্পন্নান্ বয়ঃস্থাস্তুরগোত্তমান্ ॥ ২৬

গজৈঃ গবাক্ষৈঃ বৃষভশ্চর্মবানার্জবঃ শুকঃ ।

ষড়্ভেতে বলসম্পন্নান্ নির্যমূর্মহতো বলাৎ ॥ ২৭

বার্য্যমাণাঃ শকুনিনা তৈশ্চ যৌধৈর্মহাবলৈঃ ।

সন্নদ্ধা যুদ্ধকুশলা রৌদ্ররূপা মহাবলাঃ ॥ ২৮

তদনীকং মহাবাহো ভিষ্মা পরমহুর্জয়ম্ ।

বলেন মহতা যুক্তাঃ স্বর্গায় বিজয়ৈষিণঃ ॥ ২৯

বিবিশুস্তে তদা হ্রষ্টা গান্ধারী যুদ্ধহুর্মদাঃ ।

তান্ প্রবিষ্টাংস্তদা দৃষ্ট্বা ইরাবানপি বীর্য্যবান্ ॥ ৩০

অত্রবীৎ সমরে যোধান্ বিচিত্রান্ দারুণায়ুধান্ ।

যথৈতে ধার্তরাষ্ট্রস্ত যোধাঃ সানুগবাহনাঃ ॥ ৩১

হস্তান্তে সমরে সর্বে তথা নীতিবিধীয়তাম্ ।

বাঢ়মিত্যেবমুক্ত্বা তে সর্বে যোধা ইরাবতঃ ॥ ৩২

জয়স্তুেষাং বলানীকং দুর্জয়ং সমরে পরৈঃ ।

তদনীকমনীকেন সমরে বীক্ষ্য পাতিতম্ ॥ ৩৩

শকুনির শৌর্য্যশালী ভ্রাতৃবৃন্দ যুদ্ধের সম্মুখে বাহগত হইলেন ॥ ২৫

যাহাদের স্পর্শ বায়ুবেগের জ্বায় চঃসহ ছিল, বেগে যাহারা বায়ুতুল্য ছিল, এরূপ বলশালী ও বয়ঃস্থ উত্তম অশ্বগণের উপর আরোহণ করিয়া গজ, গবাক্ষ, বৃষভ, চর্মবান্, আর্জব ও শুক—এই চয়জন বীর স্বীয় বিশাল সৈন্তের সহিত যুদ্ধের জন্ত বাহগত হইলেন ॥ ২৬-২৭

যদিও শকুনি তাঁহাদিগকে নিবেদন করিয়াছিলেন, অস্ত্রাশ্র মহাবলী যোদ্ধারাও বারণ করিয়াছিলেন, তথাপি এই যুদ্ধনিপুণ মহাবল ও ভয়ঙ্কররূপধারী ক্ষত্রিয়গণ কবচাদিতে স্নানজিত হইয়া যুদ্ধের জন্ত বাহগত হইলেন ॥ ২৮

মহাবাহো! সেই সময় সেই যুদ্ধহুর্মদ গান্ধারদেশীয় বীরগণ বিজয় কিংবা স্বর্গাভিলাষী হইয়া বিশাল সৈন্তের সহিত পাণ্ডব-বাহিনীর অতিশয় দুর্জয় বৃহৎ ভেদ করত হর্ষ ও উৎসাহভরে তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥

তখন তাঁহাদিগকে সৈন্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া পরাক্রম-শালী ইরাবান্ও সমরারণে ভয়ঙ্কর অস্ত্রধারী স্বীয় যোদ্ধাদিগকে বলিতে লাগিলেন—বীরগণ! তোমরা সকলে সংগ্রামে এরূপ নীতি স্থির করিয়া লও যে, যাহাতে দুর্ধোযনের এই সমস্ত সৈন্ত-বাহিনী নিজ নিজ সেবক ও অহুচরবর্গের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

তখন “আচ্ছা, ইহাই হইবে” এই কথা বলিয়া ইরাবানের সমস্ত সৈন্যরা সেই ছয় বীরবৃন্দের সৈন্তগণকে, যাহারা অশ্বঘোর

অমৃতমাণাস্তে সৰ্বে সুবলশ্চাক্ষজা রণে ।
 ইরাবন্তমভিক্রত্য সৰ্বতঃ পৰ্য্যবায়য়ন্ ॥ ৩৪
 তাড়য়ন্তঃ শিতৈঃ প্রাসৈশ্চোদয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
 তে শূরাঃ পৰ্য্যাবাস্ত কুৰ্বন্তো মহদাকুলম্ ॥ ৩৫
 ইরাবানথ নিভিন্নঃ প্রাসৈস্তীক্ষ্ণৈর্মহাশক্তিভিঃ ।
 অবতা কুধিরেণাক্তস্তোত্রৈবিক্ত ইব দ্বিপঃ ॥ ৩৬
 পুরতোহপি চ পৃষ্ঠে চ পার্শ্বয়োশ্চ ভূশাহতঃ ।
 একো বহুভিরত্যর্থং ধৈৰ্য্যাদ্ রাজন্ ন বিব্যাধে ॥ ৩৭
 ইরাবানপি সংক্রুদ্ধঃ সৰ্বাংস্তান্ নিশিতৈঃ শতৈঃ ।
 মোহয়ামাস সমরে বিক্কা পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ৩৮
 প্রাসামুংকৃত্য তরসা স্বশরীরাদরিন্দমঃ ।
 তৈরেব তাড়য়ামাস সুবলশ্চাক্ষজান্ রণে ॥ ৩৯
 বিকৃষ্টা চ শিতং খড়্গাং গৃহীত্বা চ শরাবয়ম্ ।

নিকট সমরারণে দুৰ্জয় ছিল, বধ করিয়া ফেলিল ॥

স্বীয় সৈন্তগণকে সমরভূমিতে নিহত হইয়া পতিত হইতে দেখিয়া সুবলের পুত্রগণ তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না । তাঁহারা ধাবিত হইয়া ইরাবান্কে তখন চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৩১-৩৪

সেই ছয় বীর তীক্ষ্ণ প্রাসসমূহের আঘাত করিতে করিতে এবং পরস্পরকে প্রেরণাদান করিতে করিতে ইরাবানের উপর আক্রমণ করিলেন ও তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন ॥ ৩৫

সেই মহাত্মা বীরগণের তীক্ষ্ণ প্রাসসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ইরাবান্ স্বীয় রক্তে স্নাত হইয়া পড়িলেন এবং অস্থশকলের আঘাতে হাতীর ছায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৬

রাজন্! তিনি তখন একাকী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উপর প্রহারকারীর সংখ্যা ছিল বহু । তিনি সন্মুখে, পৃষ্ঠে এবং উভয় পার্শ্বে অত্যন্ত আহত হইলেন । তথাপি তিনি স্বীয় ধৈৰ্য্যবশতঃ ব্যথিত হইলেন না ॥ ৩৭

তখন ইরাবানেরও অতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হইল । শক্র-নগরবিজয়ী এই বীরও সমরে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সেই সকলকে মুচ্ছিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৮

শক্রসমন ইরাবান্ স্বীয় শরীর হইতে সবেগে প্রাসগুলিকে উৎসারিত করিয়া তাহাদের দ্বারা রণাঙ্গনে সুবলপুত্রগণের উপর প্রহার করিলেন ॥ ৩৯

তারপর তীক্ষ্ণ তরবারি ও ঢাল বাহির করিয়া ইরাবান্ যুদ্ধে

পদাতিক্র তমাগচ্ছজ্জিঘাংসুঃ সৌবলান্ যুধি ॥ ৪০
 ততঃ প্রত্যাগতপ্রাণাঃ সৰ্বে তে সুবলশ্চাক্ষজাঃ ।
 ভূয়ঃ ক্রোধসমাবিষ্টা ইরাবন্তমভিক্রতাঃ ॥ ৪১
 ইরাবানপি খড়্গেন দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্ ।
 অভাবর্তত তান্ সর্বান্ সৌবলান্ বলদপিত্তঃ ॥ ৪২
 লাঘবেনাথ চরতঃ সৰ্বে তে সুবলশ্চাক্ষজাঃ ।
 অন্তরং নাভ্যগচ্ছন্ত চরন্তঃ শীঘ্রগৈর্হইয়ৈঃ ॥ ৪৩
 ভূমিষ্ঠমথ তং সংখ্যে সম্প্রদৃশ্য ততঃ পুনঃ ।
 পরিবার্য ভূশং সৰ্বে গ্রহীতুমুপচক্রমুঃ ॥ ৪৪
 অথাভ্যাসগতানাং স খড়্গেনামিত্রকর্ষণঃ ।
 অসিহস্তাপহস্তাভ্যাং তেষাং গাণ্ডাণ্যকুস্তত ॥ ৪৫
 আয়ুধানি চ সৰ্বেষাং বাহুনপি বিভূষিতান্ ।
 অপতন্ত নিকৃষ্টাঙ্গা মৃত্যু ভূমৌ গতাসবঃ ॥ ৪৬

সুবলপুত্রগণকে বধ করিবার ইচ্ছায় অতিক্রত পদব্রজে তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪০

তদনন্তর সুবলপুত্রগণের পুনরায় প্রাণশক্তি ফিরিয়া আসিল । অতএব তাঁহারা সকলে সচেতন হইলে পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ইরাবানের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪১

বলোন্মত্ত ইরাবান্ও তখন স্বীয় হস্তনৈপুণ্য দেখাইতে থাকিয়া খড়্গের দ্বারা সেই সমস্ত সুবলপুত্রগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

যদিও সেই সময় ইরাবান্ একাকীই হস্তনৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতেছিলেন এবং সুবলপুত্রগণ সকলে শীঘ্রগামী অশ্বসমূহের দ্বারা যুদ্ধভূমিতে বিচরণ করিতে-ছিলেন, তথাপি ইহারা সকলে ইরাবান্ হইতে নিজেদের কোন বিশেষতা লাভ করিতে পারেন মাই ॥ ৪৩

তারপর ইরাবান্কে ভূমিতে অবস্থিত দেখিয়া সুবলপুত্রগণ সকলে তাঁহাকে পুনরায় উত্তমরূপে ঘিরিয়া বন্দী করিবার উদ্যোগ করিলেন ॥ ৪৪

তখন শক্রসুদন ইরাবান্ নিকটে সমাগত তাঁহাদের সকলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কখনও বামহস্তে ও কখনও দক্ষিণ হস্তে তরবারি ঘুরাইয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৪৫

তিনি সেই সময় তাঁহাদের সকল অস্ত্র ও নানাবিধ ভূষণে বিভূষিত বাহুসমূহও ছেদন করিয়া ফেলিলেন । এই ডাখে তাঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন হইয়া যাইলে তাঁহারা প্রাণশূন্য হইয়া মৃত অবস্থায় ভূমিতে পতিত হইলেন ॥ ৪৬

বৃষভন্ত মহারাজ বহুধা বিপরিক্ততঃ ।
 অমুচ্যত মহারোজ্রাং তস্মাদ্ বীরাবকর্তনাং ॥ ৪৭
 তান্ সর্বান্ পতিতান্ দৃষ্ট্বা ভীতো চূৰ্য্যোধনস্ততঃ ।
 অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধো রাক্ষসং ঘোরদর্শনম্ ॥ ৪৮
 আর্য্যশৃঙ্গিং মহেষাসং মায়াবিনমরিন্দমম্ ।
 বৈরিণং ভীমসেনস্ত পূৰ্ণং বকবধেন বৈ ॥ ৪৯
 পশু বীর যথা হ্যেব ফাক্তনস্ত স্ততো বলী ।
 মায়াবী বিপ্রিয়ং কতুর্মকাৰ্ব্বীন্মে বলক্ষয়ম্ ॥ ৫০
 ঋক্ কামগমস্তাত মায়াগ্নে চ বিশারদঃ ।
 কৃতবৈরশ্চ পার্থেন তস্মাদেনং রণে জহি ॥ ৫১
 বাটমিত্যেবমুক্ত্বা তু রাক্ষসো ঘোরদর্শনঃ ।
 প্রযযৌ সিংহনাদেন যত্রাজুনস্ততো যুবা ॥ ৫২
 আক্রটৈর্যুদ্ধকুশলৈর্বিমলপ্রাসযোধিভিঃ ।

মহারাজ! সেই সময় বৃষভ যদিও গুরুতর ভাবে আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি সেই বীরগণসংহারকারী মহাভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে নিজেকে কোন রূপে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়া-
 ছিলেন ॥ ৪৭

তাঁহাদের সকলকে নিহত হইয়া ভূপতিত হইতে দেখিয়া চূৰ্য্যোধন ভীত হইয়া পড়িলেন এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দেখিতে ভয়ঙ্কর রাক্ষস অশ্বশৃঙ্গপুত্র অলম্বুষের নিকট দৌড়াইয়া বাইলেন । সেই রাক্ষস শক্রগণকে দমন করিতে সমর্থ, মায়াবী ও মহা-
 ধনুর্ধর ছিল। পূর্বকালে রুত বকাসুর-বধের জন্য সে ভীমসেনের সহিত শক্রতাবদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৪৮-৪৯

এই রাক্ষসের নিকট বাইয়া চূৰ্য্যোধন বলিলেন,—বীর! দেখ, অর্জুনের এই বলবান্ পুত্র মায়াবী। সে আমার অপ্রিয় করিবার জন্য আমার সৈন্তগণকে সংহার করিতেছে ॥ ৫০

তাত! তুমি ইচ্ছানুসারে যজ তত্র বিচরণ করিতে পার এবং মায়ায় অঙ্গসমূহের প্রয়োগে নিপুণ। কুন্তীকুমার ভীমসেন তোমার সহিত শক্রতা করিয়াছে, অতএব তুমি অবশ্যই এই যুদ্ধে ইরাবান্কে বধ কর ॥ ৫১

“আচ্ছা, তাহাই হউক” এই কথা বলিয়া দেখিতে ভয়ঙ্কর সেই রাক্ষস সিংহনাগ করিতে করিতে যে স্থানে সেই নবযুবক অর্জুননন্দন ইরাবান্ ছিলেন, সে স্থানে গমন করিল ॥ ৫২

তাহার সহিত নির্মল প্রাসনামক অস্ত্রসমূহে যুদ্ধকারী,

বীরৈঃ প্রহারিভিষু ক্তৈঃ শ্বৈরনীকৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ৫৩
 হতশৈবৈর্মহারাজ দ্বিসাহস্রৈর্হয়োত্তমৈঃ ।
 নিহন্তকামঃ সমরে ইরাবন্তং মহাবলম্ ॥ ৫৪
 ইরাবানপি সংক্রুদ্ধস্তরমাণঃ পরাক্রমী ।
 হন্তকামমমিত্রয়ো রাক্ষসং প্রত্যবারয়ং ॥ ৫৫
 তমাপতন্তুং সশ্রেণ্য রাক্ষসঃ সুমহাবলঃ ।
 স্বরমাণস্ততো মায়াং প্রয়োক্ত মুপচক্রমে ॥ ৫৬
 তেন মায়াময়াঃ সৃষ্টা হয়ান্তাবন্ত এব হি ।
 স্বাক্রতা রাক্ষসৈর্ঘোরৈঃ শূলপট্টিশধারিভিঃ ॥ ৫৭
 তে সংরদ্ধাঃ সমাগম্য দ্বিসাহস্রাঃ প্রহারিণঃ ।
 অচিরাদ্ গময়ামাসুঃ প্রেতলোকং পরম্পরম্ ॥ ৫৮
 তস্মিন্শ্চ নিহতে সৈন্তে তাবুভৌ যুদ্ধতর্মদৌ ।
 সংগ্রামে সমতিষ্ঠেতাং যথা বৈ বত্র-বাসবৌ ॥ ৫৯

সংগ্রামকুশল ও প্রহার করিতে অভিজ্ঞ বহু বীরবৃন্দে পূর্ণ সৈন্য-
 বাহিনী ছিল। ইহার সকল সৈন্তই বাহনে আরোহণ করিয়া
 ছিল। এই সকল সৈন্তে পরিবৃত হইয়া রাক্ষস অলম্বুষ সমরাজ্যে
 মহাবলী ইরাবান্কে বধ করিবার জন্য যুদ্ধস্থলে গমন করিল।
 মহারাজ! যুদ্ধের শেষে জীবিত দুই হাজার উত্তম অশ্ব ও তাহার
 সহিত ছিল ॥ ৫৩-৫৪

শক্রহস্তা পরাক্রমশালী ইরাবান্ও তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ
 ছিলেন। তিনি বধ করিতে অভিলাষী সেই রাক্ষসকে সত্বরতার
 সহিত নিবারণ করিলেন ॥ ৫৫

ইরাবান্কে আসিতে দেখিয়া সেই মহাবল রাক্ষস অলম্বুষ
 অতি লম্বর মায়া প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৫৬

সে তখন দুই হাজার মায়ায় অশ্ব সৃষ্টি করিল, বাহাদের
 পৃষ্ঠে শূল ও পট্টিশধারী ভয়ঙ্কর বহু রাক্ষস আরোহণ করিয়া
 ছিল ॥ ৫৭

সেই দুই হাজার প্রহারকুশল বোঝা ক্রুদ্ধচিত্তে উপস্থিত
 হইয়া ইরাবানের সৈন্তদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই
 ভাবে উভয় দিকে বোঝারা পরস্পর প্রহার করিতে করিতে
 অনতিবিলম্বে পরস্পরকে বমলোকে প্রেরণ করিল ॥ ৫৮

এইভাবে যখন উভয়পক্ষের সৈন্তগণ নিহত হইতে লাগিল,
 তখন যুদ্ধ উন্নত হইয়া সংগ্রামকারী সেই দুই বীর ইরাবান্ ও
 রাক্ষস অলম্বুষ যুদ্ধভূমিতে ব্রতাসুর এবং ইজের দ্বার অবস্থান
 করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯

আজবস্তমভিশ্ৰেণ্য রাক্ষসং যুদ্ধহর্মদম্ ।
 ইরাবানথ সংরক্তঃ প্রত্যাবান্নহাবলঃ ॥ ৬০
 সমভ্যাসগতস্ত্রাজৌ তস্ত্র খঞ্জন হর্মদেভে ।
 চিচ্ছেদ কামূকং দীপ্তং শরাবাপঞ্চ সঙ্ঘরম্ ॥ ৬১
 স নিকৃন্তঃ ধনুর্দৃষ্টা খং জবেন সমাবিশং ।
 ইরাবস্তমভিক্রুদ্ধং মোহয়ন্নিব মায়য়া ॥ ৬২
 ততোহন্তরিক্ষমুপত্য ইরাবানপি রাক্ষসম্ ।
 বিমোহয়িত্বা মায়্যভিস্তস্ত্র গাত্ৰাণি সায়কৈঃ ॥ ৬৩
 চিচ্ছেদ সর্বমরজ্জঃ কামরূপো হুরাসদঃ ।
 তথা স রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ শরৈঃ কৃত্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৪
 সম্ভূত্ব মহারাজ সমবাপ চ যৌবনম্ ।
 মায়্য হি সহজা তেষাং বয়ো রূপঞ্চ কামজম্ ॥ ৬৫
 এবং তদ্ রাক্ষসস্যাঙ্গং ছিন্নং ছিন্নং বভূব হ ।
 ইরাবানপি সংক্রুদ্ধো রাক্ষসং তং মহাবলম্ ॥ ৬৬
 পরম্বধেন তীক্ষ্ণেন চিচ্ছেদ চ পুনঃ পুনঃ ।
 স তেন বলিনা বীরশ্চিহ্নমান ইরাবতঃ ॥ ৬৭

রণহর্মদ রাক্ষস অলম্বুষকে নিজের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া মহাবল ইরাবান্ও অতিশয় ক্রোধের সহিত তাহার উপর প্রত্যাক্রমণ করিলেন ॥ ৬০

একবার যখন সেই হর্মদিত রাক্ষস অতি নিকটে আসিয়া পড়িল, তখন ইরাবান্ নিজের তরবারি দ্বারা তাঁহার দেহাঙ্গাণ্য পুর্কবৎ হইয়া বাইল। মহারাজ! সে তখন নবযৌবনপ্রাপ্ত হইতে লাগিল; কারণ, রাক্ষসগণের মায়াবল স্বাভাবিক হইয়া থাকে এবং তাহারা ইচ্ছানুসারে রূপ ও অবস্থা ধারণ করিতে পারে ॥ ৬০-৬৫

ধনু ছিন্ন হইতে দেখিয়া সেই রাক্ষস ক্রোধভরে ইরাবান্কে বীর মায়্য মোহিত করিতে করিতে তীব্রবেগে আকাশে উড়িয়া বাইল ॥ ৬২

সেই কামরূপধারী শ্রেষ্ঠ রাক্ষস সমস্ত মর্ম্মস্থানসমূহে অভিজ্ঞ এবং হর্ম্মদ ছিল। সে বাণে পুনঃ পুনঃ কত-বিক্ষত হইলেও পুনরায় পূর্কবৎ হইয়া বাইল। মহারাজ! সে তখন নবযৌবনপ্রাপ্ত হইতে লাগিল; কারণ, রাক্ষসগণের মায়াবল স্বাভাবিক হইয়া থাকে এবং তাহারা ইচ্ছানুসারে রূপ ও অবস্থা ধারণ করিতে পারে ॥ ৬০-৬৫

এইরূপে সেই রাক্ষসের ঘে ঘে অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইত, তাহা শুৎকণাং পুনরায় নৃত্যনাকারে উৎপন্ন হইয়া যাইত। ইরাবান্ও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সেই মহাবল রাক্ষসকে বারংবার তীক্ষ্ণ পরন্তর সাহায্যে ছেদন করিতে লাগিলেন।

বলবান্ ইরাবানের পরন্ততে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সেই বীর রাক্ষস

রাক্ষসোহপ্যানদদ্ ঘোরং স শব্দস্তমুলোহভবৎ ।
 পরম্বধকৃতং রক্ষঃ সুশ্রাব বহু শোণিতম্ ॥ ৬৮
 ততশ্চক্রোধ বলবাংশক্রো বেগঞ্চ সংযুগে ।
 আর্ধ্যশৃঙ্গিস্থথা দৃষ্টা সমরে শক্রমৃজিতম্ ॥ ৬৯
 কৃষ্ণা ঘোরং মহদ্ রূপং গ্রহীতুমুপচক্রমে ।
 অর্জুনস্ত্র সুতং বীরমিরাবন্তং যশস্বিনম্ ॥ ৭০
 সংগ্রামশিরসো মধ্যে সর্বেষাং তত্র পশ্যতাম্ ।
 তাং দৃষ্টা তাদৃশীং মায়্যং রাক্ষসস্ত্র হুরাশ্বনঃ ॥ ৭১
 ইরাবানপি সংক্রুদ্ধো মায়্যং শ্রষ্টুং প্রচক্রমে ।
 তস্ত্র ক্রোধাভিস্তস্ত্র সমরেষনিবর্তিনঃ ॥ ৭২
 যোহব্রয়ো মাতৃকস্ত্রস্ত্র স এনমভিপেদিবান্ ।
 স নাগৈর্ষহুভী রাজ্ঞিন্নিরাবান্ সংবৃতো রণে ॥ ৭৩
 দধার স্তুমহদ্ রূপমনস্ত্র ইব ভোগবান্ ।
 ততো বহুবৈধৈর্নাগৈশ্ছাদয়ামাস রাক্ষসম্ ॥ ৭৪
 ছাত্তমানস্ত্র নাগৈঃ স ধ্যায়া রাক্ষসপুঞ্জবঃ ।
 সৌপর্ণং রূপমাস্থায় ভক্ষয়ামাস পন্নগান্ ॥ ৭৫

ভয়ঙ্কর আর্ন্তনাদ করিতে লাগিল। তখন তাহার সেই আর্ন্তনাদ তুমলাকার ধারণ করিল।

পরন্তরারা বারংবার ছিন্ন-ভিন্ন হইতে থাকিলে সেই রাক্ষসের শরীর হইতে বহু রক্ত স্রবিত হইল। ইহাতে রাক্ষস ঋগ্নশৃঙ্গের বলবান্ পুত্র অলম্বুষ সমরাজ্যে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িল এবং বীর বেগ প্রকাশ করিতে লাগিল। সে যুদ্ধস্থলে নিজের শত্রুকে প্রবল হইতে দেখিয়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও বিশাল রূপ ধারণ করত অর্জুনের বীর ও যশস্বী পুত্র ইরাবান্কে বন্দী করিতে চেষ্টা আরম্ভ করিল ॥ ৬৬-৭০

যুদ্ধের সম্মুখভাগে সমস্ত যোদ্ধাগণের দৃষ্টিপথেই সে ইরাবান্কে বন্দী করিতে সচেষ্ট হইল। সেই হুরায়া রাক্ষসের সেইরূপ মায়্য দেখিয়া ক্রুদ্ধ ইরাবান্ও মায়্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সংগ্রামে কখনও পশ্চাদপসরণ করেন না, এরূপ বীর ইরাবান্ যখন ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মাতৃকুলের নাগগণ তাঁহার সাহায্যের জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজন্! রণাঙ্গনে বহুতর নাগগণে পরিবৃত ইরাবান্ বিশাল শরীরধারী শেব নাগের দ্বারা অতি বিশাল রূপ ধারণ করিলেন।

তারপর তিনি বহু নাগের দ্বারা সেই রাক্ষসকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। নাগগণ কর্তৃক আচ্ছাদিত সেই রাক্ষসরাজ

মায়য়া ভঙ্কিতে তস্মিন্নম্বয়ে তস্ম মাভূকে ।
 বিমোহিতমিরাবন্তং শ্বহনদ্ রাক্ষসোহসিনা ॥ ৭৬
 স্কুণ্ডলং সমুকুটং পদ্মেন্দুসদৃশপ্রভম্ ।
 ইরাবতঃ শিরো রক্ষঃ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৭৭
 তস্মিন্স্থ বিহতে বীরে রাক্ষসেনাজুনাশ্ৰজে ।
 বিশোকাঃ সমপদ্যন্ত ধার্তরাষ্ট্রাঃ স রাজকাঃ ॥ ৭৮
 তস্মিন্ মহতি সংগ্রামে তাদৃশে ভৈরবে পুনঃ ।
 মহান্ ব্যতিকরো ঘোরঃ সেনয়োঃ সমপত্তত ॥ ৭৯
 গজা হয়াঃ পদাতাশ্চ বিমিশ্রা দৃষ্টিভির্হিতাঃ ।
 রথাস্থা দস্তিনশ্চৈব পত্তিভিস্তত্র সূদিতাঃ ॥ ৮০
 তথা পত্তিরথোঘাশ্চ হয়াশ্চ বহবো রণে ।
 রথিভিনিহতা রাজ্যন্তব তেষাঞ্চ সঙ্কুলে ॥ ৮১
 অজ্ঞানমজুর্নশ্চাপি নিহতং পুত্রমৌরসম্ ।
 জঘান সমরে শূরান্ রাজন্তান্ ভীষ্মরক্ষিণঃ ॥ ৮২
 তথৈব তাবকা রাজন্ সৃঞ্জয়াশ্চ সহস্রশঃ ।

কিছুকাল চিন্তা করিয়া গরুড়ের রূপ ধারণ করত সমস্ত নাগগণকে
 ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৭১-৭৫

যখন সেই রাক্ষস ইরাবানের মাতৃকুলের সমস্ত নাগগণকে
 ভক্ষণ করিয়া ফেলিল, তখন তাহার মায়ায় মোহিত ইরাবানকে
 সে তরবারির দ্বারা নিহত করিল ॥ ৭৬

ইরাবানের কমল ও চন্দ্রতুল্য কাস্তিমান্ এবং কুণ্ডল ও মুকুট-
 মণ্ডিত মস্তককে ছেদন করিয়া রাক্ষস ভূতলে পাতিত করিল ॥ ৭৭

এইরূপে রাক্ষস অলঘুষ কর্তৃক অর্জুনের বীর পুত্র ইরাবান্
 নিহত হইলে রাজা দ্রুপদ্যোথনের সহিত আপনার সকল পুত্রই
 শোকশূন্য হইলেন ॥ ৭৮

তারপর পুনরায় সেই ভয়ঙ্কর মহাসংগ্রামে উভয়পক্ষের সৈন্ত-
 দের মধ্যে গুরুতর ও ভয়ানক সংগ্রাম হইয়া যাইল ॥ ৭৯

রাজন্! আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্তদের সেই তুমুল যুদ্ধে
 উভয়পক্ষের সম্মিলিত হস্তী, অশ্ব, রথ, ও পদাতি সৈন্তগণকে দস্তর
 হস্তিগণ নিহত করিতে লাগিল। রথ, অশ্ব ও হস্তী সৈন্তদিগকে
 পদাতিক বাহিনীর সৈন্যরা বিনাশ করিল এবং বহু সংখ্যক
 পদাতি, রথিবৃন্দ ও অশ্বারোহী সৈন্য রথী যোদ্ধাদিগের দ্বারা
 বিনষ্ট হইল ॥ ৮০-৮১

অর্জুন তখন পর্য্যন্তও নিজের ঔরসজাত পুত্র ইরাবানের মৃত্যুর

জুহুতঃ সমরে প্রাণান্ নিজস্মুরিতরেতরম্ ॥ ৮৩
 মুক্তকেশা বিকবচা বিরথাস্ছিহ্নকামুকাঃ ।
 বাহুভিঃ সমযুধ্যন্ত সমবেতাঃ পরম্পরম্ ॥ ৮৪
 তথা মর্মাতিগৈর্ভীষ্মো নিজঘান মহারথান্ ।
 কম্পয়ন্ সমরে সেনাং পাণ্ডবানাং পরস্তপঃ ॥ ৮৫
 তেন যৌধিষ্ঠিরে সৈন্তে বহবো মানবা হতাঃ ।
 দস্তিনঃ সাদিনশ্চৈব রথিনোহথ হয়াস্তথা ॥ ৮৬
 তত্র ভারত ভীষ্মস্ত রণে দৃষ্টা পরাক্রমম্ ।
 অত্যন্তুতমপশ্যাম শক্রশ্চৈব পরাক্রমম্ ॥ ৮৭
 তথৈব ভীমসেনস্ত পার্শ্বতস্ত চ ভারত ।
 রৌদ্রমাসীদ্ রণে যুদ্ধং সাত্যকস্ত চ ধনিনঃ ॥ ৮৮
 দৃষ্টা দ্রোণস্ত বিক্রাস্তং পাণ্ডবান্ ভয়মাবিশং ।
 এক এব রণে শক্ভো নিহন্তং সর্বসৈনিকান্ ॥ ৮৯
 কিং পুনঃ পৃথিবীশুরৈর্যোধত্রাতৈঃ সমাবৃতঃ ।
 ইত্যাক্রবন্ মহারাজ রণে দ্রোণেন পীড়িতাঃ ॥ ৯০

কথা জানিতে পারেন নাই। তিনি সেই সময় ভীষ্মের রক্ষায়
 নিযুক্ত বীর নরপতিগণকে সমরাজ্যে সংহার করিতেছিলেন ॥ ৮২

রাজন্! এইরূপে আপনার পুত্র ও সৈন্যগণ এবং সহস্র সহস্র
 সৃঞ্জয় বীরবৃন্দ রণাজ্যে প্রাণের আহুতি দান করিতে করিতে
 পরস্পর পরস্পরকে নিহত করিতেছিলেন ॥ ৮৩

কবচ, রথ ও ধনু নষ্ট হইয়া যাইলে মুক্তকেশে বহু যোদ্ধা
 পরস্পর মিলিত হইয়া বাহুদ্বারা মল্লযুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ৮৪

অপরদিকে শক্রসম্বাপক ভীষ্ম রণাজ্যে স্বীয় মর্ধ্যভেদী বাণ
 দ্বারা পাণ্ডব সৈন্তদিগকে কম্পিত করিতে করিতে তাঁহাদের
 মহারথী বীরবৃন্দকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫

তিনি যুধিষ্ঠিরের সৈন্তদিগের বহু পদাতি, আরোহী-সহ হস্তী,
 রথারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্তকে নিহত করিলেন ॥ ৮৬

ভারত! আমরা সেই যুদ্ধস্থলে ভীষ্মের দেবরাজ ইন্দ্ৰের
 ত্রায় অত্যন্ত অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম ॥ ৮৭

ভরতনন্দন! সেইরূপই এই রণাজ্যে ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও
 ধৃষ্টকেশ সাত্যকিরও ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছিল ॥ ৮৮

দ্রোণাচার্য্যের পরাক্রম দেখিয়া ত' পাণ্ডবগণের মনে ভয়
 উপস্থিত হইয়াছিল। মহারাজ! তাহারা দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা
 পীড়িত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—রণভূমিতে একাকী দ্রোণা-

বর্তমানে তথা রৌদ্রে সংগ্রামে ভরতবর্ষ ।

উভয়োঃ সেনয়োঃ শূরা নামৃত্যন্ত পরম্পরম্ ॥ ১১

আবিষ্টা ইব যুধ্যন্তে রক্ষোভূতা মহাবলাঃ ।

তাবকাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ সংরক্ষাস্তাত ধ্বিনঃ ॥ ১২

চার্যাই সমস্ত সৈন্যগণকে বধ করিতে সমর্থ, স্ততরাং ইনি যখন
কৃতলের সুবিখ্যাত বীর ষোড়শগণের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ
করিবেন, তখন আর ইহার বিষয়ে বলিবার কি আছে ? ১১-১০

ভরতশ্রেষ্ঠ ! সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে উভয়পক্ষেরই বীর সৈন্তগণ
পরস্পর পরস্পরের বীরত্ব সহ করিতে পারিলেন না ॥ ১১

তাত ! আপনার ও পাণ্ডবদের মহাবল ধ্বংসকর বীরগণ

ক্রিয়মাণি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্কাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্কে ইরাবানের বধবিষয়ক নবতিতম
অধ্যায়ের অন্তিম অঙ্ক সমাপ্ত ।

একনবতিতমোহধ্যায়ঃ

[ষটোৎকচ-দুর্যোধনয়োর্ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ইরাবন্তং তু নিহতং দৃষ্ট্বা পার্থা মহারথাঃ ।

সংগ্রামে কিমকুর্ভবন্ত তন্মমোচক্ষু সঞ্জয় ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ ।

ইরাবন্তং তু নিহতং সংগ্রামে বীক্ষ্য রাক্ষসঃ ।

ব্যানদং স্তমহানাদং ভৈমসেনির্ঘটোৎকচঃ ॥ ২

নদতন্তুস্ত শকেন পৃথিবী সাগরাস্বরী ।

সপর্ষত-বনা রাজ্যশ্চচাল স্তভুশং তদা ॥ ৩

একনবতিতম অধ্যায় ।

[ষটোৎকচ ও দুর্যোধনের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—ইরাবানকে সংগ্রামে নিহত হইতে দেখিয়া
মহারথী কৃষ্ণীপুত্রগণ কি করিল ? সঞ্জয় ! তাহা আমাকে বল ॥ ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন ! ইরাবানকে যুদ্ধভূমিতে নিহত
হইতে দেখিয়া ভীমসেনের পুত্র রাক্ষস ষটোৎকচ অতিশয় উচ্চৈঃ-
স্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥ ২

রাজন ! সেই রাক্ষসের গর্জনে তখন সমুদ্র, আকাশ, পর্বত
বনাঞ্চল সহ সমগ্র পৃথিবী অতিশয় কম্পিতা হইতে লাগিলেন ॥ ৩

অন্তরিক্ষ, পুর্কাদি দিক্‌সমূহ এবং ঈশানাদি সমস্ত কোণসকলও

ন স্য পশ্চামহে ককিং প্রাণান্ যঃ পরিরক্ষতি ।

সংগ্রামে দৈত্যসঙ্কশে তন্মিন্ বীরবরক্ষয়ে ॥ ১৩

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ইরাবদ্বধে

নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০

কৃত্যবিষ্ট রাক্ষসসকলের, ন্যায় কোষসহকারে পরস্পরের প্রতি যুদ্ধ
করিতে লাগিলেন ॥ ১২

শ্রেষ্ঠ বীরগণের ক্ষয়কারক সেই দৈত্যদের যুদ্ধসদৃশ যুদ্ধে

আমরা একপ কাহাকেও দেখিলাম না, যিনি নিজের প্রাণ রক্ষা

করিতে সমর্থ ছিলেন ১৩

অন্তরিক্ষং দিশশৈব সর্বাশ্চ প্রদিশস্তথা ।

তং শ্রুত্বা স্তমহানাদং তব সৈন্তস্ত ভারত ॥ ৪

উরুস্তম্ভঃ সমতবদ্ বেপথুঃ শ্বেদ এব চ ।

সর্ব এব মহারাজ তাবকা দীনচেতসঃ ॥ ৫

সর্বতঃ সমচেষ্টন্তু সিংহভীতা গজা ইব ।

নর্দিষ্টা স্তমহানাদং নির্ঘাতমিবা রাক্ষসঃ ॥ ৬

অগ্নিতং শূলমুত্তম্য রূপং কৃৎষা বিভীষণম্ ।

নানারূপপ্রহরগৈর্বৃতো রাক্ষসপুঙ্গবৈঃ ॥ ৭

কাপিতে থাকিল । ভারত ! ষটোৎকচের সেই ভয়ানক সিংহনাদ
শ্রুতিয়া আপনার সৈন্তদের জন্মপ্রদেশ অচল হইয়া বাইল, শরীর
কাপিতে লাগিল এবং সর্বদা ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পড়িল ॥

মহারাজ ! আপনার সকল সৈন্তই সর্বতোভাবে দীনচিত্ত
হইয়া সিংহ হইতে ভীত হস্তিগণের দ্বায় ভয়পূর্ণ চেষ্টা করিতে
লাগিল ॥

বজ্রাঘাতের তুল্য ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে করিতে কাল, অন্তরিক্ষ
ও সমতুল্য ক্রুদ্ধ হইয়া সেই রাক্ষস অতিশয় ভীষণ রূপ ধারণ করত
প্রজ্জ্বলিত ত্রিশূল হাতে লইয়া নানাবিধ অস্ত্রে পরিবৃত্ত শ্রেষ্ঠ রাক্ষস-
বৃন্দের সহিত উপস্থিত হইয়া আপনার সৈন্তগণকে সংহার করিতে
লাগিল ॥

আজ্ঞান সুসংক্রুদ্ধঃ কালান্তকযামোপমঃ ।
 তমাপন্তঃ সম্প্রেক্ষ্য সংক্রুদ্ধঃ ভীমদর্শনম্ ॥ ৮
 স্ববলঞ্চ ভয়াং তস্য প্রায়শো বিমুখীকৃতম্ ।
 ভতো হৃথ্যোধনো রাজা ঘটোৎকচমুপাভবৎ ॥ ৯
 প্রগৃহ্য বিপুলং চাপং সিংহবদ্ বিনদন্ মুহুঃ ।
 পৃষ্ঠতোহমুযযৌ চৈনং অবন্তিঃ পর্বতোপটৈঃ ॥ ১০
 কুঞ্জরৈর্দশসাহস্রৈর্বজ্রানামধিপঃ স্বয়ম্ ।
 তমাপন্তন্তুং সম্প্রেক্ষ্য গজানীকেন সংবৃতম্ ॥ ১১
 পুত্রং তব মহারাজ চুকোপ স নিশাচরঃ ।
 ততঃ প্রবব্রুতে যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥ ১২
 রাক্ষসানাঞ্চ রাজেন্দ্র হৃথ্যোধনবলন্তু চ ।
 গজানীকঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য মেঘবৃন্দমিবোদিতম্ ॥ ১৩
 অভ্যধাবন্তু সংক্রুদ্ধা রাক্ষসাঃ শত্রুপাণয়ঃ ।
 নদন্তো বিবিধান্ নাদান্ মেঘা ইব সবিস্তাতঃ ॥ ১৪
 শরশত্যাষ্টিনারাট্টানশ্বন্তো গজযোধিনঃ ।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও দোহাতে ভয়ঙ্কর সেই রাক্ষস ঘটোৎকচকে
 আক্রমণ করিতে দেখিয়া তাহার ভয়ে ভীত আপনার প্রায় সকল
 সৈন্যরা পলায়ন করিতে লাগিল ।

তখন রাজা হৃথ্যোধন বিশাল ধ্বংস লইয়া বারংবার সিংহের
 গায় গজ্ঞন করিতে করিতে রণাঙ্গনে ঘটোৎকচের উপর ধাবিত
 হইলেন ।

তাহার পশ্চাতে মদনাবাহী পক্ষতাকার দশ হাজার গজ-
 রাজ সৈন্যের সহিত স্বয়ং বঙ্গদেশের রাজাও গমন করিলেন ।

মহারাজ ! হস্তীদিগের এই সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আপনার
 পুত্র হৃথ্যোধনকে আসিতে দেখিয়া সেই নিশাচর ঘটোৎকচ কুপিত
 হইয়া উঠিল ।

রাজেন্দ্র ! তখন হৃথ্যোধনের সৈন্য এবং রাক্ষসদের মধ্যে
 ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল ।

আকাশে উদ্ভিত মেঘবৃন্দের ন্যায় সেই গজসৈন্যকে দেখিয়া
 অতিশয় ক্রুদ্ধ রাক্ষস ঘটোৎকচ হাতে অস্ত্রধারণ করত তাহার
 দিকে ধাবিত হইল ।

সে তখন নানাবিধ গজ্ঞন করিতে করিতে বিদ্রোহ-সহ মেঘের
 ন্যায় গোভা পাইতে লাগিল । বাণ, শক্তি, ঋষ্টি, নারাচ, ভিক্ষি-
 পাল, শূল, মুদগর, পরশু, পক্ষতশিখর এবং বৃক্ষসমূহ প্রহার করিয়া
 গজারোহী যোদ্ধা এবং গজরাজগণকে বধ করিতে লাগিল

ভিন্দিপালৈস্তথা শূলৈর্মুদগরৈঃ সপরাধৈঃ ॥ ১৫
 পর্বতাগ্রৈশ্চ বৃক্ষৈশ্চ নিজমুস্তে মহাগজান্ ।
 ভিন্নকুস্তান্ বিরুধিরান্ ভিন্নগাত্ৰাংশ্চ বারণান্ ॥ ১৬
 অপশ্চাম মহারাজ বধ্যমানান্ নিশাচরৈঃ ।
 তেষু প্রক্ষীয়মাণেষু ভগ্নেষু গজযোধিষু ॥ ১৭
 হৃথ্যোধনো মহারাজ রাক্ষসান্ সমুপাভবৎ ।
 অমর্ষবশমাপন্নস্ত্যক্ত্য জীবিতমাশ্বনঃ ॥ ১৮
 মুমোচ নিশিতান্ বাগান্ রাক্ষসেষু পরস্তপ ।
 জঘান চ মহেধাসঃ প্রধানান্ত্র্যস্ত রাক্ষসান্ ॥ ১৯
 সংক্রুদ্ধো ভরতশ্রেষ্ঠ পুত্রো হৃথ্যোধনস্তব ।
 বেগবন্তং মহারোজং বিদ্রাজিহ্বং প্রমাধিনম্ ॥ ২০
 শরৈশ্চতুর্ভিষ্চতুরো নিজঘান মহাবলঃ ।
 ততঃ পুনরমেয়াস্মা শরবর্ষণং হুরাসদম্ ॥ ২১
 মুমোচ ভরতশ্রেষ্ঠো নিশাচরবলং প্রতি ।
 তৎ তু দৃষ্ট্বা মহৎ কৰ্ম পুত্রস্ত তব মারিষ ॥ ২২

মহারাজ ! নিশাচর (রাক্ষস)-গণ কতক নিহত গজরাজ-
 সকলকে আমরা দেখিয়াছি । তখন এই গজরাজদিগের মধ্যে
 বহুর কুস্তহল বিদীর্ণ হইয়াছিল, অধিকাংশের শরীরে রক্ত শূণ্য
 হইয়া গিয়াছিল এবং কতকগুলির দেহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছিল ।

মহারাজ ! এই রূপে গজারোহী যোদ্ধারা ভগ্ন এবং নষ্ট
 হইয়া বাইলে হৃথ্যোধন অমর্ষের বশীভূত হইয়া স্বীয় জীবনের
 মোহ পরিত্যাগ করত সেই রাক্ষসদের উপর আক্রমণ
 করিলেন ॥ ৪-১৮

শত্রুদমন ভূপাল ! মহাধনুর্ধর হৃথ্যোধন রাক্ষসগণের উপর
 তীক্ষ্ণ বহু বাণ বর্ষণ করিলেন এবং তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান
 রাক্ষসদিগকে বধ করিলেন ॥ ১৯

ভরতশ্রেষ্ঠ ! অতিশয় ক্রুদ্ধ আপনার মহাবল পুত্র হৃথ্যোধন
 বেগবান্, মহারোজ, বিদ্রাজিহ্ব ও প্রমাথী এই চার রাক্ষসকে
 চারিটি বাণে নিহত করিলেন ।

তাহার পর অমের আত্মবলসম্পন্ন ভরতশ্রেষ্ঠ হৃথ্যোধন সেই
 নিশাচর সৈন্যবাহিনীর উপর দুর্ধ্ব বাণসমূহ বর্ষণ করিতে
 লাগিলেন ।

আর্য্য ! আপনার পুত্রের সেই মহৎ কৰ্ম দেখিয়া ভীম-
 সেনের মহাবল পুত্র ঘটোৎকচ ক্রোধে জলিয়া উঠিল ।

ক্রোধেনাভিপ্রজজ্ঞান ভৈরবেনির্মহাবলঃ ।
 স বিফার্য্য মহচাপমিজ্ঞাননিসমপ্রভম্ ॥ ২৩
 অভিহুজ্জাব বেগেন হৃষ্যোধনমারন্দমম্ ।
 তমাপতন্তুমুদীক্য কালশৃষ্টমিবাস্তকম্ ॥ ২৪
 ন বিব্যাধে মহারাজ পুত্রো হৃষ্যোধনস্তব ।
 অধৈনমব্রবীৎ ক্রুদ্ধঃ ক্রুর সংরক্তলোচনঃ ॥ ২৫
 অস্তানুগ্যং গমিষ্যামি পিতৃণাং মাতুরেব চ ।
 যে ত্বয়া স্নানশংসেনং দীর্ঘকালং প্রবাসিতাঃ ॥ ২৬
 যচ্চ তে পাণ্ডবা রাজঃশূলদূতে পরাজিতা ।
 যচ্চৈব দ্রৌপদী কৃষ্ণা একবাক্তো রজস্বলা ॥ ২৭
 সভামানীয় হুবৃদ্ধে বত্থা ক্লেশিতা কয়া ।

শে তখন ইন্দ্রধনু-সদৃশ কাস্তিমান্ বিশাল ধনু আকর্ষণ করিয়া
 শক্রদমন হৃষ্যোধনের দিকে তীব্র বেগে ধাবিত হইল ॥

মহারাজ! কালপ্রেরিত যুত্মাতুল্য সেই ঘটোৎকচকে
 আসিতে দেখিয়া আপনার পুত্র হৃষ্যোধন অস্ত্র ও ব্যথিত হইলেন
 না ॥

তদনন্তর ক্রুর ঘটোৎকচ ক্রোধে চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া
 হৃষ্যোধনকে বলিল—রে দুষ্ট! আজ আমি স্বীয় পিতৃগণ ও
 মাতার ঋণ হইতে মুক্ত হইব, যাচাদিগকে তুমি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত
 বনে বাস করিতে বাধ্য করিয়াছিলে। তুমি অতিশয় ক্রুর-
 স্বভাব। হুবৃদ্ধি ভূপাল! তুমি যে পাশাখেলায় ছলনার আশ্রয়
 লইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিয়াছিলে এবং একটি মাত্র বস্ত্র-
 পরিধানকারিণী ক্রপদতনয়া কৃষ্ণাকে রজস্বলা অবস্থায় সভার

তব চ প্রিয়কামেন আশ্রমস্থা হুরাশ্বনা ॥ ২৮
 সৈন্ধবেন পরামৃষ্টা পরিভূয় পিতৃন্ মম ।
 এতেষামপমানানামগ্ৰেবাঞ্চ কুলাধম ॥ ২৯
 অস্তমন্ত গমিষ্যামি যদি নোৎসৃজসে রণম্ ।
 এবমুক্ত্বা তু হৈড়িষ্যে মহদ্ বিফার্য্য কামৃকম্ ॥ ৩০
 সন্দগ্ধা দশনৈরোষ্ঠং সৃক্ষিণী পরিসংতিহন ।
 শরবর্ষণে মহতা হৃষ্যোধনমবাকিরং ।
 পর্বতং বারিধারাভিঃ প্রাবৃষীব বলাহকঃ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি হৈড়িষ্মযুদ্ধে
 একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১

যথো আনাইয়া নানাপ্রকার ক্রেশ দিয়াছিলে এবং তোমারই প্রিয়
 করিতে ইচ্ছুক হুরাশ্বা সিকুরাজ জঘদ্রথ আমার পিতৃগণকে
 অবহেলা করিয়া আশ্রমে অবস্থিতা দ্রৌপদীকে অপহরণ করিয়া
 ছিল, কুলাধম! যদি তুমি যুদ্ধ পরিহার করিয়া পলাইয়া না যাও,
 তবে এই সমস্ত অপমান ও অস্ত্র সব অত্যাচারসমূহেরও
 প্রতিশোধ আজই গ্রহণ করিব ॥

এই কথা বলিয়া হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ দন্তসমূহে ওষ্ঠ চিবাইতে
 চিবাইতে এবং জিহ্বার দ্বারা মুখের দুই প্রান্তভাগ (কোণ)
 চাটিতে চাটিতে নিজের বিশাল ধনু আকর্ষণ পূর্বক হৃষ্যোধনের
 উপর সেইরূপ প্রভূত বাণ বর্ষণ করিল, যেৰূপ বর্ষাকালে মেঘ
 পর্বতের শিখরের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ২০-৩১

শ্রীমদ্রহস্যি বেদব্যাঙ্গণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তগত ভীষ্মবধপর্বো হিড়িম্বাপুত্র-ঘটোৎকচের যুদ্ধ-
 বিষয়ক একনবতিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবান সমাপ্ত ।

দ্বিাবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

[হুৰ্য্যোধন-জ্যোগাদিপ্রধানবীরৈঃ সহ ঘটোৎকচস্য ভয়ানকং যুদ্ধম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ

ততস্তদ্ বাণবর্ষং তু হুঃসহং দানবৈরপি
দধার যুধি রাজেন্দ্রো যথা বর্ষং মহাদ্বিপঃ ॥ ১
ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো নিঃশ্বসন্নিব পন্নগঃ ।
সংশয়ং পরমং প্রাপ্তঃ পুত্রস্তে ভরতর্ষভ ॥ ২
মুমোচ নিশিতাংস্তীক্ষ্ণান্ নারাতান্ পঞ্চবিংশতিম্ ।
ভেইপতন্ সহসা রাজংস্তস্মিন্ রাক্ষসপুঞ্জবে ॥ ৩
আশীবিষা ইব ক্রুদ্বাঃ পর্বতে গন্ধমাদনে ।
স তৈবিক্রঃ শ্রবন্ রক্তং প্রাভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ ॥ ৪
দগ্রে মতিং বিনাশায় রাজ্ঞঃ স পিশিতাশনঃ ।
জগ্রাহ স মহাশক্তিং গিরীণামপি দারিণীম্ ॥ ৫
সম্প্রদীপ্তাং মহোদ্ধাতামশনিং জ্বলিতামিব ।
সমুদ্যচ্ছন্ মহাবাহুজিঘাংসুস্তনয়ং তব ॥ ৬

দ্বিাবতিতম অধ্যায়

[হুৰ্য্যোধন এবং জ্যোগাদি প্রধান বীরগণের সহিত ঘটোৎকচের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দানবগণের পক্ষেও হুঃসহ সেই বাণবর্ষণকে রাজেন্দ্র হুৰ্য্যোধন যুদ্ধে সেইরূপে ধারণ করিলেন, যে রূপ গজরাজ জলবর্ষণকে নিজের উপর ধারণ করিয়া থাকে ॥ ১

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় গুরুতর কোথাবিষ্ট হইয়া স্বাপত্যাগ-কারী সর্পতুল্য দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে আপনার পুত্র হুৰ্য্যোধন জীবন-রক্ষা ব্যাপারে অতিশয় সংশয়াপন্ন হইলেন ॥ ২

তখন তিনি অত্যন্ত তীব্র পীড়িত হইয়া নিশ্বাস করিলেন। মহারাজ! এই সব নারাতুলি সহসা রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের নিকট হইয়া পতিত হইল, গন্ধমাদন পর্বতের উপরে যে রূপ বিষধর সর্পসমূহ কোন স্থান হইতে আসিয়া পড়ে ॥

সেই বাণসমূহে আহত হইয়া সেই রাক্ষস কুন্তল হইতে মদের ধারা প্রবাহিতকারী গজরাজের ত্রায় নিজ শরীর হইতে রক্তধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল। সে তখন রাজা হুৰ্য্যোধনকে বিনাশ করিবার জন্য বৃদ্ধি স্থির করিল ॥

তাহার পর সে পর্বতসকলকে বিদারণ করিতে সমর্থ, প্রজ্বলিতা উদ্ধা ও বজ্রসদৃশ কাস্তিমতী এক মহাশক্তি গ্রহণ করিল ॥

তামুত্থতামভিপ্রেক্ষ্য বজ্রানামধিপস্তরন্ ।

কুঞ্জরং গিরিসঙ্কাশং রাক্ষসং প্রত্যচোদয়াৎ ॥ ৭

স নাগপ্রবরেণাজৌ বলিনা লীজগামিনা ।

যতো হুৰ্য্যোধনরথস্তং মার্গং প্রত্যবর্তত ॥ ৮

রথঞ্চ বারয়ামাস কুঞ্জরেণ সুতস্ত তে ।

মার্গমাবারিতং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞা বজ্রেন ধীমতা ॥ ৯

ঘটোৎকচো মহারাজ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।

উত্ততাং তাং মহাশক্তিং তস্মিন্শিক্ষেপ বারণে ॥ ১০

স তয়াভিহতো রাজংস্তেন বাহুপ্রমুক্তয়া ।

সজাতরুধিরোংগীড়ঃ পপাত চ মমার চ ॥ ১১

পতত্যথ গজে চাপি বজ্রানামীশ্বরো বলী ।

জবেন সমভিক্ষিত্য জগাম ধরণীতলম্ ॥ ১২

হুৰ্য্যোধনোহপি সম্প্রেক্ষ্য পতিতং বরবারণম্ ।

প্রভগ্নঞ্চ বলং দৃষ্ট্বা জগাম পরমাং বাধাম্ ॥ ১৩

মহাবাহু ঘটোৎকচ আপনার পুত্রকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় সেই শক্তি উপরে উত্তোলিত করিল। উত্তোলিত সেই শক্তিকে দেখিয়া বঙ্গদেশের রাজা অতিশয় স্বীয় পর্বতাকার বিশাল গজরাজকে সেই রাক্ষসের দিকে প্রেরিত করিলেন ॥ ৭-৯

এই বজ্রপতি সেই লীজগামী মহাবল গজরাজে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সেই মার্গে পরিচালনা করিলেন, যেখানে হুৰ্য্যোধনের রথ বর্তমান ছিল ॥ ৮

তিনি নিজ হাতীর দ্বারা আপনার পুত্রের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। মহারাজ! বৃদ্ধিমান্ বজ্রনরেশ কর্তৃক হুৰ্য্যোধনের রথের পথ রুদ্ধ হওয়ায় ঘটোৎকচের চক্ষু জোখে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ॥

তখন ঘটোৎকচ উত্তোলিত সেই মহাশক্তিকে উক্ত হাতীর উপরই নিক্ষেপ করিলেন। রাজন্! ঘটোৎকচের বাহনিনিক্ষিপ্ত ঐ শক্তির আঘাতে হাতীর কুন্তল বিদীর্ণ হইয়া বাইল এবং ইহাতে সে রক্তশোত প্রবাহিত করিতে লাগিল। তখন হাতী তৎক্ষণাৎ ভূপাতিত হইল এবং মৃত্যুবরণ করিল ॥ ১০-১১

হাতী বধন ভূপাতিত হইল, তখন বলবান্ বজ্রাধিপতি তাহার পৃষ্ঠ হইতে সবেগে লাফাইয়া ধরাতলে নামিয়া পড়িলেন ॥ ১২

সেই শ্রেষ্ঠ গজরাজকে পতিত দেখিয়া সমগ্র কৌরবসৈন্য পলায়ন করিল। এই সমস্ত দেখিয়া হুৰ্য্যোধন অতিশয় ব্যথিত হইলেন ॥ ১৩

(অশঙ্কঃ প্রতিযোদ্ধুং বৈ দৃষ্ট্বা তস্ত পরাক্রমম
ক্ষত্রধর্মঃ পুরস্কৃত্য আত্মনশ্চাভিমানিতাম্ ।
প্রাপ্তেহপক্রমণে রাজা তসৌ গিরিবিচলঃ ॥ ১৪
সঙ্কায় চ শিতং বাণং কালাগ্নিসমভেজসম্ ।
মুমোচ পরমক্রুদ্ধস্তস্মিন ঘোরে নিশাচরে ॥ ১৫
তমাপতন্তুং সম্প্রেক্ষ্য বাণমিত্রাশনিপ্রভম্ ।
লাঘবান্মোচয়ামাস মহাত্মা বৈ ঘটোৎকচঃ ॥ ১৬
ভূয়শ্চ বিননাদোগ্রং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।
ত্রাসয়ামাস সৈন্যানি যুগান্তে জলদো যথা ॥ ১৭
তং শ্রদ্ধা নিনদং ঘোরং তস্ত ভীমস্ত রক্ষসঃ ।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য ভীষ্মঃ শাস্তনবোহব্রবীৎ ॥ ১৮
যথৈষ নিনদো ঘোরঃ জয়তে রাক্ষসেরিতঃ ।
হৈড়িহো যুধ্যতে নুনং রাজ্ঞা দুর্ধ্যোধনেন হ ॥ ১৯
নৈষ শক্যো হি সংগ্রামে জেতুং ভূতেন কেনচিৎ

তিনি ঘটোৎকচের পরাক্রমের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার
সম্মুখে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্ষত্রিয়-ধর্ম ও নিজের
অভিমানের কথা সম্মুখে রাখিয়া পলায়নের অবসর থাকিলেও
রাজা দুর্ধ্যোধন পরকর্তের দ্বায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে
লাগিলেন ॥ ১৪

তাহার পর তিনি প্রলয়কালীন অগ্নিতুল্য তেজস্বী এবং ভীম
বাণ সজ্জান করিয়া তাহা অত্যন্ত ক্রোধের সহিত সেই ভয়ঙ্কর
রাক্ষসের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৫

ইজের বজ্রতুল্য প্রভামণ্ডিত সেই বাণকে নিজের দিকে
আসিতে দেখিয়া মহাত্মা রাক্ষস ঘটোৎকচ স্বীয় নৈপুণ্যবশতঃ উহা
হইতে নিজেকে মুক্ত করিল ॥ ১৬

তারপর সে পুনরায় ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জন
করিতে লাগিল। যেরূপ প্রলয়কালে সংবর্তক মেঘের গর্জন হইয়া
থাকে, সেইরূপই গর্জন করিতে করিতে সে সমস্ত কৌরবগৈষ্ঠ-
দিলকে ভীত করিয়া তুলিল ॥ ১৭

সেই ভয়ানক রাক্ষসের ঐ ঘোর গর্জন শ্রবণ করিয়া শান্ত-
নন্দন ভীষ্ম জ্ঞোণাচার্য্যের নিকট বাইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১৮

এই রাক্ষসের মুখ হইতে নির্গত যেরূপ ভয়ঙ্কর গর্জন শুনা
বাইতেছে, তাহাতে অস্থান করা যায় যে, অবশ্যই হিড়িম্বার পুত্র
ঘটোৎকচ রাজা দুর্ধ্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে ॥ ১৯

তত্র গচ্ছত ভজ্রং বো রাজানং পরিরক্ত ॥ ২০

অভিক্রতো মহাভাগো রাক্ষসেন মহাত্মনা ।

এতদ্বি বঃ পরং কৃত্যং সর্বেষাং নঃ পরস্তপাঃ ॥ ২১

পিতামহবচঃ শ্রদ্ধা স্বরমাণা মহারথাঃ ।

উত্তমং জবমান্বায় প্রযযুর্যত্র কৌরবঃ ॥ ২২

জ্ঞোণশ্চ সোমদত্তশ্চ বাহ্নীকোহথ জয়দ্রথঃ ।

কৃপো ভূরিশ্রবাঃ শল্য আবন্ত্যঃ স বৃহদলঃ ॥ ২৩

অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ চিত্রসেনো বিবংশতিঃ ।

রথাস্তানেকসাহস্রাঃ যে তেষামন্তয়ানিনঃ ॥ ২৪

অভিক্রতং পরীপ্লবুঃ পুত্রং দুর্ধ্যোধনং তব ।

তদনীকমনাধুগুং পালিতং তু মহারথৈঃ ॥ ২৫

আততায়িনমায়াস্তং প্রেক্ষ্য রাক্ষসসন্তমঃ ।

নাকম্পত মহাবাহুর্মৈনাক ইব পর্বতঃ ॥ ২৬

ইহাকে কোন প্রাণীই সময়ে জয় করিতে সমর্থ হইবে না,
অতএব আপনার কল্যাণ হউক, আপনি সেখানে গমন করুন এবং
রাজা দুর্ধ্যোধনকে রক্ষা করুন ॥ ২০

মনে হইতেছে—মহাভাগ দুর্ধ্যোধন বিশালকায় রাক্ষসের
আক্রমণের মধ্যে পড়িয়াছে। শক্রসম্ভাপক বীরগণ! সুতরাং
আপনার ও আমাদের সকলের সর্বোত্তম কার্য্য হইল দুর্ধ্যোধনকে
রক্ষা করা ॥ ২১

ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকল মহারথীরা অতি সত্বর
তীব্রবেগের আশ্রয়গ্রহণ করত সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন,
যেখানে কুরুরাজ দুর্ধ্যোধন অবস্থিত ছিলেন ॥ ২২

জ্ঞোণাচার্য্য, সোমদত্ত, বাহ্নীক, জয়দ্রথ, কৃপাচার্য্য, ভূরিশ্রবা,
শল্য, অবন্তীদেশের রাজকুমার বিল্ব ও অহবিল্ব, বৃহদল, অশ্বখামা,
বিকর্ণ, চিত্রসেন, বিবংশতি এবং তাঁহাদের অহুগামী বহু সহস্র
রথী—ইহারা সকলে রাক্ষসকর্তৃক আক্রান্ত আপনার পুত্র দুর্ধ্যো-
ধনকে রক্ষা করিবার জন্য গমন করিলেন। এই সব মহারথী
কর্তৃক পালিত (রক্ষিত) হইয়া সেই সৈন্তবাহিনী তখন অজয়
হইয়া উঠিল ॥ ২৩-২৫

যুদ্ধে আততায়ী দুর্ধ্যোধনকে আসিতে দেখিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ
মহাবাহু ঘটোৎকচ অবিচলভাবে মৈনাকপর্ব্বতের দ্বায় অবস্থান
করিতে লাগিল ॥ ২৬

প্রগৃহ্য বিপুলং চাপং জ্ঞাতিভিঃ পারিবারিতঃ ।
 শূল-মুদগরহস্তৈশ্চ নানাশ্রহরণৈরপি ॥ ২৭
 ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।
 রাক্ষসানাঞ্চ মুখাস্তু তুর্ঘ্যোধনবলস্তু চ ॥ ২৮
 ধনুযাং কৃষ্ণতাং শব্দঃ সর্বতন্তুমুলো রণে ।
 অজ্ঞায়ত মহারাজ বংশানাং দহতামিব ॥ ২৯
 অজ্ঞাণাং পাত্যমানানাং কবচেষু শরীরিণাম্ ।
 শব্দঃ সমভবদ্ রাজন্ গিরীণামিব ভিত্ততাম্ ॥ ৩০
 বীরবাহুবিসৃষ্টানাং তোমরাণাং বিশাম্পতে ।
 রূপমাসীদ্ বিয়ংস্থানাং সর্পাণামিব সর্পতাম্ ॥ ৩১
 ততঃ পরমসংক্রুদ্ধো বিস্ফার্য্য স্তমহদ্ ধনুঃ ।
 রাক্ষসেন্দ্রো মহাবাহুবিনদন্ ভৈরবং রবম্ ॥ ৩২
 আচার্য্যস্যাক্ষচন্দ্রেণ ক্রুদ্ধশ্চিচ্ছেদ কামুকম্ ।
 সৌমদন্তস্ত ভল্লেন ধ্বজং চোন্নধ্য চানদং ॥ ৩৩

তাহার জ্ঞাতি বন্ধুরা হস্তে শূল, মুদগরাদি নানাবিধ অস্ত্র লইয়া তাহাকে চারিদিক্ পরিবৃত্ত করিয়া রাখিল এবং রাক্ষস ঘটোৎকচও হাতে একটি বিশাল ধনু ধারণ করিয়াছিল ॥ ২৭

তদনন্তর রাক্ষসগণের মধ্যে প্রধান ঘটোৎকচ এবং তুর্ঘ্যোধনের সৈন্তদের মধ্যে লোমহর্ষণ ও তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ২৮

মহারাজ! রণাঙ্গনে সর্বদিকেই বংশসমূহের দম্ব হওয়ার শ্রাব্য ধ্বজসকলের টকারের ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল ॥ ২৯

রাজন্! দেহধারীদিগের কবচসমূহের মধ্যে পতিত অস্ত্র-সকলের একরূপ শব্দ হইতে লাগিল যে, তাহাতে মনে হইতেছিল পর্কতসমূহ বিদীর্ণ হইতেছে ॥ ৩০

প্রজানাথ! বীরগণের বাহুদ্বারা নিক্ষিপ্ত তোমরশ্রেণী বধন আকাশপথে আসিতেছিল, তখন তাহাদের স্বরূপ তীব্রগতিতে বিচরণরত সর্পসমূহের শ্রাব্য মনে হইতেছিল ॥ ৩১

তারপর মহাবাহু রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর, গর্জন করিতে করিতে বিশাল ধনু আকর্ষণ করত অর্ধচন্দ্রে বাণে ক্রোশাচার্য্যের ধনু ছেদন করিয়া ফেলিল। পুনরায় একটি ভল্লাস্ত্রে সৌমদন্তের ধ্বজ খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥ ৩২-৩৩

তারপর তিনটি বাণে বাহ্লীকের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিল। এক বাণে রূপাচার্য্যকে এবং তিনটি বাণে চিত্রসেনকেও বিদ্ধ করিল ॥ ৩৪

বাহ্লীকঞ্চ ত্রিভির্বাণৈঃ প্রত্যবিধাং স্তনাস্তরে ।
 কৃপমেকেন বিব্যাধ চিত্রসেনং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৩৪
 পূর্ণায়তবিসৃষ্টেন সম্যক্ শ্রণিহিতেন চ ।
 জক্রদেশে সমাসাচ্চ বিকর্ণং সমতাড়য়ং ॥ ৩৫
 শ্রবীদং স্বরথোপস্থে শোণিতেন পরিপ্লুতঃ ।
 ততঃ পুনরমেয়ায়া নারাজান্ দশ পঞ্চ চ ॥ ৩৬
 ভূরিশ্রবসি সংক্রুদ্ধঃ শ্রাহিণোদ্ ভরতর্ষভ ।
 তে বর্ম ভিষ্মা তস্তাশ্চ বিবিস্তর্ধরীতলম্ ॥ ৩৭
 বিবিশ্বেশ্চৈশ্চ দ্রৌণেচ্চ যস্তারো সমতাড়য়ং ।
 তৌ পেততু রথোপস্থে রশ্মীমুৎসৃজ্য বাজিনাম্ ॥ ৩৮
 সিদ্ধুরাজোহর্ষচন্দ্রেণ বারাহং স্বর্ণভূষিতম্ ।
 উন্নমাথ মহারাজ দ্বিতীয়েনাচ্ছিনদ ধনুঃ ॥ ৩৯
 চতুর্ভিরথ নারাজৈরাবস্তাস্ত মহায়নঃ ।
 জঘান চতুরো বাহান্ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ৪০

তারপর ঘটোৎকচ পূর্ণরূপে ধনুটিকে আকর্ষণ করিয়া তাহার উপর উত্তম রীতিতে সন্ধান করত বিকর্ণের গলদেশের উপরিভাগে (স্বক্ষে) গভীরভাবে আঘাত করিল ॥ ৩৫

ইহাতে বিকর্ণ ব্যাকুল হইয়া স্বীয় রথের পশ্চাদ্ভাগে বাইয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন তাহার সর্বাঙ্গ রক্তে পরিপ্লুত হইল। ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন ঘটোৎকচ ভূরিশ্রবার উপর পনেরটি নারাজ নিক্ষেপ করিল ॥

এই নারাজগুলি তাহার কবচ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অতি দ্রুত ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। সেই সঙ্গে ঘটোৎকচ বিবিশ্বেশি এবং অশ্বখামার সারথি দুইজনকে গুরুতর আহত করিল। এই দুই জন তখন অশ্বগণের রজ্জু (লাগাম) পরিত্যাগ করিয়া রথের আসনের উপর পতিত হইল ॥ ৩৬-৩৮

মহারাজ! ঘটোৎকচ সেই সময় একটি অর্ধচন্দ্রে বাণে সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথের বরাহ-চিহ্নযুক্ত স্বর্ণভূষিত ধ্বজ ছেদন করিল এবং অপর এক বাণে তাহার ধনুও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল ॥ ৩৯

তাহার পর ঘটোৎকচ ক্রোধে চক্ রক্তবর্ণ করিয়া চারিটি নারাজের দ্বারা মহাত্মা অবতীদেশের অধিপতির চারিটি অঙ্গকে নিহত করিল ॥ ৪০

পূৰ্ণায়তবিস্মৃষ্টেন পীতেন নিশিতেন চ ।

নিৰ্বিভেদ মহারাজ রাজপুত্ৰং বৃহদ্বলম্ ॥ ৪১

স গাঢ়বিক্ৰো ব্যথিতো রথোপস্থ উপাৰিশং ।

ভৃশং ক্ৰোধেন চাবিষ্টো রথস্থো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৪২

রাজেন্দ্র ! অনন্তর ধনুটিকে পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত পীতবর্ণের তীক্ষ্ণ ধারাল একটি বাণে সে রাজকুমার বৃহদ্বলকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল ॥ ৪১

এই বাণে গুরুতর রূপে বিদ্ধ হইয়া বৃহদ্বল ব্যথিতচিত্তে রথের পশ্চাদ্ভাগে ঘাইয়া উপবেশ করিলেন । এদিকে রাক্ষস-

শ্রীমদ্রহসি বেদব্যাঙ্গপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্কাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্কে হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচের যুদ্ধ-বিষয়ক ত্ৰিনবতিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

ত্ৰিনবতিতমোহধ্যায়ঃ

[ঘটোৎকচঃ রক্ষিতুং সমাগতৈর্ভীমাদিভির্বীরৈঃ সহ কৌরবাণাং যুদ্ধং পলায়নঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

বিমুখীকৃত্য সর্বাংস্ত ভাবকান্ যুধি রাক্ষসঃ ।

জিঘাংসুর্ভরতশ্চেষ্ট হৃষ্যোদনমুপাজবৎ ॥ ১

তমাপতন্তুঃ সম্প্রেক্ষ্য রাজানং প্রীতি বেগিতম্ ।

অভ্যধাবন্জিঘাংসন্তস্তাবকা যুদ্ধহর্মদাঃ ॥ ২

তালমাত্রাণি চাপানি বিকর্ষন্তো মহারথাঃ ।

তমেকমভ্যধাবন্ত নদন্তুঃ সিংহসজ্জবৎ ॥ ৩

অথৈনং শরবর্ষণে সমস্তাং পর্যাবাকিরন্ ।

ত্ৰিনবতিতম অধ্যায়

[ঘটোৎকচকে রক্ষা করিবার জন্য আগত ভীমাদি বীরগণের সহিত কৌরবদিগের যুদ্ধ এবং পলায়ন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতশ্চেষ্ট ! সেই রাক্ষস যুদ্ধস্থলে আপনায় সকল সৈন্যদিগকে যুদ্ধ হইতে পরাণ্ডু করিয়া দিল এবং হৃষ্যোদনকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাহার দিকে ধাবিত হইল ॥ ১

তাহাকে হৃষ্যোদনের দিকে সবেগে আলিতে দেখিয়া যুদ্ধ-হর্মদ আপনায় পুত্র ও সৈন্যগণ ঘটোৎকচকে বিনাশ করিবার জন্য তাহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২

সেই সব মহারথী বীরগণ চারি হাত লম্বা ধনু লইয়া আকর্ষণ করত সিংহসজ্জের স্তায় গর্জন করিতে করিতে সেই একাকী যোদ্ধা ঘটোৎকচের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩

চিক্কেপ নিশিতাংস্তীক্ষ্ণাঙ্কুরানানীবিষোপমান্ ।

বিভিহৃস্তে মহারাজ শল্যাং যুদ্ধবিশারদম্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি হৈড়িম্বযুদ্ধে

ত্ৰিনবতিতমোহধ্যায়ঃ

রাজ ঘটোৎকচ অত্যন্ত ক্রোধাবহ হইয়া রথে বসিয়া থাকিল ॥ ৪২

মহারাজ ! সে রথে বসিয়া থাকিয়াই বিষধর সর্পগণের ন্যায় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল । সেই বাণ-সমূহে যুদ্ধবিশারদ রাজা শল্যকে সে পূর্ণরূপে আহত করিয়া ফেলিল ॥ ৪৩

পর্বতং বারিধারাভিঃ শরদীব বলাহকাঃ ॥ ৪

স গাঢ়বিক্ৰো ব্যথিতস্তোত্রাদিত ইব দ্বিপঃ ।

উৎপপাত তদাকাশং সমস্তাদ্ বৈনতেয়বৎ ॥ ৫

ব্যানদং স্তুমহানাদং জীমূত ইব শারদঃ ।

দিশঃ খং বিদিশশ্চৈব নাদয়ন্ ভৈরবশ্বনঃ ॥ ৬

রাক্ষসস্ত তু তং শব্দং শ্রুত্বা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ।

উবাচ ভরতশ্চেষ্ট ভীমসেনমরিন্দমম্ ॥ ৭

যেদ্রুপ শরৎকালে মেঘ পর্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সব কৌরব বীরগণ চারিদিক্ হইতে ঘটোৎকচের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪

সেই সময় এই সব বাণের প্রহারে ঘটোৎকচ অল্পশ প্রহারে হাতীর স্তায় ব্যথিত হইয়া উঠিল এবং অতি দ্রুত গরুড়সদৃশ আকাশের চারিদিকে উড়িতে লাগিল ॥ ৫

সে তখন আকাশে থাকিয়াই শরৎকালে মেঘের স্তায় বীর ভয়ঙ্কর স্বরে অন্তরিক্ষ, দিক্ ও বিদিক্‌সমূহ নিনাদিত করিতে করিতে গর্জন করিতে লাগিল ॥ ৬

রাক্ষস ঘটোৎকচের ঐ গর্জন শুনিয়া রাজা যুধিষ্ঠির শঙ্কসমন ভীমসেনকে এই কথা বলিলেন ॥ ৭

যুধ্যতে রাক্ষসো নুনং ধার্তরাষ্ট্রমহারথৈঃ ।
 যথাস্ত্র জায়তে শকো নদতো ভৈরবং স্বনম্ ॥ ৮
 অতিভারঞ্চ পশ্যামি তস্মিন্ রাক্ষসপুঙ্গবে ।
 পিতামহশ্চ সংক্রুদ্ধঃ পঞ্চালান্ হস্তমুত্ততঃ ॥ ৯
 তেষাঞ্চ রক্ষণার্থায় যুধ্যতে ফাল্গুনঃ পঠৈঃ ।
 এতজ্জ্ঞাষ্মা মহাবাহো কার্যদ্বয়মুপস্থিতম্ ॥ ১০
 গচ্ছ রক্ষস্ব হৈড়িষং সংশয়ং পরমং গতম্ ।
 ভ্রাতুর্বচনমাজ্ঞায় স্বরমাণো বৃকোদরঃ ॥ ১১
 প্রযযৌ সিংহনাদেন ত্রাসয়ন্ সর্বপাণ্ডিবান্ ।
 বেগেন মহতা রাজন্ পর্বকালে যথোদধিঃ ॥ ১২
 তমঘগাং সত্যধৃতিঃ সৌচিতিযুজ্জর্মদঃ ।
 শ্রেণিমান্ বহ্নদানশ্চ পুত্রঃ কাশ্যস্ত্র চাভিভূঃ ॥ ১৩
 অভিমম্ব্যমুখাশ্চৈব দ্রৌপদেয়া মহারথঃ ।
 ক্ষত্রদেবশ্চ বিক্রান্তঃ ক্ষত্রধর্ম্য তথৈব চ ॥ ১৪

রাক্ষস ঘটোৎকচ নিশ্চয়ই কোরব মহারথীদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। ভৈরব স্বরে নিনাদকারী তাহার বেক্রপ শব্দ শুনা যাইতেছে, তাহাতে ইহাই মনে হইতেছে ॥ ৮

সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচের উপর অতিশয় গুরু ভার পতিত হইয়াছে দেখিতেছি। এদিকে পিতামহ ভীষ্মও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পাঞ্চালগণকে বধ করিতে উত্তত হইয়াছেন ॥ ৯

তাহাদের রক্ষার জন্য অর্জুন শক্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। মহাবাহো! নিজের উপর দুইটি কার্য ভার পড়িয়াছে, একপ মনে করিয়া তুমি যাও এবং গুরুতর সংশয়ে পতিত হিড়িম্বা-কুমারকে রক্ষা কর ॥

ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের এই আজ্ঞা মানিয়া ভীমসেন সিংহনাদে সমস্ত ভূপতিবৃন্দকে ভীত করিতে করিতে অতিশয় স্তম্ভিত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজন্! বেক্রপ পুর্নিমার সমুজ্জের বেগ অতিশয় বর্ধিত হয়, সেইরূপ ভীমসেন অত্যন্ত তীব্রবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে সত্যধৃতি, রণদুর্ধ্বন সৌচিতি, শ্রেণিমান্, বহ্নদান, কাশীরাজের পুত্র অভিভূ, অভিমম্ব্য প্রভৃতি বোদ্ধারা, দ্রৌপদীর পঞ্চ মহারথী পুত্র, পরাক্রমশালী ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রধর্ম্য, অছপদেশের রাজা নীল, ঐহাদের নিজেদের শক্তির উপর পূর্ণ আস্থা আছে, সেই সব বীরগণ বিশাল রথসৈন্তের সহিত

অনুপাধিপতিশ্চৈব নীলঃ স্ববলমান্থিতঃ ।
 মহতা রথবংশেন হৈড়িষং পর্যাবারয়ন্ ॥ ১৫
 কুঞ্জরৈশ্চ সদা মন্তৈঃ ঘটুসাহস্রৈঃ প্রহারিভিঃ ।
 অভ্যরক্ষন্ত সহিতা রাক্ষসৈস্ত্রং ঘটোৎকচম্ ॥ ১৬
 সিংহনাদেন মহতা নেমিষোষণে চৈব হ ।
 খুরশকনিপাতৈশ্চ কম্পয়ন্তো বহ্নুধরাম্ ॥ ১৭
 তেষামাপততাং ক্রাঘা শব্দং তং তাবকং বলম্ ।
 ভীমসেনভয়োদ্বিগ্নং বিবর্ণবদনং তথা ॥ ১৮
 পরিবৃত্তং মহারাজ পরিত্যজ্য ঘটোৎকচম্ ।
 ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তত্র তেষাং মহাত্মনাম্ ॥ ১৯
 তাবকানাং পরেষাঞ্চ সংগ্রামেধনিবর্তিনাম্ ।
 নানারূপাণি শস্ত্রাণি বিন্ধ্যজন্তো মহারথঃ ॥ ২০
 অশ্রোত্তমভিধাবন্তুঃ সম্প্রহারং প্রচক্রিরে ।
 ব্যতিষক্তং মহারোজং যুদ্ধং ভীকৃতয়াবহম্ ॥ ২১

হিড়িম্বাকুমার ঘটোৎকচকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ১০-১৫

সর্বদা উন্নত, প্রহার করিতে পট্ট এতাদৃশ ছয় হাজার গজরাজের সহিত আসিয়া পুর্কোক্ত বীরগণ একসঙ্গে সকলে ঘটোৎকচকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

তাহারা মহান্ সিংহনাদ, রথচক্রসমূহের ঘর্ষের শব্দ এবং অশ্বসকলের ক্ষুরোখিত শব্দের দ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করিতে থাকিলেন ॥ ১৭

তাহাদের সকলের আগমনের সময় যে কোলাহল হইতে লাগিল, তাহা শুনিয়া এবং ভীমসেনের ভয়ে অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হইয়া আপনার সৈন্তগণের মন উদাস হইয়া বাইল ॥ ১৮

মহারাজ! সেই সময় রক্ষকগণ কর্তৃক চারিদিকে পরিবৃত্ত ঘটোৎকচকে ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ হইতে ঐহারা কখনও নিবৃত্ত হন না, একপ আপনারও শক্রদিগের সেই মহাত্মা বোদ্ধাদের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে এবং পরস্পরের প্রতি দৌড়াইতে দৌড়াইতে উভয় পক্ষেরই মহারথী বোদ্ধাগণ ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ভীক মনুষ্যদের ভয়াবহ ও অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ তখন আরম্ভ হইয়া বাইল। অশ্বরোহী বোদ্ধারা হস্ত্যারোহী বোদ্ধার সহিত এবং পদাতি সৈন্তরা রথী বীরগণের সহিত যুদ্ধ মিলিত হইল।

হয়া গজৈঃ সমাজগ্নুঃ পাদাতা রথিভিঃ সহ ।
 অশ্বোশ্চ সমরে রাজন্ প্রার্থয়ানাঃ সমভ্যয়ুঃ ॥২২
 সহসা চাভবৎ তীব্রং সন্নিপাতান্নহদ্ রজঃ ।
 গজাশ্ব-রথ পত্নীনাং পদনেমিসমুদ্রতম্ ॥ ২৩
 ধুম্রাক্রণং রজস্তীব্রং রণভূমিং সমাবরণেৎ ।
 নৈব শ্বে ন পরে রাজন্ সমজানন্ পরস্পরম্ ॥২৪
 পিতা পুত্রং ন জানীতে পুত্রো বা পিতরং তথা ।
 নির্মধ্যাদে তথাভূতে বৈশসে লোমহর্ষণে ॥২৫
 শস্ত্রাণাং ভরতশ্রেষ্ঠ মনুষ্যাণাঞ্চ গর্জতাম্ ।
 স্তমহানভবচ্ছকঃ প্রেতানামিব ভারত ॥ ২৬
 গজ-বাজি-মনুষ্যাণাং শোণিতাত্তরঙ্গিনী ।
 প্রাবর্তত নদী তত্র কেশ-শৈবলশাঙ্গলা ॥ ২৭
 নরাণাং চৈব কায়েভ্যঃ শিরসাং পততাং রণে ।
 শুশ্রুবে স্তমহান্ শকঃ পততামশ্বনামিব ॥ ২৮

রাজন্! ইহারা তখন পরস্পর পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই সময় ঐ ভীষণ সজ্জা সহসা তীব্রবেগে ধূলি উখিত হইতে থাকিল। হস্তী, অশ্ব, পদাতি সৈন্তগণের পদসজ্জা এবং রথের চক্রপ্রান্তের আঘাতে এই ধূলিজাল উঠিয়াছিল। ১২-২৩

মহারাজ! কাল ও লাল বর্ণের দুঃসহ ধূলি সমস্ত রণস্থলকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। সেই সময় সৈন্তগণ নিজের ও শত্রুপক্ষের কাহাকেও চিনিতে পারিতে ছিল না। ২৪

সেই মধ্যাহ্ন (শূন্যলাহীন) রোমাঞ্চকারী লোককন্ড চলিতে থাকিলে পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে চিনিতে পারেন নাই। ২৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! শস্ত্রসমূহের আঘাত ও মনুষ্যদিগের তীব্র শব্দ ভূত-প্রেত গর্জনের স্থায় মনে হইতেছিল। ২৬

হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের রক্ত এবং অস্ত্রসমূহের এক ভয়ঙ্কর নদী প্রবাহিত হইল, যেখানে কেশগুচ্ছ শৈবাল (শেওলা) ও শাঙ্কলের (নব্বাসের) স্থায় মনে হইতেছিল। ২৭

মনুষ্যগণের শরীর সকল হইতে ছিন্ন হইয়া রণভূমিতে পতিত মৃতকলসমূহের আভিশয় তীব্র শব্দ প্রস্তরঘর্ষণের তুল্য বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। ২৮

মৃতকলীন মনুষ্যগণ এবং ছিন্নগাত্র বহু হস্ত ও বিধ্বস্ত দেহ অশ্ববৃন্দের দ্বারা রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া বাইল। ২৯

বিশিরস্কৈর্মহুশ্চৈচ্ছিন্নগাত্রৈশ্চ বারণৈঃ ।
 অশ্বৈঃ সন্তিন্দ্ৰদেহৈশ্চ সন্ধীর্ণাভূদ্ বশুন্ধরা ॥ ২৯
 নানাবিধানি শস্ত্রাণি বিশ্বজন্তো মহারথাঃ ।
 অশ্বোশ্চমভিধাবন্তুঃ সম্প্রহারার্থমুত্ততাঃ ॥ ৩০
 হয়া হয়ান্ সমাসাশু প্রেষিতা হয়সাদিভিঃ ।
 সমাহত্যা রণেহশ্বোশ্চ নিপেতুর্গতজীবিতাঃ ॥ ৩১
 নরা নরান্ সমাসাশু ক্রোধরন্তেক্ষণা ভূশম্ ।
 উরাংস্মারোভিরশ্বোশ্চ সমাশ্লিষ্য নিজ্জিরে ॥ ৩২
 প্রেষিতাশ্চ মহামাত্রৈর্বারণাঃ পরবারণৈঃ ।
 অভ্যস্তুস্ত বিবাগশ্চৈর্বারণানেনব স-যুগে ॥ ৩৩
 তে জাতকধিরোংপীড়াঃ পতাকাভিরলঙ্কতাঃ ।
 সংসক্তাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত মেঘা ইব সবিদ্যতাঃ ॥ ৩৪
 কেচিদ্ ভিন্না বিবাগশ্চৈভিন্নকুস্তাশ্চ তোমরৈঃ ।
 বিনদন্তোহভ্যধাবন্ত গর্জমানা ঘনা ইব ॥ ৩৫

নানাবিধ অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে এবং পরস্পর পরস্পরের দিকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে মহারথী বীরগণ যুদ্ধের জন্ত সর্বতোভাবে উদ্যত ছিলেন। ৩০

অশ্বারোহী যোদ্ধাদের দ্বারা চালিত অশ্বগণ পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে প্রাণহীন অবস্থায় রণস্থানে পতিত হইতে লাগিল। ৩১

মনুষ্যগণ মনুষ্যদিগের উপর আক্রমণ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত বন্ধ-স্থলে বন্ধ-স্থল মিলিত করিয়া পরস্পরকে বধ করিতে লাগিল। ৩২

মাহতগণ কর্তৃত প্রেরিত হইয়া হস্তীরা বিপক্ষ হস্তীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রণস্থলে স্বীয় দস্তের অগ্রভাগে অপর হস্তীদিগকে আঘাত করিতে থাকিল। ৩৩

সেই সময় তাহাদের মস্তক হইতে রক্তধারা বহিতে লাগিল। পরস্পর যুদ্ধে মিলিত এই সব হস্তীরা পতাকাসমূহে অলঙ্কৃত থাকায় বিদ্যুতের সহিত মেঘের স্থায় দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ৩৪

কতক হাতী দস্তাগ্রভাগদ্বারা বিদীর্ণ হইয়া বাইল। কতক হাতীর কুণ্ডল তোমরের আঘাতে বিদীর্ণ হইল। ইহাতে তখন তাহারা গর্জনরত মেঘের স্থায় চীৎকার করিতে করিতে এদিকে ওদিকে দৌড়াইতে লাগিল। ৩৫

কেচিচ্ছৈবৈধিা চ্ছিন্নৈশ্চিন্নগাত্ৰাস্থাপনৈ ।

নিপেতুস্তমূলে তস্মিংশ্চিন্নপক্ষা ইবাজ্রয়ঃ ॥ ৩৬

পার্শ্বৈস্ত দারিতৈরশ্চে বারৈর্নৈবরবারণাঃ ।

মুমূচুঃ শোণিতং তুরি ধাতুনিব মহীধরাঃ ॥ ৩৭

নারাচনিহতাস্থ্যে তথা বিদ্ধাশ্চ তোমরৈঃ ।

বিনদন্তোহভ্যধাবন্ত বিশৃঙ্গা ইব পর্বতাঃ ॥ ৩৮

কেচিং ক্রোধসমাবিষ্টা মদাক্ষা নিরবগ্রহাঃ ।

রথান্ হয়ান্ পদাতীংশ্চ মমূহুঃ শতশো রণে ॥ ৩৯

তথা হয়৷ হয়ারোহৈস্তাড়ািতাঃ প্রাস-তোমরৈঃ ।

তেন তেনাভ্যবর্তন্ত কুৰ্বন্তো ব্যাকুলা দিশঃ ॥ ৪০

কতক হাতীর শুণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইল এবং কতক হাতীর সর্কাণ ছিন্ন-ভিন্ন হইল । তখন এই সব হাতীরা ছিন্নপক্ষ পর্বত-সমূহের জায় সেই তুমুল সংগ্রামে ভূপতিত হইতে লাগিল ॥ ৩৬

বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ হস্তী অস্ত্র হস্তীদিগের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পার্শ্বভাগ বিদৌর্ণ হইলে সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত করিতে লাগিল, যেরূপ পর্বতসমূহ গৈরিকাদি ধাতু-মিশ্রিত ঝরণার জল প্রবাহিত করিয়া থাকে ॥ ৩৭

কতক হস্তী নারাচের আঘাতে নিহত হইল এবং কতক হাতীর শরীরে তোমর বিদ্ধ হইল । ইহাতে সেই সব হাতীরা চীৎকার করিতে করিতে চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল । তখন তাহারা শূন্যহীন পর্বতশৃঙ্গের জায় মনে হইতেছিল ॥ ৩৮

কতক মদাক্ষ গজরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় বশীভূত থাকিল না । তাহারা তখন রণাঙ্গনে শত শত রথ, অশ্ব ও

শ্রীমদ্রহি বেনবাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের

অধ্যায়ের অন্তিম সমাপ্ত ।

রথিনো রথিভিঃ সার্কং কুলপুত্রাস্তমুত্যাগঃ ।

পর্যং শক্তিং সমান্হায় চক্রুঃ কৰ্মাণ্যভীতবৎ ॥ ৪১

অয়ংবর ইবামদে প্রজহুঃ রিতরেতরম্ ।

প্রার্থয়না যশো রাজন্ স্বৰ্গং বা যুদ্ধশালিনঃ ॥ ৪২

তস্মিংশ্চত্বা বর্তমানে সংগ্রামে লোমহর্ষণে ।

ধার্তরাষ্ট্রং মহৎ সৈন্যং প্রায়শো বিমুখীকৃতম্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঙ্কলয়ুক্ষে

ত্ৰিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩

পদাতিক সৈন্যদিগকে পায়ের চাপে পেষণ করিতে লাগিল ॥ ৩৯

এইরূপ অঝোরোহী যোদ্ধাদের দ্বারা নিক্শিপ্ত প্রাস ও তোমর সকলের আঘাতে আহত হইয়া বহু অশ্ব ব্যাকুলচিত্তে এদিকে ওদিকে দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিল ॥ ৪০

বহু কুলীন রথী বীর নিজেদের শরীরের মায়া ত্যাগ করত পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া বিপক্ষের রথিগণের সহিত যেন নির্ভয়-চিত্তে মহাপরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

রাজন্ ! রণশোভী বীর বোদ্ধারা স্বর্গ অথবা যশলাভের কামনা করিয়া অয়ংবরের জায় সেই যুদ্ধে পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকিলেন ॥ ৪২

এইরূপে চলমান সেই লোমহর্ষণ সংগ্রামে দুৰ্য্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীর প্রায় সকলেই যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইল ॥ ৪৩

ভীষ্মপর্বাস্তগত ভীষ্মবধপর্কে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক ত্ৰিনবতিতম

চতুর্নবতিতমোঃধ্যায়ঃ ।

[হর্ষোদধেন সহ ভীমসেনস্য, অশ্বখান্না সহ রাজ্ঞো নীলস্য চ যুদ্ধম্, ঘটোৎকচমায়ামোহিতানাং কৌরবসৈন্যানাং পলায়নঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ ।

স্বসৈন্তং নিহতং দৃষ্ট্বা রাজা হর্ষোদধনঃ স্মরম্ ।

অভ্যাধাবত সংক্রুদ্ধো ভীমসেনমরিন্দমম্ ॥ ১

প্রগৃহ্য স্তমহচাপমিস্রাশনিসমস্বনম্ ।

মহতা শরবর্ষণে পাণ্ডবং সমবাকিরম্ ॥ ২

অর্ধচন্দ্রঞ্চ সন্ধায় স্তুতীক্কে লোমবাহিনম্ ।

ভীমসেনস্ত চিচ্ছেদ চাপং ক্রোধসমবিতঃ ॥ ৩

তদন্তরঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য স্বরমাণো মহারথঃ ।

প্রসন্দগে শিতং বাণং গিরীণামপি দারণম্ ॥ ৪

তেনোরসি মহারাজ ভীমসেনমতাড়য়ং ।

স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতঃ সৃক্লিণী পরিসংলিহ্ন ॥ ৫

সমাললগ্নে তেজস্বী ধ্বজং হেমপরিকৃতম্ ।

তথা বিমনসং দৃষ্ট্বা ভীমসেনং ঘটোৎকচঃ ॥ ৬

ক্রোধেনাভিপ্রজ্জ্বাল দিধক্ষ্মিব পাবকঃ ।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় ।

[হর্ষোদধেন সহ ভীমসেনের এবং অশ্বখান্নার সহিত রাজা নীলের যুদ্ধ ও ঘটোৎকচের মায়ায় মোহিত হইয়া কৌরব সৈন্যগণের পলায়ন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—নিজের অধিকাংশ সৈন্যকে নিহত হইতে দেখিয়া স্বয়ং রাজা হর্ষোদধন অত্যন্ত ক্রোধের সহিত শক্রদমন ভীমসেনের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ১

তিনি ইজের বজ্রের ন্যায় ভয়ানক টঙ্কারধ্বনিকারী বিশাল ধনু হাতে লইয়া পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের উপর প্রকৃত বাণবর্ষণ করিয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ২

কেবল ইহাই নহে, সেই সময় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পক্ষযুক্ত অত্যন্ত ধারাল অর্ধচন্দ্র বাণ প্রয়োগ করিয়া ভীমসেনের ধনু ছেদন করিলেন ॥ ৩

তারপর সেইক্ষণই উপযুক্ত সময় মনে করিয়া মহারথী হর্ষোদধন অতিশয় সক্ষমতার সহিত একটি তাদৃশ তীক্ষ্ণ বাণ সন্ধান করিলেন, যাহা পর্বতসমূহকে বিদীর্ণ করিতে পারে ॥ ৪

মহারাজ । সেই বাণের দ্বারা হর্ষোদধন ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে পতীর আঘাত করিলেন । তাহাতে গুরুতর বিদ্ধ হইয়া তেজস্বী ভীমসেন ব্যথিত হইলেন এবং ওঠের চুই প্রাণত্যাগ চাটিতে

অভিমম্ব্যমুখাশপি পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ৭

সমভ্যাধাবন্ ক্রোশন্তো রাজানং জাতসম্রমাঃ ।

সম্প্রেক্ষ্যতান্ সম্পততঃ সংক্রুদ্ধাঞ্জাতসম্রমান্ ॥ ৮

ভারদ্বাজোহব্রবীদ্ বাক্যং তাবকানাং মহারথান্ ।

ক্ষিপ্রং গচ্ছত ভজং বো রাজানং পরিরক্ত ॥ ৯

সংশয়ং পরমং প্রাপ্তং মজ্জন্তং ব্যসনার্ণবে ।

এতে ক্রুদ্ধা মহেষাশাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ১০

ভীমসেনং পুরস্কৃত্য হর্ষোদধনমুপাজবন্ ।

নানাবিধানি শস্ত্রাণি বিসৃজন্তো জয়ে ধৃত্যঃ ॥ ১১

নদন্তো ভৈরবান্ নাদাংস্ত্রাসয়ন্তশ্চ ভূমিপান্ ।

তদাচার্যাবচঃ শ্রুত্বা সৌমদন্তিপুরুষোত্তমাঃ ॥ ১২

তাবকাঃ সমবর্তন্ত পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ।

কৃপো ভূবিজ্ঞবাঃ শল্যাঃ দ্রোণপুত্রো বিবিশ্শতিঃ ॥ ১৩

চাটিতে তিনি স্ববর্ণভূষিত ধ্বজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ।

ভীমসেনকে এইরূপ ব্যথিতচিত্ত দেখিয়া ঘটোৎকচ দম্ব করিতে ইচ্ছুক অগ্নিদেবের ন্যায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল ।

সেই সময় অভিমত্যা প্রভৃতি পাণ্ডব মহারথীরাও তীব্রবেগে রাজা হর্ষোদধনকে আত্মান করিতে করিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সেই সমস্ত যোদ্ধাগণকে সবেগে ধাবিত হইয়া আসিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য আপনার মহারথীদিগকে বলিলেন,— বীরগণ! তোমাদের কল্যাণ হউক । শীঘ্র গমন কর এবং সঙ্কটসমূহে নিমজ্জিত হইয়া মহান্ প্রাণদংশয়ে পতিত রাজা হর্ষোদধনকে রক্ষা কর ॥

এই মহাধম্বুর্ধ্ব পাণ্ডব-মহারথীরা ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনকে অগ্রে করত হর্ষোদধনের দিকে ধাবিত হইতেছে এবং বিজয়-নাভের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া নানাপ্রকার অস্ত্রবর্ষণ করিতে করিতে ভয়ঙ্কর গর্জন করত কৃপতিগণের ত্রাস উৎপাদন করিতেছে ।

আচার্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূরিজ্ঞবা প্রভৃতি আপনার মুখ্য যোদ্ধারা পাণ্ডবদের সৈন্যবাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন ।

কৃপাচার্য, ভূরিজ্ঞবা, শল্যা, অশ্বখান্না, বিবিশ্শতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ, বৃহল্ল এবং অবন্তীদেশের দুই রাজকুমার

চিত্রসেনো বিকর্ণশ্চ সৈন্ধবোহথ বৃহদ্বলঃ ।
 আবন্তো চ মহেষ্वासো কৌরবং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ১৪
 তে বিংশতিশ্চ দং গদা সম্প্রহারং প্রচকিরে ।
 পাণ্ডবা ধার্তরাষ্ট্রাশ্চ পরম্পরজিহ্বাসবঃ ॥ ১৫
 এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্মহদ্ বিস্ফার্য্য কামুকম্ ।
 ভারদ্বাজস্ততো ভীমঃ ষড়্ বিংশত্যা সমার্পয়ৎ ॥ ১৬
 ভূয়শ্চৈনং মহাবাহুঃ শরৈঃ শীঘ্রমবাকিরং ।
 পর্বতং বারিধারাবিঃ প্রাব্রুযীব বলাহকঃ ॥ ১৭
 তং প্রত্যবিদ্যদ্ দশভির্ভীমসেনঃ শিলীমুখৈঃ ।
 ত্বরমাণো মহেষ্वासঃ সব্যে পার্শ্বে মহাবলঃ ॥ ১৮
 স গাঢ়বিক্রো ব্যথিতো বয়োবৃদ্ধশ্চ ভারত ।
 প্রনষ্টসংজ্ঞঃ সহসা রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥ ১৯
 গুরুং প্রবাধিতং দৃষ্ট্বা রাজা দুৰ্য্যোধনঃ স্বয়ম্ ।
 জ্রোণায়নিশ্চ সক্রুদ্ধো ভীমসেনমভিহ্রস্তো ॥ ২০

বিলম্ব ও অল্পবিলম্ব—ইহারা সকলে দুৰ্য্যোধনকে রক্ষা করিবার জন্য
 তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিলেন ॥ ১৪-১৪

তাঁহারা বিশ পদ অন্তর হইয়া অস্ত্রপ্রহার করিতে আরম্ভ
 করিলেন। পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া কৌরব ও
 পাণ্ডব-যোদ্ধারা যুদ্ধে নিরত হইলেন ॥ ১৫

কৌরব-মহারথীদিগকে পূৰ্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়া মহাবাহু
 ভরদ্বাজনন্দন জ্রোণাচার্য্য স্বীয় বিশাল ধনু আকর্ষণ করিয়া
 ভীমসেনকে ছাকিগণি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৬

পুনরায় মহাবাহু জ্রোণাচার্য্য ভীমসেনের উপর অতি শীঘ্র-
 তার সহিত বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন, তখন ইহাতে মনে
 হইতেছিল—বর্ষাকালে মেঘ পৰ্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ
 করিতেছে ॥ ১৭

তখন মহাবল এবং মহাধনুর্ধর ভীমসেনও সশস্ত্রতার সহিত
 জ্রোণাচার্য্যের বাম পার্শ্বে দশটি বাণ বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ
 লইলেন ॥ ১৮

ভরতনন্দন! সেই বাণসমূহে জ্রোণাচার্য্য গাঢ়ভাবে বিদ্ধ
 হইয়া ব্যথিত হইলেন। তিনি বয়োবৃদ্ধ ছিলেন, তাই সহসা
 অচেতন হইয়া রথের পশ্চাদ্ভাগে বাইয়া বসিয়া পড়িলেন ॥ ১৯

আচার্য্য জ্রোণকে ব্যথায় পীড়িত দেখিয়া স্বয়ং রাজা
 দুৰ্য্যোধন ও অশ্বখামা ইহারা উভয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ
 ভীমসেনের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ২০

তাবাপতন্তো সম্প্রেক্ষ্য কালান্তকয়মোপমৌ ।
 ভীমসেনো মহাবাহুর্গদামাদায় সশস্ত্রম্ ॥ ২১
 অবপ্লুত্য রথান তূর্ণং তন্তৌ গিরিরিবাচলঃ ।
 সমুত্তম্য গদাং শুবীং যমদণ্ডোপমাং তণে ॥ ২২
 তমুত্ততগদং দৃষ্ট্বা কৈলাসমিব শৃঙ্গিনম্ ।
 কৌরবো জ্রোণপুত্রশ্চ সহিতাবভ্যধাবতাম্ ॥ ২৩
 তাবাপতন্তো সহিতৌ করিতৌ বলিনাং বরৌ ।
 অভ্যধাবত বেগেন ত্বরমাণৌ বৃকোদরঃ ॥ ২৪
 তমাপতন্তু সম্প্রেক্ষ্য সংক্রুদ্ধং ভীমদর্শনম্ ।
 সমভ্যধাবন্তুরিতাঃ কৌরবাণাং মহারথাঃ ॥ ২৫
 ভারদ্বাজমুখাঃ সর্বে ভীমসেনজিহ্বাসয়া ।
 নানাবিধানি শস্ত্রাণি ভীমস্তোরস্তপাতয়ন্ ॥ ২৬
 সহিতাঃ পাণ্ডবাঃ সর্বে পীড়য়ন্তুঃ সমন্ততঃ ।
 তং দৃষ্ট্বা সংশয়ং প্রাপ্তং পীড়্যমানং মহারথম্ ॥ ২৭

প্রলয়কালীন যমরাজের জায় এই দুই মহারথীকে আক্রমণ
 করিতে দেখিয়া মহাবাহু ভীমসেনও অতি দ্রুত হাতে গদা গ্রহণ
 করত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পৰ্ব্বতের তুল্য অবিচলভাবে
 দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥

তিনি হাতে যে ভারী গদাটিকে তুলিয়া ছিলেন, উহা
 রণক্ষেত্রে যমদণ্ডের জায় মনে হইতেছিল। শিখরবিশিষ্ট
 কৈলাসপৰ্ব্বতসদৃশ উপরে উত্তোলিত গদাহস্তে ভীমসেনকে
 দেখিয়া দুৰ্য্যোধন ও অশ্বখামা একসঙ্গে তাঁহার দিকে ধাবিত
 হইলেন ॥ ২১-২৩

বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দুই বীরকে একসঙ্গে অতি
 দ্রুত আসিতে দেখিয়া ভীমসেনও সশস্ত্র তীব্র বেগে তাঁহাদের
 দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৪

অতিশয় ক্রুদ্ধ এবং দেখিতে ভয়ঙ্কর ভীমসেনকে লক্ষ্য করিয়া
 কৌরব মহারথীরাও সশস্ত্রতার সহিত তাঁহার দিকে দৌড়াইয়া
 যাইলেন ॥ ২৫

তখন জ্রোণাচার্য্য প্রকৃতি সকল যোদ্ধারা ভীমসেনকে বধ
 করিবার ইচ্ছায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে নানাপ্রকারের অস্ত্র নিক্ষেপ
 করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া চারিদিক হইতেই ভীমসেনকে
 পীড়িত করিতে লাগিলেন। মহারথী ভীমসেনকে পীড়িত ও
 তাঁহার প্রাণসংশয়ের অবস্থা উপস্থিত দেখিয়া অতিমহা প্রকৃতি

অভিমহু্যশ্ৰুতয়ঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ।
 অভ্যধাবন্ পরীক্ষন্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা সুহৃস্ত্যজান্ ॥২৮
 অনুপাধিপতিঃ শূরো ভীমস্ত দয়িতঃ সখা ।
 নীলো নীলাবুদশ্ৰুত্যাঃ সংক্রুদ্ধো দ্রৌণিমভ্যয়াৎ ॥ ২৯
 স্পর্ধতে হি মহেশ্বাসো নিত্যং দ্রৌণদুতেন সঃ ।
 স বিস্ফার্য মহচ্চাপং দ্রৌণিং বিব্যাধ পত্রিণা ॥ ৩০
 যথা শক্রো মহারাজ পুরা বিব্যাধ দানবম্ ।
 বিশ্ৰুতিং হ্রাদর্শং দেবতানাং ভয়ঙ্করম্ ॥ ৩১
 যেন লোকত্রয়ং ক্রোধাৎ ত্রাসিতং শ্বেন তেজসা ।
 তথা নীলেন নির্ভিন্নঃ সুমুক্তেন পতৎত্রিণা ॥ ৩২
 সঞ্জাতরুধিরোৎপীড়ো দ্রৌণিঃ ক্রোধসমম্বিতঃ ।
 স বিস্ফার্য ধনুশ্চিত্রমিস্রাশনিসমম্বনম্ ॥ ৩৩
 দধ্রে নীলবিনাশায় মতিং মতিমতাং বরঃ ।
 ততঃ সঙ্কায় বিমলান্ ভল্লান্ কর্মারমার্জিতান্ ॥ ৩৪

পাণ্ডব মহারথী যোদ্ধারা নিজেদের হুতাজ প্রাণের মায়া ত্যাগ
 করত তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন ॥ ২৭-২৮

অনুপদেশের শৌর্যশালী বীর রাজা নীল ভীমসেনের প্রিয়
 সখা ছিলেন। তাঁহার দেহের লাভ্য ঞ্চামবর্ণ মেঘের ঞ্চায়
 ঞ্চামবর্ণ ছিল। তিনি অতিশয় কুপিত হইয়া অস্বথামাকে
 আক্রমণ করিলেন ॥ ২৯

এই মহাবীরের বীর সর্কদাই দ্রৌণদমন অস্বথামার উপর
 স্পর্ধা করিতেন। মহারাজ! তিনি স্বীয় বিশাল ধনু আকর্ষণ
 করিয়া একটি পক্ষযুক্ত বাণে অস্বথামাকে সেইভাবে বিদ্ধ
 করিলেন, যেভাবে পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাগণের পক্ষে
 ভয়ঙ্কর বিশ্ৰুতিভিনামক দুর্জয় দানবকে অস্ত্রবিদ্ধ করিয়াছিলেন;
 কারণ, এই দানব তখন স্বীয় ক্রোধে তিনলোকেরই ভয়োৎপাদন
 করিয়াছিল ॥

নীলকর্ষক নিকিণ্ড সেই পক্ষযুক্ত বাণে বিদীর্ণ হইয়া অস্ব-
 থামার শরীর হইতে প্রচুর রক্তপ্রবাহ বহিতে লাগিল। ইহাতে
 অস্বথামা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন ॥

তদনন্তর বুদ্ধিমানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অস্বথামা ইন্দের বজ্রের
 ঞ্চায় ভয়ঙ্কর টঙ্কারধনিকারী স্বীয় বিচিত্র ধনু আকর্ষণ করত
 নীলকে বিনাশ করিবার জন্য বুদ্ধিস্বির করিলেন ॥

তাহার পর তিনি কর্মকারকর্ষক যাক্তিত লাভটি নির্মল ভর

জঘান চতুরো বাহান্ সারথিং ধ্বজমেব চ ।
 সপ্তমেন চ ভল্লেন নীলং বিব্যাধ বক্ষসি ॥ ৩৫
 স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতো রথোপস্থ উপাবিশৎ ।
 মোহিতং বীক্য রাজানং নীলমভ্রচয়োপমম্ ॥ ৩৬
 ঘটোৎকচোহভিসংক্রুদ্ধো জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ ।
 অভিহুজাব বেগেন দ্রৌণিমাংহবশোভিনম্ ॥ ৩৭
 তথৈতরে চাভ্যধাবন্ রাক্ষসান্ যুদ্ধদুর্মদাঃ ।
 তমাপতন্তুং সম্প্রেক্ষ্য রাক্ষসং ঘোরদর্শনম্ ॥ ৩৮
 অভ্যধাবত তেজস্বী ভারদ্বাজাশ্রজন্তরন ।
 নিজঘান চ সংক্রুদ্ধো রাক্ষসান্ ভীমদর্শনান্ ॥ ৩৯
 যেহভবন্নগ্রতঃ ক্রুদ্ধা রাক্ষসস্ত পুরঃসরাঃ ।
 বিমুখাঃশ্চৈব তান্ দৃষ্ট্বা দ্রৌণিচাপচূড়ৈঃ শরৈঃ ॥ ৪০
 অক্রুধ্যত মহাকায়ো ভৈমসেনির্ঘটোৎকচঃ ।
 প্রাহুশ্চক্রে ততো মায়াং ঘোররূপাং সুদারুণাম্ ॥ ৪১

ধনুতে যোজন্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। এই ভল্লগুলির মধ্যে
 চারটি ভলে নীলের চারটি অশ্বকে একটি ভলে তাঁহার সারথিকে
 নিহত করিলেন। ষষ্ঠ ভলে তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং
 সপ্তম ভলের দ্বারা নীলের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৫-৩৬

এই বাণে গভীর ভাবে বিদ্ধ হইয়া নীল ব্যথিতচিত্তে রথের
 পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন। নীলবর্ণের মেঘসমূহের
 ঞ্চায় নীলবর্ণ রাজা নীলকে অচৈতন্ত্য দেখিয়া নিজ জ্ঞাতিবর্গে
 পরিবৃত ঘটোৎকচ অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিল এবং যুদ্ধে
 শোভাপ্রাপ্ত অস্বথামার দিকে তীব্রবেগে ধাবিত হইল। তখন
 তাহার সহিত অন্য বহু রণদুর্মদ রাক্ষসও তাঁহার দিকে দৌড়াইয়া
 বাইল ॥

দেখিতে ভয়ঙ্কর রাক্ষস ঘটোৎকচকে ধাবিত হইয়া আসিতে
 দেখিয়া তেজস্বী অস্বথামাও অতি সত্বর তাহার দিকে ধাবিত
 হইলেন ॥

তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণকে নিহত
 করিতে লাগিলেন, যাহারা ঘটোৎকচের অগ্রে থাকিয়া ক্রোধের
 সহিত তখন যুদ্ধ করিতেছিল ॥

অস্বথামার ধনু হইতে নিকিণ্ড বাণসমূহে আহত হইয়া
 রাক্ষসগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বিশালদেহ ভীমসেনপুত্র
 ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইল ॥

মোহয়ন্ সমরে জৌগিং মায়াবী রাক্ষসাধিপঃ ।
 ততশ্চে তাবকাঃ সৰ্বে মায়ায়া বিমুখীকৃতাঃ ॥ ৪২
 অস্ত্রোস্ত্রং সমপশ্চস্ত নিকৃতা মেদিনীতলে ।
 বিচেষ্টমানাঃ কৃপণাঃ শৌণ্ডিতেন পরিপ্লুতাঃ ॥ ৪৩
 জৌগং হৃষ্যোথনং শল্যমস্থখামানমেব চ ।
 প্রায়শশ্চ মহেষ্বাসা য়ে প্রাধানাঃ স্য কৌরবাঃ ॥ ৪৪
 বিশ্বস্তা রথিনঃ সৰ্বে রাজানশ্চ নিপাতিতাঃ ।
 হয়শ্চৈব হয়ারোহাঃ সন্ধিকৃতাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৫
 তদ্ দৃষ্ট্বা তাবকং সৈন্তং বিক্রতং শিবিরং প্রাতি ।
 মম প্রাক্রোশতো রাজংস্তথা দেবব্রতস্ত চ ॥ ৪৬
 যুধ্যধ্বং মা পলায়ধ্বং মায়ৈষা রাক্ষসী রণে ।

তারপর সেই মায়াবী রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ রণাঙ্গনে অশ্ব-
 খামাকে মোহিত করিতে করিতে অতিশয় দারুণ ও ভয়ঙ্কর মায়া
 সৃষ্টি করিল ।

তখন সেই মায়ায় ভীত হইয়া আপনার সকল যোদ্ধারা যুদ্ধ
 হইতে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন । তাহারা তখন পরস্পরকে এবং
 হৃষ্যোথন, শল্য ও অশ্বখামাকেও এইরূপ দেখিলেন যে, ইহারা
 সকলে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছেন এবং রক্তাপ্লুত
 হইয়া এক দয়নীয় অবস্থা লাভ করত ছটফট করিতেছেন ।
 কৌরবগণের পক্ষে যে সমস্ত মহাধনুর্ধর ও প্রধান বীর রথী ছিলেন,
 তাহারা প্রায় সকলেই বিধ্বংসিত হইয়াছেন । সকল রাজা নিহত
 হইয়াছেন এবং সহস্র সহস্র অশ্ব ও অশ্বারোহী খণ্ড খণ্ড
 গিয়াছে ॥ ৩৬-৪৫

এই সমস্ত দেখিয়া আপনার সৈন্তগণ শিবির অভিমুখে গমন
 করিল । রাজন্ । সেই সময় আমি ও দেবব্রত ভীষ্ম চীৎকার

শ্রীমহাভারত বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বোক্ত ভীষ্মবধপর্কে ষষ্ঠমদিনের যুদ্ধে ঘটোৎকচের যুদ্ধ-
 বিষয়ক চতুর্নবতিতম অধ্যায়ের অন্ত্যায় সমাপ্ত ।

ঘটোৎকচপ্রযুক্তেতি নাতিষ্ঠন্ত বিমোহিতাঃ ॥ ৪৭
 নৈব তে শ্রদ্ধধূর্তীতা বদন্তোরাবয়োর্বচঃ ।
 তাংশ্চ প্রভ্রবতো দৃষ্ট্বা জয়ং প্রাপ্তাশ্চ পাণ্ডবাঃ ॥ ৪৮
 ঘটোৎকচেন সহিতাঃ সিংহনাদান্ প্রচক্রিরে ।
 শঙ্খচন্দ্রভিনির্ঘোষৈঃ সমস্তান্নৈদিরে ভূশম্ ॥ ৪৯
 এবং ভব বলং সৰ্বং হৈড়িষ্মেন হুরাশ্বনা ।
 সূর্যাস্তমনবেলায়াং প্রভগ্নং বিক্রতং দিশঃ ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং
 বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ঘটোৎকচযুদ্ধে
 চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥

করিয়া বলিতে লাগিলাম—বীরগণ । যুদ্ধ কর, পলায়ন করিও
 না । রণভূমিতে তোমরা যাহা কিছু দেখিতেছ, সেই সমস্তই
 ঘটোৎকচ কর্তৃক নিক্ষিপ্তা রাক্ষসী মায়া, কিন্তু সেই সময় তাহারা
 বিশেষভাবে মোহিত হইয়া পড়ায় তাহারা আর রণাঙ্গনে থাকিল
 না ॥ ৪৬-৪৭

তাহারা একপ ভীত হইয়া পড়িয়াছিল যে, আমাদের দুইজনের
 কথায় বিশ্বাসই করিতে পারিল না । তাহাদিগকে পলায়ন
 করিতে দেখিয়া জয়লাভ করত পাণ্ডবগণ ঘটোৎকচের সহিত
 সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ।

চারিদিকে শঙ্খ ও চন্দ্রভি প্রভৃতি বায়ুসকল ভীষণরূপে বাদিত
 হইতেছিল । এইরূপে সূর্যাস্তের সময় হুরাশ্বা ঘটোৎকচ কর্তৃক
 বিতাড়িত হইয়া আপনার সমুদয় সৈন্তবাহিনী চারিদিকে পলায়ন
 করিল ॥ ৪৮-৫০

পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

[হর্ষোদধনস্যাহুরোধেন ভীষ্মস্ত্রাজ্ঞয়া চ প্রেরিতস্ত ভগদত্তস্য ঘটোৎকচেন, ভীমসেনেন, পাণ্ডবসৈন্যৈশ্চ সহ ঘোরং যুদ্ধম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ

তস্মিন্ মহতি সংক্লেদে রাজা হর্ষোদধনস্তদা ।

(পরাজয়ং রাক্ষসেন নাযুষ্যত পরস্তপঃ)

গাঙ্গেয়মুপসঙ্গম্য বিনয়েনাভিবাণ্ড চ ॥ ১

তস্ত সৰ্বং যথাবৃন্তমাখ্যাভুমুপচক্রেম ।

ঘটোৎকচস্ত বিজয়মাগ্নানশ্চ পরাজয়ম্ ॥ ২

কথয়ামাস দুৰ্ধৰো বিনিঃস্বস্ত পুনঃ পুনঃ ।

অত্রবীচ্চ তদা রাজন্ ভীষ্মং কুরুপিতামহম্ ॥ ৩

ভবন্তু সমুপাশ্রিত্য বাসুদেবং যথা পঠৈঃ ।

পাণ্ডবৈর্বিগ্রহো ঘোরঃ সমারক্কো ময়া প্রভো ॥ ৪

একাদশ সমাখ্যাতা অকৌহিণ্যশ্চ যা মম ।

নিদেশে তব তিষ্ঠন্তি ময়া সাধং পরস্তপ ॥ ৫

সোহহং ভরতশাৰ্দূল ভীমসেনপুরোগমৈঃ ।

ঘটোৎকচং সমাশ্রিত্য পাণ্ডবৈষুধি নিজিতঃ ॥ ৬

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় ।

[হর্ষোদধনের অহুরোধে এবং ভীষ্মের আজ্ঞায় প্রেরিত ভগদত্ত-কর্তৃক ঘটোৎকচ, ভীমসেন ও পাণ্ডবসৈন্যদের সহিত ঘোর যুদ্ধ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! শক্রতাপন রাজা হর্ষোদধন সেই মহাযুদ্ধে এক রাক্ষসের দ্বারা প্রাপ্ত নিজের এই পরাজয়কে সহ্য করিতে পারিলেন না । তিনি গগানন্দন ভীষ্মের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে প্রণাম করত তাহার পর সারা বৃত্তান্ত যথাযথরূপে বলিয়া শুনাইতে আরম্ভ করিলেন । এই দুৰ্দ্ধব বীর তখন পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ঘটোৎকচের বিজয় এবং নিজের পরাজয়ের কথা বলিলেন ।

রাজন্ । সেই সময় তিনি কুরুকুলের বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মকে বলিলেন,—প্রভো ! যেভাবে আমার শক্ররা বহুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লইয়া যুদ্ধ করিতেছে, সেইরূপ আমিও কেবল আপনাই আশ্রয় লইয়া পাণ্ডবগণের সহিত ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছি ॥ ১-৪

হে শক্রতাপন ! আমার সহিত আমার এই একাদশ অকৌহিণী লৈঙ্গ আপনাদের আদেশের অধীনে রহিয়াছে ॥ ৫

ভরতশ্রেষ্ঠ ! এরূপ শক্তিশালী হইয়াও আমাকে ভীমসেনাদি পাণ্ডবেরা ঘটোৎকচের আশ্রয় লইয়া যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছে ॥ ৬

তন্মে দহতি গাত্রাণি শুক্লবৃক্ষমিবানলঃ ।

যদিচ্ছামি মহাভাগ স্বংপ্রসাদাৎ পরস্তপ ॥ ৭

রাক্ষসাপসদং হস্তং স্বয়মেব পিতামহ ।

স্বাং সমাশ্রিত্য দুৰ্ধৰং তন্মে কর্তুং স্বমর্হসি ॥ ৮

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং রাষ্ট্রো ভরতসন্তপ ।

হর্ষোদধনমিদং বাক্যং ভীষ্মঃ শাস্তনবোহত্রবীৎ ॥ ৯

শৃণু রাজন্ মম বচো যৎ স্বাং বক্ষ্যামি কৌরব ।

যথা স্ময়া মহারাজ বর্তিতবাং পরস্তপ ॥ ১০

আত্মা রক্ষ্যে রণে তাত সর্বাবস্থাস্থরিন্দম ।

ধর্মরাজেন সংগ্রামস্তয়া কার্যঃ সদানঘ ॥ ১১

অজুর্নৈন যমাভ্যাং বা ভীমসেনেন বা পুনঃ ।

রাজধর্মং পুরস্কৃত্য রাজা রাজানমার্ছতি ॥ ১২

(ন তু কার্যাস্তয়া রাজন্ হৈড়িশ্চেন দুরাশ্রনা)

অহং জ্যোঃ কুপো জ্যোঃ কৃতবর্মা চ সাহত্যঃ ।

শল্যশ্চ মোদদন্তিচ্চ বিকর্ণশ্চ মহারথঃ ॥ ১৩

মহাভাগ ! যেদ্রুপ অগ্নি শুক্ল বৃক্ষকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই অপমান আমার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দগ্ধ করিতেছে । শক্রতাপন পিতামহ ! আমি আপনাদের কৃপায় স্বয়ংই এই নীচ ও দুৰ্দ্ধব রাক্ষস ঘটোৎকচকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি । আপনাদের আশ্রয় লইয়া আমি তাহাকে জয় করিতে অভিলাষী, অতএব আপনি আমার এই মনোরথ পূর্ণ করুন ॥ ১-৮

ভরতশ্রেষ্ঠ ! রাজা হর্ষোদধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া শাস্তন-নন্দন ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৯

রাজন্ কুরুবংশধর ! আমি তোমাকে বাহা বলিব, তুমি উহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর । শত্রুগন্যাপক মহারাজ ! বিশেষভাবে তোমার এই যুদ্ধে যেদ্রুপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা শুনিয়া লও ॥ ১০

তাত শত্রুদমন ! তুমি যুদ্ধে সর্বদা নিজেকেই রক্ষা কর । নিশাপ ! তোমার সর্বদা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিতই যুদ্ধ করা উচিত ॥ ১১

অর্জুন, নকুল, সহদেব অথবা ভীমসেনের সহিতও তুমি যুদ্ধ করিতে পার । রাজধর্মের কথা সন্মুখে রাখিয়াই তোমাকে এই কথা বলিলাম ; কারণ, রাজা রাজারাই সহিত যুদ্ধ করেন ॥ ১২

রাজন্ ! দুরাশ্রা হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করা

তব চ ভ্রাতরঃ শ্রেষ্ঠাঃ দুঃশাসনপুরুষাঃ ।
 স্বদর্শে প্রতিযোন্তামো রাক্ষসং তং মহাবলম্ ॥ ১৪
 রৌদ্রে তস্মিন্ রাক্ষসেন্দ্ৰে যদি তেহুশয়ো মহান্ ।
 অয়ং বা গচ্ছতু রণে তস্ত যুদ্ধায় দুর্মতেঃ ॥ ১৫
 ভগদন্তো মহীপালঃ পুরন্দরসমো যুধি ।
 এতাবচ্ছত্বা রাজানং ভগদন্তমথাত্রবীৎ ॥ ১৬
 সমক্ষং পার্থিবেশ্তাস্ত্র বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ।
 গচ্ছ শীঘ্রং মহারাজ হৈড়িঙ্গং যুদ্ধদুর্মদম্ ॥ ১৭
 বারয়ন্ত রণে যন্তো মিতথং সর্ধাশ্বিনাম্ ।
 রাক্ষসং ক্রুরকর্মাণং যথেষ্টস্তারকং পুরা ॥ ১৮
 তব দিব্যানি চাত্রাণি বিক্রমশ্চ পরম্ভপ ।
 সমাগমশ্চ বহুভিঃ পুরাভূদমরৈঃ সহ ॥ ১৯
 স্বং তস্ত নৃপশাদূল প্রতিযোক্তা মহাহবে ।
 স্ববলেনোচ্ছিতো রাজন্ জহি রাক্ষসপুঙ্গবম্ ॥ ২০

তোমার উচিত নয়। আমি, জোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বখামা, শান্তবংশীয় কৃতবর্মা, শল্য, ভূরিশ্রবা, মহারথী বিকর্ণ এবং দুঃশাসনাদি তোমার ভ্রাতৃবৃন্দ—এই আমরা সকলে তোমার জগ্ন এই মহাবল রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ১৩-১৪

যদি সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের উপর তোমার অত্যধিক রোষ থাকে, তবে সেই দুটের সহিত যুদ্ধ করিবার জগ্ন রাজা ভগদন্ত গমন করক; কারণ, যুদ্ধে সে ইন্দ্রদ্রুম পরাক্রমী ॥

এই কথা বলিয়া বাক্যকুশল ভীষ্ম রাজাধিরাজ দুর্ধ্যোধনের সম্মুখেই রাজা ভগদন্তকে বলিলেন ॥

মহারাজ! তুমি রণদুর্মদ ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করিবার জগ্ন শীঘ্র গমন কর এবং সমস্ত ধনুর্ধরগণের দৃষ্টিপথের মধ্যেই প্রযত্ন-সহকারে এই রণাঙ্গনে তাহার অগ্রগতি রুদ্ধ কর ॥

পুরাকালে ইন্দ্র যেরূপ তারকাসুরের অগ্রগতি রোধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও এই ক্রুরকর্মী রাক্ষসের অগ্র গমন রোধ কর। পরম্ভপ! তোমার নিকট বহু দিব্য অস্ত্র আছে এবং তুমি বিক্রমশালী। পূর্বে দেবগণের সহিত তোমার যুদ্ধও হইয়াছিল (অতএব যুদ্ধবিষয়ে তুমি বিশেষ অভিজ্ঞ) ॥ ১৫-১৯

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই মহাযুদ্ধে তুমিই একমাত্র ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ যোদ্ধা। রাজন্! তুমি নিজ বলে উৎকর্ষ লাভ করত এই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচকে বধ কর ॥ ২০

এতচ্ছত্বা তু বচনং ভীষ্মস্ত পৃথনাপতেঃ ।
 প্রযযৌ সিংহনাদেন পরানভিমুখো ক্রতম্ ॥ ২১
 তমাজ্রবস্তং সম্প্রেক্ষ্য গর্জন্তমিব ত্যোয়দম্ ।
 অভ্যবর্তন্ত সংক্রুদ্ধাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ২২
 ভীমসেনোহভিমম্ব্যশ্চ রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ ।
 দ্রৌপদেয়াঃ সত্যধৃতিঃ ক্ষত্রদেবশ্চ ভারত ॥ ২৩
 চেদিপো বসুদানশ্চ দশার্ণাধিপতিস্তথা ।
 সুপ্রভীকেন তাংশ্চাপি ভগদন্তোহপূপাজবৎ ॥ ২৪
 ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়ানকম্ ।
 পাণ্ডুনাং ভগদন্তেন যমরাষ্ট্রবিবর্ধনম্ ॥ ২৫
 প্রযুক্তা রথিভির্বাণা ভীমবেগাঃ সূতে জনাঃ ।
 তে নিপেতুর্মহারাজ নাগেষু চ রথেষু চ ॥ ২৬
 প্রভিন্নাশ্চ মহানাগা বিনীতা হস্তিসাদিভিঃ ।
 পরম্পরং সমাসাভ্য সন্নিপেতুরভীতবৎ ॥ ২৭

সেনাপতি ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা ভগদন্ত সিংহনাদ করিতে করিতে ক্রত শত্রুদিগের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ২১

ভারত! গর্জনরত মেঘতুল্য রাজা ভগদন্তকে ধাবিত হইতে দেখিয়া ভীমসেন, অভিমম্ব্য, রাক্ষস ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, সত্যধৃতি, ক্ষত্রদেব, চেদিরাজ ধৃষ্টকেশু, বসুদান ও দশার্ণ-রাজ—এই সমস্ত পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথীরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইবার জগ্ন ধাবিত হইয়া আসিলেন। ভগদন্ত সুপ্রভীক-নামক হাতিতে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২২-২৪

তাঁহার পর ভগদন্তের সহিত পাণ্ডবগণের ভয়ানক ও ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল, বাহা কেবল বম-রাজ্যেরই বৃদ্ধি করিতেছিল ॥ ২৫

মহারাজ! রথিগণের দ্বারা প্রযুক্ত ভয়ঙ্কর বেগশালী ও অভিশয় ডেজখী বাণসমূহ হস্তী এবং রথসকলের উপর পড়িতে লাগিল ॥ ২৬

বাহাদের মস্তক হইতে মদধারা করিত হইতেছিল, এইরূপ বড় বড় বহু হস্তী হস্তারোহী বোদ্ধাদিগের দ্বারা প্রেরিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের নিকটে উপস্থিত হইয়া নির্ভয়চিত্তে যুদ্ধরত হইল ॥ ২৭

মদাক্ষা রৌষসংরক্ষা বিধাণাঐর্মহাহবে ।
 বিভির্দুর্দমুসলৈঃ সমাসাশ্চ পরম্পরম্ ॥ ২৮
 হয়াশ্চ চামরাপীড়াঃ প্রাসপাণিভিরাস্থিতাঃ ।
 চোদিতাঃ সাদিভিঃ ক্ষিপ্রং নিপেতুরিতরেতরম্ ॥ ২৯
 পাদাতাশ্চ পদাতোষৈস্তাড়িতাঃ শক্তি-তোমরৈঃ ।
 অ্যপতন্ত তদা ভূমৌ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ৩০
 রধিনশ্চ রথৈ রাক্ষস কর্ণি-নালীক-সায়কৈঃ ।
 নিহত্য সমরে বীরান্ সিংহনাদান্ বিনেদিরে ॥ ৩১
 তস্মিন্স্থিতা বর্তমানে সংগ্রামে লোমহর্ষণে ।
 ভগদন্তো মহেষ্ণাসো ভীমসেনমথাজ্জবৎ ॥ ৩২
 কুঞ্জরেণ প্রভিল্লেন সপ্তধা শ্রবতা মদম্ ।
 পর্বতেন যথা তোয়ং শ্রবমাণেন সর্বশঃ ॥ ৩৩
 কিরঞ্জরসহস্রাণি সূপ্রতীকশিরোগতঃ ।
 ঐরাবতস্থো মঘবান্ বারিধারা ইবানথ ॥ ৩৪

সেই মহাযুদ্ধে রৌষপূর্ণ মদাক্ষ হস্তীরা নিজ নিজ দস্তাগ্র ভাগের দ্বারা অথবা দস্ত-রূপ মুসলের দ্বারা পরস্পরের নিকটবর্তী হইয়া পরস্পরকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল ॥ ২৮

চামরভূষিত অশ্বশর প্রাসধারী আরোহিবৃন্দের দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া অতি দ্রুত পরস্পরের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল ॥ ২৯

সেই সময় পদাতি যোদ্ধারা পদাতি যোদ্ধাদিগের নিক্ষিপ্ত শক্তি ও তোমরসমূহে আহত হইয়া শত শত ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় ধরাশায়ী হইতে লাগিল ॥ ৩০

রাক্ষস! রথী বীরগণ রথে আরোহণ করিয়া কর্ণ, নালীক ও বাণসমূহে রণাঙ্গনে বীর সৈন্তগণকে বধ করিয়া সিংহনাদ করিতে থাকিল ॥ ৩১

যখন এইরূপ রোমাঞ্চকর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতে লাগিল, তখন মহাধনুর্ধর ভগদত্ত ভীমসেনের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ৩২

তিনি যে হাতীতে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার কুন্তল হইতে মনের সাতটি ধারা নিঃসৃত হইতেছিল। তখন এই হাতী সর্ব দিক্ হইতে জলের ধারাবাহী পর্বতের স্তায় মনে হইতেছিল ॥ ৩৩

নিষ্পান নরেশ! সেই সময় ভগদত্ত সূপ্রতীকনামক এই হাতীর মস্তক প্রদেশে স্থিত আসনে উপবেশন করিয়া সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, ইহাতে মনে হইতেছিল—যেন দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া জলধারা বর্ষণ করিতেছেন ॥ ৩৪

স ভীমঃ শরধারাভিস্তাড়য়ামাস পার্শ্বিণঃ ।
 পর্বতং বারিধারাভিস্তপাস্তে জলদো যথা ॥ ৩৫
 ভীমসেনস্ত সংক্রুদ্ধঃ পাদরক্ষান্ পরশতান্ ।
 নিজ্জবান মহেষ্ণাসঃ সংরক্তঃ শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩৬
 তান্ দৃষ্ট্বা নিহতান্ ক্রুদ্ধো ভগদন্তঃ প্রতাপবান্ ।
 চোদয়ামাস নাগেস্ত্রং ভীমসেনরথং প্রতি ॥ ৩৭
 স নাগঃ প্রেষিতস্তেন বাণো জ্যাচোদিতো যথা ।
 অভ্যধাবত বেগেন ভীমসেনমরিন্দমম্ ॥ ৩৮
 তম্যাপতন্ত সম্প্রেক্ষ্য পাণ্ডবানাং মহারথারঃ ।
 অভ্যবর্তন্ত বেগেন ভীমসেনপুরোগমাঃ ॥ ৩৯
 কেকয়াশ্চাতিমহ্যশ্চ দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ ।
 দশার্ণাধিপতিঃ শূরঃ ক্ষত্রদেবশ্চ মারিষ ॥ ৪০
 চেদিপশ্চিৎকেকতুশ্চ সংরক্তাঃ সর্ব এব তে ।
 উত্তমাজ্জাণি দিব্যানি দর্শয়ন্তো মহাবলাঃ ॥ ৪১

যেদ্রুপ গ্রীষ্মের শেষে বর্ষাকালে মেঘ পর্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজা ভগদত্ত ভীমসেনের উপর বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

তখন মহাধনুর্ধর রোষাবিষ্ট ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় বাণবৃষ্টি দ্বারা হাতীর পাদরক্ষক শত যোদ্ধাকে নিহত করিলেন ॥ ৩৬

সেই সব যোদ্ধাকে নিহত হইতে দেখিয়া প্রতাপশালী ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই গজরাজকে ভীমসেনের রথের দিকে প্রেরিত করিলেন ॥ ৩৭

তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেই গজরাজ ধনুর গুণ হইতে নিক্ষিপ্ত বাণের স্তায় শত্রুদমন ভীমসেনের দিকে বেগের সহিত ধাবিত হইল ৩৮

সেই হাতীকে আশ্রিতে দেখিয়া ভীমসেনাদি পাণ্ডব মহারথীরা অতি সত্বর তাহার চারিদিকে দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৩৯

আর্য্য! কেকয়রাজকুমার, অভিমহা, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, শৌর্যশালী বীর দশার্ণাধিপতি ক্ষত্রদেব অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া উত্তম দিব্যাজসমূহের প্রয়োগ দেখাইতে দেখাইতে সেই একমাত্র হাতীকে ক্রোধসহকারে পরিবৃত্ত করিয়া রহিলেন ॥

বহু বাণে আহত সেই মহাগজ রক্তরঞ্জিত হইয়া গেকদ্বা প্রভৃতি খাত্তে চিত্রিত গিরিরাজের স্তায় স্থপতিত হইল।

তমেকং কুঞ্জরং ক্রুৎকাঃ সমস্তাং পর্যাবারয়ন্ ।
 স বিক্রো বহুভির্বাণৈর্ঘ্যরোচত মহাধ্বিপঃ ॥ ৪২
 সজ্জাতরুধিরোংপীড়ো ধাতুচিহ্ন ইবাজ্জিরাট্ ।
 দশার্ণাধিপতিশ্চাপি গজং ভূমিধরোপমম্ ॥ ৪৩
 সমাস্থিতোহভিহুত্ৰাব ভগদন্তস্ত বারণম্ ।
 তমাপতন্তুঃ সমরে গজং গজপতিঃ স চ ॥ ৪৪
 দধার স্প্রতীকোহপি বেলেব মকরালয়ম্ ।
 বারিতং প্রেক্ষ্য নাগেশ্বরং দশার্ণস্ত মহাশ্বনঃ ॥ ৪৫
 সাধু সাধ্বিতি সৈন্তানি পাণ্ডবেয়াস্তপুজয়ন্ ।
 ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষঃ ক্রুদ্ধস্তোমরান্ বৈ চতুর্দশ ॥ ৪৬
 প্রাহিণোং তস্ত নাগস্ত্র্যশ্মুখে নৃপসন্তম ।
 বর্ম মুখ্যং তহুত্ৰাণং শাতকুন্তপরিষ্কৃতম্ ॥ ৪৭
 বিদার্য্য প্রাবিশন্ ক্রিপ্রং বল্লীকমিব পন্নগাঃ ।
 স গাঢ়বিক্রো ব্যথিতো নাগো ভরতসন্তম ॥ ৪৮
 উপাবৃত্তমদঃ ক্রিপ্রমভ্যবর্তত বেগিতঃ ।

তদনন্তর দশার্ণদেশের অধিপতি ক্রুদ্ধদেবও এক পর্তুতাকার হাতীতে আরোহণ করিয়া ভগদন্তের হস্তীর দিকে ধাবিত হইলেন ।

সমরালয়ে নিজের অভিযুখে ধাবিত হইয়া আগত সেই হাতীকে গজরাজ স্প্রতীক সেইরূপে রুদ্ধ করিয়া দিল, যেরূপ ভীরভূমি সমুদ্রের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া থাকে ॥

মহাশ্মা দশার্ণরাজের হাতীকে নিবারণিত হইতে দেখিয়া সমস্ত পাণ্ডবসৈন্তগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া স্প্রতীকের প্রশংসা করিতে লাগিল ।

নৃপশ্রেষ্ঠ । তদনন্তর প্রাগ্জ্যোতিষগুরুর অধিপতি ভগদন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দশার্ণরাজের হাতীর সম্মুখে চৌদ্দটি তোমর প্রহার করিলেন ॥

বেরূপ সর্পগণ বস্ত্রীকের (উইটিপির) মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই তোমরগুলি হাতীর উপর পতিত হইয়া স্ববর্ণভূষিত শ্রেষ্ঠ কবচ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ক্ষত তাহার শরীরमध्ये প্রবেশ করিল ।

ভরতশ্রেষ্ঠ । এই তোমরগুলির আঘাতে সেই হাতী অত্যন্ত আহত হইয়া ব্যথিত হইল । তখন তাহার সমস্ত মদধারা বহির্গত হইল এবং সে লবেগে পশ্চাদপসরণ করিল ॥

বেরূপ বায়ু ক্রান্তি বলে বৃক্সমূহ উৎপাটিত করে, সেইরূপ এই হাতী সেই সময় ভয়ানক অগ্রে চীৎকার করিতে করিতে ও নিজ

স প্রহুত্ৰাব বেগেন প্রণদন্ ভৈরবং রবম্ ॥ ৪৯
 সম্মর্দয়ানঃ শ্ববলং বায়ুর্কানিবৌজসা ।
 তস্মিন্ পরাজিতে নাগে পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ৫০
 সিংহনাদং বিনন্তোচ্চৈর্ঘৃদ্ধায়ৈবাবতস্থিরে ।
 ততো ভীমং পুরস্কৃত্য ভগদন্তমুপাজ্জবন্ ॥ ৫১
 কিরন্তো বিবিধান্ বাণান্ শস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।
 তেষামাপততাং রাজন্ সংক্রুদ্ধানামমর্ষণাম্ ॥ ৫২
 শ্রদ্ধা স নিনদং ঘোরমমর্ষাদ্ গতসাধ্বসঃ ।
 ভগদন্তো মহেষ্वासঃ শ্বনাগং প্রত্যচোদয়ৎ ॥ ৫৩
 অঙ্কুশাঙ্গুষ্ঠমুদিতঃ স গজপ্রবরো যুধি ।
 তস্মিন্ ক্রণে সমভবৎ সাংবর্তক ইবানলঃ ॥ ৫৪
 রথসজ্জাংস্তথা নাগান্ হয়াংশ্চ হয়সাদিভিঃ ।
 পাদাতাংশ্চ স্রুসংক্রুদ্ধঃ শতশোহথ সহশ্রশঃ ॥ ৫৫
 অমৃদগাং সমরে নাগঃ সস্ত্রধাবংস্ততস্ততঃ ।
 তেন সংলোড্যমানং তু পাণ্ডবানাং বলং মহৎ ॥ ৫৬

সৈন্তগণকে মর্দিত করিতে করিতে বেগের সহিত পলায়ন করিল ॥

সেই হাতী পরাজিত হইলেও পাণ্ডব মহারথীরা উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে থাকিয়া যুদ্ধের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ॥

তারপর পাণ্ডবসৈন্তগণ ভীমসেনকে অগ্রে রাখিয়া নানাপ্রকার বাণ ও অস্ত্রাস্ত্র অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে ভগদন্তের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

রাজন্ ! অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণকারী অমর্ষশীল পাণ্ডব-সৈন্তগণের সেই ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া মহাধুর্জর ভগদন্ত অমর্ষবশতঃ নির্ভয়চিত্তে স্বীয় হস্তীকে তাহাদের দিকে চালিত করিলেন ॥ ৪০-৫৩

সেই সময় তাহার অঙ্কুশ ও পাদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেই গজরাজ রণালয়ে সংবর্তক (প্রলয়ান্বিত নাম সংবর্তক) অগ্নির জ্বালায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ৫৪

তখন সেই হাতী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রথসমূহ, হস্তীসকল, অশ্বারোহীসহ অশ্বগণ এবং শত শত ও সহস্র সহস্র পদাতিক সৈন্তকে সমরালয়ে এদিক ওদিক দৌড়াইতে দৌড়াইতে পেষণ করিতে লাগিল ॥

মহারাজ ! সেই হাতীর দ্বারা আলোড়িত হইয়া পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্তবাহিনী অগ্নিতে স্থাপিত চর্ণের জ্বালা লঙ্ঘিত হইয়া পড়িল ॥

সক্ৰকোচ মহারাজ চর্মবায়ৌ সমাহিতম্ ।
 ভয়ং তু স্ববলং দৃষ্ট্বা ভগদন্তেন ধীমতা ॥ ৫৭
 ঘটোৎকচোহথ সংক্রুদ্ধো ভগদন্তমুপাভবৎ ।
 বিকটঃ পরুষো রাজন্ দৌণ্ড্যস্তো দৌণ্ডলোচনঃ ॥ ৫৮
 রূপং বিভীষণং কৃষা রোবেণ প্রজ্জলন্নিব ।
 জগ্রাহ বিমলং শূলং গিরীণামপি দারণম্ ॥ ৫৯
 নাগং জিহ্বাস্তুঃ সহসা চিক্লেপ স মহাবলঃ ।
 স বিমূলিজমালাভিঃ সমস্তাং পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৬০
 তমাপতন্তুঃ সহসা দৃষ্ট্বা প্রাগ্‌জ্যোতিষো নৃপঃ ।
 চিক্লেপ রুচিরং তৌক্ষ্মমর্ধচক্ষুঃ স্তদাকরম্ ॥ ৬১
 চিচ্ছেদ তদ্বহচ্ছলং তেন বাণেন বেগবান্ ।
 উৎপপাত দ্বিধা ছিন্নং শূলং হেমপরিফৃতম্ ॥ ৬২
 মহাশনির্থা ভ্রষ্টা শক্রমুক্তা নভোগতা ।
 শূলং নিপতিতং দৃষ্ট্বা দ্বিধা কৃত্তঞ্চ পাথিবঃ ॥ ৬৩

বৃদ্ধিমান্ ভগদন্তকর্তৃক নিজ শৈস্ত্র্যদগকে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন
 করিতে দেখিয়া ঘটোৎকচ অত্যন্ত ক্রুদ্ধচিত্তে ভগদন্তের উপর
 ধাবিত হইল ॥

রাজন্! সেই সময় সে অতিশয় ভয়ানকরূপ ধারণ করত
 রোবে যেন প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তখন তাহার আকৃতি বিকট
 ও নিষ্ঠুর দেখাইতে লাগিল এবং মুখ ও নেত্র উজ্জল এবং
 প্রকাশিত দেখা যাইতেছিল ॥

এই মহাবল নিশাচর (রাক্ষস) সেই হাতীকে নিহত করিবার
 ইচ্ছায় হাতে একটি সেইরূপ জিশূল গ্রহণ করিল, বাহা পর্বতকেও
 বিদীর্ণ করিতে পারে। তারপর সহসা সেই জিশূলটিকে নিক্ষেপ
 করিল ॥

ঐ জিশূল চারিদিকে অগ্নির ক্ষুলিজমালাতে পরিবেষ্টিত
 ছিল। তাহাকে সহসা নিজের দিকে আনিত্তে দেখিয়া প্রাগ্-
 জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদন্ত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ ও হৃদয়
 এক অর্ধচন্দ্র বাণ প্রয়োগ করিলেন ॥ ৫৫-৬১

সেই বেগবান্ নরপতি উক্ত বাণের দ্বারা সেই বিশাল শূলটিকে
 বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। এই অর্ধচন্দ্রিত জিশূলটি ছই খণ্ডে
 ছিন্ন হইয়া শূন্যমার্গে ভাসিতে লাগিল ॥

জিশূলকে বিখণ্ডিত হইয়া পতিত হইতে দেখিয়া রাজা ভগদন্ত
 অগ্নির শিখপারিবেষ্টিত ও হ্রবর্ণময় গণ্ডে বিকৃষিত একটি মহাশক্তি
 হাতে লইলেন এবং তাহা রাক্ষসের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

রুদ্ভদণ্ডাং মহাশক্তিং জগ্রাহাগ্নিশিখোপমাম্ ।
 চিক্লেপ তাং রাক্ষসস্ত তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীং ॥ ৬৭
 তামাপতন্তীং সশ্লেষ্য বিয়ংস্থামশনীমিব ।
 উৎপত্য রাক্ষসতুর্গং জগ্রাহ চ ননাদ চ ॥ ৬৫
 বভঞ্জ চৈনাং ষরিতো জাহ্নুস্মারোপ্য ভারত ।
 পশ্চাতঃ পার্থিবেজ্জন্ত তদদ্রুতমিবাভবৎ ॥ ৬৬
 তদবেক্ষ্য কৃতং কর্ম রাক্ষসেন বলীয়সা ।
 দিবি দেবাঃ সগন্ধর্বা মুনয়শ্চাপি বিস্মিতাঃ ॥ ৬৭
 পাণ্ডবাস্চ মহারাজ ভীমসেনপুরোগমাঃ ।
 সাধু সাধ্বিতি নাদেন পৃথিবীমহ্বনাদয়ন্ ॥ ৬৮
 তং তু শ্রুত্বা মহানাদং প্রহৃষ্টানাং মহাত্মনাম্ ।
 নানুশ্রুত মহেষাসো ভগদন্তঃ প্রতাপবান্ ॥ ৬৯
 স বিস্ফার্য মহচাপমিস্ত্রাশনিসমপ্রভম্ ।
 তর্জয়ামাস বেগেন পাণ্ডবানাং মহারণান্ ॥ ৭০

তারপর বলিলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ৬২-৬৪

আকাশে প্রকাশিত অগ্নির (বজ্রের) দ্বায় সেই মহা-
 শক্তিকে নিজের দিকে পতিত হইতে দেখিয়া রাক্ষস ঘটোৎকচ
 উড়িয়া বাইয়া (অথবা শূন্যমার্গে লাফ দিয়া) অতিক্রান্ত তাহাকে
 ধরিয়া ফেলিল এবং সিংহসদৃশ গর্জন করিতে লাগিল ॥ ৬৫

ভারত! তারপর সে রাজা ভগদন্তের দৃষ্টিপথেই সেই শক্তিকে
 জাহ্নুর উপর রাখিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। তখন ইহা যেন এক
 অদ্ভুত ব্যাপার ঘটয়া গেল ॥ ৬৬

মহাবল রাক্ষসকর্তৃক কৃত এই মহৎ কর্তব্যকে দেখিয়া আকাশে
 বিরাজমান দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মূনিগণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ৬৭

মহারাজ! সেই সময় ভীমসেনাদি পাণ্ডবগণ ‘সাধু সাধু’
 বলিয়া ঘটোৎকচকে প্রশংসিত করত সিংহনাদে পৃথিবীকে
 মিনাদিত করিয়া ভুলিলেন ॥ ৬৮

অতিশয় দ্রুত এই সকল মহাত্ম্যগণের সেই সিংহনাদ শ্রবণ
 করিয়া মহাধহুর্দ্র ও প্রতাপশালী রাজা ভগদন্ত তাহা সহ্য করিতে
 পারিলেন না ॥ ৬৯

তিনি তখন ইজের বজ্রের দ্বায় প্রকাশমান স্বীয় বিশাল
 ধ্বংসকর্তব্য করিয়া বেগের সহিত পাণ্ডব-মহারথাদিগকে লক্ষ্য
 করিয়া তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৭০

বিস্মজন্ বিমলাংস্তীক্ষ্ণান্ নারাকান্ জলনপ্রভান্ ।

ভীমমেকেন বিব্যাধ রাক্ষসং নবভিঃ শরৈঃ ॥ ৭১

অভিমহ্যং ত্রিভিশ্চৈব কেকয়ান্ পঞ্চভিস্তথা ।

পূর্ণায়তবিস্মৃষ্টেন শরৈর্গানতপৰ্ধণা ॥ ৭২

বিভেদ দক্ষিণং বাহুং ক্ষত্ৰদেবশ্চ চাহবে ।

পপাত সহসা তস্মা সশরং ধনুরুত্তমম্ ॥ ৭৩

দ্রৌপদেয়াংস্ততঃ পঞ্চ পঞ্চভিঃ সমতাড়য়ৎ ।

ভীমসেনশ্চ চ ক্রোধান্নিজঘান তুরঙ্গমান্ ॥ ৭৪

ধ্বজং কেসরিণং চাস্ত চিচ্ছেদ বিশিখৈঃপ্রিভিঃ ।

নির্বিভেদ ত্রিভিশ্চাত্মৈঃ সারথিং চাস্ত পত্নিভিঃ ॥ ৭৫

স গাঢ়বিক্রো ব্যথিতো রথোপশ্চ উপাবিশৎ ।

বিশোকো ভরতশ্চেষ্ট ভগদন্তেন সংযুগে ॥ ৭৬

ততো ভীমো মহাবাহুবিরথো রথিনাং বরঃ ।

গদাং প্রগৃহ্য বেগেন প্রচক্ষন্দ রথোত্তমাং ॥ ৭৭

তাহার পর অগ্নিতুলা প্রভামাণ্ডত নির্মল ও তীক্ষ্ণ নারাকসমূহ
প্রহার করিয়া একটি দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন এবং নদী
বাণে রাক্ষস ঘটোৎকচকে আহত করিলেন ॥ ৭১

তারপর তিনটি বাণে অভিমহ্যাকে এবং পাঁচটি বাণে কেকয়-
রাজকুমারগণকে বিদ্ধ করিলেন । অনন্তর ধনুটিকে উত্তমরূপে
আকর্ষণ করিয়া আনতপর্কযুক্ত বাণের দ্বারা তিনি রণাঙ্গনে
ক্ষত্রেদেবের দক্ষিণবাহু ছেদন করিলেন । তাহার বাহু ছিন্ন হইলে
সহসা বাণসহ উত্তম ধনুটিও ভূতলে পতিত হইল ॥ ৭২-৭৩

তাহার পর দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে ভগদত্ত পাঁচটি বাণে বিদ্ধ
করিলেন এবং বেগের সহিত ভীমসেনের অশগুলিকে নিহত
করিলেন ॥ ৭৪

অনন্তর তিনটি বাণে তাহার সিংহচিহ্নিত ধ্বজও কাটিয়া
ফেলিলেন এবং অস্ত্র তিনটি পঞ্চযুক্ত বাণপ্রহার করিয়া তাহার
সারথিকে বিদীর্ণ করিলেন ॥ ৭৫

ভরতশ্চেষ্ট । ভগদত্তকর্তৃক যুদ্ধে গুরুতর আহত হইয়া ভীম-
সেনের সারথি বিশোক ব্যথিত হইল এবং রথের পঞ্চাদ্ভাগে
নীরবে বসিয়া পড়িল ॥ ৭৬

এইভাবে রথহীন হইয়া পড়িলে রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু
ভীমসেন হাতে গদা লইয়া রথ হইতে সবেগে লাফাইয়া
পড়িলেন ॥ ৭৭

তমুত্ততগদং দৃষ্ট্বা সশৃঙ্গমিব পর্বতম্ ।

তাবকানাং ভয়ং ঘোরং সমপত্তত ভারত ॥ ৭৮

এতস্মিন্নেব কালে তু পাণ্ডবঃ কৃষ্ণসারথিঃ ।

আজগাম মহারাজ নিম্নন্ শত্রুন্ সমস্ততঃ ॥ ৭৯

যত্র তৌ পুরুষব্যাভৌ পিতাপুত্রৌ মহাবলৌ ।

প্রাগ্জ্যোতিষেণ সংযুক্তৌ ভীমসেন-ঘটোৎকচৌ ॥ ৮০

দৃষ্ট্বা চ পাণ্ডবো ভ্রাতৃন্ যুধ্যমানান্ মহারথান্ ।

করিতৌ ভরতশ্চেষ্ট তদ্রাযুধ্যাত কিরঞ্জরান্ ॥ ৮১

ততো দুর্যোধনো রাজা ত্বরমাণো মহারথঃ ।

সেনামচোদয়ৎ ক্ষিপ্রং রথ-নাগাশ্বসঙ্কলান্ ॥ ৮২

তামাপত্তস্তীং সহসা কৌরবাণাং মহাচমুন্ ।

অভিহুত্বাব বেগেন পাণ্ডবঃ শ্বেতবাহনঃ ॥ ৮৩

ভগদন্তশ্চ সমরে তেন নাগেন ভারত ।

বিমৃদগন্ পাণ্ডববলং যুধিষ্ঠিরমুপাঙ্গবং ॥ ৮৪

ভারত । শিখরযুক্ত পর্বতের দ্যায় গদা উত্তোলিত করিয়া
তাহাকে আসিতে দেখিয়া আপনার সৈন্যগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর
জ্বালার সঞ্চার হইল ॥ ৭৮

মহারাজ । এই সময়েই ত্রীকক্ষ ধাহার সারথি, সেই পাণ্ডুনন্দন
অর্জুন সর্বদিক্ হইতে শত্রুগণকে সংহার করিতে করিতে সেন্থলে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যেন্থলে সেই দুই পুরুষসিংহ মহাবল
পিতা-পুত্র ভীমসেন ও ঘটোৎকচ ভগদত্তের সহিত যুদ্ধ
করিতেছিলেন ॥ ৭৯-৮০

ভরতশ্চেষ্ট । পাণ্ডুনন্দন অর্জুন স্বীয় মহারথী ভ্রাতৃবৃন্দকে যুদ্ধ
করিতে দেখিয়া স্বয়ংও বাণবর্ষণ করিতে করিতে সশরই যুদ্ধে
প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮১

তখন মহারথী রাজা দুর্যোধন অতিক্রান্ততার সহিত রথ, হস্তী
ও অশ্বে পূর্ণ স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে শীঘ্রই সেন্থলে যুদ্ধের জন্ত প্রেরণ
করিলেন ॥ ৮২

কৌরবগণের এই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে আসিতে দেখিয়া
শ্বেতাশ্ববাহন পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সহসা তীব্রবেগে সেইদিকে ধাবিত
হইলেন ॥ ৮৩

ভারত । এদিকে ভগদত্তও সমরাজ্ঞে সেই হাতীর দ্বারা
পাণ্ডবসৈন্যদিগকে মর্দিত করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত
হইলেন ॥ ৮৪

তদাসীং স্তমহদ্ যুদ্ধং ভগদন্তস্ত মারিষ ।
পঞ্চালৈঃ পাণ্ডবেয়ৈশ্চ কেকয়েশ্চোত্তম্যুধৈঃ ॥ ৮৫
ভীমসেনোহপি সমরে তাবুভৌ কেশবাজুনৌ ।
অশ্রাবয়দ্ যথাবৃত্তমিরাবদ্ধমুত্তমম্ ॥ ৮৬

আৰ্য্য ! সেই সময় অশ্রুধারী পাঞ্চাল, পাণ্ডব ও কেকয়গৈন্য-
গণের সহিত রাজা ভগদত্তের অতিশয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ
হইল ॥ ৮৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভগদন্তযুদ্ধে পঞ্চনবতি-
তমোঃধ্যায়ঃ ॥

অপরদিকে ভীমসেনও সেই সময় সমরক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন
এই দুইজনকেই ইরাবানের বধের কথা বধাযথরূপে বালয়া
শুনাইলেন ॥ ৮৬

শ্রীময়্যর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাক্তগত ভীষ্মবধপর্বের ভগদত্তের যুদ্ধবিষয়ক পঞ্চনবতিতম
অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

যন্ত্রবতিতমোঃধ্যায়ঃ ।

[ইরাবতো যুত্যানাজুনস্য হুঃখপূর্ণখেদোজ্জিঃ, ভীমসেনেন ধৃতরাষ্ট্রস্য নবপুত্রাণাং সংহারঃ, অভিমম্বাস্বষ্টয়ো যুদ্ধম্,
যুদ্ধস্য ভয়ানকাবস্থায়ঃ বর্ণনম্, অষ্টমদিবসস্য যুদ্ধসমাপ্তিষ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

পুত্রং বিনিহতং শ্রদ্ধা ইরাবন্তঃ ধনঞ্জয়ঃ ।
হুঃখেন মহত্যাবিষ্টো নিঃশ্বসন্ পন্নগো যথা ॥ ১
অত্রবীং সমরে রাজন্ বাসুদেবমিদং বচঃ ।
ইদং নুনং মহাপ্রাজ্ঞো বিছুরো দৃষ্টবান্ পুরা ॥ ২
কুরুণাং পাণ্ডবানাঞ্চ ক্ষয়ং ঘোঃং মহামতিঃ ।
স ততো নিবারিতবান্ ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্ ॥ ৩
অশ্বে চ বহুবো বীরাঃ সংগ্রামে মধুসূদন ।
নিহতাঃ কোরবৈঃ সংখ্যে তথাস্মাভিষ্চ কোরবাঃ ॥ ৪

যন্ত্রবতিতম অধ্যায় ।

[ইরাবানের যুত্যাতে অর্জুনের হুঃখপূর্ণখেদোজ্জিঃ, ভীমসেন
কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের নয় পুত্রকে সংহার, অভিমম্বা ও অশ্বষ্টের যুদ্ধ,
যুদ্ধের ভয়ানক অবস্থার বর্ণন এবং অষ্টমদিবসের যুদ্ধের সমাপ্তি ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! স্বীয় পুত্র ইরাবানের যুত্কার কথা
শ্রবণ করিয়া অর্জুন অতিশয় হুঃখিত হইয়া পড়িলেন । তখন
তিনি সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন ॥ ১

রাজন্ ! তখন তিনি রণক্ষেত্রে ভগবান্ বাসুদেবকে এই কথা
বলিলেন—ভগবন্ ! নিশ্চয়ই পরমজ্ঞানী বিদ্রু পূর্বেই এই সব
দেখিতে পাইয়াছিলেন ॥ ২

কোরব ও পাণ্ডবগণের এই ভয়ঙ্কর বিনাশ মহামতি বিদ্রু
জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে নিষেধ
করিয়াছিলেন ॥ ৩

মধুসূদন ! আরও বহুসংখ্যক বীরকে কোরবগণ সংগ্রামে

অর্থহেতোন রশ্রেষ্ঠ ক্রিয়তে কর্ম কুৎসিতম্ ।
ধিগর্ধান যৎকৃতে হোবং ক্রিয়তে জ্ঞাতিসংক্ষয়ঃ ॥ ৫
অধনস্ত মৃতং শ্রোয়ো ন চ জ্ঞাতিবধাদ্ ধনম্ ।
কিং হু প্রাপ্যামহে কৃষ্ণ হৃদ্য জ্ঞাতীন্ সমাগতান্ ॥ ৬
হৃষ্যোধনাপরাধেন শকুনেঃ সৌবলস্ত চ ।
ক্ষত্রিয়া নিধনং যাস্তি কর্ণধর্ম্মজ্বিতেন চ ॥ ৭
ইদানীঞ্চ বিজ্ঞানামি সূকৃতং মধুসূদন ।
কৃতং রাজ্ঞা মহাবাহো যাচতা চ সুযোধনম্ ॥ ৮

বধ করিয়াছে এবং আমরাও বহু কোরবগৈন্যাদিগকে বধ
করিয়াছি ॥ ৪

নরশ্রেষ্ঠ ! ধনের জন্য এই কুৎসিত কর্ম করিয়া চলিতেছি,
মৃতরাং ধিক্ এই ধনকে, যাহার জন্য এইভাবে জ্ঞাতিগণের
সংহার করিতে হইতেছে ॥ ৫

নরশ্রেষ্ঠ ! মাহুষের নিধন হইয়া যুত্কাবরণ করাও ভাল, তবুও
জ্ঞাতিগণকে বধ করিয়া ধনলাভ করাকে কখনও ভাল বলিয়া মনে
করি না । কৃষ্ণ ! আমরা যুদ্ধের জন্য সমাগত এই জ্ঞাতিগণকে
বধ করিয়া কি লাভ করিতে সমর্থ হইব ? ৬

হৃষ্যোধনের অপরাধ এবং স্তবলপুত্র শকুনি ও কর্ণের
কুমন্ত্রণায় এই ক্ষত্রিয়বর্গ নিহত হইতেছে ॥ ৭

মহাবাহু মধুসূদন ! রাজা যুধিষ্ঠির পূর্বে হৃষ্যোধনের নিকট
যে যাচঞা করিয়াছিলেন, তাহাই উত্তম কার্য্য ছিল ; এই কথাই
এখন আমার বোধে আসিতেছে ॥ ৮

রাজ্যার্থং পঞ্চ বা গ্রামান্ নাকার্ষ্যং স চ দুৰ্মতিঃ ।
 দৃষ্ট্বা হি ক্ষত্রিয়ান্ শূরান্ শয়ানান্ ধনবীতলে ॥ ৯
 নিন্দামি ভূশমাখ্যানঃ ধিগন্তু ক্ষত্রজীবিকাম্ ।
 অশক্তমিতি মামেতে জ্ঞাস্তুস্তে ক্ষত্রিয়া রণে ॥ ১০
 যুদ্ধং তু মে ন রুচিৎ জ্ঞাতিভিন্নধূসুদন ।
 সঞ্চোদয় হয়ান্ শীঘ্রং ধার্তরাষ্ট্রচমুং প্রতি ॥ ১১
 প্রতরিস্থে মহাপারং ভুজাভাং সমরোদধিম্ ।
 নাযং যাপয়িতুং কালো বিততে মাধব রুচিৎ ॥ ১২
 এবমুক্তস্ত পার্থেন কেশবঃ পরবীরহা ।
 চোদয়ামাস তানখান্ পাণ্ডুরান্ বাতরংহসঃ ॥ ১৩
 অথ শকো মহানাসীৎ তব সৈন্তস্ত ভারত ।
 মারুতোদ্ধতবেগস্ত সাগরস্তেব পৰ্বণি ॥ ১৪
 অপরাহু মহারাজ সংগ্রামঃ সমপত্তত ।
 পর্জন্তসমনির্ঘোষো ভীষ্মস্ত সহ পাণ্ডবৈঃ ॥ ১৫

যুধিষ্ঠির অর্দ্ধেক রাজ্য অথবা পাঁচটি গ্রাম চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দুৰ্মতি দুৰ্যোধন তাহা পূর্ণ করে নাই। আজ ক্ষত্রিয় বীরগণকে ধরাতলে শায়িত দেখিয়া সর্বাপেক্ষা আমি নিজেরই অত্যন্ত নিন্দা করিতেছি। হায়, ক্ষত্রিয়গণের এই জীবিকাকে দিক্কার ।

মধুসুদন! রণস্থলে আমার মূণ হইতে এরূপ কথা শুনিয়া এই ক্ষত্রিয়গণ আমাকে অসমর্থ মনে করিবেন; কিন্তু এই জ্ঞাতিবৃন্দের সহিত যুদ্ধ করা আমার ভাল লাগিতেছে না ।

(তথাপি আমি আপনার আদেশ অনুসারে যুদ্ধ করিব; অতএব) আপনি অতি সত্ত্বর এই অশ্বগণকে দুৰ্যোধনের সৈন্ত-বাহিনীর দিকে চালিত করুন, যাহাতে আমি স্বীয় বাহুদ্বয় দ্বারা অতিশয় অপার রণসাগর পার হইয়া যাউতে পারি। মাধব! এই সময় কখনই বুধা অতিবাহিত করিবার উপযুক্ত নয় ॥ ৯-১২

পৃথা-(কৃষ্ণ)-পুত্র অর্জুন এই কথা বলিলে পর শক্রবীরনালী কেশব বায়ুলদৃশ বেগগামী সেই শ্বেতবর্ণের অশ্বগুলিকে চালিত করিলেন ॥ ১৩

ভারত! তদনন্তর পূর্ণিমা দি পূর্বকালে বায়ু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সমুদ্রের বেগ বৃদ্ধি হইলে যেরূপ তাহার ভয়ঙ্কর গর্জন শ্রুতি-গোচর হয়, সেইরূপ আপনার সৈন্তবাহিনীর তুমুল শব্দ হইতে লাগিল ॥ ১৪

মহারাজ! অপরাহ্নকালে পাণ্ডবগণের সহিত ভীষ্মের ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল, যাহার ফলে তখন মেঘের গর্জনতুল্য গভীর

ততো রাজ্যন্তব সূতা ভীমসেনমুপাজবন্ ।
 পরিবার্য রণে জ্রোণং বসবো বাসবং যথা ॥ ১৬
 ততঃ শাস্ত্রনবো ভীষ্মঃ কৃপশ্চ রথিনাং বরঃ ।
 ভগদত্তঃ সুশর্ম্মা চ ধনঞ্জয়মুপাজবন্ ॥ ১৭
 হাদিক্যো বাহ্লিকশ্চৈব সাত্যকিং সমভিজ্ঞাতৌ ।
 অম্বষ্ঠকস্ত নৃপতিরভিমন্ত্যমবস্থিতঃ ॥ ১৮
 শেষাস্ত্রো মহারাজ শেষানৈব মহারথান্ ।
 ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়াবহম্ ॥ ১৯
 ভীমসেনস্ত সম্প্রক্ষ্য পুত্রাস্তব জনেশ্বর ।
 প্রজজ্বাল রণে ক্রুদ্ধো হবিষা হব্যাবাডিব ॥ ২০
 পুত্রাস্তব কোন্তেয়ং ছাদয়াক্রুরে শরৈঃ ।
 প্রাবৃষীব মহারাজ জলদা ইব পর্বতম্ ॥ ২১
 স চ্ছাত্তমানো বহুধা পুত্রৈস্তব বিশাম্পতে ।
 স্কন্ধিনী সংলিহন বীরঃ শাদূল ইব দপিতঃ ॥ ২২

রণ শব্দ উথিত হইতে লাগিল ॥ ১৫

রাজন! তখন আপনার পুত্রগণ ইন্দ্রকে পরিবৃত্ত করিয়া বসুন্দের ত্রায় জ্রোণাচার্য্যকে পরিবৃত্ত করিয়া ভীমসেনের উপর ক্ষত আক্রমণ করিলেন ॥ ১৬

তারপর শাস্ত্রজ্ঞানন্দন ভীষ্ম, রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্য ভগদত্ত এবং সুশর্ম্মা অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১৭

রুতবর্ম্মা ও বাহ্লীক সাত্যকির উপর আক্রমণ করিলেন। রাজা অম্বষ্ঠ অভিমন্ত্যর দিকে যুদ্ধের জন্ত অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

মহারাজ! শেষ অস্ত্র মহারথীরা শত্রুপক্ষের শেষ মহারথী যোদ্ধাদিগের উপর আক্রমণ করিলেন। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে ঘোরতর ও ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১৯

জনেশ্বর! যেরূপ ঘূতাহতি প্রদান করিলে অগ্নিদেব প্রজলিত হইয়া উঠেন, সেইরূপ রণস্থলে আপনার পুত্রগণকে দেখিয়া ভীমসেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ॥ ২০

মহারাজ! আপনার পুত্রগণ কৃষ্ণীন্দন ভীমসেনকে স্বীয় বাণসমূহে সেইরূপ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ পর্বতকে স্বীয় জলধারায় আচ্ছাদিত করিয়া থাকে ॥ ২১

প্রজানাম! ভরতনন্দন! আপনার পুত্রগণের দ্বারা বারংবার বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত হইতে থাকিলে ক্রোধের সহিত নিজ মুখের দুই প্রান্তভাগ জিহবার দ্বারা চাটিতে চাটিতে সিংহসদৃশ শৌর্যের

ব্যাটোরকং ততো ভীমঃ পাতয়ামাস ভারত ।
 ক্ষুরশ্রেণ স্ততীক্ষেন সোহভবদ্ গতজীবিতঃ ॥ ২৩
 অপরেণ তু ভল্লেন পীতেন নিশিতেন তু ।
 অপাতয়ৎ কুণ্ডলিনং সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা ॥ ২৪
 ততঃ স্তনিশিতান্ পীতান্ সমাদস্ত শিলীখান্ ।
 সসর্জ স্বরয়া যুক্তঃ পুত্রাংস্তে প্রাপ্য মারিষ ॥ ২৫
 শ্রেষিতা ভীমসেনেন শরাস্তে দৃঢ়ধন্বনা ।
 অপাতয়ন্ত পুত্রাংস্তে রথেষুঃ স্তমহারথান্ ॥ ২৬
 অনাধুষ্টিং কুণ্ডভেদিং বৈরাটং দীর্ঘলোচনম্ ।
 দীর্ঘবাহুং স্তবাহকং তথৈব কনকধ্বজম্ ॥ ২৭
 প্রপতন্ত স্ম বীরাংস্তে বিরোজুর্ভরতর্ষভ ।
 বসন্তে পুষ্পশবলাশ্চ তাঃ প্রপতিতা ইব ॥ ২৮
 ততঃ প্রহৃষ্টবুঃ শেষাস্তব পুত্রা মহাবহবৈ ।

তং কালমিব মন্থস্তো ভীমসেনং মহাবলম্ ॥ ২২
 জ্রোণস্ত সমরে বীরং নির্দহন্ত্য স্তুতাস্তব ।
 যথাজিৎ বারিধারাভিঃ সমস্তান্ ব্যাকিরচ্ছরৈঃ ॥ ৩০
 তত্রাস্তৃতমপশ্যাম কুন্তীপুত্রস্ত পৌরুষম্ ।
 জ্রোণেন বার্যমাণোহপি নিজস্নে যৎ স্তুতাস্তব ॥ ৩১
 যথা গোরুবভো বর্ষণং সন্ধারয়তি খাং পতৎ ।
 ভীমস্তথা জ্রোণমুক্তং শরবধমদৌধরং ॥ ৩২
 অদ্রুতঞ্চ মহারাজ তত্র চক্রে বৃকোদরঃ ।
 যৎ পুত্রাংস্তেহবধীং সংখ্যো জ্রোণং চৈব স্তাবরয়ৎ ॥ ৩৩
 পুত্রেষু তব বীরেষু চিক্রৌড়াজুনপূর্বজঃ ।
 যুগেশ্বরি মহারাজ চরন্ ব্যাঘ্রো মহাবলঃ ॥ ৩৪
 যথা ত্রি পশুমধ্যাস্তো দারয়েত পশুন বৃকঃ ।
 বৃকোদরস্তব স্তুতাস্তথা ব্যাঘ্রাবয়দ্ রণে ॥ ৩৫

অভিমান পোষণকারী বীর ভীমসেন একটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ক্ষুরশ্রেণ-
 বাণে আপনার পুত্র ব্যাটোরককে ভূপাতিত করিলেন। তখন
 তিনি জীবনহীন হইয়া পড়িলেন ॥ ২২-২৩

তারপর যেরূপ সিংহ ক্ষুদ্র মৃগকে নিহত করিয়া ধরাশায়ী
 করে, সেইরূপ ভীমসেন অপর একটি পীতবর্ণের তীক্ষ্ণ ভল্লানে
 আপনার পুত্র কুণ্ডলীকে ধরাশায়ী করিলেন ॥ ২৪

আর্য্য! তাহার পর ভীমসেন অভিশয় স্তরাদ্বিত হইয়া বহু-
 সংখ্যক তীক্ষ্ণ ও পীতবর্ণের বাণ হস্তে ধারণ করিলেন এবং
 সেগুলিকে আপনার পুত্রদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ
 করিলেন ॥ ২৫

স্বদৃঢ় ধনুর্ধারী ভীমসেন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বাণগুলি
 আপনার বহু মহারথী বীর পুত্রকে রথসকল হইতে ভূপাতিত
 করিল ॥ ২৬

সেই সব পুত্রের নাম হইল—অনাধুষ্টি, কুণ্ডভেদি, বৈরাট;
 দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহু, স্তবাহু এবং কনকধ্বজ ॥ ২৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সব বীরগণ তখন ভূপাতিত হইয়া বসন্ত
 ঋতুতে ভূপতিত এবং পুষ্পিত আশ্রয়কলসমূহের ত্রায় স্তম্ভোভিত
 হইতে লাগিলেন ॥ ২৮

সেই সময় আপনার অবশিষ্ট পুত্রগণ মহাশক্তিধর ভীমসেনকে
 লক্ষ্য কালস্বরূপ মনে করিয়া রণস্থল হইতে পলায়ন
 করিলেন ॥ ২৯

তখন বীর ভীমসেন যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার পুত্রগণকে দৃঢ়

করিতে থাকিলে, জ্রোণাচার্য্য তাহার উপর চারিদিক হইতে
 সেই রূপ বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন, যেরূপ মেঘ পর্বতের
 উপর বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৩০

মহারাজ! সেই সময় আমি কুন্তীপুত্র ভীমসেনের অদ্রুত
 পরাক্রম দেখিলাম। যদিও জ্রোণাচার্য্য বাণবর্ষণ করিয়া ভীম-
 সেনকে তখন নিবারিত করিয়াছিলেন, তথাপিও তিনি আপনার
 পুত্রদিগকে বধ করিলেন ॥ ৩১

যেরূপ কোন বৃষ আকাশ হইতে পতিত জলবর্ষণকে স্বীয়
 শরীরে শাস্তভাবে ধারণ ও সহ্য করে, সেইরূপ ভীমসেনও
 জ্রোণাচার্য্য কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণবর্ষণ নিজ শরীরে ধারণ
 করিলেন ॥ ৩২

মহারাজ! ভীমসেন সেই রণাঙ্গনে আপনার পুত্রগণকে
 ত' বধ করিলেনই, তাহার উপর সেই সময় তিনি জ্রোণাচার্য্যেরও
 অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ভীমসেন তখন একরূপ অদ্রুত
 পরাক্রম করিয়াছিলেন ॥ ৩৩

রাজন! যেরূপ মহাবল ব্যাঘ্র যুগগণের দলের মধ্যে বিচরণ
 করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুনের পূর্বে জাত ভীমসেনও আপনার
 বীর পুত্রগণের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

যেরূপ বৃক (ব্যাঘ্রবিশেষ—নেকড়ে বাঘ) পশুদের মধ্যে
 থাকিয়াই তাহাদের বিদীর্ণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভীমসেনও
 রণাঙ্গনে আপনার পুত্রগণের মধ্যে থাকিয়াই তাহাদিগকে
 বিতাড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

গাজ্জৈয়ো ভগদন্তশ্চ গোতমশ্চ মহারথাঃ ।
 পাণ্ডবং রভসং যুদ্ধে বারয়ামাস্রজুর্নম্ ॥ ৩৬
 অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য তেষাং সৌহৃতিরথো রণে ।
 প্রবীরাংস্তব সৈন্তেষু শ্রেয়য়ামাস যত্যাং ॥ ৩৭
 অভিমম্বাস্তু রাজানমম্বষ্ঠং লোকবিশ্রুতম্ ।
 বিরথং রথিনাং শ্রেষ্ঠং বারয়ামাস সার্য্যকৈঃ ॥ ৩৮
 বিরথো বধ্যমানস্তু সৌভদ্রেণ যশস্বিনা ।
 অবপ্লুত্যা রথাং তুর্নম্বষ্ঠো বম্বধাধিপঃ ॥ ৩৯
 অসিং চিক্কেপ সমরে সৌভদ্রেণ মহাশ্বনঃ ।
 আরুরোহ রথং চৈব হাদিক্যস্ত মহাবলঃ ॥ ৪০
 আপতন্ত্য তু নিস্রিংশং যুদ্ধমার্গবিশারদঃ ।
 লাঘবাদ্ ব্যাসয়ামাস সৌভদ্রঃ পরবীরহা ॥ ৪১
 ব্যাসিতং বীক্ষ্য নিস্রিংশং সৌভদ্রেণ রণে তদা ।
 সাধু সাক্ষিতি সৈন্তানাং প্রণাদোহভূদ্ বিশাম্পতে ॥ ৪২
 ধৃষ্টহাস্তমুখাস্ত্রো তব সৈন্তমযোধয়ন্ ।

অপরাদিকে গজানন্দন ভীষ্ম, ভগদত্ত এবং কৃপাচার্য্য—এই তিন মহারথী যুদ্ধে সবেগে অগ্রগমনকারী পাণ্ডুতনয় অর্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

কিন্তু অতিরথী বীর অর্জুন রণাঙ্গনে তাঁহার অস্ত্রসমূহের দ্বারা ইহাদের অস্ত্রসকল নিবারণ করিয়া আপনার সৈন্তদের প্রধান প্রধান বীরগণের সমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৭

অভিমম্ব্য রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোকবিখ্যাত রাজা অম্বষ্ঠকে নিজ সায়কসমূহে রথহীন করিয়া তাঁহার অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন ॥ ৩৮

যশস্বী হৃভঙ্গানন্দন অভিমম্ব্যকর্তৃক পীড়িত ও রথহীন হইয়া রাজা অম্বষ্ঠ নিজ রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং মহাত্মা হৃভঙ্গাকুমারের উপর তিনি সেই রণস্থলে তরবারি নিক্ষেপ করিলেন। তারপর তিনি মহাবল নরপতি কৃতবর্ষার রথের উপর বাইয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৩৯-৪০

যুদ্ধের পরিচালনাদি মার্গবিষয়ে কুশল এবং শত্রুবীরগণের সংহারকারী হৃভঙ্গানন্দন অভিমম্ব্য নিজের দিকে আগত অম্বষ্ঠের সেই তরবারিকে স্বীয় নৈপুণ্যবশতঃ নিষ্ফল করিয়া দিলেন ॥ ৪১

প্রজানাদ্য! সেই সময় রণক্ষেত্রে অম্বষ্ঠের নিকৃষ্ট তরবারিকে হৃভঙ্গানন্দন অভিমম্ব্যকর্তৃক নিষ্ফল হইয়া যাইতে দেখিয়া সমস্ত সৈন্তগণের মুখ হইতে “সাধু সাধু” বাক্য ধ্বনিত হইতে লাগিল ॥ ৪২

তথৈব ভাবকাঃ সর্বে পাণ্ডুসৈন্তমযোধয়ন্ ॥ ৪৩
 তত্রাক্রন্দো মহানাসীং তব তেষাঞ্চ ভারত ।
 (পাণ্ডবানাঞ্চ রাজেন্দ্র সৈনিকানাং সুদারুণঃ)
 নিম্নতাং দৃঢ়মস্ত্রোস্ত্রং কুর্বতাং কর্ম দুষ্করম্ ॥ ৪৪
 অস্ত্রোস্ত্রং হি রণে শূরাঃ কেশেষ্যাক্ষিপ্য মানিনঃ ।
 নখদন্তৈরযুধ্যান্ত মুষ্টিভির্জাম্বুভিস্তথা ॥ ৪৫
 তলৈশ্চৈবাপি নিস্রিংশৈর্বাছভিষ্চ সুসংস্থিতৈঃ ।
 বিবরং প্রাপ্য চাত্রোস্ত্রময়নয়ন্ যমসাদনম্ ॥ ৪৬
 গৃহনচ্চ পিতা পুত্রং পুত্রশ্চ পিতরং তথা ।
 ব্যাকুলীকৃতসর্বাঙ্গা যুধুস্তত্র মানবাঃ ॥ ৪৭
 রণে চাক্রাণি চাপানি হেমপৃষ্ঠানি মারিষ ।
 হতানামপবিদ্ধানি কলাপাশ্চ মহাধনাঃ ॥ ৪৮
 জাতরূপময়ৈঃ পুন্ড্রৈ রাজতৈর্নিশিতাঃ শরাঃ ।
 তৈলধৌতা ব্যারাজস্ত নিমুক্তভুজগোপমাঃ ॥ ৪৯

তারপর ধৃষ্টহাস্মাদি অস্ত্র মহারথীরা আপনার সৈন্তগণের সহিত এবং আপনার প্রধান সৈন্তরা পাণ্ডবসৈন্তগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩

ভারত! রাজেন্দ্র! তখন পরস্পর পরস্পরের উপর হৃদয় প্রহার করিতে এবং দুষ্কর পরাক্রমকারী আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্তদের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাসংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৪৪

বহু শৌর্যাশালী বীর সেই রণাঙ্গনে পরস্পর পরস্পরের কেশ ধারণ করত নখ, দাঁত, মুষ্টি ও জাম্বুর প্রহার করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৪৫

অবসর পাইয়া তাঁহারা করতল, তরবারি এবং হৃদয় বাহু দ্বারাও পরস্পর পরস্পরকে সমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৪৬

সেই যুদ্ধে পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে নিহত করিতে লাগিলেন। যদিও সকল সৈন্তের সব অস্ত্রই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তাঁহারা সকলেই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

আর্য্য! সেই রণাঙ্গনে নিহত নরপতিগণের স্ববর্ণময় পৃষ্ঠ-বিভূষিত স্বন্দর ধনু এবং বহুমূল্য তরবারি এখানে সেখানে পড়িয়াছিল ॥ ৪৮

স্বর্ণ অথবা রক্তত পঙ্কযুক্ত এবং তৈলধৌত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ খোলোসযুক্ত সর্পভূল্য শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪৯

হস্তিদন্ত-সরুন্ খড়্গান্ জাতরূপপরিষ্কৃতান্ ।
 চৰ্মাণি চাপবিদ্বানি রুক্ষচিহ্নাণি ধ্বনিম্ ॥ ৫০
 সুবর্ণবিকৃতপ্রাসান্ পট্টিশান্ হেমভূষিতান্ ।
 জাতরূপময়াশ্চষ্টীঃ শক্তীশ্চ কনকোজ্জ্বলাঃ ॥ ৫১
 সুসম্মাহাশ্চ পতিতা মুসলানি গুরুণি চ ।
 পরিঘান্ পট্টিশাশ্চৈব ভিন্দিপালাশ্চ মারিষ ॥ ৫২
 পতিতান্ বিবিধাশ্চাপাংশ্চিহ্নান্ হেমপরিষ্কৃতান্ ।
 কুথা বহুবিধাকারামরান্ বাজনানি চ ॥ ৫৩
 নানাবিধানি শস্ত্রাণি শ্রেষ্ঠাশ্চ পতিতা নরাঃ ।
 জীবন্ত ইব দৃশ্যন্তে গতস্বা মহারথাঃ ॥ ৫৪
 গদাবিমথিতৈর্গাত্রৈর্মূলৈর্ভিন্নমস্তকাঃ ।
 গজবাজিরথক্ষুণ্ণাঃ শেরতে স্ম নরাঃ ক্ষিতৌ ॥ ৫৫
 তথৈবাস্থ-নৃ-নাগানাং শরীরৈববিবভৌ তদা ।
 সঞ্জন্মা বসুধা রাজন্ পবিতৈরিব সর্বশঃ ॥ ৫৬

আমরা দোখলাম—রণভূমিতে ধনুষ্কর বারগণের ওরবার ও
 ঢাল নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তরবারসকলে হাতীর দাঁতের
 মুষ্টি সংযুক্ত ছিল এবং তাহাদের নানাস্থানে সুবর্ণ জড়ান ছিল।
 এই প্রকার ঢালসকলে সুবর্ণময় বিচিত্র তারকাসমূহ চিত্রিত ছিল
 দেখা যাইল ॥ ৫০

সুবর্ণভূষিত প্রাস, স্বর্ণজটিত পট্টিশ, স্বর্ণনির্মিত ঋষ্টি এবং স্বর্ণ-
 ভূষিত উজ্জল শক্তিসমূহ যেখানে সেখানে পড়িয়াছিল ॥ ৫১

আর্য্য! সেখানে বহু সুন্দর কবচও পতিত আছে। অতিশয়
 ভারী মুসল, পরিঘ, পট্টিশ এবং বহু ভিন্দিপালও এদিকে ওদিকে
 বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে ॥ ৫২

নানাধকার বিচিত্র এবং স্বর্ণভূষিত বহু ধনু পতিত আছে।
 হস্তীর পৃষ্ঠে পাতিত (বিদ্যান) নানাবিধ কবল, চামর এবং
 বাজনও যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে ॥ ৫৩

নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র হাতে লইয়া পৃথিবীতে পতিত প্রাণহীন
 মহারথী সৈন্তরা যেন তখনও জীবিত আছেন বলিয়া দেখা যাইতে
 লাগিল ॥ ৫৪

বহু সৈন্তের শরীর গদার আঘাতে বিদীর্ণ হইয়াছে এবং বহু
 মাথ, অস্ত্র, হস্তী ও রথসমূহ হইতে ভূপাতিত হইয়া জীবনত্যাগ
 করত ভূতলশায়ী রহিয়াছে ॥ ৫৫

রাজন্! এইরূপ অস্ত্র, হস্তী ও মনুষ্যগণের মৃত-শরীরে সমগ্র
 রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া সেই সময় পৰ্কতসকলে আচ্ছাদিত
 হওয়ার ভ্রায় মনে হইতেছিল ॥ ৫৬

সমরে পতিতৈশ্চৈব শস্ত্রাষ্টিশরতোমরৈঃ ।
 নিস্ত্রিংশৈঃ পট্টিশৈঃ প্রাসৈরয়স্কুন্তৈঃ পরশ্বধৈঃ ॥ ৫৭
 পরিঘৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ শতশ্লীভিশ্চ মারিষ ।
 শরীরৈঃ শস্ত্রনিভিন্নৈঃ সমাস্তীৰ্য্যাত মেদিনৌ ॥ ৫৮
 বিশদৈরুজ্জ্বলশৈশ্চ শোণিতোষপরিপ্লুতৈঃ ।
 গতাসুভিরমিত্রস্ত্র বিবভৌ নিচিতা মহী ॥ ৫৯
 সতলত্রৈঃ সকেয়ুরৈর্বাহুভিশ্চন্দ্রনাক্ষিতৈঃ ।
 হস্তিহস্তোপমৈশ্ছিন্নৈরুজ্জ্বলশৈশ্চ তরশ্বিনাম্ ॥ ৬০
 বদ্ধচূড়ামণিবরৈঃ শিরোভিশ্চ অকুণ্ডলৈঃ ।
 কবচৈঃ শোণিতাদিষ্টৈর্বিপ্রকীর্ত্তৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ ॥ ৬১
 ররাজ সুভূষণং ভূমিঃ শাস্ত্রাচিভিরিবানলৈঃ ॥ ৬২
 বিপ্রকীর্ত্তৈঃ কলাপৈশ্চ পতিতৈশ্চ শরাসনৈঃ ।
 বিপ্রকীর্ত্তৈঃ শরৈশ্চৈব রুক্ষপুঞ্জৈঃ সমস্তৃতঃ ॥ ৬৩

আর্য্য! সমরাজগে পতিত বাণ, তোমর, শাস্ত্র, ঋষ্টি, খড়্গ,
 পট্টিশ, প্রাস, লৌহনির্মিত বরশা, পরশু, ভিন্দিপাল এবং শতশ্লী
 (তোপ)—এই সমস্ত অস্ত্র ও ইহাদের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া বহু মৃত
 শরীর সারা রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৫৭-৫৮

শক্রনাশক মহারাজ! সেখানে ভূতলে এরূপ কিছু ব্যক্তি
 পতিত হইয়াছিল, যাহাদের মুখ হইতে কোন শব্দই বাহির
 হয় নাই। এরূপ কিছু ব্যক্তি ছিল, যাহাদের মুখ হইতে অল্প শব্দ
 প্রকাশ হইতেছিল। প্রায় সকল ব্যক্তিই তখন রক্তাপ্ত ছিল
 এবং বহু এরূপ দেহ পড়িয়াছিল, যাহারা নিস্ত্রাণ ছিল। এই সব
 সেখানকার ভূমি আচ্ছাদিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫৯

ভারত! রণভূমিতে পতিত বৃণভতুল্য সুদীর্ঘ নয়নবিশিষ্ট,
 বেগগামী বীরগণের বহু তলত্র (দস্তানা), কেয়ুরযুক্ত এবং চন্দ্র-
 চর্চিত বাহসকল, হস্তিশুণ্ডুল্য প্রতীয়মান ছিন্ন-ভিন্ন জজ্বাসমূহ
 এবং উত্তম চূড়ামণি-(মুকুট)-বদ্ধ ও কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তকশ্রেণীতে
 সেই রণভূমি অদ্ভুত শোভাপ্রাপ্ত হইতেছিল ॥ ৬০-৬১

রক্তলিপ্ত হইয়া এদিকে ওদিকে পতিত সুবর্ণময় কবচসমূহে
 এই যুদ্ধক্ষেত্র এরূপ অতিশয় শোভা পাইতেছিল যে, যেন শিখা-
 হীন অগ্নি স্থানে স্থানে পতিত আছে ॥ ৬২

চারিদিকে বহু ভূগীর পতিত ছিল, বহু ধনু ও পড়িয়াছিল এবং
 স্বর্ণনির্মিত পক্ষভূষিত বহু বাণও চারিদিকে লুপ্তিত ছিল ॥ ৬৩

রথৈশ্চ সর্বতো ভট্টৈঃ কিস্কিনীজালভূষিতৈঃ ।
 বাজিভিঃ ইতৈর্বাণৈঃ স্তম্ভজিহ্বৈঃ সশোণিতৈঃ ॥ ৬৪
 অশ্বকশৈঃ পতাকাভিরূপাসঙ্গৈশ্চৈবৈবৈরিণি ।
 প্রবীরাণাং মহাশৈবৈপ্রকৌর্গৈশ্চ পাভুরৈঃ ॥ ৬৫
 স্তম্ভহস্তৈশ্চ মাতঙ্গৈঃ শয়ানৈবিবভৌ মহী ।
 নানারূপৈরলঙ্কারৈঃ প্রমদেবাভ্যলঙ্কৃতা ॥ ৬৬
 দস্তিভিঃ পতৈরস্তত্র স প্রাসৈর্গাঢ়বেদনৈঃ ।
 কঠৈঃ শব্দং বিমূৰ্খান্তঃ শীকরঞ্চ মুহুমূৰ্ছতঃ ॥ ৬৭
 বিবভৌ তদ্ রণস্থানং স্তম্ভমানৈরিবাচলৈঃ ।
 নানারাগৈঃ কন্বলৈশ্চ পরিস্তোমৈশ্চ দস্তিনাম্ ॥ ৬৮
 বৈদ্যুতমণিদণ্ডৈশ্চ পতিতৈরঙ্কুশৈঃ শুভৈঃ ।
 ঘণ্টাভিঃ গজেন্দ্রাণাং পতিতাভিঃ সমস্ততঃ ॥ ৬৯
 বিপাটিভিঃ বিচিত্রাভিঃ কুখাভিরঙ্কুশৈস্তথা ।
 গ্রৈবেয়ৈশ্চিত্রকূপৈশ্চ রুদ্রকক্ষ্যাবিরেব চ ॥ ৭০

সকলকেই ক্ষুদ্রঘটিকাসমূহের জালে বিভূষিত বহু রথ ভয়া-
 বহুয় পরিত্যক্ত ছিল। এই রণাঙ্গনে বাণসমূহের আঘাতে মৃত
 বহু অশ্ব রক্তাশ্লুত হইয়া জিভ বাহির করত পাড়িয়াছিল ॥ ৬৪

অশ্বকর্ষ (রথের কাঠবিশেষ অথবা লাগাম), পতাকা, উপাসঙ্গ
 (তুণ), ধ্বজ এবং প্রধান প্রধান বীরগণের খেতবর্ণের বড় বড়
 শঙ্খগুলিও চারিদিকে বিস্তারিত ছিল ॥ ৬৫

যাহাদের শুণ্ড কর্ণিত হইয়াছিল, একরূপ মদমত্ত বহু হস্তী
 ধরাশায়ী হইয়া পাড়িয়াছিল। এই সবে রথের সেই রণভূম
 নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত যুবতীর আয় শোভা পাইতেছিল ॥ ৬৬

বহু দস্তবিশিষ্ট হাতী শরীরের মধ্যে প্রাস-অস্ত্র প্রবিষ্ট হওয়ায়
 গভীর ব্যথায় শুণ্ডের দ্বারা বারংবার চীৎকার করিতেছিল এবং
 জলকণা মোচন করিতেছিল ॥ ৬৭

এই কারণে সেই রণাঙ্গন তখন জলশোভাবাহী পর্বতসকলে
 পরিবেষ্টিত বলিয়া মনে হইতেছিল। সেখানে বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট
 বহু কঞ্চল, হস্তিগণের পৃষ্ঠে বিজ্ঞান ঝালর এবং বৈদ্যুতমণিনির্মিত
 দণ্ডযুক্ত স্তম্ভের অঙ্কুর পতিত ছিল ॥

চারিদিকেই গজরাজগণের ঘণ্টা পতিত ছিল। হস্তীদিগের
 পৃষ্ঠে পতিত ও বিনীর্ণ বিচিত্র বহু কঞ্চল এবং অঙ্কুর স্থানে স্থানে
 ভূপাতিত ছিল। কণ্ঠদেশের বিচিত্র আভরণ এবং স্বর্ণনির্মিত
 রত্ন নানাস্থানে পড়িয়াছিল ॥ ৬৮-৭০

বহু খণ্ডে খণ্ডিত যন্ত্রসমূহ, স্বর্ণময় তোমর, ধূলিতে কপিলবর্ণ-

যন্ত্রৈশ্চ বহুধাচ্ছিন্নৈস্তোমরৈশ্চাপি কাঞ্চনৈঃ ।
 অশ্বানাং রেণুকপিলৈ রুদ্রকক্ষ্যৈরুদ্রকক্ষ্যৈঃ ॥ ৭১
 সাদিনাং ভূজগৈশ্চিন্নৈঃ পতিতৈঃ সাজদৈস্তথা ।
 প্রাসৈশ্চ বিমলৈস্তীক্ষ্ণৈঃ বিমলাভিস্থখাচ্ছিতৈঃ ॥ ৭২
 উক্ষীষৈশ্চ তথাচিত্রৈবিশ্রবৈশ্চৈস্ততস্ততঃ ।
 বিচিত্রৈর্বাণবৈশ্চ জাতরূপপরিষ্কৃতৈঃ ॥ ৭৩
 অশ্বাস্তরপরিস্তোমৈ রাক্ষবৈর্মৃদিতৈস্তথা ।
 নরেন্দ্রচূড়ামণিভিঃ বিচিত্রৈশ্চ মহাধনৈঃ ॥ ৭৪
 ছত্রৈস্তথাপবিত্রৈশ্চ চামরৈর্বাঞ্জনৈরিণি ।
 পদ্মেন্দ্রুহাতিভিঃ চৈব বদনৈশ্চাক্ষুণ্ডলৈঃ ॥ ৭৫
 রুণ্ডশ্চান্ডিভিরত্যর্থঃ বীরাণাং সমলঙ্কৃতৈঃ ।
 অপবিত্রৈর্মহারাজ সুবর্ণোজ্জলকুণ্ডলৈঃ ॥ ৭৬
 গ্রহনক্ষত্রবলা জ্যোতির্বাসৌদ্র্যবস্করা ।
 এবমেতে মহাসেনে মৃদিতে তত্র ভারত ॥ ৭৭

রূপে প্রতীক্ষমান অশ্বগণকে আবৃত করিয়া রাখিবার স্বর্ণনির্মিত
 বহু কঞ্চ, অঙ্গদ সহ অশ্বারোহীদের হস্তে ধৃত তীক্ষ্ণ ও উজ্জল প্রাস
 এবং নিখল ঋষ্টিসকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যেখানে সেখানে পাড়িয়া
 আছে ॥ ৭১-৭২

স্থানে স্থানে পতিত বিচিত্র বহু উক্ষীষ (পাগড়ী প্রভৃতি),
 জলবর্ণের আয় বসিত স্বর্ণভূষিত নানাপ্রকার বাণসমূহ, অশ্বগণের
 পৃষ্ঠাশ্রয়ের জন্ত রত্নমূগের মূহ চর্মনির্মিত আসনসকল, যাহারা
 খণ্ড খণ্ড হইয়া ধূলিমাং হইয়া গিয়াছে এবং নরপতিগণের মুকুটে
 আরক্ত বহুমূল্য ও বিচিত্র মাণিক্যসমূহ চারিদিকে ছড়াইয়া
 আছে ॥ ৭৩-৭৪

এদিকে ওদিকে পতিত নৃপগণের ছত্র, চামর, বাঞ্জন, বীর
 যোদ্ধাদিগের মনোহর কুণ্ডলে বিভূষিত, কমল ও চন্দ্রতুলা
 প্রভামণ্ডিত শঙ্খ (মোচ ও দাড়ি)-সংযুক্ত এবং বিভূষিত ছিন্ন
 মণ্ডকসমূহ—যাহাদের মধ্যে স্তম্ভের কুণ্ডল শ্বেতাভিত ছিল, চারি-
 দিকে বিক্ষিপ্তভাবে পতিত আছে। মহারাজ! এই সব বস্তুতে
 আচ্ছাদিত হইয়া সেখানকার রণভূমি গ্রহ ও নক্ষত্রগণে পরিপূর্ণ
 আকাশের আয় বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥

ভারত! এইরূপে আপনার ও পাণ্ডবগণের উভয়পক্ষেরই
 বিশাল সৈন্যবাহিনী পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে
 বিলম্ব হইতে থাকিল ॥

পরস্পরং সমাসাত্ত তব তেষাঞ্চ সংযুগে ।
তেষু শ্রান্তেষু ভগ্নেষু মৃদিতেষু চ ভারত ॥ ৭৮
রাত্রিঃ সমভবদ্ তত্র নাপশ্যাম ততোহহুগান্ ।
ততোহবহারং সৈন্যানাং প্রচক্রুঃ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥ ৭৯
রজনীমুখে সুরোজ্রে তু বর্তমানে মহাভয়ে ।

ভরতনন্দন ! সেই সময় যখন অধিকাংশ সৈনিক পরিশ্রান্ত ও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, বহু যোদ্ধা অবলুপ্ত হইল, রাত্রি হইয়া আসিল এবং আমরা আমাদের অহুগামীদিগকে দেখিতে পাইলাম না, তখন কোঁরব ও পাণ্ডবগণ নিজ নিজ সৈন্যদিগকে প্রত্যাহার করিয়া লইলেন ॥ ৭৮-৭৯

শ্রীমদ্ভীষ্ম বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্কাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্কে অষ্টমদিবসের যুদ্ধসমাপ্তিবিশয়ক ষষ্ঠবতিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

[স্বীয়মজ্জিভিঃ সহ পরামৃশ্য পাণ্ডবানাং বধায় কর্ণমাজ্জাপয়িতুং কিংবা যুদ্ধং কতুং ভীষ্মং প্রতি হৃষ্যোধনস্যামুরোধকঃ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততো হৃষ্যোধনো রাজা শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ।
দুঃশাসনশ্চ পুত্রস্তে সূতপুত্রশ্চ দুর্জয়ঃ ॥ ১
সমাগম্য মহারাজ মন্ত্রঃ চক্রুর্বিবক্ষিতম্ ।
কথং পাণ্ডুপুত্রাঃ সংখ্যে জেতব্যঃ সগণা ইতি ॥ ২
ততো হৃষ্যোধনো রাজা সর্বাংস্তানাহ মন্ত্রিণঃ ।
সূতপুত্রং সমাভাষ্য সৌবলঞ্চ মহাবলম্ ॥ ৩

সপ্তনবতিতম অধ্যায়ঃ ।

[স্বীয় মন্ত্রিগণসহিত পরামর্শ করিয়া হৃষ্যোধনের পাণ্ডবগণকে বধ করিতে অথবা কর্ণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিবার জন্য ভীষ্মের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! তখনস্তর রাজা হৃষ্যোধন, সৌবল-পুত্র শকুনি, আপনার পুত্র দুঃশাসন ও দুর্জয় বীর সূতপুত্র কর্ণ—ইহারা সকলে মিলিত হইয়া অভীষ্ট কার্য্য-বিষয়ে গুপ্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । ইহাদের মন্ত্রণার মুখ্য বিষয় ছিল—পাণ্ডবগণকে অহুগামীদিগের সহিত কিভাবে যুদ্ধে পরাজিত করা যায় ? ১-২

সেই সময় রাজা হৃষ্যোধন সূতপুত্র কর্ণ এবং মহাবল শকুনিকে সম্বোধন করিয়া সেই সব মন্ত্রিবর্গকে বলিলেন ॥ ৩

অবহারং ততঃ কৃদ্ধা সহিতাঃ কুরুপাণ্ডবাঃ ।
অবিশন্তুং যথাকালং গদ্ধা স্বশিবিং তদা ॥ ৮০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাঃ
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি অষ্টমদিবসযুদ্ধাবহারে
ষষ্ঠবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬

পুনরায় সেই মহাভয়ানক এবং অত্যন্ত ঘোরতর প্রদোষকালে কোঁরব ও পাণ্ডবগণ একসঙ্গে নিজ নিজ সৈন্যদিগকে প্রত্যাহার করিয়া লইয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৮০

দ্রোণো ভীষ্মঃ কৃপঃ শল্যঃ সৌমদন্তিষ্ঠ সংযুগে ।
ন পাথান্ প্রতিবাস্তে ন জ্ঞানে তচ্চ কারণম্ ॥ ৪
অবধ্যমানাস্তে চাপি ক্ষপ্যন্তি বলং মম ।
সোহস্মি ক্ষীণবলঃ কর্ণ ক্ষীণশস্ত্রশ্চ সংযুগে ॥ ৫
(ত্বয়ি যুদ্ধবিমুখে চাপি জিতশ্চাস্মি হি পাণ্ডবৈঃ ।
দ্রোণস্তাশ্রমুখে দীবা ততাস্তে ভ্রাতৃবো মম ॥
ভীমসেনেন রাধেয় মম চৈবানুপশ্যতঃ ।)
নিকৃতঃ পাণ্ডবৈঃ শুবৈবনমৈদ্যৈর্দৈনৈঃ করপি ।

বজ্রগণ ! দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম, কৃপাচার্য্য, শল্য এবং ভূরিপ্রবা—ইহারা সকলে যুদ্ধে কুন্তীপুত্রগণের কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করিতে পারিতেছেন না । ইহার কোন কারণই আমি বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৪

সেই পাণ্ডবগণ নিজেরা অবধ্য হইয়া সৈন্যদিগকে সংহার করিতেছে । কর্ণ ! এই রূপে যুদ্ধে আমার সৈন্য ও অস্ত্রসকল ক্ষয় হইয়া বাইতেছে ॥ ৫

(রাধানন্দন ! তুমি যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া রহিয়াছ, (সেই জন্ত পাণ্ডবেরা আমাকে পরাজিত করিতেছে । দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখেই আমার লাঞ্ছনাতে ভীমসেন আমার বীর ভ্রাতৃ বর্গকে নিহত করিয়াছে ॥)

সোহং সংশয়মাপন্নঃ প্রহরিশ্চৈব কথং রণে ॥ ৬

(এবমুক্তস্ত রাধেয়ো দুর্ধ্যোধনমরিন্দমম্)

তমব্রবীন্মহারাজঃ সূতপুত্রো নরাধিপম্ ।

কর্ণ উবাচ ।

মা শোচ ভরতশ্রেষ্ঠ করিষ্যেহং প্রিয়ং তব ॥ ৭

ভীষ্মঃ শাস্তনবস্তুর্মপযাতু মহারণাৎ ।

নিবৃত্তে যুধি গাঙ্গেয়ে যুজ্ঞশস্ত্রে চ ভারত ॥ ৮

অহং পার্থান্ হনিষ্যামি সহিতান্ সর্বসোমকৈঃ ।

পশ্যতো যুধি ভীষ্মস্য শপে সত্যেন তে নৃপ ॥ ৯

পাণ্ডবেষু দয়াং নিত্যং স হি ভীষ্মঃ কুরুতে নৈ ।

অশক্তশরণে ভীষ্মো জেতুমেতান্ মহারণান্ ॥ ১০

অভিমানী রণে ভীষ্মো নিত্যং চাপি রণপ্রিয়ঃ ।

স কথং পাণ্ডবান্ যুদ্ধে জেয্যতে তাত সঙ্গতান্ ॥ ১১

স হং শীঘ্রমিতো গহ্বা ভীষ্মস্য শিবিরং প্রতি ।

অনুমান্য গুরুং বৃদ্ধং শস্ত্রং হ্যাসয় ভারত ॥ ১২

পাণ্ডবেরা শৌর্যশালী বীর ও দেবতাগণের অবধ্য। তাহাদের দ্বারা পরাজিত হইয়া আমি আজ জীবনের সংশয়ে পতিত হইয়াছি। এরূপ অবস্থায় আমি রণস্থলে কিরূপে যুদ্ধ করিব ? ৬

এই কথা শ্রবণ করিয়া সূতপুত্র কর্ণ শত্রুদমন নরনাথ মহারাজ দুর্ধ্যোধনকে এরূপ বলিলেন। কর্ণ বলিলেন,— ভরতশ্রেষ্ঠ! শোক করিও না। আমি তোমার প্রিয় কাণ্ড্য করিব, কিন্তু শাস্ত্রহীন নর ভীষ্ম এই মহাসংগ্রামে হইতে অতি সঙ্কর অপসৃত হউন ॥

ভরতবংশধর নৃপ! যখন এই যুদ্ধে গজানন্দন ভীষ্ম অস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন এবং তিনি সর্বতোভাবে এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন, তখনই আমি তোমাকে সত্যের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ভীষ্মের সাক্ষাতেই আমি সমস্ত সোমকদিগের সহিত একত্রে মিলিত পাণ্ডবগণকে বধ করিব ॥ ৭-৯

ভীষ্ম সর্বদাই পাণ্ডবগণকে দয়া করিয়া থাকেন, অতএব যুদ্ধে তিনি এই মহারণা পাণ্ডবগণকে জয় করিতে অসমর্থ ॥ ১০

তাত! যদিও ভীষ্ম যুদ্ধে অভিমানী এবং সর্বদাই রণপ্রিয়, তথাপি পাণ্ডবগণের উপর দয়াবশতঃ তিনি কিভাবে যুদ্ধে তাহা-দিগকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন ? ১১

ভারত! অতএব তুমি শীঘ্রই এখান হইতে ভীষ্মের শিবিরে বাইয়া তোমার পুজনীয় বৃদ্ধ পিতামহকে অহনয়-বিনয় করিয়া

যুজ্ঞশস্ত্রে ততো ভীষ্মে নিহতান্ পশ্য পাণ্ডবান্ ।

ময়ৈকেন রণে রাজান্ সমুদগগবাক্তবান্ ॥ ১৩

(এবমুক্তস্ত কর্ণেন পুত্রো দুর্ধ্যোধনস্তব ।

অব্রবীৎ ভ্রাতরং তত্র দুঃশাসনমিদং বচঃ ॥ ১৪

অনুযাত্রং যথা সর্বং সজ্জীভবতি সর্বশঃ ।

দুঃশাসন তথা ক্ষিপ্তং সর্বমেবোপপাদয় ॥ ১৫

এবমুক্তা ততো রাজান্ কর্ণমাহ জনেশ্বরঃ ।

অনুমান্য রণে ভীষ্মমেবোহং দ্বিপদাং বরম্ ॥ ১৬

আগমিশ্চো ততঃ ক্ষিপ্তং হংসকামরিন্দম ।

অপক্রান্তে ততো ভীষ্মে প্রহরিশ্চাসি সংযুগে ॥ ১৭

নিষ্পপাত ততস্তুর্ণং পুত্রস্তব বিশাম্পতে ।

সহিতো ভ্রাতৃভিস্তেজস্ব দেবৈরিব শতক্রতুঃ ॥ ১৮

ততস্ত্বং নৃপশাদূলং শাদূলসমবিক্রমম্ ।

আরোহহৃদয়ং তুর্ণং ভ্রাতা দুঃশাসনস্তদা ॥ ১৯

অস্ত্রত্যাগ করাও ॥ ১২

রাজন! ভীষ্ম অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দিলেই পাণ্ডবগণ কেবল একাকী আমার দ্বারাই হৃদয় ও বন্ধু-বান্ধববর্গের সহিত নিহত হইয়াছে বলিয়াই মনে কর ॥ ১৩

কর্ণ এই কথা বলিলে পর আপনার পুত্র দুর্ধ্যোধন সে-স্থলেই স্বীয় ভ্রাতা দুঃশাসনকে এই কথা বলিলেন,—দুঃশাসন! তুমি শীঘ্র সর্বতোভাবে এরূপ ব্যবস্থা কর, যাহাতে যাত্রা-বিষয়ে সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী সজ্জিত থাকে ॥ ১৪-১৫

রাজন! দুঃশাসনকে এই কথা বলিয়া জনেশ্বর দুর্ধ্যোধন কর্ণকে বলিলেন,—শত্রুদমন! আমি মহুগগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভীষ্মকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্ত স্বীকৃত করাইয়া এখনই তোমার নিকট ফিরিয়া আসিব। ভীষ্ম যুদ্ধ হইতে অপসৃত হইলে তুমি অবশ্যই রণাঙ্গনে শত্রুগণকে প্রহার করিবে ॥ ১৬-১৭

প্রজানাত! তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্ধ্যোধন অতি সঙ্করই স্বীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত শিবির হইতে বহির্গত হইলেন। তখন মনে হইতে লাগিল—যেন ইন্দ্র দেবতাবৃন্দের সহিত স্বীয় ভবন হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ১৮

সেই সময়ে ভ্রাতা দুঃশাসন স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সিংহতুল্য পরাক্রমী নৃপশ্রেষ্ঠ দুর্ধ্যোধনকে এক অশ্বের উপর আরোহণ করাইলেন ॥ ১৯

অঙ্গদী বদ্ধমুকুটো হস্তাভরণবান্ নৃপ ।
 ধার্তরাষ্ট্রো মহারাজ বিবৰ্ভো স পথি ব্রজন্ ॥ ২০
 ভগ্নীপুশ্পনিকাশেন তপনীয়নিভেন চ ।
 অমূলিগুঃ পরাধো ন চন্দ্রেনে স্নগন্ধিনা ॥ ২১
 অরজোহৃষরসংবীতঃ সিংহথেলগতিনৃপ ।
 শুশুভে বিমলার্চিমান্ নভসীব দিবাকরঃ ॥ ২২
 তং প্রয়াস্তং নরব্যাজং ভীষ্মশ্চ শিবিরং প্রতি ।
 অমুজগ্মুর্মহেষ্ণাসাঃ সর্বলোকশ্চ ধ্বনিঃ ॥ ২৩
 ভ্রাতরশ্চ মহেষ্ণাসাঙ্গিদিশা ইব বাসবম্ ।
 ইয়ানশ্চে সমারুহ্য গজানশ্চে চ ভারত ॥ ২৪
 রথানশ্চে নরশ্রেষ্ঠং পরিবক্ৰঃ সমস্ততঃ ।
 আশ্বশজ্ঞাশ্চ সুহৃদো রক্ষণার্থং মহীপতে ॥ ২৫
 প্রাচুর্ভবুঃ সহিতাঃ শক্রশ্চেবামরা দিবি ।
 স পূজ্যমানঃ কুরুভিঃ কৌরবাণাং মহাবলঃ ॥ ২৬

হে নৃপ! হে মহারাজ! মস্তকে মুকুট, বাহুতে অঙ্গদ এবং বাহুতে অস্ত্রাচ্ছ অলঙ্কার ধারণ করত পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে আপনার পুত্র দুর্ধ্যোধন অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২০

তিনি মঞ্জিষ্ঠাপুশ্প ও স্বর্ণগদৃশ পীতবর্ণের বহুমূল্য স্নগন্ধিত চন্দন শরীরে লেপন করিয়াছিলেন ॥ ২১

রাজন্! তখন তাঁহার সর্কীক্ষ নির্মল বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল। তিনি সিংহসদৃশ স্বাভাবিক গাঙ্গীর্ঘ্য পূর্ণ মন্থরগতিতে যাইতে লাগিলেন এবং নিজের নির্মল প্রভায় আকাশে সূর্য্যাসদৃশ হ্রশোভিত ছিলেন ॥ ২২

ভীষ্মের শিবির অভিমুখে গমনরত নরশ্রেষ্ঠ দুর্ধ্যোধনের পশ্চাতে সমগ্র জগতের মহাধনুর্ধর কৌরবপক্ষীয় নরপতিগণ এবং বিশাল ধনুর্ধারী তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ সেই ভাবে যাইতে লাগিলেন, যেভাবে ইজের পশ্চাতে দেবগণ গমন করিয়া থাকেন ॥

ভারত! কেহ কেহ অশ্বের উপর এবং কেহ কেহ হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া আবার কেহ কেহ রথের উপর আরোহণ করত সর্কীক্ষিত নরশ্রেষ্ঠ দুর্ধ্যোধনকে পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন ॥

রাজা দুর্ধ্যোধনের রক্ষার জন্ত সমস্ত সুহৃদ্বর্গ অস্ত্রগ্রহণ করত তাঁহার সহিত সেইরূপে যাইতে লাগিলেন, যেরূপে ইজের রক্ষার জন্ত দেবতাগণ অস্ত্রধারণ করত তাঁহার সহিত গমন করিয়া থাকেন ॥

প্রযযৌ সদনং রাজা গাঙ্গেয়শ্চ যশস্বিনঃ ।
 অদ্বায়মানঃ সততং সোদরৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ২৭
 দক্ষিণং দক্ষিণং কালে সমুভূত্য স্বভূজং তদা ।
 হস্তিহস্তোপমং শৈক্ষং সর্বশক্রনিবর্হণম্ ॥ ২৮
 প্রগৃহ্ময়জ্জলীন্ নৃণামুত্তমান্ সর্বতো দিশঃ ।
 শুশ্রাব মধুরা বাচো নানাদেশনিবাসিনাম্ ॥ ২৯
 সংভূয়মানঃ সূতৈশ্চ মাগধৈশ্চ মহাযশাঃ ।
 পূজ্যানশ্চ তান্ সর্বান্ সর্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ৩০
 (এবং স প্রযযৌ রাজা সর্বসৈন্যসমাবৃতঃ)
 প্রদীপৈঃ কাঞ্চনৈস্তত্র গন্ধতৈলাবসেচিটৈঃ ।
 পরিবক্রমহারাজং প্রজলন্তিঃ সমস্ততঃ ॥ ৩১
 স তৈঃ পরিবৃতো রাজা প্রদীপৈঃ কাঞ্চনৈর্জলন্ ।
 শুশুভে চন্দ্রমা যুক্তো দীপ্তৈরিব মহাপ্রভৈঃ ॥ ৩২

এইরূপে কৌরবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া মহাবল কৌরবরাজ দুর্ধ্যোধন যশস্বী ভীষ্মের শিবিরে গমন করিলেন। তাঁহার সহোদর ভ্রাতারা সর্বদাই তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩-২৭

উদারস্বভাব রাজা দুর্ধ্যোধন সেই সময় সম্পূর্ণ শত্রুগণকে সংহার করিতে সমর্থ, হস্তিশুগদৃশ বিশাল এবং অস্ত্রপ্রহার শিক্ষাতে নিপুণ স্বীয় দক্ষিণ বাহুকে উপরে উঠাইয়া চারিদিকে উখিত বিভিন্ন দেশবাসী মনুষ্যগণের প্রণামাঞ্জলিক স্বীকার করিতে করিতে তাঁহাদের মধুর বচনসমূহ শুনিতে লাগিলেন ॥ ২৮-২৯

সম্পূর্ণ জগতের অধীশ্বর মহাযশস্বী রাজা দুর্ধ্যোধন সমস্ত সৈন্যবাহিনীতে পরিবৃত হইয়া সূত ও মাগধগণের মুগ্ধ হইতে নিজের স্বতি শুনিতে শুনিতে এবং সকল মনুষ্যগণকর্তৃক সমাদৃত হইতে হইতে ভীষ্মের শিবির অভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩০

স্নগন্ধিত তৈলে পরিপূর্ণ স্বর্ণময় প্রজলিত প্রদীপ লইয়া বহু সংখ্যক সেবক মহারাজ দুর্ধ্যোধনকে চারিদিকে ঘিরিয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৩১

সেই স্বর্ণময় প্রজলিত প্রদীপসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রকাশমান রাজা দুর্ধ্যোধন প্রভামণ্ডিত মহাপ্রভাসমূহে সংযুক্ত চন্দ্রের স্তায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৩২

কাঞ্চনোক্ষীষিণস্তত্র বেত্রব্যৰ্থরপাণয়ঃ ।
 প্রোৎসারয়ন্তঃ শনৈকৈস্তং জনং সর্বতো দিশম্ ॥ ৩৩
 সম্প্রাপ্য তু ততো রাজা ভীষ্মস্ত সদনং শুভম্ ।
 অবতীৰ্য্য হয়াচ্চাপি ভীষ্মং প্রাপ্য জনেশ্বরঃ ॥ ৩৪
 অভিবাচ্য ততো ভীষ্মং নিষগ্নঃ পরমাসনে ।
 কাঞ্চনে সর্বতোভাজে স্পৰ্ধাস্তুরগসংবৃতে ॥ ৩৫
 উবাচ প্রাজ্ঞলিভীষ্মং বাস্পকণ্ঠোঃ শ্রলোচনঃ ।
 হ্যং বয়ং হি সমাশ্রিত্য সংযুগে শক্রসুদন ॥ ৩৬
 উৎসাহেম রণে জেতুং সেনানপি সুরাসুরান্ ।
 কিমু পাণ্ডুসুতান্ বীরান্ সমুদ্রগগবান্ ॥ ৩৭
 তস্মাদহঁসি গাঙ্গেয় কৃপাং কতুং ময়ি প্রভো ।
 জহি পাণ্ডুসুতান্ বীরান্ মহেন্দ্র ইব দানবান্ ॥ ৩৮

বর্ণময় উষ্ণীষ (পাগড়ী) ধারণ করত হস্তে বেত্র ও ব্যৰ্থরপাণয় (রাজাগমনসূচক বাতবিশেষ) লইয়া বহুসংখ্যক রক্ষী পুরুষ ধীরে ধীরে চারিদিকে জনসমুদায়কে সরাইতে সরাইতে যাইতে লাগিল ॥ ৩৩

তাহার পর রাজা দুর্যোধন ভীষ্মের স্থল্লর নিবাসস্থানের নিকট উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ভীষ্মের সম্মুখে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত বহুমূল্য শয্যাযুক্ত সৰ্কতো-ভদ্রনামক সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণময় সিংহাসনে উপবেশন করিলেন ॥ ৩৪-৩৫

তদনন্তর অশ্লসিক্তনয়নে কৃতাজলি হইয়া গদগদ কণ্ঠে সেই ভীষ্মকে এই কথা বলিলেন,—শক্রসুদন! আমরা আপনার আশ্রয় লইয়া রণাঙ্গনে ইন্দ্রসহ সম্পূর্ণ দেবমণ্ডলী ও অসুরগণকেও জয় করিবার উৎসাহ রাখি; সুতরাং মিত্র এবং বন্ধুবান্ধবগণের সহিত বীর পাণ্ডবদিগকে জয় করিবার বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? অতএব প্রভো! গগানন্দন! আপনি আমার উপর

অহং সর্বান্ মহারাজ নিহনিষ্যামি সোমকান্ ।
 পঞ্চালান্ কেকয়ৈঃ সার্থং কুরুবাংশ্চেতি ভারত ॥ ৩৯.
 হৃদচঃ সত্যমেবাস্তু জহি পার্থান্ সমাগতান্ ।
 সোমকাংশ্চ মহেষ্ণাসান্ সত্যবাগ্ ভব ভারত ॥ ৪০
 দয়য়া যদি বা রাজন্ হেয়ুভাবান্মম প্রভো ।
 মন্দভাগ্যতয়া বাপি মম রক্ষসি পাণ্ডবান্ ॥ ৪১
 অনুজানীহি সমরে কর্ণমাহবশোভিনম্ ।
 স জ্যেষ্ঠ্যসি রণে পার্থান্ সমুদ্রগগবান্ ॥ ৪২
 স এবমুক্ত্বা নৃপতিঃ পুত্রো দুর্যোধনস্তব ।
 নোবাচ বচনং কিঞ্চিদ্ ভীষ্মং সত্যপরাক্রমম্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপৰ্বণি ভীষ্মবধপৰ্বণি ভীষ্মং প্রতি দুর্যোধনবাক্যে
 সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭

কৃপা করুন। যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনি বীর পাণ্ডবদিগকে বধ করুন ॥ ৩৬-৩৮

মহারাজ! ভরতনন্দন! আমি কেকয়গণের সহিত সমস্ত সোমক, পাঞ্চাল এবং কুরুবসকলকে নিহত করিব—আপনার এই কথা সত্য হউক। ভারত! আপনি যুদ্ধে উপস্থিত কৃষ্ণী-পুত্রগণকে এবং মহাদুর্জয় সোমকগণকে বধ করুন। ইহাই কাণ্ডে পরিণত করিয়া আপনার বাক্যকে আপনি সত্যে পরিণত করুন ॥ ৩৯-৪০

শক্তিশালী রাজন্! যদি পাণ্ডবদের প্রতি দয়াভাব অথবা আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার প্রতি ঘেৰভাব রাখিয়া আপনি পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিতে থাকেন, তবে সমরশোভী কর্ণকে যুদ্ধের জন্ত অহুমতিপ্রদান করুন। তিনি সূহৃদবর্গ ও বান্ধব-বৃন্দের সহিত কৃষ্ণীপুত্রদিগকে অবশ্যই জয় করিবেন ॥ ৪১-৪২

সত্যপরাক্রমী ভীষ্মকে এই কথা বলিয়া আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধন নীরব হইয়া যাইলেন, আর কিছুই বলিলেন না ॥ ৪৩

শ্রীময়হবি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপৰ্ব্বাঙ্গগত ভীষ্মবধপৰ্ব্বে ভীষ্মের প্রতি দুর্যোধনের বাক্য-
 বিষয়ক সপ্তনবতিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

অষ্টমবতীতমোঃধ্যায়ঃ ।

[ভীষ্মেণ দুর্যোধনসমীপে অৰ্জুন্ত পৰাক্রমবৰ্ণনম্, ভয়ঙ্করং যুদ্ধং কৰ্ত্তুং ভীষ্মস্ত প্রতিজ্ঞা,
প্রাতঃদুর্যোধনেন ভীষ্মস্ত রক্ষায়া ব্যবস্থা চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

বাক্শল্যৈস্তবপুত্রেণ সোহতিবিক্রো মহামনাঃ ।

দুঃখেন মহতাবিষ্টো নোবাচ প্রিয়মথপি ॥ ১

স ধ্যাত্বা স্মৃতিরং কালং দুঃখ-রোষসমম্বিতঃ ।

স্বসমানো যথা নাগঃ প্রণুল্লো বাক্শলাকয়া ॥ ২

উদ্বৃত্তা চক্ষুযী কোপান্নির্দহ্নিবি ভারত ।

সদেবাস্মর-গন্ধৰ্বং লোকং লোকবিদাং বরঃ ॥ ৩

অব্রবীৎ তব পুত্রং স সামপূৰ্বমিদং বচঃ ।

কিং স্বং দুর্যোধনৈবং মাং বাক্শল্যৈরপকৃন্তসি ॥ ৪

ঘটমানং যথাশক্তি কুৰ্বাণঞ্চ তব প্রিয়ম্ ।

জুহ্বানং সমরে প্রাণাংস্তব বৈ প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৫

অষ্টমবতীতম অধ্যায়

[ভীষ্ম কৰ্ত্তৃক দুর্যোধনের নিকট অৰ্জুনের পরাক্রমের কথা বর্ণন এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিবার জন্য ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ও প্রাতঃ-কালে দুর্যোধনের দ্বারা ভীষ্মের রক্ষা ব্যবস্থা ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! আপনার পুত্র দুর্যোধনের দ্বারা বাগ্‌বাণে অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া মহাত্মা ভীষ্ম অতিশয় দুঃখিত হইলেন, তথাপি তখন তিনি দুর্যোধনকে অন্নও অপ্রিয় কথা বলিলেন না ॥ ২

তিনি দুঃখ ও রোষে আবিষ্ট হইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করত দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বাগ্‌রূপ অক্লশে পীড়িত হস্তীর স্তায় ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ২

ভারত ! পুনরায় ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া লোকবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম এইরূপে দেখিতে লাগিলেন, যেন তিনি দেবতা, অসুর ও গন্ধৰ্বগণের সহিত সম্পূর্ণ লোকসমূহকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন ॥ ৩

ভারত ! তিনি আপনার পুত্রকে শাস্তনাশ্রয় করিতে করিতে বলিলেন,—পুত্র দুর্যোধন ! তুমি এরূপ বাগ্‌বাণে আমাকে কেন আঘাত করিতেছ ? আমি ত' যথাশক্তি শত্রুগণের জয় করিবার চেষ্টা করিয়া যাইতেছি এবং তোমার প্রিয় কার্যসাধনে সৰ্ব্বশা নিরত আছি । কেবল ইহাই নহে, তোমার প্রিয় করিবার জন্য প্রাণকেও আহুতি দিতে প্রস্তুত আছি ॥ ৪-৫

যদা তু পাণ্ডবঃ শূরঃ খাণ্ডবেহগ্নিমতর্পয়ৎ ।

পরাজিতা রণে শত্রুং পর্যাণ্ডং তন্নিদর্শনম্ ॥ ৬

যদা চ ত্বাং মহাবাহো গন্ধৰ্বৈর্জিতমোক্ষসা ।

অমোচয়ৎ পাণ্ডুসূতঃ পর্যাণ্ডং তন্নিদর্শনম্ ॥ ৭

জবমাণেষু শূরেষু সৌদরেষু তব প্রভো ।

সূতপুত্রে চ রাধেয়ে পর্যাণ্ডং তন্নিদর্শনম্ ॥ ৮

যচ্চ নঃ সহিতান্ সৰ্বান্ বিরাটনগরে তদা ।

এক এব সমুদযাতঃ পর্যাণ্ডং তন্নিদর্শনম্ ॥ ৯

দ্রোণঞ্চ যুধি সংরক্তং মাঞ্চ নির্জিত্য সংযুগে ।

বাসাংসি চ সমাদত্ত পর্যাণ্ডং তন্নিদর্শনম্ ॥ ১০

কিন্তু তোমার এ-বিষয় নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, যে সময় পাণ্ডুনন্দন অৰ্জুন যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া খাণ্ডববনে অগ্নি পরিতৃপ্ত করিয়াছিল, ইহাই তাহার অজ্ঞেয়তার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ ॥ ৬

মহাবাহো ! যে সময় গন্ধৰ্বগণ তোমাকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়েও পাণ্ডুপুত্র অৰ্জুনই তোমাকে মুক্ত করিয়াছিল, ততরাং তাহার অতুলনীয় পরাক্রমের বিষয় বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট দৃষ্টান্ত বলিয়াই আমি মনে করি ॥ ৭

প্রভাবশালী দুর্যোধন ! সেই সময়ে ত' তোমার শৌধ্যশালী বীর ভ্রাতারা ও রাধানন্দন সূতপুত্র কর্ণ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া ছিল, (কিন্তু অৰ্জুন পরাক্রমপ্রদর্শন করিয়া যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিল) ইহাই অৰ্জুনের অদ্ভুত শক্তির পর্যাপ্ত নিদর্শন ॥ ৮

সেই সময় যখন আমরা বিরাটনগরে একসঙ্গে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিবার ভয় অপেক্ষা করিতেছিলাম, তখন অৰ্জুন একাকীই আমাদের উপর আক্রমণ করিয়াছিল । ইহাই তাহার অপরিমিত পরাক্রমের যথেষ্ট উদাহরণ ॥ ৯

অৰ্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচাধ্যাকে এবং আমাকেও যুদ্ধে পরাজিত করত সকলের বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল । ইহাই তাহার অমিত সামর্থ্যের পর্যাপ্ত দৃষ্টান্ত ॥ ১০

তথা জ্যোতিং মহেষ্ণাসং শারদ্বতমথাপি চ ।
 গোত্রহে জিতবান্ পূৰ্বং পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥ ১১
 বিজিত্য চ যদা কর্ণং সদা পুরুষমানিনম্ ।
 উত্তরায়ৈ দদৌ বস্ত্রং পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥ ১২
 নিবাতকবচান্ যুদ্ধে বাসবেনাপি হুর্জয়ান্ ।
 জিতবান্ সমরে পার্থঃ পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥ ১৩
 কো হি শক্যো রণে জেতুং পাণ্ডবং রভসং তদা ।
 যন্ত গোপ্তা জগদেগোপ্তা শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ ॥ ১৪
 বাসুদেবোহনন্তশক্তিঃ সৃষ্টিসংহারকারকঃ ।
 সর্বেশ্বরো দেবদেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ১৫
 উক্তোহসি বহুশো রাজন্ নারদাঠৌর্মহর্ষিভিঃ ।
 স্বং তু মোহান্ন জানীষে বাচ্যাবাচ্যং সুযোধন ॥ ১৬
 মুমূর্ষুহি নরঃ সর্বান্ বৃক্ষান্ পশুতি কাঞ্চনান্ ।
 তথা ভূমপি গান্ধারে বিপরীতানি পশুতি ॥ ১৭
 স্বয়ং বৈরং মহৎ কৃতা পাণ্ডবৈঃ সহ সৃঞ্জয়ৈঃ ।

পূর্বে সেই গোত্রহণের সময়েই পাণ্ডুনন্দন অর্জুন মহাযুদ্ধের
 অশ্বখামা ও কুপাচাধ্যকেও পরাভূত করিয়াছিল। এই নিদর্শনও
 তাহাকে বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়াই আমার ধারণা ॥ ১১

সেই সময়ে সর্বদা নিজের পুরুষার্থের উপর অভিমানী কর্ণকেও
 জয় করিয়া তাহার বস্ত্রগ্রহণ করত উত্তরাকে প্রদান করিয়াছিল।
 এই দৃষ্টান্তও আমি পর্যাপ্ত বলিয়াই মনে করি ॥ ১২

ষাহাদিগকে পরাজিত করা সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের পক্ষেও
 কঠিন ছিল, সেই নিবাতকবচদিগকে অর্জুন যুদ্ধে পরাজিত
 করিয়াছিল, সুতরাং তাহার অলৌকিক শক্তি বুঝিবার পক্ষে
 এই বিষয়ও যথেষ্ট উদাহরণস্বরূপ জানিও ॥ ১৩

বিশ্বরক্ষক, শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, অনন্তশক্তিশালী, সৃষ্টি ও
 সংহারকর্তা, দেবাধিদেব, সনাতন, পরমাত্মা, সর্বেশ্বর, ভগবান্
 বাসুদেব যাহার রক্ষাকর্তা, সেই বেগশালী বীর পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে
 যুদ্ধে জয় করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে? ১৪-১৫

রাজন্! সুযোধন! এই কথা নারদাদি মহর্ষিগণ বহুবার
 তোমাকে বলিয়াছেন, কিন্তু মোহবশতঃ বলিবার যোগ্য ও
 বলিবার অযোগ্য কোন কথাই বুঝিতে পরিতোষ না ॥ ১৬

গান্ধারীনন্দন! যেরূপ মুমূর্ষু (মরণাপন্ন) মহুগুণ সকল
 এক্ষণেই স্বর্ণবর্ণ দেখিয়া থাকে, সেইরূপ তুমিও সব কিছুই বিপরীত
 দেখিতেছ ॥ ১৭

তুমি নিজেই পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত গুরুতর শত্রুতা

যুদ্ধাশ্ব তানন্ত রণে পশ্যামঃ পুরুষো ভব ॥ ১৮

(অশক্যঃ পাণ্ডবা জেতুং দেবৈরপি সবাসবৈঃ)

অহং তু সোমকান্ সর্বান্ পঞ্চালাংশ্চ সমাগতান্ ।

নিহনিষ্যে নরব্যাজ্র বর্জয়িষ্যে শিখণ্ডিনম্ ॥ ১৯

তৈর্বাহং নিহতঃ সংখ্যে গমিষ্যে যমসাদনম্ ।

তান্ বা নিহত্য সমরে জীতিং দাস্ত্যাম্যহং তব ॥ ২০

পূৰ্বং হি জী সমুৎপন্ন শিখণ্ডী রাজবেশ্মনি ।

বরদানাং পুমান্ জাতঃ সৈবা বৈ জী শিখণ্ডিনী ॥ ২১

তমহং ন হনিষ্যামি প্রাণত্যাগেহপি ভারত ।

যাসৌ প্রাণ্ণির্মিতা ধাত্মা সৈবা বৈ জী শিখণ্ডিনী ॥ ২২

সুখং স্বপিহি গান্ধারে শ্বোহপি কর্তা মহারণম্ ।

যং জনাঃ কথয়িষ্যন্তি যাবৎ স্ত্যাস্ত্যতি মেদিনী ॥ ২৩

এবমুক্তস্তব সূতো নির্জগাম জনেশ্বর ।

অভিবাচ্য গুরুং মূর্ধ্না প্রযযৌ স্বং নিবেশনম্ ॥ ২৪

করিয়াছ, অতএব এখন তুমিই যুদ্ধ কর। আমরা সকলে উহা
 দেখিতে থাকি। তুমি স্বয়ংই পূর্বে পুরুষত্বের পরিচয় দান কর।
 পাণ্ডবদিগকে দেবরাজ ইন্দ্র-সহ দেবতাগণও জয় করিতে সমর্থ
 হইবেন না ॥ ১৮

নরশ্রেষ্ঠ! কিন্তু আমি কেবল শিখণ্ডীকে পরিত্যাগ করিয়া
 যুদ্ধে সমবেত সকল সোমক ও পাঞ্চালগণকে বধ করিব ॥ ১৯

যুদ্ধে হয় আমি তাহাদের হাতে নিহত হইয়া যমালয়ে গমন
 করিব অথবা সমরঙ্গণে তাহাদিগকে বধ করিয়া আমি তোমাকে
 হর্ষপ্রদান করিব ॥ ২০

শিখণ্ডী প্রথমে রাজত্ববনে জী হইয়া জয়গ্রহণ করে, তারপর
 বরদানের প্রভাবে সে পুরুষত্বলাভ করে; অতএব আমার দৃষ্টিতে
 সে জীরূপা শিখণ্ডিনী ॥ ২১

ভারত! আমার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলেও আমি তাহাকে
 নিহত করিব না। যাহাকে বিধাতা পূর্বে জীরূপেই সৃষ্টি করিয়া-
 ছেন, সেই শিখণ্ডিনী আজও আমার দৃষ্টিতে জীলোকই ॥ ২২

গান্ধারীনন্দন! এখন তুমি যাইয়া শয়ন কর। কাল আমি
 অতিশয় ভীষণ যুদ্ধ করিব, যাহার আলোচনা মাহুয সেই পর্য্যন্ত
 করিয়া যাইবে, যে পর্য্যন্ত এই পৃথিবী বর্তমান থাকিবে ॥ ২৩

জনেশ্বর! ভীষ্ম এই কথা বলিলে পর আপনার পুত্র দুর্যোধন
 পিতামহ ভীষ্মকে মন্তকদ্বারা প্রণাম করত নিজ আবাস অভিমুখে
 গমন করিলেন ॥ ২৪

আগম্য তু ততো রাজা বিস্মজ্য চ মহাজনম্ ।
 প্রবিবেশ তততুর্গং ক্রয়ং শক্রকয়ঙ্করঃ ॥ ২৫
 প্রবিষ্টঃ স নিশাং তাক্ষ গময়ামাস পার্থিবঃ ।
 প্রভাতায়াঞ্চ শর্যয্যাং প্রাতরুথায় তান্ রূপঃ ॥ ২৬
 রাজ্ঞঃ সমাজ্ঞাপয়ত সেনাং যোজয়তেতি হ ।
 অস্ত ভীষ্মো রণে ক্রুদ্ধো নিহনিষ্যতি সোমকান্ ॥ ২৭
 দুৰ্যোধনস্ত তচ্ছ্রুত্বা রাত্রৌ বিলপিতং বহু ।
 মন্থমানঃ স তং রাজান্ প্রত্যাদেশমিবাশ্বনঃ ॥ ২৮
 নির্বেদং পরমং গতা বিনিহ্ন্য পরবশ্তাতাম্ ।
 দীর্ঘং দধৌ শাস্তনবো যোদ্ধু কামোহর্জুনং রণে ॥ ২৯
 ইজিতেন তু তজ্জাত্বা গাঙ্গেয়েন বিচিস্তিতম্ ।
 দুৰ্যোধনো মহারাজ দুঃশাসনমচোদয়ং ॥ ৩০
 দুঃশাসন রথাতুর্গং যুজ্যস্তাং ভীষ্মরক্ষিণঃ ।
 দ্বাবিংশতিমনীকানি সর্বাণ্যেবাভিচোদয় ॥ ৩১

সেখানে আসিয়া শক্রাবনাশক রাজা দুৰ্যোধন বিশাল লোক-
 সমুদায়কে বিদায় দিয়া তারপর নিজের শিবিরে প্রবেশ
 করিলেন ॥ ২৫

ভূপাল ! সেখানে বাইয়া রাজা দুৰ্যোধন স্বখে রাজি ঘাপন
 করিলেন এবং প্রাতঃকাল হইলে জাগরিত হইয়া রাজাদিগকে এই
 আদেশ দিলেন যে, হে রাজগণ ! আপনারা সকলে যুদ্ধের জন্ত
 সৈন্যদিগকে সজ্জিত করন । আজ পিতামহ ভীষ্ম রূপিত হইয়া
 রণাঙ্গনে সোমকগণকে সংহার করিবেন ॥ ২৬-২৭

রাজনু ! রাজিতে দুৰ্যোধনের অনেক প্রকার বিলাপ শ্রবণ
 করিয়া ভীষ্ম ইহাই বুঝিলেন যে, দুৰ্যোধন এখন আমাকে
 প্রত্যাখ্যান মুক্ত হইতে অপসারণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে ॥ ২৮

ইহাতে তাহার মনে অত্যন্ত খেদ হইল । তিনি তখন
 পরাধীনতার অভিশয় নিল্লা করিয়া রণাঙ্গনে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ
 করিবার সঙ্কল্প করত দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

মহারাজ ! গদানন্দন ভীষ্ম কি চিন্তা করিতেছিলেন ? এই
 বিষয় দুৰ্যোধন ইজিতে বুঝিয়া দুঃশাসনকে প্রণোদিত করিয়া
 বলিলেন ॥ ৩০

দুঃশাসন ! তুমি শীঘ্রই ভীষ্মকে রক্ষা করিবার উপযোগী রথ-
 সমূহ বোজনা করিয়া প্রস্তুত রাখ এবং আমাদের নিকট
 যে দ্বাবিংশতিসংখ্যক সৈন্য আছে, তাহাদের সকলকেও ভীষ্মের
 রক্ষার নিযুক্ত কর ॥ ৩১

ইদং হি সমুদ্রাপ্তং বর্ষপুণাভিচিস্তিতম্ ।
 পাণ্ডবানাং সৈন্যানাং বধো রাজ্যাস্ত চাগমঃ ॥ ৩২
 তত্র কার্যতমং মন্ত্রে ভীষ্মশ্চৈবাভিরক্ষণম্ ।
 স নো গুপ্তঃ সহায়ঃ স্ত্রীকৃত্যং পার্থাংশ্চ সংযুগে ॥ ৩৩
 অত্রবীক্ষি বিমুদ্রাস্তা নাহং হস্তাং শিখণ্ডিনম্ ।
 জীপূর্বকো হ্যসৌ রাজ্ঞস্তস্মাদ্ বর্জ্যো ময়া রণে ॥ ৩৪
 লোকস্তদ্ বেদ যদহং পিতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
 রাজ্যং ক্ষীতং মহাবাহো স্ত্রিয়শ্চ ত্যক্তবান্ পুরা ॥ ৩৫
 নৈবং চাহং স্ত্রিয়ং জাতু ন জীপূর্বং কথঞ্চন ।
 হস্তাং যুধি নরশ্রেষ্ঠ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৩৬
 অয়ং জীপূর্বকো রাজান্ শিখণ্ডী যদি তে ঋতঃ ।
 উত্তোগে কথিতং যত্তং তথা জাতা শিখণ্ডিনী ॥ ৩৭
 কস্তা ভূত্বা পুমান্ জাতঃ স চ মাং যোধয়িষ্যতি ।
 তস্তাহং প্রমুখে বাগান্ ন মুঞ্চেয়ং কথঞ্চন ॥ ৩৮

আমরা বহু বর্ষকাল ধরিয়া যাহার চিন্তা করিয়া আসিতেছি,
 আজ সেই অবসর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । আজ সৈন্যে
 পাণ্ডবগণের বধ এবং রাজ্যলাভ করিবার সুযোগ আসিবে ॥ ৩২

এই বিষয়ে আমি ভীষ্মকেই রক্ষা করাকে নিজের প্রধান
 কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি । তিনি সুরক্ষিত হইলেই
 আমাদের সহায়ক হইবেন এবং রণাঙ্গনে পাণ্ডবগণকে বধ
 করিবেন ॥ ৩৩

বিমুদ্রচিত্ত মহাত্মা ভীষ্ম আমাকে বলিয়াছেন যে, রাজনু !
 আমি শিখণ্ডীকে বধ করিব না ; কারণ, সে প্রথমে জীর্ণ-
 গ্রহণ করে । এই কারণেই আমি তাহাকে যুদ্ধে বর্জন করিব ॥ ৩৪

মহাবাহো ! সকল লোকেই জানে যে, আমি পূর্বে পিতার
 প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সমুদ্রশালী রাজ্য এবং জীগণকে পরিত্যাগ
 করিয়াছি ॥ ৩৫

নরশ্রেষ্ঠ ! আমি কখনও কোন জীকে অথবা যে পূর্বে জী
 হইয়া জন্মিয়াছিল এবং পরে কোন বিশেষ কারণে পুরুষ হইয়াছে,
 এরূপ পুরুষকেও যুদ্ধে বধ করিব না । এই সত্য কথা আমি
 তোমাকে বলিতেছি ॥ ৩৬

রাজনু ! তুমিও ইহা শুনিয়াছ যে, এই শিখণ্ডী প্রথমে জী
 হইয়া উৎপন্ন হয় । এ কথা আমি তোমাকে যুদ্ধোত্তোগের
 সময়েই বলিয়াছি । এইরূপে কস্তা হইয়াই জাতা শিখণ্ডিনী পরে
 পুরুষ হইয়াছে । এইভাবে পুরুষত্বলাভকারী শিখণ্ডী যদি আমার

যুদ্ধে হি ক্ষত্রিয়াস্তাত পাণ্ডবানাং জয়ৈষিণঃ ।
 সর্ধানস্তান্ হনিষ্যামি সম্প্রাপ্তান্ রণমূর্ধনি ॥ ৭৯
 এবং মাং ভরতশ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয়ঃ প্রাহ শাস্ত্রবিৎ ।
 তত্র সর্ধানানা মস্ত্রে গাঙ্গেয়শ্চৈব পালনম্ ॥ ৮০
 অরক্ষ্যমাণং হি বৃকো হন্যাং সিংহং মহাহবে ।
 মা বৃকেণেব গাঙ্গেয়ং ঘাতয়েম শিখণ্ডিনা ॥ ৮১
 মাতুলঃ শকুনিঃ শল্যঃ কৃপো দ্রোণো বিবিশতিঃ ।
 যস্তা রক্ষস্ত গাঙ্গেয়ং তস্মিন্ গুপ্তে ক্রবো জয়ঃ ॥ ৮২
 এতচ্ছ্রুত্বা তু তে সর্বে দুর্ঘোধনবচস্তদা ।
 সর্বতো রথবংশেন গাঙ্গেয়ং পার্শ্বারয়ন্ ॥ ৮৩
 পুত্রাশ্চ তব গাঙ্গেয়ং পরিবার্য্য যযুম্ দা ।
 কম্পয়ন্তো ভুবং ছাঞ্চ ক্ষোভয়ন্তশ্চ পাণ্ডবান্ ॥ ৮৪
 তে রথৈঃ সুসম্প্রযুক্তৈস্তিষ্ঠিষ্ঠি মহারথাস্থাঃ ।
 পরিবার্য্য রণে ভীষ্মং দংশিতাঃ সমবস্থিতাঃ ॥ ৮৫
 যথা দেবাসুরে যুদ্ধে ত্রিদশা বজ্রধারিণম্ ।

সহিত যুদ্ধ করে, তবে আমি তাহার উপর কোনরূপেই বাণক্ষেপ
 করিব না ॥ ৩৭-৩৮

তাত ! পাণ্ডবপক্ষের অস্ত্র যে সমস্ত বিজয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়বৃন্দ
 যুদ্ধের সম্মুখভাগে আসিবে, তাহাদের সকলকেই আমি বধ
 করিব ॥ ৩৯

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! অন্তঃ গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম আমাকে এইরূপ কথা
 বলিয়াছেন । সেইহেতু রণাঙ্গনে ভীষ্মকেই সর্বপ্রকারে রক্ষা করা
 একান্ত কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি ॥ ৪০

যদি মহাযুদ্ধে এই (ভীষ্মরূপ) সিংহকে রক্ষা করা না হয়,
 তবে (শিখণ্ডীরূপ) একটি বৃক তাহাকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে ।
 কিন্তু আমরা বৃকসদৃশ শিখণ্ডীর হাতে সিংহতুল্য ভীষ্মকে নিহত
 হইতে দিব না ॥ ৪১

(অতএব তাহার রক্ষার জন্য সর্ব প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন
 কর ।) মায়া শকুনি, শল্য, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য এবং বিবিশতি
 —ইহারা সকলে সাবধান হইয়া গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে রক্ষা করুন ।
 তিনি সুরক্ষিত হইলেই আমাদের নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে ॥ ৪২

সেই সময় দুর্ঘোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই সব বীরগণ
 বিশাল রথসৈন্য দ্বারা গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে সর্বদিকে পরিবেষ্টিত
 করিয়া রহিলেন ॥ ৪৩

আপনার পুত্রগণও ভীষ্মকে পরিবৃত্ত করিয়া প্রসন্নতার সহিত
 গমন করিতে লাগিলেন । সেই সময় ইহারা সকলে ভুলোক
 ও দ্বালোককে কম্পিত করিতে করিতে পাণ্ডবদিগের মনে ক্ষোভ

সর্বে তে স্ম ব্যতিষ্ঠন্ত রক্ষন্তস্তং মহারথম্ ॥ ৪৬

ততো দুর্ঘোধনো রাজা পুনত্রাতরমত্রবীৎ ।

সব্যং চক্রং যুধামন্যুরন্তমোজাশ্চ দক্ষিণম্ ॥ ৪৭

গোপ্তারাবজুর্নস্তৈতাবজুর্নোহপি শিখণ্ডিনঃ ।

রক্ষ্যমাণঃ স পার্থেন তথাস্মাভিবিবজ্জিতঃ ॥ ৪৮

যথা ভীষ্মং ন নো হৃদ্যাদ্ দুঃশাসন তথা কুরু ।

ভ্রাতৃস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা পুত্রো দুঃশাসনস্তব ॥ ৪৯

ভীষ্মং প্রমুখতঃ কৃত্বা প্রযযৌ সহ সেনয়া ।

ভীষ্মং তু রথবংশেন দৃষ্ট্বা সমভিসংবৃতম্ ॥ ৫০

অজুনো রথিনাং শ্রোষ্ঠো ধৃষ্টদ্যাম্মুবাচ হ ।

শিখণ্ডিনং নরব্যাজং ভীষ্মস্ত প্রমুখে নৃপ ।

স্থাপয়ন্ত্যস্ত পাঞ্চাল্য তস্ত গোপ্তাহিমিত্যুত ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্য
 ভীষ্মপর্বাণি ভীষ্মবধপর্বাণি ভীষ্মদুর্ঘোধনসংবাদে
 অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ

উৎপন্ন কারণেন ॥ ৪০

এই সব কোরব মহারথীরা সুরক্ষিত রথ ও হস্তীসমূহে ভীষ্মকে
 ঘিরিয়া কবচাদিতে সুরক্ষিত হইয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে
 লাগিলেন ॥ ৪৬

যেদ্রুপ দেবাসুর সংগ্রামের সময় দেবতারা বজ্রধারী ইন্দ্রকে
 রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সকল কোরবগণই মহারথী ভীষ্মকে
 রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

তারপর রাজা দুর্ঘোধন পুনরায় স্বীয় ভ্রাতা দুঃশাসনকে
 বলিলেন,—দুঃশাসন ! অর্জুনের রথের বামচক্রের রক্ষা যুধামন্যু
 এবং দক্ষিণচক্রের রক্ষা উত্তমোজা করিতেছেন । অর্জুনের এই
 দুই রক্ষক এবং শিখণ্ডীর রক্ষক স্বয়ং অর্জুন । অর্জুনকর্তৃক
 সুরক্ষিত এবং আমাদের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া যাহাতে শিখণ্ডী
 আমাদের পিতামহ ভীষ্মকে বিনাশ করিতে না পারে, তাহার
 ব্যবস্থা কর ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্ঘোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া আপনার পুত্র
 দুঃশাসন ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া সৈন্তবাহিনীর সহিত যুদ্ধস্থলে
 প্রস্থান করিলেন ॥

ভীষ্মকে রথসমূহে উত্তমরূপে পরিবেষ্টিত দেখিয়া রথিগণের
 মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ধৃষ্টদ্যামকে বলিলেন ।

নৃপ ! আজ তুমি পুরুষশ্রেষ্ঠ শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সম্মুখে
 উপস্থিত কর । আমি তাহাকে রক্ষা করিব ॥ ৪৭-৫১

শ্রীমদ্রথি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্বের ভীষ্মদুর্ঘোধনের সংবাদবিষয়ক
 অষ্টনবতিতম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

একোনশততমোঃধ্যায়ঃ ।

[নবমদিবসযুদ্ধায়াভয়পক্ষয়োঃ সৈন্তানাং বাহরচনা, তেষাং তুমুলযুদ্ধারম্ভঃ, বিনাশসূচকোৎপাতানাং বর্ণনঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততঃ শাস্ত্রনবো ভীষ্মো নির্ধয়ো সহ সেবয়া ।
বাহুং চাব্যাহত মহং সর্বতোভদ্রমাশ্রয়ঃ ॥ ১
কৃপশ্চ কৃতবর্মাশ্চ শৈব্যশ্চৈব মহারথঃ ।
শকুনিঃ সৈন্ধবশ্চৈব কাশ্যোজ্জশ্চ সুদক্ষিণঃ ॥ ২
ভীষ্মেণ সহিতাঃ সর্বে পুত্রৈশ্চ তব ভারত ।
অগ্রতঃ সর্বসৈন্তানাং বাহুস্ত প্রমুখে স্থিতাঃ ॥ ৩
দ্রোণো ভূরিশ্রবাঃ শল্যো ভগদত্তশ্চ মারিষ ।
দক্ষিণং পক্ষমাস্রিত্য স্থিতা বাহুস্ত দক্ষিতাঃ ॥ ৪
অশ্বখামা সোমদত্তশ্চাবন্ত্যৌ চ মহাশ্রবৌ ।
মহত্যা সেনয়া যুক্তা বামং পক্ষমপালয়ন্ ॥ ৫
দুর্যোধনো মহারাজ ত্রিগর্ভেঃ সর্বতো বৃতঃ ।
বাহুমধ্যে স্থিতো রাজন্ পাণ্ডবান্ প্রতি ভারত ॥ ৬
অলম্বুষো রথশ্রেষ্ঠঃ শ্রুতায়শ্চ মহারথঃ ।

একোনশততম অধ্যায় ।

[নবমদিনের যুদ্ধের জন্ত উভয়পক্ষের সৈন্তের বাহরচনা, তাহাদের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ এবং বিনাশসূচক উৎপাতসমূহের বর্ণন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! তদনন্তর শাস্ত্রজ্ঞানম্বন ভীষ্ম সৈন্তের সহিত শিবির হইতে নিজস্ব হইলেন । তিনি নিজ সৈন্তবাহিনীকে সর্বতোভদ্রনামক মহাবাহুরূপে সংগঠিত করিলেন ॥ ১

ভারত ! কৃপাচার্য্য, কৃতবর্মা, মহারথী শৈব্য, শকুনি, শিকুরাজ জয়দ্রথ এবং কাশ্যোজ্জরাজ সুদক্ষিণ—এই সব নরপতিগণ ভীষ্ম ও আপনার পুত্রগণের সহিত সৈন্তসকলের অগ্রে এবং বাহের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২-৩

আর্য্য ! দ্রোণাচার্য্য, ভূরিশ্রবা, শল্য এবং ভগদত্ত—ইহারা কবচাদিতে স্তম্ভিত হইয়া বাহের দক্ষিণ পক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিলেন ॥ ৪

অশ্বখামা, সোমদত্ত ও অবন্তিদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অহবিন্দ—ইহারা বিশাল সৈন্তের সহিত বাহের বাম পক্ষ রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৫

মহারাজ ! ভরতবংশীয় রাজন্ ! ত্রিগর্ভদেবীস্ব সৈন্তগণের দ্বারা চারিদিকে পরিবৃত্ত হইয়া দুর্যোধন পাণ্ডবগণের সম্মুখীন হইবার

পৃষ্ঠতঃ সর্বসৈন্তানাং স্থিতৌ বাহুস্ত দক্ষিতৌ ॥ ৭

এবঞ্চ তং তদা বাহুং কৃষা ভারত তাবকাঃ ।

সন্নদ্ধাঃ সমদৃশুস্ত প্রতপন্ত ইবাগ্নয়ঃ ॥ ৮

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ মাদ্রীপুত্রবৃভাবপি ॥ ৯

অগ্রতঃ সর্বসৈন্তানাং স্থিতা বাহুস্ত দক্ষিতাঃ ।

ধৃষ্টদ্যায়ো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ১০

স্থিতাঃ সৈন্তেন মহত্যা পরানীকবিনাশনাঃ ।

শিখণ্ডী বিজয়শ্চৈব রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ ॥ ১১

চেকিতানো মহাবাহুঃ কুন্তিভোজশ্চ বীর্ঘ্যবান্ ।

স্থিতা রণে মহারাজ মহত্যা সেনয়া বৃত্তাঃ ॥ ১২

অভিমম্যাহেবাসো ক্রপদশ্চ মহাবলঃ ।

যুধামান্যো মহেশ্বাসো যুধামন্যুশ্চ বীর্ঘ্যবান্ ॥ ১৩

জন্ত বাহের মধ্যভাগে থাকিলেন ॥ ৬

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অলম্বুষ ও মহারথী শ্রুতায়—ইহারা হইজনে কবচধারণ করত সমগ্র সৈন্তের এবং বাহের পৃষ্ঠভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭

ভারত ! এইরূপে বাহরচনা করত সেই সময় আপনার পুত্রগণ কবচাদিতে স্তম্ভিত হইয়া প্রজ্জলিত অগ্নিসমূহের দ্বায় দৃষ্ট হইতেছিলেন ॥ ৮

অন্তরিকে রাজা যুধিষ্ঠির, পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন, মাদ্রীপুত্র নকুল-সহদেব কবচধারণ করত সকল সৈন্তের এবং বাহের অগ্রভাগে রহিলেন ॥

ধৃষ্টদ্যায়, রাজা বিরাট এবং মহারথী সাত্যকি—এই সব শত্রু-সৈন্তবিনাশকারী বীরগণ বিশাল সৈন্যের সহিত বাহের যথাস্থানে স্থিত রহিলেন ॥

মহারাজ ! শিখণ্ডী, অর্জুন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহাবাহু চেকিতান এবং পরাক্রমী কুন্তিভোজ—ইহারা বিশাল সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধভূমির যথাযোগ্য স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৯-১২

মহাধর্ম্মের অভিমম্য, মহাবল ক্রপদ, মহাধর্ম্মকারী যুধামান্য, এবং পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমারগণ—ইহারা কবচধারণ করত যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত রহিলেন ॥

কেকয়া ভ্রাতরশৈব স্থিতা যুদ্ধায় দংশিতাঃ ।
 এবং তেহপি মহাবাহুঃ প্রতিবাহু স্তুর্জয়ম্ ॥ ১৪
 পাণ্ডবাঃ সমরে শূরাঃ স্থিতা যুদ্ধায় দংশিতাঃ ।
 তাবকাস্ত রণে যত্নাঃ সহসেনা নরাধিপাঃ ॥ ১৫
 অভ্যাদ্যযু রণে পার্থান্ ভীষ্মং কৃত্বাপ্রতো নৃপ ।
 তথৈব পাণ্ডবা রাজন্ ভীমসেনপুরোগমাঃ ॥ ১৬
 ভীষ্মং যোদ্ধু মভীষ্মন্তঃ সংগ্রামে বিজয়েষিণঃ ।
 ক্লেড়াঃ কিলকিলাঃ শঙ্খান্ ক্রকচান্
 গোবিষগিকাঃ ॥ ১৭

ভেরী-মৃদঙ্গ-পণবান্ নাদয়ন্তুশ্চ পুঙ্করান্ ।
 পাণ্ডবা অভ্যবর্ত্তন্তু নদন্তো ভৈরবান্ রবান্ ॥ ১৮
 ভেরী-মৃদঙ্গ-শঙ্খানাং দুন্দুভীনাঞ্চ নিঃশ্বনৈঃ ।
 উৎকৃষ্টসিংহনাদৈশ্চ বস্মিতৈশ্চ পৃথগ্ বিধৈঃ ॥ ১৯
 বয়ং প্রতিদন্তুস্তানগচ্ছাম হরাহিতাঃ ।
 সহসৈবাভিসংক্রুদ্ধাস্তদাসীং তুমুলং মহৎ ॥ ২০

এইরূপে সেই বীরবর পাণ্ডবগণও সমরাদ্বেগে অত্যন্ত দুর্জয় মহাবাহু রচনা করিয়া কবচধারণপূর্বক যুদ্ধের জগ্গ অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥

রাজন্! আপনার সৈন্যদিগের মধ্যে নরপতিগণ নিজ নিজ সৈন্তসমূহের সহিত যুদ্ধের জগ্গ উত্তত হইয়া ভীষ্মকে অগ্রে করত যুদ্ধে পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন। হে নৃপ! সেইরূপ ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণও আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৬-১৬

সংগ্রামে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক বিজয়াভিলাষী পাণ্ডবেরা সিংহনাদ, কিলকিলা শব্দ, শঙ্খধ্বনি, ক্রকচ, গোশব্দ, ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব ও পুঙ্করাদি বাজসমূহ বাজাইতে বাজাইতে এবং ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে করিতে কৌরবসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৭-১৮

ভেরী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও দুন্দুভিসমূহের ধ্বনি এবং উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে করিতে ও বহুপ্রকারের লক্ষ্যবস্তু করিতে করিতে আমরাও সমরতার সহিত তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিলাম এবং গর্জনের উত্তর আমরাও নিজ নিজ গর্জনের দ্বারা প্রদান করিলাম এবং তখন উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে অতিশয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ১৯-২০

উভয়পক্ষের যোদ্ধারাই পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইয়া অস্ত্র-প্রহার করিতে লাগিল। সেই সময় যে মহাকোলাহল হইতে

ততোহন্তোত্তং প্রধাবন্তুঃ সম্প্রহারং প্রচকিরে ।
 ততঃ শকেন মহতা প্রচকম্পে বস্তুকরা ॥ ২১
 পক্ষিণশ্চ মহাঘোরং বাহরন্তো বিবভ্রমুঃ ।
 সপ্রভশ্চোদিতঃ সূর্য্যো নিম্প্রভঃ সমপত্তত ॥ ২২
 ববুশ্চ বাতাস্তুমুলাঃ শংসন্তুঃ স্তুমহদ্ ভয়ম্ ।
 ঘোরাশ্চ ঘোরনিত্র দাঃ শিবাস্তত্র ববাশিরে ॥ ২৩
 বেদয়ন্তো মহারাজ মহদ্ বৈশসমাগতম্ ।
 দিশঃ প্রজ্জলিতা রাজন্ পাণ্ডবর্ষং পপাত চ ॥ ২৪
 রুধিরেণ সমুগ্নিশ্রমস্হিবর্ষং তথৈব চ ।
 রুদতাং বাহনানাঞ্চ নেত্রৈভ্যঃ প্রাপতজ্জলম্ ॥ ২৫
 স্তুশ্রবুশ্চ শকুশ্চত্রং প্রধায়ন্তো বিশাম্পাতে ।
 অন্তহিতা মহানাদাঃ ক্রয়ন্তে ভরতর্ষভ ॥ ২৬
 রক্ষসাং পুরুষাদানাং নদতাং ভৈরবান্ রবান্ ।
 সম্পত্তন্তুশ্চ দৃশ্যন্তে গোমায়ু-বল-বায়সাঃ ॥ ২৭

ছিল, তাহাতে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল ॥ ২১

পক্ষীরা অতিশয় ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সূর্য্যদেব যদিও তেজস্বী রূপধারণ করত উদিত হইয়াছিলেন, তথাপি সেই সময় তিনিও যেন নিম্প্রভ হইয়া যাইলেন ॥ ২২

মহাভয়ের সূচনাকারী বায়ু তীব্রবেগে বহিয়া চলিল। ঘোর বজ্রপাতের দ্বারা ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। শিবগণ তখন অস্ত্রভয়ঙ্কর রব করিতেছিল ॥ ২৩

মহারাজ! তাহারা গুরুতর ধ্বংসের বিষয় জানাইতেছিল। রাজন্! তখন দিক্‌সমূহ যেন প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল এবং চারিদিকেই ধূলিবর্ষণ হইতে থাকিল। সেই সঙ্গে রক্তমিশ্রিত বহু অগ্নিও বহিত হইতেছিল। সেই সময় ক্রন্দনরত বাহনগুলির নেত্র হইতে অশ্রুজল পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৪-২৫

প্রজানাথ! এই সময় সমস্ত বাহনই অতিশয় চিন্তামগ্ন হইয়া মলমূল্য ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। ভরতশ্রেষ্ঠ! ভয়ঙ্কর গর্জনকারী নরখাদক রাক্ষসগণের মহাশব্দ শোনা যাইতে লাগিল, কিন্তু এইরূপ শব্দকারীরা অদৃশ্য ছিল ॥ ২৬

চারিদিক্ হইতেই গোমায়ু ও বলশালী বায়সগণ পতিত হইতেছে—ইহা দেখা যাইল। আর্ঘ্য! সেখানে কুকুরগুলিও নানাবিধ শব্দ করিতেছিল ॥ ২৭

শ্বানশ্চ বিবিধৈর্নাদৈর্বাশস্তস্ত্র মারিষ ॥ ২৭

জলিতাশ্চ মহোক্ষা বৈ সমাহত্যা দিবাকরম্ ।

নিপেতুঃ সহসা ভূমৌ বেদয়ন্তো মহদ্ ভয়ম্ ॥ ২৮

মহাস্তানীকানি মহাসমুজ্জয়ে

ততস্তয়োঃ পাণ্ডব-বার্ত্তরাষ্ট্রয়োঃ ।

চকম্পিরে শঙ্খ-মৃদঙ্গনিঃস্বনৈঃ

প্রকম্পিতানীব বনানি বায়ুনা ॥ ২৯

প্রজলিত বিশাল উষ্ণসমূহ সূর্য্যদেবকে অভিজুত করিয়া
মহাভয়ের সূচনা করিতে করিতে পরাতলে পতিত হইতেছিল ॥ ২৮

সেই মহাসংগ্রামে পাণ্ডব ও কৌরব উভয়পক্ষেই বিশাল
সৈন্যবাহিনী শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ধ্বনিতে সেইভাবে কাঁপিতে ছিল,
যেভাবে বায়ুর বেগে সমগ্র বনভূমি কাঁপিতে থাকে ॥ ২৯

শ্রীমদ্রবীণ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাধ্যায়ের ভীষ্মবধপর্বে পরস্পরের বৃহৎচরনার পর উৎপাত-
দর্শনবিশয়ক একোনশততম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

শততমোহধ্যায়ঃ ।

[জ্যোপপাতাঃ পঞ্চপুত্রাণামভিমন্যুশ্চ অলম্বুষ্টেণ রাক্ষসেন সহ ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, অভিমহ্যুনা বিনাশ্তমানানাং
কৌরবসৈন্যানাং যুদ্ধতঃ পলায়নঞ্চ]

সজয় উবাচ ।

অভিমন্যু রথোদারঃ পিশঙ্গৈস্তুরগোত্তমৈঃ ।

অভিক্রদ্রাব তেজস্বী হৃষ্যোধনবলং মহৎ ॥ ১

বিকিরন্ শরবর্ষণি বারিধারা ইবামুদঃ ।

ন শেকুঃ সমরে ক্রুৎং সৌভদ্রমরিসূদনম্ ॥ ২

(ক্রোড়রূপং হরিমিব প্রবিশন্তং মহার্ঘবম্ ।)

শক্রৌঘিণং গাহমানং সেনাসাগরমক্ষয়ম্ ।

নিবারয়িতুমপ্যাজৌ ভদ্রীয়াঃ কুরুনন্দন ॥ ৩

শততম অধ্যায়

[জ্যোপদীর পঞ্চ পুত্র ও অভিমহ্যর রাক্ষস অলম্বুষ্টের সহিত
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং অভিমহ্যাকর্ত্তক বিনষ্ট হইতে হইতে কৌরব
সৈন্যদের যুদ্ধ হইতে পলায়ন ।]

সজয় বলিলেন,—রাজন্! রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেজস্বী
অভিমহ্য পিঙ্গলবর্ণের শ্রেষ্ঠ অশ্বসমূহে যোজিত রথের দ্বারা হৃষ্যো-
ধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীর দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১

যেদ্রুপ যেথ জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ অভিমহ্যও বাণবর্ষণ
করিতেছিলেন । যেদ্রুপ বরাহরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু মহাসাগরে
প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শক্রনাশক হুভজাহত কুপিত হইয়া
যুদ্ধে অস্ত্রপ্রবাহযুক্ত কৌরবগণের অক্ষয় সৈন্যসমূহে প্রবেশ

নরেন্দ্র-নাগাস্থসমাকুলানা-

মভ্যায়তীনাংশিবে মুহূর্ত্তে ।

বভূব যোযন্তুমূলশ্চমুনাং

বাতোক্কুতানামিব সাগরাণাম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি পরস্পরবৃহৎচরনায়ামুৎপাত-

দর্শনে একোনশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯

সেই অমঙ্গলজনক মুহূর্ত্তে নরপতি, হস্তী ও অশ্বগণে পরিপূর্ণ
হইয়া পরস্পর পরস্পরের উপর আক্রমণ করিতে করিতে উভয়
পক্ষেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর ভয়ঙ্কর শব্দ বায়ুবিচ্যুত সমুদ্রের
গর্জনের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ৩০

তেন মুক্তা রং রাজন্ শরাঃ শক্রনিবর্হণাঃ ।

ক্ষত্রিয়াননয়ন্ শূরান্ প্রেতরাজনিবেশনম্ ॥ ৪

যমদণ্ডোপমান্ ঘোরান্ জলিতাশীবিষোপমান্ ।

সৌভদ্রঃ সমরে ক্রুৎং প্রেষয়ামাস সায়কান্ ॥ ৫

সরথান্ রথিনস্তং হযাংশ্চৈব সসাদিনঃ ।

গজারোহাংশ্চ সগজান্ দারয়ামাস ফাস্তনিঃ ॥ ৬

তস্ম তৎ কুর্বতঃ কৰ্ম্ম মহৎ সন্ধ্যো মহীভূতঃ ।

পূজয়াঞ্চক্রিরে হৃষ্টাঃ প্রশংশন্তুশ্চ ফাস্তনিম্ ॥ ৭

করিলেন । কুরুনন্দন! সেই সময় আপনার সৈন্যগণ তাঁহাকে
প্রতিরোধ করিতে পারে নাই ॥ ২-৩

রাজন্! রণাঙ্গনে অভিমহ্যাকর্ত্তক নিষ্কিপ্ত শক্রনাশক বাণ-
সমূহে বহুসংখ্যক বীরবর ক্ষত্রিয়দিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিল ॥ ৪

সুহৃদ্রানন্দন সমরারঙ্গে ক্রুৎ হইয়া যমদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর ও
প্রজলিত মুখবিশিষ্ট বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ানক বাণসমূহ প্রহার
করিতে লাগিলেন ॥ ৫

অর্জুনপুত্র অভিমহ্য রথের সহিত রথী, আরোহীর সহিত
অশ্ব ও হাতীর সহিত তহার আরোহীদিগকে অতিক্রান্ত বিনোদ
করিতে থাকিলেন ॥ ৬

যুদ্ধের একরূপ মহান্ পরাক্রমকারী অভিমহ্যর এবং তাঁহার

তাগ্নীকানি সৌভদ্রো জাবয়মাস ভারত ।
 তুলরাশীনিবাকাশে মারুতঃ সর্বতো দিশম ॥ ৮
 তেন বিদ্রাব্যমাণানি তব সৈন্যানি ভারত ।
 ত্রাতারং নাধাগচ্ছন্ত পক্ষে মগ্না ইব দ্বিপাঃ ॥ ৯
 বিদ্রাব্য সর্বসৈন্যানি তাবকানি নরোত্তম ।
 অভিমত্যাঃ স্থিতো রাজন্ বিধুমোহগ্নিরিব জ্বলন ॥ ১০
 ন চৈনং তাবকা রাজন্ বিষেক্তররিষাভিনম ।
 প্রদীপ্তং পাবকং যদদ্ পতঙ্গাঃ কালচোদিতাঃ ॥ ১১
 প্রহরন্ সর্বশক্রভাঃ পাণ্ডবানাং মহারথঃ ।
 অদৃশ্যত মহেষাসঃ সবজ ইব বাসবঃ ॥ ১২
 হেমপৃষ্ঠং ধনুশ্চাস্ত দদৃশে পিচরদ্ দিশঃ ।
 ত্রোয়দেদ্ যথা রাজন্ রাজমানা শতহ্রদা ॥ ১৩
 শরাশ্চ নিশিতাঃ পীঠা নিশ্চরন্তি স্য সংযুগে ।
 বনাং ফুল্লক্রমাদ্ রাজন্ ভ্রমরাণামিব ব্রজাঃ ॥ ১৪

কর্ণের সকল রাজাই প্রসন্ন হইয়া ভূঁর ভূঁর প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৭

ভারত ! যে রূপ বায়ু তুলারামিকে উড়ইয়া থাকে, সেইরূপ হুভদ্রকুমার অভিমত্যা সমস্ত সৈন্যবাহিনীকেই তাড়াইয়া দিলেন ॥ ৮

ভরতনন্দন ! অভিমত্যা কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া আপনার সৈন্যগণ পক্ষে মগ্ন হস্তীদিগের দ্বারা নিজেদের কোন একজনও রক্ষক পাইল না ॥ ৯

হে নরোত্তম ! রাজন্ ! আপনার সকল সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া অভিমত্যা ধূমরহিত অগ্নির দ্বারা প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ১০

রাজন্ ! আপনার সৈন্যরা শত্রুঘাতী অভিমত্যা বেষ্টন করিতে পারিল না । যে রূপ কালপ্রেরিত হইয়া পতঙ্গসকল প্রজ্বলিত অগ্নির তাপ সহ্য করিতে পারে না (অগ্নিতেই দগ্ধ হইয়া যত্নবরণ করে), সেইরূপ দশাও আপনার সৈন্যগণেরও হইয়াছিল ॥ ১১

সকল শত্রুর উপরই প্রহারকারী পাণ্ডব-মহারথী মহাধনুর্ধর অভিমত্যা বজ্রধারী ইন্দ্রের দ্বারা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥ ১২

রাজন্ ! অভিমত্যা ধনুর কৃষ্ণভাগ স্বর্ণবর্ণে ভূষিত ছিল, ঐ ধনু সকল দিকেই বিচরণকারী মেঘের কোড়ে প্রসূরিত বিদ্যুতের দ্বারা সূর্যোজ্বলিত হইতেছিল ॥ ১৩

যুদ্ধক্ষেত্রে অভিমত্যা ধনু হইতে নিকিপ্ত তীক্ষ্ণ ও পীতবর্ণের বাণসমূহ একপভাবে ছুটিতেছিল, মনে হইল—যুদ্ধক্ষেত্রে পরিপূর্ণ

তথৈব চরতস্তস্মৈ সৌভদ্রস্ম মহাত্মনঃ ।

রথেন কাঞ্চনাজেন দদৃশুর্নাস্তরং জনাঃ ॥ ১৫

মোহয়িত্বা কৃপং দ্রোণং দ্রৌণিঞ্চ সবৃহদ্বলম্ ।

সৈন্ধবঞ্চ মহেষাসো ব্যচরন্তু স্তুৰ্ভু চ ॥ ১৬

মণ্ডলীকৃতমেবাস্ত ধনুঃ পশ্যাম ভারত ।

সূর্য্যমণ্ডলসঙ্কাশং দহতস্তব বাহিনীম্ ॥ ১৭

তং দৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়াঃ শূরাঃ প্রতপন্তুঃ তরশ্বিনম্ ।

দ্বিফাল্গুনমিমং লোকং মেনিরে তস্ত কৰ্ম্মভিঃ ॥ ১৮

তেনাদিতা মহারাজ ভারতী সা মহাচমুঃ ।

ব্যভ্রমং তন্ন তত্রৈব যোযিষ্যদবশাদিব ॥ ১৯

জাবয়িত্বা মহাসৈন্যং কম্পয়িত্বা মহারথান্ ।

নন্দয়ামাস সুহৃদো মহং জিত্বেব বাসবঃ ॥ ২০

তেন বিদ্রাব্যমাণানি তব সৈন্যানি সংযুগে ।

চক্রুর্ভাষনং ঘোরং পর্জন্তানিনদোপমম্ ॥ ২১

বনপ্রান্ত হইতে ভয়সমূহ নির্গত হইতেছিল ॥ ১৪

মহাত্মা হুভদ্রানন্দন অভিমত্যা স্বর্ণময় রথের দ্বারা পূর্ববৎ রণভূমিতে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন সেগানকার সকল লোকই তাঁহাকে প্রহার করিবার কোনরূপ অবসরই দেখিতে পাইল না ॥ ১৫

মহাধনুর্ধর অভিমত্যা কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বখামা, বৃহৎল ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ—ইহাদের সকলকেই মোহিত করিয়া লাবধানে ক্রতগতিতে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

ভারত ! আপনার সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে করিতে অভিমত্যা ধনুকে তখন আমরা সর্বদা সূর্য্যমণ্ডলের তুল্য মণ্ডল-কার হইয়াই আছে দেখিতে লাগিলাম ॥ ১৭

সকলকে সম্ভ্রমকারী সেই বেষণালী বীরকে দেখিয়া সমস্ত বীরবর ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাকে কর্ণের দ্বারা ইহাই মনে করিতে লাগিলেন যে, এই লোকে দুই জন অর্জুন রহিয়াছেন ॥ ১৮

মহারাজ ! অভিমত্যা কর্তৃক পীড়িত ভরতবংশীয়দিগের সেই বিশাল সৈন্য মদোন্নতা যুবতীর দ্বারা চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল ॥ ১৯

মহাসুরবিজয়ী ইন্দ্রসদৃশ অভিমত্যা সেই বিশাল ভারত-সৈন্যকে বিতাড়িত করিয়া এবং মহারথী বীরগণকে কম্পিত করিতে থাকিয়া স্তম্ভদ্বর্গকে আনন্দিত করিলেন ॥ ২০

তাঁহার দ্বারা যুদ্ধে বিতাড়িত হইয়া আপনার সৈন্যগণ মেঘ-গর্জনসদৃশ ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করিতে লাগিল ॥ ২১

তং ক্রোধা নিনদং ঘোরং তব সৈন্তস্ত ভারত ।
 মারুতোদ্ধ তবেগস্ত সাগরস্তেব পর্বণি ॥ ২২
 হুৰ্যোধনস্তদা রাজস্বার্থশৃঙ্গিমভাবত ।
 এষ কার্ষ্মির্মহাবাহো দ্বিতীয় ইব ফাল্গুনঃ ॥ ২৩
 চমুং ভ্রাবয়তে ক্রোধাদ্ ব্রহ্মো দেবচমুর্মিব ।
 তস্ত চাশ্রয় পশ্যামি সংযুগে ভেষজং মহৎ ॥ ২৪
 ঋতে দ্বাং রাক্ষসশ্রেষ্ঠং সর্ববিজ্ঞানু পারগম্ ।
 স গম্বা ঋরিতং বীরং জহি সৌভদ্রমাহবে ॥ ২৫
 বয়ং পার্থং হনিষ্যামো ভীষ্ম-জ্ঞোপপুরোগমাঃ ।
 স এবমুক্তো বলবান্ রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৬
 প্রযযৌ সমরে তূর্ণং তব পুত্রস্ত শাসনাং ।
 নর্দমানো মহানাদং প্রাবৃষীব বলাহকঃ ॥ ২৭
 তস্য শকেন মহতা পাণ্ডবানাং বলং মহৎ ।
 প্রাচলং সর্বতো রাজন্ বাতোদ্ধ ত ইবার্ণবঃ ॥ ২৮

ভরতবংশধর রাজন্! পূর্ণিমার দিনে বায়ুর আঘাতে উদ্বেলিত সমুদ্রের গজনের জায় আপনার সৈন্তদের ভয়ঙ্কর আর্জুনাদ শ্রবণ করিয়া সেই সময় হুৰ্যোধন রাক্ষস ঋতশৃঙ্গপুত্র অলম্বকে এইরূপ বলিলেন,—মহাবাহো! এই অর্জুনের পুত্র অভিমত্ব্য দ্বিতীয় অর্জুনতুল্য পরাক্রমী ॥ ২২-২৩

যেদ্রুপ ব্রজাসুর দেবসৈন্তগণকে প্রহার করিয়া বিতাড়িত করিয়াছিল, সেইরূপ অভিমত্ব্যও ক্রুদ্ধ হইয়া আমার সৈন্তদিগকে বিতাড়িত করিতেছে। আমি যুদ্ধস্থলে সমস্ত বিজ্ঞান পারদর্শী এবং রাক্ষসগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভোগার জায় বীর ব্যতীত অজ্ঞ কাহাকেও এরূপ দেখিতেছি না, যে এই রোগের সর্বোত্তম ঔষধ প্রদান করিতে পারে ॥

অতএব তুমি অতিসত্তর যাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বীর সূভদ্রকুমারকে বধ কর এবং আমরা ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে অগ্রে রাখিয়া অর্জুনকে সংহার করিব ॥

আপনার পুত্র হুৰ্যোধন এই কথা বলিলে পর তাঁহার আজ্ঞায় বলবান্ ও প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ অলম্ব অতিদ্রুত বর্ষাকালের মেঘের জায় গম্ভীরস্বরে গর্জন করিতে করিতে সমরাজ্যে গমন করিল ॥ ২৪-২৭

রাজন্! তাহার মহাগর্জনে বায়ুদ্বারা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের জায়

বহবশ্চ মহারাজ তস্ত নাদেন ভীষিতাঃ ।
 শ্রিয়ান্ প্রাণান্ পরিত্যজ্য নিপেতুধরণীতলে ॥ ২৯
 কার্ষ্মিচ্চাপি মুদা যুক্তঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ ।
 নৃত্যামিব রথোপস্থে তদ্ রক্ষঃ সমুপাজবৎ ॥ ৩০
 ততঃ স রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধঃ সম্প্রাপ্যোবাজুর্নিং রণে ।
 নাতিদূরে স্থিতাং তস্ত ভ্রাবয়ামাস বৈ চমুং ॥ ৩১
 তাং বধ্যমানাক্ষ তথা পাণ্ডবানাং মহাচমুং ।
 প্রতুদ্যযৌ রণে রক্ষো দেবসেনাং যথা বলঃ ॥ ৩২
 বিমর্দঃ সুমহানাশীং তস্ত সৈন্তস্ত মারিষ ।
 রক্ষসা ঘোররূপেণ বধ্যমানস্ত সংযুগে ॥ ৩৩
 ততঃ শরসহস্রৈস্তাং পাণ্ডবানাং মহাচমুং ।
 ব্যভ্রাবয়দ্ রণে রক্ষো দর্শয়ন্ স্বপরাক্রমম্ ॥ ৩৪
 সা বধ্যমানা চ তথা পাণ্ডবানামনীকিনী ।
 রক্ষসা ঘোররূপেণ প্রতুদ্রাব রণে ভয়াং ॥ ৩৫

পাণ্ডবদিগের বিশাল সৈন্তবাহিনীর সর্বাঙ্গকেই চঞ্চলতা উপস্থিত হইল ॥ ২৮

মহারাজ! তাহার সিংহনাদে ভীত হইয়া বহুসংখ্যক সৈন্ত স্বীয় প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ধরাতে পতিত হইল ॥ ২৯

অভিমত্ব্যও হর্ষ এবং উৎসাহের সঞ্চিত হাতে দম্বর্ষাণ সহয়া রথের আসনে খেন নৃত্য করিতে করিতেই সেই রাক্ষসের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩০

তাহার পর সেই ক্রুদ্ধ রাক্ষস অলম্ব যুদ্ধে অভিমত্ব্যর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পার্শ্বে স্থিত সৈন্তদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিল ॥ ৩১

এইরূপে পীড়িত পাণ্ডবদিগের বিশাল সৈন্তবাহিনীর উপর রাক্ষস অলম্ব সেইভাবে ধাবিত হইল, যেদ্রুপ বলনামক দৈত্য দেবসেনার উপর ধাবিত হইয়াছিল ॥ ৩২

আর্য্য! যুদ্ধস্থলে ভয়ঙ্কর রাক্ষসকর্তৃক আহত হইয়া সেই সৈন্তবাহিনীর ঘোরতর সংহার হইতে লাগিল ॥ ৩৩

সেই সময় রাক্ষস নিজের পরাক্রম দেখাইয়া স্বগাধনে সহস্র সহস্র বাণের দ্বারা পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্তবাহিনীকে বিতাড়িত করিতে থাকিল ॥ ৩৪

সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসকর্তৃক তাদৃশ পীড়িত হইয়া পাণ্ডবসৈন্তগণ ভয়ে রণভূমি হইতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৩৫

প্রমুখ চরণে সেনাঃ

পদ্মিনীং বারণো যথা ।

ততোহভিহুত্বে রণে

দ্রৌপদেয়ান্ মহাবলান্ ॥ ৩৬

তে তু ক্রুদ্বা মহেশাসা দ্রৌপদেয়াঃ প্রহারিণঃ ।

রাক্ষসং চুক্রবুঃ সংখ্যে গ্রহাঃ পঞ্চ রবিং যথা ॥ ৩৭

বীৰ্য্যবন্তিস্ততঃস্তম্ভ পীড়িতো রাক্ষসোস্তুমঃ ।

যথা যুগক্ষে ঘোরে চন্দ্রমাঃ পঞ্চভিগ্রহৈঃ ॥ ৩৮

প্রতিবিক্ষ্যস্ততো রক্ষো বিভেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।

সৰ্বপারশবৈতুর্নৈরকুষ্ঠাঐর্মহাবলঃ ॥ ৩৯

স তৈর্ভিন্নতলুদ্রাণঃ শুভ্রভে রাক্ষসোস্তুমঃ ।

মরীচিভিরবার্কশ্চ সংস্রাতো জলদো মহান্ ॥ ৪০

বিষকৈঃ স শরৈশ্চাপি তপনীয়পরিচ্ছদৈঃ ।

আর্য্যশৃঙ্গিবভো রাজন্ দাপ্তশৃঙ্গ ইবাচলঃ ॥ ৪১

যে রূপ হাতী পদ্মশোভিত সরোবরকে মথিত করিয়া থাকে, সেইরূপ রণাঙ্গনে পাণ্ডবসৈন্যদিককে মথিত করিতে থাকিয়া অলম্ব্য দ্রৌপদীর মহাবল পুত্রদের দিকে ধাবিত হইল ॥ ৩৬

দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র মহাধনুর্ধর ও প্রহার করিতে নিপুণ ছিলেন। তাঁহারা সমরঙ্গণে কুপিত হইয়া সেই রাক্ষসের উপর সেইভাবে ধাবিত হইলেন, যে রূপ পঞ্চ গ্রহ সূর্য্যদেবের দিকে ধাবিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৭

তখন পরাক্রমশালী দ্রৌপদীপুত্রগণের দ্বারা সেই শ্রেষ্ঠ রাক্ষস তাদৃশ পীড়িত হইতে থাকিল, যে রূপ ভয়ানক প্রলয়কাল আসিলে চন্দ্র পঞ্চগ্রহের দ্বারা পীড়িত হন ॥ ৩৮

সেই সময় মহাবল প্রতিবিক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে লোহদ্বারা নির্মিত অপ্রতিহত ধারাল শীঘ্রগামী ভীক্ষ বাণসমূহে সেই রাক্ষসকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৯

সেই বাণগুলি রাক্ষসের কবচ ভেদ করিয়া শরীরে প্রবেশ করিল। তাহাতে রাক্ষসরাজ অলম্ব্য সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল, যে রূপ মহামেঘ সূর্য্যের কিরণে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকিয়া শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৪০

রাজন্! শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট সেই স্বর্ণভূষিত বাণসমূহে অগ্নিশূলপুত্র রাক্ষস অলম্ব্য প্রদীপ্ত শিখরশোভিত পর্ব্বতের দ্বায় শূশোভিত ছিল ॥ ৪১

ততস্তে ভ্রাতরঃ পঞ্চ রাক্ষসেস্ত্রয়ং মহাহবে ।

বিব্যধুনিশিতৈর্বাণৈস্তপনীয়বিভূষিতৈঃ ॥ ৪২

স নিভিন্নঃ শরৈর্ঘোরৈর্ভূজৈগৈঃ কোপিতৈরিব ।

অলম্বুষো ভৃগু রাজন্ নাগেন্দ্র ইব চুক্রুধে ॥ ৪৩

সোহতিবিক্রো মহারাজ মুহূর্ত্তমথ মারিষ ।

প্রবিবেশ তমো দীর্ঘং পীড়িতৈস্তমহীরাশিভৈঃ ॥ ৪৪

প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং ক্রোধেন দ্বিগুণীকৃতঃ ।

চিচ্ছেদ সায়কাংস্তেষাং ধ্বজাংশ্চৈব ধনুশ্চি ॥ ৪৫

একৈকং পঞ্চভিবাণৈরাক্ষয়ান্ অয়ম্ভিব ।

অলম্বুষো রথোপস্থে নৃত্যম্ভিব মহারথঃ ॥ ৪৬

ধ্বরমাণঃ সুসংরক্কো হযাংস্তেষাং মহাশ্রয়ান্ ।

জঘান রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধঃ সারথীশ্চ মহাবলঃ ॥ ৪৭

বিভেদ চ সুসংরক্কঃ পুনশ্চৈনান্ সুসংশিতৈঃ ।

শরৈর্বহুব্রিধাকারৈঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ৪৮

তারপর পঞ্চ ভ্রাতা সেই মহাভারতে স্ববর্ণভূষিত ভীক্ষ বাণসমূহে রাক্ষসরাজ অলম্ব্যকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪২

রাজন্! ক্রুদ্ধ সর্পসমূহসদৃশ সেই ভয়ঙ্কর বাণশ্রেণীতে অত্যন্ত আহত হইয়া অলম্ব্য অজ্ঞানবিক গজরাজের দ্বায় কুপিত হইয়া উঠিল ॥ ৪৩

মহারাজ! সেই মহারথী রীরগণের বাণশ্রেণীতে গুরুতর আহত ও পীড়িত অলম্ব্য মুহূর্ত্তকাল অতিশয় মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥ ৪৪

তারপর সংজ্ঞালাভ করিয়া সে ক্রোধে দ্বিগুণ জলিয়া উঠিল। তখন অলম্ব্য নিজ বাণে তাঁহাদের অস্ত্রসমূহ, ধ্বজ ও ধনুগুলিকেও ছেদন করিয়া ফেলিল ॥ ৪৫

তদনন্তর রথের আগনে থাকিয়া যেন নৃত্য করিতে করিতেই মহারথী অলম্ব্য হস্তসহকারে তাঁহাদের প্রত্যেককে পাঁচটি করিয়া বাণ প্রহার করত আহত করিল ॥ ৪৬

পুনরায় সত্ত্বরতার সহিত অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া মহাবল ক্রুদ্ধ রাক্ষস সেই মহাত্মা পঞ্চ ভ্রাতার অশ্ব ও সারথীগণকে সংহার করিয়া ফেলিল ॥ ৪৭

তাহার পর অত্যন্ত ক্রোধভরে বহুপ্রকার শত শত ও সহস্র সহস্র ব্রতীক্ষ বাণ দ্বারা রাক্ষস তাঁহাদের সকলকেই গুরুতর আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৪৮

বিরথাংশ মহেশ্বাসান কৃষা তত্র স রাক্ষসঃ ।
অভিহুজ্রাব বেগেন হস্তকামো নিশাচরঃ ॥ ৪৯
তানদিতান রণে তেন রাক্ষসেন হুরাশ্বনা ।
দৃষ্ট্বাজুনমৃতঃ সংখ্যে রাক্ষসং সমুপাজবৎ ॥ ৫০
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং বৃজ্রবাসবয়োরিব ।
দদৃশুস্তাবকাঃ সর্বৈ পাণ্ডবাশ্চ মহারথাঃ ॥ ৫১
তৌ সমেতৌ মহাযুদ্ধে ক্রোধদৌণ্ডৌ পরম্পরম্ ।

সেই মহাযুদ্ধের বীরগণকে রথহীন করিয়া যুদ্ধে তাঁহাদেরকে-
বধ করিবার ইচ্ছায় নিশাচর অলম্বুষ তীব্রবেগে তাঁহাদের দিকে
ধাবিত হইলেন ॥ ৪৯

তখন পঞ্চদ্রাতাকেই রণাঙ্গনে রাক্ষসকর্তৃক অত্যন্ত পীড়িত
হইতে দেখিয়া অর্জুনপুত্র অভিমহ্য পুনরায় তাহার উপর আক্রমণ
করিলেন ॥ ৫০

তারপর তাঁহাদের উভয়ের মধ্যেই বৃজ্রাসুর ও ইজের জায়
তদ্বৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন আপনার ও পাণ্ডবপক্ষের

ক্রীমমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে অলম্বুষ ও অভিমহ্যর সংগ্রামবিষয়ক
শততম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

[অভিমহ্যনাঃস্থস্য পরাজয়ঃ, অর্জুনেন সহ ভীষ্ম-কৃপাচার্য্যয়োঃ, অশ্বখামা জ্ঞোণাচার্য্যেণ সহ সাত্যকেশ্চ যুদ্ধম্]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

আর্জুনিং সমরে শূরং বিনিম্বন্তং মহারথান্ ।
অলম্বুষঃ কথং যুদ্ধে প্রাত্যযুধ্যত সঞ্জয় ॥ ১
আর্ষ্যশৃঙ্গি কথং চৈব সৌভজঃ পরবীরহা ।
তন্মমোচক্ষু তত্বেন যথাবৃত্তং স্য সংযুগে ॥ ২
ধনঞ্জয়শ্চ কিং চক্রে মম সৈন্তেবু সংযুগে ।
ভীমো বা রথিনাং ক্রোষ্ঠো রাক্ষসো বা ঘটোৎকচঃ ॥ ৩

একাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

[অভিমহ্যকর্তৃক অলম্বুষের পরাজয়, অর্জুনের সহিত ভীষ্ম ও
কৃপাচার্য্য এবং অশ্বখামা ও জ্ঞোণাচার্য্যের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সমরারঙ্গে মহারথী বীরগণকে
সংহারকারী শ্রেষ্ঠ বীর অর্জুননন্দন অভিমহ্যর সহিত রাক্ষস
অলম্বুষের বিরূপে যুদ্ধ হইয়াছিল? এইরূপ শত্রুবীরনারী হুজ্রা-
হুত ঋতশৃঙ্গের পুত্র রাক্ষস অলম্বুষের সহিতই বা কিরূপে যুদ্ধ
করিয়াছিল? যুদ্ধস্থলে এই উভয়ের সন্মুখে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল,
তৎসমস্তই তুমি আমাকে যথাবথভাবে বল ॥ ১-২

মহাবলৌ মহারাজ ক্রোধসংরক্তলোচনৌ ॥ ৫২

পরম্পরমবেক্ষেতাম্ কালানলসমৌ যুধি ।

তয়োঃ সমাগমৌ ঘোরৌ বভূব কটুকোদয়ঃ ॥ ৫৩

যথা দেবাস্তুরে যুদ্ধে শত্রু শম্বরয়োঃ পুরা ॥ ৫৪

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বাণি ভীষ্মবধপর্বাণি অলম্বুষাভিমহ্যসমাগমে

শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০০

সকল মহারথী যোদ্ধাই সেই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৫১

মহারাজ। সেই মহাযুদ্ধে ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ
করত পরম্পর পরম্পরের সম্মুখীন হইয়া এত দুই মহাবল বীর যুদ্ধে
কাল ও অগ্নির জ্বায়া পরম্পরকে দেখিতে থাকিলেন। তাঁহাদের
সেই ঘোরতর সংগ্রাম অত্যন্ত কটু পারণাম সৃষ্টি করিয়াছিল।
পূর্বকালে দেবাসুর-সংগ্রামের সময় ইজ ও শম্বরাসুরের মধ্যে
যেদ্রুপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ যুদ্ধই ইহাদের আরম্ভ
হইল ॥ ৫২-৫৪

নকুলঃ সহদেবো বা সাত্যকির্বা মহারথঃ ।

এতদাচক্ষু মে সত্যং কুশলো হসি সঞ্জয় ॥ ৪

সঞ্জয় উবাচ ।

হস্ত তেহং প্রবক্ষ্যামি সংগ্রামং লোমহর্ষণম্ ।

যথাভূদ্ রাক্ষসেন্দ্রস্য সৌভজশ্চ চ মারিষ ॥ ৫

অর্জুনশ্চ যথা সংখ্যে ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ রণে চক্রুঃ পরাক্রমম্ ॥ ৬

সেই রণাঙ্গনে অর্জুন আমার সৈন্তদের সহিত কি করিয়াছিল?

রথিগণের শ্রেষ্ঠ ভীমসেন কিংবা রাক্ষস ঘটোৎকচ এবং নকুল-
সহদেব ও মহারথী সাত্যকিই বা কি করিয়াছিল? সঞ্জয়! তুমি
এই সব বৃত্তান্ত যথার্থরূপে বল; কারণ, তুমি ইহা বলিতে
সমর্থ ॥ ৩-৪

সঞ্জয় বলিলেন,—আর্ষ্য! আমি অতিশয় দুঃখের সহিত সেই
রোমাঞ্চকারী সংগ্রামের কথা বর্ণনা করিব, যে সংগ্রাম রাক্ষসরাজ
অলম্বুষ ও হুজ্রাকুমার অভিমহ্যর মধ্যে হইয়াছিল এবং পাণ্ডুনন্দন
অর্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব যুদ্ধে পরাক্রম করিয়াছিলেন

তথৈব তাবকাঃ সৰ্বে ভীষ্ম-দ্রোণপুংসৱাঃ ।
 অদ্ভুতানি বিচিত্রাণি চক্রুঃ কৰ্ম্মাণ্যভীতবৎ ॥ ৭
 অলমুখস্ত সমরে অভিমম্ব্যং মহারথম্ ।
 বিনত্ব স্মহানাদং তৰ্জয়িত্বা মুহুমূহুঃ ॥ ৮
 অভিহৃদ্রাব বেগেন তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীং ।
 অভিমম্ব্যশ্চ বেগেন সিংহবদ্ বিনদন্ মুহুঃ ॥ ৯
 আৰ্য্যশৃঙ্গিং মহেষাসং পিতুরভ্যাস্তবৈরিণম্ ।
 ততঃ সমীয়তুঃ সংখ্যে ত্বরিতৌ নর-রাক্ষসৌ ॥ ১০
 রথাভ্যাং রথিনৌ শ্রেষ্ঠৌ যথা বৈ দেব-দানবৌ ।
 মায়াবী রাক্ষসশ্রেষ্ঠৌ দিব্যাস্ত্রৈশ্চ বাক্তনিঃ ॥ ১১
 ততঃ কাৰ্ক্ষির্মহারাজ নিশিতৈঃ সায়কৈশ্চিভিঃ ।
 আৰ্য্যশৃঙ্গিং রণে বিদ্বা পুনৰ্বিবাধ পঞ্চভিঃ ॥ ১২
 অলমুখোহপি সংক্রুদ্ধঃ কাৰ্ক্ষিঃ নবভিরাশুগৈঃ ।
 হৃদি বিব্যাধ বেগেন তৌত্রৈরিব মহাদ্বিপম্ ॥ ১৩

এবং সেহরূপেই ভীষ্ম, দ্রোণাদি আপনার সকল যোদ্ধারা নির্ভীক-
 চিত্তে যে অদ্ভুত ও বিচিত্র কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন—এই সমস্তই
 আপনি শ্রবণ করুন ॥ ৭-১৩

অলমুখ সমরারূপে মহারথী অভিমম্ব্যকে অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে
 গর্জন করিতে করিতে বাংবার তর্জন করিয়া ‘দাঁড়াও, দাঁড়াও’
 এই কথা বলিতে লাগিল এবং তারপর দ্রুতগতিতে তাহার
 দিকে ধাবিত হইল ।

এইরূপে বীর অভিমম্ব্যও বারংবার সিংহনাদ করিতে করিতে
 নিজ পিতৃব্য ভীষ্মেনের অত্যন্ত বৈরী মহাধনুর্ধর অলমুখের উপর
 সবেগে আক্রমণ করিলেন ।

তারপর সেই মম্ব্য ও রাক্ষস উভয় বীরই অতি সত্বর যুদ্ধে
 পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন । উভয়েই রথীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী
 ছিলেন, স্তূতরাং দেবতা ও দানবগণের গ্রায রথের দ্বারা উভয়ে
 পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন । রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলমুখ
 মায়াবী ছিল এবং অর্জুননন্দন অভিমম্ব্য দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ
 ছিলেন । ৮-১১

মহারাজ ! তদনন্তর অর্জুনপুত্র অভিমম্ব্য তিনটি তীক্ষ্ণ সায়কে
 রণাঙ্গনে অলমুখকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচটি বাণে আঘাত
 করিলেন ॥ ১২

তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ অলমুখও নথি নীজগামী বাণের দ্বারা
 অর্জুনকুমার অভিমম্ব্যর বক্ষঃস্থলে সেইরূপে সবেগে প্রহার করিল,

ততঃ শরসহশ্রেণ ক্ষিপ্তকারী নিশাচরঃ ।
 অর্জুনস্ত স্তূতং সংখ্যে পীড়য়ামাস ভারত ॥ ১৪
 অভিমম্ব্যস্ততঃ ক্রুদ্ধো নবভির্নতপর্কভিঃ ।
 বিভেদ নিশিতৈর্বাণৈ রাক্ষসেন্দ্রং মহোরসি ॥ ১৫
 তে তস্মৈ বিবিশুস্তুর্ণং কায়ং নিভিহ্ন মর্ম্মসু ।
 স তৈবিভিন্নসর্ক্বাঙ্গঃ শুশুভে রাক্ষসোত্তমঃ ॥ ১৬
 পুষ্পিতৈঃ কিংশুকৈ রাজন্ সংস্তীর্ণ ইব পর্ক্বতঃ ।
 সন্ধারয়াশ্চ শরান্ হেমপুঙ্খান্ মহাবলঃ ॥ ১৭
 বিবভৌ রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ সজ্জাল ইব পর্ক্বতঃ ।
 ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ আৰ্য্যশৃঙ্গিরমবধঃ ॥ ১৮
 মহেন্দ্রপ্রতিমং কাৰ্ক্ষিঃ ছাদয়ামাস পত্রিভিঃ ।
 তেন তে বিশিখা মুক্তা যমদণ্ডোপমাঃ শিতাঃ ॥ ১৯
 অভিমম্ব্যং বিনিভিহ্ন প্রাবিশন্ত ধরাতলম্ ।
 তথৈবাজ্জুনিনা মুক্তাঃ শরাঃ কনকভূষণাঃ ॥ ২০

যেদ্রুপ গজরাজকে অশ্বগদা দ্বারা প্রহার করা হইয়া থাকে ॥ ১৩

ভারত ! তাহার পর শীঘ্রতাসহকারে কাণ্ড করিতে সমর্থ
 নিশাচর অলমুখ এক হাজার বাণ নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধে অর্জুনের
 পুরকে পীড়িত করিল ॥ ১৪

ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমম্ব্যও রাক্ষসরাজ অলমুখের বিশাল
 বক্ষঃস্থলে আনতপর্ক্বযুক্ত নথি তীক্ষ্ণ বাণ বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৫

তখন সেই বাণগুলি অতিক্রান্ত রাক্ষসের শরীর ভেদ করিয়া
 তাহার মধ্যস্থলে প্রবেশ করিল । রাজন্ ! এই বাণমূহে সর্ক্বাঙ্গ
 ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইলে রাক্ষসরাজ অলমুখ বিকসিত পলাশবৃক্ষ-
 সমূহে আচ্ছাদিত পর্ক্বতের গ্রায শোভা পাইতে লাগিল ।

স্ববর্ণময় পঞ্চযুক্ত সেই বাণগুলিকে স্বীয় অঙ্গে ধারণকরত
 মহাবল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলমুখ অগ্নির শিখাসমূহে পরিব্যাপ্ত পর্ক্বত-
 তুল্য শোভা ধারণ করিল ।

মহারাজ ! তখন অমরশীল অলমুখ কুপিত হইয়া দেবরাজ
 ইন্দ্রের সদৃশ পরাক্রমশালী অর্জুননন্দন অভিমম্ব্যকে পঞ্চযুক্ত
 বাণসমূহে আবৃত করিয়া ফেলিল ।

তাহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত যমদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণ বাণসমূহ
 অভিমম্ব্যর শরীর ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল ।

সেইরূপে অভিমম্ব্যকর্তৃক নিক্ষিপ্ত স্ববর্ণভূষিত বাণসমূহ
 অলমুখকে বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল ।

অলম্বুং বিনির্ভিঞ্জ প্রাবিশস্ত ধরাতলম্ ।
 সৌভজস্ত রণে রক্ষঃ শরৈঃ সন্নতপর্কভিঃ ॥ ২১
 চক্রে বিমুখমাসাশ্র ময়ং শক্র ইবাহবে ।
 বিমুখঞ্চ ততো রক্ষো বধ্যমানং রণেহরিণ্য ॥ ২২
 প্রাচুশ্চক্রে মহামায়াং তামসীং পরতাপনাম্ ।
 ততস্তে তমসা সর্বৈ বৃত্তাশাসন্ মহীপতে ॥ ২৩
 নাভিমমুমপশ্যন্ত নৈব স্বান্ ন পরান্ রণে ।
 অভিমমুম্যশ্চ তদ্ দৃষ্ট্বা ঘোররূপং মহত্তমঃ ॥ ২৪
 প্রাচুশ্চক্রেহস্তমত্যাগ্ৰাং ভাস্করং কুরুনন্দনঃ ।
 ততঃ প্রকাশমভবজ্জগৎ সর্বং মহীপতে ॥ ২৫
 তাং চাভিজগ্নিবান্ মায়াং রাক্ষসস্ত ছরায়নঃ ।
 সংক্রুদ্ধশ্চ মহাবীৰ্যো রাক্ষসেন্দ্রঃ নরোত্তমঃ ॥ ২৬
 ছাদয়ামাস সমরে শরৈঃ সন্নতপর্কভিঃ ।
 বহুবীক্শ্বাশ্রা মায়াশ্চ প্রযুক্তাস্তেন রক্ষসা ॥ ২৭
 সর্বাঙ্গবিদমেয়ায়া বারয়ামাস ফাল্গুনিঃ ।

যেদ্রুপ ইদ্র যুদ্ধস্থলে ময়াস্বরকে বিমুখ করিয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ স্বভজানন্দন অভিমমুম্যশ্র রণক্ষেত্রে আনতপর্কযুক্ত বাণ-সমূহ প্রহার করিয়া সেই রাক্ষস অলম্বুকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ করিয়া দিলেন ।

তারপর সমরারূপে শক্রকর্তৃক পীড়িত ও বিমুখ হইয়া রাক্ষস অলম্বু শক্রসম্মাপকারিণী তামসী (অন্ধকারময়ী) মহামায়াকে প্রকটিত করিল ।

মহীপতে ! তখন সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যরা অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল, সুতরাং সেই সময় রণাঙ্গনে কেহই অভিমমুম্যকে দেখিতে পাইল না ; এমন কি নিজেকে ও শত্রুপক্ষের সৈন্যদিগকেও দেখিতে পাইল না ।

এই ভয়ঙ্কর এবং গাঢ়তম অন্ধকারকে দেখিয়া কুরুকুলের আনন্দপ্রদ অভিমমুম্য অত্যন্ত উগ্র ভাস্করাজ প্রয়োগ করিলেন । রাজন্ ! ইহাতে সমগ্র জগৎ পুনরায় প্রকাশিত হইল ॥ ১৬-২৬

এইরূপ মহাপরাক্রমশালী নরশ্রেষ্ঠ অভিমমুম্য সেই ছরায়ার রক্ষসের মায়া নষ্ট করিয়া দিলেন এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আনত-পর্কযুক্ত বাণসমূহ দ্বারা রাক্ষসরাজকে সমরভূমিতে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ।

সেই সময় এই রাক্ষস আরও যে সমস্ত মায়া প্রকাশ করিয়াছিল, সেই সমস্ত মায়াকে সর্ববিধ অস্ত্রে অভিজ্ঞ অনন্ত আত্মবলসম্পন্ন অভিমমুম্য নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন ।

হতমায়াং ততো রক্ষো বধ্যমানঞ্চ সায়কৈঃ ॥ ২৮
 রথং তত্রৈব সম্ভ্রাজ্য প্রাজ্জবদ্ব্যহতো ভয়াং ।
 তস্মিন্ বিনির্জিতে তূর্ণং কূটায়োধিনি রাক্ষসে ॥ ২৯
 অর্জুনিঃ সমরে সৈন্ত্যং তাবকং সম্যমর্দ হ ।
 মদাক্ষো গন্ধনাগেন্দ্রঃ সপদ্যাং পদ্বিনীমিব ॥ ৩০
 ততঃ শাস্তনবো ভীষ্মঃ সৈন্ত্যং দৃষ্ট্বাভিরুদ্ধতম্ ।
 মহতা শরবর্ষণে সৌভদ্রঃ পর্য্যবারয়ং ॥ ৩১
 কোপ্তীকৃত্য চ তং বীরং ধর্তারাত্রী মহারথাঃ ।
 এবং সুবহবো যুদ্ধে ততক্ষুঃ সায়কৈর্দৃঢ়ম্ ॥ ৩২
 স তেষাং রথিনাং বীরঃ পিতৃস্থলাপরাক্রমঃ ।
 সদৃশো বাসুদেবস্তা বিক্রমেণ বলেন চ ॥ ৩৩
 উভয়োঃ সদৃশং কর্ম্ম স পিতৃমাতুলস্ত চ ।
 রণে বহুবিধং চক্রে সর্বশস্ত্রভূতাং বরঃ ॥ ৩৪
 ততো ধনঞ্জয়ো বীরো বিনিম্ন্যস্তব সৈনিকান্ ।
 আসসাদ রণে ভীষ্মং পুরা প্রেপ্সুরমর্ষণঃ ॥ ৩৫

স্বীয় মায়া নষ্ট হইয়া যাইলে বহুবিধ বাণে আহত হইয়া রাক্ষস অলম্বু অত্যন্ত ভয়বশতঃ নিজের রথ সেখানেই পরিত্যাগ করিয়া দ্রুত পলায়ন করিল ।

মায়াদ্বারা যুদ্ধকারী সেই রাক্ষস পরাজিত হইলে অর্জুননন্দন অভিমমুম্য অতিদ্রুত আপনার সৈন্যদিগকে সেইভাবে মর্দিত করিতে লাগিলেন, যেভাবে গন্ধযুক্ত মদাক্ষ গন্ধনাগ পক্ষ্মে পরিপূর্ণ পুষ্করিণীকে মর্দিত করিয়া থাকে ॥ ২৭-৩০

তারপর স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শাস্তনবনন্দন ভীষ্ম প্রভূত বাণবর্ষণ করিয়া স্বভ্রাতাপুত্র অভিমমুম্যকে রুদ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ৩১

তারপর আপনার মহারথী পুত্রগণ চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং যুদ্ধস্থলে একাকী সেই অভিমমুম্যকে বহুসংখ্যক যোদ্ধা ভীতবেগে বাণসমূহে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

বীর অভিমমুম্য স্বীয় পিতা অর্জুনের জায় পরাক্রমী ছিলেন । বল ও বিক্রমে তিনি বহুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ ছিলেন । তখন সকল শাস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর অভিমমুম্য রণাঙ্গনে সেই সব কোরব রথীদিগের সহিত নিজ পিতা ও মামার তুল্য বহুবিধ শৌর্যপূর্ণ কার্য্য করিলেন ॥ ৩৩-৩৪

তারপর বীর ধনঞ্জয় (অর্জুন) সমরারূপে আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে স্বীয় পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্ত অমর্ষ-চিত্তে ভীষ্মের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫

তথৈব সমরে রাজন্ পিতা দেবব্রতস্তব ।
 আসসাদ রণে পার্থঃ স্বৰ্ভাসুরিব ভাস্করম্ ॥ ৩৬
 ততঃ সরথ-নাগাশ্বাঃ পুংসাস্তব জনেশ্বর ।
 পরিবত্র রণে ভীষ্ম জুগুপুচ্চ সমস্ততঃ ॥ ৩৭
 তথৈব পাণ্ডবা রাজন্ পরিবার্য ধনঞ্জয়ম্ ।
 রণায় মহতে যুক্তা দংশিতা ভরতর্ষভ ॥ ৩৮
 শারদ্বতস্ততো রাজন্ ভীষ্মস্ত প্রমুখে স্থিতম্ ।
 অর্জুনং পঞ্চবিংশত্যা সায়কানাং সমাচিনোৎ ॥ ৩৯
 প্রতাদগম্যাথ বিব্যাধ সাত্যকিস্তং শিতৈঃ শরৈঃ ।
 পাণ্ডবপ্রিয়কামার্থং শাদূল ইব কুঞ্জরম্ ॥ ৪০
 গৌতমোহপি তুরায়ুক্তো মাধবং নবভিঃ শরৈঃ ।
 হৃদি বিব্যাধ সংক্রুদ্ধঃ কল্পপত্রপরিচ্ছদৈঃ ॥ ৪১
 শৈনেয়োহপি ততঃ ক্রুদ্ধশ্চাপমানম্য বেগবান্ ।
 গৌতমান্তকরং তুর্গং সমাধত্ত শিলীমুখম্ ॥ ৪২

রাজন্! যে রূপ সূর্য্যকে রাজ আক্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ
 আপনার পিতৃব্য দেবব্রত ভীষ্ম যুদ্ধক্ষেত্রে কুন্তীকুমার অর্জুনের
 উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৬

জনেশ্বর! সেই সময় আপনার পুত্রগণ রথ, হস্তী, অশ্বগণের
 সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধস্থলে ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করত অবস্থান
 করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিতে থাকিলেন ॥ ৩৭

রাজন্! ভরতশ্রেষ্ঠ! সেইরূপ পাণ্ডব-যোদ্ধারা অর্জুনকে
 চারিদিকে ঘিরিয়া কবচাদিতে সুসজ্জিত অবস্থায় মহাযুদ্ধের জগ্ধ
 প্রস্তুত রহিলেন ॥ ৩৮

রাজন্! সেই সময় ভীষ্মের সম্মুখে অবস্থিত অর্জুনকে
 রূপাচার্য্য পঁচিশ বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৩৯

তখন যে রূপ সিংহ হস্তীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ সাত্যকি
 অগ্রসর হইয়া পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের প্রিয় করিবার জগ্ধ রূপাচার্য্যকে
 খীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪০

ইহাতে রূপাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ততার সহিত মধু-
 বংশজাত সাত্যকির বক্ষঃস্থলে কল্পপত্রভূষিত নয়টি বাণে বিদ্ধ
 করিলেন ॥ ৪১

তখন বেগশালী সাত্যকিও ক্রুদ্ধ হইয়া ধনু আনত করত
 অতিসম্বর তাহার উপর রূপাচার্য্যের অন্তকর একটি বাণ যোজনা
 করিলেন ॥ ৪২

তমাপতস্তং বেগেন শক্রাশনিসমহৃতিম্ ।
 দ্বিধা চিচ্ছেদ সংক্রুদ্ধো দ্রৌণিঃ পরমকোপনঃ ॥ ৪৩
 সমুৎসৃজ্যাথ শৌনেয়ো গৌতমং রথিনাং বরঃ ।
 অভ্যজবদ্ রণে দ্রৌণিং রাহুঃ থে শশিনং যথা ॥ ৪৪
 তস্ত্র দ্রোণমুতশ্চাপং দ্বিধা চিচ্ছেদ ভারত ।
 অথৈনং ছিন্নদধানং তাড়য়ামাস সায়কৈঃ ॥ ৪৫
 সোহগ্ৰং কামুকমাদায় শক্রস্বং ভারসাধনম্ ।
 দ্রৌণিং বষ্ট্যা মহারাজ বাহোরুরসি চাপয়ৎ ॥ ৪৬
 স বিদ্ধো ব্যথিতশ্চৈব মুহূর্তং কশ্মলাযুতঃ ।
 নিষসাদ রথোপস্থে ধ্বজযষ্টিং সমাশ্রিতঃ ॥ ৪৭
 প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং দ্রোণপুংঃ প্রতাপবান্ ।
 বাষ্কর্যং সমরে ক্রুদ্ধো নারাত্চন সমার্পয়ৎ ॥ ৪৮
 শৈনেয়ঃ স তু নিভিভ্য প্রাবিশদ্ ধরনীতলম্ ।
 বসন্তকালে বলবান বিজং সর্পশিশুর্যথা ॥ ৪৯

এই বাণের প্রভাব ইন্দ্রের বজ্রের স্থায় ছিল। তাহাকে
 সবেগে আসিতে দেখিয়া অতিশয় কোপনবভাব অশ্বখামা কুপিত
 হইয়া সেই বাণটিকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৩

তখন রথগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকি রূপাচার্য্যকে পরিত্যাগ
 করিয়া রাহু যে রূপ আকাশে চন্দ্রকে আক্রমণ করে, সেইরূপ
 যুদ্ধস্থলে অশ্বখামার উপর ধাবিত হইলেন ॥ ৪৪

ভারত! তখন দ্রোণপুর অশ্বখামা সাত্যকির গহটিকে দুই খণ্ড
 করিয়া দিলেন এবং ধনু ছিন্ন হইলে তিনি সাত্যকিকে নিজ বাণ-
 সমূহে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫

মহারাজ! তখন সাত্যকি ভারসাধনে সমর্থ এবং শক্রবিনাশক
 অপর একটি ধনু গ্রহণ করিয়া ষাটটি বাণের দ্বারা অশ্বখামার বাহু
 ও বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন ॥ ৪৬

ইহাতে অত্যন্ত আহত ও ব্যথিত হইয়া মুর্ছিত অশ্বখামা
 ধ্বজদণ্ডের উপর আশ্রয় লইয়া মুহূর্তকাল রথের পশ্চাদ্ভাগে
 উপবিষ্ট রহিলেন ॥ ৪৭

তারপর প্রতাপশালী দ্রোণপুর অশ্বখামা সংজ্ঞালাভ করত
 কুপিত হইয়া সমরাদ্ধনে সাত্যকিকে নারাত্চের দ্বারা আঘাত
 করিলেন ॥ ৪৮

এই নারাত্চ তখন সাত্যকিকে ভেদ করিয়া সেইভাবে ধরাভূলে
 প্রবিষ্ট হইল, যে রূপ বসন্তকালে বলবান সর্পশিশু বিলের মধ্যে
 প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ৪৯

অথাপরেণ ভল্লেন মাধবস্ত ধ্বজোন্তমম্ ।
চিচ্ছেদ সমরে জ্যোতিঃ সিংহনাদং মুমোচ হ ॥ ৫০
পুনশ্চৈনং শরৈর্ঘোরৈশ্ছাদয়ামাস ভারত ।
নিদাঘাস্তে মহারাজ যথা মেঘো দিবাকরম্ ॥ ৫১
সাতাকোহপি মহারাজ শরজালং নিহত্য তৎ ।
জ্যোতিমভ্যকিরং তুর্ণং শরজালৈরনেকধা ॥ ৫২
তাপয়ামাস চ জ্যোতিং শৈনেয়ঃ পরবীরহা ।
বিমুক্তো মেঘজালেন যথৈব তপনস্তথা ॥ ৫৩
শরাণাঞ্চ সহস্রেন পুনবেব সমুত্ততঃ ।
সাত্যকিশ্ছাদয়ামাস ননাদ চ মহাবলঃ ॥ ৫৪
দৃষ্ট্বা পুত্রঞ্চ তং গ্রাস্তং রাজ্ঞেব নিশাকরম্ ।
অভ্যজ্ববত শৈনেয়ং ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান ॥ ৫৫

ইহার পর অপর একটি ভল্লের দ্বারা সমরাজ্ঞে অশ্বখামা সাত্যকির উত্তম ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং উঠেঃষরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

ভারত ! মহারাজ ! তদনন্তর যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি পুনরায় স্বীয় ভ্রাতৃর বাণসমূহে সাত্যকিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫১

নয়নশর ! সেই সময় সাত্যকিও ঐ বাণগুলিকে নষ্ট করিয়া দিয়া অতিদ্রুত অশ্বখামার উপর অনেক প্রকার বাণজাল বিস্তার করিলেন ॥ ৫২

তারপর শক্রবীরসংহারকারী যুধামান্যু (সাত্যকি) মেঘজালমুক্ত সূর্য্যের দ্রায় জ্যোতিপুত্র অশ্বখামাকে সন্তাপপ্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩

মহাবল সাত্যকি পুনরায় এক হাজার বাণবর্ষণ করিয়া অশ্বখামাকে আবৃত করিলেন এবং উঠেঃষরে গর্জন করিতে থাকিলেন ॥ ৫৪

শ্রীমদ্রহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্কাস্তর্গত ভীষ্মবধপর্কে অলম্বু ও অভিমহার যুদ্ধবিবয়ক একাধিক শততম অধ্যায়ের অষ্টাদশ সমাপ্ত ।

বিব্যাধ চ স্মৃতীক্সেন পৃথংকেন মহামুধে ।
পরীক্ষণ স্বসুতং রাজন্ বাঞ্চয়ৈনাভিপীড়িতম্ ॥ ৫৬
সাত্যকিস্ত রণে হিতা গুরুপুত্রং মহারথম্ ।
জ্যোৎস্ব বিব্যাধ বিংশত্যা সর্ব্বপারশবৈঃ শরৈঃ ॥ ৫৭
তদন্তরমমেয়াত্মা কৌন্তেয়ঃ শক্রতাপনঃ ।
অভ্যজ্ববদ্ রণে ক্রুদ্ধো জ্যোৎস্ব প্রতি মহারথঃ ॥ ৫৮
ততো জ্যোৎস্ব পার্থশ্চ সমেয়াতাং মহামুধে ।
যথা বৃষ্ণশ্চ শুক্রশ্চ মহারাজ নভস্তলে ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং দৈয়ামিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি অলম্বুশাভিমহাযুদ্ধে
একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০১

যেরূপ রাজ চক্রকে গ্রাস কারয়া থাকে, সেইরূপ সাত্যকির দ্বারা নিজের পুত্রকে গ্রস্ত হইতে দেখিয়া প্রতাপশালী জ্যোৎস্বার্থ্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৫৬

রাজন্ ! সেই মহামুদ্রে সাত্যকি দ্বারা পীড়িত নিজ পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্ত জ্যোৎস্বার্থ্য তীক্ষ্ণবাণসমূহে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৭

তখন সাত্যকি রণক্ষেত্রে গুরুপুত্র মহারথী অশ্বখামাকে পরিহার করিয়া সম্পূর্ণভাগ লৌহের দ্বারা নির্মিত বিশটি বাণে জ্যোৎস্বার্থ্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৮

এই সময় শক্রসংগ্রামক অপরিমিত আত্মাশ্রয় মহারথী অর্জুন যুদ্ধস্থলে কুপিত হইয়া জ্যোৎস্বার্থ্যের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ৫৯

মহারাজ ! তাহার পর জ্যোৎস্বার্থ্য ও অর্জুন সেই মহামুদ্রে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন । তখন মনে হইল,—আকাশে বৃষ্ণ ও শুক্র পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৬০

দ্ব্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

[দ্রোণাচার্য্যেণ স্ত্রশিক্ষণা চ সহাজুনস্য যুদ্ধম্, ভীমসেনেন গজসৈন্তানাং সংহারশ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

কথং দ্রোণো মহেষ্ণাসঃ পাণ্ডবশ্চ ধনঞ্জয়ঃ ।

সমীয়তু রণে যন্তৌ তাবুভৌ পুরুষধৌ ॥ ১

প্রিয়ো হি পাণ্ডবো নিত্যং ভারদ্বাজস্ত ধামতঃ ।

আচার্য্যশ্চ রণে নিত্যং প্রিয়ঃ পার্থশ্চ সঞ্জয় ॥ ২

তাবুভৌ রথিনৌ সংখ্যে হ্যস্তৌ সিংহাবিবোংকটৌ ।

কথং সমীয়তুযন্তৌ ভারদ্বাজ-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ ।

ন দ্রোণঃ সমরে পার্থং জানীতে প্রিয়মাশ্রয়ঃ ।

ক্ষত্রধর্ম্যং পুরস্কৃত্য পার্থো বা গুরুমাহবে ॥ ৪

ন ক্ষত্রিয়া রণে রাজন্ বর্জয়ন্তি পরস্পরম্ ।

নির্মধ্যাদং হি যুধ্যন্তে পিতৃভিত্ত্বাত্তিভিঃ সহ ॥ ৫

রণে ভারত পার্থেন দ্রোণো বিজজ্জিভিঃ শরৈঃ ।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় ।

[দ্রোণাচার্য্য ও স্ত্রশিক্ষার সহিত অর্জুনের যুদ্ধ এবং ভীমসেন কর্তৃক গজসৈন্তের সংহার ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! মহাপুরুষের দ্রোণ ও পাণ্ডুনন্দন অর্জুন—এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ রণাঙ্গনে কিরূপ প্রযত্ন করিয়া পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন? ১

সূত! যুদ্ধে পরম জানী দ্রোণাচার্য্যের নিকট পাণ্ডুপুত্র অর্জুন সদাই প্রিয় ছিল এবং অর্জুনেরও আচার্য্য দ্রোণ রণাঙ্গনে সর্বদা প্রিয় ছিলেন ॥ ২

সেইদিন সংগ্রামক্ষেত্রে দুইটি প্রচণ্ড সিংহের ক্রায় হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ এই দুই মহারথী দ্রোণাচার্য্য এবং ধনঞ্জয় কিরূপ প্রচেষ্টার দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন? ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সমরারণে দ্রোণাচার্য্য অর্জুনকে নিজের প্রিয় মনে করিতেন না এবং অর্জুনও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের কথা চিন্তা করিয়া যুদ্ধস্থলে গুরু দ্রোণাচার্য্যকে নিজের প্রিয় বোধ করিতেন না ॥ ৪

রাজন্! ক্ষত্রিয়গণ রণাঙ্গনে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া কাহাকেও বর্জন করেন না। তাঁহারা পিতা ও ভ্রাতৃবৃন্দের সহিতও মর্যাদাশূন্য (আত্মীয়তা প্রভৃতি সম্পর্কহীন) হইয়া যুদ্ধ করেন ॥ ৫

ভারত! সেই রণাঙ্গনে অর্জুন দ্রোণাচার্য্যকে তিনটি বাণে

নাচিস্তয়চ্চ তান্ বাণান্ পার্থচাপচ্যুতান্ যুধি ॥ ৬

শরবৃষ্টা পুনঃ পার্থশ্ছাদয়ামাস তং রণে ।

স প্রজজ্বাল রোষণে গহনেনহগ্নিরিবোজ্জিতঃ ॥ ৭

ততোহর্জুনং রণে দ্রোণঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ।

ছাদয়ামাস রাজেন্দ্র নচিরাদেব ভারত ॥ ৮

ততো দুর্যোধনো রাজা স্ত্রশিক্ষাগমচোদয়ং ।

দ্রোণস্ত সমরে রাজন্ পার্থিগ্রহণ কারণং ॥ ৯

ত্রিগুর্ভরাড়পি ক্রুদ্ধো ভূশমায়মা কাম্মুকম্ ।

ছাদয়ামাস সমবে পার্থং বাণৈরযোমুখৈঃ ॥ ১০

তাভ্যং মুক্তাঃ শরা রাজন্নহুদিক্ষে বিবেজিরে ।

হংসা ইব মহারাজ শরংকালে নভস্তলে ॥ ১১

তে শরাঃ প্রাপ্য কৌন্তেয়ং সমমৃদ্য দিশিগুঃ প্রভো

ফলভারনং যদ্বৎ স্যাদ্ বৃক্ষং বিহঙ্গমাঃ ॥ ১২

শিখ করিলেন! কিন্তু অর্জুনের দশ হইতে নিক্রান্ত সেই বাণ-
গুলিকে যুদ্ধস্থলে দ্রোণাচার্য্য গ্রাহ্যই করিলেন না ॥ ৬

তখন পুনরায় অর্জুন রণাঙ্গনে স্বীয় বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি রোষবশতঃ জলিয়া উঠিলেন। তাহাতে মনে হইল—বনে দাবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে ॥ ৭

ভরতনন্দন! রাজেন্দ্র! তারপর দ্রোণাচার্য্য আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে রণাঙ্গনে অর্জুনকে অতিক্রান্ত আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ৮

রাজন্! তখন রাজা দুর্যোধন সমরারণে দ্রোণাচার্য্যের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিবার জন্ত স্ত্রশিক্ষাকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৯

তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া ত্রিগুর্ভরাজ স্ত্রশিক্ষাও সমরস্থলে ক্রোধের সহিত স্বীয় ধনুটিকে আকর্ষণ করিয়া লৌহমুখ বাণসমূহে অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১০

মহারাজ! যেরূপ শরংকালে আকাশে হংসজ্ঞীকে উড়িতে দেখা যায়, সেইরূপ ইহাদের উভয়ের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ আকাশে শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১১

প্রভো! সেই বাণগুলি চারিদিক দিয়া কুন্তীকুমার অর্জুনের উপর পতিত হইয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ইহাতে মনে হইতেছিল—ফলসমূহের ভারে নত আদিষ্ট বৃক্ষের উপর চারিদিক হইতে বহু পক্ষী আসিয়া উপবেশন করিতেছে ॥ ১২

অৰ্জুনস্ত রণে নাদং বিনষ্ট রথিনাং বরঃ ।
 ত্রিগুণ্তরাজং সমরে সপুত্রং বিব্যাধে শরৈঃ ॥ ১৩
 তে বধ্যমানাঃ পার্থেন কালেনেব যুগক্ষয়ে ।
 পার্থমেবাভ্যবর্তন্ত মরণে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ১৪
 মুমুচুঃ শরবৃষ্টিং পাণ্ডবস্ত রথং প্রাতি ।
 শরবৃষ্টিং ততস্তাং তু শরবর্ষৈঃ সমস্ততঃ ॥ ১৫
 প্রতিজ্ঞগ্রাহ রাজেন্দ্র তোয়বৃষ্টিমিবাচলঃ ।
 তত্রাস্তুতমপশ্যাম বীভৎসোর্হস্তলাঘবম্ ॥ ১৬
 বিমুক্তাঃ বহুভির্ঘোষৈঃ শরবৃষ্টিং হুরাসদাম্ ।
 যদেকো বারয়ামাস মারুতোহভ্রগণানিব ॥ ১৭
 কশ্মণা তেন পার্থস্ত তুতুষুর্দেব দানবাঃ ।
 অথ ক্রুদ্ধো রণে পার্থঃত্রিগুণ্তান্ প্রতি ভারত ॥ ১৮
 মুমোচাস্ত্রং মহারাজ বায়ব্যং পৃথনামুখে ।
 প্রোহুরাসীং ততো বায়ুঃ ক্ষোভয়াণো নভস্তলম্ ॥ ১৯
 পাতয়ন্ বৈ তরুগণান্ বিনিষ্টুংশ্চৈব সৈনিকান্ ।

১৩-১৬ রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন সিংহনাদ করিয়া
 রণাঙ্গনে পুত্রের সহিত ত্রিগুণ্তরাজ অশ্বাকে স্বীয় বাণসমূহে বিদ্ধ
 করিলেন ॥ ১৩

যেদ্রপ প্রথমকালে সাক্ষাৎ কাল জীবজগৎকে সংহার করিয়া
 থাকেন, সেইরূপ অর্জুনের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া ত্রিগুণ্তদেশীয় সৈন্যগণ
 মরণেরই নিশ্চয় করত তাঁহার দিকেই খাতিত হইল ॥ ১৪

তাহারা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের রথের উপর বাণসমূহের বর্ষণ
 আরম্ভ করিয়া দিল। রাজেন্দ্র! অর্জুন চারিদিক হইতে বর্ষিত
 এই বাণবর্ষণ সেই ভাবে গ্রহণ করিলেন, যেদ্রপ পর্বত জলবর্ষণ
 ধারণ করিয়া থাকে ॥

সেই যুদ্ধে আমরা অর্জুনের হস্তের অদ্ভুত অস্ত্রচালনা-নৈপুণ্য
 দেখিলাম। যেদ্রপ বায়ু মেঘকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ
 বহুসংখ্যক ঘোকার দ্বারা কৃত দুঃসহ বাণবর্ষণ তিনি একাকীই
 নিবারণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৫-১৭

মহারাজ! অর্জুনের সেই পরাক্রমে দেবতা ও দানবগণ
 সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। ভারত! তদনন্তর ক্রুদ্ধ অর্জুন যুদ্ধের
 সম্মুখভাগে ত্রিগুণ্তসৈন্যদের দিকে লক্ষ্য করিয়া বায়ব্যাস্ত্র
 প্রয়োগ করিলেন; তাহাতে আকাশকে বিদ্ধকরা বীজ বায়ু
 প্রোহুর্ভূত হইল, বাহা বৃক্ষসমূহ পাতিত করিতে করিতে সৈন্য-
 দিগকে সংহার করিতে লাগিল ॥

ততো দ্রোণোহভিবীক্যৈব বায়ব্যাস্ত্রং সুদারুণম্ ॥২০
 শৈলমস্তম্মহারাজ ঘোরমস্ত্রং মুমোচ হ ।
 দ্রোণেন যুধি নিমূক্তে তন্নিম্নস্ত্রে নরাধিপ ॥ ২১
 প্রশশাম ততো বায়ুঃ প্রশস্তাশ্চ দিশো দশ ।
 ততঃ পাণ্ডুসুতো বীরস্ত্রিগুণ্তস্ত রথত্রজান্ ॥ ২২
 নিরুৎসাহান্ রণে চক্রে বিমুখান্ বিপরাক্রমান্ ।
 ততো দুর্ঘ্যোধনশ্চৈব কৃপশ্চ রথিনাং বরঃ ॥২৩
 অশ্বখামা তথা শল্যঃ কাছোজশ্চ সুদক্ষিণঃ ।
 বিন্দাহুবিন্দাবাবস্ত্যৌ বাহ্লিকঃ সহ বাহ্লিকৈঃ ॥ ২৪
 মহতা রথবংশেন পার্থস্তাবারয়ন্ দিশঃ ।
 তথৈব ভগদত্তশ্চ শ্রুতায়ুশ্চ মহাবলঃ ॥ ২৫
 গজানৌকেন ভীমস্ত্র্য তাববারয়তাং দিশঃ ।
 ভূরিশ্রবাঃ শলশ্চৈব সৌবলশ্চ বিশাম্পতে ॥ ২৬
 শরৌঘৈবিমলৈস্তীক্ষ্ণৈর্মাজীপুত্রাববারয়ন্ ।
 ভীষ্মস্ত্র সংহতঃ সংখ্যো ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সৈনিকৈঃ ॥২৭

মহারাজ! তদনন্তর দ্রোণাচাৰ্য্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বায়ব্যাস্ত্রকে
 দেখিয়া তাহাকে নিবারণ করিবার জন্য ভয়ানক পর্বতাস্ত্র প্রয়োগ
 করিলেন ॥

নরাধিপ! দ্রোণাচাৰ্য্য কর্তৃক পর্বতাস্ত্রের প্রয়োগ হইলে বায়ু
 শাস্ত হইল এবং দিক্‌সমূহ প্রশস্ত হইল ॥

তখন বীরবর পাণ্ডুপুত্র অর্জুন ত্রিগুণ্তরাজের রথসমূহকে উৎসাহ-
 রহিত ও পরাক্রমশূন্য করিয়া তাহাদিগকে রণ-বিমুখ করিয়া
 দিলেন ॥

তখন রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃপাচাৰ্য্য, দুর্ঘ্যোধন, অশ্বখামা,
 শল্য, কাছোজরাজ সুদক্ষিণ, অবস্তীদেশের রাজকুমার বিন্দ ও
 অহুবিন্দ এবং বাহ্লীকদেশীয় সৈন্যবাহিনীর সহিত রাজা বাহ্লীক
 এই সব রথিগণের বিশাল সৈন্যের দ্বারা অর্জুনের সকল দিক্
 অর্থাৎ সকল পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥

সেইরূপ ভগদত্ত ও মহাবল শ্রুতায়ু হস্তী সৈন্যদ্বারা ভীম-
 সেনের চারিদিক আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥

প্রজানাথ! ভূরিশ্রবা, শল এবং শকুনি তীক্ষ্ণ ও নির্মল বাণ-
 সমূহ বর্ষণ করিতে করিতে মাদ্রীনন্দন নকুল ও সহদেবকে
 আচ্ছাদিত করিলেন ॥

ভীষ্ম সৈন্যগণের সহিত ও আপনার পুত্রদিগের সহিত
 সংগঠিত হইয়া যুদ্ধে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া
 তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥

ঈরং সমাসাশ্চ সৰ্ব্বতঃ পৰ্য্যবারয়ৎ ।
 আপতন্তুং গজানীকং দৃষ্ট্বা পার্থো বৃকোদরঃ ॥ ২৮
 লেলিহন্ সৃষ্ণিণী বীরো যুগরাড়িব কাননে ।
 ভীমস্ত রথিনাং শ্ৰেষ্ঠো গদাং গৃহ্য মহাহবে ॥ ২৯
 অবপ্লুত্যা রথাং তূর্ণ্য তব সৈন্তান্ভীষয়ৎ ।
 তমুদ্বীক্ষ্য গদাহস্তং ততস্তে গজসাদিনঃ ॥ ৩০
 পরিবক্র রণে যন্তা ভীমসেনং সমস্ততঃ ।
 গজমধ্যমমুপ্রাপ্তঃ পাণ্ডবঃ স ব্যরাজত ॥ ৩১
 মেঘজালস্ত মহতো যথা মধ্যগতো রবিঃ ।
 ব্যাধমৎ স গজানীকং গদয়া পাণ্ডবর্ষভঃ ॥ ৩২
 মহাভ্রজালমতুলং মাতরিস্থেব সমস্ততম্ ।
 তে বধ্যমানা বলিনাং ভীমসেনেন দন্তিনঃ ॥ ৩৩
 আর্তনাদং রণে চক্ৰুর্গর্জন্তো জলদা ইব ।
 বহুধা দারিতশ্চৈব বিষাগৈস্তত্র দন্তিভিঃ ॥ ৩৪

হস্তী সৈন্তাদিগকে আসিতে দেখিয়া বীর কুন্তীনন্দন ভীমসেন
 ঘেরূপ বনে সিংহ নিজের মুখের ছই প্রান্ত চাটিতে থাকে, সেইরূপ
 মুখের দুই প্রান্তভাগ জিহবার দ্বারা চাটিতে লাগিলেন ।

তারপর মহাসমরে রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমসেন গদা লইয়া
 অতি দ্রুত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং আপনার সৈন্ত-
 দিগকে ভীত করিয়া তুলিলেন ।

গদাহাতে ভীমসেনকে দেখিয়া সেই গজারোহী সৈন্তরা
 তাঁহাকে যত্নসহকারে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল ।

সেই গজসৈন্তের মধ্যে দণ্ডায়মান পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন মহা-
 মেঘসমূহের মধ্যে স্থিত সূর্য্যের আয় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ।

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভীমসেন স্বীয় গদার আঘাতে সম্পূর্ণ গজসৈন্তকে
 সেইরূপে নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, ঘেরূপ বায়ু মহামেঘের চারিদিকে
 বিস্তৃত অতুলনীয় সমাবেশকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া থাকে ।

মহাবল ভীমসেনের গদার আঘাতে আহত হইয়া দন্তশোভিত
 বহু হাতী যুদ্ধস্থলে গর্জনরত মেঘের আয় আর্তনাদ করিতে
 লাগিল ।

শ্রীমদ্বর্হি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তগত ভীষ্মবধপর্বের ভীমসেনের পরাক্রমবিষয়ক
 দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

ফুল্লাশোকনিভঃ পার্থঃ শুশুভে রণমুধনি ।
 বিবাণে দন্তিনং গৃহ্য নিবিষাগমথাকরোং ॥ ৩৫
 বিবাণেন চ তেনৈব কুস্তেভ্যাহত্য দন্তিনম্ ।
 পাতয়ামাস সমরে দণ্ডহস্ত ইবাস্তকঃ ॥ ৩৬
 শোণিতাক্রাং গদাং বিভ্রম্মেদোমজ্জাকৃতচ্ছবিঃ ।
 কৃতভাজঃ শোণিতেন রুদ্রবৎ প্রতাদৃশ্যত ॥ ৩৭
 এবং তে বধ্যমানাস্চ হতশেষা মহাগজাঃ ।
 প্রোদ্রবন্ত দিশো রাজন্ বিমৃদগহুঃ স্বকং বলম্ ॥ ৩৮
 দ্রবন্তিস্তৈর্মহানাগৈঃ সমস্তাদ্ ভরতর্ষভ ।
 হৃর্যোধানবলং সর্বং পুনরাসীং পরাঙমুখম্ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীমপরাক্রমে
 দ্ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০২

সেই সময় হাতীদিগের দন্তে বিদারিত হইয়া ভীমসেন যুদ্ধের
 অগ্রভাগে বিকসিত অশোকপুষ্পের আয় শোভা পাইতে
 লাগিলেন ।

তখন ভীমসেন কোন কোন দন্তযুক্ত হস্তীর দন্তধারণ করত
 তাহা উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন এবং সেই হস্তীকে দন্তহীন
 করিলেন । তারপর সেই দন্তের দ্বারা সেই হস্তীর কুণ্ডলে
 প্রহার করত দণ্ডধারী যমরাজের আয় তাহাকে নিহত করিয়া
 ভূপাতিত করিলেন ॥ ১৮-৩৬

রক্তে রঞ্জিতা গদা গ্রহণপূর্বক মেঘ ও মজ্জার লেপনে নিজের
 শোভা বিকৃত করিয়া তাহার উপর রক্তের দ্বারা লিপ্ত হইয়া
 ভীমসেন ভগবান্ রুদ্রদেবের দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ৩৭

রাজন্! এইরূপে ভীমসেনের প্রহার খাইয়া হতাবশিষ্ট
 মহাগজগণ আপনার সৈন্তদিগকে পিষ্ট করিতে করিতে চারিদিকে
 পলায়ন করিল ॥ ৩৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! পলায়নপর সেই গজরাজগণের সহিতই হৃর্যোধানের
 সকল সৈন্তরাও পুনরায় যুদ্ধবিমুখ হইয়া পড়িল ॥ ৩৯

ত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

[উভয়-পক্ষয়োঃ সৈন্তানাং তুমুলং যুদ্ধম্, রক্তময্যাঃ রণনত্যা বর্ণনঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

মধ্যান্ধিনে মহারাজ সংগ্রামঃ সমপত্তত ।
লোকক্ষয়করো রৌদ্রো ভীষ্মস্ত সহ সোমকৈঃ ॥ ১
গাঙ্গেয়ো রথিনাং শ্রেষ্ঠঃ পাণ্ডবানামনৌকিনীম্ ।
ব্যধমগ্নিশিতৈর্বাণৈঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ২
সম্মমর্দ চ তৎ সৈন্যং পিতা দেবব্রতস্তব ।
ধাত্তানামিব লুনানাং প্রকরং গোগণা ইব ॥ ৩
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ বিরাতৌ দ্রুপদস্তথা ।
ভীষ্মমাস্ত্র সমরে শরৈর্জঘ্নুর্মহারথম্ ॥ ৪
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ ততো বিদ্ধবা বিরাতঞ্চ শরৈঃস্বিভিঃ ।
দ্রুপদস্ত চ নারাচং শ্রেষ্যামাস ভারত ॥ ৫
তেন বিদ্ধা মহেশ্বালা ভীষ্মেণামিত্রকর্ষণা ।
চূক্রধুঃ সমরে রাজন্ পাদস্পৃষ্টা ইবোরগাঃ ॥ ৬
শিখণ্ডী তঞ্চ বিব্যাধ ভারতানাং পিতামহম্ ।

ত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

[উভয় পক্ষের সৈন্যাদিগের তুমুল যুদ্ধ এবং রক্তময়ী রণ-নদীর বর্ণন]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! মধ্যাহ্ন সময়ে সোমকগণের সহিত ভীষ্মের লোকক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥ ১

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গজানন্দন ভীষ্ম শত শত ও সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া পাণ্ডবদিগের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ২

রাজন্ ! গরুর পাল যেরূপ ছিন্ন ধান্যের গুচ্ছগুলিকে মর্দিত করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনাদি পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম সেই সৈন্যবাহিনীকে মর্দিত করিতে থাকিলেন ॥ ৩

তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বিরাত ও দ্রুপদ সমরক্ষেত্রে মহারথী ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বাণসমূহে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪

ভারত ! তখনস্তর ভীষ্ম বিরাত ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিনটি করিয়া বাণে বিদ্ধ করত দ্রুপদের উপর একটি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫

রাজন্ ! শক্রসূরন ভীষ্ম কর্তৃক বাণবিদ্ধ হইয়া সেই মহাবলবীরগণ পদাহত সর্পের দ্বায় রণক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ৬

শিখণ্ডী ভারতবংশীয় পিতামহ ভীষ্মকে তখন বাণবিদ্ধ

ক্রীময়ঃ মনসা ধ্যায়া নাস্থৈ প্রাহরদচূতঃ ॥ ৭

ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত সমরে ক্রোধেনাগ্নিরিব জ্বলন্ ।

পিতামহং ত্রিভির্বাণৈর্বাছোকুরসি চার্ণয়ৎ ॥ ৮

দ্রুপদঃ পঞ্চবিংশত্যা বিরাতৌ দশভিঃ শরৈঃ ।

শিখণ্ডী পঞ্চবিংশত্যা ভীষ্মং বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥ ৯

সৌহৃতিবিন্ধো মহারাজ শোণিতৌষপরিপ্লুতঃ ।

বসন্তে পুষ্পণবলো রক্তাশোক ইবাবভৌ ॥ ১০

তান্ প্রত্যবিধ্যদ্ গাঙ্গেয়স্ত্রিভিত্তিভিরজিহ্মগৈঃ ।

দ্রুপদস্ত চ ভল্লেন ধমুশ্চিচ্ছেদ মারিষ ॥ ১১

সৌহৃৎ কাম্যুর্কমাদায় ভীষ্মং বিব্যাধ পঞ্চভিঃ ।

সারথিঞ্চ ত্রিভির্বাণৈঃ স্মৃশিতৈ রণমূর্ধনি ॥ ১২

তথা ভীমো মহারাজ দ্রৌপত্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ ।

কেকয়া ভ্রাতরঃ পঞ্চ সাত্যকিশ্চৈব সাততঃ ॥ ১৩

করিলেন । কিন্তু মনে মনে তাঁহার স্বী-রূপের কথা চিন্তা করিয়া স্ব-মর্যাদা হইতে অবিচ্যুত ভীষ্ম তাঁহার উপর বাণ প্রহার করিলেন না ॥ ৭

সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন রণস্থলে ক্রোধে অগ্নিতুল্য জলিয়া উঠিলেন । তিনি সেই সময় তিন-টি বাণে পিতামহ ভীষ্মের বক্ষঃস্থল ও বাহুতে আঘাত করিলেন ॥ ৮

দ্রুপদ পচিশ, বিরাত দশ ও শিখণ্ডী পচিশটি সায়ক (বাণ) প্রহার করিয়া তাঁহাকে আহত করিলেন ॥ ৯

মহারাজ ! সেই সায়কসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া তিনি রক্তপ্রবাহে পরিপ্লুত হইলেন এবং বসন্ত ঋতুতে পুষ্পসমূহে পরি-পূর্ণ অশোকবৃক্ষের দ্বায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১০

আর্য্য ! সেই সময় গজানন্দন ভীষ্ম তাঁহাদের সকলকেই সরলগামী তিনটি তিনটি করিয়া বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং একটি ভল্লের দ্বারা দ্রুপদের ধমু ছিন্ন করিলেন ॥ ১১

তখন তিনি অপর একটি ধমু হাতে লইয়া যুদ্ধের অগ্রভাগে তীক্ষ্ণ পাঁচটি বাণে ভীষ্মকে এবং অপর তিনটি বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২

মহারাজ ! ভীষ্ম, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়-রাজকুমারগণ, সাততবংশীয় সাত্যকি, ধৃষ্টিরাতি পাণ্ডবসৈন্যগণ

অভ্যঙ্গবস্ত্র গাঙ্গেয়ঃ যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ।
 রিরক্ষিষন্তুঃ পাঞ্চাল্যঃ ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ ॥ ১৫
 তথৈব তাবকাঃ সৰ্বে ভীষ্মরক্ষার্থমুজ্জতাঃ ।
 প্রহ্লাদযুগ্মঃ পাণ্ডুসেনাঃ সহসৈন্তা নরাধিপ ॥ ১৫
 অত্রাসীৎ সুমহদ্ যুদ্ধং তব তেযাঞ্চ সঙ্কলম্ ।
 নরাশ্ব-রথনাগানান্ যমরাষ্ট্রবিবৰ্ধনম্ ॥ ১৬
 রথী রথিনমাসাদ্য প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্ ।
 তথৈতরান্ সমাসাদ্য নর-নাগাশ্বনাদিনঃ ॥ ১৭
 অনয়ন্ পরলোকায় শরৈঃ সন্নতপৰ্বভিঃ ।
 শরৈশ্চ বিবিধৈধৌরৈস্তত্র তত্র বিশাম্পতে ॥ ১৮
 রথাস্ত রথিভিহীনা হতসারথয়স্তথা ।
 বিপ্রক্রতাশ্বাঃ সমরে দিশো জগ্মুঃ সমন্ততঃ ॥ ১৯
 যুদগন্তস্তে নরান্ রাজান্ হয়ান্শ্চ সুবহূন্ রণে ।
 বাতায়মানা দৃশ্যন্তে গন্ধৰ্বনগরোপমাঃ ॥ ২০

এবং ধৃষ্টদ্যুম্নাদি পাঞ্চালসৈন্তগণ জগদকে রক্ষা করিবার জন্ত
 গজানন্দন ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৩-১৪

নরেশ্বর! এইরূপ আপনার সমস্ত যোদ্ধারা ভীষ্মকে রক্ষা
 করিবার জন্ত সৈন্তগণের সহিত উজ্জত হইয়া পাণ্ডবসৈন্তদের
 উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৫

তখন সেখানে পদাতি, অশ্বরোহী, রথী ও গজারোহী
 সৈন্তদের মধ্যে অভ্যঙ্গ ভয়ঙ্কর ব্যাপক যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা
 কেবল যমরাজ্যেরই বৃদ্ধিকর ছিল ॥ ১৬

রথী যোদ্ধা রথীর সম্মুখে আসিয়া তাহাকে সমালয়ে পাঠাইয়া
 দিলেন। পদাতি, গজারোহী ও অশ্বরোহীরাও পরস্পরের
 সম্মুখীন হইয়া একপই করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

প্রজানাত! সেই যুদ্ধস্থলে যেখানে সেখানে সকল যোদ্ধারা
 আনতপৰ্ব্বযুক্ত নানাবিধ ভয়ঙ্কর বাণসমূহে স্বীয় বিপক্ষদিগকে
 পরলোকে প্রেরণ করিতে থাকিলেন ॥ ১৮

সারথিহীন বহু রথ রথিগণশূন্য হইয়া রণাঙ্গনে পলায়নপর
 অশ্বদিগের সহিত চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল ॥ ১৯

রাজান! এই সব রথ রণস্থলে আপনার বহুসংখ্যক পদাতি-
 সৈন্ত ও অশ্বদিগকে মর্দিত করিতে করিতে বায়ুদৃশ ভীষণভাবে
 পলায়ন করিতেছিল এবং তখন তাহারা গন্ধৰ্বনগরের জ্ঞায়
 প্রতীয়মান হইতেছিল ॥ ২০

রথিনশ্চ রথৈহীনা বমিগন্তেজস্মা যুতাঃ ।
 কুণ্ডলোক্ষীষিণঃ সৰ্বে নিষ্কান্দবিভূষণাঃ ॥ ২১
 দেবপুত্রসমাঃ সৰ্বে শৌৰ্য্যে শক্রসমা যুধি ।
 স্বাক্ষা বৈশ্রবণং চাতি নয়েন চ বৃহস্পতিম্ ॥ ২২
 সৰ্বলোকেশ্বরাঃ শূরাস্তত্র তত্র বিশাম্পতে ।
 বিপ্রক্রতা ব্যদৃশ্যন্ত প্রাকৃতা ইব মানবাঃ ॥ ২৩
 দন্তিনশ্চ নরশ্রেষ্ঠ হীনাঃ পরমসাদিভিঃ ।
 যুদগন্তঃ স্বাশ্বানীকানি নিপেতুঃ সৰ্ব্বশকগাঃ ॥ ২৪
 চর্মভিশ্চামরৈশ্চিহ্নৈঃ পতাকাভিশ্চ মারিষ ।
 ছত্রৈঃ সিতৈর্হেমদণ্ডৈশ্চামরৈশ্চ সমস্ততঃ ॥ ২৫
 বিশীর্ণৈবিশ্রদ্ধাবস্তো দৃশ্যন্তে স্ম দিশো দশ ।
 নবমেঘপ্রতীকাশা জলদোপমনিঃস্বনাঃ ॥ ২৬
 তথৈব দন্তিভিহীনা গজারোহা বিশাম্পতে ।
 প্রধাবন্তোহব্দৃশ্যন্ত তব তেযাঞ্চ সঙ্কলে ॥ ২৭

প্রজানাত! বহু রথী রথসমূহহীন হইয়া পাড়িয়াছিলেন।
 তাহারা কবচ, কুণ্ডল ও উক্ষীষ (পাগড়ী) ধারণ করিয়া অতিশয়
 তেজস্বী দেখাইতেছিলেন। ইহারা সকলে কঠে স্বর্ণময় পদক
 এবং বাহুতে অঙ্গদ ধারণ করিয়াছিলেন। ইহারা দেখিতে
 দেবকুমারগণের জায় সুন্দর এবং ইজ্জসদৃশ শৌণ্ড্যশালী ছিলেন।
 ইহারা সমুদ্বিগ্নে কুবের ও নীতিজ্ঞানে বৃহস্পতি হইতেও অধিক
 ছিলেন। একপ সৰ্বলোকেশ্বর বীরবরণকেও রথহীন হইয়া
 গ্রামীণ সাধারণ মূখ্যদিগের জায় ধোদকে সেদিকে পলায়ন
 করিতে দেখা যাইল ॥ ২১ ২৩

নরশ্রেষ্ঠ! বহু দন্তভূষিত হাতী নিজের শ্রেষ্ঠ আরোহীশূন্য
 হইয়া নিজেদেরই সৈন্তবাহিনীকে মর্দন করিতে করিতে প্রত্যেক
 শব্দের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়াইতে লাগিল ॥ ২৪

মাননীয় মহারাজ! ঢাল, বিচিত্র চামর, পতাকা, শেতচ্ছত্র,
 সুবর্ণদণ্ডভূষিত চামর—এই সকল বস্তু চারিদিকে পতিত আছে
 —দেখা যাইল এবং নৃতন মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হাতীরা
 মেঘতুল্য গর্জন করিতে করিতে নানা দিকে দৌড়াইতেছে—
 ইহাও দেখা যাইল ॥ ২৫-২৬

প্রজানাত! এইরূপ হস্তিশূন্য হস্ত্যারোহী যোদ্ধারাও আপনার
 এবং পাণ্ডবদিগের সেই ভয়ানক যুদ্ধে এদিকে ওদিকে দৌড়াই-
 তেছেন—দেখা যাইল ॥ ২৭

নানাদেশসমুখাংশে তুরগান্ হেমভূষিতান্ ।
 বাতায়মানান্ভ্রাক্ষং শতশোহিতং সহশ্রশঃ ॥ ২৮
 অশ্বারোহান্ হতৈরশ্বৈর্গৃহীতাসীন্ সমস্ততঃ ।
 ভ্রবমাগানশ্চাম্ভ্রাব্যমাগাংশ্চ সংযুগে ॥ ২৯
 গজো গজং সমাসাদ্য ভ্রবমাগং মহাহবে ।
 যযৌ প্রমুদ্য তরসা পাদাতান্ বাজিনস্তথা ॥ ৩০
 তথৈব চ রথান্ বাজন্ প্রমমদ রণে গজঃ ।
 রথশৈশ্চব সমাসাদ্য পতিতাংস্তুরগান্ ভুবি ॥ ৩১
 বায়ুদগ্নং সগরে রাজ্যংস্তুরগাশ্চ নরান্ রণে ।
 এবং তে বহুধা রাজন্ প্রতামুদগ্নন্ পরস্পরম্ ॥ ৩২
 তস্মিন্ রৌদ্রে তথা যুদ্ধে ভূতমানে মহাভয়ে ।
 প্রাবর্তত নদী যোয়া শোণিতাস্থতরঙ্গিনী ॥ ৩৩
 অস্থিসজ্জ্বাতিসম্বাধা কেশশৈবলশাদলা ।
 রথহুদা শরাবর্তা তযমীনা ছুরাসদা ॥ ৩৪

নানা দেশ হইতে উৎপন্ন, স্বর্ণভূষিত এবং বায়ুসদৃশ তীর
 বেগশালী শত শত ও সহস্র সহস্র অশ্বকেও আমি রণভূমি হইতে
 পলায়ন করিতে দেখিলাম ॥ ২৮

আমরা যুদ্ধে বহুসংখ্যক অশ্বারোহীকে দেখিলাম, যাহারা
 অশ্ব নিহত হইলে পর হাতে তরবারি লইয়া পলায়ন করিতেছে
 এবং শত্রুরা তাহাদিগকে বিভাড়িত করিতেছে ॥ ২৯

সেই মহাসংগ্রামে একটি হাতী পলায়ন করিতে করিতে
 অন্য এক হাতীর নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় বেগে বহু পদাতি
 সৈন্যকে এবং অশ্বদিগকে মর্দন পূর্বক তাহার অঙ্গসরণ করিতে
 লাগিল ॥ ৩০

রাজন্! এইরূপ সেই রণাঙ্গনে এক হাতী বহু রথকে
 চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং বহু রথও ক্ষতলে পতিত
 অশ্বগণকে পিষ্ট করিয়া পলায়ন করিল ॥ ৩১

রাজন্! সমরালয়ে বহুসংখ্যক অশ্ব প্রভূত পদাতি সৈন্য
 পেষণ করিয়াছিল। নৃপ! এইরূপ সৈন্যরাও আবার পরস্পর
 পরস্পরকে নানাভাবে পিষ্ট করিতে লাগিল ॥ ৩২

সেই মহাভয়ঙ্কর ঘোরতর যুদ্ধে রক্ত ও অস্ত্রের (আঁতের) তরঙ্গ-
 যুক্ত এক ভয়ানক নদী প্রবাহিত হইল ॥ ৩৩

বহু অস্থিরূপ শিলাখণ্ডসমূহে এই নদী পূর্ণা ছিল কেশসমূহ
 ঐ নদীর শৈবাল (শেওলা) ও ঘাসের দ্বারা ছিল। রথসমূহ
 হ্রদ ও বাণশ্রেণী ঘূর্ণীর সদৃশ প্রভৃতি হইতেছিল। অশ্বগণ
 এই ছুরতীক্রমণীরা নদীর মৎস্যসদৃশ ছিল ॥ ৩৪

শীর্ষোপলসমকীর্ণা হস্তিগ্রাহসমাকুলা ।
 কবচোক্ষীষফেনোঘা ধমূর্বগাসিকচ্ছপা ॥ ৩৫
 পতাকাধ্বজবৃক্ষাঢ্যা মর্তাকুলাপহারিণী ।
 ক্রব্যাদহংসসঙ্কীর্ণা যমরাষ্ট্রবিবৰ্ণনী ॥ ৩৬
 তাং নদীং ক্ষত্রিয়াঃ শূরা রথ-নাগ-হয়শ্লবৈঃ ।
 প্রতেরুর্বহবো রাজন্ ভয়ং ত্যক্ত্বা মহারথাঃ ॥ ৩৭
 অপোবাহ রণে ভীক্ৰন্ কশ্মলেনাভিসংবৃতান্ ।
 যথা বৈতরণী প্রেতান্ প্রেতরাজপুং প্রতি ॥ ৩৮
 প্রাক্রোশন্ ক্ষত্রিয়াস্তত্র দৃষ্ট্বা তদ্বৈশংসং মহৎ ।
 দুর্ঘোষনাপরাগেন গচ্ছন্তি ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৩৯
 গুণবৎস কথং দ্বেষং ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ ।
 কৃতবান্ পাণ্ডুপুত্রেষু পাপাত্মা লোভমোহিতঃ ॥ ৪০
 এবং বহুবিধা বাচঃ শ্রায়ন্তে স্ম পরস্পরম্ ।
 পাণ্ডুবক্সস সংযুক্তাঃ পুত্রাণাং তে শুদারুণাঃ ॥ ৪১

ছিন্ন মস্তকসকল প্রস্তরখণ্ডসমূহের দ্বারা দেখা যাইতে লাগিল।
 হস্তীরা বিশাল জলজন্তুর সদৃশ ছিল, কবচ ও উক্ষীষসমূহ ফেনরাশি
 বলিয়া মনে হইতেছিল। ধমুসকল এই নদীর বেগযুক্তপ্রবাহ
 এবং তরবারিসকল কচ্ছপের তুল্য ছিল ॥ ৩৫

পতাকা ও ধ্বজগুলির তীরস্থ বৃক্ষশ্রেণীর দ্বারা দেখা
 যাইতেছিল। মহাযুগলের মৃতদেহসমূহ তীরাকারে পরিণত
 হইয়াছিল, যাহাদিগকে সেই সময় বেগের সহিত বহন করা
 হইতেছিল। মাংসালী পক্ষীরা হংসগণের দ্বারা ঐ নদীতে শোভা
 পাইতেছিল এবং এই নদী যমরাষ্ট্রের রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিল ॥ ৩৬

রাজন্! বহু বীরবর মহারথী ক্ষত্রিয়গণ নৌকার দ্বারা
 অশ্ব, রথ ও হাতী প্রভৃতিতে আরোহণ করিয়া ভয় ত্যাগ করত
 ঐ নদী পার হইতে লাগিলেন ॥ ৩৭

যে রূপ বৈতরণী নদী মৃত প্রাণীদিগকে প্রেতরাজের নগরে
 লইয়া যায়, সেইরূপ রক্তময়ী নদী ভীক্ৰ ও কাপুরুষগণকে মুহুর্ন্ত
 করিয়া রণভূমি হইতে দূরে লইয়া যাইতে লাগিল ॥ ৩৮

সেখানে অবস্থিত ক্ষত্রিয়গণ সেই অতিশয় ভয়ঙ্কর হানাহানি
 দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন যে,
 দুর্ঘোষনেরই অপরাধে এই সমগ্র ক্ষত্রিয়সমাজ আজ বিনষ্ট
 হইতেছে ॥ ৩৯

পাপাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্র লোভে মোহিত হইয়া গুণবান্
 পাণ্ডবদের উপর কেন ঘেব করিয়াছেন? ৪০

এইরূপে সেখানে পরস্পরের কথিত পাণ্ডবগণের প্রশংসা

তা নিশম্য ততো বাচঃ সৰ্ব্বযোধৈরুদাহতাঃ ।
 আগন্তুং সৰ্ব্বলোকস্ত পুত্রো হৃষীকেশনস্তব ॥ ৪২
 ভীষ্মং দ্রোণং কৃপং চৈব শল্যং চোবাচ ভারত ।
 যুধ্যধ্বমনহঙ্কারাঃ কিং চিরং কুরুথেতি চ ॥ ৪৩
 ততঃ প্রববুতে যুদ্ধং কুরুগাং পাণ্ডবৈঃ সহ ।
 অক্ষদ্যুতকৃতং রাজন্ সুঘোরং বৈশম্যং তদা ॥ ৪৪
 যং পুৰা ন নিগৃহ্মসি বার্য্যমাণো মহাত্মভিঃ ।
 বৈচিত্রবীৰ্য্য তশ্চেদং ফলং পশ্য সুদারুণম্ ॥ ৪৫

পূর্ণ এবং আপনার পুত্রদিগের স্ত্রীর নিম্নায়ুক্ত নানাপ্রকার
 বাক্য শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৪১

ভারত ! তখন সমস্ত যোদ্ধাদিগের মুখ হইতে নির্গত
 সেই সব বাক্য শ্রবণ করিয়া সকল লোকের প্রতি অপরাধকারী
 আপনার পুত্র হৃষীকেশ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং শল্যকে বলিলেন
 —আপনারা অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করুন, কেন বিলম্ব
 করিতেছেন ? ৪২-৪৩

রাজন্ ! তারপর পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবগণের পুনরায়
 অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা কপটতাপূর্ণ পাশা খেলার
 জ্ঞাত উপায় হইয়াছিল এবং যাহাতে ঘোরতর হানাহানি

শ্রীমদ্রহস্যমৈবদ্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তমোঃ ভীষ্মবধপর্বের ব্যাপক যুদ্ধবিষয়ক ত্র্যধিকশততম
 অধ্যায়ের অন্তিমাদি সমাপ্ত ।

চতুরধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

[অর্জুনেন ত্রিগুণ্তানাম্ পরাজয়ঃ, কৌরবপাণ্ডবানাম্ মধ্যে ঘোরং যুদ্ধম্ ; আভিমহ্যুনা চিত্রসেনস্য, দ্রোণেন
 ক্রপদস্য, ভীমসেনেন চ বাহ্লীকস্য পরাভবঃ, সাত্যকিভীষ্ময়োর্মধ্যে ভয়ানকং যুদ্ধঞ্চ ।]

সজয় উবাচ ।

অর্জুনস্তান্ নরব্যাঘ্রঃ সূশৰ্ম্মানুচরান্ নৃপান্ ।
 অনয়ং প্রেতরাজস্ত সদনং সায়কৈঃ শিতৈঃ ॥ ১
 সূশৰ্ম্মাপি ততো বাণৈঃ পার্থঃ বিব্যাধ সংযুগে ।

চতুরধিক শততম অধ্যায়

[অর্জুনকর্তৃক ত্রিগুণ্তগণের পরাজয়, কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে
 ঘোরতর যুদ্ধ, অভিমহ্যকর্তৃক চিত্রসেন, দ্রোণকর্তৃক ক্রপদ এবং
 ভীমসেনকর্তৃক বাহ্লীকের পরাজয় ও সাত্যকি এবং ভীষ্মের
 মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ ।]

সজয় বলিলেন,—রাজন্ ! নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহে
 ত্রিগুণ্তরাজ সূশৰ্ম্মার অহুগামী নরপতিগণকে সমলোকে প্রেরণ
 করিতে লাগিলেন ॥ ১

ন হি পাণ্ডুস্ততা রাজন্ সসৈন্তাঃ সপদাভুগাঃ ।
 রক্ষন্তি সমরে শ্রাণান্ কৌরবা বাপি সংযুগে ॥ ৪৬
 এতস্ম্যং কারণাদ্ দোরো বর্ধতে স্বজনক্ষয়ঃ ।
 দৈবাদ্ বা পুরুষব্যাভ্র তব চাপনয়াম্প ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঙ্কলযুদ্ধে
 ত্র্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১০০

চলিয়াছিল ॥ ৪৪

বিচিত্রবীৰ্য্যনন্দন ! পূর্বে মহাত্মাপুরুষগণ নিষেধ করিলেও
 আপনি যে তাহা গ্রহণ করেন নাই, আজ তাহারই নিদারুণ
 ফল প্রাপ্ত হইতেছেন—ইহা অবলোকন করুন ॥ ৪৫

রাজন্ ! সৈন্য ও সেবকগণের সহিত পাণ্ডব এবং কৌরবেরা
 সমরারণে নিজ নিজ প্রাণকে রক্ষা করিলেন না—অর্থাৎ প্রাণের
 মোহ ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! হে নৃপ ! এই কারণে অথবা দৈবের
 প্রেরণায় কিংবা আপনারই অন্ত্রায়ের ফলে এ যুদ্ধে স্বজনগণের
 ভীষণ ক্ষয় হইতে লাগিল ॥ ৪৭

ভীষ্মপর্বাস্তমোঃ ভীষ্মবধপর্বের ব্যাপক যুদ্ধবিষয়ক ত্র্যধিকশততম
 অধ্যায়ের অন্তিমাদি সমাপ্ত ।

বাসুদেবঞ্চ সপুত্যা পার্থঞ্চ নবভিঃ পুনঃ ॥ ২

তং নিবার্য্য শরৌঘেণ শক্রসুহৃদমহারথঃ ।

সুশৰ্ম্মণো রণে যোদ্ধান্ প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্ ॥ ৩

তে বণ্যমানাঃ পার্থেন কালেনেব যুগক্ষয়ে ।

ব্যভ্রবন্তু রণে রাজন্ ভয়ে জাতে মহারথাঃ ॥ ৪

তখন সূশৰ্ম্মাও যুদ্ধস্থলে নানাপ্রকার বাণসমূহে কুন্তীনন্দন
 অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন । তারপর পুনরায় তিনি বহুদেবহৃত
 শ্রীকৃষ্ণকে সত্তর এবং অর্জুনকে নবটি বাণে আঘাত করিলেন ॥ ২

ইহা দেখিয়া ইন্দ্রপুত্র মহারথী অর্জুন নিজ বাণসমূহে সূশৰ্ম্মাকে
 বদ্ধ করিয়া রণাঙ্গনে তাঁহার যোদ্ধাদিগকে সমালয়ে প্রেরণ করিতে
 লাগিলেন ॥ ৩

রাজন্ ! যেরূপ যুগান্তকালে লক্ষ্য কাল কর্তৃত সমস্ত প্রাণী
 বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ রণাঙ্গনে অর্জুনকর্তৃক প্রহৃত হইয়া

উৎসৃজ্য তুরগান্ কেচিদ্ রথান্ কেচিচ্চ মারিষ ।
 গজানন্তে সমুৎসৃজ্য প্রাজবন্ত দিশো দশ ॥ ৫
 অপরে তু তদাদায় বাজি-নাগ-রথান্ রণে ।
 স্বরয়া পরয়া যুক্তাঃ প্রাজবন্ত বিশাম্পতে ॥ ৬
 পাদাতাশ্চাপি শস্ত্রাণি সমুৎসৃজ্য মহারণে ।
 নিরপেক্ষা ব্যাবাস্তু তেন তেন স্ম ভারত ॥ ৭
 বার্যমাণাঃ সুবহুশস্ত্রৈর্গর্ভেন সূশর্মণা ।
 তথাশ্চৈঃ পার্থিবশ্চৈষ্টৈর্ন ব্যতিষ্ঠন্ত সংযুগে ॥ ৮
 তদ্ বলং প্রকৃতং দৃষ্ট্বা পুত্রো হৃষ্যোদনস্তব ।
 পুরস্কৃত্য রণে ভীষ্মং সর্বসৈন্ত্যুপস্কৃতঃ ॥ ৯
 সর্বোত্তোগেন মহতা ধনঞ্জয়মুপাদ্রবৎ ।
 ত্রিগর্ভাধিপতেরর্থৈ জীবিতস্ত বিশাম্পতে ॥ ১০
 স একঃ সমরে তস্থৌ কিরন্ বহুবিশান্ শরান্ ।
 ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্কৈঃ শেষা হি প্রকৃতানরাঃ ॥ ১১
 তথৈব পাণ্ডবা রাজন্ সর্বোত্তোগেন দংশিতাঃ ।

সমস্ত মহারথীরা ভয়বশতঃ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৪
 অর্থাৎ । কিছু যোদ্ধা অশ্ব, কিছু রথ এবং এইভাবে কিছু যোদ্ধা
 হাতী ত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৫

প্রজানাত্ ! অপর কিছু যোদ্ধা সেই সময় অতি সত্বর নিজ
 হস্তী, অশ্ব ও রথকে সঙ্গে লইয়া রণভূমি হইতে পলাইয়া যাইল ।
 ভারত ! সেই মহাযুদ্ধে পদাতিক সৈন্যরাও নিজ নিজ অস্ত্র নিক্ষেপ
 করত কোনরূপ অপেক্ষা না করিয়াই যেদিকে স্বযোগ পাইল,
 সেইদিকে পলাইয়া গেল ॥ ৬-৭

যদিও ত্রিগর্ভরাজ সূশর্ম্মা এবং অস্ত্রান্ত শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ তাহা-
 দিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন, তথাপি তাহারা
 নিবৃত্ত হইল না ॥ ৮

সেই সৈন্যদিগকে পলাইতে দেখিয়া আপনার পুত্র হৃষ্যোদন
 রণাঙ্গনে ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া সকল সৈন্যের সহিত সর্বপ্রকার
 প্রযত্নদ্বারা ধনঞ্জয়ের উপর আক্রমণ করিলেন । প্রজানাত্ ! তাঁহার
 আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল ত্রিগর্ভরাজ সূশর্ম্মার জীবন রক্ষা
 করা ॥ ৯-১০

কেবল হৃষ্যোদনই স্ত্রী সকল ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত নানাপ্রকার
 অস্ত্রবর্ষণ করিতে করিতে রণাঙ্গনে অবস্থিত ছিলেন । অস্ত্রান্তরা
 সকলে পলাইয়া যাইল ॥ ১১

রাজন্ ! সেইরূপ পাণ্ডবগণ কষচবন্ধন করিয়া বিবিধ উদ্ভোগের

প্রযয়ুঃ ফাস্তনার্থ্য যত্র ভীষ্মো ব্যতিষ্ঠত ॥ ১২
 জায়মানা রণে বীর্যং ঘোরং গাণ্ডীবধ্বনঃ ।
 হাহাকারকৃতোৎসাহা ভীষ্মং জগ্মুঃ সমস্ততঃ ॥ ১৩
 ততস্তালধ্বজঃ শূরঃ পাণ্ডবানাং বরুধিনীম্ ।
 ছাদয়ামাস সমরে শরৈঃ সন্নতপর্কভিঃ ॥ ১৪
 একীভূতাস্ততঃ সর্বৈ কুরবঃ সহ পাণ্ডবৈঃ ।
 অযুধ্যস্ত মহারাজ মধ্যং প্রাপ্তে দিবাকরে ॥ ১৫
 সাত্যকিঃ কৃতবর্মাণং বিদ্ধা পঞ্চভিরাশুগৈঃ ।
 অতিষ্ঠদাহবে শূর কিরন্ বাণান্ সহশ্রশঃ ॥ ১৬
 তথৈব ক্রপদো রাজা দ্রোণং বিদ্বধা শিতৈঃ শরৈঃ ।
 পুনর্বিব্যাধ সপ্তত্যা সারথিং চাস্ত্র পঞ্চভিঃ ॥ ১৭
 ভীমসেনস্ত রাজানং বাহ্লীকং প্রপিতামহম্ ।
 বিদ্ধা নদম্মহানাদং শাদূল ইব কাননে ॥ ১৮
 আজ্জু'নিচ্চিত্রসেনেন বিদ্ধো বহুভিরাশুগৈঃ ।
 অতিষ্ঠদাহবে শূরঃ কিরন্ বাণান্ সহশ্রশঃ ॥ ১৯

সহিত অর্জুনকে রক্ষা করিবার জন্য সেইস্থানে গমন করিলেন,
 যেখানে ভীষ্ম অবস্থিত ছিলেন ॥ ১২

গাণ্ডীবধারী অর্জুনের ভয়ঙ্কর পরাক্রমের কথা জানিয়া ইহার
 সকলে উৎসাহের সহিত কোলাহল এবং শিংহনাদ করিতে করিতে
 চারিদিক দিয়া ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৩

তদনন্তর তালচিহ্নিত ধ্বজশোভিত বীরবর ভীষ্ম আনত
 পর্কযুক্ত বাণসমূহে যুদ্ধে পাণ্ডব সৈন্যদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া
 ফেলিলেন ॥ ১৪

মহারাজ ! তাহারপর সূর্য্য মধ্যাহ্নকালে উপনীত হইলে সমস্ত
 কৌরবগণ একত্রে সংগঠিত হইয়া পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ
 করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

বীরবর সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া সমরঙ্গণে
 সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

এইরূপ রাজা ক্রপদ দ্রোণাচার্য্যকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে একবার
 বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সত্তরটি বাণে তাঁহাকে আঘাত করিলেন এবং
 তাঁহার সারথিকেও পাঁচ বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭

ভীমসেন স্ত্রী প্রপিতামহ রাজা বাহ্লীককে বাণে বিদ্ধ
 করিয়া বনমধ্যে ব্যাঘ্রের গজ নৈর জায় রণাঙ্গনে উঠে:যেরে গজ'ন
 করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

যদিও অর্জুনকুমার অভিমন্যুকে চিত্রসেন বহু বাণে আহত

চিত্রসেনঃ ত্রিভির্বাণৈর্বিব্যাধ সমরে ভূশম্ ।

সমাগতো ভৌ তু রণে মহামাত্রৌ ব্যরোচতাম্ ॥ ২০ ॥

যথা দিবি মহাঘোরৌ রাজন্ বৃধ-শনৈশ্চরৌ ।

তস্তাশ্বাংশ্চতুরো হৃষী শূতক নবভিঃ শরৈঃ ॥ ২১ ॥

ননাদ বলবদ্ভাদং সৌভদ্রঃ পরবীরহা ।

হতাশ্বাং তু রথাং তুর্ণং সোহবপ্লুতা মহারথঃ ॥ ২২ ॥

আরুরোহ রথং তুর্ণং দুর্মুখস্ত বিশাম্পাতে ।

দ্রোণশ্চ দ্রুপদং ভিষ্মা শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ২৩ ॥

সারথিঃ চাস্ত বিব্যাধ স্বরমাণঃ পরাক্রমী ।

পীড্যমানস্ততো রাজা দ্রুপদো বাহিনীমুখে ॥ ২৪ ॥

অপায়াজ্জবনৈরশ্বৈঃ পূর্ব্ববৈরমমুশ্রবন্ ।

ভীমসেনস্ত রাজানং মুহূর্ত্তাদিবি বাহ্লিকম্ ॥ ২৫ ॥

ব্যশ্বশূতরথং চক্রে সর্ব্বসৈশ্চাস্ত পশুতঃ ।

সসম্ভ্রমো মহারাজ সংশয়ং পরমং গতঃ ॥ ২৬ ॥

অবপ্লুতা ততো বাহাদ বাহ্লীকঃ পুরুষোত্তমঃ ।

করিয়াছিলেন, তথাপি বীরবর অভিমত্যা সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে অবস্থিত রহিলেন ॥ ২০ ॥

তারপর সেই যুদ্ধে তিনি তিনি বাণে চিত্রসেনকে গুরুতর আহত করিলেন। রাজন্! বেক্রপ আকাশে দুই মহাভয়ঙ্কর গ্রহ বৃধ ও শনৈশ্চর স্রোভিত হইয়া বিরাজ করেন, সেইরূপ এই দুই মহাবীর চিত্রসেন ও অভিমত্যা রণাঙ্গনে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥

তখন শত্রুবীরনাশী সুভদ্রাকুমার অভিমত্যা চিত্রসেনের চারিটি অশ্বকে বিনাশ করিয়া নয় বাণে তাঁহার সারথিকেও বধ করিলেন। তারপর ভীষ্মবেগে সিংহনাদ করিতে থাকিলেন। প্রজানাত! অশ্ব নিহত হইলে মহারথী চিত্রসেন অতি দ্রুত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং দুর্মুখের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥

পরাক্রমশালী দ্রোণাচার্য্যও আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে দ্রুপদকে বিদ্ধ করিয়া অতিশয় সঙ্করতার সতিত তাঁহার সারথিকেও বাণ-বিদ্ধ করিলেন ॥

এইভাবে যুদ্ধের অগ্রভূমিতে দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক পীড়িত হইয়া রাজা দ্রুপদ পূর্ব্ব শত্রুভায় কথা শ্রবণ করিতে করিতে পীড়্যমানী অশ্ব দ্বারা সেখান হইতে পলায়ন করিলেন ॥

ভীমসেন মুহূর্ত্তকালের মধ্যে সকল সৈন্তের সাক্ষাতেই রাজা বাহ্লীককে অশ্ব, সারথি ও রথহীন করিয়া দিলেন ॥

মহারাজ! নরশ্রেষ্ঠ বাহ্লীক তখন অতিশয় বিজ্ঞাত হইয়া

আরুরোহ রথং তুর্ণং লক্ষ্মণস্ত মহারণে ॥ ২৭ ॥

সাত্যকিঃ কৃতবর্মাণঃ বারয়িষ্মা মহারণে ।

শরৈর্বহুব্রিধৈ রাজম্মাসাদ পিতামহম্ ॥ ২৮ ॥

স বিদ্ধা ভারতং বষ্টা নিশিতৈর্লোমবাহিভিঃ ।

নৃত্যল্লিব রথোপস্থে বিধুদ্বানো মহদ্ ধনুঃ ॥ ২৯ ॥

তস্তায়সীং মহাশক্তিঃ চিক্রেপাথ পিতামহঃ ।

হেমচিহ্নাঃ মহাবেগাং নাগকন্যোপমাঃ শুভাম্ ॥ ৩০ ॥

তামাপতন্তীঃ সহসা যুতাকল্পাঃ সুহৃজ্জয়াম্ ।

ব্যাসয়ামাস বাঞ্ছয়ৌ লাঘবেন মহাযশাঃ ॥ ৩১ ॥

অনাসাত্ত তু বাঞ্ছয়ঃ শক্তিঃ পরমদারুণা ।

শ্রুপতদ্ ধরণীপৃষ্ঠে মহোজ্জ্বল মহাপ্রভা ॥ ৩২ ॥

বাঞ্ছয়স্ত ততো রাজন্

স্বাং শক্তিং কনকপ্রভাম্ ।

বেগবদ্ গৃহ্য চিক্রেপ

পিতামহরথং প্রাতি ॥ ৩৩ ॥

পড়িলেন এবং তাঁহার গুরুতর প্রাণসংশয় উপাধিত হইল। এই অবস্থায় তিনি রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং এই মহাযুদ্ধে অতি সঙ্কর লক্ষণের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ২০-২৭ ॥

রাজন্! অপর দিকে সেই মহাসংগ্রামে সাত্যকি কৃত-বর্ম্মাকে কব্ধ করিয়া নানাপ্রকার বাণ বর্ষণ করিতে করিতে পিতা-মহ ভীষ্মের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ২৮ ॥

সেই সময় তিনি স্বীয় বিশাল ধনুস টকারধ্বনি বিস্তার করিতে করিতে এবং রথের আসনে যেন নৃত্য করিতে করিতে পক্ষযুক্ত বাটটি তীক্ষ্ণ বাণে ভরতবংশীয় পিতামহ ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৯ ॥

তখন পিতামহ সাত্যকির উপর লৌহনির্ম্মিত একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। যে শক্তি সুবর্ণভূষিত, অত্যন্ত বেগশালিনী এবং সর্পিণীতুল্য আকৃতিবিশিষ্টা ও দেখিতে মনোহরা ছিল ॥ ৩০ ॥

সেই অত্যন্ত দুর্জয় যুতাকল্পা শক্তিকে সহসা আলিতে দেখিয়া মহাযশস্বী সাত্যকি স্বীয় হস্তনৈপুণ্যবশতঃ তাহাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন ॥ ৩১ ॥

সেই অতিশয় ভয়ঙ্করী শক্তি সাত্যকির নিকট উপস্থিত না হইয়াই তেজস্বিনী মহোজ্জ্বল হ্রায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল ॥ ৩২ ॥

রাজন্! তখন সাত্যকিও স্বর্ণতুল্য প্রভাযুক্ত স্বীয় শক্তি গ্রহণ করত উহাকে ভীষ্মবেগে ভীষ্মের রথের দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

বাঞ্চে যুজ্জবেগেন প্রণুরা সা মহাহবে ।
 অভিজ্ঞাব বেগেন কালরাত্রির্যথা নরম্ ॥ ৩৪
 তামাপতন্তীং সহসা বিধা চিচ্ছেদ ভারতঃ ।
 কুরপ্রাভ্যাং সুভীক্ষাভ্যাং সা বাশীর্ধ্যত মেদনৌম্ ॥ ৩৫
 ছিদ্ৰা শক্তিং হু গাঙ্গেয়ঃ সাত্যকিং নবভিঃ শরৈঃ ।
 আজঘানোরসি ক্রুদ্ধঃ প্রহসন্ শক্রকর্ণনঃ ॥ ৩৬
 ততঃ সরথ-নাগাশ্বাঃ পাণ্ডবাঃ পাণ্ডুপূর্বজ ।

পরিবক্র রণে ভীষ্মঃ মাধবজ্ঞাপকারণাং ॥ ৩৭
 ততঃ প্রববতে যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।
 পাণ্ডবানাং কুরুগণক সমরে বিজয়ৈষণাম্ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং
 ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি বাঞ্চেয়যুদ্ধে
 চতুর্ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৪

সেই মহাসমরে সাত্যকির বাহবেগের দ্বারা নিকিষ্টা শক্তি
 অভিশয় বেগে ভীষ্মের দিকে ঘাইতে লাগিল, ঠহাতে মনে হইতে
 লাগিল—কালরাত্রি মনুষ্যের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে ॥ ৩৪

কিছু ভরতবংশের ভীষ্ম অত্যন্ত ভীক্স দুইটি কুরপ্র-বাণে সহসা
 নিম্নের দিকে ক্ষতগতিতে আগত সেই শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া
 ফেলিলেন। তখন এই শক্তি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত
 হইল ॥ ৩৫

শক্তিকে ছিন্ন করিয়া হস্ত করিতে করিতে শক্রহনন গলা-

শ্রীমম্বর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বকর্তৃগত ভীষ্মবধপর্বক সাত্যকির যুদ্ধবিষয়ক চতুর্ধিক-
 শততম অধ্যায়ের অন্ত্যাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

[ভীষ্মঃ রক্ষিতুং হুঃশাসনায় হৃষ্যোধনস্যাদেশদানম্, যুধিষ্ঠির-নকুল-সহদেবৈঃ শকুনেরদ্বারোহিণাং
 সৈন্তানাং পরাজয়ঃ, শল্যেন সহ তেষাং যুদ্ধক ॥]

সঞ্জয় উবাচ ।

দৃষ্ট্বা ভীষ্মঃ রণে ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবৈরভিসংবৃতম্ ।
 যথা মেঘৈর্মহারাজ তপাস্তে দিবি ভাস্করম্ ॥ ১
 হৃষ্যোধনো মহারাজ হুঃশাসনমভাষত ।
 এষ শূরো মহেষ্वासো ভীষ্মঃ শূরনিষ দনঃ ॥ ২
 ছাদিতঃ পাণ্ডবৈঃ শরৈঃ সমস্তাদ্ ভরতর্ষভ ।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় ।

[ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জন্ত হুঃশাসনকে হৃষ্যোধনের আদেশ-
 দান, যুধিষ্ঠির ও নকুল-সহদেব কর্তৃক শকুনির অদ্বারোহী সৈন্তদের
 পরাজয় এবং শল্যের সহিত তাঁহাদের সকলের যুদ্ধ ॥]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! ঐশ্বর্যকালের শেষে (বর্ষা আরম্ভ
 হইলে) বৈষ্ণব মেঘ আকাশে স্ফীতবাক্যে আবৃত করিয়া থাকে,
 সেইরূপ পাণ্ডবগণ রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে চারিদিকে আবৃত
 করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া আপনায় পুত্র হৃষ্যোধন
 হুঃশাসনকে বলিলেন—

তস্ত কার্য্যং কুয়া বীর রক্ষণং স্তমহান্বনঃ ॥ ৩

রক্ষ্যমাণো হি সমরে ভীষ্মোহস্মাকং পিতামহঃ ।

নিহন্তাং সমরে যন্তান্ পাঞ্চালান্ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ৪

তত্র কার্য্যতমং মন্ত্রে ভীষ্মসৌবাভিরক্ষণম্ ।

গোপ্তা হ্যেব মহেষ্वासো ভীষ্মোহস্মাকং মহাত্মতঃ ॥ ৫

ভরতশ্রেষ্ঠ ! শক্রবীরনাশী মহাধনুর্ধর শৌর্যশালী বীর ভীষ্ম
 পরাক্রমী পাণ্ডবগণকর্তৃক চারিদিকে আবৃত হইয়া পড়িয়াছেন ।

বীর ! তুমি সেই মহাত্মা ভীষ্মকে অতি অবশ্য রক্ষা কর ।
 যুদ্ধে সুরক্ষিত হইলে আমাদের পিতামহ ভীষ্ম রণাঙ্গনে জয়লাভ
 করিতে যত্নপরায়ণ পাণ্ডবদের সহিত পাঞ্চালগণকে সংহার
 করিবেন ॥ ১-৪

অতএব এখন আমি একমাত্র ভীষ্মকে রক্ষাকরাকেই প্রধান
 কর্তব্য বলিয়া মনে করি ; কারণ, এই মহাত্মতথারী ও মহাধনুর্ধর
 ভীষ্ম আমাদের সকলের রক্ষক ॥ ৫

স ভবান্ সৰ্বসৈন্তেন পরিবার্য্য পিতামহম্ ।
 সমরে কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বাণং হৃক্ষরং পরিরক্ষতু ॥ ৬
 স এবমুক্তঃ সমরে পুত্রো হৃঃশাসনস্বত্ব ।
 পরিবার্য্য স্থিতো ভীষ্মং সৈন্তেন মহতা বৃতঃ ॥ ৭
 (পালয়ামাস মহতা যত্নেন চ সুসংযতঃ ।)
 ততঃ শতসহস্রাণাং হয়ানাং সুবলান্বজঃ ।
 বিমলপ্রাসহস্তানামৃষ্টি-তোমরধারিণাম্ । ৮
 দপিতানাং সুবেশানাং বলস্থানাং পতাকিনাম্ ।
 শিক্ণিতৈযুঃকুশলৈরুপেতানাং নরোত্তমৈঃ ॥ ৯
 (এবং বহুসহস্রৈশ্চ যোধানাং যুদ্ধশালিনাম্ ।
 সংবৃতঃ শকুনিস্তত্শৌ যুদ্ধায়ৈব সুদংশিতঃ ॥)
 নকুলং সহদেবঞ্চ ধৰ্ম্মরাজঞ্চ পাণ্ডবম্ ।
 শ্রবারয়ন্নরশ্রেষ্ঠান্ পরিবার্য্য সমস্ততঃ ॥ ১০
 ততো হৃষ্যোধনো রাজা শূরাণাং হয়সাদিনাম্ ।

সুতরাং তুমি সম্পূর্ণ সৈন্তমণ্ডলার সহিত সমরাজ্যে হৃক্ষর
 কর্ম্মকারী পিতামহ ভীষ্মকে চারিদিক দিয়া পরিবৃত্ত করিয়া
 তাঁহাকে রক্ষা কর ॥ ৬

হৃষ্যোধন এই কথা বলিলে পর আপনার পুত্র হৃঃশাসন
 সমরাজ্যে স্বীয় বিশাল সৈন্তের সহিত যাইয়া ভীষ্মকে পরিবৃত্ত
 করত অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অতিশয় যত্নের সহিত
 সাবধানে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৭

তদনন্তর সুবলপুত্র শকুনি এক লক্ষ অশ্বরোহী সৈন্তের সহিত
 যুদ্ধে জয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সকল সৈন্তের
 প্রত্যেকের হাতেই নির্মল প্রাস, ঋষ্টি ও তোমর অস্ত্র ছিল।
 প্রত্যেকেরই নিজ নিজ শোণ্যের উপর অভিমানও ছিল। ইহারা
 সকলে বলবান্, সূক্ষ্মর বেশভূষায় সজ্জিত এবং ধ্বজ-পতাকাযুক্ত
 ছিল। অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ও যুদ্ধনিপুণ শ্রেষ্ঠ পদাতি সৈন্তেরও
 এক বিশাল বাহিনী ইহাদের সহিত বিद्यমান ছিল ॥ ৮-৯

এইরূপে যুদ্ধভূমিতে শোভাপ্রাপ্ত বহু সহস্র যোদ্ধায় পরিবৃত্ত
 হইয়া শকুনি কবচধারণ করত যুদ্ধে জয় সেহলে অবস্থান করিতে
 লাগিলেন ॥

রাজন্! শকুনি নকুল, সহদেব ও ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির—এই তিন
 শ্রেষ্ঠ পুরুষকে চারিদিকে ঘিরিয়া ইহাদের অগ্রগতি রুদ্ধ
 করিলেন ॥ ১০

তদনন্তর রাজা হৃষ্যোধন পাণ্ডবগণের অগ্রগতি রোধ করিবার

অযুতং শ্রেয়য়ামাস পাণ্ডবানাং নিবারণে ॥ ১১
 তৈঃ প্রবিষ্টৈর্মহাবেগৈর্গুরুশক্তিরিবাহবে ।
 (শুভ্রভে স মহাতেজাঃ শকুনি সুবলান্বজঃ ।
 তৈরনৈঃ সুমহাবেগৈর্গুরুশক্তিরিব বাসবঃ ॥)
 খুরাহতা ধরা রাজ্ঞশ্চকম্পে চ ননাদ চ ॥ ১২
 খুরশব্দশ্চ সুমহান্ বাজিনাং শুভ্রবে তদা ।
 মহাবংশবনশ্চৈব দহমানস্ত পর্বতে ॥ ১৩
 উৎপতন্তিচ তৈস্তত্র সমুদ্ভূতং মহৎ রজঃ ।
 দিবাकररथं প্রাপ্য ছাদয়ামাস ভাস্করম্ ॥ ১৪
 বেগবন্তিহঁয়েস্তৈস্ত ক্ষোভিতা পাণ্ডবী চমুঃ ।
 নিপতন্তির্মহাবেগৈর্হঁসৈরিব মহৎ সরঃ ॥ ১৫
 (তুরগৈর্বাযুবেগৈশ্চ তং সৈন্তং ব্যাকুলীকৃতম্ ।)
 হ্রেষতাং চৈব শব্দেন ন প্রাজ্জায়ত কিঞ্চন ।
 ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা মাজ্রীপুত্রো চ পাণ্ডবৌ ॥ ১৬

জগদ্র দশ হাজার অশ্বরোহী বীর সৈন্ত প্রেরণ করিলেন ॥ ১১

গুরুড়ের স্তায় অত্যন্ত বেগশালী সেই অশ্বগণ রণভূমিতে
 যাইয়া উপস্থিত হইল। যেরূপ দেবগণের দ্বারা মহাতেজস্বী ইন্দ্র
 শোভা পাইয়া থাকেন, সেইরূপ অত্যন্ত বেগশালী অশ্বগণের দ্বারা
 অতিশয় তেজস্বী সুবলপুত্র শকুনি শোভা পাইতে লাগিলেন।
 রাজন্! সেই সময় এই অশ্বদিগের খুরের চাপে আহতা ধরাদেবী
 কাপিতে লাগিলেন এবং শব্দ করিতে থাকিলেন ॥ ১২

তখন অশ্বগণের খুরের অতিশয় ভীত খট খট শব্দ চারিদিকেই
 সেইভাবে শুনা যাইতে লাগিল, যেরূপ পর্বতের উপরে প্রজলিত
 বড় বড় বাঁশের বনে তাহাদের পর্ব (গিরে)-স্ফোটনের ফট ফট
 শব্দ শোনা যায় ॥ ১৩

সেখানে অশ্বদিগের লক্ষ-বক্ষে যে প্রভূত ধূলি উখিত হইয়া-
 ছিল, তাহা সূর্য্যদেবের রথের মার্গে যাইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদন
 করিয়া ফেলিল ॥ ১৪

সেই বেগশালী অশ্বগণ পাণ্ডবসৈন্তদিগকে সেইভাবে উঘেলিত
 করিয়া দিল, যেখানে উড়িতে উড়িতে বহু হংস কোন এক জলাশয়ে
 ভীতবেগে নামিয়া তাহাকে উঘেলিত করিয়া থাকে ॥ ১৫

(বায়ুতুল্য বেগগামী সেই অশ্বগণ পাণ্ডব-সৈন্তদিগকে
 ব্যাকুল করিয়া তুলিল।) তখন তাহাদের হ্রেষতান্নিতে অস্ত্র
 কোন কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। মহারাজ! সেই সময় রাজা
 পাণ্ডুপুত্র মাজ্রীনন্দন নকুল-সহদেব সমরাজ্যে সেই

প্রত্যঙ্গস্তরসা বেগং সমরে হয়সাদিনাম্ ।
 উদ্বৃন্তস্ত মহারাজ প্রাবৃট্ কালেহতিপূর্য্যতঃ ॥ ১৭
 পৌর্ণমাশ্চামম্বুবেগং যথা বেলা মহেদধেঃ ।
 ততস্তে রথিনো রাজ্ঞন্ শরৈঃ সন্নতপর্ক্বেভিঃ ॥ ১৮
 অকৃন্তুস্তমাস্কানি কায়েভ্যো হয়সাদিনাম্ ।
 তে নিপেতুর্মহারাজ নিহতা দৃঢ়বর্ষিভিঃ ॥ ১৯
 নাগৈরিব মহানাগা যথাবদ্ গিরিগহ্বরে ।
 তেহপি প্রাসৈঃ স্নানিশিথৈঃ শরৈঃ সন্নতপর্ক্বেভিঃ ॥ ২০
 অকৃন্তুস্তমাস্কানি বিচরন্তো দিশ দশ ।
 অভ্যাহতা হয়ারোহা ঋষ্টিভির্ভরতর্ষভ ॥ ২১
 অত্যঙ্গুস্তমাস্কানি ফলানীব মহাক্রমাঃ ।
 সসাদিনো হয় রাজ্ঞস্তত্র তত্র নিষ দিতাঃ ॥ ২২
 পতিতাঃ পাত্যমানাশ্চ প্রতাদৃশস্ত সর্ব্বশঃ ।
 বধ্যমানা হয়শৈশ্চব প্রাদ্রবন্ত ভয়াদিতাঃ ॥ ২৩
 যথা সিংহং সমাসাত্ত মৃগাঃ প্রাণপরায়ণাঃ ।

পাণ্ডবাস্চ মহারাজ জিত্বা শত্রুন্ মহামুখে ॥ ২৪
 দধুঃ শঙ্খাশ্চ ভেরীশ্চ তাদ্র্যামাসুরাহবে ।
 ততো দুর্যোধনো দীনো দৃষ্ট্বা সৈন্তং পরাজিতম্ ॥ ২৫
 অত্রবীদ্ ভরতশ্চেষ্ট মদ্ররাজমিদং বচঃ ।
 এষ পাণ্ডুহুতো জ্যেষ্ঠো যমাত্যাং সহিতো রণে ॥ ২৬
 পশুতাং বো মহাবাহো সেনাং দ্রাবয়তি প্রভো ।
 তং বারয় মহাবাহো বেলং নকরাজয়ম্ ॥ ২৭
 স্বং হি সংক্রয়সেহত্যর্থমসহবলদিক্রমঃ ।
 পুত্রস্ত তব তদ্ বাক্যং ক্রোধা শল্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৮
 স যযৌ রথবংশেন যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ।
 তদাপতদ্ বৈ সহসা শল্যস্ত স্তুমহদ্ বলম্ ॥ ২৯
 মহৌঘবেগং সমরে বারয়ামাস পাণ্ডবঃ ।
 মদ্ররাজঞ্চ সমরে ধর্ম্মরাজো মহারথঃ ॥ ৩০
 দশভিঃ সারকৈস্তুর্গমাজঘান স্তনাস্তরে ।
 নকুলঃ সহদেবশ্চ তং সপ্তভিরজিহ্মগৈঃ ॥ ৩১

অঝারোহী সৈন্তদের বেগ সেইভাবে নষ্ট করিয়া দিলেন, যেভাবে
 বর্ষাকালে জলে পরিপূর্ণ হইয়া মধ্যাদা অতিক্রমকারী সমুদ্রের
 পূর্ণিমা তিথিতে বর্ধিত বেগকে তীরভূমি রুদ্ধ করিয়া থাকে ।

রাজন্ ! তারপর সেই রথী বীরগণ আনতপর্ক্বেযুক্ত বাণসমূহে
 অঝারোহী সৈন্তদের মস্তক ছিন্ন করিতে লাগিলেন ।

মহারাজ ! এই শুদৃঢ় ধ্বংসকারী বীরগণের দ্বারা নিহত হইয়া
 অঝারোহী সৈন্তরা সেইভাবে ভূপাতিত হইতেছিল, যেরূপ
 পর্ক্বেতের কন্দরে বড় বড় হাতীরা অস্ত্র হাতীর দ্বারা নিহত হইয়া
 পতিত হয় ।

সেই অঝারোহী সৈন্তরাও চারিদিকে বিচরণ করিতে করিতে
 আনতপর্ক্বেযুক্ত বাণসমূহে এবং প্রাসসমূহে শত্রুপক্ষের সৈন্তদিগের
 মস্তকসকল ছেদন করিতে লাগিল ।

ভরতশ্চেষ্ট ! ঋষ্টিসকলে নিহত অঝারোহী যোদ্ধারা নিজেদের
 মস্তকসমূহকে সেইরূপে ভূপাতিত করেতেছিল, যেরূপ বড় বড়
 বৃক্ষসকল স্বীয় পক্ষ ফলগুলিকে ভূপাতিত করে ।

রাজন্ ! আরোহিগণের সহিত যুত বহু অশ্বকে চারিদিকে
 পতিত ও পাতিত অবস্থায় দেখা যাইতে লাগিল ।

যেরূপ সিংহের সমূখে পড়িয়া মৃগগণ ভীত অবস্থায় নিজেদের
 প্রাণরক্ষার জন্য পলাইয়া যায়, সেইরূপ অস্ত্রপ্রহারে হতমান
 অঝারোহী ভয়ে ব্যাহুল হইয়া ছুটিয়া পলায়ন করিতে লাগিল ।

মহারাজ ! পাণ্ডবগণ সেই মহাসংগ্রামে শত্রুদিগকে জয় করিয়া
 শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধস্থলে ভেরীসমূহ বাজাইতে
 আরম্ভ করিলেন ।

ভরতশ্চেষ্ট ! তখন সৈন্তবাহিনীকে পরাজিত হইতে দেখিয়া
 দুর্যোধন দীনচিত্তে মদ্ররাজ শল্যকে এই কথা বলিলেন—

মহাবাহো ! এই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবকে
 সঙ্গে লইয়া রণক্ষেত্রে আপনাদের সাক্ষাতেই আমার সৈন্তদিগকে
 বিতাড়িত করিতেছেন । প্রভাবশালী মহাবাহো ! যেরূপ তীর-
 ভূমি সমুদ্রের অগ্রগতি রোধ করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনিও
 যুধিষ্ঠিরের অগ্রগতি রোধ করুন ; কারণ, আপনার বল ও পরাক্রম
 অত্যন্ত অসহ্য বলিয়া শোনা যায় ।

রাজন্ ! আপনার পুত্র দুর্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া
 প্রতাপশালী রাজা শল্য রথসমূহের সহিত সেই স্থানে যাইলেন,
 যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির বিজয়মান আছেন ।

সেই সময় সহসা নিজের অভিমুখে রাজা শল্যের বিশাল
 সৈন্তবাহিনীকে এবং স্বয়ং মদ্ররাজ শল্যকেও আশিতে দেখিয়া
 মহারথী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতিশয় ভীত জলপ্রবাহের দ্বারা সমরাজ্যে
 তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন । ১৬-৩০

তখন তিনি অভিজ্ঞত শল্যের বক্ষঃস্থলে দশটি বাণ বিদ্ধ

মজ্জরাজোহপি তান্ সৰ্বানাজঘান ত্ৰিভিজ্জিভিঃ ।
 যুধিষ্ঠিরং পুনঃ ষষ্ঠা বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩২
 মাজ্জীপুত্রো চ সন্ত্যাস্তৌ দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামতাড়য়ৎ ।
 (পুনঃ স বহুভির্বাণৈরাজঘান যুধিষ্ঠিরম্ ।)
 ততো ভীমো মহাবাহুর্দৃষ্টৌ রাজানমাহবে ॥ ৩৩
 মজ্জরাজরথং প্রাপ্তং মৃত্যোরাস্তগতং যথা ।
 অভ্যপত্তত সংগ্রামে যুধিষ্ঠিরমমিত্রজিৎ ॥ ৩৪
 (আপত্যেনেব ভীমস্ত মজ্জরাজমতাড়য়ৎ ।

সৰ্বপারশবৈশ্বীকৈর্নারাটচর্মভেদিভিঃ ॥
 ততো ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চ সৈন্তেন মহতা বৃতৌ ।
 রাজানমভ্যপত্তেতামজ্জসা শরবর্ষিণৌ ॥)
 ততো যুদ্ধং মহাঘোরং প্রাবর্তৎ সুদারুণম্ ।
 অপরাং দিশমান্বায় পতমানে দিবাকরে ॥ ৩৫
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং
 বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি
 পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৫

করিলেন এবং নকুল ও সহদেবও সরলগামী সাতটি বাণে তাঁহাকে
 আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩২

তখন মজ্জরাজ শল্যও তাঁহাদের প্রত্যেককে তিনটি বাণে
 আঘাত করিলেন। পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে তিনি আরও ষাটটি তীক্ষ্ণ
 বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩২

তাহার পর দুইটি দুইটি বাণে তিনি উত্তমকুলে উৎপন্ন দুই
 মাজ্জীপুত্র নকুল-সহদেবকেও আঘাত করিলেন এবং বহুবিধ বাণের
 দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় আহত করিলেন। তখন শক্র-
 বিজয়ী মহাবাহু ভীমসেন সমরক্ষেপে রাজা যুধিষ্ঠিরকে মৃত্যুমুখে
 পতিত হওবার ছায় মজ্জরাজ শল্যের রথকে নিকটে উপস্থিত

শ্রীমহাবি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাস্তগত ভীষ্মবধপর্বের পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ
 সমাপ্ত ।

ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

[ভীষ্মেণ পরাজিতানাং পাণ্ডবসৈন্তানাং পলায়নম্, ভীষ্মং হস্তমুদ্রতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ধনঞ্জয়েন নিবারণঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততঃ পিতা তব ক্রুদ্ধো নিশিতৈঃ সায়কোত্তমৈঃ ।
 আজঘান রণে পার্থান্ সহসেনান্ সমস্ততঃ ॥ ১
 ভীমং দ্বাদশভিবিদ্ধা সাত্যকিং নবভিঃ শরৈঃ ।
 নকুলঞ্চ ত্ৰিভিবিদ্ধ্বা সহদেবঞ্চ সপ্তভিঃ ॥ ২

ষড়ধিকশততম অধ্যায় ।

[ভীষ্ম কর্তৃক পরাজিত পাণ্ডব সৈন্তদের পলায়ন এবং ভীষ্মকে
 বধ করিতে উদ্রত শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুনের নিবারণ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তখন আপনার পিতৃতুল্য
 ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া রণক্ষেত্রে পার্থ তীক্ষ্ণ ও শ্রেষ্ঠ বাণসমূহে সৈন্ত-সহ
 কুন্তীপুত্রগণকে চারিদিক দিয়া আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১

তিনি ভীমসেনকে বার, সাত্যকিকে নয়, নকুলকে তিন ও

দেখিয়া যুদ্ধের জগ্ন সেনানে উপনীত হইলেন ॥ ৩৩ ৩৪

(ভীমসেন আসিয়াই সম্পূর্ণভাগ লৌহে নিশ্চিত ও মর্দনস্থান
 বিদীর্ণ করিতে সমর্থ তীক্ষ্ণ নারাটসমূহে মজ্জরাজ শল্যকে গুরুতর
 আহত করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য এই দুই
 মহারথী বীর বিশাল সৈন্তের সহিত অনাদ্যাসেই বাণবর্ষণ করিতে
 করিতে রাজা শল্যকে রক্ষা করিবার জগ্ন আসিয়া উপস্থিত
 হইলেন ॥

তদনন্তর যখন সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকের আশ্রয় লইয়া অন্তাচলে
 যাইতে উদ্রত হইলেন, তখন উত্তমকুলের সৈন্তের মধ্যে পুনরায়
 অতিশয় নিদারুণ ও ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৩৫

যুধিষ্ঠিরং দ্বাদশভির্বাণৈরাজঘান চারিণ্যং ।

ধৃষ্টদ্যুম্নং ততো বিদ্ব্বা ননাদ সুমহাবলঃ ॥ ৩

তং দ্বাদশাঠ্যৈর্নকুলো মাধবশ্চ ত্ৰিভিঃ শরৈঃ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ সপ্তত্যা ভীমসেনশ্চ সপ্তভিঃ ॥ ৪

সহদেবকে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের দুই বাহ ও
 বন্ধন্থলে বারটি বাণে আঘাত করিলেন। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্নকেও
 ষাট বাণে বিদ্ধ করিয়া মহাবল ভীষ্ম সিংহধ্বনি করিতে
 লাগিলেন ॥ ২-৩

তখন নকুল বার, সাত্যকি তিন, ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্তর, ভীমসেন
 সাত এবং যুধিষ্ঠির বারটি বাণ গ্রহণ করিয়া পিতামহ ভীষ্মকে
 আহত করিয়া ফেলিলেন ।

যুধিষ্ঠিরো দ্বাদশভিঃ প্রত্যবিধ্যং পিতামহম্ ।
 জ্যোন্ত সাত্যকিং বিদধ্বা ভীমসেনমবিধ্যত ॥ ৫
 একৈকং পঞ্চভির্বাণৈর্মদগোপমৈঃ শিতৈঃ ।
 তৌ চ তং প্রত্যবিধ্যোতাং ত্রিভিঃস্ত্রিভিরল্লিঙ্গগৈঃ ॥ ৬
 তৌত্রৈরিব মহানাগং জ্যোং ব্রাহ্মণপুঞ্জবম্ ।
 সৌবীরাঃ কিতবাঃ প্রাচ্যাঃ প্রতীচ্যোদীচ্যমালবাঃ ॥
 অভীষাহাঃ শূরসেনাঃ শিবয়োহুথ বসাতয়ঃ ।
 সংগ্রামে নাজহুর্ভীষ্মং বধ্যমানাঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৮
 তথৈবাস্ত্রে মহীপালা নানাদেশসমাগতাঃ ।
 পাণ্ডবানভ্যবর্তন্তু বিবিধ্যযুধপাণয়ঃ ॥ ৯
 তথৈব পাণ্ডবা রাজন্ পার্বক্ৰঃ পিতামহম্ ।
 স সমস্তাং পরিবৃত্তো রথৌঘৈরপরাজিতঃ ॥ ১০
 গহনেহগ্নিরিবোৎসৃষ্টঃ প্রজ্জ্বাল দহন্ পরান্ ।
 রথায়্যগারশ্চাশার্চি রসিশাক্তগদেকনঃ ॥ ১১

সেই সময় জ্যোতাচাধ্য বমদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর এবং তীক্ষ্ণ পাঁচটি
 কারিয়া বাণের দ্বারা সাত্যকি ও ভীমসেন প্রত্যেককেই বিদ্ধ
 করিয়া আহত করিলেন । তিনি প্রথমে সাত্যকিকে এবং পরে
 ভীমসেনকে বাণাবদ্ধ করিয়াছিলেন ।

তখন ইহার উভয়ে অক্লেশের দ্বারা গজরাজকে আঘাত করার
 জায় সরলগামী তিনটি করিয়া বাণের দ্বারা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ জ্যোতা-
 চাধ্যকে আঘাত করত প্রতিশোধ লইলেন ।

সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব,
 অভীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বসতিদেশের যোদ্ধারা শক্রগণের
 বাণে পীড়িত হইতে থাকিলেও রণাঙ্গনে ভীমকে ত্যাগ করিয়া
 বাইলেন না ॥ ৪-৮

এইরূপে বিভিন্ন দেশ হইতে আগত কুপতিগণও হাতে নানা
 অস্ত্রধারণ করত পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২

রাজন্! পাণ্ডবগণও সেই সময় পিতামহ ভীমকে বিরিয়া
 কেলিলেন । চারিদিকে রথসমূহে পরিবৃত্ত হইয়া অপরাজিত
 বীর ভীম গহনবনে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিসদৃশ শক্রদিগকে দগ্ধ করিতে
 করিতে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন ।

তখন রথই তাঁহার পক্ষে অগ্নিশালার জায় ছিল, আর ধহু
 অগ্নিবিধাসমূহের জায় প্রকাশিত হইতেছিল । বক্ষ, শক্তি ও
 গদা প্রভৃতি অস্ত্রসকল সমিধরূপে লক্ষিত হইতেছিল । বাণ
 ছিল অগ্নিস্থলিকসদৃশ । এইরূপে ভীমরূপী অগ্নি সেখানে অগ্নি-
 শিরোরপিগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ।

শরক্ষুলিঙ্গো ভীষ্মাগ্নিদদাহ ক্ষত্রিয়র্ষভান্ ।
 সুবর্ণপুষ্কৈরিষুভির্গাশ্রপকৈঃ স্তুভৈজ্ঞনৈঃ ॥ ১২
 কণি-নালীক-নারাটৈশ্ছাদয়ামাস তদ্ বলম্ ।
 অপাতয়দ্ ধ্বজাংশৈশ্চ বরদিনশ্চ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৩
 মুণ্ডতালবনানীব চকার স রথব্রজান্ ।
 নির্মমুশ্চান্ রথান্ রাজন্ গজানশ্বাশ্চ সংযুগে ॥ ১৪
 অকরোং স মহাবাহুঃ সর্বশস্ত্রভূতাঃ ববঃ ।
 তস্ত জ্যাতলনির্ঘোষং বিক্ষুব্ধিতমিবাশনৈঃ ॥ ১৫
 নিশম্য সর্বভূতানি সমকম্পত ভারত ।
 অমোঘা হ্রপতন্ বাণাঃ পিতৃশ্চৈ ভরতর্ষভ ॥ ১৬
 নাসঙ্কন্ত তনুত্রৈষু ভীষ্মচাপচ্যুতাঃ শরাঃ ।
 হতবারান্ রথান্ রাজন্ সংযুক্তান্ জবনৈর্হইয়ে ॥ ১৭
 অপশ্রাম মহারাজ ত্রিয়মাগান্ রণাজিরে ।
 চেদি-কাশি-কক্ৰবাণাং সহস্রাণি চতুর্দশ ॥ ১৮

তিনি বর্ণভূষিত গৃধ্রপক্ষযুক্ত অতিশয় তেজস্বী বাণ, কণী,
 নালীক ও নারাচসমূহে পাণ্ডবদিগের গৈত্র্যবাহিনীকে আচ্ছাদিত
 করিয়া ফেলিলেন । তিনি তাক বাণসমূহে সজ্জসকলকে ছেদন
 করিলেন এবং রথারোহী যোদ্ধাদিগকেও বধ করত কুপাতিত
 করিতে লাগিলেন ॥ ১০-১৩

সেই সময় তিনি ধ্বজসমূহ ছেদন করিয়া বহু রথকে মুণ্ডিত
 তালবৃক্ষের জায় করিয়া দিলেন । রাজন্! যুদ্ধস্থলে সমস্ত
 অস্ত্রধারণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু ভীম বহুসংখ্যক রথ, হস্তী ও
 অশ্বগণকে মহুস্তরহিত করিয়া ফেলিলেন ॥

তাঁহার ধহুর গুণের টঙ্কারধ্বনি বজ্রের পতন-শব্দের জায়
 ভয়ঙ্কর ছিল । ভারত! এই শব্দ শুনিয়া তখন সমস্ত প্রাণীই
 কাঁপিয়া উঠিল । ভারতশ্রেষ্ঠ! আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্মের বাণ-
 সমূহ অব্যর্থরূপে লক্ষ্যস্থলে পতিত হইতেছিল ॥ ১৪-১৬

রাজন্! ভীষ্মের ধহু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণগুলি কবচসমূহে
 নিবারিত হইত না (অর্থাৎ উহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া শরীরে
 প্রবেশ করিত) । মহারাজ! আমরা রণস্থলে একরূপ বহু রথ
 দেখিলাম, যাহাদের আরোহী যোদ্ধা ও চালক সারথি নিহত
 হইয়া কুপাতিত হইলেও সেই সেই রথে বেগশালী অশ্ব-যোজিত
 থাকার তাহার এই রথগুলিকে টানিয়া এদিকে ওদিকে লইয়া
 বাইতে লাগিল ।

মহারথা: সমাখ্যাতা: কুলপুত্রাশ্চমুখ্যজ: ।
 অপরাবর্তিন: সর্ব্বৈ-সুবর্ণবিকৃতধ্বজা: ॥ ১৯
 সংগ্রামে ভীষ্মমাসাত্ৰ ব্যাদিতাস্তমিবাস্তকম্ ।
 নিমগ্না: পরলোকায় সবাজি-রথ-কুঞ্জরা: ॥ ২০
 ভগ্নাক্ষোপস্করান্ কাংশ্চিদ্ ভগ্নচক্রাংশ্চ ভারত ।
 অপশ্যাম মহারাজ শতশোহথ সহস্রশ: ॥ ২১
 সবক্রুথে রথৈর্ভগ্নৈ রথিভিষ্চ নিপাতিতৈ: ।
 শরৈ: স্কুবচৈশ্চিহ্নৈ: পট্টিশৈশ্চ বিশাম্পতে ॥ ২২
 গদাভিভিন্দিপালৈশ্চ নিশিতৈশ্চ শিলীমুখৈ: ।
 অমুকধৈরুপাসকৈশ্চৈকৈর্ভগ্নৈশ্চ শারিষ ॥ ২৩
 বাহুভি: কামু'কৈ: খড়্গৈ: শিরোভিষ্চ সক্রুণ্ডলৈ:
 তলত্রৈরঙ্গুলিত্রৈশ্চ ধ্বজৈশ্চ বিনিপাতিতৈ: ॥ ২৪
 চাপৈশ্চ বহুধাচ্ছিন্নৈ: সমাস্তীৰ্য্যত মেদিনৌ ।
 হতারোহা গজা রাজন্ হয়াশ্চ হতসাদিন: ॥ ২৫
 অপরিতপ্ত গতপ্রাণা: শতশোহথ সহস্রশ: ।

চৌদি, কাশী ও করুণ দেশের চৌদ্দ হাজার বিখ্যাত মহারথী যোদ্ধা তখন এই রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন। ইহারা উচ্চ-কূলে উৎপন্ন হইয়াও পাণ্ডবদের জন্ত নিজ নিজ দেহ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কোন যোদ্ধাই যুদ্ধ হইতে পশ্চাদপসরণ করেন না। এই সকল প্রত্যেক যোদ্ধারাই ধ্বজ স্বর্ণ-নির্ম্মিত ছিল। মুখবিস্তারকারী সাক্ষাৎ কালের জ্ঞায় ভীষ্মের নিকটে যাইয়া এই সকল মহারথী বীর যুদ্ধরূপ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন। ভীষ্ম সেই সময় অশ্ব, রথ ও হস্তী সহ এই সব যোদ্ধাকেই পরলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৭-২০

ভরতনন্দন! মহারাজ! আমরা সেখানে শত শত ও সহস্র সহস্র একরূপ রথ দেখিলাম, যাহার ধ্বজ প্রভৃতি রথসামগ্রী ভগ্ন হইয়াছিল এবং চক্রসমূহ খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল ॥ ২১

মাননীয় প্রজানাথ! বক্রথের সহিত ভগ্ন হইয়া পতিত বহু রথ, নিহত রথারোহী যোদ্ধারা এবং ছিন্ন বাণ, কবচ, পট্টিশ, গদা, ভিন্দিপাল, তীক্ষ্ণ সায়ক, ছিন্ন-ভিন্ন অঙ্গুধ্বজ, উপাসঙ্গ, চক্র, ছিন্ন বাহু, ধনু, খড়্গ, কুণ্ডল-সহ মস্তক, তলত্রাণ (দস্তানা), অঙ্গুলিত্রাণ, পতিত ধ্বজ ও বহু খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া পতিত ধনুসকল—এই সব বস্তুদ্বারা সেখানকার ভূমি আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল ॥

রাজন্! যাহাদের আরোহী নিহত হইয়াছে, একরূপ বহু হাতী ও অশ্ব শত শত এবং হাজার হাজার সংখ্যায় নিম্প্রাণ হইয়া রণাঙ্গনে পড়িয়াছিল ॥

যতমানাশ্চ তে বীরো জবমাণান্ মহারথান্ ॥ ২৬
 নাশক্রুবন্ বায়য়িতুং ভীষ্মবাণশ্রপীড়িতান্ ।
 মহেন্দ্রসমবীৰ্য্যেণ বধ্যমানা মহাচমু: ॥ ২৭
 অভজ্যত মহারাজ ন চ দ্বৌ সহ ধাবত: ।
 আবিক্রুরথ-নাগাশ্চ পতিতধ্বজসঙ্কুলম্ ॥ ২৮
 অনীকং পাণ্ডুপুত্রাণাং হাহাভূতমচেতনম্ ।
 জঘনাত্ৰ পিতা পুত্রং পুত্রশ্চ পিতরং তথা ॥ ২৯
 প্রিয়ং সখ্যং চাক্রন্দে সখা দৈববলাং কৃত: ।
 বিমুচ্য কবচানন্তে পাণ্ডুপুত্রস্ত সৈনিকা: ॥ ৩০
 প্রকীর্য্য কেশান্ ধানন্ত: প্রত্যদৃশ্যন্ত সর্ব্বধ্বজ: ।
 তদ্ গোকুলমিবোদ্ভাস্তুমুদ্ভাস্তুরথকুবরম্ ॥ ৩১
 দদৃশে পাণ্ডুপুত্রস্ত সৈন্তমার্ত্তস্বরং তদা ।
 প্রভজ্যমানং সৈন্তং তু দৃষ্ট্বা যাদবনন্দন: ॥ ৩২
 উবাচ পার্থং বোভংসুং নিগৃহ্য রথমুত্তমম্ ।
 অয়ং স কাল: সম্প্রাপ্ত: পার্থ য: কাঙ্ক্ষিতস্তব ॥ ৩৩

বীর পাণ্ডবগণ বহু শ্রম করিয়াও ভীষ্মের বাণে পীড়িত হইয়া পলায়মান স্বীয় মহারথী যোদ্ধাদিগকে নিগারণ করিতে পারিলেন না ॥

মহারাজ! মহেন্দ্রসদৃশ পরাক্রমশালী ভীষ্মের দ্বারা অজ্ঞাঘাতে ভজ্ররিত হইয়া সেই বিশাল সৈন্তমধ্যে ভাঙ্গন ধারিল। তখন একসঙ্গে দুই জনে কোথাও ধাবিত হইতেছিল না ॥

পাণ্ডবদের সৈন্তরা অচেতনপ্রায় হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তাহাদের রথ, হস্তী ও অশ্বসকল বাণে কত-বিকৃত হইয়া পড়িল এবং ধ্বজসমূহ ছিন্ন হইয়া ভূপাতিত হইল ॥

সেই ভীষণ সংগ্রামে যেন দৈব-প্রেরিত হইয়াই পিতা পুত্রকে এবং মিত্র প্রিয় মিত্রকে বধ করিতে লাগিল ॥

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের অপর সৈন্তরা কবচ পরিত্যাগ করত কেশসমূহ উড়াইতে উড়াইতে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥

সেই সময় পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের সমস্ত সৈন্ত (সিংহ হইতে ভীত) গো-গণের জ্ঞায় বিলান্ত হইয়া পড়িল। রথের কুবরসকল বিপরিস্থিত হইল এবং সকল সৈন্তই আতর্জনাদ করিতে লাগিল ॥

সেই সৈন্তমধ্যে ভাঙ্গন দেখিয়া বহুবংশের আনন্দবর্দ্ধন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় উত্তম রথকে ধামাইয়া দিয়া কুন্তীকুমার অর্জুনকে বলিলেন ॥

গ্রহরাস্মিন্ নরব্যাভ্র ন চেম্মোহান্ বিমুহসে ।
 যৎ পুরা কথিতং বীর রাজ্ঞাং তেষাং সমাগমে ॥ ৩৪
 বিরাটনগরে তাত সঞ্জয়স্ত সমীপতঃ ।
 ভীষ্ম-দ্রোণমুখান্ সর্ধান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্ত সৈনিকান্ ॥ ৩৫
 সানুবন্ধান্ হনিষ্ঠ্যামি যে মাং যোৎসৃস্তি সঙ্গরে ।
 ইতি তৎ কুরু কৌন্তেয় সত্যং বাক্যমরিন্দম ॥ ৩৬
 ক্ষত্রধর্ম্মমুশ্রুত্য যুদ্ধস্ত বিগতজ্বরঃ ।
 ইত্যাশ্তো বাসুদেবেন তির্ধ্যাং দৃষ্টিরধোমুখঃ ॥ ৩৭
 অকাম ইব বীভৎসুরিদং বচনমব্রবীৎ ।
 অবধ্যান্যং বধং কৃত্বা রাজ্যং বা নরকোত্তরম্ ॥ ৩৮
 হুঃখানি বনবাসে বা কিং হু মে শ্লুকৃতং ভবেৎ ।
 চোদয়াম্মান্ যতো ভীষ্মঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৩৯
 পাতয়িষ্ঠ্যামি হৃৎপদং ভীষ্মং কুরুপিতামহম্ ।
 স চাশ্বান্ রজতপ্রখ্যাংশেচোদয়ামাস মাধবঃ ॥ ৪০

পার্থ! তুমি যে সময়ের অভিলাষ ও প্রতীক্ষা করিতেছিলে, সেই সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে। নরশ্রেষ্ঠ! যদি তুমি মোহে মোহিত না হইয়া থাক, তবে এই ভীষ্মের উপর অস্ত্রপ্রহার কর।

বীর! তাত! পূর্বে বিরাটনগরে বধন সকল রাজা একত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে এবং সঞ্জয়ের নিকটে তুমি যে কথা বলিয়াছিলে—“যুদ্ধে যাহারা আমার সম্মুখে আসিবে, হৃদ্যোধনের সেই ভীষ্ম, দ্রোণাদি সকল সৈন্তগণকেই বন্ধু-বান্ধবদের সহিত আমি নিহত করিব”। শত্রুদমন কুন্তী-নন্দন! তুমি সেই নিজের বাক্যকে আজ সত্য করিয়া দেখাও। তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম স্মরণ করত সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুন অধোমুখ হইয়া বক্রদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে অনিচ্ছুকের স্তায় এই কথা বলিলেন।

প্রত্যো! অবধ্যা মহাপুরুষগণকে বধ করিয়া নরক হইতেও নিন্দনীয় রাজ্যালাভ করিব অথবা বনবাসে থাকিয়া কষ্টভোগ করিব—এই উভয়ের মধ্যে কোনটি আমার পক্ষে পুণ্যদায়ক হইবে?

আচ্ছা, যেখানে ভীষ্ম আছেন, সেই দিকে অশ্চালনা করন। আজ আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব। কুরুকুলের বৃদ্ধ পিতামহ হৃৎপদ বীর ভীষ্মকে বধ করিয়া ভূপাতিত করিব।

রাজন্! তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রজতগদ্য খেতবর্ণবিশিষ্ট

যতো ভীষ্মস্ততো রাজন্ হুস্ত্রাক্ষ্যো রশ্মিবানিব ।
 ততস্তৎ পুনরাবৃত্তং যুধিষ্ঠিরবলং মহৎ ॥ ৪১
 দৃষ্ট্বা পার্থং মহাবাহুং ভীষ্মায়োত্তমাহবে ।
 ততো ভীষ্মঃ কুরুশ্রেষ্ঠঃ সিংহবদ্ বিনদন্ মুহুঃ ॥ ৪২
 ধনঞ্জয়রথং শীঘ্রং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ।
 ক্ষণেন স রথস্তস্ত সহয়ঃ সহসারথিঃ ॥ ৪৩
 শরবর্ষণে মহতা ন প্রাজ্জায়ত ভারত ।
 বাসুদেবস্তসম্ভ্রাস্তো ধৈর্য্যামাস্থায় সত্বরঃ ॥ ৪৪
 চোদয়ামাস তানশ্বান্ বিনুমান্ ভীষ্মসায়কৈঃ ।
 ততঃ পার্থো ধনুর্গৃহ্য দিব্যং জঙ্গদনিঃস্বনম্ ॥ ৪৫
 পাতয়ামাস ভীষ্মস্ত ধনুঃশিখা শিতৈঃ শরৈঃ ।
 স চিহ্নধরা কৌরব্যঃ পুনরশ্বানুহদ্ ধনুঃ ॥ ৪৬
 নিমেষাস্তুরমাত্রেন সজ্যং চক্রে পিতা তব ।
 চকর্ষ চ ততো দোভ্যাং ধনুর্জলদনিঃস্বনম্ ॥ ৪৭

অশ্বদ্বিগকে সেইদিকে চালনা করিলেন, যেখানে রশ্মিবান্ সূর্য্যতুল্য হৃদর্শনীয় ভীষ্ম যুদ্ধ করিতেছেন।

মহাবাহু কুন্তীকুমার অর্জুনকে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে উত্তত দেখিয়া পলায়মান যুধিষ্ঠিরের বিশাল সৈন্তবাহিনী পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

তখন বান্ধবায় সিংহনাদ করিতে করিতে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ধনঞ্জয়ের রথের উপর অতিসত্ত্বর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

ভারত! কণকালের মধ্যেই প্রভূত বাণবর্ষণে সারথি ও অশ্বসহ তাঁহার রথ একপ অদৃশ হইয়া যাইল যে, তখন তাহার কিছুই বুঝা যাইতেছিল না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বিচলিত না হইয়া ধৈর্য্যের সহিত ভীষ্মের বাণে ক্ষত-বিক্ষত অশ্বগুলিকে ক্ষত চালাইতে লাগিলেন।

তারপর কুন্তীনন্দন অর্জুন মেঘসদৃশ গজীর শব্দকারী স্বীয় দিব্য ধনু গ্রহণ করত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ভীষ্মের ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ধনু ছিন্ন হইলে আপনার পিতৃতুল্য কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম পুনরায় অপর ধনু লইয়া নিমেঘের মধ্যেই তাহাতে গুণ আরোহণ করিলেন।

তদনন্তর মেঘের স্তায় গজীর শব্দকারী সেই ধনুটিকে দুই হাতে আকর্ষণ করিলেন, এই সময়ের মধ্যেই ক্রুদ্ধ অর্জুন তাঁহার সেই ধনুটিকেও ছিন্ন করিয়া দিলেন।

অথাস্ত তদপি ক্রুদ্ধশিচ্ছেদ ধনুর্জুনঃ ।
 তস্ত তৎ পূজয়ামাস লাঘবঃ শাস্ত্রানোঃ স্তুতঃ ॥ ৪৮
 গাজেয়স্তবীং পার্থঃ ধ্বিজ্যেষ্ঠমরিন্দম ।
 সাধু সাধু মহাবাহো সাধু কুন্তীসুতেতি চ ॥ ৪৯
 সমাভ্যষ্টৈবমপরং প্রগৃহ্য রুচিরং ধনুঃ ।
 মুমোচ সমরে ভীষ্মঃ শরান্ পার্থবধং প্রত্ৰি ॥ ৫০
 অদর্শয়দ্ বস্মাদেবো হয়য়ানে পরং বলম্ ।
 মোঘান্ কুর্বন্ শরাস্তস্য মণ্ডলানি নিদর্শয়ন্ ॥ ৫১
 (সারথ্যং নিপুণং কুর্বন্ প্রত্যদৃশ্যত সংযুগে ।
 ভীষ্মস্তাবৎ সুসংক্রুদ্ধঃ পুনর্বাণান্ মুমোচ হ ॥
 পার্থায় যুধি রাজেন্দ্র তদন্তুতমিবাভবৎ ।
 অর্জুনস্ত সুসংক্রুদ্ধঃ পিতামহমরিন্দমঃ ॥
 অবর্ষদ্ বাণবর্ষণে যোদ্ধুং হভিমুখে স্থিতম্ ।
 তাবুভৌ যুধি দুর্ধবৌ যুযুধাতে পরম্পরম্ ॥)
 শুশুভাতে নরব্যাজৌ ভৌ ভীষ্মশরবিক্রতো ।
 গোবৃষাবিব সংরকৌ বিষাণেন্নিখিতাক্রিতৌ ॥ ৫২

শক্রদমন নরেশ ! সেই সময় শাস্ত্রজ্ঞানন্দন গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম
 ধনুর্ধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুন্তীকুমার অর্জুনের তুরি তুরি প্রশংসা
 করিলেন এবং এই কথা বলিলেন ॥

মহাবাহো কুন্তীনন্দন ! “সাধু, সাধু, তোমায় অসংখ্য
 সাধুবাদ । এই কথা বলিয়াই ভীষ্ম পুনরায় অপর স্তম্ভর ধনু গ্রহণ
 করত সন্মুখাগে অর্জুনের রথের দিকে বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া
 দিলেন ॥ ৪২-৫০ ॥

এই সময় শ্রীকৃষ্ণ অশ্চালনাবিষয়ে নিজের অভুত সামর্থ্য
 দেখাইলেন । তিনি বিবিধ মণ্ডলাকারে রথের গতিপথ
 দেখাইতে থাকিয়া ভীষ্মের বাণসমূহ ব্যর্থ করিয়া দিয়া যাইতে
 লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

(যুদ্ধস্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুশলতাসহকারে সারথ্য-কর্ম করিয়া
 দেখাইতে লাগিলেন । রাজেন্দ্র ! ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া
 পার্শ্বের উপর বারংবার বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেন । ইহা যেন
 তখন অভুত বলিয়া মনে হইতে লাগিল । তারপর শক্রদমন
 অর্জুনও ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধের জন্ত নিজের সমুখে অবস্থিত ভীষ্মের
 উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন । এই দুই রণরঞ্জর বীর
 তখন পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥)

সেই সময় পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়েই ভীষ্মের বাণে
 কত-বিকত হইয়া শৃঙ্গের আঘাতে আহত দুইটি অতিশয় ক্রুদ্ধ

(ভীষ্মোহভীষ্ম সুসংক্রুদ্ধঃ পৃষৎকৈরর্জুনং বলাৎ ।
 জঘান সমরে মূর্ধ্নি সিংহবদ্ বিনদন্ মুখঃ ॥)
 বাসুদেবস্ত সম্প্রেক্ষ্য পার্থস্য মূঢ় যুদ্ধতাম্ ।
 ভীষ্মক শরবর্ষণি সৃজন্তমনিশং যুধি ॥ ৫৩
 প্রতপস্তমিবাদিত্যং মধ্যমাসাত সেনয়োঃ ।
 বরান্ বরান্ বিনিব্রন্ত্য পাণ্ডুপুত্রস্য সৈনিকান্ ॥ ৫৪
 যুগাস্তমিব কুর্বাণং ভীষ্মং যৌধিষ্ঠিরে বলে ।
 নামৃশ্যত মহাবাহুর্মাধবঃ পরবীরহা ॥ ৫৫
 উৎসজ্য রজতপ্রথান্ হয়ান্ পার্থস্য মারিষ ।
 বাসুদেবস্ততো যোগী প্রচক্ৰন্দ মহারথ্যং ॥ ৫৬
 অভিজ্ঞাব ভীষ্মং স ভূজপ্রহরণো বলী ।
 প্রতোদপাণিষ্ঠেজস্বী সিংহবদ্ বিনদন্ মুখঃ ॥ ৫৭
 দারয়ন্নিব পশ্চ্যাং স জগতীং জগদীশ্বরঃ ।
 ক্রোধতাস্ত্রেক্ষণঃ কৃষ্ণো জিঘাংসুরমিতছাতিঃ ॥ ৫৮
 এসস্তমিব চেতাংসি তাবকানাং মহাহবে ।
 দৃষ্ট্ৱা মাধবমাক্রন্দ ভীষ্মায়াত্ততমস্তিকে ॥ ৫৯

বৃষের স্তায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫২ ॥

(তারপর ভীষ্মও তখন রণালয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় বাণ-
 সমূহে বলপূর্বক অর্জুনের মস্তকে আঘাত করিলেন । তাহার পর
 তিনি বারংবার সিংহধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, অর্জুন কোমলতার সহিত যুদ্ধ
 করিতেছে, আর ভীষ্ম রণালয়ে সৈন্তের মধ্যভাগে থাকিয়া নিরন্তর
 বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া মধ্যাহ্নকালীন সূর্যাসদৃশ সকলকে সজাগিত
 করিতেছেন, পাণ্ডব-সৈন্তদের প্রধান প্রধান বীরগণকে বধ
 করিতেছেন এবং যুধিষ্ঠিরের সৈন্তদের মধ্যে প্রলয়কালের দৃঢ়
 উপস্থাপিত করিয়া দিয়াছেন ॥

তখন শক্রবীরনাশী মহাবাহু মাধব ইহা সজ্ঞ করিতে পারিলেন
 না । আর্ধ্য ! সেই যোগেশ্বর ভগবান্ বাসুদেব অর্জুনের রজত-
 সদৃশ শুভ্রবর্ণের অশগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া সেই বিশাল রথ
 হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং বাহ্যমাত্রকে অস্ত্রে পরিণত করিয়া
 তাহাতে বেত্রধারণপূর্বক পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে করিতে
 বলবান্ ও তেজস্বী শ্রীহরি ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৫৩-৫৭ ॥

জগদীশ্বর ও অমিততেজস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোথেকে চক্ৰ রক্তবর্ণ
 করিয়া ভীষ্মকে বধ করিবার ইচ্ছায় ত্রিপাদবরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ
 করিতে থাকিলেন ॥ ৫৮ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাশত্রুগ্ৰামে আপনাব পুত্র ও সৈন্তগণের

হতো ভীষ্মো হতো ভীষ্মস্তত্র তত্র বচো মহৎ ।
 অজ্ঞায়ত মহারাজ বাসুদেবভয়াং তদা ॥ ৬০
 পীতকৌশেয়সংবীতো মণিষ্ঠামো জনার্দনঃ ।
 শুণ্ডভে বিজ্রবন্ ভীষ্মং বিদ্বান্মালী যথাস্থদঃ ॥ ৬১
 স সিংহ ইব মাতঙ্গ যুধিষ্ঠি ইবর্ষভম্ ।
 অভিহুত্ৰাব বেগেন বিনদন্ যাদবর্ষভঃ ॥ ৬২
 তমাপতন্তু স্প্রেষ্ঠ্য পুণ্ডরীকাক্ষমাহবে ।
 অসম্ভ্রমং রণে ভীষ্মো বিচকর্ষ মহদ্ ধনুঃ ॥ ৬৩
 উবাচ চৈব গোবিন্দমসম্প্রাস্তেন চেতসা ।
 এহেহি পুণ্ডরীকাক্ষ দেবদেব নমোহস্ত তে ॥ ৬৪
 মামগ্ন সাহস্রশ্রেষ্ঠ পাতয়স্ব মহাহবে ।
 ষ্মা হি দেব সংগ্রামে হতস্যাপি মমানঘ ॥ ৬৫
 শ্রেয় এব পরং কৃষ্ণ লোকে ভবতি সর্বতঃ ।
 সম্ভাবিতোহস্মি গোবিন্দ ত্রৈলোক্যেনাদ্য সংযুগে ॥ ৬৬

চিত্তকে ঘেন গ্রাণ করিয়া লইলেন। মহারাজ। রণস্থলে মাধবকে
 নিকটে আসিয়া ভীষ্মকে বধ করিতে উত্তত দেখিয়া সেই সময়
 বাসুদেবের ভয়ে চারিদিকে এই মহাকাশালাহুলনা ঘাইতে লাগিল
 যে, ভীষ্ম নিহত হইলেন, ভীষ্ম নিহত হইলেন ॥ ৫৯-৬০

পীতবর্ণের রেশমী বস্ত্রপরিধানকারী ইন্দ্রনীলমণিতুলা শ্রাম-
 হৃন্দর শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের দিকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে একপ শোভা
 পাইতে লাগিলেন যে, তখন ঘেন বিদ্বান্মালাশোভিত শ্রামবর্ণের
 মেঘ ধাবিত হইতেছে ॥ ৬১

যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বারংবার গর্জন করিতে করিতে ভীষ্মের
 দিকে সেইরূপ বেগে ধাবিত হইলেন, যেরূপ বেগে সিংহ গজ-
 রাজের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে এবং গো-পালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃষ
 যেরূপ বেগে অস্ত্র এক বৃষকে আক্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৬২

সেই মহারণে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া ভীষ্ম
 সেই যুদ্ধস্থলে অগ্ন ও বিচলিত না হইয়া নিজের বিশাল ধনুকে
 আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩

তারপর উষেগশূন্য মনে ভগবান্ গোবিন্দকে সন্বেদন
 করিয়া বলিলেন,—আহুন, আহুন; কমললোচন! দেবদেব!
 আপনাকে নমস্কার ॥ ৬৪

সাহস্রশ্রেষ্ঠ। এই মহাসংগ্রামে আজ আমাকে নিহত
 করিয়া ভূপাতিত করুন। দেব! নিম্পাপ শ্রীকৃষ্ণ! আপনার
 ষ্মা সংগ্রামে নিহত হইলেও জগতে সর্বতোভাবে আমার
 পরম কল্যাণ হইবে ॥

প্রহরস্ব যথেষ্টং বৈ দাসোহস্মি তব চানঘ ।
 অঙ্গবেষ ততঃ পার্থঃ সমভিক্ষিত্য কেশবম্ ॥ ৬৭
 নিজগ্রাহ মহাবাহুবাহুভ্যাং পরিগৃহ্য বৈ ।
 নিগৃহ্যমাণঃ পার্থেন কৃষ্ণো রাজীবলোচনঃ ॥ ৬৮
 জগামৈবৈনমাদায় বেগেন পুরুষোত্তমঃ ।
 পার্থস্ত বিষ্টভ্য বলাচরণৌ পরবীরহা ॥ ৬৯
 নিজগ্রাহ দ্রুতীকেষং কথঞ্চিদ দশমে পদে ।
 তত এবমুবাচার্তঃ ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণম্ ॥ ৭০
 নিঃশ্বসন্তু যথা নাগমজ্জুনঃ প্রণয়াং সখা ।
 নিবর্তস্ব মহাবাহো নানুতং কর্তুমহসি ॥ ৭১
 যং ষ্মা কথিতং পূর্বং ন যোৎস্রামীতি কেশব ।
 মিথ্যাবাদীতি লোকাস্তাং কথয়িত্যস্তি মাধব ॥ ৭২
 মমৈষ ভারঃ সর্বো হি হনিষ্যামি পিতামহম্ ।
 শপে কেশব শস্ট্বেণ সতেন শূক্রেণ চ ॥ ৭৩

গোবিন্দ! আজ আমি এই যুদ্ধে জিত্রুগনের সম্মানিত
 হইলাম। অনঘ! আমি আপনার দাস। এখন আপনি
 আমাকে ইচ্ছানুসারে প্রহার করুন ॥

এদিকে মহাবাহু অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়াইয়া
 আসিতেছিলেন। তিনি স্বীয় দুই বাহুতে শ্রীকৃষ্ণকে ধরিয়া
 বশীকৃত করিয়া ফেলিলেন ॥

এইভাবে অর্জুন কর্তৃক ধৃত হইয়াও কমললোচন পুরুষোত্তম
 ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়াই সবেগে অগ্রসর হইতে
 লাগিলেন ॥

তখন শত্রুবীরনারী বলপূর্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণধারণ
 করিলেন এবং তারপর দশদগ ঘাইবার পরই কোনরূপে দ্রুতীকেশকে
 নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন ॥

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের নয়ন ক্রোধের রক্ত বর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং
 সর্পের ভ্রায় তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহার
 সখা অর্জুন আর্ন্তভাবে প্রেমপূর্বক বলিলেন,—মহাবাহো!
 আপনি কিরিয়া চলুন, স্বীয় প্রতিজ্ঞাকে মিথ্যা করিবেন না ॥ ৬৫-৭১

কেশব! আপনি পূর্বে যাঁহা বলিয়াছিলেন,—“আমি যুদ্ধ
 করিব না”, সেই বাক্যকে আপনি প্রতিপালন করুন। মাধব!
 অন্তথা লোকে আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিবে ॥ ৭২

কেশব! যুদ্ধের এই সব ভার আমার উপরে আছে।
 আমি আমার অস্ত্র, সত্য ও শূক্রেণ শপথ লইয়া বলিতেছি যে,
 আমি পিতামহ ভীষ্মকে বধ করিব ॥ ৭৩

অন্তঃ যথা গমিষ্যামি শক্রণাং শক্রসূদন ।
 অদৌব পশু দুর্ধর্ষ্য পাত্যমানং মহারথম্ ॥ ৭৪
 তারাপতিমিবাৰ্জুনকালে যদৃচ্ছয়া ।
 মাধবস্ত বচঃ শ্রদ্ধা ফাস্তনস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৭৫
 (অভবৎ পরমশ্রীতো জ্ঞাত্বা পার্থস্ত বিক্রমম্ ।)
 ন কিঞ্চিৎকু। সক্রোধ আরুরোহ রথঃ পুনঃ ।
 তৌ রথস্থৌ নরব্যাত্তৌ ভীষ্মঃ শাস্তনবঃ পুনঃ ॥ ৭৬
 ববর্ষ শরবর্ষণে মেঘো বৃষ্টা যথাচলৌ ।
 প্রাণানাদত্ত যোধানাং পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ৭৭
 গভস্তিভিরিবাদিতাস্তেজাংসি শিশিরাত্যয়ে ।
 যথা কুরুণাং সৈন্তানি বভঞ্জুর্যুধি পাণ্ডবাঃ ॥ ৭৮
 তথা পাণ্ডবসৈন্তানি বভঞ্জ যুধি তে পিতা ।
 হতবিক্রতসৈন্তাস্ত নিরুৎসাহা বিচেতসঃ ॥ ৭৯
 নিরীক্ষিতুং ন শেকুস্তে ভীষ্মপ্রতিমং রণে ।
 মধ্যং গতমিবাদিত্যং প্রতপস্তং স্বতেজসা ৮০
 তে বধ্যমানা ভীষ্মেণ শতশোহথ সহস্রশঃ

শক্রসূদন! আমি সকল শত্রুকেই বিনাশ কারব। আপনি দর্শন করুন—আজই আমি পূর্ণচন্দ্রতুল্য দুর্জয় বীর! মহারথী ভীষ্মকে তাঁহার অস্তিম সময়ে ইচ্ছাহুসারে নিহত করিয়া জুতলশায়ী করিব।

মহাত্মা অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পরাক্রম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে অত্যন্ত প্রশংসা হইয়া বাহুতঃ কিছু না বলিয়া ক্রোধের সহিত রথে গিয়া আরোহণ করিলেন।

পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে রথের উপরে বসিতে দেখিয়া শাস্ত্রহনন্দন ভীষ্ম পুনরায় তাঁহাদের উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন—ইহাতে মনে হইল মেঘ দুইটি পরস্পরের উপর জলধারা বর্ষণ করিতেছে।

রাজন্! আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম সেইরূপে পাণ্ডব যোদ্ধাদের প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন, যেরূপে ঐশ্যকালে সূর্য্যদেব স্বীয় প্রথর কিরণে সকলের তেজঃ হরণ করিয়া থাকেন।

মহারাজ! যেরূপ পাণ্ডবেরা যুদ্ধে কৌরব-সৈন্তদিগকে বিভাড়িত করিতেছিলেন, সেইরূপ আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্মও পাণ্ডব-সৈন্তগণকে বিভাড়িত করিতে লাগিলেন।

তখন আহত হইয়া পলায়মান সৈন্তরা অচেতন ও উৎসাহ-হীন হইয়া পড়িয়াছিল। সেই রণক্ষেত্রে অতুলনীয় বীর ভীষ্মের

ভীষ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাঙ্কগত ভীষ্মবধপর্কে নবমদিবসের যুদ্ধসমাপ্তিবিবরণ

বড়দিক শততম অধ্যায়ের অষ্টমোদয় সমাপ্ত।

কুর্বাণং সমরে কৰ্ম্মাণ্যতিমাহুযবিক্রমম্ ॥ ৮১

বীক্ষাক্রুর্মহারাজ পাণ্ডবা ভয়পীড়িতাঃ ।

তথা পাণ্ডবসৈন্তানি দ্রাব্যমাণানি ভারত ॥ ৮২

দ্রাতারং নাধ্যগচ্ছন্ত গাবঃ পঙ্কগতা ইব ।

পিপীলিকা ইব ক্লৃণা দুর্বলা বলিনা রণে ॥ ৮৩

মহারথং ভারত দুপ্রকম্পং

শরৌঘিণং প্রতপস্তং নরেন্দ্রান্ ।

ভীষ্মং ন শেকুঃ প্রতিবীক্ষিতুং তে

শরাচিষং সূর্য্যমিবাভপস্তম্ ॥ ৮৪

বিমুদগতস্তস্ত তু পাণ্ডুসেনা-

মস্তং জগামাথ সহস্ররশ্মিঃ ।

ততো বলানাং অমকর্ষিতানাং

মনোহবহারং প্রতি সমুভূব ॥ ৮৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি নবমদিবসযুদ্ধসমাপ্তৌ

বড়দিক শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৬

দিকে সেইরূপ কেহ দৃষ্টিপাত কারতেই পারিল না, যেরূপ স্বীয় কিরণে সন্তাপদায়ী মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় না। ৭৪-৮০

মহারাজ ভীষ্ম কর্তৃক প্রহৃত শত শত ও সহস্র সহস্র সৈন্ত সমরে অলৌকিক পরাক্রম প্রকাশকারী ভীষ্মের ডয়ে পীড়িত হইয়া তাঁহাকে কেবল দেখিতেই লাগিল।

ভারত! পলায়মান পাণ্ডবসৈন্তরা সেই সময়ে পঙ্কময় গো-সজ্জের দ্বায় কাহাকেও নিজেদের রক্ষকরূপে পাইল না সমরক্ষেত্রে বলবান্ ভীষ্ম এই দুর্বল সৈন্তগণকে পিপীলিকাসমূহের তুল্য পিষ্ট করিতে লাগিলেন। ৮১-৮৩

ভারত! মহারথী ভীষ্ম অবিচলভাবে অবস্থান করত বাণ-সমূহ বর্ষণ করিতে করিতে পাণ্ডবপক্ষীয় নরপতিগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। বাণরূপী কিরণাবলিতে স্তম্ভোদ্ভিত ও সূর্য্যাসদৃশ তাপদানকারী ভীষ্মকে তখন কেহ দেখিতেই সমর্থ হইলেন না। ৮৪

ভীষ্ম পাণ্ডব-সৈন্তদিগকে যখন এক্রূপে মর্দিত করিতে-ছিলেন, তখন সহস্র কিরণ-স্তম্ভোদ্ভিত ভগবান্ সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। সেই সময় পরিভ্রমে ক্লান্ত সমস্ত সৈন্তের মনেই এই ইচ্ছা জাগরিত হইয়াছিল যে, এখন যুদ্ধ বন্ধ হউক। ৮৫

সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

[নবমদিবসযুদ্ধসমাপ্তিঃ, নিশি পাণ্ডবানাং গুপ্তমন্ত্রণা, ভীষ্মেণ সহ সন্মিত্য সক্রুৎ-পাণ্ডবানাং তদ্বোধোপায়লাভশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ ।

যুধ্যতামেব তেষাং তু ভাস্করেহস্তমুপাগমে ।
সঙ্ক্যা সমভবদ্ ঘোরা নাপশ্যাম ততো রণম্ ॥ ১
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা সঙ্ক্যাং সন্দৃশ্য ভারত ।
বধ্যমানঞ্চ ভীষ্মেণ ত্যক্তাশ্বং ভয়বিহ্বলম্ ॥ ২
(নিরুৎসাহং বলং দৃষ্ট্বা পীড়িতং শরবিক্ষতম্ ।)
অসৈন্তঞ্চ পরাবৃত্তং পলায়নপরায়ণম্ ।
ভীষ্মঞ্চ যুধি সংরক্তং পীড়য়ন্তু মহারথম্ ॥ ৩
সোমকাংশ্চ জিতান্ দৃষ্ট্বা নিরুৎসাহান্ মহারথান্
(নিশামুখঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য ঘোররূপং ভয়ানকম্ ।
চিন্তয়িত্বা ততো রাজা অবহারমরোচয়ৎ ॥ ৪
(কথং জয়েম ভীষ্মং বৈ মহাবলপরাক্রমম্ ।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায় ।

[নবমদিনের যুদ্ধের সমাপ্তি, রাত্রিতে পাণ্ডবগণের গুপ্ত মন্ত্রণা এবং ভীষ্মের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসহ পাণ্ডবগণের তাঁহার ঘরের উপায়লাভ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! কৌরব-পাণ্ডবগণের মধ্যে যুদ্ধের সময়েই সূর্য্যদেব অস্তাশ্লে গমন করিলেন এবং ভয়ঙ্কর সঙ্ক্যাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল । তখন আমরা আর যুদ্ধ হইতে দেখিলাম না ॥ ১

ভরতনন্দন । তারপর রাজা যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, সঙ্ক্যা হইয়া গিয়াছে এবং ভীষ্ম কর্তৃক গুরুতর প্রহৃত হইয়া আমার সৈন্তরা অত্র পরিত্যাগ করিয়াছে । যুদ্ধ করিতে কাহারও মধ্যে আর উৎসাহ নাই । বাণসমূহে ক্ষত বিক্ষত সমস্ত সৈন্তই অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে । বহু সৈন্তই যুদ্ধবিমূখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল । এদিকে মহারথী ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধস্থলে সকলকে পীড়ানান করিতেছিলেন । সোমকবংশীয় মহারথী বীরগণ পরাজিত হইয়া উৎসাহহীন হইয়াছেন । অথচ ঘোরতর ও ভয়ানক প্রদোষকাল উপস্থিত হইয়াছে । এই সব বিষয়ে বিচার করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্তদিগকে যুদ্ধ হইতে প্রত্যাহার করিয়া লওর্ঘ্যকেই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন ॥ ২-৪

বুদ্ধিং অশিবিরং গন্তুং চক্রে রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥)
ততোহবহারং সৈন্তানাং চক্রে রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ।
তথৈব তব সৈন্তানামবহারো হতুং তদা ॥ ৫
ততোহবহারং সৈন্তানাং কৃৎস্না তত্র মহারথাঃ ।
অবিশস্ত কুরুশ্রেষ্ঠ সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষতাঃ ॥ ৬
ভীষ্মস্ত সমরে কৰ্ম্ম চিন্তয়ানাস্ত পাণ্ডবাঃ ।
নালভন্ত তদা শাস্তিং ভীষ্মবাণপ্রপীড়িতাঃ ॥ ৭
ভীষ্মোহপি সমরে জিত্বা পাণ্ডবান্ সহ সৃঞ্জয়ান্
পূজ্যমানস্তব সূতৈর্বন্দ্যমানশ্চ ভারত ॥ ৮
অবিশং কুরুভিঃ সার্থং হৃষ্টরূপৈঃ সমন্ততঃ ।
ততো রাত্রিঃ সমভবং সর্বভূতপ্রমোহিনী ॥ ৯
তস্মিন্ রাত্রিমুখে ঘোরে পাণ্ডবা বৃক্ষিভিঃ সহ ।
সৃঞ্জয়াশ্চ ছুরাধবা মস্ত্রায় সমুপাবিশন্ ॥ ১০

মহাবলশালী ও মহাপরাক্রমী ভীষ্মকে আমরা কিভাবে পরাজিত করিতে সমর্থ হইব, ইহাই চিন্তা করিতে করিতে রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় শিবিরে যাইতে মনস্থ করিলেন ।

তাঁহার পর মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্তদিগকে যুদ্ধ হইতে প্রত্যাহার করিয়া লইলেন । এইরূপে আপনার সৈন্তরাও সেই সময় যুদ্ধস্থল হইতে শিবির অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৫

কুরুশ্রেষ্ঠ ! এই ভাবে সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত সেই সব মহারথী সৈন্তরা প্রত্যাবর্তন করিয়া শিবিরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৬

পাণ্ডবগণ ভীষ্মের বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়া ছিলেন । তাঁহারা সমরাজ্ঞে ভীষ্মের পরাক্রমের কথা চিন্তা করিয়া শাস্তলাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৭

ভারত ! ভীষ্মও সংগ্রামে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণকে জয় করিয়া আপনার পুত্রদিগের দ্বারা প্রশংসিত এবং অভিবন্দিত হইয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে কৌরবদের সহিত শিবিরে গমন করিলেন ।

তাঁহার পর সমস্ত প্রাণিগণকে মোহযয়ী নিজায় নিয়ন্ত্রকারিণী রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল । সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির আরম্ভকালে বৃক্ষিবংশীয়গণ সহ হৃদ্ধব সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ গুপ্তমন্ত্রণার অঙ্গ একত্রে মিলিত হইলেন ॥ ৮-১০

আত্মনিঃশ্বেদনং সৰ্ব্বৈ প্রাপ্তকালং মহাবলাঃ ।
 মন্ত্রয়ামানুরব্যাণা মন্ত্রনিশ্চয়কোবিদাঃ ॥ ১১
 (হনিষ্টাম যথা ভীষ্ম জয়েম পৃথিবীমিমাম্ ॥)
 ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা মন্ত্রয়িত্বা চিরং নৃপ ।
 বাসুদেবং সমুদীক্ষ্য বচনং চেদমাদদে ॥ ১২
 কৃষ্ণ পশু মহাত্মানং ভীষ্ম ভীমপরাক্রমম্ ।
 গজং নলবনানীৰ্ণ বিমূঢ়গন্তং বলং মম ॥ ১৩
 (মম মাধব সৈন্তেষু বধ্যমানেষু তেন বৈ ।
 কথং যোৎস্লাম হৃদর্ষ জ্যৈয়ো মেহত্র বিধীয়তাম্ ॥
 স্বমেব গতিরস্মাকং নাশ্চাং গতিমুপাস্মহে ।
 ন যুদ্ধং রোচতে মতং ভীষ্মেণ সহ মাধব ।
 হস্তি ভীষ্মো মহাবীরো মম সৈন্তাশ্চ সংযুগে ॥)
 ন চৈবৈনং মহাত্মানমুৎসাহামো নিরীক্ষিতুম্ ।
 লেলিহমানং সৈন্তেষু প্রবুদ্ধমিব পাবকম্ ॥ ১৪

সেই সময় ঐ সব মহাবলী বীরগণ সম্মুখগারে নিজেদের মঙ্গলের প্রার্থনায় বসে বসে বিচার করিতে লাগিলেন। এই সব বীরগণ মন্ত্রণা করিয়া যে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে নিপুণ ছিলেন ॥ ১১

তখন তাঁহাদের মধ্যে এই বিচারই হইতেছিল যে, আমরা কিরূপে ভীষ্মকে বধ করিতে পারিব এবং কিরূপে এই পৃথিবীকে জয় করিতে সমর্থ হইব? নরেশ্বর! সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত গুপ্ত মন্ত্রণা করিবার পর বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১২

শ্রীকৃষ্ণ! দেখুন, ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী মহাত্মা ভীষ্ম আমাদের সৈন্তাদিগকে সেইভাবে বিনাশ করিতেছেন, যে রূপে হস্তী শরবনকে মর্দন করিয়া থাকে ॥ ১৩

মাধব! ইহার দ্বারা যখন আমার সৈন্তারা বিনষ্ট হইতেছে, তখন একরূপ অবস্থায় এই দুর্জয় বীর ভীষ্মের সহিত আমরা কিরূপে যুদ্ধ করিব? এখন যে রূপে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে, সেইরূপ একটি উপায় স্থির করুন। মাধব! আপনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। আমরা অস্ত্র কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করি নাই। ভীষ্মের সহিত আমাদের যুদ্ধ করাকে আমার ভাল লাগিতেছে না। এদিকে মহাবীর ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে আমাদের সৈন্তাদিগকে সংহার করিয়া বাইতেছেন।

ইনি প্রজ্জলিত অগ্নিতুল্য বাণসমূহের শিখাতে আমাদের সৈন্তাদিগকে সর্বতোভাবে লেহন (ভষ্ম) করিতেছেন, আমরা এই

যথা যোরো মহানাগস্তক্ককো বৈ বিবোধণঃ ।
 তথা ভীষ্মো রণে ক্রুদ্ধস্তীক্ষ্ণশস্ত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৫
 গৃহীতচাপঃ সমরে প্রমুঞ্চন্ নিশিতান্ শরান্ ।
 শক্যো জেতুং যমঃ ক্রুদ্ধো বজ্রপাণিষ্ঠ দেবরাট্ ॥ ১৬
 বরুণঃ পাশভৃচ্চাপি সগদো বা ধনেশ্বরঃ ।
 ন তু ভীষ্মঃ সুসংক্রুদ্ধঃ শক্যো জেতুং মহাহবে ॥ ১৭
 সোহহমেবংগতে কৃষ্ণ নিমগ্নঃ শোকসাগরে ।
 আত্মনো বুদ্ধিদৌর্বল্যাৎ ভীষ্মমাসাচ্চ সংযুগে ॥ ১৮
 বনং যাস্তামি হৃদর্ষ জ্যৈয়ো বৈ তত্র মে গতম্ ।
 ন যুদ্ধং রোচতে কৃষ্ণ হস্তি ভীষ্মো হি নঃ সদা ॥ ১৯
 যথা প্রজ্জলিতং বহ্নিঃ পতঙ্গঃ সমভিজবন্ ।
 একতো যুত্মমভোতি তথাহং ভীষ্মমীয়িবান্ ॥ ২০
 ক্রয়ং নীতোহস্মি বাফেয়ং রাজ্যাহেতোঃ পরাক্রমী ।
 ভ্রাতরশ্চৈব মে শুরাঃ সাযকৈর্ভূতশীড়িতাঃ ॥ ২১

মহাত্মা ভীষ্মকে দেখিতে হইতেছে সমর্থ হইতেছে না ॥ ১৪

যে রূপে মহানাগ তক্ষক নিজের তীক্ষ্ণ বিষবশতঃ সকলেরই নিকট ভয়ঙ্কররূপে প্রতীত হন, সেইরূপ ক্রুদ্ধ প্রতাপশালী ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে যখন হাতে ধনুর্বাণ লইয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে থাকেন, সেই সময় তীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী বলিয়া তিনি আমাদের নিকট অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হন।

সমরভূমে ক্রুদ্ধ যমরাজ, বজ্রধারী ইন্দ্র, পাশধারী বরুণ অথবা গদাধারী কুবেরকেও জয় করিতে পারা যায়, কিন্তু এই মহাসংগ্রামে ক্রুদ্ধ ভীষ্মকে পরাজিত করা অসম্ভব ॥ ১৫-১৭

হে কৃষ্ণ! একরূপ অবস্থায় আমি স্বীয় বুদ্ধির দুর্বলতাবশতঃ যুদ্ধস্থলে ভীষ্মকে সম্মুখে দেখিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া বাই ॥ ১৮

দুর্জয় বীর কৃষ্ণ! এখন আমি বনে চলিয়া বাইব। আমার পক্ষে বনগমনই কল্যাণকর হইবে বলিয়া মনে করি। আমার যুদ্ধ ভাল লাগিতেছে না; কারণ, এই যুদ্ধে ভীষ্ম সর্বদাই আমার সৈন্তাদের বিনাশ করিতেছেন ॥ ১৯

যে রূপে পতঙ্গ প্রজ্জলিত অগ্নির দিকে বাইয়া কেবলই যুত্মাই বরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ আমরাও ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়া যুত্মাকেই বরণ করিতেছি ॥ ২০

বুদ্ধিবংশক্লেশ। রাজ্যের লজ্জা পরাক্রম করিতে বাইয়া আমরা ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছি। আমার শৌর্য্যশালী ভ্রাতারা বাণের প্রহারে অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে ॥ ২১

মৎকৃতে ভ্রাতৃসৌহার্দাদ্ রাজ্যভ্রষ্টা বনং গতাঃ ।
 পরিক্রিষ্টা তথা কৃষ্ণা মৎকৃতে মধুসূদন ॥ ২২
 জীবিতং বহু মন্ত্ৰেহহং জীবিতং হন্ত্য দুর্জয়ম্ ।
 জীবিতস্তাত্ত শেবেণ চরিত্তে ধৰ্ম্মমুত্তমম্ ॥ ২৩
 যদি তেহহমহুগ্রাহো ভ্রাতৃভিঃ সহ কেশব ।
 স্বধৰ্ম্মস্তাবিরোধেন হিতং ব্যাহর কেশব ॥ ২৪
 এবং শ্রদ্ধা বচন্তস্ত কারুণ্যাদ্ বহুবিস্তরম্ ।
 প্রত্যাচ ততঃ কৃষ্ণঃ সাস্বরানো যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২৫
 ধৰ্ম্মপুত্রো বিবাদং স্বং মা কৃথাঃ সত্যসঙ্গর ।
 যন্ত তে ভ্রাতরঃ শূরা দুর্জয়াঃ শক্রসূদনাঃ ॥ ২৬
 অর্জুনো ভীমসেনশ্চ বায়ুগ্নিসমতেজসৌ ।
 মাজীপুত্রো চ বিক্রান্তৌ ত্রিদশানামিবেশ্বরৌ ॥ ২৭
 মাং বা নিযুক্ত্ব সৌহার্দাদ্ যোগেন্তে ভীমেণ পাণ্ডব
 স্বপ্রযুক্তো মহারাজ কিং ন কুৰ্য্যাং মহাহবে ॥ ২৮

মধুসূদন! আমার জন্ত ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ এই ভ্রাতারা রাজ্য
 হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এবং বনগমন করিয়াছে। আমার জন্তই
 কৃষ্ণকে (ক্রোধদীকে) কোরবসভায় অপমান-ভোগ করিতে
 হইয়াছে ॥ ২২

এই সময়ে আমি আমাদের জীবনকেই অধিক বলিয়া মনে
 করি; কারণ, আজ আমাদের জীবনই দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে।
 এখন আমাদের জীবনের আর বড়টুকু অবশিষ্ট আছে, তাহা দ্বারা
 আমি উত্তম ধর্মের আচরণ করিব ॥ ২৩

কেশব! যদি এই ভ্রাতৃগণের সহিত আমার উপর আপনার
 অহুগ্রহ থাকে, তবে আপনি আমাকে অবর্মের অর্জুন কোন
 হিতকর পরামর্শ দান করুন ॥ ২৪

কারুণ্যবশতঃ কথিত যুধিষ্ঠিরের এই বিবৃত্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া
 শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সাহচর্যপ্রদান করিতে করিতে বলিলেন ॥ ২৫

ধর্মপুত্র! সত্যপ্রতিজ্ঞ হুতীনন্দন! আপনি বিবাদপ্রণীত
 হইবেন না। আপনার ভ্রাতারা সৌধাশালী বীর, দুর্জয় এবং
 শক্রপণকে সংহার করিতে সমর্থ ॥ ২৬

অর্জুন ও ভীমসেন বায়ু এবং অগ্নিসদৃশ তেজবী। মাজীনন্দন
 নকুল ও সহদেবও পরাক্রমে দুই ইন্দ্রতুল্য ॥ ২৭

পাণ্ডুনন্দন! মহারাজ যুধিষ্ঠির! আপনি সৌহার্দবশতঃ
 আমাকে আজ্ঞাপ্রদান করুন। আমি ভীমের সহিত যুদ্ধ করিব।
 আপনার আজ্ঞা পাইলে আমি এই মহাসংগ্রামে আপনার
 কোন কার্য সম্পন্ন না করিব ॥ ২৮

হনিষ্টামি রণে ভীমমাহুয় পুরুষর্ষভম্ ।
 পশুতাম্ ধার্ডরাষ্ট্রাণাং যদি নেচ্ছতি কাস্তনঃ ॥ ২৯
 যদি ভীমে হতে বীরে জয়ং পশুসি পাণ্ডব ।
 হস্তাশ্ম্যেকরথেনান্ত কুরুবৃদ্ধং পিতামহম্ ॥ ৩০
 পশু মে বিক্রমং রাজন্ মহেন্দ্রশ্চৈব সংযুগে ।
 বিমুক্তস্তং মহাজ্ঞাণি পাতয়িষ্টামি তং রথায় ॥ ৩১
 যঃ শক্রঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং মচ্ছক্রঃ স ন সংশয়ঃ ।
 মদর্থী ভবদীয়া যে যে মদীয়ান্তবৈব তে ॥ ৩২
 তব ভ্রাতা মম সখা সখ্যকী শিত্র্য এব চ ।
 মাংসান্ন্যাকৃত্য দাস্তামি কাস্তনার্থে মহীপতে ॥ ৩৩
 এষ চাপি নরব্যাত্তো মৎকৃতে জীবিতং ত্যজ্যেৎ ।
 এষ নঃ সময়স্তাত তারয়েম পরম্পরম্ ॥ ৩৪
 স মাং নিযুক্ত্ব রাজেন্দ্র যথা যোদ্ধা ভবাম্যহম্ ।
 প্রতিজ্ঞাতযুপপ্লব্যে যং তং পার্থেন পূর্বতঃ ॥ ৩৫

যদি অর্জুন ভীমকে বধ করিতে ইচ্ছুক না হয়, তবে আমিই
 যুদ্ধে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমকে আত্মদান করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের
 সাক্ষাতেই তাঁহাকে সংহার করিব ॥ ২৯

পাণ্ডুনন্দন! যদি ভীম নিহত হইলেই আপনি স্বীয় বিজয়লাভ
 বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তবে আমি একমাত্র রথের সহায়তায়
 আজ কুরুবৃদ্ধের বৃদ্ধপিতামহ ভীমকে বিনাশ করিব ॥ ৩০

রাজন্! আগামীকাল যুদ্ধে আমার ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রম
 দেখিবেন। আমি মহাত্মনসূহের প্রয়োগকারী ভীমকে নিহত
 করিয়া রথ হইতে তুপাতিত করিব ॥ ৩১

যে ব্যক্তি পাণ্ডবগণের শত্রু, সে আমারও শত্রু—ইহাতে
 কোনও সংশয় নাই। যাহারা আপনারদের হৃদয়, তাহারা আমার
 হৃদয় এবং যাহারা আমার হৃদয়, তাহারা আপনারদের হৃদয়
 বলিয়া জানিবেন ॥ ৩২

তুপতে! আপনার ভ্রাতা অর্জুন আমার সখা, সখ্যকী ও শিত্র্য।
 আমি অর্জুনের জন্ত আমার শরীরের মাংস পর্যন্ত ছেদন করিয়া
 দান করিব ॥ ৩৩

এই নরশ্রেষ্ঠ অর্জুনও আমার জন্ত নিজের গ্রাণও ত্যাগ
 করিতে উত্তম আছে। তাত! আমরা দুইজনে এই প্রতিজ্ঞা
 করিয়াছি যে, আমরা পরস্পর পরস্পরকে সফট হইতে উদ্ধার
 করিব ॥ ৩৪

রাজেন্দ্র! আপনি আমাকে যুদ্ধার্থে নিযুক্ত করুন। আমি
 আপনার যোদ্ধা হইব। যুদ্ধের পূর্বে উপপ্লবানগর্ভে সকলের

ঘাতয়িষ্যামি গান্ধেয়মিতি লোকস্ত সন্নিধৌ ।
 পরিরক্ষ্যমিদং তাবদ্ বচঃ পার্থস্ত ধীমতঃ ॥ ৩৬
 অমুজ্জাতং তু পার্থেন ময়া কার্যং ন সংশয়ঃ ।
 অথবা ফাল্গুনশ্চৈব ভারঃ পার্থমিতো রণে ॥ ৩৭
 স হনিষ্যতি সংগ্রামে ভীষ্মং পরপুরুষয়ম্ ।
 অশক্যমপি কুৰ্য্যাদ্ধি রণে পার্থঃ সমুচ্চতঃ ॥ ৩৮
 ত্রিদশান্ বা সমুদ্যুস্তান্ সহিতান্ দৈত্যদানবৈঃ ।
 নিহতাদর্জুনঃ সংখ্যে কিমু ভীষ্মং নরাধিপ ॥ ৩৯
 বিপরীতো মহাবীৰ্য্যো গতসংস্কাহলজীবনঃ ।
 ভীষ্মঃ শাস্তনবো নুনং কর্তব্যং নাববুধ্যতে ॥ ৪০
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

এমমেতন্মহাবাহো যথা বদসি মাধব ।
 সৰ্ব্বৈ হ্যেতে ন পৰ্যাগ্ৰাস্তব বেগবিধারণে ॥ ৪১
 নিয়তং সমবাপ্স্যামি সৰ্ব্বমেতদ্ যথোপ্তমম্ ।
 যশ্চ মে পুরুষব্যাস ভবান্ পক্ষে ব্যাবস্থিতঃ ॥ ৪২

সম্মুখে অর্জুন যে এই প্রীতিজ্ঞা করিয়াছিল—আমি যুদ্ধে গদানন্দন
 ভীষ্মকে বধ করিব, বুদ্ধিমান পার্থকর্তৃক কৃত এই প্রীতিজ্ঞা বাক্যকে
 গালন করা আমার অবশ্য কর্তব্য ॥ ৩৫-৩৬

অর্জুন যে কার্যের জন্ত প্রীতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহা পূরণ করা
 আমার উচিত—ইহাতে কোন সংশয় নাই অথবা রণাঙ্গনে
 অর্জুনেরই পক্ষে ইহা অতি অল্প ভার ॥ ৩৭

এই অর্জুন শক্রনগরবিজয়ী ভীষ্মকে যুদ্ধে অবশ্যই সংহার
 করিবে। কুন্তীনন্দন অর্জুন যদি উদ্যত হয়, তবে যুদ্ধে অসম্ভবকেও
 সম্ভব করিতে পারে ॥ ৩৮

নরাধিপ! দৈত্য ও দানবগণের সহিত সম্পূর্ণ দেবতাবৃন্দকেও
 অর্জুন যুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ, সুতরাং ভীষ্মকে বধ করা আর
 কি কঠিন কার্য্য ॥ ৩৯

মহাপরাক্রমী শাস্ত্রহনন্দন ভীষ্ম ত' আমাদের বিপকের আশ্রয়-
 গ্রহণকারী ও বলহীন। ইহার জীবন আর অল্প অবশিষ্ট আছে,
 তথাপি ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে, ইনি স্বীয় কর্তব্যসম্বন্ধে
 কিছুই বুঝিতেছেন না ॥ ৪০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহো! নিষ্কলঙ্ক কৃষ্ণচন্দ্র! আপনি
 যেরূপ কথা বলিতেছেন, উহা তদনুরূপই। এই সমস্ত কৌরবগণ
 আপনার বেগ ধারণ করিতে সর্বথা অসমর্থ ॥ ৪১

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যে পক্ষে আপনি বিद्यমান আছেন, সেই আমি
 আমার সকল অভীষ্ট মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ করিয়া লইব ॥ ৪২

সেন্দ্রানপি রণে দেবান্ জয়েয়ং জয়তাং বর ।
 ত্বয়া নাথেন গোবিন্দ কিমু ভীষ্মং মহারথম্ ॥ ৪৩
 ন তু ত্বামনৃতং কর্তুমুৎসহে স্বাত্মগৌরবাৎ ।
 অযুধ্যমানঃ সাহায্যং যথোক্তং কুরু মাধব ॥ ৪৪
 সময়স্ত কৃতঃ কচ্ছিন্নম ভীষ্মেণ সংযুগে ।
 মস্ত্রয়িষ্যে তবার্থায় ন তু যোৎসে কথঞ্চন ॥ ৪৫
 ত্বয়োধ্যনর্থং যোৎস্যামি সত্যমেতদতি প্রভো ।
 স হি রাজ্যস্ত মে দাতা মস্ত্রসৈব চ মাধব ॥ ৪৬
 তস্মাদ্ দেবত্রতং ত্বয়ো বধোপায়ার্থমাশ্রমঃ ।
 ভবতা সহিতাঃ সৰ্ব্বৈ প্রযাম মধুসূদন ॥ ৪৭
 তদ্ বয়ং সহিতা গতা ভীষ্মমাশু নরোত্তমম্ ।
 নচিরাং সৰ্ব্বৈ বাঞ্ছ্যেয় মস্ত্রং পৃচ্ছাম কৌরবম্ ॥ ৪৮
 স বক্ষ্যতি হিতং বাক্যং সত্যমস্মান্ জনার্দন ।
 যথা চ বক্ষ্যতে কৃষ্ণ তথা বর্ত্যামি সংযুগে ॥ ৪৯

বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোবিন্দ! আপনাকে রক্ষকরূপে
 পাইয়া আমি যুদ্ধে ইন্দ্রসহ সমগ্র দেববৃন্দকেও জয় করিতে পারি ;
 সুতরাং সেস্থলে মহারথী ভীষ্মকে জয় করা আর এমন কি কথা ॥ ৪৩

মাধব! কিন্তু আমি নিজের আত্মগৌরবের জন্ত আপনাকে
 মিথ্যাবাদী করিতে চাই না। আপনি যুদ্ধ না করিয়াই পূর্বোক্ত
 সহায়তা করিতে থাকুন ॥ ৪৪

ভীষ্মের সহিত আমার একুটি সর্গ হইয়াছে। তিনি
 বলিয়াছেন,—আমি যুদ্ধে তোমার হিতের জন্ত তোমাকে পরামর্শ
 দান করিতে পারি, কিন্তু তোমার পক্ষে কোনরূপেই যুদ্ধ করিতে
 পারিব না। যুদ্ধ আমি ত্বয়োধ্যনের জন্তই করিব। প্রভো!
 এই কথা অতি সত্য বলিয়া জানিবেন ॥

মাধব! অতএব ভীষ্ম আমাকে রাজ্য ও মন্ত্র (হিতকর পরামর্শ)
 এই উভয়ই প্রদান করিবেন। মধুসূদন! সেইজন্ত আমরা সকলে
 পুনরায় আপনার সহিত দেবত্রত ভীষ্মের নিকট যাইয়া তাঁহাকেই
 তাঁহার বধের উপায় জিজ্ঞাসা করিব ॥ ৪৫-৪৭

বৃষ্ণিবংশভূষণ! আমরা সকলে শীঘ্রই একত্রিত হইয়া
 কুরুবংশজাত নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের নিকট যাইব এবং তাঁহার সহিত
 পরামর্শ করিব ॥ ৪৮

জনার্দন! জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অবশ্যই আমাকে সত্য ও
 হিতকর বাক্য বলিবেন। হে কৃষ্ণ! তিনি যেরূপ বলিবেন,
 আমি যুদ্ধে সেইরূপই করিব ॥ ৪৯

নারদ প্রাচীনবহির্ভে উপদেশ করেন, যার দ্বারা হরি পরিতুষ্ট হন—সেই কর্মই প্রকৃত কর্ম। যে বিজ্ঞায় হরিতে মতি হয়—সেই বিজ্ঞাই যথার্থ বিজ্ঞা, হরি দেহধারীগণের আত্মা, তিনি প্রকৃতির ঈশ্বর, হরিই শ্রিয়তম আত্মা, যা হতে আমরা ভয় নাই, গিনি একথা জানেন—তিনিই বিদ্বান, তিনি গুরু, তিনি হরি। সংসারনাশের জন্য 'যা হতে সংসারের উৎপত্তি স্থিতি' নাশ হয়, তদাত্মক বিশ্ব' দেখতে দেখতে সর্বপ্রযত্নে হরিকে ভজনা কর।

নারদ বলেছিলেন—সকল শ্রেয়ের মধ্যে আত্মলাভই পরম শ্রেয়ঃ, সকল ভূতের আত্মা ও আত্মদাতা হরি। যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করলে তার গুঁড়ি ডাল শাখা প্রশাখা তৃপ্ত হয়, যেমন প্রাণের তৃপ্তিতে ইন্দ্রিয়সমূহ তৃপ্ত হয়ে থাকে, তদ্রূপ একমাত্র হরির অর্চনার দ্বারা সকলের পূজা হয়ে থাকে। আমার ঐষ্ট ভক্ত নারদ সমস্ত ভক্তগণের গুরু, সকলকেই তিনি উপদেশ করেছেন। পরম ভাগবত নারদ, 'ভক্তিসূত্র' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করে আমার ভক্তির মহিমা প্রচার করেছেন। ঈশ্বরে ঐকান্তিকী প্রেমস্বরূপা ভক্তি তাহা অমৃতস্বরূপিণী, মানব সে ভক্তি লাভে সিদ্ধ হয়, অমৃত হয়, পরম পরিতৃপ্ত হয়ে থাকে। যে ভক্তি প্রাপ্ত হ'লে ভক্ত কিছু বাঞ্ছা করেন না, শোক করেন না, ঘেঁষ করেন না, কোন বস্তুতে রতি থাকে না, কোন কার্যে উৎসাহ থাকেনা, যে ভক্তিকে লাভ করে ভক্ত উন্মত্ত হয়, স্তব্ধ হয়, আত্মারাম হয়ে যায়। ভক্তি অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ, সে প্রেম গুণরহিত, কামনারহিত, প্রতিকূল বর্দ্ধমান, অবিচ্ছিন্ন, সূক্ষ্মতর-অনুভবরূপ। প্রেম লাভ করে প্রেমিক তাইই দেখেন, তাইই শোনে, তাইই বলেন, তাইই চিন্তা করেন। প্রেমিক ভক্তের আমি ব্যতিরিক্ত আর কিছু দ্রষ্টব্য-শ্রোতব্য-জ্ঞাতব্য

ঘাতয়িষ্যামি গাঙ্গেয়মিতি লোকস্ত সন্নিধৌ ।
 পরিরক্ষ্যামিৎ তাবদ্ বচঃ পার্থস্ত ধীমতঃ ॥ ৩৬
 অহুজ্জাতং তু পার্থেন ময়া কার্য্যং ন সংশয়ঃ ।
 অথবা ফাল্গুনশেষে ভারঃ পরিমিতো রণে ॥ ৩৭
 স হনিষ্যতি সংগ্রামে ভীষ্মং পরপুরুষজয়ম্ ।
 অশক্যমপি কুর্য্যাদ্ধি রণে পার্থঃ সমুত্ততঃ ॥ ৩৮
 ত্রিংশান্ বা সমুদযুক্তান্ সহিতান্ দৈত্যদানবৈঃ ।
 নিহতাদজ্জুনঃ সংখ্যে কিমু ভাষ্যং নরাধিপ ॥ ৩৯
 বিপরীতো মহাবীৰ্য্যো গতসেবেহ্লজ্জীবনঃ ।
 ভীষ্মঃ শাস্তনবো নুনং কর্তব্যং নাববুধ্যতে ॥ ৪০
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

এমমেতন্মহাবাহো যথা বদসি মাধব ।
 সৰ্ব্বৈ হ্যেতে ন পথ্যাশ্রাস্তব বেগবিধারণে ॥ ৪১
 নিয়তং সমবাপ্স্যামি সৰ্ব্বমেতদ্ যথোপ্ততম্ ।
 যশ্চ মে পুরুষব্যাস ভবান্ পক্ষে ব্যবাস্থিতঃ ॥ ৪২

সম্মুখে অর্জুন যে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—আমি যুদ্ধে গদানন্দন ভীষ্মকে বধ করিব, বৃদ্ধিমান্ পার্থকর্তৃক কৃত এই প্রতিজ্ঞা বাক্যকে পালন করা আমার অবশ্য কর্তব্য ॥ ৩৫-৩৬

অর্জুন যে কার্য্যের জন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহা পূরণ করা আমার উচিত—ইহাতে কোন সংশয় নাই অথবা রণাঙ্গনে অর্জুনেরই পক্ষে ইহা অতি অল্প ভার ॥ ৩৭

এই অর্জুন শক্রনগরবিজয়ী ভীষ্মকে যুদ্ধে অবশ্যই সংহার করিবে। কুন্তীনন্দন অর্জুন যদি উত্তম হয়, তবে যুদ্ধে অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারে ॥ ৩৮

নরাধিপ! দৈত্য ও দানবগণের সহিত সম্পূর্ণ দেবতাবৃন্দকেও অর্জুন যুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ, সুতরাং ভীষ্মকে বধ করা আর কি কঠিন কার্য্য! ৩৯

মহাপরাক্রমী শাস্ত্রমুদনন্দন ভীষ্ম ত' আমাদের বিপক্ষের আশ্রয়-গ্রহণকারী ও বলহীন। ইহার জীবন আর অল্প অবশিষ্ট আছে, তথাপি ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে, ইনি স্বীয় কর্তব্যসম্বন্ধে কিছুই বুঝিতেছেন না ॥ ৪০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহো! নিষ্কলঙ্ক কৃষ্ণচন্দ্র! আপনি যেরূপ কথা বলিতেছেন, উহা তদনুসারই। এই সমস্ত কৌরবগণ আপনার বেগ ধারণ করিতে সর্ব্বথা অসমর্থ ॥ ৪১

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যে পক্ষে আপনি বিজয়মান আছেন, সেই আমি আমার সকল অভীষ্ট মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ করিয়া লইব ॥ ৪২

সেস্ত্রানপি রণে দেবান্ জয়েয়ং জয়তাং বর ।
 স্বয়া নাথেন গোবিন্দ কিমু ভীষ্মং মহারথম্ ॥ ৪৩
 ন তু স্বামনৃতং কর্তৃমুংসহে স্বাত্মগৌরবাৎ ।
 অযুধ্যমানঃ সাহায্যং যথোক্তং কুরু মাধব ॥ ৪৪
 সময়স্ত কৃতঃ কশ্চিন্মম ভীষ্মেণ সংযুগে ।
 মস্ত্রয়িষ্যে তবার্থায় ন তু যোৎস্নো কথঞ্চন ॥ ৪৫
 হৃষ্যোধনার্থং যোৎস্ন্যামি সত্যমেতদিতি প্রভো ।
 স হি রাজ্যাস্ত মে দাতা মস্ত্রসৈব চ মাধব ॥ ৪৬
 তস্মাদ্ দেবব্রতং ভূয়ো বোধোপায়ার্থমাশ্রমঃ ।
 ভবতা সহিতাঃ সৰ্ব্বৈ প্রযাম মধুসূদন ॥ ৪৭
 তদ্ বয়ং সহিতা গতা ভীষ্মমাশু নরোত্তমম্ ।
 নচিরাং সৰ্ব্বৈ বাৰ্ষ্যেয় মস্ত্রং পৃচ্ছাম কৌরবম্ ॥ ৪৮
 স বক্ষ্যতি হিতং বাক্যং সত্যমস্মান্ জনার্দন ।
 যথা চ বক্ষ্যতে কৃষ্ণ তথা কর্তব্যমি সংযুগে ॥ ৪৯

বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোবিন্দ! আপনাকে রক্ষকরূপে পাইয়া আমি যুদ্ধে হস্তশস্ত্র সমগ্র দেবব্রতকেও জয় করিতে পারি; সুতরাং সেস্থলে মহারথী ভীষ্মকে জয় করা আর এমন কি কথা ॥ ৪৩

মাধব! কিন্তু আমি নিজের স্বাত্মগৌরবের জন্ত আপনাকে মিথ্যাবাদী করিতে চাই না। আপনি যুদ্ধ না করিয়াই পূর্ব্বোক্ত সহায়তা করিতে থাকুন ॥ ৪৪

ভীষ্মের সহিত আমার একটি মর্ড হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—আমি যুদ্ধে তোমার সহিতের জন্ত তোমাকে পরামর্শ দান করিতে পারি, কিন্তু তোমার পক্ষে কোনরূপেই যুদ্ধ করিতে পারিব না। যুদ্ধ আমি হৃষ্যোধনের জন্তই করিব। প্রভো! এই কথা অতি সত্য বলিয়া জানিবেন ॥

মাধব! অতএব ভীষ্ম আমাকে রাজ্য ও মন্ত্র (হিতকর পরামর্শ) এই উভয়ই প্রদান করিবেন। মধুসূদন! সেইজন্ত আমরা সকলে পুনরায় আপনার সহিত দেবব্রত ভীষ্মের নিকট যাইয়া তাঁহাকেই তাঁহার বধের উপায় জিজ্ঞাসা করিব ॥ ৪৫-৪৭

বৃষ্ণিবংশভূষণ! আমরা সকলে শীঘ্রই একত্রিত হইয়া কুরুবংশজাত নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের নিকট যাইব এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিব ॥ ৪৮

জনার্দন! জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অবশ্যই আমাকে সত্য ও হিতকর বাক্য বলিবেন। হে কৃষ্ণ! তিনি যেরূপ বলিবেন, আমি যুদ্ধে সেইরূপই করিব ॥ ৪৯

আর্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষাবুবাদসহিতম্

* * *
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামাণ্ড
সবকারমহোদয়েরব অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক মূলভ্রমুল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।
* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য ডি,লিট * শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্যব্যায়তীর্থ এম-এ, ডি,লিট

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্রীমাশঙ্কর বিদ্যভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ

(অন্নপূর্ণা সম্প্রদায়)

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্. (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

ঘাতয়িষ্যামি গান্ধেমিতি লোকস্ত সন্নিধৌ ।
 পরিরক্ষ্যামিৎ তাবদ্ বচঃ পার্থস্ত ধীমতঃ ॥ ৩৬
 অমুক্তাতং তু পার্থেন ময়া কার্য্যং ন সংশয়ঃ ।
 অথবা ফাল্গুনস্তৈষ ভারঃ পারিমিতো রণে ॥ ৩৭
 স হনিষ্যতি স গ্রামে ভীষ্মং পরপুরুষজম্ ।
 অশক্যমপি কুর্য্যাদ্ধি রণে পার্থঃ সমুত্ততঃ ॥ ৩৮
 ত্রিদশান্ বা সমুদযুক্তান্ সহিতান্ দৈত্যদানবৈঃ ।
 নিহত্যাধ্বজুনঃ সংখ্যে কিমু ভীষ্মং নরাধিপ ॥ ৩৯
 বিপরীতো মহাবীৰ্য্যো গতসত্ত্বোহলজীবনঃ ।
 ভীষ্মঃ শাস্তনবো নুনং কর্তব্যং নাববুধাতে ॥ ৪০
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

এমমেতন্মহাবাহো যথা বদসি মাধব ।
 সৰ্ব্বৈ হেতে ন পথ্যাপ্তাস্তব বেগবিধারণে ॥ ৪১
 নিয়তং সমবাপ্স্যামি সৰ্ব্বমেতদ্ যথোপ্ততম্ ।
 যন্ত মে পুরুষব্যাক্ত ভবান্ পক্ষে ব্যাবাস্ততঃ ॥ ৪২

সম্মুখে অর্জুন যে এই প্রোতজ্ঞা করিয়াছেন—আমি যুদ্ধে গদানন্দন ভীষ্মকে বধ করিব, বৃদ্ধিমান্ পাথকঙ্কু কৃত এই প্রোতজ্ঞা বাক্যকে গালন করা আমার অংশ কর্তব্য ॥ ৩৫-৩৬

অর্জুন যে কার্যের জন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহা পূরণ করা আমার উচিত—ইহাতে কোন সংশয় নাই অথবা রণাঙ্গনে অর্জুনেরই পক্ষে ইহা অতি অল্প ভার ॥ ৩৭

এই অর্জুন শক্রনগরবিজয়ী ভীষ্মকে যুদ্ধে অবশ্যই সংহার করিবে। কুন্তীনন্দন অর্জুন যদি উত্তম হয়, তবে যুদ্ধে অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারে ॥ ৩৮

নরাধিপ! দৈত্য ও দানবগণের সহিত সম্পূর্ণ দেবতাবৃন্দকেও অর্জুন যুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ, সুতরাং ভীষ্মকে বধ করা আর কি কঠিন কার্য্য ॥ ৩৯

মহাপরাক্রমী শাস্ত্রহনন্দন ভীষ্ম তা' আমাদের বিপক্ষের আশ্রয়-গ্রহণকারী ও বলহীন। ইহার জীবন আর অল্প অবশিষ্ট আছে, তথাপি ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে, ইনি স্বীয় কর্তব্যসম্বন্ধে কিছুই বুঝিতেছেন না ॥ ৪০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহো! নিরাক্ষর কৃষ্ণচক্ষু। আপনি যেরূপ কথা বলিতেছেন, উহা তচ্ছরূপই। এই সমস্ত কৌরবগণ আপনার বেগ ধারণ করিতে সর্ব্বথা অসমর্থ ॥ ৪১

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যে পক্ষে আপনি বিত্তমান আছেন, সেই আমি আমার সকল অতীষ্ট মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ করিয়া লইব ॥ ৪২

সেন্দ্রানপি রণে দেবান্ জয়েয়ং জয়তাং বর ।
 ত্বয়া নাথেন গোবিন্দ কিমু ভীষ্মং মহারথম্ ॥ ৪৩
 ন তু ত্বামনৃতং কর্তৃমুংসহে স্বাত্মাগৌরবাৎ ।
 অযুধ্যমানঃ সাহায্যং যথোক্তং কুরু মাধব ॥ ৪৪
 সময়স্ত কৃতঃ কশ্চিৎস্মৈ ভীষ্মেণ স যুগে ।
 মন্ত্রয়িষ্যে তবার্থায় ন তু যেৎস্মৈ কথকন ॥ ৪৫
 দুর্ঘোষনার্থং যোৎস্ম্যাম সত্যমেতদিতি প্রভো ।
 স হি রাজাস্ত্র মে দাতা মন্ত্রসৌব চ মাধব ॥ ৪৬
 তস্মাদ্ দেবব্রতং ভূয়ো বধোপায়ার্থমাশুনঃ ।
 ভবতা সহিতাঃ সৰ্ব্বৈ প্রযাম মধুসূদন ॥ ৪৭
 তদ্ বহুং সহিতা গতা ভীষ্মমাস্ত নরোত্তমম্ ।
 নচিরাং সৰ্ব্বৈ বাঞ্ছ্যৈ মন্ত্র পৃচ্ছাম কৌরবম্ ॥ ৪৮
 স বক্ষ্যতি হিতং বাক্যং সত্যমস্মান্ জনাধিন ।
 যথা চ বক্ষ্যেৎ কৃষ্ণ তথা বর্ত্যস্মি সংযুগে ॥ ৪৯

বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোবিন্দ! আপনাকে রক্ষকরূপে পাইয়া আমি যুদ্ধে ইন্দ্রসহ সমগ্র দেবব্রতকেও জয় করিতে পারি; সুতরাং সেন্দ্রলে মহারথী ভীষ্মকে জয় করা আর এমন কি কথা ॥ ৪৩

মাধব! কিন্তু আমি নিজের আত্মগৌরবের জন্ত আপনাকে মিথ্যাবাদী করিতে চাই না। আপনি যুদ্ধ না করিয়াই পুরোক্ত সহায়তা করিতে থাকুন ॥ ৪৪

ভীষ্মের সহিত আমার একটি মর্ড হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—আমি যুদ্ধে তোমার হিতের জন্ত তোমাকে পরামর্শ দান করিতে পারি, কিন্তু তোমার পক্ষে কোনরূপেই যুদ্ধ করিতে পারিব না। যুদ্ধ আমি দুর্ঘোষনের জন্তই করিব। প্রভো! এই কথা অতি সত্য বলিয়া জানিবেন ॥

মাধব! অতএব ভীষ্ম আমাকে রাজ্য ও মন্ত্র (হিতকর পরামর্শ) এই উভয়ই প্রদান করিবেন। মধুসূদন! সেইজন্ত আমরা সকলে পুনরায় আপনার সহিত দেবব্রত ভীষ্মের নিকট ঘাইয়া তাঁহাকেই তাঁহার বধের উপায় জিজ্ঞাসা করিব ॥ ৪৫-৪৭

ব্রহ্মবংশভূষণ! আমরা সকলে শীঘ্রই একত্রিত হইয়া কুরুবংশজাত নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের নিকট ঘাইব এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিব ॥ ৪৮

জনাধিন! জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অবশ্যই আমাকে সত্য ও হিতকর বাক্য বলিবেন। হে কৃষ্ণ! তিনি যেরূপ বলিবেন, আমি যুদ্ধে সেইরূপই করিব ॥ ৪৯

আর্য্যশাস্ত্র

।সীতারামদাস ওঙ্কারনাথপ্রণীত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষাবুবাদসহিতম্ ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামাণ্ড
সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক মুদ্রভগ্নলো দেওয়া সম্ভব হইতেছে ।

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কচাৰ্য্য দ্বি.লিট * শ্রীশ্রীজীবন্তট্টাচার্য্যব্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি,লিট

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়পুর সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকর্ত্তকর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,

ডি. ও. এম্. এস, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্. (লণ্ডন)।

এফ.আর.এস্.টি.এম্.এণ্ড এইচ্. (লণ্ডন)।

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

নিয়মাবলী

১। আৰ্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ববঙ্গে সডাক ১৫'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ; অমৃত বার্ষিক সডাক ২০'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২'০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু তুল্য স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাগ্নীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আৰ্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে “সম্পূজক আৰ্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫” এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিসয়ক পত্রাদি “সঞ্চালক আৰ্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬” এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আৰ্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাণ্ডুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ বাতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অথবা কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আৰ্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

মহতা শরজালেন কিরন্তং শক্রবাহিনীম্ ।
 অবারয়গ্নহারাজ সামাত্যং সপদানুগম্ ॥
 অথান্যে পার্থিবা রাজন্ বহুদ্বার্মাতিকীন্তিতাঃ
 সমসজ্জন্ত সর্কে তে যথাযোগং যথা বলম্ ॥
 হরৈর্হযাংস্তথা জগ্মুঃ কুঞ্জরৈরেব কুঞ্জরাঃ ।
 পদাতয়ঃ পদাতীভী রথৈরেব মহারথাঃ ॥
 অকুর্বাণ্যায়কর্ম্মণি তত্রৈব পুরুষধ্বভাঃ ।
 কুলবীৰ্য্যাহুরূপাণি সংসৃষ্টাশ্চ পরম্পরম্ ॥)
 এবং দ্বন্দ্বশতাত্মাসন্ রথবারণবাজিনাম্ ।

রাজন্! এইরূপ অস্ত্রাস্ত্র ভূপালগণও নিজ নিজ উপায় ও
 বলাহুগারে যুদ্ধে শক্রদিগের সহিত মিলিত হইলেন। ইহাদের
 সংখ্যা বহু হওয়ায় সকলের নাম উল্লেখ করা যাইল না ॥

অন্য সকলের সহিত অন্য সকল, হস্তিগণের সহিত হস্তিগণ,
 পদাতিক সৈন্তবৃন্দের সহিত পদাতিক সৈন্তবৃন্দ এবং রথী বীর-
 দিগের সহিত মহারথী বীরেরা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই
 যুদ্ধে পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণ নিজ নিজ কুল ও পরাক্রমের অল্পরূপ
 পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া আঘা-জনোজিত কর্ম্ম
 করিতেছিলেন)

মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক। এইরূপ আপনার ও
 শ্রীমদ্রাধিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের

পদাতীনাঞ্চ ভদ্রং তে তব তেবাঞ্চ সঙ্কুলে ॥ ৬ ॥
 নৈতাদৃশো দৃষ্টপূর্বেঃ সংগ্রামো নৈব চ ভীতঃ ।
 দ্রোণস্তাভাবভাবে তু প্রসক্তানাং যথাভবং ॥ ৬৪
 ইদং ঘোরমিদং চিত্রমিদং রৌদ্রমিতি প্রভো ।
 তত্র যুদ্ধান্তদৃশ্যন্ত প্রততানি বহুনি চ ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যা
 দ্রোণপর্বণি সংশপ্তকবধপর্বণি দ্বন্দ্বযুদ্ধে
 পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫

পাণ্ডবগণের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক
 সৈন্তগণের শত শত দ্বন্দ্ব (যুগল—দুই যোদ্ধা) পরস্পর মিলিত
 হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৬৩

দ্রোণাচাধ্যের বধ ও সংরক্ষণ কার্যে নিরত পাণ্ডব এবং
 কৌরব-সৈন্তগণের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এরূপ সংগ্রাম পূর্বে
 কখনও দেখা যায় নাই এবং শোনাও যায় নাই ॥ ৬৪

প্রভো! এখানে ভিন্ন-ভিন্ন বহু বিস্তৃতভাবে যুদ্ধ হইতে
 দেখা যাইল। যাহা দেখিয়া দর্শকগণ বলিতে ছিলেন যে,
 'এখানে ঘোর যুদ্ধ হইতেছে, এখানে বিচিত্র সংগ্রাম হইতে দেখা
 যাইতেছে, এখানে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হানাহানি চলিতেছে ॥ ৬৫

দ্রোণপর্বাস্তগত সংশপ্তকবধপর্কে পঞ্চবিংশ
 অধ্যায়ের অহুবাদ সমাপ্ত ।

ষড় বিংশোহধ্যায়ঃ ।

[ভগদত্তস্য হস্তিনা সহ ভীমসেনস্য যুদ্ধম্ তথা হস্তিনো ভগদত্তস্য চ ভয়ঙ্করঃ পরাক্রমঃ]

যুতরাষ্ট্র উবাচ ।

তেষেবং সন্নিস্তেষু প্রত্যাঘাতেষু ভাগশঃ ।
 কথং যুযুধিরে পার্থা মামকাম্শ্চ তরশ্বিত্ ॥ ১
 কিমর্জুনশ্চাপ্যকরোং সংশপ্তকবলং প্রতি ।

ষড় বিংশ অধ্যায় ।

[ভগদত্তের হাতীর সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ, হাতী ও
 ভগদত্তের ভয়ানক পরাক্রম ।]

যুতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! এইভাবে যখন পাণ্ডব-সৈন্তরা
 পৃথক পৃথক ভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য কিরিয়া আসিল এবং কৌরব-
 যোদ্ধারা যখন আগ্রসর হইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য উদ্ভত
 হইল, তখন আমার ও কৃতীর বেগশালী পুত্রগণ পরস্পর বিরূপ

সংশপ্তকা বা পার্থস্ত কিমকুবত সঞ্জয় ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ ।

তথা তেষু নিবৃন্তেষু প্রত্যাঘাতেষু ভাগশঃ ।

অয়মভ্যবদ ভীমঃ নাগানীকেন তে স্মৃতঃ ॥ ৩

যুদ্ধ করিতেছিল? সংশপ্তকগণের উপর আক্রমণের জন্য অর্জুন কি
 করিল? কিংবা সংশপ্তকগণ অর্জুনকে কি করিল? ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে পাণ্ডব-সৈন্তগণ যখন
 পৃথক পৃথক ভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য কিরিয়া আসিলেন এবং
 কৌরব-যোদ্ধারা যখন তাহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য উদ্ভত
 হইলেন, তখন আপনার পুত্র দুৰ্যোধন অর্জুনের হস্তি-সৈন্তদিগকে
 সঙ্গে লইয়া ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩

স নাগ ইব নাগেন গোবৃষেণেব গোবৃষঃ ।
 সমাহূতঃ স্বয়ং রাজ্ঞা নাগানীকমুপাজ্জবদ্ ॥ ৪
 স যুদ্ধকুশলঃ পার্থো বাহুবীৰ্য্যেণ চাশ্বিতঃ ।
 অভিনং কুঞ্জরানীকমচিরৈণৈব মারিষ ॥ ৫
 তে গজা গরিসঙ্ঘাশাঃ রক্ষন্তঃ সর্বতো মদম্ ।
 ভীমসেনস্য নারাটৈর্বিমুখা বিমদীকৃত্যঃ ॥ ৬
 বিধমেদভ্রজালানি যথা বায়ুঃ সমুদ্রতঃ ।
 ব্যধমং তান্ধানীকানি তথৈব পবনাজ্জঃ ॥ ৭
 স তেযু বিস্মজ্জন্ বাণান্ ভীমো নাগেষশোভত ।
 ভবনেষিব সর্বেষু গভস্তীহুদিতো রবিঃ ॥ ৮
 তে ভীমবাণাভিহতাঃ সংসৃত্য বিবভূর্গজাঃ ।
 গভস্তিভিরিবার্কস্য বোম্নি নানাবলাহকাঃ ॥ ৯
 তথা গজানাং কদনং কুর্বাণমনিলাজ্জম্ ।
 ক্রুদ্ধো দুৰ্য্যোধনোহভ্যেত্য প্রত্যবিধ্যচ্ছিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১০

যে রূপ হস্তীরা হস্তীদের সহিত এবং বুধগণ বুধগণের সাহিত যুদ্ধে মিলিত হয়, সেইরূপ রাজা দুৰ্য্যোধন কর্তৃক রণে আহৃত হইয়া ভীমসেন স্বয়ং হস্তীসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪

আদরগীয় নরেশ! কুন্তীকুমার ভীমসেন যুদ্ধে নিপুণ ও বাহুবলসম্পন্ন ছিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই হস্তী-সৈন্যগণকে বিদূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

সেই হাতীরা পর্বততুল্য বিশালদেহ ও মদমারাবাহী ছিল, কিন্তু ভীমসেনের নারাচের আঘাতে তাহাদের সমস্ত মদই বাহির হইয়া যাইল। তাহারা তখন যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৬

যে রূপ তীব্রগতিতে উখিত প্রবল বায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ পবনন্দন ভীমসেন সেই সমস্ত রাজ-সৈন্যদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন ॥ ৭

যে রূপ উদিত সূর্য্যদেব সমস্ত ভুবনেই স্বীয় কিরণাবলি বিস্তার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভীমসেন এই হস্তী-সৈন্যদের উপর বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তাদৃশ সূর্য্যতুল্য শোভা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮

ভীমসেনের বাণসমূহে নিহত হইয়া পরস্পর গ্রথিত সেই হাতীরা আকাশে সূর্য্যকিরণে গ্রথিত নানারূপ মেঘবৃন্দের স্তায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৯

এইভাবে গজ-সৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে যুদ্ধে অবস্থিত পবন-নন্দন ভীমসেনের নিকট আসিয়া ক্রুদ্ধ দুৰ্য্যোধন তাঁহাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১০

ততঃ ক্ষণেন ক্ষিতিপং ক্ষতজপ্রতিমেক্ষণঃ ।
 ক্ষয়ং নিনীষুনিশিতৈর্ভীমো বিব্যাধ পত্রিভিঃ ॥ ১১
 স শরাচিতসর্ব্বাঙ্গঃ ক্রুদ্ধো বিব্যাধ পাণ্ডবম্ ।
 নারাটৈরর্করশ্ম্যাতৈর্ভীমসেনং স্ময়মিব ॥ ১২
 তস্য নাগং মণিময়ং রত্নচিত্রধ্বজে স্থিতম্ ।
 ভল্লাভ্যাং কাম্যুং চৈব ক্ষিপ্রং চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ ॥ ১৩
 দুৰ্য্যোধনং পীড়্যমানং দৃষ্ট্বা ভীমেন মারিষ ।
 চুক্ষোভয়িষুরভ্যাগাদঙ্গো মাতঙ্গমাস্থিতঃ ॥ ১৪
 তমাপতন্তুং নাগেন্দ্রমবুদপ্রতিমশ্বনম্ ।
 কুন্তাস্তরে ভীমসেনো নারাটৈরাদয়দ্ ভ্রশম্ ॥ ১৫
 তস্য কায়ং বিনিভিত্ত গুমজ্জদ্ ধরণীতলে ।
 ততঃ পপাত দ্বিরদো বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ১৬
 তস্যাবজ্জিতনাগস্য শ্লেচ্ছস্যাধঃ পতিষ্ঠাতঃ ।
 শিরশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন ক্ষিপ্রকারী বৃকোদরঃ ॥ ১৭

হহা দোষদ্বা ভীমসেনের চক্ষু (ক্রোধে) শোণিততুল্য রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকালের মধ্যেই রাজা দুৰ্য্যোধনকে নাশ করিবার জন্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১

দুৰ্য্যোধনের সমস্ত অঙ্গ বাণে বাণে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তাই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্য-রশ্মিতুল্য তেজস্বী নারাচসকলের দ্বারা পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে হাসিতে হাসিতেই বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২

রাজন! তাঁহার রত্ননির্ম্মিত বিচিত্র ধ্বজের উপর মণিময় নাগ বিরাজিত ছিল। তাহাকে পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন অতি সত্বর দুইটি ভল্লের আঘাতেই পাতিত করিলেন এবং তাঁহার ধনুটিকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ১৩

আষা। ভীমসেন কর্তৃক দুৰ্য্যোধনকে পীড়িত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিবার জন্ত মদমত্ত হস্তীর উপর বসিয়া রাজা অঙ্গ তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৪

এই গজরাজ মেঘের স্তায় গর্জন করিতেছিল। তাহাকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন তাহার কুন্তের উপরে নারাচসকলের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ১৫

ভীমসেনের নারাচ সেই হাতীর শরীর বিদূর্ণ করত ধরণীতে প্রবেশ করিল। ইহাতে সেই গজরাজ বজ্রাহত পর্বতের স্তায় ধরাশায়ী হইল ॥ ১৬

তখন সেই শ্লেচ্ছজাতীয় রাজা অঙ্গ হাতী হইতে পৃথক হইয়া যান নাই। এই হাতীর সহিত তিনিও অধঃপাতিত হইতে-

তস্মিন্ নিপতিতে বীরে সম্প্রাজবৎ সা চমুঃ ।

সজ্জাস্তাশ্চদ্বিপৰ্থা পদাতানবমুদগতী ॥ ১৮

তেষনৌকেষু ভয়েষু বিজবৎসু সমস্ততঃ ।

প্রাগ্জ্যোতিষস্ততো ভীমং কুঞ্জরেণ সমাজবৎ ॥ ১৯

যেন নাগেন মঘবানজয়দ্ দৈত্য-দানবান্ ।

তদধয়েন নাগেন ভীমসেনমুপাজবৎ ॥ ২০

স নাগপ্রবরো ভীমং সহসা সমুপাজবৎ ।

চরণাভ্যামথো দ্বাভ্যাং সংহতেন করেণ চ ॥ ২১

ব্যাবৃন্তনয়নঃ ক্রুদ্ধঃ প্রমথন্নিব পাণ্ডবম্ ।

বৃকোদররথং শাস্ত্রমবিশেষমচূর্ণয়ৎ ॥ ২২

পদ্ভ্যাং ভীমোহপাথো ধাবৎস্তয়া গাত্রেদ্বলীয়ত ।

জানমঞ্জলিকাবেধং নাপাক্রামত পাণ্ডবঃ ॥ ২৩

ছিলেন। এই অবস্থায় আরতৎশ্রী ভীমসেন একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন ॥ ১৭

বীর অজ নিহত হইলে পর তাঁহার সৈন্যরা পলায়ন করিল। অশ্ব, হস্তী ও রথ সকল সৈন্যই বিলাস্ত হইয়া চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। এই সৈন্যবাহিনী তখন পদাতি-সৈন্যদিগকে মথিত করিতেছিল ॥ ১৮

এইভাবে সেই সৈন্যদের বৃত্ত ভাঙ্গিয়া যাইলে এবং চারিদিকে তাহার পলাইতে থাকিলে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত নিজ হাতীর দ্বারা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১৯

ইন্দ্র ধেরূপ ঐরাবত হাতীর দ্বারা দৈত্য ও দানবদিগকে জয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই বংশেই (ঐরাবতবংশেই) উৎপন্ন গজরাজে আরোহণ করিয়া রাজা ভগদত্ত ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন ॥ ২০

এই গজরাজ নিজ দুই পদের দ্বারা এবং সঙ্কুচিত নিজ শুণ্ডের দ্বারা সহসা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইল ॥ ২১

তখন তাহার চক্ষু চারিদিকে ঘুরিতেছিল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে যেন মথিত করিয়া ফেলিবে, এইভাবেই সে ভীমসেনের রথের দিকে দৌড়াইয়া যাইল এবং অশ্ব-সহ তাহাকে সামান্যভাবে চূর্ণ করিয়াও দিল ॥ ২২

ভীমসেন পদব্রজে দৌড়াইয়া বাইয়া হাতীর শরীরের মধ্যে লুকাইয়া পড়িলেন। পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন অঞ্জলিকাবেধ (হাতীর নিয়ন্ত্রণে এরূপ কোন স্থান আছে, যাহাকে দুই হাতের দ্বারা ধপ্ধপ্ করিলে পর হাতীর আনন্দ হয়। এই অবস্থায় মাহতকে বিনাশ করিলেও সেই হাতী ক্রুদ্ধ হয় না। ভীমসেন এই বিদ্যা

গাত্ৰাভ্যন্তরগো ভূষা করেণাতাড়য়মুজঃ ।

লালয়ামাস তং নাগং বধাকাজ্জিগ্ৰমবায়ম্ ॥ ২৪

কুলালচক্রবল্লাগস্তদা তুর্ণমথাত্রমৎ ।

নাগাঘূতবলঃ শ্রীমান্ কালযানো বৃকোদরম্ ॥ ২৫

ভীমোহপি নিক্রম্য ততঃ সুপ্রতীকাগ্রতোহভবৎ ।

ভীমং করেণাবনমা জ্ঞানুভ্যামভাতাড়য়ৎ ॥ ২৬

গ্রীবায়াং বেষ্টয়িষ্টৈনং স গজো হস্তমৈহত ।

করবেষ্টং ভীমসেনো ভ্রমং দস্তা ব্যমোচয়ৎ ॥ ২৭

পুনর্গাত্ৰাণি নাগশ্চ প্রবিবেশ বৃকোদরঃ ।

যাবৎ প্রতিগজায়াতং স্ববলে প্রত্যবৈক্ষত ॥ ২৮

ভীমোহপি নাগগাত্রেভ্যাং বিনিঃসৃত্যাপযাজ্জবাং ।

ততঃ সর্বশ্চ সৈন্যশ্চ নাদঃ সমভবম্মহান্ ॥ ২৯

জানিতেন। এই বিচারই নাম—অঞ্জলিকাবেধ।) জানিতেন, সেইজন্য তিনি সেখান হইতে পলায়ন করিলেন না ॥ ২৩

তিনি এই হাতীর নিম্নে ঘাইয়া হাতের দ্বারা বারংবার থপ্ থপ্ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন এই অবিদ্যাবাদী গজরাজকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাহাকে লালন-পালন করিতে থাকিলেন ॥ ২৪

সেই সময় এই হাতী অতি শব্দর কুন্তকারের চক্রের দ্বারা চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। তাহার মধ্যে দশ হাজার হাতীর বল ছিল। সেই সুল্লর গজরাজ ভীমসেনকে সংতার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল ॥ ২৫

ভীমসেনও গজরাজ সুপ্রতীকের শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন হাতীটিও তাঁহাকে স্বীয় শুণ্ডে জড়াইয়া ধরিয়া নীচেতে তুলিয়া ফেলিয়া দুই জাহুর দ্বারা মথিত করিবার চেষ্টায় ছিল ॥ ২৬

কেবল ইহাই নহে, এই হাতী ভীমের গলায় জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে সংহার করিবার ইচ্ছা করিতেছিল। তখন ভীমসেন তাহাকে প্রান্তির মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাহার জড়ান শুঁড় হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইলেন ॥ ২৭

তদনন্তর ভীমসেন পুনরায় সেই হাতীর শরীরেই লুকাইয়া পড়িলেন এবং স্বীয় সৈন্যবাহিনী হইতে অল্প এক হাতীর দ্বারা এই হাতীকে যুদ্ধে আক্রান্ত হইবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

তারপর ভীমসেনও কিছুকাল পরে হাতীর শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁর বেগে দূরে সরিয়া বাইলেন। তখন সমস্ত সৈন্যদের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ২৯

অহো ধিৎ নিহতো ভীমঃ কুঞ্জরেণেতি মারিষ ।
 তেন নাগেন সজ্জস্তা পাণ্ডবানামনীকিনী ॥ ৩০
 সহস্রাভ্যবদ্ রাজন্ যত্র তস্থৌ বৃকোদরঃ ।
 ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা হতং মৰ্দ্দ্য বৃকোদরম্ ॥ ৩১
 ভগদন্তং সপাঞ্চাল্যঃ সৰ্ব্বতঃ সমবারয়ৎ ।
 তং রথং রথিনাং শ্রেষ্ঠাঃ পরিবার্য পরন্তপাঃ ॥ ৩২
 অবাকিরন্ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ শতশোহত সহস্রশঃ ।
 স বিঘাতং পৃথংকানামক্লেশেন সমাহরন্ ॥ ৩৩
 গজেন পাণ্ডুপাঞ্চালান্ বাধমৎ পৰ্বতেশ্বরঃ ।
 তদন্তুতমপশ্চাম ভগদন্তস্ত সংযুগে ॥ ৩৪
 তথা বৃদ্ধস্ত চরিতং কুঞ্জরেণ বিশাম্পতে ।
 ততো রাজা দশার্ণানং প্রাগ্জ্যোতিষমুপাদ্রবৎ ॥ ৩৫
 তিথ্যগ্ধ্যাতেন নাগেন সমদেনাশুগামিনা ।
 তয়োৰ্যুজং সমভবয়্যগয়োভীমরূপয়োঃ ॥ ৩৬

আখ্যা । সেই সময় সকলেরই মুখ হইতে একই কথা বাহির হইতে লাগিল যে, ‘অহো ! এই হাতী ভীমসেনকে সংহার করিল, কি প্রশংসনীয় ব্যাপার !’ রাজন্ ! তখন এই হাতী হইতে ভীত হইয়া পাণ্ডব-সৈন্যবাহিনী তথায় পলায়ন করিল, যেখানে ভীমসেন দাঁড়াইয়া আছেন ॥

তারপর রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে নিহত মনে করিয়া পাঞ্চাল-দেশীয় সৈন্যগণের সহিত রাজা ভগদন্তকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥

শত্রুগণের সম্ভাপকারী সেই সব শ্রেষ্ঠ রথী বীরগণ মহারথী ভগদন্তকে সৰ্ব্বদিকে পরিবৃত্ত করিয়া শত শত ও সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥

পৰ্বতরাজ ভগদন্ত সেই সব বাণগ্রহারকে স্বীয় অক্লেশের দ্বারা নিবারণ করিলেন এবং হাতীকে অগ্রবর্দ্ধন করিয়া পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধাদিগকে মথিত করিতে লাগিলেন ॥

প্রজ্ঞানাত । সেই যুদ্ধস্থলে হাতীর দ্বারা বৃদ্ধ রাজা ভগদন্তের অদ্ভুত পরাক্রম আমরা দেখিয়াছি ॥

তারপর দশার্ণরাজ দমস্তাবী, কীড়গামী এবং তিথ্যগ্ধ্যাবে (পার্শ্বভাগ অভিমুখে) গমনকারী একটি গজের দ্বারা ভগদন্তের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

তখন ভয়ঙ্কররূপধারী এই দুই গজরাজের যুদ্ধ এরূপ প্রতীত হইতেছিল, যেৰূপ পুরাকালে পক্ষযুক্ত ও বৃক্ষাবলিস্থশোভিত দুইটি পৰ্ব্বতের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল ॥

সপক্ষয়োঃ পৰ্ব্বতয়োৰ্থখা সক্রময়োঃ পুরা ।
 প্রাগ্জ্যোতিষপতের্নাগঃ সংনিবৃত্ত্যাপমৃত্য চ ॥ ৩৭
 পার্শ্বে দশার্ণাধিপতেভিষ্মা নাগমপাতয়ৎ ।
 তোমরৈঃ সূর্যরশ্ম্যাঠৈঃ ভগদন্তোহতং সপ্তভিঃ ॥ ৩৮
 জঘান দ্বিরদন্তং তং শত্রুং প্রচলিতাসনম্ ।
 ব্যবচ্ছিত্ত তু রাজানং ভগদন্তং যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৯
 রথানীকেন মহতা সৰ্ব্বতঃ পর্য্যবারয়ৎ ।
 স কুঞ্জরস্থৌ রথিভিঃ শুশুভে সৰ্বতো বৃতঃ ॥ ৪০
 পৰ্ব্বতে বনমধ্যস্থৌ জলদ্বিব হতশনঃ ।
 মণ্ডলং সৰ্ব্বতঃ শ্লিষ্টং রথিনামুগ্রহস্থিনাম্ ॥ ৪১
 কিরতাং শরবর্ষণি স নাগঃ পর্য্যবর্তত ।
 ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষো রাজা পরিগৃহ্য মহাগজম্ ॥ ৪২
 প্রেষয়ামাস সহসা যুযুধানরথং প্রীতি ।
 শিনেঃ পৌত্রস্ত তু রথং পরিগৃহ্য মহাদ্বিপঃ ॥ ৪৩

প্রাগ্জ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদন্তের হাতী তখন প্রত্যাবর্তন ও পশ্চাদপসরণ করিয়া দশার্ণরাজের হাতীর পার্শ্বভাগে প্রচণ্ড আঘাত করিল এবং তাহার দ্বারা উহাকে বিদারিত করিয়া ধরাশায়ী করিয়া দিল ॥

তাহার পর রাজা ভগদন্ত সূর্য্যাকরগতুল্য উজ্জল সাতটি তোমরের দ্বারা হাতীর উপর উপবিষ্ট এবং যাহার আসন তখন স্থানচ্যুত হইয়াছিল, সেই শত্রু দশার্ণরাজকে সংহার করিলেন ॥

সেই সময় যুধিষ্ঠির রাজা ভগদন্তকে স্বীয় বাণলম্বে আহত করিয়া বিশাল রথসৈন্যের দ্বারা সৰ্ব্বদিকে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥

যেৰূপ বনের মধ্যে পৰ্ব্বতশিখরে দাবানল জলিতে থাকে, সেইরূপ সৰ্ব্বদিকে রথী সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া হাতীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট রাজা ভগদন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥

বাণলম্বে বর্ষণ করিতে করিতে সেই ভয়ঙ্কর ধনুর্ধর রথী বীরগণের মণ্ডল সেই হাতীর উপর চারিদিক দিয়া আক্রমণ করিলেন এবং সেই হাতীও তখন চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল ॥

সেই প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদন্ত সেই বিশাল গজরাজকে অবশেষে রাখিয়া সহসা সাত্যকির রথের দিকে চালাইয়া দিলেন ॥

যুযুধান (সাত্যকি) তখন নিজ রথকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া বাইলেন এবং এই মহাগজ শিনি-পৌত্র সাত্যকির সেই রথকে ভেঁড়ে জড়াইয়া ধরিয়া তীব্রবেগে নিষ্পেষ করিলেন ॥

অভিচিন্বেপ বেগেন যুযুধানস্তপাক্রমৎ ।
বৃহতঃ সৈন্ধবানস্থান্ সমুখাপ্যাথ সারথিঃ ॥ ৪৪
তস্মৌ সাত্যকিমাসাশ্চ সমপ্নু তস্তং রথং প্রাতি ।
স তু লক্ষ্মাস্তুরং নাগশুরিতো রথমণ্ডলাৎ ॥ ৪৫
নিশ্চক্রাম ততঃ সৰ্ব্বান্ পরিচিন্বেপ পাণ্ডিবান্ ।
তে স্বাশুগতিনা তেন ত্রাশ্রমানা নরর্ষভাঃ ॥ ৪৬
তমেকং দ্বিরদং সংখ্যে মেনিরে শতশো দ্বিপান্ ।
তে গজস্বেন কাল্যস্তে ভগদন্তেন পাণ্ডবাঃ ॥ ৪৭
ঐরাবতস্বেন যথা দেবরাজেন দানবাঃ ।
তেষাং প্রজ্ববতাং ভীমঃ পাঞ্চালানামিতস্ততঃ ॥ ৪৮
গজবাজিকৃতঃ শবঃ স্তমহান্ সমজায়ত ।
ভগদন্তেন সমরে কাল্যামানেষু পাণ্ডবু ॥ ৪৯
প্রাগ্জ্যোতিষমভিক্রুদ্ধঃ পুনর্ভীমঃ সমভ্যয়াৎ ।

তদনন্তর সারথি নিজ রথকে ও সিদ্ধদেবজাত বিশাল অশ্বগণকে
উঠাইয়া লক্ষ্যপ্রদান করত রথে আরোহণ করিল। তারপর
রথসহ সাত্যকির নিকট গিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥

ইহার মধ্যেই অবসর পাইয়া সেই গজরাজ সশ্বরতার সহিত
রথের বেটন হইতে পার হইয়া যাইল এবং সমস্ত রাজাদিগকে
তুলিয়া তুলিয়া নিক্ষেপ করিতে থাকিল ॥

এই ক্ষতগামী গজরাজ হইতে ভীত হইয়ানরশ্রেষ্ঠ নরপতিগণ
বৃত্তস্থলে একটি হাতীকেই শত শত হাতীর স্থায় মনে করিতে
লাগিলেন ॥

যেদ্রুপ দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত হাতীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া
দানবকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ স্বীয় হাতীর পৃষ্ঠে
আরোহণ করিয়া রাজা ভগদত্ত পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সংহার
করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

এই সময় এদিকে ওদিকে পলায়নপর পাঞ্চালসৈন্যদের হস্তি-
অশ্বগণের অতিশয় ভয়ঙ্কর চীৎকার শব্দ উদ্ভিত হইতে লাগিল ॥

ভগদত্তকর্তৃক সমরাজগে পাণ্ডব-সৈন্যরা বিভাড়িত হইতে
থাকিলে ভীমসেন ক্রুপিত হইয়া পুনরায় প্রাগ্জ্যোতিষপুরের
অধিপতি ভগদত্তের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

সেইসময় আক্রমণকারী ভীমসেনের অশ্বগণের উপর সেই
হাতী ভুঁড়ে করিয়া জল সেচন করত তাহাদিগকে ভীত করিয়া
কেলিল। তারপর সেই অশ্বগণ তখন ভীমসেনকে লইয়া দূরে
পলায়ন করিল ॥

তস্তাভিজ্জবতো বাহান্ হস্তমুজ্জেন বারিণা ॥ ৫০
সিন্ধু। ব্যত্রাসয়ন্নাস্তে পার্থমহরংস্ততঃ ।
ততস্তমভ্যয়াৎ তূর্ণং রুচিপর্ষাকৃতীশুতঃ ॥ ৫১
সমম্নন্ শরর্ষেণ রথস্থোহিস্তু কসম্নিতঃ ।
ততঃ স রুচিপর্ষাণং শরেনানতপর্ষণা ॥ ৫২
সুপর্ষা পর্বতপতিনিশ্চে বৈবস্বতক্ষয়ম্ ।
তস্মিন্ নিপতিতে বীরে সৌভদ্রো জৌপদীশুতঃ ॥ ৫৩
চেকিতানো ধৃষ্টকেতুযুযুংস্চাদ্রয়ন্ দ্বিপম্ ।
ত এনং শরধারাবিধারাবিরিব তোয়দাঃ ॥ ৫৪
সিষিচুর্ভৈরবান্ নাদান্ বিনদন্তো জিঘাংসবঃ ।
ততঃ পাঞ্চ্যক্ষুশাস্তুঠৈঃ কুতিনা চোদিতো দ্বিপঃ ॥ ৫৫
প্রসারিতকরঃ প্রায়াৎ স্তব্ধকর্ণেক্ষণো দ্রুতম্ ।
সোহধিষ্ঠায় পদা বাহান্ যুযুংসোঃ সূতমারুজং ॥ ৫৬

সেই সময় আকৃতিপুত্র রুচিপর্ষা অতিক্ষত সেই হাতীর উপর
আক্রমণ করিলেন। তিনি রথের উপর বসিয়া যেন সাক্ষাৎ
যমরাজের স্থায় প্রতীত হইতেছিলেন। তিনি এই সময় বাণ-
বর্ষণ করিয়া হাতীটিকে গুরুতর আহত করিয়া ফেলিলেন ॥

বাহার অঙ্গের পর্কসকল (সন্ধিস্থানসমূহ) ক্ষয় হইল, সেই
পর্বতরাজ ভগদত্ত ইহা লক্ষ্য করিয়া আনতপর্কযুক্ত বাণসমূহে
রুচিপর্ষাকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥

এই বীর নিহত হইলে পর অভিমত্যা, জৌপদীকুমার,
চেকিতান, ধৃষ্টকেতু এবং যুযুংসুও সেই হাতীকে পীড়িত করিতে
লাগিলেন। এই সব ঘোড়ারা তখন সেই হাতীকে নিহত
করিবার ইচ্ছায় বিকট গর্জন করিতে করিতে নিজেদের বাণ-
সমূহের ধারায় সিঞ্চন করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহাতে মনে
হইতে লাগিল যে, মেঘ পর্কভের উপর জলধারা বর্ষণ
করিতেছে ॥

তদনন্তর বিধান রাজা ভগদত্ত নিজের চরণের গোড়ালি, অশ্বশ
ও অশ্বচের দ্বারা প্রেরিত করিয়া হাতীটিকে অগ্রে চালনা
করিলেন। তারপর নিজের কর্ণকে খাড়া করিয়া এবং চক্ষুকে
বিস্ফারিত করিয়া শুঁড়কে বিস্তারিত করত সেই হাতী অতিক্ষত
অগ্রক্ষুর দিকে ধাবিত হইল ও যুযুংসুর অশ্বগণকে পায়ের
দ্বারা দাবাইয়া ধরিয়া তাঁহার সারথিকে বিনাশ করিল ॥ ৩০-৫৬

যুযুৎসু রথাদ্ রাজন্নপাক্রামৎ ত্বরাদ্বিতঃ ।
 ততঃ পাণ্ডবযোধাস্তে নাগরাজং শরৈর্জতম্ ॥ ৫৭
 সিষিচুর্ভৈরবান্ নাদান্ বিনদন্তো জিঘাংসবঃ ।
 পুত্রস্ত তব সম্ভ্রাজঃ সৌভদ্রশ্চাপ্লুতো রথম্ ॥ ৫৮
 স কুঞ্জরস্তে। বিশ্বজন্নিধুনরিষু পাথিবঃ ।
 বভৌ রশ্মানিবাদিতো। ভুবনেষু সমুৎসৃজন্ ॥ ৫৯
 তমাজ্জুনির্দাদশভিযুযুৎসুদশভিঃ শরৈঃ ।
 ত্রিভিঃস্ত্রিভিজ্যৌপদেয়া ধৃষ্টকেতুশ্চ বিব্যাধুঃ ॥ ৬০
 সোহতিযদ্বাপিতৈর্বাটৈররাচিতো দ্বিরদো বভৌ ।
 সংসূত ইব সূর্য্যাস্ত রশ্মিভিজলদো মহান্ ॥ ৬১
 নিয়ন্তুঃ শিল্ল-যদ্বাভ্যাং প্রেরিতোহরিশরাদিতঃ ।
 পরিচিক্ষেপ তান্ নাগঃ স রিপুন্ সব্য-দক্ষিণম্ ॥ ৬২
 গোপাল ইব দণ্ডেন যথা পশুগণান্ বনে ।
 আবেষ্টয়ত তাং সেনাং ভগদন্তস্তথা মুহুঃ ॥ ৬৩

রাজন্! তখন যুযুৎসু অতি সত্বর রথ হইতে নামিয়া পাড়িয়া দূরে পলায়ন করিলেন। তাহার পর পাণ্ডবযোদ্ধারা এই গজ-রাজকে শীঘ্র বধ করিবার ইচ্ছায় ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে করিতে নিজেদের বাণসমূহের বর্ষণ দ্বারা তাকে সিক্ত করিতে লাগিলেন।

সেই সময় বিভ্রান্ত হইয়া আপনার পুত্র যুযুৎসু অভিমুখ্যর রথে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। হাতীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজা ভগদন্ত শক্রদিগের উপর বাণবর্ষণ করিতে করিতে সমগ্র জগতে স্বীয় কিরণাবলি বিস্তারকারী সূর্য্যের স্তায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫৭-৫৯

অর্জুনকুমার অভিমুখ্য দ্বারা, যুযুৎসু দশ ও দ্রোণদীর পুত্রগণ এবং ধৃষ্টকেতু তিন তিনটি বাণের দ্বারা ভগদন্তের হাতীকে বিন্ধ করিলেন ॥ ৬০

অত্যন্ত প্রবলসহকারে নিক্ষেপ্ত বাণসমূহে হাতীর সর্কাজ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় সেই হাতী সূর্য্যকিরণে গ্রথিত মহামেঘের স্তায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬১

যাভতের কোশল ও প্রযত্নের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেই হাতী শক্রদিগের বাণে পীড়িত হইয়াও সে দক্ষিণ এবং বামভাগে স্থিত পুত্রগণকে ধরিয়া ধরিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৬২

ক্ষিপ্তাং শ্চেনাভিপন্নানাং বায়সানামিব স্বনঃ ।

বভূব পাণ্ডবেয়ানাং ভৃশং বিজবতাং স্বনঃ ॥ ৬৪

স নাগরাজঃ প্রবরাঙ্কুশাহতঃ

পুরা সপক্ষোহদ্রিবরো যথা নৃপ ।

ভয়ং তদা রিপুযু সমাদধদ্ ভৃশং

বনিগ্জনানাং ক্ষুভিতো যথার্থবঃ ॥ ৬৫

ততো ধ্বনিদ্বিরদরথাস্থপাথিবৈ-

ভয়াদ্ অবহির্জনিতোহতিভৈরবঃ ।

ক্ষিতিং বিয়দ্ ভ্যাং বিদিশো দিশস্তথা ।

সমাবরণোৎ পাথিব সংযুগে ততঃ ॥ ৬৬

স তেন নাগপ্রবরণে পাথিবো

ভৃশং জগাহ দিশামনীকিনীম্

পুরা স্তম্ভশ্চাং বিবৃধৈরিবাতবে

বিরোচনো দেববক্রধিনীমিব ॥ ৬৭

যেহুপ গো-পালক বনে পশুগণকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ ভগদন্ত বারংবার পাণ্ডবসৈন্যদিগকে গেষ্টন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩

যেহুপ বাক্যপাথীর আক্রমণে ভীত হইয়া কাকগণ 'কা কা' করিয়া শব্দ করিতে থাকে, সেইরূপ পলায়নপর পাণ্ডবযোদ্ধাদেরও তীব্রস্বরে আর্ন্তনাদ শোনা যাইতে লাগিল ॥ ৬৪

হে নৃপ! সেই সময় বিশাল অঙ্কুরের আঘাত খাইয়া গজরাজ পুরাকালের পক্ষধারী শ্রেষ্ঠ পক্ষীর তায় সেইভাবে সকলকে অত্যন্ত ভীত করিতে লাগিল, যেহুপ বিশুদ্ধ মহাসাগর ব্যবসায়ী-দিগকে ভীত করিয়া থাকে ॥ ৬৫

মহারাজ! তদনন্তর ভয়ে পলায়মান হাতী, অথ, রথ ও জুপতিগণ সেখানে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আর্ন্তনাদ করিতে লাগিলেন। ইহাদের সেই ভয়ঙ্কর শব্দ যুদ্ধস্থলে পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ এবং দিক-বিদিকসমূহ সর্কতোভাবে আবৃত হইয়া পড়িল ॥ ৬৬

সেই গজরাজের দ্বারা রাজা ভগদন্ত শক্রসৈন্যদের মধ্যে উত্তম-রূপে সেইভাবে প্রবেশ করিলেন, যেহুপে পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামের সময় দেবগণকর্তৃক স্বরক্ষিত দেবসৈন্যমধ্যে দৈত্যরাজ বিরোচন প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ৬৭

ভৃশং ববৌ জলনসথো বিয়দ্ রজঃ

সমায়ুগোন্মূহুরপি চৈব সৈনিকান্ ।

তমেকনাগং গগনশো যথা গজান্

সমস্তুতো ক্রতমথ মেনিরে জনাঃ ॥ ৬৮

সেই সময় সেখানে তীব্রগতিতে, বহুবন্ধু বায়ু বহিতেছিল
আকাশ ধুলিতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই ধূলি সমস্ত সৈন্ত-

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বাস্তর্গত সংশ্লুকপর্বে ভগদত্তের যুদ্ধবিসয়ক যড়বিংশ
অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

[সংশ্লুকৈঃ সহজর্জুনস্য ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, তেষাং ভূয়সামেব বিনাশশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

যন্মাং পার্থস্ত সংগ্রামে কর্ম্মাণি পরিপৃচ্ছসি ।

তচ্ছৃণু মহাবাহো পার্থো যদকরোদ্ রণে ॥ ১

রজো দৃষ্ট্বা সমুদ্র তং শ্রদ্ধা চ গজনিঃস্বনম্ ।

ভগদত্তে বিকূর্বাণে কোন্তেয়ঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ ॥ ২

যথা প্রাগ্জ্যোতিষো রাজা গজেন মধুসূদন ।

হরমাণো বিনিক্ষান্তো ধ্রুবাং তস্তৈষ নিঃস্বনঃ ॥ ৩

ইন্দ্রাদনবরঃ সংখ্যো গজযানবিশারদঃ ।

প্রথমো গজযোধানাং পৃথিব্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৪

সপ্তবিংশ অধ্যায়ঃ ।

[সংশ্লুকগণের সহিত অর্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং তাহাদের
অধিকাংশেরই বিনাশ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহাবাহো! আপনি যে যুদ্ধে অর্জুনের
পরাক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাহা আপনাকে
বলিতেছি। অর্জুন রণাঙ্গনে বাহা কিছু করিয়াছিলেন, আপনি
তৎসমস্তই শ্রবণ করুন ॥ ১

ভগদত্ত যখন বিচিহ্নরূপে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন সেখানে
ধূলি উড়িতে দেখিয়া এবং হাতীর চীৎকার শ্রবণ করিয়া কুন্তী-
নন্দন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ২

মধুসূদন! রাজা ভগদত্ত স্বীয় হস্তীতে আরোহণ করিয়া
বেগপ ক্রত যুদ্ধ করিবার জন্ত নির্গত হইতেছেন, ইহাতে মনে
হইতেছে, নিশ্চয় সেখানেই এই মহাকোলাহল হইতেছে ॥ ৩

আমায় একরূপ স্থিরনিশ্চয় আছে যে, এই রাজা ভগদত্ত যুদ্ধে
ইচ্ছা হইতে কোনও অংশেই ন্যূন নহেন। ভগদত্ত হস্তীতে

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দ্রোণপর্বণি সংশ্লুকবধপর্বণি ভগদত্তযুদ্ধে

যড়বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬

বাহিনীকেও আবৃত করিয়াছিল। তখন সকল ব্যক্তিই চারিদিকেই
ধাবমান সেই একটি মাত্র হাতীকে হাতীদের দলের দ্বারা মনে
করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮

স চাপি দ্বিরদশ্রেষ্টঃ সদাপ্রতিগজো যুধি ।

সর্বশস্ত্রাতিগঃ সংখ্যো কৃতকর্মা জিতক্লমঃ ॥ ৫

সহঃ শস্ত্রনিপাতানামগ্নিস্পর্শস্ত চানঘ ।

স পাণ্ডববলং সর্বমত্ঠেকো নাশয়িষ্যতি ॥ ৬

ন চাবাভ্যামুতেহন্যোহস্তি শত্রুস্তং প্রতিবাধিতুম্ ।

হরমাণস্ততো যাতি যতঃ প্রাগ্জ্যোতিষাধিপঃ ॥ ৭

দৃপ্তং সংখ্যো দ্বিপবলাদ্ বয়সা চাপি বিস্মিতম্ ।

অত্ঠেনং প্রেষয়িষ্যামি বলহন্তঃ প্রিয়াতিথিম্ ॥ ৮

আরোহণ বিজায় বিশেষ পারদর্শী এবং গজযোধী বীরগণের মধ্যে
সর্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৪

ইহার সেই হস্তিশ্রেষ্ঠ স্থপতীক নামে হাতীও যুদ্ধে
অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সে সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র অতিক্রম করিয়া যুদ্ধে
বহুবার নিজের পরাক্রম দেখাইয়াছে। সে পরিশ্রমকেও ভয়
করিয়াছে ॥ ৫

অনঘ! সে সর্বপ্রকার অস্ত্রের আঘাত এবং অগ্নির স্পর্শও সহ্য
করিতে পারে। আজ সে একাকীই সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যগণকে
সংহার করিয়া ফেলিবে ॥ ৬

আমরা দুই জন ব্যতীত অন্য আর কেহই নাই, যে ইহাকে
বাধা দিতে পারিবে। অতএব আপনি সেখানে চলুন, যেখানে
প্রাগ্জ্যোতিষপুত্রের অধিপতি ভগদত্ত অবস্থান করিতেছেন ॥ ৭

নিজের হাতীর এই বলের জন্ত যিনি অতিশয় গর্ভিত এবং
যিনি বয়সেও অত্যন্ত যুদ্ধ হওয়ায় অহংকারপূর্ণ, সেই রাজা

বচনাদথ কৃষ্ণস্ত প্রযযৌ সবাসাচিনঃ ।
 দীর্ঘাতে ভগদন্তেন যত্র পাণ্ডববাহিনীম্ ॥ ৯
 তং প্রযাস্তং ততঃ পশ্চাদাহবয়ন্তৌ মহারথাঃ ।
 সংশপ্তকাঃ সমারোহন্ সহস্রাণি চতুর্দশ ॥ ১০
 দশৈব তু সহস্রাণি ত্রিগর্তানাং মহারথাঃ ।
 চত্বারি চ সহস্রাণি বাসুদেবস্ত চামুগাঃ ॥ ১১
 দীর্ঘায়াণাং চমুং দৃষ্ট্বা ভগদন্তেন মারিষ ।
 আহুয়মানস্ত চ তৈরভবদ্ধৃদয়ং দ্বিধা ॥ ১২
 কিং নু শ্রেয়স্করং কৰ্ম ভবেদগ্ৰোহতি চিন্তয়ন্ ।
 ইহ বা বিনিবর্তেয়ং গচ্ছেয়ং বা যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১৩
 তস্ত বুদ্ধ্যা বিচার্যৈবমজ্জুনস্ত কুরুদত্ত ।
 অবভদ্ ভূয়সী বুদ্ধিঃ সংশপ্তকবধে স্থিরা ॥ ১৪
 স সংনিবৃত্তঃ সহসা কপিপ্রবরকেতনঃ ।

ভগদন্তকে বধ করিয়া আজ বলাহরবিনাশী দেবরাজ ইজের প্রিয়
 অতিথিতে পরিণত করত স্বর্গলোকে প্রেরণ করিব ॥ ৮

সবাসাচী অর্জুনের এই বাণী প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেইখানে
 রথ লইয়া গমন করিলেন, যেখানে ভগদত্ত পাণ্ডবদৈত্যদিগকে
 সংহার করিতেছিলেন ॥ ৯

অর্জুনের যাইতে দেখিয়া তাঁহার পশ্চাতে চৌদ হাজার
 সংশপ্তক মহারথী বীর তাঁহাকে যুদ্ধের জগা আহ্বান করিতে
 করিতে আক্রমণ করিলেন ॥ ১০

ইহাদের মধ্যে দশ হাজার মহারথী ত্রিগর্তদেশেরই ছিলেন
 এবং চার হাজার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবক (নারায়ণী সেনা)
 ছিলেন ॥ ১১

বার্ঘা! রাজা ভগদত্তকর্তৃক নিজ বাহিনীকে বিদীর্ণ হইতে
 দেখিয়া এবং পশ্চাদ্ দিক্ হইতে সংশপ্তকগণের যুদ্ধের আহ্বান
 শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িল ॥ ১২

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আজ আমার পক্ষে কোন
 কার্য্য, শ্রেয়স্কর হইবে? এখান হইতে সংশপ্তকগণের দিকে
 ফিরিয়া যাইব অথবা যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাইব? ১৩

কুরুশ্রেষ্ঠ! বুদ্ধির দ্বারা একপ বিচার করিতে করিতে তাঁহার
 মনে এই ভাব অভ্যন্ত দৃঢ় হইল যে, এখন সংশপ্তকগণকে বধ
 করাই আমার প্রধান কার্য্য হইবে ॥ ১৪

শ্রেষ্ঠ বানরচিহ্নে সুশোভিত ধ্বজধারী ইন্দ্রনন্দন অর্জুন
 উপরি উক্ত বাক্য চিন্তা করিয়া সহসা ফিরিয়া যাইলেন। তিনি

একো রথসহস্রাণি নিহন্তুং বাসবী রণে ॥ ১৫
 সা হি ত্বয়োদধনস্তাসীন্নতিঃ কর্ণস্য চোভয়োঃ ।
 অর্জুনস্য বধোপায়ে তেন দ্বৈধমকল্পয়ৎ ॥ ১৬
 স তু দোলায়মানোহভূদ্ দ্বৈধাভাবেন পাণ্ডবঃ ।
 বধেন তু নরাগ্র্যাণামকরোং তাং যুবা তদা ॥ ১৭
 ততঃ শতসহস্রাণি শরাণাং নতপর্কণাম্ ।
 অশ্রুজলজ্জ্বলে রাজন্ সংশপ্তকমহারথাঃ ॥ ১৮
 নৈব কুন্তীসুতঃ পার্থো নৈব কৃষ্ণো জনার্দনঃ ।
 ন হয়ান রথো রাজন্ দৃশ্যন্তে স্ম শরৈশ্চিচাঃ ॥ ১৯
 তদা মোহমমুপ্রাপ্তঃ সিদ্ধিদে হি জনার্দনঃ ।
 ততস্তান্ প্রায়শঃ পার্থো ব্রহ্মাশ্বেণ নিজল্লিবান্ ॥ ২০
 শতশঃ পাণয়শ্চিহ্নাঃ সেযুজ্যাতলকামুকাঃ ।
 কেতবো বাজিনঃ সূতা রথিনশ্চাপতনু ক্ষিতৌ ॥ ২১

রণাঙ্গনে একাকীই হাজার রথী বীরকে সংহার করিবার জগা
 উত্তত হইলেন ॥ ১৫

অর্জুনের বধের উপায়ের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে
 ত্বয়োদধন ও কর্ণ উভয়েরই মনে এই সিদ্ধান্ত উৎপন্ন হইয়াছিল।
 তাই তিনি যুদ্ধকে এইভাবে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া
 দিয়াছিলেন ॥ ১৬

পাণ্ডুনন্দন অর্জুন একবার দ্বৈধভাবে দোলায়মান হইয়া চঞ্চল
 হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি নরশ্রেষ্ঠ সংশপ্তক বীরগণকেই বধ
 করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি সেই দ্বিধাগ্রস্তভাবেই মিথ্যা
 করিয়া দিলেন ॥ ১৭

রাজন্! তদনন্তর সংশপ্তক মহারথী বীরগণ অর্জুনের উপর
 আনতপর্কণযুক্ত এক লক্ষ বাণবর্ষণ করিলেন ॥ ১৮

মহারাজ! সেই সময় না কুন্তীকুমার অর্জুন, না জনার্দন
 শ্রীকৃষ্ণ, না অশ্ব এবং না রথ কিছুই দেখা যাইতেছিল না। তখন
 সব কিছুই বাণে বাণে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ১৯

এই অবস্থায় ভগবান্ জনার্দন ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পড়িলেন এবং
 তাঁহার উপর আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া অর্জুন
 ব্রহ্মাশ্বেণ দ্বারা তাঁহাদের সকলকেই প্রায় নষ্ট করিয়া
 ফেলিলেন ॥ ২০

শত শত হস্ত বাণ, গুল ও ধ্বংসহ ছিন্ন হইয়া বাইল। ধ্বজ,
 অশ্ব, সারথি ও রথ সকলেই ধরাশায়ী হইল ॥ ২১

ক্রমাচলাগ্রাসুধরৈঃ সমকায়াঃ সুকল্লিতাঃ ।
 হতারোহাঃ ক্ষিতৌ পেতুর্দ্বিপাঃ পার্শ্বশরাহতাঃ ॥ ২২
 বিশ্রবিক্কুখা নাগাশ্চিন্নভাণ্ডাঃ পরাসবঃ ।
 সারোহাস্ত রণে পেতুর্মথিতা মার্গগৈর্ভূশম্ ॥ ২৩
 সপ্তিপ্রাসাসিনধরাঃ সমুদগরপরম্বধাঃ ।
 বিচ্ছিন্না বাহবঃ পেতুর্নাং ভল্লৈঃ কিরীটিনা ॥ ২৪
 বালাদিত্যাসুজেন্দুনাং তুল্যরূপাণি মারিষ ।
 সত্রুচ্ছিন্নাশ্চ নশরৈঃ শিরাঃসুর্বাং প্রাপেদিরে ॥ ২৫
 জজ্বালালঙ্ঘিতা সেনা পত্রিভিঃ প্রাণিভোজনৈঃ ।
 নানারূপৈস্তদামিত্রান্ ক্রুদ্ধে নিম্নতি ফাস্তনে ॥ ২৬
 ক্ষোভয়ন্ত্য তদা সেনাং দ্বিরদং নলিনোমিব ।
 ধনঞ্জয় ভূতগণাঃ সাধু সাক্ষিত্যপূজয়ন্ ॥ ২৭

বৃক্ষ, পর্ত্তশিখর ও মেঘসদৃশ বিশাল এবং উচ্চ দেহধারী, সুসজ্জিত হাতী, যাগাদের আরোহীদিগকে পূর্বেই সংহার করা হইয়াছে, তাহারা সকলেই অর্জুনের বাণে আকৃত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ২২

এই রণাঙ্গনে বহুসংখ্যক হাতী অর্জুনের বাণসমূহে অত্যন্ত বিধ্বস্ত হইয়া ভূতলশায়ী হইল । এই সময় তাহাদের আশ্রয়-সমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছিল এবং তাহাদের সমস্ত ভূষণই খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল ॥ ২৩

কিরীটধারী অর্জুনের ভল্লনামক বাণসমূহে ঋষ্টি, প্রাস, খড়্গ, নখর, মুদগর ও পরশুসহ বীরবর্গের বাহনকল ছিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল ॥ ২৪

অর্থাৎ । যোদ্ধাগণের মণ্ডকসমূহ সত্তা উদ্ভিত সূর্য্য, কমল ও চন্দ্রসদৃশ সূক্ষ্ম ছিল । অর্জুনের বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইল ॥ ২৫

যখন ক্রুদ্ধ অর্জুন নানাপ্রকার প্রাণবিনাশক বাণসমূহের দ্বারা

শ্রীমদ্রহসি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রা সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বাস্তর্গত সংশ্লুকবধপর্ব্বক সংশ্লুকবধবিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অষ্টবাদ সমাপ্ত ।

দৃষ্ট । তৎ কশ্ম পার্শ্বস্য বাসবস্যেব মাধবঃ ।
 বিশ্রয়ং পরমং গতা প্রাজ্জলিস্তমুবাচ হ ॥ ২৮
 কশ্মৈতৎ পার্শ্ব শক্রেণ যমেন ধনদেন চ ।
 তুষ্করং সমরে যৎ তে কৃতমভ্যতি মে মতিঃ ॥ ২৯
 যুগপচ্চৈব সংগ্রামে শতশোহথ সহস্রশঃ ।
 পতিতা এব মে দৃষ্টাঃ সংশ্লুকমহারথাঃ ॥ ৩০
 সংশ্লুকাস্ততো হৃদা ভূয়িষ্ঠা য়ে ব্যবস্থিতাঃ ।
 ভগদন্তায় যাহৌতি কৃষ্ণঃ পার্থোহভ্যানোদয়ৎ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং
 দ্রোণপর্ব্বণি সংশ্লুকবধপর্ব্বণি সংশ্লুকবধে
 সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭

শক্রদিগকে নাশ করিতে লাগিলেন, তখন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত সংশ্লুকগণের সমগ্র সৈন্তবাহিনী জ্বলিতে লাগিল ॥ ২৮

যেদ্রুপ হস্তী কমলে পূর্ণ সরোবরকে মথিত করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুনকর্ত্তক সমগ্র সৈন্তবাহিনীকে মথিত হইতে দেখিয়া সমস্ত প্রাণী 'সাধু, সাধু' বলিয়া অর্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ২৭

ইন্দ্রতুল্য অর্জুনের এই পরাক্রম দর্শন করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যাম্বিত হইয়া করযোড়ে বলিলেন ॥ ২৮

পার্থ ! আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, আজ তুমি রণাঙ্গনে যে কাব্য করিলে, ইহা ইন্দ্র, যম ও কুবেরের পক্ষেও তুষ্কর ॥ ২৯

এই সংগ্রামে আমি শত শত এবং সহস্র সহস্র সংশ্লুক মহারথী বীরগণকে একসঙ্গে পতিত হইতে দেখিলাম ॥ ৩০

এইভাবে সেখানে সংশ্লুক যোদ্ধাগণের অধিকাংশকেই বধ করিয়া অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—এখন ভগদত্তের নিকট গমন করুন ॥ ৩১

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

[সংশপ্তকান্ হৃষী কৌরবসৈন্যানামুপরি ধনঞ্জয়সাক্ষমণম তথা ভগদত্তস্য তদীয়-হস্তিনশ্চ পরাক্রমবর্ণনম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

যিযাসতন্ততঃ কৃষ্ণঃ পার্থস্যাস্থান্ মনোজবান্ ।
সম্প্রযৌদ্ধেমসঞ্জয়ান্ দ্রোণানীকায় সহরন্ ॥ ১
তং প্রযাস্তং কুরুশ্রেষ্ঠঃ স্থান্ ভ্রাতৃন দ্রোণতাপিতান্ ।
শুশ্রাম্য ভ্রাতৃভিঃ সার্বঃ যুদ্ধার্থী পৃষ্টতোহন্যয়াং ॥ ২
ততঃ শ্বেতহয়ঃ কৃষ্ণমব্রবীদজিতং জয়ঃ ।
এষ মাং ভ্রাতৃভিঃ সার্বঃ শুশ্রাম্য হ্রয়তেহচ্যুত ॥ ৩
দীর্ঘাতে চোত্তরৈণৈব তং সৈন্যং মধুসূদন ।
দ্বৈবীকৃতং মনো মেহত কৃতং সংশপ্তকৈরিদম ॥ ৪
কিং হু সংশপ্তকান্ হৃষী স্থান্ রক্ষাম্যহিতাদিতান্ ।
ইতি মে হুং মতং বেৎসি তত্র কিং সূকৃতং ভবেৎ ॥ ৫
এবমুক্তস্ত দাশার্হঃ স্তন্দনং প্রত্যবর্তয়ৎ ।
যেন ত্রিগর্তাধিপতিঃ পাণ্ডবং সমুপাহ্বয়ৎ ॥ ৬

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ঃ ।

[সংশপ্তকগণকে বধ করিয়া অর্জুনের কৌরবসৈন্যদের উপর আক্রমণ এবং ভগদত্ত ও তাঁহার হস্তীর পরাক্রমবর্ণন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! তদনন্তর দ্রোণাচায্যের সৈন্য-
বাহিনীর দিকে যাইতে ইচ্ছুক অর্জুনের স্বর্ণকৃষিত ও মনের শ্রায়
বেগগামী অশ্বদিগকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিসত্বর দ্রোণাচায্যের
সৈন্যদের নিকট উপস্থিত হইবার জন্ত চালনা করিলেন ॥ ১

দ্রোণাচায্যকর্তৃক সস্তাপিত নিজ ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট গমনকারী
কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে ভ্রাতৃগণের সহিত শুশ্রাম্য যুদ্ধের ইচ্ছায় আস্থান
করিতে করিতে পশ্চাদ্ভাগ দিয়া তাঁহার উপর আক্রমণ
করিলেন ॥ ২

তখন শ্বেতবাহন অর্জুন অপরাজিত শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা
বলিলেন,—অচ্যুত ! ভ্রাতৃগণের সহিত এঃ শুশ্রাম্য আমাকে
পুনরায় যুদ্ধের জন্ত আস্থান করিতেছি ॥ ৩

এদিকে উত্তর দিকে অবস্থিত আমার সৈন্যবাহিনীকে শক্ররা
বিনাশ করিতেছে । মধুসূদন ! এই সংশপ্তকগণ আজ আমার
মনকে বিধাশ্রুত করিয়া ফেলিতেছে ॥ ৪

এখন আমি পূর্বে সংশপ্তকগণকে বধ করিব অথবা শক্রগণ
পীড়িত স্বীয় সৈন্যদিগকে রক্ষা করিব ? আমার মন একরূপ এক
সকল-বিকল্পের মধ্যে পতিত হইয়াছে—ইহা আপনি জানেন ।
বলুন—এখন আমার কোন্ কাণ্ড করা উত্তম হইবে ? ৫

ততোহর্জুনঃ শুশ্রাম্যং বিদধ্বা সপ্তভিরাশুগৈঃ ।

ধ্বজং ধনুশ্চাস্য তথা কুরাভ্যাং সমকৃন্তত ॥ ৭

ত্রিগর্তাধিপতেশ্চাপি ভ্রাতরং ষড়্ ভিরাশুগৈঃ ।

সাশ্বঃ সমুতং হরিতঃ পার্থঃ প্রৈষৌদ্ যমক্ষয়ম্ ॥ ৮

ততো ভূঙ্গগমঙ্গাশাং শুশ্রাম্য শক্তিমায়সীম্ ।

চিক্ষেপার্জুনমাদিশু বাসুদেবায় তোমরম্ ॥ ৯

শক্তিং ত্রিভিঃ শরৈশ্চিহ্না তোমরং ত্রিভিরর্জুনঃ ।

শুশ্রাম্যং শরব্রাতৈর্মোহয়িষ্য শ্রবর্তয়ৎ ॥ ১০

তং বাসবমিবায়াস্তং ভূরিবধং শরৌঘিণম্ ।

রাজস্তাবকসৈন্যানাং নোগ্রং কশ্চিদবারয়ৎ ॥ ১১

ততো ধনঞ্জয়ো বাণৈঃ সর্বানৈব মহারথান্ ।

আয়াদ্ বিনিম্নন্ কৌরব্যান্ দহন্ কক্ষমিবানলঃ ॥ ১২

অর্জুন এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ রথকে
সেইদিকে ফিরাইয়া দিলেন, যেদিকে ত্রিগর্তরাজ শুশ্রাম্য পাণ্ডুনন্দন
অর্জুনকে যুদ্ধের জন্ত আস্থান করিতেছিলেন ॥ ৬

তৎপশ্যৎ অর্জুন শুশ্রাম্যকে সাত বাণে আহত করত দুইটি
স্বরবাণে তাঁহার ক্রজ ও ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭

সেই সঙ্গে ত্রিগর্তরাজের ভ্রাতৃকেও ছয়টি বাণ প্রহার করিয়া
অর্জুন তাঁহাকে অশ্ব ও সারথিসহ অতিসত্বর যমলোকে প্রেরণ
করিলেন ॥ ৮

তখন শুশ্রাম্য সর্পভূজ্য আকৃতিবিশিষ্ট লৌহনির্মিত একটি
শক্তি অর্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের
দিকে একটি তোমর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৯

অর্জুন তিনটি বাণের দ্বারা শক্তিকে এবং অপর তিনটি বাণের
দ্বারা তোমরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নিজ অশ্ব বাণসমূহে শুশ্রাম্যকে
মেহিত করত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করাইয়া দিলেন ॥ ১০

রাজন্ ! তাহার পর অর্জুন ইজের শ্রায় বাণসমূহের প্রভূত
বধন করিতে করিতে যখন আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ
করিলেন, তখন আপনার সৈন্যদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই উগ্ররূপ-
ধারী এই অর্জুন নিবারণ করিতে পারিলেন না ॥ ১১

তদনন্তর অগ্নি বৈরূপ তৃণাদিনির্মিত ক্ষুদ্র গৃহকে দগ্ধ করিয়া
থাকে, সেইরূপ অর্জুন নিজ বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত কৌরব

তস্ত বেগমসহং তং কুন্তীপুত্রস্য ধীমতঃ ।
 নাশকুং বংশে সংসোঢ়ুং স্পর্শমগ্নেরিব প্রজাঃ ॥ ১৩
 সংবেষ্টয়ন্নীকানি শরবর্ষণে পাণ্ডবঃ ।
 সুপর্ণপাতবদ্ রাজন্নায়াং প্রাগ্ জ্যোতিষং প্রতি ॥ ১৪
 যৎ তদানাময়জ্জিহ্বুর্ভরতানামপাপিনাম ।
 ধনুঃ ক্ষেমকরং সংখ্যে দ্বিষতামক্ষুবধনম্ ॥ ১৫
 তদেব তব পুত্রস্য রাজন্ হৃদুর্ভদেবিনঃ ।
 কৃতে ক্ষত্রবিনাশায় ধনুরায়চ্ছদজ্জুনঃ ॥ ১৬
 তথা বিক্ষোভ্যমাণা সা পার্থেন তব বাহিনী ।
 ব্যাশীযত মহারাজ নোরিবাসাশ্চ পবনম্ ॥ ১৭
 ততো দশসহস্রাণি শ্রবর্তন্ত ধনুস্তাতাম্ ।
 মতিং কৃধা রণে কুরাং বীরা জয়পরাজয়ে ॥ ১৮
 ব্যাপেতহৃদয়ত্রাসা আবক্রন্ত মহারথাঃ ।
 আচ্ছাদ্য পার্থো গুরুং ভারং সর্বভারসহো যুধি ॥ ১৯

মহারথাদিগকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে করিতে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১২

পরম বুদ্ধিমান কুন্তীপুত্র অর্জুনের সেই অসহ বেগকে কোরব-
 নৈশ্চরা সেইভাবে সহ করিতে সমর্থ হইলেন না, যেভাবে প্রাণীর
 অগ্নির স্পর্শ সহ করিতে পারে না ॥ ১৩

রাজন্! অর্জুন বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া কোরবনৈশ্চদিগকে
 আচ্ছাদিত করিতে করিতে গুরুতুল্য বেগে ভগদত্তের উপর
 আক্রমণ করিলেন ॥ ১৪

মহারাজ! বিজয়া অর্জুন যুদ্ধে শক্রগণের অস্ত্রধারাবর্ধনকারী
 যে ধনু তখন (রাজসুয়বজ্ঞের পুর্বে) নিষ্পাণ ভরতবংশীয়গণের
 কল্যাণের জন্ত নত (গুণযোজনা) করিয়াছিলেন, আজ কপট
 দাতাক্রীড়াকারী আপনার পুত্রের অপরাধের জন্ত সমস্ত ক্ষত্রিয়-
 সমাজকে বিনাশ করিবার জন্ত অর্জুন সেই ধনুটিকেই গ্রহণ
 করিলেন ॥ ১৫-১৬

মহারাজ! কুন্তীকুমার অর্জুন কর্তৃক মথিত হইয়া আপনার
 নৈশ্চবাহিনী সেইরূপে ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইল, যেমন কোন নৌকা
 পক্ষতের সহিত আঘাত পাইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় ॥ ১৭

তদনন্তর দশ হাজার ধনুর্ধর বীর জয় অথবা পরাজয়ের
 হেতুভূত যুদ্ধে ক্রুরতাপূর্ণ বিষয়ে মতি স্থির করিয়া ফিরিয়া
 আসিলেন ॥ ১৮

সেই মহারথী বীরগণ নিজেদের হৃদয় হইতে ভয়কে
 অপসারিত করিয়া অর্জুনকে সেখানে পরিবেষ্টন করিলেন । যুদ্ধে

যথা নলবনং ক্রুদ্ধঃ প্রভিল্লঃ ষষ্টিহায়নঃ ।
 মুদগীয়াং তদদায়ন্তঃ পার্থোমুদগাচ্চমুং তব ॥ ২০
 তস্মিন্ প্রমথিতে নৈশ্চৈ ভগদন্তো নরাধিপঃ ।
 তেন নাগেন সহসা ধনঞ্জয়মুপাত্রবৎ ॥ ২১
 তং রথেন নরবাজ্রঃ প্রত্যগৃহ্মাদ্ ধনঞ্জয়ঃ ।
 স সন্নিপাতস্তুমুলো বভূব রথ-নাগয়োঃ ॥ ২২
 কল্লিতাভ্যাং যথাস্রাজং রথেন চ গজেন চ ।
 সংগ্রামে চেরতুবীরৌ ভগদত্ত-ধনঞ্জয়ো ॥ ২৩
 ততো জীমূতসন্ধাশান্নাগাদিল্ল ইব প্রভুঃ ।
 অভ্যবধচ্ছরৌষণে ভগদন্তো ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২৪
 স চাপি শরবর্ষণং তং শরবর্ষণে বাসবিঃ ।
 অশ্রাপ্তমেব চিচ্ছেদ ভগদন্তস্য বাযীবান্ ॥ ২৫
 ততঃ প্রাগ্ জ্যোতিষো রাজা শরবর্ষণে নিবায়্য তৎ ।
 শরৈর্জগ্মে মহাবাহুঃ পার্থং কৃষ্ণক মারিষ ॥ ২৬

সকলপ্রকার ভার সহ করিতে সমর্থ অর্জুন তাহাদের সহিত যুদ্ধ
 করিবার সম্পূর্ণ ভার নিজের উপর গ্রহণ করিলেন ॥ ২০

যেমন ষাট বৎসরের বৃদ্ধ মদশ্রাবী হাতী ক্রুদ্ধ হইয়া নলবনকে
 মথিত করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া থাকে, সেইরূপ যত্নপরায়ণ অর্জুন
 আপনার নৈশ্চদিগকেও ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২০

এই নৈশ্চদিগকে মথিত হইতে দেখিয়া রাজা ভগদত্ত সেই
 প্রখ্যাত সুপ্রতীকনামে স্বীয় হস্তীর দ্বারা সহসা ধনঞ্জয়ের দিকে
 ধাবিত হইলেন ॥ ২১

নরশ্রেষ্ঠ! অর্জুন রথের দ্বারাই সেই হাতীর সম্মুখীন হইলেন ।
 তখন রথ ও হস্তীর এই সজ্জব আতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ২২

শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে নিশ্চিত ও সুসজ্জিত রথ এবং সুশিক্ষিত
 হাতীর দ্বারা বীরবর অর্জুন ও ভগদত্ত রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে
 লাগিলেন ॥ ২৩

তদনন্তর ইন্দ্রসদৃশ শক্তিশালী রাজা ভগদত্ত অর্জুনের উপর
 মেঘতুল্য হস্তী হইতে বাণরূপী জলধারা বর্ষণ কারিতে আরম্ভ
 করিলেন ॥ ২৪

অস্ত্রদিকে পরাক্রমশালী ইন্দ্রনন্দন অর্জুন নিজের বাণবৃষ্টির
 দ্বারা ভগদত্তের বাণবর্ষণকে নিকটে আগিবার পুর্বেই ছিন্ন-ভিন্ন
 করিয়া দিলেন ॥ ২৫

অর্থাৎ তদনন্তর প্রাগ্ জ্যোতিষপুত্রের অধিপতি ভগদত্তও
 বিপকের সেই বাণবর্ষণ নিবারণ করিয়া মহাবাহু অর্জুন ও
 ক্রীককে নিজের বাণসমূহে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৬

ততস্তু শরজ্বালায় মহতাত্ত্ব্যবকৌর্য্য ভৌ ।
চোদয়ামাস তং নাগং বধ্যায়াচ্যুত-পার্থয়োঃ ॥ ২৭
তমাপত্যস্তং দ্বিরদং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধমিবাস্তকম্ ।
চক্রেহপসব্যং হরিভঃ স্যন্দনেন জনাদনঃ ॥ ২৮
তং প্রাপ্তমপি নেয়েষ পরাবৃত্তং মহাদ্বিপম্ ।

তারপর পুনরায় তাঁহাদের উপর প্রভূত শরজ্বাল বিস্তার
করিয়া আচ্ছন্ন করত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়কে বধ করিবার জন্ত
সেই গজরাজকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৭

ক্রুদ্ধ যমরাজের স্ত্রায় সেহ হাতীকে আক্রমণ করিতে দোথিয়া
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অভিজ্ঞত রথের দ্বারা তাহাকে দক্ষিণ পার্শ্বে
করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৮

শ্রীময়হর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রা সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বাস্তমোত্তম সংশ্লোকবদনপক্ষে ভগদত্তের যুদ্ধবিষয়ক অষ্টাবিংশ
অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

একোত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

[অর্জুন-ভগদত্তয়োযুদ্ধম্, বৈষ্ণবান্নতঃ শ্রীকৃষ্ণেনাজুনস্য রক্ষা, অর্জুনে হস্তি-সহিতস্য ভগদত্তস্য বিনাশশ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

তথা ক্রুদ্ধঃ কিমকরোদ্ ভগদত্তস্ত পাণ্ডবঃ ।
প্রাগ্জ্যোতিষো বা পার্থস্য তন্মে শংস যথাতথম্ ॥ ১
সঞ্জয় উবাচ ।
প্রাগ্জ্যোতিষেণ সংসক্তাবৃত্তৌ দাশাহঁপাণ্ডবৌ ।
মৃত্যুদংষ্ট্রাঙ্গিকং প্রাপ্তৌ সবভূতানি মেনিরে ॥ ২
তথা তু শরবর্ষণি পাতয়ত্যানিশং প্রভৌ ।
গজস্বক্কাগ্নহারাজ কৃষ্ণয়োঃ সন্দনস্থয়োঃ ॥ ৩
অথ কার্ফায়সৈবানৈঃ পূর্ণকামুকিনঃস্বতৈঃ ।

একোত্রিংশ অধ্যায় ।

[অর্জুন ও ভগদত্তের যুদ্ধ, বৈষ্ণবান্ন সহিতে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক
অর্জুনকে রক্ষা এবং অর্জুনের দ্বারা হস্তি-সহ ভগদত্তের বিনাশ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! সেই সময় ক্রুদ্ধ পাণ্ডুকুমার অর্জুন
ভগদত্তের এবং ভগদত্ত অর্জুনের কি করিল ? তাহা তুমি
যথাযথভাবে আমাকে বল ॥ ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! ভগদত্তের সহিত যুদ্ধে মিলিত
হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়কেই সকলপ্রাণীই মৃত্যুর দস্তসংলগ্ন
বলিয়া মনে করিতে লাগিল ॥ ২

শক্তিশালী মহারাজ ! হাতীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট থাকিয়া ভগদত্ত
রথে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের উপর নিরন্তর বাণবর্ষণ করিয়া
চলিলেন ॥ ৩

সারোহং মৃত্যুসাং কর্ত্ত্বাং স্বরন্ ধর্ম্মং ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৯
স তু নাগো দ্বিপ-ঋথান্ হয়াংক্ষায়ত মাঘিষ ।
প্রাহিণোমৃত্যুলোকায় ততঃ ক্রুদ্ধো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি সংশ্লোকবদনপর্বণি ভগদত্তযুদ্ধে
অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮

যাদও এই মহাগজ আক্রমণ করিবার সময় নিজের আতশয়
নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, তথাপি অর্জুন ধর্ম্মের কথা* স্মরণ
করিয়া আরোহি-সহ সেই হাতীকে মৃত্যুর অধীনস্থ করিলেন না ॥ ২৯
মাননীয় মহারাজ ! সেই হাতী তখন বহুসংখ্যক হাতী,
রথ ও অশ্বকে মর্দিত করিয়া যমলোকে প্রেরণ করিল । ইহা
দেখিয়া অর্জুনের অত্যন্ত ক্রোধ হইল ॥ ৩০

অবিধাদ্ দেবকৌপুত্রং হেমপুঞ্জৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ৪

অগ্নিস্পর্শসমাস্তীক্ষ্ণা ভগদত্তেন চোদিতাঃ ।

নিভিষ্ঠ দেবকৌপুত্রং ক্ষিতিং জগ্মুঃ সুবাসসঃ ॥ ৫

তস্ত পাথৌ ধনুশ্চিহ্না পরিবারং নিহত্য চ ।

লালয়ন্নিব রাজানং ভগদত্তমযোধয়ং ॥ ৬

সোহর্করশ্মিনিভাস্তীক্ষ্ণাস্তোমরান্ বৈ চতুর্দশ ।

অশ্রেষয়ং সবাসাচী দ্বিধৈকৈকমথ্যচ্ছিনৎ ॥ ৭

তিনি ধনুটিকে পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত, লৌহনির্ম্মিত
এবং শাণ দ্বিধা ধারালব্ধত স্বর্ণপক্ষযুক্ত বাণসমূহে দেবকীনন্দন
শ্রীকৃষ্ণকে আহত করিলেন ॥ ৪

ভগদত্ত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অগ্নির স্পর্শের স্ত্রায় তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্মর
পক্ষভূষিত বাণসমূহ দেবকৌপুত্র শ্রীকৃষ্ণের শরীর ভেদ করিয়া
ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৫

তখন অর্জুন রাজা ভগদত্তের দহু ছেদন করিয়া তাঁহার
পরিবারকে সংহার করত তাঁহাকে যেন যুদ্ধ করাইতে করাইতে
তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৬

ভগদত্ত অধাকিরণভূলা তেজস্বী চৌদটি তোমর নিক্ষেপ
করিলেন, কিন্তু সবাসাচী অর্জুন তাহাদের প্রত্যেকটিকেই দুই
ধণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭

ততো নাগশ্চ তদ্ বম বাধমৎ পাকশাসনিঃ ।
 শরজ্বালেন মহতা তদ্ বাশীৰ্য্যত ভূতলে ॥ ৮
 শীর্ণবর্মা স তু গজঃ শরৈঃ সুভ্রুশমদিতঃ ।
 বভৌ ধারানিপাতাক্তো ব্যত্ৰঃ পর্বঃ রাড়িব ॥ ৯
 ততঃ শ্রোগ্জ্যোতিষঃ শক্তিং হেমদণ্ডাময়স্ময়ীম্ ।
 ব্যস্ফজদ্ বাসুদেবায় দ্বিধা তামজ্জুনোহচ্ছিনৎ ॥ ১০
 ততশ্চত্ৰং ধ্বজং চৈব ছিদ্ৰা রাজোহজ্জুনঃ শরৈঃ ।
 বিব্যাধ দশভির্ভূর্নুৎস্রয়ন্ পর্বতেশ্বরম্ ॥ ১১
 সোহতিবিক্রোহজ্জুনশরৈঃ সুপুঙ্খৈঃ কঙ্কপত্রিভিঃ ।
 ভগদন্তস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবস্য জ্ঞানধিপঃ ॥ ১২
 ব্যস্ফজৎ তোমরান্ মূর্গি শ্বেতাশ্বেসোন্নাদ চ ।
 তৈরজ্জুনস্য সমরে কিরীটং পরিবস্তিতম্ ॥ ১৩
 পরিবৃত্তং কিরীটং তদ্ যময়মেব পাণ্ডবঃ ।
 সুদৃষ্টঃ ক্রিয়তাং লোক ইতি রাজানমব্রবীৎ ॥ ১৪

তারপর ইন্দ্রনন্দন অর্জুন প্রকৃত বাণবর্ষণ করিয়া সেই হাতীর কবচ ছেদন করিলেন, ইহাতে তাহার কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল ॥ ৮

কবচ ছিন্ন হওয়ায় বাণসমূহের আঘাতে হাতীর অত্যন্ত পীড়া উপস্থিত হইল। সে তখন রক্তের ধারায় স্নাত হইয়া পড়িল এবং মেঘহীন ও (গৈরিকমিশ্রিত) জলধারায় সিক্ত গিরিরাজের স্তায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৯

তখন ভগদত্ত বহুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া স্ববর্ণময় দণ্ডযুক্ত একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু অর্জুন তাহাকে ছই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১০

তদনন্তর অর্জুন স্বীয় বাণসমূহে রাজা ভগদত্তের ছত্র ও ধ্বজ ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতেই অপর দশটি বাণের দ্বারা অতিক্রান্ত সেই পর্বতরাজ ভগদত্তকে বিন্ধ করিলেন ॥ ১১

অর্জুনের কঙ্কপত্রযুক্ত স্তম্বর বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া রাজা ভগদত্ত সেই পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন ॥ ১২

তখন তিনি অর্জুনের মস্তকের উপর বহু তৌমর প্রহার করিলেন এবং গর্জন করিতে লাগিলেন। সেই তোমরগুলি রণাঙ্গনে অর্জুনের কিরীটকে উড়াইয়া দিল ॥ ১৩

ওঁটে বাওয়া কিরীটকে যথাযথভাবে স্থাপন করিতে করিতে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ভগদত্তকে বলিলেন,—রাজন্! এখন এই লংসারকে উত্তমরূপে দর্শন করিয়া লউন ॥ ১৪

এবমুক্তান্ত সংক্রুদ্ধঃ শরবর্ষণে পাণ্ডবম্ ।
 অভাবর্ষণং সগোবিন্দঃ ধনুরাদায় ভাস্বরম্ ॥ ১৫
 তস্ত পার্থো ধনুঃশিখা তুণীরান্ সংনিকৃত্য চ ।
 স্বরমাণো দ্বিসপ্তত্যা সর্বমর্মস্বতাড়য়ৎ ॥ ১৬
 বিক্রান্ততোহতিব্যথিতো বৈষ্ণবাস্ত্রমুদীরয়ন্ ।
 অভিমন্ত্র্যাস্থশং ক্রুদ্ধো ব্যস্ফজৎ পাণ্ডবোরসি ॥ ১৭
 বিসৃষ্টং ভগদন্তেন তদস্ত্রং সর্বঘাতি বৈ ।
 উরসা শ্রুতিজগ্রাহ পার্থং সঞ্ছাত্ত কেশবঃ ॥ ১৮
 বৈজয়ন্ত্যভবম্মালা তদস্ত্রং কেশবোরসি ।
 পদ্মকোশবিচিত্রাঢ্যা সর্বভূকুসুমোৎকটা ॥ ১৯
 জ্বলনার্কেন্দুবর্ণাভা পাবকোজ্জলপল্লবা ।
 তয়া পদ্মপলাশিষ্ঠা বাতকম্পিতপত্রয়া ॥ ২০
 শুশুভেহভাধিকং শৌরিরতসীপুষ্পসন্নিভঃ ।
 (কেশবঃ কেশিমথনঃ শার্ঙ্গধ্বারিমর্দনঃ ।

অর্জুন এই কথা বলিলে পর ভগদত্ত অত্যন্ত কুপিত হইয়া এক তেজস্বী ধনু হাতে লইয়া শ্রীকৃষ্ণসহ অর্জুনের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১৫

তখন অর্জুন তাঁহার ধনু ছেদন করিয়া তুণীরটিকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তারপর অতিশয় স্তম্ভা করিয়া বাহাত্তরটি বাণে তাঁহার সমস্ত মর্মস্থানসমূহে গভীরভাবে আঘাত করিলেন ॥ ১৬

তদনন্তর এই সমস্ত বাণে বিন্ধ হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত ভগদত্ত বৈষ্ণবাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। তিনি তখন ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের অস্থগকেই বৈষ্ণবাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের একঃস্থলের দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৭

ভগদত্ত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত এই অস্ত্র সব কিছুই বিনাশ করিতে সমর্থ, তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আচ্ছাদন করিয়া স্বয়ংই নিজের বক্ষে ঐ অস্ত্রকে ধারণ করিলেন ॥ ১৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে আসিয়া এই অস্ত্র বৈজয়ন্তীমালায় পরিণত হইয়া বাইল। ঐ মালা পদ্মের কোষের বিচিত্র শোভায় সুশোভিত ছিল এবং সকল ঋতুর পুষ্পেই সম্পন্ন ছিল। ইহা হইতে অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্রসদৃশ প্রভা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। ইহার এক একটি দল অগ্নিতুল্য প্রকাশিত হইতেছিল। কমল-দলে সুশোভিত ও বাতাসে আন্দোলিত এই বৈজয়ন্তীমালায় দ্বারা অতসীপুষ্পের স্তায় শ্রামবর্ণ, কেশিহস্তা, শূরসেননন্দন, শারঙ্গধ্বজারী, শক্রনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অধিকাধিক পোতাশ্রয়

সক্ষ্যাত্ৰিবি সঙ্কল্পঃ প্রাবৃত্তকালে নগোত্তমঃ ॥)

ততোহর্জুনঃ ক্রান্তমনাঃ কেশবঃ প্রত্যভাষত ॥ ২১

অযুধ্যমানস্তরগান্ সংযন্তাস্মীতি চানঘ ।

ইত্যুক্ত্বা পুণ্ডরীকাক্ষ প্রতিজ্ঞাং স্বাং ন রক্ষসি ॥ ২২

যজ্ঞং বাসনী বা স্ত্রামশক্তো বা নিবারণে ।

ততস্ত্যৈবং কার্য্যং স্ত্রান্নতং কার্য্যং ময়ি স্থিতে ॥ ২৩

সবাণঃ সধনুশচাং সসুরান্সরমানুমান্ ।

শক্তো লোকানিমান্ জ্ঞেতুং তচ্চাপি বিদিতং তব ॥ ২৪

ততোহর্জুনঃ বাসুদেবঃ প্রত্যুবাচার্থবদ্ বচঃ ।

শৃণু গুহ্যমিদং পার্থ পুরাতনং যথানঘ ॥ ২৫

চতুমূর্ত্তিরং শশ্বলোকত্রাণার্থমুজাতঃ ।

আত্মানং প্রবিভজ্যেহ লোকানাং ত্রিতমাদপে ॥ ২৬

এক মৃতিস্তপশ্চর্য্যাক্ষং কুরুতে মে ভূবি স্থিতা ।

হইলেন। ইহাতে মনে হইল—বধাকালে সক্ষ্যাকালীন মেঘ-
মণ্ডলে আচ্ছাদিত কোন জ্যেষ্ঠ পর্ব্বত শোভা পাইতেছে ॥

সেই সময় অর্জুনের মনে অতিশয় ক্লেশ উৎপন্ন হইল।
তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন—অনঘ! আপনি ত'
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি যুদ্ধ না করিয়া অঙ্গগণকে
সংযত রাখিব অর্থাৎ সারথির কার্য্য করিব; কিন্তু কমলনয়ন!
আপনি এই কথা বলিয়াশ্রুতির প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছেন
না। যদি আমি সঙ্কটে পতিত হইতাম অথবা অস্ত্রকে নিবারণ
করিতে অসমর্থ হইতাম, তাহা হইলে সেই সময়েই আপনি এই
কাথা করিলেই পারিতেন। যখন আমি যুদ্ধের জন্ত উপস্থিত,
তখন আপনার ইহা কবা উচিত হয় নি ॥ ১২-২৩

আপনার ত' ইহা জানা আছে যে, আমার হাতে যদি ধস্ত ও
বাণ থাকে, তবে আমি দেবতা, অস্ত্র ও মন্ত্রগণসহ এই সম্পূর্ণ
জগৎকে জয় করিতে পারি ॥ ২৪

তখন বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই রহস্যপূর্ণ
বাক্য বলিলেন,—অনঘ! কুঞ্জীকুমার! এ বিষয়ে তুমি একটি
গোপনীয় রহস্যের কথা শ্রবণ কর, যাহা পূর্ব্বকালে সংঘটিত
হইয়াছিল ॥ ২৫

আমি চতুর্বিধ মূর্ত্তি ধারণ করত সর্ব্বদা সমস্ত লোককে রক্ষা
করিবার জন্ত উদ্ভূত আছি। আমি নিকটেই বহুরূপে বিভক্ত
করিয়া সমস্ত জগতের ত্রিতপাধন করিয়া বাইতেছি ॥ ২৬

অপরা পশুতি জগৎ কুর্বাণঃ সাধ্বসাধুনী ॥ ২৭

অপরা কুরুতে কর্ম্ম মানুষং লোকমাত্রিতা ।

শেতে চতুর্থী ত্বপরা নিদ্রাং বর্ষসহস্রিকম্ ॥ ২৮

যাসৌ বর্ষসহস্রান্তে মূর্ত্তিরুত্তীর্ণতে মম ।

বরাহেভ্যো বরান্ জ্যেষ্ঠাংস্তস্মিন্ কালে দদাতি সা ॥ ২৯

তং তু কালমনুপ্রাপ্তং বিদিশ্য পৃথিবী তদা ।

অযাচত ববং যস্মাং নরকার্য্যায় তচ্ছৃণু ॥ ৩০

দেবানাং দানবানাঞ্চ অবশ্যাস্তনয়াহস্ত মে ।

উপেতো বৈষ্ণবাত্মেণ তস্মৈ তং দাতুমর্হসি ॥ ৩১

এবং বরমহং ব্রহ্মা জগত্যান্তনয়ে তদা ।

অমোঘমস্ত্রং প্রায়চ্ছং বৈষ্ণবং পরমং পুরা ॥ ৩২

অবোচং চৈতদস্ম্যং বৈ হ্যমোঘং ভবতু স্তমে ।

নরকস্তাভিরক্ষার্থং নৈনং কশ্চিদ্ বধিষ্যতি ॥ ৩৩

আমার এক মূর্ত্তি এই ভূতলে (বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণরূপে)
অবস্থান করত তপস্বী করিতেছে। দ্বিতীয় মূর্ত্তি (পরমাত্মারূপ)
শুভাশুভকর্ম্মকারী জগতের সাক্ষিরূপে সকল কিছুই প্রত্যক্ষ
করিতেছে ॥ ২৭

তৃতীয় মূর্ত্তি (আমি স্বয়ংই) মন্ত্রলোকের আশ্রয় লইয়া
নানাপ্রকার কর্ম্ম করিতেছি এবং অপর চতুর্থ মূর্ত্তি সহস্র যুগ পর্য্যন্ত
একাক্ষর জলে শয়ন করিয়া আছে ॥ ২৮

সহস্র যুগ অতিক্রান্ত হইবার পর যখন আমার চতুর্থ মূর্ত্তি
যোগনিদ্রা হইতে উখিত হয়, তখন বরলাভ করিবার যোগ্য
জ্যেষ্ঠ ভক্তগণকে উত্তম বরসকল দান করিয়া থাকে ॥ ২৯

একবার যখন ঐ সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, ইহা জানিয়া
পৃথিবীদেবী নিজের পুত্র নরকাসুরের জন্ত আমার নিকট হইতে
যে বর প্রার্থনা করিয়াছিল—তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩০

আমার পুত্র বৈষ্ণবাত্মে স্তম্ভ হইয়া দেবতা ও দানবগণের
অবধা হউক। ইহার জন্ত আপনি আমাকে বৈষ্ণবাত্ম প্রদান
করুন ॥ ৩১

সেই সুময় পৃথিবীর মুগ্ধ হইতে এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া
আমি পুরাকালে নিজের সর্ব্বোত্তম ও অমোঘ বৈষ্ণবাত্ম তাহাকে
প্রদান করি ॥ ৩২

তাহাকে প্রস্থান করিবার সময় আমি বলিয়াছিলাম—এই
অমোঘ বৈষ্ণবাত্ম নরকাসুরের রক্ষার জন্ত তাহার নিকট থাকিবে।
ইহাকে কেহই নষ্ট করিতে পারিবে না ॥ ৩৩

অনেনা'স্ত্রণ তে শুভঃ স্মৃতঃ পরবলার্দনঃ ।
 ভবিষ্যতি দুর্ধাৰ্ঘ্যঃ সৰ্বলোকেষু সৰ্বদা ॥ ৩৪
 তথেষ্ট্যক্তা গতা দেবী কৃতকামা মনস্বিনী ।
 স চাপ্যাসীদ দুর্ধাৰ্ঘ্যো নরকঃ শক্রতাপনঃ ॥ ৩৫
 তস্মাৎ প্রাগ্ভ্যোতিষং প্রাপ্তং তদন্তঃ পার্থ মামকম্ ।
 নাশ্চাবধোহস্তি লোকেষু সেন্দ্রক্রেম্যু মারিষ ॥ ৩৬
 তস্ময়া তৎকৃতে চৈতদন্ত্যা বাপনায়িতম্ ।
 বিমুক্তং পরমা'স্ত্রণ জহি পার্থ মহানুরম্ ॥ ৩৭
 বৈরিণঃ জহি দুর্ধাৰ্ঘ্য ভগদন্তঃ সুরদ্বিষম্ ।
 যথাহং জহ্মিবান্ পূৰ্ব্বঃ হিতার্থং নরকং তথা ॥ ৩৮
 এবমুক্তস্তদা পার্থঃ কেশবেন মহাঘ্ননা ।
 ভগদন্তঃ শিতৈর্বাণৈঃ সহসা সমবাকিরং ॥ ৩৯
 ততঃ পার্থো মহাবাহুরসম্ভ্রান্তো মহামনাঃ ।
 কুন্তয়োরস্তরে নাগং নারাতেন সমাপর্য়ৎ ॥ ৪০

এই অস্ত্রে সুরকিত থাকিয়া তোমার পুত্র শক্রসৈন্যগণকে
 লীড়িত করিতে করিতে সৰ্বদা সকল লোকে দুৰ্দ্ধৰ হইয়া
 থাকিবে ॥ ৩৪

তখন 'আচ্ছা' এই কথা বলিয়া মনস্বিনী পৃথিবীদেবী কৃতার্ধ
 হইয়া গমন করিল। সেই নরকাস্ত্রং (সেই বৈষ্ণবাস্ত্র পাইয়া)
 শক্রগণের সম্ভাপকরী ও অত্যন্ত দুৰ্দ্ধয় হইয়া পড়িল ॥ ৩৫

পার্থ! নরকাস্ত্রের নিকট হইতে আমার সেই বৈষ্ণবাস্ত্র
 প্রাগ্ভ্যোতিষপুত্রের অদিপতি ভগদন্ত লাভ করিয়াছে। আৰ্য্য!
 ইন্দ্রলোক ও রুদ্রলোক সহ সমস্ত লোকে এমন কোন বীর নাই,
 যে এই অস্ত্রের অবধ্য থাকিবে ॥ ৩৬

সেই কারণে আমি তোমাকে রক্ষা করিবার জন্ত এই
 অস্ত্রকে অস্ত্র প্রকারে পরিণত করিয়া দিলাম। পার্থ! এখন এই
 মহানুর ভগদন্ত সেই উৎকৃষ্ট অস্ত্র হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, অতএব
 তুমি তাহাকে বধ কর ॥ ৩৭

দুৰ্দ্ধয় বীর ভগদন্ত তোমাদের শত্রু এবং দেবদেবী, হুতরাং
 তুমি তাহাকে সেইরূপে বধ কর, যেৰূপ পুরাকালে আমি
 নরকাস্ত্রকে বধ করিয়াছিলাম ॥ ৩৮

মহাঘ্না কেশব এই কথা বলিলে পর কুন্তীকুমার অর্জুন
 তৎকণাৎ তাঁহার তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

তাঁহার পর মহাবাহু মহামনা পার্থ কোরূপ বিচলিত না
 হইয়া হাতীর কুন্তললে একটি নারাচ গ্রহণ করিলেন ॥ ৪০

স সমাসাঞ্জ তং নাগং বাণো বজ্র ইবাচলম্ ।
 অভ্যাগাৎ সহ পুঙ্খেন বন্দীকমিব পন্নগঃ ॥ ৪১
 স করী ভগদন্তেন প্রেথ্যমাণো মুহুমূর্ত্তঃ ।
 ন করোতি বচস্তস্য দরিদ্রসোব যোষিতা ॥ ৪২
 স তু বিষ্টভা গাত্ৰাণি দম্বাভ্যামবনিং যযৌ ।
 নদম্বার্ত্তশ্বনং প্রাণাতুংসসর্জ মহাদ্বিপঃ ॥ ৪৩
 ততো গাণ্ডীবধন্যনমভ্যভাষত কেশবঃ ।
 অয়ং মহন্তরঃ পার্থ পলিতেন সমাবৃতঃ ॥ ৪৪
 বলীসঙ্কল্পনয়নঃ শুরঃ পরমদুৰ্দ্ধয়ঃ ।
 অন্ধোৰুদ্রাণীলনার্থায় বন্ধপাট্টো হ্যসৌনূপঃ ॥ ৪৫
 দেববাক্যাৎ প্রচিচ্ছেদ শরৈঃ ভূশমর্জ্জুনঃ ।
 ছিন্নমাত্রেহংগুকে তস্মিন্ রুদ্ধনোত্রো বভূব সঃ ॥ ৪৬
 তমোময়ং জগন্মেনে ভগদন্তঃ প্রতাপবান্ ।
 ততশ্চন্দ্রাধবিন্ধেন বাণেন নতপর্বণা ॥ ৪৭

সেই নারাচ হাতীর মস্তকে ঘাইয়া সেইভাবে আঘাত করিল,
 যেৰূপ বজ্র পর্বতের উপর আঘাত করিয়া থাকে। যেভাবে সর্প
 বন্দীকের (উইটিপির) মধ্য প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইভাবে
 ঐ বাণ পক্ষ সহ হাতীর কুন্তললে প্রবেশ করিল ॥ ৪১

তখন ভগদন্ত পুনঃ পুনঃ সেই হাতীকে প্রেরণ করিতে
 থাকিলেও সে তাঁহার আদেশ সেইভাবে পালন করিল না, যেৰূপ
 ডট্টাঙ্গী নিজের দরিদ্র স্বামীর কথা পালন করে না ॥ ৪২

সেই সময় ঐ বিশাল হাতী নিজের শরীরকে নিশ্চেষ্ট করত
 দুইটি দাঁতের দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিল এবং আর্ন্ত্রের চৌৎকার
 করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যক্ত করিল ॥ ৪৩

ভগদন্ত ভগবান্ তীক্ষ্ণ গাণ্ডীবধারী অর্জুনকে বলিলেন,—
 কুন্তীনন্দন! এই ভগদন্ত অত্যন্ত বৃদ্ধ, ইহার সমস্ত কেশই পাকিয়া
 গিয়াছে এবং ললাটাদি অঙ্গগুলিয়া পড়ায় ইহার নেত্র আবৃত
 হইয়াছে। এই অত্যন্ত দুৰ্দ্ধয় বীরবর রাজা ভগদন্ত নিজের দুই
 চক্ষু বুলন্ত গায়ে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ায় তাহাকে বস্ত্রের দ্বারা বাধিয়া
 রাখিয়াছে ॥ ৪৪-৪৫

ভগবান্ তীক্ষ্ণের কথায় অর্জুন বাণগ্রহণ করিয়া ভগদন্তের
 মস্তকের বন্ধ বস্ত্রকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। সেই বজ্র ছিন্ন
 হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার নেত্র বন্ধ হইয়া বাইল ॥ ৪৬

তখন প্রতাপশালী রাজা ভগদন্তের সম্পূর্ণ জগৎ অন্ধকারময়
 হইয়া উঠিল। সেই সময় আনতপর্বকৃত এক অর্ধচন্দ্রাকার বাণের

বিভেদ হৃদয়ং রাজ্ঞো ভগদন্তস্য পাণ্ডবঃ ।

স ভিন্নহৃদয়ো রাজা ভগদন্তঃ কিরীটিনা ॥ ৭৮

শরাসনং শরাংশৈশ্চ গতাশুঃ প্রমুচ্যেচ হ ।

শিরসস্তস্য বিভ্রষ্টং পপাত চ বরাংশুকম্ ॥

নালতাড়নবিভ্রষ্টং পলাশং নলিনাদিব ॥ ৭৯

স হেমমালী তপনীয়ভাণ্ডাং

পপাত নাগাদ্ গিরিসন্নিকাশাং

সুপুন্পিভো মারুতবেগকয়ো

মহীধরাগ্রাদিব কণিকারঃ ॥ ৮০

যারা পাণ্ডুনন্দন অর্জুন রাজা ভগদন্তের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিলেন ।

বীরীটধারী অর্জুন কর্তৃক হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ায় রাজা ভগদন্ত প্রাণহীন অবস্থায় স্বীয় ধনুর্বাণ ত্যাগ করিলেন । তাহার মস্তকে বকু শ্রেষ্ঠ বস্ত্র সেইরূপে পতিত হইল, যেহেতু পান্ডুর নালকে তাড়না করিলে (নাড়া দিলে) তাহার পত্রগুলি খলিয়া পড়ে ॥ ৮১-৮২

বর্ণনির্মিত ভূষণে বিভূষিত সেই পরাক্রান্ত রাজার তাত্তী হইতে

শ্রীমদ্রথি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বোক্তগত সংশ্লিষ্টকবচপর্বের ভগদন্তের বধবিষয়ক একোন-

ত্রিংশ অধ্যায়ের অন্তিমাদ সমাপ্ত ।

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

(অর্জুনে বৃষকাচলয়োবধঃ, শকুনেমায়া, তস্য পরাজয়ঃ, কৌরবসৈন্যানাং পলায়নঞ্চ ।)

সঞ্জয় উবাচ ।

প্রিয়মল্লিস্ত সততং সথায়মমিতৌজসম্ ।

হত্বা প্রাগ্জ্যোতিষং পার্থঃ প্রদক্ষিণমবর্তত ॥ ১

ততো গান্ধাররাজস্য স্ত্রুতো পরপুরুষায়ৌ ।

অর্দেতামর্জুনঃ সংখ্যে ভ্রাতরৌ বৃষকাচলৌ ॥ ২

নিহত্যা তং নরপতিমিল্লবিক্রমং

সথায়মিল্লস্য তদৈঙ্গিরাহবে ।

ততোহপরাস্তব জয়কাক্ষিণো নরান্

বহুজ্ঞ বায়ুর্বলবান্ ক্রমানিব ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং

দ্রোণপর্বণি সংশ্লিষ্টকবচপর্বণি ভগদন্তবধে

একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯

স্বর্ণমালাধারী রাজা ভগদন্ত ভূতলে পতিত হইলেন তখন মনে হইল— স্বন্দর পুষ্পাঙ্কিতে পূর্ণ কণিকার বৃক্ষ বায়ুর বেগে গণ্ডিত হইয়া পরিত্যক্ত হইতে নিয়ে পতিত হইতেছে ॥ ৫০

রাজন! এইরূপে ইন্দ্রনন্দন অর্জুন ইন্দ্রের সপা ও ইন্দ্রতুলাই পরাক্রমশালী রাজা ভগদন্তকে যুদ্ধে দ্য করিয়া আপনার সৈন্যদের মধ্যে অস্ত্র সব বিজ্ঞাভিলাষী বাণেশ্বরের সেইরূপে ভূপাতিত করিতে লাগিলেন, যেহেতু প্রবল বায়ু বৃক্ষশ্রেণীকে উৎপাতিত করিয়া থাকে ॥ ৫১

ত্রিংশ অধ্যায় ।

[অর্জুন কর্তৃক বৃষক ও অচলের বধ, শকুনির মায়া ও তাহার পরাজয় এবং কৌরবসৈন্যদের পলায়ন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন! যিনি সর্বদা ইন্দ্রের প্রিয়সখা ছিলেন সেই অমিতভেজস্বী প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদন্তকে সংহার করিয়া অর্জুন দক্ষিণ দিকে ফিরিলেন ॥ ১

সেদিকে গান্ধাররাজ স্ত্রবলের দুই পুত্র শক্রনগরবিজয়ী দুই ভ্রাতা বৃষক ও অচল আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধে অর্জুনকে

দী ডত কারতে লাগিলেন ॥ ২

এই দুই ধনুর্ধর বীর অর্জুনের উপর অগ্রভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ হইতে আক্রমণ করিয়া অত্যন্ত বেগশালী তীক্ষ্ণ বাণেশ্বরের দ্বারা তাঁহাকে গুরুতররূপে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩

তখন কুন্তীকুমার অর্জুন স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণেশ্বরের দ্বারা স্থবলপুত্র বৃষকের অশ্ব, সারথি, রথ, ধনু, ছত্র ও ক্ষতকে তিল তিল করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৪

ততোহর্জুনঃ শরভ্রাতৈর্নান্যগ্রহরণৈরপি ।
 গাক্ষারানাকুলাংশচক্রে সৌবলপ্রমুখান্ পুনঃ ॥ ৫
 ততঃ পঞ্চশতান্ বীরান্ গাক্ষারামুগ্ধতায়ুধান্ ।
 প্রাহিণোন্মৃত্যুলোকায় ক্রুদ্ধো বাবৈর্ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৬
 হতাস্থাং তু রথাং তুর্ণমবতীৰ্য্য মহাভূজঃ ।
 আকুরোহ রথ ভ্রাতুরমুচ্চ ধনুরাদদে ॥ ৭
 তাবেকরথমাক্রটৌ ভ্রাতরৌ বৃষকাচলৌ ।
 শরবর্ষণে বীভৎসুমনিপোতাঃ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৮
 শ্রীশৌ তব মহাশ্রীমৌ রাজানৌ বৃষকাচলৌ ।
 ভৃগুং বিজ্ঞমুহুঃ পার্থমিত্রং ব্রতবল্যাবিব ॥ ৯
 লললক্ষৌ তু গাক্ষারবহতাং পাণ্ডব পুনঃ ।
 নিদামবাসিকৌ মামৌ লোকং ধমাংগুভিষথা ॥ ১০
 তৌ রথস্থৌ নরব্যাত্তৌ রাজানৌ বৃষকাচলৌ ।
 সঙ্গীষ্টাঙ্গৌ স্থিতৌ রাজান জঘানৈকেষুগাভর্জুনঃ ॥ ১১

তাহার পর অর্জুন নিজের বাণশকলে ও অগ্ন্যস্ত্র অস্ত্রশকলে
 হুবলপুয়াদি সমস্ত গাক্ষার যোদ্ধাদিগকে পুনরায় ব্যাকুল করিয়া
 তুলিলেন ॥ ৫

অনন্তর কুপিত হইয়া অর্জুন অস্ত্র উত্তোলনকারী পাঁচশত
 গাক্ষারদেশীয় বীরগণকে নিহত করিয়া যমলোকে প্রেরণ
 করিলেন ॥ ৬

মহাবাহু বৃষক সেই অশ্বহীন রথ হইতে শীঘ্র নামিয়া ভ্রাতা
 অচলের রথে আরোহণ করিলেন এবং সেখানে অস্ত্র একটি ধনু
 হাতে গ্রহণ করিলেন ॥ ৭

এইভাবে এক রথে উপবিষ্ট থাকিয়া সেই দুই ভ্রাতা বৃষক
 ও অচল বারংবার বাণবর্ষণ করিয়া অর্জুনকে বিদ্ধ করিতে
 লাগিলেন ॥ ৮

মহারাজ ! আপনার দুই শ্রীলোক মহামনসী রাজকুমার বৃষক
 ও অচল ব্রাহ্মহর এবং বলাহর কর্তৃক ইজ্রকে অস্ত্রবিদ্ধ করিবার
 জায় অর্জুনকে অত্যন্ত আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৯

যেদূর গ্রীষ্মকালের দুই মাস স্বর্ধ্যদেব স্বীয় উষ্ণ কিরণাবলিতে
 সকল লোককে সম্ভাপিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই দুই ভ্রাতা
 গাক্ষাররাজকুমার লক্ষ্যবেধে লক্ষ্য হইয়া পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে
 বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১০

রাজন ! এই দুই নরশ্রেষ্ঠ রাজকুমার বৃষক ও অচল

তৌ রথাং সিংহসঙ্কাশৌ লোহিতাকৌ মহাভূজৌ ।
 রাজান্ সম্পততুবীরৌ সোদধ্যাবেকলক্ষণৌ ॥ ১২
 তয়োভূমিং গতৌ দেহৌ রথাদ্ বজ্রজনপ্রিয়ৌ ।
 যশৌ দশ দিশঃ পুণ্যং গময়িত্বা ব্যবস্থিতৌ ॥ ১৩
 দৃষ্ট্বা বিনিহতৌ সংখ্যে মাতুল্যাবপলায়িনৌ ।
 ভৃগুং মুমূচুরক্ষণি পুত্রাস্তব বিশাম্পতে ॥ ১৪
 নিহতৌ ভ্রাতরৌ দৃষ্ট্বা মায়াশতবিশারদঃ ।
 কৃক্ষৌ সম্মোহয়ন্ মায়াং বিদধে শকুনিস্ততঃ ॥ ১৫
 লগুড়ায়োগুডাশ্রয়ানঃ শতশ্ল্যশ্চ সশস্ত্রয়ঃ ।
 গদাপরিঘনিগ্রিংশূলমুদগরপট্টিণাঃ ॥ ১৬
 সবম্পনস্তি নখরা মুসলানি পরশ্বধাঃ ।
 ক্ষুরাঃ ক্ষুরধনালীকা বৎসদত্তাস্থিসঙ্কয়ঃ ॥ ১৭
 চক্রাণি বিশিখাঃ শ্রীয়া বিবিধাশ্রায়াণি চ ।
 প্রপেতুঃ শতশৌ দিগ্ভ্যঃ প্রদিগ্ভ্যশ্চাভর্জুনং প্রতি ॥ ১৮

পরস্পর মিলিত দেহ হইয়া রথে উপবেশন করিতেছিলেন ।
 এক্ষণ অবস্থাতেই অর্জুন একটি বাণে ইহাদের দুইজনকে বধ
 করিলেন ॥ ১১

মহারাজ ! ইহারা দুইজনে সহোদর ভ্রাতা বলিয়া একই
 লক্ষণে যুক্ত ছিলেন । ইহারা উভয়ে সিংহসদৃশ পরাক্রমী,
 লোহিতগোচন ও বিশাল বাহুতে সুশোভিত ছিলেন । ইহারা
 দুইজনে একই সঙ্গে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১২

বজ্রজনগণের প্রিয় এই দুই বীরের শরীর রথ হইতে ধরাডলে
 পাত হইল । ইহারা উভয়ে নিজের পাবিত্র যশকে চারিদিকে
 বিস্তৃত করিয়া ভূতলগায়ী হইলেন ॥ ১৩

প্রজানাত ! যুদ্ধ হইতে যাহারা কখনও পলায়ন করেন না,
 সেই বীর মাতুললক্ষ্যকে নিহত হইতে দেখিয়া আপনার পুত্রগণ
 সকলে অতিশয় অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

নিজের দুই ভ্রাতাকে নিহত হইতে দেখিয়া শত শত মায়া
 প্রযোগে নিপুণ শকুনি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে মোহিত করিতে
 করিতে ইহাদের উপর মায়াপ্রয়োগ করিলেন ॥ ১৫

তখন অর্জুনের উপর দণ্ড, লোহার গোলা, শস্ত্র, শতদ্রী,
 শক্তি, গদা, পরিঘ, খড়্গ, শূল, মুদগর, পট্টিণ, কাম্পন, ঋষ্টি, নখর,
 মুসল, পরশু, ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নালীক, বৎসদত্ত, অস্থিাঙ্কি, চক্র, বাণ,
 শ্রীয়া এবং অস্ত্র নানাপ্রকার শত শত অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত দিক্ ও
 বিদিক্ হইতে আসিয়া পতিত হইতেছিল ॥ ১৬-১৮

খরোষ্ট্রমহিষা: সিংহা ব্যাভ্রা: স্মরচিত্রকা: ।
 ঋক্ষা: শালাবুকা গৃধ্রা: কপয়শ্চ সরীসৃপা: ॥ ১২
 বিবিধানি চ ঋক্ষাংসি ক্ষুধিতাশ্চ জুনং প্রতি ।
 সংক্রুদ্ধাশ্চ ভাবাবস্ত বিবিধানি বয়াংসি চ ॥ ২০
 ততো দিব্যাশ্চ বিচ্ছুর: কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়: ।
 পিস্তজন্মিষুজালানি সহসা তাত্তাভ্যুৎ ॥ ২১
 তে হস্তমানা: শূরেণ প্রবরৈ: সাযকৈদৃঢ়ৈ: ।
 বিরুবন্তো মহারাবান্ বিনেশু: সর্বতো ততা: ॥ ২২
 ততস্তম: প্রাহুরভ্জুনশ্চ রথং প্রতি ।
 তস্মাচ্চ তমসো বাচ: ক্রুরা: পার্থমভর্ষসয়ন্ ॥ ২৩
 তৎ তমো ভীরবঃ ঘোর ভয়কর্তৃ মহাহবে ।
 উত্তমাত্মেণ মহতা জ্যোতিষেণাজুনোহবধীৎ ॥ ২৪
 হতে তস্মিন্ জলৌঘাস্ত প্রাহুরাসন্ ভয়ানকা: ।
 অন্তসস্তস্ত নাশার্থমাদিত্যাস্তমথাজুন: ॥ ২৫

গদভ, উষ্ট্র, মহিষ, সিংহ, ব্যাঘ্র, স্মর, চিতাবাঘ, বরাহ, শূগল, শকুনি, বানর, সর্প ও নানাপ্রকার ক্ষুধিত রাক্ষস এবং বিবিধ পক্ষী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জুনের দিকে দাবিত হইল ॥

তখন দিব্যাস্ত্রে অভিজ্ঞ বীরবর কুন্তীনন্দন অর্জুন সহসা বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে হস্তাদের সকলকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১২-২১

বীরবর অর্জুনের স্মৃঢ় ও শ্রেষ্ঠ বাণসমূহে আঘাতপ্রাপ্ত এই সব হিংস্র পশুগণ সর্বতোভাবে আহত হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে সেইস্থানেই নষ্ট হইয়া যাউল ॥ ২২

তদনন্তর অর্জুনের রথের নিকট অন্ধকার আবিস্কৃত হইল এবং সেই অন্ধকার হইতে ক্রুরতাপূর্ণ বহু বাক্য উথিত হইয়া পাথকে ভংগনা করিতে লাগিল ॥ ২৩

সেই মহাসময়ে আবিস্কৃত ভয়প্রদ, ঘোর ও ভয়ানক অন্ধকারকে অর্জুন স্বীয় বিশাল উত্তম জ্যোতির্ময় অস্ত্রের দ্বারা নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ২৪

সেই অন্ধকার নষ্ট হইয়া যাইলে ভয়ঙ্কর জলপ্রবাহ প্রাহুক্ত হইল । তখন অর্জুন সেই জলপ্রবাহ নিবারণের জন্য অস্ত্রপ্রয়োগ করিলেন । এই অস্ত্র সমস্ত জলপ্রবাহ শোষণ করিয়া লইল ॥

এইরূপে স্থলপুত্র শকুনি কর্তৃক বারংবার প্রযুক্ত নানা প্রকারের মায়াতে সেই সময় অর্জুন নিজ অস্ত্রবলে হাসিতে

প্রাযুক্তান্তান্তস্তেন্দ্রেন প্রায়শোহস্ত্রেণ শোষিতম্ ।
 এবং বহুবিধা মায়া: সৌবলশ্চ কৃতা: কৃতা: ॥ ২৬
 জঘানাস্তবলেনাস্ত প্রহসন্তর্জুনস্তদা ।
 তদা হতাস্থ মায়াস্তু ত্রস্তোহর্জুনশরাহত: ॥ ২৭
 অপায়াজ্জবনৈরশ্বৈ: শকুনি: প্রাকৃতো যথা ।
 ততোহর্জুনোহস্ত্রবিচ্ছেষাং দর্শয়ন্তাশ্চনহরিষু ॥ ২৮
 অভাবধচ্ছরৌষণে কৌরবাণামনৌকিনীম্ ।
 সা হস্তমানা পার্থেন তব পুত্রশ্চ বাহিনী ॥ ২৯
 দ্বৈধীভূতা মহারাজ গজেন্দ্রাসাথ পর্বতম্ ।
 জ্যোৎস্নায়াঃ পতন্তু কেচিৎ তত্র নরধ্বজা: ॥ ৩০
 কেচিদ্ দুযোধনং রাজহনদামানা: কিরীটিনা ।
 নাপশ্যাম ততস্তেনং সৈন্তো বৈ রজসারতে ॥ ৩১
 গাণ্ডীবশ্চ চ নিধোষ: ক্রতো দক্ষিণতো ময়া ।
 শঙ্খচন্দ্রভিনিধোষং বাদিত্রাণাঞ্চ নিঃশ্বনম্ ॥ ৩২

হাসিতেই অতিসত্তর নষ্ট করিয়া দিলেন ॥

তখন সমস্ত মায়া নাশপ্রাপ্ত হইলে অর্জুনের বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া ভীত শকুনি অধম মহুয়ের দ্বারা বেগগামী অশ্বের দ্বারা রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিলেন ॥

তদনন্তর অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ অর্জুন শক্রদিগকে নিজের চক্ষু-নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে কৌরবসৈন্যদের উপর বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥

মহারাজ! অর্জুন কর্তৃক প্রহৃত হইয়া আপনার পুত্রের বিশাল সৈন্যবাহিনী সেইভাবে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল, যেরূপ গজা বিশাল পর্বতের নিকট যাইয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া প্রবাহিতা হন ॥

রাজন! কিরীটধারী অর্জুনের দ্বারা পীড়িত হইয়া কতক সৈন্য জ্যোৎস্নাচাখের পশ্চাতে যাইয়া আত্মগোপন করিল এবং কতক সৈন্য রাজা দুযোধনের নিকট পলায়ন করিল ॥

মহারাজ! সেই সময় আমরা কেহই উথিত ঘুলিফালে ব্যাপ্ত সৈন্যগণের মধ্যে অর্জুনকে দেখিতে পাইলাম না। আমি ত' কেবল দক্ষিণ হইতে উথিত গাণ্ডীবধ্বজ টঙ্কারধ্বনিই শুনিতে পাইতেছিলাম ॥

শঙ্খ ও চন্দ্রভিসকলের ধ্বনি, বাস্তসমূহের শব্দ এবং গাণ্ডীব-ধ্বজ গাণ্ডীব শব্দ আকাশকে অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোক পর্যন্ত গিয়া উপস্থিত হইল ॥

গাতীবস্তু তু নির্ঘোষো ব্যতিক্রম্যাস্পৃশদ্ দিবম্ ।

ততঃ পুনর্দক্ষিণতঃ সংগ্রামশিখ্রয়োধিনাম্ ॥ ৩৩

শুযুক্তং চার্জুনশাসীদহং তু দ্রোণমধিয়াম্ ।

যৌধিষ্ঠিরাভানীকানি প্রহরন্তু ততস্ততঃ ॥ ৩৪

নানাবিধাশ্রনীকানি পুত্রাণাং তব ভারত ।

অর্জুনো ব্যধমং কালে দিবীবাজ্রাণি মারুতঃ ॥ ৩৫

তং বাসবমিবায়ান্তং ভুরিবধং শরৌঘিণম্ ।

মহেষাসা নরবাজ্রা নোগ্রঃ কেচিদবারয়ন্ ॥ ৩৬

তে হস্তমানাঃ পার্থেন হৃদায়া ব্যথিতা ভূশম্ ।

স্বানেন বহুবৌ জব্রু বিজ্রবন্তস্ততস্ততঃ ॥ ৩৭

তেহর্জুনেন শরা মুক্তাঃ কক্ষপত্রাস্তনুচ্ছিদাঃ ।

শলভা ইব সম্প্রতুঃ সংব্রণনা দিশো দশ ॥ ৩৮

তুরগং রথিনং নাগং পদাতিমপি মারিষ ।

বিনিভিষ্ঠ ক্ষিতং জগ্মু বল্লীকমিব পন্নগাঃ ॥ ৩৯

তাহার পর পুনরায় দক্ষিণদিকে বিচক্ররূপে যুদ্ধকারী যোদ্ধা-
গণের অর্জুনের সঙ্গিত ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল এবং আমি
দ্রোণাচাষ্যের নিকট চলিয়া যাইলাম ॥

হে ভারত ! তখন যুধিষ্ঠিরের সৈন্তরা এদিকে ওদিকে সর্বদা
অস্ত্রপ্রহার করিতেছিল। যেরূপ বায়ু আকাশ মেঘমণ্ডলকে
ছিদ্র-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ অর্জুন সেই সময়ে আপনার
পুত্রগণের বিভিন্ন সৈন্তাদিকে বিভাঙিত করিয়া দিলেন ॥ ২৫-৩৫

ইঞ্জের জ্বায় বাণরূপী প্রভূত জলবর্ষণকারী ভয়ঙ্কর বার
অর্জুনকে আশিতে দোষিয়া আপনার পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীরের
যোদ্ধাদের মধ্যে কেহই তাঁহাকে রুদ্ধ করিতে পারিলেন না ॥ ৩৬

অর্জুনের দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রহৃত হইয়া আপনার সৈন্তরা
অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে অনেককে
এদিকে ওদিকে পলায়ন করিবার সময় আপনার পক্ষেই যোদ্ধা-
গণ সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

অর্জুনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত কক্ষপত্রযুক্ত বাণসমূহ বৈপক্ষ বীরগণের
শিরশ্ছেদ করিতে লাগিল। এই বাণসকল সমস্ত দিক্কে
আচ্ছাদিত করিয়া পতঙ্গদের জ্বায় সেখানে সর্বস্থানে পতিত

ন চ দ্বিতীয়ং বাসুজং কুঞ্জরাশ্বনরেষু সঃ ।

পৃথগেকশরারুগ্ণা নিপেতুস্তে গতাসবঃ ॥ ৪০

হইতমহুস্তৈধিরদৈশ্চ সবতঃ

শরাভিসৃষ্টৈশ্চ হইয়নিপাতিতৈঃ ।

তদা স্ব-গোমায়ুবলাভিনাদিতঃ

বিচিত্রমায়োধশিরো বভূব তৎ ॥ ৪১

শিতা সূতং ত্যজতি স্তম্ভধরং স্তম্ভং

তথৈব পুত্রঃ শিতরং শরাতুরঃ ।

বরক্ষণে কৃতমতয়স্তদা জনা-

স্ত্যজন্তি বাহানপি পার্থদীড়িতাঃ ॥ ৪২

এতি ত্রীমহাভারতে শতসাহস্রাঃ সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দ্রোণপর্বণি সংশপ্তকবধপর্বণি শকুনিপলায়নে

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০

হইতে থাকিল ॥ ৩৮

অগ্ন্য ! এই বাণসকল অশ্ব, রথী, হস্তী ও পদাতি সৈন্ত-
দিক্কেও বিদীর্ণ করিয়া সেইভাবে ভূতলে প্রবিষ্ট হইতেছিল,
যেরূপ সর্পগণ বল্লীকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ৩৯

হস্তী, অশ্ব ও মহুগণের উপর অর্জুন দ্বিতীয় কোন বাণ
নিক্ষেপ করিতেছিলেন না। তাহাদের সকলেই একই বাণের
দ্বারা প্রাণহান হইয়া ধরাশায়ী হইতেছিল ॥ ৪০

তখন বাণসমূহের আঘাতে বহু মহুগুই মৃত্যুমুখে পাতত
হইল, চারিদিকেই হাতীরা ধরাশায়ী হইয়াছিল এবং বহু অশ্বও
মহত হইয়াছিল। সেই সময় কুকুর ও শকুনিদের দ্বারা
কোলাহলপূর্ণ হইয়া যুদ্ধভূমির অধিকাংশভাগই অদ্ভুত বলিয়া মনে
হইতেছিল ॥ ৪১

সেখানে পিতা পুত্রকে ত্যাগ করিতেছিল, স্তম্ভং স্তম্ভংকে এবং
পুত্র বাণসমূহের আঘাতে পীড়িত হইয়া পিতাকে ত্যাগ করিতে
লাগিল। সেই সময় অর্জুনের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া
সকল মাহুগুই নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা করিবার জন্ত বুদ্ধির করত
যান-বাহন পরিত্যাগ করিয়াই পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪২

ত্রীমহাভারত বৈদ্যবাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বস্তম্ভগতঃ সংশপ্তকবধপর্বণি শকুনির পলায়নবিষয়ক ত্রিংশ
অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

একত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ।

[কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ, অবশ্যম্ভাব্য রাজ্য নীলসংহার]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

‘তখনীকেষু ভগ্নেষু পাণ্ডুপুত্রৈঃ সজয় ।

চলিতানাং ক্রোধানাঞ্চ কথামাসৌন্দর্যো হি বঃ ॥ ১ ॥

‘অনী কানা’ প্রভয়ানামবস্থানমপ্যুতাম ।

দুষ্করং প্রতিসন্ধানং তন্মাতচক্ষুঃ সজয় ॥ ২ ॥

সজয় উবাচ ।

তথাপি তব পুত্রস্য প্রিয়কাম্য নিশাম্পতে ।

যশঃ প্রবীরা লোকেষু বক্ষ্যন্তে দ্রোণদধন্য ॥ ৩ ॥

সমুত্তেযু চাত্রেষু সম্প্রাপ্তে চ যুধিষ্ঠিরে ।

অর্জুনায়াকর্মানি দৈবতং সত্যভীতবৎ ॥ ৪ ॥

অস্তরং ভীমসেনস্য প্রাপত্তরনিতোজসঃ ।

সাত্যকৈশ্চৈব বীরস্য ধৃষ্টদ্যুম্নস্য বা বিভো ॥ ৫ ॥

একবিংশ অধ্যায় ।

[কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যদ্বয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ এবং অবশ্যম্ভাব্য রাজ্য নীলের সংহার ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সজয় ! পাণ্ডুপুত্র অজুন কর্তৃক পরাজিত হইয়া যখন সমস্ত সৈন্যরাষ্ট্র পরাধীন করিল, তখন বিচলিত হইয়া পলায়নার তোমাদের মনের অবস্থা বিক্রম হইয়া ছল ১ ৥

যখন পলায়নরত সৈন্যগণের কোথাও দাঁড়াইবার স্থান দেখা যায় না, সেই সময় তাহাদিগকে পুনরায় সংগঠিত করা আতশায় তুমি কাব্য, অতএব সজয় ! তুমি আমাকে এই বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বলিয়া শুনাও ২ ৥

সজয় বলিলেন,—প্রজ্ঞানাপ ! যদিও সৈন্যদের মধ্যে ঘোরতর ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইয়াছিল, তথাপি বচসংখ্যক বিখ্যাত বীর আপনার পুত্র দুঃখোধনের প্রিয় কারবার ইচ্ছায় যশ রক্ষা করিতে করিতে সেই সময় দ্রোণ চাষের অন্তঃগমন করিলেন ৩ ৥

প্রভো ! সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম পুনরায় আরম্ভ হইলে পর সমস্ত যোদ্ধারা নির্ভয়চিত্তে আত্মজানোচিত পুরুষার্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । যখন সকল যোদ্ধারাই অস্ত্র উত্তোলন করিলেন এবং যুদ্ধির গন্ডমে আদিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ভীমসেন, সাত্যকি কিংবা বীর ধৃষ্টদ্যুম্নের অসাধারণতার স্বযোগ পাইয়া অমিততেজস্বী কৌরব যোদ্ধারা পাণ্ডবসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ৪-৫ ৥

দ্রোণঃ দ্রোণমিতি ক্রুণাঃ পাক্ষালাঃ সমচোদয়ন্ ।

‘মা দ্রোণমিতি পুত্রান্তে কুরুন্ সখানচোদয়ন্ ॥ ৬ ॥

দ্রোণঃ দ্রোণমিতি হোহে মা দ্রোণমিতি চাপরে ।

কুরুণাঃ পাণ্ডবানাদঃ দ্রোণদ্যুতমবর্তত ॥ ৭ ॥

যঃ যঃ প্রাপ্তে দ্রোণঃ পাক্ষালানাং রথবজ্রম্ ।

তত্র তত্র তু পাক্ষালো বৃষভ্যন্তো নাবর্তত ॥ ৮ ॥

তথা ভার্গ্যঃপর্যাসৈঃ সাগ্রামে ভৈরবে সতি ।

বীরাঃ সমাসদন্ বীরান্ কৃষ্যন্তে শৈবং বসম্ ॥ ৯ ॥

অকম্পনীয়ঃ শক্রানাং বৃষভ্যন্তরং পাণ্ডবাঃ ।

অকম্পয়ন্নীকানি স্রাজ্যঃ ক্রোধানাশ্রুনাং ॥ ১০ ॥

‘ইমংবশং প্রাপ্তা হীনসঃ সমচোদিতাঃ ।

‘তাপ্তা প্রাণান্ ত্র্যবতন্তু স্রাজ্যঃ দ্রোণঃ মহাহবে ॥ ১১ ॥

কুরব্ভাব পাক্ষাল সৈন্যগণ পরস্পরকে ঘোরিত করিতে থাকিলেন অর্থাৎ, দ্রোণাচাষ্যকে বন্দী কর, দ্রোণাচাষ্যকে ধরিয়া ফেল এবং আপনার পুত্রগণ কৌরবসৈন্যদের আদেশ দিলেন যে, দেখ, কোনরূপেই যেন কেহ দ্রোণাচাষ্যকে বন্দী করিতে না পারে ৬ ৥

এক দিক্ হইতে বীরস্বয়ংক্রম শব্দ আসিতে লাগিল যে, ‘দ্রোণকে বন্দী কর, দ্রোণকে বন্দী কর,’ আর অপর দিক্ হইতে শব্দ উঠিতে হইতে থাকিল যে, ‘দ্রোণকে কেহই বন্দী করিতে সমর্থ হইবে না।’ এইরূপ সেখানে দ্রোণাচাষ্যকে পণ রাখিয়া কৌরব ও পাণ্ডব যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধরূপ পাশাখেলা আরম্ভ হইল ৭ ৥

পাক্ষাল-সৈন্যদের যে যে রথসমুদায়কে দ্রোণাচাষ্য মণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই পাক্ষালরাজ-কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন ৮ ৥

এইভাবে ভাগ্যবিপয়্যের দ্বারা ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যাটলে ভয়ানক গর্জন করিতে করিতে উভয়পক্ষের বীর সৈন্যগণ বিপক্ষ বীরগণের উপর আক্রমণ করিলেন ৯ ৥

সেই সময় পাণ্ডবগণকে শত্রুদল বিচলিত করিতে পারিল না । তাহারা নিজেদের উপর প্রদত্ত ক্লেণসমূহ অংগ করিতে করিতে আপনার সৈন্যদিগকে কাঁপাইয়া তুলিলেন ১০ ৥

পাণ্ডবেরা লজ্জানীল, সঙ্কণ্ডপ্রেরিত ও অমর্ষের বশীভূত

অয়সামিব সম্পাতঃ শিলানামিব চাভবৎ ।
দীব্যতাং তুমুলে যুদ্ধে প্রাণৈরমিততেজসাম্ ॥ ১০
ন তু অরস্থি সংগ্রামমপি বুদ্ধাস্তথাবিশম্ ।
দৃষ্টপূর্বং মহারাজ শ্রুতপূর্বমথাপি বা ॥ ১১
প্রাকম্পাতেব পৃথিবী তস্মিন্ বীরাবসাদনে ।
নিবর্ততা বলৌঘেন মহতা ভারপৌড়িতা ॥ ১২
ঘৃণতোহপি বলৌঘস্ত দিবঃ স্তক্কেব নিঃশ্বনঃ ।
অজাতশত্রোস্তৎসৈন্তমাবিবেশ সুভৈরবঃ ॥ ১৩
সমাপাত তু পাণ্ডুনামনীকানি সহস্রশঃ ।
দ্রোণেন চরতা সংখ্যে প্রভগ্নানি শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৬
তেষু প্রমথ্যমানেষু দ্রোণেনাদ্যুতকর্মণা ।
পর্যাবারয়দাসাত্ত দ্রোণং সেনাপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৭
তদদ্যুতমভূদ্ যুদ্ধং দ্রোণপাক্ষালয়োস্তথা ।

ছিলেন। তাঁহার প্রাণের মায়া না করিয়া সেই মহাসংগ্রামে
দ্রোণাচার্যকে বধ করিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন ॥ ১১

সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রাণের পণ বাখিয়া যুদ্ধরূপ অক্ষকৌড়াকারী
অমিততেজস্বী বীরগণের সম্মুখে দৌড় পাখরের পরস্পর
আঘাতজনিত শব্দের স্রোত চল করিতে লাগিল ॥ ১২

মহারাজ! বুদ্ধগণ পর্যাস্তম রূপে ভয়ানক সংগ্রামের কথা
পূর্বে কখনও হইয়াছে বলিয়া দেখেন নাই বা অবগত করেন নাই
এবং স্মরণ করিতেও পারেন না ॥ ১৩

বীরগণের বিনাশকর এই সংগ্রামে প্রত্যাবর্তনরত বিশাল
সৈন্তবাহিনীর দ্বারা নিদারুণ ভাবে পীড়িত হইয়া এই পৃথিবী দেবী
কাদিতে লাগিলেন ॥ ১৪

সেখানে চারিদিকে সৈন্তগণ ঘুরিতে থাকিলে তখন সৈন্ত-
সমূহের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কোলাহল আকাশকে যেন স্তব্ধ করিতে
করিতেই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের সৈন্তদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া
পড়িল ॥ ১৫

রণাঙ্গনে বিচরণকারী দ্রোণাচার্য পাণ্ডব-সৈন্তদের মধ্যে
প্রবেশ করিয়া স্বীয় ভীষ্ম বাণসমূহে সহস্র সহস্র সৈন্তের শরীর
ভাঙ্গিয়া দিলেন ॥ ১৬

অদ্যুত পরাক্রমকারী দ্রোণাচার্য কর্তৃক যখন সৈন্তদের মন
হইতেছিল, তখন স্বয়ং সেনাপতি যুধিষ্ঠির দ্রোণের নিকট উপস্থিত
হইয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিলেন ১৭

তখন সেই স্থানে দ্রোণাচার্য ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে অদ্যুত যুদ্ধ

নৈব তস্যোপমা কাচিদিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ১৮
ভ্রাতো নীলোৎ লপ্রখ্যো দদাহ কুরুবাহিনীম্ ।
শরশূলিঙ্গশ্চাপাচিদহন কক্ষ্মিবানলঃ ॥ ১৯
তং দহন্তুনীকানি দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।
পূর্বাভিভাবী সুপ্রক্ৰম্য অয়মানোহভ্যভাষত ॥ ২০
নীল কিং বলভিদৈকৈস্তব যোধৈঃ শরাচিবা ।
ময়ৈকেন হি যুষ্মন্ত ক্রুদ্ধঃ প্রহর চান্ত মাম্ ॥ ২১
তং পদ্যানিকরাকারং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্ ।
ব্যাকোশপদ্মভমুখো নীলো বিব্যাধ সায়তৈঃ ॥ ২২
তেনাপি বিদ্ধঃ সহসা দ্রৌণিভীল্লঃ শিতৈঃশিভিঃ ।
ধনুধ্বজঞ্চ ছত্রঞ্চ দ্বিষতঃ স ন্যাকৃন্তত ॥ ২৩
স প্লুতঃ স্তন্দনাত্তস্মান্নীলশর্মবরাসিভূৎ ।
দ্রৌণাঙ্গনৈঃ শিবঃ সায়াক্রতুর্নৈচ্ছৎ পাত্তিবৎ ॥ ২৪

হাতে লাগিল, যাহার কোন তুলনাই পাওয়া যায় না,—ইহার
আমার বিশ্বাস ॥ ১৮

তদন্তর অগ্নিতুলা কাস্তিমান্ নীল বাণরূপী অগ্নিস্কৃৎসি ও
ধনুধ্বজী অগ্নিশিখা বিস্তার করিতে করিতে কৌরব-সৈন্তদিগকে
সেই ভাবে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ অগ্নি তৃণাদিকে
দগ্ধ করিয়া থাকেন ॥ ১৯

রাজা নীলকে কৌরব-সৈন্তদিগকে দগ্ধ করিতে দেখিয়া দ্রোণ-
পুত্র প্রভাবংশী অশ্বখামা স্বয়ংই প্রথমে বাস্তালাপ পূর্বক হস্ত
সহকারে মধুর ভাষায় বলিলেন ॥ ২০

নীল! বাণায়ের দ্বারা বহুসংখ্যক যোদ্ধাকে দগ্ধ করিয়া
তোমার কি লাভ হইবে? তুমি একাকী আমার সহিত যুদ্ধ কর
এবং ক্রুদ্ধ হইয়া সত্তর আমার উপর বাণবর্ষণ কর ॥ ২১

নীলের মুখ বিকসিত পদ্মের স্তায় কাস্তিমান্ ছিল। তিনি
পদ্মজলদূষণ আকৃতিবিশিষ্ট ও পদ্মপত্রতুল্য নেত্রসম্পন্ন অশ্বখামাকে
স্বীয় ভীষ্ম বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২২

ইহার দ্বারা আহত হইয়াও অশ্বখামা সহসা ভীষ্ম পিণ্ডি
ভগ্নের দ্বারা স্বীয় শত্রু নীলের ধনু ধ্বজ ও ছত্রকে ছেদন করিয়া
কেলিলেন ॥ ২৩

তখন নীল ঢাল ও স্তম্বর তরবারি হাতে লইয়া সেই রথ
হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। যেরূপ কোন পক্ষী অভিলষিত বস্তু
ঝাপটা দিয়া কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়া থাকে, সেইরূপ নীলও
অশ্বখামার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥ ২৪

তশ্চোন্নতাঃসং সূর্যসং শিরঃ কায়ং সসুগুণম্ ।

ভল্লেনাপাহরদ্ দ্রোণিঃ স্ময়মান ইবানঘ ॥ ১৫

সম্পূর্ণচন্দ্রাভমুখঃ পদ্মপত্রনিভক্ষণঃ ।

প্রাংগুরুংপলপত্রাভো নিহতো হৃদয়তদ্ ভূমি ॥ ১৬

ততঃ প্রবিব্যাথে সেনা পাণ্ডবৌ ভূষমাকুলা ।

আচার্য্যপুত্রেন হতে নীলে জলিততেজসি ॥ ১৭

অচিন্তয়ংশ্চ তে সর্বে পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ।

নিম্পাপ নরেশ ! সেই সময় অশ্বখামা হাসিতে হাসিতেই একটি ভঙ্গ প্রদান করিয়া তাহার দ্বারা নীলের উচ্চ স্বচ্ছ, সুন্দর নাসিকা এবং কুণ্ডল সহ যশস্ককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ১৫

পূর্ণচন্দ্রদণ কাশ্তমান্ মুখ ও কমলদলতুল্য সুন্দর নেত্র-বিশিষ্ট রাজা নীল অতিশয় দীর্ঘাকৃতি ছিলেন । তাহার অঙ্গ-কাশ্তি নীলপদ্মের স্থায় ছিল । তিনি অশ্বখামা কর্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১৬

শ্রীময়হৃদি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বোক্ত সংশ্লিষ্ট-বধপর্বের নীলের বধ বসনক-কর্তৃক অশ্বখামার অশ্ববাদ সমাপ্ত ।

দ্বাত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

[কৌরবপাণ্ডবসেনয়োজ্জ্বলং যুদ্ধম, ভীমসেনস্ত কৌরব-মহারথিভিঃ সহ সংগ্রামে ঘোরঃ সংহারঃ, পাণ্ডবানাং

দ্রোণঃ প্রত্যাক্রমণমজুন-কর্ণয়োযুদ্ধং, কর্ণভ্রাতৃণাং বধঃ, কর্ণসাত্যকোঃ সংগ্রামশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

প্রতিঘাতং তু সৈন্যস্ত নাময়ন্ত রুকোদরঃ ।

সোহভ্যাহনদ্ গুরুং যষ্ট্যা কর্ণক দশভিঃ শরৈঃ ॥ ১

তস্ত দ্রোণঃ শিতৈর্বানৈস্তীক্ষ্ণধারৈরজিহ্বাগৈঃ ।

জীবিতাক্রমভিপ্রেপ্সুর্মমাণ্যাস্ত জঘান হ ॥ ২

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।

[কৌরব-পাণ্ডব সৈন্যদের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম, কৌরব-মহারথী বীরগণের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধে ভয়ানক লোকক্ষয়, দ্রোণাচার্য্যের উপর পাণ্ডবগণের আক্রমণ, অর্জুন ও কর্ণের যুদ্ধ, কর্ণের ভ্রাতাদের বিনাশ এবং কর্ণ ও সাত্যকির সংগ্রাম ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! নিজের সৈন্যদের এই বিনাশ ভীমসেন সহ করিতে পারিলেন না । তিনি গুরুদেব দ্রোণাচার্য্যকে গাঢ় ও কর্ণকে দশ বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১

তখন দ্রোণাচার্য্য সরলগামী, তীক্ষ্ণ ধারাল ও শানিত বাণ-

কথং নো বাসবিদ্বায়াচ্ছক্রভ্য ইতি মারিষ ॥ ২৮

দক্ষিণেন তু সেনায়াঃ কুরুতে কদনং বলী ।

সংশপ্তকাবশেষস্ত নারায়ণবলস্ত চ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং

দ্রোণপর্বণি সংশপ্তকবধপর্বণি নীলবধে

একত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩১

আচার্য্য দ্রোণের পুত্র অশ্বখামার দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী রাজা নীল নিহত হইলে পাণ্ডব-সৈন্যরা অত্যন্ত ব্যাকুল ও ব্যথিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১৭

আখ্য ! সেই সময় সমস্ত পাণ্ডব মহারথিগণ এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ইন্দ্রনন্দন অর্জুন শত্রুদিগের নিকট হইতে আমাদের কিরূপে রক্ষা করিবেন ? ২৮

সেই বলান্ অর্জুন এই সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণ ভাগে হতাবশিষ্ট সংশপ্তক ও নারায়ণী সৈন্যদের সংহার করিতেছেন ॥ ১৯

আনন্তর্য্যামভিপ্রেপ্সুঃ যড়বিংশত্যা সমাপ্যয়ং ।

কর্ণো দ্বাদশভির্বানৈরশ্বখামা চ সপ্তভিঃ ॥ ৩

যড়বিংশয়োধনো রাজা তত এনমথাকিরং ।

ভীমসেনোহপি তান্ সর্বান প্রত্যবিধান্মহাবলঃ ॥ ৪

সমূহের দ্বারা অতিক্রান্ত ভীমসেনের মধ্যস্থানপঙ্কলের উপর আঘাত করিলেন । এই বাণগুলি সেই সময় ভীমের প্রাণনাশ করিতে অভিলাষী ছিল ॥ ২

এই আঘাত-প্রতিঘাতকে নিরন্তর চালাইয়া বাইবার ইচ্ছায় দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনকে ছাকিণ, কর্ণ বার এবং অশ্বখামা সাতটি বাণপ্রহার করিলেন ॥ ৩

তদনন্তর রাজা দুর্যোধন তাহার উপর আরও ছয়টি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন । তখন ভীমসেনও ইহাদের সকলকে নিজ বাণসমূহে প্রত্যঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪

জ্যোৎস্না পক্ষাশতেষুণাং কর্ণক দশভিঃ শরৈঃ ।
 হৃষ্যোদনং দ্বাদশভির্জ্যোতিমষ্টাভিরাশুগৈঃ ॥ ৫
 আরাবং তুমুলং কুর্বন্নভাবর্তত তান্ রণে ।
 তস্মিন্ সংতাজতি প্রাণান্ মৃত্যুসাধারণীকৃতে ॥ ৬
 অজ্ঞাতশক্রস্তান্ যোধান্ ভীমং ত্রাতেত্যচোদয়ৎ ।
 তে যযুর্ভীমসেনস্ত সমীপমমিতৌজসঃ ॥ ৭
 যুযুধানপ্রভৃতয়ো মাজীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ।
 তে সমেত্য সুসংরক্তাঃ সহিতাঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ৮
 মহেষাসবরৈশ্চৈশ্চৈব জ্যোধানীকং বিভিৎসবঃ ।
 সমাপেতুর্মহাবীৰ্যা ভীমপ্রভৃতয়ো রথাঃ ॥ ৯
 তান্ প্রত্যগ্হৃদব্যাক্রো জ্যোণোহপি রথিনাং বরঃ ।
 মহারথানতিবলান্ বীরান্ সমরযোধিনঃ ॥ ১০
 বাহুং মৃত্যুভয়ং কৃৎস্না তাবকান্ পাণ্ডবা যযুঃ ।
 সাদিনঃ সাদিনোহভ্যন্তঃস্থথৈব রথিনো রথান্ ॥ ১১

তিনি জ্যোৎস্নাচ্যাকে পক্ষাশ, কর্ণকে দশ, হৃষ্যোদনকে বার এবং অশ্বখামাকে আটটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৫

তাহার পর ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে করিতে ভীমসেন রণাঙ্গনে তাঁহাদের সকলকে আক্রমণ করিলেন । যখন ভীমসেন এই সময় মৃত্যুতুল্য অবস্থায় উপস্থিত হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যুও তাহাকে সাধারণ যোদ্ধার দ্বায় গ্রাস করিতে উত্তত হইল, তখন অজ্ঞাতশক্র যুধিষ্ঠির নিজের যোদ্ধাদের এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, তোমরা সকলে ভীমসেনকে রক্ষা কর । এই কথা শ্রবণ করিয়া অমিত-তেজস্বী বীরগণ ভীমসেনের নিকটে গমন করিলেন ॥ ৬-৭

সাতাকি প্রভৃতি মহারথীরা এবং মাজীনন্দন দুই পাণ্ডব নকুল-সহদেব—এই সব পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর পরস্পর একত্রে মিলিত হইয়া অতিশয় ক্রোধের সহিত প্রধান প্রধান ধনুর্ধরগণ কর্তৃক সুরক্ষিত থাকিয়া জ্যোৎস্নাচ্যের সৈন্তবাহিনীকে বিদীর্ণ করিবার ইচ্ছায় তাহাদের আক্রমণ করিলেন । এই ভীমাদি মহারথী বীরগণ অতিশয় পরাক্রমী ছিলেন ॥ ৮-৯

সেই সময় রথীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্য্য জ্যোৎস্নাচ্য ব্যাকুলতা ত্যাগ করিয়া সেই সময়াক্ষণে যুদ্ধনিরত অত্যন্ত বলবান্ মহারথী বীরদিগকে রক্ষা করিলেন ॥ ১০

কিন্তু পাণ্ডব-যোদ্ধারা নিজেদের মৃত্যুভয়কে দূরে পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের সৈন্তদের উপর আক্রমণ করিলেন । অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে এবং রথারোহী যোদ্ধারা রথারোহী যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ১১

আসীচ্ছজ্যাসি সম্পাতো যুদ্ধমাসীৎ পরশ্বধৈঃ ।
 প্রকৃষ্টমসিযুদ্ধকং বভূব কটুকোদয়ম্ ॥ ১২
 কুঞ্জরাণাঞ্চ সম্পাতে যুদ্ধমাসীৎ সূদারুণম্ ।
 অপতৎ কুঞ্জরাদন্তো হৃদাদন্তবাক্শিরাঃ ॥ ১৩
 নরো বাণবিনির্ভিন্নো রথাদন্তশ্চ মারিষ ।
 তত্রান্তস্ত চ সন্মর্দে পতিতস্ত বিবর্মণঃ ॥ ১৪
 শিরঃ প্রধ্বংসয়ামাস বক্ষস্তাক্রম্য কুঞ্জরঃ ।
 অপরাংশ্চাপরেহমৃদগন্ বারণাঃ পতিতান্ নরান্ ॥ ১৫
 বিষাগৈশ্চাবনিং গহ্বা ব্যভিনন্দন রথিনো বহুন ।
 নরান্নৈঃ কেচিদপরে বিষাগলগ্নসংগ্রহৈঃ ॥ ১৬
 বক্রমুঃ সমরে নাগা মৃদগন্তুঃ শতশো নরান্ ।
 কাঞ্চায়সতমুত্রাণান্ নরাশ্চ-রথ-কুঞ্জরান্ ॥ ১৭
 পতিতান্ পোথয়াঞ্চকুর্দ্বিধাঃ স্থলনলানিব ।
 গৃধ্রপত্রাধিবাসাংসি শয়নানি নরাধিপাঃ ॥ ১৮

সেই যুদ্ধে প্রাণঘাতী শক্তি ও খড়্গাদিকলের প্রহার চলিতেছিল । পরস্পর দ্বারাও হাহাহানি হইতেছিল । তরবারি আকর্ষণ করিয়া তাহার একপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতেছিল যে, তাহার কটু পরিণাম আমাদের সাক্ষাতেই আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১২

হতীদের মধ্যে সংঘর্ষে অত্যন্ত দারুণ সংগ্রাম হইতে লাগিল । কোন ব্যক্তি হাতী হইতে পতিত হইল এবং কোন ব্যক্তি অধোমন্তকে ধরাশায়ী হইল ॥ ১৩

অর্ধা ! এই যুদ্ধে বাণে বিদীর্ণ হইয়া রথী মাহুঘ রথ হইতে পতিত হইল । কোনস্থলে যোদ্ধা কবচশূন্য হইয়া ধরাতেলে পতিত হইতে লাগিল এবং সহসা কোন হাতী তাহার বক্ষঃস্থলে পা রাখিয়া তাহার মস্তক বিধ্বস্ত করিয়া দিল ॥

অপর হাতীরা অস্ত্র স্থলে পতিত যোদ্ধাদিগকে নিজ নিজ পায়ের চাপে মর্দিত করিতে লাগিল এবং ভূতলে নিজেদের দস্তের আঘাত করিয়া বহুসংখ্যক রথকে বিদীর্ণ করিয়া দিল ॥

অপর কোন কোন হাতীরা নিজেদের দন্তে সংলগ্ন মাহুঘের অন্ত্রসমূহ লইয়া সময়াক্ষণে শত শত যোদ্ধাকে মর্দিত করিতে করিতে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল ॥

কৃষ্ণবর্ণের লৌহময় কবচধারণ করত রণাঙ্গনে পতিত বহু মনুষ্য, রথ, অশ্ব ও হাতীদিগকে বড় বড় গজরাঙ্গণ স্থল নরকূলের দ্বায় প্রোধিত করিয়া ফেলিল ॥

নরপতিগণ কালসংযোগবশতঃ অত্যন্ত দুঃখদায়িনী ও গৃধ্রপক-

হ্রীমন্তঃ কালসম্পর্কঃ সূত্রঃখাশ্রমশেরতে ।
 হস্তি স্মাত্র পিতা পুত্রং রথেনাভ্যাত্য সংযুগে ॥ ১৯
 পুত্রশ্চ পিতরং মোহান্নির্মধ্যাদমবর্তত ।
 রথো ভগ্নো ধ্বজচ্ছিন্নচ্ছত্রমূর্খাং নিপাতিতম ॥ ২০
 যুগাধঃ ছিন্নমাদায় প্রতুজাব তথা হয়ঃ ।
 সানিধাছনিপতিতঃ শিরশ্ছিন্নং স্কুণ্ডলম্ ॥ ২১
 গজেনাক্ষিপ্য বলিনা রথঃ সঞ্চর্ণিতঃ ক্ষিতৌ ।
 রথিনা তাড়িতো নাগো নারাতেনাপতং ক্ষিতৌ ॥ ২২
 সারোহশ্চাপতদ্ ভাজী গজেনাভ্যাহতো ভূশম্ ।
 নির্মধ্যাদং মহদ্ যুদ্ধমবর্তত সুদারুণম্ ॥ ২৩
 হা তাত হা পুত্র সখে কাসি তিষ্ঠ ক ধাবসি ।
 প্রহরাহর জহ্যেং স্মিতক্লেড়িতগজিতৈঃ ॥ ২৪

রূপী বিদ্বানাসম্বলিত শযায় লজ্জার সহিত শয়ন করিতে লাগিলেন ।

সেখানে পিতা রথের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া পুত্রকেই বধ করিয়া ফেলিলেন এবং কোথাও পুত্রও আবার মোহবশতঃ পিতার প্রাণহরণ করিতে লাগিল । এইভাবে সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন যুদ্ধ চইতে লাগিল ।

তখন বহু রথ ভাঙিয়া যাইল, ধ্বজ ছিন্ন হইল, ছত্র ভূতলে পতিত হইল এবং যুগসর্বল খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল । সেই খণ্ডিত অর্ধযুগভাগকে লইয়াই অশ্বর সবেগে পলায়ন করিতে লাগিল ।

রণাঙ্গনে বহু বীর যোদ্ধার বাক্য তরবারিসহ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত ছিল । বহু যোদ্ধার মস্তক কুণ্ডলসহ বিছিন্ন অবস্থায় ধরাশায়ী ছিল । কোনস্থলে বলশালী হাতী রথকে তুলিয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল ।

বহু রথী বীর গজরাজের উপর নারাতের আঘাত করিলে পর তাহাতে সেই গজরাজ ধরাতে পতিত হইল । কোন হাতী প্রচণ্ড আঘাত করিলে পর আরোহীসহ অশ্ব ভূপতিত হইল । এইরূপে সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাসংগ্রাম চলিতে লাগিল ॥ ১৪-২৩

সেই সময় সকল সৈন্য ‘হা তাত ! হা পুত্র ! হা সখে !’ তুমি কোথায় ? দাঁড়াও, পলাইয়া যাইতেছ ! প্রহার কর, ধরিয়। আন, ইহাকে বধ কর’ এইরূপ কথাবার্তা বলিতেছিল । হাঙ্গ,

ইত্যেবমুচ্চরন্তি স্ম জায়ন্তে বিবিধা গিরঃ ।
 নরস্তাশ্বস্ত নাগস্ত সমসজ্জত শোণিতম্ ॥ ২৫
 উপাশাম্যাদ্ রজো ভৌমং ভীকান্ কশ্মলমাবিশং ।
 চক্রেন চক্রমাসাভ বীরো বীরস্ত সংযুগে ॥ ২৬
 অতীতেষুপথে কালে জহার গদয়া শিরঃ ।
 আসীৎ কেশপরামর্শো মুষ্টিযুদ্ধক দারুণম্ ॥ ২৭
 নৈবৈদন্ত্যশ্চ শুরাণামদ্বীপে দ্বীপমিচ্ছতাম্ ।
 তত্রাচ্ছিন্যাত শূরস্ত সখ্যেণো বাহুরদ্যতঃ ॥ ২৮
 সধমুশ্চাপরস্তাপি সপরঃ সাক্ষশস্তথা ।
 আক্রোশদন্তমস্তোহত্র তথাস্তো বিমুখোহভ্রবৎ ॥ ২৯
 অস্ত্রঃ প্রাপ্তস্য চাস্ত্রস্ত শিরঃ কায়াদপাহরৎ ।
 সশকমজ্রবচ্চাস্ত্রঃ শক্ষাদস্তোহত্রসদ ভূশম্ ॥ ৩০

লক্ষবাক্ষ ও গর্জনসহ নানাপ্রকার আলাপ তাহাদের মুখ হইতে শুনা যাইতেছিল ।

মহুয়া, অশ্ব ও হাতীর রক্ত পরস্পর মিলিত হইয়া যাইল । সেই রক্তপ্রবাহে সেপানকার উখিত ভয়ঙ্কর ধূলিরাশি শাস্ত হইল । এই রক্তপ্রবাহকে দেখিয়া কাপুরুষগণ মোহাজ্জর হইয়া পড়িল ।

কোন বীর নিজের চক্রের দ্বারা শত্রুপক্ষীয় বীরের চক্র নিবারণ করত যুদ্ধে বাণপ্রহারের যোগ্য অবকাশ না পাওয়ায় গদার আঘাতেই তাহার মস্তক উড়াইয়া দিলেন । কোনস্থলে পরস্পর কেশ ধরিয়া যুদ্ধ করিতেছিল । কোথাও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মুষ্টিযুদ্ধ চইতে লাগিল । বহু বীর সেই নিরাস্রয় স্থানে আশ্রয়ের সন্ধান করিতেছিলেন এবং নথ ও নস্তের দ্বারাও কোথাও বীরগণের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল ।

এই রণাঙ্গনে কোনস্থলে বীর যোদ্ধা আঘাত করিবার অস্ত্র খণ্ডগত স্বীয় হস্ত উপরে তুলিলে পর বিপক্ষ যোদ্ধা তাহার সেই হাত ছেদন করিয়া ফেলিল । কোনস্থলে ধনু, বাণ ও অকুশলহ বামহস্ত ছিন্ন হইয়া যাইল । সেখানে এক সৈন্য অপর সৈন্যকে আহ্বান করিতেছিল এবং অপর কেহ যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ২৪-২৯

কোন বীর যোদ্ধা সম্মুখে আগত অপর যোদ্ধার মস্তক দেহ হইতে বিছিন্ন করিয়া দিলেন । ইহা দেখিয়া অস্ত্র কোন যোদ্ধা চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল এবং তাহার এই আর্জনাতে অস্ত্র কোন যোদ্ধা আবার ভীত হইয়া পড়িল ॥ ৩০

স্বানন্তোহথ পরানন্তো জঘান নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 গিরিশৃঙ্গোপমশ্চাত্র নারাচেন নিপাতিতঃ ॥ ৩১
 মাতঙ্গে শ্রুপতদ্ ভূমৌ নদীরোধ ইবোক্ষ্যগে ।
 তথৈব রথিনঃ নাগঃ ক্ষরন্ গিরিরিবারুজন্ ॥ ৩২
 অভ্যতিষ্ঠৎ পদা ভূমৌ সহাসং সহসারধিम् ।
 শূরান্ প্রহরতো দৃষ্ট্ৱা কৃতান্তান্ রুধিরোক্ষিতান্ ॥ ৩৩
 বহুনাপ্যাবিশমোহো ভীরুন্ হৃদয়ত্বৰ্ণনান্ ।
 সৰ্বমাবিগ্ৰমভবন্ প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৩৪
 সৈন্তেন রজসা ধ্বস্তং নির্মধ্যাদমবর্তত ।
 ততঃ সেনাপতিঃ শীঘ্রময়ং কাল ইতি ক্রবন্ ॥ ৩৫
 নিত্য্যভিষ্মরিতানেব ত্বরয়ামাস পাণ্ডবান্ ।
 কুৰ্বন্তঃ শাসনং তস্ত পাণ্ডবা বাহুশালিনঃ ॥ ৩৬
 সরো হংসা ইবাপেতুর্নস্তো দ্রোণরথং প্রেতি ।

কোন সৈন্ত নিজেদেরই সৈন্যদলকে এবং কোন সৈন্ত শত্রু-
 সৈন্যদিগকে ভীক্ত বাণসমূহে সংহার করিতে লাগিল। এই যুদ্ধে
 পরাশ্রয়িতুল্য বিশালদেহ হাতী নারাচের আঘাত পাইয়া
 বর্ষাকালে নদীর তীরের জায় ভূতলে পতিত হইল এবং স্থির
 হইয়া পড়িল ॥

ঝরনাপ্রবাহকারী পক্ষতের জায় কোন মদপ্রাবী গজরাজ
 সারথি ও অশ্বগণসহ রথী বীরকে পায়ের দ্বারা ভূমিতলে পিষিয়া
 ফেলিল ॥

অস্ত্রবিভাগ্য নিপুণ এবং রক্তাপ্লুত শৌখ্যশালী বীর যোদ্ধারা
 পরস্পর প্রহার করিতে থাকিলে তাহা দেখিয়া দুর্বলচিত্ত ভীক
 যন্তুগণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥

সেই সময় সৈন্তগণের দ্বারা উখিত ধূলিরাশিতে ব্যাপ্ত হইয়া
 সমস্ত জনসমূহ উন্মিষ হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ আবার তখন
 কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। এই যুদ্ধে তখন কোনও
 নিয়ম-শৃঙ্খলা পালিত হয় নাই ॥

তখন সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন 'ইহাই উপযুক্ত সময়' এই কথা বলিয়া
 সর্বদা স্তব্ধাধিত পাণ্ডবদিগকে আরও স্তব্ধাধিত হইবার জন্ত
 প্রেরণা দিলেন ॥

তদনন্তর স্বীয় বাহতে সুশোভিত পাণ্ডবগণ সেনাপতি
 ধৃষ্টদ্যুম্নের আজ্ঞা পালন করিবার জন্ত সেখানে দ্রোণাচাধ্যায়
 রথের উত্তর প্রহার করিতে করিতে সেইরূপে আক্রমণ করিলেন,
 যেদূর বহুসংখ্যক হংস কোন এক সরোবরে চারিদিক হইতে
 উড়িয়া আসে ॥

গৃহীতাজবতাত্তোন্ত্রং বিভীতা বিনিকৃন্তত ॥ ৩৭
 ইত্যাসীৎ তুমুলঃ শকো দুর্ধর্ষস্ত রথং প্রেতি ।
 ততো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো দ্রৌণী রাজ্ঞা জয়দ্রথঃ ॥ ৩৮
 বিন্দাহুবিন্দাবাবন্তো শল্যশ্চৈতান্ শ্রবারয়ন্ ।
 তে স্বার্থ্যধর্মসংরক্কা দুর্নিবারা হুরাসদাঃ ॥ ৩৯
 শরার্তা ন জহুর্দ্রোণং পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ।
 ততো দ্রোণোহতিসংক্রুদ্ধো বিশ্বজ্জুতশঃ শরান্ ॥ ৪০
 চেদি-পাঞ্চাল-পাণ্ডুনামকরোঃ কদনং মহৎ ।
 তস্ত জ্যাতলনির্ধোষঃ শুশ্রুবে দিক্ষু মারিষ ॥ ৪১
 বজ্রসংহ্রাদসঙ্কশস্ত্রাসয়ন্ মানবান্ বহুন্ ।
 এতশ্চিরন্তরে জিঘৃক্সিৎ সংশপ্তকান্ বহুন্ ॥ ৪২
 অভ্যয়াৎ তত্র যজ্ঞাসৌ দ্রোণঃ পাণ্ডুন্ প্রমর্দতি ।
 তাঞ্জরৌঘান্ মহাবর্তান্ শোণিতোদান্ মহাহ্রদান্ ॥ ৪৩

সেই সময় দুর্ধর্ষ বীর দ্রোণাচাধ্যায়ের রথের নিকটে সৰ্ব্ব দিক
 হইতে এই ভয়ানক শব্দ উখিত হইতে লাগিল যে, "ধাবিত হও,
 ধরিয়া ফেল এবং নির্ভয়চিত্তে শত্রুকে ছেদন কর" ॥

তখন দ্রোণাচাধ্যায়, কৃপাচাধ্যায়, কর্ণ, অশ্বখামা, রাজা জয়দ্রথ,
 অবস্ঠীদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অহুবিন্দ এবং রাজা শল্য
 মিলিত হইয়া আক্রমণকারীদিগকে প্রতিরোধ করিলেন ॥

এই পাণ্ডবগণসহ পাঞ্চাল বীরগণ স্বার্থধর্ম্মানুসারে বিজয়ের জন্ত
 চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহাদিগকে প্রতিরোধ করা বা পরাজিত
 করা অতিশয় কঠিন ছিল। ইহারা বাণসমূহে পীড়িত হইলেও
 দ্রোণাচাধ্যাকে ত্যাগ করিলেন না ॥

ইহা দেখিয়া দ্রোণাচাধ্যায় অত্যন্ত ক্রোধ সহকারে শত শত
 বাণ বর্ষণ করিয়া চোদ, পাঞ্চাল ও পাণ্ডব যোদ্ধাদিগের ভয়ঙ্কর
 সংহার আরম্ভ করিলেন ॥

আর্য্য! তাঁহার ধর্ম্মর গুণের গম্ভীর শব্দ তখন সকল দিকেই
 শোনা যাইতেছিল। বজ্রের গর্জনতুল্য এই ভয়ঙ্কর শব্দ বহু
 মানুষকেই ভীত করিয়া তুলিল ॥

এই সময় অর্জুন বহুসংখ্যক সংশপ্তকে জয় করিয়া সেই
 স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে আচাধ্যায় দ্রোণ পাণ্ডব-
 সৈন্যদিগকে মর্দিত করিতেছিলেন ॥

এই রণাঙ্গনে সংশপ্তক যোদ্ধারা এক বৃহৎ সরোবরসদৃশ
 ছিলেন। বাণসমূহ তাহার জলপ্রবাহ ছিল। ধর্ম্মশূল ইহাতে
 উখিত বড় বড় ধূণীর তুল্য দেখা যাইতেছিল এবং প্রবাহিত রক্ত-

তীর্ণঃ সংশপ্তকান্ হৃদ্য প্রত্যদৃশ্যত ফাল্গুনঃ ।
 তস্ত কীর্তিমতো লক্ষ্য সূর্য্যপ্রতিমতেজসঃ ॥ ৪৪
 দীপ্যমানমপশ্যাম তেজসা বানরধ্বজম্ ।
 সংশপ্তকসমুজ্জং তমুচ্ছোয়াস্ত্রগভস্তিভিঃ ॥ ৪৫
 স পাণ্ডবযুগাস্ত্রাকঃ কুরুনপ্যভ্যতীতপং ।
 প্রদদাহ কুরুন্ সর্বানজুনঃ শস্ত্রতেজসা ॥ ৪৬
 যুগাস্ত্রে সর্বভূতানি ধূমকেতুরিবোপ্তিতঃ ।
 তেন বাণসহশ্রৌঘৈর্গজাশ্ব-রথযোধিনঃ ॥ ৪৭
 তাড্যমানাঃ ক্রিতিং জগ্মুর্জ্যকেশাঃ শরাদিভাঃ ।
 কেচিদার্তশ্বনং চক্ৰুবিনেশ্বরপরে পুনঃ ॥ ৪৮
 পার্থবাণহতাঃ কেচিল্পিপেতুর্বিগতাসবঃ ।
 তেষামুৎপতিতান্ কাংশ্চিৎ পতিতাংশ্চ পরাঙ্মুখান্ ॥ ৪৯
 ন জ্ঞানাজুনো যোধান্ যোধত্রতমহুস্মরন্ ।
 তে বিকীর্ণরথাস্চিভ্রাঃ প্রায়শশ্চ পরাঙ্মুখাঃ ॥ ৫০

রাশিই এই মহাসরোবরের জল ছিল। অর্জুন সেই সংশপ্তক-
 গণকে বধ করিয়া এই মহাসরোবরকে পার হইয়া সেখানে
 আসিতেছেন—ইহা দেখা যাইল ॥

সূর্য্যাসদৃশ তেজস্বী ও যশস্বী অর্জুনের চিহ্নরূপ বানরধ্বজকে
 আমরা দূর হইতেই দেখিতে পাইলাম। এই ধ্বজ তখন স্বীয়
 দিব্য তেজে উদ্ভাসিত ছিল ॥

সেই পাণ্ডবংশের যুগান্তকালীন অর্জুনরূপ সূর্য্য নিজ অস্ত্রময়
 কিরণাবলির দ্বারা সংশপ্তকরূপী সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া কৌরব-সৈন্য-
 দিগকেও সমস্ত করিতে লাগিলেন ॥

যেদ্রুপ প্রলয়কালে উথিত অগ্নি সমস্ত ভূতদিগকে দগ্ধ করিয়া
 থাকে, সেইরূপ অর্জুন নিজের দিব্য অস্ত্রসকলের তেজে সমস্ত
 কৌরবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥

হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধনিরত বহুসংখ্যক
 যোদ্ধা অর্জুনের সহস্র সহস্র বাণে আহত ও পীড়িত হইয়া মুক্ত-
 কেশে ভূতলে নিপতিত হইল ॥

তখন কেহ আর্তনাদ করিতে লাগিল, কেহ বিনষ্ট হইল
 এবং কেহ আবার অর্জুনের বাণে আহত অবস্থায় যত্নবরণ
 করত প্রাণশূন্য হইয়া ধরাশায়ী হইল ॥

সেই সময় যোদ্ধাদের মধ্যে বাহারা রথ হইতে লাফাইয়া
 পড়িয়াছিল, ধরাতে পতিত হইয়াছিল কিংবা বাহারা যুদ্ধবিমুখ
 হইয়া পলায়ন করিতেছিল, সেই সব যোদ্ধাদিগকে যুদ্ধত্রতের
 কথা স্মরণ করিয়া অর্জুন বধ করিলেন না ॥

কুরবঃ কর্ণ কর্ণেতি হা হেতি চ বিচুক্রুশুঃ ।
 তমাদিরথিরাক্রন্দং বিজ্ঞায় শরণৈষিণাম্ ॥ ৫১
 মা ভৈষ্টেতি প্রতিশ্রুত্যা যযাবভিমুখোহর্জুনম্ ।
 স ভারতরথশ্রেষ্ঠঃ সর্বভারতহর্ষণঃ ॥ ৫২
 প্রাহুশ্চক্রে তদাশ্বেয়মস্ত্রমস্ত্রবিদাং বরঃ ।
 তস্ত দীপ্তশরৌঘস্ত দীপ্তচাপধরস্ত চ ॥ ৫৩
 শরৌঘাঙ্গরজালেন বিহুধাব ধনঞ্জয়ঃ ।
 তথৈবাদিরথিস্তস্ত বাণান্ জলিততেজসঃ ॥ ৫৪
 অস্ত্রমস্ত্রেণ সংবাধ্য প্রাণদদ্ বিষজঙ্গরান্ ।
 ধৃষ্টদ্যাম্শ্চ ভীমশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ৫৫
 বিবধ্যুঃ কর্ণমাসাদ্য ত্রিভিান্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ ।
 অর্জুনাস্ত্রং তু রাধেয়ঃ সংবাধ্য শরযুষ্টিভিঃ ॥ ৫৬
 তেষাং ত্রয়াণাং চাপানি চিচ্ছেদ নিশিথৈস্তিভিঃ ।
 তে নিকৃত্যযুধাঃ শূরা নিবিষা ভূজগা ইব ॥ ৫৭

কৌরব-সৈন্যদের রথ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন
 তাহাদের এক বিচিত্র অবস্থা দেখা যাইল। ইহারা প্রায় সকলেই
 সেই সময় যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িল এবং “হা কর্ণ, এই
 কথা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল ॥

তখন অধিরথ-পুত্র কর্ণ সেই শরণার্থী সৈন্যদিগের কর্ণ
 আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া “ভীত হইও না” এইরূপ তাহাদিগকে
 আশ্বাস প্রদান করত অর্জুনের দিকে গমন করিলেন ॥

সেই সময় অস্ত্রজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভারতবংশীয়গণের মুখ্য
 মহারথী এবং সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদের আনন্দবর্দ্ধনকারী কর্ণ
 আগ্রয়াস্ত্র প্রকাশিত করিলেন ॥

প্রজলিত বাণসমূহ ও দেদীপ্যমান ধনুধারণকারী কর্ণের সেই
 বাণসমূহকে অর্জুন নিজ বাণসকলের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া
 দিলেন ॥

সেইরূপ অধিরথপুত্র কর্ণও প্রজলিত তেজস্বী অর্জুনের বাণ-
 সমূহকে এবং তাহার প্রত্যেক অস্ত্রকেই নিজ অস্ত্রসকলের দ্বারা
 নিবারণ করত বহু বাণবর্ষণ করিয়া কর্ণ সিংহনাদ করিয়া
 উঠিলেন ॥

এই সময় ধৃষ্টদ্যাম্, ভীম ও মহারথী সাত্যকিও কর্ণের নিকট
 উপস্থিত হইয়া তিনটি তিনটি বাণের দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ
 করিলেন ॥

তখন রাধানন্দন কর্ণ নিজ বাণসমূহ বর্ষণের দ্বারা অর্জুনের

রথশক্তিঃ সমুৎক্ষিপ্য ভূশং সিংহা ইবানদন্ ।
 তা ভুজাঐর্গ্রহাবগা নিম্বেষ্টা ভুজগোপমাঃ ॥ ৫৮
 দীপ্যমানা মহাশক্ত্যা জগুরাধিরথিং প্রেতি ।
 তা নিকৃত্য শরত্রাঠৈস্ত্রিভিঃস্ত্রিভিরজিক্কেগৈঃ ॥ ৫৯
 ননাদ বলবান্ কর্ণঃ পার্থায় বিম্বেজ্জুরান্ ।
 অর্জুনশ্চাপি রাধেয়ং বিদধ্বা সপ্তভিরাশুগৈঃ ॥ ৬০
 কর্ণাদবরজং বাণৈর্জঘান নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 ততঃ শক্রজয়ং হত্বা পার্থঃ ষড়্ভিরজিক্কেগৈঃ ॥ ৬১
 জহার সত্তো ভল্লেন বিপাটস্থ শিরো রথাৎ ।
 পশুতাং ধার্তরাষ্ট্রাণামেকেনৈব কিরীটিনা ॥ ৬২
 প্রমুখে সূতপুত্রস্ত্র সোদর্য্যা নিহতাস্ত্রয়ঃ ।
 ততো ভীমঃ সমুৎপত্য স্বরথাদ্ বৈনতেয়বৎ ॥ ৬৩
 বরাসিনা কর্ণপক্ষান্ জঘান দশ পঞ্চ চ ।
 পুনস্ত রথমাশ্রায় ধনুর্দাদায় চাপরম্ ॥ ৬৪

বাণসকলকে নিবারণ করিয়া নিজের তিনটি বাণের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নাদি তিন বীরেরই ধনুকও ছেদন করিলেন ।

নিজেদের ধনু ছিন্ন হইয়া যাইলে বিষহীন সর্পের জায় এই তিন শৌধ্যশালী বীর রথ-শক্তি উত্তোলন করিয়া সিংহসদৃশ ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিলেন ।

তারপর ইহাদের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত সেই তীব্রবেগশালিনী সর্পাকারা তিনটি মহাশক্তি স্বীয় প্রভায় প্রকাশিত হইয়া কর্ণের দিকে গমন করিতে লাগিল ।

কিন্তু বলবান্ কর্ণ সরলগামী তিনটি তিনটি বাণের দ্বারা এই শক্তিজনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অর্জুনের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করত সিংহনাগ করিয়া উঠিলেন ।

তখন অর্জুনও রাধানন্দন কর্ণকে সাতটি শৌর্যগামী বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া নিজের তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করিলেন ।

তাহার পর সরলগামী ছয়টি বাণের দ্বারা শক্রবরকে সংহার করত একটি ভল্লের সাহায্যে রথে উপবিষ্ট বিপাটের মস্তক তৎক্ষণাৎ উড়াইয়া দিলেন ।

এইরূপ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সাক্ষাতেই একমাত্র অর্জুন যুদ্ধের অগ্রবর্তী হলে সূতপুত্র কর্ণের তিন ভ্রাতাকে বধ করিলেন ।

তদনন্তর ভীমপেন ঋক্বেদেয় জায় নিজ রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একটি বিশাল তরবারির দ্বারা কর্ণপক্ষের পনের জন

বিব্যাধ দশভিঃ কর্ণং সূতমশ্বাংশ্চ পঞ্চভিঃ ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নোহপ্যসিবরং চর্ম চাদায় ভাস্বরম্ ॥ ৬৫
 জঘান চন্দ্রবর্মাণং বৃহৎক্ষত্রঞ্চ নৈষধম্ ।
 ততঃ স্বরথমাশ্রায় পাঞ্চালোহিষ্ণুচ কামুকম্ ॥ ৬৬
 আদায় কর্ণং বিব্যাধ ত্রিসপ্তত্যা নদন্ রণে ।
 শৈনেয়োহপ্যশ্বদাদায় ধনুর্নিদুসমছাতিঃ ॥ ৬৭
 সূতপুত্রং চতুষ্টয়া বিদধ্বা সিংহ ইবানদৎ ।
 ভল্লাভ্যাং সাধুমুক্তাভ্যাং ছিত্বা কর্ণশ্চ কামুকম্ ॥ ৬৮
 পুনঃ কর্ণং ত্রিভির্বাণৈর্বাহ্লোক্ষরসি চাপর্যং ।
 ততো দুর্ঘোষনো দ্রোণো রাজা চৈব জয়ত্রথঃ ॥ ৬৯
 নিমজ্জমানং রাধেয়মুজ্জ্বলঃ সাত্যকির্বাণং ।
 পশ্যন্ত্বরথমাতঙ্গাস্তদীয়াঃ শতশোহপরে ॥ ৭০
 কর্ণমেবাভ্যাবাস্তু ত্রাস্তমানাঃ প্রহারিণঃ ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ ভীমশ্চ সৌভদ্রোহর্জুন এব চ ॥ ৭১

যোদ্ধাকে নিহত করিয়া ফেলিলেন ।

পুনরায় তিনি নিজের রথে উপবেশন করিয়া অপর একটি ধনু হস্তে গ্রহণ করত দশটি বাণের দ্বারা কর্ণকে ও পাঁচটি বাণের দ্বারা তাঁহার সারথি এবং অশ্বগণকেও বিদ্ধ করিলেন ।

ধৃষ্টদ্যুম্নও শ্রেষ্ঠ খড়্গা ও উজ্জল ঢাল লইয়া চন্দ্রবর্মা এবং নিষাধরাজ বৃহৎক্ষত্রকে সংহার করিলেন ।

তদনন্তর পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজ রথে উপবেশন করিয়া অপর একটি ধনু হাতে লইয়া রণাঙ্গনে গর্জন করিতে করিতে ত্রিযান্তরটি বাণের দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন ।

এই সময় চন্দ্রতুল্য কাস্তিমান্ সাত্যকি ও অপর একটি ধনু হাতে লইয়া সূতপুত্র কর্ণকে চৌষটিটি বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহ-সদৃশ গর্জন করিতে লাগিলেন ।

তারপর তিনি উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত দুইটি ভল্লের দ্বারা কর্ণের ধনু ছেদন করিয়া পুনরায় তিনটি বাণে কর্ণের দুই বাহ ও বক্ষঃস্থলে গুরুতর আঘাত করিলেন ।

তখন দুর্ঘোষন, দ্রোণাচাধ্য ও রাজা জয়ত্রথ নিমজ্জমান কর্ণকে সাত্যকিরূপ সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিলেন ।

সেই সময় আপনার সৈন্যদের মধ্যে অস্ত্র শত শত পলাতি, অশ্বারোহী, রথারোহী ও গজারোহী যোদ্ধারা সাত্যকির ভয়ে ভীত হইয়া কর্ণেরই পশ্চাদ্ভাগে দৌড়াইয়া বাইল ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ সাত্যকিং জুগুপু রণে ।
 এবমেষ মহারৌদ্রঃ ক্ষয়ার্থং সর্বধন্যিনাম্ ॥ ৭২
 তাবকানাং পরেষাঞ্চ ত্যক্ত্বা প্রাণানভূদ্ রণঃ ।
 পদাতিরথনাগাশ্চা গজাশ্বরথপত্তিভিঃ ॥ ৭৩
 রথিনো নাগপন্ত্যশ্চৈ রথপন্ত্যৌ রথ-দ্বিপৈঃ ।
 অশ্বৈরশ্বা গজৈর্নাগা রথিনো রথিভিঃ সত্ ॥ ৭৪
 সংযুক্তাঃ সমদৃশ্যন্ত পন্তয়শ্চাপি পত্তিভিঃ ।
 এবং শুকলিলং যুদ্ধমাসীৎ ক্রব্যাদহষণম্ ।
 মহন্তিস্তৈরভীতানাম্ যমরাষ্ট্রবিবর্ধনম্ ॥ ৭৫
 ততো ততা নর-রথ-বাজি-কুঞ্জরৈ-
 রনেকশো দ্বিপ-রথ-পত্তি-বাজিনঃ ।
 গজৈর্গজা রথিভিরুদাযুধা রথা
 হয়ৈর্হয়াঃ পত্তিগণৈশ্চ পন্তয়ঃ ॥ ৭৬

এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, অভিমন্যু, অর্জুন, নকুল ও সহদেব
 রণাঙ্গনে সাত্যকিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ।

মহারাজ ! এইরূপ আপনাদের ঐ শত্রুপক্ষের মধ্যে সমস্ত
 দৃঢ়করগণের বিনাশের উক্ত তাঁহার পরস্পর প্রাণের মায়ী না
 করিয়াই যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ।

পদাতি, রথ, হস্তী ও অশ্বগণ ক্রমশঃ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি
 সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । রথী যোদ্ধা হস্তী, পদাতি
 ও অশ্বগণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইল । রথী ও পদাতি সৈন্যরা
 রথী ও হস্তী সৈন্যদের সম্মুখীন হইল ।

অশ্বসকলের সহিত অশ্বগণ, হস্তীদিগের সহিত হস্তীরা, রথী
 বীরগণের সহিত রথী বীরগণ এবং পদাতি সৈন্যদের সহিত
 পদাতি সৈন্যরা যুদ্ধ করিতেছে দেখা যাইল ।

এইভাবে সেই নির্ভীক সৈন্যগণের বিশেষ শক্তিশালী বিপক্ষ
 যোদ্ধাদের সহিত অতিশয় নিদারুণ যুদ্ধ হইতেছিল, বাহা কাঁচা
 মাংসখাদক পশু-পক্ষী ও পিশাচগণেরই হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল এবং
 যমরাজ্যের বৃদ্ধি করিতেছিল ॥ ৩১-৭৫

সেই সময় পদাতি, রথী, অশ্বারোহী ও গজারোহী যোদ্ধাদের
 দ্বারা বহুসংখ্যক গজারোহী, রথারোহী, পদাতি ও অশ্বারোহী
 যোদ্ধা নিহত হইল । হাতীরা হাতীদিগকে, রথী সৈন্যগণ অশ্ব

রথৈর্দ্বিপা দ্বিরদবরৈর্মহাহয়া
 হয়ৈর্নরা বররথিভিশ্চ বাজিনঃ ।
 নিরস্তজিহ্বাদশনক্ষণাঃ ক্ষিতৌ
 ক্ষয়ং গতাঃ প্রমথিতবর্মভূষণাঃ ॥ ৭৭
 তথা পরৈর্বহু করণৈরায়ুধৈ-
 হতা গতাঃ প্রাতিভয়দর্শনাঃ ক্ষিতিম্ ।
 বিপোথিতা হয়-গজপাদতাড়িতা
 ভূশাকুলা রথমুখানেমিভিঃ ক্ষতাঃ ॥ ৭৮
 প্রমোদনে স্বাপদ-পক্ষি-রক্ষসাং
 জনক্ষয়ে বর্ততি তত্র দারুণে ।
 মহাবলান্তে কুপিতাঃ পরস্পরং
 নিষদয়ন্তঃ প্রবিচেকুরোজসা ॥ ৭৯

উত্তোলনকারী রথী সৈন্যদিগকে, অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী
 সৈন্যবৃন্দকে এবং পদাতি যোদ্ধাগণ পদাতি যোদ্ধাদিগকে সংহার
 করিতে লাগিল ॥ ৭৬

রথীরা হাতীদিগকে, গজরাজগণ বড় বড় অশ্ববৃন্দকে, অশ্ব-
 রোহী সৈন্যসকল পদাতি সৈন্যগণকে এবং শ্রেষ্ঠ রথী যোদ্ধারা
 অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে ধরাশায়ী করিতে লাগিল । তখন
 ইহাদের জিহ্বা, দন্ত ও নেত্র বাহির হইয়া পড়িয়াছিল । কবচ
 ও ভূষণসমূহ খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল । এরূপ অবস্থায় ঐ
 সকল যোদ্ধারা ভূতলে পতিত হইল ॥ ৭৭

শত্রুগণের নিকট বহু যুদ্ধ সামগ্রী ছিল । তাহাদের হাতে
 বহু অস্ত্রও ছিল । তাহাদের দ্বারা নিহত হইয়া ভূপতিত সৈন্যরা
 অতিশয় ভয়ঙ্কর দেখাইতে ছিল । বহুসংখ্যক যোদ্ধা হাতী ও
 অশ্বগণের দ্বারা আহত হইয়া ধরাডালে পতিত ছিলেন । বহু বড়
 বড় রথসকলের চক্রসমূহের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যোদ্ধারা
 অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন ॥ ৭৮

সেখানে এই ভয়ঙ্কর জনসংহার হিংস্রক জঙ্ঘ, পক্ষী ও রাক্ষস-
 গণকেই আনন্দদান করিতেছিল । এই যুদ্ধে মহাবলশালী বীরবর
 যোদ্ধারা কুপিত হইয়া পরস্পরকে অস্ত্রপ্রহারে বধ করিতে
 করিতে সবেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯

ততো বলে ভৃশলুলিতে পরস্পরং
নিরীক্ষমাণে কধিরোধসমপ্লুতে ।
দিবাকরেহস্তংগিরিমাস্থিতে শনৈ-
রুভে প্রয়াতে শিবিরায় ভারত ॥ ৮০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি সংশপ্তকবধপর্বণি দ্বাদশদিবসাবহারে
দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২

ভরতনন্দন! উভয়পক্ষের সৈন্যগণই তখন গুরুতর আহত সময় সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। ইহাতে উভয় পক্ষের
হইয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় পরস্পরের দিকে তাকাইতেছিল। এই সৈন্যরাই ধীরে ধীরে নিজেদের শিবির অভিমুখে গমন করিল। ৮০
শ্রীমদ্রহস্যি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে দ্রোণ-পর্কাস্তর্গত সংশপ্তকবধপর্কে দ্বাদশদিবসের যুদ্ধবিব্রতির পর শিবির
অভিমুখে প্রধানবিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(অভিমন্যুবধপর্ব)

ত্রয়জিংশোহধ্যায়ঃ

[দুর্যোধনস্য তিরস্কারঃ, দ্রোণাচার্য্যস্য-প্রতিজ্ঞা, অভিমন্যুবধস্য সংক্ষিপ্তাববরণকঃ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

পূর্বমস্ম্যস্তু ভগ্নেষ্ ফাস্তনেনামিতৌজসা ।
দ্রোণে চ মোঘসঙ্কল্পে রক্ষিতে চ যুধিষ্ঠিরে ॥ ১
সর্বৈ বিধ্বস্তকবচাস্তাবকা যুধি নিজ্জিতাঃ ।
রজস্বলা ভূশোদ্বিগ্না বীক্ষমাণা দিশো দশ ॥ ২
অবহারং ততঃ কৃৎষা ভারদ্বাজস্ত সন্মতে ।
লক্কলক্ষাঃ শরৈর্ভিন্না ভূশাবহসিতা রণে ॥ ৩

প্রাথমানেষু ভূতেষু ফাস্তনশ্চামিতান্ গুণান্ ।

কেশবস্ত চ সৌহাদে কীর্ত্যমানেহজুনঃ প্রতি ॥ ৪

অভিশস্তা ইবাভূবন্ ধ্যানমুকত্বমাস্থিতাঃ ।

ততঃ প্রভাতসময়ে দ্রোণং দুর্যোধনোহব্রবীৎ ॥ ৫

প্রণয়াদভিমানাচ্চ দ্বিষদ্ভ্যাম্ চ দুর্মনাঃ ।

শৃণুতাং সর্বযোধানাং সংরক্তো বাক্যকোবিদঃ ॥ ৬

ত্রয়জিংশ অধ্যায়ঃ ।

[দুর্যোধনের তিরস্কার, দ্রোণাচার্য্যের প্রতিজ্ঞা এবং অভিমন্যুবধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।]

সঞ্জয় বলিলেন—মহারাজ! যখন অমিততেজস্বী অর্জুন
পূর্বেই আমাদের সকলকে তাড়াইয়া দিলেন, দ্রোণাচার্য্যের সঙ্কল্প
ব্যর্থ হইয়া যাইল এবং রাজা যুধিষ্ঠির সর্বতোভাবে সুরক্ষিত
ধাক্কিরা যাইলেন, তখন আপনার সমস্ত সৈন্যরা দ্রোণাচার্য্যের
সম্মতি অনুসারে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া ভয়ে অত্যন্ত উষ্ম হইয়া পড়িল
এবং চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে শিবির অভিমুখে গমন
করিল। ইহারা সকলেই তখন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গুলিতে
পরিপূর্ণ ছিল। ইহাদের কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং
অর্জুনের লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ বাণসমূহে বিদীর্ণ হইয়া ইহারা সেই
সময় রণাঙ্গনে অত্যন্ত উপহাসের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ১-৩

সমস্ত প্রাণীরা তখন অর্জুনের অসংখ্য গুণাবলির প্রশংসা এবং
তাঁহার প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সৌহাদ্যের কথা কীর্তন করিতে
লাগিল ॥ ৪

সেই সময় আপনার মহারথীরা কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছিলেন।
তাঁহারা তীব্র চিন্তা করিতে করিতে মুক (বোবা) হইয়া পড়িয়া
ছিলেন। তদনন্তর প্রাতঃকালে দুর্যোধন দ্রোণাচার্য্যের নিকট
যাইয়া তাঁহাকে কিছু বলিবার জন্য উত্তত্ত হইলেন ॥ ৫

শত্রুদের অভ্যুদয়ে তিনি মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া
ছিলেন। দ্রোণাচার্য্যের উপর ইহার হৃদয়ে অধিক প্রীতি ছিল।
নিজের শৌর্য্যের উপর ইহার অভিমানও ছিল বেশী, তাই
কুপিত হইয়া বাক্যলাপ করিতে নিপুণ রাজা দুর্যোধন সমস্ত
যোদ্ধাগণকে প্রবণ করাইতে করাইতে এই কথা বলিলেন ॥ ৬

নুনং বয়ং বধ্যপক্ষে ভবতো দ্বিজসন্তম ।
 তথা হি নাগ্রহীঃ প্রাপ্তং সমীপেহৈছ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৭
 ইচ্ছতস্তে ন মুচ্যেত চক্ষুঃপ্রাপ্তো রণে রিপুঃ ।
 জিঘৃক্ষতো রক্ষ্যমাণঃ সামরৈরপি পাণ্ডবৈঃ ॥ ৮
 বরং দদ্বা মম প্রীতঃ পশ্চাদ্ বিকৃতবানসি ।
 আশাভঙ্গং ন কুর্বন্তি ভক্তশ্রীয়া কথঞ্চন ॥ ৯
 ততোহপ্রীতস্তথোক্তঃ সন্ ভারদ্বাজোব্রবীষ্মপম্ ।
 নার্সে মাং তথা জ্ঞাতুং ঘটমানং তব প্রিয়ে ॥ ১০
 সমুদ্রাসুর-গন্ধর্বাঃ সযক্ষোরগ-রাক্ষসঃ ।
 নালাং লোকা রণে জেতুং পালামানং কিরীটিনা ॥ ১১
 বিশ্বশৃগ্ যত্র গোবিন্দঃ পুতনানীকুতাজুনঃ ।
 তত্র কস্ত বলং ক্রামেদম্মত্র ত্র্যম্বকাং প্রভোঃ ॥ ১২
 সত্যং তাত ব্রবীমাত্ত নৈতজ্জাহ্নুত্থা ভবেৎ ।

বিজ্ঞেষ্ঠ! নিশ্চয়ই আমরা আপনার দৃষ্টিতে শত্রুবর্গের অন্তর্গত; ইহার কারণ হইল—রাজা যুধিষ্ঠির আপনার অত্যন্ত নিকটে আসিলেও আপনি তাহাকে বন্দী করেন নাই ॥ ৭

রণাঙ্গনে কোন শত্রু যদি আপনার দৃষ্টিপথে আসে এবং তাহাকে যদি আপনি ধরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন, তবে দেবগণের সহিত পাণ্ডবেরা তাহাকে রক্ষা করিতে থাকিলেও সে আপনার নিকট হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না ॥ ৮

আপনি প্রসন্ন হইয়া প্রথমে আমাকে এই বর দিয়াছিলেন এবং পরে তাহার বিপরীত আচরণ করেন; কিন্তু শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কোন প্রকারেই নিজদের ভক্তের আশাভঙ্গ করেন না ॥ ৯

দুর্যোধন এই কথা বলিলে পুর ভরদ্বাজনন্দন জ্যোৎস্নাচার্য্য অপ্রসন্ন হইয়া রাজাকে বলিলেন—রাজন্! আমাকে এরূপ প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী মনে করা তোমার উচিত নহে। আমি পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া তোমার প্রিয় করিবার চেষ্টা করিয়া যাইতেছি ॥ ১০

কিন্তু একটি কথা তোমার স্মরণ করা কিরীটধারী অর্জুন রণাঙ্গনে বাহাকে রক্ষা করিবে, তাহাকে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ এবং রাক্ষসগণের সহিত লোকসমূহও জয় করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১১

সেখানে ভগবৎশ্রেষ্ঠা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সেনানায়ক, সেখানে জিলোচন ভগবান্ শঙ্কর ব্যতীত অন্ত কাহারও বল কার্য্য করিতে সমর্থ হয় ॥ ১২

অষ্টকং প্রবরং কক্ষিং পাতয়িষ্যে মহারথম্ ॥ ১৩
 তঞ্চ বৃহৎ বিধাতামি যোহভেজ্ঞান্দ্রদশৈরপি ।
 যোগেন কেনচিদ্ রাজমজুর্নস্তপনীয়তাম্ ॥ ১৪
 ন হজ্ঞাতমসাধাং বা তস্ত সংখ্যেহস্তি কিঞ্চন ।
 তেন হ্যপাত্তং সকলং সর্বজ্ঞানমিতস্ততঃ ॥ ১৫
 জ্যোৎস্নেন ব্যাহতে ধ্বেং সংশপ্তকগণাঃ পুনঃ ।
 আহবয়মজুর্নং সংখ্যে দক্ষিণামভিতো দিশম্ ॥ ১৬
 ততোহজুর্নস্তাথ পঠৈঃ সাধং সমভবদ্ রণঃ ।
 তাদৃশো যাদৃশো নাত্তঃ ক্রতো দৃষ্টোহপি বা কচিং ॥
 তত্র জ্যোৎস্নেন বিহিতো ব্যাহো রাজন্ ব্যরোচত ।
 চরন্ মধ্যান্দিনে সূর্য্যঃ প্রতপন্নিব হৃদিশঃ ॥ ১৮
 তং চাভিমহ্যুর্বচনাং পিতৃর্জ্যেষ্ঠস্ত ভারত ।
 বিভেদ দুর্ভিদং সংখ্যে চক্রবৃহমনেকথা ॥ ১৯

বৎস! আজ আমি একটি সত্য কথা বলিব, যাহা কখনই মিথ্যা হইবে না। আজ আমি পাণ্ডবগণের কোন এক শ্রেষ্ঠ মহারথীকে অবশ্যই বধ করিব ॥ ১৩

রাজন্! আজ আমি সেই বৃহৎ নির্মাণ করিব, যাহাকে দেবগণও ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না; কিন্তু যে কোন উপায়ে অর্জুনকে দূরে সরাইয়া লইয়া যাব ॥ ১৪

যুদ্ধসময়ে এরূপ কোন বিষয়ই নাই, যাহা অর্জুনের অজ্ঞাত অথবা অসাধ্য; কারণ, সে এই ভূলোকে ও স্বর্গলোকে যুদ্ধের সকল বিষয়েরই জ্ঞান লাভ করিয়াছে ॥ ১৫

জ্যোৎস্নাচার্য্য এই কথা বলিলে পর পুনরায় সংশপ্তকগণ দক্ষিণ দিকে ঘাইয়া অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

সেখানে অর্জুনের শত্রুগণের সহিত এরূপ ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, যে রূপ সংগ্রাম অন্য কোথাও আর হইয়াছে বলিয়া দেখা ও শোনা যায় নাই ॥ ১৭

রাজন্! সেই সময় সেখানে জ্যোৎস্নাচার্য্য যে বৃহৎ নির্মাণ করিয়াছিলেন, উহা মধ্যাহ্নকালে বিচরণকারী সূর্য্যতুল্য শত্রু-দিগকে সম্ভাপন করিতে করিতে শোভা পাইতেছিল এই বৃহৎ এরূপ বিস্তৃত ছিল, বাহাকে দর্শন করাই কঠিন ছিল ॥ ১৮

ভারত! যদিও সেই চক্রবাহকে ভেদ করা অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য ছিল, তথাপি বীর অভিমহ্য পিতা অর্জুনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় সেই বৃহৎকে বারংবার ভেদ করিয়াছিলেন ॥ ১৯

স কৃষা হুঙ্করং কৰ্ম হৃষা বীরান্ সহস্রশঃ ।
 যটুশ্চ বীরেষু সংসক্তো দোঃশাসনিবশং গতঃ ॥ ২০
 সৌভদ্রঃ পৃথিবীপাল জহৌ প্রাণান্ পরম্পরঃ ।
 বয়ং পরমসংক্রষ্টাঃ পাণ্ডবাঃ শোককর্ষিতাঃ ।
 সৌভদ্রে নিহতে রাজস্ববহারমকুর্মহি ॥ ২১
 ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

পুত্রং পুরুষসিংহস্ত সঞ্জয়াপ্রাপ্তযৌবনম্ ।
 রণে বিনিহতং ক্রুধ্যা ভৃশং মে দীর্ঘাতে মনঃ ॥ ২২
 দারুণঃ ক্ষত্রধর্মোহয়ং বিহিতো ধর্মকর্তৃভিঃ ।
 যত্র রাজ্যোপসবঃ শূরা বালে শত্রুমপাতয়ন্ ॥ ২৩
 বালমত্যন্তসুখিনিং বিচরন্তমভীতবৎ ।

কৃতান্ত্রা বহবো জঘ্নুর্জাহি গাবল্গণে কথম্ ॥ ২৪

অভিমত্য় এই হুঙ্কর কাণ্ড করিয়া সহস্র সহস্র বীরকে বধ করিয়াছিলেন এবং শেষে ছয় বীরের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে থাকিয়া দুঃশাসনের পুত্রহন্তে নিহত হন ॥ ২০

কৃপাল ! শত্রুতাপন হুভদ্রাকুমার অভিমত্য় যখন প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন আমাদের সকলের অত্যন্ত আনন্দ হইল এবং পাণ্ডবগণ শোকে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । রাজন্ ! হুভদ্রাকুমার নিহত হইবার পর আমরা যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলাম ॥ ২১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনের এই পুত্র এখনও যুবক অবস্থা প্রাপ্ত হইনি । সে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে তুমি আমা হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া ধাইতেছে ॥ ২২

ধর্মশাস্ত্রকারগণ এই ক্ষত্রধর্মকে অত্যন্ত কঠোর করিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন, যে ধর্মে থাকিয়া রাজ্যলোভী বীর পুরুষগণ এক বালকের উপর অত্যাচার প্রহার করিলেন ॥ ২৩

সঞ্জয় ! সেই অতিশয় আনন্দিত বালক অভিমত্য় যখন নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল, সেই সময় অস্ববিজ্ঞায় পারদর্শী বহুসংখ্যক বীর তাহাকে কিভাবে বধ করিলেন—ইহা আমাকে বল ॥ ২৪

শ্রীমদ্রহি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বোক্তগত অভিমত্য়বধপর্বের অভিমত্য়বধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা-বিষয়ক ত্রয়সিংশ অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

বিভিৎসতা রথানীকং সৌভদ্রেণামিতৌজসা ।
 বিক্রীড়িতং যথা সংখ্যে তন্মমাচক্ষু সঞ্জয় ॥ ২৫
 সঞ্জয় উবাচ ।
 যন্মাং পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র সৌভদ্রস্ত নিপাতনম্ ।
 তৎ তে কাংশ্চৈতান বক্ষ্যামি শৃণু রাজন্ সমাহিতঃ ॥ ২৬
 বিক্রীড়িতং কুমারেণ যথানীকং বিভিৎসতা ।
 আকৃগ্নাশ্চ যথা বীরা দুঃসাধ্যাশ্চাপি বিপ্লবে ॥ ২৭
 দাবাগ্ন্যভিপরীতানাং ভূরিগুণ্মতৃণক্রমে ।
 বনৌকসামিবারণ্যে স্বদীয়ানাংভূদ ভয়ম্ ॥ ২৮
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 দ্রোণপর্বণি অভিমত্য়বধসংক্ষেপকথনে

ত্রয়সিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

সঞ্জয় ! অমিততেজস্বী হুভদ্রানন্দন অভিমত্য় রণাঙ্গনে রথী সৈন্যগণকে বিদীর্ণ করিবার ইচ্ছায় যেরূপে যুদ্ধে খেলা করিবার জ্ঞায় বিচরণ করিতেছিল, তাহা আমাকে বল ॥ ২৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজেন্দ্র ! আপনি আমাকে হুভদ্রাকুমার অভিমত্য়র যে যত্ন সংবাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমি আপনাকে বলিব । রাজন্ ! একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহা শ্রবণ করন ॥ ২৬

আপনার সৈন্যদের ব্যুহ ভেদ করিবার ইচ্ছায় কুমার অভিমত্য় যেরূপে রণক্রীড়া করিয়াছিলেন এবং সেই প্রলয়ঙ্কর সংগ্রামমধ্যে যেরূপ দুর্জয় বীরগণেরও সন্তাপকারক হইয়াছিলেন, তাহা সবই বলিতেছি শ্রবণ করন ॥ ২৭

যেরূপ প্রচুর লতা-গুম্ব, ঘাস-পাতা ও বৃক্ষশ্রেণীতে পরিপূর্ণ বনে দাবানল-পরিবৃত বনবাসীরা মহা ভীত হইয়া পড়ে, সেইরূপ অভিমত্য়র নিকট হইতেও আপনার সৈন্যদের মহা ভয় উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ২৮

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

(সঞ্জয়নাভিমন্তোঃ প্রশংসা তথা জ্ঞোণাচার্য্যকর্তৃকং চক্রবাহনির্মাণম্ ।)

সঞ্জয় উবাচ ।

সমরেন্দ্ৰত্যাগ্রকৰ্মাণঃ কৰ্মভিৰ্যজিতশ্রমাঃ ।
সকৃষ্ণাঃ পাণ্ডবাঃ পঞ্চ দেবৈরপি ছুরাসদাঃ ॥ ১
সত্ত্বকৰ্মাষ্টয়েবু দ্ব্যা কীর্ত্যা চ যশসা শ্রিয়া ।
নৈব ভূতো ন ভবিতা নৈব তুল্যাগুণঃ পুমান্ ॥ ২
সত্যধৰ্মরতো দাস্তো বিপ্রপূজাদিভিগুণৈঃ ।
সদৈব ত্রিদিবং প্রাপ্তো রাজা কিল যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩
যুগান্তে চান্তকো রাজন্ জামদগাশ্চ বীর্যবান্ ।
রথস্থো ভীমসেনশ্চ কথ্যন্তে সদৃশাস্ত্রয়ঃ ॥ ৪
প্রতিজ্ঞাকৰ্মদক্ষস্য রণে গাণ্ডীবধ্বনঃ ।
উপমাং নাধিগচ্ছামি পার্থস্য সদৃশীং ক্ষিতৌ ॥ ৫
গুরুবাৎসল্যমত্যন্তং নৈভূত্যং বিনয়ো দমঃ ।
নকুলেহপ্রাতিরূপাঞ্চ শৌর্য্যঞ্চ নিয়তানি যট্ ॥ ৬

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

[সঞ্জয়কর্তৃক অভিমন্ত্যর প্রশংসা এবং জ্ঞোণাচার্য্যের দ্বারা চক্রবাহ নিৰ্মাণ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণসহ পঞ্চ পাণ্ডব দেবগণের পক্ষেও দুৰ্জয় । তাঁহারা রণাঙ্গণে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কৰ্ম্মকারী ছিলেন । ইহাদের কৰ্ম্মসকলের দ্বারাই ইহাদের পরিশ্রম অভিযান্ত্রিক হয় ॥ ১

সত্ত্বগুণ, কৰ্ম্ম, কুল, বৃদ্ধি, কীর্তি, যশ ও শ্রীর দ্বারা যুধিষ্ঠিরের তুল্য অজ্ঞ কোন দ্বিতীয় পুরুষ হইবে না এবং ভবিষ্যতেও হইবে না ॥ ২

সত্যপর্যাপরাধ ও জিতেন্দ্রিয় এই রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণপূজাদি বহু সদৃশসমূহের সৰ্ব্বদা স্বৰ্গ-লাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন ॥ ৩

রাজন্ ! প্রলয়কালে যমরাজ, পরাক্রমশালী পরশুরাম ও রথ উপবিষ্ট ভীমসেন—ইহারা তিনজনেই সমান বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ॥ ৪

রণাঙ্গণে প্রতিজ্ঞাপূৰ্ণক কৰ্ম্ম করিতে নিপুণ, গাণ্ডীবধারী কুন্তি-কুমার অৰ্জুনের পক্ষে যোগ্য উপমা আমি এ জগতে দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৫

ঋতগাণ্ডীৰ্য্যমাদুৰ্য্যাসত্যরূপপরাক্রমৈঃ ।

সদৃশো দেবয়োবীরঃ সহদেবঃ কিলান্ত্রিনোঃ ॥ ৭

যে চ কৃষ্ণে গুণাঃ স্বীতাঃ পাণ্ডবেষু চ যে গুণাঃ ।

অভিমন্তৌ কিলৈকস্থা দৃশ্যন্তে গুণসঞ্চয়াঃ ॥ ৮

যুধিষ্ঠিরস্য বীৰ্য্যেণ কৃষ্ণস্য চরিতেন চ ।

কৰ্ম্মভিৰ্ভীমসেনস্য সদৃশো ভীমকৰ্মণঃ ॥ ৯

ধনঞ্জয়স্য রূপেণ বিক্রমেণ ঋতেন চ ।

বিনয়াং সহদেবস্য সদৃশো নকুলস্য চ ॥ ১০

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

অভিমন্ত্যমহং স্মৃত সৌভদ্রমপরাজিতম্ ।

জ্যোতুমিচ্ছামি কার্ণশ্রোনে কথমাযোধনে হতঃ ॥ ১১

সঞ্জয় উবাচ ।

স্থিরো ভব মহারাজ শোকং ধারয় দুর্ধরম্ ।

মহাস্তং বহুনাশং তে কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ১২

জ্যোষ্ঠ ভ্রাতার উপর অত্যন্ত ভক্তিমান, নিজের পরাক্রম প্রকাশ না করা, বিনয়, ইঞ্জিয়সংযম, অতুলনীয় রূপ ও শৌর্য—এই ছয়টি গুণ নকুলে নিশ্চিতরূপে বিद्यমান আছে ॥ ৬

বেদাধ্যয়ন, গাণ্ডীৰ্য্য, মধুরতা, সত্য, রূপ ও পরাক্রমের দৃষ্টিতে বীর সহদেব সৰ্ব্বথা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের তুল্য—এই কথা সৰ্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে সমস্ত ভাস্বর গুণাবলি আছে এবং পাণ্ডব-গণের মধ্যে যেসব গুণাবলি আছে, সেই সমস্ত গুণসমূহায়ই একাকী অভিমন্ত্যর মধ্যে নিশ্চিতরূপে দেখা যায় ॥ ৮

যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম, শ্রীকৃষ্ণের উত্তম চরিত্র এবং ভয়ঙ্কর কৰ্ম্মকারী ভীমসেনের বীরোচিত কৰ্ম্মসমূহের তুল্য অভিমন্ত্যর পরাক্রম, চরিত্র ও কৰ্ম্ম ॥ ৯

তিনি রূপ, পরাক্রম ও শাস্ত্রজ্ঞানে অৰ্জুনের সমান এবং বিনয়ে নকুল ও সহদেবের তুল্য ছিলেন ॥ ১০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—স্মৃত ! আমি অপরাজিত বীর সূভদ্রা-কুমার অভিমন্ত্যর সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনিতে অভিলাষী হইরাছি । যুদ্ধে সে কিরূপে নিহত হইল ? ১১

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! আপনি স্থির হউন এবং ধারণ করা কঠিন হইলেও সেই শোককে আপনি স্বদয়ে ধারণ

চক্রবাহো মহারাজ আচার্য্যোণাভিকল্পিতঃ ।

তত্র শক্রোপমাঃ সৰ্বে রাজানো বিনিবেশিতাঃ ॥ ১৩

অরাস্থানেষু বিজ্ঞাতাঃ কুমারাঃ সূর্য্যবচসঃ ।

সজ্জাতো রানপুত্রাণাং সৰ্বেষামভবৎ তদা ॥ ১৪

কৃতান্তিসময়াঃ সৰ্বে স্ববর্ণবিকৃতধ্বজাঃ ।

রক্তাস্বরধরাঃ সৰ্বে সৰ্বে রক্তবিভূষণাঃ ॥ ১৫

সৰ্বে রক্তপতাকাশ্চ সৰ্বে নৈ হেমমালিনাঃ ।

চন্দনাগুরুদিক্কাঙ্গাঃ শ্রিণিঃ সূক্ষ্মবাসসঃ ॥ ১৬

সহিতাঃ পৰ্য্যাবাস্তু কাঞ্চিৎ প্রীতি যুগুৎসবঃ ।

তেষাং দশ সহস্রাণি বহুবৃদ্‌ঽধ্বিনাম্ ॥ ১৭

পৌত্রং তব পুরস্কৃত্য লক্ষণং প্রিয়দর্শনম্ ।

অশ্রোত্ৰসমহুঃখাস্তে অশ্রোত্ৰসমসাহসাঃ ॥ ১৮

অশ্রোত্ৰাং স্পর্ধমানাশ্চ অশ্রোত্ৰাশ্চ হিতে রতাঃ ।

দুর্য্যোধনস্ত রাজেন্দ্র সৈন্যমধ্যে ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৯

করুন। আমি আপনার নিকট বন্ধু-বান্ধবগণের সামগ্রিক
বিনাশের কথা বর্ণনা করিব, শ্রবণ করুন ॥ ১২

রাজন! আচার্য্য জ্ঞোণ যে চক্রবাহু নির্মাণ করিয়াছিলেন,
তাছাড়া ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী সমস্ত রাজগণকে সন্নিবেশিত করা
হইয়াছিল ॥ ১৩

ইহার অরাস্থানসমূহে সূর্য্যসদৃশ ভেজবী রাজকুমারগণ
দণ্ডায়মান ছিলেন। সেই সময় সেখানে সমস্ত রাজকুমারগণের
একটি সমবায় উৎসব হইয়াছিল ॥ ১৪

ইহারা সকলেই প্রাণ থাকিতে যুদ্ধ ত্যাগ না করিবার
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইহাদের সকলের ধ্বজ স্ববর্ণনির্মিত
ছিল। ইহারা সকলেই রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন এবং
রক্তবর্ণ ভূষণসমূহ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫

সকলের রথের উপর রক্তবর্ণের পতাকা উড়িতেছিল।
সকলে অর্ণের মালা ধারণ করিয়াছিলেন; সকলের শরীরে চন্দন
ও অগুরু লেপন করা হইয়াছিল এবং পুষ্পমালা শোভিত
ইহারা সকলেই সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন ॥ ১৬

এই সকল রাজপুত্র যুদ্ধের জন্ত উৎসুক হইয়া অর্জুননন্দন
অভিমম্বার দিকে ধাবিত হইলেন। সূদৃঢ়-ধনুধারণকারী এই
বীরগণের সংখ্যা ছিল দশ হাজার ॥ ১৭

ইহারা আপনাদের প্রিয়দর্শন পৌত্র লক্ষণকে অগ্রে করিয়া
ধাবিত হইলেন। ইহারা সকলে পরস্পরের দুঃখ সমভাবে

কর্ণ-দুঃশাসন-কূপৈর্বতো রাজা মহারথৈঃ ।

দেবরাজোপমঃ শ্রীমান্ শ্বেতচ্ছত্রাভিসংযুতঃ ॥ ২০

চামরবাজনক্ষেপৈরুদয়দ্রব ভাস্করঃ ।

প্রমুখে তস্ত সৈন্যস্ত জ্ঞোণোহবস্থিতনায়কঃ ॥ ২১

সিন্ধুরাজস্তথাতিষ্ঠচ্ছীমান্ মেরুরিবাচলঃ ।

সিন্ধুরাজস্ত পার্শ্বস্তা অশ্বখামপুরোগমাঃ ॥ ২২

সুতাস্তব মহারাজ ত্রিংশৎত্রিংশসন্নিভাঃ ।

গান্ধাররাজঃ কিতবঃ শল্যো ভূরিশ্রবাস্তথা ॥ ২৩

পার্শ্বতঃ সিন্ধুরাজস্ত বারাজস্ত মহারথাঃ ।

ততঃ প্রববতে যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥ ২৪

তাবকানাং পরেবাঞ্চ মৃত্যুং কৃতা নিবর্তনম্ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং

জ্ঞোণপর্বণি অভিমম্ব্যবধপর্বণি চক্রবাহুনির্মাণে

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪

বুঝিতেন এবং সকলেই সমান সাহসী ছিলেন ॥ ১৮

ইহারা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্ধা করিতে ও পরস্পর
পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর ছিলেন। রাজেন্দ্র! রাজা
দুর্য্যোধন সৈন্তের মধ্যভাগে বিরাজমান ছিলেন ॥ ১৯

তাঁহার উপর শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করা হইয়াছিল। তিনি কর্ণ,
দুঃশাসন ও রূপাচার্য্য প্রভৃতি মহারথী বীরগণে পরিবৃত্ত হইয়া
দেবরাজ ইন্দ্রের স্তায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ২০

ইহার উভয় দিকে চামরবাজন করা হইতেছিল। তখন
তিনি উদয়কালীন সূর্য্যতুল্য শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই
সৈন্তবাহিনীর অগ্রভাগে জ্ঞোণাচার্য্য দণ্ডায়মান ছিলেন ॥ ২১

সেই স্থানে সিন্ধুরাজ শ্রীমান্ জয়দ্রথও মেরু পর্বতের স্তায়
অবস্থান করিতেছিলেন। ইহার পার্শ্বভাগে অশ্বখামাদি মহা-
রথীরা বিজমান ছিলেন ॥ ২২

মহারাজ! দেবতুল্যশোভিত আপনাদের ত্রিশ জন পুত্র,
পাশাথেলায় নিপুণ গান্ধাররাজ শকুনি, শল্য এবং ভূরিশ্রবা—
এই সব মহারথী বীরবৃন্দ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের পার্শ্বভাগে সশোভিত
ছিলেন।

তদনন্তর “মরণের পরই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইব” এরূপ নিশ্চয়
করিয়া আপনাদের ও শক্রপক্ষের ঋণাকারের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর
যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা সকলেরই রোমাঞ্চকর ছিল ॥ ২৩-২৫

শ্রীমদ্বহির্বিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জ্ঞোণপর্বাকর্গত অভিমম্ব্যবধপর্বের চক্রবাহু-নির্মাণবিষয়ক চতুর্বিংশ
অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

[যুধিষ্ঠিরাভিমম্যাসংবাদঃ, বাহভেদায়াভিমম্যোঃ প্রতিজ্ঞা চ]

সঞ্জয় উবাচ ।

তদনীকমনাধুয়াং ভারদ্বাজেন রক্ষিতম্ ।
পার্থাঃ সমভ্যবর্তন্ত ভীমসেনপুরোগমাঃ ॥ ১
সাত্যকিশ্চেতিকিতানশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পাণ্ডতঃ ।
কুন্তিভোজশ্চ বিক্রান্তো দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ।
আজুনিঃ ক্ষত্রধর্মো চ বৃহৎক্ষত্রশ্চ বীর্ষ্যবান্ ।
চেদিপো ধৃষ্টকেতুশ্চ মাজীপুত্রো ঘটোৎকচঃ ৩
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ ।
উত্তমোজাশ্চ দুর্ধ্বো বিরাটশ্চ মহারথঃ ॥ ৪
দ্রৌপদেয়াশ্চ সংরক্ষাঃ শৈশুপালিশ্চ বীর্ষ্যবান্ ।
কেকয়াশ্চ মহাবীর্ষ্যাঃ সৃঞ্জয়াশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৫
এতে চাশ্বে চ সগণাঃ কৃতান্ত্রা যুদ্ধদুর্মদাঃ ।
সমভ্যাবান্ সহসা ভারদ্বাজং যুযুৎসবঃ ॥ ৬
সমীপে বর্তমানাস্তান্ ভারদ্বাজোহতিবীর্ষ্যবান্ ।

অসম্ভ্রান্তঃ শরৌঘেণ মহতা সমবারয়ৎ ॥ ৭
মহৌঘঃ সলিলশ্চেব গিরিমাশান্ত ছভিদ্ম ।
দ্রোণং তে নাভ্যবর্তন্ত বেলামিব জলাশয়াঃ ॥ ৮
পীড়্যমানাঃ শরৈরাজান্ দ্রোণচাপবিনিঃসৃতৈঃ ।
ন শেকুঃ প্রমুখে স্থাতুং ভারদ্বাজস্য পাণ্ডবাঃ ॥ ৯
তদন্তুতমপশ্যাম দ্রোণস্য ভূজয়োর্বলম্ ।
যদেনং নাভ্যবর্তন্ত পাঞ্চালাঃ সৃঞ্জয়ৈঃ সহ ॥ ১০
তমায়াস্তমভিক্রুদ্ধং দ্রোণং দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরঃ ।
বহুধা চিন্তয়ামাস দ্রোণস্য প্রতিবারণম্ ॥ ১১
অশক্যং তু তমশ্চেন দ্রোণং মহা যুধিষ্ঠিরঃ ।
অবিষহ্য গুরুং ভারং সৌভদ্রং সমবাসৃজৎ ॥ ১২
বাসুদেবাদনবরং ফাল্গুনাক্ষামিতৌজসম্ ।
অত্রবীৎ পরবীরশ্চমভিমম্যামিদং বচঃ ॥ ১৩

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

[যুধিষ্ঠির ও অভিমম্যার পরস্পর আলোচনা এবং বাহভেদ করিবার জন্য অভিমম্যার প্রতিজ্ঞা ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন! দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক সুরক্ষিত এই দুর্ধ্ব সৈন্যগাভিনীকে ভীমসেন প্রভৃতি কুন্তীপুত্রগণ সম্মুখসমরে আক্রমণ করিলেন ॥ ১

সাত্যকি, চেকিতান, দ্রুপদকুমার ধৃষ্টহায়া, পরাক্রমশালী কুন্তিভোজ, মহারথী দ্রুপদ, অভিমম্য, ক্ষত্রধর্ম্মা, শক্তিশালী বৃহৎক্ষত্র, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু, মাজীপুত্র নকুল-সহদেব, ঘটোৎকচ, পরাক্রমশালী যুধামন্যু, অপরাজিত বীর শিখণ্ডী, দুর্ধ্ব বীর উত্তমোজা, মহারথী বিরাট, ক্রুদ্ধ দ্রৌপদীপুত্রগণ, বলবান্ শিশুপালপুত্র, মহাপরাক্রমশালী কেকয়রাজকুমারগণ এবং সহস্র সহস্র সৃঞ্জয়বংশীয় ক্ষত্রিয়বর্গ—ইহারা ও অন্যান্য অজ্ঞবিভাগ্য পারদর্শী এবং রণদুর্ম্মদ বহুসংখ্যক বীরগণ নিজ দলবলের সহিত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইহারা সকলে যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া সহসা দ্রোণাচার্য্যের উপর খাবিত হইলেন ॥ ২-৬

ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য অতিশয় পরাক্রমী ছিলেন, স্ততরাং শত্রুগণের এই আক্রমণে তিনি অল্পও বিচ্যস্ত হইলেন না। তিনি নিকটে আগত পাণ্ডবসৈন্যদিগকে প্রভূত বাণগম্ভীর বর্ষণ

করত আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭

যেদ্রুপ দুর্ভেদ্য পরাক্রমের নিকট উপস্থিত হইয়া জলের প্রবল প্রবাহ অবরুদ্ধ হইয়া যায় এবং সমুদ্র যেদ্রুপ নিজের তীরভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ পাণ্ডবসৈন্যরা দ্রোণাচার্য্যের অতিশয় নিকটে উপস্থিত হইতে পারিলেন না ॥ ৮

রাজন! দ্রোণাচার্য্যের ধর্ম্ম হইতে নিকিষ্ট বাণগম্ভীরে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পাণ্ডব-বীরগণ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৯

সেই সময় আমরা দ্রোণাচার্য্যের বাহুঘের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তখন তাঁহার বাহবল অতিক্রম করিয়া সৃঞ্জয়সহ সমস্ত পাঞ্চালবীরগণ তাঁহার সম্মুখে থাকিতেই পারিলেন না ॥ ১০

অতিশয় ক্রুদ্ধ দ্রোণাচার্য্যকে আসিতে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে রুদ্ধ করিবার উপায় সন্ধে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১১

সেই সময় দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখীন হওয়া অপরের পক্ষে অসম্ভব জানিয়া যুধিষ্ঠির এই দুঃসহ ও গুরুভায় স্বভ্রাতাকুমার অভিমম্যার উপর আর্পণ করিলেন ॥ ১২

অমিততেজস্বী অভিমম্য বহুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন

এত্য় নো নাজুনো গর্হেদ্ যথা তাত তথা কুরু ।
 চক্রবাহস্য ন বয়ং বিদ্যো ভেদং কথঞ্চন ॥ ১৪
 ঞ্ং বাজুনো বা কৃষ্ণো বা ভিন্দ্যাৎ প্রহ্মায় এব বা ।
 চক্রবাহং মহাবাহো পঞ্চমো নোপপত্ততে ॥ ১৫
 অভিমন্ত্যো বরং তাত যাচতাং দাতুমর্হসি ।
 পিতৃণাং মাতুলানাঞ্চ সৈন্তানাং চৈব সর্বশঃ ॥ ১৬
 ধনঞ্জয়ো হি নস্তাত গর্হয়েদেত্য সংযুগাৎ ।
 ক্ষিপ্রমগ্নং সমাদায় জোণানীকং বিশাতয় ॥ ১৭

অভিমন্ত্যুরুবাচ ।

জোণস্য দৃঢ়মত্যাগ্রমনীকশ্রবরং যুধি ।
 পিতৃণাং জয়মাকাজক্ষ্মবগাহেহবিলম্বিতম্ ॥ ১৮
 উপদিষ্টো হি মে পিত্রা যোগোহনৌকবিশাতনে ।
 নোৎসহে হি বিনির্গন্তমহং কস্যাঞ্চিদাপদি ॥ ১৯

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভিক্ষানীকং যুধাং শ্রেষ্ঠ দ্বারং সজ্জনয়স্ব নঃ ।

অপেক্ষা কোন অংশেই নূন (কম) ছিলেন না । তিনি শক্র-
 বীরগণকে সংহার করিতে সমর্থ ছিলেন, তাই যুধিষ্ঠির তাঁহাকে
 এই কথা বলিলেন ॥ ১৩

বৎস! সংশ্লগণের সহিত যুদ্ধ করিবার পর কিরিয়া
 আসিয়া অর্জুন বাহাতে আমাদের নিন্দা না করে (অর্থাৎ
 আমাদের সকলকে অসমর্থ না বলিতে পারে), সেইরূপ কাঁথ্য
 কর । আমরা ত' কেহই কোনরূপে চক্রবাহ ভেদ করিবার
 প্রক্রিয়া জানি না ॥ ১৪

মহাবাহো! তুমি, অর্জুন, কৃষ্ণ ও প্রহ্লায়—এই চারজনেই
 চক্রবাহ ভেদ করিতে সমর্থ । পঞ্চম কোন যোদ্ধাই ইহাকে ভেদ
 করিতে জানে না ॥ ১৫

বৎস অভিমন্ত্য! তোমার পিতা ও মামার পক্ষের সমস্ত
 যোদ্ধারা এবং এই সকল সৈন্তরা তোমার নিকট প্রার্থনা
 করিতেছে । তুমিই ইহাদের বরদান করিবার যোগ্য ॥ ১৬

বৎস! যদি আমরা জয়লাভ না করি, তবে যুদ্ধ হইতে
 কিরিয়া আসিয়া অর্জুন আমাদের নিন্দা করিবে, অতএব তুমি
 শীঘ্রই অস্ত্রধারণ করত জোণাচার্যের সৈন্তদিগকে বিনাশ কর ॥ ১৭

অভিমন্ত্য বলিলেন,—রাজন্! আমি আমার পিতৃবর্গের অ-
 লাভের আশা রাখিয়া রণাঙ্গনে জোণাচার্যের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর,
 হৃদুৎ এবং শ্রেষ্ঠ সৈন্তদের মধ্যে সন্মুখই প্রবেশ করিব ॥ ১৮

পিতৃদেব আমাকে চক্রবাহ ভেদ করিবার বিধি বলিয়াছেন,

বয়ং স্বানুগমিষ্ঠ্যামো যেন ত্বং তাত যাস্যসি ॥ ২০

ধনঞ্জয়সমং যুদ্ধে ত্বাং বয়ং তাত সংযুগে ।

প্রণিধায়ানুযাস্ত্যামো রক্ষন্তঃ সর্বতোমুখাঃ ॥ ২১

ভীম উবাচ ।

অহং স্বানুগমিষ্ঠ্যামি ধৃষ্টদ্যাম্নোহং সাত্যকিঃ ।

পাঞ্চালাঃ কেকয়া মৎস্যাস্তথা সর্বে প্রভদ্রকাঃ ॥ ২২

সকৃদ্ ভিন্নং ত্বয়া বাহুং তত্র তত্র পুনঃ পুনঃ ।

বয়ং প্রধ্বংসয়িষ্ঠ্যামো নিম্নমানা বরান্ বরান্ ॥ ২৩

অভিমন্ত্যুরুবাচ ।

অহমেতৎ প্রবক্ষ্যামি জোণানীকং হুরাসদম্ ।

পত্তঙ্গ ইব সংক্রুদ্ধো জলিতং জাতবেদসম্ ॥ ২৪

তৎ কৰ্ম্মাত্ম করিষ্ঠ্যামি হিতং যদ্ বংশয়োদ্বয়োঃ ।

মাতুলস্ত চ যৎ প্রীতিং করিষ্ঠ্যতি পিতৃশ্চ মে ॥ ২৫

কিছু কোনরূপে বিপর্যয় হইয়া পড়িলে আমি সেই বাহু হইতে
 বাহির হইয়া আসিতে পারিব না ॥ ২০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর! তুমি
 বাহুকে ভেদ কর এবং আমাদের অস্ত্র দ্বার প্রশস্ত করিয়া দাও ।
 তাত! তারপর তুমি যে পথ দিয়া বাইবে, আমরা সকলে
 সেই পথ দিয়াই তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব ।

বৎস! আমরা রণাঙ্গনে তোমাকে অর্জুনের তুল্য বলিয়াই
 মনে করি । আমরা সকলে আমাদের চিন্তা তোমার উপরেই
 রাখিয়া সর্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করিতে করিতে তোমার
 পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব ॥ ২০-২১

ভীম বলিলেন,—পুত্র! আমি তোমার সহিত গমন করিব ।
 ধৃষ্টদ্যাম, সাত্যকি, পাঞ্চালদেশীয় যোদ্ধারা, কেকয়রাজকুমারগণ,
 মৎস্যদেশের সৈন্তসকল এবং প্রভদ্রকগণও তোমারই অনুসরণ
 করিবেন ॥ ২২

তুমি যেখানে যেখানে বাহুকে একবার ভেদ করিবে, সেখানে
 সেখানে আমরা মুখ্য মুখ্য যোদ্ধাগণকে বধ করিয়া সেই বাহুকে
 বারংবার নষ্ট করিতে থাকিব ॥ ২৩

অভিমন্ত্য বলিলেন,—বেরূপ পত্তঙ্গ প্রজলিত অগ্নির উপর
 পতিত হয়, সেইরূপ আমিও ক্রুদ্ধ হইয়া জোণাচার্যের দুর্গম সৈন্ত-
 বাহুদ্বয়ে প্রবেশ করিব ॥ ২৪

আমি আমি একদা পরাক্রম প্রকাশ করিব, বাহা পিতা ও

শিশুনৈকেন সংগ্রামে কাল্যমানানি সজ্জনঃ ।

জ্যাক্তিস্তি সর্বভূতানি দ্বিমংসৈস্তানি বৈ ময়া ॥ ২৬

নাহং পার্থেন জাতঃ স্ম্যং ন চ জাতঃ স্তুভজয়া ।

যদি মে সংযুগে কশ্চিৎজীবিতো নাষ্ট মুচ্যতে ॥ ২৭

যদি চৈকরথেনাহং সমগ্রং ক্ষতমণ্ডলম্ ।

ন করোম্যষ্টধা যুদ্ধে ন ভবাম্যর্জুনাত্মজঃ ॥ ২৮

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

এবং তে ভাষমাণস্ত্ব বলং সৌভজ্য বধতাম্ ।

যং সমুৎসহসে ভেদুং জ্যোণানীকং তুরাসদম্ ॥ ২৯

মাতা উভয়েরই বংশের পক্ষে হিতকর হইবে এবং মায়া শ্রীকৃষ্ণ এবং পিতা অর্জুন এই দুইজনকেই প্রসন্ন করিবে ॥ ২৫

যদিও আমি এখন বালক, তথাপি আজ সমস্ত প্রাণী দেখিবে যে, আমি একাকীই যুদ্ধে দলে দলে শত্রুগণকে সংহার করিতে থাকিব ॥ ২৬

যদি আজ আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া কোনও সৈন্ত জীবিত থাকিয়া যায়, তবে আমি অর্জুনের পুত্রই নই এবং স্তম্ভভ্রানবীর উদর হইতে জন্মগ্রহণ করি নাই ॥ ২৭

যদি আমি একমাত্র রথের সহায়তায় সমস্ত কত্রিগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া না ফেলি, তবে আমি অর্জুনের পুত্রই নই ॥ ২৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—স্তম্ভভ্রানন্দন! এক্ষণ শুভ্রস্বী বাক্য

শ্রীমদ্ভগবৎ বেদবাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জ্যোপর্কাস্ত্যায়ঃ অষ্টমোহধ্যায়ঃ
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অন্ত্যায়ঃ সমাপ্ত ।

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

[অভিমন্ত্যোরুৎসাহস্তেন চতুরঙ্গসেনায়া বধশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ ।

সৌভজ্যস্তদ বচঃ শ্রুত্বা ধর্মরাজস্ত ধীমতঃ ।

অচোদয়ত যন্তারং জ্যোণানীকায় ভারত ॥ ১

তেন সংচোত্তমানস্ত্ব যাহি যাহীতি সারথিঃ ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

[অভিমন্ত্যর উৎসাহ এবং তাঁহার দ্বারা কৌরবগণের চতুরঙ্গী সৈন্তসংহার ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত! বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠিরের পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া স্তম্ভভ্রাকুমার অভিমন্ত্য নিজের সারথিকে জ্যোণাচাধ্যের দিকে বাহিতে আদেশ করিলেন ॥ ১

রক্ষিতং পুরুষব্যাত্মর্মহেঘাসৈর্মহাবলৈঃ ।

সাধ্য-রুদ্র-মরুতু লৈর্ব্যস্ম্যাদিত্যবিক্রমৈঃ ॥ ৩০

সঞ্জয় উবাচ ।

তস্ত তদ বচনং শ্রুত্বা স যন্তারমচোদয়ৎ ।

সুমিত্রাশ্বান্ রণে ক্ষিপ্তং জ্যোণানীকায় চোদয় ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

জ্যোপর্কবর্গি সংশ্লুকবধপর্কবর্গি অভিমন্ত্যপ্রতিজ্ঞায়াং

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

বলিতে বলিতে তোমার বল নিরন্তর বৃদ্ধি হউক, কারণ, একমাত্র তুমিই জ্যোণাচাধ্যের দুর্গম সৈন্তমধ্যে প্রবেশ করিবার উৎসাহ রাখ ॥ ২৯

জ্যোণাচাধ্যের এই সৈন্তগণ তাদৃশ মহাবলশালী মহাধনুর্ধর পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণকর্তৃক সুরক্ষিত, যাহারা সাধা, রুদ্র ও মরুৎগণ তুল্য বলবান এবং বহু, অগ্নি ও সূর্য্যাদৃশ পরাক্রমশালী ॥ ৩০

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমন্ত্য নিজের সারথিকে এই আদেশ করিলেন—সুমিত্র! তুমি অতি সত্বর অশ্বগণকে জ্যোণাচাধ্যের সৈন্তগণের দিকে চালনা কর ॥ ৩১

প্রত্যুবাচ ততো রাজন্যভিমন্ত্যমিদং বচ ॥ ২

অতিভারোহয়মায়ুয়ম্নাহিতজুয়ি পাণ্ডবৈঃ ।

সম্প্রধাধ্য কণং বুদ্ধ্যা ততস্বং যোদ্ধুমহিসি ॥ ৩

রাজন! 'চল, চল' এই কথা বলিয়া অভিমন্ত্য বারংবার প্রেরিত করিতে থাকিলে সারথি সুমিত্র তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২

আয়ুয়ন! পাণ্ডবগণ আপনার উপর এই গুরু দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। প্রথমে আপনি কণকাল অবস্থান করত বুদ্ধি অল্পসারে আপনার কর্তব্য স্থির করিয়া লউন। তাহার পর যুদ্ধ করুন ॥ ৩

আচার্য্যো হি কৃতী জ্ঞোণঃ পরমান্নে কৃতজ্ঞমঃ ।

অত্যন্তশুখসংবুদ্ধস্তং চাযুক্তবিশারদঃ ॥ ৪

ততোহভিমম্ব্যঃ প্রহসন্ সারথিং বাক্যমব্রবীৎ ।

সারথে কো যুয়ং জ্ঞোণঃ সমগ্রং ক্ষত্রেমেব বা ॥ ৫

ঐরাবতগতং শত্রুং সহামরগণৈরহম্ ।

অথবা রুদ্রমীশানাং সর্বভূতগণাচিতম্ ।

যোধয়েয়ং রণমুখে ন মে ক্ষত্রেহুত্ব বিন্ময়ঃ ॥ ৬

ন মমৈতদ্ দ্বিষৎসৈন্ত্যং কলামহতি যোড়শীম্ ।

অপি বিশ্বজিতং বিষ্ণুং মাতুলং প্রাপ্য সূতজ ॥ ৭

পিওরং চার্জুনং যুদ্ধে ন ভীৰ্ম্যমুপযাস্ততি ।

অভিমম্ব্যশ্চ তাং বাচং কদৰ্শীকৃত্য সারথেঃ ॥ ৮

যাহীতোবাব্রবীদেনং জ্ঞোণানীকায় মা চিরম্ ।

ততঃ সংনোদয়ামাস হয়ানাশু ত্রিহায়নান্ ॥ ৯

নাতিদ্রষ্টমনাঃ সূতো হেমভাণ্ডপরিচ্ছদান্ ।

জ্ঞোণাচার্য্য অত্রবিজ্ঞায় বিশেষজ্ঞ এবং উত্তম অস্ত্রসকলের অভ্যাসের জ্ঞাত্তি তিনি অতিশয় পরিশ্রমও করিয়াছেন। এদিকে আপনি অতিশয় সুখে প্রিয়জনের দ্বারা পরিবৰ্দ্ধিত হইয়াছেন। যুদ্ধবিজ্ঞায় আপনি তাঁহার জ্ঞায় বিজ্ঞ নন ॥ ৪

তখন অভিমম্ব্য হাসিতে হাসিতে সারথিকে এই কথা বলিলেন,—সারথে! এই জ্ঞোণাচার্য্য বা এই সব ক্ষত্রিয়মণ্ডলের কথা আর কি বলিব, আমি ত' ঐরাবত হস্তীতে আরুঢ় সমস্ত দেবগণের সহিত ইচ্ছা কিংবা সকল প্রাণিগণের দ্বারা পূজিত ও সকলের ঈশ্বর কৃত্তদেবের সহিতও সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ; অতএব বর্তমানে এই সব ক্ষত্রিয়বর্গের সহিত যুদ্ধ করাকে আমার আজ কোন বিন্ময়ই হইতেছে না ॥ ৫-৬

শত্রুগণের এই সৈন্তবাহিনী আমার যোল ভাগের একভাগও হইবে না। সূতপুত্র! বিশ্ববিজয়ী বিষ্ণুরূপ মামা শ্রীকৃষ্ণ এবং পিতা অর্জুনও যদি বিপক্করূপে আমার সম্মুখে আসেন, তথাপি আমার ভয় হইবে না ॥ ৭

অভিমম্ব্য সারথির পূর্বোক্ত বাক্য অবহেলা করিয়া তাহাকে বলিলেন—তুমি শীঘ্র জ্ঞোণাচার্য্যের সৈন্তদের দিকে চল ॥ ৮

তখন সারথি স্ববর্ণময় ভূষণে বিভূষিত ও তিন বৎসর বয়স্ক অশ্বদ্বিগকে শীঘ্র চালাইয়া দিল। সেই সময় তাহার মন অধিক প্রসন্ন ছিল না ॥ ৯

রাজন্! সারথি হুমিত্ত কর্তৃক জ্ঞোণাচার্য্যের সৈন্তের দিকে প্রেরিত হইয়া মহাবেগশালী ও পরাক্রমী অশ্বগণ জ্ঞোণাচার্য্যের

তে প্রেষিতাঃ সুমিত্রেণ জ্ঞোণানীকায় বাজিনঃ ॥ ১০

জ্ঞোণমভ্যব্রবন্ রাজন্ মহাবেগপরাক্রমম্ ।

তমুদীক্ষ্য তথ্যাস্ত্যং সৰ্বে জ্ঞোণপুরোগমাঃ ॥

অভ্যবর্তন্ত কৌরব্যাঃ পাণ্ডবাশ্চ তমম্বয়ঃ ॥ ১১

স কর্ণিকারপ্রবরোচ্ছিতধ্বজঃ

স্ববর্ণবর্মাজুনিরজুনাৎ বরঃ ।

যুযুংসয়া জ্ঞোণমুখান্ মহারথান্

সমাসদং সিংহশিশুর্যথা দ্বিপান্ ॥ ১২

তে বিংশতিপদে যন্তাঃ সম্প্রহারং প্রচক্রিরে ।

আসীদ্ গাজ ইবাবর্তো মুহূর্তমুদধাবিব ॥ ১৩

শুরাণাং যুধ্যমানানাং নিরুতামিতরেতরম্ ।

সংগ্রামস্তমুলো রাজন্ প্রাবর্তত সুদারুণঃ ॥ ১৪

প্রবর্তমানে সংগ্রামে তন্নিরুতিভয়ঙ্করে ।

জ্ঞোণস্ত মিমতো বাহুং ভিত্তা প্রাবিশদার্জুনিঃ ॥ ১৫

দিকে দোড়াইয়া বাইতে লাগিল ॥ ১০

অভিমম্ব্যকে এইভাবে আসিতে দেখিয়া জ্ঞোণাচার্য্য প্রভৃতি কৌরব-বীরগণ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং পাণ্ডব-বোদ্ধারা তাঁহার অহসরণ করিয়া চলিলেন ॥ ১১

অভিমম্ব্যর উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ ধ্বজ কর্ণিকার-বৃক্ষচিহ্নে স্তম্ভোভিত ছিল। তিনি স্ববর্ণনির্মিত কবচধারণ করিয়াছিলেন। এই অর্জুননন্দন অভিমম্ব্য নিজের পিতা অর্জুন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। বৈরূপ সিংহশাবক হস্তীদের উপর আক্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ অভিমম্ব্যও যুদ্ধের ইচ্ছায় জ্ঞোণাদি মহারথী বীরগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১২

অভিমম্ব্য বিশ পদ মাত্র অগ্রসর হইলেই যুদ্ধ করিতে উজ্জত জ্ঞোণাচার্য্যাদি বোদ্ধারা তাঁহার উপর অস্ত্রপ্রহার আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই সময় এই সৈন্তগণ মধ্যে অভিমম্ব্য প্রবেশ করিতে বাইলে মুহূর্তকালেই সৈন্তদের মধ্যে সেইরূপ সঙ্ঘর্ষ বাধিয়া বাইল, বৈরূপ সমুজের সহিত গজার আবর্জ্যযুক্ত (ঘোলা) জলরাশির সজ্জাত হইয়া থাকে ॥ ১৩

রাজন্! যুদ্ধে তৎপর থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের উপর প্রাণঘাতী প্রহার করিতে করিতে সেই বীরগণের মধ্যে অত্যন্ত নিদারুণ ও ভয়ঙ্কর সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইয়া বাইল ॥ ১৪

যখন এই অতিশয় ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন জ্ঞোণাচার্য্যের লক্ষ্যতেই অর্জুননন্দন অভিমম্ব্য বাহু ভেদ করিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ১৫

(তদভেদমনাধুয়ং জ্যোতানীকং সুহৃজয়ম্ ।
 ভিস্বাজু'নিরসম্ভ্রাস্তো বিবেশাচিস্ত্যবিক্রমঃ ॥)
 তং প্রবিষ্টং বিনিব্রুন্ত শক্রসজ্জবান্ মহাবলম্ ।
 হস্ত্যশ্ব-রথ-পত্ত্যোঘাঃ পরিবক্রুদামুখাঃ ॥ ১৬
 নানাবাদিহ্নিনিদৈঃ ক্ষেড়িতোংক্রুষ্টগজ্জিতৈঃ ।
 হুঙ্কারৈঃ সিংহনাদৈশ্চ তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি নিঃশ্বনৈঃ ॥ ১৭
 ঘোরৈর্হলহলাশকৈর্ম্মা গাশ্চিঠৈহি মামিতি ।
 অসাবহমমুত্রৈতি প্রবদন্তো মুহুমুহুঃ ॥ ১৮
 বৃংহিতৈঃ সিজ্জিতৈর্হাসৈঃ করনেনিষ্মনৈরপি ।
 সন্মাদয়ন্তো বসুধামভিহুঙ্কুব্রাজু'নিম্ ॥ ১৯
 তেষামাপততাং বীরঃ শীজ্জযোধী মহাবলঃ ।
 ক্ষিপ্ৰাত্ত্রো শ্রবধীন্ রাজন্ মর্ম্মজ্ঞো মর্ম্মভেদিভিঃ ॥ ২০
 তে হস্ত্যমানা বিবশা নানালিঙ্গৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ ।

(অভিমত্কার পরাক্রম অচিস্তনীয় ছিল। তিনি কোনরূপ
 বিচলিত না হইয়াই অত্যন্ত দুর্জয় ও দুর্ধর্ষ সৈন্যবৃহৎ ভেদ করিয়া
 তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।)

বাহুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শক্রগণকে সংহার করিতে
 করিতে যুদ্ধরত মহাবল অভিমত্কারকে গজারোহী, অথারোহী ও
 পদাতি যোদ্ধারা অস্ত্রউত্তোলনপূর্ব্বক বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া
 চারিদিকে আবৃত করিয়া ফেলিল ॥ ১৬

নানাপ্রকার বাত্মধ্বনি, কোলাহল, চীৎকার, গর্জন, হুঙ্কার,
 সিংহনাদ, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' এরূপ শব্দ এবং হলাহল শব্দগণ 'ঘাইও
 না, দাঁড়াও, আমার নিকট এস, তোমার শত্রু আমি ত' এখানেই
 আছি' ইত্যাদি বাক্য বারংবার বলিতে বলিতে বীর সৈন্যগণ
 হস্তীদিগের চীৎকার, ঘুঙ্ঘুরের বন্ বন্ শব্দ, অট্টহাস্ত, হস্ততালি-
 শব্দ এবং চক্রসকলের ঘর্ঘর শব্দে চারিদিক্ নিনাদিত করিতে
 করিতে অর্জুনসম্মান অভিমত্কার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৭-১৯

রাজন্! মহাবলশালী বীর অভিমত্কার ক্রততীর সহিত যুদ্ধ
 করিতে নিপুণ ছিলেন, ক্ষিপ্ৰভাসহকারে অস্ত্রচালনায় দক্ষ ছিলেন
 এবং শক্রগণের মর্ম্মস্থানসকল জানিতেন। তিনি নিজের দিকে
 আগত শক্রসৈন্যদিগকে মর্ম্মভেদী বাণসমূহের দ্বারা বধ করিতে
 লাগিলেন ॥ ২০

নানাপ্রকার চিহ্নসমূহে সুশোভিত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের প্রহার
 ধাইয়া সেই বহুসংখ্যক কৌরব-বীর বিবশ হইয়া ধরাতে পতিত

অভিপেতুঃ সুবহুশঃ শলভা ইব পাবকম্ ॥ ২১
 ততস্তেষাং শরীরৈশ্চ শরীরাবয়বৈশ্চ সং ।
 সমুস্তার ক্ষিতিং ক্ষিপ্ৰং কুশৈর্বেদিমিবাধ্বরে ॥ ২২
 বক্রগোধাজুলিভ্রাণান্ সশরাসন-সায়কান্ ।
 সাসি-চর্ম্মাকুণাভীষূন্ সতোমর-পরশ্বধান্ ॥ ২৩
 সগদায়োগুড়-প্রাসান্ সপ্তি'-তোমর-পট্টিণান্ ।
 সতিন্দিপালপরিঘান্ সশক্তিবরকম্পনান্ ॥ ২৪
 সপ্রতোদ-মহাশম্মান্ সকুস্তান্ সকচগ্রহান্ ।
 সমুদগরক্ষেপণীয়ান্ সপাশ-পরিঘোপমান্ ॥ ২৫
 সকেয়ুরাঙ্গদান্ বাহূন্ হস্তগন্ধাকুলেপনান্ ।
 সংচিচ্ছেদাজু'নিমুখং তদীয়ানাং সহস্রশঃ ॥ ২৬
 তৈ ক্ষুরস্তির্মহারাজ শুশুভে ভূঃ সুলোহিতৈঃ ।
 পঞ্চাশৈঃ পন্নগৈশ্চিন্নৈর্গুরুভেদৈব মারিষ ॥ ২৭

হইতে থাকিলে তখন মনে হইতেছিল যে, পতঙ্গসকল দলে দলে
 আসিয়া যেন অগ্নিতে পতিত হইতেছে ॥ ২১

যেদ্রুপ যজ্ঞে বেদীর উপর কুশ পাতা হইয়া থাকে, সেইরূপ
 অভিমত্কারও অতিসত্ত্বর শক্রগণের শরীরসকল ও বিভিন্ন অবয়বের
 দ্বারা সম্পূর্ণ রণভূমি আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২

মহারাজ! অর্জুনকুমার অভিমত্কার আপনাদের সহস্র সহস্র
 সৈন্যদের সেই বাহুসমূহকে ক্রত ছেদন করিতে লাগিলেন, যে
 সকল বাহুর মধ্যে স্তম্ভযুক্ত চন্দন লেপন করা ছিল। বীরগণের
 এই হস্তসমূহে গোদার চর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানা বাঁধা ছিল, ধনু ও বাণ
 শোভা পাইতেছিল। কাহারও হাতে ঢাল, তরবারি, অক্ষুণ্ণ ও
 অশ্বমুখরজ্জু আছে দেখা যাইল। কাহাদেরও হাতে তোমর এবং
 পরশ ছিল, কাহারও হাতে গদা, লোহার গোলা, প্রাস, ঋষ্টি,
 তোমর, পট্টিণ, ভিম্বিপাল, পরিঘ, শ্রেষ্ঠ শক্তি, কম্পন, প্রতোদ
 (চাবুক), মহাশম্ম ও কুস্ত—এসকল অস্ত্র আছে দেখা যাইতেছিল।
 কাহাদেরও হাতে শক্রসকলের কচগ্রহ ধরা ছিল। কাহাদেরও
 হাতে মুদগর, ক্ষেপণযোগ্য আস্ত্রাস্ত্র অস্ত্রসকল, পাশ, পরিঘ এবং
 প্রস্তর-খণ্ড দেখা যাইল। বীরগণের এই সকল হস্ত কেয়ুর ও
 অঙ্গাদিভূষণসমূহে বিভূষিত ছিল ॥ ২৩-২৬

আদরীয় মহারাজ! রক্তে আশ্রুত হইয়া কম্পমান এই
 সকল হস্তে রণভূমি সেইরূপ শোভা পাইতেছিল, যেদ্রুপ গুরু-
 কর্ত্তক ছিন্ন-ভিন্ন পঞ্চমুখবিশিষ্ট সর্পগণের দেহে আচ্ছাদিত হইয়া
 বসুধা শোভা পাইয়া থাকেন ॥ ২৭

সুনাশাননকেশাঈস্তরত্রৈশ্চাকুশলৈঃ ।

সন্দষ্টোষ্ঠপুটে: ক্রোধাৎ ক্ষরন্তি: শোণিতং বহু ॥ ২৮

স চাকুশুটোক্ষৌষৈর্মণিরবিতৃষিতৈঃ ।

বিনালনলিনাকারৈদিবাকরশশিপ্রভৈঃ ॥ ২৯

হিত-প্রিয়ংবদৈ: কালে বহুভি: পুণাগন্ধিভি: ।

দ্বিষচ্ছিরোভি: পৃথিবীং স বৈ তস্তার ফাক্তনি: ॥ ৩০

গন্ধর্বনগরাকারান্ বিধিবৎ কল্পিতান্ রথান্ ।

বীষামুখান্ দ্বিত্রিবেণুন্ যুস্তদণ্ডকবন্ধুরান্ ॥ ৩১

বিজজ্বাকুবরাস্তত্র বিনেমিদশনানপি ।

বিচক্রোপস্করোপস্থান্ ভগ্নোপকরণানপি ॥ ৩২

প্রপাতিতোপস্তরণান্ হতযোধান্ সহশ্রশ: ।

শরৈর্বিণকলীকুবর্ন দিক্ষু সর্বাস্তনশ্চত ॥ ৩৩

যাতাদের স্বন্দর নাগিকা, স্বন্দর মুখ এবং স্বন্দর কেশান্ত-
ভাগের অদ্ভুত শোভা যাউতেছিল, যাতাদের কোনরূপ অজ্ঞানতের
চিহ্ন ছিল না, মনোহর কুণ্ডলসমূহ যাহারা প্রকাশিত হইতেছিল,
ক্রোধবশত: যাতাদের ওষ্ঠভাগ দাঁতের দ্বারা পিষ্ট ছিল, যাতারা
অত্যধিক রক্তধারা বহন করিতেছিল, যাতাদের উপর মনোহর
মুকুট ও পাগড়ী শোভা পাউতেছিল, যাতাদের প্রভা সূর্য্য ও চন্দ্র-
সদৃশ ছিল, যাহারা নীলরহিত প্রফুল্ল কমলের স্তায় প্রতীত
হইতেছিল, যাহারা মধো মধ্য প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিতে-
ছিল, যাতাদের সংখ্যা ছিল বহু এবং যাতারা পবিত্র গন্ধে সুবাসিত
ছিল, শত্রুগণের সেই সব মস্তকে অভিমত্যা সেখানকার রণভূমি
আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৮-৩০

এইরূপে অভিমত্যা স্বীয় বাণসমূহে শত্রুগণের গন্ধর্বনগরতুল্য
বিশাল ও বিধিপূর্ণক স্বসজ্জিত বহুসংখ্যক রথকে খণ্ড খণ্ড
কল্পিতে করিতে চারিদিকেই দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন। এই
সকল রথের প্রধান ঈষাদণ্ড নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ত্রিবেণু চূর্ণ
বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। যুস্তদণ্ডসকল উৎপাটিত হইয়াছিল।
ইহাদের বন্ধনসমূহ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই সকল রথের জজ্বা
(নিরঞ্জন) এবং কুবর (জোয়াল রাখিবার কাঠ) ভাঙিয়া
গিয়াছিল। চক্রের উপরিভাগ ও অন্ন বিধগত হইয়াছিল।
চক্র, উপকর ও বসিবার আসনসমূহ স্থানত্ৰষ্ট হইয়া গিয়াছিল।
সমস্ত সামগ্রী ও রথের অবশেষ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রথের
হত্যারী ও আবরণ ভূপাতিত হইয়াছিল এবং এই সব রথের সমস্ত
যোদ্ধাই নিহত হইয়াছিল। এইরূপ সহস্র সহস্র রথের ধ্বংস

পুনর্দ্বিপান্ দ্বিপারোহান্ বৈজয়ন্তাকুশ-ধ্বজান্ ।

তুপান্ বর্মাণ্যথো কক্ষ্যা গ্ৰৈবেয়াংস্চ সাক্ষয়ান্ ॥ ৩৪

ঘণ্টা: শুণ্ডাবিষাণাগ্রান্ ছত্রমালা: পদান্তুগান্ ।

শরৈর্নিশিতধারাগ্রৈ: শাএবাণামশাতয়ুং ॥ ৩৫

বনায়ুজান্ পর্বতীয়ান্ কাষোজানথ বাহ্লিকান্ ।

স্থিরবালধিকর্ণাকান্ জবনান্ সাধুবাহিন: ॥ ৩৬

আরুঢ়ান্ শিক্ণিতৈর্ঘোষৈ: শস্ত্রাষ্টি-প্রাসযোধিভি: ।

বিশ্বস্তচামরমুখান্ বিশ্রবিক্রপ্রকীর্কান্ ॥ ৩৭

নিরস্তজিহ্বানয়নান্ নিকীর্ণাস্ত্রযকৃদ্যনান্ ।

হতরোহাংশ্চিন্নঘর্টান্ ক্রব্যাদগণমোদকান্ ॥ ৩৮

নিকৃন্তচর্মকবচান্ শক্চন্মদ্রাস্গাণ্ডুতান্ ।

নিপাতয়ন্নবরাস্ত্রাবকান স বারোচত ॥ ৩৯

উড়িয়া গিয়াছিল ॥ ৩১-৩৩

রথসমূহকে নষ্ট করিয়া অভিমত্যা পুনরায় তীক্ষ্ণধার বাণসকলে
শত্রুগণের বহু হস্তী, গজারোহী, ইহাদের পতাকা, অক্ষুণ্ণ, ধ্বজ,
ভূগীয়, কবচ, রক্ষ, কণ্ঠভরণ, কবল, ঘণ্টা, শুণ্ড, দস্ত, ছত্র, মালা
ও পাদরক্ষকগণকেও ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪-৩৬

রাজন! আপনাব বনায়ুজ, পর্বতীয়, কাষোজ ও বাহ্লিক-
দেশীয় শ্রেষ্ঠ অশ্বগণ—যাতারা পুচ্ছ, কর্ণ ও নেত্র নিশ্চল করিয়া
ধাবিত হয়, যাহারা বেগবান্ ও আরোহীদের উত্তম কাষের
উপযোগী, যাহাদের উপর শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসের দ্বারা যুদ্ধ করিতে
সমর্থ হুশিকিত যোদ্ধারা আরোহণ করিয়া আছেন, এই সব অশ্ব
লিগকে ধরাশায়ী করিতে করিতে একাকী বীর অভিমত্যা একমাত্র
ভগবান্ বিষ্ণুর স্তায় অচিন্ত্য ও দুষ্কর কর্ম করিয়া অতিশয় শোভা
পাইতে লাগিলেন। এই সকল অশ্বের মস্তক ও গলদেশে
চামরের স্তায় বড় বড় কেশসমূহ এবং মুখমণ্ডল বাণসকলের
আঘাতে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ইহারা সকলেই তখন আহত
হইয়া পড়িয়াছিল। বহু অশ্বের মস্তক ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল।
কতক অশ্বের জিহ্বা ও নেত্র বাহির হইয়া আসিয়াছিল, অস্ত্র ও
বহু খণ্ড খণ্ড হইয়াছিল এবং সকলেরই আরোহী যোদ্ধা নিহত
হইয়াছিল। ইহাদের গলদেশের যুজ্বর বিছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।
এই সকল অশ্ব যুজ্বর অধীনস্থ হইয়া মাংসভক্ষী প্রাণিগণের
দ্বর্ষবর্জন করিতেছিল। ইহাদের চামর ও কবচ খণ্ড খণ্ড হইয়া
গিয়াছিল এবং ইহারা মল, মূত্র ও রক্তে নিমজ্জিত হইয়াছিল ॥

একো বিষ্ণুরিবাচিস্ত্য কৃষা কৰ্ম সুহৃৎকরম্ ।
 তথা নির্মথিতং তেন ত্র্যঙ্গং তব বলং মহৎ ॥ ৪০
 যথাসুরবলং ঘোরং ত্র্যঙ্গকণ মহৌজসা ।
 কৃষা কৰ্ম রণেহসহ্য পঠৈরাজুনিরাহবে ॥ ৪১
 অভিনচ পদাত্যোঘাংস্তুদীয়াণেব সৰ্বশঃ ।
 এবমেকেন তাং সেনাং সৌভজ্ঞেণ শিতৈঃ শঠৈঃ ৪২
 ভূশং বিপ্রহতাং দৃষ্ট্বা স্কন্দেনেবাস্তুরীং চমূম্ ।
 স্বদীয়াস্তব পুত্রাশ্চ বীক্ষমাণা দিশো দশ ॥ ৪৩

যে রূপ মহাতেজস্বী ত্রিলোচন ভগবান্ কৃত্তদেশ অসুরদের
 সৈন্তবাহিনীকে মথিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ অভিমত্যা রথ,
 হাতী ও অশ্ব—এই তিন অদ্যুক্ত আপনার বিশাল সৈন্তবাহিনীকে
 মথিত করিয়া ফেলিলেন ॥

এইরূপ অর্জুননন্দন অভিমত্যা রণাঙ্গনে শত্রুগণের অসহ
 পরাক্রম করিয়া আপনার পদাতি যোদ্ধাদিগকে সর্বতোভাবে
 বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥

যে রূপ কাক্তিকেয় অসুরদিগের সৈন্তবাহিনীকে নষ্ট ভ্রষ্ট করিয়া
 থাকেন, সেইরূপ একমাত্র স্তম্ভাকুমাৰ অভিমত্যা নিজের তীক্ষ্ণ-
 ধার বাণসমূহে সমস্ত কৌরব সৈন্তদিগকে সর্বপ্রকারে ছিন্ন-ভিন্ন
 করিয়া দিলেন । ইহা দেখিয়া আপনার পুত্র ও সৈন্তগণ সকলে

শ্রীমদ্রহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বাস্তর্গত অভিমত্যা বধপর্কে অভিমত্যা পরাক্রমবিষয়ক
 ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অম্বাবাদ সমাপ্ত ।

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

[অভিমত্যাঃ পরাক্রমস্তেনাশ্লকপুত্রস্ত বধঃ, শল্যস্ত মোহঃ, কৌরবসেনানাং পলায়নঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

তাং প্রভয়াং চমূং দৃষ্ট্বা সৌভজ্ঞেণামিতৌজসা ।
 দুর্ধ্যোধনো ভূশং ক্রুদ্ধঃ স্বয়ং সৌভজ্ঞমভায়াং । ১
 ততো রাজানমাবুস্তং সৌভজ্ঞং প্রাতি সংযুগে ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

[অভিমত্যা পরাক্রম, তাঁহার দ্বারা অশ্লকপুত্রের সংহার,
 শল্যের মোহ এবং কৌরবসৈন্তদের পলায়ন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন! অমিততেজস্বী স্তম্ভাকুমাৰ
 অভিমত্যা কৌরবসৈন্ত বিভাডিত করিয়া দিলেন । ইহা দেখিয়া
 স্বয়ং দুর্ধ্যোধন স্তম্ভাকুমারের সহিত সংযুগ্মসমরে মিলিত
 হইলেন ॥ ১

সংযুগ্মাস্তাশ্চলয়েত্রাঃ প্রস্থিমা রোমহর্ষণিঃ ।
 পলায়নকৃতোৎসাহা নিকৃৎসাহা দ্বিষজ্জয়ে ॥ ৪৪
 গোত্রনামভিরম্ভোচ্চাং ক্রন্দন্তো জীবিতৈষণিঃ ।
 হতান্ পুণান্ পিতৃন্ ভ্রাতৃন্ বন্ধুন্ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ ৪৫
 প্রাতিষ্ঠন্তু সমুৎসৃজ্য ত্বরয়ন্তো হয়-দ্বিপান্ ॥ ৪৬
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যং
 দ্রোণপর্বণি অভিমত্যা বধপর্কণি অভিমত্যা পরাক্রমে
 ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

ভীত হইয়া চারিদিকে দৃষ্টপাত করিতে লাগিলেন । ইহাদের
 মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, সর্বাঙ্গ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং
 ধোমাক্ষ হইতে লাগিল । শত্রুগণকে ভয় করিবার জন্য ইহাদের
 মনে অল্পও উৎসাহ ছিল না ॥ ৩৬-৪৪

ইহারা জীবনের বাসনা লইয়া নিজ নিজ বন্ধু-বান্ধব ও সম্বন্ধি-
 গণের গোত্র এবং নাম উচ্চারণ করিতে করিতে পরস্পর ক্রন্দন
 করিতে থাকিলেন । সেই সময় আপনার সৈন্তরা এতাদৃশ ভীত
 হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহারা যত নিজেদের পুত্র, পিতৃভৃত্য
 সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তি, ভ্রাতা, বন্ধু ও অস্ত্রাত্ম আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ
 করিয়া নিজেদের অশ্ব ও হস্তীদিগকে অতিজ্ঞত চালনা করিয়া
 রণভূমি হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ৪৫-৪৬

দৃষ্ট্বা দ্রোণোচ্ছবীদ যোধান পরীপ্লবঃ নরাধিপম্ ॥২

পূরাভিমত্যা লক্ষ্যং নঃ পশ্যতাং হস্তি বীৰ্য্যবান্ ।

তমাজবত মা ভৈষ্টে ক্ষিপ্ৰং রক্ষত কৌরবম্ । ৩

সেই রণাঙ্গনে রাজা দুর্ধ্যোধনকে অভিমত্যা দিকে ফিরিয়া
 আসিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য সমস্ত যোদ্ধাগণকে বলিলেন—
 বীরগণ! নরপতি দুর্ধ্যোধনকে তোমরা সর্বদিকে রক্ষা কর ॥ ২

বলবান্ অভিমত্যা আমাদের সাক্ষাতেই নিজের লক্ষ্যভূত
 রাজা দুর্ধ্যোধনকে প্রথমেই বধ করিয়া ফেলিবে; অতএব
 তোমরা সকলে ধাবিত হইয়া গমন কর, ভয় করিও না, পীড়ই
 কুরুবংশীর দুর্ধ্যোধনকে রক্ষা কর ॥ ৩

ততঃ কৃতস্তা বলিনঃ স্তম্ভদো জিতকাশিনঃ ।
 ত্রাস্তমানা ভয়াদ্ বীরং পরিবক্রস্তবাস্ত্রজম্ ॥ ৪
 জ্রোণো জ্রোণিঃ কৃপঃ কৰ্ণঃ কৃতবৰ্মা চ সৌবলঃ ।
 বৃহদ্বলো মজ্ঞরাজো ভূরিভূঁরিশ্রবাঃ শলঃ ॥ ৫
 পৌরবো বৃষসেনশ্চ বিসৃজন্তঃ শিতাঙ্কুরান্ ।
 সৌভজং শরবধেণ মহতা সমবাকিরন্ ॥ ৬
 সশ্মোহয়িত্বা তমথ দুৰ্য্যোধনমমোচয়ন্ ।
 আস্তাদ্ গ্রাসমিবাক্ষিপ্তং মমুষে নার্কুনাত্মজঃ ॥ ৭
 তাজ্ঞরৌধেণ মহতা সাস্ত্র-সুতান্ মহারথান্ ।
 বিমুখীকৃত্য সৌভজঃ সিংহনাদমথানদং ॥ ৮
 তস্ত নাদং ততঃ ক্রুধা সিংহস্তেবামিবৈষিণঃ ।
 নামৃশ্যস্ত স্তম্ভসংরদ্ধাঃ পুনঃপ্রোণমুখা রথাঃ ॥ ৯
 ত এনং কোষ্ঠকীকৃত্য রথবংশেন মারিষ ।
 বাসৃজন্নিঘৃজালানি নানালিঙ্গানি সজ্জবঃ ॥ ১০
 তাশস্তুরিক্ষে চিচ্ছেদ পৌত্রস্তে নিশিতৈঃ শরৈঃ ।

মহারাজ ! তদনন্তর অশ্বশিক্ষায় নিপুণ, বলবান, হিঁটেবী ও বিজয়শীল যোদ্ধারা (রক্ষার জন্ত) আপনার বীর পুত্রকে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিলেন ; যদিও তাঁহারা অভিমত্য়র ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৪

জ্রোণ, অশ্বখামা, কৃপাচাধ্য, কৰ্ণ, কৃতবৰ্মা, স্তবলপুত্র শকুনি বৃহদ্বল, মজ্ঞরাজ শলা, ভূরি, ভূরিশ্রবা, শল, পৌরব ও বৃষসেন—ইহারা সকলে অভিমত্য়র উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ইহারা প্রভূত বাণবর্ষণ করিয়া অভিমত্য়কে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন ॥ ৫-৬

এইভাবে তাঁহাকে মোহিত করিয়া বীর যোদ্ধারা দুৰ্য্যোধনকে মুক্ত করিয়া লইলেন । ইহাতে মনে হইল—মুখ হইতে গ্রাস অপহৃত হইয়া পড়িল ; কিন্তু অর্জুনপুত্র অভিমত্য় ইহা সহ করিতে পারিলেন না ॥ ৭

তখন ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণের দ্বারা সেই মহারথীদিগকে সারথি ও অশ্বগণসহ যুদ্ধ হইতে বিমুখ করিয়া দিয়া স্তম্ভস্রানন্দন অভিমত্য় সিংহের গর্জনের দ্বায় গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৮

মাংসাশী সিংহসদৃশ অভিমত্য়র এই গর্জন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ জ্রোণাদি মহারথী বীরবৃন্দ সহ করিতে পারিলেন না ॥ ৯

শার্ঘ্য ! তখন সেই মহারথী বীরগণ রথসমূহের দ্বারা তাঁহাকে কোঠে আবদ্ধ করিবার দ্বায় আবদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর নানা-

তাংশৈব প্রতিবিব্যাধ তদন্তুতমিবাভবং ॥ ১১
 ততস্তে কোপিতান্তেন শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ।
 পরিবক্রজিঘাংসন্তঃ সৌভজমপরাজিতম্ ॥ ১২
 সমুজ্জমিব পর্যাস্তং স্বদীপ্যং তং বলার্ণবম্ ।
 দধারৈকোহহজুঁনিবাগৈর্বৈলেব ভরতর্ষভ ॥ ১৩
 শূরাণাং বৃধ্যমানানাং নিরতামিতরেতরম্ ।
 অভিমত্য়োঃ পরেষাক নাসীং কশ্চৎ পরাভ্যমুখঃ ॥ ১৪
 তস্মিংশু ঘোরে সংগ্রামে বর্তমানে ভয়ঙ্করে ।
 হুঃসহো নবভির্বাগৈরভিমত্য়মবিধাত ॥ ১৫
 হুঃশাসনো দ্বাদশভিঃ কৃপঃ শারদ্বতস্ত্রিভিঃ ।
 জ্রোণস্ত সপ্তদশভিঃ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ১৬
 বিবিংশতিস্ত সপ্তত্যা কৃতবৰ্মা স সপ্তভিঃ ।
 বৃহদ্বলস্তথাষ্টাভিরশ্বখামা চ সপ্তভিঃ ॥ ১৭
 ভূরিশ্রবাস্ত্রিভির্বাগৈর্মজ্ঞেশঃ ষড্ভিরাশুগৈঃ ।
 দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং শকুনিস্ত্রিভিহুঁর্যোধনো নৃপঃ ॥ ১৮

প্রকার চিরযুক্ত শ্রেণীবদ্ধভাবে বহু বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১০

কিন্তু আপনার সেই বীর পৌত্র অভিমত্য় নিজের তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে শত্রুগণের এই সকল বাণকে আকাশপথেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং এই মহারথীদিগকে আহতও করিলেন—ইহা তখন যেন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া গেল ॥ ১১

সেই সময় অভিমত্য়কর্তৃক বাণবিক্র এই সব যোদ্ধারা বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা অপরাজিত বীর অভিমত্য়কে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে আবৃত করিলেন ॥ ১২

ভরতশ্রেষ্ঠ ! যেরূপ উত্তাল সমুদ্রে তীরভূমি রোধ করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনার সৈন্ত-সাগরকে একাকী অর্জুনকুমার অভিমত্য় প্রতিরোধ করিলেন ॥ ১৩

সেই সময় পরস্পরের উপর অস্ত্রপ্রহারকারী যুদ্ধরত বিপক্ষীয় বীরগণ এবং অভিমত্য় কেতই যুদ্ধ হইতে পরাভূমুখ হইলেন না ॥ ১৪

এইভাবে তখন অতিশয় ভয়ঙ্কর ও ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল । ইহার মধ্যে আপনার পুত্র হুঃসহ নয়, হুঃশাসন বার, শরদ্বানের পুত্র কৃপাচাধ্য তিন এবং জ্রোণাচাধ্য বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর সত্তেরটি বাণে অভিমত্য়কে বিনষ্ট করিলেন ॥ ১৫-১৬

এইরূপে বিবিংশতি সত্তর, কৃতবৰ্মা সাত, বৃহদ্বল আট, অশ্বখামা সাত, ভূরিশ্রবা তিন, মজ্ঞরাজ শলা ছয়, শকুনি দুই এবং রাজা দুৰ্য্যোধন তিন বাণে অভিমত্য়কে আহত করিলেন ॥ ১৭-১৮

স তু তান্ প্রতিবিব্যাধ ত্রিভিঃস্ত্রিভিরজিহ্বাগৈঃ ।
 নৃত্যমিব মহারাজ চাপহস্তঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৯
 ততোহভিমম্ব্যঃ সংক্ৰুদ্ধাস্ত্রমানস্তবাস্ত্রজৈঃ ।
 বিদর্শয়ন্ বৈ স্তুমহচ্ছিকৌরসকৃৎ বলম্ ॥ ২০
 গরুডানিলরংহোভিঃস্ত্রবাক্যকরৈর্হইয়ৈঃ ।
 দাস্তৈরশ্মকদায়াদস্তরমাণো হ্যবারয়ৎ ॥ ২১
 বিব্যাধ দশভির্বাণৈস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীং ।
 তস্ত্রাভিমম্ব্যদশভির্হইয়ান্ সূতঃ ধ্বজং শরৈঃ ॥ ২২
 বাহু ধম্বুঃ শিরশ্চোবাং স্রয়মানোহভ্যপাতয়ৎ ।
 ততস্তস্মিন্ হতে বীরে সৌভজ্রেণাশ্মকেশ্বরে ॥ ২৩
 সঞ্চাল বলং সর্বং পলায়নপরায়ণম্ ।
 ততঃ কর্ণঃ কৃপো জ্যোণো জ্যোনির্গাহাররাট্ শলঃ ॥ ২৪
 শল্যো ভূরিজ্রবাঃ ক্রাথঃ সোমদন্তো বিবিশতিঃ ।
 বৃষসেনঃ স্রুবেণশ্চ কুণ্ডভেদী প্রতর্দনঃ ॥ ২৫
 বৃন্দারকো ললিতশ্চ প্রবাহদীর্ঘলোচনঃ ।

মহারাজ ! সেই সময় হাতে ধম্ব লইয়া প্রতাপশালী অভিমম্ব্য যেন নৃত্য করিতে করিতেই চারিদিকে ঘুরিয়া এই সব মহারথী বীরবৃন্দকে তিনটি তিনটি বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥ ১৯

তখন আপনার সকল পুত্রগণ একত্রে মিলিয়া অভিমম্ব্যকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিলেন । ইহাতে তিনি যেন ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন এবং নিজের অস্ত্রশিক্ষা ও হৃদয়ের সক্রোংকুট বল দেখাইতে লাগিলেন ॥ ২০

এই সময় অশ্বকের পুত্র সারথির বাক্য পালনকারী, গরুড় ও বায়ুতুল্য বেগগামী এবং সুশিক্ষিত অশ্বগণের দ্বারা তীব্রগতিতে রণস্থলে আসিয়া অভিমম্ব্যকে ঝড় করিলেন এবং দশটি বাণ বিদ্ধ করিলেন । তারপর বলিলেন,—দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥

তখন অভিমম্ব্য হাস্ত করিতে করিতেই অশ্বকপুত্রের অশ্বগণ, সারথি, ধ্বজ, বাহুধ্বজ, ধম্ব ও মন্তক দশটি বাণের দ্বারা ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥

সুভদ্রাকুমার অভিমম্ব্যকর্তৃক বীর অশ্বকপুত্র নিহত হইলে আপনার সকল সৈন্যই বিচলিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥

তদনন্তর কর্ণ, কৃপাচাধ্য, জ্যোনাচাধ্য, অশ্বখামা, গাহ্বারয়াজ শকুনি, শল, শল্য, ভূরিজ্রবা, সোমদন্ত, বিবিশতি, বৃষসেন, কুণ্ডভেদী, প্রতর্দন, বৃন্দারক, ললিত, প্রবাহ, দীর্ঘলোচন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হৃষ্যোদন অভিমম্ব্যর উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ২১-২৬

হৃষ্যোদনশ্চ সংক্ৰুদ্ধঃ শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥ ২৬
 সৌহতিবিক্রো মহেষ্টাসৈরভিমম্ব্যরজিহ্বাগৈঃ ।
 শরমাদন্ত কর্ণায় বর্মকায়াবভেদিনম্ ॥ ২৭
 তস্ত্র ভিষ্মা তম্বুত্রাণং দেহং নির্ভিষ্ঠ চাশ্বগঃ ।
 প্রাবিশদ্ ধরণীং বেগাদ্ বল্লীকমিব পন্নগঃ ॥ ২৮
 স তেনাতিপ্রহারেণ ব্যথিতো বিহ্বলম্বিব ।
 সঞ্চাল রণে কর্ণঃ ক্ষিতিকম্পে যথাললঃ ॥ ২৯
 তথাশ্রুনিশিতৈর্বাণৈঃ স্রুবেণং দীর্ঘলোচনম্ ।
 কুণ্ডভেদিক্ষ সংক্ৰুদ্ধস্ত্রিভিঃস্ত্রীনবধীদ্ বলৌ ॥ ৩০
 কর্ণস্তং পঞ্চবিংশত্যা নারাতানাং সমার্পয়ৎ ।
 অশ্বখামা চ বিংশত্যা কৃতবর্মী চ সপ্তভিঃ ॥ ৩১
 স শরাচিতসর্বাঙ্গঃ ক্রুদ্ধঃ শক্রোজ্জ্বলাজ্জ্বলঃ ।
 বিচরন্ দদৃশে সৈন্ত্রে পাশহস্ত ইবাস্তকঃ ॥ ৩২
 শল্যঞ্চ শরবর্ষণ সমীপস্থমবাকিরৎ ।
 উদক্রোশশ্লহাবাহুস্তব সৈন্ত্রানি ভীষয়ন্ ॥ ৩৩

এই মহাধম্বকর বীরগণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া অভিমম্ব্য কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া এমন এক বাণ গ্রহণ করিলেন, যাহা তাঁহার কবচ ও দেহকে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ ছিল ॥ ২৭

যেদূর পর্ব্ব বস্ত্রীকের মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ অভিমম্ব্য কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বাণ কর্ণের শরীর ও কবচ বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল ॥ ২৮

যেদূর ভূমিকম্প আরম্ভ হইলে পর্ব্বতও হুলিতে থাকে, সেইরূপ এই অত্যন্ত গুরুতর আঘাতে ব্যথিত ও যেন বিহ্বল হইয়াই কর্ণ সেই রণাঙ্গনে বিচলিত হইয়া উঠিলেন ॥ ২৯

তারপর বলবান্ অভিমম্ব্য অত্যন্ত কুপিত হইয়া অস্ত্র তীক্ষ্ণ-ধার তিনটি বাণে স্রুবেণ, দীর্ঘলোচন ও কুণ্ডভেদী—এই তিন বীরকে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩০

তখন কর্ণ পঁচিশ, অশ্বখামা বিশ এবং কৃতবর্মী সাতটি নারাতের দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৩১

যদিও সেই সময় ইন্দ্রনন্দন অর্জুনের পুত্র অভিমম্ব্যর সমস্ত অঙ্গই বাণে বাণে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পাশহস্ত বমরাজের ত্রাঘ শক্র-সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

রাজা শল্য অভিমম্ব্যর পার্শ্বেই ছিলেন, তখন এই মহাবাহু বীর অভিমম্ব্য শল্যের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥

ততঃ স বিকোহজ্জবিদা মর্মভিত্তিরজ্জিগৈঃ ।

শল্যো রাজন্ রথোপস্থে নিষসাদ মুমোহ চ ॥ ৩৪

তং হি দৃষ্ট্বা তথা বিদ্ধং সৌভজ্ঞেণ যশস্বিনা ।

সম্প্রাজবচম্ সর্বা ভারদ্বাজস্ত পশুতঃ ॥ ৩৫

সম্প্রেক্ষ্য তং মহাবাহুং রুদ্রপুঞ্জৈঃ সমাবৃতম্ ।

ঋদীয়াঃ প্রপলায়ন্তে যুগাঃ সিংহাদিতা ইব ॥ ৩৬

তিনি আপনার সৈন্যদিগকে ভীত করিতে করিতে উঠেঃষরে গর্জন করিতে থাকিলেন ॥ ৩৩

রাজন্! অস্ত্রজ অভিমহ্য কতৃক নিকৃষ্ট মর্ষভেদী বাণ-সমূহের দ্বারা আহত হইয়া রাজা শল্য রথে বসিবার আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং মুচ্ছিত হইলেন ॥ ৩৪

যশস্বী হুভদ্রানন্দন অভিমহ্য কতৃক শল্যকে এইভাবে বাণ বিদ্ধ হইতে দেখিয়া দ্রোণাচার্যের সাক্ষাতেই তাঁহার সৈন্যগণ পলায়ন করিল ॥ ৩৫

শ্রীমদ্রথি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বাস্তগত অভিমহ্যবধপর্বে অভিমহ্যর পরাক্রমবিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

অষ্টাঙ্গিশোহধ্যায়ঃ

[অভিমহ্যনা শল্যভ্রাতুর্বধো দ্রোণাচার্য্যস্ত রথসেনানাং পলায়নঞ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

তথা প্রমথমানং তং মহেষ্ণাসানজিগ্মগৈঃ ।

আজুনিং মামকাঃ সংখ্যে কে শ্বেনং সমবারয়ন্ ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ কুমারস্ত রণে বিক্রীড়িতং মহৎ ।

বিভিৎসতো রথানীকং ভারদ্বাজেন রক্ষিতম্ ॥ ২

ত্রিংশ অধ্যায় ।

[অভিমহ্য কতৃক শল্যের ভ্রাতাকে সংহার এবং দ্রোণাচার্য্যের রথী সৈন্যদের পলায়ন ।]

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন.—সঞ্জয়! অর্জুনকুমার অভিমহ্য বধন এইভাবে নিজের বাণসমূহের দ্বারা প্রধান প্রধান ধনুর্ধর বীর-গণকেও মথিত করিতে লাগিলেন, তখন আমার গন্ধের কোন বোকারা তাহাকে যুদ্ধে প্রতিরোধ করিয়াছিল ? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! রণাঙ্গনে কুমার অভিমহ্যর বিশাল যুগ্মকীড়ার বর্ণনা শ্রবণ করুন। তিনি দ্রোণাচার্য্য কতৃক

স তু রণযশসাভিপূজ্যমানঃ

পিতৃ-সুহ-চারণ-সিদ্ধ-যক্ষসজৈঃ ।

অবনিতলগতৈশ্চ ভূতসজৈঃ-

রতিবিবভৌ হতভুগ্ যথাক্যসিদ্ধঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দ্রোণপর্বণি অভিমহ্যবধপর্বণি অভিমহ্যপরাক্রমে

সপ্তাঙ্গিশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

মহাবাহু শল্যকে অভিমহ্যর স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত বাণসমূহে ব্যাধ হইতে দেখিয়া আপনার সকল সৈন্যই সিংহপীড়িত যুগ-গণের দ্বায় ভীত বেগে পলাইতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৬

দেবতাবৃন্দ, পিতৃগণ, চারণ ও সিদ্ধসকল, যক্ষগণ, ভূতল-বত্তী ভূতসমূহ কতৃক প্রশংসিত হইয়া যুদ্ধবিষয়ক স্বপ্নে প্রকাশিত অভিমহ্য যুতধারায় অতিবিক্ত অগ্নিদেবের দ্বায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৭

মজ্জেশং সাদিতং দৃষ্ট্বা সৌভজ্ঞেণাশুগৈ রণে ।

শল্যাদবরজঃ ক্রুদ্ধঃ কিরন্ বাণান্ সমভ্যয়াৎ ॥ ৩

সা বিদুশ্বা দশভির্বাণৈঃ সাশ্ব-যস্তারমাজুনিম্ ।

উদক্রোশন্নহাশবং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীং ॥ ৪

তস্তাজুনিঃ শিরোঐবং পাণিপাদং ধনুর্হয়ান্ ।

ছত্রং ধ্বজং নিয়ন্তারং ত্রিবেণুং তল্লমেব চ ॥ ৫

স্বরক্ষিত রথী সৈন্যদিগকে বিদীর্ণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন ॥ ২

হুভদ্রাকুমার রণাঙ্গনে স্বীয় শীঘ্রগামী বাণসমূহের দ্বারা আহত করিয়া মস্ত্ররাজ শল্যকে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুপিতচিত্তে বাণবধন করিতে করিতে অভিমহ্যর উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩

তিনি তখন দশটি বাণে অশ্বগণ ও সারথি সহ অভিমহ্যকে কত-বিকত করিয়া ভীতবরে গর্জন করিলেন এবং বলিতে দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ৪

সেই সময় শীঘ্রতা সহকারে হস্ত চালাইতে নিপুণ অর্জুননন্দন

চক্রং যুগলং তুণীরং হুম্বকর্ষকং সায়কৈঃ ।
 পতাকাং চক্রগোপ্তারৌ সোপেকরণানি চ ॥ ৬
 লঘুহস্তঃ প্রচিচ্ছেদ দদৃশে তং ন কশ্চন ।
 স পপাত ক্ষিতৌ ক্ষীণঃ প্রাবিদ্ধাভরণাঘরঃ ॥ ৭
 বায়ুনেব মহাশৈলঃ সমুদ্রোহমিততেজসা ।
 অমুগাস্তস্ত্র বিত্রস্তাঃ প্রাজবন্ সর্বতো দিশঃ ॥ ৮
 আজুর্নেঃ কর্ম তদ্ দৃষ্ট্বা সম্প্রাণেহুঃ সমস্ততঃ ।
 নাদেন সর্বভূতানি সাধু সাধ্বিতি ভারত ॥ ৯
 শল্যভ্রাতৃধারুণে বহুশস্ত্রস্য সৈনিকাঃ ।
 কুলাধিবাসনামানি আব্রবন্তোহজুর্নাশ্রজম্ ॥ ১০
 অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ ।
 রথৈরথৈর্গজৈশ্চান্যে পশুশ্চাশ্বে বলোৎকটাঃ ॥ ১১
 বাণশব্দেন মহতা রথেনেমিস্বনে চ ।
 হৃদ্ধারৈঃ ক্ষেড়িতোংক্রুষ্টৈঃ সিংহনাদৈঃ সগজ্জিতৈঃ ॥ ১২

নিজের বাণসমূহে শল্যের ভ্রাতার মস্তক, গ্রীবা, হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, ধর্ম, অশ্বগণ, ছত্র, ধ্বজ, সারথি, জিবেণু, শয্যা, চক্র, যুগ (জোড়াল), তুণ, অম্বকর্ষ, পতাকা, চক্ররক্ষক এবং যুদ্ধের অস্ত্রাস্ত্র উপকরণ সামগ্রী কাটিয়া ফেলিলেন। যেরূপ বায়ুর বেগে কোন বিশাল পর্বত ভগ্ন হইয়া পতিত হয়, সেইরূপ অমিততেজস্বী অভিমহ্যর অস্বাঘাতে শল্যরাজের ভ্রাতা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূপতিত হইলেন। তখন তাঁহার বস্ত্র ও আভরণ সকলও খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল।

ইহা দেখিয়া তাঁহার অঙ্গগামী যোদ্ধারা ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। ভারত! অর্জুনকুমারের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়া সমস্ত প্রাণী তাঁহাকে 'সাধুবাদ' প্রদান পূর্বক চারিদিকে হৃৎকণি করিতে লাগিল। ৫-২

শল্যের ভ্রাতা নিহত হইলে পর তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য নিজেদের বংশ ও নিবাস স্থানের নাম শুনাইতে শুনাইতে ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তে নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করত অর্জুনন্দন অভিমহ্যর দিকে ধাবিত হইলেন।

বহু বীর রথ, অশ্ব ও হাতীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন। অস্ত্র বহুসংখ্যক প্রচণ্ড বলশালী যোদ্ধা পদব্রজেই দৌড়াইয়া আসিলেন। বাণসমূহের শব্দ শব্দ, রথ-চক্রসকলের ঘর্ঘর তীব্র শব্দ, হুকার, কোলাহল, আছান, সিংহনাদ, গর্জন, ধ্বজ টকার ধ্বনি এবং হস্তপ্রাণের চট চটাচট

জ্যাতলজ্জস্বনৈরশ্বে গর্জন্তোহজু ননন্দনম্ ।
 ক্রবন্তশ্চ ন নো জীবন্ মোক্ষ্যসে জীবিতাদিতি ॥ ১৩
 তাংস্তথা ক্রবতো দৃষ্ট্বা সৌভজঃ প্রহসসিব ।
 যো যোহস্মৈ প্রাহরং পূর্ষং তং তং বিব্যাধ পত্রিভিঃ ॥ ১৪
 সন্দর্শয়িত্বান্নাণি বিচিত্রাণি লঘুনি চ ।
 আজুর্নিঃ সমরে শূরা মূহূর্বমযুধ্যত ॥ ১৫
 বাসুদেবোহুপাস্তং যদস্ত্রং যচ্চ ধনঞ্জয়াৎ ।
 অদর্শয়ত তং কাঞ্চিঃ কৃষ্ণাভ্যামবিশেষবৎ ॥ ১৬
 দূরমস্ত গুরুং ভারং সাধবসঞ্চ পুনঃ পুনঃ ।
 সন্দধদ্ বিন্ধ্যজংশ্চৈব নিবিশেষমদৃশ্যত ॥ ১৭
 চাপমণ্ডলমেবাস্ত্র বিফুরদ্ দিক্ষুদৃশ্যত ।
 সুদীপ্তস্ত্র শরংকালে সবিতুর্মণ্ডলং যথা ॥ ১৮
 জ্যাশব্দঃ শুক্রবে তস্ত্র তলশব্দশ্চ দারুণঃ ।
 মহাশনিমুচঃ কালে পয়োদন্তেব নিঃস্বনঃ ॥ ১৯

শব্দের সহিত তর্জন গর্জন করিতে করিতে অস্ত্রাস্ত্র বহুসংখ্যক যোদ্ধাও অর্জুনপুত্রকে এই কথা বলিয়া আক্রমণ করিলেন যে, আমরা তোমাকে এখন জীবিত ছাড়িব না। তোমাকে এখন অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। ১০-১৩

ইহাদিকে এই কথা বলিতে দেখিয়া হুভদ্রাকুমার অভিমহ্য উল্লসিত হইয়া হস্ত করিতে করিতে যে যে যোদ্ধারা প্রথমে তাহাকে অস্ত্রপ্রহার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই তিনি পক্ষযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ১৪

বীরবর অর্জুনন্দন সমরারূপে স্বীয় বিচিত্র ও শীঘ্রগামী অস্ত্র-সমূহের প্রয়োগ দেখাইতে দেখাইতে প্রথমে যুগ্মভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন হইতে অভিমহ্য যে যে অস্ত্রসকল লাভ করিয়াছিলেন, সেই সেই অস্ত্র সকলকে তিনি তাঁহাদের উভয়েরই স্ত্রায় যুদ্ধস্থলে প্রয়োগ দেখাইতে লাগিলেন। ১৬

গুরু (অতিশয় ভারী) ভার ও ভয় ইহার দূর হইয়া গিয়াছিল। তিনি সেই সময় পুনঃ পুনঃ বাণসজ্জান এবং নিক্ষেপ করিতে থাকিলে কেবল একভাবেই দৃষ্ট হইতেছিলেন। ১৭

যেরূপ শরংকালে অতিশয় প্রদীপ্ত সূর্য্যদেবের মণ্ডল দেখা যায়, সেইরূপ অভিমহ্যর মণ্ডলাকার ধ্বটিকে চারিদিকেই যেন উদ্ভাসিত হইতে দেখা যাইল। ১৮

ইহার ধ্বজ গুণ এবং হস্ততলের শব্দ বর্ষাকালে ভয়ঙ্কর বজ্র-পাতকারী মেঘের গর্জনের স্তায় ভয়ঙ্কর শুনা যাইতেছিল। ১৯

দ্রুমানমবী সৌভজ্ঞো মানকুং প্রিয়দর্শনঃ ।
সন্নিমানয়িস্বীরানিষ্যৈশ্চৈশ্চাপ্যযুধ্যত ॥ ২০
মুহুর্ভূত্বা মহারাজ দারুণঃ সমপত্তত ।
বর্ষাভ্যতীতো ভগবাজ্জরদীব দিবাকরঃ ॥ ২১
শরান্ বিচিত্রান্ সুবহূন্ রুদ্রপুঙ্খাঙ্গুলিশিতান্ ।
মুমোচ শতশঃ ক্রুদ্ধো গভস্তীনিব ভাস্করঃ ॥ ২২
কুরপ্রৈর্বৎসদষ্টৈশ্চ বিপাঠৈশ্চ মহাযশাঃ ।

লজ্জাশীল, অমর্ষপূর্ণ, অপরকে মানদানকারী এবং দেখিতে সকলেরই প্রিয় হুভজ্ঞাকুমার অভিমহ্য বিপক্ষ বীরগণের সম্মানদানের জন্যই ধর্মব্রণ ধারণ করত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ২০

মহারাজ ! যেদ্রপ বর্ষাকাল অতিবাহিত হইলে শরৎকালে ভগবান্ সূর্য্যদেব প্রচণ্ড হইয়া উঠেন, সেইরূপ অভিমহ্য প্রথমে যুদ্ধ থাকিলেও পরে শত্রুগণের পক্ষে অতিশয় উগ্র হইয়া উঠিলেন ॥ ২১

যেদ্রপ সূর্য্যদেব নিজ শত শত কিরণাবলিকে চারিদিকেই

শ্রীমদ্রহসি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জ্যোৎস্নাকর্ত্তগত অভিমহ্যবধপর্ব্বক অভিমহ্যর পরাক্রমবিষয়ক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

নারাটৈরধ চন্দ্রাভৈর্ভল্লৈরঞ্জলিকৈরপি ॥ ২৩
অবাকিরদ্ রথানীকং ভারদ্বাজশ্চ পশুতঃ ।
ততস্তৎসৈগ্ৰমভবদ্ বিমুখং শরপীড়িতম্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
জ্যোৎস্নপর্ব্বণি অভিমহ্যবধপর্ব্বণি অভিমহ্যপরাক্রমে
অষ্টাত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

বিচ্ছুরিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ কুপিত অভিমহ্য শিলাতে শান দিয়া ধারালবৃত্ত, স্বর্ণময় পক্ষভূষিত ও শত শত বিচিত্র বহুসংখ্যক বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

সেই মহাযশসী বীর অভিমহ্য জ্যোৎস্নাচার্য্যকে দেখিতে দেখিতেই তাঁহার রথসৈন্তদের উপর ক্ষুরপ্র, বৎসদন্ত, বিপাঠ, নারাচ, অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণ, ভল্ল এবং আঞ্জলিকাদি অস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ইহাতে সেই সৈন্তগণ উক্ত বাণসমূহে পীড়িত হইয়া যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ২৩-২৪

একোনচত্বারিংশোধ্যায়ঃ

[জ্যোৎস্নাচার্য্যোণাভিমহ্যপরাক্রমস্য প্রশংসা, হৃষ্যোধনানুজয়াভিমহ্যানা সহ হৃঃশাসনস্য যুদ্ধারম্ভশ্চ]

যুতরাষ্ট্র উবাচ

বৈদীভবতি মে চিত্তং হ্রিয়া তুষ্ঠা চ সঞ্জয় ।
মম পুত্রস্ত যৎ সৈন্তং সৌভজ্ঞঃ সমবারয়ৎ ॥ ১
বিস্তরেণৈব মে শংস সর্বং গাবজ্ঞাণে পুনঃ ।
বিক্রীড়িতং কুমারস্ত স্বন্দস্তেবানুরৈঃ সহ ॥ ২

একোনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[জ্যোৎস্নাচার্য্যকর্ত্তক অভিমহ্যর পরাক্রমের প্রশংসা এবং হৃষ্যোধনের আদেশে অভিমহ্যর সহিত হৃঃশাসনের যুদ্ধ আরম্ভ ।]

যুতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! হুভজ্ঞাকুমার অভিমহ্য যে আমার সৈন্তদের অগ্রগতি রোধ করিয়া ফেলিল ; ইহা শুনিয়া লজ্জা ও প্রসন্নতা—এই উভয়ে আমার চিত্ত উভয় অবস্থা প্রাপ্ত (অথবা বিধাও) হইল ॥ ১

পবনপুত্র । যেদ্রপ কুমার কার্ত্তিকেয় অনুরগণের সহিত রণক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেইরূপ কুমার অভিমহ্য যে রণক্রীড়া

সঞ্জয় উবাচ

হস্ত তে সম্প্রবক্ষ্যামি বিমর্দমতিদারুণম্ ।
একস্ত চ বহুনাঞ্চ যথাসীৎ তুমুলো রণঃ ॥ ৩
অভিমহ্যঃ কৃতোৎসাহঃ কৃতোৎসাহানরিন্দমান্
রথস্থো রথিনঃ সর্বাংস্তাবকানভ্যবর্ষয়ৎ ॥ ৪

করিয়াছিল, তাহা তুমি আমাকে সবিস্তারে বল ॥ ২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! আমি অত্যন্ত খেদের সহিত আপনার সেই মহাভয়ঙ্কর জনকরের বৃত্তান্ত বলিতেছি, যেখানে এক বীরের বহুসংখ্যক মহারথী বীরের সহিত তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৩

অভিমহ্য যুদ্ধের জন্য অতিশয় উৎসাহী ছিলেন । তিনি রথে উপবেশন করিয়া আপনার উৎসাহশালী শত্রুদমন সমস্ত রথী বীরগণের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪

জ্যোৎস্না কর্ণং কৃপং শল্যং জ্যোৎস্নাং ভোজং বৃহদ্বলম্ ।

হৃষ্যোদনং সৌমদন্তিঃ শকুনিঞ্চ মহাবলম্ ॥ ৫

নানানুপান্ নৃপসুতান্ সৈন্তানি বিবিধানি চ ।

অলাতচক্রবৎ সর্বাংশচরন্ বালৈঃ সমার্পয়ং ॥ ৬

নিম্নমিত্রান্ সৌভজঃ পরমাত্মৈঃ প্রতাপবান্ ।

অদর্শয়ত তেজস্বী দিক্ষু সর্বাশু ভারত ॥ ৭

তদ্ দৃষ্ট্বা চরিতং তস্মৈ সৌভজস্যামিতৌজসঃ ।

সমকম্পস্ত সৈন্তানি স্বদীয়ানি সহস্রশঃ ॥ ৮

অথাত্রবীণ্যহাপ্রাজ্ঞো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ।

হর্ষেণোৎফুল্লনয়নঃ কৃপমাভায়া সত্বরম্ ॥ ৯

যট্টয়ন্নিব মর্মানি পুত্রস্ত তব ভারত ।

অভিমত্যাং রণে দৃষ্ট্বা তদা রণবিশারদম্ ॥ ১০

এষ গচ্ছতি সৌভজঃ পার্থনাং প্রথিতো যুবা ।

নন্দয়ন্ সুহৃদঃ সর্বাণ্ রাজানঞ্চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১১

জ্যোৎস্না, কর্ণ, কৃপা, শল্য, অশ্বখামা, ভোজবংশীয় কৃতবর্মা, বৃহদ্বল, হৃষ্যোদন, কুরিপ্রবা, মহাবল শকুনি, বহুসংখ্যক নরপতি ও রাজ-কুমার এবং তাঁহাদের নানাপ্রকার সৈন্তবাহিনীর উপর অভিমত্যা অলাতচক্রের স্থায় চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে বাণশমূহ প্রহার করিতেছিলেন । ৫-৬

ভারত ! প্রতাপশালী ও তেজস্বী বীর স্বভ্রাতৃনন্দন নিজের দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা শত্রুদিগকে নাশ করিতে করিতে চারিদিকেই দৃষ্টিপোচর হইতেছিলেন । ৭

অমিততেজস্বী স্বভ্রাতৃকুমার অভিমত্যা এই চরিত্র দেখিয়া আপনার সহস্র সহস্র সৈন্ত ভয়ে কাঁপিতে লাগিল । ৮

তদনন্তর পরম বুদ্ধিমান ও প্রতাপশালী বীর জ্যোৎস্নাচার্যের নেত্রে হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল । ভারত ! তিনি যুদ্ধবিশারদ অভিমত্যা যুদ্ধে অবস্থিত দেখিয়া আপনার পুত্র হৃষ্যোদনের মর্শ্বস্থলে আঘাত করিতে করিতেই যেন সেই সময় অতি সত্বর কৃপাচার্যকে সোধেখিত করিয়া বলিলেন । ৯-১০

এই পার্শ্ববংশের (কুন্তীপুত্রকুলের) প্রসিদ্ধ তরুণ বীর স্বভ্রাতৃনন্দন অভিমত্যা নিজের সমস্ত স্বহৃদগণকে এবং রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন, অজ্ঞাত জাতাদি বহুবর্গ, সখ্যকী ও মধ্যস্থ স্বহৃদগণকে আনন্দদান করিতে করিতে আগ্রসর হইতেছে । ১১-১২

নকুলং সহদেবঞ্চ ভীমসেনঞ্চ পাণ্ডবম্ ।

বহুন্ সখ্যকিন্শচাত্তান্ মধ্যস্থান্ সুহৃদস্তথা ॥ ১২

নাস্ত যুদ্ধে সমং মন্ত্রে কঞ্চিদন্ত্যং ধনুর্ধরম্ ।

ইচ্ছন্ হস্তাদিমাং সেনাং কিমর্থমপি নেচ্ছতি ॥ ১৩

জ্যোৎস্না শ্রীতিসংযুক্তং শ্রদ্ধা বাক্যং তবাস্রজঃ ।

আজুর্নিং প্রতি সংক্রুদ্ধো জ্যোৎস্না দৃষ্ট্বা স্ময়ন্নিব ॥ ১৪

অথ হৃষ্যোদনঃ কর্ণমত্রবীদ্ বাহ্লীকং নৃপঃ ।

দুঃশাসনং মজরাজং তাংস্তথাত্তান্ মহারথান্ ॥ ১৫

সর্বমূর্ধাভিষিক্তানামাচায্যো ব্রহ্মবিস্তমঃ ।

অজুর্নস্ত স্মৃতং মৃতং নায়াং হস্তমিহেচ্ছতি ॥ ১৬

ন হাস্য সমরে যুধ্যোদন্তকোহপ্যাততায়িনঃ ।

কিমন্তং পুনরেবাহস্তা মর্ত্যঃ সত্যঃ ত্রবীমি বঃ ॥ ১৭

অজুর্নস্ত স্মৃতং হেব শিষ্যাদভিরক্ষতি ।

শিষ্যাঃ পুত্রাশ্চ দয়িতাস্তদপত্যঞ্চ ধর্মিণাম্ ॥ ১৮

আমি অস্ত্র কোনও ধনুর্ধর বীরকে ইহার সদৃশ বীর বলিয়া মনে করি না । যদি সে ইচ্ছা করে, তবে সমস্ত সৈন্তবাহিনীকেই বিনাশ করিতে পারিবে; কিন্তু জানি না, কেন সে এরূপ ইচ্ছা করিতেছে না । ১৩

অভিমত্যা সত্বকে জ্যোৎস্নাচার্যের এই শ্রীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার পুত্র রাজা হৃষ্যোদন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং জ্যোৎস্নাচার্যের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক ঈর্ষ্য হান্তসহকারে কর্ণ, বাহ্লীক, দুঃশাসন, মজরাজ শল্য এবং অজ্ঞাত মহারথীদিগকে বলিলেন । ১৪-১৫

এই সমস্ত মূর্খাভিষিক্ত নৃপগণের আচার্য্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ জ্যোৎস্নাচার্যের এই মৃত পুত্রকে বধ করিতে অভিলাষী নন । ১৬

বীরগণ ! আমি আপনাদের এই সত্য কথা বলিতেছি যে, যদি ইনি যুদ্ধে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে ইহার সম্মুখে যদি লাক্ষ্যং যমরাজও উপস্থিত হন; তাহা হইলে তিনি ইহার নিকটে অবস্থান করিতে সমর্থ হন না, এরূপ স্থলে মরণ ধর্ম্মশীল মহত্মদিগের কথা আর কি বলিবার আছে ? ১৭

কিন্তু ইনি অর্জুনের পুত্রকে রক্ষা করিয়া বাইতেছেন; কারণ, অর্জুন ইহার শিষ্য । শিষ্য আর পুত্র ইহার উভয়ে ত' সকলেরই প্রিয়; এমন কি ইহাদের সন্তানগণও ধর্ম্মাচ্ছা পুঙ্কণের প্রিয় হইয়া থাকে । ১৮

সংরক্ষমাণো জ্যোনেন মন্ত্ৰতে বীৰ্য্যমাজ্ঞনঃ ।
আত্মসন্ত্ৰাণিতো মূঢ়স্তং প্রমথীত মা চিরম্ ॥১৯

এবমুক্তান্ত তে রাজ্ঞা সাহসীপুত্ৰমভ্যয়ঃ ।
সংরক্ষাস্তে জিঘাংসন্তো ভারদ্বাজস্ত পশ্চতঃ ॥ ২০

দুঃশাসনস্ত তচ্ছ্রুত্বা দুৰ্য্যোধনবচন্তদা ।
অত্রবীৎ কুরুশাৰ্দূল দুৰ্য্যোধনমিদং বচঃ ॥২১

অহমেনং হনিষ্যামি মহারাজ ত্রবীমি তে ।
মিথতাং পাণ্ডুপুত্ৰাণাং পাকালানাঞ্চ পশ্চতাম্ ॥ ২২

এসিষ্টাম্যন্ত সৌভদ্রং যথা রাহুদিবাকরম্ ।
উক্ৰুশ্চ চাত্ৰবীদ্ বাক্যং কুরুরাজমিদং পুনঃ ॥ ২৩

শ্রুত্বা কৃকৌ ময়া গ্রন্থং সৌভদ্রমভিমানিনৌ ।
গমিষ্যতঃ প্রোতলোকং জীবলোকান্ সংশয়ঃ ॥ ২৪

এই অভিমন্যু জ্যোতাচাৰ্য কষ্টকৰ্ষিত হইতেছে বলিয়া যে যুদ্ধে নিজের বল ও পরাক্রমের অভিমান করিতেছে। এই মূঢ় অভিমন্যু অকারণ আত্মপ্রাণাধারী, স্তব্ধতাং আপনারা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে বিনাশ করেন ॥ ১৯

রাজা দুৰ্য্যোধন এই কথা বলিলে পর সেই সকল বীরগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া হুভদ্রাকুমার অভিমন্যুকে বধ করিবার ইচ্ছায় জ্যোতাচাৰ্যকে দেখিতে দেখিতেই তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২০

কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই সময় দুৰ্য্যোধনের পুৰ্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃশাসন তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ২১

মহারাজ! আমি আপনাকে (প্রতিজ্ঞাপূৰ্ব্বক) বলিতেছি যে, আমি পাকাল ও পাণ্ডবগণের সাক্ষাতেই এই অভিমন্যুকে বধ করিব ॥ ২২

যেৰূপ রাহু স্বৰ্য্যকে গ্রাস করিয়া থাকে, সেইৰূপ আজ আমি হুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে গ্রাস করিয়া লইব। এই কথা বলিয়াই তিনি উল্লেঃস্বরে গর্জন করিতে করিতে পুনৰায় কুরুরাজ দুৰ্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৩

হুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে আমার দ্বারা কাল-কবলিত হইতে শুনিয়া অত্যন্ত অভিমানী শ্রীকৃষ্ণ ও অৰ্জুন এই জীবলোক হইতে প্রোতলোকে গমন করিবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৪

ভৌ চ শ্রুত্বা মৃতৌ ব্যাক্তং পাণ্ডোঃ ক্ষেত্রোন্তব্যঃ সূতাঃ
একাহা সগুহুদৰ্গাঃ ক্ৰৈব্যাক্ষান্তস্তি জীবিতম্ ॥ ২৫

তস্মাদস্মিন্ হতে শত্রৌ হতাঃ সৰ্বেহহিতান্তব ।
শিবেন মাং ধ্যাহি রাজন্নেব হস্মি রিপুংস্তব ॥ ২৬

এবমুক্তানন্দন্ রাজন্ পুত্ৰো দুঃশাসনস্তব ।
সৌভদ্রমভ্যয়াৎ ক্রুদ্ধঃ শরবর্ধৈরনাকিরন্ ॥ ২৭

তমতিক্রুদ্ধমায়াস্তং তব পুত্ৰমরিন্দমঃ ।
অভিমন্ত্যঃ শরৈস্তীকৈঃ বড়্ বিংশত্যা সমার্পয়ৎ ॥ ২৮

দুঃশাসনস্ত সংক্রুদ্ধঃ প্রভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ ।
অযোধয়ত সৌভদ্রমভিমন্ত্যশ্চ তং রণে ॥ ২৯

ভৌ মণ্ডলানি চিত্রাণি রথাভ্যাং সব্য-দক্ষিণাম্ ।
চরমাণাবযুধোতাং রথশিক্ষাবিশারদৌ ॥ ৩০

ইহাদের দুইজনকে (শ্রীকৃষ্ণ ও অৰ্জুনকে) নিহত শুনিয়া পাণ্ডুর ক্ষেত্রে উৎপন্ন অস্ত্র চারিজন পাণ্ডব কাপুরুষতাবশতঃ নিজের সহদেবগণের সহিত একই দিনে প্রাণত্যাগ করিবে ॥ ২৫

অতএব এই আমাদের একমাত্র শত্রু অভিমন্যু নিহত হইলেই আপনার সমস্ত অস্ত্র শত্রুগণও স্তব্ধ হইয়া যাইবে। রাজন্! আপনি আমার কল্যাণ কামনা করেন। এই আমি এখনই আপনার শত্রুদিগকে বধ করিবে ॥ ২৬

মহারাজ! এই কথা বলিয়া আপনার পুত্র দুঃশাসন উল্লেঃস্বরে গর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া হুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর উপর বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন ॥ ২৭

আপনার পুত্র দুঃশাসনকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতে দেখিয়া শত্রুদমন অভিমন্যু ছাব্বিশটি তীক্ষ্ণধার বাণে তাঁহাকে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৮

মদধারাবাহী গজরাজ-সদৃশ ক্রুদ্ধ দুঃশাসন সেই রণাঙ্গনে অভিমন্যুর সহিত এবং অভিমন্যু দুঃশাসনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

রথ-যুদ্ধে নিপুণ এই উভয় যোদ্ধাই রথের দ্বারা দক্ষিণে বামে বিচিত্র মণ্ডলাকার গতিতে বিচরণ করিতে করিতে যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৩০

অথ পণব-মুদঙ্গ-হৃন্দুভীনাং

ক্রকচ-মহানক-ভেরি-ঝঝ-রাণাম্ ।

নিনদমতিভৃশং নরাঃ প্রচক্রু-

র্জবণজলোদ্ভবসিংহনাদমিশ্রম্ ॥ ৩১

সেই সময় বাজবাদকগণ ঢোল, মুদঙ্গ, হৃন্দুভি, ক্রকচ, বড় ঢোল, ভেরি ও ঝঝরসকলের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

জ্যোৎস্নাপর্বণি অভিমম্ব্যাবধপর্বণি দ্বুঃশাসনযুদ্ধে

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

শ্রীমদ্রহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে জ্যোৎস্নাপর্ব্বাঙ্গগত অভিমম্ব্যাবধপর্ব্বের দ্বুঃশাসনের যুদ্ধবিষয়ক একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

[অভিমম্ব্যানা দ্বুঃশাসনস্য কর্ণস্য চ পরাজয়ঃ]

সঞ্জয় উবাচ ।

(ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ ।

তস্মিন্ কালে মহাবাহুঃ সৌভজঃ পরবীরহা ॥

সশরং কামূর্কং ছিত্বা লাঘবেন ব্যপাতয়ৎ ।

দ্বুঃশাসনং শরৈর্ঘোরৈঃ সন্ততক্ৰ সমমৃতঃ ॥)

শরবিন্ধুতগাত্ৰং তু প্রত্যমিত্রমবস্থিতম্ ।

অভিমম্ব্যঃ স্ময়ন্ ধীমান্ দ্বুঃশাসনমথাজ্ঞবীৎ ॥ ১

দিষ্ট্যা পশ্যামি সংগ্রামে মানিনং শুরমাগতম্

নিষ্ঠুরং ত্যক্তধর্ম্মাণমাক্রোশনপরায়ণম্ ॥

যং সভায়াং স্বয়া রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্ত শৃণুতঃ ।

কোপিতঃ পরুষৈর্বাকৈর্ধর্ম্মরাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩

জয়োন্মজেন ভীমশ্চ বহুবন্ধং প্রভাষিতঃ ।

অক্ষকূটং সমাক্রিত্য সৌবলশ্চাত্মনো বলম্ ॥ ৪

তৎ স্বয়েদমনুপ্রাপ্তং তস্মৈ কোপানুহাত্মনঃ ।

পরবিন্ধুতপহারস্ত ক্রোধস্তাপ্রশমস্ত চ ॥ ৫

লোলস্ত জ্ঞাননাশস্ত দ্রোহস্তাত্যাহিতস্ত চ ।

পিতৃণাং মম রাজ্যস্ত হরণস্তোগ্রধর্ষিনাম্ ॥ ৬

তৎ স্বয়েদমনুপ্রাপ্তং প্রকোপাদ্ বৈ মহাত্মনাম্ ।

স তস্তোগ্রমধর্ম্মস্ত ফলং প্রাপুহি দুর্ম্মতে ॥ ৭

চত্বারিংশ অধ্যায়

[অভিমম্ব্য কর্তৃক দ্বুঃশাসন ও কর্ণের পরাজয় ।]

(সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চালাতে লাগিল । সেই সময় শক্রবীরগণের সংহারকারী মহাবাহু স্তম্ভদ্রানন্দন অভিমম্ব্য অতিশয় দক্ষতার সহিত দ্বুঃশাসনের বাণ সহ ধ্রুতিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে নিজের ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিলেন ।)

তাহার পর বৃদ্ধিমান্ অভিমম্ব্য ঈর্ষং হস্ত সচকারে বিপক্ষ-রূপে সম্মুখে স্থিত এবং বাণসমূহে অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত দেহ দ্বুঃশাসনকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

ভাগ্যবশতঃ আজ আমি যুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত এবং নিজেকে শুরবীর বলিয়া অভিমানকারী তোমার স্ত্রীর নিষ্ঠুর, ধর্ম্মভাগী ও অপরের নিন্দায় সর্ব্বদা তৎপর শত্রুকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম ॥ ২

অরে মূর্খ! তুমি পাশাখেলায় জয়লাভ করিয়া উন্নত হইয়া সভাস্থলে রাজা যুধিষ্ঠিরকে শুভাইতে শুভাইতে নিজের নিষ্ঠুর থাক্যের দ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যে ক্রুদ্ধ করিয়াছিলে এবং শকুনির আত্মবল—পাশাখেলায় ছল কপটাতার সাহায্য লইয়া ভীষ্মসেনের প্রতি যে সমস্ত কটুবাণ্য বলিয়াছিলে, ইহাতে সেই মহাত্মা ধর্ম্মরাজের যে ক্রোধ হইয়াছিল, তাহারই সেই ফলের জন্ত আজ তোমাকে এরূপে দুর্দিনে পড়িতে হইয়াছে ।

অপরের ধন অপহরণ, ক্রোধ, অশান্তি, লোভ, জ্ঞানলোপ, দ্রোহ, দুঃসাহসিকতা পূর্ণ ব্যবহার এবং আমার উগ্র ধর্ম্মের পিতৃগণের রাজ্য অপহরণ—এ সমস্ত অপকর্ম্মের ফলস্বরূপ সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণের কোথায় আজ তোমাকে এই দুর্দিন লাভ করিতে হইয়াছে ।

দুর্ম্মতি! তুমি তোমার সেই অধর্ম্মের ভয়ঙ্কর ফল আজ প্রাপ্ত হও । আজ আমি . সমস্ত সৈন্তবাহিনীর সাক্ষাৎ

শালিতাম্রাভ্যন্তে বাণৈঃ সৰ্বসৈন্তস্ত পশ্যতঃ ।
 অদ্যাহমনৃগন্তস্ত কোপস্ত ভবিতা রণে ॥ ৮
 অমৰ্ষিতায়াঃ কৃষ্ণায়াঃ কাজ্জিক্তস্ত চ মে পিতৃঃ ।
 অদ্য কোরব্য ভীমস্ত ভবিতাম্রানুগো যুধি ॥ ৯
 ন হি মে মোক্ষাসে জীবন্ যদি নোৎসৃজ্যসে রণম্
 এবমুক্তা মহাবাহুবাণং দুঃশাসনাস্তকম্ ॥ ১০
 সন্দর্শে পরবীরম্ কালান্মানিলবচসম্ ।
 তস্তোরন্তুর্ণমাসাদ্য জক্রদেশে বিভিদ্য় তম্ ॥ ১১
 জগাম সহ পুঞ্জে ন বন্যাকমিব পন্নগঃ ।
 অথৈনং পঞ্চবিংশত্যা পুনরেব সমার্পয়ৎ ॥ ১২
 শরৈরগ্নিসম্পর্শৈরাকর্ণসমচোদিতৈঃ ।
 স গাঢ়বিক্ষো ব্যথিতো রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥ ১৩
 দুঃশাসনো মহারাজ কশ্মলং চাবিশম্ভহৎ ।
 সারথিস্তরমানস্ত দুঃশাসনমচেতনম্ ॥ ১৪

নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তোমাকে দণ্ড দান করিব। আজ আমি যুদ্ধে সেই মহাত্মা পিতৃগণের ক্রোধের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে স্বর্ণমুক্ত হইব। ৩-৮

কুরুকুলকলক! আজ অমর্ষপূর্ণা মাতা দ্রৌপদী ও পিতৃতুল্য ভীমসেনের অভীষ্ট মনোরথ পূর্ণ করিয়া এই যুদ্ধে তাঁহাদের স্বর্ণ হইতে আমি মুক্ত হইব। ৯

যদি তুমি যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া না যাও, তবে আজ তোমাকে আমার নিকট হইতে জীবন লইয়া যাইতে হইবে না। এই কথা বলিয়া শত্রুবীরনাশকারী মহাবাহু অভিমত্যা কাল, অগ্নি ও বায়ুতুল্য তেজস্বী একটি বাণ সঞ্চান করিলেন, যাহা দুঃশাসনের প্রাণ হরণ করিতে সমর্থ ছিল।

এই বাণ অতিদ্রুত তাঁহার বক্ষঃস্থলে যাইয়া তাঁহার কণ্ঠদেশ-সংলগ্ন স্থান বিদীর্ণ করিতে করিতে পক্ষসহ অন্তরে প্রবেষ্ট হইল ইহাতে তখন মনে হইতেছিল—কোন একটি সর্প বন্দীক-গণ্ডে প্রবেশ করিতেছে। তারপর অভিমত্যা দুঃশাসনকে আরও পচিশটি বাণ গ্রহণ করিলেন। ১০-১২

ধনুটিকে কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত অগ্নিতুল্য স্পর্শ-যুক্ত সেই সমস্ত বাণে গভীর আঘাত পাইয়া দুঃশাসন ব্যথিতচিত্তে রথের বলিবার আসনে বসিয়া পড়িলেন। ১৩

মহারাজ! সেই সময় দুঃশাসন অতিশয় মোহাবিষ্ট হইলেন। তখন অভিমত্যর বাণসমূহে পীড়িত এবং অচেতন

রণমধ্যাদপোবাহ সৌভদ্রশরপীড়িতম্ ।
 পাণ্ডবা দ্রৌপদেয়াশ্চ বিরাটশ্চ সমীক্ষ্য তম্ ॥ ১৫
 পাঞ্চালাঃ কেকয়াশ্চৈব সিংহনাদমথানদন ।
 বাদিত্রাণি চ সবাণি নানালিঙ্গানি সর্বশঃ ॥ ১৬
 প্রাবাদয়ন্ত স-স্রষ্টাঃ পাণ্ডনাঃ তত্র সৈনিকাঃ ।
 অপশ্যন্ অয়মানাশ্চ সৌভদ্রস্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৭
 অত্যন্তবৈরিণং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা শত্রুং পরাজিতম্ ।
 ধর্মমারুতশক্রাণামশ্বিনোঃ প্রতিমাস্তথা ॥ ১৮
 ধারয়ন্তো ধ্বজাগ্রেষু দ্রৌপদেয়া মহারথাঃ ।
 সাত্যকিশ্চৈকিতানশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিনৌ ॥ ১৯
 কেকয়া ধৃষ্টকেশুশ্চ মৎস্যঃ পাঞ্চাল-সৃঞ্জয়াঃ ।
 পাণ্ডবাশ্চ যুদা যুক্তা যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ॥ ২০
 অভ্যঙ্গবস্তুরিতা দ্রোণানীকং বিভিৎসবঃ ।
 ততোহভবন্মহাযুদ্ধং স্বদীয়ানাং পটৈঃ সহ ॥ ২১

দুঃশাসনকে সারথি অত্যন্ত ব্যগ্রভার সহিত যুদ্ধস্থল হইতে বাহিরে লইয়া যাইল।

সেই সময় পাণ্ডবগণ, পঞ্চ দ্রৌপদীনন্দন, রাজা বিরাট, পাঞ্চাল যোদ্ধারা ও কেকয়-যোদ্ধারা দুঃশাসনকে পরাজিত হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডব সৈন্তগণ তখন সেই স্থানে অতিশয় হষ্ট হইয়া নানা-প্রকার রণ-বাণ্যসমূহ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং হাস্ত করিতে করিতে সৃভদ্রানন্দন অভিমত্যর যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। ১৪-১৭

গম্বিত নিজের অত্যন্ত শত্রু দুঃশাসনকে পরাজিত হইতে দেখিয়া নিজেদের ধ্বজার অগ্রভাবে ধ্বজ, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের প্রতিমা ধারণকারী মহারথী দ্রৌপদী কুমারগণ, সাত্যকি, চৈকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, কেকয়-রাজকুমারবৃন্দ, ধৃষ্টকেশু, মৎস্য, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা হথের সহিত অতি সত্বর দ্রোণাচাধ্যায় বৃহ ভেদ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন।

তখনস্বর বিজয়াভিলাষী ও অপরাজিত আপনায় বীর সৈন্তদের সহিত শত্রুগণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

মহারাজ! যখন এইরূপে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল, তখন দুঃখোদন রাধাপুত্র কর্ণকে এই কথা বলিলেন।

জয়মাকাজক্ষমাণানাং শূরাণামনিবর্তিনাম্ ।
 তথা তু বর্তমানে বৈ সংগ্রামেহতিভয়ঙ্করে ॥ ২২
 হৃষ্যোধনো মহারাজ রাধেয়মিদমব্রবীৎ ।
 পশু হুঃশাসনং বীরমভিমমু্যবশং গতম্ ॥ ২৩
 প্রতপন্তমিবাদিত্যং নিম্নস্তং শাত্রবান্ রণে ।
 অথ চৈতে সুসংরদ্ধাঃ সিংহা ইব বলোৎকটাঃ ॥ ২৪
 সৌভজ্রমুত্তাতান্ত্রাতুমভাষাবন্ত পাণ্ডবাঃ ।
 ততঃ কর্ণঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরভিমমু্যং ছুরাসদম্ ॥ ২৫
 অভ্যবধত সংক্রুদ্ধঃ পুত্রস্ত হিতকৃৎ তব ।
 তস্ত চামুচরাংস্তীক্ষ্ণৈর্বিব্যাধ পরমেমুভিঃ ॥ ২৬
 অবজ্ঞাপূর্বকং শূরঃ সৌভজ্রস্ত রণাজিরে ।
 অভিমমু্যস্ত রাধেয়ং ত্রিসপ্তত্যা শিলৌমুখৈঃ ॥ ২৭
 অবিধ্যৎ স্বরিতো রাজন্ দ্রোণং প্রেপ্সূর্মহামনাঃ ।
 তং তথা নাশকং কশ্চিদ্ দ্রোণাদ্ বারয়িতুং রথী ॥ ২৮
 আরুজন্তং রথত্রাতান্ বজ্রহস্তাশ্বজাশ্বজম্ ।

কর্ণ! দেখুন, বীর হুঃশাসন সুধাতুলা শক্রগৈলুদিগকে
 সমস্ত করিতে করিতে তাহাদের সংহার করিতেছিল, এই
 অবস্থায় সে অভিমমু্যর বশীভূত হইয়া পড়ে ॥

অজ্ঞ দিকে অতিশয় ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণ হৃভদ্রানন্দন অভিমমু্যকে
 রক্ষা করিবার জন্ত উত্তত হইয়া প্রচণ্ড বলশালী সিংহের জায়
 ধাবিত হইতেছে ॥

ইহা শুনিয়া আপনাব পুত্রের হিতকামী কর্ণ অত্যন্ত ক্রোধের
 সহিত দুর্ধ্ব বীর অভিমমু্যর অমুগামীদিগকেও তীক্ষ্ণ এবং উত্তম
 বাণসমূহের দ্বারা অবহেলাক্রমে বিদ্ধ করিলেন ॥

রাজন্! সেই সময় মহামনা অভিমমু্য দ্রোণাচার্যের নিকট
 উপস্থিত হইবার ইচ্ছায় অতি সত্বর ত্রিযাস্তরটি বাণের দ্বারা
 কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥

এই সময় কোনও বীর রথী রথসমূহ বিধ্বস্তকারী ইন্দ্রপুত্র
 অর্জুনের সেই তনয়কে দ্রোণাচার্যের নিকটে যাইতে বাধা দিতে
 সমর্থ হইল না ॥

জয়াভিলাষী, সমস্ত ধনুর্ধরগণের মধ্যে মানী, অজ্ঞবিদ-
 বৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরশুরামের শিষ্য এবং প্রতাপশালী বীর কর্ণ
 নিজের উত্তম অস্ত্রসকলের প্রয়োগ দেখাইতে থাকিয়া শত শত
 বাণের দ্বারা শক্রদুর্ধ্ব হৃভদ্রানন্দন অভিমমু্যকে বিদ্ধ করিলেন
 এবং রণাঙ্গনে তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥

ততঃ কর্ণো জয়প্রেপ্সূর্মানী সর্বধনুয়তাম্ ॥ ২৯
 সৌভজ্রঃ শতশোহবিধ্যহুস্তমাস্ত্রাণি দর্শয়ন্ ।
 সৌহস্তৈরজ্রবিদাং শ্রোষ্ঠো রামশিষ্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩০
 সমরে শক্রদুর্ধ্বমভিমমু্যমপীড়য়ৎ ।
 স তথা পীড়্যমানস্ত রাধেয়েনাস্ত্রবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩১
 সমরেহমরসঙ্কাশঃ সৌভজ্রো ন ব্যশীর্ষ্যত ।
 ততঃ শীলাশিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভল্লৈরানতপর্বভিঃ ॥ ৩২
 ছিদ্ভা ধনুযি শূরাণামাজুনিঃ কর্ণমাদয়ৎ ।
 ধনুর্মণ্ডলনির্মুক্তৈঃ শরৈরাশীবিমোপঠৈঃ ॥ ৩৩
 সচ্ছত্রধ্বজযন্তারং সাম্ব্যমান্তু স্ময়ন্নিব ।
 কর্ণোহপি চাস্ত চিক্ষেপ বাণান্ সমতপর্বণঃ ॥ ৩৪
 অসম্ভ্রান্তশ্চ তান্ সর্বাণগৃহ্যৎ ফাল্গুনাজজঃ ।
 ততো মুহূর্তাৎ কর্ণস্ত্র বাণেনৈকেন বীৰ্য্যবান্ ॥ ৩৫
 সধ্বজং কামূকং বীরশিহ্নত্বা ভূমাবপাতয়ৎ ।
 ততঃ কৃচ্ছ্রগতং কর্ণং দৃষ্ট্বা কর্ণাদনন্তরঃ ॥ ৩৬

কর্ণকর্তৃক অথ ইতে পীড়িত হইতে থাকিলেও দেবতুলা
 অভিমমু্য সমরাজ্ঞে শিথিল হইয়া পড়িলেন না ॥

তাহারপর অর্জুনকুমার অভিমমু্য শিলাতে শান দিয়া ধারাল-
 কৃত তীক্ষ্ণ আনতপর্বযুক্ত ভল্লসমূহের দ্বারা বীরশ্রেষ্ঠগণের ধনু
 ছেদন করিয়া কর্ণকে সর্বতোভাবে পীড়িত করিতে
 লাগিলেন ॥

তিনি ঈষৎ হাস্যসহকারে নিজের মণ্ডলাকার শ্রেষ্ঠ ধনু
 হইতে নিক্ষিপ্ত বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ানক বাণসমূহের দ্বারা ছত্র,
 ধ্বজ, সারথি এবং অশ্বগণসহ কর্ণকে অতিসত্বর আহত করিয়া
 ফেলিলেন ॥

কর্ণও এই সময় ইহার উপর বহুসংখ্যক আনতপর্বযুক্ত বাণ
 নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু অর্জুননন্দন অভিমমু্য কোনরূপ বিভ্রান্ত
 না হইয়াই এ সমস্ত সহ করিয়া লইলেন ॥

তারপর মুহূর্তকালের মধ্যে পরাক্রমশালী বীর অভিমমু্য
 একটি বাণ প্রহার করিয়া কর্ণের ধ্বজসহ ধনুকে ছেদন করিয়া
 ভূতলে পাতিত করিলেন ॥

কর্ণকে সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অদৃষ্ট ধনু
 ধারণ করত অতিদ্রুত হৃভদ্রাকুমার অভিমমু্যর সম্মুখীন
 হইলেন ॥ ১৮-৩৬

সৌভজ্রমভায়াং তূর্ণং দৃঢ়মুজ্জমা কামু কন্ম ।
তত উচু ক্রুন্তুঃ পাথ্যাস্তেবাং চানুচরা জনাঃ ।
বাদিভ্রাণি চ সঞ্জয়ুঃ সৌভজ্রং চাপি তুষ্ট্যবুঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতাস্ত্রাংবৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি অভিমহ্যাবধপর্বণি কর্ণদুঃশাসনপরাভবে
চত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪০

তারপর সেই সময় কুন্তীদেবীর সকল পুত্রগণ ও তাঁতাদের

অহুগামী সৈন্তরা উচ্চৈঃস্বরে গর্জন, বাতবাদন এবং অভিমহ্যার
ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

শ্রীমহাবি বেনবাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বাস্তগত অভিমহ্যাবধপর্বের কর্ণ ও দুঃশাসনের পরাভব-
বিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অহুবাদ সমাপ্ত ।

একচত্বারিংশোধ্যায়ঃ

[অভিমহ্যানা কর্ণভ্রাতৃত্বধঃ, কোরবসেনানাং সংহারঃ পলায়নঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততোহতিগর্জন্ মনুষ্পাণিজ্যোং বিকর্ষন্ পুনঃ পুনঃ ।
তয়োর্মহাত্মনোত্তূর্ণং রথাস্ত্রমবাপতৎ ॥ ১
সোহবিষাদ্ দশভির্বাণৈরভিমহ্যায় হুরাসদম্ ।
সচ্ছত্রধ্বজযন্তাবং সাস্থমাহু স্মর্যামিব ॥ ২
পিতৃপৈতামহং কৰ্ম কুর্বাণমতিমানুষম্ ।
দৃষ্টাদিতং শরৈঃ কার্ষিঃ তদীয়া স্থষিতাভবন্ ॥ ৩
তস্ত্যভিমহ্যায়াম্য স্মর্যম্লে কেন পত্রিণা ।
শিরঃ প্রচ্যাবয়ামাস তদূরথাং প্রাপতদ্ ভুবি ॥ ৪

কর্ণিকারমিবাদুতং বাতেনাপতিতং নগাং ।

ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা রাজন্ কর্ণো ব্যথাং যযৌ ॥ ৫

বিমুখীকৃত্য কর্ণং তু সৌভজ্রঃ কল্পপত্রিভিঃ ।

অস্ত্রানপি মহেষ্ণাসাংস্তূর্ণমেবাভিহুক্ষবে ॥ ৬

ততস্তদ্বিভিতং সৈন্যং হস্ত্যশ্বরথপত্তিমং ।

ক্রুদ্ধোহভিমহ্যারভিনং তিগ্নতেজা মহারথঃ ॥ ৭

কর্ণস্ত বভুভির্বাণৈরদ্যমানোহভিমহ্যানা ।

অপায়াজ্জবনৈরশ্বৈস্ততোহনৌকমভজ্যত ॥ ৮

একচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ

[অভিমহ্যাকর্ষক কর্ণভ্রাতাকে বিনাশ এবং কোরবসৈন্তদের
সংহার ও পলায়ন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের সেই ভ্রাতা হাতে পড়
লইয়া অত্যন্ত গর্জন করিতে করিতে এবং গুণকে বারংবার
আকর্ষণ করিতে করিতে অতিশব্দরই এই দুই মহামনসী বীরের
রথের মধ্যভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ১

তিনি তখন হাসিতে হাসিতেই দশটি বাণ প্রহার করিয়া
দুর্জয় বীর অভিমহ্যাকে ছত্র, ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণসহ বিদ্ধ
করিয়া ফেলিলেন । ২

ঈদৃশ পিতা পিতামহগণের আচরিত মানবীয় কৰ্ম-পরাক্রম
অপেক্ষা অধিক পরাক্রমপ্রকাশকারী অর্জুনকুমার অভিমহ্যাকে
সেই সময় বাণসমূহে পীড়িত দেখিয়া আপনার সৈন্তরা হবোজ্জাল
করিতে লাগিলেন । ৩

তখন অভিমহ্য হাসিতে হাসিতে নিজের ধনুটিকে আকর্ষণ

করিয়া একটি বাণের দ্বারাই কর্ণের এই ভ্রাতার মস্তক দেহ হইতে
বিছিন্ন করিয়া দিলেন । ইহাতে সেই মস্তক রথ হইতে ভূতলে
পতিত হইল । সেই সময় মনে হইল—বায়ুবেগে আন্দোলিত হইয়া
উৎপাটিত কর্ণিকার বৃক্ষ পর্বতশিখর হইতে অধঃপতিত হইল ।

রাজন্! নিজের ভ্রাতাকে নিহত হইতে দেখিয়া কর্ণ অত্যন্ত
ব্যথিত হইলেন । এদিকে অভ্রাতাকুমার অভিমহ্যার গৃধ্রপক্ষবৃত্ত
বাণসমূহে কর্ণকে যুদ্ধস্থল হইতে বিতাড়িত করিয়া অপরাপর
মহাধনুর্ধর বীরগণের উপরও অতিজ্ঞত আক্রমণ করিলেন । ৪-৬

সেই সময় ক্রুদ্ধ ও প্রচণ্ড তেজস্বী মহারথী অভিমহ্য হস্তী,
অশ্ব রথ ও পদাতি সৈন্তবাহিনীতে পরিপূর্ণ বিশাল চতুরঙ্গী
কোরব-সৈন্তদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন । ৭

অভিমহ্যাকর্ষক নিষ্কিপ্ত বহুসংখ্যক বাণে পীড়িত হইয়া কর্ণ
ঈদৃশ বেগশালী অশ্বের সহায়তায় অতিশব্দর রণভূমি হইতে
পলায়ন করিলেন । তখন সকল সৈন্তবাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া
বাইল । ৮

শলভৈরিব চাকাশে ধারাভিরিব চাবুতে ।
 অভিমন্তোঃ শরৈ রাজন্ ন প্রাচ্ছায়ত কিঞ্চন ॥ ৯
 তাবকানাং তু যোধানাং বধ্যতাং নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 অত্র সৈন্ধবাদ্ রাজন্ ন স্য কশ্চিদতিষ্ঠত ॥ ১০
 সৌভদ্রস্ত ততঃ শত্রুং প্রাপ্য পুরুষৰ্ষভঃ ।
 শীঘ্রমভ্যপতৎ সেনাং ভারতীং ভরতষভ ॥ ১১
 স কক্ষৈহ্নিরিবোংস্থষ্টো নিদহংস্তরসা রিপুন ।
 মধ্যে ভারতসৈন্তানামাজুর্নিঃ পথ্যবর্তত ॥ ১২
 রথ-নাগাশ্বমহুজানদয়ন্ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 সম্প্রবিষ্টাকরোদ্ ভূমিঃ কবন্ধগণসঙ্কলাম্ ॥ ১৩
 সৌভদ্রচাপপ্রভবৈনিকৃতাঃ পরমেমুভিঃ ।
 স্থানেনাবাভিমুখান্ স্রুগুঃ প্রাজবন্ জীবিতাধিনঃ ॥ ১৪
 তে ষোরা রৌদ্রকমাণো বিপাঠা বহবঃ শিতাঃ ।
 নিস্রুস্তো রথনাগাশ্বান জগ্মুঃ রাশু বস্কবাম্ ॥ ১৫

রাজন্! সেইদিনে সম্পূর্ণ আকাশমণ্ডল সেইরূপ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল, যেরূপ পতঙ্গদলে কিংবা ঘোরতর বর্ষার বৃষ্টি-ধারায় আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তখন সেখানে কিছুই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ৯

মহারাজ! ভীষ্মধার বাণসমূহে নিহত হইতে থাকিলে সেই সময় আপনায় সৈন্তদের মধ্যে একমাত্র সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ ব্যতীত অস্ত্র কেহই রণাঙ্গনে থাকিতে পারিল না ॥ ১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন পুরুষপ্রবর হুভদ্রাকুমার অভিমহু্য গচ্ছ-বাণ করিতে করিতে পুনরায় অতিশ্রুত ভারতীয় সৈন্তদের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ১১

ভুঙ্ক বনে নিক্ষিপ্ত অগ্নিদৃশ বার্ণে সবেগে শত্রুদিগকে দগ্ধ করিতে থাকিয়া অভিমহু্য কৌরব-সৈন্তদের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১২

তিনি সৈন্তদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় ভীষ্ম বাণসমূহের দ্বারা রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সৈন্তদিগকে পীড়িত করিতে করিতে সমস্ত রণভূমিকেই মন্তকহীন শবদেহ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৩

হুভদ্রাকুমার অভিমহু্যর ধস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত উত্তমবাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আপনায় সৈন্তরা নিজেদের জীবন রক্ষা করিবার জন্য সমুখে আগত নিজেদের সৈন্তগণকেই বধ করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৪

অভিমহু্যর সেই ভয়ঙ্কর কর্মকারী, ভয়ানক, ভীষ্ম ও বহু সংখ্যক বিপাঠ নামক বাণ আপনায় রথ, হস্তী এবং অশ্বারোহী

সামুখ্যে সাদৃশ্যিত্রাণাঃ সগদাঃ সাজ্জনা রণে ।
 দৃশ্যন্তে বাহবশ্চিন্না হেমাভরণভূষিতাঃ ॥ ১৬
 শরাশ্চাপানি খড়্গাশ্চ শরীরানি শিরাংসি চ ।
 সফুলানি শ্রয়ীণি ভূমাবাসন্ সহস্রণঃ ॥ ১৭
 সোপশ্চরৈরধিষ্ঠানৈরীষাদশৈশ্চ বন্ধুরৈঃ ।
 অশ্কেবিমর্ষিতৈশ্চক্রৈর্বহুধা পতিতৈশ্চ যুগৈঃ ॥ ১৮
 শক্তিচাপাসিভিশ্চৈব পতিতৈশ্চ মহাধ্বজৈঃ ।
 চর্মচাপশরৈশ্চৈব বাবকীর্ণৈঃ সমস্ততঃ ॥ ১৯
 নিহতৈঃ ক্ষত্রিয়ৈরশ্বৈবারণৈশ্চ বিশাশ্পতে ।
 অগম্যরূপা পৃথিবী ক্ষণেনাসীৎ সুদাক্ষণা ॥ ২০
 বধ্যতাং রাজপুত্রাণাং ক্রন্দতামিতরেতরম্ ।
 প্রাহুরাসীদ্রহাশদো ভীকণাং ভয়বধনঃ ॥ ২১
 স শকো ভরতশ্রেষ্ঠ দিশঃ সর্বা ব্যনাদয়ৎ ।
 সৌভদ্রশ্চাজবৎ সেনাং দ্রুন্ ববাস্থরথদ্বিপান্ ॥ ২২

সৈন্তগণকে বধ করিতে থাকিয়া অতিশ্রুত ধরাতে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল ॥ ১৬

সেই যুদ্ধে আয়ুধ, হস্তত্ৰাণ (দস্তানা), গদা এবং অঙ্গন সহ বীরগণের স্বর্ণালকারে অলঙ্কৃত বাহসকল ছিন্ন হইয়া ভূপতিত হইতে দেখা যাইল ॥ ১৭

সেই রণাঙ্গনে ধস্ত, বাণ, খড়্গ, শরীর এবং হার ও কুণ্ডলে বিভূষিত মন্তক সহস্র সহস্র সংখ্যায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে ॥ ১৮

আবশ্যক সামগ্রী, বাসবার আসন (চেয়ার প্রভৃতি), দৈবানুগ, বন্ধুর, অশ্ব এবং চক্রসকল চূর্ণ বিচূর্ণ এবং খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত হইতে লাগিল। শক্তি, ধস্ত, খড়্গ, পতিত বিশাল ধ্বজ, ঢাল এবং বাণসকলও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া চারিদিকে পড়িয়াছিল। প্রজানাথ! বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়, অশ্ব এবং হস্তীও নিস্রাণ হইয়া পতিত ছিল। এই সব কারণে সেখানকার রণভূমি ক্ষণকালের মধ্যেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও অগম্য হইয়া পড়িল ॥ ১৮-২০

বাণসকলের আঘাত পাইয়া পরস্পর ক্রন্দন করিতে করিতে রাজকুমারগণের মহাশব উৎখত হইল, যে শব কাপুরুষদিগের ভয়বন্ধন করিয়াছিল ॥ ২১

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই শব সমস্ত দিগ্‌মণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। হুভদ্রাকুমার অভিমহু্য এই সময় শ্রেষ্ঠ অশ্ব, রথ ও হস্তীদিগকে সংহার করিতে করিতে কৌরবসৈন্তদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২২

কক্ষমগ্নিরিবোৎসৃষ্টো নির্দহন্তরসা রিপুন্ ।
মধ্যে ভারতসৈন্তানামাজুনিঃ প্রত্যদৃশত ॥ ২৩
বিচরন্তঃ দিশঃ সর্বাঃ প্রদিশশ্চাপি ভারত ।
তং তদা নানুপশ্যামঃ সৈন্তে চ রজসাবৃতৈ ॥ ২৪
আদদানং গজাশ্বানাং নৃণাং চাযুংষি ভারত ।
ক্ষণেন ভূয়ঃ পশ্যামঃ সূর্য্যং মধ্যান্দিনে যথা ॥ ২৫
অভিমন্যুং মহারাজ প্রতপন্তুং দ্বিষদগণান্ ।

তক্ষ বনভূমিতে নিক্ষিপ্ত অনলসদৃশ অর্জুনকুমার অভিমন্যু
বেগের সহিত শত্রুগণকে বিনাশ করিতে থাকিয়া কৌরবসৈন্তদের
মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

ভারত । ধূলিজালে আচ্ছাদিত সৈন্তবাহিনীর মধ্যে সমস্ত
দিক ও বিদিক (কোণ)-সমূহে বিচরণকারী অভিমন্যুকে সেই
সময় আমরা দেখিতে পাইলাম না ॥ ২৪

ভরতনন্দন ! হস্তী, অশ্ব এবং পদাতি সৈন্তগণের আয়ু
(প্রাণ)-হরণকারী অভিমন্যুকে আমরা ক্ষণকালের মধ্যেই

শ্রীময়র্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বাঙ্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বক অভিমন্যুর পরাক্রমবিষয়ক
একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অন্ত্যাদ সমাপ্ত ।

দ্বিচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

[অভিমন্যুমনুগচ্ছতাং পাণ্ডবানাং বরপ্রভাবেন জয়ত্বেথেনাবরোধঃ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

বালমত্যন্তসুখিনং স্ববাজবলদপিতম্ ।
যুদ্ধেষু কুললং বীরং কুলপুত্রং তনুভ্যজম্ ॥ ১
গাহমানমনীকানি সদশ্চৈশ্চ ত্রিহায়নৈঃ ।
অপি যৌধিষ্ঠিরাং সৈন্তাং কশ্চিদনুপতদ্ বলী ॥ ২

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[অভিমন্যুর পশ্চাতে গমনকারী পাণ্ডব-বোদ্ধাদিগকে বর-
প্রভাবে জয়ত্বেথের প্রতিরোধ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! অত্যন্ত সুখে সংবর্জিত বালক
অভিমন্যু যুদ্ধে অতিশয় নিপুণ ছিলেন । নিদ্রের বাহুবলের
উপর ইহার গর্ভও ছিল । সে উত্তমকূলে উৎপন্ন হওয়ার শরীরকে
পরিভ্রাণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধ করিতে ছিল । যে সময়
তিনবৎসর বয়স্ক উত্তম অশ্বগণের দ্বারা আমার সৈন্তমধ্যে প্রবেশ
করিতেছিল, সেই সময় যুধিষ্ঠিরের সৈন্তদের মধ্যে কোন্ কোন্

স বাসবসমঃ সংখ্যে বাসবস্তাঅজ্ঞাঅজ্ঞঃ ॥
অভিমন্যুর্মহারাজ সৈন্তমধ্যে ব্যরোচত ॥ ২৬
(যথা) পুরা বহিস্রুতোহস্ররসৈন্তেষু বীর্য্যবান্ ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি অভিমন্যুপরাক্রমে
একচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪১

দ্বিপ্রহরস্থিত সূর্য্যের দ্বায় শত্রুসৈন্তগণকে পুনরায় সস্তাপিত
করিতে দেখিলাম । মহারাজ ! ইন্দ্রনন্দন অর্জুনের এই পুত্র
অভিমন্যু যুদ্ধে ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমী ছিলেন বলিয়া মনে হইতে
লাগিল । বেকুপ পুরাকালে পরাক্রমশালী কুমার কাণ্ডিকের
অস্রদের সৈন্তবাহিনীকে সংহার করিতে করিতে শোভাপ্রাপ্ত
হইয়াছিলেন, সেইরূপ অভিমন্যু কৌরবসৈন্তমধ্যে বিচরণ
করিতে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৪-২৬

সঞ্জয় উবাচ ।

যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনঃ শিখণ্ডী সাত্যকির্ঘমৌ ।
ধৃষ্টদ্যায়ো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ সকেকয়ঃ ॥ ৩
ধৃষ্টকেতুশ্চ সংরক্কো মৎস্তাস্তাত্যপতন্ রণে ।
ভেনৈব তু পথা যাক্তঃ পিতরো মাতুলৈঃ সহ ॥ ৪

বলবান্ বীর যোদ্ধা তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে বৃহের মধ্যে প্রবেশ
করিতে পারিয়াছিল ? ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, শিখণ্ডী,
সাত্যকি, নকুল-সহদেব, ধৃষ্টদ্যায়, বিরাট, দ্রুপদ, কেকয়রাজকুমার-
গণ, রোষপূর্ণ ধৃষ্টকেতু এবং মৎস্তদেশীয় যোদ্ধারা—ইহারা সকলেই
যুদ্ধস্থলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । অভিমন্যুর পিতৃবাগ ও
মাতুলগণ নিজ সৈন্তদিগকে বৃহদাকারে সংগঠিত করিয়া প্রহার
করিতে উত্তম অভিমন্যুকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার রচিত পথে
বৃহের মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্দেশে একসঙ্গে ধাবিত হইলেন ॥

অভ্যাজবন্ পরীক্ষন্তো ব্যাটানীকাঃ প্রহারিণঃ ।

তান্ দৃষ্ট্বা ভবতঃ শ্ৰাংস্তদীয়া বিমুখাভবন্ ॥ ৫

ততস্তদ্ বিমুখং দৃষ্ট্বা তব সুনোর্মহদ্ বলম্ ।

জামাতা তব তেজস্বী সংস্তম্ভয়িষুরাজবৎ ॥ ৬

সৈন্ধবস্ত মহারাজ পুত্রো রাজা জয়দ্রথঃ ।

স পুত্রগৃহ্নিনঃ পার্থান্ সহসৈন্তানবারয়ৎ ॥ ৭

উগ্রধন্বা মহেষ্টাসো দিব্যমস্ত্রমুদীরয়ন্ ।

বাধক্ষত্রিকপাসেধং প্রবণাদিব কুঞ্জরঃ ॥ ৮

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

অতিভারমহং মন্তো সৈন্ধবে সঞ্জয়াহিতম্ ।

যদেকঃ পাণ্ডবান্ ক্রুদ্ধান্ পুত্রপেঙ্গুনবারয়ৎ ॥ ৯

অত্যন্তুতমহং মন্তো বলং শৌর্য্যাক সৈন্ধবে ।

তস্ত প্রক্ৰহি মে বীৰ্য্যং কৰ্ম চাত্ৰাং মহাত্মনঃ ॥ ১০

কিং দন্তং স্তমতিষ্টঃ বা কিং শূতপ্তমথো তপঃ ।

এই বীরগণকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া আপনার পুত্র রণবিমুখ হইয়া পড়িল। আপনার পুত্র দুৰ্য্যোধনের বিশাল সৈন্তবাহিনীকে রণবিমুখ দেখিয়া তাহাদিগকে স্থিরতাপূৰ্ব্বক স্থাপিত করিবার ইচ্ছায় আপনার তেজস্বী জামাতা জয়দ্রথ সেখানে ধাবিত হইয়া আসিলেন ॥ ৩-৬

মহারাজ! সিদ্ধদেশপতির পুত্র রাজা জয়দ্রথ নিজেদের পুত্রের জীবন রক্ষা করিতে অভিলষী সৈন্তসহ কুন্তীপুত্রগণের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন ॥ ৭

যেদ্রপ হাতী নিম্নভূমিতে আসিয়া শক্রগণকে নিবারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভয়ঙ্কর ও মহাধনুর্ধর বৃদ্ধকপুত্র জয়দ্রথ দিব্যাস্ত্র-সকল প্রয়োগ করিয়া শক্রগণের অগ্রগমন প্রতিরোধ করিলেন ॥ ৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমি ত' মনে করি—সিদ্ধরাজ জয়দ্রথের উপর এই অতিশয় গুরুতর ভার অর্পিত হইয়াছে, যে একাকী হইয়াও পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য উদযুক্ত ও ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণকে রুদ্ধ করিয়াছিল ॥ ৯

সিদ্ধরাজ জয়দ্রথে এই বল ও শৌর্য্য থাকা অতিশয় আশ্চর্যের কথা বলিয়াই আমি মনে করি। মহাত্মা জয়দ্রথের বল ও শ্রেষ্ঠ পরাক্রম আমার নিকট সমস্তারে বল ॥ ১০

সিদ্ধরাজ এমন কি দান, গোম, ঘজ অথবা উত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন, বাহার ফলে সে একাকীই সমস্ত পাণ্ডবগণকে রুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল? ১১

সিদ্ধরাজো হি যেনৈকঃ পাণ্ডবান্ সমবারয়ৎ ॥ ১১

(দমো বা ব্রহ্মচর্য্যং বা সূত যচ্চাস্য সত্তমঃ ।

দেবং কতমমারাধা বিষ্ণুমীশানমজ্জজম্ ॥

সিদ্ধুরাট্ তনয়ে সন্তান্ ক্রুদ্ধঃ পার্থানবারয়ৎ ।

নৈবং কৃতং মহৎ কৰ্ম ভীষণোজ্জাসিষং তথা ॥)

সঞ্জয় উবাচ ।

জৌপদীহরণে যৎ তদ্ ভীমসেনেন নির্জিতঃ ।

মানাং স তপ্তবান্ রাজা বরার্থী স্মহৎ তপঃ ॥ ১২

ইন্দ্রিয়াগীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ প্রিয়েভ্যঃ সন্নিবর্ত্য সঃ ।

কুংপিপাসাতপসহঃ ক্রুশো ধমনিসন্ততঃ ॥ ১৩

দেবমারাধয়চ্ছৰ্ঘং গুণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

ভক্তানুকম্পী ভগবাস্তস্ত চক্রে ততো দয়াম্ ॥ ১৪

স্বপ্নাস্তেহপাথ চৈবাহ হরঃ সিন্দূপতেঃ সূতম্ ।

বরং বৃণীষ প্রীতোহস্মি জয়দ্রথ কিমিচ্ছসি ॥ ১৫

(সঙ্কনশ্রেষ্ঠ সূত! জয়দ্রথে যে ইন্দ্রিয়সংযম কিংবা ব্রহ্মচর্য্য আছে, তাহা আমাকে বল। বিষ্ণু, শিব অথবা ব্রহ্মা কোন দেবতার আরাধনা করিয়া সিদ্ধরাজ জয়দ্রথ স্বপুত্রকে রক্ষা করিতে উদ্যত পাণ্ডবগণকে ক্রোধের সহিত প্রতিরোধ করিলেন। ভীষ্মও যে কখনও এরূপ পরাক্রম করিয়াছেন, সেইরূপ কোন বিষয় আমার জানা নাই।)

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! জৌপদীহরণপ্রসঙ্গে জয়দ্রথকে যে ভীমসেনের নিকট পরাজিত করা হইয়াছিল, তাহাতেই অভিমানবশতঃ অপমান অনুভব করিয়া রাজা জয়দ্রথ বরলাভ কামনা করিয়া অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ১২

প্রিয় বিষয়সমূহ হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া কৃথা-তৃষা এবং উত্তাপের কষ্ট সহ্য করিতে করিতে জয়দ্রথ অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার শরীরে নাড়ীতুঁড়িও দেখা বাইতে লাগিল ॥ ১৩

তিনি সনাতন ব্রহ্মরূপ ভগবান্ শঙ্করের স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার আরাধনা করিতে থাকিলেন। তখন ভক্তের প্রতি অহুগ্রহকারী ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার উপর কৃপা করিলেন এবং স্বপ্নে জয়দ্রথকে দর্শন দিয়া তাঁহাকে বলিলেন—জয়দ্রথ! তুমি কি চাও? বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি ॥ ১৪-১৫

এবমুক্তস্ত শর্বেণ সিন্ধুরাজো জয়ত্ৰথঃ ।
উবাচ প্রণতো রুজঃ প্রাজ্জলিনিয়তাশ্বান্ ॥ ১৬
পাণ্ডবেয়ানহং সংখ্যে ভীমবীৰ্য্যপরাক্রমান্ ।
বারয়েয়ং রথেনৈকঃ সমস্তানিতি ভারত ॥ ১৭
এবমুক্তস্ত দেবেশো জয়ত্ৰথমথাব্রবীৎ ।
দদামি তে বরং সৌম্য বিনা পার্থং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১৮
বারয়িস্বসি সংগ্রামে চতুরঃ পাণ্ডুনন্দনান্ ।
এবমস্তিতি দেবেশমুক্তাবুধ্যত পাণ্ডিবেঃ ॥ ১৯
স তেন বরদানেন দিবোনাস্ত্রবলেন চ ।

ভগবান্ শব্দর এই কথা বলিলে পর সিন্ধুরাজ জয়ত্ৰথ
নিজের মন ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযমে রাখিয়া সেই রুদ্রদেবকে
প্রণাম করিলেন এবং কুভাজ্জলি হইয়া বলিলেন ॥ ১৬

প্রণো! আমি যুদ্ধে ভয়ঙ্কর বলপরাক্রমশালী সমস্ত পাণ্ডব-
গণকে একাকীই কেবল রথের দ্বারা পরাজিত করিয়া তাহাদের
অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে পারি। ভারত! তিনি এই কথা
বলিলে পর দেবেশ্বর ভগবান্ শিব জয়ত্ৰথকে বলিলেন—সৌম্য!
আমি তোমাকে বর প্রদান করিলাম। তুমি কুন্তীপুত্র অর্জুন
ব্যতীত শেষ চারিজন পাণ্ডবকে (এক দিন) যুদ্ধে অগ্রগতি
হইতে নিবারণ করিতে পারিবে। তখন দেবেশ্বর মহাদেবকে

শ্রীমদ্রহসি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্ষিক্যাং
দ্রোণপর্বণি অভিমহ্যাবধপর্বণি জয়ত্ৰথযুদ্ধে
দ্বিচত্বারিংশোধ্যায়ঃ সমাপ্ত ।

দ্বিচত্বারিংশোধ্যায়ঃ

পাণ্ডবৈঃ সহ জয়ত্ৰথস্য যুদ্ধম্, ব্যুহদ্বারে পাণ্ডবানাং গতিরোধন্ত]

সঞ্জয় উবাচ ।

যন্মাং পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র সিন্ধুরাজস্ত বিক্রমম্ ।
শৃণু তৎ সর্বমাখ্যান্তে যথা পাণ্ডুনযোধয়ৎ ॥ ১

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[পাণ্ডবগণের সহিত জয়ত্ৰথের যুদ্ধ এবং ব্যুহদ্বারে পাণ্ডব-
গণের গতিরোধ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আপনি আমাকে যে সিন্ধুরাজ
জয়ত্ৰথের পরাক্রমের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা শ্রবণ
করুন। তিনি যেভাবে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন,
সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আমি আপনাকে বলিতেছি ॥ ১

একঃ সংবারয়ামাস পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥ ২০
তস্ত জ্যাতলঘোবেণ ক্ষত্রিয়ান্ ভয়মাবিশৎ ।
পরাংস্ত তব সৈন্তস্ত হর্ষঃ পরমকোহভবৎ ॥ ২১
দৃষ্ট্বা তু ক্ষত্রিয়া ভারং সৈন্ধবে সর্বমাহিতম্ ।
উৎকৃষ্টাভ্যাজবন্ রাজন্ যেন যৌধিষ্ঠিরং বলম্ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্ষিক্যাং
দ্রোণপর্বণি অভিমহ্যাবধপর্বণি জয়ত্ৰথযুদ্ধে
দ্বিচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪২

“এবমস্ত” (ইচ্ছাই হউক) বলিয়া জয়ত্ৰথ জাগিয়া উঠিলেন ॥ ১৭-১৯
সেই বরদান ও দিব্য অস্ত্র-বলের দ্বারা জয়ত্ৰথ একাকীই
আজ পাণ্ডবসৈন্তদিগকে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ২০

তাহার ধনুর টকারক্ষণি শ্রবণ করিয়া শত্রুপক্ষের ক্ষত্রিয়গণের
মনে ভয় উপস্থিত হইল; কিন্তু আপনার সৈন্তরা অত্যন্ত হুই
হইলেন ॥ ২১

রাজন্! সেই সময় যুদ্ধের সমস্ত ভার জয়ত্ৰথের উপরই পতিত
হইয়াছে দেখিয়া আপনার ক্ষত্রিয় বীরগণ চর্ষে কোলাহল করিতে
করিতে যে দিকে যুধিষ্ঠিরের সৈন্তরা অবস্থান করিতেছে, সেইদিকে
ধাবিত হইলেন ॥ ২২

তমূহ্বর্জিনো বশ্চাঃ সৈন্ধবাঃ সাধুবাহিনঃ ।

বিকূর্বাণা বৃহস্তোহশ্বাঃ শ্বলনোপমরংহসঃ ॥ ২

গন্ধর্বনগরাকারং বিধিবৎ কল্পিতং রথম্ ।

তস্তাভাশোভয়ৎ কেতুর্বারাহো রাজতো মহান ॥ ৩

সামুখ্যে বশীকৃত, উত্তমরূপে বহন করিতে অভ্যস্ত, বায়ুতুল্য
বেগশালী এবং নানাপ্রকার গমনভঙ্গী প্রদর্শনকারী সিন্ধুদেশীয়
বিশাল অশ্বগণ সেই সময় জয়ত্ৰথকে বহন করিতেছিল ॥ ২

বিধি স্তম্ভসারে সজ্জিত তাহার রথ গন্ধর্বনগরের স্তায় মনে
হইতেছিল। ইহার রজতনির্মিত এবং বরাহ চিহ্নযুক্ত বিশাল
দ্বার ইহার মূখ্যে শোভাবর্জন করিতেছিল ॥ ৩

খেতচ্ছত্রপতাকাভিচ্চামরবাজনেন চ ।
 স বভৌ রাজলিঙ্গৈস্তৈস্তারপতিরিবাস্বরে ॥ ৪
 মুক্তাবজ্রমণিশর্গৈর্ভূষিতং তদয়স্বয়ম্ ।
 বরুণং বিবভৌ তস্মৈ জ্যোতির্ভিঃ খমিবাস্বতম্ ॥ ৫
 স বিষ্ণুর্মা মহচ্চাপঃ কিরল্লিঙ্গুগণান্ বহুন্ ।
 তৎ খণ্ডং পুরয়ামাস যদ্ বাদারয়দাজুর্নিঃ ॥ ৬
 স সাত্যকিং ত্রিবিধাণৈরষ্টভিচ্চ বৃকোদরম্ ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নং তথা ষষ্ঠ্য বিরাটং দশভিঃ শরৈঃ ॥ ৭
 ক্রপদং পঞ্চভিচ্ছৌকৈঃ সপ্তভিচ্চ শিখণ্ডিনম্ ।
 কেকয়ান্ পঞ্চবিংশত্যা দ্রৌপদেয়াংস্ত্রিভিঃস্ত্রিভিঃ ॥ ৮
 যুধিষ্ঠিরং তু সপ্তত্যা ততঃ শ্বেযানপামুদং ।
 ইয়ুজালেন মহতা তদন্তুতমিবাভবৎ ॥ ৯
 অথাস্ত শিতপীতেন ভল্লেনাদিশ্চ কামুকম্ ।
 চিচ্ছেদ প্রহসন্ রাজা ধর্মপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১০

খেতচ্ছত্র, পতাকা, চামর ও বাজন—এই সব রাজচিহ্নে সংযুক্ত থাকিয়া তিনি আকাশে চন্দ্ৰের ছায় হুশোভিত ছিলেন ॥ ৪

মুক্তা, মণি, স্বর্ণ ও হীরকে বিভূষিত ইহার রথের লৌহময় আবরণ নক্ষত্রমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত আকাশের সদৃশ শোভা পাইতেছিল ॥ ৫

তিনি স্বীয় বিশাল ধন বিস্ফারিত করিয়া বহুসংখ্যক বাণ-সমূহ বর্ষণ করিতে করিতে ব্যূহের সেই ভাগকে যোদ্ধাগণের দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিলেন, যে ভাগকে অভিমত্যা বিদারিত করিয়া ছিলেন ॥ ৬

সেই সময় তিনি সাত্যকিকে তিন, ভীমসেনকে আট, ধৃষ্টদ্যুম্নকে ষাট, বিরাটকে দশ, ক্রপদকে পাঁচ, শিখণ্ডীকে সাত, কেকয়রাজকুমারগণকে পঁচিশ, দ্রৌপদীর পুত্রদিগকে তিনটি তিনটি এবং যুধিষ্ঠিরকে সত্তরটি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন । তারপর বাণসমূহের জাল পাতিয়া তিনি শেষ সৈন্যটিকেও পশ্চাদ্দলপসরণে বাধ্য করিলেন । ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া যাইল ॥ ৭-৯

এই সময় প্রতাপশালী রাজা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির একটি তীক্ষ্ণ ও পীত বর্ণের ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধন ছেদন করিবার কথা ঘোষণা করিয়া উহা ছেদন করিলেন ॥ ১০

তখন জয়দ্রথও নিমেষকালের মধ্যেই অপর ধন হাতে লইয়া

অক্লান্তনিমেষমাত্রাণে সৌহৃদ্যদাদায় কামুকম্ ।
 বিব্যাধ দশভিঃ পার্থঃ তাংষ্ট্রৈবাগ্ন্যাংস্ত্রিভিঃস্ত্রিভিঃ ॥ ১১
 তৎ তস্মৈ লাঘবং ভ্রাতৃ ভীমো ভল্লৈঃস্ত্রিভিঃস্ত্রিভিঃ ।
 ধনুর্ধ্বজঞ্চ ছত্রঞ্চ ক্ষিতৌ ক্ষিপ্ত্রমপাতয়ৎ ॥ ১২
 সৌহৃদ্যদাদায় বলবান্ সজ্যাং কৃৎস্না চ কামুকম্ ।
 ভীমস্তাপাতয়ৎ কেতুং ধনুরাশাং চ মারিষ ॥ ১৩
 স হতাস্থাদবপ্লত্য ছিন্নধ্বা রথোত্তমাং ।
 সাত্যাকেরাপ্লতো যানং গির্ঘাগ্রমিব কেশরী ॥ ১৪
 ততস্তদীয়াঃ সংহৃষ্টাঃ সাধু সান্বিতা বাদিনঃ ।
 সিদ্ধুরাজস্ম তৎ কর্ম প্রেক্ষ্যাত্রাক্ষেয়মন্তুতম্ ॥ ১৫
 সংক্রুদ্ধান্ পাণ্ডবানেকো যদ্ দধারান্ততেজসা ।
 তৎ তস্মৈ কর্ম ভূতানি সর্বণোবাভ্যপূজয়ন্ ॥ ১৬
 সৌভদ্রেণ হঠৈঃ পূর্বং সৌভরায়েবিভির্দ্বিপৈঃ ।
 পাণ্ডনাং দর্শিতঃ পন্তাঃ সৈন্ধবেন নিবারিতঃ ॥ ১৭

রকে দশ এবং অগ্নি বীরগণকে তিনটি তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১১

তাঁহার এই নিপুণতা দেখিয়া ও বুঝিয়া ভীমসেন তিনটি তিনটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধন, ধ্বজ এবং ছত্রকে অতি সত্বর ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ১২

অর্থাৎ! সেই সময় সেই বলবান্ বীর জয়দ্রথ অপর ধন গ্রহণ করত তাঁহার উপর গুণারোপণ করিলেন এবং ভীমের ধন, ধ্বজ এবং অশ্বদলকে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন ॥ ১৩

ধনু ছিন্ন হইয়া যাইলে নিজের অশ্বহীন রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ভীমসেন সাত্যকির রথে গিয়া উপবেশন করিলেন । ইহাতে মনে হইলে—কোন সিংহ শরীরতলিখরে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ১৪

সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথের এই পরাক্রম, যাহা প্রবণ করিলে বিশ্বাস করা হয় না, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনাদের সকল সৈন্যই অত্যন্ত হত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল ॥ ১৫

জয়দ্রথ একাকীই নিজের দিব্যাস্ত্রসকলের তেজে ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণকে যে রুদ্ধ করিয়া ছিলেন, তাঁহার এই পরাক্রমকে সকল প্রাণীই প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ১৬

হুভঙ্গাকুমার অভিমত্যা প্রথমে গজারোহী ব্যক্তিগণের সহিত বহুসংখ্যক গজরাজকে বধ করিয়া ব্যূহ প্রবেশ করিবার জন্য পাণ্ডবদিগকে পথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু জয়দ্রথ তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন ॥ ১৭

যতমানান্ত তে বীরা মৎস্ত-পাঞ্চাল-কেকয়াঃ ।

পাণ্ডবাশ্চাষপতন্তু প্রতিশেকূর্ণ সৈন্ধবম্ ॥ ১৮

যো যো হি যততে ভেদুঃ দ্রোণানীকং তবাহিতঃ ।

তং তমেব বরং প্রাপ্য সৈন্ধবঃ প্রত্যবারয়ৎ ॥ ১৯

বীর মৎস্ত, পাঞ্চাল, কেকয় ও পাণ্ডবগণ তখন বারংবার বিশেষ যত্ন করিয়া বাহের উপর আক্রমণ করিলেন; কিন্তু সিদ্ধ-রাজের সম্মুখে থাকিতেই পারিলেন না ॥ ১৮

শ্রীমদ্রহি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে দ্রোণপর্বাঙ্কর্তৃক অভিমহ্যবধপর্কে জয়দ্রথের যুদ্ধবিষয়ক ত্রিচত্রিংশ অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

চতুষ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ

[অভিমহ্যোঃ পরাক্রমঃ, তেন বসাতীয়াদি-যোদ্ধৃণাং বিনাশশ্চ]

সময় উবাচ ।

সৈন্ধবেন নিরুদ্ধেযু জয়গৃহ্মিষু পাণ্ডবু ।

সুঘোরমভবদ্ যুদ্ধং স্বদীয়ানাং পরৈঃ সহ ॥ ১

প্রবিশ্ণাথাজুনিঃ সেনাং সত্যসন্ধো দুরাসদঃ ।

ব্যক্ধোভয়ত তেজস্বী মকরঃ সাগরং যথা ॥ ২

তং তথা শরবর্ষণে ক্ষোভয়ন্তুমরিন্দমম্ ।

যথা প্রধানাঃ সৌভদ্রমভ্যয় রথসত্তমাঃ ॥ ৩

তেষাং তস্ত চ সম্মর্দো দারুণঃ সমপত্তত ।

আপনার যে যে শত্রু দ্রোণাচাখ্যের বাহকে ভেদ করিবার যত্ন করিতেছিল, সেই সেই শ্রেষ্ঠ বীরগণের নিকট উপস্থিত হইয়া জয়দ্রথ তাহাদিগকে রুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

সুজ্ঞতাং শরবর্ষণি প্রসক্তমমিতৌজসাম্ ॥ ৪

রথত্রজেন সংরুদ্ধস্তৈরমিত্রৈস্তথাজুনিঃ ।

বৃষসেনস্ত যন্তারং হস্তা চিচ্ছেদ কামুকম্ ॥ ৫

তস্ত বিব্যাধ বলবান্ শরৈরস্থানজিহ্মগৈঃ ।

বাতায়মানৈরথ তৈরশ্বৈরপশ্চতো রণাং ॥ ৬

তেনাস্তুরেণাভিমহ্যোঃ স্তাপাসারয়দ্ রথম্ ।

রথত্রজাস্ততো স্রষ্টাঃ সাধু সাধ্বিতি চুক্রুশুঃ ॥ ৭

চতুষ্চত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

[অভিমহ্যর পরাক্রম এবং তাঁহার দ্বারা বসাতীয়া প্রভৃতি যোদ্ধাগণের বিনাশ ।]

সময় বলিলেন,—রাজন! জয়লাভ করিতে অভিলাষী পাণ্ডবগণকে যখন সিদ্ধরাজ জয়দ্রথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন, সেই সময় আপনার সৈন্যদের শত্রুদিগের সহিত অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১

তদনন্তর সত্যপ্রতিজ্ঞ দুর্ধ্ব ও তেজস্বী বীর অভিমহ্য আপনার সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে সেইভাবে বিক্ষুভিত করিয়া তুলিলেন, যেরূপ মকর সাগরকে বিক্ষুভিত করিয়া থাকে ॥ ২

এইভাবে বাণবর্ষণের দ্বারা কৌরবসৈন্যদিগকে বিক্ষুভিত করিতে করিতে যুদ্ধরত শত্রুদমন হুড্ডাকুমার অভিমহ্যকে আপনার সৈন্যদের মধ্যে প্রধান প্রধান মহারথী বীরগণ একসঙ্গে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩

সেই সময় অত্যন্ত তেজস্বী কৌরব যোদ্ধারা পরস্পর শ্রেণীবদ্ধভাবে বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ইহাদের সহিত তখন অভিমহ্যর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৪

যদিও শত্রুগণ নিজেদের রথসমূহের দ্বারা অর্জুনকুমার অভিমহ্যকে সর্বাঙ্গিক দিয়াই ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, তথাপি তিনি বৃষসেনের সারথিকে আহত করিয়া তাঁহার ধনুটিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

তখন বলবান্ বৃষসেন নিজের সরলগামী বাণসমূহের দ্বারা অভিমহ্যর অশ্বগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । ইহাতে তাঁহার অশ্বগণ বায়ুবেগে পলায়ন করিতে লাগিল । এইভাবে তিনি অশ্বগণের দ্বারা বহু দূরে নীত হইলেন ॥ ৬

অভিমহ্যর কাণ্ডে এইরূপে বিগ্ন উপস্থিত হইলে সেই সময় বৃষসেনের সারথি তাঁহার রথকে সেখানে হইতে দূরে লইয়া বাইল । ইহাতে সেখানে সমবেত রথিসমূহ হুট্ট হইয়া ‘উত্তমকার্য্য, উত্তমকার্য্য’ এই কথা বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন ॥ ৭

তং সিংহমিব সংক্রুদ্ধং প্রমথন্তুং শরৈররীন্ ।
 আরাদায়াম্ভোত্য বসাতীয়োহভ্যাদ্ ক্রতম্ ॥ ৮
 সোহভিমম্বাং শরৈঃ স্ঠ্যা কল্পপুঙ্খরবাকিরং ।
 অত্রবীচ্চ ন মে জীবন্ জীবতো যুধি মোক্ষ্যসে ॥ ৯
 তময়স্ময়বর্মণমিযুগা দূরপাতিনা ।
 বিব্যাধ হৃদি সৌভদ্রঃ স পপাত বাসুঃ ক্রিতো ॥ ১০
 বসাতীয়ং হতং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধাঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ ।
 পরিবক্রন্তদা রাজ্যংস্তব পৌত্রং জিঘাংসবঃ ॥ ১১
 বিষ্কারয়ন্তুচাপানি নানারূপাণ্যনেকশঃ ।
 তদ্ যুদ্ধমভবদ্ রৌদ্রঃ সৌভদ্রস্তারিণিঃ সহ ॥ ১২
 তেষাং শরান্ সেষসনান্ শরীরানি শিরাংসি চ ।
 সফুলানি শ্রীণি ক্রুদ্ধশিচ্ছেদ ফাল্গুনিঃ ॥ ১৩
 সখজাঃ সাজুলিহাণাঃ সপট্টিশ-পরশ্বখাঃ ।
 অদৃশ্যন্তু ভুজাশ্চিন্না হেমাভরণভূষিতাঃ ॥ ১৪
 অগ্ভিরাভরণৈধৈঃ পাতিতৈশ্চ মহাভূজৈঃ ।

তারপর সিংহের স্থায় অভ্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের বাণসমূহের
 দ্বারা শত্রুগণের মর্দনকারী অভিমম্বাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া
 বসাতীয় অতিক্রান্ত উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের জন্য তাঁহার সম্মুখীন
 হইলেন ॥ ৮

তিনি অভিমম্বা উপর স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত ঘাটটি বাণবর্ষণ
 করিলেন এবং বলিলেন—তুমি আজ জীবিত অবস্থায় আমার
 নিকট হইতে মুক্তি পাইবে না ॥ ৯

তখন অভিমম্বা বহু দূরে স্থিত লক্ষ্য বস্তুতে ভেদ করিয়া
 পাতিত করিতে সমর্থ একটি বাণের দ্বারা সৌহময় কবচধারণকারী
 বসাতীয়ের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন, ইহাতে তিনি প্রাণহীন
 হইয়া ধরাশায়ী হইলেন ॥ ১০

রাজন! বসাতীয়কে নিহত দেখিয়া ক্রুদ্ধ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ
 আপনার পৌত্র অভিমম্বাকে বধ করিবার জন্য তাঁহাকে চারিদিকে
 ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ১১

তাঁহারাই সেই সময় নিজেদের ধনুসকলকে বারংবার টঙ্কারিত
 করিতে লাগিলেন । সেই সময় শত্রুগণের সহিত অস্ত্রাক্রমারের
 ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১২

তখন অর্জুনকুমার অভিমম্বা কুপিত হইয়া ইহাদের ধনু, বাণ,
 শরীর এবং হার ও কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তকসমূহ ছেদন করিয়া
 দিলেন ॥ ১৩

শ্রীমদ্রহস্যি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জ্যোৎস্নাপর্ব্বাঙ্গগত অভিমম্বাবধিপর্বে অভিমম্বার পন্যাক্রমবিবরণ
 চতুশ্চবিংশ অধ্যায়ের অষ্টমোদ্যমঃ ॥

বর্মভিচ্চর্মভির্হীরৈর্মুর্কুটৈশ্চক্র-চামরৈঃ ॥ ১৫

উপস্করৈরধিষ্ঠানৈরীষাদণ্ডকবজুরৈঃ ।

অক্ষৈবিমথিতৈশ্চক্রৈর্ভগ্নৈশ্চ বহুধা যুগৈঃ ॥ ১৬

অনুকর্ষৈঃ পতাকাভিস্তথা সারথি-বাজিভিঃ ।

রথৈশ্চ ভগ্নৈর্নানৈশ্চ হতৈঃ কীর্ণাভবন্তহী ॥ ১৭

নিহতৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ শূরৈর্নানাজনপদেশ্বরৈঃ ।

জয়গৃহৈর্বৃতা ভূমিদারুণা সমপতাত ॥ ১৮

দিশো বিচরতস্তত্র সর্বাশ্চ প্রদিশস্তথা ।

রণেহভিমম্বোঃ ক্রুদ্ধস্তা রূপমন্তুরধীয়ত ॥ ১৯

কাঞ্চনং যদ্যদন্যাদান বর্ম চাভরণানি চ ।

ধনুষশ্চ শরাণাঞ্চ তদপশ্যাম কেবলম্ ॥ ২০

তৎ তদা নাশকং কশিচ্চক্ষুর্ভামভিবীক্ষিতুম ।

আদদানং শরৈঃষোধান মথো সূর্য্যমিব স্থিতম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

জ্যোৎস্নাপর্ব্বণি অভিমম্বাবধিপর্ব্বণি অভিমম্বাপরাক্রমে

চতুশ্চবিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

স্বর্ণানমিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত তাঁহাদের হস্তসমূহ থড়ো, হস্তজাণ
 (দস্তানা), পট্টিশ ও পরশুসহ ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে দেখা
 যাইল ॥ ১৪

ছিন্ন হইয়া পাতিত হার, আভরণ, বস্ত্র, বিশাল বাজ, কবচ,
 ঢাল, মনোহর মুকুট, ছত্র, চামর, আবজ্ঞক দ্রব্য, রথের আসন,
 ঈষাদণ্ড, বজুর, চূর্ণ-বিচূর্ণ অক্ষ, ভগ্নচক্র, থণ্ড-বিথণ্ড যুগ, অশ্বকর্ষ,
 পতাকা, সারথি, অশ্ব, ভগ্ন রথ এবং নিহত বহু হাতী দ্বারা
 সেখানকার রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ১৫-১৭

জয়লাভ করিতে ইচ্ছুক বিভিন্ন জনপদের অধিপতি ক্ষত্রিয়
 বীরগণ এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন । ইহাদের মৃতদেহ
 পরিবৃত্ত হইয়া সেই রণভূমি ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিল ॥ ১৮

সেই রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া নানা দিক্-বিদিক্‌সমূহে বিচরণ-
 কারী অভিমম্বার রূপ তখন অদৃশ্য হইয়া পড়িল ॥ ১৯

তাঁহার কবচ, আভরণ, ধনু ও বাণসকলের যে যে অবয়ব
 স্বর্ণময় ছিল, কেবল সেই সকল অবয়বকেই আমরা দূর হইতে
 দেখিতে পাইতেছিলাম ॥ ২০

অভিমম্বা যে সময় বাণসমূহের দ্বারা ষোড়শগণের প্রাণহরণ
 করিতেছিলেন এবং বাহুর মধ্যভাগে সূর্য্যাসদৃশ অবস্থান করিতে-
 ছিলেন, সেই সময় কোন বীরই চক্ষু তুলিয়া তাঁহাকে দেখিবারই
 সাহস করিলেন না ॥ ২১

পঞ্চচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

[অভিমম্বানা সত্যশ্রবসঃ, ক্ষত্রিয়াণাম, কল্পরথস্য তদ্বিত্রাণাম, শতশো রাজকুমারাণাঞ্চ সংহারঃ, দুৰ্যোধনস্য পরাজয়শ্চ]

সঞ্জয় উবাচ ।

আদদানস্ত শূরাণামাশ্চ ভবদাজুনিঃ ।

অন্তকঃ সর্বভূতানাং প্রাণান্ কাল ইবাগতে ॥ ১

স শক্র ইব বিক্রান্তঃ শক্রসূনোঃ স্মৃতো বলী ।

অভিমম্বাস্তদানীকং লোড়য়ন্ সমদৃশ্যত ॥ ২

প্রবিশৌব তু রাজেন্দ্র ক্ষত্রিয়েন্দ্রাতুকোপমঃ ।

সত্যশ্রবসমাদস্ত ব্যাধো মৃগমিবোষণঃ ॥ ৩

সত্যশ্রবসি চাক্ষিপ্তে স্বরমাণা মহারথাঃ ।

প্রগৃহ্য বিপুলং শস্ত্রমভিমম্ব্যমুপাশ্রবন্ ॥ ৪

অহং পূর্বমহং পূর্বমিতি ক্ষত্রিয়পুঞ্জবাঃ ।

স্পর্শমানাঃ সমাজগ্য জিঘাংসস্তোহজুনাশ্রজম্ ॥ ৫

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[অভিমম্বা কর্তৃক সত্যশ্রবা, বজ্র ক্ষত্রিয়, কল্পরথ এবং তাঁহার মিত্রগণ ও শত শত রাজকুমারের সংহার এবং দুৰ্যোধনের পরাজয় ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন! মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে যেরূপ ধর্মরাজ সকল প্রাণীর প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ অর্জুন-কুমার অভিমম্বাও বীরগণের আত্মা অপহরণ করিতে থাকিয়া তাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎ ধর্মরাজের ভ্রাতৃ হইয়া যাউলেন ॥ ১

ইন্দ্রনন্দন অর্জুনের বলবান পুত্র অভিমম্বা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী ছিলেন। তিনি সেই সময় যেন সমস্ত বৃহৎই মথিত করিতে লাগিলেন ॥ ২

রাজেন্দ্র! শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বীরগণের পক্ষে সাক্ষাৎ যমতুলা অভিমম্বা সেই সৈন্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া উন্নত ব্যাজ কর্তৃক হরণকে গ্রহণের ভ্রাতৃ সত্যশ্রবাকে গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে বধ করিলেন ॥ ৩

এই ভাবে সত্যশ্রবা নিহত হইলে পর অস্ত্রাজ মহারথী বীরগণ প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করিয়া অতি ক্রতগতিতে অভিমম্বার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪

সেই সব ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বীরগণ “প্রথমে আমি, প্রথমে আমি” এইরূপে স্পর্ধা দেখাইতে দেখাইতে অর্জুনকুমার অভিমম্বাকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৫

ক্ষত্রিয়াণামনৌ কানি প্রকৃতান্তাভিধাবতাম্ ।

জগ্রাস তিমিরাসান্ত ক্ষুদ্রমংস্যনিবার্ণবে ॥ ৬

যে কেচন গতাস্তস্য সমীপমপলায়িনঃ ।

ন তে প্রতিশ্রবর্তন্ত সমুদ্রাদিব সিদ্ধবঃ ॥ ৭

মহাগ্রাহগৃহীতেব বাতবেগভয়াদিভা ।

সমকম্পত সা সেনা বিভ্রষ্টা নোরিবার্ণবে ॥ ৮

অথ কল্পরথো নাম মজ্জেশ্বরস্মৃতো বলী ।

ত্রস্তামাশ্বাসয়ন্ সেনামত্রস্তো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৯

অলং ত্রাসেন বঃ শূরা নৈষ কশ্চিন্ময়ি স্থিতে ।

অহমেনং গ্রহিষ্যামি জীবগ্রাহং ন সংশয়ঃ ॥ ১০

এবমুক্ত্বা তু সৌভজমভিতুজাব বীর্ষবান্ ।

সু কল্লিতেনোহ্রমানঃ স্যন্দনেন বিরাজতা ॥ ১১

সেই সময় ধাবিত ক্ষত্রিয়গণের অগ্রসরণ সৈন্তদগকে সেই ভাবে অভিমম্বা কালের গ্রাসে পরিণত করিয়া দিলেন, যেরূপ সাগরে তিমিনামক মহামৎস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্তগণকে গ্রাস করিয়া থাকে ॥ ৬

যুদ্ধ হইতে পলায়ন করেন নাই, এমন যে সব বীর সেই সময় অভিমম্বার নিকট গিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই আর ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হন নাই, যেরূপ সমুদ্রে মিশিয়া গিয়া নদীসকল পুনরায় সেখান হইতে ফিরিয়া আসেনা ॥ ৭

যাহার সমুদ্রে পথ ভুল হইয়া গিয়াছে, যে বায়ুব বেগে ভয়াক্রান্ত হইয়াছে এবং যাহাকে অতিশয় বৃষ্ণ গ্রাহ (হিংস্র জলজন্তু) ধরিয়া ফেলিয়াছে, এরূপ নৌকা যেমন চারিদিকে বিচালিত হইতে থাকে, সেইরূপ এই সব সৈন্ত কাঁপিতে লাগিল ॥ ৮

এই সময় মন্ত্ররাজ শল্যের বলবান পুত্র কল্পরথ উপস্থিত হইয়া ভীত সৈন্তদিগকে আশ্বাস প্রদান করিতে করিতে নির্ভয় চিত্তে বলিতে লাগিলেন ॥ ৯

বীরগণ! তোমরা ভীত হইওনা। আমি থাকিতে এই অভিমম্বা কিছুই নহে। আমি এখনই ইহাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১০

এই কথা বলিয়া পরাক্রমশালী কল্পরথ সন্দর ও বিধি অনুসারে সজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া স্বভদ্রানন্দন অভিমম্বার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১১

সৌভিমমুখ্যং ত্রিভির্বাণৈর্বিদধ্বা বক্ষস্যাধানদং ।
 ত্রিভিচ্চ দক্ষিণ বাহৌ সব্যে চ নিশিতৈস্ত্রিভিঃ ॥ ১২
 স তস্যোষসনং ছিত্বা ফাক্তনিঃ সব্য-দক্ষিণৌ ।
 ভূজৌ শিরশ্চ স্বক্ষিচ্চ ক্ষিতৌ ক্ষিপ্ৰমপাতয়ৎ ॥ ১৩
 দৃষ্ট্বা রুক্ষরথং রুগ্নং পুত্রং শল্যস্য মানিনম্ ।
 জীবগ্রোহং জিঘৃক্ষন্তং সৌভদ্রেণ যশস্বিনা ॥ ১৪
 সংগ্রামচূর্মদা রাজন্ রাজপুত্রাঃ প্রহারিণঃ ।
 বয়স্যাঃ শল্যপুত্রস্য সুবর্ণাবকৃতধ্বজাঃ ॥ ১৫
 তালমাত্রাণি চাপানি বিকষ্মন্তো মহাবলাঃ ।
 আজুর্নিং শরবর্ষণে সমস্তাং পর্যাবারয়ন্ ॥ ১৬
 শূনৈঃ শিক্ষাবলোপেতৈস্তরুণৈরতামর্ষণৈঃ ।
 দৃষ্ট্বৈকং সমরে শূরং সৌভদ্রমপরাজিতম্ ॥ ১৭
 ছাণ্ডমানং শরত্রাতৈর্হৃষ্টো হুধ্যোধনোহভবৎ ।
 বৈবস্বতস্ত্র ভবনং গতং হেনমমমৃতত ॥ ১৮

তিনি অভিমন্যুর বক্ষঃস্থলে তিনটি বাণে বদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তারপর তিনটি বাণে দক্ষিণ বাহু অপর তিনটি বাণে বাম বাহুতে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২

তখন অর্জুনপুত্র অভিমন্যু রুক্ষরথের ধনু ছেদন করিয়া তাঁহার বাম-দক্ষিণ বাহুদ্বয় এবং স্থলর নৈরদ্বয় ও ভ্রূষয়ে সুশোভিত মস্তককে অতি সত্বর ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ১৩

রাজন্! রাজা শল্যের এই অভিমানী পুত্র রুক্ষরথ, যিনি অভিমন্যুকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিতে অভিলাষী হইয়া ছিলেন, তাঁহাকে যুদ্ধে স্তম্ভজানন্দন অভিমন্যু কর্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া শল্যপুত্রের বহুসংখ্যক মিত্র রাজকুমার, যোগরা প্রহার করিতে নিপুণ ছিলেন এবং যুদ্ধে উন্নত হইয়া সংগ্রাম করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই অভিমন্যুকে চারিদিকে ঘিরিয়া বাণ-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাদের সকলেরই ক্ষজ স্বর্ণনিশ্চিত ছিল এবং ইহারা চারিহাত লম্বা ধনু তখন আকর্ষণ করিতে ছিলেন ॥ ১৪-১৬

শিক্ষা ও বলসম্পন্ন, তরুণ, অত্যন্ত অমরশীল এবং বীরবর রাজকুমারগণ কর্তৃক অপরাজিত ও শৌর্যালালী একাকী বীর অভিমন্যুকে সমরাজ্যে বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া রাজা হুধ্যোধনের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তখন তিনি মনে করিলেন—অতঃপর অভিমন্যু শমনভবনে চলিয়াই গিয়াছে ॥ ১৭-১৮

সেই রাজকুমারগণ স্বর্ণপক্ষ ভূষিত, নানাপ্রকার চিহ্নে

সুবর্ণপুষ্করিণ্যুভিনানালিঙ্গৈঃ সুতেজস্বিনৈঃ ।
 অদৃশ্যমার্জুনিং চক্রুনিমেঘাং তে নৃপাত্মজাঃ ॥ ১৯
 সমুত্থাস্থধ্বজং তস্ত্র স্তন্দনং তঞ্চ মারিষ ।
 আচিৎতং সমপশ্যাম স্বাবিধং শল্যলৈরিব ॥ ২০
 স গাঢ়বিদ্ধঃ ক্রুদ্ধশ্চ তৌত্রৈর্গজ ইবাদিভিঃ ।
 গাঙ্ধর্বমগ্নমযচ্ছদ্ রথমায়াক্ষ ভারত ॥ ২১
 অর্জুনে তপস্তপ্ত্বা গন্ধবেভ্যো যদাহুতম্ ।
 তুগ্মকপ্রমুখেভ্যো বৈ তেনামোহয়তাহিতান্ ॥ ২২
 একধা শতধা রাজন্ দৃশুতে স্য সহস্রধা ।
 অলাতচক্রবৎ সংখ্যে ক্ষিপ্ৰমস্ত্রাণি দর্শয়ন্ ॥ ২৩
 রথচর্য্যাস্ত্রমায়ান্তিমোহয়িষ্য পরস্তপঃ ।
 বিভেদ শতধা রাজন্ শরীরানি মহীক্ষিতাম্ ॥ ২৪
 প্রাণাঃ প্রাণভূতাং সংখ্যে প্রেষিতানি শিতৈঃ শরৈঃ ।
 রাজন্ প্রাপুরমুং লোকং শরীরান্যবনিং যযুঃ ॥ ২৫

সুশোভিত ও অতিশয় তীক্ষ্ণদার বাণসমূহের দ্বারা অর্জুনন্দন অভিমন্যুকে নিমেঘকালের মধ্যেই অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৯

আহ্য! সারথি, অথ ও ধ্বজ সহ অভিমন্যুর রথকে আমি সেইরূপে বাণসমূহে ব্যাপ্ত দেখিলাম, যেরূপ স্বাবিধের দেহ কণ্টকে ব্যাপ্ত থাকে ॥ ২০

ভারত! বাণসমূহের গুরুতর আঘাত খাইয়া অভিমন্যু অঙ্কুরের আঘাতে পীড়িত গজরাজের স্ত্রায় কুপিত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি গাঙ্ধর্ব অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন এবং রথমায় (রথ-যুদ্ধের নিপুণতা) প্রকাশ করিলেন ॥ ২১

অর্জুন তপস্তা করিয়া তুগ্মক প্রভৃতি গন্ধর্বগণের নিকট হইতে যে সমস্ত লাভ করিয়াছিলেন, সেই সব অস্ত্রের দ্বারা অভিমন্যু শত্রুগণকে মোহিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২

রাজন্! তখন তিনি শীঘ্রতার সহিত অস্ত্রসঞ্চালনের কৌশল দেখাইতে থাকিয়া যুদ্ধে অলাতচক্রের স্ত্রায় এক, শত ও সহস্র প্রকারে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥ ২৩

মহারাজ! শত্রুগণস্তাপক অভিমন্যু রথচর্যা ও অস্ত্রসঞ্চালনের মায়ায় মোহিত করিয়া মহীপতিগণের শরীরসকলকে শত শত খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ২৪

রাজন্! সেই যুদ্ধস্থলে তাঁহার তীক্ষ্ণ বাণসমূহে প্রেরিত হইয়া প্রাণিগণের শরীরসকল রণভূমিতে পড়িয়াছিল, কিন্তু প্রাণ পরলোকে চলিয়া গিয়াছিল ॥ ২৫

ধনুঃস্বান্ নিযন্তুঃশ্চ ধ্বজান্ বাহুঃশ্চ সাজদান্ ।
 শিরাংসি চ শিতৈর্বাণৈস্তেবাং চিচ্ছেদ ফাঙ্কনিঃ ॥ ২৬
 চুতারামো যথা ভগ্নঃ পঞ্চবর্ষঃ ফলোপগঃ ।
 রাজপুত্রশতং তদ্বৎ সৌভজ্ঞে নিপাতিতম্ ॥ ২৭
 ক্রুদ্ধাশীবিষসঙ্কশান্ শুকুমারান্ সুখোচিতান্ ।
 একেন নিহতান্ দৃষ্ট্বা ভীতো হৃষ্যোদনোহভবৎ ॥ ২৮
 রথিনঃ কুঞ্জরানশ্বান্ পদাতীংশ্চাপি মজ্জতঃ ।

অর্জুনকুমার অভিমত্যা নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা
 তাহাদের ধনু, অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, অঙ্গদযুক্ত বাহ এবং মস্তক ও
 ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৬

যেদ্রুপ ফলদানযোগ্য পাঁচবর্ষের আশ্রয়ক বায়ুকর্তৃক ভগ্ন হয়,
 সেইরূপ শত শত রাজকুমারকে হৃভদ্রানন্দন অভিমত্যা সেখানে
 নিহত করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ২৭

ক্রুদ্ধ বিষমর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর ও স্বথভোগের যোগ্য এই
 অকুমার রাজকুমারগণকে একাকী অভিমত্যা কর্তৃক বিনষ্ট হইতে

শ্রীমদ্রহস্যি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বস্তম্ভগত অভিমত্যাবধিপর্বক হৃষ্যোদনের পরাজয়বিষয়ক
 পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অন্তিমাদ সমাপ্ত ।

ষট্চত্বারিংশোধ্যায়ঃ

[অভিমত্যানা লক্ষ্মণস্য তথা ক্রাথপুত্রস্য বিনাশঃ, সৈন্যসহিতানাং যগ্নাং মহারথিনাং পলায়নঞ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

যথা বদসি মে সূত একস্ম বচ্তভিঃ সহ ।
 সংগ্রামং তুমুলং ঘোরং জয়ং চৈব মহাশুনঃ ॥ ১
 অজ্ঞেয়মিবাশ্চর্য্যং সৌভজ্ঞস্তাথ বিক্রমম্ ।
 কিং তু নাত্যন্তুতং তেবাং যেষাং ধর্মো ব্যপাঞ্জয়ঃ ॥ ২

ষট্চত্বাবিংশ অধ্যায় ।

[অভিমত্যা কর্তৃক লক্ষ্মণ ও ক্রাথপুত্রকে বধ এবং সৈন্যসহ ছয়
 মহারথীর পলায়ন ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত ! তুমি এখন যেদ্রুপ কথা বলিতেছ,
 তাহাতে দেখিতেছি—একাকী মহাত্মা বীর অভিমত্যা বহুসংখ্যক
 যোদ্ধার সহিত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম এবং এই যুদ্ধে বিজয়ও
 তাহারই হইতেছে—অজ্ঞকুমারের এই পরাক্রম আশ্চর্য্যজনক ।
 এতাদৃশ পরাক্রমের জন্য তাহার উপর সহলা বিশ্বাস করা যায়
 না ; কিন্তু বাহাদের ধর্মই একমাত্র আশ্রয়, তাহাদের পক্ষে এই

দৃষ্ট্বা হৃষ্যোদনঃ ক্ষিপ্তমুপায়াং তমমর্ষিতঃ ॥ ২৯

তয়োঃ ক্ষণমিবাণুর্বাণঃ সংগ্রামঃ সমপত্তত ।

অথাভবৎ তে বিমুখঃ পুত্রঃ শরণতাভতঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 দ্রোণপর্বণি অভিমত্যাবধিপর্বণি হৃষ্যোদনপরাজয়ে
 পঞ্চচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

দেখিয়া হৃষ্যোদন ভয়ভীত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৮

রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিসৈন্যগণকে
 অভিমত্যা কর্তৃক সমুদ্রে নিমজ্জমান দেখিয়া অমর্ষপূর্ণ হৃষ্যোদন অতি-
 সত্তর তাহার দিকে দাবিত হইলেন ॥ ২৯

তখন ইহাদের উভয়ের মধ্যে ক্ষণকাল পর্যন্ত অসামগ্রিকভাবে
 যুদ্ধ চলিল । তাহার মধ্যেই আপনার পুত্র হৃষ্যোদন শত শত বাণে
 আহত হইয়া যুদ্ধবিমুখ হইলেন ॥ ৩০

হৃষ্যোদনে চ বিমুখে রাজপুত্রশতে হতে ।

সৌভজ্ঞে প্রতিপত্তিঃ কাং প্রত্যপদন্তু মামকাঃ ॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ ।

সংস্রুতাস্তাশ্চলন্তেহাঃ প্রথিমা লোমহর্ষণাঃ ।

পলায়নকৃতোৎসাহা নিরুৎসাহা দ্বিষজ্জয়ে ॥ ৪

সব কার্য্য অত্যন্ত অদ্ভুতের কথা নহে ॥ ১-২

সঞ্জয় ! যখন হৃষ্যোদন পলায়ন করিল এবং শত শত রাজ-
 কুমার নিহত হইল, সেই সময় আমার পুত্রগণ হৃভদ্রানন্দন
 অভিমত্যা সন্মুখীন হইবার জন্য কি করিল ? ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! আপনার সকল সৈন্যের মুখই
 শুকাইয়া বাইল, চক্ষু ভয়ে চঞ্চল হইয়া উঠিল, সর্দার ঘর্মাক্ত হইল
 এবং তাহাদের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল । তাহারা পলায়ন
 করিবার জন্য উৎসাহ দেখাইতে লাগিল । শত্রুকে জয় করিবার
 বিষয়ে কোনরূপ উৎসাহই তাহাদের ছিল না ॥ ৪

হতান্ ভ্রাতৃন্ পিতৃন্ পুত্রান্ সুহৃৎ-সখ্যন্ধি-বান্ধবান্ ।
 উৎসৃজ্যোৎসৃজ্য সঞ্জগ্মুত্তরয়ন্তো হয়-দ্বিপান্ ॥ ৫
 তান্ প্রভগ্নাংস্তথা দৃষ্ট্বে জ্রোণো জ্রোণিরহঁদ্বলঃ ।
 কৃপো দুৰ্য্যোধনঃ কর্ণঃ কৃতবর্মাথ সৌবলঃ ॥ ৬
 অভ্যধাবন্ সুসংক্রুদ্ধাঃ সৌভদ্রমপরাজিতম্ ।
 তে তু পৌত্রেন তে রাজন্ প্রায়শো বিমুখীকৃতাঃ ॥ ৭
 একস্ত সুখসংবুদ্ধো বাল্যাদ্ দর্পাচ্চ নির্ভয়ঃ ।
 ইষস্ত্রবিগ্নহাতেজা লক্ষ্মণোহহঁজুনিমভায়াৎ ॥ ৮
 তমধ্বেগেবাস্ত পিতা পুত্রগৃদ্ধী শ্রবর্তত ।
 অনুদুৰ্য্যোধনং চাত্রে শ্রবর্তন্ত মহারথাঃ ॥ ৯
 তং তেহঁভিষিষিচুর্বাণৈর্মেঘা গিরিমিবাস্মৃভিঃ ।
 স তু তান্ প্রমমাতৈকে বিষয়াতো যথাসুদান্ ॥ ১০
 পৌত্রং তব চ দুর্ধর্ষং লক্ষ্মণং প্রিয়দর্শনম্ ।

তাহারা যুদ্ধে মৃত ভ্রাতা, পিতা, পুত্র, সুহৃৎ, সখ্যন্ধি এবং বন্ধু-
 বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের অথ ও হস্তীদের উপর
 আরোহণ করত অতিসত্বর পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৫

রাজন্! ইহাদের সকলকে পলায়ন করিতে দেখিয়া
 জ্রোণাচাষা, অশ্বখামা, বৃহদল, কৃপাচাষা, দুৰ্য্যোধন, কর্ণ,
 কৃতবর্মা ও শকুন—তঁহারা সকলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অপরাজিত
 বীর অভিমহ্যার উপর আক্রমণ করিলেন, কিন্তু আপনার সেই
 পৌত্র অভিমহ্য ইহাদের সকলকেই প্রায় যুদ্ধ চত্বিতে তাড়াইয়া
 দিলেন ৬-৭

সেই সময় স্থখে পরিবর্তিত, শত্রুকেই অভিজ্ঞ, একাকী,
 মহতেজস্বী লক্ষ্মণ নিজের বালবর্ষ ও অভিমানবশতঃ নিতর
 হইয়া অভিমহ্যার সম্মুখে যুদ্ধের জগ্ৰ উপস্থিত হইলেন ॥ ৮

পুত্রকে রক্ষা করিতে অভিলাষী পিতা দুৰ্য্যোধনও তাঁহার
 সহিত যুদ্ধে ফিরিয়া আসিলেন এবং দুৰ্য্যোধনের পশ্চাতে পশ্চাতে
 অস্ত্রাস্ত্র মহারথীও প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ৯

যে রূপ মেঘ কোন পক্ষতকে নিজের বারিধারায় সঞ্চিত
 করিয়া থাকে, সেইরূপ তাহারা মহারথী অভিমহ্যার উপর বাণ-
 সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন চারিদিকেই প্রবাহিত
 বায়ু মেঘকে উড়াইয়া দেয়, তেমনই ভাবে একাকী অভিমহ্য
 সেই সব বীরকে মথিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১০

পিতুঃ সমীপে তিষ্ঠন্তুঃ শূরমুত্ততকামু কন্ম ॥ ১১
 অত্যন্তসুখসংবুদ্ধং ধনেশ্বরস্তুতোপমম্ ।
 আসসাদ রণে কার্ষ্মিরন্তো মন্ত্রিমিব দ্বিপম্ ॥ ১২
 লক্ষ্মণেন তু সঙ্গম্য সৌভদ্রঃ পরবীরহা ।
 শরৈঃ সুনিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্বাহোররসি চাপিতঃ ॥ ১৩
 সংক্রুদ্ধো বৈ মহারাজ দণ্ডাহত ইবোরগঃ ।
 পৌত্রস্তব মহারাজ তব পৌত্রমভাষত ॥ ১৪
 সুদৃষ্টঃ ক্রিয়তাং লোকো হুমং লোকং গমিষ্যসি ।
 পশুতাং বান্ধবানাং ত্বাং নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ১৫
 এবমুক্ত্বা ততো ভল্লং সৌভদ্রঃ পরবীরহা ।
 উদ্ববহঁ মহাবাহু নিমুক্তোরগসন্নিভম্ ॥ ১৬
 স তস্ত ভুজনিমুক্তো লক্ষ্মণস্ত সুদর্শনম্ ।
 সুনসং স্ত্রজকেশাস্তং শিরোহহঁষীং স্কুণ্ডলম্ ॥ ১৭

রাজন্! আপনার প্রিয়দর্শন পৌত্র লক্ষ্মণ অতিশয় দুর্ধর্ষ
 বীর ছিলেন। তিনি ধন উত্তোলন করত পিতা দুৰ্য্যোধনেরই
 পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। অত্যন্ত স্থখে পরিবর্তিত এই বীর
 লক্ষ্মণ কুবেরের পুত্রের স্তায় প্রতীত হইতেছিলেন। যে রূপ
 মদমত্ত হাতী অপর এক মদমত্ত হাতীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত
 হয়, সেইরূপ অর্জুনপুত্র অভিমহ্য লক্ষ্মণের উপর আক্রমণ
 করিলেন ॥ ১১-১২

লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া শক্রবীরনাশী সুভদ্রাকুমার
 তাহার দ্বারা স্বীয় বাহ ও বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণদার বাণসমূহে অত্যন্ত
 আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৩

মহারাজ! এই আঘাতে দণ্ডপ্রহারে উদ্ভূত সর্পের স্তায়
 অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পৌত্র অভিমহ্য আপনার অপর পৌত্র
 লক্ষ্মণকে বলিলেন ॥ ১৪

লক্ষ্মণ! এই জগৎকে তুমি ভাল করিয়া দেখিয়া লও।
 এখন শীঘ্রই তুমি পরলোকে গমন করিবে। এই বান্ধবগণের
 সাক্ষাতেই তোমাকে আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব ॥ ১৫

এই কথা বলিয়া শক্রবীরহস্তা মহাবাহু সুভদ্রাকুমার খোলস-
 মুক্ত সর্পের স্তায় নির্মল একটি ভল্ল ভূণ হইতে বাহির করিলেন ॥

অভিমহ্যার হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত সেই ভল্ল দেখিতে অতিশয়
 সুন্দর, অল্পম নাসিকা, মনোহর ক্র, মনোজ্ঞ কেশাভাগ
 এবং রচিত কুণ্ডলে মণ্ডিত লক্ষ্মণের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন
 করিয়া দিলেন ॥ ১৬-১৭

লক্ষণং নিহতং দৃষ্ট্বা হাহেত্যাচ্চ ক্রুশ্বজনাঃ ।
ততো হৃষ্যোদনঃ ক্রুদ্ধঃ প্রিয়ে পুত্রে নিপাতিতে ॥ ১৮
স্নৈতেনমিতি চূক্রোশ কক্রিয়ান্ কক্রিয়ব্ধভঃ ।
ততো জ্ঞোণঃ ক্রুপঃ কর্ণো দ্রোণপুত্রো বৃহদ্বলঃ ॥ ১৯
কৃতবর্মা চ হাদিক্যঃ ষড্ রথ্যঃ পর্য্যবারয়ন্ ।
তাংস্ত বিদ্বদ্বা শিতৈর্বাণৈবিসুখীকৃত্য চাজুনিঃ ॥ ২০
বেগেনাভ্যপতৎ ক্রুদ্ধঃ সৈন্ধবস্ত মহদ্ বলম্ ।
আবক্রান্তস্ত পশ্বানং গজানীকেন দংশিতাঃ ॥ ২১
কলিঙ্গাশ্চ নিষাদাশ্চ ক্রাথপুত্রাশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
তৎ প্রসক্তমিবাভ্যর্থং যুদ্ধমাসীদ্ বিশাম্পতে ॥ ২২
ততস্তদ্ কৃষ্ণাননৈকং ব্যধমদ্ ধৃষ্টমাজুনিঃ ।
যথা বায়ুনিভাগতির্জলদান শতশোহস্বরে ॥ ২৩

লক্ষণকে নিহত হইতে দেখিয়া তখন সকল লোকেই তীব্রস্বরে
হাহাকার করিয়া উঠিলেন। নিজের প্রিয় পুত্র লক্ষণ নিহত
হইলে কক্রিয়শ্রেষ্ঠ হৃষ্যোদন ক্রুপিত হইলেন এবং সমস্ত কক্রিয়-
গণকে বলিলেন—অহো! এই অভিমত্মাকে সংহার কর।

তখন জ্ঞোণাচার্য্য, ক্রুপাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বখামা, বৃহদ্বল ও হৃদিক-
পুত্র কৃতবর্মা—এই ছয় মহারথী অভিমত্মাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন।

ইহা দেখিয়া অর্জুনকুমার অভিমত্মা স্বীয় স্বতীক্স বাণসমূহের
দ্বারা তাঁহাদের সকলকে বিদ্ধ করত রণবিমূহ করিয়া দিলেন।
তারপর ক্রুদ্ধ হইয়া তীব্রবেগের সহিত জয়ত্রথের বিশাল
শৈস্তের দিকে ধাবিত হইলেন।

সেই সময় কলিঙ্গদেশীয় সৈন্তগণ, নিষাদগণ ও পরাক্রমশালী
ক্রাথপুত্র—ইহারা সকলে কবচধারণ করত গজশৈস্তের দ্বারা
অভিমত্মার পথ রোধ করিলেন।

প্রজানাত! তখন সেখানে অভ্যস্ত নিকট হইতেই ঘোরস্তর
যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জুনকুমার তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা সেই ধৃষ্ট
গজসৈন্তদিগকে সেইভাবে নষ্ট করিয়া দিলেন, যেরূপ সর্পাগতি

শ্রীমদ্রহর্ষি বেদব্যাগপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জ্ঞোণপর্কান্তর্গত অভিমত্মাবধপর্কে লক্ষণের বধবিষয়ক ষট্চকারিশো
ধ্যায়ের অম্ববাদ সমাপ্ত।

ততঃ ক্রাথঃ শরত্রাতৈরাজুনিং সমবাকিরং ।
অথেষত্রে সংনিবৃত্তাঃ পুনর্জোণমুখা রথাঃ ॥ ২৪
পরমাস্ত্রাণি ধুনাঃ সৌভদ্রমভিহ্রুবুঃ ।
তাং নিবার্য্যাজুনির্বাণৈঃ ক্রাথপুত্রমথার্দ্দয়ৎ ॥ ২৫
শরৌঘোণাপ্রমেয়েণ স্বরমাণো জিঘাংসয়া ।
সধমুর্বাণকেয়ুরো বাহু সমুকুটং শিরঃ ॥ ২৬
সচ্ছত্রধ্বজযন্তারং রথং চাশ্বান্ স্থাপাতয়ৎ ।
কুলশীলশ্রুতিবলৈঃ কীর্ত্যা চাত্তবলেন চ ।
যুক্তে তস্মিন্ হতে বীরাঃ প্রায়শো বিমুখাববন্ ॥ ২৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
জ্ঞোণপর্কণি অভিমত্মাবধপর্কণি লক্ষণবধে
ষট্চকারিশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

বায়ু আকাশে শত শত মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া
দেয় ॥ ১৮-২৩

তারপর ক্রাথ অর্জুননন্দন অভিমত্মার উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ
করিয়া দিলেন। এই সময়ের মধ্যেই জ্ঞোণ প্রভৃতি অপর মহা-
রথীরা পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন ॥ ২৪

তাঁহারা সকলে উত্তম অস্ত্রসকলের প্রয়োগ করিতে করিতে
হৃদ্রাজুমার অভিমত্মার উপর আক্রমণ করিলেন। অভিমত্মা
নিজের বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদের সকলকে নিবারণ করিয়া
ক্রাথপুত্রকে অধিক পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

তারপর তিনি অসংখ্য বাণসমূহে ক্রাথপুত্রকে বধ করিবার
ইচ্ছায় স্তব্ধ হইয়া তাঁহার ধর্মুর্বাণ ও কেয়ুরসহ দুই বাণ,
মুকুটমণ্ডিত মস্তক, ছত্র ও সারথিসহ রথ এবং অশ্বগণকেও বধ
করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ২৬

কুল, শীল, শাস্ত্রজ্ঞান, বল, কীর্ত্তি ও অম্ববলসম্পন্ন সেই বীর
ক্রাথপুত্র নিহত হইলে পর আপনাদের সৈন্তের প্রায় সকল বীর
সৈন্তগণ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল ॥ ২৭

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

[অভিমত্যাঃ পরাক্রমঃ, ষড়্ ভিন্নহারধিভিঃ সহ ঘোরতরং যুদ্ধম্, তেন বৃন্দারক-দশসহস্রাণ্ণনরপতিসহিতস্য কোশলরাজস্য বৃহৎসল্য বিনাশচ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

তথা প্রবিষ্টঃ তরুণং সৌভদ্রমপরাজিতম্ ।
কুলানুরূপং কুর্বাণং সংগ্রামেহপলায়িনম্ ॥ ১
আজ্ঞানৈঃ সুবলিভির্হাস্তমশ্চৈত্রিহায়নৈঃ ।
প্রবমানমিবাকাশে কে শূরাঃ সমবারয়ন্ ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ ।

অভিমত্যাঃ প্রবিষ্টেতাংস্তাবকান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
অকরোং পাণ্ডিবান্ সর্বান্ বিমুখান্ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥ ৩
তং তু দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো দ্রোণিষ্ঠ স বৃহৎসল্যঃ ।
কৃতবর্মা চ হাদক্যঃ ষড়্ ব্রথাঃ পর্যাবারয়ন্ ॥ ৪
দৃষ্ট্ৱা তু সৈন্ধবে ভারমতিমাত্রং সমাহিতম্ ।
সৈন্ধ্যং তব মহারাজ যুধিষ্ঠিরমুপাশ্রবং ॥ ৫
সৌভদ্রমিতরে বীরমভ্যবর্ষন্ শরাধুভিঃ ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[অভিমত্যাঃ পরাক্রম, ছয় মহারথীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ এবং তাঁহার দ্বারা বৃন্দারক ও দশ হাজার অস্ত্র রাজগণের সহিত কোশলরাজ বৃহৎসল্যকে বিনাশ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! অপরাজিত ও যুদ্ধ হইতে অপলায়িত তরুণ স্ত্রীকুমার অভিমত্যা এইভাবে যখন জয়প্রথের সৈন্তমধ্যে প্রবেশ করত নিজ কুলের অতুল্য পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল এবং উত্তম জাতিতে উৎপন্ন তিন বৎসরের অশ্বগণের দ্বারা যেন আকাশে উড়িতে উড়িতে আসিয়া যখন আক্রমণ করিল, তখন কোন্ বীরগণ তাহাকে নিবারণ করিলেন ? ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পাণ্ডুকুলনন্দন অভিমত্যা সেই সময় আপনায় সৈন্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনায় সকল ভূপতিগণকে উৎকৃষ্ট বাণসমূহের দ্বারা যুদ্ধে পরাভূত করিয়া দিলেন ॥ ৩

তখন দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বখামা, বৃহৎসল্য এবং ছদ্মপুত্র কৃতবর্মা—এই ছয় মহারথী তাঁহাকে চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৪

মহারাজ! লিঙ্করাজ জয়প্রথের উপর গুরুতর ভার আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া আপনায় সৈন্তবাহিনী রাজ্য যুদ্ধিষ্ঠিরের দিকে

ভালমাত্রাণি চাপানি বিকর্ষন্তো মহাবলাঃ ॥ ৬

তাংস্ত সর্বান্ মহেষাসান্ সর্ববিদ্যাসু নিষ্ঠিতান্ ।

ব্যষ্টস্তয়দ্ রণে বাণৈঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা ॥ ৭

দ্রোণং পঞ্চশতাবিধ্যদ্ বিংশত্যা চ বৃহৎসল্যম্ ।

অশীত্যা কৃতবর্মাণং কৃপং ষষ্ট্যা শিলীমুখৈঃ ॥ ৮

রুদ্রপুত্রৈর্মহাবেগৈরাকর্ণসমচোদিতৈঃ ।

অবিধ্যদ্ দশভির্বাণৈরশ্বখামানমাজু নিঃ ॥ ৯

স কর্ণং কর্ণিনা কর্ণে পীতেন চ শিতেন চ ।

কাস্তানিদিষতাং মধ্যে বিব্যাধ পরমেশুণা ॥ ১০

পাতয়িষ্যা কৃপস্তাশ্বাংস্তথোভৌ পাণ্ডিসারথী ।

অথৈনং দশভির্বাণৈঃ প্রত্যবিধ্যং স্তনাস্তরে ॥ ১১

ততো বৃন্দারকং বীরং কুরুণাং কীতিবর্ধনম্ ।

পুত্রাণাং তব বীরগাং পশুতামবধীদ্ বলী ॥ ১২

ধাবিত হইল ॥ ৫

অস্ত্র কিছু মহাবল যোদ্ধা নিজের চারি হাত লম্বা ধনু আকর্ষণ করিতে করিতে সেখানে স্ত্রীকুমার বীর অভিমত্যা উপর বাণরূপ জলধারা বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৬

কিন্তু শত্রুবীরসংহারকারী অভিমত্যা সমস্ত বিদ্যায় প্রবীণ সেই সব মহাধনুর্ধরগণকে নিজের বাণসমূহের দ্বারা রণাঙ্গনে শুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭

অর্জুনকুমার অভিমত্যা দ্রোণাচার্য্যকে পঞ্চাশ, বৃহৎসল্যকে বিশ, কৃতবর্মাকে অশী, কৃপাচার্য্যকে বাট এবং অশ্বখামাকে কর্ণপর্বাণ্ড আকর্ষণ করিয়া নিকৃষ্ট স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত মহাবেগশালী দশটি বাণের দ্বারা আহত করিলেন ॥ ৮-১২

অর্জুনকুমার অভিমত্যা শত্রুগণের মধ্যে অবস্থান করত কর্ণের কানে পীতবর্ণ ও তীক্ষ্ণধার একটি উত্তম বাণের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ১০

কৃপাচার্য্যের চারিটি অশ্ব ও তাঁহার দুই পার্শ্বরক্ষকে ভূপাতিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে দশটি বাণের দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ১১

তদনন্তর বলবান্ অভিমত্যা কুরুকুলের কীর্তিবর্ধন বীর যুদ্ধা-রক্ষকে আপনায় পুত্রগণের সাক্ষাতেই বধ করিলেন ॥ ১২

তং জ্যোতিঃ পঞ্চবিংশত্যা ক্ষুজকাণাং সমাপ্যতঃ ।
 বরং বরমমিত্রাণামারুজস্তুমভীতবৎ ॥ ১৩
 স তু বাণৈঃ শিতৈস্তূর্ণৈঃ প্রত্যবিধ্যত মারিষ ।
 পশুতাং ধার্তরাষ্ট্রাণামন্থখামানমার্জুনিঃ ॥ ১৪
 যষ্ট্যা শরাণাং তং জ্যোতিস্তিগ্নধারৈঃ স্তুতেজনৈঃ ।
 উগ্রৈর্নাকম্পয়দ্ বিদ্ধা মৈনাকমিব পর্বতম্ ॥ ১৫
 স তু জ্যোতিং ত্রিশপ্তত্যা হেমপুষ্করজিহ্মগৈঃ ।
 প্রত্যবিধ্যন্থহাতেজা বলবানপকারিণম্ ॥ ১৬
 তস্মিন্ দ্রোণো বাণশতং পুত্রগৃহী শূপাতয়ৎ ।
 অস্থখামা তথাষ্টৌ চ পরীক্ষন্ পিতরং রণে ॥ ১৭
 কর্ণো দ্বাবিংশতিং ভল্লান্ কৃতবমা চ বিংশতিম্ ।
 বৃহদ্বলস্ত পঞ্চাশং কৃপাঃ শারদ্বতো দশ ॥ ১৮
 তাংস্তু প্রত্যবধীৎ সর্বাণ্ দশভির্দশভিঃ শরৈঃ ।
 তৈরদ্যমানঃ সৌভজঃ সর্বতো নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৯

তখন শক্রদের প্রধান প্রধান বীরগণকে পীড়াদানকারী
 অভিমহ্যকে দ্রোণপুত্র অস্থখামা পঁচিশটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ১৩
 আধা! অর্জুনকুমারও আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতেই অতি-
 ক্ষুণ্ণ অস্থখামাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে
 লাগিলেন ॥ ১৪

তখন দ্রোণনন্দন অস্থখামা তীক্ষ্ণধার, তেজস্বী ও ভয়ঙ্কর বাটটি
 বাণের দ্বারা অভিমহ্যকে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু বিদ্ধ করিয়াও
 তিনি মৈনাকপর্বততুল্য অবস্থিত অভিমহ্যকে কম্পিত
 করিতে পারিলেন না ॥ ১৫

মহাতেজস্বী বলগান্ অভিমহ্য স্ববর্ণময় পক্ষযুক্ত তিরাস্তরটি
 বাণের দ্বারা নিজের অপকার করিতে উচ্ছতঃ অস্থখামাকে পুনরায়
 প্রত্যঘাত করিলেন ॥ ১৬

তখন স্বীয় পুত্রের উপর স্নেহপ্রবণ দ্রোণাচার্য্য অভিমহ্যর
 উপর একশত বাণবর্ষণ করিলেন। সেই সঙ্গে অস্থখামাও নিজ
 পিতাকে রক্ষা করিবার জন্য সেই রণাঙ্গনে তাঁহার উপর আটটি
 বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৭

তদ্বর্ণ কর্ণ বাইশ, কৃতবর্মা বিশ, বৃহদ্বল পঞ্চাশ ও শরদ্বানের
 পুত্র কৃপাচার্য্য অভিমহ্যকে দশটি ভল্ল প্রহার করিলেন ॥ ১৮

ইহাদের নিকিষ্ট তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সর্বতোভাবে পীড়িত হইয়া

ক্রিয়মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রাং সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বোক্তগত অভিমহ্যবধপর্বের বৃহদ্বলবধবিষয়ক সপ্তচরিত্রাংশ

অধ্যায়ের অন্তিমাদি সমাপ্ত ।

তং কোশলানামধিপঃ কর্ণিনাতাডুয়দ্ধদি ।
 স তস্ত্রাশ্বান্ ধ্বজং চাপং সূতং চাপাতয়ৎ ক্ষিতৌ ॥ ২০
 অথ কোশলরাজস্ত বিরথঃ খড়্গ-চর্মভূৎ ।
 ইয়েষ ফাস্তানেঃ কার্যাচ্ছিরো হতুং স কুণ্ডলম্ ॥ ২১
 স কোসলানামধিপং রাজপুত্রং বৃহদ্বলম্ ।
 হৃদি বিব্যাধ বাণেন স ভিন্নহৃদয়োহপতৎ ॥ ২২
 বভল্ল চ সহস্রাণি দশ রাজ্ঞাং মহাশ্বানাম্ ।
 সৃজতামশিবা বাচঃ খড়্গ-কামূকধারিণাম্ ॥ ২৩
 তথা বৃহদ্বলং হত্বা সৌভজো ব্যচরদ্ রণে ।
 ব্যষ্টস্তয়ন্থহেধাসো যোধাঃস্তব শরাশুভিঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 দ্রোণপর্বণি অভিমহ্যবধপর্বণি বৃহদ্বলবধে

সপ্তচরিত্রাংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

সুভদ্রাকুমার অভিমহ্য তাঁহাদের সকলকেই দশটি দশটি করিয়া
 বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৯

তাহার পর কোশলরাজ বৃহদ্বল একটি বাণের দ্বারা অভিমহ্যর
 বক্ষে আঘাত করিলেন। ইহা দেখিয়া অভিমহ্য তাঁহার চারিটি
 অশ্ব ও ধ্বজ, ধনু এবং সারথিকেও নিহত করিয়া কুপাতিত
 করিলেন ॥ ২০

রথহীন হইয়া পড়িলে কোশলদেশাধিপতি বৃহদ্বল হাতে ঢাল
 ও তরবারি লইলেন এবং অভিমহ্যর শরীর হইতে তাঁহার কুণ্ডল-
 শোভিত মণ্ডক ছেদন করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥ ২১

এই সময়েই অভিমহ্য একটি বাণের দ্বারা কোশলদেশের
 অধিপতি রাজপুত্র বৃহদ্বলের হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন। ইহাতে
 তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইল এবং তিনি কুতলে পতিত
 হইলেন ॥ ২২

ইহার পর অভিমহ্য অন্ততঃকাতারী এবং খড়্গ ও ধনু
 ধারণকারী দশ হাজার মহামনস্বী নৃপগণকেও সংহার
 করিলেন ॥ ২৩

এইভাবে মহাবল্লভের অভিমহ্য বৃহদ্বলকে বধ করিয়া আপনার
 বোদ্ধাগণের উপর স্বীয় বাণরূপী জল বর্ষণ করিতে করিতে তাহা-
 দিগকে স্তব্ধ করিয়া দিয়া রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

অষ্টচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

[অভিমহ্যনাথকেতো-ভোজস্য কর্ণসচিবাদীনাঞ্চ বধঃ, ষড়্ ভিন্নহারথিভিঃ সহ ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, তৈর্মহারথিভিঃ-
রতিমশ্রোথব্রুহঃ, রথস্যা, চর্মণঃ, খড়্গস্য বিনাশশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ

স কর্ণং কর্ণিনা কর্ণে পুনর্বিবাদ্য ফাল্গুনিঃ ।

শরৈঃ পঞ্চাশতা চৈনমবিধ্যং কোপয়ন্ ভ্রশম্ ॥ ১

প্রতিবিব্যাধ রাধেয়স্তাবস্তিরথ তং পুনঃ ।

শরৈরাচিতসর্বাঙ্গো বহুশোভত ভারত ॥ ২

কর্ণং চাপ্যকরোং ক্রুদ্ধো রুধিরোংপীড়বাহিনম্ ।

কর্ণোহপি বিবভৌ শূরঃ শরৈশ্চিন্নোহস্থগামুতঃ ॥ ৩

(সঙ্কামুগতপর্যন্তঃ শরদীব দিবাকরঃ ।)

তাবুভৌ শরচিত্রান্নো রুধিরেণ সমুক্ষিতৌ ।

বভূবতুর্মহাত্মানৌ পুষ্পিভাবে বিকিঙ্করৌ ॥ ৪

অথ কর্ণস্ত সচিবান্ ষট্ শূরান্শিচত্রযোধিনঃ ।

সাখ্য-স্মৃত-ধ্বজ-রথান্ সৌভদ্রো নিজ্জঘান হ ॥ ৫

তথৈতরান্ মহেষাসান্ দশভির্দশভিঃ শরৈঃ ।

প্রত্যবিধ্যদসম্ভ্রাস্তস্তদন্তুতমিবাভবৎ ॥ ৬

মাগধস্ত তথা পুত্রং হৃষা ষড়্ ভিরজিহ্মগৈঃ ।

সাখ্যং সমুতং তরুণমশ্বকেতুমপাতয়ৎ ॥ ৭

মার্তিকাবতকং ভোজং ততঃ কুঞ্জরকেতনম্ ।

ক্ষুরশ্রেণ সমুগ্ধা ননাদ বিম্বজন্ শরান্ ॥ ৮

তস্ত দৌশাসনির্বিদ্ধা চতুর্ভিষ্চতুরো হয়ান্ ।

স্মৃতমেকেন বিব্যাধ দশভিষ্চাজুনাশ্রজম্ ॥ ৯

ততো দৌশাসনিং কাম্বিবিদ্ধা সপ্তভিরাস্তগৈঃ ।

সংরস্তাদ্ রক্তনয়নো বাক্যমুচ্চৈরথাত্রবীৎ ॥ ১০

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[অভিমহ্যকঙ্ক অশ্বকেতু, ভোজ ও কর্ণের সচিবাদিকে বধ এবং ছয় মহারথীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ ও এই মহারথীগণের দ্বারা অভিমহ্যর ধ্বংস, রথ, ঢাল ও তরবারি নাশ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন! তদনন্তর অর্জুনকুমার অভিমহ্য একটি বাণের দ্বারা কর্ণের কানে পুনরায় আঘাত করিলেন এবং তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করিতে করিতে আরও পঁচিশটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে অত্যন্ত আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১

ভরতনন্দন! তখন রাধাপুত্র কর্ণও অভিমহ্যকে ততসংখ্যক (পঁচিশটি) বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন । এই সময় ইহার সর্বাঙ্গ বাণে ব্যাপ্ত থাকায় তিনি অতিশয় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ২

পুনরায় ক্রুদ্ধ অভিমহ্যও কর্ণকে বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকিয়া তাঁহার শরীরে রক্তধারা প্রবাহিত করিয়া দিলেন । সেই সময় বীরবর কর্ণ বাণসমূহের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া রক্তাশ্রুত অবস্থায় সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ সূর্য্যদেব শরৎকালে সন্ধ্যার সময় সম্পূর্ণরূপে রক্তবর্ণ হইয়া শোভা পাইয়া থাকেন ॥ ৩

তখন ইহাদের উভয়ের শরীর বাণে ব্যাপ্ত থাকায় বিচিত্র দেখাইতেছিল । উভয়ে রক্তে স্নাত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই দুই মহামনসী বীর বিকসিত পলাশবৃক্ষের স্তায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৪

তদনন্তর হৃভদ্রানন্দন অভিমহ্য বিচিত্র যুদ্ধকারী কর্ণের ছয় জন বীর মন্ত্রীকে তাঁহাদের অশ্ব, সারথি, রথ এবং ধ্বজসহ নিহত করিলেন ॥ ৫

কেবল ইহাই নহে, তিনি এই সময় কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই দশ দশটি বাণের দ্বারা অশ্ব মহাধনুর্ধর বীরগণকেও আহত করিয়া ফেলিলেন । ইহা তখন সকলের অদ্ভুত কাণ্ড বলিয়াই মনে হইতেছিল ॥ ৬

এইরূপে অভিমহ্য মগধরাজ শল্যের তরুণ পুত্র অশ্বকেতুকেও ছয়টি বাণের দ্বারা প্রহার করিয়া তাঁহাকে অশ্বগণ ও সারথিসহ রথ হইতে ভূপাতিত করিলেন ॥ ৭

তাহার পর হস্তীর চিহ্নে স্বেশোভিত ধ্বজধারী মার্তিকাবতক দেশের অধিপতি ভোজকে একটি ক্ষুরবাণের দ্বারা বধ করিয়া অভিমহ্য বাণবধণ করিতে করিতে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৮

তখন হুঃশাসনের পুত্র চারিটি বাণের দ্বারা অভিমহ্যর চারটি অশ্বকে আহত করিয়া একটি বাণে সারথিকে ও দশ বাণের দ্বারা স্বয়ং অভিমহ্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৯

ইহা দেখিয়া অর্জুনকুমার অভিমহ্যর ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল । এই অবস্থায় তিনি সাতটি বাণের দ্বারা হুঃশাসন-পুত্রকে বিদ্ধ করিলেন এবং উঠেঃখরে এই কথা বলিলেন ॥ ১০

পিতা তবাহবং ত্যক্তু। গতঃ কাপুরুষো যথা ।
 দিষ্টা স্বমপি জানীষে যোক্তুং ন স্বস্ত মোক্ষ্যসে ॥১১
 এতাবহুতু। বচনং কর্মারপরিমাজিতম্ ।
 নারাচং বিসসর্জ্যৈ তং দ্রোণিত্ত্বভিরাচ্ছিনৎ ॥ ১২
 তস্তাজুনির্ধ্বজং ছিত্বা শল্যং ত্রিভিরতাড়য়ং ।
 তং শল্যো নবভির্বাণৈর্গাণ্ডপত্রৈরতাড়য়ং ॥ ১৩
 হস্তসম্ভ্রান্তবদ্রাজংস্তদধুতমিবাভবৎ ।
 তস্তাজুনির্ধ্বজং ছিত্বা হস্তোভৌ পার্শ্বসারথী ॥১৪
 তং বিব্যাধায়সৈঃ ষড়্ভিঃ সোপাক্রামদ্ রথাস্তরম্ ।
 শত্রুঞ্জয়ং চন্দ্রকেতুং মেঘবেগং সুবর্চসম্ ॥১৫
 সূর্য্যভাসঞ্চ পঠৈতান্ হস্তা বিব্যাধ সৌবলম্ ।
 তং সৌবলম্ভিভির্বিদ্ধা তুর্ঘ্যোধনমথাত্রবীং ॥ ১৬
 সর্ব এনং বিমথ্যামঃ পুরৈকৈকং হিনস্তি নঃ ।

অরে! তোর বাবা কাপুরুষের স্তায় যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের কথা এই যে, তুই যুদ্ধ করিতে জানিস্; কিন্তু এখন তুই আর প্রাণ লইয়া চলিয়া যাইতে পারিবি না ॥ ১১

এই কথা বলিয়া অভিমহ্য কামারকর্তৃক পরিমার্জিত একটি নারাচকে দুঃশাসনের পুত্রের উপর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু অশ্বখামা তিনটি বাণ সন্ধান করিয়া উহাকে মধ্যভাগে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১২

তখন অর্জুননন্দন অভিমহ্য অশ্বখামার ধ্বজ ছেদন করিয়া শল্যকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। রাজন্! এই সময় শল্য মনে অস্ত্রও বিভ্রান্ত না হইয়া গৃধ্রপক্ষশোভিত নয়টি বাণে অভিমহ্যকে আহত করিয়া ফেলিলেন। ইহা তখন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়াই সকলের মনে হইতেছিল ॥

এই সময় অভিমহ্য শল্যের ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহার দুই পার্শ্বরক্ষকে বধ করিলেন এবং তাঁহাকেও লৌহনির্মিত ছয়টি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শল্য পলাইয়া অস্ত্র রথে আরোহণ করিলেন ॥

তারপর শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মেঘবেগ, সুবর্চা এবং সূর্য্যভাস— এই পঞ্চ বীরকে বধ করত সুবলপুত্র শকুনিকেও আহত করিয়া ফেলিলেন। তখন শকুনিও তিন বাণে অভিমহ্যকে আহত করিয়া তুর্ঘ্যোধনকে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৬

রাজন্! এই অভিমহ্য আমাদের এক একজনের সহিত

অথাত্রবীং পুনর্দ্রোণং কর্ণো বৈকর্তনো রণে ॥১৭
 পুরা সর্বান্ প্রমথ্যতি ক্রহস্ত বধমাস্তু নঃ ।
 ততো দ্রোণো মহেষ্টাসঃ সর্বাংস্তান্ প্রত্যভাবত ॥ ১৮
 অস্তি বাস্ত্রাস্তরং কিঞ্চিৎ কুমারস্তাথ পশ্যত ।
 অথপ্যস্যাস্তরং হস্ত চরতঃ সর্বতোদিশম্ ॥ ১৯
 শীঘ্রতাং নরসিংহস্য পাণ্ডবেয়স্য পশ্যত ।
 ধর্ম্মগুণমেবাস্ত্র রথমার্গেষ্ণু দৃশ্যতে ॥ ২০
 সন্দধানস্য বিশিখান্ শীঘ্রং চৈব বিমুক্ততঃ ।
 আরুজঙ্গপি মে প্রাণান্ মোহয়ঙ্গপি সায়কৈঃ ॥ ২১
 প্রহর্যয়তি মাং ভূয়ঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা ।
 অতি মাং নন্দয়তোষ সৌভদ্রো বিচরন্ রণে ॥ ২২
 অস্তরং যস্য সংরদ্ধা ন পশ্যন্তি মহারথাঃ ।
 অন্যতো লঘুহস্তস্য দিশঃ সধা মহেষুভিঃ ॥ ২৩

যুদ্ধ কারয়া অশ্বপ্রহার কারবার পুর্কেই আমরা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে মথিত কারয়া ফেলিব। তারপর বিকর্তনপুত্র কর্ণ পুনরায় রণাঙ্গনে দ্রোণাচাৰ্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৭

আচাৰ্য্য! অভিমহ্য আমাদের সকলকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সুতরাং সত্ত্বর ইহাকে আমরা পুর্কেই বাহাতে বধ করিতে পারি, তাহার উপায় বলুন। তখন মহাধর্ম্মদ্রোণাচাৰ্য্য তাঁহাদের সকলকে বলিলেন ॥ ১৮

দেখ, এই কুমার অভিমহ্যর মধ্যে কোথায় দুর্বলতা বা ছিদ্র আছে? চারিদিকে রণাঙ্গনে বিচরণকারী এই অভিমহ্যর যদি অস্ত্রও কোন ছিদ্র দেখিতে পাও, তাহার জন্ত এখন অস্ত্রসন্ধান কর ॥ ১৯

এই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব-পুত্রের শীঘ্রতা দেখ। কেমন শীঘ্রতা সহকারে সে বাণসমূহের সন্ধান এবং নিক্ষেপ করিতেছে, এই সময় রথমার্গে বিচরণকারী ইহার ধর্ম্মরূপ কেবল মণ্ডলাকারই লক্ষ্য হইতেছে ॥

শত্রুবীরগণের সংহারকারী সুভদ্রাকুমার অভিমহ্য যদিও স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা আমারও প্রাণকে অত্যন্ত কষ্টদান করিতেছে, তথাপি বারংবার সে আমার হর্ব্বই বর্জন করিতেছে। রণাঙ্গনে বিচরণকারী এই সুভদ্রানন্দন অভিমহ্য আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করিতেছে ॥ ২০-২২

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মহারথী বীরগণও ইহার ছিদ্র দেখিতে পাইতেছেন না। সে অতিদ্রুত হস্ত চালনা করিতে করিতে নিজের

ন বিশেষং প্রপশ্যামি রণে গাভীবধনঃ ।
 অথ কর্ণঃ পুনর্জোঁগমাহাজুঁনিশরাহতঃ ॥ ২৪
 স্হাতবামিতি তিষ্ঠামি পীড্যমানোহভিমমুনা ।
 তেজস্বিনঃ কুমারস্য শরাঃ পরমদারুণাঃ ॥ ২৫
 ক্ষিপ্রস্তি হৃদয়ং মেহুত্ব ঘোরাঃ পাবকতেজসঃ ।
 তমাচার্য্যোহত্রনীং কর্ণং শনৈকৈঃ প্রহসসি ব ॥ ২৬
 অভেত্তমস্য কবচং যুবা চান্তপরাক্রমঃ ।
 উপদিষ্টা ময়া চাস্য পিতুঃ কবচধারণা ॥ ২৭
 তামেষ নিখিলাং বেত্তি ক্রবং পরপূরজয়ঃ ।
 শক্যং হস্য ধনুশ্ছেতুং জ্যাক্ষ বাণৈঃ সমাহিতৈঃ ॥ ২৮
 অভীষুংচ হয়াশ্চৈব তথোভৌ পার্ষি-সারথী ।
 এতৎ কুরু মহেষ্ণাস রাধেয় যদি শক্যতে ॥ ২৯
 অথেনং বিমুখীকৃত্য পশ্চাৎ প্রহরণং কুরু ।

মহাবাণসমূহের দ্বারা চারিদিক্ ব্যাপ্ত করিতেছে। আমি যুদ্ধস্থলে গাভীবধারী অর্জুন ও এই অভিমমুর মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখিতে পাইতেছি না।

তদনন্তর কর্ণ পুনরায় দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন.—আমি অভিমমুর বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইতে থাকিলেও কেবল এইজন্ত এখনও যুদ্ধস্থলে অপেক্ষা করিতেছি যে, যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম (তাহা না হইলে আমি বহু পূর্বেই পলায়ন করিতাম)।

তেজস্বী কুমার অভিমমুর এই অত্যন্ত দারুণ ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী ভয়ঙ্কর বাণসমূহ আজ আমার বক্ষঃস্থল বাদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রোণাচার্য্য ঠাট্টা করিয়া হাস্ত করিতে করিতে ধীরে ধীরে কর্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৩-২৬

কর্ণ! অভিমমুর কবচ অভেদ্য। এই তরুণ বীর শীঘ্রতার সহিত স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। আমি ইহার পিতাকে কবচধারণ করিবার বিধি উপদেশ করিয়াছিলাম। শক্রনগর-বিজয়ী এই বীর কুমার নিশ্চয়ই সেই সব বিধি জানে (সুতরাং ইহার কবচ অভেদ্য হইবেই); কিন্তু মনোযোগসহকারে যুদ্ধ করিলে ইহার ধনু ও গুণ ছেদন করিতে পারা যায় ॥ ২৭-২৮

সেই সঙ্গে ইহার অশ্বগণের লাগাম, অশ্বগণ এবং দুই পার্শ্ব-রক্ষককেও নষ্ট করিতে পারা যায়। মহাধনুর্ধর রাধাপুত্র! যদি পার ত' এই কার্য্য কর ॥ ২৯

অভিমমুকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ করিয়া দিয়া পরে ইহার উপর প্রহার কর। ইহার হাতে যদি ধনু থাকে, তবে সে ত' সমস্ত

সমস্তক্ষো ন শক্যোহয়মপি জেতুং সুরাসূরৈঃ ॥ ৩০
 বিরথং বিধনুক্ষক কুরুধৈনং যদিচ্ছসি ।
 তদাচার্য্যবচঃ শ্রুত্বা কর্ণো বৈকর্তনস্তরন্ ॥ ৩১
 অসাতো লঘুহস্তস্য পৃথংকৈধনুৱাচ্ছিনৎ ।
 অস্থানস্যাবধীদ্ ভোজো গৌতমঃ পার্ষিসারথী ॥ ৩২
 শেষান্ত্র ছিন্নধন্বানং শরবধৈরবাকিরন্ ।
 হরমাণাস্তুরাকালে বিরথং যগ্নহারথাঃ ॥ ৩৩
 শরবধৈরকরুণা বালমেকমবাকিরন্ ।
 স ছিন্নধন্বা বিরথঃ স্বধর্ম্মমমুপালয়ন্ ॥ ৩৪
 খড়্গচর্মধরঃ ক্রীমানুৎপপাত বিহায়সা ।
 মার্গৈঃ সাকৌশিকাত্তৈশ্চ লাঘবেন বলেন চ ॥ ৩৫
 আজুঁনির্ঘ্যচরদ্ ব্যোম্নি ভূশং বৈ পক্ষিরাডি ব ।
 মযোব নিপতত্যোষ সাসিরিত্যুক্ষদৃষ্টয়ঃ ॥ ৩৬

দেবতা ও অশ্বরগণকেও জয় কারতে পারে ॥ ৩০

যদি তুমি ইহাকে পরাভূত করিতে চাও, তবে প্রথমে ইহার রথ ও ধনুটিকে নষ্ট করিয়া দাও। আচার্য্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া বিকর্তনপুত্র কর্ণ অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত নিজের বাণ-সমূহের দ্বারা শীঘ্রতাসহকারে হস্ত চালাইয়া অস্ত্র প্রয়োগকারী অভিমমুর ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভোজবংশীয় কৃতবর্মা তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন এবং রূপাচার্য্য তাঁহার দুই পার্শ্বরক্ষককে বধ করিলেন ॥ ৩১-৩২

অবশিষ্ট অস্ত্রাস্ত্র মহারথীর অভিমমুর ধনু ছিন্ন হইয়া যাইলে তাহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। স্তরাশিত হইবার সময়েই এই ছয় নিদর মহারথী অতিশয় সত্তরতার সহিত রথহীন একাকী সেই বালকের উপর বাণবর্ষণ করিয়া তাহাকে আকৃত করিয়া ফেলিলেন।

ধনু ছিন্ন হইলে এবং রথ নষ্ট হইয়া যাইলে তেজস্বী বীর অভিমমু স্বায় ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মপালন করিতে করিতে ঢাল ও তরবারি হাতে লইয়া আকাশপথে লাকাইয়া পড়িলেন।

অর্জুনকুমার অভিমমু কৌশিক প্রভৃতি মার্গসমূহের দ্বারা এবং শীঘ্রকারিতা ও বল-পরাক্রমে পক্ষিরাজ গরুড়সদৃশ ভূতল অপেক্ষা আকাশেই অধিকক্ষণ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

তখন সমরাজ্ঞ প্রতাপকের ছিত্রাঘেষণকারী ধোতাদের মনে হইতেছিল, এই অভিমমু আমার উপর ভয়বারি লইয়া পতিত হইবে" এরূপ আশঙ্কা করিয়া উপরের দিকে দৃষ্টি নির্ধ্বংস করত মহাধনুর্ধর অভিমমুকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

বিব্যধুস্তং মহেশাসং সমরে হিঙ্গদর্শিনঃ ।

তস্ত্র জ্রোণোহচ্ছিন্মুঠৌ খড়্গং মণিময়ংসরুম্ ॥ ৩৭

কুরঞ্চেণ মহাতেজাস্তরমাণঃ সপত্নজিৎ ।

রাধেয়ো নিশিতৈর্বাণৈর্বাধমচ্চর্ম চোক্তমম্ ॥ ৩৮

বাসি-চর্মেষু পূর্ণাঙ্গঃ সোহস্তরিক্ষাং পুনঃ ক্রিতিম্ ।

আস্থিতস্তচক্রমুত্তম্য জ্রোণং ক্রুদ্ধোহিত্যধাবত ॥ ৩৯

স চক্ররেণ জ্জলশোভিতাঙ্গো

বভাবতীবোজ্জলচক্রপাণিঃ ।

সেই সময় শক্রজয়ী মহাতেজস্বী জ্রোণাচার্য্য দ্বারা করিয়া একটি বাণের দ্বারা অভিমহ্যর মুষ্টির মধ্যে ধৃত মণিময় মুষ্টিযুক্ত তরবারিটিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তারপর রাধানন্দন কর্ণ স্বীয় ভীক্স বাণসমূহের দ্বারা উত্তম ঢালটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। ঢাল ও তরবারি হইতে বঞ্চিত হইয়া বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত দেহে অভিমহ্য পুনরায় আকাশমার্গ হইতে ভূতলে নামিয়া পড়িলেন এবং একটি চক্র হাতে লইয়া কুপিতভাবে জ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৩-৩৯

তখন অভিমহ্যর শরীর চক্রের প্রভায় উদ্ভাসিত ও ধূলি-রাশিতে স্ত্রশোভিত ছিল। তাহার হাতে তেজোময় উজ্জল চক্র শোভা পাইতেছিল। ইহাতে তাহার অভিশয় শোভা

শ্রীমহাবিবেকবাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জ্রোণপর্বোক্তগত অভিমহ্যবধপর্বের অভিমহ্যকে রথহীনকরণবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত সমাপ্ত ।

একোনপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[অভিমহ্যনা কালিকেশ-বসতি-কেকয়রথবীরাণাং বধঃ, বড়্ ভিন্নহারথিভিঃ সহোজ্রোণেনাভিমহ্যোবিনাশঃ, পলায়নপর-স্বকীয়সৈন্তেভ্যো যুধিষ্ঠিরস্যাস্থাসদানঞ্চ]

সজয় উবাচ ।

বিক্ষোঃ স্বশূনন্দকরঃ স বিষ্ণুযুধভূষণঃ ।

ররাজাতিরথঃ সংখ্যে জনাৰ্দ্দন ইবাপরঃ ॥ ১

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[অভিমহ্যর কালিকেশ, বসতি ও কেকয় রথী বীরদিগকে বধ এবং ছয় মহারথীর সহায়তায় অভিমহ্যর বিনাশ ও পলায়নপর সৈন্যদিগকে যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়প্রদান ।]

সজয় বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী হৃতদ্বার আনন্দপ্রদ এবং শ্রীকৃষ্ণদৃশই চক্ররূপে অস্ত্রে স্ত্রশোভিত অভিরথী বীর অভিমহ্য সেই রণাঙ্গনে বিত্তীয় শ্রীকৃষ্ণের দ্বার শোভা পাইতে

রণেহভিমহ্যঃ কণমাস রৌদ্রঃ

স বাসুদেবান্নকৃতিং প্রকূর্বন্ ॥ ৪০

শ্রুতকৃধিরকৃতৈকরাগবন্তো

শ্রুকুটিপুটাকুটিলোহতিসিংহনাদঃ ।

প্রভুরমিতবলো রণেহভিমহ্য-

নৃপবরমধ্যগতো ভূষণং ব্যরাজয়ৎ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং জ্রোণপর্বণি অভিমহ্যবধপর্বণি অভিমহ্যবিরথকরণে

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

হইতেছিল। সেই রণাঙ্গনে অভিমহ্য চক্রধারণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্কুরণ করিতে করিতে কণকালের মধ্যেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন ॥ ৪০

এই সময় অভিমহ্যর বস্ত্র তাঁহার শরীরপ্রবাহিত রক্তধারায় একমাত্র রক্তবর্ণই হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ক্রোধ ঈষৎ বক্রভাবাপন্ন হওয়ায় তাঁহার মুখমণ্ডল কুটিল বলিয়া মনে হইতেছিল এবং তিনি অতি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় প্রভাবশালী ও অপরিণীত বলবান্ অভিমহ্য সেই রণাঙ্গনে পুরোক্ত শ্রেষ্ঠ নরপতিগণের মধ্যে থাকিয়া বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪১

মারুতোদ্ধৃতকেশাস্তমুত্তারিবরায়ুধম্ ।

বপুঃ সমীক্ষ্য পৃথীশা হুঃসমীক্ষ্য স্তরৈরপি ॥ ২

তচ্চক্রং ভূশমুদ্বিগ্নাঃ সঞ্চিচ্ছিন্নরনেকা ।

মহারথস্ততঃ কার্কিঃ সংজগ্রাহ মহাগদাম্ ॥ ৩

লাগিলেন ॥ ১

এই সময় প্রবাহিত বায়ু তাঁহার কেশসমূহের প্রান্তভাগ দুলাইতেছিল। তিনি স্বীয় হস্তে চক্রনামক অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন তাঁহার শরীর ও বাহ্যর দিকে দৃষ্টিপাত করা দেবভাগ্যের পক্ষেও অতিশয় কঠিন ছিল, সেই চক্রকে দেখিয়া সমস্ত মহাবোদ্ধারা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ঐ চক্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কেলিলেন ॥

বিধমুঃ-সুন্দনাসিস্তৈবিচক্রচারিভিঃ কৃতঃ ।
 অভিমহ্যুর্গদাপাণিরস্থামানমাদয়ৎ ॥ ৪
 স গদামুত্ততাং দৃষ্ট্বা জলস্ক্রীমশনীমিব ।
 অপাক্রামদ্ রথোপস্থাদ্ বিক্রমাংক্রীন্ নরর্ষভঃ ॥ ৫
 তস্তাশ্বান্ গদয়া হত্বা তথোভৌ পার্শ্ব-সারথী ।
 শরাচিভাঙ্গঃ সৌভঙ্গঃ স্বাবিদ্বৎ সমদৃশত ॥ ৬
 ততঃ সুবলদায়াদ্যং কালিকেয়মপোথয়ৎ ।
 জঘান চাস্তানুচরান্ গাঙ্কারান্ সপ্তসপ্ততিম্ ॥ ৭
 পুনশ্চৈব বসাতীয়াং জঘান রথিনো দশ ।
 কেকয়ানাং রথান্ সপ্ত হত্বা চ দশ কুঞ্জরান্ ॥ ৮
 দৌশাসনিরথং সাংখ্যং গদয়া সমপোথয়ৎ ।
 ততো দৌশাসনিঃ ক্রুদ্ধো গদামুত্তম্য মারিষ ॥ ৯
 অভিতুহ্যব সৌভঙ্গং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীৎ ।
 তাবুদ্যতগদৌ বীরাবহ্নোস্তবধকাজিক্রপৌ ॥ ১০

তখন মহারথী অভিমহ্য এক বিশাল গদা হাতে লইলেন ।
 শক্রা তাঁহাকে ধম্ব, রথ, খড়্গ ও চক্র হইতে বঞ্চিত করিয়া
 দিলেন । সেইজন্ত গদা হাতে লইয়া তাঁহাকে আঘাত করিবার
 জন্ত অশ্বখামার দিকে দাবিত হইলেন ॥ ২-৪

প্রজ্জলিত বজ্রতুলা সেই গদাকে উপরে উত্তোলিত দেখিয়া
 নরশ্রেষ্ঠ অশ্বখামা স্বীয় রথের আসন হইতে তিন পদ পরিমাণ
 পিছাইয়া যাইলেন ॥ ৫

সেই গদার আঘাতে অশ্বখামার চারিটি অশ্ব ও দুই পার্শ্ব-
 রক্ষকে বধ করিয়া বাণব্যাপ্ত দেখে অভিমহ্য স্বাণিদের (শঙ্কর)
 জ্ঞায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ৬

তারপর তিনি সুবলপুত্র কালিকেয়কে গদাঘাতে ভূমিতে
 পোথিত করিয়া দিলেন এবং তাঁহার অঙ্গগমনকারী সাতাত্তর জন
 গাঙ্কার ঘোড়াকেও বধ করিলেন ॥ ৭

তাঁহার পর দশজন বসাতীকে নিহত করিলেন । কেকয়-
 দেশের সাত রথী ও দশটি হাতীকে বিনাশ করিয়া দ্বঃশাসনপুত্রের
 অশ্বগণসহ রথকে গদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥

আর্য্য ! ইহাতে দ্বঃশাসনপুত্র কুপিত হইয়া হাতে গদাধারণ
 করত অভিমহ্যর দিকে দাবিত হইলেন এবং এই কথা বলিলেন—
 অরে, দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥

এই দুই বীর পরস্পরের উপর সেইভাবে গদার আঘাত
 করিতে লাগিলেন, বেরূপ পুরাকালে ভগবান্ শকর ও অন্ধকাসুর

ভ্রাতৃবোঁ সম্প্রজহ্নাতে পুরের জ্যাকাকাকে ।
 তাবহ্নোস্তাং গদাগ্র্যাত্যামাহত্যা পতিভৌ ক্রিভৌ ॥ ১১
 ইন্দ্রধ্বজাবিবোৎসৃষ্টৌ রণমধ্যে পরস্তপৌ ।
 দৌশাসনিরথোথায় কুরুণাং কীর্তিবর্ধনঃ ॥ ১২
 উত্তিষ্ঠমানং সৌভঙ্গং গদয়া মূধ্যতাড়য়ৎ ।
 গদাবেগেন মহতা ব্যায়ামেন চ মোহিতঃ ॥ ১৩
 বিচেষ্টা শ্রপতদ্ ভূমৌ সৌভঙ্গঃ পরবীরহা ।
 এবং বিনিহতো রাজম্নেকো বহুভিরাহবে ॥ ১৪
 ক্রোভয়িত্বা চমুং সর্বাং নলিনীমিব কুঞ্জরঃ ।
 অশোভত হতো বীরো ব্যাধৈর্ধনগজো যথা ॥ ১৫
 তং তথা পতিতং শূরং তাবকাঃ পর্য্যবারয়ন্ ।
 দাবং দম্বা যথা শাস্তং পাবকং শিশিরাভ্যায় ॥ ১৬
 বিমুত্ত নগশৃঙ্গাণি সংনিবৃন্তমিবানিলম্ ।
 অন্তঃগতমিবাদিত্যং তপ্ত্বা ভারতবাহিনীম্ ॥ ১৭

পরস্পরকে গদার আঘাত করিয়াছিলেন ॥

শক্রোপন এই দুই বীর তখন পরস্পরের গদার অগ্রভাগের
 আঘাতে আহত অবস্থায় ভূপতিত হইয়া দুইটি ইন্দ্রধ্বজের দ্বায়
 পৃথিবীতে পড়িয়া রহিলেন ॥

তাঁহার পর কুরুকুলের কীর্তিবর্ধন দ্বঃশাসনপুত্র প্রথমে উদ্ভিত
 হইয়া সুভদ্রাকুমারের মস্তকের উপরে গদার প্রচণ্ড আঘাত
 করিলেন ॥

গদার এই মহাবেগ ও পরিভ্রমে আহত হইয়া শক্রবীরনাশী
 অভিমহ্য অচেতন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন । রাজন্ !
 এইভাবে সেই যুদ্ধস্থলে বহুসংখ্যক ঘোড়া মিলিত হইয়া একাকী
 অভিমহ্যকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ৮-১৪

যেরূপ হাতী কোন সরোবরকে মথিত করিয়া থাকে,
 সেইরূপ সমগ্র সৈন্তবাহিনীকে নুহ করিয়া ব্যাধগণকর্তৃক বনজাত
 হাতীর মৃত্যুর জ্ঞায় মৃত্যুবরণ করত বীর অভিমহ্য সেখানে অদ্ভুত
 শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৫

এইরূপে রণাঙ্গনে পতিত বীরবর অভিমহ্যকে আপনার
 সৈন্তগণ চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিলেন । বেরূপ গ্রীষ্মকালে বন-
 ভূমিকে প্রজ্জলিত করিয়া অগ্নি শাস্ত হইয়া থাকে, বেরূপ বায়ু
 বৃক্ষের শাখাসমূহকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া নিরন্ত হয়, বেরূপ জগৎকে
 সজ্জাপিত করিয়া সূর্য্যদেব অন্তাচলে গমন করেন, বেরূপ চক্রকে
 রাহ গ্রাস করিয়া থাকে এবং বেরূপ সমুদ্র শুক হইয়া যায়, সেইরূপ

উপপ্লুতঃ যথা সোমঃ সংস্কৃমিব সাগরম্ ।
 পূর্ণচন্দ্রাভবদনং কাকপক্ষবৃত্তাক্ষিকম্ ॥ ১৮
 তং ভূমৌ পতিতং দৃষ্ট্বা তাবকাস্তে মহারথাঃ ।
 যুদা পরময়া যুক্তাশ্চক্রুঃ সিংহবমুজঃ ॥ ১৯
 আসীৎ পরমকো হৃদ্যস্তাবকানাং বিশাম্পতে ।
 ইতরেষাং তু বীরাণাং নেত্রেভ্যঃ প্রাপত্তজ্জলম্ ॥ ২০
 অন্তরিক্ষে চ ভূতানি প্রাক্রোশন্ত বিশাম্পতে ।
 দৃষ্ট্বা নিপতিতং বীরং চ্যুতং চন্দ্রমিবাস্বরাং ॥ ২১
 জ্যোৎস্নকর্ণমুখৈঃ ষড়্ভিধাভরাত্ত্বৈর্মহারথৈঃ ।
 একোহয়ং নিহতঃ শেতে নৈষ ধর্মো মতো হি নঃ ॥ ২২
 তস্মিন্ বিনিহতে বীরে বহ্নিশোভত মেদিনী ।
 দ্যৌর্ধ্বা পূর্ণচন্দ্রেণ নক্ষত্রগণমালিনী ॥ ২৩
 রক্তপুষ্কৈশ্চ সম্পূর্ণা কৃধিরৌঘপরিপ্লভা ।
 উত্তমাত্মৈশ্চ শূরাণাং ভ্রাজমানৈঃ স্কুণ্ডলৈঃ ॥ ২৪

সমস্ত কোরবসৈন্যদিগকে সন্তোষিত করিয়া পূর্ণচন্দ্রসদৃশবদনবিশিষ্ট অভিমুখ্য ভূতলে নিপতিত হইলেন; তাঁহার মস্তকস্থিত কর্ণপার্বভী কেশরাশির (জুলপীর) দ্বারা তাঁহার নয়নদ্বয় আবৃত হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া আপনার মহারথী বীর যোদ্ধারা অতিশয় প্রসন্নতার সঙ্গিত বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । ১৬-১৯

প্রজানাত! আপনার পুত্রগণের ত' অত্যন্ত আনন্দ হইল, কিন্তু পাণ্ডব-বীরগণের নেত্র হইতে তখন অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল । ২০

মহারাজ! সেই সময় অন্তরিক্ষে অবস্থিত প্রাণিগণ আকাশ-হইতে পতিত চন্দ্রের দ্বারা বীর অভিমুখ্যকে রণভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনার মহারথী যোদ্ধাদের নিন্দা করিতে লাগিলেন । ২১

জ্যোৎস্নকর্ণ প্রভৃতি ছয় কোরবমহারথী বীরগণের দ্বারা অলহায় অবস্থায় যুত্যাগ করত এই বীর বালক এখানে শুইয়া আছে,—ইহা আমাদের মতে ধর্ম নহে । ২২

বীর অভিমুখ্য নিহত হইলে পর সেই রণভূমি পূর্ণচন্দ্রে বৃক্ষ ও নক্ষত্রমালায় অলঙ্কৃত আকাশের দ্বারা অধিক শোভা পাইতে লাগিল । ২৩

সুবর্ণময় পক্ষবিভুক্ত বাণসমূহে সেখানকার রণভূমি পরিপূর্ণ

বিচিত্রৈশ্চ পরিস্তোভৈঃ পতাকাভিঃ সংবৃত্তা ।
 চামরৈশ্চ কুখাভিঃ প্রবিদ্ধৈশ্চাস্তরোস্তমৈঃ ॥ ২৫
 তথাশ্বনরনাগানামলঙ্কারৈশ্চ সুপ্রভৈঃ ।
 খড়্গৈঃ স্ত্রুনিশিতৈঃ পীতৈর্নির্মুক্তৈর্ভূজগৈরিব ॥ ২৬
 চাপৈশ্চ বিবিধৈশ্চিন্নৈঃ শত্ৰুশ্চিপ্রাসকম্পনৈঃ ।
 বিবিধৈশ্চায়ুধৈশ্চাত্মৈঃ সংবৃত্তা ভূরশোভত ॥ ২৭
 বাজ্রাভিঃচাপি নির্জীবৈঃ শ্বসন্তিঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ ।
 সারোহৈবিষমা ভূমিঃ সৌভজ্ঞেণ নিপাতিতৈঃ ॥ ২৮
 সাকুলৈঃ সমহামাত্রৈঃ সর্বমায়ুদ্ধকৈতুভিঃ ।
 পর্বতৈরিব বিধ্বস্তৈর্বিশিখৈর্মথিতৈর্গজৈঃ ॥ ২৯
 পৃথিব্যামল্লুকীর্ণৈশ্চ বাহু-সারথি-যোদ্ধাভিঃ ।
 হৃদৈরিব প্রক্ষুভিতৈর্হতনাগৈঃ রথোস্তমৈঃ ॥ ৩০
 পদাতিসৈন্যৈশ্চ হতৈर्वিবিধায়ুধভূষণৈঃ ।
 ভীকৃণাং ত্রাসজননী ঘোররূপাভবম্ভী ॥ ৩১

ছিল। রক্তধারায় উহা আবৃত হইয়া গিয়াছিল। বীরবরগণের কুণ্ডলমণ্ডিত তেজস্বী মস্তকসমূহ, হস্তিগণের বিচিত্র পৃষ্ঠান্তরঙ্গকল, বহু পতাকা, চামর, তন্দ্রার পৃষ্ঠে আবৃত কবচ, এদিক ওদিকে পতিত উত্তম বস্ত্রসকল হস্তী, অশ্ব ও মহুগণের দেদীপ্যমান আভরণসমূহ, খোলসমুক্ত সর্পসদৃশ নির্মল ও পীতবর্ণের খড়্গসকল, বিভিন্নরূপে ছিন্ন ধনুঃশ্রেণী, শক্তি, খড়্গ, প্রাস, কম্পন এবং অস্ত্র নানাপ্রকার অস্ত্রসকলে আচ্ছাদিত স্টেই রণভূমি অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল । ২৪-২৭

হস্তদ্রাক্ষার অভিমুখ্যকর্তৃক নিহত হইয়া ভূপাতিত রক্তস্রাব নির্জীব ও সজীব অশ্বগণ ও অসারোহীদিগের দ্বারা সেই রণভূমি বিষম ও দুর্গম হইয়া উঠিল ॥ ২৮

অক্ষুণ্ণ, মাহুত, কবচ, আয়ুধ এবং ধ্বজসমূহের সঙ্গিত বড় বড় বহু পজরাজ বাণসকলে মথিত হইয়া বিধ্বস্ত পর্বতশ্রেণীর দ্বারা মনে হইতেছিল। দ্বারাদ্বারা বিশাল বিশাল গজপতিগণকেও বিনাশ করিয়াছিল, সেই সব শ্রেষ্ঠ রথ, অশ্ব, সারথি ও যোদ্ধাসমূহ হইয়া মথিত সন্ন্যাসবরের দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল। নানাপ্রকার আয়ুধ ও অলঙ্কারসমূহে সম্পন্ন পদাতি-সৈন্যদের বহু সমুদায় সেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। এই সবের দ্বারা সেখানকার রণভূমি অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিল এবং ভীক পুঙ্খবগদের মনে ভয় উপের করিতে লাগিল ॥ ২৯-৩১

তং দৃষ্ট্বা পতিতঃ ভূমৌ চন্দ্রার্কসদৃশ্যাত্মিন্ ।
 তাবকানাং পরা ক্রীতিঃ পাণ্ডুনাং চাভবদ্ ব্যথা ॥ ৩২
 অভিমত্যৌ হতে রাজন্ শিশুকেহপ্রাপ্তয়োবনে ।
 সম্প্রাজবচ্চমুঃ সৰ্বা ধর্মরাজস্ত পশ্যতঃ ॥ ৩৩
 দীর্ঘ্যমাণং বলং দৃষ্ট্বা সৌভদ্রে বিনিপাতিতে ।
 অজাতশত্রুস্তান্ বীরানিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৪
 স্বর্গমেব গতঃ শূরো যো হতো ন পরাঙ্মুখঃ ।
 সংস্তুভ্যত মা ভৈষ্টে বিজেষ্যামো রণে রিপূন ॥ ৩৫
 ইত্যেবং স মহাতেজা হুঃখিতেভ্যো মহাত্মাভিঃ ।
 ধর্মরাজো যুধাং শ্রেষ্ঠো ক্রবন্ হুঃখমপানুদৎ ॥ ৩৬

চন্দ্র ও সূর্য্যাত্মা কাক্সিমান্ অভিমত্মাকে ভূতলে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আপনার পুত্রগণের মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল এবং পাণ্ডবদের অন্তরাত্মা ব্যথিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৩২

রাজন্! তিনি তখনও যুবাৱস্থা প্রাপ্ত হন নাই, সেই বালক অভিমত্মা নিহত হইলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাতেই তাঁহার সকল সৈন্তবাহিনী পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৩৩

হস্তজ্ঞানন্দন অভিমত্মা ধরশাস্ত্রী হইলে নিজের সৈন্তবাহিনীর মধ্যে ভাদ্রনের স্ত্রী হইতে দেখিয়া অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির নিজের সেই সৈন্তদিগকে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৪

এই বীরবর অভিমত্মা যুদ্ধ করত নিহত হইয়া স্বর্গ গমন করিয়াছেন, তথাপি যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। তোমরাও সকলে বৈর্য্যধারণ কর, ভীত হইও না, আমরা রণক্ষেত্রে শত্রুদিগকে অবশ্যই জয় করিব ৩৫

শ্রীমদ্রহর্ষি বেদবাসশ্রুণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বাঙ্কগত অভিমত্মাবধপর্কে অভিমত্মার বধবিবরণ একোন-
 পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অন্ত্যবান সমাপ্ত ।

পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[তৃতীয়দিবসস্ত যুদ্ধসমাপ্তিঃ, সৈন্তানাং শিবিরে প্রত্যাবর্তনম্, রণভূমিবর্ণনঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

বয়ং তু প্ররংগ হৃদা তেবাং তৈঃ শরপীড়িতাঃ ।
 নিবেশ্যাত্ত্যুপায়ামঃ সায়াহ্নে কুধিরোক্ষিতাঃ ॥ ১

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[তৃতীয়দিনের যুদ্ধ সমাপ্তি, সৈন্তদের শিবিরে প্রত্যাবর্তন এবং রণভূমির বর্ণন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আমরা শত্রুদিগের জেট বীর

যুদ্ধে হ্রাসীবিবাকারান্ রাজপুত্রান্ রণে রিপূন ।
 পূর্বঃ নিহত্য সংগ্রামে পশ্চাদাজুঁ নিরভ্যয়াৎ ॥ ৩৭
 হৃদা দশ সহস্রাণি কৌশল্যঞ্চ মহারথম্ ।
 কৃকাজুনসমঃ কাশিঃ শক্রলোকং গতো ধ্রুবম ॥ ৩৮
 রথাস্থনরমাতঙ্গান্ বিনিহত্য সহস্রশঃ ।
 অবিতৃপ্তঃ স সংগ্রামাদশোচ্যঃ পুণ্যকর্মকৃতঃ ।
 গতঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ শাস্তান্ পুণ্যানির্জিতান্ ॥ ৩৯
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 দ্রোণপর্বণি অভিমত্মাবধপর্বণি অভিমত্মাবধে
 একোনপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২

মহাতেজস্বী ও পরম কাক্সিমান্ বোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজের হুঃখী সৈন্তদিগকে এই কথা বলিয়া তাহাদের হুঃখ নিবারণ করিলেন ॥ ৩৬

যুদ্ধে বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর শত্রুরূপ রাজকুমারগণকে প্রথমে বধ করিয়া পরে অর্জুননন্দন অভিমত্মা স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩৭

দশ হাজার রথী ও মহারথী কৌশল্যরাজ বৃহৎলকে বধ করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনসদৃশ পরাক্রমশালী অভিমত্মা অবশ্যই ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ৩৮

সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব, পদাতি ও হস্তীদিগকে সংহার করিয়াও তিনি তৃপ্ত হন নাই । পুণ্যকর্মকরী অভিমত্মা শোকলভের অবোগ্য ছিলেন । তিনি পুণ্যাদ্বাগণের পুণ্যার্জিত সনাতনলোকে গমন করিলেন ॥ ৩৯

নিরীক্ষমাণাস্ত বয়ং পরে চায়োধনং শনৈঃ ।

অপযাতা মহারাজ গ্রানিং প্রাপ্তা বিচেতসঃ ॥ ২

অভিমত্মাকে বধ করিয়া এবং তাহাদের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া সন্ধ্যার সময় বিজ্ঞান করিবার জন্য শিবিরে চলিয়া আসিলাম । সেই সময় আমাদের সর্কাজ করিবার লিপ্ত হইয়া গিয়াছিল ১
 মহারাজ । আমরা এবং শত্রুপক্ষের সৈন্তগণ 'বৃহৎলকে

ভক্তো নিশায়া দিবসস্ত চাশ্বিনঃ

শিবাক্রান্তৈঃ সন্ধিরবর্ততাকৃতঃ ।

কুশেশয়াপীড়নিভ দিবাকরে

বিলম্বমানেনহস্তমুপেত্য পৰ্বতম্ ॥ ৩

বরাসিশত্য়ুষ্টিবরুথচর্মণাং

বিভূষণানাঞ্চ সমাক্ষিপন্ প্রভাঃ ।

দিবঞ্চ ভূমিঞ্চ সমানয়ন্নিব

প্রিয়াং তন্মুঃ ভান্নরূপৈতি পাবকম্ ॥ ৪

মহাভ্রকূটচলশৃঙ্গসন্নিভৈ-

গঁজেরনৈকৈরিব বজ্রপাতিতৈঃ ।

স বৈজয়ন্তাকুশবর্মহস্তৃভি-

নিপাতিতৈর্নষ্টগতিশ্চিন্তা ক্ষিতিঃ ॥ ৫

হতেশ্বরৈশ্চ গিতপত্ম্যপস্করৈ-

ইতাশ্বসুতৈর্বিপতাককেতুভিঃ ।

মহারথৈর্ভূঃ শুণ্ডভে বিচূর্ণিতৈঃ

পুটৈরিবামিত্রহতৈর্নরাধিপ ॥ ৬

দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে সেখান হইতে গমন করিলাম । এই সময় অত্যন্ত শোকগ্রস্ত পাণ্ডবপক্ষের সৈন্যরা অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িল । ২

সেই সময় যখন সূর্য্যদেব অস্তাচলে উপস্থিত হইয়া পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িলেন, তখন তিনি কমলনির্মিত মুকুটের স্তায় প্রভীত হইতেছিলেন । দিন ও রাত্রির সন্ধিস্বরূপ এই অদ্ভুত লক্ষ্য শিবাগণের ভয়ঙ্কর শব্দে অমঙ্গলময়ী বলিয়া মনে হইতে লাগিল । ৩

সূর্য্যদেব প্রেষ্ঠ তরবারি, শক্তি, ঋষি, বরুথ, ঢাল ও আভরণ-সকলের প্রভা হরণ করিতে থাকিয়া আকাশ এবং পৃথিবীকে যেন সম অবস্থায় লইয়া বাইতে বাইতে নিজের প্রিয় শরীর অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪

মহামেঘপুঞ্জ ও পর্ব্বতশিখরসদৃশ বিশালদেহ বহুসংখ্যক ছাত্তী এভাবে রণাঙ্গনে পড়িয়াছিল যে, মনে হইতেছিল তাহারা বজ্রাহত হইয়া কৃতলে পতিত হইয়াছে । বৈজয়ন্তী পতাকা, অকুশ, কবচ এবং মাহতসহ ভূপাতিত সেই সব গজরাজগণের দেহে সেখানকার রণভূমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বাহার জন্ত সেখানে গমনাগমন করাই দুঃসাহ্য হইয়া পড়িল । ৫

নরাধিপ ! শত্রুগণকর্তৃক বিধ্বস্ত বিশাল নগরসমূহের স্তায়

রথাস্বরূপৈঃ সহ সাদিভির্হিতৈঃ

প্রবিদ্ধভাণ্ডাভরণৈঃ পৃথিবীধৈঃ ।

নিরস্তজিহ্বাদশনান্নলোচনৈ-

ধরী বভৌ ঘোরবিরূপদর্শনা ॥ ৭

প্রবিদ্ধবর্মাভরণাশ্বরাশুধা

বিপন্নহস্ত্যশ্বরথামুগা নরাঃ ।

মহার্হশযাস্তরণোচিতাস্তদা

ক্ষিতাবনাথা ইব শেরতে হতাঃ ॥ ৮

অতীব স্রষ্টাঃ শ্ব-শৃগাল-বায়সা

বকাঃ সুপর্ণাশ্চ বৃকাস্তরক্ষবঃ ।

বয়াংস্তমৃকপাত্মথ রক্ষসাং গণাঃ

পিশাচসজ্জাশ্চ সুদারুণা রণে ॥ ৯

ঋচো বিনির্ভিত্ত পিবন্ বসামশ্বকৃ

তথৈব মজ্জাঃ পিশিতানি চান্মুবন্ ।

বপাং বিলুপন্তি হসন্তি গাস্তি চ

প্রকর্মমাণাঃ কুণপাত্মনেকশঃ ॥ ১০

বড় বড় বহু রথ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পাড়িয়াছিল । ইহাদের অশ্ব ও সারথি নিহত হইয়াছিল এবং ধ্বজ-পতাকাও নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । এইভাবে এই সকল রথের আরোহী বোঝায়াও বিনষ্ট হইয়াছিল । পরাতি সৈন্যরা ও অস্ত্রাস্ত্র বহু যুদ্ধোপযোগী ত্রব্যাসমূহও খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়িয়াছিল । তখন এই সকলের দ্বারা রণভূমি অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল । ৬

রথ ও অশ্বসকল আরোহীদের সহিত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল । ভিন্ন ভিন্ন বহু ভাণ্ড ও আভরণ ছিন্ন-ছিন্ন হইয়া পতিত ছিল । মহুয় ও পশুগণের জিহ্বা, নজ, অস্ত্র (জাত) এবং চক্ষুসমূহ বাহির হইয়া আসিয়াছিল । এই সকলের দ্বারা সেই রণভূমি অতিশয় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল । হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের অঙ্গসংরক্ষারী পদাতি মহুয়গণ নিজেদের প্রাণ হারাইয়া সেই রণাঙ্গনে পতিত ছিল । বে সমস্ত রাজা ও রাজকুমার বহুমূল্য শয্যা এবং বিছানায় শয়ন করিবার যোগ্য ছিলেন, তাহারা সকলে নিহত হইয়া অন্যথের স্তায় ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন । ৭-৮

কুকুর, শৃগাল, কাক, বক, গরুড়, বৃক, তরঙ্গু, রক্তপায়ী পক্ষী, রাক্ষসগণের দল এবং অত্যন্ত ভয়ানক পিশাচগণ সেই রণাঙ্গনে অতিশয় হস্ত হইয়া বিচরণ করিতেছিল ॥ ৯

ইহারা যুদ্ধের স্বক্ (চামড়া) বিদীর্ণ করিয়া তাহাদের বস।

শরীরসজ্জাবহা হৃৎগঞ্জা

রথোড়ূপা কুঞ্জরশৈলসঙ্কটা ।

মহুশ্মশীর্ষোপলমাসকদমা

প্রবিক্তনানাবিধশস্ত্রমালিনী ॥ ১১

ভয়াবহা বৈতরণীব ছন্তরা

প্রবর্তিতা যোধবরৈস্তদা নদী ।

উবাহ মধ্যেন রণাজিরে ভূশ

ভয়াবহা জীবমৃতপ্রবাহিনী ॥ ১২

পিবন্তি চান্দ্রন্তি চ যত্র হৃদশা:

পিশাচসজ্জাস্ত নদন্তি ভৈরবা: ।

শুনন্দিতা: প্রাণভূতাং ক্ষয়ঙ্করা:

সমানভক্ষা: শ্ব-শৃগাল-পক্ষিণ: ॥ ১৩

ও রক্তপান করিতেছিল, মজ্জা ও মাংস খাইতেছিল, চর্বিসমূহ চর্ষণ করিতেছিল এবং বহু মৃতদেহকে এদিক্ ওদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। তখন তাহারা হাসিতে ও গান গাহিতে ছিল। ১০

সেই সময় শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা যুদ্ধভূমিতে রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন, যাহা বৈতরণী নদীর গ্রায় ছুর ও ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতেছিল। ইহাতে জলের স্থলে কেবল রক্তধারাই বহিয়া যাইতেছিল। বহু মৃতদেহসকল এই নদীতে বাহিত হইতেছিল। উহাতে রথসমূহ নৌকার গ্রায় দেখা যাইতেছিল। হস্তিসকলের দেহ উহাতে পর্বতের গ্রায় মনে হইতেছিল। মহুশ্মগণের মন্তকসমূহ এই নদীর প্রস্তরতুল্য ছিল এবং মাংস ছিল কদমসদৃশ। সেখানে খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত নানাপ্রকার অস্ত্র-সমূহ মালার গ্রায় প্রতীত হইতেছিল। এই অত্যন্ত ভয়ঙ্করী নদী রণাঙ্গনের মধ্যভাগ দিয়া প্রবাহিত হইয়া মৃত ও জীবিতগণকে বহন করিতেছিল ॥ ১১-১২

শ্রীময়হবি বেদবাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বাস্তর্গত অভিমুখ্যাবধিপর্বে তৃতীয়দিবসের যুদ্ধসমাপ্তির পর সৈন্যদের শিবিরে গ্রন্থান ও যুদ্ধভূমিবর্ণন বিষয়ক পঞ্চাশতম অধ্যায়ের অন্ত্যবদ্য সমাপ্ত।

তথা তদায়োধানমুগ্রদর্শনং

নিশামুখে পিতৃপতিরাত্ত্ববধনম্ ।

নিরীক্ষমাণা: শনকৈর্জহ্ননরা:

সমুখিতা নৃত্যকবন্ধসঙ্কলম্ ॥ ১৪

অপেত-বিশ্বস্ত-মহার্হভূষণং

নিপাতিতং শক্রসমং মহাবলম্ ।

রণেহভিমুখ্যং দদৃশুস্তদা জনা

ব্যপোচ্ছব্যং সদসীব পাবকম্ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমুখ্যাবধিপর্বি তৃতীয়দিবসাবহারে সমরভূমিবর্ণনে পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়: ॥ ৫০

যাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করাও অতিশয় কঠিন ছিল, এরূপ ভয়ঙ্কর পিশাচসমূহ সেখানে রক্তাদি পান করিতে লাগিল। সমস্ত প্রাণিগণের বিনাশকারী এই পিশাচেরা অতিশয় আনন্দিত ছিল। কুরুর, শৃগাল এবং পক্ষিগণও সমানভাবে ভোজনসামগ্রী পাইয়াছিল। ১৩

প্রদোষকালে যমরাজের রাজ্যবুদ্ধির সেই যুদ্ধক্ষেত্র অতিশয় ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। সেখানে নৃত্যপরায়ণ বহু কবন্ধ (মুণ্ডহীন শবদেহ) রণভূমিকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এই সব দেখিতে দেখিতে উভয় পক্ষের যোদ্ধারা যুদ্ধস্থল হইতে ধীরে ধীরে যাইতে থাকিয়া যুদ্ধভূমি ত্যাগ করিল। ১৪

সেই সময় সকল লোকে দেখিতে লাগিলেন, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী অভিমুখ্য রণক্ষেত্রে পতিত রহিয়াছেন। তাহার বহুমূল্য আভরণসকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া শরীর হইতে দূরে যাইয়া পড়িয়াছিল এবং তিনি যজ্ঞবেদীর উপর স্নাতাহতিহীন অগ্নির গ্রায় নিপুঞ্জ হইয়া পতিত আছেন। ১৫

একপঞ্চাশত্তমোঃধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরস্ত বিলাপঃ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

হতে তস্মিন্ মহাবীৰ্য্যে সৌভদ্রে রথযুধপে ।
বিমুক্তরথসন্নাহাঃ সৰ্বে নিক্ৰিষ্টকামু'কাঃ ॥ ১
উপোপবিষ্টা রাজানং পরিবার্য্য যুধিষ্ঠিরম্ ।
তদেব যুদ্ধং ধ্যায়ন্তঃ সৌভদ্রগতমানসাঃ ॥ ২
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা বিললাপ স্তব্ধঃখিতঃ ।
অভিমত্যৌ হতে বীরে ভ্রাতৃঃ পুত্রে মহারথে ॥ ৩
(এষ জিহ্বা কৃপং শল্যং রাজানঞ্চ স্ত্রয়োধনম্ ।
দ্রোণং দ্রোণিং মহেষ্ণাসং তথৈবাত্মান্ মহারথান্ ॥)
দ্রোণানীকমসম্বাধং মম প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
(হৃদ্য শক্রগণান্ বীবানেষ শেতে নিপাতিতঃ ।
কৃতান্তান্ যুদ্ধকুশলান্ মহেষ্ণাসান্ মহারথান্ ॥

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[যুধিষ্ঠিরের বিলাপ]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন! মহাপরাক্রমশালী রথযুধপতি হস্তদ্রানন্দন অভিমত্য় নিহত হইলে পর সমস্ত পাণ্ডবমহারথীরা রথ ও কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক' ধনুসকলকে নীচের দিকে অবনত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে চারিদিকে পরিবৃত্ত করত তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন। ইহাদের সকলেরই মন হস্তদ্রা-নন্দন অভিমত্য়ের উপরই নিহিত ছিল এবং ইহারা তাঁহার সেই যুদ্ধের কথা চিন্তা করিতেছিলেন ॥ ১-২

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতা অৰ্জুনের বীর পুত্র অভিমত্য় নিহত হইলে পর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩

অহো! কৃপাচার্য্য, শল্য, রাজা দুৰ্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, মহাধনুর্ধর অশ্বখামা এবং অজ্ঞাত মহরথী বীরগণকে জয় করিয়া, আমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় দ্রোণাচার্য্যের নির্বাধ সৈন্তবাহকে বিনষ্ট করত বীর শক্রবর্গকে বিনাশ করিবার পর পুত্র অভিমত্য় কুপতিত হইয়াছে এবং সে এখন রণভূমিত হইয়া আছে। যাহারা অস্ত্রবিজ্ঞান বিদ্বান্, যুদ্ধনিপুণ, কুল-শীল ও বহু সঙ্গুণে গুণবান্, শৌৰ্য্যশালী বীর, নিজের পরাক্রমের জন্ত তুবনে

কুল-শীল-গুণৈযু ক্তান শূরান্ বিশ্বাতপৌরুষান্ ।
দ্রোণেন বিহিতঃ ব্রাহ্মভেদ্যমমরৈরপি ॥
অদৃষ্টপূর্ব্বমস্মাভিঃ চক্রং চক্রায়ুধপ্রিয়ঃ ।)
ভিষ্মা ব্যুহং প্রবিষ্টোহসৌ গোমধ্যমিব কেসরী ॥ ৪
(বিক্রোড়িতং রণে তেন নিব্রতঃ বৈ পরান্ বরান্ ।)
যশ্চ শূরা মহেষ্ণাসাঃ প্রত্যনীকগতা রণে ।
প্রভগ্না বিনিবর্তন্তে কৃতান্তা যুদ্ধহর্মদাঃ ॥ ৫
অত্যন্তশক্ররস্মাকং যেন দুঃশাসনঃ শরৈঃ ।
ক্ষিপ্ৰং হৃতিমুখঃ সংখ্যে বিসংজ্ঞো বিমুখীকৃতঃ ॥ ৬
স তীর্ষা হস্তরং বীরো দ্রোণানীকমহার্ণবম্ ।
প্রাপ্য দৌঃশাসনিং কার্ষিঃ প্রাপ্তো বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ৭
কথং দ্রক্ষ্যামি কৌন্তেয়ং সৌভদ্রে নিহতেহর্জুনম্ ।
শুভদ্রাঃ বা মহাভাগাঃ প্রিয়ং পুত্রমপশ্যতীম্ ॥ ৮

প্রসিদ্ধ, সেই সব মহাধনুর্ধর মহারথী বীরগণকে পরাজিত করিয়া দেবতাগণের পক্ষেও যাহাকে ভেদ করা দুঃসাধ্য এবং আমরা যাহাকে পূর্ব্বের কখনও দেখি নাই, সেই দ্রোণনির্ম্মিত চক্রব্যুহ ভেদ করিয়া চক্রধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভগিনী-নন্দন অভিমত্য় তাহার মধ্যে সেইরূপ প্রবেশ করিয়াছিল, যে রূপ সিংহ গো-সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ৪

সে রণাঙ্গনে প্রধান প্রধান শত্রুবীরগণকে বধ করিতে থাকিয়া অদ্ভুত রণকৌড়া করিয়াছিল। যুদ্ধে ইহার সম্মুখে আসিলে পর শত্রুপক্ষের অস্থবিজ্ঞাবিশারদ, যুদ্ধহর্মদ ও মহাধনুর্ধর বীরগণও উৎসাহহীন হইয়া পলায়ন করিত ॥ ৫

যে বীর অৰ্জুনকুমার যুদ্ধস্থলে আমাদের ঘোরতর শত্রু দুঃশাসন সম্মুখে আসিলে অতি ক্রুত নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা তাহাকে অচেতন করিয়া দিয়া বিতাড়িত করিয়াছিল, সেই বীর হস্তর মহাসাগরতুল্য দুরতিক্রমণীয় দ্রোণসেনা পার হইয়াও দুঃশাসনের পুত্রের নিকট পর্য্যন্ত যাইয়া যমলোকে গমন করিল ॥ ৬-৭

হস্তদ্রা-কুমার অভিমত্য়াকে বিনাশ করিয়া দেওয়ায় আমি এখন কিভাবে অৰ্জুনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিব? অথবা যে নিজের প্রিয় পুত্রকে দেখিতে পায় নাই, সেই মহাভাগা হস্তদ্রার সম্মুখে কিভাবে গমন করিব? ৮

কিংখিদ্ বরমপেতার্থমগ্নিষ্টমসমঞ্জসম্ ।
 তাবুভৌ প্রতিবক্ষ্যামো দ্ব্যবীকেশ-ধনঞ্জয়ো ॥ ৯
 অহমেব সুভদ্রায়াঃ কেশবাজ্জুনয়োরপি ।
 প্রিয়কামো জয়াকাজ্জী কৃতবানিদমপ্রিয়ম্ ॥ ১০
 ন লুকো বৃধ্যতে দোষাংল্লাভান্মোহাৎ প্রবর্ততে ।
 মধুলিপ্সুর্হি নাপশ্যৎ প্রপাতমহমীদৃশম্ ॥ ১১
 যো হি ভোজ্যে পুরস্কার্যো যানেষু শয়নেষু চ ।
 ভুষণেষু চ সোহস্মাভির্বালো যুধি পুরস্কৃতঃ ॥ ১২
 কথং হি বালস্করণে যুদ্ধানামবিশারদঃ ।
 সদশ্ব ইব সম্বাধে বিষমে ক্ষেমমহতি ॥ ১৩
 নো চেদ্ধি বয়মপ্যেনং মহীমন্তু শয়ীমহি ।
 বীভৎসোঃ কোপদীপ্তস্য দম্ভাঃ কৃপণচক্ষুষা ॥ ১৪
 অলুকো মতিমান্ হ্রীমান্ ক্ষমাবান্ রূপবান্ বলী ।
 বপুশ্চান্ মানকৃদ্ বীরঃ প্রিয়ঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ১৫
 যশ্চ ব্রাহ্মস্তু বিবুধাঃ কৰ্মণ্যর্জিতকৰ্মণঃ ।
 নিবাতকবচান্ জয়ে কালকেয়াঃশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥ ১৬

হায়! আমরা ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন এই দুইজনের সম্মুখে
 এই অনর্থপূর্ণ, অসঙ্গত ও অসুচিত বৃত্তান্ত কিরূপে বর্ণনা করিব? ৯
 আমিহে আমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধে জয়াকাজ্জী হইয়া
 সুভদ্রা, ত্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের এষ্ট অপ্রিয় কাণ্ড করিলাম ॥ ১০

লোভী মহাশ্ব কোন কাণ্ডের দোষ দেখিতে পায় না। সে
 লোভ ও মোহের বলীভূত হইয়া তাহাতে প্রহৃত হয়। আমি
 মধুসূদন মধুরাজ্য লাভ করিবার কামনা করিয়া ইহা দেখি নাই
 যে, ইহাতে ভয়ঙ্কর পতনের ভয় আছে ॥ ১১

হায়! যে সুকুমার বালককে ভোজন, শয়ন, যানে আরোহণ
 এবং বস্ত্রপরিধান প্রভৃতি কৰ্ম্মেই অগ্রে স্থান দিতে হয়, তাহাকে
 কিনা আমরা যুদ্ধের অন্ত অগ্রে পাঠাইয়া দিলাম ॥ ১২

সেই তরুণ কুমার এখনও বালক। যুদ্ধবিজ্ঞান পূর্ণ নিপুণতা
 অর্জন করে নাই, সুতরাং গহন বনে প্রবেশ করিয়া সদশ্বের স্তায়
 এই বিষম সঙ্কটময় সংগ্রামে যাইয়া কিভাবে কুশলে থাকিতে
 পারিবে ॥ ১৩

যদি আমরা অভিমতের সহিতই আজ রণাঙ্গনে শয়ন না করি,
 তবে কোথেকে উত্তেজিত অর্জুনের শোকাবলি নৈবহিতে অবস্থাই
 আমরা দম্ব হইয়া বাইব ॥ ১৪

যে লোভহীন, বুদ্ধিমান, লজ্জালীল, ক্ষমাবান্, রূপবান্,
 বলশালী, স্বন্দর শরীরধারী, অপরকে মানদানকারী, শ্রীতিপাণ্ড,

শ্রীময়হর্ষি বেদব্যাসপ্রদীত পতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বোত্তরার্ধে অভিমত্যাধপর্বে যুধিষ্ঠিরের প্রাণপরিষদক এক-
 পঞ্চাশতম অধ্যায়ের অন্তিম সন্ধ্যা ॥

মহেন্দ্রশত্রবো যেন হিরণ্যপুরবাসিনঃ ।
 অক্লোনিমেঘমাত্রেণ পোলোমাঃ সগণা ইতাঃ ॥ ১৭
 পরেভ্যোহপ্যভয়াধিভ্যো যো দদাত্যভয়ং বিতুঃ ।
 তস্তান্মাভিন শকিতস্ত্রাতুমপ্যাত্মজো বলী ॥ ১৮
 ভয়ং তু স্মমহং প্রাপ্তং ধার্তরাষ্ট্রান্ মহাবলান্ ।
 পার্থঃ পুত্রবধাৎ ক্রুদ্ধঃ কোরবান্ শোষয়িত্বতি ॥ ১৯
 ক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধসহায়শ্চ স্বপক্ষক্ষয়মাতুরঃ ।
 ব্যক্তং হৃদ্যোধনো দৃষ্ট্ৱা শোচন্ হাস্ততি জীবিতম্ ॥ ২০
 ন মে জয়ঃ শ্রীতিকরো ন রাজ্যং

ন চামরত্বং ন সুরৈঃ সলোকতা ।

ইমং সমীক্ষ্যাপ্রতিবীৰ্য্যাপৌরুষঃ

নিপাতিতং দেববরাহজাতজম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

১. দ্রোণপর্বণি অভিমত্যাধপর্বে যুধিষ্ঠিরবিলাপে

একপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১

বীর ও সত্যপরাক্রমী, যাহার কণ্ঠ দেবগণও প্রশংসা করেন,
 যাহার কণ্ঠ বলপূর্ণ ও মহৎ, যে পরাক্রমশালী বীর নিবাতকবচ
 ও কালকেয় অস্ত্রগণকে বিনাশ করিয়াছে, যে চক্র নিমেষের
 মধ্যেই হিরণ্যপুরবাসী ইন্দ্রজিত পোলোমনামক দানবগণের সহিত
 তাহাদের সংহার করিয়াছিল, সেই সামর্থ্যশালী অর্জুন শত্রুগণও
 যদি অভয় কামনা করিয়া তাহার নিকটে আসে, তবে তাহা-
 দিগকেও সে অভয়দান করিয়া থাকে; হায়! একরূপ বলশালী
 বীরের পুত্রকে আমরা রক্ষা করিতে পারিলাম না ॥ ১৫-১৮

অহো! মহাবল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের উপর এখন অতিশয়
 গুরুতর ভয় আসিয়া উপস্থিত হইল কারণ, নিজের পুত্রের বধে
 কুপিত হইয়া কুন্তীকুমার অর্জুন কোরবগণকে গুহ করিয়া
 কেলিবে—তাহাদের মূলোচ্ছেদ করিয়া দিবে ॥ ১৯

হৃদ্যোধন নীচ পুরুষ। তাহার সহায়কগণও নীচ; তাই সে
 নিশ্চয়ই অর্জুনের হাতে নিজের পক্ষের বিনাশ দেখিয়া শোকে
 ব্যাকুল হইয়া স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিবে ॥ ২০

যাহার বল ও পুরুষার্থের কোনও তুলনা নাই, দেবেজকুমার
 অর্জুনের সেই পুত্র অভিমত্যাধপর্বে রণাঙ্গনে যুদ্ধ দেখিয়া এখন
 আমাকে বিজয়, রাজ্য, অমরত্ব, ও দেবলোকলাভও শ্রীতিদান
 করিতে পারে না ॥ ২১

দ্বিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ

[বিলাপরত-যুধিষ্ঠিরসমীপে ব্যাসদেবস্তাগমনম্, অকম্পন-নারদবৃন্দাস্তং বর্ণয়তা ব্যাসেন ব্রূত্যোক্ষপদ্মি-প্রসঙ্গবর্ণনঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

অধৈনং বিলপন্তং তং কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তত্র আজগাম মহানৃষিঃ ॥ ১

অর্চয়িত্বা যথাস্ত্রায়মুপবিষ্টং যুধিষ্ঠিরঃ ।

অত্রবীচ্ছোকসম্ভ্রান্তো ভ্রাতঃ পুত্রবধেন চ ॥ ২

অধর্মযুক্তৈর্বহুভিঃ পরিবার্য্য মহারথৈঃ ।

যুধ্যমানো মহেষ্ঠাসৈঃ সৌভদ্রো নিহতো রণে ॥ ৩

বালশ্চ বালবুদ্ধিশ্চ সৌভদ্রঃ পরবীরহা ।

অমুপায়েন সংগ্রামে যুধ্যমানো বিশেষতঃ ॥ ৪

ময়া প্রোক্তঃ স সংগ্রামে দ্বারং সঞ্জয়স্ব নঃ ।

প্রবিষ্টেহভ্যন্তরে তস্মিন্ সৈন্ধবেন নিবারিতাঃ ॥ ৫

নমু নাম সমং যুদ্ধমেষ্টব্যং যুদ্ধজীবিভিঃ ।

ইদং চৈবাসমং যুদ্ধমীদৃশং যং কৃতং পরৈঃ ॥ ৬

তেনান্ম ভৃশসম্ভ্রান্তঃ শোকবাপ্সাসমাকুলঃ ।

শমং নৈবাধিগচ্ছামি চিন্তয়ানঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭

সঞ্জয় উবাচ ।

তং তথা বিলপন্তং বৈ শোকব্যাকুলমানসম্

উবাচ ভগবান্ ব্যাসো যুধিষ্ঠিরমিদং বচঃ ॥ ৮

ব্যাস উবাচ ।

যুধিষ্ঠির মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ ।

ব্যাসেন্যু ন মুহুস্তি হৃদাশা ভরতর্ষভ ॥ ৯

স্বর্গমেষ গতঃ শূরঃ শত্রুন্ হৃদা বহুন্ রণে ।

অবাসদৃশং কর্ম কৃৎস্না বৈ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১০

অনতিক্রমণীয়ো বৈ বিধিরেষ যুধিষ্ঠির ।

দেব-দানব-গন্ধর্বান্ যত্নাহরতি ভারত ॥ ১১

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[বিলাপরত যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্যাসদেবের আগমন এবং অকম্পন ও নারদের সংবাদ বলিতে বলিতে ব্যাসকর্তৃক বৃত্ত্যর উৎপত্তির প্রসঙ্গবর্ণন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তারপর এইরূপে বিলাপরত কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট সে স্থলে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব স্তাগমন করিলেন ॥ ১

সেইসময় যুধিষ্ঠির তাঁহার যথাবোধ্য পূজা করিলেন । তারপর তিনি যখন উপবিষ্ট হইলেন, তখন ভ্রাতা অর্জুনের পুত্র অভিমহ্যার বিনাশে শোকসম্ভ্রান্ত রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২

মুনে! অধর্মপরাগণ অচ্যুত মহাধর্মজ্ঞ বহুসংখ্যক মহারথী চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া রণাঙ্গনে যুদ্ধ করত একাকী স্তম্ভাক্রম্য অভিমহ্যাকে অসহায় অবস্থায় বধ করিয়াছেন ॥ ৩

শত্রুবীরনাশী অভিমহ্য এখনও বালক ও বালকহুলভ বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিল । বিশেষতঃ সে সংগ্রামে উপযুক্ত অব্যাসামগ্রীহীন হইয়াই যুদ্ধ করিতেছিল ॥ ৪

আমি যুদ্ধস্থলে তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, তুমি ব্রাহ্মণ্যে প্রবেশ করিবার জন্ত আমাদের দ্বার উন্মোচন করিয়া দাও । তখন সে দ্বার উন্মোচন করিয়া ব্রাহ্মণ্যে প্রবেশ করিয়া বাইল । তারপর যখন আমরা সেই দ্বার দিয়া যুদ্ধস্থলে প্রবেশ

করিতোছিলাম, তখন সিদ্ধুরাজ ভয়প্রথ আসিয়া আমাদের প্রতি-
রোধ করিল ॥ ৫

যুদ্ধজীবী কজ্জিগণের বীর তুল্য অজ্ঞাদি সাধনসম্পন্ন বীরের সহিতই যুদ্ধ করিবার বাসনা করা উচিত । শত্রুনাশে অভিমহ্যার সহিত এতদৃশ যুদ্ধ করিল, তাহা কখনই সমান হইতে পারে না ॥ ৬

সেইজন্ত আমি অভ্যস্ত সম্ভ্রান্ত, শোকাশ্রিতে সরা আমার চক্ষু পূর্ণ হইয়া বাইতেছে । আমি বারংবার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িতেছি এবং আমি কোনরূপেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৭

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে শোকে ব্যাকুল হইয়া বিলাপরত রাজা যুধিষ্ঠিরকে ভগবান্ ব্যাসদেব এই কথা বলিলেন ॥ ৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—সমস্ত শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ, মহামতি, ভরত-
হুলভূষণ যুধিষ্ঠির! তোমার জ্ঞান পুরুষের পক্ষে সঙ্কটের সময়
মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নহে ॥ ৯

সেই পুরুষোত্তম অভিমহ্য শৌর্যশালী বীর । সে রণাঙ্গনে অবলোকচিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করত বহুসংখ্যক শত্রুকে বধ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে ॥ ১০

ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! ইহা বিধাতারই বিধান । ইহাকে কেহই উলঙ্ঘন করিতে পারিবে না । যত্ন দেবতা, দানব ও গন্ধর্বগণকেও হরণ করিয়া থাকে ॥ ১১

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ইমে বৈ পৃথিবীপালাঃ শেরতে পৃথিবীতলে ।

নিহতাঃ পৃথনামধ্যে মৃতসংজ্ঞা মহাবলাঃ ॥ ১২

নাগায়ুতবলাশ্চান্ধে বায়ুবেগবলাস্তথা ।

ত এতে নিহতাঃ সংখ্যে তুল্যরূপা নরৈর্নরাঃ ॥ ১৩

নৈবাং পশ্যামি হস্তারং শ্রোণিনাং সংযুগে কচিং ।

বিক্রমেণোপসম্পন্নাস্তপোবলসমান্বতাঃ ॥ ১৪

ক্ষেতব্যমিতি চান্ধোজ্ঞং যেবাং নিতাং হৃদি স্থিতম্ ।

অথ চেমে হতাঃ শ্রোজ্ঞাঃ শেরতে বিগতায়ুযঃ ॥ ১৫

মৃত্যু ইতি চ শব্দোহয়ং বর্ততে চ ততোহর্থবৎ ।

ইমে মৃত্যু মহীপালাঃ শ্রায়শো ভীমবিক্রমাঃ ॥ ১৬

নিশ্চেষ্টা নিরভীমানাঃ শূরাঃ শক্রবশংগতাঃ ।

রাজপুত্রাশ্চ সংরদ্ধা বৈশ্বানরমুখং গতাঃ ॥ ১৭

অত্র মে সংশয়ঃ প্রাপ্তঃ কুতঃ সংজ্ঞা মৃত্যু ইতি ।

কস্য মৃত্যুঃ কুতো মৃত্যুঃ কেন মৃত্যুরিমাঃ প্রজাঃ ॥ ১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মুনে ! এই মহাবল জুপালগণ সৈন্যদের মধ্যভাগে নিহত হইয়া “মৃত” নাম ধারণ করত ভূতলে শয়ন করিয়া আছে ॥ ১২

ইহাদের মধ্যে বহু রাজাই দশ হাজার তন্তুতুল্য বলশালী এবং বহু রাজার বেগ ও বল বায়ুসদৃশ । এই সব তুল্যরূপবিশিষ্ট মহুগ্ধগণ অপর মহুগ্ধদের দ্বারা যুদ্ধস্থলে নিহত হইয়াছে ॥ ১৩

এই সকল প্রাণশক্তি সম্পন্ন বীরগণের যুদ্ধে কোন হস্তাকে আমি কোথাও দেখিতে পাইতেছি না ; কারণ, ইহারা সকলেই পরাক্রমশালী ও তপোবলবিশিষ্ট ॥ ১৪

যাহাদের হৃদয়ে পরস্পরকে জয়লাভ করিবার বাসনা বর্তমান ছিল, সেই সব নরপতিগণও আয়ু শেষ হইয়া যাওয়ায় যুদ্ধে নিহত হইয়া ধরাভূত হইয়া শয়ন করিয়া আছে ॥ ১৫

অতএব ইহাদের প্রতি “মৃত”—এই শব্দ সার্থকভাবে বর্তমান আছে । এই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী জুপালগণকে প্রায় মৃতই বলা হইয়াছে ॥ ১৬

এই শৌর্যশালী বীর রাজকুমারগণ চেষ্টা ও অভিমানশূন্য হইয়া শক্রদিগের অধীনস্থ হইয়াছে । ইহারা কুপিত হইয়া বাণবর্ষণরূপ অগ্নিমুখে প্রবেশ করিতেছে ॥ ১৭

এবিষয়ে আমার এতাদৃশ সংশয় জন্মিয়াছে যে, ইহাকে কেন এই কথা বলা হয় ? মৃত্যু নাম কোথা হইতে আসিল ? কাহার

হরতামরসঙ্কাশঃ তন্মে ক্রহি পিতামহ ।

সঞ্জয় উবাচ ।

তং তথা পরিপৃচ্ছন্তু কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ।

আশ্বাসনমিদং বাক্যমুবাচ ভগবান্রবিঃ ॥ ১৯

ব্যাস উবাচ ।

অত্রাপ্যদাহরন্তীমমিতিতাসং পুরাতনম্ ।

অকম্পনশ্চ কথিতং নারদেন পুরা নৃপ ॥ ২০

স চাপি রাজা রাজেন্দ্র পুত্রবাসনমুত্তমম্ ।

অপ্রসহ্যতমং লোকে শ্রোতুর্বার্ণিতি মে মতিঃ ॥ ২১

তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি মৃত্যোঃ প্রভবমুত্তমম্ ।

ততস্ত্বং মোক্ষ্যসে দুঃখাং স্নেহবন্ধনসংশ্রায়াং ॥ ২২

সমস্তপাপরাশিষ্ম শৃণু কীর্তয়তো মম ।

দণ্ডমাখ্যানমায়ুয্যং শোকশ্চ পুষ্টিবর্ধনম্ ॥ ২৩

পবিত্রমরিসংঘস্ম মঙ্গলানাক মঙ্গলম্ ।

যথৈব বেদাধ্যয়নমুপাখ্যানমিদং তথা ॥ ২৪

মৃত্যু হয় ? কি হেতু মৃত্যু হয় ? এই মৃত্যু কি জন্ম সকল প্রজাকে (প্রাণীকে) অপহরণ করিয়া থাকে ? দেবতুল্য পিতামহ ! এই সব বৃত্তান্ত আপনি আমাকে বলুন ॥ ১৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! এইরূপ প্রশ্নকারী কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে মুনিবর ভগবান ব্যাসদেব এই আশ্বাসজনক বাক্য বলিলেন ॥ ১৯

ব্যাসদেব বলিলেন,—নরেশ্বর ! জ্ঞানী পুরুষগণ এবিষয়ে একটি প্রাচীন ইতিহাস দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করেন । এই ইতিহাস বহু পূর্বে দেবর্ষি নারদ রাজা অকম্পনকে বলিয়াছিলেন ।

রাজেন্দ্র ! রাজা অকম্পনও নিজ পুত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকলাভ করিয়াছিলেন ; যাহা আমার বিচারেও এজগতে সর্বা-পেক্ষা অধিক অসহ্য দুঃখকর ছিল ॥ ২০-২১

এইজন্ম আমি তোমাকে মৃত্যুর উৎপত্তিবিষয়ক উত্তম বৃত্তান্ত আজ বর্ণনা করিব, ইহা শ্রবণ করিয়া তুমি স্নেহবন্ধনের কারণ উৎপন্ন দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে ॥ ২২

এই উপাখ্যান সমস্ত পাপরাশিনাশক । আমি ইহার বর্ণনা করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর । ইহা ধন ও আয়ুর বৃদ্ধিকারক, শোকনাশী, পুষ্টিবর্ধক, পবিত্র, শক্রসমূহনিবারক এবং সমস্ত মঙ্গল-কারী কার্য্য হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলকারক । বৈরাগ্য বৈরাগ্যের আধ্যায় পুণ্যদায়ক, সেইরূপ এই উপাখ্যানও পুণ্যপ্রদ বলিয়া জানিবে ॥ ২৩-২৪

অবণীয়ং মহারাজ প্রাতর্নিত্যং নৃপোত্তমৈঃ ।
 পুত্রানায়ুত্বতো রাজ্যমীহমানৈঃ শ্রিয়ং তথা ॥ ২৫
 পুরা কৃতযুগে তাত আসীদ্ রাজা হৃকম্পনঃ ।
 স শক্রবংশমাপনো মধ্যো সংগ্রামমূর্ধনি ॥ ২৬
 তস্ত পুত্রো হরিনীম নারায়ণসমো বলৈ ।
 ত্রীমান্ কৃতান্তো মোধাবী যুধি শক্রোপমো বলী ॥ ২৭
 স শক্রভিঃ পরিবৃতো বহুধা রণমূর্ধনি ।
 ব্যস্তন বাণসহস্রাণি যোধেষু চ গজেষু চ ॥ ২৮
 স কর্ম দুষ্করং কৃৎসংগ্রামে শক্রতাপনঃ ।
 শক্রভিনিহতঃ সংখ্যে পুতনায়াং যুধিষ্ঠির ॥ ২৯
 স রাজা প্রেতকৃত্যানি তস্ত কৃৎসংগ্রামিতঃ ।
 শোচন্নহনি রাজ্রো চ নালভৎ স্তম্ভমাশ্রয়ঃ ॥ ৩০
 তস্ত শোকং বিদিত্বা তু পুত্রব্যসনসম্ভবম্ ।
 আজগামাথ দেবর্ষিনঃ রদোহস্ত সমীপতঃ ॥ ৩১

মহারাজ! দীর্ঘায় পুত্র, রাজা এবং ধন-সম্পত্তি কামনাকারী
 শ্রেষ্ঠ রাজগণের প্রত্যহ প্রাতঃকালে এই উপাখ্যান শ্রবণ করা
 উচিত ॥ ২৫

তাত! প্রাচীনকালের কথা, সভ্যুগে অকম্পননামক এক
 প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি যুদ্ধে শক্রদিগের বলীভূত হইয়া
 পড়িয়াছিলেন ॥ ২৬

রাজার এক পুত্র ছিল, যাহার নাম হইল হরি। তিনি
 বলে ভগবান্ নারায়ণের তুল্য ছিলেন। তিনি অস্ত্রবিজ্ঞায়
 পারদর্শী, মোধাবী, ত্রীসম্পন্ন এবং যুদ্ধে ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমী ॥ ২৭

তিনি এক সময় শক্রগণকর্তৃক পরিবৃত হইয়া শক্রপক্ষের
 যোদ্ধাদের ও গজারোহী সৈন্যদের উপর বারংবার সহস্র সহস্র
 বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

যুধিষ্ঠির! সেই শক্রতাপন বীর রাজকুমার সংগ্রামে দুষ্কর
 পরাক্রম দেখাইয়া শেষে সৈন্যগণের মধ্যে শক্রসকলের দ্বারা নিহত
 হন ॥ ২৯

তখন রাজা অকম্পন শোকগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি
 পুত্রের অস্ত্যেষ্টি কার্য্য সমাধা করিয়া দিব্যরাত্র তাঁহারই শোকে
 নিমগ্ন রহিলেন। তাঁহার মনে তখন অন্নও শান্তি ছিল না ॥ ৩০

যৌর পুত্রের মৃত্যুতে রাজা অকম্পন অত্যন্ত শোকাবুল
 হইয়াছেন, ইহা জানিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট আসিলেন ॥ ৩১

স তু রাজা মহাভাগো দৃষ্ট্বা দেবর্ষিসমুত্তমম্ ।
 পুত্রয়িত্বা যথাস্থায়ং কথামকথয়ং তদা ॥ ৩২
 তস্ত সর্বং সমাচষ্টে যথাবৃত্তং নরেশ্বরঃ ।
 শক্রভিবিজয়ং সংখ্যে পুত্রস্য চ বধং তথা ॥ ৩৩
 মম পুত্রো মহাবীৰ্য্য ইন্দ্র-বিষ্ণুসমদ্ব্যতিঃ ।
 শক্রভির্বহুভিঃ সংখ্যে পরাক্রম্য হতো বলী ॥ ৩৪
 ক এষ মৃত্যুর্ভগবন্ কিং বীৰ্য্যবলপৌরুষঃ ।
 এতদিচ্ছামি তন্মেন শ্রোতুং মতিমত্তাং বর ॥ ৩৫
 তস্ত তদ্ বচনং শ্রুত্বা নারদো বরদঃ প্রভুঃ ।
 আখ্যানমিদমাচষ্ট পুত্রশোকাপহং মহৎ ॥ ৩৬
 নারদ উবাচ ।
 শৃণু রাজন্ মহাবাহো আখ্যানং বহুবিস্তরম্ ।
 যথাবৃত্তং শ্রুত্বং চৈব ময়াপি বন্ধুধাষিপ ॥ ৩৭

সেই সময় মহাভাগ রাজা অকম্পন দেবর্ষিপ্রবর নারদকে
 ভাগ্যমন করিতে দেখিয়া তাঁহার যথাযোগ্য পূজা করত তাঁহাকে
 নিজের পুত্রের মৃত্যুবৃত্তান্ত বলিলেন ॥ ৩২

রাজা অকম্পন ক্রমশঃ শক্রগণের বিজয় এবং যুদ্ধস্থলে নিজ
 পুত্রের মৃত্যুবৃত্তান্ত এ সমস্ত বিষয়ই নারদকে যথাযথভাবে বলিয়া
 শুনাইলেন ॥ ৩৩

তিনি বলিলেন,—দেবর্ষে! আমার পুত্র ইন্দ্র ও বিষ্ণুর স্তায়
 তেজস্বী, মহাপরাক্রমশালী এবং বলবান্ ছিল; কিন্তু যুদ্ধে বহু
 শত্রু একত্রে মিলিত হইয়া পরাক্রমপ্রকাশ করত তাহাকে বধ
 করিয়াছে ॥ ৩৪

ভগবন্! এই মৃত্যু কে? ইহার বীৰ্য্য, বল ও পৌরুষ
 কিরূপ? বুদ্ধিমানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদ! আমি এই সব
 বিষয় যথাযথভাবে শুনিতে চাই ॥ ৩৫

রাজা অকম্পনের এই কথা শ্রবণ করিয়া বরদান করিতে সমর্থ
 ও প্রভাবশালী নারদ এই পুত্রশোকনাশক উত্তম উপাখ্যান
 বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৬

নারদ বলিলেন,—ভূপাল! তোমার পুত্রের মৃত্যু যেভাবে
 হইয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত আমিও যথাযথরূপে পূর্বেই শ্রবণ
 করিয়াছি। মহাবাহু রাজন্! এখন আমি তোমার নিকট এক
 বিস্তৃত উপাখ্যান আরম্ভ করিতেছি। তুমি ইহা একাগ্রচিত্তে
 শ্রবণ কর ॥ ৩৭

প্রজ্ঞাঃ সৃষ্টা তদা ব্রহ্মা আদিসর্গে পিতামহঃ ।
 অসংহতং মহাতেজা দৃষ্টা জগদিদং প্রভুঃ ॥ ৩৮
 তস্ত চিন্তা সমুৎপন্ন সংহারং প্রাপ্তি পাথিব ।
 চিন্তয়ন্ত হসৌ বেদ সংহারং বসুধাধিপ ॥ ৩৯
 তস্ত রোষান্ মহারাজ খেভ্যোহগ্নিরুদ্ধতিষ্ঠত ।
 তেন সর্বা দিশো ব্যাপ্তাঃ সাস্তুর্দেশা দিধক্ষতা ॥ ৪০
 ততো দিবং ভুবং চৈব জ্বালামালাসমাকুলম্ ।
 চরাচরং জগৎ সর্বং দদাহ ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৪১
 ততো হতানি ভূতানি চরাণি স্থাবরাণি চ ।
 মহতা ক্রোধবেগেন ত্রাসয়ন্তি বীর্য্যবান্ ॥ ৪২

সৃষ্টির আদিতে মহাতেজস্বী ও শক্তিশালী পিতামহ ব্রহ্মা যখন
 প্রজাগণের সৃষ্টি করিলেন, তখন সংহারের কোনই ব্যবস্থা ছিল
 না, সুতরাং এই সম্পূর্ণ জগৎকে প্রাণিগণে পরিপূর্ণ ও মৃত্যু-রহিত
 দেখিয়া প্রাণিগণের সংহারের জন্ত চিন্তিত হইলেন। রাত্ন!
 ভূপাল! বহু কিছু চিন্তা করিবার পরেও ব্রহ্মার প্রাণিগণের
 সংহারের বিষয়ে কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না ॥ ৩৮-৩৯

মহারাজ! সেই সময় ক্রোধবশতঃ ব্রহ্মার নেত্রানি উজ্জ্বল-
 সমুদ্র দিয়া অগ্নি উৎপন্ন হইল। সেই অগ্নি এই জগৎকে দগ্ধ করিবার
 ইচ্ছায় সমস্ত নিক ও বিদিক্‌সমূহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪০

তদনন্তর আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বত্রই অগ্নির প্রচণ্ড শিখা
 ব্যাপ্ত হইল। দাহ করিতে সমর্থ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ভগবান্
 অগ্নিদেব তীব্র ক্রোধবেগে সকলকে সন্তপ্ত করিতে করিতে সম্পূর্ণ

শ্রীময়হি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বাষ্টমোহধ্যায়ের অষ্টাদশ
 সমাপ্ত ।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[শকর-ব্রহ্মণোঃ সংবাদঃ, মৃত্যোরূপান্তিঃ, তদুপরি প্রজাসংহারভারাপর্ণকঃ ।]

স্থাপুরুবাচ ।

প্রজাসর্গনিমিত্তং হি কৃতো যত্নস্তয়া বিভো ।
 স্বয়া সৃষ্টাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ ভূতপ্রাণাঃ পৃথগ্ধিবাঃ ॥ ১

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[শকর ও ব্রহ্মার সংবাদ, মৃত্যুর উৎপত্তি এবং তাহার উপর
 প্রজাসংহারের ভার অর্পণ ।

স্থাপু (রুদ্রদেব) বলিলেন,—প্রভো! আপনি প্রজাগণের
 সৃষ্টির জন্ত স্বয়ংই যত্ন করিয়াছেন। আপনি স্বয়ংই নানাপ্রকার

ততো রুদ্রো জটা স্থাপুর্নিশাচরপতির্হরঃ ।
 জগাম শরণং দেবং ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ৪৩
 তস্মিন্মাপতিতে স্থাণৌ প্রজানাং হিতকাময়া ।
 অত্রবীৎ পরমো দেবো জলন্তি ব মহামুনিঃ ॥ ৪৪
 কিং কুর্মঃ কামং কামাহ কামাজ্জাতোহসি পুত্রক ।
 করিষ্যামি প্রিয়ং সর্বং ক্রুহি স্থাণৌ যদিচ্ছসি ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 দ্রোণপর্বণি অভিমহ্যুবধপর্বণি
 দ্বিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২

চরাচর (স্থাবর-জঙ্গমাশ্রক) জগৎকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।
 ইহাতে বহু স্থাবর-জঙ্গমপ্রাণী নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ৪১-৪২

তাহার পর রাক্ষসগণের অধিপতি, অটোধারী, দুঃখভর্তা স্থাপু-
 নামধারী ভগবান্ রুদ্র পরমেষ্ঠী ভগবান্ ব্রহ্মার শরণগ্রহণ
 করিলেন ॥ ৪৩

প্রজাসকলের হিতাকাঙ্ক্ষী ভগবান্ রুদ্রদেব আগমন করিলে
 পর মহামুনি ব্রহ্মা স্বীয় তেজে দেদীপ্যমান হইয়া এইরূপ
 বলিলেন ॥ ৪৪

স্বীয় অতীষ্ট মনোরথ লাভ করিবার যোগ্য পুত্র! তুমি
 আমার মানসিক সন্তপ্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। আমি তোমার
 কোন কামনা পূর্ণ করিব? তুমি যাহা পাইতে ইচ্ছুক, তাহা
 বল। আমি তোমার সকল মনোরথাকুতূল প্রিয় কাৰ্য্য করিব ॥ ৪৫

তাস্তবেহ পুনঃ ক্রোধাৎ প্রজা দহন্তি সর্বশঃ ।

তা দৃষ্ট্বা মম কারুণ্যং প্রসীদ ভগবন্ প্রভো ॥ ২

প্রাণিগণের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করিয়াছেন ॥ ১

আপনার সেই সৃষ্ট প্রজাগণ পুনরায় আপনারই ক্রোধে এখন
 দগ্ধ হইতেছে। ইহাতে তাহাদের জন্ত আমার ক্লেশ করণীয় পূর্ণ
 হইয়া উঠিয়াছে। ভগবন্! প্রভো! সেইজন্য আপনি এই
 প্রজাগণের রূপাদৃষ্টি করিয়া প্রসন্ন হউন ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ ।

সংহতুং ন চ মে কাম এতদেবং ভবেদিতি ।
পৃথিব্যা হিতকামং তু ততো মাং মন্যুরাবিশং ॥
ইয়ং হি মাং সহা দেবী ভারতী সমচুচুদৎ ।
সংহারার্থং মহাদেব ভারেণাভিহতা সতী ॥ ৫
ততোহহং নাথিগচ্ছামি তথা বহুবিশং তদা ।
সংহারমগ্রমেয়শ্চ ততো মাং মন্যুরাবিশং ॥ ৫
রুদ্র উবাচ ।
সংহারার্থং প্রসীদন্ত মা রুঘো বসুধাধিপ ।
মা প্রজাঃ স্থাবরান্শ্চৈব জঙ্গমাশ্চ ব্যানীনশঃ ॥ ৬
তব প্রসাদাদ্ ভগবন্নিদং বর্তেৎ ত্রিধা জগৎ ।
অনাগতমতীতঞ্চ যচ্চ সম্প্রতি বর্ততে ॥ ৭
ভগবন্ ক্রোধসন্দীপ্তঃ ক্রোধাদগ্নিমবাসৃজৎ ।
স দহত্যশ্মকুটানি ক্রমাংশ্চ সরিতস্তথা ॥ ৮
পঞ্চলানি চ সবাণি সর্বাংশ্চৈব তৃণোলপান্ ।
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব নিঃশেষং কুরুতে জগৎ ॥ ৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—রুদ্র ! আমার ইচ্ছা একরূপ নহে যে, এই প্রজাগণ এইভাবে বিনষ্ট হউক । জগতের হিত কামনা করিয়াই আমার মনে এই ক্রোধ আবর্ত হইয়াছে ॥ ৩

মহাদেব ! এই পৃথিবীদেবী প্রজাগণের ভারে পীড়িত হইয়া জগতের সংহারের জন্ত আমাকে প্রেরণাদান করিয়াছে । এই সতী-সাক্ষীদেবী গুরুতরভাবে অবনত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৪

আমি অনেক প্রকার এই অনন্ত জগতের সংহারের জন্ত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোন উপায়ই আমি উদ্ভাবন করিতে পারি নাই । একজন্ত আজ আমার মনে ক্রোধের সমাবেশ হইয়াছে ॥ ৫

রুদ্র বলিলেন,—বসুধার অধিপতি পিতামহ ! আপনি ক্রোধ করিবেন না । জগতের সংহার নিবারণের জন্ত আপনি প্রসন্ন হউন । এই স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিগণকে বিনাশ করিবেন না ॥ ৬

ভগবন্ ! আপনার কৃপায় এই জগৎ বাহা পূর্বে ছিল, সেই ভূত, বাহা ভবিষ্যতে থাকিবে, সেই ভবিষ্যৎ ও বাহা সম্প্রতি আছে, সেই বর্তমান—এই তিন রূপে বিভক্ত হইয়া তিন ভাবে পরিচালিত হইতেছে ॥ ৭

প্রভো ! আপনি কোথায় প্রজ্বলিত হইয়া ক্রোধপূর্বক যে অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি পক্ষতশিখর, বৃক্ষ ও নদীসমূহকে দহ্য করিতেছেন ॥ ৮

এই অগ্নি সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়, সর্বপ্রকার তৃণ ও লতাসমূহ এবং গতিশীল জগৎকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতেছে । এইরূপে

তদেতদ্ ভস্মসাদৃতং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ।

প্রসীদ ভগবন্ স তং রোষো ন স্তাদ্ বরো মম ॥ ১০

সর্বে হি সৃষ্টা নশ্বন্তি তব দেব কথঞ্চন ।

তস্মান্নিবর্ততাং তেজস্ব্যেবেদং প্রলীয়তাম্ ॥ ১১

তৎ পশু দেব সূভূষণং প্রজানাং হিতকাম্যয়া ।

যথেষ্টে প্রাণিনঃ সর্বে নিবর্তেরংস্তথা কুরু ॥ ১২

অভাবং নেহ গচ্ছেম্যুরুৎসন্নজননাঃ প্রজাঃ ।

আদিদেব নিযুক্তোহস্মি হুয়া লোকেষু লোককৃৎ ॥ ১৩

মা বিনশ্যেজ্জগন্নাথ জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।

প্রসাদাভিমুখং দেবং তস্মাদেবং ব্রবীম্যহম্ ॥ ১৪

নারদ উবাচ ।

ঋষা হি বচনং দেবঃ প্রজানাং হিতকারণে ।

তেজঃ সন্ধারয়ামাস পুনরেবাস্তুরাশ্রয়ি ॥ ১৫

ততোহগ্নিমুপসংহৃত্য ভগবান্লোকসংকৃতঃ ।

প্রবৃন্তঞ্চ নিবৃন্তঞ্চ কথয়ামাস বৈ প্রভুঃ ॥ ১৬

এই সমগ্র চরাচর জগৎ প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে । ভগবন্ ! আপনি প্রসন্ন হউন । আপনার মনে যেন আর কোন রোষ না থাকে, ইহাই আপনার নিকট আমার বর প্রার্থনা ॥ ১০-১১

দেব ! আপনার সৃষ্ট এই সমস্ত প্রাণী যে কোনরূপে নষ্ট হইয়া থাকে ; অতএব আপনার এই তেজস্বরূপ ক্রোধ জগতের সংহার হইতে নিবৃত্ত হইয়া আপনার মধ্যে বিলীন হউক ॥ ১১

প্রভো ! আপনার প্রজাবর্গের অত্যন্ত হিত কামনা করিয়া ইহাদের উপর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করুন । বাহাতে এই সমস্ত প্রাণী ধ্বংস হইতে রক্ষা পায়, আপনি তাহাই করুন ॥ ১২

সন্তানসকল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় বাহাতে সকল প্রাণী লুপ্ত হইয়া না পড়ে । আদিদেব ! আপনি লোকসমূহের মধ্যে আমাকে লোকশষ্টার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন ॥ ১৩

জগন্নাথ ! এই চরাচর জগৎ বাহাতে নষ্ট না হয়, সেইজন্ত সরা করণা করিতে উত্তম প্রভুর সম্মুখে আমার এইরূপ প্রার্থনা আমি নিবেদন করিলাম ॥ ১৪

নারদ বলিলেন,—রাজন্ ! প্রজাগণের হিতের জন্ত মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা পুনরায় বীৰ্য অস্ত-রাশ্রায় সেই তেজ (ক্রোধ) ধারণ করিলেন ॥ ১৫

তখন বিশ্ববিন্দিত ভগবান্ ব্রহ্মা সেই ক্রোধাগ্নির উপসংহার

অত্ৰীশাচ্যোনাপকৃষা দেহং ভিন্দুঃ পৃথগ্ৰিধাঃ ।

ত্রয়োবাচ ।

তথা ভবিষ্যতে মৃত্যো সাধু সংহর ভোঃ প্রজাঃ ।

অধর্মস্তু ন ভবিতা নাপধ্যাস্তামাহং শুভে ॥ ৩৯

যাশ্চশ্রবিন্দুনি করে মমাসং-

স্তে ব্যাধয়ঃ প্রাণিনামাশ্রজাতাঃ ।

তে মারয়িষ্যন্তি নরান্ গতাস্মূন

নাধর্মস্তু ভবিতা মা স্ম ভৈষীঃ ॥ ৪০

নাধর্মস্তু ভবিতা প্রাণিনাং বৈ

স্বং বৈ ধর্মস্তুং হি ধর্মস্তু চেশা ।

ধম্যা ভূষা ধর্মনিত্য ধরিত্রী

তস্মাৎ প্রাণান্ সর্বথেমান্ নিযচ্ছ ॥ ৪১

সর্বেষাং বৈ প্রাণনাং কাম-রোষৌ

সন্ত্যজ্য স্বং সংহরস্বৈহ জীবান্ ।

এবং ধর্মস্তুং ভবিষ্যত্যানস্তৌ

মিথ্যাবৃত্তান্ মারয়িষ্যত্যধর্মঃ ॥ ৪২

তেনাশ্রানং পাবয়স্বাশ্রনা স্বং

পাপেহহাশ্রানং মজ্জয়িষ্যন্ত্যসত্যং ।

তস্মাৎ কামং রোষমপ্যাগতং স্বং

সন্ত্যজ্যাস্তুঃ সংহরস্বৈতি জীবান্ ॥ ৪৩

নারদ উবাচ ।

সা বৈ ভীতা মৃত্যুসংজ্ঞোপদেশা-

চ্ছাপাদ্ ভীতা বাঢ়মিত্যত্রবীৎ তম্ ।

সা চ প্রাণং প্রাণিনামস্তকালে

কাম-ক্রোধৌ ত্যজ্য হরত্যসক্তা ॥ ৪৪

মৃত্যুস্তেষাং ব্যাধয়স্তৎপ্রসূতা

ব্যাদী রোগো রুজ্যতে যেন জন্তুঃ ।

সর্বেষাঞ্চ প্রাণিনাং প্রায়ণাস্তে

তস্মাচ্ছোকং মা কৃথা নিফলং স্বম্ ॥ ৪৫

সর্বৈ দেবাঃ প্রাণিভিঃ প্রায়ণাস্তে

গতা বৃত্তাঃ সংনিবৃত্তাস্তথৈব ।

এসং সর্বৈ প্রাণিনস্তত্র গতা

বৃত্তা দেবা মর্ত্যাবদ্ রাজসিংহ ॥ ৪৬

ব্রহ্মা বলিলেন,—মৃত্যু! তাহাই হইবে। তুমি উত্তম রীতি অনুসরণ করিয়া প্রাণিগণকে সংহার কর। শুভে! ইহাতে তোমার কোন অধর্ম হইবে না এবং আমিও তোমার কোন অনিষ্ট চিন্তা করিব না ॥ ৩৯

তোমার অশ্রবিন্দুমূহ, যাহাদের আমি হস্তে ধারণ করিয়াছিলাম, তাহারা প্রাণিগণের নিজ নিজ শরীর হইতে উৎপন্ন ব্যাধিরূপে উপস্থিত হইয়া আয়ুশ্রু প্রাণীদিগকে বিনাশ করিবে, সুতরাং তুমি ভীত হইও না ॥ ৪০

তোমার কোন অধর্মই হইবে না। তুমিই প্রাণিগণের ধর্ম ও সেই ধর্মের ঈশ্বরী হইবে। অতএব সর্বদা ধর্ম তৎপর এবং ধর্মাম্বুজ জীবন যাপন করিতে থাকিয়া ধরিত্রী হইয়া এই সমস্ত জীবগণের প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে থাক ॥ ৪১

কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করত এই জগতের সমস্ত প্রাণিগণের প্রাণকে সংহার কর। ইহা করিলে তুমি অক্ষয় ধর্মলাভ করিতে সমর্থ হইবে। মিথ্যাচারী পুরুষকে ত তাহার অধর্মই নাশ করিয়া থাকিবে ॥ ৪২

তুমি ধর্মচারণের দ্বারা স্বয়ংই নিজেকে নিজে পরিচ্ছন্ন কর। অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে পর প্রাণী স্বয়ংই নিজেকে পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত করিবে। সেইজন্তু নিজের মনে উৎপন্ন কাম ও

ক্রোধ পরিত্যাগ করত তুমি সকল জীবকে সংহার কর ॥ ৪৩

নারদ বলিলেন,—রাজন! সেই মৃত্যুনামধারিণী নারী ব্রহ্মার সেই উপদেশ, বিশেষতঃ তাঁহার শাপের ভয়ে ভীত হইয়া বলিলেন—আচ্ছা, আপনার আদেশ আমি স্বীকার করিয়া লইলাম। সেই মৃত্যু অন্তকাল আসিলেই কাম ও ক্রোধ পরিত্যক্ত করত অনাসক্তভাবে সমস্ত প্রাণীদিগের প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৪

ইহাই হইল প্রাণিগণের মৃত্যু, ইহার জন্ত ব্যাধিসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। রোগের নাম হইল ব্যাধি, যাহার জন্ত প্রাণিগণ রুগ হইয়া যায় (অর্থাৎ তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়)। আয়ু শেষ হইলে সমস্ত প্রাণীদিগের মৃত্যু এইভাবে হইয়া থাকে। রাজন! অতএব তুমি বৃথা শোক করিও না ॥ ৪৫

আয়ু শেষ হইয়া যাইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ প্রাণিগণের সহিত পরলোকে যাইয়া অবস্থান করে এবং পুনরায় তাহাদের সহিতই এই লোকে প্রত্যাবর্তন করে। নৃপশ্রেষ্ঠ! এইরূপে সকল প্রাণী কর্মবলে দেবলোকে যাইয়া সেখানে দেবতারূপে অবস্থান করিয়া থাকে এবং সেই কর্মদেবতা মনুষ্যগণের দ্বারা ভোগ সমাপ্ত হইলেই পুনরায় এ-জগতে ফিরিয়া আসে ॥ ৪৬

বায়ুর্ভীমো ভীমনাদো মহোজা .
 ভেস্তা দেহান্ প্রাণিনাং সর্বগোহসৌ ।
 নো বারুন্তি নৈব বৃন্তি কদাচিৎ
 প্রাপ্যোত্মাপ্রোহনস্ততেজোবিশিষ্টাঃ ॥ ৪৭
 সর্বে দেবা মর্ত্যাসংজ্ঞাবিশিষ্টা-
 স্তস্মাৎ পুত্রং মা শুচো রাজসিংহ ।
 স্বর্গং প্রাপ্তো মোদতে তে তনুজা
 নিত্যং রমান্ বীরলোকানবাপ্য ॥ ৪৮
 ত্যক্ত্বা হুঃখং সঙ্গতঃ পুণ্যকৃষ্টি-
 রেবা মৃত্যুর্দেবদীপ্তা প্রজানাম্ ।
 প্রাপ্তে কালে সংহরন্তী যথাবৎ
 স্বয়ং কৃত্য প্রাণহরা প্রজানাম্ ॥ ৪৯
 আত্মানং বৈ প্রাণিনো ব্রুন্তি সর্বে
 নৈতান্ মৃত্যুদগুপাণিহিনস্তি ।
 তস্মান্মৃতান্ নানুশোচন্তি ধীরা
 মৃত্যুং জ্ঞাত্বা নিশ্চয়ং ব্রহ্মসৃষ্টম্ ।

ভয়ঙ্কর শব্দকারী মহাবলশালী ভয়ানক প্রাণবায়ু প্রাণিগণের
 দেহকেই ভেদ করিয়া থাকে (চেতন আত্মাকে নহে ; কারণ,),
 তিনি সর্বব্যাপী, উগ্রপ্রভাবশালী এবং অনন্ত তেজঃসম্পন্ন, তাঁহার
 কখনও বৃন্তি ও বারুন্তি (গমনাগমন) হয় না ॥ ৪৭

রাজশ্রেষ্ঠ অকম্পন ! সমস্ত দেবগণও মর্ত্য (মরণস্থান) নামে
 বিভূষিত, সেইজন্য তুমি নিদের পুত্রের জন্ত শোক করিও না ।
 তোমার পুত্র স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে এবং নিত্য রমণীয়
 বীর-লোকে অবস্থান করত আনন্দ অহুভব করিতেছে ॥ ৪৮

সে হুঃখ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যাত্মা পুরুষগণের সহিত বাইয়া
 মিলিত হইয়াছে । প্রাণিগণের জন্ত এই মৃত্যু শ্রীভগবানের দান ।
 সময় আসিলেই সে যথোচিতরূপে প্রাণিগণকে সংহার করিয়া
 থাকে । প্রজাবর্গের প্রাণহরণকারিণী এই মৃত্যুকে স্বয়ং ব্রহ্মাই
 সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৪৯

সমস্ত প্রাণী স্বয়ংই নিজেকে নিজেই মৃত্যু বরণ করিয়া থাকে ।
 বৃত্ত্য হাতে দণ্ড লইয়া ইহাদের বধ করেন না । অজ্ঞএব ধীর
 পুরুষ মৃত্যুকে ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট নিশ্চিত বিধান জানিয়া মৃত
 প্রাণিগণের জন্ত কখনও শোকপ্রকাশ করেন না । এইরূপ ব্রহ্মা-
 কর্তৃক সৃষ্ট সমস্ত বস্তুকে মৃত্যুর বশীকৃত জানিয়া তুমি নিজের পুত্রের

ইংখং সৃষ্টিং দেবকৃপ্তাং বিদিত্বা
 পুত্রানুষ্ঠাচ্ছোকমাশু ত্যজত্ব ॥ ৫০
 দ্বৈপায়ন উবাচ ।
 এতচ্ছ্রুত্বার্থবদ্ বাক্যং নারদেন প্রকাশিতম্ ।
 উবাচাকম্পনো রাজা সখায়ং নারদং তথা ॥ ৫১
 বাপেতশোকঃ প্রীতোহস্মি ভগবন্মৃৎসিস্তম ।
 ঋত্বিত্তিহাসং স্বস্তস্ত কৃতার্থোহস্ম্যভিবাদয়ে ॥ ৫২
 তথোক্তো নারদস্তেন রাজ্ঞা ঋষিবরোত্তমঃ ।
 জগাম নন্দনং শীঘ্রং দেবধিরমিতাশ্রবান্ ॥ ৫৩
 পুণ্যং যশস্ত্রং স্বর্গাঞ্চ ধন্যমায়ুশ্চামেব চ ।
 অস্ত্রেতিহাসস্ত সদা শ্রবণং শ্রাবণং তথা ॥ ৫৪
 এতদর্থপদং ঋত্বা তদা রাজা যুধিষ্ঠির ।
 ক্ষত্রধর্মঞ্চ বিজ্ঞায় শূরাণাঞ্চ পরাং গতিম্ ॥ ৫৫
 সম্প্রাপ্তোহসৌ মহাবীৰ্য্যঃ স্বর্গলোকং মহারথঃ ।
 অভিমন্যুঃ পরান্ তত্বা প্রমুখে সর্বধর্মিনাম্ ॥ ৫৬

মৃত্যুতে উৎপন্ন শোককে সত্তর পরিত্যাগ কর ॥ ৫০

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বলিলেন, যুধিষ্ঠির ! নারদের
 কথিত এই অর্থপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অকম্পন বীর মিত্র
 নারদকে এই বলিলেন ॥ ৫১

ভগবন্ ! মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনার মুণ হইতে এই ইতিহাস
 শ্রবণ করিয়া আমার শোক ত্বরীভূত হইয়াছে আমি প্রশম ও
 কৃতার্থ হইলাম । আমি আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি ॥ ৫২

রাজা অকম্পনকে এই কথা বলিয়া ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম
 অমিতাভা দেবর্ষি নারদ অভিসম্বত নন্দনবন অভিমুখে গমন
 করিলেন ॥ ৫৩

যে ব্যক্তি ইহা সর্বদা শ্রবণ করেন ও অপরকে শ্রবণ করান,
 তাঁহাকে এই ইতিহাস পুণ্য, যশ, স্বর্গ, ধন এবং আয়ু প্রদান করিয়া
 থাকে ॥ ৫৪

যুধিষ্ঠির ! সেই সময় মহারথী ও মহাপরাক্রমী রাজা অকম্পন
 এই উত্তম অর্থপ্রকাশকারী বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম
 শূর বীরগণের পরম গতিবিষয়ে জ্ঞানলাভ করত বথাসময়ে
 স্বর্গলোকে গমন করিলেন ।

মহাধর্মজ্ঞের অভিমন্যু পূর্বজন্মে চত্বের পুত্র ছিলেন । এই
 মহারথী বীর সমরাজ্যে সমস্ত ধর্মজ্ঞগণের সম্মুখে শত্রুদিগকে

তয়াভিবাদিতঃ কন্তামভ্যানন্দদ্ যথাবিধি ।
 তৎসলিঙ্গাভিরাশীর্ভিরিষ্টাভিরভিতঃ স্থিতাম্ ॥ ৮
 তাং নিরীক্ষ্যাব্রবীদ্ বাক্যং পর্বতঃ প্রহসন্নিব ।
 কস্তেয়ং চক্ৰলাপঙ্গী সর্বলক্ষণসম্মতা ॥ ৯
 উতাহো ভাঃ শ্বিদর্কশ্চ জলনশ্চ শিখা দ্বয়ম্ ।
 ত্রীহ্রীঃ কীর্তিধৃতিঃ পুষ্টিঃ সিদ্ধিশ্চন্দ্রমসঃ প্রভা ॥ ১০
 এবং ক্রবাণং দেবর্ষিঃ নৃপতিঃ সৃঞ্জয়োহব্রবীৎ ।
 মমেয়ং ভগবন্ কন্তা মন্তো বরমভীপ্সতি ॥ ১১
 নারদস্তব্রবীদেনং দেহি মহিমমাং নৃপ ।
 ভাষ্যার্থং শ্রুমহচ্ছ্বেয়ঃ প্রাপ্তুং চেদিচ্ছসে নৃপ ॥ ১২
 দদানীত্যেব সংহৃষ্টঃ সৃঞ্জয়ঃ প্রাহ নারদম্ ।
 পর্বতস্ত্ব শ্রুসংক্লোকো নারদং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৩
 হৃদয়েন ময়া পূর্বং বৃত্তাং বৈ বৃত্তবানসি ।

ছিলেন, তখন সৃঞ্জয়ের পবিত্র হাস্যময়ী পরমা স্মরণ্য কন্তা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ৭

তিনি আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন । তখন রাজাও তাঁহাকে অভীষ্ট আশীর্বাদ দান করত স্বীয় পার্শ্বভাগে দণ্ডায়মানা সেই কন্তাকে বিধিপূর্বক অভিনন্দিত করিলেন ॥ ৮

তখন দেবর্ষি পর্বত সেই কন্তার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া হাস্য করিতে করিতে বলিলেন,—রাজন্! সমস্ত শুভলক্ষণসমূহে সম্মানিতা চক্ৰলদৃষ্টিসম্পন্ন এই কন্তা কাহার পুত্রী? ৯

অহো! এই কন্তা সূর্য্যের প্রভা অথবা অগ্নিদেবের শিখা? কিংবা ত্রী, হ্রী, কীর্ত্তি, ধৃতি, পুষ্টি, সিদ্ধি ও চন্দ্রের প্রভা ॥ ১০

এইরূপ জিজ্ঞাসাকারী দেবর্ষি পর্বতকে রাজা সৃঞ্জয় বলিলেন,—ভগবন্! এ আমারই কন্তা, সে আমার নিকট হইতে বরলাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে ॥ ১১

এই সময়ে নারদ রাজাকে বলিলেন,—হে নৃপ! যদি তুমি পরম কল্যাণলাভ করিতে অভিলাষী হও, তবে তোমার এই কন্তাকে ধর্মপত্নী করিবার জন্ত আমাকে প্রদান কর ॥ ১২

তখন সৃঞ্জয় অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া নারদকে বলিলেন—আচ্ছা, প্রদান করিব । ইহা শুনিয়া পর্বতমুনি অত্যন্ত কুপিত হইয়া নারদকে বলিলেন ॥ ১৩

ব্রহ্মন্! আমি মনে মনে প্রথমেই যে কন্তাকে বরণ করিয়াছি, তাহাকেই তুমি এখন বরণ করিলে । যেহেতু তুমি আমার অনোনীত পত্নীকে বরণ করিয়াছ, সেইহেতু তুমি এখন

যস্মাদ্ বৃত্তা দ্বয়া বিপ্র মা গাঃ স্বর্গং যথেষ্টয়া ॥ ১৪

এবমুক্তো নারদস্তং প্রত্যাবাচোত্তরং বচঃ ।

মনোবাগ্-বুদ্ধিসম্ভাষা দত্তা চোদকপূর্বকম্ ॥ ১৫

পাণিগ্রহণমস্ত্রাশ্চ প্রার্থিতং বরলক্ষণম্ ।

ন দ্বেষা নিশ্চিতা নিষ্ঠা নিষ্ঠা সপ্তপদী স্মৃতা ॥ ১৬

অনুৎপন্নৈ চ কার্যার্থে মাং ত্বং ব্যাহতবানসি ।

তস্মাৎ ত্বমপি ন স্বর্গং গমিষ্যসি ময়া বিনা ॥ ১৭

অস্ত্রোস্ত্রমেবং শপ্তু, বৈ তস্তুতুস্তত্র তৌ তদা ।

অথ সোতপি নৃপো বিপ্রান্ পানান্ চোদন-ভোজনৈঃ ॥ ১৮

পুত্রকামঃ পরং শক্ত্যা যত্নাচ্চোপাচরচ্ছুচিঃ ।

তস্ত প্রসন্ন্য বিপ্রেশ্লামাঃ কদাচিৎ পুত্রমীপ্সবঃ ॥ ১৯

তপঃসাধ্যায়নিরতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ।

সহিতা নারদং প্রাহর্দেহুশ্চৈ পুত্রমীপ্সিতম্ ॥ ২০

স্বীয় ইচ্ছানুসারে স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না ॥ ১৪

তিনি এই কথা বলিলে পর নারদ তাঁহাকে এই উত্তর প্রদান করিলেন—মনে সঙ্কল্প করিয়া, বাক্যে প্রতিজ্ঞা করিয়া, বুদ্ধির দ্বারা পূর্ণ নিশ্চয় করিয়া, পরম্পর সম্ভাষণপূর্বক এবং সঙ্কল্পের জল হাতে লইয়া যে কন্তাদান করা হয়, বরকর্ত্তক যে কন্তার পাণি-গ্রহণ করা হয় এবং বৈদিক মন্ত্রপাঠ করা হয়, এই সকল বিধি-বিহিত বিধানই কন্তার পরিগ্রহের সাধকরূপে প্রসিদ্ধ; কিন্তু কেবল ইহার দ্বারা পাণিগ্রহের পূর্ণতার নিশ্চয় হয় না । ইহার পূর্ণ নিষ্ঠা (পরিসমাপ্তি) তে সপ্তপদী গমনই উল্লিখিত হইয়াছে । ১৫-১৬

অতএব এই কন্তার উপরে পতিরূপে তোমার কোন অধিকার নাই—এরূপ অবস্থায় তুমি আমাকে শাপদান করিয়াছ, সেইজন্য তুমিও আমার সাহায্য ব্যতীত স্বর্গলোকে বাইতে পারিবে না ॥ ১৭

এইভাবে পরম্পর পরম্পরকে শাপদান করিয়া সেই দুই দেবর্ষি সেখানে বাস করিতে লাগিলেন । অন্তদিকে রাজা সৃঞ্জয় পুত্রলাভ করিবার ইচ্ছায় পবিত্রচিত্তে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া অতিশয় যত্নের সহিত ভোজন, পান করিবার যোগ্য পদার্থ এবং বস্ত্রাদি দান করিয়া ব্রাহ্মণগণের আরাধনা করিতে লাগিলেন ।

একদিন রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে পুত্রদান করিতে অভিলাষী সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ—ঋষীরা তপস্যা ও সাধ্যায়ে সম্পন্ন আছেন এবং বেদ-বেদাঙ্গসমূহের পারগামী বিদ্বান্ ছিলেন, ইহার। একসঙ্গে নারদকে বলিলেন—দেবর্ষে! আপনি এই রাজা সৃঞ্জয়ের অভীষ্ট পুত্র প্রদান করুন ॥ ১৮-২০

হবিভিক্তপিতা যেন সম্যক্ কঠৈর্দীবোকসঃ ।
 ঋষীণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ দেবানাং সুখজীবিনাম্ ॥ ৪৫
 ব্রহ্মচর্যাশ্রমভিমুখৈঃ সর্বৈর্দানৈশ্চ সর্বদা ।
 শয়নাসনযানানি স্বর্ণরাশিষ্চ হস্ত্যজাঃ ॥ ৪৬
 তৎ সর্বমিতং বিস্তং দত্তং বিশ্রেভ্য ইচ্ছয়া ।
 সোহমুখ্যাতস্ত শক্রেণ প্রজাঃ কৃষা নিরাময়াঃ ॥ ৪৭
 অক্ৰধানো জিতীল্লোকান্ গতঃ পুণ্যহুহোহক্ষয়ান্ ।
 সপ্রজঃ সনুপামাত্যঃ সদারাপত্যবান্ধবঃ ॥ ৪৮

সমর্পিত হবিষ্যের দ্বারা দেবতাগণকে তুষ্ট করিয়াছিলেন, যিনি
 ব্রহ্মচর্যপালন ও বেদপাঠাদি সংকল্পসমূহের দ্বারা এবং সর্বপ্রকার
 বস্ত্রদানের দ্বারা ঋষিগণ, পিতৃগণ ও সুখজীবী দেবগণকেও সন্তুষ্ট
 করিতেন, যিনি ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণগণকে শয্যা, আসন, যান ও
 হস্ত্যজ স্বর্ণরাশি প্রভৃতি—এ সমস্ত অপরিমিত ধন দান করিয়া-
 ছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র ষাহার শুভচিন্তা করিতেন, সেই প্রজা-
 নরপতি মরুত স্বীয় প্রজাগণকে নীরোগ করিয়া নিজের সংকল্প-
 সমূহের দ্বারা জিত পুণ্যফলদায়ক অক্ষয়লোকে গমন
 করিয়াছিলেন ।

ঐময়হর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত, শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জ্যোৎস্নাপর্বতম অধ্যায়ের
 বিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অন্তিম অধ্যায় ।

যটপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[রাজাঃ সুহোত্রস্য দানশীলতাবর্ণনম্ ।]

নারদ উবাচ ।

সুহোত্রঃ নাম রাজানং মৃতং সৃজয় শুক্রম ।
 একবীরমশক্যং তমমরৈরভিবীক্ষিতুম্ ॥ ১
 যঃ প্রাপ্য রাজ্যং ধর্মেণ ঋষিগ্-ব্রহ্ম-পুরোহিতান্
 অপৃচ্ছদান্ননঃ জ্ঞেয়ঃ পৃষ্ট্বা তেবার্হ মতে স্থিতঃ ॥ ২

যটপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[রাজা সুহোত্রের দানশীলতা বর্ণন ।]

নারদ বলিলেন,—সৃজয়! রাজা সুহোত্রের মৃত্যুর কথা
 আমরা জ্ঞাপন করিয়াছি । তিনি তৎকালীন অশ্বিনী বীর
 ছিলেন । দেবগণও তাঁহার দিকে চক্ষু তুলিয়া তাকাইতে
 পারিতেন না ॥ ১

তিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্যভাণ্ড করিয়া ঋষি, ব্রাহ্মণ ও
 পুরোহিতগণকে নিজের কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং

যৌবনেই সহস্রাঙ্গং মরুতো রাজ্যমধ্বনাং ।
 স চেগ্নমার সৃজয় চতুর্ভুজতরঙ্গয়া ॥ ৩২
 পুত্রাং পুণ্যতরঙ্গভ্যাং মা পুত্রমমৃতপাথাঃ ।
 অযজ্ঞানমদাক্ষিণ্যমভি শৈত্যেত্যাধারং ॥ ৫০

ইতি ঐমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 জ্যোৎস্নপর্বণি অভিমহ্যাবধপর্বণি ষোড়শরাজকীরে
 পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

রাজা মরুত যুবক থাকিয়াই প্রজা, মন্ত্রী, ধর্ম্মপত্নী, পুত্র ও
 ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত একহাজার বর্ষ পর্যন্ত রাজ্যশাসন
 করিয়াছিলেন ॥

শৈত্য (শেতপুত্র) সৃজয়! ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—
 এই চারিটি বিষয়েই রাজা মরুত তোমা অপেক্ষা অধিক ছিলেন
 এবং তোমার পুত্র অপেক্ষাও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন । তোমার
 পুত্র ত' কোন বজ্র করে নাই এবং তাহার মধ্যে কোন উদারতাও
 ছিল না, সুতরাং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তুমি চিন্তা করিও না—
 দেবর্ষি নারদ রাজা সৃজয়কে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ৪৪-৫০

প্রজানাং পালনং ধর্মো দানমিচ্ছা দ্বিষজ্জয়ঃ ।

এতৎ সুহোত্রো বিজ্ঞায় ধর্মগৈচ্ছদ্ ধনাগমম্ ॥ ৩

ধর্মণারাদয়ন্ দেবান্ বাণৈঃ শক্রন্ জয়ন্তথা ।

সর্বাণ্যপি চ ভূতানি স্বগুণৈরপ্যরঞ্জয়ং ॥ ৪

এরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের সম্মতি অনুসারে সকল কাহা
 করিতেন ॥ ২

প্রজাপালন, ধর্ম্ম, দান, বজ্র এবং শত্রুগণকে জয় করা—এই
 সমস্তকে রাজা সুহোত্র নিজের পক্ষে জ্ঞেয়কর জ্ঞাত হইয়া ধর্ম্মের
 দ্বারা ধনলাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ৩

তিনি এই পৃথিবীকে রেজ ও তরঙ্গরহিত করিয়া ইহার
 উপভোগ করিয়াছিলেন । ধর্ম্মাচরণের দ্বারা দেবতাগণের
 আরাধনা এবং বাণসমূহের দ্বারা শত্রুদিগকে জয়লাভ করা—
 এই সমস্ত স্বীয় লক্ষ্যের সাহায্যে তিনি সকল প্রাণীর মনোরঞ্জন

যো ভুক্ত্যমাং বস্তুমতীং স্নেচ্ছাটবিকবর্জিতাম্ ।
 যস্মৈ ববর্ষ পর্জন্তো হিরণ্যং পরিবৎসরান্ ॥ ৫
 হৈরণ্যাস্তত্র বাহিষ্ঠ্যঃ স্মৈরিণ্যো ব্যবহন্ পুরা ।
 গ্রাহান্ কর্কটকাংশ্চৈব মৎস্তাংশ্চ বিবিধান্ বহুন্ ॥ ৬
 কামান্ বর্ষতি পর্জন্তো রূপ্যাণি বিবিধানি চ ।
 সৌবর্ণাশ্চ প্রমেয়াণি বাপ্যাশ্চ ক্রোশসম্মিতাঃ ॥ ৭
 সহস্রং বামনান্ কুজান্ নক্রান্ মকর-কচ্ছপান্ ।
 সৌবর্ণান্ বিহিতান্ দৃষ্ট্বা ততোহন্যয়ত বৈ তদা ॥ ৮
 তৎ সুবর্ণমপর্যাস্ত্যঃ রাজর্ষিঃ কুরুজাঙ্গলে ।
 ঈজানো বিততে যজ্ঞে ব্রাহ্মণেভ্যো হুমন্তত ॥ ৯

সৌহৃদ্যমেধসহশ্রণ রাজসুয়শতেন চ ।
 পুণ্যৈঃ ক্ষত্রিয়বর্জৈশ্চ প্রভূতবরদক্ষিণৈঃ ॥ ১০
 কাম্যনৈমিত্তিকাজ্জৈরিষ্টাং গতিমবাশুবান্ ।
 স চেগ্নমার স্বজয় চতুর্ভদ্রতরুত্বা ॥ ১১
 পুত্রাং পুণ্যাতরুত্বাং মা পুত্রমমুতপাথাঃ ।
 অযজ্ঞানমদাক্ষিণ্যমভি শ্বৈভ্যোতুদাহরৎ ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 দ্রোণপর্বণি অভিমহ্যাবধপর্বণি ষোড়শরাজকীরে
 ষট্‌পকাশস্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

করিতে লাগিলেন । ইহার জন্ত মেঘ বহুবর্ষ ধরিয়া ঋণ বর্ষণ
 করিয়াছিল ॥ ৪-৫

রাজা সুহোত্রের রাজ্যে স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত্য, ঋণরসে
 পরিপূর্ণা বহু নদী সুবর্ণময় গ্রাহ (হিংস্র জলজন্তু), কর্কট (কঁকড়ী),
 মৎস্য এবং নানাপ্রকার বহুসংখ্যক জলজন্তুকে নিজেদের মধ্যে
 বহন করিতেছিল ॥ ৬

মেঘ অতীত বস্তুসমূহ ও নানাপ্রকার রজত এবং অসংখ্য ঋণ
 বর্ষণ করিতেছিল । ইহার রাজ্যে এক এক দ্রোণব্যাপী বহু
 দীঘী ছিল ॥ ৭

এই সব দীঘীতে সহস্র সহস্র বামন ও কুজ, গ্রাহ, কুমীর ও
 কচ্ছপ ছিল, ইহাদের শরীরও সুবর্ণময় ছিল । ইহাদের দেখিয়া
 রাজা সুহোত্রের মনে তখন বিশ্বাস জাগিয়াছিল ॥ ৮

রাজর্ষি সুহোত্র কুরুজাঙ্গলদেশে বস্তু করিয়াছিলেন এবং সেই

শ্রীমহাভারত বেদবাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের

১৬৪৪ ষট্‌পকাশস্তম অধ্যায়ের অন্তিম অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিশাল যজ্ঞে নিজের অনন্ত সুবর্ণরাশি ব্রাহ্মণগণকে বিভাগ করিয়া
 দিয়াছিলেন ॥ ৯

তিনি একহাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ, একশত রাজসুয় যজ্ঞ এবং
 প্রচুর শ্রেষ্ঠ দক্ষিণায়ুক্ত পুণ্যময় বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়-যজ্ঞ
 করিয়াছিলেন ॥ ১০

রাজা সুহোত্র নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য যজ্ঞসমূহের নিরন্তর
 অহুষ্ঠানের দ্বারা মনোবাহিত গতিলাভ করিয়াছেন । শৈথল্য
 স্বজয় ! ইনিও তোমা অপেক্ষা ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—
 এই চারিটি কলাপকারী বিষয় হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন । তোমার
 পুত্র হইতেও ইনি অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন । যখন তিনিও মৃত্যু-
 লাভ করিয়াছেন, তখন তোমারও স্বীয় পুত্রের জন্ত অহুতাপ করা
 উচিত নহে ; কারণ, তোমার পুত্র কোন যজ্ঞও করে নাই এবং
 তাহার মধ্যে কোনরূপ দাক্ষিণ্যও ছিল না । নারদ রাজা স্বজয়কে
 এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ১১-১২

দ্রোণপর্বণস্তমিত অভিমহ্যাবধপর্বণে ষোড়শরাজকীরোপাখ্যান-

সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[রাজঃ পৌরবস্যাভূতদানবৃত্তান্ত-কথনম ।]

নারদ উবাচ ।

রাজানং পৌরবং বীরং যুতং সৃজয় শুভ্রম ।
সহস্রং যঃ সহস্রাণাং শ্বেতানখানবাসজং ॥ ১
তস্তাশ্বমেধে রাজর্ষেদেশাদেশাং সমীযুষাম্ ।
শিক্ষাকরবিধিজ্ঞানাং নাসীং সংখ্যা বিপশ্চিতাম্ ॥
বেদবিভাত্রতন্ত্রাতা বদাশ্চাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ।
স্তুভিক্ষাচ্ছাদনগৃহাঃ সুশয্যাসনভোজনাস্থাঃ ॥ ৩
নট-নর্তক-গন্ধর্বৈঃ পূর্ণ কৈবৰ্ধমানকৈঃ ।
নিত্যোত্তোগৈশ্চ ক্রীড়ন্তিস্তত্র স্ম পরিহৰ্ষিতাঃ ॥ ৪
যজ্ঞে যজ্ঞে যথাকালং দক্ষিণাঃ সোহত্যকালয়ং ।
দ্বিপা দশসহস্রাখ্যাঃ প্রমদাঃ কাঞ্চনপ্রভাঃ ॥ ৫
সধ্বজাঃ সপতাকাশ্চ রথা হেমময়ান্তথা ।
যঃ সহস্রং সহস্রাণি কচ্ছা হেমবিভূষিতাঃ ॥ ৬
ধূম্রজাশ্বগজারুঢাঃ সগৃহক্ষেত্রগোশতাঃ ।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[রাজা পৌরবের অভূত দানবৃত্তান্ত কথন ।]

নারদ বলিলেন,—স্বজয়! আমরা বীর রাজা পৌরবেরও যুতায় কথা শ্রবণ করিয়াছি, যিনি দশলক্ষ শ্বেত বর্ণের অশ্ব দান করিয়াছিলেন ॥ ১

এই রাজষি পৌরবের অশ্বমেধ যজ্ঞে নানাদেশ হইতে আগত শিক্ষাজ্ঞ, অক্ষর (বিভিন্ন দেশের লিপি) ও যজ্ঞবিধিতে অভিজ্ঞ বিদ্বান্গণের কোন সংখ্যাই ছিল না ॥ ২

বেদবিভার অধ্যয়নরূপ ব্রত শেষ করিয়া স্নাতক, উদার ও প্রিয়দর্শন পণ্ডিতগণ রাজার নিকট হইতে উত্তম অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, সুন্দর শয্যা, আসন ও ভোজন লাভ করিতেন ॥ ৩

নিত্য উত্তোগী এবং ক্রীড়া অভিজ্ঞ নট, নর্তক ও গন্ধর্বগণ গন্ধল্যপূর্ণ শরাব (আরতির শরা) দ্বারা নিজেদের কলা-নৈপুণ্য দেখাইয়া সেই বিদ্বান্গণের মনোরঞ্জন ও হর্ষবর্দ্ধন করিত ॥

রাজা পৌরব প্রত্যেক যজ্ঞে যথাসময়ে প্রচুর দক্ষিণা বিভাগ করিয়া প্রদান করিতেন । তিনি বর্ণের দ্বায় কান্তিবিশিষ্ট দশ হাজার মদমন্ত হাতী, ধ্বজ এবং পতাকাশ্রেণীসহ স্ববর্ণময় বহু-সংখ্যক রথ ও এক লক্ষ স্বর্ণকুণ্ডিত কচ্ছাদান করিয়াছিলেন ॥ ৪-৬

সেই কচ্ছাদণ রথ, অশ্ব ও হস্তীর উপর আরুঢ় ছিল ।

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বদ্বিতীয় অধ্যায়ের ষোড়শরাজকীরোপাখ্যানবিবরণ

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অন্তিম সন্ধ্যা ।

শতং শতসহস্রাণি স্বর্ণমালিমহাশ্রুতাম্ ॥ ৭

গবাং সহস্রানুচরান্ দক্ষিণামত্যকালয়ং ।

হেমশৃঙ্গো রৌপ্যধ্বজাঃ সবাংসাঃ কাংস্তদোহনাঃ ॥ ৮

দাসীদাসথরোষ্ট্রাশ্চ প্রাদাদাজ্যবিকং বহু ।

রত্নানাং বিবিধানাঞ্চ বিবিধাংশ্চান্নপর্বতান্ ॥ ৯

তস্মিন সংবিততে যজ্ঞে দক্ষিণামত্যকালয়ং ।

তত্রাশ্ব গাথা গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ ॥ ১০

অঙ্গস্ত যজমানস্ত স্বধর্মাধিগতাঃ শুভাঃ ।

গুণোত্তরাস্ত ক্রতবন্তস্যাসন্ সার্বকামিকাঃ ॥ ১১

স চেম্মমার সৃজয় চতুর্ভজতরন্তয়া ।

পুত্রাং পুণ্যতরন্তভ্যাং মা পুত্রমমৃতপাথাঃ ।

অযজ্ঞানমদাক্ষিণ্যমভি শ্বৈতেত্যুদাহরং ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি অভিমন্ত্রাবধপর্বণি ষোড়শরাজকীরো

সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

ইহাদের সহিতই তিনি শত শত গৃহ, ক্ষেত্র ও গাভী প্রদান করিয়াছিলেন । রাজা পৌরব স্বর্ণমালামণ্ডিত বিশাল দেহ এক কোটি গরু এবং তাহাদের সহস্র সহস্র অস্ত্রচরগণকে দক্ষিণা রূপে দান করিয়াছিলেন ॥

স্বর্ণময় শূল, রক্ততময় খুর ও কাংসনির্মিত দুগ্ধপাত্রসমর্ষিত এবং বহু বৎসযুক্ত গাভীসকল ও দাঁস, দাসী, উট এবং ভেড়া প্রভৃতি প্রচুর সংখ্যায় দান করিলেন ॥

সেই বিশাল যজ্ঞে নানাপ্রকার রত্নরাজি এবং বিবিধ অন্ন-সমূহের পর্তুতভুল্যরাশি তিনি দক্ষিণারূপে দান করিয়াছিলেন । সেই যজ্ঞের সম্বন্ধে প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই গাথা গান করেন ॥ ৭-১০

যজমান অধাপিতি পৌরবের সকল যজ্ঞই স্বধর্মামুসারে প্রাপ্ত ও শুভ ছিল । ইহার উত্তরোত্তর গুণবান্ ও সম্পূর্ণ কামনাসমূহের সিদ্ধিকারক ছিল ॥ ১১

স্বজয়! রাজা পৌরব ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারিটি বিষয়েই তোমা অপেক্ষা অধিক ছিলেন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষাও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন । শ্বৈতে স্বজয়! যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তুমি বজ্র ও দক্ষিণারহিত নিজ পুত্রের দ্রষ্টব্য শোক করিও না । নারদ স্বজয়কে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ১২

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষাবুবাদসহিতম্ ।

* * *
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষাব উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামাশ্র
সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক স্থলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে ।
* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কচাৰ্য্য ডি,লিট্ * শ্রীশ্রীজীবন্তট্টাচাৰ্য্যব্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি,লিট্

সহ-সম্পূজক সম্ভ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিভাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

বহুভাষিকারী :—

শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ

(অরুণক সঙ্ঘদ্বার)

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,

ডি. ও. এম্. এস, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন) ।

এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ (লণ্ডন)

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয়

৩৮ সি, বিধানসরগী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সভাক ১৫.০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আৰ্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ববঙ্গে সডাক ১৫'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ; অস্ত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২'০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মধাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাস্তবীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আৰ্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে “সম্পূজক আৰ্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫” এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি “সঞ্চালক আৰ্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬” এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আৰ্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাণ্ডল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অস্ত্র কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আৰ্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়

৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড্

কলিকাতা—৩৫

মহতা শরজালেন কিরন্তং শক্রবাহিনীম্ ।
 অবারয়ন্মহারাজ সামাত্যং সপদানুগম্ ॥
 অথান্যো পার্থিবা রাজন্ বহুছান্নাভিকীৰ্ত্তিতাঃ
 সমসঙ্কল্প সৰ্ব্বে তে যথাযোগং যথা বলম্ ॥
 হ্যৈহিমাংস্তথা জগ্মুঃ কুঞ্জরৈরেব কুঞ্জরাঃ ।
 পদাতয়ঃ পদাতীভী রথৈরেব মহারথাঃ ॥
 অকুৰ্ব্বন্নাথ্যকৰ্ম্মণি তত্রৈব পুরুষধভাঃ ।
 কুলবীৰ্য্যানুরূপাণি সংসৃষ্টাশ্চ পরম্পরম্ ॥)
 এবং বহুশতানান্ রথবানগবাজিনান্ ।

পদাতীনাঞ্চ ভদ্রং তে তব তেবাঞ্চ সঙ্কুলে ॥ ৬১
 নৈতাদৃশো দৃষ্টপূৰ্ব্বঃ সংগ্রামো নৈব চ ভ্রতঃ ।
 জ্যোৎস্নাভাবভাবে তু প্রসক্তানাম্ যথাভবৎ ॥ ৬৪
 ইদং ঘোরমিদং চিত্রমিদং রৌদ্রমিতি প্রভো ।
 তত্র যুদ্ধাঙ্গদৃশস্ত প্রততানি বহুনি চ ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 জ্যোৎস্নপর্বণি সংশপ্তকবধপর্বণি দ্বন্দ্বযুদ্ধে
 পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫

রাজন্! এইরূপ অস্ত্রাঙ্গ ভূপালগণও নিজ নিজ উপায় ও
 বলানুসারে যুদ্ধে শত্রুদিগের সাহিত মিলিত হইলেন। ইহাদের
 সংখ্যা বহু হওয়ায় সকলের নাম উল্লেখ করা যাইল না ॥

অথ সকলের সহিত অথ সকল, হস্তিগণের সহিত হস্তিগণ
 পদাতিক সৈন্যবৃন্দের সহিত পদাতিক সৈন্যবৃন্দ এবং রথী বাঃ
 দিগের সহিত মহারথী বীরেরা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এ
 যুদ্ধে পুরুষজ্যেষ্ঠ বীরগণ নিজ নিজ কুল ও পরাক্রমের অনুর
 পরম্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া আত্ম জনোজিত ক
 করিতেছিলেন)

মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক। এইরূপ আপনার ও

শ্রীমহাবীৰ্য্য বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের
 অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

পাণ্ডবগণের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রথ, হস্তী, অথ ও পদাতিক
 সৈন্যগণের শত শত দ্বন্দ্ব (যুগল—দুই যোদ্ধা) পরস্পর মিলিত
 হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৬১

জ্যোৎস্নাচাখ্যের বধ ও সংরক্ষণ কাণ্ডে নিরত পাণ্ডব এবং
 কৌরব-সৈন্যগণের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এরূপ সংগ্রাম পূর্বে
 কখনও দেখা যায় নাই এবং শোনাও যায় নাই ॥ ৬৪

প্রভো! এখানে ভিন্ন-ভিন্ন বহু বিস্তৃতভাবে যুদ্ধ হইতে
 দেখা যাইল। যাহা দেখিয়া দর্শকগণ বলিতে ছিলেন যে
 ‘এখানে ঘোর যুদ্ধ হইতেছে, এখানে বিচিত্র সংগ্রাম হইতে দেখ
 যাইতেছে, এখানে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হানাহানি চলিতেছে ॥ ৬৫

জ্যোৎস্নপর্বাস্তগত সংশপ্তকবধপর্বের দ্বন্দ্বযুদ্ধবিষয়ক পঞ্চবি
 অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

[ভগদত্তস্ত হস্তিনা সহ ভীমসেনস্ত যুদ্ধম্ তথা হস্তিনো ভগদত্তসা চ ভয়ঙ্করঃ পরাক্রমঃ ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

তেষেবং সন্নবস্তেষু প্রত্যাঘাতেষু ভাগশঃ

কথং যুযুধিরে পার্থা মামক্কাশ্চ তরশ্বিনঃ ।

কিঞ্চিদুদ্যম্যাক্ষয়ং সংশপ্তকবধঃ প্রভি

সংশপ্তকা বা পার্থস্ত কিমকুবত সঞ্জয় ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ ।

তথা তেষু নিবস্তেষু প্রত্যাঘাতেষু ভাগশঃ ।

‘স্বয়মভ্যজবদ্ ভীমঃ নাগানীকেন তে স্নুতঃ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায়ঃ ।

[ভগদত্তের হাতীর সহিত ভীমসেনের যুদ্ধম্ তথা হস্তিনো

ভগদত্তের ভয়ানক পরাক্রমঃ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! এইভাবে যখন পাণ্ডব-সৈন্যরা
 পৃথক পৃথক ভাবে যুদ্ধ করিবার জন্ত ফিরিয়া আসিল এবং কৌরব-
 যোদ্ধারা যখন আগ্রসর হইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইবার জন্ত উদ্ভূত
 হইল, তখন আমার ও কুন্তীর বেনশালী পুত্রগণ পরস্পর কিরূপ

যুদ্ধ করিতেছিল? সংশপ্তকগণের উপর আক্রমণের জন্ত অর্জুন
 করিল? কিংবা সংশপ্তকগণ অর্জুনকে কি করিল? ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে পাণ্ডব-সৈন্যগণ য
 পৃথক পৃথক ভাবে যুদ্ধ করিবার জন্ত ফিরিয়া আসিলেন এ
 কৌরব-যোদ্ধারা যখন তাহাদের সম্মুখীন হইবার জন্ত উ
 হইলেন, তখন আপনার পুত্র দুৰ্য্যোধন স্বয়ংই হস্তি-সৈন্যদিগ
 সনে লইয়া ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩

স নাগ ইব নাগেন গোরুবেণেব গোরুযঃ ।
 সমাহৃতঃ স্বয়ং রাজা নাগানীকমুপাজবদ্ ॥ ৪
 স যুদ্ধকুশলঃ পার্থো বাহুবীৰ্য্যেণ চান্বিতঃ ।
 অভিনং কুঞ্জরানীকমচিরেণৈব মারিষ ॥ ৫
 তে গজা গরিসঙ্কশাঃ রক্ষন্তঃ সর্বতো মদম্ ।
 ভীমসেনস্য নারাটৈবিমুখা বিমদীকৃতাঃ ॥ ৬
 বিধমেদভ্রজালানি যথা বায়ুঃ সমুদ্রতঃ ।
 ব্যধমং তান্নানীকানি তথৈব পবনাত্মজঃ ॥ ৭
 স তেযু বিসৃজন্ বাণান্ ভীমো নাগেষশোভত ।
 ভবনেষিব সর্বেষু গভস্তীহুদিতো রবিঃ ॥ ৮
 তে ভীমবাণাভিহতাঃ সংস্রুতা বিবভূর্গজাঃ ।
 গভস্তিভিরিবার্কস্য বোম্নি নানাবলাহকাঃ ॥ ৯
 তথা গজানাং কদনং কুর্বাণমনিলাত্মজম্ ।
 ক্রুদ্ধো দুৰ্য্যোধনোহভোত্য প্রত্যবিধ্যচ্ছিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১০

যে রূপ হস্তীরা হস্তীদের সহিত এবং বুঘগণ বুঘগণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হয়, সেইরূপ রাজা দুৰ্য্যোধন কর্তৃক রণে আহৃত হইয়া ভীমসেন স্বয়ং হস্তীসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪

আদরগীয় নরেশ! কুন্তীকুমার ভীমসেন যুদ্ধে নিপুণ ও বাহুবলসম্পন্ন ছিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই হস্তী-সৈন্যগণকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

সেই হাভীরা পর্বততুল্য বিশালদেহ ও মদধারাবাহী ছিল, কিন্তু ভীমসেনের নারাচের আঘাতে তাহাদের সমস্ত মদই বাহির হইয়া গাইল। তাহারা তখন যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৬

যে রূপ ভীমগতিতে উদ্ভিত প্রবল বায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ পবননন্দন ভীমসেন সেই সমস্ত রাজ-সৈন্যদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন ॥ ৭

যে রূপ উদ্ভিত সূর্য্যদেব সমস্ত ভুবনেই স্বীয় কিরণাবলি বিস্তার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভীমসেন এই হস্তী-সৈন্যদের উপর বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তাদৃশ সূর্য্যতুল্য শোভা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮

ভীমসেনের বাণসমূহে নিহত হইয়া পরম্পর গ্রথিত সেই হাভীরা আকাশে সূর্য্যকিরণে গ্রথিত নানারূপ মেঘবৃক্ষের স্তায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৯

এইভাবে গজ-সৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে যুদ্ধে অবস্থিত পবন-নন্দন ভীমসেনের নিকট আসিয়া ক্রুদ্ধ দুৰ্য্যোধন তাঁহাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১০

ততঃ ক্ষণেন ক্ষিতিপং ক্ষতজপ্রতিমেক্ষণঃ ।
 ক্ষয়ং নিনীষুনিশিতৈর্ভীমো বিব্যাধ পত্রিভিঃ ॥ ১১
 স শরাচিভসর্বাঙ্গঃ ক্রুদ্ধো বিব্যাধ পাণ্ডবম্ ।
 নারাটৈরকরশ্ম্যাভৈর্ভীমসেনং স্ময়ন্নিব ॥ ১২
 তস্যা নাগং মণিময়ং রত্নচিত্রধ্বজে স্থিতম্ ।
 ভল্লাভ্যাং কাম্যুং চৈব ক্ষিপ্ৰং চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ ॥ ১৩
 দুৰ্য্যোধনং পীড়্যমানং দৃষ্ট্বা ভীমেন মারিষ ।
 চুক্ষোভয়িসুরভ্যাগাদঙ্গো মাতঙ্গমাস্থিতঃ ॥ ১৪
 তমাপতন্তুং নাগেগ্ৰন্থমদুপ্রতিমশ্বনম্ ।
 কুন্তাস্তরে ভীমসেনো নারাটৈরাদয়ন্ ভূশম্ ॥ ১৫
 তস্য কায়ং বিনির্ভিঙ্গমজ্জন্ ধরণীতলে ।
 ততঃ পপাত দ্বিরদো বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ১৬
 তস্যাবজ্জিতনাগস্য স্নেচ্ছস্যাদঃ পতিশ্রুতঃ ।
 শিরশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন ক্ষিপ্ৰকারী বৃকোদরঃ ॥ ১৭

ইহা দেখিয়া ভীমসেনের চক্ষু (ক্রোধে) শোণিততুল্য রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকালের মধ্যেই রাজা দুৰ্য্যোধনকে নাশ করিবার জন্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১

দুৰ্য্যোধনের সমস্ত অঙ্গ বাণে বাণে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তাই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্য-রশ্মিতুল্য তেজস্বী নারাচসকলের দ্বারা পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে হাসিতে হাসিতেই বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২

রাজন্! তাঁহার রত্ননির্মিত বিচিত্র ধ্বজের উপর মণিময় নাগ বিরাজিত ছিল। তাহাকে পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন অতি সত্ত্বর দুইটি ভল্লের আঘাতেই পাতিত করিলেন এবং তাঁহার ধলুটিকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ১৩

আর্য্য। ভীমসেন কর্তৃক দুৰ্য্যোধনকে পীড়িত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্ত মদমত্ত হস্তীর উপর বসিয়া রাজা অঙ্গ তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৪

এই গজরাজ যেষ্টেয় স্তায় গর্জন করিতেছিল। তাহাকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন তাহার কুণ্ডের উপরে নারাচসকলের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ১৫

ভীমসেনের নারাচ সেই হাভীর শরীর বিদীর্ণ করত ধরণীতে প্রবেশ করিল। ইহাতে সেই গজরাজ বজ্রাহত পর্বতের স্তায় ধরাশায়ী হইল ॥ ১৬

তখন সেই য়েচ্ছভাভীর রাজা অঙ্গ হাভী হইতে পৃথক হইয়া যান নাই। এই হাভীর সহিত তিনিও অধঃপাতিত হইতে-

তস্মিন্ নিপতিতে বীরে সম্প্রাজবৎ সা চমঃ ।
 সজ্জাস্তাশ্চিপরথা পদাতানবমুদগতী ॥ ১৮
 তেষুনীকেষু ভগ্নেষু বিজবৎসু সমস্ততঃ ।
 প্রাগ্জ্যোতিষস্ততো ভীমং কুঞ্জরেণ সমাজবৎ ॥ ১৯
 যেন নাগেন মঘবানজয়দ্ দৈত্য-দানবান্ ।
 তদঘ্যেন নাগেন ভীমসেনমুপাজবৎ ॥ ২০
 স নাগপ্রবরো ভীমং সহসা সমুপাজবৎ ।
 চরণাভ্যামথো দ্বাভ্যাং সংহতেন করেণ চ ॥ ২১
 ব্যাবস্তনয়নঃ ক্রুদ্ধঃ প্রমথন্নিব পাণ্ডবম্ ।
 বৃকোদররথং সাশ্বমবিশেষমচূর্ণয়ৎ ॥ ২২
 পশ্চাৎ ভীমোহপাত্থো ধাবন্তস্য গাত্রেঘলীয়ত ।
 জানম্নজলিকাবেধং নাপাক্রামত পাণ্ডবঃ ॥ ২৩

ছিলেন। এই অবস্থায় আরতকন্যা ভীমসেন একটি ভল্লের দ্বারা
 তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন ॥ ১৭

বীর অঙ্গ নিহত হইলে পর তাঁহার সৈন্তরা পলায়ন করিল।
 অশ্ব, হাতী ও রথ সকল সৈন্তই বিভ্রান্ত হইয়া চারিদিকে
 দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। এই সৈন্তবাহিনী তখন পদাতি-
 সৈন্তদিগকে মথিত করিতেছিল ॥ ১৮

এইভাবে সেই সৈন্তদের বৃহৎ ভাঙ্গিয়া বাইলে এবং চারিদিকে
 তাহার পলাইতে থাকিলে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত
 নিজ হাতীর দ্বারা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১৯

ইচ্ছা ধেরূপ ঐরাবত হাতীর দ্বারা দৈত্য ও দানবদিগকে জয়
 করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই বংশেই (ঐরাবতবংশেই) উৎপন্ন
 গজরাজে আরোহণ করিয়া রাজা ভগদত্ত ভীমসেনকে আক্রমণ
 করিলেন ॥ ২০

এই গজরাজ নিজ দুই পদের দ্বারা এবং সঙ্কুচিত নিজ শুণ্ডের
 দ্বারা সহসা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইল ॥ ২১

তখন তাহার চক্ষু চারিদিকে ঘুরিতেছিল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া
 পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে যেন মথিত করিয়া ফেলিবে, এইভাবেই
 সে ভীমসেনের রথের দিকে দৌড়াইয়া বাইল এবং অশ্ব-সহ
 তাহাকে সামান্তভাবে চূর্ণ করিয়াও দিল ॥ ২২

ভীমসেন পদব্রজে দৌড়াইয়া বাইয়া হাতীর শরীরের মধ্যে
 লুকাইয়া পড়িলেন। পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন অঙ্গলিকাবেধ (হাতীর
 নিয়ন্ত্রণে একরূপ কোন স্থান আছে, যাহাকে দুই হাতের দ্বারা
 ধপধপ করিলে পর হাতীর আনন্দ হয়। এই অবস্থায় যাহাকে
 বিনাশ করিলেও সেই হাতী ক্রুদ্ধ হয় না। ভীমসেন এই বিজ্ঞা

পাত্ৰাভ্যন্তরগো ভূষা করেণাতাড়য়মূলঃ ।
 লালয়ামাস তং নাগং বধাকাজিক্ৰণমবায়ম্ ॥ ২৪
 কুলালচক্রবল্লাগস্তদা তুর্ণমথাত্রমং ।
 নাগায়ুতবলঃ শ্রীমান্ কালযানো বৃকোদরম্ ॥ ২৫
 ভীমোহপি নিজম্য ততঃ স্প্রতীকাত্রতোহভবৎ ।
 ভীমং করেণাবনম্য জাহুত্যাংমভাতাড়য়ৎ ॥ ২৬
 গ্রীবায়াং বেষ্টয়িহৈনং স গজো হস্তমৈহতঃ ।
 করবেষ্টং ভীমসেনো ভ্রমং দস্তা ব্যমোচয়ৎ ॥ ২৭
 পুনর্গাত্রাণি নাগস্ত প্রবিবেশ বৃকোদরঃ ।
 যাবৎ প্রতিগজায়াতং স্ববলে প্রত্যবৈক্ষত ॥ ২৮
 ভীমোহপি নাগগাত্রেভ্যো বিনিঃসৃত্যাপযাজ্জবাং
 ততঃ সর্বস্ত সৈন্তস্ত নাদঃ সমভবম্মহান্ ॥ ২৯

জানিতেন। এই বিজ্ঞারই নাম—অঙ্গলিকাবেধ।) জানিতেন,
 সেইজন্ত তিনি সেখান হইতে পলায়ন করিলেন না ॥ ২৩

তিনি এই হাতীর নিয়ে ঘাইয়া হাতের দ্বারা বারংবার ধপ্-
 ধপ্ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন এই অবিনাশী গজরাজকে
 বধ করিবার ইচ্ছায় তাহাকে লালন-পালন করিতে থাকিলেন ॥ ২৪

সেই সময় এই হাতী অতি সম্বর কৃষ্ণকারের চক্রের দ্বারা
 চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। তাহার মধ্যে দশ হাজার হাতীর
 বল ছিল। সেই সম্বর গজরাজ ভীমসেনকে সংহার করিবার
 জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল ॥ ২৫

ভীমসেনও গজরাজ স্প্রতীকের শরীর হইতে নিজস্ব হইয়া
 তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন হাতীটিও তাহাকে
 শ্বীয় শুণ্ডে জড়াইয়া ধরিয়া নীচেতে তুলিয়া ফেলিয়া দুই জাহুর
 দ্বারা মথিত করিবার চেষ্টায় ছিল ॥ ২৬

কেবল ইহাই নহে, এই হাতী ভীমের গলায় জড়াইয়া ধরিয়া
 তাহাকে সংহার করিবার ইচ্ছা করিতেছিল। তখন ভীমসেন
 তাহাকে ভ্রান্তির মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাহার জড়ান শুঁড় হইতে
 নিজেকে মুক্ত করিয়া লইলেন ॥ ২৭

তদনন্তর ভীমসেন পুনরায় সেই হাতীর শরীরেই লুকাইয়া
 পড়িলেন এবং শ্বীয় সৈন্তবাহিনী হইতে অস্ত্র এক হাতীর দ্বারা এই
 হাতীকে বুদ্ধে আক্রান্ত হইবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

তারপর ভীমসেনও কিছুকাল পরে হাতীর শরীর হইতে
 নিজস্ব হইয়া ভীম বেগে দূরে সরিয়া বাইলেন। তখন সমস্ত
 সৈন্তদের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ২৯

অহো ধিও নিহতো ভীমঃ কুঞ্জরেণেতি মারিষ ।
 তেন নাগেন সন্তুস্তা পাণ্ডবানামনীকিনী ॥ ৩০
 সহস্রাভ্যবদ রাজন্ যত্র তস্থৌ বৃকোদরঃ ।
 ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা হতং মৰ্চা বৃকোদরম্ ॥ ৩১
 ভগদন্তং সপাঞ্চাল্যঃ সৰ্ব্বতঃ সমবারয়ং ।
 তং রথং রথিনাং শ্রেষ্ঠাঃ পরিবার্যা পরস্তপাঃ ॥ ৩২
 অবাকিরন্ শরৈস্তীক্লেঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ।
 স বিঘাতং পৃথংকানামকুশেন সমাহরন্ ॥ ৩৩
 গজেন পাণ্ডুপাঞ্চালান্ বাহমং পৰ্বতেশ্বরঃ ।
 তদন্তুতমপশ্চাম ভগদন্তস্ত সংযুগে ॥ ৩৪
 তথা বৃদ্ধস্ত চরিতং কুঞ্জরেণ বিশাম্পতে ।
 ততো রাজা দশার্ণানং প্রাগ্জ্যোতিষমুপাত্রবং ॥ ৩৫
 তিথ্যগ্ধ্যাতেন নাগেন সমদেনাশুগামিনা ।
 তয়োযুজং সমভবন্নগয়োভীমরূপয়োঃ ॥ ৩৬

আখ্য! সেই সময় সকলেরই মুখ হইতে একই কথা বাহির হইতে লাগিল যে, ‘অহো! এই হাতী ভীমসেনকে সংহার করিল, কি প্রশংসনীয় ব্যাপার!’ রাজন্! তখন এই হাতী হইতে ভীত হইয়া পাণ্ডব-সৈন্যবাহিনী তথায় পলায়ন করিল, যেখানে ভীমসেন দাঁড়াইয়া আছেন ॥

তারপর রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে নিহত মনে করিয়া পাঞ্চাল-দেশীয় সৈন্তগণের সহিত রাজা ভগদন্তকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥

শত্রুগণের সন্তাপকারী সেই সব শ্রেষ্ঠ রথী বীরগণ মহারথী ভগদন্তকে সৰ্শদিকে পরিবৃত্ত করিয়া শত শত ও সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥

পৰ্বতরাজ ভগদন্ত সেই সব বাণগ্রহারকে স্বীয় অকুশের দ্বারা নিবারণ করিলেন এবং হাতীকে অগ্রবৰ্দ্ধন করিয়া পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধাদিগকে মথিত করিতে লাগিলেন ॥

প্রজানাপ! সেই যুদ্ধস্থলে হাতীর দ্বারা বৃদ্ধ রাজা ভগদন্তের অদ্ভুত পরাক্রম আমরা দেখিয়াছি ॥

তারপর দশার্ণরাজ দমস্তাবী, শ্রীধগামী এবং তিথ্যগ্ধ্যাবে (পার্শ্বভাগ অভিমুখে) গমনকারী একটি গজের দ্বারা ভগদন্তের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

তখন ভয়ঙ্কররূপধারী এই দুই গজরাজের যুদ্ধ একরূপ প্রতীত হইতেছিল, যেরূপ পুরাকালে পক্ষযুক্ত ও বৃদ্ধাবলিহীনশোভিত দুইটি পক্ষযুক্ত মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল ॥

সপক্ষয়োঃ পৰ্বতয়োৰ্যথা সক্রময়োঃ পুরা ।
 প্রাগ্জ্যোতিষপতের্নাগঃ সংনিবৃত্ত্যাপস্থত্য চ ॥ ৩৭
 পার্শ্বে দশার্ণাধিপতেভিহ্মা নাগমপাতয়ং ।
 ভোমরৈঃ সূর্যরশ্ম্যাভৈর্ভগদন্তোহথ সপ্তভিঃ ॥ ৩৮
 জঘান দ্বিরদস্থং তং শত্রুং প্রচলিতাসনম্ ।
 ব্যবচ্ছিত্ত তু রাজানং ভগদন্তং যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৯
 রথানীকেন মহতা সৰ্ব্বতঃ পর্য্যবারয়ং ।
 স কুঞ্জরস্থো রথিভিঃ শুশুভে সৰ্বতো বৃতঃ ॥ ৪০
 পৰ্বতে বনমধ্যস্থো জলম্বিব হতাশনঃ ।
 মণ্ডলং সৰ্ব্বতঃ শ্লিষ্টং রথিনামুগ্রহম্বিনাম্ ॥ ৪১
 কিরতাং শরবর্ষণি স নাগঃ পর্য্যবর্তত ।
 ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষো রাজা পরিগৃহ্য মহাগজম্ ॥ ৪২
 প্রেষয়ামাস সহসা যুযুধানরথং শ্রীতি ।
 শিনেঃ পৌত্রস্ত তু রথং পরিগৃহ্য মহাদ্বিপঃ ॥ ৪৩

প্রাগ্জ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদন্তের হাতী তখন প্রত্যাবর্তন ও পশ্চাদপসরণ করিয়া দশার্ণরাজের হাতীর পার্শ্বভাগে প্রচণ্ড আঘাত করিল এবং তাহার দ্বারা উহাকে বিদারিত করিয়া ধরাশায়ী করিয়া দিল ॥

তাহার পর রাজা ভগদন্ত সূর্য্যকিরণতুল্য উজ্জ্বল সাতটি ভোমরের দ্বারা হাতীর উপর উপবিষ্ট এবং ঋষাহার আসন তখন স্থানচ্যুত হইয়াছিল, সেই শত্রু দশার্ণরাজকে সংহার করিলেন ॥

সেই সময় যুধিষ্ঠির রাজা ভগদন্তকে স্বীয় বাণসমূহে আহত করিয়া বিশাল রথসৈন্তের দ্বারা সৰ্শদিকে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥

যেরূপ বনের মধ্যে পৰ্ব্বতশিখরে দাবানল জলিতে থাকে, সেইরূপ সৰ্শদিকে রথী সৈন্তে পরিবৃত্ত হইয়া হাতীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট রাজা ভগদন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥

বাণসমূহে বর্ষণ করিতে করিতে সেই ভয়ঙ্কর ধ্বংসরথী বীরগণের মণ্ডল সেই হাতীর উপর চারিদিক্ দিয়া আক্রমণ করিলেন এবং সেই হাতীও তখন চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল ॥

সেই প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদন্ত সেই বিশাল গজরাজকে অবশে রাখিয়া সহসা সাত্যকির রথের দিকে চালাইয়া দিলেন ॥

যুযুধান (সাত্যকি) তখন নিজ রথকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া বাইলেন এবং এই মহাগজ শিনি-পৌত্র সাত্যকির সেই রথকে ভেঁড়ে জড়াইয়া ধরিয়া ভীতবেগে নিক্ষেপ করিলেন ॥

অভিচিন্বেপ বেগেন যুধুধানত্বপাক্রমং ।
বৃহতঃ সৈন্ধবানস্থান্ সমুখাপ্যাথ সারথিঃ ॥ ৪৪
তস্থৌ সাত্যকিমাসাত্ত সমপ্লুতস্তং রথং প্রতি ।
স তু লক্ষ্মীপুত্রং নাগস্বরিতো রথমশ্বলাং ॥ ৪৫
নিশ্চক্রাম ততঃ সর্বান্ পরিচিন্বেপ পার্থিবান্ ।
তে ষাণ্ডগতিনা তেন ত্রাস্তমানা নরর্ষভাঃ ॥ ৪৬
তমেকং ছিরদং সংখ্যে মেনিরে শতশো দ্বিপান্ ।
তে গজস্বেন কাল্যাস্তে ভগদন্তেন পাণ্ডবাঃ ॥ ৪৭
ঐরাবতস্বেন যথা দেবরাজেন দানবাঃ ।
তেষাং প্রজ্ঞবতাং ভীমঃ পাঞ্চালানামিতস্ততঃ ॥ ৪৮
গজবাজিকৃতঃ শকঃ স্তুমহান্ সমজায়ত ।
ভগদন্তেন সমরে কাল্যামানেষু পাণ্ডবু ॥ ৪৯
প্রাগ্জ্যোতিষমভিক্রুদ্ধঃ পুনর্ভীমঃ সমভ্যয়াং ।

তদনন্তর সারথি নিজ রথকে ও সিদ্ধদেবজাত বিশাল অশ্বগণকে
উঠাইয়া লক্ষ্যপ্রদান করত রথে আরোহণ করিল। তারপর
রথসহ সাত্যকির নিকট গিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥

ইহার মধ্যেই অবসর পাইয়া সেই গজরাজ সত্তরতার সহিত
রথের বেটন হইতে পার হইয়া ঘাইল এবং সমস্ত রাজাদিগকে
তুলিয়া তুলিয়া নিক্বেপ করিতে থাকিল ॥

এই ক্ষতগামী গজরাজ হইতে ভীত হইয়ানরশ্রেষ্ঠ নরপতিগণ
বুদ্ধমূলে একটি হাতীকেই শত শত হাতীর জায় মনে করিতে
লাগিলেন ॥

বেক্রপ দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত হাতীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া
দানবকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ স্বীয় হাতীর পৃষ্ঠে
আরোহণ করিয়া রাজা ভগদত্ত পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সংহার
করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

এই সময় এদিকে ওদিকে পলায়নপর পাঞ্চালসৈন্যদের হস্তি-
অশ্বগণের অতিশয় ভয়ঙ্কর চীৎকার শব্দ উষ্মিত হইতে লাগিল ॥

ভগদত্তকর্তৃক সময়োপযোগে পাণ্ডব-সৈন্যরা বিভাড়িত হইতে
থাকিলে ভীমসেন রূপিত হইয়া পুনরায় প্রাগ্জ্যোতিষপুরের
অধিপতি ভগদত্তের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

সেইসময় আক্রমণকারী ভীমসেনের অশ্বগণের উপর সেই
হাতী শুঁড়ে করিয়া জল সেচন করত তাহাদিগকে ভীত করিয়া
ফেলিল। তারপর সেই অশ্বগণ তখন ভীমসেনকে লইয়া দূরে
পলায়ন করিল ॥

তস্তাভিজীবতো বাহান্ হস্তমুক্তেন বারিণা ॥ ৫০
সিন্ধু। ব্যত্ৰাসয়ন্নাস্তে পার্থমহরংস্ততঃ ।
ততস্তমভ্যয়াং তূর্ণং রুচিপর্বা কৃতীশ্বতঃ ॥ ৫১
সমস্রন্ শরর্ষণে রথস্থোহস্তকসম্রিতঃ ।
ততঃ স রুচিপর্বাণং শরোণানতপর্কণা ॥ ৫২
সুপর্বা পর্বতপতিনিম্নে বৈবস্বতক্ষয়ম্ ।
তস্মিন্ নিপতিতে বীরে সৌভদ্রো দ্রৌপদীশ্বতঃ ॥ ৫৩
চেকিতানো ধৃষ্টকেতুযুয়ুশ্চাৰ্যয়ন দ্বিপম্ ।
ত এনং শরধারাভিধারাভিরিব ভোয়দাঃ ॥ ৫৪
সিষিচুর্ভৈরবান্ নাদান্ বিনদন্তো জিঘাংসবঃ ।
ততঃ পার্শ্বাঙ্কুশাঙ্গুঠৈঃ কৃতিনা চোদিতো দ্বিপঃ ॥ ৫৫
প্রসারিতকরঃ প্রায়াং স্তরুণকর্ণেক্ষণো দ্রুতম্ ।
সোহধিষ্ঠায় পদা বাহান্ যুযুৎসোঃ সূতমারুজং ॥ ৫৬

সেই সময় আকৃতিপুত্র রুচিপর্বা অতিক্রান্ত সেই হাতীর উপর
আক্রমণ করিলেন। তিনি রথের উপর বসিয়া ঘেন সাক্ষাৎ
ধমরাজের জায় প্রতীত হইতেছিলেন। তিনি এই সময় বাণ-
বর্ষণ করিয়া হাতীটিকে গুরুতর আহত করিয়া ফেলিলেন ॥

যাহার অজের পর্কসকল (সিদ্ধিমানসমূহ) স্তম্ভর ছিল, সেই
পর্কতরাজ ভগদত্ত ইহা লক্ষ্য করিয়া আনতপর্কযুক্ত বাণসমূহে
রুচিপর্বাকে ধমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥

এই বীর নিহত হইলে পর অভিমত্যা, দ্রৌপদীকুমার,
চেকিতান, ধৃষ্টকেতু এবং যুযুৎসুও সেই হাতীকে পীড়িত করিতে
লাগিলেন। এই সব যোদ্ধারা তখন সেই হাতীকে নিহত
করিবার ইচ্ছায় বিকট গর্জন করিতে করিতে নিজেদের বাণ-
সমূহের ধারায় লিপন করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহাতে মনে
হইতে লাগিল যে, মেঘ পর্কতের উপর জলধারা বর্ষণ
করিতেছে ॥

তদনন্তর বিদ্বান্ রাজা ভগদত্ত নিজের চরণের গোড়ালি, অঙ্গুল
ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা প্রেরিত করিয়া হাতীটিকে অগ্রে চালনা
করিলেন। তারপর নিজের কর্ণকে খাড়া করিয়া এবং চক্ষুকে
বিস্ফারিত করিয়া শুঁড়কে বিস্তারিত করত সেই হাতী অতিক্রান্ত
অগ্রভূমির দিকে ধাবিত হইল ও যুযুৎসুর অশ্বগণকে পায়ের
দ্বারা দাবাইয়া ধরিয়া তাহার সারথিকে বিনাশ করিল ॥ ৩০-৫৬

যুযুৎসু রথাদ্ রাজস্রপাক্রামং ত্বরিতঃ ।
 ততঃ পাণ্ডবযোধাস্তে নাগরাজং শরৈর্জিতম্ ॥ ৫৭
 সিষিচুর্ভৈরবান্ নাদান্ বিনদন্তো জিঘাংসবঃ ।
 পুত্রস্ত তব সম্ভ্রাস্তঃ সৌভজস্রাপ্নুতো রথম্ ॥ ৫৮
 স কুঞ্জরন্তে বিসৃজন্নিষুনরিষু পাথিবঃ ।
 বভৌ রশ্মীনিবাদিত্যো ভুবনেষু সমুৎসৃজন্ ॥ ৫৯
 তমাজ্জুনির্ঘাদশভিযু যুৎসুদশভিঃ শরৈঃ ।
 ত্রিভিঃ ত্রিভিজ্যোপদেয়া ধুষ্টকেতুশ্চ বিব্যাধুঃ ॥ ৬০
 সোহতিযত্নাশ্চিহ্নৈর্বাণৈরাচিহ্নো দ্বিরদো বভৌ ।
 সংস্রাত ইব সূর্য্যাস্ত রশ্মিভিজ্জলদো মহান্ ॥ ৬১
 নিয়ন্তুঃ শিল্প-যত্নাভ্যাং প্রেরিতোহরিশরাদিতঃ ।
 পরিচিক্ষেপ তান্ নাগঃ স রিপুন্ সব্য-দক্ষিণম্ ॥ ৬২
 গোপাল ইব দণ্ডেন যথা পশুগণান্ বনে ।
 আবেষ্টয়ত তাং সেনাং ভগদন্তস্তথা মুহুঃ ॥ ৬৩

রাজন্! তখন যুযুৎসু অতি সত্বর রথ হইতে নামিয়া পড়িয়া দূরে পলায়ন করিলেন। তাহার পর পাণ্ডবযোদ্ধারা এই গজ-রাজকে শীঘ্র বধ করিবার ইচ্ছায় ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে করিতে নিজেদের বাণশমূহের বর্ষণ দ্বারা তাহাকে সিক্ত করিতে লাগিলেন।

সেই সময় বিভ্রান্ত হইয়া আপনার পুত্র যুযুৎসু অভিমত্যুর রথে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। হাতীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজা ভগদত্ত শক্রদিগের উপর বাণবর্ষণ করিতে করিতে সমগ্র জগতে স্বীয় কিরণাবলি বিস্তারকারী সূর্যের জ্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫৭-৫৯

অর্জুনকুমার অভিমত্য় বার, যুযুৎসু দশ ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং ধুষ্টকেতু তিন তিনটি বাণের দ্বারা ভগদত্তের হাতীকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬০

অত্যন্ত প্রবলসহকারে নিক্ষিপ্ত বাণশমূহে হাতীর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় সেই হাতী সূর্য্যকিরণে গ্রথিত মহামেঘের স্তায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬১

মহত্তের কোশল ও প্রবলতার দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেই হাতী শক্রদিগের বাণে পীড়িত হইয়াও সে দক্ষিণ এবং বামভাগে স্থিত শক্রগণকে ধরিয়া ধরিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৬২

ক্ষিপ্তাং শ্চেনাভিপন্নানাং বায়সানামিব স্বনঃ ।

বভুব পাণ্ডবেয়ানাং ভৃশং বিজবতাং স্বনঃ ॥ ৬৭

স নাগরাজঃ প্রবরাঙ্কুশাহতঃ

পুরা সপক্ষোহজ্রিবরো যথা নৃপ।

ভয়ং তদা রিপুযু সমাদধদ্ ভৃশং

বনিগ্জনানাং ক্ষুভিতো যথার্থবঃ ॥ ৬৫

ততো ধ্বনিদ্বিরদরথাস্থপাথিবৈ-

ভয়াদ্ অপ্রস্তুজনিতোহতিভৈরবঃ ।

ক্ষিতিং বিয়দ্ ভ্যাং বিদিশো দিশস্তথা ।

সমারণোং পাথিব সংযুগে ততঃ ॥ ৬৬

স তেন নাগপ্রবরণে পাথিবো

ভৃশং জগাহে দ্বিষতাননৌকিনীম্ ।

পুরা স্তম্ভগুণং বিবুধৈরিবাহবে

বিরোচনো দেববরুণিনীমিব ॥ ৬৭

যে রূপ গো-পালক বনে পশুগণকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ ভগদত্ত বারংবার পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বেঁটন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩

যে রূপ বাজপাখীর আক্রমণে ভীত হইয়া কাকগণ 'কা কা' করিয়া শব্দ করিতে থাকে, সেইরূপ পলায়নপর পাণ্ডবযোদ্ধাদেরও তীব্রস্বরে আর্তনাদ শোনা যাইতে লাগিল ॥ ৬৪

হে নৃপ! সেই সময় বিশাল অঙ্কুরের আঘাত থাইয়া গজরাজ পুরাকালের পক্ষধারী শ্রেষ্ঠ পুরুষের জ্যায় সেইভাবে সকলকে অত্যন্ত ভীত করিতে লাগিল, যে রূপ বিস্কুল মহাসাগর ব্যবসায়ী-দিগকে ভীত করিয়া থাকে ॥ ৬৫

মহারাজ! তদনন্তর ভয়ে পলায়মান হাতী, অথ, রথ ও ভূপতিগণ সেখানে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। ইহাদের সেই ভয়ঙ্কর শব্দ যুদ্ধস্থলে পৃথিবী, আকাশ, বর্গ এবং দিক-বিদিকসমূহ সর্ব্বতোভাবে আবৃত হইয়া পড়িল ॥ ৬৬

সেই গজরাজের দ্বারা রাজা ভগদত্ত শক্রসৈন্যদের মধ্যে উত্তম-রূপে সেইভাবে প্রবেশ করিলেন, যে রূপে পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামের সময় দেবগণকর্তৃক স্বরক্ষিত দেবসৈন্যমধ্যে দৈত্যরাজ বিরোচন প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ৬৭

ভৃশং ববৌ জলনসখো বিয়দ্ রজঃ

সমাবুণোন্মুহুরপি চৈব সৈনিকান্ ।

তমেকনাগং গণশো যথা গজান্

সমভ্যুত্থাৎ কৃত্যগণং যোনিরূপে কৃত্যং ॥ ১৮ ॥

সেই সময় সেখানে তীব্রগতিতে বহিবদ্ধ বায়ু বহিতেছিল
আকাশ ধুলিতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই ধূলি সমস্ত সৈন্য-

শ্রীমদ্রথি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বাস্তবর্গত সংশ্লুকপর্বো ভগদত্তের যুদ্ধবিষয়ক ষড়বিং
অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

[সংশ্লুকৈঃ সহজর্জুনস্যা ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, তেষাং ভূয়সামেব বিনাশশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

যন্মাং পার্থস্য সংগ্রামে কৰ্ম্মাণি পরিপৃচ্ছসি ।

তচ্চণুষ মহাবাহো পার্থো যদকরোদ্ রণে ॥ ১

রজো দৃষ্ট্বা সমুদ্ভূতং ধ্রুবা চ গজাননেন ॥

ভগদত্তে বিকূৰ্ব্বাণে কোন্ত্যয়ঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ ॥ ২

যথা প্রাগ্জ্যোতিষো রাজা গজেন মধুসূদন ।

স্বরমাণো বিনিক্রান্তো ধ্রুবঃ তস্মৈষ নিঃস্বনঃ ॥ ৩

ইন্দ্রাদনবরঃ সংখ্যে গজযানবিশারদঃ ।

প্রথমো গজযোধানা পৃথিব্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৪

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

[সংশ্লুকপর্বের সহিত অর্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং তাহাতে

অধিকাংশেরই বিনাশ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহাবাহো! আপনি যে যুদ্ধে অর্জুনের
পরাক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাহা আপনাকে
বলিতেছি। অর্জুন রণাঙ্গনে যাহা কিছু করিয়াছিলেন, আপনি
তৎসমস্তই শ্রবণ করুন ॥ ১

ভগদত্ত যখন বিচিহ্নরূপে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন সেখানে
ধূলি উড়িতে দেখিয়া এবং হাতীর চীৎকার শ্রবণ করিয়া কুন্তী-
নন্দন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ২

মধুসূদন! রাজা ভগদত্ত স্বীয় হস্তীতে আরোহণ করিয়া
বেষ্ণু দ্রুত যুদ্ধ করিবার জন্য নির্গত হইতেছেন, ইহাতে মনে
হইতেছে, নিশ্চয় সেখানেই এই মহাকালাহল হইতেছে ॥ ৩

আমার একজন স্থিরনিশ্চয় আছে যে, এই রাজা ভগদত্ত যুদ্ধে
ইজ হইতে কোনও অংশেই ন্যূন নহেন। ভগদত্ত হস্তীতে

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দ্রোণপর্বণি সংশ্লুকবধপর্বণি ভগদত্তযুদ্ধে

ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬

বাহিনীকেও আবৃত করিয়াছিল। তখন সকল ব্যক্তির চারিদিকেই
ধাবমান সেই একটি মাত্র হাতীকে হাতীদের দলের দ্বারা মনে
করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮

স চাপি দ্বিরদশ্রোষ্ঠঃ সদাপ্রতিগজো যুধি ।

সর্বশস্ত্রাতিগঃ সংখ্যে কৃতকৰ্ম্মা জিতক্লমঃ ॥ ৫

সহঃ শস্ত্রনিপাতানামগ্নিস্পর্শস্ত্র চানঘ ।

স পাণ্ডববলং সর্বমদ্বৈতকো নাশয়িত্বাতি ॥ ৬

ন চাবাভ্যায়তেহহোহস্তি শত্রুস্তং প্রতিবাধিতুম্

স্বরমাণস্ততো যাহি যতঃ প্রাগ্জ্যোতিষাধিপঃ ॥

দৃপ্তং সংখ্যে দ্বিপবলাদ্ বয়সা চাপি বিন্মিতম্ ।

অদ্বৈতনং প্রেষয়িত্বামি বলহন্তঃ প্রিয়াতিথিম্ ॥ ৮

আরোহণ বিভাষ বিশেষ- পারদর্শী এবং গজযোধী বীরগণের মত
সর্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৪

ইহার সেই হস্তিশ্রেষ্ঠ সপ্তপ্রতীক নামে হাতীও যু-
দ্ধপ্রতিদ্বন্দ্বী। সে সর্বপ্রকার অস্ত্রসমূহ অতিক্রম করিয়া যু-
বতবার নিজের পরাক্রম দেখিইয়াছে। সে পরিশ্রমকেও ব
করিয়াছে ॥ ৫

অনঘ! সে সর্বপ্রকার অস্ত্রের আঘাত এবং অগ্নির স্পর্শও স
করিতে পারে। আজ সে একাকীই সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যগণকে
সংহার করিয়া ফেলিবে ॥ ৬

আমরা দুই জন বাতীত অস্ত্র আর কেহই নাই, যে ইহাতে
বাধা দিতে পারিবে। অতএব আপনি সেখানে চলুন, যেখানে
প্রাগ্জ্যোতিষপুত্রের অধিপতি ভগদত্ত অবস্থান করিতেছেন ॥ ৭

নিজের হাতীর এই বলের দ্বারা যিনি অতিশয় গর্বিত আ-
নিনি বরসেও অস্ত্রাঘাত যুদ্ধ হওয়ায় অহঙ্কারপূর্ণ, সেই রাজা

বচনাদথ কৃষ্ণস্ত প্রায়যৌ সবাসাচিনঃ ।
 দীর্ঘাতে ভগদন্তেন যত্র পাণ্ডববাহিনীম্ ॥ ৯
 তং প্রয়াস্ত্য ততঃ পশ্চাদাহ্বয়ন্তো মহারথাঃ ।
 সংশপ্তকাঃ সমারোহন্ সহস্রাণি চতুর্দশ ॥ ১০
 দশৈব তু সহস্রাণি ত্রিগুর্ভানাং মহারথাঃ ।
 চত্বারি চ সহস্রাণি বাসুদেবস্ত চানুগাঃ ॥ ১১
 দীর্ঘ্যমাণাং চমুং দৃষ্ট্বা ভগদন্তেন মারিষ ।
 আহুয়মানস্ত চ তৈরভবদ্ধৃদয়ং দ্বিধা ॥ ১২
 কিং নু শ্রেয়স্করং কর্ণ ভবেদত্তেতি চিন্তয়ন্ ।
 ইহ বা বিনিবর্তেয়ং গচ্ছেয়ং বা যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১৩
 তস্ত বুদ্ধ্যা বিচার্যৈবমজ্জুনস্ত কুরুদ্বহ ।
 অবভদ্ ভূয়সী বুদ্ধিঃ সংশপ্তকবধে স্থিরা ॥ ১৪
 স সংনিবৃত্তঃ সহসা কপিপ্রবরকেতনঃ ।

একো রথসহস্রাণি নিহন্তঃ বাসবী রণে ॥ ৯
 সা হি দুর্ধ্যোধনস্তাসীদ্রথিঃ কর্ণস্য চোভয়োঃ ।
 অর্জুনস্য বধোপায়ে তেন দ্বৈধমকল্পয়ৎ ॥ ১০
 স তু দৌল্যায়মানোহভূদ্ দ্বৈধাভাবেন পাণ্ডবঃ ।
 বধেন তু নরাগ্র্যাণামকরোং তাং যুবা তদা ॥ ১১
 ততঃ শতসহস্রাণি শরাণাং নতপর্কবাণাম্ ।
 অমৃজমর্জুনে রাজন্ সংশপ্তকমহারথাঃ ॥ ১২
 নৈব কুন্তীসুতঃ পার্থো নৈব কৃষ্ণো জনার্দনঃ ।
 ন হয়ান ন রথো রাজন্ দৃশ্যন্তে স্য শরৈশ্চিহ্নিতাঃ ॥ ১৩
 তদা মোহমমুপ্রাপ্তঃ সিসিধে হি জনার্দনঃ ।
 ততস্তান্ প্রায়শঃ পার্থো ব্রহ্মাস্ত্রেণ নিজন্নিবান্ ॥ ১৪
 শতশঃ পাণয়শ্চিন্নাঃ সেযুজ্যাতলকামূকাঃ ।
 কেতবো বাজিনঃ সূতা রথিনশ্চাপতনু ক্ষিতৌ ॥ ১৫

ভগদন্তকে বধ করিয়া আজ বলাহরবিনাশী দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়
 অতিথিতে পরিণত করত স্বর্গলোকে প্রেরণ করিব ॥ ৮

সবাসাচী অর্জুনের এই বাক্যে প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেইস্থানে
 রথ লইয়া গমন করিলেন, যেখানে ভগদন্ত পাণ্ডবদৈত্যদিগকে
 সংহার করিতেছিলেন ॥ ৯

অর্জুনকে যাইতে দেখিয়া তাঁহার পশ্চাতে চৌদ্দ হাজার
 সংশপ্তক মহারথী বীর তাঁহাকে যুদ্ধের জন্ত আহ্বান করিতে
 করিতে আক্রমণ করিলেন ॥ ১০

ইহাদের মধ্যে দশ হাজার মহারথী ত্রিগুর্ভান্দেবেরই ছিলেন
 এবং চার হাজার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবক (নারায়ণী সেনা)
 ছিলেন ॥ ১১

আর্য্য! রাজা ভগদন্তকর্তৃক নিজ বাহিনীকে বিদীর্ণ হইতে
 দেখিয়া এবং পশ্চাদ্ দিক্ হইতে সংশপ্তকগণের যুদ্ধের আহ্বান
 শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িল ॥ ১২

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আজ আমার পক্ষে কোন
 কার্য্য শ্রেয়স্কর হইবে? এগান হইতে সংশপ্তকগণের দিকে
 কিরিয়া যাইব অথবা যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাইব? ১৩

কুরুশ্রেষ্ঠ! বুদ্ধির দ্বারা রূপ বিচার করিতে করিতে তাঁহার
 মনে এই ভাব অভ্যন্ত দৃঢ় হইল যে, এখন সংশপ্তকগণকে বধ
 করাই আমার প্রধান কার্য্য হইবে ॥ ১৪

শ্রেষ্ঠ বানরচিহ্নে স্তম্ভোত্তীর্ণ ধ্বজধারী ইন্দ্রনন্দন অর্জুন
 উপরি উক্ত বাক্য চিন্তা করিয়া সহসা ফিরিয়া যাইলেন। তিনি

রণাঙ্গনে একাকীই হাজার রথী বীরকে সংহার করিবার জন্ত
 উজ্জত হইলেন ॥ ১৫

অর্জুনের বধের উপায়ের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে
 দুর্ধ্যোধন ও কর্ণ উভয়েরই মনে এই সিদ্ধান্ত উৎপন্ন হইয়াছিল।
 তাই তিনি যুদ্ধকে এইভাবে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া
 দিয়াছিলেন ॥ ১৬

পাণ্ডুনন্দন অর্জুন একবার দ্বৈধভাবে দৌল্যায়মান হইয়া চঞ্চল
 হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি নরশ্রেষ্ঠ সংশপ্তক বীরগণকেই বধ
 করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি সেই দ্বিধাগ্রস্তভাবেই মিথ্যা
 করিয়া দিলেন ॥ ১৭

রাজন্! তদনন্তর সংশপ্তক মহারথী বীরগণ অর্জুনের উপর
 আনতপর্কযুক্ত এক লক্ষ বাণবর্ষণ করিলেন ॥ ১৮

মহারাজ! সেই সময় না কুন্তীকুমার অর্জুন, না জনার্দন
 শ্রীকৃষ্ণ, না অশ্ব এবং না রথ কিছুই দেখা যাইতেছিল না। তখন
 সব কিছুই বাণে বাণে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ১৯

এই অবস্থায় ভগবান্ জনার্দন বর্ষাক্ত হইয়া পড়িলেন এবং
 তাঁহার উপর আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া অর্জুন
 ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা তাঁহাদের সকলকেই প্রায় নষ্ট করিয়া
 ফেলিলেন ॥ ২০

শত শত হস্ত বাণ, গুণ ও ধ্বজসহ ছিন্ন হইয়া যাইল। অশ্ব,
 অশ্ব, সারথি ও রথ সকলেই ধরাশায়ী হইল ॥ ২১

ক্রমাচলাগ্রাসুধৈঃ সমকায়াঃ সুকল্লিতাঃ ।

হতারোহাঃ ক্রিতৌ পেতুদ্বিপাঃ পার্থশরাহতাঃ ॥ ২২

বিশ্রবিক্কুখা নাগাশ্চিন্নভাণ্ডাঃ পরাসবঃ ।

সারোহাস্ত রণে পেতুর্মথিতা মার্গনৈভূশম্ ॥ ২৩

সষ্টিপ্রাসাসিনখরাঃ সমুদগরপরশ্বধাঃ ।

বিচ্ছিন্না বাহবঃ পেতুর্নগাং ভল্লৈঃ কিরীটিনা ॥ ২৪

বালাদিত্যাসুজেন্দুনাং তুল্যরূপাণি মারিষ ।

সত্রোচ্ছিন্নাশ্চুর্নশরৈঃ শিরাঃস্বাখ্যাং প্রাপেদিরে ॥ ২৫

জজ্বাললঙ্কতা সেনা পত্রিভিঃ প্রাণিভোজনৈঃ ।

নানারূপৈস্তদামিত্রান্ ক্রুদ্ধে নিম্নতি ফাল্গুনে ॥ ২৬

ক্ষোভয়ন্ত্য তদা সেনাং দ্বিরদং নলিনৌমিব ।

ধনঞ্জয় ভূতগণাঃ সাধু সান্ধিত্যপূজয়ন্ ॥ ২৭

বৃক্ষ, পর্বতশিখর ও মেঘসদৃশ বিশাল এবং উচ্চ দেহধারী, অসজ্জিত হাতী, ঘাহাদের আরোহীদিগকে পূর্বেই সংহার করা হইয়াছে, তাহারা সকলেই অর্জুনের বাণে আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ২২

এই রণাঙ্গনে বহুসংখ্যক হাতী অর্জুনের বাণসমূহে অত্যন্ত বিধ্বস্ত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। এই সময় তাহাদের আশ্রয়-সমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছিল এবং তাহাদের সমস্ত ভূষণই খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল ॥ ২৩

কিরীটধারী অর্জুনের ভল্লনামক বাণসমূহে ঋষ্টি, প্রাস, খড়্গ, নখর, মুদগর ও পরশুসহ বীরবর্গের বাহসকল ছিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল ॥ ২৪

আখ্য। ষোড়শগণের মন্তকসমূহ সত্তা উদ্ভিত সূখ্য, কমল ও চক্রসদৃশ স্বাক্ষর ছিল। অর্জুনের বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইল ॥ ২৫

যখন ক্রুদ্ধ অর্জুন নানাপ্রকার প্রাণবিনাশক বাণসমূহের দ্বারা

শ্রীময়হবি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রা সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বাস্তর্গত সংশ্লোকবধপর্কে সংশ্লোকবধবিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অঙ্কবাদ সমাপ্ত ।

দৃষ্ট। তৎ কশ্ম পার্থস্য বাসবস্যেব মাধবঃ ।

বিস্ময়ং পরমং গতা প্রাজ্ঞলিঙ্গমুবাচ হ ॥ ২৮

কশ্মৈতৎ পার্থ শক্রেণ যমেন ধনদেন চ ।

দ্রুহরং সমরে যৎ তে কৃতমভ্যুতি মে মতিঃ ॥ ২৯

যুগপচ্চৈব সংগ্রামে শতশোহত্বে সহস্রশঃ ।

পতিতা এব মে দৃষ্টাঃ সংশ্লোকমহারথাঃ ॥ ৩০

সংশ্লোকাস্ততো হত্বা ভূয়িষ্ঠা য়ে ব্যবাস্থিতাঃ ।

ভগদন্তায় যাহৌতি কৃষ্ণঃ পার্থোহভ্যানোদয়ৎ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দ্রোণপর্বণি সংশ্লোকবধপর্বণি সংশ্লোকবধে

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭

শক্রদিগকে নাশ করিতে লাগিলেন, তখন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত সংশ্লোকগণের সমগ্র সৈন্যবাহিনী জ্বলিতে লাগিল ॥ ২৮

যেদ্রুপ হস্তী কমলে পূর্ণ সরোবরকে মথিত করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুনকর্তৃক সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে মথিত হইতে দেখিয়া সমস্ত প্রাণী ‘সাধু, সাধু’ বলিয়া অর্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ২৭

ইজুতুল্য অর্জুনের এই পরাক্রম দর্শন করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া করযোড়ে বলিলেন ॥ ২৮

পার্থ! আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, আজ তুমি রণাঙ্গনে যে কাণ্ড করিলে, ইহা ইজু, যম ও কুবেরের পক্ষেও দুষ্কর ॥ ২৯

এই সংগ্রামে আমি শত শত এবং সহস্র সহস্র সংশ্লোক মহারথী বীরগণকে একসঙ্গে পতিত হইতে দেখিলাম ॥ ৩০

এইভাবে সেখানে সংশ্লোক ষোড়শগণের অধিকাংশকেই বধ করিয়া অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—এখন ভগদত্তের নিকট গমন করুন ॥ ৩১

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

[সংশপ্তকান্ হৃষী কৌরবসৈন্যানামুপরি ধনঞ্জয়সাক্রমণম্ তথা ভগদত্তস্য তদীয়-হস্তিনশ্চ পরাক্রমবর্ণনম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

যিযাসতন্ততঃ কৃষ্ণঃ পার্থস্যাস্থান্ মনোজবান্ ।
সম্প্রৈষীক্কেমসঞ্জয়ান্ দ্রোণানীকায় সহরন্ ॥ ২
তং প্রযাস্তং কুরুশ্রেষ্ঠং স্থান্ ভ্রাতৃন দ্রোণতাপিতান্ ।
শুশ্র্মা ভ্রাতৃভিঃ সার্থঃ যুদ্ধার্থী পৃষ্টতোহয়য়ান্ ॥ ৩
ততঃ শ্বেতহয়ঃ কৃষ্ণমব্রবীদজিতং জয়ঃ ।
এষ মাং ভ্রাতৃভিঃ সার্থঃ শুশ্র্মা হ্রয়তেহচ্যুত ॥ ৪
দীর্ঘাতে চোত্তরেণৈব তং সৈন্যং মধুসূদন ।
দ্বৈধীকৃতং মনো মেহত্ব কৃতং সংশপ্তকৈরিদম্ ॥ ৫
কিং হু সংশপ্তকান্ হৃষী স্থান্ রক্ষাম্যহিতাদিতান্ ।
ইতি মে ত্বং মতং বেৎসি তত্র কিং সূকৃতং ভবেৎ ॥ ৬
এবমুক্তস্ত দাশার্হঃ স্তন্দনঃ প্রত্যবর্তয়ৎ ।
যেন ত্রিগর্ভাধিপতিঃ পাণ্ডবং সমুপাহ্বয়ৎ ॥ ৭

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ঃ ।

[সংশপ্তকগণকে বধ করিয়া অর্জুনের কৌরবসৈন্যদের উপর আক্রমণ এবং ভগদত্ত ও তাঁহার হস্তীর পরাক্রমবর্ণন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! তদনন্তর দ্রোণাচাধীর সৈন্য-বাহিনীর দিকে যাইতে ইচ্ছুক অর্জুনের অর্ঘভূষিত ও মনের শ্রায় বেগগামী অশ্বদিগকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিসত্তর দ্রোণাচাধীর সৈন্যদের নিকট উপস্থিত হইবার জন্ত চালনা করিলেন ॥ ১

দ্রোণাচাধীকর্তৃক সস্তাপিত নিজ ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট গমনকারী কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে ভ্রাতৃগণের সহিত শূন্য যুদ্ধের ইচ্ছায় আহ্বান করিতে করিতে পশ্চাদ্ভাগ দিয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২

তখন শ্বেতবাহন অর্জুন অপরাজিত শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন,—অচ্যুত ! ভ্রাতৃগণের সহিত এই শূন্য আমাকে পুনরায় যুদ্ধের জন্ত আহ্বান করিতেছি ॥ ৩

এদিকে উত্তর দিকে অবস্থিত আমার সৈন্যবাহিনীকে শত্রুরা বিনাশ করিতেছে । মধুসূদন ! এই সংশপ্তকগণ আজ আমার মনকে বিধাগ্রস্ত করিয়া ফেলিতেছে ॥ ৪

এখন আমি পূর্বে সংশপ্তকগণকে বধ করিব অথবা শত্রুগণ পীড়িত স্বীয় সৈন্যদিগকে রক্ষা করিব ? আমার মন একরূপ এক সঙ্কল্প-বিকল্পের মধ্যে পতিত হইয়াছে—ইহা আপনি জানেন । বলুন—এখন আমার কোন্ কাৰ্য্য করা উত্তম হইবে ? ৫

ততোহর্জুনঃ শুশ্র্মাণং বিদধ্বা সপ্তভিরাশুগৈঃ ।

ধ্বজং ধনুশ্চাস্য তথা ক্ষুরাভ্যাং সমকুস্তত ॥ ৭

ত্রিগর্ভাধিপতেচ্চাপি ভ্রাতরং যড়্ ভিরাশুগৈঃ ।

সাশ্বং সমুতং ত্বরিতঃ পার্থঃ প্রৈষীদ্ যমক্ষয়ম্ ॥ ৮

ততো ভুজগসঙ্কশাঃ শুশ্র্মা শক্তিঃমায়সীম্ ।

চিক্ষেপার্জুনমাদিশ্য বাসুদেবায় তোমরম্ ॥ ৯

শক্তিং ত্রিভিঃ শরৈশ্চিহ্না তোমরং ত্রিভিরর্জুনঃ ।

শুশ্র্মাণং শরব্রাতৈমোহয়িত্বা শ্রবর্তয়ৎ ॥ ১০

তং বাসবমিবায়াস্তং ভুরিবধং শরৌঘিনম্ ।

রাজস্তাবকসৈন্যানাং নোগ্রং কশ্চিদবারয়ৎ ॥ ১১

ততো ধনঞ্জয়ো বাণৈঃ সর্বানৈব মহারথান্ ।

আয়াদ্ বিনিশ্চন্ কৌরব্যান্ দহন্ কক্ষমিবানলঃ ॥ ১২

অর্জুন এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ রথকে সেইদিকে ফিরাইয়া দিলেন, যেদিকে ত্রিগর্ভরাজ শূন্য পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে যুদ্ধের জন্ত আহ্বান করিতেছিলেন ॥ ৬

তৎপশ্যং অর্জুন শূন্যাকে সাত বাণে আহত করত দুইটি ক্ষুরবাণে তাঁহার ধ্বজ ও ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭

সেই সঙ্গে ত্রিগর্ভরাজের ভ্রাতাকেও ছয়টি বাণ প্রহার করিয়া অর্জুন তাঁহাকে অশ্ব ও সারথিসহ অতিসত্তর যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৮

তখন শূন্য সর্পভূষা আকৃতিবিশিষ্ট লৌহনির্মিত একটি শক্তি অর্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দিকে একটি তোমর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৯

অর্জুন তিনটি বাণের দ্বারা শক্তিকে এবং অপর তিনটি বাণের দ্বারা তোমরকে ধণ্ড ধণ্ড করিয়া নিজ অস্ত্র বাণসমূহে শূন্যাকে মেহিত করত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করাইয়া দিলেন ॥ ১০

রাজন্ ! তাহার পর অর্জুন ইজের দ্বার বাণসমূহের প্রকৃত বধন করিতে করিতে যখন আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন, তখন আপনার সৈন্যদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই উগ্রকণ-ধারী এই অর্জুন নিবারণ করিতে পারিলেন না ॥ ১১

তদনন্তর অগ্নি বেরূপ ভূগাদিনির্মিত ক্ষত্র গৃহকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুন নিজ বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত কৌরব

তস্ত বেগমসহং তং কুন্তীপুত্রস্য ধীমতঃ ।
নাশকুংবংশে সংসোঢ়ুং স্পর্শমগ্নৈরিব প্রজাঃ ॥ ১৩
সংবেষ্টয়ন্নীকানি শরবর্ষণ পাণ্ডবঃ ।
সুপর্ণপাতবদ্ রাজমায়াং প্রাগ্জ্যোতিষং প্রতি ॥ ১৪
যং তদানাময়জ্জিষ্ণুভরতানামপাপিনাম ।
ধনুঃ ক্ষেমকরং সংখ্যে দ্বিষতামগ্রবধনম্ ॥ ১৫
তদেব তব পুত্রস্য রাজন্ হৃদুর্ভদেবিনঃ ।
কুতে ক্ষত্রবিনাশায় ধনুসায়চ্ছদজ্জুনঃ ॥ ১৬
তথা বিক্ষোভামাণা সা পার্থেন তব বাহিনী ।
ব্যলীৰ্ণত মহারাজ নোরিবাসাত্ম পর্বতম্ ॥ ১৭
ততো দশসহস্রাণি শ্রবতন্ত ধনুস্বতাম্ ।
মতিং কৃষা রণে কুরাং বীরা জয়পরাজয়ে ॥ ১৮
ব্যপেতহৃদয়ত্ৰাসা আবক্রান্ত মহারথাঃ ।
আচ্ছৎ পাথৌ গুরুং ভারং সর্বভারসহো যুধি ॥ ১৯

মহারথাদিগকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে করিতে সেখানে বাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১২

পরম বুদ্ধিমান কুন্তীপুত্র অর্জুনের সেই অসহ বেগকে কোরব-
গৈরুয়া সেইভাবে সহ করিতে সমর্থ হইলেন না, যেভাবে প্রাণীরা
অগ্নির স্পর্শ সহ করিতে পারে না ॥ ১৩

রাজন্! অর্জুন বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া কোরবগৈরুয়াদিগকে
আচ্ছাদিত করিতে করিতে গুরুভূল্য বেগে ভগদত্তের উপর
আক্রমণ করিলেন ॥ ১৪

মহারাজ! বিজয়া অর্জুন যুদ্ধে শত্রুগণের অশ্রবারাবন্ধনকারী
যে ধনু তখন (রাজসুদধজের পূর্বে) নিষাপ ভরতবংশীরগণের
কল্যাণের জন্য নত (গুণযোজনা) করিয়াছিলেন, আজ কণ্ট
দূতক্রীড়াকারী আপনাদের পুত্রের অপরাধের জন্য সমস্ত ক্ষত্রিয়-
সমাজকে বিনাশ করিবার জন্য অর্জুন সেই ধনুটিকেই গ্রহণ
করিলেন ॥ ১৫-১৬

মহারাজ! কুন্তীকুমার অর্জুন কতক মথিত হইয়া আপনার
গৈরুয়াবাহিনী সেইরূপে ছত্রভঙ্গ হইয়া বাইল, যেদ্রুপ কোন নৌকা
পার্বত্যের সহিত আঘাত পাইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় ॥ ১৭

তদনন্তর দশ হাজার ধনুর্ধর বীর জয় অথবা পরাজয়ের
হেতুভূত যুদ্ধে কুরতাপূর্ণ বিষয়ে মতি স্থির করিয়া কিরিয়া
আসিলেন ॥ ১৮

সেই মহারথী বীরগণ নিজেরদের জয় হইতে ভয়কে
অপসারিত করিয়া অর্জুনকে সেখানে পরিবেষ্টন করিলেন। যুদ্ধে

যথা নলবনং ক্রুদ্ধঃ প্রভিন্নঃ বষ্টিহায়নঃ ।
মৃদগায়াং তদ্বদায়ন্তঃ পার্থোহমৃদগাক্ষমুং তব ॥ ২০
তস্মিন্ প্রমথিতে সৈন্তে ভগদত্তো নরাধিপঃ ।
তেন নাগেন সহসা ধনঞ্জয়মুপাজবৎ ॥ ২১
তং রথেন নরব্যাত্তঃ প্রত্যগৃহ্নাদ্ ধনঞ্জয়ঃ ।
স সন্নিপাতস্তমুলো বভূব রথ-নাগয়োঃ ॥ ২২
কলিতাভ্যাং যথাশাস্ত্রং রথেন চ গজেন চ ।
সংগ্রামে চেরতুবীরৌ ভগদত্ত-ধনঞ্জয়ো ॥ ২৩
ততো জীমূতসঙ্কাশাশ্রাগাদিল্প ইব প্রভুঃ ।
অভ্যবর্ষচ্ছরৌষণে ভগদত্তো ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২৪
স চাপি শরবর্ষং তং শরবর্ষণে বাসবিঃ ।
অপ্রাপ্তমেব চিচ্ছেদ ভগদত্তস্য বীয্যবান্ ॥ ২৫
ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষো রাজা শরবর্ষং নিবাহ্য তৎ ।
শরৈর্জগ্মে মহাবাহুং পার্থং কৃষ্ণক মারিষ ॥ ২৬

সকলপ্রকার ভার সহ করিতে সমর্থ অর্জুন তাহাদের সহিত যুদ্ধ
করিবার সম্পূর্ণ ভার নিজের উপর গ্রহণ করিলেন ॥ ২০

যেদ্রুপ ষাট বৎসরের বৃদ্ধ মদ্রাবী হাতী ক্রুদ্ধ হইয়া নলবনকে
মথিত করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া থাকে, সেইরূপ যত্নপরায়ণ অর্জুন
আপনার সৈন্যদিগকেও ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২০

এই গৈরুয়াদিগকে মথিত হইতে দেখিয়া রাজা ভগদত্ত সেই
প্রখ্যাত সুপ্রভীতকন্যামে স্বীয় হস্তীর দ্বারা সহসা ধনঞ্জয়ের দিকে
ধাবিত হইলেন ॥ ২১

নর-প্রভ! অর্জুন রথের দ্বারাই সেই হাতীর সম্মুখীন হইলেন ।
তখন রথ ও হস্তীর এই সজ্জা অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ২২

শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে নিষ্পিত ও সুসজ্জিত রথ এবং সুশিক্ষিত
হাতীর দ্বারা বীরবর অর্জুন ও ভগদত্ত রণালয়ে বিচরণ করিতে
লাগিলেন ॥ ২৩

তদনন্তর ইন্দ্রসদৃশ শক্তিশালী রাজা ভগদত্ত অর্জুনের উপর
মেঘভূল্য হস্তী হইতে বাণরূপী জলধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ
করিলেন ॥ ২৪

অজ্ঞদিকে পরাক্রমশালী ইন্দ্রনন্দন অর্জুন নিজের বাণবৃষ্টির
দ্বারা ভগদত্তের বাণবর্ষণকে নিকটে আসিবার পূর্বেই ছিন্ন-ভিন্ন
করিয়া দিলেন ॥ ২৫

পার্থ! তদনন্তর প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্তও
বিপক্ষের সেই বাণবর্ষণ নিবারণ করিয়া মহাবাহু অর্জুন ও
শ্রীকৃষ্ণকে নিজের বাণসমূহে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৬

ততস্ত শরজ্বালেন মহতাব্যবকীৰ্য্য তৌ ।
চোদয়ামাস তং নাগং বধায়াচ্যুত-পার্থয়োঃ ॥ ২৭
তমাপতন্তুং দ্বিরদং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধমিবাস্তকম্ ।
চক্রেহপসব্যং দ্বিরিতঃ সান্দনেন জনাদনঃ ॥ ২৮
তং প্রাপ্তমপি নেয়েষ পরাবৃত্তং মহাদ্বিপম্ ।

তারপর পুনরায় তাঁহাদের উপর প্রভূত শরজ্বাল বিস্তার
করিয়া আচ্ছন্ন করত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়কে বধ করিবার জন্য
সেই গজরাজকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৭

ক্রুদ্ধ যমরাজের স্তায় সেই হাতীকে আক্রমণ করিতে দোণয়া
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিদ্রুত রথের দ্বারা তাহাকে দক্ষিণ পার্শ্বে
করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৮

শ্রীমদ্রথি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রা সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বোক্তগত সংশ্লষ্টকবদ্যপক্ষে ভগদত্তের যুদ্ধাবয়বক অষ্টাবিংশ
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

একোনত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

[অর্জুন-ভগদত্তয়োযুদ্ধম্, বৈষ্ণবাপ্ততঃ শ্রীকৃষ্ণেনাজুনস্য রক্ষা, অর্জুনে হস্তি-সহিতস্য ভগদত্তস্য বিনাশশ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

তথা ক্রুদ্ধঃ কিমকরোদ্ ভগদত্তস্ত পাণ্ডবঃ ।
প্রাগ্জ্যোতিষো বা পার্থস্য তস্মৈ শংস যথাতথম্ ॥
সঞ্জয় উবাচ ।
প্রাগ্জ্যোতিষেণ সংসক্তাবূভৌ দাশাইপাণ্ডবৌ ।
মৃত্যুদংষ্ট্রাস্তিকং প্রাপ্তৌ সবভূতানি মেনিরে ॥ ২
তথা তু শরবধাণি পাতয়ত্যনিশং প্রভৌ ।
গজকৃদ্ধান্মহারাজ কৃষ্ণয়োঃ সন্দনস্থয়োঃ ॥ ৩
অথ কাৰ্য্যায়সৈবগৈঃ পূৰ্ণকামূকনিঃস্থতৈঃ ।

একোনত্রিংশ অধ্যায় ।

[অর্জুন ও ভগদত্তের যুদ্ধ, বৈষ্ণবাপ্ত হইতে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক
অর্জুনকে রক্ষা এবং অর্জুনের দ্বারা হস্তি-সহ ভগদত্তের বিনাশ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! সেই সময় ক্রুদ্ধ পাণ্ডুমহার অর্জুন
ভগদত্তের এবং ভগদত্ত অর্জুনের কি করিল ? তাহা তুমি
যথাযথভাবে আমাকে বল ॥ ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! ভগদত্তের সহিত যুদ্ধে মিলিত
হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়কেই সকলপ্রাণীই মৃত্যুর দস্তসংলগ্ন
বলিয়া মনে করিতে লাগিল ॥ ২

শক্তিশালী মহারাজ ! হাতীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট থাকিয়া ভগদত্ত
রথে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের উপর নিরন্তর বাণবর্ষণ করিয়া
চলিলেন ॥ ৩

সারোহং মৃত্যুসাং কর্তুং স্মরন্ ধর্ম্মং ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৯
স তু নাগো দ্বিপ-রথান্ হয়াংস্ত্যমুত্ত মাণিষ ।
প্রাহিণোন্মৃত্যালোকায় ততঃ ক্রুদ্ধো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্য
দ্রোণপর্বণি সংশ্লষ্টকবদ্যপর্বণি ভগদত্তযুদ্ধে
অষ্টাবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৮

যাদও এই মহাগজ আক্রমণ করিবার সময় নিজের আতশয়
নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, তথাপি অর্জুন ধর্ম্মের কথা* স্মরণ
করিয়া আরোহি-সহ সেই হাতীকে মৃত্যুর অধীনস্থ করিলেন না ॥ ২৯
মাননীয় মহারাজ ! সেই হাতী তখন বহুসংখ্যক হাতী,
রথ ও অশ্বকে মর্দিত করিয়া যমলোকে প্রেরণ করিল । ইহা
দেখিয়া অর্জুনের অত্যন্ত ক্রোধ হইল ॥ ৩০

অবিধাদ্ দেবকৌপুত্রং হেমপুঞ্জৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ৪

অগ্নিস্পর্শসমাস্তীক্ষ্ণা ভগদত্তেন চোদিতাঃ ।

নিভিত্ত দেবকৌপুত্রং ক্ষিতিং জগুঃ সুবাসসঃ ॥ ৫

ভস্ত পার্থো ধনুচ্ছিহ্না পরিবারং নিহত্য চ ।

লালয়ান্নিব রাজানং ভগদত্তমযোধয়ং ॥ ৬

সোহর্করশ্মিনিভাংস্তীক্ষ্ণাংস্তোমরান্ বৈ চতুর্দশ ।

অপ্রেষয়ং সবাসাচী দ্বিধৈকৈকমধাচ্ছিনৎ ॥ ৭

তিনি ধনুটিকে পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষেপ, লৌহনির্মিত
এবং শাণ দিয়া ধারালব্ধত স্ববর্ণপক্ষযুক্ত বাণসমূহে দেবকীনন্দন
শ্রীকৃষ্ণকে আহত করিলেন ॥ ৪

ভগদত্ত কর্তৃক নিক্ষেপ অগ্নির স্পর্শের স্তায় তীক্ষ্ণ এবং অক্ষর
পক্ষযুক্ত বাণসমূহ দেবকৌপুত্র শ্রীকৃষ্ণের শরীর ভেদ করিয়া
ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৫

তখন অর্জুন রাজা ভগদত্তের ধনু ছেদন করিয়া তাঁহার
পরিবারকে সংহার করত তাঁহাকে যেন যুদ্ধ করাইতে করাইতে
তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৬

ভগদত্ত অর্ধাক্ষরতুল্য তেজস্বী চৌদটি তোমর নিক্ষেপ
করিলেন, কিন্তু সবাসাচী অর্জুন তাহাদের প্রত্যেকটিকেই দুই
থণ্ডে খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭

ততো নাগস্ত তদ্ বম ব্যধমং পাকশাসনিঃ ।
 শরজালেন মহতা তদ্ ব্যাশীৰ্য্যাত ভূতলে ॥ ৮
 শীর্ণবর্মা স তু গজঃ শরৈঃ সূত্শমর্দিতঃ ।
 বভৌ ধারানিপাতাক্তো ব্যভ্রঃ পর্বতরাড়িব ॥ ৯
 ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষঃ শক্তিং হেমদণ্ডাময়শ্চরীম্ ।
 ব্যসৃজদ্ বাসুদেবায় দ্বিধা তামর্জুনোহচ্ছিনৎ ॥ ১০
 ততশ্ছত্রং ধ্বজং চৈব হিষা রাজ্জোহজ্জুনঃ শরৈঃ ।
 বিব্যাধ দশভিস্তুর্গমুৎশ্চয়ন্ পর্বতেশ্বরম্ ॥ ১১
 সোহতিবিক্রোহজ্জুনশরৈঃ স্পৃষ্টৈঃ কঙ্কপত্রিভিঃ ।
 ভগদন্তস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবসা জনাধিপঃ ॥ ১২
 ব্যসৃজৎ তোমরান্ মুগ্ধি খেতাশ্চসোন্নাদ চ ।
 তৈরর্জুনস্য সমরে কিরীটং পরিবস্তিতম্ ॥ ১৩
 পরিবৃত্তং কিরীটং তদ্ যময়ন্নেব পাণ্ডবঃ ।
 সূদৃষ্টঃ ক্রিয়তাং লোক ইতি রাজ্ঞানমব্রবীৎ ॥ ১৪

তারপর ইক্ষনন্মনাজুন প্রভৃত বাণবর্ষণ করিয়া সেই হাতীর কবচ ছেদন করিলেন, ইহাতে তাহার কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ধরাতে পতিত হইল ॥ ৮

কবচ ছিন্ন হওয়ায় বাণশমূহের আঘাতে হাতীর অত্যন্ত পীড়া উপস্থিত হইল । সে তখন রক্তের দ্বারা স্নাত হইয়া পড়িল এবং মেঘহীন ও (গৈরিকমিষ্রিত) জলধারাযুক্ত গিরিরাজের স্তায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৯

তখন ভগদত্ত বহুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া স্ববর্গময় দণ্ডযুক্ত একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু অর্জুন তাহাকে ছই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১০

তদনন্তর অর্জুন স্বীয় বাণশমূহে রাজা ভগদত্তের ছত্র ও ধ্বজ ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতেই অপর দশটি বাণের দ্বারা অতিক্রান্ত সেই পর্বতরাজ ভগদত্তকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১১

অর্জুনের কঙ্কপত্রযুক্ত হস্তের বাণশমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া রাজা ভগদত্ত সেই পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন ॥ ১২

তখন তিনি অর্জুনের মস্তকের উপর বহু তোমর প্রহার করিলেন এবং গর্জন করিতে লাগিলেন । সেই তোমরগুলি রণাঙ্গনে অর্জুনের কিরীটকে উল্টাইয়া দিল ॥ ১৩

উল্টে বাওয়া কিরীটকে বখাষধভাবে স্থাপন করিতে করিতে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ভগদত্তকে বলিলেন,—রাজন! এখন এই সংসারকে উত্তমরূপে দর্শন করিয়া লউন ॥ ১৪

এবমুক্তস্ত সংক্রুদ্ধঃ শরবর্ষণে পাণ্ডবম্ ।
 অভ্যবর্ষণং সগোবিন্দঃ ধমুরাদায় ভাস্বরম্ ॥ ১৫
 তস্ত পার্থো ধনুঃশিখা ত্বণীরান্ সংনিকৃত্য চ ।
 স্বরমাণো দ্বিসপ্তত্যা সর্বমর্মশতাভয়ং ॥ ১৬
 বিদ্ধস্ততোহতিব্যথিতো বৈষ্ণবাস্তমুদীরয়ন্ ।
 অভিমন্ত্যাক্ষুশং ক্রুদ্ধো ব্যসৃজৎ পাণ্ডবোরসি ॥ ১৭
 বিসৃষ্টং ভগদন্তেন তদন্তং সর্বঘাতি বৈ ।
 উরসা প্রতিক্রোহ পাথং সত্রোচ্ছাত্ত কেশবঃ ॥ ১৮
 বৈজয়ন্ত্যভবন্মালা তদন্তং কেশবোরসি ।
 পদ্মকোশবিচিত্রাঢ্যা সর্বভূকুসুমোৎকটা ॥ ১৯
 জলনার্কেন্দুবর্ণাভা পাতকোজ্জলপল্লবা ।
 তয়া পদ্মপলাশিষ্ঠা বাতকম্পিতপত্রয়া ॥ ২০
 শুশুভেহভ্যধিকং শোরিরতসীপুষ্পসম্ভিতঃ ।
 (কেশবঃ কেশিমধনঃ শার্ঙ্গধারিমর্দনঃ ।

অর্জুন এই কথা বলিলে পর ভগদত্ত অত্যন্ত কুপিত হইয়া এক তেজস্বী ধনু হাতে লইয়া শ্রীকৃষ্ণসহ অর্জুনের উপর বাণশমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১৫

তখন অর্জুন তাঁহার ধনু ছেদন করিয়া ত্বণীরটিকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন । তারপর অতিশয় দ্রুত করিয়া বাহাত্তরটি বাণে তাঁহার সমস্ত মর্মস্থানশমূহে গভীরভাবে আঘাত করিলেন ॥ ১৬

তদনন্তর এই সমস্ত বাণে বিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত ভগদত্ত বৈষ্ণবাস্ত প্রকাশ করিলেন । তিনি তখন ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের অক্ষুণ্ণকেই বৈষ্ণবাস্তে অভিমন্ত্রিত করত পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের বক্ষঃস্থলের দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৭

ভগদত্ত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত এই অস্ত্র সব কিছুই বিনাশ করিতে সমর্থ, তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আচ্ছাদন করিয়া স্বয়ংই নিজের বক্ষে ঐ অস্ত্রকে ধারণ করিলেন ॥ ১৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে আসিয়া এই অস্ত্র বৈজয়ন্তীমালায় পরিণত হইয়া বাইল । ঐ মালা পদ্মের কোষের বিচিত্র শোভায় সুশোভিত ছিল এবং সকল ঋতুর পুষ্পেই সম্পন্ন ছিল । ইহা হইতে অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্রসদৃশ প্রভা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল । ইহার এক একটি দল অগ্নিত্ব প্রকাশিত হইতেছিল । কমল-মলে সুশোভিত ও বাতাসে আন্দোলিত এই বৈজয়ন্তীমালায় দ্বারা অতলীপুষ্পের স্তায় ভ্রামবর্ণ, কেশিহস্তা, শুরশেননন্দন, শাঙ্গধনুকারী, শক্রহনন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অধিকাধিক শোভাপ্রাপ্ত

সন্ধ্যাভ্রিবিব সঙ্কল্পঃ প্রারট্‌কালে নগোত্তমঃ ॥)

ততোহর্জুনঃ ক্লাস্তমনাঃ কেশবঃ প্রত্যভাষত ॥ ১১

অযুধ্যমানস্তরগান্ সংযন্তাস্মীতি চানঘ ।

ইত্যুক্ত্বা পুণ্ডরীকাক্ষ প্রতিক্কাঃ স্বাং ন রক্ষসি ॥ ১২

যত্ত্বং বাসনীব্যামশক্তো বা নিবারণে ।

ততস্ত্বয়ৈবং কার্য্যং স্ত্যক্তং কার্য্যং ময়ি স্থিতে ॥ ১৩

সবাণঃ সধনুচ্চাহঃ সসুরাসুরমাহুবান্ ।

শক্তো লোকানিমান্ জেতুং তচ্চাপি বিদিতং তব ॥ ১৪

ততোহর্জুনং বাসুদেবঃ প্রত্নাবাচার্ণবদ্ বচঃ ।

শৃণু গুহ্যমিদং পার্থ পুরারুতং যথানঘ ॥ ১৫

চতুর্মুত্তিরহং শব্দলোকজ্ঞার্থমুত্ততঃ ।

আত্মানং প্রবিভজ্যেহ লোকানাং তিতমাদধে ॥ ১৬

একা মূর্তিস্তপশ্চর্য্যাঃ কুরুতে মে ভূমি স্থিতা ।

হইলেন। ইহাতে মনে হইল—বর্ষাকালে সন্ধ্যাকালীন মেঘ-
মণ্ডলে আচ্ছাদিত কোন শ্রেষ্ঠ পর্বত শোভা পাইতেছে ॥

সেই সময় অর্জুনের মনে অভিযয় ক্রেশ উৎপন্ন হইল।
তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন—অনঘ! আপনি ত'
প্রতিক্কা করিয়াছিলেন যে, আমি যুদ্ধ না করিয়া অশ্বগণকে
সংযত রাখিব অর্থাৎ সারথির কার্য্য করিব; কিন্তু কমলনয়ন!
আপনি এই কথা বলিয়াও নিজের প্রতিক্কা পালন করিতেছেন
না। যদি আমি সঙ্কটে পতিত হইতাম অথবা অন্তকে নিবারণ
করিতে অসমর্থ হইতাম, তাহা হইলে সেই সময়েই আপনি এই
কাথ্য করিলেই পারিতেন। যখন আমি যুদ্ধের জন্ত উপস্থিত,
তখন আপনার ইচ্ছা করা উচিত হয় নি ॥ ১১-১৩

আপনার ত' ইহা জানা আছে যে, আমার চাতে যদি ধন ও
বাণ থাকে, তবে আমি দেবতা, অস্তর ও মন্ত্রগণসহ এই সম্পূর্ণ
জগৎকে জয় করিতে পারি ॥ ১৪

তখন বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই রহস্যপূর্ণ
বাক্য বলিলেন,—অনঘ! কুন্তীকুমার! এ বিষয়ে তুমি একটি
গোপনীয় রহস্যের কথা শ্রবণ কর, যাহা পূর্বকালে সংঘটিত
হইয়াছিল ॥ ১৫

আমি চতুর্বিধ মূর্তি ধারণ করত সর্বদা সমস্ত লোককে রক্ষা
করিবার জন্ত উৎসুক আছি। আমি নিকটেই বহুরূপে বিভক্ত
করিয়া সমস্ত জগতের হিতসাধন করিয়া যাউতেছি ॥ ১৬

অপরা পশ্চতি জগং কুর্বাণং সাধনসাধুনী ॥ ১৭

অপরা কুরুতে কর্ম মানুষং লোকমাজিতা ।

শেতে চতুর্থী তপরা নিদ্রাঃ বর্ষসহস্রিকম্ ॥ ১৮

যাসৌ বর্ষসহস্রান্তে মূর্তিরুত্তীর্ণতে মম ।

বরাহেভ্যো বরান্ শ্রেষ্ঠাঃস্তম্ভিন্ কালে দদাতি সা ॥ ১৯

তং তু কালমমুপ্রাপ্তং বিদিত্বা পৃথিবী তদা ।

অযাচত ববং যদ্যাঃ নরকার্থায় তচ্ছৃণু ॥ ২০

দেবানাং দানবানাঞ্চ অবধ্যস্তনয়োহস্ত মে ।

উপেতো বৈষ্ণবাস্ত্রেন তন্মে তং দাতুমর্হসি ॥ ২১

এবং বরমহং শ্রদ্ধা জগত্যান্তনয়ে তদা ।

অমোঘমস্ত্রং প্রায়চ্ছং বৈষ্ণবং পরমং পুরা ॥ ২২

অবোচং চৈতদস্ত্রং বৈ অমোঘং ভবতু ক্ষমে ।

নরকস্ত্যভিরক্ষার্থং নৈনং কশ্চিদ্ বধিষ্যতি ॥ ২৩

আমার এক মূর্তি এই ভূতলে (বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণরূপে)
অবস্থান করত তপস্বী করিতেছে। দ্বিতীয় মূর্তি (পরমাত্মারূপ)
ভূতান্তরকারী জগতের সাক্ষিরূপে সকল কিছুই প্রত্যক্ষ
করিতেছে ॥ ১৭

তৃতীয় মূর্তি (আমি স্বয়ংই) মন্ত্রশ্রলোকের আশ্রয় লইয়া
নানাপ্রকার কৰ্ম করিতেছি এবং অপর চতুর্থ মূর্তি সহস্র যুগ পর্য্যন্ত
একাক্ষর জলে শয়ন করিয়া আছে ॥ ১৮

সহস্র যুগ অতিক্রান্ত হইবার পর যখন আমার চতুর্থ মূর্তি
যোগনিদ্রা হইতে উখিত হয়, তখন বরলাভ করিবার যোগ্য
শ্রেষ্ঠ ভক্তগণকে উত্তম বরসকল দান করিয়া থাকে ॥ ১৯

একবার যখন ঐ সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, ইহা জানিয়া
পৃথিবীদেবী নিজের পুত্র নরকাসুরের জন্ত আমার নিকট হইতে
যে বর প্রার্থনা করিয়াছিল—তাহা শ্রবণ কর ॥ ২০

আমার পুত্র বৈষ্ণবাস্ত্রে সম্পূর্ণ হইয়া দেবতা ও দানবগণের
অবধা হউক। ইহার জন্ত আপনি আমাকে বৈষ্ণবাস্ত্র প্রদান
করুন ॥ ২১

সেই সময় পৃথিবীর মুখ হইতে এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া
আমি পুরাকালে নিজের সর্বোত্তম ও অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্র তাহাকে
প্রদান করি ॥ ২২

তাচাকে গ্রহণ করিবার সময় আমি বলিয়াছিলাম—এই
অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্র নরকাসুরের রক্ষার জন্ত তাহার নিকট থাকিবে।
ইহাকে কেহই নষ্ট করিতে পারিবে না ॥ ২৩

মনেনা'জ্ঞপ্তে গুপ্তঃ স্মৃতঃ পরবলার্জনঃ ।
 বিদ্যতি দুরাধর্ষঃ সর্বলোকেষু সর্বদা ॥ ৩৪
 তেজোজ্ঞান গতা দেবী কৃতকামা মনস্বিনী ।
 চাপ্যাসীদ দুরাধর্ষো নরকঃ শত্রুতাপনঃ ॥ ৩৫
 শ্রীং প্রাগ্জ্যোতিষং প্রাপ্তং তদজ্ঞঃ পার্থ মামকম্ ।
 শ্রীতাবধোহস্তি লোকেষু সেন্দ্রকুজেষু মারিষ ॥ ৩৬
 অয়া ষ্ণকৃতে চৈতদজ্ঞা বাপনায়িতম্ ।
 বমুক্তং পরমাজ্ঞেণ জহি পার্থ মহাসুরম্ ॥ ৩৭
 বরিণং জহি দুঃখং ভগদন্তং সুরদ্বিষম্ ।
 থাং জন্মিবান্ পূর্বং হিতার্থং নরকং তথা ॥ ৩৮
 এবমুক্তস্তদা পার্থঃ কেশবেন মহাস্রনা ।
 গদন্তং শিতৈর্বাণৈঃ সহসা সমবারিকরং ॥ ৩৯
 তঃ পার্থো মহাবাহুরসম্ভ্রান্তো মহামনাঃ ।
 স্তম্ভয়োবস্তুরে নাগং নারাতেন সমাপ্পন্নং ॥ ৪০

এই অস্ত্রে স্বরক্ষিত থাকিয়া তোমার পুত্র শত্রুসৈন্যগণকে
 পীড়িত করিতে করিতে সর্বদা সকল লোকে দুঃখ হইয়া
 থাকিবে ॥ ৩৪

তখন 'আচ্ছা' এই কথা বলিয়া মনস্বিনী পৃথিবীদেবী কৃতার্ধ
 হইয়া গমন করিল । সেই নরকাসুরও (সেই বৈষ্ণবান্ পাইয়া)
 শত্রুগণের সম্ভাপকরী ও অত্যন্ত দুর্জয় হইয়া পড়িল ॥ ৩৫

পার্থ! নরকাসুরের নিকট হইতে আমার সেই বৈষ্ণবান্
 প্রাগ্জ্যোতিষপুত্রের অধিপতি ভগদন্ত লাভ করিয়াছে । আর্ধ্য ।
 ইন্দ্রলোক ও রুদ্রলোক সহ সমস্ত লোকে এমন কোন বীর নাই,
 যে এই অস্ত্রের অবধ্য থাকিবে ॥ ৩৬

সেই কারণে আমি তোমাকে রক্ষা করিবার জন্ত এই
 অস্ত্রকে অস্ত্র প্রকারে পরিণত করিয়া দিলাম । পার্থ! এখন এই
 মহাসুর ভগদন্ত সেই উৎকৃষ্ট অস্ত্র হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, অতএব
 তুমি তাহাকে বধ কর ॥ ৩৭

দুর্জয় বীর ভগদন্ত তোমাদের শত্রু এবং দেবদেবী, হস্তরাং
 তুমি তাহাকে সেইরূপে বধ কর, যেহেতু পুরাকালে আমি
 নরকাসুরকে বধ করিয়াছিলাম ॥ ৩৮

মহাত্মা কেশব এই কথা বলিলে পর কুন্তীকুমার অর্জুন
 তৎকণাৎ ভীহার তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

তাহার পর মহাবাহু মহামনা পার্থ কোরূপ বিচলিত না
 হইয়া হাতীর কুন্তললে একটি নারাত প্রহার করিলেন ॥ ৪০

স সমাসাঙ্ঘ তং নাগং বাণো বজ্র ইবাচলম্ ।
 অভ্যাগাং সহ পুণ্ড্রেন বদ্রীকমিব পন্নগঃ ॥ ৪১
 স করী ভগদন্তেন প্রেধ্যমাণো মুহুমূর্ছঃ ।
 ন করোতি বচন্তস্য দরিদ্রস্যেব যোষিতা ॥ ৪২
 স তু বিষ্টভা গাত্রাণি দম্ভাভ্যামবনিং যযৌ ।
 নদগ্ন্যর্জুনং প্রাণানুসসর্জ মহাদ্রিপঃ ॥ ৪৩
 ততো গাণ্ডীবধনানমভ্যভাষত কেশবঃ ।
 অয়ং মহন্তরঃ পার্থ পলিতেন সমাবৃতঃ ॥ ৪৪
 বলীসঙ্কল্পনয়নঃ শূরঃ পরমদুর্জয়ঃ ।
 অন্ধোন্মীলনার্থায় বদ্রপট্টো হ্যসৌনপঃ ॥ ৪৫
 দেববাক্যাং প্রচিচ্ছেদ শরেণ ভ্রশমর্জুনঃ ।
 ছিন্নমাত্রেঃশুকে তস্মিন্ রুদ্ধনৈত্রো বভূব সঃ ॥ ৪৬
 তমোময়ং জগন্মেনে ভগদন্তঃ প্রতাপবান্ ।
 ততশ্চন্দ্রার্ধবিন্দ্রেন বাণেন নতপর্বণা ॥ ৪৭

সেই নারাত হাতীর মস্তকে ঘাইয়া সেইভাবে আঘাত করিল,
 যেরূপ বজ্র পর্বতের উপর আঘাত করিয়া থাকে । যেভাবে সর্প
 বদ্রীকের (উইটিপির) মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইভাবে
 ঐ বাণ পক্ষ সহ হাতীর কুন্তললে প্রবেশ করিল ॥ ৪১

তখন ভগদন্ত পুনঃ পুনঃ সেই হাতীকে প্রেরণ করিতে
 থাকিলেও সে ভীহার আদেশ সেইভাবে পালন করিল না, যেহেতু
 দুইটী নিজের দারিদ্ৰ্য স্বামীর কথা পালন করে না ॥ ৪২

সেই সময় ঐ বিশাল হাতী নিজের শরীরকে নিশ্চেষ্ট করত
 দুইটি দাঁতের দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিল এবং আর্জুনকে চীৎকার
 করিতে করিতে প্রাণ পরিহার করিল ॥ ৪৩

তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গাণ্ডীবধারী অর্জুনকে বলিলেন,—
 কুন্তীনন্দন! এই ভগদন্ত অত্যন্ত বুদ্ধ, ইহার সমস্ত কেশই পার্কিয়া
 গিয়াছে এবং ললাটাদি অঙ্গ খুলিয়া পড়ায় ইহার নেত্র আবৃত
 হইয়াছে । এই অত্যন্ত দুর্জয় বীরবর রাজা ভগদন্ত নিজের দুই
 চক্ষু খুলন্ত গাজে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ায় তাহাকে বস্ত্রের দ্বারা বঁধিয়া
 রাখিয়াছে ॥ ৪৪-৪৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জুন বাণপ্রহার করিয়া ভগদন্তের
 মস্তকের বন্ধ বস্ত্রকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন । সেই বজ্র ছিন্ন
 হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভীহার নেত্র বন্ধ হইয়া বাইল ॥ ৪৬

তখন প্রতাপশালী রাজা ভগদন্তের সম্পূর্ণ জগৎ অন্ধকারময়
 হইয়া উঠিল । সেই সময় আনতপর্বনুক এক অর্ধচন্দ্রাকার বাণের

বিভেদ হৃদয়ং রাজ্যো ভগদন্তস্য পাণ্ডবঃ ।
 স ভিন্নহৃদয়ো রাজা ভগদন্তঃ কিরীটিনা ॥ ৬৮
 শরাসনং শরাংশ্চৈব গতাস্থঃ প্রমুখোচ হ ।
 শিরসন্তস্য বিভ্রষ্টং পপাত চ বরাংশুকম্ ॥
 নালতাড়নবিভ্রষ্টং পলাশং নলিনাদিব ॥ ৬৯
 স হেমমালী তপনীয়ভাণ্ডাং
 পপাত নাগাদ্ গিরিসম্মিকাশাং ।
 সুপুষ্পিতো মারুতবেগরুণ্যো
 মহীধরাগ্রাদিব কণিকারঃ ॥ ৭০

যারা পাণ্ডুনন্দন অর্জুন রাজা ভগদন্তের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া
 দিলেন ।

কিরীটধারী অর্জুন কর্তৃক হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ায় রাজা
 ভগদন্ত প্রাণহীন অবস্থায় বীৰ্য ধনুর্বাণ ত্যাগ করিলেন । তাহার
 মস্তকে বক্ষঃশ্রেষ্ঠ বস্ত্র সেইরূপে পতিত হইল, যেরূপ পদ্মের নালকে
 তাড়না করিলে (নাড়া দিলে) তাহার পত্রগুলি খসিয়া
 পড়ে ॥ ৬৭-৬৯

বর্ণনির্মিত ভূষণে বিভূষিত সেই পরাক্রমবীর্যবান হইতে

শ্রীমদ্ভগবৎ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জ্যোৎস্নাপর্বদ্বাদশোধ্যায়ঃ
 ত্রিংশ অধ্যায়ের অন্ত্যাদ সমাপ্ত ।

ত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

(অর্জুনে বৃষকাচলোর্বধঃ, শকুনের্মায়ী, তস্য পরাজয়ঃ, কোরবসৈন্যানাং পলায়নঞ্চ ।)

সঞ্জয় উবাচ ।

প্রিয়মস্তিস্থ সততং সখায়মমিতৌজসম্ ।
 হৃদ্য প্রাগ্জ্যোতিষং পার্থঃ প্রদক্ষিণমবর্তত ॥ ১
 ততো গান্ধাররাজস্য স্মৃতৌ পরপূরজ্যো ।
 অর্দেতামর্জুনঃ সংখ্যে ভ্রাতরৌ বৃষকাচলৌ ॥ ২

ত্রিংশ অধ্যায় ।

[অর্জুন কর্তৃক বৃষক ও অচলের বধ, শকুনির মায়ী ও তাহার
 পরাজয় এবং কোরবসৈন্যদের পলায়ন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন ! যিনি সর্বদা ইজের প্রিয়সখা ছিলেন
 সেই অমিতভেজস্বী প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদন্তকে
 সংহার করিয়া অর্জুন দক্ষিণ দিকে ফিরিলেন ॥ ১

সেনিকে গান্ধাররাজ স্ববলের দুই পুত্র শক্রনগরবিজয়ী দুই
 ভ্রাতা বৃষক ও অচল আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধে অর্জুনকে

নিহত্য তং নরপতিমিল্লবিক্রমং
 সখায়মিল্লস্য তদৈল্লিরাহবে ।

ভতোহপরাস্তব জয়কাজ্জ্বলো নরান্
 বভঞ্জ বায়ুর্বলান্ ক্রমানিব ॥ ১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যং
 জ্যোৎস্নাপর্বণি সংশ্লোকবধপর্বণি ভগদন্তবধে
 একোনত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২০

স্ববর্ণমালাধারী রাজা ভগদন্ত ভূতলে পতিত হইলেন ; তখন
 মনে হইল—স্বস্ত্যর পুষ্পাকৃতিতে পূর্ণ কর্ণিকার বৃক্ষ বায়ুর বেগে
 খণ্ডিত হইয়া পর্ত্তশিখর হইতে নিম্নে পতিত হইতেছে ॥ ১০

রাজন ! এইরূপে ইন্দ্রনন্দন অর্জুন ইজের সখা ও ইন্দ্রতুলাই
 পরাক্রমশালী রাজা ভগদন্তকে যুদ্ধে বধ করিয়া আপনার সৈন্যদের
 মধ্যে অস্ত্র সব বিজ্ঞাভিলাষী বীরগণকে ও সেইরূপে ভূপাতিত
 করিতে লাগিলেন, যেরূপ প্রবল বায়ু বৃক্ষশ্রেণীকে উৎপাটিত
 করিয়া থাকে ॥ ১১

তৌ সমেত্যর্জুনং বীরৌ পুরঃ পশ্চাচ্চ ধম্বিনৌ ।

অবিধোতাং মহাবেগৈর্নিশিতৈরাশ্তগৈর্ভৃশম্ ॥ ৩

বৃষকস্য হয়ান্ সূতং ধনুচ্ছত্রং রথং ধ্বজম্ ।

তিলশো ব্যধমং পার্থঃ সৌবলম্ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৪

পীড়িত কারতে লাগিলেন ॥ ২

এই দুই ধনুর্ধর বীর অর্জুনের উপর অগ্রভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ
 হইতে আক্রমণ করিয়া অত্যন্ত বেগশালী তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা
 তাহাকে গুরুতররূপে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩

তখন কৃষ্ণীকুমার অর্জুন বীৰ্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা স্ববলপূত্র
 বৃষকের অশ্ব, সারথি, রথ, ধনু, ছত্র ও ধ্বজকে তিল তিল করিয়া
 কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৪

ততোহজুর্নঃ শরত্ৰাতৈর্নানাপ্রহরৈরপি ।
 গাক্ষারানাকুলাংশক্রে সৌবলপ্রমুখান্ পুনঃ ॥ ৫
 ততঃ পঞ্চশতান্ বীরান্ গাক্ষারানুভৃতান্ ।
 প্রাহিণোন্মৃত্যুলোকায় ক্রুদ্ধো বাণৈর্ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৬
 হতান্যং তু রথং তুর্ণমবতীৰ্য্য মহাভুজঃ ।
 অারুরোহ রথঃ ভ্রাতুরনুচ্চ ধনুর্দাদদে ॥ ৭
 তাবেকরথমাক্রটৌ ভ্রাতবৌ বৃষকাচলৌ ।
 শরসর্ষেণ বীভৎসুমবিশোভাঃ মুহুমূৰ্ছঃ ॥ ৮
 স্মালৌ তব মহাস্থানৌ রাজানৌ বৃষকাচলৌ ।
 ভৃশং বিজগ্মতুঃ পার্থমিত্রং বৃহবলাবিব ॥ ৯
 লক্ললক্ষৌ তু গাক্ষারবহতাং পাণ্ডবং পুনঃ ।
 নিদাঘবাসিকৌ মাসৌ লোকঃ ধমাংশুভিৰ্যথা ॥ ১০
 তৌ রথস্থৌ নরব্যাঘ্রৌ রাজানৌ বৃষকাচলৌ ।
 সঙ্ক্ৰিষ্টাঙ্গৌ স্থিতৌ রাজান জঘানৈকেষুগাহজুর্নঃ ॥ ১১

তাহার পর অজুর্ন নিধের বাণশকলে ও অস্ত্রাস্ত্র অস্ত্রশকলে
 স্তবলপুত্রাদি সমস্ত গাক্ষার যোদ্ধাদিগকে পুনরায় ব্যাকুল করিয়া
 তুলিলেন ॥ ৫

অনন্তর কুপিত হইয়া অজুর্ন অস্ত্র উত্তোলনকারী পাঁচশত
 গাক্ষারদেশীয় বীরগণকে নিহত করিয়া যমলোকে প্রেরণ
 করিলেন ॥ ৬

মহাবাহু বৃষক সেই অশ্বহীন রথ হইতে শীঘ্র নামিয়া ভ্রাতা
 অচলের রথে আরোহণ করিলেন এবং সেখানে অস্ত্র একটি ধনু
 হাতে গ্রহণ করিলেন ॥ ৭

এইভাবে এক রথে উপবিষ্ট থাকিয়া সেই দুই ভ্রাতা বৃষক
 ও অচল বারংবার বাণাঘণ করিয়া অজুর্নকে বিদ্ধ করিতে
 লাগিলেন ॥ ৮

মহারাজ ! আপনার দুই ভ্রাতৃক মহামনসী রাজকুমার বৃষক
 ও অচল বুরাহুর এবং বলাসুর কর্তৃক ইজ্রকে অস্ত্রবিদ্ধ করিবার
 ভ্রাত্য অজুর্নকে অত্যন্ত আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৯

যেদূর গ্রীষ্মকালের দুই মাস স্বর্ধাণেব স্বীয় উষ্ণ কিরণাবলিতে
 সকল লোককে সন্তাপিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই দুই ভ্রাতা
 গাক্ষাররাজকুমার লক্ষ্যবেষে সকল হইয়া পাণ্ডুপুত্র অজুর্নকে
 বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১০

রাজন্ ! এই দুই নরশ্রেষ্ঠ রাজকুমার বৃষক ও অচল

ভৌ রথ্যাং সিংহসঙ্কাশৌ লোহিতাকৌ মহাভুজৌ ।
 রাজন্ সম্পততুবীৰৌ সৌদর্য্যাবেকলক্ষণৌ ॥ ১২
 তয়োভূমিং গতো দেহৌ রথাদ্ বজ্রজনপ্রিয়ৌ ।
 যশৌ দশ দিশঃ পুণ্যং গময়িষ্য ব্যবস্থিতৌ ॥ ১৩
 দৃষ্ট্বা বিনিহতৌ সংখ্যে মাতুলাবপলায়িনৌ ।
 ভৃশং মুমূচুরঙ্গাণি পুত্রাস্তব বিশাম্পতে ॥ ১৪
 নিহতৌ ভ্রাতরৌ দৃষ্ট্বা মায়াশতবিশারদঃ ।
 কৃক্ষৌ সম্মোহয়ন্ মায়াং বিদধে শকুনিস্ততঃ ॥ ১৫
 লগুড়ায়োগুডাশ্মানঃ শতঘ্যাস্ত সশস্ত্রয়ঃ ।
 গদাপরিঘানিষ্টিংশশূলমুদগরপট্টিশাঃ ॥ ১৬
 সক্ষম্পনষ্টি নথরা মুসলানি পরশ্বযাঃ ।
 কুরাঃ কুরপ্রনালীকা বৎসদন্তাস্তিসঙ্কয়ঃ ॥ ১৭
 চক্রাণি বিশিখাঃ প্রাসা বিবিধাশ্চায়ুধানি চ ।
 প্রপেতুঃ শতশো দিগ্ভ্যাঃ প্রদিগ্ভ্যাস্তাজুর্নং প্রতি ॥ ১৮

পরস্পর মিলিত দেহ তইয়া রথে উপবেশন করিতেছিলেন ।
 এক্ষণ অবস্থাতেই অজুর্ন একটি বাণে ইহাদের দুইজনকে বধ
 করিলেন ॥ ১১

মহারাজ ! ইহারা দুইজনে সহোদর ভ্রাতা বলিয়া একই
 লক্ষণে যুক্ত ছিলেন । ইহারা উভয়ে সিংহসদৃশ পরাক্রমী,
 লোহিতলোচন ও বিশাল বাহুতে সুশোভিত ছিলেন । ইহারা
 দুইজনে একই সঙ্গে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১২

বজ্রজনগণের প্রিয় এই দুই বীরের শরীর রথ হইতে পরাতলে
 পতিত হইল । ইহারা উভয়ে নিজেদের পরিজ্ঞ যশকে চারিদিকে
 বিস্তৃত করিয়া ভূতলগামী হইলেন ॥ ১৩

প্রজানাত ! যুদ্ধ হইতে ইহারা কখনও পলায়ন করেন না,
 সেই বীর মাতুলস্বয়কে নিহত হইতে দেখিয়া আপনার পুত্রগণ
 সকলে অভিযয় অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

নিধের দুই ভ্রাতাকে নিহত হইতে দেখিয়া শত শত মায়া
 প্রয়োগে নিপুণ শকুনি ক্রীড়ক ও অজুর্নকে মোহিত করিতে
 করিতে তাহাদের উপর মায়াপ্রয়োগ করিলেন ॥ ১৫

তখন অজুর্নের উপর দণ্ড, লোহার গোলা, প্রস্তর, শতঙ্গী,
 শক্তি, গদা, পরিঘ, খড়্গ, শূল, মুদগর, পট্টিশ, কাম্পন, ঞ্জি, নথর,
 মুসল, পরশু, কুর, কুরপ্র, নালীক, বৎসদন্ত, অস্থিচক্র, চক্র, বাণ,
 প্রাস এবং অস্ত্র নানাপ্রকার শত শত অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত দিক্ ও
 বিদিক্ হইতে আসিয়া পতিত হইতেছিল ॥ ১৬-১৮

খরোট্টমহিষাঃ সিংহা ব্যাভাঃ স্মরচিত্রকাঃ ।
 ঋক্ষাঃ শালাবৃকা গৃধ্রাঃ কপয়শ্চ সরীসৃপাঃ ॥ ১০
 বিবিধানি চ রক্ষাসি ক্ষুধিতান্জর্জুনং প্রতি ।
 সংক্রুদ্ধান্ভ্যধাবন্ত বিবিধানি বয়াংসি চ ॥ ২০
 ততো দিব্যান্ধবিচ্ছুরঃ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ।
 বিন্ধজগ্নিস্থজালানি সহসা তান্ভ্যতাড়য়ৎ ॥ ১১
 তে হস্ত্যমানাঃ শূরেণ শ্রবরৈঃ সায়কৈর্দৃঢ়ৈঃ ।
 বিক্রবন্তো মহারাবান্ বিনেশুঃ সর্বতো হতাঃ ॥ ২১
 ততস্তমঃ প্রাচুরভ্জর্জুনস্ত রথং প্রতি ।
 তস্মাচ্চ তমসো বাচঃ ক্রুরাঃ পার্থমভর্ষয়ন্ ॥ ১৩
 তৎ তমো ভৈরবং ঘোরং ভয়কর্তৃ মহাহবে ।
 উত্তমাস্ত্রেণ মহতা জ্যোতিষেণার্জুনোহবধীৎ ॥ ২৪
 হতে তস্মিন্ জলৌঘাস্ত প্রাচুরাসন্ ভয়ানকাঃ ।
 অন্তসস্তস্ত নাশার্থমাদিত্যাস্ত্রমথার্জুনঃ ॥ ২৫

গন্ধভ, উষ্ট্র, মহিষ, সিংহ, ব্যাঘ্র, স্মর, চিতাবাঘ, বরাহ, শূগাল, শকুনি, বানর, সর্প ও নানাপ্রকার ক্ষুধিত রাক্ষস এবং বিবিধ পক্ষী অভ্যস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জুনের দিকে ধাবিত হইল ॥

তখন দিব্যাস্ত্রে অভিজ্ঞ বীরবর কুন্তীনন্দন অর্জুন সহসা বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে ইহাদের সকলকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০-২১

বীরবর অর্জুনের হৃদয় ও শ্রেষ্ঠ বাণসমূহে আঘাতপ্রাপ্ত এই সব হিংস্র পশুয়া সর্বতোভাবে আহত হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে সেইস্থানেই নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ২২

তদনন্তর অর্জুনের রথের নিকট অন্ধকার আবির্ভূত হইল এবং সেই অন্ধকার হইতে ক্রুরতাপূর্ণ বহু বাক্য উখিত হইয়া পার্থকে ভর্ষন করিতে লাগিল ॥ ২৩

সেই মহাসমরে আবির্ভূত ভয়প্রদ, ঘোর ও ভয়ানক অন্ধকারকে অর্জুন স্বীয় বিশাল উত্তম জ্যোতির্ময় অস্ত্রের দ্বারা নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ২৪

সেই অন্ধকার নষ্ট হইয়া যাইলে ভয়ঙ্কর জলপ্রবাহ প্রাহর্ভূত হইল । তখন অর্জুন সেই জলপ্রবাহ নিবারণের জন্য অস্ত্রপ্রয়োগ করিলেন । এই অস্ত্র সমস্ত জলপ্রবাহ শোষণ করিয়া লইল ॥

এইরূপে হ্রবলপুত্র শকুনি কর্তৃক বারংবার প্রযুক্ত নানা প্রকারের মায়াতে সেই সময় অর্জুন নিজ অস্ত্রবলে হাসিতে

প্রাযুক্তান্ধস্তভস্তেন প্রায়শোহস্ত্রেণ শোষিতম্ ।
 এবং বহুবিধা মায়াঃ সৌবলস্ত কৃতাঃ কৃতাঃ ॥ ২৬
 জঘানাস্ত্রবলেনাস্ত প্রহসন্তর্জুনস্তদা ।
 তদা হতাসু মায়াসু ত্রস্তোহর্জুনশরাহতঃ ॥ ২৭
 অপায়াজ্জবনৈরশ্বৈঃ শকুনিঃ প্রাকৃতো যথা ।
 ততোহর্জুনোহস্ত্রবিচ্ছিন্নাং দর্শয়ন্নাগ্ননৈরিশু ॥ ২৮
 অভাবধ্বংসরোধেণ কৌরবাণামনৌকিনীম্ ।
 সা হস্ত্যমানা পার্থেন তব পুত্রস্ত বাহিনী ॥ ২৯
 দ্বৈধীভূতা মহারাজ গজবাসাস্ত পর্বতম্ ।
 দ্রোণমেবাস্তপত্তস্ত কেচিৎ তত্র নরধ্বজাঃ ॥ ৩০
 কেচিদ্ দুর্যোধনং রাজহৃদ্যমানাঃ কিরীটিনাঃ ।
 নাপশ্যাম ততস্তেনং সৈন্তে বৈ রজসাবতে ॥ ৩১
 গাণ্ডীবস্ত চ নির্ঘোষঃ ক্রতো দক্ষিণতো ময়া ।
 শঙ্খচন্দ্রভিনির্ঘোষং বাদিত্রাণাঞ্চ নিঃশ্বনম্ ॥ ৩২

হাসিতেই অতিসত্তর নষ্ট করিয়া দিলেন ॥

তখন সমস্ত মায়া নাশপ্রাপ্ত হইলে অর্জুনের বাণসমূহে অভ্যস্ত আতত হইয়া ভীত শকুনি অধম মন্ত্রের দ্বারা বেগগামী অশ্বের দ্বারা রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিলেন ॥

তদনন্তর অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ অর্জুন শত্রুদিগকে নিজের হস্ত-নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে কৌরবসৈন্যদের উপর বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥

মহারাজ ! অর্জুন কর্তৃক প্রহৃত হইয়া আপনার পুত্রের বিশাল সৈন্তবাহিনী সেইভাবে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল, যেরূপ গঙ্গা বিশাল পর্বতের নিকট যাইয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া প্রবাহিতা হন ॥

রাজন ! কিরীটধারী অর্জুনের দ্বারা পীড়িত হইয়া কতক সৈন্ত দ্রোণাচার্যের পশ্চাতে যাইয়া আশ্রয়গোপন করিল এবং কতক সৈন্ত রাজা দুর্যোধনের নিকট পলায়ন করিল ॥

মহারাজ ! সেই সময় আমরা কেহই উখিত ধূলিজালে ব্যাপ্ত সৈন্তগণের মধ্যে অর্জুনকে দেখিতে পাইলাম না । আমি ত' কেবল দক্ষিণ হইতে উখিত গাণ্ডীবধ্বজ টঙ্কারধ্বনিই শুনিতে পাইতেছিলাম ॥

শঙ্খ ও চন্দ্রভিসকলের ধ্বনি, বাস্ত্রসমূহের শব্দ এবং গাণ্ডীব-ধ্বজ গভীর শব্দ আকাশকে অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোক পর্যন্ত গিয়া উপস্থিত হইল ॥

গাণ্ডীবস্তু তু নির্ঘোষো ব্যতিক্রম্যাস্পৃশদ্ দিবম্ ।
 ততঃ পুনর্দক্ষিণতঃ সংগ্রামশ্চিত্রযোধিনাম্ ॥ ৩৩
 সুষুম্নং চার্জুনস্তাসৌদহং তু দ্রোণমস্থিয়াম্ ।
 যৌধিষ্ঠিরাভানৌকানি প্রহরন্তি ততস্ততঃ ॥ ৩৪
 নানাবিধাশ্বনৌকানি পুত্রাণাং তব ভারত ।
 অর্জুনো ব্যধমং কালে দিবীবাত্রাণি মারুতঃ ॥ ৩৫
 তং বাসবমিবায়াস্তং ভূরিবধং শরৌঘিণম্ ।
 মহেষাশা নরবাঘা নোত্রঃ কেচিদবারয়ন্ ॥ ৩৬
 তে হস্তমানাঃ পার্থেন স্বদীয়া ব্যথিতা ভূশম্ ।
 স্বানেব বহুবো জঘ্নু বিজ্রবস্তুস্ততস্ততঃ ॥ ৩৭
 তেহর্জুনেন শরা মুক্তাঃ কল্পপ্রাস্তমুচ্ছিদাঃ ।
 শলভা ইব সম্প্রতুঃ সংবৃথানা দিশো দশ ॥ ৩৮
 তুরগং রথিনঃ নাগং পদাতিমপি মারিষ ।
 বিনিভিষ্ঠ ক্ষীণং জগ্মুর্বল্লীকমিব পন্নগাঃ ॥ ৩৯

তাহার পর পুনরায় দক্ষিণদিকে বিচিত্ররূপে যুদ্ধকারী যোদ্ধা-
 গণের অর্জুনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল এবং আমি
 দ্রোণাচায্যের নিকট চালায়া বাইলাম ॥

হে ভারত ! তখন যুধিষ্ঠিরের সৈন্তরা এদিকে ওদিকে সর্বদা
 অস্ত্রপ্রহার করিতেছিল। যেরূপ বায়ু আকাশ মেঘমণ্ডলকে
 ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ অর্জুন সেই সময়ে আপনার
 পুত্রগণের বিভিন্ন সৈন্যাদিকে বিভাড়িত করিয়া দিলেন ॥ ২৫-৩৫

ইজ্ঞের জ্ঞায় বাণরূপী প্রভূত জলবধণকারী ভয়ঙ্কর বীর
 অর্জুনকে আশিতে দেখিয়া আপনার পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাধনুর্ধর
 যোদ্ধাদের মধ্যে কেহই তাঁহাকে রুদ্ধ করিতে পারিলেন না ॥ ৩৬

অর্জুনের দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রহৃত হইয়া আপনার সৈন্তরা
 অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে অনেককে
 এদিকে ওদিকে পলায়ন করিবার সময় আপনার পক্ষেরই যোদ্ধা-
 গণ সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

অর্জুনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত কল্পজঘ্নু বাণসমূহ বিপক্ষ বীরগণের
 শিরশ্ছেদ করিতে লাগিল। এই বাণসকল সমস্ত দিক্কে
 আচ্ছাদিত করিয়া পতঙ্গদের জ্ঞায় সেখানে সর্বদানে পতিত

ন চ দ্বিতীয়ং ব্যসৃজৎ কুল্লরাশ্বনরেষু সঃ ।
 পৃথগেকশরারুগ্ণা নিপেতুস্তে গতাসবঃ ॥ ৪০
 হতৈর্মহুশ্চৌদ্বিরদৈশ্চ সর্বতঃ

শরাভিসৃষ্টৈশ্চ হ্যৈনিপাতিতৈঃ ।

তদা স্ব-গোমায়ুবলাভিনাদিতঃ

বিচিত্রমায়াধিশিরো বভূব তং ॥ ৪১

পিতা স্তুতং ত্যজতি সুষম্বরং সুষম্

তথৈব পুত্রঃ পিতরং শরাতুরঃ ।

স্বরক্ষণে কৃতমতয়স্তদা জনা-

স্ত্যজন্তি বাহানপি পার্থপীড়িতাঃ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং
 দ্রোণপর্বণি সংশপ্তকবধপর্বণি শকুনিপলায়নে
 ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০

হইতে থাকিল ॥ ৩৮

অর্থাৎ ! এই বাণসকল অশ্ব, রথী, হস্তী ও পদাতি সৈন্য
 দিগকেও বিদীর্ণ করিয়া সেইভাবে ভূতলে প্রতিষ্ট হইতেছিল,
 যেরূপ সর্পগণ বস্ত্রীকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ৩৯

হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের উপর অর্জুন দ্বিতীয় কোন বাণ
 নিক্ষেপ করিতেছিলেন না। তাহাদের সকলেই একই বাণের
 দ্বারা প্রাণহীন হইয়া ধরাশায়ী হইতেছিল ॥ ৪০

তখন বাণসমূহের আঘাতে বহু মনুষ্যই মৃত্যুমুখে পতিত
 হইল, চারিদিকেই হাতীরা ধরাশায়ী হইয়াছিল এবং বহু অশ্বও
 নিহত হইয়াছিল। সেই সময় কুকুর ও শকুনিদের দ্বারা
 কোলাহলপূর্ণ হইয়া যুদ্ধভূমির অধিকাংশভাগই অদ্ভুত বলিয়া মনে
 হইতেছিল ॥ ৪১

সেখানে পিতা পুত্রকে ত্যাগ করিতেছিল, সুষম্বরং সুষম্কে এবং
 পুত্র বাণসমূহের আঘাতে পীড়িত হইয়া পিতাকে ত্যাগ করিতে
 লাগিল। সেই সময় অর্জুনের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া
 সকল মাছুষই নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধিভিন্ন করত
 যান-বাহন পরিত্যাগ করিয়াই পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪২

শ্রীময়হর্ষি বেদবাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্কাস্ত্যর্গত সংশপ্তকবধপর্ক শকুনির পলায়নবিষয়ক ত্রিংশ
 অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

একত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ।

[কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যানাং তুমুল যুদ্ধম, অশ্বখান্না রাজ্ঞো নীলসা সংহারশ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

তদনীকেষু ভগ্নেষু পাণ্ডুপুত্রৈঃ সঞ্জয় ।

চলিতানাং ক্রধানাঞ্চ কথমাসীন্ননো হি বঃ ॥

অনীকানাং শ্রিত্যনামবস্থানমশ্রুতাম্ ।

তুষ্করং শ্রুতিসন্ধানং তন্মমোচক্ষুঃ সঞ্জয় ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ ।

তথ্যনি তব পুত্রস্য শ্রিয়কানা বিশাম্পতে ।

যশঃ প্রবীরা লোকেষু রক্ষন্তো দ্রোণমধ্বযুঃ ॥ ৩

সমুত্তাতেষু চাত্ত্বেষু সম্প্রাপ্তে চ যুধিষ্ঠিরে ।

অকুর্ষ্মাযাকমাণি ভৈরবে সত্যভীতবৎ ॥ ৪

অস্তুরং ভীমসেনস্য প্রাপত্তরমিতৌজসঃ ।

সাত্যকেশৈব বীরশ্চ ধৃষ্টদ্যায়শ্চ গা বিভো ॥ ৫

একবিংশ অধ্যায় ।

[কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যদেব মনো তুমুল যুদ্ধ এবং অশ্বখান্নাকড়ক রাজা নীলের সংহার ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় । পাণ্ডুপুত্র অর্জুন কর্তৃক পরাজিত হইয়া যখন সমস্ত সৈন্যরাষ্ট্র পলায়ন করিল, তখন বিচলিত হইয়া পলায়নপর তোমাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল ? ১

যখন পলায়নরত সৈন্যগণের কোথাও দাঁড়াইবার স্থান দেখা যাইল না, সেই সময় তাহাদিগকে পুনরায় সংগঠিত করা আতশয় তুষ্কর কাব্য; অতএব সঞ্জয় ! তুমি আমাকে এই বৃত্তান্ত বর্ণনা কর ভাবে বলিয়া শুনও ॥ ২

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাত ! যদিও সৈন্যদের মধ্যে ধোরতর ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইয়াছিল, তথাপি বহুসংখ্যক বিশ্ববিখ্যাত বীর আপনার পুত্র তুখোধনের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় যশ রক্ষা করিতে করিতে সেই সময় দ্রোণচার্যের অত্মগমন করিলেন ॥ ৩

প্রভো ! সেই ভগ্নবৎ সংগ্রাম পুনরায় আরম্ভ হইলে পর সমস্ত যোদ্ধারা নির্ভয়চিত্তে আগ্রাজনোচিত পুরুষার্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । যখন সকল যোদ্ধারাই অস্ত্র উত্তোলন করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরও সমুখে আনিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ভীমসেন, সাত্যকি কিংবা বীর ধৃষ্টাঙ্গের অসাধারণতার স্বযোগ পাইয়া অমিতভৈরবী কৌরব যোদ্ধারা পাণ্ডবসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪-৫

দ্রোণং দ্রোণমিতি ক্রুরাঃ পাঞ্চালাঃ সমচোদয়ন্ ।

মা দ্রোণমিতি পুত্রান্তে কুরুন্ সর্ধানচোদয়ন্ ॥ ৬

দ্রোণং দ্রোণমিতি হোকে মা দ্রোণমিতি চাপরে ।

কুরুণাং পাণ্ডুগণাঞ্চ দ্রোণদূতমবর্তত ॥ ৭

যং যং শ্রমথতে দ্রোণঃ পাঞ্চালানাং রথব্রজম্ ।

তত্র তত্র তু পাঞ্চালোঃ ধৃষ্টদ্যায়োঃ ভ্রাবর্তত ॥ ৮

তথা ভাগ্যবিপর্যাসৈঃ সংগ্রামে ভৈরবে সতি ।

বীরাঃ সমাসদন্ বীরান্ কুবন্তো ভৈরবঃ রবম্ ॥ ৯

অকম্পনীয়াঃ শক্রগাঃ বভূবুস্তত্র পাণ্ডবাঃ ।

অকম্পয়ন্ননীকানি শ্রবন্তো ক্রোধমাশ্রয়ঃ ॥ ১০

তে স্বমববলং প্রাপ্তা হ্রামন্তঃ সবচোদিতাঃ ।

তাস্ত্বা প্রাণান্ শ্রাবর্তন্ত স্তন্তো দ্রোণঃ মহাবরে ॥ ১১

ক্রুরাঃ পাঞ্চাল-সৈন্যগণ পরস্পরকে প্রেরিত করিতে থাকিলেন অরে, দ্রোণাচার্যকে বন্দী কর, দ্রোণাচার্যকে ধরিয়া ফেল এবং আপনার পুত্রগণ কৌরবসৈন্যদের আদেশ দিলেন যে, দেখ, কোনরূপেই যেন কেহ দ্রোণাচার্যকে বন্দী করিতে না পারে ॥ ৬

একাদক্ হইতে বীরস্বয়ংক্রম শব্দ আসিতে লাগিল যে, 'দ্রোণকে বন্দী কর, দ্রোণকে বন্দী কর,' আর অপর দিক্ হইতে শব্দ উঠিত হইতে থাকিল যে, 'দ্রোণকে কেহই বন্দী করিতে সমর্থ হইবে না।' এইরূপ সেখানে দ্রোণাচার্যকে পণ রাখিয়া কৌরব ও পাণ্ডব যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধরূপ পাশাখেলা আরম্ভ হইল ॥ ৭

পাঞ্চাল সৈন্যদের যে যে রথসমূহকে দ্রোণাচার্য মথিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই পাঞ্চালরাজ-কুমার ধৃষ্টদ্যায় তাঁহার সম্মুখীন হইবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন ॥ ৮

এইভাবে ভাগ্যবিপর্যয়ের দ্বারা ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যাইলে ভয়ানক গর্জন করিতে করিতে উভয়পক্ষের বীর সৈন্যগণ বিপরীত বীরগণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৯

সেই সময় পাণ্ডবগণকে শক্রদল বিচলিত করিতে পারিল না । তাঁহারা নিজেদের উপর প্রদত্ত ক্লেশসমূহ শ্রবণ করিতে করিতে আপনার সৈন্যদিগকে কাঁপাইয়া তুলিলেন ॥ ১০

পাণ্ডবেরা লজ্জাশীল, সঙ্কণপ্রেরিত ও অমর্ষের বশীভূত

অয়সামিব সম্পাতঃ শিলানামিব চাভবৎ ।
 দীব্যতাং তুমুলে যুদ্ধে প্রাণৈরমিততেজসাম্ ॥ ১২
 ন তু স্মরন্তি সংগ্রামমপি বৃদ্ধাস্থথাবিধম্ ।
 দৃষ্টপূৰ্ব্বং মহারাজ ক্রতুপূৰ্ব্বমথাপি বা ॥ ১৩
 প্রাকম্পতেব পৃথিবী তস্মিন্ বীরাবসাদনে ।
 নিবর্ততা বলৌঘেন মহতা ভারপীড়িতা ॥ ১৪
 ঘূর্ণতোহপি বলৌঘস্ত দিবং স্তক্কেব নিঃস্বনঃ ।
 অজ্ঞাতশত্রোন্তুসৈন্যমাবিবেশ সুভৈরবঃ ॥ ১৫
 সমাসাত তু পাণ্ডুনামনীকানি সহস্রশঃ ।
 জ্ঞোণেন চরতা সংখ্যে প্রভগ্নানি শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৬
 তেষু প্রমথ্যমানেষু জ্ঞোণেনাস্তৃতকর্মণা ।
 পর্য্যবারয়দাসাত জ্ঞোণং সেনাপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৭
 তদন্তৃতমভূদ্ যুদ্ধং দ্রোণপাঞ্চালয়োস্তথা ।

ছিলেন। তাঁহার প্রাণের মায়া না করিয়া সেই মহাসংগ্রামে
 দ্রোণাচার্যকে বধ করিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন ॥ ১১

সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রাণের পণ রাখিয়া যুদ্ধরূপ অন্ধকীড়াকারী
 অমিততেজস্বী বীরগণের সংঘর্ষ লৌহ ও পাথরের পরস্পর
 আঘাতজনিত শব্দের জ্বাল শব্দ করিতে লাগিল ॥ ১২

মহারাজ! বৃদ্ধগণ পর্য্যন্তও এরূপ ভয়ানক সংগ্রামের কথা
 পূর্ব্বে কখনও হইয়াছে বলিয়া দেখেন নাই বা জ্ঞবগণ করেন নাই
 এবং স্মরণ করিতেও পারেন না ॥ ১৩

বীরগণের বিনাশকর এই সংগ্রামে প্রত্যাবর্তনরত বিশাল
 সৈন্তবাহিনীর দ্বারা নিদারুণ ভাবে পীড়িত হইয়া এই পৃথিবী দেবী
 কাদিতে লাগিলেন ॥ ১৪

সেখানে চারিদিকে সৈন্তগণ ঘুরিতে থাকিলে তখন সৈন্ত-
 সমূহের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কোলাহল আকাশকে ঘন শুদ্ধ করিতে
 করিতেই অজ্ঞাতশত্রু ঘৃণষ্টিরের সৈন্তদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া
 পড়িল ॥ ১৫

রণাঙ্গনে বিচরণকারী দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব-সৈন্তদের মধ্যে
 প্রবেশ করিয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সহস্র সহস্র সৈন্তের শরীর
 ভাঙিয়া দিলেন ॥ ১৬

অভূত পরাক্রমকারী দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক যখন সৈন্তদের মন
 হইতেছিল, তখন স্বয়ং সেনাপতি বৃষ্টিহায় দ্রোণের নিকট উপস্থিত
 হইয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিলেন ১৭

তখন সেই স্থানে দ্রোণাচার্য্যও বৃষ্টিহায়ের মধ্যে অস্তিত্ব যুদ্ধ

নৈব তস্যোপমা কাচিদিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ১৮
 ততো নীলোৎপলপ্রখ্যো দদাহ কুরুবাহিনীম্ ।
 শরশূলিঙ্গশ্চাপাৰ্দিহন কক্ষমিবানলঃ ॥ ১৯
 তং দহন্তমনীকানি দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।
 পূর্বাভিভাষী স্তম্ভকং স্রমমানোহভাভাষত ॥ ২০
 নীল কিং বহুভির্দৈক্যৈস্তব যোধৈঃ শরাচিষা ।
 ময়ৈকেন হি যুধ্যস্ব ক্রুদ্ধঃ প্রহর চান্ত মাং ॥ ২১
 তং পশ্যানিকরাকারং পশ্যপত্নিনিভেক্ষণম্ ।
 ব্যাকোশপদ্মভমুখো নীলো বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥ ২২
 তেনাপি বিদ্ধঃ সহসা জ্যোতির্ভস্মৈঃ শিতৈস্ত্রিভিঃ ।
 ধনুর্ধ্বজঞ্চ ছত্রঞ্চ দ্বিষতঃ স ন্যাকৃন্তত ॥ ২৩
 স প্লুতঃ স্তম্ভনাংস্তস্মাঙ্গীলশ্চর্মবরাসিভূৎ ।
 দ্রোণায়নৈঃ শিরঃ স্যায়াকৃতুর্মৈচ্ছত পতত্রিবৎ ॥ ২৪

হইতে লাগিল, যাহার কোন তুলনাই পাওয়া যায় না,—ইহার
 আমার বিশ্বাস ॥ ১৮

তদন্তর অগ্নিতুলা কাস্তিমান্ নীল বাণরূপী অগ্নিশূলি ও
 ধনুর্ধ্বজা বিস্তার করিতে করিতে কৌরব-সৈন্তাদগকে
 সেই ভাবে দহ্য করিতে আরম্ভ করিলেন, যেহেতু অগ্নি তুলা দহ্য
 দহ্য করিয়া থাকেন ॥ ১৯

রাজা নীলকে কৌরব-সৈন্তদিগকে দহ্য করিতে দেখিয়া দ্রোণ-
 পুত্র প্রভাবশালী অশ্বখামা স্বয়ংই প্রথমে বাস্তালাপ পূর্ব্বক হস্ত
 সহকারে মধুর ভাষায় বলিলেন ॥ ২০

নীল! বাণায়ের দ্বারা বহুসংখ্যক বোদ্ধাকে দহ্য করিয়া
 তোমার কি লাভ হইবে? তুমি একাকী আমার সহিত যুদ্ধ কর
 এবং ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর আমার উপর বাণবর্ষণ কর ॥ ২১

নীলের মুখ বিকসিত পদ্মের জ্বায় কাস্তিমান্ ছিল। তখন
 পদ্মরসদশ আকৃতিবিশিষ্ট ও পদ্মপত্রতুল্য নেত্রদম্পর অশ্বখামাকে
 স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২২

ইহার দ্বারা আহত হইয়াও অশ্বখামা সহসা তীক্ষ্ণ ত্রি-
 ভঙ্গের দ্বারা স্বীয় শত্রু নীলের ধনু ধ্বজ ও ছত্রকে ছেদন করিয়া
 ফেলিলেন ॥ ২৩

তখন নীল ঢাল ও স্তম্ভর তরবারি হাতে লইয়া সেই রথ
 হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। বরুণ কোন পক্ষী আভিলষিত বস্ত্র
 কাপটা দিয়া কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়া থাকে, সেইরূপ নীলও
 অশ্বখামার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন ॥ ২৪

তস্তোন্নতাংসং সুনসং শিরঃ কায়াং স্কুলম্ ।

ভল্লেনাপাহরদ্ জৌগিঃ স্ময়মান ইবানঘ ॥ ১৫

সম্পূর্ণচন্দ্রাভমুখঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণঃ ।

প্রাণ্ডুরং পলপদ্মভো নিহতো হৃদতদ্ ভূমি ॥ ১৬

ততঃ প্রবিব্যাধে সেনা পাণ্ডবী ভূশমাকুলা ।

আচার্য্যপুত্রেন হতে নীলে জলিততেজসি ॥ ১৭

অচিন্ত্যশ্চ তে সৰ্বে পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ।

নিষ্পাপ নরেশ ! সেই সময় অশ্বখামা হাসিতে হাসিতেই একটি ভয় প্রহার করিয়া তাহার দ্বারা নীলের উচ্চ স্বর, সুন্দর নাসিকা এবং কুণ্ডল সহ মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ১৫

পূর্ণচন্দ্রসদৃশ কাণ্ডিমান্ মুখ ও কমলদলতুল্য সুন্দর নেত্র-বিশিষ্ট রাজা নীল অতিশয় দীর্ঘাকৃতি ছিলেন। তাহার অঙ্গ-কাণ্ডি নীলপদ্মের স্তায় ছিল। তিনি অশ্বখামা কর্তৃক নিহত হইয়া ক্ষতলে পতিত হইলেন ॥ ১৬

শ্রীমদ্রহস্যি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জ্যোৎস্নাপর্ব্বাঙ্গত সংশপ্তক-বধপর্ব্বক নীলের ষষ্ঠ অধ্যায় একত্রিংশ অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

দ্বাত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

[কৌরবপাণ্ডবসেনয়োস্তমূলং যুদ্ধম, ভীমসেনস্ত কৌরব মহারথিভিঃ সত সংগ্রামে ঘোরঃ সংহারঃ, পাণ্ডবানাং

জ্যোৎস্না প্রত্যাক্রমণমজুন-কর্ণয়োৰ্দ্ধ্বং, কর্ণভাতৃণাং বধঃ, কর্ণসাত্যাক্যোঃ সংগ্রামশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

প্রতিঘাতং তু সৈন্যস্ত নাম্মুত রকোদরঃ ।

সোহভ্যাহনদ্ গুরুং যষ্ট্যা কর্ণক দশভিঃ শরৈঃ ॥ ১

তস্ত জ্যোৎস্না শিতৈর্বাণৈস্তীক্ষ্ণধারৈরজিহ্বাগৈঃ ।

জীবিতাস্তমভিপ্রেপ্সুর্ম্মাণ্যাস্ত জঘান হ ॥ ২

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।

[কৌরব-পাণ্ডব সৈন্যদেব মধ্যে তুমুল সংগ্রাম, কৌরব-মহারথী বীরগণের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধে ভয়ানক লোকক্ষয়, জ্যোৎস্নাচার্য্যের উপর পাণ্ডবগণের আক্রমণ, অর্জুন ও কর্ণের যুদ্ধ, কর্ণের ভ্রাতাদের বিনাশ এবং কর্ণ ও সাত্যাকির সংগ্রাম ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! নিজের সৈন্যদের এই বিনাশ ভীমসেন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি গুরুদেব জ্যোৎস্নাচার্য্যকে ষাট ও কর্ণকে দশ বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১

তখন জ্যোৎস্নাচার্য্য সরলগামী, তীক্ষ্ণ ধারাল ও শানিত বাণ-

কথং নো বাসবিস্থায়াক্ষুক্রভ্য ইতি মারিষ ॥ ২৮

দক্ষিণেন তু সেনায়াঃ কুরুতে কদনং বলী ।

সংশপ্তকাবশেষস্ত নারায়ণবলস্ত চ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং

জ্যোৎস্নাপর্ব্বণি সংশপ্তকবধপর্ব্বণি নীলবধে

একত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩১

আচার্য্য জ্যোৎস্নার পুত্র অশ্বখামার দ্বারা প্রজলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী রাজা নীল নিহত হইলে পাণ্ডব-সৈন্যরা অত্যন্ত ব্যাকুল ও ব্যথিত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৭

আধ্য ! সেই সময় সমস্ত পাণ্ডব মহারথিগণ এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ইন্দ্রনন্দন অর্জুন শত্রুদিগের নিপট হইতে আমাদের কিরূপে রক্ষা করবেন ? ২৮

সেই বলবান্ অর্জুন এই সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণ ভাগে হতাবশিষ্ট সংশপ্তক ও নারায়ণী সৈন্যদের সংহার করিতেছেন ॥ ২৯

আনন্ত্যামভিপ্রেপ্সুঃ ষড়্ বিংশত্যা সমাপর্য্যং ।

কর্ণো দ্বাদশভির্বাণৈরশ্বখামা চ সপ্তভিঃ ॥ ৩

ষড়্ ভির্দ্ব্যোধনো রাজা তত এনমথাকিরং ।

ভীমসেনোহপি তান্ সর্বান প্রত্যবিধায়ম্ভাবলঃ ॥ ৪

সমূহের দ্বারা অতিক্রান্ত ভীমসেনের মর্দ্যস্থানকলের উপর আঘাত করিলেন। এই বাণগুলি সেই সময় ভীমের প্রাণনাশ করিতে অভিলাষী ছিল ॥ ২

এই আঘাত-প্রতিঘাতকে নিরস্তর চালাইয়া বাইবার ইচ্ছায় জ্যোৎস্নাচার্য্য ভীমসেনকে ছাকিল, কর্ণ বীর এবং অশ্বখামা সাতটি বাণগ্রহণ করিলেন ॥ ৩

তদনন্তর রাজা দ্ব্যোধন তাহার উপর আরও ছয়টি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তখন ভীমসেনও ইহাদের সকলকে নিজ বাণসমূহে প্রত্যাব্যাহত করিতে লাগিলেন ॥ ৪

জ্যোৎস্নাং পঞ্চাশতেষু গাং কর্ণক দশভিঃ শরৈঃ ।
 দুর্ঘোধানং দ্বাদশভিঃ সৈন্যৈঃ সৈন্যৈঃ ॥ ৫
 আরাবং তুয়লং কুর্বন্নভ্যবর্তত তান্ রণে ।
 তস্মিন্ সংত্যজতি প্রাণান্ মৃত্যুসাধারণীকৃতে ॥ ৬
 অজ্ঞাতশত্রুস্তান্ যোধান্ ভীমং ত্রাতেত্যচোদয়ৎ ।
 তে যযুর্ভীমসেনস্ত সমীপমমিতৌজসঃ ॥ ৭
 যযুধানপ্রভৃতয়ো মাজীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ।
 তে সমেত্য স্তসুরক্কাঃ সহিতাঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ৮
 মহেষ্ণাসবরৈশ্চ পুত্রা জ্যোতানীকং বিভিৎসবঃ ।
 সমাপেতুর্মহাবীৰ্য্যা ভীমপ্রভৃতয়ো রথাঃ ॥ ৯
 তান্ প্রত্যগৃহ্নাদব্যগ্রো জ্যোতাহপি রথিনাং বরঃ ।
 মহারথানতিবলান্ বীরান্ সমরযোধিনঃ ॥ ১০
 বাহুং মৃত্যুভয়ং কৃষ্টা তাবকান্ পাণ্ডবা যযুঃ ।
 সাদিনঃ সাদিনোহভ্যন্তুংস্তথৈব রথিনো রথান ॥ ১১

তিনি জ্যোতাচাধ্যকে পঞ্চাশ, কর্ণকে দশ, দুর্ঘোধানকে বার এবং অশ্বখামাকে আটটা বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৫

তাহার পর ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে কবিতে ভীমসেন রণাঙ্গনে তাঁহাদের সকলকে আক্রমণ করিলেন । যখন ভীমসেন এই সময় মৃত্যুভূল্য অবস্থায় উপস্থিত হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যুও তাহাকে সাধারণ যোদ্ধার জ্ঞায় গ্রাস করিতে উত্তত হইল, তখন অজ্ঞাতশত্রু যুধিষ্ঠির নিভর যোদ্ধাদের এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, তোমরা সকলে ভীমসেনকে রক্ষা কর । এই কথা শ্রবণ করিয়া অমিত-তেজস্বী বীরগণ ভীমসেনের নিকটে গমন করিলেন ॥ ৬ ৭

সাত্যকি প্রভৃতি মহারথীরা এবং মাজীনন্দন দুই পাণ্ডব নকুল সহদেব—এই সব পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর পরস্পর একত্রে মিলিত হইয়া অতিশয় ক্রোধের সহিত প্রধান প্রধান ধনুর্ধরগণ কর্তৃক হৃৎকিত থাকিয়া জ্যোতাচাধ্যের সৈন্যবাহিনীকে বিদীর্ণ করিবার ইচ্ছায় তাহাদের আক্রমণ করিলেন । এই ভীমানি মহারথী বীরগণ অতিশয় পরাক্রমী ছিলেন ॥ ৮-৯

সেই সময় রথীন্দ্রগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্য্য জ্যোৎস্নাচাধ্যক ত্যাগ করিয়া সেই সমরক্ষেত্রে যুদ্ধনিরত অত্যন্ত বলবান্ মহারথী বীরদিগকে রুদ্ধ করিলেন ॥ ১০

কিন্তু পাণ্ডব-যোদ্ধারা নিজেদের মৃত্যুভয়কে দূরে পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন । অথারোহী যোদ্ধারা অথারোহী যোদ্ধাদিগকে এবং রথারোহী যোদ্ধারা রথারোহী যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ১১

আসীচ্ছত্য়াসি সম্পাতো বুদ্ধমাসীৎ পরশ্বধৈঃ ।
 প্রকৃষ্টমসিযুদ্ধকং বভূব কটুকোদয়ম্ ॥ ১২
 কুঞ্জরাণাঞ্চ সম্পাতে বুদ্ধমাসীৎ সূদাক্ষণম্ ।
 অপত্যং কুঞ্জরাদন্তো হৃদাদন্ত্যবাক্শিরাঃ ॥ ১৩
 নরো বাণবিনিভিন্নো রথাদন্ত্যচ মারিষ ।
 তত্রাস্ত্যস্ত চ সম্মর্দে পতিতস্ত্য বিবর্মণঃ ॥ ১৪
 শিরঃ প্রেধংসয়ামাস বক্ষস্তাক্রম্য কুঞ্জরঃ ।
 অপরাংশ্চাপরেহমৃদগন্ বারণাঃ পতিতান্ নরান্ ॥ ১৫
 বিষাণৈশ্চাবনিং গহ্বা ব্যভিনন্দন রথিনো বহুন্ ।
 নরাষ্ট্রৈঃ কেচিদপরে বিষাণালয়সংগ্রহৈঃ ॥ ১৬
 বভ্রমুঃ সমরে নাগা মৃদগন্ত্যঃ শতশো নরান্ ।
 কাঞ্চায়সত্তনুত্রাণান্ নরাশ্চ-রথ-কুঞ্জরান্ ॥ ১৭
 পতিতান্ পোথয়াঞ্চকুর্দ্বিধিঃ স্থলনলানিব ।
 গৃধ্রপত্রাধিবাসাসি শয়নানি নরাধিপাঃ ॥ ১৮

সেই যুদ্ধে প্রাণঘাতী শক্তি ও খড়্গসকলের প্রহার চলিতেছিল । পবন্তর দ্বারাও হাহাহানি হইতেছিল । তরবারি আকর্ষণ করিয়া তাহার একপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতেছিল যে, তাহার কটু পরিণাম আমাদের সাক্ষাতেই আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১২

হস্তীদের মধ্যে সংঘর্ষে অত্যন্ত দারুণ সংগ্রাম হইতে লাগিল । কোন ব্যক্তি হাতী হইতে পতিত হইল এবং কোন ব্যক্তি অধোমন্তকে ধরাশায়ী হইল ॥ ১৩

আধা । এই যুদ্ধে বাণে বিদীর্ণ হইয়া রথী মাত্রয় রথ হইতে পতিত হইল । কোনস্থলে যোদ্ধা কবচশূন্য হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল এবং সহসা কোন হাতী তাহার বক্ষঃস্থলে পা রাখিয়া তাহার মস্তক বিধ্বস্ত করিয়া দিল ॥

অপর হাতীরা অস্ত্র হুলে পতিত যোদ্ধাদিগকে নিজ নিজ পায়ের চাপে মর্দিত করিতে লাগিল এবং ভূতলে নিজেদের দন্তের আঘাত করিয়া বহুসংখ্যক রথকে বিদীর্ণ করিয়া দিল ॥

অপর কোন কোন হাতীরা নিজেদের দন্তে সংলগ্ন মাল্লবের অস্ত্রসমূহ লইয়া সমরক্ষেত্রে শত শত যোদ্ধাকে মর্দিত করিতে করিতে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল ॥

কৃকবর্ণের লৌহময় কবচধারণ করত রণাঙ্গনে পতিত বহু মল্লভ, রথ, অশ্ব ও হাতীদিগকে বড় বড় গজরাজগণ স্থল নরকুলের জ্ঞায় প্রোধিত করিয়া ফেলিল ॥

নরপতিগণ কালসংযোগবশতঃ অত্যন্ত দুঃখদায়িনী ও গৃধ্রপক-

দ্বীমন্তঃ কালসম্পর্কাৎ সূত্ৰখাত্তনুশেরতে ।
 হস্তি স্মাত্র পিতা পুত্রং রথেনাভ্যোত্য সংযুগে ॥ ১৯
 পুত্রশ্চ পিতরং মোহার্মির্মধ্যাদমবর্তত ।
 রথো ভগ্নো ধ্বজচ্ছিন্নচ্ছত্রমুখ্যাং নিপাতিতম্ ॥ ২০
 যুগাধঃ ছিন্নমাদায় প্রহুজাব তথা হয়ঃ ।
 সাসির্বাহুনিপতিতঃ শিরচ্ছিন্নং স্কুণ্ডলম্ ॥ ২১
 গজেনাক্ষিপ্য বলিনা রথঃ স্কুণ্ডগিতঃ ক্রিতো ।
 রথিনা ভাতিতো নাগো নারাচেনাপতৎ ক্রিতো ॥ ২২
 সারোহশ্চাপতদ্ বাজী গজেনাভ্যাহতো ভূশম্ ।
 নির্মধ্যাদং মহদ্ যুদ্ধমবর্তত স্মদারুণম্ ॥ ২৩
 হা তাত হা পুত্র সখে কাসি তিষ্ঠ ক ধাবসি ।
 প্রহরাহর জহ্রেনং শ্রিতক্লেদিতগজ্জিহ্বেতৈঃ ॥ ২৪

রূপী বিছানাসম্বলিত শয্যায় লঙ্কার সহিত শয়ন করিতে লাগিলেন ।

সেখানে পিতা রথের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া পুত্রকেই বধ করিয়া ফেলিলেন এবং কোথাও পুত্রও আবার মোহবশতঃ পিতার প্রাণহরণ করিতে লাগিল । এইভাবে সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥

তখন বহু রথ ভাঙিয়া যাইল, ধ্বজ ছিন্ন হইল, ছত্র ভূতলে পতিত হইল এবং যুগসকল খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল । সেই খণ্ডিত অর্ধযুগভাগকে লইয়াই অশ্বর সবেগে পলায়ন করিতে লাগিল ॥

রণাঙ্গনে বহু বীর যোদ্ধার বাচ তরবারিসহ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত ছিল । বহু যোদ্ধার মস্তক কুণ্ডলসহ বিছিন্ন অবস্থায় ধরাশায়ী ছিল । কোনস্থলে বলশালী হাতী রথকে তুলিয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল ।

বহু রথী বীর গজরাজের উপর নারাচের আঘাত করিলে পর তাহাতে সেই গজরাজ ধরাতে পতিত হইল । কোন হাতী প্রচণ্ড আঘাত করিলে পর আরোহীসহ অথ ভূপতিত হইল । এইরূপে সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাসংগ্রাম চলিতে লাগিল ॥ ১৪-২৩

সেই সময় সকল সৈন্য ‘হা তাত ! হা পুত্র ! হা সখে !’ তুমি কোথায় ? দাঁড়াও, পলাইয়া যাইতেছ ! প্রহার কর, ধরিয়া আনি, ইহাকে বধ কর’ এইরূপ কথাবার্তা বলিতেছিল । হাত,

ইত্যেবমুচ্চরন্তি স্য জয়ন্তে বিবিধা গিরঃ ।
 নরস্তাশ্বস্ত নাগস্ত সমসজ্জত শোণিতম্ ॥ ২৫
 উপাশাম্যদ্ রজো ভৌমং ভীক্সন্ কশ্মলমাবিশৎ ।
 চক্রেণ চক্রমাশাত বীরো বীরস্ত সংযুগে ॥ ২৬
 অতীতেযুগথে কালে জহার গদয়া শিরঃ ।
 আসীৎ কেশপরামর্শো মুষ্টিযুদ্ধঞ্চ দারুণম্ ॥ ২৭
 নৈধৈর্দৈন্তৈশ্চ শূরাণামদ্বীপে দ্বীপমিচ্ছতাম্ ।
 তত্রাচ্ছিত্যত শূরস্ত সখডোণা বাহুরদ্যতঃ ॥ ২৮
 সধনুশ্চাপরস্তাপি সপরঃ সাক্ষুশস্তথা ।
 আক্রোশদন্তমন্ত্রোহত্র তথাশ্রো বিমুখোহজ্রবৎ ॥ ২৯
 অশ্রুঃ প্রাপ্তস্য চান্তস্ত শিরঃ কায়াদপাহরৎ ।
 সশব্দমজ্রবচ্চাত্তঃ শব্দাদন্ত্রোহত্রসদ ভূশম্ ॥ ৩০

লক্ষ্মণ ও গর্জনসহ নানাপ্রকার আলাপ তাহাদের মুখ হইতে শুনা যাইতেছিল ॥

মহুয়া, অশ ও হাতীর রক্ত পরস্পর মিলিত হইয়া যাইল । সেই রক্তপ্রবাহে সেখানকার উখিত ভয়ঙ্কর ধূলিরাশি শাস্ত হইল । এই রক্তপ্রবাহকে দেখিয়া কাপুরুষগণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥

কোন বীর নিজের চক্রের দ্বারা শত্রুপক্ষীয় বীরের চক্র নিবারণ করত যুদ্ধে বাণপ্রহারের যোগ্য অবকাশ না পাওয়ায় গদার আঘাতেই তাহার মস্তক উড়াইয়া দিলেন । কোনস্থলে পরস্পর কেশ ধরিয়া যুদ্ধ করিতেছিল । কোথাও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মুষ্টিযুদ্ধ চইতে লাগিল । বহু বীর সেই নিরাশ্রয় স্থানে আশ্রয়ের সন্ধান করিতেছিলেন এবং নথ ও দস্তের দ্বারাও কোথাও বীরগণের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল ॥

এই রণাঙ্গনে কোনস্থলে বীর যোদ্ধা আঘাত করিবার জন্য খড়্গসহ স্বীয় হস্ত উপরে তুলিলে পর বিপক্ষ যোদ্ধা তাহার সেই হাত ছেদন করিয়া ফেলিল । কোনস্থলে ধনু, বাণ ও অকুণপহ বামহস্ত ছিন্ন হইয়া যাইল । সেখানে এক সৈন্য অপর সৈন্যকে আহ্বান করিতেছিল এবং অপর কেহ যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ২৪-২৯

কোন বীর যোদ্ধা সম্মুখে আগত অপর যোদ্ধার মস্তক দেখে হইতে বিছিন্ন করিয়া দিলেন । ইহা দেখিয়া অল্প কোন যোদ্ধা চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল এবং তাহার এই আর্জনাতে অল্প কোন যোদ্ধা আবার ভীত হইয়া পড়িল ॥ ৩০

স্থানতোহথ পরানন্তো জঘান নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
গিরিশৃঙ্গোপমশ্চাত্র নারাচেন নিপাতিতঃ ॥ ৩১
মাতঙ্গে শূন্যতদ্ব ভূমৌ নদীরোধ ইবোক্ষণে ।
তথৈব রথিনং নাগঃ ক্ষরন্ গিরিরিবারুজন্ ॥ ৩২
অভ্যতিষ্ঠৎ পদা ভূমৌ সহাষং সহসারধিম্ ।
শূরান্ প্রহরতো দৃষ্ট্৷ কৃতান্তান্ রুধিরোক্ষিতান্ ॥ ৩৩
বহুদপ্যাবিশম্রোহো ভীরুন্ হৃদয়দুর্বলান্ ।
সর্বমাবিগ্নমভবন্ প্রোজ্জায়ত কিঞ্চন ॥ ৩৪
সৈন্তেন রজসা ধ্বংসং নির্মধ্যাদমবর্তত ।
ততঃ সেনাপতিঃ শীঘ্রময়ং কাল ইতি ক্রবন্ ॥ ৩৫
নিভ্যাভিষ্মরিতানেব স্বরয়ামাস পাণ্ডবান্ ।
কুর্বন্তঃ শাসনং তস্ত পাণ্ডবা বাহুশালিনঃ ॥ ৩৬
সরো হংসা ইবাপেতুর্নস্তো দ্রোণরথং প্রতি ।

কোন সৈন্ত নিজেদেরই সৈন্তাদিগকে এবং কোন সৈন্ত শত্রু-
সৈন্তাদিগকে ভীক্স বাণসমূহে সংহার করিতে লাগিল। এই যুদ্ধে
পর্বতশিখরতুল্য বিশালদেহ হাতী নারাচের আঘাত পাইয়া
বর্ষাকালে নদীর তীরের জায় ভূতলে পতিত হইল এবং স্থির
হইয়া পড়িল।

স্বরণাপ্রবাহকারী পর্বতের জায় কোন মদ্রাবী গজরাজ
সারথি ও অশ্বগণসহ রথী বীরকে পায়ের দ্বারা ভূমিতলে পিষিয়া
ফেলিল।

অজ্ঞবিভায় নিপুণ এবং রক্তাপ্লুত শৌর্যশালী বীর বোদ্ধারা
পরস্পর প্রহার করিতে থাকিলে তাহা দেখিয়া দুর্বলচিত্ত ভীক্স
যজ্ঞগণ মোহাজ্জর হইয়া পড়িল।

সেই সময় সৈন্তগণের দ্বারা উত্তীর্ণ ধূলিরাশিতে ব্যাপ্ত হইয়া
সমস্ত জনসমূহ উচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ আবার তখন
কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। এই যুদ্ধে তখন কোনও
নিয়ম-শৃঙ্খলা পালিত হয় নাই।

তখন সেনাপতি গুটীয়ায় 'ইহাই উপযুক্ত সময়' এই কথা বলিয়া
সর্বদা স্মরণিত পাণ্ডবদিগকে আরও স্মরণিত হইবার জন্য
প্রেরণা দিলেন।

তখনওর বীর বাহতে স্থপোষিত পাণ্ডবগণ সেনাপতি
গুটীয়ারের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য সেখানে দ্রোণাচার্যের
রথের উত্তর প্রহার করিতে করিতে সেইরূপে আক্রমণ করিলেন,
যেদগ্ন বহুসংখ্যক হংস কোন এক সরোবরে চারিদিক্ হইতে
উড়িয়া আসে।

গুহীতাদ্রবতাত্তোহুং বিভীতা বিনিকৃন্তত ॥ ৩৭
ইত্যাসীৎ তুমুলঃ শকো দুর্ধর্ষস্ত রথং প্রতি ।
ততো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো দ্রৌণী রাজা জয়দ্রথঃ ॥ ৩৮
বিন্দাহুবিন্দাবাবন্ত্যো শল্যশ্চৈতান্ শুবারয়ন্ ।
তে দ্বার্যধর্মসংরক্ষা হুনিবারা হুরাসদাঃ ॥ ৩৯
শরার্ভা ন জহুর্দ্রোণং পাক্ষালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ।
ততো দ্রোণোহতিসংক্রুদ্ধো বিন্য়জহুতশঃ শরান্ ॥ ৪০
চেদি-পাক্ষাল-পাণ্ডুনামকরোং কদনং মহৎ ।
তস্ত জ্যাতলনিধোষঃ শুক্রবে দিক্ষু মারিষ ॥ ৪১
বজ্রসংহ্রাদসঙ্ক্কাশস্ত্রাসয়ন্ মানবান্ বহুন্ ।
এতস্মিন্নন্তরে জিফুর্জিহ্বা সংশপ্তকান্ বহুন্ ॥ ৪২
অভয়াং তত্র যত্রাসৌ দ্রোণঃ পাণ্ডুন্ প্রমর্গতি ।
তাহুরোধান্ মহাবর্তান্ শোণিতোদান্ মহাহ্রদান্ ॥ ৪৩

সেই সময় দুর্ধর্ষ বীর দ্রোণাচার্যের রথের নিকটে সর্ক দিক্
হইতে এই ভয়ানক শব্দ উচ্ছিত হইতে লাগিল যে, "ধাবিত ৩৬,
ধরিয়া কেল এবং নির্ভয়চিত্তে শত্রুকে ছেদন কর"।

তখন দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বখামা, রাজা জয়দ্রথ,
অবস্তীদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অহবিন্দ এবং রাজা শল্য
মিলিত হইয়া আক্রমণকারীদিগকে প্রতিরোধ করিলেন।

এই পাণ্ডবগণসহ পাক্ষাল বীরগণ আর্ঘ্যধর্ম্মাঙ্গুসারে বিজয়ের জন্য
চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহাদিগকে প্রতিরোধ করা বা পরাজিত
করা অতিশয় কঠিন ছিল। ইহারা বাণসমূহে পীড়িত হইলেও
দ্রোণাচার্যকে ত্যাগ করিলেন না।

ইহা দেখিয়া দ্রোণাচার্য অত্যন্ত ক্রোধ সহকারে শত শত
বাণ বর্ষণ করিয়া চেদি, পাক্ষাল ও পাণ্ডব যোদ্ধাদিগের ভয়ঙ্কর
সংহার আরম্ভ করিলেন।

আর্য! তাঁহার ধর্ম্মর গুণের গভীর শব্দ তখন সকল দিকেই
শোনা বাইতেছিল। বজ্রের গর্জনতুল্য এই ভয়ঙ্কর শব্দ বহু
মাহুকেই ভীত করিয়া তুলিল।

এই সময় অর্জুন বহুসংখ্যক সংশপ্তকে জয় করিয়া সেই
স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে আচার্য দ্রোণ পাণ্ডব-
সৈন্তদিগকে মর্দিত করিতেছিলেন।

এই রণাঙ্গনে সংশপ্তক বোদ্ধারা এক বৃহৎ সরোবরসদৃশ
ছিলেন। বাণসমূহ তাহার জলপ্রবাহ ছিল। ধর্ম্মসকল ইহাতে
উচ্ছিত বড় বড় ঘূর্ণীর তুল্য দেখা বাইতেছিল এবং প্রবাহিত রক্ত-

তীর্ণঃ সংশপ্তকান্ হবা প্রত্যদৃশ্যত ফাক্তনঃ ।
 তস্ত কীর্তিমতো লক্ষ সূর্য্যপ্রতিমভেজসঃ ॥৪৪
 দীপ্যমানমপশ্চাম ভেজসা বানরধ্বজম্ ।
 সংশপ্তকসমুদ্রং তমুচ্ছোয়াস্ত্রাগভস্তিভিঃ ॥ ৪৫
 স পাণ্ডবযুগাস্ত্যাকঃ কুরুনপ্যভ্যতীতপৎ ।
 প্রদদাহ কুরুন্ সর্বানজুনঃ শস্ত্রভেজসা ॥ ৪৬
 যুগাস্ত্রে সর্বভূতানি ধূমকেতুরিবোথিতঃ ।
 তেন বাণসহশ্রৌষৈর্গজান্ব-রথযোধিনঃ ॥ ৪৭
 তাদ্যমানাঃ ক্রিতিং জগ্মুঃ ক্রোকশাঃ শরাদিতাঃ ।
 কেচিদার্ত্তশ্বনং চক্রুবিনেশুরপরে পুনঃ ॥ ৪৮
 পার্থবাণহতাঃ কেচিন্নিপেতুর্বিগতাসবঃ ।
 তেষামুৎপতিতান্ কাংশ্চিৎ পতিতাংশ্চ পরাঙ্ মুখান্ ॥৪৯
 ন জ্ঞানাজুনো যোধান্ যোধত্রতমহুস্মরন্ ।
 তে বিকীর্ণরথাস্কিত্রাঃ প্রায়শ্চ পরাঙ্মুখাঃ ॥ ৫০

রাশিই এই মহাসরোবরের জল ছিল। অর্জুন সেই সংশপ্তক-
 গণকে বধ করিয়া এই মহাসরোবরকে পার হইয়া সেখানে
 আসিতেছেন—ইহা দেখা যাইল।

সূর্য্যাসদৃশ ভেজসী ও যশসী অর্জুনের চিহ্নরূপ বানরধ্বজকে
 আমরা দূর হইতেই দেখিতে পাইলাম। এই ধ্বজ তখন স্বীয়
 দিব্য ভেজে উদ্ভাসিত ছিল।

সেই পাণ্ডবংশের যুগান্তকালীন অর্জুনরূপ সূর্য্য নিজ অস্ত্রময়
 কিরণাবলির দ্বারা সংশপ্তকরূপী সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া কৌরব-সৈন্ত-
 দিগকেও সমস্ত করিতে লাগিলেন।

যেদ্রুপ প্রলয়কালে উথিত অগ্নি সমস্ত ভূতদিগকে দগ্ধ করিয়া
 থাকে, সেইরূপ অর্জুন নিজের দিব্য অস্ত্রসকলের ভেজে সমস্ত
 কৌরবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধনিরত বহুসংখ্যক
 বোদ্ধা অর্জুনের সহস্র সহস্র বাণে আহত ও পীড়িত হইয়া মুক্ত-
 কেশে ভূতলে নিপতিত হইল।

তখন কেহ আর্তনাদ করিতে লাগিল, কেহ বিনষ্ট হইল
 এবং কেহ আবার অর্জুনের বাণে আহত অবস্থায় যত্নাবরণ
 করত প্রাণপুঞ্জ হইয়া ধরাশায়ী হইল।

সেই সময় বোদ্ধাদের মধ্যে বাহারা রথ হইতে লাফাইয়া
 পড়িয়াছিল, ধরাডালে পড়িত হইয়াছিল কিংবা বাহারা যুদ্ধবিমুখ
 হইয়া পলায়ন করিতেছিল, সেই সব বোদ্ধাদিগকে যুদ্ধত্রতের
 কথা শ্রবণ করিয়া অর্জুন বধ করিলেন না।

কুরবঃ কর্ণ কর্ণেতি হা হেতি চ বিচুক্ৰুতঃ ।
 তমধিরথিরাক্রন্দং বিজ্ঞায় শরণৈষিণাম্ ॥ ৫১
 মা ভৈষ্টেতি প্রতিশ্রুত্যা যযাবতিমুখোহজুনম্ ।
 স ভারতরথশ্রেষ্ঠঃ সর্বভারতহর্ষণঃ ॥ ৫২
 প্রোত্শ্চক্রে তদাগ্নেয়মস্ত্রমস্ত্রবিদাং বরঃ ।
 তস্ত দীপ্তশরৌঘস্ত দীপ্তচাপধরস্ত চ ॥ ৫৩
 শরৌঘাঙ্গরজালেন বিদ্ধধাব ধনঞ্জয়ঃ ।
 তথৈবধিরথিস্তস্ত বাণান্ জলিতভেজসঃ ॥ ৫৪
 অস্ত্রমস্ত্রেণ সংবার্য্য প্রাণদদ্ বিসৃজঙ্গরান্ ।
 ধৃষ্টদ্যাম্শ্চ ভীমশ্চ সাত্যকিঞ্চ মহারথঃ ॥ ৫৫
 বিবধ্যুঃ কর্ণমাসাদ্য ত্রিভিান্ত্রভিরজিহ্মগৈঃ ।
 অজুনাস্ত্রং তু রাধেয়ঃ সংবার্য্য শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৫৬
 তেষাং ত্রয়াণাং চাপানি চিচ্ছেদ বিশিথৈস্ত্রিভিঃ ।
 তে নিকৃস্তায়ুধাঃ শূরা নিবিষা ভূজগা ইব ॥ ৫৭

কৌরব-সৈন্যদের রথ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন
 তাহাদের এক বিচিত্র অবস্থা দেখা যাইল। ইহারা প্রায় সকলেই
 সেই সময় যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িল এবং “হা কর্ণ, এই
 কথা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

তখন অধিরথ-পুত্র কর্ণ সেই শরণার্থী সৈন্যদিগের কর্ণ
 আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া “ভীত হইও না” এইরূপ তাহাদিগকে
 আশ্বাস প্রদান করত অর্জুনের দিকে গমন করিলেন।

সেই সময় অস্ত্রজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভারতবংশীয়গণের মুখ্য
 মহারথী এবং সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদের আনন্দবর্দ্ধনকারী কর্ণ
 আশ্রয়প্রার্থী প্রকাশিত করিলেন।

প্রজলিত বাণসমূহ ও দেদীপ্যমান ধ্বধারণকারী কর্ণের সেই
 বাণসমূহকে অর্জুন নিজ বাণসকলের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া
 দিলেন।

সেইরূপ অধিরথপুত্র কর্ণও প্রজলিত ভেজসী অর্জুনের বাণ-
 সমূহকে এবং তাহার প্রত্যেক অস্ত্রকেই নিজ অস্ত্রসকলের দ্বারা
 নিবারণ করত বহু বাণবর্ষণ করিয়া কর্ণ সিংহনাদ করিয়া
 উঠিলেন।

এই সময় ধৃষ্টদ্যাম, ভীম ও মহারথী সাত্যকিঞ্চ কর্ণের নিকট
 উপস্থিত হইয়া তিনটি তিনটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ
 করিলেন।

তখন রাবানন্দন কর্ণ নিজ বাণসমূহ বর্ষণের দ্বারা অর্জুনের

রথশক্তিঃ সমুৎক্ষিপ্য ভূশং সিংহা ইবানদন্ ।
 তা ভুজাগ্রৈর্মহাবেগা নিম্বেষ্টা ভুজগোপমাঃ ॥ ৫৮
 দীপ্যমানা মহাশক্ত্যা জগুর্নাথিরথিং প্রতি ।
 তা নিকৃত্য শরভ্রাতৈস্ত্রিভিঃস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ ॥ ৫৯
 ননাদ বলবান্ কর্ণঃ পার্থায় বিশ্বজঙ্ঘরান্ ।
 অর্জুনশ্চাপি রাধেয়ং বিদধ্বা সপ্তভিরাশুগৈঃ ॥ ৬০
 কর্ণাদবরজং বাণৈর্জঘান নিশিতৈঃ শটৈঃ ।
 ততঃ শক্রজয়ং হৃদা পার্থঃ বড্ভিরজিহ্মগৈঃ ॥ ৬১
 জহার সত্তো ভজেন বিপাটন্ত শিরো রথাং ।
 পশ্চতাং ধার্তবাট্টাণামেকৈনৈব কীরীটিনা ॥ ৬২
 প্রমুখে সূতপুত্রস্ত সোদধ্যা নিহতাজ্বরঃ ।
 ততো ভীমঃ সমুৎপত্য স্বরথাদ্ বৈনতেয়বৎ ॥ ৬৩
 বরাসিনা কর্ণপক্ষান্ জঘান দশ পঞ্চ চ ।
 পুনস্ত রথমাস্থায় ধনুর্দাদায় চাপরম্ ॥ ৬৪

বাণসকলকে নিবারণ করিয়া নিজের তিনটি বাণের দ্বারা
 ধৃষ্টদ্যুম্নাদি তিন বীরেরই ধনুকও ছেদন করিলেন ।

নিজেদের ধনু ছিন্ন হইয়া বাইলে বিষহীন সর্পের জায় এই
 তিন শোষণালী বীর রথ-শক্তি উত্তোলন করিয়া সিংহলদৃশ
 ভয়কর্ষণ করিতে লাগিলেন ।

তারপর ইহাদের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত সেই ভীতবেগশালিনী
 সর্পাকারা তিনটি মহাশক্তি স্বীয় প্রভায় প্রকাশিত হইয়া কর্ণের
 দিকে গমন করিতে লাগিল ।

কিছু বলবান্ কর্ণ সরলগামী তিনটি তিনটি বাণের দ্বারা এই
 শক্তিজনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অর্জুনের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করত
 সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন ।

তখন অর্জুনও রাধানন্দন কর্ণকে সাতটি সীত্রগামী বাণের
 দ্বারা বিদ্ধ করিয়া নিজের ভীতধার বাণসমূহে তাঁহার কনিষ্ঠ
 ভ্রাতাকে বধ করিলেন ।

তাঁহার পর সরলগামী ছয়টি বাণের দ্বারা শক্রজনকে সংহার
 করত একটি ভ্রমের সাহায্যে রথে উপবিষ্ট বিপাটের মতক
 ক্ষতক্ষাৎ উড়াইয়া দিলেন ।

এইরূপ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সাক্ষাতেই একমাত্র অর্জুন যুদ্ধের
 অগ্রযাত্রী স্থলে সূতপুত্র কর্ণের তিন ভ্রাতাকে বধ করিলেন ।

তখনই ভীমসেন পক্ষের দ্বার নিজ রথ হইতে লাকাইয়া
 পক্ষিয়া একটি বিশাল তরবারির দ্বারা কর্ণপক্ষের পনের জন

বিব্যাধ দশভিঃ কর্ণং সূতমস্বাংস্ত পঞ্চভিঃ ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নোহপ্যসিবরং চর্ম চাদায় ভাস্বরম্ ॥ ৬৫
 জঘান চক্রবর্মণং বৃহৎক্ষত্রক নৈষধম্ ।
 ততঃ স্বরথমাস্থায় পাঞ্চাল্যোহিহুচ কামূকম্ ॥ ৬৬
 আদায় কর্ণং বিব্যাধ ত্রিসপ্তত্যা নদন্ রণে ।
 শৈনেয়োহপ্যশ্রুদাদায় ধনুর্নিদুসমদ্যুতিঃ ॥ ৬৭
 সূতপুত্রং চতুঃষষ্ঠ্যা বিদধ্বা সিংহ ইবানদৎ ।
 ভল্লাভ্যাং সাধুমুক্তাভ্যাং ছিদ্ভা কর্ণস্ত কামূকম্ ॥ ৬৮
 পুনঃ কর্ণং ত্রিভিঃবাণৈর্বাহোরাশি চাপয়ৎ ।
 ততো দুর্যোধনো জ্রোণো রাজা চৈব জয়ত্ৰথঃ ॥ ৬৯
 নিমজ্জমানং রাধেয়মুজ্জহুঃ সাত্যকর্ণবাৎ ।
 পশ্চাৎস্বরথমাতঙ্গাশ্বদৌয়াঃ শতশোহপরে ॥ ৭০
 কর্ণমেবাভ্যধাবন্ত এশ্বমানাঃ প্রহারিণঃ ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত ভীমশ্চ সৌভজ্রোহজুন এব চ ॥ ৭১

যোদ্ধাকে নিহত করিয়া ফেলিলেন ।

পুনরায় তিনি নিজের রথে উপবেশন করিয়া অপর একটি ধনু
 হস্তে গ্রহণ করত দশটি বাণের দ্বারা কর্ণকে ও পাঁচটি বাণের
 দ্বারা তাঁহার সারথি এবং অশ্বগণকেও বিদ্ধ করিলেন ।

ধৃষ্টদ্যুম্নও জ্যেষ্ঠ খড়্গ ও উজ্জল ঢাল লইয়া চক্রবর্তী এবং
 নিষাধরাজ বৃহৎক্ষত্রকে সংহার করিলেন ।

তখনই পঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজ রথে উপবেশন
 করিয়া অপর একটি ধনু হাতে লইয়া রণাঙ্গনে গমন করিতে
 করিতে ত্রিযান্তরটি বাণের দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন ।

এই সময় চক্রতূল্য কাশ্মিন্ সাত্যকি ও অপর একটি ধনু
 হাতে লইয়া সূতপুত্র কর্ণকে চৌষটি বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহ
 সদৃশ গর্জন করিতে লাগিলেন ।

তারপর তিনি উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত দুইটি ভ্রমের দ্বারা কর্ণের
 ধনু ছেদন করিয়া পুনরায় তিনটি বাণে কর্ণের দুই বাহ ও
 বক্ষস্থলে গুরুতর আঘাত করিলেন ।

তখন দুর্যোধন, জ্রোণাচাধ্য ও রাজা জয়ত্ৰথ নিমজ্জমান
 কর্ণকে সাত্যকিরূপ সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিলেন ।

সেই সময় আগনার সৈন্তদের মধ্যে অস্ত্র শত শত পদাতি,
 অশ্বারোহী, রথারোহী ও গজারোহী যোদ্ধারা সাত্যকির ভয়ে
 ভীত হইয়া কর্ণেরই পশ্চাদ্ভাগে দৌড়াইয়া বাইল ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ সাত্যকিং জুগুপু রণে ।
 এবমেব মহারোজঃ ক্ষয়ার্থং সর্বধনিনাম্ ॥ ৭২
 তাবকানাং পরেবাঞ্চ ত্যক্ত্বা প্রাণানভূদ্ রণঃ ।
 পদাতিরথনাগাশ্চা গজাশ্চরথপত্তিভিঃ ॥ ৭৩
 রথিনো নাগপত্ত্যশ্চৈ রথপত্তৌ রথ-দ্বিপৈঃ ।
 অশ্চৈরশ্চা গজৈর্নাগা রথিনো রথিভিঃ সচ ॥ ৭৪
 সংযুক্তাঃ সমদৃশ্যন্তু পত্তয়শ্চাপি পত্তিভিঃ ।
 এবং শূকলিলং যুদ্ধমাসীৎ ক্রব্যাদহর্ষণম্ ।
 মহন্তিস্তৈরভীতানাং যমরাষ্ট্রবিবর্ধনম্ ॥ ৭৫
 ততো হতা নর-রথ-বাজি-কুঞ্জরৈ-

রনেকশো দ্বিপ-রথ-পত্তি-বাজিনঃ ।

গজৈর্গজা রথিভিরুদায়ুধা রথা

হয়ৈর্হয়াঃ পত্তিগণৈশ্চ পত্তয়ঃ ॥ ৭৬

এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, অতিমত্যা, অর্জুন, নকুল ও সহদেব
 রণক্ষেত্রে সাত্যকিকে বধ করিতে লাগিলেন ।

মহারাজ ! এইরূপ আপনাদি ও শত্রুপক্ষের মধ্যে সমস্ত
 যুদ্ধরণের বিনাশের জন্য তাঁহারা পরস্পর প্রাণের যাত্রা না
 করিয়াই যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ।

পদাতি, রথ, হস্তী ও অশ্বগণ ক্রমশঃ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি
 সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । রথী যোদ্ধা হস্তী, পদাতি
 ও অশ্বগণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইল । রথী ও পদাতি সৈন্যরা
 রথী ও হস্তী সৈন্যদের সম্মুখীন হইল ।

অশ্বসকলের সহিত অশ্বগণ, হস্তীদিগের সহিত হস্তীরা, রথী
 বীরগণের সহিত রথী বীরগণ এবং পদাতি সৈন্যদের সহিত
 পদাতি সৈন্যরা যুদ্ধ করিতেছে দেখা যাইল ।

এইভাবে সেই নির্ভীক সৈন্যগণের বিশেষ শক্তিশালী বিপক্ষ
 যোদ্ধাদের সহিত অতিশয় নিদারুণ যুদ্ধ হইতেছিল, বাহা কাঁচা
 মাংসখাদক পশু-পক্ষী ও পিশাচগণেরই হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল এবং
 যন্ত্ররাজ্যের বৃদ্ধি করিতেছিল ॥ ৩১-৭৫

সেই সময় পদাতি, রথী, অশ্বারোহী ও গজারোহী যোদ্ধাদের
 দ্বারা বহুসংখ্যক গজারোহী, রথারোহী, পদাতি ও অশ্বারোহী
 যোদ্ধা নিহত হইল । হাতীরা হাতীদিগকে, রথী সৈন্যগণ

রথীদিগকে দ্বিরদবরৈর্মহাহয়া

হয়ৈর্নরা বররথিভিঃ বাজিনঃ ।

নিরস্তজিহ্বাদশানক্ষণাঃ ক্রিতৌ

ক্ষয়ং গতাঃ প্রমথিতবর্মভূষণাঃ ॥ ৭৭

তথা পঠৈর্বহকরগৈরায়ুধৈ-

হিতা গতাঃ প্রতিলয়দর্শনাঃ ক্রিতিম্ ।

বিপোখিতা হয়-গজপাদভাড়া

ভূশাকুলা রথমুখনিমিত্তিঃ ক্ষতাঃ ॥ ৭৮

প্রমোদনে স্বাপদ-পক্ষি-রক্ষসাঃ

জনক্ষয়ে বর্ততি তত্র দারুণে ।

মহাবলান্তে কুপিতাঃ পরস্পরং

নিষ দয়ন্তঃ প্রবিচেরুরোজসা ॥ ৭৯

উত্তোলনকারী রথী সৈন্যদিগকে, অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী
 সৈন্যবৃন্দকে এবং পদাতি যোদ্ধাগণ পদাতি যোদ্ধাদিগকে সংহার
 করিতে লাগিল ॥ ৭৬

রথীরা হাতীদিগকে, গজরাজগণ বড় বড় অশ্ববৃন্দকে, অশ্ব-
 রোহী সৈন্যসকল পদাতি সৈন্যগণকে এবং প্রেষ্ঠ রথী যোদ্ধারা
 অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে ধরাশায়ী করিতে লাগিল । তখন
 ইহাদের জিহ্বা, দন্ত ও নেত্র বাহির হইয়া পড়িয়াছিল । কবচ
 ও ভূষণসমূহ খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল । একরূপ অবস্থায় এই
 সকল যোদ্ধারা ভূতলে পতিত হইল ॥ ৭৭

শত্রুগণের নিকট বহু যুদ্ধ সামগ্রী ছিল । তাহাদের হাতে
 বহু অস্ত্রও ছিল । তাহাদের দ্বারা নিহত হইয়া ভূপতিত সৈন্যরা
 অতিশয় ভয়ঙ্কর দেখাইতে ছিল । বহুসংখ্যক যোদ্ধা হাতী ও
 অশ্বগণের দ্বারা আহত হইয়া ধরাডালে পতিত ছিলেন । বহু বড়
 বড় রথসকলের চক্রসমূহের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যোদ্ধারা
 অভ্যস্ত ব্যাকুল হইলেন ॥ ৭৮

সেখানে এই ভয়ঙ্কর ভনসংহার হিংস্রক জন্তু, পক্ষী ও রাক্ষস-
 গণকেই আনন্দদান করিতেছিল । এই যুদ্ধে মহাবলশালী বীরবর
 যোদ্ধারা কুপিত হইয়া পরস্পরকে অস্ত্রপ্রহারে বধ করিতে
 করিতে সবেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯

ততো বলে ভূশলুলিতে পরম্পরং
নিরীক্ষমাণে রুধিরৌষসমগ্নুতে ।
দিবাকরেহস্তংগিরিমাঙ্ঘ্রিতে শনৈ-
রুভে প্রয়াতে শিবিরায় ভারত ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
জ্যোতর্ষগি সংশ্লোকবধপর্বণি দ্বাদশদিবসাবহারে
দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ভরতনন্দন ! উভয়পক্ষের সৈন্তগণই তখন গুরুতর আহত সময় সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন । ইহাতে উভয় পক্ষের
হইয়া রক্তাপ্ত অবস্থায় পরস্পরের দিকে তাকাইতেছিল । এই সৈন্তরাই ধীরে ধীরে নিজেদের শিবির অভিমুখে গমন করিল ॥ ৮০ ॥
শ্রীমদ্বহি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে জ্যোতর্ষগি-পর্ব্বোক্ত সংশ্লোকবধপর্ব্বের দ্বাদশদিবসের যুদ্ধবিবর্তিত পর শিবির
অভিমুখে প্রধানবিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

(অভিমম্ম্যবধপর্ব)

ত্রয়সিংশোহধ্যায়ঃ ।

[দুর্যোধনস্য তিরস্কারঃ, জ্যোতাচাৰ্য্যস্য প্রতিজ্ঞা, অভিমম্ম্যবধস্য সংক্ষিপ্তবিবরণঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

পূৰ্ব্বমস্মান্ ভগ্নেষ্ কাস্তনেনামিতৌজসা ।
জ্যোণে চ মোঘসঙ্কল্পে রক্ষিতে চ যুধিষ্ঠিরে ॥ ১ ॥
সৰ্বে বিধ্বস্তকবচাস্তাবকা যুধি নিজিহতাঃ ।
রজস্বলা ভূশোদ্ধিগ্না বীক্ষমাণা দিশো দশ ॥ ২ ॥
অবহারঃ ততঃ কৃষ্ণা ভারদ্বাজস্ত সন্মতে ।
লক্ষলক্ষ্যৈঃ শরৈর্ভিন্না ভূশাবহসিতা রণে ॥ ৩ ॥

প্রাঘমানেন্ ভূতেষু কাস্তনশ্রামিতান্ গুণান্ ।
কেশবস্ত চ সৌহার্দে কীর্ত্যমানেহজুর্নং প্রতি ॥ ৪ ॥
অভিশস্তা ইবাভুবন্ ধ্যানমুক্ধমাস্থিতাঃ ।
ততঃ প্রভাতসময়ে জ্যোতঃ দুর্যোধনোহব্রবীৎ ॥ ৫ ॥
প্রণয়াদভিমানাচ্ছিবদ্ভৃক্সা চ হূর্ণনাঃ ।
শৃণুতাং সৰ্বযোধানাং সংরক্ষো বাক্যকোবিদঃ ॥ ৬ ॥

ত্রয়সিংশ অধ্যায়ঃ ।

[দুর্যোধনের তিরস্কার, জ্যোতাচাৰ্য্যের প্রতিজ্ঞা এবং অভিমম্ম্য
বধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।]

সঞ্জয় বলিলেন—মহারাজ ! যখন অমিততেজস্বী অর্জুন
পূর্বেই আমাদের সকলকে ভাড়াইয়া দিলেন, জ্যোতাচাৰ্য্যের সঙ্কল্প
ব্যর্থ হইয়া যাইল এবং রাজা যুধিষ্ঠির সর্বতোভাবে অরক্ষিত
থাকিয়া যাইলেন, তখন আপনার সমস্ত সৈন্তরা জ্যোতাচাৰ্য্যের
সম্মতি অজ্ঞারে বুদ্ধ বদ্ধ করিয়া ভয়ে অত্যন্ত উৎকর্ষিত হইয়া পড়িল
এবং চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে শিবির অভিমুখে গমন
করিল । ইহারা সকলেই তখন বুদ্ধে পরাজিত হইয়া ধূলিতে
পরিপূর্ণ ছিল । ইহাদের কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পিরাছিল এবং
অর্জুনের লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ বাণসমূহে বিদীর্ণ হইয়া ইহারা সেই
সময় বণাধনে অত্যন্ত উপহাসের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ১০০ ॥

সমস্ত প্রাণীরা তখন অর্জুনের অসংখ্য গণাবলির প্রশংসা এবং
তাঁহার প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সৌহার্দ্যের কথা কীর্তন করিতে
লাগিল ॥ ৪ ॥

সেই সময় আপনার মহারথীরা কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছিলেন ।
তাঁহারা ভীত চিন্তা করিতে করিতে মুক (বোবা) হইয়া পড়িয়া
ছিলেন । তদনন্তর প্রাতঃকালে দুর্যোধন জ্যোতাচাৰ্য্যের নিকট
যাইয়া তাঁহাকে কিছু বলিবার জন্য উত্তত হইলেন ॥ ৫ ॥

শত্রুদের অত্যাচারে তিনি মনে মনে অত্যন্ত ক্রোধিত হইয়া
ছিলেন । জ্যোতাচাৰ্য্যের উপর ইতার জন্যে অধিক শ্রীতি ছিল ।
নিজের শৌর্য্যের উপর ইতার অভিমানও ছিল বেশী, তাই
হুঁপিত হইয়া বাক্যালাপ করিতে নিপুণ রাজা দুর্যোধন সমস্ত
বোদ্ধাপক্ষকে প্রবণ করাইতে করাইতে এই কথা বলিলেন ॥ ৬ ॥

নুনং বয়ং বধ্যপক্ষে ভবতো দ্বিজসন্তম ।
 তথা হি নাগ্রহীঃ প্রাপ্তং সমীপেহত যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৭
 ইচ্ছতস্তে ন মুচ্যত চক্ষুঃপ্রাপ্তো রণে রিপুঃ ।
 জিহ্মকতো রক্ষ্যমাণঃ সামরৈরপি পাণ্ডবৈঃ ॥ ৮
 বরং দত্তা মম প্রীতঃ পশ্চাদ্ বিকৃতবানসি ।
 আশাভঙ্গং ন কুর্বন্তি ভক্তস্বার্থা কথঞ্চন ॥ ৯
 ততোহপ্রীতস্তথোক্তঃ সন্ ভারদ্বাজোহত্রবীরূপম্ ।
 নার্সৈ মাং তথা জ্ঞাতুং ঘটমানং তব প্রিয়ে ॥ ১০
 সসুরাসুর-গন্ধর্বাঃ সযক্ষোরাগ-রাক্ষসঃ ।
 নালং লোকা রণে জেতুং পাল্যমানং কিরীটিনা ॥ ১১
 বিশ্বস্মগ্ যত্র গোবিন্দঃ পুতনানীন্তথাজুনঃ ।
 তত্র কস্ত বলং ক্রামেদমস্তত্র ত্র্যম্বকাং প্রভোঃ ॥ ১২
 সত্যং তাত ব্রবীমাণ নৈতজ্জাহ্নুত্বা ভবেৎ ।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! নিশ্চয়ই আমরা আপনার দৃষ্টিতে শত্রুবর্গের অন্তর্গত, ইহার কারণ হইল—রাজা যুধিষ্ঠির আপনার অত্যন্ত নিকটে আসিলেও আপনি তাহাকে বন্দী করেন নাই ॥ ৭

রণাঙ্গনে কোন শত্রু যদি আপনার দৃষ্টিপথে আসে এবং তাহাকে যদি আপনি ধরিয়৷ ফেলিবার চেষ্টা করেন, তবে দেবগণের সহিত পাণ্ডবেরা তাহাকে রক্ষা করিতে থাকিলেও সে আপনার নিকট হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না ॥ ৮

আপনি প্রসন্ন হইয়া প্রথমে আমাকে এই বর দিয়াছিলেন এবং পরে তাহার বিপরীত আচরণ করেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কোন প্রকারেই নিজদের ভক্তের আশাভঙ্গ করেন না ॥ ৯

দুর্যোধন এই কথা বলিলে পর ভরদ্বাজনন্দন জ্যোৎস্নাচার্য্য অপ্রসন্ন হইয়া রাজাকে বলিলেন—রাজনু! আমাকে এরূপ প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী মনে করা তোমার উচিত নহে। আমি পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া তোমার প্রিয় করিবার চেষ্টা করিয়া যাইতেছি ॥ ১০

কিন্তু একটি কথা তোমার শ্রবণ করা কিরীটধারী অর্জুন রণাঙ্গনে বাহাকে রক্ষা করিবে, তাহাকে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, নাগ এবং রাক্ষসগণের সহিত লোকসমূহও জয় করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১১

সেখানে জগৎশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সেনানায়ক, সেখানে ত্রিলোচন ভগবান্ শঙ্কর ব্যতীত অন্য কাহারও বল কার্য্য করিতে সমর্থ হয় ॥ ১২

অষ্টৈকং প্রবরং কক্ষিং পাতিয়িত্তে মহারথম্ ॥ ১৩
 তঞ্চ ব্যূহং বিধাশ্চামি যোহভেদভ্রাদ্বন্দ্বদৈশৈরপি ।
 যোগেন কেনচিদ্ রাজয়জুর্নস্তপনীয়তাম্ ॥ ১৪
 ন হৃজ্জাতমসাধ্যং বা তস্ত সংখ্যোহস্তি কিঞ্চন ।
 তেন হ্যপাস্তং সকলং সর্বজ্ঞানমিতস্ততঃ ॥ ১৫
 জ্যোতেন ব্যাহতে হেবং সংশ্লুকগণাঃ পুনঃ ।
 আস্থয়য়জুর্নং সংখ্যে দক্ষিণামভিতো দিশম্ ॥ ১৬
 ততোহজুর্নস্তাথ পরৈঃ সার্থং সমভবদ্ রণঃ ।
 তাদৃশো যাদৃশো নাশ্চঃ ক্রতো দৃষ্টোহপি বা কচিৎ ॥
 তত্র জ্যোতেন বিহিতো ব্যূহো রাজন্ ব্যরোচত ।
 চরন্ মধ্যন্দিনে সূর্য্যঃ প্রতপন্নিব তুর্দিশঃ ॥ ১৮
 তং চাভিমুখ্যর্বচনাং পিতৃর্জ্যেষ্ঠস্ত ভারত ।
 বিভেদ তুভিৎ সংখ্যে চক্রব্যূহমনেকধা ॥ ১৯

বৎস! আজ আমি একটি সত্য কথা বলিব, যাঁহা কখনই মিথ্যা হইবে না। আজ আমি পাণ্ডবপক্ষের কোন এক শ্রেষ্ঠ মহারথীকে অবশ্যই বধ করিব ॥ ১৩

রাজনু! আজ আমি সেই ব্যূহ নির্মাণ করিব, যাঁহাকে দেবগণও ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না, কিন্তু যে কোন উপায়ে অর্জুনকে দূরে সরাইয়া লইয়া যাও ॥ ১৪

যুদ্ধসময়ে এরূপ কোন বিষয়ই নাই, যাঁহা অর্জুনের অজ্ঞাত অথবা অসাধ্য, কারণ, সে এই ভূলোকে ও স্বর্গলোকে যুদ্ধের সকল বিষয়েরই জ্ঞান লাভ করিয়াছে ॥ ১৫

জ্যোৎস্নাচার্য্য এই কথা বলিলে পর পুনরায় সংশ্লুকগণ দক্ষিণ দিকে যাইয়া অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

সেখানে অর্জুনের শত্রুগণের সহিত এরূপ ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, যে রূপ সংগ্রাম অন্য কোথাও আর হইয়াছে বলিয়া দেখা ও শোনা যায় নাই ॥ ১৭

রাজনু! সেই সময় সেখানে জ্যোৎস্নাচার্য্য যে ব্যূহ নির্মাণ করিয়াছিলেন, উহা মধ্যাহ্নকালে বিচরণকারী সূর্য্যতুল্য শত্রু-দিগকে সন্তাপমান করিতে করিতে শোভা পাইতেছিল এই ব্যূহ এরূপ বিস্তৃত ছিল, বাহাকে দর্শন করাই কঠিন ছিল ॥ ১৮

ভারত! যদিও সেই চক্রব্যূহকে ভেদ করা অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য ছিল, তথাপি বীর অভিমুখ্য পিতা অর্জুনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় সেই ব্যূহকে বারংবার ভেদ করিয়াছিলেন ॥ ১৯

স কৃষা হৃকরং কৰ্ম হৃষা বীরান্ সহস্রশঃ ।
বট্শু বীরেষু সংসক্তো দৌশাসনিবশং গতঃ ॥ ২০
সৌভজঃ পৃথিবীপাল জহৌ প্রাণান্ পরন্তপঃ ।
বয়ং পরমসংহৃষ্টাঃ পাণ্ডবাঃ শোককর্ণিতাঃ ।
সৌভজে নিহতে রাজস্ববহারমকুর্মহি ॥ ২১
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

পুত্রং পুরুষসিংহস্ত সঞ্জয়াপ্রাপ্তযৌবনম্ ।
রণে বিনিহতং শ্রুত্বা ভূশং মে দীর্ঘাতে মনঃ ॥ ২২
দারুণঃ ক্ষত্রধর্মোহয়ং বিহিতো ধর্মকতৃভিঃ ।
যত্র রাজ্যোপ্লবঃ শূরা বালে শজ্জমপাতয়ন্ ॥ ২৩
বালমত্যন্তসুখিনিং বিচরন্তমভীভবং ।
কৃতাজ্ঞা বহবো জঙ্গুকৃহি গাবলগণে কথম্ ॥ ২৪

অভিমহু্য এই দুইরূপ কার্য করিয়া সহস্র সহস্র বীরকে বধ করিয়াছিলেন এবং শেষে ছয় বীরের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে থাকিয়া দুঃশাসনের পুত্রহন্তে নিহত হন ॥ ২০

কৃপাল! শত্রুতাপন হুভদ্রাকুমার অভিমহু্য যখন প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন আমাদের সকলের অত্যন্ত আনন্দ হইল এবং পাণ্ডবগণ শোকে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রাজন্! হুভদ্রাকুমার নিহত হইবার পর আমরা যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলাম ॥ ২১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনের এই পুত্র এখনও যুবক অবস্থা প্রাপ্ত হইনি। সে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া বাইতেছে ॥ ২২

ধর্মশাস্ত্রকারগণ এই ক্ষত্রধর্মকে অত্যন্ত কঠোর করিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন, যে ধর্মে থাকিয়া রাজ্যলোভী বীর পুরুষগণ এক বালকের উপর অস্ত্রসকল প্রহার করিলেন ॥ ২৩

সঞ্জয়! সেই অতিশয় আনন্দিত বালক অভিমহু্য যখন নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল, সেই সময় অস্ববিজ্ঞায় পারদর্শী বহুলখ্যক বীর তাহাকে কিভাবে বধ করিলেন—ইহা আমাদের বল ॥ ২৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যালশ্রীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ত্রৌণপর্বদ্বিতীয় অধ্যায়বধিপর্বে অভিমহু্যবধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা-
বিবরণ ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায়ের অঙ্গবাদ সমাপ্ত ।

বিভিৎসতা রথানীকং সৌভজ্ঞেশামিতৌজসা ।
বিক্রৌড়িতং যথা সংখ্যে তদ্যমাচক্ষু সঞ্জয় ॥ ২৫
সঞ্জয় উবাচ ।
যন্মাং পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র সৌভজ্ঞস্ত নিপাতনম্ ।
তৎ তে কাংশ্চৈতান বক্ষ্যামি শৃণু রাজন্ সমাহিতঃ ॥ ২৬
বিক্রৌড়িতং কুমারেণ যথানীকং বিভিৎসতা ।
আরুণাশ্চ যথা বীরা হুঃসাধ্যাশ্চাপি বিপ্লবে ॥ ২৭
দাবান্নাভিপরীতানাং ভুরিগুণ্যতৃণক্রমে ।
বনৌকসামিবারণ্যে স্বদীয়ানামভূদ্ ভয়ম্ ॥ ২৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ত্রৌণপর্বণি অভিমহু্যবধসংক্ষেপকথনে
ত্রয়ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

সঞ্জয়! অমিততেজস্বী হুভদ্রানন্দন অভিমহু্য রণক্ষেত্রে রথী সৈন্তগণকে বিদীর্ণ করিবার ইচ্ছায় বেক্রমে যুদ্ধে খেলা করিবার জন্য বিচরণ করিতেছিল, তাহা আমাদের বল ॥ ২৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আপনি আমাদের হুভদ্রাকুমার অভিমহু্যর যে যুত্যা সংবাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমি আপনাকে বলিব। রাজন্! একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন ॥ ২৬

আপনার সৈন্তদের রাহ ভেদ করিবার ইচ্ছায় কুমার অভিমহু্য বেক্রমে রণক্রীড়া করিয়াছিলেন এবং সেই প্রলয়ঙ্কর সংগ্রামমধ্যে বেক্রপ দুর্জয় বীরগণেরও সম্ভাপকারক হইয়াছিলেন, তাহা সবই বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ২৭

বেক্রপ প্রচুর লতা-গুল্ম, ঘাস-পাতা ও বৃক্ষশ্রেণীতে পরিপূর্ণ বনে দাবানল-পরিবৃত বনবাসীরা মহা ভীত হইয়া পড়ে, সেইরূপ অভিমহু্যর নিকট হইতেও আপনার সৈন্তদের মহা ভয় উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ২৮

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

(সঞ্জয়েনাভিমন্তোঃ প্রশংসা তথা জ্যোতাচার্য্যকর্তৃকং চক্রবাহনির্মাণম্ ।)

সঞ্জয় উবাচ ।

সমরেহত্যাগ্রকর্মাণঃ কর্মভির্বাঞ্ছিতজ্ঞায়াঃ ।
সকৃৎপাণ্ডবাঃ পঞ্চ দেবৈরপি হুয়াসদাঃ ॥ ১
সম্বকর্মাস্বয়ৈবু ক্স্যা কীর্ত্যা চ যশসা শ্রিয়া ।
নৈব ভূতো ন ভবিতা নৈব তুল্যাশুণঃ পুমান্ ॥ ২
সত্যধর্মরতো দাস্তো বিপ্রপুজাদিভিশ্চৈতৈঃ ।
সদৈব ত্রিদিবং প্রাপ্তো রাজা কিল যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩
যুগান্তে চান্তকো রাজন্ জামদগ্যশ্চ বীর্য্যবান্ ।
রথস্থো ভীমসেনশ্চ কথ্যন্তে সদৃশাস্ত্রয়ঃ ॥ ৪
প্রতিজ্ঞাকর্মদক্ষস্য রণে গাভীবধননঃ ।
উপমাং নাধিগচ্ছামি পার্থস্য সদৃশীং ক্ষিতৌ ॥ ৫
গুরুবাৎসল্যমত্যন্তং নৈভূতাং বিনয়ো দমঃ ।
নকুলেহপ্রাতিরূপাঞ্চ শৌর্য্যঞ্চ নিয়তানি বট ॥ ৬

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

[সঞ্জয়কর্তৃক অভিমন্ত্যর প্রশংসা এবং জ্যোতাচার্য্যের দ্বারা চক্রবাহ নিৰ্মাণ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণসহ পঞ্চ পাণ্ডব দেবগণের পক্ষেও দুর্জয়। তাঁহারা রণাঙ্গণে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কৰ্ম্মকারী ছিলেন। ইহাদের কৰ্ম্মসকলের দ্বারাই ইহাদের পরিভ্রম অভিযুক্ত হয় ॥ ১

সত্যগুণ, কর্ম, কুল, বুদ্ধি, কীর্তি, যশ ও শ্রীর দ্বারা যুধিষ্ঠিরের তুল্য অস্ত কোন দ্বিতীয় পুরুষ হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না ॥ ২

সত্যধর্মপরায়ণ ও জিতেজয় এই রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণপুজাদি বহু সদৃশসমূহের সর্বদা স্বর্গ-লাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন ॥ ৩

রাজন্! প্রলয়কালে যমরাজ, পরাক্রমশালী পরশুরাম ও রথে উপবিষ্ট ভীমসেন—ইহারা তিনজনেই সমান বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ॥ ৪

রণাঙ্গণে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কৰ্ম্ম করিতে নিপুণ, গাভীবধারী কুন্তী-কুমার অর্জুনের পক্ষে যোগ্য উপমা আমি এ জগতে দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৫

ঋতগাভীর্য়্যামাধুর্য়্যাসত্যরূপপরাক্রমৈঃ ।

সদৃশো দেবয়োবীরঃ সহদেবঃ কিলান্বিনোঃ ॥ ৭

যে চ কৃষ্ণে গুণাঃ স্বীতাঃ পাণ্ডবেষু চ যে গুণাঃ ।

অভিমন্তৌ কিলৈকস্থা দৃশ্যন্তে গুণসঞ্চয়াঃ ॥ ৮

যুধিষ্ঠিরস্য বীর্য্যেণ কৃষ্ণস্য চরিতেন চ ।

কর্মভির্ভীমসেনস্য সদৃশো ভীমকর্মণঃ ॥ ৯

ধনঞ্জয়স্য রূপেণ বিক্রমেণ ঋতেন চ ।

বিনয়াং সহদেবস্য সদৃশো নকুলস্য চ ॥ ১০

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

অভিমন্ত্যমহং স্মৃত সৌভদ্রমপরাক্রিতম্ ।

জ্যোতুমিচ্ছামি কার্ৎস্নেন কথমাযোধেন হতঃ ॥ ১১

সঞ্জয় উবাচ ।

স্থিরো ভব মহারাজ শোকং ধারয় দুর্ধরম্ ।

মহাস্তং বন্ধুনাশং তে কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ১২

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর অত্যন্ত ভক্তিমান, নিজের পরাক্রম প্রকাশ না করা, বিনয়, ইন্দ্রিয়সংযম, অতুলনীয় রূপ ও শৌর্য—এই ছয়টি গুণ নকুলে নিশ্চিতরূপে বিद्यমান আছে ॥ ৬

বেদাধ্যয়ন, গাভীর্য়্য, মধুরতা, সত্য, রূপ ও পরাক্রমের দৃষ্টিতে বীর সহদেব সর্ব্বথা অখিনীকুমারদ্বয়ের তুল্য—এই কথা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৭

গুণবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে সমস্ত ভাবের গুণাবলি আছে এবং পাণ্ডব-গণের মধ্যে যেসব গুণাবলি আছে, সেই সমস্ত গুণসমূহাই একাকী অভিমন্ত্যর মধ্যে নিশ্চিতরূপে দেখা যায় ॥ ৮

যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম, শ্রীকৃষ্ণের উত্তম চরিত্র এবং ভয়ঙ্কর কৰ্ম্মকারী ভীমসেনের বীরোচিত কৰ্ম্মসমূহের তুল্য অভিমন্ত্যর পরাক্রম, চরিত্র ও কৰ্ম্ম ॥ ৯

তিনি রূপ, পরাক্রম ও শাস্ত্রজ্ঞানে অর্জুনের সমান এবং বিনয়ে নকুল ও সহদেবের তুল্য ছিলেন ॥ ১০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—স্মৃত! আমি অপরাজিত বীর সুভদ্রা-কুমার অভিমন্ত্যর সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। যুদ্ধে সে কিরূপে নিহত হইল? ১১

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আপনি স্থির হউন এবং ধারণ করা কঠিন হইলেও সেই শোককে আপনি স্বয়ং ধারণ

চক্রবাহ্যো মহারাজ আচার্য্যোণাভিকল্পিতঃ ।
 তত্র শক্রোপমাঃ সৰ্বে রাজানো বিনিবেশিতাঃ ॥ ১৩
 অরাস্থানেষু বিজ্ঞান্ধাঃ কুমারাঃ সূর্য্যবর্চসঃ ।
 সজ্জাতো রাজপুত্রাণাং সৰ্বেষামভবৎ তদা ॥ ১৪
 কৃতান্তিসময়াঃ সৰ্বে সূৰ্য্যবিকৃতধ্বজাঃ ।
 রক্তাস্ত্রধরাঃ সৰ্বে সৰ্বে রক্তবিভূষণাঃ ॥ ১৫
 সৰ্বে রক্তপতাকাশ্চ সৰ্বে বৈ হেমমালিনাঃ ।
 চন্দনাগুরুদিক্কাঙ্গাঃ স্রগ্বিণঃ সূক্ষ্মবাসসঃ ॥ ১৬
 সহিতাঃ পর্য্যধাবন্তু কার্ষিণঃ প্রীতি যুযুৎসবঃ ।
 তেষাং দশ সহস্রাণি বভূবুর্দধিধিনাম্ ॥ ১৭
 পৌত্রং তব পুরস্কৃত্য লক্ষ্যং প্রিয়দর্শনম্ ।
 অশ্বোত্তমমহুঃশাস্ত্রে অশ্বোত্তমসমসাহসাঃ ॥ ১৮
 অশ্বোত্তমং স্পর্ধমানাশ্চ অশ্বোত্তমস্ত হিতে রতাঃ ।
 হৃদ্যোধনস্ত রাজেন্দ্র সৈন্যমধ্যে ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৯

করুন। আমি আপনার নিকট বন্ধু-বান্ধবগণের সামগ্রিক
 বিনাশের কথা বর্ণনা করিব, শ্রবণ করুন ॥ ১২

রাজন! আচার্য্য জ্ঞো যে চক্রবাহ নিৰ্ধাণ করিয়াছিলেন,
 তাহাতে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী সমস্ত রাজগণকে সন্নিবেশিত করা
 হইয়াছিল ॥ ১৩

ইহার অরাস্থানসমূহে সূর্য্যসদৃশ ভেদধী রাজকুমারগণ
 দণ্ডায়মান ছিলেন। সেই সময় সেখানে সমস্ত রাজকুমারগণের
 একটি সমবায় উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১৪

ইহারা সকলেই প্রাণ থাকিতে যুদ্ধ ত্যাগ না করিবার
 প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইহাদের সকলের ধ্বজ সূৰ্য্যনির্মিত
 ছিল। ইহারা সকলেই রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন এবং
 রক্তবর্ণ ভূষণসমূহ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫

সকলের রথের উপর রক্তবর্ণের পতাকা উড়িতেছিল।
 সকলে স্বর্ণের মালা ধারণ করিয়াছিলেন; সকলের শরীরে চন্দন
 ও অঙ্কুর লেপন করা হইয়াছিল এবং পুষ্পমালায় শোভিত
 ইহারা সকলেই সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন ॥ ১৬

এই সকল রাজপুত্র যুদ্ধের জন্ত উৎসুক হইয়া অর্জুননন্দন
 অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হইলেন। সূদৃঢ়-ধনুধারকরা এই
 বীরগণের সংখ্যা ছিল দশ হাজার ॥ ১৭

ইহারা আপনার প্রিয়দর্শন পৌত্র লক্ষ্যকে অগ্রে করিয়া
 ধাবিত হইলেন। ইহারা সকলে পরস্পরের হৃৎকথ সমভাবে

শ্রীমদ্রবী বৈদ্যাসপ্রবীত শতসাহস্রী সাহিত্য। মহাভারতের ত্রোণপর্ব্বাঙ্গগত অভিমন্যুবধপর্ব্ব চক্রবাহ-নিৰ্ধাণবিষয়ক চতুর্বিংশ
 অধ্যায়ের অন্তিম অঙ্ক।

কর্ণ-হুঃশালন-কৃপৈবুতো রাজা মহারথৈঃ ।
 দেবরাজোপমঃ শ্রীমান্ শ্বেতচ্ছত্রাভিসংবৃতঃ ॥ ২০
 চামরবাজনশ্চৈপুরুদয়রিব ভাস্করঃ ।
 প্রমুখে তস্ত সৈন্যস্ত দ্রোণোহবস্থিতনায়কঃ ॥ ২১
 সিদ্ধুরাজস্তথাতিষ্ঠমীমান্ মেরুরিবাচলঃ ।
 সিদ্ধুরাজস্ত পার্শ্বস্থা অশ্বখামপুরোগমাঃ ॥ ২২
 সূতাস্তব মহারাজ ত্রিংশৎত্রিংশদশসন্নিভাঃ ।
 গান্ধাররাজঃ কিতবঃ শল্যো ভূরিশ্রবাস্তথা ॥ ২৩
 পার্শ্বতঃ সিদ্ধুরাজস্ত ব্যরাজস্ত মহারথাঃ ।
 ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তুমলং লোমহর্ষণম্ ॥ ২৪
 ভাবকানাং পরেষাঞ্চ মৃত্যুং কৃষ্টা নিবর্তনম্ ॥ ২৫
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সাংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ত্রোণপর্ব্বণি অভিন্নমুদ্রাবধপর্ব্বণি চক্রবাহনিৰ্ধাণে
 চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৪

বৃষ্ণিভেন এবং সকলেই সমান সাহসী ছিলেন ॥ ১৮

ইহারা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্ধা করিতে ও পরস্পর
 পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর ছিলেন। রাজেন্দ্র! রাজা
 হৃদ্যোধন সৈন্তের মধ্যভাগে বিরাজমান ছিলেন ॥ ১৯

তাহার উপর শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করা হইয়াছিল। তিনি কর্ণ,
 হুঃশালন ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহারথী বীরগণে পরিবৃত হইয়া
 দেবরাজ ইন্দের স্তায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ২০

ইহার উভয় দিকে চামরবাজন করা হইতেছিল। তখন
 তিনি উদয়কালীন সূর্য্যতুল্য শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই
 সৈন্তবাহিনীর অগ্রভাগে দ্রোণাচার্য্য দণ্ডায়মান ছিলেন ॥ ২১

সেই স্থানে সিদ্ধুরাজ শ্রীমান্ জয়দ্রথও মেক পর্ব্বতের স্তায়
 অবস্থান করিতেছিলেন। ইহার পার্শ্বভাগে অশ্বখামাদি মহা-
 রথীরা বিজমান ছিলেন ॥ ২২

মহারাজ! দেবতুল্যসুশোভিত আপনার ত্রিশ জন পুত্র,
 পাশাধেলায় নিপুণ গান্ধাররাজ শকুনি, শূলা এবং ভূরিশ্রবা—
 এই সব মহারথী বীরবৃন্দ সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথের পার্শ্বভাগে সুশোভিত
 ছিলেন ॥

তদনন্তর “যরণের পরই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইব” একরূপ নিশ্চয়
 করিয়া আপনার ও শক্রপক্ষের ধোঁড়াদের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর
 যুদ্ধ আরম্ভ হইল, বাহা সকলেরই রোমাঞ্চকর ছিল ॥ ২৩-২৫

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরাত্তিমমৃত্যুসংবাদঃ, বৃহত্তেদায়াভিমন্তোঃ প্রতিজ্ঞা চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

তদনীকমনাধুস্তাং ভারদ্বাজেন রক্ষিতম্ ।
পার্শ্বাঃ সমভ্যবর্তন্তু ভীমসেনপুরোগমাঃ ॥ ১
সাত্যকিশ্চেতিকিতানশ্চ ধৃষ্টদ্যায়শ্চ পার্শ্বতঃ ।
কুন্তিভোজশ্চ বিক্রান্তো জ্ঞপদশ্চ মহারথঃ ॥ ২
আজুনিঃ ক্ষত্রধর্ম্য চ বৃহৎক্ষত্রশ্চ বীর্যবান্ ।
চেদিপো ধৃষ্টকেতুশ্চ মাজ্রীপুত্রো ঘটোৎকচঃ ॥ ৩
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ ।
উত্তমৌজাশ্চ দুর্ধ্বো বিরাটশ্চ মহারথঃ ॥ ৪
জ্যোপদেয়াশ্চ সংরক্ষাঃ শৈলপালিশ্চ বীর্যবান্ ।
কেকয়াশ্চ মহাবীর্যাঃ সৃঞ্জয়াশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৫
এতে চান্তে চ সগণাঃ কৃতান্তা যুদ্ধধর্মদাঃ ।
সমভ্যাবাবন্ সহসা ভারদ্বাজং যুযুৎসবঃ ॥ ৬
সমীপে বর্তমানাস্তান্ ভারদ্বাজোহতিবীর্যবান্ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠির ও অভিমন্ত্যর পরস্পর আলোচনা এবং বৃহত্তেদায়াভিমন্ত্যর প্রতিজ্ঞা ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! জ্যোতাচাধ্যকর্জু হর্যকিত এই দুর্ধ্ব সৈন্যবাহিনীকে ভীমসেন প্রভৃতি কুন্তীপুত্রগণ সম্মুখসমরে আক্রমণ করিলেন ॥ ১

সাত্যকি, চেকিতান, জ্ঞপদকুমার ধৃষ্টদ্যায়, পরাক্রমশালী কুন্তিভোজ, মহারথী জ্ঞপদ, অভিমন্ত্য, ক্ষত্রধর্ম্য, শক্তিশালী বৃহৎক্ষত্র, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু, মাজ্রীনন্দন নকুল-সহদেব, ঘটোৎকচ, পরাক্রমশালী যুধামন্যু, অপরাজিত বীর শিখণ্ডী, দুর্ধ্ব বীর উত্তমৌজা, মহারথী বিরাট, ক্রুদ্ধ জ্যোদীপুত্রগণ, বলবান্ শিশুপালপুত্র, মহাপরাক্রমশালী কেকয়রাজকুমারগণ এবং সহস্র সহস্র সৃঞ্জয়বংশীয় ক্ষত্রিয়বর্গ—ইহারা ও অন্তান্ত অস্ত্রবিভাগ্য পারদর্শী এবং রণধর্ম্য বহুসংখ্যক বীরগণ নিজ দলবলের সহিত সেখানে উপস্থিত ছিলেন । ইহারা সকলে যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া সইসা জ্যোতাচাধ্যকের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ২-৬

ভরদ্বাজনন্দন জ্যোতাচাধ্যক অতিশয় পরাক্রমী ছিলেন, স্তত্রাস শত্রুগণের এই আক্রমণে তিনি অস্ত্র ও বিদ্রোহ হইলেন না । তিনি নিকটে আগত পাণ্ডবসৈন্যদিগকে প্রভূত বাণগন্থে বর্ষণ

অসজ্জাস্তঃ শরৌবেণ মহতা সমবারয়ৎ ॥ ৭

মহৌঘঃ সলিলস্তেব গিরিমাশান্ত ছুভিদম্ ।

জ্যোৎস্নাং তে নাভ্যবর্তন্তু বেলামিব জলাশয়াঃ ॥ ৮

পীড্যমানাঃ শরৈর রাজন্ জ্যোৎস্নাপবিনিঃসৃতৈঃ ।

ন শেকুঃ প্রমুখে স্বাত্ত্বং ভারদ্বাজস্য পাণ্ডবাঃ ॥ ৯

তদন্তুতমপশ্যাম জ্যোৎস্না ভুজয়োর্বলম্ ।

যদেনং নাভ্যবর্তন্তু পাঞ্চালাঃ সৃঞ্জয়ৈঃ সহ ॥ ১০

তমায়াস্তমভিক্রুদ্ধং জ্যোৎস্না দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরঃ ।

বহুধা চিন্তয়ামাস জ্যোৎস্না প্রতিবারণম্ ॥ ১১

অশক্যং তু তমন্তোহন জ্যোৎস্না মম্বা যুধিষ্ঠিরঃ ।

অবিষহ্য গুরুং ভারং সৌভদ্রং সমবাসৃজৎ ॥ ১২

বাসুদেবাদনবরং ফাল্গুনাক্ষামিতৌজসম্ ।

অত্রবীৎ পরবীরশ্চমভিমন্ত্যমিদং বচঃ ॥ ১৩

করত আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭

যেদ্রুপ দুর্ভেদ্য পর্কভের নিকট উপস্থিত হইয়া জলের প্রবল প্রবাহ অবরুদ্ধ হইয়া যায় এবং সমুদ্র ধেরুপ নিজের তীরভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ পাণ্ডবসৈন্যরা জ্যোতাচাধ্যকের অতিশয় নিকটে উপস্থিত হইতে পারিলেন না ॥ ৮

রাজন্ ! জ্যোতাচাধ্যকের ধহু হইতে নিক্কিষ্ট বাণগন্থে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পাণ্ডব-বীরগণ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৯

সেই সময় আমরা জ্যোতাচাধ্যকের বাহুবলের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তখন তাঁহার বাহুবল অতিক্রম করিয়া সৃঞ্জয়সহ সমস্ত পাঞ্চালবীরগণ তাঁহার সম্মুখে থাকিতেই পারিলেন না ॥ ১০

অতিশয় ক্রুদ্ধ জ্যোতাচাধ্যকে আসিতে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে রুদ্ধ করিবার উপায় সন্ধে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১১

সেই সময় জ্যোতাচাধ্যকের সম্মুখীন হওয়া অপরের পক্ষে অসম্ভব জানিয়া যুধিষ্ঠির এই হৃঃসহ ও গুরুভার স্তত্রাসকুমার অভিমন্ত্যর উপর অর্পণ করিলেন ॥ ১২

অমিতভেদবী অভিমন্ত্য বহুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন

এত্য় নো নাজুনো গর্হেৎ যথা তাত তথা কুরু ।
 চক্রবাহস্য ন বয়ং বিদ্বো ভেদং কথঞ্চন ॥ ১৪
 ঙ্ং বাজুনো বা কৃষ্ণো বা ভিন্ধ্যাং প্রহ্মায় এবং বা ।
 চক্রবাহং মহাবাহো পঞ্চমো নোপপত্ততে ॥ ১৫
 অভিমন্ত্রো বরং তাত যাচতাং দাতুমর্হসি ।
 পিতৃণাং মাতুলানাঞ্চ সৈন্তানাং চৈব সর্বশঃ ॥ ১৬
 ধনঞ্জয়ো হি নস্তাত গর্হয়েদেত্য সংযুগাং ।
 ক্ষিপ্রমগ্রং সমাদায় জ্রোণানীকং বিশাতয় ॥ ১৭

অভিমন্ত্যরূবাচ ।

জ্রোণস্য দৃঢ়মত্যাগ্রমনীকপ্রবরং যুধি ।
 পিতৃণাং জয়মাকাঙ্ক্ষন্নবগাহেহবিলম্বিতম্ ॥ ১৮
 উপদিষ্টো হি মে পিত্রা যোগোহনীকবিশাতনে ।
 নোংসহে হি বিনির্গন্তুমহং কস্যাক্ষিদাপদি ॥ ১৯
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ঐকং যুধাং জ্রোষ্ট্রং দ্বারং সজনয়ন্ত নঃ ।

অপেক্ষা কোন অংশেই নূন (কম) ছিলেন না । তিনি শক্র-
 বীরগণকে সংহার করিতে সমর্থ ছিলেন, তাই যুধিষ্ঠির তাঁহাকে
 এই কথা বলিলেন ॥ ১৩

বৎস! সংশ্লুকগণের সহিত যুদ্ধ করিবার পর কিরিয়া
 আসিয়া অর্জুন বাহাতে আমাদের নিন্দা না করে (অর্থাৎ
 আমাদের সকলকে অসমর্থ না বলিতে পারে), সেইরূপ কাঁধ্য
 কর । আমরা ত' কেহই কোনরূপে চক্রবাহ ভেদ করিবার
 প্রক্রিয়া জানি না ॥ ১৪

মহাবাহো! তুমি, অর্জুন, কৃষ্ণ ও প্রহ্মায়—এই চারজনই
 চক্রবাহ ভেদ করিতে সমর্থ । পঞ্চম কোন যোদ্ধাই ইহাকে ভেদ
 করিতে জানে না ॥ ১৫

বৎস অভিমন্ত্য! তোমার পিতা ও মামার পক্ষের সমস্ত
 যোদ্ধারা এবং এই সকল সৈন্তরা তোমার নিকট প্রার্থনা
 করিতেছে । তুমিই ইহাদের বরণন করিবার যোগ্য ॥ ১৬

বৎস! যদি আমরা জয়লাভ না করি, তবে যুদ্ধ হইতে
 কিরিয়া আসিয়া অর্জুন আমাদের নিন্দা করিবে, অতএব তুমি
 শীঘ্রই অগ্রসরণ করত জ্রোণাচার্যের সৈন্তদিগকে বিনাশ কর ॥ ১৭

অভিমন্ত্য বলিলেন,—রাজন! আমি আমার পিতৃবর্গের অর-
 লাভের আশা রাখিয়া রণাঙ্গনে জ্রোণাচার্যের অভ্যন্ত ভরস্বর,
 হৃদুৎ এবং জ্রোষ্ট্র সৈন্তদলের মধ্যে লব্ধই প্রবেশ করিব ॥ ১৮

পিতৃবর্গ আমাদের চক্রবাহ ভেদ করিবার বিধি বলিয়াছেন,

বয়ং বাহুগমিষ্ঠ্যামো যেন ত্বং তাত বাস্যসি ॥ ২০

ধনঞ্জয়সমং যুদ্ধে ঙ্ং বয়ং তাত সংযুগে ।

প্রণিধায়ানুযাষ্ট্যামো রক্ষন্তঃ সর্বতোমুখাঃ ॥ ২১

ভীম উবাচ ।

অহং বাহুগমিষ্ঠ্যামি ধৃষ্টদ্যায়োহথ সাত্যকিঃ ।

পাঞ্চালাঃ কেকয়া মৎস্যাস্তথা সর্বে প্রভভ্রক্যঃ ॥ ২২

সকৃদ্ ভিন্নং ত্বয়া বাহুং তত্র তত্র পুনঃ পুনঃ ।

বয়ং প্রধ্বংসয়িষ্ঠ্যামো নিম্নমানা বরান্ বরান্ ॥ ২৩

অভিমন্ত্যরূবাচ ।

অহমেতৎ প্রবক্ষ্যামি জ্রোণানীকং ছুরাসদম্ ।

পত্তজ ইব সংক্রুদ্ধো জলিতং জাতবেদসম্ ॥ ২৪

তৎ কর্মাভ্য করিষ্ঠ্যামি হিতং যদ্ বংশয়োদ্বয়োঃ ।

মাতুলস্ত চ যৎ স্ত্রীতিং করিষ্ঠ্যতি পিতৃশ্চ মে ॥ ২৫

কিন্তু কোনরূপে বিপর হইয়া পড়িলে আমি সেই বাহু হইতে
 বাহির হইয়া আসিতে পারিব না ॥ ২০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যোদ্ধাদের মধ্যে জ্রোষ্ট্র বীর! তুমি
 বাহুকে ভেদ কর এবং আমাদের জন্ত দ্বার প্রশস্ত করিয়া দাও ।
 তাত! তারপর তুমি যে পথ দিয়া যাইবে, আমরা সকলে
 সেই পথ দিয়াই তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব ।

বৎস! আমরা রণাঙ্গনে তোমাকে অর্জুনের তুল্য বলিয়াই
 মনে করি । আমরা সকলে আমাদের চিন্তা তোমার উপরেই
 রাখিয়া সর্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করিতে করিতে তোমার
 পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব ॥ ২০-২১

ভীম বলিলেন,—পুত্র! আমি তোমার সহিত গমন করিব ।
 ধৃষ্টদ্যায়, সাত্যকি, পাঞ্চালদেশীয় যোদ্ধারা, কেকয়রাজকুমারগণ,
 মৎস্যদেশের সৈন্তসকল এবং প্রভভ্রকগণও তোমারই অনুসরণ
 করিবেন ॥ ২২

তুমি যেখানে যেখানে বাহুকে একবার ভেদ করিবে, সেখানে
 সেখানে আমরা মুখ্য মুখ্য যোদ্ধাগণকে বধ করিয়া সেই বাহুকে
 বারংবার নষ্ট করিতে থাকিব ॥ ২৩

অভিমন্ত্য বলিলেন,—যেদূর পত্তজ প্রজলিত অগ্নির উপর
 পতিত হয়, সেইরূপ আমিও ক্রুদ্ধ হইয়া জ্রোণাচার্যের দুর্গম সৈন্ত-
 বাহুদ্বয়ে প্রবেশ করিব ॥ ২৪

আজ আমি এরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিব, বাহা পিতা ও

শিশুনৈকেন সংগ্রামে কাল্যমানানি সজ্জনঃ ।

অক্ষ্যন্তি সর্বভূতানি দ্বিমংসৈস্তানি বৈ ময়া ॥ ২৬

নাহং পার্থেন জাতঃ স্ত্রাং ন চ জাতঃ সুভজয়া ।

যদি মে সংযুগে কশ্চিজ্জীবিতো নাত্ত-মুচ্যতে ॥ ২৭

যদি চৈকরথেনাহং সমগ্রং ক্ষত্রমণ্ডলম্ ।

ন কয়োম্যষ্টধা যুদ্ধে ন ভবাম্যজুনাস্বজঃ ॥ ২৮

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

এবং তে ভাষমাণস্ত্ব বলং সৌভজ্য বধতাং ।

যং সমুৎসহসে ভেদুং জ্যোণানীকং ছরাসদম্ ॥ ২৯

মাতা উভয়েরই বংশের পক্ষে হিতকর হইবে এবং মামা শ্রীকৃষ্ণ এবং পিতা অর্জুন এই দুইজনকেই প্রসন্ন করিবে ॥ ২৫

যদিও আমি এখন বালক, তথাপি আজ সমস্ত প্রাণী দেখিবে যে, আমি একাকীই যুদ্ধে দলে দলে শত্রুগণকে সংহার করিতে থাকিব ॥ ২৬

যদি আজ আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া কোনও সৈন্ত জীবিত থাকিয়া যায়, তবে আমি অর্জুনের পুত্রই নই এবং সুভদ্রাদেবীর উদর হইতে জন্মগ্রহণ করি নাই ॥ ২৭

যদি আমি একমাত্র রথের সহায়তায় সমস্ত ক্ষত্রিয়মণ্ডলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া না ফেলি, তবে আমি অর্জুনের পুত্রই নই ॥ ২৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুভদ্রানন্দন! এরূপ ওজস্বী বাক্য

শ্রীমদ্রথি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জ্যোপপর্কান্তর্গত অভিমহ্যবধপর্কে অভিমহ্যর প্রতিজ্ঞাবিবয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

[অভিমহ্যোরুৎসাহস্তেন চতুরঙ্গসেনায়া বধন্ত]

সঞ্জয় উবাচ ।

সৌভজ্যন্তদ্ বচঃ শ্রুত্বা ধর্মরাজস্ত ধীমতঃ ।

অচোদয়ত যন্তারং জ্যোণানীকায় ভারত ॥ ১

তেন সংচোক্তমানস্ত যাহি যাহীতি সারথিঃ ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

[অভিমহ্যর উৎসাহ এবং তাঁহার দ্বারা কোরবগণের চতুরঙ্গী সৈন্তসংহার ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত! যুধিষ্ঠিরের পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুভদ্রাকুমার অভিমহ্য নিজের সারথিকে জ্যোণাচার্যের দিকে ঘাইতে আদেশ করিলেন ॥ ১

রক্ষিতং পুরুষব্যাজৈর্মহেষ্ণাসৈর্মহাবলৈঃ ।

সাধ্য-রুদ্র-মরুতু লৈর্ষস্বগ্নাদিত্যবিক্রমৈঃ ॥ ৩০

সঞ্জয় উবাচ ।

তস্ত তদ্ বচনং শ্রুত্বা স যন্তারমচোদয়ৎ ।

সুমিত্রাশ্বান্ রণে ক্ষিপ্তং জ্যোণানীকায় চোদয় ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

জ্যোপপর্বণি সংশপ্তকবধপর্বণি অভিমহ্যপ্রতিজ্ঞায়াং

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

বলিতে বলিতে তোমার বল নিরস্তর বর্ধিত হউক; কারণ, একমাত্র তুমিই জ্যোণাচার্যের দুর্গম সৈন্তমধ্যে প্রবেশ করিবার উৎসাহ রাখ ॥ ২৯

জ্যোণাচার্যের এই সৈন্তগণ তাদৃশ মহাবলশালী মহাধনুর্ধর পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণকর্তৃক সুরক্ষিত, যাহারা সাধ্য, রুদ্র ও মরুৎগণ তুল্য বলবান্ এবং বহু, অগ্নি ও সূর্য্যাদৃশ পরাক্রমশালী ॥ ৩০

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমহ্য নিজের সারথিকে এই আদেশ করিলেন—সুমিত্র! তুমি অতি সত্তর অশ্বগণকে জ্যোণাচার্যের সৈন্তগণের দিকে চালনা কর ॥ ৩১

প্রত্যুবাচ ততো রাজন্নভিমহ্যমিদং বচ ॥ ২

অতিভারোহয়মায়ুয়ম্মাহিতস্ত্বয়ি পাণ্ডবৈঃ ।

সম্প্রদার্থ্য ক্ষণং বুদ্ধ্যা ততস্ত্বং যোদ্ধুমর্হসি ॥ ৩

রাজন্! ‘চল, চল’ এই কথা বলিয়া অভিমহ্য বারংবার প্রেরিত করিতে থাকিলে সারথি সুমিত্র তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২

আয়ুয়ন্! পাণ্ডবগণ আপনার উপর এই গুরু দারিদ্র্য অর্পণ করিয়াছেন। প্রথমে আপনি কণকাল অবস্থান করত বুদ্ধি অহুসারে আপনার কর্তব্য স্থির করিয়া লউন। তাহার পর যুদ্ধ করুন ॥ ৩

আচার্য্যো হি কৃতী জ্ঞাণঃ পরমাত্মে কৃতপ্রমঃ ।

অত্যন্তসুখসংবুদ্ধত্বং চাযুক্তবিশারদঃ ॥ ৪

ততোহভিমমু্যঃ প্রহসন্ সারথিং বাক্যমব্রবীৎ ।

সারথে কো দ্বয়ং জ্ঞাণঃ সমগ্রং ক্রত্বেমব বা ॥ ৫

ঐরাবত্তগতং শক্রং সহামরগণৈরহম্ ।

অথবা ঋতুমীশানাং সর্বভূতগণার্চিতম্ ।

যোধয়েয়ং রণমুখে ন মে ক্রত্বেহুত্ব বিস্ময়ঃ ॥ ৬

ন মমৈতদ্ দ্বিষৎসৈন্ত্যং কলামহীতি বোড়শীম্ ।

অপি বিশ্বজিতং বিযুং মাতুলং প্রাপ্য সূতজ ॥ ৭

পিওরং চাজুনং যুদ্ধে ন ভীৰ্মামুপযাস্ততি ।

অভিমমু্যশ্চ তাং বাচং কদৰ্শীকৃত্য সারথেঃ ॥ ৮

যাহীতোবাত্রবীদেনং জ্ঞাণানীকায় মা চিরম্ ।

ততঃ সংনোদয়ামাস হযানান্ত ত্রিহায়নান্ ॥ ৯

নাতিদ্রষ্টমনাঃ সূতো হেমভাণ্ডপরিচ্ছদান্ ।

জ্ঞাণাচার্য্য অত্রবিজ্ঞায় বিশেষজ্ঞ এবং উত্তম অস্ত্রসকলের অভ্যাসের জন্ত তিনি অতিশয় পরিশ্রমও করিয়াছেন। এদিকে আপনি অতিশয় সুখে প্রিয়জনের দ্বারা পরিবর্তিত হইয়াছেন। বুদ্ধবিজ্ঞায় আপনি তাঁহার স্তায় বিজ্ঞ নন ॥ ৪

তখন অভিমমু্য হাঙ্গিতে হাঙ্গিতে সারথিকে এই কথা বলিলেন,—সারথে! এই জ্ঞাণাচার্য্য বা এই সব ক্রত্বিয়মগুলের কথা আর কি বলিব, আমি ত' ঐরাবত হস্তীতে আরুঢ় সমস্ত দেবগণের সহিত ইন্দ্র কিংবা সকল প্রাণিগণের দ্বারা পুজিত ও সকলের দৈবর ক্রত্বেদেবের সহিতও সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ; অতএব বর্তমানে এই সব ক্রত্বিয়বর্গের সহিত যুদ্ধ করাকে আমার আজ কোন বিস্ময়ই হইতেছে না ॥ ৫-৬

শক্রগণের এই সৈন্তবাহিনী আমার ঘোল ভাগের একভাগও হইবে না। সূতপুত্র! বিশ্ববিজয়ী বিযুস্বরূপ যামা স্ত্রীকৃষ্ণ এবং পিতা অর্জুনও যদি বিপক্করূপে আমার সম্মুখে আসেন, তথাপি আমার ভয় হইবে না ॥ ৭

অভিমমু্য সারথির পূর্বোক্ত বাক্য অবহেলা করিয়া তাহাকে বলিলেন—তুমি শীঘ্র জ্ঞাণাচার্য্যের সৈন্তদের দিকে চল ॥ ৮

তখন সারথি স্ববর্ণময় ভূবণে বিদ্রুবিভ ও তিন বৎসর বয়স্ক অশ্বদ্বিগকে শীঘ্র চালাইয়া দিল। সেই সময় তাহার মন অধিক প্রসন্ন ছিল না ॥ ৯

রাজন্! সারথি সুমিত্র কর্তৃক জ্ঞাণাচার্য্যের সৈন্তের দিকে প্রেরিত হইয়া মহাবেগশালী ও পরাক্রমী অশ্বগণ জ্ঞাণাচার্য্যের

তে প্রেষিতাঃ সুমিত্রেণ জ্ঞাণানীকায় বাজিনঃ ॥ ১০

জ্ঞাণমভ্যজবন্ রাজন্ মহাবেগপরাক্রমম্ ।

তমুদীক্ষ্য তথ্যাস্ত্যং সৰ্বে জ্ঞাণপুরোগমাঃ ॥

অভ্যবর্তন্ত কৌরব্যাঃ পাণ্ডবাশ্চ তমম্বয়ঃ ॥ ১১

স কর্ণিকারপ্রবরোচ্ছিতধ্বজঃ

সুবর্ণবর্মাজুনিরজুনাৎ বরঃ ।

যুযুৎসয়া জ্ঞাণমুখান্ মহারথান্

সমাসদং সিংহশিশুর্যথা দ্বিপান্ ॥ ১২

তে বিংশতিপদে যন্তাঃ সম্প্রহারং প্রচক্রিরে ।

আসীদ্ গাজ ইবাবর্তো মুহূর্তমুদধাবিব ॥ ১৩

শূরাণাং যুধ্যমানানাং নিরুত্তামিতরেতরম্ ।

সংগ্রামস্তমুলো রাজন্ প্রাবর্তত সুদারুণঃ ॥ ১৪

প্রাবর্তমানে সংগ্রামে তন্নিরতিভয়ঙ্করে ।

জ্ঞাণশ্চ মিশতো বাহুং ভিষ্মা প্রাবিশদাজুনিঃ ॥ ১৫

দিকে দৌড়াইয়া যাইতে লাগিল ॥ ১০

অভিমমু্যকে এইভাবে আসিতে দেখিয়া জ্ঞাণাচার্য্য প্রভৃতি কৌরব-বীরগণ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং পাণ্ডব-যোদ্ধারা তাঁহার অঙ্গসরণ করিয়া চলিলেন ॥ ১১

অভিমমু্যর উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ ধ্বজ কর্ণিকার-বৃক্ষচিহ্নে সুশোভিত ছিল। তিনি সুবর্ণনির্মিত কবচধারণ করিয়াছিলেন। এই অর্জুননন্দন অভিমমু্য নিজের পিতা অর্জুন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। যেরূপ সিংহশাবক হস্তীদের উপর আক্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ অভিমমু্যও যুদ্ধের ইচ্ছায় জ্ঞাণাদি মহারথী বীরগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১২

অভিমমু্য বিশ পদ মাত্র অগ্রসর হইলেই যুদ্ধ করিতে উদ্যত জ্ঞাণাচার্য্যাদি যোদ্ধারা তাঁহার উপর অস্ত্রপ্রহার আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই সময় এই সৈন্তগণ মধ্যে অভিমমু্য প্রবেশ করিতে যাইলে মুহূর্তকালেই সৈন্তদের মধ্যে সেইরূপ সজ্জা বাধিয়া বাইল, যেরূপ সমুদ্রের সহিত নদীর আবর্তযুক্ত (ঘোলা) জলরাশির সজ্জাত হইয়া থাকে ॥ ১৩

রাজন্! যুদ্ধে তৎপর থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের উপর প্রাণঘাতী প্রহার করিতে করিতে সেই বীরগণের মধ্যে অত্যন্ত নিদারুণ ও ভয়ঙ্কর সজ্জা আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ১৪

যখন এই অতিশয় ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন জ্ঞাণাচার্য্যের সাক্ষাতেই অর্জুননন্দন অভিমমু্য বাহু ভেদ করিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ১৫

(তদভেদমনাধুয়াং জ্যোতানীকং সুহৃৎসম্ ।
 ভিষাজ্জনিরসম্ভাস্তো বিবেশাচিন্ত্যবিক্রমঃ ॥)
 তং প্রবিষ্টং বিনিয়ন্তু শক্রসজ্জান্ মহাবলম্ ।
 হস্ত্যশ্ব-রথ-পন্ত্যোঘাঃ পরিবক্রুদামুধাঃ ॥ ১৬
 নানাবাদিহনিদৈঃ ক্ষেড়িতোংকুণ্ডগর্জিতৈঃ ।
 হুঙ্কারৈঃ সিংহনাদৈশ্চ তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি নিঃশ্বনৈঃ ॥ ১৭
 ঘোরৈর্হলহলাশকৈর্মা গাংস্তিষ্ঠেহি মামিতি ।
 অসাবহমমুজ্জ্বৈত প্রবদন্তো মুহুমুহুঃ ॥ ১৮
 বৃংহিতৈঃ সিজ্জিতৈর্হাসৈঃ করনেনিষনৈরপি ।
 সন্নাদয়ন্তো বসুধামভিহুংসুব্রাজুনিম্ ॥ ১৯
 তেষামাপততাং বীরঃ শীঘ্রযোধী মহাবলঃ ।
 ক্ষিপ্ৰাক্রো জ্ববধীদ্ রাজন্ মর্মজ্ঞো মর্মভেদিতিঃ ॥ ২০
 তে হস্ত্যমানা বিবশা নানালিঙ্গৈঃ শিতৈঃ শটৈঃ ।

(অভিমত্যুর পরাক্রম অচিন্তনীয় ছিল। তিনি কোনরূপ
 বিচলিত না হইয়াই অত্যন্ত দুর্জয় ও দুর্ধর্ষ সৈন্যবৃহৎ ভেদ করিয়া
 তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।)

বাহুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শক্রগণকে সংহার করিতে
 করিতে যুদ্ধরত মহাবল অভিমত্যাৎকে গজারোহী, অশ্বরোহী ও
 পদাতি যোদ্ধারা অস্ত্রউত্তোলনপূর্বক বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া
 চারিদিকে আবৃত করিয়া ফেলিল ॥ ১৬

নানাপ্রকার বাত্মধ্বনি, কোলাহল, চীৎকার, গর্জন, হুঙ্কার,
 সিংহনাদ, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' এরূপ শব্দ এবং হলাহল শব্দসহ 'বাইও
 না, দাঁড়াও, আমার নিকট এস, তোমার শত্রু আমি ত' এখানেই
 আছি' ইত্যাদি বাক্য বারংবার বলিতে বলিতে বীর সৈন্যগণ
 হস্তীদিগের চীৎকার, ঘুঞ্জুরের বন্ বন্ শব্দ, অট্টহাস্ত, হস্ততালি-
 শব্দ এবং চক্রসকলের ঘর্ষর শব্দে চারিদিক্ নিনাদিত করিতে
 করিতে অর্জুননন্দন অভিমত্যুর উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৭-১৯

রাজন্! মহাবলশালী বীর অভিমত্যাৎ ক্রতত্বার সহিত যুদ্ধ
 করিতে নিপুণ ছিলেন, ক্ষিপ্ৰভাসহকারে অস্ত্রচালনায় দক্ষ ছিলেন
 এবং শক্রগণের মর্মস্থানসকল জানিতেন। তিনি নিজের দিকে
 আগত শক্রসৈন্যদিগকে মর্মভেদী বাণসমূহের দ্বারা বধ করিতে
 লাগিলেন ॥ ২০

নানাপ্রকার চিহ্নসমূহে স্বশোভিত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের প্রহার
 পাইয়া সেই বহুসংখ্যক কোরব-বীর বিবশ হইয়া ধরাতে পতিত

অভিপেতুঃ সুবহুশঃ শলভা ইব পাবকম্ ॥ ২১
 ততস্তেষাং শরীরৈশ্চ শরীরাবয়বৈশ্চ সঃ ।
 সন্তস্তার ক্রিতিং ক্রিপ্রং কুশৈর্বেদিমিবাধ্বরে ॥ ২২
 বক্রগোধাজুলিভ্রাণান্ সশরাসন-সায়কান্ ।
 সাসি-চর্মাকুশাভীবূন্ সতোমর-পরশ্বধান্ ॥ ২৩
 সগদায়োক্তুড়-প্রাসান্ সপ্তি-তোমর-পট্টিণান্ ।
 সতিন্দিপালপরিঘান্ সশক্তিবরকম্পনান্ ॥ ২৪
 সপ্রতোদ-মহাশঙ্খান্ সক্রুস্তান্ সকচগ্রহান্ ।
 সমুদগরক্ষেপণীয়ান্ সপাশ-পরিঘোপমান্ ॥ ২৫
 সকেয়ুরাজদান্ বাহুন্ হস্তগন্ধাভুলেপনান্ ।
 সংচিচ্ছেদাজুনিমুগ্গং তদীয়ানাং সহস্রশঃ ॥ ২৬
 তৈ ক্ষুরস্তির্মহারাজ শুশুভে ভূঃ সুলোহিতৈঃ ।
 পঞ্চাশ্তৈঃ পন্নগৈশ্চিন্নৈর্গন্ধর্ভেদৈব মারিষ ॥ ২৭

হঠতে থাকিলে তখন মনে হইতেছিল যে, পতঙ্গসকল দলে দলে
 আসিয়া যেন অগ্নিতে পতিত হইতেছে ॥ ২১

যেদ্রুপ যজ্ঞে বেদীর উপর কুশ পাতা হইয়া থাকে, সেইরূপ
 অভিমত্যাৎ অতিসত্তর শত্রুগণের শরীরসকল ও বিভিন্ন অবয়বের
 দ্বারা সম্পূর্ণ রণভূমি আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২

মহারাজ! অর্জুনকুমার অভিমত্যা আপনার সহস্র সহস্র
 সৈন্যদের সেই বাহুসমূহকে ক্ষত ছেদন করিতে লাগিলেন, যে
 সকল বাহুর মধ্যে অগন্ধযুক্ত চন্দন লেপন করা ছিল। বীরগণের
 এই হস্তসমূহে গোদার চর্মনির্মিত দস্তানা বাঁধা ছিল, ধনু ও বাণ
 শোভা পাইতেছিল। কাহারও হাতে ঢাল, তরবারি, অক্ষুণ্ণ ও
 অশ্বমুখরজ্জু আছে দেখা যাইল। কাহাদেরও হাতে তোমর এবং
 পরশ ছিল, কাহারও হাতে গদা, লোহার গোলা, প্রাস, ঐটি,
 তোমর, পট্টিণ, ভিন্দিপাল, পরিঘ, শ্রেষ্ঠ শক্তি, কম্পন, প্রতোদ
 (চাবুক), মহাশঙ্খ ও কুস্ত—এসকল অস্ত্র আছে দেখা যাইতেছিল।
 কাহাদেরও হাতে শক্রসকলের কচগ্রহ ধরা ছিল। কাহাদেরও
 হাতে মুদগর, ক্ষেপণযোগ্য আস্ত্রাস্ত্র অস্ত্রসকল, পাশ, পরিঘ এবং
 প্রস্তর-খণ্ড দেখা যাইল। বীরগণের এই সকল হস্ত ক্ষেয়ুর ও
 অঙ্গাদিকূষণসমূহে বিভূষিত ছিল ॥ ২৩-২৬

আদরীয় মহারাজ! রক্তে আগ্নুত হইয়া কম্পমান এই
 সকল হস্তে রণভূমি সেইরূপ শোভা পাইতেছিল, যেদ্রুপ গন্ধ-
 কর্তৃক ছিন্ন-ভিন্ন পক্ষ্মধ্বনিষ্ট সর্পগণের দেহে আচ্ছাদিত হইয়া
 বসুধা শোভা পাইয়া থাকেন ॥ ২৭

সুনাশাননকেশাষ্টরত্ৰৈশ্চাকুণ্ডলৈঃ ।
 সন্দটৌষ্ঠপুটে: ক্রোধাৎ ক্ষরন্তি: শোণিতং বহু ॥ ২৮
 স চাকুণ্ডলটৌষ্ঠৈর্ধর্মণিরত্ৰৈবিত্ত্বিভৈঃ ।
 বিনালনলিনাকারৈর্দীবাশ্রয়শ্রীভৈঃ ॥ ২৯
 হিত-প্রিয়ংবদৈ: কালে বহুভি: পুণ্যগন্ধিভি: ।
 দ্বিষচ্ছিরোভি: পৃথিবীং স বৈ তন্তার ফাল্গুনি: ॥ ৩০
 গন্ধর্বনগরাকারান্ বিধিবৎ কল্পিতান্ রথান্ ।
 বীষামুখান্ দ্বিত্রিবেণূন্যন্তদণ্ডকবন্ধুরান্ ॥ ৩১
 বিজজ্বাকুবরাস্তত্র বিনেমিদশনানপি ।
 বিচক্রোপস্করোপস্থান্ ভ্রমোপকরণানপি ॥ ৩২
 প্রপাতিতোপস্তরণান্ হতযোধান্ সহশ্রশ: ।
 শরৈর্বিশকলীকুর্বন্ দিক্ষু সর্বাশ্রয়শ্রুত ॥ ৩৩

যাহাদের স্বন্দর নাগিকা, স্বন্দর মুখ এবং স্বন্দর কেশান্ত-
 ভাগের অদ্ভুত শোভা বাইতেছিল, যাহাদের কোনরূপ অজ্ঞাঘাতের
 চিহ্ন ছিল না, মনোহর কুণ্ডলসমূহে যাহারা প্রকাশিত হইতেছিল,
 ক্রোধবশত: যাহাদের গুণ্ডভাগ দাঁতের দ্বারা পিষ্ট ছিল, যাহারা
 অত্যধিক রক্তধারা বহন করিতেছিল, যাহাদের উপর মনোহর
 মৃকট ও পাগড়ী শোভা পাঠিতেছিল, যাহাদের প্রভা সূর্য্য ও চন্দ্র
 সদৃশ ছিল, যাহারা নীলরহিত প্রফুল্ল কমলের জায় প্রতীত
 হইতেছিল, যাহারা মধ্যে মধ্যে প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিতে-
 ছিল, যাহাদের সংখ্যা ছিল বহু এবং যাহারা পবিত্র গন্ধে সুসংলিত
 ছিল, শক্রগণের সেই সব মন্তকে অভিমত্যা সেখানকার রণভূমি
 আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৮-৩০

এইরূপে অভিমত্যা স্বীয় বাণসমূহে শক্রগণের গন্ধর্বনগরতুল্য
 বিশাল ও বিবিধরূক সুসজ্জিত বহুসংখ্যক রথকে খণ্ড খণ্ড
 করিতে করিতে চারিদিকেই দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন। এই
 সকল রথের প্রধান সৈন্যও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ত্রিবেণুচূর্ণ
 বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। শুভদণ্ডসকল উৎপাটিত হইয়াছিল।
 ইহাদের বন্ধনসমূহ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই সকল রথের জজ্বা
 (নিরহান) এবং কুবর (জোরাগ রাখিবার কাঠ) ভাঙ্গিয়া
 গিয়াছিল। চক্রের উপরিভাগ ও অন্ন বিধ্বস্ত হইয়াছিল।
 চক্র, উপকর ও বলিবার আসনসমূহ স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছিল।
 সমস্ত লামগ্রী ও রথের অবশেষ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রথের
 ছতরী ও আবরণ ভূপাতিত হইয়াছিল এবং এই সব রথের সমস্ত
 যোদ্ধাই নিহত হইয়াছিল। এইরূপ সহস্র সহস্র রথের ধ্বংস

পুনর্দ্বিপান্ দ্বিপাবোহান্ বৈজয়ন্ত্যকুশ ধ্বজান্ ।
 ভূগান্ বর্মণ্যাথো কক্ষ্যা গ্ৰৈবেয়াংশ্চ সক্ষয়লান্ ॥ ৩৪
 ঘণ্টা: শুণ্ডাবিবাণাগ্রান্ ছত্রমালা: পদাম্বুগান্ ।
 শবৈর্নিশিতধারাগ্রৈ: শাট্রবাণামশাতয়ং ॥ ৩৫
 বনায়ুজান্ পর্বতীয়ান্ কাশ্বোজানথ বাহ্লিকান্ ।
 স্থিরবালধিকর্ণাকান্ জবনান্ সাধুবাহিন: ॥ ৩৬
 আক্রতান্ শিক্ৰিতৈর্ঘোদৈ: শক্রাষ্টি-প্রাসযোধিভি: ।
 বিধ্বস্তচামরমুখান্ বিশ্রিদ্ধপ্রকীর্ত্তকান্ ॥ ৩৭
 নিরস্তজিহ্বানয়নান্ নিকীর্ণাত্তয়কৃৎঘনান্ ।
 হতারোহাংশ্চিন্নঘণ্টান্ ক্রবাদগগনমোদকান্ ॥ ৩৮
 নিকৃন্তচর্মকবচান্ শক্ৰমুদ্রাসংগাম্ভুতান্ ।
 নিপাতয়ন্নবরাস্ত্রাবকান্ স ব্যরোচত ॥ ৩৯

উড়িয়া গিয়াছিল ॥ ৩১-৩৩

রথসমূহকে নষ্ট করিয়া অভিমত্যা পুনরায় তীক্ষ্ণধার বাণসকলে
 শক্রগণের বহু হস্তী, গজারোহী, ইহাদের পতাকা, অকুশ, ধ্বজ,
 ভূগীর, কবচ, রক্ষ, কণ্ঠভরণ, কবল, ঘণ্টা, শুণ্ড, দস্ত, ছত্র, মালা
 ও পাদরক্ষকগণকেও ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪-৩৬

রাজন! আপনায় বনায়ুজ, পর্বতীয়, কাশ্বোজ ও বাহ্লীক-
 দেশীয় শ্রেষ্ঠ অশ্বগণ—যাহারা পুচ্ছ, কর্ণ ও নেত্র নিশ্চল করিয়া
 ধাবিত হয়, যাহারা বেগবান্ ও আরোহীদের উত্তম কাণ্ডের
 উপযোগী যাহাদের উপর শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসের দ্বারা যুদ্ধ করিতে
 সমর্থ সুশিক্ষিত যোদ্ধারা আরোহণ করিয়া আছেন, এই সব অশ্ব
 দ্বিগুণে ধরাশায়ী করিতে করিতে একাকী বীর অভিমত্যা একমাত্র
 ভগবান্ বিষ্ণুর জায় অচিন্ত্য ও দুর্কর কৰ্ম্ম করিয়া অতিশয় শোভা
 পাঠিতে লাগিলেন। এই সকল অশ্বের মস্তক ও গলদেশে
 চামরের জায় বড় বড় কেশসমূহ এবং মুখমণ্ডল বাণসকলের
 আঘাতে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ইহারা সকলেই তখন আহত
 হইয়া পড়িয়াছিল। বহু অশ্বের মস্তক ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল।
 কতক অশ্বের জিহ্বা ও নেত্র বাহির হইয়া আসিয়াছিল, অস্ত্র ও
 বন্ধন খণ্ড খণ্ড হইয়াছিল এবং সকলেরই আরোহী যোদ্ধা নিহত
 হইয়াছিল। ইহাদের গলদেশের ঘূর্ণুর বিভিন্ন হইয়া গিয়াছিল।
 এই সকল অশ্ব যত্নের অধীনস্থ হইয়া মাংসভক্ষী প্রাণিগণের
 হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল। ইহাদের চামর ও কবচ খণ্ড খণ্ড হইয়া
 গিয়াছিল এবং ইহারা বল, মূর্খ ও রক্তে নিমজ্জিত হইয়াছিল ॥

ততঃ কৃতজ্ঞা বলিনঃ সূহৃদো জিতকাশিনঃ ।
 জ্যস্তমানা ভয়াদ্ বীরং পরিবক্রন্তবাস্তজম্ ॥ ৪
 জ্যোণো জ্যোণিঃ কৃপঃ কর্ণঃ কৃতবর্মা চ সৌবলঃ ।
 বৃহদ্রথো মজ্ঞরাজো ভূরিভূঁরিশ্রবাঃ শলঃ ॥ ৫
 পৌরবো বৃষসেনশ্চ বিন্ধজন্তুঃ শিতাঙ্করান্ ।
 সৌভদ্রং শরবর্ষণে মহতা সমবাকিরন্ ॥ ৬
 সন্মোহয়িত্বা তমথ দুৰ্য্যোধনমমোচয়ন্ ।
 আস্তাদ্ গ্রাসমিবাশ্রিতং মমুষে নার্কুনাস্রজঃ ॥ ৭
 তাঙ্করৌঘেণ মহতা সাশ্ব-সূতান্ মহারথান্ ।
 বিমুখীকৃত্য সৌভদ্রঃ সিংহনাদমথানদং ॥ ৮
 তস্তা নাদঃ ততঃ ঋত্বা সিংহস্তোবামিষৈষিণঃ ।
 নামৃগ্যস্ত সূসংরদ্ধাঃ পুনর্দোণমুখা রথাঃ ॥ ৯
 ত এনং কোষ্ঠকৌকৃত্য রথবংশেন মারিষ ।
 ব্যস্রজন্নিম্বজালানি নানালিঙ্গানি সজ্জশঃ ॥ ১০
 তাঙ্কস্তুরিক্ষে চিচ্ছেদ পৌত্রস্তে নিশিতৈঃ শরৈঃ ।

মহারাজ । তদনন্তর অশ্রুশিক্ষায় নিপুণ, বলবান, চিত্তেবী ও বিজয়শীল যোদ্ধারা (রক্ষার জন্ত) আপনার বীর পুত্রকে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিলেন, যদিও তাঁহারা অভিমত্য়র ভয়ে ভীত হইয়া পাড়িয়াছিলেন ॥ ৪

জ্যোণ, অশ্বখামা, কৃপাচাধ্য, কর্ণ, কৃতবর্মা, সূবলপুত্র শকুনি বৃহদ্রথ, মজ্ঞরাজ শলা, ভূরি, ভূরিশ্রবা, শল, পৌরব ও বৃষসেন—ইহারা সকলে অভিমত্য়র উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ইহারা প্রভুত বাণবর্ষণ করিয়া অভিমত্য়কে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন ॥ ৫-৬

এইভাবে তাঁহাকে মোহিত করিয়া বীর যোদ্ধারা দুৰ্য্যোধনকে মুক্ত করিয়া লইলেন । ইহাতে মনে হইল—যুধ হইতে গ্রাস অপহৃত হইয়া পড়িল, কিন্তু অর্জুনপুত্র অভিমত্য় ইহা সহ করিতে পারিলেন না ॥ ৭

তখন ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণের দ্বারা সেই মহারথীদিগকে সারথি ও অশ্বগণসহ বৃদ্ধ হইতে বিমুখ করিয়া দিয়া সূভদ্রানন্দন অভিমত্য় সিংহের গর্জনের স্তায় গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৮

মাংসাশী সিংহসদৃশ অভিমত্য়র এই গর্জন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ জ্যোণাদি মহারথী বীরবৃন্দ সহ করিতে পারিলেন না ॥ ৯

আহা ! তখন সেই মহারথী বীরগণ রথসমূহের দ্বারা তাঁহাকে কোঠে আবদ্ধ করিবার স্তায় আবদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর নানা-

তাৎশৈব প্রতিবিব্যাধ তদদ্রুতমিবাভবৎ ॥ ১১
 ততস্তে কোপিতাস্তেন শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ।
 পরিবক্রজিঘাংসন্তঃ সৌভদ্রমপরাজিতম্ ॥ ১২
 সমুজ্জমিব পর্য্যস্তং স্বদীয়ং তং বলার্ণবম্ ।
 দধারৈকোহহজ্জুঁনির্ধানৈর্বেলেব ভরতর্ষভ ॥ ১৩
 শূরাণাং সূ্যমানানাং নিরুতামিতরেতরম্ ।
 অভিমন্ত্যোঃ পরেবাঞ্চ নাসীং কশ্চিৎ পরাঙ্মুখঃ ॥ ১৪
 তস্মিন্স্থে ঘোরে সংগ্রামে বর্তমানে ভয়ঙ্করে ।
 দুঃসহো নসভিধানৈরভিমন্ত্যমবিধ্যত ॥ ১৫
 দুঃশাসনো দ্বাদশভিঃ কৃপঃ শারদতস্ত্রিভিঃ ।
 জ্যোণস্ত সপ্তদশভিঃ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ১৬
 বিবিশতিস্ত সপ্তত্যা কৃতবর্মা স সপ্তভিঃ ।
 বৃহদ্রথস্তথাষ্টাভিরশ্বথামা চ সপ্তভিঃ ॥ ১৭
 ভূরিশ্রবাস্ত্রিভির্ধানৈর্গর্জেশঃ স্বভ্ভিরাস্তগৈঃ ।
 দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং শকুনিস্ত্রিভিঃ দুৰ্য্যোধনো নৃপঃ ॥ ১৮

প্রকার চিরযুক্ত শ্রেণীবদ্ধভাবে বহু বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১০

কিন্তু আপনার সেই বীর পৌত্র অভিমত্য় নিজের তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে শত্রুগণের ঐ সকল বাণকে আকাশপথেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং এই মহারথীদিগকে আহতও করিলেন—ইহা তখন যেন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া গেল ॥ ১১

সেই সময় অভিমত্য়কর্তৃক বাণাবলি এই সব যোদ্ধারা বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা অপরাজিত বীর অভিমত্য়কে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে আবৃত করিলেন ॥ ১২

ভরতশ্রেষ্ঠ ! যেদ্রুপ উত্তাল সমুদ্রকে তীরভূমি রোধ করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনার সৈন্ত-সাগরকে একাকী অর্জুনকুমার অভিমত্য় প্রতিরোধ করিলেন ॥ ১৩

সেই সময় পরস্পরের উপর অস্ত্রপ্রহারকারী যুদ্ধরত বিপক্ষীয় বীরগণ এবং অভিমত্য় কেহই যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইলেন না ॥ ১৪

এইভাবে তখন অভিশয় ভয়ঙ্কর ও ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল । ইহার মধ্যে আপনার পুত্র দুঃসহ নয়, দুঃশাসন বীর, শরদানের পুত্র কৃপাচাধ্য তিন এবং জ্যোণাচাধ্য বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর সত্তেরটি বাণে অভিমত্য়কে বিন্ধ করিলেন ॥ ১৫-১৬

এইরূপে বিবিশতি সপ্তর, কৃতবর্মা সাত, বৃহদ্রথ আট, অশ্বখামা সাত, ভূরিশ্রবা তিন, মজ্ঞরাজ শলা ছয়, শকুনি দুই এবং রাজা দুৰ্য্যোধন তিন বাণে অভিমত্য়কে আহত করিলেন ॥ ১৭-১৮

স তু তান্ প্রতিবিব্যাধ ত্রিভিঙ্গিভিরজিহ্বাগৈঃ ।
 নৃত্যন্নিব মহারাজ চাপহস্তঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৯
 ততোহভিমহ্যঃ সংক্রুদ্ধস্ত্রাস্তমানস্তবাস্থজৈঃ ।
 বিদর্শয়ন্ বৈ স্তুমহচ্ছিক্কোরসকৃতং বলম্ ॥ ২০
 গরুডানিলয়ংহোভির্ষস্তবাক্যকরৈর্হৈঃ ।
 দাষ্টেয়শ্চকদায়াদস্তুরমাণো হাবারয়ৎ ॥ ২১
 বিব্যাধ দশভির্বাণৈস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীৎ ।
 তস্তাভিমহ্যদশভির্হায়ান্ সূতং ধ্বজং শরৈঃ ॥ ২২
 বাহু ধনুঃ শিরশ্চোৰ্ঘ্যাস্থ্যমানোহভ্যপাতয়ৎ ।
 ততস্তস্মিন্ হতে বীরে সৌভজ্ঞেশ্বকেশ্বরে ॥ ২৩
 সঞ্চাল বলং সর্বং পলায়নপরায়ণম্ ।
 ততঃ কর্ণঃ কৃপো জ্রোণো জ্রোণির্গাঙ্কাররাট্ শলঃ ॥ ২৪
 শল্যো ভুরিঞ্জবাঃ ক্রোধঃ সোমদত্তো বিবিশতিঃ ।
 বৃষসেনঃ সুষেণশ্চ কুণ্ডভেদী প্রতর্দনঃ ॥ ২৫
 বৃন্দারকো ললিখশ্চ প্রবাহদীর্ঘলোচনঃ ।

মহারাজ ! সেই সময় হাতে ধনু লইয়া প্রতাপশালী অভিমহ্য যেন নৃত্য করিতে করিতেই চারিদিকে ঘুরিয়া এই সব মহারথী বীরবৃন্দকে তিনটি তিনটি বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥ ১৯

তখন আপনার সকল পুত্রগণ একত্রে মিলিয়া অভিমহ্যকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিলেন । ইহাতে তিনি যেন ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন এবং নিজের অস্ত্রশিক্ষা ও হৃদয়ের সর্বোৎকৃষ্ট বল দেখাইতে লাগিলেন ॥ ২০

এই সময় অশ্বকের পুত্র সারথির বাক্য পালনকারী, গরুড় ও বায়ুতুল্য বেগগামী এবং প্রশিক্ষিত অশ্বগণের দ্বারা তীব্রগতিতে রণস্থলে আসিয়া অভিমহ্যকে রুদ্ধ করিলেন এবং দশটি বাণ বিদ্ধ করিলেন । তারপর বলিলেন,—দাঁড়াও, দাঁড়াও ।

তখন অভিমহ্য হস্ত করিতে করিতেই অশ্বকপুত্রের অশ্বগণ, সারথি, ধ্বজ, বাহুদ্বয়, ধনু ও মণ্ডক দশটি বাণের দ্বারা ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন ।

সুভদ্রাকুমার অভিমহ্যকর্তৃক বীর অশ্বকপুত্র নিহত হইলে আপনার সকল সৈন্যই বিচলিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ।

তদনন্তর কর্ণ, কৃপাচার্য্য, জ্রোণাচার্য্য, অশ্বখামা, গাঙ্কাররাজ শকুনি, শল, শল্য, ভুরিঞ্জবা, সোমদত্ত, বিবিশতি, বৃষসেন, কুণ্ডভেদী, প্রতর্দন, বৃন্দারক, ললিখ, প্রবাহ, দীর্ঘলোচন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দ্রুহ্যোধন অভিমহ্যর উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ২১-২৬

দ্রুহ্যোধনশ্চ সংক্রুদ্ধঃ শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥ ২৬
 সৌহতিবিক্রো মহেষ্টাসৈরভিমহ্যরজিহ্বাগৈঃ ।
 শরমাদত্ত কর্ণায় বর্মকায়াবভেদিনম্ ॥ ২৭
 তস্ত ভিষ্মা তনুত্রাণং দেহং নিভিষ্ঠ চান্তগঃ ।
 প্রাবিশদ্ ধরণীং বেগাদ্ বলীকমিব পন্নগঃ ॥ ২৮
 স তেনাতিপ্রহারেণ ব্যথিতো বিহ্বলন্নিব ।
 সঞ্চাল রণে কর্ণঃ ক্রিতিকম্পে যথাচলঃ ॥ ২৯
 তথাত্মনিশিতৈর্বাণৈঃ সুষেণং দীর্ঘলোচনম্ ।
 কুণ্ডভেদিকং সংক্রুদ্ধস্ত্রিভিঙ্গীনবদীদ্ বলী ॥ ৩০
 কর্ণস্তং পঞ্চবিংশত্যা নারাতানাং সমার্পয়ৎ ।
 অশ্বখামা চ বিংশত্যা কৃতবর্মা চ সপ্তভিঃ ॥ ৩১
 স শরাচিতসর্বাঙ্গঃ ক্রুদ্ধঃ শক্রোজ্জ্বাঅজঃ ।
 বিচরন্ দদৃশে সৈন্তে পাশহস্ত ইবাস্তকঃ ॥ ৩২
 শল্যঞ্চ শরবর্ষণ সমীপস্থমবাকিরৎ ।
 উদক্রোশন্নহাবাহুজ্বল সৈন্তানি ভীষয়ন্ ৩৩

এই মহাধনুজের বীরগণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া অভিমহ্য কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া এমন এক বাণ গ্রহণ করিলেন, বাহা তাঁহার কবচ ও দেহকে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ ছিল ॥ ২৭

যেদ্রুপ সর্প ব্রহ্মীকের মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ অভিমহ্য কর্ণক নিক্ষিপ্ত সেই বাণ কর্ণের শরীর ও কবচ বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল ॥ ২৮

যেদ্রুপ ভূমিকম্প আরম্ভ হইলে পর্বতও হুলিতে থাকে, সেইরূপ এই অত্যন্ত গুরুতর আঘাতে ব্যথিত ও যেন বিহ্বল হইয়াই কর্ণ সেই রণাঙ্গনে বিচলিত হইয়া উঠিলেন ॥ ২৯

তারপর বলবান্ অভিমহ্য অত্যন্ত কুপিত হইয়া অস্ত্র তীক্ষ্ণ-ধার তিনটি বাণে সুষেণ, দীর্ঘলোচন ও কুণ্ডভেদী—এই তিন বীরকে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩০

তখন কর্ণ পঁচিশ, অশ্বখামা বিশ এবং কৃতবর্মা সাতটি নারাতের দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৩১

যদিও সেই সময় ইন্দ্রনন্দন অর্জুনের পুত্র অভিমহ্যর সমস্ত অঙ্গই বাণে বাণে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পাশহস্ত যমরাজের স্তায় শত্রু-সৈন্যবর্ষে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

রাজা শল্য অভিমহ্যর পার্শ্বেই ছিলেন, তখন এই মহাবাহু বীর অভিমহ্য শল্যের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ।

ততঃ স বিকোহজ্জবিদা মর্মভিত্তিরজ্জিগৈঃ ।

শল্যো রাজন্ রথোপস্থে নিষসাদ মুমোহ চ ॥ ৩৪

তং হি দৃষ্ট্বা তথা বিদ্ধং সৌভজ্ঞেণ যশস্বিনা ।

সম্প্রাজ্ঞবচম্ সর্বা ভারদ্বাজস্ত পশ্রুতঃ ॥ ৩৫

সম্প্রেক্ষ্য তং মহাবাহুং রুদ্রপুত্রৈঃ সমাবৃতম্ ।

ঋদীয়াঃ প্রপলায়ন্তে মৃগাঃ সিংহাদিতা ইব ॥ ৩৬

তিনি আপনার সৈন্তদিগকে ভীত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে
গর্জন করিতে থাকিলেন ॥ ৩৩

রাজন্! অদ্বজ অভিমহ্য কর্তৃক নিক্ষিপ্ত মর্ষভেদী বাণ-
সমূহের দ্বারা আহত হইয়া রাজা শল্য রথে বসিবার আসনে
বসিয়া পড়িলেন এবং মূচ্ছিত হইলেন ॥ ৩৪

যশস্বী হুভদ্রানন্দন অভিমহ্য কর্তৃক শল্যকে এইভাবে বাণ
বিদ্ধ হইতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের সাক্ষাতেই তাঁহার সৈন্তগণ
পলায়ন করিল ॥ ৩৫

শ্রীমদ্রথি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বাঙ্কসুগত অভিমহ্যবধপর্কে অভিমহ্যর পরাক্রমবিবয়ক
সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

[অভিমহ্যনা শল্যভ্রাতুর্বধো দ্রোণাচার্য্যস্ত রথসেনানাং পলায়নক ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

তথা প্রমথমানং তং মহেষাসানজিগ্মগৈঃ ।

আজুর্নিং মামকাঃ সংখ্যে কে শ্বেনং সমবারয়ন্ ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ কুমারস্ত রণে বিক্রীড়িতং মহৎ ।

বিভিৎসতো রথানীকং ভারদ্বাজেন রক্ষিতম্ ॥ ২

৪২শ অধ্যায় ।

[অভিমহ্য কর্তৃক শল্যের ভ্রাতাকে সংহার এবং দ্রোণা-
চার্য্যের রথী সৈন্তদের পলায়ন ।]

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—সঞ্জয়! অর্জুনকুমার অভিমহ্য
যখন এইভাবে নিজের বাণসমূহের দ্বারা প্রধান প্রধান ধনুর্ধর বীর-
গণকেও মথিত করিতে লাগিলেন, তখন আমার পক্ষের কোন্
যোদ্ধারা তাহাকে যুদ্ধে প্রতিরোধ করিয়াছিল ? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! রণাঙ্গনে কুমার অভিমহ্যর
বিশাল রণকীড়ার বর্ণনা প্রবণ করুন । তিনি দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক

স তু রণযশসাভিপূজ্যমানঃ

পিতৃ-শুর-চারণ-সিদ্ধ-যক্ষসজৈঃ ।

অবনিতলগতৈশ্চ ভূতসজৈ-

রতিবিবভৌ হতভূগ্ যথাক্যাসিক্তঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দ্রোণপর্বাণি অভিমহ্যবধপর্বাণি অভিমহ্যপরাক্রমে

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

মহাবাহু শল্যকে অভিমহ্যর স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত বাণসমূহে
ব্যাপ্ত হইতে দেখিয়া আপনার সকল সৈন্তই সিংহপীড়িত মৃগ-
গণের স্তায় ভীত বেগে পলাইতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৬

দেবভাবুন্দ, পিতৃগণ, চারণ ও সিদ্ধসকল, যক্ষগণ, ভূতল-
বতী ভূতসমূদয় কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া যুদ্ধবিষয়ক স্বপ্নে
প্রকাশিত অভিমহ্য স্মৃতদ্বারায় অভিযুক্ত আশ্রমেবের স্তায়
শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৭

মদ্রেশং সাদিতং দৃষ্ট্বা সৌভজ্ঞেণাশ্রুগৈ রণে ।

শল্যাদবরজঃ ক্রুদ্ধঃ কিরন্ বাণান্ সমভ্যয়াৎ ॥ ৩

সা বিদুশ্বা দশভির্বাণৈঃ সান্ব-যন্তারমাজুর্নিম্ ।

উদক্রোশন্নহাশকং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীৎ ॥ ৪

তস্তাজুর্নিঃ শিরোগ্রীবং পাণিপাদং ধরুহয়ান্ ।

ছত্রং ধ্বজং নিয়ন্তারং ত্রিবেণুং তল্লমেব চ ॥ ৫

স্বরক্ষিত রথী সৈন্তদিগকে বিনীর্ণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন ॥ ২

হুভদ্রাকুমার রণাঙ্গনে স্বীয় শীত্ৰগামী বাণসমূহের দ্বারা আহত
করিয়া মদ্ররাজ শল্যকে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন, ইহা দেখিয়া
তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুপিতচিত্তে বাণবর্ষণ করিতে করিতে
অভিমহ্যর উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩

তিনি তখন দশটি বাণে অশ্রগণ ও সারথি সহ অভিমহ্যকে
কত-বিকত করিয়া ভীতস্বরে গর্জন করিলেন এবং বলিলেন,—
দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ৪

সেই সময় শীত্ৰতা সহকারে হস্ত চালাইতে নিগূণ অর্জুননন্দন

চক্রং যুগঞ্চ তুণীরং হুম্বকর্ষঞ্চ সায়কৈঃ ।
 পতাকাং চক্রগোপ্তারৌ সর্বোপকরণানি চ ॥ ৬
 লঘুহস্তঃ প্রচিচ্ছেদ দদৃশে তং ন কশ্চন ।
 স পশাত ক্ষিতৌ ক্ষীণঃ প্রবিদ্ধাভরণাশ্বরঃ ॥ ৭
 বায়ুনেব মহাশৈলঃ সঙ্কল্পোহমিততেজসা ।
 অম্বুগাস্তস্ত বিক্রান্তাঃ প্রাজ্জবন্ সর্বতো দিশঃ ॥ ৮
 আজুর্নৈঃ কর্ম তদ্ দৃষ্ট্বা সম্প্রণেহুঃ সমস্ততঃ ।
 নাদেন সর্বভূতানি সাধু সাধ্বিতি ভারত ॥ ৯
 শল্যাভ্রাতর্ষথাকর্ণে বহুশস্ত্রস্য সৈনিকাঃ ।
 কুলাধিবাসনামানি শ্রাবয়ন্তোহজুর্নাশ্রজম্ ॥ ১০
 অভ্যধাবস্ত সংক্রুদ্ধা বিবিধামুধপাণয়ঃ ।
 রথৈরশ্বৈর্গজৈশ্চান্যো পস্তিশ্চাত্তো বলোংকটাঃ ॥ ১১
 বাণশব্দেন মহতা রথেনমিষ্মনেন চ ।
 হুঙ্কারৈঃ ক্ষেড়িতোংক্রুষ্টৈঃ সিংহনাদৈঃ সগজ্জিতৈঃ ॥ ১২

নিজের বাণসমূহে শল্যের ভ্রাতার মস্তক, গ্রীবা, হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, ধনু, অশ্বগণ, ছত্র, ধ্বজ, সারথি, জিবেণু, শয্যা, চক্র, যুগ (জোড়াল), তুণ, অম্বকর্ষ, পতাকা, চক্ররক্ষক এবং যুদ্ধের অস্ত্রাস্ত্র উপকরণ সামগ্রী কাটিয়া ফেলিলেন। যেরূপ বায়ুর বেগে কোন বিশাল পর্বত ভগ্ন হইয়া পতিত হয়, সেইরূপ অমিততেজস্বী অভিমহ্যর অস্রাবাতে শল্যরাজের ভ্রাতা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূপাতিত হইলেন। তখন তাঁহার বস্ত্র ও আভরণ সকলও খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল।

ইহা দেখিয়া তাঁহার অম্বুগামী যোদ্ধারা ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। ভারত! অর্জুনকুমারের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়া সমস্ত প্রাণী তাঁহাকে 'সাধুবাদ' প্রদান পূর্বক চারিদিকে হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল। ৫-২

শল্যের ভ্রাতা নিহত হইলে পর তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য নিজেকে বংশ ও নিবাস স্থানের নাম শুনাইতে শুনাইতে ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তে নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করত অর্জুননন্দন অভিমহ্যর দিকে ধাবিত হইলেন।

বহু বীর রথ, অশ্ব ও হাতীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন। অস্ত্র বহুসংখ্যক প্রচণ্ড বলশালী যোদ্ধা পদব্রজেই দৌড়াইয়া আসিলেন। বাণসমূহের শব্দ শব্দ, রথ-চক্রসকলের ঘর্ষের তীব্র শব্দ, হুঙ্কার, কোলাহল, আজ্ঞান, সিংহনাদ, গর্জন, ধ্বজ টঙ্কার ধ্বনি এবং হস্তস্ত্রাণের চট্ চট্ চট্

জ্যাতলত্রশ্বনৈরস্ত্রে গর্জন্তোহজু ননন্দনম্ ।
 ক্রবস্তৃশ্চ ন নো জীবন্ মোক্ষ্যসে জীবিতাদিতি ॥ ১৩
 তাংসুখা ক্রবতো দৃষ্ট্বা সৌভদ্রঃ প্রহসন্নিব ।
 যো যোহস্মৈ প্রাহরং পূর্বং তং তং বিব্যাধ পত্রিভিঃ ॥ ১৪
 সন্দর্শয়িষ্যমস্ত্রাণি বিচিত্রাণি লঘুনি চ ।
 আজুর্নিঃ সমরে শূরা যুত্পূর্বমযুধ্যত ॥ ১৫
 বাসুদেবাহুপাতং যদস্ত্রং যচ্চ ধনঞ্জয়াং ।
 অদর্শয়ত তং কাঞ্চিঃ কৃষ্ণাভ্যামবিশেষবৎ ॥ ১৬
 দূরমস্ত গুরুং ভারং সাধ্বসঞ্চ পুনঃ পুনঃ ।
 সন্দধদ্ বিম্বজঃশ্চেষন্ নিবিশেষমদৃশ্যত ॥ ১৭
 চাপমণ্ডলমেবাস্ত্র বিষ্ফুরদ্ দিগ্ধদৃশ্যত ।
 শূদীপ্তস্ত শরংকালে সবিতূর্মণ্ডলং যথা ॥ ১৮
 জ্যাশব্দঃ শুশ্রুবে তস্ত্র তলশব্দশ্চ দারুণঃ ।
 মহাশনিমুচঃ কালে পয়োদস্তেব নিঃস্বনঃ ॥ ১৯

শব্দের সহিত তর্জন গর্জন করিতে করিতে অস্ত্রাস্ত্র বহুসংখ্যক যোদ্ধাও অর্জুনপুত্রকে এই কথা বলিয়া আক্রমণ করিলেন যে, আমরা তোমাকে এখন জীবিত ছাড়িব না। তোমাকে এখন অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। ১০-১৩

ইহাদিগকে এই কথা বলিতে দেখিয়া হুভদ্রাকুমার অভিমহ্য উঠেঃষরে হস্ত করিতে করিতে যে যে যোদ্ধারা প্রথমে তাহাকে অস্ত্রপ্রহার করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলকেই তিনি পক্ষযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ১৪

বীরবর অর্জুননন্দন সমরালয়ে স্বীয় বিচিত্র ও শীতলগামী অস্ত্র-সমূহের প্রয়োগ দেখাইতে দেখাইতে প্রথমে যুদ্ধভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন হইতে অভিমহ্য যে যে অস্ত্রসকল লাভ করিয়াছিলেন, সেই সেই অস্ত্র সকলকে তিনি তাহাদের উভয়েরই স্ত্রায় যুদ্ধস্থলে প্রয়োগ দেখাইতে লাগিলেন। ১৬

গুরু (অতিশয় ভারী) ভার ও ভয় ইহার দূর হইয়া গিয়াছিল। তিনি সেই সময় পুনঃ পুনঃ বাণসন্ধান এবং নিক্ষেপ করিতে থাকিলে কেবল একভাবেই দৃষ্ট হইতেছিলেন। ১৭

যেরূপ শরংকালে অতিশয় প্রদীপ্ত সূর্য্যদেবের মণ্ডল দেখা যায়, সেইরূপ অভিমহ্যর মণ্ডলাকার বহুটিকে চারিদিকেই যেন উদ্ভাসিত হইতে দেখা যাইল। ১৮

ইহার ধ্বজ গুল এবং হস্তস্ত্রাণের শব্দ বর্ষাকালে তরুর বজ্র-পাতকারী মেঘের গর্জনের স্তায় তরুর শুনা যাইতেছিল। ১৯

হ্রীমানমৰ্বী সৌভজো মানকং প্রিয়দর্শনঃ ।

সন্নিমানয়িস্বীরাণিষ্মৈশ্চাপ্যবুধ্যত ॥ ২০

মুহুৰ্ভূষা মহারাজ দারুণঃ সমপত্তত ।

বর্ষাভ্যতীতো ভগবান্ধরদৌব দিবাকরঃ ॥ ২১

শরান্ বিচিত্রান্ অবহুন্ কল্পপুঙ্খাঙ্কিলাশিতান্ ।

মুমোচ শতশঃ ক্রুদ্ধো গভস্তীনিব ভাস্করঃ ॥ ২২

ক্ষুরপ্রৈবৎসদন্তৈশ্চ বিপাঠৈশ্চ মহামশাঃ ।

লঙ্কাশীল, অমৰ্ণপূর্ণ, অপরকে মানদানকারী এবং দেখিতে সকলেরই প্রিয় সুভদ্রাকুমার অভিমত্যা বিপক্ষ বীরগণের সম্মান-দানের জন্যই ধর্মব্যাগ ধারণ করত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ২০

মহারাজ ! যেদ্রপ বর্ষাকাল অতিবাহিত হইলে শরৎকালে ভগবান্ সূর্য্যদেব প্রচণ্ড হইয়া উঠেন, সেইরূপ অভিমত্যা প্রথমে মুহু থাকিলেও পরে শত্রুগণের পক্ষে অতিশয় উগ্র হইয়া উঠিলেন ॥ ২১

যেদ্রপ সূর্য্যদেব নিজ শত শত কিরণাবলিকে চারিদিকেই

শ্রীমদ্রহবি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জ্যোৎস্নাভ্যুদয়-অভিমত্যা-পরাক্রমে অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অন্তিম সমাপ্ত ।

নারাটের চন্দ্রাভৈর্ভলৈরঞ্জলিকৈরপি ॥ ২৩

অবাকিরদ্ রথানীকং ভারদ্বাজস্ত পশুতঃ ।

ততস্তৎসৈন্যমভবদ্ বিমুখং শরপীড়িতম্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং

জ্যোৎস্নাভ্যুদয়-অভিমত্যা-পরাক্রমে

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

বিচ্ছুরিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ ক্রুপিত অভিমত্যা শিলাতে শান দিয়া ধারালকৃত, স্বর্ণময় পক্ষুড়িত ও শত শত বিচিত্র বহুসংখ্যক বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

সেই মহামশয়ী বীর অভিমত্যা জ্যোৎস্নাভ্যুদয় দেখিতেই তাঁহার রথসৈন্যদের উপর ক্ষুরপ্র, বৎসদন্ত, বিপাঠ, নারাচ, অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণ, ভল্ল এবং আঙ্কলিকাদি অস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ইহাতে সেই সৈন্যগণ উক্ত বাণসমূহে পীড়িত হইয়া যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ২৩-২৪

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

[জ্যোৎস্নাভ্যুদয়-অভিমত্যা-পরাক্রমস্য প্রশংসা, হৃষ্যোদনানুজয়াভিমত্যানা সহঃশাসনস্য যুদ্ধারম্ভশ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

দ্বৈধীভবতি মে চিত্তং হ্রিয়া তুষ্টা চ সঞ্জয় ।

মম পুত্রস্ত যৎ সৈন্যং সৌভজঃ সমবারয়ৎ ॥ ১

বিস্তরেণৈব মে শংস সর্বং গাবজ্ঞে পুনঃ ।

বিক্রীড়িতং কুমারস্ত স্বন্দস্তেবানুরৈঃ সহ ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ ।

হস্ত তে সম্প্রবক্ষ্যামি বিমর্দমতিদারুণম্ ।

একস্ত চ বহুনাঞ্চ যথাসীৎ তুমুলো রণঃ ॥ ৩

অভিমত্যাঃ কৃতোৎসাহঃ কৃতোৎসাহানরিন্দমান্ ।

রথস্থো রথিনঃ সর্বাংস্তাবকানভাববর্ষয়ৎ ॥ ৪

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

[জ্যোৎস্নাভ্যুদয়-অভিমত্যা-পরাক্রমের প্রশংসা এবং হৃষ্যোদনের আদেশে অভিমত্যা সহিত হৃঃশাসনের যুদ্ধ আরম্ভ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! সুভদ্রাকুমার অভিমত্যা যে আমার সৈন্যদের অগ্রগতি রোধ করিয়া ফেলিল ; ইহা শুনিয়া লঙ্কা ও প্রসন্নতা—এই উভয়ে আমার চিত্ত উভয় অবস্থা প্রাপ্ত (অথবা বিধাপ্ত) হইল ॥ ১

পবনপুঞ্জ ! যেদ্রপ কুমার কাঙ্ক্ষিত অস্ত্রগণের সহিত রণ-ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেইরূপ কুমার অভিমত্যা যে রণক্রীড়া

করিয়াছিল, তাহা তুমি আমাকে সবিস্তারে বল ॥ ২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! আমি অত্যন্ত খেদের সহিত আপনায় সেই মহাভরতের জনকয়ের বৃত্তান্ত বলিতেছি, যেখানে এক বীরের বহুসংখ্যক মহারথী বীরের সহিত তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৩

অভিমত্যা যুদ্ধের জন্য অতিশয় উৎসাহী ছিলেন । তিনি রথে উপবেশন করিয়া আপনায় উৎসাহশালী শত্রুদমন সমস্ত রথী বীরগণের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪

জ্যোৎস্না কর্ণং কৃপং শল্যং জ্যোৎস্না ভোজ্যং বৃহদ্বলম্ ।
 দুর্ধ্যোধনং সৌমদন্তিং শকুনিকং মহাবলম্ ॥ ৫
 নানানুপান্ নৃপসুতান্ সৈন্তানি বিবিধানি চ ।
 অলাতচক্রবৎ সর্বাংশ্চরন্ বালৈঃ সমার্পয়ং ॥ ৬
 নিয়ন্তমিত্রান্ সৌভদ্রঃ পরমাত্মৈঃ প্রতাপবান্ ।
 অদর্শয়ত তেজস্বী দিক্ষু সর্বাশু ভারত ॥ ৭
 তদৃষ্ট্বা চরিতং তস্মৈ সৌভদ্রস্তামিতোজসঃ ।
 সমকম্পস্ত সৈন্তানি হৃদীয়ানি সহস্রশঃ ॥ ৮
 অথাব্রবীন্মহাপ্রাজ্ঞো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ।
 হর্ষেণোৎফুল্লনয়নঃ কৃপমাভাশ্য সত্ত্বরম্ ॥ ৯
 ঘটয়ন্নিব মর্মানি পুত্রস্ত তব ভারত ।
 অভিমত্য়ং রণে দৃষ্ট্বা তদা রণবিশারদম্ ॥ ১০
 এষ গচ্ছতি সৌভদ্রঃ পার্থানাং প্রথিতো যুবা ।
 নন্দয়ন্ সুহৃদঃ সর্বান রাজানঞ্চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১১

জ্যোৎস্না, কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বখামা, ভোজ্যং শীঘ্র কৃতবর্ষা, বৃহদ্বল, দুর্ধ্যোধন, কুরিপ্রবা, মহাবল শকুনি, বহুসংখ্যক নরপাত ও রাজ-কুমার এবং তাঁহাদের নানাপ্রকার সৈন্তবাহিনীর উপর অভিমত্যা অলাতচক্রের গ্রাঘ চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে বাণশমুহ প্রহার করিতেছিলেন । ৫-৬

ভারত ! প্রতাপশালী ও তেজস্বী বীর সুভদ্রানন্দন নিজের দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা শত্রুদিগকে নাশ করিতে করিতে চারিদিকেই দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন । ৭

অমিততেজস্বী সুভদ্রাকুমার অভিমত্যা এই চরিত্র দেখিয়া আপনাদের সহস্র সহস্র শত্রু ভয়ে কাঁপিতে লাগিল । ৮

তদনন্তর পরম বুদ্ধিমান ও প্রতাপশালী বীর জ্যোৎস্নাচার্যের নেত্র হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল । ভারত ! তিনি যুদ্ধবিশারদ অভিমত্যা যুদ্ধে অবস্থিত দেখিয়া আপনাদের পুত্র দুর্ধ্যোধনের মর্মান্বলে আঘাত করিতে করিতেই যেন সেই সময় অতি সত্ত্বর কৃপাচার্যকে সন্মোদিত করিয়া বলিলেন । ৯-১০

এই পার্শ্ববংশের (কুন্তীপুত্রস্বরের) প্রসিদ্ধ তরুণ বীর সুভদ্রানন্দন অভিমত্যা নিজের সমস্ত সূহৃদগণকে এবং রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন, অশ্বজ্ঞ ভ্রাতাদি বক্রবর্গ, সখ্যকী ও মধ্যস্থ সূহৃদগণকে আনন্দদান করিতে করিতে অগ্রগণ্য হইতেছে । ১১-১২

নকুলং সহদেবঞ্চ ভীমসেনঞ্চ পাণ্ডবম্ ।
 বক্রবর্গং সখ্যকিন্শ্চাত্মান্ মধ্যস্থান্ সুহৃদস্তথা ॥ ১২
 নাস্তি যুদ্ধে সমং মন্ত্রে কঞ্চিদন্ত্যং ধনুর্ধরম্ ।
 ইচ্ছন্ হস্তাদিমাং সেনাং কিমর্থমপি নেচ্ছতি ॥ ১৩
 জ্যোৎস্না শ্রীতিসংযুক্তং ব্রহ্মা বাক্যং তবাত্মজঃ ।
 আজুর্নিং প্রতি সংক্রুদ্ধো জ্যোৎস্না দৃষ্ট্বা স্ময়ন্নিব ॥ ১৪
 অথ দুর্ধ্যোধনঃ কর্ণমব্রবীদ্ বাহ্লীকং নৃপঃ ।
 দুঃশাসনং মত্তরাজং তাস্তথাশ্চান্ মহারথান ॥ ১৫
 সর্বমুর্ধাভিষিক্তানাংমাচার্য্যো ব্রহ্মবিত্তমঃ ।
 অজুর্নস্ত সূতং মৃঢ়ং নাযং হস্তামিহেচ্ছতি ॥ ১৬
 ন হস্য সমরে যুদ্ধোদন্তকোইপ্যাততায়িনঃ ।
 কিমঙ্গং পুনরেবাহস্তা মর্ত্যঃ সত্যং ব্রবীমি বঃ ॥ ১৭
 অজুর্নস্ত সূতং হেয শিষ্যবাদভিরক্ষতি ।
 শিষ্যাঃ পুত্রাশ্চ দয়িতাস্তদপত্যঞ্চ ধর্মিণাম্ ॥ ১৮

আমি অস্ত্র কোনও ধনুর্ধর বীরকে ইহার সদৃশ বীর বলিয়া মনে করি না । যদি সে ইচ্ছা করে, তবে সমস্ত সৈন্তবাহিনীকেই বিনাশ করিতে পারিবে ; কিন্তু জানি না, কেন সে এরূপ ইচ্ছা করিতেছে না । ১৩

অভিমত্যা সন্ধিক্ষে জ্যোৎস্নাচার্য্যের এই শ্রীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাদের পুত্র রাজা দুর্ধ্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং জ্যোৎস্নাচার্য্যের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক ঈর্ষ্য হান্তসভকারে কর্ণ, বাহ্লীক, দুঃশাসন, মত্তরাজ শল্য এবং অশ্বজ্ঞ মহারথাদিগকে বলিলেন । ১৪-১৫

এই সমস্ত মূর্খাভিষিক্ত নৃপগণের আচার্য্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ জ্যোৎস্নাচার্য্যের এই মৃঢ় পুত্রকে বধ করিতে অভিলাষী নন । ১৬

বীরগণ ! আমি আপনাদের এই সত্য কথা বলিতেছি যে, যদি ইনি যুদ্ধে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে ইহার সম্মুখে যদি সাক্ষাৎ যমরাজও উপস্থিত হন ; তাহা হইলে তিনি ইহার নিকটে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না, এরূপ স্থলে যমরাজ ধর্ম্মশীল মহত্মাদিগের কথা আর কি বলিবার আছে । ১৭

কিন্তু ইনি অজুর্নের পুত্রকে রক্ষা করিয়া থাকিতেছেন ; কারণ, অজুর্ন ইহার শিষ্য । শিষ্য আর পুত্র ইহারা উভয়ে ত'লকলেরই প্রিয় ; এমন কি ইহাদের সন্ধানগণও ধর্ম্মাত্মা পুরুষের প্রিয় হইয়া থাকে । ১৮

সংরক্ষ্যমাণো য্ৰোণেন মন্ততে বীৰ্য্যমাস্তনঃ ।
 আত্মসন্তাবিতো মৃচ্ছন্তঃ প্রমথীত মা চিরম্ ॥১৯
 এবমুক্তান্ত তে রাজ্ঞা সাবতীপুত্রমভ্যয়ঃ ।
 সংরক্ষান্তে জিঘাংসন্তো ভারদ্বাজন্ত পশ্চতঃ ॥ ২০
 হুঃশাসনন্ত তচ্ছ্রুত্বা হৃৰ্যোধনবচন্তদা ।
 অত্রবীৎ কুরুশাৰ্দূল হৃৰ্যোধনমিদং বচঃ ॥২১
 অহমেনং হনিষ্যামি মহারাজ ত্রবীমি তে ।
 মিতৰাং পাণ্ডুপুত্রাণাং পাঞ্চালানাঞ্চ পশ্চতাম্ ॥ ২২
 এসিষ্টাম্যন্ত সৌভদ্রং যথা রাহুদিবাকরম্ ।
 উক্লুশ্য চাত্রবীদ্ বাক্যং কুরুরাজমিদং পুনঃ ॥ ২৩
 ঞ্জা কৃষ্ণো ময়া গ্রন্থঃ সৌভদ্রমভিমানিনো ।
 গমিষ্যতঃ প্রেতলোকং জীবলোকান্ সংশয়ঃ ॥ ২৪

এই অভিমত্ৰা য্ৰোণাচাৰ্য কৰ্ণক বক্তিত হইতেছে বলিয়া সে যুদ্ধে নিজের বল ও পরাক্রমের অভিমান করিতেছে। এই মূৰ্খ অভিমত্ৰা অকারণ আত্মপ্ৰাণাধিকারী, স্ততরাং আপনাদি সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে বিনাশ কৰুন ॥ ১৯

রাজা হৃৰ্যোধন এই কথা বলিলে পর সেই সকল বীরগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া স্বভ্ৰাতৃকুমার অভিমত্ৰাকে বধ করিবার ইচ্ছায় য্ৰোণাচাৰ্য্যকে দেখিতে দেখিতেই তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২০

কুরুশ্ৰেষ্ঠ! সেই সময় হৃৰ্যোধনের পুৰুষোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হুঃশাসন তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ২১

মহারাজ! আমি আপনাকে (প্রতিজ্ঞানূৰ্ব্বক) বলিতেছি যে, আমি পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের সাক্ষাতেই এই অভিমত্ৰাকে বধ করিব ॥ ২২

যেৰূপ রাহু পুৰুষকে গ্রাস করিয়া থাকে, সেইৰূপ আজ আমি স্বভ্ৰাতৃানন্দন অভিমত্ৰাকে গ্রাস করিয়া লইব। এই কথা বলিয়াই তিনি উচ্চৈঃস্বরে গৰ্জন করিতে করিতে পুনৰায় কুরুরাজ হৃৰ্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৩

স্বভ্ৰাতৃানন্দন অভিমত্ৰাকে আমার দ্বারা কাল-কবলিত হইতে শুনিয়া অত্যন্ত অভিমত্ৰা শ্রীকৃষ্ণ ও অৰ্জুন এই জীবলোক হইতে প্রেতলোকে গমন করিবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৪

তৌ চ ঞ্জা মৃতৌ ব্যক্তং পাণ্ডোঃ ক্ষেত্রোত্তবাঃ স্তুতাঃ ।
 একাহা সন্মুহুৰ্গাঃ ক্ৰৈব্যাক্ষান্তস্তি জীবিতম্ ॥ ২৫
 তস্মাদস্মিন্ হতে শত্রৌ হতাঃ সৰ্বেহহিতান্তব ।
 শিবেন মাং ধ্যাহি রাজন্মেষ হস্মি রিপুংস্তব ॥ ২৬
 এবমুক্তানন্দদ্ রাজন্ পুত্রো হুঃশাসনস্তব ।
 সৌভদ্রমভ্যয়াৎ ক্লুঙ্কঃ শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥ ২৭
 তমতিক্লুঙ্কমায়াস্তং তব পুত্রমবিন্দমঃ ।
 অভিমত্ৰ্যঃ শরৈস্তীক্ৰৈঃ ষড়্ বিংশত্যা সমার্পয়ৎ ॥ ২৮
 হুঃশাসনন্ত সংক্লুঙ্কঃ প্রভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ ।
 অযোধয়ত সৌভদ্রমভিমত্ৰ্যশ্চ তং রণে ॥ ২৯
 তৌ মণ্ডলানি চিত্রাণি রথান্ত্যাং সব্য-দক্ষিণাম্ ।
 চরমাণাবযুধ্যোতাং রথশিক্ষাবিশারদৌ ॥ ৩০

ইহাদের দুইজনকে (শ্রীকৃষ্ণ ও অৰ্জুনকে) নিহত শুনিয়া পাণ্ডুর ক্ষেত্রে উৎপন্ন অস্ত্র চারিজন পাণ্ডব কাপুরুষতা-বশতঃ নিজের স্তম্ভদ্বর্গের সহিত একই দিনে প্রাণত্যাগ করিবে ॥ ২৫

অতএব এই আমাদের একমাত্র শত্রু অভিমত্ৰা নিহত হইলেই আপনার সমস্ত অস্ত্র শত্রুগণও স্বতই নষ্ট হইয়া যাইবে। রাজন্! আপনি আমার কল্যাণ কামনা কৰুন। এই আমি এখনই আপনার শত্রুদিগকে বধ করিবে ॥ ২৬

মহারাজ! এই কথা বলিয়া আপনার পুত্র হুঃশাসন উচ্চৈঃস্বরে গৰ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্লুঙ্ক হইয়া স্বভ্ৰাতৃানন্দন অভিমত্ৰার উপর বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সন্মুখে গমন করিলেন ॥ ২৭

আপনার পুত্র হুঃশাসনকে অত্যন্ত ক্লুঙ্ক হইয়া আনিতে দেখিয়া শত্রুদমন অভিমত্ৰা ছাবিশটি তীক্ষ্ণধার বাণে তাঁহাকে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৮

মদধারাবাহী গজরাজ-সদৃশ ক্লুঙ্ক হুঃশাসন সেই রণাঙ্গনে অভিমত্ৰার সহিত এবং অভিমত্ৰা হুঃশাসনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

রথ-যুদ্ধে নিপুণ এই উভয় যোদ্ধাই রথের দ্বারা দক্ষিণে বামে বিভিন্ন মণ্ডলাকার গতিতে বিচরণ করিতে করিতে যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৩০

অথ পণব-যুদ্ধ-চন্দ্রভীনাং

ক্রকচ-মহানক-ভেরি-বর্ষরাণাম্ ।

নিদমতিভূষণং নরাঃ প্রচক্রু-

র্জবগজলোম্ববসিংহনাদমিশ্রাম্ ॥ ৩১

সেই সময় বাণবানকগণ ঢোল, যুদ্ধ, চন্দ্রভি, ক্রকচ, বড়
ঢোল, ভেরি ও বর্ষরসকলের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

জ্যোপপর্বণি অভিমত্য়াবধপর্বণি ত্রুশাসনযুদ্ধে

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

শ্রীমদ্রত্নি বেদবাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে জ্যোপপর্বাক্তগত অভিমত্য়াবধপর্বের ত্রুশাসনের
একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অন্তিম সমাপ্ত ।

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

[অভিমত্য়ানা ত্রুশাসনস্য কর্ণস্য চ পরাজয়ঃ]

সঞ্জয় উবাচ ।

(ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ ।

তস্মিন্ কালে মহাবাহুঃ সৌভজঃ পরবীরহা ॥

সশরং কার্মুকং ছিত্বা লাঘবেন বাপাতয়ৎ ।

ত্রুশাসনং শরৈর্ঘোঠৈঃ সমস্ততক্ষ সমস্ততঃ ॥)

শরবিক্রতগাত্রং তু প্রত্যমিত্রমবস্থিতম্ ।

অভিমত্য়ঃ স্ময়ন্ ধীমান্ ত্রুশাসনমথাক্রবীৎ ॥ ১

দৃষ্ট্যা পশ্যামি সংগ্রামে মানিনং শূরমাগতম্

নিষ্ঠুরং ত্যক্তধর্মাগমাক্রোশনপরায়ণম্ ॥

যং সভায়াং জয়া রাত্তো ধৃতরাষ্ট্রস্ত শৃণুতঃ ।

কোপিতঃ পরুৈষ্বাকৈর্ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩

জয়োদ্যন্তেন ভীমশ্চ বহুবন্ধং প্রভাষিতঃ ।

অক্ষকুটং সমাপ্তিত্য সৌবলস্তাত্মনো বলম্ ॥ ৪

তৎ জয়েদমহুপ্রাপ্তং তস্ত কোপাদ্ভয়াহা ॥

পরবিস্তাপহারস্ত্র ক্রোধস্তাপ্রশমস্ত চ ॥ ৫

লোলস্ত্র জ্ঞাননাশস্ত্র দ্রোহস্তাত্যাহিতস্ত্র চ ।

পিতৃগাং মম রাজ্যস্ত্র হরণস্ত্রোগ্রধনিনাম্ ॥ ৬

তৎ জয়েদমহুপ্রাপ্তং প্রকোপাদ্ বৈ মহাত্মনাম্ ।

স তস্ত্রোগ্রমধর্মস্ত্র ফলং প্রাপ্তুঃ চি হর্মতে ॥ ৭

চত্বারিংশ অধ্যায়

[অভিমত্য়া কর্তৃক ত্রুশাসন ও কর্ণের পরাজয় ।]

(সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন! তদনন্তর এই দুই পুরুষজ্যেষ্ঠের
মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল । সেই সময় শত্রুবীৰ্যগণের
সংহারকারী মহাবাহু সৌভজানন্দন অভিমত্য় অতিশয় দক্ষতার
সহিত ত্রুশাসনের বাণ সহ ধনুটিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন
এবং তাঁহাকে নিজের ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা ক্রত বিকৃত
করিয়া দিলেন ।)

তাহার পর বুদ্ধিমান্ অভিমত্য় ঈবং হস্তা সহকারে বিপক্ষ-
রূপে সম্মুখে স্থিত এবং বাণসমূহে অত্যন্ত ক্রত-বিকৃত দেহ
ত্রুশাসনকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

ভাগ্যবশতঃ আজ আমি যুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত এবং নিজেকে
শূরবীর বলিয়া অভিমানকারী তোমার স্তায় নিষ্ঠুর, ধর্মভাগী ও
অপরের নিন্দার সর্বদা তৎপর শত্রুকে প্রত্যক্ষ দেখিতে
পাইলাম ॥ ২

অরে মূর্খ! তুমি পাশাখেলায় জয়লাভ করিয়া উন্নত হইয়া
সভাস্থলে রাজা যুধিষ্ঠিরকে সুনাইতে সুনাইতে নিজের নিষ্ঠুর
বাক্যের দ্বারা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যে ক্রুদ্ধ করিয়াছিলে এবং
শকুনির আত্মবল—পাশাখেলায় ছল কপটাতার সাহায্য লইয়া
ভীমসেনের প্রতি যে সমস্ত কটুবাক্য বলিয়াছিলে, ইহাতে সেই
মহাত্মা ধর্মরাজের যে ক্রোধ হইয়াছিল, তাহারই সেই কলের
জন্ত আজ তোমাকে এক্ষণে দুর্দিনে পড়িতে হইয়াছে ।

অপরের ধন অপহরণ, ক্রোধ, অশান্তি, লোভ, জ্ঞানলোপ,
ক্রোধ, ত্রুশাহসিকতা পূর্ণ ব্যবহার এবং আমার উগ্র ধর্মের
পিতৃগণের রাজ্য অপহরণ—এ সমস্ত অপকর্মের কলধরূপ সেই
মহাত্মা পাণ্ডবগণের ক্রোধে আজ তোমাকে এই দুর্দিন লাভ
করিতে হইয়াছে ।

দুর্মতি! তুমি তোমার সেই অধর্মের ভয়ঙ্কর ফল আজ
প্রাপ্ত হও । আজ আমি সমস্ত দৈত্যবাহিনীর সাক্ষাতেই

শাসিতাস্মাত্তে বাণৈঃ সর্বসৈন্ত্যস্ত পশ্যতঃ ।
 অদ্যাহমনুগন্ত্যস্ত কোপস্ত ভবিতা রণে ॥ ৮
 অমৰ্ষিতায়াঃ কৃষ্ণায়াঃ কাক্ষিকন্ত্য চ মে পিতৃঃ ।
 অদ্য কোরব্য ভীমস্ত ভবিতাস্মানুগো যুধি ॥ ৯
 ন হি মে মোক্ষাসে জীবন্ যদি নোৎসৃজসে রণম্ ।
 এবমুক্ত্বা মহাবাহুবর্ণং দৃশাসনাস্তকম্ ॥ ১০
 সন্দর্শে পরবীরশ্চ কালান্মানিলবর্চসম্ ।
 তস্তোরত্বর্গমাসাদ্য জক্রদেধে বিভিধ্য তম্ ॥ ১১
 জগাম সহ পুঙ্খেন বল্লীকমিব পন্নগঃ ।
 অথৈনং পঞ্চবিংশত্যা পুনরেব সমার্পয়ৎ ॥ ১২
 শরৈরগ্নিসমস্পর্শৈরাকর্ণসমচোদিতৈঃ ।
 স গাঢ়বিক্ষো ব্যাধিতো রথোপস্থ উপাশিতঃ ॥ ১৩
 দৃশাসনো মহারাজ কশ্মলং চাবিশগ্নহং ।
 সারথিস্তরমাগন্ত দৃশাসনমচেতনম্ ॥ ১৪

নিজের ভীকৃ বাণসমূহে তোমাকে দণ্ড দান করিব। আজ আমি যুদ্ধে সেই মহাত্মা পিতৃগণের ক্রোধের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে ঋণমুক্ত হইব। ৩-৮

কুরুকুলকল! আজ অমর্ষপূর্ণা মাতা দ্রৌপদী ও পিতৃতুল্য ভীমসেনের অভীষ্ট মনোরথ পূর্ণ করিয়া এই যুদ্ধে তাঁহাদের ঋণ হইতে আমি মুক্ত হইব। ৯

যদি তুমি যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া না যাও, তবে আজ তোমাকে আমার নিকট হইতে জীবন লইয়া যাইতে হইবে না। এই কথা বলিয়া শক্রবীরনাশকারী মহাবাহু অভিমত্যা কাল, অগ্নি ও বায়ুতুল্য তেজস্বী একটি বাণ সজ্জান করিলেন, যাহা দৃশাসনের প্রাণ হরণ করিতে সমর্থ ছিল।

এই বাণ অতিদ্রুত তাঁহার বক্ষঃস্থলে ঘাইয়া তাঁহার কণ্ঠদেশ-সংলগ্ন স্থান বিদীর্ণ করিতে করিতে পক্ষসহ অস্ত্রে প্রবিষ্ট হইল ইহাতে তখন মনে হইতেছিল—কোন একটি সর্প বল্লীক-গর্ভে প্রবেশ করিতেছে। তারপর অভিমত্যা দৃশাসনকে আরও পঁচিশটি বাণ প্রহার কুলিলেন। ১০-১২

ধনুটিকে কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষেপ অগ্নিতুল্য স্পর্শ-যুক্ত সেই সমস্ত বাণে গভীর আঘাত পাইয়া দৃশাসন ব্যাধিতচিত্তে রথের বশিবার আলনে বসিয়া পড়িলেন। ১৩

মহারাজ! সেই সময় দৃশাসন অতিশয় মোহাবিষ্ট হইলেন। তখন অভিমত্যর বাণসমূহে পীড়িত এবং অচেতন

রণমধ্যাদপোবাহ সৌভজশরপীড়িতম্ ।
 পাণ্ডবা দ্রৌপদেয়াশ্চ বিরটিশ্চ সমীক্য তম্ ॥ ১৫
 পাঞ্চালাঃ কেকয়াইশ্চব সিংহনাদমধানদন ।
 বাদিত্রাণি চ সর্বাণি নানালিঙ্গানি সর্বশঃ ॥ ১৬
 প্রাবাদয়ন্ত সংহৃষ্টাঃ পাণ্ডুনাং তত্র সৈনিক্কাঃ ।
 অপশ্যন্ স্বয়মানাশ্চ সৌভজস্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৭
 অত্যস্তবৈরিণং দৃপ্তং দৃষ্ট্বা শক্রং পরাজিতম্ ।
 ধর্মমাক্রতশক্রোণামস্থিনোঃ প্রতিমাস্তথা ॥ ১৮
 ধারয়ন্তো ধ্বজাগ্রেষু দ্রৌপদেয়া মহারথাঃ ।
 সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিনৌ ॥ ১৯
 কেকয়া ধৃষ্টকেতুশ্চ মৎস্যঃ পাঞ্চাল-সৃঞ্জয়াঃ ।
 পাণ্ডবাশ্চ যুদা যুক্তা যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ॥ ২০
 অভ্যাজবস্ত হরিতা দ্রোণানীকং বিভিৎসবঃ ।
 ততোহভবগ্নাহায়ুদ্ব্যং দদীয়ানাং পটৈঃ সহ ॥ ২১

দৃশাসনকে সারথি অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত যুদ্ধস্থল হইতে বাহিরে লইয়া বাইল।

সেই সময় পাণ্ডবগণ, পঞ্চ দ্রৌপদীনন্দন, রাজা বিরাট, পাঞ্চাল যোদ্ধারা ও কেকয়-যোদ্ধারা দৃশাসনকে পরাজিত হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডব সৈন্তগণ তখন সেই স্থানে অতিশয় হুট্ট হইয়া নানা-প্রকার রণ-বাণ্যসমূহ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং হাশ্ব করিতে করিতে হুভদ্রানন্দন অভিমত্যর যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। ১৪-১৭

গর্ষিত নিজের অত্যন্ত শত্রু দৃশাসনকে পরাজিত হইতে দেখিয়া নিজেদের ধ্বজার অগ্রভাবে ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের প্রতিমা ধারণকারী মহারথী দ্রৌপদী কুমারগণ, সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, কেকয়-রাজকুমারবৃন্দ, ধৃষ্টকেতু, মৎস্য, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা হস্তের সহিত অতি সত্বর দ্রোণাচাধ্যায় বৃহ ভেদ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন।

তখনস্তর বিজয়াভিলাষী ও অপরাজিত আপনার বীর সৈন্তদের সহিত শত্রুগণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

মহারাজ! যখন এইরূপে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া বাইল, তখন দুর্ধ্যোধন রাধাপুত্র কর্ণকে এই কথা বলিলেন।

জয়মাকাজ্জমাণানাং শূরাণামনিবর্তিনাম্ ।
 তথা তু বর্তমানে বৈ সংগ্রামেহতিভয়ঙ্করে ॥ ২২
 হৃষ্যোধানো মহারাজ রাধেয়মিদমব্রবীৎ ।
 পশু হুঃশাসনং বীরমভিমমু্যবশং গতম্ ॥ ২৩
 প্রতপস্তুমিবাদিত্যং নিব্রুন্তঃ শাত্রবান্ রণে ।
 অথ চৈতে স্তসংরদ্ধাঃ সিংহা ইব বলোৎকটাঃ ॥ ২৪
 সৌভদ্রমুত্ততান্ত্রাতুমভাধাবন্ত পাণ্ডবাঃ ।
 ততঃ কর্ণঃ শরৈস্তীক্ণৈরভিমমু্যং দুৰাসদম্ ॥ ২৫
 অভ্যবৰ্ধত সংক্রুদ্ধঃ পুত্রস্ত হিতকৃৎ তব ।
 তস্ত চানুচরাঃস্তীক্ণৈर्वিবাধ পরমেযুভিঃ ॥ ২৬
 অবজ্ঞাপূর্বকং শূরঃ সৌভদ্রস্ত রণাজিরে ।
 অভিমমু্যস্ত রাধেয়ং ত্রিসপ্তত্যা শিলৌমুখৈঃ ॥ ২৭
 অবিধ্যৎ স্বরিতো রাজন্ দ্রোণং প্রেপ্সূর্মহামনাঃ ।
 তং তথা নাশকং কশ্চিদ্ দ্রোণাদ্ বারয়িতুং রথী ॥ ২৮
 আরুজন্ত রথত্রাতান্ বজ্রহস্তাঅজ্ঞাজম্ ।

কর্ণ! দেখুন, বীর হুঃশাসন সুধাতুল্য শক্রসৈন্যদিগকে
 সন্তপ্ত করিতে করিতে তাহাদের সংহার করিতেছিল, এই
 অবস্থায় সে অভিমমু্যর বশীভূত হইয়া পড়ে ॥

অস্ত্র দিকে অতিশয় ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণ হৃভদ্রানন্দন অভিমমু্যকে
 রক্ষা করিবার জন্য উত্তত হইয়া প্রচণ্ড বলশালী সিংহের স্থায়
 ধাবিত হইতেছে ॥

ইহা শুনিয়া আপনার পুত্রের হিতকামী কর্ণ অত্যন্ত ক্রোধের
 সহিত দুর্ধ্ব বীর অভিমমু্যর অঙ্গগামীদিগকেও তীক্ষ্ণ এবং উত্তম
 বাণসমূহের দ্বারা অবহেলাক্রমে বিদ্ধ করিলেন ॥

রাজন্! সেই সময় মহামনা অভিমমু্য দ্রোণাচার্য্যের নিকট
 উপস্থিত হইবার ইচ্ছায় অতি সত্ত্বর ত্রিযাত্তরটি বাণের দ্বারা
 কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥

এই সময় কোনও বীর রথী রথসমূহ বিধ্বস্তকারী ইন্দ্রপুত্র
 অর্জুনের সেই তনয়কে দ্রোণাচার্য্যের নিকটে যাইতে বাধা দিতে
 সমর্থ হইল না ॥

জয়াভিলাষী, সমস্ত ধনুর্ধরগণের মধ্যে মানী, অস্ত্রবিদ-
 বৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরশুরামের শিষ্য এবং প্রতাপশালী বীর কর্ণ
 নিজের উত্তম অস্ত্রসকলের প্রয়োগ দেখাইতে থাকিয়া শত শত
 বাণের দ্বারা শক্রহুর্জয় হৃভদ্রানন্দন অভিমমু্যকে বিদ্ধ করিলেন
 এবং রণাঙ্গনে তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥

ততঃ কর্ণো জয়াপ্রেপ্সূর্মানী সর্বধনুয়তাম্ ॥ ২৯
 সৌভদ্রং শতশোহবিধ্যতুতমাস্ত্রাণি দর্শয়ন্ ।
 সোহস্তৈরস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠো রামশিষ্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩০
 সমরে শক্রদুর্ধর্মমভিমমু্যমপীড়য়ৎ ।
 স তথা পীড়্যমানস্ত রাধেয়েনাস্ত্রবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩১
 সমরেহমরসঙ্কাশঃ সৌভদ্রো ন ব্যশীৰ্য্যত ।
 ততঃ শীলাশিতৈস্তীক্ণভৈল্লৈরানতপর্বভিঃ ॥ ৩২
 ছিত্বা ধনুংষি শূরাণামাজুর্নিঃ কর্ণমাদয়ৎ ।
 ধনুর্মণ্ডলনিমুক্তৈঃ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ৩৩
 সচ্ছত্রধ্বজযন্তারং সাশ্বমাশু স্ময়ন্নিব ।
 কর্ণোহপি চাস্ত্র চিক্ষেপ বাণান্ সন্নতপর্বণঃ ॥ ৩৪
 অসম্ভ্রাস্তশ্চ তান্ সর্বানগৃহ্নাৎ ফাল্গুনাস্রজঃ ।
 ততো মুহূর্তাৎ কর্ণশ্চ বাণেনৈকেন বীৰ্য্যবান্ ॥ ৩৫
 সধ্বজং কামুকং বীরশ্চিহ্না ভূমাবপাতয়ৎ ।
 ততঃ কৃচ্ছ্রগতং কর্ণং দৃষ্ট্বা কর্ণাদনন্তরঃ ॥ ৩৬

কর্ণকর্তৃক অস্ত্রবৃষ্টিতে পীড়িত হইতে থাকিলেও দেবভূলা
 অভিমমু্য সমরাজ্ঞে শিথিল হইয়া পড়িলেন না ॥

তাহারপর অর্জুনকুমার অভিমমু্য শিলাতে শান দিয়া ধারাল-
 কৃত তীক্ষ্ণ আনতপর্কযুক্ত ভল্লসমূহের দ্বারা বীরশ্রেষ্ঠগণের ধনু
 ছেদন করিয়া কর্ণকে সর্বতোভাবে পীড়িত করিতে
 লাগিলেন ॥

তিনি ঈষৎ হাস্যসহকারে নিজের মণ্ডলাকার শ্রেষ্ঠ ধনু
 হইতে নিকিপ্ত বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ানক বাণসমূহের দ্বারা ছত্র,
 ধ্বজ, সারথি এবং অশ্বগণসহ কর্ণকে অতিসত্ত্বর আহত করিয়া
 ফেলিলেন ॥

কর্ণও এই সময় ইহার উপর বহুসংখ্যক আনতপর্কযুক্ত বাণ
 নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু অর্জুননন্দন অভিমমু্য কোনরূপ বিভ্রান্ত
 না হইয়াই এ সমস্ত সহ করিয়া লইলেন ॥

তারপর মুহূর্তকালের মধ্যে পরাক্রমশালী বীর অভিমমু্য
 একটি বাণ প্রহার করিয়া কর্ণের ধ্বজসহ ধনুকে ছেদন করিয়া
 ভূতলে পাত্তিত করিলেন ॥

কর্ণকে সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অশ্বত্থ
 ধারণ করত অতিক্রান্ত হৃভদ্রাকুমার অভিমমু্যর সম্মুখীন
 হইলেন ॥ ৩৮-৩৯

সৌভজমভায়াং তুর্ণং দৃঢ়মুত্তমা কামু কম্ ।
তত উচ্চক্রুশুঃ পার্থাস্তেষাং চানুচরা জনাঃ ।
বাদিত্রাণি চ সঞ্জয়ুঃ সৌভজং চাপি তুষ্ট্যুঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি অভিমহ্যাবধপর্বণি কর্ণদুঃশাসনপরাভবে
চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০

তারপর সেই সময় কুন্তীদেবীর সকল পুত্রগণ ও তাঁহাদের

অহুগামী সৈন্তরা উচ্চৈঃস্বরে গর্জন, বাস্তবাদন এবং অভিমহ্যর
ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বাক্রান্তে অভিমহ্যাবধপর্বের কর্ণ ও দুঃশাসনের পরাভব
বিষয়ক চত্রিংশ অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

একচত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

[অভিমহ্যনা কর্ণভ্রাতৃত্বঃ, কৌরবসেনানাং সংহারঃ পলায়নঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততোহতিগর্জনং ধনুষ্পাণিজ্যং বিকশন্ পুনঃ পুনঃ ।
তয়োমহাশ্বানোত্তুর্ণং রথাস্তরমবাপত্য ॥ ১
সৌহবিধ্যদ্ দশভির্বাণৈরভিমহ্যং হুরাসদম্ ।
সঙ্কল্পম্বজ্ঞসস্তারং সাশ্বমাত্ৰ স্ময়ন্নিব ॥ ২
পিতৃপৈতামহং কর্ম কুর্বাণমতিমানুষম্ ।
দৃষ্টাদিতং শরৈঃ কাঞ্চিৎ হৃদীয়া হ্রষিতাভবন্ ॥ ৩
তস্মাভিমহ্যরাদ্রম্য স্ময়ন্তেকেন পত্রিণা ।
শিরঃ প্রচ্যাবয়ামাস তদ্রথাত্ প্রাপত্য তুবি ॥ ৪

কর্ণিকারমিবাপৃতং বাতেনাপতিতং নগাং ।

ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা রাজন্ কর্ণো ব্যথাং যযৌ ॥ ৫

বিমুখীকৃত্য কর্ণং তু সৌভজঃ কঙ্কপত্রিভিঃ ।

অস্থানপি মহেষাসাশ্বতুর্ণমেবাভিহুঙ্কবে ॥ ৬

ওতস্তদ্ বিতত্য সৈন্তং হস্ত্যশ্বরথপশ্চিমং ।

ক্রুদ্ধোহভিমহ্যরভিনবং তিগ্মতেজা মহারথঃ ॥ ৭

কর্ণস্ত বহুভির্বাণৈরদ্যমানোহভিমহ্যনা ।

অপায়াজ্জবনৈরশ্বৈস্ততোহনৌকমভজ্যত ॥ ৮

একচত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

[অভিমহ্যকর্ষক কর্ণভ্রাতাকে বিনাশ এবং কৌরবসৈন্তদের
সংহার ও পলায়ন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের সেই ভ্রাতা হাতে ধনু
লইয়া অত্যন্ত গর্জন করিতে করিতে এবং গুণকে বারংবার
আকর্ষণ করিতে করিতে অতিশয়রূপে এই দুই মহামনসী বীরের
রথের মধ্যভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১

তিনি তখন হাসিতে হাসিতেই দশটি বাণ প্রহার করিয়া
হৃদয় বীর অভিমহ্যকে ছত্র, ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণসহ বিদ্ধ
করিয়া ফেলিলেন ॥ ২

ঈদৃশ পিতা পিতামহগণের আচরিত মানবীয় কণ্ঠ-পরাক্রম
অপেক্ষা অধিক পরাক্রমপ্রকাশকারী অর্জুনহুমায় অভিমহ্যকে
সেই সময় বাণসমূহে পীড়িত দেখিয়া আপনার সৈন্তরা হর্ষোজ্জ্বল
করিতে লাগিলেন ॥ ৩

তখন অভিমহ্য হাসিতে হাসিতে নিজের ধনুটিকে আকর্ষণ

করিয়া একটি বাণের দ্বারা কর্ণের এই ভ্রাতার মস্তক দেখ হইতে
বিছিন্ন করিয়া দিলেন । ইহাতে সেই মস্তক রথ হইতে ভূতলে
পাতত হইল । সেই সময় মনে হইল—বায়ুবেগে আন্দোলিত হইয়া
উৎপাতিত কর্ণিকার বৃক্ষ পক্ষতশিখর হইতে অধঃপাতত হইল ॥

রাজন্! নিজের ভ্রাতাকে নিহত হইতে দেখিয়া কর্ণ অত্যন্ত
ব্যথিত হইলেন । এদিকে হুতব্রাহ্মার অভিমহ্যর গৃধ্রপক্ষবৃদ্ধ
বাণসমূহে কর্ণকে যুদ্ধস্থল হইতে বিতাড়িত করিয়া অপরাপর
মহাধনুর্ধর বীরগণের উপরও অতিশ্রুত আক্রমণ করিলেন ॥ ৪-৬

সেই সময় ক্রুদ্ধ ও প্রচণ্ড তেজস্বী মহারথী অভিমহ্য হস্তী,
অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্তবাহিনীতে পরিপূর্ণ বিশাল চতুরঙ্গী
কৌরব-সৈন্তাদিগকে বিদীর্ণ কারিতে লাগিলেন ॥ ৭

অভিমহ্যকর্ষক নিকিণ্ত বহুসংখ্যক বাণে পীড়িত হইয়া কর্ণ
ঈদৃশ বেগশালী অশ্বের সহায়তায় অতিশয়রূপে রণভূমি হইতে
পলায়ন করিলেন । তখন সকল সৈন্তবাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া
বাইল ॥ ৮

শলভৈরিব চাকাশে ধারাভিরিব চাবৃতে ।
 অভিমন্তোঃ শরৈ রাজন্ ন প্রাজ্জায়ত কিঞ্চন ॥ ৯
 তাবকানাং তু যোধানাং বধ্যতাং নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 অশ্রুত সৈন্ধবাদ রাজন্ ন স্ম কশ্চিদতিষ্ঠত ॥ ১০
 সৌভদ্রস্তু ততঃ শঙ্খং প্রধাপ্য পুরুষধ্বজঃ ।
 শীঘ্রমভ্যপতৎ সেনাং ভারতীং ভরতধ্বজ ॥ ১১
 স কক্ষেহগ্নিরিবোৎসৃষ্টো নির্দহন্তরসো রিপুন্ ।
 মধ্যে ভারতসৈন্তানামাজুর্নিঃ পর্য্যবর্তত ॥ ১২
 রথ-নাগাস্থমহুজানদয়ন্ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 সম্প্রবিষ্টাকরোদ্ ভূমিং কবন্ধগণসঙ্কলাম্ ॥ ১৩
 সৌভদ্রচাপপ্রভবৈনিকৃত্তাঃ পরমেযুভিঃ ।
 স্বানেবাভিমুখান্ ব্রহ্মন্তঃ প্রাঙ্গবন্ জীবিতাধিনঃ ॥ ১৪
 তে হোরা রৌদ্রকর্মাণো বিপাঠা বহবঃ শিতাঃ ।
 নিম্নস্তো রথনাগাস্থান্ জগ্মু রাশু বশুন্ধরাম্ ॥ ১৫

রাজন্! সেইদিনে সম্পূর্ণ আকাশমণ্ডল সেইরূপ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল, যেরূপ পতঙ্গদলে কিংবা ঘোরতর বর্ষার ঝড়-ধারায় আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তখন সেখানে কিছুই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ৯

মহারাজ! তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে নিহত হইতে থাকিলে সেই সময় আপনার সৈন্তদের মধ্যে একমাত্র সিকুরাজ জয়দ্রথ ব্যতীত অস্ত্র কেহই রণক্ষেত্রে থাকিতে পারিল না ॥ ১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন পুরুষপ্রবর সুভদ্রাকুমার অভিমহ্য শঙ্খ-বাজ করিতে করিতে পুনরায় অতিক্রম ভারতীয় সৈন্তদের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ১১

শুভ বনে নিকিপ্ত অগ্নিদূণ বাণে সবেগে শত্রুদিগকে দগ্ধ করিতে থাকিয়া অভিমহ্য কৌরব-সৈন্তদের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১২

তিনি সৈন্তদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সৈন্তদিগকে পীড়িত করিতে করিতে সমস্ত রণভূমিকেই মণ্ডকহীন শবদেহ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৩

সুভদ্রাকুমার অভিমহ্যর ধ্বংস হইতে নিকিপ্ত উত্তমবাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আপনার সৈন্তরা নিজেদের জীবন রক্ষা করিবার জন্য সম্মুখে আগত নিজেদের সৈন্তগণকেই বধ করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৪

অভিমহ্যর সেই ডঙ্কর কর্মকারী, ভয়ানক, তীক্ষ্ণ ও বহু লংঘ্যক বিপাঠ নামক বাণ আপনার রথ, হস্তী এবং অশ্বারোহী

সামুদ্রাঃ সান্দ্রলিঙ্গাণাঃ সগদাঃ সান্দ্রদা রণে ।
 দৃশ্যন্তে বাহবশ্চিন্না হেমাভরণভূষিতাঃ ॥ ১৬
 শরাশ্চাপানি খড়্গাশ্চ শরীরানি শিরাংসি চ ।
 স্কুণ্ডলানি শ্রগ্বীণি ভূমাবাসন্ সহস্রশঃ ॥ ১৭
 সোপক্করৈরধিষ্ঠানৈরীষাদগুশ্চ বজ্রুরৈঃ ।
 অকৈবিমিথিতৈশ্চক্রৈর্বহুধা পতিতৈযুগৈঃ ॥ ১৮
 শক্তিচাপাসিভিঃশ্চৈব পতিতৈশ্চ মহাধ্বজৈঃ ।
 চর্মচাপশরৈশ্চৈব ব্যবকীর্ণৈঃ সমস্ততঃ ॥ ১৯
 নিহতৈঃ ক্ষত্রিয়ৈরশ্বৈর্ধারৈশ্চ বিশাংপতে ।
 অগম্যরূপা পৃথিবী ক্ষণেনাসীৎ সুদারুণা ॥ ২০
 বধ্যতাং রাজপুত্রাণাং ক্রন্দতামিতরেতরম্ ।
 প্রাচুরাসীদহাশকো ভীকুণাং ভয়বর্ধনঃ ॥ ২১
 স শকো ভরতশ্রেষ্ঠ দিশঃ সর্বা ব্যনাদয়ৎ ।
 সৌভদ্রশ্চাঙ্গবৎ সেনাং ব্রহ্ম বরাশ্বরথদ্বিপান্ ॥ ২২

সৈন্তগণকে বধ কারিতে থাকিয়া অতিক্রম ধরাতলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল ॥ ১৬

সেই যুদ্ধে আর্য্য, হস্তিগণ (দন্তানা), গদা এবং অঙ্গর সহ বীরগণের স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত বাহসকল ছিন্ন হইয়া ভূপতিত হইতে দেখা যাইল ॥ ১৭

সেই রণক্ষেত্রে ধ্বংস, বাণ, খড়্গ, শরীর এবং হার ও কুণ্ডলে বিভূষিত মস্তক সহস্র সহস্র সংখ্যায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে ॥ ১৮

আবশ্যক সামগ্রী, বসিবার আসন (চেয়ার প্রভৃতি), ঈষাদণ্ড, বজুর, অক্ষ এবং চক্রসকল চূর্ণ বিচূর্ণ এবং খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত হইতে লাগিল। শক্তি, ধ্বংস, খড়্গ, পতিত বিশাল ধ্বজ, ঢাল এবং বাণসকলও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া চারিদিকে পড়িয়াছিল। প্রজানাথ! বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়, অশ্ব এবং হস্তীও নিশ্চয় হইয়া পতিত ছিল। এই সব কারণে সেখানকার রণভূমি ক্ষণকালের মধ্যেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও অগম্য হইয়া পড়িল ॥ ১৯-২০

বাহসকলের আঘাত পাইয়া পরস্পর ক্রন্দন করিতে করিতে রাজকুমারগণের মহাশব্দ উদ্ভিত হইল, যে শব্দ কাপুরুষদিগের ভয়বর্ধন করিয়াছিল ॥ ২১

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই শব্দ সমস্ত দিগুমণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। সুভদ্রাকুমার অভিমহ্য এই সময় শ্রেষ্ঠ অশ্ব, রথ ও হস্তীদিগকে সংহার করিতে করিতে কৌরবসৈন্তদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২২

কক্ষমগ্নিরিবোৎসৃষ্টো নির্দহন্তরসা রিপূন ।
মধ্যে ভারতসৈন্তানামাজুর্নিঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ২৩
বিচরন্তঃ দিশঃ সর্বাঃ প্রদিশশ্চাপি ভারত ।
তং তদা নামুপশ্যামঃ সৈন্তে চ রজসাবতে ॥ ২৪
আদদানং গজাশ্বানাং নৃণাং চাযুধি ভারত ।
ক্লেণে ভূয়ঃ পশ্যামঃ সূর্য্যং মধ্যম্নিনে যথা ॥ ২৫
অভিমম্ব্যঃ মহারাজ প্রতপন্তুঃ দ্বিষদগণান্ ।

শুক বনভূমিতে নিক্ষিপ্ত অনলসদৃশ অর্জুনকুমার অভিমম্ব্য
বেগের সহিত শত্রুগণকে বিনাশ করিতে থাকিয়া কৌরবসৈন্তদের
মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

ভারত । ধূলিজালে আচ্ছাদিত সৈন্তবাহিনীর মধ্যে সমস্ত
দিক্ ও বিদিক্ (কোণ)-সমূহে বিচরণকারী অভিমম্ব্যকে সেই
সময় আমরা দেখিতে পাইলাম না ॥ ২৪

ভরতনন্দন । হস্তী, অশ্ব এবং পদাতি সৈন্তগণের আয়ু
(প্রাণ)-হরণকারী অভিমম্ব্যকে আমরা ক্ষণকালের মধ্যেই

শ্রীমম্ব্যর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভ্রোগপর্ব্বাভ্যুত অভিমম্ব্যবধপর্ব্বক অভিমম্ব্যর পরাক্রমবিবরণ
একচত্রিংশ অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

দ্বিচত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

[অভিমম্ব্যমহুগচ্ছতাং পাণ্ডবানাং বরপ্রভাবেন জয়জ্ঞেয়নাবরোধঃ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

বালমত্যস্তসুখিনং স্ববাহুবলদপিতম্ ।
যুজ্যেযু কুশলং বীরং কুলপুত্রং তনুতাজম্ ॥ ১
গাহমানমনীকানি সদশৈশ্চ ত্রিহায়নৈঃ ।
অপি যৌধিষ্ঠিরাং সৈন্তাং কশ্চিদবপতন্ বলী ॥ ২

দ্বিচত্রিংশ অধ্যায়

[অভিমম্ব্যর পশ্চাতে গমনকারী পাণ্ডব-ধোঁকাদিগকে বর-
প্রভাবে জয়জ্ঞেয়ের প্রতিরোধ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সজয় ! অত্যন্ত সুখে সংবর্ধিত বালক
অভিমম্ব্য যুদ্ধে অতিশয় নিপুণ ছিলেন । নিজের বাহুবলের
উপর ইহার গর্ভও ছিল । সে উত্তমকূলে উৎপন্ন হওয়ায় শরীরকে
পরিত্যাগ করিতে কৃতদক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে ছিল । যে সময়
তিনবৎসর বয়স্ক উত্তম অশ্বগণের দ্বারা আমার সৈন্তমধ্যে প্রবেশ
করিতেছিল, সেই সময় যুধিষ্ঠিরের সৈন্তদের মধ্যে কোন্ কোন্

স বাসবসমঃ সংখ্যে বাসবস্তাশ্রজাশ্রজঃ ॥
অভিমম্ব্যর্মহারাজ সৈন্তমধ্যে ব্যরোচত ॥ ২৬
(যথা পুরা বহিস্থতোহস্মরসৈন্তেযু বীর্য্যবান্ ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যং
ভ্রোগপর্ব্বণি অভিমম্ব্যবধপর্ব্বণি অভিমম্ব্যপরাক্রমে
একচত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪১

বিপ্রহরস্থিত সূর্য্যের দ্বায় শত্রুসৈন্তগণকে পুনরায় সম্ভাপিত
করিতে দেখিলাম । মহারাজ ! ইন্দ্রনন্দন অর্জুনের এই পুত্র
অভিমম্ব্য যুদ্ধে ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমী ছিলেন বলিয়া মনে হইতে
লাগিল । যেরূপ পুরাকালে পরাক্রমশালী কুমার কার্ত্তিকের
অস্ত্রদের সৈন্তবাহিনীকে সংহার করিতে করিতে শোভাপ্রাপ্ত
হইয়াছিলেন, সেইরূপ অভিমম্ব্য কৌরবসৈন্তমধ্যে বিচরণ করিতে
করিতে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৫-২৬

সজয় উবাচ ।

যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনঃ শিখণ্ডী সাত্যকির্ষমৌ ।
ধৃষ্টদ্যায়ো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ সকেকয়ঃ ॥ ৩
ধৃষ্টকেতুশ্চ সংরজো মৎস্তাশ্চাত্যপতন্ রণে ।
ভেনৈব তু পথা যাস্তঃ পিতরো মাতুলৈঃ সহ ॥ ৪

বলবান্ বীর যোদ্ধা তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে বাহুর মধ্যে প্রবেশ
করিতে পারিয়াছিল ? ১-২

সজয় বলিলেন,—রাজন্ ! যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, শিখণ্ডী,
সাত্যকি, নকুল-সহদেব, ধৃষ্টদ্যায়, বিরাট, দ্রুপদ, কেকয়রাজকুমার-
গণ, রোবপুর্নধৃষ্টকেতু এবং মৎস্তদেশীয় যোদ্ধারা—ইহারা সকলেই
যুদ্ধস্থলে অগ্রণ হইতে লাগিলেন । অভিমম্ব্যর পিতৃবাগ ও
মাতুলগণ নিজ সৈন্তদিগকে ব্রাহ্মণের সংগঠিত করিয়া গ্রাহ্য
করিতে উদ্ভূত অভিমম্ব্যকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার রচিত পথে
বাহুর মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্দেশে একসঙ্গে ধাবিত হইলেন ॥

অভ্যজ্ঞবন্ পরাস্প্রস্তো ব্যাটানীকাঃ প্রহারিণঃ ।
 তান্ দৃষ্ট্বা জ্ববতঃ শূরাংস্তুদীয়া বিমুখাভবন্ ॥ ৫
 ততস্তদ্বি মুখং দৃষ্ট্বা তব সুনোরহদ্ব বলম্ ।
 জামাতা তব তেজস্বী সংস্তুস্তয়িষুরাজবৎ ॥ ৬
 সৈন্ধবস্ত মহারাজ পুত্রো রাজা জয়ত্ৰথঃ ।
 স পুত্রগৃহ্নিনঃ পার্থান্ সহসৈন্তানবারয়ৎ ॥ ৭
 উগ্রধন্বা মহেষ্ণাসো দিব্যমস্ত্রমুদীরয়ন্ ।
 বান্ধক্ত্রিপুরাসেধং প্রবণাদিব কুঞ্জরঃ ॥ ৮
 ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।
 অতিভারমহং মত্তো সৈন্ধবে সঞ্জয়াহিতম্ ।
 যদেকঃ পাণ্ডবান্ ক্রুদ্ধান্ পুত্রপেপ্সুনবারয়ৎ ॥ ৯
 অত্যন্তুতমহং মত্তো বলং শৌর্য্যঞ্চ সৈন্ধবে ।
 তস্ত প্রেক্ষাহি মে বীর্য্যং কৰ্ম চাশ্র্য্য মহাত্মনঃ ॥ ১০
 কিং দত্তং হৃতমিষ্টং বা কিং স্তুতপ্তমথো তপঃ ।

এই বীরগণকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া আপনার পুত্র রণবিমুখ হইয়া পড়িল। আপনার পুত্র দুর্ঘোষধনের বিশাল সৈন্তবাহিনীকে রণবিমুখ দেখিয়া তাহাদিগকে স্থিরতাপূর্ব্বক স্থাপিত করিবার ইচ্ছায় আপনার তেজস্বী জামাতা জয়ত্ৰথ সেখানে খাবিত হইয়া আসিলেন। ৩-৬

মহারাজ! সিদ্ধদেগপতির পুত্র রাজা জয়ত্ৰথ নিজের পুত্রের জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষী সৈন্তসহ কুন্তীপুত্রগণের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন। ৭

যেদ্রুপ হাতী নিয়ন্ত্রিতে আসিয়া শত্রুগণকে নিবারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভয়ঙ্কর ও মহাধনুর্ধর বৃদ্ধকত্বপুত্র জয়ত্ৰথ দিব্যাস্ত্র-সকল প্রয়োগ করিয়া শত্রুগণের অগ্রগমন প্রতিরোধ করিলেন। ৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমি ত' মনে করি—সিদ্ধুরাজ জয়ত্ৰথের উপর এই অভিশয় গুরুতর ভার অপিত হইয়াছে, যে একাকী হইয়াও পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যুক্ত ও ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণকে রুদ্ধ করিয়াছিল। ৯

সিদ্ধুরাজ জয়ত্ৰথ এই বল ও শৌর্য্য থাকা অভিশয় আশ্চর্য্যের কথা বলিয়াই আমি মনে করি। মহাত্মা জয়ত্ৰথের বল ও শ্রেষ্ঠ পরাক্রম আমার নিকট সন্নিহিত বল। ১০

সিদ্ধুরাজ এমন কি দান, হোম, যজ্ঞ অথবা উত্তম তপস্তা করিয়াছিলেন, বাহার ফলে সে একাকীই সমস্ত পাণ্ডবগণকে রুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল? ১১

সিদ্ধুরাজো হি যেনৈকঃ পাণ্ডবান্ সমবারয়ৎ ॥ ১১
 (দমো বা ব্রহ্মচর্য্যং বা স্তুত যচ্চাস্য সত্তম।
 দেবং কতমমারাধ্য বিষ্ণুমীশানমজ্জজম্ ॥
 সিদ্ধুরাট্ তনয়ে সজ্ঞান্ ক্রুদ্ধঃ পার্থানবারয়ৎ ।
 নৈবং কৃতং মহৎ কৰ্ম ভীষ্মেণাজ্ঞাসিষং তথা ॥)

সঞ্জয় উবাচ ।

দ্রৌপদীহরণে যৎ তদ্ ভীমসেনেন নির্জিতঃ ।
 মানাৎ স তপ্তবান্ রাজা বরার্থী স্তমহৎ তপঃ ॥ ১২
 ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ প্রিয়েভ্যঃ সন্নিবর্ত্য সঃ ।
 কুংপিপাসাতপসহঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ ॥ ১৩
 দেবমারাধয়চ্ছৰ্ণং গৃণন্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
 ভক্তানুকম্পী ভগবাংস্তস্ত চক্রে ততো দয়াম্ ॥ ১৪
 স্বপ্নাস্তেহপাথ চৈবাহ হরঃ সিন্দূপতেঃ স্তুতম্ ।
 বরং বৃণীষ প্রীতোহস্মি জয়ত্ৰথ কিমিচ্ছসি ॥ ১৫

(সঙ্কলিতঃ স্তুত! জয়ত্ৰথে যে ইন্দ্রিয়সংযম কিংবা ব্রহ্মচর্য্য আছে, তাহা আমাকে বল। বিষ্ণু, শিব অথবা ব্রহ্মা কোন দেবতার আরাধনা করিয়া সিদ্ধুরাজ জয়ত্ৰথ স্বপুত্রকে রক্ষা করিতে উক্ত পাণ্ডবগণকে ক্রোধের সহিত প্রতিরোধ করিলেন। ভীষ্মও যে কখনও এরূপ পরাক্রম করিয়াছেন, সেইরূপ কোন বিষয় আমার জানা নাই।)

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! দ্রৌপদীহরণপ্রসঙ্গে জয়ত্ৰথকে যে ভীমসেনের নিকট পরাজিত করা হইয়াছিল, তাহাতেই অভিমানবশতঃ অপমান অহুভব করিয়া রাজা জয়ত্ৰথ বরলাভ কামনা করিয়া অতিশয় কঠোর তপস্তা করিয়াছিলেন। ১২

প্রিয় বিষয়সমূহ হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং উত্তাপের কষ্ট সহ্য করিতে করিতে জয়ত্ৰথ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার শরীরে নাড়ীতুড়িও দেখা বাইতে লাগিল। ১৩

তিনি সনাতন ব্রহ্মব্রহ্ম ভগবান্ শব্বরের স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার আরাধনা করিতে থাকিলেন। তখন ভক্তের প্রতি অহুগ্রহকারী ভগবান্ শব্বর তাঁহার উপর কৃপা করিলেন এবং স্বপ্নে জয়ত্ৰথকে দর্শন দিয়া তাঁহাকে বলিলেন—জয়ত্ৰথ! তুমি কি চাও? বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি। ১৪-১৫

এবমুক্তস্ত শৰ্বেণ সিদ্ধুরাজো জয়ত্ৰথঃ ।

উবাচ প্রণভো রুজং প্রোজলিনিয়তান্ববান্ ॥ ১৬

পাণ্ডবেয়ানহং সংখ্যে ভীমবীৰ্য্যপরাক্রমান্ ।

বারয়েয়ং রথেনৈকঃ সমস্তানিতি ভারত ॥ ১৭

এবমুক্তস্ত দেবেশো জয়ত্ৰথমথাব্রবীৎ ।

দদামি তে বরং সৌম্য বিনা পার্থং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১৮

বারয়িত্বাসি সংগ্রামে চতুরঃ পাণ্ডুনন্দনান্ ।

এবমস্ত্বিতি দেবেশমুক্ত্যবুধ্যত পার্থিবঃ ॥ ১৯

স তেন বরদানেন দিবোনান্দ্রবলেন চ ।

ভগবান্ শত্ৰু এই কথা বলিলে পর সিদ্ধুরাজ জয়ত্ৰথ নিজের মন ও ইঞ্জিয়গ্রামকে সংযমে রাখিয়া সেই রুজদেবকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাজলি হইয়া বলিলেন ॥ ১৬

প্রণভো! আমি যুদ্ধে ভয়ঙ্কর বলপরাক্রমশালী সমস্ত পাণ্ডবগণকে একাকীই কেবল রথের দ্বারা পরাজিত করিয়া তাহাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে পারি। ভারত! তিনি এই কথা বলিলে পর দেবেশ্বর ভগবান্ শিব জয়ত্ৰথকে বলিলেন—সৌম্য! আমি তোমাকে বর প্রদান করিলাম। তুমি কৃষ্ণপুত্র অর্জুন ব্যতীত শেষ চারিজন পাণ্ডবকে (এক দিন) যুদ্ধে অগ্রগতি হইতে নিষারিত করিতে পারিবে। তখন দেবেশ্বর মহাদেবকে

শ্রীময়হর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে দ্রোণপর্কাদ্বর্গত অভিমহ্যাবধপর্কেষু জয়ত্ৰথের যুদ্ধবিবরক ত্রিচছারিংশ
অধ্যায়ের অন্তর্বাদ সমাপ্ত ।

ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ

পাণ্ডবৈঃ সহ জয়ত্ৰথস্য যুদ্ধম্, ব্যুহদ্বারে পাণ্ডবানাং গতিরোধশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ ।

যশ্মাং পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র সিদ্ধুরাজস্ত বিক্রমম্ ।

শৃণু তৎ সর্বমাখ্যাস্তে যথা পাণ্ডুনযোধয়ৎ ॥ ১

ত্রিচছারিংশ অধ্যায়

[পাণ্ডবগণের সহিত জয়ত্ৰথের যুদ্ধ এবং ব্যুহদ্বারে পাণ্ডবগণের গতিরোধ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আপনি আমাকে যে সিদ্ধুরাজ জয়ত্ৰথের পরাক্রমের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা জ্ঞাপন করুন। তিনি যেক্ষণে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আমি আপনাকে বলিতেছি ॥ ১

একঃ সংবারয়ামাস পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥ ২০

তস্ত জ্যাতলঘোষণে ক্ষত্রিয়ান্ ভয়মাবিশৎ ।

পরাস্ত তব সৈন্তস্ত হর্ষঃ পরমকোহভবৎ ॥ ২১

দৃষ্ট্বা তু ক্ষত্রিয়া ভারং সৈন্ধবে সর্বমাহিতম্ ।

উৎকৃষ্টাভ্যাববন্ রাজন্ যেন যৌধিষ্ঠিরং বলম্ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দ্রোণপর্কণি অভিমহ্যাবধপর্কণি জয়ত্ৰথযুদ্ধে

ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২

“এবমস্ত” (ইতাই চউক) বলিয়া জয়ত্ৰথ জাগিয়া উঠিলেন ॥ ১৭-১৯

সেই বরদান ও দিব্য অস্ত্র-বলের দ্বারা জয়ত্ৰথ একাকীই আজ পাণ্ডবসৈন্যদিগকে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ২০

তাহার ধনুর টঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করিয়া শত্রুপক্ষের ক্ষত্রিয়গণের মনে ভয় উপস্থিত হইল; কিন্তু আপনার সৈন্তরা অত্যন্ত হুই হইলেন ॥ ২১

রাজন্! সেই সময় যুদ্ধের সমস্ত ভার জয়ত্ৰথের উপরই পতিত হইয়াছে দেখিয়া আপনার ক্ষত্রিয় বীরগণ হর্ষে কোলাহল করিতে করিতে যে দিকে যুধিষ্ঠিরের সৈন্তরা অবস্থান করিতেছে, সেইদিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২২

তমূহবাজিনো বশ্তাঃ সৈন্ধবাঃ সাধুবাহিনঃ ।

বিকূর্বাণা বৃহস্কোহশ্বাঃ শ্বসনোপমরংহসঃ ॥ ২

গন্ধর্বনগরাকারং বিধিবৎ কল্পিতং রথম্ ।

তস্তাভ্যশোভয়ৎ কেতুর্বারাহো রাজতো মহান্ ॥ ৩

সারথির বশীভূত, উত্তমরূপে বহন করিতে অভ্যস্ত, বায়ুতুলা বেগশালী এবং নানাপ্রকার গমনভঙ্গী প্রদর্শনকারী সিদ্ধদেবী বিশাল অশ্বগণ সেই সময় জয়ত্ৰথকে বহন করিতেছিল ॥ ২

বিধি অল্পসংখ্যে সজ্জিত তাহার রথ গন্ধর্বনগরের দ্যায় মনে হইতেছিল। ইহার রক্ষতনির্মিত এবং বরাহ চিহ্নযুক্ত বিশাল রথ ইহার রথের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল ॥ ৩

শ্বেতচ্ছত্রপতাকাভিচ্চামরবাজনেন চ ।
 স বভৌ রাজলিঙ্গৈস্তন্তরাপতিরিবাহুঃ ॥ ৪
 মুক্তাবজ্জমগ্নিস্বর্ণৈর্ভূষিতং তদয়শ্চয়ম্ ।
 বরুণং বিবভৌ তস্ত জ্যোতিভিঃ খমিবাবৃতম্ ॥ ৫
 স বিস্ফার্য মহচ্চাপং কিরন্নিম্বগণান্ বহুন্ ।
 তং খণ্ডং পুরয়ামাস যদ্ বাদারয়দাজুনিঃ ॥ ৬
 স সাত্যকিং ত্রিভির্বাণৈরষ্টভিচ্চ যুকোদরম্ ।
 ধৃষ্টদ্যায়ং তথা যষ্ট্যা বিরাটং দশভিঃ শরৈঃ ॥ ৭
 ঋপদং পঞ্চভিত্তীকৈঃ সপ্তভিচ্চ শিখণ্ডিনম্ ।
 কেকয়ান্ পঞ্চবিংশত্যা জ্যোপদেয়াংস্ত্রিভিঃ ॥ ৮
 যুধিষ্ঠিরং তু সপ্তত্যা ততঃ শেযানপানুদম্ ।
 ইমুজালেন মহতা তদন্তুতমিবাভবং ॥ ৯
 অথাস্ত শিতপীতেন ভল্লেনাদিশ্য কামুকম্ ।
 চিচ্ছেদ প্রহসন্ রাজা ধর্মপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১০

শ্বেতচ্ছত্র, পতাকা, চামর ও বাজন—এই সব রাজচিহ্নে সংযুক্ত থাকিয়া তিনি আকাশে চন্দের জায় স্থপোভিত ছিলেন ॥ ৪

মুক্তা, মণি, স্বর্ণ ও হীরকে বিভূষিত ইহার রথের লৌহময় আবরণ নক্ষত্রমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত আকাশের সদৃশ শোভা পাইতেছিল ॥ ৫

তিনি স্বীয় বিশাল ধনু বিস্ফারিত করিয়া বহুসংখ্যক বাণ-সমূহ বর্ষণ করিতে করিতে ব্যূহের সেই ভাগকে যোদ্ধাগণের দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিলেন, যে ভাগকে অভিমুখ্য বিদারিত করিয়া ছিলেন ॥ ৬

সেই সময় তিনি সাত্যকিকে তিন, ভীমসেনকে আট, ধৃষ্টদ্যায়কে ষাট, বিরাটকে দশ, ঋপদকে পাঁচ, শিখণ্ডীকে সাত, কেকয়রাজকুমারগণকে পঁচিশ, জ্যোপদীর পুত্রদিগকে তিনটি তিনটি এবং যুধিষ্ঠিরকে সত্তরটি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন । তারপর বাণসমূহের জাল পাতিয়া তিনি শেষ সৈন্যটিকেও পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিলেন । ইহা যেন তখন এক অন্তত ঘটনা ঘটয়া যাইল ॥ ৭-৯

এই সময় প্রতাপশালী রাজা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির একটি তীক্ষ্ণ ও পীত বর্ণের ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধনু ছেদন করিবার কথা ঘোষণা করিয়া উহা ছেদন করিলেন ॥ ১০

তখন জয়দ্রথও নিমেষকালের মধ্যেই অপর ধনু হাতে লইয়া

অক্লোনিমেষমাত্রেণ সৌহৃদ্যদাদায় কামুকম্ ।
 বিব্যাধ দশভিঃ পার্থং তান্শৈচবাণ্যাস্ত্রিভিঃ ॥ ১১
 তং তস্ত লাঘবং ভ্রাতৃ ভীমো ভল্লৈস্ত্রিভিঃ ॥
 ধনুর্ধ্বজঞ্চ ছত্রঞ্চ ক্ষিতৌ ক্ষিপ্ত্রমপাতয়ং ॥ ১২
 সৌহৃদ্যদাদায় বলবান্ সজ্যাঃ কৃৎস চ কামুকম্ ।
 ভীমস্ত্রাপাতয়ং কেতুং ধনুরাশ্চ মারিষ ॥ ১৩
 স হতাস্বাদবপ্তৃত্য ছিন্নধন্বা রথোত্তমাং ।
 সাত্যকেরাপ্লুতো যানং গির্ঘাগ্রমিব কেশরী ॥ ১৪
 ততস্তদীয়াঃ সংহৃষ্টাঃ সাধু সান্বিতি বাদিনঃ ।
 সিন্ধুরাজস্ত তং কর্ম প্রেক্ষ্যশ্রদ্ধেয়মন্তুতম্ ॥ ১৫
 সংক্রুদ্ধান্ পাণ্ডবানেকো যদ্ দধারাজ্ঞতেজসা ।
 তং তস্ত কর্ম ভূতানি সর্বণোবাভ্যপূজয়ন্ ॥ ১৬
 সৌভদ্রেণ হতৈঃ পূর্বং সোত্তরাযোধিভির্দ্বিপৈঃ ।
 পাণ্ডনাং দর্শিতঃ পশ্চাৎ সৈন্ধবেন নিবারিতঃ ॥ ১৭

যুধিষ্ঠিরকে দশ এবং অন্য বীরগণকে তিনটি তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১১

তাঁহার এই নিপুণতা দেখিয়া ও বুঝিয়া ভীমসেন তিনটি তিনটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধনু, ধনু এবং ছত্রকে অতি সত্বর ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ১২

আহা! সেই সময় সেই বলবান্ বীর জয়দ্রথ অপর ধনু গ্রহণ করত তাহার উপর গুণারোপণ করিলেন এবং ভীমের ধনু, ধনু এবং অশ্বদলকে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন ॥ ১৩

ধনু ছিন্ন হইয়া যাউলে নিজের অশ্বগণের রথ হইতে লাকাইয়া পড়িয়া ভীমসেন সাত্যকির রথে গিয়া উপবেশন করিলেন । ইহাতে মনে হইলে—কোন সিংহ শরীরশিখরে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ১৪

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের এই পরাক্রম, যাহা জয় করিলে বিশ্বাস করা হয় না, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনার সকল সৈন্যই অত্যন্ত হত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল ॥ ১৫

জয়দ্রথ একাকীই নিজের দিব্যাস্ত্রসকলের তেজে ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণকে বে কড় করিয়া ছিলেন, তাঁহার এই পরাক্রমকে সকল প্রাণীই প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ১৬

সুভদ্রাকুমার অভিমুখ্য প্রথমে গজারোহী ব্যক্তিগণের সহিত বহুসংখ্যক গজরাজকে বধ করিয়া ব্যূহ প্রবেশ করিবার জন্য পাণ্ডবদিগকে পথ প্রশর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু জয়দ্রথ তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন ॥ ১৭

যতমানান্ত তে বীরা মংশ-পাকাল-কেকয়াঃ ।
পাণ্ডবান্চাষপত্তন্ত প্রতিশেকুর্ন সৈন্ধবম্ ॥ ১৮
যো যো হি যততে ভেদন্তুং জ্ঞোনানীকং তবাহিতঃ ।
তং তমেব বরং প্রাপ্য সৈন্ধবঃ প্রত্যবারয়ৎ ॥ ১৯

বীর মংশ, পাকাল, কেকয় ও পাণ্ডবগণ তখন বারংবার
বিশেষ বস্ত্র করিয়া বাহের উপর আক্রমণ করিলেন ; কিন্তু সিন্ধু-
রাজের সম্মুখে থাকিতেই পারিলেন না ॥ ১৮

শ্রীমদ্রহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে জ্ঞোণপর্বোক্তগত অভিমহ্যাবধপর্কে জয়দ্রথের যুদ্ধবিষয়ক
ত্রিচত্রারিংশ অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

চতুশ্চত্রারিংশোহধ্যায়ঃ ।

[অভিমহ্যোঃ পরাক্রমঃ, তেন বসাতীয়াদি-যোদ্ধৃণাং বিনাশশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ ।

সৈন্ধবেন নিরুদ্ধেযু জয়গচ্ছিষু পাণ্ডবু ।
সুধোরমভবদ্ যুদ্ধঃ স্বদীয়ানাং পঠৈঃ সহ ॥ ১
প্রবিশ্ণাথাজুনিঃ সেনাং সত্যসঙ্কো হুরাসদঃ ।
ব্যাকোভয়ত তেজস্বী মকরঃ সাগরং যথা ॥ ২
তং তথা শরবর্ষণে ক্ষোভয়ন্তুমরিন্দমম্ ।
যথা প্রধানাঃ সৌভদ্রমভ্যয়ু রথসন্তমাঃ ॥ ৩
তেষাং তস্ত চ সশ্রদৌ দারুণঃ সমপত্তত ।

চতুশ্চত্রারিংশ অধ্যায় ।

[অভিমহ্যর পরাক্রম এবং তাঁহার দ্বারা বসাতীয়া প্রভৃতি
যোদ্ধাগণের বিনাশ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন! জয়লাভ করিতে অভিলাষী
পাণ্ডবগণকে বধন সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন, সেই
সময় আপনার সৈন্তদের শত্রুদিগের সহিত অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ
হইয়াছিল ॥ ১

তখনস্তর সত্যপ্রতিজ্ঞ দুর্জয় ও তেজস্বী বীর অভিমহ্য আপনার
সৈন্তদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে সেইভাবে বিকৃভিত
করিয়া তুলিলেন, বেকর মকর সাগরকে বিকৃভিত করিয়া থাকে ॥ ২

এইভাবে বাণবর্ষণের দ্বারা কৌরবসৈন্তদিগকে বিকৃভিত
করিতে করিতে যুদ্ধরত শত্রুদমন হুভদ্রাকুমার অভিমহ্যকে
আপনার সৈন্তদের মধ্যে প্রধান প্রধান মহারথী বীরগণ একসঙ্গে
আক্রমণ করিলেন ॥ ৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
জ্ঞোণপর্বণি অভিমহ্যাবধপর্ষণি জয়দ্রথযুদ্ধে
ত্রিচত্রারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

আপনার যে যে শত্রু জ্ঞোণাচার্যের বাহকে ভেদ করিবার
যত্ন করিতেছিল, সেই সেই শ্রেষ্ঠ বীরগণের নিকট উপস্থিত
হইয়া জয়দ্রথ তাহাদিগকে রুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

সুজ্ঞতাং শরবর্ষণি প্রসক্তমমিতৌজসাম্ ॥ ৪

রথত্রজেন সংরুদ্ধস্তৈরমিত্রৈস্তথাজুনিঃ ।
বৃষসেনস্ত যম্ভারং হত্বা চিচ্ছেদ কামুকম্ ॥ ৫

তস্ত বিব্যাধ বলবান্ শরৈরশ্বানজিহ্মগৈঃ ।

বাতায়মানৈরথ তৈরশ্বৈরপহন্তো রণাং ॥ ৬

তেনাস্তরেণাভিমহ্যোঃ স্থাপাসারয়দ্ রথম্ ।

রথব্রজাস্ততো হৃষ্টাঃ সাধু সাধিতি চুক্রুশুঃ ॥ ৭

সেই সময় অত্যন্ত তেজস্বী কৌরব যোদ্ধারা পরস্পর শ্রেণীবদ্ধ-
ভাবে বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ইহাদের সহিত তখন
অভিমহ্যর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৪

যদিও শত্রুগণ নিজেদের রথসমূহের দ্বারা অর্জুনকুমার
অভিমহ্যকে সর্বাঙ্গিক দিয়াই ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, তথাপি তিনি
বৃষসেনের সারথিকে আহত করিয়া তাঁহার রথটিকে ছেদন করিয়া
ফেলিলেন ॥ ৫

তখন বলবান্ বৃষসেন নিজের সরলগামী বাণসমূহের দ্বারা
অভিমহ্যর অশ্বগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । ইহাতে তাঁহার
অশ্বগণ বায়ুবেগে পলায়ন করিতে লাগিল এইভাবে তিনি
অশ্বগণের দ্বারা বহু দূরে নীত হইলেন ॥ ৬

অভিমহ্যর কাষ্যে এইরূপে বিষ উপস্থিত হইলে সেই সময়
বৃষসেনের সারথি তাঁহার রথকে সেখানে হইতে দূরে লইয়া বাইল ।
ইহাতে দেখানে সমবেত রথিসমূহের হুই হইয়া 'উত্তমকাব্য,
উত্তমকাব্য' এই কথা বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন ॥ ৭

তং সিংহমিব সংক্রুদ্ধং প্রমথন্তু শরৈররীন্ ।
 আরাদয়াস্তমভ্যোভ্য বসাকীয়োহভ্যাদ্যদ্রুতম ॥ ৮
 সৌভিমম্ভূং শরৈঃ যষ্ট্যা কৃষ্ণপুষ্করবাকিরং ।
 অত্রবীচ্চ ন মে জীবন্ জীবতো যুধি মোক্ষ্যসে ॥ ৯
 তময়ময়বর্মানমিষুণা দূরপাতিনা ।
 বিব্যাধ হৃদি সৌভজঃ স পপাত বাসুঃ ক্ষিতৌ ॥ ১০
 বসাতীয়াং ততং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধাঃ ক্ষত্রিয়পুঞ্জবাঃ ।
 পরিবক্রন্তদা রাজংস্তব পৌত্রং জিঘাংসবঃ ॥ ১১
 বিষ্কারয়ন্তুশ্চাপানি নানারূপাণ্যনেকশঃ ।
 তদ্ যুদ্ধমভবদ্ রৌজঃ সৌভজচারিভিঃ সহ ॥ ১২
 তেষাং শরান্ সেধসনান্ শরীরানি শিরাংসি চ ।
 সকুণ্ডলানি শ্রয়ীণি ক্রুদ্ধশিচ্ছেদ ফাল্গুনিঃ ॥ ১৩
 সখজাঃ সাদুলিরাণাঃ সপট্টিশ-পরশ্বধাঃ ।
 অদৃশ্যন্তু ভূজাশ্চিন্না হেমাভরণভূষিতাঃ ॥ ১৪
 অগ্ভিরাভরণৈবৈশ্বৈঃ পাতিতৈশ্চ মহাভূতৈঃ ।

তারপর সিংহের জায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের বাণসমূহের
 দ্বারা শত্রুগণের মর্দনকারী অভিমতাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া
 বসাতীয়া অতিক্রান্ত উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের জগু তাঁহার সম্মুখীন
 হইলেন ॥ ৮

তিনি অভিমতাব উপর স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত ষাটটি বাণবর্ষণ
 করিলেন এবং বলিলেন—তুমি আজ জীবিত অবস্থায় আমার
 নিকট হইতে মুক্তি পাইবে না ॥ ৯

তখন অভিমতাব বহু দূরে স্থিত লক্ষ্য বস্তুতে ভেদ কার্য্য
 পাতিত করিতে সমর্থ একটি বাণের দ্বারা লোহময় কবচধারণকারী
 বসাতীয়ের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন, ইহাতে তিনি প্রাণচাপ
 হইয়া ধরাশায়ী হইলেন ॥ ১০

রাজন্! বসাতীয়কে নিহত দেখিয়া ক্রুদ্ধ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ
 আপনাদের পৌত্র অভিমতাকে বধকরিবার জগু তাঁহাকে চারিদিকে
 ঘিরিয়া কেলিলেন ॥ ১১

তাঁহারা সেই সময় নিজদের ধনুসকলকে বারংবার টক্করিত
 করিতে লাগিলেন । সেই সময় শত্রুগণের সহিত হুভদ্রাকুমারের
 ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১২

তখন অর্জুনকুমার অভিমতাব কুপিত হইয়া ইহাদের ধনু, বাণ,
 শরীর এবং হার ও কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তকসমূহ ছেদন করিয়া
 দিলেন ॥ ১৩

শ্রীময়হবি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জ্যোতপকোত্তর অভিমতাবধণকর্মে অভিমতাব পরাক্রমবিবরণ
 চতুশ্চব্বিংশ অধ্যায়ের অন্তিমাব সমাপ্ত ।

বর্মভিশ্চর্মভির্হীরৈর্মুর্কুটৈশ্ছত্র-চামরৈঃ ॥ ১৫

উপস্করৈরধিষ্ঠানৈরীষাদণ্ডকবন্ধুরৈঃ ।

অক্ষৈর্মিথিতৈশ্চক্রৈর্ভগ্নৈশ্চ বজ্রধা যুগৈঃ ॥ ১৬

অমুকর্ষৈঃ পতাকাভিস্থতা সারথি-বাজিভিঃ ।

রথৈশ্চ ভগ্নৈর্নানৈশ্চ হতৈঃ কীর্ণাভবগ্নহী ॥ ১৭

নিহতৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ শূরৈর্নানাজনপদেশ্বরৈঃ ।

জয়গৃহৈর্বৃতা ভূমিদারুণা সমপতত ॥ ১৮

দিশো বিচরতস্তস্মা সর্বাশ্চ প্রাশিশস্তথা ।

রণেহভিমতোঃ ক্রুদ্ধস্তা রূপমস্তরধীয়ত ॥ ১৯

কাঞ্চনঃ যদযদম্যাসৌ বর্ম চাভরণানি চ ।

ধনুষশ্চ শরাণাঞ্চ তদপশ্যাম কেবলম্ ॥ ২০

তং তদা নাশকং চশ্চচ্চক্ষুর্ভামভিবীক্ষিতুম্ ।

আদদানং শরৈর্যোধান্ মধ্যে সূর্য্যামিব স্থিতম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শরসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং

জ্যোতপর্বাণি অভিমতাবধণপর্বাণি অভিমতাবপরাক্রমে

চতুশ্চব্বিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ২৪

স্বর্ণনির্মিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত তাঁহাদের হস্তসমূহ খড়্গ, হস্তজাণ
 (দস্তানা), পট্টিশ ও পরশুসহ ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে দেখা
 যাইল ॥ ১৫

ছিন্ন হইয়া পতিত হার, আভরণ, বজ্র, বিশাল বাজ; কবচ,
 ঢাল, মনোহর মুকুট, ছত্র, চামর, আবস্ত্রক দ্রব্য, রথের আসন,
 দ্বীপদণ্ড, বন্ধুর, চূর্ণাবচূর্ণ অক্ষ, ভগ্নচক্র, খণ্ড-বিগড় যুগ, অমুকর্ষ,
 পতাকা, সারথি, অশ্ব, ভগ্ন রথ এবং নিহত বহু হাতী দ্বারা
 সেখানকার রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ১৫-১৭

জয়লাভ করিতে ইচ্ছুক বিভিন্ন জনপদের অধিপতি ক্ষত্রিয়
 বীরগণ এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন । ইহাদের যুদ্ধদেহ
 পারবৃত্তা হইয়া সেই রণভূমি ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিল ॥ ১৮

সেই রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া নানা দিক্-বিদিক্‌সমূহে বিচরণ-
 কারী অভিমতাবরূপ তখন অদৃশ্য হইয়া পড়িল ॥ ১৯

তাঁহার কবচ, আভরণ, ধনু ও বাণসকলের ঘে ঘে অবয়ব
 স্বর্ণময় ছিল, কেবল সেই সকল অবয়বকেই আমরা দূর হইতে
 দেখিতে পাইতেছিলাম ॥ ২০

অভিমতাব যে সময় বাণসমূহের দ্বারা বোকাগণের প্রাণহরণ
 করিতেছিলেন এবং বুকের মধ্যভাগে সূর্য্যসদৃশ অবস্থান করিতে-
 ছিলেন, সেই সময় কোন বীরই চক্ষু তুলিয়া তাঁহাকে দেখিবারই
 সাহস করিলেন না ॥ ২১

পঞ্চচত্বরিংশোধ্যায়ঃ ।

[অভিমম্বানা সত্যশ্রবসঃ, ক্ষত্রিয়ানাম, রুদ্ররথস্য তদ্বিত্রাণাম, শতশো রাজকুমারাণাম সংহারঃ, দুৰ্যোধনস্য পরাজয়শ্চ]

সঞ্জয় উবাচ ।

আদদানস্ত শূরাণামানুঃশ্রাবদাজুনিঃ ।

অন্তকঃ সর্বভূতানাং প্রাণান্ কাল ইবাগতে ॥ ১

স শক্র ইব বিক্রান্তঃ শক্রসূনোঃ স্রুতো বলী ।

অভিমম্বাস্তদানীকং লোড়য়ন্ সমদৃশত ॥ ২

প্রবিশৌব তু রাজেন্দ্র ক্ষত্রিয়েন্দ্রাস্ত্রকোপমঃ ।

সত্যশ্রবসমাদন্ত ব্যাধো যুগমিবোষণঃ ॥ ৩

সত্যশ্রবসি চাক্ষিপ্তে হরমাণা মহারথাঃ ।

প্রগৃহ্য বিপুলং শস্ত্রমভিমম্বাযুপাজবন্ ॥ ৪

অহং পূৰ্বমহং পূৰ্বমিতি ক্ষত্রিয়পুঞ্জবাঃ ।

স্পৰ্ধমানাঃ সমাজগু জিঘাংসস্তাহজুনাশ্রজম্ ॥ ৫

পঞ্চচত্বরিংশ অধ্যায় ।

[অভিমম্বা কর্তৃক সত্যশ্রবা, বত ক্ষত্রিয়, রুদ্ররথ এবং তাঁহার মিত্রগণ ও শত শত রাজকুমারের সংহার এবং দুৰ্যোধনের পরাজয় ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন! যতুকাল উপস্থিত হইলে বেরূপ বমরাও সকল প্রাণীর প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ অর্জুন-কুমার অভিমম্বাও বীরগণের আয়ু অপহরণ করিতে থাকিয়া তাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎ বমরাজের স্তায় হইয়া যাউলেন ॥ ১

ইন্দ্রনন্দন অর্জুনের বলবান পুত্র অভিমম্বা ইন্দ্রতুলা পরাক্রমী ছিলেন। তিনি সেই সময় যেন সমস্ত বৃহকেই মথিত করিতে লাগিলেন ॥ ২

রাজেন্দ্র! শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বীরগণের পক্ষে সাক্ষাৎ বমতুলা অভিমম্বা সেই সৈন্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া উন্নত বায়ু কর্তৃক হরিণকে গ্রহণের স্তায় সত্যশ্রবাকে গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে বধ করিলেন ॥ ৩

এই ভাবে সত্যশ্রবা নিহত হইলে পর অন্তান্ত মহারথী বীরগণ প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করিয়া অতি ক্রতগতিতে অভিমম্বার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪

সেই সব ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বীরগণ “প্রথমে আমি, প্রথমে আমি” এইরূপে স্পর্ধা দেখাইতে দেখাইতে অর্জুনকুমার অভিমম্বাকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৫

ক্ষত্রিয়ানমনীকানি প্রকৃতান্তাভিধাবতাম্ ।

জগ্রাস তিমিরাসাশু ক্ষুদ্রমংস্যনিবার্ণবে ॥ ৬

যে কেচন গতাস্তস্য সমীপমপলায়িনঃ ।

ন তে প্রতিশ্রবর্তন্ত সমুদ্রাদিব সিন্ধবঃ ॥ ৭

মহাগ্রাহগৃহীতেব বাতবেগভয়াদিতা ।

সমকম্পত সা সেনা বিভ্রষ্টা নোরিবার্ণবে ॥ ৮

অথ রুদ্ররথো নাম মজ্রেধরস্রুতো বলী ।

ত্রস্তামাশ্বাসয়ন্ সেনামত্রস্তো বাক্যমত্রবীৎ ॥ ৯

অলং ত্রাসেন বঃ শূরা নৈষ কচ্চিৎশয়ি স্থিতে ।

অহমেনং গ্রহিষ্যামি জীবগ্রাহং ন সংশয়ঃ ॥ ১০

এবমুক্ত্বা তু সৌভজমভিহুত্বাব বীৰ্য্যবান্ ।

সুকল্লিতেনোহুমানঃ সান্দনেন বিরাজতা ॥ ১১

সেই সময় ধাবত ক্ষত্রিয়গণের অগ্রসরমাণ সৈন্তদগকে সেই ভাবে অভিমম্বা কালের গ্রাসে পরিণত করিয়া দিলেন, বেরূপ সাগরে তিমিনামক মহামংস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মংস্তগণকে গ্রাস করিয়া থাকে ॥ ৬

যুদ্ধ হইতে পলায়ন করেন নাই, এমন যে সব বীর সেই সময় অভিমম্বার নিকট গিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই আর কিরিয়া আসিতে সমর্থ হন নাই, বেরূপ সমুদ্রে মিশিয়া গিয়া নদীসকল পুনরায় সেখান হইতে কিরিয়া আসেনা ॥ ৭

যাহার সমুদ্রে পথ ভুল হইয়া গিয়াছে, যে বায়ুব বেগে ভয়াক্রান্ত হইয়াছে এবং যাহাকে অতিশয় বৃহৎ গ্রাহ (হিংস্র জলজন্তু) ধরিয়া ফেলিয়াছে, এরূপ নৌকা যেমন চারিদিকে বিচালিত হইতে থাকে, সেইরূপ এই সব সৈন্ত কাপিতে লাগিল ॥ ৮

এই সময় মজ্ররাজ শল্যের বলবান পুত্র রুদ্ররথ উপস্থিত হইয়া ভীত সৈন্তদিগকে আশ্বাস প্রদান করিতে করিতে নির্ভয় চিত্তে বলিতে লাগিলেন ॥ ৯

বীরগণ! তোমরা ভীত হইওনা। আমি থাকিতে এই অভিমম্বা কিছুই নহে। আমি এখনই ইহাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১০

এই কথা বলিয়া পরাক্রমশালী রুদ্ররথ রুদ্রর ও বিধি অনুসারে সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া স্তত্বেদনন অভিমম্বার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১১

সৌভাগ্যমহ্যং ত্রিভির্বাণৈর্বিদধ্বা বক্ষস্যথানদং ।
 ত্রিভিষ্ঠ দক্ষিণ বাহৌ সব্যে চ নিশিতৈস্ত্রিভিঃ ॥ ১২
 স তস্যেধসনং হিষ্টা ফাক্তনিঃ সব্য-দক্ষিণৌ ।
 ভূজৌ শিরশ্চ স্বক্ষিভ্রু ক্রিতৌ ক্ষিপ্ৰমপাতয়ং ॥ ১৩
 দৃষ্টৌ কল্পরথং কল্পং পুত্রং শল্যস্য মানিনম্ ।
 জীবত্রাহং জিঘৃক্ষন্তং সৌভজ্রেণ যশস্বিনা ॥ ১৪
 সংগ্রামচূর্মদা রাজন্ রাজপুত্রাঃ প্রহারিণঃ ।
 বয়স্যাঃ শল্যপুত্রস্য সুবর্ণাবকৃতধ্বজাঃ ॥ ১৫
 তালমাত্রাণি চাপানি বিকষন্তো মহাবলাঃ ।
 আজুর্নিং শরবর্ষণে সমস্তাং পর্যাবারয়ন্ ॥ ১৬
 শূরৈঃ শিক্কাবলোপেতৈস্তক্কেণৈরভ্যমর্ষণৈঃ ।
 দৃষ্টৌ কং সমরে শূরং সৌভজ্রমপরাজিতম্ ॥ ১৭
 ছাণ্ডমানং শরত্রাতৈর্জ্যৈষ্টো হৃথ্যোধনোহভবং ।
 বৈবস্বতস্ত ভবনং গতং ছেনমমমৃত ॥ ১৮

তিনি অভিমহ্যর বক্ষঃস্থলে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিয়া
 সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তারপর তিনটি বাণে দক্ষিণ
 বাহু অপর তিনটি বাণে বাম বাহুতে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২

তখন অর্জুনপুত্র অভিমহ্য কল্পরথের পশ্চ ছেদন করিয়া তাঁহার
 বাম-দক্ষিণ বাহুদ্বয় এবং স্তম্ভের নেত্রদ্বয় ও ভ্রুদ্বয়ে সুশোভিত
 মস্তককে অতি সত্বর ছেদন করিয়া ভূপাতত করিলেন ॥ ১৩

রাজন্! রাজা শল্যের এই অভিমানী পুত্র কল্পরথ, যিনি
 অভিমহ্যকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিতে অভিলাষী হইয়া
 ছিলেন, তাঁহাকে যুদ্ধে স্তম্ভদ্রাবক্ষন অভিমহ্য কর্তৃক নিহত হইতে
 দেখিয়া শল্যপুত্রের বহুসংখ্যক মিত্র রাজকুমার, যাহারা প্রহার
 করিতে নিপুণ ছিলেন এবং যুদ্ধে উন্নত হইয়া সংগ্রাম করিয়া
 থাকেন, তাঁহারা সকলেই অভিমহ্যকে চারিদিকে ঘিরিয়া বাণ-
 বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাদের সকলেরই ক্ষয় স্বর্ণনিশ্চিত
 ছিল এবং ইহারা চারিহাত লম্বা ধনু তখন আকর্ষণ করিতে
 ছিলেন ॥ ১৪-১৬

শিক্কা ও বলসম্পন্ন, তরুণ, অত্যন্ত অমধীশীল এবং বীরবর
 রাজকুমারগণ কর্তৃক অপরাজিত ও শৌর্যশালী একাকী বীর
 অভিমহ্যকে সমরঙ্গণে বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া রাজা
 হৃথ্যোধনের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তখন তিনি মনে করিলেন—
 অন্তঃপর অভিমহ্য শমনভবনে চলিয়াই গিয়াছে ॥ ১৭-১৮

সেই রাজকুমারগণ স্বর্ণপদ ভূষিত, নানাপ্রকার চিহ্নে

সুবর্ণপুষ্করিণীভিনানালিঙ্গৈঃ স্ততেজ্ঞনৈঃ ।
 অদৃশ্যমার্জুনিং চক্রুনিমেঘাং তে নৃপাত্মজাঃ ॥ ১৯
 সমুতাস্থধ্বজং তস্ত স্তম্ভনং তঞ্চ মারিষ ।
 আচিৎতং সমপশ্যাম স্বাবিধং শল্যলৈরিব ॥ ২০
 স গাঢ়বিদ্ধঃ ক্রুদ্ধশ্চ তোত্রৈর্গজ ইবাদিতঃ ।
 গান্ধবমগ্রমযচ্ছদ্ রথমায়াঞ্চ ভারত ॥ ২১
 অর্জুনে ন তপস্তপ্তা গন্ধর্বভ্যো যদাহতম্ ।
 তুযুক্রপ্রমুখেভ্যো বৈ তেনামোহয়তাহিতান্ ॥ ২২
 একধা শতধা রাজন্ দৃশ্যতে স্য সহস্রধা ।
 অলাতচক্রবৎ সংখ্যো ক্ষিপ্ৰমস্ত্রাণি দর্শয়ন্ ॥ ২৩
 রথচর্যাশ্রমায়াভিমোহয়িত্বা পরস্তপঃ ।
 বিভেদ শতধা রাজন্ শরীরানি মহীক্ষিতাম্ ॥ ২৪
 প্রাণাঃ প্রাণভৃতাং সংখ্যো প্রেষিতানি শিতৈঃ শরৈঃ ।
 রাজন্ প্রাপুরমুং লোকং শরীরান্যবনিং যযুঃ ॥ ২৫

সুশোভিত ও আতশয় তাক্সার বাণসমূহের দ্বারা অর্জুনন্দন
 অভিমহ্যকে নিমেঘকালের মধ্যেই অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৯

আষা! সারথি, অথ ও ধ্বজ সহ অভিমহ্যর রথকে আমি
 সেরূপে বাণসমূহে ব্যাপ্ত দেখিলাম, যেরূপ স্বাবিধের দেহ
 কণ্টকে ব্যাপ্ত থাকে ॥ ২০

ভারত! বাণসমূহের গুরুতর আঘাত খাইয়া অভিমহ্য
 অঙ্গুণের আঘাতে পীড়িত গজরাজের স্তায় কুপিত হইয়া
 উঠিলেন। তখন তিনি গান্ধব স্ত্র প্রয়োগ করিলেন এবং
 রথমায়া (রথ-যুদ্ধের নিপুণতা) প্রকাশ করিলেন ॥ ২১

অর্জুন তপস্তা করিয়া তুযুক্র প্রভৃতি গন্ধর্বগণের নিকট
 হইতে যে সমস্ত লাভ করিয়াছিলেন, সেই সব অস্ত্রের দ্বারা
 অভিমহ্য শত্রুগণকে মোহিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২

রাজন্! তখন তিনি শীঘ্রতার সহিত অস্ত্রগণালনের কৌশল
 দেখাইতে থাকিয়া যুদ্ধে অলাতচক্রের স্তায় এক, শত ও সহস্র
 প্রকারে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥ ২৩

মহারাজ! শত্রুগণাপক অভিমহ্য রথচর্যা ও অস্ত্রগণের
 মায়ায় মোহিত করিয়া মহীপতিগণের শরীরসকলকে শত শত
 খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ২৪

রাজন্! সেই যুদ্ধস্থলে তাঁহার তীক্ষ্ণ বাণসমূহে প্রেরিত হইয়া
 প্রাণিগণের শরীরসকল রণভূমিতে পড়িয়াছিল, কিন্তু প্রাণ
 পরলোকে চলিয়া গিয়াছিল ॥ ২৫

ধনুঃব্যস্থান্ নিযন্তুঃশ্চ ধ্বজান্ বাহুঃশ্চ সাজদান্ ।
 শিরাংসি চ শিতৈর্বাণৈশ্চৈবাং চিচ্ছেদ ফাঙ্কনিঃ ॥ ২৬
 চূতারামো যথা ভগ্নঃ পঞ্চবর্ষঃ ফলোপগঃ ।
 রাজপুত্রশতং তদ্বৎ সৌভজ্ঞেণ নিপাতিতম্ ॥ ২৭
 ক্রুদ্ধাশীবিষসঙ্কশান্ সুকুমারান্ সুধোচিতান্ ।
 একেন নিহতান্ দৃষ্ট্ৱা ভীতো হৃষ্যোদনোহভবৎ ॥ ২৮
 রথিনঃ কুঞ্জরানস্থান্ পদাতীংশ্চাপি মজ্জতঃ ।

অর্জুনকুমার অভিমহ্য নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা
 তাহাদের ধনু, অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, অঙ্গদযুক্ত বাহু এবং মস্তক ও
 ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৬

বেদ্রপ ফলদানযোগ্য পাঁচবর্ষের আত্মবুদ্ধ বায়ুর্জ্বল ভয় হয়,
 সেইরূপ শত শত রাজকুমারকে হৃতজ্ঞানন্দন অভিমহ্য সেখানে
 নিহত করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ২৭

ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর ও সুখভোগের যোগ্য এই
 সুকুমার রাজকুমারগণকে একাকী অভিমহ্য কর্তৃক বিনষ্ট হইতে

শ্রীমদ্রহস্যি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বাস্তমঃসর্গে অভিমহ্যবধপর্বের হৃষ্যোদনের পরাজয়বিষয়ক
 পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

ষট্চত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

[অভিমহ্যানা লক্ষ্মণস্য তথা ক্রাথপুত্রস্য বিনাশঃ, নৈজ্ঞসহিতানাং যশাং মহারথিনাং পলায়নঞ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

যথা বদসি মে স্মৃত একস্ত বহুভিঃ সহ ।
 সংগ্রামং তুমুলং ঘোরং জয়ং চৈব মহাশ্বনঃ ॥ ১
 অজ্ঞক্লেয়মিবাশ্চর্য্যং সৌভজ্ঞস্তাথ বিক্রমম্ ।
 কিং তু নাভ্যন্তুতং তেষাং যেষাং ধর্মো ব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ২

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

[অভিমহ্যকর্তৃক লক্ষ্মণ ও ক্রাথপুত্রকে বধ এবং নৈজ্ঞসহ ছয়
 মহারথীর পলায়ন ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সুত । তুমি এখন বেদ্রপ কথা বলিতেছ,
 তাহাতে দেখিতেছি—একাকী মহাত্মা বীর অভিমহ্যর বহুসংখ্যক
 যোদ্ধার সহিত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম এবং এই যুদ্ধে বিজয়ও
 তাহারই হইতেছে—সুকুমারের এই পরাজয় আশ্চর্য্যজনক ।
 এতাদৃশ পরাজয়ের জন্য তাহার উপর সহসা বিশ্বাস করা যায়
 না ; কিন্তু যাহাদের ধর্মই একমাত্র আশ্রয়, তাহাদের পক্ষে এই

দৃষ্ট্ৱা হৃষ্যোদনঃ কিপ্রমুপায়াং তমমর্ষিতঃ ॥ ২৯
 তয়োঃ ক্ষণমিবাগ্নিঃ সংগ্রামঃ সমপত্তত ।
 অথাভবৎ তে বিমুখঃ পুত্রঃ শরণতাহতঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্য
 দ্রোণপর্বণি অভিমহ্যবধপর্বণি হৃষ্যোদনপরাজয়ে
 পঞ্চচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

দেখিয়া হৃষ্যোদন ভয়ভীত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৮

রথারোহী, গজারোহী, অশ্বরোহী ও পদাতিসৈন্তগণকে
 অভিমহ্যরূপী সমুদ্রে নিমজ্জমান দেখিয়া অমর্ষপূর্ণ হৃষ্যোদন অতি-
 সত্তর তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৯

তখন ইহাদের উভয়ের মধ্যে ক্ষণকাল পর্য্যন্ত অসামগ্রিকভাবে
 যুদ্ধ চলিল । তাহার মধ্যেই আপনার পুত্র হৃষ্যোদন শত শত বাণে
 আহত হইয়া যুদ্ধবিমুখ হইলেন ॥ ৩০

হৃষ্যোদনে চ বিমুখে রাজপুত্রশতে হতে ।

সৌভজ্ঞে প্রতিপত্তিঃ কাং প্রোত্যপত্তস্ত মামকাঃ ॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ ।

সংযুক্তাস্তাশ্চলয়েত্রাঃ প্রস্থিতা লোমহর্ষণাঃ ।
 পলায়নকৃতোৎসাহা নিরুৎসাহা দ্বিবজ্জয়ে ॥ ৪

সব কার্য্য অত্যন্ত অজুতের কথা নহে । ১-২

সঞ্জয় ! যখন হৃষ্যোদন পলায়ন করিল এবং শত শত রাজ-
 কুমার নিহত হইল, সেই সময় আমার পুত্রগণ হৃতজ্ঞানন্দন
 অভিমহ্যর সম্মুখীন হইবার জন্য কি করিল ? ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! আপনার সকল সৈন্তের যুদ্ধই
 শুকাইয়া যাইল, চক্ষু ভয়ে চঞ্চল হইয়া উঠিল, সর্বাঙ্গ ধর্মাক্ত হইল
 এবং তাহাদের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল । তাহারা পলায়ন
 করিবার জন্য উৎসাহ দেখাইতে লাগিল । শত্রুকে জয় করিবার
 বিষয়ে কোনরূপ উৎসাহই তাহাদের ছিল না ॥ ৪

হতান্ ভ্রাতৃন পিতৃন পুত্রান্ স্ত্রুৎ-সম্বন্ধি-বান্ধবান্ ।
 উৎসৃজ্যোৎসৃজ্য সঞ্জগ্মুত্তরয়ন্তো হয়-দ্বিপান্ ॥ ৫
 তান্ প্রভগ্নাংস্তথা দৃষ্ট্বা জ্যোণো জ্যোনিরুহস্থলঃ ।
 কৃপো দুৰ্য্যোধনঃ কর্ণঃ কৃতবর্মাথ সৌবলঃ ॥ ৬
 অভ্যধাবন্ সুসংক্রুদ্ধাঃ সৌভদ্রমপরাজিতম্ ।
 তে তু পৌত্রেন তে রাজন্ প্রায়শো বিমুখীকৃতাঃ ॥ ৭
 একস্ত্রুত্বং বান্ধবো বাল্যাদ্ দর্পাচ্চ নির্ভয়ঃ ।
 ইষদ্ববিগ্নহাতেজা লক্ষ্মণোহহজুর্নিমভায়াৎ ॥ ৮
 তমধ্বগেবাস্ত পিতা পুত্রগৃহী শ্রবর্তত ।
 অনুর্য্যোধনং চাস্তে শ্রবর্তন্ত মহারথাঃ ॥ ৯
 তং তেহভিষিষিচূর্বাণৈর্মেষা গিরিমিবানুভিঃ ।
 স তু তান্ প্রেমমাথৈকো বিধ্বাতো যথাশ্বদান্ ॥ ১০
 পৌত্রং তব চ দুর্ধ্বং লক্ষ্মণং প্রিয়দর্শনম্ ।

তাহারা যুদ্ধে মৃত ভ্রাতা, পিতা, পুত্র, স্ত্রুৎ, সম্বন্ধী এবং বন্ধু-
 বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের অশ্ব ও হস্তীদের উপর
 আরোহণ করত অতিসত্বর পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৫

রাজন্! ইহাদের সকলকে পলায়ন করিতে দেখিয়া
 জ্যোতাচাষা, অশ্বখামা, বৃহদল, কৃপাচাষা, দুৰ্য্যোধন, কর্ণ,
 কৃতবর্মা ও শকুনি—ইহারা সকলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অপরাজিত
 বীর অভিমহ্যার উপর আক্রমণ করিলেন, কিন্তু আপনার সেই
 পৌত্র অভিমহ্যা ইহাদের সকলকেই প্রায় যুদ্ধে হইতে তাড়াইয়া
 দিলেন ৬-৭

সেই সময় স্থানে পরিবর্তিত, ধনুর্কেন্দ্রে অভিজ্ঞ, একাকী,
 মহতেজস্বী লক্ষ্মণ নিজের বালস্বভাব ও অভিমানেবশতঃ নিভয়
 হইয়া অভিমহ্যার সম্মুখে যুদ্ধের জজ্ঞ উপস্থিত হইলেন ॥ ৮

পুত্রকে রক্ষা করিতে অভিলষী পিতা দুৰ্য্যোধনও তাহার
 সহিত যুদ্ধে ফিরিয়া আসিলেন এবং দুৰ্য্যোধনের পশ্চাতে পশ্চাতে
 অস্ত্রাস্ত্র মহারথীরাও প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ৯

যেহেতু মেঘ কোন পক্ষকে নিজের বারিধারায় সিক্ত
 করিয়া থাকে, সেইরূপ তাহার মহারথী অভিমহ্যার উপর বাণ-
 সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন চারিদিকেই প্রবাহিত
 বায়ু মেঘকে উড়াইয়া দেয়, তেমনই ভাবে একাকী অভিমহ্যা
 সেই সব বীরকে মথিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১০

পিতৃঃ সমীপে তিষ্ঠন্তু শূরমুগ্ধতকামু কন্ ॥ ১১
 অত্যন্তমুখসংবুদ্ধং ধনেন্দ্রশূতোপমম্ ।
 আসনাদ রণে কাক্ষির্মন্তো মন্তমিব দ্বিপম্ ॥ ১২
 লক্ষ্মণেন তু সঙ্গম্য সৌভদ্রঃ পরবীরহা ।
 শরৈঃ সুনিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈবাহ্নৈরুপাচাপিতঃ ॥ ১৩
 সংক্রুদ্ধো বৈ মহারাজ দণ্ডাহত ইবোরগঃ ।
 পৌত্রস্তব মহারাজ তব পৌত্রমভ্যাসত ॥ ১৪
 সুদৃষ্টঃ ক্রিয়তাং লোকো হুয়ং লোকং গমিষ্যসি ।
 পশুতাং বান্ধবানাং স্বাং নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ১৫
 এবমুক্ত্বা ততো ভগ্নং সৌভদ্রঃ পরবীরহা ।
 উদ্ববর্হ মহাবাহু নিমুক্তোরগসন্নিভম্ ॥ ১৬
 স তস্ত ভূজনিমুক্তো লক্ষ্মণস্ত সুদর্শনম্ ।
 সুনসং সুক্রকেশাস্তং শিরোহহাষীং সক্রুণলম্ ॥ ১৭

রাজন্! আপনার প্রিয়দর্শন পৌত্র লক্ষ্মণ অতিশয় দুর্ধ্ব
 বীর ছিলেন। তিনি ধনু উত্তোলন করত আপত্তা দুৰ্য্যোধনেরই
 পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। অত্যন্ত স্থখে পরিবর্তিত এই বীর
 লক্ষ্মণ কুবেরের পুত্রের জায় প্রাপ্ত হইতেছিলেন। যেহেতু
 মদমত্ত হাতী অপর এক মদমত্ত হাতীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত
 হয়, সেইরূপ অর্জুনপুত্র অভিমহ্যা লক্ষ্মণের উপর আক্রমণ
 করিলেন ১১-১২

লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া শক্রবীরনানী হস্তপ্রাকৃমার
 তাহার দ্বারা স্বীয় বাহু ও বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে অত্যন্ত
 আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন ১৩

মহারাজ! এই আঘাতে দণ্ডপ্রহারে উদ্ভূত সর্পের জায়
 অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পৌত্র অভিমহ্যা আপনার অপর পৌত্র
 লক্ষ্মণকে বলিলেন ১৪

লক্ষ্মণ! এই জগৎকে তুমি ভাল করিয়া দেখিয়া লও।
 এখন শীঘ্রই তুমি পরলোকে গমন করিবে। এই বান্ধবগণের
 সাক্ষাতেই তোমাকে আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব ১৫

এই কথা বলিয়া শক্রবীরহস্তা মহাবাহু হস্তপ্রাকৃমার খোলস-
 মুক্ত সর্পের জায় নিষ্কল একটি ভগ্ন তুণ হইতে বাহির করিলেন ১৬

অভিমহ্যার হস্ত হইতে নিষ্কল সেই ভগ্ন দেখিতে অতিশয়
 হৃদয়, অল্পপম নাসিকা, মনোহর ক্র, মনোজ্ঞ কেশাভরণ
 এবং রচিত কুণ্ডলে মণ্ডিত লক্ষ্মণের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন
 করিয়া দিলেন ১৭-১৮

লক্ষণং নিহতং দৃষ্ট্বা হাহেত্বাক্ষু ক্ৰুণ্ডজনাঃ ।
ততো দুৰ্য্যোধনঃ ক্রুদ্ধঃ প্রিয়ে পুত্রে নিপাতিতে ॥ ১৮
সুতৈনমিতি চুক্রোশ ক্রত্বিয়ান্ ক্রত্বিয়র্ষভঃ ।
ততো জ্ঞোণঃ কৃপাঃ কর্ণো দ্রোণপুত্রো বৃহদ্বলঃ ॥ ১৯
কৃতবর্মা চ হার্দিক্যঃ ষড্ রথাঃ পর্য্যবারয়ন্ ।
তাংস্ত বিদুশ্বা শিতৈর্বাণৈর্বিমুখীকৃত্য চাজুনিঃ ॥ ২০
বেগেনাভ্যপতং ক্রুদ্ধঃ সৈন্ধবস্ত মহদ্ বলম্ ।
আবক্রান্ত পন্থানং গজানীকেন দংশিতাঃ ॥ ২১
কলিঙ্গাশ্চ নিষাদাশ্চ ক্রাথপুত্রাশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
তং প্রসক্তমিবাত্যর্থং বুদ্ধমাসীদ্ বিশাম্পতে ॥ ২২
ততস্তদ্ কুঞ্জরানীকং ব্যধমদ্ ধুষ্টমাজুনিঃ ।
যথা বায়ুনিত্যগতির্জলদান্ শতশোঃস্থরে ॥ ২৩

লক্ষণকে নিহত হইতে দেখিয়া তখন সকল লোকেই তীব্রস্বরে
হাহাকার করিয়া উঠিলেন। নিজের প্রিয় পুত্র লক্ষণ নিহত
হইলে ক্রত্বিয়শ্রেষ্ঠ দুৰ্য্যোধন ক্রুপিত হইলেন এবং সমস্ত ক্রত্বিয়-
গণকে বলিলেন—অহো! এই অভিমত্মাকে সংহার কর ॥

তখন জ্ঞোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বখামা, বৃহদ্বল ও হৃদিক-
পুত্র কৃতবর্মা—এই ছয় মহাবীরী অভিমত্মাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥

ইহা দেখিয়া অর্জুনকুমার অভিমত্মা বীর স্ততীক্স বাণসমূহের
দ্বারা তাঁহাদের সকলকে বিদ্ধ করত রণবিমুখ করিয়া দিলেন।
তারপর ক্রুদ্ধ হইয়া তীব্রবেগের সহিত জয়ত্রয়ের বিশাল
সৈন্তের দিকে ধাবিত হইলেন ॥

সেই সময় কলিঙ্গদেশীয় সৈন্তগণ, নিষাদগণ ও পরাক্রমশালী
ক্রাথপুত্র—ইহারা সকলে কবচধারণ করত গজসৈন্তের দ্বারা
অভিমত্মার পথ রোধ করিলেন ॥

প্রজ্ঞানাত! তখন সেখানে অত্যন্ত নিকট হইতেই বোরতর
বুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জুনকুমার তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা সেই ধুষ্ট
গজসৈন্তদিগকে সেইভাবে নষ্ট করিয়া দিলেন, যেদ্রুপ সদাগতি

শ্রীমদ্রহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জ্ঞোণপর্কানুগত অভিমত্মাবধপর্কে লক্ষণের বধবিবরণ ষট্চছারিংশ
অধ্যায়ের অন্ত্যবদ্য সমাপ্ত ॥

ততঃ ক্রাথঃ শরত্রাতৈরাজুনিং সমবাকিরং ।
অথৈতরে সংনিবৃত্তাঃ পুনর্দ্রোণমুখা রথাঃ ॥ ২৪
পরমাস্ত্রাণি ধুশানাঃ সৌভজমভিহুক্রবুঃ ।
তান্ নিবার্য্যাজুনির্বাণৈঃ ক্রাথপুত্রমথার্দয়ং ॥ ২৫
শরৌঘোণাপ্রমেয়েণ স্বরমাণো জিঘাংসয়া ।
সধমুর্বাণকেয়ুরো বাহু সমুকুটং শিরঃ ॥ ২৬
সচ্ছত্রধ্বজযন্তারং রথং চাশ্বান্ স্থপাতয়ং ।
কুলশীলশ্চতিবলৈঃ কীর্ত্যা চাপ্রবলেন চ ।
যুক্তে তস্মিন্ হতে বীরাঃ প্রায়শো বিমুখাভবন্ ॥ ২৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং
জ্ঞোণপর্কণি অভিমত্মাবধপর্কণি লক্ষণবধে
ষট্চছারিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

বায়ু আকাশে শত শত মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া
দেয় ॥ ১৮-২৩

তারপর ক্রাথ অর্জুনলক্ষণ অভিমত্মার উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ
করিয়া দিলেন। এই সময়ের মধ্যেই জ্ঞোণ প্রভৃতি অপর মহা-
বীরী পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন ॥ ২৪

তাঁহারা সকলে উত্তম অস্ত্রসকলের প্রয়োগ করিতে করিতে
সুভদ্রাকুমার অভিমত্মার উপর আক্রমণ করিলেন। অভিমত্মা
নিজের বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদের সকলকে নিবারণ করিয়া
ক্রাথপুত্রকে অধিক পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

তারপর তিনি অসংখ্য বাণসমূহে ক্রাথপুত্রকে বধ করিবার
ইচ্ছায় দ্বারস্থিত হইয়া তাঁহার ধর্মুর্বাণ ও কেয়ুরসহ দুই বাহু,
মুকুটমণ্ডিত মস্তক, ছত্র ও সারথিসহ রথ এবং অশ্বগণকেও বধ
করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ২৬

কুল, শীল, শাস্ত্রজ্ঞান, বল, কীর্ত্তি ও অস্ত্রবলসম্পন্ন সেই বীর
ক্রাথপুত্র নিহত হইলে পর আপনার সৈন্তের প্রায় সকল বীর
সৈন্তগণ বুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল ॥ ২৭

সপ্তচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

[অভিমহ্যোঃ পরাক্রমঃ, ষড়্ ভীৰ্মহারিণিভিঃ সহ ঘোরতরং যুদ্ধম্, তেন বৃন্দারক-দশসহস্রাশ্চনরপতিসহিতস্য কোশলরাজস্য বৃহৎলস্য বিনাশশ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

তথা প্রবিষ্টঃ তরুণঃ সৌভদ্রমপরাজিতম্ ।
কুলানুরূপং কুর্বাণং সংগ্রামেধপলায়িনম্ ॥ ১
আজ্ঞানেনৈঃ সুবলিভির্ধাম্মশ্বেদিত্বহায়নৈঃ ।
প্রবমানমিবাকাশে কে শূরাঃ সমবারয়ন্ ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ ।

অভিমহ্যঃ প্রবিষ্টোতাংস্তাবকান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
অকরোং পাণ্ডিবান্ সর্বাণ্ বিমুখান্ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥ ৩
তং তু দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো দ্রৌণিশ্চ স বৃহৎলঃ ।
কৃতবর্মা চ হাদক্যঃ ষড়্ রথাঃ পর্যাবারয়ন্ ॥ ৪
দৃষ্ট্ৱা তু সৈন্ধবে ভারমতিমাত্রং সমাহিতম্ ।
সৈন্ত্যং তব মহারাজ যুধিষ্ঠিরমুপাশ্রবৎ ॥ ৫
সৌভদ্রমিতরে বীরমভ্যবধন্ শরাশুভিঃ ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

[অভিমহ্যর পরাক্রম, ছয় মহারথীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ এবং তাঁহার দ্বারা বৃন্দারক ও দশ হাজার অস্ত্র রাজগণের সহিত কোশলরাজ বৃহৎলকে বিনাশ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! অপরাজিত ও যুদ্ধ হইতে অপলায়িত তরুণ স্ত্রুজাকুমার অভিমহ্য এইভাবে বধন জয়দ্রথের সৈন্তমধ্যে প্রবেশ করত নিজ কুলের অনুরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল এবং উত্তম জাতিতে উৎপন্ন তিন বৎসরের অশ্বগণের দ্বারা ঘেন আকাশে উড়িতে উড়িতে আসিয়া বধন আক্রমণ করিল, তখন কোন্ বীরগণ তাহাকে নিবারণ করিলেন ? ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পাণ্ডুকুলনন্দন অভিমহ্য সেই সময় আপনায় সৈন্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনায় সকল ভূপতিগণকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা যুদ্ধে পরাভূত করিয়া দিলেন ॥ ৩

তখন দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বখামা, বৃহৎল এবং দ্রুপদপুত্র কৃতবর্মা—এই ছয় মহারথী তাঁহাকে চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৪

মহারাজ! সিদ্ধরাজ জয়দ্রথের উপর গুরুতর ভার আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া আপনায় সৈন্তবাহিনী রাজ্য যুধিষ্ঠিরের দিকে

তালমাত্রাণি চাপানি বিকর্ষন্তো মহাবলাঃ ॥ ৬

তাংস্ত সর্বাণ্ মহেষাসান্ সর্ববিজ্ঞান্ নিষ্ঠিতান্ ।

ব্যষ্টম্ভয়দ্ রণে বাণৈঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা ॥ ৭

দ্রোণং পঞ্চশতাবিধ্যদ্ বিংশত্যা চ বৃহৎলম্ ।

অশীত্যা কৃতবর্মাণং কৃপং ষষ্ট্যা শিলীমুখৈঃ ॥ ৮

রুদ্রপুত্রৈর্মহাবেগৈরাকর্ণসমচোদিতৈঃ ।

অবিধ্যদ্ দশভির্বাণৈরশ্বখামানমাজু নিঃ ॥ ৯

স কর্ণং কর্ণিনা কর্ণে পীতেন চ শিতেন চ ।

কাস্তুনিদ্রিষতাং মধ্যে বিব্যাধ পরমেযুণা ॥ ১০

পাতয়িত্বা কৃপস্তাশ্বাস্তথোভৌ পাণ্ডিসারথী ।

অধৈনং দশভির্বাণৈঃ প্রতাবিধ্যং স্তনাস্তরে ॥ ১১

ততো বৃন্দারকং বীরং কুরুণাং কীৰ্ত্তিবর্ধনম্ ।

পুত্রাণাং তব বীরাণাং পশ্যতামবধীদ্ বলী ॥ ১২

ধাবিত হইল ॥ ৫

অন্ত কিছু মহাবল যোদ্ধা নিজের চারি হাত লম্বা ধন্ব আকর্ষণ করিতে করিতে সেখানে স্ত্রুজাকুমার বীর অভিমহ্যর উপর বাণরূপ জলধারা বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৬

কিন্তু শত্রুবীরসংহারকারী অভিমহ্য সমস্ত বিজ্ঞান প্রবীণ সেই সব মহাধনুর্ধরগণকে নিজের বাণসমূহের দ্বারা রণাঙ্গনে গুলু করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭

অর্জুনকুমার অভিমহ্য দ্রোণাচার্য্যকে পঞ্চাশ, বৃহৎলকে বিশ, কৃতবর্মাকে অশী, কৃপাচার্য্যকে ষাট এবং অশ্বখামাকে কর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিকৃষ্ট স্বর্ণময় পঞ্চযুক্ত মহাবেগশালী দশটি বাণের দ্বারা আহত করিলেন ॥ ৮-৯

অর্জুনকুমার অভিমহ্য শত্রুগণের মধ্যে অবস্থান করত কর্ণের কানে পীতবর্ণ ও তীক্ষ্ণধার একটি উত্তম বাণের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ১০

কৃপাচার্য্যের চারিটি অশ্ব ও তাঁহার ছয় পার্শ্বরক্ষকে ভূপতিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে দশটি বাণের দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ১১

তদনন্তর বলবান্ অভিমহ্য কুরুকুলের কীৰ্ত্তিবর্ধন বীর বৃন্দারককে আপনায় পুত্রগণের সাক্ষাতেই বধ করিলেন ॥ ১২

তং জৌগিঃ পঞ্চবিংশত্যা ক্লজকাণাং সমাপ্যৎ ।
 বরং বরমমিত্রাণামাকুলজন্তমভৌতবৎ ॥ ১৩
 স তু বাণৈঃ শিতৈতুর্গুণং প্রত্যবিধ্যত মারিষ ।
 পশ্যতাং ধার্তরাষ্ট্রাণামন্থখামানমাজুনিঃ ॥ ১৪
 যষ্ট্যা শরাণাং তং জৌগিস্তিগুণধারৈঃ স্তুতেজুনৈঃ ।
 উগ্রৈর্নাকম্পয়দ্ বিদ্ধা মৈনাকমিব পর্বতম্ ॥ ১৫
 স তু জৌগিঃ ত্রিসপ্তত্যা হেমপুষ্কৈরজিস্রাগৈঃ ।
 প্রত্যবিধ্যন্নহাতেজা বলবানপকারিণম্ ॥ ১৬
 তস্মিন্ জৌগো বাণশতং পুত্রগৃহী স্থপাতয়ৎ ।
 অস্থখামা তথাষ্টৌ চ পরীক্ষন্ পিতরং রণে ॥ ১৭
 কর্ণৌ দ্বাবিংশতিং ভল্লান্ কৃতবর্ম্মা চ বিংশতিম্ ।
 বৃহদ্বলস্ত পঞ্চাশৎ কৃপঃ শারদ্বতো দশ ॥ ১৮
 তাংস্ত প্রত্যবধীং সর্বান্ দশভির্দশভিঃ শরৈঃ ।
 তৈরদ্যমানঃ সৌভদ্রঃ সর্বতো নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৯

তখন শক্রপুলের প্রধান প্রধান বীরগণকে পীড়াদানকারী
 দশভিমহ্যকে জৌগপুত্র অস্থখামা পাঁচশটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ১৩
 আর্ধ্য । অর্জুনকুমারও আপন পুত্রগণের সাক্ষাতেই অতি-
 ক্ষুণ্ণ অস্থখামাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে
 লাগিলেন ॥ ১৪

তখন জৌগনন্দন অস্থখামা তীক্ষ্ণধার, তেজস্বী ও ভয়ঙ্কর বাটুটি
 বাণের দ্বারা অভিমহ্যকে বিদ্ধ করিলেন । কিন্তু বিদ্ধ করিয়াও
 তিনি মৈনাকপর্ব্বততুল্য অব্যাহত অভিমহ্যকে কম্পিত
 করিতে পারিলেন না ॥ ১৫

মহাতেজস্বী বলবান্ অভিমহ্য স্বর্ঘময় পক্ষযুক্ত তিদ্ধাতরটি
 বাণের দ্বারা নিজের অপকার করিতে উচ্ছত অস্থখামাকে পুনরায়
 প্রত্যাব্যাত করিলেন ॥ ১৬

তখন স্বীয় পুত্রের উপর স্নেহপ্রবণ জৌগাচার্য অভিমহ্যর
 উপর একশত বাণবর্ষণ করিলেন । সেই সঙ্গে অস্থখামাও নিজ
 পিতাকে রক্ষা করিবার জন্য সেই রণাঙ্গনে তাঁহার উপর আটটি
 বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৭

তারপর কর্ণ বাইশ, কৃতবর্ম্মা বিশ, বৃহদ্বল পঞ্চাশ ও শরদ্বানের
 পুত্র কৃপাচার্য্য অভিমহ্যকে দশটি ভল্ল প্রহার করিলেন ॥ ১৮

ইহাদের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সর্ব্বতোভাবে পীড়িত হইয়া

ঈশমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জৌগপর্ব্বাঙ্গগত অভিমহ্যবধিপর্কে বৃহদ্বলবধবিবরণক সপ্তচরিত্রাংশ

অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

তং কোশলানামধিপঃ কর্ণিনাতাড়য়জ্জদি ।
 স তস্তাস্থান্ ধ্বজং চাপং সূতং চাপাতয়ৎ ক্রিতৌ ॥ ২০
 অথ কোশলরাজস্ত বিরথঃ খড়্গ-চর্ম্মভূৎ ।
 ইয়েষ ফাস্তনেঃ কায়াচ্ছিরো হতুর্ স কুণ্ডলম্ ॥ ২১
 স কোশলানামধিপং রাজপুত্রং বৃহদ্বলম্ ।
 হ্রাদি বিব্যাধ বাণেন স ভিন্নহৃদয়োহপতৎ ॥ ২২
 বভজ চ সহস্রাণি দশ রাজ্ঞাং মহাত্মনাম্ ।
 সৃজতামশিবা বাচঃ খড়্গ-কাম্বুকধারিণাম্ ॥ ২৩
 তথা বৃহদ্বলং হত্বা সৌভদ্রো ব্যচরদ্ রণে ।
 ব্যাটস্তয়দ্রহেধাসো যোধাঃস্তব শরাসুভিঃ ॥ ২৪

ইতি ঈশমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়ালিক্যাং
 জৌগপর্ব্বণি অভিমহ্যবধপর্ব্বণি বৃহদ্বলবধে

সপ্তচরিত্রাংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

সুভদ্রাকুমার আভিমহ্য তাঁহাদের সকলকেই দশটি দশটি করিয়া
 বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২০

তাহার পর কোশলরাজ বৃহদ্বল একটি বাণের দ্বারা অভিমহ্যর
 বক্ষে আঘাত করিলেন । ইহা দেখিয়া অভিমহ্য তাঁহার চারিটি
 অস্ত্র ও ধ্বজ, ধনু এবং সারথিকেও নিহত করিয়া ভূপাতিত
 করিলেন ॥ ২০

রথহীন হইয়া পড়িলে কোশলদেশাধিপতি বৃহদ্বল হাতে ঢাল
 ও তরবারি লইলেন এবং অভিমহ্যর শরীর হৃৎতে তাঁহার কুণ্ডল
 শোভিত মস্তক ছেদন করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥ ২১

এই সময়েই অভিমহ্য একটি বাণের দ্বারা কোশলদেশের
 অধিপতি রাজপুত্র বৃহদ্বলের হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন । ইহাতে
 তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া বাইল এবং তিনি ভূতলে পতিত
 হইলেন ॥ ২২

ইহার পর অভিমহ্য অন্ততঃসাত্ত্বিক্যভাবী এবং খড়্গ ও ধনু
 ধারণকারী দশ হাজার মহামনস্বী নৃপগণকেও সংহার
 করিলেন ॥ ২৩

এইভাবে মহাধনুর্ধর অভিমহ্য বৃহদ্বলকে বধ করিয়া আপনায়
 বোচ্চাগণের উপর স্বীয় বাণরূপী জল বর্ষণ করিতে করিতে তাহা-
 দিগকে স্তব্ধ করিয়া দিয়া রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

[অভিমহ্যনাস্থকেতো-ভোজস্য কর্ণসচিবাদীনাঞ্চ বধঃ, যড় ভীর্মহারথিভিঃ সহ ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, তৈর্মহারথিভি-
রভিমহ্যোঃস্থঃ, রথস্য, চর্মণঃ, খড়্গস্য বিনাশশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ ।

স কর্ণং কর্ণিনা কর্ণে পুনর্বিব্যাধ ফাঙ্কুনিঃ ।

শরৈঃ পঞ্চাশতা চৈনমবিধ্যৎ কোপয়ন্ ভূশম্ ॥ ১

প্রতিবিব্যাধ রাধেয়স্তাবস্তিরথ তং পুনঃ ।

শরৈরাচিতসর্বাঙ্গো বহুশোভত ভারত ॥ ২

কর্ণং চাপ্যকরোং ক্রুদ্ধো রুধিরোৎপীড়বাহিনম্ ।

কর্ণোহপি বিবভৌ শূরঃ শরৈশ্ছিন্নোহ্মগাপ্পুতঃ ॥ ৩

(সঙ্ক্যাহুগতপর্য্যস্তঃ শরদীব দিবাকরঃ ।)

তাবুভৌ শরচিত্রাজ্ঞৌ রুধিরেণ সমুক্ষিতৌ ।

বভূবতুর্মহাআনৌ পুষ্পিভাবিব কিংশুকৌ ॥ ৪

অথ কর্ণস্ত সচিবান্ যট শূরাংশ্চিত্রযোধিনঃ ।

সাখ্য-স্মৃত-ধ্বজ-রথান্ সৌভদ্রো নিজঘান হ ॥ ৫

তথেষ্টরান্ মহেষাসান্ দশভির্দশভিঃ শরৈঃ ।

প্রত্যবিধ্যাদসম্ভ্রান্তস্তদন্তুতমিবাভবৎ ॥ ৬

মাগধস্ত তথা পুত্রং হৃষা যড় ভিরজিন্মগৈঃ ।

সাখ্যং সমুতং তরুণমশ্বকেতুমপাতয়ৎ ॥ ৭

মার্তিকাবতকং ভোজং ততঃ কুঞ্জরকেতনম্ ।

ক্ষুরশ্রেণ সমুগ্ধা ননাদ বিস্মজন্ শরান্ ॥ ৮

তস্ত দৌশাসনিবিদ্ধা চতুর্ভিঃশতুরো হয়ান্ ।

স্মৃতমেকেন বিব্যাধ দশভিঃশচাজুনাশ্রজম্ ॥ ৯

ততো দৌশাসনিং কার্ষিকিবিদ্ধা সপ্তভিরাশুগৈঃ ।

সংরস্তাদ্ রক্তনয়নো বাক্যমুচ্চৈরধাত্রবীৎ ॥ ১০

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[অভিমহ্যকঙ্ক অশ্বকেতু, ভোজ ও কর্ণের সচিবাদিকে
বধ এবং ছয় মহারথীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ ও এই মহারথিগণের
দ্বারা অভিমহ্যর বধ, রথ, ঢাল ও তরবারি নাশ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন! তদনন্তর অর্জুনকুমার অভিমহ্য
একটি বাণের দ্বারা কর্ণের কানে পুনরায় আঘাত করিলেন
এবং তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করিতে করিতে আরও পঁচিশটি বাণের দ্বারা
তাঁহাকে অত্যন্ত আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১

ভয়তনয়ন! তখন রাখাপুত্র কর্ণও অভিমহ্যকে ততসংখ্যক
(পঁচিশটি) বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন । এই সময় ইহার সর্বাঙ্গ
বাণে ব্যাপ্ত থাকায় তিনি অতিশয় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ২

পুনরায় ক্রুদ্ধ অভিমহ্যও কর্ণকে বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত
করিতে থাকিয়া তাহার শরীরে রক্তধারা প্রবাহিত করিয়া
দিলেন । সেই সময় বীরবর কর্ণ বাণসমূহের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন
হইয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ
সূর্য্যদেব শরৎকালে সঙ্ক্যার সময় সম্পূর্ণরূপে রক্তবর্ণ হইয়া শোভা
পাইয়া থাকেন ॥ ৩

তখন ইহাদের উভয়ের শরীর বাণে ব্যাপ্ত থাকায় বিচিত্র
দেখাইতেছিল । উভয়ে রক্তে স্নাত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং
এই দুই মহামনবী বীর বিকসিত পলাশবৃক্ষের স্তায় শোভা
পাইতেছিলেন ॥ ৪

তদনন্তর স্বভজ্ঞানন্দন অভিমহ্য বিচিত্র যুদ্ধকারী কর্ণের ছয় জন
বীর মন্ত্রীকে তাঁহাদের অশ্ব, সারথি, রথ এবং ধ্বজসহ নিহত
করিলেন ॥ ৫

কেবল ইহাই নহে, তিনি এই সময় কোনরূপ বিচলিত না
হইয়াই দশ দশটি বাণের দ্বারা অস্ত্র মহাধনুর্ভর বীরগণকেও আহত
করিয়া ফেলিলেন । ইহা তখন সকলের অদ্ভুত কাণ্ড বলিয়াই মনে
হইতেছিল ॥ ৬

এইরূপে অভিমহ্য মগধরাজ শল্যের তরুণ পুত্র অশ্বকেতুকেও
ছয়টি বাণের দ্বারা প্রহার করিয়া তাঁহাকে অশ্বগণ ও সারথিসহ
রথ হইতে ভূপাতিত করিলেন ॥ ৭

তাহার পর হস্তীর চিহ্নে হৃশোভিত ধ্বজধারী মার্তিকাবতক
দেশের অধিপতি ভোজকে একটি ক্ষুরপাণের দ্বারা বধ করিয়া
অভিমহ্য বাণবর্ষণ করিতে করিতে সিংহনাদ করিতে
লাগিলেন ॥ ৮

তখন দুঃশাসনের পুত্র চারিটি বাণের দ্বারা অভিমহ্যর চারটি
অশ্বকে আহত করিয়া একটি বাণে সারথিকে ও দশ বাণের দ্বারা
স্বয়ং অভিমহ্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৯

ইহা দেখিয়া অর্জুনকুমার অভিমহ্যর কোণে চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া
উঠিল । এই অবস্থায় তিনি সাতটি বাণের দ্বারা দুঃশাসন-পুত্রকে
বিদ্ধ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিলেন ॥ ১০

পিতা তবাহবং ত্যক্তু। গতঃ কাপুরুষো যথা ।
 দিষ্টা স্বমপি জানীষে যোদ্ধুং ন স্বস্ত মোক্ষাসে ॥১১
 এতাবতুক্তা। বচনং কর্মারপরিমার্জিতম্ ।
 নারাচং বিসর্জ্যৈ তং দ্রোণিত্তিভিরাচ্ছিনৎ ॥ ১২
 তন্তাজুনিধ্বজং ছিদ্ৰা শল্যং ত্রিভিরতাড়য়ং ।
 তং শল্যো নবভির্বাণৈর্গাধ্রপত্রৈরতাড়য়ৎ ॥ ১৩
 হস্তসম্ভ্রান্তবদ্ রাজঃস্তদন্ততমিবাভবৎ ।
 তন্তাজুনিধ্বজং ছিদ্ৰা হৃদোভৌ পাঞ্চিসারথী ॥১৪
 তং বিব্যাধায়সৈঃ ষড়্ভিঃ সোপাক্রামদ্ রথাস্তরম্ ।
 শক্রজয়ং চন্দ্রকেতুং মেঘবেগং সুবর্চসম্ ॥১৫
 সূর্য্যভাসক পঠৈতান্ হৃদা বিব্যাধ সৌবলম্ ।
 তং সৌবল্যত্রিভির্বিদ্ধা হৃদ্যোধনমথাত্রবীৎ ॥ ১৬
 সর্ব এনং বিমথীমঃ পুত্রৈকৈকং হিনস্তি নঃ ।

অরে! তোর বাবা কাপুরুষের স্তায় যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের কথা এই যে, তুই যুদ্ধ করিতে জানিস্, কিন্তু এখন তুই আর প্রাণ লহয়া চলিয়া যাউতে পারিবি না ॥ ১১

এই কথা বলিয়া অভিমত্য় কামারকটুক পরিমার্জিত একটি নারাচকে দুঃশাসনের পুত্রের উপর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু অশ্বখামা তিনটি বাণ সন্ধান করিয়া উহাকে মধ্যভাগে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১২

তখন অর্জুননন্দন অভিমত্য় অশ্বখামার ধ্বজ ছেদন করিয়া শল্যকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। রাজন্! এই সময় শল্য মনে অন্নও বিলম্ব না হইয়া গুপ্তপক্ষস্থপোভিত নয়টি বাণে অভিমত্য়কে আহত করিয়া ফেলিলেন। ইহা তখন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়াই সকলের মনে হইতেছিল ॥

এই সময় অভিমত্য় শল্যের ধ্বজ ছেদন করিয়া তাহার দুই পার্শ্বদিককে ধ্বংস করিলেন এবং তাহাকেও লৌহনির্মিত ছয়টি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শল্য পলাইয়া অস্ত্র রথে আরোহণ করিলেন ॥

তারপর শক্রজয়, চন্দ্রকেতু, মেঘবেগ, সুবর্চা এবং সূর্য্যভাস— এই পঞ্চ বীরকে বধ করত স্ববলপুত্র শকুনিকেও আহত করিয়া ফেলিলেন। তখন শকুনিও তিন বাণে অভিমত্য়কে আহত করিয়া হৃদ্যোধনকে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৬

রাজন্! এই অভিমত্য় আমাদের এক একজনের সহিত

অথাত্রবীৎ পুনর্দ্রোণং কর্ণো বৈকর্তনো রণে ॥১৭
 পুরা সর্বান্ প্রমথ্যতি ক্রহস্ত বধমান্ত নঃ ।
 ততো দ্রোণো মহেষাসঃ সর্বাংস্তান্ প্রত্যভাষত ॥ ১৮
 অস্তি বাস্তাস্তরং কিঞ্চিৎ কুমারস্তাত্ পশুত ।
 অথপ্যস্যাস্তরং হস্ত চরতঃ সর্বতোদিশম্ ॥ ১৯
 শীঘ্রতাং নরসিংহস্য পাণ্ডবেয়স্য পশুত ।
 ধনুর্মণ্ডলমেবাস্ত্র রথমার্গেষু দৃশ্যতে ॥ ২০
 সন্দধানস্য বিশিখান্ শীঘ্রং চৈব বিমুক্ততঃ ।
 আরুজয়পি মে প্রাণান্ মোহয়ন্নপি সায়কৈঃ ॥ ২১
 প্রহর্যয়তি মাং ভূয়ঃ সৌভজঃ পরবীরহা ।
 অতি মাং নন্দয়তোষ সৌভজো বিচরন্ রণে ॥ ২২
 অস্তরং যস্য সংরদ্ধা ন পশুস্তি মহারথাঃ ।
 অন্যতো লঘুহস্তস্য দিশঃ সবা মহেষুভিঃ ॥ ২৩

যুদ্ধ কারয়া অস্ত্রপ্রহার করিবার পূর্বেই আমরা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে মথিত করিয়া ফেলিব। তারপর বিকটনপুত্র কর্ণ পুনরায় রণাঙ্গনে দ্রোণাচাৰ্য্যকে অভ্যাজসা করিলেন ॥ ১৭

আচাৰ্য্য! অভিমত্য় আমাদের সকলকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সুতরাং সত্ত্বর ইহাকে আমরা পূর্বেই যাহাতে বধ করিতে পার, তাহার উপায় বলুন। তখন মহাধনুজের দ্রোণাচাৰ্য্য তাহাদের সকলকে বলিলেন ॥ ১৮

দেখ, এই কুমার অভিমত্য়ের মধ্যে কোথায় দুর্বলতা বা ছিদ্র আছে? চারিদিকে রণাঙ্গনে বিচরণকারী এই অভিমত্য়ের যদি অন্নও কোন ছিদ্র দেখিতে পাও, তাহার জ্ঞপ্ত এখন অমুসন্ধান কর ॥ ১৯

এই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব-পুত্রের শীঘ্রতা দেখ। কেমন শীঘ্রতা সহকারে সে বাণসমূহের সন্ধান এবং নিক্ষেপ করিতেছে, এই সময় রথমার্গে বিচরণকারী ইহার ধনুসের কেবল মণ্ডলাকারই লক্ষ্য হইতেছে ॥

শক্রবীরগণের সংহারকারী সুভদ্রাকুমার অভিমত্য় যদিও স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা আমারও প্রাণকে অত্যন্ত কষ্টদান করিতেছে, তথাপি বারংবার সে আমার হৃৎ বর্ধন করিতেছে। রণাঙ্গনে বিচরণকারী এই সুভদ্রানন্দন অভিমত্য় আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করিতেছে ॥ ২০-২২

অত্যন্ত ক্ষুদ্র মহারথী বীরগণও ইহার ছিদ্র দেখিতে পাইতেছেন না। সে অতিজ্ঞাত হস্ত চালনা করিতে করিতে নিজের

ন বিশেষঃ প্রপশ্যামি রূপে গাণ্ডীবধ্বজঃ ।
 অথ কর্ণঃ পুনর্দ্রোণমাহাজুনিশরাহতঃ ॥ ২৪
 স্বাতব্যামিতি তিষ্ঠামি পীড়্যমানোহভিমম্ব্যনা ।
 তেজস্বিনঃ কুমারস্য শরাঃ পরমদারুণাঃ ॥ ২৫
 ক্ষিপ্রস্তি হৃদয়ং মেহস্ত ঘোরাঃ পাবকতেজসঃ ।
 তর্মাচার্য্যোহিব্রতীং কর্ণঃ শনৈকঃ প্রহসন্নিব ॥ ২৬
 অভেত্তমস্য কবচং যুবা চান্তপরাক্রমঃ ।
 উপদিষ্টা ময়া চাস্য পিতুঃ কবচধারণা ॥ ২৭
 তামেষ নিখিলাং বেত্তি ধ্রুবং পরপুরুষয়ঃ ।
 শক্যং তস্য ধনুশ্ছেদন্তুং জ্যাক্ষ বাণৈঃ সমাহিতৈঃ ॥ ২৮
 অভীষুংশ্চ হয়াংশৈশ্চ তথোভৌ পার্শ্বি-সারথী ।
 এতং কুরু মহেষ্वास রাধেয় যদি শক্যতে ॥ ২৯
 অথৈনং বিমুখীকৃত্য পশ্চাৎ প্রহরণং কুরু ।

মহাবাগনমুহুরে দ্বারা চারিদিক্ ব্যাপ্ত করিতেছে। আমি যুদ্ধস্থলে গাণ্ডীবধারী অর্জুন ও এই অভিমম্ব্যর মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখিতে পাইতেছি না।

তদনন্তর কর্ণ পুনরায় দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন.—আমি অভিমম্ব্যর বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইতে থাকিলেও কেবল এইজন্ত এখনও যুদ্ধস্থলে অপেক্ষা করিতেছি যে, যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম (তাহা না হইলে আমি বহু পূর্বেই পলায়ন করিতাম)।

তেজস্বী কুমার অভিমম্ব্যর এই অত্যন্ত দারুণ ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী ভয়ঙ্কর বাণসমূহ আজ আমার বক্ষঃস্থল বিনোদ করিয়া ফেলিতেছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রোণাচার্য্য ঠাট্টা করিয়া হাস্য করিতে করিতে ধীরে ধীরে কর্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৪-২৬

কর্ণ! অভিমম্ব্যর কবচ অভেত্ত। এই তরুণ বীর শীঘ্রতার সহিত বীর পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। আমি ইহার পিতাকে কবচধারণ করিবার বিধি উপদেশ করিয়াছিলাম। শক্রনগর-বিজয়ী এই বীর কুমার নিশ্চয়ই সেই সব বিধি জানে (সুতরাং ইহার কবচ অভেত্ত হইবেই); কিন্তু মনোবোগসহকারে যুদ্ধ করিলে ইহার ধনু ও গুল ছেদন করিতে পারা যায় ॥ ২৭-২৮

এই সঙ্গে ইহার অশ্বগণের লাগাম, অশ্বগণ এবং দুই পার্শ্ব-রক্ষককেও নষ্ট করিতে পারা যায়। মহাধনুর্ধর রাখাপুত্র! যদি পার ত' এই কার্য্য কর ॥ ২৯

অভিমম্ব্যকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ করিয়া দিয়া পরে ইহার উপর প্রহার কর। ইহার হাতে যদি ধনু থাকে, তবে সে ত' সমস্ত

সমস্তকেও ন শক্যোহয়মপি জেতুং সুরাসুরৈঃ ॥ ৩০

বিরথং বিধনুক্ষণ কুরুধৈনং যদীচ্ছসি ।

তদাচার্য্যবচঃ শ্রুত্বা কর্ণো বৈকর্তনশ্বরন্ ॥ ৩১

অসাতো লঘুহস্তস্য পৃথংকৈধমুরাচ্ছিনৎ ।

অস্থানস্যাবধৌ ভোজো গৌতমঃ পার্শ্বিসারথী ॥ ৩২

শেষাশ্চ ছিন্নধ্বজাঃ শরবর্ষৈরবাকিরন্ ।

ত্বরমাণাস্তুরাকালে বিরথং যগ্নহারথাঃ ॥ ৩৩

শরবর্ষৈরকরণা বালমেকমবাকিরন্ ।

স ছিন্নধ্বা বিরথঃ স্বধর্ম্মমহুপালয়ন্ ॥ ৩৪

খড়্গচর্ম্মধরঃ শ্রীমানুৎপপাত বিহায়সা ।

মার্গৈঃ সর্কৌশিকাতোশ্চ লাঘবেন বলেন চ ॥ ৩৫

আজুর্নির্ঘ্যচরদ্ ব্যোমি ভৃশং বৈ পক্ষিরাডিব ।

মযোব নিপত্যেয়ম সাসিরিত্যুধ্বদৃষ্টয়ঃ ॥ ৩৬

দেবতা ও অশ্বরগণকেও জয় করতে পারে ॥ ৩০

যদি তুমি ইহাকে পরাস্ত করিতে চাও, তবে প্রথমে ইহার রথ ও ধনুটিকে নষ্ট করিয়া দাও। আচার্য্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া বিকর্তনপুত্র কর্ণ অতিশয় ব্যাগ্রতার সহিত নিজের বাণ-সমূহের দ্বারা শীঘ্রতাসহকারে তন্তু ঢালাইয়া অশ্ব প্রয়োগকারী অভিমম্ব্যর ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভোজবংশীয় কৃতবর্মা তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন এবং কৃপাচার্য্য তাঁহার দুই পার্শ্বরক্ষককে বধ করিলেন ॥ ৩১-৩২

অবশিষ্ট অস্ত্রাশ্র মহারথীরা অভিমম্ব্যর ধনু ছিন্ন হইয়া যাইলে তাহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুরাশিত হইবার সময়েই এই ছয় নির্দম মহারথী অতিশয় সত্ত্বরতার সহিত রথহীন একাকী সেই বালকের উপর বাণবর্ষণ করিয়া তাহাকে আবৃত্ত করিয়া ফেলিলেন ॥

ধনু ছিন্ন হইলে এবং রথ নষ্ট হইয়া যাইলে তেজস্বী বীর অভিমম্ব্য স্বীয় ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মপালন করিতে করিতে ঢাল ও তরবারি হাতে লইয়া আকাশপথে লাকাইয়া পড়িলেন ॥

অর্জুনকুমার অভিমম্ব্য কৌশিক প্রভৃতি মার্গসমূহের দ্বারা এবং শীঘ্রকারিতা ও বল-পরাক্রমে পক্ষিরাজ গরুড়সদৃশ ভূতল অপেক্ষা আকাশেই অধিকক্ষণ বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥

তখন সমরাজ্ঞে প্রতিপক্ষের ছিত্রাধেবণকারী বোদ্ধাদের মনে হইতেছিল, এই অভিমম্ব্য আমার উপর তরবারি লইয়া পড়িত হইবে" এরূপ আশঙ্কা করিয়া উপরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করত মহাধনুর্ধর অভিমম্ব্যকে বাণবিন্ধ করিতে লাগিলেন ॥

বিব্যাধুঃ মহেষ্ণাসং সমরে হিঙ্গনর্শিনঃ ।

তস্ত্র জ্যোগোহিঙ্গিনম্মুঠৌ খড়্গং মণিময়ংসকম্ ॥ ৩৭

কুরপ্রাণে মহাতেজাস্বরমাণঃ সপত্নজিৎ ।

রাধেয়ো নিশিতৈর্বাণৈর্বাধমচর্ম চোত্তমম্ ॥ ৩৮

বাসি-চর্মেষু পূর্ণাঙ্গঃ সোহস্তুরিক্সং পুনঃ ক্রিতিম্ ।

আস্থিতশ্চক্রমুত্তম্য জ্যোং ক্রুদ্ধোহন্ত্যধাবত ॥ ৩৯

স চক্ররেণ জ্জলশোভিতাঙ্গে ।

বভাবতীবোজ্জলচক্রপাণিঃ ।

সেই সময় শক্রজয়ী মহাতেজস্বী জ্যোগাচার্য স্বরা করিয়া একটি বাণের দ্বারা অভিমহ্যর মুষ্টির মধ্যে থুত মণিময় মুষ্টিযুক্ত তরবারিটিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তারপর রাধানন্দন কর্ণ খায় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা উত্তম ঢালটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন । ঢাল ও তরবারি হইতে বঞ্চিত হইয়া বাণসমূহে পরিবাপ্ত দেখে অভিমহ্য পুনরায় আকাশমার্গ হইতে ভূতলে নামিয়া পড়িলেন এবং একটি চক্র হাতে লইয়া কুপিতভাবে জ্যোগাচার্যের দিকে খাণ্ডিত হইলেন ॥ ৩৩-৩৯

তখন অভিমহ্যর শরীর চক্রের প্রভায় উদ্ভাসিত ও ধূলি-রাশিতে স্তূপিত ছিল । তাহার হাতে তেজোময় উজ্জল চক্র শোভা পাইতেছিল । ইহাতে তাহার অতিশয় শোভা

শ্রীময়র্হবি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জ্যোপকর্মান্তর্গত অভিমহ্যবধপর্কে অভিমহ্যকে রথহীনকরণবিষয়ক

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

একোনপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[অভিমহ্যনা কালিকেয়-বসতি-কেকয়রথবীররাণাং বধঃ, বড় ভীমহারথিভিঃ সহোত্তোপেনাভিমহ্যোবিনাশঃ, পলায়নপর-স্বকীয়সৈন্তেভ্যো যুধিষ্ঠিরস্যাখাসদানঞ্চ]

সজয় উবাচ ।

বিক্রোঃ স্বশূনন্দকরঃ স বিষ্ণুযুধভূষণঃ ।

রয়াজাভিরথঃ সংখ্যে জনার্দন ইবাপরঃ ॥ ১

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[অভিমহ্যর কালিকেয়, বসতি ও কেকয় রথী বীরদিগকে বধ এবং ছয় মহারথীর সহায়তার অভিমহ্যর বিনাশ ও পলায়নপর সৈন্যদিগকে যুধিষ্ঠিরের আশ্বাসপ্রদান ।]

সজয় বলিলেন,—রাজন । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী স্ত্রীত্বহার আনন্দপ্রদ এবং শ্রীকৃষ্ণসদৃশই চক্ররূপ অস্ত্রে স্তূপিত অভিমহ্যর বীর অভিমহ্য সেই রণাঙ্গনে বিতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের দ্বার শোভা পাইতে

রণেহভিমহ্যঃ কণমাস রৌদ্রঃ

স বাসুদেবানুকৃতিং প্রকুর্বন্ ॥ ৪০

ঋতরুধিরকৃতৈকরাগবস্ত্রা

ঋকুটিপুটাকুটিলোহতিসিংহনাদঃ ।

প্রভুরমিতবলো রণেহভিমহ্য-

নৃপবরমধ্যগতো ভূষণং ব্যারাজয়ৎ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং

জ্যোপকর্ষণে অভিমহ্যবধপর্কে অভিমহ্যবিরথকরণে

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

হইতেছিল । সেই রণাঙ্গনে অভিমহ্য চক্রধারণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করিতে করিতে কণকালের মধ্যেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন ॥ ৪০

এই সময় অভিমহ্যর বস্ত্র তাঁহার শরীরপ্রবাহিত রক্তধারায় একমাত্র রক্তবর্ণই হইয়া পড়িয়াছিল । তাঁহার ভ্রুয় ঈষৎ বক্রভাবেপন্ন হওয়ায় তাঁহার মুখমণ্ডল কুটিল বলিয়া মনে হইতেছিল এবং তিনি অতি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতেছিলেন । এরূপ অবস্থায় প্রভাবশালী ও অপরিণামী বলবান্ অভিমহ্য সেই রণাঙ্গনে পূর্বোক্ত শ্রেষ্ঠ নরপতিগণের মধ্যে থাকিয়া বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪১

মারুতোদ্ধৃতকেশাস্তমুত্তারিবরায়ুধম্ ।

বপুঃ সমীক্ষ্য পৃথীশা দুঃসমীক্ষ্যং সুরৈরপি ॥ ২

তচ্চক্রং ভূশমুদ্ভিগ্নাঃ সঙ্কিচ্ছিত্তরনেকথা ।

মহারথশ্রুতঃ কার্ষিঃ সংজগ্রাহ মহাগদাম্ ॥ ৩

লাগিলেন ॥ ১

এই সময় প্রবাহিত বায়ু তাঁহার কেশসমূহের প্রান্তভাগ চুলাইতেছিল । তিনি স্বীয় হস্তে চক্রনামক অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছিলেন । তখন তাঁহার শরীর ও বাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা দেবভাগ্যপেয় পক্ষেও অতিশয় কঠিন ছিল, সেই চক্রকে দেখিয়া সমস্ত মহাবোদ্ধারা উৎসাহ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ঐ চক্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥

বিধমুঃ-স্তন্দনাসিত্ত্ববিচক্রচারিভিঃ কৃতঃ ।

অভিমম্ব্যর্গদাপাণিরস্থখামানমর্দয়ৎ ॥ ৪

স গদামুত্তাতং দৃষ্ট্বা জলস্তীমশনীমিব ।

অপাক্রামদ্ রথোপস্থাদ্ বিক্রমাংস্ত্রীন্ নরবভঃ ॥ ৫

তস্তাশ্বান্ গদয়া হৃষা তথোভৌ পার্শ্ব-সারথী ।

শরাচিত্তাজঃ সৌভদ্রঃ স্বাবিদবৎ সমদৃশ্যত ॥ ৬

ততঃ স্তবলদায়াং কালিকৈয়মপোধয়ৎ ।

জঘান চাস্তানুচরান্ গাঙ্কারান্ সপ্তসপ্ততিম্ ॥ ৭

পুনশ্চৈব বসাতীযান্ জঘান রথিনো দশ ।

কেকয়ানাং রথান্ সপ্ত হৃষা চ দশ কুঞ্জরান্ ॥ ৮

দৌশাসনিরথং সাশ্বং গদয়া সমপোধয়ৎ ।

ততো দৌশাসনিঃ ক্রুদ্ধো গদামুত্তম্য মারিষ ॥ ৯

অভিহুত্বা ব সৌভদ্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীং ।

তাব্দ্যতগদৌ বীরাবহ্নোস্তবধকাজিঞৌ ॥ ১০

তখন মহারথী অভিমম্ব্য এক বিশাল গদা হাতে লইলেন । শক্ররা তাঁহাকে ধর, রথ, খড়্গ ও চক্র হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলেন । সেইজন্ত গদা হাতে লইয়া তাঁহাকে আঘাত করিবার জন্য অশ্বখামার দিকে দাবিত হইলেন ॥ ২-৪

প্রজলিত বজ্রতুল্য সেই গদাকে উপরে উত্তোলিত দেখিয়া নরশ্রেষ্ঠ অশ্বখামা স্বীয় রথের আপন হইতে তিন পদ পরিমাণ পিছাইয়া যাইলেন ॥ ৫

সেই গদার আঘাতে অশ্বখামার চারিটি অশ্ব ও দুই পার্শ্ব-রক্ষককে বধ করিয়া বাণব্যাপ্ত দেখে অভিমম্ব্য স্বাধিকার (শত্রুর) স্তায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ৬

তারপর তিনি স্তবলপুত্র কালিকৈয়কে গদাঘাতে ভূমিতে নোথিত করিয়া দিলেন এবং তাঁহার অহুগমনকারী সাতাত্তর জন গাঙ্কার ঘোড়াকেও বধ করিলেন ॥ ৭

তাঁহার পর দশজন বসাতিকে নিহত করিলেন । কেবল-দেশের সাত রথী ও দশটি হাতীকে বিনাশ করিয়া দৌশাসনপুত্রের অশ্বগণসহ রথকে গদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥

আর্য্য! ইহাতে দৌশাসনপুত্র ক্রূপিত হইয়া তাতে গদাধারণ করত অভিমম্ব্যর দিকে দাবিত হইলেন এবং এই কথা বলিলেন—
অরে, দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥

এই দুই বীর পরস্পরের উপর সেইভাবে গদার আঘাত করিতে লাগিলেন, বেরুপ পুরাকালে ভগবান্ শক্র ও অন্ধকার

ভ্রাতৃব্যৌ সম্প্রজহাতে পুরের ত্র্যম্বকাকৌ ।

তাবহ্নোস্তং গদাঘ্র্যাভ্যামাহত্য পতিতো কিতৌ ॥ ১১

ইন্দ্রধ্বজাবিবোৎসৃষ্টৌ রণমধ্যে পরস্তপৌ ।

দৌশাসনিরথোথায় কুরুণাং কীতিবর্ধনঃ ॥ ১২

উত্তিষ্ঠমানং সৌভদ্রং গদয়া মুখ্যতাড়য়ৎ ।

গদাবেগেন মহতা ব্যাঘ্রামেন চ মোহিতঃ ॥ ১৩

বিচেতা স্তপতদ্ ভূমৌ সৌভদ্রঃ পরবীরহা ।

এবং বিনিহতো রাজলেকৌ বহুভিরাহবে ॥ ১৪

ক্লোভয়িষা চমুং সর্বাং নলিনীমিব কুঞ্জরঃ ।

অশোভত হতো বীরো ব্যাধৈর্ধনগজো যথা ॥ ১৫

তং তথা পতিতং শূরং তাবকাঃ পর্য্যবারয়ন্ ।

দাবং দধ্বা যথা শাস্ত্রং পাবকং শিশিরাত্যায়ে ॥ ১৬

বিযুক্ত নগশৃঙ্গাণি সংনিবৃত্তমিবানিলম্ ।

অস্তংগতমিবাদিত্যং তপ্তা ভারতবাহিনীম্ ॥ ১৭

পরস্পরকে গদার আঘাত করিয়াছিলেন ।

শক্রতাপন এই দুই বীর তখন পরস্পরের গদার অগ্রভাগের আঘাতে আহত অবস্থায় ভূপতিত হইয়া দুইটি ইন্দ্রধ্বজের স্থায় পৃথিবীতে পড়িয়া রহিলেন ॥

তাঁহার পর কুরুকুলের কীতিবর্ধন দৌশাসনপুত্র প্রথমে উন্মিত হইয়া স্তবদ্রাকুমারের মন্তকের উপরে গদার প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥

গদার এই মহাবেগ ও পরিভ্রমে আহত হইয়া শক্রবীরনাসী অভিমম্ব্য অচেতন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন । রাজন্! এইভাবে সেই যুদ্ধস্থলে বহুসংখ্যক ঘোড়া মিলিত হইয়া একাকী অভিমম্ব্যকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ৮-১৪

বেরুপ হাতী কোন সরোবরকে মথিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সমগ্র সৈন্তবাহিনীকে দ্বন্দ্ব করিয়া ব্যাধগণকর্তৃক বনজাত হাতীর মৃত্যুর স্থায় মৃত্যুবরণ করত বীর অভিমম্ব্য সেখানে অজুত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৫

এইরূপে রণাঙ্গনে পতিত বীরবর অভিমম্ব্যকে আপনার সৈন্তগণ চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিলেন । বেরুপ গ্রীষ্মকালে বন-ভূমিকে প্রজলিত করিয়া অগ্নি শান্ত হইয়া থাকে, বেরুপ বান্ধব বৃক্ষের শাখাসমূহকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া নিরন্তর হয়, বেরুপ অগ্নিকে সন্তাপিত করিয়া সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করেন, বেরুপ চক্রকে রাহ গ্রাস করিয়া থাকে এবং বেরুপ সমুদ্র তট হইয়া যায়, সেইরূপ

উপপ্লুতং যথা সোমং সংস্কৃমিব সাগরম্ ।
 পূর্ণচন্দ্রাভবদনং কাকপক্ষবৃত্তাক্ষিকম্ ॥ ১৮
 তং ভূমৌ পতিতং দৃষ্ট্বা ভাবকাস্তে মহারথাঃ ।
 মুদা পরময়া যুক্তাশ্চ ক্রুণ্ডঃ সিংহবমুজঃ ॥ ১৯
 আসীৎ পরমকো হর্ষস্তাবকানাং বিশাম্পতে ।
 ইতরেষাং তু বীরগাং নেত্রৈভাঃ প্রাপত্তজ্জলম্ ॥ ২০
 অন্তরিক্ষে চ ভূতানি প্রাক্রোশস্ত বিশাম্পতে ।
 দৃষ্ট্বা নিপতিতং বীরং চাতং চন্দ্রমিবাস্বরং ॥ ২১
 জ্যোৎস্নকর্ণমুখৈঃ বড্ভির্ধীর্তরাষ্ট্রৈর্মহারথৈঃ ।
 একোহয়ং নিহতঃ শেতে নৈষ ধর্মো মতো হি নঃ ॥ ২২
 তস্মিন্ বিনিহতে বীরে বহ্নিশোভত মেদিনী ।
 দ্যৌর্যথা পূর্ণচন্দ্রেণ নক্ষত্রগণমালিনী ॥ ২৩
 রক্তপুষ্কৈশ্চ সম্পূর্ণা রুধিরৌষপরিপ্লুতা ।
 উত্তমাজৈশ্চ শূরাণাং ভ্রাজমানৈঃ স্কৃণ্ডলৈঃ ॥ ২৪

সমস্ত কৌরবসৈন্যদিগকে সম্ভাষিত করিয়া পূর্ণচন্দ্রসদৃশবদনবিশিষ্ট
 অভিমুখ্য ভূতলে নিপতিত হইলেন; তাঁহার মস্তকস্থিত
 কর্ণপার্শ্ববর্তী কেশরাশির (জুলপীর) দ্বারা তাঁহার নয়নদ্বয় আবৃত
 হইয়া গিয়াছিল। একরূপ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া আপনার
 মহারথী বীর যোদ্ধারা অভিশয় প্রসন্নতার সহিত বারংবার
 সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ১৬-১৯

প্রজানাত! আপনার পুত্রগণের ত' অত্যন্ত আনন্দ হইল,
 কিন্তু পাণ্ডব-বীরগণের নেত্র হইতে তখন অশ্রুদ্বারা পতিত হইতে
 লাগিল। ২০

মহারাজ! সেই সময় অন্তরিক্ষে অবস্থিত প্রাণিগণ আকাশ
 হইতে পতিত চন্দ্রের জায় বীর অভিমুখ্যকে রণভূমিতে পতিত
 হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনার মহারথী যোদ্ধাদের নিন্দা
 করিতে লাগিলেন। ২১

জ্যোৎস্না কর্ণ প্রভৃতি ছয় কৌরবমহারথী বীরগণের দ্বারা
 অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করত এই বীর বালক এখানে শুইয়া
 আছে,—ইহা আমাদের মতে ধর্ম নহে। ২২

বীর অভিমুখ্য নিহত হইলে পর সেই রণভূমি পূর্ণচন্দ্রে যুক্ত
 নক্ষত্রমালার অলঙ্কৃত আকাশের জায় অধিক শোভা পাইতে
 লাগিল। ২৩

স্বর্ঘ্যময় পক্ষিবিকৃষিত বাণসমূহে সেখানকার রণভূমি পরিপূর্ণ

বিচিত্রৈশ্চ পরিস্ফোভৈঃ পতাকাভিঃ সংবৃত্তা ।
 চামরৈশ্চ কুথাভিঃ প্রবিষ্টৈশ্চাস্বরোত্তমৈঃ ॥ ২৫
 তথাশ্বনরনাগানামলঙ্কারৈশ্চ সুপ্রভৈঃ ।
 খড়্গৈঃ সূনিশিতৈঃ পীতৈর্নির্মুক্তৈর্ভূজগৈরিব ॥ ২৬
 চাপৈশ্চ বিবিধৈশ্চিত্রৈঃ শত্রুষ্টিপ্রাসকম্পনৈঃ ।
 বিবিধৈশ্চায়ুধৈশ্চাত্তৈঃ সংবৃত্তা ভূরশোভত ॥ ২৭
 বাজ্রিভিঃচাপি নির্জীবৈঃ শ্বসন্তিঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ ।
 সারোহৈবিষমা ভূমিঃ সৌভাজেণ নিপাতিতৈঃ ॥ ২৮
 সাক্ষুশৈঃ সমহামাত্রৈঃ সর্বমায়ুধকৈতুভিঃ ।
 পর্বতৈরিব বিধ্বস্তৈশ্চিৎকৈশ্চিৎকৈঃ ॥ ২৯
 পৃথিব্যামমুক্ষীর্ণৈশ্চ বাহু-সারথি-যোদ্ধাভিঃ ।
 হৃদৈরিব প্রক্ষুভিতৈর্হতনাগৈঃ রথোত্তমৈঃ ॥ ৩০
 পদাতিসজ্জৈশ্চ হতৈর্বিবিধায়ুধভূষণৈঃ ।
 ভীকৃণাং ত্রাসজননী ঘোররূপাভবম্ভী ॥ ৩১

ছিল। রক্তধারায় উচ্চ আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল। বীরবরগণের
 কুণ্ডলমণ্ডিত তেজস্বী মস্তকসমূহ, হস্তিগণের বিচিত্র পৃষ্ঠান্তরঙ্গকল,
 বহু পতাকা, চামর, হস্তীর পৃষ্ঠে আশ্রিত কবচ, এদিক্ ওদিকে
 পতিত উত্তম বস্ত্রসকল হস্তী, অশ্ব ও মহুগণের দেদীপ্যমান
 আভরণসমূহ, খোলসযুক্ত সর্পসদৃশ নির্মল ও পীতবর্ণের খড়্গসকল,
 বিভিন্নরূপে ছিন্ন ধনুঃশ্রেণী, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, কম্পন এবং অস্ত্র
 নানাপ্রকার অস্ত্রসকলে আচ্ছাদিত সেই রণভূমি অদ্ভুত শোভা
 পাইতে লাগিল। ২৪-২৭

হুস্ত্রাকুমার অভিমুখ্যকর্তৃক নিহত হইয়া ভূপাতিত রক্তস্রাব
 নির্জীব ও সজীব অশ্বগণ ও অস্বরোহীদিগের দ্বারা সেই রণভূমি
 বিষম ও দুর্গম হইয়া উঠিল। ২৮

অক্ষুশ, মাহুত, কবচ, আয়ুধ এবং ধ্বজসমূহের সহিত বড় বড়
 বহু গজরাজ বাণসকলে মণ্ডিত হইয়া বিধ্বস্ত পর্বতশ্রেণীর জায়
 মনে হইতেছিল। দ্বারাদ্বারা বিশাল বিশাল গজপতিগণকেও বিনাশ
 করিয়াছিল, সেই সব শ্রেষ্ঠ রথ, অশ্ব, সারথি ও যোদ্ধাশূন্য হইয়া
 মণ্ডিত সরোবরের জায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া
 পড়িল। নানাপ্রকার আয়ুধ ও অলঙ্কারসমূহে সম্পন্ন পদাতি-
 সৈন্যদের বহু সমুদায় সেই বৃক্ষে নিহত হইয়াছিল। এই সবের
 দ্বারা সেখানকার রণভূমি অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিল এবং ভীক
 পুরুষগণের মনে ভয় উৎপন্ন করিতে লাগিল। ২৯-৩১

তং দৃষ্ট্বা পতিতং কুমৌ চন্দ্রাক্ষরদৃশ্যতিম্ ।
 ভাবকানাং পরা শ্রীতিঃ পাণ্ডুনাং চাভবদ্ ব্যথা ॥ ৩২
 অভিমন্যু হতে রাজন্ শিশুকেহপ্রাপ্তযৌবনে ।
 সম্প্রাদ্রবচ্চমুঃ সর্বা ধর্মরাজস্ত পশ্চাতঃ ॥ ৩৩
 দীর্ঘামাণং বলং দৃষ্ট্বা সৌভদ্রে বিনিপাতিতে ।
 অজাতশত্রুস্তান্ বীরানিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৪
 স্বর্গমেব গতঃ শুরো যো হতো ন পরাশ্রুতঃ ।
 সংস্কৃত্যত মা ভৈষ্টে বিজ্ঞেয়ামো রণে রিপূন্ ॥ ৩৫
 ইত্যেবং স মহাতেজা হুংখিতেভো মহাত্মাভিঃ ।
 ধর্মরাজো যুধাং জ্যেষ্ঠো ব্রুবন্ হুঃখমপানুদৎ ॥ ৩৬

চন্দ্র ও সূর্য্যতুল্য কাস্তিমান্ অভিমন্যুকে ভূতলে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আপনাদের পুত্রগণের মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল এবং পাণ্ডবদের অস্ত্রাশ্রয় ব্যথিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৩২

রাজন্! তিনি তখনও যুবাবস্থা প্রাপ্ত হন নাই, সেই বালক অভিমন্যু নিহত হইলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাতেই তাঁহার সকল সৈন্তবাহিনী পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৩৩

সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু ধরশায়ী হইলে নিজের সৈন্তবাহিনীর মধ্যে ভ্রাতৃদের স্রুতি হইতে দেখিয়া অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির নিজের সেই সৈন্তদিগকে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৪

এই বীরবর অভিমন্যু যুদ্ধ করত নিহত হইয়া স্বর্গ গমন করিয়াছেন, তথাপি যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। তোমরাও সকলে ধৈর্য্যধারণ কর, ভীত হইও না, আমরা রণক্ষেত্রে শত্রুদিগকে অবশ্রমই করিব ॥ ৩৫

শ্রীমদ্রহর্ষি বৈদ্যাসক্লীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জোণপর্বোত্তমোহধ্যায়ঃ অভিমন্যুর বধবিবরণক একোন-
 পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অন্ত্যবদ্য সমাপ্ত ।

পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[তৃতীয়দিবসস্ত যুদ্ধসমাপ্তিঃ, সৈন্তানাং শিবিরে প্রাত্যাহর্জনম, রণভূমিবর্ণনঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

বয়ং তু প্রেরয়ং হৃদা তেষাং তৈঃ শরণীড়িতাঃ ।
 নিবেশায়াত্যুপায়ামঃ সায়াহ্নে রুধিরোক্ষিতাঃ ॥ ১

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[তৃতীয়দিনের যুদ্ধ সমাপ্তি, সৈন্তদের শিবিরে প্রাত্যাহর্জন এবং রণভূমির বর্ণন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আমরা শত্রুদিগের জ্যেষ্ঠ বীর

যুদ্ধে হাশীবিষাকারান্ রাজপুত্রান্ রণে রিপূন্ ।

পূর্ব্বঃ নিহত্য সংগ্রামে পশ্চাদাজু নিরভ্যয়াৎ ॥ ৩৭

হৃদা দশ সহস্রাণি কৌশল্যক মহারথম্ ।

কৃষ্ণাজুনসমঃ কার্কিঃ শক্রলোকং গতৌ ব্রুবম্ ॥ ৩৮

রথান্বনরমাতঙ্গান্ বিনিহত্য সহস্রাণঃ ।

অবিতৃপ্তঃ স সংগ্রামাদশোচ্যঃ পুণ্যকর্মকৃতং ।

গতঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ শাস্তান্ পুণ্যানির্জিতান্ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

জোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি অভিমন্যুবধে

একোনপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

মহাতেজস্বী ও পরম কাস্তিমান্ বোদ্ধাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজের হুঃখী সৈন্তদিগকে এই কথা বলিয়া তাহাদের হুঃখ নিবারণ করিলেন ॥ ৩৬

যুদ্ধে বিবরণ সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর শত্রুরূপ রাজকুমারগণকে প্রথমে বধ করিয়া পরে অর্জুননন্দন অভিমন্যু স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩৭

দশ হাজার রথী ও মহারথী কৌশল্যক বৃহৎলকে বধ করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনসদৃশ পরাক্রমশালী অভিমন্যু অবশ্রমই ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ৩৮

সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব, পদাতি ও হস্তীদিগকে সংহার করিয়াও তিনি তৃপ্ত হন নাই । পুণ্যকর্মকরী অভিমন্যু শোকহাভের অবোগ্য ছিলেন । তিনি পুণ্যাত্ম্যগণের পুণ্যার্জিত সনাতনলোকে গমন করিলেন ॥ ৩৯

অভিমন্যুকে বধ করিয়া এবং তাহাদের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া সঙ্ঘার সময় বিজ্ঞাম করিবার জন্য শিবিরে চলিয়া আসিলাম । সেই সময় আমাদের সর্বাঙ্গ-কথিরে লিপ্ত হইয়া গিয়াছিল ॥ ১

মহারাজ! আমরা এবং শত্রুপক্ষের সৈন্তগণ যুদ্ধস্থলকে

ভতো নিশায়া দিবসস্ত চাশ্বিঃ

শিবাকুঠৈঃ সন্ধিরবর্ততাকুতঃ ।

কুশেশয়াপীড়নিভে দিবাকরে

বিলম্বমানেন্তমুপেত্য পৰ্বতম্ ॥ ৩

বরাসিশক্যষ্টিবরুথচর্মণাং

বিভূষণানাঞ্চ সমাক্ষিপন্ প্রভাঃ ।

দিবঞ্চ ভূমিঞ্চ সমানয়ন্নিব

প্রিয়াং তমুঃ ভানুরূপৈতি পাবকম্ ॥ ৪

মহাভ্রকুটাচলশৃঙ্গসন্নিভে-

গর্জৈরনৈকৈরিব বজ্রপাতিতৈঃ ।

স বৈজয়ন্ত্যকুশবর্মহস্তৃভি-

নিপাতিতৈর্নষ্টগতিশ্চিভা ক্রিতিঃ ॥ ৫

হতেশ্বরৈশ্চ গিতপন্ত্যুপশ্বরৈ-

হঁতাম্বুতৈবিপতাককেতুভিঃ ।

মহারথৈর্ভূঃ শুভ্রভে বিচূর্ণিতৈঃ

পুত্রৈরিবামিত্রহতৈর্নরাধিপ ॥ ৬

দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে সেখান হঠতে গমন করিলাম । এই সময় অত্যন্ত শোকগ্রস্ত পাণ্ডবপক্ষের সৈন্যরা অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িল । ২

সেই সময় যখন সূর্য্যদেব অস্তাচলে উপস্থিত হইয়া পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িলেন, তখন তিনি কমলনির্মিত মুকুটের জ্বয় প্রভাত হইতেছিলেন । দিন ও রাত্রির সন্ধিস্বরূপ এই অকুত সন্ধ্যা শিবাগণের ভয়ঙ্কর শব্দে অমঙ্গলময়ী বলিয়া মনে হইতে লাগিল । ৩

সূর্য্যদেব প্রেষ্ঠ তরবারি, শক্তি, ঋষি, বরুণ, ঢাল ও আভরণ-সকলের প্রভা হরণ করিতে থাকিয়া আকাশ এবং পৃথিবীকে যেন লম অবস্থায় লইয়া বাইতে বাইতে নিজের শ্রিয় শরীর অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪

মহামেঘপুঞ্জ ও পর্ব্বতশিখরসদৃশ বিশালদেহ বহুসংখ্যক চাক্ষুী এভাবে রণাঙ্গনে পড়িয়াছিল যে, মনে হইতেছিল তাহারা বজ্রাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে । বৈজয়ন্তী পতাকা, অকুশ, কবচ এবং মাছতলহ ভূপাতিত সেই সব গজরাজগণের দেহে সেখানকার রণভূমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বাহার জন্ত সেখানে গমনাগমন করাই দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল । ৫

নরাধিপ ! শত্রুগণকর্তৃক বিকল ও বিশাল নগরসমূহের জ্বয়

রথাম্বুদৈঃ সহ সাদিভিহঁতৈঃ

এবিক্রভাণ্ডারনৈঃ পৃথগিধৈঃ ।

নিরস্তজিহ্বাদশনান্ধলোচনৈ-

ধঁরা বভৌ বোরবিরূপদর্শনা ॥ ৭

এবিক্রবর্মাতরণাম্বুরায়ুধা

বিপন্নহস্ত্যম্বরথানুগা নরাঃ ।

মহার্হণযান্তরণোচিতান্তদা

ক্রিতাবনাথা ইব শেরতে হতাঃ ॥ ৮

অতীব হ্রষ্টাঃ শ্ব-শৃগাল-বায়সা

বকাঃ সুপর্ণাশ্চ বৃকান্তরক্ষবঃ ।

বয়াঃশ্মশ্রুকপান্ত্রধ রক্ষসাং গণাঃ

পিশাচসজ্জাশ্চ স্তদারুণা রণে ॥ ৯

হ্রচো বিনির্ভিষ্ট পিবন্ বসামশ্রুক

তথৈব মজ্জাঃ পিণিতানি চান্দুবন্ ।

বপাং বিলুপন্তি হসন্তি গাস্তি চ

প্রকর্মমাণাঃ কুণপান্ত্রনেকশঃ ॥ ১০

বড় বড় বহু রথ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পাড়িয়াছিল । ইহাদের অশ্ব ও সারথি নিহত হইয়াছিল এবং ধ্বজ-পতাকাও নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । এইভাবে এই সকল রথের আরোহী বোঝারাত্ত বিনষ্ট হইয়াছিল । পরাতি সৈন্যরা ও অস্ত্রান্ত বহু যুদ্ধোপযোগী শ্রব্যসমূহও খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়িয়াছিল । তখন এই সকলের দ্বারা রণভূমি অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল । ৬

রথ ও অশ্বসকল আরোহীদের সহিত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল । ভিন্ন ভিন্ন বহু ভাণ্ড ও আভরণ ছিন্ন-ছিন্ন হইয়া পতিত ছিল । মহুগু ও পশুগণের জিহ্বা, দন্ত, অঙ্গ (খাঁত) এবং চক্ষুসমূহ বাহির হইয়া আসিয়াছিল । এই সকলের দ্বারা সেই রণভূমি অতিশয় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল । হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের অঙ্গসরণকারী পদাতি মহুগুগণ নিজেদের প্রাণ হারাইয়া সেই রণাঙ্গনে পতিত ছিল । যে সমস্ত রাজা ও রাজকুমার বহুশূল্য লব্ধা এবং বিছানায় শয়ন করিবার যোগ্য ছিলেন, তাহারা সকলে নিহত হইয়া অনাথের জ্বয় ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন । ৭-৮

কুকুর, শৃগাল, কাক, বক, গরুড়, বৃক, তরঙ্গ, রক্তপায়ী পক্ষী, রাক্ষসগণের দল এবং অত্যন্ত ভয়ানক পিশাচগণ সেই রণাঙ্গনে অতিশয় হ্রষ্ট হইয়া বিচরণ করিতেছিল ॥ ৯

ইহারা বৃত্তদের শব্দ (চামড়া) বিদীর্ণ করিয়া তাহাদের বলা

শরীরসজ্জাতবহা হৃদয়গুঞ্জলা

রথোড়ূপা কুঞ্জরশৈলসঙ্কট।

মহুগুণীর্ধোপলমাংসকর্দমা

প্রবিদ্ধনানাবিশল্লমালিনী ॥ ১১

ভয়াবহা বৈতরণীব হস্তরা

প্রবর্তিতা যোধবরৈস্তদা নদী।

উবাহ মধ্যেন রণাজিরে ভূঃ

ভয়াবহা জীবমৃতপ্রবাহিনী ॥ ১২

পিবন্তি চান্দ্রস্তি চ যত্র হৃদ্রাশাঃ

পিশাচসজ্জাস্ত নদস্তি তৈরবাঃ।

সুনন্দিতাঃ প্রাণভূতাঃ ক্ষয়ঙ্করাঃ

সমানভঙ্করাঃ শ্ব-শৃগাল-পক্ষিণঃ ॥ ১৩

ও রক্তপান করিতেছিল, মজ্জা ও মাংস খাইতেছিল, চর্বিসমূহ চর্ষণ করিতেছিল এবং বহু মৃতদেহকে এদিক ওদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। তখন তাহারা হাসিতে ও গান গাহিতে ছিল। ১০

সেই সময় শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা যুদ্ধভূমিতে রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন, যাহা বৈতরণী নদীর গ্রায় হৃদর ও ভয়ঙ্কর প্রভীত হইতেছিল। ইহাতে জলের স্থলে কেবল রক্তধারাই বহিয়া যাইতেছিল। বহু মৃতদেহসকল এই নদীতে বাহিত হইতেছিল। উহাতে রথসমূহ নৌকার গ্রায় দেখা যাইতেছিল। হস্তিসকলের দেহ উহাতে পর্বতের গ্রায় মনে হইতেছিল। মহুগুণের মন্তকসমূহ এই নদীর প্রস্তরভূল্য ছিল এবং মাংস ছিল কর্দমসদৃশ। সেখানে খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত নানাপ্রকার অস্ত্র-সমূহ মালার গ্রায় প্রভীত হইতেছিল। এই অভ্যস্ত ভয়ঙ্করী নদী রণাঙ্গনের মধ্যভাগ দিয়া প্রবাহিত হইয়া মৃত ও জীবিতগণকে বহন করিতেছিল। ১১-১২

শ্রীময়হর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বোক্তগত অভিমহ্যাবধপর্কে তৃতীয়দিবসের যুদ্ধসমাপ্তির পর

সৈন্যদের শিবিরে প্রস্থান ও যুদ্ধভূমিবর্ণন বিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত।

তথা তদায়োধনমুগ্রদর্শনঃ

নিশামুখে পিতৃপতিরাষ্ট্রবর্ধনম্।

নিরীক্ষমাণাঃ শনকৈর্জহ্ননরাঃ

সমুখিতা নৃত্যকবন্ধসঙ্কলম্ ॥ ১৪

অপেত-বিশ্বস্ত-মহাহৃদ্বরণ

নিপাতিতং শত্রুসমং মহাবলম্।

রণেহভিমহ্যুং দদৃশুস্তদা জনা

ব্যাপোঢ়ব্যং সদসীব পাবকম্ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দ্রোণপর্বণি অভিমহ্যাবধপর্বণি তৃতীয়দিবসাবহারে

সমরভূমিবর্ণনে পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০

বাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করাও অতিশয় কঠিন ছিল, এরূপ ভয়ঙ্কর পিশাচসমূহ সেখানে রক্তাদি পান করিতে লাগিল। সমস্ত প্রাণিগণের বিনাশকারী এই পিশাচেরা অতিশয় আনন্দিত ছিল। কুকুর, শৃগাল এবং পক্ষিগণও সমানভাবে ভোজনসামগ্রী পাইয়াছিল। ১৩

প্রদোষকালে যমরাজের রাজ্যবুদ্ধির সেই যুদ্ধক্ষেত্র অতিশয় ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। সেখানে নৃত্যপরায়ণ বহু কবন্ধ (মুণ্ডহীন শবদেহ) রণভূমিকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এই সব দেখিতে দেখিতে উভয় পক্ষের যোদ্ধারা যুদ্ধস্থল হইতে ধীরে ধীরে যাইতে থাকিয়া যুদ্ধভূমি ত্যাগ করিল। ১৪

সেই সময় সকল লোকে দেখিতে লাগিলেন, ইন্দ্রভূল্য পরাক্রমশালী অভিমহ্য রণক্ষেত্রে পতিত রহিয়াছেন। তাহার বহুমূল্য আভরণসকল চির-ভিন্ন হইয়া শরীর হইতে দূরে যাইয়া পড়িয়াছিল এবং তিনি খজ্রবেদীর উপর স্তম্ভাভিহীন অগ্নির গ্রায় নিস্তেজ হইয়া পতিত আছেন। ১৫

একপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরস্ত বিলাপঃ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

হতে তস্মিন্ মহাবীৰ্য্যে সৌভজ্রে রথযুধপে ।
বিমুক্তরথসন্নাহাঃ সৰ্বে নিক্শিপ্তকামুকাঃ ॥ ১
উপোপবিষ্টা রাজানং পরিবার্য্য যুধিষ্ঠিরম্ ।
তদেব যুদ্ধং ধ্যায়ন্তঃ সৌভদ্রগতমানসাঃ ॥ ২
ভতো যুধিষ্ঠিরো রাজা বিললাপ স্তম্ভাশ্রিতঃ ।
অভিমন্তো হতে বীরে ভ্রাতুঃ পুত্রে মহারথঃ ॥ ৩
(এষ জিহ্বা কৃপং শল্যং রাজানঞ্চ স্রযোধনম্ ।
জ্যোং জ্যোংগিং মহেষ্ণাসং তথৈবাশ্রান্ মহারথান ॥)
জ্যোণানীকমসম্বাধং মম প্রিয়চিকীৰ্ষয়া ।
(হৃষা শক্রগণান্ বীরানেষ শেতে নিপাতিতঃ ।
কৃতান্তান্ যুদ্ধকুশলান্ মহেষ্ণাসান্ মহারথান ॥

একপঞ্চাশতম অধ্যায়

[যুধিষ্ঠিরের বিলাপ]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহাপরাক্রমশালী রথযুধপতি স্তম্ভজ্ঞানন্দন অভিমন্ত্য নিহত হইলে পর সমস্ত পাণ্ডবমহারথীরা রথ ও কবচ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক ধনুসকলকে নীচের দিকে অবনত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে চারিদিকে পরিবৃত্ত করত তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন। ইহাদের সকলেরই মন স্তম্ভজ্ঞানন্দন অভিমন্ত্যর উপরই নিহিত ছিল এবং ইহারা তাঁহার সেই যুদ্ধের কথা চিন্তা করিতেছিলেন ॥ ১-২

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতা অৰ্জুনের বীর পুত্র অভিমন্ত্য নিহত হইলে পর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩

অহো! কৃপাচার্য্য, শল্য, রাজা দুর্যোধন, জ্যোণাচার্য্য, মহাধনুর্ধর অশ্বখান্না এবং অন্তান্ত মহরথী বীরগণকে জয় করিয়া, আমার প্রিয় করিব্যার ইচ্ছায় জ্যোণাচার্য্যের নির্বাধ সৈন্তবাহকে বিনষ্ট করত বীর শক্রবর্গকে বিনাশ করিব্যার পর পুত্র অভিমন্ত্য ভূপতিত হইয়াছে এবং সে এখন রণভূমিত শুইয়া আছে। যাহারা অস্ত্রবিভার বিধান, যুদ্ধনিপুণ, কুল-শীল ও বহু সঙ্গুণে গুণবান্, শৌৰ্য্যশালী বীর, নিজেরদের পরাক্রমের জন্ত ভুবনে

কুল-শীল-গুণৈশ্ব ক্তান্ শূরান্ বিখ্যাতপৌরুষান্ ।
জ্যোণেন বিহিতং ব্রাহ্মভেদ্যমমরৈরপি ॥
অদৃষ্টপূৰ্বমস্মাভিঃ চক্রং চক্রায়ুধপ্রিয়ঃ ।)
ভিক্ষা বাহুং প্রবিষ্টোহসৌ গোমধ্যমিব কেসরী ॥ ৪
(বিক্রৌড়িতং রণে তেন নিম্নতা বৈ পরান্ বরান্ ।)
যশ্চ শূরা মহেষ্ণাসাঃ প্রত্যনৌকগতা রণে ।
প্রভগ্না বিনিবর্তন্তে কৃতান্তা যুদ্ধহর্মদাঃ ॥ ৫
অত্যন্তশক্ররস্মাকং যেন দুঃশাসনঃ শরৈঃ ।
ক্ষিপ্ৰং হৃভিমুখঃ সংখ্যে বিসংজ্ঞো বিমুখীকৃতঃ ॥ ৬
স তীৰ্থা দ্বস্তরং বীরো জ্যোণানীকমহার্ণবম্ ।
প্রাপ্য দৌঃশাসনিং কার্ষিঃ প্রাপ্তো বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ৭
কথং দ্রক্ষ্যামি কোন্তেয়ং সৌভজ্রে নিহতেহর্জুনম্ ।
স্বভদ্রাং বা মহাভাগাং প্রিয়ং পুত্রমপশ্যতীম্ ॥ ৮

প্রসিক, সেই সব মহাধনুর্ধর মহারথী বীরগণকে পরাজিত করিয়া দেবতাগণের পক্ষেও বাহাকে ভেদ করা দুঃসাধ্য এবং আমরা যাহাকে পূর্বে কখনও দেখি নাই, সেই জ্যোণনির্মিত চক্রবাহ ভেদ করিয়া চক্রধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভগিনী-নন্দন অভিমন্ত্য তাহার মধ্যে সেইরূপ প্রবেশ করিয়াছিল, যে রূপ সিংহ গো-সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ৪

সে রণাঙ্গনে প্রধান প্রধান শত্রুবীরগণকে বধ করিতে থাকিয়া অদ্ভুত রণকৌড়া করিয়াছিল। যুদ্ধে ইহার সম্মুখে আসিলে পর শত্রুপক্ষের অস্ত্রবিভাবিশারদ, যুদ্ধহর্মদ ও মহাধনুর্ধর বীরগণও উৎসাহহীন হইয়া পলায়ন করিত ॥ ৫

যে বীর অৰ্জুনকুমার যুদ্ধস্থলে আমাদের ঘোরতর শত্রু দুঃশাসন সম্মুখে আসিলে অতি দ্রুত নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা তাহাকে অচেতন করিয়া দিয়া বিভাডিত করিয়াছিল, সেই বীর দ্বস্তর মহাসাগরভূলা দুর্নতিক্রমণীয় জ্যোণসেনা পার হইয়াও দুঃশাসনের পুত্রের নিকট পর্যন্ত যাইয়া ধমলোকে গমন করিল ॥ ৬-৭

স্তম্ভজ্ঞা-কুমার অভিমন্ত্যকে বিনাশ করিয়া দেওয়ায় আমি এখন কিভাবে অৰ্জুনের মূখের দিকে দৃষ্টিপাত করিব? অথবা যে নিজের প্রিয় পুত্রকে দেখিতে পায় নাই, সেই মহাভাগা স্তম্ভজ্ঞার সম্মুখে কিভাবে গমন করিব? ৮

কিংবিশ্ব বরমপেতার্থমগ্নিষ্টমসমঞ্জসম্ ।
 তাবুভৌ প্রতিবক্ষ্যামো হ্রবীকেশ-ধনঞ্জয়ো ॥ ৯
 অহমেব সুভদ্রায়াঃ কেশবাজুর্নয়োরপি ।
 প্রিয়কামো জয়াকাজ্ঞী কৃতবানিদমপ্রিয়ম্ ॥ ১০
 ন লুক্কো বৃধ্যতে দোষাংল্লোভান্মোহাৎ প্রবর্ততে ।
 মধুলিপ্লুর্হি নাপশ্যৎ প্রপাতমহমীদৃশম্ ॥ ১১
 যো হি ভোজ্যে পুরস্কার্যো যানেষু শয়নেষু চ ।
 ভুষণেষু চ সৌহৃদ্যাভির্বালো যুধি পুরস্কৃতঃ ॥ ১২
 কথং হি বালস্করণে যুদ্ধানামবিশারদঃ ।
 সদশ্ব ইব সন্থাধে বিষমে ক্ষেমমহীতি ॥ ১৩
 নো চেক্ষি বয়মপ্যনং মহীমন্ত শয়ীমহি ।
 বীজংসোঃ কোপদীপ্তসা দক্ষাঃ কৃপণচক্ষুযা ॥ ১৪
 অলুক্কো মতিমান্ ব্রীমান্ ক্ষমাবান্ রূপবান্ বলী ।
 বপুশ্চান্ মানকৃৎ বীরঃ প্রিয়ঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ১৫
 যন্তু প্লাঘন্তি বিবুধাঃ কৰ্ম্মণ্যুক্তিতকৰ্ম্মণঃ ।
 নিবাতকবচান্ জয়ে কালকেয়াঃশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥ ১৬

হায়! আমরা ভগবান্ অীকৃষ্ণ ও অর্জুন এই দুইজনের সম্মুখে
 এই অনর্থপূর্ণ, অসঙ্গত ও অহুচিত বৃত্তান্ত কিরূপে বর্ণনা করিব? ৯
 আমিই আমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধে জয়াকাজ্ঞী হইয়া
 সুভদ্রা, অীকৃষ্ণ ও অর্জুনের এই অপ্রিয় কাণ্ড করিলাম ॥ ১০

লোভী মনুষ্য কোন কাণ্ডের দোষ দেখিতে পায় না। সে
 লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া তাহাতে প্রহৃত হয়। আমি
 মধুসূদন মধুরাজ্য লাভ করিবার কামনা করিয়া ইহা দেখি নাই
 যে, ইহাতে ভয়ঙ্কর পতনের ভয় আছে ॥ ১১

হায়! যে স্বকুমার বালককে ভোজন, শয়ন, বানে আরোহণ
 এবং বস্ত্রপরিধান প্রভৃতি কর্ণেই অগ্রে স্থান দিতে হয়, তাহাকে
 কিনা আমরা যুদ্ধের জন্ত অগ্রে পাঠাইয়া দিলাম ॥ ১২

সেই তরুণ কুমার এখনও বালক। যুদ্ধবিজ্ঞান পূর্ণ নিপুণতা
 অর্জন করে নাই, সুতরাং গহন বনে প্রবেশ করিয়া সন্দের প্রায়
 এই বিষম সঙ্কটময় সংগ্রামে যাইয়া কিভাবে কুশলে থাকিতে
 পারিবে ॥ ১৩

যদি আমরা অভিমতের সহিতই আজ রণাঙ্গনে শয়ন না করি,
 তবে কোণে উত্তেজিত অর্জুনের শোকাবলি নৈঃস্বপ্নিতে অবস্থাই
 আমাদের দণ্ড হইয়া বাইবে ॥ ১৪

যে লোভহীন, বুদ্ধিমান, লক্ষ্যশীল, ক্ষমাবান্, রূপবান্,
 বলশালী, অশ্বশরীরধারী, অপরকে মানদানকারী, ক্রীতিপাণ্ড,

শ্রীমদ্রাধি বেষ্যাসপ্রদীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জ্যোৎস্বকগর্ভত অভিমত্যাধপর্ষে যুধিষ্ঠিরের প্রাণপরিষদক এক-
 পকাশতম অধ্যায়ের অষ্টবদন সমাপ্ত।

মহেশ্বশত্রবো যেন হিরণ্যপুরবাসিনঃ ।
 অক্লোনিমেঘমাত্রেণ পোলোমাঃ সগণা হতাঃ ॥ ১৭
 পরেভ্যোহিপ্যভয়াধিত্যো যো দদাত্যভয়ং বিতুঃ ।
 তস্তান্মাভিন শকিতস্ত্রাতুমপ্যাত্মজো বলী ॥ ১৮
 ভয়ং তু শ্রমহং প্রাপ্তং ধার্তরাষ্ট্রান্ মহাবলান্ ।
 পার্থঃ পুত্রবধাৎ ক্রুদ্ধঃ কোরবান্ শোষয়িত্বতি ॥ ১৯
 ক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধসহায়শ্চ স্বপক্ষক্ষয়মাতুরঃ ।
 ব্যক্তং হৃদ্যোধনো দৃষ্ট্য়া শোচন্ হস্তান্তি জীবিতম্ ॥ ২০
 ন মে জয়ঃ ক্রীতিকরো ন রাজ্যং

ন চামরথং ন শূরৈঃ সলোকতা ।

ইমং সমীক্ষ্যাপ্রতিবীৰ্য্যপৌরুষং

নিপাতিতং দেববরাশ্রজাত্মজম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং
 জ্যোৎস্বকগণি অভিমত্যাধপর্ষে যুধিষ্ঠিরবিলাপে
 একপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১

বীর ও সত্যপরাক্রমী, যাহার কণ্ঠ দেবগণও প্রশংসা করেন,
 যাহার কণ্ঠ বলপূর্ণ ও মহৎ, যে পরাক্রমশালী বীর নিবাতকবচ
 ও কালকেয় অশ্বরগণকে বিনাশ করিয়াছে, যে চক্ষুর নিমেঘের
 মধ্যেই হিরণ্যপুরবাসী ইন্দ্রশত্রু পোলোমনামক দানবগণের সহিত
 তাহাদের সংহার করিয়াছিল, সেই সামর্থ্যশালী অর্জুন শত্রুগণও
 যদি অভয় কামনা করিয়া তাহার নিকটে আসে, তবে তাহা-
 দিগকেও সে অভয়দান করিয়া থাকে; হায়! এরূপ বলশালী
 বীরের পুত্রকে আমরা রক্ষা করিতে পারিলাম না ॥ ১৫-১৮

অহো! মহাবল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের উপর এখন অতিশয়
 গুরুতর ভয় আসিয়া উপস্থিত হইল কারণ, নিজের পুত্রের বধে
 কুপিত হইয়া কুন্তীকুমার অর্জুন কোরবগণকে ভক্ত করিয়া
 ফেলিবে—তাহাদের মূলোচ্ছেদ করিয়া দিবে ॥ ১৯

হৃদ্যোধন নীচ পুরুষ। তাহার সহায়কগণও নীচ; তাই সে
 নিশ্চয়ই অর্জুনের হাতে নিজের পক্ষের বিনাশ দেখিয়া শোকে
 ব্যাকুল হইয়া স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিবে ॥ ২০

যাহার বল ও পুরুষার্থের কোনও তুলনা নাই, দেবেজকুমার
 অর্জুনের সেই পুত্র অভিমত্যাধপর্ষে রণাঙ্গনে যুদ্ধ দেখিয়া এখন
 আমাকে বিজয়, রাজ্য, অমরত্ব, ও দেবলোকলাভও ক্রীড়িতান
 করিতে পারে না ॥ ২১

দ্বিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[বিলাপরত-বুধিতিরসমীপে ব্যাসদেবস্তাগমনম্, অকম্পন-নারদবৃত্তান্তং বর্ণয়তা ব্যাসেন যুতোরুৎপত্তি-প্রসঙ্গবর্ণনঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

অধৈনং বিলপন্তঃ তং কুন্তীপুত্রং বুধিতিরম্ ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তত্র আজগাম মহানৃষিঃ ॥ ১
অর্চয়িত্বা বখাশ্চায়মুপবিষ্টং বুধিতিরঃ ।
অত্রবীচ্ছোকসন্তপ্তো ভ্রাতঃ পুত্রবধেন চ ॥ ২
অধর্মযুক্তৈর্বহুভিঃ পরিবার্য্য মহারথৈঃ ।
যুধ্যমানো মহেষ্ণাসৈঃ সৌভদ্রো নিহতো রণে ॥ ৩
বালশ্চ বালবুদ্ধিশ্চ সৌভদ্রঃ পরবীরহা ।
অল্পপায়েন সংগ্রামে যুধ্যমানো বিশেষতঃ ॥ ৪
ময়া প্রোক্তঃ স সংগ্রামে দ্বারং সঞ্জয়রত্ন নঃ ।
প্রবিষ্টেহভ্যন্তরে তস্মিন্ সৈন্ধবেন নিবারিতাঃ ॥ ৫
নহু নাম সমং যুদ্ধমেষ্টব্যং যুদ্ধজীবিত্তিঃ ।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[বিলাপরত বুধিতিরের নিকট ব্যাসদেবের আগমন এবং অকম্পন ও নারদের সংবাদ বলিতে বলিতে ব্যাসকর্তৃক বৃত্ত্যর উৎপত্তির প্রসঙ্গবর্ণন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভারপর এইরূপে বিলাপরত কুন্তীপুত্র বুধিতিরের নিকট সে স্থলে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব স্তাগমন করিলেন ॥ ১

সেইসময় বুধিতির তাঁহার বখাযোগ্য পূজা করিলেন । তারপর তিনি যখন উপবিষ্ট হইলেন, তখন ভ্রাতা অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর বিনাশে শোকসন্তপ্ত রাজা বুধিতির তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২

মুনে! অধর্মপরায়ণ অথচ মহাধনুর্ধর বহুসংখ্যক মহারথী চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া রণাঙ্গনে যুদ্ধ করত একাকী হুভদ্রাকুমার অভিমন্যুকে অসহায় অবস্থায় বধ করিয়াছেন ॥ ৩

শত্রুবীরনাশী অভিমন্যু এখনও বালক ও বালকহুলন্ত বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিল । বিশেষতঃ সে সংগ্রামে উপযুক্ত ত্রব্যাসামগ্রীহীন হইয়াই যুদ্ধ করিতেছিল ॥ ৪

আমি যুদ্ধস্থলে তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, তুমি যুদ্ধমধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আমাদের দ্বার উন্মোচন করিয়া দাও । তখন সে দ্বার উন্মোচন করিয়া যুদ্ধমধ্যে প্রবেশ করিয়া বাইল । তারপর যখন আমরা সেই দ্বার দিয়া যুদ্ধের মধ্যে প্রবেশ

ইদং চৈবাসমং যুদ্ধমীদৃশং বৎ কৃতং পঠৈঃ ॥ ৬

তেনাস্ম ভৃশসন্তপ্তঃ শোকবাস্পসমাকুলঃ ।

শমং নৈবাধিগচ্ছামি চিন্তয়ানঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭

সঞ্জয় উবাচ ।

তং তথা বিলপন্তঃ বৈ শোকবাকুলমানসম্

উবাচ ভগবান্ ব্যাসো বুধিতিরমিদং বচঃ ॥ ৮

ব্যাস উবাচ ।

বুধিতির মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ ।

ব্যাসনেষু ন মুহুস্তি হাদৃশা ভরতর্ষভ ॥ ৯

স্বর্গমেষ গতঃ শূরঃ শত্রুন্ হৃদ্বা বহুন্ রণে ।

অবাসদৃশং কর্ম কৃদ্বা বৈ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১০

অনতিক্রমণীয়ো বৈ বিধিরেষ বুধিতির ।

দেব-দানব-গন্ধর্বান্ যত্য়াইরতি ভারত ॥ ১১

কারতোছিলাম, তখন সিদ্ধুরাজ জয়ত্রথ আসিয়া আমাদের প্রতি-
রোধ করিল ॥ ৫

যুদ্ধজীবী কজিরগণের বীর ভুল্য অস্ত্রাদি সাধনসম্পন্ন বীরের সহিতই যুদ্ধ করিবার বাসনা করা উচিত । শত্রুয়া যে অভিমন্যুর সহিত এতাদৃশ যুদ্ধ করিল, তাহা কখনই সমান হইতে পারে না ॥ ৬

সেইজন্য আমি অত্যন্ত সন্তপ্ত, শোকাশ্রিতে সন্না আমার চক্ষু পূর্ণ হইয়া বাইতেছে । আমি বারংবার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িতেছি এবং আমি কোনরূপেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৭

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে শোকে ব্যাকুল হইয়া বিলাপরত রাজাবুধিতিরকে ভগবান্ ব্যাসদেব এই কথা বলিলেন ॥ ৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—সমস্ত শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ, মহামতি, ভরত-কুলভূষণ বুধিতির! তোমার জ্ঞান পুরুষের পক্ষে সঙ্কটের সময় মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নহে ॥ ৯

সেই পুরুষোত্তম অভিমন্যু শৌর্য্যশালী বীর । সে রণাঙ্গনে অবলোকচিত পরাক্রম প্রকাশ করত বহুসংখ্যক শত্রুকে বধ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে ॥ ১০

ভরতবংশধর বুধিতির! ইহা বিধাতারই বিধান । ইহাকে কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না । যত্ন্য দেবতা, দানব ও গন্ধর্বগণকেও হরণ করিয়া থাকে ॥ ১১

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ইমে বৈ পৃথিবীপালাঃ শেরতে পৃথিবীতলে ।

নিহতাঃ প্তনামধ্যে যুতসংজ্ঞা মহাবলাঃ ॥ ১১

নাগায়ুতবলাশ্চাত্তে বায়ুবেগবলাস্তথা ।

ত এতে নিহতাঃ সংখ্যে তুল্যরূপা নরৈর্নরাঃ ॥ ১৩

নৈবাং পশ্যামি হস্তাং প্রাণিনাং সংযুগে কচিৎ ।

বিক্রমেণোপসম্পন্নাস্তপোবলসমাস্বতাঃ ॥ ১৪

জ্ঞেতবামিতি চাত্তোক্তং যেবাং নিতাং হৃদি স্থিতম্ ।

অথ চেমে হতাঃ প্রাজ্ঞাঃ শেরতে বিগতায়ুষঃ ॥ ১৫

মৃত্যু ইতি চ শব্দোহয়ং বর্ততে চ ততোহর্থবৎ ।

ইমে মৃত্যু মহীপালাঃ প্রায়শো ভীমবিক্রমাঃ ॥ ১৬

নিশ্চেষ্টা নিরভীমানাঃ শূরাঃ শক্রবংশগতাঃ ।

রাজপুত্রাশ্চ সংরক্তা বৈশ্বানরমুখং গতাঃ ॥ ১৭

অত্র মে সংশয়ঃ প্রাপ্তঃ কুতঃ সংজ্ঞা মৃত্যু ইতি ।

কস্ম মৃত্যুঃ কুতো মৃত্যুঃ কেন মৃত্যুরিমাঃ প্রজাঃ ॥ ১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মুনে ! এই মহাবল ভূপালগণ সৈন্যদের মধ্যভাগে নিহত হইয়া “মৃত” নাম ধারণ করত ভূতলে শয়ন করিয়া আছে ॥ ১২

ইহাদের মধ্যে বহু রাজাই দশ হাজার হস্তিভূলা বলশালী এবং বহু রাজার বেগ ও বল বায়ুসদৃশ । এই সব তুল্যরূপবিশিষ্ট মহত্ত্বগণ অপর মহত্ত্বদের দ্বারা যুদ্ধস্থলে নিহত হইয়াছে ॥ ১৩

এই সকল প্রাণশক্তিসম্পন্ন বীরগণের যুদ্ধে কোন হস্তাকে আমি কোথাও দেখিতে পাইতেছি না ; কারণ, ইহারা সকলেই পরাক্রমশালী ও তপোবলাধিত ॥ ১৪

যাহাদের দ্বন্দ্বয়ে পরস্পরকে জয়লাভ করিবার বাসনা বর্তমান ছিল, সেই সব নরপতিগণও আয়ু শেষ হইয়া যাওয়ায় যুদ্ধে নিহত হইয়া ধরাতে শয়ন করিয়া আছে ॥ ১৫

অতএব ইহাদের প্রতি “মৃত”—এই শব্দ সার্থকভাবে বর্তমান আছে । এই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভূপালগণকে প্রায় মৃতই বলা হইয়াছে ॥ ১৬

এই শৌর্যশালী বীর রাজকুমারগণ চেষ্টা ও অভিমানশূন্য হইয়া শক্রদিগের অধীন হইয়াছে । ইহারা কুপিত হইয়া বাণবর্ষণরূপ অগ্নিমুখে প্রবেশ করিতেছে ॥ ১৭

এবিষয়ে আমার এতাদৃশ সংশয় জন্মিয়াছে যে, ইহাকে কেন এই কথা বলা হয় ? বৃত্ত্য নাম কোথা হইতে আসিল ? কাহার

হরতামরসঙ্কাশঃ তন্মে ব্রহ্মি পিতামহ ।

সঞ্জয় উবাচ ।

তং তথা পরিপুচ্ছন্তং কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ।

আশ্বাসনমিদং বাক্যমুবাচ ভগবানৃষিঃ ॥ ১২

ব্যাাস উবাচ ।

অত্রাপ্যদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।

অকম্পনস্ত কথিতং নারদেন পুরা নৃপ ॥ ২০

স চাপি রাজা রাজেন্দ্র পুত্রবাসনমুত্তমম্ ।

অপ্রসহ্যতমং লোকে প্রাপ্তবানিতি মে মতিঃ ॥ ২১

তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি মৃত্যোঃ প্রভবমুত্তমম্ ।

ততস্তং মোক্ষ্যসে দুঃখাং স্নেহবন্ধনসংশ্রায়াং ॥ ২২

সমস্তপাপরাশিস্বং শৃণু কীর্তয়তো মম ।

ধন্যমাখ্যানমায়ুয়ং শোকস্বং পুষ্টিবধনম্ ॥ ২৩

পণ্ডিতমরিসংঘস্বং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ।

যথৈব বেদাধ্যায়নমুপাখ্যানমিদং তথা ॥ ২৪

মৃত্যু হয় ? কি তেজু মৃত্যু হয় ? এই মৃত্যু কি জন্ত সকল প্রজাকে (প্রাণীকে) অপহরণ করিবার থাকে ? দেবভূলা পিতামহ ! এই সব বৃত্তান্ত আপনি আমাকে বলুন ॥ ১৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! এইরূপ প্রশ্নকারী কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে মুনিবর ভগবান ব্যাসদেব এই আশ্বাসজনক বাক্য বলিলেন ॥ ১৯

ব্যাসদেব বলিলেন,—নরেশ্বর ! জানী পুরুষগণ এবিষয়ে একটি প্রাচীন ইতিহাস দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করেন । এই ইতিহাস বহু পূর্বে দেবর্ষি নারদ রাজা অকম্পনকে বলিয়াছিলেন ।

রাজেন্দ্র ! রাজা অকম্পনও নিজ পুত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকলাভ করিয়াছিলেন ; যাহা আমার বিচারেও এজগতে সর্বাপেক্ষা অধিক অসহ্য দুঃখকর ছিল ॥ ২০-২১

এইজন্ত আমি তোমাকে মৃত্যুর উৎপত্তিবিষয়ক উত্তম বৃত্তান্ত আজ বর্ণনা করিব, ইহা শ্রবণ করিয়া তুমি স্নেহবন্ধনের কারণ উৎপন্ন দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে ॥ ২২

এই উপাখ্যান সমস্ত পাপরাশিনাশক । আমি ইহার বর্ণনা করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর । ইহা ধন ও আয়ুর বৃদ্ধিকারক, শোকনাশী, পুষ্টিবর্ধক, পবিত্র, শত্রুসমূহনিবারক এবং সমস্ত মঙ্গলকারী কার্য্য হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলকারক । বৈরাগ্য বৈরাগ্যের আধ্যায় পুণ্যকারক, সেইরূপ এই উপাখ্যানও পুণ্যজনক বলিয়া জানিবে ॥ ২৩-২৪

অবণীয়ঃ মহারাজ প্রাতর্নিত্যং নুপোত্তমৈঃ ।
 পূজানামুয্যতো রাজ্যমীহমর্নৈঃ জিয়ং তথা ॥ ২৫
 পুরা কৃতযুগে তাত আসীদ্ রাজা শক্রোপনঃ ।
 স শক্রবশমাপনো মধ্যে সংগ্রামমূর্ধনি ॥ ২৬
 তস্ত পুত্রো হরিনীম নারায়ণসমো বলে ।
 জীমান্ কৃতান্ত্রো মোধাবী যুধি শক্রোপমো বলী ॥ ২৭
 স শক্রভিঃ পরিবৃত্তো বহুধা রণমূর্ধনি ।
 বাস্ত্বান্ বাণসহস্রাণি যোধেষু চ গজেষু চ ॥ ২৮
 স কর্ম হুঙ্করং কৃষ্টা সংগ্রামে শক্রতাপনঃ ।
 শক্রভিনিহতঃ সংখ্যে পৃতনায়াং যুধিষ্ঠির ॥ ২৯
 স রাজা প্রেতকৃত্যানি তস্ত কৃষ্টা শুচাষিতঃ ।
 শোচন্নহনি রাত্রৌ চ নালভং সুখমাশ্রয়ঃ ॥ ৩০
 তস্ত শোকং বিদিত্বা তু পুত্রবাসনসম্ভবম্ ।
 আজগামাথ দেবর্ষিনঃ রিদোহস্ত সমীপতঃ ॥ ৩১

মহারাজ! দীর্ঘায় পুত্র, রাজ্য এবং ধন সম্পত্তি কামনাকারী
 শ্রেষ্ঠ রাজগণের প্রত্যহ প্রাতঃকালে এই উপাখ্যান শ্রবণ করা
 উচিত ॥ ২৫

তাত। প্রাচীনকালের কথা, সমুদ্রগে অকম্পননামক এক
 প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি যুদ্ধে শক্রদিগের বশীভূত হইয়া
 পাড়িয়াছিলেন ॥ ২৬

রাজার এক পুত্র ছিল, গাহার নাম হইল হরি। তিনি
 বলে ভগবান্ নারায়ণের তুল্য ছিলেন। তিনি অস্ত্রবিদ্যা
 পারদর্শী, মোধাবী, জীম্পয় এবং যুদ্ধে ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমী ॥ ২৭

তিনি এক সময় শক্রগণকর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া শক্রপক্ষের
 বোদ্ধাদের গজাবোহী সৈন্যদের উপর বারংবার সহস্র সহস্র
 বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

যুধিষ্ঠির! সেই শক্রতাপন বীর রাজকুমার সংগ্রামে হুঙ্কর
 পরাক্রম দেখাইয়া শেষে সৈন্যগণের মধ্যে শক্রসকলের দ্বারা নিহত
 হন ॥ ২৯

তখন রাজা অকম্পন শোকগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি
 পুত্রের অন্তেষ্টি কার্য্য সমাধা করিয়া দিব্যরাত্রি তাঁহারই শোকে
 নিমগ্ন রহিলেন। তাঁহার মনে তখন অজ্ঞ ও শক্তি ছিল না ॥ ৩০

ঐহ পুত্রের মৃত্যুতে রাজা অকম্পন অত্যন্ত শোকাবল
 হইয়াছেন, ইহা জানিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট আসিলেন ॥ ৩১

স তু রাজা মহাভাগো দৃষ্ট্বা দেবর্ষিসন্তমম্ ।
 পুত্রমিত্বা যথাশ্রায়ং কথামকথয়ং তদা ॥ ৩২
 তস্ত সর্বং সমাচষ্ট যথাবৃত্তং নরেশ্বরঃ ।
 শক্রভির্বিজয়ং সংখ্যে পুত্রস্য চ বধং তথা ॥ ৩৩
 মম পুত্রো মহাবীৰ্য্য ইন্দ্র-বিষ্ণুসমহৃতিঃ ।
 শক্রভির্বহুভিঃ সংখ্যে পরাক্রম্য হতো বলী ॥ ৩৪
 ক এষ মৃত্যুর্ভগবন্ কিং বীৰ্য্যবলপৌরুষঃ ।
 এতদিচ্ছামি তন্মেন শ্রোতুং মতিমভাং বর ॥ ৩৫
 তস্ত তদ্ বচনং শ্রুত্বা নারদো বরদঃ প্রভুঃ ।
 আখ্যানমিদমাচষ্ট পুত্রশোকাপহং মহং ॥ ৩৬
 নারদ উবাচ ।

শুণ রাজন্ মহাবাহো আখ্যানং বহুবিস্তরম্ ।
 যথাবৃত্তং শ্রুতং চৈব ময়াপি বস্তুধাধিপ ॥ ৩৭

সেই সময় মহাভাগ রাজা অকম্পন দেবর্ষিপ্রবর নারদকে
 ভাগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার যথাযোগ্য পূজা করত তাঁহাকে
 নিজের পুত্রের মৃত্যুবৃত্তান্ত বলিলেন ॥ ৩২

রাজা অকম্পন ক্রমশঃ শত্রুগণের বিজয় এবং যুদ্ধস্থলে নিধ
 পুত্রের মৃত্যুবৃত্তান্ত এ সমস্ত বিষয়ই নারদকে যথাযথভাবে বলিয়া
 শুনাইলেন ॥ ৩৩

তিনি বলিলেন,—দেবর্ষে! আমার পুত্র ইন্দ্র ও বিষ্ণুর দ্বায়
 তেজস্বী, মহাপরাক্রমশালী এবং বলবান্ ছিল, কিন্তু যুদ্ধে বহ
 শত্রু একত্রে মিলিত হইয়া পরাক্রমপ্রকাশ করত তাহাকে বধ
 করিয়াছে ॥ ৩৪

ভগবন্! এই মৃত্যু কে? ইহার বীৰ্য্য, বল ও পৌরুষ
 কিরূপ? বুদ্ধিমান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদ! আমি এই সব
 বিষয় যথাযথভাবে শুনিতে চাই ॥ ৩৫

রাজা অকম্পনের এই কথা শ্রবণ করিয়া বরদান করিতে সমর্থ
 ও প্রভাবশালী নারদ এই পুত্রশোকনাশক উত্তম উপাখ্যান
 বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৬

নারদ বলিলেন,—ভূপাল! তোমার পুত্রের মৃত্যু যেভাবে
 হইয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত আমিও যথাধরূপে পূর্বেই শ্রবণ
 করিয়াছি। মহাবাহ রাজন্! এখন আমি তোমার নিকট এক
 বিস্তৃত উপাখ্যান আরম্ভ করিতেছি। তুমি ইহা একাধিচ্ছিত্তে
 শ্রবণ কর ॥ ৩৭

প্রজাঃ সৃষ্টা তদা ব্রহ্মা আদিসর্গে পিতামহঃ ।
 অসংহতং মহাতেজা দৃষ্টা জগদিদং প্রভুঃ ॥ ৩৮
 তস্ত চিন্তা সমুৎপন্না সংহারং প্রতি পাথিব ।
 চিন্তয়ন্ত হসৌ বেদ সংহারং বসুধাধিপ ॥ ৩৯
 তস্ত রোষান্ মহারাজ খেভ্যোহগ্নিরুদতিষ্ঠত ।
 তেন সর্বা দিশো ব্যাপ্তাঃ সান্তর্দ্দেশা দিধক্ষতা ॥ ৪০
 ততো দিবং ভুবং চৈব জ্বালামালাসমাকুলম্ ।
 চরাচরং জগৎ সর্বং দদাহ ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৪১
 ততো হতানি ভূতানি চরাগি স্থাবরাগি চ ।
 মহতা ক্রোধবেগেন ত্রাসয়ন্তি বীর্য্যবান্ ॥ ৪২

সৃষ্টির আদিতে মহাতেজস্বী ও শক্তিশালী পিতামহ ব্রহ্মা যখন
 প্রজাগণের সৃষ্টি করিলেন, তখন সংহারের কোনই ব্যবস্থা ছিল
 না, হুতরাং এই সম্পূর্ণ জগৎকে প্রাণিগণে পরিপূর্ণ ও মৃত্যু-রহিত
 দেখিয়া প্রাণিগণের সংহারের জন্ত চিন্তিত হইলেন। রাজন্!
 ভূপাল! বহু কিছু চিন্তা করিবার পরেও ব্রহ্মার প্রাণিগণের
 সংহারের বিষয়ে কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না ॥ ৩৮-৩৯

মহারাজ! সেই সময় ক্রোধবশতঃ ব্রহ্মার নেত্রাদি ঈশ্রিয়-স্বার-
 সমূহ দিয়া অগ্নি উৎপন্ন হইল। সেই অগ্নি এই জগৎকে দগ্ধ করিবার
 ইচ্ছায় সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ সমূহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪০

তদনন্তর আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বত্রই অগ্নির প্রচণ্ড শিখা
 ব্যাপ্ত হইল। দাহ করিতে সমর্থ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ভগবান্
 অগ্নিদেব তীব্র ক্রোধবেগে সকলকে সন্তপ্ত করিতে করিতে সম্পূর্ণ

শ্রীমদ্রহি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জ্যোতপর্বদ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত
 সমাপ্ত ।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[শঙ্কর-ব্রহ্মণোঃ সংবাদঃ, মৃত্যোরূপন্তিঃ, তত্‌তপরি প্রজাসংহারভারার্ণবঃ ।]

স্থাপুরুবাচ ।

প্রজাসর্গনিমিত্তং হি কৃতো যন্তস্তয়া বিভা ।

তয়া সৃষ্টাশ্চ ব্রহ্মাশ্চ ভূতগ্রামাঃ পৃথগ্ধিবাঃ ॥ ১

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[শঙ্কর ও ব্রহ্মার সংবাদ, মৃত্যুর উৎপত্তি এবং তাহার উপর
 প্রজাসংহারের ভার অর্পণ ।

স্বাপু (ব্রহ্মদেব) বলিলেন,—প্রভো! আপনি প্রজাগণের
 সৃষ্টির জন্ত স্বয়ংই যত্ন করিয়াছেন। আপনি স্বয়ংই নানাপ্রকার

ততো ব্রহ্মো জটী স্থাপুর্নিশাচরপতির্হরঃ ।

জগাম শরণং দেবং ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ৪৩

তস্মিন্নাপতিতে স্থাণৌ প্রজানাং হিতকাময়া ।

অত্রবীৎ পরমো দেবো জলন্তি মহামুনিঃ ॥ ৪৪

কিং কুর্মঃ কামং কামাহ কামাজ্জাতোহসি পুত্রক ।

করিষ্যামি প্রিয়ং সর্বং ক্রহি স্থাণৌ যদিচ্ছসি ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 জ্যোতপর্বনি অভিমত্‌ব্যবধপর্বনি
 দ্বিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২

চরাচর (স্থাবর-জলমাত্মক) জগৎকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।
 ইহাতে বহু স্থাবর-জলমাত্মক নষ্ট হইয়া বাইল ॥ ৪১-৪২

তাহার পর রাক্ষসগণের অধিপতি, জটধারী, দুঃখভর্তা স্থাপু-
 নামধারী ভগবান্ ব্রহ্ম পরমেষ্ঠী ভগবান্ ব্রহ্মার শরণগ্রহণ
 করিলেন ॥ ৪৩

প্রজাসকলের হিতাকাঙ্ক্ষী ভগবান্ ব্রহ্মদেব আগমন করিলে
 পর মহামুনি ব্রহ্মা স্বীয় তেজে দেদীপ্যমান হইয়া এইরূপ
 বলিলেন ॥ ৪৪

স্বীয় অভীষ্ট মনোরথ লাভ করিবার যোগ্য পুত্র! তুমি
 আমার মানসিক সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছ; আমি তোমার
 কোন কামনা পূর্ণ করিব? তুমি যাহা পাইতে ইচ্ছুক, তাহা
 বল। আমি তোমার সকল মনোরথাত্মক প্রিয় কাঙ্ক্ষা করিব ॥ ৪৫

শ্রীমদ্রহি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জ্যোতপর্বদ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত
 সমাপ্ত ।

প্রাণিগণের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করিয়াছেন ॥ ১

আপনার সেই সৃষ্ট প্রজাগণ পুনরায় আপনারই ক্রোধে এখন
 দগ্ধ হইতেছে। ইহাতে তাহাদের জন্ত আমার ক্ষম কল্পায় পূর্ণ
 হইয়া উঠিয়াছে। ভগবন্! প্রভো! সেইজন্য আপনি এই
 প্রজাগণের কৃপাদৃষ্টি করিয়া প্রশম হউন ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ ।

সংহতুং ন চ মে কাম এতদেবং ভবেদিত্তি ।
পৃথিব্যা হিতকামং তু ততো মাং মন্যুরাবিশং ॥ ৩
ইয়ং হি মাং সহা দেবী ভারার্ভা সমচূচদং ।
সংহারার্থং মহাদেব ভাৰেণাভিহতা সতী ॥ ৫
ততোহহং নাধিগচ্ছামি তথা বহুবিধং তদা ।
সংহারমপ্রমেয়স্ত ততো মাং মন্যুরাবিশং ॥ ৫
রুদ্র উবাচ ।

সংহারার্থং প্রসীদস্ব মা রুষো বসুধাধিপ ।
মা প্রজাঃ স্থাবরাশ্চৈব জঙ্গমাশ্চ ব্যানীনশঃ ॥ ৬
তব প্রসাদাদ্ ভগবন্নিদং বর্তেৎ ত্রিধা জগৎ ।
অনাগতমতীতঞ্চ যচ্চ সম্প্রতি বর্ততে ॥ ৭
ভগবন্ ক্রোধসন্দীপ্তঃ ক্রোধাদগ্নিমবাস্থজং ।
স দহত্যশ্মকুটানি ক্রমাংশ্চ সরিতস্তথা ॥ ৮
পঞ্চলানি চ সর্বাণি সর্বাংশ্চৈব তৃণোলপান্ ।
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব নিঃশেষং কুরুতে জগৎ ॥ ৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—রুদ্র! আমার ইচ্ছা একুপ নহে যে, এই প্রজাগণ এইভাবে বিনষ্ট হউক । জগতের হিত কামনা করিয়াই আমার মনে এই ক্রোধ আবিষ্ট হইয়াছে । ৩

মহাদেব! এই পৃথিবীদেবী প্রজাগণের ভারে পীড়িত হইয়া জগতের সংহারের জন্ত আমাকে প্রেরণাদান করিয়াছে । এই সতী-সাক্ষীদেবী গুরুতরভাবে অবনত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৪

আমি অনেক প্রকার এই অনন্ত জগতের সংহারের জন্ত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোন উপায়ই আমি উদ্ভাবন করিতে পারি নাই । একজ্ঞ আত্ম আমার মনে ক্রোধের সমাবেশ হইয়াছে ॥ ৫

রুদ্র বলিলেন,—বসুধার অধিপতি পিতামহ! আপনি ক্রোধ করিবেন না । জগতের সংহার নিবারণের জন্ত আপনি প্রসন্ন হউন । এই স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিগণকে বিনাশ করিবেন না ॥ ৬

ভগবন্! আপনার কৃপায় এই জগৎ বাহা পূর্বে ছিল, সেই ভূত, বাহা ভবিষ্যতে থাকিবে, সেই ভবিষ্যৎ ও বাহা সম্প্রতি আছে, সেই বর্তমান—এই তিন রূপে বিভক্ত হইয়া তিন ভাবে পরিচালিত হইতেছে । ৭

প্রভো! আপনি কোথায় প্রজালিত হইয়া ক্রোধপূর্বক যে অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি পর্বতশিখর, বৃক্ষ ও নদীসমূহকে দহ করিতেছেন । ৮

এই অগ্নি সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়, সর্কপ্রকার তৃণ ও লতাশুষ্ক এবং গতিশীল জগৎকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতেছে । এইরূপে

তদেতদ্ ভস্মসানুভূতং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ।

প্রসীদ ভগবন্ স ত্বং রোষো ন স্তাদ্ বরো মম ॥ ১০

সর্বে হি সৃষ্টা নশ্বন্তি তব দেব কথঞ্চন ।

তস্মান্নিবর্ততাং তেজস্তব্যোবেদং প্রলীয়তাম্ ॥ ১১

তৎ পশু দেব সৃভূষণং প্রজানাং হিতকাম্যয়া ।

যথেষ্টে প্রাণিনঃ সর্বে নিবর্তেরংস্তথা কুরু ॥ ১২

অভাবং নেহ গচ্ছৈয়ুরুৎসন্নজননাঃ প্রজাঃ ।

আদিদেব নিযুক্তোহস্মি ত্বয়া লোকেষু লোককৃৎ ॥ ১৩

মা বিনশ্যেজ্জগন্নাথ জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।

প্রসাদাভিমুখং দেবং তস্মাদেবং ব্রবীম্যহম্ ॥ ১৪

নারদ উবাচ ।

ঋত্বা হি বচনং দেবঃ প্রজানাং হিতকারণে ।

তেজঃ সঙ্কারয়ামাস পুনরেবাস্তুরাত্মনি ॥ ১৫

ততোহগ্নিমুপসংহত্য ভগবান্লোকসংকৃতঃ ।

প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কথয়ামাস বৈ প্রভুঃ ॥ ১৬

এই সমগ্র চরাচর জগৎ প্রজালিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে । ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন । আপনার মনে যেন আর কোন রোষ না থাকে, ইহাই আপনার নিকট আমার বর প্রার্থনা ॥ ১০

দেব! আপনার সৃষ্ট এই সমস্ত প্রাণী যে কোনরূপে নষ্ট হইয়া থাকে; অতএব আপনার এই তেজস্বরূপ ক্রোধ জগতের সংহার হইতে নিবৃত্ত হইয়া আপনার মধ্যে বিলীন হউক ॥ ১১

প্রভো! আপনার প্রজাবর্গের অত্যন্ত হিত কামনা করিয়া ইহাদের উপর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করুন । বাহাতে এই সমস্ত প্রাণী ধ্বংস হইতে রক্ষা পায়, আপনি তাহাই করুন ॥ ১২

সন্তানসকল নষ্ট হইয়া যাওয়ার বাহাতে সকল প্রাণী লুপ্ত হইয়া না পড়ে । আদিদেব! আপনি লোকসমূহের মধ্যে আমাকে লোকশষ্টার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন ॥ ১৩

জগন্নাথ! এই চরাচর জগৎ বাহাতে নষ্ট না হয়, সেইজন্ত সদা করুণা করিতে উত্তম প্রভুর সম্মুখে আমার এইরূপ প্রার্থনা আমি নিবেদন করিলাম ॥ ১৪

নারদ বলিলেন,—রাজন্! প্রজাগণের হিতের জন্ত মহাদেবের এই বাক্য গ্রহণ করিয়া ভগবান্ ব্রহ্ম পুনরায় স্বীয় অস্ত্র-রাশ্বায় সেই তেজ (ক্রোধ) ধারণ করিলেন ॥ ১৫

তখন বিশ্ববাসিত ভগবান্ ব্রহ্ম সেই ক্রোধাগ্নির উপসংহার

উপসংহরতন্তু তমগ্নিঃ রোষজং তথা ।
 প্রাচুর্ভূব বিশ্বেভ্যো গোভ্যো নারী মহাশ্বনঃ ॥ ১৭
 কৃষ্ণরক্তা তথা পিত্তরক্তজিহ্বাস্তলোচনা ।
 কুণ্ডলাভাঞ্চ রাজেন্দ্র তপ্তাভাং তপ্তভূষণা ॥ ১৮
 সা নিঃসৃত্য তথা খেভ্যো দক্ষিণাং দিশমাস্ত্রিতা ।
 শ্বয়মানা চ সাবেক্ষ্য দেবৌ বিশ্বেশ্বরাবুভৌ ॥ ১৯
 তামাহুয় তদা দেবো লোকাদিনিধনেশ্বরঃ ।
 (উক্তবান্ মধুরং বাক্যং সাস্থয়িষ্য পুনঃ পুনঃ ।)
 মৃত্যো ইতি মহীপাল জহি চেমঃ প্রজা ইতি ॥ ২০
 ঋং হি সংহারবুদ্ধ্যাপ্য প্রাচুর্ভূতা রুষো মম ।

করিয়া মহাশ্বগণের জন্ত প্রবৃত্তি (কথ্য) ও নিবৃত্তি (জ্ঞান) মার্গের
 উপদেশ দান করিলেন ॥ ১৬

সেই জ্যোৎস্নার উপসংহার করিবার সময় মহাত্মা ব্রহ্মার সকল
 ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে এক নারী প্রাচুর্ভূতা হইলেন । তিনি কৃষ্ণ ও
 রক্তবর্ণবিশিষ্টা ছিলেন । ইহার জিহ্বা, মুখ এবং নেত্র পীতবর্ণ ও
 রক্তবর্ণ ছিল । রাজেন্দ্র ! তিনি তপ্ত স্বর্ণনির্মিত কুণ্ডলে
 সুশোভিত এবং তাঁহার সমস্ত আভরণই তপ্ত স্বর্ণে নির্মিত
 ছিল ॥ ১৭-১৮

তিনি ব্রহ্মার ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণদিকে
 অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং সেই দুই বিশ্বেশ্বর দেবতার দিকে
 নিরীক্ষণ করিতে করিতে মূহ হস্ত করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

মহীপাল ! সেই সমস্ত জগতের আদি ও অন্তের অধিপতি
 স্বামী ব্রহ্মা সেই নারীকে নিজের নিকটে আহ্বান করিয়া আনিয়া

শ্রীমদ্রহি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জ্যোৎস্নাস্তম অধ্যায়ের
 অধ্যায়ের অন্তিম অধ্যায় সমাপ্ত ।

তস্মাৎ সংহর সর্বাস্তং প্রজাঃ সজ্জপশুতাঃ ॥ ২১
 মম ঋং হি নিয়োগেন ততঃ জ্যোয়ো হুবাশ্বাসি ।
 এবমুক্তা তু সা তেন মৃত্যুঃ কমললোচনা ॥ ২২
 দধৌ চাত্যর্থমবলা প্ররুরোদ চ সুশ্বরম্ ।
 পাণিভ্যাং প্রতিজগ্রাহ তান্ত্রাণি পিতামহঃ ।
 সর্বভূতহিতার্থায় তাং চাপ্যমুনয়ং তদা ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 জ্যোৎস্না অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০
 ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১

তাঁহাকে বারংবার সাস্ত্রনাদান করিতে করিতে মধুর বাণীতে
 “হে মৃত্যু” এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বলিলেন—তুমি এই সমস্ত
 প্রজাগণকে সংহার কর ॥ ২০

দেবি ! তুমি সংহার বুদ্ধিধারা প্রেরিত হইয়া আমার রোষ
 হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, সেইজন্ত মূর্খ ও পশুিত সকল প্রজাকে
 সংহার করিতে থাক, আমার আজ্ঞায় তোমায় এই কাৰ্য্য করিয়া
 যাইতে হইবে । ইহাতেই তোমার কল্যাণ হইবে ॥ ২১

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর মৃত্যুনারী সেই কমলনয়না নারী
 অত্যন্ত চিন্তাবিত্তা হইয়া পড়িলেন এবং ধীরস্বরে ক্রন্দন করিতে
 লাগিলেন ॥ ২২

পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার সেই অশ্রু সমস্ত প্রাণিগণের হিতের
 জন্ত স্বীয় দুই হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং সেই নারীকেও অমুনয়
 সহকারে প্রসন্ন করিলেন ॥ ২৩

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঃধ্যায়ঃ ।

[মৃত্যোরূপঃ তপঃ, ব্রহ্মণঃ সমীপতো বরলাভঃ, নারদাকম্পনসংবাদোপসংহারশ্চ ।]

নারদ উবাচ ।

বিনীয় হুঃখমবলা আত্মশ্চেব প্রজাপতিম্ ।

উবাচ প্রাজ্ঞলিভূষা লভেবাবজিতা পুনঃ ॥ ১

মৃত্যুরূবাচ ।

হুয়া সৃষ্টা কথং নারী ঈদৃশী বদতাং বর ।

ক্রুরং কর্মাহিতং কুর্ধ্যাং তদেব কিমু জানতী ॥ ২

বিভেম্যাহমধর্মাদ্বি প্রসীদ ভগবন্ প্রভো ।

প্রিয়ান্ পুত্রান্ বয়স্তাংশ্চ ভ্রাতৃন্ মাতৃঃ পিতৃন্ পতীন্ ॥ ৩

অপধ্যাস্তাস্তি মে দেব মৃতেষেভ্যো বিভেম্যাহম্ ।

কুপণানাং হি রুদতাং যে পতন্ত্যশ্রুবিন্দবঃ ॥ ৪

তেভ্যোহহং ভগবন্ ভীতা শরণং হাহমাগতা ।

যমস্ত ভবনং দেব গচ্ছেয়ং ন সুরোত্তম ॥ ৫

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[মৃত্যুর ঘোর তপস্তা, ব্রহ্মার নিকট হইতে তাঁহার বরলাভ এবং নারদ-অকম্পনসংবাদের উপসংহার ।]

নারদ বলিলেন,—রাভুন্! তদনন্তর সেই অবলা নিজের অন্তরেই স্ব-হৃৎথকে ধারণ করিয়া অবনতা লতার তায় বিনম্র হইয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে ব্রহ্মাকে বলিলেন ॥ ১

মৃত্যু বলিলেন,—বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি! আপনি আমাকে একরূপ নারীরূপে কেন উৎপন্ন করিলেন? আমি জানিয়া শুনিয়া এই ক্রুরতাপূর্ণ কাণ্ড কিরূপে করিব? ২

ভগবন্! আমি অধর্ম হইতে ভীত হইয়াছি। প্রভো! আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন। যখন আমি প্রাণিগণের প্রিয় পুত্র, মিত্র, ভ্রাতা, মাতা, পিতা এবং পতিদিগকে নিধন করিতে থাকিব, দেব! তখন সেই নিহত ব্যক্তিগণ আত্মীয়রা আমার লক্ষ্যে অনিষ্ট চিন্তা করিতে থাকিবে। অতএব আমি ইহাদের সকলের নিকট হইতে ভীত হইতেছি ॥

ভগবন্! রোদনপরায়ণ দীন-হুঃখী প্রাণিগণের নেত্র হইতে যে অশ্রুবিন্দু পতিত হইবে, আমি তাহা হইতে ভীত হইয়া আপনার শরণাগতা হইলাম ॥

হে দেব! হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি শরীর ও মস্তক নষ্ট করিয়া

কায়েন বিনয়োপেতা মূর্খেদগ্ননথেন চ ।

এতদিচ্ছাম্যহং কামং স্বস্তো লোকপিতামহ ॥ ৬

ইচ্ছেয়ং স্বংপ্রসাদাদ্বি তপস্তপুং প্রজেশ্বর ।

প্রদিশেমং বরং দেব স্বং মহং ভগবন্ প্রভো ॥ ৭

হুয়া হ্যাক্তা গমিষ্যামি ধেমুকাশ্রমমুত্তমম্ ।

তত্র তপ্যো তপস্তীত্রং তবৈবারাধনে রতা ॥ ৮

ন হি শক্ষ্যামি দেবেশ প্রাণান্ প্রাণভূতাং প্রিয়ান্ ।

হতুং বিলপমানানামধর্মাদভিরক্ষ মাম্ ॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ ।

মৃত্যো সঙ্কল্পিতাসি স্বং প্রজাসংহারহেতুনা ।

গচ্ছ সংহর সর্বাস্তং প্রজা মা তে বিচারণা ॥ ১০

ভবিতা হেতদেবং হি নৈতজ্জাহ্নুযা ভবেৎ ।

ভব অনিন্দিতা লোকে কুরুষ বচনং মম ॥ ১১

এবং কৃতাজ্ঞলি হইয়া বিনীতভাবে আপনার শরণগ্রহণ করত এই অভিলাষ পূর্ণ করিতে চাই যে, আমি যেন যমালয়ে গমন না করি ॥ ৩-৬

প্রজেশ্বর! আমি আপনার করুণায় তপস্তা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। দেব! ভগবন্! প্রভো! আপনি আমাকে এই বর-প্রদান করুন ॥ ৭

আপনার আজ্ঞা লইয়া আমি উত্তম ধেমুকাশ্রমে গমন করিব এবং সেখানে আপনারই আরাধনায় নিরত থাকিয়া কঠোর তপস্তা করিব ॥ ৮

দেবেশ্বর! আমি ক্রন্দন করিতে করিতে বিলাপরত প্রাণিগণের প্রিয় প্রাণকে অপহরণ করিতে পারিব না। আপনি আমাকে এই অধর্ম হইতে রক্ষা করুন ॥ ৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—মৃত্যো! প্রজাগণের সংহারের জন্তই আমি সঙ্কল্প করত তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি। যাও, তুমি সকল প্রজাকে সংহার কর। তোমার মনে আর অস্ত কোন বিচার করা উচিত নহে ॥ ১০

এই কার্য্য করিবার জন্তই তোমার এই জন্ম। ইহা কখনও অন্তথা হইবে না। তুমি লোকে অনিন্দিতা থাকিয়া আমার আদেশ পালন কর ॥ ১১

নারদ উবাচ ।

এবমুক্তাভবং প্রীতা প্রাজ্ঞলিভগবন্মুখী ।
সংহারে নাকরোদ্ বুদ্ধিং প্রজ্ঞানাং হিতকাময়া ॥ ১২
তুষ্ণীমাসীৎ তদা দেবঃ প্রজ্ঞানামীশ্বরেশ্বরঃ ।
প্রসাদং চাগমৎ ক্ষিপ্ৰমাশ্রনৈব প্রজ্ঞাপতিঃ ॥ ১৩
শ্রয়মানশ্চ দেবেশো লোকান্ সর্বানবেক্ষ্য চ ।
লোকাস্তাসন্ যথাপূর্বং দৃষ্টোন্তেনাপমম্ব্যনা ॥ ১৪
নিবৃত্তরোষে তস্মিন্ভু ভগবত্যপরাজিতে ।
সা কত্বাপি জগামাথ সমীপাৎ তস্ত ধীমতঃ ॥ ১৫
অপমৃত্যুপ্রতিজ্ঞত্য প্রজ্ঞাসংহরণং তদা ।
শ্রমমাণা চ রাজেন্দ্র মৃত্যুর্ধেধুমকমভ্যাগাৎ ॥ ১৬
সা তত্র পরমং তীত্রং চচার ব্রতমুত্তমম্ ।
সা তদা হেতুপাদেন তস্মৌ পদ্মানি ষোড়শ ॥ ১৭
পঞ্চ চাকানি কারুণ্যাৎ প্রজ্ঞানাং তু হিতৈষিণী ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ প্রিয়েভ্যঃ সন্নিবর্তা সা ॥ ১৮

নারদ বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর তাঁহার দিতে মুখ করত কৃতাজলি হইয়া সেই নারী মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। কিন্তু তিনি প্রজাগণের হিতকামনায় তাহাদের সংহার করিতে মনোনিবেশ করিলেন না ॥ ১২

তখন প্রজাপতিগণের অধিপতি ভগবান্ ব্রহ্মা নীরব হইয়া বাইলেন। তারপর সেই ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা অতিসম্মত নিজেকে নিজেই প্রসন্নতালাভ করিলেন ॥ ১৩

দেবেশ্বর ব্রহ্মা সমস্ত লোকসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করত ঈর্ষ্য হস্ত করিলেন। তিনি ক্রোধহীন হইয়া দেখিলেন বলিয়া সকল লোকই পূর্বের জ্ঞান পরিপূর্ণ হইয়া বাইল ॥ ১৪

সেই অপরাজিত ভগবান্ ব্রহ্মার রোষ প্রশমিত হইয়া বাইলে সেই কস্তাও এই পরমবুদ্ধিমান্ দেবেশ্বর ব্রহ্মার নিকট হইতে অন্তর্ভুক্ত চলিয়া বাইলেন ॥ ১৫

রাজেন্দ্র! সেই সময় প্রজাগণকে সংহার করিবার বিষয়ে কোন প্রতিজ্ঞা না করিয়া মৃত্যু সেখানে হইতে চলিয়া বাইলেন এবং অতিসম্মত দেহকাজে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬

তিনি সেখানে অত্যন্ত কঠোর ও উত্তম ব্রতের পালন আরম্ভ করিলেন। সেই সময় তিনি দ্বাবশতঃ প্রজাবর্গের হিত কামনা করিবার ইচ্ছায় স্বীয় ইন্দ্রিয়গণকে প্রিয় বিষয়সমূহ হইতে সরাইয়া লইয়া একুশ পদ্মবর্ষ পর্যন্ত একপদে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ১৭-১৮

ততস্ত্বেকেন পাদেন পুনরস্তানি সপ্ত বৈ ।

তস্মৌ পদ্মানি ষট্ চৈব সপ্ত চৈকঞ্চ পার্থিব ॥ ১৯

ততঃ পদ্মায়ুতং তাত যুগৈঃ সহ চচার সা ।

পুনর্গতা ততো নন্দাং পুণ্যাং শীতামলোদকাম্ ॥ ২০

অপ্সু বর্ষসহস্রাণি সপ্ত চৈকঞ্চ সানয়ৎ ।

ধারয়িত্বা তু নিয়মং নন্দায়্যং বীতকলুষা ॥ ২১

সা পূর্বং কৌশিকীং পুণ্যাং জগাম নিয়মৈষিতা ।

তত্র বায়ুজলাহারা চচার নিয়মং পুনঃ ॥ ২২

পঞ্চগঙ্গাসু সা পুণ্যা কস্তা বেতসকেষু চ ।

তপোবিশেষৈর্বহুভিঃ কথয়দ্ দেহমাশ্রয়ঃ ॥ ২৩

ততো গতা তু সা গঙ্গাং মহামেধকঞ্চ কেবলম্ ।

তস্মৌ চাশ্রয়ে নিশ্চেষ্টা প্রাণায়ামপরায়ণা ॥ ২৪

পুনর্হিমবতো মুগ্ধি যত্র দেবাঃ পুরায়জন্ ।

তত্রাঙ্গুষ্ঠেন সা তস্মৌ নিখর্বং পরমা শুভা ॥ ২৫

নরেশ্বর! তদনন্তর পুনরায় অপর একুশ পদ্মবর্ষ সেখানে একপদে দণ্ডায়মানা থাকিয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

তাত! তাহার পর দশ হাজার পদ্ম বৎসরকাল তিনি যুগগণের সহিত বিচরণ করিলেন। তারপর শীতল ও নিম্মল জলপূর্ণা পুণ্যময়ী নন্দানদীতে বাইয়া তাঁহার জলে আট হাজার বৎসর অতিবাহিত করিলেন ॥

এইরূপে নন্দানদীতে নিয়মপূর্বক অবস্থান করিয়া তিনি নিশ্চাপ হইয়া বাইলেন। তদনন্তর ব্রত নিয়ম অবলম্বন পূর্বক মৃত্যু পুণ্যময়ী কৌশিকী নদীতে গমন করিলেন এবং সেখানে বায়ু ও জল আহার করত পুনরায় কঠোর নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন ॥ ২০-২২

সেই পবিত্র কস্তা পঞ্চগঙ্গা ও বেতসবনে বহু ভিন্ন ভিন্ন তপস্তার দ্বারা নিজের শরীরকে অত্যন্ত দুর্বল করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩

তাহার পর তিনি গঙ্গাতীরে এবং প্রধানতীর্থে মহামেধ-পূর্বভের শিখরে বাইয়া প্রাণায়াম করত প্রসন্নমুষ্টির জায় নিশ্চেষ্ট-ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তারপর দেবতাগণ পূর্ব হিমালয়ের ঘে শিখরে বস করিয়াছিলেন, সেখানে বাইয়া এই পরম শুভলক্ষণা কস্তা এক নিখর্ব বর্ষ পর্যন্ত কেবল পায়ের বুজাঙ্গুলির সাহায্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ২৫

পুরুষেযথ গোকর্ণে নৈমিষে মলয়ে তদা ।
 অপাকর্ষং স্বকং দেহং নিয়মৈর্মানসপ্রিয়ৈঃ ॥ ২৬
 অনন্তদেবতা নিত্যং দৃঢ়ভক্তা পিতামহে ।
 তস্মৌ পিতামহং চৈব তোষয়ামাস ধর্মতঃ ॥ ২৭
 ততস্তামব্রবীৎ প্রীতো লোকানাং প্রভবোহব্যয়ঃ ।
 সৌম্যেন মনসা রাজন্ প্রীতঃ প্রীতমনাস্তদা ॥ ২৮
 যুতো্য কিমিদমত্যস্তং তপাংসি চরসীতি হ ।
 ততোহব্রবীৎ পুনর্মৃত্যুর্ভগবন্তং পিতামহম্ ॥ ২৯
 নাহং হস্তাং প্রজা দেব স্বস্থাশ্চাক্রোশতীন্তথা ।
 এতদিচ্ছামি সর্বশ স্বস্তো বরমহং প্রভো ॥ ৩০
 অধর্মভয়ভীতান্মি ততোহহং তপ আস্থিতা ।
 ভাতায়ান্ত মহাভাগ প্রযচ্ছাভয়মব্যয় ॥ ৩১
 আর্তা চানাগসী নারী যাচামি ভব মে গতিঃ ।
 তামব্রবীৎ ততো দেবো ভূত-ভব্য-ভবিষ্যবিৎ ॥ ৩২

অনন্তর পুরুষ, গোকর্ণ, নৈমিষারণ্য ও মলয়চল তীর্থসমূহে
 গমন করত দেখানে মনের প্রিয় নিয়মসমূহের দ্বারা তিনি
 স্বীয় শরীরকে অত্যন্ত ক্লিণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৬

অন্তকোন দেবতার প্রতি আসক্ত না থাকিয়া তিনি সর্বদা
 পিতামহ ব্রহ্মার উপরই স্বেচ্ছা ভক্তিভাবে ধারণ করিয়াছিলেন ।
 সেই কল্পা স্বীয় ধর্মচরণের দ্বারা পিতামহকে সন্তুষ্ট করিয়া-
 ছিলেন ॥ ২৭

রাজন্! লোকসকলের উৎপত্তির কারণভূত অবিনাশী
 ব্রহ্মা সেই সময় মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সরলহৃদয়ে প্রীতি-
 সহকারে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২৮

যুতো্য! তুমি কি চেতু একরূপ অত্যন্ত কঠোর তপস্তা
 করিতেছ? তখন যত্নে ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মাকে পুনরায় এই
 কথা বলিলেন ॥ ২৯

দেব! প্রভো! সর্বেশ্বর! আমি আপনার নিকট চাইতে
 এই বরলাভ করিতে চাই যে, আমাকে যেন বিলাপরত ও স্বহ
 প্রজাদিগকে বধ করিতে না হয় ॥ ৩০

মহাভাগ! আমি অধর্মের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছি
 সেইজন্য আমি তপস্তা করিতেছি। অবিনাশী পরমেশ্বর!
 আপনি ভয়ভীত এই অবলাকে অভয়দান করুন ॥ ৩১

নাথ! আমি এক নিরপরাধা নারী, আমি এখন আর্তভাবে
 আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি—আপনি আমার আশ্রয়দাতা

অধর্মো নাস্তি তে যুতো্য সংহরন্ত্য ইমাঃ প্রজাঃ ।
 ময়া চোক্তং যুবা ভদ্রে ভবিতা ন কথঞ্চন ॥ ৩৩
 তস্মাৎ সংহর কল্যাণি প্রজাঃ সর্বাশ্চতুর্বিধাঃ ।
 ধর্মঃ সনাতনশ্চ ত্বাং সর্বথা পাবয়িস্বাত্তি ॥ ৩৪
 লোকপালো যমশ্চৈব সহায়্য ব্যাধয়শ্চ তে ।
 অহংক বিবুধাশ্চৈব পুনর্দাস্তাম তে বরম্ ॥ ৩৫
 যথা স্বমেনসা মুক্তা বিরজাঃ খ্যাতিমেয্যতি ।
 সৈবমুক্তা মহারাজ কৃতাজ্জলিরিদং বিভূম্ ॥ ৩৬
 পুনরেবাব্রবীদ্ বাকাং প্রসাত্ত শিরসা তদা ।
 যত্তেবমেতৎ কর্তব্যং ময়া ন স্তাদ্ বিনা প্রভো ॥ ৩৭
 তবাজ্ঞা মুগ্ধি মে শ্রুত্বা যৎ তে বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ।
 লোভঃ ক্রোধোহভ্যসূর্যেখ্য

জ্যোহো মোহশ্চ দেহিনাম্ ॥ ৩৮

হউন। তখন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের জ্ঞাতা ভগবান্ ব্রহ্মা
 তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৩২

যুতো্য! এই প্রজাগণকে সংহার করিলে তোমার অধর্ম
 হইবে না। ভদ্রে! আমি যে কথা বলিয়াছি, তাহা কখনও
 মিথ্যা হইবে না ॥ ৩৩

কল্যাণি! সেইজন্য তুমি চারিভাগে বিভক্ত সমস্ত প্রাণি-
 গণকে সংহার কর। সনাতন ধর্ম তোমাকে সর্বপ্রকারে
 পবিত্র করিয়া রাখিবেন ॥ ৩৪

লোকপাল, যম ও নানাপ্রকারের ব্যাধিসমূহ তোমার সাহায্য
 করিবে। আমি এবং অন্যান্য দেবগণ তোমাকে পুনরায় তাদৃশ
 বরদান করিব, বাহাতে তুমি পাপমুক্ত হইয়া নিজে নির্দলভাবে
 জগতে বিখ্যাত হইবে।

মহারাজ! তিনি এই কথা বলিলে পর যত্নে কৃতাজ্জলি হইয়া
 মস্তক অবনত করত ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া সেই সময়
 পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন।

প্রভো! যদি এই কার্য আমি বিনা সম্পদ নাই-ই হয়,
 তবে আমি আপনার এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম। কিন্তু
 এ-বিষয়ে আমি আপনাকে বাহা কিছু বলিব, তাহা শ্রবণ করুন।

লোভ, ক্রোধ, অহংকার, দ্বৈধা, জ্যোহ, মোহ, নির্লজ্জতা এবং
 পরস্পরের প্রতি কথিত কঠোর বাক্য—এই বিভিন্ন দোষসমূহই
 দেহধারণগণের দেহ ভেদ করক ॥ ৩৫-৩৮

অতীশ্চাত্তোদ্যাপকৃষা দেহং ভিন্দুঃ পৃথগ্ধিধাঃ ।

ত্রক্ষোবাচ ।

তথা ভবিষ্যতে মৃত্যো সাধু সংহর ভোঃ প্রজাঃ ।

অধর্মস্তু ন ভবিতা নাপথ্যাস্তামাহং শুভে ॥ ৩৯

যাশ্চক্ষুঃবিন্দুনি করে মমাসং-

স্তে ব্যাধয়ঃ প্রাণিনামাশ্রজাতাঃ ।

তে মারয়িষ্যন্তি নরান্ গতান্শূন

নাধর্মস্তু ভবিতা মা স্ম ভৈষীঃ ॥ ৪০

নাধর্মস্তু ভবিতা প্রাণিনাং বৈ

ঋং বৈ ধর্মস্তং হি ধর্মস্ত চেশা ।

ধম্যা ভূষা ধর্মনিত্য্য ধরিত্রী

তস্ম্যাং প্রাণান্ সর্বধেমান্ নিযচ্ছ ॥ ৪১

সর্বেষাং বৈ প্রাণনাং কাম-রোষৌ

সন্ত্যজ্য ঋং সংহরস্বৈহ জীবান্ ।

এবং ধর্মস্তং ভবিষ্যতানস্তো

মিথ্যাবৃত্তান্ মারয়িষ্যত্যধর্মঃ ॥ ৪২

ব্রহ্মা বলিলেন, —মৃত্যু! তাহাই হইবে। তুমি উত্তম
রীতি অহংসরণ করিয়া প্রাণিগণকে সংহার কর। শুভে!
ইহাতে তোমার কোন অধর্ম হইবে না এবং আমিও তোমার
কোন অনিষ্ট চিন্তা করিব না ॥ ৩৯

তোমার অশ্রবিন্দুমূহ, বাহাদের আমি চক্ষু ধারণ করিয়া-
ছিলাম, তাহারা প্রাণিগণের নিজ নিজ শরীর হইতে উৎপন্ন
ব্যাধিরূপে উপস্থিত হইয়া আয়ুশ্চ প্রাণীদিগকে বিনাশ করিবে,
সুতরাং তুমি ভীত হইও না ॥ ৪০

তোমার কোন অধর্মই হইবে না। তুমিই প্রাণিগণের
ধর্ম ও সেই ধর্মের ঈশ্বরী হইবে। অতএব সর্বদা ধর্ম তৎপর
এবং ধর্মাত্মক জীবন ধাপন করিতে থাকিয়া ধরিত্রী হইয়া
এই সমস্ত জীবগণের প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে থাক ॥ ৪১

কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করত এই জগতের সমস্ত প্রাণিগণের
প্রাণকে সংহার কর। ইহা করিলে তুমি অক্ষয় ধর্মলাভ করিতে
সমর্থ হইবে। মিথ্যাচারী পুরুষকে ত তাহার অধর্মই নাশ
করিয়া থাকিবে ॥ ৪২

তুমি ধর্মচরণের দ্বারা স্বয়ংই নিজেকে নিজে পবিত্র কর।
অসত্যের আভ্র এহণ করিলে পর প্রাণী স্বয়ংই নিজেকে পাপ-
পঙ্কে নিমজ্জিত করিবে। সেইজন্য নিজের মনে উৎপন্ন কাম ও

তেনাত্মানং পাবয়ষ্যাত্মনা ঋং

পাপেহহাত্মানং মজ্জয়িষ্যন্ত্যসত্যং ।

তস্ম্যাং কামং রোষমপাগতং ঋং

সন্ত্যজ্যাস্তুঃ সংহরস্বৈতি জীবান্ ॥ ৪৩

নারদ উবাচ ।

মা বৈ ভীতা মৃত্যুসংজ্ঞোপদেশা-

চ্ছাপাদ্ ভীতা বাচমিত্যব্রবীৎ তম্ ।

মা চ প্রাণং প্রাণিনামস্তকালে

কাম-ক্রোধৌ ত্যজ্য হরত্যসক্তা ॥ ৪৪

মৃত্যুস্তেষাং ব্যাধয়স্তং প্রসূতা

ব্যাবী রোগো রুজাতে যেন জন্তুঃ ।

সর্বেষাঞ্চ প্রাণিনাং প্রায়ণাস্তে

তস্মাচ্ছোকং মা কৃথা নিফলং ত্বম্ ॥ ৪৫

সবে দেবাঃ প্রাণিভিঃ প্রায়ণাস্তে

গতা বৃত্তাঃ সংনিবৃত্তাস্তথৈব ।

এবং সর্বে প্রাণিনস্তত্র গতা

বৃত্তা দেবা মর্ত্যবদ্ রাজসিংহ ॥ ৪৬

ক্রোধ পরিত্যাগ করত তুমি সকল জীবকে সংহার কর ॥ ৪৩

নারদ বলিলেন,—রাজন্! সেই মৃত্যু নামধারিণী নারী
ব্রহ্মার সেই উপদেশ, বিশেষতঃ তাঁহার শাপের ভয়ে ভীত হইয়া
বলিলেন—আচ্চা, আপনার আদেশ আমি স্বীকার করিয়া
লইলাম। সেই মৃত্যু অন্তকাল আগিলেই কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ
করত অনাসক্তভাবে সমস্ত প্রাণীদিগের প্রাণ হরণ করিয়া
থাকেন ॥ ৪৪

ইহাই হইল প্রাণিগণের মৃত্যু, ইহার জন্ত ব্যাধিসমূহের উৎপত্তি
হইয়াছে। রোগের নাম হইল ব্যাধি, বাহার জন্ত প্রাণিগণ কষ্ট
হইয়া যায় (অর্থাৎ তাহাদের আত্মভঙ্গ হইয়া যায়)। আয়ু
শেষ হইলে সমস্ত প্রাণীগণের মৃত্যু এইভাবে হইয়া থাকে।
রাজন্! অতএব তুমি কৃথা শোক করিও না ॥ ৪৫

আয়ু শেষ হইয়া যাইলে সমস্ত ইঞ্জিয়বর্গ প্রাণিগণের সহিত
পরলোকে যাইয়া অবস্থান করে এবং পুনরায় তাহাদের সহিতই
এই লোকে প্রত্যাবর্তন করে। নৃপশ্রেষ্ঠ! এইরূপে সকল প্রাণী
কর্মবলে দেবলোকে যাইয়া সেখানে দেবভার্য্যে অবস্থান করিয়া
থাকে এবং সেই কর্মদেবতা মহুগণের দ্বারা ভোগ সমাপ্ত
হইলেই পুনরায় এ-জগতে ফিরিয়া আসে ॥ ৪৬

বায়ুর্ভীমো ভীমনাদো মহোজা

ভেষ্টা দেহান্ প্রাণিনাং সর্বগোহসৌ ।

নো বায়ুস্তি নৈব বৃষ্টিং কদাচিৎ

প্রাপ্তোত্থাপ্রোহনস্ততেজোবিশিষ্টঃ ॥ ৪৭

সর্বে দেবা মর্ত্যসংজ্ঞাবিশিষ্টা-

স্তস্ম্যাং পুত্রং মা শুচো রাজসিংহ ।

স্বর্গং প্রাপ্তো মোদতে তে তনুজো

নিত্যং রম্যান্ বীরলোকানবাণ্য ॥ ৪৮

তাস্কৃৎ হুঃখং সঙ্গতঃ পুণ্যকৃষ্টি-

রেষা মৃত্যুর্দেবদীপ্তা প্রজানাম্ ।

প্রাপ্তে কালে সংহরন্তী যথাবৎ

স্বয়ং কৃত্য প্রাণহরা প্রজানাম্ ॥ ৪৯

আত্মানং বৈ প্রাণিনো স্তুস্তি সর্বে

নৈতান্ মৃত্যুর্দণ্ডপাণিহীনস্তি ।

তস্মাগ্ তান্ নানুশোচন্তি ধীরা

মৃত্যুং জ্ঞাত্বা নিশ্চয়ং ব্রহ্মসৃষ্টম্ ।

ভয়ঙ্কর শঙ্ককারী মহাবলশালী ভয়ানক প্রাণবায়ু প্রাণিগণের দেহকেই ভেদ করিয়া থাকে (চেতন আত্মাকে নহে ; কারণ ;), তিনি সর্বব্যাপী, উগ্রপ্রভাবশালী এবং অনন্ত তেজঃসম্পন্ন, তাঁহার কখনও বৃষ্টি ও আবৃষ্টি (গমনাগমন) হয় না ॥ ৪৭

রাজশ্রেষ্ঠ অকম্পন ! সমস্ত দেবগণও মর্ত্য (মরণার্থী) নামে বিভূষিত, সেইজন্য তুমি নিজের পুত্রের জন্ত শোক করিও না । তোমার পুত্র স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে এবং নিত্য রমণীয় বীর-লোকে অবস্থান করত আনন্দ অক্লান্ত করিতেছে ॥ ৪৮

সে হুঃখ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যাত্মা পুরুষগণের সহিত বাইয়া মিলিত হইয়াছে । প্রাণিগণের জন্ত এই মৃত্যু শ্রীভগবানের দান । সময় আসিলেই সে যথোচিতরূপে প্রাণিগণকে সংহার করিয়া থাকে । প্রজাবর্গের প্রাণহরণকারিণী এই মৃত্যুকে স্বয়ং ব্রহ্মাই সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৪৯

সমস্ত প্রাণী স্বয়ংই নিজেকে নিজের মৃত্যু বরণ করিয়া থাকে । মৃত্যু হাতে দণ্ড লইয়া ইহাদের বধ করেন না । অতএব ধীর পুরুষ মৃত্যুকে ব্রাহ্মার দ্বারা সৃষ্ট নিশ্চিত বিধান জানিয়া মৃত প্রাণিগণের জন্ত কখনও শোকপ্রকাশ করেন না । এইরূপ ব্রাহ্ম-কর্তৃক সৃষ্ট সমস্ত বস্তুকে মৃত্যুর বশীভূত জানিয়া তুমি নিজের পুত্রের

ইৎখং সৃষ্টিং দেবকৃপ্তাং বিদিত্বা

পুত্রানষ্টাচ্ছোকমান্ত ত্যজস্ব ॥ ৫০

দ্বৈপায়ন উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বার্থবদ্ বাক্যং নারদেন প্রকাশিতম্ ।

উবাচাকম্পনো রাজা সখ্যং নারদং তথা ॥ ৫১

ব্যাপেশোকঃ প্রীতোহস্মি ভগবন্ বিসম্ভম ।

ঋত্বিহাসং স্বস্তস্ত কৃতার্থোহস্ম্যভিবাদয়ে ॥ ৫২

তথোক্তো নারদস্তেন রাজা ঋষিবরোত্তমঃ ।

জগাম নন্দনং শীজং দেবর্ষিরমিতাত্মবান্ ॥ ৫৩

পুণ্যং যশস্ত্যং স্বর্গ্যঞ্চ ধন্যমায়ুষ্যমেব চ ।

অস্ত্রোতিহাসস্ত সদা শ্রবণং শ্রাবণং তথা ॥ ৫৪

এতদর্থপদং ঋত্বা তদা রাজা যুধিষ্ঠির ।

ক্ষত্রধর্মঞ্চ বিজ্ঞায় শূরাণ্যঞ্চ পরাং গতিম্ ॥ ৫৫

সম্প্রাপ্তোহসৌ মহাবীৰ্য্যঃ স্বর্গলোকং মহারথঃ ।

অভিমত্যাঃ পরান্ হত্বা প্রমুখে সর্বধর্ষিনাম্ ॥ ৫৬

মৃত্যুতে উৎপন্ন শোককে সমস্ত পরিত্যাগ কর ॥ ৫০

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! নারদের কথিত এই অর্থপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অকম্পন স্বীয় মিত্র নারদকে এই বলিলেন ॥ ৫১

ভগবন্ ! মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনার মুখ হইতে এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া আমার শোক দূরীভূত হইয়াছে আমি শ্রম ও কৃতার্থ হইলাম । আমি আপনার চরণে শ্রণাম করিতেছি ॥ ৫২

রাজা অকম্পনকে এই কথা বলিয়া ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অমিতাত্মা দেবর্ষি নারদ অতিসত্ত্বর নন্দনবন অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৫৩

যে ব্যক্তি ইহা সর্বদা শ্রবণ করেন ও অপরকে শ্রবণ করান, তাঁহাকে এই ইতিহাস পুণ্য, বশ, স্বর্গ, ধন এবং আয়ু প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৫৪

যুধিষ্ঠির ! সেই সময় মহারথী ও মহাপরাক্রমী রাজা অকম্পন এই উত্তম অর্থপ্রকাশকারী বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম পূর বীরগণের পরম গতিবিষয়ে জ্ঞানলাভ করত যথাসময়ে স্বর্গলোকে গমন করিলেন ।

মহাধর্মজ্ঞ অভিমত্যা পূর্বজন্মে চতুর পুত্র ছিলেন । এই মহারথী বীর সময়প্রণে সমস্ত ধর্মজ্ঞগণের সমুখে শত্রুদিগকে

যুধ্যমানো মহেষ্वासো হতঃ সোহভিমুখো রणे ।

অসিনা গদয়া শক্ত্যা ধনুবা চ মহারথঃ ।

বিরজাঃ সোমসুহৃৎ স পুনস্তত্র প্রলীয়তে ॥ ৫৭

তন্মাং পরাং ধৃতিং কৃদ্বা ভ্রাতৃভিঃ সহ পাণ্ডব ।

অশ্রমন্তঃ সুসন্নকঃ শীত্বে যোদ্ধু মুপাক্রম ॥ ৫৮

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্ষিক্যাং

জ্যোৎস্নাং অভিমহ্যবধপৰ্বে যুত্যা-প্রজাপতিসংবাদে

চতুঃপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

বধ করিয়া খড়্গ, শক্তি, গদা ও ধনুধারা সমুখযুদ্ধ করিতে করিতে
নিহত হইয়াছে এবং দুঃখরহিত হইয়া পুনরায় সে চন্দ্রলোকে
চলিয়া গিয়াছে ॥ ৫৫-৫৭

ক্রীমহ্যবধি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জ্যোৎস্নাপর্কান্তর্গত অভিমহ্যবধপর্কে যুত্যা-প্রজাপতি-সংবাদবিষয়ক
চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অহুবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[বোড়শ-রাজকৌর্যোপাখ্যানারম্ভঃ, নারদস্য করুণয়া রাজ্ঞঃ সৃঞ্জয়স্ত পুত্রলাভঃ, দহ্মা ভিক্তস্য বিনাশঃ, পুত্রশোক-
সমুপ্তস্ত সৃঞ্জয়স্ত সবিধে নারদস্ত মরুতচরিত্রকথনঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ঋষা যুত্য়সমুৎপত্তিং কৰ্মাণ্যহুপমানি চ ।

ধৰ্মরাজঃ পুনৰ্বাক্যং প্রসাদগ্নৈনমথাব্রবীৎ ॥ ১

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

শুন্নবঃ পুণ্যকৰ্মাণঃ শত্রুপ্রতিমবিক্রমাঃ ।

স্থানে রাজর্ষয়ো ব্রহ্মন্নঘাঃ সভাবাদিনঃ ॥ ২

ভূম এব তু মাং তথৈবচোভিরভিরুহয় ।

রাজর্ষীণাং পুরাণানাং সমাধাসয় কর্মভিঃ ॥ ৩

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ঃ ।

[বোড়শরাজকৌর্যোপাখ্যান আরম্ভ, নারদের রূপায় রাজা
সঞ্জয়ের পুত্রলাভ, দহ্মাগণকর্তৃক তাহার বধ এবং পুত্রশোকসমুপ্ত
সঞ্জয়ের নিকট নারদের মরুত চরিত্র কথন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! যুত্য়র উৎপত্তি ও তাহার অহুপম
কর্মের কথা প্রবণ করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় ব্যাসদেবকে
প্রশ্ন করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! ইন্দ্রতুলা পরাক্রমী, শ্রেষ্ঠ, পুণ্যকর্মী,
নিষ্পাপ এবং সভাবাদী রাজর্ষিগণ নিজেদের যোগ্য উত্তম স্থানে
নিবাস করিতেছেন ॥ ২

অতএব আপনি পুনরায় সেই সব প্রাচীন রাজর্ষিগণের সংকর্ষ-
সমূহের বোধক আপনায় বথার্থ বচন দ্বারা আমার সৌভাগ্যবর্ধন
করুন এবং আমাকে আশ্বাসপ্রদান করুন ॥ ৩

পাতুনন্দন ! অতএব তুমি ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত উত্তম ধৈর্যধারণ
করত প্রমাদ (অনবধানতা) পরিহার করিয়া উত্তমরূপে কব-
চাদিতে সুসজ্জিত হইয়া পুনরায় অতিদগ্ধর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত
হও ॥ ৫৮

কিয়ন্তো দক্ষিণা দন্তাঃ কৈশ্চ দন্তা মহাশ্রুভিঃ ।

রাজর্ষিভিঃ পুণ্যকৃষ্টিস্তদ্ ভবান্ প্রব্রবীতু মে ॥ ৪

ব্যাস উবাচ ।

শৈব্যস্য নৃপতেঃ পুত্রঃ সৃঞ্জয়ো নাম নামতঃ ।

সখায়ো তস্ত চৈবোভৌ ঋষী পর্বত-নারদৌ ॥ ৫

ভৌ কদাচিৎ গৃহং তস্ত প্রবিষ্টৌ তদ্দীক্ষয়া ।

বিধিবচ্চারিভৌ তেন প্রীতৌ তত্রোষতুঃ সুখম্ ॥ ৬

তং কদাচিৎ সুখাসীনঃ তাভ্যাং সহ শুচিশ্রিতা ।

হুহিতাভ্যাগমং কস্তা সৃঞ্জয়ং বরবর্ণিনী ॥ ৭

পূর্বকালে কোন কোন পুণ্যকর্মকারী মহাত্মা রাজর্ষিগণ যজ্ঞে
কত দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন ? এই সব বৃত্তান্ত আপনি আমাকে
বলুন ॥ ৪

ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজন্ । রাজা শৈব্যের সৃঞ্জয় নামে
এক প্রখ্যাত পুত্র ছিলেন । পর্বত ও নারদ এই দুই জন দেবর্ষি
তাঁহার মিত্র ছিলেন ॥ ৫

একদিন সেই দুই দেবর্ষি সৃঞ্জয়কে দর্শন করিবার ইচ্ছায়
তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন । তখন তিনি ইহাদের দুই জনকে
বিধি অহুসারে পূজা করিলেন এবং তাঁহারাও উভয়ে স্বর্গের
সহিত বাগ করিতে লাগিলেন ॥ ৬

এক সময় যখন এই দুই দেবর্ষির সহিত রাজা সৃঞ্জয় বসিয়া

তয়াভিবাচিতঃ কস্তামভ্যানন্দন্ যথাবিধি ।
 তৎসলিলজাভিরাশীর্ভিরিষ্টাভিরভিতঃ স্থিতাম্ ॥ ৮
 তাং নিরীক্ষ্যাত্রবীন্ বাক্যং পর্বতঃ প্রহসন্নিব ।
 কস্তেয়ং চক্ৰলাপজী সর্বলক্ষণসম্মতা ॥ ৯
 উতাহো ভাঃ শ্বিদরুস্ত জলনস্ত শিখা শ্বিয়ম্ ।
 ক্রীড়াঃ কীৰ্ত্তিধৃতিঃ পুষ্টিঃ সিদ্ধিশ্রমসঃ প্রভা ॥ ১০
 এবং ক্রবাণং দেবর্ষিঃ নৃপতিঃ সৃঞ্জয়োহত্রবীৎ ।
 মমেয়ং ভগবন্ কস্তা মন্তো বরমভীপ্সতি ॥ ১১
 নারদস্তত্রবীদেনং দেকি মহমিমাং নৃপ ।
 ভাধ্যার্থং সুমহচ্চেয়ঃ প্রাপ্তুং চেদিচ্ছসে নৃপ ॥ ১২
 দদানীত্যেব সংস্তুষ্টঃ সৃঞ্জয়ঃ প্রাহ নারদম্ ।
 পর্বতস্ত সুসংক্রুদ্ধো নারদং বাক্যমত্রবীৎ ॥ ১৩
 হ্রদয়েন ময়া পূর্বং বৃত্তাং বৈ বৃত্তবানসি ।

ছিলেন, তখন সৃঞ্জয়ের পবিত্র হাস্যময়ী পরমা সুন্দরী কস্তা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ৭

তিনি আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন । তখন রাজাও তাঁহাকে অভীষ্ট আশীর্বাদ দান করত স্বীয় পার্শ্বভাগে দণ্ডায়মানা সেই কস্তাকে বিধিপূর্বক অভিনন্দিত করিলেন ॥ ৮

তখন দেবর্ষি পর্বত সেই কস্তার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া হাস্য করিতে করিতে বলিলেন,—রাজন্! সমস্ত শুভলক্ষণসমূহে সম্মানিতা চক্ৰলদৃষ্টসম্পন্ন এই কস্তা কাহার পুত্রী? ৯

অহো! এই কস্তা সৃঞ্জের প্রভা অথবা অগ্নিদেবের শিখা? কিংবা ক্রী, ক্রী, কীৰ্ত্তি, ধৃতি, পুষ্টি, সিদ্ধি ও চন্দ্রের প্রভা ॥ ১০

এইরূপ জিজ্ঞাসাকারী দেবর্ষি পর্বতকে রাজা সৃঞ্জয় বলিলেন,—ভগবন্! এ আমারই কস্তা, সে আমার নিকট হইতে বরলাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে ॥ ১১

এই সময়ে নারদ রাজাকে বলিলেন,—হে নৃপ! যদি তুমি পরম কল্যাণলাভ করিতে অভিলষী হও, তবে তোমার এই কস্তাকে ঋণপত্রী করিবার জন্ত আমাকে প্রদান কর ॥ ১২

তখন সৃঞ্জয় অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া নারদকে বলিলেন—আচ্ছা, প্রদান করিব । ইহা শুনিয়া পর্বতমুনি অত্যন্ত কুপিত হইয়া নারদকে বলিলেন ॥ ১৩

রাজন্! আমি মনে মনে প্রথমেই যে কস্তাকে বরণ করিয়াছি, তাহাকেই তুমি এখন বরণ করিলে । যেহেতু তুমি আমার অন্তরীত পত্নীকে বরণ করিয়াছ, সেইহেতু তুমি এখন

যস্মাদ্ বৃত্তা ত্বয়া বিপ্র মা গাঃ স্বর্গং যথেক্সয়া ॥ ১৪

এবমুক্তো নারদস্তং প্রত্যাচোত্তরং বচঃ ।

মনোবাগ্-বুদ্ধিসম্ভাষা দস্তা চোদকপূর্বকম্ ॥ ১৫

পাণিগ্রহণমস্ত্রাশ্চ প্রথিতং বরলক্ষণম্ ।

ন ত্বেষা নিশ্চিতা নিষ্ঠা নিষ্ঠা সপ্তপদী স্মৃতা ॥ ১৬

অনুৎপন্নৈ চ কার্যার্থে মাং ত্বং ব্যাহতবানসি ।

তস্মাৎ ত্বমপি ন স্বর্গং গমিস্তসি ময়া বিনা ॥ ১৭

অস্তোস্তমেবং শপ্তা বৈ তস্তুতুস্তত্র তৌ তদা ।

অথ সোহপি নৃপো বিপ্রান্ পানান্চ্ছাদন-ভোজনৈঃ ॥ ১৮

পুত্রকামঃ পরং শক্ত্যা যত্নাচ্ছোপাচরচ্ছুচিঃ ।

তস্ত প্রসন্ন্য বিপ্রেশ্রাঃ কদাচিৎ পুত্রমীপ্সবঃ ॥ ১৯

তপঃস্বাধ্যায়নিরতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ।

সহিতা নারদং প্রোছদেহুস্তৈ পুত্রমীপ্সিতম্ ॥ ২০

স্বীয় ইচ্ছানুসারে স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না ॥ ১৪

তিনি এই কথা বলিলে পর নারদ তাঁহাকে এই উত্তর প্রদান করিলেন—মনে লক্ষ্য করিয়া, বাক্যে প্রতিজ্ঞা করিয়া, বুদ্ধির দ্বারা পূর্ণ নিশ্চয় করিয়া, পরস্পর সম্ভাবণপূর্বক এবং লক্ষ্যের জল হাতে লইয়া যে কস্তাদান করা হয়, বরকর্তৃক যে কস্তার পাণি-গ্রহণ করা হয় এবং বৈদিক মন্ত্রপাঠ করা হয়, এই সকল বিধি-বিহিত বিধানই কস্তার পরিগ্রহের সাধকরূপে প্রসিদ্ধ, কিন্তু কেবল ইহার দ্বারা পাণিগ্রহের পূর্ণতার নিশ্চয় হয় না । ইহার পূর্ণ নিষ্ঠা (পরিসমাপ্তি) তে সপ্তপদী গমনই উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ১৫-১৬

অতএব এই কস্তার উপরে পতিরূপে তোমার কোন অধিকার নাই—এরূপ অবস্থায় তুমি আমাকে শাপদান করিয়াছ, সেইজন্য তুমিও আমার সাহায্য ব্যতীত স্বর্গলোকে বাইতে পারিবে না ॥ ১৭

এইভাবে পরস্পর পরস্পরকে শাপদান করিয়া সেই দুই দেবর্ষি সেখানে বাস করিতে লাগিলেন । অন্তদিকে রাজা সৃঞ্জয় পুত্রলাভ করিবার ইচ্ছায় পবিত্রচিহ্নে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া অভিশয় বস্ত্রের সহিত ভোজন, পান করিবার যোগ্য পদার্থ এবং বস্ত্রাদি দান করিয়া ব্রাহ্মণগণের আরাধনা করিতে লাগিলেন ।

একদিন রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে পুত্রদান করিতে অভিলষী সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ—বাহারা তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে লিপ্ত আছেন এবং বেদ-বেদাঙ্গসমূহের পারগামী বিদ্বান্ ছিলেন, ইহারা একসঙ্গে নারদকে বলিলেন—দেবর্ষে! আপনি এই রাজা সৃঞ্জয়ের অভীষ্ট পুত্র প্রদান করুন ॥ ১৮-২০

তথেষ্ট্যক্তা দ্বিজৈরুক্তঃ সৃজয়ঃ নারদোহত্রবীৎ ।

তুভ্যং প্রসন্নো রাজর্ষে পুত্রমীশ্বস্তি ব্রাহ্মণাঃ ॥ ২১

বরং বৃণীষ ভজ্যং তে যাদৃশং পুত্রমীশ্বিতম্ ।

তথেষ্ট্যক্তঃ প্রোজ্জলী রাজা পুত্রং বত্রে গুণাষতম্ ॥ ২২

যশস্বিনং কীৰ্ত্তিমন্তং তেজস্বিনমরিন্দমম্ ।

যশ্চ মূত্রং পূরীষঞ্চ ক্লেদঃ শ্বেদশ্চ কাঞ্চনম্ ॥ ২৩

(সৰ্বং ভবেৎ প্রসাদাদ্ বৈ তাদৃশং তনয়ং বৃণে ।)

ব্যাস উবাচ ।

তথা ভবিষ্যতীত্যুক্তে জজ্ঞে তন্ত্বেপ্সিতঃ স্নুতঃ ॥

কাঞ্চনশ্রাকরঃ ক্রীমান্ প্রসাদাচ্চ সুকাজ্জিতঃ ।

অপতং তশ্চ নেত্রাভ্যাং রুদতস্তশ্চ নেত্রজম্ ॥

সুবর্ণজীবিরিতোবং তশ্চ নামাভবৎ কৃতম্ ।

তস্মিন্ বরপ্রদানেন বধঁয়তামিতং ধনম্ ॥ ২৪

কারয়ামাস নৃপতিঃ সৌবর্ণং সৰ্বমীশ্বিতম্ ।

ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিলে পর নারদ 'তথেষ্ট্য' বলিয়া তাঁহাদের সেই অহরোধ স্বীকার করিয়া লইলেন। তারপর সৃজয়কে পুন-
রায় এই কথা বলিলেন—রাজর্ষে! এই ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হইয়া
তোমাকে অভীষ্ট পুত্রলাভ করাইতে বাসনা করিতেছেন ॥ ২১

তোমার কল্যাণ হউক। তোমার যেরূপ পুত্র অভীষ্ট,
সেইরূপ পুত্রের জন্ত আজ বর প্রার্থনা কর। নারদ এই কথা বলিলে
পর রাজা সৃজয় কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার নিকট সমস্ত সঙ্গুগসম্পন্ন,
যশস্বী, কীৰ্ত্তিমান, তেজস্বী এবং শক্রদমন পুত্রের বর প্রার্থনা
করিলেন। তিনি বলিলেন,—মুনে! আমি এরূপ পুত্র প্রার্থনা
করিতেছি, যাহার মল, মূত্র, থুথু ও প্রস্রাব প্রভৃতি সবই
আপনার করুণায় স্বর্ণময় হইয়া যাইবে ॥ ২২-২৩

ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজন্! তখন নারদ মুনি কহিলেন,
'তাহাই হইবে'। তিনি এই কথা বলিলে পর রাজা সৃজয়
মনোবাহিত পুত্র লাভ করিলেন। মুনির প্রসাদে শোভাশালী
পুত্র সুবর্ণের খনিরূপ হইল। রাজা ইহাই কামনা করিয়াছিলেন।
এই পুত্র যখন রোদন করিত, তখন তাহার চক্ষু হইতে স্বর্ণময়
'অক্ষ' নির্গত হইত। এই কারণে সেই পুত্রের 'সুবর্ণ জীবী' এই
নাম প্রসিদ্ধ হইয়া বাইল। বরদানের প্রভাবে সে অনন্ত ধনরাশি
বৃদ্ধি করিতে লাগিল ॥ ২৪

রাজা সৃজয় তখন গৃহ, প্রাসাদ, প্রাচীর, দুর্গ এবং ব্রাহ্মণ-
গণের নিবাসস্থান এ সমস্ত অভীষ্ট বস্তু স্বর্ণের দ্বারা নির্মাণ

গৃহপ্রাকারদুর্গাণি ব্রাহ্মণাবসথান্যপি ॥ ২৫

শয্যাসনানি যানানি স্থালী পিঠরভাজনম্ ।

তশ্চ রাজোহপি যদ্ বেষ্ম বাহ্যশ্চাপস্করাশ্চ যে ॥ ২৬

সৰ্বং তৎ কাঞ্চনময়ং কালেন পরিবর্ধিতম্ ।

অথ দম্ভ্যগণাঃ ক্রুদ্বা দৃষ্ট্বা চৈনং তথাবিধম্ ॥ ২৭

সমুয় তশ্চ নৃপতেঃ সমারদ্ধাশ্চিকীৰ্ষিতম্ ।

কেচিৎ তত্রাক্রবন্ রাজঃ পুত্রং গৃহীম বৈ স্বয়ম্ ॥ ২৮

সৌহৃদ্যাকরঃ কাঞ্চনশ্চ তশ্চ যদ্বং চরামহে ।

ততস্তে দম্ভ্যবো লুকাঃ প্রবিশ্য নৃপতের্গৃহম্ ॥ ২৯

রাজপুত্রং তথা জহুঃ সুবর্ণজীবিনং বলাৎ ।

গৃহৈনমন্তপায়জ্ঞা নীহারণ্যমচেতসঃ ॥ ৩০

হত্বা বিশস্ত চাপশ্চান্ লুকা বশু ন কিঞ্চন ।

তশ্চ প্রাণৈর্বিমুক্তস্য নষ্টং তদ্ বরদং বশু ॥ ৩১

দম্ভ্যবশ্চ তদাত্তোত্তং জন্তু মূৰ্থা বিচেতসঃ ।

হত্বা পরস্পরং নষ্টাঃ কুমারং চাষ্টুতং ভুবি ॥ ৩২

করাইলেন। শয্যা, আসন, যান, স্থালী, অস্ত্রাশ্রয় বাসনপত্র,
রাজার অস্ত্রপুং এবং অস্ত্রাশ্রয় বাহ্য উপকরণ সকল—এ সমস্তই
স্বর্ণের দ্বারা নিষ্পিত হইয়াছিল, বাহ্য সময়ান্তরারে বৃদ্ধি পাইতে
লাগিল।

তদনন্তর দম্ভ্যগণ রাজার বৈভবের কথা শ্রবণ করিয়া এবং
তাঁহাকে সেইরূপ ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন দেখিয়া একত্রে মিলিতভাবে
রাজার সেখানে ধনাদি অপহরণ করিতে লাগিল।

সেই দম্ভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ বলিল যে, আমরা
সকলে স্বয়ংই এই রাজপুত্রকে নিজেদের অধিকারে লইয়া যাইব;
কারণ, এই পুত্রই স্বর্ণের খনিভূল্য। অতএব আমরা তাহাকে
ধরিয়া ফেলিবার জন্ত যত্ন করিব।

তখন সেই সব দম্ভ্যরা রাজাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রাজকুমার
সুবর্ণজীবীকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া বাইল।

যোগ্য উপায়সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ সেই বিবেকহীন দম্ভ্যরা
তাহাকে বনে লইয়া বাইয়া হত্যা করিল এবং তাহার দেহকে
খণ্ড খণ্ড করিয়া বেধিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে অন্নও ধন
দেখিতে পাওয়া বাইল না। সেই পুত্র প্রাণহীন হইলেই তাহার
বরদায়ক বৈভব নষ্ট হইয়া বাইল ॥ ২৫-৩১

সেই সময় এই বিচারশক্তিশূন্য, মূৰ্খ এবং ছুরাচারী দম্ভ্যগণ
ভ্রমভুলেই এই অদ্ভুত ও অসম্ভব কুমারকে বধ করত পরস্পর

অসম্ভাব্যং গতা যোরং নরকং দৃষ্টকারিণঃ ।
 তং দৃষ্ট্বা নিহতং পুত্রং বরদন্তং মহাতপাঃ ॥ ৩৩
 বিলাপ স্রুতঃখার্তো বহুধা করুণং নৃপঃ ।
 বিলপন্তঃ নিশম্যাস্থ পুত্রশোকহতং নৃপম্ ॥ ৩৪
 প্রত্যদৃশ্যত দেবর্ষিনারদন্তস্ত সন্নিধৌ ।
 উবাচ চৈনং দুঃখার্তং বিলপন্তমচেতসম্ ॥ ৩৫
 স্রুতং নারদোহভ্যেত্য তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ।

(নারদ উবাচ ।

তাজ শোকং মহারাজ বৈরুধ্যং তাজ বুদ্ধিমন্ ।
 ন মৃতঃ শোচতো জীবেন্মুহুর্তো বা জনাধিপ ॥
 তাজ মোহং নৃপশ্রেষ্ঠ ন হি মুহুন্তি ঋদ্ধিধাঃ ।
 ধীরো ভব মহারাজ জ্ঞানবুদ্ধোহসি মে মতঃ ॥)
 কামানামবিতৃপ্তস্তং স্রুতয়েহ মরিয়াসি ॥ ৩৬
 যস্ত চৈতে বয়ং গোহে উষিতা ব্রহ্মবাদিনঃ ।

পরস্পরকে বধ করিতে লাগিল । এইভাবে তাহারা পরস্পর
 কর্তৃক নিহত হইয়া ভয়কর নরকে পতিত হইল ।

মুনির বরে প্রাপ্ত সেই পুত্রকে নিহত দেখিয়া সেই মহাতপস্বী
 নরপতি অত্যন্ত দুঃখে পীড়িত হইয়া নানাপ্রকার করুণাজনক
 বিলাপ করিতে লাগিলেন ।

পুত্রশোকে পীড়িত রাজা স্রুত বিলাপ করিতেছেন ইহা
 শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে
 দর্শনদান করিলেন ।

যুধিষ্ঠির । দুঃখপীড়িত অচেতন হইয়া বিলাপকারী রাজা
 স্রুতের নিকট আসিয়া নারদ যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা
 শ্রবণ কর ।

(নারদ বলিলেন,—মহারাজ ! শোক পরিত্যাগ কর ।
 বুদ্ধিমান্ জননাথ ! ব্যাকুলতা পরিহার কর । কোন ব্যক্তি
 মৃতই শোক করুন কিংবা তিনি দুঃখে মুচ্ছিতই হন, ইহাতে মৃত
 মনুষ্য জীবিত হয় না ॥

নৃপশ্রেষ্ঠ ! মোহ ত্যাগ কর, তোমার জ্ঞান ব্যক্তির পক্ষে
 মোহিত হওয়া উচিত নহে । মহারাজ ! ধৈর্যধারণ কর ;
 কারণ, আমি তোমাকে জানবুদ্ধ বলিয়া মনে করি ॥)

স্রুত । যাহার গৃহে ব্রহ্মবাদী মুনি আমরা বাস করি, সেই
 ভূমি এখানে একদিন ভোগে অতৃপ্ত হইয়া যত্নহীন করিবে ।
 স্রুত । অবিক্রান্তে পুত্র রাজা মরুতও নিহত হইয়াছেন, ইহা

আবিক্রিতং মরুতঞ্চ মৃতং স্রুতয় শুক্রম ॥ ৩৭
 সংবর্তো যাজ্ঞ্যামাস স্পর্ধয়া বৈ বৃহস্পতেঃ ।
 যস্মৈ রাজর্ষয়ে প্রাদাদ্ ধনং স ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৩৮
 হৈমং হিমবতঃ পাদং যিযক্ষোর্বিবিধৈঃ স বৈ ।
 যস্ত সেন্দ্রামরগণা বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ॥ ৩৯
 দেবা বিশ্বস্রজঃ সর্বে যজ্ঞনাস্তে সমাসতে ।
 যজ্ঞবান্ সৌবর্ণাঃ সর্বে চাসন্ পরিচ্ছদাঃ ॥ ৪০
 যস্ত সর্বং তদা হুতং মনোহভিপ্রায়গং শুচি ।
 কামতো বৃভুজুর্বিপ্রাঃ সর্বে চান্নাধিনো দ্বিজাঃ ॥ ৪১
 পয়ো দধি ঘৃতং ক্ষৌদ্রং ভোক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ শোভনম্ ।
 যস্ত যজ্ঞেষু সর্বেষু বাসাংস্তাহরণানি চ ॥ ৪২
 ঈঙ্গিতান্যুপতিষ্ঠন্তে প্রহুষ্টান্ বেদপারগান্ ।
 মরুতঃ পরিবেষ্টারো মরুতস্তাত্তবন্ গৃহে ॥ ৪৩
 আবিক্রিতস্ত রাজর্ষেবিশ্বে দেবাঃ সভাসদঃ ।
 যস্ত বীৰ্য্যবতো রাজ্ঞঃ স্রুত্যা শস্ত্যসম্পদঃ ॥ ৪৪

আমরা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৩২-৩৭

বৃহস্পতির সহিত স্পর্ধা করিয়া সংবর্তমুনি রাজর্ষি মরুতকে
 দিয়া বজ্র করাইয়া ছিলেন । নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা শ্রীভগবান্কে
 আরাধনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করিলে যাহাকে ভগবান্ শকর
 প্রচুর ধনরাশিরূপে হিমালয়ের এক স্বর্ণময় শিখর প্রদান
 করিয়াছিলেন এবং প্রতিদিন বজ্রকাণ্ডের শেষে যাহার সভায়
 ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং বৃহস্পতি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ সভাসদরূপে
 উপবিষ্ট থাকিতেন । যাহার যজ্ঞে মণ্ডপের সর্বাংশ ও সমস্ত
 দ্রব্যই স্বর্ণনির্মিত ছিল । যাহার যজ্ঞস্থানে সকল দিনেই সর্গপ্রকার
 অন্ন মনের ইচ্ছানুযায়ী পবিত্ররূপে উপভোগের জন্য পাওয়া
 যাইত । সমস্ত ভোজনার্থী ব্রাহ্মণগণ এবং দ্বিজগণ সেখানে
 নিজেদের ইচ্ছানুসারে দুধ, দধি, ঘৃত, মধু এবং স্রুত স্রুতের ভক্ষ্য-
 ভোজ্য পদার্থসমূহ ভোজন করিতেন । যাহারা সকল যজ্ঞে
 অভিশয় প্রসন্ন, বেদসমূহের পারগামী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ নিজেদের
 কামনা অনুসারে বহু বজ্র ও অলঙ্কার লাভ করিতেন । যে
 রাজর্ষি মরুতের গৃহে মরুতগণ পক্ অন্নাদি পরিবেশনের কার্য
 করিতেন ॥ ৩৮-৪৩

সেই অবিক্রিতপুত্র মরুতের ভবনে বিবেচনাময় সভাসদ
 ছিলেন । এই পরাক্রমশালী নরপতির রাজ্যে উত্তম বৃষ্টি হইত
 বলিয়া ক্ষেত্রে বহু শস্ত উৎপন্ন হইত । বিনি উত্তম বিধি অনুসারে

সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

[রাজ্য: পৌরবস্যাভূতদানবৃত্তান্ত-কথনম ।]

নারদ উবাচ ।

রাজানং পৌরবং বীরং যুতং সৃজয় শুক্রম ।
সহস্রং যঃ সহস্রাণাং শ্বেতানখানবাস্তজং ॥ ১
তস্তান্বমেধে রাজর্ষেদেশাদেশাং সমীযুষাম্ ।
শিক্ষাকরবিধিজ্ঞানাং নাসীং সংখ্যা বিপশ্চিতাম্ ॥ ২
বেদবিজ্ঞাতব্রতস্নাতা বদাশ্রাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ।
শুভিক্ষাজ্ঞানগৃহাঃ সুশয্যাসনভোজনাঃ ॥ ৩
নট-নর্তক-গন্ধর্বে: পূর্ণকৈবর্ধমানকৈ: ।
নিভ্যোজ্যোগৈশ্চ ক্রীড়ন্তিস্তত্র স্ম পরিহরিতা: ॥ ৪
যজ্ঞে যজ্ঞে যথাকালং দক্ষিণাঃ সোহত্যকালয়ং ।
দ্বিপা দশসহস্রাখ্যাঃ প্রমদাঃ কাকনপ্রভা: ॥ ৫
সধ্বজাঃ সপতাকাশ্চ রথা হেমময়ান্তথা ।
যঃ সহস্রং সহস্রাণি কন্তা হেমবিভূষিতা: ॥ ৬
ধুমুজাংগজাক্রুতাঃ সগৃহক্কেত্রগোশতা: ।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[রাজা পৌরবের অভূত দানবৃত্তান্ত কথন ।]

নারদ বলিলেন,—স্বয়ং! আমরা বীর রাজা পৌরবেরও যত্নের কথা শ্রবণ করিয়াছি, যিনি দশলক্ষ শ্বেত বর্ণের অশ্ব দান করিয়াছিলেন । ১

এই রাজ্যি পৌরবের অশ্বমেধ যজ্ঞে নানাদেশ হইতে আগত শিক্ষাশাস্ত্র, অক্ষর (বিভিন্ন দেশের গাণি) ও যজ্ঞবিধিতে অভিজ্ঞ বিদ্বান্গণের কোন সংখ্যাই ছিল না । ২

বেদবিজ্ঞাত অধ্যয়নরূপ ব্রত শেষ করিয়া স্নাতক, উদার ও প্রিয়দর্শন পণ্ডিতগণ রাজার নিকট হইতে উত্তম অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, স্ত্রীর শয্যা, আসন ও ভোজন লাভ করিতেন । ৩

নিভ্য উজোগী এবং ক্রীড়া অভিজ্ঞ নট, নর্তক ও গন্ধর্ব্বগণ গন্ধ্রব্যপূর্ণ শরাব (আরতির শরা) দ্বারা নিজেদের কলা-নৈপুণ্য দেখাইয়া সেই বিদ্বান্গণের মনোরঞ্জন ও হর্ষবর্দ্ধন করিত ।

রাজা পৌরব প্রত্যেক যজ্ঞে যথাসময়ে প্রচুর দক্ষিণা বিভাগ করিয়া প্রদান করিতেন । তিনি স্বর্ণের স্রাব কাস্তিবিশিষ্ট দশ হাজার মদমত্ত হাতী, ধ্বজ এবং পতাকাশ্রেণীসহ স্বর্ণময় বহু-সংখ্যক রথ ও এক লক্ষ স্বর্ণভূষিত কন্তাদান করিয়াছিলেন । ৪-৬

সেই কন্তাগণ রথ, অশ্ব ও হস্তীর উপর আরুঢ় ছিল ।

শ্রীমজ্জহবি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বাভ্যুদয় অধ্যায়ের ষোড়শরাজকীরোপাখ্যানবিষয়ক

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অন্ত্যায় সমাপ্ত ।

শতং শতসহস্রাণি স্বর্ণমালিমহাশ্রবণাম্ ॥ ৭

গবাং সহস্রাশ্চরান্ দক্ষিণামত্যকালয়ং ।

হেমশৃঙ্গ্যো রৌপ্যথুরাঃ সর্বস্যাঃ কাংস্তদোহনাঃ ॥ ৮

দাসীদাসখরোষ্ট্রাশ্চ প্রাদাদাজাবিকং বহু ।

রত্নানাং বিবিধানাঞ্চ বিবিধাংস্ত্রাণপর্বতান্ ॥ ৯

তস্মিন্ সংবিততে যজ্ঞে দক্ষিণামত্যকালয়ং ।

তত্রাস্ত গাথা গায়ন্তি যে পূরণবিদো জনাঃ ॥ ১০

অজস্র যজমানস্ত স্বধর্মাধিগতাঃ শুভাঃ ।

শুণোত্তরাস্ত ক্রতবস্তস্যাসন্ সার্বকামিকাঃ ॥ ১১

স চেস্মমার সৃজয় চতুর্ভ্রতরত্নয়া ।

পুত্রাং পুণ্যতরন্তভ্যাং মা পুত্রমমুতপাথাঃ ।

অযজ্ঞানমদাক্ষিণ্যমভি শ্বেতোতুদাহরং ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি অভিমহ্যাবধপর্ব্বণি ষোড়শরাজকীরে

সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

ইহাদের সহিতই তিনি শত শত গৃহ, ক্ষেত্র ও গাভী প্রদান করিয়াছিলেন । রাজা পৌরব স্বর্ণমালামণ্ডিত বিশাল দেহ এক কোটি গরু এবং তাহাদের সহস্র সহস্র অশ্বচরগণকে দক্ষিণা রূপে দান করিয়াছিলেন ।

স্বর্ণময় শূল, রক্তময় খুর ও কাংসনির্মিত দুগ্ধপাত্রসমষ্টি এবং বহু বৎসযুক্ত গাভীসকল ও দাস, দাসী, উট এবং ভেড়া প্রভৃতি প্রচুর সংখ্যায় দান করিলেন ।

সেই বিশাল যজ্ঞে নানাপ্রকার রত্নরাজি এবং বিবিধ অন্ন-সমুহের পরীততুলারাজি তিনি দক্ষিণারূপে দান করিয়াছিলেন । সেই যজ্ঞের সম্বন্ধে প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই গাথা গান করেন ॥ ৭-১০

যজমান অজামিপি পৌরবের সকল যজ্ঞই স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত ও শুভ ছিল । ইহারা উত্তরোত্তর শুণবান্ ও সম্পূর্ণ কামনাসমূহের সিদ্ধিকারক ছিল ॥ ১১

স্বয়ং! রাজা পৌরব ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারিটি বিষয়েই তোমা অপেক্ষা অধিক ছিলেন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষাও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন । শৈত্য স্বয়ং! যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তুমি যজ্ঞ ও দক্ষিণারহিত নিজ পুত্রের জন্য শোক করিও না । নারদ স্বয়ংকে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ১২

